সুশ্রুতঃ।

দ্বিতীয় সংস্করণম্।

আর্য্যচিকিৎসা বিজ্ঞানম্।

বহুবাজারস্থ অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়েন

অনুদিতঃ সংস্কৃতশ্চ।

THE MEDICAL SCIENCE

OF THE

ANCIENT ARYANS.

TRANSLATED & EDITED

BY

AMBICA CHURUN BANDOPADHYA

THE SECOND EDITION.

কলিকাতা রাজধান্যাম্

বহুবাজারস্থ বরাট প্রেসে

তথা পটলডাঙ্গাস্থ নূতন আর্য্য যন্ত্রে চ

মুদ্রিতঃ।

শকাব্দাঃ ১৮০৭।

মূল্য ৮৲ আট টাকা।

সুশ্রুতঃ।

সূচীপত্রম্

সূত্রস্থানম্।

বিষয় প্রথমোঽধ্যায়ঃ। পৃষ্ঠা

অষ্টাঙ্গায়ুর্ব্বেদ বিবরণম্ ২

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শিষ্যোপনয়ন বিধিঃ ৫

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অধ্যায় সমূহানাম্ সংক্ষেপ বিবরণম্ ৬

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

প্রভাষণীয়োঽধ্যায়ঃ ১১

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অগ্রোপহরণীয় বিবরণম্ ১২

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ঋতুচর্য্যা ১৬

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

ন্ত্র বিবরণম্ ১৯

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

শস্ত্র বিবরণম্ ২২

নবমোঽধ্যায়ঃ।

যোগ্যাসূত্রীয় বিবরণম্ ২৪

বিষয়		পৃষ্ঠা
	দশমোঽধ্যায়ঃ।	
বিশিখানু প্রবেশনীয়ঃ	... ...	২৫
	একাদশাধ্যায়ঃ।	
ক্ষারপাক-বিধিঃ	... ...	২৬
	দ্বাদশাধ্যায়ঃ।	
অগ্নিকর্ম্ম-বিধিঃ	... ...	২৯
	ত্রয়োদশাধ্যায়ঃ।	
জলৌকাবচরণ বিধিঃ	... .	৩৩
	চতুর্দ্দশাধ্যায়ঃ।	
শোণিত বর্ণনম্	... ...	৩৫
	পঞ্চদশাধ্যায়ঃ।	
দোষধাতু মলক্ষয় বৃদ্ধি বিজ্ঞানম্	... ...	৪০
	ষোড়শাধ্যায়ঃ।	
কর্ণব্যধবন্ধবিধিঃ	... ...	৪৫
	সপ্তদশাধ্যায়ঃ।	
আমপক্কৈষণীয়াধ্যায়ঃ	... .	৫১
	অষ্টাদশাধ্যায়ঃ।	
ব্রণালেপনবন্ধন বিধিঃ	... ...	৫৩
	একোনবিংশতিতমোধ্যায়ঃ।	
ব্রণিতোপাসনীয়ম্	... ...	৫৭
	বিংশতিতমোধ্যায়ঃ।	
হিতাহিতীয় বিবরণম্	... ...	৬০
	একবিংশতিতমোধ্যায়ঃ।	
ব্রণ প্রশ্ন জ্ঞানম্	... ...	৬৪
	দ্বাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।	
ব্রণাস্রাব বিজ্ঞানম্	... ...	৬৯

বিষয়		পৃষ্ঠা।
	ত্রয়োবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।	
কৃত্যাকৃত্য বিধিঃ	... ...	৭২
	চতুর্ব্বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।	
ব্যাধিসমুদ্দেশীয়ম্	... ...	৭৪
	পঞ্চবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।	
অষ্টবিধ শস্ত্র কর্ম্ম বিবরণম্	... ...	৭৭
	ষড়্বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।	
প্রণষ্টশল্য বিজ্ঞানীয়ম্	... ...	৮০
	সপ্তবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।	
শল্যাপনয়নীয়াধ্যায়ঃ	... ...	৮৩
	অষ্টবিংশতিতমোধ্যায়ঃ।	
বিপরীতাবিপরীত ব্রণজ্ঞানম্	... ...	৮৬
	একোনত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।	
বিপরীতাবিপরীত দূত শকুন স্বপ্ন নিদর্শনম্	...	৮৭
	ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।	
পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থ বিপ্রতিপত্তিঃ	... ...	৯৪
	একত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ	
ছায়াবিপ্রতিপত্তিঃ	... ...	৯৬
	দ্বাত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।	
স্বভাব বিপ্রতিপত্তিঃ	... ...	৯৮
	ত্রয়স্ত্রিংশত্তমোধ্যায়ঃ।	
অবারণীয় রোগ বিবরণম্	... ...	১০০
	চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।	
যুক্তসেনীয় বিবরণম্	... ...	১০২
	পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।	
আতুরোপক্রমণীয়ঃ	... ...	১০৪

বিষয়	ষট্‌ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।			পৃষ্ঠা।
মিশ্রকোঽধ্যায়ঃ	...	...	...	১১০
	সপ্তত্রিংশত্ত মোঽধ্যায়ঃ।			
ভূমিপ্রবিভাগ বিজ্ঞানম্	...	...	...	১১৩
	অষ্টত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।			
দ্রব্যসংগ্রহ নিয়ম্	...	...	...	১১৫
	একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।			
সংশোধন সংশমনীয়ম্	...	...	...	১২১
	চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।			
দ্রব্যরস গুণবীর্য্য বিপাক বিজ্ঞানীয়ম্		...	...	১২৩
	একচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।			
দ্রব্য বিশেষ বিজ্ঞানীয়ম্		...	...	২৬
	দ্বিচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।			
রসবিশেষ বিজ্ঞানম্	...	...	...	১২৮
	ত্রিচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।			
বমনদ্রব্য বিকল্প জ্ঞানম্		...	...	১৩২
	চতুশ্চত্তারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।			
বিরেচনদ্রব্য বিকল্প জ্ঞানম্		...	...	১৩৪
	পঞ্চচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।			
দ্রবদ্রব্যবিধিঃ	...	...	...	
জলবর্গঃ	...	...	...	১৪১
ক্ষীরবর্গঃ	...	...	...	১৪৫
দধিবর্গঃ	...	...	...	১৪৭
তক্রবর্গঃ	...	...	...	১৪৯
ঘৃতবর্গঃ	...	...	...	১৫০
তৈলবর্গঃ	...	...	...	১৫১

বিষয়				পৃষ্ঠা।
ধুবর্গঃ	...	...	...	১৫৩
ক্ষুবর্গঃ	...	...	...	১৫৫
দ্যবর্গঃ	...	...	...	১৫৬
ত্রবর্গঃ	...	...	...	১৬০

ষট্‌চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অন্নপান বিধিঃ	...	...	...	১৬১
কুধান্যবর্গঃ	...	...	...	১৬৩
মাংস মৎস্য বর্গঃ	...	...	...	১৬৬
ফলবর্গঃ	...	...	...	১৭৩
শাকবর্গঃ	...	...	...	১৭৮
পুষ্পবর্গঃ	...	...	...	১৮৪
কন্দবর্গঃ	...	...	...	১৮৬
লবণ ক্ষারবর্গঃ	...	...	...	১৮৭
কৃতান্নবর্গঃ	...	...	...	১৮৮
রসবীর্য্যবিপাক ভেদেন ভক্ষ্য নির্ণয়ম্		...	...	১৯৩
সর্ব্বানুপানবর্গঃ	...	...	...	১৯৫
আহার বিধিঃ	...	...	...	১৯৮

নিদানস্থানম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

বাতব্যাধি নিদানম্	...	...	...	২০৫

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অর্শসাং নিদানম্	...	...	...	২১২

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অশ্মরী নিদানম্	...	...	...	২১৫

বিষয় — পৃষ্ঠা ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।

ভগন্দরাণাং নিদানম্ ২১৮

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ।

কুষ্ঠ নিদানম্ ২২০

ক্ষুদ্রকুষ্ঠ নিদানম্ ২২১

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।

প্রমেহ নিদানম্ ২২৩

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ।

উদরাণাং নিদানম্ ২২৬

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।

মূঢ়গর্ভ নিদানম্ ২২৮

নবমোঽধ্যায়ঃ ।

বিদ্রধি নিদানম্ ২৩০

দশমোঽধ্যায়ঃ ।

বিসর্পনাড়ী স্তনরোগ নিদানম্ ২৩৩

একাদশোঽধ্যায়ঃ ।

গ্রন্থ্যপচ্যর্ব্বুদ গলগণ্ডানাং নিদানম্ ২৩৬

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

বৃদ্ধ্যুপদংশ শ্লীপদানাং নিদানম্ ২৩৮

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ।

ক্ষুদ্ররোগ নিদানম্ ২৪০

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ।

শূকদোষ নিদানম্ ২৪৫

পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ।

ভগ্নানাং নিদানম্ ২৪৭

বিষয়াঃ	ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।	পৃষ্ঠা।
মুখরোগাণাং নিদানম্	... ...	২৪৮

শারীর স্থানম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

সর্ব্বভূতচিন্তা শারীরম্ ২৫৫

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শুক্রশোণিত শুদ্ধিঃ ২৫৮

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

গর্ভাবক্রান্তিঃ ২৬৪

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

গর্ভব্যাকরণম্ ২৬৮

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

শরীরসংখ্যা ব্যাকরণম্ ২৭৭

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

প্রত্যেক মর্ম্মনির্দ্দেশঃ ২৮৪

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শিরাবর্ণন বিভক্তিঃ ২৯২

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

শিরাব্যধ বিধিঃ ২৯৫

নবমোঽধ্যায়ঃ।

ধমনী ব্যাকরণম্ ৩০০

দশমোধ্যায়ঃ।

গর্ভিণী ব্যাকরণম্ ৩০৩

গর্ভিণ্যামাসানুমাসিকঃ বিধিঃ ৩১১

চিকিৎসিত স্থানম্।

বিষয়াঃ		পৃষ্ঠা
	প্রথমোঽধ্যায়ঃ।	
দ্বিব্রণীয় চিকিৎসা	... ...	৩১৩
	দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ।	
সদ্যব্রণ চিকিৎসা	... ...	৩২৬
	তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।	
ভগ্নানাং চিকিৎসা	... ...	৩৩৩
	চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।	
বাতব্যাধি চিকিৎসা	... ...	৩৩৯
	পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।	
মহা বাতব্যাধি চিকিৎসা	... ...	৩৪২
	ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।	
অর্শসাং চিকিৎসা	... ...	৩৫০
	সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।	
অশ্মরী চিকিৎসা	... ...	৩৫৫
	অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।	
ভগন্দারাণাং চিকিৎসা	... ...	৩৫৯
	নবমোঽধ্যায়ঃ।	
কুষ্ঠ চিকিৎসা	... ...	৩৬৪
	দশমোঽধ্যায়ঃ।	
মহাকুষ্ঠ চিকিৎসা	... ...	৩৭১
	একাদশোঽধ্যায়ঃ।	
প্রমেহ চিকিৎসা	... ...	৩৭৪
	দ্বাদশোধ্যায়ঃ।	
প্রমেহ পীড়কা চিকিৎসা	... ...	৩৭৭

বিষয়াঃ		পৃষ্ঠা।
	ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ।	
মধুমেহ চিকিৎসা	... ...	৩৭৯
	চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।	
উদারাণাং চিকিৎসা	... ...	৩৮২
	পঞ্চদশোধ্যায়ঃ।	
মূঢ়গর্ভ চিকিৎসা	... ...	৩৮৬
	ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।	
বিদ্রধীণাং চিকিৎসা	... ...	৩৯০
	সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।	
বিসর্পনাড়ীস্তনরোগ চিকিৎসা	... ...	৩৯৩
	অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।	
গ্রন্থ্যপচ্যর্ব্বুদ গলগণ্ড চিকিৎসা	... ...	৩৯৭
	ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।	
বৃদ্ধ্যুপদংশ শ্লীপদানাং চিকিৎসা	... ...	৪০২
	বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।	
ক্ষুদ্ররোগ চিকিৎসা	... ...	৪০৭
	একবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।	
শূকরোগ চিকিৎসা	... ...	৪১২
	দ্বাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।	
মুখরোগ চিকিৎসা	... ...	৪১৩
	ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।	
শোফানাং চিকিৎসা	... ...	৪২০
	চতুর্ব্বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।	
অনাগতাবাধপ্রতিষেধ বিধিঃ	... ...	৪২২
	পঞ্চবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।	
মিশ্র চিকিৎসা	.. ..	৪৩১

বিষয়াঃ		পৃষ্ঠা।
	ষড়্বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।	

বিষয়াঃ	পৃষ্ঠা।
ষড়্বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।	
ক্ষীণবলীয় বাজীকরণং	৪৩৬
সপ্তবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।	
সর্ব্বোপঘাত শমনীয় রসায়নম্	৪৪০
অষ্টবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।	
মেধায়ুষ্কামীয়রসায়নম্ আয়ুষ্কামীয়ঞ্চ	৪৪২–৪
একোনত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।	
স্বভাবব্যাধিপ্রতিষেধনীয়ম্ রসায়নম্ ...	৪৪৫
ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।	
নিবৃত্তসন্তাপীয় রসায়নম্	৪৫০
একত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।	
স্নেহোপযোগিক চিকিৎসা...	৪৫৪
দ্বাত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।	
স্বেদাবচারণম্	৪৬০
ত্রয়োস্ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।	
বমনবিরেচন সাধ্যোপদ্রব চিকিৎসা	৪৬২
চতুস্ত্রিংশোত্তমোঽধ্যায়ঃ।	
বমনবিরেচন ব্যাপচ্চিকিৎসা	৪৬৭
পঞ্চত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।	
নেত্রবস্তি প্রমাণ প্রবিভাগঃ	৪৭২
ষট্ত্রিংশত্তমোধ্যায়ঃ।	
নেত্রবস্তি ব্যাপচ্চিকিৎসা	৪৭৬
সপ্তত্রিংশোত্তমোধ্যায়ঃ।	
অনুবাসনোত্তরবস্তি চিকিৎসা	৪৮০
অষ্টত্রিংশত্তমোধ্যায়ঃ।	
নিরূহোপক্রম চিকিৎসা	৪৮৯

বিষয়াঃ				পৃষ্ঠা।
বস্তি কল্পনা	...	...	...	৪৯৩
	একোনচত্বারিংশত্তমোধ্যায়ঃ।			
আতুরোপদ্রব চিকিৎসা	...	...	...	৪৯৯
	চত্বারিংশত্তমোধ্যায়ঃ।			
ধূমনস্যকবলগ্রহ চিকিৎসা	...	...	...	৫০২

কল্পস্থানম্।

	প্রথমোঽধ্যায়ঃ।			
অন্নপান রক্ষাকল্পঃ	...	...	...	১
	দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।			
স্থাবর বিষবিজ্ঞানম্	...	...	...	৭
	তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।			
জঙ্গম বিষ বিজ্ঞানম্	...	...	...	১২
	চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।			
সর্পদষ্ট বিষ বিজ্ঞানম্	...	...	...	১৬
	পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।			
সর্পদষ্ট কল্প চিকিৎসা	...	...	...	২২
	ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।			
মূষিক কল্পম্	...	...	...	২৯
	সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।			
দুন্দুভিস্বনীয় মধ্যায়ঃ	...	..	...	৩৪
	অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।			
কীটকল্পঃ	...	...	...	৩৭

উত্তর তন্ত্রম্।

শালক্য তন্ত্রম্।

বিষয়াঃ	প্রথমোঽধ্যায়ঃ।	পৃষ্ঠা।
ঔপদ্রবিকাধ্যায়ঃ।	... ...	১
	দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ।	
সন্ধিগত রোগ বিজ্ঞানম্	... ...	৪
	তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।	
বর্ত্মগতরোগ বিজ্ঞানম্	... ...	৫
	চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।	
শুক্লগত রোগ বিজ্ঞানম্	... ...	৭
	পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।	
কৃষ্ণগত রোগ বিজ্ঞানম্	... ...	৮
	ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।	
সর্ব্বগত রোগ বিজ্ঞানম্	... ...	৯
	সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।	
দৃষ্টিগত রোগ বিজ্ঞামম্	... ...	১১
	অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।	
চিকিৎসা প্রবিভাগ বিজ্ঞানম্	... ...	১৫
	নবমোঽধ্যায়ঃ।	
বাতাভিষ্যন্দ প্রতিষেধঃ	... ...	১৭
	দশমোঽধ্যায়ঃ।	
পিত্তাভিষ্যন্দ প্রতিষেধঃ	... ...	১৮
	একাদশোধ্যায়ঃ।	
শ্লেষ্মাভিষ্যন্দ প্রতিষেধঃ	... ...	১৯
	দ্বাদশাধ্যায়ঃ।	
রক্তাভিষ্যন্দ প্রতিষেধঃ	... ...	২১

বিষয়াঃ		পৃষ্ঠা।
	ত্রয়োদশাধ্যায়ঃ।	
লেখ্যরোগ প্রতিষেধঃ	... ...	২৫
	চতুর্দ্দশাধ্যায়ঃ।	
ভেদ্যরোগ প্রতিষেধঃ	... ...	২৬
	পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।	
ছেদ্যরোগ প্রতিষেধঃ	... ...	২৭
	ষোড়শাধ্যায়ঃ।	
পক্ষ্মকোপ প্রতিষেধঃ	... ...	৩০
	সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।	
দৃষ্টিগত রোগ প্রতিষেধঃ	... ...	৩০
	অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।	
ক্রিয়াকল্পঃ	... ...	৩৮
	ঊনবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।	
নয়নাভিষ্যন্দ প্রতিষেধঃ	... ...	৪৬
	বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।	
কর্ণগত রোগ বিজ্ঞানম্	... ...	৪৯
	একবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।	
কর্ণগতরোগ প্রতিষেধঃ	... ...	৫০
	দ্বাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।	
নাসাগত রোগ বিজ্ঞানম্	... ...	৫৫
	ত্রয়োবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।	
নাসাগতরোগ প্রতিষেধঃ	... ...	৫৬
	চতুর্ব্বিংশতিতমোধ্যায়ঃ!	
প্রতিশ্যায় প্রতিষেধঃ	... ...	৫৬
	পঞ্চবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।	
শিরোরোগ বিজ্ঞানম	...	

ষড়্বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

বিষয়াঃ	পৃষ্ঠা।
শিরোরোগ বিজ্ঞানম্	৬২

সপ্তবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

কৌমার ভৃত্যতন্ত্রঃ।

নবগ্রহাকৃতি জ্ঞানম্	৬৬

অষ্টাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দগ্রহ প্রতিষেধম্	৬৮

ঊনত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দাপস্মার প্রতিষেধঃ	৬৯

ত্রিংশত্তমোধ্যায়ঃ।

শকুনী প্রতিষেধঃ	৭০

একত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

রেবতী প্রতিষেধঃ	৭১

দ্বাত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

পূতনা প্রতিষেধঃ	৭২

ত্রয়স্ত্রিংশত্তমোধ্যায়ঃ।

অন্ধ পূতনা প্রতিষেধঃ	৭৩

চতুস্ত্রিংশত্তমোধ্যায়ঃ।

শীতপূতনা প্রতিষেধঃ	৭৩

পঞ্চত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

মুখমণ্ডিকা প্রতিষেধঃ	৭৪

ষট্‌ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

নৈগমেষ প্রতিষেধঃ	৭৫

সপ্তত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

গ্রহোৎপত্তি বিবরণম্	৭৬

বিষয়াঃ		পৃষ্ঠা ।
	অষ্টত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।	
যোনিব্যাপৎ প্রতিষেধম্	... ...	৭৭
	ঊনচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।	
জ্বর প্রতিষেধঃ	... ...	৮০
	চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।	
অতীসার প্রতিষেধঃ	... ...	১০৩
	একচত্বারিংশত্তমোধ্যায়ঃ ।	
শোষ প্রতিষেধঃ	... ...	১১৭
	দ্বিচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।	
গুল্ম প্রতিষেধঃ	... ...	১২২
	ত্রিচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।	
হৃদ্রোগ প্রতিষেধঃ	... ...	১৩৩
	চতুশ্চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।	
পাণ্ডুরোগ প্রতিষেধঃ	... ...	১৩৪
	পঞ্চচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।	
রক্তপিত্ত প্রতিষেধঃ	... ...	১৩৮
	ষট্চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।	
মূর্চ্ছাপ্রতিষেধঃ	... ...	১৪১
	সপ্তচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।	
পানাত্যয় প্রতিষেধঃ	... ...	১৪৩
	অষ্টচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।	
তৃষ্ণা প্রতিষেধঃ	... ...	১৫১
	ঊনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।	
ছর্দ্দি প্রতিষেধঃ	... ...	১৫৪
	পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।	
হিক্কা প্রতিষেধঃ	... ...	১৫৬

বিষয়াঃ		পৃষ্ঠা।
	একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।	
শ্বাস প্রতিষেধঃ	... ...	১৫৯
	দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।	
কাস প্রতিষেধঃ	... ...	১৬৩
	ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।	
স্বরভেদ প্রতিষেধঃ	... ...	১৬৭
	চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।	
কৃমি রোগ চিকিৎসা	... ...	১৬৯
	পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।	
উদাবর্ত্ত প্রতিষেধঃ	... ...	১৭২
	ষট্‌পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।	
বিসূচিকা প্রতিষেধঃ	... ...	১৭৬
	সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।	
অরোচক প্রতিষেধঃ	... ...	১৭৮
	অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।	
মূত্রাঘাত প্রতিষেধঃ	... ...	১৮১
	ঊনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।	
মূত্রদোষ প্রতিষেধঃ	... ...	১৮৫
	ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।	
অমানুষ প্রতিষেধঃ	... ...	১৮৭
	একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।	
অপস্মার প্রতিষেধঃ	... ...	১৯২
	দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।	
উন্মাদ প্রতিষেধঃ	... ...	১৯৫
	ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।	
রসভেদ বিকল্প জ্ঞাপন	... ...	১৯৮

বিষয়াঃ		পৃষ্ঠা ।
	চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।	
স্বস্থবৃত্ত মধ্যায়ঃ	... ...	২০০
	পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।	
তন্ত্রযুক্তীয় মধ্যায়ঃ	... ...	২০৬
	ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।	
দোষভেদ বিকল্পনা জ্ঞানম্	... ...	২১০

সূচীপত্রম্ সমাপ্তং ।

সুশ্রুত।

সূত্রস্থান।

বিষয় প্রথম অধ্যায়। পৃষ্ঠা।

আয়ুর্ব্বেদোৎপত্তি বিবরণ ১

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শিষ্যোপনয়ন বিধি ৮

তৃতীয় অধ্যায়।

গ্রন্থস্থিত বিষয়ের বিবরণ ১০

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রভাষণীয় অধ্যায় ১৬

পঞ্চম অধ্যায়।

আহরণীয় দ্রব্যের বিবরণ ১৮

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ঋতু বিবরণ ২২

সপ্তম অধ্যায়।

যন্ত্র বিবরণ ২৮

অষ্টম অধ্যায়।

শস্ত্র ব্যবহার প্রণালী ৩১

নবম অধ্যায়।

চিকিৎসা বিধি ও রোগ জ্ঞান ৩৫

দশম অধ্যায়।

চিকিৎসকের কর্ত্তব্য ৩৬

বিষয়	পৃষ্ঠা।
একাদশ অধ্যায়।	
ক্ষারপাক ও প্রয়োগ	৩৮
দ্বাদশ অধ্যায়।	
অগ্নিকর্ম্ম বিধি	৪৪
ত্রয়োদশ অধ্যায়।	
জলৌকা ব্যবহার প্রণালী	৪৯
চতুর্দ্দশ অধ্যায়।	
শোণিত বর্ণন	৫৪
পঞ্চদশ অধ্যায়।	
দোষধাতু ও মলক্ষয় বৃদ্ধি বিজ্ঞান	৬৩
ষোড়শ অধ্যায়।	
কর্ণ বেধ ও বন্ধন প্রণালী	৭৩
সপ্তদশ অধ্যায়।	
পক্কাপক্ক ব্রণের লক্ষণ	৮২
অষ্টাদশ অধ্যায়।	
ব্রণের আলেপন ও বন্ধন	৮৬
ঊনবিংশ অধ্যায়।	
ব্রণ হইলে যেরূপ আচরণ কর্ত্তব্য তাহার উপদেশ ...	৯৩
বিংশ অধ্যায়।	
আহারীয় দ্রব্যের হিতাহিত বর্ণন	৯৬
একবিংশ অধ্যায়।	
বাতাদির স্থান সঞ্চয় প্রকোপ প্রসরণ ও তদ্দ্বারা ব্রণোৎপত্তির বিবরণ	১০২
দ্বাবিংশ অধ্যায়।	
ব্রণের স্রাব বিজ্ঞান	১১১

বিষয়		পৃষ্ঠা।
	ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।	
কৃত্যাকৃত্য বিধি	... ...	১১৪
	চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।	
ব্যাধি সমুদ্দেশ	... ...	১১৭
	পঞ্চবিংশ অধ্যায়।	
অষ্টবিধ শস্ত্র কর্ম্মের বিবরণ...	... ...	১২২
	ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।	
প্রণষ্টশল্যের বিজ্ঞান	... ...	১২৭
	সপ্তবিংশ অধ্যায়।	
শল্য অপনয়ন	... ...	১৩১
	অষ্টাবিংশ অধ্যায়।	
বিপরীতাবিপরীত ব্রণের বিজ্ঞান	... ...	১৩৪
	একোনত্রিংশ অধ্যায়।	
বিপরীতাবিপরীত দূত, শকুন, ও স্বপ্ন নিদর্শন	...	১৩৬
	ত্রিংশ অধ্যায়।	
পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিপরীত জ্ঞান	... ...	১৪১
	একত্রিংশ অধ্যায়।	
ছায়াদির দ্বারা মৃত্যু লক্ষণ নির্ণয়	... ...	১৪৩
	দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।	
স্বভাবের বিপ্রতিপত্তি	... ...	১৪৫
	ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।	
অসাধ্য রোগের বিবরণ	... ...	১৪৭
	চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।	
যুক্তসেনীয় বিবরণ	... ...	১৪৯
	পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।	
আতুরোপক্রমনীয় অধ্যায় ...	... ...	১৫১

বিষয়				পৃষ্ঠা।
	ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।			
শোকের চিকিৎসা	...	...	...	১৫৯
	সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।			
ঔষধ সংগ্রহার্থ ভূমি পরীক্ষা		...	...	১৬২
	অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়।			
দ্রব্য সংগ্রণীয় অধ্যায়	...	...	...	১৬৫
	একোনচত্বারিশৎ অধ্যায়।			
সংশোধন ও শংসমনীয় দ্রব্যের বিবরণ	...		...	১৭২
	চত্বারিংশৎ অধ্যায়।			
দ্রব্য, রস, গুণ, বীর্য্য ও বিপাকের বিজ্ঞান			...	১৭৫
	একচত্বারিংশৎ অধ্যায়।			
দ্রব্যের বিশেষ বিজ্ঞান	...	...	...	১৭৯
	দ্বিচত্বারিংশৎ অধ্যায়।			
রস বিশেষ বিজ্ঞান	...	...	...	১৮২
	ত্রিচত্বারিংশৎ অধ্যায়।			
বমন দ্রব্য বিধি	...	...	...	১৮৭
	চতুশ্চত্তারিংশৎ অধ্যায়।			
বিরেচন দ্রব্য বিধি	...	...	...	১৯০
	পঞ্চচত্বারিংশৎ অধ্যায়।			
দ্রবদ্রব্যের গুণ বর্ণনা	...	...		১৯৭
জল বর্গ	..	...	...	১৯৭
দুগ্ধ বর্গ	...	...	...	২০২
দধি বর্গ	...	...	...	২০৪
তক্র বর্গ	...	...	...	২০৬
ঘৃত বর্গ	...	...	...	২০৭
তৈল বর্গ	...	...	...	২০৯

বিষয়				পৃষ্ঠা।
মধু বর্গ	...	...	...	২১১
ইক্ষু বর্গ	...	...	...	২১৩
মদ্য বর্গ	...	...	...	২১৫
মূত্র বর্গ	...	...	...	২১৯
অন্নপান বিধি	...	...	...	২২১
কুধান্য বর্গ	...	...	...	২২২
মাংস বর্গ	...	...	...	২২৫
ফল বর্গ	...	...	...	২৩৫
শাক বর্গ	...	...	...	২৪০
পুষ্প বর্গ	...	...	...	২৪৫
লবণ বর্গ	...	...	...	২৪৮
কৃতান্ন বর্গ	...	...	...	২৫০
রসবীর্য্য বিপাকানুসারে ভক্ষ্য দ্রব্যের গুণ			...	২৫৬
সর্ব্বানুপান বর্গ	...	...	...	২৫৯
আহার প্রস্তুত করিবার ও ভোগ করিবার বিধি			...	২৬১
শৈত্যাদি দ্রব্য গুণের ক্রিয়া বিবরণ		...	...	২৬৭

নিদান স্থান।

প্রথম অধ্যায়।

বাতব্যাধি নিদান ২৭০

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অর্শ নিদান ২৭৯

তৃতীয় অধ্যায়।

অশ্মরী নিদান ২৮২

বিষয়	পৃষ্ঠা।
চতুর্থ অধ্যায়।	
ভগন্দর নিদান	২৮৫
পঞ্চম অধ্যায়।	
কুষ্ঠ নিদান	২৮৮
ক্ষুদ্র কুষ্ঠ নিদান	২৮৯
ষষ্ঠ অধ্যায়।	
প্রমেহ নিদান	২৯২
সপ্তম অধ্যায়।	
উদর রোগের নিদান	২৯৫
অষ্টম অধ্যায়।	
মূঢ় গর্ভ নিদান	২৯৮
নবম অধ্যায়।	
বিদ্রধি নিদান।	৩০১
দশম অধ্যায়।	
বিসর্প, নাড়ী ও স্তন রোগের নিদান	৩০৪
একাদশ অধ্যায়।	
গ্রন্থি, অপচি, অর্ব্বুদ ও গলগণ্ডের নিদান... ...	৩০৬
দ্বাদশ অধ্যায়।	
বৃদ্ধি, উপদংশ ও শ্লীপদের নিদান	৩১০
ত্রয়োদশ অধ্যায়।	
ক্ষুদ্র রোগের নিদান	৩১২
চতুর্দ্দশ অধ্যায়।	
শূকদোষ নিদান	৩১৮
পঞ্চদশ অধ্যায়।	
ভগ্নের নিদান	৩২১

বিষয়	ষোড়শ অধ্যায়।	পৃষ্ঠা।
মুখরোগের নিদান	... ...	৩২৪

শারীর স্থান।

প্রথম অধ্যায়।

সর্ব্ব ভূত চিন্তা শারীর ৩৩৪

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শুক্র শোণিত শুদ্ধি ৩৪২

তৃতীয় অধ্যায়।

গর্ভাবক্রান্তি ৩৪৮

চতুর্থ অধ্যায়।

গর্ভব্যাকরণ ৩৬৪

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রত্যঙ্গের বিবরণ ৩৬৩

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মর্ম্মস্থান নিরূপণ ৩৭২

সপ্তম অধ্যায়।

শিরা বর্ণন ৩৮১

অষ্টম অধ্যায়।

শিরা বিদ্ধ করিবার প্রণালী ৩৮৫

নবম অধ্যায়।

ধমনী ব্যাকরণ ৩৯১

দশম অধ্যায়।

প্রত্যঙ্গের বিবরণ ৩৯৫

কল্প স্থান।

বিষ চিকিৎসা।

বিষয় প্রথম অধ্যায়। পৃষ্ঠা।

অন্নপান রক্ষাবিধি ৭

দ্বিতীয় অধ্যায়।

স্থাবর বিষের বিজ্ঞান ৭

তৃতীয় অধ্যায়।

সর্পাদির বিষ বিজ্ঞান ১২

চতুর্থ অধ্যায়।

সর্প দংশন বিষবিজ্ঞান ১৭

পঞ্চম অধ্যায়।

সর্পদংশের চিকিৎসা ২৪

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মূষিক কল্প ৩২

সপ্তম অধ্যায়।

ঔষধ প্রকরণ ৩৭

অষ্টম অধ্যায়।

কীট কল্প ৪০

চিকিৎসিত স্থান।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিব্রণীয় চিকিৎসা ৫২

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সদ্যব্রণের চিকিৎসা ৬৬

বিষয়	পৃষ্ঠা।
তৃতীয় অধ্যায়।	
ভগ্নের চিকিৎসা	৭৩
চতুর্থ অধ্যায়।	
বাতব্যাধির চিকিৎসা	৭৯
পঞ্চম অধ্যায়।	
মহাব্যাতব্যাধি, বাতরক্ত ও আমবাত চিকিৎসা ...	৮৩
ষষ্ঠ অধ্যায়।	
অর্শ চিকিৎসা	৯৫
সপ্তম অধ্যায়।	
অশ্মরী চিকিৎসা	১০৩
অষ্টম অধ্যায়।	
ভগন্দরের চিকিৎসা	১০৮
নবম অধ্যায়।	
কুষ্ঠ চিকিৎসা	১১৩
দশম অধ্যায়।	
তৈলমোদকাদি প্রস্তুতের জ্ঞাতব্য বিষয় ...	১২২
মহাকুষ্ঠ চিকিৎসা	১২৮
একাদশ অধ্যায়।	
প্রমেহ চিকিৎসা	১৩৪
দ্বাদশ অধ্যায়।	
প্রমেহ পিড়কা চিকিৎসা	১৩৭
ত্রয়োদশ অধ্যায়।	
মধুমেহ চিকিৎসা	১৪০
চতুর্দ্দশ অধ্যায়।	
উদর রোগের চিকিৎসা	১৪৩

বিষয়		পৃষ্ঠা।
	পঞ্চদশ অধ্যায়।	
মূঢ়গর্ভ চিকিৎসা	... ...	১৫০
	ষোড়শ অধ্যায়।	
বিদ্রধি চিকিৎসা	... ...	১৫৫
	সপ্তদশ অধ্যায়।	
বিসর্প নাড়ী স্তনরোগের চিকিৎসা	... ...	১৫৯
	অষ্টাদশ অধ্যায়।	
গ্রন্থি অপচি অর্ব্বুদ গলগণ্ডের চিকিৎসা	... ...	১৬৪
	ঊনবিংশ অধ্যায়।	
বৃদ্ধি উপদংশ ও শ্লীপদের চিকিৎসা	... ...	১৭০
	বিংশ অধ্যায়।	
ক্ষুদ্ররোগের চিকিৎসা	... ...	১৭৬
	একবিংশ অধ্যায়।	
শূকরোগের চিকিৎসা	... ...	১৮১
	দ্বাবিংশ অধ্যায়।	
মুখরোগের চিকিৎসা	... ...	১৮৩
	ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।	
শোফের চিকিৎসা	... ...	১৮৯
	চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।	
স্বাস্থ্যরক্ষার প্রণালী	... ...	১৯২
	পঞ্চবিংশ অধ্যায়।	
মিশ্রক চিকিৎসা	... ...	২০২
	ষড়বিংশ অধ্যায়।	
ক্ষীণশরীরে বাজীকরণ প্রণালী	... ...	২০৫
	সপ্তবিংশ অধ্যায়।	
সর্ব্বোপঘাত শমনীয় রসায়ন	... ...	২০৯

বিষয় — পৃষ্ঠা।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

মেধা ও আয়ুষ্কামীয় রসায়ন ২১৩

উনত্রিংশ অধ্যায়।

স্বাভাবিক ব্যাধি প্রতিষেধনীয় রসায়ন ২১৫

ত্রিংশ অধ্যায়।

নিবৃত্ত সন্তাপীয় রসায়ন ২২০

একত্রিংশ অধ্যায়।

স্নেহপাকবিধি ও স্নেহোপযোগী চিকিৎসা ... ২২৩

সুশ্রুত মতেমান পরিভাষা ২২৫

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

স্বেদপ্রয়োগ প্রণালী ২৩০

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

বমন বিরেচন সাধ্য উপদ্রবের চিকিৎসা ২৩৪

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

বমন বিরেচনের ব্যাপদের চিকিৎসা ২৪০

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

নেত্রবস্তির পরিমাণ ও তাহার চিকিৎসা ২৪৭

ষটত্রিংশ অধ্যায়।

নেত্রবস্তিব্যাপ চিকিৎসা ২৫২

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

অনুবাসন ও আস্থাপন ২৫৬

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়।

নিরূঢ় বস্তি প্রয়োগ ২৬৬

উনচত্বারিংশৎ অধ্যায়।

আতুরোপদ্রব চিকিৎসা ২৭৫

বিষয়　　চত্বারিংশৎ অধ্যায়।　　পৃষ্ঠা।

ধূমনস্য ও কবলগ্রহ প্রণালী ২৭৮

উত্তরতন্ত্র ।

প্রথম অধ্যায়।

নেত্ররোগের বিবরণ ২৮৭

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নেত্রের সন্ধিগত রোগের বিবরণ ২৯০

তৃতীয় অধ্যায়।

বর্ত্মগত রোগের বিবরণ ২৯১

চতুর্থ অধ্যায়।

শুক্লমণ্ডলগত রোগের বিজ্ঞান ২৯২

পঞ্চম অধ্যায়।

কৃষ্ণমণ্ডলগত রোগের বিজ্ঞান ২৯৩

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নেত্রের সর্ব্বস্থানগত রোগের বিজ্ঞান ২৯৪

সপ্তম অধ্যায়।

দৃষ্টিগত রোগের বিবরণ ২৯৬

অষ্টম অধ্যায়।

নেত্ররোগের চিকিৎসা বিভাগ ২৯৯

নবম অধ্যায়।

বায়ুজন্য অভিষ্যন্দ রোগের চিকিৎসা ৩০০

দশম অধ্যায়।

পিত্তজন্য অভিষ্যন্দ রোগের চিকিৎসা ৩০২

একাদশ অধ্যায়।

শ্লেষ্মজন্য অভিষ্যন্দ রোগের চিকিৎসা ৩০৩

বিষয় | দ্বাদশ অধ্যায়। | পৃষ্ঠা।

রক্তজন্য অভিষ্যন্দ রোগের চিকিৎসা ৩০৫

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

লেখ্যরোগের প্রক্রিয়া ৩০৮

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ভেদ্য রোগের প্রক্রিয়া ৩১০

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ছেদ্যরোগের প্রক্রিয়া ৩১১

ষোড়শ অধ্যায়।

পক্ষ্মকোপের প্রতিকার ৩১৩

সপ্তদশ অধ্যায়।

দৃষ্টিগতরোগের প্রতিকার ৩১৪

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ক্রিয়াকল্প ৩২২

ঊনবিংশ অধ্যায়।

নয়নাভিঘাত প্রতিষেধ ৩২৯

বিংশ অধ্যায়।

কর্ণরোগ ৩৩১

একবিংশ অধ্যায়।

কর্ণরোগের চিকিৎসা ৩৩২

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

নাসাগত রোগের বিবরণ ৩৩৬

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

নাসাগত রোগের চিকিৎসা ৩৩৮

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

প্রতিশ্যায় রোগের চিকিৎসা ৩৩৯

বিষয় পঞ্চবিংশ অধ্যায়। পৃষ্ঠা

শিরোরোগের বিবরণ ৩৪২

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

শিরোরোগের চিকিৎসা ৩৪৪

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

নবগ্রহের আকৃতি জ্ঞান ৩৪৭

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

স্কন্দগ্রহ চিকিৎসা ৩৪৯

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

স্কন্দাপস্মার রোগের চিকিৎসা ৩৫০

ত্রিংশ অধ্যায়।

শকুনিগ্রহের চিকিৎসা ৩৫১

একত্রিংশ অধ্যায়।

রেবতী গ্রহের চিকিৎসা ৩৫১

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

পূতনা গ্রহের চিকিৎসা ৩৫২

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

অন্ধ পূতনা চিকিৎসা ৩৫২

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

শীত পূতনা চিকিৎসা ৩৫৩

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

মুখমণ্ডিকা চিকিৎসা ৩৫৪

ষটত্রিংশ অধ্যায়।

নৈগমেষ গ্রহের চিকিৎসা ৩৫৪

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

গ্রহোৎপত্তির বিবরণ ৩৫৫

বিষয়	পৃষ্ঠা।
অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়।	
যোনি রোগের চিকিৎসা	৩৫৬
ঊনচত্বারিংশৎ অধ্যায়।	
জ্বর রোগ	৩৫৮
জ্বরঘ্ন ঘৃত	৩৭৭
চত্বারিংশৎ অধ্যায়।	
অতিসার রোগের বিবরণ	৩৮৫
গ্রহণী চিকিৎসা	৩৯৭
একচত্বারিংশৎ অধ্যায়।	
শোষ রোগের চিকিৎসা	৩৯৮
দ্বিচত্বারিংশৎ অধ্যায়।	
গুল্ম রোগের চিকিৎসা	৪০৩
শূল রোগের চিকেৎসা	৪০৮
ত্রিচত্বারিংশৎ অধ্যায়।	
হৃদ্রোগের চিকিৎসা	৪১৩
চতুশ্চত্বারিংশৎ অধ্যায়।	
পাণ্ডু রোগের চিকিৎসা	৪১৪
পঞ্চচত্বারিংশৎ অধ্যায়।	
রক্তপিত্তের চিকিৎসা	৪১৮
ষট্‌চত্বারিংশৎ অধ্যায়।	
মূর্চ্ছা-রোগের চিকিৎসা	৪২৩
সপ্তচত্বারিংশৎ অধ্যায়।	
মদ্যপান-জন্য রোগের চিকিৎসা	৪২৫
অষ্টচত্বারিংশৎ অধ্যায়।	
তৃষ্ণা চিকিৎসা	৪৩১

বিষয়	উনপঞ্চাশৎ অধ্যায়।	পৃষ্ঠা।
ছর্দ্দি চিকিৎসা	... ...	৪৩২
	পঞ্চাশৎ অধ্যায়।	
হিক্কা চিকিৎসা	... ...	৪৩৭
	একপঞ্চাশৎ অধ্যায়।	
শ্বাসরোগের চিকিৎসা	... ...	৪৩৯
	দ্বিপঞ্চাশৎ অধ্যায়।	
কাশ রোগের চিকিৎসা	... ...	৪৪৩
	ত্রিপঞ্চাশৎ অধ্যায়।	
স্বরভেদ চিকিৎসা	... ...	৪৪৮
	চতুঃপঞ্চাশৎ অধ্যায়।	
কৃমিরোগ চিকিৎসা	... ...	৪৪৯
	পঞ্চপঞ্চাশৎ অধ্যায়।	
উদাবর্ত্ত রোগের চিকিৎসা...	... ...	৪৫২
	ষট্ পঞ্চাশৎ অধ্যায়।	
বিসূচিকা চিকিৎসা	... ...	৪৫৬
	সপ্তপঞ্চাশৎ অধ্যায়।	
অরোচক চিকিৎসা	... ...	৪৫৯
	অষ্টপঞ্চাশৎ অধ্যায়।	
মূত্রাঘাত চিকিৎসা	... ...	৪৬০
	উনষষ্টিতম অধ্যায়।	
মূত্রদোষ চিকিৎসা	... ...	৪৬৪
	ষষ্টি অধ্যায়।	
অমানুষ রোগের চিকিৎসা...	... ...	৪৬৫
	একষষ্টিতম অধ্যায়।	
অপস্মার রোগের চিকিৎসা...	... ...	৪৬৯

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

উন্মাদ রোগের চিকিৎসা ৪৭২

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

রসভেদের বিবরণ ৪৭৪

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

স্বাস্থ্যরক্ষা বিধি ৪৭৬

সূচিপত্র সমাপ্ত।

সুশ্রুতঃ।

সূত্রস্থানম্।

প্রথমাধ্যায়ঃ।

নমো ব্রহ্মপ্রজাপত্যশ্বিবলভিদ্ধন্বন্তরিসুশ্রুতপ্রভৃতিভ্যঃ।

অথাতো বেদোৎপত্তিং নামাধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ। যথোবাচ ভগবান্ ধন্বন্তরিঃ সুশ্রুতায়। অথ খলু ভগবন্ত মমরবর মৃষিগণ-পরিবৃত মাশ্রমস্থং কাশিরাজং দিবোদাসং ধন্বন্তরি মৌপধেনব-বৈতরণ-ঔরভ্র-পৌষ্কলাবত-করবীর্য্য-গোপুর-রক্ষিত-সুশ্রুতপ্রভৃতয় উচুঃ। ভগবন্ শারীরমানসাগন্তুস্বাভাবিকৈ র্ব্যাধিভি র্বিবিধবেদনাভিঘাতোপদ্রুতান্ সনাথানপ্যনাথবদ্বিচেষ্টমানান্ বিক্রোশতশ্চ মানবানভিসমীক্ষ্য মনসি নঃ পীড়া ভবতি তেষাং সুখৈষিণাং রোগোপশমার্থমাত্মনঃ প্রাণ-যাত্রার্থঞ্চ প্রজাহিতহেতো রায়ুর্ব্বেদং শ্রোতুমিচ্ছাম ইহোপদিশ্য-মানং। অত্রায়ত্তমৈহিকমামুষ্মিকঞ্চ শ্রেয়ঃ। তদ্ভগবন্ত মুপপন্নাঃ স্মঃ শিষ্যত্বেনেতি। তানুবাচ ভগবান্ স্বাগতং বঃ। সর্ব্বএবামীমাংস্যা অধ্যাপ্যাশ্চ ভবন্তো বৎসাঃ। ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদো নাম যদুপাঙ্গ মথর্ব্ববেদস্যানুৎপাদ্যৈব প্রজাঃ শ্লোকশতসহস্র মধ্যায়সহস্রঞ্চ কৃতবান্ স্বয়ম্ভূঃ। ততোঽল্পায়ুষ্ট্বমল্পমেধস্ত্বঞ্চাবলোক্য নরাণাং ভূয়োঽষ্টধা প্রণীতবান্।

তদ্যথা। শল্যং শালাক্যং কায়চিকিৎসা ভূতবিদ্যা কৌমারভৃত্য মগদতন্ত্রং রসায়নতন্ত্রং বাজীকরণতন্ত্রমিতি।

অথাস্য প্রত্যঙ্গলক্ষণসমাসঃ।

অত্র শল্যং নাম বিবিধতৃণকাষ্ঠপাষাণপাংশুলোহলোষ্ট্রাস্থিবালনখপূয়াস্রাবান্তর্গর্ভশল্যোদ্ধরণার্থং যন্ত্রশস্ত্রক্ষারাগ্নিপ্রণিধানব্রণবিনিশ্চয়ার্থঞ্চ।

শালাক্যং নাম ঊর্দ্ধজত্রুগতানাং রোগাণাং শ্রবণনয়নবদনঘ্রাণাদিসংশ্রিতানাং ব্যাধীনামুপশমনার্থম্।

কায়চিকিৎসা নাম সর্ব্বাঙ্গসংসৃতানাং ব্যাধীনাং জ্বরাতীসাররক্তপিত্তশোষোন্মাদাপস্মারকুষ্ঠমেহাদীনামুপশমনাথম্।

ভূতবিদ্যা নাম দেবাসুরগন্ধর্ব্বযক্ষরক্ষঃপিতৃপিশাচনাগগ্রাহাদ্যুপসৃষ্টচেতসাং শান্তিকর্ম্মবলিহরণাদিগ্রহোপশমনার্থম্।

কৌমারভৃত্যং নাম কুমারভরণধাত্রীক্ষীরদোষসংশোধনার্থং দুষ্টস্তন্যগ্রহসমুত্থানাঞ্চ ব্যাধীনামুপশমনার্থম্।

অগদতন্ত্রং নাম সর্পকীটলূতাবৃশ্চিকমূষিকাদিদষ্টবিষব্যঞ্জনার্থং বিবিধবিষসংযোগবিষোপহতোপশমনার্থম্।

রসায়নতন্ত্রং নাম বয়ঃস্থাপনমায়ুর্ম্মেধাবলকরং রোগাপহরণসমর্থঞ্চ।

বাজীকরণতন্ত্রং নাম অল্পদুষ্টবিশুষ্কক্ষীণরেতসামাপ্যায়নপ্রসাদোপচয়জননিমিত্তং প্রহর্ষজননার্থঞ্চ। এবময়মায়ুর্ব্বেদোঽষ্টাঙ্গ উপদিশ্যতে।

অত্র কস্মৈ কিমুচ্যতামিতি। ত ঊচুঃ। অস্মাকং সর্ব্বেষামেব শল্যজ্ঞানমূলং কৃত্বোপদিশতু ভগবানিতি। স উবাচৈবমস্ত্বিতি। ত ঊচুর্ভূয়োঽপি ভগবন্তম্। অস্মাক মেকমতীনাং মতমভিসমীক্ষ্য সুশ্রুতো ভগবন্তং প্রক্ষ্যতি। অস্মৈ চোপদিশ্যমানং বয়মপ্যুপধারয়িষ্যামঃ। স হোবাচৈবমস্ত্বিতি। বৎস সুশ্রুত ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদপ্রয়োজনং ব্যাধ্যুপসৃষ্টানাং ব্যাধিপরিমোক্ষঃ স্বস্থস্য রক্ষণঞ্চ।

আয়ুরস্মিন্ বিদ্যতেঽনেন বা আয়ুর্ব্বিন্দতীত্যায়ুর্ব্বেদঃ। তস্যাঙ্গবরমাদ্যমাগমপ্রত্যক্ষানুমানোপমানৈরবিরুদ্ধমুচ্যমান মুপধারয়। এতদ্ধ্যঙ্গং প্রথমং প্রাগভিঘাতব্রণসংরোহাদ্যজ্ঞশিরঃসন্ধানাচ্চ। শ্রূয়তে হি যথা রুদ্রেণ যজ্ঞস্য শিরশ্ছিন্নমিতি ততো দেবা অশ্বিনাবভিগম্যোচুঃ। ভগবন্তৌ নঃ শ্রেষ্ঠতমৌ যুবাং ভবিষ্যথঃ। ভবদ্ভ্যাং যজ্ঞস্য শিরঃ সন্ধাতব্যং তাবূচতুরেবমস্ত্বিতি। অথ তয়োরর্থে দেবা ইন্দ্রং যজ্ঞভাগেন প্রাসাদয়ন্। তাভ্যাং যজ্ঞস্য শিরঃ সংহিতমিতি। অষ্টাস্বপি চায়ুর্ব্বেদতন্ত্রেষ্বেতদেবাধিক মভিমত মাশুক্রিয়াকরণাদ্‌যন্ত্রশস্ত্রক্ষারাগ্নিপ্রণিধানাৎ সর্ব্বতন্ত্রসামান্যাচ্চ। তদিদং শাশ্বতং পুণ্যং স্বর্গ্যং যশস্য মায়ুষ্যং বৃত্তিকরঞ্চেতি।

ব্রহ্মা প্রোবাচ ততঃ প্রজাপতিরধিজগে তস্মাদশ্বিনাবশ্বিভ্যামিন্দ্র ইন্দ্রাদহং ময়া ত্বিহ প্রদেয়মর্থিভ্যঃ প্রজাহিতহেতোঃ।

ভবতি চাত্র।

অহং হি ধন্বন্তরিরাদিদেবো জরারুজামৃত্যুহরোঽমরাণাম্।
শল্যাঙ্গমঙ্গৈরপরৈরুপেতং প্রাপ্তোঽস্মি গাং ভূয় ইহোপদেষ্টুম্॥

অস্মিন্ শাস্ত্রে পঞ্চমহাভূতশরীরিসমবায়ঃ পুরুষ ইত্যুচ্যতে। তস্মিন্ ক্রিয়া সোঽধিষ্ঠানং কস্মাল্লোকস্য দ্বৈবিধ্যাৎ। লোকো হি দ্বিবিধঃ স্থাবরো জঙ্গমশ্চ। দ্বিবিধাত্মক এবাগ্নেয়ঃ সৌম্যশ্চ। তদ্ভূয়স্ত্বাৎ পঞ্চাত্মকো বা। তত্র চতুর্ব্বিধো ভূতগ্রামঃ স্বেদজাণ্ডজোদ্ভিজ্জজরায়ুজসংজ্ঞঃ। তত্র পুরুষঃ প্রধানং তস্যোপকরণমন্যৎ। তস্মাৎ পুরুষোঽধিষ্ঠানম্। তদ্দুঃখসংযোগো ব্যাধয় ইত্যুচ্যন্তে। তে চতুর্ব্বিধা আগন্তবঃ শারীরা মানসা স্বাভাবিকাশ্চেতি। তেষামাগন্তবোঽভিঘাতনিমিত্তাঃ। শারীরাস্ত্বন্নপানমূলা বাতপিত্তকফশোণিতসন্নিপাতবৈষম্যনিমিত্তাঃ। মানসাস্তু ক্রোধশোকভয়হর্ষবিষাদের্ষ্যাভ্যসূয়াদৈন্যমাৎসর্য্যকামলোভপ্রভৃতয় ইচ্ছাদ্বেষভেদৈর্ভবন্তি। স্বাভাবিকাঃ ক্ষুৎপিপাসাজরামৃত্যুনিদ্রাপ্রভৃতয়ঃ। ত এতে মনঃ

শরীরাধিষ্ঠানাঃ। তেষাং সংশোধনসংশমনাহারাচারাঃ সম্যক্ প্রযুক্তা নিগ্রহহেতবঃ। প্রাণিনাং পুনর্মূলমাহারো বলবর্ণৌজসাঞ্চ স ষট্সু রসেষ্বায়ত্তো রসাঃ পুনর্দ্রব্যাশ্রয়াঃ। দ্রব্যাণি পুনরোষধয়স্তাঃ দ্বিবিধাঃ স্থাবরা জঙ্গমাশ্চ। তাসাং স্থাবরাশ্চতুর্বিধাঃ। বনস্পতয়ো বৃক্ষা বীরুধ ওষধয় ইতি। তাস্বপুষ্পাঃ ফলবন্তো বনস্পতয়ঃ। পুষ্পফলবন্তো বৃক্ষাঃ। প্রতানবত্যঃ স্তম্বিনাশ্চ বীরুধঃ। ফলপাকনিষ্ঠা ওষধয় ইতি। জঙ্গমাস্বপি চতুর্ব্বিধা জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জাঃ। তত্র পশুমনুষ্যব্যালাদয়ো জরায়ুজাঃ। খগসর্পসরীসৃপপ্রভৃতয়োহণ্ডজাঃ। কৃমিকীটপিপীলিকাপ্রভৃতয়ঃ স্বেদজাঃ। ইন্দ্রগোপমণ্ডূকপ্রভৃতয় উদ্ভিজ্জাঃ। তত্র স্থাবরেভ্যস্ত্বক্-পত্রপুষ্পফলমূলকন্দনির্যাসস্বরসাদয়ঃ প্রয়োজনবন্তো জঙ্গমেভ্যশ্চর্ম্ম-নখরোমরুধিরাদয়ঃ। পার্থিবাঃ সুবর্ণরজতমণিমুক্তামনঃশিলামৃৎকপালাদয়ঃ। কালকৃতাস্তু প্রবাতনিবাতাতপচ্ছায়াজ্যোৎস্নাতমঃশীতোষ্ণ-বর্ষাহোরাত্রপক্ষমাসর্ত্ত্বয়নাদয়ঃ সংবৎসরবিশেষাঃ। ত এতে স্বভাবত এব দোষাণাং সঞ্চয়-প্রকোপ-প্রশম-প্রতীকার-হেতবঃ প্রয়োজনবন্তশ্চ।

ভবন্তি চাত্র।

শারীরাণাং বিকারাণামেষ বর্গশ্চতুর্ব্বিধঃ।
চয়ে কোপে শমে চৈব হেতুরুক্তশ্চিকিৎসকৈঃ॥
আগন্তবশ্চ যে রোগাস্তে দ্বিধা নিপতন্তি হি।
মনস্যন্যে শরীরেহন্যে তেষাস্তু দ্বিবিধা ক্রিয়া॥
শরীরপতিতানাস্তু শারীরবদুপক্রমঃ।
মানসানাস্তু শব্দাদিরিষ্টো বর্গঃ সুখাবহঃ॥

এবমেতৎ পুরুষো ব্যাধিরৌষধং ক্রিয়াকাল ইতি চতুষ্টয়ঞ্চ সমাসেন ব্যাখ্যাতম্। তত্র পুরুষগ্রহণাত্তৎসম্ভবদ্রব্যসমূহো ভূতাদি-রুক্তস্তদঙ্গপ্রত্যঙ্গবিকল্পাশ্চ ত্বঙ্মাংসসিরাস্নায়ুপ্রভৃতয়ঃ। ব্যাধি-

গ্রহণাদ্বাতপিত্তকফশোণিতসন্নিপাতবৈষম্যনিমিত্তাঃ সর্ব্ব এব ব্যাধয়ো ব্যাখ্যাতাঃ । ঔষধগ্রহণাদ্দ্রব্যগুণরসবীর্য্যবিপাকপ্রভাবাণামাদেশঃ । ক্রিয়াগ্রহণাচ্ছেদ্যাদীনি স্নেহাদীনি চ কর্ম্মাণি ব্যাখ্যাতানি । কালগ্রহণাৎ সর্ব্বক্রিয়াকালানামাদেশঃ ।

ভবতি চাত্র ।

বীজং চিকিৎসিতস্যৈতৎ সমাসেন প্রকীর্ত্তিতম্ ।
সবিংশমধ্যায়শতমস্য ব্যাখ্যা ভবিষ্যতি ॥

তচ্চ সবিংশমধ্যায়শতং পঞ্চসু স্থানেষু । তত্র সূত্রস্থাননিদান-শারীরচিকিৎসিতকল্পেষ্বর্থবশাৎ সংবিভজ্যোত্তরে তন্ত্রে শেষানর্থান্ ব্যাখ্যাস্যামঃ ।

ভবতি চাত্র । -

স্বয়ম্ভুবা প্রোক্তমিদং সনাতনং পঠেদ্ধি যঃ কাশিপতিপ্রকাশিতম্ ।
স পুণ্যকর্ম্মা ভুবি পূজিতো নৃপৈরসুক্ষয়ে শক্রসলোকতাং ব্রজেৎ ॥

দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ ।

অথাতঃ শিষ্যোপনয়নীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ । ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়-বৈশ্যানামন্যতমমন্বয়বয়ঃশীলশৌর্য্যশৌচাচারবিনয়শক্তিবলমেধাধৃতিস্মৃতি-মতিপ্রতিপত্তিযুক্তং তনুজিহ্বৌষ্ঠদন্তাগ্রমৃজুবক্ত্রাক্ষিনাসং প্রসন্নচিত্তবাক্-চেষ্টং ক্লেশসহঞ্চ ভিষক্ শিষ্যমুপনয়েৎ । অতো বিপরীতগুণং নোপনয়েৎ ।

উপনয়নীয়স্তু ব্রাহ্মণঃ প্রশস্তেষু তিথিকরণমুহূর্ত্তনক্ষত্রেষু প্র-শস্তায়াং দিশি শুচৌ সমে দেশে চতুর্হস্তং চতুরস্রং স্থণ্ডিল মুপলিপ্য গোময়েন দর্ভৈঃ সংস্তীর্য্য পুষ্পৈ র্লাজভক্তৈ রত্নৈশ্চ দেবতাঃ পূজ-য়িত্বা বিপ্রান্ ভিষজশ্চ তত্রোল্লিখ্যাভ্যুক্ষ্য চ দক্ষিণতো ব্রাহ্মণং স্থাপয়িত্বাগ্নি মুপসমাধায় খদিরপলাশদেবদারুবিল্বানাং সমিদ্ভিশ্চতুর্ণাং বা

ক্ষীরবৃক্ষাণাং ন্যগ্রোধোডুম্বরাশ্বত্থমধূকানাং দধিমধুঘৃতাক্তাভি র্দার্বী-হোমিকেন বিধিনা শ্রুবেণাজ্যাহুতীর্জুহুয়াৎ। সপ্রণবাভি র্মহাব্যাহৃতিভিস্ততঃ প্রতিদৈবতমৃষীংশ্চ স্বাহাকারঞ্চ কুর্য্যাৎ শিষ্যমপি কারয়েৎ। ব্রাহ্মণস্ত্রয়াণাং বর্ণানামুপনয়নং কর্ত্তু মর্হতি রাজন্যো দ্বয়স্য বৈশ্যো বৈশ্যস্যৈবেতি। শূদ্রমপি কুলগুণসম্পন্নং মন্ত্রবর্জ্জমনুপনীত-মধ্যাপয়েদিত্যেকে। ততোঽগ্নিং ত্রিঃ পরিণীয়াগ্নিসাক্ষিকং শিষ্যং ব্রুয়াৎ। কামক্রোধলোভমোহমানাহঙ্কারের্ষ্যাপারুষ্যপৈশুন্যানৃতালস্যা-যশস্যানি হিত্বা নীচনখরোম্না শুচিনা কষায়বাসসা সত্যব্রতব্রহ্ম-চর্য্যাভিবাদনতৎপরেণাঽবশ্যং ভবিতব্যং মদনুমতস্থানগমনশয়নাসন-ভোজনাধ্যয়নপরেণ ভূত্বা মৎপ্রিয়হিতেষু বর্ত্তিতব্য মতোঽন্যথা তে বর্ত্ত-মানস্যাধর্ম্মো ভবত্যফলতা চ বিদ্যা ন চ প্রাকাশ্যং প্রাপ্নোতি। অহং বা ত্বয়ি সম্যগ্বর্ত্তমানে যদ্যন্যথাদর্শী স্যামেনোভাগ্‌ভবেয় মফলবিদ্যশ্চ। দ্বিজগুরুদরিদ্রমিত্রপ্রব্রজিতোপনতসাধ্বনাথাভ্যুপগতানাং চাত্মবান্ধবানা-মিব স্বভেষজৈঃ প্রতিকর্ত্তব্যমেবং সাধু ভবতি। ব্যাধশাকুনিক-পতিতপাপকারিণাং ন চ প্রতিকর্ত্তব্যমেবং বিদ্যা প্রকাশতে মিত্রযশোধর্ম্মার্থকামাংশ্চ প্রাপ্নোতি।

ভবতশ্চাত্র।

কৃষ্ণেঽষ্টমী তন্নিধনেঽহনী দ্বে কৃষ্ণেতরেঽপ্যেবমহর্দ্বিসন্ধ্যম্।
অকালবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুঘোষে স্বতন্ত্ররাষ্ট্রক্ষিতিপব্যথাসু॥
শ্মশানযানাদ্যতনাহবেষু মহোৎসবৌৎপাতিকদর্শনেষু।
নাধ্যেয়মন্যেষু চ যেষু বিপ্রা নাধীয়তে নাশুচিনা চ নিত্যম্॥

তৃতীয়াধ্যায়ঃ।

অথাতোঽধ্যয়নসংপ্রদানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

প্রাগভিহিতং সবিংশমধ্যায়শতং পঞ্চসু স্থানেষু। তত্র সূত্র-

স্থানমধ্যায়াঃ ষট্‌চত্বারিংশৎ। ষোড়শ নিদানানি। দশ শারীরাণি। চত্বারিংশচ্চিকিৎসিতানি। অষ্টৌ কল্পাঃ। তদুত্তরং ষট্‌ষষ্টিঃ।

বেদোৎপত্তিঃ শিষ্যানয়স্তথাধ্যয়নদানিকঃ।
প্রভাষণাগ্রহরণাবৃতুচর্য্যাথ যান্ত্রিকঃ॥
শস্ত্রাবচারণং যোগ্যা বিশিখা ক্ষারকল্পনম্।
অগ্নিকর্ম্মজলৌকাখ্যাবধ্যায়ৌ রক্তবর্ণনম্॥
দোষধাতুমলাদ্যানাং বিজ্ঞানাধ্যায় এব চ।
কর্ণব্যধামপক্কৈষাবালেপো ব্রণ্যুপাসনম্॥
হিতাহিতো ব্রণপ্রশ্নো ব্রণাস্রাবশ্চ যঃ পৃথক্।
কৃত্যাকৃত্যবিধির্ব্যাধিসমুদ্দেশীয় এব চ॥
বিনিশ্চয়ঃ শস্ত্রবিধৌ প্রনষ্টজ্ঞানিকস্তথা।
শল্যোদ্ধৃতির্ব্রণজ্ঞানং দূতস্বপ্ননিদর্শনম্॥
পঞ্চেন্দ্রিয়ং তথা ছায়া স্বভাবাদ্বৈকৃতং তথা।
বারণো যুক্তসেনীয় আতুরক্রমমিশ্রকৌ॥
ভূমিভাগো দ্রব্যগণঃ সংশুদ্ধৌ শমনে চ যঃ।
দ্রব্যাদীনাঞ্চ বিজ্ঞানং বিশেষো দ্রব্যগোঽপরঃ॥
রসজ্ঞানং বমনার্থমধ্যায়ো রেচনায় চ।
দ্রবদ্রব্যবিধিস্তদ্বদন্নপানবিধিস্তথা॥
সূচনাৎ সূত্রণাচ্চৈব সন্ধানাচ্চার্থসন্ততেঃ।
ষট্‌চত্বারিংশদধ্যায়ং সূত্রস্থানং প্রচক্ষতে॥ ১॥
বাতব্যাধিকমর্শাংসি সাশ্মরিশ্চ ভগন্দরঃ।
কুষ্ঠমেহোদরা মূঢ়বিদ্রধ্যঃ পরিসর্পণম্॥
গ্রন্থিবৃদ্ধিভগ্নশূকক্ষুদ্রাশ্চ মুখরোগিকম্।
হেতুলক্ষণনির্দ্দেশান্নিদানানীতি ষোড়শ॥ ২॥
ভূতচিন্তা রজঃশুদ্ধি গর্ভাবক্রান্তিরেব চ।
ব্যাকরণঞ্চ গর্ভস্য শরীরস্য চ যৎ স্মৃতম্॥

প্রত্যেকং মর্ম্মনির্দ্দেশঃ সিরাবর্ণনমেব চ।
সিরাব্যধো ধমনীনাং গর্ভিণ্যা ব্যাকৃতিস্তথা ॥
নির্দ্দিষ্টানি দশৈতানি শারীরাণি মহর্ষিণা।
বিজ্ঞানার্থং শরীরস্য ভিষজাং যোগিনামপি ॥ ৩ ॥
দ্বিব্রণীয়ো ব্রণঃ সদ্যো ভগ্নানাং বাতরোগিকম্।
মহাবাতিকমর্শাংসি সাশ্মরিশ্চ ভগন্দরঃ ॥
কুষ্ঠানাং মহতাঞ্চাপি মৈহিকং পৈড়িকং তথা।
মধুমেহচিকিৎসা চ তথাচোদরিণামপি ॥
মূঢ়গর্ভচিকিৎসা চ বিদ্রধীনাং বিসর্পিণাম্।
গ্রন্থিবৃদ্ধ্যুপদংশানাস্তথাচ ক্ষুদ্ররোগিকম্ ॥
শূকদোষচিকিৎসা চ তথাচ মুখরোগিণাম্।
শোফস্থানাগতানাঞ্চ নিষেধো মিশ্রকস্তথা ॥
বাজীকরঞ্চ যৎ ক্ষীণে সর্ব্বাবাধশমোঽপি চ।
মেধায়ুষ্করণঞ্চাপি স্বভাবব্যাধিবারণম্ ॥
নিবৃত্তসন্তাপকরং কীর্ত্তিতঞ্চ রসায়নম্।
স্নেহোপযোগিকঃ স্বেদো বমনে সবিরেচনে ॥
তয়োর্ব্ব্যাপচ্চিকিৎসা চ নেত্রবস্তিবিভাগিকঃ।
নেত্রবস্তিবিপৎসিদ্ধিস্তথাচোত্তরবস্তিকঃ ॥
নিরূহক্রমসংজ্ঞশ্চ তথৈবাতুরসংজ্ঞকঃ।
ধূমনস্য বিধিশ্চাগ্রাশ্চত্বারিংশদিতি স্মৃতাঃ ॥
প্রায়শ্চিত্তং প্রশমনং চিকিৎসা শান্তিকর্ম্ম চ।
পর্য্যায়াস্তস্য নির্দ্দিষ্টাশ্চিকিৎসাস্থানমুচ্যতে ॥ ৪ ॥
অন্নস্য রক্ষা বিজ্ঞানং স্থাবরস্যেতরস্য চ।
সর্পদষ্টবিষজ্ঞানং তস্যৈব চ চিকিৎসিতম্ ॥
দুন্দুভের্মূষিকাণাঞ্চ কীটানাং কল্প এব চ।
অষ্টৌ কল্পাঃ সমাখ্যাতা বিষভেষজকল্পনাৎ ॥ ৫ ॥

অধ্যায়ানাং শতং বিংশমেবমেতদুদীরিতম্।
অতঃপরং স্বনাম্নৈব তন্ত্রমুত্তরমুচ্যতে ॥
অধিকৃত্য কৃতং যস্মাত্তন্ত্রমেতদুপদ্রবান্।
ঔপদ্রবিক ইত্যেষ তস্যাগ্র্যত্বান্নিরুচ্যতে ॥
সন্ধৌ বর্ত্মনি শুক্লে চ কৃষ্ণে সর্ব্বত্র দৃষ্টিষু।
সংবিজ্ঞানার্থমধ্যায়া গদানাং তু প্রতি প্রতি ॥
চিকিৎসাপ্রবিভাগীয়ো বাতাভিষ্যন্দবারণঃ।
পৈত্তস্য শ্লৈষ্মিকস্যাপি রৌধিরস্য তথৈব চ ॥
লেখ্যভেদ্যনিষেধৌ চ ছেদ্যানাং বর্ত্মদৃষ্টিষু।
ক্রিয়াকল্পোঽভিঘাতশ্চ কর্ণোত্থাস্তচ্চিকিৎসিতম্ ॥
ঘ্রাণোত্থানাঞ্চ বিজ্ঞানং তদ্গদপ্রতিষেধনম্।
প্রতিশ্যায়নিষেধশ্চ শিরোগদবিবেচনম্ ॥
চিকিৎসা তদ্গদানাঞ্চ শালাক্যং তন্ত্রমুচ্যতে।
নবগ্রহাকৃতিজ্ঞানং স্কন্দস্য চ নিষেধনম্ ॥
অপস্মারশকুন্যোশ্চ রেবত্যাশ্চ পুনঃ পৃথক্।
পূতনায়াস্তথান্ধায়া মণ্ডিকা শীতপূতনা ॥
নৈগমেষচিকিৎসা চ গ্রহোৎপত্তিঃ সযোনিজা।
কৌমারতন্ত্রমিত্যেতচ্ছারীরেষু চ কীর্ত্তিতম্ ॥
জ্বরাতিসারশোষাণাং গুল্মহৃদ্রোগিণামপি।
পাণ্ডূনাং রক্তপিত্তস্য মূর্চ্ছায়াঃ পানজাশ্চ যে ॥
তৃষ্ণায়াশ্ছর্দ্দিহিক্কানাং নিষেধঃ শ্বাসকাসয়োঃ।
স্বরভেদচিকিৎসা চ কৃম্যুদাবর্ত্তিনোঃ পৃথক্ ॥
বিসূচিকারোচকয়োর্মূত্রাঘাতবিকৃচ্ছ্রয়োঃ।
ইতি কায়চিকিৎসায়াঃ শেষমত্র প্রকীর্ত্তিতম্ ॥
অমানুষনিষেধশ্চ তথাপস্মারিকোঽপরঃ।
উন্মাদপ্রতিষেধশ্চ ভূতবিদ্যা নিরুচ্যতে ॥

রসভেদাঃ স্বস্থবৃত্তির্যুক্তয়স্তান্ত্রিকাশ্চ যাঃ।
দোষভেদা ইতি জ্ঞেয়া অধ্যায়াস্তন্ত্রভূষণাঃ ॥
শ্রেষ্ঠত্বাদুত্তরং হ্যেতত্তন্ত্রমাহুর্ম্মহর্ষয়ঃ।
বহ্বর্থসংগ্রহাচ্ছ্রেষ্ঠমুত্তরঞ্চাপি পশ্চিমম্ ॥
শালাক্যতন্ত্রং কৌমারং চিকিৎসা কায়িকী চ যা।
ভূতবিদ্যেতি চত্বারি তন্ত্রে তূত্তরসংজ্ঞিতে ॥
বাজীকরণ্চিকিৎসাসু রসায়নবিধিস্তথা।
বিষতন্ত্রং পুনঃ কল্পাঃ শল্যজ্ঞানং সমন্ততঃ ॥
ইত্যষ্টাঙ্গমিদং তন্ত্রমাদিদেবপ্রকাশিতম্।
বিধিনাধীত্য যুঞ্জানা ভবন্তি প্রাণদা ভুবি ॥

এতদবশ্যমধ্যেয়মধীত্য চ কর্ম্মাপ্যবশ্যমুপাসিতব্যমুভয়জ্ঞো হি ভিষগ্রাজার্হো ভবতি।

ভবন্তি চাত্র।

যস্তু কেবলশাস্ত্রজ্ঞঃ কর্ম্মস্বপরিনিষ্ঠিতঃ।
স মুহ্যত্যাতুরং প্রাপ্য প্রাপ্য ভীরুরিবাহবম্ ॥
যস্তু কর্ম্মসু নিষ্ণাতো ধার্ষ্ট্যাচ্ছাস্ত্রবহিষ্কৃতঃ।
স সৎসু পূজাং নাপ্নোতি বধং চার্হতি রাজতঃ ॥
উভাবেতাবনিপুণা-বসমর্থৌ স্বকর্ম্মণি।
অর্দ্ধবেদধরাবেতাবেকপক্ষাবিব দ্বিজৌ ॥
ওষধ্যোঽমৃতকল্পাস্তু শস্ত্রাশনিবিষোপমাঃ।
ভবন্ত্যজ্ঞৈরুপহৃতাস্তস্মাদেতৌ বিবর্জ্জয়েৎ ॥
ছেদ্যাদিষ্বনভিজ্ঞো যঃ স্নেহাদিষু চ কর্ম্মসু।
স নিহন্তি জনং লোভাৎ কুবৈদ্যো নৃপদোষতঃ ॥
যস্তূভয়জ্ঞো মতিমান্ স সমর্থোঽর্থসাধনে।
আহবে কর্ম্ম নির্ব্বোঢ়ুং দ্বিচক্রঃ স্যন্দনো যথা ॥

অথ বৎস তদেতদধ্যেয়ং যথা তথোপধারয় ময়া প্রোচ্যমানম্।

অথ শুচয়ে কৃতোত্তরাসঙ্গায়াব্যাকুলায়োপস্থিতায়াধ্যয়নকালে শিষ্যায় যথাশক্তি গুরুরুপদিশেৎ পদং পাদং শ্লোকং বা তে চ পদপাদ-শ্লোকা ভূয়ঃ ক্রমেণানুসন্ধেয়া এবমেকৈকশো ঘটয়েদাত্মনা চানুপঠেৎ। অদ্রুত মবিলম্বিত মবিশঙ্কিত মননুনাসিকং ব্যক্তাক্ষরমপীড়িতবর্ণমক্ষিভ্রু-বৌষ্ঠহস্তৈরনভিনীতং সুসংস্কৃতং নাত্যুচ্চৈর্নাতিনীচৈশ্চ স্বরৈঃ পঠেন্নবান্ত-রেণ কশ্চিদ্ব্রজেত্তয়োরধীয়ানয়োঃ।

ভবতশ্চাত্র।

শুচির্গুরুপরো দক্ষস্তন্দ্রানিদ্রাবিবর্জ্জিতঃ।
পঠেদেতেন বিধিনা শিষ্যঃ শাস্ত্রান্তমাপ্নুয়াৎ॥
বাক্‌সৌষ্ঠবেঽর্থবিজ্ঞানে প্রাগল্‌ভ্যে কর্ম্মনৈপুণে।
তদভ্যাসে চ সিদ্ধৌ চ যতেতাধ্যয়নান্তগঃ॥

চতুর্থাধ্যায়ঃ।

অথাতঃ প্রভাষণীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

অধিগতমপ্যধ্যয়নমপ্রভাষিতমর্থতঃ।
খরস্য চন্দনভার ইব কেবলং পরিশ্রমকরং ভবতি॥

ভবতি চাত্র।

যথা খরশ্চন্দনভারবাহী ভারস্য বেত্তা নতু চন্দনস্য।
এবং হি শাস্ত্রাণি বহূন্যধীত্য চার্থেষু মূঢ়াঃ খরবদ্বহন্তি॥

তস্মাৎ সবিংশমধ্যায়শতমনুপদপাদশ্লোকার্দ্ধশ্লোকমনুবর্ণয়িতব্যমনুশ্রো-তব্যঞ্চ। কস্মাৎ সূক্ষ্মা হি দ্রব্যরসগুণবীর্য্যবিপাকদোষধাতুমলাশয়মর্ম্ম-সিরাস্নায়ুসন্ধ্যস্থিগর্ভসম্ভবদ্রব্যসমূহবিভাগাস্তথা প্রনষ্টশল্যোদ্ধরণব্রণ-বিনিশ্চয়ভগ্নবিকল্পাঃ সাধ্যযাপ্যপ্রত্যাখ্যেয়তা চ বিকারাণামেব-মাদয়শ্চান্যে বিশেষাঃ সহস্রশো যে বিচিন্ত্যমানা বিমলবিপুল-

বুদ্ধেরপি বুদ্ধি মাকুলীকুর্য্যুঃ কিং পুনরল্পবুদ্ধেঃ। তস্মাদবশ্য মনুপদপাদশ্লোকার্দ্ধশ্লোকমনুবর্ণয়িতব্যমনুশ্রোতব্যঞ্চ। অন্যশাস্ত্রবিষয়োপপন্নানাঞ্চার্থানামিহোপনিপতিতানামর্থবশাত্তেষাং তদ্বিদ্যেভ্য এব ব্যাখ্যানমনুশ্রোতব্যং কস্মান্নহ্যেকস্মিন্ শাস্ত্রে শক্যঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণামবরোধঃ কর্ত্তুম্।

ভবন্তি চাত্র।

একং শাস্ত্রমধীয়ানো ন বিদ্যাচ্ছাস্ত্রনিশ্চয়ম্।
তস্মাদ্বহুশ্রুতঃ শাস্ত্রং বিজানীয়াচ্চিকিৎসকঃ॥
শাস্ত্রং গুরুমুখোদ্গীর্ণমাদায়োপাস্য চাসকৃৎ।
যঃ কর্ম্ম কুরুতে বৈদ্যঃ স বৈদ্যোঽন্যে তু তস্করাঃ॥
ঔপধেনবমৌরভ্রং সৌশ্রুতং পৌষ্কলাবতম্।
শেষাণাং শল্যতন্ত্রাণাং মূলান্যেতানি নির্দ্দিশেৎ॥

পঞ্চমাধ্যায়ঃ।

অথাতোঽগ্রোপহরণীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

ত্রিবিধং কর্ম্ম। পূর্ব্বকর্ম্ম প্রধানকর্ম্ম পশ্চাৎকর্ম্মেতি তদ্ব্যাধিং প্রতি প্রত্যুপদেক্ষ্যামঃ। অস্মিন্ শাস্ত্রে শস্ত্রকর্ম্মপ্রাধান্যাচ্ছস্ত্রকর্ম্মৈব তাবৎ পূর্ব্বমুপদেক্ষ্যামস্তৎসম্ভারাংশ্চ। তচ্চ শস্ত্রকর্ম্মাঽষ্টবিধম্। তদ্যথা। ছেদ্য ভেদ্যং লেখ্যং বেধ্যমেষ্য মাহার্য্যং বিস্রাব্যং সীব্যমিতি।

অতোঽন্যমতং কর্ম্ম চিকীর্ষতা বৈদ্যেন পূর্ব্বমেবোপকল্পয়িতব্যানি তদ্যথা যন্ত্রশস্ত্রক্ষারাগ্নিশলাকাশৃঙ্গজলৌকালাবূজাম্ববোষ্ঠপিচুপ্রোতসূত্রপত্রপট্টমধুঘৃতবসাপয়স্তৈলতর্পণকষায়ালেপনকল্কব্যজনশীতোষ্ণোদককটাহাদীনি পরিকর্ম্মিণশ্চ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা বলবন্তঃ। ততঃ প্রশস্তেষু তিথিকরণমুহূর্ত্তনক্ষত্রেষু দধ্যক্ষতান্নপানরত্নৈরগ্নিং বিপ্রান্ ভিষজশ্চার্চ্চয়িত্বা কৃতবলিমঙ্গলস্বস্তিবাচনং লঘুভুক্তবন্তং প্রাঙ্মুখ-

মাতুরমুপবেশ্য যন্ত্রয়িত্বা প্রত্যঙ্মুখো বৈদ্যো মর্ম্মসিরাস্নায়ুসন্ধ্যস্থিধমনীঃ পরিহরন্ননুলোমং শস্ত্রং নিদধ্যাদাপূয়দর্শনাৎ সকৃদেবাপহরেচ্ছস্ত্রমাশু চ। মহৎস্বপিচ পাকেষু দ্ব্যঙ্গুলং ত্র্যঙ্গুলং বা শস্ত্রপদমুক্তং। তত্রায়তো বিশালঃ সমঃ সুবিভক্ত ইতি ব্রণগুণাঃ।

ভবতশ্চাত্র।

আয়তশ্চ বিশালশ্চ সুবিভক্তো নিরাশ্রয়ঃ।
প্রাপ্তকালকৃতশ্চাপি ব্রণঃ কর্ম্মণি শস্যতে॥
শৌর্য্যমাশুক্রিয়া-শস্ত্রতৈক্ষ্ণ্যমস্বেদবেপথূ।
অসম্মোহশ্চ বৈদ্যস্য শস্ত্রকর্ম্মণি শস্যতে॥

একেন বা ব্রণেনাশুধ্যমানেনান্তরাবুদ্ধ্যাবেক্ষ্যাপরান্ ব্রণান্ কুর্য্যাৎ।

ভবতি চাত্র।

যতো যতো গতিং বিদ্যাদুৎসঙ্গো যত্র যত্র চ।
তত্র তত্র ব্রণং কুর্য্যাদ্যথা দোষো ন তিষ্ঠতি॥

তত্র ভ্রূগণ্ডশঙ্খললাটাক্ষিপুটৌষ্ঠদন্তবেষ্টকক্ষাকুক্ষিবঙ্ক্ষণেষু তির্য্যক্ছেদ উক্তঃ।

চন্দ্রমণ্ডলবচ্ছেদান্ পাণিপাদেষু কারয়েৎ।
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতীংশ্চাপি গুদে মেঢ্রে চ বুদ্ধিমান্॥

অন্যথা তু সিরাস্নায়ুচ্ছেদনাদতিমাত্রং বেদনা চিরাদ্ব্রণসংরোহোমাংসকন্দীপ্রাদুর্ভাবশ্চেতি। মূঢ়গর্ভোদরার্শোঽশ্মরীভগন্দরমুখরোগেষ্বভুক্তবতঃ কর্ম্ম কুর্ব্বীত। ততঃ শস্ত্রমবচার্য্য শীতাভিরদ্ভিরাতুরমাশ্বাস্য সমন্তাৎ পরিপীড্যাঙ্গুল্যা ব্রণমভিমৃজ্য প্রক্ষাল্য কষায়েণ প্লোতেনোদকমাদায় তিলকল্কমধুসর্পিঃপ্রগাঢ়ামৌষধযুক্তাং বর্ত্তিং প্রণিদধ্যাৎ। ততঃ কল্কেনাচ্ছাদ্য নাতিস্নিগ্ধাং নাতিরুক্ষাং ঘনাং কবলিকান্দত্বা বস্ত্রপট্টেন বধ্নীয়াদ্বেদনারক্ষোঘ্নৈ র্ধূপৈ র্ধূপয়েদ্রক্ষোঘ্নৈশ্চ মন্ত্রৈ রক্ষাং কুর্বীত। ততো গুগ্গুল্বগুরুসর্জ্জরসবচাগৌরসর্ষপচূর্ণৈ র্লবণনিম্বপত্রব্যামিশ্রৈরাজ্যযুক্তৈ র্ধূপৈ র্ধূপয়েৎ। আজ্য-

শেষেণ চাস্য প্রাণান্ সমালভেত। উদকুম্ভাচ্চাপো গৃহীত্বা প্রোক্ষয়ন্ রক্ষাকর্ম্ম কুর্য্যাত্তদ্বক্ষ্যামঃ।

কৃত্যানাং প্রতিঘাতার্থং তথা রক্ষোভয়স্য চ।
রক্ষাকর্ম্ম করিষ্যামি ব্রহ্মা তদনুমন্যতাং।
নাগাঃ পিশাচা গন্ধর্ব্বাঃ পিতরো যক্ষরাক্ষসাঃ।
অভিদ্রবন্তি যে যে ত্বাং ব্রহ্মাদ্যা ঘ্নন্তু তান্ সদা॥
পৃথিব্যামন্তরীক্ষে চ যে চরন্তি নিশাচরাঃ।
দিক্ষু বাস্তুনিবাসাশ্চ পান্তু ত্বাং তে নমস্কৃতাঃ॥
পান্তু ত্বাং মুনয়ো ব্রাহ্ম্যা দিব্যা রাজর্ষয়স্তথা।
পর্ব্বতাশ্চৈব নদ্যশ্চ সর্ব্বাঃ সর্ব্বেঽপি সাগরাঃ॥
অগ্নীরক্ষতু তে জিহ্বাং প্রাণান্ বায়ুস্তথৈব চ।
সোমো ব্যানমপানং তে পর্জ্জন্যঃ পরিরক্ষতু॥
উদানং বিদ্যুতঃ পান্তু সমানং স্তনয়িত্নবঃ।
বলমিন্দ্রো বলপতির্ম্মনুর্ম্মন্যে মতিং তথা॥
কামাংস্তে পান্তু গন্ধর্ব্বাঃ সত্ত্বমিন্দ্রোঽভিরক্ষতু।
প্রজ্ঞাং তে বরুণো রাজা সমুদ্রো নাভিমণ্ডলং॥
চক্ষুঃ সূর্য্যো দিশঃ শ্রোত্রে চন্দ্রমাঃ পাতু তে মনঃ।
নক্ষত্রাণি সদা রূপং ছায়াং পান্তু নিশাস্তব॥
রেতস্ত্বাপ্যায়য়ন্ত্বাপো রোমাণ্যোষধয়স্তথা।
আকাশং খানি তে পাতু দেহং তব বসুন্ধরা॥
বৈশ্বানরঃ শিরঃ পাতু বিষ্ণুস্তব পরাক্রমং।
পৌরুষং পুরুষশ্রেষ্ঠো ব্রহ্মাত্মানং ধ্রুবো ভ্রুবৌ॥
এতা দেহে বিশেষেণ তব নিত্যা হি দেবতাঃ।
এতাস্ত্বাং সততং পান্তু দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুহি॥
স্বস্তি তে ভগবান্ ব্রহ্মা স্বস্তি দেবাশ্চ কুর্ব্বতাং।
স্বস্তি তে চন্দ্রসূর্য্যৌ চ স্বস্তি নারদপর্ব্বতৌ॥

স্বস্ত্যগ্নিশ্চৈব বায়ুশ্চ স্বস্তি দেবাঃ সহেন্দ্রগাঃ ।
পিতামহকৃতা রক্ষা স্বস্ত্যায়ুর্ব্বর্দ্ধতাং তব ॥
ঈতয়স্তে প্রশাম্যন্তু সদা ভব গতব্যথঃ । ইতি স্বাহা ॥
এতৈ র্বেদাত্মকৈর্ম্মন্ত্রৈঃ কৃত্যাব্যাধিবিনাশনৈঃ ।
ময়ৈবং কৃতরক্ষস্ত্বং দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুহি ॥

ততঃ কৃতরক্ষমাতুরমাগারং প্রবেশ্যাচারিকমাদিশেৎ । ততস্তৃতীয়েহহনি বিমুচ্যৈবং বধ্নীয়াদ্বস্ত্রপট্টেন নচৈনং ত্বরমাণোহপরেদ্যুর্মোক্ষয়েৎ । দ্বিতীয়দিবসে পরিমোক্ষণাদ্বিগ্রথিতো ব্রণশ্চিরাদুপসংরোহতি তীব্ররুজশ্চ ভবতি । অত ঊর্দ্ধং দোষকালবলাদীনবেক্ষ্য কষায়ালেপনবন্ধাহারাচারান্ বিদধ্যাৎ । নচৈনং ত্বরমাণঃ সান্তদোষং রোপয়েৎ, স হ্যল্পেনাপ্যপচারেণাভ্যন্তরমুৎসঙ্গং কৃত্বা ভূয়োহপি বিকরোতি ।

ভবন্তি চাত্র ।

তস্মাদন্তর্ব্বহিশ্চৈব সুশুদ্ধং রোপয়েদ্‌ব্রণং ।
রূঢ়েপ্যজীর্ণব্যায়ামব্যবায়াদীন্ বিবর্জ্জয়েৎ ।
হর্ষং ক্রোধং ভয়ঞ্চাপি যাবদাস্থৈর্য্যসম্ভবাৎ ॥
হেমন্তে শিশিরেচৈব বসন্তেচাপি মোক্ষয়েৎ ।
ত্র্যহাদ্‌দ্ব্যহাচ্ছরদ্গ্রীষ্মবর্ষাস্বপি চ বুদ্ধিমান্ ॥
অতিপাতিষু রোগেষু নেচ্ছেদ্বিধিমিমং ভিষক্ ।
প্রদীপ্তাগারবচ্ছীঘ্রং তত্র কুর্য্যাৎ প্রতিক্রিয়াং ॥

যা বেদনা শস্ত্রনিপাতজাতা তীব্রা শরীরং প্রদুনোতি জন্তোঃ ।
ঘৃতেন সা শান্তিমুপৈতি সিক্তা কোষ্ণেন যষ্টীমধুকান্বিতেন ।

ষষ্ঠাধ্যায়ঃ।

অথাত ঋতুচর্য্যাধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

কালোহি নাম ভগবান্ স্বয়ম্ভূরনাদিমধ্যনিধনোঽত্র রসব্যাপৎ-সম্পত্তী জীবিতমরণে চ মনুষ্যাণামায়ত্তে স সূক্ষ্মামপি কলাং ন লীয়ত ইতি কালঃ সঙ্কলয়তি কালয়তি বা ভূতানীতি কালঃ। তস্য সম্বৎসরাত্মনোভগবানাদিত্যো গতিবিশেষেণাক্ষিনিমেষকাষ্ঠাকলা-মুহূর্ত্তাহোরাত্রপক্ষমাসত্ত্বয়নসম্বৎসরযুগপ্রবিভাগং করোতি! তত্র লঘ্বক্ষরোচ্চারণমাত্রোঽক্ষিনিমেষঃ। পঞ্চদশাক্ষিনিমেষাঃ কাষ্ঠা। ত্রিংশৎকাষ্ঠাঃ কলাঃ। বিশংতিকলো মুহূর্ত্তঃ কলাদশভাগশ্চ। ত্রিংশন্মুহূর্ত্তমহোরাত্রং। পঞ্চদশাহোরাত্রাণি পক্ষঃ, সচ দ্বিবিধঃ শুক্লঃ কৃষ্ণশ্চ তৌ মাসঃ।

তত্র মাঘাদয়ো দ্বাদশ মাসা দ্বিমাসিকমৃতুং কৃত্বা ষড়ৃতবো ভবন্তি। তে শিশিরবসন্তগ্রীষ্মবর্ষাশরদ্ধেমন্তাঃ। তেষাং তপস্ত-পস্যৌ শিশিরঃ। মধুমাধবৌ বসন্তঃ। শুচিশুক্রৌ গ্রীষ্মঃ। নভো-নভস্যৌ বর্ষা। ইষোর্জ্জৌ শরৎ। সহঃসহস্যৌ হেমন্ত ইতি। ত এতে শীতোষ্ণবর্ষলক্ষণাশ্চন্দ্রাদিত্যয়োঃ কালবিভাগকরত্বাদয়নে দ্বে ভবতো দক্ষিণমুত্তরঞ্চ। তয়োর্দ্দক্ষিণং বর্ষাশরদ্ধেমন্তাস্তেষু ভগবা-নাপ্যায্যতে সোমোঽম্ললবণমধুরাশ্চ রসা বলবন্তো ভবন্ত্যুত্তরোত্তরঞ্চ সর্ব্বপ্রাণিনাং বলমভিবর্দ্ধতে। উত্তরঞ্চ শিশিরবসন্তগ্রীষ্মাস্তেষু ভগবানাপ্যায্যতেঽর্কস্তিক্তকষায়কটুকাশ্চ রসা বলবন্তোভবন্ত্যুত্তরো-ত্তরঞ্চ সর্ব্বপ্রাণিনাং বলমপহীয়তে।

ভবতি চাত্র।

> শীতাংশুঃ ক্লেদয়ত্যুর্ব্বীং বিবস্বান্ শোষয়ত্যপি।
> তাবুভাবপি সংশ্রিত্য বায়ুঃ পালয়তি প্রজাঃ॥

অথ খল্বয়নে দ্বে যুগপৎসম্বৎসরো ভবতি। তে তু পঞ্চযুগমিতি

সংজ্ঞাং লভন্তে। স এষ নিমেষাদিযুগপর্য্যন্তঃ কালশ্চক্রবৎপরিবর্ত্ত-মানঃ কালচক্রমুচ্যত ইত্যেকে।

ইহ তু বর্ষাশরদ্ধেমন্তবসন্তগ্রীষ্মপ্রাবৃষঃ ষট্ ঋতবো ভবন্তি দোষো-পচয়প্রকোপোপশমনিমিত্তং। তে তু ভাদ্রপদাদ্যেন দ্বিমাসিকেন ব্যাখ্যাতাঃ। তদ্যথা। ভাদ্রপদাশ্বযুজৌ বর্ষা। কার্ত্তিকমার্গশীর্ষৌ শরৎ। পৌষমাঘৌ হেমন্তঃ। ফাল্গুণচৈত্রৌ বসন্তঃ। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠৌ গ্রীষ্মঃ। আষাঢ়শ্রাবণৌ প্রাবৃড়িতি। তত্র বর্ষাস্বোষধয়-স্তরুণ্যোঽল্পবীর্য্যা আপশ্চাপ্রসন্নাঃ ক্ষিতিমলপ্রায়াস্তা উপযুজ্যমানা নভসি মেঘাবততে জলপ্রক্লিন্নায়াং ভূমৌ ক্লিন্নদেহানাং প্রাণিনাং শীতবাতবিষ্টব্ধাগ্নীনাং বিদহ্যন্তে বিদাহাৎ পিত্তসঞ্চয়মাপাদয়ন্তি; স সঞ্চয়ঃ শরদি প্রবিরলমেঘে বিয়ত্যুপশুষ্যতি পঙ্কেঽর্ককিরণপ্রবিলা-পিতঃ পৈত্তিকান্ ব্যাধীন্ জনয়তি। তা এবৌষধয়ঃ কালপরিণামাৎ পরিণতবীর্য্যা বলবত্যো হেমন্তে ভবন্ত্যাপশ্চ প্রসন্নাঃ স্নিগ্ধা অত্যর্থং গুর্ব্ব্যস্তা উপযুজ্যমানা মন্দকিরণত্বাদ্ভানোঃ সতুষারপবনোপস্তম্ভিত-দেহানাং দেহিনামবিদগ্ধাঃ স্নেহাচ্ছৈত্যাদ্গৌরবাদুপলেপাচ্চ শ্লেষ্মণঃ সঞ্চয়মাপাদয়ন্তি; স সঞ্চয়ো বসন্তেঽর্করশ্মিপ্রবিলাপিত ঈষৎস্তব্ধ-দেহানাং দেহিনাং শ্লৈষ্মিকান্ ব্যাধীন্ জনয়তি। তা এবৌষধয়ো নিদাঘে নিঃসারা রুক্ষা অতিমাত্রং লঘ্ব্যো ভবন্ত্যাপশ্চ তা উপযুজ্যমানাঃ সূর্য্যপ্রতাপোপশোষিতদেহানাং দেহিণাং রৌক্ষ্যাল্লঘুত্বাদ্বৈশদ্যাচ্চ বায়োঃসঞ্চয়মাপাদয়ন্তি; স সঞ্চয়ঃ প্রাবৃষি চাত্যর্থং জলোপক্লিন্নায়াং ভূমৌ ক্লিন্নদেহানাং প্রাণিনাং শীতবাতবর্ষেরিতো বাতিকান্ ব্যাধীন্ জনয়তি। এবমেষ দোষাণাং সঞ্চয়প্রকোপহেতুরুক্তঃ।

তত্র বর্ষাহেমন্তগ্রীষ্মেষু সঞ্চিতানাং দোষাণাং শরদ্বসন্তপ্রাবৃট্সু চ প্রকুপিতানাং নির্হরণং কর্ত্তব্যং। তত্র পৈত্তিকানাং ব্যাধীনা-মুপশমো হেমন্তে শ্লৈষ্মিকাণাং নিদাঘে বাতিকানাং ঘনাত্যয়ে স্বভাবত এব। ত এতে সঞ্চয়প্রকোপোপশমা ব্যাখ্যাতাঃ।

তত্র পূর্ব্বাহ্নে বসন্তস্য লিঙ্গং মধ্যাহ্নে গ্রীষ্মস্যাপরাহ্নে প্রাবৃষঃ প্রদোষে বার্ষিকং শারদমর্দ্ধরাত্রে প্রত্যূষসি হৈমন্তমুপলক্ষয়েৎ। এবমহোরাত্রমপি বর্ষমিব শীতোষ্ণবর্ষলক্ষণং দোষোপচয়প্রকোপোপশমৈর্জ্জানীয়াৎ।

তত্রাব্যাপন্নেষ্বৃতুষ্বব্যাপন্না ওষধয়ো ভবন্ত্যাপশ্চ তা উপযুজ্যমানাঃ প্রাণায়ুর্ব্বলবীর্য্যৌজস্কর্য্যো ভবন্তি। তেষাং ব্যাপদোঽদৃষ্টকারিতাঃ। শীতোষ্ণবাতবর্ষাণি খলু বিপরীতান্যোষধীর্ব্যাপাদয়ন্ত্যপশ্চ তাসামুপযোগাদ্বিবিধরোগপ্রাদুর্ভাবো মরকো বা ভবেদিতি। তত্রাব্যাপন্নানামোষধীনামপাঞ্চোপযোগঃ কদাচিদব্যাপন্নেষ্বপ্যৃতুষু কৃত্যাপিশাচরক্ষঃক্রোধাধর্ম্মৈরুপধ্বস্যন্তে জনপদাঃ। বিষৌষধীপুষ্পগন্ধেন বায়ুনোপনীতেনাক্রম্যতে যো দেশস্তত্র দোষপ্রকৃত্যবিশেষেণ কাসশ্বাসবমথুপ্রতিশ্যায়শিরোরুগ্জ্বরৈরুপতপ্যন্তে গ্রহনক্ষত্রচরিতৈর্ব্বা গৃহদ্বারশয়নাসনযানবাহনমণিরত্নোপকরণগর্হিতলক্ষণনিমিত্তপ্রাদুর্ভাবৈর্ব্বা। তত্র স্থানপরিত্যাগশান্তিকর্ম্মপ্রায়শ্চিত্তমঙ্গলজপহোমোপহারেজ্যাঞ্জলিনমস্কারতপোনিয়মদয়াদানদীক্ষাভ্যুপগমদেবতাব্রাহ্মণগুরুপরৈর্ভবিতব্যমেবং সাধু ভবতি।

ঋতূনামতঊর্দ্ধমব্যাপন্নানাং লক্ষণান্যুপদেক্ষ্যামঃ॥

বায়ুর্ব্বাত্যুত্তরঃ শীতো রজোধূমাকুলা দিশঃ।
ছন্নস্তুষারৈঃ সবিতা হিমানদ্ধা জলাশয়াঃ॥
দর্পিতা ধ্বাঙ্ক্ষখড়্গাহ্বমহিষোরভ্রকুঞ্জরাঃ।
রোধ্রপ্রিয়ঙ্গুপুন্নাগাঃ পুষ্পিতা হিমসাহ্বয়ে॥ ১॥
শিশিরে শীতমধিকং বাতবৃষ্ট্যাকুলা দিশঃ।
শেষং হেমন্তবৎসর্ব্বং বিজ্ঞেয়ং লক্ষণং বুধৈঃ॥ ২॥
দিশো বসন্তে বিমলাঃ কাননৈরুপশোভিতাঃ।
কিংশুকাম্ভোজবকুলচূতাশোকাদিপুষ্পিতৈঃ॥
কোকিলাষট্পদগণৈরুপগীতা মনোহরাঃ।
দক্ষিণানিলসংবীতাঃ সুমুখাঃ পল্লবোজ্জ্বলাঃ॥ ৩॥

গ্রীষ্মে তীক্ষ্ণাংশুরাদিত্যো মারুতো নৈর্ঋতোঽসুখঃ।
ভূস্তপ্তা সরিতস্তন্ব্যো দিশঃ প্রজ্বলিতা ইব॥
ভ্রান্তচক্রাহ্বযুগলাঃ পয়ঃপানাকুলা মৃগাঃ।
ধ্বস্তবীরুত্তৃণলতা বিপর্ণাঙ্কিতপাদপাঃ॥ ৪॥
প্রাবৃষ্যম্বরমানদ্ধং পশ্চিমানিলকর্ষিতৈঃ।
অম্বুদৈর্ব্বিদ্যুদুদ্দ্যোতপ্রস্রুতৈস্তুমুলস্বনৈঃ।
কোমলশ্যামশস্পাঢ্যা শক্রগোপোজ্জ্বলা মহী।
কদম্বনীপকুটজসর্জ্জকেতকিভূষিতা॥ ৫॥
তত্র বর্ষাসু নদ্যম্ভঃপূরোদ্ভগ্নতটদ্রুমাঃ।
বাপ্যঃ প্রোৎফুল্লকুমুদনীলোৎপলবিরাজিতাঃ।
ভূরব্যক্তস্থলশ্বভ্রা বহুশস্যোপশোভিতা।
নাতিগর্জ্জৎস্রবন্মেঘনিরুদ্ধার্কগ্রহং নভঃ॥ ৬॥
বভ্রুরুক্ষঃ শরত্যর্কঃ শ্বেতাভ্রবিমলং নভঃ।
তথা সরাংস্যম্বুরুহৈর্ভান্তি হংসাংসঘট্টিতৈঃ॥
পঙ্কশুষ্কদ্রুমাকীর্ণা নিম্নোন্নতসমেষু ভূঃ।
বাণসপ্তাহ্ববন্ধূকপকাশাসনবিরাজিতা॥ ৭॥
স্বগুণৈরতিযুক্তেষু বিপরীতেষু বা পুনঃ।
বিষমেষ্বপি বা দোষাঃ কুপ্যন্ত্যৃতুষু দেহিনাং॥
হরেদ্বসন্তে শ্লেষ্মাণং পিত্তং শরদি নির্হরেৎ।
বর্ষাসু শময়েদ্বায়ুং প্রাগ্বিকারসমুচ্ছ্রয়াৎ।

সপ্তমাধ্যায়ঃ।

অথাতো যন্ত্রবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

যন্ত্রশতমেকোত্তরমত্র হস্তমেব প্রধানতমং যন্ত্রাণামবগচ্ছ। কিং কারণং। যস্মাদ্ধস্তাদৃতে যন্ত্রাণামপ্রবৃত্তিরেব তদধীনত্বাদযন্ত্রকর্ম্মণাং।

তত্র মনঃশরীরাবাধকরাণি শল্যানি তেষামাহরণোপায়ো যন্ত্রাণি। তানি ষট্প্রকারাণি। তদ্যথা। স্বস্তিকযন্ত্রাণি। সন্দংশযন্ত্রাণি। তালযন্ত্রাণি। নাড়ীযন্ত্রাণি। শলাকাযন্ত্রাণি। উপযন্ত্রাণিচেতি।

তত্র চতুর্বিংশতিঃ স্বস্তিকযন্ত্রাণি। দ্বে সন্দংশযন্ত্রে। দ্বে এব তালযন্ত্রে। বিংশতির্নাড্যঃ। অষ্টাবিংশতিঃশলাকাঃ। পঞ্চবিংশতি রুপযন্ত্রাণি। তানি প্রায়শো লৌহানি ভবন্তি তৎপ্রতিরূপকাণি বা তদলাভে। তত্র নানাপ্রকারাণাং ব্যালানাং মৃগপক্ষিণাং মুখৈর্মুখানি যন্ত্রাণাং প্রায়শঃ সদৃশানি তস্মাত্তৎসারূপ্যাদাগমাদুপদেশাদন্যযন্ত্রদর্শনাদ্যুক্তিতশ্চ কারয়েৎ।

সমাহিতানি যন্ত্রাণি খরশ্লক্ষ্ণমুখানি চ।
সুদৃঢ়ানি সুরূপাণি সুগ্রহাণি চ কারয়েৎ॥

তত্র স্বস্তিকযন্ত্রাণ্যষ্টাদশাঙ্গুলপ্রমাণানি সিংহব্যাঘ্রবৃকতরক্ষু-ঋক্ষদ্বীপিমার্জারশৃগালমৃগৈর্ব্বারুককাককঙ্ককুররচাসভাসশশঘাত্যুলূকচিল্লিশ্যেনগৃধ্রক্রৌঞ্চভৃঙ্গরাজাঞ্জলিকর্ণাবভঞ্জননন্দিমুখমুখানি মসূরাকৃতিভিঃ কীলৈরববদ্ধানি মূলেঽঙ্কুশবদাবৃত্তবারঙ্গাণ্যস্থিবিনষ্টশল্যোদ্ধরণার্থমুপদিশ্যন্তে।

সনিগ্রহোঽনিগ্রহশ্চ সন্দংশৌ ষোড়শাঙ্গুলৌ ভবতস্ত্বঙ্মাংসসিরাস্নায়ুগতশল্যোদ্ধরণার্থমুপদিশ্যেতে।

তালযন্ত্রে দ্বাদশাঙ্গুলে মৎস্যতালুবদেকতালদ্বিতালকে কর্ণনাসানাড়ীশল্যানামাহরণার্থং।

নাড়ীযন্ত্রাণ্যনেকপ্রকারাণ্যনেকপ্রয়োজনান্যেকতোমুখান্যুভয়তোমুখানি চ তানি স্রোতোগতশল্যোদ্ধরণার্থং রোগদর্শনার্থমাচূষণার্থং ক্রিয়াসৌকর্য্যার্থঞ্চেতি তানি স্রোতোদ্বারপরিণাহানি যথাযোগপরিণাহদীর্ঘাণি চ।

ভগন্দরার্শোঽর্বুদব্রণবস্ত্যুত্তরবস্তিমূত্রবৃদ্ধিদকোদরধূমনিরুদ্ধপ্রকশসন্নিরুদ্ধগুদযন্ত্রাণ্যলাবুশৃঙ্গযন্ত্রাণি চোপরিষ্টাদ্বক্ষ্যামঃ।

শলাকাযন্ত্রাণ্যপি নানাপ্রকারাণি নানাপ্রয়োজনানি যথাযোগপরিণাহদীর্ঘাণিচ তেষাং গণ্ডূপদশরপুঙ্খসর্পফণবড়িশমুখে দ্বে দ্বে এষণব্যূহনচালনাহরণার্থমুপদিশ্যেতে। মসূরদলমাত্রমুখে দ্বে কিঞ্চিদানতাগ্রে স্রোতোগতশল্যোদ্ধরণার্থং। ষট্‌কার্পাসকৃতোষ্ণীষাণি প্রমার্জ্জনক্রিয়াসু। ত্রীণি দর্ব্যাকৃতীনি খল্লমুখানি ক্ষারৌষধপ্রণিধানার্থং। ত্রীণ্যন্যানি জাম্বববদনানি ত্রীণ্যঙ্কুশবদনানি ষড়বাগ্নিকর্ম্মস্বভিপ্রেতানি। নাসার্বুদহরণার্থমেকং কোলাস্থিদলমাত্রমুখং খল্লতীক্ষ্ণোষ্ঠং। অঞ্জনার্থমেকং কলায়পরিমণ্ডলমুভয়তো মুকুলাগ্রং। মূত্রমার্গবিশোধনার্থমেকং মালতীপুষ্পবৃন্তাগ্রপ্রমাণপরিমণ্ডলমিতি।

উপযন্ত্রাণ্যপি রজ্জুবেণিকাপট্টচর্ম্মান্তবল্কললতাবস্ত্রাষ্ঠীলাশ্মমুদ্গরপাণিপাদতলাঙ্গুলিজিহ্বাদন্তনখমুখবালাশ্বকটকশাখাষ্ঠীবনপ্রবাহণহর্ষায়স্কান্তময়ানি ক্ষারাগ্নিভেষজানি চেতি।

এতানি দেহে সর্ব্বস্মিন্ দেহস্যাবয়বে তথা।
সন্ধৌ কোষ্ঠে ধমন্যাঞ্চ যথাযোগং প্রযোজয়েৎ॥

যন্ত্রকর্ম্মাণি তু নির্ঘাতনপূরণবন্ধনব্যূহনবর্ত্তনচালনবিবর্ত্তনবিবরণপীড়নমার্গবিশোধনবিকর্ষণাহরণাঞ্চনোন্নমনবিনমনভঞ্জনোন্মথনাচূষণৈষণদারণর্জ্জূকরণপ্রক্ষালনপ্রধমনপ্রমার্জ্জনানি চতুর্ব্বিংশতিঃ।

স্ববুদ্ধ্যা চাপি বিভজেদ্যন্ত্রকর্ম্মাণি বুদ্ধিমান্।
অসংখ্যেয়বিকল্পত্বাচ্ছল্যানামিতি নিশ্চয়ঃ॥

তত্রাতিস্থূলমসারমতিদীর্ঘমতিহ্রস্বমগ্রাহিবিষমগ্রাহি বক্রং শিথিলমত্যুন্নতং মৃদুকীলং মৃদুমুখং মৃদুপাশমিতি দ্বাদশ যন্ত্রদোষাঃ।

এতৈর্দ্দোষৈর্ব্বিনির্মুক্তং যন্ত্রমষ্টাদশাঙ্গুলং।
প্রশস্তং ভিষজা জ্ঞেয়ং তদ্ধি কর্ম্মসু যোজয়েৎ॥
দৃশ্যং সিংহমুখাদ্যৈস্তু গূঢ়ং কঙ্কমুখাদিভিঃ।
নির্হরেত্তু শনৈঃ শল্যং শস্ত্রযুক্তিব্যপেক্ষয়া॥

বিবর্ত্ততে সাধ্ববগাহতে চ শল্যং নিগৃহ্যোদ্ধরতে চ যস্মাৎ।
যন্ত্রেষ্বতঃ কঙ্কমুখং প্রধানং স্থানেষু সর্ব্বেষ্ববিকারি চৈব।

অষ্টমাধ্যায়।

অথাতঃ শস্ত্রাবচারণীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

বিংশতিঃ শস্ত্রাণি। তদ্যথা। মণ্ডলাগ্রকরপত্ত্রবৃদ্ধিপত্ত্রনখশস্ত্রমুদ্রিকোৎপলপত্ত্রকার্দ্ধধারসূচীকুশপত্ত্রাটীমুখশরারীমুখান্তর্মুখত্রিকূর্চ্চক-কুঠারিকাব্রীহিমুখারাবেতসপত্ত্রকবড়িশদন্তশঙ্ক্বেষণ্য ইতি। তত্র মণ্ডলাগ্রকরপত্ত্রে স্যাতাং ছেদনে লেখনেচ। বৃদ্ধিপত্ত্রনখশস্ত্রমুদ্রিকোৎপলপত্ত্রকার্দ্ধধারাণি ছেদনে ভেদনে চ। সূচীকুশপত্ত্রাটীমুখশরারীমুখান্তর্মুখত্রিকূর্চ্চকানি বিস্রাবণে। কুঠারিকাব্রীহিমুখারাবেতসপত্ত্রকাণি ব্যধনে সূচীচ। বড়িশো দন্তশঙ্কুশ্চাহরণে। এষণ্যেষণে আনুলোম্যে চ। সূচ্যঃ সেবনে। ইত্যষ্টবিধে কর্ম্মণ্যুপযোগঃ শস্ত্রাণাং ব্যাখ্যাতঃ। তেষামথযোগগ্রহণসমাসোপায়ঃ কর্ম্মসু বক্ষ্যতে। তত্র বৃদ্ধিপত্ত্রং বৃন্তফলসাধারণে ভাগে গৃহ্নীয়াদ্ভেদনান্যেবং সর্ব্বাণি। বৃদ্ধিপত্ত্রং মণ্ডলাগ্রঞ্চ কিঞ্চিদুত্তানপাণিনা লেখনে বহুশোঽবচার্য্যং বৃন্তাগ্রে বিস্রাবণানি। বিশেষেণ বালবৃদ্ধসুকুমারভীরুনারীণাং রাজ্ঞাং রাজপুত্ত্রাণাঞ্চ ত্রিকূর্চ্চকেন বিস্রাবয়েৎ। তলপ্রচ্ছাদিতবৃন্তমঙ্গুষ্ঠপ্রদেশিনীভ্যাং ব্রীহিমুখং। কুঠারিকাং বামহস্তন্যস্তামিতরহস্তমধ্যমাঙ্গুল্যাঙ্গুষ্ঠবিষ্টব্ধয়াভিহন্যাৎ। আরাকরপত্ত্রৈষণ্যোর্মূলে। শেষাণি তু যথাযোগং গৃহ্নীয়াৎ। তেষাং নামভিরেবাকৃতয়ঃ প্রায়েণ ব্যাখ্যাতাঃ। তত্র নখশস্ত্রৈষণ্যাবষ্টাঙ্গুলে সূচ্যোবক্ষ্যন্তে।

বড়িশো দন্তশঙ্কুশ্চানতাগ্রে তীক্ষ্ণকণ্টকপ্রথমযবপত্ত্রমুখে। এষণী গণ্ডূপদাকারমুখী।

প্রদেশিন্যগ্রপূর্ব্বপ্রদেশপ্রমাণা মুদ্রিকা। দশাঙ্গুলা শরারীমুখী সা কর্ত্তরীতি কথ্যতে। শেষাণি তু ষড়ঙ্গুলানি।

তানি সুগ্রহাণি সুলোহানি সুধারাণি সুরূপাণি সুসমাহিত-মুখাগ্রাণ্যকরালানি চেতি শস্ত্রসম্পৎ।

তত্র বক্রং কুণ্ঠং খণ্ডং খরধারমতিস্থূলমত্যল্পমতিদীর্ঘমতিহ্রস্ব-মিত্যষ্টৌ শস্ত্রদোষাঃ। অতো বিপরীতগুণমাদদীতান্যত্র করপত্রা-ত্তদ্ধি খরধারমস্থিচ্ছেদনার্থং।

তত্র ধারা ভেদনানাং মাসূরী। লেখনানামর্দ্ধমাসূরী। ব্যধ-নানাং বিস্রাবণানাঞ্চ কৈশিকী। ছেদনানামর্দ্ধকৈশিকীতি। তেষাং পায়না ত্রিবিধা ক্ষারোদকতৈলেষু তত্র ক্ষারপায়িতং শরশল্যাস্থিচ্ছে-দনেষু। উদকপায়িতং মাংসচ্ছেদনভেদনপাটনেষু তৈলপায়িতং সিরাব্যধনস্নায়ুচ্ছেদনেষু। তেষাং নিশানার্থং শ্লক্ষ্ণশিলা মাষবর্ণা। ধারাসংস্থাপনার্থং শাল্মলীফলকমিতি।

ভবতি চাত্র।

যদা সুনিশিতং শস্ত্রং রোমচ্ছেদি সুসংস্থিতং।
সুগৃহীতং প্রমাণেন তদা কর্ম্মসু যোজয়েৎ ॥

অনুশস্ত্রাণি তু ত্বক্‌সারস্ফটিককাচকুরুবিন্দজলৌকাগ্নিক্ষারনখ-গোজীশেফালিকাশাকপত্রকরীরবালাঙ্গুলয় ইতি।

শিশূনাং শস্ত্রভীরূণাং শস্ত্রাভাবে চ যোজয়েৎ।
ত্বক্‌সারাদি চতুর্ব্বর্গং ছেদ্যে ভেদ্যে চ বুদ্ধিমান্ ॥
আহার্য্যচ্ছেদ্যভেদ্যেষু নখং শক্যেষু যোজয়েৎ।
বিধিঃ প্রবক্ষ্যতে পশ্চাৎ ক্ষারবহ্নিজলৌকসাং ॥
যে স্যুর্ম্মুখগতা রোগা নেত্রবর্ত্মগতাশ্চ যে।
গোজীশেফালিকাশাকপত্রৈর্ব্বিস্রাবয়েত্তু তান্ ॥
এষ্বেষণ্যলাভে তু বালাঙ্গুল্যঙ্কুরা হিতাঃ।

শস্ত্রাণ্যেতানি মতিমান্ শুদ্ধশৈক্যায়সানি তু।
কারয়েৎকরণৈঃ প্রাপ্তং কর্ম্মারং কর্ম্মকোবিদং॥
প্রয়োগজ্ঞস্য বৈদ্যস্য সিদ্ধির্ভবতি নিত্যশঃ।
তস্মাৎপরিচয়ঃ কার্য্যঃ শস্ত্রাণামাদিতঃ সদা॥

নবমাধ্যায়ঃ।

অথাতো যোগ্যাসূত্রীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

অধিগতসর্ব্বশাস্ত্রার্থমপি শিষ্যং যোগ্যাঙ্কারয়েৎ। ছেদ্যাদিষু স্নেহাদিষু চ কর্ম্মপথ মুপদিশেৎ। সুবহুশ্রুতোপ্যকৃতযোগ্যঃ কর্ম্মস্বযোগ্যো ভবতি। তত্র পুষ্পফলালাবূকালিন্দকত্রপুষৈর্ব্বারুকর্কারুকপ্রভৃতিষু ছেদ্যবিশেষান্ দর্শয়েদুৎকর্ত্তনপরিকর্ত্তনানি চোপদিশেৎ। দৃতিবস্তিপ্রসেবকপ্রভৃতিষূদকপঙ্কপূর্ণেষু ভেদ্যযোগ্যাং। সরোম্নি চর্ম্মণ্যাততে লেখ্যস্য। মৃতপশুসিরাসূৎপলনালেষুচ বেধ্যস্য। ঘুণোপহতকাষ্ঠবেণুনলনালীশুষ্কালাবুমুখেষ্বেষ্যস্য। পনসবিম্বীবিল্বফলমজ্জমৃতপশুদন্তেম্বাহার্য্যস্য। মধূচ্ছিষ্টোপলিপ্তে শাল্মলীফলকে বিস্রাব্যস্য। সূক্ষ্মঘনবস্ত্রান্তয়োর্মৃদুচর্ম্মান্তয়োশ্চ সীব্যস্য। পুস্তময়পুরুষাঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশেষেষু বন্ধযোগ্যাং। মৃদুমাংসপেশীষূৎপলনালেষু চ কর্ণসন্ধিবন্ধযোগ্যাং। মৃদুষু মাংসখণ্ডেষ্বগ্নিক্ষারযোগ্যাং। উদকপূর্ণঘটপার্শ্বস্রোতস্যলাবুমুখাদিষু চ নেত্রপ্রণিধানবস্তিব্রণবস্তিপীড়নযোগ্যামিতি।

ভবতশ্চাত্র।

এবমাদিষু মেধাবী যোগ্যার্হেষু যথাবিধি।
দ্রব্যেষু যোগ্যাং কুর্ব্বাণো ন প্রমুহ্যতি কর্ম্মসু॥
তস্মাৎ কৌশলমন্বিচ্ছন্ শস্ত্রক্ষারাগ্নিকর্ম্মসু।
যস্য যত্রেহ সাধর্ম্ম্যং তত্র যোগ্যাং সমাচরেৎ॥

দশমাধ্যায়ঃ ।

অথাতো বিশিখানুপ্রবেশনীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ।

অধিগততন্ত্রেণোপাসিততন্ত্রার্থেন দৃষ্টকর্ম্মণা কৃতযোগ্যেন শাস্ত্রার্থং নিগদতা রাজ্ঞানুজ্ঞাতেন নীচনখরোম্না শুচিনা শুক্লবস্ত্রপরিহিতেন ছত্রবতা দণ্ডহস্তেন সোপানৎকেনানুদ্ধতবেশেন সুমনসা কল্যাণাভিব্যাহারেণাকুহকেন বন্ধুভূতেন ভূতানাং সুসহায়বতা বৈদ্যেন বিশিখানুপ্রবেষ্টব্যা ।

ততো দূতনিমিত্তশকুনমঙ্গলানুলোম্যেনাতুরগৃহমভিগম্যোপবিশ্যাতুরমভিপশ্যেৎ স্পৃশেৎ পৃচ্ছেচ্চ । ত্রিভিরেতৈর্ব্বিজ্ঞানোপায়ৈ রোগাঃ প্রায়শো বেদিতব্যা ইত্যেকে । তত্তু ন সম্যক্ । ষড়্বিধো হি রোগাণাং বিজ্ঞানোপায়ঃ । তদ্যথা পঞ্চভিঃ শ্রোত্রাদিভিঃ প্রশ্নেন চেতি । তত্র শ্রোত্রেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়া বিশেষা রোগেষু ব্রণাস্রাববিজ্ঞানীয়াদিষু বক্ষ্যন্তে সফেনং রক্তমীরয়ন্ননিলঃ সশব্দো নির্গচ্ছতীত্যেবমাদয়ঃ । স্পর্শনেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়াঃ শীতোষ্ণশ্লক্ষ্ণকর্কশমৃদুকঠিনত্বাদয়ো জ্বরশোফাদিষু । চক্ষুরিন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়াঃ শরীরোপচয়াপচয়ায়ুর্লক্ষণবলবর্ণবিকারাদয়ঃ । রসনেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়াঃ প্রমেহাদিষু রসবিশেষাঃ । ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়া অরিষ্টলিঙ্গাদিষু ব্রণানামব্রণানাঞ্চ গন্ধবিশেষাঃ । প্রশ্নেন চ বিজানীয়াদ্দেশং কালং জাতিং সাত্ম্যমাতঙ্কসমুৎপত্তিং বেদনাসমুচ্ছ্রায়ং বলং দীপ্তাগ্নিতাং বাতমূত্রপুরীষরজসাং প্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তী কালপ্রকর্ষাদীংশ্চ বিশেষান্ । আত্মসদৃশেষু বিজ্ঞানাভ্যুপায়েষু তৎস্থানীয়ৈর্জ্জানীয়াৎ ।

ভবতি চাত্র ।

মিথ্যা দৃষ্টা বিকারা হি দুরাখ্যাতাস্তথৈব চ ।
তথা দুঃপরিমৃষ্টাশ্চ মোহয়েয়ুশ্চিকিৎসকং ॥

এবমভিসমীক্ষ্য সাধ্যান্ সাধয়েদ্যাপ্যান্ যাপয়েদসাধ্যান্নোপ-

ক্রমেৎ পরিসম্বৎসরোত্থিতাংশ্চ বিকারান্ প্রায়শো বর্জ্জয়েৎ। তত্র সাধ্যা অপি ব্যাধয়ঃ প্রায়েণৈষাং দুশ্চিকিৎস্যতমা ভবন্তি। তদ্যথা। শ্রোত্রিয়নৃপতিস্ত্রীবালবৃদ্ধভীরুরাজসেবককিতবদুর্ব্বলবৈদ্যবিদগ্ধব্যাধিগোপকদরিদ্রকৃপণক্রোধবতামনাত্মবতামনাথানাঞ্চৈবং নিরূপ্য চিকিৎসাং কুর্ব্বন্ ধর্ম্মার্থকামযশাংসি প্রাপ্নোতি।

ভবতি চাত্র।

স্ত্রীভিঃ সহাস্যাং সংবাদং পরিহাসঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
দত্তঞ্চ তাভ্যো নাদেয়মন্নাদন্যস্ত্রিবর্গবরৈঃ॥

একাদশাধ্যায়ঃ।

অথাতঃ ক্ষারপাকবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

শস্ত্রানুশস্ত্রেভ্যঃ ক্ষারঃ প্রধানতমশ্ছেদ্যভেদ্যলেখ্যকরণাত্রিদোষঘ্নত্বাদ্বিশেষক্রিয়াবচারণাচ্চ। তত্র ক্ষরণাৎ ক্ষণনাদ্বা ক্ষারঃ। নানৌষধিসমবায়াত্রিদোষঘ্নঃ শুক্লত্বাৎ সৌম্যস্তস্য সৌম্যস্যাপি সতো দহনপচনদারণাদিশক্তিরবিরুদ্ধা স খল্বাগ্নেয়ৌষধিগণভূয়িষ্ঠত্বাৎ কটুক উষ্ণস্তীক্ষ্ণঃ পাচনো বিলয়নঃ শোধনো রোপণঃ শোষণঃ স্তম্ভনো লেখনঃ কৃম্যামকফকুষ্ঠবিষমেদসামুপহন্তা পুংস্ত্বস্য চাতিসেবিতঃ। স দ্বিবিধঃ প্রতিসারণীয়ঃ পানীয়শ্চ। তত্র প্রতিসারণীয়ঃ কুষ্ঠকিটিভদদ্রুকিলাসমণ্ডলভগন্দরার্ব্বুদদুষ্টব্রণনাড়ীচর্ম্মকীলতিলকালকন্যচ্ছব্যঙ্গমশকবাহ্যবিদ্রধিকৃমিবিষার্শঃসূপদিশ্যতে সপ্তসু চ মুখরোগেষূপজিহ্বাধিজিহ্বোপকুশদন্তবৈদর্ভেষু তিসৃষু চ রোহিণীষ্বেতেষু চৈবানুশস্ত্রপ্রণিধানমুক্তং। পানীয়স্তু গরগুল্মোদরাগ্নিশূলাজীর্ণারোচকানাহশর্করাশ্মর্য্যাভ্যন্তরবিদ্রধিকৃমিবিষার্শঃসূপযুজ্যতে। অহিতস্তু রক্তপিত্তজ্বরিতপিত্তপ্রকৃতিবালবৃদ্ধদুর্ব্বলভ্রমমদমূর্চ্ছাতিমিরপরীতেভ্যোঽন্যেভ্যশ্চৈবম্বিধেভ্যঃ। তঞ্চেতরক্ষারবদ্দগন্ধা পরিস্রাবয়েত্তস্য বিস্তারোঽ-

ন্যত্র। স চ ত্রিবিধো মৃদুর্মধ্যস্তীক্ষ্ণশ্চ। তং চিকীর্ষুঃ শরদি গিরিসানুজং শুচিরুপোষ্য প্রশস্তেহহনি প্রশস্তদেশজাতমনুপহতং মধ্যমবয়সং মহান্তমসিতমুষ্ককমধিবাস্যাপরেদ্যুঃ পাটয়িত্বাভিমন্ত্র্যানেন মন্ত্রেণ।

অগ্নিবীর্য্য মহাবীর্য্য মা তে বীর্য্যং প্রণশ্যতু।
ইহৈব তিষ্ঠ কল্যাণ মম কার্য্যং করিষ্যসি।
মম কার্য্যে কৃতে পশ্চাৎ স্বর্গলোকং গমিষ্যসি॥

শ্বেতপুষ্পরক্তপুষ্পসহস্রং জুহুয়াৎ। খণ্ডশঃ প্রকল্প্যাবপাট্য নির্ব্বাতে দেশে নিচিতং কৃত্বা সুধাশর্করাশ্চ প্রক্ষিপ্য তিলনালৈরাদীপয়েদথোপশান্তেহগ্নৌ তদ্ভস্ম পৃথগ্‌গৃহ্নীয়াদ্ভস্মশর্করাশ্চ। অথানেনৈব বিধানেন কুটজপলাশাশ্বকর্ণপারিভদ্রকবিভীতকারগ্বধতিল্বকার্কস্নুহ্যপামার্গপাটলানক্তমালবৃষকদলীচিত্রকপূতীকেন্দ্রবৃক্ষাস্ফোতাশ্বমারকসপ্তচ্ছদাগ্নিমন্থগুঞ্জাশ্চতস্রশ্চ কোশাতকীঃ সমূলফলপত্রশাখা দহেৎ। ততঃ ক্ষারদ্রোণমুদকদ্রোণৈঃ ষড়্‌ভিরালোড্য মূত্রৈর্ব্বা যথোক্তৈরেকবিংশতিবারান্ বিস্রাব্য মহতি কটাহে শনৈর্দর্ব্ব্যা বিঘট্টয়ন্ বিপচেৎ। স যদা ভবত্যচ্ছো রক্তস্তীক্ষ্ণঃ পিচ্ছিলশ্চ তমাদায় মহতি বস্ত্রে পরিস্রাব্যেতরং বিসৃজ্য চ পুনরগ্নাবধিশ্রয়েৎ। তত এবচ ক্ষারোদকাৎ কুড়বমধ্যর্দ্ধং বাপনয়েৎ। ততঃ কটশর্করাভস্মশর্করাক্ষীরপাকশঙ্খনাভীরগ্নিবর্ণাঃ কৃত্বায়সে পাত্রে তস্মিন্নেব ক্ষারোদকে নিষিচ্য পিষ্ট্বা তেনৈব দ্বিদ্রোণেহষ্টপলসংমিতং শঙ্খনাভ্যাদীনাং প্রমাণং প্রতিবাপ্য সততমপ্রমত্তশ্চৈনমবঘট্টয়ন্ বিপচেৎ। স যথা নাতিসান্দ্রো নাতিদ্রবশ্চ ভবতি তথা প্রযতেত। অথৈনমাগতপাকমবতার্য্যানুগুপ্তমায়সে কুম্ভে সংবৃতমুখে নিদধ্যাদেষ মধ্যমঃ। এষ এবাপ্রতীবাপঃ পক্কঃ সংব্যূহিমো মৃদুঃ। প্রতিবাপে যথালাভং দন্তীদ্রবন্তীচিত্রকলাঙ্গলকীপূতিকপ্রবালতালপত্রীবিড়সুবর্চ্চিকাকনকক্ষীরীহিঙ্গুবচাবিষাঃ সমাঃ শ্লক্ষ্ণচূর্ণাঃ শুক্তিপ্রমাণাঃ প্রতিবাপঃ। স এব

সপ্রতীবাপঃ পক্বঃ পাক্যস্তীক্ষ্ণস্তেষাং যথাব্যাধিবলমুপযোগঃ। ক্ষীণ-বলে তু ক্ষারোদকমাবপেদ্বলকরণার্থম্।

ভবতশ্চাত্র।

নৈবাতিতীক্ষ্ণো ন মৃদুঃ শুক্লঃ শ্লক্ষ্ণোঽথ পিচ্ছিলঃ।
অভিষ্যন্দী শিবঃ শীঘ্রঃ ক্ষারো হ্যষ্টগুণঃ স্মৃতঃ॥
অতিমার্দবশৈত্যৌষ্ণ্যতৈক্ষ্ণ্যপৈচ্ছিল্যসর্পিতাঃ।
সান্দ্রতাঽপকতা হীনদ্রব্যতা দোষ উচ্যতে॥

তত্র ক্ষারসাধ্যব্যাধিব্যাধিতমুপবেশ্য নির্ব্বাতাতপে দেশেঽসম্বাধেঽগ্রোপহরণীয়োক্তেন বিধানেনোপসম্ভৃতসম্ভারং ততোঽস্য তমবকাশং নিরীক্ষ্যাবঘৃষ্যাবলিখ্য প্রচ্ছয়িত্বা শলাকয়া ক্ষারং পাতয়িত্বা বাক্‌শতমাত্র মুপেক্ষেত।

তস্মিন্নিপতিতে ব্যাধৌ কৃষ্ণতা দগ্ধলক্ষণং।
তত্রাম্লবর্গঃ শমনঃ সর্পির্ম্মধুকসংযুতঃ॥
অথ চেৎ স্থিরমূলত্বাৎ ক্ষারদগ্ধং ন শীর্য্যতে।
ইদমালেপনং তত্র সমগ্রমবচারয়েৎ॥
অম্লকাঞ্জিকবীজানি তিলান্মধুকমেব চ।
প্রপেষ্য সমভাগানি তেনৈবমনুলেপয়েৎ॥
তিলকল্কঃ সমধুকো ঘৃতাক্তো ব্রণরোপণঃ।
রসেনাম্লেন তীক্ষ্ণেন বীর্য্যোষ্ণেন চ যোজিতঃ॥
আগ্নেয়েনাগ্নিনা তুল্যঃ কথং ক্ষারঃ প্রশাম্যতি।
এবং চেন্মন্যসে বৎস প্রোচ্যমানং নিবোধ মে॥
অম্লবর্জ্যান্ রসান্ ক্ষারে সর্ব্বানেব বিভাবয়েৎ।
কটুকস্তত্র ভূয়িষ্ঠো লবণোঽনুরসস্তথা॥
অম্লেন সহ সংযুক্তঃ স তীক্ষ্ণলবণো রসঃ।
মাধুর্য্যং ভজতেঽত্যর্থং তীক্ষ্ণভাবং বিমুঞ্চতি॥
মাধুর্য্যাচ্ছমমাপ্নোতি বহ্নিরদ্ভিরিবাপ্লুতঃ।

তত্র সম্যগ্দগ্ধে বিকারোপশমো লাঘবমনাস্রাবশ্চ । হীনদগ্ধে তোদকণ্ডূজাড্যানি ব্যাধিবৃদ্ধিশ্চ । অতিদগ্ধে দাহপাকরাগস্রাবাঙ্গমর্দ্দক্লমপিপাসামূর্চ্ছাঃ স্যুর্ম্মরণং বা । ক্ষারদগ্ধব্রণন্তু যথাদোষং যথাব্যাধি চোপক্রমেৎ ।

অথ নৈতে ক্ষারকৃত্যাঃ । তদ্যথা দুর্ব্বলবালস্থবিরভীরুসর্ব্বাঙ্গশূনোদরিরক্তপিত্তিগর্ভিণ্যৃতুমতীপ্রবৃদ্ধজ্বরিপ্রমেহোরঃক্ষতক্ষীণতৃষ্ণামূর্চ্ছোপদ্রুতক্লীবাপবৃত্তোদ্বৃত্তফলযোনয়ঃ । তথা মর্ম্মশিরাস্নায়ুধমনীসন্ধিতরুণাস্থিসেবনীগলনাভীনখান্তরশেফস্রোতঃস্বল্পমাংসেষু চ প্রদেশেষক্ষ্ণোশ্চ ন দহ্যাদন্যত্র বর্ত্মরোগাৎ । তত্র ক্ষারসাধ্যেষ্বপি ব্যাধিষু শূনগাত্রমস্থিশূলিনমন্নদ্বেষিণং হৃদয়সন্ধিপীড়োপদ্রুতং ক্ষারো ন সাধয়তি ।

ভবতি চাত্র ।

বিষাগ্নিশস্ত্রাশনিমৃত্যুকল্পঃ ক্ষারো ভবত্যল্পমতিপ্রযুক্তঃ ।
স ধীমতা সম্যগনুপ্রযুক্তো রোগান্নিহন্যাদচিরেণ ঘোরান্ ॥

দ্বাদশাধ্যায় ।

অথাতোঽগ্নিকর্ম্মবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ।

ক্ষারাদগ্নির্গরীয়ান্ ক্রিয়াসু ব্যাখ্যাতস্তদ্দগ্ধানাং রোগাণামপুনর্ভাবাদ্ভেষজশস্ত্রক্ষারৈরসাধ্যানাং তৎসাধ্যত্বাচ্চ ।

অথেমানি দহনোপকরণানি । তদ্যথা পিপ্পল্যজাশকৃদ্গোদন্তশরশলাকা জাম্ববৌষ্ঠেতরলোহাঃ ক্ষৌদ্রগুড়স্নেহাশ্চ । তত্র পিপ্পল্যজাশকৃদ্গোদন্তশরশলাকাস্ত্বগ্গতানাং । জাম্ববৌষ্ঠেতরলোহানি মাংসগতানাং । ক্ষৌদ্রগুড়স্নেহাঃ সিরাস্নায়ুসন্ধ্যস্থিগতানাং । তত্রাগ্নিকর্ম্ম সর্ব্বর্ত্তুষু কুর্য্যাদন্যত্র শরদ্গ্রীষ্মাভ্যাং তত্রাপ্যাত্যয়িকেঽগ্নিকর্ম্মসাধ্যে ব্যাধৌ তৎপ্রত্যনীকং বিধিং কৃত্বা । সর্ব্বব্যাধিষৃতুষু চ

পিচ্ছিলমন্নং ভুক্তবতঃ কর্ম্ম কুর্বীত মূঢ়গর্ভাশ্মরীভগন্দরার্শোমুখরোগেম্বভুক্তবতঃ। তত্র দ্বিবিধমগ্নিকর্ম্মাহুরেকে ত্বগ্দগ্ধং মাংসদগ্ধঞ্চ। ইহ তু সিরাস্নায়ুসন্ধ্যস্থিষ্বপি ন প্রতিষিদ্ধোঽগ্নিঃ। তত্র শব্দপ্রাদুর্ভাবো দুর্গন্ধতা ত্বক্সঙ্কোচশ্চ ত্বগ্দগ্ধে। কপোতবর্ণতাল্পশ্বযথুবেদনা শুষ্কসংকুচিতব্রণতাচ মাংসদগ্ধে। কৃষ্ণোন্নতব্রণতাস্রাবসন্নিরোধশ্চ সিরাস্নায়ুদগ্ধে। রুক্ষারুণতা কর্কশস্থিরব্রণতা চ সন্ধ্যস্থিদগ্ধে। তত্র শিরোরোগাধিমন্থয়োঃ ভ্রূললাটশঙ্খপ্রদেশেষু দহেৎ। বর্ত্ম রোগেষ্বার্দ্রালক্তকপ্রতিচ্ছন্নাং দৃষ্টিং কৃত্বা বর্ত্মরোমকূপান্ দহেৎ। ত্বঙ্মাংসসিরাস্নায়ুসন্ধ্যস্থিস্থিতেঽত্যুগ্ররুজে বায়াবুচ্ছ্রিতকঠিনসুপ্তমাংসে ব্রণে গ্রন্থ্যর্শোঽর্ব্বুদভগন্দরাপচীশ্লীপদচর্ম্মকীলতিলকালকান্ত্রবৃদ্ধিসন্ধিসিরাচ্ছেদনাদিষু নাড়ীশোণিতাতিপ্রবৃত্তিষু চাগ্নিকর্ম্ম কুর্য্যাৎ। তত্র রোগাধিষ্ঠানভেদাদগ্নিকর্ম্ম চতুর্ধা ভিদ্যতে। তদ্যথা। বলয়বিন্দুবিলেখাপ্রতিসারণানীতি দহনবিশেষাঃ।

ভবতি চাত্র।

রোগস্য সংস্থানমতো বিদিত্বা নরস্য মর্ম্মাণি বলাবলঞ্চ।
ব্যাধিং তথর্ত্তুঞ্চ সমীক্ষ্য সম্যক্ ততো ব্যবস্যেদ্ভিষগগ্নিকর্ম্ম॥

তত্র সম্যগ্দগ্ধে মধুসর্পির্ভ্যামভ্যঙ্গঃ। অথেমানগ্নিনা পরিহরেৎ পিত্তপ্রকৃতিমন্তঃশোণিতং ভিন্নকোষ্ঠমনুদ্ধৃতশল্যং দুর্ব্বলং বালং বৃদ্ধং ভীরুমনেকব্রণপীড়িতমস্বেদ্যাংশ্চেতি।

অত ঊর্দ্ধমিতরথা দগ্ধলক্ষণং বক্ষ্যামঃ। তত্র স্নিগ্ধং রুক্ষং বাশ্রিত্য দ্রব্যমগ্নির্দহতি। অগ্নিসন্তপ্তো হি স্নেহঃ সূক্ষ্মসিরানুসারিত্বাত্ত্বগাদীননুপ্রবিশ্যাশু দহতি। তস্মাৎ স্নেহদগ্ধেঽধিকা রুজো ভবন্তি। তত্র প্লুষ্টং দুর্দ্দগ্ধং সম্যগ্দগ্ধমতিদগ্ধঞ্চেতি চতুর্ব্বিধমগ্নিদগ্ধং। তত্র যদ্বিবর্ণং প্লুষ্যতেঽতিমাত্রং তৎ প্লুষ্টং। যত্রোত্তিষ্ঠন্তি স্ফোটাস্তীব্রাশ্চোষদাহরাগপাকবেদনাশ্চিরাচ্চোপশাম্যন্তি তদ্দুর্দ্দগ্ধং। সম্যগ্দগ্ধমনবগাঢ়ং তালফলবর্ণং সুসংস্থিতং পূর্ব্বলক্ষণযুক্তঞ্চ। অতি-

দগ্ধে মাংসাবলম্বনং গাত্রবিশ্লেষঃ সিরাস্নায়ুসন্ধ্যস্থিব্যাপাদনমতিমাত্রং জ্বরদাহপিপাসামূর্চ্ছাশ্চোপদ্রবা ভবন্তি ব্রণশ্চাস্য চিরেণ রোহতি রূঢ়শ্চ বিবর্ণো ভবতি। তদেতচ্চতুর্ব্বিধমগ্নিদগ্ধলক্ষণমাত্মকর্ম্মপ্রসাধকং ভবতি।

ভবন্তি চাত্র।

অগ্নিনা কোপিতং রক্তং ভৃশং জন্তোঃ প্রকুপ্যতি।
ততস্তেনৈব বেগেন পিত্তমস্যাভ্যুদীর্য্যতে॥
তুল্যবীর্য্যে উভে হ্যেতে রসতো দ্রব্যতস্তথা।
তেনাস্য বেদনাস্তীব্রাঃ প্রকৃত্যা চ বিদহ্যতে॥
স্ফোটাঃ শীঘ্রং প্রজায়ন্তে জ্বরস্তৃষ্ণা চ বর্দ্ধতে।
দগ্ধস্যোপশমার্থায় চিকিৎসা সংপ্রচক্ষতে॥
প্লুষ্টস্যাগ্নিপ্রতপনং কার্য্যমুষ্ণং তথৌষধং।
শরীরে স্বিন্নভূয়িষ্ঠে স্বিন্নং ভবতি শোণিতং॥
প্রকৃত্যা হ্যুদকং শীতং স্কন্দয়ত্যতিশোণিতং।
তস্মাৎ সুখয়তি হ্যুষ্ণং নতু শীতং কথঞ্চন॥
শীতামুষ্ণাঞ্চ দুর্দগ্ধে ক্রিয়াং কুর্য্যাদ্ভিষক্ পুনঃ।
ঘৃতালেপনসেকাংস্তু শীতানেবাস্য কারয়েৎ॥
সম্যগ্দগ্ধে তুগাক্ষীরী প্লক্ষচন্দনগৈরিকৈঃ।
সামৃতৈঃ সর্পিষা স্নিগ্ধৈরালেপং কারয়েদ্ভিষক্॥
গ্রাম্যানূপৌদকৈশ্চৈনং পিষ্টৈর্মাংসৈঃ প্রলেপয়েৎ।
পিত্তবিদ্রধিবচ্চৈনং সন্ততোষ্মাণমাচরেৎ॥
অতিদগ্ধে বিশীর্ণানি মাংসান্যুদ্ধৃত্য শীতলাং।
ক্রিয়াং কুর্য্যাদ্ভিষক্ পশ্চাচ্ছালিতণ্ডুলকণ্ডনৈঃ॥
তিন্দুকীত্বক্কষায়ৈর্ব্বা ঘৃতমিশ্রৈঃ প্রলেপয়েৎ।
ব্রণং গুড়ূচীপত্রৈর্ব্বা ছাদয়েদথবৌদকৈঃ।
ক্রিয়াঞ্চ নিখিলাং কুর্য্যাদ্ভিষক্ পিত্তবিসর্পবৎ॥

মধূচ্ছিষ্টং সমধুকং রোধ্রং সর্জ্জরসং তথা।
মঞ্জিষ্ঠাং চন্দনং মূর্ব্বাং পিষ্ট্বা সর্পির্ব্বিপাচয়েৎ।
সর্ব্বেষামগ্নিদগ্ধানামেতদ্রোপণমুত্তমং॥
স্নেহদগ্ধে ক্রিয়াং রুক্ষাং বিশেষেণাবচারয়েৎ।
অতঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি ধূমোপহতলক্ষণং॥
শ্বসিতি ক্ষৌতি চাত্যর্থমত্যাধমতি কাসতে।
চক্ষুষোঃ পরিদাহশ্চ রাগশ্চৈবোপজায়তে॥
সধূমকং নিঃশ্বসিতি ঘ্রেয়মন্যন্ন বেত্তি চ।
তথৈব চ রসান্ সর্ব্বান্ শ্রুতিশ্চাস্যোপহন্যতে॥
তৃষ্ণাদাহজ্বরযুতঃ সীদত্যথ চ মূর্চ্ছতি।
ধূমোপহত ইত্যেবং শৃণু তস্য চিকিৎসিতং॥
সর্পিরিক্ষুরসং দ্রাক্ষাং পয়ো বা শর্করাম্বু বা।
মধুরাম্লৌ রসৌ বাপি বমনায় প্রদাপয়েৎ॥
বমতঃ কোষ্ঠশুদ্ধিঃ স্যাদ্ধূমগন্ধশ্চ নশ্যতি।
বিধিনানেন শাম্যন্তি সদনক্ষবথুজ্বরাঃ॥
দাহমূর্চ্ছাতৃড়াধ্মানশ্বাসকাসাশ্চ দারুণাঃ।
মধুরৈর্লবণাম্লৈশ্চ কটুকৈঃ কবলগ্রহৈঃ॥
সম্যগ্‌গৃহ্নাতীন্দ্রিয়ার্থান্ মনশ্চাস্য প্রসীদতি।
শিরোবিরেচনং তস্মৈ দদ্যাদ্যোগেন শাস্ত্রবিৎ॥
দৃষ্টির্বিশুধ্যতে চাস্য শিরোগ্রীবঞ্চ দেহিনঃ।
অবিদাহি লঘুস্নিগ্ধমাহারং চাস্য কল্পয়েৎ॥
উষ্ণবাতাতপৈর্দ্দগ্ধে শীতঃ কার্য্যো বিধিঃ সদা।
শীতবর্ষানিলহত উষ্ণং স্নিগ্ধঞ্চ শস্যতে।
তথাতিতেজসা দগ্ধে সিদ্ধির্নাস্তি কথঞ্চন॥
ইন্দ্রবজ্রাগ্নিদগ্ধেঽপি জীবতি প্রতিকারয়েৎ।
স্নেহাভ্যঙ্গপরীষেকৈঃ প্রদেহৈশ্চ তথা ভিষক্॥

ত্রয়োদশাধ্যায়ঃ।

অথাতো জলৌকাবচারণীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

নৃপাঢ্যবালস্থবিরভীরুদুর্ব্বলনারীসুকুমারাণামনুগ্রহার্থং পরম-সুকুমারোঽয়ং শোণিতাবসেচনোপায়োঽভিহিতো জলৌকসঃ। তত্র বাতপিত্তকফদুষ্টশোণিতং যথাসংখ্যং শৃঙ্গজলৌকালাবুভিরবসেচয়েৎ স্নিগ্ধশীতরুক্ষত্বাৎ সর্ব্বাণি সর্ব্বৈর্ব্বা।

ভবন্তি চাত্র।

উষ্ণং সমধুরং স্নিগ্ধং গবাং শৃঙ্গং প্রকীর্ত্তিতং।
তস্মাদ্বাতোপসৃষ্টে তু হিতং তদবসেচনে॥
শীতাধিবাসা মধুরা জলৌকা বারিসম্ভবা।
তস্মাৎ পিত্তোপসৃষ্টে তু হিতা সা ত্ববসেচনে॥
অলাবু কটুকং রুক্ষং তীক্ষ্ণঞ্চ পরিকীর্ত্তিতং।
তস্মাচ্ছ্লেষ্মোপসৃষ্টে তু হিতং তদবসেচনে॥

তত্র প্রচ্ছিতে তনুবস্ত্রপটলাবনদ্ধেন শৃঙ্গেণ শোণিতমবসেচয়েদাচূষণাৎ। সান্তর্দীপয়াঽলাব্বা।

অথ জলায়ুকা বক্ষ্যন্তে। জলমাসামায়ুরিতি জলায়ুকা জলমাসামোক ইতি জলৌকসঃ। তা দ্বাদশ তাসাং সবিষা ষট্ তাবত্যএব নির্ব্বিষাঃ। তত্র সবিষাঃ কৃষ্ণা কর্ব্বুরা অলগর্দ্দা ইন্দ্রায়ুধা সামুদ্রিকা গোচন্দনা চেতি। তাস্বঞ্জনচূর্ণবর্ণা পৃথুশিরাঃ কৃষ্ণা। বর্ম্মিমৎস্যবদায়তা ছিন্নোন্নতকুক্ষিঃ কর্ব্বুরা। রোমশা মহাপার্শ্বা কৃষ্ণমুখ্যলগর্দ্দা। ইন্দ্রায়ুধবদূর্দ্ধরাজিভিশ্চিত্রিতা ইন্দ্রায়ুধা। ঈষদসিতপীতিকা বিচিত্রপুষ্পাকৃতিচিত্রা সামুদ্রিকা। গোবৃষণবদধোভাগে দ্বিধাভূতাকৃতিরণুমুখী গোচন্দনেতি। তাভির্দ্দষ্টে পুরুষে দংশে শ্বযথুরতিমাত্রং কণ্ডুমূর্চ্ছা জ্বরোদাহশ্ছর্দ্দির্মদঃ সদনমিতি লিঙ্গানি ভবন্তি। তত্র

মহাগদঃ পানালেপননস্তকর্ম্মাদিষূপযোজ্যঃ। ইন্দ্রায়ুধাদষ্টমসাধ্যমিত্যেতাঃ সবিষাঃ সচিকিৎসিতা ব্যাখ্যাতাঃ।

অথ নির্ব্বিষাঃ। কপিলা পিঙ্গলা শঙ্কুমুখী মূষিকা পুণ্ডরীকমুখী সাবরিকাচেতি।

তত্র মনঃশিলারঞ্জিতাভ্যামিব পার্শ্বাভ্যাং পৃষ্ঠে স্নিগ্ধমুদ্গাবর্ণা কপিলা। কিঞ্চিদ্রক্তা বৃত্তকায়া পিঙ্গাশুগাচ পিঙ্গলা। যকৃদ্বর্ণা শীঘ্রপায়িনী দীর্ঘতীক্ষ্মমুখী শঙ্কুমুখী। মূষিকাকৃতিবর্ণাঽনিষ্টগন্ধা চ মূষিকা। মুদ্গাবর্ণা পুণ্ডরীকতুল্যবক্ত্রা পুণ্ডরীকমুখী। স্নিগ্ধা পদ্মপত্রবর্ণাষ্টাদশাঙ্গুলপ্রমাণা সাবরিকা সাচ পশ্বর্থে। ইত্যেতা অবিষা ব্যাখ্যাতাঃ। তাসাং যবনপাণ্ড্যসহ্যপৌতনাদীনি ক্ষেত্রাণি। তেষু মহাশরীরা বলবত্যঃ শীঘ্রপায়িন্যোমহাশনা নির্ব্বিষাশ্চ বিশেষেণ ভবন্তি। তত্র সবিষমৎস্যকীটদর্দুরমূত্রপুরীষকোথজাতাঃ কলুষেষ্বম্ভঃস্‌ু চ সবিষাঃ। পদ্মোৎপলনলিনকুমুদসৌগন্ধিককুবলয়পুণ্ডরীকশৈবালকোথজাতা বিমলেষ্বম্ভঃস্‌ু চ নির্ব্বিষাঃ।

ভবতি চাত্র।

ক্ষেত্রেষু বিচরন্ত্যেতাঃ সলিলেষু সুগন্ধিষু।
ন চ সঙ্কীর্ণচারিণ্যো ন চ পঙ্কেশয়াঃ সুখাঃ॥

তাসাং প্রগ্রহণমার্দ্রচর্ম্মণান্যৈর্ব্বা প্রয়োগৈর্গৃহ্নীয়াৎ। অথৈনাং নবে মহতি ঘটে সরস্তড়াগোদকপঙ্কমাবাপ্য নিদধ্যাৎ। ভক্ষ্যার্থে চাসামুপহরেচ্ছৈবলং বল্লূরমৌদকাংশ্চ কন্দাংশ্চূর্ণীকৃত্য শয্যার্থং তৃণমৌদকানি চ পত্রাণি। ত্র্যহাত্র্যহাচ্চান্যজ্জলং ভক্ষ্যঞ্চ দদ্যাৎ সপ্তরাত্রাৎসপ্তরাত্রাচ্চ ঘটমন্যং সংক্রাময়েৎ।

ভবতি চাত্র।

স্থূলমধ্যাঃ পরিক্লিষ্টাঃ পৃথ্ব্যো মন্দবিচেষ্টিতাঃ।
অগ্রাহিণ্যোঽল্পপায়িন্যঃ সবিষাশ্চ ন পূজিতাঃ॥

অথ জলৌকোঽবসেকসাধ্যব্যাধিতমুপবেশ্য সংবেশ্য বা বিরুক্ষ্য

চাস্য তমবকাশং মৃদ্গোময়চূর্ণৈর্যচ্ছত্রজঃ স্যাৎ। গৃহীতাশ্চ তাঃ সর্ষপ-রজনীকল্কোদকপ্রদিগ্ধগাত্রীঃ সলিলসরকমধ্যে মুহূর্ত্তস্থিতাবিগত-ক্লমা জ্ঞাত্বা তাভীরোগং গ্রাহয়েৎ। সূক্ষ্মশুক্লার্দ্রপিচুপ্লোতাবচ্ছন্নাং কৃত্বা মুখমপারগুয়াদগৃহ্নন্ত্যে ক্ষীরবিন্দুং শোণিতবিন্দুং বা দদ্যাচ্ছস্ত্র-পদানি বা কুর্বীত যদ্যেবমপি ন গৃহ্নীয়াত্তদান্যাং গ্রাহয়েৎ। যদা চ নিবিশতে হশ্বখুরবদাননং কৃত্বোন্নম্য চ স্কন্ধং তদা জানীয়াদ্‌গৃহ্নাতীতি গৃহ্নন্তীং চার্দ্রবস্ত্রাবচ্ছন্নাং ধারয়েৎ সেচয়েচ্চ। দংশে তোদকণ্ডূপ্রাদু-র্ভাবৈর্জ্জানীয়াচ্ছুদ্ধমিয়মাদত্ত ইতি শুদ্ধমাদদানামপনয়েৎ। অথ শো-ণিতগন্ধেন ন মুঞ্চেন্মুখমস্যাঃ সৈন্ধবচূর্ণেনাবকিরেৎ। অথ পতিতাং তণ্ডুলকণ্ডনপ্রদিগ্ধগাত্রীং তৈললবণাভ্যক্তমুখীং বামহস্তাঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীভ্যাং গৃহীতপুচ্ছাং দক্ষিণহস্তাঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীভ্যাং শনৈঃ শনৈরনুলোমমনু-মার্জ্জয়েদামুখাদ্বাময়েত্তাবদ্যাবৎসম্যগ্বান্তলিঙ্গানীতি। সম্যগ্বান্তা সলি লসরকন্যস্তা ভোক্তুকামা সতী চরেৎ। যা সীদতি ন চেষ্টতে সা দুর্ব্বান্তা তাং পুনঃ সম্যগ্বাময়েৎ। দুর্ব্বান্তায়া ব্যাধিরসাধ্যইন্দ্রমদো নাম ভবতি। অথ সুবান্তাং পূর্ব্ববৎ সন্নিদধ্যাৎ শোণিতস্য চ যোগা-যোগানবেক্ষ্য জলৌকোব্রণান্মধুনাবঘট্টয়েচ্ছীতাভিরদ্ভিশ্চ পরিষেচ-য়েবদ্ধীত বা ব্রণং কষায়মধুরস্নিগ্ধশীতৈশ্চ প্রদেহৈঃ প্রদিহ্যাদিতি।

ভবতি চাত্র।

ক্ষেত্রাণি গ্রহণং জাতীঃ পোষণং সাবচারণং।
জলৌকসাঞ্চ যো বেত্তি তৎসাধ্যান্ স জয়েদ্গদান্।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ শোণিতবর্ণনীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

তত্র পাঞ্চভৌতিকস্য চতুর্ব্বিধস্য ষড়্রসস্য দ্বিবিধবীর্য্যস্যাষ্টবিধ-বীর্য্যস্য বানেকগুণস্যোপযুক্তস্যাহারস্য সম্যক্‌পরিণতস্য যস্তেজো-

ভূতঃ সারঃ পরমসূক্ষ্মঃ স রস ইত্যুচ্যতে। তস্য চ হৃদয়ং স্থানং স হৃদয়াচ্চতুর্ব্বিংশতীঃ ধমনীরনুপ্রবিশ্যোর্দ্ধগা দশ দশ চাধোগামিন্যশ্চ-তস্রস্তির্য্যগ্গাঃ কৃৎস্নং শরীরমহরহস্তর্পয়তি বর্দ্ধয়তি ধারয়তি যাপয়তি জীবয়তি চাদৃষ্টহেতুকেন কর্ম্মণা। তস্য শরীরমনুধাবতোঽনুমানা-দ্গতি রূপলক্ষয়িতব্যা ক্ষয়বৃদ্ধিবৈকৃতৈঃ। তস্মিন্ সর্ব্বশরীরাবয়ব-দোষধাতুমলাশয়ানুসারিণি রসে জিজ্ঞাসা কিময়ং সৌম্যস্তৈজস ইতি। অত্রোচ্যতে স খলু দ্রবানুসারী স্নেহনজীবনতর্পণধারণাদিভির্ব্বিশে-ষৈঃ সৌম্য ইত্যবগম্যতে। স খল্বাপ্যো রসো যকৃৎপ্লীহানৌ প্রাপ্য রাগমুপৈতি।

ভবতশ্চাত্র।

রঞ্জিতাস্তেজসা ত্বাপঃ শরীরস্থেন দেহিনাং।
অব্যাপন্নাঃ প্রসন্নেন রক্তমিত্যভিধীয়তে॥
রসাদেব স্ত্রিয়া রক্তং রজঃসংজ্ঞং প্রবর্ত্ততে।
তদ্বর্ষাদ্দ্বাদশাদূর্দ্ধং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ং॥

আর্ত্তবং শোণিতং ত্বাগ্নেয়মগ্নীষোমীয়ত্বাদ্গর্ভস্য পাঞ্চভৌতি-কঞ্চাপরে জীবরক্তমাহুরাচার্য্যাঃ।

বিস্রতা দ্রবতা রাগঃ স্পন্দনং লঘুতা তথা।
ভূম্যাদীনাং গুণা হ্যেতে দৃশ্যন্তে চাত্র শোণিতে॥
রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদঃ প্রজায়তে।
মেদসোঽস্থি ততো মজ্জা মজ্জঃ শুক্রস্য সম্ভবঃ॥

তত্রৈষাং ধাতূনামন্নপানরসঃ প্রীণয়িতা।

রসজং পুরুষং বিদ্যাদ্রসং রক্ষেৎ প্রযত্নতঃ।
অন্নাৎ পানাচ্চ মতিমানাচারাচ্চাপ্যতন্দ্রিতঃ॥

তত্র রস গতৌ ধাতুরহরহর্গচ্ছতীত্যতো রসঃ। স খলু ত্রীণি ত্রীণি কলাসহস্রাণি পঞ্চদশ চ কলা একৈকস্মিন্ ধাতাববতিষ্ঠতে এবং মাসেন রসঃ শুক্রোভবতি স্ত্রীণাঞ্চার্ত্তব মিতি।

ভবতি চাত্র ।

অষ্টাদশ সহস্রাণি সঙ্খ্যা হ্যস্মিন্ সমুচ্চয়ে ।
কলানাং নবতিঃ প্রোক্তা স্বতন্ত্রপরতন্ত্রয়োঃ ॥

স শব্দার্চ্চির্জলসন্তানবদণুনা বিশেষেণানুধাবত্যেবং শরীরং কেবলং । বাজীকরণ্যস্ত্বোষধয়ঃ স্ববলগুণোৎকর্ষাদ্বিরেচনবদুপযুক্তাঃ শুক্রং শীঘ্রং বিরেচয়ন্তি ।

তথাহি পুষ্পমুকুলস্থো গন্ধো ন শক্যমিহাস্তীতি বক্তুং নৈব নাস্তীত্যথবাস্তি সতাং ভাবানামভিব্যক্তিরিতি কৃত্বা কেবলং সৌক্ষ্ম্যান্নাভি ব্যজ্যতে স এব গন্ধো বিবৃতপত্রকেশরৈঃ কালান্তরেণাভিব্যক্তিং গচ্ছত্যেবং বালানামপি বয়ঃ পরিণামাৎ শুক্রপ্রাদুর্ভাবো ভবতি রোমরাজ্যাদয়োঽর্থার্ত্তবাদয়শ্চ বিশেষা নারীণাং রজসি চোপচীয়মানে শনৈঃ শনৈঃস্তনগর্ভাশয়য়োরভিবৃদ্ধির্ভবতি । স এবান্নরসোবৃদ্ধানাং জরা পরিপক্বশরীরত্বান্ন প্রীণনো ভবতি । ত এতে শরীরধারণাদ্ধাতব ইত্যুচ্যন্তে ।

তেষাং ক্ষয়বৃদ্ধী শোণিতনিমিত্তে তস্মাত্তদধিকৃত্য বক্ষ্যামঃ । তত্র ফেনিলমরুণং কৃষ্ণং পরুষং তনু শীঘ্রগমস্কন্দি চ বাতেন দুষ্টং । নীলং পীতং হরিতং শ্যাবংবিস্রমনিষ্টং পিপীলিকামক্ষিকাণামস্কন্দিশ্চ পিত্তদুষ্টং । গৈরিকোদকপ্রতীকাশং স্নিগ্ধং শীতলং বহলং পিচ্ছিলং চিবস্রাবি মাংসপেশীপ্রভং শ্লেষ্মদুষ্টঞ্চ। সর্ব্বলক্ষণসংযুক্তং কাঞ্জিকাভং বিশেষতো দুর্গন্ধি চ সন্নিপাতদুষ্টং । পিত্তবদ্রক্তেনাতিকৃষ্ণঞ্চ । দ্বিদোষলিঙ্গং সংসৃষ্টং । জীবশোণিতমন্যত্র বক্ষ্যামঃ । ইন্দ্রগোপপ্রতীকাশ মসংহতমবিবর্ণঞ্চ প্রকৃতিস্থং জানীয়াৎ। বিস্রাব্যান্যন্যত্র বক্ষ্যামঃ । অথাঽবিস্রাব্যাঃ সর্ব্বাঙ্গশোফঃ ক্ষীণস্য চাম্লভোজননিমিত্তঃ পাণ্ডুরোগ্যর্শসোদরিশোষিগর্ভিণীনাঞ্চ শ্বযথবঃ ॥

তত্র শস্ত্রবিস্রাবণং দ্বিবিধং প্রচ্ছানং সিরাব্যধনঞ্চ । তত্র ঋজ্বসঙ্কীর্ণং সূক্ষ্মং সমমনবগাঢ়মনুত্তানমাশু চ শস্ত্রং পাতয়েন্মর্ম্মসিরা

স্নায়ুসন্ধীনাং চানুপঘাতি। তত্র দুর্দ্দিনে দুর্ব্বিদ্ধে শীতবাতয়োরস্বিন্নেঽভুক্তবতঃ স্কন্নত্বাচ্ছোণিতং ন স্রবত্যল্পং বা স্রবতি।

ভবতি চাত্র।

মদমূর্চ্ছাশ্রমার্ত্তানাং বাতবিণ্মূত্রসঙ্গিনাং।
নিদ্রাভিভূতভীতানাং নৃণাং নাসৃক্ প্রবর্ত্ততে॥

তদ্দুষ্টং শোণিতমনির্হ্রিয়মাণং কণ্ডূশোফরাগদাহপাকবেদনা জনয়েৎ। অত্যুষ্ণাতিস্বিন্নাতিবিদ্ধেষ্বজ্ঞৈর্ব্বিস্রাবিতমতি প্রবর্ত্ততে। তদতিপ্রবৃত্তং শিরোঽভিতাপমান্ধ্যমধিমন্থং তিমিরপ্রাদুর্ভাবং ধাতুক্ষয়মাক্ষেপকং পক্ষাঘাতমেকাঙ্গবিকারং তৃষ্ণাদাহৌ হিক্কাং কাসং শ্বাসং পাণ্ডুরোগং মরণং চাপাদয়তি।

ভবন্তি চাত্র।

তস্মান্ন শীতে নাত্যুষ্ণে নাস্বিন্নে নাতিতাপিতে।
যবাগূং প্রতিপীতস্য শোণিতং মোক্ষয়েদ্ভিষক্॥
সম্যগ্গত্বা যদা রক্তং স্বয়মেবাবতিষ্ঠতে।
শুদ্ধং তদা বিজানীয়াৎসম্যগ্বিস্রাবিতঞ্চ তৎ॥
লাঘবং বেদনাশান্তির্ব্যাধের্ব্বেগপরিক্ষয়ঃ।
সম্যগ্বিস্রাবিতে লিঙ্গং প্রসাদো মনসস্তথা॥
ত্বগ্দোষা গ্রন্থয়ঃ শোফা রোগাঃ শোণিতজাশ্চ যে।
রক্তমোক্ষণশীলানাং ন ভবন্তি কদাচন॥

অথ খল্বপ্রবর্ত্তমানে রক্তে এলাশীতশিবকুষ্ঠতগরপাঠাভদ্রদারুবিড়ঙ্গচিত্রকত্রিকটুকাগারধূমহরিদ্রার্কাঙ্কুরনক্তমালফলৈর্যথালাভং ত্রিভিশ্চতুর্ভিঃ সমস্তৈর্ব্বা চূর্ণীকৃতৈঃ সর্ষপতৈললবণপ্রগাঢ়ব্রণমুখমবঘর্ষয়েদেবং সম্যক্ প্রবর্ত্ততে। অথাতিপ্রবৃত্তে রোধ্রমধুকপ্রিয়ঙ্গুপত্তঙ্গগৈরিকসর্জ্জরসরসাঞ্জনশাল্মলীপুষ্পশঙ্খশুক্তিমাষযবগোধূমচূর্ণৈঃ শনৈর্ব্রণমুখমবচূর্ণ্যাঙ্গুল্যগ্রেণাবপীড়য়েৎ। সালসর্জ্জার্জ্জুনারিমেদমেষশৃঙ্গধন্বনত্বগ্‌ভির্ব্বা চূর্ণিতাভিঃ ক্ষৌমেণ বা ধ্মাপিতেন সমুদ্রফেন লা-

ক্ষাচূর্ণৈর্ব্বা যথোক্তৈর্ব্রণবন্ধনদ্রব্যৈর্গাঢ়ং বধ্নীয়াৎ । শীতাচ্ছাদন-ভোজনাগারৈঃ শীতৈঃ পরিষেকপ্রদেহৈশ্চোপাচরেৎ ক্ষারেণাগ্নিনা বা দহেদ্যথোক্তব্যধনাদনন্তরং বা তামেবাতিপ্রবৃত্তাং সিরাং বিধ্যেৎ। কাকোল্যাদিকাথং বা শর্করামধুমধুরং পায়য়েৎ । এণহরিণোরভ্রং শশমহিষবরাহাণাং বা রুধিরং ক্ষীরযূষরসৈঃ সুস্নিগ্ধৈশ্চাশ্নীয়াদুপদ্রবাংশ্চ যথাস্বমুপাচরেৎ ।

ভবন্তিচাত্র ।

ধাতুক্ষয়াচ্ছ্রুতে রক্তে মন্দঃ সঞ্জায়তেঽনলঃ ।
পবনশ্চ পরং কোপং যাতি তস্মাৎ প্রয়ত্নতঃ ॥
তন্নাতিশীতৈর্লঘুভিঃ স্নিগ্ধৈঃ শোণিতবর্দ্ধনৈঃ ।
ঈষদম্লৈরনম্লৈর্ব্বা ভোজনৈঃ সমুপাচরেৎ ॥
চতুর্ব্বিধং যদেতদ্ধি রুধিরস্য নিবারণং ।
সন্ধানং স্কন্দনঞ্চৈব পাচনং দহনং তথা ॥
ব্রণঃ কষায়ঃ সন্ধত্তে রক্তং স্কন্দয়তে হিমং ।
তথা সম্পাচয়েদ্ভস্ম দাহঃ সঙ্কোচয়েৎ সিরাঃ ॥
অস্কন্দমানে রুধিরে সন্ধানানি প্রযোজয়েৎ ।
সন্ধানে ভ্রশ্যমানে তু পাচনৈঃ সমুপাচরেৎ ॥
কল্পৈরেতৈস্ত্রিভির্ব্বৈদ্যঃ প্রয়তেত যথাবিধি ।
অসিদ্ধিমৎসু চৈতেষু দাহঃ পরম ইষ্যতে ॥
সশেষদোষে রুধিরে ন ব্যাধিরতিবর্ত্ততে ।
সাবশেষে ততঃ স্থেয়ং নতু কুর্য্যাদতিক্রমং ॥
দেহস্য রুধিরং মূলং রুধিরেণৈব ধার্য্যতে ।
তস্মাদ্যত্নেন সংরক্ষ্যং রক্তং জীব ইতিস্থিতিঃ ॥
স্রুতরক্তস্য সেকাদ্যৈঃ শীতৈঃ প্রকুপিতেঽনিলে ।
শোফং সতোদং কোষ্ণেন সর্পিষা পরিষেচয়েৎ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো দোষধাতুমলক্ষয়বৃদ্ধিবিজ্ঞানীয় মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

দোষধাতুমলমূলং হি শরীরং তস্মাদেতেষাং লক্ষণমুচ্যমানমুপধারয়। তত্র প্রস্পন্দনোদ্বহনপূরণবিবেকধারণলক্ষণো বায়ুঃ পঞ্চধা প্রবিভক্তঃ শরীরং ধারয়তি। রাগপক্ত্যোজস্তেজোমেধোষ্মকৃৎপিত্তং পঞ্চধা প্রবিভক্তমগ্নিকর্ম্মণানুগ্রহং করোতি। সন্ধিসংশ্লেষণস্নেহনরোপণপূরণবলস্থৈর্য্যকৃৎশ্লেষ্মা পঞ্চধা প্রবিভক্ত উদকর্ম্মণানুগ্রহং করোতি। রসঃ প্রীণয়তি রক্তপুষ্টিঞ্চ করোতি। রক্তং বর্ণপ্রসাদং মাংসপুষ্টিং জীবয়তি চ। মাংসং শরীরপুষ্টিং মেদসশ্চ। মেদঃস্নেহস্বেদৌ দৃঢ়ত্বং পুষ্টিমস্থ্নাঞ্চ। অস্থি দেহধারণং মজ্জ্ঞঃ পুষ্টিঞ্চ। মজ্জা প্রীতিং স্নেহং বলং শুক্রপুষ্টিং পূরণমস্থ্নাঞ্চ করোতি। শুক্রং ধৈর্য্যং চ্যবনং প্রীতিং দেহবলং হর্ষং বীজার্থঞ্চ। পুরীষমুপস্তম্ভং বায়্বগ্নিধারণঞ্চ। বস্তিপূরণবিক্লেদকৃন্মূত্রং। স্বেদঃ ক্লেদত্বক্সৌকুমার্য্যকৃৎ। রক্তলক্ষণমার্ত্তবং গর্ভকৃচ্চ। গর্ভো গর্ভলক্ষণং। স্তন্যং স্তনয়োরাপীনত্বজননং জীবনঞ্চেতি। তেষাং বিধিবৎপরিরক্ষণং কুর্ব্বীত।

অতঊর্দ্ধমেষাং ক্ষীণলক্ষণং বক্ষ্যামঃ। ক্ষয়ঃ পুনরেষামতিসংশোধনাতিসংশমনবেগবিধারণাসাত্ম্যান্নমনস্তাপব্যায়ামানশনাতিমৈথুনৈর্ভবতি। তত্র বাতক্ষয়ে মন্দচেষ্টতাল্পবাকৃত্বমল্পহর্ষো মূঢ়সংজ্ঞতা চ। পিত্তক্ষয়ে মন্দোষ্মাগ্নিতা নিষ্প্রভত্বঞ্চ। শ্লেষ্মক্ষয়ে রূক্ষতান্তর্দ্দাহ আমাশয়েতরাশয়শিরসাং শূন্যতা সন্ধিশৈথিল্যং তৃষ্ণা দৌর্ব্বল্যং প্রজাগরণঞ্চ। তত্র স্বয়োনিবর্দ্ধনদ্রব্যাণ্যেব প্রতীকারঃ।

রসক্ষয়ে হৃৎপীড়া কম্পঃ শূন্যতা তৃষ্ণা চ। শোণিতক্ষয়ে ত্বক্পা-

রুষ্যমম্লশীতপ্রার্থনা সিরাশৈথিল্যঞ্চ। মাংসক্ষয়ে স্ফিগ্গণ্ডৌষ্ঠোপস্থোরুবক্ষঃকক্ষাপিণ্ডিকোদরগ্রীবাশুষ্কতারৌক্ষ্যতোদৌ গাত্রাণাং সদনং ধমনীশৈথিল্যঞ্চ। মেদঃক্ষয়ে প্লীহাভিবৃদ্ধিঃ সন্ধিশূন্যতা রৌক্ষ্যং মেদুরমাংসপ্রার্থনা চ। অস্থিক্ষয়েঽস্থিতোদো দন্তনখভঙ্গোরৌক্ষ্যঞ্চ। মজ্জক্ষয়েঽল্পশুক্রতা পর্ব্বভেদোঽস্থিনিস্তোদোঽস্থিশূন্যতা চ। শুক্রক্ষয়ে মেঢ্রবৃষণবেদনাঽশক্তির্মৈথুনে চিরাদ্বা প্রসেকঃ প্রসেকে চাল্পরক্তশুক্রদর্শনঞ্চ তত্রাপি স্বযোনিবর্দ্ধনদ্রব্যোপযোগঃ প্রতীকারঃ। পুরীষক্ষয়ে হৃদয়পার্শ্বপীড়া সশব্দস্য চ বায়োরূর্দ্ধগমনং কুক্ষৌ সঞ্চরণঞ্চ। মূত্রক্ষয়ে বস্তিতোদোঽল্পমূত্রতা চ। অত্রাপি স্বযোনিবর্দ্ধনদ্রব্যাণ্যেব প্রতীকারঃ। স্বেদক্ষয়ে স্তব্ধরোমকূপতা ত্বক্শোষঃ স্পর্শবৈগুণ্যং স্বেদনাশশ্চ তত্রাভ্যঙ্গঃ স্বেদোপযোগশ্চ। আর্ত্তবক্ষয়ে যথোচিতকালাদর্শনমল্পতা বা যোনিবেদনা চ তত্র সংশোধনমাগ্নেয়ানাঞ্চ দ্রব্যাণাং বিধিবদুপযোগঃ। স্তন্যক্ষয়ে স্তনয়োর্ম্লানতা স্তন্যাসম্ভবোঽল্পতা বা তত্র শ্লেষ্মবর্দ্ধনদ্রব্যোপযোগঃ। গর্ভক্ষয়ে গর্ভাস্পন্দনমনুন্নতকুক্ষিতা চ তত্র প্রাপ্তবস্তিকালায়াঃ ক্ষীরবস্তিপ্রয়োগো মেধ্যান্নোপয়োগশ্চেতি।

অত ঊর্দ্ধমতিবৃদ্ধানাং দোষধাতুমলানাং লক্ষণং বক্ষ্যামঃ। বৃদ্ধিঃ পুনরেষাং স্বযোনিবর্দ্ধনাভ্যুপসেবনাদ্ভবতি। তত্র বাতবৃদ্ধৌ ত্বক্পারুষ্যং কার্শ্যং কার্ষ্ণ্যং গাত্রস্ফুরণমুষ্ণকামিতা নিদ্রানাশোঽল্পবলত্বং গাঢ়বর্চ্চস্ত্বঞ্চ। পিত্তবৃদ্ধৌ পীতাবভাসতা সন্তাপঃ শীতকামিত্বমল্পনিদ্রতা মূর্চ্ছা বলহানিরিন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যং পীতবিণ্মূত্রনেত্রত্বঞ্চ। শ্লেষ্মবৃদ্ধৌ শৌক্ল্যং শৈত্যং স্থৈর্য্যং গৌরবমবসাদস্তন্দ্রা নিদ্রা সন্ধ্যস্থিবিশ্লেষশ্চ। রসোঽতিবৃদ্ধো হৃদয়োৎক্লেদং প্রসেকঞ্চাপাদয়তি। রক্তং রক্তাঙ্গাক্ষতাং সিরাপূর্ণত্বঞ্চ। মাংসং স্ফিগ্গণ্ডৌষ্ঠোপস্থোরুবাহুজঙ্ঘাসু বৃদ্ধিং গুরুগাত্রতাঞ্চ। মেদঃ স্নিগ্ধাঙ্গতামুদরপার্শ্ববৃদ্ধিং কাসশ্বাসাদীন্ দৌর্গন্ধ্যঞ্চ। অস্থি অধ্যস্থীন্যধিদন্তাংশ্চ। মজ্জা

সর্ব্বাঙ্গনেত্রগৌরবং। শুক্রং শুক্রাশ্মরীমতিপ্রাদুর্ভাবঞ্চ। পুরীষমাটোপং কুক্ষৌ শূলঞ্চ। মূত্রং মুহুর্মুহুঃ প্রবৃত্তিং বস্তিতোদমাধ্মানঞ্চ। স্বেদস্ত্বচো দৌর্গন্ধ্যং কণ্ডূঞ্চ। আর্ত্তবমঙ্গমর্দ্দমতিপ্রবৃত্তিং দৌর্ব্বল্যঞ্চ। স্তন্যং স্তনয়োরাপীনত্বং মুহুর্মুহুঃ প্রবৃত্তিং তোদঞ্চ। গর্ভো জঠরাভিবৃদ্ধিং শোথঞ্চ। তেষাং যথাস্বং সংশোধনং ক্ষপণঞ্চ ক্ষয়াদবিরুদ্ধৈঃ ক্রিয়াবিশেষৈঃ প্রতিকুর্ব্বীত।

পূর্ব্বং পূর্ব্বোঽতিবৃদ্ধত্বাদ্বর্দ্ধয়েদ্ধি পরং পরং।
তস্মাদতিপ্রবৃদ্ধানাং ধাতূনাং হ্রাসনং হিতং॥

বললক্ষণং বলক্ষয়লক্ষণমত ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামঃ। তত্র রসাদীনাং শুক্রান্তানাং ধাতূনাং যৎপরং তেজস্তৎখল্বোজস্তদেব বলমিত্যুচ্যতে স্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তাৎ। তত্র বলেন স্থিরোপচিতমাংসতা সর্ব্বচেষ্টাস্বপ্রতিঘাতঃ স্বরবর্ণপ্রসাদো বাহ্যানামাভ্যন্তরাণাঞ্চ করণানামাত্মকার্য্যপ্রতিপত্তির্ভবতি।

ভবন্তি চাত্র।

ওজঃ সোমাত্মকং স্নিগ্ধং শুক্লং শীতং স্থিরং সরং।
বিবিক্তং মৃদুমৃৎস্নঞ্চ প্রাণায়তনমুত্তমং॥
দেহস্যাবয়বস্তেন ব্যাপ্তো ভবতি দেহিনাং।
তদভাবাচ্চ শীর্য্যন্তে শরীরাণি শরীরিণাং॥
অভিঘাতাৎ ক্ষয়াৎ কোপাচ্ছোকাদ্ধ্যানাচ্ছ্রমাৎক্ষুধঃ।
ওজঃ সংক্ষীয়তে হ্যেভ্যো ধাতুগ্রহণনিঃসৃতং।
তেজঃ সমীরিতং তস্মাদ্বিস্রংসয়তি দেহিনঃ॥

তস্য বিস্রংসো ব্যাপৎ ক্ষয় ইতি লিঙ্গানি ব্যাপন্নস্য ভবন্তি। সন্ধিবিশ্লেষো গাত্রাণাং সদনং দোষচ্যবনং ক্রিয়াসন্নিরোধশ্চ বিস্রংসে। স্তব্ধগুরুগাত্রতা বাতশোফো বর্ণভেদো গ্লানিস্তন্দ্রা নিদ্রা চ ব্যাপন্নে। মূর্চ্ছা মাংসক্ষয়ো মোহঃ প্রলাপো মরণমিতি ক্ষয়ে।

ভবন্তি চাত্র ।

ত্রয়ো দোষা বলস্যোক্তা ব্যাপদ্বিস্রংসনক্ষয়াঃ ।
বিশ্লেষসাদৌ গাত্রাণাং দোষবিস্রংসনং শ্রমঃ ।
অপ্রাচুর্য্যং ক্রিয়াণাঞ্চ বলবিস্রংসলক্ষণং ॥
গুরুত্বং স্তব্ধতাঙ্গেষু গ্লানির্ব্বর্ণস্য ভেদনং ।
তন্দ্রা নিদ্রা বাতশোফো বলব্যাপদি লক্ষণং ॥
মূর্চ্ছা মাংসক্ষয়ো মোহঃ প্রলাপোঽজ্ঞানমেব চ ।
পূর্ব্বোক্তানি চ লিঙ্গানি মরণঞ্চ বলক্ষয়ে ॥

তত্র বিস্রংসে ব্যাপন্নে চ ক্রিয়াবিশেষৈরবিরুদ্ধৈর্ব্বলমাস্থাপয়েৎ । নষ্টসংজ্ঞমিতরঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ।

তেজোপ্যাগ্নেয়ং ক্রমশঃ পচ্যমানানাং ধাতূনা মভিনির্ব্বৃত্তমন্তরস্থং স্নেহজাতং বসাখ্যাং স্ত্রীণাং বিশেষতো ভবতি তেন মার্দ্দবসৌকুমার্য্যমৃদ্বল্পরোমতোৎসাহদৃষ্টিস্থিতিপক্তিকান্তিদীপ্তয়ো ভবন্তি-তৎ কষায়তিক্তশীতরুক্ষবিষ্টম্ভিবেগবিঘাতব্যবায়ব্যায়ামব্যাধিকর্ষণৈশ্চ বিক্রিয়তে । তস্যাপি পারুষ্যবর্ণভেদতোদনিষ্প্রভত্বানি বিস্রংসনে ভবন্তি। কার্শ্যং মন্দাগ্নিতাধস্তির্য্যক্চ্যুতির্ব্ব্যাপত্তৌ দৃষ্ট্যগ্নিবলহান্যনিলপ্রকোপমরণানি ক্ষয়ে তত্রাপি স্নেহপানাভ্যঙ্গপ্রদেহপরিষেকস্নিগ্ধলঘন্নানি ক্ষয়ে বিদধীত ।

ভবন্তি চাত্র ।

দোষধাতুমলক্ষীণো বলক্ষীণোঽপি বা নরঃ ।
স্বযোনিবর্দ্ধনং যত্তদন্নপানং প্রকাঙ্ক্ষতি ॥
যদ্যদাহারজাতং হি ক্ষীণঃ প্রার্থয়তে নরঃ ।
তস্য তস্য চ লাভে তু তং তং ক্ষয়মপোহতি ॥
যস্য ধাতুক্ষয়াদ্বায়ুঃ সংজ্ঞাং কর্ম্ম চ নাশয়েৎ ।
প্রক্ষীণঞ্চ বলং যস্য নাসৌ শক্যশ্চিকিৎসিতুং ॥

রসনিমিত্তমেব স্থৌল্যং কার্শ্যঞ্চ তত্র শ্লেষ্মলাহারসেবিনোঽধ্যশনশীলস্যাব্যায়ামিনো দিবাস্বপ্নরতস্য চাম এবান্নরসো মধুরতরশ্চ শরীরমনুক্রামন্নতিস্নেহান্মেদো জনয়তি তদতিস্থৌল্যমাপাদয়তি তমতিস্থূলং ক্ষুদ্রশ্বাসপিপাসাক্ষুৎস্বপ্নস্বেদগাত্রদৌর্গন্ধ্যক্রথনগাত্রসাদগদ্গদত্বানি ক্ষিপ্রমেবাবিশন্তি সৌকুমার্য্যান্মেদসঃ সর্ব্বক্রিয়াস্বসমর্থঃ কফমেদোনিরুদ্ধমার্গত্বাচ্চাল্পব্যবায়ো ভবত্যাবৃতমার্গত্বাদেবং শেষা ধাতবো নাপ্যায়ন্তেঽত্যর্থমতোঽল্পপ্রাণো ভবতি প্রমেহপিড়কাজ্বরভগন্দরবিদ্রধিবাতবিকারাণামন্যতমং প্রাপ্য পঞ্চত্বমুপযাতি। সর্ব্ব এব চাস্য রোগা বলবন্তো ভবন্ত্যাবৃতমার্গত্বাৎ স্রোতসামতস্তস্যোৎপত্তিহেতুং পরিহরেৎ। উৎপন্নেতু শিলাজতুগুগ্গুলুগোমূত্রত্রিফলালোহরজোরসাঞ্জনমধুযবমুদ্গকোরদূষকশ্যামাকোদ্দালকাদীনাং বিরুক্ষণচ্ছেদনীয়ানাঞ্চ দ্রব্যাণাং বিধিবদুপযোগো ব্যায়ামো লেখনবস্ত্যুপযোগশ্চেতি। তত্র পুনর্ব্বাতলাহারসেবিনোঽতিব্যায়ামব্যবায়াধ্যয়নভয়শোকধ্যানরাত্রিজাগরণপিপাসাক্ষুৎকষায়াল্পাশনপ্রভৃতিভিরুপশোষিতো রসধাতুঃ শরীরমননুক্রামন্নল্পত্বান্ন প্রীণয়তি তস্মাদতিকার্শ্যঞ্চ ভবতি। সোঽতিকৃশঃ ক্ষুৎপিপাসাশীতোষ্ণবাতবর্ষভারাদানেষ্বসহিষ্ণুঃ বাতরোগপ্রায়োঽল্পপ্রাণশ্চ ক্রিয়াসু ভবতি শ্বাসকাসশোষপ্লীহোদরাগ্নিসাদগুল্মরক্তপিত্তানামন্যতমং প্রাপ্য মরণমুপয়াতি। সর্ব্বএব চাস্য রোগা বলবন্তো ভবন্ত্যল্পপ্রাণত্বা দতস্তস্যোৎপত্তিহেতুং পরিহরেৎ। উৎপন্নেতু পয়স্যাশ্বগন্ধাবিদারীবিদারীগন্ধাশতাবরীবলাতিবলানাগবলানাং মধুরাণামন্যাসাঞ্চৌষধীনামুপযোগঃ ক্ষীরদধিঘৃতমাংসশালিষষ্টিকযবগোধূমানাঞ্চ দিবাস্বপ্নব্রহ্মচর্য্যাব্যায়ামবৃংহণবস্ত্যুপযোগশ্চেতি। যঃ পুনরুভয়সাধারণান্যন্নসেবেত তস্যান্নরসঃ শরীরমনুক্রামন্ সমান্ ধাতূনুপচিনোতি সমধাতুত্বান্মধ্যশরীরো ভবতি সর্ব্বক্রিয়াসু সমর্থঃ ক্ষুৎপিপাসাশীতোষ্ণবর্ষাতপসহো বলবাংশ্চ স সতত মনুপালয়িতব্য ইতি।

ভবন্তি চাত্র।

অত্যন্তগর্হিতাবেতৌ সদা স্থূলকৃশৌ নরৌ।
শ্রেষ্ঠো মধ্যশরীরস্তু কৃশঃ স্থূলাত্তু পূজিতঃ॥
দোষঃ প্রকুপিতো ধাতূন্ ক্ষপয়ত্যাত্মতেজসা।
ইদ্ধঃ স্বতেজসা বহ্নিরুখাগতমিবোদকং॥
বৈলক্ষণ্যাচ্ছরীরাণামস্থায়িত্বাত্তথৈব চ।
দোষধাতুমলানান্তু পরিমাণং ন বিদ্যতে॥
এষাং সমত্বং যচ্চাপি ভিষগ্ভিরবধার্য্যতে।
ন তৎস্বাস্থ্যাদৃতে শক্যং বক্তুমন্যেন হেতুনা॥
দোষাদীনান্ত্বসমতামনুমানেন লক্ষয়েৎ।
অপ্রসন্নেন্দ্রিয়ং বীক্ষ্য পুরুষং কুশলো ভিষক্॥
সমদোষঃ সমাগ্নিশ্চ সমধাতুমলক্রিয়ঃ।
প্রসন্নাত্মেন্দ্রিয়মনাঃ স্বস্থ ইত্যভিধীয়তে॥
স্বস্থস্য রক্ষণং কুর্য্যাদস্বস্থস্য তু বুদ্ধিমান্।
ক্ষপয়েদ্‌বৃংহয়েচ্চাপি দোষধাতুমলান্ ভিষক্।
তাবদ্যাবদরোগঃ স্যান্নরো রোগসমন্বিতঃ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ কর্ণব্যধবন্ধবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

রক্ষাভূষণনিমিত্তং বালস্য কর্ণৌ বিধ্যেতে ষষ্ঠে মাসি সপ্তমে বা শুক্লপক্ষে প্রশস্তেষু তিথিকরণমুহূর্ত্তনক্ষত্রেষু কৃতমঙ্গলস্বস্তিবাচনং ধাত্র্যঙ্কে কুমারমুপবেশ্য বালক্রীড়নকৈঃ প্রলোভ্যাভিসান্ত্বয়ন্ ভিষগ্বামহস্তেনাকৃষ্য কর্ণং দৈবকৃতে ছিদ্রে আদিত্যকরাবভাসিতে শনৈঃ শনৈর্দ্দক্ষিণহস্তেন ঋজু বিধ্যেৎ প্রতনুকং সূচ্যা বহলমারয়া পূর্ব্বং দক্ষিণং কুমারস্য বামং কন্যায়াস্ততঃপিচুবর্ত্তিং প্রবেশ্য সম্যক্ বিদ্ধ-

মামতৈলেন পরিষেচয়েৎ। শোণিতবহুত্বেন বেদনয়া বান্যদেশবিদ্ধমিতি জানীয়ান্নিরুপদ্রবতয়া তদ্দেশবিদ্ধমিতি। তত্রাজ্ঞেন যদৃচ্ছয়া বিদ্ধাসু সিরাসু কালিকামর্ম্মরিকালোহিতিকাসূপদ্রবা ভবন্তি। তত্র কালিকায়াং জ্বরো দাহঃ শ্বযথুর্বেদনা চ ভবতি। মর্ম্মরিকায়াং বেদনা জ্বরো গ্রন্থয়শ্চ। লোহিতিকায়াং মন্যাস্তম্ভাপতানকশিরোগ্রহকর্ণশূলানি ভবন্তি। তেষু যথাস্বং প্রতিকুর্ব্বীত। ক্লিষ্টজিহ্মাপ্রশস্তসূচীব্যধাদ্গাঢ়তরবর্ত্তিত্বাদ্দোষপ্রকোপাদপ্রশস্তব্যধাদ্বা যত্র সংরম্ভো বেদনা বা ভবতি তত্র বর্ত্তিমুপহৃত্যাশু মধুকৈরণ্ডমূলমঞ্জিষ্ঠাযবতিলকল্কৈর্ম্মধুঘৃতপ্রগাঢ়ৈরালেপয়েত্তাবদ্যাবৎসুরূঢ় ইতি সুরূঢ়ং চৈনং পুনর্ব্বিধ্যেৎ বিধানন্তু পূর্ব্বোক্তমেব। ত্র্যহাত্র্যহাচ্চ বর্ত্তিঞ্চ স্থূলতরাং দদ্যাৎ পরিষেকং তমেব। অথব্যপগতদোষোপদ্রবে কর্ণে বর্দ্ধনার্থং লঘুবর্দ্ধনকং কুর্য্যাৎ।

ভবতি চাত্র।

এবং বিবর্দ্ধিতঃ কর্ণশ্ছিদ্যতে তু দ্বিধা নৃণাং।
দোষতো বাভিঘাতাদ্বা সন্ধানং তস্য মে শৃণু॥

তত্র সমাসেন পঞ্চদশকর্ণবন্ধনাকৃতয়ঃ। তদ্যথা নেমিসন্ধানকউৎপলভেদ্যকো বল্লূরক আসঙ্গিমো গণ্ডকর্ণ আহার্য্যো নির্ব্বেধিমো ব্যাযোজিমঃ কপাটসন্ধিকোঽর্দ্ধকপাটসন্ধিকঃ সংক্ষিপ্তো হীনকর্ণোবল্লীকর্ণো যষ্টিকর্ণঃ কাকৌষ্ঠক ইতি। তেষু পৃথুলায়তসমোভয়পালি র্নেমিসন্ধানকঃ। বৃত্তায়তসমোভয়পালিরুৎপলভেদ্যকঃ। হ্রস্ববৃত্তসমোভয়পালির্ব্বল্লূরকঃ। অভ্যন্তরদীর্ঘৈকপালিরাসঙ্গিমঃ। বাহ্যদীর্ঘৈকপালির্গণ্ডকর্ণঃ। অপালিরুভয়তোঽপ্যাহার্য্যঃ। পীঠোপমপালিরুভয়তঃ ক্ষীণপুত্রিকাশ্রিতো নির্ব্বেধিমঃ স্থূলাণুসমবিষমপালির্ব্যাযোজিমঃ। অভ্যন্তরদীর্ঘৈকপালিরিতরাল্পপালিঃ কপাটসন্ধিকঃ। বাহ্যদীর্ঘৈকপালিরিতরাল্পপালিরর্দ্ধকপাটসন্ধিকঃ। তত্র দশৈতে কর্ণবন্ধবিকল্পাঃ সাধ্যাস্তেষাং স্বনামভিরেবাকৃতয়ঃপ্রায়েণ

ব্যাখ্যাতাঃ। সংক্ষিপ্তাদয়ঃ পঞ্চাসাধ্যাস্তত্র শুষ্কশষ্কুলিরুৎসন্নপালিরিতরাল্পপালিঃ সংক্ষিপ্তঃ। অনধিষ্ঠানপালিঃ পর্য্যন্তয়োঃক্ষীণমাংসো হীনকর্ণঃ। তনুবিষমাল্পপালির্ব্বল্লীকর্ণঃ। গ্রথিতমাংসস্তব্ধসিরাততঃ সূক্ষ্মপালির্যষ্টীকর্ণঃ। নির্ম্মাংসসংক্ষিপ্তাগ্রাল্পশোণিতপালিঃ কাকোষ্ঠকপালি রিতি। বন্ধেষ্বপি তু শোফদাহরাগপাক পিড়কাস্রাবযুক্তা ন সিদ্ধিমুপযান্তি।

ভবন্তি চাত্র।

যস্য পালিদ্বয়মপি কর্ণস্য ন ভবেদিহ।
কর্ণপীঠং সমে মধ্যে তস্য বিদ্ধা বিবর্দ্ধয়েৎ॥
বাহ্যায়ামিহ দীর্ঘায়াং সন্ধিরাভ্যন্তরো ভবেৎ।
আভ্যন্তরায়াং দীর্ঘায়াং বাহ্যসন্ধিরুদাহৃতা॥
একৈবতু ভবেৎপালিঃ স্থূলা পৃথ্বী স্থিরা চ যা।
তাং দ্বিধা পাটয়িত্বা তু ছিত্ত্বা চোপরি সন্ধয়েৎ॥
গণ্ডাদুৎপাট্য মাংসেন সানুবন্ধেন জীবতা।
কর্ণপালিমপালেস্তু কুর্য্যান্নির্লিখ্য শাস্ত্রবিৎ॥

অতোন্যতমং বন্ধং চিকীর্ষুরগ্রোপহরণীয়োক্তোপসংভৃতসম্ভারং বিশেষতশ্চাত্রোপহরেৎ সুরাং মণ্ডং ক্ষীরমুদকং ধান্যাম্লং কপালচূর্ণঞ্চেতি। ততোঽঙ্গনাং পুরুষং বা গ্রথিতকেশান্তং লঘু ভুক্তবন্তমাপ্তৈঃ সুপরিগৃহীতঞ্চ কৃত্বা বন্ধমুপধার্য্য ছেদ্যভেদ্যলেখ্যব্যধনৈরুপপন্নৈরুপপাদ্য কর্ণং শোণিতমবেক্ষেত তদ্দুষ্টমদুষ্টং চেতি। তত্র বাতদুষ্টে ধান্যাম্লোষ্ণোদকাভ্যাং পিত্তদুষ্টে শীতোদকপয়োভ্যাং শ্লেষ্মদুষ্টে সুরামণ্ডোষ্ণোদকাভ্যাং প্রক্ষাল্য কর্ণে পুনরবলিখ্যানুন্নতমহীনমবিষমঞ্চ কর্ণসন্ধিং সন্নিবেশ্য স্থিতরক্তং সন্দধ্যাৎ। ততো মধু ঘৃতেনাভ্যজ্য পিচুপ্লোতয়োরন্যতরেণাবগুণ্ঠ্য সূত্রেণানবগাঢ়মশিথিলঞ্চ বদ্ধা কপালচূর্ণেনাবকীর্য্যাচারিকমুপদিশেদ্দ্বিব্রণীয়োক্তেনচ বিধানেনোপচরেৎ।

ভবতশ্চাত্র।

বিঘট্টনং দিবাস্বপ্নং ব্যায়ামমতিভোজনং।
ব্যবায়মগ্নিসন্তাপং বাক্‌শ্রমঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥
আমতৈলপরীষেকং ত্রিরাত্রমবচারয়েৎ।
ততস্তৈলেন সংসৃষ্টং ত্র্যহাদপনয়েৎ পিচুং॥

নচাসংশুদ্ধরক্তমতিপ্রবৃত্তরক্তং ক্ষীণরক্তং বা সন্দধ্যাৎ। স হি বাতদুষ্টে রক্তে রূঢ়োঽপি পরিপুটনবান্। পিত্তদুষ্টে দাহপাকরাগবেদনাবান্ শ্লেষ্মদুষ্টে স্তব্ধঃ কণ্ডুমান্। অতিপ্রবৃত্তরক্তে শ্যাবশোফবান্ ক্ষীণোঽল্প মাংসো ন বৃদ্ধিমুপৈতি। স যদা সুরূঢ়ো নিরুপদ্রবঃ সবর্ণো ভবতি তদৈনং শনৈঃশনৈরভিবর্দ্ধয়েৎ। অতোঽন্যথা সংরম্ভদাহপাকরাগবেদনাবান্ পুনশ্ছিদ্যতে বা। অথাস্যাপ্রদুষ্টস্যাভিবর্দ্ধনার্থমভ্যঙ্গঃ। তদ্যথা গোধাপ্রতুদবিষ্কিরানূপৌদকবসামজ্জানৌ পয়ঃ সর্পিস্তৈলং গৌরসর্ষপজঞ্চ যথালাভং সম্ভৃত্যার্কালর্কবলাতিবলানন্তাপামার্গাশ্বগন্ধাবিদারিগন্ধাক্ষীরশুক্লাজলশূকমধুরবর্গপ্রতিবাপং তৈলং বা পাচয়িত্বা স্বনুগুপ্তং নিদধ্যাৎ।

স্বেদিতোন্মর্দ্দিতং কর্ণং স্নেহেনানেন যোজয়েৎ।
অথানুপদ্রবঃ সম্যক্ বলবাংশ্চ বিবর্দ্ধতে॥
যবাশ্বগন্ধাযষ্ট্যাহ্বৈস্তিলৈশ্চোদ্বর্ত্তনং হিতং।
শতাবর্য্যশ্বগন্ধাভ্যাং পয়স্যেরণ্ডজীবনৈঃ॥
তৈলং বিপক্বং সক্ষীরমভ্যঙ্গাৎপালিবর্দ্ধনং।
যে তু কর্ণা ন বর্দ্ধন্তে বিধিনানেন যোজিতাঃ॥
তেষামপাঙ্গদেশেষু কুর্য্যাৎ প্রচ্ছানমেবতু।
বাহ্যচ্ছেদং ন কুর্ব্বীত ব্যাপদস্তু ততো ধ্রুবাঃ॥
বন্ধমাত্রস্তু যঃ কর্ণং সহসৈবাভিবর্দ্ধয়েৎ।
আমকোশীসমাধ্মাতঃ ক্ষিপ্রমেব বিমুচ্যতে॥
জাতরোমা সুবর্ত্মা চ শ্লিষ্টসন্ধিঃ সমঃ স্থিরঃ।
সুরূঢ়োঽবেদনো যস্তু তং কর্ণং বর্দ্ধয়েচ্ছনৈঃ॥

অমিতাঃ কর্ণবন্ধাস্তু বিজ্ঞেয়াঃ কুশলৈরিহ ।
যো যথা সুবিবিষ্টঃস্যাত্তং তথা বিনিযোজয়েৎ ॥
কর্ণপাল্যাময়ান্নৃণাং পুনর্ব্বক্ষ্যামি সুশ্রুত ।
কর্ণপাল্যাং প্রকুপিতা বাতপিত্তকফাস্ত্রয়ঃ ॥
দ্বিধা বাপ্যথ সংসৃষ্টাঃ কুর্ব্বন্তি বিবিধা রুজঃ ।
বিস্ফোটঃ স্তব্ধতা শোফঃ পাল্যাং দোষে তু বাতিকে ॥
দাহবিস্ফোটজননং শোফঃ পাকশ্চ পৈত্তিকে ।
কণ্ডূঃ সশ্বযথুস্তম্ভো গুরুত্বঞ্চ কফাত্মকে ॥
যথাদোষঞ্চ সংশোধ্য কুর্য্যাত্তেষাং চিকিৎসিতং ।
স্বেদাভ্যঙ্গপরীষেকৈঃ প্রলেপাসৃগ্বিমোক্ষণৈঃ ॥
মৃদ্বীং ক্রিয়াং বৃংহণীয়ৈর্যথাস্বং ভোজনৈস্তথা ।
য এবং বেত্তি দোষাণাং চিকিৎসাং কর্ত্তুমর্হতি ॥
অত ঊর্দ্ধং নামলিঙ্গৈর্ব্বক্ষ্যে পাল্যামুপদ্রবান্ ।
উৎপাটকশ্চোৎপুটকঃ শ্যাবঃ কণ্ডূযুতো ভৃশং ॥
অবমন্থঃ সকণ্ডূকো গ্রন্থিকো জম্বুলস্তথা ।
স্রাবী চ দাহবাংশ্চৈব শৃণ্বেষাং ক্রমশঃ ক্রিয়াং ॥
অপামার্গঃ সর্জ্জরসঃ পাটলালকুচত্বচৌ ।
উৎপাটকে প্রলেপঃ স্যাত্তৈলমেভিশ্চ পাচয়েৎ ॥
শম্পাকশিগ্রুপূতীকগোধামেদোঽথ তদ্বসা ।
বারাহং গব্যমৈণেয়ং পিত্তং সর্পিশ্চ সংসৃজেৎ ॥
লেপমুৎপুটকে দদ্যাত্তৈলমেভিশ্চ সাধিতং ।
গৌরীং সুগন্ধাং সশ্যামামনন্তাং তণ্ডুলীয়কং ॥
শ্যাবে প্রলেপনং দদ্যাত্তৈলমেভিশ্চ সাধিতং ।
পাঠাং রসাঞ্জনং ক্ষৌদ্রং তথা স্যাদুষ্ণকাঞ্জিকং ॥
দদ্যাল্লেপং সকণ্ডুকে তৈলমেভিশ্চ সাধিতং ।
ব্রণীভূতস্য দেয়ং স্যাদিদং তৈলং বিজানতা ॥

মধুকং ক্ষীরকাকোলী জীবকাদ্যৈর্বিপাচিতং।
গোধাবরাহসর্পাণাং বসাঃ স্যুঃ কৃতবৃংহণে॥
প্রলেপনমিদং দদ্যাদবসিচ্যাবমন্থকে।
প্রপৌণ্ডরীকং মধুকং সমঙ্গাং ধবমেব চ॥
তৈলমেভিশ্চ সম্পক্বং শৃণু কণ্ডূমতঃ ক্রিয়াং।
সহদেবা বিশ্বদেবা অজাক্ষীরং সসৈন্ধবং।
এতৈরালেপনং দদ্যাত্তৈলমেভিশ্চ সাধিতং॥
গ্রন্থিকে গুটিকাং পূর্ব্বং স্রাবয়েদবপাট্য তু।
ততঃ সৈন্ধবচূর্ণন্তু ঘৃষ্ট্বা লেপং প্রদাপয়েৎ॥
লিখিত্বা তৎস্রুতং ঘৃষ্ট্বা চূর্ণৈরোধ্রস্য জম্বুলে।
ক্ষীরেণ প্রতিসার্য্যৈনং শুদ্ধং সংরোপয়েত্ততঃ॥
মধুপর্ণীং মধূকঞ্চ মধুকং মধুনা সহ।
লেপঃ স্রাবিণি দাতব্যস্তৈলমেভিশ্চ সাধিতং॥
পঞ্চকল্কৈঃ সমধুকৈঃ পিষ্টৈস্তৈশ্চ ঘৃতান্বিতৈঃ।
জীবকাদ্যৈঃ সসর্পিষ্কৈর্দহ্যমানং প্রলেপয়েৎ॥
বিশ্লেষিতায়াস্ত্বথ নাসিকায়া বক্ষ্যামি সন্ধানবিধিং যথাবৎ।
নাসাপ্রমাণং পৃথিবীরুহাণাং পত্রং গৃহীত্বা ত্ববলম্বিতস্য॥
তেন প্রমাণেন হি গণ্ডপার্শ্বাদুৎকৃত্য বদ্ধং ত্বথ নাসিকাগ্রং।
বিলিখ্য চাশু প্রতিসন্দধীত তৎ সাধুবন্ধৈর্ভিষগপ্রমত্তঃ॥
সুসংহিতং সম্যগথো যথাবন্নাড়ীদ্বয়েনাভিসমীক্ষ্য বদ্ধা।
প্রোন্নম্য চৈনামবচূর্ণয়েচ্চ পত্তঙ্গযষ্টীমধুকাঞ্জনৈশ্চ॥
সংছাদ্য সম্যক্ পিচুনা সিতেন তৈলেন সিঞ্চেদসকৃত্তিলানাং।
ঘৃতঞ্চ পায্যঃ স নরঃ সুজীর্ণে স্নিগ্ধো বিরেচ্যঃ স যথোপদেশং।
রূঢ়ঞ্চ সন্ধানমুপাগতং স্যাত্তদর্দ্ধশেষন্তু পুনর্নিকৃন্তেৎ।
হীনাং পুনর্বর্দ্ধয়িতুং যতেত সমাঞ্চ কুর্য্যাদতিবৃদ্ধমাংসাং॥

নাড়ীযোগং বিনৌষ্ঠস্য নাসাসন্ধানবদ্বিধিং ।
য এবমেবং জানীয়াৎ স রাজ্ঞঃ কর্ত্তুমর্হতি ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ।

অথাত আমপক্কৈষণীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ।

শোফসমুত্থানা গ্রন্থিবিদ্রধ্যলজীপ্রভৃতয়ঃ প্রায়েণ ব্যাধয়োঽভিধাস্যন্তেঽনেকাকৃতয়স্তৈর্বিলক্ষণঃ পৃথুগ্রথিতঃ সমো বিষমো বা ত্বঙ্মাংসস্থায়ী দোষসঙ্ঘাতঃ শরীরৈকদেশোত্থিতঃ শোফ ইত্যুচ্যতে । স ষড়্বিধো বাতপিত্তকফশোণিতসন্নিপাতাগন্তুনিমিত্তঃ ।

তস্য দোষরূপব্যঞ্জনৈর্লক্ষণানি ব্যখ্যাস্যামঃ । তত্র বাতশোফোঽরুণঃ কৃষ্ণো বা পরুষো মৃদুরনবস্থিতাস্তোদাদয়শ্চাত্র বেদনাবিশেষা ভবন্তি। পিত্তশোফঃ পীতো মৃদুঃ সরক্তো বা শীঘ্রানুসারী চোষাদয়শ্চাত্র বেদনাবিশেষা ভবন্তি। শ্লেষ্মশোফঃ পাণ্ডুঃ শুক্লো বা কঠিনঃ শীতঃ স্নিগ্ধো মন্দানুসারী কণ্ড্বাদয়শ্চাত্র বেদনাবিশেষা ভবন্তি। সর্ব্ববর্ণবেদনঃ সন্নিপাতজঃ। পিত্তবচ্ছোণিতজোঽতিকৃষ্ণশ্চ। পিত্তরক্তলক্ষণ আগন্তুর্লোহিতাবভাসশ্চ ।

স যদা বাহ্যাভ্যন্তরৈঃ ক্রিয়াবিশেষৈর্ন সম্ভাবিতঃ প্রশময়িতুং ক্রিয়াবিপর্য্যয়াদ্বহুত্বাদ্বা দোষাণাং তদা পাকাভিমুখো ভবতি। তস্যামস্য পচ্যমানস্য পক্কস্য চ লক্ষণমুচ্যমান মবধারয়। তত্র মন্দোষ্মতা ত্বক্সবর্ণতা শীতশোফতা স্থৈর্য্যং মন্দবেদনতাল্পশোফতা চামলক্ষণমুদ্দিষ্টং। সূচিভিরিব নিস্তুদ্যতে দশ্যত ইব পিপীলিকাভিস্তাভিশ্চ সংসৃপ্যতইব ছিদ্যত ইব শস্ত্রেণ ভিদ্যত ইব শক্তিভিস্তাড্যত ইব দণ্ডেন পীড্যত ইব পাণিনা ঘট্টয়ত ইব চাঙ্গুল্যা দহ্যতে পচ্যত ইব চাগ্নিক্ষারাভ্যামোষচোষপরীদাহাশ্চ ভবন্তি বৃশ্চিকবিদ্ধ ইব চ স্থানাসনশয়নেষু ন শান্তিমুপৈতি। আধ্মাতবস্তিরিবাততশ্চ শোফো ভবতি

ত্বগ্বৈবর্ণ্যং শোফাভিবৃদ্ধির্জ্বরদাহপিপাসাভক্তারুচিশ্চ পচ্যমানলিঙ্গং। বেদনোপশান্তিঃ পাণ্ডুতাল্পশোফতা বলীপ্রাদুর্ভাবস্ত্বক্‌পরিপুটনং নিম্ন-দর্শনমঙ্গুল্যাবপীড়িতে প্রত্যুন্নমনং বস্তাবিবোদকসঞ্চরণং পূয়স্যপ্রপীড়য়ত্যেকমন্তমন্তেবাবপীড়িতে মুহুর্মুহুস্তোদঃ কণ্ডূরনুন্নততা চ ব্যাধে-রুপদ্রবশান্তির্ভক্তাভিকাঙ্ক্ষাচ পক্কলিঙ্গং। কফজেষু তু রোগেষু গম্ভীরগতিত্বাদভিঘাতজেষু বা কেষুচিদসমস্তং পক্কলক্ষণং দৃষ্ট্বা পক্ক-মপক্কমিতি মন্যমানো ভিষগ্মোহমুপৈতি যত্র হি ত্বক্‌সবর্ণতা শীতশো-ফতা স্থৌলমল্পরুজতাশ্মবদ্ঘনতা ন তত্র মোহমুপেয়াদিতি।

ভবন্তি চাত্র।

আমং বিপচ্যমানঞ্চ সম্যক্‌পক্কঞ্চ যো ভিষক্।
জানীয়াৎ স ভবেদ্বৈদ্যঃ শেষাস্তস্করবৃত্তয়ঃ॥

বাতাদৃতে নাস্তি রুজা ন পাকঃ পিত্তাদৃতে নাস্তি কফাচ্চ পূয়ঃ।
তস্মাৎ সমস্তাঃ পরিপাককালে পচন্তি শোফাংস্ত্রয় এব দোষাঃ॥
কালান্তরেণাভ্যুদিতন্তু পিত্তং কৃত্বা বশে বাতকফৌ প্রসহ্য।
পচত্যতঃ শোণিতমেষ পাকো মতোঽপরেষাং বিদুষাং দ্বিতীয়ঃ।

তত্রামচ্ছেদে মাংসশিরাস্নাযুস্থিসন্ধিব্যাপাদনমতিমাত্রং শোণি-তাতিপ্রবৃত্তির্বেদনাপ্রাদুর্ভাবোঽবদরণমনেকোপদ্রবদর্শনং ক্ষতবিদ্র-ধির্ব্বা ভবতি। স যদা ভয়মোহাভ্যাং পক্কমপ্যপক্কমিতি মন্যমানশ্চি-রমুপেক্ষতে ব্যাধিং বৈদ্যস্তদা গম্ভীরানুগতো দ্বারমলভমানঃ পূয়ঃ স্ব-মাশ্রয়মবদীর্য্যোৎসঙ্গং মহান্তমবকাশং কৃত্বা নাড়ীং জনয়িত্বা কৃচ্ছ্র-সাধ্যো ভবত্যসাধ্যো বেতি।

ভবন্তি চাত্র।

যশ্ছিনত্ত্যামমজ্ঞানাদ্যশ্চ পক্কমুপেক্ষতে।
শ্বপচাবিব মন্তব্যৌ তাবনিশ্চিতকারিণৌ॥
প্রাক্ শস্ত্রকর্ম্মণশ্চেষ্টং ভোজয়েদাতুরং ভিষক্।
মদ্যপং পায়য়েন্মদ্যং তীক্ষ্ণং যোঽবেদনাসহঃ॥

ন মূর্চ্ছত্যন্নসংযোগান্মত্তঃ শস্ত্রং ন বুধ্যতে।
তস্মাদবশ্যং ভোক্তব্যং রোগেষূক্তেষু কর্ম্মণি॥
প্রাণো হ্যাভ্যন্তরো নৃণাং বাহ্যপ্রাণগুণান্বিতঃ।
ধারয়ত্যবিরোধেন শরীরং পাঞ্চভৌতিকং॥

অল্পো মহান্ বা ক্রিয়য়া বিনা যঃ সমুচ্ছ্রিতঃ পাকমুপৈতি শোফঃ।
বিশালমূলো বিষমো বিদগ্ধঃ স কৃচ্ছ্রতাং যাত্যবগাঢ়দোষঃ॥
আলেপবিস্রাবণশোধনৈশ্চ সম্যক্প্রযুক্তৈর্যদি নোপশাম্যেৎ।
পচ্যেত শীঘ্রং সমমল্পমূলঃ স পিণ্ডিতশ্চোপরি চোন্নতঃ স্যাৎ॥
কক্ষং সমাসাদ্য যথৈব বহ্নির্বায়্বীরিতঃ সন্দহতি প্রসহ্য।
তথৈব পূয়োঽপ্যবিনিঃসৃতো হি মাংসং শিরাস্নায়ু চ খাদতীহ॥

আদৌ বিম্লাপনং কুর্য্যাদ্দ্বিতীয়মবসেচনং।
তৃতীয়মুপনাহঞ্চ চতুর্থীং পাটনক্রিয়াং॥
পঞ্চমং শোধনং কুর্য্যাৎ ষষ্ঠং রোপণমিষ্যতে।
এতে ক্রমা ব্রণস্যোক্তাঃ সপ্তমং বৈকৃতাপহং॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো ব্রণালেপনবন্ধবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

আলেপ আদ্য উপক্রম এষ সর্ব্বশোফানাং সামান্যঃ প্রধানতমশ্চ তঞ্চ প্রতিরোগং বক্ষ্যামঃ। ততো বন্ধঃ প্রধানং তেন শুদ্ধির্ব্রণরোপণমস্থিসন্ধিস্থৈর্য্যঞ্চ তত্র প্রতিলোমমালিম্পেৎ নানুলোমং প্রতিলোমেহি সম্যগৌষধমবতিষ্ঠতেঽনুপ্রবিশতি রোমকুপান্ স্বেদবাহিভিঃ সিরামুখৈশ্চ বীর্য্যং প্রাপ্নোতি। নচ শুষ্যমাণমুপেক্ষেতান্যত্র পীড়য়িতব্যাৎ। শুষ্কো হ্যপার্থকোঽরুস্করশ্চ। স ত্রিবিধঃ প্রলেপঃ প্রদেহ আলেপশ্চ তেষামন্তরং প্রলেপঃশীতস্তনুরবিশোষী বিশোষী চ। প্রদেহস্তূষ্ণঃশীতোবা বহলোঽবহুরবিশোষী চ। মধ্যমোঽত্রা-

লেপঃ। তত্ররক্তপিত্তপ্রসাদকৃদালেপঃ। প্রদেহো বাতশ্লেষ্মপ্রশমনঃ সন্ধানঃ শোধনোরোপণঃ শোফবেদনাপহশ্চ তস্যোপযোগঃ ক্ষতাক্ষতেষু। যস্তু ক্ষতেষূপযুজ্যতে স ভূয়ঃকল্ক ইতি সংজ্ঞাং লভতে নিরুদ্ধালেপনসংজ্ঞস্তেনাস্রাবসংনিরোধো মৃদুতা পূতিমাংসাপকর্ষণমন্তর্নির্দ্দোষতা ব্রণশুদ্ধিশ্চ ভবতি।

অবিদগ্ধেষু শোফেষু হিতমালেপনং ভবেৎ।
যথাস্বং দোষশমনং দাহকণ্ডুরুজাপহং॥
ত্বক্‌প্রসাদনমেবাগ্র্যং মাংসরক্তপ্রসাদনং।
দাহপ্রশমনং শ্রেষ্ঠং তোদকণ্ডুবিনাশনং॥
মর্ম্মদেশেষু যে রোগা গুহ্যেষ্বপি তথা নৃণাং।
সংশোধনায় তেষাং হি কুর্য্যাদালেপনং ভিষক্‌॥
ষড়্‌ভাগং পৈত্তিকে স্নেহং চতুর্ভাগস্তু বাতিকে।
অষ্টভাগন্তু কফজে স্নেহমাত্রাং প্রদাপয়েৎ॥

তস্য প্রমাণমার্দ্রমাহিষচর্ম্মোৎসেধমুপদিশন্তি। নচালেপং রাত্রৌ প্রযুঞ্জীত মাভূচ্ছৈত্যপিহিতোষ্মণস্তদনির্গমাদ্বিকারপ্রবৃত্তিরিতি।

প্রদেহসাধ্যে ব্যাধৌ তু হিতমালেপনং দিবা।
পিত্তরক্তাভিঘাতোত্থে সবিষে চ বিশেষতঃ॥
নচ পর্য্যুষিতং লেপং কদাচিদবচারয়েৎ।
উপর্য্যুপরি লেপস্তু ন কদাচিৎ প্রদাপয়েৎ।
উষ্মাণং বেদনাং দাহং ঘনত্বাজ্জনয়েৎস হি॥
নচ তেনৈব লেপেন প্রদেহং দাপয়েৎপুনঃ।
শুষ্কাভাবাৎ স নির্ব্বীর্য্যো যুক্তোঽপি স্যাদপার্থকঃ॥

অতঊর্দ্ধং ব্রণবন্ধনদ্রব্যাণ্যুপদেক্ষ্যামঃ। তদ্যথা ক্ষৌমকার্পাসাবিকদুকূলকৌশেয়পত্রোর্ণচীনপট্টচর্ম্মান্তর্ব্বল্কলালাবূশকললতাবিদলরজ্জুতূলফলসন্তানিকালৌহানীতি তেষাং ব্যাধিং কালং চাবেক্ষ্যোপযোগঃ প্রকরণতশ্চযামাদেশঃ।

তত্র কোশদামস্বস্তিকানুবেল্লিতপ্রতোলীমণ্ডলস্থগিকাযমকখট্টাচীনবিবন্ধবিতানগোফণাঃ পঞ্চাঙ্গীচেতি চতুর্দ্দশবন্ধবিশেষাঃ। তেষাং নামভিরেবাকৃতয়ঃ প্রায়েণ ব্যাখ্যাতাঃ। তত্র কোশমঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিপর্ব্বসু বিদধ্যাৎ। দাম সম্বাধেঽঙ্গে। সন্ধিকূর্চ্চকভ্রূস্তনান্তরতলকর্ণেষু স্বস্তিকং। অনুবেল্লিতন্তু শাখাসু। গ্রীবামেঢ্রয়োঃ প্রতোলীং। বৃত্তেঽঙ্গে মণ্ডলং। অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিমেঢ্রাগ্রেষু স্থগিকাং। যমলব্রণয়োর্যমকং। হনুশঙ্খগণ্ডেষু খট্বাং। অপাঙ্গয়োশ্চীনং। পৃষ্ঠোদরোরঃসু বিবন্ধং। মূর্দ্ধনি বিতানং। চিবুকনাসৌষ্ঠাংসবস্তিষু গোফণাং। জত্রুণউর্দ্ধং পঞ্চাঙ্গীমিতি। যো বা যস্মিন্ শরীরপ্রদেশে সুনিবিষ্টো ভবতি তং তস্মিন্ বিদধ্যাৎ। যন্ত্রণ মত উর্দ্ধমধস্তির্য্যক্ চ।

তত্র ঘনাং কবলিকাং দত্বা বামহস্তপরিক্ষেপ মৃজুমনাবিদ্ধমসঙ্কুচিতং মৃদুপট্টং নিবেশ্য বধ্নীয়াৎ। নচ ব্রণস্যোপরি কুর্য্যাৎগ্রন্থিমাবাধকরং বা। নচ বিকেশিকৌষধে অতিস্নিগ্ধে অতিরুক্ষে বিষমে বা কুর্ব্বীত যস্মাদতিস্নেহাৎ ক্লেদো রৌক্ষ্যাচ্ছেদোদুন্যাসাদ্ব্রণবর্ত্মাবঘর্ষণমিতি।

তত্র ব্রণায়তনবিশেষাদ্বন্ধবিশেষস্ত্রিবিধো ভবতি গাঢ়ঃ সমঃ শিথিল ইতি।

> পীড়য়ন্নরুজো গাঢ়ঃ সোচ্ছাসঃ শিথিলঃ স্মৃতঃ।
> নৈব গাঢ়ো ন শিথিলঃ সমোবন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

তত্র স্ফিক্কুক্ষিকক্ষাবঙ্ক্ষণোরঃ শিরঃসু গাঢ়ঃ। শাখাবদনকর্ণকণ্ঠমেঢ্রমুষ্কপৃষ্ঠপার্শ্বোদরোরস্সু সমঃ। অক্ষ্ণোঃ সন্ধিষু চ শিথিল ইতি। তত্র পৈত্তিকং গাঢ়স্থানে সমং বধ্নীয়াৎ সমস্থানে শিথিলং শিথিলস্থানে নৈবং শোণিতদুষ্টঞ্চ। শ্লৈষ্মিকং শিথিলস্থানে সমং সমস্থানে গাঢ়ং গাঢ়স্থানে গাঢ়তরমেবং বাতদুষ্টঞ্চ। তত্র পৈত্তিকং শরদি গ্রীষ্মে দ্বিরহ্নো বধ্নীয়াদ্রক্তোপদ্রুতমপ্যেবং শ্লৈষ্মিকং হেমন্তবসন্তয়োস্ত্র্যহাদ্বাতোপদ্রুতমপ্যেবং। এবমভ্যূহ্য বন্ধবিপর্য্যয়ঞ্চ কু-

র্ব্বীত। তত্র সমশিথিলস্থানেষু গাঢ়বন্ধে বিকেশিকৌষধনৈরর্থক্যং শোফবেদনাপ্রাদুর্ভাবশ্চ। গাঢ়সমস্থানেষু শিথিলবন্ধে বিকেশিকৌষধপতনং পট্টসঞ্চারাদ্ব্রণবর্ত্মবিঘর্ষণমিতি। গাঢ়শিথিলস্থানেষু সমং বন্ধে চ গুণাভাব ইতি। অবিপরীতবন্ধে বেদনোপশান্তিরসৃক্প্রসাদো মার্দ্দবঞ্চ। অবধ্যমানো দংশমশকতৃণকাষ্ঠোপলপাংশুশীতবাতাতপপ্রভৃতিভির্ব্বিশেষৈরভিহন্যতে ব্রণো বিবিধবেদনোপদ্রুতশ্চ দুষ্টতামুপৈত্যালেপনাদীনি চাস্য বিশোষমুপযান্তি।

চূর্ণিতং মথিতং ভগ্নং বিশ্লিষ্টমতিপাতিতং।
অস্থি স্নায়ুসিরাচ্ছিন্নমাশু বন্ধেন রোহতি॥
সুখমেবং ব্রণী শেতে সুখং গচ্ছতি তিষ্ঠতি।
সুখং শয্যাসনস্থস্য ক্ষিপ্রং সংরোহতি ব্রণঃ॥

অবন্ধ্যাঃ পিত্তরক্তাভিঘাতবিষনিমিত্তা যদা চ শোফদাহপাকরাগবেদনাভিভূতাঃ ক্ষারাগ্নিদগ্ধাঃ পাকাৎ প্রকুপিতাঃ প্রবিশীর্ণমাংসাশ্চ ভবন্তি।

কুষ্ঠিনামগ্নিদগ্ধানাং পিড়কা মধুমেহিনাং।
কর্ণিকাশ্চোন্দুরুবিষে বিষজুষ্টব্রণাশ্চ যে॥
মাংসপাকে ন বধ্যন্তে গুদপাকে চ দারুণে।
স্ববুদ্ধ্যা চাপি বিভজেৎ কৃত্যাকৃত্যাংশ্চ বুদ্ধিমান্॥
দেশং দোষঞ্চ বিজ্ঞায় ব্রণঞ্চ ব্রণকোবিদঃ।
ঋতূংশ্চ পরিসংখ্যায় ততো বন্ধান্ নিবেশয়েৎ॥
ঊর্দ্ধং তির্য্যগধস্তাচ্চ যন্ত্রণা ত্রিবিধা মতা।
যথা চ বধ্যতে বন্ধস্তথা বক্ষ্যাম্যশেষতঃ॥
ঘনাং কবলিকাং দত্বা মৃদু চৈবাপি পট্টকং।
বিকেশিকামৌষধঞ্চ নাতিস্নিগ্ধং সমাচরেৎ॥
প্রক্লেদয়ত্যতিস্নিগ্ধা তথা রুক্ষা ক্ষিণোতি চ।
যুক্তস্নেহা রোপয়তি দুর্ন্যস্তা বর্ত্ম ঘর্ষতি॥

বিষমং চ ব্রণং কুর্য্যাৎ স্তম্ভয়েৎ স্রাবয়েত্তথা।
যথাব্রণং বিদিত্বা তু যোগং বৈদ্যঃ প্রযোজয়েৎ॥
পিত্তজে রক্তজে বাপি সকৃদেব পরিক্ষিপেৎ।
অসকৃৎকফজে বাপি বাতজে চ বিচক্ষণঃ॥
তলেন প্রতিপীড্যাথ স্রাবয়েদনুলোমতঃ।
সর্ব্বাংশ্চ বন্ধান্ গূঢ়াংস্তান্ সন্ধীংশ্চ বিনিবেশয়েৎ॥
ওষ্ঠস্যাপ্যেষ সন্ধানে যথোদ্দিষ্টো বিধিঃ স্মৃতঃ।
বুদ্ধ্যোৎপ্রেক্ষ্যাভিযুক্তেন তথা চাস্থিষু জানতা॥
উত্তিষ্ঠতো নিষণ্ণস্য শয়নং চাপি গচ্ছতঃ।
গচ্ছতো বিবিধৈর্ষানৈর্নাস্য দূষ্যতি স ব্রণঃ॥
যে চ স্যুর্ম্মাংসসংস্থা বৈ ত্বগ্গতাশ্চ তথা ব্রণাঃ।
সন্ধ্যস্থিকোষ্ঠপ্রাপ্তাশ্চ সিরাস্নায়ুগতাস্তথা॥
তথাবগাঢ়গম্ভীরাঃ সর্ব্বতো বিষমস্থিতাঃ।
নৈতে সাধয়িতুং শক্যা ঋতে বন্ধাদ্ভবন্তি হি॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো ব্রণিতোপাসনীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

ব্রণিনঃ প্রথমমেবাগারমন্বিচ্ছেত্তচ্চাগারং প্রশস্তবাস্ত্বাদিকং কার্য্যং।

প্রশস্তবাস্তুনি গৃহে শুচাবাতপবর্জ্জিতে।
নিবাতে নচ রোগাঃ স্যুঃ শারীরাগন্তুমানসাঃ॥

তস্মিন্ শয়নমসম্বাধং স্বাস্তীর্ণং মনোজ্ঞং প্রাক্‌শিরস্কং সশস্ত্রং কুর্ব্বীত।

সুখচেষ্টাপ্রচারঃ স্যাৎ স্বাস্তীর্ণে শয়নে ব্রণী।
প্রাচ্যাং দিশি স্থিতা দেবাস্তৎপূজার্থং নতং শিরঃ॥

তস্মিন্ সুহৃদ্ভিরনুকূলৈঃ প্রিয়ম্বদৈরুপাস্যমানো যথেষ্টমাসীত।

সুহৃদো বিক্ষিপন্ত্যাশু কথাভির্ব্রণবেদনাঃ।
আশ্বাসয়ন্তো বহুশস্ত্বনুকূলাঃ প্রিয়ম্বদাঃ॥

নচ দিবানিদ্রাবশগঃ স্যাৎ।

দিবাস্বপ্নাদ্ব্রণে কণ্ডুর্গাত্রাণাং গৌরবং তথা।
শ্বযথুর্ব্বেদনা রাগঃ স্রাবশ্চৈব ভৃশং ভবেৎ॥

উত্থানসংবেশনপরিবর্ত্তনচংক্রমণোচ্চৈর্ভাষণাদিষু চাত্মচেষ্টাস্বপ্রমত্তো ব্রণং সংরক্ষেৎ।

স্থানাসনং চংক্রমণং যানযানাতিভাষণং।
ব্রণবান্ন নিষেবেত শক্তিমানপি মানবঃ॥
উত্থানাদ্যাসনং স্থানং শয্যাং চাতিনিষেবিতা।
প্রাপ্নুয়াদ্মারুতাদঙ্গে রুজস্তস্মাদ্বিবর্জ্জয়েৎ॥

গম্যানাঞ্চ স্ত্রীণাং সন্দর্শনসম্ভাষণসংস্পর্শনানি দূরতঃ পরিহরেৎ।

স্ত্রীদর্শনাদিভিঃ শুক্রং কদাচিচ্চলিতং স্রবেৎ।
গ্রাম্যধর্ম্মকৃতান্ দোষান্ সোঽসংসর্গেঽথবাপ্নুয়াৎ॥

নবধান্যমাষতিলকলায়কুলত্থনিষ্পাবহরিতকশাকাম্ললবণকটুকগুড়পিষ্টবিকৃতিবল্লূরশুষ্কশাকাজাবিকানূপৌদকমাংসবসাশীতোদককৃশরাপায়সদধিদুগ্ধতক্রপ্রভৃতীন্ পরিহরেৎ।

তক্রান্তো নবধান্যাদির্যোঽয়ং বর্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
দোষসঞ্জননো হ্যেষ বিজ্ঞেয়ঃ পূয়বর্দ্ধনঃ॥

মদ্যপশ্চ মৈরেয়াঽরিষ্টাসবসীধুসুরাবিকারান্ পরিহরেৎ।

মদ্যমম্লং তথা রূক্ষং তীক্ষ্ণমুষ্ণঞ্চ বীর্য্যতঃ।
আশুকারি চ তৎপীতং ক্ষিপ্রং ব্যাপাদয়েদ্ব্রণং॥

বাতাতপরজোধূমাবশ্যায়াতিসেবনাতিভোজনানিষ্টশ্রবণদর্শনের্ষ্যামর্ষভয়ক্রোধশোকধ্যানরাত্রিজাগরণবিষমাশনানশনশয়নোপবাসবাগ্ব্যায়ামস্থানচংক্রমণশীতবাতবিরুদ্ধাশনাজীর্ণমক্ষিকাদ্যাবাধাঃ পরিহরেৎ।

ব্রণিনঃ সংপ্রতপ্তস্য কারণৈরেবমাদিভিঃ ।
ক্ষীণশোণিতমাংসস্য ভুক্তং সম্যক্ ন জীর্য্যতি ॥
অজীর্ণাৎপবনাদীনাং বিভ্রমো বলবান্ ভবেৎ ।
ততঃ শোফরুজাস্রাবদাহপাকানবাপ্নুয়াৎ ॥

সদা নীচনখরোম্না শুচিনা শুক্লবাসসা শান্তিমঙ্গলদেবতাব্রাহ্মণ গুরুপরেণ ভবিতব্যমিতি। তৎ কস্য হেতোর্হিংসাবিহারাণি হি মহাবীর্য্যাণি রক্ষাংসি পশুপতিকুবেরকুমারানুচরাণি মাংসশোণিত-প্রিয়ত্বাৎ ক্ষতজনিমিত্তং ব্রণিনমুপসর্পন্তি সৎকারার্থং জিঘাংসূনি বা কদাচিৎ ।

ভবতি চাত্র ।

তেষাং সৎকারকামানাং প্রযতেতান্তরাত্মনা ।
ধূপবল্যুপহারাংশ্চ ভক্ষ্যাংশ্চৈবোপহারয়েৎ ॥

তে তু সন্তর্পিতা আত্মবন্তং ন হিংস্যুঃ । তস্মাৎ সততমতন্দ্রিতো জনপরিবৃতো নিত্যদীপোদকশস্ত্রস্রগ্দামপুষ্পলাজাদ্যলঙ্কৃতে বেশ্মনি সম্পন্মঙ্গলমনোনুকূলাঃ কথাঃ শৃণ্বন্নাসীত ।

সম্পদাদ্যনুকূলাভিঃ কথাভিঃ প্রীতমানসঃ ।
আশাবান্ ব্যাধিমোক্ষায় ক্ষিপ্রং সুখমবাপ্নুয়াৎ ॥

ঋগ্যজুঃসামাথর্ব্ববেদাভিহিতৈরপরৈশ্চাশীর্ব্বিধানৈরুপাধ্যায়াভিষজশ্চ সন্ধ্যয়োঃ রক্ষাং কুর্য্যুঃ ।

সর্ষপারিষ্টপত্রাভ্যাং সর্পিষা লবণেন চ ।
দ্বিরহ্নঃ কারয়েদ্ধূপং দশরাত্রমতন্দ্রিতঃ ॥

ছত্রাতিচ্ছত্রে লাঙ্গলীং জটিলাং ব্রহ্মচারিণীং লক্ষ্মীং গুহামতিগুহাং শতবীর্য্যাং সহস্রবীর্য্যাং সিদ্ধার্থাংশ্চ শিরসা ধারয়েৎ ।

ব্যজেত্তু বালব্যজনৈর্ব্রণং নচ বিঘট্টয়েৎ ।
ন তুদেন্ন চ কণ্ডূয়েচ্ছয়ানঃ পরিপালয়েৎ ॥

অনেন বিধিনা যুক্তমাদাবেব নিশাচরাঃ।
বনং কেসরিণাক্রান্তং বর্জ্জয়ন্তি মৃগা ইব॥
জীর্ণং শাল্যোদনং স্নিগ্ধমল্পমুষ্ণং দ্রবোত্তরং।
ভুঞ্জানো জাঙ্গলৈর্ম্মাংসৈঃ শীঘ্রং ব্রণমপোহতি॥
তণ্ডুলীয়কজীবন্তীসুনিষণ্ণকবাস্তুকৈঃ।
বালমূলকবার্ত্তাকপটোলৈঃ কারবেল্লকৈঃ॥
সদাড়িমৈঃ সামলকৈর্ঘৃতভৃষ্টৈঃ সসৈন্ধবৈঃ।
অন্যৈরেবং গুণৈর্ব্বাপি মুদ্গাদীনাং রসেন বা॥
শক্তূন্ বিলেপীং কুল্মাষং জলঞ্চাপি শৃতং পিবেৎ।
ব্রণে শ্বযথুরায়াসাৎ স চ রাগশ্চ জাগরাৎ॥
তৌ চ রুক্ চ দিবাস্বাপাৎ তাশ্চ মৃত্যুশ্চ মৈথুনাৎ॥
দিবা ন নিদ্রাবশগো নিবাতগৃহগোচরঃ।
ব্রণী বৈদ্যবশে তিষ্ঠন্ শীঘ্রং ব্রণমপোহতি।
এবং বৃত্তসমাচারো ব্রণী সম্পদ্যতে সুখী।
আয়ুশ্চ দীর্ঘমাপ্নোতি ধন্বন্তরিবচো যথা॥

বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ॥

অথাতো হিতাহিতীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

যদ্বায়োঃ পথ্যং তৎপিত্তস্যাপথ্যমিত্যনেন হেতুনা ন কিঞ্চিদ্দ্রব্যমেকান্তেন হিতমহিতং বাস্তীতি কেচিদাচার্য্যা ব্রুবতে তত্তু ন সম্যক্। ইহ খলু যস্মাদ্দ্রব্যাণি স্বভাবতঃ সংযোগতশ্চৈকান্তহিতান্যেকান্তাহিতানি হিতাহিতানি চ ভবন্তি। তত্রৈকান্তহিতানি জাতিসাত্ম্যাৎ সলিলঘৃতদুগ্ধৌদনপ্রভৃতীনি। একান্তাহিতানি দহনপচনমারণাদিষু প্রবৃত্তান্যগ্নিক্ষারবিষাদীনি। সংযোগাদপরাণি বিষতু-

ল্যানি ভবন্তি। হিতাহহিতানি তু যদ্বায়োঃ পথ্যং তৎপিত্তস্যাপথ্যমিত্যতঃ সর্ব্বপ্রাণিনামন্বয়মাহারার্থং বর্গ উপদিশ্যতে।

তদ্যথা রক্তশালিষষ্টিকগঙ্গুকমুকুন্দকপাণ্ডুকপীতকপ্রমোদককালকাশনকপুষ্পককর্দ্দমকশকুনাহৃতসুগন্ধককলমনীবারকোদ্রবোদ্দালকশ্যামাকগোধূমবেণুযবাদয়ঃ। এণহরিণকুরঙ্গমৃগমাতৃকাশ্বদংষ্ট্রাকরালক্রকরকপোতলাবতিত্তিরিকপিঞ্জলবর্ত্তীরবর্ত্তিকাদীনাং মাংসানি। মুদ্গাবনমুদ্গামকুষ্ঠকলায়মসূরমঙ্গল্যচণকহরেণ্বাঢ়কীসতীনাঃ। চিল্লিবাস্তুকসুনিষণ্ণকজীবন্তীতণ্ডুলীয়কমণ্ডুকপর্ণ্যঃ। গব্যং ঘৃতং সৈন্ধবদাড়িমামলকমিত্যেষবর্গঃ সর্ব্বপ্রাণিনাং সামান্যতঃ পথ্যতমঃ। তথা ব্রহ্মচর্য্যানিবাতশয়নোষ্ণোদকনিশাস্বপ্নব্যায়ামা শ্চৈকান্ততঃ পথ্যতমাঃ। একান্তহিতান্যেকান্তাহিতানি প্রাগুপদিষ্টানি। হিতাহিতানি তু যদ্বায়োঃ পথ্যং তৎপিত্তস্যাপথ্যমিতি।

সংযোগতস্ত্বপরাণি বিষতুল্যানি ভবন্তি। তদ্যথা। বল্লীফলকবককরীরাম্লফললবণকুলত্থপিণ্যাকদধিতৈলবিরোহিপিষ্টশুষ্কশাকাজাবিকমাংসমদ্যজাম্ববচিলিচিমমৎস্যগোধাবরাহাংশ্চ নৈকধ্যমশ্নীয়াৎ পয়সা।

রোগং সাত্ম্যঞ্চ দেশঞ্চ কালং দেহঞ্চ বুদ্ধিমান্।
অবেক্ষ্যাগ্ন্যাদিকান্ ভাবান্ রোগবৃত্তেঃ প্রযোজয়েৎ॥
অবস্থান্তরবাহুল্যাদ্রোগাদীনাং ব্যবস্থিতং।
দ্রব্যং নেচ্ছন্তি ভিষজ ইচ্ছন্তি স্বস্থরক্ষণে॥
দ্বয়োরন্যতরাদানে বদন্তি বিষদুগ্ধয়োঃ।
দুগ্ধস্যৈকান্তহিততাং বিষমেকান্ততোঽহিতং॥
এবং যুক্তরসাদ্যেষু দ্রব্যেষু সলিলাদিষু।
একান্তহিততাং বিদ্ধি বৎস সুশ্রুত নান্যথা॥

অতোঽন্যান্যপি সংযোগাদহিতানি বক্ষ্যামঃ। নচ বিরূঢ়ধান্যৈর্ব্বসামধুপয়োগুড়মাষৈর্ব্বা গ্রাম্যানূপৌদকপিশিতাদীনি নাভ্যবহরেৎ। ন পয়োমধুভ্যাং রোহিণীশাকং জাতুশাকং বাশ্নীয়াৎ।

বলাকাং বারুণীকুল্মাষাভ্যাং। কাকমাচীং পিপ্পলীমরিচাভ্যাং নাড়ীভঙ্গশাককুক্কুটদধীনিচ নৈকধ্যং। মধু চোষ্ণোদকানুপানং পিত্তেন বা মাংসানি। সুরাকৃশরাপায়সাংশ্চ নৈকধ্যং। সৌবীরকেণ সহ তিলশষ্কুলীং। মৎস্যৈঃ সহেক্ষুবিকারান্। গুড়েন কাকমাচীং মধুনা মূলকং গুড়েন বারাহং মধুনা চ সহ বিরুদ্ধং। ক্ষীরেণ মূলকং। আম্রজাম্ববশ্বাবিচ্ছূকরগোধাশ্চ সর্ব্বাংশ্চ মৎস্যান্ বিশেষেণ চিলিচিমং পয়সা। কদলীফলং তালফলেন পয়সা দধ্না তক্রেণ বা। লকুচফলং পয়সা দধ্না মাষসূপেন বা মধুনা ঘৃতেন চ। প্রাক্পয়সঃ পয়সোঽন্তে বা।

অতঃ কর্ম্মবিরুদ্ধান্ বক্ষ্যামঃ। কপোতান্ সর্ষপতৈলভৃষ্টান্নাদ্যাৎ। কপিঞ্জলময়ূরলাবতিত্তিরিগোধাশ্চৈরণ্ডদার্ব্বগ্নিসিদ্ধা এরণ্ডতৈলসিদ্ধা বা নাদ্যাং। কাংস্যভাজনে দশরাত্রপর্য্যুষিতং সর্পির্ম্মধুচোষ্ণৈরুষ্ণেবা। মৎস্যপরিপচনে শৃঙ্গবেরপরিপচনে বা সিদ্ধাং কাকমাচীং। তিলকল্কসিদ্ধমুপোদিকাশাকং। নারিকেলেন বরাহবসাপরিভৃষ্টাং বলাকাং। ভাসমঙ্গারশূল্যং নাশ্নীয়াদিতি।

অতো মানবিরুদ্ধান্ বক্ষ্যামঃ। মধ্বম্বুনী মধুসর্পিষী মানতস্তুল্যে নাশ্নীয়াৎ। স্নেহৌ মধুস্নেহৌ জলস্নেহৌ বা বিশেষাদান্তরীক্ষোদকানুপানৌ।

অতঊর্দ্ধং রসদ্বন্দ্বানি রসতো বীর্য্যতো বিপাকতশ্চ বিরুদ্ধানি বক্ষ্যামঃ। তত্র মধুরাম্লৌ রসবীর্য্যবিরুদ্ধৌ মধুরলবণৌ চ মধুরকটুকৌ চ সর্ব্বতঃ। মধুরতিক্তৌ রসবিপাকাভ্যাং মধুরকষায়ৌ চাম্ললবণৌ রসতঃ। অম্লকটুকৌ রসবিপাকাভ্যামম্লতিক্তাবম্লকষায়ৌ চ সর্ব্বতঃ। লবণকটুকৌ রসবিপাকাভ্যাং লবণতিক্তৌ লবণকষায়ৌ চ সর্ব্বতঃ। কটুতিক্তৌ রসবীর্য্যাভ্যাং কটুকষায়ৌ তিক্তকষায়ৌ চ রসতঃ। তরতমযোগযুক্তাংশ্চ ভাবানতিরুক্ষানতিস্নিগ্ধানত্যুষ্ণানতিশীতানিত্যেবমাদীন্ বিবর্জ্জয়েৎ।

ভবন্তি চাত্র ।

বিরুদ্ধান্যেবমাদীনি রসবীর্য্যবিপাকতঃ ।
তান্যেকান্তাহিতান্যেব শেষং বিদ্যাদ্ধিতাহিতং ॥
ব্যাধিমিন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যং মরণঞ্চাধিগচ্ছতি ।
বিরুদ্ধরসবীর্য্যাদীন্ ভুঞ্জানোঽনাত্মবান্নরঃ ॥
যৎকিঞ্চিদ্দোষমুৎক্লেশ্য ভুক্তং কায়ান্ন নির্হরেৎ ।
রসাদিষ্বযথার্থং বা তদ্বিকারায় কল্পতে ॥
বিরুদ্ধাশনজান্ রোগান্ প্রতিহন্তি বিরেচনং ।
বমনং শমনং বাপি পূর্ব্বং বাহিতসেবনং ॥
সাত্ম্যতোঽল্পতয়া বাপি দীপ্তাগ্নেস্তরুণস্য চ ।
স্নিগ্ধব্যায়ামবলিনাং বিরুদ্ধং বিতথং ভবেৎ ॥

ব্যায়ামশীলো বলবান্ শিশুশ্চ স্নিগ্ধোঽগ্নিমাংশ্চাপি মহাশনশ্চ ।
আপ্নোতি রোগান্ন বিরুদ্ধজাতানভ্যাসতো বাল্পতয়া চ জন্তুঃ ॥

অথ বাতগুণান্ বক্ষ্যামঃ ।

পূর্ব্বঃ সমধুরঃ স্নিগ্ধো লবণশ্চৈব মারুতঃ ।
গুরুর্ব্বিদাহজননো রক্তপিত্তাভিবর্দ্ধনঃ ॥
ক্ষতানাং বিষজুষ্টানাং ব্রণিনঃ শ্লেষ্মলাশ্চ যে ।
তেষামেব বিশেষেণ সদা রোগবিবর্দ্ধনঃ ॥
বাতলানাং প্রশস্তশ্চ শ্রান্তানাং কফশোষিণাং ।
তেষামেব বিশেষেণ ব্রণক্লেদবিবর্দ্ধনঃ ॥
মধুরশ্চাবিদাহী চ কষায়ানুরসোলঘুঃ ।
দক্ষিণো মারুতঃ শ্রেষ্ঠশ্চক্ষুষ্যো বলবর্দ্ধনঃ ।
রক্তপিত্তপ্রশমনো নচ বাতপ্রকোপণঃ ॥
বিশদো রুক্ষপরুষঃ খরঃ স্নেহবলাপহঃ ।
পশ্চিমো মারুতস্তীক্ষ্ণঃ কফমেদোবিশোষণঃ ।
সদ্যঃ প্রাণক্ষয়করঃ শোষণস্তু শরীরিণাং ॥

উত্তরো মারুতঃ স্নিগ্ধো মৃদুর্মধুর এব চ।
কষায়ানুরসঃ শীতো দোষাণামপ্রকোপণঃ॥
তস্মাচ্চ প্রকৃতিস্থানাং ক্লেদনো বলবর্দ্ধনঃ।
ক্ষীণক্ষয়বিষার্ত্তানাং বিশেষেণ তু পূজিতঃ॥

একবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো ব্রণপ্রশ্নমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

বাতপিত্তশ্লেষ্মাণ এব দেহসম্ভবহেতবঃ। তৈরেবাব্যাপন্নৈরধোমধ্যোর্দ্ধসন্নিবিষ্টৈঃ শরীরমিদং ধার্য্যতেঽগারমিব স্থূণাভিস্তিসৃভিরতশ্চ ত্রিস্থূণমাহুরেকে। ত এব চ ব্যাপন্নাঃ প্রলয়হেতবস্তদেভিরেব শোণিতচতুর্থৈঃ সম্ভবস্থিতিপ্রলয়েষ্বপ্যবিরহিতং শরীরং ভবতি।

ভবতি চাত্র।

নর্ত্তে দেহঃ কফাদস্তি ন পিত্তান্ন চ মারুতাৎ।
শোণিতাদপি বা নিত্যং দেহ এতৈস্তু ধার্য্যতে॥

তত্র বা গতিগন্ধনয়োরিতি ধাতুঃ তপ সন্তাপে শ্লিষ আলিঙ্গনে। এতেষাং কৃদ্বিহিতৈঃ প্রত্যয়ৈর্ব্বাতঃ পিত্তং শ্লেষ্মেতি চ রূপাণি ভবন্তি।

দোষস্থানান্যত ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামঃ। তত্র সমাসেন বাতঃ শ্রোণিগুদসংশ্রয়ঃ। শ্রোণিগুদয়োরুপর্য্যধো নাভেঃ পক্বাশয়ঃ পক্বামাশয়মধ্যং পিত্তস্য। আমাশয়ঃ শ্লেষ্মণঃ। অতঃপরং পঞ্চধা বিভজ্যন্তে তত্র বাতস্য বাতব্যাধৌ বক্ষ্যামঃ। পিত্তস্য যকৃৎপ্লীহানৌ হৃদয়ং দৃষ্টিস্ত্বক্ পূর্ব্বোক্তঞ্চ। শ্লেষ্মণস্তুরঃ শিরঃকণ্ঠসন্ধয় ইতি পূর্ব্বোক্তঞ্চ। এতানি খলু দোষাণাং স্থানান্যব্যাপন্নানাং।

ভবতি চাত্র ।

বিসর্গাদানবিক্ষেপৈঃ সোমসূর্য্যানিলা যথা ।
ধারয়ন্তি জগদ্দেহং কফপিত্তানিলাস্তথা ॥

অত্র জিজ্ঞাস্যং কিং পিত্তব্যতিরেকাদন্যোগ্নিরাহোস্বিৎপিত্তমেবাগ্নিরিতি । অত্রোচ্যতে । ন খলু পিত্তব্যতিরেকাদন্যোঽগ্নিরুপলভ্যতে। আগ্নেয়ত্বাৎ পিত্তে দহনপচনাদিষ্বভিবর্ত্তমানেঽগ্নিবদুপচারঃ ক্রিয়তেঽন্তরগ্নিরিতি। ক্ষীণেহ্যগ্নিগুণে তৎসমানদ্রব্যোপযোগাদতিবৃদ্ধে শীতক্রিয়োপযোগাদাগমাচ্চ পশ্যামো ন খলু পিত্তব্যতিরেকাদন্যোঽগ্নিরিতি । তচ্চাদৃষ্টহেতুকেন বিশেষেণ পক্কামাশয়মধ্যস্থং পিত্তং চতুর্ব্বিধমন্নপানং পচতি বিরেচয়তি চ রসদোষমূত্রপুরীষাণি তত্রস্থমেব চাত্মশক্ত্যা শেষাণাং পিত্তস্থানানাং শরীরস্যচাগ্নিকর্ম্মণানুগ্রহং করোতি তস্মিন্ পিত্তে পাচকোঽগ্নিরিতি সংজ্ঞা । যত্তু যকৃৎপ্লীহ্নোঃ পিত্তং তস্মিন্ রঞ্জকোঽগ্নিরিতি সংজ্ঞা স রসস্য রাগকৃদুক্তঃ। যৎ পিত্তং হৃদয়সংস্থিতং তস্মিন্ সাধকোঽগ্নিরিতি সংজ্ঞা সোঽভিপ্রার্থিতমনোরথসাধনকৃদুক্তঃ । যদ্দৃষ্ট্যাং পিত্তং তস্মিন্নালোচকোঽগ্নিরিতি সংজ্ঞা সরূপগ্রহণেঽধিকৃতঃ। যত্তু ত্বচি পিত্তং তস্মিন্ ভ্রাজকোঽগ্নিরিতি সংজ্ঞা সোঽভ্যঙ্গপরিষেকাবগাহাবলেপনাদীনাং ক্রিয়া দ্রব্যাণাং পক্তা ছায়ানাঞ্চ প্রকাশকঃ ।

ভবতি চাত্র ।

পিত্তং তীক্ষ্ণং দ্রবং পূতি নীলং পীতং তথৈব চ ।
উষ্ণং কটুরসঞ্চৈব বিদগ্ধং চাম্লমেব চ ॥

শ্লেষ্মস্থানান্যত ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামঃ । তত্রামাশয়ঃ পিত্তাশয়স্যোপরিষ্টাত্তৎপ্রত্যনীকত্বাদূর্দ্ধগতিত্বাত্তেজসশ্চন্দ্র ইবাদিত্যস্য স চতুর্ব্বিধস্যাহারস্যাধারঃ । সচ তত্রৌদকৈর্গুণৈরাহারঃ প্রক্লিন্নো ভিন্নসংঘাতঃ সুখজরশ্চ ভবতি ।

মাধুর্য্যাৎ পিচ্ছিলত্বাচ্চ প্রক্লেদিত্বাত্তথৈবচ।
আমাশয়ে সম্ভবতি শ্লেষ্মা মধুরশীতলঃ॥

স তত্রস্থ এব স্বশক্ত্যা শেষাণাং শ্লেষ্মস্থানানাং শরীরস্যচোদককর্ম্মণানুগ্রহং করোতি। উরঃস্থস্ত্রিকসন্ধারণমাত্মবীর্য্যেণান্নরসসহিতেন হৃদয়াবস্বলনং করোতি। জিহ্বামূলকণ্ঠস্থো জিহ্বেন্দ্রিয়স্য সৌম্যত্বাৎ সম্যগ্রসজ্ঞানে বর্ত্ততে। শিরস্থঃ স্নেহসন্তর্পণাধিকৃতত্বাদিন্দ্রিয়াণামাত্মবীর্য্যেণানুগ্রহং করোতি। সন্ধিস্থস্তু শ্লেষ্মা সর্ব্বসন্ধিসংশ্লেষাৎসর্ব্বসন্ধ্যনুগ্রহং করোতি।

ভবতি চাত্র॥

শ্লেষ্মা শ্বেতো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ পিচ্ছিলঃ শীত এব চ।
মধুরস্ত্ববিদগ্ধঃ স্যাদ্বিদগ্ধো লবণঃ স্মৃতঃ॥

শোণিতস্য স্থানং যকৃৎপ্লীহানৌ তচ্চ প্রাগভিহিতং তত্রস্থমেব শোণিতস্থানানামনুগ্রহং করোতি।

ভবতি চাত্র।

অনুষ্ণশীতং মধুরং স্নিগ্ধং রক্তঞ্চ বর্ণতঃ।
শোণিতং গুরু বিস্রং স্যাদ্বিদাহশ্চাস্য পিত্তবৎ॥

এতানি খলু দোষস্থানান্যেষু সঞ্চীয়ন্তে দোষাঃ প্রাক্সঞ্চয়হেতুরুক্তঃ। তত্র সঞ্চিতানাং দোষাণাং স্তব্ধপূর্ণকোষ্ঠতা পীতাবভাসতা মন্দোষ্মতা চাঙ্গানাং গৌরবমালস্যং চয়কারণবিদ্বেষশ্চেতি লিঙ্গানি ভবন্তি তত্র প্রথমঃ ক্রিয়াকালঃ।

অতঊর্দ্ধং প্রকোপণানি বক্ষ্যামঃ। তত্র বলবদ্বিগ্রহাতিব্যায়ামব্যবায়াধ্যয়নপ্রপতনপ্রধাবনপ্রপীড়নাভিঘাতলঙ্ঘনপ্লবনতরণরাত্রিজাগরণভারহরণগজতুরঙ্গরথপদাতিচর্য্যাকটুকষায়তিক্তরূক্ষলঘুশীতবীর্য্যশুষ্কশাকবল্লূরবরকোদ্দালককোরদূষশ্যামাকনীবারমুদ্গামসূরাঢ়কোহরেণুকলায়নিষ্পাবানশনবিষমাশনাধ্যশনবাতমূত্রপুরীষশুক্রচ্ছর্দ্দিক্ষবথূদ্গারবাষ্পবেগবিঘাতাদিভির্ব্বিশেষৈর্ব্বায়ুঃপ্রকোপমাপদ্যতে।

স শীতাভ্রপ্রবাতেষু ঘর্ম্মান্তে চ বিশেষতঃ।
প্রত্যুষস্যপরাহ্নে তু জীর্ণেঽন্নেচ প্রকুপ্যতি॥

ক্রোধশোকভয়ায়াসোপবাসবিদগ্ধমৈথুনোপগমনকট্বম্ললবণতীক্ষ্ণোষ্ণলঘুবিদাহিতিলতৈলপিণ্যাককুলত্থসর্ষপাতসীহরিতকশাকগোধামৎস্যাজাবিকমাংসদধিতক্রকূর্চ্চিকামস্তুসৌবীরকসুরাবিকারাম্লফলকট্বরাক্ষ প্রভৃতিভিঃ পিত্তং প্রকোপমাপদ্যতে।

তদুষ্ণৈরুষ্ণকালে চ মেঘান্তে চ বিশেষতঃ।
মধ্যাহ্নে চার্দ্ধরাত্রে চ জীর্য্যত্যন্নে চ কুপ্যতি॥

দিবাস্বপ্নাব্যায়ামালসমধুরাম্ললবণশীতস্নিগ্ধগুরুপিচ্ছিলাভিষ্যন্দিহায়নকযবকনৈষধেৎকটমাষমহামাষগোধূমতিলপিষ্টবিকৃতিদধিদুগ্ধকৃশরাপায়সেক্ষুবিকারানূপৌদকমাংসবসাবিসমৃণালকশেরুকশৃঙ্গাটকমধুরবল্লীফলসমশনাধ্যশনপ্রভৃতিভিঃ শ্লেষ্মা প্রকোপমাপদ্যতে।

স শীতৈঃ শীতকালে চ বসন্তে চ বিশেষতঃ।
পূর্ব্বাহ্নে চ প্রদোষে চ ভুক্তমাত্রে প্রকুপ্যতি॥

পিত্তপ্রকোপণৈরেব চাভীক্ষ্ণং দ্রবস্নিগ্ধগুরুভিশ্চাহারৈর্দিবাস্বপ্নক্রোধানলাতপশ্রমাভিঘাতাজীর্ণবিরুদ্ধাধ্যশনাদিভিরসৃক্ প্রকোপমাপদ্যতে।

যস্মাদ্রক্তং বিনা দোষৈর্ন কদাচিৎ প্রকুপ্যতি।
তস্মাত্তস্য যথাদোষং কালং বিদ্যাৎ প্রকোপণে॥

তেষাং প্রকোপাৎ কোষ্ঠতোদসঞ্চরণাম্লিকাপিপাসাপরিদাহান্নদ্বেষহৃদয়োৎক্লেদাশ্চ জায়ন্তে।

তত্র দ্বিতীয়ঃ ক্রিয়াকালঃ।

অতঊর্দ্ধং প্রসরং বক্ষ্যামঃ। তেষামেভিরাতঙ্কবিশেষৈঃ প্রকুপিতানাং পর্য্যুষিতকিণ্বোদকপিষ্টসমবায় ইবোদ্রিক্তানাং প্রসরো ভবতি তেষাং বায়ুর্গতিমত্ত্বাৎপ্রসরণহেতুঃ। সত্যপ্যচৈতন্যে স হি রজোভূয়িষ্ঠো রজশ্চ প্রবর্ত্তকং সর্ব্বভাবানাং। যথামহানুদকসঞ্চ-

য়োঽতিবৃদ্ধঃ সেতুমবদার্য্যাপরেণোদকেন ব্যামিশ্রঃ সর্ব্বতঃ প্রধাবত্যেবং দোষাঃ কদাচিদেকশোদ্বিশঃ সমস্তাঃ শোণিতসহিতা বানেকধা প্রসরন্তি। তদ্যথা। বাতঃ পিত্তং শ্লেষ্মা শোণিতং। বাতপিত্তে বাতশ্লেষ্মাণৌ পিত্তশ্লেষ্মাণৌ বাতশোণিতে পিত্তশোণিতে শ্লেষ্মশোণিতে। বাতপিত্তশোণিতানি বাতশ্লেষ্মশোণিতানি পিত্তশ্লেষ্মশোণিতানি। বাতপিত্তকফা বাতপিত্তকফশোণিতানীত্যেবং পঞ্চদশধা প্রসরন্তি।

কৃৎস্নেঽর্দ্ধেঽবয়বে বাপি যত্রাঙ্গে কুপিতো ভৃশং।
দোষো বিকারং নভসি মেঘবত্তত্র বর্ষতি॥
নাত্যর্থং কুপিতশ্চাপি লীনো মার্গেষু তিষ্ঠতি।
নিঃপ্রত্যনীকঃ কালেন হেতুমাসাদ্য কুপ্যতি॥

তত্র বায়োঃ পিত্তস্থানগতস্য পিত্তবৎ প্রতীকারঃ, পিত্তস্য কফস্থানগতস্য কফবৎ, কফস্য চ বাতস্থানগতস্য বাতবদেষ ক্রিয়াবিভাগঃ। এবং প্রকুপিতানাং প্রসরতাঞ্চ বায়োর্ব্বিমার্গগমনাটোপৌ। উষাচোষপরিদাহধূমায়নানি পিত্তস্য। অরোচকাবিপাকাঙ্গসাদচ্ছর্দ্দিশ্চেতি শ্লেষ্মণো লিঙ্গানি ভবন্তি। তত্র তৃতীয়ঃ ক্রিয়াকালঃ।

অতঊর্দ্ধং স্থানসংশ্রয়ং বক্ষ্যামঃ। এবং কুপিতাস্তাংস্তান্ শরীরপ্রদেশানাগত্য তাংস্তান্ ব্যাধীন্ জনয়ন্তি। তে যদোদরসন্নিবেশং কুর্ব্বন্তি তদা গুল্মবিদ্রধ্যুদরাগ্নিসঙ্গানাহবিসূচিকাতিসারপ্রভৃতীন্ জনয়ন্তি। বস্তিগতাঃ প্রমেহাশ্মরীমূত্রাঘাতমূত্রদোষপ্রভৃতীন্। মেঢ্রগতা নিরুদ্ধপ্রকাশোপদংশশূকদোষপ্রভৃতীন্। গুদগতা ভগন্দরার্শঃপ্রভৃতীন্। বৃষণগতা বৃদ্ধীঃ। ঊর্দ্ধজত্রুগতাস্তূর্দ্ধজান্। ত্বঙ্মাংসশোণিতস্থাঃ ক্ষুদ্ররোগান্ কুষ্ঠানি বিসর্পাংশ্চ। মেদোগতা গ্রন্থ্যপচ্যর্ব্বুদগলগণ্ডালজীপ্রভৃতীন্। অস্থিগতা বিদ্রধ্যনুশয়ীপ্রভৃতীন্। পাদগতাঃ শ্লীপদবাতশোণিতবাতকণ্টকপ্রভৃতীন্। সর্ব্বাঙ্গগতা জ্বরসর্ব্বাঙ্গরোগপ্রভৃতীন্। তেষামেব মভিনিবিষ্টানাং পূর্ব্বরূপ-

প্রাদুর্ভাব স্তৎপ্রতিরোগং বক্ষ্যামঃ। তত্র পূর্ব্বরূপগতেষু চতুর্থঃ ক্রিয়াকালঃ।

অতউর্দ্ধং ব্যাধিদর্শনং বক্ষ্যামঃ। শোফার্ব্বুদগ্রন্থিবিদ্রধিবিসর্প-প্রভৃতীনাং প্রব্যক্তলক্ষণতা জ্বরাতিসারপ্রভৃতীনাঞ্চ। তত্র পঞ্চমঃ ক্রিয়াকালঃ।

অতউর্দ্ধমেতেষামবদীর্ণানাং ব্রণভাবমাপন্নানাং ষষ্ঠঃ ক্রিয়াকালঃ। জ্বরাতিসারপ্রভৃতীনাঞ্চ দীর্ঘকালানুবন্ধঃ। তত্রাপ্রতিক্রিয়মাণেঽসাধ্যতামুপযান্তি।

ভবন্তি চাত্র।

সঞ্চয়ঞ্চ প্রকোপঞ্চ প্রসরং স্থানসংশ্রয়ং।
ব্যক্তিং ভেদঞ্চ যো বেত্তি দোষাণাং স ভবেদ্ভিষক্ ॥
সঞ্চয়েঽপহৃতা দোষা লভন্তে নোত্তরা গতীঃ।
তে তূত্তরাসু গতিষু ভবন্তি বলবত্তরাঃ ॥
সর্ব্বৈর্ভাবৈস্ত্রিভির্ব্বাপি দ্বাভ্যামেকেন বা পুনঃ।
সংসর্গে কুপিতঃ ক্রুদ্ধং দোষং দোষোঽনুধাবতি ॥
সংসর্গে যো গরীয়ান্ স্যাদুপক্রম্যঃ স বৈ ভবেৎ।
শেষদোষাবিরোধেন সন্নিপাতে তথৈব চ ॥
ব্রণোতি যস্মাদ্রূঢ়েঽপি ব্রণবস্তু ন নশ্যতি।
আদেহধারণাত্তস্মাদ্ব্রণ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥

দ্বাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো ব্রণাস্রাববিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

ত্বঙ্মাংসসিরাস্নাযস্থিসন্ধিকোষ্ঠমর্ম্মাণীত্যষ্টৌ ব্রণবস্তুনি। অত্র সর্ব্বব্রণসন্নিবেশঃ। তত্রাত্বৈকবস্তুসন্নিবেশী ত্বগ্‌ভেদী ব্রণঃ সূপচরঃ

শেষাঃ স্বয়মবদীর্য্যমানা দুরুপচারাঃ। তত্রায়তশ্চতুরস্রো বৃত্তস্ত্রিপু-
টক ইতি ব্রণাকৃতিসমাসঃ শেষাস্তু বিকৃতাকৃতযো দুরুপক্রমা ভবন্তি।
সর্ব্বএব ব্রণাঃ ক্ষিপ্রং সংরোহন্ত্যাত্মবতাং সুভিষগ্‌ভিশ্চোপক্রান্তাঃ।
অনাত্মবতামজ্ঞৈশ্চোপক্রান্তাঃ প্রদু্ ্যন্তি প্রবৃদ্ধত্বাদ্দোষাণাং। তত্রাতি-
সংবৃতোঽতিবিবৃতোঽতিকঠিনোঽতিমৃদুরুৎসন্নোঽবসন্নোঽতিশীতোঽ-
ত্যুষ্ণঃ কৃষ্ণরক্তপীতশুক্লাদীনাং বর্ণানামন্যতমবর্ণোভৈরবঃ পূতিপূয়-
মাংসসিরাস্নায়ুপ্রভৃতিপূর্ণঃ পূতিপূয়াস্রাব্যুন্মাগ্যুৎসঙ্গ্যমনোজ্ঞদর্শন-
গন্ধোঽত্যর্থং বেদনাবান্ দাহপাকরাগকণ্ডুশোফপিড়কোপদ্রুতো-
ত্যর্থং দুষ্টশোণিতাস্রাবী দীর্ঘকালানুবন্ধীচেতি দুষ্টব্রণলিঙ্গানি।
তস্য দোষোচ্ছ্রায়েণ ষট্‌ত্বং বিভজ্য যথাস্বং প্রতীকারে প্রযতেত।

অতঊর্দ্ধং সর্ব্বস্রাবান্ বক্ষ্যামঃ। তত্র ঘৃষ্টাসু স্ছিন্নাসু বা ত্বক্ষু
স্ফোটেষু ভিন্নেষু বিদারিতেষু বা সলিলপ্রকাশো ভবত্যাস্রাবঃ কিঞ্চি-
দ্বিস্রঃ পীতাবভাসশ্চ। মাংসগতঃ সর্পিঃপ্রকাশঃ সান্দ্রঃ শ্বেতঃ
পিচ্ছিলশ্চ। সিরাগতঃ সদ্যশ্ছিন্নাসু সিরাসু রক্তাতিপ্রবৃত্তিঃ পক্কা-
সু চ তোয়নাড়ীভিরিব তোয়াগমনং পূয়স্যাস্রাবশ্চাত্র তনুর্ব্বিচ্ছিন্নঃ
পিচ্ছিলোঽবলম্বী শ্যাবোঽবশ্যায়প্রতিমশ্চ। স্নায়ুগতঃ স্নিগ্ধো ঘনঃ
সিংহাণকপ্রতিমঃ সরক্তশ্চ। অস্থিগতোঽস্থিন্যভিহতে স্ফুটিতে
ভিন্নে দোষাবদারিতে বা দোষভক্ষিতত্বাদস্থি নিঃসারং শুক্তিধৌত-
মিবাভাতি। আস্রাবশ্চাত্র মজ্জমিশ্রঃ সরুধিরঃ স্নিগ্ধশ্চ। সন্ধিগতঃ
পীড্যমানো ন প্রবর্ত্তত আকুঞ্চনপ্রসারণোন্নমনবিনমনপ্রধাবনোৎকটাস-
নপ্রবাহণৈশ্চ স্রবতি। আস্রাবশ্চাত্র পিচ্ছিলোঽবলম্বী সফেনপূয়-
রুধিরোন্মথিতশ্চ। কোষ্ঠগতোঽসৃঙ্মূত্রপুরীষপূয়োদকানি স্রবতি।
মর্ম্মগতস্ত্বগাদিষ্ববরুদ্ধত্বান্নোচ্যতে। তত্র ত্বগাদিগতানামাস্রাবাণাং যথা-
ক্রমং পারুষ্যশ্যাবাবশ্যায়দধিমস্তুক্ষারোদকমাংসধাবনপুলাকোদকস-
ন্নিভত্বানি মারুতাদ্ভবন্তি। পিত্তাদ্গোমেদগোমূত্রভস্মশঙ্খকষায়ো-
দকমাধ্বীকতৈলসন্নিভত্বানি। পিত্তবদ্রক্তাদতিবিস্রত্বঞ্চ। কফান্নব-

নীতকাসীসমজ্জপিষ্টতিলনারিকেলোদকবরাহবসাসন্নিভত্বানি। সন্নিপাতাত্তিলনারিকেলোদকেৰ্বারুকরসকাঞ্জিকপ্রসাদারুকোদকপ্রিয়ঙ্গুফলযকৃন্মুদ্গযূষসবর্ণত্বানীতি। শ্লোকৌচাত্র ভবতঃ।

পক্বাশয়াদসাধ্যস্তু পুলাকোদকসন্নিভঃ।
ক্ষারোদকনিভঃ স্রাবো বর্জ্জ্যো রক্তাশয়াৎস্রবন্॥
আমাশয়াৎকলায়াম্ভোনিভশ্চ ত্রিকসন্ধিজঃ।
স্রাবানেতান্ পরীক্ষ্যাদৌ ততঃ কর্ম্মাচরেদ্ভিষক্॥

অতঊর্দ্ধং সর্ব্বব্রণবেদনা বক্ষ্যামঃ॥

তোদনভেদনতাড়নচ্ছেদনায়মনমন্থনবিক্ষেপণচুমচুমায়ননির্দ্দহনাবভঞ্জনস্ফোটনবিদারণোৎপাটনকম্পনবিবিধশূলবিশ্লেষণবিকিরণপূরণস্তম্ভনস্বপ্নাবকুঞ্চনাঙ্কুশিকাঃ সম্ভবন্তি। অনিমিত্তবিবিধবেদনাপ্রাদুর্ভাবো বা মুহুর্মুহুর্যত্রাগচ্ছন্তি বেদনাবিশেষাস্তং বাতিকমিতি বিদ্যাৎ। ঊষাচোষপরিদাহধূমায়নানি যত্র গাত্রমঙ্গারাবকীর্ণমিব পচ্যতে যত্র চোষ্মাভিবৃদ্ধিঃ ক্ষতে ক্ষারাবসিক্তবচ্চ বেদনাবিশেষাস্তং পৈত্তিকমিতি বিদ্যাৎ। পিত্তবদ্রক্তসমুত্থং জানীয়াৎ। কণ্ডূগুরুত্বং সুপ্তত্বমুপদেহোঽল্পবেদনত্বং স্তম্ভঃশৈত্যঞ্চ যত্র তং শ্লৈষ্মিকমিতি বিদ্যাৎ। যত্রসর্বাসাং বেদনানাং সমুৎপত্তিস্তং সান্নিপাতিকমিতি বিদ্যাৎ।

অতঊর্দ্ধং ব্রণবর্ণান্ বক্ষ্যামঃ। ভস্মকপোতাস্থিবর্ণঃ পরুষোরুণঃ কৃষ্ণ ইতি মারুতজস্য। নীলঃ পীতো হরিতঃ শ্যাবঃ কৃষ্ণোরক্তঃ কপিলঃ পিঙ্গল ইতি রক্তপিত্তসমুত্থয়োঃ। শ্বেতঃ স্নিগ্ধঃ পাণ্ডুরিতি শ্লেষ্মজস্য। সর্ববর্ণোপেতঃ সান্নিপাতিক ইতি।

ভবতি চাত্র॥

ন কেবলং ব্রণেষূক্তো বেদনাবর্ণসংগ্রহঃ।
সর্বশোফবিকারেষু ব্রণবল্লক্ষয়েদ্ভিষক্॥

ত্রয়োবিংশতিতমোধ্যায়ঃ।

অথাতঃ কৃত্যাকৃত্যবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

তত্র বয়স্থানাং দৃঢ়ানাং প্রাণবতাং সত্ত্ববতাঞ্চ সুচিকিৎস্যা ব্রণা একস্মিন্ বা পুরুষে যত্রৈতদ্‌গুণচতুষ্টয়ং তস্য সুখসাধনীয়তমাঃ। তত্র বয়স্থানাং প্রত্যগ্রধাতুত্বাদাশু ব্রণা রোহন্তি। দৃঢ়ানাং স্থিরবহুমাংসত্বাচ্ছস্ত্রমবচার্য্যমাণং সিরাস্নাযাদিবিশেষান্ন প্রাপ্নোতি। প্রাণবতাং বেদনাভিঘাতাহারযন্ত্রণাদিভির্ন গ্লানিরুৎপদ্যতে। সত্ত্ববতাং দারুণৈরপি ক্রিয়াবিশেষৈর্ন ব্যথা ভবতি। তস্মাদেতেষাং সুখসাধনীয়তমাঃ। তএব বিপরীতগুণা বৃদ্ধকৃশাল্পপ্রাণভীরুষু দ্রষ্টব্যাঃ। স্ফিক্‌পায়ুপ্রজননললাটগণ্ডৌষ্ঠপৃষ্ঠকর্ণফলকোষোদরজত্রুমুখাভ্যন্তরসংস্থাঃ সুখরোপণীয়াব্রণাঃ॥ অক্ষিদন্তনাসাপাঙ্গশ্রোত্রনাভিজঠরসেবনীনিতম্বপার্শ্ব কুক্ষিবক্ষঃকক্ষাস্তনসন্ধিভাগগতাঃ সফেনপূয়রক্তানিলবাহিনোঽন্তঃশল্যাশ্চ দুশ্চিকিৎস্যাঃ। অধোভাগাশ্চোর্দ্ধভাগনির্বাহিণো রোমান্তোপনখমর্ম্মজঙ্ঘাস্থিসংশ্রিতাশ্চ। ভগন্দরমপি চান্তর্ম্মুখং সেবনীকুটকাস্থিসংশ্রিতং।

ভবতি চাত্র।

> কুষ্ঠিনাং বিষজুষ্টানাং শোষিণাং মধুমেহিনাং।
> ব্রণাঃ কৃচ্ছ্রেণ সিদ্ধ্যন্তি যেষাং চাপি ব্রণে ব্রণাঃ॥

অবপাটিকানিরুদ্ধপ্রকশসন্নিরুদ্ধগুদজঠরগ্রন্থিক্ষতক্রিময়ঃ প্রতিশ্যায়জাঃ কোষ্ঠজাশ্চ ত্বগ্দোষিণাং প্রমেহিনাং বা যে পরিক্ষতেষু দৃশ্যন্তে শর্করাসিকতামেহবাতকুণ্ডলিকাষ্ঠীলাদন্তশর্করোপকুশকণ্ঠশালুকনিষ্কোষণদূষিতাশ্চ দন্তবেষ্টাবিসর্পাস্থিক্ষতোরঃক্ষতব্রণগ্রন্থিপ্রভৃতয়শ্চ যাপ্যাঃ।

> সাধ্যা যাপ্যত্বমায়ান্তি যাপ্যাশ্চাসাধ্যতাং তথা।
> ঘ্নন্তি প্রাণানসাধ্যাস্তু নরাণামক্রিয়াবতাং॥

যাপনীয়ং বিজানীয়াৎ ক্রিয়া ধারয়তে তু যং ।
ক্রিয়ায়াস্তু নিবৃত্তায়াং সদ্য এব বিনশ্যতি ॥
প্রাপ্তা ক্রিয়া ধারয়তি যাপ্যব্যাধিতমাতুরং ।
প্রপতিষ্যদিবাগারং বিষ্কম্ভঃ সাধুযোজিতঃ ॥

অতঊর্দ্ধমসাধ্যান্ বক্ষ্যামঃ । মাংসপিণ্ডবদুদ্গতাঃ প্রসেকিনোঽন্তঃপূয়বেদনাবন্তোঽশ্বাপানবদুদ্বৃত্তৌষ্ঠাঃ । কেচিৎ কঠিনা গোশৃঙ্গবদুন্নতমৃদুমাংসপ্ররোহাঃ । অপরে দুষ্টরুধিরাস্রাবিণস্তনুপিচ্ছিলাস্রাবিণো বা মধ্যোন্নতাঃ । কেচিদবসন্নশুষিরপর্য্যন্তাঃ । সণতূলবৎ স্নায়ুজালবন্তো দুর্দর্শা বসামেদোমজ্জমস্তুলুঙ্গস্রাবিণশ্চ দোষসমুত্থাঃ । পীতাসিতমূত্রপুরীষবাতবাহিনশ্চ কোষ্ঠস্থাঃ ক্ষীণমাংসানাঞ্চ সর্ব্বতোগতয়শ্চাণুমুখা মাংসবুদ্বুদবন্তঃ সশব্দবাতবাহিনশ্চ শিরঃকণ্ঠস্থাঃ । ক্ষীণমাংসানাঞ্চপূয়রক্তনির্ব্বাহিণোঽরোচকা বিপাককাসশ্বাসোপদ্রবযুক্তাঃ । ভিন্নে বা শিরঃকপালে যত্র মস্তুলুঙ্গদর্শনং ত্রিদোষলিঙ্গপ্রাদুর্ভাবঃ কাসশ্বাসৌ বা যস্যেতি ।

ভবন্তি চাত্র ।

বসাং মেদোঽথ মজ্জানং মস্তুলুঙ্গঞ্চ যঃ স্রবেৎ ।
আগন্তুস্তু ব্রণঃ সিদ্ধ্যেন্নসিদ্ধ্যেদ্দোষসম্ভবঃ ॥
অমর্ম্মোপহিতে দেশে শিরাসন্ধ্যস্থিবর্জ্জিতে ।
বিকারো যোঽনুপর্য্যেতি তদসাধ্যস্য লক্ষণং ॥
ক্রমেণোপচয়ং প্রাপ্য ধাতূননুগতঃ শনৈঃ ।
ন শক্যউন্মূলয়িতুং বৃদ্ধো বৃক্ষ ইবাময়ঃ ॥
স স্থিরত্বান্মহত্বাচ্চ ধাত্বনুক্রমণেন চ ।
নিহন্ত্যৌষধবীর্য্যাণি মন্ত্রান্ দুষ্টগ্রহো যথা ॥
অতো যো বিপরীতঃ স্যাৎ সুখসাধ্যঃ স উচ্যতে ।
অবদ্ধমূলঃ ক্ষুপকো যদ্বদুৎপাটনে সুখঃ ॥

ত্রিভির্দ্দোষৈরনাক্রান্তঃ শ্যাবৌষ্ঠঃ পিড়কী সমঃ।
অবেদনো নিরাস্রাবো ব্রণঃ শুদ্ধ ইহোচ্যতে॥
কপোতবর্ণপ্রতিমা যস্যান্তাঃ ক্লেদবর্জ্জিতাঃ।
স্থিরাশ্চপিটিকাবন্তো রোহতীতি তমাদিশেৎ॥
রূঢ়বর্ত্মানমগ্রন্থিমশূনমরুজং ব্রণং।
ত্বক্‌সবর্ণং সমতলং সম্যগ্রূঢ়ং বিনির্দ্দিশেৎ॥
দোষপ্রকোপাদ্ব্যায়ামাদভিঘাতাদজীর্ণতঃ।
হর্ষাৎ ক্রোধাদ্ভয়াদ্বাপি ব্রণো রূঢ়োঽপি দীর্য্যতে॥

চতুর্বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো ব্যাধিসমুদ্দেশীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

দ্বিবিধা ব্যাধয়ঃ শস্ত্রসাধ্যাঃ স্নেহাদিক্রিয়াসাধ্যাশ্চ। তত্র শস্ত্রসাধ্যেষু স্নেহাদিক্রিয়া ন প্রতিষিধ্যতে। স্নেহাদিক্রিয়াসাধ্যেষু শস্ত্রকর্ম্ম ন ক্রিয়তে। অস্মিন্ পুনঃ শাস্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রসামান্যাৎ সর্বেষাং ব্যাধীনাং যথাস্থূলমবরোধঃ ক্রিয়তে। প্রাগভিহিতং তদ্দুঃখসংযোগো ব্যাধিরিতি তচ্চ দুঃখং ত্রিবিধমাধ্যাত্মিকমাধিভৌতিকমাধিদৈবিকমিতি। তত্তুসপ্তবিধে ব্যাধাবুপনিপততি। তে পুনঃ সপ্তবিধাব্যাধয়ঃ। তদ্যথাদিবলপ্রবৃত্তা জন্মবলপ্রবৃত্তা দোষবলপ্রবৃত্তাঃ সংঘাতবলপ্রবৃত্তাঃ কালবলপ্রবৃত্তাঃ দৈববলপ্রবৃত্তাঃস্বভাববলপ্রবৃত্তা ইতি। তত্রাদিবলপ্রবৃত্তা যে শুক্রশোণিতদোষান্বয়াঃ কুষ্ঠার্শঃপ্রভৃতয়ঃ। তেঽপি দ্বিবিধা মাতৃজাঃ পিতৃজাশ্চ॥ জন্মবলপ্রবৃত্তা যে মাতুরপচরাৎ পঙ্গুজাত্যন্ধবধিরমূকমিন্মিণবামনপ্রভৃতয়ো জায়ন্তে তেঽপি দ্বিবিধা রসকৃতা দৌহৃদাপচারকৃতাশ্চ। দোষবলপ্রবৃত্তা যআতঙ্কসমুৎপন্না মিথ্যাহারাচারভবাশ্চ তেঽপি দ্বিবিধা আমাশয়স-

মুত্থাঃ পক্বাশয়সমুত্থাশ্চ পুনশ্চ দ্বিবিধাঃ শরীরা মানসাশ্চ ত এত আধ্যাত্মিকাঃ। সংঘাতবলসম্ভূতাঃ বলবদ্বিগ্রহাত্তেঽপি দ্বিবিধাঃতবল-প্রবৃত্তা য আগন্তবো শস্ত্রকৃতা ব্যালাদিকৃতাশ্চ। এত আধিভৌতিকাঃ। কালবলপ্রবৃত্তা যে শীতোষ্ণবাতবর্ষাপ্রভৃতিনিমিত্তাস্তেঽপি দ্বিবিধা ব্যাপন্নর্ত্তুকৃতা অব্যাপন্নর্ত্তুকৃতাশ্চ। দৈববলপ্রবৃত্তা যে দেবদ্রোহাদভিশপ্তকা অথর্ব্বকৃতা উপসর্গকৃতাশ্চ তেঽপি দ্বিবিধা বিদ্যুদশনিকৃতাঃ পিশাচাদিকৃতাশ্চ পুনশ্চ দ্বিবিধাঃ সংসর্গজা আকস্মিকাশ্চ। স্বভাববলপ্রবৃত্তাঃ ক্ষুৎপিপাসাজরামৃত্যুনিদ্রাপ্রভৃতয়স্তেঽপি দ্বিবিধাঃ কালকৃতা অকালকৃতাশ্চ তত্র পরিরক্ষণকৃতাঃ কালকৃতা অপরিরক্ষণকৃতা অকালকৃতা এত আধিদৈবিকাঃ। তত্র সর্ব্বব্যাধ্যবরোধঃ।

সর্ব্বেষাঞ্চ ব্যাধীনাং বাতপিত্তশ্লেষ্মাণ এব মূলং তল্লিঙ্গত্বাদ্দৃষ্টফলত্বাদাগমাচ্চ, যথাহি কৃৎস্নং বিকারজাতং বিশ্বরূপেণাবস্থিতং সত্ত্বরজস্তমাংসি ন ব্যতিরিচ্যন্তে। এবমেব কৃৎস্নং বিকারজাতং বিশ্বরূপেণাবস্থিতমব্যতিরিচ্য বাতপিত্তশ্লেষ্মাণো বর্ত্তন্তে। দোষধাতুমলসংসর্গাদায়তনবিশেষান্নিমিত্ততশ্চৈষাং বিকল্পা ভবন্তি। দোষদূষিতেষ্বত্যর্থং ধাতুষু সংজ্ঞা ক্রিয়তে রসজোঽয়ং শোণিতজোঽয়ং মাংসজোঽয়ং মেদোজোঽয়মস্থিজোঽয়ং মজ্জজোঽয়ং শুক্রজোঽয়ং ব্যাধিরিতি। তত্রান্নাশ্রদ্ধারোচকাবিপাকাঙ্গমর্দ্দজ্বরহৃল্লাসতৃপ্তিগৌরবহৃৎপাণ্ডুরোগমার্গোপরোধকার্শ্যবৈরস্যাঙ্গসাদাকালবলিপলিতদর্শনপ্রভৃতয়ো রসদোষজা বিকারাঃ। কুষ্ঠবিসর্পপিড়কামশকনীলিকাতিলকালকন্যচ্ছব্যঙ্গেন্দ্রলুপ্তপ্লীহবিদ্রধিগুল্মবাতশোণিতার্শোঽর্ব্বুদাঙ্গমর্দ্দাসৃগ্দররক্তপিত্তপ্রভৃতয়ো রক্তদোষজা গুদমুখমেঢ্রপাকাশ্চ। অধিমাংসার্ব্বুদার্শোঽধিজিহ্বোপজিহ্বোপকুশগলশুণ্ডিকালজীমাংসসংঘাতৌষ্ঠপ্রকোপগলগণ্ডগণ্ডমালাপ্রভৃতয়ো মাংসদোষজাঃ। গ্রন্থিবৃদ্ধগলগণ্ডার্ব্বুদমেদোজৌষ্ঠপ্রকোপমধুমেহাতিস্থৌল্যাতিস্বেদপ্রভৃ-

তয়ো মেদোদোষজাঃ। অধ্যস্থ্যধিদন্তাস্থিতোদশূলকুনখপ্রভৃতয়োঽস্থিদোষজাঃ। তমোদর্শনমূর্চ্ছাভ্রমপর্ব্বগৌরবস্থূলমূলোরুজঙ্ঘানেত্রাভিস্যন্দপ্রভৃতয়ো মজ্জদোষজাঃ। ক্লৈব্যাপ্রহর্ষশুক্রাশ্মরীশুক্রমেহশুক্রদোষাদয়শ্চ তদ্দোষজাঃ। ত্বগ্দোষাঃ সঙ্গোঽতিপ্রবৃত্তির্ব্বা মলায়তনদোষাঃ। ইন্দ্রিয়াণামপ্রবৃত্তিরযথাপ্রবৃত্তির্ব্বেন্দ্রিয়ায়তনদোষাঃ। ইত্যেবং সমাসউক্তো বিস্তরনিমিত্তানি চৈষাং প্রতিরোগং বক্ষ্যামঃ।

ভবতি চাত্র।

কুপিতানাং হি দোষাণাং শরীরে পরিধাবতাং।
যত্র সঙ্গঃ স্ববৈগুণ্যাদ্ব্যাধিস্তত্রোপজায়তে॥

ভূয়োঽত্র জিজ্ঞাস্যং কিং বাতাদীনাং জ্বরাদীনাঞ্চ নিত্যঃ সংশ্লেষঃ পরিচ্ছেদো বেতি। যদি নিত্যঃ সংশ্লেষঃ স্যাত্তর্হি নিত্যাতুরাঃ সর্ব্বএব প্রাণিনঃ স্যুঃ। অথাপ্যন্যথা বাতাদীনাং জ্বরাদীনাং চান্যত্র বর্ত্তমানানামন্যত্র লিঙ্গং নভবতীতিকৃত্বা যদুচ্যতে বাতাদয়োজ্বরাদীনাং মূলানীতি তন্ন। অত্রোচ্যতে। দোষান্ প্রত্যাখ্যায় জ্বরাদয়ো ন ভবন্তি। অথ চ ন নিত্যঃ সম্বন্ধো যথাহি বিদ্যুদ্বাতাশনিবর্ষাণ্যাকাশংপ্রত্যাখ্যায় ন ভবন্তি। সত্যপ্যাকাশে কদাচিন্ন ভবন্তি। অথ চ নিমিত্ততস্তত এবোৎপত্তিরিতি তরঙ্গবুদ্বুদাদয়শ্চোদকবিশেষা এব। বাতাদীনাং জ্বরাদীনাঞ্চ নাপ্যেবং সংশ্লেষো ন পরিচ্ছেদঃ শাশ্বতিকঃ। অথ চ নিমিত্তত এবোৎপত্তিরিতি।

ভবতি চাত্র।

বিকারপরিমাণঞ্চ সঙ্খ্যা চৈষাং পৃথক্ পৃথক্।
বিস্তরেণোত্তরে তন্ত্রে সর্ব্বাবাধাশ্চ বক্ষ্যতে॥

পঞ্চবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতোঽষ্টবিধশস্ত্রকর্ম্মণ্যমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

ছেদ্যা ভগন্দরা গ্রন্থিঃশ্লৈষ্মিকস্তিলকালকঃ।
ব্রণবর্ত্মার্ব্বুদান্যর্শশ্চর্ম্মকীলোঽস্থিমাংসগং॥
শল্যং জতুমণির্ম্মাংসসংঘাতো গলশুণ্ডিকা।
স্নায়ুমাংসসিরাকোথো বল্মীকং শতপোনকঃ॥
অধ্রুষশ্চোপদংশাশ্চ মাংসকন্দ্যধিমাংসকঃ।
ভেদ্যা বিদ্রধয়োঽন্যত্র সর্ব্বজাদ্‌গ্রন্থয়স্ত্রয়ঃ॥
আদিতো যে বিসর্পাশ্চ বৃদ্ধয়ঃ সবিদারিকাঃ।
প্রমেহপিড়কাশোফস্তনরোগাবমন্থকাঃ।
কুম্ভীকানুশয়ীনাড্যো বৃন্দৌ পুষ্করিকালজী।
প্রায়শঃ ক্ষুদ্ররোগাশ্চ পুপ্পুটৌ তালুদন্তজৌ॥
তুণ্ডিকেরী গিলায়ুশ্চ পূর্ব্বং যে চ প্রপাকিণঃ।
বস্তিস্তথাশ্মরীহেতোর্ম্মেদোজা যে চ কেচন।
লেখ্যাশ্চতস্রো রোহিণ্যঃ কিলাসমুপজিহ্বিকা।
মেদোজো দন্তবৈদর্ভো গ্রন্থিবর্ত্মাধিজিহ্বিকা॥
অর্শাংসি মণ্ডলং মাংসকন্দী মাংসোন্নতিস্তথা।
বেধ্যাঃ সিরা বহুবিধা মূত্রবৃদ্ধির্দ্দকোদরং॥
এষ্যা নাড্যঃ সশল্যাশ্চ ব্রণা উন্মার্গিণশ্চ যে।
আহার্য্যাঃশর্করাস্তিস্রো দন্তকর্ণমলাশ্মরী॥
শল্যানি মূঢ়গর্ভাশ্চ বর্চ্চশ্চ নিচিতং গুদে।
স্রাব্যা বিদ্রধয়ঃ পঞ্চ ভবেয়ুঃ সর্ব্বজাদৃতে॥
কুষ্ঠানি বায়ুঃ সরুজঃ শোফো যশ্চৈকদেশজঃ।
পাল্যাময়াঃ শ্লীপদানি বিষজুষ্টঞ্চ শোণিতং॥
অর্ব্বুদানি বিসর্পাশ্চ গ্রন্থয়শ্চাদিতস্ত্রু য়ে।
ত্রয়স্ত্রয়শ্চোপদংশাঃ স্তনরোগা বিদারিকা॥

শৌষিরো গলশালূকং কণ্টকাঃ কৃমিদন্তকঃ।
দন্তবেষ্টঃ সোপকুশঃ শীতাদো দন্তপুপ্পুটঃ॥
পিত্তাসৃক্কফজাশ্চৌষ্ঠ্যাঃ ক্ষুদ্ররোগাশ্চ ভূয়শঃ।
সীব্যা মেদঃসমুত্থাশ্চ ভিন্নাঃ সুলিখিতা গদাঃ॥
সদ্যোব্রণাশ্চ যে চৈব চলসন্ধিব্যপাশ্রয়াঃ।
ন ক্ষারাগ্নিবিষৈর্জ্জুষ্টা ন বা মারুতবাহিনঃ॥
নান্তর্লোহিতশল্যাশ্চ তেষু সম্যগ্বিশোধনং॥
পাংশুরোমনখাদীনি চলমস্থি ভবেচ্চ যৎ।
অহৃতানি যতোঽমূনি পাচয়েয়ু র্ভৃশং ব্রণং॥
রুজশ্চ বিবিধাঃ কুর্য্যুস্তস্মাদেতান্ বিশোধয়েৎ।
ততো ব্রণং সমুন্নম্য স্থাপয়িত্বা যথাস্থিতং॥
সীব্যেৎ সূক্ষ্মেণ সূত্রেণ বল্কেনাশ্মন্তকস্য বা।
শণজক্ষৌমসূত্রাভ্যাং স্নাব্বা বালেন বা পুনঃ।
মূর্ব্বাগুড়ূচীতানৈর্বা সীব্যেদ্বেল্লিতকং শনৈঃ॥
সীব্যেদ্গোফণিকাং বাপি সীব্যেদ্বা তুন্নসেবনীং।
ঋজুগ্রন্থিমথো বাপি যথাযোগমথাপি বা॥
দেশেঽল্পমাংসে সন্ধৌ চ সূচী বৃত্তাঙ্গুলদ্বয়ং।
আয়তা ত্র্যঙ্গুলা ত্র্যস্রা মাংসলে বাপি পূজিতা॥
ধনুর্ব্বক্রা হিতা মর্ম্মফলকোশোদরোপরি।
ইত্যেতাস্ত্রিবিধাঃ সূচীস্তীক্ষ্ণাগ্রাঃ সুসমাহিতাঃ।
কারয়েন্মালতীপুষ্পবৃন্তাগ্রপরিমণ্ডলাঃ॥
নাতিদূরে নিকৃষ্টে বা সূচীং কর্ম্মণি পাতয়েৎ।
দূরাদ্রুজো ব্রণৌষ্ঠস্য সন্নিকৃষ্টেঽবলুঞ্চনং॥
অথ ক্ষৌমপিচুচ্ছন্নং সুস্যূতং প্রতিসারয়েৎ।
প্রিয়ঙ্গ্বঞ্জনযষ্ট্যাহ্বরোধ্রচূর্ণৈঃ সমন্ততঃ॥

সল্লকীফলচূর্ণৈর্ব্বা ক্ষৌমধ্যামেন বা পুনঃ ।
ততো ব্রণং যথাযোগং বদ্ধাচারিকমাদিশেৎ ॥
এতদষ্টবিধং কর্ম্ম সমাসেন প্রকীর্ত্তিতং ।
চিকিৎসিতেষু কার্ৎস্নেন বিস্তরস্তস্য বক্ষ্যতে ॥
হীনাতিরিক্তং তির্য্যক্ চ গাত্রচ্ছেদনমাত্মনঃ ।
এতাশ্চতস্রোঽষ্টবিধে কর্ম্মণি ব্যাপদঃ স্মৃতাঃ ॥
অজ্ঞানলোভাহিতবাক্যযোগভয়প্রমোহৈরপরৈশ্চভাবৈঃ ।
যদা প্রযুঞ্জীত ভিষক্ কুশস্ত্রং তদা সশেষান্ কুরুতে বিকারান্ ॥
তং ক্ষার শস্ত্রাগ্নিভিরৌষধৈশ্চ ভূয়োঽভিযুঞ্জানময়ুক্তিযুক্তং ।
জিজীবিষুর্দূরত এব বৈদ্যং বিবর্জয়েদুগ্রবিষাগ্নিতুল্যং ॥
তদেব যুক্তন্ত্বতিমর্ম্মসন্ধীন্ হিংস্যাৎসিরাস্নায়ুমথাস্থি চৈব ।
মূর্খপ্রযুক্তং পুরুষং ক্ষণেন প্রাণৈর্ব্বিযুঞ্জ্যাদথবা কথঞ্চিৎ ॥
ভ্রমঃ প্রলাপঃ পতনং প্রমোহো বিচেষ্টনং সংলপনোষ্ণতা চ ।
স্রস্তাঙ্গতা মূর্চ্ছনমূর্দ্ধবাতস্তীব্রা রুজোবাতকৃতাশ্চ তাস্তাঃ ॥
মাংসোদকাভং রুধিরঞ্চ গচ্ছেৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থোপরমস্তথৈব ।
দশার্দ্ধসঙ্খ্যেষ্বপি হি ক্ষতেষু সামান্যতো মর্ম্মসু লিঙ্গমুক্তং ॥
সুরেন্দ্রগোপপ্রতিমং প্রভূতং রক্তং স্রবেদ্বৈ ক্ষততশ্চ বায়ুঃ ।
করোতি রোগান্ বিবিধান্ যথোক্তান্ ছিন্নাসু ভিন্নাস্বথ বা সিরাসু ॥
কৌব্জ্যং শরীরাবয়বাঙ্গসাদঃ ক্রিয়াস্বশক্তিস্তুমুলা রুজশ্চ ।
চিরাদ্ব্রণো রোহতি যস্য চাপি তং স্নায়ুবিদ্ধং মনুজং ব্যবস্যেৎ ॥
শোফাতিবৃদ্ধিস্তুমুলা রুজশ্চ বলক্ষয়ঃ পর্ব্বসু ভেদশোফৌ ।
ক্ষতেষু সন্ধিষ্বচলাচলেষু স্যাৎ সন্ধিকর্ম্মোপরতিশ্চ লিঙ্গং ॥
ঘোরা রুজো যস্য নিশাদিনেষু সর্ব্বাস্ববস্থাসু ন শান্তিরস্তি ।
তৃষ্ণাঙ্গসাদৌ শ্বযথুশ্চ রুক্ চ তমস্থিবিদ্ধং মনুজং ব্যবস্যেৎ ॥
যথাস্বমেতানি বিভাবয়েয়ুর্লিঙ্গানি মর্ম্মস্বভিতাড়িতেষু ।
স্পর্শন্ন জানাতি বিপাণ্ডুবর্ণো যো মাংসমর্ম্মণ্যভিতাড়িতঃ স্যাৎ ॥

আত্মানমেবাথ জঘন্যকারী শস্ত্রেণ যো হন্তি হি কর্ম্ম কুর্ব্বন্।
তমাত্মবানাত্মহনং কুবৈদ্যং বিবর্জ্জয়েদায়ুরভীপ্সমানঃ॥
তির্য্যক্‌প্রণিহিতে শস্ত্রে দোষাঃ পূর্ব্বমুদাহৃতাঃ।
তস্মাৎ পরিহরন্ দোষান্ কুর্য্যাচ্ছস্ত্রনিপাতনং॥
মাতরং পিতরং পুত্রান্ বান্ধবানপি চাতুরঃ।
অপ্যেতানভিশঙ্কেত বৈদ্যে বিশ্বাসমেতি চ॥
বিসৃজত্যাত্মনাত্মানং ন চৈনং পরিশঙ্কতে।
তস্মাৎপুত্রবদেবৈনং পালয়েদাতুরং ভিষক্॥
কর্ম্মণা কশ্চিদেকেন দ্বাভ্যাং কশ্চিত্ত্রিভিস্তথা।
বিকারঃ সাধ্যতে কশ্চিচ্চতুর্ভিরপি কর্ম্মভিঃ॥
ধর্ম্মার্থৌ কীর্ত্তিপ্রত্যর্থং সতাং গ্রহণমুত্তমং।
প্রাপ্নুয়াৎ স্বর্গবাসঞ্চ হিতমারভ্য কর্ম্মণা॥

ষড়্‌বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ প্রনষ্টশল্যবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

শল শ্বল আশুগমনে ধাতুস্তস্য শল্যমিতি রূপং। তদ্দ্বিবিধং শারীরমাগন্তুকঞ্চ। সর্ব্বশরীরাবাধকরং শল্যং তদিহোপদিশ্যত ইত্যতঃ শল্যশাস্ত্রং। তত্র শারীরং রোমনখাদি ধাতবোঽন্নমলা দোষাশ্চ দুষ্টাঃ। আগন্ত্বপি শারীরশল্যব্যতিরেকেণ যাবন্তোভাবা দুঃখমুৎপাদয়ন্তি। অধিকারো হি লোহবেণুবৃক্ষতৃণশৃঙ্গাস্থিময়েষু তত্রাপি বিশেষতো লোহময়েষ্বেব বিশসনার্থোপপন্নত্বাল্লোহস্য লোহানামপি দুর্ব্বারত্বাদণুমুখত্বাদ্দূরপ্রয়োজনকরত্বাচ্চ শরএবাধিকৃতঃ স দ্বিবিধঃ- কর্ণী শ্লক্ষ্ণশ্চ প্রায়েণ বিবিধবৃক্ষপত্রপুষ্পফলতুল্যাকৃতয়ো ব্যাখ্যাতা ব্যালমৃগপক্ষিবক্ত্রসদৃশাশ্চ। সর্ব্বশল্যানান্তু মহতামণূনাং বা পঞ্চ-

বিধো গতিবিশেষ ঊর্দ্ধমধোঽর্ব্বাচীনস্তির্য্যগৃজুরিতি। তানি যদা বেগক্ষয়াৎ প্রতিঘাতাদ্বা ত্বগাদিষু ব্রণবস্তুষ্ববতিষ্ঠন্তে ধমনীস্রোতোঽস্থিতদ্বিবরপেশীপ্রভৃতিষু বা শরীরপ্রদেশেষু তত্র শল্যলক্ষণমুচ্যমানমুপধারয়। তত্তুদ্বিবিধং সামান্যং বৈশেষিকঞ্চ। শ্যাবং পিড়কাবন্তং শোফবেদনাবন্তং মুহুর্মুহুঃ শোণিতাস্রাবিণং বুদ্বুদবদুন্নতং মৃদুমাংসঞ্চ ব্রণং জানীযাৎ সশল্যোঽয়মিতি সামান্যলক্ষণমেতদুক্তং। বৈশেষিকন্তু ত্বগ্গতে বিবর্ণঃ শোফো ভবত্যায়তঃ কঠিনশ্চ। মাংসগতে শোফাভিবৃদ্ধিঃ শল্যমার্গানুপসংরোহঃ পীড়নাসহিষ্ণুতা চোষপাকৌ চ। পেশ্যন্তরস্থেপ্যেতদেব চোষশোফবর্জ্জং। সিরাগতে সিরাধ্মানং সিরাশূলং সিরাশোফশ্চ। স্নায়ুগতে স্নায়ুজালোৎক্ষেপণং সংরম্ভশ্চোগ্রা রুক্ চ। স্রোতোগতে স্রোতসাং স্বকর্ম্মগুণহানিঃ। ধমনীস্থে সফেনং রক্তমীরয়ন্ননিলঃ সশব্দো নির্গচ্ছত্যঙ্গমর্দ্দঃ পিপাসা হৃল্লাসশ্চ। অস্থিগতে বিবিধবেদনাপ্রাদুর্ভাবঃ শোফশ্চ। অস্থিবিবরগতেঽস্থিপূর্ণতাস্থিতোদঃ সংহর্ষো বলবাংশ্চ। সন্ধিগতে ঽস্থিবচ্চেষ্টোপরমশ্চ। কোষ্ঠগতে আটোপানাহৌ মূত্রপুরীষাহারদর্শনঞ্চ ব্রণমুখাৎ। মর্ম্মগতে মর্ম্মবিদ্ধবচ্চেষ্টতে। সূক্ষ্মগতিষু শল্যেষ্বেতান্যেব লক্ষণান্যস্পষ্টানি ভবন্তি। মহান্তি স্বল্পানি বা শুদ্ধদেহানামনুলোমসন্নিবিষ্টানি রোহন্তি বিশেষতঃ কণ্ঠস্রোতঃসিরাত্বক্পেশ্যস্থিবিবরেষু দোষপ্রকোপব্যায়ামাভিঘাতেভ্যঃ প্রচলিতানিপুনর্ব্বাধন্তে।

তত্র ত্বক্প্রনষ্টে স্নিগ্ধস্বিন্নায়াং মৃদ্মাযবগোধূমগোময়মৃদিতায়াং ত্বচি যত্র সংরম্ভো বেদনা বা ভবতি তত্র শল্যং জানীয়াৎ। স্ত্যানঘৃতমৃচ্চন্দনকল্কৈর্ব্বা প্রদিগ্ধায়াং শল্যোষ্মণাশু বিসরতি ঘৃতমুপশুষ্যতি বা লেপো যত্র তত্র শল্যং বিজানীয়াৎ। মাংসপ্রনষ্টে স্নেহস্বেদাদিভিঃ ক্রিয়াবিশেষৈরবিরুদ্ধৈরাতুরমুপপাদয়েৎ। কর্শিতস্য তু শিথিলীভূতমনববদ্ধং ক্ষুভ্যমাণং যত্র সংরম্ভো বেদনা বা ভবতি তত্র চ

শল্যং বিজানীয়াৎ। কোষ্ঠাস্থিসন্ধিপেশীবিবরেম্ববস্থিতমেবং পরীক্ষেত। সিরাধমনীস্রোতঃস্নায়ুপ্রনষ্টে খণ্ডচক্রসংযুক্তে যানে ব্যাধিতমারোপ্যাশু বিষমেঽধ্বনি যায়াদ্যত্র সংরম্ভো বেদনা বা ভবতি তত্র শল্যং জানীয়াৎ। অস্থিপ্রনষ্টে স্নেহস্বেদোপপন্নান্যস্থীনি বন্ধনপীড়নাভ্যাং ভৃশমুপচরেদ্যত্র সংরম্ভো বেদনা বা ভবতি তত্র শল্যং জানীয়াৎ। সন্ধিপ্রনষ্টে স্নেহস্বেদোপপন্নান্ সন্ধীন্ প্রসারণাকুঞ্চনবন্ধনপীড়নৈর্ভৃশমুপচরেদ্যত্র সংরম্ভো বেদনা বা ভবতি তত্র শল্যমিতি জানীয়াৎ। মর্ম্মপ্রনষ্টে ত্বনন্যভাবান্মর্ম্মণামুক্তং পরীক্ষণং ভবতি। সামান্যলক্ষণমপিচ হস্তিস্কন্ধাশ্বপৃষ্ঠপর্বতদ্রুমারোহণধনুর্ব্যায়ামদ্রুতযাননিযুদ্ধাধ্বগমনলঙ্ঘনপ্রতরণপ্লবনব্যায়ামৈর্জৃম্ভোদ্গারকাসক্ষবথুষ্ঠীবনহসনপ্রাণায়ামৈর্ব্বাতমূত্রপুরীষশুক্রোৎসর্গৈর্ব্বা যত্র সংরম্ভো বেদনা বা ভবতি তত্র শল্যং জানীয়াৎ।

ভবন্তি চত্র।

যস্মিংস্তোদাদয়ো দেশে সুপ্ততা গুরুতাপি চ।
ঘট্টয়তে বহুশো যত্র স্রূয়তে তুদ্যতে পি চ॥
আতুরশ্চাপি যং দেশমভীক্ষ্ণং পরিরক্ষতি।
সংবাহ্যমানো বহুশস্তত্র শল্যং বিনির্দ্দিশেৎ॥
অল্পাবাধমশূনঞ্চ নিরুজং নিরুপদ্রবং।
প্রসন্নং মৃদুপর্য্যন্তং নিরাঘট্টমনুন্নতং॥
এষণ্যা সর্ব্বতো দৃষ্ট্বা যথামার্গং চিকিৎসকঃ।
প্রসারাকুঞ্চনান্নূনং নিঃশল্যমিতি নির্দ্দিশেৎ॥
অস্থ্যাত্মকং ভজ্যতে তু শল্যমন্তশ্চ শীর্য্যতে।
প্রায়োনির্ভুজ্যতে শাঙ্গ মায়সঞ্চেতি নিশ্চয়ঃ॥
বাক্ষ্যবৈণবতার্ণানি নিন্ধয়ন্তে তু নো যদি।
পচন্তি রক্তং মাংসঞ্চ ক্ষিপ্রমেতানি দেহিনাং॥

কানকং রাজতং তাম্রং রৈতিকং ত্রপু সীসকং।
চিরস্থানাদ্বিলীয়ন্তে পিত্ততেজঃপ্রতাপনাৎ॥
স্বভাবশীতা মৃদবো যে চান্যেঽপীদৃশা মতাঃ।
দ্রবীভূতাঃ শরীরেঽস্মিন্নেকত্বং যান্তি ধাতুভিঃ॥
বিষাণদন্তকেশাস্থিবেণুদারুপলানি তু।
শল্যানি ন বিশীর্য্যন্তে শরীরে মৃন্ময়ানি চ॥
দ্বিবিধং পঞ্চগতিকং ত্বগাদিব্রণবস্তুষু।
যো বেত্ত্যাধিষ্ঠিতং শল্যং স রাজ্ঞঃ কর্ত্তুমর্হতি॥

সপ্তবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ শল্যাপনয়নীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

শল্যং দ্বিবিধমববদ্ধমনববদ্ধঞ্চ। তত্র সমাসেনাববদ্ধশল্যোদ্ধরণার্থং পঞ্চদশহেতূন্ বক্ষ্যামঃ। তদ্যথা। স্বভাবঃ পাচনং ভেদনং দারণং পীড়নং প্রমার্জ্জনং নির্ধ্মাপনং বমনং বিরেচনং প্রক্ষালনং প্রতিমর্ষঃ প্রবাহণমাচূষণময়স্কান্তো হর্ষশ্চেতি। তত্রাশ্রুক্ষবথূদ্গারকাসমূত্রপুরীষানিলৈঃ স্বভাববলপ্রবৃত্তৈর্নয়নাদিভ্যঃ পততি। সাবগাঢ়ং শল্যমভিদহ্যমানং পাচয়িত্বা প্রকোপাত্তস্য পূয়শোণিতবেগাদ্গৌরবাদ্বা পততি। পক্কমভিদ্যমানং ভেদয়েদ্দারয়েদ্বা ভিন্নমনিরস্যমানং পীড়নীয়ৈঃ পীড়য়েৎ পাণিভির্ব্বা। অণুন্যক্ষশল্যানি পরিষেচনাধ্মাপনৈর্বালবস্ত্রপাণিভিঃ প্রমার্জয়েৎ। আহারশেষশ্লেষ্মহীনাংশু শল্যানি শ্বসনোৎকাসনপ্রধমনৈর্নির্দ্ধমেৎ। অন্নশল্যানি বমনাঙ্গুলিপ্রতিমর্ষপ্রভৃতিভির্বিরেচনৈঃ পক্বাশয়গতানি। ব্রণদোষাশ্রয়গতানি প্রক্ষালনৈঃ। বাতমূত্রপুরীষগর্ভসঙ্গেষু প্রবাহণমুক্তং। মারুতোদকসবিষরুধিরদুষ্টস্তন্যেষ্বাচূষণমাস্যেন বিষাণৈর্ব্বা। অনুলোমমন-

ববন্ধমকর্ণমনল্পব্রণমুখময়স্কান্তেন। হৃদ্যবস্থিতমনেককারণোৎপন্নং শোকশল্যং হর্ষেণেতি। সর্বশল্যানান্তু মহতামণূনাং বা দ্বাবেবাহরণহেতূ ভবতঃ প্রতিলোমোঽনুলোমশ্চ তত্র প্রতিলোমমবাচীনমানয়েদনুলোমং পরাচীনং। উত্তুণ্ডিতং ছিত্বা নির্ঘাতয়েচ্ছেদনীয়মুখং। ছেদনীয়মুখান্যপি কুক্ষিবক্ষঃকক্ষাবঙ্‌ক্ষণপর্শুকান্তরপতিতানি চ হস্তশব্যং যথামার্গং হস্তেনৈবাপহর্ত্তুং প্রযতেত।

অনুত্তুণ্ডিতশল্যানি ছেদনীয়মুখানি চ।
অনির্ঘাত্যানি জানীয়াদ্‌য়ভূযশ্ছেদানুবন্ধতঃ॥

হস্তেনাপহর্ত্তুমশক্যং বিমৃষ্য শস্ত্রেণ বা যন্ত্রেণপহরেৎ।

ভবতি চাত্র।

শীতলেন জলেনৈনং মূর্চ্ছন্তমবসেচয়েৎ ;
সংরক্ষেদস্য মর্ম্মাণি মুহুরাশ্বাসয়েচ্চ তং॥

ততঃ শল্যমুদ্ধৃত্য নির্লোহিতং ব্রণং কৃত্বা স্বেদার্হমগ্নিঘৃতপ্রভৃতিভিঃ সংস্বেদ্য বিদহ্য প্রদিহ্য সর্পির্ম্মধুভ্যাং বদ্ধাচারিকমুপদিশেৎ। সিরাস্নায়ুবিলগ্নং শলাকাদিভির্বিমোচ্যাপনয়েৎ শ্বযথুং গ্রস্তবারঙ্গং সমবপীড্য শ্বয়থুং দুর্বলবারঙ্গং কুশাদিভির্বদ্ধা। হৃদয়মভিতো বর্ত্তমানং শল্যং শীতজলাদিভিরুদ্বেজিতস্যাপহরেদ্যথামার্গং। দুরপহরমন্যতোঽপবাধ্যমানং পাটয়িত্বোদ্ধরেৎ। অস্থিবিবরপ্রবিষ্টমস্থিবিদষ্টং বাঽবগৃহ্য পাদাভ্যাং যন্ত্রেণাপহরেদশক্যমেবং বা বলবদ্ভিঃ সুপরিগৃহীতস্য যন্ত্রেণ গ্রাহয়িত্বা শল্যবারঙ্গং প্রবিভুজ্য ধনুর্গুণৈর্বদ্ধৈকতশ্চাস্য পঞ্চাঙ্গ্যামুপসংযতস্যাশ্ববক্ত্রকটকে বা বধ্নীয়াদথৈনং কশয়া তাড়য়েদ্যথোন্নময়ন্ শিরোবেগেন শল্যমুদ্ধরতি। দৃঢ়াং বা বৃক্ষশাখামবনম্য তস্যাং পূর্ববদ্‌বদ্ধোদ্ধরেৎ। অস্থিদেশোত্তুণ্ডিত মষ্ঠীলাশ্মমুদ্গরাণামন্যতমস্য প্রহারেণ বিচাল্য যথামার্গমেব। যন্ত্রেণ বিমৃদিতকর্ণানি কর্ণবন্ত্যনাবাধকরদেশোত্তুণ্ডিতানি পুরস্তাদেব জাতুষে কণ্ঠাসক্তে কণ্ঠেনাড়ীং প্রবেশ্যাগ্নিতপ্তাঞ্চ শলাকাং তথাবগৃহ্য শীতা-

ভিরদ্ভিঃ পরিষিচ্য স্থিরীভূতমুদ্ধরেৎ। অজাতুষং জতুমধূচ্ছিষ্টলিপ্তয়া শলাকয়া পূর্বকল্পেনেত্যেকে। অস্থিশল্যমন্যদ্বা তির্য্যক্কণ্ঠাসক্তমবেক্ষ্য কেশোণ্ডুকং দৃঢ়ৈকসূত্রবদ্ধং দ্রবভক্তোপহিতং পায়য়েদাকণ্ঠাচ্চ পূর্ণকোষ্ঠং বাময়েদ্বমতশ্চ শল্যৈকদেশসক্তং জ্ঞাত্বা সূত্রং সহসা ত্বাক্ষিপেৎ। মৃদুনা বা দন্তধাবনকুর্চ্চকেনাপহরেৎ প্রণুদেদ্বান্তঃ ক্ষতকণ্ঠায় চ মধুসর্পিষী লেঢ়ুং প্রযচ্ছেত্ত্রিফলাচূর্ণং বা মধুশর্করাভিশ্রং। উদকপূর্ণমবাক্শিরসমবপীড়য়েদ্বমনীয়াদ্বাময়েদ্বা ভস্মরাশৌ বা নিখনেদামুখাৎ। গ্রাসশল্যেতু কণ্ঠাসক্তে নিঃশঙ্কমনববুদ্ধস্কন্ধে মুষ্টিনাভিহন্যাৎ স্নেহং মদ্যং পানীয়ং বা পায়য়েৎ। বাহুরজ্জুলতাপাশশল্যে তু কণ্ঠপীড়নাদ্বায়ুঃ প্রকুপিতঃ শ্লেষ্মাণং কোপয়িত্বা স্রোতো নিরুণদ্ধি লালাস্রাবং ফেনাগমনং সংজ্ঞানাশং চাপাদয়তি। তমভ্যজ্য সংস্বেদ্য শিরোবিরেচনং তস্মৈ তীক্ষ্ণং দদ্যাদ্রসঞ্চবাতঘ্নং বিদধ্যাদিতি।

ভবন্তি চাত্র।

শল্যাকৃতিবিশেষাংশ্চ স্থানান্যবেক্ষ্য বুদ্ধিমান্।
তথা যন্ত্রপৃথক্ত্বঞ্চ সম্যক্ শল্যমথাহরেৎ॥
কর্ণবন্তি তু শল্যানি দুঃখাহার্য্যাণি যানি চ।
আদদীত ভিষক্ তস্মাত্তানি যুক্ত্যা সমাহিতঃ॥
এতৈরুপায়ৈঃ শল্যন্তু নৈব নির্ঘাত্যতে যদি।
মত্যা নিপুণয়া বৈদ্যো যন্ত্রযোগৈশ্চ নির্হরেৎ॥
শোফপাকৌ রুজশ্চোগ্রাঃ কুর্য্যাচ্ছেল্য মনির্হৃতং।
বৈকল্যং মরণঞ্চাপি তস্মাদ্যত্নাদ্বিনির্হরেৎ॥

অষ্টাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো বিপরীতাবিপরীতব্রণবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

ফলাগ্নিজলবৃষ্টীনাং পুষ্পধূমাম্বুদা যথা।
খ্যাপয়ন্তি ভবিষ্যত্ত্বং তথা রিষ্টানি পঞ্চতাং॥
তানি সৌক্ষ্ম্যাৎ প্রমাদাদ্বা তথৈবাশুব্যতিক্রমাৎ।
গৃহ্যন্তে নোদ্ধতান্যজ্ঞৈর্মুমূর্ষোর্ন ত্বসম্ভবাৎ॥
ধ্রুবন্তু মরণং রিষ্টে ব্রাহ্মণৈস্তৎকিলামলৈঃ।
রসায়নতপোজপ্যতৎপরৈর্বা নিবার্য্যতে॥
নক্ষত্রপীড়া বহুধা যথাকালাদ্বিপচ্যতে।
তথৈবারিষ্টপাকঞ্চ ব্রুবতে বহুধা জনাঃ॥
অসিদ্ধিমাপ্নুয়াল্লোকে প্রতিকুর্বন্ গতায়ুষঃ।
অতো রিষ্টানি যত্নেন লক্ষয়েৎ কুশলো ভিষক্॥
গন্ধবর্ণরসাদীনাং বিশেষাণাং সমাসতঃ।
বৈকৃতং যত্তদাচষ্টে ব্রণিনঃ পক্কলক্ষণং॥
কটুস্তীক্ষ্ণশ্চ বিস্রশ্চ গন্ধস্তু পবনাদিভিঃ॥
লোহগন্ধিস্তু রক্তেন ব্যামিশ্রঃ সান্নিপাতিকঃ॥
লাজাতসীতৈলসমাঃ কিঞ্চিদ্বিস্রাশ্চ গন্ধতঃ।
জ্ঞেয়াঃ প্রকৃতিগন্ধাঃ স্যুরতোঽন্যদ্গান্ধবৈকৃতং॥
মদ্যাগুর্বাজ্যসুমনঃপদ্মচন্দনচম্পকৈঃ।
সগন্ধা দিব্যগন্ধাশ্চ মুমূর্ষূণাং ব্রণাঃ স্মৃতাঃ॥
শ্ববাজিমূষিকধ্বাঙ্ক্ষপূতিবল্লূরমৎকুণৈঃ।
সগন্ধাঃ পঙ্কগন্ধাশ্চ ভূমিগন্ধাশ্চ গর্হিতাঃ॥
শ্যামকুঙ্কুমকঙ্কুষ্ঠসবর্ণাঃ পিত্তকোপতঃ।
ন দহ্যন্তে ন চূষ্যন্তে ভিষক্ তান্ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

কণ্ডূমন্তঃ স্থিরাঃ শ্বেতাঃ স্নিগ্ধাঃ কফনিমিত্ততঃ।
দূয়ন্তে চ বিদহ্যন্তে ভিষক্ তান্ পরিবর্জ্জয়েৎ॥
কৃষ্ণাস্তু যে তনুস্রাবা বাতজা মর্ম্মতাপিনঃ।
স্বল্পামপি ন কুর্বন্তি রুজং তান্ পরিবর্জ্জয়েৎ॥
স্ফোড়ন্তি ঘুর্ঘরায়ন্তে জ্বলন্তীব চ যে ব্রণাঃ।
ত্বঙ্মাংসস্থাশ্চ পবনং সশব্দং বিসৃজন্তি যে॥
যে চ মর্ম্মস্বসম্ভূতা ভবন্ত্যত্যর্থবেদনাঃ।
দহ্যন্তে চান্তরত্যর্থং বহিঃ শীতাশ্চ যে ব্রণাঃ॥
দহ্যন্তে বহিরত্যর্থং ভবন্ত্যন্তশ্চ শীতলাঃ।
শক্তিকুন্তধ্বজরথা বাজিবারণগোবৃষাঃ॥
যেষু চাপ্যবভাসেরন্ প্রাসাদাকৃতয়স্তথা।
চূর্ণাবকীর্ণা ইব যে ভান্তি বা নচ চূর্ণিতাঃ॥
প্রাণমাংসক্ষয়শ্বাসকাসারোচকপীড়িতাঃ।
প্রবৃদ্ধপূয়রুধিরা ব্রণা যেষাঞ্চ মর্ম্মসু॥
ক্রিয়াভিঃ সম্যগারব্ধা ন সিদ্ধ্যন্তি চ যে ব্রণাঃ।
বর্জ্জয়েত্তান্ ভিষক্ প্রাজ্ঞঃ সংরক্ষন্নাত্মনো যশঃ॥

একোনত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো বিপরীতাবিপরীতদূতশকুনস্বপ্ননিদর্শনীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

দূতদর্শনসম্ভাষা বেশাশ্চেষ্টিতমেব চ।
ঋক্ষং বেলাতিথিশ্চৈব নিমিত্তং শকুনোঽনিলঃ॥
দেশো বৈদ্যস্য বাগ্দেহমনসাঞ্চ বিচেষ্টিতং।
কথয়ন্ত্যাতুরগতং শুভং বা যদি বাঽশুভং॥

পাষণ্ডাশ্রমবর্ণানাং স্বপক্ষাঃ কর্ম্মসিদ্ধয়ে।
ত এব বিপরীতাঃ স্যুর্দূতাঃ কর্ম্মবিপত্তয়ে ॥
নপুংসকং স্ত্রীবহবো নৈককার্য্যা অসূয়কাঃ।
গর্দ্দভোষ্ট্ররথপ্রাপ্তাঃ প্রাপ্তা বা স্যুঃ পরম্পরাঃ ॥

বৈদ্যং য উপসর্পন্তি দূতাস্তে চাপি গর্হিতাঃ।
পাশদণ্ডায়ুধধরাঃ পাণ্ডরেতরবাসসঃ ॥
আর্দ্রজীর্ণাপসব্যৈকমলিনধ্বস্তবাসসঃ।
ন্যূনাধিকাঙ্গা উদ্বিগ্না বিকৃতা রৌদ্ররূপিণঃ ॥

রূক্ষনিষ্ঠুরবাদাশ্চাপ্যমাঙ্গল্যাভিধায়িনঃ।
ছিন্দন্তস্তৃণকাষ্ঠানি স্পৃশন্তো নাসিকাং স্তনং ॥
বস্ত্রান্তানামিকাকেশনখরোমদশাস্পৃশঃ।
স্রোতোঽবরোধহৃদ্গণ্ডমূর্দ্ধোরঃকুক্ষিপাণয়ঃ ॥

কপালোপলভস্মাস্থিতুষাঙ্গারকরাশ্চ যে।
বিলিখন্তোমহীং কিঞ্চিন্মুঞ্চন্তো লোষ্টভেদিনঃ ॥
তৈলকর্দ্দমদিগ্ধাঙ্গা রক্তস্রগনুলেপনাঃ।
ফলং পক্কমসারং বা গৃহীত্বান্যচ্চ তদ্বিধং ॥

নখৈর্নখান্তরং বাপি করেণ চরণং তথা।
উপানচ্চর্ম্মহস্তা বা বিকৃতব্যাধিপীড়িতাঃ ॥
বামাচারা রুদন্তশ্চ শ্বাসিনোবিকৃতেক্ষণাঃ।
যাম্যাং দিশং প্রাঞ্জলয়ো বিষমৈকপদে স্থিতাঃ ॥

বৈদ্যং য উপসর্পন্তি দূতাস্তে চাপি গর্হিতাঃ।
দক্ষিণাভিমুখং দেশে ত্বশুচৌ বা হুতাশনং।
জ্বলয়ন্তং পচন্তং বা ক্রূরকর্ম্মণি চোদ্যতং ॥

নগ্নং ভূমৌ শয়ানং বা বেগোৎসর্গেষু বাঽশুচিং।
প্রকীর্ণকেশমভ্যক্তং স্বিন্নং বিক্লবমেব চ ॥

বৈদ্যং য উপসর্পন্তি দূতাস্তে চাপি গর্হিতাঃ।
বৈদ্যস্য পৈত্র্যে দৈবে বা কার্য্যে চোৎপাতদর্শনে॥
মধ্যাহ্নে চার্দ্ধরাত্রে বা সন্ধ্যয়োঃ কৃত্তিকাসু চ।
আর্দ্রাশ্লেষামঘামূলপূর্ব্বাসু ভরণীষু চ॥
চতুর্থ্যাং বা নবম্যাং বা ষষ্ঠ্যাং সন্ধিদিনেষু চ।
বৈদ্যং য উপসর্পন্তি দূতাস্তে চাপি গর্হিতাঃ॥
স্বিন্নাভিতপ্তা মধ্যাহ্নে জ্বলনস্য সমীপতঃ।
গর্হিতাঃ পিত্তরোগেষু দূতা বৈদ্যমুপাগতাঃ॥
ত এব কফরোগেষু কর্ম্মসিদ্ধিকরাঃ স্মৃতাঃ।
এতেন শেষং ব্যাখ্যাতং বুদ্ধা সংবিভজেত্তু তৎ॥
রক্তপিত্তাতিসারেষু প্রমেহেষু তথৈব চ।
প্রশস্তো জলরোধেষু দূতবৈদ্যসমাগমঃ॥
বিজ্ঞায়ৈবং বিভাগং তু শেষং বুধ্যেত পণ্ডিতঃ।
শুক্লবাসাঃ শুচির্গৌরঃশ্যামো বা প্রিয়দর্শনঃ॥
স্বস্যাং জাতৌ স্বগোত্রো বা দূতঃ কার্য্যকরঃ স্মৃতঃ।
গোযানেনাগতস্তুষ্টঃ পাদাভ্যাং শুভচেষ্টিতঃ॥
ধৃতিমান্ বিধিকালজ্ঞঃ স্বতন্ত্রঃ প্রতিপত্তিমান্।
অলঙ্কৃতো মঙ্গলবান্ দূতঃ কার্য্যকরঃ স্মৃতঃ॥
স্বস্থং প্রাঙ্মুখমাসীনং সমে দেশে শুচৌ শুচিং।
উপসর্পতি যো বৈদ্যং স চ কার্য্যকরঃ স্মৃতঃ॥
মাংসোদকুম্ভাতপত্রবিপ্রবারণগোবৃষাঃ।
শুক্লবর্ণাশ্চ পূজ্যন্তে প্রস্থানে দর্শনং গতাঃ॥
স্ত্রী পুত্রিণী সবৎসা গৌর্বর্দ্ধমানমলঙ্কৃতা।
কন্যা মৎস্যাঃ ফলং চামং স্বস্তিকং মোদকা দধি॥
হিরণ্যাক্ষতপাত্রং বা রত্নানি সুমনো নৃপঃ।
অপ্রশান্তোঽনলো বাজী হংসশ্চাষঃ শিখী তথা॥

ব্রহ্মদুন্দুভিজীমূতশঙ্খবেণুরথস্বনাঃ।
সিংহগোবৃষনাদশ্চ হ্রেষিতং গজবৃংহিতং॥
শস্তং হংসরুতং নৃণাং কৌশিকশ্চৈব বামতঃ।
প্রস্থানে যায়িনঃ শ্রেষ্ঠা বাচশ্চ হৃদয়ঙ্গমাঃ॥

পত্রপুষ্পফলোপেতান্ সক্ষীরান্নিরুজো দ্রুমান্।
আশ্রিতা বা নভোবেশ্মধ্বজতোরণবেদিকাঃ॥
দিক্ষু শান্তাসু বক্তারো মধুরং পৃষ্ঠতোঽনুগাঃ।
বামা বা দক্ষিণা বাপি শকুনাঃ কর্ম্মসিদ্ধয়ে॥

শুষ্কেঽশনিহতে পত্রে বল্লীনদ্ধে সকণ্টকে।
বৃক্ষেঽথবাশ্মভস্মাস্থিবিট্তুষাঙ্গারপাংশুষু॥
চৈত্যবল্মীকবিষমস্থিতা দীপ্তখরস্বরাঃ।
পুরতো দিক্ষু দীপ্তাসু বক্তারো নার্থসাধকাঃ॥

পুন্নামানঃ খগা বামাঃ স্ত্রীসংজ্ঞা দক্ষিণাঃ শুভাঃ।
দক্ষিণাদ্বামগমনং প্রশস্তং শ্বশৃগালয়োঃ।
বামং নকুলচাষাণাং নোভয়ং শশসর্পয়োঃ॥

ভাসকৌশিকয়োশ্চৈব ন প্রশস্তং কিলোভয়ং।
দর্শনং বা রুতঞ্চাপি ন গোধাকৃকলাসয়োঃ॥
দূতৈরনিষ্টৈস্তুল্যানামশস্তং দর্শনং নৃণাং।
কুলত্থতিলকার্পাসতুষপাষাণভস্মনাং॥

পাত্রং নেষ্টং তথাঙ্গারতৈলকর্দ্দমপূরিতং।
প্রসন্নেতরমদ্যানাং পূর্ণং বা রক্তসর্ষপৈঃ॥
শবকাষ্ঠপলাশানাং শুষ্কানাং পথি সঙ্গমাঃ।
নেষ্যন্তে পতিতান্তস্থদীনান্ধরিপবস্তথা॥

মৃদুশীতোঽনুকূলশ্চ সুগন্ধিশ্চানিলঃ শুভঃ।
খরোষ্ণোঽনিষ্টগন্ধশ্চ প্রতিলোমশ্চ গর্হিতঃ॥

গ্রন্থ্যর্ব্বুদাদিষু সদা ছেদশব্দশ্চ পূজিতঃ ।
বিদ্রধ্যুদরগুল্মেষু ভেদশব্দস্তথৈব চ ॥
রক্তপিত্তাতিসারেষু রুদ্ধশব্দঃ প্রশস্যতে ।
এবং ব্যাধিবিশেষেণ নিমিত্তমুপধারয়েৎ ॥
তথৈবাক্রুষ্টহাকষ্টমাক্রন্দরুদিতস্বনাঃ ।
ছর্দ্দ্যাং বাতপুরীষাণাং শব্দো বৈ গর্দ্দভোষ্ট্রয়োঃ ॥
প্রতিষিদ্ধং তথাভগ্নং ক্ষুতং স্খলিতমাহতং ।
দৌর্ম্মনস্যঞ্চ বৈদ্যস্য যাত্রায়াং ন প্রশস্যতে ॥
প্রবেশেপ্যেতদুদ্দেশাদবেক্ষ্যঞ্চ তথাতুরে ।
প্রতিদ্বারং গৃহে বাস্য পুনরেতন্ন গণ্যতে ॥
কেশভস্মাস্থিকাষ্ঠাশ্মতুষকার্পাসকণ্টকাঃ ।
খট্টোর্দ্ধপাদা মদ্যাপো বসা তৈলং তিলাস্তৃণং ॥
নপুংসকব্যঙ্গভগ্ননগ্নমুণ্ডাসিতাম্বরাঃ ।
প্রস্থানে বা প্রবেশে বা নেষ্যন্তে দর্শনং গতাঃ ॥
ভাণ্ডানাং সঙ্করস্থানাং স্থানাৎ সঞ্চরণং তথা ।
নিখাতোৎপাটনং ভঙ্গঃ পতনং নির্গমস্তথা ॥
বৈদ্যাসনাবসাদো বা রোগী বা স্যাদধোমুখঃ ।
বৈদ্যং সম্ভাষমাণোহঙ্গং কুড্যমাস্তরণানি বা ॥
প্রমৃজ্যাদ্বা ধুনীয়াদ্বা করৌ পৃষ্ঠং শিরস্তথা ।
হস্তং চাকৃষ্য বৈদ্যস্য ন্যসেচ্ছিরসি চোরসি ॥
যো বৈদ্যমুন্মুখঃ পৃচ্ছেদ্দ্বমার্ষ্টি স্বাঙ্গমাতুরঃ ।
ন স সিদ্ধ্যতি বৈদ্যো বা গৃহে যস্য ন পূজ্যতে ।
ভবনে পূজ্যতে বাপি যস্য বৈদ্যঃ স সিদ্ধ্যতি ।
শুভং শুভেষু দূতাদিষ্বশুভং হ্যশুভেষু চ ॥
আতুরস্য ধ্রুবং তস্মাদ্ দূতাদীন্ লক্ষয়েদ্ভিষক্ ।
স্বপ্নানতঃ প্রবক্ষ্যামি মরণায় শুভায় চ ॥

সুহৃদো যাংশ্চ পশ্যন্তি ব্যাধিতো বা স্বয়ং তথা।
স্নেহাভ্যক্তশরীরস্তু করভব্যালগর্দ্দভৈঃ ॥
বরাহৈর্ম্মহিষৈর্ব্বাপি যো যায়াদ্দক্ষিণামুখঃ।
রক্তাম্বরধরা কৃষ্ণা হসন্তী মুক্তমূর্দ্ধজা ॥
যং বাকর্ষতি বদ্ধা স্ত্রী নৃত্যন্তী দক্ষিণামুখং।
অন্ত্যাবসায়িভির্যো বাকৃষ্যতে দক্ষিণামুখঃ ॥
পরিষ্বজেরন্ যং বাপি প্রেতাঃ প্রব্রজিতাস্তথা।
মূর্দ্ধন্যাঘ্রায়তে যস্তু শ্বাপদৈর্ব্বিকৃতাননৈঃ ॥
পিবেন্মধু চ তৈলঞ্চ যো বা পঙ্কেঽবসীদতি।
পঙ্কপ্রদিগ্ধগাত্রো বা প্রনৃত্যেৎপ্রহসেত্তথা ॥
নিরম্বরশ্চ যো রক্তাং ধারয়েচ্ছিরসি স্রজং।
যস্য বংশো নলো বাপি তালো বোরসি জায়তে ॥
যং বা মৎস্যো গ্রসেদ্যো বা জননীংপ্রবিশেন্নরঃ।
পর্ব্বতাগ্রাৎপতেচ্ছ্বো বা শ্বভ্রে বা তমসাবৃতে ॥
হ্রিয়তে স্রোতসা যো বা যো বা মৌণ্ড্যমবাপ্নুয়াৎ।
পরাজীয়েত বধ্যেত কাকাদ্যৈর্ব্বাভিভূয়তে ॥
পতনং তারকাদীনাং প্রণাশং দীপচক্ষুষোঃ।
যঃ পশ্যেদ্দেবতানাং বা প্রকম্পমবনেস্তথা ॥
যস্য ছর্দ্দির্ব্বিরেকো বা দশনাঃ প্রপতন্তি বা।
শাল্মলীং কিংশুকং যূপং বল্মীকং পারিভদ্রকং ॥
পুষ্পাঢ্যং কোবিদারং বা চিতাং বা যোঽধিরোহতি।
কার্পাসতৈলপিণ্যাকলোহানি লবণং তিলান্ ॥
লভেতাশ্নীত বা পক্কমন্নং যশ্চ পিবেৎ সুরাং।
স্বস্থঃ স লভতে ব্যাধিং ব্যাধিতো মৃত্যুমৃচ্ছতি ॥
যথাস্বং প্রকৃতিস্বপ্নো বিস্মৃতো বিহতশ্চ যঃ।
চিন্তাকৃতো দিবাদৃষ্টৌ ভবন্ত্যফলদাস্তু তে ॥

জ্বরিতানাং শুনা সখ্যং কপিশখ্যস্তু শোষিণাং।
উন্মাদে রাক্ষসৈঃ প্রেতৈরপস্মারে প্রবর্ত্তনং॥
মেহাতিসারিণাং তোযপানং স্নেহস্য কুষ্ঠিনাং।
গুল্মেষু স্থাবরোৎপত্তিঃ কোষ্ঠে মূৰ্দ্ধ্নি শিরোরুজি॥
শষ্কুলীভক্ষণং ছর্দ্দ্যামধ্বা শ্বাসপিপাসয়োঃ।
হারিদ্রং ভোজনং বাপি যস্য স্যাৎ পাণ্ডুরোগিণঃ॥
রক্তপিত্তী পিবেদ্যশ্চ শোণিতং স বিনশ্যতি।
স্বপ্নানেবং বিধান্ দৃষ্ট্বা প্রাতরুত্থায় যত্নবান্॥
দদ্যান্মাষাংস্তিলাল্লোহং বিপ্রেভ্যঃ কাঞ্চনং তথা।
জপেচ্চাপি শুভান্ মন্ত্রান্ গায়ত্রীং ত্রিপদাং তথা॥
দৃষ্ট্বাচ প্রথমে যামে সুপ্যাদ্ধ্যাত্বা পুনঃ শুভং।
জপেদ্বান্যতমং দেবং ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
নচাচক্ষীত কস্মৈচিদ্দৃষ্ট্বা স্বপ্নমশোভনং॥
দেবতাযতনে চৈব বসেদ্রাত্রিত্রয়ং তথা।
বিপ্রাংশ্চ পূজয়েন্নিত্যং দুঃস্বপ্নাৎপ্রবিমুচ্যতে॥
অতউর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি প্রশস্তং স্বপ্নদর্শনং।
দেবান্ দ্বিজান্ গোবৃষভান্ জীবতঃ সুহৃদো নৃপান্॥
সমিদ্ধমগ্নিং বিপ্রাংশ্চ নির্ম্মলানি জলানি চ।
পশ্যেৎ কল্যাণলাভায় ব্যাধেরপগমায় চ॥
মাংসং মৎস্যান্ স্রজঃশ্বেতা বাসাংসি চ ফলানিচ।
লভন্তে ধনলাভায় ব্যাধেরপগমায চ॥
মহাপ্রাসাদসফলবৃক্ষবারণপর্ব্বতান্।
আরোহেদ্দ্রব্যলাভায় ব্যাধেরপগমায় চ॥
নদীনদসমুদ্রাংশ্চ ক্ষুভিতান্ কলুষোদকান্।
উরগো বা জলৌকো বা ভ্রমরো বাপি যং দশেৎ।
আরোগ্যং নির্দ্দিশেত্তস্য ধনলাভঞ্চ বুদ্ধিমান্॥

এবংরূপান্ শুভান্ স্বপ্নান্ যঃ পশ্যেদ্ব্যাধিতো নরঃ।
স দীর্ঘায়ুরিতি জ্ঞেয়স্তস্মৈ কর্ম্ম সমাচরেৎ ॥

ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়।

অথাতঃ পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থবিপ্রতিপত্তিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

শরীরশীলয়োর্যস্য প্রকৃতের্ব্বিকৃতি র্ভবেৎ।
তত্ত্বরিষ্টং সমাসেন ব্যাসতস্তু নিবোধ মে ॥
শৃণোতি বিবিধান্ শব্দান্ যো দিব্যানামভাবতঃ।
সমুদ্রপুরমেঘানামসম্পত্তৌ চ নিঃস্বনান্ ॥
তান্ স্বনান্নাবগৃহ্নাতি মন্যতে চান্যশব্দবৎ ;
গ্রাম্যারণ্যস্বনাংশ্চাপি বিপরীতান্ শৃণোত্যপি ॥
দ্বিষচ্ছব্দেষু রমতে সুহৃচ্ছব্দেষু কুপ্যতি।
ন শৃণোতি চ যোঽকস্মাত্তং ব্রুবন্তি গতায়ুষং ॥
যস্তূষ্ণমিব গৃহ্নাতি শীতমুষ্ণঞ্চ শীতবৎ।
সঞ্জাতশীতপিড়কো যশ্চ দাহেন পীড্যতে ॥
উষ্ণগাত্রোঽতিমাত্রঞ্চ যঃ শীতেন প্রবেপতে।
প্রহারান্নাভিজানাতি যোঽঙ্গচ্ছেদমথাপি বা ॥
পাংশুনেবাবকীর্ণানি যশ্চ গাত্রাণি মন্যতে।
বর্ণান্যভাবো রাজ্যো বা যস্য গাত্রে ভবন্তি হি ॥
স্নাতানুলিপ্তং যঞ্চাপি ভজন্তে নীলমক্ষিকাঃ।
সুগন্ধির্ব্বাতি যোঽকস্মাত্তং ব্রুবন্তি গতায়ুষং ॥
বিপরীতেন গৃহ্নাতি রসান্ যশ্চোপযোজিতান্।
উপযুক্তাঃ ক্রমাদ্যস্য রসা দোষাভিবৃদ্ধয়ে ॥
যস্য দোষাগ্নিসাম্যঞ্চ কুর্য্যুর্মিথ্যোপযোজিতাঃ।
যো বা রসান্নং সংবেত্তি গতাসুং তং প্রচক্ষতে ॥

সুগন্ধং বেত্তি দুর্গন্ধং দুর্গন্ধস্য সুগন্ধিতাং ।
যো বা গন্ধান্ন জানাতি গতাসুং তং বিনির্দ্দিশেৎ ॥
দ্বন্দ্বানুষ্ণহিমাদীনি কালাবস্থা দিশস্তথা ।
বিপরীতেন গৃহ্নাতি ভাবানন্যাংশ্চ যো নরঃ ॥
দিবাজ্যোতীংষি যশ্চাপি জ্বলিতানীব পশ্যতি ।
রাত্রৌ সূর্য্যং জ্বলন্তং বা দিবা বা চন্দ্রবর্চ্চসং ॥
অমেঘোপপ্লবে যশ্চ শক্রচাপতড়িদ্গুণান্ ।
তড়িত্বতোঽসিতান্ যো বা নির্ম্মলে গগনে ঘনান্ ॥
বিমানযানপ্রাসাদৈর্যশ্চ সঙ্কুলসম্বরং ।
যশ্চানিলং মূর্ত্তিমন্তমন্তরীক্ষঞ্চ পশ্যতি ॥
ধূমনীহারবাসোভিরাবৃতামিব মেদিনীং ।
প্রদীপ্তমিব লোকঞ্চ যো বা প্লুতমিবাম্ভসা ॥
ভূমিমষ্টাপদাকারাং লেখাভির্যশ্চ পশ্যতি ।
ন পশ্যতি সনক্ষত্রাং যশ্চ দেবীমরুন্ধতীং ॥
ধ্রুবমাকাশ গঙ্গাং বা তং বদন্তি গতায়ুষং ।
জ্যোৎস্নাদর্শোষ্ণতোয়েষু ছায়াং যশ্চ ন পশ্যতি ॥
পশ্যত্যেকাঙ্গহীনাং বা বিকৃতাং বাঽন্যসত্বজাং ।
শ্বকাককঙ্কগৃধ্রাণাং প্রেতানাং যক্ষরক্ষসাং ॥
পিশাচোরগনাগানাং ভূতানাং বিকৃতামপি ।
যো বা ময়ূরকণ্ঠাভং বিধূমং বহ্নিমীক্ষতে ॥
আতুরস্য ভবেন্মৃত্যুঃ স্বস্থো ব্যাধিমবাপ্নুয়াৎ ॥

একত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

অথাতশ্ছায়াবিপ্রতিপত্তিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

শ্যাবা লোহিতিকা নীলা পীতিকা বাপি মানবং।
অভিদ্রবন্তি যং ছায়াঃ স পরাস্তুরসংশয়ং ॥
হ্রীশ্রিয়ৌ নশ্যতো যস্য তেজ ওজঃ স্মৃতিঃ প্রভা।
অকস্মাদ্যং ভজন্তে বা স পরাস্তুরসংশয়ং ॥
যস্যাধরৌষ্ঠঃ পতিতঃ ক্ষিপ্তশ্চোর্দ্ধং তথোত্তরঃ।
উভৌ বা জাম্ববাভাসৌ দুর্লভং তস্য জীবিতং ॥
আরক্তা দশনা যস্য শ্যাবা বা স্যুঃ পতন্তি চ।
খঞ্জনপ্রতিমা বাপি তং গতায়ুষমাদিশেৎ ॥
কৃষ্ণা স্তব্ধাবলিপ্তা বা জিহ্বা শূনা চ যস্য বৈ ॥
কর্কশা বা ভবেদ্যস্য সোঽচিরাদ্বিজহাত্যসূন্ ॥
কুটিলা স্ফুটিতা বাপি শুষ্কা বা যস্য নাসিকা।
অবস্ফূর্জ্জতি মগ্না বা ন স জীবতি মানবঃ ॥
সংক্ষিপ্তে বিষমে স্তব্ধে রক্তে স্রস্তে চ লোচনে।
স্যাতাং বা প্রস্রুতে যস্য স গতায়ুর্নরো ধ্রুবং ॥
কেশাঃ সীমন্তিনো যস্য সংক্ষিপ্তে বিনতে ভ্রুবৌ।
লুনন্তি চাক্ষিপক্ষ্মাণি সোঽচিরাদ্যাতি মৃত্যবে ॥
নাহরত্যন্নমাস্যস্থং ন ধারয়তি যঃ শিরঃ।
একাগ্রদৃষ্টির্মূঢ়াত্মা সদ্যঃ প্রাণান্ জহাতি সঃ ॥
বলবান্ দুর্ব্বলো বাপি সম্মোহং যোঽধিগচ্ছতি।
উত্থাপ্যমানো বহুশস্তং ধীরঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
উত্তানঃ সর্ব্বদা শেতে পাদৌ বিকুরুতে চ যঃ ॥
বিপ্রসারণশীলো বা ন স জীবতি মানবঃ ॥

শীতপাদকরোচ্ছ্বাসচ্ছিন্নশ্বাসশ্চ যো ভবেৎ।
কাকোচ্ছ্বাসশ্চ যো মর্ত্ত্যস্তং ধীরঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
নিদ্রা ন ছিদ্যতে যস্য যো বা জাগর্ত্তি সর্ব্বদা।
মুহ্যেদ্বা বক্তুকামস্তু প্রত্যাখ্যেয়ঃ স জানতা ॥
উত্তরৌষ্ঠঞ্চ যো লিহ্যাদুদ্গারাংশ্চ করোতি যঃ।
প্রেতৈর্ব্বা ভাষতে সার্দ্ধং প্রেতরূপং তমাদিশেৎ।
স্বেভ্যঃ সরোমকূপেভ্যো যস্য রক্তং প্রবর্ত্ততে।
পুরুষস্যাবিষার্ত্তস্য সদ্যো জহ্যাৎ স জীবিতং ॥
বাতাষ্ঠীলা তু হৃদয়ে যস্যোর্দ্ধমনুযায়িনী।
রুজান্নবিদ্বেষকরী স পরাসুরসংশয়ং ॥
অনন্যোপদ্রবকৃতঃ শোফঃ পাদসমুত্থিতঃ।
পুরুষং হন্তি নারীন্তু মুখজো গুহ্যজো দ্বয়ং ॥
অতিসারো জ্বরো হিক্কা ছর্দ্দিঃ শূনাণ্ডমেঢ্রতা।
শ্বাসিনঃ কাসিনো বাপি যস্য তং পরিবর্জয়েৎ ॥
স্বেদো দাহশ্চ বলবান্ হিক্কা শ্বাসশ্চ মানবং।
বলবন্তমপি প্রাণৈর্বিযুঞ্জন্তি ন সংশয়ঃ ॥
শ্যাবা জিহ্বা ভবেদ্যস্য সব্যং চাক্ষি নিমজ্জতি।
মুখঞ্চ জায়তে পূতি যস্য তং পরিবর্জয়েৎ ॥
বক্ত্রমাপূর্য্যতেঽশ্রূণা স্বিদ্যতশ্চরণাবুভৌ।
চক্ষুশ্চাকুলতাং যাতি যমরাষ্ট্রং গমিষ্যতঃ ॥
অতিমাত্রং লঘূনি স্যুর্গাত্রাণি গুরুকাণি চ।
যস্যাকস্মাৎ স বিজ্ঞেয়ো গন্তা বৈবস্বতালয়ং ॥
পঙ্কমৎস্যবসাতৈলঘৃতগন্ধাংশ্চ যে নরাঃ।
মৃষ্টগন্ধাংশ্চ যে বান্তি গন্তারস্তে যমালয়ং ॥
যূকা ললাটমায়ান্তি বলিং নাশ্নন্তি বায়সাঃ।
যেষাং বাপি রতির্নাস্তি যাতারস্তে যমালয়ং ॥

জরাতিসারশোফাঃ স্যুর্যস্যান্যোন্যাবসাদিনঃ।
প্রক্ষীণবলমাংসস্য নাসৌ শক্যশ্চিকিৎসিতুং॥
ক্ষীণস্য যস্য ক্ষুত্তৃষ্ণে হৃদ্যৈর্মিষ্টৈর্হিতৈস্তথা।
ন শাম্যতোঽন্নপানৈশ্চ তস্য মৃত্যুরুপস্থিতঃ॥
প্রবাহিকা শিরঃশূলং কোষ্ঠশূলঞ্চ দারুণং।
পিপাসা বলহানিশ্চ তস্য মৃত্যুরুপস্থিতঃ॥
বিষমেণোপচারেণ কর্ম্মভিশ্চ পুরাকৃতৈঃ।
অনিত্যত্বাচ্চ জন্তূনাং জীবিতং নিধনং ব্রজেৎ॥
প্রেতভূতপিশাচাশ্চ রক্ষাংসি বিবিধানি চ।
মরণাভিমুখং নিত্যমুপসর্পন্তি মানবং॥
তানি ভেষজবীর্য্যাণি প্রতিঘ্নন্তি জিঘাংসয়া।
তস্মান্মোঘাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা ভবন্ত্যেব গতায়ুষঃ॥

দ্বাত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ স্বভাববিপ্রতিপত্তিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

স্বভাবপ্রসিদ্ধানাং শরীরৈকদেশানামন্যভাবিত্বং মরণায়। তদ্যথা। শুক্লানাং কৃষ্ণতা কৃষ্ণানাং শুক্লতা রক্তানামন্যবর্ণত্বং স্থিরাণামস্থিরত্বং মৃদূনাং স্থিরতা চলানামচলত্বমচলানাং চলতা পৃথূনাং সংক্ষিপ্তত্বং সংক্ষিপ্তানাং পৃথুতা দীর্ঘাণাং হ্রস্বত্বং হ্রস্বানাং দীর্ঘতাঽপতনধর্ম্মিণাং পতনধর্ম্মিত্বং পতনধর্ম্মিণামপতনধর্ম্মিত্বমকস্মাচ্চ শৈত্যোষ্ণ্যস্নৈগ্ধ্যরৌক্ষ্যপ্রস্তম্ভবৈবর্ণ্যাবসদনঞ্চাঙ্গানাং। স্বেভ্যঃ স্থানেভ্যঃ শরীরৈকদেশানামবস্রস্তোৎক্ষিপ্তভ্রান্তাবক্ষিপ্তপতিতবিমুক্তনির্গতান্তর্গতগুরুলঘুত্বানি। প্রবালবর্ণব্যঙ্গপ্রাদুর্ভাবোঽপ্যকস্মাৎ। শিরাণাঞ্চ দর্শনং ললাটে নাসাবংশে বা পিড়কোৎপত্তিঃ। ললাটে প্রভাতকালে বা

স্বেদঃ। নেত্ররোগাদ্বিনা বাশ্রুপ্রবৃত্তিঃ। গোময়চূর্ণপ্রকাশস্ত বা রজসো দর্শনমুত্তমাঙ্গে নিলয়নং বা কপোতকঙ্কপ্রভৃতীনাং। মূত্র-পুরীষবৃদ্ধিরভুঞ্জানানাং তৎপ্রণাশো ভুঞ্জানানাং। স্তনমূলহৃদয়োরঃসু চ শূলোৎপত্তয়ঃ। মধ্যে শূনত্বমন্তেষু পরিম্লায়িত্বং বিপর্য্যয়ো বা তথার্দ্ধাঙ্গে শ্বয়থুঃ। শোষোঽঙ্গপক্ষয়োর্ব্বা নষ্টহীনবিকলবিকৃত-স্বরতা। বিবর্ণপুষ্পপ্রাদুর্ভাবো বা দন্তমুখনখশরীরেষু। যস্য বাপ্সু কফপুরীষরেতাংসি নিমজ্জন্তি। যস্য বা দৃষ্টিমণ্ডলে ভিন্নবিকৃতানি রূপা-ণ্যালোক্যন্তে। স্নেহাভ্যক্তকেশাঙ্গ ইব যো ভাতি। যশ্চ দুর্ব্বলো ভক্তদ্বেষাতিসারাভ্যাং পীড্যতে। কাসমানশ্চ তৃষ্ণাভিভূতঃ। ক্ষীণ-শ্ছর্দ্দিভক্তদ্বেষযুক্তঃ সফেনপূয়রুধিরোদ্বামী হতস্বরঃ শূলাভিপন্নশ্চ মনুষ্যঃ। শূনকরচরণবদনঃ ক্ষীণোঽন্নদ্বেষী স্রস্তপিণ্ডিকাংসপাণি-পাদো জ্বরকাসাভিভূতঃ। যস্তু পূর্ব্বাহ্ণে ভুক্তমপরাহ্ণে ছর্দ্দয়ত্যবিদগ্ধ-মতিসার্য্যতে বা জ্বরকাসাভিভূতঃ স শ্বাসাৎ ম্রিয়তে। বস্তবদ্বিলপন্ যশ্চ ভূমৌ পততি স্রস্তমুষ্কস্তব্ধমেঢ্রো ভগ্নগ্রীবঃ প্রনষ্টমেহনশ্চ মনুষ্যঃ। প্রাগ্‌শুষ্যমাণহৃদয় আর্দ্রশরীরো যশ্চ লোষ্ট্রং লোষ্ট্রেনা-ভিহন্তি কাষ্ঠং কাষ্ঠেন তৃণানি বা ছিনত্তি। অধরোষ্ঠং দশত্যুত্ত-রোষ্ঠং বা লেঢ়ি। আলুঞ্চতি বা কর্ণৌ কেশাংশ্চ। দেবদ্বিজগুরু-সুহৃদ্বৈদ্যাংশ্চ দ্বেষ্টি। যস্য বক্রানুবক্রগা গ্রহা গর্হিতস্থানগতাঃ পীড়য়ন্তি জন্মর্ক্ষং বা যস্যোল্কাশনিভ্যামভিহন্যতে হোরা বা। গৃহ-দারশয়নাসনযানবাহনমণিরত্নোপকরণগর্হিতলক্ষণনিমিত্তপ্রাদুর্ভাবো বেতি।

ভবন্তি চাত্র।

চিকিৎস্যমানঃ সম্যক্ চ বিকারো যোঽভিবর্দ্ধতে।
প্রক্ষীণবলমাংসস্য লক্ষণং তদ্গতায়ুষঃ॥
নিবর্ত্ততে মহাব্যাধিঃ সহসা যস্য দেহিনঃ।
ন চাহারফলং যস্য দৃশ্যতে স বিনশ্যতি॥

এতান্যরিষ্টরূপাণি সম্যগ্‌বুদ্ধ্যেত যো ভিষক্‌।
সাধ্যাসাধ্যপরীক্ষায়াং স রাজ্ঞঃ সম্মতো ভবেৎ॥

ত্রয়স্ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতোঽবারণীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

উপদ্রবৈস্তু যে জুষ্টা ব্যাধয়ো যান্ত্যবার্য্যতাং।
রসায়নাদ্বিনা বৎস তান্‌ শৃণ্বেকমনা মম॥
বাতব্যাধিঃ প্রমেহশ্চ কুষ্ঠমর্শো ভগন্দরঃ।
অশ্মরী মূঢ়গর্ভশ্চ তথৈবোদরমষ্টমং॥
অষ্টাবেতে প্রকৃত্যৈব দুশ্চিকিৎস্যা মহাগদাঃ।
প্রাণমাংসক্ষয়শ্বাসতৃষ্ণাশোষবমিজ্বরৈঃ॥
মূর্চ্ছাতিসারহিক্কাভিঃ পুনশ্চৈতৈরুপদ্রুতাঃ।
বর্জনীয়া বিশেষেণ ভিষজা সিদ্ধিমিচ্ছতা॥
শূনং সুপ্তত্বচং ভগ্নং কম্পাধ্মাননিপীড়িতং।
নরং রুজার্ত্তিমন্তঞ্চ বাতব্যাধির্বিনাশয়েৎ॥
যথোক্তোপদ্রবাবিষ্টমতিপ্রস্রুতমেব বা।
পিড়কাপীড়িতং গাঢ়ং প্রমেহো হন্তি মানবং॥
প্রভিন্নং প্রস্রুতাঙ্গঞ্চ রক্তনেত্রং হৃতস্বরং।
পঞ্চকর্ম্মগুণাতীতং কুষ্ঠং হন্তীহ কুষ্ঠিনং॥
তৃষ্ণারোচকশূলার্ত্তমতিপ্রস্রুতশোণিতং।
শোফাতীসারসংযুক্তমর্শোব্যাধির্বিনাশয়েৎ॥
বাতমূত্রপুরীষাণি ক্রিময়ঃ শুক্রমেব চ।
ভগন্দরাৎ প্রস্রবন্তি যস্য তং পরিবর্জয়েৎ॥
প্রশূননাভিবৃষণং রুদ্ধমূত্রং রুগন্বিতং।
অশ্মরী ক্ষপয়ত্যাশু সিকতা শর্করান্বিতা॥

গর্ভকোষপরাসঙ্গো মক্কল্লো যোনিসংবৃতিঃ।
হন্যাৎ স্ত্রিয়ং মূঢ়গর্ভো যথোক্তাশ্চাপ্যুপদ্রবাঃ॥
পার্শ্বভঙ্গান্নবিদ্বেষশোফাতিসারপীড়িতং।
বিরিক্তং পূর্য্যমাণঞ্চ বর্জয়েদুদরার্দ্দিতং॥
যস্তাম্যতি বিসংজ্ঞশ্চ শেতে নিপতিতোঽপি বা।
শীতার্দ্দিতোঽন্তরুষ্ণশ্চ জ্বরেণ ম্রিয়তে নরঃ॥
যো হৃষ্টরোমা রক্তাক্ষো হৃদি সংঘাতশূলবান্।
নিত্যং বক্ত্রেণ চোচ্ছ্বস্যাৎ তং জ্বরো হন্তি মানবং॥
হিক্কাশ্বাসপিপাসার্ত্তং মূঢ়ং বিভ্রান্তলোচনং।
সন্ততোচ্ছ্বাসিনং ক্ষীণং নরং ক্ষপয়তি জ্বরঃ॥
আবিলাক্ষং প্রতাম্যন্তং নিদ্রাযুক্তমতীব চ।
ক্ষীণশোণিতমাংসঞ্চ নরং ক্ষপয়তি জ্বরঃ॥
শ্বাসশূলপিপাসার্ত্তং ক্ষীণং জ্বরনিপীড়িতং।
বিশেষেণ নরং বৃদ্ধমতীসারো বিনাশয়েৎ॥
শুক্লাক্ষমন্নদ্বেষ্টারমূর্দ্ধশ্বাসনিপীড়িতং।
কৃচ্ছ্রেণ বহু মেহন্তং যক্ষ্মা হন্তীহ মানবং॥
শ্বাসশূলপিপাসান্নবিদ্বেষগ্রন্থিমূঢ়তাঃ।
ভবন্তি দুর্ব্বলত্বঞ্চ গুল্মিনো মৃত্যুমেষ্যতঃ॥
আধ্মাতং বদ্ধনিষ্যন্দং ছর্দ্দিহিক্কাতৃড়ন্বিতং।
রুজাশ্বাসসমাবিষ্টং বিদ্রধির্নাশয়েন্নরং॥
পাণ্ডুদন্তনখো যশ্চ পাণ্ডুনেত্রশ্চ মানবঃ।
পাণ্ডুসঙ্ঘাতদর্শী চ পাণ্ডুরোগী বিনশ্যতি॥
লোহিতং ছর্দ্দয়েদ্যশ্চ বহুশো লোহিতেক্ষণঃ।
রক্তানাঞ্চ দিশাং দ্রষ্টা রক্তপিত্তী বিনশ্যতি॥
অবাঙ্মুখস্তূন্মুখো বা ক্ষীণমাংসবলো নরঃ।
জাগরিষ্ণুরসন্দেহমুন্মাদেন বিনশ্যতি॥

বহুশোঽপস্মরন্তস্তু প্রক্ষীণং চলিতভ্রুবং।
নেত্রাভ্যাঞ্চ বিকুর্ব্বাণমপস্মারো বিনাশয়েৎ ॥

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো যুক্তসেনীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ

যুক্তসেনস্য নৃপতেঃ পরানভিজিগীষতঃ।
ভিষজা রক্ষণং কার্য্যং যথা তদুপদেক্ষ্যতে ॥
বিজিগীষুঃ সহামাত্যৈর্যাত্রাযুক্তঃ প্রযত্নতঃ।
রক্ষিতব্যো বিশেষেণ বিষাদেব নরাধিপঃ ॥
পন্থানমুদকং ছায়াং ভক্তং যবসমিন্ধনং।
দূষয়ন্ত্যরয়ো যস্মাজ্জানীয়াচ্ছোধয়েত্তথা।
তস্য লিঙ্গং চিকিৎসা চ কল্পস্থানে প্রবক্ষ্যতে ॥
একোত্তরং মৃত্যুশতমথর্ব্বাণঃ প্রচক্ষতে।
তত্রৈকঃ কালসংজ্ঞস্তু শেষাস্ত্বাগন্তবঃ স্মৃতাঃ ॥
দোষাগন্তুজমৃত্যুভ্যো রসমন্ত্রবিশারদৌ।
রক্ষেতাং নৃপতিং নিত্যং যত্নাদ্বৈদ্যপুরোহিতৌ ॥
ব্রহ্মা বেদাঙ্গমষ্টাঙ্গমায়ুর্ব্বেদমভাষত।
পুরোহিতমতে তস্মাদ্বর্ত্তেত ভিষগাত্মবান্ ॥
সঙ্করঃ সর্ব্ববর্ণানাং প্রণাশো ধর্ম্মকর্ম্মণাং।
প্রজানামপি চোচ্ছিত্তির্নৃপব্যসনহেতুতঃ ॥
পুরুষাণাং নৃপাণাঞ্চ কেবলং তুল্যমূর্ত্তিতা।
আজ্ঞা ত্যাগঃ ক্ষমা ধৈর্য্যং বিক্রমশ্চাপ্যমানুষঃ ॥
তস্মাদ্দেবমিবাভীক্ষ্ণং বাঙ্মনঃকর্ম্মভিঃ শুভৈঃ ॥
চিন্তয়েৎ নৃপতিং নিত্যং শ্রেয়াংসীচ্ছন্ বিচক্ষণঃ

স্কন্ধাবারে চ মহতি রাজগেহাদনন্তরং।
ভবেৎ সন্নিহিতো বৈদ্যঃ সর্ব্বোপকরণান্বিতঃ॥
তত্রস্থমেনং ধ্বজবদ্যশঃখ্যাতিসমুচ্ছ্রিতং।
উপসর্পন্ত্যমোহেন বিষশল্যাময়ার্দ্দিতাঃ॥
স্বতন্ত্রকুশলোঽন্যেষু শাস্ত্রার্থেষবহিষ্কৃতঃ।
বৈদ্যো ধ্বজ ইবাভাতি নৃপতদ্বিধপূজিতঃ॥
বৈদ্যো ব্যাধ্যুপসৃষ্টশ্চ ভেষজং পরিচারকঃ।
এতে পাদাশ্চিকিৎসায়াঃ কর্ম্মসাধনহেতবঃ॥
গুণবদ্ভিস্ত্রিভিঃ পাদৈশ্চতুর্থো গুণবান্ ভিষক্।
ব্যাধিমল্পেন কালেন মহান্তমপি সাধয়েৎ॥
বৈদ্যহীনাস্ত্রয়ঃ পাদা গুণবন্তোঽপ্যপার্থকাঃ।
উদ্গাতৃহোতৃব্রহ্মাণো যথাধ্বর্য্যুং বিনাধ্বরে॥
বৈদ্যস্তু গুণবানেকস্তারয়েদাতুরান্ সদা।
প্লবং প্রতিতরৈর্হীনং কর্ণধার ইবাম্ভসি॥
তত্ত্বাধিগতশাস্ত্রার্থো দৃষ্টকর্ম্মা স্বয়ঙ্কৃতী।
লঘুহস্তঃ শুচিঃ শূরঃ সজ্জোপস্করভেষজঃ॥
প্রত্যুৎপন্নমতির্ধীমান্ ব্যবসায়ী বিশারদঃ।
সত্যধর্ম্মপরো যশ্চ স ভিষক্ পাদ উচ্যতে॥
আয়ুষ্মান্ সত্ত্ববান্ সাধ্যো দ্রব্যবানাত্মবানপি।
আস্তিকো বৈদ্যবাক্যস্থো ব্যাধিতঃ পাদ উচ্যতে॥
প্রশস্তদেশসম্ভূতং প্রশস্তেঽহনি চোদ্ধৃতং।
যুক্তমাত্রং মনস্কান্তং গন্ধবর্ণরসান্বিতং॥
দোষঘ্নমগ্লানিকরমবিকারি বিপর্য্যয়ে।
সমীক্ষ্য দত্তং কালে চ ভেষজং পাদ উচ্যতে॥
স্নিগ্ধোঽজুগুপ্সুর্বলবান্ যুক্তো ব্যাধিতরক্ষণে।
বৈদ্যবাক্যকৃদশ্রান্তঃ পাদঃ পরিচরঃ স্মৃতঃ॥

পঞ্চত্রিংশদধ্যায়ঃ।

অথাত আতুরোপক্রমণীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

আতুরমুপক্রমমাণেন ভিষজায়ুরেবাদৌ পরীক্ষ্যেত। সত্যপ্যায়ুষি ব্যাধ্যৃত্বগ্নিবয়োদেহবলসত্বসাত্ম্যপ্রকৃতিভেষজদেশান্ পরীক্ষেত। তত্র মহাপাণিপাদপার্শ্বপৃষ্ঠস্তনাগ্রদশনবদনস্কন্ধললাটং দীর্ঘাঙ্গুলিপর্ব্বোচ্ছ্বাসপ্রেক্ষণবাহুং বিস্তীর্ণভ্রূস্তনান্তরোরস্কং হ্রস্বজঙ্ঘামেঢ্রগ্রীবং গম্ভীরসত্বস্বরনাভিমনুচ্চৈর্ব্বদ্ধস্তনমুপচিতমহারোমশকর্ণং পশ্চান্মস্তিষ্কং স্নাতানুলিপ্তং মূর্দ্ধানুপূর্ব্ব্যা বিশুষ্যমাণশরীরং পশ্চাচ্চ বিশুষ্যমাণহৃদয়ং পুরুষং জানীয়াদ্দীর্ঘায়ুঃ খল্বয়মিতি। তমেকান্তেনোপক্রমেৎ। এভির্লক্ষণৈর্ব্বিপরীতৈরল্পায়ুর্ম্মিশ্রৈর্ম্মধ্যমায়ুরিতি।

ভবন্তি চাত্র।

গূঢ়সন্ধিশিরাস্নায়ুঃ সংহতাঙ্গঃ স্থিরেন্দ্রিয়ঃ।
উত্তরোত্তরসুক্ষেত্রো যঃ স দীর্ঘায়ুরুচ্যতে॥
গর্ভাৎ প্রভৃত্যরোগো যঃ শনৈঃ সমুপচীয়তে।
শরীরজ্ঞানবিজ্ঞানৈঃ স দীর্ঘায়ুঃ সমাসতঃ॥
মধ্যমস্যায়ুষো জ্ঞানমত ঊর্দ্ধং নিবোধ মে।
অধস্তাদক্ষয়োর্যস্য লেখাঃ স্যুর্ব্যক্তমায়তাঃ॥
দ্বে বা তিস্রোঽধিকা বাপি পাদৌ কর্ণৌ চ মাংসলৌ।
নাসাগ্রমূর্দ্ধঞ্চ ভবেদূর্দ্ধলেখাশ্চ পৃষ্ঠতঃ॥
যস্য স্যুস্তস্য পরমমায়ুর্ভবতি সপ্ততিঃ।
জঘন্যস্যায়ুষো জ্ঞানমত ঊর্দ্ধং নিবোধ মে॥
হ্রস্বানি যস্য পর্ব্বাণি সুমহচ্চাপি মেহনং।
তথোরস্যবলীঢ়ানি ন চ স্যাৎ পৃষ্ঠমায়তং॥
ঊর্দ্ধঞ্চ শ্রবণৌ স্থানান্নাসা চোচ্চা শরীরিণঃ।

হসতো জল্পতো বাপি দন্তমাংসং প্রদৃশ্যতে ।
প্রেক্ষতে যশ্চ বিভ্রান্তং স জীবেৎ পঞ্চবিংশতিং ॥

অথ পুনরায়ুষো বিজ্ঞানার্থমঙ্গপ্রত্যঙ্গপ্রমাণসারানুপদেক্ষ্যামঃ । তত্রাঙ্গান্যন্তরাধিসক্থিবাহুশিরাংসি তদবয়বাঃ প্রত্যঙ্গানীতি । তত্র স্বৈরঙ্গুলৈঃ পাদাঙ্গুষ্ঠপ্রদেশিন্যৌ দ্ব্যঙ্গুলায়তে । প্রদেশিন্যাস্তু মধ্যমানামিকা কনিষ্ঠিকা যথোত্তরং পঞ্চমভাগহীনা । চতুরঙ্গুলায়তে পঞ্চাঙ্গুলবিস্তৃতে প্রপদপাদতলে । পঞ্চচতুরঙ্গুলায়তবিস্তৃতা পার্ষ্ণিঃ । চতুর্দ্দশাঙ্গুলায়তঃ পাদঃ । চতুর্দ্দশাঙ্গুলপরিণাহানি পাদগুল্‌ফজঙ্ঘাজানুমধ্যানি । অষ্টাদশাঙ্গুলা জঙ্ঘা জানূপরিষ্টাৎ দ্বাত্রিংশদঙ্গুলমেবং পঞ্চাশৎ । জঙ্ঘায়ামসমাবূরূ । দ্ব্যঙ্গুলানি বৃষণচিবুকদশননাসাপুটভাগকর্ণমূলনয়নান্তরাণি । চতুরঙ্গুলানি মেহনবদনান্তরনাসাকর্ণললাটগ্রীবোচ্ছ্রায়দৃষ্ট্যন্তরাণি । দ্বাদশাঙ্গুলানি ভগবিস্তারমেহননাভিহৃদয়গ্রীবাস্তনান্তরমুখায়ামমণিবন্ধপ্রকোষ্ঠস্থৌল্যানি । ইন্দ্রবস্তিপরিণাহাংসপীঠকূর্পরান্তরায়ামঃ ষোড়শাঙ্গুলঃ । চতুর্ব্বিংশত্যঙ্গুলো হস্তঃ । দ্বাত্রিংশদঙ্গুলপরিমাণৌ ভুজৌ . দ্বাত্রিংশৎপরিণাহাবূরূ । মণিবন্ধকূর্পরান্তরং ষোড়শাঙ্গুলং । তলং ষট্‌চতুরঙ্গুলায়ামবিস্তারং । অঙ্গুষ্ঠমূলপ্রদেশিনীশ্রবণাপাঙ্গান্তরমধ্যমাঙ্গুল্যৌ পঞ্চাঙ্গুলে । অর্দ্ধপঞ্চাঙ্গুলে প্রদেশিন্যনামিকে । সার্দ্ধত্র্যঙ্গুলৌ কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠৌ । চতুর্ব্বিংশতিবিস্তারপরিণাহং মুখগ্রীবং । ত্রিভাগাঙ্গুলিবিস্তারা নাসাপুটমর্য্যাদা । নয়নত্রিভাগপরিণাহা তারকা । নবমস্তারকাংশো দৃষ্টিঃ । কেশান্তমস্তকান্তরমেকাদশাঙ্গুলং । মস্তকাদবটুকেশান্তো দশাঙ্গুলঃ কর্ণাবট্বন্তরং চতুর্দ্দশাঙ্গুলং । পুরুষোরঃপ্রমাণবিস্তীর্ণা স্ত্রীশ্রোণিঃ । অষ্টাদশাঙ্গুলবিস্তীর্ণমুরঃ । তৎপ্রমাণা পুরুষস্য কটিঃ । সবিংশমঙ্গুলশতং পুরুষায়াম ইতি ।

ভবন্তি চাত্র।

পঞ্চবিংশে ততো বর্ষে পুমান্ নারী তু ষোড়শে।
সমত্বাগতবীর্য্যৌ তৌ জানীয়াৎ কুশলো ভিষক্ ॥
দেহঃ স্বৈরঙ্গবৈরেষ যথাবদনুকীর্ত্তিতঃ।
যুক্তপ্রমাণেনানেন পুমান্ বা যদি বাঽঙ্গনা ॥
দীর্ঘমায়ুরবাপ্নোতি বিত্তঞ্চ মহদৃচ্ছতি।
মধ্যমং মধ্যমৈরায়ুর্ব্বিত্তং হীনৈস্তথাঽবরং ॥

অথ সারান্ বক্ষ্যামঃ। স্মৃতিভক্তিপ্রজ্ঞাশৌর্য্যশৌচোপেতং কল্যাণাভিনিবেশং সত্ত্বসারং বিদ্যাৎ। স্নিগ্ধং সংহতশ্বেতাস্থিদন্তনখং বহুলকামপ্রজং শুক্রেণ। অকৃশমুত্তমবলং স্নিগ্ধগম্ভীরস্বরং সৌভাগ্যোপপন্নং মহানেত্রঞ্চ মজ্জা। মহাশিরঃস্কন্ধদৃঢ়দন্তহন্বস্থিনখমস্থিভিঃ স্নিগ্ধমূত্রস্বেদস্বরং বৃহচ্ছরীরমায়াসসহিষ্ণুং মেদসা। অচ্ছিদ্রগাত্রং গূঢ়াস্থিসন্ধিং মাংসোপচিতঞ্চ মাংসেন। স্নিগ্ধতাম্রনখনয়নতালুজিহ্বৌষ্ঠপাণিপাদতলং রক্তেন। সুপ্রসন্নমৃদুত্বগ্রোমাণং ত্বক্‌সারং বিদ্যাদিত্যেষাং পূর্ব্বং পূর্ব্বং প্রধানমায়ুঃ সৌভাগ্যয়োরপি।

ভবতি চাত্র।

সামান্যতোঽঙ্গপ্রত্যঙ্গপ্রমাণাদথ সারতঃ।
পরীক্ষ্যায়ুঃ সুনিপুণো ভিষক্ সিধ্যতি কর্ম্মসু ॥

ব্যাধিবিশেষাস্তু প্রাগভিহিতাঃ সর্ব্ব এবৈতে ত্রিবিধাঃ সাধ্যা যাপ্যাঃ প্রত্যাখ্যেয়াশ্চ তত্রৈতান্ ভূয়স্ত্রিধা পরীক্ষেত কিমসাবৌপসর্গিকঃ প্রাক্কেবলোঽন্যলক্ষণ ইতি। তত্রৌপসর্গিকো যঃ পূর্ব্বোৎপন্নং ব্যাধিং জঘন্যকালজাতো ব্যাধিরুপসৃজতি স তন্মূল এবোপদ্রবসংজ্ঞঃ। প্রাক্কেবলো যঃ প্রাগেবোৎপন্নো ব্যাধিরপূর্ব্বরূপোঽনুপদ্রবশ্চ। অন্যলক্ষণো যো ভবিষ্যদ্ব্যাধিখ্যাপকঃ স পূর্ব্বরূপসংজ্ঞঃ। তত্র সোপদ্রবম-

ন্যোন্যাবিরোধেনোপক্রমেত বলবন্তমুপদ্রবং বা। প্রাক্কেবলং যথাস্বং প্রতিকুর্ব্বীত। অন্যলক্ষণে ত্বাদিব্যাধৌ প্রযতেত।

ভবতি চাত্র।

নাস্তি রোগো বিনা দোষৈর্যস্মাত্তস্মাদ্বিচক্ষণঃ।
অনুক্তমপি দোষাণাং লিঙ্গৈর্ব্যাধিমুপাচরেৎ ॥

প্রাগভিহিতা ঋতবঃ।

শীতে শীতপ্রতীকার উষ্ণে চোষ্ণনিবারণং।
কৃত্বা কুর্য্যাৎ ক্রিয়াং প্রাপ্তং ক্রিয়াকালং ন হাপয়েৎ ॥
অপ্রাপ্তে বা ক্রিয়াকালে প্রাপ্তে বা ন কৃতা ক্রিয়া।
ক্রিয়াহীনাঽতিরিক্তা বা সাধ্যেষপি ন সিধ্যতি ॥
যা তূদীর্ণং শময়তি নান্যং ব্যাধিং করোতি চ।
সা ক্রিয়া ন তু যা ব্যাধিং হরত্যন্যমুদীরয়েৎ ॥

প্রাগভিহিতোঽগ্নিরন্নস্য পাচকঃ। স চতুর্ব্বিধো ভবতি দোষানভিপন্ন একো বিক্রিয়ামাপন্নস্ত্রিবিধো ভবতি বিষমো বাতেন তীক্ষ্ণঃ পিত্তেন মন্দঃ শ্লেষ্মণা চতুর্থঃ সমঃ সর্ব্বসাম্যাদিতি। তত্র যো যথাকালমন্নমুপযুক্তং সম্যক্ পচতি স সমঃ সমৈর্দ্দোষৈঃ। যঃ কদাচিৎ সম্যক্ পচতি কদাচিদাধ্মানশূলোদাবর্ত্তাতিসারজঠরগৌরবান্ত্রকূজনপ্রবাহণানি কৃত্বা স বিষমঃ। যঃ প্রভূতমপ্যুপযুক্তমন্নমাশু পচতি স তীক্ষ্ণঃ স এবাভিবর্দ্ধমানোঽত্যগ্নিরিত্যাভাষ্যতে স মুহুর্ম্মুহুঃ প্রভূতমপ্যুপযুক্তমাশুতরং পচতি পাকান্তে চ গলতাল্বোষ্ঠশোষদাহসন্তাপান্ জনয়তি। যঃ স্বল্পমপ্যুপযুক্তমুদরশিরোগৌরবকাসশ্বাসপ্রসেকচ্ছর্দ্দিগাত্রসদনানি কৃত্বা মহতা কালেন পচতি স মন্দঃ।

বিষমো বাতজান্ রোগান্ তীক্ষ্ণঃ পিত্তনিমিত্তজান্।
করোত্যগ্নিস্তথা মন্দো বিকারান্ কফসম্ভবান্ ॥

তত্র সমে পরিরক্ষণং কুর্ব্বীত বিষমে স্নিগ্ধাম্ললবণৈঃ ক্রিয়াবিশেষৈঃ প্রতিকুর্ব্বীত তীক্ষ্ণে মধুরস্নিগ্ধশীতৈর্বিরেকৈশ্চ। এবমেবা-

ত্যগ্নৌ বিশেষেণ মাহিষৈশ্চ ক্ষীরদধিসর্পির্ভির্মন্দে কটুতিক্তকষায়ৈর্ব্বমনৈশ্চ।

জাঠরো ভগবানগ্নিরীশ্বরোঽন্নস্য পাচকঃ।
সৌক্ষ্ম্যাদ্রসানাদদানো বিবেক্তুং নৈব শক্যতে॥
প্রাণাপানসমানৈস্তু সর্ব্বতঃ পবনৈস্ত্রিভিঃ।
ধ্মায়তে পাল্যতে চাপি স্বে স্বে স্থানে ব্যবস্থিতৈঃ॥

বয়স্তু ত্রিবিধং বালং মধ্যং বৃদ্ধমিতি। তত্রোনষোড়শবর্ষা বালাস্তেঽপি ত্রিবিধাঃ ক্ষীরপাঃ ক্ষীরান্নাদা অন্নাদা ইতি। তেষু সংবৎসরপরাঃ ক্ষীরপা দ্বিসংবৎসরপরাঃ ক্ষীরান্নাদাঃ পরতোঽন্নাদা ইতি। ষোড়শসপ্তত্যোরন্তরে মধ্যং বয়স্তস্য বিকল্পো বৃদ্ধির্যৌবনং সংপূর্ণতা হানি রিতি। তত্রাবিংশতের্বৃদ্ধি রাত্রিংশতো যৌবন মাচত্বারিংশতঃ সর্ব্বধাত্বিন্দ্রিয়বলবীর্য্যসম্পূর্ণতা। অত ঊর্দ্ধমীষৎপরিহাণির্যাবৎসপ্ততিরিতি। সপ্তত্যূর্দ্ধং ক্ষীয়মাণধাত্বিন্দ্রিয়বলবীর্য্যোৎসাহমহন্যহনি বলীপলিতখালিত্যজুষ্টং কাসশ্বাসপ্রভৃতিভিরুপদ্রবৈরভিভূয়মানং সর্ব্বক্রিয়াস্বসমর্থং জীর্ণাগারমিবাভিবৃষ্টমবসীদন্তং বৃদ্ধমাচক্ষতে। তত্রোত্তরোত্তরাসু বয়োঽবস্থাসূত্তরোত্তরা ভেষজমাত্রাবিশেষা ভবন্তি ঋতে চ পরিহাণেস্তত্রাদ্যাপেক্ষয়া প্রতিকুর্ব্বীত।

ভবন্তি চাত্র।

বালে বিবর্দ্ধতে শ্লেষ্মা মধ্যমে পিত্তমেব তু।
ভূয়িষ্ঠং বর্দ্ধতে বায়ুর্বৃদ্ধে তদ্বীক্ষ্য যোজয়েৎ॥
অগ্নিক্ষারবিরেকৈস্তু বালবৃদ্ধৌ বিবর্জয়েৎ।
তৎ সাধ্যেষু বিকারেষু মৃদ্বীং কুর্য্যাৎ ক্রিয়াং শনৈঃ॥

দেহঃ স্থূলঃ কৃশো মধ্য ইতি প্রাগুপদিষ্টঃ।

কর্শয়েদ্বৃংহয়েচ্চাপি সদা স্থূলকৃশৌ নরৌ।
রক্ষণঞ্চৈব মধ্যস্য কুর্ব্বীত সততং ভিষক্॥

বলমভিহিতগুণং দৌর্বল্যঞ্চ স্বভাবদোষ জরাদিভিরবেক্ষিতব্যং। যস্মাদ্ বলবতঃ সর্বক্রিয়াপ্রবৃত্তিস্তস্মাদ্‌বলমেবপ্রধানমধিকরণানাং।

কেচিৎকৃশাঃ প্রাণবন্তঃ স্থূলাশ্চাপ্যবলা নরাঃ।
তস্মাৎ স্থিরত্বব্যায়ামৈর্বলং বৈদ্যঃ প্রতর্কয়েৎ॥

সত্ত্বস্তু ব্যসনাভ্যুদয়ক্রিয়াদিস্থানেষ্ববৈকল্যকরং।

সত্ত্ববান্ সহতে সর্ব্বং সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
রাজসঃ স্তভ্যমানোঽন্যৈঃ সহতে নৈব তামসঃ॥

প্রকৃতিং ভেষজং চোপরিষ্টাদ্বক্ষ্যামঃ। সাত্ম্যানি তু দেশকালজাত্যৃতুরোগব্যায়ামোদকদিবাস্বপ্নরসপ্রভৃতীনি প্রকৃতিবিরুদ্ধান্যপি বাস্যাবাধকরাণি ভবন্তি।

যো রসঃ কল্পতে যস্য সুখায়ৈব নিষেবিতঃ।
ব্যায়ামজাতমন্যদ্বা তৎ সাত্ম্যমিতি নির্দ্দিশেৎ॥

দেশস্ত্বানূপো জাঙ্গলঃ সাধারণ ইতি। তত্র বহূদকনিম্নোন্নতনদীবর্ষগহনো মৃদুশীতানিলো বহুমহাপর্বতবৃক্ষো মৃদুসুকুমারোপচিতশরীরমনুষ্যপ্রায়ঃ কফবাতরোগভূয়িষ্ঠশ্চানূপঃ। আকাশসমঃ প্রবিরলাল্পকণ্টকিবৃক্ষপ্রায়োঽল্পবর্ষপ্রস্রবণোদপানোদকপ্রায় উষ্ণদারুণবাতঃ প্রবিরলাল্পশৈলঃ স্থিরকৃশশরীরমনুষ্যঃ প্রায়ো বাতপিত্তরোগভূয়িষ্ঠশ্চ জাঙ্গলঃ। উভয়দেশলক্ষণঃ সাধারণ ইতি।

ভবন্তি চাত্র।

সমাঃ সাধারণে যস্মাচ্ছীতবর্ষোষ্মমারুতাঃ।
দোষাণাং সমতা জন্তোস্তস্মাৎসাধারণো মতঃ॥
ন তথা বলবন্তঃ স্যুর্জ্জলজা বা স্থলাহৃতাঃ।
স্বদেশে নিচিতা দোষা অন্যস্মিন্ কোপমাগতাঃ॥
উচিতে বর্ত্তমানস্য নাস্তি দেশকৃতং ভয়ং।
আহারস্বপ্নচেষ্টাদৌ তদ্দেশস্য গুণে সতি॥

দেশপ্রকৃতিসাত্ম্যর্ত্তুবিপরীতো ঽচিরোত্থিতঃ।
সম্পত্তৌ ভিষগাদীনাং বলসত্ত্বায়ুষাং তথা॥
কেবলঃ সমদেহাগ্নেঃ সুখসাধ্যতমো গদঃ।
অতোঽন্যথা ত্বসাধ্যঃ স্যাৎ কৃচ্ছ্রো ব্যামিশ্রলক্ষণঃ॥
ক্রিয়ায়াস্তু গুণালাভে ক্রিয়ামন্যাং প্রযোজয়েৎ।
পূর্বস্যাং শান্তবেগায়াং ন ক্রিয়াসঙ্করো হিতঃ॥
গুণালাভেঽপি সপদি যদি সৈব ক্রিয়া হিতা।
কর্ত্তব্যৈব তদা ব্যাধিঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যতমো যদি॥

যএবমেনং বিধিমেকরূপং বিভর্ত্তি কালাদিবশেন ধীমান্।
সমৃত্যুপাশান্ জগতোগদৌঘান্ ছিনত্তি ভৈষজ্যপরশ্বধেন।

ষট্ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতোমিশ্রকমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

মাতুলুঙ্গাগ্নিমন্থৌ চ দেবদারুমহৌষধং।
অহিংস্রাচৈব রাস্না চ প্রলেপো বাতশোফহৃৎ॥
দূর্বা চ নলমূলঞ্চ মধুকং চন্দনং তথা।
শীতলাশ্চ গণাঃ সর্বে প্রলেপঃ পিত্তশোফহৃৎ॥
আগন্তুজে রক্তজে চ এষ এব বিধিঃ স্মৃতঃ।
বিধির্বিষঘ্নো বিষজে পিত্তঘ্নোঽপি হিতস্তথা॥
অজগন্ধাশ্বগন্ধাচ কালা সরলয়া সহ।
একৈষিকাজশৃঙ্গী চ প্রলেপঃ শ্লেষ্মশোফহৃৎ॥
এতে বর্গাস্ত্রয়ো লোধ্রং পথ্যা পিণ্ডীতকানি চ।
অনন্তাচেতি লেপোঽয়ং সান্নিপাতিকশোফহৃৎ॥
স্নিগ্ধাম্ললবণো বাতে কোষ্ণঃ শীতঃ পয়োযুতঃ।

পিত্তে চোষ্ণঃ কফে ক্ষারমূত্রাঢ্যস্তৎপ্রশান্তয়ে ॥
শণমূলকশিগ্রূণাং ফলানি তিলসর্ষপাঃ।
শক্তবঃ কিণ্বমতসী দ্রব্যাণ্যুষ্ণানি পাচনং ॥
চিরবিল্বোঽগ্নিকো দন্তী চিত্রকো হয়মারকঃ।
কপোতগৃধ্রকঙ্কানাং পুরীষাণি চ দারুণং।
ক্ষারদ্রব্যাণি বা যানি ক্ষারো বা দারুণং পরং ॥
দ্রব্যাণাং পিচ্ছিলানাস্তু ত্বঙ্মূলানি প্রপীড়নং।
যবগোধূমমাষাণাং চূর্ণানি চ সমাসতঃ ॥
শঙ্খিন্যঙ্কোঠসুমনঃ করবীরসুবর্চ্চলাঃ।
শোধনানি কষায়াণি বর্গশ্চারগ্বধাদিকঃ ॥
অজগন্ধাজশৃঙ্গী চ গবাক্ষী লাঙ্গলাহ্বয়া।
পূতীকশ্চিত্রকঃ পাঠা বিডঙ্গৈলাহরেণবঃ ॥
কটুত্রিকং যবক্ষারো লবণানি মনঃশিলা।
কাসীসং ত্রিবৃতা দন্তী হরিতালং সুরাষ্ট্রজা ॥
সংশোধনীনাং বর্ত্তীনাং দ্রব্যাণ্যেতানি নির্দ্দিশেৎ।
এতৈরেবৌষধৈঃ কুর্য্যাৎকল্কানপি চ শোধনান্ ॥
কাসীসকটুরোহিণ্যোর্জ্জাতীকন্দহরিদ্রয়োঃ।
পূর্ব্বোদ্দিষ্টেষু চাঙ্গেষু কুর্য্যাত্তৈলঘৃতানি বৈ ॥
অর্কোত্তমাং স্নুহীক্ষীরং পিষ্টা ক্ষারোত্তমানপি।
জাতীমূলং হরিদ্রে দ্বে কাসীসং কটুরোহিণীং ॥
পূর্ব্বোদ্দিষ্টানি চান্যানি কুর্য্যাৎ সংশোধনং ঘৃতং।
ময়ূরকো রাজবৃক্ষো নিম্বঃ কোষাতকী তিলাঃ।
বৃহতী কণ্টকারী চ হরিতালং মনঃশিলা।
শোধনানি চ যোজ্যানি তৈলে দ্রব্যাণি শোধনে ॥
কাসীসে সৈন্ধবে কিণ্বে বচায়াং রজনীদ্বয়ে।
শোধনাঙ্গেষু চান্যেষু চূর্ণং কুর্ব্বীত শোধনং ॥

সালসারাদিসারেষু পটোলত্রিফলাসু চ।
রসক্রিয়া বিধাতব্যা শোধনী শোধনেষু চ॥
শ্রীবেষ্টকে সর্জ্জরসে সরলে দেবদারুণি।
সারেষপি চ কুর্ব্বীত মতিমান্ ব্রণধূপনং॥
কষায়াণামনুষ্ণানাং বৃক্ষাণাং ত্বক্ষু সাধিতং।
শৃতশীতং কষায়ং বা রোপণার্থেষু শস্যতে॥
সোমামৃতাশ্বগন্ধাসু কাকোল্যাদৌ গণে তথা।
ক্ষীরিপ্ররোহেষপি চ বর্ত্তয়ো রোপণাঃ স্মৃতাঃ॥
সমঙ্গা সোমসরলা সোমবল্কা সচন্দনা।
কাকোল্যাদিশ্চ কল্কঃ স্যাৎ প্রশস্তো ব্রণরোপণে॥
পৃথক্‌পর্ণ্যাত্মগুপ্তা চ হরিদ্রে মালতী সিতা।
কাকোল্যাদিশ্চ যোজ্যঃ স্যাৎ প্রশস্তো রোপণে ঘৃতে॥
কালানুসার্য্যাগুরুণী হরিদ্রে দেবদারু চ।
প্রিয়ঙ্গবশ্চ রোধ্রঞ্চ তৈলে যোজ্যানি রোপণে॥
কঙ্গুকা ত্রিফলা রোধ্রং কাসীসং শ্রবণাহ্বয়া।
ধবাশ্বকর্ণয়োস্ত্বক্ চ রোপণং চূর্ণমিষ্যতে॥
প্রিয়ঙ্গুকা সর্জ্জরসঃ পুষ্পং কাসীসমেব চ।
ত্বক্‌চূর্ণং ধবজং চৈব রোপণার্থং প্রশস্যতে॥
ত্বক্ষু ন্যগ্রোধবর্গস্য ত্রিফলায়াস্তথৈব চ।
রসক্রিয়াং রোপণার্থে বিদধীত যথাক্রমং॥
অপামার্গোঽশ্বগন্ধা চ তালপত্রী সুবর্চ্চলা।
উৎসাদনে প্রশস্যন্তে কাকোল্যাদিশ্চ যো গণঃ॥
কাসীসং সৈন্ধবং কিণ্বং কুরুবিন্দো মনঃশিলা।
কুক্কুটাণ্ডকপালানি সুমনোমুকুলানি চ॥
ফলৈঃ শৈরীষকারঞ্জৈ র্ধাতুচূর্ণানি যানি চ।
ব্রণেষূৎসন্নমাংসেষু প্রশস্তান্যবসাদনে॥

সমস্তং বর্গমর্দ্ধং বা যথালাভমথাপি বা ।
প্রযুঞ্জীত ভিষক্ প্রাজ্ঞো যথোদ্দিষ্টেষু কর্ম্মসু ॥

সপ্তত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

অথাতো ভূমিপ্রবিভাগবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ।

শ্বভ্রশর্করাশ্মবিষমবল্মীকশ্মশানাঽঘাতন দেবতায়তনসিকতাভি-রনুপহতামনূষরামভঙ্গুরামদূরাদেকাং স্নিগ্ধাং প্ররোহবতীং মৃদ্বীং-স্থিরাং সমাং কৃষ্ণাং গৌরীং লোহিতাং বা ভূমিমৌষধার্থং পরীক্ষেত তস্যাং জাতমপি কৃমিবিষশস্ত্রাতপপবনদহনতোয়সম্বাধমার্গৈরনুপহ-তমেকরসং পুষ্টং পৃথ্বগাঢ়মূলমুদীচ্যাং চৌষধমাদদীতেত্যৌষধভূমি-পরীক্ষাবিশেষঃ সামান্যঃ ।

বিশেষতস্তু । তত্রাশ্মবতী স্থিরা গুর্ব্বী শ্যামা কৃষ্ণা বা স্থূলবৃক্ষ-শস্যপ্রায়া স্বগুণভূয়িষ্ঠা । স্নিগ্ধা শীতলা সন্নোদকা স্নিগ্ধশস্যতৃণ-কোমলবৃক্ষপ্রায়া শুক্লাম্বুগুণভূয়িষ্ঠা । নানাবর্ণা লঘ্বশ্মবতী প্রবিরলা-ল্পপাণ্ডুবৃক্ষপ্ররোহাঽগ্নিগুণভূয়িষ্ঠা । রুক্ষা ভস্মরাসভবর্ণা তনুরুক্ষ-কোটরাল্পরসবৃক্ষপ্রায়াঽনিলগুণভূয়িষ্ঠা । মৃদ্বী সমা শ্বভ্রবত্যব্যক্তর-সজলা সর্বতোঽসারবৃক্ষা মহাপর্বতবৃক্ষপ্রায়া শ্যামা চাকাশগুণভূ-য়িষ্ঠা ।

তত্র কেচিদাহুরাচার্য্যাঃ । প্রাবৃট্বর্ষাশরদ্ধেমন্তবসন্তগ্রীষ্মেষু যথা-সংখ্যং মূলপত্রত্বক্ক্ষীরসারফলান্যাদদীতেতি তত্তু ন সম্যক্ কস্মাৎ সৌম্যাগ্নেয়ত্বাজ্জগতঃ । সৌম্যান্যৌষধানি সৌম্যেষ্বৃতুষ্বাদদীতাগ্নেয়া-ন্যাগ্নেয়েষ্বেব মব্যাপন্নগুণানি ভবন্তি। সৌম্যান্যৌষধানি সৌম্যেষ্বৃতুষু গৃহীতানি সোমগুণভূয়িষ্ঠায়াং ভূমৌ জাতান্যতিমধুরস্নিগ্ধশীতানি জায়ন্তে । এতেন শেষং ব্যাখ্যাতং ।

তত্র পৃথিব্যম্বুগুণভূয়িষ্ঠায়াং ভূমৌ জাতানি বিরেচনদ্রব্যাণ্যাদদীতাগ্ন্যাকাশমারুতগুণভূয়িষ্ঠায়াং বমনদ্রব্যাণি। উভয়গুণভূয়িষ্ঠাযামুভয়তোভাগানি। আকাশগুণভূয়িষ্ঠায়াং সংশমনান্যেবং বলবত্তরাণি ভবন্তি। সর্ব্বাণ্যেব চাভিনবান্যন্যত্র মধুঘৃতগুড়পিপ্পলীবিড়ঙ্গেভ্যঃ। সর্বাণ্যেব সক্ষীরাণি বীর্য্যবন্তি তেষামসম্পত্তাবনতিক্রান্তসংবৎসরাণ্যাদদীতেতি।

ভবন্তি চাত্র।

গোপালাস্তাপসা ব্যাধা যে চান্যে বনচারিণঃ।
মূলাহারাশ্চ যে তেভ্যো ভেষজব্যক্তিরিষ্যতে॥
সর্ব্বাবয়বসাধ্যেষু পলাশলবণাদিষু।
ব্যবস্থিতো ন কালোঽস্তি তত্র সর্ব্বো বিধীয়তে॥
গন্ধবর্ণরসোপেতা ষড়্বিধা ভূমিরিষ্যতে।
তস্মাদ্ভূমিস্বভাবেন বীজিনঃ ষড়্রসাযুতাঃ॥
অব্যক্তঃ কিল তোয়স্য রসো নিশ্চয়নিশ্চিতঃ।
রস এব সচাব্যক্তো ব্যক্তো ভূমিরসাদ্ভবেৎ॥
সর্বলক্ষণসম্পন্না ভূমিঃ সাধারণা স্মৃতা।
দ্রব্যাণি যত্র তত্রৈব তদ্গুণানি বিশেষতঃ॥
বিদগ্ধেনাপরামৃষ্টমবিপন্নং রসাদিভিঃ।
নবং দ্রব্যং পুরাণং বা গ্রাহ্যমেব বিনির্দ্দিশেৎ॥
বিড়ঙ্গং পিপ্পলী ক্ষৌদ্রং সর্পিশ্চাপ্যনবং হিতং।
শেষমন্যত্ত্বভিনবং গৃহ্নীয়াদ্দোষবর্জ্জিতং॥
জঙ্গমানাং বয়ঃস্থানাং রক্তরোমনখাদিকং।
ক্ষীরমূত্রপুরীষাণি জীর্ণাহারেষু সংহরেৎ॥
প্লোতমৃদ্ভাণ্ডফলকশঙ্কুবিন্যস্তভেষজং।
প্রশস্তায়াং দিশি শুচৌ ভেষজাগারমিষ্যতে॥

অষ্টাত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

অথাতো দ্রব্যসংগ্রহণীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ।

সমাসেন সপ্তত্রিংশদ্দ্রব্যগণা ভবন্তি। তদ্যথা। বিদারিগন্ধা বিদারী সহদেবা বিশ্বদেবা শ্বদংষ্ট্রা পৃথক্‌পর্ণী শতাবরী সারিবা-কৃষ্ণসারিবা জীবকর্ষভকৌ মহাসহা ক্ষুদ্রসহা বৃহত্যৌ পুনর্নবৈরণ্ডৌ হংসপাদী বৃশ্চিকাল্যৃষভীচেতি ।

বিদারীগন্ধাদিরয়ং গণঃ পিত্তানিলাপহঃ ।
শোষগুল্মাঙ্গমর্দ্দোর্দ্ধশ্বাসকাসবিনাশনঃ ॥

আরগ্বধমদনগোপঘোণ্টাকুটজপাঠাকণ্টকীপাটলামূর্ব্বেন্দ্রযবস-প্তপর্ণনিম্বকুরুণ্টকদাসী। কুরুণ্টকগুড়ূচীচিত্রকশাঙ্গর্ষ্টাকরঞ্জদ্বয়পটো-লকিরাততিক্তকানি সুষবীচেতি ।

আরগ্বধাদিরিত্যেষ গণঃ শ্লেষ্মবিষাপহঃ ।
মেহকুষ্ঠজ্বরবমীকণ্ডুঘ্নো ব্রণশোধনঃ ॥

বরুণার্ত্তগলশিগ্রুমধুশিগ্রুতর্কারীমেষশৃঙ্গীপূতীকনক্তমালমোরটা-গ্নিমন্থসৈরীয়কদ্বয়বিম্বীবসুকবসিরচিত্রকশতাবরীবিল্বাজশৃঙ্গীদর্ভা বৃহ-তীদ্বয়ঞ্চেতি ।

বরুণাদির্গণোহ্যেষ কফমেদোনিবারণঃ ।
বিনিহন্তি শিরঃশূলং গুল্মাভ্যন্তরবিদ্রধীন্ ॥

বীরতরুসহচরদ্বয়দর্ভবৃক্ষাদনীগুন্দ্রানলকুশকাশাশ্মভেদকাগ্নিমন্থ-মোরটাবসুকবসিরমল্লূককুরুণ্টকেন্দীবরকপোতবঙ্কাঃশ্বদংষ্ট্রাচেতি ।

বীরতর্ব্বাদিরিত্যেষ গণো বাতবিকারনুৎ ।
অশ্মরীশর্করামূত্রকৃচ্ছ্রাঘাতরুজাপহঃ ॥

সালসারাজকর্ণখদিরকদরকালস্কন্ধক্রমুকভূর্জমেষশৃঙ্গীতিনিশচন্দ-নকুচন্দনশিংশপাশিরীষাসনধবার্জুনতালশাকনক্তমালপূতীকাশ্বকর্ণা-গুরূণি কালীয়কঞ্চেতি ।

সালসারাদিরিত্যেষ গণঃ কুষ্ঠবিনাশনঃ।
মেহপাণ্ড্বাময়হরঃ কফমেদোবিশোষণঃ॥

রোধ্রসাবররোধ্রপলাশকুটন্নটাশোকফঞ্জীকট্‌ফলৈলবালুকসল্ল-কীজিঙ্গিনীকদম্বসালাঃ কদলীচেতি।

এষ রোধ্রাদীত্যুক্তো মেদঃকফহরো গণঃ।
যোনিদোষহরস্তম্ভী ব্রণ্যো বিষবিনাশনঃ॥

অর্কালর্ককরঞ্জদ্বয়নাগদন্তীময়ূরকভার্গীরাস্নেন্দ্রপুষ্পীক্ষুদ্রশ্বেতা-মহাশ্বেতাবৃশ্চিকাল্যলবণাস্তাপসবৃক্ষশ্চেতি।

অর্কাদিকো গণো হ্যেষ কফমেদোবিষাপহঃ।
কৃমিকুষ্ঠপ্রশমনো বিশেষাদ্ব্রণশোধনঃ॥

সুরসাশ্বেতসুরসাফণিজ্ঝকার্জকভূস্তৃণসুগন্ধকসুমুখকালমালকাস-মর্দ্দক্ষবকখরপুষ্পাবিড়ঙ্গকট্‌ফলসুরসীনির্গুণ্ডীকুলাহলোন্দুরুকর্ণিকাফ-ঞ্জীপ্রাচীবলকাকমাচ্যো বিষমুষ্টিকশ্চেতি।

সুরসাদির্গণো হ্যেষ কফহৃৎ কৃমিসূদনঃ।
প্রতিশ্যায়ারুচিশ্বাসকাসঘ্নো ব্রণশোধনঃ॥

মুষ্ককপলাশধবচিত্রকমদনবৃক্ষশিংশপাবজ্রবৃক্ষাস্ত্রিফলা চেতি।

মুষ্ককাদির্গণো হ্যেষ মেদোঘ্নঃ শুক্রদোষহৃৎ।
মেহার্শঃপাণ্ডুরোগঘ্নঃ শর্করাশ্মরিনাশনঃ॥

পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকশৃঙ্গবেরমরিচহস্তিপিপ্পলীহরেণুকৈ-লাজমোদেন্দ্রযবপাঠাজীরকসর্ষপমহানিম্বফলহিঙ্গুভার্গীমধুরসাতিবি-ষাবচাবিড়ঙ্গানি কটুরোহিণী চেতি।

পিপ্পল্যাদিঃ কফহরঃ প্রতিশ্যায়ানিলারুচীঃ।
নিহন্যাদ্দীপনো গুল্মশূলঘ্নশ্চামপাচনঃ॥

এলাতগরকুষ্ঠমাংসীধ্যামকত্বক্‌পত্রনাগপুষ্পপ্রিয়ঙ্গুহরেণুকাব্যাঘ্র-নখশুক্তিচণ্ডাস্থৌণেয়কশ্রীবেষ্টকচোচচোরকবালকগুগ্‌গুলুসর্জরসতু-রুষ্ককুন্দুরুকাগুরুস্পৃক্কোশীরভদ্রদারুকুঙ্কুমানি পুন্নাগকেশরঞ্চেতি।

এলাদিকো বাতকফৌ নিহন্যাদ্বিষমেব চ।
বর্ণপ্রসাদনঃ কণ্ডূপিড়কাকোঠনাশনঃ॥

বচামুস্তাতিবিষাভয়াভদ্রদারূণি নাগকেশরঞ্চেতি। হরিদ্রা দারুহরিদ্রাকলশীকুটজবীজানি মধুকং চেতি।

এতৌ বচাহরিদ্রাদী গণৌ স্তন্যবিশোধনৌ।
আমাতীসারশমনৌ বিশেষাদ্দোষপাচনৌ॥

শ্যামামহাশ্যামাত্রিবৃদ্দন্তীশঙ্খিনীতিল্বককম্পিল্লকরম্যকক্রমুকপুত্রশ্রেণীগবাক্ষীরাজবৃক্ষকরঞ্জদ্বয়গুড়ূচীসপ্তলাচ্ছগলান্ত্রীসুধাঃ সুবর্ণক্ষীরী চেতি।

উক্তঃ শ্যামাদিরিত্যেষ গণো গুল্মবিষাপহঃ।
আনাহোদরবিড়্ভেদী তথোদাবর্ত্তনাশনঃ॥

বৃহতীকণ্টকারিকাকুটজফলপাঠা মধুকঞ্চেতি।

পাচনীয়ো বৃহত্যাদির্গণঃ পিত্তানিলাপহঃ।
কফারোচকহৃল্লাসমূত্রকৃচ্ছ্ররুজাপহঃ॥

পটোলচন্দনকুচন্দনমূর্ব্বাগুড়ূচীপাঠাঃ কটুরোহিণী চেতি।

পটোলাদির্গণঃ পিত্তকফারোচকনাশনঃ।
জ্বরোপশমনো ব্রণ্যশ্ছর্দ্দিকণ্ডূবিষাপহঃ॥

কাকোলীক্ষীরকাকোলীজীবকর্ষভকমুদ্গপর্ণীমাষপর্ণীমেদামহামেদাছিন্নরুহাকর্কটশৃঙ্গীতুগাক্ষীরীপদ্মকপ্রপৌণ্ডরীকর্দ্ধিবৃদ্ধিমৃদ্বীকাজীবন্ত্যো মধুকঞ্চেতি।

কাকোল্যাদিরয়ং পিত্তশোণিতানিলনাশনঃ।
জীবনো বৃংহণো বৃষ্যঃ স্তন্যশ্লেষ্মকরস্তথা॥

ঊষকসৈন্ধবশিলাজতুকাসীসদ্বয়হিঙ্গুনি তুত্থকঞ্চেতি।

ঊষকাদিঃ কফং হন্তি গণো মেদোবিশোষণঃ।
অশ্মরীশর্করামূত্রকৃচ্ছ্রগুল্মপ্রণাশনঃ॥

সারিবামধুকচন্দনকুচন্দনপদ্মককাশ্মরীফলমধূকপুষ্পাণ্যুশীরঞ্চেতি।

সারিবাদিঃ পিপাসাঘ্নো রক্তপিত্তহরো গণঃ।
পিত্তজ্বরপ্রশমনো বিশেষাদ্দাহনাশনঃ॥

অঞ্জনরসাঞ্জননাগপুষ্পপ্রিয়ঙ্গুনীলোৎপলনলদনলিনকেশরাণিমধুকঞ্চেতি।

অঞ্জনাদির্গণো হ্যেষ রক্তপিত্তনিবর্হণঃ।
বিষোপশমনো দাহং নিহন্ত্যাভ্যন্তরং তথা॥

পরূষকদ্রাক্ষাকট্ফলদাড়িমরাজাদনকত্তকফলশাকফলানি ত্রিফলা চেতি।

পরূষকাদিরিত্যেষ গণোঽনিলবিনাশনঃ।
মূত্রদোষহরো হৃদ্যঃ পিপাসাঘ্নো রুচিপ্রদঃ॥

প্রিয়ঙ্গুসমঙ্গাধাতকীপুন্নাগরক্তচন্দনকুচন্দনমোচরসরসাঞ্জনকুম্ভীকস্রোতোঽঞ্জনপদ্মকেসরযোজনবল্ল্যো দীর্ঘমূলা চেতি।

অম্বষ্ঠাধাতকীকুসুমসমঙ্গাকট্ঙ্গমধুকবিল্বপেশিকারোধ্রসাবররোধ্রপলাশনন্দীবৃক্ষপদ্মকেশরাণি চেতি।

গণৌ প্রিয়ঙ্গ্বম্বষ্ঠাদী পক্বাতীসারনাশনৌ।
সন্ধানীয়ৌ হিতৌ পিত্তে ব্রণানাঞ্চাপি রোপণৌ॥

ন্যগ্রোধোডুম্বরাশ্বত্থপ্লক্ষমধূককপীতনককুভাম্রকোশাম্রচোরকপত্রজম্বূদ্বয়পিয়ালমধুকরোহিণীবঞ্জুলকদম্ববদরীতিন্দুকীসল্লকীরোধ্রসাবররোধ্রভল্লাতকপলাশা নন্দীবৃক্ষশ্চেতি।

ন্যগ্রোধাদির্গণো ব্রণ্যঃ সংগ্রাহী ভগ্নসাধকঃ।
রক্তপিত্তহরো দাহমেদোঘ্নো যোনিদোষহৃৎ॥

গুড়ূচীনিম্বকুস্তুম্বুরুচন্দনানি পদ্মকঞ্চেতি।

এষ সর্ব্বজ্বরান্ হন্তি গুড়ূচ্যাদিস্তু দীপনঃ।
হৃল্লাসরোচকবমীপিপাসাদাহনাশনঃ॥

উৎপলরক্তোৎপলকুমুদসৌগন্ধিককুবলয়পুণ্ডরীকাণি মধুকঞ্চেতি।

উৎপলাদিরয়ং দাহপিত্তরক্তবিনাশনঃ।
পিপাসাবিষহৃদ্রোগচ্ছর্দ্দিমূর্চ্ছাহরো গণঃ॥

মুস্তাহরিদ্রাদারুহরিদ্রাহরীতক্যামলকবিভীতককুষ্ঠহৈমবতীবচা-পাঠাকটুরোহিণীশার্ঙ্গষ্টাতিবিষাদ্রাবিড়ীভল্লাতকানি চিত্রকশ্চেতি।

এষ মুস্তাদিকো নাম্না গণঃ শ্লেষ্মনিসূদনঃ।
যোনিদোষহরঃস্তন্যশোধনঃ পাচনস্তথা॥

হরিতক্যামলকবিভীতকানি ত্রিফলা।

ত্রিফলা কফপিত্তঘ্নী মেহকুষ্ঠবিনাশনী।
চক্ষুষ্যা দীপনী চৈব বিষমজ্বরনাশনী॥

পিপ্পলীমরিচশৃঙ্গবেরাণি ত্রিকটুকং।

ত্র্যূষণং কফমেদোঘ্নং মেহকুষ্ঠত্বগাময়ান্।
নিহন্যাদ্দীপনং গুল্মপীনসাগ্ন্যল্পতামপি॥

আমলকীহরীতকীপিপ্পল্যশ্চিত্রকশ্চেতি।

আমলক্যাদিরিত্যেষ গণঃ সর্ব্বজ্বরাপহঃ।
চক্ষুষ্যো দীপনো বৃষ্যঃ কফারোচকনাশনঃ॥

ত্রপুসীসতাম্ররজতকৃষ্ণলোহসুবর্ণানি লোহমলশ্চেতি।

গণস্ত্রপ্বাদিরিত্যেষ গরক্রিমিহরঃ পরঃ।
পিপাসাবিষহৃদ্রোগপাণ্ডুমেহহরস্তথা॥

লাক্ষারেবতকুটজাশ্বমারকট্‌ফলহরিদ্রাদ্বয়নিম্বসপ্তচ্ছদমালতী-ত্রায়মাণা চেতি।

কষায়স্তিক্তমধুরঃ কফপিত্তার্ত্তিনাশনঃ।
কুষ্ঠক্রিমিহরশ্চৈব দুষ্টব্রণবিশোধনঃ॥

পঞ্চ পঞ্চ মূলান্যত ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামঃ। তত্র ত্রিকণ্টকবৃহতীদ্বয়পৃ-থক্‌পর্ণ্যো বিদারিগন্ধা চেতি কনীয়ঃ।

কষায়তিক্তমধুরং কনীয়ঃ পঞ্চমূলকং।
বাতঘ্নং পিত্তশমনং বৃংহণং বলবর্দ্ধনং॥

বিল্বাগ্নিমন্থটণ্টুকপাটলাকাশ্মর্য্যশ্চেতি মহৎ।

সতিক্তং কফবাতঘ্নং পাকে লঘ্বগ্নিদীপনম্।

মধুরানুরসঞ্চৈব পঞ্চমূলং মহৎ স্মৃতম্॥

অনয়োর্দ্দশমূলমুচ্যতে।

গণঃ শ্বাসহরোহ্যেষ কফপিত্তানিলাপহঃ।

আমস্য পাচনশ্চৈব সর্ব্বজ্বরবিনাশনঃ॥

বিদারীসারিবারজনীগুড়ূচ্যোহজশৃঙ্গীচেতি বল্লীসংজ্ঞঃ।

করমর্দ্দত্রিকণ্টকসৈরীয়কশতাবরীগৃধ্রনখ্যইতি কণ্টকসংজ্ঞঃ॥

রক্তপিত্তহরৌ হ্যেতৌ শোফত্রয়বিনাশনৌ।

সর্ব্বমেহহরৌ চৈব শুক্রদোষবিনাশনৌ॥

কুশকাশনলদর্ভকাণ্ডেক্ষুকা ইতি তৃণসংজ্ঞকঃ।

মূত্রদোষবিকারঞ্চ রক্তপিত্তং তথৈব চ।

অন্ত্যঃ প্রযুক্তঃ ক্ষীরেণ শীঘ্রমেব বিনাশয়েৎ॥

এষাং বাতহরাবাদ্যাবন্ত্যঃ পিত্তবিনাশনঃ।

পঞ্চকৌ শ্লেষ্মশমনাবিতরৌ পরিকীর্ত্তিতৌ॥

ত্রিবৃতাদিকমন্যত্রোপদেক্ষ্যামঃ।

সমাসেন গণা হ্যেতে প্রোক্তাস্তেষান্তু বিস্তরম্।

চিকিৎসিতেষু বক্ষ্যামি জ্ঞাত্বা দোষবলাবলম্॥

এভির্লেপান্ কষায়াংশ্চ তৈলং সর্পীংষি পানকান্।

প্রবিভজ্য যথান্যায়ং কুর্ব্বীত মতিমান্ ভিষক্॥

ধূমবর্ষানিলক্লেদৈঃ সর্ব্বর্ত্তুষ্বনভিদ্রুতে।

গ্রাহয়িত্বা গৃহে ন্যস্যেদ্বিধিনৌষধসংগ্রহং॥

সমীক্ষ্য দোষভেদাংশ্চ গণান্ ভিন্নান্ প্রযোজয়েৎ।

পৃথঙ্মিশ্রান্ সমস্তান্ বা গণং বা ব্যস্তসংহৃতং॥

একোনচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

অথাতঃ সংশোধনসংশমনীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ।

মদনকুটজজীমূতকেক্ষ্বাকুধামার্গবকৃতবেধনসর্ষপবিড়ঙ্গপিপ্পলী-করঞ্জপ্রপুন্নাড়কোবিদারকর্বুদারারিষ্টাশ্বগন্ধাবিদুলবন্ধুজীবকশ্বেতাস-ণপুষ্পীবিম্বীবচামৃগের্বারুচিত্রাচেত্যূর্দ্ধভাগহরাণি । তত্র কোবিদার-পূর্ব্বাণাং ফলানি । কোবিদারাদীনাং মূলানি ॥

ত্রিবৃতাশ্যামাদন্তীদ্রবন্তীসপ্তলাশঙ্খিনীবিষাণিকাগবাক্ষীচ্ছগলা-ন্ত্রীস্নুক্সুবর্ণক্ষীরীচিত্রককিণিহীকুশকাশতিল্বককম্পিল্লকরম্যকপাট-লাপূগহরীতক্যামলকবিভীতকনীলিনীচতুরঙ্গুলৈরণ্ডপূতীকমহাবৃক্ষস-প্তচ্ছদার্কজ্যোতিষ্মতীচেত্যধোভাগহরাণি ।

তত্র তিল্বকপূর্ব্বাণাং মূলানি । তিল্বকাদীনাং পাটলান্তানাং ত্বচঃ । কম্পিল্লকফলরজঃ । পূগাদীনামেরণ্ডান্তানাং ফলানি । পূ-তীকারগ্বধয়োঃ পত্রাণি । শেষাণাং ক্ষীরাণীতি ।

কোশাতকী সপ্তলা শঙ্খিনী দেবদালী কারবেল্লিকাচেত্যুভয়তো-ভাগহরাণি । এষাং স্বরসা ইতি ।

পিপ্পলীবিড়ঙ্গাপামার্গশিগ্রুসিদ্ধার্থকশিরীষমরিচকরবীরবিম্বীগি-রিকর্ণিকাকিণিহীবচাজ্যোতিষ্মতীকরঞ্জার্কালর্কলশুনাতিবিষাশৃঙ্গবে-রতালীশতমালসুরসার্জ্জকেঙ্গুদীমেষশৃঙ্গীমাতুলুঙ্গীমুরঙ্গীপীলুজাতীশা-লতালমধূকলাক্ষাহিঙ্গুলবণমদ্যগোশকৃদ্রসমূত্রাণীতি শিরোবিরেচনানি। তত্র করবীরপূর্ব্বাণাং ফলানি । করবীরাদীনামর্কান্তানাং মূলানি । তালীশপূর্ব্বাণাং কন্দাঃ । তালীশাদীনামর্জ্জকান্তানাং পত্রাণি । ইঙ্গুদীমেষশৃঙ্গীত্বচৌ । মাতুলুঙ্গীমুরঙ্গীপীলুজাতীনাং পুষ্পাণি । শালতালমধূকানাং সারাঃ । হিঙ্গুলাক্ষে নির্য্যাসৌ । লবণানি পার্থি-ববিশেষাঃ । মদ্যান্যাসবসংযোগাঃ । গোমূত্রশকৃদ্রসৌ মলাবিতি ।

সংশমনান্যতঊর্দ্ধং বক্ষ্যামঃ । তত্র ভদ্রদারুকুষ্ঠহরিদ্রাবরুণমেষ-

শৃঙ্গীবলাতিবলার্ত্তগলকচ্ছুরাসল্লকীকুবেরাক্ষীবীরতরুসহচরাগ্নিমন্থবৎসাদন্যেরণ্ডাশ্মভেদকালর্কার্কশতাবরীপুনর্নবাবস্থুকবসিরকাঞ্চনকভার্গীকার্পাসীবৃশ্চিকালীপত্তূরবদরযবকোলকুলত্থপ্রভৃতীনি বিদারিগন্ধাদিশ্চ দ্বে চাদ্যে পঞ্চমূল্যৌ সমাসেন বাতসংশমনোবর্গঃ।

চন্দনকুচন্দনহ্রীবেরোশীরমঞ্জিষ্ঠাপয়স্যাবিদারিশতাবরীগুন্দ্রাশৈবালকহ্লারকুমুদোৎপলকদলীকন্দলীদূর্ব্বামূর্বাপ্রভৃতীনি কাকোল্যাদির্ন্যগ্রোধাদিস্তৃণপঞ্চমূলমিতি সমাসেন পিত্তসংশমনো বর্গঃ।

কালেয়কাগুরুতিলপর্ণীকুষ্ঠহরিদ্রাশীতশিবশতপুষ্পাসরলারাস্নাপ্রকীর্য্যোদকীর্য্যেঙ্গুদীসুমনঃকাকাদনীলাঙ্গলকীহস্তিকর্ণমুঞ্জাতকলামজ্জকপ্রভৃতীনি বল্লীকণ্টকপঞ্চমূল্যৌ পিপ্পল্যাদির্বৃহত্যাদির্মুষ্ককাদির্ব্বচাদিঃ সুরসাদিরারগ্বধাদিরিতি সমাসেন শ্লেষ্মসংশমনো বর্গঃ। তত্র সর্বাণ্যেবৌষধানি ব্যাধ্যগ্নিপুরুষবলান্যভিসমীক্ষ্য বিদধ্যাৎ। তত্র ব্যাধিবলাদধিকমৌষধমুপযুক্তং তমুপশময্য ব্যাধিং ব্যাধিমন্যমাবহতি। অগ্নিবলাদধিকমজীর্ণং বিষ্টভ্য বা পচ্যতে। পুরুষবলাদধিকং গ্লানিমূর্চ্ছামদানাবহতি। সংশমনমেবং সংশোধনমতিপাতয়তি। হীনমেভ্যো দত্তমকিঞ্চিৎকরং ভবতি। তস্মাৎ সমমেব বিদধ্যাৎ।

ভবন্তি চাত্র।

রোগে শোধনসাধ্যে তু যো ভবেদ্দোষদুর্ব্বলঃ।
তস্মৈ দদ্যাদ্ভিষক্ প্রাজ্ঞো দোষপ্রচ্যাবনং মৃদু॥
চলে দোষে মৃদৌ কোষ্ঠে নেক্ষেতাত্র বলং নৃণাং।
অব্যাধিদুর্বলস্যাপি শোধনং হি তদা ভবেৎ॥
ব্যাধ্যাদিষু তু মধ্যেষু ক্বাথস্যাঞ্জলিরিষ্যতে।
বিড়ালপদকং চূর্ণং দেয়ঃ কল্কোঽক্ষসম্মিতঃ॥
স্বয়ং প্রবৃত্তদোষস্য মৃদুকোষ্ঠস্য শোধনং।
ভবেদল্পবলস্যাপি প্রযুক্তং ব্যাধিনাশনং॥

চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

অথাতো দ্রব্যরসগুণবীর্য্যবিপাকবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ।

কেচিদাচার্য্যা ব্রুবতে দ্রব্যং প্রধানং কস্মাদ্ব্যবস্থিতত্বাদিহ খলু দ্রব্যং ব্যবস্থিতং ন রসাদয়ো যথামে ফলে যে রসাদয়স্তে পক্বে ন সন্তি । নিত্যত্বাচ্চ নিত্যং হি দ্রব্যমনিত্যা গুণা যথা কল্কাদিপ্রবিভাগঃ, সএব সম্পন্নরসগন্ধো ব্যাপন্নরসগন্ধো বা ভবতি । স্বজাত্যবস্থানাচ্চ যথা হি পার্থিবং দ্রব্যমন্যভাবং ন গচ্ছত্যেবং শেষাণি । পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রহণাচ্চ পঞ্চভিরিন্দ্রিয়ৈর্গৃহ্যতে দ্রব্যং ন রসাদয়ঃ । আশ্রয়ত্বাচ্চ দ্রব্যমাশ্রিতা রসাদয়ো ভবন্তি । আরম্ভসামর্থ্যাচ্চ দ্রব্যাশ্রিতআরম্ভো যথা বিদারিগন্ধাদিমাহৃত্য সঙ্কুট্য বিপচেদিত্যেবমাদিষু ন রসাদিষ্বারম্ভঃ । শাস্ত্রপ্রামাণ্যাচ্চ শাস্ত্রে হি দ্রব্যং প্রধানমুপদেশে হি যোগানাং যথা মাতুলুঙ্গাগ্নিমন্থৌ চেতি ন রসাদয় উপদিশ্যন্তে । ক্রমাপেক্ষিতত্বাচ্চ রসাদীনাং রসাদয়ো হি দ্রব্যক্রমমপেক্ষন্তে যথা তরুণে তরুণাঃ সম্পূর্ণে সম্পূর্ণাইতি । একদেশসাধ্যত্বাচ্চ দ্রব্যাণামেকদেশেনাপি ব্যাধয়ঃ সাধ্যন্তে যথা মহাবৃক্ষক্ষীরেণেতি তস্মাদ্দ্রব্যং প্রধানং দ্রব্যলক্ষণন্তু ক্রিয়াগুণবৎ সমবায়িকারণমিতি । নেত্যাহুরন্যে । রসাস্তু প্রধানং কস্মাদাগমাদাগমোহি শাস্ত্রমুচ্যতে শাস্ত্রে হি রসা অধিকৃতা যথা রসায়ত্ত আহার ইতি তস্মিংশ্চ প্রাণাঃ । উপদেশাচ্চোপদিশ্যন্তে হি রসা যথা মধুরাম্ললবণা বাতং শময়ন্তি । অনুমানাচ্চ রসেন হ্যনুমীয়তে দ্রব্যং যথা মধুরমিতি + ঋষিবচনাচ্চ ঋষিবচনং বেদো যথা কিঞ্চিদিজ্যার্থং মধুরমাহরেদিতি । তস্মাদ্রসাঃ প্রধানং রসেষু গুণসংজ্ঞা । রসলক্ষণমন্যত্রোপদেক্ষ্যামঃ । নেত্যাহুরন্যে । বীর্য্যং প্রধানমিতি কস্মাত্তদ্বশেনৌষধকর্ম্মনিষ্পত্তেঃ । ইহৌষধকর্ম্মাণ্যূর্দ্ধাধোভাগোভয়ভাগসংশোধনসংশমনসংগ্রাহকাগ্নি-

দীপনপ্রপীড়নলেখনবৃংহণরসায়নবাজীকরণশ্বযথুকরবিলয়নদহনদারণমাদনপ্রাণঘ্নবিষপ্রশমনানি বীর্য্যপ্রাধান্যাদ্ভবন্তি। তচ্চ বীর্য্যং দ্বিবিধমুষ্ণং শীতং চাগ্নীষোমীয়ত্বাজ্জগতঃ। কেচিদষ্টবিধমাহুরুষ্ণং শীতং স্নিগ্ধং রুক্ষং বিশদং পিচ্ছিলং মৃদু তীক্ষ্ণং চেত্যেতানি বীর্য্যাণি স্ববলগুণোৎকর্ষাদ্রসমভিভূয়াত্মকর্ম্ম কুর্বন্তি যথা তাবন্মহৎপঞ্চমূলং কষায়ং তিক্তানুরসং বাতং শময়েদুষ্ণবীর্য্যত্বাৎ তথা কুলত্থঃ কষায়ঃ কটুকঃ পলাণ্ডুঃ স্নেহভাবাচ্চ। মধুরশ্চেক্ষুরসো বাতং বর্দ্ধয়তি শীতবীর্য্যত্বাৎ। কটুকা পিপ্পলী পিত্তং শময়তি মৃদুশীতবীর্য্যত্বাদম্লমামলকং লবণং সৈন্ধবঞ্চ। তিক্তা কাকমাচী পিত্তং বর্দ্ধয়ত্যুষ্ণবীর্য্যত্বান্মধুরামৎস্যাশ্চ। কটুকং মূলকং শ্লেষ্মাণং বর্দ্ধয়তি স্নিগ্ধবীর্য্যত্বাৎ। অম্লং কপিত্থং শ্লেষ্মাণং শময়তি রুক্ষবীর্য্যত্বান্মধুরং ক্ষৌদ্রঞ্চ। তদেতন্নিদর্শনমাত্রমুক্তং।

ভবন্তি চাত্র।

যে রসা বাতশমনা ভবন্তি যদি তেষু বৈ।
রৌক্ষ্যলাঘবশৈত্যানি ন তে হন্যুঃ সমীরণং॥
যে রসাঃ পিত্তশমনা ভবন্তি যদি তেষু বৈ।
তৈক্ষ্ণ্যৌষ্ণ্যলঘুতাশ্চৈব ন তে তৎকর্ম্মকারিণঃ॥
যে রসাঃ শ্লেষ্মশমনা ভবন্তি যদি তেষু বৈ।
স্নেহগৌরবশৈত্যানি বলাসং বর্দ্ধয়ন্তি তে॥

তস্মাদ্বীর্য্যং প্রধানমিতি। নেত্যাহুরন্যে। বিপাকঃ প্রধানমিতি কস্মাৎ সম্যঙ্মিথ্যাবিপাকত্বাদিহ সর্ব্বদ্রব্যাণ্যভ্যবহৃতানি সম্যক্ মিথ্যা বিপকানি গুণং দোষং বা জনয়ন্তি। তত্রাহুরন্যে প্রতিরসং পাক ইতি। কেচিত্ত্রিবিধমিচ্ছন্তি মধুরমম্লং কটুকঞ্চেতি তত্তু ন সম্যক্ ভূতগুণাদাগমাচ্চাম্লো বিপাকো নাস্তি পিত্তং হি বিদগ্ধমম্লতামুপৈত্যগ্নের্ম্মন্দত্বাৎ। যদ্যেবং লবণোঽপ্যন্যঃ পাকো ভবিষ্যতি শ্লেষ্মা হি বিদগ্ধো লবণতামুপৈতি মধুরো মধুরস্যাম্লোঽম্ল-

স্যৈবং সর্ব্বেষামিতি কেচিদাহুর্দৃষ্টান্তং চোপদিশন্তি যথা তাবৎ ক্ষীরং স্থালীগতমভিপচ্যমানং মধুরমেব স্যাত্তথা শালিযবমুদ্গাদয়ঃ প্রকীর্ণাঃ স্বভাবমুত্তরকালেঽপি ন পরিত্যজন্তি তদ্বদিতি। কেচিদ্বদন্ত্যবলবন্তো বলবতাং বশমায়ান্তীত্যেবমনবস্থিতিস্তস্মাদসিদ্ধান্ত এষঃ। আগমে হি দ্বিবিধ এব পাকো মধুরঃ কটুকশ্চ তয়োর্মধুরাখ্যো গুরুঃ কটুকাখ্যো লঘুরিতি তত্র পৃথিব্যপ্তেজোবায্বাকাশানাং দ্বৈবিধ্যং ভবতি গুণসাধর্ম্ম্যাদ্গুরুতা লঘুতা চ পৃথিব্যাপশ্চ গুর্ব্ব্যঃ শেষাণি লঘূনি তস্মাদ্দ্বিবিধ এব পাক ইতি।

ভবন্তি চাত্র।

দ্রব্যেষু পচ্যমানেষু যেম্বম্বুপৃথিবীগুণাঃ।
নির্ব্বর্ত্তন্তেঽধিকাস্তত্র পাকো মধুর উচ্যতে॥
তেজোঽনিলাকাশগুণাঃ পচ্যমানেষু যেষু তু।
নির্ব্বর্ত্তন্তেঽধিকাস্তত্র পাকঃ কটুক উচ্যতে॥
পৃথক্‌ত্বদর্শিনামেষ বাদিনাং বাদসংগ্রহঃ।
চতুর্ণামপি সামর্থ্যমিচ্ছন্ত্যত্র বিপশ্চিতঃ॥
তদ্‌দ্রব্যমাত্মনা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ্বীর্য্যেণ সেবিতং।
কিঞ্চিদ্রসবিপাকাভ্যাং দোষং হন্তি করোতি বা॥
পাকো নাস্তি বিনা বীর্য্যাদ্বীর্য্যং নাস্তি বিনা রসাৎ।
রসো নাস্তি বিনা দ্রব্যাদ্‌দ্রব্যং শ্রেষ্ঠমতঃ স্মৃতং॥
জন্ম তু দ্রব্যরসয়োরন্যোঽন্যাপেক্ষকং স্মৃতং।
অন্যোঽন্যাপেক্ষকং জন্ম যথাস্যাদ্দেহদেহিনোঃ॥
বীর্য্যসংজ্ঞা গুণা যেঽষ্টৌ তেঽপি দ্রব্যাশ্রয়াঃ স্মৃতাঃ।
রসেষু ন বসন্ত্যেতে নিগুণাস্তু গুণাঃ স্মৃতাঃ॥
দ্রব্যে দ্রব্যাণি যস্মাদ্ধি বিপচ্যন্তে ন ষড়্‌রসাঃ।
শ্রেষ্ঠং দ্রব্যমতো জ্ঞেয়ং শেষা ভাবাস্তদাশ্রয়াঃ॥

অমীমাংস্যান্যচিন্ত্যানি প্রসিদ্ধানি স্বভাবতঃ।
আগমেনোপযোজ্যানি ভেষজানি বিচক্ষণৈঃ॥
প্রত্যক্ষলক্ষণফলাঃ প্রসিদ্ধাশ্চ স্বভাবতঃ।
নৌষধীর্হেতুভির্ব্বিদ্বান্ পরীক্ষেত কথঞ্চন॥
সহস্রেণাপি হেতূনাং নাম্বষ্ঠাদির্ব্বিরেচয়েৎ।
তস্মাত্তিষ্ঠেত্তু মতিমানাগমে নতু হেতুষু॥

একচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥

অথাতো দ্রব্যবিশেষবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

পৃথিব্যপ্তেজোবায্বাকাশানাং সমুদায়াদ্দ্রব্যাভিনির্ব্বৃত্তিরুৎকর্ষস্ত্বভিব্যঞ্জকো ভবতীদং পার্থিব মিদমাপ্যমিদং তৈজসমিদং বায়ব্যমিদমাকাশীয়মিতি। তত্র স্থূলসারসান্দ্রমন্দস্থিরখরগুরুকঠিনগন্ধবহুলমীষৎকষায়ং প্রায়শো মধুরমিতি পার্থিবং তৎ স্থৈর্য্যবলসঙ্ঘাতোপচয়করং বিশেষতশ্চাধোগতিস্বভাবমিতি।

শীতস্তিমিতস্নিগ্ধমন্দগুরুসরসান্দ্রমৃদুপিচ্ছিলরসবহুলমীষৎকষায়াম্ললবণং মধুররসপ্রায়মাপ্যং তৎ স্নেহনপ্রহ্লাদনক্লেদনবন্ধনবিষ্যন্দনকরমিতি॥

উষ্ণতীক্ষ্ণসূক্ষ্মরুক্ষখরলঘুবিশদং রূপগুণবহুলমীষদম্ললবণং কটুকরসপ্রায়ং বিশেষতশ্চোর্দ্ধগতিস্বভাবমিতি তৈজসং তদ্দহনপচনদারণতাপনপ্রকাশনপ্রভাবর্ণকরমিতি।

সূক্ষ্মরুক্ষখরশিশিরলঘুবিশদং স্পর্শবহুলমীষত্তিক্তং বিশেষতঃ কষায়মিতি বায়বীয়ং তদ্বৈশদ্যলাঘবগ্লপনবিরূক্ষণবিচারণকরমিতি।

শ্লক্ষ্ণসূক্ষ্মমৃদুব্যবায়িবিবিক্তমব্যক্তরসং শব্দবহুলমাকাশীয়ং তন্মার্দ্দবশৌষির্য্যলাঘবকরমিতি।

অনেন নিদর্শনেন নানৌষধীভূতং জগতি কিঞ্চিদ্দ্রব্যমস্তীতি কৃত্বা তং তং যুক্তিবিশেষমর্থং বাভিসমীক্ষ্য স্ববীর্য্যগুণযুক্তানি দ্রব্যাণি কর্ম্মকরাণি ভবন্তি । তানি যদা কুর্ব্বন্তি স কালঃ যৎকুর্বন্তি তৎ কর্ম্ম যেন কুর্বন্তি তদ্বীর্য্যং যত্র কুর্বন্তি তদধিকরণং যথা কুর্বন্তি স উপায়ো যন্নিষ্পাদয়তি তৎ ফলমিতি ।

তত্র বিরেচনদ্রব্যাণি পৃথিব্যম্বুগুণভূয়িষ্ঠানি পৃথিব্যাপো গুর্ব্ব্যো গুরুত্বাদধোগচ্ছন্তি তস্মাদ্বিরেচনমধোগুণভূয়িষ্ঠমনুমানাৎ । বমন-দ্রব্যাণ্যগ্নিবায়ুগুণভূয়িষ্ঠান্যগ্নিবায়ূ হি লঘূ লঘুত্বাচ্চ তান্যূর্দ্ধমুত্তিষ্ঠন্তি তস্মাদ্বমনমপ্যূর্দ্ধগুণভূয়িষ্ঠমুক্তং । উভয়গুণভূয়িষ্ঠমুভয়তোভাগং । আকাশগুণভূয়িষ্ঠং সংশমনং । সংগ্রাহকমনিলগুণভূয়িষ্ঠমনিলস্য শোষণাত্মকত্বাৎ। দীপনমগ্নিগুণভূয়িষ্ঠং। লেখনমনিলানলগুণভূয়িষ্ঠং। বৃংহণং পৃথিব্যম্বুগুণভূয়িষ্ঠং । এবমৌষধকর্ম্মাণ্যনুমানাৎ সাধয়েৎ ।

ভবন্তি চাত্র ।

ভূতেজোবারিজৈর্দ্রব্যৈঃ শমং যাতি সমীরণঃ ।
ভূম্যম্বুবায়ুজৈঃ পিত্তং ক্ষিপ্রমাপ্নোতি নির্ব্বৃতিং ॥
খতেজোঽনিলজৈঃ শ্লেষ্মা শমমেতি শরীরিণাং ।
বিয়ৎপবনজাতাভ্যাং বৃদ্ধিমাপ্নোতি মারুতঃ ॥
আগ্নেয়মেব যদ্দ্রব্যং তেন পিত্তমুদীর্য্যতে ।
বসুধাজলজাতাভ্যাং বলাসঃ পরিবর্দ্ধতে ॥
এবমেতদ্গুণাধিক্যং দ্রব্যে দ্রব্যে বিনিশ্চিতং ।
দ্বিশো বা বহুশো বাপি জ্ঞাত্বা দোষেঽবচারয়েৎ ॥

তত্র যইমে গুণা বীর্য্যসংজ্ঞকাঃ শীতোষ্ণস্নিগ্ধরুক্ষমৃদুতীক্ষ্ণপি-চ্ছিলবিশদাস্তেষাং তীক্ষ্ণোষ্ণাবাগ্নেয়ৌ। শীতপিচ্ছিলাবম্বুগুণভূয়িষ্ঠৌ। পৃথিব্যম্বুগুণভূয়িষ্ঠঃ স্নেহঃ । তোয়াকাশগুণভূয়িষ্ঠং মৃদুত্বং । বায়ু-গুণভূয়িষ্ঠং রৌক্ষ্যং । ক্ষিতিসমীরণগুণভূয়িষ্ঠং বৈশদ্যং । গুরুল-ঘুবিপাকাবুক্তগুণৌ । তত্রোষ্ণস্নিগ্ধৌ বাতঘ্নৌ । শীতমৃদুপিচ্ছিলাঃ

পিত্তঘ্নাঃ। তীক্ষ্ণরূক্ষবিশদাঃ শ্লেষ্মঘ্নাঃ। গুরুপাকো বাতপিত্তঘ্নঃ। লঘুপাকঃ শ্লেষ্মঘ্নঃ। তেষাং মৃদুশীতোষ্ণাঃ স্পর্শগ্রাহ্যাঃ। পিচ্ছিলবিশদৌ চক্ষুঃস্পর্শাভ্যাং। স্নিগ্ধরূক্ষৌ চাক্ষুষৌ। শীতোষ্ণৌ সুখদুঃখোৎপাদনেন। গুরুপাকঃ সৃষ্টবিণ্মূত্রতয়া কফোৎক্লেশেন চ। লঘুর্বদ্ধবিণ্মূত্রতয়া মারুতকোপেন চ। তত্র তুল্যগুণেষু ভূতেষু রসবিশেষমুপলক্ষয়েৎ। তদ্যথা। মধুরোগুরুশ্চ পার্থিবঃ। মধুরঃ স্নিগ্ধশ্চাপ্য ইতি।

ভবতি চাত্র।

গুণা য উক্তা দ্রব্যেষু শরীরেষ্বপি তে তথা।
স্থানবৃদ্ধিক্ষয়াস্তস্মাদ্দেহিনাং দ্রব্যহেতুকাঃ।

দ্বিচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো রসবিশেষবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

আকাশপবনদহনতোয়ভূমিষু যথাসঙ্খ্যমেকোত্তরপরিবৃদ্ধাঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ। তস্মাদাপ্যো রসঃ পরস্পরসংসর্গাৎ পরস্পরানুগ্রহাৎ পরস্পরানুপ্রবেশাচ্চ সর্ব্বেষু সর্ব্বেষাং সান্নিধ্যমস্ত্যুৎকর্ষাপকর্ষাত্তু গ্রহণং। স খল্বাপ্যো রসঃ শেষভূতসংসর্গাদ্বিদগ্ধঃ ষোঢ়া বিভজ্যতে। তদ্যথা। মধুরোঽম্লো লবণঃ কটুকস্তিক্তঃ কষায় ইতি। তে চ ভূয়ঃ পরস্পরসংসর্গাত্রিষষ্টিধা ভিদ্যন্তে। তত্র ভূম্যম্বুগুণবাহুল্যান্মধুরঃ। ভূম্যগ্নিগুণবাহুল্যাদম্লঃ। তোয়াগ্নিগুণবাহুল্যাল্লবণঃ। বায়গ্নিগুণবাহুল্যাৎ কটুকঃ। বায়্বাকাশগুণবাহুল্যাত্তিক্তঃ। পৃথিব্যনিলগুণবাহুল্যাৎ কষায় ইতি। তত্র মধুরাম্ললবণা বাতঘ্নাঃ। মধুরতিক্তকষায়াঃ পিত্তঘ্নাঃ। কটুতিক্তকষায়াঃ শ্লেষ্মঘ্নাঃ। তত্র বায়ুরাত্মনৈবাত্মা পিত্তমাগ্নেয়ং শ্লেষ্মা সৌম্য ইতি। ত এব রসাঃ স্বযোনিবর্দ্ধনা অন্যযোনিপ্রশমনাশ্চ। কেচিদাহুরগ্নীষোমীয়ত্বাজ্জগতো রসা দ্বিবিধাঃ সৌ-

ম্যাআগ্নেয়াশ্চ । তত্র মধুরতিক্তকষায়াঃ সৌম্যাঃ কটম্ললবণা আ-গ্নেয়াঃ । মধুরাম্ললবণাঃ স্নিগ্ধা গুরবশ্চ । কটুতিক্তকষায়া রূক্ষা লঘবশ্চ । সৌম্যাঃ শীতা আগ্নেয়াশ্চোষ্ণাঃ ।

তত্র শৈত্যরৌক্ষ্যলাঘববৈশদ্যবৈষ্টম্ভ্যগুণলক্ষণো বায়ুস্তস্য সমানযোনিঃ কষায়ো রসঃ সোঽস্য শৈত্যাৎ শৈত্যং বর্দ্ধয়তি রৌক্ষ্যাদ্রৌক্ষ্যং লাঘবাল্লাঘবং বৈশদ্যাৎ বৈশদ্যং বৈষ্টম্ভ্যাদ্বৈষ্টম্ভ্যমিতি ।

ঔষ্ণ্যতৈক্ষ্ণ্যরৌক্ষ্যলাঘববৈশদ্যগুণলক্ষণং পিত্তং তস্য সমানযোনিঃ কটুকো রসঃ সোঽস্যৌষ্ণ্যাদৌষ্ণ্যং বর্দ্ধয়তি তৈক্ষ্ণ্যাত্তৈক্ষ্ণ্যং রৌক্ষ্যাদ্রৌক্ষ্যং লাঘবাল্লাঘবং বৈশদ্যাদ্বৈশদ্যমিতি ।

মাধুর্য্যস্নেহগৌরবশৈত্যপৈচ্ছিল্যগুণলক্ষণঃ শ্লেষ্মা তস্য সমানযোনির্ম্মধুরো রসঃ সোঽস্য মাধুর্য্যান্মাধুর্য্যং বর্দ্ধয়তি স্নেহাৎ স্নেহং গৌরবাদ্গৌরবং শৈত্যাৎ শৈত্যং পৈচ্ছিল্যাৎপৈচ্ছিল্যমিতি । তস্য পুনরন্যযোনিঃ কটুকো রসঃ স শ্লেষ্মণঃ প্রত্যনীকত্বাৎ কটুকত্বান্মাধুর্য্যমভিভবতি । রৌক্ষ্যাৎ স্নেহং লাঘবাদ্গৌরবমৌষ্ণ্যাৎ শৈত্যং বৈশদ্যাৎ পৈচ্ছিল্যমিতি । তদেতন্নিদর্শনমাত্রমুক্তং ।

রসলক্ষণমত ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামঃ । তত্র যঃ পরিতোষমুৎপাদয়তি প্রহ্লাদয়তি তর্পয়তি জীবয়তি মুখাবলেপং জনয়তি শ্লেষ্মাণং চাভিবর্দ্ধয়তি স মধুরঃ । যো দন্তহর্ষমুৎপাদয়তি মুখাস্রাবং জনয়তি শ্রদ্ধাঞ্চোৎপাদয়তি সোঽম্লঃ । যো ভক্তরুচিমুৎপাদয়তি কফপ্রসেকং জনয়তি মার্দ্দবং চাপাদয়তি স লবণঃ । যো জিহ্বাগ্রং বাধতে উদ্বেগং জনয়তি শিরো গৃহ্ণীতে নাসিকাঞ্চ স্রাবয়তি স কটুকঃ । যো গলে চোষমুৎপাদয়তি মুখবৈশদ্যং জনয়তি ভক্তরুচিং চাপাদয়তি হর্ষঞ্চ স তিক্তঃ । যো বক্ত্রং পরিশোষয়তি জিহ্বাং স্তম্ভয়তি কণ্ঠং বধ্নাতি হৃদয়ং কর্ষতি পীড়য়তি চ স কষায়ঃ ।

রসগুণানত ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামঃ । তত্র মধুরো রসো রসরক্তমাংসমেদোঽস্থিমজ্জৌজঃশুক্রস্তন্যবর্দ্ধন শ্চক্ষুষ্যঃ কেশ্যো বর্ণ্যো বলকৃৎ সন্ধানঃ

শোণিতরসপ্রসাদনো বালবৃদ্ধক্ষতক্ষীণহিতঃ ষট্পদপিপীলিকানামিষ্টতমস্তৃষ্ণামূর্চ্ছাদাহপ্রশমনঃ ষড়িন্দ্রিয়প্রসাদনঃ ক্রিমিকফকরশ্চেতি স এবং গুণোঽপ্যেক এবাত্যর্থমাসেব্যমানঃ কাসশ্বাসালসকবমথুবদনমাধুর্য্যস্বরোপঘাতক্রিমিগলগণ্ডানাপাদয়তি তথার্ব্বুদশ্লীপদবস্তিগুদোপলেপাভিষ্যন্দপ্রভৃতীন্ জনয়তি।

অম্লোজরণঃ পাচনঃ পবননিগ্রহণোঽনুলোমনঃ কোষ্ঠবিদাহী বহিঃশীতঃ ক্লেদনঃ প্রায়শো হৃদ্যশ্চেতি। স এবং গুণোঽপ্যেক এবাত্যর্থমুপসেব্যমানো দন্তহর্ষনয়নসংমীলনরোমসংবেজনকফবিলয়নশরীরশৈথিল্যান্যাপাদয়তি তথা ক্ষতাভিহতদগ্ধদষ্টভগ্নশূনরুগ্নপ্রচ্যুতাবমূত্রিতবিসর্পিতচ্ছিন্নভিন্নবিদ্ধোৎপিষ্টাদীনি পাচয়ত্যাগ্নেয়স্বভাবাৎ পরিদহতি কণ্ঠমুরো হৃদয়ঞ্চেতি।

লবণঃ সংশোধনঃ পাচনো বিশ্লেষণঃ ক্লেদনঃ শৈথিল্যকৃদুষ্ণঃ সর্ব্বরসপ্রত্যনীকো মার্গবিশোধনঃ সর্ব্বশরীরাবয়বমার্দ্দবকরশ্চেতি। স এবং গুণোঽপ্যেক এবাত্যর্থমাসেব্যমানো গাত্রকণ্ডূকোঠশোফবৈবর্ণ্যপুংস্ত্বোপঘাতেন্দ্রিয়োপতাপান্ তথা মুখাক্ষিপাকং রক্তপিত্তবাতশোণিতাম্লীকাপ্রভৃতীনাপাদয়তি।

কটুকো দীপনঃ পাচনোরোচনঃ শোধনঃ স্থৌল্যালস্যকফক্রিমিবিষকুষ্ঠকণ্ডূপশমনঃ সন্ধিবন্ধবিচ্ছেদনোঽবসাদনঃ স্তন্যশুক্রমেদসামুপহন্তাচেতি। স এবংগুণোঽপ্যেক এবাত্যর্থমুপসেব্যমানো ভ্রমমদগলতাল্বোষ্ঠশোষগাত্রসন্তাপবলবিঘাতকম্পতোদভেদকৃৎ করচরণপার্শ্বপৃষ্ঠপ্রভৃতিষু চ বাতশূলানাপাদয়তি।

তিক্তশ্ছেদনো রোচনো দীপনঃ শোধনঃ কণ্ডূকোঠতৃষ্ণামূর্চ্ছাজ্বরপ্রশমনঃ স্তন্যশোধনো বিণ্মূত্রক্লেদমেদোবসাপূয়োপশোষণশ্চেতি। স এবংগুণোঽপ্যেক এবাত্যর্থমুপসেব্যমানো গাত্রমন্যাস্তম্ভাক্ষেপকার্দ্দিতশিরঃশূলভ্রমতোদভেদচ্ছেদাস্যবৈরস্যান্যাপাদয়তি।

কষায়ঃ সংগ্রাহকো রোপণঃ স্তম্ভনঃ শোধনোলেখনঃ শোষণঃ

পীড়নঃ ক্লেদোপশোষণশ্চেতি। স এবং গুণোঽপ্যেক এবাত্যর্থ-মুপসেব্যমানো হৃৎপীড়াস্যশোষোদরাধ্মানবাক্যগ্রহমন্যাস্তম্ভগাত্রস্ফুরণচুমুচুমায়নাকুঞ্চনাক্ষেপণপ্রভৃতীন্ জনয়তি।

অতঃ সর্ব্বেষামেব দ্রব্যাণ্যুপদেক্ষ্যামঃ।

তদ্যথা। কাকোল্যাদিঃ ক্ষীরঘৃতবসামজ্জশালিষষ্টিকযবগোধূমমাষশৃঙ্গাটককসেরুকত্রপুসৈর্ব্বারুককর্কারুকালাবুকালিন্দকতকগিলোড্যপিয়ালপুষ্করবীজকাশ্মর্য্যমধূকদ্রাক্ষাখর্জ্জূররাজাদনতালনালিকেরেক্ষুবিকারবলাতিবলাত্মগুপ্তাবিদারীপয়স্যাগোক্ষুরকক্ষীরমোরটমধূলিকাকুষ্মাণ্ড প্রভৃতীনি সমাসেন মধুরো বর্গঃ।

দাড়িমামলকমাতুলুঙ্গাম্রাতককপিত্থকরমর্দ্দবদরকোলপ্রাচীনামলকতিন্তিড়ীককোশাম্রভব্যপারাবতবেত্রফললকুচাম্লবেতসদন্তশঠদধিতক্রসুরাশুক্তসৌবীরকতুষোদকধান্যাম্ল প্রভৃতীনি সমাসেনাম্লো বর্গঃ।

সৈন্ধবসৌবর্চ্চলবিড়পাক্যরোমকসামুদ্রকপক্তিমযবক্ষারোষপ্রসূতসুবর্চ্চিকাপ্রভৃতীনি সমাসেন লবণোবর্গঃ।

পিপ্পল্যাদিঃ সুরসাদিঃ শিগ্রুমধুশিগ্রুমূলকলশুনসুমুখশীতশিবকুষ্ঠদেবদারুহরেণুকাবল্গুজফলচণ্ডাগুগ্গুলুমুস্তলাঙ্গলকীশুকনাশাপীলুপ্রভৃতীনি সালসারাদিশ্চ প্রায়শঃ কটুকোবর্গঃ।

আরগ্বধাদির্গুড়ূচ্যাদির্মণ্ডূকপর্ণীবেত্রকরীরহরিদ্রাদ্বয়েন্দ্রযববরুণস্বাদুকণ্টকসপ্তপর্ণবৃহতীদ্বয়শঙ্খিনীদ্রবন্তীত্রিবৃৎকৃতবেধনকর্কোটককারবেল্লকবার্ত্তাককরীরকরবীরসুমনঃশঙ্খপুষ্প্যপামার্গত্রায়মাণাঽশোকরোহিণীবৈজয়ন্তীসুবর্চ্চলাপুনর্নবাবৃশ্চিকালীজ্যোতিষ্মতীপ্রভৃতীনি সমাসেন তিক্তোবর্গঃ।

ন্যগ্রোধাদিরম্বষ্ঠাদিঃ প্রিয়ঙ্গ্বাদী রোধ্রাদিস্ত্রিফলাশল্লকীজম্বাম্রবকুলতিন্দুকফলানি কতকশাকপাষাণভেদকবনস্পতিফলানি সালসারাদিশ্চ প্রায়শঃ কুরুবককোবিদারকজীবন্তীচিল্লীপালঙ্ক্যাসুনিষণ্ণকপ্রভৃতীনি নীবারকাদয়ো মুদ্গাদয়শ্চ সমাসেন কষায়োবর্গঃ।

তত্রৈষাং রসানাং সংযোগাস্ত্রিষষ্টির্ভবন্তি। তদ্যথা। পঞ্চদশ দ্বিকা বিংশতিস্ত্রিকাঃ পঞ্চদশ চতুষ্কাঃ ষট্ পঞ্চকা একশঃ ষড্রসা-একঃ ষট্‌ক ইতি তেষামন্যত্র প্রয়োজনানি বক্ষ্যামঃ।

ভবতি চাত্র।

জগ্ধাঃ ষড়ধিগচ্ছন্তি বলিনো বশতাং রসাঃ।
যথা প্রকুপিতা দোষা বশং যান্তি বলীয়সঃ॥

ত্রিচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো বমনদ্রব্যবিকল্পবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

বমনদ্রব্যানাং ফলাদ্যানাং মদনফলানি শ্রেষ্ঠতমানি ভবন্তি। অথ মদনপুষ্পাণামাতপপরিশুষ্কাণাং চূর্ণপ্রকুঞ্চং প্রত্যকৃপুষ্পীসদাপুষ্পীনিম্ব-কষায়াণামন্যতমেনালোড্য মধুসৈন্ধবযুক্তাং মাত্রাং পায়য়িত্বা বাময়েৎ মদনশলাটুচূর্ণান্যেবং বা বকুলরম্যকোপযুক্তানি মধুলবণযুক্তান্যভিপ্রতপ্তানি মদনশলাটুচূর্ণসিদ্ধাং বা তিলতণ্ডুলযবাগূং। নির্বৃত্তানাং বা নাতিহরিতপাণ্ডুনাং কুশমূঢ়াববদ্ধমৃদ্গোময়প্রলিপ্তানাং যবতুষমুদ্গ-মাষশাল্যাদিধান্যরাশাবষ্টরাত্রোষিতক্লিন্নভিন্নানাং ফলানাং ফলপিপ্পলীরুদ্ধৃত্যাতপে শোষয়েৎ তাসাং দধিমধুপললবিমৃদিতপরিশুষ্কা-ণাং সুভাজনস্থানামন্তর্নখমুষ্টিমুঞ্চে যষ্টীমধূককষায়ে কোবিদারাদীনা-মন্যতমে বা কষায়ে বিমৃদ্য রাত্রিপর্য্যুষিতং মধুসৈন্ধবযুক্তমাশীর্ভির-ভিমন্ত্রিতমুদঙ্মুখঃ প্রাঙ্মুখমাতুরং পায়য়েতানেন মন্ত্রেণাভিমন্ত্র্য।

ব্রহ্মদক্ষাশ্বিরুদ্রেন্দ্রভূচন্দ্রার্কানলানিলাঃ।
ঋষয়ঃ সৌষধীগ্রামা ভূতসঙ্ঘাস্তু পান্তু তে॥
রসায়নমিবর্ষীণাং দেবানামমৃতং যথা।
সুধেবোত্তমনাগানাং ভৈষজ্যমিদমস্তু তে॥

বিশেষেণ শ্লেষ্মজ্বরপ্রতিশ্যায়ান্তর্ব্বিদ্রধিষ্বপ্রবর্ত্তমানে বা দোষে পিপ্পলীবচাগৌরসর্ষপকল্কোন্মিশ্রৈঃ সলবণৈরুষ্ণাম্বুভিঃ পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তয়েদাসম্যগ্বান্তলক্ষণাদিতি। মদনফলমজ্জচূর্ণং বা তৎক্বাথপরিভাবিতং মদনফলকষায়েণ মদনফলমজ্জসিদ্ধস্য বা পয়সঃ সন্তানিকাং ক্ষৌদ্রযুক্তাং মদনফলমজ্জসিদ্ধং বা পয়ঃ। মদনফলমজ্জসিদ্ধেন বা পয়সা যবাগূমধোভাগাসৃক্পিত্তহৃদ্দাহয়োঃ। মদনফলমজ্জসিদ্ধস্য বা পয়সো দধিভাবমুপগতস্য দধ্যুত্তরং দধি বা কফপ্রসেকচ্ছর্দ্দিমূর্চ্ছাতমকেষু। মদনফলমজ্জস্নেহং বা ভল্লাতকস্নেহবদাদায় ফাণিতীভূতং লেহয়েদাতপপরিশুষ্কং বা মদনফলমজ্জচূর্ণং জীবন্তীকষায়েণ পিত্তে কফস্থানগতে। মদনফলমজ্জক্বাথং বা পিপ্পল্যাদিপ্রতীবাপং অচ্চূর্ণং বা নিম্বরূপ্সিকাকষায়য়োরন্যতরেণ সন্তর্পণং কফজব্যাধিহরং মদনফলমজ্জচূর্ণং বা মধূককাশ্মর্য্যদ্রাক্ষাকষায়েণ। মদনফলবিধানমুক্তং।

জীমূতককুসুমচূর্ণং বা পূর্ব্ববদেবং ক্ষীরেণ নির্ব্বৃত্তেষু ক্ষীরযবাগূং রোমশেষু সন্তানিকামরোমশেষু চ দধ্যুত্তরং হরিতপাণ্ডুষু দধি তৎকষায়সংসৃষ্টাং বা সুরাং কফারোচককাসশ্বাসপাণ্ডুরোগযক্ষ্মসু পর্য্যাগতেষু মদনফলমজ্জবদুপযোগঃ তদ্বদেব কুটজফলবিধানং। কৃতবেধনানামপ্যেষ এব কল্পঃ। ইক্ষ্বাকুকুসুমচূর্ণং বা পূর্ব্ববদেব ক্ষীরেণ কাসশ্বাসচ্ছর্দ্দিকফরোগেষূপযোগঃ।

ধামার্গবস্যাপি মদনফলমজ্জবদুপযোগো বিশেষতস্তু গরগুল্মোদরকাসশ্বাসশ্লেষ্মাময়েষু বায়ৌ বা কফস্থানগতে কৃতবেধনফলপিপ্পলীনাং বমনদ্রব্যকষায়পরিপীতানাং বহুশশ্চূর্ণমুৎপলাদিষু দত্তমাঘ্রাতং বাময়তি তত্ত্বনববদ্ধদোষেষু যবাগূমাকণ্ঠাৎ পীতবৎসু চ বিদধ্যাৎ। বমনবিরেচনশিরোবিরেচনদ্রব্যাণ্যেবং বা প্রধানতমানি ভবন্তি।

ভবতশ্চাত্র।

বমনদ্রব্যযোগানাং দিগিয়ং সম্প্রকীর্ত্তিতা।
তাং বিভজ্য যথাব্যাধি কালশক্তিবিনিশ্চয়াৎ॥

কষায়ৈঃ স্বরসৈঃ কল্কৈশ্চূর্ণৈরপি চ বুদ্ধিমান্ ।
পেয়লেহ্যান্নভোজ্যেষু বমনান্যুপকল্পয়েৎ ॥

চতুশ্চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

অথাতো বিরেচনদ্রব্যবিকল্পবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং
ব্যাখ্যাস্যামঃ ।

অরুণাভং ত্রিবৃন্মূলং শ্রেষ্ঠং মূলবিরেচনে ।
প্রধানং তিল্বকস্ত্বক্ষু ফলেম্বপি হরীতকী ॥
তৈলেম্বেরণ্ডজন্তৈলং স্বরসে কারবেল্লিকা ।
সুধাপয়ঃ পয়ঃস্বুক্তমিতি প্রাধান্যসংগ্রহঃ ॥
তেষাং বিধানং বক্ষ্যামি যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ।
বৈরেচনদ্রব্যরসানুপীতং মূলং মহত্ত্রৈবৃতমস্তদোষং ।
চূর্ণীকৃতং সৈন্ধবনাগরাঢ্যমম্লৈঃ পিবেম্মারুতরোগজুষ্টঃ ॥
ইক্ষোর্ব্বিকারৈর্ম্মধুরৈরসৈস্তৎ পৈত্তে গদে ক্ষীরযুতং পিবেদ্বা ।
গুড়ূচ্যরিষ্টত্রিফলারসেন সব্যোষমূত্রং কফজে পিবেদ্বা ॥
ত্রিবর্ণকত্র্যুষণযুক্তমেতদ্ গুড়েন লিহ্যাদনবেন চূর্ণং ।
প্রস্থে চ তন্মূলরসস্য দত্বা তন্মূলকল্কং কুড়বপ্রমাণং ॥
কর্ষোন্মিতে সৈন্ধবনাগরে চ বিপাচ্য কল্কীকৃতমেতদদ্যাৎ ।
তৎকল্কভাগঃ সমহৌষধার্দ্ধঃ সসৈন্ধবো মূত্রযুতশ্চ পেয়ঃ ॥
সমাস্ত্রিবৃন্নাগরকাঽভয়াঃ স্যুর্ভাগার্দ্ধকং পূগফলং সুপক্কং ।
বিড়ঙ্গসারো মরিচং সদারু যোগঃ সসিন্ধূদ্ভবমূত্রযুক্তঃ ॥
বিরেচনদ্রব্যভবস্তু চূর্ণং রসেন তেষাং মতিমান্ বিমৃদ্য ।
তন্মূলসিদ্ধেন চ সর্পিষাক্তং সেব্যস্তদাজ্যে গুটিকীকৃতঞ্চ ॥

গুড়েচ পাকাভিমুখে নিধায় চূর্ণীকৃতং সম্যগিদং বিপাচ্য।
শীতং ত্রিজাতাক্তমথো বিমৃষ্ট যোগানুরূপা গুটিকাঃ প্রযোজ্যাঃ॥
বৈরেকীয়দ্রব্যচূর্ণস্য ভাগং সিদ্ধং সার্দ্ধং ক্বাথভাগৈশ্চতুর্ভিঃ।
আমৃদ্বীয়াৎ সর্পিষা তচ্ছৃতেন তৎক্বাথোত্থম্বেদিতং সামিতঞ্চ॥
পাকপ্রাপ্তে ফাণিতে চূর্ণিতং তৎ ক্ষিপ্তং পক্বং চাবতার্য্য প্রযত্নাৎ।
শীতীভূতা মোদকা হৃষ্টগন্ধাঃ কার্য্যাস্ত্বেতে ভক্ষ্যকল্পাঃ সমাসাৎ॥
রসেন তেষাংপরিভাব্য মুদ্গান্ যূষঃ সসিন্ধূদ্ভবসর্পিরিষ্টঃ।
বৈরেচনেঽন্যৈরপি বৈদলৈঃ স্যাদেবং বিদধ্যাদ্বমনৌষধৈশ্চ॥
ভিত্ত্বা দ্বিধেক্ষুং পরিলিপ্য কল্কৈস্ত্রিভণ্ডিজাতৈঃ প্রতিবধ্য রজ্জ্বা।
পক্বঞ্চ সম্যক্ পুটপাকযুক্ত্যা খাদেত্তু তং পিত্তগদী সুশীতং॥

সিতাজগন্ধাত্বক্ক্ষীরীবিদারীত্রিবৃতঃ সমাঃ।
লিহ্যান্মধুঘৃতাভ্যাস্তু তৃড়্দাহজ্বরশান্তয়ে॥
শর্করাক্ষৌদ্রসংযুক্তং ত্রিবৃচ্চূর্ণাবচূর্ণিতং।
রেচনং সুকুমারাণাং ত্বক্পত্রমরিচাংশকং॥
পচেল্লেহং সিতাক্ষৌদ্রং পলার্দ্ধকুড়বান্বিতং।
ত্রিবৃচ্চূর্ণযুতং শীতং পিত্তঘ্নং তদ্বিরেচনং॥
ত্রিবৃচ্ছ্যামাক্ষারশুণ্ঠীপিপ্পলীর্মধুনাপ্লুয়াৎ।
সর্ব্বশ্লেষ্মবিকারাণাং শ্রেষ্ঠমেতদ্বিরেচনং॥
বীজাঢ্যপথ্যাকাশ্মর্য্যধাত্রীদাড়িমকোলজান্।
তৈলভৃষ্টান্ রসানম্লফলৈরাবাপ্য সাধয়েৎ॥
ঘনীভূতং ত্রিসৌগন্ধ্যং ত্রিবৃৎক্ষৌদ্রসমন্বিতং।
লেহ্যমেতৎ কফপ্রায়ৈঃ সুকুমারৈর্ব্বিরেচনং॥
নীলীতুল্যং ত্বগেলঞ্চ তৈস্ত্রিবৃৎসসিতোপলা।
চূর্ণং সন্তর্পণং ক্ষৌদ্রফলাম্লং সন্নিপাতনুৎ॥
ত্রিবৃচ্ছ্যামাসিতাকৃষ্ণাত্রিফলামাক্ষিকৈঃ সমৈঃ।
মোদকাঃ সন্নিপাতোর্দ্ধরক্তপিত্তজ্বরাপহাঃ॥

ত্বৃদ্ভাগাস্ত্রয়ঃ প্রোক্তাস্ত্রিফলা তৎসমা তথা।
ক্ষারকৃষ্ণাবিড়ঙ্গানি সংচূর্ণ্য মধুসর্পিষা॥
লিহ্যাদ্‌গুড়েন গুটিকাং কৃত্বা বাপ্যথ ভক্ষয়েৎ।
কফবাতকৃতান্ গুল্মান্ প্লীহোদরহলীমকান্॥
হন্ত্যন্যানপি চাপ্যেতন্নিরপায়ং বিরেচনং।
চূর্ণং শ্যামাত্বৃন্নীলী কটুী মুস্তা দুরালভা॥
চব্যেন্দ্রবীজং ত্রিফলা সর্পির্মাংসরসাম্বুভিঃ।
পীতং বিরেচনং তদ্ধি রূক্ষাণামপি শস্যতে॥
বৈরেচনিকনিঃক্বাথভাগাঃ শীতাস্ত্রয়ো মতাঃ।
দ্বৌ ফাণিতস্য তচ্চাপি পুনরগ্নাবধিশ্রয়েৎ॥
তৎ সাধুসিদ্ধং বিজ্ঞায় শীতং কৃত্বা নিধাপয়েৎ।
কলসে কৃতসংস্কারে বিভজ্যর্ত্তূ হিমাহিমৌ॥
মাসাদূর্দ্ধং জাতরসমাসবং মধুগন্ধিকং।
পিবেদসাবেব বিধিঃ ক্ষারমূত্রাসবেষ্বপি॥
বৈরেচনিকমূলানাং ক্বাথে মাষান্ সুভাবিতান্।
সুধৌতাংস্তৎকষায়েণ শালীনাঞ্চাপি তণ্ডুলান্॥
অবক্ষুদ্যৈকতঃ পিণ্ডান্ কৃত্বা শুষ্কান্ সুচূর্ণিতান্।
শালিতণ্ডুলচূর্ণঞ্চ তৎকষায়োষ্মসাধিতং॥
তস্য পিষ্টস্য ভাগাংস্ত্রীন্ কিণ্বভাগবিমিশ্রিতান্।
মণ্ডোদকার্থে ক্বাথঞ্চ দদ্যাত্তৎসর্ব্বমেকতঃ॥
নিদধ্যাৎ কলসে তাস্তু সুরাং জাতরসাং পিবেৎ।
এষ এব সুরাকল্পো বমনেষ্বপি কীর্ত্তিতঃ॥
মূলানি ত্রিবৃতাদীনাং প্রথমস্য গণস্য চ।
মহতঃ পঞ্চমূলস্য মূর্ব্বাশার্ঙ্গষ্টয়োরপি॥
সুধাং হৈমবতীঞ্চৈব ত্রিফলাতিবিষে বচাং।
সংহৃত্যৈতানি ভাগৌ দ্বৌ কারয়েদেকমেতয়োঃ॥

কুর্য্যান্নিঃক্বাথমেকস্মিন্নেকস্মিন্ চূর্ণমেবতু।
ক্ষুণ্ণাংস্তস্মিংস্তু নিঃক্বাথে ভাবয়েদ্বহুশো যবান্॥
শুষ্কাণাং মৃদুভৃষ্টানাং তেষাং ভাগাস্ত্রয়ো মতাঃ।
চতুর্থং ভাগমাবাপ্য চূর্ণানামনুকীর্ত্তিতং॥
প্রক্ষিপ্য কলসে সম্যক্ সমস্তং তদনন্তরং।
তেষামেব কষায়েণ শীতলেন সুযোজিতং॥
পূর্ব্ববৎ সন্নিদধ্যাত্তু জ্ঞেয়ং সৌবীরকং হি তৎ॥
পূর্ব্বোক্তং বর্গমাহৃত্য দ্বিধা কৃত্বৈকমেতয়োঃ।
ভাগং সংক্ষুদ্য সংসৃজ্য যবান্ স্থাল্যামধিশ্রয়েৎ॥
অজশৃঙ্গ্যাঃ কষায়েণ তানভ্যাসিচ্য সাধয়েৎ।
সুসিদ্ধাংশ্চাবতার্য্যৈতানৌষধিভ্যো বিবেচয়েৎ॥
বিমৃদ্য সতুষান্ সম্যক্ ততস্তান্ পূর্ব্ববন্মিতান্।
পূর্ব্বোক্তৌষধভাগস্য চূর্ণং দত্বা তু পূর্ব্ববৎ॥
তেনৈব সহ যূষেণ কলসে পূর্ব্ববন্ন্যসেৎ।
জ্ঞাত্বা জাতরসঞ্চাপি তত্তুষোদকমাদিশেৎ॥
তুষাম্বুসৌবীরকয়োর্ব্বিধিরেষ প্রকীর্ত্তিতঃ।
ষড়্‌রাত্রাৎ সপ্তরাত্রাদ্বা তে চ পেয়ে প্রকীর্ত্তিতে॥
বৈরেচনেষু দ্রব্যেষু ত্রিবৃন্মূলবিধিঃ স্মৃতঃ।
দন্তীদ্রবন্ত্যোর্মূলানি বিশেষান্মৃৎকুশান্তরে॥
পিপ্পলীক্ষৌদ্রযুক্তানি স্বিন্নান্যুদ্ধৃত্য শোষয়েৎ।
তত্তস্ত্রিবৃদ্বিধানেন যোজয়েৎ শ্লেষ্মপিত্তয়োঃ॥
তয়োঃ কল্ককষায়াভ্যাং চক্রতৈলং বিপাচয়েৎ।
সর্পিশ্চ পক্কং বীসর্পকক্ষাদাহালজীর্জয়েৎ॥
মেহগুল্মানিলশ্লেষ্মবিবন্ধাংস্তৈলমেব চ।
চতুঃস্নেহং শকৃচ্ছুক্রবাতসংরোধজা রুজঃ॥
দন্তীদ্রবন্তীমরিচকনকাহ্বয়বাসকৈঃ।

বিশ্বভেষজমৃদ্বীকাচিত্রকৈর্মূত্রভাবিতৈঃ ॥
সপ্তাহং সর্পিষা চূর্ণং যোজ্যমেতদ্বিরেচনং।
জীর্ণে সন্তর্পণং ক্ষৌদ্রং পিত্তশ্লেষ্মরুজাপহং।
অজীর্ণপার্শ্বরুক্পাণ্ডুপ্লীহোদরনিবর্হণং ॥
গুড়স্যাষ্টপলে পথ্যা বিংশতিঃ স্যুঃ পলং পলং।
দন্তীচিত্রকয়োঃ কর্ষৌ পিপ্পলীত্রিবৃতোর্দ্দশ ॥
কৃত্বৈতান্মোদকানেকং দশমে দশমেঽহনি।
ততঃ খাদেদুষ্ণতোয়সেবী নির্যন্ত্রণাস্ত্বিমে ॥
দোষঘ্না গ্রহণীপাণ্ডুরোগার্শঃকুষ্ঠনাশনাঃ।
ব্যোষং ত্রিজাতকং মুস্তা বিড়ঙ্গামলকে তথা ॥
নবৈতানি সমাংশানি ত্রিবৃদষ্টগুণানি বৈ।
শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতানীহ দন্তীভাগদ্বয়ং তথা ॥
সর্ব্বাণি চূর্ণিতানীহ গালিতানি বিমিশ্রয়েৎ।
ষড়্ভিশ্চ শর্করাভাগৈরীষৎসৈন্ধবমাক্ষিকৈঃ ॥
পিণ্ডিতং ভক্ষয়িত্বা তু ততঃ শীতাম্বু পায়য়েৎ।
বস্তিরুক্ তৃড়্জ্বরচ্ছর্দ্দিশোষপাণ্ডুভ্রমাপহং ॥
নির্যন্ত্রণমিদং সর্বং বিষঘ্নস্ত বিরেচনং।
ত্রিবৃদষ্টকসংজ্ঞোঽয়ং প্রশস্তঃ পিত্তরোগিণাং ॥
ভক্ষ্যঃ ক্ষীরানুপানো বা পিত্তশ্লেষ্মাতুরৈর্নরৈঃ।
ভক্ষ্যরূপসধর্ম্মত্বাদাঢ্যেষ্বেব বিধীয়তে ॥
তিল্বকস্য ত্বচং বাহ্যামন্তর্ব্বল্কবিবর্জিতাং।
চূর্ণয়িত্বা তু তৌ ভাগৌ তৎকষায়েণ গালয়েৎ ॥
তৃতীয়ং ভাবিতং তেন ভাগং শুষ্কন্তু ভাবিতং।
দশমূলকষায়েণ ত্রিবৃদ্বৎসংপ্রয়োজয়েৎ ॥
বিধানং ত্বক্ষু নির্দ্দিষ্টং ফলানামথ বক্ষ্যতে।
হরীতক্যাঃ ফলং ত্বস্থিবিযুক্তং দোষবর্জ্জিতং ॥

যোজ্যং ত্বন্বিধানেন সর্ব্বব্যাধিনিবর্হণং ।
রসায়নং পরং মেধ্যং দুষ্টান্তর্ব্রণশোধনং ॥
হরীতকী বিড়ঙ্গানি সৈন্ধবং নাগরং ত্বৃৎ ।
মরিচানিচ তৎসর্ব্বং গোমূত্রেণ বিরেচনং ॥
হরীতকী ভদ্রদারু কুষ্ঠং পূগফলং তথা ।
সৈন্ধবং শৃঙ্গবেরঞ্চ গোমূত্রেণ বিরেচনং ॥
নীলিনীফলচূর্ণঞ্চ নাগরাভয়য়োস্তথা ।
লিহ্যাদ্গুড়েন সলিলং পশ্চাদুষ্ণং পিবেন্নরঃ ॥
পিপ্পল্যাদিকষায়েণ পিবেৎ পিষ্টাং হরীতকীং ।
সৈন্ধবোপহিতঃ সন্থ এব যোগো বিরেচয়েৎ ॥
হরীতকী ভক্ষ্যমাণা নাগরেণ গুড়েন বা ।
সৈন্ধবোপহিতা বাপি সাতত্যেনাগ্নিদীপনী ॥
বাতানুলোমনী বৃষ্যা চেন্দ্রিয়াণাং প্রসাদনী ।
সন্তর্পণকৃতান্ রোগান্ প্রায়ো হন্তি হরীতকী ॥
শীতমামলকং রূক্ষং পিত্তমেদঃকফাপহং ।
বিভীতকমনুষ্ণন্তু কফপিত্তনিবর্হণং ॥
ত্রীণ্যপ্যম্লকষায়াণি সতিক্তমধুরাণি চ ।
ত্রিফলা সর্ব্বরোগঘ্নী ত্রিভাগঘৃতমূর্চ্ছিতা ॥
বয়সঃস্থাপনং চাপি কুর্য্যাৎ সততসেবিতা ।
হরীতকীবিধানেন ফলান্যেবং প্রযোজয়েৎ ॥
বিরেচনানি সর্ব্বাণি বিশেষাচ্চতুরঙ্গুলাৎ ।
ফলং কালে সমুদ্ধৃত্য সিকতায়াং নিধাপয়েৎ ॥
সপ্তাহমাতপে শুষ্কং ততো মজ্জানমুদ্ধরেৎ ।
তৈলং গ্রাহ্যং জলে পক্ত্বা তিলবদ্বা প্রপীড্য চ ॥
তস্যোপযোগো বালানাং যাবদ্বর্ষাণি দ্বাদশ ।
লিহ্যাদেরণ্ডতৈলেন কুষ্ঠং ত্রিকটুকান্বিতং ।

সুখোদকঞ্চানুপিবেদেষ যোগো বিরেচয়েৎ ॥
এরণ্ডতৈলং ত্রিফলাক্কাথেন দ্বিগুণেন তু।
যুক্তং পীতং তথাক্ষীররসাভ্যাস্তু বিরেচয়েৎ ॥
বালবৃদ্ধক্ষতক্ষীণসুকুমারেষু যোজিতং ॥
ফলানাং বিধিরুদ্দিষ্টঃ ক্ষীরাণাং শৃণু সুশ্রুত।
বিরেচনানাং তীক্ষ্ণানাং পয়ঃ সৌধং পরং মতং ॥
অজ্ঞপ্রযুক্তং তদ্ধন্তি বিষবৎকর্ম্মবিভ্রমাৎ।
বিজানতা প্রযুক্তন্তু মহান্তমপি সঞ্চয়ং ॥
ভিনত্ত্যাশ্বেব দোষাণাং রোগান্ হন্তি চ দুস্তরান্।
মহত্যাঃ পঞ্চমূল্যাস্তু বৃহত্যোশ্চৈকশঃ পৃথক্ ॥
কষায়ৈঃ সমভাগস্তু তদঙ্গারৈর্ব্বিশোষিতং।
অম্লাদিভিঃ পূর্ব্ববতু প্রযোজ্যং কোলসম্মিতং ॥
মহাবৃক্ষপয়ঃপীতৈর্যবাগূস্তণ্ডুলৈঃ কৃতা।
পীতা বিরেচয়ত্যাশু গুড়েনোৎকারিকা কৃতা ॥
লেহো বা সাধিতঃ সম্যক্ স্নুহীক্ষীরসিতাঘৃতৈঃ।
ভাবিতাস্তু স্নুহীক্ষীরে পিপ্পল্যো লবণান্বিতাঃ।
চূর্ণং কাম্পিল্লকং বাপি তৎপীতং গুটিকীকৃতং ॥
সপ্তলা শঙ্খিনী দন্তী ত্রিবৃদারগ্বধং গবাং ॥
মূত্রেণাপ্লাব্য সপ্তাহং স্নুহীক্ষীরে ততঃ পরং।
কীর্ণং তেনৈব চূর্ণেন মাল্যং বসনমেবচ ॥
আঘ্রায়াবৃত্য বা সম্যক্ মৃদুকোষ্ঠো বিরিচ্যতে।
ক্ষীরত্বক্ফলমূলানাং বিধানৈঃ পরিকীর্ত্তিতৈঃ।
অবেক্ষ্য সম্যগ্রোগাদীন্ যথাবদুপযোজয়েৎ ॥
ত্রিবৃচ্ছ্যামা সিতাস্তিস্রস্তিস্রশ্চ ত্রিফলাত্বচঃ।
বিড়ঙ্গপিপ্পলীক্ষারশাণাস্তিস্রশ্চ চূর্ণিতাঃ ॥
লিহ্যাৎ সর্পির্ম্মধুভ্যাঞ্চ মোদকং বা গুড়েন বা।

ভক্ষয়েন্নিষ্পরীহারমেতৎ শ্রেষ্ঠবিরেচনং ॥
গুল্মান্ প্লীহোদরং কাসং হলীমকমরোচকং ।
কফবাতকৃতাংশ্চান্যান্ ব্যাধীনেতদ্ব্যপোহতি ॥
ঘৃতেষু তৈলেষু পয়ঃসু চাপি মদ্যেষু মূত্রেষু তথা রসেষু ।
ভক্ষ্যাবলেহ্যেষু চ তেষু তেষু বিরেচনান্যগ্রমতির্বিদধ্যাৎ ॥
ক্ষীরং রসঃ কল্কমথোকষায়ঃ শৃতশ্চ শীতশ্চ তথৈব চূর্ণং ।
কল্পাঃ ষড়েতে খলু ভেষজানাং যথোত্তরং তে লঘবঃ প্রদিষ্টাঃ

পঞ্চচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

অথাতো দ্রবদ্রব্যবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ।

পানীয়মান্তরীক্ষমনির্দ্দেশ্যরসমমৃতং জীবনং তর্পণং ধারণমাশ্বাসজননং শ্রমঘ্নং ক্লমপিপাসামদমূর্চ্ছাতন্দ্রানিদ্রাদাহপ্রশমনমেকান্ততঃ পথ্যতমঞ্চ তদেবাবনীপতিতমন্যতমং রসমুপলভতে স্থানবিশেষান্নদীনদসরস্তড়াগবাপীকূপচুণ্টীপ্রস্রবণোদ্ভিদ্বিকিরকেদারপল্বলাদিষু স্থানেষ্ববস্থিতমিতি । তত্র লোহিতকপিলপাণ্ডুপীতনীলশুক্লেষ্ববনিপ্রদেশেষু মধুরাম্ললবণকটুতিক্তকষায়াণি যথাসঙ্খ্যমুদকানি সম্ভবন্তীত্যেকে ভাষন্তে তত্তু ন সম্যক্ তত্র পৃথিব্যাদীনামন্যোন্যানুপ্রবেশকৃতঃ সলিলরসোভবত্যুৎকর্ষাপকর্ষেণ তত্র স্বগুণভূয়িষ্ঠায়াং ভূমাবম্লং লবণঞ্চ । অম্বুগুণভূয়িষ্ঠায়াং মধুরং । তেজোগুণভূয়িষ্ঠায়াং কটুকং তিক্তঞ্চ । বায়ুগুণভূয়িষ্ঠায়াং কষায়ঞ্চ । আকাশগুণভূয়িষ্ঠায়ামব্যক্তরসমব্যক্তং হ্যাকাশমিত্যতস্তৎপ্রধানমব্যক্তরসত্বাৎ তৎপেয়মান্তরীক্ষালাভে । তত্রান্তরীক্ষং চতুর্ব্বিধং । তদ্যথা । ধারং কারং তৌষারং হৈমমিতি । তেষাং ধারং প্রধানং লঘুত্বাত্তৎপুনর্দ্বিবিধং গাঙ্গং সামুদ্রং চেতি । তত্র গাঙ্গমাশ্বযুজে মাসি প্রায়শোবর্ষতি তয়োর্দ্বয়োরপি

পরীক্ষণং কুর্ব্বীত শাল্যোদনপিণ্ডমকুথিতমবিদগ্ধং রজতভাজনোপহিতং বর্ষতি দেবে বহিষ্কুর্ব্বীত স যদি মুহূর্ত্তং স্থিতস্তাদৃশএব ভবতি তদা গাঙ্গং পততীত্যবগন্তব্যং বর্ণান্যত্বে সিক্থক্লেদে চ সামুদ্রমিতি বিদ্যাত্তন্নোপাদেয়ং। সামুদ্রমপ্যাশ্বযুজে মাসি গৃহীতং গাঙ্গবদ্ভবতি। গাঙ্গং পুনঃপ্রধানং তদুপাদদীতাশ্বযুজে মাসি শুচিশুক্লবিততপটৈকদেশচ্যুতমথ বা হর্ম্ম্যতলপরিভ্রষ্টমন্যৈর্ব্বা শুচিভির্ভাজনৈর্গৃহীতং সৌবর্ণে রাজতে মৃন্ময়ে বা পাত্রে নিদধ্যাত্তৎসর্ব্বকালমুপযুঞ্জীত তস্যালাভে ভৌমং। তচ্চাকাশগুণবহুলং তৎপুনঃ সপ্তবিধং। তদ্যথা। কৌপং নাদেয়ং সারসং তাড়াগং প্রাস্রবণমৌদ্ভিদং চৌণ্ট্যমিতি তত্র বর্ষাস্বান্তরিক্ষমৌদ্ভিদং বা সেবেত মহাগুণত্বাৎ শরদি সর্ব্বং প্রসন্নত্বাৎ হেমন্তে সারসং তাড়াগং বা বসন্তে কৌপং প্রাস্রবণং বা গ্রীষ্মেষ্বেবং প্রাবৃষি চৌণ্ট্যমনবমনভিবৃষ্টং সর্ব্বঞ্চেতি।

কীটমূত্রপুরীষাণ্ডশবকোথপ্রদূষিতং।
তৃণপর্ণোৎকরযুতং কলুষং বিষসংযুতং॥
যোঽবগাহেত বর্ষাসু পিবেদ্বাপি নবং জলং।
স বাহ্যাভ্যন্তরান্ রোগান্প্রাপ্নুয়াৎ ক্ষিপ্রমেবতু॥

তত্র যৎ শৈবালপঙ্কহটতৃণপদ্মপত্রপ্রভৃতিভিরবচ্ছন্নং শশিসূর্য্যকিরণানিলৈর্নাভিজুষ্টং গন্ধবর্ণরসোপসৃষ্টঞ্চ তদ্ব্যাপন্নমিতি বিদ্যাৎ। তস্য স্পর্শরূপরসগন্ধবীর্য্যবিপাকদোষাঃ ষট্ সম্ভবন্তি। তত্র খরতা পৈচ্ছিল্যমৌষ্ণ্যং দন্তগ্রাহিতা চ স্পর্শদোষাঃ। পঙ্কসিকতাশৈবালবহুবর্ণতা রূপদোষাঃ। ব্যক্তরসতা রসদোষঃ। অনিষ্টগন্ধতা গন্ধদোষঃ। যদুপযুক্তং তৃষ্ণাগৌরবশূলকফপ্রসেকানাপাদয়তি সবীর্য্যদোষঃ। যদুপযুক্তং চিরাদ্বিপচ্যতে বিষ্টভ্নাতি বা স বিপাকদোষ ইতি। তএতে আন্তরিক্ষে ন সন্তি। ব্যাপন্নানামগ্নিক্বথনং সূর্য্যাতপপ্রতাপনং তপ্তায়ঃপিণ্ডসিকতালোষ্ট্রাণাং বা নির্ব্বাপনং প্রসাদনঞ্চ কর্ত্তব্যং নাগচম্পকোৎপলপাটলাপুষ্পপ্রভৃতিভিশ্চাধিবাসনমিতি।

সৌবর্ণে রাজতে তাম্রে কাংস্যে মণিময়ে তথা।
পুষ্পাবতংসং ভৌমে বা সুগন্ধি সলিলং পিবেৎ॥
ব্যাপন্নং বর্জ্জয়েন্নিত্যং তোয়ং যদ্বাপ্যনার্ত্তবং।
দোষসঞ্জননং হ্যেতন্নাদদীতাহিতন্তু তৎ॥
ব্যাপন্নং সলিলং যস্তু পিবতীহাপ্রসাধিতং।
শ্বযথুং পাণ্ডুরোগঞ্চ ত্বগ্দোষমবিপাকতাং॥
শ্বাসকাসপ্রতিশ্যায়শূলগুল্মোদরাণিচ।
অন্যান্ বা বিষমান্ রোগান্ প্রাপ্নুয়াৎ ক্ষিপ্রমেবচ॥

তত্র সপ্তকলুষস্য প্রসাধনানি ভবন্তি। তদ্যথা। কতকগোমেদকবিসগ্রন্থিশৈবালমূলবস্ত্রাণি মুক্তামণিশ্চেতি। পঞ্চ নিক্ষেপণানি ভবন্তি। তদ্যথা। ফলকং ত্র্যষ্টকং মুঞ্জবলয় উদকমঞ্চিকাশিক্যঞ্চেতি। সপ্ত শীতীকরণানি ভবন্তি প্রবাতস্থাপনমুদকপ্রক্ষেপণং যষ্টিকাভ্রামণং ব্যজনং বস্ত্রোদ্ধরণং বালুকাপ্রক্ষেপণং শিক্যাবলম্বনঞ্চেতি।

নির্গন্ধমব্যক্তরসং তৃষ্ণাঘ্নং শুচি শীতলং।
অচ্ছং লঘুচ হৃদ্যঞ্চ তোয়ং গুণবদুচ্যতে॥

তত্র নদ্যঃ পশ্চিমাভিমুখাঃ পথ্যা লঘূদকত্বাৎ। পূর্ব্বাভিমুখাস্তু ন প্রশস্যন্তে গুরূদকত্বাৎ। দক্ষিণাভিমুখা নাঽতিদোষলাঃ সাধারণত্বাৎ। তত্র সহ্যপ্রভবাঃ কুষ্ঠঞ্জনয়ন্তি বিন্ধ্যপ্রভবাঃ কুষ্ঠং পাণ্ডুরোগঞ্চ মলয়প্রভবাঃ কৃমীন্ মহেন্দ্রপ্রভবাঃ শ্লীপদোদরাণি হিমবৎপ্রভবা হৃদ্রোগশ্বযথুশিরোরোগশ্লীপদগলগণ্ডান্। প্রাচ্যাবন্ত্যা অপরাবন্ত্যাশ্চার্শাংস্যুপজনয়ন্তি পারিপাত্রপ্রভবাঃ পথ্যা বলারোগাকর্য্য ইতি।

নদ্যঃ শীঘ্রবহা লঘ্ব্যঃ প্রোক্তা যাশ্চামলোদকাঃ।
গুর্ব্ব্যঃ শৈবালসঞ্ছন্নাঃ কলুষা মন্দগাশ্চ যাঃ॥
প্রায়েণ নদ্যো মরুষু সতিক্তা লবণান্বিতাঃ।
ঈষৎকষায়া মধুরা লঘুপাকা বলে হিতাঃ॥

তত্র সর্ব্বেষাং ভৌমানাং গ্রহণং প্রত্যুষসি তত্র হ্যমলত্বং শৈত্যশ্চাধিকং ভবতি স এব চাপাং পরো গুণ ইতি।

দিবার্ককিরণৈর্জুষ্টং নিশায়ামিন্দুরশ্মিভিঃ।
অরূক্ষমনভিস্যন্দি তত্তুল্যং গগনাম্বুনা॥
গগনাম্বু ত্রিদোষঘ্নং গৃহীতং যৎসুভাজনে।
বল্যং রসায়নং মেধ্যং পাত্রাপেক্ষি ততঃ পরং॥
রক্ষোঘ্নং শীতলং হ্লাদি জ্বরদাহবিষাপহং
চন্দ্রকান্তোদ্ভবং বারি পিত্তঘ্নং বিমলং স্মৃতং॥
মূর্চ্ছাপিত্তোষ্ণদাহেষু বিষে রক্তে মদাত্যয়ে।
ভ্রমক্লমপরীতেষু তমকে বমথৌ তথা॥
ঊর্দ্ধগে রক্তপিত্তে চ শীতমম্ভঃ প্রশস্যতে।
পার্শ্বশূলে প্রতিশ্যায়ে বাতরোগে গলগ্রহে॥
আধ্মাতে স্তিমিতে কোষ্ঠে সদ্যঃশুদ্ধে নবজ্বরে।
হিক্কায়াং স্নেহপীতে চ শীতাম্বু পরিবর্জয়েৎ॥
নাদেয়ং বাতলং রূক্ষং দীপনং লঘু লেখনং।
তদভিস্যন্দিমধুরং সান্দ্রং গুরু কফাবহং॥
তৃষ্ণাঘ্নং সারসং বল্যং কষায়ং মধুরং লঘু।
তাড়াগং বাতলং স্বাদু কষায়ং কটুপাকি চ॥
বাতশ্লেষ্মহরং বাপ্যং সক্ষারং কটুপিত্তলং।
সক্ষারং পিত্তলং কৌপং শ্লেষ্মঘ্নং দীপনং লঘু॥
চৌণ্ট্যমগ্নিকরং রূক্ষং মধুরং কফকৃন্ন চ।
কফঘ্নং দীপনং হৃদ্যং লঘু প্রস্রবণোদ্ভবং॥
মধুরং পিত্তশমনমবিদাহ্যৌদ্ভিদং স্মৃতং।
বৈকিরং কটু সক্ষারং শ্লেষ্মঘ্নং লঘু দীপনং॥
কৈদারং মধুরং প্রোক্তং বিপাকে গুরু দোষলং।
তদ্বৎ পাল্বলমুদ্দিষ্টং বিশেষাদ্দোষলন্তু তৎ॥

সামুদ্রমুদকং বিস্রং লবণং সর্ব্বদোষকৃৎ।
অনেকদোষমানূপং বার্য্যভিষ্যন্দি গর্হিতং ॥
এভির্দ্দোষৈরসংযুক্তং নিরবদ্যন্তু জাঙ্গলং।
পাকে বিদাহি তৃষ্ণাঘ্নং প্রশস্তং প্রীতিবর্দ্ধনং ॥
দীপনং স্বাদু শীতঞ্চ তোয়ং সাধারণং লঘু।
কফমেদোঽনিলামঘ্নং দীপনং বস্তিশোধনং ॥
শ্বাসকাসজ্বরহরং পথ্যমুষ্ণোদকং সদা।
যৎক্বাথ্যমানং নির্ব্বেগং নিঃফেনং নির্ম্মলং লঘু ॥
চতুর্ভাগাবশেষন্তু তত্তোয়ং গুণবৎস্মৃতং।
নচ পর্য্যুষিতং দেয়ং কদাচিদ্বারি জানতা ॥
অম্লীভূতং কফোৎক্লেশি ন হিতং তৎ পিপাসবে।
মদ্যপানাৎসমুদ্ভূতে রোগে পিত্তোত্থিতে তথা ॥
সন্নিপাতসমুত্থেচ শৃতশীতং প্রশস্যতে।
স্নিগ্ধং স্বাদু হিমং হৃদ্যং দীপনং বস্তিশোধনং ॥
বৃষ্যং পিত্তপিপাসাঘ্নং নারিকেলোদকং গুরু।
দাহাতীসারপিত্তাসৃঙ্মূর্চ্ছামদ্যবিষার্ত্তিষু ॥
শৃতশীতং জলং শস্তং তৃষ্ণাছর্দ্দিভ্রমেষু চ।
অরোচকে প্রতিশ্যায়ে প্রসেকে শ্বযথৌ ক্ষয়ে ॥
মন্দাগ্নাবুদরে কুষ্ঠে জ্বরে নেত্রাময়ে তথা।
ব্রণে চ মধুমেহে চ পানীয়ং মন্দমাচরেৎ ॥

ইতি জলবর্গঃ।

গব্যমাজন্তথাচৌষ্ট্রমাবিকং মাহিষঞ্চ যৎ।
অশ্বায়াশ্চৈব নার্য্যাশ্চ করেণূনাঞ্চ যৎপয়ঃ ॥
তত্ত্বনেকৌষধিরসপ্রসাদং প্রাণদং গুরু।
মধুরং পিচ্ছিলং শীতং স্নিগ্ধং শ্লক্ষ্ণং সরং মৃদু ॥
সর্ব্বপ্রাণভৃতাং তস্মাৎসাত্ম্যং ক্ষীরমিহোচ্যতে।

তত্র সর্ব্বমেব ক্ষীরং প্রাণিনামপ্রতিষিদ্ধং জাতিসাত্ম্যাৎ। বাতপিত্তশোণিতমানসবিকারেষ্ববিরুদ্ধং। জীর্ণজ্বরকাসশ্বাসশোষক্ষয়গুল্মোন্মাদোদরমূর্চ্ছাভ্রমমদদাহপিপাসাহৃদ্বস্তিপাণ্ডুরোগগ্রহণীদোষার্শঃশূলোদাবর্ত্তাতিসারপ্রবাহিকাযোনিরোগগর্ভাস্রাবরক্তপিত্তশ্রমক্লমহরং পাপ্মাপহং বল্যং বৃষ্যং বাজীকরণং রসায়নং মেধ্যং সন্ধানমাস্থাপনং বয়ঃস্থাপনমায়ুষ্যংজীবনং বৃংহণং বমনং বিরেচনঞ্চ তুল্যগুণত্বাচ্চৌজসো বর্দ্ধনমিতি বালবৃদ্ধক্ষতক্ষীণানাং ক্ষুদ্ব্যবায়ব্যায়ামকর্শিতানাঞ্চ পথ্যতমং।

গোক্ষীরমনভিষ্যন্দি স্নিগ্ধং গুরু রসায়নং।
রক্তপিত্তহরং শীতং মধুরং রসপাকয়োঃ॥
জীবনীয়ং তথাবাতপিত্তঘ্নং পরমং স্মৃতং।
গব্যতুল্যগুণং ত্বাজং বিশেষাচ্ছোষিণাং হিতং॥
দীপনং লঘু সংগ্রাহি শ্বাসকাসাস্রপিত্তনুৎ।
অজানামল্পকায়ত্বাৎ কটুতিক্তনিষেবণাৎ॥
নাত্যম্বুপানাদ্ব্যায়ামাৎসর্ব্বব্যাধিহরং পয়ঃ।
রুক্ষোষ্ণং লবণং কিঞ্চিদৌষ্ট্রংস্বাদুরসং লঘু॥
শোফগুল্মোদরার্শোঘ্নং কৃমিকুষ্ঠবিষাপহং।
আবিকং মধুরং স্নিগ্ধং গুরু পিত্তকফাবহং॥
পথ্যং কেবলবাতেষু কাসে চানিলসম্ভবে।
মহাভিষ্যন্দি মধুরং মাহিষং বহ্নিনাশনং॥
নিদ্রাকরং শীতকরং গব্যাৎস্নিগ্ধতরং গুরু।
উষ্ণং চৈকশফং বল্যং শাখাবাতহরং পয়ঃ॥
মধুরাম্লরসং রুক্ষং লবণানুরসং লঘু।
নার্য্যাস্তু মধুরং স্তন্যং কষায়ানুরসং হিমং॥
নস্যাশ্চোতনয়োঃ পথ্যং জীবনং লঘু দীপনং।
হস্তিন্যা মধুরং বৃষ্যং কষায়ানুরসং গুরু॥

স্নিগ্ধং স্থৈর্য্যকরং শীতং চক্ষুষ্যং বলবর্দ্ধনং।
প্রায়ঃ প্রাভাতিকং ক্ষীরং গুরু বিষ্টম্ভি শীতলং॥
রাত্রৌ সোমগুণত্বাচ্চ ব্যায়ামাভাবতস্তথা।
দিবাকরাভিতপ্তানাং ব্যায়ামানিলসেবনাৎ॥
বাতানুলোমি শ্রান্তিঘ্নং চক্ষুষ্যং চাপরাহ্নিকং।
পয়োঽভিষ্যন্দি গুর্ব্বামং প্রায়শঃ পরিকীর্ত্তিতং॥
তদেবোক্তং লঘুতরমনভিষ্যন্দি বৈ শৃতং।
বর্জয়িত্বা স্ত্রিয়াঃ স্তন্যমামমেব হি তদ্ধিতং॥
ধারোষ্ণং গুণবৎ ক্ষীরং বিপরীতমতোঽন্যথা।
তদেবাতিশৃতং সর্ব্বং গুরু বৃংহণমুচ্যতে॥
অনিষ্টগন্ধমম্লঞ্চ বিবর্ণং বিরসঞ্চ যৎ।
বর্জ্যং সলবণং ক্ষীরং যচ্চ বিগ্রথিতং ভবেৎ॥

ইতিক্ষীরবর্গঃ।

দধি তু মধুরমম্লমত্যম্লঞ্চেতি তৎকষায়ানুরসং স্নিগ্ধমুষ্ণং পীনসবিষমজ্বরাতিসারারোচকমূত্রকৃচ্ছ্রকার্শ্যাপহং বৃষ্যং প্রাণকরং মঙ্গল্যঞ্চ।
মহাভিষ্যন্দি মধুরং কফমেদোবিবর্দ্ধনং।
কফপিত্তকৃদম্লং স্যাদত্যম্লং রক্তদূষণং॥
বিদাহি সৃষ্টবিণ্মূত্রং মন্দজাতং ত্রিদোষকৃৎ।
স্নিগ্ধং বিপাকে মধুরং দীপনং বলবর্দ্ধনং॥
বাতাপহং পবিত্রঞ্চ দধি গব্যং রুচিপ্রদং।
দধ্যাজং কফপিত্তঘ্নং লঘু বাতক্ষয়াপহং॥
দুর্নামশ্বাসকাসেষু হিতমগ্নেঃ প্রদীপনং।
বিপাকে মধুরং বৃষ্যং বাতপিত্তপ্রসাদনং॥
বলাসবর্দ্ধনং স্নিগ্ধং বিশেষাদ্দধি মাহিষং।
বিপাকে কটু সক্ষারং গুরু ভেদ্যৌষ্ট্রিকং দধি॥

বাতমর্শাংসি কুষ্ঠানি কৃমীন্ হন্ত্যুদরাণি চ।
কোপনং কফবাতানাং দুর্নাম্নাং চাবিকং দধি॥
রসে পাকে চ মধুরমত্যভিষ্যন্দি দোষলং।
দীপনীয়মচক্ষুষ্যং বাড়বং দধি বাতলং॥
রুক্ষমুষ্ণং কষায়ঞ্চ কফমূত্রাপহঞ্চ তৎ।
স্নিগ্ধং বিপাকে মধুরং বল্যং সন্তর্পণং গুরু॥
চক্ষুষ্যমগ্র্যং দোষঘ্নং দধি নার্ষ্যা গুণোত্তরং।
লঘু পাকে বলাসঘ্নং বীর্য্যোষ্ণং পক্তিনাশনং॥
কষায়ানুরসং নাগ্যা দধি বর্চ্চোবিবর্দ্ধনং।
দধীন্যুক্তানি যানীহ গব্যাদীনি পৃথক্ পৃথক্॥
বিজ্ঞেয়মেষু সর্ব্বেষু গব্যমেব গুণোত্তরং।
বাতঘ্নং কফকৃৎস্নিগ্ধং বৃংহণং নচ পিত্তকৃৎ॥
কুর্য্যাদ্ভক্তাভিলাষঞ্চ দধি যৎ সুপরিস্রুতং।
শৃতাৎক্ষীরাত্তু যজ্জাতং গুণবদ্দধি তৎস্মৃতং॥
বাতপিত্তহরং রুচ্যং ধাত্বগ্নিবলবর্দ্ধনং।
দধ্নঃ সরো গুরুর্বৃষ্যো বিজ্ঞেয়োঽনিলনাশনঃ॥
বহ্নের্ব্বিধমনশ্চাপি কফশুক্রবিবর্দ্ধনঃ।
দধি ত্বসারং রূক্ষঞ্চ গ্রাহি বিষ্টম্ভি বাতলং॥
দীপনীয়ং লঘুতরং সকষায়ং রুচিপ্রদং।
শরদ্গ্রীষ্মবসন্তেষু প্রায়শো দধি গর্হিতং॥
হেমন্তে শিশিরে চৈব বর্ষাসু দধি শস্যতে।
তৃষ্ণাক্লমহরং মস্তু লঘু স্রোতোবিশোধনং॥
অম্লং কষায়ং মধুরমবৃষ্যং কফবাতনুৎ।
প্রহ্লাদনং প্রীণনঞ্চ ভিনত্ত্যাশু মলঞ্চ তৎ॥
বলমাবহতে চাপি ভক্তচ্ছন্দং করোতি চ।
স্বাদ্বম্লমত্যম্লকমন্দজাতং তথা শৃতক্ষীরভবং সরঞ্চ

অসারমেবং দধি সপ্তধাঽস্মিন্ বর্গে স্মৃতা মস্তুগুণাস্তথৈব ॥

ইতি দধিবর্গঃ।

তক্রং মধুরমম্লং কষায়ানুরসমুষ্ণবীর্য্যং লঘু রুক্ষমগ্নিদীপনং গরশোফাতীসারগ্রহণীপাণ্ডুরোগার্শঃপ্লীহগুল্মারোচকবিষমজ্বরতৃষ্ণা-ছর্দ্দিপ্রসেকশূলমেদঃশ্লেষ্মানিলহরং মধুরবিপাকং হৃদ্যং মূত্রকৃচ্ছ্রস্নেহ-ব্যাপৎপ্রশমনমবৃষ্যঞ্চ।

মন্থনাদিপৃথগ্‌ভূতস্নেহমর্দ্ধোদকঞ্চ যৎ।
নাতিসান্দ্রদ্রবং তক্রং স্বাদ্বম্লং তুবরং রসে ॥
যত্তু সস্নেহমজলং মথিতং ঘোলমুচ্যতে ॥
তক্রং নৈব ক্ষতে দদ্যান্নোষ্ণকালে ন দুর্ব্বলে।
ন মূর্চ্ছাভ্রমদাহেষু ন রোগে রক্তপৈত্তিকে ॥
শীতকালেঽগ্নিমান্দ্যে চ কফোত্থেষ্বাময়েষু চ।
মার্গাবরোধে দুষ্টে চ বায়ৌ তক্রং প্রশস্যতে ॥

তৎ পুনর্ম্মধুরং শ্লেষ্মপ্রকোপণং পিত্তপ্রশমনঞ্চ। অম্লং বাতঘ্নং পিত্তকরঞ্চ।

বাতেঽম্লং সৈন্ধবোপেতং স্বাদু পিত্তে সশর্করং।
পিবেত্তক্রং কফেচাপি ব্যোষক্ষারসমাযুতং ॥
গ্রাহিণী বাতলা রুক্ষা দুর্জরা তক্রকূর্চ্চিকা।
তক্রাল্লঘুতরো মণ্ডঃ কূর্চ্চিকাদধিতক্রজঃ ॥
গুরুঃ কিলাটোঽনিলহা পুংস্ত্বনিদ্রাপ্রদঃ স্মৃতঃ।
মধুরৌ বৃংহণৌ বৃষ্যৌ তদ্বৎপীযূষমোরটৌ ॥

নবনীতং পুনঃ সদ্যস্কং লঘু সুকুমারং মধুরং কষায়মীষদম্লং শীতলং মেধ্যং দীপনং হৃদ্যং সংগ্রাহি পিত্তানিলহরং বৃষ্যমবিদাহি ক্ষয়কাসশ্বাসব্রণার্শোঽর্দ্দিতাপহং গুরুকফমেদোবিবর্দ্ধনং বলকরং বৃংহণং শোষঘ্নং বিশেষতো বালানাং প্রশস্যতে। ক্ষীরোত্থং পুনর্নবনীতমুৎকৃষ্টস্নেহং মাধুর্য্যযুক্তমতিশীতং সৌকুমার্য্যকরং চক্ষুষ্যং

সংগ্রাহি রক্তপিত্তনেত্ররোগহরং প্রসাদনঞ্চ। সন্তানিকা পুনর্ব্বাতঘ্নী তর্পণী বল্যা বৃষ্যা স্নিগ্ধা রুচ্যা মধুরা মধুরবিপাকা রক্তপিত্তপ্রসাদনী গুর্ব্বী চ।

বিকল্প এষ দধ্যাদিঃ শ্রেষ্ঠো গব্যোঽভিবর্ণিতঃ।
বিকল্পানবশিষ্টাংস্তু ক্ষীরবীর্য্যাৎ সমাদিশেৎ ॥

অথ ঘৃতং ॥

ঘৃতন্তু সৌম্যং শীতবীর্য্যং মৃদু মধুরমল্পাভিষ্যন্দি স্নেহনমুদাবর্ত্তোন্মাদাপস্মারশূলজ্বরানাহবাতপিত্তপ্রশমনমগ্নিদীপনং স্মৃতিমতিমেধাকান্তিস্বরলাবণ্যসৌকুমার্য্যৌজস্তেজোবলকরমায়ুষ্যং বৃষ্যং মেধ্যং বয়ঃস্থাপনং গুরু চক্ষুষ্যং শ্লেষ্মাভিবর্দ্ধনং পাপালক্ষ্মীপ্রশমনং বিষহরং রক্ষোঘ্নঞ্চ।

বিপাকে মধুরং শীতং বাতপিত্তবিষাপহং।
চক্ষুষ্যমগ্র্যং বল্যঞ্চ গব্যং সর্পিগুর্ণোত্তরং ॥
আজং ঘৃতং দীপনীয়ং চক্ষুষ্যং বলবর্দ্ধনং।
কাসে শ্বাসে ক্ষয়ে চাপি পথ্যং পাকে চ তল্লঘু ॥
মধুরং রক্তপিত্তঘ্নং গুরুপাকে কফাবহং।
বাতপিত্তপ্রশমনং সুশীতং মাহিষং ঘৃতং ॥
ঔষ্ট্রং কটুরসং পাকে শোফক্রিমিবিষাপহং।
দীপনং কফবাতঘ্নং কুষ্ঠগুল্মোদরাপহং ॥
পাকে লঘ্বাবিকং সর্পির্নচ পিত্তপ্রকোপণং।
কফেঽনিলে যোনিদোষে শোষে কম্পেচ তদ্ধিতং ॥
পাকে লঘূষ্ণবীর্য্যঞ্চ কষায়ং কফনাশনং।
দীপনং বদ্ধমূত্রঞ্চ বিদ্যাদৈকশফং ঘৃতং ॥
চক্ষুষ্যমগ্র্যং স্ত্রীণান্তু সর্পিঃ স্যাদমৃতোপমং।
বৃদ্ধিং করোতি দেহাগ্ন্যোর্লঘুপাকং বিষাপহং ॥

কষায়ং বদ্ধবিণ্মূত্রং তিক্তমগ্নিকরং লঘু ।
হন্তি কারেণবং সর্পিঃ কফকুষ্ঠবিষক্রিমীন্ ॥

ক্ষীরঘৃতং পুনঃ সংগ্রাহি রক্তপিত্তভ্রমমূর্চ্ছাপ্রশমনং নেত্ররোগহিতঞ্চ । সর্পির্মণ্ডস্তু মধুরঃ সরো যোনিশ্রোত্রাক্ষিশিরসাং শূলঘ্নো বস্তিনস্যাক্ষিপ্রপূরণেষূপদিশ্যতে । সর্পিঃ পুরাণং সরং কটুবিপাকং ত্রিদোষাপহং মূর্চ্ছামেদউন্মাদোদরজ্বরগরশোফাপস্মারযোনিশ্রোত্রাক্ষিশিরঃশূলঘ্নং দীপনং বস্তিনস্যাক্ষিপূরণেষূপদিশ্যতে ।

ভবন্তি চাত্র ।

পুরাণং তিমিরশ্বাসপীনসজ্বরকাসনুৎ ।
মূর্চ্ছাকুষ্ঠবিষোন্মাদগ্রহাপস্মারনাশনং ॥
একাদশশতঞ্চৈব বৎসরানুষিতং ঘৃতং ।
রক্ষোঘ্নং কুম্ভসর্পিঃ স্যাৎপরতস্তু মহাঘৃতং ॥
পেয়ং মহাঘৃতং ভূতৈঃ কফঘ্নং পবনাধিকৈঃ ।
বল্যং পবিত্রং মেধ্যঞ্চ বিশেষাত্তিমিরাপহং ॥
সর্ব্বভূতহরঞ্চৈব ঘৃতমেতৎপ্রশস্যতে ॥

অথ তৈলানি ।

তৈলং ত্বাগ্নেয়মুষ্ণং তীক্ষ্ণং মধুরং মধুরবিপাকং বৃংহণং প্রীণনং ব্যবায়ি সূক্ষ্মং বিশদং গুরু সরং বিকাসি বৃষ্যং ত্বক্প্রসাদনং মেধামার্দ্দবমাংসস্থৈর্য্যবর্ণবলকরং চক্ষুষ্যং বদ্ধমূত্রং লেখনং তিক্তকষায়ানুরসং পাচন মনিলবলাসক্ষয়করং ক্রিমিঘ্নমশীতপিত্তজননং যোনিশিরঃকর্ণশূলপ্রশমনং গর্ভাশয়শোধনঞ্চ তথা ছিন্ন ভিন্নবিদ্ধোৎপিষ্টচ্যুতমথিতক্ষতপিচ্চিতভগ্নস্ফুটিতক্ষারাগ্নিদগ্ধবিশ্লিষ্টদারিতাভিহতদুর্ভগ্নমৃগব্যালবিদষ্টপ্রভৃতিষু চ পরিষেকাভ্যঙ্গাবগাহেষু তিলতৈলং প্রশস্যতে ।

তদ্বস্তিষু চ পানেচ নস্যে কর্ণাক্ষিপূরণে ।
অন্নপানবিধৌ চাপি প্রযোজ্যং বাতশান্তয়ে ॥

এরণ্ডতৈলং মধুরমুষ্ণং তীক্ষ্ণং দীপনং কটুকষায়ানুরসং সূক্ষ্মং স্রোতোবিশোধনং ত্বচ্যং বৃষ্যং মধুরবিপাকং বয়ঃস্থাপনং যোনিশুক্র-বিশোধনমারোগ্যমেধাকান্তিস্মৃতিবলকরং বাতকফহরমধোভাগদোষ-হরঞ্চ।

নিম্বাতসীকুসুম্ভমূলকজীমূতকবৃক্ষককৃতবেধনার্ককম্পিল্লকহস্তি-কর্ণপৃথ্বীকাপীলুকরঞ্জেঙ্গুদীশিগ্রুসর্ষপসুবর্চ্চলাবিড়ঙ্গজ্যোতিষ্মতীফল-তৈলানি তীক্ষ্ণানি লঘূন্যুষ্ণবীর্য্যাণি কটূনি কটুবিপাকানি সৃষ্টমূত্রপুরীষাণি বাতশ্লেষ্মহরাণি-নিলকফক্রিমিকুষ্ঠপ্রমেহশিরোরোগহরাণি চেতি।

বাতঘ্নং মধুরং তেষু ক্ষৌমং তৈলং বলাবহং।
কটুপাকমচক্ষুষ্যং স্নিগ্ধোষ্ণং গুরু পিত্তলং॥
ক্রিমিঘ্নং সার্ষপং তৈলং কণ্ডুকুষ্ঠাপহং লঘু।
কফমেদোঽনিলহরং লেখনং কটুদীপনং॥
ক্রিমিঘ্নমিঙ্গুদীতৈলমীষত্তিক্তং তথা লঘু।
কুষ্ঠাময়ক্রিমিহরং দৃষ্টিশুক্রবলাপহং॥
বিপাকে কটুকং তৈলং কৌসুম্ভং সর্ব্বদোষকৃৎ।
রক্তপিত্তকরং তীক্ষ্ণমচক্ষুষ্যং বিদাহি চ॥

কিরাততিক্তকাঽতিমুক্তকবিভীতকনারিকেরকোলাক্ষোড়জীব-ন্তীপিয়ালকর্ব্বুদারসূর্য্যবল্লীত্রপুসৈর্ব্বারুককর্কারুকুষ্মাণ্ডপ্রভৃতীনাং তৈ-লানি মধুরাণি মধুরবীর্য্যবিপাকানি বাতপিত্তপ্রশমনানি শীত-বীর্য্যাণ্যভিষ্যন্দীনি সৃষ্টবিণ্মূত্রাণ্যগ্নিসাদনানি চেতি।

মধূককাশ্মর্য্যপলাশতৈলানি মধুরকষায়াণি কফপিত্তপ্রশমনানি।

তুবরকভল্লাতকতৈলে উষ্ণে মধুরকষায়ে তিক্তানুরসে বাতকফ-কুষ্ঠমেদোমেহক্রিমিহরে উভয়তোভাগদোষহরে চ।

সরলদেবদারুগণ্ডীরশিংশপাগুরুসারস্নেহাস্তিক্তকটুকষায়া দুষ্ট-ব্রণশোধনাঃ ক্রিমিকফকুষ্ঠানিলহরাশ্চ।

তুম্বীকোশাম্রদন্তীদ্রবন্তীশ্যামাসপ্তলানীলিকা কম্পিল্লকশঙ্খিনী-

স্নেহাস্তিক্তকটুকষায়া অধোভাগদোষহরাঃ কৃমিকফকুষ্ঠানিলহরা দুষ্ট-ব্রণবিশোধনাশ্চ ।

যবতিক্তাতৈলং সর্ব্বদোষপ্রশমনমীষত্তিক্তমগ্নিদীপনং লেখনং মেধ্যং পথ্যং রসায়নঞ্চ।

একৈষিকাতৈলং মধুরমতিশীতং পিত্তহরমনিলপ্রকোপণং শ্লেষ্ম-ভিবর্দ্ধনং ।

সহকারতৈলমীষত্তিক্তমতিসুগন্ধি বাতকফহরং রুক্ষং মধুর-রসবন্নাতিপিত্তকরঞ্চ।

ফলোদ্ভবানি তৈলানি যান্যনুক্তানি কানিচিৎ ।
গুণান্ কর্ম্ম চ বিজ্ঞায় ফলবত্তানি নির্দ্দিশেৎ ॥
যাবন্তঃ স্থাবরাঃ স্নেহাঃ সমাসাৎপরিকীর্ত্তিতাঃ ।
সর্ব্বে তৈলগুণা জ্ঞেয়াঃ সর্ব্বে চানিলনাশনাঃ ॥
সর্ব্বেভ্যস্ত্বিহ তৈলেভ্যস্তিলতৈলং প্রশস্যতে ।
নিষ্পত্তেস্তদ্গুণত্বাচ্চ তৈলত্বমিতরেষ্বপি ॥

গ্রাম্যানূপৌদকানাঞ্চ বসামেদোমজ্জানো গুরূষ্ণমধুরা বাতঘ্না জাঙ্গলৈকশফক্রব্যাদাদীনাং লঘুশীতকষায়া রক্তপিত্তঘ্নাঃ প্রতুদবিষ্কিরাণাং শ্লেষ্মঘ্নাঃ। তত্র ঘৃততৈলবসামেদোমজ্জানোযথোত্তরং গুরুবিপাকা বাতহরাশ্চ।

অথ মধুবর্গঃ ।

মধু তু মধুরং কষায়ানুরসং রূক্ষং শীতমগ্নিদীপনং বর্ণ্যং বল্যং লঘু সুকুমারং লেখনং হৃদ্যং সন্ধানং শোধনং রোপণং বাজীকরণং সংগ্রাহি চক্ষুঃপ্রসাদনং সূক্ষ্মমার্গানুসারি পিত্তশ্লেষ্মমেহহিক্কাশ্বাস-কাসাতিসারচ্ছর্দ্দিতৃষ্ণাকৃমিবিষপ্রশমনং হ্লাদি ত্রিদোষপ্রশমনঞ্চ তত্ত লঘুত্বাৎ কফঘ্নং পৈচ্ছিল্যান্মাধুর্য্যাৎকষায়ভাবাচ্চ বাতবিত্তঘ্নং ।

পৌত্তিকং, ভ্রামরং ক্ষৌদ্রং মাক্ষিকং ছাত্রমেব চ ।
আর্ঘ্যমৌদ্দালকং দালমিত্যষ্টৌ মধুজাতয়ঃ ॥

বিশেষাৎপৌত্তিকং তেষু রূক্ষোষ্ণং সবিষান্বয়াৎ।
বাতাসৃকৃপিত্তকৃচ্ছেদি বিদাহি মদকৃন্মধু॥
পৈচ্ছিল্যাৎস্বাদুভূয়স্ত্বাদ্ভ্রামরং গুরুসংজ্ঞিতং।
ক্ষৌদ্রং বিশেষতো জ্ঞেয়ং শীতলং লঘু লেখনং॥
তস্মাল্লঘুতরং রূক্ষং মাক্ষিকং প্রবরং স্মৃতং।
শ্বাসাদিষু চ রোগেষু প্রশস্তং তদ্বিশেষতঃ॥
স্বাদুপাকং গুরু হিমং পিচ্ছিলং রক্তপিত্তজিৎ।
শ্বিত্রমেহক্রিমিহরং বিদ্যাচ্ছাত্রং গুণোত্তরং॥
আর্ঘ্যং মধ্বতিচক্ষুষ্যং কফপিত্তহরং পরং।
কষায়ং কটু পাকে চ বল্যং তিক্তমবাতকৃৎ॥
ঔদ্দালকং রুচিকরং স্বর্য্যং কুষ্ঠবিষাপহং।
কষায়মুষ্ণমম্লঞ্চ পিত্তকৃৎকটুপাকি চ॥
ছর্দ্দিমেহপ্রশমনং মধু রূক্ষং দলোদ্ভবং।
বৃংহণীয়ং মধু নবং নাতিশ্লেষ্মহরং সরং॥
মেদঃস্থৌল্যাপহং গ্রাহি পুরাণমতিলেখনং।
দোষত্রয়হরং পক্কমামমম্লং ত্রিদোষকৃৎ॥
তদ্যুক্তং বিবিধৈর্যোগৈর্নিহন্যাদাময়ান্ বহূন্।
নানাদ্রব্যাত্মকত্বাচ্চ যোগবাহি পরং মধু॥

তত্তু নানাদ্রব্যরসগুণবীর্য্যবিপাকবিরুদ্ধানাং পুষ্পরসানাং সবিষমক্ষিকাসম্ভবত্বাচ্চানুষ্ণোপচারং।

উষ্ণৈর্বিরুধ্যতে সর্ব্বং বিষান্বয়তয়া মধু।
উষ্ণার্ত্তমুষ্ণৈরুষ্ণে বা তন্নিহন্তি যথাবিষং॥
তৎসৌকুমার্য্যাচ্চ তথৈব শৈত্যান্নানৌষধীনাং রসসম্ভবাচ্চ।
উষ্ণৈর্বিরুধ্যেত বিশেষতশ্চ তথান্তরীক্ষেণ জলেন চাপি॥
উষ্ণেন মধু সংযুক্তং বমনেষ্ববচারিতং।
অপাকাদনবস্থানান্ন বিরুধ্যেতপূর্ব্ববৎ॥

মধ্বামাৎপরতস্ত্বন্যদামং কষ্টং ন বিদ্যতে ।
বিরুদ্ধোপক্রমত্বাত্তৎ সর্ব্বং হন্তি যথাবিষং ॥

অথেক্ষুবর্গঃ ।

ইক্ষবো মধুরা মধুরবিপাকা গুরবঃ শীতাঃ স্নিগ্ধা বল্যা বৃষ্যা মূত্রং রক্তপিত্তপ্রশমনাঃ ক্রিমিকফকরাশ্চেতি তেচানেকবিধাঃ । তদ্যথা ।

পৌণ্ড্রকো ভীরুকশ্চৈব বংশকঃ শতপোরকঃ ।
কান্তারস্তাপসেক্ষুশ্চ কাষ্ঠেক্ষুঃ সূচিপত্রকঃ ॥
নৈপালো দীর্ঘপত্রশ্চ নীলপোরোঽথ কোশকৃৎ ।
ইত্যেতা জাতয়ঃ স্থৌল্যাদ্গুণান্ বক্ষ্যাম্যতঃপরং ॥
সুশীতো মধুরঃ স্নিগ্ধো বৃংহণঃ শ্লেষ্মলঃ সরঃ ।
অবিদাহী গুরুর্ব্বৃষ্যঃ পৌণ্ড্রকো ভীরুকস্তথা ॥
আভ্যাং তুল্যগুণঃ কিঞ্চিৎসক্ষারো বংশকো মতঃ ।
বংশবচ্ছতপোরস্তু কিঞ্চিদুষ্ণঃ স বাতহা ॥
কান্তারতাপসাবিক্ষূ বংশকানুগুণৌ মতৌ ।
এবঙ্গুণস্তু কাষ্ঠেক্ষুঃ সতু বাতপ্রকোপণঃ ॥
সূচীপত্রো নীলপোরো নৈপালো দীর্ঘপত্রকঃ ।
বাতলাঃ কফপিত্তঘ্নাঃ সকষায়া বিদাহিনঃ ॥
কোশকারো গুরুঃ শীতো রক্তপিত্তক্ষয়াপহঃ ।
অতীব মধুরো মূলে মধ্যে মধুর এব তু ॥
অগ্রেষ্বক্ষিষু বিজ্ঞেয় ইক্ষূণাং লবণো রসঃ ।
অবিদাহী কফকরো বাতপিত্তনিবারণঃ ॥
বক্ত্রপ্রহ্লাদনো বৃষ্যো দন্তনিষ্পীড়িতো রসঃ ।
গুরুর্ব্বিদাহী বিষ্টম্ভী যান্ত্রিকস্তু প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
পক্বো গুরুঃ সরঃ স্নিগ্ধঃ স তীক্ষ্ণঃ কফবাতনুৎ ॥

ফাণিতং গুরুমধুরমভিষ্যন্দি বৃংহণমবৃষ্যং ত্রিদোষকৃচ্চ । গুড়ঃ

সক্ষারমধুরো নাতিশীতঃ স্নিগ্ধো মূত্ররক্তশোধনো নাতিপিত্তজিদ্বাতঘ্নো মেদঃকফকরো বল্যো বৃষ্যশ্চ।

পিত্তঘ্নো মধুরঃ শুদ্ধো বাতঘ্নোঽসৃক্‌প্রসাদনঃ।
স পুরাণোঽধিকগুণো গুড়ঃ পথ্যতমঃ স্মৃতঃ॥

মৎস্যণ্ডিকাখণ্ডশর্করাবিমলজাতা উত্তরোত্তরং শীতাঃ স্নিগ্ধা-গুরুতরা মধুরতরা বৃষ্যা রক্তপিত্তপ্রসাদনাস্তৃষ্ণাপ্রশমনাশ্চ।

যথাযথৈষাং বৈমল্যং মধুরত্বং তথাতথা।
স্নেহগৌরবশৈত্যানি সরত্বঞ্চ তথাতথা॥
যো যো মৎস্যণ্ডিকাখণ্ডশর্করাণাং স্বকো গুণঃ।
তেন তেনৈব নির্দ্দেশ্যস্তেষাং বিস্রাবণো গুণঃ॥
সারস্থিতা সুবিমলা নিঃক্ষারা চ যথাযথা।
তথাতথা গুণবতী বিজ্ঞেয়া শর্করা বুধৈঃ॥

মধুশর্করা পুনশ্ছর্দ্দ্যতীসারহরী রুক্ষাছেদনী প্রহ্লাদনী কষায়-মধুরা মধুরবিপাকা চ। যবাসশর্করা মধুরকষায়া তিক্তানুরসা শ্লেষ্ম-হরী সরা চেতি।

যাবত্যঃ শর্করাঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বা দাহপ্রণাশনাঃ।
রক্তপিত্তপ্রশমনাশ্ছর্দ্দিমূর্চ্ছাতৃষাপহাঃ॥
রুক্ষং মধূকপুষ্পোত্থং ফাণিতং বাতপিত্তকৃৎ।
কফঘ্নং মধুরং পাকে কষায়ং বস্তিদূষণং॥

অথ মদ্যবর্গঃ।

সর্ব্বং পিত্তকরং মদ্যমম্লং দীপনরোচনং।
ভেদনং কফবাতঘ্নং হৃদ্যং বস্তিবিশোধনং॥
পাকে লঘু বিদাহ্যুষ্ণং তীক্ষ্ণমিন্দ্রিয়বোধনং।
বিকাসি সৃষ্টবিণ্মূত্রং শৃণু তস্য বিশেষণং॥
মার্দ্বীকমবিদাহিত্বান্মধুরান্বয়তস্তথা।
রক্তপিত্তেঽপি সততং বুধৈর্ন প্রতিষিধ্যতে॥

মধুরং তদ্ধি রুক্ষঞ্চ কষায়ানুরসং লঘু।
লঘুপাকি সরং শোষবিষমজ্বরনাশনং ॥
মাদ্বীকাল্পান্তরং কিঞ্চিৎ খার্জ্জুরং বাতকোপনং।
তদেবং বিশদং রুচ্যং কফঘ্নং কর্শনং লঘু ॥
কষায়মধুরং হৃদ্যং সুগন্ধীন্দ্রিয়বোধনং।
কাস্যার্শোগ্রহণীদোষমূত্রাঘাতানিলাপহা ॥
স্তন্যরক্তক্ষয়হিতা সুরা বৃংহণদীপনী।
কাসার্শোগ্রহণীশ্বাসপ্রতিশ্যায়বিনাশিনী ॥
শ্বেতা মূত্রকফস্তন্যরক্তমাংসকরী সুরা।
ছদ্যরোচকহৃৎকুক্ষিতোদশূলপ্রমর্দ্দিনী ॥
প্রসন্না কফবাতার্শোবিবন্ধানাহনাশিনী।
পিত্তলাল্পকফা রুক্ষা যবৈর্ব্বাতপ্রকোপনী ॥
বিষ্টম্ভিনী সুরাগুর্ব্বী শ্লেষ্মলা তু মধূলিকা।
রুক্ষা নাতিকফা বৃষ্যা পাচনী চাক্ষিকী স্মৃতা ॥
ত্রিদোষো ভেদ্যবৃষ্যশ্চ কোহলো বদনপ্রিয়ঃ।
গ্রাহ্যুষ্ণো জগলঃ পক্তা রুক্ষস্তৃট্কফশোফহৃৎ ॥
হৃদ্যঃ প্রবাহিকাটোপদুর্নামানিলশোষহৃৎ।
বক্কসো হৃতসারত্বাদ্বিষ্টম্ভী বাতকোপনঃ ॥
দীপনঃ সৃষ্টবিণ্মূত্রো বিশদোহল্পমদো গুরুঃ।
কষায়ো মধুরঃ সীধুর্গৌড়ঃ পাচনদীপনঃ ॥
শার্করো মধুরো রুচ্যো দীপনো বস্তিশোধনঃ।
বাতঘ্নো মধুরঃ পাকে হৃদ্য ইন্দ্রিয়বোধনঃ ॥
তদ্বৎ পক্বরসঃ সীধুর্ব্বলবর্ণকরঃ সরঃ।
শোফঘ্নো দীপনো হৃদ্যো রুচ্যঃ শ্লেষ্মার্শসাং হিতঃ ॥
কর্শনঃশীতরসিকঃ শ্বয়থূদরনাশনঃ।
বর্ণকৃজ্জরণঃ স্বর্য্যো বিবন্ধঘ্নোহর্শসাং হিতঃ ॥

আক্ষিকঃ পাণ্ডুরোগঘ্নো ব্রণ্যঃ সংগ্রাহকো লঘুঃ।
কষায়মধুরঃ সীধুঃ পিত্তঘ্নোঽসৃক্প্রসাদনঃ॥
জাম্ববো বদ্ধনিস্যন্দস্তুবরো বাতকোপনঃ।
তীক্ষ্ণঃ সুরাসবো হৃদ্যো মূত্রলঃ কফবাতনুৎ॥
মুখপ্রিয়ঃ স্থিরমদো বিজ্ঞেয়োঽনিলনাশনঃ।
লঘুমধ্বাসবশ্ছেদী মেহকুষ্ঠবিষাপহঃ॥
তিক্তঃ কষায়শোফঘ্নস্তীক্ষ্ণঃ স্বাদুরবাতকৃৎ।
তীক্ষ্ণঃ কষায়ো মদকৃদ্দুর্নামকফগুল্মহৃৎ॥
কৃমিমেদোঽনিলহরো মৈরেয়ো মধুরো গুরুঃ।
বল্যঃ পিত্তহরো বর্ণ্যো মৃদ্বীকেক্ষুরসাসবঃ॥
শীধুর্মধূকপুষ্পোত্থো বিদাহ্যগ্নিবলপ্রদঃ।
রুক্ষঃ কষায়কফহৃদ্বাতপিত্তপ্রকোপণঃ॥
নির্দ্দিশেদ্রসতশ্চান্যান্ কন্দমূলফলাসবান্।
নবং মদ্যমভিষ্যন্দি গুরু বাতাদিকোপনং॥
অনিষ্টগন্ধং বিরসমহৃদ্যঞ্চ বিদাহি চ।
সুগন্ধি দীপনং হৃদ্যং রোচিষ্ণু কৃমিনাশনং॥
স্ফুটস্রোতস্করং জীর্ণং লঘু বাতকফাপহং।
অরিষ্টো দ্রব্যসংযোগসংস্কারাদধিকো গুণৈঃ॥
বহুদোষহরশ্চৈব দোষাণাং শমনশ্চ সঃ।
দীপনঃ কফবাতঘ্নঃ সরঃ পিত্তবিরোধনঃ॥
শূলাধ্মানোদরপ্লীহজ্বরাজীর্ণার্শসাং হিতঃ।
পিপ্পল্যাদিকৃতো গুল্মকফরোগহরঃ স্মৃতঃ॥
চিকিৎসিতেষু বক্ষ্যন্তেঽরিষ্টা রোগহরাঃ পৃথক্।
অরিষ্টাসবসীধূনাং গুণান্ কর্ম্মাণি চাদিশেৎ॥
বুদ্ধ্যা যথাস্বং সংস্কারমবেক্ষ্য কুশলো ভিষক্।
সান্দ্রং বিদাহি দুর্গন্ধং বিরসং কৃমিলং গুরু॥

অহৃদ্যং তরুণং তীক্ষ্ণমুষ্ণং দুর্ভাজনস্থিতং ।
অল্পৌষধং পর্য্যুষিতমত্যচ্ছং পিচ্ছিলঞ্চ যৎ ॥
তদ্বর্জ্জ্যং সর্ব্বদা মদ্যং কিঞ্চিচ্ছেষন্তু যদ্ভবেৎ ।
তত্র যৎ স্তোকসম্ভারং তরুণং পিচ্ছিলং গুরু ॥
কফপ্রকোপি তন্মদ্যং দুর্জ্জরঞ্চ বিশেষতঃ ।
পিত্তপ্রকোপি বহুলং তীক্ষ্ণমুষ্ণং বিদাহি চ ॥
অহৃদ্যং ফেনিলং পূতি কৃমিলং বিরসং গুরু ।
তথা পর্য্যুষিতঞ্চাপি বিদ্যাদনিলকোপনং ॥
সর্ব্বদোষৈরুপেতন্তু সর্ব্বদোষপ্রকোপণং ।
চিরস্থিতং জাতরসং দীপনং কফবাতজিৎ ॥
রুচ্যং প্রসন্নং সুরভি মদ্যং সেব্যং মদাবহং ।
তস্যানেকপ্রকারস্য মদ্যস্য রসবীর্য্যতঃ ॥
সৌক্ষ্ম্যাদৌষ্ণ্যাচ্চ তৈক্ষ্ণ্যাচ্চ বিকাসিত্বাচ্চ বহ্নিনা ॥
সমেত্য হৃদয়ং প্রাপ্য ধমনীরূর্দ্ধমাগতং ॥
বিক্ষোভ্যেন্দ্রিয়চেতাংসি বীর্য্যং মদয়তেঽচিরাৎ ।
চিরেণ শ্লৈষ্মিকে পুংসি পানতো জায়তে মদঃ ।
অচিরাদ্বাতিকে দৃষ্টঃ পৈত্তিকে শীঘ্রমেব তু ॥
সাত্বিকে শৌচদাক্ষিণ্যহর্ষমণ্ডনলালসঃ ।
গীতাধ্যয়নসৌভাগ্যসুরতোৎসাহকৃন্মদঃ ॥
রাজসে দুঃখশীলত্বমাত্মত্যাগং সসাহসং ।
কলহং সানুবন্ধন্তু করোতি পুরুষে মদঃ ॥
অশৌচনিদ্রামাৎসর্য্যাগম্যাগমনলোলতাঃ ।
অসত্যভাষণঞ্চাপি কুর্য্যাদ্ধি তামসে মদঃ ॥
রক্তপিত্তকরং শুক্তং ছেদি ভুক্তবিপাচনং ।
বৈস্বর্য্যং জরণং শ্লেষ্মপাণ্ডুক্রিমিহরং লঘু ॥
তীক্ষ্ণোষ্ণং মূত্রলং হৃদ্যং কফঘ্নং কটুপাকি চ ।

তদ্বত্তদাসুতং সর্ব্বং রোচনঞ্চ বিশেষতঃ ॥
গৌড়ানি রসশুক্তানি মধুশুক্তানি যানি চ।
যথাপূর্ব্বং গুরুতরাণ্যভিষ্যন্দকরাণি চ ॥
তুষাম্বু দীপনং হৃদ্যং হৃৎপাণ্ডুক্রিমিরোগনুৎ।
গ্রহণ্যর্শোবিকারঘ্নং ভেদি সৌবীরকং তথা ॥
ধান্যাম্লং ধান্যযোনিত্বাদ্দীপনং দাহনাশনং।
স্পর্শাৎপানাত্তু পবনকফতৃষ্ণাহরং লঘু ॥
তৈক্ষ্ণ্যাচ্চ নির্হরেদাশু কফং গণ্ডূষধারণাৎ।
মুখবৈরস্যদৌর্গন্ধ্যমলশোষক্লমাপহং ॥
দীপনং জরণং ভেদি হিতমাস্থাপনেষু চ।
সমুদ্রমাশ্রিতানাঞ্চ জনানাং সাত্ম্যমুচ্যতে ॥

অথ মূত্রাণি।

গোমহিষাজাবিগজহয়খরোষ্ট্রাণাং তীক্ষ্ণানি কটূন্যুষ্ণানি তিক্তানি লবণানুরসানি লঘূনি শোধনানি কফবাতক্রিমিমেদোবিষগুল্মার্শউদরকুষ্ঠশোফারোচকপাণ্ডুরোগহরাণি হৃদ্যানি দীপনানি চ সামান্যতঃ।

ভবন্তি চাত্র।

তৎসর্ব্বং কটুতীক্ষ্ণোষ্ণং লবণানুরসং লঘু।
শোধনং কফবাতঘ্নং ক্রিমিমেদোবিষাপহং ॥
অর্শোজঠরগুল্মঘ্নং শোফারোচকনাশনং।
পাণ্ডুরোগহরং ভেদি হৃদ্যং দীপনপাচনং ॥
গোমূত্রং কটু তীক্ষ্ণোষ্ণং সক্ষারত্বান্ন বাতলং।
লঘ্বগ্নিদীপনং মেধ্যং পিত্তলং কফবাতজিৎ ॥
শূলগুল্মোদরানাহবিরেকাস্থাপনাদিষু।
মূত্রপ্রয়োগসাধ্যেষু গব্যং মূত্রং প্রয়োজয়েৎ ॥

দুর্নামোদরশূলেষু কুষ্ঠমেহাবিশুদ্ধিষু।
আনাহশোফগুল্মেষু পাণ্ডুরোগে চ মাহিষং॥
কাসশ্বাসাপহং শোষকামলাপাণ্ডুরোগনুৎ।
কটুতিক্তান্বিতং ছাগমীষন্মারুতকোপনং॥
কাসপ্লীহোদরশ্বাসশোষবর্চ্চোগ্রহে হিতং।
সক্ষারন্তিক্তকটুকমুষ্ণং বাতঘ্নমাবিকং॥
দীপনং কটুতীক্ষ্ণোষ্ণং বাতচেতোবিকারনুৎ।
আশ্বং কফহরং মূত্রং ক্রিমিদদ্রুষু শস্যতে॥
সতিক্তং লবণং ভেদি বাতঘ্নং পিত্তকোপনং।
তীক্ষ্ণং ক্ষারে কিলাসে চ নাগং মূত্রং প্রযোজয়েৎ॥
গরচেতোবিকারঘ্নং তীক্ষ্ণং গ্রহণিরোগনুৎ।
দীপনং গার্দ্দভং মূত্রং ক্রিমিবাতকফাপহং॥
শোফকুষ্ঠোদরোন্মাদমারুতক্রিমিনাশনং।
অর্শোঘ্নং কারভং মূত্রং মানুষস্তু বিষাপহং॥
দ্রবদ্রব্যাণি সর্ব্বাণি সমাসাৎ কীর্ত্তিতানি তু।
কালদেশবিভাগজ্ঞো নৃপতের্দ্দাতুমর্হতি॥

ষট্‌চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতোঽন্নপানবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

ধন্বন্তরিমভিবাদ্য সুশ্রুত উবাচ প্রাগভিহিতং প্রাণিনাং পুনর্মূলমাহারো বলবর্ণৌজসাং চ স ষট্‌সু রসেম্বায়ত্তো রসাঃ পুনর্দ্রব্যাশ্রয়িণো দ্রব্যরসগুণবীর্য্যবিপাকনিমিত্তে চ ক্ষয়বৃদ্ধী দোষধাতূনাং সাম্যঞ্চ। ব্রহ্মাদেরপি চ লোকস্যাহারঃ স্থিত্যুৎপত্তিবিনাশহেতুরাহারাদেবাভিবৃদ্ধির্ব্বলমারোগ্যং। বর্ণেন্দ্রিয়প্রসাদশ্চ তথাহারবৈষম্যাদস্বাস্থ্যং। তস্যাশিতপীতলীঢ়খাদিতস্য নানাদ্রব্যাত্মকস্যানে-

কবিধবিকল্পস্যানেকবিধপ্রভাবস্য পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্যরসগুণবীর্য্যবিপাক-প্রভাবকর্ম্মাণীচ্ছামি জ্ঞাতুং নহ্যনববুদ্ধস্বভাবা ভিষজঃ স্বস্থানুবৃত্তিং রোগনিগ্রহণঞ্চ কর্ত্তুং সমর্থাঃ। আহারমূলাশ্চ সর্ব্বপ্রাণিনো যস্মাত্তস্মাদন্নপানবিধিমুপদিশতু মে ভগবনিত্যুক্তঃ প্রোবাচ ভগবান্ ধন্বন্তরি রথখলু বৎস সুশ্রুত যথাপ্রশ্নমুচ্যমানমুপধারয়স্ব। তত্র লোহিতকশালিকলমকর্দমকপাণ্ডুকসুগন্ধকশকুনাহৃতপুষ্পাণ্ডকপুণ্ডরী-কমহাশালিশীতভীরুকরোধ্রপুষ্পকদীর্ঘশূককাঞ্চনকমহিষমস্তকহায়ন-কদূষকমহাদূষকপ্রভৃতয়ঃ শালয়ঃ।

মধুরা বীর্য্যতঃ শীতা লঘুপাকা বলাবহাঃ।
পিত্তঘ্নাল্পানিলকফাঃ স্নিগ্ধা বদ্ধাল্পবর্চ্চসঃ॥
তেষাং লোহিতকঃ শ্রেষ্ঠোদোষঘ্নঃ শুক্রমূত্রলঃ।
চক্ষুষ্যো বর্ণবলকৃৎ স্বর্য্যো হৃদ্যঃ শ্রমাপহঃ॥
ব্রণ্যো জ্বরহরশ্চৈব সর্ব্বদোষবিষাপহঃ।
তস্মাদল্পান্তরগুণাঃ ক্রমশঃ শালয়োঽবরাঃ॥

ষষ্টিককাঙ্গুকমুকুন্দকপীতকপ্রমোদককাকলকাসনপুষ্পকমহাষ-ষ্টিকচূর্ণককুরবককেদারকপ্রভৃতয়ঃ ষষ্টিকাঃ।

রসে পাকে চ মধুরাঃ শমনা বাতপিত্তয়োঃ।
শালীনাঞ্চ গুণৈস্তুল্যা বৃংহণাঃ কফশুক্রলাঃ॥
ষষ্টিকঃ প্রবরস্তেষাং কষায়ানুরসো লঘুঃ।
মৃদুঃ স্নিগ্ধস্ত্রিদোষঘ্নঃ স্থৈর্য্যকৃদ্বলবর্দ্ধনঃ॥
বিপাকে মধুরো গ্রাহী তুল্যো লোহিতশালিভিঃ।
শেষাস্ত্বল্পান্তরগুণাঃ ষষ্টিকাঃ ক্রমশো গুণৈঃ॥

কৃষ্ণব্রীহিশালামুখজতুমুখনন্দীমুখলাবাক্ষকত্বরিতককুক্কুটাণ্ডক-পারাবতকপাটলপ্রভৃতয়ো ব্রীহয়ঃ।

কষায়মধুরাঃ পাকে মধুরা বীর্য্যতোঽহিমাঃ।
অল্পাভিষ্যন্দিনস্তুল্যাঃষষ্টিকৈর্বদ্ধবর্চ্চসঃ॥

কৃষ্ণব্রীহির্ব্বরস্তেষাং কষায়ানুরসো লঘুঃ ।
তস্মাদল্পান্তরগুণাঃ ক্রমশো ব্রীহয়োঽপরে ॥
দগ্ধায়ামবনৌ জাতাঃ শালয়ো লঘুপাকিনঃ ।
কষায়া বদ্ধবিণ্মূত্রা রুক্ষাঃ শ্লেষ্মাপকর্ষণাঃ ॥
স্থলজাঃ কফপিত্তঘ্নাঃ কষায়াঃ কটুকান্বয়াঃ ।
কিঞ্চিৎ সতিক্তমধুরাঃ পবনানলবর্দ্ধনাঃ ॥
কৈদারা মধুরা বৃষ্যা বল্যাঃ পিত্তনিবর্হণাঃ ।
ঈষৎকষায়াল্পমলা গুরবঃ কফশুক্রলাঃ ॥
রোপ্যাতিরোপ্যা লঘবঃ শীঘ্রপাকা গুণোত্তরাঃ ।
অদাহিনো দোষহরা বল্যা মূত্রবিবর্দ্ধনাঃ ॥
শালয়শ্ছিন্নরূঢ়া যে রুক্ষাস্তে বদ্ধবর্চ্চসঃ ।
তিক্তাঃ কষায়াঃ পিত্তঘ্নাঃ লঘুপাকাঃ কফাবহাঃ ॥
বিস্তরেণায়মুদ্দিষ্টঃ শালিবর্গো হিতাহিতঃ ।
তদ্বৎকুধান্যমুদ্গাদিমাষাদীনাঞ্চ বক্ষ্যতে ॥

অথ কুধান্যবর্গঃ ।

কোরদূষকশ্যামাকনীবারশান্তনুতুবরকোদ্দালকপ্রিয়ঙ্গুমধূলিকানান্দীমুখীকুরুবিন্দগবেধুকবরুকতোদপর্ণীমুকুন্দকবেণুযবপ্রভৃতয়ঃ কুধান্যবিশেষাঃ ।

উষ্ণাঃ কষায়মধুরা রুক্ষাঃ কটুবিপাকিনঃ ।
শ্লেষ্মঘ্না বদ্ধনিষ্যন্দা বাতপিত্তপ্রকোপণাঃ ॥
কষায়মধুরাস্তেষাং শীতপিত্তাপহাঃ স্মৃতাঃ ।
কোদ্রবশ্চ সনীবারঃ শ্যামাকশ্চ সশান্তনুঃ ॥
কৃষ্ণা রক্তাশ্চ পীতাশ্চ শ্বেতাশ্চৈব প্রিয়ঙ্গবঃ ।
যথোত্তরং প্রধানাঃ স্যুরুক্ষাঃ কফহরাঃ স্মৃতাঃ ॥
মধূলী মধুরা শীতা স্নিগ্ধা নান্দীমুখী তথা ।
বিশোষী তত্র ভূয়িষ্ঠং বরুকঃ সমুকুন্দকঃ ॥

রুক্ষা বেণুযবা জ্ঞেয়া বীর্য্যোষ্ণাঃ কটুপাকিনঃ।
বদ্ধমূত্রাঃ কফহরাঃ কষায়া বাতকোপনাঃ ॥

মুদ্গবনমুদ্গকলায়মকুষ্ঠমসূরমঙ্গল্যচণক সতীনত্রিপুটকহরেণ্বাঢ়কীপ্রভৃতয়ো বৈদলাঃ।

কষায়মধুরাঃশীতাঃ কটুপাকা মরুৎকরাঃ।
বদ্ধমূত্রপুরীষাশ্চ পিত্তশ্লেষ্মহরাস্তথা ॥
নাত্যর্থং বাতলাস্তেষু মুদ্গা দৃষ্টিপ্রসাদনাঃ।
প্রধানা হরিতাস্তত্র বন্যা মুদ্গসমাঃ স্মৃতাঃ ॥
বিপাকে মধুরাঃ প্রোক্তা মসূরা বদ্ধবর্চ্চসঃ।
মকুষ্ঠকাঃ কৃমিকরাঃ কলায়াঃ প্রচুরানিলাঃ ॥
আঢকী কফপিত্তঘ্নী নাতিবাতপ্রকোপণী।
বাতলাঃ শীতমধুরাঃ সকষায়া বিরুক্ষণাঃ ॥
কফশোণিতপিত্তঘ্নাশ্চণকাঃ পুংস্ত্বনাশনাঃ।
হরেণবঃ সতীনাশ্চ বিজ্ঞেয়া বদ্ধবর্চ্চসঃ ॥
ঋতে মুদ্গমসূরাভ্যামন্যেত্বাধ্মানকারকাঃ ॥

মাষো গুরুর্ভিন্নপুরীষমূত্রঃ স্নিগ্ধোষ্ণবৃষ্যোমধুরোঽনিলঘ্নঃ।
সন্তর্পণঃ স্তন্যকরো বিশেষাদ্বলপ্রদঃ শুক্রকফাবহশ্চ ॥
কষায়ভাবান্ন পুরীষভেদী ন মূত্রলো নৈব কফস্য কর্ত্তা।
স্বাদুর্ব্বিপাকে মধুরোঽলসান্দ্রঃ সন্তর্পণঃ স্তন্যরুচিপ্রদশ্চ ॥
মাষৈঃ সমানং ফলমাত্মগুপ্ত মুক্তঞ্চ কাকাণ্ডফলং তথৈব।
আরণ্যমাষাগুণতঃ প্রদিষ্টা রুক্ষাঃ কষায়া অবিদাহিনশ্চ ॥
উষ্ণঃ কুলত্থো রসতঃ কষায়ঃ কটুর্ব্বিপাকে কফমারুতঘ্নঃ।
শুক্রাশ্মরীগুল্মনিষূদনশ্চ সংগ্রাহকঃ পীনসকাসহারী ॥
আনাহমেদোগুদকীলহিক্কাশ্বাসাপহঃ শোণিতপিত্তকৃচ্চ।
কফস্য হন্তা নয়নাময়ঘ্নো বিশেষতো বন্যকুলত্থ উক্তঃ ॥
ঈষৎকষায়ো মধুরঃ সতিক্তঃ সংগ্রাহকঃ পিত্তকরস্তথোষ্ণঃ।

তিলোবিপাকে মধুরো বলিষ্ঠঃ স্নিগ্ধো ব্রণালেপন এব পথ্যঃ ॥
দন্ত্যোঽগ্নিমেধাজননোঽল্পমূত্রস্তন্ত্যোঽথ কেশ্যোঽনিলহাগুরুশ্চ ।
তিলেষু সর্ব্বেষ্বসিতঃ প্রধানোমধ্যঃ সিতো হীনতরাস্তথান্যে ॥
যবঃ কষায়ো মধুরো হিমশ্চ কটুর্ব্বিপাকে কফপিত্তহারী ।
ব্রণেষু পথ্যস্তিলবচ্চ নিত্যং প্রবদ্ধমূত্রো বহুবাতবর্চ্চাঃ ॥
স্থৈর্য্যাগ্নিমেধাস্বরবর্ণকৃচ্চ স পিচ্ছিলঃ স্থূলবিলেখনশ্চ ।
মেদোমরুত্তৃড়্‌হরণোঽতিরুক্ষঃ প্রসাদনঃ শোণিতপিত্তয়োশ্চ ॥
এভির্গুণৈর্হীনতরাংস্তু কিঞ্চিদ্বিদ্যাদ্যবেভ্যোঽতিযবান্ বিশেষৈঃ ।
গোধূম উক্তো মধুরো গুরুশ্চ বল্যঃ স্থিরঃ শুক্ররুচিপ্রদশ্চ ॥
স্নিগ্ধোঽতিশীতোঽনিলপিত্তহন্তা সন্ধানকৃৎ শ্লেষ্মকরঃ সরশ্চ ।
রুক্ষঃ কষায়ো বিষশোফশুক্রবলাসদৃষ্টিক্ষয়কৃদ্বিদাহী ॥
কটুর্ব্বিপাকে মধুরস্তু শিম্বঃ প্রভিন্নবিণ্মারুতপিত্তলশ্চ ।
সিতাসিতাঃ পীতকরক্তবর্ণা ভবন্তি যেঽনেকবিধাস্তুশিম্বাঃ ॥
যথোদিতাস্তে গুণতঃ প্রধানা জ্ঞেয়াঃ কটূষ্ণারসপাকয়োশ্চ ।
সহাদ্বয়ং মূলকজাশ্চ শিম্বাঃ কুশিম্বিবল্লীপ্রভবাস্তু শিম্বাঃ ॥
জ্ঞেয়া বিপাকে মধুরা রসে চ বলপ্রদাঃ পিত্তনিবর্হণাশ্চ ।
বিদাহবন্তশ্চ ভৃশঞ্চ রুক্ষা বিষ্টভ্য জীর্য্যন্ত্যনিলপ্রদাশ্চ ॥
রুচিপ্রদাশ্চৈব সুদুর্জ্জরাশ্চ সর্ব্বে স্মৃতা বৈদলিকাস্তু শিম্বাঃ ।
কটুর্ব্বিপাকে কটুকঃ কফঘ্নো বিদাহিভাবাদহিতঃ কুসুম্ভঃ ॥
উষ্ণাতসীস্বাদুরসাঽনিলঘ্নী পিত্তোল্বণা স্যাৎ কটুকা বিপাকে ।
পাকে রসে চাপি কটুঃ প্রদিষ্টঃ সিদ্ধার্থকঃ শোণিতপিত্তকোপী ॥
তীক্ষ্ণোষ্ণরুক্ষঃকফমারুতঘ্নস্তথাগুণশ্চাসিতসর্ষপোঽপি ॥

অনার্ত্তবং ব্যাধিহতমপর্য্যাগতমেব চ ।
অভূমিজং নবঞ্চাপি ন ধান্যং গুণবৎস্মৃতং ॥
নবং ধান্যমভিষ্যন্দি লঘু সম্বৎসরোষিতং ।
বিদাহি গুরু বিষ্টম্ভি বিরূঢ়ং দৃষ্টিদূষণং ॥

শাল্যাদেঃ সর্ষপান্তস্য বিবিধস্যাস্য ভাগশঃ।
কালপ্রমাণসংস্কারমাত্রাঃ সম্পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
অত উর্দ্ধং মাংসবর্গানুপদেক্ষ্যামঃ॥

তদ্যথা। জলেশয়া আনূপা গ্রাম্যাঃ ক্রব্যভুজ একশফা জাঙ্গলাশ্চেতি ষণ্মাংসবর্গাস্তেষাং বর্গাণামুত্তরোত্তরং প্রধানতমাঃ। তে পুনর্দ্বিবিধা জাঙ্গলা আনূপাশ্চেতি। তত্র জাঙ্গলবর্গোঽষ্টবিধঃ। তদ্যথা। জঙ্ঘালাবিষ্কিরাঃ প্রতুদা গুহাশয়াঃ প্রসহাঃ পর্ণমৃগা বিলেশয়া গ্রাম্যাশ্চেতি তেষাং জঙ্ঘালবিষ্কিরৌ প্রধানতমৌ তাবেণহরিণর্শ্যকুরঙ্গকরালকৃতমালশরভশ্বদংষ্ট্রাপৃষতচারুষ্করমৃগমাতৃকাপ্রভৃতয়ো জঙ্ঘালামৃগাঃ কষায়া মধুরা লঘবো বাতপিত্তহরাস্তীক্ষ্ণা হৃদ্যা বস্তিশোধনাশ্চ।

কষায়ো মধুরো হৃদ্যঃ পিত্তাসৃক্কফরোগহা।
সংগ্রাহী রোচকো বল্যস্তেষামেণো জ্বরাপহঃ॥
মধুরো মধুরঃ পাকে দোষঘ্নোঽনলদীপনঃ।
শীতলো বদ্ধবিণ্মূত্রঃ সুগন্ধির্হরিণো লঘুঃ॥
এণঃ কৃষ্ণস্তয়োর্জ্ঞেয়ো হরিণস্তাম্র উচ্যতে।
ন কৃষ্ণো ন চ তাম্রশ্চ কুরঙ্গঃ সোঽভিধীয়তে॥
শীতাসৃক্পিত্তশমনী বিজ্ঞেয়া মৃগমাতৃকা।
সন্নিপাতক্ষয়শ্বাসকাসহিক্কাঽরুচিপ্রনুৎ॥

লাবতিত্তিরিকপিঞ্জলবর্ত্তীরবর্ত্তিকাবর্ত্তকনপ্তৃকাবাত্তীকচকোরকলবিঙ্কময়ূরক্রকরোপচক্রকুক্কুটসারঙ্গশতপত্রককুতিত্তিরিকুরবালুকযবলকপ্রভৃতয়স্ত্ব্যাহলা বিষ্কিরা লঘবঃ শীতমধুরাঃ কষায়া দোষশমনাশ্চ॥

সংগ্রাহী দীপনশ্চৈব কষায়মধুরো লঘুঃ।
লাবঃ কটুবিপাকশ্চ সন্নিপাতে চ পূজিতঃ॥
ঈষদ্গুরূষ্ণমধুরো বৃষ্যো মেধাগ্নিবর্দ্ধনঃ।
তিত্তিরিঃ সর্ব্বদোষঘ্নো গ্রাহী বর্ণপ্রসাদনঃ॥

হিক্কাশ্বাসানিলহরো বিশেষাদ্গৌরতিত্তিরিঃ।
রক্তপিত্তহরঃ শীতো লঘুশ্চাপি কপিঞ্জলঃ॥
কফোত্থেষু চ রোগেষু মন্দবাতে চ শস্যতে।
বাতপিত্তহরা বৃষ্যা মেধাগ্নিবলবর্দ্ধনাঃ॥
লঘবঃ ক্রকরা হৃদ্যাস্তথা চৈবোপচক্রকাঃ।
কষায়ঃ স্বাদুলবণস্ত্বচ্যঃ কেশ্যোরুচিপ্রদঃ॥
ময়ূরঃ স্বরমেধাগ্নিদৃক্শ্রোত্রেন্দ্রিয়দার্ঢ্যকৃৎ।
স্নিগ্ধোষ্ণোঽনিলহা বৃষ্যঃ স্বেদস্বরবলাবহঃ॥
বৃংহণঃ কুক্কুটো বন্যস্তদ্বদ্গ্রাম্যো গুরুস্তু সঃ।
বাতরোগক্ষয়বমীবিষমজ্বরনাশনঃ॥

কপোতপারাবতভৃঙ্গরাজপরভৃতকোয়ষ্টিককুলিঙ্গগৃহকুলিঙ্গগোক্ষোড়কডিণ্ডিমাণকশতপত্রকমাতৃনিন্দকভেদাশিশুকসারিকাবল্গুলীগিরিশালহ্বালদূষকসুগৃহীখঞ্জরীটকহারীতদাত্যূহপ্রভৃতয়ঃপ্রতুদাঃ।

কষায়মধুরা রুক্ষাঃ ফলাহারা মরুৎকরাঃ।
পিত্তশ্লেষ্মহরাঃ শীতা বদ্ধমূত্রাল্পবর্চ্চসঃ॥
সর্ব্বদোষকরস্তেষাং ভেদাশী মলদূষকঃ।
কষায়স্বাদুলবণো গুরুঃ কাণকপোতকঃ॥
রক্তপিত্তপ্রশমনঃ কষায়বিশদোঽপি চ।
বিপাকে মধুরশ্চাপি গুরুঃ পারাবতঃ স্মৃতঃ॥
কুলিঙ্গো মধুরঃ স্নিগ্ধঃ কফশুক্রবিবর্দ্ধনঃ।
রক্তপিত্তহরো বেশ্মকুলিঙ্গস্ত্বতিশুক্রলঃ॥

সিংহব্যাঘ্রবৃকতরক্ষুঋক্ষদ্বীপিমার্জ্জারশৃগালমৃগৈর্ব্বারুকপ্রভৃতয়ো গুহাশয়াঃ।

মধুরা গুরবঃ স্নিগ্ধা বল্যা মারুতনাশনাঃ।
উষ্ণবীর্য্যা হিতা নিত্যং নেত্রগুহ্যবিকারিণাং॥

কাককঙ্ককুররচাষভাসশশঘাত্যুলূকচিল্লিশ্যেনগৃধ্রপ্রভৃতয়ঃপ্রসহা

এতে সিংহাদিভিঃ সর্ব্বে সমানা বায়সাদয়ঃ।
রসবীর্য্যবিপাকেষু বিশেষাচ্ছোষিণে হিতাঃ॥
মদ্গুমূষিকবৃক্ষশায়িকাবকুশপূতিঘাসবানরাপ্রভৃতয়ঃ পর্ণমৃগাঃ।
মধুরা গুরবো বৃষ্যাশ্চক্ষুষ্যাঃ শোষিণে হিতাঃ।
সৃষ্টমূত্রপুরীষাশ্চ কাসার্শঃশ্বাসনাশনাঃ॥
সমুদ্রজেভ্যো নাদেয়া বৃংহণত্বাদ্গুণোত্তরাঃ॥
শ্বাবিচ্ছল্যকগোধাশশবৃষদংশলোপাকলোমশকর্ণকদলীমৃগপ্রিয়কাঽজগরসর্পমূষিকনকুলমহাবভ্রুপ্রভৃতয়ো বিলেশয়াঃ।
বর্চ্চোমূত্রং সংহতং কুর্য্যুরেতে বীর্য্যে চোষ্ণাঃ পূর্ব্ববৎস্বাদুপাকাঃ।
বাতং হন্যুঃ শ্লেষ্মপিত্তে চ কুর্য্যুঃ স্নিগ্ধাঃ কাশশ্বাসকার্শ্যাপহাশ্চ॥
কষায়মধুরস্তেষাং শশঃ পিত্তকফাপহঃ।
নাতিশীতলবীর্য্যত্বাদ্বাতসাধারণো মতঃ॥
গোধা বিপাকে মধুরা কষায়কটুকা স্মৃতা।
বাতপিত্তপ্রশমনী বৃংহণী বলবর্দ্ধনী॥
শল্যকঃ স্বাদুপিত্তঘ্নো লঘুঃ শীতো বিষাপহঃ।
প্রিয়কো মারুতে পথ্যোঽজগরস্ত্বর্শসাং হিতঃ॥
দুর্নামানিলদোষঘ্নাঃ কৃমিদূষীবিষাপহাঃ।
চক্ষুষ্যা মধুরাঃ পাকে সর্পা মেধাগ্নিবর্দ্ধনাঃ॥
দর্ব্বীকরা দীপকাশ্চ তেষূক্তাঃ কটুপাকিনঃ।
মধুরাশ্চাতিচক্ষুষ্যাঃ সৃষ্টবিণ্মূত্রমারুতাঃ॥
অশ্বাশ্বতরগোখরোষ্ট্রবস্তোরভ্রমেদঃপুচ্ছকপ্রভৃতয়ো গ্রাম্যাঃ॥
গ্রাম্যা বাতহরাঃ সর্ব্বে বৃংহণাঃ কফপিত্তলাঃ।
মধুরা রসপাকাভ্যাং দীপনা বলবর্দ্ধনাঃ॥
নাতিশীতো গুরুঃ স্নিগ্ধো মন্দপিত্তকফঃ স্মৃতঃ।
ছগলস্ত্বনভিষ্যন্দী তেষাং পীনসনাশনঃ॥
বৃংহণং মাংসমৌরভ্রং পিত্তশ্লেষ্মাবহং গুরু।

মেদঃপুচ্ছোদ্ভবং বৃষ্যমৌরভ্রসদৃশং গুণৈঃ ॥
শ্বাসকাসপ্রতিশ্যায়বিষমজ্বরনাশনং।
শ্রমাত্যগ্নিহিতং গব্যং পবিত্রমনিলাপহং ॥
ঔরভ্রবৎসলবণং মাংসমেকশফোদ্ভবং।
অল্পাভিস্যন্দ্যয়ং বর্গো জাঙ্গলঃ সমুদাহৃতঃ ॥
দূরে জনান্তনিলয়া দূরে পানীয়গোচরাঃ ॥
যে মৃগাশ্চ বিহঙ্গাশ্চ তেঽল্পাভিষ্যন্দিনো মতাঃ ॥
অতীবাসন্ননিলয়াঃ সমীপোদকগোচরাঃ ॥
যে মৃগাশ্চ বিহঙ্গাশ্চ মহাভিষ্যন্দিনস্তু তে ॥

আনূপবর্গস্তু পঞ্চবিধঃ। তদ্যথা। কূলচরাঃ প্লবাঃ কোশস্থাঃ পাদিনো মৎস্যাশ্চেতি। তত্র গজগবয়মহিষরুরুচমরসৃমররোহিতবরাহখড়্গিগোকর্ণকালপুচ্ছকোদ্রন্যঙ্কু-অরণ্যগবয়প্রভৃতয়ঃ কূলচরাঃ পশবঃ।

বাতপিত্তহরা বৃষ্যা মধুরা রসপাকয়োঃ।
শীতলা বলিনঃ স্নিগ্ধা মূত্রলাঃ কফবর্দ্ধনাঃ ॥
বিরূক্ষণো লেখনশ্চ বীর্য্যোষ্ণঃ পিত্তদূষণঃ।
স্বাদ্বম্ললবণস্তেষাং গজঃ শ্লেষ্মানিলাপহঃ ॥
গবয়স্য তু মাংসং হি স্নিগ্ধং মধুরকাসজিৎ।
বিপাকে মধুরং চাপি ব্যবায়স্য তু বর্দ্ধনং ॥
স্নিগ্ধোষ্ণমধুরো বৃষ্যো মহিষস্তর্পণো গুরুঃ।
নিদ্রাপুংস্ত্ববলস্তন্যবর্দ্ধনো মাংসদার্ঢ্যকৃৎ ॥
রুরুমাংসং সমধুরং কষায়ানুরসং স্মৃতং।
বাতপিত্তোপশমনং গুরু শুক্রপ্রবর্দ্ধনং ॥
তথা চমরমাংসন্তু স্নিগ্ধং মধুরকাসজিৎ।
বিপাকে মধুরং চাপি বাতপিত্তপ্রণাশনং ॥
সৃমরস্য তু মাংসঞ্চ কষায়ানুরসং স্মৃতং।

বাতপিত্তোপশমনং গুরু শুক্রবিবর্দ্ধনম্ ॥
স্বেদনং বৃংহণং বৃষ্যং শীতলং তর্পণং গুরু।
স্নিগ্ধং শ্রমানিলহরং বারাহং বলবর্দ্ধনং ॥
কফঘ্নং খড়্গিপিশিতং কষায়মনিলাপহং।
পিত্র্যং পবিত্রমায়ুষ্যং বদ্ধমূত্রং বিরূক্ষণং ॥
গোকর্ণমাংসং মধুরং স্নিগ্ধং মৃদু কফাবহং।
বিপাকে মধুরঞ্চাপি রক্তপিত্তবিনাশনং ॥

হংসসারসক্রৌঞ্চচক্রবাককুররকাদম্বকারণ্ডবজীবঞ্জীবকবকবলাকাপুণ্ডরীকপ্লবশরারীমুখনন্দীমুখমদ্গূৎক্রোশকাচাক্ষমল্লিকাক্ষশুক্লাক্ষপুষ্করশায়িকাকোনালকাম্বুকুক্কুটিকামেঘরাবশ্বেতচরণপ্রভৃতয়ঃ প্লবা সংঘাতচারিণঃ।

রক্তপিত্তহরাঃ শীতাঃ স্নিগ্ধা বৃষ্যা মরুজ্জিতঃ।
সৃষ্টমূত্রপুরীষাশ্চ মধুরা রসপাকয়োঃ ॥
গুরূষ্ণমধুরঃ স্নিগ্ধঃ স্বরবর্ণবলপ্রদঃ।
বৃংহণঃ শুক্রলস্তেষাং হংসো মারুতনাশনঃ ॥

শঙ্খশঙ্খনখশুক্তিশম্বূকভল্লূকপ্রভৃতয়ঃ কোশস্থাঃ। কূর্ম্মকুম্ভীরকর্কটককৃষ্ণকর্কটকশিশুমারপ্রভৃতয়ঃ পাদিনঃ ॥

শঙ্খকূর্ম্মাদয়ঃ স্বাদুরসপাকা মরুন্নুদঃ।
শীতাঃ স্নিগ্ধা হিতাঃ পিত্তে বর্চ্চস্যাঃ শ্লেষ্মবর্দ্ধনাঃ ॥
কৃষ্ণকর্কটকস্তেষাং বল্যঃ কোষ্ণোঽনিলাপহঃ।
শুক্লঃ সন্ধানকৃৎ সৃষ্টবিণ্মূত্রোঽনিলপিত্তহা ॥

মৎস্যাস্তু দ্বিবিধা নাদেয়াঃ সামুদ্রাশ্চ। তত্র নাদেয়াঃ রোহিতপাঠীনপাটলারাজীববর্ম্মিগোমৎস্যকৃষ্ণমৎস্যবাগুঞ্জারমুরলসহস্রদংষ্ট্রপ্রভৃতয়ো নাদেয়াঃ।

নাদেয়া মধুরা মৎস্যা গুরবোমারুতাপহাঃ।
রক্তপিত্তকরাশ্চোষ্ণা বৃষ্যাঃ স্নিগ্ধাল্পবর্চ্চসঃ ॥

কষায়ানুরসস্তেষাং শষ্পশৈবালভোজনঃ।
রোহিতো মারুতহরো নাত্যর্থং পিত্তকোপনঃ॥
পাঠীনঃ শ্লেষ্মলো বৃষ্যো নিদ্রালুঃ পিশিতাশনঃ।
দূষয়েদস্রপিত্তন্তু কুষ্ঠরোগং করোত্যসৌ॥
মুরলো বৃংহণো বৃষ্যঃ স্তন্যশ্লেষ্মকরস্তথা।
সরস্তড়াগসম্ভূতাঃ স্নিগ্ধাঃ স্বাদুরসাঃ স্মৃতাঃ॥
মহাহ্রদেষু বলিনঃ স্বল্পেঽস্তস্যবলাঃ স্মৃতাঃ॥

তিমিতিমিঙ্গিলকুলিশপাকমৎস্যনিরালকনন্দিবারলকমকরগর্গরক-চন্দ্রকমহামীনরাজীবপ্রভৃতয়ঃ সামুদ্রাঃ।

সামুদ্রা গুরবঃ স্নিগ্ধা মধুরা নাতিপিত্তলাঃ।
উষ্ণা বাতহরা বৃষ্যা বর্চ্চস্যাঃ শ্লেষ্মবর্দ্ধনাঃ॥
বলাবহা বিশেষেণ মাংসাশিত্বাৎসমুদ্রজাঃ।
তেষামপ্যনিলঘ্নত্বাচ্চৌণ্ট্যকৌপ্যৌ গুণোত্তরৌ॥
স্নিগ্ধত্বাৎস্বাদুপাকত্বাত্তয়োর্ব্বাপ্যা গুণোত্তরাঃ।
নাদেয়া গুরবো মধ্যে যস্মাৎপুচ্ছাস্যচারিণঃ॥
সরস্তড়াগজানান্তু বিশেষেণ শিরো লঘু।
অদূরগোচরা যস্মাত্তস্মাদুৎসোদপানজাঃ॥
কিঞ্চিন্মুক্ত্বা শিরোদেশমত্যর্থং গুরবস্তু তে।
অধস্তাদ্গুরবো জ্ঞেয়া মৎস্যাঃ সরসিজাঃ স্মৃতাঃ॥
উরোবিচরণাত্তেষাং পূর্ব্বমঙ্গং লঘু স্মৃতাং।
ইত্যানূপো মহাভিষ্যন্দিমাংসবর্গো ব্যাখ্যাতঃ।

তত্র শুষ্কপূতিব্যাধিতবিষসর্পহতদিগ্ধবিদ্ধজীর্ণকৃশবালানামসাত্ম্যচারিণাং মাংসান্যভক্ষ্যাণি যস্মাদ্বিগতব্যাপন্নাপহতপরিণতাল্পাসংপূর্ণবীর্য্যত্বাদ্দোষকরাণি ভবন্তি।

অরোচকং প্রতিশ্যায়ং গুরু শুষ্কং প্রকীর্ত্তিতং।
বিষব্যাধিহতং মৃত্যুং বালং ছর্দ্দিঞ্চ কোপয়েৎ॥

কাসশ্বাসকরং বৃদ্ধং ত্রিদোষং ব্যাধিদূষিতং।
ক্লিন্নমুৎক্লেশজননং কৃশং বাতপ্রকোপনং ॥

এভ্যোঽন্যেষামুপাদেয়ং মাংসমিতি। স্ত্রিয়শ্চতুষ্পাদেষু পুমাংসোবিহঙ্গেষু মহাশরীরেষ্বল্পশরীরা অল্পশরীরেষু মহাশরীরাঃ প্রধানতমা এবমেকজাতীয়ানাং মহাশরীরেভ্যঃ কৃশশরীরাঃ প্রধানতমাঃ।

স্থানাদিকৃতং মাংসস্য গুরুলাঘবমুপদেক্ষ্যামঃ। তদ্যথা। রক্তাদিষু শুক্রান্তেষু ধাতুষূত্তরোত্তরাসু গুরুতরাস্তথা সক্থিস্কন্ধক্রোড়শিরঃপাদকরকটীপৃষ্ঠচর্ম্মকালেয়কযকৃদন্ত্রাণি।

শিরঃস্কন্ধং কটীপৃষ্ঠং সক্থিনী চাত্মপক্ষয়োঃ।
গুরুপূর্ব্বং বিজানীয়াদ্ধাতবস্তু যথোত্তরং ॥
সর্ব্বস্যপ্রাণিনো দেহে মধ্যো গুরুরুদাহৃতঃ।
পূর্ব্বভাগো গুরুঃপুংসামধোভাগস্তু যোষিতাং ॥
উরোগ্রীবং বিহঙ্গাণাং বিশেষেণ গুরু স্মৃতং।
পক্ষোৎক্ষেপাৎসমো দিষ্টো মধ্যভাগস্তু পক্ষিণাং ॥
অতীবরুক্ষং মাংসন্তু বিহঙ্গানাং ফলাশিনাং।
বৃংহণং মাংসমত্যর্থং খগানাং পিশিতাশিনাং ॥
মৎস্যাশিনাং পিত্তকরং বাতঘ্নং ধান্যচারিণাং।
জলজানূপজা গ্রাম্যাঃ ক্রব্যাদেকশফাস্তথা ॥
প্রসহা বিলবাসাশ্চ যে চ জঙ্ঘালসংজ্ঞিতাঃ।
প্রতুদা বিষ্কিরাশ্চৈব লঘবঃ স্যুর্য্যথোত্তরং ॥
অল্পাভিষ্যন্দিনশ্চৈব যথাপূর্ব্বমতোঽন্যথা ॥

প্রমাণাধিকাস্তু স্বজাতৌ চাল্পসারা গুরবশ্চ। সর্ব্বপ্রাণিনাং সর্ব্বশরীরেভ্যো যে প্রধানতমা ভবন্তি যকৃৎপ্রদেশবর্ত্তিনস্তানাদদীত প্রধানলাভাভাবে মধ্যমবয়স্কং সদ্যস্কমক্লিষ্ট মুপাদেয়ং মাংসমিতি।

ভবতি চাত্র।

বয়ঃ শরীরাবয়বাঃ স্বভাবো ধাতবঃ ক্রিয়াঃ।
লিঙ্গংপ্রমাণং সংস্কারোমাত্রাচাস্মিন্‌পরীক্ষিতা॥

ইতি মাংসবর্গঃ।

অত ঊর্দ্ধং ফলবর্গানুপদেক্ষ্যামঃ। তদ্যথা। দাড়িমামলকবদরকোলকর্কন্ধুসৌবীরসিম্বিতিকাফলকপিত্থমাতুলুঙ্গাম্রাম্রাতককরমর্দ্দ পিয়াললকুচভব্যপারাবতবেত্রফলপ্রাচীনামলকতিন্তিড়ীকনীপকোশাম্রাম্লীকানারঙ্গজম্বীরপ্রভৃতীনি।

অম্লানি রসতঃ পাকে গুরূণ্যুষ্ণানি বীর্য্যতঃ।
পিত্তলান্যনিলঘ্নানি কফোৎক্লেশকরাণিচ॥
কষায়ানুরসং তেষাং দাড়িমং নাতিপিত্তলং।
দীপনীয়ং রুচিকরং হৃদ্যং বর্চ্চোবিবন্ধনং॥
দ্বিবিধং তত্তু বিজ্ঞেয়ং মধুরং চাম্লমেব চ।
ত্রিদোষঘ্নন্তু মধুরমম্লং বাতকফাপহং॥
অম্লং সমধুরং তিক্তং কষায়ং কটুকং সরং॥
চক্ষুষ্যং সর্ব্বদোষঘ্নং বৃষ্যমামলকীফলং।
হন্তি বাতং তদম্লত্বাৎ পিত্তং মাধুর্য্যশৈত্যতঃ॥
কফং রূক্ষকষায়ত্বাৎ ফলেভ্যোঽভ্যধিকঞ্চ তৎ।
কর্কন্ধুকোলবদরমামং পিত্তকফাবহং॥
পক্বং পিত্তানিলহরং স্নিগ্ধং সমধুরং সরং।
পুরাতনং তৃট্‌শমনং শ্রমঘ্নং দীপনং লঘু॥
সৌবীরং বদরং স্নিগ্ধং মধুরং বাতপিত্তজিৎ।
কষায়ং স্বাদু সংগ্রাহি শীতং সিম্বিতিকাফলং॥
আমং কপিত্থমস্বর্য্যং কফঘ্নং গ্রাহি বাতলং।
কফানিলহরং পক্বং মধুরাম্লরসং গুরু॥

শ্বাসকাসারুচিহরং তৃষ্ণাঘ্নং কণ্ঠশোধনং।
লঘ্বম্লং দীপনং হৃদ্যং মাতুলুঙ্গমুদাহৃতং ॥
ত্বক্ তিক্তা দুর্জরা তস্য বাতক্রিমিকফাপহা।
স্বাদু শীতং গুরু স্নিগ্ধং মাংসং মারুতপিত্তজিৎ ॥
মেধ্যং শূলানিলচ্ছর্দ্দিকফারোচকনাশনং।
দীপনং লঘু সংগ্রাহি গুল্মার্শোঘ্নস্তু কেসরং ॥
শূলাজীর্ণবিবন্ধেষু মন্দাগ্নৌ কফমারুতে।
অরুচৌ চ বিশেষেণ রসস্তস্যোপদিশ্যতে ॥
পিত্তানিলকরং বালং পিত্তলং বদ্ধকেসরং।
হৃদ্যং বর্ণকরং রুচ্যং রক্তমাংসবলপ্রদং ॥
কষায়ানুরসং স্বাদু বাতঘ্নং বৃংহণং গুরু।
পিত্তাবিরোধি সম্পক্কমাম্রং শুক্রবিবর্দ্ধনং।
বৃংহণং মধুরং বল্যং গুরু বিষ্টভ্য জীর্য্যতি ॥
আম্রাতকফলং বৃষ্যং সস্নেহং শ্লেষ্মবর্দ্ধনং।
ত্রিদোষবিষ্টম্ভকরং লকুচং শুক্রনাশনং ॥
অম্লং তৃষ্ণাপহং রুচ্যং পিত্তকৃৎকরমর্দ্দকং।
বাতপিত্তহরং বৃষ্যং পিয়ালং গুরু শীতলং ॥
হৃদ্যং স্বাদু কষায়াম্লং ভব্যমাস্যবিশোধনং।
পিত্তশ্লেষ্মহরং গ্রাহি গুরু বিষ্টম্ভি শীতলং ॥
পারাবতং সমধুরং রুচ্যমত্যগ্নিবাতনুৎ।
গরদোষহরং নীপং প্রাচীনামলকং তথা ॥
বাতাপহং তিন্তিড়ীকমামং পিত্তবলাসকৃৎ।
গ্রাহ্যুষ্ণং দীপনং রুচ্যং সম্পক্কং কফবাতনুৎ ॥
তস্মাদল্পান্তরগুণং কোশাম্রফলমুচ্যতে।
অম্লীকায়াঃ ফলং পক্কং তদ্বদ্ভেদি তু কেবলং ॥
অম্লং সমধুরং হৃদ্যং বিশদং ভক্তরোচনং।

বাতঘ্নং দুর্জ্জরং প্রোক্তং নারঙ্গস্য ফলং গুরু ॥
তৃষ্ণাশূলকফোৎক্লেশচ্ছর্দ্দিশ্বাসনিবারণং ।
বাতশ্লেষ্মবিবন্ধঘ্নং জম্বীরং গুরু পিত্তকৃৎ ॥
ঐরাবতং দন্তশঠমম্লং শোণিতপিত্তকৃৎ ।

ক্ষীরবৃক্ষফলজাম্ববরাজাদনতোদনতিন্দুকবকুলধম্বনাশ্মন্তকাশ্বকর্ণফল্গুপরূষকগাঙ্গেরুকীপুষ্করবর্ত্তিবিল্ববিম্বীপ্রভৃতীনি ।

ফলান্যেতানি শীতানি কফপিত্তহরাণি চ ।
সংগ্রাহকাণি রুক্ষাণি কষায়মধুরাণি চ ॥
ক্ষীরবৃক্ষফলং তেষাং গুরু বিষ্টম্ভি শীতলং ।
কষায়ং মধুরং সাম্লং নাতিমারুতকোপনং ॥
অত্যর্থং বাতুলং গ্রাহি জাম্ববং কফপিত্তজিৎ ।
স্নিগ্ধং স্বাদু কষায়ঞ্চ রাজাদনফলং গুরু ॥
কষায়ং মধুরং রুক্ষং তোদনং কফবাতজিৎ ।
অম্লোষ্ণং লঘুসংগ্রাহি স্নিগ্ধং পিত্তাগ্নিবর্দ্ধনং ॥
আমং কষায়ং সংগ্রাহি তিন্দুকং বাতকোপনং ।
বিপাকে গুরু সংপক্কং মধুরং কফপিত্তজিৎ ॥
মধুরঞ্চ কষায়ঞ্চ স্নিগ্ধং সংগ্রাহি বাকুলং ।
স্থিরীকরঞ্চ দন্তানাং বিশদং ফলমুচ্যতে ॥
কষায়ঞ্চ হিমং স্বাদু ধান্বনং কফবাতজিৎ ।
তদ্বদ্গাঙ্গেরুকং বিদ্যাদশ্মন্তকফলানি চ ॥
বিষ্টম্ভি মধুরং স্নিগ্ধং ফল্গুজং তর্পণং গুরু ।
অত্যম্লমীষন্মধুরং কষায়ানুরসং লঘু ॥
বাতঘ্নং পিত্তজননমামং বিদ্যাৎ পরূষকং ।
তদেব পক্কং মধুরং বাতপিত্তনিবর্হণং ॥
বিপাকে মধুরং শীতং রক্তপিত্তপ্রসাদনং ।
পৌষ্করং স্বাদু বিষ্টম্ভি বল্যং কফকরং গুরু ॥

কফানিলহরং তীক্ষ্ণং স্নিগ্ধং সংগ্রাহি দীপনং।
কটুতিক্তকষায়োষ্ণং বালং বিল্বমুদাহৃতং॥
তদেব বিদ্যাৎসম্পক্বং মধুরানুরসং গুরু।
বিদাহি বিষ্টম্ভকরং দোষকৃৎ পূতিমারুতং॥
বিম্বীফলং সাশ্বকর্ণং স্তন্যকৃৎ কফপিত্তজিৎ।
তৃড়্দাহজ্বরপিত্তাসৃক্কাসশ্বাসক্ষয়াপহং॥

তালনারিকেলপনসমোচপ্রভৃতীনি।
স্বাদুপাকরসান্যাহুর্ব্বাতপিত্তহরাণি চ।
বলপ্রদানি স্নিগ্ধানি বৃংহণানি হিমানি চ॥
ফলং স্বাদুরসং তেষাং তালজং গুরু পিত্তজিৎ।
তদ্বীজং স্বাদুপাকঞ্চ মূত্রলং বাতপিত্তজিৎ॥
নালিকেলং গুরু স্নিগ্ধং পিত্তঘ্নং স্বাদু শীতলং।
বলমাংসপ্রদং হৃদ্যং বৃংহণং বস্তিশোধনং॥
পনসং সকষায়ন্তু স্নিগ্ধং স্বাদুরসং গুরু।
মৌচং স্বাদুরসং প্রোক্তং কষায়ং নাতিশীতলং॥
রক্তপিত্তহরং বৃষ্যং রুচ্যং শ্লেষ্মকরং গুরু।

দ্রাক্ষাকাশ্মর্য্যমধূকপুষ্পখর্জ্জূরপ্রভৃতীনি।
রক্তপিত্তহরাণ্যাহুর্গুরূণি মধুরাণি চ।
তেষাং দ্রাক্ষা সরা স্বর্য্যা মধুরা স্নিগ্ধশীতলা॥
রক্তপিত্তজ্বরশ্বাসতৃষ্ণাদাহক্ষয়াপহা।
হৃদ্যং মূত্রবিবন্ধঘ্নং পিত্তাসৃগ্বাতনাশনং॥
কেশ্যং রসায়নং মেধ্যং কাশ্মর্য্যং ফলমুচ্যতে।
ক্ষতক্ষয়াপহং হৃদ্যং শীতলং তর্পণং গুরু॥
রসে পাকে চ মধুরং খার্জ্জূরং রক্তপিত্তজিৎ।
বৃংহণীয়মহৃদ্যঞ্চ মধূককুসুমং গুরু॥
বাতপিত্তোপশমনং ফলং তস্যোপদিশ্যতে॥

বাতামাক্ষোড়াভিষুকনিচুলপিচুনিকোচকোরুমাণপ্রভৃতীনি।
পিত্তশ্লেষ্মহরাণ্যাহুঃ স্নিগ্ধোষ্ণানি গুরূণি চ।
বৃংহণান্যনিলঘ্নানি বল্যানি মধুরাণি চ॥
কষায়ং কফপিত্তঘ্নং কিংচিত্তিক্তং রুচিপ্রদং।
হৃদ্যং সুগন্ধি বিশদং লবলীফলমুচ্যতে॥
বসিরং শীতপাক্যঞ্চ সারুষ্করনিবন্ধনং।
বিষ্টম্ভি দুর্জ্জরং রুক্ষং শীতলং বাতকোপনং॥
বিপাকে মধুরঞ্চাপি রক্তপিত্তপ্রণাশনং।
ঐরাবতং দন্তশঠমম্লং শোণিতপিত্তকৃৎ॥
শীতং কষায়ং মধুরং টঙ্কং মারুতকৃদ্‌গুরু।
স্নিগ্ধোষ্ণং তিক্তমধুরং বাতশ্লেষ্মঘ্নমৈঙ্গুদং॥
শমীফলং গুরু স্বাদু রূক্ষোষ্ণং কেশনাশনং।
গুরু শ্লেষ্মাতকফলং কফকৃন্মধুরং হিমং॥
করীরাক্ষকপীলূনি তৃণশূন্যফলানি চ।
স্বাদুতিক্তকটূষ্ণানি কফবাতহরাণি চ॥
তিক্তং পিত্তকরং তেষাং সরং কটুবিপাকি চ।
তীক্ষ্ণোষ্ণং কটুকং পীলু সস্নেহং কফবাতজিৎ॥
আরুষ্করং তৌবরকং কষায়ং কটুপাকি চ।
উষ্ণং কৃমিজ্বরানাহমেহোদাবর্ত্তনাশনং॥
করঞ্জকিংশুকারিষ্টফলং জন্তুপ্রমেহনুৎ॥
রুক্ষোষ্ণং কটুকং পাকে লঘু বাতকফাপহং।
তিক্তমীষদ্বিষহিতং বিড়ঙ্গং কৃমিনাশনং॥
ব্রণ্যমুষ্ণং সরং মেধ্যং দোষঘ্নং শোফকুষ্ঠনুৎ।
কষায়ং দীপনং চাম্লং চক্ষুষ্যং চাভয়াফলং॥
ভেদনং লঘু রুক্ষোষ্ণং বৈস্বর্য্যং ক্রিমিনাশনং।
চক্ষুষ্যং স্বাদুপাক্যম্লং কষায়ং কফপিত্তজিৎ॥

কফপিত্তহরং রুক্ষং বক্ত্রক্লেদমলাপহং।
কষায়মীষন্মধুরং কিঞ্চিৎপূগফলং সরং॥
জাতীকোশোঽথ কর্পূরং জাতীকটুকয়োঃ ফলং।
কক্কোলকং লবঙ্গঞ্চ তিক্তং কটু কফাপহং॥
লঘু তৃষ্ণাপহং বক্ত্রক্লেদদৌর্গন্ধ্যনাশনং।
সতিক্তঃ সুরভিঃ শীতঃ কর্পূরো লঘুলেখনঃ॥
তৃষ্ণায়াং মুখশোষে চ বৈরস্যে চাপি পূজিতঃ।
লতাকস্তূরিকা তদ্বৎ শীতা বস্তিবিশোধনী॥
পিয়ালমজ্জা মধুরো বৃষ্যঃ পিত্তানিলাপহঃ॥
বৈভীতকো মদকরঃ কফমারুতনাশনঃ।
কষায়ো মধুরো মজ্জা কোলানাং পিত্তনাশনঃ।
তৃষ্ণাচ্ছর্দ্দ্যনিলঘ্নশ্চ তদ্বচ্চামলকস্য চ॥
বীজপূরকশম্পাকমজ্জা কোশাম্রসম্ভবঃ।
স্বাদুপাকোঽগ্নিবলকৃৎ স্নিগ্ধঃ পিত্তানিলাপহঃ॥
যস্য যস্য ফলস্যেহ বীর্য্যং ভবতি যাদৃশং।
তস্য তস্যৈব বীর্য্যেণ মজ্জানমপি নির্দ্দিশেৎ॥
ফলেষু পরিপক্বং যদ্‌গুণবত্তদুদাহৃতং।
বিল্বাদন্যত্র বিজ্ঞেয়মামং তদ্ধি গুণোত্তরং॥
গ্রাহ্যুষ্ণং দীপনং তদ্ধি কষায়ং কটুতিক্তকং।
ব্যাধিতং কৃমিজুষ্টঞ্চ পাকাতীতমকালজং॥
বর্জ্জনীয়ং ফলং সর্ব্বমপর্য্যাগতমেবচ॥

ইতিফলবর্গঃ।

শাকান্যত ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামঃ।

তত্র পুষ্পফলাঽলাবুকালিন্দকপ্রভৃতীনি।
পিত্তঘ্নান্যনিলং কুর্য্যুস্তথা মন্দকফানি চ।

স্বষ্টমূত্রপুরীষাণি স্বাদুপাকরসানি চ ॥
পিত্তঘ্নং তেষু কুষ্মাণ্ডং বালং মধ্যং কফাবহং ।
পক্কং লঘূষ্ণং সক্ষারং দীপনং বস্তিশোধনং ॥
সর্ব্বদোষহরং হৃদ্যং পথ্যং চেতোবিকারিণাং ।
দৃষ্টিশুক্রক্ষয়করং কালিন্দং কফবাতকৃৎ ॥
অলাবুর্ভিন্নবিট্‌কা তু রুক্ষা গুর্ব্বতিশীতলা ।
তিক্তালাবুরহৃদ্যা তু বামনী বাতপিত্তজিৎ ॥

ত্রপুসৈর্ব্বারুকর্কারুকশীর্ণবৃন্তপ্রভৃতীনি ।
গুরুবিষ্টম্ভিশীতানি স্বাদূনি কফকৃন্তি চ ॥
স্বষ্টমূত্রপুরীষাণি সক্ষারমধুরাণি চ ।
বালং সুনীলং ত্রপুসং তেষাং পিত্তহরং স্মৃতং ॥
তৎপাণ্ডুকফকৃজ্জীর্ণমম্লং বাতকফাপহং ।
এর্ব্বারুকং সকর্কারু সম্পক্বং কফবাতকৃৎ ॥
সক্ষারং মধুরং রুচ্যং দীপনং নাতিপিত্তলং ।
সক্ষারং মধুরঞ্চৈব শীর্ণবৃন্তং কফাপহং ॥
ভেদনং দীপনং হৃদ্যমানাহাষ্ঠীলনুল্লঘু ।

পিপ্পলীমরিচশৃঙ্গবেরার্দ্রকহিঙ্গুজীরককুস্তুম্বুরুজম্বীরকসুমুখসুরসার্জ্জকভূস্তৃণসুগন্ধককাসমর্দ্দককালমালকুঠেরকক্ষবকখরপুষ্পশিগ্রুমধুশিগ্রুফণিজ্ঝকসর্ষপরাজিকাকুলাহলবেণুগণ্ডীরতিলপর্ণিকাবর্ষাভূচিত্রকমূলকপোতিকালশুনপলাণ্ডুকলায়প্রভৃতীনি ।
কটূন্যুষ্ণানি রুচ্যানি বাতশ্লেষ্মহরাণি চ ।
কৃতান্নেষূপযুজ্যন্তে সংস্কারার্থমনেকধা ॥
তেষাং গুর্ব্বী স্বাদুশীতা পিপ্পল্যার্দ্রা কফাবহা ।
শুষ্কা কফানিলঘ্নী সা বৃষ্যা পিত্তাবিরোধিনী ॥
স্বাদুপাক্যার্দ্রমরিচং গুরু শ্লেষ্মপ্রসেকি চ ।
কটূষ্ণং লঘু তচ্ছুষ্কমবৃষ্যং কফবাতজিৎ ॥

নাত্যুষ্ণং নাতিশীতঞ্চ বীর্য্যতো মরিচং সিতং।
গুণবন্মরিচেভ্যশ্চ চক্ষুষ্যঞ্চ বিশেষতঃ॥
নাগরং কফবাতঘ্নং বিপাকে মধুরং কটু।
বৃষ্যোষ্ণং রোচনং হৃদ্যং সস্নেহং লঘু দীপনং ॥
কফানিলহরং স্বর্য্যং বিবন্ধানাহশূলনুৎ।
কটূষ্ণং রোচনং হৃদ্যং বৃষ্যং চৈবার্দ্রকং স্মৃতং ॥
লঘূষ্ণং পাচনং হিঙ্গু দীপনং কফবাতজিৎ।
কটু স্নিগ্ধং সরং তীক্ষ্ণং শূলাজীর্ণবিবন্ধনুৎ ॥
তীক্ষ্ণোষ্ণং কটুকং পাকে রুচ্যং পিত্তাগ্নিবর্দ্ধনং।
কটু শ্লেষ্মানিলহরং গন্ধাঢ্যং জীরকদ্বয়ং ॥
কারবী করবী তদ্বদ্বিজ্ঞেয়া সোপকুঞ্চিকা।
ভক্ষ্যব্যঞ্জনভোজ্যেষু বিবিধেষ্ববচারিতা ॥
আর্দ্রা কুস্তুম্বরী কুর্য্যাৎ স্বাদুসৌগন্ধ্যহৃদ্যতাং।
সা শুষ্কা মধুরা পাকে স্নিগ্ধা তৃড্‌দাহনাশনী ॥
দোষঘ্নী কটুকা কিঞ্চিত্তিক্তা স্রোতোবিশোধনী।
জম্বীরঃ পাচনস্তীক্ষ্ণঃ কৃমিবাতকফাপহঃ ॥
সুরভির্দীপনো রুচ্যো মুখবৈশদ্যকারকঃ ॥
কফানিলবিষশ্বাসকাসদৌর্গন্ধ্যনাশনঃ।
পিত্তকৃৎপার্শ্বশূলঘ্নঃ সুরসঃ সমুদাহৃতঃ ॥
তদ্বত্তু সুমুখো জ্ঞেয়ো বিশেষাদ্গরনাশনঃ।
কফঘ্না লঘবো রুক্ষা স্নিগ্ধোষ্ণাঃ পিত্তবর্দ্ধনাঃ ॥
কটুপাকরসাশ্চৈব সুরসার্জ্জকভূস্তৃণাঃ।
মধুরঃ কফবাতঘ্নঃ পাচনঃ কণ্ঠশোধনঃ ॥
বিশেষতঃ পিত্তহরঃ সতিক্তঃ কাসমর্দ্দকঃ।
কটুঃ সক্ষারমধুরঃ শিগ্রুস্তিক্তোঽথ পিত্তলঃ ॥
মধুশিগ্রুঃ সরস্তিক্তঃ শোফঘ্নো দীপনঃ কটুঃ।

বিদাহি বদ্ধবিণ্মূত্রং রুক্ষং তীক্ষ্ণোষ্ণমেব চ ॥
ত্রিদোষং সার্ষপং শাকং গাণ্ডীরং বেগনাম চ ।
চিত্রক স্তিলপর্ণী চ কফশোফহরো লঘুঃ ॥
বর্ষাভূঃ কফবাতঘ্নী হিতা শোফোদরার্শসাং ।
কটুতিক্তরসা হৃদ্যা রোচনী বহ্নিদীপনী ॥
সর্ব্বদোষহরা লঘ্বী কণ্ঠ্যা মূলকপোতিকা ।
মহত্তদ্গুরু বিষ্টম্ভি তীক্ষ্ণমামং ত্রিদোষকৃৎ ॥
তদেব স্নিগ্ধসিদ্ধন্তু পিত্তনুৎ কফবাতজিৎ ।
ত্রিদোষশমনং শুষ্কং বিষদোষহরং লঘু ॥
বিষ্টম্ভি বাতলং শাকং শুষ্কমন্যত্র মূলকাৎ ॥

পুষ্পঞ্চ পত্রঞ্চ ফলং তথৈব যথোত্তরং তে লঘবঃ প্রদিষ্টাঃ ।
তেষান্তু পুষ্পং কফপিত্তহন্তৃ ফলং নিহন্যাৎ কফমারুতৌচ ॥
স্নিগ্ধোষ্ণতীক্ষ্ণঃ কটুপিচ্ছিলশ্চ গুরুঃ সরঃ স্বাদুরসশ্চ বল্যঃ ।
বৃষ্যশ্চ মেধাস্বরবর্ণচক্ষুর্ভগ্নাস্থিসন্ধানকরো রসোনঃ ॥
হৃদ্রোগজীর্ণজ্বরকুক্ষিশূলবিবন্ধগুল্মারুচিকাসশোফান্ ।
দুর্নামকুষ্ঠানলসাদজন্তুসমীরণশ্বাসকফাংশ্চ হন্তি ॥
নাত্যুষ্ণবীর্য্যোঽনিলহা কটুশ্চ তীক্ষ্ণো গুরুর্নাতিকফাবহশ্চ ।
বলাবহঃ পিত্তকরোঽথ কিঞ্চিৎ পলাণ্ডুরগ্নিঞ্চ বিবর্দ্ধয়েচ্চ ॥
স্নিগ্ধো রুচিস্থঃ স্থিরধাতুকর্ত্তা বল্যোঽথ মেধাকফপুষ্টিদশ্চ ।
স্বাদুর্গুরুঃ শোণিতপিত্ত-শস্তঃ স পিচ্ছিলঃ ক্ষীরপলাণ্ডুরুক্তঃ ॥

কলায়শাকং পিত্তঘ্নং কফঘ্নং বাতলং গুরু ।
কষায়ানুরসঞ্চৈব বিপাকে মধুরঞ্চ তৎ ॥

চুচ্চুপুথিকাতরুণীজীবন্তীবিম্বীতিকানন্দীভল্লাতকচ্ছগলান্ত্রীবৃক্ষাদনীফঞ্জীশাল্মলীশেলুবনস্পতিপ্রসবশণকর্ব্বুদারকোবিদারপ্রভৃতীনি ।
কষায়স্বাদুতিক্তানি রক্তপিত্তহরাণি চ ।
কফঘ্নান্যনিলং কুর্য্যুঃ সংগ্রাহীণি লঘূনি চ ॥

লঘুঃ পাকেচ জন্তুঘ্নঃ পিচ্ছিলো ব্রণিনাং হিতঃ।
কষায়মধুরো গ্রাহী চুচ্চূস্তেষাং ত্রিদোষহা॥
চক্ষুষ্যা সর্ব্বদোষঘ্নী জীবন্তী সমুদাহৃতা।
বৃক্ষাদনী বাতহরা ফঞ্জীত্বল্পবলা মতা॥
ক্ষীরবৃক্ষোৎপলাদীনাং কষায়াঃ পল্লবাঃ স্মৃতাঃ।
শীতাঃ সংগ্রাহিণঃ শস্তারক্তপিত্তাতিসারিণাং॥

পুনর্নবাবরুণতর্কার্য্যুরুবূকবৎসাদনীবিল্বশাকপ্রভৃতীনি।

উষ্ণানি স্বাদুতিক্তানি বাতপ্রশমনানি চ।
তেষু পৌনর্নবং শাকং বিশেষাচ্ছোফনাশনং॥

তণ্ডুলীয়কোপোদিকাশ্ববলাচিল্লীপালঙ্ক্যাবাস্তুকপ্রভৃতীনি।

সৃষ্টমূত্রপুরীষাণি সক্ষারমধুরাণি চ।
মন্দবাতকফান্যাহু রক্তপিত্তহরাণি চ॥
মধুরো রসপাকাভ্যাং রক্তপিত্তমদাপহঃ।
তেষাং শীততমো রুক্ষস্তণ্ডুলীয়ো বিষাপহঃ॥
স্বাদুপাকরসা বৃষ্যা বাতপিত্তমদাপহা।
উপোদিকা সরা স্নিগ্ধা বল্যাশ্লেষ্মকরী হিমা॥
কটুর্ব্বিপাকে কৃমিহা মেধাগ্নিবলবর্দ্ধনঃ।
সক্ষারঃ সর্ব্বদোষঘ্নো বাস্তুকো রোচকঃ সরঃ॥
চিল্লী বাস্তুকবজ্জ্ঞেয়া পালঙ্ক্যা তণ্ডুলীয়বৎ।
বাতকৃৎ বদ্ধবিণ্মূত্রা রুক্ষা পিত্তকফে হিতা॥
শাকমাশ্ববলং রুক্ষং বদ্ধবিণ্মূত্রমারুতং॥

মণ্ডূকপর্ণীসপ্তলাসুনিষণ্ণকসুবর্চ্চলাব্রহ্মসুবর্চ্চলাপিপ্পলীগুডূচী-গোজিহ্বাকাকমাচীপ্রপুন্নাডাবল্গুজসতীনবৃহতীকণ্টকারিকাফলপটো-লবার্ত্তাকুকারবেল্লকর্কটিকাকেবুকোরুবূকপর্পটককিরাততিক্তকর্কো-টকারিষ্টকোশাতকীবেত্রকরীরাটরূষকার্কপুষ্পীপ্রভৃতীনি।

রক্তপিত্তহরাণ্যাহুর্হৃদ্যানি সুলঘূনিচ।

কুষ্ঠমেহজ্বরশ্বাসকাসারুচিহরাণি চ ॥
কষায়াতু হিতা পিত্তে স্বাদুপাকরসা হিমা।
লঘ্বী মণ্ডূকপর্ণীতু তদ্বদ্গোজিহ্বিকা মতা ॥
অবিদাহী ত্রিদোষঘ্নঃ সংগ্রাহী সুনিষণ্ণকঃ।
অবল্গুজঃ কটুঃ পাকে তিক্তঃ পিত্তকফাপহঃ ॥
ঈষত্তিক্তং ত্রিদোষঘ্নং শাকং কটু সতীনজং।
নাত্যুষ্ণশীতং কুষ্ঠঘ্নং কাকমাচ্যাস্তু তদ্বিধং ॥
কণ্ডুকুষ্ঠক্রিমিঘ্নানি কফবাতহরাণি চ।
ফলানি বৃহতীনাস্তু কটুতিক্তলঘূনি চ ॥
কফপিত্তহরং ব্রণ্যমুষ্ণং তিক্তমবাতলং।
পটোলং কটুকং পাকে বৃষ্যং রোচনদীপনং ॥
কফবাতহরং তিক্তং রোচনং কটুকং লঘু।
বার্ত্তাকং দীপনং প্রোক্তং জীর্ণং সক্ষারপিত্তলং ॥
তদ্বৎকর্কোটকং প্রোক্তং কারবেল্লকমেব চ।
অটরূষকবেত্রাগ্রগুড়ূচীনিম্বপর্পটাঃ ॥
কিরাততিক্তসহিতাস্তিক্তাঃ পিত্তকফাপহাঃ।
কফাপহং শাকমুক্তং বরুণপ্রপুনাড়য়োঃ ॥
রুক্ষং লঘু চ শীতঞ্চ বাতপিত্তপ্রকোপণং।
দীপনং কালশাকন্তু গরদোষহরং কটু ॥
কৌসুম্ভং মধুরং রুক্ষমুষ্ণং শ্লেষ্মহরং লঘু।
বাতলং নালিকাশাকং পিত্তঘ্নং মধুরঞ্চ তৎ ॥
গ্রহণ্যর্শোবিকারঘ্নী সাম্লা বাতকফে হিতা।
উষ্ণা কষায়মধুরা চাঙ্গেরী চাগ্নিদীপনী।

লোণিকাজাতুকপর্ণিকাপত্তূরজীবকসুবর্চ্চলাকুকবককঠিঞ্জরকুন্তলিকাকুরণ্টিকাপ্রভৃতীনি।

স্বাদুপাকরসাঃ শীতাঃ কফঘ্না নাতিপিত্তলাঃ।

লবণানুরসা রুক্ষাঃ সক্ষারা বাতলাঃ সরাঃ ॥
স্বাদুতিক্তা কুন্তলিকা সকষায়া কুরণ্টিকা।
সংগ্রাহি শীতলঞ্চাপি লঘু দোষাবিরোধি চ ॥
রাজক্ষবকশাকস্তু সটীশাকস্তু তদ্বিধং।
স্বাদু পাকরসং শাকং দুর্জ্জরং হরিমন্থজং ॥
ভেদনং মধুরং রুক্ষং কলায়মতিবাতলং।
স্রংসনং কটুকং পাকে লঘুবাতকফাপহং ॥
শোফঘ্নমুষ্ণবীর্য্যন্তু পত্রং পূতিকরঞ্জজং।
তাম্বূলপত্রং তীক্ষ্ণোষ্ণং কটু পিত্তপ্রকোপণং ॥
সুগন্ধি বিশদং তিক্তং স্বর্য্যং বাতকফাপহং।
স্রংসনং কটুকং পাকে কসায়ং বহ্নিদীপনং ॥
বক্তু কণ্ডূমলক্লেদদৌর্গন্ধ্যাদিবিশোধনং ॥

অথ পুষ্পবর্গ।

কোবিদারশণশাল্মলীপুষ্পাণি মধুরাণি মধুরবিপাকানি রক্তপিত্তহরাণি চ। বৃষাগস্ত্যয়োঃ পুষ্পাণি তিক্তানি কটুবিপাকানি ক্ষয়কাসাপহানি। মধুশিগ্রুকরীরকুসুমানি কটুবিপাকানি বাতহরাণি সৃষ্টমূত্রপুরীষাণি চ।

আগস্ত্যং নাতিশীতোষ্ণং নক্তান্ধানাং প্রশস্যতে।
রক্তবৃক্ষস্য নিম্বস্য মুষ্ককার্কাসনস্য চ ॥
কফপিত্তহরং পুষ্পং কুষ্ঠঘ্নং কুটজস্য চ।
সতিক্তং মধুরং শীতং পদ্মং পিত্তকফাপহং ॥
মধুরং পিচ্ছিলং স্নিগ্ধং কুমুদং হ্লাদি শীতলং।
তস্মাদল্পান্তরগুণে বিদ্যাৎ কুবলয়োৎপলে ॥
সিন্ধুবারং বিজানীয়াদ্ধিতং পিত্তবিনাশনং।
মালতীমল্লিকে তিক্তে সৌরভ্যাৎ পিত্তনাশনে ॥

সুগন্ধি বিশদং হৃদ্যং বাকুলং পাটলানি চ ।
শ্লেষ্মপিত্তবিষঘ্নন্তু নাগং তদ্বচ্চ কুঙ্কুমং ॥
চম্পকং রক্তপিত্তঘ্নং শীতোষ্ণং কফনাশনং ।
কিংশুকং কফপিত্তঘ্নং তদ্বদেব কুরুণ্টকং ॥
যথারূক্ষং বিজানীয়াৎ পুষ্পং রুক্ষোচিতং তথা ।
মধুশিগ্রুকরীরাণি কটুশ্লেষ্মহরাণি চ ॥

ক্ষবককুলেচরবংশকরীরপ্রভৃতীনি কফহরাণি সৃষ্টমূত্রপুরীষাণি ।

ক্ষবকং কৃমিলং তেষু স্বাদুপাকং সপিচ্ছিলং ।
বিস্যন্দি বাতলং নাতি পিত্তশ্লেষ্মকরঞ্চ তৎ ॥
বেণোঃ করীরাঃ কফলা মধুরা রসপাকতঃ ।
বিদাহিনো বাতকরাঃ সকষায়া বিরুক্ষণাঃ ॥

উদ্ভিদানি পলালেক্ষুকরীষবেণুক্ষিতিজানি ॥

তত্রপলালজাতং মধুরং মধুরবিপাকং রুক্ষং দোষ প্রশমনঞ্চ ।
ইক্ষুজং মধুরং কষায়ানুরসং কটুকং শীতলঞ্চ ।
তদ্বদেবোষ্ণং কারীষং কষায়ং বাতকোপনঞ্চ ।
বেণুজাতং কষায়ং বাতকোপনঞ্চ ॥
ভূমিজং গুরুনাতিবাতলং ভূমিতশ্চাস্যানুরসঃ ॥

পিণ্যাকতিলকল্কস্থূণিকাশুষ্কশাকানি সর্ব্বদোষপ্রকোপণানি ।

বিষ্টম্ভিনঃ স্মৃতাঃ সর্ব্বে বটকা বাতকোপনাঃ ।
সিণ্ডাকী বাতলা সান্দ্রা রুচিষ্যানলদীপনী ॥
বিড়্ভেদি গুরু রুক্ষঞ্চ প্রায়ো বিষ্টম্ভি দুর্জরং ।
সকষায়ঞ্চ সর্ব্বং হি স্বাদু শাকমুদাহৃতং ॥
পুষ্পং পত্রং ফলং নালং কন্দাশ্চ গুরবঃ ক্রমাৎ ।
কর্কশং পরিজীর্ণঞ্চ কৃমিজুষ্টমদেশজং ॥
বর্জয়েৎ পত্রশাকন্তৎ যদকালবিরোহি চ ।

কন্দানত ঊৰ্দ্ধং বক্ষ্যামঃ।

বিদারীকন্দশতাবরীবিসমৃণালশৃঙ্গাটককশেরুকপিণ্ডালুকমধ্বালু-কহস্ত্যালুককাষ্ঠালুকশঙ্খালুকরক্তালুকেন্দীবরোৎপলকন্দপ্রভৃতীনি।

রক্তপিত্তহরাণ্যাহুঃ শীতানি মধুরাণি চ।
গুরূণি বহুশুক্রাণি স্তন্যবৃদ্ধিকরাণি চ॥
মধুরো বৃংহণো বৃষ্যঃ শীতঃ স্বর্য্যোঽতিমূত্রলঃ।
বিদারীকন্দো বল্যস্তু পিত্তবাতহরস্তু সঃ॥
বাতপিত্তহরা বৃষ্যা স্বাদুতিক্তা শতাবরী।
মহতী চৈব হৃদ্যা চ মেধাগ্নিবলবৰ্দ্ধিনী॥
গ্রহণ্যার্শোবিকারঘ্নী বৃষ্যা শীতা রসায়নী।
কফপিত্তহরাস্তিক্তাস্তস্যা এবাঙ্কুরাঃ স্মৃতাঃ॥
অবিদাহি বিসম্প্রোক্তং রক্তপিত্তপ্রসাদনং।
বিষ্টম্ভি দুর্জ্জরং রুক্ষং বিরসং মারুতাবহং॥
গুরুবিষ্টম্ভিশীতৌ চ শৃঙ্গাটককশেরুকৌ।
পিণ্ডালুকং কফকরং গুরু বাতপ্রকোপণং॥
সুরেন্দ্রকন্দঃ শ্লেষ্মঘ্নো বিপাকে কফপিত্তকৃৎ।
বেণোঃ করীরা গুরবঃ কফমারুতকোপনাঃ॥

স্থূলশূরণমাণকপ্রভৃতয়ঃ কন্দা ঈষৎকষায়াঃ কটুকা রুক্ষা বিষ্টম্ভিনো গুরবঃ কফবাতলাঃ পিত্তহরাশ্চ।

মাণকং স্বাদু শীতঞ্চ গুরুচাপি প্রকীৰ্ত্তিতং।
স্থূলকন্দস্তু নাত্যুষ্ণঃ শূরণো গুদকীলহা॥
কুমুদোৎপলপদ্মানাং কন্দা মারুতকোপনাঃ।
কষায়াঃ পিত্তশমনা বিপাকে মধুরা হিমাঃ॥
বারাহকন্দঃ শ্লেষ্মঘ্নঃ কটুকো রসপাকতঃ।
মেহকুষ্ঠকৃমিহরো বল্যো বৃষ্যো রসায়নঃ॥

তালনালিকেরখর্জ্জূরপ্রভৃতীনাং মস্তকমজ্জানঃ ।
স্বাদুপাকরসানাহূরক্তপিত্তহরাংস্তথা ।
শুক্রলাননিলঘ্নাংশ্চ কফবৃদ্ধিকরানপি ॥
বালং হ্যনার্ত্তবং জীর্ণং ব্যাধিতং ক্রিমিভক্ষিতং ।
কন্দং বিবর্জ্জয়েৎ সর্ব্বং যো বা সম্যক্ ন রোহতি ॥

অথ লবণবর্গঃ ।

সৈন্ধবসামুদ্রবিড়সৌবর্চ্চলরোমকোদ্ভিদপ্রভৃতীনি লবণানি যথোত্তরমুষ্ণানি বাতহরাণি কফপিত্তকরাণি যথাপূর্ব্বং স্নিগ্ধানি স্বাদূনি সৃষ্টমূত্রপুরীষাণি চেতি ।

চক্ষুষ্যং সৈন্ধবং হৃদ্যং রুচ্যং লঘ্বগ্নিদীপনং ।
স্নিগ্ধং সমধুরং বৃষ্যং শীতং দোষঘ্নমুত্তমং ॥
সামুদ্রং মধুরং পাকে নাত্যুষ্ণমবিদাহি চ ।
ভেদনং স্নিগ্ধমীষচ্চ শূলঘ্নং নাতিপিত্তলং ॥
সক্ষারং দীপনং রুক্ষং শূলহৃদ্রোগনাশনং ।
রোচনং তীক্ষ্ণমুষ্ণঞ্চ বিড়ং বাতানুলোমনং ॥
লঘু সৌবর্চ্চলং পাকে বীর্য্যোষ্ণং বিশদং কটু ।
গুল্মশূলবিবন্ধঘ্নং হৃদ্যং সুরভি রোচনং ॥
রোমকং তীক্ষ্ণমত্যুষ্ণং ব্যবায়ি কটুপাকি চ ।
বাতঘ্নং লঘু বিস্যন্দি সূক্ষ্মং বিড়্ভেদি মূত্রলং ॥
লঘু তীক্ষ্ণোষ্ণমুৎক্লেদি সূক্ষ্মং বাতানুলোমনং ।
সতিক্তং কটু সক্ষারং বিদ্যাল্লবণমৌদ্ভিদং ॥
কফবাতক্রিমিহরং লেখনং পিত্তকোপনং ।
দীপনং পাচনং ভেদি লবণং গুটিকাহ্বয়ং ॥
ঊষসূতং বালুকেলং শৈলমূলাকরোদ্ভবং ।
লবণং কটুকং ছেদি বিহিতং কটু চোচ্যতে ॥

যবক্ষারস্বর্জ্জিকাক্ষারপাকিমটঙ্কণক্ষারাঃ।
গুল্মার্শোগ্রহণীদোষশর্করাশ্মরিনাশনাঃ ॥
ক্ষারাস্তু পাচনাঃ সর্ব্বে রক্তপিত্তকরাঃ স্মৃতাঃ।
জ্ঞেয়ৌ বহ্নিসমৌ ক্ষারৌ স্বর্জ্জিকাযাবশূকজৌ ॥
শুক্রশ্লেষ্মবিবন্ধার্শোগুল্মপ্লীহবিনাশনৌ।
উষ্ণোঽনিলঘ্নঃ প্রক্লেদ ঊষক্ষারো বলাপহঃ ॥
মেদোঘ্নঃ পাকিমঃ ক্ষারো মূত্রবস্তিবিশোধনঃ ॥
বিরুক্ষণোঽনিলকরঃ শ্লেষ্মঘ্নঃ পিত্তদূষণঃ।
অগ্নিদীপ্তিকরস্তীক্ষ্ণষ্টঙ্কণঃ ক্ষার উচ্যতে ॥
সুবর্ণং স্বাদু হৃদ্যঞ্চ বৃংহণীয়ং রসায়নং।
দোষত্রয়ঘ্নং শীতঞ্চ চক্ষুষ্যং বিষসূদনং ॥
রূপ্যমম্লং সরং শীতং সস্নেহং পিত্তবাতনুৎ।
তাম্রং কষায়ং মধুরং লেখনং শীতলং সরং ॥
তিক্তং কাংস্যং লেখনঞ্চ চক্ষুষ্যং কফবাতজিৎ।
বাতকৃৎ শীতলং লোহং তৃষ্ণাপিত্তকফপ্রণুৎ ॥
কটু ক্রিমিঘ্নে লবণে ত্রপুসীসে বিলেখনে।
মুক্তাবিদ্রুমবজ্রেন্দ্রবৈদূর্য্যস্ফটিকাদয়ঃ।
চক্ষুষ্যা মণয়ঃ শীতা লেখনা বিষসূদনাঃ ॥
পবিত্রা ধারণায়াশ্চ পাপ্মালক্ষ্মীমলাপহাঃ ॥
ধান্যেষু মাংসেষু ফলেষু চৈব শাকেষু চানুক্ত মিহাপ্রমেয়াৎ।
আস্বাদতো ভূতগুণৈশ্চ মত্বা তদাদিশেদ্দ্রব্যমনল্পবুদ্ধিঃ ॥
ষষ্টিকা যবগোধুমা লোহিতা যে চ শালয়ঃ।
মুদ্গাঢ়কীমসূরাশ্চ ধান্যেষু প্রবরাঃ স্মৃতাঃ ॥
লাবতিত্তিরিসারঙ্গকুরঙ্গৈণকপিঞ্জলাঃ।
ময়ূরবর্ম্মিকূর্ম্মাশ্চ শ্রেষ্ঠা মাংসগণেষ্বিহ ॥
দাড়িমামলকং দ্রাক্ষা খর্জ্জূরং সপরূষকং।

রাজাদনং মাতুলুঙ্গং ফলবর্গে প্রশস্যতে ॥
সতীনো বাস্তুকশ্চুচ্চূচিল্লীমূলকপোতিকাঃ।
মণ্ডুকপর্ণী জীবন্তী শাকবর্গে প্রশস্যতে ॥
গব্যং ক্ষীরং ঘৃতং শ্রেষ্ঠং সৈন্ধবং লবণেষু চ।
ধাত্রী দাড়িমমম্লেষু পিপ্পলী নাগরং কটৌ ॥
তিক্তে পটোলবার্ত্তাকে মধুরে ঘৃতমুচ্যতে।
ক্ষৌদ্রং পূগফলং শ্রেষ্ঠং কষায়ে সপরূষকং।
শর্করেক্ষুবিকারেষু পানে মধ্বাসবৌ তথা ॥
পরিসংবৎসরং ধান্যং মাংসং বয়সি মধ্যমে।
অপর্য্যুষিতমন্নন্তু সংস্কৃতং মাত্রয়া শুভং ॥
ফলং পর্য্যাগতং শাকমশুষ্কং তরুণং নবং।
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি কৃতান্নগুণবিস্তরং ॥
লাজমণ্ডো বিশুদ্ধানাং পথ্যঃ পাচনদীপনঃ।
বাতানুলোমনো হৃদ্যঃ পিপ্পলীনাগরাযুতঃ ॥
স্বেদাগ্নিজননী লঘ্বী দীপনী বস্তিশোধনী।
ক্ষুত্তৃট্শ্রমগ্লানিহরী পেয়া বাতানুলোমনী ॥
বিলেপী তর্পণী হৃদ্যা গ্রাহিণী বলবর্দ্ধনী।
পথ্যা স্বাদুরসা লঘ্বী দীপনী ক্ষুত্তৃষাপহা ॥
হৃদ্যা সন্তর্পণী বৃষ্যা বৃংহণী বলবর্দ্ধনী।
শাকমাংসফলৈর্যুক্তা যবাগ্বস্তাশ্চ দুর্জ্জরাঃ ॥
সিক্থৈর্ব্বিরহিতো মণ্ডঃ পেয়া সিক্থসমন্বিতা ॥
বিলেপী বহুসিক্থা স্যাদ্যবাগূর্ব্বিরলদ্রবা।
বিষ্টম্ভী পায়সো বল্যো মেদঃকফকরো গুরুঃ ॥
কফপিত্তকরী বল্যা কৃশরাঽনিলনাশিনী।
ধৌতস্তু বিমলঃ শুদ্ধো মনোজ্ঞঃ সুরভিঃ সমঃ ॥
স্বিন্নঃ সুপ্রস্রুতস্তুষ্ণো বিশদস্ত্বোদনো লঘুঃ।

অধৌতোঽপ্রস্রুতোঽস্বিন্নঃ শীতশ্চাপ্যোদনো গুরুঃ ॥
লঘুঃ সুগন্ধিঃ কফহা বিজ্ঞেয়ো ভৃষ্টতণ্ডুলঃ।
স্নেহৈর্ম্মাংসৈঃ ফলৈঃ কন্দৈর্ব্বৈদলাম্লৈশ্চ সংযুতাঃ ॥
গুরবো বৃংহণা বল্যা যে চ ক্ষীরোপসাধিতাঃ।
সুস্বিন্নো নিস্তুষো ভৃষ্ট ঈষৎসূপো লঘুর্হিতঃ ॥
স্বিন্নং নিপীড়িতং শাকং হিতং স্যাৎ স্নেহসংস্কৃতং।
অস্বিন্নং স্নেহরহিতমপীড়িতমতোঽন্যথা ॥
মাংসং স্বভাবতো বৃষ্যং স্নেহনং বলবর্দ্ধনং।
স্নেহগোরসধান্যাম্লফলাম্লকটুকৈঃ সহ ॥
সিদ্ধং মাংসং হিতং বল্যং রোচনং বৃংহণং গুরু।
তদেব গোরসাদানং সুরভিদ্রব্যসংস্কৃতং ॥
বিদ্যাৎ পিত্তকফোদ্রেকি বলমাংসাগ্নিবর্দ্ধনং।
পরিশুষ্কং স্থিরং স্নিগ্ধং হর্ষণং প্রীণনং গুরু ॥
রোচনং বলমেধাগ্নিমাংসৌজঃশুক্রবর্দ্ধনং।
তদেবোল্লপ্তপিষ্টত্বাদুল্লুপ্তমিতি পাচকাঃ ॥
পরিশুষ্কগুণৈর্যুক্তং বহ্নৌ পক্কমতো লঘু।
তদেব শূলিকাপ্রোতমঙ্গারে পরিপাচিতং ॥
জ্ঞেয়ং গুরুতরং কিঞ্চিৎ প্রদিগ্ধং গুরুপাকতঃ।
উল্লুপ্তং ভর্জ্জিতং পিষ্টং প্রতপ্তং কন্দুপাচিতং ॥
পরিশুষ্কং প্রদগ্ধঞ্চ শূল্যং যচ্চান্যদীদৃশং।
মাংসং যত্তৈলসিদ্ধন্তু বীর্য্যোষ্ণং পিত্তকৃল্লঘু ॥
লঘ্বগ্নিদীপনং হৃদ্যং রুচ্যং দৃষ্টিপ্রসাদনং।
অনুষ্ণবীর্য্যং পিত্তঘ্নং মনোজ্ঞং ঘৃতসাধিতং ॥
প্রীণনঃ প্রাণজননঃ শ্বাসকাসক্ষয়াপহঃ।
বাতপিত্তশ্রমহরো হৃদ্যো মাংসরসঃ স্মৃতঃ ॥
স্মৃত্যোজঃস্বরহীনানাং জ্বরক্ষীণক্ষতোরসাং।

ভগ্নবিশ্লিষ্টসন্ধীনাং কৃশানামল্পরেতসাং ॥
আপ্যায়নঃ সংহননঃ শুক্রৌজোবলবর্দ্ধনঃ।
সদাড়িমযুতো বৃষ্যঃ সংস্কৃতো দোষনাশনঃ ॥
যস্মাৎসমুদ্ধৃতরসং ন তৎপুষ্টিবলাবহং।
বিষ্টম্ভি দুর্জরং রুক্ষং বিরসং মারুতাবহং ॥
দীপ্তাগ্নীনাং সদা পথ্যঃ খানিষ্কস্তু পরং গুরুঃ।
মাংসং নিরস্থি সুস্বিন্নং পুনর্দৃষদি চূর্ণিতং ॥
পিপ্পলীশুণ্ঠিমরিচগুড়সর্পিঃসমন্বিতং।
একধ্যং পাচয়েৎসম্যক্ বেসবার ইতি স্মৃতঃ ॥
বেসবারো গুরুঃ স্নিগ্ধো বল্যো বাতরুজাপহঃ।
প্রীণনঃ সর্ব্বধাতূনাং বিশেষাম্মুখশোষিণাং ॥
ক্ষুত্তৃষ্ণাপহরঃ শ্রেষ্ঠঃ সৌরাবঃ স্বাদুশীতলঃ।
কফঘ্নো দীপনো হৃদ্যঃ শুদ্ধানাং প্রাণিনামপি ॥
জ্ঞেয়ঃ পথ্যতমশ্চাপি মুদ্গযূষঃ কৃতাকৃতঃ।
স তু দাড়িমমৃদ্বীকাযুক্তঃ স্যাদ্রাগষাড়বঃ ॥
রুচিষ্যো লঘুপাকশ্চ দোষাণামবিরোধকৃৎ।
মসূরমুদ্গগোধূমকুলত্থলবণৈঃ কৃতঃ ॥
কফপিত্তাবিরোধী স্যাদ্বাতব্যাধৌ চ শস্যতে।
মৃদ্বীকাদাড়িমৈর্যুক্তঃ স এবোক্তোঽনিলার্দ্দিতে ॥
রোচনো দীপনোহৃদ্যো লঘুপাক্যুপদিশ্যতে।
পটোলনিম্বযূষৌ তু কফমেদোবিশোষিণৌ ॥
পিত্তঘ্নৌ দীপনৌ হৃদ্যৌ কৃমিকুষ্ঠজ্বরাপহৌ।
শ্বাসকাসপ্রতিশ্যায়প্রসেকারোচকজ্বরান্ ॥
হন্তি মূলকযূষস্তু কফমেদো গলাময়ান্।
কুলত্থযূষোঽনিলহা শ্বাসপীনসনাশনঃ ॥
তূণীপ্রতূণীকাসার্শোগুল্মোদাবর্ত্তনাশনঃ।

দাড়িমামলকৈর্য়ূষো হৃদ্যঃ সংশমনো লঘুঃ ॥
প্রাণাগ্নিজননো মূর্চ্ছামেদোঘ্নঃ পিত্তবাতজিৎ।
মুদ্গামলকযূষস্তু গ্রাহী পিত্তকফে হিতঃ ॥
যবকোলকুলত্থানাং যূষঃ কণ্ঠ্যোঽনিলাপহঃ।
সর্ব্বধান্যকৃতস্তদ্বদ্বৃংহণঃ প্রাণবর্দ্ধনঃ ॥
খলকাম্বলিকৌ হৃদ্যৌ তথা বাতকফে হিতৌ।
বল্যঃ কফানিলৌ হন্তি দাড়িমাম্লোঽগ্নিদীপনঃ ॥
দধ্যম্লঃ কফকৃদ্বল্যঃ স্নিগ্ধো বাতহরো গুরুঃ।
তক্রাম্লঃ পিত্তকৃৎ প্রোক্তো বিষরক্তপ্রদূষণঃ ॥
খড়াঃ খড়যবাগ্বশ্চ ষাড়বাঃ পানকানি চ।
এবমাদীনি চান্যানি ক্রিয়ন্তে বৈদ্যবাক্যতঃ ॥
অস্নেহলবণং সর্ব্বমকৃতং কটুকৈর্ব্বিনা।
বিজ্ঞেয়ং লবণস্নেহকটুকৈঃ সংযুতং কৃতং ॥
অথ গোরসধান্যাম্লফলাম্লৈরন্বিতঞ্চ যৎ।
যথোত্তরং লঘু হিতং সংস্কৃতাসংস্কৃতং রসে ॥
দধিমস্ত্বম্লসিদ্ধস্তু যূষঃ কাম্বলিকঃ স্মৃতঃ।
তিলপিণ্যাকবিকৃতিঃ শুষ্কশাকং বিরূঢ়কং ॥
সিণ্ডাকী চ গুরূণিঃ স্যুঃ কফপিত্তকরাণিচ।
তদ্বচ্চ বটকান্যাহুর্ব্বিদাহীনি গুরূণিচ ॥
লষবো বৃংহণা বৃষ্যা হৃদ্যা রোচন দীপনাঃ।
তৃষ্ণামূর্চ্ছাভ্রমচ্ছর্দ্দিশ্রমঘ্না রাগষাড়বাঃ ॥
রসালা বৃংহণী বল্যা স্নিগ্ধা বৃষ্যা চ রোচনী।
স্নেহনং গুড়সংযুক্তং হৃদ্যং দধ্যনিলাপহং ॥
সক্তবঃ সর্পিষাভ্যক্তাঃ শীতবারিপরিপ্লুতাঃ।
নাতিদ্রবা নাতিসান্দ্রা মন্থ ইত্যুপদিশ্যতে ॥
মন্থঃ সদ্যোবলকরঃ পিপাসাশ্রমনাশনঃ।

সাম্লস্নেহগুড়ো মূত্রকৃচ্ছ্রোদাবর্ত্তনাশনঃ ॥
শর্করেক্ষুরসদ্রাক্ষাযুক্তঃ পিত্তবিকারনুৎ।
দ্রাক্ষামধুকসংযুক্তঃ কফরোগনিবর্হণঃ ॥
বর্গত্রয়েণোপহিতো মলদোষানুলোমনঃ।
গৌড়মম্লমনম্লং বা পানকং গুরু মূত্রলং ॥
তদেব খণ্ডমৃদ্বীকাশর্করাসহিতং পুনঃ।
সাম্লং সুতীক্ষ্ণং সুহিমং পানকং স্যান্নিরত্যয়ং ॥
মার্দ্বীকং তু শ্রমহরং মূর্চ্ছাদাহতৃষাপহং।
পরূষকাণাং কোলানাং হৃদ্যং বিষ্টম্ভি পানকং ॥
দ্রব্যসংযোগসংস্কারং জ্ঞাত্বা মাত্রাঞ্চ সর্ব্বতঃ।
পানকানাং যথাযোগং গুরুলাঘবমাদিশেৎ ॥

ইতিকৃতান্নবর্গঃ।

বক্ষ্যাম্যতঃ পরং ভক্ষ্যান্ রসবীর্য্যবিপাকতঃ।
ভক্ষ্যাঃ ক্ষীরকৃতা বল্যা বৃষ্যা হৃদ্যাঃ সুগন্ধিনঃ।
অদাহিনঃ পুষ্টিকরা দীপনাঃ পিত্তনাশনাঃ ॥
তেষাং প্রাণকরা হৃদ্যা ঘৃতপূরাঃ কফাবহাঃ।
বাতপিত্তহরা বৃষ্যা গুরবো রক্তমাংসলাঃ ॥
বৃংহণা গৌড়িকা ভক্ষ্যা গুরবোঽনিলনাশনাঃ।
অদাহিনঃ পিত্তহরাঃ শুক্রলাঃ কফবর্দ্ধনাঃ ॥
মধুমস্তকসংযাবাঃপূপা হ্যেতে বিশেষতঃ।
গুরবো বৃংহণাশ্চৈব মোদকাস্তু সুদুর্জরাঃ ॥
রোচনো দীপনঃ স্বর্য্যঃ পিত্তঘ্নঃ পবনাপহঃ।
গুরুর্মৃষ্টতমশ্চৈব সট্টকঃ প্রাণবর্দ্ধনঃ ॥
হৃদ্যঃ সুগন্ধির্মধুরঃ স্নিগ্ধঃ কফকরো গুরুঃ।
বাতাপহস্তৃপ্তিকরো বল্যো বিস্যন্দনঃ স্মৃতঃ ॥
বৃংহণা বাতপিত্তঘ্না ভক্ষ্যা বল্যাস্তু সামিতাঃ।

হৃদ্যাঃ পথ্যতমাস্তেষাং লঘবঃ ফেনকাদয়ঃ ॥
মুদ্গাদিবেসবারাণাং পূর্ণা বিষ্টম্ভিনো মতাঃ।
বেসবারৈঃ সপিশিতৈঃ সম্পূর্ণা গুরুবৃংহণাঃ ॥
পাললাঃ শ্লেষ্মজননা শষ্কুল্যঃ কফপিত্তলাঃ।
বীর্য্যোষ্ণাঃ পৈষ্টিকা ভক্ষ্যাঃ কফপিত্তপ্রকোপণাঃ ॥
বিদাহিনো নাতিবলা গুরবশ্চ বিশেষতঃ।
বৈদলা লঘবো ভক্ষ্যা কষায়াঃ সৃষ্টমারুতাঃ ॥
বিষ্টম্ভিনঃ পিত্তসমাঃ শ্লেষ্মঘ্না ভিন্নবর্চ্চসঃ।
বল্যা বৃষ্যাস্তু গুরবো বিজ্ঞেয়া মাষসাধিতাঃ ॥
কূর্চ্চিকা বিকৃতা ভক্ষ্যা গুরবো নাতিপিত্তলাঃ।
বিরূঢ়ককৃতা ভক্ষ্যা গুরবো ঽনিলপিত্তলাঃ ॥
বিদাহোৎক্লেশজননা রূক্ষা দৃষ্টিপ্রদূষণাঃ।
হৃদ্যাঃ সুগন্ধিনো বৃষ্যা লঘবো ঘৃতপাচিতাঃ ॥
বাতপিত্তহরা বল্যা বর্ণদৃষ্টিপ্রসাদনাঃ।
বিদাহিনস্তৈলকৃতা গুরবঃ কটুপাকিনঃ ॥
উষ্ণা মারুতদৃষ্টিঘ্নাঃ পিত্তলাস্ত্বক্প্রদূষণাঃ।
ফলমাংসেক্ষুবিকৃতি-তিলমাষোপসংস্কৃতাঃ ॥
ভক্ষ্যা বল্যাস্তু গুরবো বৃংহণা হৃদয়প্রিয়াঃ।
কপালাঙ্গারপক্কাস্তু লঘবো বাতকোপনাঃ ॥
সুপক্কাস্তনবশ্চাপি ভূয়িষ্ঠং লঘবো মতাঃ।
সকিলাটাদয়ো ভক্ষ্যা গুরবঃ কফবর্দ্ধনাঃ ॥
কুল্মাষা বাতলা রূক্ষা গুরবো ভিন্নবর্চ্চসঃ।
উদাবর্ত্তহরো বাট্যঃ কাসপীনসমেহনুৎ ॥
ধানোলুম্বাস্তু লঘবঃ কফমেদোবিশোষণাঃ।
সক্তবো বৃংহণা বৃষ্যাস্তৃষ্ণাপিত্তকফাপহাঃ ॥
পীতাঃ সদ্যো বলকরা ভেদিনঃ পবনাপহাঃ।

গুর্ব্বী পিণ্ডী খরাত্যর্থ্যং লঘ্বী সৈব বিপর্য্যয়াৎ ॥
সক্তূনামাশু জীর্য্যেত মৃদুত্বাদবলেহিকা।
লাজাশ্ছর্দ্দ্যতিসারঘ্না দীপনাঃ কফনাশনাঃ ॥
বল্যাঃ কষায়মধুরা লঘবস্তৃণ্মলাপহাঃ।
তৃট্ছর্দ্দিদাহঘর্ম্মার্ত্তিনুদস্তৎসক্তবো মতাঃ ॥
রক্তপিত্তহরাশ্চৈব দাহজ্বরবিনাশনাঃ।
পৃথুকা গুরবঃ স্নিগ্ধা বৃংহণাঃ কফবর্দ্ধনাঃ ॥
বল্যাঃ সক্ষীরভাবাত্তু বাতঘ্না ভিন্নবর্চ্চসঃ।
সুদুর্জরঃ স্বাদুরসো বৃংহণস্তণ্ডুলো নবঃ ॥
সন্ধানকৃৎস্নেহহরঃ পুরাণস্তণ্ডুলঃ স্মৃতঃ।
দ্রব্যসংযোগসংস্কারবিকারান্ সমবেক্ষ্য তু ॥
যদা কারণমাসাদ্য ভোক্তৄণাং ছন্দতোঽপি বা।
অনেকদ্রব্য-যোনিত্বাচ্ছাস্ত্রতস্তান্বিনির্দ্দিশেৎ ॥

অতঃ সর্ব্বাণ্যনুপানান্যুপদেক্ষ্যামঃ।

অম্লেন কেচিদ্বিহতা মনুষ্যা মাধুর্য্যযোগে প্রণয়ীভবন্তি।
তথাম্লযোগে মধুরেণ তৃপ্তস্তেষাং যথেষ্টং প্রবদন্তি পথ্যং ॥
শীতোষ্ণতোয়াসবমদ্যযূষ-ফলাম্লধান্যাম্লপয়োরসানাং।
যস্যানুপানন্তু হিতং ভবেদ্যত্তস্মৈ প্রদেয়ং ত্বিহ মাত্রয়া তৎ ॥
ব্যাধিঞ্চ কালঞ্চ বিভাব্য ধীরৈর্দ্রব্যাণি ভোজ্যানি চ তানি তানি।
সর্ব্বানুপানেষু বরং বদন্তি মেধ্যং যদম্ভঃ শুচিভাজনস্থং ॥
লোকস্য জন্মপ্রভৃতি প্রশস্তং তোয়াত্মকাঃ সর্ব্বরসাশ্চ দৃষ্টাঃ।
সংক্ষেপ এষোঽভিহিতোঽনুপানেষ্বতঃপরং বিস্তরতো বিধাস্যে ॥

উষ্ণোদকানুপানন্তু স্নেহানামথ শস্যতে।
ঋতে ভল্লাতকস্নেহাৎ স্নেহাত্তৌবরকাত্তথা ॥
অনুপানং বদন্ত্যেকে তৈলে যূষাম্লকাঞ্জিকে।
শীতোদকং মাক্ষিকস্য পিষ্টান্নস্য চ সর্ব্বশঃ ॥

দধিপায়সমগ্যার্ত্তিবিষজুষ্টে তথৈব চ।
কেচিৎ পিষ্টময়স্যাহুরনুপানং সুখোদকং ॥
পয়োমাংসরসো বাপি শালিমুদ্গাদিভোজিনাং।
যুদ্ধাধ্বাতপসন্তাপবিষমদ্যরুজাসু চ ॥
মাষাদেরনুপানন্তু ধান্যাম্লং দধিমস্তু বা।
মদ্যং মদ্যোচিতানান্তু সর্ব্বমাংসেষু পূজিতং ॥
অমদ্যপানামুদকং ফলাম্লং বা প্রশস্যতে।
ক্ষীরং ঘর্ম্মাধ্ব-ভাষ্য-স্ত্রীক্লান্তানামমৃতোপমং ॥
সুরাকৃশানাং স্থূলানামনুপানং মধূদকং।
নিরাময়ানাং চিত্রন্তু ভক্তমধ্যে প্রকীর্ত্তিতং ॥
স্নিগ্ধোষ্ণং মারুতে পথ্যং কফে রূক্ষোষ্ণমিষ্যতে।
অনুপানং হিতং চাপি পিত্তে মধুরশীতলং ॥
হিতং শোণিতপিত্তিভ্যঃ ক্ষীরমিক্ষুরসস্তথা।
অর্কসেলুশিরীষাণামাসবাস্তু বিষার্ত্তিষু ॥
অতঃ পরন্তু বর্গাণামনুপানং পৃথক্ পৃথক্।
প্রবক্ষ্যাম্যানুপূর্ব্বেণ সর্ব্বেষামেব মে শৃণু ॥

তত্র পূর্ব্বশস্যজাতীনাং বদরাম্লবৈদলানাং ধান্যাম্লং জঙ্ঘালানাং ধন্বজানাঞ্চ পিপ্পল্যাসবঃ। বিষ্কিরাণাং কোলবদরাসবঃ। প্রতুদানান্তু ক্ষীরবৃক্ষাসবঃ। গুহাশয়ানান্তু খর্জ্জূরনালিকেলাসবঃ প্রসহনামশ্বগন্ধাসবঃ। পর্ণমৃগাণাং কৃষ্ণগন্ধাসবঃ। বিলেশয়ানাং ফলসারাসবঃ। একশফানাং ত্রিফলাসবঃ। অনেকশফানাং খদিরাসবঃ। কূলচরাণান্তু শৃঙ্গাটককশেরুকাসবঃ। কোশবাসিনাং পাদিনাঞ্চ তদেব। প্লবানামিক্ষুরসাসবঃ। নাদেয়ানাং মৃণালাসবঃ। সামুদ্রাণাং মাতুলুঙ্গাসবঃ। অম্লানাং ফলানাং পদ্মোৎপলকন্দাসবঃ। কষায়াণাং দাড়িমবেত্রাসবঃ। মধুরাণাং ত্রিকটুকযুক্তঃ কন্দাসবঃ। তালফলাদীনাং ধান্যাম্লং।

কটুকানাং দূর্ব্বানলবেত্রাসবঃ। পিপ্পল্যাদীনাং শ্বদংষ্ট্রাবসুকাসবঃ কুষ্মাণ্ডাদীনাং দার্ব্বীকরীরাসবঃ। চুচ্চুপ্রভৃতীনাং লোধ্রাসবঃ। জীবন্ত্যাদীনাং ত্রিফলাসবঃ। কুসুম্ভশাকস্য সএব। মণ্ডূকপর্ণ্যাদীনাং মহাপঞ্চমূলাসবঃ। বালমস্তকাদীনামম্লফলাসবঃ। সৈন্ধবাদীনাং সুরাসব আরনালঞ্চ। তোয়ং বা সর্ব্বত্রেতি।

ভবন্তিচাত্র।

সর্ব্বেষামনুপানানাং মাহেন্দ্রতোয়মুত্তমং।
সাত্ম্যং যস্য তু যত্তোয়ং তত্তস্মৈ হিতমুচ্যতে॥
উষ্ণং বাতে কফে তোয়ং পিত্তে রক্তে চ শীতলং।
দোষবদ্গুরু বা ভুক্তমতিমাত্রমথাপি বা॥
যথোক্তেনানুপানেন সুখমন্নং প্রজীর্য্যতি।
রোচনং বৃংহণং বৃষ্যং দোষসঙ্ঘাতভেদনং॥
তর্পণং মার্দ্দবকরং শ্রমক্লমহরং সুখং।
দীপনং দোষশমনং পিপাসাচ্ছেদনং পরং॥
বল্যং বর্ণকরং সম্যগনুপানং সদোচ্যতে।
তদাদৌ কর্শয়েৎপীতং স্থাপয়েন্মধ্যসেবিতং॥
পশ্চাৎপীতং বৃংহয়তি তস্মাদ্বীক্ষ্য প্রয়োজয়েৎ।
স্থিরতাং গতমক্লিন্নমন্নমদ্রবপায়িনাং॥
ভবত্যাবাধজননমনুপানমতঃ পিবেৎ।
ন পিবেচ্ছ্বাসকাসার্ত্তো রোগেচাপূর্দ্ধজত্রুগে॥
ক্ষতোরস্কঃ প্রসেকী চ যস্য চোপহতঃ স্বরঃ।
পীত্বাঽধ্বভাষ্যাধ্যয়নগেয়স্বপ্নান্ন শীলয়েৎ॥
প্রদূষ্যামাশয়ং তদ্ধি তস্য কণ্ঠোরসি স্থিতং।
স্যন্দাগ্নিসাদচ্ছর্দ্দ্যাদীনাময়ান্জনয়েদ্বহূন্॥
গুরুলাঘবচিন্তেয়ং স্বভাবং নাতিবর্ত্ততে।
তথা সংস্কারমাত্রাং ন কালাংশ্চাপ্যুত্তরোত্তরং॥

মন্দকর্ম্মানলারোগ্যাঃ সুকুমারাঃ সুখোচিতাঃ।
জন্তবো যে তু তেষাং হি চিন্তেয়ং পরিকীর্ত্তিতা ॥
বলিনঃ খরভক্ষ্যা যে যে চ দীপ্তাগ্নয়ো নরাঃ।
কর্ম্মনিত্যাশ্চ যে তেষাং নাবশ্যং পরিকীর্ত্ত্যতে ॥

ইতি সর্ব্বানুপানবর্গঃ।

অথাহারবিধিং বৎস বিস্তরেণাখিলং শৃণু।
আপ্তান্বিতমসংকীর্ণং শুচি কার্য্যং মহানসং ॥
তত্রাপ্তৈর্গুণসম্পন্নমন্নং ভক্ষ্যং সুসংস্কৃতং।
শুচৌ দেশে সুসংগুপ্তং সমুপস্থাপয়েদ্ভিষক্ ॥
বিষঘ্নৈরগদৈঃ স্পৃষ্টং প্রোক্ষিতং ব্যজনোদকৈঃ।
সিদ্ধৈর্ম্মন্ত্রৈর্হতবিষং সিদ্ধমন্নং নিবেদয়েৎ ॥
বক্ষ্যাম্যতঃ পরং কৃৎস্নমাহারস্যোপকল্পনাং।
ঘৃতং কার্ষ্ণ্যায়সে দেয়ং পেয়া দেয়াতু রাজতে ॥
ফলানি সর্ব্বভক্ষ্যাংশ্চ প্রদদ্যাদ্বৈদলেষু চ।
পরিশুষ্কপ্রদিগ্ধানি সৌবর্ণেষু প্রকল্পয়েৎ ॥
প্রদ্রবাণি রসাংশ্চৈব রাজতেষূপহারয়েৎ।
কটূরাণি খড়াংশ্চৈব সর্ব্বান্ শৈলেষু দাপয়েৎ ॥
দদ্যাত্তাম্রময়ে পাত্রে সুশীতং সুশৃতং পয়ঃ।
পানীয়ং পানকং মদ্যং মৃণ্ময়েষু প্রদাপয়েৎ ॥
কাচস্ফটিকপাত্রেষু শীতলেষু শুভেষু চ।
দদ্যাদ্বৈদূর্য্যপাত্রেষু রাগষাড়বসট্টকান্ ॥
পুরস্তাদ্বিমলে পাত্রে সুবিস্তীর্ণে মনোরমে।
সূদঃ সূপৌদনং দদ্যাৎ প্রদেহাংশ্চ সুসংস্কৃতান্ ॥
ফলানি সর্ব্বভক্ষ্যাংশ্চ পরিশুষ্কাণি যানি চ।
তানি দক্ষিণপার্শ্বেতু ভুঞ্জানস্যোপকল্পয়েৎ ॥
প্রদ্রবাণি রসাংশ্চৈব পানীয়ং পানকং পয়ঃ।

খড়ান্ যূষাংশ্চ পেয়াংশ্চ সব্যে পার্শ্বে প্রদাপয়েৎ ॥
সর্ব্বান্ গুড়বিকারাংশ্চ রাগষাড়বসট্টকান্।
পুরস্তাৎ স্থাপয়েৎপ্রাজ্ঞো দ্বয়োরপি চ মধ্যতঃ ॥
এবং বিজ্ঞায় মতিমান্ ভোজনস্যোপকল্পনাং।
ভোক্তারং বিজনে রম্যে নিঃসম্বাধে শুভে শুচৌ ॥
সুগন্ধি পুষ্পরচিতে সমে দেশেঽথ ভোজয়েৎ।
বিশিষ্টমিষ্টসংস্কারৈঃ পথ্যৈরিষ্টৈরসাদিভিঃ ॥
মনোজ্ঞং শুচি নাত্যুষ্ণং প্রত্যগ্রমশনং হিতং।
পূর্ব্বং মধুরমশ্নীয়ান্মধ্যেঽম্ললবণৌ রসৌ ॥
পশ্চাচ্ছেষান্ রসান্ বৈদ্যো ভোজনেষ্বচারয়েৎ।
আদৌ ফলানি ভুঞ্জীত দাড়িমাদীনি বুদ্ধিমান্ ॥
ততঃ পেয়াংস্ততো ভোজ্যান্ ভক্ষ্যাংশ্চিত্রাংস্ততঃ পরং।
ঘনম্পূর্ব্বং সমশ্নীয়াৎ কেচিদাহুর্ব্বিপর্য্যয়ং ॥
আদাবন্তেচ মধ্যেচ ভোজনস্য তু শস্যতে।
নিরত্যয়ং দোষহরং ফলেষ্বামলকং নৃণাং ॥
মৃণালবিসশালূককন্দেক্ষুপ্রভৃতীনি চ।
পূর্ব্বং যোজ্যানি ভিষজা নতু ভুক্তে কথঞ্চন ॥
সুখমুচ্চৈঃ সমাসীনঃ সমদেহোঽন্নতৎপরঃ।
কালে সাত্ম্যং লঘু স্নিগ্ধং ক্ষিপ্রমুষ্ণং দ্রবোত্তরং ॥
বুভুক্ষিতোঽন্নমশ্নীয়ান্মাত্রাবদ্বিদিতাগমঃ।
কালে ভুক্তং প্রীণয়তি সাত্ম্যমন্নং ন বাধতে ॥
লঘু শীঘ্রং ব্রজেৎপাকং স্নিগ্ধোষ্ণং বলবহ্নিদং।
ক্ষিপ্রং ভুক্তং সমং পাকং যাত্যদোষং দ্রবোত্তরং ॥
সুখং জীর্য্যতি মাত্রাবদ্ধাতুসাম্যং করোতি চ।
অতীবায়তযামাস্তু ক্ষপা যেষু তুষু স্মৃতাঃ ॥
তেষু তৎপ্রত্যনীকাঢ্যং ভুঞ্জীত প্রাতরেব তু।

যেষু চাপি ভবেয়ুশ্চ দিবসা ভৃশমায়তাঃ ॥
তেষু তৎকালবিহিতমপরাহ্ণে প্রশস্যতে।
রজন্যো দিবসাশ্চৈব যেষু চাপি সমাঃ স্মৃতাঃ ॥
কৃত্বা সমমহোরাত্রং তেষু ভুঞ্জীত ভোজনং।
নাপ্রাপ্তাতীতকালং বা হীনাধিকমথাপি বা ॥
অপ্রাপ্তকালে ভুঞ্জানঃ শরীরে হ্যলঘৌ নরঃ।
তাংস্তান্ ব্যাধীনবাপ্নোতি মরণং বা নিযচ্ছতি ॥
অতীতকালে ভুঞ্জানো বায়ুনোপহতেঽনলে।
কৃচ্ছ্রাদ্বিপচ্যতে ভুক্তং দ্বিতীয়ঞ্চ ন কাঙ্ক্ষতি ॥
হীনমাত্রমসন্তোষং করোতি চ বলক্ষয়ং।
আলস্যগৌরবাটোপসাদাংশ্চ কুরুতেঽধিকং।
তস্মাৎসুসংস্কৃতং যুক্ত্যা দোষৈরেতৈর্ব্বিবর্জিতং।
যথোক্তগুণসম্পন্নমুপসেবেত ভোজনং ॥
বিভজ্য কালদোষাদীন্ কালয়োরুভয়োরপি।
অচোক্ষং দুষ্টমুচ্ছিষ্টং পাষাণতৃণলোষ্টবৎ ॥
দ্বিষ্টং ব্যুষিতমস্বাদু পূতি চান্নং বিবর্জয়েৎ।
চিরসিদ্ধং স্থিরং শীতমন্নমুষ্ণীকৃতং পুনঃ ॥
অশান্তমুপদগ্ধঞ্চ তথা স্বাদু ন লক্ষ্যতে।
যদ্যৎস্বাদুতরং তত্র বিদধ্যাদুত্তরোত্তরং ॥
প্রক্ষালয়েদদ্ভিরাস্যং ভুঞ্জানস্য মুহুর্ম্মুহুঃ।
বিশুদ্ধরসনে তস্মৈ রোচতেঽন্নমপূর্ব্ববৎ ॥
স্বাদুনা তস্য রসনং প্রথমেনাপি তর্পিতং।
ন তথা স্বাদয়েদন্যত্তস্মাৎপ্রক্ষাল্যমন্তরা ॥
সৌমনস্যং বলং পুষ্টিমুৎসাহং হর্ষণং সুখং।
স্বাদু সঞ্জনয়ত্যন্নমস্বাদুচ বিপর্য্যয়ং ॥
ভুক্ত্বা চ যৎপ্রার্থয়তে ভূয়স্তৎস্বাদু ভোজনং।

অশিতশ্চোদকং যুক্ত্যা ভুঞ্জানশ্চান্তরা পিবেৎ ॥
দন্তান্তরগতং চান্নং শোধনেনাহরেচ্ছনৈঃ ।
কুর্য্যাদনাহৃতং তদ্ধি মুখস্যানিষ্টগন্ধতাং ॥
জীর্ণেঽন্নে বর্দ্ধতে বায়ুর্ব্বিদগ্ধে পিত্তমেব তু ।
ভুক্তমাত্রে কফশ্চাপি ততোঽভুক্তে হরেৎ কফং ॥
ধূমেনাপোহ্য হৃদ্যৈর্ব্বা কষায়কটুতিক্তকৈঃ ।
পূগকক্কোলকর্পূরলবঙ্গসুমনঃফলৈঃ ॥
কটুতিক্তকষায়ৈর্ব্বা মুখবৈশদ্যকারকৈঃ ।
তাম্বূলপত্রসহিতৈঃ সুগন্ধৈর্ব্বা বিচক্ষণঃ ॥
ভুক্ত্বা রাজবদাসীত যাবদন্নক্লমো গতঃ ।
ততঃ পদশতং গত্বা বামপার্শ্বে তু সংবিশেৎ ॥
শব্দরূপরসান্ গন্ধান্ স্পর্শাংশ্চ মনসঃ প্রিয়ান্ ।
ভুক্তবানুপসেবেত তেনান্নং সাধু তিষ্ঠতি ॥
শব্দরূপরসস্পর্শগন্ধাশ্চাপি জুগুপ্সিতাঃ ।
অশুচ্যন্নং তথাভুক্তমতিহাস্যঞ্চ বাময়েৎ ॥
শয়নং চাসনং বাপি নেচ্ছেদ্বাপি দ্রবোত্তরং ।
নাগ্ন্যাতপৌ ন প্লবনং ন যানং নাপি বাহনং ॥
নচৈকরসসেবায়াং প্রসজ্যেত কদাচন ।
শাকাবরান্নভুয়িষ্ঠমম্লঞ্চ ন সমাচরেৎ ॥
একৈকশঃ সমস্তান্ বা নাপ্যশ্নীয়াদ্রসান্ সদা ।
প্রাগ্‌ভুক্তে ত্ববিবিক্তেঽগ্নৌ দ্বিরন্নং ন সমাচরেৎ ॥
পূর্ব্বভুক্তে বিদগ্ধেঽন্নে ভুঞ্জানো হন্তি পাবকং ।
মাত্রাগুরুং পরিহরেদাহারং দ্রব্যতশ্চ যঃ ॥
পিষ্টান্নং নৈব ভুঞ্জীত মাত্রয়া বা বুভুক্ষিতঃ ।
দ্বিগুণঞ্চ পিবেত্তোয়ং সুখং সম্যক্ প্রজীর্য্যতি ।
পেয়লেহ্যাদ্যভক্ষ্যাণাং গুরু বিদ্যাদ্যথোত্তরং ॥

গুরূণামর্দ্ধসৌহিত্যং লঘূনাং তৃপ্তিরিষ্যতে।
দ্রবোত্তরো দ্রবশ্চাপি ন মাত্রাগুরুরিষ্যতে॥
দ্রবাঢ্যমপি শুষ্কন্তু সম্যগেবোপপদ্যতে।
বিশুষ্কমন্নমভ্যস্তং ন পাকং সাধু গচ্ছতি॥
পিণ্ডীকৃতমসংক্লিন্নং বিদাহমুপগচ্ছতি।
স্রোতস্যন্নবহে পিত্তং পক্তৌ বা যস্য তিষ্ঠতি॥
বিদাহি ভুক্তমন্যদ্বা তস্যাপ্যন্নং বিদহ্যতে।
শুষ্কং বিরুদ্ধং বিষ্টম্ভি বহ্নিব্যাপদমাবহেৎ॥
আমং বিদগ্ধং বিষ্টব্ধং কফপিত্তানিলৈস্ত্রিভিঃ।
অজীর্ণং কেচিদিচ্ছন্তি চতুর্থং রসশেষতঃ॥

অত্যম্বুপানাদ্বিষমাশনাদ্বা সন্ধারণাৎস্বপ্নবিপর্য্যয়াচ্চ।
কালেঽপি সাত্ম্যং লঘু চাপি ভুক্তমন্নং ন পাকং ভজতে নরস্য॥
ঈর্ষ্যাভয়ক্রোধপরিক্ষতেন লুব্ধেন রুগ্দৈন্যনিপীড়িতেন।
প্রদ্বেষযুক্তেন চ সেব্যমানমন্নং ন সম্যক্ পরিণামমেতি॥
মাধুর্য্যমন্নং গতমামসংজ্ঞং বিদগ্ধসংজ্ঞং গতমম্লভাবং।
কিঞ্চিদ্বিপক্কং ভৃশতোদশূলং বিষ্টব্ধমাবদ্ধবিরুদ্ধবাতং॥
উদ্গারশুদ্ধাবপি ভক্তকাঙ্ক্ষা ন জায়তে হৃদ্গুরুতা চ যস্য।
রসাবশেষেণ তু সপ্রসেকং চতুর্থমেতৎপ্রবদন্ত্যজীর্ণং॥

মূর্চ্ছাপ্রলাপো বমথুঃ প্রসেকঃ সদনং ভ্রমঃ।
উপদ্রবা ভবন্ত্যেতে মরণং চাপ্যজীর্ণতঃ॥
তত্রামে লঙ্ঘনং কার্য্যং বিদগ্ধে বমনং হিতং।
বিষ্টব্ধে স্বেদনং পথ্যং রসশেষে শয়ীত চ॥
বাময়েদাশু তং তস্মাদুষ্ণেন লবণাম্বুনা।
কার্য্যং চানশনং তাবদ্যাবন্ন প্রকৃতিং ভজেৎ।
লঘুকায়মতশ্চৈনং লঙ্ঘনৈঃ সমুপাচরেৎ॥
যাবন্নপ্রকৃতিস্থঃ স্যাদ্দোষতঃ প্রাণতস্তথা॥

হিতাহিতোপসংযুক্তমন্নং সমশনং স্মৃতং।
বহু স্তোকমকালে বা বিজ্ঞেয়ং বিষমাশনং॥
সাজীর্ণে ভুজ্যতে যত্তু তদধ্যশনমুচ্যতে।
ত্রয়মেতন্নিহন্ত্যাশু বহূন্ ব্যাধীন্ করোতি বা॥
অন্নং বিদগ্ধং হি নরস্য শীঘ্রং শীতাম্বুনা বৈ পরিপাকমেতি।
তদ্ধ্যস্য শৈত্যেন নিহন্তিপিত্তমাক্লেদিভাবাচ্চ নয়ত্যধস্তাৎ॥
বিদহ্যতে যস্য তু ভুক্তমাত্রে দহ্যেত হৃৎকণ্ঠগলঞ্চ যস্য।
দ্রাক্ষাভয়াং মাক্ষিকসম্প্রযুক্তাং লীঢ়াভয়াং বা স সুখং লভেত॥
ভবেদজীর্ণং প্রতি যস্য শঙ্কা স্নিগ্ধস্য জন্তোর্ব্বলিনোঽন্নকালে।
প্রাতঃ স শুণ্ঠীমভয়ামশঙ্কো ভুঞ্জীত সম্প্রাশ্য হিতং হিতার্থী॥
স্বল্পং যদা দোষবিবদ্ধমামং লীনং ন তেজঃ পথমাবৃণোতি।
ভবত্যজীর্ণেঽপি তদাবুভুক্ষা সা মন্দবুদ্ধিং বিষবন্নিহন্তি॥
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি গুণানাং কর্ম্মবিস্তরং।
কর্ম্মভিস্ত্বনুমীয়ন্তে নানাদ্রব্যাশ্রয়াগুণাঃ॥
হ্লাদনঃ স্তম্ভনঃ শীতো মূর্চ্ছাতৃট্স্বেদদাহজিৎ।
উষ্ণস্তদ্বিপরীতঃ স্যাৎপাচনশ্চ বিশেষতঃ॥
স্নেহমার্দ্দবকৃৎস্নিগ্ধো বলবর্ণকরস্তথা।
রূক্ষস্তদ্বিপরীতঃ স্যাদ্বিশেষাৎ স্তম্ভনঃ খরঃ॥
পিচ্ছিলো জীবনো বল্যঃ সন্ধানঃ শ্লেষ্মলোগুরুঃ।
বিশদো বিপরীতোঽস্মাৎ ক্লেদাদূষণরোপণঃ।
দাহপাককরস্তীক্ষ্ণঃ স্রাবণো মৃদুরন্যথা।
সাদোপলেপবলকৃদ্গুরুস্তর্পণবৃংহণঃ॥
লঘুস্তদ্বিপরীতঃ স্যাল্লেখনো রোপণস্তথা।
দশাদ্যাঃ কর্ম্মতঃ প্রোক্তাস্তেষাং কর্ম্মবিশেষণৈঃ॥
দশৈবান্যান্ প্রবক্ষ্যামি দ্রবাদীংস্তান্নিবোধ মে।
দ্রবঃ প্রক্লেদনঃ সান্দ্রঃ স্থূলঃ স্যাদ্বন্ধকারকঃ।

শ্লক্ষ্ণঃ পিচ্ছিলবজ্‌জ্ঞেয়ঃ কর্কশো বিশদো যথা ॥
সুখানুবন্ধী সূক্ষ্মশ্চ সুগন্ধো রোচনো মৃদুঃ।
দুর্গন্ধো বিপরীতোঽস্মাদ্‌হ্লাসারুচিকারকঃ ॥
সরোঽনুলোমনঃ প্রোক্তো মদো যাত্রাকরঃ স্মৃতঃ।
ব্যবায়ী চাখিলং দেহং ব্যাপ্য পাকায় কল্পতে ॥
বিকাসী বিকসন্নেবং ধাতুবন্ধান্ বিমোক্ষয়েৎ।
আশুকারী তথাশুত্বাদ্ধাবত্যম্ভসি তৈলবৎ ॥
সূক্ষ্মস্তু সৌক্ষ্ম্যাৎসূক্ষ্মেষু স্রোতঃস্বনুসরঃ স্মৃতঃ।
গুণা বিংশতিরিত্যেবং যথাবৎপরিকীর্ত্তিতাঃ।
সংপ্রবক্ষ্যাম্যতশ্চোর্দ্ধমাহারগতিনিশ্চয়ং ॥
পঞ্চভূতাত্মকে দেহে আহারঃ পাঞ্চভৌতিকঃ।
বিপক্কাঃ পঞ্চধা সম্যগ্‌গুণান্ স্বানভিবর্দ্ধয়েৎ ॥
অবিদগ্ধঃ কফং পিত্তং বিদগ্ধঃ পবনং পুনঃ।
সম্যগ্বিপক্কো নিঃসার আহারঃ পরিবৃংহয়েৎ ॥
বিণ্‌মূত্রমাহারমলং সারঃ প্রাগীরিতো রসঃ।
স তু ব্যানেন বিক্ষিপ্তঃ সর্ব্বান্ধাতূন্ প্রতর্পয়েৎ ॥
কফঃপিত্তং মলঃ খেষু স্বেদঃ স্যান্নখরোম চ।
নেত্রবিট্‌ত্বক্ষুচ স্নেহো ধাতুনাং ক্রমশো মলাঃ ॥
দিবাবিবুদ্ধে হৃদয়ে জাগ্রতঃ পুণ্ডরীকবৎ ॥
অন্নমক্লিন্নধাতুত্বাদজীর্ণে পিহিতং নিশি ॥
হৃদি সম্মীলিতে রাত্রৌ প্রসুপ্তস্য বিশেষতঃ।
ক্লিন্নবিস্রস্তধাতুত্বাদজীর্ণে ন হিতং দিবা ॥
ইমং বিধিং যোঽনুমতং মহামুনেন্নৃপর্ষিমুখ্যস্য পঠেদ্ধি যত্নত
স ভূমিপালায় বিধাতুমৌষধং মহাত্মনাঞ্চার্হতি সূরিসত্তমঃ ॥
ইতি শ্রীসুশ্রুতাচার্য্যবিরচিতে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে
সুশ্রুতে সূত্রস্থানং সমাপ্তং।

সুশ্রুতঃ।

নিদানস্থানং।

প্রথমাধ্যায়ঃ।

অথাতো বাতব্যাধিনিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

ধন্বন্তরিং ধর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠমমৃতোদ্ভবম্।
চরণাবুপসংগৃহ্য সুশ্রুতঃ পরিপৃচ্ছতি॥
বায়োঃ প্রকৃতিভূতস্য ব্যাপন্নস্য চ কোপনৈঃ।
স্থানং কর্ম্মচ রোগাংশ্চ বদ মে বদতাং বর॥
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রাব্রবীদ্দ্বিজাং বরঃ।
স্বয়ম্ভূরেষ ভগবান্বায়ুরিত্যভিশব্দিতঃ॥
স্বাতন্ত্র্যান্নিত্যভাবাচ্চ সর্ব্বগত্বাত্তথৈব চ।
সর্ব্বেষামেব সর্ব্বাত্মা সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ॥
স্থিত্যুৎপত্তিবিনাশেষু ভূতানামেষ কারণং।
অব্যক্তো ব্যক্তকর্ম্মাচ রূক্ষঃ শীতো লঘুঃ খরঃ॥
তির্য্যগ্‌গো দ্বিগুণশ্চৈব রজোবহুল এব চ।
অচিন্ত্যবীর্য্যো দোষাণাং নেতা রোগসমূহরাট্॥

আশুকারী মুহুশ্চারী পক্বাধানগুদালয়ঃ।
দেহে বিচরতস্তস্য লক্ষণানি নিবোধ মে॥
দোষধাত্বগ্নিসমতাং সম্প্রাপ্তিং বিষয়েষু চ।
ক্রিয়াণামানুলোম্যঞ্চ করোত্যকুপিতোঽনিলঃ॥
যথাগ্নিঃ পঞ্চধা ভিন্নো নামস্থানাত্মকর্ম্মভিঃ।
ভিন্নোঽনিলস্তথা হ্যেকো নামস্থানক্রিয়াময়ৈঃ॥
প্রাণোদানৌ সমানশ্চ ব্যানশ্চাপান এব চ।
স্থানস্থা মারুতাঃ পঞ্চ যাপয়ন্তি শরীরিণং॥
বায়ুর্যো বক্ত্রসঞ্চারী স প্রাণো নাম দেহধৃক্।
সোঽন্নং প্রবেশয়ত্যন্তঃ প্রাণাংশ্চাপ্যবলম্বতে॥
প্রায়শঃ কুরুতে দুষ্টো হিক্কাশ্বাসাদিকান্ গদান্।
উদানো নাম যস্তূর্দ্ধমুপৈতি পবনোত্তমঃ॥
তেন ভাষিতগীতাদিবিশেষোঽভিপ্রবর্ত্ততে।
ঊর্দ্ধজক্রুগতান্ রোগান্ করোতি চ বিশেষতঃ॥
আমপক্বাশয়চরঃ সমানো বহ্নিসঙ্গতঃ।
সোঽন্নং পচতি তজ্জাংশ্চ বিশেষান্বিবিনক্তি হি॥
গুল্মাগ্নিসঙ্গাতীসারপ্রভৃতীন্ কুরুতে গদান্।
কৃৎস্নদেহচরো ব্যানো রসসংবহনোদ্যতঃ॥
স্বেদাসৃক্স্রাবণো বাপি পঞ্চধা চেষ্টয়ত্যপি।
ক্রুদ্ধশ্চ কুরুতে রোগান্প্রায়শঃ সর্ব্বদেহগান্॥
পক্বাধানালয়ো ঽপানঃ কালে কর্ষতি চাপ্যয়ম্।
সমীরণঃ সকৃন্মূত্রশুক্রগর্ব্ভার্ত্তবান্যধঃ॥
ক্রুদ্ধশ্চ কুরুতে রোগান্ ঘোরান্ বস্তিগুদাশ্রয়ান্।
শুক্রদোষপ্রমেহাস্তু ব্যানাপানপ্রকোপজাঃ॥
যুগপৎকুপিতাশ্চাপি দেহং ভিন্দ্যুরসংশয়ম্।
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি নানাস্থানান্তরাশ্রিতঃ॥

বহুশঃ কুপিতো বায়ুর্ব্বিকারান্ কুরুতে হি যান্।
বায়ুরামাশয়ে ক্রুদ্ধশ্ছর্দ্দ্যাদীন্ কুরুতে গদান্॥
মোহং মূর্চ্ছাং পিপাসাঞ্চ হৃদ্‌গ্রহং পার্শ্ববেদনাম্।
পক্বাশয়স্থোঽন্ত্রকূজং শূলং নাভৌ করোতি চ॥
কৃচ্ছ্রমূত্রপুরীষত্বমানাহং ত্রিকবেদনাম্।
শ্রোত্রাদিম্বিন্দ্রিয়বধং কুর্য্যাৎ ক্রুদ্ধঃ সমীরণঃ॥
বৈবর্ণ্যং স্ফুরণং রৌক্ষ্যং সুপ্তিং চুমুচুমায়নং।
ত্বক্‌স্থোনিস্তোদনং কুর্য্যাত্ত্বগ্‌ভেদং পরিপোটনং॥
ব্রণাংশ্চ রক্তগো গ্রন্থীন্‌সশূলান্মাংসসংশ্রিতঃ।
তথা মেদঃশ্রিতঃ কুর্য্যাদ্‌গ্রন্থীন্মন্দরুজোঽব্রণান্॥
কুর্য্যাৎ সিরাগতঃ শূলং সিরাকুঞ্চনপূরণম্।
স্নায়ুপ্রাপ্তঃ স্তম্ভকম্পৌ শূলমাক্ষেপণং তথা॥
হন্তি সন্ধিগতঃ সন্ধীন্ শূলশোফৌ করোতি চ।
অস্থিশোষঞ্চ ভেদঞ্চ কুর্য্যাচ্ছূলঞ্চ তৎস্থিতঃ॥
তথা মজ্জগতে রুক্‌চ ন কদাচিৎপ্রশাম্যতি।
অপ্রবৃত্তিঃ প্রবৃত্তির্ব্বা বিকৃতিঃ শুক্রগেঽনিলে॥
হস্তপাদশিরোধাতূংস্তথা সঞ্চরতি ক্রমাৎ।
ব্যাপ্নুয়াদ্বাখিলং দেহং বায়ুঃ সর্ব্বগতো নৃণাম্॥
স্তম্ভনাক্ষেপণস্বাপশোফশূলানি সর্ব্বগঃ।
স্থানেষূক্তেষু মিশ্রশ্চ সংমিশ্রাঃ কুরুতে রুজঃ॥
কুর্য্যাদবয়বপ্রাপ্তো মারুতস্ত্বভি তান্ গদান্।
দাহসন্তাপমূর্চ্ছাঃ স্যুর্ব্বায়ৌ পিত্তসমন্বিতে॥
শৈত্যশোফগুরুত্বানি তস্মিন্নেব কফাবৃতে।
সূচীভিরিব নিস্তোদঃ স্পর্শদ্বেষঃ প্রসুপ্ততা॥
শেষাঃ পিত্তবিকারাঃ স্যুর্মারুতে শোণিতান্বিতে।
প্রাণে পিত্তাবৃতে ছর্দ্দির্দাহশ্চৈবোপজায়তে॥

দৌর্ব্বল্যং সদনং তন্দ্রা বৈবর্ণ্যঞ্চ কফাবৃতে।
উদানে পিত্তসংযুক্তে মূর্চ্ছাদাহভ্রমক্লমাঃ ॥
অস্বেদহর্ষৌ মন্দাগ্নিঃ শীতস্তম্ভৌ কফাবৃতে।
সমানে পিত্তসংযুক্তে স্বেদদাহৌষ্ণ্যমূর্চ্ছনম্ ॥
কফাধিকঞ্চ বিণ্মূত্রং রোমহর্ষঃ কফাবৃতে।
অপানে পিত্তসংযুক্তে দাহৌষ্ণ্যে স্যাদসৃগ্দরম্ ॥
অধঃকায়ে গুরুত্বঞ্চ তস্মিন্নেব কফাবৃতে।
ব্যানে পিত্তাবৃতে দাহো গাত্রবিক্ষেপণং ক্লমঃ ॥
গুরূণি সর্ব্বগাত্রাণি স্তম্ভনং চাস্থিপর্ব্বণাম্।
লিঙ্গং কফাবৃতে ব্যানে চেষ্টাস্তম্ভস্তথৈব চ ॥
প্রায়শঃ সুকুমারাণাং মিথ্যাহারবিহারিণাম্।
শোকাচ্চ প্রমদামদ্যব্যায়ামৈশ্চাতিপীড়নাৎ ॥
ঋতুসাত্ম্যবিপর্য্যাসাৎ স্নেহাদীনাঞ্চ বিভ্রমাৎ।
অব্যবায়ে তথা স্থূলে বাতরক্তং প্রকুপ্যতি ॥

হস্ত্যশ্বোষ্ট্রৈর্গচ্ছতোঽন্যৈশ্চ বায়ুঃ কোপং যাতঃ কারণৈঃ সেবিতৈঃ স্বৈঃ
তীক্ষ্ণোষ্ণাম্লক্ষারশাকাদিভোজ্যৈঃ সন্তাপাদ্যৈর্ভূয়সা সেবিতৈশ্চ ॥
ক্ষিপ্রং রক্তং দুষ্টিমায়াতি তচ্চ বায়োর্মার্গং সংরুণদ্ধ্যাশু যাতঃ।
ক্রুদ্ধোঽত্যর্থং মার্গরোধাৎ স বায়ুরত্যুদ্রিক্তং দূষয়েদ্রক্তমাশু ॥
তৎসম্পৃক্তং বায়ুনা দূষিতেন তৎপ্রাবল্যাদুচ্যতে বাতরক্তং।
তদ্বৎ পিত্তং দূষিতেনাসৃজাক্তং শ্লেষ্মা দুষ্টো দূষিতেনাসৃজাক্তঃ ॥
স্পর্শোদ্বিগ্নৌ তোদভেদপ্রশোষ-স্বাপোপেতৌ বাতরক্তেন পাদৌ।
পিত্তাসৃগ্ভ্যা মুগ্রদাহৌ ভবেতামত্যর্থোষ্ণৌ রক্তশোফৌ মৃদূ চ ॥
কণ্ডূমন্তৌ শ্বেতশীতৌ সশোফৌ পীনস্তব্ধৌ শ্লেষ্মদুষ্টে তু রক্তে।
সর্ব্বৈর্দুষ্টে শোণিতে চাপি দোষাঃ স্বং স্বং রূপং পাদয়োর্দর্শয়ন্তি ॥

প্রাগ্রূপে শিথিলৌ স্বিন্নৌ শীতলৌ সন্নিপর্য্যয়ৌ।
বৈবর্ণ্যতোদসুপ্তত্বগুরুত্বোষসমন্বিতৌ ॥

পাদয়োর্ম্মূলমাস্থায় কদাচিদ্ধস্তয়োরপি।
আখোর্ব্বিষমিব ক্রুদ্ধং তদ্দেহমনুসর্পতি॥
আজানুস্ফুটিতং যচ্চ প্রভিন্নং প্রস্রুতঞ্চ যৎ।
উপদ্রবৈশ্চ যজ্জুষ্টং প্রাণমাংসক্ষয়াদিভিঃ॥
শোণিতং তদসাধ্যং স্যাদ্যাপ্যং সংবৎসরোত্থিতম্।
যদাতু ধমনীঃ সর্ব্বাঃ কুপিতোঽভ্যেতি মারুতঃ॥
তদাক্ষিপত্যাশু মুহুর্ম্মুহুর্দ্দেহং মুহুশ্চরঃ।
মুহুর্ম্মুহুস্তদাক্ষেপাদাক্ষেপক ইতি স্মৃতঃ॥
সোঽপতানকসংজ্ঞো যঃ পাতয়ত্যন্তরান্তরা।
কফান্বিতো ভৃশং বায়ুস্তাস্বেব যদি তিষ্ঠতি॥
সদণ্ডবৎ স্তম্ভয়তি কৃচ্ছ্রো দণ্ডাপতানকঃ।
হনুগ্রহস্তদাত্যর্থং সোঽন্নং কৃচ্ছ্রান্নিষেবতে॥
ধনুস্তুল্যং নমেদ্যস্তু স ধনুঃস্তম্ভসংজ্ঞকঃ।
অঙ্গুলীগুল্ফজঠরহৃদ্বক্ষোগলসংশ্রিতঃ॥
স্নায়ুপ্রতানমনিলো যদা ক্ষিপতি বেগবান্।
বিষ্টব্ধাক্ষঃ স্তব্ধহনুর্ভগ্নপার্শ্বঃ কফং বমন্॥
অভ্যন্তরং ধনুরিব যদা নমতি মানবঃ।
তদা সোঽভ্যন্তরায়ামং কুরুতে মারুতো বলী॥
বাহ্যস্নায়ুপ্রতানস্থো বাহ্যায়ামং করোতি চ।
তমসাধ্যং বুধাঃ প্রাহুর্বক্ষঃকট্যুরুভঞ্জনম্॥
কফপিত্তান্বিতো বায়ুর্ব্বায়ুরেবচ কেবলঃ।
কুর্য্যাদাক্ষেপকং ত্বন্যং চতুর্থমভিঘাতজম্॥
গর্ভপাতনিমিত্তশ্চ শোণিতাতিস্রবাচ্চ যঃ।
অভিঘাতনিমিত্তশ্চ ন সিধ্যত্যপতানকঃ॥
অধোগমাঃ সতির্য্যগ্‌গা ধমনীরূর্দ্ধদেহগাঃ।
যদা প্রকুপিতো হত্যর্থং মাতরিশ্বা প্রপদ্যতে॥

তদান্যতরপক্ষস্য সন্ধিবন্ধান্ বিমোক্ষয়ন্।
হন্তি পক্ষং তমাহুর্হি পক্ষাঘাতং ভিষগ্বরাঃ॥
যস্য কৃৎস্নং শরীরার্দ্ধমকর্ম্মণ্যমচেতনং।
ততঃ পতত্যসূন্ বাপি জহাত্যনিলপীড়িতঃ॥
শুদ্ধবাতহতং পক্ষং কৃচ্ছ্রসাধ্যতমং বিদুঃ।
সাধ্যমন্যেন সংসৃষ্টমসাধ্যং ক্ষয়হেতুকং॥
বায়ুরূর্দ্ধং ব্রজেৎ স্থানাৎ কুপিতো হৃদয়ং শিরঃ।
শঙ্খৌচ পীড়য়ত্যঙ্গান্যাক্ষিপেন্নময়েচ্চ সঃ॥
নিমীলিতাক্ষো নিশ্চেষ্টঃ স্তব্ধাক্ষো বাপি কূজতি।
নিরুচ্ছ্বাসোঽথ বা কৃচ্ছ্রাদুচ্ছ্বস্যান্নষ্টচেতনঃ॥
স্বস্থঃ স্যাদ্ধৃদয়ে মুক্তে আবৃতে চ প্রমুহ্যতি।
কফান্বিতেন বাতেন জ্ঞেয় এষোঽপতন্ত্রকঃ॥
দিবাস্বপ্নাসমস্থানবিকৃতোর্দ্ধনিরীক্ষণৈঃ।
মন্যাস্তম্ভং প্রকুরুতে স এব শ্লেষ্মণাবৃতঃ॥
গর্ভিণীসূতিকাবালবৃদ্ধক্ষীণেষ্বসৃক্ক্ষয়ে।
উচ্চৈর্ব্ব্যাহরতোঽত্যর্থং খাদতঃ কঠিনানি চ॥
হসতো জৃম্ভতো ভারাদ্বিষমাচ্ছয়নাদপি।
শিরোনাসৌষ্ঠচিবুকললাটেক্ষণসন্ধিগঃ॥
অর্দয়িত্বাঽনিলো বক্ত্রমর্দ্দিতং জনয়ত্যতঃ।
বক্রীভবতি বক্ত্রার্দ্ধং গ্রীবা চাপ্যপবর্ত্ততে॥
শিরশ্চলতি বাক্‌সঙ্গো নেত্রাদীনাঞ্চ বৈকৃতম্।
গ্রীবাচিবুকদন্তানাং তস্মিন্ পার্শ্বে তু বেদনা॥
যস্যাগ্রজো রোমহর্ষো বেপথুর্নেত্রমাবিলং।
বায়ুরূর্দ্ধং ত্বচি স্বাপস্তোদো মন্যাহনুগ্রহঃ॥
তমর্দিতমিতি প্রাহুর্ব্যাধিং ব্যাধিবিশারদাঃ।
ক্ষীণস্যানিমিষাক্ষস্য প্রসক্তাব্যক্তভাষিণঃ॥

ন সিধ্যত্যর্দ্দিতং বাঢ়ং ত্রিবর্ষং বেপনস্য চ।
পার্ষ্ণীপ্রত্যঙ্গুলীনাস্তু কণ্ডরা যানিলার্দ্দিতা ॥
সক্থ্নোঃ ক্ষেপং নিগৃহ্লীয়াদ্ গৃধ্রসীতি হি সা স্মৃতা।
তলং প্রত্যঙ্গুলীনাস্তু কণ্ডরা বাহুপৃষ্ঠতঃ ॥
বাহ্বোঃকর্ম্মক্ষয়করী বিশ্বাচীতি হি সা স্মৃতা।
বাতশোণিতজঃ শোফো জানুমধ্যে মহারুজঃ ॥
শিরঃ ক্রোষ্টুকপূর্ব্বস্তু স্থূলং ক্রোষ্টুকমূর্দ্ধবৎ।
বায়ুঃ কট্যাং স্থিতঃ সক্থ্নঃ কণ্ডরামাক্ষিপেদ্যদা ॥
খঞ্জস্তদা ভবেজ্জন্তুঃ পঙ্গুঃ সক্থ্নোর্দ্বয়োর্ব্বধাৎ।
প্রক্রামন্ বেপতে যস্তু খঞ্জন্নিব চ গচ্ছতি ॥
কলায়খঞ্জং তং বিদ্যামুক্তসন্ধিপ্রবন্ধনম্।
ন্যস্তে তু বিষমে পাদে রুজঃ কুর্য্যাৎ সমীরণঃ ॥
বাতকণ্টক ইত্যেষ বিজ্ঞেয়ঃ খুড়কাশ্রিতঃ।
পাদয়োঃ কুরুতে দাহং পিত্তাসৃক্‌সহিতোঽনিলঃ ॥
বিশেষতশ্চংক্রমতঃ পাদদাহং তমাদিশেৎ।
হৃষ্যতশ্চরণৌ যস্য ভবতশ্চ প্রসুপ্তবৎ ॥
পাদহর্ষঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কফবাতপ্রকোপজঃ।
অংসদেশস্থিতো বায়ুঃ শোষয়িত্বাংসবন্ধনম্ ॥
শিরাশ্চাকুঞ্চ্য তত্রস্থো জনয়ত্যববাহুকম্।
যদা শব্দবহং স্রোতো বায়ুরাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥
শুদ্ধঃ শ্লেষ্মান্বিতো বাপি বাধির্য্যং তেন জায়তে।
হনুশঙ্খশিরোগ্রীবং যস্য ভিন্দন্নিবানিলঃ ॥
কর্ণয়োঃ কুরুতে শূলং কর্ণশূলং তদুচ্যতে।
আবৃত্য বায়ুঃ সকফো ধমনীঃ শব্দবাহিনীঃ ॥
নরান্ করোত্যক্রিয়কান্মূকমিন্মিণগদ্গদান্।
অধো যা বেদনা যাতি বর্চোমূত্রাশয়োত্থিতা ॥

ভিন্দন্তীব গুদোপস্থং সা তূণীত্যুপদিশ্যতে।
গুদোপস্থোত্থিতা সৈব প্রতিলোমবিসর্পিণী।
বেগৈঃ পক্বাশয়ং যাতি প্রতিতূণী তু সা স্মৃতা॥
সাটোপমত্যুগ্ররুজমাধ্মাতমুদরং ভৃশম্।
আধ্মানমিতি জানীয়াদ্ঘোরং বাতনিরোধজম্॥
বিমুক্তপার্শ্বহৃদয়ং তদেবামাশয়োত্থিতম্।
প্রত্যাধ্মানং বিজানীয়াৎ কফব্যাকুলিতানিলম্॥
অষ্ঠীলাবদ্ঘনং গ্রন্থিমূর্দ্ধমায়তমুন্নতম্।
বাতাষ্ঠীলাং বিজানীয়াদ্বহির্মার্গাবরোধিনীং॥
এতামেব রুজাযুক্তাং বাতবিণ্মূত্ররোধিনীং।
প্রত্যষ্ঠীলামিতি বদেজ্জঠরে তির্য্যগুত্থিতাম্॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাতোঽর্শসাং নিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

ষড়র্শাংসি ভবন্তি বাতপিত্তকফশোণিতসন্নিপাতৈঃ সহজানি-চেতি। তত্রানাত্মবতাং যথোক্তৈঃ প্রকোপণৈর্ব্বিরুদ্ধাধ্যশনস্ত্রীপ্রসঙ্গোৎকুটকাসনপৃষ্ঠযানবেগবিধারণাদিভির্ব্বিশেষৈঃ প্রকুপিতা দোষা একশো দ্বিশঃ সমস্তাঃ শোণিত-সহিতা বা যথোক্তং প্রসৃতাঃ প্রধান-ধমনীরনুপ্রপদ্যাধোগত্বা গুদমাগম্য প্রদূষ্য বলীর্ম্মাংস-প্ররোহান্ জনয়ন্তি বিশেষতো মন্দাগ্নেস্তথা তৃণকাষ্ঠোপললোষ্ট্রবস্ত্রাদিভিঃ শীতোদকসংস্পর্শনাদ্বা কন্দাঃ পরিবৃদ্ধিমাসাদয়ন্তি তান্যর্শাংসীত্যাচক্ষতে। তত্র স্থূলান্ত্রপ্রতিবদ্ধমর্দ্ধপঞ্চাঙ্গুলং গুদমাহুস্তস্মিন্ বলয়স্তিস্রোঽধ্যর্দ্ধাঙ্গুলান্তরভূতাঃ প্রবাহণী বিসর্জ্জনী সম্বরণী চেতি চতুরঙ্গুলায়তাঃ সর্ব্বাস্তির্য্যগেকাঙ্গুলোচ্ছ্রিতাঃ।

শঙ্খাবর্ত্তনিভাশ্চাপি উপর্য্যুপরি সংস্থিতাঃ।

গজতালুনিভাশ্চাপি বর্ণতঃ সংপ্রকীর্ত্তিতাঃ ।
রোমান্তেভ্যো যবাধ্যর্দ্ধো গুদৌষ্ঠঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥

প্রথমা তু গুদৌষ্ঠাদঙ্গুলমাত্রে । তেষাস্তু ভবিষ্যতাং পূর্ব্বরূপাণ্যন্নে ন শ্রদ্ধা কৃচ্ছ্রাৎপক্তিরম্লাকা সক্থিসদনমাটোপঃ কার্শ্যমুদ্গারবাহুল্যমক্ষ্ণোশ্চ শ্বয়থুরন্ত্রকূজনং গুদপরিকর্ত্তনমাশঙ্কা পাণ্ডুরোগগ্রহণীদোষশোষাণাং কাসশ্বাসৌ ভ্রমস্তন্দ্রানিদ্রেন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যঞ্চ জাতেম্বেতানি রূপাণি প্রব্যক্ততরাণি ভবন্তি ।

তত্র মারুতাৎ পরিশুষ্কারুণবর্ণানি বিষমমধ্যানি কদম্বপুষ্পতুণ্ডিকেরীনাড়ীমুখসূচীমুখাকৃতীনি চ ভবন্তি । তৈরুপহতঃ সশূলং সংহতমুপবেশ্যতে কটীপৃষ্ঠপার্শ্বমেঢ্রগুদনাভিপ্রদেশেষু চাস্য বেদনা গুল্মাষ্ঠীলাপ্লীহোদরাণি চাস্য তন্নিমিত্তান্যেব ভবন্তি কৃষ্ণত্বঙ্‌নখনয়নরদনবদনমূত্রপুরীষশ্চ পুরুষো ভবতি ।

পিত্তান্নীলাগ্রাণি তনূনি বিসর্পীণি পীতাবভাসানি যকৃৎপ্রকাশানি শুকজিহ্বাসংস্থানানি যবমধ্যানি জলৌকোবক্ত্রসদৃশানি প্রক্লিন্নানি চ ভবন্তি । তৈরুপহতঃ সদাহং সরুধিরমতিসার্য্যতে জ্বরদাহপিপাসামূর্চ্ছাশ্চোপদ্রবা ভবন্তি পীতত্বঙ্‌নখনয়নদশনবদনমূত্রপুরীষশ্চ পুরুষো ভবতি ।

শ্লেষ্মজানি শ্বেতানি মহামূলানি স্থিরাণি বৃত্তানি স্নিগ্ধানি পাণ্ডূনি করীরপনসাস্থিগোস্তনাকারাণি ন ভিদ্যন্তে ন স্রবন্তি কণ্ডূবহুলানি চ ভবন্তি তৈরুপহতঃ সশ্লেষ্মাণমনল্পং মাংসধাবনপ্রকাশমতিসার্য্যতে শোফশীতজ্বরারোচকাবিপাকশিরগৌরবাণি চাস্য তন্নিমিত্তান্যেব ভবন্তি । শুক্লত্বঙ্‌নখনয়নদশনবদনমূত্রপুরীষশ্চ পুরুষো ভবতি ।

রক্তজানি ন্যগ্রোধপ্ররোহবিদ্রুমকাকণন্তিকাফলসদৃশানি পিত্তলক্ষণানি চ যদাবগাঢ়পুরীষপ্রপীড়িতানি ভবন্তি তদাত্যর্থং দুষ্টমনল্পমসৃক্‌সহসা বিসৃজন্তি তস্যৈবাতিপ্রবৃত্তৌ শোণিতাতিযোগোপদ্রবা ভবন্তি । সন্নিপাতজানি সর্ব্বদোষলক্ষণযুক্তানি ।

সহজানি দুষ্টশোণিতশুক্রনিমিত্তানি তেষাং দোষত এব প্রসাধনং কর্ত্তব্যং। বিশেষতশ্চাত্র দুর্দ্দর্শনানি পরুষাণি পাণ্ডুনি দারুণান্যন্তর্ম্মুখানি তৈরুপদ্রুতঃ কৃশোঽল্পভুক্ সিরাসন্ততগাত্রোঽল্পপ্রজঃ ক্ষীণরেতাঃ ক্ষামস্বরঃ ক্রোধনোঽল্পাগ্নির্ঘ্রাণশিরোঽক্ষিশ্রবণরোগবান্ সততমন্ত্রকূজাটোপহৃদয়োপলেপারোচকপ্রভৃতিভিঃ পীড্যতে।

ভবতি চাত্র।

বাহ্যমধ্যবলিস্থানাং প্রতিকুর্য্যাস্তিষগ্বরঃ।
অন্তর্ব্বলিসমুত্থানাং প্রত্যাখ্যায়াচরেৎ ক্রিয়াম্॥

প্রকুপিতাস্তু দোষা মেঢ়্রমভিপ্রপন্না মাংসশোণিতে প্রদূষ্য কণ্ডুং জনয়ন্তি ততঃ কণ্ডূয়নাৎ ক্ষতং সমুপজায়তে তস্মিংশ্চ ক্ষতে দুষ্টমাংসজাঃ প্ররোহাঃ পিচ্ছিলরুধিরস্রাবিণো জায়ন্তে কূর্চ্চকিনোঽভ্যন্তরমুপরিষ্টাদ্বা তে তু শেফো বিনাশয়ন্ত্যুপঘ্নন্তি চ পুংস্ত্বম্ যোনিমভিপ্রপন্নাঃ সুকুমারান্ দুর্গন্ধান্ পিচ্ছিলরুধিরস্রাবিণশ্ছত্রাকারান্ করীরান্ জনয়ন্তি ত এবোর্দ্ধমাগতাঃ শ্রোত্রাক্ষিঘ্রাণবদনেষ্বর্শাংস্যুপনির্ব্বর্ত্তয়ন্তি তত্র কর্ণজেষু বাধির্য্যং শূলং পূতিকর্ণতা চ। নেত্রজেষু বর্ত্মাবরোধো বেদনাস্রাবো দর্শননাশশ্চ। ঘ্রাণজেষু প্রতিশ্যায়োঽতিমাত্রং ক্ষবথুঃ কৃচ্ছ্রোচ্ছ্বাসতা পূতিনস্যং সানুনাসিকবাক্যত্বং শিরোদুঃখঞ্চ। বক্ত্রজেষু কণ্ঠৌষ্ঠতালূনামন্যতমস্মিংস্তৈর্গদ্গদবাক্যতা রসাজ্ঞানং মুখরোগাশ্চ ভবন্তি। ব্যানস্তু প্রকুপিতঃ শ্লেষ্মাণং পরিগৃহ্য বহিঃস্থিরাণি কীলবদর্শাংসি নির্ব্বর্ত্তয়ন্তি তানি চর্ম্মকীলান্যর্শাংসীত্যাচক্ষতে।

ভবন্তি চাত্র।

তেষু কীলেষু নিস্তোদো মারুতেনোপজায়তে।
শ্লেষ্মণা তু সবর্ণত্বং গ্রন্থিত্বঞ্চ বিনির্দ্দিশেৎ॥
পিত্তশোণিতজং রৌক্ষ্যং কৃষ্ণত্বং শুক্লতান্তথা।
সমুদীর্ণখরত্বঞ্চ চর্ম্মকীলস্য লক্ষণং॥

অর্শসাং লক্ষণং ব্যাসাদুক্তং সামান্যতস্তু যৎ।
তৎসর্ব্বং প্রাগ্বিনির্দিষ্টাৎ সাধয়েত্তিবজাং বরঃ॥
অর্শঃসু দৃশ্যতে রূপং যদা দোষদ্বয়স্য তু।
সংসর্গং তং বিজানীয়াৎ সংসর্গঃ সচ ষড়্বিধঃ॥
ত্রিদোষাণ্যল্পলিঙ্গানি যাপ্যানি তু বিনির্দিশেৎ।
দ্বন্দ্বজানি দ্বিতীয়ায়াং বলৌ যান্যাশ্রিতানি চ॥
কৃচ্ছ্রসাধ্যানি তান্যাহুঃ পরিসংবৎসরাণি চ।
সন্নিপাতসমুত্থানি সহজানি তু বর্জয়েৎ॥
সর্ব্বাঃ স্যু র্ব্বলয়ো যেষাং দুর্নামভিরুপদ্রুতাঃ।
তৈস্তু প্রতিহতো বায়ুরপানঃ সন্নিবর্ত্ততে।
ততো ব্যানেন সঙ্গম্য জ্যোতির্মৃদ্নাতি দেহিনাং॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাতোঽশ্মরীণাং নিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

চতস্রোঽশ্মর্য্যো ভবন্তি শ্লেষ্মাধিষ্ঠানাস্তদ্যথা—শ্লেষ্মণা বাতেন পিত্তেন শুক্রেণ চেতি। তত্রাসংশোধনশীলস্যাপথ্যকারিণঃ প্রকুপিতঃ শ্লেষ্মা মূত্রসম্পৃক্তোঽনুপ্রবিশ্য বস্তিমশ্মরীং জনয়তি। তাসাং পূর্ব্ব-রূপাণি বস্তিপীড়ারোচকৌ মূত্রকৃচ্ছ্রং বস্তিশিরোমুষ্কশেফসাং বেদনা কৃচ্ছ্রা জ্বরাবসাদৌ বস্তগন্ধিত্বং মূত্রস্যেতি।

যথাস্বং বেদনাবর্ণং দুষ্টং সান্দ্রমথাবিলম্।
পূর্ব্বরূপেঽশ্মনঃ কৃচ্ছ্রান্মূত্রং সৃজতি মানবঃ॥

অথ জাতাসু নাভিবস্তিসেবনীমেহনেষ্বন্যতমস্মিন্মেহতোবেদনা মূত্রধারাসঙ্গঃ সরুধিরমূত্রতা মূত্রবিকিরণঞ্চ গোমেদকপ্রকাশনাবিলং সসিকতং বিসৃজতি. ধাবনলঙ্ঘনপ্লবনপৃষ্ঠযানাধ্বগমনৈশ্চাস্য বেদনা ভবতি।

অত্র শ্লেষ্মাশ্মরী শ্লেষ্মলমন্নমভ্যবহরতোঽত্যর্থমুপলিপ্যাধঃপরিবৃদ্ধিং প্রাপ্য বস্তিমুখমধিষ্ঠায় স্রোতো নিরুণদ্ধি। তস্য মূত্রপ্রতিঘাতাদ্দাল্যতে ভিদ্যতে নিস্তুদ্যত ইব চ বস্তির্গুরুঃ শীতশ্চ ভবতি। অশ্মরীচাত্র শ্বেতা স্নিগ্ধা মহতী কুক্কুটাণ্ডপ্রতীকাশা মধূকপুষ্পবর্ণা বা ভবতি তাং শ্লৈষ্মিকীমিতি বিদ্যাৎ।

পিত্তযুক্তস্তু শ্লেষ্মা সঙ্ঘাতমুপগম্য যথোক্তাং পরিবৃদ্ধিং প্রাপ্য বস্তিমুখমধিষ্ঠায় স্রোতো নিরুণদ্ধি তস্য মূত্রপ্রতীঘাতাচ্চুষ্যতে চূষ্যতে দহ্যতে পচ্যত ইব বস্তিরুষ্ণবাতশ্চ ভবতি। অশ্মরীচাত্র সরক্তা পীতাবভাসা কৃষ্ণা ভল্লাতকাস্থিপ্রতিমা মধুবর্ণা বা ভবতি তাং পৈত্তিকীমিতি বিদ্যাৎ।

বাতযুক্তস্তু শ্লেষ্মা সঙ্ঘাতমুপগম্য যথোক্তাং পরিবৃদ্ধিং প্রাপ্য বস্তিমুখমধিষ্ঠায় স্রোতো নিরুণদ্ধি তস্য মূত্রপ্রতীঘাতাত্তীব্রা বেদনা ভবতি তথাত্যর্থং পীড্যমানো দন্তান্ খাদতি নাভিং পীড়য়তি মেঢ্রং মৃদ্নাতি পায়ুং স্পৃশতি বিশর্দ্ধতে বিদহতি বাতমূত্রপুরীষাণি কৃচ্ছ্রেণ বাস্য মেহতো নিঃসরন্তি। অশ্মরী চাত্র শ্যামা পরুষা বিষমা খরা কদম্বপুষ্পবৎকণ্টকাচিতা ভবতি তাং বাতিকীমিতি বিদ্যাৎ।

প্রায়েণৈতাস্তিস্রো ঽশ্মর্য্যো দিবাস্বপ্নসমশনাধ্যশনশীতস্নিগ্ধগুরুমধুরাহারপ্রিয়ত্বাদ্বিশেষেণ বালানাং ভবন্তি তেষামেবাল্পবস্তিকায়ত্বাদনুপচিতমাংসত্বাচ্চ বস্তেঃসুখগ্রহণাহরণা ভবন্তি। মহতান্তু শুক্রাশ্মরী শুক্রনিমিত্তা ভবতি। মৈথুনাভিঘাতাদতিমৈথুনাদ্বা শুক্রশ্চলিতমনির্গচ্ছদ্বিমার্গগমনাদনিলোঽভিতঃ সংগৃহ্য মেঢ্রবৃষণয়োরন্তরে সংহরতি সংহৃত্য চোপশোষয়তি সা মূত্রমার্গমাবৃণোতি মূত্রকৃচ্ছ্রং বস্তিবেদনাং বৃষণয়োশ্চ শ্বযথুমাপাদয়তি পীড়িতমাত্রে চ তস্মিন্নেব প্রদেশে প্রবিলয়মাপদ্যতে তাং শুক্রাশ্মরীমিতি বিদ্যাৎ।

ভবতি চাত্র।

শর্করা সিকতা মেহো ভস্মাখ্যো ঽশ্মরিবৈকৃতম্।

অশ্মর্য্যাঃ শর্করা জ্ঞেয়া তুল্যব্যঞ্জনবেদনা ॥
পবনেঽনুগুণে সা তু নিরেত্যল্পা বিশেষতঃ।
সা ভিন্নমূর্ত্তির্বাতেন শর্করেত্যভিধীয়তে ॥
হৃৎপীড়াসক্থিসদনং কুক্ষিশূলঃ সবেপথুঃ।
তৃষ্ণোর্দ্ধগোঽনিলঃ কার্শ্যং দৌর্ব্বল্যং পাণ্ডুগাত্রতা ॥
অরোচকাবিপাকৌ তু শর্করার্ত্তে ভবন্তি চ।
মূত্রমার্গপ্রবৃত্তা সা সক্তা কুর্য্যাদুপদ্রবান্ ॥
দৌর্ব্বল্যং সদনং কার্শ্যং কুক্ষিশূলমরোচকম্।
পাণ্ডুত্বমুষ্ণবাতঞ্চ তৃষ্ণাং হৃৎপীড়নং বমিং ॥
নাভিপৃষ্ঠকটীমুষ্কগুদবঙ্ক্ষণশেফসাং।
একদ্বারস্তনুত্বক্কো মধ্যে বস্তিরধোমুখঃ ॥
অলাবা ইব রূপেণ সিরাস্নায়ুপরিগ্রহঃ।
বস্তির্ব্বস্তিশিরশ্চৈব পৌরুষং বৃষণৌ গুদং ॥
একসম্বন্ধিনো হ্যেতে গুদাস্থিবিবরস্থিতাঃ।
মূত্রাশয়ো মলাধারঃ প্রাণায়তনমুত্তমম্ ॥
পক্বাশয়গতাস্তত্র নাড্যো মূত্রবহাস্তু যাঃ।
তর্পয়ন্তি সদা মূত্রং সরিতঃ সাগরং যথা ॥
সূক্ষ্মত্বান্নোপলভ্যন্তে মুখান্যাসাং সহস্রশঃ।
নাড়ীভিরুপনীতস্য মূত্রস্যামাশয়ান্তরাৎ ॥
জাগ্রতঃ স্বপতশ্চৈব স নিঃস্যন্দেন পূর্য্যতে।
আমুখাৎ সলিলে ন্যস্তঃ পার্শ্বেভ্যঃ পূর্য্যতে নবঃ ॥
ঘটো যথা তথা বিদ্ধি বস্তির্মূত্রেণ পূর্য্যতে।
এবমেব প্রবেশেন বাতঃ পিত্তং কফোঽপি বা ॥
মূত্রযুক্ত উপস্নেহাৎ প্রবিশ্য কুরুতেঽশ্মরীম্।
অপ্সু স্বচ্ছাস্বপি যথা নিষিক্তাসু নবে ঘটে ॥
কালান্তরেণ পঙ্কঃ স্যাদশ্মরীসম্ভবস্তথা।

সংহন্ত্যপো যথা দিব্যা মারুতোঽগ্নিশ্চ বৈদ্যুতঃ ॥
তদ্বদ্বলাসং বস্তিস্থমুষ্মা সংহন্তি সানিলঃ।
মারুতে প্রগুণে বস্তৌ মূত্রং সম্যক্প্রবর্ত্ততে ॥
বিকারা বিবিধাশ্চাপি প্রতিলোমে ভবন্তি হি ॥
মূত্রাঘাতাঃ প্রমেহাশ্চ শুক্রদোষাস্তথৈব চ।
মূত্রদোষাশ্চ যে কেচিদ্বস্তাবেব ভবন্তি হি ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো ভগন্দরাণাং নিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

বাতপিত্তশ্লেষ্মসন্নিপাতাগন্তুনিমিত্তাঃ শতপোনকোষ্ট্রগ্রীবপরিস্রাবিশম্বূকাবর্ত্তোন্মার্গিণো যথাসঙ্খ্যং পঞ্চ ভগন্দরা ভবন্তি। তে তু ভগগুদবস্তিপ্রদেশদারণাচ্চ ভগন্দরা ইত্যুচ্যন্তে। অপক্কাঃ পিড়কাঃ পক্কাস্তু ভগন্দরাঃ। তেষাস্তু পূর্ব্বরূপাণি কটীকপালবেদনা গুদকণ্ডূর্দাহঃ শোফশ্চ গুদস্য ভবতি।

তত্রাপথ্যসেবিনাং বায়ুঃ প্রকুপিতঃ সন্নিবৃত্তঃ স্থিরীভূতো গুদমভিতোঽঙ্গুলে দ্ব্যঙ্গুলে বা মাংসশোণিতে প্রদূষ্যারুণবর্ণাং পিড়কাং জনয়তি সাস্য তোদাদীন্ বেদনাবিশেষান্ জনয়ত্যপ্রতিক্রিয়মাণা চ পাকমুপৈতি মূত্রাশয়াভ্যাসগতত্বাচ্চ ব্রণঃ প্রক্লিন্নঃ শতপোনকবদণুমুখৈশ্ছিদ্রৈরাপূর্য্যতে তানি চ ছিদ্রাণ্যজস্রং ফেণানুবিদ্ধমধিকমাস্রাবং স্রবন্তি ব্রণশ্চ তাড্যতে ভিদ্যতে ছিদ্যতে সূচীভিরিব নিস্তুদ্যতে গুদঞ্চাবদীর্য্যতে বাতমূত্রপুরীষরেতসামপ্যাগমশ্চ তৈরেব ছিদ্রৈর্ভবতি তং ভগন্দরং শতপোনকমিত্যাচক্ষতে।

পিত্তন্তু প্রকুপিতমনিলেনাধঃ প্রেরিতং পূর্ব্ববদবস্থিতং রক্তাং তন্বীমুচ্ছ্রিতামুষ্ট্রগ্রীবাকারাং পিড়কাং জনয়তি। সাস্য চোষাদীনবে

দনাবিশেষান্ জনয়ত্যপ্রতিক্রিয়মাণাচ পাকমুপৈতি ব্রণশ্চাগ্নিক্ষারাভ্যামিব দহ্যতে দুর্গন্ধমুষ্ণমাস্রাবং স্রবত্যুপেক্ষিতশ্চ বাতমূত্রপুরীষরেতাংসি বিসৃজতি তং ভগন্দরমুষ্ট্রগ্রীবমিত্যাচক্ষতে।

শ্লেষ্মা তু প্রকুপিতঃ সমীরণেনাধঃপ্রেরিতঃ পূর্ব্ববদবস্থিতঃ শুক্লাবভাসাং স্থিরাং কণ্ডূমতীং পিড়কাং জনয়তি সাস্য কণ্ড্বাদীন্বেদনাবিশেষাঞ্জনয়ত্যপ্রতিক্রিয়মাণাচ পাকমুপৈতি ব্রণশ্চ কঠিনঃ সংরম্ভী কণ্ডূপ্রায়ঃ পিচ্ছিলমজস্রমাস্রাবং স্রবত্যুপেক্ষিতশ্চ বাতমূত্রপুরীষরেতাংসি বিসৃজতি তং ভগন্দরং পরিস্রাবিণমিত্যাচক্ষতে।

বায়ুপ্রকুপিতঃ প্রকুপিতৌ পিত্তশ্লেষ্মাণৌ পরিগৃহ্যাধোগত্বা পূর্ব্ববদবস্থিতঃ পাদাঙ্গুষ্ঠপ্রমাণাং সর্ব্বলিঙ্গাং পিড়কাং জনয়তি সাস্য তোদদাহকণ্ড্বাদীন্বেদনাবিশেষান্ জনয়ত্যপ্রতিক্রিয়মাণা চ পাকমুপৈতি ব্রণশ্চ নানাবিধবর্ণমাস্রাবং স্রবতি পূর্ণনদীশম্বূকাবর্ত্তবচ্চাত্র সমুত্তিষ্ঠন্তি বেদনাবিশেষাস্তং ভগন্দরং শম্বূকাবর্ত্তমিত্যাচক্ষতে।

মূঢ়েন মাংসলুব্ধেন যদস্থিশল্যমন্নেন সহাভ্যবহৃতং যদাবগাঢ়পুরীষোন্মিশ্রমপানেনাধঃপ্রেরিতমসম্যগাগতং গুদং ক্ষিণোতি তত্র ক্ষতনিমিত্তঃ কোথ উপজায়তে তস্মিংশ্চ ক্ষতে পূযরুধিরাবকীর্ণ-মাংসকোথে ভূমাবিব জলপ্রক্লিন্নায়াং ক্রিময়ঃ সঞ্জায়ন্তে তে ভক্ষয়ন্তো গুদমনেকধা পার্শ্বতো দারয়ন্তি তস্য তৈর্মার্গৈঃ ক্রিমিকৃতৈর্ব্বাতমূত্রপুরীষরেতাংস্যভিনিঃসরন্তি তং ভগন্দরমুন্মার্গিণমিত্যাচক্ষতে।

ভবন্তি চাত্র।

উৎপদ্যতেঽল্পরুক্‌শোফা ক্ষিপ্রং চাপ্যুপশাম্যতি।
পায়ুন্তদেশে পিড়কা সা জ্ঞেয়ান্যা ভগন্দরাৎ॥
ভাগন্দরী তু বিজ্ঞেয়া পিড়কাঽতো বিপর্য্যয়াৎ।
পায়োঃ স্যাদ্‌দ্ব্যঙ্গুলে দেশে গূঢ়মূলা সরুগ্‌জ্বরা॥

যানযানাম্মলোৎসর্গাৎ কণ্ডূরুগ্দাহশোফবান্।
পায়ুর্ভবেদ্রুজঃ কট্যাং পূর্ব্বরূপং ভগন্দরে ॥
ঘোরাঃ সাধয়িতুং দুঃখাঃ সর্ব্ব এব ভগন্দরাঃ।
তেম্বসাধ্যস্ত্রিদোষোত্থঃ ক্ষতজশ্চ ভগন্দরঃ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ কুষ্ঠনিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

মিথ্যাহারাচারস্য বিশেষাদ্‌গুরুবিরুদ্ধাসাত্ম্যাজীর্ণাহিতাশিনঃ স্নেহপীতস্য বান্তস্য বা ব্যায়ামগ্রাম্যধর্ম্মসেবিনো গ্রাম্যানূপৌদকমাংসানি বা পয়সাভীক্ষ্ণমশ্নতো যো বা মজ্জত্যপ্সূষ্মাভিতপ্তঃ সহসা ছর্দ্দিং বা প্রতিহন্তি তস্য পিত্তশ্লেষ্মাণৌ প্রকুপিতৌ পরিগৃহ্যানিলঃ প্রবৃদ্ধস্তির্য্যগ্গাঃ সিরাঃ সম্প্রতিপদ্য সমুদ্ধূয় বাহ্যং মার্গং প্রতিসমন্তাদ্বিক্ষিপতি। যত্র যত্র চ দোষো বিক্ষিপ্তো নিঃসরতি তত্র তত্র মণ্ডলানি প্রাদুর্ভবন্ত্যেবমুৎপন্নস্ত্বচি দোষস্তত্র চ পরিবৃদ্ধিং প্রাপ্যাপ্রতিক্রিয়মাণোঽভ্যন্তরং প্রতিপদ্যতে ধাতূন্ দূষয়ন্। তস্য পূর্ব্বরূপাণি ত্বক্‌পারুষ্যমকস্মাদ্রোমহর্ষঃ কণ্ডূঃ স্বেদবাহুল্যমস্বেদনং বাঙ্গপ্রদেশানাং স্বাপঃ ক্ষতবিসর্পণমসৃজঃ কৃষ্ণতা চেতি।

তত্র সপ্ত মহাকুষ্ঠান্যেকাদশ ক্ষুদ্রকুষ্ঠান্যেব মষ্টাদশ কুষ্ঠানি ভবন্তি। তত্র মহাকুষ্ঠান্যরুণোডুম্বরর্ষ্যজিহ্বকপালকাকণকপুণ্ডরীকদদ্রুকুষ্ঠানীতি ॥

ক্ষুদ্রকুষ্ঠান্যপি স্থূলারুষ্কং মহাকুষ্ঠমেককুষ্ঠঞ্চর্ম্মদলং বিসর্পঃ পরিসর্পঃ সিধ্ম বিচর্চ্চিকা কিটিমং পামা রকসা চেতি। সর্ব্বাণি কুষ্ঠানি সবাতানি সপিত্তানি সশ্লেষ্মাণি সক্রিমীণি চ ভবন্ত্যুৎসন্নতস্তু দোষগ্রহণমভিভবাৎ।

তত্র বাতেনারুণং পিত্তেনৌডুম্বরর্ষ্যজিহ্বকপালকাকণকানি। শ্লেষ্মণা পৌণ্ডরীকং দদ্রুকুষ্ঠঞ্চেতি তেষান্তু মহত্ত্বং ক্রিয়াগুরুত্বমুত্তরোত্তরং ধাত্বনুপ্রবেশাদসাধ্যত্বঞ্চেতি।

তত্র বাতেনারুণাভানি তনূনি বিসর্প্পীণি তোদভেদস্বাপযুক্তান্যরুণানি পিত্তেন পক্কোডুম্বরফলাকৃতিবর্ণান্যৌডুম্বরাণি। ঋষ্যজিহ্বাপ্রকাশখরত্বানি ঋষ্যজিহ্বানি। কৃষ্ণকপালিকাপ্রকাশানি কপালকুষ্ঠানি। কাকণন্তিকাফলসদৃশান্যতীব রক্তকৃষ্ণানি কাকণকানি। তেষাঞ্চতুর্ণামপ্যোষচোষপরিদাহধূমায়নানি ক্ষিপ্রোত্থানপ্রপাকভেদিত্বানি ক্রিমিজন্ম চ সামান্যানি লিঙ্গানি।

পুণ্ডরীকপত্রপ্রকাশানি পৌণ্ডরীকাণি। অতসীপুষ্পবর্ণানি তাম্রাণি বা বিসর্প্পীণি পিড়কাবন্তি চ দদ্রুকুষ্ঠানি তয়োর্দ্বয়োরপ্যুৎসন্নতা পরিমণ্ডলতা কণ্ডূশ্চিরোত্থানত্বং চেতি সামান্যরূপাণি।

ক্ষুদ্রকুষ্ঠান্যত ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামঃ।

স্থূলানি সন্ধিষ্বতিদারুণাণি স্থূলারুষি স্যুঃ কঠিনান্যরূংষি।
ত্বক্কোচভেদস্বপনাঙ্গসাদাঃ কুষ্ঠে মহৎপূর্ব্বযুতে ভবন্তি।
কৃষ্ণারুণং যেন ভবেচ্ছরীরং তদেককুষ্ঠং প্রবদন্ত্যসাধ্যম্।
স্যুর্যেন কণ্ডূব্যথনৌষচোষাস্তলেষু তচ্চর্ম্মদলং বদন্তি॥
বিসর্প্পবৎ সর্পতি সর্ব্বতোযস্ত্বগ্রক্তমাংসান্যভিভূয় শীঘ্রং।
মূর্চ্ছাবিদাহারতিতোদপাকান্ কৃত্বা বিসর্পঃ স ভবেদ্বিকারঃ॥
শনৈঃ শরীরে পিডকাঃ স্রবত্যঃ সর্পন্তি যাস্তং পরিসর্পমাহুঃ।
কণ্ড্বন্বিতং শ্বেতমপায়ি সিধ্ম বিদ্যাত্তনু প্রায়শ ঊর্দ্ধকায়ে॥
রাজ্যোঽতি কণ্ড্বর্ত্তিরুজঃ সুরূক্ষা ভবন্তি গাত্রেষু বিচর্চ্চিকায়াং।
কণ্ডূমতী দাহরুজোপপন্না বিপাদিকা পাদগতেয়মেব॥
যৎস্রাবি বৃত্তং ঘনমুগ্রকণ্ডু তৎ স্নিগ্ধকৃষ্ণং কিটিমং বদন্তি।
স্রাবাবকণ্ডূপরিদাহবদ্ভিঃ পামাণুকাভিঃ পিড়কাভিরূহ্যা॥

স্ফোটৈঃ সদাহৈরতি সৈব কচ্ছুঃ স্ফিক্‌পাণিপাদপ্রভবৈর্নিরূপ্যা।
কণ্ডূম্বিতা যা পিডকা শরীরে সংস্রাবহীনা রকসোচ্যতে সা॥
অরুঃ সসিধ্মং রকসা মহচ্চ যচ্চৈককুষ্ঠং কফজান্যমূনি।
বায়োঃ প্রকোপাৎ পরিসর্পমেকং শেষাণি পিত্তপ্রভবাণি বিদ্যাৎ॥

কিলাসমপি কুষ্ঠবিকল্প এব। তত্রিবিধং বাতেন পিত্তেন শ্লেষ্মণা চেতি। কুষ্ঠকিলাসয়োরন্তরন্ত্বগ্গতমেব কিলাসমপরিস্রাবি চ। তদ্বাতেন মণ্ডলমরুণং পরুষং পরিধ্বংসি চ পিত্তেন পদ্মপত্রপ্রতী-কাশং সপরিদাহঞ্চ। শ্লেষ্মণাপি শ্বেতং স্নিগ্ধং বহলং কণ্ডূমচ্চ। তেষু সম্বদ্ধমণ্ডলমন্তেজাতং রক্তরোমচাঽসাধ্যমগ্নিদগ্ধঞ্চ। কুষ্ঠেষু রুক্‌ ত্বক্‌-সঙ্কোচস্বাপস্বেদশোফভেদকৌণ্যস্বরোপঘাতা বাতেন। পাকা-বদরণাঙ্গুলিপতনকর্ণনাসাভঙ্গাক্ষিরাগসত্বোৎপত্তয়ঃ পিত্তেন। কণ্ডু-বর্ণভেদশোফাস্রাবগৌরবাণি শ্লেষ্মণা। তত্রাদিবলপ্রবৃত্তং পৌণ্ড-রীকং কাকণং চাসাধ্যং।

ভবন্তি চাত্র।

যথা বনস্পতির্জাতঃ প্রাপ্য কালপ্রকর্ষণং।
অন্তর্ভূমিং বিগাহেত মূলৈর্বৃষ্টিবিবর্দ্ধিতৈঃ॥
এবং কুষ্ঠং সমুৎপন্নং ত্বচি কালপ্রকর্ষতঃ।
ক্রমেণ ধাতূন্ ব্যাপ্নোতি নরস্যাপ্রতিকারিণঃ॥
স্পর্শহানিঃ স্বেদনত্বমীষৎকণ্ডূশ্চ জায়তে।
বৈবর্ণ্যং রুক্ষভাবশ্চ কুষ্ঠে ত্বচি সমাশ্রিতে॥
ত্বক্‌স্বাপো রোমহর্ষশ্চ স্বেদস্যাভিপ্রবর্ত্তনম্।
কণ্ডুর্বিপূযকশ্চৈব কুষ্ঠে শোণিতসংশ্রিতে॥
বাহুল্যং বক্ত্রশোষশ্চ কার্কশ্যং পিড়কোদ্গমঃ।
তোদঃ স্ফোটঃ স্থিরত্বঞ্চ কুষ্ঠে মাংসসমাশ্রিতে॥
দৌর্গন্ধ্যমুপদেহশ্চ পূযোঽথ ক্রিময়স্তথা।
গাত্রাণাং ভেদনঞ্চাপি কুষ্ঠে মেদঃসমাশ্রিতে॥

নাসাভঙ্গোঽক্ষিরাগশ্চ ক্ষতে চ ক্রিমিসম্ভবঃ।
ভবেৎ স্বরোপঘাতশ্চ অস্থিমজ্জসমাশ্রিতে॥
কৌণ্যং গতিক্ষয়োঽঙ্গানাং সম্ভেদঃ ক্ষতসর্পণং।
শুক্রস্থানগতে লিঙ্গং প্রাগুক্তানি তথৈব চ॥
স্ত্রীপুংসয়োঃ কুষ্ঠদোষাদ্দুষ্টশোণিতশুক্রয়োঃ।
যদপত্যন্তয়োর্জ্জাতং জ্ঞেয়ং তদপি কুষ্ঠিতং।
কুষ্ঠমাত্মবতঃ সাধ্যং ত্বগ্রক্তপিশিতাশ্রিতম্॥
মেদোগতং ভবেদ্যাপ্যমসাধ্যমত উত্তরং।
ব্রহ্মস্ত্রীসজ্জনবধপরস্বহরণাদিভিঃ॥
কর্ম্মভিঃ পাপরোগস্য প্রাহুঃ কুষ্ঠস্য সম্ভবং।
ম্রিয়তে যদি কুষ্ঠেন পুনর্জ্জাতেঽপি গচ্ছতি॥
নাতঃ কষ্টতরো রোগো যথাকুষ্ঠং প্রকীর্ত্তিতং।
আহারাচারয়োঃ প্রোক্তামাস্থায় মহতীং ক্রিয়াং॥
ঔষধীনাং বিশিষ্টানাং তপসশ্চ নিষেবণাৎ।
যস্তেন মুচ্যতে জন্তুঃ স পুণ্যাঙ্গতিমাপ্নুয়াৎ॥
প্রসঙ্গাদ্গাত্রসংস্পর্শান্নিশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
সহশয্যাসনাচ্চাপি বস্ত্রমাল্যানুলেপনাৎ॥
কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এব চ।
ঔপসর্গিকরোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরং॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ প্রমেহনিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

দিবাস্বপ্নাব্যায়ামালস্যপ্রসক্তং শীতস্নিগ্ধমধুরমেদ্যদ্রবান্নপান-সেবিনং পুরুষং জানীয়াৎপ্রমেহী ভবিষ্যতীতি। তস্য চৈবং প্রবৃত্তস্যাপরিপক্কা এব বাতপিত্তশ্লেষ্মাণো যদা মেদসা সহৈকত্বমু-

পেত্য মূত্রবাহিস্রোতাংস্যনুসৃত্যাধোগত্বাবস্তের্ম্মুখমাশ্রিত্য নির্ব্বিচ্ছন্তে তদা প্রমেহান্ জনয়ন্তি। তেষান্তু পূর্ব্বরূপাণি হস্তপাদতলদাহঃ স্নিগ্ধপিচ্ছিলগুরুতা গাত্রাণাং মধুরশুক্লমূত্রতা তন্দ্রা সাদঃ পিপাসা দুর্গন্ধশ্চ শ্বাসস্তালুগলজিহ্বাদন্তেষু মলোৎপত্তির্জটিলীভাবঃ কেশানাং বৃদ্ধিশ্চ নখানাং। তত্রাবিলপ্রভৃতমূত্রলক্ষণাঃ সর্ব্বএব প্রমেহাঃ সর্ব্বএব সর্ব্বদোষসমুত্থাঃ সহপিড়কাভিঃ।

তত্র কফাদুদকেক্ষুসুরাসিকতাশনৈর্লবণপিষ্টসান্দ্রশুক্রফেনমেহাঃ দশ সাধ্যা দোষদূষ্যাণাং সমক্রিয়ত্বাৎ। পিত্তান্নীলহরিদ্রাম্লক্ষারমঞ্জিষ্ঠাশোণিতমেহাঃ ষট্ যাপ্যা দোষদূষ্যাণাং বিষমক্রিয়ত্বাৎ। বাতাৎ-সর্প্পির্ব্বসাক্ষৌদ্রহস্তিমেহাশ্চত্বারোঽসাধ্যতমা মহাত্যয়িকত্বাৎ।

তত্র বাতপিত্তমেদোভিরন্বিতঃ শ্লেষ্মা শ্লেষ্ম-প্রমেহান্ জনয়তি বাতকফশোণিতমেদোভিরন্বিতং পিত্তং পিত্তপ্রমেহান্ কফপিত্ত-বসামজ্জমেদোভিরন্বিতো বায়ুর্ব্বাতপ্রমেহান্।

তত্র শ্বেতমবেদনমুদকসদৃশমুদকমেহী মেহতি ইক্ষুরসতুল্যমিক্ষুমেহী সুরামেহী সুরাতুল্যং সরুজং সিকতানুবিদ্ধং সিকতামেহী শনৈঃ সকফং মৃৎস্নং শনৈর্ম্মেহী বিশদং লবণতুল্যং লবণমেহী হৃষ্ট-রোমা পিষ্টরসতুল্যং পিষ্টমেহী আবিলং সান্দ্রং সান্দ্রমেহী শুক্র তুল্যং শুক্রমেহী স্তোকং স্তোকং সফেনং ফেনমেহী মেহতি।

অত ঊর্দ্ধং পিত্তনিমিত্তান্‌বক্ষ্যামঃ। সফেনমচ্ছং নীলং নীলমেহী মেহতি সদাহং হরিদ্রাভং হরিদ্রামেহী অম্লরসগন্ধমম্লমেহী স্রুত-ক্ষারপ্রতিমং ক্ষারমেহী মঞ্জিষ্ঠোদকপ্রকাশং মঞ্জিষ্ঠামেহী শোণিত-প্রকাশং শোণিতমেহী মেহতি।

অত ঊর্দ্ধং বাতনিমিত্তান্‌বক্ষ্যামঃ। সর্প্পিঃ প্রকাশং সর্প্পির্ম্মেহী মেহতি বসাপ্রকাশং বসামেহী ক্ষৌদ্ররসবর্ণং ক্ষৌদ্রমেহী মত্তমাতঙ্গ-বদনুপ্রবদ্ধং হস্তিমেহী মেহতি।

মক্ষিকোপসর্প্পণমালস্যং মাংসোপচয়ঃ প্রতিশ্যায়ঃ শৈথিল্যা-

রোচকাবিপাকাঃ কফপ্রসেকচ্ছর্দ্দিনিদ্রাকাসশ্বাসাশ্চেতি শ্লেষ্মজানামুপদ্রবাঃ।

বৃষণয়োরবদরণং বস্তিভেদো মেঢ্রতোদো হৃদিশূলমম্লীকাজ্বরাতীসারারোচকা বমথুঃ পরিধূমায়নং দাহো মূর্চ্ছা পিপাসা নিদ্রানাশঃ পাণ্ডুরোগঃ পীতবিণ্মূত্রত্বঞ্চেতি পৈত্তিকানাম্। হৃদ্‌গ্রহোলৌল্যমনিদ্রা স্তম্ভঃ কম্পঃ শূলং বদ্ধপুরীষত্বঞ্চেতি বাতজানাম্। এবমেতে বিংশতি প্রমেহাঃ সোপদ্রবা ব্যাখ্যাতাঃ। তত্র বসামেদোভ্যামভিপন্নশরীরস্য ত্রিভির্দোষৈশ্চানুগতধাতোঃ প্রমেহিণো দশ পিড়কা জায়ন্তে। তদ্যথা।

শরাবিকা সর্ষপিকা কচ্ছপিকা জালিনী বিনতা পুত্রিণী মসূরিকা অলজী বিদারিকা বিদ্রধিকা চেতি।

শরাবমাত্রা তদ্রূপা নিম্নমধ্যা শরাবিকা।
গৌরসর্ষপসংস্থানা তৎপ্রমাণা চ সর্ষপী॥
সদাহা কূর্ম্মসংস্থানা জ্ঞেয়া কচ্ছপিকা বুধৈঃ।
জালিনী তীব্রদাহা তু মাংসজালসমাবৃতা॥
মহতী পিড়কা নীলা পিড়কা বিনতা স্মৃতা।
মহত্যল্পাচিতা জ্ঞেয়া পিড়কা সা তু পুত্রিণী॥
মসূরসমসংস্থানা জ্ঞেয়া সা তু মসূরিকা।
রক্তসিতা স্ফোটবতী দারুণা ত্বলজী ভবেৎ॥
বিদারী কন্দবদ্বৃত্তা কঠিনা চ বিদারিকা।
বিদ্রধের্লক্ষণৈর্যুক্তা জ্ঞেয়া বিদ্রধিকা বুধৈঃ॥
যে যন্ময়াঃ স্মৃতা মেহাস্তেষামেতাস্তু তৎকৃতাঃ।
গুদে হৃদি শিরস্যংসে পৃষ্ঠে মর্ম্মণি চোত্থিতাঃ॥
সোপদ্রবা দুর্ব্বলস্য পিড়কাঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।
কৃৎস্নং শরীরং নিষ্পীড্য মেদোমজ্জবসাযুতঃ॥
অধঃ প্রক্রমতে বায়ুস্তেনাসাধ্যাস্তু বাতজাঃ।

প্রমেহপূর্ব্বরূপাণামাকৃতির্যত্র দৃশ্যতে ॥
কিঞ্চিচ্চাপ্যধিকং মূত্রং তং প্রমেহিণমাদিশেৎ।
কৃৎস্নান্যর্দ্ধানি বা যস্মিন্ পূর্ব্বরূপাণি মানবে ॥
প্রবৃত্তমূত্রমত্যর্থং তং প্রমেহিণমাদিশেৎ।
পিড়কাপীড়িতং গাঢ়মুপসৃষ্টমুপদ্রবৈঃ ॥
মধুমেহিনমাচষ্টে স চাসাধ্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
স চাপি গমনাৎস্থানং স্থানাদাসনমিচ্ছতি ॥
আসনাদ্বৃণুতে শয্যাং শয়নাৎস্বপ্নমিচ্ছতি।

যথাহি বর্ণানাং পঞ্চানামুৎকর্ষাপকর্ষকৃতেন সংযোগবিশেষেণ শবলবভ্রুকপিলকপোতমেচকাদীনাং বর্ণানামনেকেষামুৎপত্তির্ভবতি। এবমেব দোষধাতুমলাহারবিশেষেণোৎকর্ষাপকর্ষকৃতেন সংযোগ-বিশেষেণ প্রমেহাণাং নানাকারণং ভবতি। ভবতি চাত্র।

সর্ব্বএব প্রমেহাস্তু কালেনাপ্রতিকারিণঃ।
মধুমেহত্বমায়ান্তি তদাঽসাধ্যা ভবন্তি হি ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ উদরাণাং নিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

ধন্বন্তরির্ধর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠো রাজর্ষিরিন্দ্রপ্রতিমো বভূব।
ব্রহ্মর্ষিপুত্রং বিনয়োপপন্নং শিষ্যং শুভং সুশ্রুতমন্বশাৎ সঃ ॥
পৃথক্‌সমস্তৈরপি চেহদোষৈঃ প্লীহোদরং বদ্ধগুদং তথৈব।
আগন্তুকং সপ্তমমষ্টমঞ্চোদকোদরং চেতি বদন্তি তানি ॥
সুদুর্ব্বলাগ্নেরহিতাশনস্য সংশুষ্কপূত্যন্ননিষেবণাদ্বা।
স্নেহাদিমিথ্যাচরণাচ্চ জন্তোর্বৃদ্ধিং গতাঃ কোষ্ঠমভিপ্রপন্নাঃ ॥
গুল্মাকৃতিব্যঞ্জিতলক্ষণানি কুর্ব্বন্তি ঘোরাণ্যুদরাণি দোষাঃ।
কোষ্ঠাদুপস্নেহবদন্নসারো নিঃসৃত্য দুষ্টোঽনিলবেগনুন্নঃ ॥

ত্বচঃ সমুন্নম্য শনৈঃ সমন্তাদ্বিবর্দ্ধমানো জঠরং করোতি।
তৎপূর্ব্বরূপং বলবর্ণকাঙ্ক্ষাবলীবিনাশো জঠরে হি রাজ্যঃ॥
জীর্ণাপরিজ্ঞানবিদাহবত্যো বস্তৌ রুজঃ পাদগতশ্চ শোফঃ।
সংগৃহ্য পার্শ্বোদরপৃষ্ঠনাভীর্যদ্বর্দ্ধতে কৃষ্ণসিরাবনদ্ধং॥
সশূলমানাহবদুগ্রশব্দং সতোদভেদং পবনাত্মকং তৎ।
যচ্চোষতৃষ্ণাজ্বরদাহযুক্তং পীতং সিরা যত্র ভবন্তি পীতাঃ॥
পীতাক্ষিবিণ্মূত্রনখাননস্য পিত্তোদরং তচ্চ চিরাভিবৃদ্ধি।
যচ্ছীতলং শুক্লসিরাবনদ্ধং গুরু স্থিরং শুক্লনখাননস্য॥
স্নিগ্ধং মহচ্ছোফযুতং সসাদং কফোদরং তচ্চ চিরাভিবৃদ্ধি॥
স্ত্রিয়োঽন্নপানং নখরোমমূত্রবিড়ার্ত্তবৈর্যুক্তমসাধুবৃত্তাঃ।
যস্মৈ প্রযচ্ছন্ত্যরয়ো গরাংশ্চ দুষ্টাম্বুদূষীবিষসেবনাদ্বা॥
তেনাশু রক্তং কুপিতাশ্চ দোষাঃ কুর্ব্বন্তি ঘোরং জঠরং ত্রিলিঙ্গং।
তচ্ছীতবাতাভ্রসমুদ্ভবেষু বিশেষতঃ কুপ্যতি দহ্যতে চ॥
স চাতুরো মূর্চ্ছতি সম্প্রসক্তং পাণ্ডুঃ কৃশঃ শুষ্যতি তৃষ্ণয়া চ।
প্রকীর্ত্তিতং দূষ্যুদরন্তু ঘোরং প্লীহোদরং কীর্ত্তয়তো নিবোধ॥
বিদাহ্যভিষ্যন্দিরতস্য জন্তোঃ প্রদুষ্টমত্যর্থমসৃক্ কফশ্চ।
প্লীহাভিবৃদ্ধিং সততং করোতি প্লীহোদরং তৎপ্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ॥
বামে চ পার্শ্বে পরিবৃদ্ধিমেতি বিশেষতঃ সীদতি চাতুরোঽত্র।
মন্দজ্বরাগ্নিঃ কফপিত্তলিঙ্গৈরুপদ্রুতঃ ক্ষীণবলোঽতিপাণ্ডুঃ॥
সব্যেতরস্মিন্ যকৃতি প্রদুষ্টে জ্ঞেয়ং যকৃদ্দাল্যুদরং তদেব।
যস্যান্ত্রমন্নৈরুপলেপিভির্ব্বা বালাশ্মভির্ব্বা সহিতৈঃ পৃথগ্বা॥
সঞ্চীয়তে তত্র মলঃ সদোষঃ ক্রমেণ নাড্যামিবসঙ্করোহি।
নিরুধ্যতে চাস্য গুদে পুরীষং নিরেতিকৃচ্ছ্রাদপি চাল্পমল্পং॥
হৃন্নাভিমধ্যে পরিবৃদ্ধিমেতি যচ্চোদরং বিট্সমগন্ধিকঞ্চ।
প্রচ্ছর্দয়ন্ বদ্ধগুদো বিভাব্যস্ততঃ পরিস্রাব্যুদরং নিবোধ॥
শল্যং যদন্নোপহিতং তদন্ত্রং ভিনত্তি যস্যাগতমন্যথা বা

তস্মাৎস্রুতাস্রাৎসলিলপ্রকাশঃ স্রাবঃ স্রবেদ্বৈ গুদতস্তু ভূয়ঃ ॥
নাভেরধশ্চোদরমেতি বৃদ্ধিং নিস্তুদ্যতেঽতীব বিদহ্যতে চ।
এতৎ পরিস্রাব্যুদরং প্রদিষ্টং দকোদরং কীর্ত্তয়তো নিবোধ ॥
যঃ স্নেহপীতোঽপ্যনুবাসিতো বা বান্তো বিরিক্তোঽপ্যথ বা নিরূঢ়ঃ।
পিবেজ্জলং শীতলমাশু তস্য স্রোতাংসি দুষ্যন্তি হি তদ্বহানি ॥
স্নেহোপলিপ্তেষ্বথ বাপি তেষু দকোদরং পূর্ব্ববদভ্যুপৈতি।
স্নিগ্ধং মহৎসম্পরিবৃত্তনাভি ভৃশোন্নতং পূর্ণমিবাম্বুনা চ ॥
যথা দৃতিঃ ক্ষুভ্যতি কম্পতে চ শব্দায়তে চাপি দকোদরং তৎ।

আধ্মানং গমনেঽশক্তির্দৌর্ব্বল্যং দুর্ব্বলাগ্নিতা।
শোফঃ সদনমঙ্গানাং সঙ্গো বাতপুরীষয়োঃ ॥
দাহস্তৃষ্ণা চ সর্ব্বেষু জঠরেষু ভবন্তি হি ॥
অন্তে সলিলভাবন্তু ভজন্তে জঠরাণি তু।
সর্ব্বাণ্যেব পরীপাকাত্তদা তানি বিবর্জ্জয়েৎ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো মূঢ়গর্ব্ভনিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

গ্রাম্যধর্ম্মযানবাহনাধ্বগমনপ্রস্খলনপ্রপতনপ্রপীড়নধাবনাভিঘাতবিষমশয়নাসনোপবাসবেগাভিঘাতাতিরুক্ষকটুতিক্তভোজনশাকাতিক্ষারসেবনাতিসারবমনবিরেচনপ্রেঙ্খোলনাজীর্ণগর্ভশাতনপ্রভৃতিভির্বিশেষৈর্ব্বন্ধনান্মুচ্যতে গর্ভঃ ফলমিব বৃন্তবন্ধনাদভিঘাতবিশেষৈঃ। স বিমুক্তবন্ধনো গর্ভাশয়মতিক্রম্য যকৃৎপ্লীহান্ত্রবিবরৈরজস্রং সমানঃ কোষ্ঠসঙ্ক্ষোভমাপাদয়তি তস্যা জঠরসঙ্ক্ষোভাদ্বায়ুরপানোমূঢ়ঃপার্শ্ববস্তিশীর্ষোদরযোনিশূলানাহমূত্রসঙ্গানামন্যতমমাপাদ্য গর্ভং ব্যাপাদয়তি তরুণং শোণিতস্রাবেণ তমেব কদাচিদ্বিবৃদ্ধমসম্যগাগতম-

পত্যপথমনুপ্রাপ্তমনিরস্যমানমপানবৈগুণ্যসংমোহিতং গর্ভং মূঢ়গর্ভ মিত্যাচক্ষতে। ততঃ স কীলঃ প্রতিখুরো বীজকঃ পরিঘইতি। তত্র ঊর্দ্ধবাহুশিরঃপাদো যো যোনিমুখং নিরুণদ্ধি কীল ইব স কীলঃ। নিঃসৃতহস্তপাদশিরাঃ কায়সঙ্গী প্রতিখুরঃ। যস্তু নির্গচ্ছ-ত্যেকশিরোভুজঃ স বীজকঃ। পরিঘইব যোনিমুখমাবৃত্য তিষ্ঠেৎ স পরিঘ ইতি চতুর্ব্বিধো ভবতীত্যেকে ভাষন্তে তত্তু ন সম্যক্ কস্মাৎ স যদা বিগুণানিলপ্রপীড়িতোঽপত্যপথমনেকধা প্রতি-পদ্যতে তদা সঙ্খ্যা হীয়তে। তত্র কশ্চিৎ দ্বাভ্যাং সক্থিভ্যাং যোনিমুখং প্রতিপদ্যতে কশ্চিদাভুগ্নৈকসক্থিরেকেন। কশ্চিদা-ভুগ্নসক্থিশরীরঃ স্ফিগ্দেশেন তির্য্যগাগতঃ। কশ্চিদুরঃপার্শ্ব-পৃষ্ঠানামন্যতমেন যোনিদ্বারং পিধায়াবতিষ্ঠতে। অন্তঃপার্শ্বাপবৃত্ত-শিরাঃ কশ্চিদেকেন বাহুনা, কশ্চিদাভুগ্নশিরা বাহুদ্বয়েন। কশ্চিদা-ভুগ্নমধ্যো হস্তপাদশিরোভিঃ। কশ্চিদেকেন শক্থ্না যোনিমুখমভি-প্রতিপদ্যতেঽপরেণ পায়ুমিত্যষ্টবিধা মূঢ়গর্ভগতিরুদ্দিষ্টা সমাসেন। তত্র দ্বাবন্ত্যাবসাধ্যৌ মূঢ়গর্ভৌ শেষানপি বিপরীতেন্দ্রিয়ার্থাক্ষেপ-কযোনিভ্রংশসম্বরণমক্কল্লশ্বাসকাসভ্রমনিপীড়িতান্ পরিহরেৎ।

ভবন্তি চাত্র।

কালস্য পরিণামেন মুক্তং বৃন্তাদ্যথাফলম্।
প্রপদ্যেত স্বভাবেন নান্যথা পতিতুং ফলম্॥
এবং কালপ্রকর্ষেণ মুক্তো নাড়ীবিবন্ধনাৎ।
গর্ভাশয়স্থো যো গর্ভো জননায় প্রপদ্যতে॥
কৃমিবাতাভিঘাতৈস্তু তদেবোপদ্রুতং ফলম্।
পতত্যকালেঽপি যথা তথা স্যাদ্গর্ভবিচ্যুতিঃ॥
আচতুর্থাত্ততো মাসাৎ প্রস্রবেদ্গর্ভবিচ্যুতিঃ।
ততঃ স্থিরশরীরস্য পাতঃ পঞ্চমষষ্ঠয়োঃ॥

প্রবিধ্যতি শিরো যা তু শীতাঙ্গী নিরপত্রপা।
নীলোদ্ধতসিরা হন্তি সা গর্ভং সচ তাং তথা॥
গর্ভাস্পন্দনমাবীনাং প্রণাশঃ শ্যাবপাণ্ডুতা।
ভবত্যুচ্ছ্বাসপূতিত্বং শূলং চান্তর্মৃতে শিশৌ॥
মানসাগন্তুভির্মাতুরুপতাপৈঃ প্রপীড়িতঃ।
গর্ভো ব্যাপদ্যতে কুক্ষৌ ব্যাধিভিশ্চ প্রপীড়িতঃ॥
বস্তমারবিপন্নায়াঃ কুক্ষিঃ প্রস্পন্দতে যদি।
তৎক্ষণাজ্জন্মকালে তং পাটয়িত্বোদ্ধরেদ্ভিষক্॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতোবিদ্রধীনাং নিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

সর্ব্বামরগুরুঃ শ্রীমান্নিমিত্তান্তরভূমিপঃ।
শিষ্যায়োবাচ নিখিলমিদং বিদ্রধিলক্ষণং॥
ত্বগ্রক্তমাংসমেদাংসি প্রদূষ্যাস্থিসমাশ্রিতাঃ।
দোষাঃ শোফং শনৈর্ঘোরং জনয়ন্ত্যুচ্ছ্রিতা ভৃশম্॥
মহামূলং রুজাবন্তং বৃত্তং চাপ্যথবায়তং।
তমাহুর্ব্বিদ্রধিং ধীরা বিজ্ঞেয়ঃ ষড়্বিধঃ স চ॥
পৃথগ্দোষৈঃ সমস্তৈশ্চ ক্ষতেনাপ্যসৃজা তথা।
ষণ্ণামপি হি তেষান্তু লক্ষণং সংপ্রবক্ষ্যতে॥
কৃষ্ণোঽরুণো বা পরুষো ভৃশমত্যর্থবেদনঃ।
চিত্রোত্থানপ্রপাকশ্চ বিদ্রধির্ব্বাতসম্ভবঃ॥
পক্কোডুম্বরসঙ্কাশঃ শ্যাবো বা জ্বরদাহবান্।
ক্ষিপ্রোত্থানপ্রপাকশ্চ বিদ্রধিঃ পিত্তসম্ভবঃ॥
শরাবসদৃশঃ পাণ্ডুঃ শীতঃ স্তব্ধোঽল্পবেদনঃ।
চিরোত্থানপ্রপাকশ্চ সকণ্ডুশ্চ কফোত্থিতঃ॥

তনুপীতসিতাশ্চৈষামাস্রাবাঃ ক্রমশঃ স্মৃতাঃ।
নানারূপরুজাস্রাবো ঘাটালো বিষমো মহান্॥
বিষমং পচ্যতে বাপি বিদ্রধিঃ সান্নিপাতিকঃ॥
তৈস্তৈর্ভাবৈরভিহতে ক্ষতে চাপথ্যসেবিনঃ।
ক্ষতোষ্মা বায়ুবিস্মৃতঃ সরক্তং পিত্তমীরয়েৎ॥
জ্বরস্তৃষ্ণা চ দাহশ্চ জায়তে তস্য দেহিনঃ।
এষ বিদ্রধিরাগন্তুঃ পিত্তবিদ্রধিলক্ষণঃ॥
কৃষ্ণস্ফোটাবৃতঃ শ্যাবস্তীব্রদাহরুজাজ্বরঃ।
পিত্তবিদ্রধিলিঙ্গস্তু রক্তবিদ্রধিরুচ্যতে॥
উক্তা বিদ্রধয়ো হ্যেতে তেষ্বসাধ্যস্তু সর্ব্বজঃ।
আভ্যন্তরানতস্তূর্দ্ধং বিদ্রধীন্ পরিচক্ষতে॥
গুর্ব্বসাত্ম্যবিরুদ্ধান্নশুষ্কসংক্লিন্নভোজনাৎ।
অতিব্যবায়ব্যায়ামবেগাঘাতবিদাহিভিঃ॥
পৃথক্ সম্ভূয় বা দোষাঃ কুপিতা গুল্মরূপিণম্।
বল্মীকবৎ সমুন্নদ্ধমন্তঃ কুর্ব্বন্তি বিদ্রধিম্॥
গুদে বস্তিমুখে নাভ্যাং কুক্ষৌ বঙ্ক্ষণয়োস্তথা।
বৃক্কয়োঃ প্লীহ্নি যকৃতি হৃদয়ে ক্লোম্নি বা তথা।
তেষাং লিঙ্গানি জানীয়াদ্বাহ্যবিদ্রধিলক্ষণৈঃ।
আমপক্কৈষণীয়েন পক্কাপক্কং বিনির্দ্দিশেৎ॥
অধিষ্ঠানবিশেষেণ লিঙ্গং শৃণু বিশেষতঃ।
গুদে বাতনিরোধস্তু বস্তৌ কৃচ্ছ্রাল্পমূত্রতা॥
নাভ্যাং হিক্কা তথাটোপঃ কুক্ষৌ মারুতকোপনম্।
কটীপৃষ্ঠগ্রহস্তীব্রো বঙ্ক্ষণোত্থে তু বিদ্রধৌ॥
বৃক্কয়োঃ পার্শ্বসঙ্কোচঃ প্লীহ্ন্যুচ্ছ্বাসাবরোধনম্।
সর্ব্বাঙ্গপ্রগ্রহস্তীব্রো হৃদি শূলশ্চ দারুণঃ॥
শ্বাসো যকৃতি তৃষ্ণা চ পিপাসা ক্লোমজেঽধিকা।

আমো বা যদি বা পক্কো মহান্বা যদি চেতরঃ ॥
সর্ব্বো মর্ম্মোত্থিতশ্চাপি বিদ্রধিঃ কষ্ট উচ্যতে।
নাভেৰুপরিজাঃ পক্কা যান্ত্যূর্দ্ধমিতরে ত্বধঃ ॥
জীবত্যধো নিস্রুতেষু স্রুতেষূর্দ্ধং ন জীবতি।
হৃন্নাভিবস্তিবর্জ্জ্যা যে তেষু ভিন্নেষু বাহ্যতঃ ॥
জীবেৎ কদাচিৎপুরুষো নেতরেষু কদাচন।
স্ত্রীণামপপ্রজাতানাং প্রজাতানাং তথাহহিতৈঃ ॥
দাহজ্বরকরো ঘোরো জায়তে রক্তবিদ্রধিঃ।
অপি সম্যক্প্রজাতানামসৃক্কায়াদনিঃসৃতং ॥
রক্তজং বিদ্রধিং বিদ্যাৎ কুক্ষৌ মক্কল্লসংজ্ঞিতং।
সপ্তাহান্নোপশান্তশ্চেত্ততোহসৌ সংপ্রপচ্যতে।
বিশেষমথ বক্ষ্যামি স্পষ্টং বিদ্রধিগুল্ময়োঃ।
তুল্যদোষসমুত্থানাদ্বিদ্রধের্গুল্মকস্য চ ॥
কস্মান্ন পচ্যতে গুল্মো বিদ্রধিঃ পাকমেতি চ।
গুল্মাকারাঃ স্বয়ং দোষা বিদ্রধির্ম্মাংসশোণিতে ॥
বিবরানুচরো গ্রন্থিরপ্সু বুদ্বুদকো যথা।
এবং প্রকারো গুল্মস্তু তস্মাৎপাকং ন গচ্ছতি।
মাংসশোণিতবাহুল্যাৎপাকং গচ্ছতি বিদ্রধিঃ।
মাংসশোণিতহীনত্বাদ্গুল্মঃ পাকং ন গচ্ছতি।
গুল্মস্তিষ্ঠতি দোষে স্বে বিদ্রধির্ম্মাংসশোণিতে ॥
বিদ্রধিঃ পচ্যতে তস্মাদ্গুল্মশ্চাপি ন পচ্যতে।
হৃন্নাভিবস্তিজঃ পক্কো বর্জ্জ্যো যশ্চ ত্রিদোষজঃ ॥
অথ মজ্জপরীপাকো ঘোরঃ সমুপজায়তে।
সোহস্থিমাংসনিরোধেন দ্বারং ন লভতে যদা ॥
ততঃ স ব্যাধিনা তেন জ্বলনেনেব দহ্যতে।
অস্থিমজ্জোষ্মণা তেন শীর্য্যতে দহ্যমানবৎ ॥

বিকারঃ শল্যভূতোঽয়ং ক্লেশয়েদাতুরং চিরং।
অথাস্য কর্ম্মণা ব্যাধির্দ্বারস্ত লভতে যদা॥
ততো মেদঃপ্রভং স্নিগ্ধং শুক্লং শীতমথো গুরু।
ভিন্নেঽস্থ্নি নিস্রবেৎপূযমেতদস্থিগতং বিদুঃ॥
বিদ্রধিং শাস্ত্রকুশলাঃ সর্ব্বদোষরুজাবহং॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো বিসর্পনাড়ীস্তনরোগনিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

ত্বঙ্মাংসশোণিতগতাঃ কুপিতাস্তু দোষাঃ
সর্ব্বাঙ্গসারিণমিহাস্থিতমাত্মলিঙ্গং।
কুর্ব্বন্তি যং বিস্তৃতমুন্নতমাশু শোফং
তং সর্ব্বতোবিসরণাচ্চ বিসর্পমাহুঃ॥
বাতাত্মকোঽসিতমৃদুঃ পরুষোঽঙ্গমর্দ্দ-
সম্ভেদতোদপবনজ্বরলিঙ্গযুক্তঃ।
গন্ধৈর্যদা তু বিষমৈরতিদূষিতত্বা
ত্ত্যুক্তঃ সএব কথিতঃ খলু বর্জ্জনীয়ঃ॥
পিত্তাত্মকো দ্রুতগতির্জ্বরদাহপাক-
স্ফোটপ্রভেদবহুলঃ ক্ষতজপ্রকাশঃ।
দোষপ্রবৃদ্ধিহতমাংসসিরো যদা স্যাৎ
স্রোতোজকর্দ্দমনিভো ন তদা স সিধ্যেৎ॥
শ্লেষ্মাত্মকঃ সরতি মন্দমশীঘ্রপাকঃ
স্নিগ্ধঃ সিতঃ শ্বযথুরল্পরুগুগ্রকণ্ডুঃ।
সর্ব্বাত্মকস্ত্রিবিধবর্ণরুজোঽবগাঢ়ঃ
পক্কো ন সিধ্যতি চ মাংসসিরাপ্রণাশাৎ॥

সদ্যঃক্ষতব্রণমুপেত্য নরস্য পিত্তং
রক্তঞ্চ দোষবহুলস্য করোতি শোফং।
শ্যাবং সলোহিতমতিজ্বরদাহপাকং
স্ফোটৈঃ কুলত্থসদৃশৈরসিতৈশ্চ কীর্ণং॥
সিধ্যন্তি বাতকফপিত্তকৃতা বিসর্পাঃ
সর্ব্বাত্মকঃ ক্ষতকৃতশ্চ ন সিদ্ধিমেতি।
পৈত্তানিলাবপি চ দর্শিতপূর্ব্বলিঙ্গৌ
সর্ব্বে চ মর্ম্মসু ভবন্তি হি কৃচ্ছ্রসাধ্যাঃ॥
শোফং ন পক্বমিতি পক্বমুপেক্ষতে যো
যো বা ব্রণং প্রচুরপূযমসাধুবৃত্তঃ।
অভ্যন্তরং প্রবিশতি প্রবিদার্য্য তস্য
স্থানানি পূর্ব্ববিহিতানি ততঃ স পূযঃ॥
তস্যাতিমাত্রগমনাদ্গতিরিত্যতশ্চ
নাড়ীব যদ্বহতি তেন মতা তু নাড়ী।
দোষৈস্ত্রিভির্ভবতি সা পৃথগেকশশ্চ
সংমূর্চ্ছিতৈরপি চ শল্যনিমিত্ততোঽন্যা॥
তত্রানিলাৎপরুষসূক্ষ্মমুখী সশূলা
ফেনানুবিদ্ধমধিকং স্রবতি ক্ষপায়াং।
তৃট্তাপতোদসদনজ্বরভেদহেতুঃ
পীতং স্রবত্যধিকমুষ্ণমহঃসু পিত্তাৎ॥
জ্ঞেয়া কফাদ্বহুঘনার্জ্জুনপিচ্ছিলাস্রা
রাত্রিস্রুতিঃ স্তিমিতরুক্কঠিনা সকণ্ডূঃ।
দোষদ্বয়াভিহিতলক্ষণদর্শনেন
তিস্রো গতীর্ব্ব্যতিকরপ্রভবাস্তু বিদ্যাৎ॥
দাহজ্বরশ্বসনমূর্চ্ছনবক্ত্রশোষা
যস্যাং ভবন্ত্যভিহিতানি চ লক্ষণানি।

তামাদিশেৎ পবনপিত্তকফপ্রকোপাৎ
ঘোরামসুক্ষয়করীমিব কালরাত্রিম্ ॥
নষ্টং কথঞ্চিদণুমাত্র মুদীরিতেষু
স্থানেষু শল্যমচিরেণ গতিং করোতি ।
সা ফেনিলং মথিতমচ্ছ মসৃগ্বিমিশ্র
মুষ্ণং করোতি সহসা সরুজাচ পিত্তং ॥

যাবত্যো গতয়ো যৈশ্চ কারণৈঃ সম্ভবন্তি হি ।
তাবন্তঃ স্তনরোগাঃ স্যুঃ স্ত্রীণাং তৈরেব হেতুভিঃ ॥
ধমন্যঃ সংবৃতদ্বারাঃ কন্যানাং স্তনসংশ্রিতাঃ ।
দোষাবিতরণাত্তাসাং ন ভবন্তি স্তনাময়াঃ ॥
তাসামেব প্রজাতানাং গর্ভিণীনাঞ্চ তাঃ পুনঃ ।
স্বভাবাদেব বিবৃতা জায়ন্তে সম্ভবন্ত্যতঃ ॥
রসপ্রসাদো মধুরঃ পক্কাহারনিমিত্তজঃ ।
কৃৎস্নদেহাৎ স্তনৌ প্রাপ্তং স্তন্যমিত্যভিধীয়তে ॥
বিশস্তেষ্বপি দেহেষু যথা শুক্রং ন দৃশ্যতে ।
সর্ব্বদেহাশ্রিতত্বাচ্চ শুক্রলক্ষণমুচ্যতে ॥
তদেব চেষ্টযুবতের্দ্দর্শনাৎ স্মরণাদপি ।
শব্দসংশ্রবণাৎ স্পর্শাৎ সংহর্ষাচ্চ প্রবর্ত্ততে ॥
সুপ্রসন্নং মনস্তত্র হর্ষণে হেতুরুচ্যতে ।
আহাররসযোনিত্বাদেবং স্তন্যমপি স্ত্রিয়াঃ ॥
তদেবাপত্যসংস্পর্শাদ্দর্শনাৎ স্মরণাদপি ।
গ্রহণাচ্চ শরীরস্য শুক্রবৎ সম্প্রবর্ত্ততে ॥
স্নেহো নিরন্তরস্তত্র প্রস্রবে হেতুরুচ্যতে ।
তৎকষায়ং ভবেদ্বাতাৎ ক্ষিপ্তঞ্চ প্লবতেঽম্ভসি ॥
পিত্তাদম্লঞ্চ কটুকং রাজ্যোঽম্ভসি চ পীতিকাঃ ।
কফাদ্ঘনং পিচ্ছিলঞ্চ জলে চাপ্যবসীদতি ॥

সর্ব্বৈর্দুষ্টৈঃ সর্ব্বলিঙ্গমভিঘাতাচ্চ দুষ্যতি।
যৎক্ষীরমুদকে ক্ষিপ্তমেকীভবতি পাণ্ডুরং ॥
মধুরঞ্চাবিবর্ণঞ্চ প্রসন্নং তদ্বিনির্দ্দিশেৎ।
সক্ষীরৌ বাপ্যদুগ্ধৌ বা প্রাপ্য দোষঃ স্তনৌ স্ত্রিয়াঃ ॥
রক্তং মাংসঞ্চ সন্দুষ্য স্তনরোগায় কল্পতে।
পঞ্চানামপি তেষান্তু হিত্বা শোণিতবিদ্রধিং ॥
লক্ষণানি সমানানি বাহ্যবিদ্রধিলক্ষণৈঃ।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো গ্রন্থ্যপচ্যর্ব্বুদগলগণ্ডানাং নিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ

বাতাদয়ো মাংসমসৃক্ প্রদুষ্টাঃ সন্দুষ্য মেদশ্চ কফানুবিদ্ধম্।
বৃত্তোন্নতং বিগ্রথিতন্তু শোফং কুর্ব্বন্ত্যতোগ্রন্থিরিতি প্রদিষ্টঃ ॥
আয়ম্যতে ব্যথ্যত এতি তোদং প্রত্যস্যতে কৃত্যত এতি ভেদং।
কৃষ্ণোঽমৃদুর্ব্বস্তিরিবাততশ্চ ভিন্নঃ স্রবেচ্চানিলজোঽস্রমচ্ছং ॥
দন্দহ্যতে ধূপ্যতি চাতিমাত্রং পাপচ্যতে প্রজ্বলতীব চাপি।
রক্তঃ সপীতোপ্যথবাপি পিত্তাদ্ভিন্নঃ স্রবেদুষ্ণমতীব চাস্রং ॥
শীতো বিবর্ণোঽল্পরুজোঽতিকণ্ডুঃ পাষাণবৎসংহননোপপন্নঃ।
চিরাভিবৃদ্ধিশ্চ কফপ্রকোপাদ্ভিন্নঃ স্রবেচ্ছুক্লঘনঞ্চ পূয়ং ॥
শরীরবৃদ্ধিক্ষয়বৃদ্ধিহানিঃ স্নিগ্ধো মহানল্পরুজোঽতিকণ্ডুঃ।
মেদঃকৃতো গচ্ছতি চাতিভিন্নে পিণ্যাকসর্পিঃপ্রতিমন্তু মেদঃ ॥
ব্যায়ামজাতৈরবলস্য তৈস্তৈরাক্ষিপ্য বায়ুর্হি সিরাপ্রতানং।
সংপীড্য সঙ্কোচ্য বিশোষ্য বাপি গ্রন্থিং করোত্যুন্নতমাশু বৃত্তম্ ॥
গ্রন্থিঃ সিরাজঃ স তু কৃচ্ছ্রসাধ্যো ভবেদ্যদি স্যাৎসরুজশ্চলশ্চ।
অরুক্ সএবাপ্যচলো মহাংশ্চ মর্ম্মোত্থিতশ্চাপি বিবর্জ্জনীয়ঃ ॥

হন্বস্থিকক্ষাক্ষকবাহুসন্ধিমন্যাগলেষূপচিতস্তু মেদঃ ।
গ্রন্থিং স্থিরং বৃত্তমথায়তংবা স্নিগ্ধং কফশ্চাল্পরুজং করোতি ॥
তং গ্রন্থিভিশ্চামলকাস্থিমাত্রৈ র্মৎস্যাণ্ডজালপ্রতিমৈস্তথান্যৈঃ ।
অনন্যবর্ণৈ রুপচীয়মানং চয়প্রকর্ষাদপচীং বদন্তি ॥
কণ্ডূযুতাস্তেঽল্পরুজঃ প্রভিন্নাঃ স্রবন্তি নশ্যন্তি ভবন্তি চান্যে ।
মেদঃকফাভ্যাং খলু রোগএষ সুদুস্তরো বর্ষগণানুবন্ধী ॥
গাত্রপ্রদেশে কচিদেব দোষাঃ সংমূর্চ্ছিতা মাংসমভিপ্রদুষ্য ।
বৃত্তং স্থিরং মন্দরুজং মহান্তমনল্পমূলং চিরবৃদ্ধ্যপাকং ॥
কুর্ব্বন্তি মাংসোপচয়ঞ্চ শোফং তদর্বুদং শাস্ত্রবিদো বদন্তি ।
বাতেন পিত্তেন কফেন চাপি রক্তেন মাংসেন চ মেদসা চ ॥
তজ্জায়তে তস্য চ লক্ষণানি গ্রন্থেঃ সমানানি সদা ভবন্তি ।
দোষঃ প্রদুষ্টো রুধিরং সিরাস্তু সংপীড্য সংকোচ্য গতস্তু পাকং ॥
সাস্রাবমুন্নহ্যতি মাংসপিণ্ডং মাংসাঙ্কুরৈরাচিতমাশু বৃদ্ধিং ।
স্রবত্যজস্রং রুধিরং প্রদুষ্টমসাধ্যমেতদ্রুধিরাত্মকং স্যাৎ ॥
রক্তক্ষয়োপদ্রবপীড়িতত্বাৎ পাণ্ডুর্ভবেদর্বুদপীড়িতস্তু ।
মুষ্টিপ্রহারাদিভিরর্দ্দিতেঽঙ্গে মাংসং প্রদুষ্টং প্রকরোতি শোফং ॥
অবেদনং স্নিগ্ধমনন্যবর্ণমপাকমশ্মোপমমপ্রচাল্যং ।
প্রদুষ্টমাংসস্য নরস্য বাঢ়মেতদ্ভবেন্মাংসপরায়ণস্য ॥
মাংসার্ব্বুদং ত্বেতদসাধ্যমুক্তং সাধ্যেষ্বপীমান্যুপবর্জ্জয়েত্তু ।
সংপ্রস্রুতং মর্ম্মণি যচ্চ জাতং স্রোতঃসু বা যচ্চ ভবেদচাল্যং ॥
যজ্জায়তেঽন্যৎখলু পূর্ব্বজাতে জ্ঞেয়ং তদধ্যর্ব্বুদ মর্ব্বুদজ্ঞৈঃ ।
যদ্দ্বন্দজাতং যুগপৎক্রমাদ্বা দ্বিরর্ব্বুদং তচ্চ ভবেদসাধ্যং ॥
ন পাকমায়ান্তি কফাধিকত্বান্মেদোঽধিকত্বাচ্চ বিশেষতস্তু ।
দোষস্থিরত্বাদ্গ্রথনাচ্চ তেষাং সর্ব্বার্ব্বুদান্যেব নিসর্গতস্তু ॥
বাতঃ কফশ্চৈব গলে প্রবৃদ্ধৌ মন্যেতু সংসৃত্য তথৈব মেদঃ ।
কুর্ব্বন্তি গণ্ডং ক্রমশঃ স্বলিঙ্গৈঃ সমন্বিতং তং গলগণ্ডমাহুঃ ॥

তোদান্বিতঃ কৃষ্ণসিরাবনদ্ধঃ কৃষ্ণোঽরুণো বা পবনাত্মকস্তু।
মেদোঽন্বিতশ্চোপচিতশ্চ কালাদ্ভবেৎপ্রদিগ্ধে চ গলে রুজশ্চ॥
পারুষ্যযুক্তশ্চিরবৃদ্ধ্যপাকো যদৃচ্ছয়া পাকমিয়াৎ কদাচিৎ।
বৈরস্যমাস্যস্য চ তস্য জন্তোর্ভবেত্তথা তালুগলপ্রশোষঃ॥
স্থিরঃ সবর্ণোঽল্পরুগুগ্রকণ্ডুঃ শীতো মহাংশ্চাপি কফাত্মকস্তু।
চিরাভিবৃদ্ধিং কুরুতে চিরাদ্বা প্রপচ্যতে মন্দরুজং কদাচিৎ॥
মাধুর্য্যমাস্যস্য চ তস্য জন্তোর্ভবেত্তথা তালুগলপ্রলেপঃ।
স্নিগ্ধো মৃদুঃ পাণ্ডুরনিষ্টগন্ধো মেদঃকৃতো নীরুগথাতিকণ্ডুঃ॥
প্রলম্বতেঽলাবুবদল্পমূলো দেহানুরূপক্ষয়বৃদ্ধিযুক্তঃ।
স্নিগ্ধাস্যতা তস্য ভবেচ্চ জন্তোর্গলেন শব্দং কুরুতে চ নিত্যং॥
কৃচ্ছ্রাৎ শ্বসন্তং মৃদু সর্ব্বগাত্রং সংবৎসরাতীতমরোচকার্ত্তং।
ক্ষীনস্তু বৈদ্যো গলগণ্ডিনং তং ভিন্নস্বরং চৈব বিবর্জ্জয়েত্তু॥
নিবদ্ধঃ শ্বয়থুর্যস্য মুষ্কবল্লম্বতে গলে।
মহান্বা যদি বা হ্রস্বস্তং গণ্ডমিতি নির্দ্দিশেৎ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো বৃদ্ধ্যুপদংশশ্লীপদানাংনিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

বাতপিত্তশ্লেষ্মশোণিতমেদোমূত্রান্ত্রনিমিত্তাঃ সপ্ত বৃদ্ধয়ঃ।
তাসাং মূত্রান্ত্রনিমিত্তে বৃদ্ধী বাতসমুত্থে কেবলমুৎপত্তিহেতুরন্যতমঃ॥
অধঃপ্রকুপিতোঽন্যতমো হি দোষঃ ফলকোশবাহিনী রভিপ্রপদ্য ধমনীঃ ফলকোশয়োর্ব্বৃদ্ধিং জনয়তি তাং বৃদ্ধিমিত্যাচক্ষতে। তাসাং ভবিষ্যতীনাং পূর্ব্বরূপাণি বস্তিকটীমুষ্কমেঢ্রেষু বেদনা মারুতনিগ্রহঃ ফলকোশশোফশ্চেতি।

তত্রানিলপরিপূর্ণাং বস্তিমিবাততাং পরুষা মনিমিত্তানিলরুজং বাতবৃদ্ধি মাচক্ষতে। পক্বোডুম্বরসঙ্কাশাং জ্বরদাহোষ্মবতীং চাশু

সমুত্থানপাকাং পিত্তবৃদ্ধিং, কঠিনামল্পবেদনাং শীতাং কণ্ডূমতীং শ্লেষ্মবৃদ্ধিং কৃষ্ণস্ফোটাবৃতাং পিত্তবৃদ্ধিলিঙ্গাং রক্তবৃদ্ধিং মৃদুস্নিগ্ধাং কণ্ডূমতীমল্পবেদনাং তালফলপ্রকাশাং মেদোবৃদ্ধিং। মূত্রসন্ধারণশীলস্য মূত্রবৃদ্ধির্ভবতি সা গচ্ছতোঽম্বুপূর্ণা দৃতিরিব ক্ষুভ্যতি মূত্রকৃচ্ছ্রং বেদনাং বৃষণয়োঃ শ্বযথুং কোশয়োশ্চাপাদয়তি তাং মূত্রবৃদ্ধিং বিদ্যাৎ। ভারহরণবলবদ্বিগ্রহবৃক্ষপ্রপতনাদিভিরায়াসবিশেষৈর্ব্বায়ুরতিপ্রবৃদ্ধঃ প্রকুপিতশ্চ স্থূলান্ত্রস্যেতরস্য চৈকদেশংদ্বিগুণমাদায়াধোগত্বা বঙ্ক্ষণসন্ধিমুপেত্য গ্রন্থিরূপেণ স্থিত্বাঽপ্রতিক্রিয়মাণে চ কালান্তরেণ ফলকোশং প্রবিশ্য মুষ্কশোফমাপাদয়ত্যাধ্মাতো বস্তিরিবাততঃ প্রদীর্ঘঃ শোফো ভবতি সশব্দমবপীড়িতশ্চোর্দ্ধমুপৈতি। বিমুক্তশ্চ পুনরাধমতি তামন্ত্রবৃদ্ধি মসাধ্যামিত্যাচক্ষতে।

তত্রাতিমৈথুনাদতিব্রহ্মচর্য্যাদ্বা তথা ব্রহ্মচারিণীং চিরোৎসৃষ্টাং রজস্বলাং দীর্ঘরোমাং কর্কশরোমাং সঙ্কীর্ণরোমাং নিগূঢ়রোমামল্পদ্বারাং মহাদ্বারামপ্রিয়ামকামামচৌক্ষ্যসলিল-প্রক্ষালিতযোনিমক্ষালিতযোনিং যোনিরোগোপসৃষ্টাং স্বভাবতো বা দুষ্টযোনিং বিযোনিং বা নারীমত্যর্থমুপসেবমানস্য তথা করজদশনবিষশুকনিপাতনাদর্দ্দনাদ্ধস্তাভিঘাতাচ্চতুষ্পদীগমনাদচৌক্ষ্যসলিলপ্রক্ষালনাদবপীড়নাচ্ছুক্রমূত্রবেগবিধারণান্মৈথুনান্তে বাঽপ্রক্ষালনাদিভির্ম্মেঢ়ভাগস্য প্রকুপিতা দোষাঃ ক্ষতেঽক্ষতে বা শ্বযথুমুপজনয়ন্তি তমুপদংশ মিত্যাচক্ষতে।

স পঞ্চবিধস্ত্রিভির্দ্দোষৈঃ পৃথক্সমস্তৈরসৃজা চৈকঃ।

তত্র বাতিকে পারুষ্যং ত্বক্পরিপুটনং স্তব্ধমেঢ়তা পরুষশোফতাবিবিধাশ্চ বাতবেদনাঃ।

পৈত্তিকে জ্বরঃ শ্বযথুঃ পক্বোডুম্বরসঙ্কাশ স্তীব্রদাহঃ ক্ষিপ্রপাকঃ পিত্তবেদনাশ্চ।

শ্লৈষ্মিকে শ্বযথুঃ কণ্ডূমান্ কঠিনঃ স্নিগ্ধঃ শ্লেষ্মবেদনশ্চ।

রক্তজে কৃষ্ণস্ফোটপ্রাদুর্ভাবোঽত্যর্থমসৃক্প্রবৃত্তিঃ পিত্তলিঙ্গান্যত্যর্থং জ্বরদাহৌ শোষশ্চ যাপ্যশ্চৈব কদাচিৎ।

সর্ব্বজে সর্ব্বলিঙ্গদর্শনমবদরণং শেফসঃ কৃমিপ্রাদুর্ভাবো মরণং চেতি।

কুপিতাস্তু দোষা বাতপিত্তশ্লেষ্মাণোঽধঃপ্রপন্না বঙ্ক্ষণোরুজানুজঙ্ঘাস্ববতিষ্ঠমানাঃ কালান্তরেণ পাদমাশ্রিত্য শনৈঃশোফং জনয়ন্তি তৎশ্লীপদমিত্যাচক্ষতে। তত্ত্রিবিধং বাতপিত্তকফনিমিত্তমিতি। তত্র বাতজং খরং কৃষ্ণং পরুষমনিমিত্তানিলরুজং পরিস্ফুটতি চ বহুশঃ। পিত্তজন্তু পীতাবভাসমীষন্মৃদু জ্বরদাহপ্রায়ঞ্চ। শ্লেষ্মজন্তু শ্বেতং স্নিগ্ধাবভাসং মন্দবেদনং ভারিকমিতি মহাগ্রন্থিকং কণ্টকৈরুপচিতঞ্চ। তত্র সম্বৎসরাতীতমতিমহদ্বল্মীকজাতং প্রস্রুত মিতি বর্জ্জনীয়ানি।

ভবন্তি চাত্র।

ত্রীণ্যপ্যেতানি জানীয়াৎ শ্লীপদানি কফোচ্ছ্রয়াৎ।
গুরুত্বঞ্চ মহত্ত্বঞ্চ যস্মান্নাস্তি বিনা কফাৎ॥
পুরাণোদকভূয়িষ্ঠাঃ সর্ব্বর্ত্তুষু চ শীতলাঃ।
যেদেশাস্তেষু জায়ন্তে শ্লীপদানি বিশেষতঃ॥
পাদয়োর্হস্তয়োশ্চাপি শ্লীপদং জায়তে নৃণাং।
কর্ণাক্ষিনাসিকৌষ্ঠেষু কেচিদিচ্ছন্তি তদ্বিদঃ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো ক্ষুদ্ররোগাণাং নিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

সমাসেন চতুশ্চত্বারিংশৎ ক্ষুদ্ররোগা ভবন্তি॥

তদ্যথা। অজগল্লিকা যবপ্রখ্যাঽন্ধালজী বিবৃতা কচ্ছপিকা বল্মীকমিন্দ্রবৃদ্ধাপনসিকা পাষাণগর্দ্দভোজালগর্দ্দভঃ কক্ষা বিস্ফোটকোঽগ্নি-

রোহিণী চিপ্পং কুনখোঽনুশয়ী বিদারিকা শর্করাঽর্বুদং পামা বিচর্চ্চিকা রকসা পাদদারিকা কদরমলসেন্দ্রলুপ্তৌ দারুণকোঽরুংষিকা পলিতং মসূরিকা যৌবনপিড়কা পদ্মিনীকণ্টকো জতুমণির্ম্মশকশ্চর্ম্মকীলস্তিলকালকো ন্যচ্ছং ব্যঙ্গঃ পরিবর্ত্তিকাঽবপাটিকা নিরুদ্ধপ্রকশঃ নিরুদ্ধগুদোঽহিপূতনং বৃষণকচ্ছূ গুদভ্রংশশ্চেতি।

স্নিগ্ধা সবর্ণা গ্রথিতা নীরুজা মুদ্গসন্নিভা।
কফবাতোত্থিতা জ্ঞেয়া বালানামজগল্লিকা॥
যবাকারা সুকঠিনা গ্রথিতা মাংসসংশ্রিতা।
পিড়কা শ্লেষ্মবাতাভ্যাং যবপ্রখ্যেতি সোচ্যতে॥
ঘনামবক্ত্রাং পিড়কামুন্নতাং পরিমণ্ডলাং।
অন্ধালজীমল্পপূয়াং তাং বিদ্যাৎ কফবাতজাম্॥
বিবৃতাস্যাং মহাদাহাং পক্বোড়ুম্বরসন্নিভাম্।
বিবৃতামিতি তাং বিদ্যাৎ পিত্তোত্থাং পরিমণ্ডলাং॥
গ্রন্থয়ঃ পঞ্চ বা ষড়্‌বা দারুণাঃ কচ্ছপোন্নতাঃ।
কফানিলাভ্যামুদ্ভূতাং বিদ্যাত্তাং কচ্ছপীমিতি॥
পাণিপাদতলে সন্ধৌ গ্রীবায়ামূর্দ্ধজত্রুণি।
গ্রন্থির্ব্বল্মীকবদ্যস্তু শনৈঃ সমুপচীয়তে॥
তোদক্লেদপরীদাহকণ্ডূমদ্ভির্ব্রণৈর্বৃতঃ।
ব্যাধির্ব্বল্মীক ইত্যেষ কফপিত্তানিলোদ্ভবঃ॥
পদ্মকর্ণিকবন্মধ্যে পিড়কাভিঃ সমাচিতাম্।
ইন্দ্রবৃদ্ধান্তু তাং বিদ্যাদ্বাতপিত্তোত্থিতাং ভিষক্॥
কর্ণে পরিসমন্তাদ্বা পৃষ্ঠে বা পিড়কোগ্রকক্।
শালূকবৎপনসিকাং তাং বিদ্যাৎ শ্লেষ্মবাতজাম্।
হনুসন্ধৌ সমুদ্ভূতং শোফমল্পরুজং স্থিরম্।
পাষাণগর্দ্দভং বিদ্যাদ্বলাসপবনাত্মকম্॥
বিসর্পবৎ সর্পতি যো দাহজ্বরকরস্তনুঃ।

অপাকঃ শ্বয়থুঃ পিত্তাৎ স জ্ঞেয়ো জালগর্দ্দভঃ॥
বাহুপার্শ্বাংসকক্ষাসু কৃষ্ণস্ফোটাং সবেদনাম্।
পিত্তপ্রকোপাৎ সম্ভূতাং কক্ষামিতি বিনির্দ্দিশেৎ॥
অগ্নিদগ্ধনিভাঃ স্ফোটাঃ সজ্বরা রক্তপিত্ততঃ।
কশ্চিৎ সর্ব্বত্র বা দেহে স্মৃতা বিস্ফোটকা ইতি॥
কক্ষাভাগেষু যে স্ফোটা জায়ন্তে মাংসদারুণাঃ।
অন্তর্দ্দাহজ্বরকরা দীপ্তপাবকসন্নিভাঃ॥
সপ্তাহাদ্দ্বাদশাহাদ্বা পক্ষাদ্বা ঘ্নন্তি মানবম্।
তামগ্নিরোহিণীং বিদ্যাদসাধ্যাং সন্নিপাততঃ॥
নখমাংসমধিষ্ঠায় পিত্তং বাতশ্চ বেদনাম্।
করোতি দাহপাকৌ চ তং ব্যাধিং চিপ্পমাদিশেৎ॥
তদেব ক্ষতরোগাখ্যং তথোপনখমিত্যপি।
অভিঘাতাৎপ্রদুষ্টো যো নখো রুক্ষোঽসিতঃ খরঃ॥
ভবেত্তু কুনখং বিদ্যাৎ কুনখমিতি সংজ্ঞিতং।
গম্ভীরামল্পসংরম্ভাং সবর্ণামুপরিস্থিতাম্॥
কফাদন্তঃপ্রপাকান্তাং বিদ্যাদনুশয়ীং ভিষক্।
বিদারীকন্দবদ্বৃত্তাং কক্ষাবঙ্ক্ষণসন্ধিষু॥
রক্তাং বিদারিকাংবিদ্যাৎ সর্ব্বজাং সর্ব্বলক্ষণাম্।
প্রাপ্য মাংসসিরাস্নায়ু শ্লেষ্মা মেদস্তথাঽনিলঃ॥
গ্রন্থিং কুর্ব্বন্তি ভিন্নোঽসৌ মধুসর্পির্ব্বসানিভম্।
স্রবত্যাস্রাবমত্যর্থং তত্র বৃদ্ধিং গতোঽনিলঃ॥
মাংসং বিশোষ্য গ্রথিতাং শর্করাং জনয়েৎ পুনঃ।
দুর্গন্ধং ক্লিন্নমত্যর্থং নানাবর্ণং ততঃ সিরাঃ॥
স্রবন্তি সহসা রক্তং তদ্বিদ্যাচ্ছর্করার্ব্বুদং।
পামাবিচর্চ্চ্যৌ কুষ্ঠেষু রকসা চ প্রকীর্ত্তিতা॥
পরিক্রমণশীলস্য বায়ুরত্যর্থরুক্ষয়োঃ।

পাদয়োঃ কুরুতে দারীং সরুজাং তলসংশ্রিতাং ॥
শর্করোন্মথিতে পাদে ক্ষতে বা কণ্টকাদিভিঃ।
মেদোরক্তানুগৈশ্চৈব দোষৈর্ব্বা জায়তে নৃণাম্ ॥
সকীলঃ কঠিনো গ্রন্থির্নিম্নমধ্যোন্নতোঽপি বা।
কোলমাত্রঃ সরুক্স্রাবী জায়তে কদরস্তু সঃ।
ক্লিন্নাঙ্গুল্যন্তরৌ পাদৌ কণ্ডূদাহরুগন্বিতৌ।
দুষ্টকর্দ্দমসংস্পর্শাদলসং তং বিনির্দিশেৎ ॥
রোমকূপানুগং পিত্তং বাতেন সহ মূর্চ্ছিতম্।
প্রচ্যাবয়তি রোমাণি ততঃ শ্লেষ্মা সশোণিতঃ ॥
রুণদ্ধি রোমকূপাংস্তু ততোঽন্যেষামসম্ভবঃ।
তদিন্দ্রলুপ্তং খালিত্যং রুজেতি চ বিভাব্যতে ॥
দারুণা কণ্ডুরা রুক্ষা কেশভূমিঃ প্রজায়তে।
কফবাতপ্রকোপেণ বিদ্যাদ্দারুণকন্তু তং ॥
অরুংষি বহুবক্ত্রাণি বহুক্লেদানি মূর্দ্ধনি।
কফাসৃক্‌কৃমিকোপেন নৃণাং বিদ্যাদরুংষিকাম্।
ক্রোধশোকশ্রমকৃতঃ শরীরোষ্মা শিরোগতঃ।
পিত্তঞ্চ কেশান্ পচতি পলিতং তেন জায়তে।
দাহজ্বররুজাবন্তস্তাম্রাঃ স্ফোটাঃ সপীতকাঃ ॥
গাত্রেষু বদনে চান্তর্ব্বিজ্ঞেয়াস্তা মসূরিকাঃ।
শাল্মলীকণ্টকপ্রখ্যাঃ কফমারুতশোণিতৈঃ ॥
জায়ন্তে পিড়কা যূনাং বক্ত্রে যা মুখদূষিকাঃ।
কণ্টকৈরাচিতং বৃত্তং কণ্ডুমৎপাণ্ডুমণ্ডলম্ ॥
পদ্মিনীকণ্টকপ্রখ্যৈস্তদাখ্যং কফবাতজম্।
নীরুজং সমমুৎপন্নং মণ্ডলং কফরক্তজম্ ॥
সহজং রক্তমীষচ্চ শ্লক্ষ্ণং জতুমণিং বিদুঃ।
অবেদনং স্থিরঞ্চৈব যস্য গাত্রেষু দৃশ্যতে ॥

মাষবৎ কৃষ্ণমুৎসন্নমনিলাম্মশকং দিশেৎ।
কৃষ্ণানি তিলমাত্রাণি নীরুজানি সমানি চ॥
বাতপিত্তকফোদ্রেকাত্তাম্বিদ্যাত্তিলকালকান্।
মণ্ডলং মহদল্পং বা শ্যামং বা যদি বা সিতম্॥
সহজং নীরুজং গাত্রে ন্যচ্ছমিত্যভিধীয়তে।
সমুত্থাননিদানাভ্যাং চর্ম্মকীলপ্রকীর্ত্তিতং॥
ক্রোধায়াসপ্রকুপিতো বায়ুঃ পিত্তেন সংযুতঃ॥
সহসা মুখমাগম্য মণ্ডলং বিসৃজেত্ততঃ॥
নীরুজং তনুকং শ্যাবং মুখে ব্যঙ্গং তমাদিশেৎ।
মর্দনাৎ পীড়নাচ্চাপি তথৈবাত্যভিঘাততঃ॥
মেঢ্রচর্ম্ম যদা বায়ুর্ভজতে সর্ব্বতশ্চরঃ।
তদা বাতোপসৃষ্টন্তু চর্ম্ম প্রতিনিবর্ত্ততে॥
মণেরধস্তাৎকোশশ্চ গ্রন্থিরূপেণ লম্বতে।
সবেদনঃ সদাহশ্চ পাকঞ্চ ব্রজতি ক্বচিৎ॥
মারুতাগন্তুসম্ভূতাং বিদ্যাত্তাং পরিবর্ত্তিকাম্।
সকণ্ডূঃ কঠিনাচৈব সৈব শ্লেষ্মসমুত্থিতা॥
অল্পীয়সাং যদা হর্ষাদ্বালাং গচ্ছেৎ স্ত্রিয়ং নরঃ।
হস্তাভিঘাতাদথ বা চর্ম্মণ্যুদ্বর্ত্তিতে বলাৎ॥
মর্দনাৎ পীড়নাদ্বাপি শুক্রবেগবিঘাততঃ।
যস্যাবপাট্যতে চর্ম্ম তাং বিদ্যাদবপাটিকাম্॥
বাতোপসৃষ্টমেবন্তু চর্ম্ম সংশ্রয়তে মণিম্।
মণিশ্চর্ম্মোপনদ্ধস্তু মূত্রস্রোতো রুণদ্ধি চ॥
নিরুদ্ধপ্রকশে তস্মিন্মন্দধারমবেদনম্।
মূত্রং প্রবর্ত্ততে জন্তোর্ম্মণির্ন্ন চ বিদীর্য্যতে॥
নিরুদ্ধপ্রকসং বিদ্যাৎ সরুজং বাত-সম্ভবং।
বেগসন্ধারণাদ্বায়ুর্ব্বিহতো গুদমাশ্রিতঃ॥

নিরুণদ্ধি মহৎস্রোতঃ সূক্ষ্মদ্বারং করোতি চ।
মার্গস্য সৌক্ষ্ম্যাৎকৃচ্ছ্রেণ পুরীষং তস্য গচ্ছতি ॥
সন্নিরুদ্ধগুদং ব্যাধিমেনং বিদ্যাৎসুদুস্তরম্ ।
শকৃন্মূত্রসমাযুক্তেঽধৌতেঽপানে শিশোর্ভবেৎ ॥
স্বিন্নেবা স্নাপ্যমানেস্য কণ্ডূ রক্তকফোদ্ভবা ।
কণ্ডূয়নাত্ততঃ ক্ষিপ্রং স্ফোটঃ স্রাবশ্চ জায়তে ॥
একীভূতং ব্রণৈর্ঘোরং তং বিদ্যাদহিপূতনম্ ।
স্নানোৎসাদনহীনস্য মলো বৃষণসংশ্রিতঃ ॥
প্রক্লিদ্যতে যদা স্বেদাৎ স কণ্ডূং জনয়েত্তদা ।
তত্র কণ্ডূয়নাৎক্ষিপ্রং স্ফোটঃ স্রাবশ্চ জায়তে ॥
প্রাহুর্বৃষণকচ্ছূস্তাং শ্লেষ্মরক্তপ্রকোপজাম্ ।
প্রবাহণাতিসারাভ্যাং নির্গচ্ছতি গুদং বহিঃ ॥
রুক্ষদুর্ব্বলদেহস্য তং গুদভ্রংশমাদিশেৎ ।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ।

অথাতঃ শূকদোষনিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ ।

লিঙ্গবৃদ্ধিমিচ্ছতামক্রমপ্রবৃত্তানাং শূকদোষনিমিত্তাদশ চাষ্টৌ চ ব্যাধয়ো জায়ন্তে। তদ্যথা—সর্ষপিকা। অষ্ঠীলিকা। গ্রথিতং। কুম্ভীকা। অলজী। মৃদিতং। সম্মূঢ়পিড়কা। অবমন্থঃ। পুষ্করিকা। স্পর্শহানিঃ। উত্তমা। শতপোনকঃ। ত্বক্পাকঃ। শোণিতার্ব্বুদম্। মাংসার্ব্বুদম্। মাংসপাকঃ। বিদ্রধিঃ। তিলকালকশ্চেতি ॥

গৌরসর্ষপতুল্যা তু শূকদুর্ভগ্নহেতুকা।
পিড়কা কফরক্তাভ্যাং জ্ঞেয়া সর্ষপিকা বুধৈঃ ॥

কঠিনা বিষমৈরন্তৈর্মারুতস্য প্রকোপতঃ।
শূকৈস্তু বিষসংযুক্তৈঃ পিড়কাষ্ঠীলিকা ভবেৎ ॥
শূকৈর্যৎপূরিতং শশ্বদ্গ্রথিতং তৎ কফোত্থিতম্।
কুম্ভীকা রক্তপিত্তোত্থা জাম্ববাস্থিনিভাশুভা ॥
অলজীলক্ষণৈর্যুক্তামলজীঞ্চ বিতর্কয়েৎ।
মৃদিতং পীড়িতং যত্তু সংরব্ধং বায়ুকোপতঃ ॥
পাণিভ্যাং ভৃশসংমূঢ়ে সংমূঢ়পিড়কা ভবেৎ।
দীর্ঘাবহ্ব্যশ্চ পিড়কা দীর্য্যন্তে মধ্যতস্তু যাঃ ॥
সোঽবমন্থঃ কফাসৃগ্ভ্যাং বেদনারোমহর্ষকৃৎ।
পিত্তশোণিতসম্ভূতা পিড়কা পিড়কাচিতা ॥
পদ্মপুষ্করসংস্থানা জ্ঞেয়া পুষ্করিকেতি সা।
জনয়েৎ স্পর্শহানিন্তু শোণিতং শূকদূষিতম্ ॥
মুদ্গমাষোপমা রক্তা পিড়কা রক্তপিত্তজা।
উত্তমৈষা তু বিজ্ঞেয়া শূকাজীর্ণনিমিত্তজা ॥
ছিদ্রৈরণুমুখৈর্যত্তু চিতং মেঢ্রং সমন্ততঃ।
বাতশোণিতজো ব্যাধির্ব্বিজ্ঞেয়ঃ শতপোনকঃ ॥
পিত্তরক্তকৃতো জ্ঞেয়স্ত্বক্পাকো জ্বরদাহবান্।
কৃষ্ণস্ফোটৈঃ সরক্তৈশ্চ পিড়কাভিশ্চ পীড়িতম্।
যস্য বস্তিরুজশ্চোগ্রা জ্ঞেয়ং তচ্ছোণিতার্ব্বুদম্ ॥
মাংসদোষেণ জানীয়াদর্ব্বুদং মাংসসম্ভবং।
শীর্য্যন্তে যস্য মাংসানি যস্য সর্ব্বাশ্চ বেদনাঃ ॥
বিদ্যাত্তং মাংসপাকন্তু সর্ব্বদোষকৃতং ভিষক্।
বিদ্রধিং সন্নিপাতেন যথোক্তমভিনির্দ্দিশেৎ ॥
কৃষ্ণানি চিত্রাণ্যথবা শূকানি সবিষাণি চ।
পাতিতানি পচন্ত্যাশু মেঢ্রং নিরবশেষতঃ ॥
কালানি ভূত্বা মাংসানি শীর্য্যন্তে যস্য দেহিনঃ।

সন্নিপাতসমুত্থানং তং বিদ্যাত্তিলকালকম্ ॥
তত্র মাংসার্ব্বুদং যচ্চ মাংসপাকশ্চ যঃ স্মৃতঃ ।
বিদ্রধিশ্চ ন সিধ্যন্তি যে চ স্যুস্তিলকালকাঃ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ।

অথাতো ভগ্নানাং নিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ ।

পতনপীড়নপ্রহারাক্ষেপণব্যালমৃগদশনপ্রভৃতিভিরভিঘাতবিশেষৈরনেকবিধমস্থ্নাং ভঙ্গমুপদিশন্তি তত্তু ভঙ্গজাতমনুসার্য্যমাণং দ্বিবিধমেবোৎপদ্যতে সন্ধিমুক্তং কাণ্ডভগ্নঞ্চ ।

তত্র সন্ধিমুক্তমুৎপিষ্টং বিশ্লিষ্টং বিবর্ত্তিতমবক্ষিপ্তমতিক্ষিপ্তং তির্য্যক্‌ক্ষিপ্তমিতি ষড়্‌বিধম্ । তত্র প্রসারণাকুঞ্চনবিবর্ত্তনাক্ষেপণাশক্তি রুগ্রুজত্বং স্পর্শাসহত্বং চেতি সামান্যং সন্ধিমুক্তলক্ষণ মুক্তম্ ।

বিশেষেণোৎপিষ্টে সন্ধাবুভয়তঃ শোফো বেদনাপ্রাদুর্ভাবো বিশেষতশ্চ নানাপ্রকারা বেদনা রাত্রৌ প্রাদুর্ভবন্তি । বিশ্লিষ্টেঽল্পশোফো. বেদনাসাতত্যং সন্ধিবিক্রিয়াচ । বিবর্ত্তিতে তু সন্ধিপার্শ্বাপগমনাদ্বিষমাঙ্গতা বেদনা চ । অবক্ষিপ্তে সন্ধিবিশ্লেষস্তীব্ররুজত্বঞ্চ । অতিক্ষিপ্তে দ্বয়োঃ সন্ধ্যস্থ্নোরতিক্রান্ততা বেদনা চ । তির্য্যক্‌ক্ষিপ্তেত্বেকাস্থিপার্শ্বাপগমনমত্যর্থং বেদনাচেতি ।

কাণ্ডভগ্নমত ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামঃ । কর্কটকমশ্বকর্ণং চূর্ণিতং পিচ্চিতমস্থিচ্ছলিতং কাণ্ডভগ্নং মজ্জানুগতমতিপাতিতং বক্রং ছিন্নং পাটিতং স্ফুটিতমিতি দ্বাদশবিধং । শ্বয়থুবাহুল্যং স্পন্দনবিবর্ত্তনস্পর্শাসহিষ্ণুত্বমবপীড্যমানে শব্দঃ স্রস্তাঙ্গতা বিবিধবেদনাপ্রাদুর্ভাবঃ সর্ব্বাস্ববস্থাসু ন শর্ম্মলাভ ইতি সমাসেন কাণ্ডভগ্নলক্ষণমুক্তম্ ।

বিশেষতস্তু সংমূঢ়মুভয়তোঽস্থিমধ্যভগ্নং গ্রন্থিরিবোন্নতং কর্কটকম্ । অশ্বকর্ণবদুদ্গতমশ্বকর্ণকম্ । চূর্ণিতমস্থি তত্তু শব্দস্পর্শাভ্যাং

বোদ্ধব্যং। পিচ্চিতং পৃথুতাং গতমনল্পশোফং। পার্শ্বয়োরস্থি হীনোদ্গত মস্থিচ্ছল্লিতং। খল্লেত প্রকম্পমানং কাণ্ডভগ্নত্বং। অস্থ্য-বয়বোঽস্থিমধ্যমনুপ্রবিশ্য মজ্জানমুন্নহ্যতীতি মজ্জানুগতং। অস্থি নিঃশেষতশ্ছিন্নমতিপাতিতং। আভুগ্নমবিমুক্তাস্থি বক্রং। অন্যতর-পার্শ্বাবশিষ্টং ছিন্নং। পাটিতমণু বহুবিদারিতং বেদনাবচ্চ। শূক-পূর্ণমিবাধ্মাতং বিপুলং বিস্ফুটীকৃতং স্ফুটিতমিতি। তেষু চূর্ণিত-চ্ছিন্নাতিপাতিতমজ্জানুগতানি কৃচ্ছ্রসাধ্যানি কৃশবৃদ্ধবালানাং ক্ষত-ক্ষীণকুষ্ঠশ্বাসিনাং সন্ধ্যুপগতঞ্চেতি।

ভবন্তি চাত্র।

ভিন্নং কপালং কট্যান্তু সন্ধিমুক্তং তথা চ্যুতং।
জঘনং প্রতিপিষ্টঞ্চ বর্জয়েত্তচ্চিকিৎসকঃ॥
অসংশ্লিষ্টং কপালন্তু ললাটে চূর্ণিতঞ্চ যৎ।
ভগ্নং স্তনান্তরে শঙ্খে পৃষ্ঠে মূর্দ্ধ্নি চ বর্জয়েৎ॥
আদিতো যচ্চ দুর্জাতমস্থি সন্ধিরথাপি বা।
সম্যক্ সংহিতমপ্যস্থি দুর্ন্যাসাদ্দুর্নিবন্ধনাৎ॥
সংক্ষোভাদ্বাপি যদ্গচ্ছেদ্বিক্রিয়াং তত্তু বর্জয়েৎ।
মধ্যস্থ্য বয়সোঽবস্থাস্তিস্রো যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
তত্র স্থিরো ভবেজ্জন্তুরুপক্রান্তো বিজানতা।
তরুণাস্থীনি নম্যন্তে ভজ্যন্তে নলকানি তু॥
কপালানি বিভিদ্যন্তে স্ফুটন্তি রুচকানি চ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো মুখরোগাণাং নিদানং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

মুখরোগাঃ পঞ্চষষ্টিঃ সপ্তস্বায়তনেষু তত্রায়তনান্যোষ্ঠৌ দন্ত-মূলানি দন্তা জিহ্বা তালু কণ্ঠঃ সর্ব্বাণি চেতি। তত্রাষ্টাবোষ্ঠয়োঃ।

পঞ্চদশ দন্তমূলেষু। অষ্টৌ দন্তেষু। পঞ্চ জিহ্বায়াম্। নব তালুনি। সপ্তদশ কণ্ঠে। ত্রয়ঃ সর্ব্বেষ্বায়তনেষু।

তত্রৌষ্ঠপ্রকোপা বাতপিত্তশ্লেষ্মসন্নিপাতরক্তমাংসমেদোঽভিঘাতনিমিত্তাঃ।

কর্কশৌ পরুষৌ স্তব্ধৌ কৃষ্ণৌ তীব্ররুগন্বিতৌ।
দাল্যেতে পরিপুট্যেতে ওষ্ঠৌ মারুতকোপতঃ॥
আচিতৌ পিড়কাভিস্তু সর্ষপাকৃতিভির্ভৃশম্।
সদাহপাকসংস্রাবৌ নীলৌ পীতৌ চ পিত্ততঃ॥
সবর্ণাভিস্তু চীয়েতে পিড়কাভিরবেদনৌ।
কণ্ডূমন্তৌ কফাচ্ছূন্যৌ পিচ্ছিলৌ শীতলৌ গুরূ॥
সকৃৎকৃষ্ণৌ সকৃৎপীতৌ সকৃচ্ছ্বেতৌ তথৈব চ।
সন্নিপাতেন বিজ্ঞেয়াবনেকপিড়কাচিতৌ॥
খর্জ্জূরফলবর্ণাভিঃ পিড়কাভিঃ সমাচিতৌ।
রক্তোপসৃষ্টৌ রুধিরং স্রবতঃ শোণিতপ্রভৌ॥
মাংসদুষ্টৌ গুরূ স্থূলৌ মাংসপিণ্ডবদুদ্গতৌ।
জন্তবশ্চাত্র মূর্চ্ছন্তি সৃক্কস্যোভয়তো মুখাৎ॥
মেদসা ঘৃতমণ্ডাভৌ কণ্ডূমন্তৌ স্থিরৌ মৃদূ।
অচ্ছস্ফটিকসঙ্কাশমাস্রাবং স্রবতো গুরূ॥
ক্ষতজাভৌ বিদীর্য্যেতে পাট্যেতে চাভিঘাততঃ।
গ্রথিতৌ চ সমাখ্যাতাবোষ্ঠৌ কণ্ডূসমন্বিতৌ॥

দন্তমূলগতাস্তু শীতাদো দন্তপুপ্পুটকো দন্তবেষ্টকঃ শৌষিরো মহাশৌষিরঃ পরিদর উপকুশো দন্তবৈদর্ভো বর্দ্ধনোঽধিমাংসো নাড্যঃ পঞ্চেতি।

শোণিতং দন্তবেষ্টেভ্যো যস্যাকস্মাৎ প্রবর্ত্ততে।
দুর্গন্ধীনি সকৃষ্ণানি প্রক্লেদীনি মৃদূনি চ॥

দন্তমাংসানি শীর্য্যন্তে পচন্তি চ পরস্পরম্।
শীতাদো নাম স ব্যাধিঃ কফশোণিতসম্ভবঃ॥
দন্তয়োস্ত্রিষু বা যস্য শ্বযথুঃ সরুজো মহান্।
দন্তপুপ্পুটকো জ্ঞেয়ঃ কফরক্তনিমিত্তজঃ॥
স্রবন্তি পূযরুধিরং চলা দন্তা ভবন্তি চ।
দন্তবেষ্টঃ স বিজ্ঞেয়ো দুষ্টশোণিতসম্ভবঃ॥
শ্বযথুর্দ্দন্তমূলেষু রুজাবান্ কফরক্তজঃ।
লালাস্রাবী স বিজ্ঞেয়ঃ কণ্ডূমান্ শৌষিরো গদঃ॥
দন্তাশ্চলন্তি বেষ্টেভ্যস্তালু চাপ্যবদীর্য্যতে।
দন্তমাংসানি পচ্যন্তে মুখঞ্চ পরিপীড্যতে॥
যস্মিন্ স সর্ব্বজো ব্যাধির্মহাশৌষিরসংজ্ঞকঃ।
দন্তমাংসানি শীর্য্যন্তে যস্মিন্ ষ্ঠীবতি চাপ্যসৃক্॥
পিত্তাসৃক্কফজো ব্যাধির্জ্ঞেয়ঃ পরিদরো হি সঃ।
বেষ্টেষু দাহঃ পাকশ্চ তেভ্যো দন্তাশ্চলন্তি চ॥
আঘট্টিতাঃ প্রস্রবন্তি শোণিতং মন্দবেদনাঃ।
আধ্মায়ন্তে স্রুতে রক্তে মুখং পূতি চ জায়তে॥
যস্মিন্নুপকুশঃ স স্যাৎপিত্তরক্তকৃতো গদঃ।
ঘৃষ্টেষু দন্তমূলেষু সংরম্ভো জায়তে মহান্॥
ভবন্তি চ চলা দন্তাঃ স বৈদর্ভোঽভিঘাতজঃ।
মারুতেনাধিকো দন্তো জায়তে তীব্রবেদনঃ॥
বর্দ্ধনঃ স মতো ব্যাধির্জ্জাতে রুক্‌চ প্রশাম্যতি।
হান্বস্থ্যে পশ্চিমে দন্তে মহান্ শোথো মহারুজঃ॥
লালাস্রাবী কফকৃতো বিজ্ঞেয়ঃ সোঽধিমাংসকঃ।
দন্তমূলগতা নাড্যঃ পঞ্চ জ্ঞেয়া যথেরিতাঃ॥

দন্তগতাস্তু দালনঃ ক্রিমিদন্তকো দন্তহর্ষো ভঞ্জনকঃ শর্করা কপালিকা শ্যাবদন্তকো হনুমোক্ষশ্চেতি॥

দাল্যন্তে বহুধা দন্তা যস্মিংস্তীব্ররুগন্বিতাঃ।
দালনঃ স ইতি জ্ঞেয়ঃ সদাগতিনিমিত্তজঃ॥
কৃষ্ণশ্ছিদ্রী চলঃ স্রাবী সসংরম্ভো মহারুজঃ।
অনিমিত্তরুজো বাতাদ্বিজ্ঞেয়ঃ কৃমিদন্তকঃ॥
দশনাঃ শীতমুষ্ণঞ্চ সহন্তে স্পর্শনং ন চ।
যস্য তং দন্তহর্ষন্তু ব্যাধিং বিদ্যাৎ সমীরণাৎ॥
বক্তুং বক্রং ভবেদ্যস্মিন্ দন্তভঙ্গশ্চ তীব্ররুক্।
কফবাতকৃতো ব্যাধিঃ স ভঞ্জনকসংজ্ঞিতঃ॥
শর্করেব স্থিরীভূতো মলো দন্তেষু যস্য বৈ।
সা দন্তানাং গুণঘ্নী তু বিজ্ঞেয়া দন্তশর্করা॥
দলন্তি দন্তবল্কানি যদা শর্করয়া সহ।
জ্ঞেয়া কপালিকা সৈব দশনানাং বিনাশিনী॥
যোঽসৃগ্মিশ্রেণ পিত্তেন দগ্ধো দন্তস্ত্বশেষতঃ।
শ্যাবতাং নীলতাং বাপি গতঃ স শ্যাবদন্তকঃ॥
বাতেন তৈস্তৈর্ভাবৈস্তু হনুসন্ধির্বিসংহতঃ।
হনুমোক্ষ ইতি জ্ঞেয়ো ব্যাধিরর্দ্দিতলক্ষণঃ॥

জিহ্বাগতাস্তু কণ্টকাস্ত্রিবিধাস্ত্রিভির্দোষৈরলাস উপজিহ্বিকা চেতি।
জিহ্বাঽনিলেন স্ফুটিতা প্রসুপ্তা ভবেচ্চ শাকচ্ছদনপ্রকাশা॥
পিত্তেন পীতা পরিদহ্যতে চ চিতা সরক্তৈরপি কণ্টকৈশ্চ।
কফেন গুর্ব্বী বহুলা চিতা চ মাংসোদ্গমৈঃ শাল্মলিকণ্টকাভৈঃ॥
জিহ্বাতলে যঃ শ্বয়থুঃ প্রগাঢ়ঃ সোঽলাসসংজ্ঞঃ কফরক্তমূর্ত্তিঃ।
জিহ্বাং স তু স্তম্ভয়তি প্রবৃদ্ধো মূলেতু জিহ্বা ভৃশমেতি পাকম্॥
জিহ্বাগ্ররূপঃ শ্বয়থুর্হি জিহ্বামুন্নম্য জাতঃ কফরক্তযোনিঃ।
প্রসেককণ্ডূপরিদাহযুক্তা প্রকথ্যতেঽসাবুপজিহ্বিকেতি॥

তালুগতাস্তু গলশুণ্ডিকা তুণ্ডিকের্য্যঽধ্রুষো মাংসকচ্ছপোঽর্বুদং মাংসসঙ্ঘাতস্তালুপুপ্পুটস্তালুশোষস্তালুপাক ইতি।

শ্লেষ্মাসৃগ্‌ভ্যাং তালুমূলাৎপ্রবৃদ্ধো দীর্ঘঃ শোফো ধ্মাতবস্তিপ্রকাশঃ।
তৃষ্ণাকাশশ্বাসকৃৎসম্প্রদিষ্টো ব্যাধির্বৈদ্যৈঃকণ্ঠশুণ্ডীতি নাম্না ॥
শোফঃস্থূলস্তোদদাহপ্রপাকী প্রাগুক্তাভ্যাং তুণ্ডিকেরী মতা তু।
শোফঃ স্তব্ধোলোহিতস্তালুদেশে রক্তাজ্‌জ্ঞেয়ঃ সোঽধ্রুষোক্ত-গ্‌জ্বরাঢ্যঃ ॥
কূর্ম্মোৎসন্নোঽবেদনোঽশীঘ্রজন্মাঽরক্তো জ্ঞেয়ঃ কচ্ছপঃ শ্লেষ্মণা স্যাৎ।
পদ্মাকারং তালুমধ্যে তু শোফং বিদ্যাদ্রক্তাদর্ব্বুদং প্রোক্তলিঙ্গম্‌ ॥
দুষ্টং মাংসং শ্লেষ্মণা নীরুজঞ্চ তাল্বন্তস্থং মাংসসঙ্ঘাতমাহুঃ।
নীরুক্‌ স্থায়ী কোলমাত্রঃ কফাৎস্যান্মেদোযুক্তাৎপুপ্পুটস্তালুদেশে ॥
শোষোঽত্যর্থং দীর্য্যতে চাপি তালুঃ শ্বাসো বাতাত্তালুশোষঃ সপিত্তাৎ।
পিত্তং কুর্য্যাৎ পাকমত্যর্থঘোরং তালুন্যেনং তালুপাকং বদন্তি ॥

কণ্ঠগতাস্তু রোহিণ্যঃ পঞ্চ কণ্ঠশালূকমধিজিহ্বো বলয়ো বলাস একবৃন্দো বৃন্দঃ শতঘ্নী গিলায়ুর্গলবিদ্রধির্গলৌঘঃ স্বরঘ্নো মাংসতানো বিদারী চেতি।

গলেঽনিলঃ পিত্তকফৌ চ মূর্চ্ছিতৌ
পৃথক্‌ সমস্তাশ্চ তথৈব শোণিতম্‌।
প্রদূষ্য মাংসং গলরোধিনোঽঙ্কুরান্‌
সৃজন্তি যান্‌ সাসুহরা তু রোহিণী ॥
জিহ্বাং সমন্তাদ্‌ভৃশবেদনা যে
মাংসাঙ্কুরাঃ কণ্ঠনিরোধিনঃ স্যুঃ।
তাং রোহিণীং বাতকৃতাং বদন্তি
বাতাত্মকোপদ্রবগাঢ়যুক্তাং ॥

ক্ষিপ্রোদ্গমা ক্ষিপ্রবিদাহপাকা তীব্রজ্বরা পিত্তনিমিত্ততঃ স্যাৎ।
স্রোতোনিরোধিন্যপি মন্দপাকা গুর্বী স্থিরা সা কফসম্ভবা বৈ ॥

গম্ভীরপাকাঽপ্রতিবারবীর্য্যা ত্রিদোষলিঙ্গা ত্রয়সম্ভবা স্যাৎ।
স্ফোটাচিতা পিত্তসমানলিঙ্গাঽসাধ্যা প্রদিষ্টা রুধিরাত্মিকেয়ম্॥
কোলাস্থিমাত্রঃ কফসম্ভবো যো গ্রন্থির্গলে কণ্টকশূকভূতঃ।
খরঃ স্থিরঃ শস্ত্রনিপাতসাধ্য স্তং কণ্ঠশালূকমিতি ব্রুবন্তি॥
জিহ্বাগ্ররূপঃ শ্বয়থুঃ কফাত্তু জিহ্বাপ্রবন্ধোপরি রক্তমিশ্রঃ।
জ্ঞেয়ো দ্বিজিহ্বঃ খলু রোগ এষ বিবর্জয়েদাগতপাকমেনং॥
বলাস এবায়তমুন্নতঞ্চ শোফং করোত্যন্নগতিং নিবার্য্য।
তং সর্ব্বথৈবাপ্রতিবারবীর্য্যং বিবর্জনীয়ং বলয়ং বদন্তি॥
গলে চ শোফং কুরুতঃ প্রবৃদ্ধৌ শ্লেষ্মানিলৌ শ্বাসরুজোপপন্নং।
মর্ম্মচ্ছিদং দুস্তরমেতদাহুর্ব্বলাসসংজ্ঞং নিপুণা বিকারম্॥
বৃত্তোন্নতো যঃ শ্বয়থুঃ সদাহঃ কণ্ডন্বিতোঽপাক্যমৃদুর্গুরুশ্চ।
নাম্নৈকবৃন্দঃ পরিকল্পিতোঽসৌ ব্যাধির্ব্বলাসক্ষতজপ্রসূতঃ॥
সমুন্নতং বৃত্তমমন্দদাহং তীব্রজ্বরং বৃন্দমুদাহরন্তি।
তঞ্চাপি পিত্তক্ষতজপ্রকোপাদ্বিদ্যাৎ সতোদং পবনাস্রজং তম্॥
বর্ত্তির্ঘনা কণ্ঠনিরোধিনী যা চিতাঽতিমাত্রং পিশিতপ্ররোহৈঃ।
নানারুজোচ্ছ্রায়করী ত্রিদোষাজ্জ্ঞেয়া শতঘ্নীব শতঘ্ন্যসাধ্যা॥
গ্রন্থির্গলেত্বামলকাস্থিমাত্রঃ স্থিরোঽল্পরুক্ স্যাৎ কফরক্তমূর্ত্তিঃ।
সংলক্ষ্যতে সক্তমিবাশনঞ্চ স শস্ত্রসাধ্যস্তু গিলায়ুসংজ্ঞঃ॥
সর্ব্বং গলং ব্যাপ্য সমুত্থিতো যঃ শোফো রুজো যত্র বসন্তি সর্ব্বাঃ
স সর্ব্বদোষো গলবিদ্রধিস্তু তস্যৈব তুল্যঃ খলু সর্ব্বজস্য॥
শোফো মহানন্নজলাবরোধী তীব্রজ্বরো বাতগতের্নিহন্তা।
কফেন জাতো রুধিরান্বিতেন গলে গলৌঘঃ পরিকীর্ত্ত্যতেঽসৌ॥
যোঽতিপ্রতাম্যন্ শ্বসিতি প্রসক্তং ভিন্নস্বরঃ শুষ্কবিমুক্তকণ্ঠঃ।
কফোপদিগ্ধেষ্বনিলায়নেষু জ্ঞেয়ঃ সরোগঃ শ্বসনাৎ স্বরঘ্নঃ॥
প্রতানবান্ যঃ শ্বযথুঃ সুকষ্টো গলোপরোধং কুরুতে ক্রমেণ।
স মাংসতানঃ কথিতোঽবলম্বী প্রাণপ্রণুৎ সর্ব্বকৃতো বিকারঃ॥

সদাহতোদং শ্বযথুং সরক্তমন্তর্গলে পূতিবিশীর্ণমাংসং।
পিত্তেন বিদ্যাদ্বদনে বিদারীং পার্শ্বে বিশেষাৎ স তু যেন শেতে॥

সর্ব্বসরাস্তু বাতপিত্তকফশোণিতনিমিত্তাঃ।

স্ফোটৈঃ সতোদৈর্ব্বদনং সমন্তাদ্যস্যাচিতং সর্ব্বসরঃ স বাতাৎ।
রক্তৈঃ সদাহৈস্তনুভিঃ সপীতৈর্য্যস্যাচিতং বাপি স পিত্তকোপাৎ॥
কণ্ডুযুতৈরল্পরুজৈঃ সবর্ণৈর্য্যস্যাচিতং চাপি স বৈ কফেন।
রক্তেন পিত্তোদিত এক এব কৈশ্চিৎপ্রদিষ্টো মুখপাকসংজ্ঞঃ॥

ইতি সুশ্রুতে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে নিদান-
স্থানং সমাপ্তং।

সুশ্রুতঃ।

শারীরস্থানং।

প্রথমাধ্যায়ঃ।

অথাতঃ সর্ব্বভূতচিন্তাশারীরং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

সর্ব্বভূতানাং কারণমকারণং সত্বরজস্তমোলক্ষণমষ্টরূপমখিলস্য জগতঃ সম্ভবহেতুরব্যক্তং নাম। তদেকং বহূনাং ক্ষেত্রজ্ঞানামধিষ্ঠানং সমুদ্রইবৌদকানাং ভাবানাং।

তস্মাদব্যক্তান্মহানুৎপদ্যতে তল্লিঙ্গ এব। তল্লিঙ্গাচ্চ মহতস্তল্লিঙ্গ এবাহঙ্কার উৎপদ্যতে। স চ ত্রিবিধো বৈকারিকস্তৈজসো ভূতাদিরিতি। তত্র বৈকারিকাদহঙ্কারাত্তৈজসসহায়াত্তল্লক্ষণান্যেবৈকাদশেন্দ্রিয়াণ্যুৎপদ্যন্তে তদ্যথা।

শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুর্জ্জিহ্বাঘ্রাণবাগ্‌হস্তোপস্থপায়ুপাদমনাংসীতি। তত্র পূর্ব্বাণি পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি। ইতরাণি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি। উভয়াত্মকং মনঃ।

ভূতাদেরপি তৈজসসহায়াত্তল্লক্ষণান্যেব পঞ্চ তন্মাত্রাণ্যুৎপদ্যন্তে তদ্যথা। শব্দতন্মাত্রং স্পর্শতন্মাত্রং রূপতন্মাত্রং রসতন্মাত্রং গন্ধ-

তন্মাত্রমিতি। তেষাং বিশেষাঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাস্তেভ্যো ভূতানি ব্যোমানিলানলজলোর্ব্ব্যঃ। এবমেষা তত্ত্বচতুর্ব্বিংশতির্ব্ব্যাখ্যাতা।

তত্র বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং শব্দাদয়ো বিষয়াঃ। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং যথা-সঙ্খ্যং বচনাদানানন্দবিসর্গবিহরণানি। অব্যক্তং মহানহঙ্কারঃ পঞ্চ তন্মাত্রাণি চেত্যষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ শেষাঃ ষোড়শ বিকারাঃ। স্বঃস্ব-শ্চৈষাং বিষয়োঽধিভূতং। স্বয়মধ্যাত্মমধিদৈবতঞ্চ। অথ বুদ্ধের্ব্রহ্মা। অহঙ্কারস্যেশ্বরঃ। মনসশ্চন্দ্রমাঃ। দিশঃ শ্রোত্রস্য। ত্বচো বায়ুঃ সূর্য্যশ্চক্ষুষোঃ। রসনস্যাপঃ। পৃথিবী ঘ্রাণস্য। বচসোঽগ্নিঃ। হস্তয়োরিন্দ্রঃ। পাদয়োর্ব্বিষ্ণুঃ। পায়োর্ম্মিত্রং। প্রজাপতিরুপ-স্থস্যেতি। তত্র সর্ব্বএবাচেতন এষ বর্গঃ পুরুষঃ পঞ্চবিংশতিতমঃ সচ কার্য্যকারণসংযুক্তশ্চেতয়িতা ভবতি। সত্যপ্যচৈতন্যে প্রধানস্য পুরুষকৈবল্যার্থং প্রবৃত্তিমুপদিশন্তি ক্ষীরাদীংশ্চহেতূনুদাহরন্তি।

অত ঊর্দ্ধং প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যে
ব্যাখ্যাস্যামঃ।

তদ্যথা। উভাবপ্যনাদী উভাবপ্যনন্তৌ উভাবপ্যলিঙ্গৌ উভাবপি নিত্যৌ উভাবপ্যপরৌ উভৌচ সর্ব্বগতাবিতি। একা তু প্রকৃতিরচেতনা ত্রিগুণা বীজধর্ম্মিণী প্রসবধর্ম্মিণ্যমধ্যস্থধর্ম্মিণী চেতি বহবস্তু পুরুষাশ্চেতনাবন্তোঽগুণা অবীজধর্ম্মিণোঽপ্রসবধর্ম্মিণো মধ্য-স্থধর্ম্মিণশ্চেতি।

তত্র কারণানুরূপং কার্য্যমিতি কৃত্বা সর্ব্বএবৈতে বিশেষাঃ সত্বরজস্তমোময়া ভবন্তি তদঞ্জনত্বাত্তন্ময়ত্বাচ্চ তদ্গুণা এব পুরুষা ভবন্তীত্যেকে ভাষন্তে।

বৈদ্যকেতু।

স্বভাবমীশ্বরং কালং যদৃচ্ছাং নিয়তিং তথা।
পরিণামঞ্চ মন্যন্তে প্রকৃতিং পৃথুদর্শিনঃ।

তন্ময়ান্যেব ভূতানি তদ্গুণান্যেব চাদিশেৎ ।
তৈশ্চ তল্লক্ষণঃ কৃৎস্নো ভূতগ্রামো ব্যজন্যত ॥
তস্যোপযোগোঽভিহিতশ্চিকিৎসাং প্রতি সর্ব্বদা ।
ভূতেভ্যোহি পরং যস্মান্নাস্তি চিন্তা চিকিৎসিতে ॥

যতোঽভিহিতংতৎ সম্ভবদ্রব্যসমূহোভূতাদিকর্ক্কঃ ভৌতিকানি চেন্দ্রিয়াণ্যায়ুর্ব্বেদে বর্ণ্যন্তে তথেন্দ্রিয়ার্থাঃ ।

ভবন্তি চাত্র ।

ইন্দ্রিয়েণেন্দ্রিয়ার্থন্তু স্বং স্বং গৃহ্নাতি মানবঃ ।
নিয়তং তুল্যযোনিত্বান্নান্যেনান্যমিতি স্থিতিঃ ॥

নচায়ুর্বেদশাস্ত্রেষূপদিশ্যন্তে সর্ব্বগতাঃ ক্ষেত্রজ্ঞা নিত্যাশ্চ । অসর্ব্বগতেষু চ ক্ষেত্রজ্ঞেষু নিত্যপুরুষখ্যাপকান্ হেতূনুদাহরন্তি । আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রেষসর্ব্বগতাঃ ক্ষেত্রজ্ঞা নিত্যাশ্চ তির্য্যগ্যোনিমানুষদেবেষু সঞ্চরন্তি ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তং তএতেঽনুমানগ্রাহ্যাঃ পরমসূক্ষ্মাশ্চেতনাবন্তঃ শাশ্বতা লোহিতরেতসোঃ সন্নিপাতেষ্বভিব্যজ্যন্তে যতোঽভিহিতং পঞ্চমহাভূতশরীরিসমবায়ঃ পুরুষ ইতি । স এব কর্ম্মপুরুষশ্চিকিৎসাধিকৃতঃ ।

তস্য সুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষৌ প্রযত্নঃ প্রাণাপানাবুন্মেষনিমেষৌ বুদ্ধির্ম্মনঃসঙ্কল্পো বিচারণা স্মৃতির্ব্বিজ্ঞানমধ্যবসায়োবিষয়োপলব্ধিশ্চ গুণাঃ । সাত্বিকাস্তু আনৃশংস্যং সংবিভাগরুচিতা তিতিক্ষা সত্যং ধর্ম্ম আস্তিক্যং জ্ঞানং বুদ্ধির্ম্মেধা স্মৃতির্ধৃতিরনভিষঙ্গশ্চ । রাজসাস্তু দুঃখবহুলতাঽটনশীলতা ঽধৃতিরহঙ্কার আনৃতিকত্ব মকারুণ্যং দম্ভোমানো হর্ষঃ কামঃ ক্রোধশ্চ । তামসাস্তু বিষাদিত্বং নাস্তিক্যমধর্ম্মশীলতা বুদ্ধের্নিরোধোঽজ্ঞানং দুর্ম্মেধস্ত্বমকর্ম্মশীলতা নিদ্রালুত্বঞ্চেতি । আন্তরীক্ষাস্তু শব্দঃ শব্দেন্দ্রিয়ং সর্ব্বচ্ছিদ্রসমূহো বিবিক্ততা চ । বায়ব্যাস্তু স্পর্শঃ স্পর্শেন্দ্রিয়ং সর্ব্বচেষ্টাসমূহঃ সর্ব্বশরীরস্পন্দনং লঘুতা চ। তৈজসাস্তু রূপং রূপেন্দ্রিয়ং বর্ণঃ সন্তাপো ভ্রাজিষ্ণুতা পক্তি-

রমর্ষস্তৈক্ষ্ণ্যং শৌর্য্যঞ্চ। আপ্যাস্তু রসো রসনেন্দ্রিয়ং সর্ব্বদ্রবসমূহো গুরুতা শৈত্যং স্নেহো রেতশ্চ। পার্থিবাস্তু গন্ধো গন্ধেন্দ্রিয়ং সর্ব্বমূর্ত্তিসমূহো গুরুতা চেতি। তত্র সত্ত্ববহুলমাকাশং। রজোবহুলো বায়ুঃ। সত্ত্বরজোবহুলোঽগ্নিঃ। সত্ত্বতমোবহুলা আপঃ। তমোবহুলা পৃথিবীতি।

শ্লোকৌ চাত্র ভবতঃ।

অন্যোন্যানুপ্রবিষ্টানি সর্ব্বাণ্যেতানি নির্দ্দিশেৎ।
স্বে স্বে দ্রব্যে তু সর্ব্বেষাং ব্যক্তং লক্ষণমিষ্যতে॥
অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ প্রোক্তা বিকারাঃ ষোড়শৈব তু।
ক্ষেত্রজ্ঞশ্চ সমাসেন স্বতন্ত্রপরতন্ত্রয়োঃ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ শুক্রশোণিতশুদ্ধিং নাম শারীরং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

বাতপিত্তশ্লেষ্মকুণপগ্রন্থিপূতিপূয়ক্ষীণমূত্রপুরীষরেতসঃ প্রজোৎপাদনে ন সমর্থা ভবন্তি। তেষু বাতবর্ণবেদনং বাতেন। পিত্তবর্ণবেদনং পিত্তেন। শ্লেষ্মবর্ণবেদনং শ্লেষ্মণা। শোণিতবর্ণবেদনং কুণপগন্ধ্যনল্পং রক্তেন। গ্রন্থিভূতং শ্লেষ্মবাতাভ্যাং। পূতিপূয়নিভং পিত্তশ্লেষ্মভ্যাং। ক্ষীণং প্রাগুক্তং পিত্তমারুতাভ্যাং। মূত্রপুরীষগন্ধি সন্নিপাতেনেতি। তেষু কুণপগ্রন্থিপূতিপূয়ক্ষীণরেতসঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যাঃ। মূত্রপুরীষরেতসস্ত্বসাধ্যাঃ সাধ্যমন্যচ্চেতি।

আর্ত্তবমপি ত্রিভির্দোষৈঃ শোণিতচতুর্থৈঃ পৃথগ্দ্বন্দ্বৈঃ সমস্তৈশ্চোপসৃষ্টমবীজং ভবতি তদপি দোষবর্ণবেদনাদিভির্বিজ্ঞেয়ং। তেষু কুণপগ্রন্থিপূতিপূয়ক্ষীণমূত্রপুরীষপ্রকাশমসাধ্যং সাধ্যমন্যদ্ভবতি।

ভবন্তি চাত্র ।

তেষ্বাদ্যান্ শুক্রদোষাংস্ত্রীন্ স্নেহস্বেদাদিভির্জয়েৎ ।
ক্রিয়াবিশেষৈর্মতিমাংস্তথাচোত্তরবস্তিভিঃ ॥
পায়য়েত নরং সর্পির্ভিষক্ কুণপরেতসি ।
ধাতকীপুষ্পখদিরদাড়িমার্জ্জুনসাধিতং ॥
পায়য়েদথবা সর্পিঃ শালসারাদিসাধিতং ।
গ্রন্থিভূতে শঠীসিদ্ধং পালাশে বাপি ভস্মনি ॥
পরূষকবটাদিভ্যাং পূয়প্রখ্যেচ সাধিতং ।
প্রাগুক্তং বক্ষ্যতে যচ্চ তৎ কার্য্যং ক্ষীণরেতসি ॥
বিট্প্রভে পায়য়েৎ সিদ্ধং চিত্রকোশীরহিঙ্গুভিঃ ।
স্নিগ্ধং বান্তং বিরিক্তঞ্চ নিরূঢ়মনুবাসিতং ॥
যোজয়েচ্ছুক্রদোষার্ত্তং সম্যগুত্তরবস্তিনা ।
বিধিমুত্তরবস্ত্যন্তং কুর্য্যাদার্ত্তবশুদ্ধয়ে ॥
স্ত্রীণাং স্নেহাদিযুক্তানাং চতস্বার্ত্তবার্ত্তিষু ।
কুর্য্যাৎ কল্কান্ পিচূংশ্চাপি পথ্যান্যাচমনানিচ ॥
গ্রন্থিভূতে পিবেৎ পাঠাং ত্র্যূষণং বৃক্ষকাণি চ।
দুর্গন্ধে পূয়সঙ্কাশে মজ্জতুল্যে তথার্ত্তবে ॥
পিবেদ্ভদ্রশ্রিয়ঃ কাথঞ্চন্দনকাথমেব চ।
শুক্রদোষহরাণাঞ্চ যথাস্বমবচারণং ॥
দোষাণাং শুদ্ধিকরণং শেষাস্বপ্যার্ত্তবার্ত্তিষু।
অন্নং শালিযবং মদ্যং হিতং মাংসঞ্চ পিত্তলং ॥
স্ফটিকাভং দ্রবং স্নিগ্ধং মধুরং মধুগন্ধি চ ।
শুক্রমিচ্ছন্তি কেচিত্তু তৈলক্ষৌদ্রনিভন্তথা ।
শশাসৃক্প্রতিভং যত্তু যদ্বা লাক্ষারসোপমং ।
তদার্ত্তবং প্রশংসন্তি যদ্বাসো ন বিরঞ্জয়েৎ ॥
তদেবাতিপ্রসঙ্গেন প্রবৃত্তমনৃতামপি ।

অসৃগ্দরং বিজানীয়াদতোঽন্যদ্রক্তলক্ষণাৎ ॥
অসৃগ্দরো ভবেৎ সর্ব্বঃ সাঙ্গমর্দ্দঃ সবেদনঃ।
তস্যাতিবৃত্তৌ দৌর্ব্বল্যং ভ্রমো মূর্চ্ছা তমস্তৃষা ॥
দাহঃ প্রলাপঃ পাণ্ডুত্বং তন্দ্রা রোগাশ্চ বাতজাঃ।
তরুণ্যা হিতসেবিন্যাস্তদল্পোপদ্রবং ভিষক্ ॥
রক্তপিত্তবিধানেন যথাবৎসমুপাচরেৎ।
দোষৈরাবৃতমার্গত্বাদার্ত্তবং নশ্যতি স্ত্রিয়াঃ ॥
তত্র মৎস্যকুলত্থাম্লতিলমাষসুরা হিতাঃ।
পানে মূত্রমুদশ্বিচ্চ দধি শুক্তঞ্চ ভোজনে ॥
ক্ষীণং প্রাগীরিতং রক্তং সলক্ষণচিকিৎসিতং।
তথাপ্যত্র বিধাতব্যং বিধানং নষ্টরক্তবৎ ॥

এবমদুষ্টশুক্রঃ শুদ্ধার্ত্তবা, ঋতৌ প্রথমদিবসাৎপ্রভৃতি ব্রহ্মচারিণী দিবাসপ্নাঞ্জনাশ্রুপাতস্নানানুলেপনাভ্যঙ্গনখচ্ছেদনপ্রধাবনহসনকথনাতিশব্দশ্রবণাবলেখনানিলায়াসান্ পরিহরেৎ। কিঙ্কারণং। দিবা স্বপন্ত্যাঃ স্বাপশীলোঽঞ্জনাদন্ধো রোদনাদ্বিকৃতদৃষ্টিঃ স্নানানুলেপনাদ্দুঃখশীলস্তৈলাভ্যঙ্গাৎ কুষ্ঠী নখাপকর্ত্তনাৎ কুনখী প্রধাবনাচ্চঞ্চলো হসনাচ্ছ্যাবদন্তৌষ্ঠতালুজিহ্বঃ প্রলাপী চাতিকথনাদতিশব্দশ্রবণাদ্বধিরোঽবলেখনাৎ খলতির্ম্মারুতায়াসসেবনাদুন্মত্তো গর্ভো ভবতীত্যেবমেতান্ পরিহরেৎ। দর্ভসংস্তরশায়িনীং করতলশরাবপর্ণান্যতমভোজিনীং হবিষ্যং ত্র্যহঞ্চ ভর্ত্তুঃ সংরক্ষেৎ। ততঃ শুদ্ধস্নাতাং চতুর্থে ঽহন্যহতবাসসমলঙ্কৃতাং কৃতমঙ্গলস্বস্তিবাচনাং ভর্ত্তারং দর্শয়েৎ। তৎ কস্য হেতোঃ।

পূর্ব্বংপশ্যেদৃতুস্নাতা যাদৃশং নরমঙ্গনা।
তাদৃশং জনয়েৎ পুত্ত্রং ভর্ত্তারং দর্শয়েদতঃ ॥
ততো বিধানং পুত্ত্রীয়মুপাধ্যায়ঃ সমাচরেৎ
কর্ম্মান্তে চ ক্রমং হ্যেনমারভেত বিচক্ষণঃ ॥

ততোঽপরাহ্নে পুমান্ মাসং ব্রহ্মচারী সর্পিঃস্নিগ্ধঃ সর্পিঃক্ষীরাভ্যাং শাল্যোদনং ভুক্ত্বা মাসং ব্রহ্মচারিণীং তৈলস্নিগ্ধাং তৈলমাষোত্তরাহারাং নারীমুপেয়াদ্রাত্রৌ সামাদিভিরভিবিশ্বাস্য বিকল্পেবঞ্চতুর্থ্যাং ষষ্ঠ্যামষ্টম্যাং দশম্যাং দ্বাদশ্যাং চোপেয়াদিতি পুত্রকামঃ ।

এষূত্তরোত্তরং বিদ্যাদায়ুরারোগ্যমেব চ ।
প্রজাসৌভাগ্যমৈশ্বর্য্যং বলঞ্চ দিবসেষু বৈ ॥

অতঃ পরং পঞ্চম্যাং সপ্তম্যাং নবম্যামেকাদশ্যাঞ্চ স্ত্রীকামঃ ত্রয়োদশীপ্রভৃতয়োনিন্দ্যাঃ ।

তত্র প্রথমে দিবসে ঋতুমত্যাং মৈথুনগমনমনায়ুষ্যং পুংসাং ভবতি । যশ্চ তত্রাধীয়তে গর্ভঃ স প্রসবমানো বিমুচ্যতে । দ্বিতীয়েঽপ্যেবং সূতিকাগৃহে বা । তৃতীয়েঽপ্যেবমসম্পূর্ণাঙ্গোঽল্পায়ুর্ব্বা ভবতি । চতুর্থেতু সম্পূর্ণাঙ্গো দীর্ঘায়ুশ্চ ভবতি । নচ প্রবর্ত্তমানে রক্তে বীজং প্রবিষ্টং গুণকরং ভবতি যথা নদ্যাং প্রতিস্রোতঃপ্লাবিদ্রব্যং প্রক্ষিপ্তং প্রতিনিবর্ত্ততে নোর্দ্ধঙ্গচ্ছতি তদ্বদেব দ্রষ্টব্যং । তস্মান্নিয়মবতীং ত্রিরাত্রং পরিহরেৎ । অতঃ পরং মাসাদুপেয়াৎ ।

লব্ধগর্ভায়াশ্চৈতেষ্বহঃসু লক্ষণাবটশুঙ্গাসহদেবাবিশ্বদেবানামন্যতমং ক্ষীরেণাভিষুত্য ত্রীংশ্চতুরো বা বিন্দূন্ দদ্যাদ্দক্ষিণে নাসাপুটে পুত্রকামায়ৈ নচ তান্নিষ্ঠীবেৎ ।

ধ্রুবঞ্চতুর্ণাং সান্নিধ্যাদ্গর্ভঃ স্যাদ্বিধিপূর্ব্বকঃ ।
ঋতুক্ষেত্রাম্বুবীজানাং সামগ্র্যাদঙ্কুরো যথা ॥
এবং জাতা রূপবন্তো মহাসত্ত্বাশ্চিরায়ুষঃ ।
ভবন্ত্যৃণস্য মোক্তারঃ সৎপুত্রাঃ পুত্রিণো হিতাঃ ॥

তত্র তেজোধাতুঃ সর্ব্ববর্ণানাং প্রভবঃ স যদা গর্ভোৎপত্তাবব্ধাতুপ্রায়ো ভবতি তদা গর্ভং গৌরং করোতি পৃথিবীধাতুপ্রায়ঃ কৃষ্ণং পৃথিব্যাকাশধাতুপ্রায়ঃ কৃষ্ণশ্যামং তোয়াকাশধাতুপ্রায়ো গৌরশ্যামং । যাদৃগ্বর্ণমাহারমুপসেবতে গর্ভিণী তাদৃগ্বর্ণপ্রসবা

ভবতীত্যেকে ভাষন্তে। তত্র দৃষ্টিভাবমপ্রতিপন্নং তেজো জাত্যন্ধং করোতি। তদেব রক্তানুগতং রক্তাক্ষং পিত্তানুগতং পিঙ্গাক্ষং শ্লেষ্মানুগতং শুক্লাক্ষং বাতানুগতং বিকৃতাক্ষমিতি।

ভবন্তি চাত্র।

ঘৃতপিণ্ডো যথৈবাগ্নিমাশ্রিতঃ প্রবিলীয়তে।
বিসর্পত্যার্ত্তবং নার্য্যাস্তথা পুংসাং সমাগমে॥
বীজেঽন্তর্ব্বায়ুনা ভিন্নে দ্বৌ জীবৌ কুক্ষিমাগতৌ।
যমাবিত্যভিধীয়েতে ধর্ম্মেতরপুরঃসরৌ॥
পিত্রোরত্যল্পবীজত্বাদাসেক্যঃ পুরুষো ভবেৎ।
স শুক্রং প্রাশ্য লভতে ধ্বজোচ্ছ্রায়মসংশয়ং॥
যঃ পূতিযোনৌ জায়তে স সৌগন্ধিকসংজ্ঞিতঃ।
স যোনিশেফসোর্গন্ধমাঘ্রায় লভতে বলং॥
স্বে গুদেঽব্রহ্মচর্য্যাদ্যঃ স্ত্রীষু পুংবৎ প্রবর্ত্ততে।
কুম্ভীকঃ স চ বিজ্ঞেয়ঈর্ষ্যকং শৃণু চাপরং॥
দৃষ্ট্বা ব্যবায়মন্যেষাং ব্যবায়ে যঃ প্রবর্ত্ততে।
ঈর্ষ্যকঃ স চ বিজ্ঞেয়ঃ ষণ্ডকং শৃণু পঞ্চমং॥
যো ভার্য্যায়ামৃতৌ মোহাদঙ্গনেব প্রবর্ত্ততে।
ততঃ স্ত্রীচেষ্টিতাকারো জায়তে ষণ্ডসংজ্ঞিতঃ॥
ঋতৌ পুরুষবদ্বাপি প্রবর্ত্তেতাঙ্গনা যদি।
তত্র কন্যা যদি ভবেৎ সা ভবেন্নরচেষ্টিতা॥
আসেক্যশ্চ সুগন্ধী চ কুম্ভীকশ্চের্ষ্যকস্তথা।
সরেতসস্ত্বমী জ্ঞেয়া অশুক্রঃষণ্ডসংজ্ঞিতঃ॥
অনয়া বিপ্রকৃত্যা তু তেষাং শুক্রবহাঃ সিরাঃ॥
হর্ষাৎ স্ফুটত্বমায়ান্তি ধ্বজোচ্ছ্রায়স্ততোভবেৎ।
আহারাচারচেষ্টাভির্যাদৃশীভিঃ সমন্বিতৌ।
স্ত্রীপুংসৌ সমুপেয়াতাং তয়োঃ পুত্রোপি তাদৃশঃ॥

যদা নার্য্যাবুপেয়াতাং বৃষস্যন্ত্যৌ কথঞ্চন।
মুঞ্চন্ত্যৌ শুক্রমন্যোন্যমনস্থিস্তত্র জায়তে ॥
ঋতুস্নাতা তু যা নারী স্বপ্নে মৈথুনমাবহেৎ।
আর্ত্তবং বায়ুরাদায় কুক্ষৌ গর্ভং করোতি হি ॥
মাসি মাসি বিবর্দ্ধেত গর্ভিণ্যা গর্ভলক্ষণং।
কললং জায়তে তস্যা বর্জ্জিতং পৈতৃকৈর্গুণৈঃ ॥
সর্পবৃশ্চিককুষ্মাণ্ডবিকৃতাকৃতয়শ্চ যে।
গর্ভাস্ত্বেতে স্ত্রিয়াশ্চৈব জ্ঞেয়াঃ পাপকৃতা ভৃশং ॥
গর্ভো বাতপ্রকোপেণ দৌহৃদে চাবমানিতে।
ভবেৎ কুব্জঃ কুণিঃপঙ্গুর্মূকো মিন্মিণ এব চ ॥
মাতাপিত্রোস্তু নাস্তিক্যাদশুভৈশ্চ পুরাকৃতৈঃ।
বাতাদীনাঞ্চ কোপেন গর্ভো বিকৃতিমাপ্নুয়াৎ ॥
মলাল্পত্বাদযোগাচ্চ বায়োঃ পক্বাশয়স্যচ।
বাতমূত্রপুরীষাণি ন গর্ভস্থঃ করোতি হি ॥
জরায়ুণা মুখেচ্ছন্নে কণ্ঠে চ কফবেষ্টিতে।
বায়োর্ম্মার্গনিরোধাচ্চ ন গর্ভস্থঃ প্ররোদিতি ॥
নিশ্বাসোচ্ছাসসঙ্ক্ষোভস্বপ্নান্ গর্ভোঽধিগচ্ছতি।
মাতুর্নিশ্বসিতোচ্ছাসসঙ্ক্ষোভস্বপ্নসম্ভবান্ ॥
সন্নিবেশঃ শরীরাণাং দন্তানাং পতনোদ্ভবৌ।
তলেষ্বসম্ভবো যশ্চ রোম্ণামেতৎ স্বভাবতঃ ॥
ভাবিতাঃ পূর্ব্বদেহেষু সততং শাস্ত্রবুদ্ধয়ঃ।
ভবন্তি সত্ত্বভূয়িষ্ঠাঃ পূর্ব্বজাতিস্মরা নরাঃ ॥
কর্ম্মণা চোদিতো যেন তদাপ্নোতি পুনর্ভবে।
অভ্যস্তাঃ পূর্ব্বদেহে যে তানেব ভজতে গুণান্ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাতো গর্ভাবক্রান্তি শারীরং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

সৌম্যং শুক্রমার্ত্তবমাগ্নেয়মিতরেষামপ্যত্র ভূতানাং সান্নিধ্যমস্ত্যণুনা বিশেষেণ পরস্পরোপকারাৎপরস্পরানুগ্রহাৎপরস্পরানুপ্রবেশাচ্চ।

তত্রস্ত্রীপুং সয়োঃ সংযোগে তেজঃ শরীরাদ্বায়ুরুদীরয়তি। ততস্তেজোঽনিলসন্নিপাতাচ্ছুক্রং চ্যুতং যোনিমভিপ্রতিপদ্যতে সংস্বজ্যতে চার্ত্তবেন। ততোঽগ্নিসোমসংযোগাৎ সংস্বজ্যমানোগর্ভো গর্ভাশয়মনুপ্রতিপদ্যতে। ক্ষেত্রজ্ঞো বেদয়িতা স্পৃষ্টা ঘ্রাতা দ্রষ্টা শ্রোতা রসয়িতা পুরুষঃ স্রষ্টা গন্তা সাক্ষী ধাতা বক্তা যোঽসাবিত্যেবমাদিভিঃ পর্য্যায়বাচকৈর্নামভিরভিধীয়তে দৈবসংযোগাদক্ষয়োঽব্যয়োঽচিন্ত্যো-ভূতাত্মনা মহান্বক্ষং সত্বরজস্তমোভির্দ্দৈবাসুরৈরপরৈশ্চ ভাবৈর্বায়ুনাভিপ্রের্য্যমাণো গর্ভাশয়মনুপ্রবিশ্যাবতিষ্ঠতে।

তত্র শুক্রবাহুল্যাৎপুমানার্ত্তববাহুল্যাৎস্ত্রী সাম্যাদুভয়োর্নপুংসকমিতি। ঋতুস্তুদ্বাদশরাত্রং ভবতি দৃষ্টার্ত্তবঃ।

অদৃষ্টার্ত্তবাপ্যস্তীত্যেকে ভাষন্তে।

ভবন্তি চাত্র।

পীনপ্রসন্নবদনাং প্রক্লিন্নাত্মমুখদ্বিজাং।
নরকামাং প্রিয়কথাং স্রস্তকুক্ষ্যক্ষিমূর্দ্ধজাং॥
স্ফুরদ্ভুজকুচশ্রোণিনাভ্যূরুজঘনস্ফিচং॥
হর্ষৌৎসুক্যপরাঞ্চাপি বিদ্যাদৃতুমতীমিতি।
নিয়তং দিবসেঽতীতে সঙ্কুচত্যম্বুজো যথা॥
ঋতৌ ব্যতীতে নার্য্যাস্তু যোনিঃ সংব্রিয়তে তথা।
মাসেনোপচিতং কালে ধমনীভ্যাস্তদার্ত্তবং॥
ঈষৎকৃষ্ণং বিগন্ধঞ্চ বায়ুর্যোনিমুখং নয়েৎ।
তদ্বর্ষাৎদ্বাদশাৎ কালে বর্ত্তমানমসৃক্ পুনঃ॥

জরাপক্কশরীরাণাং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ং।
যুগ্মেষু তু পুমান্ প্রোক্তো দিবসেম্বঽন্যথাঽবলা॥
পুষ্পকালে শুচিস্তস্মাদপত্যার্থী স্ত্রিয়ং ব্রজেৎ॥

তত্র সদ্যোগৃহীতগর্ভায়া লিঙ্গানি,—শ্রমোগ্লানিঃ পিপাসা সক্থিসদনং শুক্রশোণিতয়োরববন্ধঃ স্ফুরণঞ্চ যোনেঃ।

স্তনয়োঃকৃষ্ণমুখতা রোমরাজ্যুদ্গমস্তথা।
অক্ষিপক্ষ্মাণি চাপ্যস্যাঃ সংমীল্যন্তে বিশেষতঃ॥
অকামতশ্ছর্দ্দয়তি গন্ধাদুদ্বিজতে শুভাৎ।
প্রসেকঃ সদনঞ্চাপি গর্ভিণ্যা লিঙ্গমুচ্যতে॥

তদা প্রভৃত্যেব ব্যায়ামং ব্যবায়মপতর্পণমতিকর্ষণং দিবাস্বপ্নং রাত্রিজাগরণং শোকং যানাবরোহণং ভয়মুৎকুটকাসনং চৈকান্ততঃ স্নেহাদিক্রিয়াং শোণিতমোক্ষণং চাকালে বেগবিধারণঞ্চ ন সেবেত।

দোষাভিঘাতৈর্গর্ভিণ্যা যো যো ভাগঃ প্রপীড্যতে।
স স ভাগঃ শিশোস্তস্য গর্ভস্থস্য প্রপীড্যতে॥

তত্র প্রথমে মাসি কললং জায়তে। দ্বিতীয়ে শীতোষ্মানিলৈরভিপ্রপচ্যমানানাং মহাভূতানাং সঙ্ঘাতো ঘনঃ সঞ্জায়তে যদি পিণ্ডঃ পুমান্ স্ত্রীচেৎ পেশী নপুংসকঞ্চেদর্ব্বুদমিতি। তৃতীয়ে হস্তপাদশিরসাং পঞ্চ পিণ্ডকানি বর্ত্তন্তেঽঙ্গপ্রত্যঙ্গবিভাগশ্চ সূক্ষ্মো ভবতি। চতুর্থে সর্ব্বাঙ্গপ্রত্যঙ্গবিভাগঃ প্রব্যক্ততরো ভবতি গর্ভহৃদয়প্রব্যক্তভাবাচ্চেতনাধাতুরভিব্যক্তো ভবতি কস্মাত্তৎস্থানত্বাত্তস্মাদ্গর্ভশ্চতুর্থে মাস্যভিপ্রায়মিন্দ্রিয়ার্থেষু করোতি দ্বিহৃদয়াঞ্চ নারীং দৌহৃদিনীমাচক্ষতে। দৌহৃদবিমাননাৎ কুব্জং কুণিং খঞ্জং জড়ং বামনং বিকৃতাক্ষমনক্ষং বা নারী সুতং জনয়তি। তস্মাৎ সা যদ্যদিচ্ছেত্তত্তস্যৈ দাপয়েৎ। লব্ধদৌহৃদা হি বীর্য্যবন্তং চিরায়ুষঞ্চ পুত্রং জনয়তি।

ভবন্তি চাত্র।

ইন্দ্রিয়ার্থাংস্তু যান্ যান্সা ভোক্তুমিচ্ছতি গর্ভিণী।
গর্ভাবাধভয়াত্তাংস্তান্ ভিষগাহৃত্য দাপয়েৎ॥
সা প্রাপ্তদৌহৃদা পুত্রং জনয়েত গুণান্বিতং।
অলব্ধদৌহৃদা গর্ভে লভেতাত্মনি বা ভয়ং॥
যেষু যেম্বিন্দ্রিয়ার্থেষু দৌহৃদে বৈ বিমাননা।
প্রজায়েত সুতস্যার্ত্তিস্তস্মিংস্তস্মিংস্তথেন্দ্রিয়ে॥
রাজসন্দর্শনে যস্যা দৌহৃদং জায়তে স্ত্রিয়াঃ।
অর্থবন্তং মহাভাগং কুমারং সা প্রসূয়তে॥
দুকূলপট্টকৌশেয়ভূষণাদিষু দৌহৃদাৎ॥
অলঙ্কারৈষিণং পুত্রং ললিতং সা প্রসূয়তে।
আশ্রমে সংযতাত্মানং ধর্ম্মশীলং প্রসূয়তে॥
দেবতাপ্রতিমায়াম্ভ প্রসূতে পার্ষদোপমং।
দর্শনে ব্যালজাতীনাং হিংসাশীলং প্রসূয়তে॥
গোধামাংসাঽশনে পুত্রং সুষুপ্সুং ধারণাত্মকং।
গবাং মাংসেচ বলিনং সর্ব্বক্লেশসহন্তথা॥
মাহিষে দৌহৃদাচ্ছূরং রক্তাক্ষং লোমসংযুতং।
বরাহমাংসাৎ স্বপ্নালুং শূরং সঞ্জনয়েৎসুতং॥
মার্গাদ্বিক্রান্তজঙ্ঘালং সদা বনচরং সুতং।
সমরাদ্বিগ্নমনসং নিত্যভীতং চ তৈত্তিরাৎ॥
অতোঽনুক্তেষু যা নারী সমভিধ্যাতি দৌহৃদং।
শরীরাচারশীলৈঃ সা সমানং জনয়িষ্যতি॥
কর্ম্মণা চোদিতং জন্তোর্ভবিতব্যং পুনর্ভবেৎ।
যথা তথা দৈবযোগাদ্দৌহৃদং জনয়েৎ হৃদি॥

পঞ্চমে মনঃ প্রতিবুদ্ধতরং ভবতি। ষষ্ঠে বুদ্ধিঃ। সপ্তমে সর্ব্বাঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিভাগঃ প্রব্যক্ততরঃ। অষ্টমেঽস্থিরোভবত্যোজস্তত্র জাত-

শ্চেন্ন জীবেন্নিরোজস্থান্নৈর্ঋতভাগত্বাচ্চ তাতো বলিং মাংসৌদনমস্মৈ দাপয়েৎ। নবমদশমৈকাদশদ্বাদশানামন্যতমস্মিঞ্জায়তে। অতোন্যথা বিকারী ভবতি।

মাতুস্তু খলু রসবহায়াং নাড্যাং গর্ভনাভিনাড়ী প্রতিবদ্ধা সাস্য মাতুরাহাররসবীর্য্যমভিবহতি। তেনোপস্নেহেনাস্যাভিবৃদ্ধির্ভবতি। অসঞ্জাতাঙ্গপ্রত্যঙ্গপ্রবিভাগমানিষেকাৎপ্রভৃতি সর্ব্বশরীরাবয়বানুসারিণীনাং রসবহানাং তির্য্যগ্গতানাং ধমনীনামুপস্নেহো জীবয়তি।

গর্ভস্য হি সম্ভবতঃ পূর্ব্বং শিরঃ সম্ভবতীত্যাহ শৌনকঃ শিরোমূলত্বাদ্দেহেন্দ্রিয়াণাং। হৃদয়মিতি কৃতবীর্য্যো বুদ্ধের্মনসশ্চ স্থানত্বাৎ। নাভিরিতি পারাশর্য্যস্ততো হি বর্দ্ধতে দেহোদেহিনঃ। পাণিপাদমিতি মার্কণ্ডেয়স্তম্মূলত্বাচ্চেষ্টায়া গর্ভস্য। মধ্যশরীরমিতি সুভূতির্গৌতমস্তন্নিবদ্ধত্বাৎ সর্ব্বগাত্রসম্ভবস্য। তত্তু ন সম্যক্। সর্ব্বাঙ্গপ্রত্যঙ্গানি যুগপৎ সম্ভবন্তীত্যাহ ধন্বন্তরির্গর্ভস্য সূক্ষ্মত্বান্নোপলভ্যন্তে বংশাঙ্কুরবৎ চূতফলবচ্চ। তদ্যথা। চূতফলে পরিপক্কে কেশরমাংসাস্থি মজ্জানঃ পৃথগ্দৃশ্যন্তে কালপ্রকর্ষাত্তান্যেব তরুণে নোপলভ্যন্তে সূক্ষ্মত্বাত্তেষাং কেশরাদীনাং কালঃ প্রব্যক্ততাং করোতি। এতেনৈব বংশাঙ্করোঽপি ব্যাখ্যাতঃ। এবং গর্ভস্য তারুণ্যে সর্ব্বেষ্বঙ্গপ্রত্যঙ্গেষু সৎস্বপি সৌক্ষ্ম্যাদনুপলব্ধিঃ। তান্যেব কালপ্রকর্ষাৎ প্রব্যক্তানি ভবন্তি।

তত্র গর্ভস্য পিতৃজমাতৃজরসজাত্মজসত্বজসাত্ম্যজানি শরীরলক্ষণানি ব্যাখ্যামঃ। গর্ভস্য কেশশ্মশ্রুলোমাস্থিনখদন্তসিরাস্নায়ুধমনীরেতঃপ্রভৃতীনি স্থিরাণি পিতৃজানি। মাংসশোণিতমেদোমজ্জহৃন্নাভিযকৃৎপ্লীহান্ত্রগুদপ্রভৃতীনি মৃদূনি মাতৃজানি। শরীরোপচয়ো বলং বর্ণঃ স্থিতির্হানিশ্চ রসজানি। ইন্দ্রিয়াণি জ্ঞানং বিজ্ঞানমায়ুঃ সুখদুঃখাদিকঞ্চাত্মজানি। সত্বজান্যুত্তরং বক্ষ্যামঃ। বীর্য্যমারোগ্যং বলবর্ণৌ মেধা চ সাত্ম্যজানি।"

তত্র যস্যা দক্ষিণে স্তনে প্রাক্ পয়োদর্শনং ভবতি দক্ষিণাক্ষিম-

হত্বঞ্চ পূর্ব্বঞ্চ দক্ষিণং সক্থ্যুৎকর্ষতি বাহুল্যাচ্চ পুন্নামধেয়েষু দ্রব্যেষু দৌহৃদমভিধ্যায়তি স্বপ্নেষু চোপলভতে পদ্মোৎপলকুমুদাম্রাতকাদীনি পুন্নামান্যেব প্রসন্নমুখবর্ণাচ ভবতি তাং ব্রূয়াৎ পুত্ত্রমিয়ং জনয়িষ্যতীতি তদ্বিপর্য্যয়ে কন্যাং। যস্যাঃ পার্শ্বদ্বয়মুন্নতম্পুরস্তান্নির্গতমুদরং প্রাগভিহিতলক্ষণং চ তস্য নপুংসকমিতি বিদ্যাৎ। যস্যা মধ্যে নিম্নং দ্রোণীপ্রভূতমুদরং সা যুগ্মং প্রসূয়ত ইতি।

ভবন্তি চাত্র।

দেবতাব্রাহ্মণপরাঃ শৌচাচারহিতে রতাঃ।
মহাগুণান্ প্রসূয়ন্তে বিপরীতাস্তু নির্গুণান্॥
অঙ্গপ্রত্যঙ্গনির্ব্বৃত্তিঃ স্বভাবাদেব জায়তে।
অঙ্গপ্রত্যঙ্গনির্ব্বৃত্তৌ যে ভবন্তি গুণাগুণাঃ॥
তে তে গর্ভস্য বিজ্ঞেয়া ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তজাঃ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো গর্ভব্যাকরণং নাম শারীরং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

অগ্নিঃসোমো বায়ুঃ সত্বং রজস্তমঃ পঞ্চেন্দ্রিয়াণি ভূতাত্মেতি প্রাণাঃ।

তস্য খল্বেবম্প্রবৃত্তস্য শুক্রশোণিতস্যাভিপচ্যমানস্য ক্ষীরস্যেব সন্তানিকাঃ সপ্ত ত্বচো ভবন্তি। তাসাং প্রথমাঽবভাসিনীং নাম যাসর্ব্ববর্ণানবভাসয়তি পঞ্চবিধাঞ্চ ছায়াং প্রকাশয়তি সা ব্রীহেরষ্টাদশভাগপ্রমাণা সিধ্মপদ্মকণ্টকাধিষ্ঠানা দ্বিতীয়া লোহিতা নাম ষোড়শভাগপ্রমাণা তিলকালকন্যচ্ছব্যঙ্গাধিষ্ঠানা তৃতীয়া শ্বেতা নাম দ্বাদশভাগপ্রমাণা চর্ম্মদলাজগল্লীমশকাধিষ্ঠানা চতুর্থী তাম্রা নামাষ্টভাগপ্রমাণা বিবিধকিলাসকুষ্ঠাধিষ্ঠানা পঞ্চমী বেদিনী নাম

ব্রীহিপঞ্চভাগপ্রমাণা কুষ্ঠবিসর্পাধিষ্ঠানা ষষ্ঠী রোহিণী নাম ব্রীহি প্রমাণা গ্রন্থ্যপচ্যর্ব্বুদশ্লীপদগলগণ্ডাধিষ্ঠানা সপ্তমী মাংসধরা নাম ব্রীহিদ্বয়প্রমাণা ভগন্দরবিদ্রধ্যর্শোধিষ্ঠানা যদেতৎপ্রমাণং নির্দ্দিষ্টং তন্মাংসলেম্ববকাশেষু ন ললাটে সূক্ষ্মাঙ্গুল্যাদিষু। যতো বক্ষ্যত্যুদরেষু ব্রীহিমুখেনাঙ্গুষ্ঠোদরপ্রমাণমবগাঢ়ং বিধ্যেদিতি। কলাঃ খল্বপি সপ্ত সম্ভবন্তি ধাত্বাশয়ান্তরমর্য্যাদাঃ।

ভবতশ্চাত্র।

যথাহি সারঃ কাষ্ঠেষু ছিদ্যমানেষু দৃশ্যতে।
তথা ধাতুর্হি মাংসেষু ছিদ্যমানেষু দৃশ্যতে॥
স্নায়ুভিশ্চ প্রতিচ্ছন্নান্ সন্ততাংশ্চ জরায়ুণা।
শ্লেষ্মণা বেষ্টিতাংশ্চাপি কলাভাগাংস্তু তান্বিদুঃ॥

তাসাং প্রথমা মাংসধরা নাম যস্যাং মাংসে সিরাস্নায়ুধমনীস্রোতসাং প্রতানা ভবন্তি।

ভবন্তি চাত্র।

যথা বিসমৃণালানি বিবর্দ্ধন্তে সমন্ততঃ।
ভূমৌ পঙ্কোদকস্থানি তথা মাংসে সিরাদয়ঃ॥

দ্বিতীয়া রক্তধরা নাম মাংসস্যাভ্যন্তরতস্তস্যাং শোণিতং বিশেষতশ্চ সিরাসু যকৃৎপ্লীহ্নোশ্চ ভবতি।

ভবতি চাত্র।

বৃক্ষাদ্যথাভিপ্রহতাৎ ক্ষীরিণঃ ক্ষীরমাবহেৎ।
মাংসাদেবং ক্ষতাৎ ক্ষিপ্রং শোণিতং সম্প্রসিচ্যতে॥

তৃতীয়া মেদোধরা নাম মেদোহি সর্ব্বভূতানামুদরস্থমণ্বস্থিষু চ মহৎসুচ মজ্জা ভবতি।

ভবতি চাত্র।

স্থূলাস্থিষু বিশেষেণ মজ্জা ত্বভ্যন্তরাশ্রিতঃ।
অথেতরেষু সর্ব্বেষু সরক্তং মেদউচ্যতে॥

শুদ্ধমাংসস্য যঃ স্নেহঃ সা বসা পরিকীর্ত্তিতা ॥

চতুর্থী শ্লেষ্মধরা নাম সর্ব্বসন্ধিষু প্রাণভৃতাং ভবতি।

ভবতি চাত্র।

স্নেহাভ্যক্তে যথাক্ষে চক্রং সাধু প্রবর্ত্ততে।
সন্ধয়ঃ সাধু বর্ত্তন্তে সংশ্লিষ্টাঃ শ্লেষ্মণা তথা ॥

পঞ্চমী পুরীষধরা নাম যান্তঃকোষ্ঠে মলমভিবিভজতে পক্বাশয়স্থা।

ভবতি চাত্র।

যকৃৎসমন্তাৎ কোষ্ঠঞ্চ যথান্ত্রাণি সমাশ্রিতা।
উণ্ডুকস্থং বিভজতে মলং মলধরা কলা ॥

যষ্ঠী পিত্তধরা নাম যা চতুর্ব্বিধমন্নপানমুপযুক্তমামাশয়াৎ প্রচ্যুতং পক্বাশয়োপস্থিতং ধারয়তি।

ভবতি চাত্র।

অশিতং খাদিতং পীতং লীঢ়ং কোষ্ঠগতং নৃণাং।
তজ্জীর্য্যতি যথাকালং শোষিতং পিত্ততেজসা ॥

সপ্তমী শুক্রধরা নাম যা সর্ব্বপ্রাণিনাং সর্বশরীরব্যাপিনী।

ভবন্তি চাত্র।

যথা পয়সি সর্পিস্তু গুড়শ্চেক্ষৌ রসো যথা।
শরীরেষু তথা শুক্রং নৃণাং বিদ্যাদ্ভিষগ্বরঃ ॥
দ্ব্যঙ্গুলে দক্ষিণে পার্শ্বে বস্তিদ্বারস্য চাপ্যধঃ।
মূত্রস্রোতঃপথাচ্ছুক্রং পুরুষস্য প্রবর্ত্ততে ॥
কৃৎস্নদেহাশ্রিতং শুক্রং প্রসন্নমনসস্তথা।
স্ত্রীষু ব্যায়চ্ছতশ্চাপি হর্ষাত্তৎ সম্প্রবর্ত্ততে ॥

গৃহীতগর্ভাণা মার্ত্তববহানাং স্রোতসাং বর্ত্মান্যবরুধ্যন্তে গর্ভেণ তস্মাদ্গৃহীতগর্ভাণামার্ত্তবং ন দৃশ্যতে। ততস্তদধঃ প্রতিহতমূর্দ্ধমা-

গতমপরঞ্চোপচীয়মানমপরেত্যধীয়তে। শেষঞ্চোর্দ্ধতরমাগতং পয়োধরাবভিপ্রতিপদ্যতে তস্মাদ্গর্ভিণ্যঃ পীনোন্নতপয়োধরা ভবন্তি।

গর্ভস্য যকৃৎপ্লীহানৌ শোণিতজৌ। শোণিতফেনপ্রভবঃ ফুপ্‌ফুসঃ শোণিত কিট্টপ্রভব উণ্ডুকঃ।

অসৃজঃ শ্লেষ্মণশ্চাপি যঃ প্রসাদঃ পরোমতঃ।
তং পচ্যমানং পিত্তেন বায়ুশ্চাপ্যনুধাবতি॥
ততোঽস্যান্ত্রাণি জায়ন্তে গুদং বস্তিশ্চ দেহিনঃ।
উদরে পচ্যমানানামাধ্মানাদ্রুক্মসারবৎ॥
কফশোণিতমাংসানাং সারো জিহ্বা প্রজায়তে।
যথার্থমুষ্মণা যুক্তো বায়ুঃ স্রোতাংসি দারয়েৎ॥
অনুপ্রবিশ্য পিশিতং পেশীর্বিভজতে তথা।
মেদসঃ স্নেহমাদায় সিরা স্নায়ুত্বমাপ্নুয়াৎ॥
সিরাণাং চ মৃদুঃ পাকঃ স্নায়ুনাঞ্চ ততঃ খরঃ।
আশয্যাঽভ্যাসযোগেন করোত্যাশয়সম্ভবং॥

রক্তমেদঃপ্রসাদাদ্‌বুক্কৌ মাংসাসৃক্কফমেদঃপ্রসাদাদ্বৃষণৌ শোণিতকফপ্রসাদজং হৃদয়ং যদাশ্রয়া হি ধমন্যঃ প্রাণবহাঃ। তস্যাধো বামতঃপ্লীহা ফুপ্‌ফুসশ্চ দক্ষিণতো যকৃৎ ক্লোম চ।

তদ্‌হৃদয়ং বিশেষেণ চেতনাস্থানমতস্তস্মিংস্তমসাবৃতে সর্ব্বপ্রাণিনঃ স্বপন্তি।

ভবতি চাত্র।

পুণ্ডরীকেণ সদৃশং হৃদয়ং স্যাদধোমুখং।
জাগ্রতস্তদ্বিকশতি স্বপতশ্চ নিমীলতি॥

নিদ্রান্তু বৈষ্ণবীং পাপ্‌মানমুপদিশন্তি সা স্বভাবত এব সর্ব্বপ্রাণিনোঽভিস্পৃশতি।

তত্র যদা সংজ্ঞাবহানি স্রোতাংসি তমোভূয়িষ্ঠঃ শ্লেষ্মা প্রতিপদ্যতে তদা তামসো নাম নিদ্রা সম্ভবত্যনববোধিনী সা প্রলয়কালে।

তমোভূয়িষ্ঠানামহঃসু নিশাসুচ ভবতি। রজো ভূয়িষ্ঠানামনিমিত্তং। সত্বভূয়িষ্ঠানামৰ্দ্ধরাত্রে। ক্ষীণশ্লেষ্মণামনিলবহুলানাং মনঃশরীরাভিতাপবতাঞ্চ নৈব সা বৈকারিকীভবতি।

ভবন্তি চাত্র।

হৃদয়ঞ্চেতনাস্থানমুক্তং সুশ্রুত দেহিনাং।
তমোঽভিভূতে তস্মিংস্তু নিদ্রা বিশতি দেহিনাং॥
নিদ্রাহেতুস্তমঃ সত্বং বোধনে হেতুরুচ্যতে।
স্বভাব এব বা হেতুর্গরীয়ান্ পরিকীর্ত্ত্যতে॥
পূর্ব্বদেহানুভূতাংস্তু ভূতাত্মা স্বপতঃ প্রভু।
রজোযুক্তেন মনসা গৃহ্ণাত্যর্থান্ শুভাশুভান্॥
করণানাং তু বৈকল্যে তমসাভিপ্রবর্দ্ধিতে।
অস্বপন্নপি ভূতাত্মা প্রসুপ্তইব চোচ্যতে॥

সর্ব্বর্ত্তুষু দিবাস্বাপঃ প্রতিসিদ্ধোঽন্যত্র গ্রীষ্মাৎ। প্রতিষিদ্ধেষ্বপিতু বালবৃদ্ধস্ত্রীকর্ষিতক্ষতক্ষীণমদ্যনিত্যযানবাহনাধ্বকর্ম্মপরিশ্রান্তানামভুক্তবতাং মেদঃস্বেদকফরসরক্তক্ষীণানামজীর্ণিনাঞ্চ মুহূর্ত্তং দিবা স্বপনমপ্রতিষিদ্ধং। রাত্রাবপি জাগরিতবতাং জাগরিতকালাদর্দ্ধমিষ্যতে দিবাস্বপ্নঃ। বিকৃতির্হি দিবাস্বপ্নোনাম তত্র স্বপতামধর্ম্মঃ সর্ব্বদোষপ্রকোপশ্চ। তৎপ্রকোপাচ্চ কাসশ্বাসপ্রতিশ্যায়শিরোগৌরবাঙ্গমর্দ্দাঽরোচকজ্বরাগ্নিদৌর্ব্বল্যানি ভবন্তি। রাত্রাবপি জাগরিতবতাং বাতপিত্তনিমিত্তাস্তএবোপদ্রবা ভবন্তি।

ভবন্তি চাত্র।

তস্মান্ন জাগৃয়াদ্রাত্রৌ দিবাস্বপ্নঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
জ্ঞাত্বা দোষকরাবেতৌ বুধঃ স্বপ্নং মিতঞ্চরেৎ॥
অরোগঃ সুমনা হ্যেবং বলবর্ণান্বিতো বৃষঃ।
নাতিস্থূলকৃশঃ শ্রীমান্নরো জীবেৎ সমাঃ শতং॥
নিদ্রাসাত্মীকৃতা যৈস্তু রাত্রৌচ যদি বা দিবা।

ন তেষাং স্বপতাং দোষো জাগ্রতাং বা বিধীয়তে ॥
নিদ্রানাশোঽনিলাৎপিত্তান্মনস্তাপাৎ ক্ষয়াদপি।
সম্ভবত্যভিঘাতাচ্চ প্রত্যনীকৈঃ প্রশাম্যতি ॥
নিদ্রানাশেঽভ্যঙ্গযোগো মূর্দ্ধ্নি তৈলনিষেবণং।
গাত্রস্যোদ্বর্ত্তনঞ্চৈব হিতং সংবাহনানি চ ॥
শালিগোধূমপিষ্টান্নভক্ষ্যৈরৈক্ষবসংস্কৃতৈঃ।
ভোজনং মধুরং স্নিগ্ধং ক্ষীরমাংসরসাদিভিঃ ॥
রসৈর্ব্বিলেশয়ানাঞ্চ বিষ্কিরাণান্তথৈবচ ॥
দ্রাক্ষাসিতেক্ষুদ্রব্যাণামুপযোগো ভবেন্নিশি।
শয়নাসনযানানি মনোজ্ঞানি মৃদূনিচ ॥
নিদ্রানাশেতু কুর্ব্বীত তথান্যান্যপি বুদ্ধিমান্।
বমেন্নিদ্রাতিযোগেতু কুর্য্যাৎ সংশোধনানিচ।
লঙ্ঘনং রক্তমোক্ষঞ্চ মনোব্যাকুলনানি চ ॥
কফমেদোবিষার্ত্তানাং রাত্রৌ জাগরণং হিতং ॥
দিবাস্বপ্নশ্চ তৃট্শূলহিক্কাঽজীর্ণাতিসারিণাং।
ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বসংপ্রাপ্তির্গৌরবং জৃম্ভণং ক্লমঃ ॥
নিদ্রার্ত্তস্যেব যস্যেহা তস্য তন্দ্রাং বিনির্দ্দিশেৎ।
পীত্বৈকমনিলোচ্ছ্বাসমুদ্বেষ্টন্ বিবৃতাননঃ ॥
যন্মুঞ্চতি সনেত্রাস্রং স জৃম্ভ ইতি সংজ্ঞিতঃ।
যোঽনায়াসঃ শ্রমো দেহে প্রবৃদ্ধঃ শ্বাসবর্জ্জিতঃ ॥
ক্লমঃ সইতি বিজ্ঞেয় ইন্দ্রিয়ার্থপ্রবাধকঃ।
সুখস্পর্শপ্রসক্তিত্বং দুঃখদ্বেষণলোলতা ॥
শক্তস্য চাপ্যনুৎসাহঃ কর্ম্মস্বালস্যমুচ্যতে।
উৎক্লিশ্যান্নং ন নির্গচ্ছেৎ প্রসেকষ্ঠীবনেরিতং ॥
হৃদয়ং পীড্যতে চাস্য তমুৎক্লেশং বিনির্দ্দিশেৎ ॥
বক্তে, মধুরতাতন্দ্রা হৃদয়োদ্বেষ্টনং ভ্রমঃ।

নচান্নমভিকাঙ্ক্ষেত গ্লানিং তস্য বিনির্দ্দিশেৎ ॥
আর্দ্রচর্ম্মাবনদ্ধং হি যো গাত্রমভিমন্যতে।
তথা গুরু শিরোঽত্যর্থং গৌরবং তদ্বিনির্দ্দিশেৎ ॥
মূর্চ্ছাপিত্ততমঃপ্রায়া রজঃপিত্তানিলাদ্ভ্রমঃ।
তমোবাতকফাত্তন্দ্রা নিদ্রাশ্লেষ্মতমোভবা ॥

গর্ভস্য খলু রসনিমিত্তা মারুতাধ্মাননিমিত্তা চ পরিবৃদ্ধির্ভবতি।
ভবন্তি চাত্র।

তস্যান্তরেণ নাভেস্তু জ্যোতিঃস্থানং ধ্রুবং স্মৃতং।
তদা ধমতি বাতস্তু দেহস্তেনাস্য বর্দ্ধতে ॥
উষ্মণা সহিতশ্চাপি দারয়ত্যস্য মারুতঃ।
ঊর্দ্ধং তির্য্যগধস্তাচ্চ স্রোতাংস্যপি যথা তথা ॥
দৃষ্টিশ্চ রোমকূপাশ্চ ন বর্দ্ধন্তে কদাচন।
ধ্রুবাণ্যেতানি মর্ত্যানামিতি ধন্বন্তরের্ম্মতং ॥
শরীরে ক্ষীয়মাণেঽপি বর্দ্ধেতে দ্বাবিমৌ সদা।
স্বভাবং প্রকৃতিং কৃত্বা নখকেশাবিতি স্থিতিঃ ॥

সপ্ত প্রকৃতয়ো ভবন্তি! দোষৈঃ পৃথক্ দ্বিশঃ সমস্তৈশ্চ।
শুক্রশোণিতসংযোগে যো ভবেদ্দোষ উৎকটঃ ॥
প্রকৃতির্জায়তে তেন তস্যা মে লক্ষণং শৃণু ॥

তত্র জাগরূকঃ শীতদ্বেষী দুর্ভগঃ স্তেনো মৎসর্য্যনার্য্যো গান্ধর্ব্বচিত্তঃ স্ফুটিতকরচরণোঽতিরুক্ষশ্মশ্রুনখকেশঃ ক্রোধী দন্তনখখাদী চ ভবতি।

অধৃতিরদৃঢ়সৌহৃদঃ কৃতঘ্নঃ কৃশপরুষোধমনীততঃ প্রলাপী।
দ্রুতগতিরটনোঽনবস্থিতাত্মা বিয়দপি গচ্ছতি সম্ভ্রমেণ সুপ্তঃ।
অব্যবস্থিতমতিশ্চলদৃষ্টির্মন্দরত্নধনসঞ্চয়মিত্রঃ।
কিঞ্চিদেব বিলপত্যনিবদ্ধং মারুতপ্রকৃতিরেষ মনুষ্যঃ ॥
বাতিকাশ্চাজগোমায়ুশশাখূষ্ট্রশুনাস্তথা।

গৃধ্রকাকখরাদীনামনূকৈঃ কীর্ত্তিতা নরাঃ ॥

স্বেদনো দুর্গন্ধঃ পীতশিথিলাঙ্গস্তাম্রনখনয়নতালুজিহ্বৌষ্ঠপাণিপাদতলো দুর্ভগো বলীপলিতখালিত্যজুষ্টো বহুভুগুষ্ণদ্বেষী ক্ষিপ্রকোপপ্রসাদো মধ্যমবলো মধ্যমায়ুশ্চ ভবতি ।

মেধাবী নিপুণমতির্ব্বিগৃহ্য বক্তা তেজস্বী সমিতিষু দুর্নিবারবীর্য্যঃ ।
সুপ্তঃ সন্ কনকপলাশকর্ণিকারান্ সম্পশ্যেদপি চ হুতাশবিদ্যুদুল্কাঃ ॥
ন ভয়াৎ প্রণমেদনতেষ্বমৃদুঃ প্রণতেষ্বপি সান্ত্বনদানরুচিঃ ।
ভবতীহ সদা ব্যথিতাস্য গতিঃ স ভবেদিহ পিত্তকৃতপ্রকৃতিঃ ॥

ভুজঙ্গোলূকগন্ধর্ব্বযক্ষমার্জারবানরৈঃ ।
ব্যাঘ্রর্ক্ষনকুলানূকৈঃ পৈত্তিকাস্তু নরাঃ স্মৃতাঃ ॥

দূর্ব্বেন্দীবরনিস্ত্রিংশার্দ্রারিষ্টশরকাণ্ডানামন্যতমবর্ণঃ সুভগঃ প্রিয়দর্শনো মধুরপ্রিয়ঃ কৃতজ্ঞো ধৃতিমান্ সহিষ্ণুরলোলুপো বলবাংশ্চিরগ্রাহী দৃঢ়বৈরশ্চ ভবতি ।

শুক্লাক্ষঃ স্থিরকুটিলাতিনীলকেশো
লক্ষ্মীবাম্ জলদমৃদঙ্গসিংহঘোষঃ ।
সুপ্তঃ সন্ সকমলহংসচক্রবাকান্
সম্পশ্যেদপি চ জলাশয়ান্ মনোজ্ঞান্ ॥

রক্তান্তনেত্রঃ সুবিভক্তগাত্রঃ স্নিগ্ধচ্ছবিঃ সত্বগুণোপপন্নঃ ।
ক্লেশক্ষমো মানয়িতা গুরূণাং জ্ঞেয়ো বলাসপ্রকৃতির্মনুষ্যঃ ॥
দৃঢ়শাস্ত্রমতিঃ স্থিরমিত্রধনঃ পরিগণ্য চিরাৎ প্রদদাতি বহু ।
পরিনিশ্চিতবাক্যপদঃ সততং গুরুমানকরশ্চ ভবেৎ স সদা ॥

ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্রবরুণৈঃ সিংহাশ্বগজগোবৃষৈঃ ।
তার্ক্ষ্যহংসসমানূকাঃ শ্লেষ্মপ্রকৃতয়ো নরাঃ ॥
দ্বয়োর্ব্বা ত্রিস্বণাংবাপি প্রকৃতীনান্তু লক্ষণৈঃ ।
জ্ঞাত্বা সংসর্গজা বৈদ্যঃ প্রকৃতীরভিনির্দ্দিশেৎ ॥
প্রকোপো বান্যথাভাবঃ ক্ষয়ো বা নোপজায়তে।

প্রকৃতীনাং স্বভাবেন জায়তে তু গতায়ুষঃ ॥
বিষজাতো যথা কীটো ন বিষেণ বিপদ্যতে।
তদ্বৎ প্রকৃতয়ো মর্ত্ত্যং শক্নুবন্তি ন বাধিতুং ॥
প্রকৃতিমিহ নরাণাং ভৌতিকীং কেচিদাহুঃ
পবনদহনতোয়ৈঃ কীর্ত্তিতাস্তাস্তু তিস্রঃ।
স্থিরবিপুলশরীরঃ পার্থিবশ্চ ক্ষমাবান্
শুচিরথ চিরজীবী নাভসঃ খৈর্মহদ্ভিঃ ॥
শৌচমাস্তিক্যমভ্যাসো বেদেষু গুরুপূজনং।
প্রিয়াতিথিত্বমিজ্যাচ ব্রহ্মকায়স্য লক্ষণং ॥
মাহাত্ম্যং শৌর্য্যমাজ্ঞা চ সততং শাস্ত্রবুদ্ধিতা।
ভৃত্যানাং ভরণঞ্চাপি মাহেন্দ্রং কায়লক্ষণং ॥
শীতসেবা সহিষ্ণুত্বং পৈঙ্গল্যং হরিকেশতা।
প্রিয়বাদিত্বমিত্যেতদ্বারুণং কায়লক্ষণং ॥
মধ্যস্থতা সহিষ্ণুত্বমর্থস্যাগমসঞ্চয়ৌ।
মহাপ্রসবশক্তিত্বং কৌবেরং কায়লক্ষণং ॥
গন্ধমাল্যপ্রিয়ত্বঞ্চ নৃত্যবাদিত্রকামিতা।
বিহারশীলতা চৈব গান্ধর্ব্বং কায়লক্ষণং ॥
প্রাপ্তকারী দৃঢ়োত্থানো নির্ভয়ঃ স্মৃতিমান্ শুচিঃ।
রাগমোহভয়দ্বেষৈর্ব্বর্জ্জিতো যাম্যসত্ত্ববান্ ॥
জপব্রতব্রহ্মচর্য্যহোমাধ্যয়নসেবিনং।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নমৃষিসত্ত্বং নরং বিদুঃ ॥
সপ্তৈতে সাত্ত্বিকাঃ কায়া রাজসাংস্তু নিবোধ মে।
ঐশ্বর্য্যবন্তং রৌদ্রঞ্চ শূরং চণ্ডমসূয়কং ॥
একাশিনং চৌদরিকমাশূরং সপ্তমীদৃশং।
তীক্ষ্ণমায়াসিনং ভীরুং চণ্ডং মায়ান্বিতন্তথা ॥
বিহারাচারচপলং সর্পসত্ত্বং বিদুর্নরং।

প্রবৃদ্ধকামসেবী চাপ্যজস্রাহার এব চ ॥
অমর্ষণোঽনবস্থায়ী শাকুনং কায়লক্ষণং।
একান্তগ্রাহিতা রৌদ্রমসূয়া ধর্ম্মবাহ্যতা ॥
ভৃশমাত্রং তমশ্চাপি রাক্ষসং কায়লক্ষণং।
উচ্ছিষ্টাহারতা তৈক্ষ্ণ্যং সাহসপ্রিয়তা তথা ॥
স্ত্রীলোলুপত্বং নৈর্লজ্জ্যং পৈশাচং কায়লক্ষণং।
অসংবিভাগমলসং দুঃখশীলমসূয়কং ॥
লোলুপঞ্চাপ্যদাতারং প্রেতসত্বং বিদুর্নরং।
ষড়েতে রাজসাঃ কায়াস্তামাসাংস্তু নিবোধ মে ॥
দুর্ম্মেধস্ত্বং মন্দতা চ স্বপ্নে মৈথুননিত্যতা।
নিরাকরিষ্ণুতা চৈব বিজ্ঞেয়াঃ পাশবা গুণাঃ ॥
অনবস্থিততা মৌর্খ্যং ভীরুত্বং সলিলার্থিতা।
পরস্পরাভিমর্দ্দশ্চ মৎস্যসত্বস্য লক্ষণং ॥
একস্থানরতির্নিত্যমাহারে কেবলে রতঃ।
বানস্পত্যো নরঃ সত্বধর্ম্মকামার্থবর্জ্জিতঃ ॥
ইত্যেতে ত্রিবিধাঃ কায়াঃ প্রোক্তা বৈ তামসাস্তথা।
কায়ানাং প্রকৃতীর্জ্ঞাত্বা ত্বনুরূপাং ক্রিয়াং চরেৎ ॥
মহাপ্রকৃতয়স্ত্বেতা রজঃসত্বতমঃকৃতাঃ।
প্রোক্তা লক্ষণতঃ সম্যগ্ভিষক্ তাশ্চ বিভাবয়েৎ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ শরীরসঙ্খ্যাব্যাকরণং শারীরং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

শুক্রশোণিতং গর্ভাশয়স্থমাত্মপ্রকৃতিবিকারসংমূর্চ্ছিতং গর্ভ ইত্যুচ্যতে। তঞ্চ চেতনাবস্থিতং বায়ুর্ব্বিভজতি তেজ এনং

পচতি। আপঃ ক্লেদয়ন্তি পৃথিবী সংহন্ত্যাকাশং বিবর্দ্ধয়তি। এবং বিবর্দ্ধিতঃ স যদা হস্তপাদজিহ্বাঘ্রাণকর্ণনিতম্বাদিভিরঙ্গৈরুপেতস্তদা শরীরমিতি সংজ্ঞাং লভতে তচ্চ ষড়ঙ্গং শাখাশ্চতস্রো মধ্যং পঞ্চমং ষষ্ঠং শির ইতি ॥

অতঃপরং প্রত্যঙ্গানি বক্ষ্যন্তে। মস্তকোদরপৃষ্ঠনাভিললাটনাসাচিবুকবস্তিগ্রীবা ইত্যেতা একৈকাঃ। কর্ণনেত্রনাসাভ্রূশঙ্খাংসগণ্ডকক্ষস্তনবৃষণপার্শ্বস্ফিগ্‌জানুবাহূরুপ্রভৃতয়ো দ্বে দ্বে বিংশতিরঙ্গুলয়ঃ। স্রোতাংসি চ বক্ষ্যমাণানি। এষ প্রত্যঙ্গবিভাগ উক্তঃ।

তস্য পুনঃ সঙ্খ্যানং। ত্বচঃ কলা ধাতবো মলা দোষা যকৃৎপ্লীহানৌ ফুস্‌ফুস উণ্ডুকো হৃদয়মাশয়া অন্ত্রাণি বৃক্কৌ স্রোতাংসি কণ্ডরা জালানি কূর্চ্চা রজ্জবঃ সেবন্যঃ সঙ্ঘাতাঃ সীমন্তা অস্থীনি সন্ধয়ঃ স্নায়বঃ পেশ্যো মর্ম্মাণি সিরা ধমন্যো যোগবহানি স্রোতাংসি চ ॥

ত্বচঃ সপ্ত। কলাঃ সপ্ত। আশয়াঃ সপ্ত। ধাতবঃ সপ্ত। সপ্ত শিরাশতানি। পঞ্চপেশীশতানি। নব স্নায়ুশতানি। ত্রীণ্যস্থিশতানি। দ্বে দশোত্তরে সন্ধিশতে। সপ্তোত্তরং মর্ম্মশতং। চতুর্ব্বিংশতির্ধমন্যঃ। ত্রয়ো দোষাস্ত্রয়ো মলাঃ। নব স্রোতাংসীতি সমাসঃ।

বিস্তারোঽত ঊর্দ্ধং। ত্বচোঽভিহিতাঃ কলা ধাতবো মলা দোষা যকৃৎপ্লীহানৌ ফুস্ফুস উণ্ডুকো হৃদয়ং বৃক্কৌচ।

আশয়াস্তু বাতাশয়ঃ পিত্তাশয়ঃ শ্লেষ্মাশয়োরক্তাশয় আমাশয়ঃ পক্বাশয়ো মূত্রাশয়ঃ স্ত্রীণাং গর্ভাশয়ো ঽষ্টম ইতি।

সার্দ্ধত্রিব্যামান্যন্ত্রানি পুংসাং স্ত্রীণামর্দ্ধব্যামহীনানি।

শ্রবণনয়নবদনঘ্রাণগুদমেঢ্রাণি নব স্রোতাংসি নরাণাং বহির্ম্মুখান্যেতান্যেব স্ত্রীণামপরাণি চ ত্রীণি দ্বে স্তনয়োরধস্তাদ্রক্তবহঞ্চ।

ষোড়শ কণ্ডরাঃ। তাসাঞ্চতস্রঃ পাদয়োস্তাবত্যো হস্তগ্রীবা

পৃষ্ঠেষু। তত্র হস্তপাদগতানাং কণ্ডরাণাং নখাঃ প্ররোহাঃ। গ্রীবাহৃদয়নিবন্ধিনীনামধোভাগগতানাং মেঢ্রং শ্রোণিপৃষ্ঠনিবন্ধিনী-নামধোভাগগতানাং বিম্বঃ। মূর্দ্ধোরুবক্ষোঽংসপিণ্ডাদীনাঞ্চ।

মাংসসিরাস্নায়্বস্থিজালানি প্রত্যেকং চত্বারি চত্বারি। তানি মণিবন্ধগুল্ফসংশ্রিতানি পরস্পরনিবদ্ধানি পরস্পরসংশ্লিষ্টানি পরস্পরগবাক্ষিতানি চেতি যৈর্গবাক্ষিতমিদং শরীরং।

ষট্ কূর্চ্চাস্তে হস্তপাদগ্রীবামেঢ্রেষু। হস্তয়োর্দ্বৌ পাদয়োর্দ্বৌ গ্রীবামেঢ্রয়োরেকৈকঃ।

মহত্যো মাংসরজ্জবশ্চতস্রঃ পৃষ্ঠবংশমুভয়তঃ পেশীনিবন্ধনার্থং দ্বে বাহ্যে আভ্যন্তরে চ দ্বে।

সপ্ত সেবন্যঃ। শিরসি বিভক্তাঃ পঞ্চ জিহ্বাশেফসোরেকৈকা তাঃ পরিহর্ত্তব্যাঃ শস্ত্রেণ।

চতুর্দ্দশাস্থ্নাং সঙ্ঘাতাঃ। তেষাং ত্রয়ো গুল্ফজানুবঙ্ক্ষণেষু। এতেনেতরসক্থিবাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ। ত্রিকশিরসোরেকৈকঃ॥

চতুর্দ্দশৈব সীমন্তাঃ। তেচাস্থিসংঘাতবদ্গণনীয়া যতস্তেযুক্তা অস্থিসঙ্ঘাতাঃ। যেহ্যুক্তাঃ সঙ্ঘাতাস্তু খল্বষ্টাদশৈকেষাং।

ত্রীণি সষষ্ঠান্যস্থিশতানি বেদবাদিনো ভাষন্তে। শল্যতন্ত্রেতু ত্রীণ্যেব শতানি। তেষাং সবিংশমস্থিশতং শাখাসু। সপ্তদশোত্তরং শতং শ্রোণিপার্শ্বপৃষ্ঠোদরোরস্সু। গ্রীবাং প্রত্যূর্দ্ধং ত্রিষষ্টিঃ। এবমস্থ্নাং ত্রীণি শতানি পূর্য্যন্তে।

একৈকস্যান্তু পাদাঙ্গুল্যাং ত্রীণি ত্রীণি তানি পঞ্চদশ। তলকূর্চ্চগুল্ফসংশ্রিতানি দশ। পার্ষ্ণ্যামেকং। জঙ্ঘায়াং দ্বে। জানুন্যেকং। একমুরাবিতি। ত্রিংশদেবমেকস্মিন্ সক্থ্নি ভবন্তি। এতেনেতরসক্থিবাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ। শ্রোণ্যাং পঞ্চ তেষাং গুদভগনিতম্বেষু চত্বারি। ত্রিকসংশ্রিতমেকং। পার্শ্বে ষটত্রিংশ-

দেবমেকস্মিন্ দ্বিতীয়েঽপ্যেবং। পৃষ্ঠে ত্রিংশৎ। অষ্টাবুরসি। দ্বে অক্ষকসংজ্ঞে। গ্রীবায়াং নবকং। কণ্ঠনাড্যাং চত্বারি। দ্বে হন্বোঃ। দন্তা দ্বাত্রিংশৎ। নাসায়াং ত্রীণি। একং তালুনি। গণ্ডকর্ণশঙ্খেষ্বেকৈকং। ষট্ শিরসি।

এতানি পঞ্চবিধানি ভবন্তি। তদ্যথা। কপালরুচকতরুণবলয়নলকসংজ্ঞানি। তেষাং জানুনিতম্বাংসগণ্ডতালুশঙ্খশিরঃসু কপালানি। দশনাস্তু রুচকানি ঘ্রাণকর্ণগ্রীবাক্ষিকোষেষু তরুণানি। পাণিপাদপার্শ্বপৃষ্ঠোদরোরস্সু বলয়ানি। শেষাণি নলকসংজ্ঞানি।

ভবন্তি চাত্র।

অভ্যন্তরগতৈঃ সারৈর্যথা তিষ্ঠন্তি ভূরুহাঃ।
অস্থিসারৈস্তথা দেহা ধ্রিয়ন্তে দেহিনাং ধ্রুবং॥
তস্মাচ্চিরবিনষ্টেষু ত্বঙ্মাংসেষু শরীরিণাং।
অস্থীনি ন বিনশ্যন্তি সারাণ্যেতানি দেহিনাং॥
মাংসান্যত্র নিবদ্ধানি সিরাভিঃ স্নায়ুভিস্তথা।
অস্থীন্যালম্বনং কৃত্বা ন শীর্য্যন্তে পতন্তি বা॥

সন্ধয়স্তু দ্বিবিধাশ্চেষ্টাবন্তঃ স্থিরাশ্চ।

শাখাসু হন্বোঃ কট্যাঞ্চ চেষ্টাবন্তস্তু সন্ধয়ঃ।
শেষাস্তু সন্ধয়ঃ সর্ব্বে বিজ্ঞেয়া হি স্থিরা বুধৈঃ॥

সঙ্খ্যাতস্তু দশোত্তরে দ্বে শতে তেষাং শাখাস্বষ্টষষ্টিরেকোনষষ্টিঃ কোষ্ঠে গ্রীবাংপ্রত্যূর্দ্ধং ত্র্যশীতিঃ। একৈকস্যাং পাদাঙ্গুল্যাং ত্রয়স্ত্রয়ো দ্বাবঙ্গুষ্ঠে তে চতুর্দ্দশ। জানুগুল্ফবঙ্ক্ষণেষ্বেকৈকঃ। এবং সপ্তদশৈকস্মিন্ সক্থ্নি ভবন্তি। এতেনেতরসক্থিবাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ। ত্রয়ঃ কটীকপালেষু। চতুর্ব্বিংশতিঃ পৃষ্ঠবংশে। তাবন্ত এব পার্শ্বয়োঃ। উরস্যষ্টৌ তাবন্ত এব গ্রীবায়াং। ত্রয়ঃ কণ্ঠে। নাড়ীষু হৃদয়ক্লোমনিবদ্ধাস্বষ্টাদশ। দন্তপরিমাণা দন্তমূলেষু। একঃ কাকলকে নাসা-

য়াঞ্চ। দ্বৌ বর্ত্মমণ্ডলজৌ নেত্রাশ্রয়ৌ। গণ্ডকর্ণশঙ্খেম্বেকৈকঃ। দ্বৌ হনুসন্ধী। দ্বাবুপরিষ্টাদ্‌ভ্রুবোঃ শঙ্খয়োশ্চ। পঞ্চ শিরঃকপালেষু। একো মূর্দ্ধ্নি।

ত এতে সন্ধয়োঽষ্টবিধাঃ। কোরোদূখলসামুদ্গাপ্রতরতুন্নসেবনী বায়সতুণ্ডমণ্ডলশঙ্খাবর্ত্তাঃ। তেষামঙ্গুলিমণিবন্ধগুল্ফজানুকূর্পরেষু কোরাঃ সন্ধয়ঃ। কক্ষাবঙ্‌ক্ষণদশনেষূদূখলাঃ। অংসপীঠগুদভগনিতম্বেষু সামুদ্গাঃ। গ্রীবা পৃষ্ঠবংসয়োঃপ্রতরাঃ। শিরঃকটীকপালেষু তুন্নসেবনী। হন্বোরুভয়তস্তু বায়সতুণ্ডাঃ। কণ্ঠহৃদয়নেত্রক্লোমনাড়ীষু মণ্ডলাঃ। শ্রোত্রশৃঙ্গাটকেষু শঙ্খাবর্ত্তাঃ। তেষাং নামভিরেবাকৃতয়ঃ প্রায়েণ ব্যাখ্যাতাঃ।

অস্থ্নান্তু সন্ধয়ো হ্যেতে কেবলাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
পেশীস্নায়ুসিরাণান্তু সন্ধিসঙ্খ্যা ন বিদ্যতে॥

নব স্নায়ুশতানি তাসাং শাখাসু ষট্‌ শতানি। দ্বে শতে ত্রিংশচ্চ কোষ্ঠে। গ্রীবাং প্রত্যূর্দ্ধং সপ্ততিঃ। একৈকস্যান্তু পাদাঙ্গুল্যাং ষট্‌ নিচিতাস্তাস্ত্রিংশৎ। তাবত্য এব তলকূর্চ্চগুল্ফেষু। তাবত্য এব জঙ্ঘায়াং। দশ জানুনি। চত্বারিংশদূরৌ। দশ বঙ্‌ক্ষণে। শতমধ্যর্দ্ধমেবমেকস্মিন্ সক্থ্নি ভবন্তি। এতেনেতরসক্থিবাহূচ ব্যাখ্যাতৌ। ষষ্টিঃ কট্যাং। অশীতিঃ পৃষ্ঠে। পার্শ্বয়োঃ ষষ্টিঃ। উরসি ত্রিংশৎ। ষট্‌ত্রিংশদ্‌গ্রীবায়াং। মূর্দ্ধ্নি চতুস্ত্রিংশৎ। এবং নব স্নায়ুশতানি ব্যাখ্যাতানি।

ভবন্তি চাত্র।

স্নায়ুশ্চতুর্ব্বিধা বিদ্যাত্তাস্তু সর্ব্বা নিবোধ মে।
প্রতানবত্যো বৃত্তাশ্চ পৃথ্ব্যশ্চ শুষিরাস্তথা॥
প্রতানবত্যঃ শাখাসু সর্ব্বসন্ধিষু চাপ্যথ॥
বৃত্তাস্তু কণ্ডরাঃ সর্ব্বা বিজ্ঞেয়াঃ কুশলৈরিহ।
আমপক্বাশয়ান্তেষু বস্তৌ চ শুষিরাঃ খলু॥

পার্শ্বোরসি তথা পৃষ্ঠে পৃথুলাশ্চ শিরস্তথ।
নৌর্যথা ফলকাস্তীর্ণা বন্ধনৈর্ব্বহুভির্যুতা॥
ভারক্ষমা ভবেদপ্সু নৃযুক্তা সুসমাহিতা।
এবমেব শরীরেঽস্মিন্ যাবন্তঃ সন্ধয়ঃ স্মৃতাঃ॥
স্নায়ুভির্ব্বহুভির্ব্বদ্ধাস্তেন ভারসহা নরাঃ॥
নহ্যস্থীনি ন বা পেশ্যো ন সিরা ন চ সন্ধয়ঃ।
ব্যাপাদিতাস্তথা হন্যুর্যথা স্নায়ুঃ শরীরিণং॥
য়ঃ স্নায়ূঃ প্রবিজানাতি বাহ্যাশ্চাভ্যন্তরাস্তথা।
স গূঢ়ং শল্যমাহর্ত্তুং দেহাচ্ছক্নোতি দেহিনাং॥

পঞ্চ পেশীশতানি ভবন্তি। তাসাং চত্বারি শতানি শাখাসু কোষ্ঠে ষট্ষষ্টিঃ। গ্রীবাং প্রত্যূর্দ্ধঞ্চতুস্ত্রিংশৎ।

একৈকস্যান্তু পাদাঙ্গুল্যাং তিস্রস্তিস্রস্তাঃ পঞ্চদশ। দশপ্রপদে। পাদোপরি কূর্চ্চসন্নিবিষ্টাস্তাবত্য এব। দশ গুল্ফতলয়োঃ। গুল্ফজান্বন্তরে বিংশতিঃ। পঞ্চ জানুনি। বিংশতিরূর্ব্বৌ। দশ বঙ্ক্ষণে। শতমেবমেকস্মিন্ সক্থ্নি ভবন্তি। এতেনেতরসক্থিবাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ। তিস্রঃ পায়ৌ। একা মেঢ্রে। সেবন্যাং চাপরা। দ্বে বৃষণয়োঃ। স্ফিচোঃ পঞ্চ পঞ্চ। দ্বে বস্তিশিরসি। পঞ্চোদরে। নাভ্যামেকা। পৃষ্ঠোর্দ্ধসংনিবিষ্টাঃ পঞ্চ পঞ্চ দীর্ঘাঃ। ষট্পার্শ্বয়োঃ। দশ বক্ষসি। অক্ষকাংসৌ প্রতি সমন্তাৎ সপ্ত। দ্বে হৃদয়ামাশয়য়োঃ। ষট্ যকৃৎপ্লীহোণ্ডুকেষু। গ্রীবায়াঞ্চতস্রঃ। অষ্টৌ হন্বোঃ। একৈকা কাকলকগলয়োঃ। দ্বে তালুনি। একা জিহ্বায়াং। ওষ্ঠয়োর্দ্বে। ঘোণায়াং দ্বে। দ্বে নেত্রয়োঃ। গণ্ডয়োশ্চতস্রঃ কর্ণয়োর্দ্বে। চতস্রো ললাটে। একা শিরসীত্যেবমেতানি পঞ্চ পেশীশতানি।

সিরাস্নায়্বস্থিপর্ব্বাণি সন্ধয়শ্চ শরীরিণাং।
পেশীভিঃ সংবৃতান্যত্র বলবন্তি ভবন্ত্যতঃ॥

স্ত্রীণান্তু বিংশতিরধিকা। দশ তাসাং স্তনয়োরেকৈকস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চ যৌবনে তাসাং পরিবৃদ্ধিঃ। অপত্যপথে চতস্রস্তাসাং প্রসৃতেঽভ্যন্তরতো দ্বে মুখাশ্রিতে বাহ্যে চ প্রবৃত্তে দ্বে। গর্ভচ্ছিদ্রসংশ্রিতাস্তিস্রঃ। শুক্রার্তবপ্রবেশিন্যস্তিস্র এব। পিত্তপক্কাশয়মধ্যে গর্ভাশয়ো যত্র গর্ভস্তিষ্ঠতি।

তাসাং বহলপেলবস্থূলাণুপৃথুবৃত্তহ্রস্বদীর্ঘস্থিরমৃদুশ্লক্ষ্ণকর্কশভাবাঃ সন্ধ্যস্থিসিরাস্নায়ুপ্রচ্ছাদকা যথাদেশং স্বভাবত এব ভবন্তি।

ভবতি চাত্র।

পুংসাং পেশ্যঃ পুরস্তাদ্যাঃ প্রোক্তা লক্ষণমুষ্কজাঃ।
স্ত্রীণামাবৃত্য তিষ্ঠন্তি ফলমন্তর্গতং হি তাঃ॥

মর্ম্মসিরাধমনীস্রোতসামন্যত্র প্রবিভাগঃ॥

শঙ্খনাভ্যাকৃতির্যোনিস্ত্র্যাবর্ত্তা সা প্রকীর্ত্তিতা।
তস্যাস্তৃতীয়ে ত্বাবর্ত্তে গর্ভশয্যা প্রতিষ্ঠিতা॥
যথা রোহিতমৎস্যস্য মুখং ভবতি রূপতঃ।
তৎসংস্থানাং তথারূপাং গর্ভশয্যাং বিদুর্ব্বুধাঃ॥
আভুগ্নোঽভিমুখঃ শেতে গর্ভোগর্ভাশয়ে স্ত্রিয়াঃ।
স যোনিং শিরসা যাতি স্বভাবাৎ প্রসবং প্রতি॥
ত্বক্‌পর্য্যন্তস্য দেহস্য যোঽয়মঙ্গবিনিশ্চয়ঃ।
শল্যজ্ঞানাদৃতে নৈষ বর্ণ্যতেঽঙ্গেষু কেষুচিৎ॥
তস্মান্নিঃসংশয়ং জ্ঞানং হর্ত্রা শল্যস্য বাঞ্ছতা।
শোধয়িত্বা মৃতং সম্যগ্‌দ্রষ্টব্যোঽঙ্গবিনিশ্চয়ঃ॥
প্রত্যক্ষতো হি যদ্দৃষ্টং শাস্ত্রদৃষ্টঞ্চ যদ্ভবেৎ।
সমাসতস্তদুভয়ং ভূয়ো জ্ঞানবিবর্দ্ধনং॥

তস্মাৎসমস্তগাত্রমবিষোপহতমদীর্ঘব্যাধিপীড়িতমবর্ষশতিকং নিঃসৃষ্টান্ত্রপুরীষং পুরুষমবহন্ত্যামাপগায়াং নিবদ্ধং পঞ্জরস্থং মুঞ্জবল্কলকুশশণাদীনামন্যতমেনাবেষ্টিতাঙ্গমপ্রকাশে দেশে কোথয়েৎ

সম্যক্‌প্রকুথিতশ্চোদ্ধৃত্য ততো দেহং সপ্তরাত্রাদুশীরবালবেণুবল্কল-কূর্চানামন্যতমেন শনৈঃশনৈরবঘর্ষয়ংস্ত্বগাদীন্ সর্ব্বানেব বাহ্যাভ্যন্তরাঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশেষান্ যথোক্তান্ লক্ষয়েচ্চক্ষুষা।

শ্লোকৌচাত্র ভবতঃ।

ন শক্যশ্চক্ষুষা দ্রষ্টুং দেহে সূক্ষ্মতমো বিভুঃ।
দৃশ্যতে জ্ঞানচক্ষুর্ভিস্তপশ্চক্ষুর্ভিরেব চ॥
শরীরে চৈব শাস্ত্রে চ দৃষ্টার্থঃ স্যাদ্বিশারদঃ।
দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং সন্দেহমবাপোহ্যাচরেৎ ক্রিয়াঃ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ প্রত্যেকমর্ম্মনির্দ্দেশং শারীরং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

সপ্তোত্তরং মর্ম্মশতং। তানি মর্ম্মাণি পঞ্চাত্মকানি। তদ্যথা মাংসমর্ম্মাণি। সিরামর্ম্মাণি। স্নায়ুমর্ম্মাণি। অস্থিমর্ম্মাণি। সন্ধিমর্ম্মাণি চেতি। ন খলু মাংসসিরাস্নাযস্থিসন্ধিব্যতিরেকেণান্যানি মর্ম্মাণি ভবন্তি যস্মান্নোপলভ্যন্তে।

তত্রৈকাদশ মাংসমর্ম্মাণি। একচত্বারিংশৎ সিরামর্ম্মাণি। সপ্তবিংশতিঃ স্নায়ুমর্ম্মাণি। অষ্টাবস্থিমর্ম্মাণি বিংশতিঃ সন্ধিমর্ম্মাণি তদেতৎ সপ্তোত্তরং মর্ম্মশতং।

তেষামেকাদশৈকস্মিন্ সক্থ্নি ভবন্তি। এতেনেতরসক্থিবাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ। উদরোরসোর্দ্বাদশ চতুর্দ্দশ পৃষ্ঠে। গ্রীবাং প্রত্যূর্দ্ধং সপ্তত্রিংশৎ।

তত্র সক্থিমর্ম্মাণি ক্ষিপ্রতলহৃদয়কূর্চ্চকূর্চ্চশিরোগুল্‌ফেন্দ্রবস্তিজান্বাণ্যূর্ব্বীলোহিতাক্ষাণি বিটপঞ্চেতি। এতেনেতরং সক্থি ব্যাখ্যাতং॥

উদরোরসোস্তু। গুদবস্তিনাভিহৃদয়স্তনমূলস্তনরোহিতাপলাপা-ন্যপস্তম্ভৌচেতি। পৃষ্ঠমর্ম্মাণিতু কটীকতরুণকুকুন্দরনিতম্বপার্শ্বস-ন্ধিবৃহত্যংসফলকান্যংসৌচেতি। বাহুমর্ম্মাণিতু ক্ষিপ্রতলহৃদয়কূর্চ্চ-কূর্চ্চশিরোমণিবন্ধেন্দ্রবস্তিকূর্পরাণু র্ব্বীলোহিতাক্ষাণি কক্ষধরঞ্চেতি। এতেনেতরো বাহুর্ব্যাখ্যাতঃ।

জত্রূর্দ্ধং মর্ম্মাণি চতস্রো ধমন্যোঽষ্টৌ মাতৃকা দ্বে কৃকাটিকে দ্বে বিধুরে দ্বৌ ফণৌ দ্বাবপাঙ্গৌ দ্বাবাবর্ত্তৌ দ্বাবুৎক্ষেপৌ দ্বৌ শঙ্খা-বেকা স্থপনী পঞ্চ সীমন্তাশ্চত্বারি শৃঙ্গাটকান্যেকোঽধিপতিরিতি।

তত্র তলহৃদয়েন্দ্রবস্তিগুদস্তনরোহিতানি মাংসমর্ম্মাণি।

নীলধমনীমাতৃকাশৃঙ্গাটকাপাঙ্গস্থপনীফণাস্তনমূলাপলাপাপস্ত-স্তহৃদয়নাভিপার্শ্বসন্ধিবৃহতীলোহিতাক্ষোর্ব্ব্যঃ সিরামর্ম্মাণি।

আণিবিটপকক্ষধরকূর্চ্চকূর্চ্চশিরোবস্তিক্ষিপ্রাংসবিধুরোৎক্ষেপাঃ স্নায়ুমর্ম্মাণি।

কটীকতরুণনিতম্বাংসফলকশঙ্খাস্ত্বস্থিমর্ম্মাণি।

জানুকূর্পরসীমন্তাধিপতিগুল্‌ফমণিবন্ধকুকুন্দরাবর্ত্তকৃকাটিকাশ্চে-তি সন্ধিমর্ম্মাণি।

তান্যেতানি পঞ্চবিকল্পানি মর্ম্মাণি ভবন্তি। তদ্যথা। সদ্যঃ প্রাণহরাণি কালান্তরপ্রাণহরাণি বিশল্যঘ্নানি বৈকল্যকরাণি রুজাকরাণীতি। তত্র সদ্যঃ প্রাণহরাণ্যেকোনবিংশতিঃ। কালা-ন্তরপ্রাণহরাণি ত্রয়স্ত্রিংশৎ। ত্রীণি বিশল্যঘ্নানি। চতুশ্চত্বারিংশদ্বৈ-কল্যকরাণি। অষ্টৌ রুজাকরাণীতি।

ভবন্তি চাত্র।

শৃঙ্গাটকান্যধিপতিঃ শঙ্খৌ কণ্ঠশিরোগুদং।
হৃদয়ং বস্তিনাভী চ ঘ্নন্তি সদ্যো হতানি তু॥
বক্ষোমর্ম্মাণি সীমন্ততলক্ষিপ্রেন্দ্রবস্তয়ঃ।
কটীকতরুণে সন্ধী পার্শ্বজৌ বৃহতী চ যা॥

নিতম্বাবিতি চৈতানি কালান্তরহরাণি তু।
উৎক্ষেপৌ স্থপনীচৈব বিশল্যঘ্নানি নির্দ্দিশেৎ ॥
লোহিতাক্ষাণি জানূর্ব্বীকূর্চ্চা বিটপকূর্পরাঃ।
কুকুন্দরে কক্ষধরে বিধুরে সকৃকাটিকে ॥
অংসাংসফলকাপাঙ্গা নীলে মন্যে ফণৌ তথা।
বৈকল্যকরণান্যাহুরাবর্ত্তৌ দ্বৌ তথৈব চ ॥
গুল্‌ফৌ দ্বৌ মণিবন্ধৌ দ্বৌ দ্বে দ্বে কূর্চ্চশিরাংসিচ।
রুজাকরাণি জানীয়াদষ্টাবেতানি বুদ্ধিমান্ ॥
ক্ষিপ্রাণি বিদ্ধমাত্রাণি ঘ্নন্তি কালান্তরেণ চ ॥

মর্ম্মাণি নাম—মাংসসিরাস্নায়্বস্থিসন্ধিসন্নিপাতাস্তেষু স্বভাবত এব বিশেষেণ প্রাণাস্তিষ্ঠন্তি তস্মান্মর্ম্মস্বভিহতাস্তাংস্তান্ ভাবানাপদ্যন্তে।

তত্র সদ্যঃ প্রাণহরাণ্যাগ্নেয়ান্যগ্নিগুণেষ্বাশু ক্ষীণেষু ক্ষপয়ন্তি। কালান্তরপ্রাণহরাণি সৌম্যাগ্নেয়ান্যগ্নিগুণেষ্বাশু ক্ষীণেষু ক্রমেণচ সোমগুণেষু কালান্তরেণ ক্ষপয়ন্তি। বিশল্যপ্রাণহরাণি বায়ব্যানি শল্যমুখনিরুদ্ধোযাবদন্তর্ব্বায়ুস্তিষ্ঠতি তাবজ্জীবত্যুদ্ধৃতমাত্রে তু শল্যে মর্ম্মস্থানাশ্রিতো বায়ুর্নিষ্ক্রামতি তস্মাৎ সশল্যো জীবত্যুদ্ধৃতশল্যো ম্রিয়তে। বৈকল্যকরাণি সৌম্যানি সোমোহি স্থিরত্বাচ্ছৈত্যাচ্চ প্রাণাবলম্বনং করোতি। রুজাকরাণ্যগ্নিবায়ুগুণভূয়িষ্ঠানি বিশেষতশ্চ তৌ রুজাকরৌ। পাঞ্চভৌতিকীঞ্চ রুজামাহুরেকে।

কেচিদাহুর্ম্মাংসাদীনাং পঞ্চানামপি সমস্তানাং বিবৃদ্ধানাঞ্চ সমবায়াৎ সদ্যঃপ্রাণহরাণি। একহীনানামল্পানাং বা কালান্তরপ্রাণহরাণি। দ্বিহীনানাং বিশল্যপ্রাণহরাণি। ত্রিহীনানাং বৈকল্যকরাণি। একস্মিন্নেব রুজাকরাণীতি। যতশ্চৈবমতোঽস্থিমর্ম্মস্বপ্যভিহতেষু শোণিতাগমনং ভবতি।

চতুর্ব্বিধা যাস্তু সিরাঃ শরীরে প্রায়েণ তা মর্ম্মসু সন্নিবিষ্টাঃ।

স্নায়্বস্থিমাংসানি তথৈব সন্ধীন্সন্তর্প্য দেহং প্রতিপালয়ন্তি।
ততঃক্ষতে মর্ম্মণি তাঃ প্রবৃদ্ধঃ সমন্ততো বায়ুরভিস্তৃণোতি।
বিবর্দ্ধমানস্তু স মাতরিশ্বা রুজঃসুতীব্রাঃ প্রতনোতি কায়ে॥
রুজাভিভূতস্তু পুনঃশরীরং প্রলীয়তে নশ্যতি চাস্য সংজ্ঞা।
অতোহি শল্যং বিনিহর্ত্তুমিচ্ছন্মর্ম্মাণি যত্নেন পরীক্ষ্য কর্ষেৎ॥

এতেন শেষং ব্যাখ্যাতং।

তত্র সদ্যঃপ্রাণহরমন্তে বিদ্ধং কালান্তরেণ মারয়তি। কালান্তরপ্রাণহরমন্তে বিদ্ধং বৈকল্যমাপাদয়তি। বিশল্যপ্রাণহরমন্তে বিদ্ধংকালান্তরেণ ক্লেশয়তি রুজাঞ্চ করোতি। রুজাকরমতীব্রবেদনং ভবতি।

তত্র সদ্যঃ প্রাণহরাণি সপ্তরাত্রাভ্যন্তরাম্মারয়ন্তি। কালান্তরপ্রাণহরাণি পক্ষাম্মাসান্না। তেষপি তু ক্ষিপ্রাণি কদাচিদাশু মারয়ন্তি। বিশল্যপ্রাণহরাণি বৈকল্যকরাণি চ কদাচিদত্যভিহতানি মারয়ন্তি।

অতঊর্দ্ধং প্রত্যেকশো মর্ম্মস্থানান্যনু ব্যাখ্যাস্যামঃ।

তত্র পাদাঙ্গুষ্ঠাঙ্গুল্যোর্ম্মধ্যে ক্ষিপ্রং নাম মর্ম্ম তত্র বিদ্ধস্যাক্ষেপকেণ মরণং। মধ্যমাঙ্গুলী মনুপূর্ব্বেণ মধ্যে পাদতলস্য তলহৃদয়ং নাম তত্রাপি রুজাভির্ম্মরণং। ক্ষিপ্রস্যোপরিষ্টাদুভয়তঃ কূর্চ্চো নাম তত্র পাদস্য ভ্রমণবেপনে ভবতঃ। গুল্‌ফসন্ধেরধউভয়তঃ কূর্চ্চশিরো নাম তত্র রুজাশোফৌ। পদজঙ্ঘয়োঃ সন্ধানে গুল্‌ফো নাম তত্র রুজঃ স্তব্ধপাদতা খঞ্জতা বা। পার্ষ্ণিংপ্রতি জঙ্ঘামধ্যে ইন্দ্রবস্তির্নাম তত্র শোণিতক্ষয়ে মরণং। জঙ্ঘোর্ব্বোঃ সন্ধানে জানু নাম তত্র খঞ্জতা। জানুন ঊর্দ্ধমুভয়তস্ত্র্যঙ্গুলমাণির্নাম তত্র শোফাভিরৃদ্ধিঃ স্তব্ধসকৃথিতা চ। উরুমধ্যে উর্ব্বী নাম তত্র শোণিতক্ষয়াৎ সকৃথিশোষঃ। উর্ব্ব্যা ঊর্দ্ধমধোবঙ্ক্ষণসন্ধেরূরুমূলে

লোহিতাক্ষং নাম তত্র লোহিতক্ষয়েণ পক্ষাঘাতঃ। বঙ্ক্ষণবৃষণয়োরন্তরে বিটপং নাম তত্র ষাণ্ঢ্যমল্পশুক্রতা বা ভবতি। এবমেতান্যেকাদশসক্থিমর্ম্মাণি ব্যাখ্যাতানি। এতেনেতরসক্থিবাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ।

বিশেষতস্তু যানি সক্থ্নি গুল্‌ফজানুবিটপানি তানি বাহ্বৌ মণিবন্ধকূর্পরকক্ষধরাণি যথা বঙ্ক্ষণবৃষণয়োরন্তরে বিটপমেবং বক্ষঃ কক্ষয়োর্ম্মধ্যে কক্ষধরং তস্মিন্বিদ্ধে ত এবোপদ্রবাঃ। বিশেষতস্তু মণিবন্ধে কুণ্ঠতা। কূর্পরাখ্যে কুণিঃ। কক্ষধরে পক্ষাঘাতঃ। এবমেতানি চতুশ্চত্বারিংশচ্ছাখাসু মর্ম্মাণি ব্যাখ্যাতানি।

অত ঊর্দ্ধমুদরোরসোর্ম্মর্ম্মস্থানান্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ। তত্র বাতবর্চ্চোনিরসনং স্থূলান্ত্রপ্রতিবদ্ধং গুদং নাম মর্ম্ম তত্র সদ্যোমরণং। অল্পমাংসশোণিতোঽভ্যন্তরতঃ কট্যাং মূত্রাশয়োব স্তির্নাম তত্রাপি সদ্যো মরণমশ্মরীব্রণাদৃতে তত্রাপ্যুভয়তো ভিন্নে ন জীবত্যেকতো ভিন্নে মূত্রস্রাবী ব্রণো ভবতি স তু যত্নেনোপক্রান্তোরোহতি। পক্কামাশয়য়োর্ম্মধ্যে সিরাপ্রভবা নাভির্নাম তত্রাপি সদ্য এব মরণং। স্তনয়োর্ম্মধ্যমধিষ্ঠায়োরস্যামাশয়দ্বারং সত্বরজস্তমসামধিষ্ঠানং হৃদয়ং নাম তত্র সদ্য এব মরণং। স্তনয়োরধস্তাদ্দ্ব্যঙ্গুলমুভয়তঃ স্তনমূলে নাম মর্ম্মণী তত্র কফপূর্ণকোষ্ঠতয়া কাসশ্বাসাভ্যাং ম্রিয়তে। স্তনচূচুকয়োরূর্দ্ধং দ্ব্যঙ্গুলমুভয়তঃ স্তনরোহিতৌ নাম তত্র লোহিতপূর্ণকোষ্ঠতয়া কাসশ্বাসাভ্যাঞ্চ ম্রিয়তে। অংসকূটয়ো রধস্তাৎ পার্শ্বোপরিভাগয়োরপলাপৌ নাম তত্র রক্তেন পূয়ভাবং গতেন মরণং। উভয়ত্রোরসো নাড্যৌ বাতবহে অপস্তম্ভৌ নাম তত্র বাতপূর্ণকোষ্ঠতয়া কাসশ্বাসাভ্যাঞ্চ মরণং। এবমেতান্যুদরোরসো র্দ্বাদশ মর্ম্মাণি ব্যাখ্যাতানি।

অত ঊর্দ্ধং পৃষ্ঠমর্ম্মাণ্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ। তত্র পৃষ্ঠবংশমুভয়তঃ প্রতিশ্রোণীকাণ্ডমস্থিনী কটীকতরুণে নাম মর্ম্মণী তত্র শোণিতক্ষয়াৎ পাণ্ডুর্বিবর্ণো হীনরূপশ্চ ম্রিয়তে। পার্শ্বজঘনবহির্ভাগে পৃষ্ঠবংশমু-

ভয়তো নাতিনিম্নে কুকুন্দরে নাম মর্ম্মণী তত্র স্পর্শাজ্ঞানমধঃকায়ে চেষ্টোপঘাতশ্চ। শ্রোণীকাণ্ডয়োরুপর্য্যাশয়াচ্ছাদনৌ পার্শ্বান্তরপ্রতিবদ্ধৌ নিতম্বৌ নাম তত্রাধঃকায়শোষো দৌর্ব্বল্যাচ্চ মরণম্। অধঃপার্শ্বান্তরপ্রতিবদ্ধৌ জঘনপার্শ্বমধ্যয়োস্তির্য্যগূর্দ্ধঞ্চ জঘনাৎ পার্শ্বসন্ধী নাম তত্র লোহিতপূর্ণকোষ্ঠতয়া ম্রিয়তে। স্তনমূলাদুভয়তঃ পৃষ্ঠবংশস্য বৃহতী নাম তত্র শোণিতাতিপ্রবৃত্তিনিমিত্তৈরুপদ্রবৈর্ম্রিয়তে। পৃষ্ঠোপরি পৃষ্ঠবংশমুভয়তস্ত্রিকসম্বদ্ধে অংসফলকে নাম তত্র বাহ্বোঃ স্বাপঃ শোষো বা। বাহুমূর্দ্ধগ্রীবামধ্যেঽংসপীঠস্কন্ধনিবন্ধনাবংসৌ নাম তত্র স্তব্ধবাহুতা। এবমেতানি চতুর্দ্দশ পৃষ্ঠমর্ম্মাণি ব্যাখ্যাতানি।

অত ঊর্দ্ধং জত্রুগতানি ব্যাখ্যাস্যামঃ। তত্র কণ্ঠনাড়ীমুভয়তশ্চতস্রো ধমন্যো দ্বে নীলে দ্বে চ মন্যে ব্যত্যাসেন তত্র মূকতা স্বরবৈকৃতমরসগ্রাহিতা চ। গ্রীবায়ামুভয়তশ্চতস্রঃ সিরামাতৃকাস্তত্র সদ্যোমরণম্। শিরোগ্রীবয়োঃ সন্ধানে কৃকাটিকে নাম তত্র চলমূর্দ্ধতা। কর্ণপৃষ্ঠতোঽধঃসংশ্রিতে বিধুরে নাম তত্র বাধির্য্যম্। ঘ্রাণমার্গমুভয়তঃ স্রোতোমার্গপ্রতিবদ্ধে অভ্যন্তরতঃ ফণে নাম তত্র গন্ধাজ্ঞানম্। ভ্রূপুচ্ছান্তয়োরধোঽক্ষ্নোর্ব্বাহ্যতোঽপাঙ্গৌ নাম তত্রান্ধ্যং দৃষ্ট্যুপঘাতো বা। ভ্রুবোরুপরি নিম্নয়োরাবর্ত্তৌ নাম তত্রান্ধ্যং দৃষ্ট্যুপঘাতশ্চ। ভ্রুবোঃ পুচ্ছান্তয়োরুপরি কর্ণললাটয়োর্ম্মধ্যে শ[illegible] নাম তত্র সদ্যোমরণম্। শঙ্খয়োরুপরি কেশান্ত উৎক্ষেপৌ নাম তত্র সশল্যো জীবতি পাকাৎ পতিতশল্যো বা নোদ্ধৃতশল্যঃ। ভ্রুবোর্ম্মধ্যে স্থপনী নাম তত্রোৎক্ষেপবৎ। পঞ্চসন্ধয়ঃ শিরসি বিভক্তাঃ সীমন্তা নাম তত্রোন্মাদভয়চিত্তনাশৈর্ম্মরণম্। ঘ্রাণশ্রোত্রাক্ষিজিহ্বাসন্তর্পণীনাং সিরাণাং মধ্যে সিরাসন্নিপাতঃ শৃঙ্গাটকানি তানি চত্বারি মর্ম্মাণি তত্রাপি সদ্যোমরণম্। মস্তকাভ্যন্তরোপরিষ্টাৎ সিরাসন্ধিসন্নিপাতো রোমাবর্ত্তোঽধিপতিস্তত্রাপি সদ্যোমরণম্। এবমেতানি সপ্তত্রিংশদূর্দ্ধজত্রুগতানি মর্ম্মাণি ব্যাখ্যাতানি।

ভবন্তি চাত্র।

ঊর্ব্ব্যঃ শিরাংসি বিটপে চ সকক্ষপার্শ্বে
একৈকমঙ্গুলমিতা স্তনপূর্ব্বমূলম্।
বিদ্ধ্যঙ্গুলদ্বয়মিতং মণিবন্ধগুল্ফং
ত্রীণ্যেব জানু সপরং সহ কূর্পরাভ্যাম্॥
হৃদ্বস্তিকূর্চ্চগুদনাভি বদন্তি মূর্দ্ধ্নি
চত্বারি পঞ্চ চ গলে দশ যানি চ দ্বে।
তানি স্বপাণিতলকুঞ্চিতসংমিতানি
শেষাণ্যবেহি পরিবিস্তরতোঽঙ্গুলার্দ্ধম্॥
এতৎপ্রমাণমভিবীক্ষ্য বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ
শস্ত্রেণ কর্ম্মকরণং পরিহৃত্য মর্ম্ম।
পার্শ্বাভিঘাতিতমপীহ নিহন্তি মর্ম্ম
তস্মাদ্ধি মর্ম্মসদনং পরিবর্জ্জনীয়ম্॥
ছিন্নেষু পাণিচরণেষু সিরা নরাণাং
সঙ্কোচমীয়ুরসৃগল্পমতো নিরেতি।
প্রাপ্যামিতব্যসনমুগ্রমতো মনুষ্যাঃ
সংছিন্নশাখতরুবন্নিধনং ন যান্তি॥
ক্ষিপ্রেষু তত্র সতলেষু হতেষু রক্তং
গচ্ছত্যতীব পবনশ্চ রুজং করোতি।
এবং বিনাশমুপযান্তি হি তত্র বিদ্ধা
বৃক্ষা ইবায়ুধবিঘাতনিকৃত্তমূলাঃ॥
তস্মাত্তয়োরভিহতস্য তু পাণিপাদং
ছেত্তব্যমাশু মণিবন্ধনগুল্ফদেশে।
মর্ম্মাণি শল্যবিষয়ার্দ্ধমুদাহরন্তি
যস্মাচ্চ মর্ম্মসু হতা ন ভবন্তি সদ্যঃ॥

জীবন্তি তত্র যদি বৈদ্যগুণেন কেচি-
ত্তে প্রাপ্নুবন্তি বিকলত্বমসংশয়ং হি।
সম্ভিন্নজর্জ্জরিতকোষ্ঠশিরঃকপালা
জীবন্তি শস্ত্রবিহতৈশ্চ শরীরদেশৈঃ।
ছিন্নৈশ্চ সক্‌থিভুজপাদকরৈরশেষৈ-
র্যেষাং ন মর্ম্মপতিতা বিবিধাঃ প্রহারাঃ॥
সোমমারুততেজাংসি রজঃসত্ত্বতমাংসি চ।
মর্ম্মসু প্রায়শঃ পুংসাং ভূতাত্মা চাবতিষ্ঠতে॥
মর্ম্মস্বভিহতাস্তস্মান্ন জীবন্তি শরীরিণঃ।
ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বসম্প্রাপ্তির্ম্মনোবুদ্ধিবিপর্য্যয়ঃ॥
রুজশ্চ বিবিধাস্তীব্রা ভবন্ত্যাশুহরে হতে।
হতে কালান্তরঘ্নে তু ধ্রুবো ধাতুক্ষয়ো নৃণাম্॥
ততো ধাতুক্ষয়াজ্জন্তুর্ব্বেদনাভিশ্চ নশ্যতি।
হতে বৈকল্যজননে কেবলং বৈদ্যনৈপুণাৎ॥
শরীরং ক্রিয়য়া যুক্তং বিকলত্বমবাপ্নুয়াৎ।
বিশল্যঘ্নেষু বিজ্ঞেয়ং পূর্ব্বোক্তং যচ্চ কারণম্॥
রুজাকরাণি মর্ম্মাণি ক্ষতানি বিবিধা রুজঃ।
কুর্ব্বন্ত্যন্তে চ বৈকল্যং কুবৈদ্যবশগো যদি॥
ছেদভেদাভিঘাতেভ্যো দহনাদ্দারণাদপি।
উপঘাতং বিজানীয়ান্মর্ম্মণাস্তুল্যলক্ষণম্॥
মর্ম্মাভিঘাতশ্চ ন কশ্চিদস্তি যোঽল্পাত্যয়ো বাপি নিরত্যয়ো বা।
প্রায়েণ মর্ম্মস্বভিতাড়িতাস্তু বৈকল্যমৃচ্ছন্ত্যথবা ম্রিয়ন্তে॥
মর্ম্মাণ্যধিষ্ঠায় হি যে বিকারা মূর্চ্ছন্তি কায়ে বিবিধা নরাণাম্।
প্রায়েণ তে কৃচ্ছ্রতমা ভবন্তি নরস্য যত্নৈরপি সাধ্যমানাঃ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ সিরাবর্ণনবিভক্তিনাম শারীরং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

সপ্ত সিরাশতানি ভবন্তি। যাভিরিদং শরীরমারাম ইব জলহারিণীভিঃ কেদার ইব চ কুল্যাভিরুপস্নিহ্যতেঽনুগৃহ্যতে চাকুঞ্চনপ্রসারণাভির্ব্বিশেষৈঃ। দ্রুমপত্রসেবনীনামিব চ তাসাং প্রতানাস্তাসাং নাভির্মূলং ততশ্চ প্রসরন্ত্যূর্দ্ধমধস্তির্য্যক্ চ।

ভবতশ্চাত্র।

যাবত্যস্তু সিরাঃ কায়ে সম্ভবন্তি শরীরিণাম্।
নাভ্যাং সর্ব্বা নিবদ্ধাস্তাঃ প্রতন্বন্তি সমন্ততঃ॥
নাভিস্থাঃ প্রাণিনাং প্রাণাঃ প্রাণান্নাভির্ব্যুপাশ্রিতা।
সিরাভিরাবৃতা নাভিশ্চক্রনাভিরিবারকৈঃ॥

তাসাং মূলসিরাশ্চত্বারিংশত্তাসাং বাতবাহিন্যো দশ পিত্তবাহিন্যো দশ কফবাহিন্যো দশ দশ রক্তবাহিন্যঃ। তাসান্তু বাতবাহিনীনাং বাতস্থানগতানাং পঞ্চসপ্ততিশতং ভবতি তাবত্য এব পিত্তবাহিন্যঃ পিত্তস্থানে কফবাহিন্যশ্চ কফস্থানে রক্তবাহিন্যশ্চ যকৃৎপ্লীহ্নোরেবমেতানি সপ্ত সিরাশতানি।

তত্র বাতবাহিন্যঃ সিরা একস্মিন্ সক্থ্নি পঞ্চবিংশতিঃ। এ... নেতরসক্থি বাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ। বিশেষতস্তু কোষ্ঠে চতুস্ত্রিংশত্তাসাং গুদমেঢ্রাশ্রিতাঃ শ্রোণ্যামষ্টৌ দ্বে দ্বে পার্শ্বয়োঃ ষট্ পৃষ্ঠে তাবত্য এব চোদরে দশ বক্ষসি। একচত্বারিংশজ্জত্রুণ ঊর্দ্ধং তাসাং চতুর্দ্দশ গ্রীবায়াং কর্ণয়োশ্চতস্রঃ। নব জিহ্বায়াম্। ষট্ নাসিকায়াম্। অষ্টৌ নেত্রয়োঃ। এবমেতৎ পঞ্চসপ্তত্যধিকশতং বাতবহানাং সিরাণাং ব্যাখ্যাতম্। এষ এব বিভাগঃ শেষাণামপি। বিশেষতস্তু পিত্তবাহিন্যো নেত্রয়োর্দ্দশ কর্ণয়োর্দ্বে। এবং রক্তবহাঃ কফ-

বহাশ্চ। এবমেতানি সপ্ত সিরাশতানি সবিভাগানি ব্যাখ্যাতানি।

ভবন্তি চাত্র।

ক্রিয়াণামপ্রতীঘাতমমোহং বুদ্ধিকর্ম্মণাম্।
করোত্যন্যান্ গুণাংশ্চাপি স্বাঃ সিরাঃ পবনশ্চরন্ ॥
যদা তু কুপিতো বায়ুঃ স্বাঃ সিরাঃ প্রতিপদ্যতে।
তদাস্য বিবিধা রোগা জায়ন্তে বাতসম্ভবাঃ ॥
ভ্রাজিষ্ণুতামন্নরুচিমগ্নিদীপ্তিমরোগতাম্।
সংসর্পৎ স্বাঃ সিরাঃ পিত্তং কুর্য্যাচ্চান্যান্ গুণানপি ॥
যদা প্রকুপিতং পিত্তং সেবতে স্ববহাঃ শিরাঃ।
তদাস্য বিবিধা রোগা জায়ন্তে পিত্তসম্ভবাঃ ॥
স্নেহমঙ্গেষু সন্ধীনাং স্থৈর্য্যং বলমুদীর্ণতাম্।
করোত্যন্যান্ গুণাংশ্চাপি বলাসঃ স্বাঃ সিরাশ্চরন্ ॥
যদা তু কুপিতঃ শ্লেষ্মা স্বাঃ সিরাঃ প্রতিপদ্যতে।
তদাস্য বিবিধা রোগা জায়ন্তে শ্লেষ্মসম্ভবাঃ ॥
ধাতূনাং পূরণং বর্ণং স্পর্শজ্ঞানমসংশয়ম্।
স্বাঃ সিরাঃ সঞ্চরদ্রক্তং কুর্য্যাচ্চান্যান্ গুণানপি ॥
যদা তু কুপিতং রক্তং সেবতে স্ববহাঃ সিরাঃ।
তদাস্য বিবিধা রোগা জায়ন্তে রক্তসম্ভবাঃ ॥
নহি বাতং সিরাঃ কাশ্চিন্ন পিত্তং কেবলং তথা।
শ্লেষ্মাণং বা বহন্ত্যেতা অতঃ সর্ব্ববহাঃ স্মৃতাঃ ॥
প্রদুষ্টানাং হি দোষাণামুচ্ছ্রিতানাং প্রধাবতাম্।
ধ্রুবমুন্মার্গগমনমতঃ সর্ব্ববহাঃ স্মৃতাঃ ॥
তত্রারুণা বাতবহাঃ পূর্য্যন্তে বায়ুনা সিরাঃ।
পিত্তাদুষ্ণাশ্চ নীলাশ্চ শীতা গৌর্য্যঃ স্থিরাঃ কফাৎ ॥

অসৃগ্বহাস্তু রোহিণ্যঃ সিরা নাত্যুষ্ণশীতলাঃ।
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি ন বিধ্যেদ্যাঃ সিরা ভিষক্॥
বৈকল্যং মরণঞ্চাপি ব্যধাত্তাসাং ধ্রুবং ভবেৎ।
সিরাশতানি চত্বারি বিদ্যাচ্ছাখাসু বুদ্ধিমান্॥
ষট্‌ত্রিংশচ্চ শতং কোষ্ঠে চতুঃষষ্টিঞ্চ মূর্দ্ধনি।
শাখাসু ষোড়শ সিরাঃ কোষ্ঠে দ্বাত্রিংশদেব তু।
পঞ্চাশজ্জত্রুণশ্চোর্দ্ধমবেধ্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

তত্র সিরাশতমেকৈকস্মিন্ সক্‌থি ভবতি তাসাং জালধরা ত্বেকা তিস্রশ্চাভ্যন্তরাস্তত্রোর্ব্বীসংজ্ঞে দ্বে লোহিতাক্ষসংজ্ঞা চৈকৈতাস্ত্ববেধ্যা এতেনেতরসক্‌থি বাহূ চ ব্যাখ্যাতাবেবমশস্ত্রকৃত্যাঃ ষোড়শ শাখাসু।

দ্বাত্রিংশৎ শ্রোণ্যাং তাসামষ্টাবশস্ত্রকৃত্যা দ্বে দ্বে বিটপয়োঃ কটীকতরুণয়োশ্চ। অষ্টাবষ্টাবেকৈকস্মিন্ পার্শ্বে তাসামেকৈকামূর্দ্ধগাং পরিহরেৎ পার্শ্বসন্ধিগতে চ দ্বে। চতস্রো বিংশতিশ্চ পৃষ্ঠবংশমুভয়তস্তাসামূর্দ্ধগামিন্যো দ্বে দ্বে পরিহরেদ্বৃহতী সিরে। তাবত্য এবোদরে তাসাং মেঢ্রোপরি রোমরাজীমুভয়তো দ্বে দ্বে পরিহরেৎ। চত্বারিংশদ্বক্ষসি তাসাং চতুর্দ্দশাশস্ত্রকৃত্যা হৃদয়ে দ্বে দ্বে দ্বে স্তনমূলে স্তনরোহিতাপলাপস্তম্ভেষূভয়তোঽষ্টৌ। এবং দ্বাত্রিংশদশস্ত্রকৃত্যাঃ পৃষ্ঠোদরোরঃসু ভবন্তি।

চতুঃষষ্টিসিরাশতং জত্রুণ ঊর্দ্ধং ভবতি তত্র ষট্‌পঞ্চাশচ্ছিরোধরায়াং তাসামষ্টৌ চতস্রশ্চ মর্ম্মসংজ্ঞাঃ পরিহরেদ্দ্বে কৃকাটিকয়োর্দ্বে বিধুরয়োঃ। এবং গ্রীবায়াং ষোড়শাব্যধ্যাঃ। হন্বোরুভয়তোঽষ্টাবষ্টৌ তাসাস্তু সান্ধিধমন্যৌ দ্বে দ্বে পরিহরেৎ।

ষট্‌ত্রিংশজ্জিহ্বায়াং তাসামধঃ ষোড়শাশস্ত্রকৃত্যা রসবহে দ্বে বাগ্বহে চ দ্বে। দ্বির্দ্বাদশ নাসায়াং তাসামৌপনাসিক্যশ্চতস্রঃ

পরিহরেৎ। তাসামেব চ তালুন্যেকাং মৃদাবুদ্দেশে। অষ্টাত্রিংশ-চ্ছুভয়োর্নেত্রয়োস্তাসামেকৈকামপাঙ্গয়োঃ পরিহরেৎ।

কর্ণয়োর্দ্দশ তাসাং শব্দবাহিনীনামেকৈকাং পরিহরেৎ। নাসা-নেত্রগতাস্তু ললাটে ষষ্টিস্তাসাং কেশান্তানুগতাশ্চতস্রঃ।

আবর্ত্তয়োরেকৈকা স্থপন্যাঞ্চৈকা পরিহর্ত্তব্যা। শঙ্খয়োর্দ্দশ তাসাং শঙ্খসন্ধিগতামেকৈকাং পরিহরেৎ।

দ্বাদশ মূর্দ্ধ্নি তাসামুৎক্ষেপয়োর্দ্বে পরিহরেৎ। সীমন্তেষ্বেকৈ-কামেকামধিপতাবিতি। এবমশস্ত্রকৃত্যাঃ পঞ্চাশজ্জত্রুণ ঊর্দ্ধমিতি।

ভবতি চাত্র।

ব্যাপ্নুবন্ত্যভিতো দেহং নাভিতঃ প্রসৃতাঃ সিরাঃ।
প্রতানাঃ পদ্মিনীকন্দাদ্বিসাদীনাং যথা জলম্॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ সিরাব্যধবিধিশারীরং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

বালস্থবিররুক্ষক্ষতক্ষীণভীরুপরিশ্রান্তস্ত্রীমদ্যাধ্বকর্শিতমত্তবান্তবিরিক্তা-স্থাপিতানুবাসিতজাগরিতক্লীবকৃশগর্ভিণীনাং কাসশ্বাসশোষপ্রবৃদ্ধজ্বরা-ক্ষেপকপক্ষাঘাতোপবাসপিপাসামূর্চ্ছাপ্রপীড়িতানাঞ্চ সিরাং ন বিধ্যেদ্যাশ্চাব্যধ্যা ব্যধ্যাশ্চাদৃষ্টা দৃষ্টাশ্চাযন্ত্রিতা যন্ত্রিতাশ্চানুত্থিতা ইতি।

শোণিতাবসেকসাধ্যাশ্চ বিকারাঃ প্রাগভিহিতাস্তেষু চাপক্বেষ-ন্যেষু চানুক্তেষু যথাভ্যাসং যথান্যায়ঞ্চ সিরাং বিধ্যেৎ। প্রতিষিদ্ধানা-মপি চ বিষোপসর্গ আত্যয়িকেষু সিরাব্যধনমপ্রতিষিদ্ধম্।

তত্র স্নিগ্ধস্বিন্নমাতুরং যথাদোষপ্রত্যনীকদ্রবপ্রায়মন্নং ভুক্তবন্তং যবাগূং পীতবন্তং বা যথাকালমুপস্থাপ্যাসীনং স্থিতং বা প্রাণানবাধ-

মানো বস্ত্রপট্টচর্ম্মান্তর্ব্বল্কললতানামন্যতমেন যন্ত্রয়িত্বা নাতিগাঢ়ং নাতিশিথিলং শরীরপ্রদেশমাসাদ্য যথোক্তং শস্ত্রং গৃহীত্বা সিরাং বিধ্যেৎ ।

নৈবাতিশীতে নাত্যুষ্ণে ন প্রবাতে ন চাভ্রিতে ।
সিরাণাং ব্যধনং কার্য্যমরোগে বা কদাচন ॥

তত্র ব্যধ্যসিরং পুরুষং প্রত্যাদিত্যমুখমরত্নিমাত্রোচ্ছ্রিতে উপবেশ্যাসনে সক্থ্নোরাকুঞ্চিতয়োর্নিবেশ্য কূর্পরসন্ধিদ্বয়স্যোপরি হস্তাবন্তর্গূঢ়াঙ্গুষ্ঠকৃতমুষ্টী মন্যয়োঃ স্থাপয়িত্বা যন্ত্রণশাটকং গ্রীবামুষ্ট্যোরুপরি পরিক্ষিপ্যান্যেন পুরুষেণ পশ্চাৎস্থিতেন বামহস্তেনোত্তানেন শাটকান্তদ্বর্য়ং গ্রাহয়িত্বা ততো বৈদ্যো ব্রূয়াদ্দক্ষিণহস্তেন সিরোত্থাপনার্থং নাত্যায়তশিথিলং যন্ত্রমাবেষ্টয়েত্যস্থকৃস্রাবণার্থং যন্ত্রং পৃষ্ঠমধ্যে চ পীড়য়েতি কর্ম্মপুরুষঞ্চ বায়ুপূর্ণমুখং স্থাপয়েদেষ উত্তমাঙ্গগতানামন্তর্ম্মুখবর্জ্জ্যানাং সিরাণাং ব্যধেন যন্ত্রণবিধিঃ ।

তত্র পাদব্যধ্যসিরস্য পাদং সমে স্থানে সুস্থিরং স্থাপয়িত্বান্যং পাদশীর্ষং সঙ্কুচিতমুচ্চৈঃ কৃত্বা ব্যধ্যপাদং জানুসন্ধেরধঃশাটকেনাবেষ্ট্য হস্তাভ্যাং প্রপীড্য গুল্ফং ব্যধ্যপ্রদেশস্যোপরি চতুরঙ্গুলং প্লোতাদীনামন্যতমেন বদ্ধাং পাদসিরাং বিধ্যেৎ। অথোপরিষ্টাদ্ধস্তৌ গূঢ়াঙ্গুষ্ঠকৃতমুষ্টী সম্যগাসনে স্থাপয়িত্বা সুখোপবিষ্টস্য পূর্ব্ববদ্যন্ত্রং বদ্ধা হস্তসিরাং বিধ্যেৎ। গৃধ্রসীবিশ্বাচ্যোঃ সংকুচিতজানুকূর্পরঃ স্যাৎ। শ্রোণীপৃষ্ঠস্কন্ধেষূন্নামিতপৃষ্ঠস্যাবাক্‌শিরস্কস্যোন্নমিতবিস্ফূর্জ্জিতপৃষ্ঠস্য বিধ্যেৎ। উদরোরসোঃ প্রসারিতোরস্কস্যোন্নমিতশিরস্কস্য বিস্ফূর্জ্জিতদেহস্য। বাহুভ্যামবলম্ব্যমানদেহস্য পার্শ্বয়োঃ। অবনামিতমেঢ্রস্য মেঢ্রে। উন্নামিতবিদষ্টজিহ্বাগ্রস্যাধোজিহ্বায়াম্। অতিব্যাত্তাননস্য তালুনি দন্তমূলেষু চ। এবং যন্ত্রোপায়ানন্যাংশ্চ সিরোত্থাপনহেতূন্ বুদ্ধ্যাবেক্ষ্য শরীরবশেন ব্যাধিবশেন চ বিদধ্যাৎ। মাংসলেষ্ববকাশেষু যবমাত্রং শস্ত্রং নিদধ্যাদতোঽন্যেষ্বর্দ্ধযবমাত্রং

ব্রীহিমাত্রং বা ব্রীহিমুখেন । অস্থ্নামুপরি কুঠারিকয়া বিধ্যেদর্দ্ধ-যবমাত্রম্ ।

ভবন্তি চাত্র ।

ব্যভ্রে বর্ষাসু বিধ্যেত্ত গ্রীষ্মকালে তু শীতলে ।
হেমন্তকালে মধ্যাহ্নে শস্ত্রকালাস্ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ ॥
সম্যক্‌শস্ত্রনিপাতেন ধারয়া যা স্রবেদসৃক্ ।
মুহূর্ত্তং রুদ্ধা তিষ্ঠেচ্চ সুবিদ্ধান্তাং বিনির্দ্দিশেৎ ॥
যথা কুসুম্ভপুষ্পেভ্যঃ পূর্ব্বং স্রবতি পীতিকা ।
তথা সিরাসু বিদ্ধাসু দুষ্টমগ্রে প্রবর্ত্ততে ॥
মূর্চ্ছিতস্যাতিভীতস্য শ্রান্তস্য তৃষিতস্য চ ।
ন বহন্তি সিরা বিদ্ধাস্তথানুত্থিতযন্ত্রিতাঃ ॥
ক্ষীণস্য বহুদোষস্য মূর্চ্ছয়াভিদ্রুতস্য চ ।
ভূয়োঽপরাহ্ণে বিস্রাব্যা সাপরেদ্যুস্ত্র্যহেঽপি বা ॥
রক্তং সশেষদোষন্তু কুর্য্যাদপি বিচক্ষণঃ ।
নচাতিপ্রস্রুতং কুর্য্যাচ্ছেষং সংশমনৈর্জ্জয়েৎ ॥
চলিনো বহুদোষস্য বয়ঃস্থস্য শরীরিণঃ ।
পরং প্রমাণমিচ্ছন্তি প্রস্থং শোণিতমোক্ষণে ॥

অত্র পাদদাহপাদহর্ষাববাহুকচিপ্যবিসর্পবাতশোণিতবাতকণ্টকবি-চর্চ্চিকাপাদদারীপ্রভৃতিষু ক্ষিপ্রমর্ম্মণ উপরিষ্টাদ্‌দ্ব্যঙ্গুলে ব্রীহিমুখেন সিরাং বিধ্যেৎ। শ্লীপদে তচ্চিকিৎসিতে যথা বক্ষ্যতে। ক্রোষ্টু-কশিরঃখঞ্জপঙ্গুলবাতবেদনাসু জঙ্ঘায়াং গুল্‌ফস্যোপরি চতুরঙ্গুলে। অপচ্যামিন্দ্রবস্তেরধস্তাদ্‌দ্ব্যঙ্গুলে। জানুসন্ধেরুপর্য্যধো বা চতুরঙ্গুলে গৃধ্রস্যাম্। ঊরুমূলসংশ্রিতানান্তু গলগণ্ডে। এতেনেতরসক্থি বাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ।

বিশেষতস্তু বামবাহৌ কূর্পরসন্ধেরভ্যন্তরতো বাহুমধ্যে প্লীহ্নি কনিষ্ঠিকানামিকয়োর্ম্মধ্যে বা এবং দক্ষিণবাহৌ যকৃদ্দালো্য কফো-

দরে চৈত্তামেব চ কাশশ্বাসয়োরপ্যাদিশন্তি। গৃধ্রস্যামিব বিশ্বাচ্যাম্। শ্রোণিপ্রতিসমন্তাদ্‌দ্ব্যঙ্গুলে প্রবাহিকায়াং শূলিন্যাম্। পরিকর্ত্তিকো-পদংশশূকদোষশুক্রব্যাপৎসু মেঢ়্রমধ্যে। বৃষণয়োঃ পার্শ্বে মূত্র-বৃদ্ধ্যাং। নাভেরধশ্চতুরঙ্গুলে সেবন্যা বামপার্শ্বে দকোদরে। বামপার্শ্বে কক্ষাস্তনয়োরন্তরেঽন্তর্ব্বিদ্রধৌ পার্শ্বশূলে চ। বাহুশোষা-ববাহুকয়োরপ্যেকে বদন্ত্যংসয়োরন্তরে। ত্রিকসন্ধিমধ্যগতাং তৃতী-য়কে। অধঃস্কন্ধসন্ধিগতামন্যতরপার্শ্বসংস্থিতাঞ্চতুর্থকে। হনুসন্ধি-মধ্যগতামপস্মারে। শঙ্খকেশান্তসন্ধিগতামুরোঽপাঙ্গললাটেষু চো-ন্মাদেঽপস্মারে চ। জিহ্বারোগেষ্বধোজিহ্বায়াং দন্তব্যাধিষু চ তালুনি তালব্যেষু। কর্ণয়োরুপরি সমন্তাৎ কর্ণশূলে তদ্রোগেষু চ। গন্ধা-গ্রহণে নাসারোগেষু চ নাসাগ্রে। তিমিরাক্ষিপাকপ্রভৃতিষ্বাময়েষূ-পনাসিকে লালাট্যামপাঙ্গ্যাঞ্চৈতা এব শিরোরোগাধিমন্থপ্রভৃতিষু রোগেষ্বিতি।

অত ঊর্দ্ধং দুষ্টব্যধনমনুব্যাখ্যাস্যামঃ। তত্র দুর্ব্বিদ্ধা-কুঞ্চিতা পিচ্চিতা কুট্টিতাপ্রস্রুতা অত্যুদীর্ণা অন্তেঽভিহতা পরিশুষ্কা কূণিতা বেপিতা অনুত্থিতবিদ্ধা শস্ত্রহতা তির্য্যগ্বিদ্ধা অপবিদ্ধা অব্যাধ্যা বিদ্রুতা ধেনুকা পুনঃপুনর্ব্বিদ্ধা শিরাস্নায়ুস্থিসন্ধিমর্ম্মসু চেতি বিংশ-তির্দুষ্টব্যধাঃ।

তত্র যা সূক্ষ্মশস্ত্রবিদ্ধা ন ব্যক্তমসৃক্ স্রবতি রুজাশোফবতী চ সা দুর্ব্বিদ্ধা। প্রমাণাতিরিক্তবিদ্ধায়ামন্তঃপ্রবিশতি শোণিতং শোণিতাতিপ্রবৃত্তির্ব্বা সাতিবিদ্ধা কুঞ্চিতায়ামপ্যেবম্। কুণ্ঠশস্ত্র-প্রমথিতা পৃথুলীভাবমাপন্না পিচ্চিতা। অনাসাদিতা পুনঃপুনরন্ত-য়োশ্চ বহুশঃ শস্ত্রাভিহতা কুট্টিতা। শীতভয়মূর্চ্ছাভিরপ্রবৃত্ত-শোণিতা অপ্রস্রুতা। তীক্ষ্ণমহামুখশস্ত্রবিদ্ধা অত্যুদীর্ণা। অল্প-রক্তস্রাবিণ্যবিদ্ধা। ক্ষীণশোণিতস্যানিলপূর্ণা পরিশুষ্কা। চতুর্ভাগা-বসাদিতা কিঞ্চিৎপ্রবৃত্তশোণিতা কূণিতা। দুঃস্থানবন্ধনাদ্বেপমানায়াঃ

শোণিতসংমোহো ভবতি সা বেপিতা। অনুত্থিতবিদ্ধায়ামপ্যেবম্। ছিন্নাতিপ্রবৃত্তশোণিতা, ক্রিয়াসঙ্গকরী শস্ত্রহতা। তির্য্যক্প্রণিহিতশস্ত্রা কিঞ্চিচ্ছেষা তির্য্যগ্বিদ্ধা। বহুশঃ ক্ষতা হীনশস্ত্রপ্রণিধানেনাপবিদ্ধা। অশস্ত্রকৃত্যা অব্যাধ্যা। অনবস্থিতবিদ্ধা বিক্রুতা। প্রদেশস্য বহুশোঽবঘট্টনাদারোহব্যধা মুহুর্মুহুঃ শোণিতস্রাবা ধেনুকা। সূক্ষ্মশস্ত্রব্যধনাদ্বহুশো বিচ্ছিন্না পুনঃপুনর্ব্বিদ্ধা। স্নায়ুস্থিশিরাসন্ধিমর্ম্মসু বিদ্ধা বা রুজাং শোষং বৈকল্যং মরণং বাপাদয়তি।

ভবন্তি চাত্র।

সিরাসু শিক্ষিতো নাস্তি চলা হ্যেতাঃ স্বভাবতঃ।
মৎস্যবৎ পরিবর্ত্তন্তে তস্মাদ্যত্নেন তাড়য়েৎ॥
অজানতা গৃহীতে তু শস্ত্রে কায়নিপাতিতে।
ভবন্তি ব্যাপদশ্চৈতা বহবশ্চাপ্যুপদ্রবাঃ॥
স্নেহাদিভিঃ ক্রিয়াযোগৈর্ন তথা লেপনৈরপি।
যান্ত্যাশু ব্যাধয়ঃ শান্তিং যথা সম্যক্ সিরাব্যধাৎ॥
সিরাব্যধশ্চিকিৎসার্দ্ধং শল্যতন্ত্রে প্রকীর্ত্তিতঃ।
যথা প্রণিহিতঃ সম্যগ্বস্তিঃ কায়চিকিৎসিতে॥

তত্র স্নিগ্ধস্বিন্নবান্তবিরিক্তাস্থাপিতানুবাসিতসিরাবিদ্ধৈঃ পরিহর্ত্তব্যানি ক্রোধায়াসমৈথুনদিবাস্বপ্নবাগ্ব্যায়ামযানোত্থানাসনচংক্রমণশীতবাতাতপবিরুদ্ধাসাত্ম্যাজীর্ণান্যাবললাভান্মাসমেকে মন্যন্তে। এতেষাং বিস্তরমুপরিষ্টাদ্বক্ষ্যামঃ।

ভবতশ্চাত্র।

সিরাবিষাণতুম্বৈস্তু জলৌকাভিঃ পদৈস্তথা।
অবগাঢ়ং যথাপূর্ব্বং নির্হরেদ্দুষ্টশোণিতম্॥
অবগাঢ়ে জলৌকা স্যাৎ প্রচ্ছন্নং পিণ্ডিতে হিতম্।
সিরাঙ্গব্যাপকে রক্তে শৃঙ্গালাবূ ত্বচি স্থিতে॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো ধমনীব্যাকরণং শারীরং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

চতুর্বিংশতির্ধমন্যো নাভিপ্রভবা অভিহিতাঃ। তত্র কেচিদাহুঃ সিরাধমনীস্রোতসামবিভাগঃ সিরাবিকারা এব ধমন্যঃ স্রোতাংসি চেতি। তত্তু ন সম্যক্। অন্যা এব হি ধমন্যঃ স্রোতাংসি চ সিরাভ্যঃ কস্মাদ্ব্যঞ্জনান্যত্বান্মূলসন্নিয়মাৎ কর্ম্মবৈশেষ্যাদাগমাচ্চ কেবলন্তু পরস্পরসন্নিকর্ষাৎ সদৃশাগমকর্ম্মত্বাৎ সৌক্ষ্ম্যাচ্চ বিভক্তকর্ম্মণামপ্যবিভাগ ইব কর্ম্মসু ভবতি।

তাসান্তু নাভিপ্রভবাণাং ধমনীনামূর্দ্ধগা দশ দশ চাধোগামিন্যশ্চতস্রস্তির্য্যগ্‌গাঃ।

ঊর্দ্ধগাঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধপ্রশ্বাসোচ্ছ্বাসজৃম্ভিতক্ষুদ্ধসিতকথিতরুদিতাদীন্বিশেষানভিবহন্ত্যঃ শরীরং ধারয়ন্তি। তাস্তু হৃদয়মভিপ্রপন্নাস্ত্রিধা জায়ন্তে তাস্ত্রিংশৎ। তাসান্তু বাতপিত্তকফশোণিতরসান্ দ্বে দ্বে বহতস্তা দশ শব্দরূপরসগন্ধানষ্টাভির্গৃহ্নীতে। দ্বাভ্যাং ভাষতে চ দ্বাভ্যাং ঘোষং করোতি দ্বাভ্যাং স্বপিতি দ্বাভ্যাং প্রতিবুধ্যতে। দ্বে চাশ্রুবাহিন্যৌ। দ্বে স্তন্যং স্ত্রিয়া বহতঃ স্তনসংশ্রিতে। তে এব শুক্রং নরস্য স্তনাভ্যামভিবহতঃ। তাস্ত্বেতাস্ত্রিংশৎসবিভাগা ব্যাখ্যাতা এতাভিরূর্দ্ধং নাভে রুদরপার্শ্বপৃষ্ঠোরঃস্কন্ধগ্রীবাবাহবো ধার্য্যন্তে যাপ্যন্তে চ।

ভবতি চাত্র।

ঊর্দ্ধং গতাস্তু কুর্ব্বন্তি কর্ম্মাণ্যেতানি সর্ব্বশঃ।
অধোগমাস্তু বক্ষ্যামি কর্ম্ম তাসাং যথাযথম্॥

অধোগমাস্তু বাতমূত্রপুরীষশুক্রার্ত্তবাদীন্যধো বহন্তি। তাস্তু পিত্তাশয়মভিপ্রতিপন্না স্তত্রস্থমেবান্নপানরসং বিপক্কমৌষ্ণ্যাদ্বিরেচয়-

ন্ত্যোঽভিবহন্ত্যঃ শরীরং তর্পয়ন্ত্যর্পয়ন্তি চোর্দ্ধগতানাং তির্য্যগ্গতানাং রসস্থানঞ্চাভিপূরয়ন্তি , মূত্রপুরীষস্বেদাংশ্চ বিরেচয়ন্ত্যামপক্বাশয়ান্তরে চ ত্রিধা জায়ন্তে তাস্ত্রিংশৎ। তাসান্তু বাতপিত্তকফশোণিতরসান্ দ্বে দ্বে বহতস্তা দশ দ্বে অন্নবাহিন্যাবন্ত্রাশ্রিতে তোয়বহে দ্বে মূত্রবস্তিমভিপ্রপন্নে মূত্রবহে দ্বে শুক্রবহে দ্বে শুক্রপ্রাদুর্ভাবায় দ্বে বিসর্গায় তে এব রক্তমভিবহতো নারীণামার্ত্তবসংজ্ঞং। দ্বে বর্চ্চোনিরসন্যৌ স্থূলান্ত্রপ্রতিবদ্ধে। অষ্টাবন্যাস্তির্য্যগ্গানাং ধমনীনাং স্বেদমর্পয়ন্তি। তাস্ত্বেতাস্ত্রিংশৎ সবিভাগা ব্যাখ্যাতা এতাভিরধোনাভেঃ পক্বাশয়কটীমূত্রপুরীষগুদবস্তিমেঢ্রসক্থীনি ধার্য্যন্তে যাপ্যন্তেচ।

ভবতি চাত্র।

অধোগমাস্তু কুর্ব্বন্তি কর্ম্মাণ্যেতানি সর্ব্বশঃ।
তির্য্যগ্গাঃ সংপ্রবক্ষ্যামি কর্ম্ম তাসাং যথাযথং॥

তির্য্যগ্গানান্তু চতসৃণাং ধমনীনামেকৈকা শতধা সহস্রধা চোত্তরোত্তরং বিভজ্যন্তে তাস্ত্বসংখ্যেয়াস্তাভিরিদং শরীরং গবাক্ষিতং বিবদ্ধমাততঞ্চ তাসাং মুখানি রোমকূপপ্রতিবদ্ধানি যৈঃ স্বেদমভিবহন্তি রসঞ্চাপি সন্তর্পয়ন্ত্যন্তর্ব্বহিশ্চ তৈরেব চাভ্যঙ্গপরিষেকাবগাহালেপনবীর্য্যাণ্যন্তঃশরীরমভিপ্রতিপদ্যন্তে ত্বচি বিপক্বানি তৈরেব স্পর্শসুখমসুখং বা গৃহ্লাতি। তাস্ত্বেতাশ্চতস্রো ধমন্যঃ সর্ব্বাঙ্গগতাঃ সবিভাগা ব্যাখ্যাতাঃ॥

ভবতশ্চাত্র।

যথা স্বভাবতঃ খানি মৃণালেষু বিসেষু চ।
ধমনীনাং তথা খানি রসো যৈরুপচীয়তে॥
পঞ্চাভিভূতাস্ত্বথ পঞ্চকৃত্বঃ পঞ্চেন্দ্রিয়ং পঞ্চসু ভাবয়ন্তি।
পঞ্চেন্দ্রিয়ং পঞ্চসু ভাবয়িত্বা পঞ্চত্বমায়ান্তি বিনাশকালে॥

অত ঊর্দ্ধং স্রোতসাংমূলবিদ্ধলক্ষণমুপদেক্ষ্যামঃ। তানি তু প্রাণান্নোদকরসরক্তমাংসমেদোমূত্রপুরীষশুক্রার্ত্তববহানি যেম্বধিকার একেষাং বহূনি। এতেষাং বিশেষা বহবঃ। তত্র প্রাণবহে দ্বে তয়োর্মূলং হৃদয়ং রসবাহিন্যশ্চ ধমন্যঃ। তত্র বিদ্ধস্য ক্রোশনবিনমনমোহনভ্রমণবেপনানি মরণং বা ভবতি। অন্নবহে দ্বে তয়োর্মূলমামাশয়োঽন্নবাহিন্যশ্চ ধমন্য স্তত্র বিদ্ধস্যাধ্মানং শূলান্নদ্বেষৌ ছর্দ্দিঃপিপাসান্ধ্যং মরণং বা। উদকবহে দ্বে তয়োর্মূলং তালুক্লোম চ। তত্র বিদ্ধস্য পিপাসা সদ্যোমরণঞ্চ। রসবহে দ্বে তয়োর্মূলং হৃদয়ং রসবাহিন্যশ্চ ধমন্যস্তত্র বিদ্ধস্য শোষঃ প্রাণবহবিদ্ধবচ্চ মরণং তল্লিঙ্গানি চ। রক্তবহে দ্বে তয়োর্মূলং যকৃৎপ্লীহানৌ রক্তবাহিন্যশ্চ ধমন্যস্তত্র বিদ্ধস্য শ্যাবাঙ্গতা জ্বরো দাহঃ পাণ্ডুতা শোণিতাতিগমনং রক্তনেত্রতা চেতি। মাংসবহে দ্বে তয়োর্মূলং স্নায়ুত্বচং রক্তবহাশ্চ ধমন্যস্তত্র বিদ্ধস্য শ্বযথুর্মাংসশোষঃ সিরাগ্রন্থয়ো মরণং। মেদোবহে দ্বে তয়োর্মূলং কটীবৃক্কৌচ তত্র বিদ্ধস্য স্বেদাগমনং স্নিগ্ধাঙ্গতা তালুশোষঃ স্থূলশোফতা পিপাসা চ। মূত্রবহে দ্বে তয়োর্মূলং বস্তির্মেঢ্রঞ্চ তত্র বিদ্ধস্যানদ্ধবস্তিতা মূত্রনিরোধঃ স্তব্ধমেঢ্রতা চ। পুরীষবহে দ্বে তয়োর্মূলং পক্বাশয়ো গুদঞ্চ তত্র বিদ্ধস্যানাহো দুর্গন্ধতা গ্রথিতান্ত্রতা চ। শুক্রবহে দ্বে তয়োর্মূলং স্তনৌ বৃষণৌচ তত্র বিদ্ধস্য ক্লীবতা চিরাৎ প্রসেকো রক্তশুক্রতাচ। আর্ত্তববহে দ্বে তয়োর্মূলং গর্ভাশয় আর্ত্তববাহিন্যশ্চ ধমন্যস্তত্র বিদ্ধায়াং বন্ধ্যাত্বং মৈথুনাসহিষ্ণুত্বমার্ত্তবনাশশ্চ। সেবনীচ্ছেদাদ্রুজাপ্রাদুর্ভাবঃ। বস্তিগুদবিদ্ধলক্ষণং প্রাগুক্তমিতি। স্রোতোবিদ্ধন্তু প্রত্যাখ্যায়োপচরেদুদ্ধৃতশল্যন্তু ক্ষতবিধানেনোপচরেৎ।

মূলাৎ খাদন্তরং দেহে প্রসৃতন্ত্বভিবাহি যৎ।
স্রোতস্তদিতি বিজ্ঞেয়ং সিরাধমনিবর্জ্জিতং॥

দশমোঽধ্যায়ঃ ।

অথাতো গর্ব্ভিণীব্যাকরণং শারীরং ব্যাখ্যাস্যামঃ ।

গর্ব্ভিণী প্রথমদিবসাৎ প্রভৃতি নিত্যং প্রহৃষ্টা শুচ্যলঙ্কৃতা শুক্লবসনা শান্তিমঙ্গলদেবতাব্রাহ্মণগুরুপরা চ ভবেন্মলিনবিকৃতহীনগাত্রাণি ন স্পৃশেদ্দুর্গন্ধদুর্দ্দর্শনানি পরিহরেদুদ্বেজনীয়াশ্চ কথাঃ শুষ্কং পর্য্যুষিতং কুথিতং ক্লিন্নং চান্নং নোপভুঞ্জীত বহির্নিষ্ক্রমণং শূন্যাগারচৈত্যশ্মশানবৃক্ষাশ্রয়ান্ ক্রোধভয়শঙ্করাংশ্চ ভারানুচ্চৈর্ভাষ্যাদিকং পরিহরেদ্যানি চ গর্ব্ভং ব্যাপাদয়ন্তি নচাভীক্ষ্ণং তৈলাভ্যঙ্গোৎসাদনাদীনি নিষেবেত ন চায়াসয়েচ্ছরীরং পূর্ব্বোক্তানি চ পরিহরেৎ। শয়নাসনং মৃদ্বাস্তরণং নাত্যুচ্চমপাশ্রয়োপেতমসম্বাধং বিদধ্যাৎ। হৃদ্যং দ্রবং মধুরপ্রায়ং স্নিগ্ধং দীপনীয়সংস্কৃতঞ্চ ভোজনং ভোজয়েৎ সামান্যমেতদাপ্রসবাৎ।

বিশেষতস্তু গর্ব্ভিণী প্রথমদ্বিতীয়তৃতীয়মাসেষু মধুরশীতদ্রবপ্রায়মাহারমুপসেবেত। বিশেষতস্তু তৃতীয়ে ষষ্টিকৌদনং পয়সা ভোজয়েচ্চতুর্থে দধ্না পঞ্চমে পয়সা ষষ্ঠে সর্পিষাচেত্যেকে। চতুর্থে পয়োনবনীতসংসৃষ্টমাহারয়েজ্জাঙ্গলমাংসসহিতং হৃদ্যমন্নং ভোজয়েৎ। পঞ্চমে ক্ষীরসর্পিঃসংসৃষ্টং ষষ্ঠে শ্বদংষ্ট্রাসিদ্ধস্য সর্পিষোমাত্রাং পায়য়েদ্যবাগূংবা সপ্তমে সর্পিঃ পৃথকপর্ণ্যাদিসিদ্ধমেবমাপ্যায্যতে গর্ব্ভঃ। অষ্টমে বদরোদকেন বলাতিবলাশতপুষ্পপললপয়োদধিমস্তুতৈললবণমদনফলমধুঘৃতমিশ্রেণাস্থাপয়েৎ পুরাণপুরীষশুদ্ধ্যার্থমনুলোমনার্থঞ্চ বায়োঃ। ততঃ পয়োমধুরকষায়সিদ্ধেন তৈলেনানুবাসয়েদনুলোমে হি বায়ৌ সুখং প্রসূয়তে নিরুপদ্রবা চ ভবতি। অতঊর্দ্ধং স্নিগ্ধাভির্যবাগূভির্জাঙ্গলরসৈশ্চোপক্রমেদাপ্রসবকালাদেবমুপক্রান্তা স্নিগ্ধা বলবতী সুখমনুপদ্রবা প্রসূয়তে। নবমে মাসি সূতিকাগারমেনাং প্রবেশয়েৎ প্রশস্ততিথ্যাদৌ তত্রারিষ্টং ব্রাহ্মণ-

ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাণাং শ্বেতরক্তপীতকৃষ্ণেষু ভূমিপ্রদেশেষু বিল্বন্যগ্রোধতিন্দুকভল্লাতকনির্ম্মিতং সর্ব্বাগারং যথাসঙ্খ্যং তন্ময়পর্য্যঙ্কমুপলিপ্তভিত্তিং সুবিভক্তপরিচ্ছদং প্রাগ্ দ্বারং দক্ষিণদ্বারং বাষ্টহস্তায়তঞ্চতুর্হস্তবিস্তৃতং রক্ষামঙ্গলসম্পন্নং বিধেয়ং।

জাতে হি শিথিলে কুক্ষৌ মুক্তে হৃদয়বন্ধনে।
সশূলে জঘনে নারী জ্ঞেয়া সা তু প্রজায়িনী॥

তত্রোপস্থিতপ্রসবায়াঃ কটীপৃষ্ঠং প্রতি সমন্তাদ্বেদনা ভবত্যভীক্ষ্ণং পুরীষপ্রবৃত্তির্মূত্রং প্রসিচ্যতে যোনিমুখাৎ শ্লেষ্মা চ।

প্রজনয়িষ্যমাণাং কৃতমঙ্গলস্বস্তিবাচনাং কুমারপরিবৃতাং পুন্নামফলহস্তাং স্বভ্যক্তামুষ্ণোদকপরিষিক্তামথৈনাং সংভৃতাং যবাগূমাকণ্ঠাৎ পায়য়েৎ। ততঃ কৃতোপধানে মৃদুবিস্তীর্ণে শয়নে স্থিতামাভুগ্নসক্থীমুত্তানামশঙ্কনীয়াশ্চতস্রঃ স্ত্রিয়ঃ পরিণতবয়সঃ প্রজননকুশলাঃ কর্ত্তিতনখাঃ পরিচরেয়ুরিতি।

অথাস্যা বিশিখান্তরমনুলোমমনুমুখমভ্যজ্যাদ্ব্রূয়াচ্চৈনামেকা সুভগে প্রবাহস্বেতি নচাপ্রাপ্তাবী প্রবাহস্ব ততো বিমুক্তে গর্ভনাড়ীপ্রবন্ধে সশূলেষু শ্রোণিবঙ্ক্ষণবস্তিশিরঃসু প্রবাহেথাঃ শনৈ শনৈঃ। ততো গর্ভনির্গমে প্রগাঢ়ং ততো গর্ভে যোনিমুখং প্রপন্নে গাঢ়তরমাবিশল্যভাবাৎ।

অকালপ্রবাহণাদ্বধিরং মূকং ব্যস্তহনুং মূর্দ্ধাভিঘাতিনং কাসশ্বাসশোষোপদ্রুতং কুব্জং বিকটং বা জনয়তি। তত্র প্রতিলোমমনুলোময়েৎ।

গর্ভসঙ্গে তু যোনিং ধূপয়েৎ কৃষ্ণসর্পনির্ম্মোকেণ পিণ্ডীতকেন বা। বধ্নীয়াদ্ধিরণ্যপুষ্পীমূলং হস্তপাদয়োর্দ্ধারয়েৎ সুবর্চ্চলাং বিশল্যাং বা।

অথ জাতস্যোল্বং মুখঞ্চ সৈন্ধবসর্পিষা বিশোধ্য ঘৃতাক্তং মূর্দ্ধ্নি পিচুং দদ্যাত্ততো নাভিনাড়ীমষ্টাঙ্গুলমায়ম্য সূত্রেণ বদ্ধা ছেদয়েত্তৎসূত্রৈকদেশঞ্চ কুমারস্য গ্রীবায়াং সম্যগ্ বধ্নীয়াৎ।

অথ কুমারং শীতাভিরদ্ভিরাশ্বাস্য জাতকর্ম্মণি কৃতে মধুসর্পিরনন্তাব্রাহ্মীরসেন সুবর্ণচূর্ণমঙ্গুল্যানামিকয়া লেহয়েত্ততো বলাতৈলেনাভ্যজ্য ক্ষীরবৃক্ষকষায়েণ সর্ব্বগন্ধোদকেন বা রূপ্যহেমপ্রতপ্তেন বা বারিণা স্নাপয়েদেনং কপিত্থপত্রকষায়েণ বা কোষ্ণেন যথাকালং যথাদোষং যথাবিভবঞ্চ ।

ধমনীনাং হৃদিস্থানাং বিবৃতত্বাদনন্তরং ।
চতুরাত্রাত্রিরাত্রাদ্বা স্ত্রীণাং স্তন্যং প্রবর্ত্ততে ॥

তস্মাৎ প্রথমেঽহ্নি মধুসর্পিরনন্তামিশ্রং মন্ত্রপূতং ত্রিকালং পায়য়েদ্দ্বিতীয়ে লক্ষ্মণাসিদ্ধং সর্পিস্তৃতীয়ে চ । ততঃ প্রাঙ্নিবারিতঃ স্তন্যং মধুসর্পিঃ স্বপাণিতলসম্মিতং দ্বিকালং পায়য়েৎ ।

অথ সূতিকাং বলাতৈলাভ্যক্তাং বাতহরৌষধনিঃক্বাথেনোপচরেৎ সশেষদোষাস্তু তদহঃ পিপ্পলীপিপ্পলীমূলহস্তিপিপ্পলীচিত্রকশৃঙ্গবেরচূর্ণং গুড়োদকেনোষ্ণেন পায়য়েৎ। এবং দ্বিরাত্রং ত্রিরাত্রংবা কুর্য্যাদাদুষ্টশোণিতাৎ। বিশুদ্ধে ততো বিদারিগন্ধাদিসিদ্ধাং স্নেহযবাগূং ক্ষীরযবাগূংবা পায়য়েত্রিরাত্রং । ততো যবকোলকুলত্থসিদ্ধেন জাঙ্গলরসেন শাল্যোদনং ভোজয়েদ্বলমগ্নিবলঞ্চাবেক্ষ্য । অনেন বিধিনাধ্যর্দ্ধমাসমুপসংস্কৃতা বিমুক্তাহারাচারা বিগতসূতিকাভিধানা স্যাৎ পুনরার্ত্তবদর্শনাদিত্যেকে ।

ধন্বভূমিজাতাং সূতিকাং ঘৃততৈলয়োরন্যতরস্য মাত্রাং পায়য়েৎ পিপ্পল্যাদিকষায়ানুপানং স্নেহনিত্যা চ স্যাত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রংবা । বলবতী মবলাং যবাগূং পায়য়েত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রং বা । অতঊর্দ্ধং স্নিগ্ধেনান্নসংসর্গেণোপচরেৎ প্রায়শশ্চৈনাং প্রভূতেনোষ্ণোদকেন পরিষিঞ্চেৎ । ক্রোধায়াসমৈথুনাদীন্ পরিহরেৎ ।

ভবতশ্চাত্র ।

মিথ্যাচারাৎ সূতিকায়া যো ব্যাধিরুপজায়তে ।
স কৃচ্ছ্রসাধ্যোঽসাধ্যো বা ভবেদত্যপতর্পণাৎ ॥

তস্মাত্তাং দেশকালৌ চ ব্যাধিসাত্ম্যেন কর্ম্মণা।
পরীক্ষ্যোপচরেদেবং নেয়মত্যয়মাপ্নুয়াৎ ॥

অথাপরাপতন্ত্যানাহাধ্মানৌ কুরুতে তস্মাৎ কণ্ঠমস্যাঃ কেশবেষ্টিতয়াঙ্গুল্যা প্রমৃজেৎ। কটুকালাবুকৃতবেধনসর্ষপসর্পনির্ম্মোকৈর্ব্বা কটুতৈলবিমিশ্রৈর্যোনিমুখং ধূপয়েৎ। লাঙ্গলীমূলকল্কেন বাস্যাঃ পাণিপাদতলমালিম্পেৎ। মূর্দ্ধ্নি বাস্যা মহাবৃক্ষক্ষীরমনুসেচয়েৎ। কুষ্ঠলাঙ্গলীমূলকল্কং বা মদ্যমূত্রয়োরন্যতরেণ পায়য়েৎ। শালিমূলকল্কং বা পিপ্পল্যাদিং বা মদ্যেন সিদ্ধার্থককুষ্ঠলাঙ্গলীমহাবৃক্ষক্ষীরমিশ্রেণ সুরামণ্ডেন বাস্থাপয়েৎ। এতৈরেব সিদ্ধেন সিদ্ধার্থকতৈলেনোত্তরবস্তিং দদ্যাৎ স্নিগ্ধেন বা কৃত্তনখেনহস্তেনাপহরেৎ।

প্রজাতায়াশ্চ নার্য্যা রুক্ষশরীরায়াস্তীক্ষ্ণৈ রবিশোধিতং রক্তং বায়ুনা তদ্দেশগতেনাতিসংরুদ্ধং নাভেরধঃ পার্শ্বয়োর্ব্বস্তৌ বস্তিশিরসি বা গ্রন্থিং করোতি। ততশ্চ নাভিবস্ত্যুদরশূলানি ভবন্তি সূচীভিরিব নিস্তুদ্যতে ভিদ্যতে দীর্য্যত ইব চ পক্বাশয়ঃ। সমন্তাদাধ্মানমুদরে মূত্রসঙ্গশ্চ ভবতীতি মক্কললক্ষণং। তত্র বীরতর্ব্বাদিসিদ্ধং জলমূষকাদিপ্রতীবাপং পায়য়েৎ। যবক্ষারচূর্ণং বা সর্পিষা সুখোদকেন বা লবণচূর্ণং বা পিপ্পল্যাদিক্কাথেন পিপ্পল্যাদিচূর্ণং বা সুরামণ্ডেন বরুণাদিক্কাথং বা পঞ্চকোলৈলাপ্রতীবাপং পৃথক্‌পর্ণ্যাদিক্কাথং বা ভদ্রদারুমরিচসংসৃষ্টং পুরাণগুড়ং বা ত্রিকটুকচতুর্জ্জাতককুস্তুম্বুরুমিশ্রং খাদেদচ্ছং বা পিবেদরিষ্টমিতি।

অথ বালং ক্ষৌমপরিবৃতং ক্ষৌমবস্ত্রাস্তৃতায়াং শয্যায়াং শায়য়েৎ। পীলুবদরীনিম্বপরুষকশাখাভিশ্চৈনং বীজয়েৎ। মূর্দ্ধ্নি চাস্যাহরহস্তৈলপিচুমবচারয়েৎ। ধূপয়েচ্চৈনং রক্ষোঘ্নৈর্ধূপৈঃ। রক্ষোঘ্নানি চাস্য পাণিপাদশিরোগ্রীবাস্ববসৃজেৎ তিলাতসীসর্ষপকণাংশ্চাত্র প্রকিরেৎ। অধিষ্ঠানে চাগ্নিং প্রজ্বালয়েৎ। ব্রণিতোপাসনীয়ঞ্চাবেক্ষেত।

ততোদশমেঽহনি মাতাপিতরৌ কৃতমঙ্গলকৌতুকৌ স্বস্তিবাচনং কৃত্বা নাম কুর্য্যাতাং যদভিপ্রেতং নক্ষত্রনাম বা ॥

ততো যথাবর্ণং ধাত্রীমুপেযান্মধ্যমপ্রমাণাং মধ্যমবয়সমরোগাং শীলবতীমচপলামলোলুপামকৃশামস্থূলাং প্রসন্নক্ষীরামলম্বৌষ্ঠীমলম্বোর্দ্ধস্তনীমব্যঙ্গামব্যসনিনীং জীবদ্বৎসাং দোগ্ধ্রীং বৎসলামক্ষুদ্রকর্ম্মিণীং কুলে জাতামতোভূয়িষ্ঠৈশ্চ গুণৈরন্বিতাং শ্যামামারোগ্যবলবৃদ্ধয়ে বালস্য। তত্রোর্দ্ধস্তনী করালং কুর্য্যাৎ। লম্বস্তনী নাসিকামুখং ছাদয়িত্বা মরণমাপাদয়েৎ। ততঃ প্রশস্তায়াং তিথৌ শিরঃস্নাতমহতবাসস মুদঙ্মুখং শিশুমুপবেশ্য ধাত্রীং প্রাঙ্মুখীমুপবেশ্য দক্ষিণং-স্তনং ধৌতমীষৎপরিস্রুতমভিমন্ত্র্য মন্ত্রেণানেন পায়য়েৎ।

চত্বারঃ সাগরাস্তুভ্যং স্তনয়োঃ ক্ষীরবাহিণঃ।
ভবন্তু সুভগে নিত্যং বালস্য বলবৃদ্ধয়ে ॥
পয়োঽমৃতরসং পীত্বা কুমারস্তে শুভাননে।
দীর্ঘমায়ুরবাপ্নোতু দেবাঃ প্রাশ্যামৃতং যথা ॥

অতোঽন্যথা নানাস্তন্যোপযোগস্যাসাত্ম্যাদ্ব্যাধিজন্ম ভবতি। অপরিস্রুতেঽপ্যতিস্তব্ধস্তন্যপূর্ণস্তনপানাদুৎস্রুহিতস্রোতসঃ শিশোঃ কাসশ্বাসবমীপ্রাদুর্ভাবঃ। তস্মাদেবংবিধানং স্তন্যং ন পায়য়েৎ।

ক্রোধশোকাবাৎসল্যাদিভিশ্চ স্ত্রিয়াঃ স্তন্যনাশোভবতি। অথাস্যাঃ ক্ষীরজননার্থং সৌমনস্যমুৎপাদ্য যবগোধূমশালিষষ্টিকমাংসরসসুরাসৌবীরকপিণ্যাকলশুনমৎস্যকশেরুকশৃঙ্গাটকবিসবিদারিকন্দমধুকশতাবরীনলিকালাবূকালশাকপ্রভৃতীনি বিদধ্যাৎ।

অথাস্যাঃ স্তন্যমপ্‌সু পরীক্ষেত তচ্চেচ্ছীতলমমলং তনু শঙ্খাবভাসমপ্‌সু ন্যস্তমেকীভাবং গচ্ছত্যফেনিলমতন্তুমন্নোৎপ্লবতে ন সীদতি বা তচ্ছুদ্ধমিতি বিদ্যাত্তেন কুমারস্যারোগ্যং শরীরোপচয়ো বলবৃদ্ধিশ্চ ভবতি। নচ ক্ষুধিতশোকার্ত্তশ্রান্তপ্রদুষ্টধাতুগর্ভিণী জ্বরিতাতিক্ষীণাতিস্থূলবিদগ্ধভক্ষ্যবিরুদ্ধাহারতর্পিতায়াঃ স্তন্যং পায়য়-

য়েন্নাজীর্ণৌষধঞ্চ বালং দোষৌষধমলানাং তীব্রবেগোৎপত্তি-ভয়াৎ।

ভবন্তি চাত্র।

ধাত্র্যাস্তু গুরুভির্ভোজ্যৈর্বিষমৈর্দোষলৈস্তথা।
দোষা দেহে প্রকুপ্যন্তি ততঃ স্তন্যং প্রদুষ্যতি॥
মিথ্যাহারবিহারিণ্যা দুষ্টা বাতাদয়ঃ স্ত্রিয়াঃ।
দূষয়ন্তি পয়স্তেন শারীরা ব্যাধয়ঃ শিশোঃ॥
ভবন্তি কুশলস্তাংশ্চ ভিষক্ সম্যগ্বিভাবয়েৎ।
অঙ্গপ্রত্যঙ্গদেশেতু রুজা যত্রাস্য জায়তে॥
মুহুর্মুহুঃ স্পৃশতি তং স্পৃশ্যমানে চ রোদিতি।
নিমীলিতাক্ষো মূর্দ্ধস্থে শিরোরোগে ন ধারয়েৎ॥
বস্তিস্থে মূত্রসঙ্গার্ত্তো রুজা তৃষ্যতি মূর্চ্ছতি।
বিণ্মূত্রসঙ্গবৈবর্ণ্যচ্ছর্দ্দ্যাধ্মানান্ত্রকূজনৈঃ॥
কোষ্ঠে দোষান্ বিজানীয়াৎ সর্ব্বত্রস্থাংশ্চ রোদনৈঃ॥

তেষু চ যথাভিহিতং মৃদ্বচ্ছেদনীয়মৌষধং মাত্রয়া ক্ষীরপস্য ক্ষীরসর্পিষা ধাত্র্যাশ্চ বিদধ্যাৎ ক্ষীরান্নাদস্যাত্মনি ধাত্র্যাশ্চান্নাদস্য কষায়াদীনাত্মন্যেব ন ধাত্র্যাঃ। তত্র মাসাদূর্দ্ধং ক্ষীরপায়াঙ্গুলিপর্ব্বদ্বয়গ্রহণসম্মিতামৌষধমাত্রাং বিদধ্যাৎ কোলাস্থিসম্মিতাং কল্কমাত্রাং ক্ষীরান্নাদায় কোলসম্মিতামন্নাদায়েতি।

যেষাং গদানাং যে যোগাঃ প্রবক্ষ্যন্তেঽগদঙ্করাঃ।
তেষু তৎকল্কসংলিপ্তৌ পায়য়েত শিশুং স্তনৌ॥
একং দ্বে ত্রীণি চাহানি বাতপিত্তকফজ্বরে।
স্তন্যপাযাহিতং সর্পিরিতরাভ্যাং যথার্থতঃ॥
নচ তৃষ্ণাভয়াদত্র পায়য়েত শিশুং স্তনৌ।
বিরেকবস্তিবমনান্যৃতে কুর্য্যাচ্চ নাত্যয়াৎ॥
মস্তুলুঙ্গক্ষয়াদ্যস্য বায়ুস্তাল্বস্থি নাময়েৎ।

তস্য তৃড়্দৈন্যযুক্তস্য সর্পির্ম্মধুরকৈঃ শৃতং ॥
পানাভ্যঞ্জনয়োর্যোজ্যং শীতাম্বুব্রজনন্তথা ।
বাতেনাধ্মাপিতাং নাভিং সরুজাং তুণ্ডিসংজ্ঞিতাং ॥
মারুতঘ্নৈঃ প্রশময়েৎ স্নেহস্বেদোপনাহনৈঃ ।
গুদপাকে তু বালানাং পিত্তঘ্নীং কারয়েৎক্রিয়াং ॥
রসাঞ্জনং বিশেষেণ পানালেপনয়োর্হিতং ॥

ক্ষীরাহারায় সর্পিঃপায়য়েৎ সিদ্ধার্থকবচামাংসীপয়স্যাপামার্গশতাবরীসারিবাব্রাহ্মীপিপ্পলীহরিদ্রাকুষ্ঠসৈন্ধবসিদ্ধং ক্ষীরান্নাদায় মধুকবচাপিপ্পলীচিত্রকত্রিফলাসিদ্ধমন্নাদায় দ্বিপঞ্চমূলীক্ষীরতগরভদ্রদারুমরিচমধুবিড়ঙ্গদ্রাক্ষাদ্বিব্রাহ্মীসিদ্ধং । তেনারোগ্যবলমেধায়ূংষি শিশোর্ভবন্তি ।

বালং পুনর্গাত্রসুখং গৃহ্ণীয়ান্নচৈনং তর্জ্জয়েৎ সহসা ন প্রতিবোধয়েদ্বিত্রাসভয়াৎ সহসা নাপহরেদুৎক্ষিপেদ্বা বাতাদিবিঘাতভয়ান্নোপবেশয়েৎ কৌব্জ্যভয়াৎ নিত্যং চৈনমনুবর্ত্তেত প্রিয়শতৈরজিঘাংসুঃ । এবমনভিহতমনাস্ত্বভিবর্দ্ধতে নিত্যমুদগ্রসত্বসম্পন্নো নীরোগঃ সুপ্রসন্নমনাশ্চ ভবতি । বাতাতপবিদ্যুৎপ্রভাপাদপলতাশূন্যাগারনিম্নস্থানগৃহচ্ছায়াদিভ্যো দুগ্র্রহোপসর্গতশ্চ বালং রক্ষেৎ ।

নাশুচৌ বিসৃজেদ্বালং নাকাশে বিষমে নচ ।
নোষ্মমারুতবর্ষেষু রজোধূমোদকেষু চ ॥
ক্ষীরসাত্ম্যতয়া ক্ষীরমাজং গব্যমথাপি বা ।
দদ্যাদাস্তন্যপর্যাপ্তের্ব্বালানাং বীক্ষ্য মাত্রয়া ॥

ষণ্মাসঞ্চৈনমন্নং প্রাশয়েল্লঘু হিতঞ্চ । নিত্যমবরোধরতশ্চ স্যাৎ কৃতরক্ষ উপসর্গভয়াৎ । প্রযত্নতশ্চ গ্রহোপসর্গেভ্যো রক্ষ্যা বালা ভবন্তি ।

অথ কুমার উদ্বিজতে ত্রস্যতি রোদিতি নষ্টসংজ্ঞো ভবতি নখদ্রুশনৈর্দ্ধাত্রীমাত্মানঞ্চ পরিণুদতি দন্তান্ খাদতি কূজতি জৃম্ভতে ভ্রুবৌ

বিক্ষিপত্যূর্দ্ধং নিরীক্ষতে ফেণমুদ্বমতি সন্দষ্টৌষ্ঠঃ ক্রূরো ভিন্নামবর্চ্চা-দীনার্ত্তস্বরো নিশি জাগর্ত্তি দুর্ব্বলো ম্লানাঙ্গো মৎস্যচ্ছুচ্ছুন্দরিমৎকুণ-গন্ধো যথা পুরা ধাত্র্যাঃ স্তন্যমভিলষতি তথা নাভিলষতীতি সামা-ন্যেন গ্রহোপসৃষ্টলক্ষণমুক্তং বিস্তরেণোত্তরে বক্ষ্যামঃ।

শক্তিমন্তশ্চৈনং জ্ঞাত্বা যথাবর্ণং বিদ্যাং গ্রাহয়েৎ। অথাস্মৈ পঞ্চবিংশতিবর্ষায় দ্বাদশবর্ষাং পত্নীমাবহেৎ পিত্র্যধর্ম্মার্থকামপ্রজাঃ প্রাপ্স্যতীতি।

উনষোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিং।
যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে॥
জাতো বা ন চিরং জীবেজ্জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ।

অতিবৃদ্ধায়াং দীর্ঘরোগিণ্যামন্যেন বা বিকারেণোপসৃষ্টায়াং গর্ভাধানং নৈব কুর্ব্বীত। পুরুষস্যাপ্যেবংবিধস্য ত এব দোষাঃ সম্ভবন্তি।

তত্র পূর্ব্বোক্তৈঃ কারণৈঃ পতিষ্যতি গর্ভে গর্ভাশয়কটীবঙ্ক্ষণব-স্তিশূলানি রক্তদর্শনঞ্চ তত্র শীতৈঃ পরিষেকাবগাহপ্রদেহাদিভিরুপ-চরেজ্জীবনীয়শৃতক্ষীরপানৈশ্চ গর্ভস্ফুরণে মুহুর্ম্মুহুস্তৎসন্ধারণার্থং ক্ষীরমুৎপলাদিসিদ্ধং পায়য়েৎ। প্রস্রংসমানে সদাহপার্শ্বপৃষ্ঠশূলাসৃগ্-দরানাহমূত্রসংঙ্গাঃ স্থানাৎ স্থানঞ্চোপক্রামতি গর্ভে কোষ্ঠে সংরম্ভ-স্তত্র স্নিগ্ধশীতাঃ ক্রিয়াঃ। বেদনায়াং মহাসহাক্ষুদ্রসহামধুকশ্বদং-ষ্ট্রাকণ্টকারিকাসিদ্ধং পয়ঃশর্করাক্ষৌদ্রমিশ্রং পায়য়েৎ মূত্রসঙ্গে দর্ভাদিসিদ্ধং। আনাহে হিঙ্গুসৌর্ব্বললশুনবচাসিদ্ধং। অত্যর্থং স্রবতি রক্তে কোষ্ঠাগারিকাগারমৃৎপিণ্ডসমঙ্গাধাতকীকুসুমনবমা-লিকাগৈরিকসর্জ্জরসরসাঞ্জনচূর্ণং মধুনাবলিহ্যাত্তথালাভং ন্যগ্রোধাদি-ত্বক্প্রবালকল্কং বা পয়সা পায়য়েদুৎপলাদিকল্কং বা কশেরুশৃঙ্গাট-কশালূককল্কং বা শৃতেন পয়সোড়ুম্বরফলোদককন্দকাথেন বা শর্করা-

মধুমধুরেণ শালিপিষ্টং ন্যগ্রোধাদিস্বরসপরিপীতং বা বস্ত্রাবয়বং যোন্যাং ধারয়েৎ। অথাদৃষ্টশোণিতবেদনায়াং মধুকদেবদারুপয়স্যাসিদ্ধং পয়ঃ পায়য়েত তদেবাশ্মন্তকশতাবরীপয়স্যাসিদ্ধং বিদারিগন্ধাদিসিদ্ধং বা বৃহতীদ্বয়োৎপলশতাবরী সারিবাপয়স্যামধুকসিদ্ধং বৈবং ক্ষিপ্রমুপক্রান্তায়া উপাবর্ত্তন্তে রুজো গর্ভশ্চাপ্যায়তে।

ব্যবস্থিতে চ গর্ভে গব্যেনোডুম্বরশলাটুসিদ্ধেন পয়সা ভোজয়েৎ। অতীতে লবণস্নেহবর্জ্জ্যাভির্যবাগূভিরুদ্দালকাদীনাং পাচনীয়োপসংস্কৃতাভিরুপক্রমেত যাবন্তো মাসা গর্ভস্য তাবন্ত্যহানি। বস্ত্যুদরশূলেষু পুরাণগুড়ং দীপনীয়সংযুক্তং পায়য়েদরিষ্টং বা। বাতোপদ্রবগৃহীতত্বাৎ স্রোতসাং লীয়তে গর্ভঃ সোঽতিকালমবতিষ্ঠমানো ব্যাপদ্যতে তাং মৃদুনা স্নেহাদিক্রমেণোপচরেৎ। উৎক্রোশরসসংসিদ্ধামনল্পস্নেহাং যবাগূং পায়য়েৎ। মাষতিলবিল্বশলাটুসিদ্ধান্ বা কুল্মাষান্ ভক্ষয়েন্মধু মার্দ্বীকং চানুপিবেৎ সপ্তরাত্রং। কালাতীতস্থায়িনি গর্ভে বিশেষতঃ সধান্যমুদূখলং মুষলেনাভিহন্যাদ্বিষমে বা যানাসনে সেবেত। বাতাভিপন্ন এব শুষ্যতি গর্ভঃ স মাতুঃ কুক্ষিং ন পূরয়তি মন্দং স্পন্দতেচ তং বৃংহনীয়ৈঃ পয়োভির্মাংসরসৈশ্চোপচরেৎ। শুক্রশোণিতং বায়ুনাভিপ্রপন্নমবক্রান্তজীবমাধ্মাপয়ত্যুদরং তৎকদাচিদ্যদৃচ্ছয়োপশান্তং নৈগমেষাপহৃতমিতিভাষন্তে। তমেব কদাচিৎ প্রলীয়মানং নাগোদরমিত্যাহুস্তত্রাপি লীনবৎ প্রতীকারঃ।

অত ঊর্দ্ধং মাসানুমাসিকং বক্ষ্যামঃ।

মধুকং শাকবীজঞ্চ পয়স্যা সুরদারু চ।
অশ্মন্তকস্তিলাঃ কৃষ্ণাস্তাম্রবল্লী শতাবরী॥
বৃক্ষাদনী পয়স্যা চ লতা চোৎপলসারিবা।
অনন্তা সারিবা রাস্নাপদ্মা মধুকমেব চ॥
বৃহত্যৌ কাশ্মরী চাপি ক্ষীরিশুঙ্গাস্ত্বচো ঘৃতং॥

পৃশ্নিপর্ণী বলা শিগ্রু শ্বদংষ্ট্রা মধুপর্ণিকা।
শৃঙ্গাটকং বিসং দ্রাক্ষা কশেরু মধুকং সিতা ॥
বৎসৈতে সপ্ত যোগাঃ স্যুরর্দ্ধশ্লোকসমাপনাঃ।
যথাসংখ্যং প্রযোক্তব্যা গর্ভস্রাবে পয়োযুতাঃ ॥
কপিত্থবৃহতীবিল্বপটোলেক্ষুনিদিগ্ধিকাঃ।
মূলানি ক্ষীরসিদ্ধানি পায়য়েদ্ভিষগষ্টমে ॥
নবমে মধুকানন্তাপয়স্যাসারিবাঃ পিবেৎ।
ক্ষীরং শুণ্ঠীপয়স্যাভ্যাং সিদ্ধং স্যাদ্দশমে হিতং ॥
সক্ষীরা বা হিতা শুণ্ঠী মধুকং সুরদারু চ।
এবমপ্যায়্যতে গর্ভস্তীব্রা রুক্ চোপশাম্যতি ॥

নিবৃত্তপ্রসবায়াস্তু পুনঃ ষড্‌ভ্যো বর্ষেভ্য ঊর্দ্ধং প্রসবমানায়া-নার্য্যাঃ কুমারোঽল্পায়ুর্ভবতি।

অথ গর্ভিণীং ব্যাধ্যুৎপত্তাবত্যয়ে ছর্দ্দয়েন্মধুরাম্লেনান্নোপহিতে-নানুলোময়েচ্চ সংশমনীয়ঞ্চ মৃদু বিদধ্যাদন্নপানয়োরশ্নীয়াচ্চ মৃদুবীর্য্যং মধুরপ্রায়ং গর্ভাবিরুদ্ধঞ্চ গর্ভাবিরুদ্ধাশ্চ ক্রিয়া যথাযোগং বিদধীত মৃদুপ্রায়াঃ।

ভবন্তি চাত্র।

সৌবর্ণং সুকৃতং চূর্ণং কুষ্ঠং মধু ঘৃতং বচা।
মৎস্যাক্ষকঃ শঙ্খপুষ্পী মধুসর্পিঃ সকাঞ্চনং ॥
অর্কপুষ্পী মধু ঘৃতং চূর্ণিতং কনকং বচা।
হেমচূর্ণানি কৈটর্য্যঃ শ্বেতা দূর্ব্বা ঘৃতং মধু ॥
চত্বারোঽভিহিতাঃপ্রাশাঃ শ্লোকার্দ্ধেষু চতুর্ষ্বপি।
কুমারাণাং বপুর্মেধাবলবুদ্ধিবিবর্দ্ধনাঃ ॥

ইতি সুশ্রুত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে তৃতীয়ং শারীরস্থানং সমাপ্তম্।

সুশ্রুতঃ।

চিকিৎসিতস্থানং।

প্রথমাধ্যায়ঃ।

অথাতোদ্বিব্রণীয়চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

দ্বৌ ব্রণৌ ভবতঃ শারীরআগন্তুকশ্চেতি। তয়োঃ শারীরঃ-পবনপিত্তকফশোণিতসন্নিপাতনিমিত্তঃ। আগন্তুরপি পুরুষপশুপক্ষিব্যালসরীসৃপপ্রপতনপীড়নপ্রহারাগ্নিক্ষারবিষতীক্ষ্ণৌষধশকলকপালশৃঙ্গচক্রেষুপরশুশক্তিকুন্তাদ্যায়ুধাভিঘাতনিমিত্তঃ। তত্র তুল্যে ব্রণসামান্যে দ্বিকারণোত্থানপ্রয়োজনসামর্থ্যাদ্‌দ্বিব্রণীয় ইত্যুচ্যতে। সর্ব্বস্মিন্নেবাগন্তুব্রণে তৎকালমেব ক্ষতোষ্মণঃ প্রসৃতস্যোপশমার্থং পিত্তবচ্ছীতক্রিয়াবধারণবিধির্ব্বিশেষঃ সন্ধানার্থঞ্চ মধুঘৃতপ্রয়োগ ইত্যেতদ্‌দ্বিকারণোত্থানপ্রয়োজনমুত্তরকালন্তু দোষোপপ্লববিশেষাচ্ছারীরবৎপ্রতীকারঃ। দোষোপপ্লববিশেষঃ পুনঃ সমাসতঃ পঞ্চদশপ্রকারঃ প্রসরণসামর্থ্যাদ্যথোক্তো ব্রণপ্রশ্নাধিকারে শুদ্ধত্বাৎ ষোড়শপ্রকার ইত্যেকে। তস্য লক্ষণং দ্বিবিধং সামান্যং বৈশেষিকঞ্চ। তত্র সামান্যং রুক্ ব্রণগাত্রবিচূর্ণনে ব্রণতীতি ব্রণঃ। বিশেষলক্ষণং পুনর্ব্বাতাদিলিঙ্গবিশেষঃ।

তত্র শ্যাবারুণাভস্তনুঃ শীতপিচ্ছিলাল্পস্রাবী রূক্ষশ্চটচটায়নশীলঃ স্ফুরণায়ামতোদভেদবেদনাবহুলোনির্ম্মাংসশ্চেতি বাতাৎ।

ক্ষিপ্রজঃ পীতনীলাভঃ কিংশুকোদকাভোষ্ণস্রাবী দাহপাকরাগবিকারী পীতপিড়কাজুষ্টশ্চেতি পিত্তাৎ।

প্রততচণ্ডকণ্ডুবহুলঃ স্থূলো ঘনঃ স্তব্ধসিরাস্নায়ুজালাবততঃ কঠিনঃ পাণ্ডবভাসো মন্দবেদনঃ শুক্লশীতসান্দ্রপিচ্ছিলাস্রাবী গুরুশ্চেতি কফাৎ।

প্রবালদলনিচয়প্রকাশঃ কৃষ্ণস্ফোটপিড়কাজালোপচিতস্তুরঙ্গস্থানগন্ধঃ সবেদনো ধূমায়নশীলো রক্তস্রাবী পিত্তলিঙ্গশ্চেতি রক্তাৎ।

তোদদাহধূমায়নপ্রায়ঃ পীতারুণাভাসস্তদ্বর্ণস্রাবীচেতি বাতপিত্তাভ্যাং।

কণ্ডূয়নশীলঃ সনিস্তোদো দারুণো মুহুর্ম্মুহুঃ শীতপিচ্ছিলস্রাবী চেতি বাতশ্লেষ্মভ্যাং।

গুরুঃ সদাহ উষ্ণঃ পীতঃ পাণ্ডুস্রাবী চেতি পিত্তশ্লেষ্মভ্যাং।

রূক্ষস্তনুস্তোদবহুলঃ সুপ্ত ইব চ রক্তারুণাভস্তদ্বর্ণস্রাবী চেতি বাতশোণিতাভ্যাং।

ঘৃতমণ্ডাভো মীনধাবনতোয়গন্ধির্মৃদুর্ব্বিসর্পী কৃষ্ণস্রাবী চেতি পিত্তশোণিতাভ্যাং।

রক্তোগুরুঃ পিচ্ছিলঃ কণ্ডূপ্রায়ঃ স্থিরঃ সরক্তপাণ্ডুস্রাবী চেতি শ্লেষ্মশোণিতাভ্যাং।

স্ফুরণতোদদাহধূমায়নপ্রায়ঃ পীততনুরক্তস্রাবী চেতি বাতপিত্তশোণিতেভ্যঃ।

কণ্ডূস্ফুরণচুম্‌চুমায়নপ্রায়ঃ পাণ্ডুঘনরক্তস্রাবীচেতি বাতশ্লেষ্মশোণিতেভ্যঃ।

দাহপাকরাগকণ্ডূপ্রায়ঃ পাণ্ডুঘনরক্তাস্রাবী চেতি শ্লেষ্মপিত্তশাণিতেভ্যঃ।

ত্রিবিধবর্ণবেদনাস্রাববিশেষোপেতঃ পবনপিত্তকফেভ্যঃ।

নির্দ্দহননির্ম্মথনস্ফুরণতোদদাহপাকরাগকণ্ডুস্বাপবহুলোনানাবর্ণবেদনাস্রাববিশেষোপেতঃ পবনপিত্তকফশোণিতেভ্যঃ।

জিহ্বাতলাভো মৃদুঃ স্নিগ্ধঃ শ্লক্ষ্ণো বিগতবেদনঃ সুব্যবস্থিতো নিরাস্রাবশ্চেতি শুদ্ধোব্রণ ইতি।

তস্য ব্রণস্য ষষ্টিরুপক্রমা ভবন্তি। তদ্যথা। অপতর্পণমালেপঃ পরিষেকোঽভ্যঙ্গঃ স্বেদো বিম্লাপনমুপনাহঃ পাচনং বিস্রাবণং স্নেহো বমনং বিরেচনং ছেদনং ভেদনং দারণং লেখনমেষণমাহরণং ব্যধনং বিস্রাবণং সীবনং সন্ধানং পীড়নং শোণিতাস্থাপনং নির্ব্বাপণ মুৎকারিকা কষায়োবর্ত্তিঃ কল্কঃ সর্পিস্তৈলং রসক্রিয়াবচূর্ণনং ব্রণধূপনমুৎসাদনমবসাদনং মৃদুকর্ম্ম দারুণকর্ম্ম ক্ষারকর্ম্মাগ্নিকর্ম্ম কৃষ্ণকর্ম্ম পাণ্ডুকর্ম্ম প্রতিসারণং রোমসঞ্জননং লোমাপহরণং বস্তিকর্ম্মোত্তরবস্তিকর্ম্ম বন্ধঃ পত্রদানং কৃমিঘ্নং বৃংহণং বিষঘ্নং শিরোবিরেচনং নস্যং কবলধারণং ধূমোমধুসর্পির্যন্ত্রমাহারো রক্ষাবিধানং।

তেষু কষায়োবর্ত্তিঃ কল্কঃ সর্পিস্তৈলং রসক্রিয়াবচূর্ণনমিতি শোধনরোপণানি। তেষ্বষ্টৌ শস্ত্রকৃত্যাঃ। শোণিতাস্থাপনং ক্ষারোঽগ্নির্যন্ত্রমাহারো রক্ষাবিধানং বন্ধবিধানং চোক্তানি। স্নেহস্বেদনবমনবিরেচনবস্ত্যুত্তরবস্তিশিরোবিরেচননস্যধূমকবলধারণান্যন্যত্র বক্ষ্যামঃ। যদন্যদবশিষ্টমুপক্রমজাতং তদিহ বক্ষ্যতে।

ষড়্বিধঃ প্রাগুপদিষ্টঃ শোফস্তস্যৈকাদশোপক্রমা ভবন্ত্যপতর্পণাদয়ো বিরেচনান্তাস্তে চ বিশেষেণ শোথপ্রতীকারা বর্ত্তন্তে ব্রণভাবমাপন্নস্য চ ন বিরুধ্যন্তে শেষাস্তু প্রায়েণ ব্রণপ্রতীকরহেতব এব। অপতর্পণন্ত্বাদ্য উপক্রম এষ সর্ব্বশোফানাং সামান্যঃ প্রধানতমশ্চ।

দোষোচ্ছ্রায়োপশান্ত্যর্থং দোষানদ্ধস্য দেহিনঃ।
অবেক্ষ্য দোষং প্রাণঞ্চ কার্য্যং স্যাদপতর্পনং ?

ঊর্দ্ধমারুততৃষ্ণাক্ষুন্মুখশোষশ্রমান্বিতৈঃ।
ন কার্য্যং গর্ভিণীবৃদ্ধবালদুর্ব্বলভীরুভিঃ॥
শোফেষূত্থিতমাত্রেষু ব্রণেষূগ্ররুজেষু চ।
যথাস্বৈরৌষধৈর্লেপং প্রত্যেকশ্চৈব কারয়েৎ॥
যথা প্রজ্বলিতে বেশ্মন্যম্ভসা পরিষেচনং।
ক্ষিপ্রং প্রশময়ত্যগ্নিমেবমালেপনং রুজঃ॥
প্রহ্লাদনে শোধনে চ শোফস্য হরণে তথা।
উৎসাদনে রোপণে চ লেপঃ স্যাত্তুতদর্থকৃৎ।

বাতশোফে তু বেদনোপশমার্থং সর্পিস্তৈলধান্যাম্লমাংসরসবাতহরৌষধনিঃক্কাথৈরশীতৈঃ পরিষেকান্ কুর্ব্বীত।

পিত্তরক্তাভিঘাতবিষনিমিত্তেষু ক্ষীরঘৃতমধুশর্করোদকেক্ষুরসমধুরৌষধক্ষীরবৃক্ষনিঃক্কাথৈরনুষ্ণৈঃ পরিষেকান্ কুর্ব্বীত।

শ্লেষ্মশোফে তু তৈলমূত্রক্ষারোদকসুরাশুক্তকফঘ্নৌষধনিঃক্কাথৈরশীতৈঃ পরিষেকান্ কুর্ব্বীত।

যথাম্বুভিঃ সিচ্যমানঃ শান্তিমগ্নির্নিযচ্ছতি।
দোষাগ্নিরেবং সহসা পরিষেকেণ শাম্যতি॥

অভ্যঙ্গস্তু দোষমালোক্যোপযুক্তো দেষোপশমং মৃদুতাঞ্চ করোতি।

স্বেদবিম্লাপনাদীনাং ক্রিয়াণাং প্রাক্ স উচ্যতে।
পশ্চাৎ কর্ম্মসু চাদিষ্টঃ স চ বিস্রাবণাদিষু॥
রুজাবতাং দারুণানাং কঠিনানাং তথৈব চ।
শোফানাং স্বেদনং কার্য্যং যে চাপ্যেবংবিধা ব্রণাঃ॥
স্থিরাণাং রুজতাং মন্দং কার্য্যং বিম্লাপনং ভবেৎ।
অভ্যজ্য স্বেদয়িত্বা তু বেণুনা বা শনৈঃ শনৈঃ॥
বিমর্দ্দয়েদ্ভিষক্ প্রাজ্ঞস্তলেনাঙ্গুষ্ঠকেন বা।
শোফয়োরুপনাহস্তু কুর্য্যাদামবিদগ্ধয়োঃ॥

অবিদগ্ধঃ শমং যাতি বিদগ্ধঃ পাকমেতি চ।
নিবর্ত্ততে ন যঃ শোফো বিরেকান্তৈরুপক্রমৈঃ ॥
তস্য সম্পাচনং কুর্য্যাৎ সমাহৃত্যৌষধানি তু।
দধিতক্রসুরাসুক্তধান্যাম্লৈর্যোজিতানি তু ॥
স্নিগ্ধানি লবণীকৃত্য পচেদুৎকারিকাং শুভাং।
সৈরণ্ডপত্রয়া শোফং নাহয়েদুষ্ণয়া তয়া ॥
হিতং সম্ভোজনং চাপি পাকায়াভিমুখো যদি।
বেদনোপশমার্থায় তথা পাকশমায় চ ॥
অচিরোৎপতিতে শোফে কুর্য্যাচ্ছোণিতমোক্ষণং।
সশোফে কঠিনে শ্যামে সরক্তে বেদনাবতি ॥
সংরব্ধে বিষমে বাপি ব্রণে বিস্রাবণং হিতং।
সবিষে চ বিশেষেণ জলৌকাভিঃ পদৈস্তথা ॥
বেদনায়াঃ প্রশান্ত্যর্থং পাকস্যাপ্রাপ্তয়ে তথা।
সোপদ্রবাণাং রুক্ষাণাং কৃশানাং ব্রণশোষিণাং ॥
যথাস্বমৌষধৈঃ সিদ্ধং স্নেহপানং বিধীয়তে।
উৎসন্নমাংসশোফে তু কফজুষ্টে বিশেষতঃ ॥
সংক্লিষ্টশ্যামরুধিরে ব্রণে প্রচ্ছর্দ্দনং হিতং।
বাতপিত্তপ্রদুষ্টেষু দীর্ঘকালানুবন্ধিষু ॥
বিরেচনং প্রশংসন্তি ব্রণেষু ব্রণকোবিদাঃ।
অপাকেষু তু রোগেষু কঠিনেষু স্থিরেষু চ ॥
স্নায়ুকোথাদিষু তথাচ্ছেদনং প্রাপ্তমুচ্যতে।
অন্তঃপূয়েষ্ববক্তেষু তথৈবোৎসঙ্গবৎস্বপি ॥
গতিমৎসু চ রোগেষু ভেদনং প্রাপ্তমুচ্যতে।
বালবৃদ্ধাসহক্ষীণভীরূণাং যোষিতামপি ॥
মর্ম্মোপরি চ জাতেষু রোগেষুক্তঞ্চ দারণম্।
সুপক্কে পিণ্ডিতে শোফে পীড়নৈরবপীড়িতে ॥

পাকোদ্বৃত্তেষু দোষেষু তত্তু কার্য্যং বিজানতা।
সুপিষ্টৈর্দ্দারণদ্রব্যৈর্যুক্তৈঃ ক্ষারেণ বা পুনঃ॥
কঠিনান্ স্থূলবৃত্তৌষ্ঠান্ দীর্য্যমাণান্ পুনঃ পুনঃ।
কঠিনোৎসন্নমাংসাংশ্চ লেখনেনাচরেৎ ভিষক্॥
সমং লিখেৎসুলিখিতং লিখেন্নিরবশেষতঃ।
বর্ত্মানুপ্রমাণেন সমং শস্ত্রেণ নির্লিখেৎ॥
ক্ষৌমং প্লোতং পিচুং ফেনং যাবশূকং সসৈন্ধবং।
কর্কশানি চ পত্রাণি লেখনার্থে প্রদাপয়েৎ॥
নাড়ীব্রণান্ শল্যগর্ভানুন্মার্গ্যুৎসঙ্গিনঃ শনৈঃ।
করীরবালাংগুলিভিরেষণ্যা বৈষয়েদ্ভিষক্।
নেত্রবত্ম গুদাভ্যাসনাড্যোঽবক্তাঃ সশোণিতাঃ।
চুঞ্চূপোদকজৈঃ শ্লক্ষ্ণৈঃ করীরৈরেষয়েত্তু তাঃ॥
সংবৃতাসংবৃতাস্যেষু ব্রণেষু মতিমান্ ভিষক্।
যথোক্তমাহরেচ্ছল্যং প্রাপ্তোদ্ধরণলক্ষণং॥
রোগে ব্যধনসাধ্যে তু যথোদ্দেশং প্রমাণতঃ।
শস্ত্রং নিদধ্যাদ্দোষঞ্চ শ্রাবয়েৎ কীর্ত্তিতং যথা॥
অপাকোপদ্রুতা যে চ মাংসস্থা বিবৃতাশ্চ যে।
যথোক্তং সীবনং তেষু কার্য্যং সন্ধানমেব চ॥
পূয়গর্ভানণুদ্বারান্ ব্রণান্মর্ম্মগতানপি।
যথোক্তৈঃ পীড়নদ্রব্যৈঃ সমন্তাৎ পরিপীড়য়েৎ॥
শুষ্যমাণমুপেক্ষেত প্রদেহং পীড়নং প্রতি।
ন চাভিমুখমালিম্পেত্তথা দোষঃ প্রসিচ্যতে॥
তৈস্তৈর্নিমিত্তৈর্বহুধা শোণিতে প্রস্রুতে ভৃশং।
কার্য্যং যথোক্তং বৈদ্যেন শোণিতাস্থাপনং ভবেৎ॥
দাহপাকজ্বরবতাং ব্রণানাং পিত্তকোপতঃ।
রক্তেন চাভিভূতানাং কার্য্যং নির্ব্বাপণং ভবেৎ॥

যথোক্তৈঃ শীতলদ্রব্যৈঃ ক্ষীরপিষ্টৈর্ঘৃতপ্লুতৈঃ ॥
দিহ্যাদবহুলাল্লেপান্ সুশীতাংশ্চাবচারয়েৎ।
ব্রণেষু ক্ষীণমাংসেষু তনুস্রাবিষ্বপাকিষু ॥
তোদকাঠিন্যপারুষ্যশূলবেপথুমৎসু চ।
বাতঘ্নবর্গেঽম্লগণে কাকোল্যাদিগণে তথা ॥
স্নৈহিকেষু চ বীজেষু পচেদুৎকারিকাং শুভাং।
তেষাঞ্চ স্বেদনং কার্য্যং স্থিরাণাং বেদনাবতাং ॥
দুর্গন্ধানাং ক্লেদবতাং পিচ্ছিলানাং বিশেষতঃ।
কষায়ৈঃ শোধনং কার্য্যং শোধনৈঃ প্রাগুদীরিতৈঃ ॥
অন্তঃশল্যানণুমুখান্ গম্ভীরান্ মাংসসংশ্রিতান্।
শোধনদ্রব্যযুক্তাভির্বর্ত্তিভিস্তান্যথাক্রমং ॥
পূতিমাংসপ্রতিচ্ছন্নান্মহাদোষাংশ্চ শোধয়েৎ।
কল্কীকৃতৈর্যথালাভং বর্ত্তিদ্রব্যৈঃ পুরোদিতৈঃ ॥
পিত্তপ্রদুষ্টান্ গম্ভীরান্দাহপাকপ্রপীড়িতান্।
কার্পাসীফলমিশ্রেণ জয়েচ্ছোধনসর্পিষা ॥
উৎসন্নমাংসানস্নিগ্ধানল্পাস্রাবান্ ব্রণাংস্তথা।
সর্ষপস্নেহযুক্তেন ধীমাংস্তৈলেন শোধয়েৎ ॥
তৈলেনাশুধ্যমানানাং শোধনীয়াং রসক্রিয়াং।
ব্রণানাং স্থিরমাংসানাং কুর্য্যাদ্দ্রবৈরুদীরিতৈঃ ॥
কষায়ে বিধিবত্তেষাং কৃতে ব্যামিশ্রয়েৎপুনঃ।
সুরাষ্ট্রজাং সকাসীসাং দদ্যাচ্চাপি মনঃশিলাং ॥
হরিতালঞ্চ মতিমাংস্ততস্তামবচারয়েৎ।
মাতুলুঙ্গরসোপেতাং সক্ষৌদ্রামতিমর্দ্দিতাং ॥
ব্রণেষু দত্ত্বা তাং তিষ্ঠেত্রীংস্ত্রীংশ্চ দিবসান্ পরং।
গম্ভীরান্মেদসা জুষ্টান্ দুর্গন্ধাংশ্চূর্ণশোধনৈঃ ॥
উপাচরেদ্ভিষক্ প্রাজ্ঞঃ শ্লক্ষ্ণৈঃ শোধনবর্ত্তিজৈঃ।

শুদ্ধলক্ষণযুক্তানাং কষায়ং রোপণং হিতং ॥
তত্র কার্য্যং যথোদ্দিষ্টৈর্দ্রব্যৈর্বৈদ্যেন জানতা।
অবেদনানাং শুদ্ধানাং গম্ভীরাণাং তথৈব চ ॥
হিতা রোপণবর্ত্ত্যস্তু কৃতা রোপণবর্ত্তয়ঃ।
অপেতপূতিমাংসানাং মাংসস্থানামরোহতাং ॥
কল্কঃ সংরোহণঃ কার্য্যস্তিলজো মধুসংযুতঃ।
স মাধুর্য্যাত্তথৌষ্ণ্যাচ্চ স্নেহাচ্চানিলনাশনঃ ॥
কষায়ভাবান্মাধুর্য্যাত্তিক্তত্বাচ্চাপি পিত্তহৃৎ।
ঔষ্ণ্যাৎকষায়ভাবাচ্চ তিক্তত্বাচ্চ কফে হিতঃ ॥
শোধয়েদ্রোপয়েচ্চাপি যুক্তঃ শোধনরোপণৈঃ।
নিম্বপত্রমধুভ্যাস্তু যুক্তঃ সংশোধনঃ স্মৃতঃ ॥
পূর্ব্বাভ্যাং সর্পিষাচাপি যুক্তঃ সংরোপণো ভবেৎ।
তিলবদ্যবকল্কস্তু কেচিদাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥
শময়েদবিদগ্ধঞ্চ বিদগ্ধমপি পাচয়েৎ।
পক্বং ভিনত্তি ভিন্নঞ্চ শোধয়েদ্রোপয়েত্তথা।
পিত্তরক্তবিষাগন্তূন্ গম্ভীরানপি চ ব্রণান্।
রোপয়েদ্রোপণীয়েন ক্ষীরসিদ্ধেন সর্পিষা ॥
কফবাতাভিভূতানাং ব্রণানাং মতিমান্ ভিষক্।
কারয়েদ্রোপণং তৈলং ভেষজৈস্তদ্যথোদিতৈঃ ॥
অবন্ধ্যানাঞ্চলস্থানাং শুদ্ধানাঞ্চপ্রদুষ্যতাং।
দ্বিহরিদ্রাবৃতাং কুর্য্যাদ্রোপণার্থাং রসক্রিয়াং ॥
সমানাংস্থিরমাংসানাংত্বক্‌স্থানাং রোপণং ভিষক্।
চূর্ণং বিদধ্যান্মতিমান্ প্রাক্‌স্থানোক্তোবিধির্যথা ॥
শোধনো রোপণশ্চৈব বিধির্যোঽয়ং প্রকীর্ত্তিতঃ।
সর্ব্বব্রণানাং সামান্যেনোক্তো দোষাবিশেষতঃ ॥
এষ আগমসিদ্ধত্বাত্তথৈব ফলদর্শনাৎ।

মন্ত্রবৎ সংপ্রযোক্তব্যো ন মীমাংস্যঃ কথঞ্চনঃ ॥
স্ববুদ্ধ্যা চাপি বিভজেৎ কষায়াদিষু সপ্তসু।
ভেষজানি যথাযোগং যান্যুক্তানি পুরা ময়া ॥
আদ্যে দ্বে পঞ্চমূল্যৌ তু গণো যশ্চানিলাপহঃ।
স বাতদুষ্টে দাতব্যঃ কষায়াদিষু সপ্তসু ॥
ন্যগ্রোধাদির্গণো যস্তু কাকোল্যাদিশ্চ যঃ স্মৃতঃ।
তৌ পিত্তদুষ্টে দাতব্যৌ কাষায়াদিষু সপ্তসু ॥
আরগ্বধাদিস্তু গণো যশ্চোক্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
তৌ দেয়ৌ কফদুষ্টে তু সংস্বষ্টে সংস্থৃতা গণাঃ ॥
বাতাত্মকানুগ্ররুজান্ সাস্রাবানপি চ ব্রণান্।
স ক্ষৌমযবসর্পির্ভির্ধূপনাঙ্গৈশ্চ ধূপয়েৎ ॥
পরিশুষ্কাল্পমাংসানাং গম্ভীরাণাং তথৈব চ।
কুর্য্যাদুৎসাদনীয়ানি সর্পীংষ্যালেপনানি চ ॥
মাংসাশিনাঞ্চ মাংসানি ভক্ষয়েদ্বিধিবন্নরঃ।
বিশুদ্ধমনসস্তস্য মাংসং মাংসেন বর্দ্ধতে ॥
উৎসন্নমৃদুমাংসানাং ব্রণানামবসাদনং।
কুর্য্যাদ্দ্রব্যৈর্যথোদ্দিষ্টৈশ্চূর্ণিতৈর্ম্মধুনা সহ ॥
কঠিনানামমাংসানাং দুষ্টানাং মাতরিশ্বনা।
মৃদ্বী ক্রিয়া বিধাতব্যা শোণিতং চাপি মোক্ষয়েৎ ॥
বাতঘ্নৌষধসংযুক্তান্ স্নেহান্ সেকাংশ্চ কারয়েৎ।
ব্রণেষু মৃদুমাংসেষু দারুণীকরণং হিতং ॥
ধবপ্রিয়ঙ্গ্বশোকানাং রোহিণ্যাশ্চ ত্বচস্তথা।
ত্রিফলাধাতকীপুষ্পরোধ্রসর্জ্জরসান্ সমান্ ॥
কৃত্বা সূক্ষ্মাণি চূর্ণানি ব্রণং তৈরবচূর্ণয়েৎ।
উৎসন্নমাংসান্ কঠিনান্ কণ্ডুযুক্তাংশ্চিরোত্থিতান্ ॥
তথৈব খলু দুঃশোধ্যান্ শোধয়েৎ ক্ষারকর্ম্মণা।

স্রবতোঽশ্মভবান্মূত্রং যে চান্যে রক্তবাহিনঃ ॥
নিঃশেষচ্ছিন্নসন্ধীংশ্চ সাধয়েদগ্নিকর্ম্মণা।
দুরূঢ়ত্বাত্তু শুক্লানাং কৃষ্ণকর্ম্ম হিতং ভবেৎ ॥
ভল্লাতকান্ বাসয়েত্তু ক্ষীরে প্রাগ্‌মূত্রভাবিতান্।
ততো দ্বিধা চ্ছেদয়িত্বা লৌহে কুম্ভে নিধাপয়েৎ ॥
কুম্ভেঽন্যস্মিন্নিখাতে তু তং কুম্ভমথ যোজয়েৎ।
মুখং মুখেন সন্ধায় গোময়ৈর্দাহয়েত্ততঃ ॥
যঃ স্নেহশ্চ্যবতে তস্মাদ্‌গ্রাহয়েত্তং শনৈর্ভিষক্।
গ্রাম্যানূপশফান্দগ্ধান্ সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ ॥
তৈলেনানেন সংসৃষ্টং শুক্লমালেপয়েদ্‌ব্রণং।
ভল্লাতকবিধানেন সারস্নেহাংস্তু কারয়েৎ ॥
যে চ কেচিৎ ফলস্নেহা বিধানং তেষু কীর্ত্তিতং।
দুরূঢ়ত্বাত্তু কৃষ্ণানাং পাণ্ডুকর্ম্ম হিতং ভবেৎ ॥
সপ্তরাত্রং স্থিতং ক্ষীরেচ্ছাগলে রোহিণীফলং।
তেনৈব পিষ্টং সুশ্লক্ষ্ণং সবর্ণকরণং হিতং ॥
নবং কপালিকাচূর্ণং বৈদুলং সর্জ্জনাম চ।
কাসীসং মধুকঞ্চৈব ক্ষৌদ্রযুক্তং প্রলেপয়েৎ ॥
কপিত্থমুদ্ধৃতে মাংসে মূত্রেণাজেন পূরয়েৎ ॥
কাসীসং রোচনাং তুত্থং হরিতালং মনঃশিলাং।
বেণুনির্লেখনং চাপি প্রপুন্নাড়রসাঞ্জনং ॥
অধস্তাদর্জুনস্যৈতন্মাসং ভূমৌ নিধাপয়েৎ।
মাসাদূর্দ্ধং ততস্তেন কৃষ্ণমালেপয়েদ্‌ব্রণং ॥
কুক্কুটাণ্ডকপালানি কতকং মধুকং সমং।
তথা সমুদ্রমণ্ডুকীমণিচূর্ণঞ্চ দাপয়েৎ ॥
গুটিকা মূত্রপিষ্টাস্তা ব্রণানাং প্রতিসারণং।
হস্তিদন্তমসীং কৃত্বা মুখ্যঞ্চৈব রসাঞ্জনং ॥

রোমাণ্যেতেন জায়ন্তে লেপাৎপাণিতলেষ্বপি।
চতুষ্পদানাং ত্বগ্রোমখুরশৃঙ্গাস্থিভস্মনা॥
তৈলাক্তা চূর্ণিতা ভূমির্ভবেদ্রোমবতী পুনঃ।
কাসীসং নক্তমালস্য পল্লবাংশ্চৈব সংহরেৎ॥
কপিত্থরসপিষ্টানি রোমসঞ্জননং পরং।
রোমাকীর্ণো ব্রণো যস্তু ন সম্যগুপরোহতি॥
ক্ষুরকর্ত্তরিসন্দংশৈ স্তস্য রোমাণি নির্হরেৎ।
শঙ্খচূর্ণস্য ভাগৌ দ্বৌ হরিতালঞ্চ ভাগিকং॥
শুক্তেন সহ পিষ্টানি লোমশাতনমুত্তমং।
তৈলং ভল্লাতকস্যাথ স্নুহীক্ষীরং তথৈব চ॥
প্রগৃহ্যৈকত্র মতিমান্ রোমশাতনমুত্তমং।
কদলীদীর্ঘবৃন্তাভ্যাং ভস্মালং লবণং শমী॥
বীজং শীতোদপিষ্টং বা রোমশাতনমাচরেৎ।
আগারগোধিকাপুচ্ছং রম্ভালং বীজমৈঙ্গুদং॥
দগ্ধ্বা তদ্ভস্মতৈলাম্বু সূর্য্যপক্বং কচান্তকৃৎ।
বাতদুষ্টো ব্রণো যস্তু রুক্ষশ্চাত্যর্থবেদনঃ॥
অধঃকায়ে বিশেষেণ তত্র বস্তির্ব্বিধীয়তে।
মূত্রাঘাতে মূত্রদোষে শুক্রদোষেঽশ্মরীব্রণে॥
তথৈবার্ত্তবদোষে চ বস্তিরপ্যুত্তরো হিতঃ॥
যস্মাচ্ছুধ্যতি বন্ধেন ব্রণো যাতি চ মার্দ্দবং।
রোহত্যপি চ নিঃশঙ্কস্তস্মাদ্বন্ধো বিধীয়তে॥
স্থিরাণামল্পমাংসানাং রৌক্ষ্যাদনুপরোহতাং।
পত্রদানং ভবেৎ কার্য্যং যথাদোষং যথর্ত্তু চ॥
এরণ্ডভূর্জ্জপূতীকহরিদ্রাণাস্তু বাতজে।
পত্রমাশ্ববলং যচ্চ কাশ্মরীপত্রমেব চ॥
পত্রাণি ক্ষীরবৃক্ষাণামৌদকানি তথৈব চ।

দূষিতে রক্তপিত্তাভ্যাং ব্রণে দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥
পাঠামূর্ব্বাগুড়ূচীনাং কাকমাচীহরিদ্রয়োঃ।
পত্রঞ্চ শুকনাশায়া যোজয়েৎ কফজে ব্রণে ॥
অকর্কশমবিক্লিন্নমজীর্ণং সুকুমারকং।
অজন্তুজগ্ধং মৃদু চ পত্রং গুণবদুচ্যতে ॥
স্নেহমৌষধসারঞ্চ পট্টবস্ত্রান্তরীকৃতং।
ন দূষয়তি যৎপত্রং লেপস্যোপরি দাপয়েৎ ॥
শৈত্যোষ্ণজননার্থায় স্নেহসংগ্রহণায় চ।
দত্তৌষধেষু দাতব্যং পত্রং বৈদ্যেন জানতা ॥
মক্ষিকা ব্রণজাতস্য নিঃক্ষিপন্তি যদা কৃমীন্।
শ্বযথুর্ভক্ষিতে তৈস্তু জায়তে ভৃশদারুণঃ ॥
তীব্রা রুজো বিচিত্রাশ্চ রক্তাস্রাবশ্চ জায়তে !
সুরসাদির্হিতস্তত্র ধাবনে পূরণে তথা ॥
সপ্তপর্ণকরঞ্জার্কনিম্বরাজাদনত্বচঃ।
হিতা গোমূত্রপিষ্টাশ্চ সেকঃ ক্ষারোদকেন বা ॥
প্রচ্ছাদ্য মাংসপেশ্যা চ কৃমীনপহরেদ্‌ব্রণাৎ।
বিংশতিং কৃমিজাতীস্তু বক্ষ্যাম্যুপরিভাগশঃ ॥
দীর্ঘকালাতুরাণাস্তু কৃশানাং ব্রণশোষিণাং।
বৃংহণীয়ো বিধিঃ সর্ব্বঃ কার্য্যোঽগ্নিং পরিরক্ষতা ॥
বিষজুষ্টস্য বিজ্ঞানং বিষনিশ্চয়মেব চ।
চিকিৎসিতঞ্চ বক্ষ্যামি কল্পে তু প্রতিভাগশঃ ॥
কণ্ডূমন্তঃ সশোফাশ্চ যে চ জক্রূপরি ব্রণাঃ।
শিরোবিরেচনং তেষু বিদধ্যাৎ কুশলো ভিষক্ ॥
রুজাবন্তোঽনিলাবিষ্টা রূক্ষা যে চোর্দ্ধজত্রুজাঃ।
ব্রণেষু তেষু কর্ত্তব্যং নস্যং বৈদ্যেন জানতা ॥
দোষপ্রচ্যবনার্থায় রুজাদাহক্ষয়ায় চ।

জিহ্বাদন্তসমুত্থস্য হরণার্থং মলস্য চ ॥
শোধনো রোপণশ্চৈব ব্রণস্য মুখজস্য বৈ।
উষ্ণো বা যদি বা শীতঃ কবলগ্রহ ইষ্যতে ॥
ঊর্দ্ধজত্রুগতান্ রোগান্ ব্রণাংশ্চ কফবাতজান্।
শোফস্রাবরুজাযুক্তান্ ধূমপানৈরুপাচরেৎ ॥
ক্ষতোষ্মণো নিগ্রহার্থং সন্ধানার্থং তথৈব চ।
সদ্যোব্রণেষ্বায়তেষু ক্ষৌদ্রসর্পির্বিধীয়তে ॥
অবগাঢাস্ত্বণুমুখা যে ব্রণাঃ শল্যপীড়িতাঃ।
নিবৃত্তহস্তোদ্ধরণা যন্ত্রং তেষু বিধীয়তে ॥
লঘুমাত্রো লঘুশ্চৈব স্নিগ্ধ উষ্ণোঽগ্নিদীপনঃ।
সর্ব্বব্রণেভ্যো দেয়স্তু সদাহারো বিজানতা ॥
নিশাচরেভ্যো রক্ষ্যস্তু নিত্যমেব ক্ষতাতুরঃ।
রক্ষাবিধানৈরুদ্দিষ্টৈর্যমৈঃ সনিয়মৈস্তথা ॥
ষণ্মূলোঽষ্টপরিগ্রাহী পঞ্চলক্ষণলক্ষিতঃ ॥
ষষ্ট্যুপক্রমনির্দ্দিষ্টশ্চতুর্ভিঃ সাধ্যতে ব্রণঃ ॥
যোঽল্পৌষধকৃতো যোগো বহুগ্রন্থভয়ান্ময়া।
দ্রব্যাণাং তৎসমানানাং তত্রাবাপো ন দুষ্যতি ॥
প্রসঙ্গাভিহিতো যো বা বহুদুর্লভভেষজঃ।
যথোপপত্তি তত্রাপি কার্য্যমেবং চিকিৎসিতং ॥
গণোক্তমপি যদ্দ্রব্যং ভবেদ্ব্যাধাবযৌগিকং।
তদুদ্ধরেদ্যৌগিকন্তু প্রক্ষিপেদপ্যকীর্ত্তিতং ॥
উপদ্রবাস্তু দ্বিবিধা ব্রণস্য ব্রণিতস্য চ।
তত্র গন্ধাদয়ঃ পঞ্চ ব্রণস্যোপদ্রবাঃ স্মৃতাঃ ॥
জ্বরাতীসারৌ মূর্চ্ছা চ হিক্কাচ্ছর্দ্দিররোচকঃ।
শ্বাসকাসাবিপাকাশ্চ তৃষ্ণা চ ব্রণিতস্য চ ॥
ব্রণক্রিয়াস্বেবমাশু ব্যাসেনোক্তাস্বপি ক্রিয়াং।
ভূয়োঽপ্যুপরি বক্ষ্যামি সদ্যোব্রণচিকিৎসিতে ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ সদ্যোব্রণচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

ধন্বন্তরির্ধর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠো বাগ্বিশারদঃ।
বিশ্বামিত্রাত্মজমৃষিং শিষ্যং সুশ্রুতমন্বশাৎ॥
নানাধারামুখৈঃশস্ত্রৈর্নানাস্থাননিপাতিতৈঃ।
নানারূপা ব্রণা যে স্যুস্তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণং॥
আয়তাশ্চতুরস্রাশ্চ ত্র্যস্রা মণ্ডলিনস্তথা।
অর্দ্ধচন্দ্রপ্রতীকাশা বিশালাঃ কুটিলাস্তথা॥
শরাবনিম্নমধ্যাশ্চ যবমধ্যাস্তথাপরে।
এবংপ্রকারাকৃতয়ো ভবন্ত্যাগন্তবো ব্রণাঃ॥
দোষজা বা স্বয়ং ভিন্না নতু বৈদ্যনিমিত্তজাঃ।
ভিষগ্‌ব্রণাকৃতিজ্ঞো হি ন মোহমধিগচ্ছতি॥
ভৃশন্দুর্দ্দর্শরূপেষু ব্রণেষু বিকৃতেষ্বপি।
অনেকাকৃতিরাগজ্ঞঃ স ভিষগ্‌ভিঃপুরাতনৈঃ॥
সমাসতো লক্ষণতঃ ষড়্‌বিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
ছিন্নং ভিন্নং তথা বিদ্ধং ক্ষতং পিচ্চিতমেব চ॥
ঘৃষ্টমাহুস্তথা ষষ্ঠং তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণং।
তিরশ্চীনঋজুর্ব্বাপি যো ব্রণশ্চায়তো ভবেৎ॥
গাত্রস্য পাতনং চাপিচ্ছিন্নমিত্যুপদিশ্যতে।
কুন্তশক্ত্যৃষ্টিখড়্গাগ্রবিষাণাদিভিরাশয়ঃ॥
হতঃ কিঞ্চিৎ স্রবেত্তদ্ধি ভিন্নলক্ষণমুচ্যতে।
স্থানান্যামাগ্নিপক্বানাং মূত্রস্য রুধিরস্য চ॥
হৃদুণ্ডুকঃ ফুপ্‌ফুসশ্চ কোষ্ঠইত্যভিধীয়তে।
তস্মিন্ ভিন্নে রক্তপূর্ণে জ্বরো দাহশ্চ জায়তে॥

মূত্রমার্গগুদাস্যেভ্যো রক্তং ঘ্রাণাচ্চ গচ্ছতি।
মূর্চ্ছাশ্বাসতৃডাধ্মানমভক্তচ্ছন্দ এব চ॥
বিণ্মূত্রবাতসঙ্গশ্চ স্বেদাস্রাবোঽক্ষিরক্ততা।
লোহগন্ধিত্বমাস্যস্য গাত্রদৌর্গন্ধ্যমেব চ॥
হৃচ্ছূলং পার্শ্বয়োশ্চাপি বিশেষঞ্চাত্র মে শৃণু।
আমাশয়স্থে রুধিরে রুধিরং ছর্দ্দয়েৎপুনঃ।
আধ্মানমতিমাত্রঞ্চ শূলঞ্চ ভৃশদারুণং॥
পক্বাশয়গতে চাপি রুজো গৌরবমেব চ।
শীততা চাপ্যধো নাভেঃ খেভ্যো রক্তস্য চাগমঃ॥
অভিন্নেঽপ্যাশয়েঽস্রাণাং খৈঃ সূক্ষ্মৈরন্ত্রপূরণং।
পিহিতাস্যে ঘটে যদ্বল্লক্ষ্যতে তস্য গৌরবং॥
সূক্ষ্মাস্যশল্যাভিহতং যদঙ্গং ত্বাশয়াদ্বিনা।
উত্তুণ্ডিতং নির্গতং বা তদ্বিদ্ধমিতি নির্দ্দিশেৎ॥
নাতিচ্ছিন্নং নাতিভিন্নমুভয়োর্লক্ষণান্বিতং।
বিষমং ব্রণমঙ্গে যত্তৎক্ষতন্ত্বভিনির্দ্দিশেৎ॥
প্রহারপীড়নাভ্যাস্তু যদঙ্গং পৃথুতাং গতং।
সাস্থি তৎপিচ্চিতং বিদ্যান্মজ্জরক্তপরিপ্লুতং॥
বিগতত্বগ্‌যদঙ্গং হি সঙ্ঘর্ষাদন্যথাপি বা।
উষাস্রাবান্বিতং তত্তু ঘৃষ্টমিত্যুপদিশ্যতে॥
ছিন্নে ভিন্নে তথা বিদ্ধে ক্ষতে বাসৃগতিস্রবেৎ।
রক্তক্ষয়াদ্রুজস্তত্র করোতি পবনো ভৃশং॥
স্নেহপানং হিতং তত্র তৎসেকো বিহিতস্তথা।
বেশবারৈঃ সকৃশরৈঃ সুস্নিগ্ধৈশ্চোপনাহনং॥
ধান্যস্বেদাংশ্চ কুর্ব্বীত স্নিগ্ধান্যালেপনানি চ।
বাতঘ্নৌষধসিদ্ধৈশ্চ স্নেহৈর্ব্বস্তির্ব্বিধীয়তে॥
পিচ্চিতে চ বিঘৃষ্টে চ নাতিস্রবতি শোণিতং॥

অগচ্ছতি ভৃশং তস্মিন্ দাহঃ পাকশ্চ জায়তে ॥
তত্রোষ্মণো নিগ্রহার্থং তথা দাহপ্রপাকয়োঃ।
শীতমালেপনং কার্য্যং পরিষেকশ্চ শীতলঃ ॥
ষট্‌স্বেতেষু যথোক্তেষু ছিন্নাদিষু সমাসতঃ।
জ্ঞেয়ং সমর্পিতং সর্ব্বং সদ্যোব্রণচিকিৎসিতং ॥
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামিচ্ছিন্নানাঞ্চ চিকিৎসিতং ॥
যে ব্রণা বিবৃতাঃ কেচিচ্ছিরঃপার্শ্বাবলম্বিনঃ।
তান্ সীব্যেদ্বিধিনোক্তেন বধ্নীয়াদ্গাঢ়মেব চ ॥
কর্ণং স্থানাদপহৃতং স্থাপয়িত্বা যথাস্থিতং।
সীব্যেদ্যথোক্তং তৈলেন স্রোতশ্চাপ্যভিতর্পয়েৎ।
কৃকাটিকান্তেচ্ছিন্নে তু গচ্ছত্যপি সমীরণে ॥
সম্যঙ্নিবেশ্য বধ্নীয়াৎ সীব্যেচ্চাপি নিরন্তরং।
আজেন সর্পিষা চৈব পরিষেকঞ্চ কারয়েৎ ॥
উত্তানোঽন্নং সমশ্নীয়াচ্ছয়ীত চ সুযন্ত্রিতঃ।
শাখাসু পতিতাংস্তির্য্যক্ প্রহারান্বিবৃতান্ ভৃশং ॥
সীব্যেৎ সম্যঙ্নিবেশ্যাশু সন্ধ্যস্থীন্যনুপূর্ব্বশঃ।
বদ্ধা বেল্লিতকেনাশু ততস্তৈলেন সেচয়েৎ ॥
চর্ম্মণা গোফণাবন্ধঃ কার্য্যো যো বা হিতো ভবেৎ।
পৃষ্ঠে ব্রণো যস্য ভবেদুত্তানং শায়য়েত্তু তং ॥
অতোঽন্যথা চোরসিজে শায়য়েৎ পুরুষং ব্রণে।
ছিন্নাং নিঃশেষতঃ শাখান্দগ্ধ্বা তৈলেন বুদ্ধিমান্ ॥
বধ্নীয়াৎ কোশবন্ধেন প্রাপ্তং কার্য্যঞ্চ রোপণং।
চন্দনং পদ্মকং রোধ্রমুৎপলানি প্রিয়ঙ্গবঃ ॥
হরিদ্রা মধুকঞ্চৈব পয়ঃস্যাদত্র চাষ্টমং।
তৈলমেভির্ব্বিপকঞ্চ প্রধানং ব্রণরোপণং ॥
চন্দনং কর্কটাখ্যা চ সহে মাংস্যাহ্বয়ামৃতে।

হরেণবো মৃণালঞ্চ ত্রিফলা পদ্মকোৎপলম্ ॥
ত্রয়োদশাঙ্গং ত্রিবৃতমেতদ্বা পয়সান্বিতং ।
তৈলং বিপক্বং সেকার্থে হিতং তু ব্রণরোপণে ॥
অতঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি ভিন্নানাক্ষ চিকিৎসিতং ।
ভিন্নং নেত্রমকর্ম্মণ্যমভিন্নং লম্বতে তু যৎ ॥
তন্নিবেশ্য যথাস্থানমব্যাবিদ্ধশিরং শনৈঃ ।
পীড়য়েৎ পাণিনা সম্যক্ পদ্মপত্রান্তরেণ তু ॥
ততোঽস্য তর্পণং কার্য্যং নস্যং চানেন সর্পিষা ।
আজং ঘৃতং ক্ষীরপাত্রং মধুকং চোৎপলানি চ ॥
জীবকর্ষভকৌ চৈব পিষ্ট্বা সর্পির্ব্বিপাচয়েৎ ।
সর্ব্বনেত্রাভিঘাতে তু সর্পিরেতৎ প্রশস্যতে ॥
উদরান্মেদসো বর্ত্তির্নির্গতা যস্য দেহিনঃ ।
কষায়ভস্মমৃৎকীর্ণাং বদ্ধা সূত্রেণ সূত্রবিৎ ॥
অগ্নিতপ্তেন শস্ত্রেণচ্ছিন্দ্যান্মধুসমাযুতং ।
বদ্ধা ব্রণং সুজীর্ণেঽন্নে সর্পিষঃ পানমিষ্যতে ॥
স্নেহপানাদৃতে চাপি পয়ঃপানং বিধীয়তে ।
শর্করামধুযষ্টিভ্যাং লাক্ষয়া বা শ্বদংষ্ট্রয়া ॥
চিত্রাসমন্বিতঞ্চৈব রুজাদাহবিনাশনং ।
আটোপো মরণং বা স্যাচ্ছূলোবাঽচ্ছিদ্যমানয়া ॥
মেদোগ্রন্থৌ চ যত্তৈলং বক্ষ্যতে তচ্চ যোজয়েৎ ।
ত্বচোঽতীত্য সিরাদীনি ভিত্বা বা পরিহৃত্য বা ॥
কোষ্ঠে প্রতিষ্ঠিতং শল্যং কুর্য্যাদুক্তানুপদ্রবান্ ।
তত্রান্তর্লোহিতং পাণ্ডুং শীতপাদকরাননং ॥
শীতোচ্ছ্বাসং রক্তনেত্রমানদ্ধঞ্চ বিবর্জয়েৎ ।
আমাশয়স্থে রুধিরে বমনং পথ্যমুচ্যতে ॥
পক্বাশয়স্থে দেয়ঞ্চ বিরেচনমসংশয়ং ।

আস্থাপনঞ্চ নিঃস্নেহং কার্য্যমুষ্ণৈর্ব্বিশোধনৈঃ ॥
যবকোলকুলত্থানাং নিঃস্নেহেন রসেন চ।
ভুঞ্জীতান্নং যবাগূং বা পিবেৎ সৈন্ধবসংযুতাং ॥
অতিনিস্রুতরক্তো বা ভিন্নকোষ্ঠঃ পিবেদসৃক্।
স্বমার্গপ্রতিপন্নাস্তু যস্য বিণ্মূত্রমারুতাঃ ॥
ব্যুপদ্রবঃ স ভিন্নেঽপি কোষ্ঠে জীবতি মানবঃ।
অভিন্নমন্ত্রং নিঃক্রান্তং প্রবেশ্যং নান্যথা ভবেৎ ॥
পিপীলিকাশিরোগ্রস্তং তদপ্যেকে বদন্তি তু।
প্রক্ষাল্য পয়সা দিগ্ধং তৃণশোণিতপাংশুভিঃ ॥
প্রবেশয়েৎ কৃত্তনখো ঘৃতেনাক্তং শনৈঃ শনৈঃ।
প্রবেশয়েৎ ক্ষীরসিক্তং শুষ্কমন্ত্রং ঘৃতাপ্লুতং ॥
অঙ্গুল্যাভিমৃশেৎ কণ্ঠং জলেনোদ্বেজয়েদপি।
হস্তপাদেষু সংগৃহ্য সমুৎক্ষিপ্য মহাবলাঃ ॥
ভবত্যন্তঃপ্রবেশস্তু যথা নির্ধুনুয়ুস্তথা।
তথান্ত্রাণি বিশন্ত্যন্তঃ স্বাঙ্কলাং পীড়য়ন্তি চ ॥
ব্রণাল্পত্বাদ্বহুত্বাদ্বা দুঃপ্রবেশং ভবেত্তু যৎ।
তদাপাট্য প্রমাণেন ভিষগন্ত্রং প্রবেশয়েৎ ॥
যথাস্থানং নিবিষ্টে চ ব্রণং সীব্যেদতন্দ্রিতঃ।
স্থানাদপেতমাদত্তে প্রাণান্ গুম্ফিতমেব বা ॥
বেষ্টয়িত্বা তু পট্টেন ঘৃতসেকং প্রদাপয়েৎ।
ঘৃতং পিবেৎ সুখোষ্ণঞ্চ চিত্রাতৈলসমন্বিতং ॥
মৃদুক্রিয়ার্থং শকৃতো বায়োশ্চাধঃপ্রবৃত্তয়ে।
ততস্তৈলমিদং কুর্য্যাদ্রোপণার্থং চিকিৎসকঃ ॥
ত্বচোঽশ্বকর্ণধবয়োর্মোচকীমেষশৃঙ্গয়োঃ।
শল্লক্যর্জুনয়োশ্চাপি বিদার্য্যাঃ ক্ষীরিণাং তথা ॥
বলামূলানি চাহৃত্য তৈলমেতৈর্ব্বিপাচয়েৎ।

ব্রণং সংরোপয়েত্তেন বর্ষমাত্রং যতেত চ ॥
পাদৌ নিরস্তমুষ্কস্য জলেন প্রোক্ষ্য চাক্ষিণী ।
প্রবেশ্য তুন্নসেবন্যা মুষ্কৌ সীব্যেত্ততঃপরং ॥
কার্য্যো গোফণিকাবন্ধঃ কট্যামাবেশ্য যন্ত্রকং ।
ন কুর্য্যাৎ স্নেহসেকঞ্চ তেন ক্লিশ্যতি হিব্রণঃ ॥
কালানুসার্য্যাগুরুর্বৈলাজাতীচন্দনপদ্মকৈঃ ।
শিলাদার্ব্যমৃতাতুথৈস্তৈলং কুর্ব্বীত রোপণং ॥
শিরসোঽপহৃতে শল্যে বালবর্ত্তিং প্রবেশয়েৎ ।
বালবর্ত্ত্যামদত্তায়াং মস্তুলুঙ্গং ব্রণাৎ স্রবেৎ ॥
হন্যাদেনং ততো বায়ুস্তস্মাদেব মুপাচরেৎ ।
ব্রণে রোহতি চৈকৈকং শনৈর্ব্বালমপক্ষিপেৎ ॥
গাত্রাদ্ব্যপহৃতেঽন্যস্মাৎ স্নেহবর্ত্তিং প্রবেশয়েৎ ।
কৃতে নিঃশোণিতে চাপি বিধিঃ সদ্যঃক্ষতে হিতঃ ॥
দূরাবগাঢ়াঃ সূক্ষ্মাঃ স্যুর্যে ব্রণাস্তান্ বিশোণিতান্ ।
কৃত্বা সূক্ষ্মেণ নেত্রেণ চক্রতৈলেন তর্পয়েৎ ॥
সমঙ্গাং রজনীং পদ্মাং ত্রিবর্গং তুত্থমেব চ ।
বিড়ঙ্গং কটুকাং পথ্যাং গুড়ূচীং সকরঞ্জিকাং ॥
সংহৃত্য বিপচেৎ কালে তৈলং রোপণমুত্তমং ।
তালীশং পদ্মকং মাংসী হরেণুগুরুচন্দনং ॥
হরিদ্রে পদ্মবীজানি সোশীরং মধুকঞ্চ তৈঃ ।
পক্বং সদ্যোব্রণেষূক্তং তৈলং রোপণমুত্তমং ॥
ক্ষতে ক্ষতবিধিঃ কার্য্যঃ পিচ্চিতে ভগ্নবদ্বিধিঃ ।
ম্লষ্টে রুজো নিগৃহ্যাশু চূর্ণৈরুপচরেদ্ব্রণং ॥
বিশ্লিষ্টদেহং পতিতং মথিতং হতমেব চ ।
বাসয়েত্তৈলপূর্ণায়াং দ্রোণ্যাং মাংসরসাশনং ॥
অয়মেব বিধিঃ কার্য্যঃ ক্ষীণে মর্ম্মহতে তথা ।

রোপণে সপরীষেকে পানে চ ব্রণিনাং সদা ॥
তৈলং ঘৃতং বা সংযোজ্যং শরীরর্ত্তূনবেক্ষ্য হি।
ঘৃতানি যানি বক্ষ্যামি যত্নতঃ পিত্তবিদ্রধৌ ॥
সদ্যোব্রণেষু দেয়ানি তানি বৈদ্যেন জানতা।
সদ্যঃক্ষতব্রণং বৈদ্যঃ সশূলং পরিষেচয়েৎ ॥
সর্পিষা নাতিশীতেন বলাতৈলেন বা পুনঃ।
সমঙ্গাং রজনীং পদ্মাং পথ্যাং তুত্থং সুবর্চ্চলাং ॥
পদ্মকং রোধ্রমধুকং বিড়ঙ্গানি হরেণুকং।
তালীশপত্রং নলদং চন্দনং পদ্মকেশরং ॥
মঞ্জিষ্ঠোশীরলাক্ষাশ্চ ক্ষীরিণা চাপি পল্লবান্।
পিয়ালবীজং তিন্দুক্যাস্তরুণানি ফলানি চ ॥
যথালাভং সমাহৃত্য তৈলমেভির্বিপাচয়েৎ।
সদ্যোব্রণানাং সর্ব্বেষামদুষ্টানাস্তু রোপণং ॥
কষায়মধুরাঃশীতাঃক্রিয়াঃ স্নিগ্ধাশ্চ যোজয়েৎ ॥
সদ্যোব্রণানাং সপ্তাহং পশ্চাৎ পূর্ব্বোক্তমাচরেৎ।
দুষ্টব্রণেষু কর্ত্তব্যমূর্দ্ধং চাধশ্চ শোধনং ॥
বিশোষণং তথাহারঃ শোণিতস্য চ মোক্ষণং।
কষায়ং রাজবৃক্ষাদৌ সুরসাদৌ চ ধাবনং ॥
তয়োরেব কষায়েণ তৈলং শোধনমিষ্যতে।
ক্ষারকল্পেন বা তৈলং ক্ষারদ্রব্যেণ সাধিতং ॥
দ্রবন্তী চিরবিল্বশ্চ দন্তী চিত্রকমেব চ।
পৃথ্বীকা নিম্বপত্রাণি কাসীসং তুত্থমেব চ ॥
ত্রিবৃত্তেজোবতী নীলী হরিদ্রে সৈন্ধবং তিলাঃ।
ভূমীকদম্বঃ সুবহা শুকাখ্যা লাঙ্গলাহ্বয়া ॥
নৈপালী জালিনী চৈব মদয়ন্তী মৃগাদনী।
সুধামূর্ব্বার্ককীটারিহরিতালকরঞ্জিকাঃ ॥

যথোপপত্তি কর্ত্তব্যং তৈলমেতৈস্তু শোধনং ।
ঘৃতং বা যদি বা প্রাপ্তং কল্কাঃ সংশোধনাস্তথা ॥
সৈন্ধবং তৃবৃদেরণ্ডপত্রকল্কস্তু বাতিকে ।
ত্রিবৃদ্ধরিদ্রামধুককল্কঃ পৈত্তে তিলৈর্যুতঃ ॥
কফজে তিলতেজোহ্বা দন্তীস্বর্জ্জিকচিত্রকাঃ ।
দুষ্টব্রণবিধিঃ কার্য্যো মেহকুষ্ঠব্রণেষ্বপি ॥
ষড়্বিধঃ প্রাক্প্রদিষ্টো যঃ সদ্যোব্রণবিনিশ্চয়ঃ ।
নাতঃ শক্যং পরং বক্তুমপি নিশ্চিতবাদিভিঃ ॥
উপসর্গৈর্নিপাতৈশ্চ তৎতু পণ্ডিতমানিনঃ ।
কেচিৎ সংযোজ্য ভাষন্তে বহুধা মানগর্ব্বিতাঃ ॥
বহু তদ্ভাষিতং তেষাং ষট্স্বেষ্বেবাবতিষ্ঠতে ।
বিশেষা ইব সামান্যে ষট্ত্বন্তু পরমং মতং ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

অথাতো ভগ্নানাং চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ ।

অম্পাশিনোঽনাত্মবতো জন্তোর্ব্বাতাত্মকস্য চ ।
উপদ্রবৈর্ব্বা জুষ্টস্য ভগ্নং কৃচ্ছ্রেণ সিধ্যতি ॥
লবণং কটুকং ক্ষারমম্লং মৈথুনমাতপং ।
ব্যায়ামঞ্চ ন সেবেত ভগ্নো রুক্ষান্নমেব চ ॥
শালির্মাংসরসঃ ক্ষীরং সর্পির্যূষঃ সতীনজঃ ।
বৃংহণং চান্নপানং স্যাদ্দেয়ং ভগ্নায় জানতা ।
মধুকোডুম্বরাশ্বত্থপলাশককুভত্বচঃ ।
বংশসর্জ্জবটানাং বা কুশার্থমুপসংহরেৎ ॥
আলেপনার্থং মঞ্জিষ্ঠাং মধুকং রক্তচন্দনং ।
শতধৌতঘৃতোন্মিশ্রং শালিপিষ্টঞ্চ সংহরেৎ ।

সপ্তাহাদথ সপ্তাহাৎ সৌম্যেষ্বৃতুষু বন্ধনং ॥
সাধারণেষু কর্ত্তব্যং পঞ্চমে পঞ্চমেঽহনি।
আগ্নেয়েষু ত্র্যহাৎ কুর্য্যাদ্ভগ্নদোষবশেন বা ॥
তত্রাতিশিথিলং বন্ধে সন্ধিস্থৈর্য্যং ন জায়তে ॥
গাঢ়েনাপি ত্বগাদীনাং শোফো রুক্‌পাক এব চ।
তস্মাৎ সাধারণং বন্ধং ভগ্নে শংসন্তি তদ্বিদঃ ॥
ন্যগ্রোধাদিকষায়ন্তু সুশীতং পরিষেচনে।
পঞ্চমূলীবিপকন্তু ক্ষীরং কুর্য্যাৎ সবেদনে ॥
সুখোষ্ণমবচার্য্যং বা চক্রতৈলং বিজানতা।
বিভজ্য কালং দোষঞ্চ দোষঘ্নৌষধসংযুতং ॥
পরিষেকং প্রদেহঞ্চ বিদধ্যাচ্ছীতমেব চ।
গৃষ্টিক্ষীরং সসর্পিষ্কং মধুরৌষধসাধিতং ॥
শীতলং লাক্ষয়া যুক্তং প্রাতর্ভগ্নঃ পিবেন্নরঃ।
সব্রণস্য তু ভগ্নস্য ব্রণং সর্পির্ম্মধূত্তরৈঃ ॥
প্রতিসার্য্য কষায়ৈস্তু শেষং ভগ্নবদাচরেৎ।
প্রথমে বয়সি ত্বেবং ভগ্নং সুকরমাদিশেৎ ॥
অল্পদোষস্য জন্তোস্তু কালে চ শিশিরাত্মকে।
প্রথমে বয়সি ত্বেবং মাসাৎ সন্ধিঃ স্থিরো ভবেৎ ॥
মধ্যমে দ্বিগুণাৎ কালাদুত্তরে ত্রিগুণাৎ স্মৃতঃ।
অবনামিতমুন্নহ্যেদুন্নতং চাবপীড়য়েৎ ॥
আঞ্ছেদতিক্ষিপ্তমধো গতং চোপরি বর্ত্তয়েৎ।
আঞ্ছনৈঃ পীড়নৈশ্চৈব সংক্ষেপৈর্ব্বন্ধনৈস্তথা ॥
সন্ধীন্ শরীরে সর্ব্বাংস্তু চলানপ্যচলানপি।
এতৈস্তু স্থাপনোপায়ৈঃ স্থাপয়েন্মতিমান্ ভিষক্ ॥
উৎপিষ্টমথবিশ্লিষ্টং সন্ধিং বৈদ্যো ন ঘট্টয়েৎ।
তস্য শীতান্ পরীষেকান্ প্রদেহাংশ্চাবচারয়েৎ ॥

অভিঘাতে হতে সন্ধিঃ স্বাংযাতি প্রকৃতিং পুনঃ ।
ঘৃতদিগ্ধেন পট্টেন বেষ্টয়িত্বা যথাবিধি ॥
পট্টোপরি কুশান্দত্বা যথাবদ্বন্ধমাচরেৎ ।
প্রত্যঙ্গভগ্নস্য বিধিরত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যতে ॥
নখসন্ধিং সমুৎপিষ্টং রক্তানুগতমারয়া ।
অবমথ্য স্রুতে রক্তে শালিপিষ্টেন লেপয়েৎ ॥
ভগ্নাং বা সন্ধিমুক্তাং বা স্থাপয়িত্বাঙ্গুলীং সমং ।
অণুনাবেষ্ট্য পট্টেন ঘৃতসেকং প্রদাপয়েৎ ॥
অভ্যজ্য সর্পিষা পাদং তলভগ্নং কুশোত্তরং ।
বস্ত্রপট্টেন বধ্নীয়ান্নচ ব্যায়ামমাচরেৎ ॥
অভ্যজ্যায়ামরেজ্জঙ্ঘামূরুঞ্চ সুসমাহিতঃ ।
দত্বা বৃক্ষত্বচঃ শীতা বস্ত্রপট্টেন বেষ্টয়েৎ ॥
মতিমাংশ্চক্রযোগেন আঞ্ছেদূর্ব্বস্থি নির্গতং ।
স্ফুটিতং পিচ্চিতং চাপি বধ্নীয়াৎ পূর্ব্ববদ্ভিষক্ ॥
আঞ্ছেদূর্দ্ধমধো বাপি কটীভগ্নন্তু মানবং ।
ততঃ স্থানস্থিতে সন্ধৌ বস্তিভিঃ সমুপাচরেৎ ॥
পশু কাস্বথ ভগ্নাসু ঘৃতাভ্যক্তস্য তিষ্ঠতঃ ।
দক্ষিণাস্বথ বা বামাস্বনুমৃজ্য নিবন্ধনীঃ ॥
ততঃ কবলিকান্দত্বা বেষ্টয়েৎ সুসমাহিতঃ ।
তৈলপূর্ণে কটাহে বা দ্রোণ্যাং বা শায়য়েন্নরং ॥
মুষলেনোৎক্ষিপেৎ কক্ষামংসসন্ধৌ বিসংহতে ।
স্থানস্থিতঞ্চ বধ্নীত স্বস্তিকেন বিচক্ষণঃ ॥
কৌর্পরন্তু তথা সন্ধিমঙ্গুষ্ঠেনানুমার্জ্জয়েৎ ।
অনুমৃজ্য ততঃ সন্ধিং পীড়য়েৎ কুর্পরাচ্চ্যুতং ।
প্রসার্য্যাকুঞ্চয়েচ্চৈনং স্নেহসেকঞ্চ দাপয়েৎ ॥
এবং জানুনি গুল্‌ফে চ মণিবন্ধে চ কারয়েৎ ।

উভে তলে সমে কৃত্বা তলভগ্নস্য দেহিনঃ ॥
বধ্নীয়াদামতৈলেন পরিষেকঞ্চ কারয়েৎ।
প্রাগ্‌গোময়ময়ং পিণ্ডং ধারয়েন্মৃণ্ময়ং ততঃ ॥
হস্তে জাতবলে চাপি কুর্য্যাৎ পাষাণধারণং।
সন্নমুন্নময়েৎস্বিন্নমক্ষকং মুষলেন তু ॥
তথোন্নতং পীড়য়েচ্চ বধ্নীয়াদ্গাঢ়মেবচ।
উরুবদ্বাপি কর্ত্তব্যং বাহুভগ্নচিকিৎসিতং ॥
গ্রীবায়াং তু বিবৃত্তায়াং প্রবিষ্টায়ামধোঽপি চ।
অবটাবথহন্বোশ্চ প্রগৃহ্যোন্নময়েন্নরং ॥
তথা কুশান্ সমং দত্বা বস্ত্রপট্টেন বেষ্টয়েৎ ॥
উত্তানং শায়য়েচ্চৈনং সপ্তরাত্রমতন্দ্রিতঃ।
হন্বস্থিনী সমানীয় হনুসন্ধৌ বিসংহতে ॥
স্বেদয়িত্বা স্থিতে সম্যক্ পঞ্চাঙ্গীং বিতরেদ্ভিষক্।
বাতঘ্নমধুরৈঃ সর্পিঃ সিদ্ধং নস্যে চ পূজিতং ॥
অভগ্নাংশ্চলিতান্দন্তান্ সরক্তানবপীড়য়েৎ।
তরুণস্য মনুষ্যস্য শীতৈরালেপয়েদ্বহিঃ ॥
সিক্তাম্বুভিস্ততঃ শীতৈঃ সন্ধানীয়ৈরুপাচরেৎ।
উৎপলস্য চ নালেন ক্ষীরপানং বিধীয়তে ॥
জীর্ণস্যতু মনুষ্যস্য বর্জ্জয়েচ্চলিতান্ দ্বিজান্।
নাসাং সন্নাং বিবৃত্তাং বা ঋজ্বীং কৃত্বা শলাকয়া ॥
পৃথগ্‌নাসিকয়োর্নাড্যৌ দ্বিমুখৌ সংপ্রবেশয়েৎ।
ততঃ পট্টেন সংবেষ্ট্য ঘৃতসেকং প্রদাপয়েৎ ॥
ভগ্নং কর্ণঞ্চ বধ্নীয়াৎ সমং কৃত্বা ঘৃতপ্লুতং।
সদ্যঃক্ষতবিধানঞ্চ ততঃ পশ্চাৎ সমাচরেৎ ॥
মস্তুলুঙ্গাদ্বিনা ভিন্নে কপালে মধুসর্পিষী।
দত্বা ততো নিবধ্নীয়াৎ সপ্তাহঞ্চ পিবেদ্ঘৃতং ॥

পতনাদভিঘাতাদ্বা শূনমঙ্গং যদক্ষতং।
শীতান্ প্রদেহান্ সেকাংশ্চ ভিষক্ তস্যাবচারয়েৎ॥
অথ জঙ্ঘোরুভগ্নানাং কপাটশয়নং হিতং।
কীলকা বন্ধনার্থঞ্চ পঞ্চ কার্য্যা বিজানতা॥
যথা ন চলনং তস্য ভগ্নস্য ক্রিয়তে তথা।
সন্ধেরুভয়তো দ্বৌ দ্বৌ তলে চৈকশ্চ কীলকঃ॥
শ্রোণ্যাং বা পৃষ্ঠবংশে বা বক্ষস্যক্ষকয়োস্তথা।
ভগ্নসন্ধিবিমোক্ষেষু বিধিমেনং সমাচরেৎ॥
সন্ধীংশ্চিরবিমুক্তাংস্তু স্নিগ্ধান্ স্বিন্নান্ মৃদূকৃতান্।
উক্তৈর্ব্বিধানৈর্বুদ্ধ্যা চ সম্যক্ প্রকৃতিমানয়েৎ॥
কাণ্ডভগ্নে প্ররূঢ়ে তু বিষমোল্বণসংহিতে।
আপোথ্য শময়েদুগ্রং ততো ভগ্নবদাচরেৎ॥
কম্পয়েন্নির্গতং শুষ্কং ব্রণান্তেঽস্থি সমাহিতঃ।
সন্ধ্যন্তে বা ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ সব্রণে ব্রণভগ্নবৎ॥
ঊর্দ্ধকায়ে তু ভগ্নানাং মস্তিষ্কং কর্ণপূরণং।
ঘৃতপানং হিতং নস্যং প্রশাখাস্বনুবাসনং॥
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি তৈলং ভগ্নস্য সাধকং।
রাত্রৌ রাত্রৌ তিলান্ কৃষ্ণান্ বাসয়েদস্থিরে জলে॥
দিবা দিবা শোষয়িত্বা গবাং ক্ষীরেণ ভাবয়েৎ।
তৃতীয়ং সপ্তরাত্রং বা ভাবয়েন্মধুকাম্বুনা।
ততঃ ক্ষীরে পুনঃ পীতান্ সুশুষ্কাংশ্চূর্ণয়েদ্ভিষক্॥
কাকোল্যাদিং সযষ্ট্যাহ্বং মঞ্জিষ্ঠাং সারিবাং তথা।
কুষ্ঠং সর্জ্জরসং মাংসীং সুরদারু সচন্দনং॥
শতপুষ্পাঞ্চ সংচূর্ণ্য তিলচূর্ণেন যোজয়েৎ।
পীড়নার্থঞ্চ কর্ত্তব্যং সর্ব্বগন্ধশৃতং পয়ঃ॥
চতুর্গুণেন পয়সা তত্তৈলং বিপচেদ্ভিষক্।

এলামংশুমতীং পত্রং জীবকং তগরং তথা ॥
রোধ্রং প্রপৌণ্ডরীকঞ্চ তথা কালানুসারিণং।
সৈরেয়কং ক্ষীরশুক্লামনন্তাং সমধূলিকাং ॥
পিষ্ট্বা শৃঙ্গাটকং চৈব পূর্ব্বোক্তান্যৌষধানি চ।
এভিস্তদ্বিপচেত্তৈলং শাস্ত্রবিদ্‌মৃদুনাগ্নিনা ॥
এতত্তৈলং সদা পথ্যং ভগ্নানাং সর্ব্বকর্ম্মসু।
আক্ষেপকে পক্ষঘাতে তালুশোষে তথার্দ্দিতে।
মন্যাস্তম্ভে শিরোরোগে কর্ণশূলে হনুগ্রহে।
বাধির্য্যে তিমিরে চৈব যে চ স্ত্রীষু ক্ষয়ং গতাঃ ॥
পথ্যং পানে তথাভ্যঙ্গে নস্যে বস্তিষু ভোজনে।
গ্রীবাস্কন্ধোরসাং বৃদ্ধিরমুনৈবোপজায়তে ॥
মুখঞ্চ পদ্মপ্রতিমং সুসুগন্ধিসমীরণং।
গন্ধতৈলমিদং নাম্না সর্ব্ববাতবিকারনুৎ ॥
রাজার্হমেতৎ কর্ত্তব্যং রাজ্ঞামেব বিচক্ষণৈঃ।
ত্রপুসাক্ষপিয়ালানাং তৈলানি মধুরৈঃ সহ ॥
বসাং দত্বা যথালাভং ক্ষীরে দশগুণে পচেৎ।
স্নেহোত্তমমিদং চাশু কুর্য্যাদ্ভগ্নপ্রসাধনং ॥
পানাভ্যঞ্জননস্যেষু বস্তিকর্ম্মণি সেচনে।
ভগ্নং নৈতি যথাপাকং প্রযতেত তথা ভিষক্ ॥
পক্কমাংসসিরাস্নায়ু তদ্ধি কৃচ্ছ্রেণ সিধ্যতি।
ভগ্নং সন্ধিমনাবিদ্ধমহীনাঙ্গমনুল্বণং ॥
সুখচেষ্টাপ্রচারঞ্চ সংস্থিতং সম্যগাদিশেৎ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো বাতব্যাধিচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

আমাশয়গতে বাতে চ্ছর্দ্দয়িত্বা যথাক্রমং।
দেয়ঃ ষড়্ধরণো যোগঃ সপ্তরাত্রং সুখাম্বুনা॥
চিত্রকেন্দ্রযবে পাঠা কটুকাতিবিষাভয়া।
বাতব্যাধিপ্রশমনো যোগঃ ষড়্ধরণঃ স্মৃতঃ॥
পক্কাশয়গতে চাপি দেয়ং স্নেহবিরেচনং।
বস্তয়ঃ শোধনীয়াশ্চ প্রাশাশ্চ লবণোত্তরাঃ॥
কার্য্যো বস্তিগতে চাপি বিধির্ব্বস্তিবিশোধনঃ।
শ্রোত্রাদিষু প্রকুপিতে কার্য্যশ্চানিলহা ক্রমঃ॥
স্নেহাভ্যঙ্গোপনাহাশ্চ মর্দ্দনালেপনানি চ।
ত্বঙ্মাংসাসৃক্‌সিরাং প্রাপ্তে কুর্য্যাচ্চাসৃগ্বিমোক্ষণং॥
স্নেহোপনাহাগ্নিকর্ম্মবন্ধনোন্মর্দ্দনানি চ
স্নায়ুসন্ধ্যস্থিসং প্রাপ্তে কুর্য্যাদ্বায়াবতন্দ্রিতঃ॥
নিরুদ্ধেঽস্থনি বা বায়ৌ পাণিমন্থেন দারিতে।
নাড়ীং দত্বাস্থনি ভিষক্ চূষয়েৎপবনং বলী॥
শুক্রপ্রাপ্তেঽনিলে কার্য্যং শুক্রদোষচিকিৎসিতং।
অবগাহকুটীকর্ষূপ্রস্তরাভ্যঙ্গবস্তিভিঃ॥
জয়েৎ সর্ব্বাঙ্গজং বাতং সিরামোক্ষৈশ্চ বুদ্ধিমান্।
একাঙ্গগঞ্চ মতিমান্ শৃঙ্গৈশ্চাবস্থিতং জয়েৎ॥
বলাসপিত্তরক্তৈস্তু সংসৃষ্টমবিরোধিভিঃ।
সুপ্তিবাতেঽস্বগ্মোক্ষং কুর্য্যাত্তু বহুশো ভিষক্॥
দিহ্যাচ্চ লবণাগারধূমৈস্তৈলসমন্বিতৈঃ।
পঞ্চমূলীশৃতং ক্ষীরং ফলাম্লো রস এব চ॥
সুস্নিগ্ধো ধান্যযূষো বা হিতো বাতবিকারিণাং।

কাকোল্যাদিঃ সবাতঘ্নঃ সর্ব্বাম্লদ্রব্যসংযুতঃ ॥
সানূপোদকমাংসস্তু সর্ব্বস্নেহসমন্বিতঃ।
সুখোষ্ণঃ স্পষ্টলবণঃ শাল্বণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
তেনোপনাহং কুর্ব্বীত সর্ব্বদা বাতরোগিণাং।
কুঞ্চমানং রুজার্ত্তং বা গাত্রং স্তব্ধমথাপি বা ॥
গাঢ়ং পট্টৈর্নিবধ্নীয়াৎ ক্ষৌমকার্পাসকৌর্ণিকৈঃ।
বিড়ালনকুলোষ্ট্রাণাং চর্ম্মগোণ্যাং মৃগস্য বা ॥
প্রবেশয়েদ্বা স্বভ্যক্তং শাল্বণেনোপনাহিতং।
স্কন্ধবক্ষস্ত্রিকপ্রাপ্তং বায়ুং মন্যাগতং তথা ॥
বমনং হন্তি নস্যঞ্চ কুশলেন প্রযোজিতং।
শিরোগতং শিরোবস্তির্হন্তি বাস্বগ্নিমোক্ষণং ॥
স্নেহমাত্রাসহস্রন্তু ধারয়েত্তত্র যোগতঃ।
সর্বাঙ্গগতমেকাঙ্গস্থিতং বাপি সমীরণং ॥
রুণদ্ধি কেবলো বস্তির্বায়ুবেগমিবাচলঃ।
স্নেহস্বেদস্তথাভ্যঙ্গো বস্তিঃস্নেহবিরেচনং ॥
শিরোবস্তিঃ শিরঃস্নেহো ধূমঃ স্নৈহিক এব চ।
সুখোষ্ণঃ স্নেহগণ্ডূষো নস্যং স্নৈহিকমেব চ ॥
রসাঃ ক্ষীরাণি মাংসানি স্নেহাঃ স্নেহান্বিতঞ্চ যৎ।
ভোজনানি ফলাম্লানি স্নিগ্ধানি লবণানি চ ॥
সুখোষ্ণশ্চ পরীবেকস্তথা সংবাহনানি চ।
কুঙ্কুমাগুরুপত্রাণি কুষ্ঠৈলাতগরাণি চ ॥
কৌশেয়ৌর্ণিকরোমাণি কার্পাসানি গুরূণি চ।
নিবাতাতপযুক্তানি তথা গর্ভগৃহাণি চ ॥
মৃদ্বী শয্যাগ্নিসন্তাপো ব্রহ্মচর্য্যং তথৈব চ।
সমাসেনৈবমাদীনি যোজ্যান্যনিলরোগিষু ॥

ত্রিবৃদ্দন্তীসুবর্ণক্ষীরীসপ্তলাশঙ্খিনীত্রিফলাবিড়ঙ্গানামক্ষসমাঃ কল্কা

বিল্বমাত্রঃ কল্কস্তিল্বকমূলকম্পিল্লকয়োস্ত্রিফলারসদধিপাত্রে দ্বে দ্বে ঘৃতপাত্রমেকং তদৈকধ্যং সংসৃজ্য বিপচেত্তিল্বকসর্পিরেতৎস্নেহবিরেচনমুপদিশন্তি বাতরোগেষু। তিল্বকবিধিরেবাশোকরম্যকয়োর্দ্রষ্টব্যঃ।

তিলপরিপীড়নোপকরণকাষ্ঠান্যাহৃত্যানল্পকালং তৈলপরিপীতান্যণূনি খণ্ডশঃ কল্পয়িত্বাবক্ষুদ্য মহতি কটাহে পানীয়ে আপ্লাব্য কাথয়েত্ততঃ স্নেহমম্বুপৃষ্ঠাদুদ্ধরেদেতি তৎসরকপাণ্যোরন্যতরেণাদায় বাতঘ্নৌষধপ্রতীবাপঞ্চ স্নেহপাককল্পেন বিপচেদেতদণুতৈলমুপদিশন্তি বাতরোগেষু। অণুভ্যস্তৈলদ্রব্যেভ্যো নিষ্পাদ্যত ইত্যণুতৈলং।

অথ মহাপঞ্চমূলকাষ্ঠৈর্ব্বহুভিরবদহ্যাবনিপ্রদেশমসিতমুষিতমেকরাত্রমুপশান্তেঽগ্নাবপোহ্য ভস্ম নিরন্তাং ভূমিং বিদারিগন্ধাদিসিদ্ধেন তৈলঘটশতেন তুল্যপয়সাভিষিচ্যৈকরাত্রমবস্থাপ্য ততো যাবতী মৃত্তিকা স্নিগ্ধা স্যাত্তামাদায়োষ্ণোদকেন মহতি কটাহেঽভ্যাসিঞ্চেত্তত্র যত্তৈলমুত্তিষ্ঠেত্তৎপাণিভ্যাং পর্য্যাদায় স্বনুগুপ্তং নিদধ্যাৎ। ততস্তৈলং বাতহরৌষধক্বাথমাংসরসক্ষীরাম্লভাগসহস্রেণ সহস্রপাকং বিপচেদ্যাবতা কালেন শক্নোতি পক্তুং প্রতিবাপশ্চাত্র হৈমবতা দক্ষিণাপথগাশ্চ গন্ধা বাতঘ্নানি চ তস্মিন্ সিধ্যতি শঙ্খানাধ্মাপয়েদ্দুন্দুভিং ঘাতয়েচ্ছত্রং ধারয়েদ্বালব্যজনৈশ্চ বীজয়েদ্ব্রাহ্মণসহস্রং ভোজয়েৎ তৎসাধু সিদ্ধমবতার্য্য সৌবর্ণে রাজতে মৃন্ময়ে বা পাত্রে স্বনুগুপ্তং নিদধ্যাত্তদেতৎ সহস্রপাকমপ্রতিবারবীর্য্যং রাজার্হং তৈলমেবং ভাগশতবিপক্বং শতপাকং।

গন্ধর্ব্বহস্তকমুষ্ককনক্তমালাটরূষকপূতীকারগ্বধচিত্রকাদীনাং পত্রাণ্যার্দ্রাণি লবণেন সহোদূখলেঽবক্ষুদ্য স্নেহঘটে প্রক্ষিপ্যাবলিপ্য গোশকৃদ্ভির্দাহয়েদেতৎপত্রলবণমুপদিশন্তি বাতরোগেষু। পত্রলবণং।

এবং স্নুহীকাণ্ডবার্ত্তাকুশিগ্রুলবণানি সংক্ষুদ্য ঘটং পূরয়িত্বা

সর্পিস্তৈলবসামজ্জভিঃ প্রক্ষিপ্যাবলিপ্য গোশকৃদ্ভির্দাহয়েদেতৎস্নেহ-লবণমুপদিশন্তি বাতরোগেষু। কাণ্ডলবণং।

গণ্ডীরপলাশকুটজবিল্বার্কস্নুহ্যপামার্গপাটলাপারিভদ্রকনাদেয়ী-কৃষ্ণগন্ধানীপনির্দ্দহন্যটরূষকনক্তমালকপূতিকবৃহতীকণ্টকারিকাভল্লা-তকেঙ্গুদীবৈজয়ন্তীকদলীবর্ষাভূহ্রীবেরক্ষুরকেন্দ্রবারুণীশ্বেতমোক্ষকা-শোকা ইত্যেবং বর্গং সমূলপত্রশাখমার্দ্রমাহৃত্য লবণেন সহ সংসৃষ্টং-পূর্ব্ববদ্দগ্ধ্বা ক্ষারকল্পেন পরিস্রাব্য বিপচেদেতৎপ্রতিবাপশ্চাত্র-হিঙ্গ্বাদিভিঃ পিপ্পল্যাদিভির্ব্বা। ইত্যেতৎকল্যাণকলবণং বাতরো-গেষু গুল্মপ্লীহাগ্নিষঙ্গাজীর্ণার্শোঽরোচকার্ত্তানাং কাসাদিভিরুপক্রা-ন্তানাং চোপদিশন্তি পানভোজনেষ্বিতি।

ভবতি চাত্র।

বিষ্যন্দনাদ্রূক্ষভাবাদ্দোষাণাঞ্চ বিপাচনাৎ।
সংস্কারপাচনাচ্চেদং বাতরোগেষু শস্যতে।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো মহাবাতব্যাধি চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

দ্বিবিধং বাতশোণিতমুত্তানমবগাঢ়ঞ্চেত্যেকে ভাষন্তে তত্তু ন সম্যক্কুষ্ঠবদুত্তানং ভূত্বা কালান্তরেণাবগাঢ়ীভবতি তস্মান্ন দ্বিবিধং।

তত্র বলবদ্বিগ্রহাদিভিঃ প্রকুপিতস্য বায়োর্গুরুরূক্ষাধ্যশনশী-লস্য প্রদুষ্টং শোণিতং মার্গমাবৃত্য বাতেন সহৈকীভূতং যুগপদ্বা-তরক্তনিমিত্তাং বেদনাং জনয়তীতি বাতরক্তং তত্তু পূর্ব্বং হস্তপাদ-য়োরবস্থানং কৃত্বা পশ্চাদ্দেহং ব্যাপ্নোতি। তস্য পূর্ব্বরূপাণি তোদদাহকণ্ডূশোফস্তম্ভত্বক্পারুষ্যসিরাস্নায়ুধমনিস্পন্দনসক্থিদৌর্ব্ব-

ল্যামি শ্যাবরক্তমণ্ডলোৎপত্তিশ্চাকস্মাৎপাণিপাদতলাঙ্গুলিগুল্ফপ্রভৃতিষু। তত্রাপ্রতিকারিণোঽপচারিণশ্চ রোগো ব্যক্তস্তস্য লক্ষণমুক্তং তত্রা প্রতিকারিণো বৈকল্যং ভবতি ৷

ভবতি চাত্র ৷

প্রায়শঃ সুকুমারাণাং মিথ্যাহারবিহারিণাং ৷
স্থূলানাং সুখিনাং চাপি বাতরক্তং প্রকুপ্যতি ॥

তত্রপ্রাণমাংসক্ষয়পিপাসাজ্বরমূর্চ্ছাশ্বাসকাসস্তম্ভারোচকাবিপাকবিসরণসঙ্কোচৈরনুপদ্রুতং বলবন্তমাত্মবন্তমুপকরণবন্তং চোপক্রমেৎ ৷

তত্রাদাবেব বহুবাতরুক্ষম্লানাঙ্গাদৃতে মার্গাবরণাদ্দুষ্টশোণিতমসকৃদল্পাল্পমবসিঞ্চেদ্বাতকোপভয়াত্ততো বমনাদিভিরুপক্রমৈরুপপাদ্য প্রতিসংসৃষ্টভক্তং বাতপ্রবলে পুরাণঘৃতং পায়য়েদজাক্ষীরং চার্দ্ধতৈলং মধুকাক্ষযুক্তং শৃগালবিন্নাসিদ্ধং বা শর্করামধুমধুরং শুণ্ঠীশৃঙ্গাটককশেরুকসিদ্ধং বা শ্যামারাস্নাসুষবীশৃগালবিন্নাপীলুশতাবরীশ্বদংষ্ট্রাদ্বিপঞ্চমূলীসিদ্ধং বা। দ্বিপঞ্চমূলীক্বাথাষ্টগুণসিদ্ধেন চ পয়সা মধুকমেষশৃঙ্গীশ্বদংষ্ট্রাসরলভদ্রদারুবচাসুরভিকল্কপ্রতীবাপং তৈলং পাচয়িত্বা পানাদিষূপযুঞ্জীত শতাবরীময়ূরকমধুকক্ষীরবিদারীবলাতিবলাতৃণপঞ্চমূলীক্বাথসিদ্ধং বা কাকোল্যাদিপ্রতিবাপং বলাতৈলং শতপাকঞ্চেতি। বাতহরমূলসিদ্ধেন চ পয়সা পরিষেচনমন্নেন বা কুর্ব্বীত। যবমধুকৈরণ্ডতিলবর্ষাভূভির্ব্বা প্রদেহঃ কার্য্যঃ।

তত্র চূর্ণিতেষু যবগোধূমতিলমুদ্গমাষেষু প্রত্যেকশঃ কাকোলীক্ষীরকাকোলীজীবকর্ষভকবলাতিবলাবিসমৃণালশৃগালবিন্নামেষশৃঙ্গীপিয়ালশর্করাকশেরুকসুরভিবচাকল্কমিশ্রেষুপনাহার্থং সর্পিস্তৈলবসামজ্জদুগ্ধসিদ্ধাঃ পঞ্চ পায়সা ব্যাখ্যাতাঃ। স্নৈহিকফলসারোৎকারিকা বা। চূর্ণিতেষু যবগোধূমতিলমুদ্গমাষেষু বিচিত্রমৎস্যপিশিতবেশবারো বা। বিল্বপেশিকাতগরদেবদারুসরলারাস্নাহরেণু কুষ্ঠ-

শতপুষ্পাসুরাদধিমস্তুযুক্তঃ উপনাহঃ। মাতুলুঙ্গাম্লসৈন্ধবঘৃতমিশ্রো মধুশিগ্রুমূলমালেপে তিলকল্কশ্চেতি বাতপ্রবলে।

পিত্তপ্রবলে দ্রাক্ষারেবতকট্‌ফলপয়স্যামধুকচন্দনকাশ্মর্য্যকষায়ং শর্করামধুমধুরং পায়য়েৎ। শতাবরীমধুকপটোলত্রিফলকটুরোহিণীকষায়ং গুড়ূচীকষায়ং বা পিত্তজ্বরহরচন্দনাদিকষায়ং শর্করামধুমধুরং তিক্তকষায়সিদ্ধং বা সর্পিঃ।

বিসমৃণালভদ্রশ্রিয়পদ্মককষায়েণার্দ্ধক্ষীরেণ পরিষেকঃ। ক্ষীরেক্ষুরসমধুশর্করাতণ্ডুলোদকৈর্ব্বা দ্রাক্ষেক্ষুকষায়মিশ্রের্মস্তুমধুধান্যাম্লেজীবনীয়সিদ্ধেন বা সর্পিষাভ্যঙ্গঃ।

শতধৌতঘৃতেন বা কাকোল্যাদিকল্কবিপক্বেন বা সর্পিষা শালিষষ্টিকনলবঞ্জুলতালীশশৃঙ্গাটকগলোড্যগৌরীগৈরিকশৈবলপদ্মকপদ্মপত্রপ্রভৃতিভির্ধান্যাম্লপিষ্টৈঃ প্রদেহোঘৃতমিশ্রঃ। বাতপ্রবলেঽপ্যেব সুখোষ্ণঃ প্রদেহঃ কার্য্যঃ। রক্তপ্রবলেঽপ্যেবং বহুশশ্চ শোণিতমবসেচয়েৎ শীততমাশ্চ প্রদেহাঃ কার্য্যা ইতি।

শ্লেষ্মপ্রবলে ত্বামলকহরিদ্রাকষায়ং মধুমধুরং পায়য়েৎ। ত্রিফলাকষায়ং বা মধুকশৃঙ্গবেরহরীতকীতিক্তরোহিণীকল্কং বা সক্ষৌদ্রমূত্রং তোয়েন গুড়হরীতকীং বা ভক্ষয়েৎ।

তৈলমূত্রক্ষারোদকসুরাশুক্তকফঘ্নৌষধনিঃক্বাথৈঃ পরিষেকঃ। আরগ্বধাদিকষায়ৈর্ব্বোষ্ণৈঃ। মস্তুমূত্রসুরাশুক্তমধুকসারিবা পদ্মকসিদ্ধং বা ঘৃতমভ্যঙ্গঃ। তিলসর্ষপাতসীযবচূর্ণানি শ্লেষ্মাতককপিত্থমধুশিগ্রুমিশ্রাণি ক্ষারমূত্রপিষ্টঃ প্রদেহঃ।

শ্বেতসর্ষপকল্কঃ তিলাশ্বগন্ধাকল্কঃ পিয়ালশেলুকপিত্থত্বক্‌কল্কঃ মধুশিগ্রুপুনর্নবা কল্কঃ ব্যোষতিক্তাপৃথকৃপর্ণীবৃহতীকল্কইত্যেতে পঞ্চ প্রদেহাঃ সুখোষ্ণাঃ ক্ষারোদকপিষ্টাঃ।

শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহত্যৌ বা ক্ষীরপিষ্টাস্তপণমিশ্রাঃ। সংসর্গে সন্নিপাতে চ ক্রিয়াপথমুক্তং মিশ্রং কুর্য্যাৎ।

সর্ব্বেষু গুড়হরীতকীং বা সেবেত পিপ্পলীর্ব্বা ক্ষীরপিষ্টা বারি-পিষ্টা বা পঞ্চাভিবৃদ্ধ্যা দশাভিবৃদ্ধ্যা বা পিবেৎ ক্ষীরৌদনাহারো দশরাত্রং ভূয়শ্চাপকর্ষয়েদেবং যাবৎপঞ্চদশ চেতি তদেতৎপিপ্পলী-বর্দ্ধমানকং বাতশোণিতবিষমজ্বরারোচকপাণ্ডুরোগপ্লীহোদরার্শঃ-কাসশ্বাসশোফশোষাগ্নিসাদহৃদ্রোগোদরাণ্যুপহন্তি।

জীবনীয়প্রতীবাপং সর্পিঃ পয়সা পাচয়িত্বা হভ্যঞ্জেৎ।

সহাসহদেবাচন্দনমূর্ব্বামুস্তাপিয়ালশতাবরীকশেরুপদ্মকমধুকশত-পুষ্পাকুষ্ঠানি ক্ষীরপিষ্টঃ প্রদেহো ঘৃতমণ্ডযুক্তঃ।

সৈরেয়কাটরূষকবলাতিবলাজীবন্তীসুষবীকল্কো বা ছাগক্ষীর-পিষ্টঃ।

কাশ্মর্য্যমধুকতর্পণকল্কো বা মধূচ্ছিষ্টমঞ্জিষ্ঠাসর্জ্জরসসারিবা-ক্ষীরসিদ্ধং পিণ্ডতৈলমভ্যঙ্গঃ।

সর্ব্বেষু চ পুরাণঘৃতমামলকরসবিপক্কং বা পানার্থে। জীবনীয়-সিদ্ধং পরিষেকার্থে কাকোল্যাদিক্বাথকল্কসিদ্ধং বা সুষবীক্বাথসিদ্ধং বা কারবেল্লকক্বাথমাত্রসিদ্ধং বা। বলাতৈলং বা পরিষেকাবগাহ-বস্তিভোজনেষু শালিষষ্টিকযবগোধূমান্নমনবং ভুঞ্জীত পয়সা জাঙ্গল-রসেন বা মুদ্গাযূষেণ বানান্নেন।

শোণিতমোক্ষঞ্চাভীক্ষ্ণং কুর্ব্বীত। উচ্ছ্রিতদোষে চ বমনবিরে-চনাস্থাপনানুবাসনকর্ম্ম কর্ত্তব্যং।

ভবন্তি চাত্র।

এবমাঢ্যৈঃ ক্রিয়াযোগৈরচিরোৎপতিতং সুখং।
বাতাসৃক্ সাধ্যতে বৈদ্যৈর্যাপ্যতে তু চিরোত্থিতং॥
উপনাহপরীষেকপ্রদেহাভ্যঞ্জনানি চ।
শরণান্যপ্রবাতানি মনোজ্ঞানি মহান্তি চ।
মৃদুগণ্ডোপধানানি শয়নানি সুখানি চ।
বাতরক্তে প্রশস্যন্তে মৃদুসংবাহনানি চ॥

ব্যায়ামং মৈথুনং কোপমুষ্ণাম্ললবণাশনং।
দিবাস্বপ্নমভিস্যন্দি গুরু চান্নং বিবর্জ্জয়েৎ।

অপতানকিনমস্রস্তাক্ষমবক্রভ্রুবমস্তব্ধমেঢ়ুমস্বেদনমবেপনমপ্রলাপিনমখট্টাপাতিনমবহিরায়ামিনং চোপক্রমেৎ।

তত্র প্রাগেব স্নেহাভ্যক্তং স্বিন্নশরীরমবপীড়নেন তীক্ষ্ণেনোপক্রমেত শিরঃশুদ্ধ্যর্থং। অনন্তরঞ্চ বিদারিগন্ধাদিক্বাথমাংসরসক্ষীরদধিপক্বং সর্পিরচ্ছং পায়য়েৎ তথা হি নাতিমাত্রং বায়ুঃ প্রসরতি। ততো ভদ্রদার্ব্বাদিবাতঘ্নগণমাহৃত্য সযবকোলকুলত্থসানূপৌদকমাংসং পঞ্চবর্গমেকতঃ প্রক্বাথ্য তমাদায় কষায়মম্লক্ষীরৈঃ সহোন্মিশ্র্য সর্পিস্তৈলবসামজ্জভিঃ সহ বিপচেন্মধুরকপ্রতীবাপং তদেতত্ত্রৈবৃতমপতানকিনাং পরিষেকাবগাহাভ্যঙ্গপানভোজনানুবাসননস্যেষু বিদধ্যাৎ। যথোক্তৈশ্চ স্বেদবিধানৈঃ স্বেদয়েৎ। বলীয়সি বাতে সুখোষ্ণতুষবুসকরীষপূর্ণে কূপে নিদধ্যাদামুখাৎ। তপ্তায়াং বাঙ্গারচুল্ল্যাং তপ্তায়াং বা শিলায়াং সুরাপরিষিক্তায়াং পলাশদলচ্ছন্নায়াং শায়য়েৎ। কৃশরাবেশবারপায়সৈর্ব্বা স্বেদয়েৎ।

মূলকোরুবূকস্ফূর্জ্জার্জ্জকার্কশপুলাশশঙ্খিনীস্বরসসিদ্ধং তৈলমপতানকিনাং পরিষেকাদিষূপযোজ্যং। অভুক্তবতা পীতমম্লং দধিমরিচবচাযুক্তমপতানকং হন্তি তৈলসর্পির্ব্বসাক্ষৌদ্রাণি চ। এতচ্ছুদ্ধবাতাপতানকবিধানমুক্তং সংসৃষ্টে সংসৃষ্টং কর্ত্তব্যং। বেগান্তেষু চাবপীড়ং দদ্যাৎ। তাম্রচূড়কর্কটকৃষ্ণমৎস্যশিশুমারবরাহবসাশ্চাসেবেত। ক্ষীরাণি বা বাতহরসিদ্ধানি যবকোলকুলত্থমূলকদধিঘৃততৈলসিদ্ধাং বা যবাগূং স্নেহবিরেচনাস্থাপনানুবাসনৈশ্চৈবং দশরাত্রাহতবেগমুপক্রমেৎ। বাতব্যাধিচিকিৎসিতং চাবেক্ষেত রক্ষাকর্ম্ম চ কুর্য্যাদিতি।

পক্ষাঘাতোপদ্রুতমম্লানগাত্রং সরুজমাত্মবন্তমুপকরণবন্তং চোপক্রমেৎ। তত্র প্রাগেব স্নেহস্বেদোপপন্নং মৃদুনা শোধনেন সং-

শোধ্যামুবাস্যাস্থাপ্য চ যথাকালমাক্ষেপকবিধানেনোপচরেৎ। বৈশেষিকশ্চাত্র মস্তিষ্ক্যশিরোবস্তিশ্চাণুতৈলমভ্যঙ্গার্থে শাল্বণমুপনাহার্থে বলাতৈল মনুবাসনার্থে। এবমতন্দ্রিতস্ত্রীংশ্চতুরো বা মাসান্ ক্রিয়াপথমুপসেবেত।

মন্যাস্তম্ভেঽপ্যেতদেব বিধানং বিশেষতো বাতশ্লেষ্মহরৈর্নস্যৈ রূক্ষস্বেদৈশ্চোপচরেৎ।

অপতন্ত্রকাতুরং নাপতর্পয়েৎ। বমনানুবাসনাস্থাপনানি ন নিষেবেত। বাতশ্লেষ্মোপরুদ্ধোচ্ছ্বাসং তীক্ষ্ণৈঃ প্রধ্মাপনৈর্মোক্ষয়েৎ। তুম্বুরুপুষ্করাহ্বহিঙ্গুগ্রন্থিবেতসপথ্যালবণত্রয়ং যবক্বাথেন পাতুং প্রযচ্ছেৎ পথ্যাশতার্দ্ধে সৌবর্চ্চলদ্বিপলে চতুর্গুণে পয়সি সর্পিঃপ্রস্থং সিদ্ধং বাতশ্লেষ্মাপনুচ্চ কর্ম্ম কুর্য্যাৎ।

অর্দ্দিতাতুরং বলবন্তমুপকরণবন্তঞ্চ বাতব্যাধিবিধানেনোপচরেদ্বৈশেষিকৈশ্চ মস্তিষ্কশিরোবস্তিনস্যধূমোপনাহস্নেহনাড়ীস্বেদাদিভিঃ। ততঃ সতৃণং মহাপঞ্চমূলং কাকোল্যাদিং বিদারিগন্ধাদিমৌদকানূপমাংসং তথৈবৌদককন্দাংশ্চ সংহৃত্য দ্বিগুণোদকে ক্ষীরদ্রোণে নিষ্কাথ্য পাদাবশিষ্টমবতার্য্য পরিস্রাব্য তৈলপ্রস্থেনোন্মিশ্র্য পুনরগ্নাবধিশ্রয়েৎ ততস্তৈলং ক্ষীরানুগতমবতার্য্য শীতীভূতমভিমথ্নীয়াত্তত্র যঃ স্নেহ উত্তিষ্ঠেত্তমাদায় মধুরৌষধসহাক্ষীরযুক্তং বিপচেদেতৎক্ষীরতৈলমর্দ্দিতাতুরাণাং পানাভ্যঙ্গাদিষূপযোজ্যং। তৈলহীনং বা ক্ষীরসর্পিরক্ষিতর্পণমিতি॥

গৃধ্রসীবিশ্বাচীক্রোষ্টুকশিরঃখঞ্জপঙ্গুলবাতকণ্টকপাদদাহপাদহর্ষাববাহুকবাধির্য্যধমনীগতবাতরোগেষু যথোক্তং যথোদ্দেশঞ্চ সিরাব্যধং কুর্য্যাদন্যত্রাববাহুকাদ্বাতব্যাধিচিকিৎসিতং চাবেক্ষেত।

কর্ণশূলে তু শৃঙ্গবেররসং তৈলমধুসংসৃষ্টং সৈন্ধবোপহিতং সুখোষ্ণং কর্ণে দদ্যাদজামূত্রং মধুতৈলানি বা মাতুলুঙ্গদাড়িমতিন্তিড়ীকস্বরসমূত্রসিদ্ধং তৈলং শুক্তসুরাতক্রমূত্রলবণসিদ্ধং বা। নাড়ী-

স্বেদৈশ্চ স্বেদয়েৎ। বাতব্যাধিচিকিৎসাং চাবেক্ষেত। ভূয়শ্চোত্তরে বক্ষ্যামঃ।

তূণীপ্রতূণ্যোঃ স্নেহলবণমুদকেন পায়য়েৎ পিপ্পল্যাদিচূর্ণং বা হিঙ্গুযবক্ষারপ্রগাঢ়ং বা সর্পির্ব্বস্তিভিশ্চৈনমুপক্রমেৎ।

আধ্মানে ত্বপতর্পণপাণিতাপদীপনচূর্ণফলবর্ত্তিক্রিয়াপাচনীয়বস্তিভিরুপচরেৎ। লঙ্ঘনানন্তরং চান্নকালে ধান্যকঞ্জীরকাদিদীপনসিদ্ধান্যন্নানি। প্রত্যাধ্মানে ছর্দ্দনাপতর্পণদীপনানি কুর্য্যাৎ।

অষ্ঠীলাপ্রত্যষ্ঠীলয়োর্গু ল্মাভ্যন্তরবিদ্রধিবৎক্রিয়াবিভাগ ইতি।

হিঙ্গুত্রিকটুবচাজমোদাধন্যাজগন্ধাদাড়িমতিন্তিড়ীকপাঠাচিত্রকযবক্ষারসৈন্ধববিড়সৌবর্চ্চলস্বর্জ্জিকাপিপ্পলীমূলাম্লবেতসসঠীপুষ্করমূলহপুষাচব্যাজাজীপথ্যাশ্চূর্ণয়িত্বা মাতুলুঙ্গাম্লেন বহুশঃ পরিভাব্যাক্ষমাত্রাং গুটিকাং কারয়েত্ততঃপ্রাতরেকৈকাং বাতবিকারীভক্ষয়েৎ। অথৈষযোগঃ কাসশ্বাসগুল্মোদরারোচকহৃদ্রোগাধ্মানপার্শ্বোদরবস্তিশূলানাহমূত্রকৃচ্ছ্রপ্লীহার্শস্তূণীপ্রতূণীরপহন্তি।

ভবন্তি চাত্র।

কেবলো দোষযুক্তো বা ধাতুভির্ব্বারতোঽনিলঃ।
বিজ্ঞেয়ো লক্ষণোহাভ্যাং চিকিৎসা বাঽবিরোধতঃ॥
রুজাবন্তং ঘনং শীতং শোফং মেদোযুতোঽনিলঃ।
করোতি যস্য তং বৈদ্যঃ শোথবৎসমুপাচরেৎ॥
কফমেদোবৃতো বায়ুর্যদোরূ প্রতিপদ্যতে।
তদাঙ্গমর্দ্দশৈথিল্যরোমহর্ষরুজাজ্বরৈঃ॥
নিদ্রয়া চার্দ্দিতৌ স্তব্ধৌ শীতলাবপ্রচেতনৌ।
গুরুকাবস্থিরাবূরূ ন স্বাবিব চ মন্যতে॥
তমূরুস্তম্ভমিত্যাহুরাঢ্যবাতমথাপরে।
স্নেহবর্জ্জং পিবেত্তত্র চূর্ণং ষট্ধরণং নরঃ॥

হিতমুষ্ণাম্বুনা তদ্বৎ পিপ্পল্যাদিগণৈঃ কৃতং ।
লিহ্যাদ্বা ত্রৈফলং চূর্ণং ক্ষৌদ্রেণ কটুকান্বিতং ॥
মূত্রৈর্ব্বা গুগ্‌গুলুং শ্রেষ্ঠং পিবেদ্বাপি শিলাজতুন
ততো হন্তি কফাক্রান্তং সমেদস্কং প্রভঞ্জনং ॥
হৃদ্রোগমরুচিং গুল্মং তথাভ্যন্তরবিদ্রধিং ।
সক্ষারমূত্রস্বেদাংশ্চ রুক্ষাণ্যুৎসাদনানি চ ॥
কুর্য্যাদ্দিহ্যাচ্চ মূত্রাঢ্যৈঃ করঞ্জফলসর্ষপৈঃ ।
ভোজ্যাঃ পুরাণশ্যামাককোদ্রবোদ্দালশালয়ঃ ॥
শুষ্কমূলকযূষেণ পটোলস্য রসেন বা ।
জাঙ্গলৈরঘৃতৈর্মাংসৈঃ শাকৈশ্চালবণৈর্হিতৈঃ ॥
যদা স্যাত্তাং পরিক্ষীণে ভূয়িষ্ঠে কফমেদসী ।
তদা স্নেহাদিকং কর্ম্ম পুনরত্রাবচারয়েৎ ॥
সুগন্ধিঃ সুলঘুঃ সূক্ষ্মস্তীক্ষ্ণোষ্ণঃ কটুকো রসঃ ।
কটুপাকঃ সরো হৃদ্যো গুগ্‌গুলুঃ স্নিগ্ধপিচ্ছিলঃ ॥
স নবো বৃংহণো বৃষ্যঃ পুরাণস্ত্বপকর্ষণঃ ।
তৈক্ষ্ণৌষ্ণ্যাৎ কফবাতঘ্নঃ সরত্বান্মলপিত্তনুৎ ॥
সৌগন্ধ্যাৎ পূতিকোষ্ঠঘ্নঃ সৌক্ষ্ম্যাচ্চানলদীপনঃ ।
তম্প্রাতস্ত্রিফলাদার্ব্বীপটোলকুশবারিভিঃ ॥
পিবেদাবাপ্য বা মূত্রৈঃ ক্ষারৈরুষ্ণোদকেন বা ।
জীর্ণে যূষরসক্ষীরৈর্ভুঞ্জানো হন্তি মাসতঃ ॥
গুল্মং মেহমুদাবর্ত্তমুদরং সভগন্দরং ।
কৃমিকণ্ডুরুচিশ্চিত্রাণ্যর্ব্বুদগ্রন্থিমেব চ ॥
নাড্যাঢ্যবাতশ্বয়থুকুষ্ঠদুষ্টব্রণাংশ্চ সঃ ।
কোষ্ঠসন্ধ্যস্থিগং বায়ুং বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অথাতোঽর্শসাং চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

চতুর্বিধোঽর্শসাং সাধনোপায়ঃ। তদ্যথা ভেষজং ক্ষারোঽগ্নিঃ শস্ত্রমিতি। তত্রাচিরকালজাতান্যল্পদোষলিঙ্গোপদ্রবাণি ভেষজ-সাধ্যানি মৃদুপ্রসৃতাবগাঢ়ান্যুচ্ছ্রিতানি ক্ষারেণ। কর্কশস্থিরপৃথুকঠি-নান্যগ্নিনা। তনুমূলান্যুচ্ছ্রিতানি ক্লেদবন্তি চ শস্ত্রেণ। তত্র ভেষজ-সাধ্যানামর্শসামদৃশ্যানাঞ্চ ভেষজং ভবতি ক্ষারাগ্নিশস্ত্রসাধ্যানাস্তু বিধানমুচ্যমানমুপধারয়।

তত্র বলবন্তমাতুরমর্শোভিরুপদ্রুতমুপস্নিগ্ধং পরিস্বিন্নমনিলবেদ-নাভিবৃদ্ধিপ্রশমার্থং স্নিগ্ধমুষ্ণমল্পমন্নং দ্রবপ্রায়ং ভুক্তবন্তমুপবেশ্য সম্ভৃতে শুচৌ দেশে সাধারণে ব্যভ্রে কালে সমে ফলকে শয্যায়াং বা প্রত্যাদিত্যগুদমন্যস্যোৎসঙ্গে নিষণ্ণপূর্ব্বকায়মুত্তানং কিঞ্চিদুন্নত-কটিকং বস্ত্রকম্বলকোপবিষ্টং যন্ত্রশাটকেন পরিক্ষিপ্তগ্রীবাসকথং পরিকর্ম্মিভিঃ সুপরিগৃহীতমস্পন্দনশরীরং কৃত্বা ততোঽস্মিন্ ঘৃতাভ্যক্তং যন্ত্রমৃজ্বগুমুখং পায়ৌ শনৈঃ শনৈঃ প্রবাহমাণস্য প্রণিধায় প্রবিষ্টে চার্শো বীক্ষ্য শলাকয়োঽপীড্য পিচুবস্ত্রয়োরন্যতরেণ প্রমৃজ্য ক্ষারং পাতয়েৎ পাতয়িত্বা চ পাণিনা যন্ত্রদ্বারং পিধায় বাক্‌শতমাত্রমুপে-ক্ষেত। ততঃ প্রমৃজ্য ক্ষারবলং ব্যাধিবলঞ্চাবেক্ষ্য পুনরালেপয়েৎ। অথার্শঃ পক্বজাম্ববপ্রতীকাশমভিসমীক্ষ্যাবসন্নমীষন্নতমুপাবর্ত্তয়েৎ। ক্ষারং প্রক্ষালয়েদ্ধান্যাম্লেন দধিমস্তুশুক্তফলাম্লৈর্ব্বা ততো যষ্টীমধুক-মিশ্রেণ সর্পিষা নির্ব্বাপ্য যন্ত্রমপনীয়োত্থাপ্যাতুরমুষ্ণোদকোপবিষ্টং শীতাভিরদ্ভিঃ পরিষিঞ্চেদশীতাভিরিত্যেকে। ততো নির্ব্বাতমাগারং প্রবেশ্যাচারিকমাদিশেৎ সাবশেষং পুনর্দ্দহেৎ। এবং সপ্তরাত্রাৎ সপ্তরাত্রাদেকৈকমুপক্রমেত তত্র বহুষু পূর্ব্বং দক্ষিণং সাধয়েদক্ষিণা-দ্বামং বামাৎ পৃষ্ঠজং ততোঽগ্রজমিতি।

তত্র বাতশ্লেষ্মনিমিত্তান্যগ্নিক্ষারাভ্যাং সাধয়েৎ ক্ষারেণৈব মৃদুনা পিত্তরক্তনিমিত্তানি। তত্র বাতানুলোম্যমন্নরুচিরগ্নিদীপ্তির্লাঘবং বলবর্ণোৎপত্তির্মনস্তুষ্টিরিতি সম্যগ্দগ্ধলিঙ্গানি। অতিদগ্ধে তু গুদাবদরণং দাহো মূর্চ্ছা জ্বরঃ পিপাসা শোণিতাতিপ্রবৃত্তিস্তন্নিমিত্তাশ্চোপদ্রবা ভবন্তি। শ্যামাল্পব্রণতা কণ্ডূরনিলবৈগুণ্যমিন্দ্রিয়াণামপ্রসাদো বিকারস্য চাশান্তির্হীনদগ্ধে। মহান্তি চ প্রাণবতশ্ছিত্ত্বা দহেৎ। নির্গতানি চাত্যর্থং দোষপূর্ণানি যন্ত্রাদ্বিনা স্বেদাভ্যঙ্গস্নেহাবগাহোপনাহবিস্রাবণালেপক্ষারাগ্নিশস্ত্রৈরুপাচরেৎ। প্রবৃত্তরক্তানি চ রক্তপিত্তবিধানেন ভিন্নপুরীষাণি চাতীসারবিধানেন বদ্ধবর্চ্চাংসি স্নেহপানবিধানেনোদাবর্ত্তবিধানেন বা। এষ সর্ব্বস্থানগতানামর্শসাং দহনকল্পঃ।

আসাদ্য চ দর্ব্বীকূর্চ্চকশলাকানামন্যতমেন ক্ষারং পাতয়েৎ। ভ্রষ্টগুদস্য তু বিনা যন্ত্রেণ ক্ষারাদিকর্ম্ম প্রযুঞ্জীত সর্ব্বেষু চ শালিষষ্টিকযবগোধূমান্নং সর্পিঃ-স্নিগ্ধমুপসেবেত। পয়সা নিম্বযূষেণ পটোলযূষেণ বা। যথাদোষশাকৈর্ব্বাস্তূকতণ্ডুলীয়কজীবন্ত্যপোদিকাশ্ববলাবালমূলকপালঙ্ক্যাসনচিল্লীচুচ্চুকলায়বল্লীভিরন্যৈর্ব্বা। যচ্চান্যদপি স্নিগ্ধমগ্নিদীপনমর্শোঘ্নং সৃষ্টমূত্রপুরীষঞ্চ তদুপসেবেত।

দগ্ধেষু চার্শঃস্বভ্যক্তোঽনলসন্ধুক্ষণার্থমনিলপ্রকোপসংরক্ষণার্থঞ্চ স্নেহাদীনাং সামান্যতো বিশেষতস্তু ক্রিয়াপথমুপসেবেত। সর্পীংষি চ দীপনীয়বাতহরসিদ্ধানি হিঙ্গ্বাদিভিশ্চূর্ণৈঃ প্রতিসংসৃজ্য পিবেৎ। পিত্তার্শঃসু পৃথক্পর্ণ্যাদীনাং কষায়েণ দীপনীয়প্রতীবাপং ভদ্রদার্ব্বাদিপিপ্পল্যাদিসর্পিঃ। শোণিতার্শঃসু মঞ্জিষ্ঠামুরুঙ্গ্যাদীনাং কষায়ে শ্লেষ্মার্শঃসু সুরসাদীনাং কষায়ে সর্পিঃ। উপদ্রবাংশ্চ যথাস্বমুপচরেৎ।

পরঞ্চ যন্ত্রমাস্থায় গুদে ক্ষারাগ্নিশস্ত্রাণ্যবচারয়েত্তদ্বিভ্রমাদ্ধি ষাণ্ড্যশোকদাহমদমূর্চ্ছাটোপানাহাতীসারপ্রবাহণানি ভবন্তি মরণং বা।

অত ঊৰ্দ্ধং যন্ত্রপ্রমাণমুপদেক্ষ্যামঃ।

তত্র যন্ত্রং লৌহং দান্তং শাঙ্গং বাক্ষং বা গোস্তনাকারং চতুরঙ্গুলায়তং পঞ্চাঙ্গুলপরিণাহং পুংসাং ষড়ঙ্গুলপরিণাহং নারীণাং তলায়তং তদ্দ্বিচ্ছিদ্রং দর্শনার্থমেকং ছিদ্রমেকং ছিদ্রন্তু কর্ম্মণি। একদ্বারে হি শস্ত্রক্ষারাগ্নীনামতিক্রমো ন ভবতি। ছিদ্রপ্রমাণন্তু ত্র্যঙ্গুলায়তমঙ্গুষ্ঠোদরপরিণাহং যদঙ্গুলমবশিষ্টং তস্যার্দ্ধাঙ্গুলমধস্তাদর্দ্ধাঙ্গুলোচ্ছ্রিতোপরি বৃত্তকর্ণিকমেষ যন্ত্রাকৃতিসমাসঃ।

অত ঊৰ্দ্ধমর্শসামালেপান্বক্ষ্যামঃ। স্নুহীক্ষীরযুক্তং হরিদ্রাচূর্ণমালেপঃ প্রথমঃ। কুক্কুটপুরীষগুঞ্জাহরিদ্রাপিপ্পলীচূর্ণমিতি গোমূত্রপিত্তপিষ্টো দ্বিতীয়ঃ। দন্তীচিত্রকসুবর্চ্চিকা লাঙ্গলীকল্কো বা গোপিত্তপিষ্টস্তৃতীয়ঃ। পিপ্পলীসৈন্ধবকুষ্ঠশিরীষফলকল্কঃ স্নুহীক্ষীরপিষ্টোঽর্কক্ষীরপিষ্টো বা চতুর্থঃ। কাসীসহরিতালসৈন্ধবাশ্বমারকবিড়ঙ্গপূতীককৃতবেধনজম্ব্বর্কোত্তমারণীদন্তীচিত্রকালর্কস্নুহীপয়ঃসু তৈলং বিপক্বমভ্যঞ্জনেনার্শঃ শাতয়তি।

অত ঊৰ্দ্ধমদৃশ্যেষ্বর্শঃসু যোগান্ পাতনার্থং বক্ষ্যামঃ। প্রাতঃ প্রাতর্গুড়হরীতকীমাসেবেত। ব্রহ্মচারী গোমূত্রদ্রোণসিদ্ধং বা হরীতকীশতং প্রাতঃপ্রাতর্যথাবলমুপযুঞ্জীত ক্ষৌদ্রেণ। অপামার্গমূলং বা তণ্ডুলোদকেন সক্ষৌদ্রমহরহঃ। শতাবরীমূলকল্কং বা ক্ষীরেণ। চিত্রকচূর্ণযুক্তং বা সীধুপরার্দ্ধ্যং। ভল্লাতচূর্ণযুক্তং বা সক্তুমন্থমলবণং তক্রেণ। কলশে বাস্তশ্চিত্রকমূলকল্কাবলিপ্তে নিষিক্তং তক্রমম্লমনম্লং বা পানভোজনেষূপযুঞ্জীত। এষ এব ভার্গ্যাস্ফোতাযবান্যামলকগুড়ূচীষু তক্রকল্পঃ।

পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকবিড়ঙ্গশুণ্ঠীহরীতকীষু চ পূর্ব্ববদেব নিরন্নো বা তক্রমহরহর্ম্মাসমুপসেবেত। শৃঙ্গবেরপুনর্নবাচিত্রককষায়সিদ্ধং বা পয়ঃ। কুটজমূলত্বক্‌ফাণিতং বা পিপ্পল্যাদিপ্রতীবাপং ক্ষৌদ্রেণ। বাতব্যাধ্যুক্তং হিঙ্গ্বাদিচূর্ণমুপসেবেত তক্রাহারঃ

ক্ষীরাহারো বা । ক্ষারলবণাংশ্চিত্রকমূলক্ষারোদকসিদ্ধান্ বা কুল্মাষান্ ভক্ষয়েৎ। চিত্রকমূলক্ষারোদসিদ্ধং বা পয়ঃ। পলাশতরুক্ষারসিদ্ধান্ বা কুল্মাষান্। পাটলাপামার্গবৃহতীপলাশক্ষারং বা পরিস্রুতমহরহঘৃতসংসৃষ্টং। কুটজবন্দাকীমূলকল্কং বা তক্রেণ। চিত্রকপূতীকনাগরকল্কং বা পূতীকক্ষারেণ ক্ষারোদকসিদ্ধং বা সর্পিঃপিপ্পল্যাদিপ্রতীবাপং। কৃষ্ণতিলপ্রসৃতং প্রকুঞ্চং বা প্রাতঃ প্রাতরনুসেবেত শীতোদকানুপানং। এভিরভিবর্দ্ধতেঽগ্নিরর্শাংসি চোপশাম্যন্তি।

দ্বিপঞ্চমূলীদন্তীচিত্রকপথ্যানাং তুলামাহৃত্য জলচতুর্দ্রোণে বিপাচয়েৎ। ততঃ পাদাবশিষ্টং কষায়মাদায় সুশীতং গুড়তুলয়া সহোন্মিশ্র্য ঘৃতভাজনে নিঃক্ষিপ্য মাসমুপেক্ষেত যবপল্লে। ততঃ প্রাতঃ প্রাতর্মাত্রাং পায়য়েত। তেনার্শোগ্রহণীদোষপাণ্ডুরোগোদাবর্ত্তারোচকা ন ভবন্তি দীপ্তোঽগ্নিশ্চ ভবতি। পিপ্পলীমরিচবিড়ঙ্গৈলবালুকলোধ্রাণাং দ্বে দ্বে পলে ইন্দ্রবারুণ্যাঃ পঞ্চ পলানি কপিত্থমধ্যস্য দশপথ্যাফলানামর্দ্ধপ্রস্থঃ প্রস্থো ধাত্রীফলানামেতদৈকধ্যং জলচতুর্দ্রোণে বিপাচ্য পাদাবশেষং পরিস্রাব্য সুশীতং গুড়তুলাদ্বয়েনোন্মিশ্র্য ঘৃতভাজনে নিঃক্ষিপ্য পক্ষমুপেক্ষেত যবপল্লে। ততঃ প্রাতঃ প্রাতর্যথাবলমুপযুঞ্জীত। এষ খল্বরিষ্টঃ প্লীহাগ্নিযঙ্গার্শোগ্রহণীহৃৎপাণ্ডুরোগশোফকুষ্ঠগুল্মোদরক্রিমিহরো বলবর্ণকরশ্চেতি।

তত্র বাতপ্রায়েষু স্নেহস্বেদবমনবিরেচনাস্থাপনানুবাসনমপ্রতিষিদ্ধং। পিত্তজেষু বিরেচনং। এবং রক্তজেষু সংশমনং। কফজেষু শৃঙ্গবেরকুলত্থোপযোগঃ। সর্ব্বদোষহরং যথোক্তং সর্ব্বজেষু যথাস্বৌষধসিদ্ধং বা পয়ঃ সর্ব্বেষ্বিতি।

অত ঊর্দ্ধং ভল্লাতকবিধানমুপদেক্ষ্যামঃ। ভল্লাতকানি পরিপক্কান্যনুপহতান্যাহৃত্যৈকমাদায় দ্বিধা ত্রিধা চতুর্ধা বা ছেদয়িত্বা

কষায়কল্পেন বিপাচ্য কষায়স্য শুক্তিমঞ্জলিং ঘৃতাভ্যক্ততালু-জিহ্বৌষ্ঠঃ প্রাতঃ প্রাতরুপসেবেত ততোঽপরাহ্ণে ক্ষীরং সর্পিরোদন ইত্যাহার এবমেকৈকং বর্দ্ধয়েত্তাবদ্যাবৎ পঞ্চেতি ততঃ পঞ্চ পঞ্চাভি-বর্দ্ধয়েদ্যাবৎ সপ্ততিরিতি প্রাপ্য চ সপ্ততিমপকর্ষয়েদ্ভূয়ঃ পঞ্চ পঞ্চ যাবৎ পঞ্চেতি পঞ্চভ্যশ্চৈকৈকং যাবদেকমিতি। এবং ভল্লাতকসহস্রমুপ-যুজ্য সর্ব্বকুষ্ঠার্শোভির্বিমুক্তো বলবানরোগঃ শতায়ুর্ভবতি।

শ্বিত্রিণীয়োক্তেন বিধানেন ভল্লাতকনিশ্চ্যুতিতং স্নেহমাদায় প্রাতঃ প্রাতঃ শুক্তিমাত্রমুপযুঞ্জীত জীর্ণে পূর্ব্ববদাহারঃ ফলপ্রকর্ষশ্চ। ভল্লাতকমজ্জভ্যো বা স্নেহমাদায়াপকৃষ্টদোষঃ প্রতিসংসৃষ্টভক্তো নিবাতমাগারং প্রবিশ্য যথাবলং প্রসৃতিং প্রকুঞ্চং চোপযুঞ্জীত। তস্মিন্ জীর্ণে ক্ষীরং সর্পিরোদন ইত্যাহারঃ। এবং মাসমুপযুজ্য মাসত্রয়মাদিষ্টাহারো রক্ষেদাত্মানং। ততঃ সর্ব্বোপতাপানপহৃত্য বর্ণবান্ বলবান্ শ্রবণগ্রহণধারণশক্তিসম্পন্নো বর্ষশতায়ুর্ভবতি। মাসে মাসে চ প্রয়োগে বর্ষশতং বর্ষশতমায়ুষোঽভিবৃদ্ধির্ভবতি। এবং দশ মাসানুপযুজ্য বর্ষসহস্রায়ুর্ভবতি।

ভবন্তি চাত্র।

যথা সর্ব্বাণি কুষ্ঠানি হতঃ খদিরবীজকৌ।
তথৈবার্শাংসি সর্ব্বাণি বৃক্ষকারুষ্করৌ হতঃ॥
অসাধ্যা নাতিবর্ত্তন্তে প্রমেহা রজনীং যথা।
ক্ষারাগ্নিনাতিবর্ত্তন্তে তথা দৃষ্টা গুদোদ্ভবাঃ॥
ঘৃতানি দীপনীয়ানি লেহায়স্কৃতয়ঃ সুরাঃ।
আসবাশ্চ প্রযোক্তব্যা বীক্ষ্য দোষসমুচ্ছ্রিতিম্
বেগাবরোধস্ত্রীপৃষ্ঠযানান্যুৎকটুকাসনং।
যথাস্বদোষলং চান্নমর্শঃসু পরিবর্জ্জয়েৎ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতোঽশ্মরীচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

অশ্মরী দারুণো ব্যাধিরন্তকপ্রতিমো মতঃ।
ঔষধৈস্তরুণঃ সাধ্যঃ প্রবৃদ্ধশ্ছেদমর্হতি॥
তস্য পূর্ব্বেষু রূপেষু স্নেহাদিক্রম ইষ্যতে।
তেনাস্যাপচয়ং যান্তি ব্যাধের্মূলান্যশেষতঃ॥
পাষাণভেদো বসুকো বশিরাশ্মন্তকৌ তথা।
শতাবরী শ্বদংষ্ট্রা চ বৃহতী কণ্টকারিকা॥
কপোতবঙ্কার্ত্তগলঃ ককুভোশীরকুব্জকঃ।
বৃক্ষাদনী ভল্লুকশ্চ বরুণঃ শাকজং ফলং॥
যবাঃ কুলত্থাঃ কোলানি কতকস্য ফলানি চ।
ঊষকাদিপ্রতীবাপমেষাং ক্বাথৈর্ঘৃতং কৃতং॥
ভিনত্তি বাতসংভূতামশ্মরীং ক্ষিপ্রমেব তু।
ক্ষারান্ যবাগূর্যূষাংশ্চ কষায়াণি পয়াংসি চ॥
ভোজনানি চ কুর্ব্বীত বর্গেঽস্মিন্বাতনাশনে।
কুশঃ কাশঃ সরো গুন্দ্রা উৎকটো মোরটোঽশ্মভিৎ॥
বরী বিদারী বারাহী শালিমূলত্রিকণ্টকং।
ভল্লূকঃ পাটলা পাঠা পত্তূরোঽথ কুরুণ্টিকা॥
পুনর্নবা শিরীষশ্চ ক্বথিতাস্তেষু সাধিতং।
ঘৃতং শিলাজমধুকবীজৈরিন্দীবরস্য চ॥
ত্রপুসৈর্ব্বারুকাদীনাং বীজৈশ্চাবাপিতং শুভং।
ভিনত্তি পিত্তসম্ভূতামশ্মরীং ক্ষিপ্রমেব তু॥
ক্ষারান্ যবাগূর্যূষাংশ্চ কষায়াণি পয়াংসি চ।
ভোজনানি চ কুর্ব্বীত বর্গেঽস্মিন্ পিত্তনাশনে॥

গণো বরুণকাদিস্তু গুগ্‌গুল্বেলাহরেণবঃ।
কুষ্ঠভদ্রাদিমরিচচিত্রকৈঃ সসুরাহ্বয়ৈঃ ॥
এতৈঃ সিদ্ধমজাসর্পিরূষকাদিগণেন চ।
ভিনত্তি কফসংভূতামশ্মরীং ক্ষিপ্রমেব তু ॥
ক্ষারান্ যবাগূর্য্যূষাংশ্চ কষায়াণি পয়াংসি চ।
ভোজনানি চ কুর্ব্বীত বর্গেঽস্মিন্ কফনাশনে ॥
পিচুকাঙ্কোলকতকশাকেন্দীবরজৈঃ ফলৈঃ।
চূর্ণিতৈঃ সগুড়ং তোয়ং শর্করাশমনং পিবেৎ ॥
ক্রৌঞ্চোষ্ট্ররাসভাস্থীনি শ্বদংষ্ট্রা তালমূলিকা।
অজমোদা কদম্বস্য মূলং নাগরমেব চ ॥
পীতানি শর্করাং ভিন্দ্যুঃ সুরয়োষ্ণোদকেন বা।
ত্রিকণ্টকস্য বীজানাং চূর্ণং মাক্ষিকসংযুতং ॥
অবিক্ষীরেণ সপ্তাহমশ্মরীভেদনং পিবেৎ।
দ্রব্যাণাস্তু ঘৃতোক্তানাং ক্ষারোঽবীমূত্রগালিতঃ ॥
গ্রাম্যসত্ত্বশকৃৎক্ষারৈঃ সংযুক্তঃ সাধিতঃ শনৈঃ।
তত্রোষকাদিরাবাপঃ কার্য্যস্ত্রিকটুকান্বিতঃ ॥
এষ ক্ষারোঽশ্মরীং গুল্মং শর্করাঞ্চ ভিনত্ত্যপি।
তিলাপামার্গকদলীপলাশযববল্কজঃ ॥
ক্ষারঃ পেয়োঽবিমূত্রেণ শর্করানাশনঃ পরঃ।
পাটলাকরবীরাণাং ক্ষারমেবং সমাচরেৎ ॥
শ্বদংষ্ট্রাযষ্টিকাব্রাহ্মীকল্কং বাক্ষসমং পিবেৎ।
সহৈড়কাখ্যৌ পেয়ৌ বা শোভাঞ্জনকমার্কবৌ ॥
কপোতবঙ্কামূলং বা পিবেদম্লসুরাদিভিঃ।
তৎসিদ্ধং বা পিবেৎ ক্ষীরং বেদনাভিরুপদ্রুতঃ ॥
হরীতক্যাদিসিদ্ধং বা বর্ষাভূসিদ্ধমেব বা।
সর্ব্বথৈবোপযোজ্যঃ স্যাদ্গণো বীরতর্বাদিকঃ ॥

ঘৃতৈঃ ক্ষারৈঃ কষায়ৈশ্চ ক্ষীরৈঃ সোত্তরবস্তিভিঃ।
যদি নোপশমং গচ্ছেচ্ছেদস্তত্রোত্তরো বিধিঃ॥
কুশলস্যাপি বৈদ্যস্য যতঃ সিদ্ধিরিহাধ্রুবা।
উপক্রমো জঘন্যোঽয়মতঃ স পরিকীর্ত্তিতঃ॥
অক্রিয়ায়াং ধ্রুবো মৃত্যুঃ ক্রিয়ায়াং সংশয়ো ভবেৎ।
তস্মাদাপৃচ্ছ্য কর্ত্তব্যমীশ্বরং সাধুকারিণা॥

অথ রোগান্বিতমুপস্নিগ্ধমপকৃষ্টদোষমীষৎকর্শিতমভ্যক্তস্বিন্নশরীরং ভুক্তবন্তং কৃতবলিমঙ্গলস্বস্তিবাচনমগ্রোপহরণীয়োক্তেন বিধানেনোপকল্পিতসম্ভারমাশ্বাস্য ততো বলবন্তমবিক্লবমাজানুসমে ফলকে প্রাগুপবেশ্য পুরুষঞ্চ তস্যোৎসঙ্গে নিষণ্ণপূর্ব্বকায়মুত্তানমুন্নতকটীকং বস্ত্রধারকোপবিষ্টং সঙ্কুচিতজানুকূর্পরমিতরেণ সহাববদ্ধং সূত্রেণ শাটকৈর্ব্বা ততঃ স্বভ্যক্তনাভিপ্রদেশস্য বামপার্শ্বং বিমৃদ্য মুষ্টিনাঽবপীড়য়েদধোনাভের্যাবদশ্মর্য্যধঃ প্রপন্নেতি। ততঃ স্নেহাভ্যক্তে কৃত্তনখে বামহস্তপ্রদেশিনীমধ্যমে পায়ৌ প্রণিধায়ানুসেবনীমাসাদ্য প্রযত্নবলাভ্যাং পায়ুমেঢ্রান্তরমানীয় নির্ব্বলীকমনায়তমবিষমঞ্চ বস্তিং সন্নিবেশ্য ভৃশমুৎপীড়য়েদঙ্গুলিভ্যাং যথা গ্রন্থিরিবোন্নতং শল্যং ভবতি।

স চেদ্গৃহীতশল্যো তু বিবৃতাক্ষো বিচেতনঃ।
হতবল্লম্বশীর্ষশ্চ নির্ব্বিকারো মৃতোপমঃ॥
ন তস্য নির্হরেচ্ছল্যং নির্হরেৎ তু ম্রিয়েত সঃ।
বিনা ত্বেতেষু রূপেষু নির্হর্ত্তুং সমুপাচরেৎ॥

সব্যে পার্শ্বে সেবনীং যবমাত্রেণ মুক্ত্বাবচারয়েৎ শস্ত্রমশ্মরীপ্রমাণং দক্ষিণতো বা ক্রিয়াসৌকর্য্যহেতোরিত্যেকে। যথা চ ন ভিদ্যতে চূর্ণ্যতে বা তথা প্রযতেত চূর্ণমল্পমপ্যবস্থিতং হি পুনঃ পরিবৃদ্ধিমেতি তস্মাৎ সমস্তামগ্রবক্রেণাদদীত। স্ত্রীণান্তু বস্তিপার্শ্বগতো গর্ভাশয়ঃ সন্নিকৃষ্টঃ তস্মাত্তাসামুৎসঙ্গবচ্ছস্ত্রং পাতয়েদতো

হন্যথা খল্বাসাং মূত্রস্রাবী ব্রণো ভবেৎ। পুরুষস্য বা মূত্রপ্রসেকক্ষণনান্মূত্রক্ষরণং। অশ্মরী ব্রণাদৃতে ভিন্নো বস্তিরেকধা ন ভবতি দ্বিধা ভিন্নবস্তিরাশ্মরিকো ন সিধ্যতি। অশ্মরীব্রণনিমিত্তমেকধাভিন্নবস্তির্জীবতি. ক্রিয়াভ্যাসাৎ শাস্ত্রবিহিতচ্ছেদান্নিঃস্যন্দপরিবৃন্ধত্বাচ্চ শল্যস্যেতি। উদ্ধৃতশল্যং তূষ্ণোদকদ্রোণ্যামবতার্য্য স্বেদয়েত্তথাহি বস্তিরস্বজা ন পূর্য্যতে পূর্ণে বা ক্ষীরবৃক্ষকষায়ং পুষ্পনেত্রেণ বিদধ্যাৎ।

ভবতি চাত্র।

ক্ষীরবৃক্ষকষায়ন্তু পুষ্পনেত্রেণ যোজিতং।
নির্হরেদশ্মরীং তূর্ণং রক্তং বস্তিগতঞ্চ যৎ॥

মূত্রমার্গবিশোধনার্থং চাস্মৈ গুড়সৌহিত্যং বিতরেৎ। উদ্ধৃত্য চৈনাং মধুঘৃতাভ্যক্তব্রণং মূত্রবিশোধনদ্রব্যসিদ্ধামুষ্ণাং সঘৃতাং যবাগূং পায়য়েদুভয়কালং ত্রিরাত্রং ত্রিরাত্রাদূর্দ্ধং গুড়প্রগাঢ়েন পয়সা মৃদ্বোদনমল্পং ভোজয়েদ্দশরাত্রং মূত্রাসৃগ্বিশুদ্ধ্যর্থং ব্রণক্লেদনার্থঞ্চ দশরাত্রাদূর্দ্ধং ফলাম্লৈর্জ্জাঙ্গলরসৈরুপাচরেৎ। ততো দশরাত্রং চৈনমপ্রমত্তঃ স্বেদয়েৎ স্নেহেন দ্রবস্বেদেন বা। ক্ষীরবৃক্ষকষায়েণ বাস্য ব্রণং প্রক্ষালয়েৎ। রোধ্রমধুকমঞ্জিষ্ঠাপ্রপৌণ্ডরীককল্কৈর্ব্রণং প্রতিগ্রাহয়েৎ। এতেম্বেব হরিদ্রাযুতেষু তৈলং ঘৃতং বা বিপক্বং ব্রণাভ্যঞ্জনমিতি। স্ত্যানশোণিতং চোত্তরবস্তিভিরুপাচরেৎ। সপ্তরাত্রাচ্চ স্বমার্গমপ্রতিপদ্যমানে মূত্রে ব্রণং যথোক্তেন বিধিনা দহেদগ্নিনা। স্বমার্গপ্রতিপন্নে চোত্তরবস্ত্যাস্থাপনানুবাসনৈরুপাচরেন্মধুরকষায়ৈরিতি। যদৃচ্ছয়া বা মূত্রমার্গপ্রতিপন্নামন্তরাসক্তাং শুক্রাশ্মরীং শর্করাং বা স্রোতসাপহরেৎ। এবং চাশক্যে বিদার্য্য বা নাড়ীং শস্ত্রেণ বড়িশেনোদ্ধরেৎ। রূঢ়ব্রণশ্চাঙ্গনাশ্বনগনাগ্বরথক্রমান্নারোহেত বর্ষং নাপ্সু প্লবেত ভুঞ্জীত বা গুরু।

মূত্রবহশুক্রবহমুষ্কস্রোতোমূত্রপ্রসেকসেবনীযোনিগুদবস্তীন্ পরি-

হরেৎ। তত্র মূত্রবহচ্ছেদান্মরণং মূত্রপূর্ণবস্তেঃ শুক্রবহচ্ছেদান্মরণং ক্লৈব্যং বা। মুষ্কস্রোতউপঘাতাদ্ধ্বজভঙ্গঃ। মূত্রপ্রসেকক্ষণনান্মূত্রপ্রক্ষরণং। সেবনীযোনিচ্ছেদাদ্রুজঃ প্রাদুর্ভাবঃ বস্তিগুদবিদ্ধলক্ষণং প্রাগুক্তমিতি।

ভবতশ্চাত্র।

মর্ম্ম্যণ্যষ্টাবসম্বুধ্য স্রোতোজানি শরীরিণাং।
ব্যাপাদয়েদ্বহূন্মর্ত্ত্যান্ শস্ত্রকর্ম্মাপটুর্ভিষক্ ॥
সেবনী শুক্রহরণী স্রোতসী ফলয়োর্গুদং।
মূত্রসেকং মূত্রবহং মূত্রবস্তিস্তথাষ্টমঃ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো ভগন্দরাণাং চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

পঞ্চ ভগন্দরাঃ খ্যাতাস্তেষসাধ্যঃ শম্বূকাবর্ত্তঃ শল্যনিমিত্তশ্চেতি শেষাঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যাঃ।

তত্র ভগন্দরপিড়কোপদ্রুতমাতুরমপতর্পণাদিবিরেচনান্তেনৈকাদশবিধেনোপক্রমেণোপক্রমেতাপক্বপিড়কং। পক্বেষু চোপস্নিগ্ধমবগাহস্বিন্নং শয্যায়াং সন্নিবেশ্যার্শসমিব যন্ত্রয়িত্বা ভগন্দরং সমীক্ষ্য পরাচীনমবাচীনং বা বহির্ম্মুখমন্তর্ম্মুখং বা ততঃ প্রণিধায়ৈষণীমুন্নম্য সাশয়মুদ্ধরেচ্ছস্ত্রেণ। অন্তর্মুখে চৈবং সম্যগ্যন্ত্রং প্রণিধায় প্রবাহমাণস্য ভগন্দরমুখমাসাদ্যৈষণীং দত্ত্বা শস্ত্রং পাতয়েৎ। আসাদ্য বাগ্নিক্ষারং চেত্যেতৎসামান্যং সর্ব্বেষু।

বিশেষতস্তু।

নাড্যন্তরে ব্রণান্ কুর্য্যাদ্ভিষক্ তু শতপোনকে।
ততস্তেষূপরূঢ়েষু শেষা নাড়ীরুপাচরেৎ ॥

গতয়োঽন্যোন্যসম্বদ্ধা বাহ্যাশ্ছেদ্যাস্ত্বনেকধা।
নাড়ীরনভিসম্বদ্ধা যশ্ছিনত্ত্যেকধা ভিষক্ ॥
স কুর্য্যাদ্বিবৃতং জন্তোর্ব্রণং গুদবিদারণং।
তস্য তদ্বিবৃতং মার্গং বিণ্মূত্রমনুগচ্ছতি ॥
আটোপগুদশূলঞ্চ করোতি পবনো ভৃশং।
তত্রাধিগততন্ত্রোঽপি ভিষঙ্মুহ্যেদসংশয়ং ॥
তস্মান্ন বিবৃতঃ কার্য্যো ব্রণস্তু শতপোনকে।
ব্যাধৌ তত্র বহুচ্ছিদ্রে ভিষজা বৈ বিজানতা ॥
অর্দ্ধলাঙ্গলকশ্ছেদঃ কার্য্যো লাঙ্গলকোঽপি বা।
সর্ব্বতোভদ্রকো বাপি কার্য্যো গোতীর্থকোঽপি বা ॥
দ্বাভ্যাং সমাভ্যাং পার্শ্বাভ্যাং ছেদো লাঙ্গলকো মতঃ।
হ্রস্বমেকতরং যচ্চ সোঽর্দ্ধলাঙ্গলকঃ স্মৃতঃ ॥
সেবনীং বর্জ্জয়িত্বা চ চতুর্দ্ধা দারিতে গুদে।
সর্ব্বতোভদ্রকং চ্ছেদমাহুশ্ছেদবিদো জনাঃ ॥
পার্শ্বাগতেন শস্ত্রেণ ছেদো গোতীর্থকো ভবেৎ।
সর্ব্বতঃ স্রাবমার্গাংস্তু দহেদ্বৈদ্যস্তথাগ্নিনা ॥
সুকুমারস্য ভীরোর্হি দুষ্করঃ শতপোনকঃ।
রুজাস্রাবাপহং তত্র স্বেদমাশু প্রযোজয়েৎ ॥
স্বেদদ্রব্যৈর্যথোদ্দিষ্টৈঃ কৃশরাপায়সাদিভিঃ।
গ্রাম্যানূপোদকৈর্ম্মাংসৈর্লাবাদ্যৈর্ব্বাপি বিষ্কিরৈঃ ॥
বৃক্ষাদনীমথৈরণ্ডং বিল্বাদিঞ্চ গণং তথা।
কষায়ং সুকৃতং কৃত্বা স্নেহকুম্ভে নিষেচয়েৎ ॥
নাড়ীস্বেদেন তেনাস্য তং ব্রণং স্বেদয়েদ্ভিষক্।
তিলৈরণ্ডাতসীমাষযবগোধূমসর্ষপান্ ॥
লবণান্যম্লবর্গঞ্চ স্থাল্যামেবোপসাধয়েৎ।
আতুরং স্বেদয়েত্তেন তথা সিধ্যতি কুর্ব্বতঃ ॥

স্বিন্নঞ্চ পায়য়েদেনং কুষ্ঠঞ্চ লবণানি চ ॥
বচাহিঙ্গ্বজমোদঞ্চ সমভাগানি সর্পিষা।
মার্দ্বীকেনাথ বাম্লেন সুরাসৌবীরকেণ বা ॥
ততো মধুকতৈলেন তস্য সিঞ্চেদ্ভিষগ্‌ব্রণং।
পরিষিঞ্চেদ্‌গুদং চাস্য তৈলৈর্ব্বাতরুজাপহৈঃ ॥
বিধিনানেন বিণ্‌মূত্রং স্বমার্গমধিগচ্ছতি।
অন্যে চোপদ্রবাস্তীব্রাঃ সিধ্যন্ত্যত্র ন সংশয়ঃ ॥
শতপোনক আখ্যাত উষ্ট্রগ্রীবে ক্রিয়াং শৃণু।
অথোষ্ট্রগ্রীবমেষিত্বা ছিত্ত্বা ক্ষারং নিপাতয়েৎ ॥
পূতিমাংসব্যপোহার্থমগ্নিরত্র ন পূজিতঃ।
অথৈনং ঘৃতসংসৃষ্টৈস্তিলৈঃ পিষ্টৈঃ প্রলেপয়েৎ ॥
বন্ধং ততোঽনুকুর্ব্বীত পরিষেকস্তু সর্পিষা।
তৃতীয়ে দিবসে মুক্ত্বা যথাস্বং শোধয়েদ্ভিষক্‌ ॥
ততঃ শুদ্ধং বিদিত্বা চ রোপয়েত্তু যথাক্রমং।
উৎকৃত্যাস্রাবমার্গস্তু পরিস্রাবিণি বুদ্ধিমান্‌।
ক্ষারেণ বা স্রাবগতিং দহেদ্দ্রুতবহেন বা ॥
সুখোষ্ণেনাণুতৈলেন সেচয়েদ্‌গুদমণ্ডলং।
উপনাহাঃ প্রদেহাশ্চ মূত্রক্ষারসমন্বিতাঃ।
বামনীয়ৌষধৈঃ কার্য্যাঃ পরিষেকাশ্চ মাত্রয়া ॥
মৃদুভূতং বিদিত্বৈনমল্পস্রাবরুগন্বিতং।
গতিমন্বিষ্য শস্ত্রেণ ছিন্দ্যাৎ খর্জ্জূরপত্রকং ॥
চন্দ্রার্দ্ধং চন্দ্রচক্রঞ্চ সূচীমুখমবাঙ্মুখং।
ছিত্ত্বাগ্নিনা দহেৎ সম্যগেবং ক্ষারেণ বা পুনঃ ॥
ততঃ সংশোধনৈরেবং মৃদুপূর্ব্বৈর্ব্বিশোধয়েৎ।
বহিরন্তর্ম্মুখশ্চাপি শিশোর্যস্য ভগন্দরঃ ॥
তস্যাহিতং বিরেকাগ্নিশস্ত্রক্ষারাবচারণং।

মৃদ্যন্মৃদু চ তীক্ষ্ণঞ্চ তত্তত্তস্যাবচারয়েৎ ॥
আরগ্বধনিশাকালাচূর্ণং মধুঘৃতাপ্লুতং।
অগ্রবর্ত্তিপ্রণিহিতং ব্রণানাং শোধনং হিতং ॥
যোগোঽয়ং নাশয়ত্যাশু গতিং মেঘমিবানিলঃ।
আগন্তুজে ভিষঙ্নাড়ীং শস্ত্রেণোৎকৃত্য যত্নতঃ ॥
জাম্বোষ্ঠেনাগ্নিবর্ণেন তপ্তয়া বা শলাকয়া।
দহেদ্যথোক্তং মতিমাংস্তং ব্রণং সুসমাহিতঃ ॥
কৃমিঘ্নঞ্চ বিধিং কুর্য্যাচ্ছল্যানয়নমেব চ।
প্রত্যাখ্যায়ৈষ চারেভ্যো বর্জ্যশ্চাপি ত্রিদোষজঃ ॥
এতৎ কর্ম্ম সমাখ্যাতং সর্ব্বেষামনুপূর্ব্বশঃ।
এষান্তু শস্ত্রপতনাদ্বেদনা যত্র জায়তে ॥
তত্রাণুতৈলেনোষ্ণেন পরিষেকঃ প্রশস্যতে।
বাতঘ্নৌষধসংপূর্ণাং স্থালীং ছিদ্রশরাবিকাং ॥
স্নেহাভ্যক্তগুদস্তপ্তামধ্যাসীত সবাষ্পিকাং।
নাড্যা বাস্যাহরেৎ স্বেদং শয়ানস্য রুজাপহং ॥
উষ্ণোদকেঽবগাহো বা তথা শাম্যতি বেদনা।
কদলীমৃগলোপাকপ্রিয়কাজিনসংভৃতান্ ॥
কারয়েদুপনাহাংশ্চ শাল্বণাদীন্ বিচক্ষণঃ।
কটুত্রিকং বচাহিঙ্গুলবণান্যথ দীপ্যকং ॥
পায়য়েচ্চাম্লকৌলত্থসুরাসৌবীরকাদিভিঃ।
জ্যোতিষ্মতীলাঙ্গলকীশ্যামাদন্তীত্রিবৃত্তিলাঃ ॥
কুষ্ঠং শতাহ্বা গোলোমী তিল্বকো গিরিকর্ণিকা।
কাসীসকাঞ্চনক্ষীর্য্যো বর্গঃ শোধন ইষ্যতে ॥
ত্রিবৃত্তিলানাগদন্তীমঞ্জিষ্ঠাঃ পয়সা সহ।
উৎসাদনং ভবেদেতৎ সৈন্ধবক্ষৌদ্রসংযুতং ॥
রসাঞ্জনং হরিদ্রে দ্বে মঞ্জিষ্ঠানিম্বপল্লবাঃ।

ত্রিবৃজ্জ্যোতিষ্মতীদন্তীকল্কো নাড়ীব্রণাপহঃ ॥
কুষ্ঠং ত্রিবৃত্তিলা দন্তীমাগধ্যঃ সৈন্ধবং মধু।
রজনী ত্রিফলা তুত্থং হিতং স্যাদ্ব্রণশোধনং ॥
মাগধ্যো মধুকং রোধ্রং কুষ্ঠমেলাহরেণবঃ।
সমঙ্গা ধাতকী চৈব সারিবা রজনীদ্বয়ং ॥
প্রিয়ঙ্গবঃ সর্জ্জরসঃ পদ্মকং পদ্মকেসরং।
সুধাং বচাং লাঙ্গলকীং মধূচ্ছিষ্টং সসৈন্ধবং ॥
এতৎ সংভৃত্য সংভারান্ তৈলং ধীরো বিপাচয়েৎ।
এতদ্ধি গণ্ডমালাসু মণ্ডলেষ্বথ মেহিষু ॥
রোপণার্থং হিতং তৈলং ভগন্দরবিনাশনং।
ন্যগ্রোধাদিগণশ্চৈব হিতঃ শোধনরোপণে ॥
তৈলং ঘৃতং বা তৎপক্কং ভগন্দরবিনাশনং।
ত্রিবৃদ্দন্তীহরিদ্রার্কমূলং লোহাশ্বমারকৌ ॥
বিড়ঙ্গসারং ত্রিফলা স্নুহ্যর্কপয়সী মধু।
মধূচ্ছিষ্টসমাযুক্তৈস্তৈলমেতৈর্ব্বিপাচয়েৎ ॥
ভগন্দরবিনাশার্থমেতদ্যোজ্যং বিশেষতঃ।
চিত্রকার্কৌ ত্রিবৃৎপাঠে মলপূং হয়মারকং।
সুধাং বচাং লাঙ্গলকীং সপ্তপর্ণং সুবর্চ্চিকাং ॥
জ্যোতিষ্মতীঞ্চ সংভৃত্য তৈলং ধীরো বিপাচয়েৎ।
এতদ্ধি সান্দনং তৈলং ভৃশং দদ্যাদ্ভগন্দরে ॥
শোধনং রোপণং চৈব সবর্ণকরণং তথা।
শ্বিত্রণীয়মবেক্ষেত ব্রণাবস্থাসু বুদ্ধিমান্ ॥
ছিদ্রাদূর্দ্ধং হরেদোষ্ঠমর্শোযন্ত্রস্য যন্ত্রবিৎ।
ততো ভগন্দরে দদ্যাদেতদর্দ্ধেন্দুসন্নিভং ॥
ব্যায়ামং মৈথুনং কোপং পৃষ্ঠযানং গুরূণি চ।
সংবৎসরং পরিহরেদুপরূঢ়ব্রণো নরঃ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ কুষ্ঠচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

বিরুদ্ধাধ্যশনাসাত্ম্যবেগবিঘাতৈঃ স্নেহাদীনাং চাযথারম্ভৈঃ পাপক্রিয়য়া পুরাকৃতকর্ম্ম-যোগাচ্চ ত্বগ্দোষো ভবতি।

তত্র ত্বগ্দোষী মাংসবসাদুগ্ধদধিতৈলকুলত্থমাষনিষ্পাবেক্ষু-বিকারাম্লবিরুদ্ধাধ্যশনাজীর্ণবিদাহ্যভিষ্যন্দীনি দিবাস্বপ্নং ব্যবায়ঞ্চ পরিহরেৎ।

ততঃ শালিষষ্টিকযবগোধূমকোরদূষশ্যামাকোদ্দালকাদীনবান্ ভুঞ্জীত মুদ্গাঢ়ক্যোরন্যতরস্য যূষেণ সূপেন বা নিম্বপত্রারুষ্কর-ব্যামিশ্রেণ মণ্ডূকপর্ণ্যবল্গুজাটরূষককরূপিকাপুষ্পৈঃ সর্পিঃসিদ্ধৈঃ সর্ষপতৈলসিদ্ধৈর্ব্বা তিক্তবর্গেণ বাভিহিতেন। মাংসসাত্ম্যায় বা জাঙ্গলমাংসমমেদস্কং বিতরেৎ। তৈলং বজ্রকমভ্যঙ্গার্থে। আর-গ্বধাদিকষায়মুৎসাদনার্থে। পানপরিষেকাবগাহাদিষু চ খদির-কষায়মিত্যেষ আহারাচারবিভাগঃ।

তত্র পূর্ব্বরূপেষূভয়তঃ সংশোধনমাসেবেত। তত্র ত্বক্সংপ্রাপ্তে শোধনালেপনানি। শোণিতপ্রাপ্তে সংশোধনালেপনকষায়পান-শোণিতাবসেচনানি। মাংসপ্রাপ্তে শোধনালেপনকষায়পানশোণিতা-বসেচনারিষ্টমন্থপ্রাশাঃ। চতুর্থং কর্ম্মগুণপ্রাপ্তং যাপ্যমাত্মবতঃ সংবিধানবতশ্চ। তত্র সংশোধনাচ্ছোণিতাবসেচনাচ্চোর্দ্ধং ভল্লাত-শিলাজতুগুগ্গুল্বগুরুতুবরকখদিরাসনায়স্কৃতিবিধানমাসেবেত পঞ্চমং নৈব চোপক্রমেৎ।

তত্র প্রথমমেব কুষ্ঠিনং স্নেহপানবিধানেনোপপাদয়েৎ। মেষ-শৃঙ্গীশ্বদংষ্ট্রাসার্ঙ্গেষ্টাগুড়ূচীদ্বিপঞ্চমূলীসিদ্ধং তৈলং ঘৃতং বা বাতকুষ্ঠিনাং পানাভ্যঙ্গয়োর্ব্বিদধ্যাৎ।

ধবাশ্বকর্ণককুভপলাশপিচুমর্দ্দপর্পটকমধুকরোধ্রসমঙ্গাসিদ্ধং সর্পিঃ পিত্তকুষ্ঠিনাং ।

পিয়ালশালারগ্বধনিম্বসপ্তপর্ণচিত্রকমরিচবচাকুষ্ঠসিদ্ধং শ্লেষ্ম-কুষ্ঠিনাং ।

ভল্লাতকাভয়াবিড়ঙ্গসিদ্ধং বা সর্ব্বেষাং । তুবরকতৈলং ভল্লাতকতৈলং বেতি । সপ্তপর্ণারগ্বধাতিবিষাপাঠাকটুরোহিণ্যমৃতাত্রিফলাপটোলপিচুমর্দ্দপর্পটকদুরালভাত্রায়মাণামুস্তাচন্দনপদ্মকহরিদ্রোপকুল্যাবিশালামূর্ব্বাশতাবরীসারিবেন্দ্রযবাটরূষকষড়্গ্রন্থামধুকভূনিম্বগৃষ্টিকা ইতি সমভাগাঃ কল্কঃ স্যাৎ কল্কাচ্চতুর্গুণং সর্পিঃ প্রক্ষিপ্য তদ্দ্বিগুণো ধাত্রীফলরসস্তচ্চতুর্গুণা আপস্তদৈকধ্যং সমালোড্য বিপচেদেতন্মহাতিক্তকং নাম সর্পিঃ কুষ্ঠবিষমজ্বররক্তপিত্তহৃদ্রোগোন্মাদাপস্মারগুল্মপিড়কাসৃগ্দরগলগণ্ডগণ্ডমালাশ্লীপদপাণ্ডুরোগবিসর্পষাণ্ঢ্যকণ্ডূপামাদীংশ্চ শময়েদিতি ।

ত্রিফলাপটোলপিচুমর্দ্দাটরূষককটুরোহিণীদুরালভাত্রায়মাণাপর্পটকাশ্চৈতেষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ জলদ্রোণে প্রক্ষিপ্য পাদাবশেষং কষায়মাদায় কল্কপেষ্যাণীমানি ভেষজান্যর্দ্ধপলিকানি ত্রায়মাণামুস্তেন্দ্রযবচন্দনকিরাততিক্তানি পিপ্পল্যশ্চৈতানি ঘৃতপ্রস্থে সমাবাপ্য বিপচেদেতত্তিক্তকং নাম সর্পিঃ কুষ্ঠবিষমজ্বরগুল্মার্শোগ্রহণীদোষশোফপাণ্ডুরোগবিসর্পষাণ্ঢ্যশমনং চেতি । অতোঽন্যতমেন ঘৃতেন স্নিগ্ধস্বিন্নস্যৈকাং দ্বে তিস্রশ্চতস্রঃ পঞ্চ বা সিরা বিধ্যেন্মণ্ডলানি চোৎসন্নান্যবলিখেদভীক্ষ্ণং প্রচ্ছয়েদ্বা । সমুদ্রফেণশাকগোজীকাকোড়ুম্বরিকাপত্রৈর্ব্বাবঘৃষ্যালেপয়েল্লাক্ষাসর্জ্জরসরসাঞ্জনপ্রপুন্নাডাবল্গুজতেজোবত্যশ্বমারকার্ককুটজারেবতমূলকল্কৈর্মূত্রপিষ্টৈঃ পিত্তপিষ্টৈর্ব্বা স্বর্জ্জিকাতুত্থকাসীসবিড়ঙ্গাগারধূমচিত্রককটুকসুধাহরিদ্রাসৈন্ধবকল্কৈর্ব্বা । এতান্যেবাবাপ্য ক্ষারকল্পেন নিস্রুতে পালাশে ক্ষারে ততো বিপাচ্য ফাণিতমিব সঞ্জাতমবতার্য্য লেপয়েৎ । জ্যোতিষ্কফললাক্ষামরিচপিপ্পলী-

সুমনঃপত্রৈর্ব্বা হরিতালমনঃশিলার্কক্ষীরতিলশিগ্রুমরিচকল্কৈর্ব্বা স্বর্জ্জিকা-কুষ্ঠতুত্থকুটজচিত্রকবিড়ঙ্গমরিচমনঃশিলাকল্কৈর্ব্বা হরীতকীকরঞ্জিকা-বিড়ঙ্গসিদ্ধার্থকলবণরোচনাবল্গুজহরিদ্রাকল্কৈর্ব্বা।

সর্ব্বে কুষ্ঠাপহাঃ সিদ্ধা লেপাঃ সপ্ত প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বৈশেষিকানতস্তূর্দ্ধং দদ্রুশ্বিত্রেষু মে শৃণু॥

লাক্ষা কুষ্ঠং সর্ষপাঃ শ্রীনিকেতং রাত্রির্ব্ব্যোষং চক্রমর্দ্দস্য বীজং।
কল্কৈকস্থং তক্রপিষ্টঃ প্রলেপো দদ্রুষুক্তো মূলকাদ্বীজযুক্তঃ॥
সিন্ধূদ্ভূতং চক্রমর্দ্দস্য বীজমিক্ষূদ্ভূতং কেশরং তার্ক্ষ্যশৈলং।
পিষ্টো লেপোহয়ঙ্কপিত্থাদ্রসেন দদ্রুস্তূর্ণং নাশয়ত্যেষ যোগঃ॥
হেমক্ষীরী ব্যাধিঘাতঃ শিরীষো নিম্বঃ সর্জ্জো বৎসকঃ সাজকর্ণঃ।
শীঘ্রং তীব্রা নাশয়ন্তীহ দদ্রুঃ স্নানালেপোদ্বর্ষণেষু প্রযুক্তাঃ॥
ভদ্রাসংজ্ঞোডুম্বরীমূলতুল্যং দত্ত্বা মূলং ক্ষোদয়িত্বা মলপূ্াঃ।
সিদ্ধস্তোয়ম্পীতমুঞ্চে সুখোষ্ণং স্ফোটান্ শ্বিত্রে পুণ্ডরীকে চ কুর্য্যাৎ॥
দ্বৈপং দগ্ধং চর্ম্ম মাতঙ্গজং বা ভিন্নে স্ফোটে তৈলযুক্তং প্রলেপঃ।
পূতিঃ কীটো রাজবৃক্ষোদ্ভবেন ক্ষারেণাক্তঃ শ্বিত্রমেকো নিহন্তি॥
কৃষ্ণস্য সর্পস্য মসী সুদগ্ধা বৈভীতকং তৈলমথ দ্বিতীয়ং।
এতৎ সমস্তং মৃদিতং প্রলেপাৎ শ্বিত্রাণি সর্ব্বাণ্যপহন্তি শীঘ্রং॥
অধ্যার্দ্ধতোয়ে সুমতিস্রুতস্য ক্ষারস্য কল্পেন তু সপ্তকৃত্বঃ।
তৈলং শৃতং তেন চতুর্গুণেন শ্বিত্রাপহং ম্রক্ষণমেতদগ্র্যং॥
ঘৃতেন যুক্তং প্রপুনাড়বীজং কুষ্ঠঞ্চ যষ্টীমধুকঞ্চ পিষ্ট্বা।
শ্বেতায় দদ্যাদ্‌গৃহকুক্কুটায় চতুর্থভক্তায় বুভুক্ষিতায়॥
তস্যোপসংগৃহ্য চ তৎপুরীষমুৎপাচিতং সর্ব্বত এব লিম্পেৎ।
অভ্যন্তরং মাসমিমং প্রয়োগং প্রযোজয়েচ্ছ্বিত্রমথো নিহন্তি॥
ক্ষারে সুদগ্ধে গজলেণ্ডজে তু গজস্য মূত্রেণ বহুস্রুতে চ।
দ্রোণপ্রমাণে দশভাগযুক্তং দত্ত্বা পচেদ্বীজমবল্গুজস্য॥
এতদ্যদা চিক্কণতামুপৈতি তদা সমন্তা গুটিকা বিদধ্যাৎ।

শ্বিত্রং প্রলিম্পেদথ সম্প্রঘৃষ্য তয়া ব্রজেদাশু সবর্ণভাবং ॥
কষায়কল্কেন সুভাবিতাস্তু দলত্বচং চূতহরীতকীনাং।
তাস্তাম্রদীপে প্রণিধায় ধীমান্বর্ত্তিং বটক্ষীরসুভাবিতাস্তু ॥
আদীপ্য তজ্জাতমসীং গৃহীত্বা তাং চাপি পথ্যাম্ভসি ভাবয়িত্বা।
সংম্রক্ষিতং তদ্বহুশঃ কিলাশং তৈলেন সিক্তং কটুনা প্রযাতি ॥
আবল্গুজবীজমগ্রান্নদীজং কাকাহ্বানোড়ুম্বরী যা চ লাক্ষা।
লোহং চূর্ণং মাগধীতার্ক্ষ্যশৈলং তুল্যাঃ কার্য্যাঃ কৃষ্ণবর্ণাস্তিলাশ্চ ॥
বর্ত্তিং কৃত্বা তাং গবাং পিত্তপিষ্টাং লেপঃ কার্য্যঃ শ্বিত্রিণাং শ্বিত্রহারী।
লেপাৎ পিত্তং শৈখিনং শ্বিত্রহারি হ্রীবেরং বা দগ্ধমেতেন যুক্তং ॥

তুত্থালকটুকাবোলষসিংহার্কহয়মারকাঃ।
কুষ্ঠাবল্গুজভল্লাতক্ষীরিণীসর্ষপাঃ স্নুহী ॥
তিল্বকারিষ্টপীলূনাং পত্রাণ্যারগ্বধস্য বা।
বীজং বিড়ঙ্গাশ্বহন্ত্রোর্হরিদ্রে বৃহতীদ্বয়ং ॥
আভ্যাং শ্বিত্রাণি যোগাভ্যাং লেপান্নশ্যন্ত্যশেষতঃ।
বায়সীফল্গুতিক্তানাং শতং দত্বা পৃথক্ পৃথক্ ॥
দ্বে লোহরজসঃ প্রস্থে ত্রিফলা ত্র্যাঢ়কং তথা।
ত্রিদ্রোণেঽপাং পচেদ্যাবদ্ভাগৌ দ্বাবসনাদপি ॥
শিষ্টঞ্চ বিপচেদ্ভূয় এতৈঃ শ্লক্ষ্ণপ্রপেষিতৈঃ।
কল্কৈরিন্দ্রযবব্যোষত্বগ্দারুচতুরঙ্গুলৈঃ ॥
পারাবতপদীদন্তীবাকুচীকেশরাহ্বয়ৈঃ।
কণ্টকার্য্যা চ তৎ পক্বং ঘৃতং কুষ্ঠিষু যোজয়েৎ ॥
দোষধাত্বাশ্রিতং পানাদভ্যঙ্গাত্ত্বগ্গতং তথা।
অপ্যসাধ্যং নৃণাং কুষ্ঠং নাম্না নীলং নিবচ্ছতি ॥
ত্রিফলাত্বক্ ত্রিকটুকা সুরসা মদয়ন্তিকা।
বায়স্যারগ্বধানাঞ্চ তুলাং কুর্য্যাৎ পৃথক্ পৃথক্ ॥
কাকমাচ্যর্কবরুণদন্তীকুটজচিত্রকান্।

দার্ব্বীং নিদিগ্ধিকাভ্যাস্তু পৃথগ্দশপলং তথা ॥
ত্রিদ্রোণেঽপাং পচেদ্যাবৎ ষট্প্রস্থং পরিশেষিতং।
শকৃদ্রসদধিক্ষীরং মূত্রাণাং পৃথগাঢ়কং ॥
তদ্বদ্ঘৃতস্য তৎ সাধ্যং ভূনিম্বব্যোষচিত্রকৈঃ।
করঞ্জফলনীলিকাশ্যামাবল্গুজপীলুভিঃ ॥
নীলিনীনিম্বকুসুমৈঃ সিদ্ধং কুষ্ঠাপহং ঘৃতং।
ম্রক্ষণাদঙ্গসাবর্ণ্যং শ্বিত্রিণাং জনয়েন্নৃণাং।
ভগন্দরং কৃমীনর্শো মহানীলং নিযচ্ছতি ॥
মূত্রং গবাং চিত্রকব্যোষযুক্তং সর্পিঃকুম্ভে ক্ষৌদ্রযুক্তং স্থিতং হি।
পক্ষাদূর্দ্ধং শ্বিত্রিভিঃ পেয়মেতৎ কুর্য্যাচ্চাস্মিন্ কুষ্ঠদিষ্টং বিধানং ॥
পূতিকার্কস্নুগ্নরেন্দ্রদ্রুমাণাং মূত্রৈঃ পিষ্টাঃ পল্লবাঃ সৌমনাশ্চ।
লেপঃ শ্বিত্রং হন্তি দদ্রুব্রণাংশ্চ দুষ্টান্যর্শাংস্যেব নাড়ীব্রণাংশ্চ ॥
অস্মাদূর্দ্ধে নিঃস্রুতে দুষ্টরক্তে জাতপ্রাণং সর্পিষা স্নেহয়িত্বা।
তীক্ষ্ণৈর্যোগৈশ্ছর্দ্দয়িত্বা প্রগাঢ়ং পশ্চাদ্দোষং নির্হরেচ্চাপ্রমত্তঃ ॥
দুর্ব্বান্তো বা দুর্ব্বিরিক্তোঽথ বা স্যাৎ কুষ্ঠী দোষৈরুদ্ধতৈর্ব্যাপ্তদেহঃ
নিঃসন্দিগ্ধং যাত্যসাধ্যত্বমাশু তস্মাৎকৃৎস্নান্নির্হরেত্তস্য দোষান্ ॥
পক্ষাৎ পক্ষাচ্ছর্দ্দনান্যভ্যুপেয়ান্মাসান্মাসাৎ স্রংসনং চাপি দেয়ং।
স্রাব্য রক্তং বৎসরে হি দ্বিরল্পং নস্যং দদ্যাচ্চ ত্রিরাত্রাত্ত্রিরাত্রাৎ ॥
পথ্যাব্যোষং সেক্ষুজাতং সতৈলং লীঢ্বা শীঘ্রং মুচ্যতে কুষ্ঠরোগাৎ।
ধাত্রীপথ্যাক্ষোপকুল্যাবিড়ঙ্গান্ ক্ষৌদ্রাজ্যাভ্যামেকতো বাবলিহ্যাৎ
পীত্বা মাংসং বা পলাংশাং হরিদ্রাং মূত্রেণান্তং পাপরোগস্য গচ্ছেৎ
এবং পেয়শ্চিত্রকঃ শ্লক্ষ্ণপিষ্টঃ পিপ্পল্যো বা পূর্ব্ববন্মূত্রযুক্তাঃ ॥
তদ্বত্তার্ক্ষ্যং মাসমাত্রঞ্চ পেয়ং তেনাজস্রং দেহমালেপয়েচ্চ।
আরিষ্টত্বক্ সাপ্তপর্ণী চ তুল্যা লাক্ষা মুস্তং পঞ্চমূল্যৌ হরিদ্রে ॥
মঞ্জিষ্ঠাক্ষৌ বাসকো দেবদারু পথ্যাবল্গী ব্যোষধাত্রী বিড়ঙ্গং।
সামান্যাংশং যোজয়িত্বা বিড়ঙ্গৈশ্চূর্ণং কৃত্বা তৎপলোন্মানমশ্নন্ ॥

কুষ্ঠাজ্জন্তুর্ম্মুচ্যতে ত্রৈফলং বা সর্পির্দ্রোণং ব্যোষযুক্তঞ্চ যুঞ্জন্।
গোমূত্রাম্বুদ্রোণসিদ্ধেঽক্ষপীড়ে সিদ্ধং সর্পির্নাশয়েচ্চাপি কুষ্ঠং॥
আরগ্বধে সপ্তপর্ণে পটোলে সবৃক্ষকে নক্তমালে সনিম্বে।
জীর্ণং পক্বং তদ্ধরিদ্রাদ্বয়েন হন্যাৎ কুষ্ঠং মুষ্ককে চাপি সর্পিঃ॥
রোধ্রারিষ্টং পদ্মকং রক্তসারঃ সপ্তাহ্বার্কৌ বৃক্ষকো বীজকশ্চ।
যোজ্যাঃ স্নানে দহ্যমানস্য জন্তোঃ পেয়া বা স্যাৎ ক্ষৌদ্রযুক্তা ত্রিভণ্ডী॥
খাদেৎ কুষ্ঠী মাংসপাতে পুরাণান্মুদ্গান্ সিদ্ধান্নিম্বতোয়ে সতৈলান্।
নিম্বক্বাথং জাতসত্বঃ পিবেদ্বা ক্বাথং বার্কালর্কসপ্তচ্ছদানাং॥
অশ্বেষঙ্গেষশ্বমারস্য মূলং লেপো যুক্তঃ স্যাদ্বিড়ঙ্গৈঃ সমূত্রৈঃ।
মূত্রৈশ্চৈনং সেচয়েদ্ভোজয়েচ্চ সর্ব্বাহারান্ সংপ্রযুক্তান্বিড়ঙ্গৈঃ॥
কারঞ্জং বা সার্ষপং বা ক্ষতেষু ক্ষেপ্যং তৈলং শিগ্রুকোশাম্রয়োর্ব্বা।
পক্বং সর্ব্বৈর্ব্বা কটূষ্ণৈঃ সতিক্তৈঃ শেষং চ স্যাদ্দুষ্টবৎ সংবিধানং॥

সপ্তপর্ণকরঞ্জার্কমালতীকরবীরজং।
স্নুহীশিরীষয়োর্মূলং চিত্রকাস্ফোতয়োরপি॥
বিষলাঙ্গলবজ্রাখ্যকাসীসালমনঃশিলাঃ।
করঞ্জবীজং ত্রিকটু ত্রিফলাং রজনীদ্বয়ং॥
সিদ্ধার্থকান্বিড়ঙ্গানি প্রপুন্নাড়ঞ্চ সংহরেৎ।
মূত্রপিষ্টৈঃ পচেদেতৈস্তৈলং কুষ্ঠবিনাশনং॥
এতদ্বজ্রকমভ্যঙ্গান্নাড়ীদুষ্টব্রণাপহং।
সিদ্ধার্থককরঞ্জৌ দ্বৌ দ্বে হরিদ্রে রসাঞ্জনং॥
কুটজশ্চ প্রপুন্নাডসপ্তপর্ণৌ মৃগাদনী।
লাক্ষাসর্জ্জরসোঽর্কশ্চ সাস্ফোতারগ্বধৌ স্নুহী॥
শিরীষস্তুবরাখ্যস্তু কুটজারুষ্করৌ বচা।
কুষ্ঠং কৃমিঘ্নং মঞ্জিষ্ঠা লাঙ্গলী চিত্রকং তথা।
মালতী কটুতুম্বী চ গন্ধাহ্বা মূলকং তথা॥

সৈন্ধবং করবীরঞ্চ গৃহধূমং বিষং তথা।
কম্পিল্লকং সসিন্দূরং তেজোহ্বাতুথকাহ্বয়ে॥
সমভাগানি সর্ব্বাণি কল্কপেষ্যাণি কারয়েৎ।
গোমূত্রং দ্বিগুণং দদ্যাত্তিলতৈলাচ্চতুর্গুণং॥
কারঞ্জং বা মহাবীর্য্যং সার্ষপং বা মহাগুণং।
অভ্যঙ্গাৎ সর্ব্বকুষ্ঠানি গণ্ডমালাভগন্দরাম্॥
নাড়ীদুষ্টব্রণান্ ঘোরান্নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ।
মহাবজ্রকমিত্যেতন্নাম্না তৈলং মহাগুণং॥
পিত্তাবাপৈর্মূত্রপিষ্টৈস্তৈলং লাক্ষাদিকৈঃ কৃতং।
সপ্তাহং কটুকালাব্বাং নিদধীত চিকিৎসকঃ॥
পীতবন্তং ততো মাত্রাং তেনাভ্যক্তঞ্চ মানবং।
শোষয়েদাতপে তস্য দোষা গচ্ছন্তি সর্ব্বশঃ॥
হৃতদোষং সমুথাপ্য স্নাতং খদিরবারিণা।
যবাগূং পায়য়েদেনং সাধিতাং খদিরাম্বুনা॥
এবং সংশোধনে বর্গে কুষ্ঠঘ্নেষ্বৌষধেষু চ।
কুর্য্যাত্তৈলানি সর্পীংষি প্রদেহোদ্বর্ষণানি চ॥
প্রাতঃ প্রাতশ্চ সেবেত যোগান্ বৈরেচনান্ শুভান্।
পঞ্চ ষট্ সপ্ত চাষ্টৌ বা যৈরুত্থানং ন গচ্ছতি॥
কারভং বা পিবেন্মূত্রং জীর্ণং তৎক্ষীরভোজনং।
জাতসত্বানি কুষ্ঠানি মাসৈঃ ষড়্ভিরপোহতি॥
দিদৃক্ষুরন্তং কুষ্ঠস্য খদিরং কুষ্ঠপীড়িতঃ।
সর্ব্বথৈব প্রযুঞ্জীত স্নানপানাশনাদিষু॥
যথা হন্তি প্রবৃদ্ধত্বাৎ কুষ্ঠমাতুরমোজসা।
তথা হন্ত্যপযুক্তস্তু খদিরঃ কুষ্ঠমোজসা॥
নীচরোমনখোঽশ্রান্তো হিতাশ্যৌষধতৎপরঃ।
যোষিন্মাংসসুরাবর্জ্জী কুষ্ঠী কুষ্ঠমপোহতি॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো মহাকুষ্ঠচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

কুষ্ঠেষু মেহেষু কফাময়েষু সর্ব্বাঙ্গশোফেষু চ দারুণেষু।
কৃশত্বমিচ্ছৎসু চ মেদুরেষু যোগানিমানগ্র্যমতির্ব্বিদধ্যাৎ॥

ক্ষুণ্ণান্যবান্নিঃপূতান্ রাত্রৌ গোমূত্রপর্য্যুষিতান্মহতি কিলিঞ্জে শোষয়েদেবং সপ্তরাত্রং ভাবয়েৎ শোষয়েচ্চ ততস্তান্ কপালভৃষ্টান্ শক্তূন্ কারয়িত্বা প্রাতঃ প্রাতরেব কুষ্ঠিনং প্রমেহিণং বা সালসারাদি-কষায়েণ কণ্টকিবৃক্ষকষায়েণ বা পায়য়েত ভল্লাতকপ্রপুন্নাডাবল্গু-জার্কচিত্রকবিড়ঙ্গমুস্তচূর্ণচতুর্ভাগযুক্তান্। এবমেব সালসারাদি-কষায়পরিপীতানামারগ্বধাদিকষায়পরিপীতানাং বা গোশকৃদ্ভূতানাং বা যবানাং শক্তূন্ কারয়িত্বা ভল্লাতকাদীনাং চূর্ণান্যাবাপ্য খদিরা-শননিম্বরাজবৃক্ষরোহিতকগুড়ূচীনামন্যতমস্য কষায়েণ শর্করামধুমধুরেণ দ্রাক্ষাযুক্তেন দাড়িমবেতসাম্লেন সৈন্ধবলবণান্বিতেন পায়য়েদেষ সক্তুমন্থকল্পঃ।

যাবকাংশ্চ ভক্ষ্যান্ধানালুঞ্চককুল্মাষাপূপপূর্ণকোশোৎকারি-কাশষ্কুলিকাকুণাবীকোনালিপ্রভৃতীন্ সেবেত। যববিধানেন গোধূম-বেণুযবানুপযুঞ্জীত।

অরিষ্টানতো বক্ষ্যামঃ। পূতীকচব্যচিত্রকসুরদারুসারিবাদন্তী-ত্রিকটুকানাং প্রত্যেকং ষট্পলিকা ভাগা বদরকুড়বস্ত্রিফলাকুড়ব-ইত্যেতেষাং চূর্ণানি ততঃ পিপ্পলীমধুঘৃতৈরন্তঃপ্রলিপ্তে ঘৃতভাজনে প্রাক্‌কৃতসংস্কারে সপ্তোদককুড়বানয়োরজোঽর্দ্ধকুড়বমর্দ্ধতুলাঞ্চ গুড়স্যাভিহিতানি চূর্ণান্যাবাপ্য স্বনুগুপ্তং কৃত্বা যবপল্লে সপ্তরাত্রং বাসয়েত্ততো যথাবলমুপযুঞ্জীতৈষোঽরিষ্টঃ কুষ্ঠমেহমেদঃপাণ্ডু-রোগশ্বয়থূনপহন্তি। এবং শালসারাদৌ ন্যগ্রোধাদাবারগ্বধাদা-বরিষ্টান্ কুর্ব্বীত।

আসবানতো বক্ষ্যামঃ। পলাশভস্মপরিস্রুতস্তোক্ষোদকস্ত শীতীভূতস্য ত্রয়ো ভাগা দ্বৌ ফাণিতস্যৈকধ্যমরিষ্টকল্পেন বিদধ্যাৎ। এবং তিলাদীনাং ক্ষারেষু শালসারাদৌ ন্যগ্রোধাদাবারগ্বধাদৌ মূত্রেষু চাসবান্বিদধ্যাৎ।

অথ সুরা বক্ষ্যামঃ। শিংশপাখদিরয়োঃ সারমাদায়োৎপাদ্য চোত্তমারণীব্রাহ্মীকোশাতকীস্তৎসর্ব্বমেকতঃ কষায়কল্পেন বিপাচ্যোদকমাদদীত মণ্ডোদকার্থং কিণ্বপিষ্টমভিষুণুয়াচ্চ যথোক্তমেবং সুরা। শালসারাদৌ ন্যগ্রোধাদাবারগ্বধাদৌ চ বিদধ্যাৎ।

অতোঽবলেহান্বক্ষ্যামঃ। খদিরাসিননিম্বরাজবৃক্ষশালসারক্কাথে তৎসারপিণ্ডান্ শ্লক্ষ্ণপিষ্টান্ প্রক্ষিপ্য বিপচেৎ ততো নাতিদ্রবং নাতিসান্দ্রমবতার্য্য তস্য পাণিতলপূর্ণমপ্রাতরাশো মধুমিশ্রং লিহ্যাদেবং শালসারাদৌ ন্যগ্রোধাদাবারগ্বধাদৌ চ লেহান্ কারয়েৎ।

অতশ্চূর্ণক্রিয়াঃ বক্ষ্যামঃ। শালসারাদীনাং সারচূর্ণপ্রস্থমাহৃত্যারগ্বধাদিকষায়পরিপীতমনেকশঃ শালসারাদিকষায়েণৈব পায়য়েৎ। এবং ন্যগ্রোধাদীনাং ফলেষু পুষ্পেম্বারগ্বধাদীনাং চূর্ণক্রিয়াং কারয়েৎ।

অত ঊর্দ্ধময়স্কৃতীর্ব্বক্ষ্যামঃ। তীক্ষ্ণলোহপত্রাণি তনূনি লবণবর্গপ্রদিগ্ধানি গোময়াগ্নিপ্রতপ্তানি ত্রিফলাশালসারাদিকষায়েণ নির্ব্বাপয়েৎ ষোড়শবারাংস্ততঃ খদিরাঙ্গারতপ্তান্যুপশান্ততাপানি সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েদ্গাঢ়তান্তবপরিস্রাবিতানি ততো যথাবলং মাত্রাং সর্পির্মধুভ্যাং সংসৃজ্যোপযুঞ্জীত। জীর্ণে যথাব্যাধ্যনম্লমলবণমাহারং কুর্ব্বীত। এবং তুলামুপযুজ্য কুষ্ঠমেহমেদঃশ্বয়থুপাণ্ডুরোগোন্মাদাপস্মারানপহৃত্য বর্ষশতং জীবতি। তুলায়াং তুলায়াং বর্ষশতগুণোৎকর্ষঃ। এতেন সর্ব্বলোহেষ্বয়স্কৃতয়ো ব্যাখ্যাতাঃ। ত্রিবৃচ্ছ্যামাগ্নিমন্থসপ্তলাকেবুকশঙ্খিনীতিল্বকত্রিফলাপলাশশিংশপানাং স্বরসমাদায় পালাশ্যাং দ্রোণ্যামভ্যাসিচ্য খদিরাঙ্গারতপ্তময়ঃপিণ্ডং

ত্রিসপ্তকৃত্বো নির্ব্বাপ্য তমাদায় পুনরাসিচ্য স্থাল্যাং গোময়াগ্নিনা বিপচেৎসিধ্যতি চাস্মিন্ পিপ্পল্যাদিচূর্ণভাগৌ দ্বৌমধুন স্তাবদ্দ্বয়তস্যোতি দদ্যাৎ ততশ্চতুর্থভাগাবশিষ্ট মবতার্য্য পরিস্রাব্য ভূয়োঽগ্নিতপ্তানায়ঃ পত্রাণি প্রক্ষিপেৎ। ততঃ প্রশান্তমায়সে পাত্রে সুগুপ্তং নিদধ্যাৎ ততোযথাযোগং শুক্তিং প্রকুঞ্চং চোপজুঞ্জীত জীর্ণে যথাব্যাধ্যাহার মুপসেবেত। এষৌষধায়স্কৃতিরসাধ্যং কুষ্ঠং প্রমেহং বা সাধয়তি স্থূলমপকর্ষতি শোফমুপহন্তি সন্নমগ্নি মুদ্ধরতি বিশেষেণ চোপদিশ্যতে রাজযক্ষ্মিণাং বর্ষশতায়ুশ্চানয়া পুরুষো ভবতি। শালসারাদিকাথমাসিচ্য পালাশ্যাং দ্রোণ্যাময়োঘনং তপ্তং নির্ব্বাপ্য কৃতসংস্কারে কলসেঽভ্যাসিচ্য পিপ্পল্যাদিচূর্ণভাগং ক্ষৌদ্রংগুড়মিতি চ দত্ত্বা সুগুপ্তং নিদধ্যাদেতাং মহৌষধায়স্কৃতিং মাসমর্দ্ধং মাসং বা স্থিতাং যথাবল মুপযুঞ্জীত। এবং ন্যগ্রোধাদাবারেবতাদিষুচ বিদধ্যাৎ।

অতঃখদির বিধান মুপদেক্ষ্যামঃ। প্রশস্তদেশজাতমনুপহত মধ্যমবয়স্কং খদিরং পরিতঃ খানয়িত্বা মধ্যমমূলংছিত্ত্বায়োময়ং কুম্ভং তস্মিন্নন্তরে নিদধ্যাদ্যথারসগ্রহণসমর্থো ভবতি। ততস্তং গোময়-মৃদাবলিপ্ত মবকীর্য্যেন্ধনৈর্গোময়মিশ্রৈরাদীপয়েৎ। যথাস্য দহ্যমানস্য রসঃ স্রবত্যধস্তাদ্যদা জানীয়াৎ পূর্ণংভাজনমিত্যথৈবমুদ্ধৃত্য পরিস্রাব্য রসমন্যস্মিন্ পাত্রে নিধায়ানুগুপ্তং নিদধ্যাওতো যথাযোগং মাত্রা-মামলকরসমধুসর্পির্ভিঃ সংসৃজ্যোপযুঞ্জীত জীর্ণে ভল্লাতক বিধান বদাহারঃ পরিহারশ্চ প্রস্থে চোপযুক্তে শতংবর্ষাণামায়ুষোঽভি বৃদ্ধির্ভবতি। খদিরসারতুলামুদক দ্রোণে বিপাচ্যষোড়শাংশাবশিষ্ট-মবতার্য্যানুগুপ্তং নিদধ্যাৎ তমামলকরস মধুসর্পির্ভিঃ সংসৃজ্যোপযুঞ্জীত এষ এব সর্ব্ববৃক্ষসারেষু কল্পঃ।

খদিরসারচূর্ণতুলাং খদিরসারকাথমাত্রাং বা প্রাতঃ প্রাতরুপ-সেবেত। খদিরসার কাথসিদ্ধমাবিকং বা সর্পিঃ। অমৃতবল্লী স্বরসং কাথং বা প্রাতঃপ্রাতরুপসেবেত তৎসিদ্ধং বা সর্পিঃ। অপরাহ্নে

সসর্পিষ্ক মোদনমামলক যূষেণভুঞ্জীতৈবং মাসমুপযুজ্য সর্ব্বকুষ্ঠৈর্ব্বি-মুচ্যত ইতি।

কৃষ্ণতিলভল্লাতকতৈলামলকরসসর্পিষাং দ্রোণং শালসারাদিকষায়স্য চ ত্রিফলা ত্রিকটুক পরুষফলমজ্জ বিড়ঙ্গ-ফল-সারচিত্রার্ক বিল্বজহরিদ্রাদ্বয় তৃবৃদ্দন্তীদ্রবযষ্টীমধুকাতিবিষারসাঞ্জনপ্রিয়ঙ্গূনাং পালিকান্ভাগাং স্তানৈ-কধ্যং স্নেহপাক বিধানেন পচেৎ তৎসাধু সুসিদ্ধ মবতার্য্য পরিস্রাব্যাসু-গুপ্তং নিদধ্যাৎ তত উপসংস্কৃতশরীরঃ প্রাতরুত্থায় পাণিশুদ্ধিমাত্রং ক্ষৌদ্রেণ প্রতিসংসৃজ্যোপযুঞ্জীত জীর্ণে মুদ্গামলক যূষেণালবণেন সর্পিষ্মন্তং খদিরোদকসিদ্ধং মৃদ্বোদন মশ্নীয়াৎ খদিরোদক সেবীত্যেবং দ্রোণমুপযুজ্য সর্ব্বকুষ্ঠৈর্ব্বিমুক্তঃ শুদ্ধ তনুঃ স্মৃতিমান্ বর্ষশতায়ুররোগো ভবতি।

ভবতিচাত্র

সুরামস্থাসবারিষ্টালেঁহাংশ্চূর্ণান্যয়স্কৃতীঃ।
সহস্রশোঽপি কুর্ব্বীত বীজেনানেন বুদ্ধিমান্॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ॥

অথাতঃ প্রমেহচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

দ্বৌপ্রমেহৌ সহজোঽপথ্যনিমিত্তশ্চ ভবতঃ। তত্র সহজো মাতৃপিতৃবীজদোষকৃতঃ। অহিতাহারজোঽপথ্যনিমিত্তঃ। তয়োঃ পূর্ব্বেণোপদ্রুত কৃশোরুক্ষোঽল্পাশী পিপাসুর্ভৃশং পরিসরণশীলশ্চ ভবতি। উত্তরেণ স্থূলোবহ্বাশী স্নিগ্ধঃশয্যাসনস্বপ্নশীলঃ প্রায়েণেতি। তত্রকৃশমন্নপানং প্রতিসংস্কৃতাভিঃ ক্রিয়াভিশ্চিকিৎসেত। স্থূলমপতর্পণ যুক্তাভিঃ।

সর্ব্বএবচ পরিহরেয়ুঃ সৌবীরকতুষোদক শুক্তমৈরেয়সুরাসবতোয়

পয়স্তৈলঘৃতেক্ষু বিকারদধিপিষ্টান্নাম্লপানকানি গ্রাম্যানুপৌদক মাংসানি চেতি।

ততঃশালিষষ্টিক যবগোধূমকোদ্রবোদ্দালকাননবানৃভুঞ্জীত। চণকাঢ়কী কুলত্থমুদ্গবিকল্পেন তিক্তকষায়াভ্যাং শাকগণাভ্যাং নিকুম্ভে ঙ্গুদীসর্ষপাতসী তৈলসিদ্ধাভ্যাং বদ্ধমূত্রৈর্ব্বাজাঙ্গলৈর্মাংসৈরপস্কৃত মেদোভিরনম্লৈরঘৃতৈশ্চেতি।

তত্রাদিত এব প্রমেহিণংস্নিগ্ধ মন্যতমেন তৈলেন প্রিয়ঙ্গ্বাদি সিদ্ধেন বা ঘৃতেন বাময়েৎ প্রগাঢ়ং বিরেচয়েচ্চ। বিরেচনাদনন্তরং সুরসাদিকষায়েণাস্থাপয়েন্মহৌষধ ভদ্রদারু মুস্তাবাপেন মধুসৈন্ধবযুক্তেন দহ্যমানঞ্চ ন্যগ্রোধাদিকষায়েন নিঃস্নেহেন ততঃশুদ্ধদেহমামলকরসেন হরিদ্রাং মধুসংযুতাং পায়য়েৎ ত্রিফলা বিশালা দেবদারুমুস্তকষায়ং বা শালকম্পিল্লকমুষ্কক কল্কমক্ষমাত্রং বা মধুমধূররসামলকরসেন হরিদ্রাযুতং। কুটজকপিত্থ রোহিত বিভীতক সপ্তপর্ণ পুষ্পকল্কং বা। নিম্বারগ্বধসপ্তপর্ণমূর্ব্বা কুটজসোমবৃক্ষপলাশানাং বা ত্বক্‌পত্র মূলফল পুষ্পকষায়াণি। এতে পঞ্চপ্রয়োগাঃ সর্ব্বমেহানামপহন্তারো ব্যাখ্যাতাঃ।

বিশেষতশ্চাত ঊর্দ্ধং। তত্রোদক মেহিনং পারিজাত কষায়ং পায়য়েৎ। ইক্ষুমেহিনং বৈজয়ন্তীকষায়ং। সুরামেহিনং নিম্বকষায়ং। সিকতা মেহিনংচিত্রককষায়ং। শনৈর্মেহিনং খদিরকষায়ং। লবণ মেহিনং পাঠাগুরুকষায়ং। পিষ্টমেহিনং হরিদ্রা দারুহরিদ্রাকষায়ং। সান্দ্রমেহিনং সপ্তপর্ণ কষায়ং। শুক্রমেহিনং মূর্ব্বাশৈবলপ্লব হঠকরঞ্জকসেরুককষায়ং ককুভচন্দন কষায়ং বা। ফেণমেহিনং ত্রিফলারগ্বধ মৃদ্বীকাকষায়ং মধূরং কফজে তু লঘু মধুরমিতি। পৈত্তিকেষু নীলমেহিনং শালশারাদিকষায় মশ্বত্থ কষায়ং বা পায়য়েৎ। হরিদ্রা মেহিনং রাজবৃক্ষকষায়ং। অম্লমেহিনং ন্যগ্রোধাদিকষায়ং মধুমিশ্রং। ক্ষারমেহিনং ত্রিফলাকষায়ং। মঞ্জিষ্ঠামেহিনং মঞ্জিষ্ঠাচন্দন কষায়ং।

শোণিতমেহিনং গুড়ূচীতিন্দুকাস্থিকাশ্মর্য্য খর্জ্জুর কষায়ং মধুমিশ্রং।

অত ঊর্দ্ধমসাধ্যেষ্বপি যোগান্ যাপনার্থং বক্ষ্যামঃ। তদ্ যথা সর্পির্মেহিনং কুষ্ঠ কুটজ পাঠা হিঙ্গু কটুরোহিণীকল্কং গুড়ূচী চিত্রক কষায়েণ পায়য়েৎ। বসামেহিন মগ্নিমন্থ কষায়ং শিংশপা কষায়ং বা।

ক্ষৌদ্র মেহিনং খদির ক্রমুক কষায়ং। হস্তি মেহিনং তিন্দুক কপিত্থ শিরীষ পলাশ পাঠা মূর্ব্বা দুঃস্পর্শা কষায়ং মধুমিশ্রং। হস্ত্যশ্ব শূকর খরোষ্ট্রাস্থি ক্ষারং চেতি। দহ্যমান মৌদক কন্দকাথ সিদ্ধা যবাগূং ক্ষীরেক্ষু রসমধুরাং পায়য়েৎ।

ততঃ প্রিয়ঙ্গ্বনন্তা যূথিকাপদ্মা ত্রায়ন্তিকা লোহিতিকাম্বষ্ঠা দাড়িমত্বক্ শালপর্ণী পদ্মতুঙ্গকেশর ধাতকী বকুল শাল্মলী শ্রীবেষ্টক মোচরসেষ্বরিষ্টানয়স্কৃতী লেহানাসবান্ কুর্ব্বীত। শৃঙ্গাটক গিলোড্যমৃণাল কসেরুক মধুকাম্র জম্ব্বসন তিনিশ ককুভকট্বঙ্গ রোধ্রভল্লাতক চর্ম্মিবৃক্ষ গিরিকর্ণিকা শীতশিবনিচুল দাড়িমাজকর্ণ হরিবৃক্ষবাজাদন গোপঘণ্টা বিকঙ্কতেষু বা যবান্ন বিকারাংশ্চ সেবেত। যথোক্ত কষায়সিদ্ধাং চাস্মৈ যবাগূং প্রযচ্ছেৎ কষায়াণি বা পাতুং মহাধনমহিতাহারমৌষধ দ্বেষিণমীশ্বরং বা পাঠাভয়াচিত্রক প্রগাঢ়মনল্পমাক্ষিক মন্যতমমাসবং পায়য়েদঙ্গার শূন্যাবদংশং বা মাধ্বীকমভীক্ষ্ণং। মধুকপিত্থ মরিচাম্লবিদ্ধানি চাস্মৈপানান্যুপহরেৎ। উষ্ট্রাশ্বতরখর পুরীষচূর্ণানি দদ্যাদশনেষু। হিঙ্গুসৈন্ধবযুক্তৈর্যূষৈঃ সার্ষপৈশ্চ রাগৈর্ভোজয়েৎ। অবিরুদ্ধানি চাস্মৈ পান ভোজনান্যুপহরেদ্রসবন্তি। প্রবৃদ্ধ মেহাস্তু ব্যায়াম নিযুদ্ধ ক্রীড়াগজতুরগরথপদাতি চর্য্যাপরিক্রমণান্যাস্ত্রোপাস্ত্রে বা সেবেরন্।

অধনস্ত্ববান্ধবো বা পাদত্রাণাতপত্র বিরহিতো ভৈক্ষ্যাশী গ্রামৈক রাত্রাত্তবাসী মুনিরিব সংযতাত্মা যোজনশতমধিকং বা গচ্ছেৎ। মহাধনো বা শ্যামাকনীবারবৃত্তি রামলককপিত্থ তিন্দুকাশ্মন্তক ফলাহারী

মৃগৈঃ সহ বসেৎ তন্মূত্র শকৃদ্ভক্ষী সততমনুব্রজেদ্‌গাং ব্রাহ্মণো বা শিলোঞ্ছ বৃত্তির্ভূত্বা বৃহ্মরথমুপধারয়েৎ। পঠেৎ সততমিতরঃ খনেদ্বাকূপং। কৃশন্তু সততং রক্ষেৎ।

ভবতি চাত্র।

অধনো বৈদ্যসন্দেশাদেবং কুর্ব্বন্নতন্দ্রিতঃ।
সংবৎসরাদন্তরাদ্বা প্রমেহাৎ প্রতিমুচ্যতে ॥

দ্বাদশোধ্যায়ঃ।

অথাতঃ প্রমেহ পিড়কাচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

সরাবিকাদ্যা নব পিড়কা প্রাগুক্তাস্তাঃ প্রাণবতোহল্পাস্তম্মাংস প্রাপ্তা মৃদ্বোহল্পরুজঃ ক্ষিপ্রপাক ভেদিন্যশ্চ সাধ্যাঃ।

তাভিরুপদ্রুতং প্রমেহিণ মুপচরেত্তত্র পূর্ব্বরূপেম্বপতর্পণং কষায়ং বস্তমূত্রং চোপদিশেৎ। এব মকুর্ব্বত স্তস্য মধুরাহারস্য মূত্রং স্বেদঃ শ্লেষ্মাচ মধুরী-ভবতি প্রমেহ শ্চাভিব্যক্তো ভবতি তত্রোভয়তঃ সংশোধন মাসেবেত। এবমকুর্ব্বতস্তস্য দোষা প্রবৃদ্ধা মাংস শোণিতং প্রদূষ্য শোফং জনয়ন্ত্যপদ্রবান বা কাংশ্চিত্তত্রোক্তঃ প্রতীকারঃ শিরামোক্ষশ্চ। এবমকুর্ব্বতস্তস্য শোফো বৃদ্ধোহতিমাত্র রুজো বিদাহ মাপদ্যতে তত্র শস্ত্র প্রণিধান মুক্তং ব্রণক্রিয়োপসেবাচ। এবমকুর্ব্বতস্তস্য পূয়োহভ্যন্তর মবদার্য্যোৎসঙ্গং মহান্ত মবকাশং কৃত্বা প্রবৃদ্ধো ভবত্যসাধ্যঃ। তস্মাদাদিত এব প্রমেহিণ মুপক্রমেৎ। ভল্লাতক বিল্বাম্বু পিপ্পলী মূলোদকীর্য্যা বর্ষাভূ পুনর্ণবা চিত্রক শঠীস্নুহী বরুণক পুষ্কর দন্তী পথ্যাদশপলোন্মিতান্ যব কোলকুলথাংশ্চ প্রাস্থিকান্ সলিল দ্রোণে নিঃক্কাথ্য চতুর্ভাগাবশিষ্টেঽবতার্য্য বচাতৃবৃৎ কম্পিল্লক ভার্গী নিচুল শুণ্ঠী গজপিপ্পলী বিড়ঙ্গ শিরীষাণাং ভাগৈরর্দ্ধ পলিকৈ র্ঘৃতপ্রস্থং

বিপাচয়েন্মেহ শ্বয়থুকুষ্ঠ গুল্মোদরার্শঃ প্লীহা বিদ্রধি পিড়কানাং নাশনং নাম্না ধান্বন্তরং।

দুর্বিরেচ্যা হি মধুমেহিনো ভবন্তি মেদোভিব্যাপ্তশরীরত্বাত্তস্মাভীক্ষ্ণ মেতেষাং শোধনং কুর্ব্বীত। পিড়কাপীড়িতাঃ সোপদ্রবাঃসর্ব্ব এব প্রমেহা মূত্রাদিমাধুর্য্যে মধুগন্ধসামান্যাৎ পারিভাষিকীং মধুমেহতাং লভন্তে। নচৈতান্ কথঞ্চিদপি স্বেদয়েৎ মেদোবহুত্বাদেতেষাং বিশীর্য্যতে দেহঃ। স্বেদেন রসায়নীনাঞ্চ দৌর্ব্বল্যান্নোর্দ্ধ মুত্তিষ্ঠন্তি প্রমেহিণাং দোষাঃ। ততো মধুমেহিনামধঃকায়ে পিড়কা প্রাদুর্ভবন্তি। অপক্কানাং পিড়কানাং শোফবৎ প্রতীকারঃ পক্কানাং ব্রণবদিতি। তৈলন্ত ব্রণ রোপণাদৌ কুর্ব্বীত। আরগ্বধাদি কষায় মুৎসাদনার্থে শাল সারাদি কষায়ং পরিসেচনে পিপ্পল্যাদি কষায়ং পান ভোজনেষু পাঠা চিত্রক শাঙ্গ´ষ্টা ক্ষুদ্র বৃহতী সারিবা সোমবল্কসপ্তপর্ণারগ্বধ কুটজ মূলচূর্ণানি মধুমিশ্রাণি প্রাশ্নীয়াৎ। শালসারাদিবর্গ কষায়ং চতুর্ভাগাবশিষ্ট মবতার্য্য পরিস্রাব্য পুনরুপনীয় সাধয়েৎ সিধ্যতি চামলক রোধ্র প্রিয়ঙ্গু দন্তী কৃষ্ণায়স্তাম্র চূর্ণান্যাবপেদেতদনুপদগ্ধ লেহীভূত মবতার্য্যানুগুপ্তং নিদধ্যাত্ততো যথা যোগ মুপযুঞ্জীত। এব লেহঃ সর্ব্বমেহানাং হন্তা।

ত্রিফলা চিত্রক ত্রিকটু বিড়ঙ্গ মুস্তানাং নবভাগা স্তাবন্ত এব কৃষ্ণায়শ্চূর্ণস্য তৎসর্ব্বমেকধ্যং কৃত্বা যথাযোগং মাত্রাং সর্পির্মধুভ্যাং সংসৃজ্যোপযুঞ্জীত। এতন্নবায়সমেতেন জাঠর্য্যং ন ভবতি সম্যোহগ্নি রাপ্যায়তে দুর্ণাম শোথ পাণ্ডু কুষ্ঠ রোগা বিপাক কাসশ্বাস প্রমেহাংশ্চ ন ভবতি।

শাল সারাদি নির্য্যূহে চতুর্থাংশাবশেষিতে।
পরিস্রুতে ততঃ শীতে মধুমাক্ষিক মাবপেৎ॥
ফাণিতীভাব মাপন্নং গুড়ং শোধিত মেবচ।
শ্লক্ষ্ণ পিষ্টানি চূর্ণানি পিপ্পল্যাদি গণস্যচ॥

একধ্যমাবপেৎ কুম্ভে সংস্কৃতে ঘৃত ভাবিতে।
পিপ্পলী চূর্ণ মধুভিঃ প্রলিপ্তেহন্তঃশুচৌদৃঢ়ে॥
শ্লক্ষ্ণানি তীক্ষ্ণ লোহস্য তত্র পত্রাণি বুদ্ধিমান্।
খদিরাঙ্গার তপ্তানি বহুশঃ সান্নিপাতয়েৎ॥
সুপিধানততঃ কৃত্বা যব পল্লে নিধাপয়েৎ।
মাসাংস্ত্রীং শ্চতুরো বাপি যাবদালোহ সংক্ষয়াৎ॥
ততোজাতরসং তস্তু প্রাতঃ প্রাতর্যথাবলং।
নিষেবেত যথাযোগ মাহারং চাস্য কল্পয়েৎ॥
কার্শ্য-কুদ্বলিনামেষ সন্নস্যাগ্নেঃ প্রসাধকঃ।
শোফনুদ্গুল্ম হৃৎকুষ্ঠ মেহ পাণ্ড্বাময়াপহঃ॥
প্লীহোদর হরঃ শীঘ্রং বিষম জ্বর নাশনঃ।
অভিষ্যন্দাপহরণো লোহারিষ্ট মহাগুণঃ॥
প্রমেহিণো যদা মূত্রমপিচ্ছিল মনাবিলং।
বিশদন্তিক্ত কটুকং তদারোগ্যং প্রচক্ষতে॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো মধুমেহ চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

মধু মেহিত্বমাপন্নং ভিষগ্‌ভিঃ পরিবর্জ্জিতং।
যোগেনানেন মতিমান্ প্রমেহিণ মুপাচরেৎ॥
মাসে শুক্রে শুচৌচৈব শৈলাঃ সূর্য্যাংশু তাপিতাঃ।
জতু প্রকাশং স্বরসং শিলাভ্যঃ প্রস্রবন্তি হি॥
শিলাজত্বিতি বিখ্যাতং সর্ব্ব ব্যাধি বিনাশনং।
ত্রপ্বাদীনান্তু লোহানাং যন্নামন্তমাম্বয়ং॥
জ্ঞেয়ং স্বগন্ধতশ্চাপি ষড়্‌যোনিপ্রথিতং ক্ষিতৌ।
লোহাদ্ভবতি তদ্‌যস্মাচ্ছিলাজতু জতুপ্রভং॥

তস্য লোহস্য তদ্বীর্য্যং রসঞ্চাপি বিভর্ত্তিতৎ।
ত্রপুসীসায়সাদীনিপ্রধানান্যুত্তরোত্তরং॥
যথা তথা প্রয়োগোঽপি শ্রেষ্ঠে শ্রেষ্ঠ গুণাঃ স্মৃতাঃ।
যৎ সর্ব্বং তিক্ত কটুকং কষায়ানুরসং সরং॥
কটু পাক্যুষ্ণবীর্য্যঞ্চ শোষণং ছেদনং তথা।
তেষু যৎ কৃষ্ণমলঘু স্নিগ্ধং নিঃশর্করঞ্চ যৎ॥
গোমূত্র গন্ধি যচ্চাপি তৎপ্রধানং প্রচক্ষতে।
তদ্‌ভাবিতং সারগণৈ হৃত-দোষো দিনোদয়ে॥
পিবেৎ সারোদকেনৈব শ্লক্ষ্ণ পিষ্টং যথাবলং।
জাঙ্গলেন রসেনান্নং তস্মিঞ্জীর্ণেতু ভো- -ৎ॥
উপযুজ্য তুলামেবং গিরিজাদমৃতোপমাৎ।
বপুর্বর্ণবলোপেতো মধুমেহ বিবর্জ্জিতঃ॥
জীবেদ্বর্ষ শতং পূর্ণ অজরোঽমর সন্নিভঃ।
শতং শতং তুলায়াস্তু সহস্রং দশ তৌলিকে॥
ভল্লাতক বিধানেন পরিহার বিধিঃ স্মৃতঃ।
মেহং কুষ্ঠ মপস্মার মুন্মাদং শ্লীপদং গরং॥
শোষং শোফার্শসী গুল্মং পাণ্ডুতাং বিষম জ্বরং।
অপোহত্যচিরাৎকালাচ্ছিলা জতু নিষেবিতং॥
ন সোঽস্তি রোগো যঞ্চাপি নিহন্যান্ন শিলাজতু।
শর্করাং চিরসম্ভূতাং ভিনত্তি চ তথাঽশ্মরীং॥
ভাবনালোড়নে চাস্য কর্ত্তব্যো ভেষজৈর্হিতৈঃ।
এবঞ্চ মাক্ষিকং ধাতুং তাপীজ মমৃতোপমং॥
মধুরঃ কাঞ্চনাভাস মম্লংবা রজত প্রভং।
পিবন্ হন্তি জরা কুষ্ঠ মেহ পাণ্ড্বাময়ক্ষয়ান্॥
তদ্ভাবিতঃ কপোতাংশ্চ কুলত্থাংশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।
পঞ্চকর্ম্ম গুণাতীতং শ্রদ্ধাবন্তং জিজীবিষুং॥

যোগেনানেন মতিমান্ সাধয়েৎ কুষ্ঠিনং নরং।
বৃক্ষাস্তুবরকা যে স্যুঃ পশ্চিমার্ণব ভূমিষু॥
বীচী তরঙ্গ বিক্ষেপা মরুতোদ্ধূত পল্লবাঃ।
তেষাং ফলানি গৃহ্নীয়াৎ সুপক্কান্যম্বুদাগমে॥
মজ্জ স্তেভ্যোঽপি সংহৃত্য শোষয়িত্বা বিচূর্ণ্য চ;
তিল বৎপীড়য়েদ্দ্রোণ্যাং ক্বাথয়েদ্বা কুসুম্ভবৎ॥
তত্তৈলং সংহৃতং ভূয়ঃ পচেদাতোয় সংক্ষয়াৎ।
অবতার্য্য করীষেচ পক্ষমাত্রং নিধাপয়েৎ॥
স্নিগ্ধঃ স্বিন্নো হৃতমলঃ পক্ষাদূর্দ্ধং প্রযত্নবান্।
চতুর্থ ভক্তান্তরিতঃ খাদেৎ শুক্লাদৌ দিবসে শুভে॥
মন্ত্র পূতস্য তৈলস্য পিবেন্মাত্রাং যথাবলং!
তত্র মন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি যেনেদমভিমন্ত্র্যতে॥
মজ্জসার মহাবীর্য্য সর্ব্বান্ধাতূন্ বিশোধয়।
শঙ্খ চক্র গদাপাণি স্ত্বামাজ্ঞাপয়তে ঽচ্যুতঃ॥
তেনাস্যোর্দ্ধ মধশ্চাপি দোষাযান্ত্যসকৃত্ততঃ।
অস্নেহ লবণাং সায়ং যবাগূং শীতলাং পিবেৎ॥
পঞ্চাহং প্রপিবেত্তৈল মনেন বিধিনা নরঃ।
পক্ষং পরিহরেচ্চাপি মুদ্গযূষৌদনাশনঃ॥
পঞ্চতি দিবসৈরেবং সর্ব্ব কুষ্ঠৈর্ব্বিমুচ্যতে।
তদেব খদির ক্বাথে ত্রিগুণে সাধু সাধিতং॥
নিহন্তি পূর্ব্ববৎ পক্বং পিবেন্মাস মতন্দ্রিতঃ।
তেনাভ্যক্ত শরীরশ্চ কুর্ব্বীতাহারমীরিতং॥
ভিন্নস্বরংরক্তনেত্রং বিশীর্ণং কৃমিভক্ষিতং।
অনেনাশুপ্রয়োগেণ সাধয়েৎ কুষ্ঠিনং নরং
সর্পির্মধুযুতং পীতংতদেব খদিরাম্বুনা
পক্ষিমাংসরসাহারং করোতিদ্বিশতায়ুষং॥

তদেব নস্যে পঞ্চাশদ্দিবসানুপযোজিতং।
বপুষ্মন্তং শ্রুতিধরং করোতি ত্রিশতায়ুষং ॥
শোধয়ন্তি নরং পীতা মজ্জানস্তস্য মাত্রয়া।
মহাবীর্য্যস্তুবরকাঃ কুষ্ঠমেহাপহঃ পরঃ ॥
সান্তর্দ্ধূমস্তস্য মজ্জাতু দগ্ধঃ ক্ষিপ্ত স্তৈলে সৈন্ধবং চাঞ্জনঞ্চ।
এভ্যো হন্যাদর্ম্মনক্তান্ধ্যকাচান্নীলীরোগং তৈমিরং চাঞ্জনেন ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ উদরাণাংচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

অষ্টাবুদরাণি পূর্ব্বমুদ্দিষ্টানি তেষসাধ্যং বদ্ধগুদং পরিস্রাবি চাব-শিষ্টানি কৃচ্ছ্রসাধ্যানি সর্ব্বাণ্যেবচ প্রত্যাখ্যায়োপক্রমেত। তেষাদ্যশ্চ-তুর্ব্বর্গো ভেষজসাধ্যঃ। কালপ্রকর্ষাৎ সর্ব্বাণ্যেব শস্ত্রসাধ্যানি বর্জ্জয়িত-ব্যানি বা ॥

• উদরীতু গুর্ব্বভিষ্যন্দিরুক্ষবিদাহি স্নিগ্ধপিশিত পরিষেকাবগাহান্ পরিহরেৎ। শালিষষ্টিকযবগোধূম নীবারান্নিত্যমশ্নীয়াৎ।

তত্রবাতোদরিণং বিদারিগন্ধাদি সিদ্ধেন সর্পিষা স্নেহয়িত্বা তিল্বক-বিপক্কেনানুলোম্য চিত্রাফলতৈল প্রগাঢ়েন বিদারিগন্ধাকষায়েণাস্থা পয়েদনুবাসয়েচ্চ শাল্বণেন চোপনাহয়েদুদরং। ভোজয়েচ্চৈনং বিদারিগন্ধাদি সিদ্ধেন ক্ষীরেণ জাঙ্গলরসেন চাভীক্ষ্ণং স্বেদয়েৎ।

পিত্তোদরিণস্তু মধুরগণবিপক্কেন সর্পিষা স্নেহয়িত্বা শ্যামাত্রিফলা-ত্রিবৃদ্বিপক্কেনানুলোম্য শর্করামধুঘৃতপ্রগাঢ়েন ন্যগ্রোধাদিকষায়ে ণাস্থাপয়েদনুবাসয়েচ্চ পায়সেনোপনাহয়েদুদরং ভোজয়েচ্চৈনং বিদারি গন্ধাদি সিদ্ধেন পয়সা ॥

শ্লেষ্মোদরিণং পিপ্পল্যাদিকষায়সিদ্ধেন সর্পিষোপস্নেহ্য স্নুহীক্ষীর-বিপক্কেনানুলোম্য ত্রিকটুক মূত্রক্ষারতৈল প্রগাঢ়েন মুষ্ককাদি কষায়েণাস্থা

পয়েদনুবাসয়েচ্চ শণাতসীধাতকীকিণ্ব সর্ষপমূলকবীজকল্কৈশ্চোপনাহয়েদুদরং ভোজয়েচ্চৈনং ত্রিকটুক প্রগাঢ়েন কুলত্থ যূষেণ পায়সেন বা স্বেদয়েচ্চাভীক্ষ্ণং ॥

দূষ্যোদরিণস্তু প্রত্যাখ্যায় সপ্তলা শঙ্খিনীস্বরসসিদ্ধেন সর্পিষা বিরেচয়েন্মাসমর্দ্ধ মাসং বা মহাবৃক্ষ-ক্ষীর সুরা গোমূত্র সিদ্ধেন বা শুদ্ধ কোষ্ঠস্তু মদ্যেনাশ্বমারক গুঞ্জাকাকাদনীমূলকল্কং পায়য়েৎ। ইক্ষুকাণ্ডানি বা কৃষ্ণসর্পেণ দংশয়িত্বা ভক্ষয়েৎ। বল্লীফলানি বা মূলজং কন্দজং বা বিষমাসেবয়েৎ তেনাগদো ভবত্যন্যং বা ভাবমাপদ্যতে।

কুপিতানিলমূলত্বাৎ সঞ্চয়িত্বান্মলস্য চ।
সর্ব্বোদরেষু শংসন্তি বহুশস্ত্বনুলোমনং ॥
অতউর্দ্ধং সামান্য যোগান্বক্ষ্যামঃ।

তদ্‌যথা এরণ্ডতৈলমহরহর্ম্মাসং দ্বৌ বা কেবল মূত্রযুক্তং ক্ষীরযুক্তং বা সেবেতোদক বর্জ্জী মাহিষং বা মূত্রং ক্ষীরেণ নিরাহারঃ সপ্তরাত্রং। উষ্ট্রীক্ষীরাহারো বান্নবারি বর্জ্জী পিপ্পলীঃ বা মাসং পূর্ব্বোক্তেন বিধানেনাসেবেত। সৈন্ধবাজমোদা যুক্তং বা নিকুম্ভতৈলং ॥ আর্দ্রক শৃঙ্গবের রসপাত্রশতসিদ্ধং বা বাতশূলেহবচার্য্যং। শৃঙ্গবের রসবিপক্কং ক্ষীরমাসেবেত। চব্য শৃঙ্গবেরকল্কং বা পয়সা সরলদেবদারু চিত্রকমেব বা। সুরঙ্গীশাল পর্ণীশ্যামা পুনর্ণবা কল্কং বা। জ্যোতিষ্ক ফলতৈলং বা ক্ষীরেণ স্বর্জ্জিকাহিঙ্গুমিশ্রং পিবেৎ।

গুড়দ্বিতীয়াং বা হরীতকীং ভক্ষয়েৎ। স্নুহীক্ষীরভাবিতানাং বা পিপ্পলীনাং সহস্রং কালেন পথ্যা কৃষ্ণাচূর্ণং বা স্নুহীভাবিতা মৃৎকারিকাং পক্কাং দাপয়েৎ।

হরীতকী চূর্ণপ্রস্থমাঢ়কে ঘৃতস্যাঙ্গারেষ্বভিবিলাপ্য খজেনাভিমথ্যানুগুপ্তং কৃত্বার্দ্ধমাসং যবপল্লে বাসয়েৎ ততশ্চোদ্ধৃত্য পরিস্রাব্য হরীতকী কাথাম্লদধীন্যাবাপ্য বিপচেৎ। তদ্‌যথা যোগং মাসমর্দ্ধমাসং বা পায়য়েৎ। গব্যে পয়সি মহাবৃক্ষ ক্ষীরমাবাপ্য বিপচেদ্বিপক্কং

চাবতার্য্য শীতীভূতং মন্থানেনাভিমথ্য নবনীত মাদায় ভূয়ো মহাবৃক্ষ ক্ষীরেণৈব বিপচেত্তদ্ যথাযোগং মাসং মাসার্দ্ধং বা পায়য়েৎ। চব্যচিত্রক দন্ত্যতিবিষা কুষ্ঠ সারিবা ত্রিফলাজমোদহরিদ্রা শঙ্খিনী ত্রিবৃৎত্রিকটুকানামর্দ্ধ কার্ষিকা ভাগা রাজবৃক্ষ ফল মজ্জানামষ্টৌ কর্ষা মহাবৃক্ষ ক্ষীর পলে দ্বে গবাং ক্ষীরমূত্রয়োরষ্টাবষ্টৌ পলানি এতৎ সর্ব্বং ঘৃতপ্রস্থে সমাবাপ্য বিপচেৎ। এতানি তিল্বকঘৃত চতুর্থানি সর্পীংষ্যু দর গুল্ম বিদ্রধ্যষ্ঠীলানাহ কুষ্ঠোন্মাদাপস্মারেষূপ যোজ্যানি বিরেচনার্থং। মূত্রাসবারিষ্ট সুরাশ্চাভীক্ষ্ণং মহাবৃক্ষ ক্ষীর সংভৃতাঃ সেবেত। বিরেচন দ্রব্য কষায়ং বা শৃঙ্গবের দেবদারু প্রগাঢ়ং বমন বিরেচন দ্রব্যাণাং পালিকা ভাগাঃ পিপ্পল্যাদি বচাদি হরিদ্রাদি পরিপঠিতানাঞ্চ দ্রব্যাণাং শ্লক্ষ্ণ পিষ্টানাং যথোক্তানাঞ্চ লবণানাং তৎসর্ব্বং মূত্রগণে প্রক্ষিপ্য মহাবৃক্ষ ক্ষীর প্রস্থঞ্চ মৃদ্বগ্নিনা ঘট্টয়ন্ বিপচেদপ্রদগ্ধ কল্কং তৎসাধুসিদ্ধ মবতার্য্য শীতীভূত মক্ষমাত্রাং গুটীকাং বর্ত্তয়েত্তাসা মেকাং দ্বে তিস্রো বা গুটিকাঃ বলাপেক্ষয়া মাসাঃ স্ত্রীংশ্চতুরো বা সেবেত। এবানাহ বর্ত্তি ক্রিয়া বিশেষেণ মহাব্যাধিষূ পযুজ্যতে কোষ্ঠজাংশ্চ কৃমীনপহন্তি কাসশ্বাস কৃমিকুষ্ঠ প্রতিশ্যায়া রোচকা বিপাকোদাবর্ত্তাংশ্চ নাশয়তি। মদন ফল মজ্জ কুটজ জীমূতকেক্ষাকুধামার্গব ত্রিবৃৎত্রিকটু সর্ষপ লবণানি মহাবৃক্ষ ক্ষীর মূত্রয়োরন্যতরেণ পিষ্ট্বাঙ্গুষ্ঠমাত্রাং বর্ত্তিং কৃত্বো-দরিণ আনাহে তৈল লবণাভ্যক্ত গুদস্যৈকাং দ্বে বা পায়ৌ নিদধ্যা-দেবানাহ-বর্ত্তি-ক্রিয়া বাতমূত্র পুরীষোদাবর্ত্তাধ্মানানাহেষুবিধেয়া॥

প্লীহোদরিণঃ স্নিগ্ধ স্বিন্নস্য দধ্না ভুক্তবতো বামবাহৌ কূর্পরাভ্যন্তরতঃ সিরাং বিধ্যেদ্বিমর্দ্দয়েৎ পাণিনা প্লীহানং রুধিরস্যন্দনার্থং ততঃ সংশুদ্ধ-দেহং সমুদ্র শুক্তিকাক্ষারং পয়সা পায়য়েত। হিঙ্গু সৌবর্চ্চিকা ক্ষারেণ স্রুতেন পলাশ ক্ষারেণ বা যবক্ষারং পারিজাতকেক্ষুরকা পামার্গ ক্ষারং বা তৈল সংসৃষ্টং শোভাঞ্জন কষায়ং বা পিপ্পলী সৈন্ধব চিত্রকযুতং। পূতিকরঞ্জ ক্ষারং বাম্লস্রুতং বিড়লবণ পিপ্পলী প্রগাঢ়ং।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলচিত্রক শৃঙ্গবের যবক্ষার সৈন্ধবানাং পালিকা ভাগা ঘৃতপ্রস্থং তত্তুল্যংক্ষীরং তদৈকধ্যং বিপাচয়েদেতৎ ষট্পলকং নাম সর্প্পিঃ প্লীহাগ্নিসঙ্গ গুল্মোদরোদাবর্ত্ত শ্বয়থু পাণ্ডুরোগ কাসশ্বাস প্রতিশ্যায়োর্দ্ধবাতবিষমজ্বরানপহন্তি মন্দাগ্নির্ব্বা হিঙ্গ্বাদিকং চূর্ণ মুপযুঞ্জীত যকৃদ্দাল্যেঽপ্যেষ এব ক্রিয়া বিভাগশ্চ বিশেষস্তু দক্ষিণ বাহৌ সিরাব্যধঃ।

মণিবন্ধং সকুন্নাভ্য বামাঙ্গুষ্ঠসমীরিতাম্।
দহেৎসিরাং শরেণাশু প্লীহ্নো বৈদ্যঃ প্রশান্তয়ে॥

বদ্ধগুদে পরিস্রাবিণি চ স্নিগ্ধ স্বিন্নস্যাভ্যক্তস্যাধো নাভের্ব্বামতশ্চতুরঙ্গুলমপহায় রোমরাজ্যা উদরং পাটয়িত্বা চতুরঙ্গুল প্রমাণান্যন্ত্রাণি নিষ্কৃষ্য নিরীক্ষ্য বদ্ধগুদস্যান্ত্র-প্রতিরোধ-করমশ্মানং বালং বাপোহ্য মলজাতং বা ততো মধুসর্প্পির্ভ্যামভ্যজ্যান্ত্রাণি যথাস্থানং স্থাপয়িত্বা বাহ্যং ব্রণমুদরস্য সীব্যেৎ। পরিস্রাবিণ্যপ্যেবমেব শল্যমুদ্ধৃত্যান্ত্রস্রাবান্ সংশোধ্য তচ্ছিদ্রমন্ত্রং সমাধায় কৃষ্ণপিপীলিকাভির্দংশয়েৎ দষ্টেচ তাসাং কায়ানপহরেন্ন সিরাংসি ততঃ পূর্ব্ববৎসীব্যেৎ সন্ধানঞ্চ যথোক্তং কারয়েৎ যষ্টিমধুকমিশ্রয়া চ কৃষ্ণমৃদাবলিপ্য বন্ধেনোপচরেত্ততো নিবাতমাগারং প্রবেশ্যাচারিক মুপদিশেদ্বাসয়েচ্চৈনং তৈলদ্রোণ্যাং সর্প্পির্দ্রোণ্যাং বা পয়োবৃত্তিমিতি।

উদকোদরিণস্তু বাতহরতৈলাভ্যক্তস্যোষ্ণোদকস্বিন্নস্য স্থিতস্যাপ্তৈঃ সুপরিগৃহীতস্যাকক্ষাৎপরিবেষ্টিতস্যাধো নাভের্ব্বামতশ্চতুরঙ্গুলমপহায় রোমরাজ্যা ব্রীহিমুখেনাঙ্গুষ্ঠোদরপ্রমাণ মবগাঢ়ংবিধ্যেৎ।

তত্র ত্রপ্বাদীনামন্যতমস্য নাড়ীদ্বিদ্বারাং পক্ষনাড়ীং বা সংযোজ্য দোষোদক মবসিঞ্চেত্ততো নাড়ীমপহৃত্য তৈল লবণেনাভ্যজ্য ব্রণবন্ধেনোপচরেন্নচৈকস্মিন্নেব দিবসে সর্ব্বং দোষোদক মপহরেৎ সহসাহ্যপহৃতে তৃষ্ণা জ্বরাঙ্গমর্দাতিসার শ্বাসপাদদাহা উৎপদ্যেরন্নাপূর্য্যতে বা ভূয়স্তর-মুদরমসঞ্জাত প্রাণস্য তস্মাত্তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠাষ্টম দশম দ্বাদশ

ষোড়শ রাত্রানামন্তমমন্তরীকৃত্য দোষোদক মল্লাল্প মবসিঞ্চেৎ। নিঃস্রুতেচ দোষে গাঢ়তরমাবিক কাশেয় চর্ম্মণামন্ততমেন পরিবেষ্টয়েদুদরং তথা নাধ্মাপয়তি বায়ুঃ ষণ্মাসাংশ্চ পয়সা 'ভোজয়েজ্জাঙ্গল রসেন বা তত্র ত্রীন্মাসানর্দ্ধোদকেন পয়সা ফলাম্লেন জাঙ্গল রসেন বাবশিষ্টং মাসত্রয়মন্নং লঘুহিতং বা সেবেতৈবং সংবৎসরেণাগদী ভবতি।

ভবতিচাত্র।

আস্থাপনেচৈব বিরেচনে চ পানে তথাহারবিধিক্রিয়াসু।
সর্ব্বোদরিভ্যঃ কুশলৈঃ প্রযোজ্যং ক্ষীরং শৃতং জাঙ্গলজোরসো বা॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো মূঢ়গর্ভচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

নাতঃ কষ্টতমমস্তি যথামূঢ়গর্ভশল্যোদ্ধরণমত্র হি। যোনি যকৃৎ প্লীহান্ত্রবিবরগর্ভাশয়ানাং মধ্যে কর্ম্ম কর্ত্তব্যং স্পর্শেন। উৎকর্ষণাপকর্ষণ স্থানাপবর্ত্তনোৎকর্ত্তন ভেদন চ্ছেদন পীড়নর্জুকবণদারণানি চৈক হস্তেন গর্ভং গর্ভিণীং বা হিংসতা তস্মাদধিপতি মাপৃচ্ছ্যপরঞ্চযত্নমাস্থায়োপক্রমেত। তত্র সমাসেনাষ্টবিধামূঢ়গর্ভগতিরুদ্দিষ্টা স্বভাবগতা অপি ত্রয়ঃ সঙ্গাভবন্তি শিরসো বৈগুণ্যাদংসয়োর্জঘনস্য বা। জীবতি তু গর্ভে সূতিকাগর্ভনির্হরণে প্রযতেত নির্হর্ত্তুমশক্যে চ্যবনান্মন্ত্রানুপশৃণুয়াৎ তানিক্ষ্যামঃ॥

ইহামৃতঞ্চ সোমঞ্চ চিত্রভানুশ্চ ভামিনি।
উচ্চৈঃশ্রবাশ্চ তুরগো মন্দিরে নিবসন্তুতে॥

ইদমমৃতমপাং সমুদ্ধৃতং বৈ তব লঘুগর্ভমিমং প্রমুঞ্চতু স্ত্রী। তদনল পবনার্ক বাসবাস্তেসহ লবণাম্বুধরৈর্দিশন্তু শান্তিং।

মুক্তাঃ পশোর্ব্বিপাশাশ্চমুক্তাঃ সূর্য্যেণ রশ্ময়ঃ। মুক্তঃ সর্ব্বভয়াদ্‌গর্ভ এহ্যেহি বিরমাবিতঃ।

ঔষধানিচ বিদধ্যাদ্যথোক্তানি। মৃতে চোত্তানায়া আভুগ্নসক্থ্যা বস্ত্রাধারকোন্নমিতকট্যা ধন্বননগবৃত্তিকাশাল্মলীমৃৎস্ন ঘৃতাভ্যাং ম্রক্ষয়িত্বা হস্তং যোনৌ প্রবেশ্য গর্ভমুপহরেৎ। তত্র সক্থিভ্যামাগতমনুলোম-মেবাচ্ছেৎ। এক সক্থিপ্রপন্নস্যেতর সক্থি প্রসার্য্যাপহরেৎ। স্ফিগ্‌দেশেনাগতস্য স্ফিগ্‌দেশং প্রপীড্যোর্দ্ধমুৎক্ষিপ্যসক্থিনী প্রসার্য্যাপ-হরেৎ। তির্য্যগাগতস্য পরিঘস্যেব তিরংশ্চৈানস্য পশ্চাদর্দ্ধমূর্দ্ধমুৎক্ষিপ্য পূর্ব্বার্দ্ধ মপত্যপথং প্রত্যার্জবমানীয়াপহরেৎ। পার্শ্বাপবৃত্তশিরসমং-সম্প্রপীড্যোর্দ্ধমুৎক্ষিপ্য শিরোঽপত্যপথমানীয়াপহরেৎ। বাহুদ্বয় প্রতিপন্নস্যোর্দ্ধমুৎপীড্যাংসৌশিরোঽনুলোমমানীয়াপহরেৎ। দ্বাবন্ত্যাব-সাধ্যৌ মূঢ়গর্ভৌ। এবমশক্যে শস্ত্রমবচারয়েৎ সচেতনঞ্চ ন কথঞ্চন দারয়েত দার্য্যমাণো হি জননীমাত্মানংচৈব ঘাতয়েৎ।

তত্র স্ত্রিয়মাশ্বাস্য মণ্ডলাগ্রেণাঙ্গুলীশস্ত্রেণ বা শিরো বিদার্য্য শিরঃ-কপালা ন্যাহৃত্য শঙ্কুনা গৃহিত্বোরসি কক্ষায়াং বাপহরেদভিন্নেশিরসি চাক্ষিকূটে গণ্ডে বা অংসসংসক্তস্যাংসদেশে বাহুং ছিত্ত্বা দৃতি-মিবাততং বাতপূর্ণোদরং বা বিদার্য্য নিরস্যান্ত্রাণি শিথিলীভূত মাহরেজ্জঘনসক্তস্য বা জঘনকপালানীতি।

যদ্যদঙ্গং হি গর্ভস্য তস্য স্বজতি তদ্ভিষক্।
সম্যগ্বিনির্হরেচ্ছিত্ত্বা রক্ষেন্নারীঞ্চ যত্নতঃ॥
গর্ভস্য গতষশ্চিত্রা জায়ন্তেঽনিলকোপতঃ।
তত্রানল্পমতির্বৈদ্যো বর্ত্তেত বিধিপূর্ব্বকং॥
নোপেক্ষেত মৃতংগর্ভং মুহূর্ত্তমপিপণ্ডিতঃ।
সহ্যাশু জননীং হন্তি নিরুচ্ছাসংপশুংযথা॥
মণ্ডলাগ্রেণ কর্ত্তব্যং ছেদ্যমন্তর্ব্বিজানতা।
বৃদ্ধিপত্রংহি তীক্ষাগ্রং নারীং হিংস্যাৎ কদাচন॥
অথাপতন্তীমপরাং পাতয়েৎ পূর্ব্ববদ্ভিষক্।
হস্তেনাপহরেদ্বাপি পার্শ্বাভ্যাং পরিপীড্য বা॥

ধুন্বয়াচ্চ মুহুর্নারীং পীড়য়েদ্বাংসপিণ্ডিকাং।
তৈলাক্তযোনেরেবং তাং পাতয়েন্মতিমান্ভিষক্॥
এবং নির্হৃতশল্যাস্তু সিঞ্চেদুষ্ণেণ বারিণা।
ততোঽভ্যক্ত শরীরায়া যোনৌস্নেহংনিধাপয়েৎ॥
এবং মৃদ্বীভবেদ্যোনি স্তচ্ছূলং চোপশাম্যতি।
কৃষ্ণাতন্মূল শুণ্ঠ্যেলা হিঙ্গুভার্গীসদীপ্যকা॥
বচামতিবিষাং রাস্নাং চব্যং সঞ্চূর্ণ্যপায়য়েৎ।
স্নেহেন দোষসন্দার্থং বেদনোপশমায়চ॥
কাথকৈষাং তথা কল্কং চূর্ণং বা স্নেহ বর্জ্জিতং।
শাকত্বগ্‌হিঙ্গুতিবিষা পাঠাকটুক রোহিণীঃ॥
তথাতেজোবতীঞ্চাপি পায়য়েৎপূর্ব্ববদ্ভিষক্।
ত্রিরাত্রং পঞ্চসপ্তাহং ততঃস্নেহং পুনঃপিবেৎ॥
পায়য়েদ্বাসবং নক্ত মরিষ্টং বা সুসংস্কৃতং।
শিরীষ ককুভাভ্যাঞ্চ তোয়মাচমনে হিতং॥
উপদ্রবাশ্চ যেঽন্যোস্যুস্তান্ যথাস্বমুপাচরেৎ।
সর্ব্বতঃ পরিশুদ্ধাচ স্নিগ্ধ পথ্যাল্পভোজনা॥
স্বেদাভ্যঙ্গপরানিত্যং ভবেৎ ক্রোধ বিবর্জ্জিতা।
পয়োবাতহরৈঃ সিদ্ধং দশাহং ভোজনে হিতং॥
রসং দশাহং শেষেতু যথা যোগমুপাচরেৎ।
ব্যুপদ্রবাং বিশুদ্ধাঞ্চ জ্ঞাত্বাচ বলবর্ণিনীং॥
উর্দ্ধং চতুর্ভ্যোমাসেভ্যো নিসৃজেৎ পরিহারতঃ।
যোনিসন্তর্পণেঽভ্যঙ্গে পানে বস্তিষুভোজনে॥
বলাতৈল মিদং বাস্যেদদ্যাদনিলবারণং।
বলামূল কষায়স্য দশমূলী কৃতস্যচ॥
যবকোল কুলত্থানাং কাথস্য পয়সস্তথা।
অষ্টাবষ্টৌ শুভাভাগা স্তৈলাদেকস্তদেকতঃ॥

পচেদাবাপ্য মধুরং গণং সৈন্ধব সংযুতং
তথাগুরুং সর্জ্জরসং সরলং দেবদারুচ ॥
মঞ্জিষ্ঠাং চন্দনং কুষ্ঠমেলাং কালানুসারিবাং।
মাংসীং শৈলেয়কং পত্রং তগরং শারিবাং বচাং ॥
শতাবরীমশ্বগন্ধাং শতপুষ্পাং পুনর্ণবাং।
তৎসাধু সিদ্ধং সৌবর্ণে রাজতে মৃণ্ময়েঽপিবা ॥
প্রক্ষিপ্যকলসে সম্যক্ স্বনুগুপ্তং নিধাপয়েৎ।
বলাতৈলমিদংখ্যাতং সর্ব্ববাত বিকারনুৎ ॥
যথাবলমতো মাত্রাং সূতিকায়ৈ প্রদাপয়েৎ।
যাচ গর্ভার্থিনী নারী ক্ষীণশুক্রশ্চ যঃ পুমান্ ॥
বাতক্ষীণে মর্ম্মহতে মথিতেঽভিহতে তথা।
ভগ্নেশ্রমাভিপন্নে চ সর্ব্বথৈবোপযুজ্যতে ॥
এতদাক্ষেপকাদীন্বৈ বাতব্যাধীনপোহতি।
হিক্কাং কাস মধীমন্থং গুল্মং শ্বাসঞ্চ দুস্তরং ॥
ষণ্মাসানুপযুজ্যৈতদন্ত্রবৃদ্ধিমপোহতি।
প্রত্যগ্রধাতুঃ পুরুষো ভবেচ্ছ স্থির যৌবনঃ ॥
রাজ্ঞা মেতদ্ধি কর্ত্তব্যং রাজমাত্রাশ্চ যে নরাঃ।
সুখিনঃ সুকুমারাশ্চ ধনিনশ্চাপি যে নরাঃ ॥
বলাকষায়পীতো যস্তিলেভ্যো বাপ্যনেকশঃ।
তৈলমুৎপাদ্য তৎক্বাথশতপাককৃতং শুভং ॥
নিবাতে নিভৃতাগারে প্রযুঞ্জীত যথাবলং।
জীর্ণেঽস্মিন্ পয়সা স্নিগ্ধমশ্নীয়াৎ ষষ্টিকৌদনং ॥
অনেন বিধিনাদ্রোণমুপযুজ্যান্নমীরিতং।
ভুঞ্জীত দ্বিগুণং কালং বলবর্ণান্বিতস্ততঃ ॥
সর্ব্বপাপৈর্ব্বিনির্মুক্তঃ শতায়ুঃ পুরুষো ভবেৎ।
শতং শতং তথোৎকর্ষো দ্রোণে দ্রোণে প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

বলাকল্কেনাতিবলা গুড়ূচ্যাদিত্যপর্ণিষু।
সৈরেয়কে বীরতরৌ শতাবর্য্যাং ত্রিকণ্টকে॥
তৈলানি মধুকে কুর্য্যাৎ প্রসারণ্যাঞ্চ বুদ্ধিমান্।
নীলোৎপলং বরীমূলং গব্যেক্ষীরে বিপাচয়েৎ॥
শতপাকং ততস্তেন তিলতৈলং পচেদ্ভিষক্।
বলাতৈলস্য কল্কাংস্তু সুপিষ্টাংস্তত্রদাপয়েৎ॥
সর্ব্বেষামেব জানীয়াদুপযোগং চিকিৎসকঃ।
বলাতৈলতদেতেষাং গুণাংশ্চৈব বিশেষতঃ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো বিদ্রধীনাং চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

উক্তা বিদ্রধয়ঃ ষড়্ যে তেষসাধ্যস্তু সর্ব্বজঃ।
শেষেষ্বামেষু কর্ত্তব্যা ত্বরিতঃ শোফবৎ ক্রিয়া॥
সুরঙ্গী মূল কল্কৈস্তু ঘৃততৈল বসাযুতৈঃ।
সুখোষ্ণো বহুলোলেপঃ প্রযোজ্যোবাতবিদ্রধৌ॥
সানুপৌদক মাংসস্তু কাকল্যাদিঃ সুতর্পণঃ।
স্নেহাম্ল সিদ্ধোলবণঃ প্রযোজ্যশ্চোপনাহনে॥
বেশবারৈঃ সকৃশরৈঃ পয়োভিঃ পায়সৈস্তথা।
স্বেদয়েৎসততং চাপি নিহ্‌রেচ্ছাপি শোণিতং॥
সচেদেবমুপক্রান্তঃ পাকায়াভিমুখোযদি।
তংপাচয়িত্বা শস্ত্রেণ ভিন্দ্যাস্ত্রিষঞ্চ শোধয়েৎ॥
পঞ্চমূল কষায়েণ প্রক্ষাল্য লবণোত্তরৈঃ।
তৈলৈর্ভদ্রাদি মধুকসংযুক্তৈঃ প্রতি পূরয়েৎ॥

বৈরেচনিক যুক্তেন ত্রৈবৃতেন বিশোধ্য চ ।
পৃথক্ পর্ণ্যাদি সিদ্ধেন ত্রৈবৃতেন চ রোপয়েৎ ॥
পৈত্তিকং শর্করালাজা মধুকৈঃ সারিবাযুতৈঃ ।
প্রদিহ্যাৎক্ষীর পিষ্টৈর্ব্বা পয়স্তোশীরচন্দনৈঃ ॥
পাক্যৈঃ শীতকষায়ৈর্ব্বা ক্ষীরৈরিক্ষুরসৈস্তথা ।
জীবনীয় ঘৃতৈর্ব্বাপি সেবয়েচ্ছর্করাযুতৈঃ ॥
তৃবৃদ্ধরীতকীনাঞ্চ চূর্ণং লিহ্যান্মধুদ্রবং ।
জলৌকোভিহরেচ্চাসৃক্ পক্কং চাপাদ্য বুদ্ধিমান্ ॥
ক্ষীরবৃক্ষ কষায়েণ প্রক্ষালোদকজেন বা ।
তিলৈঃ সযষ্টিমধুকৈঃ সক্ষৌদ্রৈঃ সর্পিষাযুতৈঃ ॥
উপদিহ্য প্রতনুনা বাসসা বেষ্টয়েদ্ব্রণং ।
প্রপৌণ্ডরীক মঞ্জিষ্ঠা মধুকোশীর পদ্মকৈঃ ॥
সহরিদ্রৈঃ কৃতং সর্পিঃ সক্ষীরং ব্রণরোপণং ।
ক্ষীরশুক্লাপৃথকপর্ণী সমঙ্গারোধ্রচন্দনৈঃ ॥
ন্যগ্রোধাদিপ্রবালেষু তেষাং তক্ষুথবা কৃতং ।
নক্তমালস্য পত্রাণি তরুণানি ফলানিচ ॥
সুমনায়াশ্চ পত্রাণি পটোলারিষ্টয়োস্তথা ।
দ্বে হরিদ্রে মধুচ্ছিষ্টং মধুকং তিক্তরোহিণী ॥
প্রিয়ঙ্গুঃ কুশমূলঞ্চ নিচুলস্যত্বগেবচ ।
মঞ্জিষ্ঠাচন্দনোশীর মুৎপলং সারিবাত্রিবৃৎ ॥
এতেষাংকার্ষিকৈর্ভাগৈর্ঘৃত প্রস্থং বিপাচয়েৎ ।
দুষ্টব্রণ প্রশমনং নাড়ীব্রণ বিশোধনং ॥
সদ্যশ্ছিন্নব্রণানাঞ্চ করঞ্জাদ্যমিদং শুভং ।
দুষ্ট ব্রণাশ্চ যে কেচিদ্ যেচোৎসৃষ্ট-ক্রিয়া ব্রণাঃ ॥
নাড্যো গম্ভীরিকা যাশ্চ সদ্যঃশ্ছিন্নাস্তথৈবচ ।
অগ্নিক্ষারকৃতাশ্চৈব যে ব্রণা দারুণা অপি ॥

করঞ্জাদ্যেন হবিষা প্রশাম্যতি ন সংশয়ঃ।
ইষ্টকাসিকতা লোহ গোশকৃত্তুষ পাংশুভিঃ॥
মূত্রৈরুষ্ণৈশ্চ সততং স্বেদয়েৎ শ্লেষ্মবিদ্রধিং।
কষায় পানৈর্ব্বমনৈ রালেপৈরুপনাহনৈঃ॥
হরেদ্দোষানভীক্ষ্ণং চাপ্যলাব্বাস্থকৃতথৈবচ।
আরগ্বধকষায়েন পক্কং চাপাদ্য ধাবয়েৎ॥
হরিদ্রা ত্রিবৃতাশক্তু তিলৈর্মধুসমাযুতৈঃ।
পূরয়িত্বা ব্রণং সম্যগ্‌বধ্নীয়াৎ কীর্ত্তিতংযথা॥
ততঃকুলথিকাদন্তী ত্রিবৃচ্ছ্যামার্ক তিল্বকৈঃ।
কুর্য্যাত্তৈলংসগোমূত্রং হিতং তত্র সসৈন্ধবং॥
পিত্তবিদ্রধিবৎসর্ব্বাঃ ক্রিয়া নিরবশেষতঃ।
বিদ্রধ্যোঃ কুশলঃ কুর্য্যাদ্রক্তাগন্তু নিমিত্তয়োঃ॥
বরুণাদিগণক্বাথমপক্কেহভ্যন্তরোত্থিতে।
উষকাদি প্রতীবাপং পিবেদ্বিদ্রধিশান্তয়ে॥
অনয়োর্বর্গয়োঃ সিদ্ধং সর্পির্ব্বৈরেচনেনেচ।
অচিরাদ্বিদ্রধিং হন্তি প্রাতঃ প্রাতর্নিষেবিতং॥
এভিরেব গণৈশ্চাপি সংসিদ্ধং স্নেহসংযুতং।
কার্য্যমাস্থাপনং ক্ষিপ্রং তথৈবাপ্যনুবাসনং॥
পানালেপন ভোজ্যেষু মধুশিগ্রুদ্রুমোহপিবা।
দত্তাবাপো যথাদোষমপক্কং হন্তি বিদ্রধিং॥
তোয়ধান্যাম্লমূত্রৈস্ত পেয়োবাপি সুরাদিভিঃ।
যথা দোষগণক্বাথৈঃ পিবেদ্বাপি শিলাজতু॥
প্রধানং গুগ্‌গুলুঞ্চাপি শুণ্ঠীঞ্চ সুরদারুচ।
স্নেহোপনাহৌ কুর্য্যাচ্চ সদাচাপ্যনুলোমনং॥
যথোদ্দিষ্টাং সিরাং বিধ্যেৎকফজে বিদ্রধৌভিষক্‌।
রক্তপিত্তানিলোত্থেষু কেচিদ্দাহৌ বদন্তিতু॥

পক্কং বা বহিরুন্নদ্ধং ভিত্বা ব্রণবদাচরেৎ।
স্রুতেষূর্দ্ধমধোবাপি মৈরেয়াম্লসুরাসবৈঃ॥
পেয়োবরুণকাদিস্তু মধুশিগ্রুক্রমোঽপিবা।
শিগ্রুমূলজলেসিদ্ধং সসিদ্ধার্থকমোদনং॥
যবকোলকুলথানাং যূষৈর্ভুঞ্জীত মানবঃ।
প্রাতঃপ্রাতশ্চ সেবেত মাত্রয়া তৈল্বকংঘৃতং॥
ত্রিবৃতাদিগণক্কাথসিদ্ধং বাপ্যুপশান্তয়ে।
নোপগচ্ছেদ্যথাপাকং প্রযতেততথা ভিষক্॥
পর্য্যাগতে বিদ্রধৌতু সিদ্ধির্নৈকান্তিকী স্মৃতা।
প্রত্যাখ্যায়তু কুর্ব্বীত মজ্জ-জাতং তু বিদ্রধিং।
স্নেহ স্বেদোপপন্নানাং কুর্য্যাদ্রক্তাবসেচনং।
বিদ্রধ্যুক্তাং ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পক্কেবাস্থিতু ভেদয়েৎ॥
নিঃশল্য মথবিজ্ঞায় কর্ত্তব্যং ব্রণ শোধনং।
ধাবেত্তিক্ত কষায়েণ তিক্তং সর্পিস্তথাহিতং॥
যদিমজ্জ পরিস্রাবো ন নিবর্ত্ততে দেহিনঃ।
কুর্য্যাৎ সংশোধনীয়ানি কষায়াদীনি বুদ্ধিমান্॥
প্রিয়ঙ্গু ধাতকী রোধ্র কট্‌ফলং নেমি সৈন্ধবং।
এতৈস্তৈলং বিপক্তব্যং বিদ্রধিব্রণরোপণং॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো বিসর্প নাড়ী স্তনরোগচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ।
সাধ্যা বিসর্পা স্ত্রয় আদিতো যে ন সন্নিপাত ক্ষতজৌ হি সাধ্যৌ।
সাধ্যেষু তৎপথ্যগণৈর্বিদধ্যাদ্ ঘৃতানি সেকাংশ্চ তথোপদেহান্॥
মুস্তা শতাহ্বা সুরদারু কুষ্ঠং বারাহিকুস্তুম্বুরু কৃষ্ণগন্ধা।
বাতাত্মকে চোঞ্চগণাঃ প্রযোজ্যাঃ সেকেষু লেপেষুতথা ঘৃতেষু॥

যৎপঞ্চমূলং খলুকণ্টকাখ্য মল্পং মহচ্চাপ্যথ বল্লিজঞ্চ।
তচ্চোপযোজ্যং ভিষজা প্রদেহে সেকে ঘৃতেচাপি তথৈব তৈলে॥
কসেরু শৃঙ্গাটক পদ্মগুন্দ্রা সশৈবলাঃ সোৎপলা কর্দ্দমাশ্চ।
বস্ত্রান্তরাঃপিত্তকৃতে বিসর্পে লেপা বিধেয়াঃ সঘৃতাঃসুশীতাঃ॥
হ্রীবের লামজ্জক চন্দনানি স্রোতোজমুক্তামণিগৈরিকা শ্চ।
ক্ষীরেণপিষ্টাঃ সঘৃতাঃ সুশীতা লেপাঃ প্রযোজ্যা স্তনবঃ সুখায়॥
প্রপৌণ্ডরীকং মধুকং পয়স্যা মঞ্জিষ্ঠিকা পদ্মক চন্দনে চ।
সুগন্ধিকা চেতি সুখায় লেপাঃ পৈত্তে বিসর্পে ভিষজা প্রযোজ্যাঃ॥
ন্যগ্রোধবর্গৈঃ পরিষেচনঞ্চ ঘৃতঞ্চ কুর্য্যাৎ স্বরসেন তস্য।
শীতৈঃ পায়োভিশ্চ মধূদকৈশ্চ সশর্করৈরিক্ষুরসৈশ্চ সেকান্॥
ঘৃতস্য গৌরী মধুকারবিন্দ রোধ্রাম্বুরাজাদন গৈরিকেষু।
তথার্যভে পদ্মক সারিবাসু কাকোলি মেদা কুমুদোৎপলেষু॥
সচন্দনায়াং মধুশর্করায়াং দ্রাক্ষা স্থিরা পৃশ্নি শতাহ্বয়াসু।
কল্কীকৃতাস্বদক মত্র দত্বা ন্যগ্রোধবর্গস্য তথা স্থিরাদেঃ॥
গণস্যবিল্বাদিক পঞ্চমূল্যা শ্চতুর্গুণং ক্ষীর মথাপি তদ্বৎ।
প্রস্থং বিপক্কং পরিষেচনেন পৈত্তী নিহন্যাত্তু বিসর্প নাড়ীঃ॥
বিস্ফোট দুষ্টব্রণ শীর্ষরোগান্ পাকং তথাস্যস্য নিহন্তি পানাৎ।
গ্রহার্দ্দিতে শোষিণি চাপি বালে ঘৃতংহি গৌর্য্যাদিক মেতদিষ্টং॥
অজাশ্বগন্ধা সরলা সকালা সৈকৈষিকা চাপ্যথবাজশৃঙ্গী।
গোমূত্র পিষ্টো বিহিতঃ প্রদেহো হন্যাদ্বিসর্পং কফজং স শীঘ্রং॥
কালানুসার্য্যাগুরুচোচ গুঞ্জা রাস্না বচাশীতশিবেন্দ্রপর্ণ্যঃ।
পালিন্দি মুঞ্জাতমহীকদম্বা হিতা বিসর্পেষু কফাত্মকেষু॥
গণস্তু যোজ্যো বরুণ প্রবৃত্তঃ ক্রিয়াসু সর্ব্বাসু বিচক্ষণেন।
সংশোধনং শোণিত মোক্ষণঞ্চ শ্রেষ্ঠং বিসর্পেষু চিকিৎসিতংহি॥
সর্ব্বাংশ্চ পকান্ পরিশোধ্যধীমান্ ব্রণক্রমেণোপচরেদ্যথোক্তং।
নাড়ী ত্রিদোষপ্রভবা ন সিধ্যেচ্ছেষাশ্চতস্রঃ প্রতিযত্নসাধ্যাঃ॥

তত্রাঽনিলোত্থা মুপনাহ্য পূর্ব্ব মশেষতঃ পূয়গতিং বিদার্য্য।
তিলৈরপামার্গ ফলৈশ্চ পিষ্ট্বা সসৈন্ধবৈর্ব্বন্ধনমত্র কুর্য্যাৎ॥
প্রক্ষালনে চাপি সদাব্রণস্য যোজ্যা মহদ্যৎখলু পঞ্চমূলং।
হিংস্রা হরিদ্রাং কটুকাং বলাঞ্চ গোজিহ্বিকাঞ্চাপি সবিল্বমূলাং॥
সংহৃত্য তৈলং বিপচেদ্ব্রণস্য সংশোধনং পূরণ রোপণঞ্চ।
পিত্তাত্মিকাং প্রাগুপনাহ্যধীমান্ উৎকারিকাভিঃ সপয়োযুতাভিঃ॥
নিপাত্য শস্ত্রং তিল নাগদন্তী যষ্ট্যাহ্বকল্কৈঃ পরিপূরয়েত্তাং।
প্রক্ষালনে চাপি সসোমনিম্বা নিশাপ্রযোজ্যা কুশলেন নিত্যং॥
শ্যামাত্রিভণ্ডী ত্রিফলাসুসিদ্ধং হরিদ্রয়োরোধ্রক বৃক্ষয়োশ্চ।
ঘৃতং সদুগ্ধং ব্রণতর্পণেন হন্যাদ্গতিং কোষ্ঠ গতাপি যা স্যাৎ॥
নাড়ীং কফোত্থামুপনাহ্য সম্যক্ কুলত্থ সিদ্ধার্থক শক্তুকিণ্বৈঃ।
মৃদূকৃতামেষ্যগতিং বিদিত্বা নিপাতয়েচ্ছস্ত্রমশেষকারী॥
দদ্যাদ্ব্রণে নিম্বতিলান্ সুপিষ্টান্ সুরাষ্ট্রজাসৈন্ধব সম্প্রযুক্তান্।
প্রক্ষালনে চাপি করঞ্জনিম্ব জাত্যক্ষপীলু স্বরসাঃ প্রযোজ্যাঃ॥
সুবর্চ্চিকা সৈন্ধব চিত্রকেষু নিকুম্ভতালীশনল রূপিকাসু।
ফলেষপামার্গ ভবেষু চৈব কুর্য্যাৎসমূত্রেষু হিতায় তৈলং॥
নাড়ীন্তুশল্য প্রভবাং বিদার্য্য নির্হৃত্যশল্য প্রবিশোধ্য মার্গং।
সংশোধয়েৎ ক্ষৌদ্রঘৃত প্রগাঢ়ৈ স্তিলৈস্ততো রোপণমস্য কুর্য্যাৎ॥
কুম্ভীক খর্জ্জুর কপিত্থ বিল্ব বনস্পতীনাঞ্চ শলাটুবর্গৈঃ।
কৃত্বা কষায়ং বিপচেত্তু তৈল মাবাপ্য মুস্তাসরলা প্রিয়ঙ্গুং॥
সুগন্ধিকা মোচরসাহিপুষ্পং রোধ্রং বিদধ্যাদপি ধাতকীঞ্চ।
এতেনশল্য প্রভবাচনাড়ী রোহেদ্ব্রণোবা সুখ মাশুচৈব॥
কৃশ দুর্ব্বলভীরূণাং নাড়ীমর্ম্মাশ্রিতাচ যা।
ক্ষার সূত্রেণতাং ছিন্দ্যান্নতু শস্ত্রেণ বুদ্ধিমান্॥
এষণ্যা গতিমন্বিষ্য ক্ষার সূত্রানুসারিণীং।
সূচীং নিদধ্যাদ্গত্যন্তে তথোন্নম্যাশু নির্হরেৎ॥

সূত্রস্যান্তং সমানীয় গাঢ়বন্ধং সমাচরেৎ।
ততঃক্ষারবলং বীক্ষ্য সূত্রমন্যৎ প্রবেশয়েৎ॥
ক্ষারাক্তং মতিমান্ বৈদ্যো যবান্নচ্ছিদ্যতে গতিঃ।
ভগন্দরেঽপ্যেষ বিধিঃ কার্য্যো বৈদ্যেনজানতা॥
অর্ব্বুদাদিষু চোৎক্ষিপ্য মূলে সূত্রং নিধাপয়েৎ।
সূচীভির্যবক্র্যাভি রচিতং বা সমন্ততঃ।
মূলে সূত্রেণ বধ্নীয়াচ্ছিন্নে চোপচরেদ্ব্রণং॥
যান্বিব্রণীয়েঽভিহিতাস্তু বর্ত্ত্যস্তাঃ সর্ব্বনাড়ীষু ভিষগ্‌বিদধ্যাৎ।
ঘোণ্টাফলত্বগ্লবণানি লাক্ষা পূগীফলং বা লবণঞ্চ পত্রং॥
স্নুহ্যর্কদুগ্ধেন তু কল্কএষবর্ত্তীকৃতোহন্ত্যাচিরেণ নাড়ীঃ।
বিভীতকাম্রাস্থিবটপ্রবালা হরেণুকাশঙ্খিনি বীজমস্য।
বারাহিকন্দশ্চতথা প্রদেয়া নাড়ীষু তৈলেনচ মিশ্রয়িত্বা।
ধুস্তুরজং মদন কোদ্রবজঞ্চ বীজং
কোশাতকী শুকনাসা মৃগভোজনীচ।
অঙ্কোটবীজকুসুমং গতিষু প্রযোজ্যং
লাক্ষোদকাহৃত মলাসু বিকৃত্যচূর্ণং॥
চূর্ণীকৃতৈরথ বিমিশ্রিত মেভিরেব
তৈল প্রযুক্ত মচিরেণ গতিং নিহন্তি।
এষেব মূত্র সহিতেষু বিধায় তৈলং
তৎসাধিতং গতিমপোহতি সপ্তরাত্রাৎ॥
পিণ্ডীতকস্যতু বরাহ বিভাবিতস্য
মূলেষু কন্দসকলেষু চ সৌবহেষু।
তৈলং কৃতং গতিমপোহতি শীঘ্রমেতৎ
কন্দেষু চামর বরাসুধ সাহ্বয়েষু॥
ভল্লাতকার্ক মরিচৈ স্ লবণোত্তমেন
সিদ্ধং বিড়ঙ্গরজনীদ্বয় চিত্রকৈশ্চ।

স্যান্মার্কবস্যা চ রসেন নিহন্তি তৈলং।
নাড়ীং কফানিলকৃতামপচীং ব্রণাংশ্চ॥
স্তন্যে গতে বিকৃতিমাশুভিষক্তু ধাত্রীং।
পীতাং ঘৃতং পরিণতেঽহনি বাময়েত্তু
নিম্বোদকেন মধুমাগধিকাযুতেন॥
বাস্তাগতেঽহনিচ মুদ্গরসাশনাস্যাৎ॥
এবংদ্ব্যহং চতুরহং ষড়হং বমেদ্বা সর্পিঃপিবেৎত্রিফলয়া সহসংযুতং বা।
ভার্গীং বচামতিবিষাং সুরদারুপাঠাং মুস্তাদিকং মধুরসাং কটুরোহিণীঞ্চ॥
ধাত্রীংপিবেত্তু পয়সঃ পরিশোধনার্থমারগ্বধাদিষু বরং মধুনা কষায়ং।
সামান্যমেতদুপদিষ্টমতো বিশেষা
দ্দোষান্ পয়োনিপতিতান্ শময়েদ্ যথাস্বং॥
রোগংস্তনোত্থিতমবেক্ষ্য ভিষগ্বিদধ্যাৎ
যদ্বিদ্রধাবভিহিতং বহুশো বিধানং।
সম্পচ্যমানপি তত্র বিনোপনাহৈঃ
সম্ভোজনেন খলু পাচয়িতুং যতেত॥
শীঘ্রংস্তনোহি মৃদুমাংসতয়োপনদ্ধঃ সর্ব্বং প্রকোথমুপযাত্যবদীর্য্যতে চ
পক্কেচ দুগ্ধহরিণীঃ পরিহৃত্য নাড়ীঃ কৃষ্ণঞ্চ চুচুকযুগং বিদধীত শস্ত্রং।
আমে বিদাহিনি তথৈব গতেচ পাকং
ধাত্র্যাঃস্তনৌ সততমেব চ নির্দ্দহীত॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো গ্রন্থ্যপচার্ব্বুদ গলগণ্ড চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

গ্রন্থিষ্বথামেষু ভিষগ্বিদধ্যা চ্ছোফ ক্রিয়ায়াং বিহিতং বিধিজ্ঞঃ।
রক্ষেদ্বলংচাপি নরস্য নিত্যং তদ্রক্ষিতঃ ব্যাধিবলং নিহন্তি।

তৈলংপিবেৎ সর্পিরথো ঘৃতং বা দত্ত্বা বসাং বা ত্রিবৃতং বিদধ্যাৎ ॥
অপেহিবাতা দশমূল সিদ্ধং বৈদাশ্চতুঃ স্নেহ মথো ঘৃতং বা ।
হিংস্রাথ রোহিণ্যমৃতাথ ভার্গী শ্যোনাক বিল্বাগুরু কৃষ্ণগন্ধাঃ ॥
গোজীচ পিষ্টা সহতালপত্র্যা গ্রন্থৌ বিধেয়ো হ্নিলজে প্রলেপঃ ।
স্বেদোপনাহান্ বিবিধাংশ্চ কুর্য্যাৎ তথা প্রসিদ্ধানপরাংশ্চ লেপান্ ॥
বিদার্য্য বা পক্কমপোহ্য পূয়ং প্রক্ষাল্য বিল্বার্ক নরেন্দ্র তোয়ৈঃ ।
তিলৈঃ সপঞ্চাঙ্গুল পত্রমিশ্রৈঃ সংশোধয়েৎ সৈন্ধব সম্প্রযুক্তৈঃ ॥
শুদ্ধং ব্রণং বাপ্যুপরোপয়েয়ু তৈলেন রাস্না সরলান্বিতেন ।
বিড়ঙ্গযষ্টী মধুকামৃতাভিঃ সিদ্ধেন বা ক্ষীর সমন্বিতেন ॥
জলৌকসঃ পিত্তকৃতে হিতাস্তু ক্ষীরোদকাভ্যাং পরিষেচনঞ্চ ।
কাকোলিবর্গস্য চ শীতলানি পিবেৎ কষায়াণি সশর্করাণি ॥
দ্রাক্ষারসেনেক্ষুরসেন বাপি চূর্ণং পিবেচ্চাপি হরীতকীণাং ।
মধূক জম্ব্বর্জ্জুন বেতসানাং ত্বগ্ভিঃ প্রদেহান বচারয়েত ॥
সশর্করৈর্ব্বা তৃণশূনাকন্দৈ র্নিহাদভীক্ষ্ণঃ মুচুকুন্দজৈর্ব্বা ।
বিদার্য্য বা পক্কমপোহ্য পূয়ং ধাবেৎ কষায়েণ বনস্পতীনাং ॥
তিলৈঃ সযষ্টিমধুকৈ র্বিশোধ্য সর্পিঃ প্রযোজ্যং মধুরৈর্ব্বিপক্কং ।
হৃতেষু দোষেষু যথানুপূর্ব্বং গ্রন্থৌ ভিষক্ শ্লেষ্ম সমুত্থিতেতু ॥
স্নিগ্ধস্য বিম্লাপনমেব কুর্য্যাদঙ্গুষ্ঠলোহোপলবেণু দণ্ডৈঃ ।
বিকঙ্ক তারগ্বধকাকনন্তী কাকাদনী তাপস বৃক্ষ মূলৈঃ ॥
আলেপয়েৎ পিণ্ডফলার্ক ভার্গী করঞ্জ কালামদনৈশ্চ বিদ্বান্ ।
অমর্ম্মজাতং সমমপ্রবাত মপক্ক মেবাপহরেদ্বিদার্য্য ॥
দহেৎস্থিতে বাসৃজি সিদ্ধকর্ম্মা সদ্যক্ষতোক্তঞ্চ বিধিং বিদধ্যাৎ ।
যা মাংসকন্দাঃ কঠিনা বৃহত্য স্তাস্বেব যোজ্যশ্চবিধির্ব্বিধিজ্ঞৈঃ ।
শস্ত্রেণ বাপাদ্য সুপক্কমাশু প্রক্ষালয়েৎ পণ্যতমৈঃ কষায়ৈঃ ॥
সংশোধনৈস্তঞ্চ বিশোধয়েয়ুঃ ক্ষারোত্তরৈঃ ক্ষৌদ্রঘৃতপ্রগাঢ়ৈঃ ।
শুদ্ধেচ তৈলং ত্ববচারণীয়ং বিড়ঙ্গপাঠারজনী বিপক্কং ॥

মেদঃ সমুত্থে তিলকল্কদিগ্ধং দত্ত্বোপরিষ্টাদ্দ্বিগুণং পটান্তং।
হুতাশতপ্তেন মুহুঃপ্রমৃজ্যাল্লোহেন ধীমান্ দহনংহিতায় ॥
প্রলিপ্য দার্ব্বীমথ লাক্ষয়া বা প্রতপ্তয়া স্বেদন মস্তকার্য্যং।
নিপাত্য বা শস্ত্রমপোহ্যমেদো দহেৎ সুপকন্তথবা বিদার্য্য ॥
প্রক্ষাল্য মূত্রেণ তিলৈঃ সুপিষ্টৈঃ সুবর্চ্চিকাদৈর্হরিতালমিশ্রৈঃ।
সসৈন্ধবৈঃ ক্ষৌদ্রযুত প্রগাঢ়ৈঃ ক্ষারোত্তরৈরেন মভিপ্রশোধ্য ॥
তৈলং বিদধ্যাদ্দ্বিকরঞ্জ গুঞ্জা বংশাবলেখেদ্‌গুদমূত্রসিদ্ধং।
জীমূতকৈঃ কোশবতীফলৈশ্চ দন্তীদ্রবন্তী ত্রিবৃতাম্বুচৈব ॥
সর্পিঃকৃতং হন্ত্যপচীং প্রবৃদ্ধাং দ্বিধাপ্রবৃত্তং তদুদারবীর্য্যং।
নির্গুণ্ডিজাতীবরিহিষ্ঠ যুক্তং জীমূতকং মাক্ষিক সৈন্ধবাঢ্যং ॥
অভিপ্রতপ্তং বমনং প্রগাঢ়ং দুষ্টাপচীযুক্তমমাদিশন্তি।
কৈটর্য্যবিম্বী করবীর সিদ্ধং তৈলং হিতং মূর্দ্ধবিরেচনঞ্চ।
শাখোটকস্য স্বরসেনসিদ্ধং তৈলং হিতং নস্য বিরেচনেষু।
মধূক সারশ্চ হিতোঽবপীড়ে ফলানিশিগ্রোঃ খরমঞ্জরৈর্ব্বা ॥
গ্রন্থীনমর্ম্ম প্রভবান পক্কানুদ্ধৃত্যচাগ্নিং বিদধীত পশ্চাৎ।
ক্ষারেণ বাপি প্রতিসারযেত্তু সংলিখ্য শস্ত্রেণ যথোপদেশং ॥
পার্ষ্ণিং প্রতিদ্বাদশ চাঙ্গুলানি ভিত্বেন্দ্রবস্তিং পরিবর্জ্য ধীমান্।
বিদার্য্য মৎস্যাণ্ডনিভানি বৈদ্যোনিঃকৃষ্য জালান্যনলং বিদধ্যাৎ ॥
আগুল্ফ কর্ণাৎ সুমিতস্য জন্তোস্তস্যাষ্টভাগং খুলকাদ্‌বিভজ্য ॥
ঘোণর্জুবেধঃ সুররাজবস্তে হিত্বাক্ষিমাত্রং ত্বপরে বদন্তি ॥
মণিবন্ধোপরিষ্টাদ্বা কুর্য্যাদ্রেখাত্রয়ং ভিষক্।
অঙ্গুল্যন্তরিতং সম্যগপচীনাং নিবৃত্তয়ে ॥
চূর্ণসাকালে প্রচলাক কাক গোধাহি কূর্ম্মপ্রভবাঃ মসীস্তু।
দদ্যাচ্চ তৈলেন সহেঙ্গুদীনাং যদ্‌বক্ষ্যতে শ্লীপদীনাঞ্চ তৈলং ॥
বিরেচনং ধূম মুপাদদীত ভবেচ্চনিত্যং যবমুদ্গভোজী।
কর্কারুকৈর্ব্বারুক নারিকের পিয়াল পঞ্চাঙ্গুল বীজচূর্ণৈঃ ॥

বাতার্ব্বুদং ক্ষীরঘৃতাম্বু সিক্তে রুক্ষঃ সতৈলৈ রুপনাহয়েত্তু।
কুর্য্যাচ্চ মুখ্যানুপনাহনানি সিদ্ধৈশ্চ মাংসৈরথ বেসবারৈঃ॥
স্বেদং বিদধ্যাৎ কুশলস্তু নাড্যা শৃঙ্গেন রক্তং বহুশো হরেচ্চ।
বাতঘ্ন নির্য্যূহ পয়োহম্ল ভাগৈঃ সিদ্ধং শতাখ্যং ত্রিবৃতং পিবেদ্বা॥
স্বেদোপনাহা মৃদবস্তু পথ্যাঃ পিত্তার্ব্বুদে কায বিরেচনঞ্চ।
বিঘৃষ্য চোড়ুম্বরশাক গোজী পত্রৈর্ভৃশং ক্ষৌদ্র যুতৈঃ প্রলিম্পেৎ॥
শ্লক্ষ্ণীকৃতৈঃ সর্জ্জরস প্রিয়ঙ্গু পত্তঙ্গ রোধ্রাঞ্জন যষ্টিকাহ্বৈঃ।
বিস্রাব্যচারগ্বধগোজী সোমাঃ শ্যামাচ যোজ্যা কুশলেন লেপে॥
শ্যামাগিরিহ্বাঞ্জনকীরসেষু দ্রাক্ষারসে সপ্তলিকারসেচ।
ঘৃতংপিবেৎ ক্লীতক সংপ্রসিদ্ধং পিত্তার্ব্বদো তজ্জঠরীচ জন্তুঃ॥
শুদ্ধস্য জন্তোঃকফজেঽর্ব্বুদেতু রক্তেঽরসিক্তেতু ততোঽর্ব্বুদংতৎ।
দ্রব্যাণি যানূর্দ্ধমধশ্চ দোষান্ হরন্তি তৈঃ কল্ককৃতৈঃ প্রদিহ্যাৎ॥
কপোত পারাবত বিড়্বিমিশ্রৈঃ সকাংস্যনিলৈঃ শুকলাঙ্গলাখ্যৈঃ।
মূত্রৈস্তুকাকাদনি মূলমিশ্রৈঃ ক্ষারপ্রদিগ্ধৈরথবা প্রদিহ্যাৎ॥
নিষ্পাব পিণ্যাককুলত্থকল্কৈ র্মাংসপ্রগাঢ়ৈ র্দধিমস্তুযুক্তৈঃ।
লেপং বিদধ্যাৎ ক্রিময়োযথাত্র মূর্চ্ছন্তি মূর্চ্ছন্ত্যথ মক্ষিকাশ্চ॥
অল্পাবশিষ্টে ক্রিমিভিঃ কৃতেচ লিখেত্ততোঽগ্নিংবিদধীত পশ্চাৎ।
যদল্পমূলং ত্রপুতাম্রসীস পট্টৈঃ সমাবেষ্ট্য তদায়সৈর্ব্বা॥
ক্ষারাগ্নিশস্ত্রাণ্য সকৃদ্বিদধ্যাৎ প্রাণানহিংসন্ ভিষগপ্রমত্তঃ।
আস্ফোত জাতীকরবীরপত্রৈঃ কষায়মিষ্টং ব্রণ শোধনার্থং॥
শুদ্ধেচ তৈলং বিদধীতভার্গী বিড়ঙ্গপাঠা ত্রিফলাবিপক্বং।
যদৃচ্ছয়া চোপ গতানি পাকং পাকক্রমেণোপচরেদ্বিধিজ্ঞঃ॥
মেদোঽর্ব্বুদং স্বিন্ন মথোবিদার্য্য বিশোধ্য সীবেদ্গতরক্তমাশু।
ততোহরিদ্রাগৃহধূম রোধ্র পত্তঙ্গচূর্ণৈঃ সমনঃশিলালৈঃ॥
ব্রণং প্রতিগ্রাহ্য মধুপ্রগাঢ়ৈঃ করঞ্জতৈলং বিদধীত শুদ্ধে।
সশেষ দোষাণিহি যোঽর্ব্বুদানি করোতিতান্যাশু পুনর্ভবন্তি॥

তস্মাদ শেষাণি সমুদ্ধরেত্তু হন্যুঃ সশেষাণি যথাহি বহ্নিঃ।
সংস্বেদ্য গণ্ডং পবনোত্থমাদৌ নাড্যানিলঘ্নৌষধপত্র ভঙ্গৈঃ॥
অম্লৈঃ সমূত্রৈ র্বিবিধৈঃ পয়োভি
রুষ্ণৈঃসতৈলৈঃ পিশিতৈশ্চ বিদ্বান্।
বিস্রাবয়েৎ স্বিন্নমতন্দ্রিতশ্চ শুদ্ধং ব্রণং চাপ্যুপনাহয়েত্তু॥
শণাতসীমূলক শিগ্রুকিণ্ব পিয়াল মজ্জাস্থযুতৈস্তিলৈস্তু।
কালামৃতাশিগ্রু পুনর্নবার্ক গজাদি নামাকর হাটকুষ্ঠৈঃ॥
একৈষিকা বৃক্ষক তিল্বকৈশ্চ সুরাম্লপিষ্টৈ রসকৃদ্বিদিহ্যাৎ।
তৈলং পিবেচ্ছামৃত বল্লিনিম্ব হংসাহ্বয়া বৃক্ষক পিপ্পলীভিঃ॥
সিদ্ধং বলাভ্যাঞ্চ সদেবদারু হিতায় নিত্যং গলগণ্ড রোগে।
স্বেদোপনাহৈঃ কফসম্ভবন্তু সংস্বেদ্য বিস্রাবণমেব কুর্য্যাৎ॥
ততোঽশ্বগন্ধাতিবিষাবিশল্যা নিষাণিকা কুষ্ঠ শুকাহ্বয়াভিঃ।
পলাশভস্মোদক পেষিতাভি র্দিহ্যাৎ সগুঞ্জাভিরশীতলাভিঃ॥
দশার্দ্ধসংখৈর্লবণৈশ্চ যুক্তং তৈলং পিবেন্নাগধিকাদি সিদ্ধং।
প্রচ্ছর্দ্দনং মূর্দ্ধবিরেচনঞ্চ ধূমশ্চ বৈরেচনিকো হিতস্তু॥
পাকক্রমোবাপি সদা বিধেয়া বৈদ্যেন পাকং গতযোঃ কথঞ্চিৎ।
কটুত্রিক ক্ষৌদ্রযুতাঃ সমূত্রা ভক্ষ্যা যবান্নানি রসাশ্চ মৌদ্গাঃ॥
সশৃঙ্গবেরাঃ সপটোলনিম্বা হিতায় দেয়া গলগণ্ড রোগে।
মেদঃসমুত্থেতু যথোপদিষ্টাৎ বিধোৎসিরাং স্নিগ্ধ তনোর্নরস্য॥
শ্যামা সুধা লোহ পুরীষ দন্তী রসাঞ্জনৈশ্চাপি হিতঃ প্রদেহঃ।
মূত্রেণ বালোড্য হিতায় সারং প্রাতঃপিবেচ্ছালমহীরুহাণাং॥
শস্ত্রেণ বাপাদ্য বিদার্য্য চৈনং মেদঃ সমুদ্ধৃত্য হিতায় সীব্যেৎ।
মজ্জাজামেদো মধুভির্দহেদ্বা দগ্ধে চ সর্পির্মধু চাবচার্য্যম্॥
কাসীসতুত্থে চ ততোঽত্র দেয়ে চূর্ণীকৃতে রোচনয়া সমেতে।
তৈলেন চাভ্যজ্য হিতায় দদ্যাৎসারোদ্ভবং গোময়জঞ্চ ভস্ম॥
হিতঞ্চ নিত্যং ত্রিফলা কষায়ো গাঢ়শ্চবন্ধোযব ভোজনঞ্চ।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো বৃদ্ধ্যুপদংশশ্লীপদানাং চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ

অন্ত্রবৃদ্ধ্যাবিনা ষড়্যা বৃদ্ধয়স্তাসু বর্জ্জয়েৎ।
অশ্বাদিযানং ব্যায়ামং মৈথুনং বেগনিগ্রহং॥
অত্যাসনং চঙ্ক্রমণ মুপবাসং গুরূণি চ।
তত্রাদিতো বাতবৃদ্ধৌ ত্রৈবৃত স্নিগ্ধ মাতুরম্॥
স্বিন্নং চৈনং যথান্যায়ং পায়য়েত বিরেচনং।
কোশাম্র তিল্বকৈরণ্ড ফলতৈলানি বা নরং॥
সক্ষীরং বা পিবেন্মাসং তৈলমেরেণ্ড সম্ভবং।
ততঃকালে ঽনিলঘ্নানাং ক্বাথৈঃকল্কৈশ্চ বুদ্ধিমান্॥
নিরূহয়েন্নিরূঢ়ঞ্চ ভুক্তবন্তংরসোদনং।
যষ্টিমধুক সিদ্ধেন ততস্তৈলেন যোজয়েৎ॥
স্নেহোপনাহৌ কুর্য্যাচ্চ প্রদেহাংশ্চানিলাপহান্।
বিদগ্ধাং পাচয়িত্বা বা সেবনীং পরিবর্জ্জয়েৎ॥
ভিন্দ্যাত্ততঃ প্রভিন্নায়াং যথোক্তং ক্রমমাচরেৎ।
পিত্তজায়ামপক্বায়াং পিত্তগ্রন্থি ক্রমোহিতঃ।
পক্বাং বা ভেদয়েদ্ভিন্নাং শোধয়েৎ ক্ষৌদ্রসর্পিষা।
শুদ্ধায়াশ্চ ভিষগ্দদ্যাত্তৈলং কল্কঞ্চ রোপণং॥
রক্তজায়াং জলৌকোভিঃ শোণিতং নির্হরেদ্ভিষক্।
পিবেদ্বিরেচনং বাপি শর্করা ক্ষৌদ্র সংযুতং॥
পিত্তগ্রন্থি ক্রমং কুর্য্যাদামেপক্কেচ সর্ব্বদা।
বৃদ্ধিং কফাত্মিকমুষ্ণৈ র্মূত্র পিষ্টৈঃ প্রলেপয়েৎ॥
পীতদারু কষায়ঞ্চ পিবেন্মূত্রেণ সংযুতং।
বিম্লাপনাদৃতে বাপি শ্লেষ্মগ্রন্থি ক্রমোহিতঃ॥

পক্কায়াঞ্চ বিভিন্নায়াং তৈলং শোধন মিষ্যতে।
সুমনারুষ্করাস্ফোট সপ্তপর্ণেষু সাধিতং॥
মেদঃ সমুত্থাং সংস্বেদ্য লেপয়েৎ সুরসাদিনা।
শিরোবিরেক দ্রব্যৈর্ব্বা সুখোষ্ণৈর্মূত্রসংযুতৈঃ॥
স্বিন্নাং চাবেষ্ট্য পট্টেন সমাশ্বাস্যতু মানবং।
রক্ষেৎ ফলে সেবনীঞ্চ বৃদ্ধিপত্রেণ দারয়েৎ॥
মেদস্ততঃ সমুদ্ধৃত্য দদ্যাৎ কাসীসসৈন্ধবে।
বধ্নীয়াচ্চ যথোদ্দিষ্টং শুদ্ধে তৈলঞ্চ দাপয়েৎ॥
মনঃশিলালবণৈঃ সিদ্ধমারুস্করেষু চ।
মূত্রজাং স্বেদয়িত্বাতু বস্ত্র পট্টেন বেষ্টয়েৎ॥
সেবন্যাঃ পার্শ্বতোঽধস্তা বিধ্যেদ্‌ব্রীহিমুখেন চ।
অথাত্র দ্বিমুখাং নাড়ীং দত্বা বিস্রাবয়েদ্‌ ভিষক্‌॥
মূত্রং নাড়ীমথোদ্ধৃত্য স্থগিকাবন্ধমাচরেৎ।
শুদ্ধায়াং রোপণং দদ্যাদ্বর্জ্জমেদস্র হেতুকীং।
অপ্রাপ্ত ফল-কোশায়ং-বাতবৃদ্ধিক্রমোহিতঃ॥
তত্র যা বঙ্ক্ষণস্থা তাঃ দহেদর্দ্ধেন্দুবক্ত্রয়া।
সম্যাগ্‌মার্গাবরোধার্থং কোশপ্রাপ্তাংতু বর্জ্জয়েৎ॥
ত্বচং ভিত্বাঙ্গুষ্ঠমধ্যেদহেচ্চাঙ্গ বিপর্য্যয়াৎ।
অনেনৈব বিধানেন বৃদ্ধিবাতকফাত্মিকে॥
প্রদহেৎ প্রযতঃ কিন্তু স্নায়ুচ্ছেদোঽধিকস্তয়োঃ।
শঙ্খোপরিচকর্ণান্তে ত্যক্ত্বা যত্নেন সেবনীং॥
ব্যত্যাসাদ্বাসিরাং বিধ্যেদস্র বৃদ্ধিনিবৃত্তয়ে।
উপদংশেষু সাধ্যেষু স্নিগ্ধ স্বিন্নস্য দেহিনঃ।
সিরাং বিধ্যেন্মেঢমধ্যে পাতয়েদ্বা জলৌকসঃ॥
হরেদুভয়তশ্চাপি দোষানত্যর্থ মুচ্ছ্রিতান্‌।
সদ্যোঽপহৃতদোষস্য রুক্‌শোফাবুপশাম্যতঃ॥

যদি বা দুর্ব্বলো জন্তুর্নবা প্রাপ্তুং বিরেচনং।
নিরূহেণহরেত্তস্য দোষানন্ত্যর্থ মুচ্ছ্রিতান্॥
প্রপৌণ্ডরীকযষ্ট্যাহ্ব বর্ষাভূকুষ্ঠদারুভিঃ।
সরলাগুরুরাস্নাভির্ব্বাতজং সংপ্রলেপয়েৎ॥
নিচুলৈরণ্ডবীজানি যব গোধূম শক্তবঃ।
এতৈশ্চ বাতজং স্নিগ্ধৈঃ সুখোষ্ণৈঃ সম্প্রলেপয়েৎ॥
পদ্মোৎপল মৃণালৈশ্চ সসর্জ্জার্জ্জুন বেতসৈঃ।
সর্পিঃ স্নিগ্ধৈঃ সমধুকৈঃ পৈত্তিকং সম্প্রলেপয়েৎ॥
সেচয়েচ্চ ঘৃতক্ষীর শর্করেক্ষুমধূদকৈঃ।
অথবাপি সুশীতেন কষায়েণ বটাদিনা॥
শালাশ্বকর্ণাজকর্ণধবত্বগ্ভিঃ কফোত্থিতম্।
সুরাপিষ্টাভিরুষ্ণাভিঃ সতৈলাভিঃ প্রলেপয়েৎ॥
রজন্যতি বিষামুস্তা সরলাসুরদারুভিঃ।
সপত্র পাঠাপত্তূরৈরথবা সম্প্রলেপয়েৎ॥
সুরসারগ্বধাদ্যাশ্চ কাথাভ্যাং পরিষেচয়েৎ।
এবং সংশোধনালেপ সেক শোণিতমোক্ষণৈঃ॥
প্রতিকুর্য্যাৎ ক্রিয়াযোগৈঃ প্রাকৃস্থানোক্তৈর্হিতৈরপি।
নারাতিচ যথাপাকং প্রযতেত্তথাভিষক্॥
বিদগ্ধৈস্তু সিরাস্নায়ূ ত্বঙ্মাংসৈঃ ক্ষীয়তে ধ্বজঃ।
শস্ত্রেণোপচরেচ্চাপি পাকমাগত মাশুবৈ॥
তদাপোহ্য তিলৈঃ সর্পিঃ ক্ষৌদ্রযুক্তৈঃ প্রলেপয়েৎ।
করবীরস্য পত্রাণি জাত্যারগ্বধয়োস্তথা॥
প্রক্ষালনে প্রযোজ্যানি বৈজয়ন্ত্যর্কয়োরপি।
সৌরাষ্ট্রী গৈরিকং তুত্থং পুষ্পকাসীস সৈন্ধবং॥
রোধ্রংরসাঞ্জনং দার্ব্বীং হরিতালং মনঃশিলাং।
হরেণুকৈলে চ তথা সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ॥

তচ্চূর্ণং ক্ষৌদ্রসংযুক্তমুপদংশেষু পূজিতং।
জম্বাম্রসুমনানিম্ব শ্বেতাকাম্বোজিপল্লবাঃ॥
শল্লকী বদরী বিল্ব পলাশস্তিনিশত্বচঃ।
ক্ষীরিণাঞ্চ ত্বচো যোজ্যাঃক্বাথে ত্রিফলয়া সহ॥
তেন ক্বাথেন নিয়তং ব্রণং প্রক্ষালয়েদ্ভিষক্।
অস্মিন্নেব কষায়েতু তৈলং ধীরোবিপাচয়েৎ॥
গোজীবিড়ঙ্গযষ্টিভিঃ সর্ব্বগন্ধৈশ্চ সংযুতং।
এতৎসর্ব্বোপদংশেষু শ্রেষ্ঠং রোপণমিষ্যতে॥
সর্জ্জিকা তুত্থকাসিসং শৈলেয়ঞ্চ রসাঞ্জনং।
মনঃশিলা সমৈশ্চূর্ণং ব্রণবীসর্পনাশনং॥
শুক্রান্নদগ্ধাক্তকং ভস্মহরিতালং মনঃশিলা।
উপদংশ বিসর্পাণা মেতচ্ছান্তিকরং পরং॥
মার্কবস্ত্রিফলাদন্তী তাম্রচূর্ণময়োরজঃ।
উপদশং নিহন্ত্যেষ বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥
উপদংশদ্বয়েঽপ্যেতাঃ প্রত্যাখ্যায়াচরেৎ ক্রিয়াং।
তয়োরেবচ যাযোগ্যা বীক্ষ্যদোষ বলাবলং॥
উপদংশেবিশেষেণ শৃণুভূয়স্ত্রিদোষজে।
দুষ্টব্রণবিধিং কুর্য্যাৎ কথিতং মেহনংত্যজেৎ॥
জাম্বোষ্ঠেনাগ্নিবর্ণেন পশ্চাচ্ছেদং দহেদ্ভিষক্।
সম্যগ্দগ্ধঞ্চ বিজ্ঞায় মধুসর্পিঃপ্রযোজয়েৎ॥
শুদ্ধে চশরোপণংদদ্যাৎ কল্কং তৈলং হিতঞ্চ যৎ।
স্নেহ স্বেদোপপন্নেতু শ্লীপদেঽনিলজে ভিষক্॥
কৃত্বাগুল্ফোপরি সিরাং বিধ্যেত্তু চতুরঙ্গুলে।
সমাপ্যায়িত দেহঞ্চ বস্তিভিঃ সমুপাচরেৎ॥
মাসমেরণ্ডজং তৈলং পিবেন্মূত্রেণ সংযুতং।
পয়সোদনমশ্নীয়ান্নাগরকথিতেন চ॥

ত্রৈবৃতং চোপযুঞ্জীত শস্তোদাহস্তথাগ্নিনা।
গুল্‌ফস্যাধঃ সিরাং বিধ্যেৎ শ্লীপদে পিত্ত-সম্ভবে॥
পিত্তঘ্নীঞ্চ ক্রিয়াং কুর্য্যাৎপিত্তার্ব্বুদবিসর্পবৎ।
সিরাং সুবিদিতাং বিধ্যেদঙ্গুষ্ঠে শ্লৈষ্মিকে ভিষক্॥
মধুযুক্তানি বাভীক্ষ্ণং কষায়াণি পিবেন্নরঃ।
পিবেদ্‌বাপ্যভয়া কল্কং মূত্রেণান্যতমেনচ॥
কটুকামমৃতাং শুণ্ঠীং বিড়ঙ্গং দারুচিত্রকং।
হিতং বা লেপনে নিত্যং ভদ্রদারুসচিত্রকং॥
বিড়ঙ্গমরিচার্কেষু নাগরে চিত্রকেঽথবা।
ভদ্রদার্ব্বেলকাখ্যোচ সর্ব্বেষুলবণেষুচ॥
তৈলং পক্বং পিবেদ্‌বাপি যবান্নঞ্চহিতং সদা।
পিবেৎ সর্ষপতৈলং বা শ্লীপদানাং নিবৃত্তয়ে॥
পূতিকরঞ্জপত্রানাং রসং বাপি যথাবলং।
দগ্ধামূত্রেণ তদ্‌ভস্ম স্রাবয়েৎ ক্ষারকল্পবিৎ॥
তত্রদদ্যাৎ প্রতীবাপং কাকডুম্বরিকারসং।
অনেনৈব বিধানেন পুত্রঞ্জীবকজং রসং॥
প্রযুঞ্জীত ভিষক্ প্রাজ্ঞঃ কালসাত্ম্যবিভাগবিৎ।
কেচুককন্দ নির্য্যাসং লবণং স্বথ পাকিমং॥
রসং দত্বাথ পূর্ব্বোক্তং পেয়মেতৎ ভিষগ্‌জিতং।
কাকাদনীং কাকজঙ্ঘাং বৃহতীং কণ্টকারিকাং॥
কদম্বপুষ্পীং মন্দারীং লম্বাংশুকনসাংতথা।
মদনাচ্চ ফলাৎক্বাথং শুকাগ্যা স্বরসং তথা॥
এষক্ষারস্তু পানীয় শ্লীপদংহন্তি সেবিতং।
অপচীং গলগণ্ডঞ্চ গ্রহণী দোষমেবচ॥
ভক্তস্যানশনঞ্চৈব হন্যাৎ সর্ব্ব বিষাণিচ।
এষেধ তৈলংসংসিদ্ধং নস্যাভ্যঙ্গেষুপূজিতং॥

এতানেবাময়ান্ হন্তি যে চ দুষ্টব্রণান্নৃণাং।
দ্রবন্তীং ত্রিবৃতাং দন্তীং নীলীং শ্যামাং তথৈবচ॥
সপ্তলাং শঙ্খিনীঞ্চৈব দগ্ধামূত্রেণ গালয়েৎ।
দদ্যাচ্চ ত্রিফলাকাথ মেষশৃঙ্গ্যস্তু সাধিতঃ॥
অধোগচ্ছতি পীতস্তু পূর্ব্বৈশ্চাপ্যাশিষঃসমা।

বিংশতিতমোহধ্যায়ঃ।

অথাতঃ ক্ষুদ্ররোগচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

অত্রাজগল্লিকামামাং জলৌকোভিরুপাচরেৎ।
শুক্তিশ্রূঙ্গীযবক্ষার কল্কৈশ্চালেপয়েদ্ভিষক্॥
শ্যামালাঙ্গলকীপাঠা কল্কৈর্ব্বাপি বিচক্ষণঃ।
পক্কাংব্রণবিধানেন যথোক্তেন প্রসাধয়েৎ॥
অন্ধালজীং যবপ্রখ্যাং পনসীং কচ্ছপীং তথা।
পাষাণগর্দভঞ্চৈব পূর্ব্বং স্বেদেন যোজয়েৎ॥
মনঃশিলাতাল কুষ্ঠ দারুকল্কৈঃ প্রলেপয়েৎ।
পরিপাক গতান্ ভিত্বা ব্রণবৎসমুপাচরেৎ॥
ত্রিবৃতামিন্দ্রবৃদ্ধাঞ্চ গর্দভীং জালগর্দ্দভং।
ইরিবিল্লাং গন্ধনাম্নীং কক্ষাং বিস্ফোটকাংস্তথা॥
পিত্তজস্য বিসর্পস্য ক্রিয়য়া সাধয়েদ্ ভিষক্।
রোপয়েৎ সর্পিষা পক্কান্ সিদ্ধেন মধুরৌষধৈঃ॥
চিপ্যমুষ্ণাম্বুনা সিক্ত মুৎকৃত্য স্রাবয়েদ্ভিষক্।
চক্রতৈলেন চাভ্যজ্য সর্জ্জচূর্ণেন চূর্ণয়েৎ॥
বন্ধেনোপচরেচ্চৈন মশক্যাং চাগ্নিনাদহেৎ।
মধুরৌষধ সিদ্ধেন তৈলেন রোপয়েৎ॥

কুনখে বিধিরপ্যেষ কার্য্যোহি ভিষজা ভবেৎ।
বিদারিকাং সমভ্যজ্য স্বিন্নাং বিম্লাপ্যলেপয়েৎ ॥
নগবৃত্তিক বর্ষাভূ বিল্বমূলৈঃ সুপেষিতৈঃ।
ব্রণভাব গতায়াং বা কৃত্বা সংশোধনীং ক্রিয়াং ॥
রোপণার্থং হিতং তৈলং কষায় মধুরৈঃশৃতং।
প্রচ্ছানৈর্ব্বা জলৌকোভিঃ স্রাব্যাহপক্কাবিদারিকা ॥
অজকর্ণৈঃ সপালাশৈ মূলকল্কৈঃ প্রলেপয়েৎ।
পক্কাংবিদার্য্য শস্ত্রেণ পটোল পিচুমর্দ্দয়োঃ ॥
কল্কেন তিলযুক্তেন সর্পির্ম্মিশ্রেণলেপয়েৎ।
বদ্ধাচ ক্ষীরবৃক্ষস্য কষায়ৈঃ খদিরস্য চ ॥
ব্রণং প্রক্ষালয়েচ্ছুদ্ধাস্ততস্তা রোপয়েৎ পুনঃ।
মেদোহর্ব্বুদ বিধানেন সাধয়েচ্ছর্করার্ব্বুদং ॥
কচ্ছুংবিচর্চ্চিকাং পামাং কুষ্ঠবৎ সমুপাচরেৎ।
লেপশ্চ শস্যতে সিক্থ শতাহ্ব গৌরসর্ষপৈঃ ॥
বচাদার্ব্বী সর্ষপৈর্ব্বা তৈলং বা নক্তমালজং।
সারতৈলমথাভ্যঙ্গে কুর্ব্বীত কটুকৈঃ শৃতং ॥
পাদদার্য্যাং সিরাং বিদ্ধা স্বেদাভ্যঙ্গৌ প্রযোজয়েৎ।
মধুচ্ছিষ্ট বসামজ্জ সর্জ্জচূর্ণৈ র্ঘৃতৈঃ কৃতঃ ॥
যবাহ্ব গৌরিকোন্মিশ্রৈঃ পাদলেপঃ প্রশস্যতে।
পাদৌ সিক্ত্বারনালেন লেপনং হলসে হিতং ॥
কল্কীকৃতৈর্নিম্বতিল কাসীসাদ্যৈঃ সসৈন্ধবৈঃ।
লাক্ষারসোহভয়া বাপি কার্য্যং স্যাদ্রক্ত মোক্ষণং ॥
সিদ্ধংরসে কণ্টকার্য্যা স্তৈলং বা সার্ষপংহিতং।
কাসীস রোচণ শিলা চূর্ণৈর্ব্বা প্রতিসারণং ॥
উদ্ধৃত্য দগ্ধা স্নেহেন জয়েৎ কদর সংজ্ঞকং।
ইন্দ্রলুপ্তে সিরাং মূর্দ্ধ্নি স্নিগ্ধ স্বিন্নস্য মোক্ষয়েৎ ॥

কল্কৈঃসমরিচৈর্দ্দিহ্যাচ্ছিলা কাসীস তুত্থকৈঃ ।
কুধন্নটা দারুকল্কৈ র্লেপনং বা প্রশস্যতে ॥
প্রচ্ছয়িত্বাবগাঢ়ং বা গুঞ্জাকল্কৈ র্মুহুঃর্মুহুঃ ।
লেপয়েদুপশান্ত্যর্থং কুর্য্যাদ্বাপি রসায়নং ॥
মালতীকরবীরাগ্নি নক্তমাল বিপাচিতং ।
তৈলমভ্যঞ্জনে শস্ত মিন্দ্রলুপ্তাপহং পরং ॥
অরুংষিকাং হৃতে রক্তে সেচয়েন্নিম্ববারিণা ।
দিহ্যাৎ সৈন্ধবযুক্তেন বাজিবিষ্ঠারসেন তু ॥
হরিতাল নিশানিম্ব কল্কৈর্ব্বা সপটোলজৈঃ ।
যষ্টী নীলোৎপলৈরণ্ড মার্কবৈর্ব্বা প্রলেপয়েৎ ॥
সিরাং দারুণকে বিদ্ধ্বা স্নিগ্ধ স্বিন্নস্য মূর্দ্ধনি ।
অবপীড়ং শিরোবস্তিমভ্যঙ্গঞ্চ প্রযোজয়েৎ ॥
ক্ষালনে কোদ্রব তৃণক্ষারতোয়ং প্রশস্যতে ।
উপরিষ্টাৎ প্রবক্ষ্যামি বিধিং পলিত নাশনং ॥
মসূরিকায়াং কুষ্ঠঘ্ন লেপনাদি ক্রিয়া হিতা ।
পিত্তশ্লেষ্মবিসর্পোক্তা ক্রিয়া বা সংপ্রশস্যতে ॥
জতুমণিং সমুৎকৃত্য মশকং তিলকালকং ।
ক্ষারেণপ্রদহেদ্যুক্ত্যা বহ্নিনা বা শনৈঃ শনৈঃ ॥
ন্যচ্ছে ব্যঙ্গে সিরামোক্ষো নীলিকায়াঞ্চ শস্যতে ।
যথাস্বায়ং যথাভ্যাসং লালাট্যাদি সিরাব্যধঃ ॥
ঘৃষ্ট্বাদিহ্যাত্বচং পিষ্ট্বা ক্ষীরিণাং ক্ষীরসংযুতাং ।
বলাতিবলযষ্ট্যাহ্ব রজনীর্ব্বা প্রলেপনং ॥
পদ্মস্যাগুরুকালীয় লেপনং বা সগৈরিকং ।
ক্ষৌদ্রাজ্যযুক্তযালিম্পেদ্দংষ্ট্রয়া শূকরস্যচ ॥
কপিত্থরাজাদনয়োঃ কল্কং বা হিতমুচ্যতে ।
যৌবনে পিড়কাস্বেষ বিশেষাচ্ছর্দনংহিতং ॥

লেপনঞ্চ বচারোধ্র সৈন্ধবৈঃ সর্ষপান্বিতৈঃ।
কুস্তুম্বুরুবচালোধ্র কুষ্ঠৈর্বালেপনং হিতং ॥
পদ্মিনী কণ্টকে রোগে ছর্দয়েৎ নিম্ববারিণা।
তেনৈব সিদ্ধং সক্ষৌদ্রং সর্পিঃপানং প্রদাপয়েৎ ॥
নিম্বারগ্বধয়োঃ ক্বাথোহিত উৎসাদনে ভবেৎ।
পরিবৃত্তিং ঘৃতাভ্যক্তাং সুস্বিন্নামুপনাহয়েৎ ॥
ত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রং বা বাতঘ্ন শাল্বনাদিভিঃ।
ততোহভ্যজ্য শনৈশ্চর্ম্মচানয়েৎ পীড়যেন্মণিং ॥
প্রবিষ্টেচ মণৌচর্ম্ম স্বেদয়েদুপনাহনৈঃ।
দদ্যাদ্‌বাতহরান্ বস্তীন্ স্নিগ্ধান্যন্নানি ভোজয়েৎ ॥
বপাটিকাং জয়েদেবং যথাদোষং চিকিৎসকঃ।
নিরুদ্ধ-প্রকশে নাড়ীং লৌহীমুভয়তোমুখীং ॥
দারবীং বা জতুকৃতাং ঘৃতাভ্যক্তাং প্রবেশয়েৎ।
পরিষেকে বসামজ্জ শিশুমারবরাহয়োঃ ॥
চক্রতৈলং তথাযোজ্যং বাতঘ্নংদ্রব্যসংযুতং।
ত্র্যহাত্র্যহাৎ স্থূলতরাং সম্যঙ্‌নাড়ীং প্রবেশয়েৎ ॥
শ্রোতোবিবর্দ্ধয়েদেবং স্নিগ্ধমন্নঞ্চ ভোজয়েৎ।
ভিত্ত্বাবা সেবনীং মুক্ত্বাং সদ্যঃক্ষতবদাচরেৎ ॥
সন্নিরুদ্ধ গুদং রোগং বল্মীকং বহ্নিরোহিণীং।
প্রত্যাখ্যায় যথাযোগং চিকিৎসিত মথাচরেৎ ॥
বিসর্পোক্তেন বিধিনা সাধয়েদগ্নি রোহিণীং।
সংনিরুদ্ধগুদে যোজ্যা নিরুদ্ধ-প্রকশক্রিয়া ॥
শস্ত্রেণোৎকৃত্য বল্মীকং ক্ষারাগ্নিভ্যাং প্রসাধয়েৎ।
বিধানেনার্ব্বুদোক্তেন শোধয়িত্বাচ রোপয়েৎ ॥
বল্মীকস্তু ভবেদ্‌যস্তু নাতিবৃদ্ধমমর্ম্মজং।
তত্রসংশোধনং কৃত্বা শোণিতং মোক্ষয়েদ্ভিষক্ ॥

কুলত্থিকায়া মূলৈশ্চ গুড়ূচ্যালবণেন চ।
আরেবতস্য মূলৈশ্চ দন্তীমূলৈস্তথৈব চ॥
শ্যামামূলৈঃ সপীলৈঃশক্তুমিশ্রৈঃ প্রলেপয়েৎ।
সুস্নিগ্ধৈশ্চ সুখোষ্ণৈশ্চ ভিষক্ তমুপনাহয়েৎ॥
পক্বং বা তদ্বিজানীয়াদ্গতীঃ সর্ব্বা যথাক্রমং।
অভিজ্ঞায় ততশ্ছিত্বা প্রদহেন্মতিমান্ ভিষক্॥
সংশোধ্য দুষ্টমাংসানি ক্ষারেণ প্রতিসারয়েৎ।
ব্রণং বিশুদ্ধং বিজ্ঞায় রোপয়েন্মতিমান্ ভিষক্॥
সুমনা গ্রন্থয়শ্চৈব ভল্লাতক মনঃশিলে।
কালানুসারী সূক্ষ্মৈলা চন্দনাগুরুণীতথা॥
এতৈঃ সিদ্ধং নিম্বতৈলং বল্মীকে রোপনং হিতং।
পাণিপাদোপরিষ্টাত্তু ছিদ্রৈর্ব্বহুভিরাবৃতং॥
বল্মীকং যৎসশোফংস্যাদ্বর্জ্জ্যং তত্তু বিজানতা।
ধাত্র্যাঃ স্তন্যং শোধয়িত্বা বালে সাধ্যাহি পূতনা॥
পটোল পত্র ত্রিফলা রসাঞ্জন বিপাচিতং।
পীতং ঘৃতং নাশয়তি কৃচ্ছ্রামপ্যহিপূতনাং॥
ত্রিফলা কোলখদির কষায়ং ব্রণ রোপণং।
কাসীস রোচনা তুত্থ হরিতাল রসাঞ্জনৈঃ॥
লেপোহম্লপিষ্টোবদরীত্বগ্বা সৈন্ধব সংযুতা।
কপালতুত্থজং চূর্ণং চূর্ণকালে প্রয়োজয়েৎ॥
চিকিৎসন্ন মুষ্ককচ্ছুঞ্চাপ্যহি-পূতন পানবৎ।
গুদ ভ্রংশে গুদং স্বিন্নং স্নেহাভ্যক্তং প্রবেশয়েৎ।
কারয়েদ্গো ফণাবন্ধং মধ্যছিদ্রেণ চর্ম্মণা॥
বিনির্গমার্থং বায়োশ্চ স্বেদয়েচ্চ মুহুর্মুহুঃ।
ক্ষীরং মহাপঞ্চমূলং মূষিকাং চান্ত্রবর্জ্জিতাং॥

তত্তস্মিন্ পচেত্তৈলং বাতঘ্নৌষধ সংযুতং।
গুদভ্রংশমিদং কৃচ্ছ্রং পানাভ্যঙ্গাৎ প্রসাধয়েৎ॥

একবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ শুকরোগ চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

সংলিখ্য সর্ষপীং সম্যক্ কষায়ৈরবচূর্ণয়েৎ।
কষায়ৈরেব তৈলঞ্চ কুর্ব্বীত ব্রণরোপণং॥
অষ্ঠীলিকাঞ্জলৌকোভিঃ গ্রাহয়েৎ কুশলোভিষক্।
তথাচানুপশাম্যন্তীং কফগ্রন্থিবদুদ্ধরেৎ॥
স্বেদয়েদ্গ্রথিতং শশ্বন্নাড়ী স্বেদেন বুদ্ধিমান্।
সুখোষ্ণৈরুপনাহৈশ্চ সুস্নিগ্ধৈরুপনাহয়েৎ।
কুম্ভীকাং পাকমাপন্নাং ভিন্দ্যাচ্ছুদ্ধাংতু রোপয়েৎ॥
তৈলেন ত্রিফলালোধ্র তিন্দুকাম্রাতকেনতু।
গ্রাহয়িত্বা জলৌকোভিরলজীং সেচয়েত্ততঃ॥
কষায়ৈস্তেষু সিদ্ধঞ্চ তৈলং রোপণমিষ্যতে।
বলাতৈলেন কোষ্ণেন মৃদিতং পরিষেচয়েৎ॥
মধুরৈঃ সর্পিষা স্নিগ্ধৈঃ সুখোষ্ণৈরুপনাহয়েৎ।
সংমূঢ় পিড়কাং ক্ষিপ্রং জলৌকোভিরুপাচরেৎ॥
ভিত্বাপর্য্যাগতাং চাপি লেপয়েৎ ক্ষৌদ্রসর্পিষা।
অবমন্থগতে পাকং ভিন্নে তৈলং বিধীয়তে॥
ধবাশ্বকর্ণপত্তঙ্গ সল্লকীতিন্দুকী কৃতং।
ক্রিয়াং পুষ্করিকায়াস্তু শীতাং সর্ব্বাং প্রযোজয়েৎ।
জলৌকোভির্হরেচ্ছাস্বক্ সর্পিষাচাবসেচয়েৎ॥

স্পর্শহাস্থাং হরেদ্রক্তং প্রদিহ্যান্মধুরৈ রপি।
ক্ষীরেক্ষুরস সর্পির্ভিঃ সেচয়েচ্চ সুশীতলৈঃ॥
পিড়কামুত্তমাখ্যাঞ্চ বড়িশেনোদ্ধরেদ্ভিষক্।
উদ্ধৃত্য মধুসংযুক্তৈঃ কষায়ৈরবচূর্ণয়েৎ॥
রসক্রিয়া বিধাতব্যা লিখিতে শত পোনকে।
পৃথক্ পর্ণ্যাদি সিদ্ধঞ্চ দেয়ং তৈল মনন্তরং॥
ক্রিয়াং কুর্য্যাদ্ ভিষক্ প্রাজ্ঞস্তক্ পাকস্থ বিসর্পবৎ।
রক্তবিদ্রধিবচ্চাপি ক্রিয়া শোণিতজের্ব্বুদে॥
কষায় কল্কসর্পীংষি তৈলং চূর্ণং রসক্রিয়া।
শোধনং রোপণঞ্চৈব বীক্ষ্য বীক্ষ্যাবচারয়েৎ॥
যথাস্বং সর্পিষঃ পানং পথ্যঞ্চাপি বিরেচনং।
হিতঃ শোণিত মোক্ষঞ্চ যচ্চাপি লঘু ভোজনং॥
অর্ব্বুদং মাংস পাকঞ্চ বিদ্রধিং তিলকালকং।
প্রত্যাখ্যায় প্রকুর্ব্বীত ভিষক্ সম্যক্ প্রতিক্রিয়াং॥

দ্বাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ মুখরোগাণাং চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

চতুর্ব্বিধেন স্নেহেন মধুচ্ছিষ্ট যুতেন চ।
বাতজেঽভ্যঞ্জনং কুর্য্যান্নাড়ী স্বেদঞ্চ বুদ্ধিমান্॥
মতিমানোষ্ঠকোপেতু শাল্বণং চোপনাহয়েৎ।
মস্তিস্কে চৈব নস্যে চ তৈলং বাত হরং হিতং॥
শ্রীবেষ্টকং সর্জ্জরসং সুরদারু সগুগ্গুলু।
যষ্টীমধুক চূর্ণস্তু বিদধ্যাৎ প্রতিসারণং॥
পিত্তরক্তাভিঘাতোত্থং জলৌকোভিরুপাচরেৎ।
পিত্তবিদ্রধিবচ্চাপি ক্রিয়াং কুর্য্যাদশেষতঃ॥

শিরোবিরেচনং ধূমঃ স্বেদঃ কবল এব চ।
হৃতেরক্তে প্রযোক্তব্য মোষ্ঠ-কোপে কফাত্মকে ॥
ত্র্যূষণং স্বর্জ্জিকাক্ষারো যবক্ষারো বিড়ং তথা।
ক্ষৌদ্রযুক্তং বিধাতব্য মেতচ্চ প্রতিসারণং ॥
মেদোজে স্বেদিতে ভিন্নে শোধিতে জ্বলনো হিতঃ।
প্রিয়ঙ্গু ত্রিফলা রোধ্রং সক্ষৌদ্রং প্রতিসারণং ॥
এতদোষ্ঠ-প্রকোপাণাং সাধ্যানাং কর্ম্মকীর্ত্তিতং।
দন্তমূল গতানান্তু রোগাণাং কর্ম্ম বক্ষ্যতে ॥
শীতাদে হৃতরক্তেতু তোয়ে নাগর সর্ষপান্।
নিঃকাথ্য ত্রিফলামুস্তং গণ্ডূষঃ সরসাঞ্জনঃ ॥
প্রিয়ঙ্গবশ্চ মুস্তঞ্চ ত্রিফলাচ প্রলেপনং।
নস্যঞ্চ ত্রিফলাসিদ্ধং মধুকোৎপলপদ্মকৈঃ ॥
দন্তপুপ্পুটকে কার্য্যং তরুণে রক্তমোক্ষণং।
সপঞ্চ লবণঃ ক্ষারঃ সক্ষৌদ্রঃ প্রতিসারণং ॥
হিতঃ শিরোবিরেকশ্চ নস্যং স্নিগ্ধঞ্চ ভোজনং।
বিস্রাবিতে দন্তবেষ্টে ব্রণাংস্তু প্রতিসারয়েৎ ॥
রোধ্রপত্তঙ্গ যষ্ট্যাহ্ব লাক্ষাচূর্ণৈ র্মধূত্তরৈঃ।
গণ্ডূষে ক্ষীরিণী যোজ্যাঃ সক্ষৌদ্র ঘৃত শর্করাঃ ॥
কাকোল্যাদৌ দশক্ষীর সিদ্ধং সর্পিশ্চ নস্যতঃ।
শৌশিরে হৃতরক্তে তু রোধ্রমুস্ত রসাঞ্জনৈঃ ॥
সক্ষৌদ্রৈঃ শস্যতে লেপো গণ্ডূষে ক্ষীরিণী হিতাঃ।
শারিবোৎপল যষ্ট্যাহ্ব সাবরাগুরুচন্দনৈঃ ॥
ক্ষীরে দশগুণে সিদ্ধং সর্পির্নস্যে চ পূজিতং।
ক্রিয়াং পরিদরে কুর্য্যাচ্ছীতাদোক্তাং বিচক্ষণঃ ॥
সংশোধ্যোভয়তঃ কার্য্যং শিরশ্চোপ কুশেতথা।
কাকোডুম্বরিকা গোজীপত্রৈর্বিস্রাবয়েদসৃক্ ॥

ক্ষৌদ্র যুক্তৈশ্চ লবণৈঃ সব্যোষৈঃ প্রতিসারয়েৎ।
পিপ্পলী সর্ষপাংশ্চৈব নাগরং নৈচুলং ফলং॥
সুখোদকেন সংসৃষ্টং কবলং চাপি ধারয়েৎ।
ঘৃতং মধুরকৈঃ সিদ্ধং হিতং কবল নস্যয়োঃ॥
শস্ত্রেণ দন্তবৈদর্ভে দন্ত মূলানি শোধয়েৎ।
ততঃক্ষারং প্রযুঞ্জীত ক্রিয়াঃ সর্ব্বাশ্চ শীতলাঃ॥
উদ্ধৃত্যাধিক-দন্তন্তু ততোঽগ্নিমবচারয়েৎ।
কৃমিদন্তক-বচ্চাপি বিধিঃ কার্য্যো বিজানতা॥
ছিত্ত্বাধিমাংসং সক্ষৌদ্রৈ রেভিশ্চূর্ণৈরুপাচরেৎ।
বচা তেজোবতীপাঠা সর্জ্জিকাযাব-শূকজৈঃ॥
ক্ষৌদ্র দ্বিতীয়াঃ পিপ্পল্যাঃ কবলশ্চাত্র কীর্ত্তিতঃ।
পটোল ত্রিফলানিম্ব কষায়শ্চাত্র ধাবনে॥
হিতঃ শিরোবিরেকশ্চ ধূমো বৈরেচনশ্চ যঃ।
সামান্যং কর্ম্মনাড়ীনাং বিশেষং চাত্রমে শৃণু॥
যন্দন্তমধিজায়েত নাড়ী তংদন্তমুদ্ধরেৎ।
ছিত্ত্বা মাংসানি শস্ত্রেণ যদি নোপরিজোভবেৎ॥
শোধয়িত্বা দহেদ্বাপি ক্ষারেণ জ্বলনেন বা।
ভিনত্ত্যু পেক্ষিতে দন্তে হনুকাস্থিগতিধ্রুবং॥
সমূলং দশনং তস্মাদুদ্ধ রেদ্ভগ্নমস্থি চ।
উদ্ধৃতেতূত্তরে দন্তে সমূলে স্থির বন্ধনে॥
রক্তাতিযোগাৎ পূর্ব্বোক্তা রোগা ঘোরা ভবন্তিহি।
কাণঃ সঞ্জায়তে জন্তুরর্দ্দিতং চাস্যজায়তে॥
চলমপ্যুত্তরং দন্ত মতোনাপহরেদ্ভিষক্।
ধাবনে জাতিমদন স্বাদুকণ্টক খাদিরং॥
কষায়ং জাতিমদন কটুকঃ স্বাদু কণ্টকৈঃ।
যষ্ঠ্যাহ্ব রোধ মঞ্জিষ্ঠা খদিরৈশ্চাপি সংকৃতং॥

তৈলং সংশোধনং তদ্ধি হন্যাদ্দন্তগতাংগতিং।
কীর্ত্তিতা দন্তমূলেতু ক্রিয়াদন্তেষু বক্ষ্যতে ॥
স্নেহানাং কবলাঃ কোষ্ণা সর্পির্ষস্ত্রৈবৃক্তস্যবা।
নির্য্যূহশ্চানিলঘ্নানাং দন্তহর্ষ-প্রমর্দ্দনাঃ ॥
স্নৈহিকশ্চ হিতোধূমোনস্যং স্নিগ্ধঞ্চ ভোজনং।
রসোরসযবাগ্বশ্চ ক্ষীরং সন্তানিকা ঘৃতং ॥
শিরোবস্তির্হিতশ্চাপি ক্রমোযশ্চানিলাপহঃ।
অহিংসন্ দন্তমূলানি শর্করামুদ্ধরেদ্ ভিষক্ ॥
লাক্ষাচূর্ণৈ মধুযুক্তৈস্ততস্তাঃ প্রতিসারয়েৎ।
দন্তহর্ষক্রিয়াবাপি কুর্য্যান্নিরবশেষতঃ ॥
কপালিকা কৃচ্ছ্রতমা তত্রাপ্যেষা ক্রিয়াহিতা।
জয়েদ্বিস্রাবণৈঃ স্বিন্নমচলং কৃমিদন্তকং ॥
তথাবপীড়ৈর্ব্বাতঘ্নৈঃ স্নেহগণ্ডূষধারণৈঃ।
ভদ্রদার্ব্বাদিবর্ষাভূলেপৈঃ স্নিগ্ধৈশ্চ ভোজনৈঃ ॥
চলমুদ্ধৃত্য চ স্থানং বিদহেচ্ছুষিরস্য চ।
ততোবিদারী যষ্ঠ্যাহ্ব শৃঙ্গাটক-কসেরুকৈঃ ॥
তৈলংদশগুণে ক্ষীরে সিদ্ধং নস্যে হিতং ভবেৎ।
হনুমোক্ষে সমুদ্দিষ্টাং কুর্য্যাচ্চার্দ্দিতবৎক্রিয়াং ॥
ফলান্যম্লানি শীতাম্বু রূক্ষান্নং দন্তধাবনং।
তথাতিকঠিনান্ ভক্ষ্যান্ দন্তরোগীবিবর্জ্জয়েৎ ॥
সাধ্যানাং দন্তরোগানাং চিকিৎসিত মুদীরিতং।
জিহ্বাগতানাং সাধ্যানাং কর্ম্ম বক্ষ্যামি সিদ্ধয়ে ॥
ওষ্ঠপ্রকোপেঽনিলজে যদুক্তং প্রাক্চিকিৎসিতং।
কণ্টকেষ্বনিলোত্থেষু তৎকার্য্যং ভিষজা ভবেৎ ॥
পিত্তজেষু বিঘৃষ্টেষু নিঃসৃতে দুষ্টশোণিতে।
প্রতিসারণ গণ্ডূষং নস্যঞ্চ মধুরং হিতং ॥

কণ্টকেষু কফোত্থেষু লিখিতেষসৃক্‌ক্ষয়ে।
পিপ্পল্যাদির্মধুযুতং কার্য্যন্ত প্রতিসারণে॥
গৃহ্নীয়াৎ কবলাংশ্চাপি গৌরসর্ষপ সৈন্ধবৈঃ।
পটোলনিম্ববার্ত্তাকু ক্ষারযূষৈশ্চ ভোজয়েৎ॥
উপজিহ্বাংতুসংলিখ্য ক্ষারেণ প্রতিসারয়েৎ।
শিরোবিরেক গণ্ডুষ ধূমৈশ্চৈনমুপাচরেৎ॥
জিহ্বাগতানাং কর্ম্মোক্তং তালব্যানাং প্রবক্ষ্যতে।
অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিসন্দংশেনাকৃষ্য গলশুণ্ডিকাং॥
ছেদয়েন্মণ্ডলাগ্রেণ জিহ্বোপরিতু সংস্থিতাং।
নোৎকৃষ্টঞ্চৈব হীনঞ্চ ত্রিভাগং চ্ছেদয়েদ্ভিষক্॥
অত্যাদানাৎস্রবেদ্রক্তং তন্নিমিত্তং ম্রিয়েতচ।
হীনচ্ছেদাদ্‌ভবেচ্ছোফো লালানিদ্রাভ্রমস্তমঃ॥
তস্মাদ্বৈদ্যঃ প্রযত্নেন দৃষ্টকর্ম্মা বিশারদঃ।
গলশুণ্ডীন্ত সংচ্ছিদ্য কুর্য্যাৎ প্রাপ্তমিমং ক্রমং॥
মরিচাতি বিষাপাঠা বচাকুষ্ঠকুটন্নটৈঃ।
ক্ষৌদ্রযুক্তৈঃ সলবণৈস্তত্তস্তাং প্রতিসারয়েৎ॥
বচামতিবিষাংপাঠাং রাস্নাং কটুকরোহিণীং।
নিঃকাথ্য পিচুমর্দ্দঞ্চ কবলং তত্র যোজয়েৎ॥
ইঙ্গুদীকিনিহীদন্তী সরলা সুরদারুভিঃ।
পঞ্চাঙ্গীকারয়েৎ পিষ্টৈর্বর্ত্তিং গন্ধোত্তরাং শুভাং॥
ততোধূমং পিবেজ্জন্ত দ্বিরহ্নঃ কফনাশনং।
ক্ষারসিদ্ধেষুমুদ্‌গেষু যূষশ্চাপ্যশনে হিতঃ॥
তুণ্ডিকের্য্যধ্রুষে কূর্ম্মে সংঘাতে তালুপুপ্পুটে।
এষএববিধিঃ কার্য্যোবিশেষঃ শস্ত্রকর্ম্মণি॥
তালুপাকেতু কর্ত্তব্যং বিধানং পিত্তনাশনং।
স্নেহস্বেদস্তালুশোষে বিধিশ্চানিলনাশনঃ॥

কীর্ত্তিতং তালুজানান্ত কণ্ঠ্যানাং কর্ম্ম বক্ষ্যতে ।
সাধ্যানাং রোহিণীনান্ত হিতং শোণিত মোক্ষণং ॥
ছর্দ্দনং ধূমপানঞ্চ গণ্ডুষোনস্য কর্ম্ম চ ।
বাতিকীন্তহৃতে রক্তে লবণৈঃ প্রতিসারয়েৎ ॥
সুখোষ্ণান্ স্নেহগণ্ডূষান্ ধারয়েচ্চাপ্যভীক্ষ্ণশঃ ।
পতঙ্গ শর্করা ক্ষৌদ্রৈঃ পৈত্তিকীং প্রতিসারয়েৎ ॥
দ্রাক্ষাপরূষক কাথৌ হিতৌ চ কবলগ্রহে ।
অংগার ধূম কটুকৈঃ শ্লৈষ্মিকীং প্রতিসারয়েৎ ॥
শ্বেতাবিড়ঙ্গ দন্তীষু তৈলং সিদ্ধং সসৈন্ধবং ।
নস্যকর্ম্মণি যোক্তব্যং তথা কবল ধারণে ॥
পিত্তবৎসাধয়েদ্বৈদ্যো রোহিণীং রক্তসম্ভবাং ।
বিস্রাব্য কণ্ঠশালূকং সাধয়েত্তুণ্ডীকেরিবৎ ॥
এককালং যবান্নঞ্চ ভুঞ্জিত স্নিগ্ধমল্পশঃ ।
উপজিহ্বিক বচ্চাপি সাধয়েদধিজিহ্বিকাং ॥
একবৃন্দন্তু বিস্রাব্য বিধিং শোধন মাচরেৎ ।
গিলায়ুশ্চাপিযোব্যাধিস্তঞ্চ শস্ত্রেণ সাধয়েৎ ॥
অমর্ম্মস্থং সুপক্কঞ্চ ভেদয়েদ্‌গল বিদ্রধিং ।
বাতাৎসর্ব্বসরং চূর্ণৈর্লবণৈঃ প্রতিসারয়েৎ ॥
তৈলং বাতহরৈঃ সিদ্ধং হিতং কবল নস্যয়োঃ ।
ততোহস্মৈ সহিকং ধূমমিমং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥
শালরাজাদনৈরণ্ডসারেঙ্গুদিমধূকজাঃ ।
মজ্জানো গুগ্‌গুলুর্ধ্যাম মাংসীকালানুসারিবাঃ ॥
শ্রীসর্জ্জরসশৈলেয় মধূচ্ছিষ্টানি বাহরেৎ ।
তৎসর্ব্বং সুকৃতং চূর্ণং স্নেহেনালোড্য যুক্তিতঃ ॥
টুণ্টুকবৃন্তং সক্ষৌদ্রং মতিমাংস্তেন লেপয়েৎ ।
এষ সর্ব্বসরে ধূমঃ প্রশস্তঃ স্নৈহিকোমতঃ ॥

কফঘ্নোমারুতঘ্নশ্চ মুখরোগ বিনাশনঃ ।।
পিত্তাত্মকে সর্ব্বসরে শুদ্ধকায়স্য দেহিনঃ ।
সর্ব্বঃপিত্তহরঃকার্য্যো বিধির্ম্মধুর শীতলঃ ।।
প্রতিসারণ গণ্ডূষ ধূম সংশোধনানি চ ।
কফাত্মকে সর্ব্বসরে বিধিং কুর্য্যাৎ কফাপহং ।।
পিবেদতিবিষাং পাঠাং মুস্তঞ্চ সুরদারু চ ।
রোহিণীং কটুকাথ্যাঞ্চ কুটজস্য ফলানি চ ।।
গবাং মূত্রেণ মনুজো ভাগৈর্ধরণ সম্মিতৈঃ ।
এষঃ সর্ব্বান্ কফকৃতান্ রোগান্ যোগোঽপকর্ষতিঃ ।।
ক্ষীরেক্ষুরস গোমূত্র দধিমস্তম্লকাঞ্জিকৈঃ ।
বিদধ্যাৎ কবলান্ বীক্ষ্য দোষং তৈল ঘৃতৈরপি ॥
রোগাণাং মুখজাতানাং সাধ্যানাং কর্ম্মকীর্ত্তিতং ।
অসাধ্যা অপি বক্ষ্যন্তে রোগা যে যত্র কীর্ত্তিতাঃ॥
ওষ্ঠপ্রকোপা বর্জ্যাঃ স্যুর্ম্মাংস রক্ত ত্রিদোষজা ।
দন্তমূলেষু বর্জ্জ্যাতু ত্রিলিঙ্গগতি শৌষিরৌ ॥
দন্তেষুচ ন সিদ্ধন্তি শ্যাব দালন ভঞ্জনাঃ ।
জিহ্বাগতেষলাসস্তু তালব্যেষর্ব্বুদং তথা ॥
স্বরঘ্নো বলয়ো বৃন্দো বলাসশ্চ বিদারিকা ।
গলৌঘোমাংসতানশ্চ শতঘ্নী রোহিণী গলে ॥
অসাধ্যাঃ কীর্ত্তিতা হ্যেতে রোগানব-দশৈব চ ।
তেষাংচাপি ক্রিয়াং বৈদ্যঃ প্রত্যাখ্যায় সমাচরেৎ ॥

ত্রয়োবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ শোফানাং চকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

ষড়্বিধোঽবয়বসমুত্থঃ শোফোঽভিহিতো লক্ষণতঃ। প্রতিকারতশ্চ সর্ব্বসরস্তু পঞ্চবিধঃ। তদ্যথা। বাতপিত্ত শ্লেষ্ম সান্নিপাত বিষনিমিত্তঃ। তত্রাপি তর্পিতস্যাধ্বগমনাদতিমাত্রমভ্যবহরতো বা পিষ্টান্ন হরিতক শাকলবণানি ক্ষীরস্য বাতিমাত্রমম্ল মুপসেবমানস্য মৃৎপকলোষ্ট কটশর্করাম্বুপৌদক মাংস সেবনাদজীর্ণিনো বা গ্রাম্যধর্ম্ম সেবনাদ্বিরুদ্ধাহার সেবনাদ্ধস্ত্যশ্বোষ্ট্ররথপদাতি সংক্ষোভণাদ্দোষো ধাতূন্ প্রদূষ্য শ্বয়থুমাপাদয়ন্ত্যখিলে শরীরে।

তত্রবাতশ্বয়থুররুণঃ কৃষ্ণো বা মৃদুরনবস্থিতস্তোদাদয়শ্চাত্র বেদনা বিশেষাঃ।

পিত্তশ্বয়থুঃ পীতো রক্তো বা শীঘ্রানুসার্য্যো চোষাদয়শ্চাত্র বেদনা বিশেষাঃ।

শ্লেষ্মশ্বয়থুঃ পাণ্ডুঃ শুক্লোবা স্নিগ্ধঃ কঠিনঃ শীতো মন্দানুসারী কণ্ডাদয়শ্চাত্র বেদনা বিশেষাঃ।

সন্নিপাতশ্বয়থুঃ সর্ব্ববর্ণ বেদনঃ।

বিষনিমিত্তস্তু গরোপযোগাদ্দুষ্টতোয় সেবনাৎ প্রকোথোদকাব গাহনাৎসবিষসত্ব-দিগ্ধ-চূর্ণেনাব চূর্ণনাদ্বা সবিষমূত্রপুরীষস শুক্রস্পৃষ্টানাং তৃণকাষ্টাদীনাং সংস্পনাৎ স তু মৃদুঃ ক্ষিপ্রোত্থানোঽবলম্বী চলো বা দাহ পাক প্রায়শ্চ ভবতি।

ভবন্তি চাত্র।

দোষাঃ শ্বয়থু মূর্দ্ধংহি কুর্ব্বন্ত্যামাশয় স্থিতাঃ।
পকাশয়স্থা মধ্যেচ বর্চ্চঃ স্থানগতাস্বধঃ॥
কৃৎস্নং দেহ মনুপ্রাপ্তাঃ কুর্য্যুঃ সর্ব্বসরং তথা।
শ্বয়থুর্ম্মধ্যদেশে যঃ স কষ্টঃ সর্ব্বগশ্চ যঃ॥

অর্দ্ধাঙ্গেহরিষ্টভূতশ্চ যশ্চোর্দ্ধং পরিসর্পতি ।
শ্বাসঃ পিপাসা দৌর্ব্বল্যং জ্বরশ্ছর্দ্দিররোচকঃ ॥
হিক্কাতিসারকাশশ্চ শূলং সঙ্ক্ষপয়ন্তিহি ।
সামান্যতো বিশেষাচ্চ তেষাং বক্ষ্যামি ভেষজং ॥

শোফিনঃ সর্ব্বএব পরিহরেয়ুরম্ল লবণ দধি গুড় বসা পয়স্তৈল ঘৃত পিষ্টময় গুরূণি ।

তত্র বাত শ্বয়থৌ ত্রৈবৃত মৈরণ্ড তৈলং বা মাসমর্দ্ধমাসং বা পায়য়েৎ। ন্যগ্রোধাদি-কষায়সিদ্ধং সর্পিঃ পিত্তশ্বয়থৌ । আরগ্বধাদি সিদ্ধং শ্লেষ্মশ্বয়থৌ । সন্নিপাত শ্বয়থৌ সুহীক্ষীর পাত্রং দ্বাদশভিরম্লপাত্রৈঃ প্রতিসংসৃষ্টং দন্তী প্রতিবাপং সর্পিঃ পাচয়িত্বা পায়য়েৎ । বিষনিমিত্তে কল্পেষু প্রতিকারঃ ॥

অথাতঃ সামান্য চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ ।

ত্রিবৃকঘৃত চতুর্থাণি যাম্যাক্তাম্যদরেষু তু ততোহন্যতমমুপযুজ্যমানং শ্বয়থুমপহন্তি । মূত্রবর্তিক্রিয়াং বা সেবয়েৎ । নবায়সং বাহরহর্ম্মধুনা । বিড়ঙ্গাতিবিষাকুটজফল ভদ্রদারু নাগর মরিচ চূর্ণং বা ধরণ মুষ্ণাম্বুনা । ত্রিকটু ক্ষারায়শ্চূর্ণানি বা ত্রিফলা কষায়েণ মূত্রং বা তুল্য-ক্ষীরং হরিতকীং. বা তুলা-গুড়ামুপযুঞ্জীত । দেবদারু শুণ্ঠীং বা গুগ্গুলুং বা মূত্রেণ বর্ষাভূ কষায়ানুপানং বা তুল্যগুড়ং শৃঙ্গবেরং বা বর্ষাভূ কষায়ং মূলকল্কং বা সশৃঙ্গবেরং পয়োহনুপানং মহরহর্মাসং । ব্যোষ বর্ষাভূ কষায় সিদ্ধেন বা সর্পিষা মুদ্গোলুম্বান্ ভক্ষয়েৎ । পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চব্যচিত্রক ময়ূর বর্ষাভূসিদ্ধং বা ক্ষীরং পিবেৎ । মহৌষধ সুরঙ্গীমূল সিদ্ধং বা ত্রিকটুকৈরণ্ডমূল শ্যামামূলসিদ্ধং বা বর্ষাভূ শৃঙ্গবেরসহ দেবদারু সিদ্ধং বা । তর্ণালাবুবিভীতক ফলকল্কং বা তণ্ডুলাম্বুনা ।

ক্ষারপিপ্পলীমরিচ শৃঙ্গবেরানুসিদ্ধেন চ মুদ্গযূষেণালবণেনাম্ল স্নেহেন ভোজয়েদ্ যবান্নং গোধূমান্নং বা বৃক্ষকার্ক নক্তমালনিম্ব বর্ষাভূকাথৈশ্চ পরিষেকঃ সর্ষপ সৌবর্চ্চল সৈন্ধব শার্ঙ্গষ্টাভিশ্চ প্রদেহঃ কার্য্যঃ । যথা

দোষঞ্চ বিরেচনাস্থাপনানি তীক্ষ্ণান্যজস্রমুপসেবেত স্নেহস্বেদোপনাহাংশ্চ শিরাভিশ্চাভীক্ষ্ণং শোণিতমবসেচয়ে দন্তজ্রোপদ্রবশোফাদিতি ॥

ভবতি চাত্র।

পিষ্টান্নমম্লং লবণানি মদ্যং মৃদং দিবাস্বপ্ন মজাঙ্গলঞ্চ। স্ত্রিয়ো ঘৃতং তৈলপয়োগুরূণি শোকং জিঘাংসুঃ পরিবর্জ্জয়েত্তু ॥

চতুর্ব্বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতোঽনাগতাবাধ প্রতিষেধনীয়ং চিকিৎসিতং ব্যখ্যাস্যামঃ

উত্থায়োত্থায় সততং স্বস্থেনারোগ্য মিচ্ছতা।
ধীমতা যদনুষ্ঠেয়ং তৎসর্ব্বং সম্প্রবক্ষ্যতে ॥
তত্রাদৌদন্তপবনং দ্বাদশাঙ্গুল মায়তং।
কনিষ্ঠিকা পরিণাহ মৃজ্বগ্রথিতমব্রণং
অযুগ্মগ্রন্থি যচ্চাপি প্রত্যগ্রং শস্তভূমিজং।
অবেক্ষ্যর্ত্তুঞ্চ দোষঞ্চ রসং বীর্য্যঞ্চ যোজয়েৎ ॥
কষায়ং মধুরং তিক্তং কটুকং প্রাতরুত্থিতং।
নিম্বশ্চ তিক্তকে শ্রেষ্ঠঃ কষায়ে খদির স্তথা ॥
মধূকো মধুরে শ্রেষ্ঠঃ করঞ্জঃ কটুকে তথা।
ক্ষৌদ্র ব্যোষ ত্রিবর্গাক্তং সতৈলং সৈন্ধবেন চ ॥
চূর্ণেন তেজোবত্যাশ্চ দন্তান্নিত্যং বিশোধয়েৎ।
একৈকং ঘর্ষয়েদ্দন্তং মৃদুনা কূর্চ্চকেন চ ॥
দন্তশোধন চূর্ণেন দন্তমাংসান্যবাধয়ন্।
তদ্দৌর্গন্ধ্যোপদেহৌতু শ্লেষ্মানং চাপকর্ষতি ॥
বৈশদ্যমন্নাভিরুচিং সৌমনস্যং করোতি চ।
নখাদেদ্গলতাল্বোষ্ঠ জিহ্বারোগ সমুদ্ভবে ॥

অথাস্যপাকে শ্বাসেচ কাসহিক্কা বমীষু চ।
দুর্ব্বলো জীর্ণ ভক্তশ্চ মূর্চ্ছার্ত্তোমদপীড়িতঃ॥
শিরোরুগার্ত্তস্তৃষিতঃ শ্রান্তঃ পানক্লমান্বিতঃ।
অর্দ্দিতী কর্ণশূলীচ দন্তরোগীচ মানবঃ॥
জিহ্বানির্লেখনং রৌপ্যং সৌবর্ণং বার্ক্ষমেব চ।
তন্মলাপহরং শস্তং মৃদুশ্লক্ষং দশাঙ্গুলং॥
মুখবৈরস্য দৌর্গন্ধ্য শোফজাড্যহরং পরং।
দন্তদার্ঢ্যকরং রুচ্যং স্নেহ গণ্ডূষধারণং॥
ক্ষীরবৃক্ষকষায়ৈর্ব্বা ক্ষীরেণ চ বিমিশ্রিতৈঃ।
তিল্লোদক কষায়েণ তথৈবামলকস্য বা॥
প্রক্ষালয়েন্মুখং নেত্রে স্বস্তঃশীতোদকেন বা।
নিলীকাং মুখশোষঞ্চ পিড়কাং ব্যঙ্গমেব চ॥
রক্তপিত্তকৃতান্ রোগান্ সদ্যএব বিনাশয়েৎ।
সুখংলঘুনিরীক্ষেত দৃঢ়ং পশ্যতি চক্ষুষা॥
মতং স্রোতোঞ্জনং শ্রেষ্ঠং বিশুদ্ধং সিন্ধুসম্ভবং।
দাহকণ্ডূমলঘ্নঞ্চ দৃষ্টিক্লেদরুজাপহং॥
অক্ষোরূপাবহঞ্চৈব সহতে মারুতাতপৌ।
ন নেত্ররোগা জায়ন্তে তস্মাদঞ্জনমাচরেৎ।
ভুক্তবান্ শিরসাস্নাতঃ শ্রান্তশ্ছর্দন বাহনৈঃ॥
রাত্রৌ জাগরিতশ্চাপি নাঞ্জ্যাজ্জ্বরিত এবচ।
কর্পূরজাতিকক্কোল লবঙ্গ কটুকাহ্বয়ৈঃ॥
সচূর্ণপূগৈঃ সহিতং পত্রং তাম্বূলজং শুভং।
মুখবৈসদ্যঃ সৌগন্ধ্য কান্তিসৌষ্ঠবকারকং॥
হনুদন্তস্বরমল জিহ্বেন্দ্রিয় বিশোধনং।
প্রসেক সমনংহৃদ্যং গলামর বিনাশনং॥
পথ্যং সুপ্তোত্থিতে ভুক্তে স্নাতে বান্তেচ মানবে।

রক্তপিত্তক্ষতক্ষীণ তৃষ্ণামূর্চ্ছা পরীতিনাং।
রুক্ষদুর্ব্বলমর্ত্ত্যানাং ন হিতং চাস্য শোষিণাং॥
শিরোগতাংস্তথা রোগান্ শিরোঽভ্যঙ্গোঽপকর্ষতি।
কেশানাং মার্দ্দবং দৈর্ঘ্যং বহুত্বং স্নিগ্ধকৃষ্ণতাং॥
করোতি শিরসস্তৃপ্তিং সুত্বক্কমপি চাননং।
সন্তর্পণং চেন্দ্রিয়াণাং শিরসঃ প্রতিপূরণং॥
মধুকং ক্ষীর শুক্লাচ সরলং দেবদারু চ।
ক্ষুদ্রকং পঞ্চনামানং সমভাগানি সংহরেৎ॥
তেষাং কল্ককষায়াভ্যাং চক্রতৈলং বিপাচয়েৎ।
সদৈব শীতলং জন্তোর্ম্মূর্দ্ধ্নি তৈলং প্রদাপয়েৎ॥
কেশ প্রসাধনী কেশ্যা রজোজন্তু মলাপহা।
হনুমন্যাশিরঃকর্ণ শূলঘ্নং কর্ণপূরণং॥
অভ্যঙ্গো মার্দ্দবকরঃ কফবাত নিরোধনঃ।
ধাতূনাং পুষ্টি জননো মৃজা বর্ণ বল প্রদঃ॥
সেকঃ শ্রম শ্রোঽনিল হৃদ্ভগ্নসন্ধি প্রসাধকঃ।
ক্ষতাগ্নি দগ্ধাভিহত বিঘৃষ্টানাং রুজাপহঃ॥
জল সিক্তস্য বর্দ্ধন্তে যথামূলেঽঙ্কুরাস্তরোঃ।
তথাধাতুবিবৃদ্ধির্হি স্নেহ সিক্তস্য জায়তে॥
সিরামুখে রোমকূপৈ র্ধমনীভিশ্চ তর্পয়ন্।
শরীর বলমাধত্তে যুক্ত স্নেহোঽবগাহনে॥
তত্র প্রকৃতি সাত্ম্যর্ত্তু দেশ দোষ বিকারবিৎ।
তৈলং ঘৃতং বা মতিমান্ যুঞ্জ্যাদভ্যঙ্গ সেকয়োঃ॥
কেবলং সামদোষেষু ন কথঞ্চন যোজয়েৎ।
তরুণজ্বর্য্যজীর্ণীচ নাভ্যক্তব্যৌ কথঞ্চন॥
তথা বিরিক্তো বান্তশ্চ নিরূঢ়ো যশ্চ মানবঃ।
পূর্ব্বয়োঃ কৃচ্ছ্রতাব্যাধে রসাধ্যত্ব মথাপি বা॥

শেষাণাং তদহঃ প্রোক্তা অগ্নিমান্দ্যাদয়োগদাঃ ।
সন্তর্পণ সমুত্থানাং রোগানাং নৈব কারয়েৎ ॥
শরীরায়াস জননং কর্ম্মব্যায়াম সংজ্ঞিতং ।
তৎকৃত্বা তু সুখং দেহং বিমৃদ্নীয়াৎ সমন্ততঃ ॥
শরীরোপচয়ঃ কান্তির্গাত্রানাং সুবিভক্ততা ।
দীপ্তাগ্নিত্বমনালস্যং স্থিরত্বং লাঘবং মৃজা ॥
শ্রমক্লম পিপাসোষ্ণ শীতাদীনাং সহিষ্ণুতা ।
আরোগ্যং চাপি পরমং ব্যায়ামাদুপ জায়তে ॥
ন চাস্তি সদৃশং তেন কিঞ্চৎ স্থৌল্যাপকর্ষণং ।
ন চ ব্যায়ামিনং মর্ত্ত্যমর্দ্দয়স্ত্যরয়ো ভয়াৎ ॥
নচৈনং সহসাক্রম্য জরা সমধিরোহতি ।
স্থিরীভবতি মাংসঞ্চ ব্যায়ামাভিরতস্যচ ॥
ব্যায়াম ক্ষুণ্ণ গাত্রস্য পদ্ভ্যামুদ্বর্ত্তিতস্যচ ।
ব্যাধয়ো নোপসর্পন্তি সিংহংক্ষুদ্রমৃগা ইব ॥
বয়োরূপ গুণৈর্হীন মপি কুর্য্যাৎ সুদর্শনং ।
ব্যায়ামং কুর্ব্বতোনিত্যং বিরুদ্ধমপি ভোজনং ॥
বিদগ্ধ মবিদগ্ধং বা নির্দ্দোষং পরিপচ্যতে ।
ব্যায়ামোহিসদা পথ্যো বলিনাং স্নিগ্ধ ভোজিনাং ॥
স চ শীতে বসন্তেচ তেষাং পথ্যতমঃ স্মৃতঃ ।
সর্ব্বেষ্বৃতুষহরহঃ পুম্ভিরাত্ম হিতৈষিভিঃ ॥
বলস্যার্দ্ধেন কর্ত্তব্যো ব্যায়ামো হন্ত্যতোহন্যথা ।
হৃদি স্থানস্থিতো বায়ুর্যদা বক্ত্রং প্রপদ্যতে ॥
ব্যায়ামং কুর্ব্বতো জন্তো স্তদ্বলার্দ্ধস্য লক্ষণং ।
বয়োবল শরীরাণি দেশ কালাশনানি চ ॥
সমীক্ষ্য কুর্য্যাৎ ব্যায়ামমন্যথা রোগমাপ্নুয়াৎ ।
ক্ষয় তৃষ্ণারুচি চ্ছর্দ্দি রক্তপিত্ত ভ্রম ক্লমাঃ ॥

কাস শোষজ্বর শ্বাসা অতিব্যায়াম সম্ভবাঃ।
রক্তপিত্তী কৃশঃ শোষী শ্বাসকাস ক্ষতাতুরঃ॥
ভুক্তমান্ স্ত্রীষুচ ক্ষীণো ভ্রমার্ত্তশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।
উদ্বর্ত্তনং বাতহরং কফমেদোবিলাপনং॥
স্থিরীকরণ মঙ্গানাং ত্বক্প্রসাদ করং পরং।
সিরামুখ বিবিক্তত্বং ত্বক্স্থস্যাগ্নেশ্চ তেজনং॥
উদ্‌ঘর্ষণোৎসাদনাভ্যাং জায়েয়াতা মসংশয়ং।
উৎসাদনাদ্‌ভবেৎ স্ত্রীণাং বিশেষাৎ কান্তিমদ্বপুঃ॥
প্রহর্ষ সৌভাগ্য মৃজা লাঘবাদি গুণান্বিতং।
উদ্‌ঘর্ষণন্তু বিজ্ঞেয়ং কণ্ডূ কোঠানিলাপহং॥
উর্ব্বোঃ সপ্রনয়ত্যাশু ফেণকঃ স্থৈর্য্য লাঘবে।
কণ্ডূ কোঠানিলস্তম্ভ মল রোগাপহশ্চ সঃ॥
তেজনং ত্বগ্‌গতস্যাগ্নেঃ সিরামুখ বিরেচনং।
উদ্‌ঘর্ষণ স্বিষ্টিকয়া কণ্ডূকোঠ বিনাশনং॥
নিদ্রা দাহ শ্রম হরং স্বেদ কণ্ডূ তৃষাপহং।
হৃদ্যং মলহরং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিশোধনং॥
তন্দ্রাপাপোপশমনং তুষ্টিদং পুংস্ত্ববর্দ্ধনং।
রক্তপ্রসাদনং চাপি স্নান মগ্নেশ্চ দীপনং॥
উষ্ণেন শিরসঃ স্নানমহিতঞ্চক্ষুষঃ সদা।
শীতেন শিরসঃ স্নানং চক্ষুষ্যমিতি নির্দ্দিশেৎ॥
শ্লেষ্মমারুত কোপেতু জ্ঞাত্বা ব্যাধি বলাবলং।
কামমুষ্ণং শিরঃ স্নানং ভৈষজ্যার্থং সমাচরেৎ॥
অতিশীতাম্বুশীতেচ শ্লেষ্মমারুত কোপনং।
অত্যুষ্ণমুষ্ণকালে চ পিত্ত শোণিত বর্দ্ধনং॥
তচ্চাতিসার জ্বরিত কর্ণশূলানিলার্ত্তিষু।
আধ্মানারোচকাজীর্ণ ভুক্তবৎ সুচ গর্হিতং॥

সৌভাগ্যদং বর্ণকরং প্রীত্যোজোবল বর্দ্ধনং।
স্বেদদৌর্গন্ধ্য বৈবর্ণ্য শ্রমঘ্নমসৃ লেপনং ॥
স্নানং যেষাং নিষিদ্ধস্তু তেষামপ্যনুলেপনং।
রক্ষোঘ্নমথ চৌজস্যং সৌভাগ্যকরমুত্তমং ॥
সুমনোহম্বররত্নানাং ধারণং প্রীতি বর্দ্ধনং।
মুখালেপাদ্দৃঢ়ং চক্ষুঃ পীনগণ্ডং তথাননং ॥
অব্যঙ্গপিড়কং কান্তং ভবত্যম্বুজ সন্নিভং।
পক্ষ্মলং বিশদং কান্তমমলোজ্জ্বল মণ্ডলং ॥
নেত্রমঞ্জন সংযোগাদ্ভবেচ্চামল তারকং।
যশস্যং স্বর্গ্যমায়ুষ্যং ধনধান্য বিবর্দ্ধনং ॥
দেবতাতিথি বিপ্রাণাং পূজনং গোত্রবর্দ্ধনং।
আহারঃ প্রীণনঃ সদ্যোবলকৃদ্দেহ ধারকঃ ॥
আয়ুস্তেজঃসমুৎসাহ স্মৃত্যোজোঽগ্নি বিবর্দ্ধনঃ।
পাদ প্রক্ষালনং পাদমলরোগ শ্রমাপহং ॥
চক্ষুঃপ্রসাদনং বৃষ্যং রক্ষোঘ্নং প্রীতিবর্দ্ধনং।
নিদ্রাকরো দেহসুখশ্চক্ষুষ্যঃ শ্রমসুপ্তিনুৎ ॥
পাদস্বপ্নহৃৎকারী চ পাদাভ্যঙ্গঃ সদাহিতঃ।
পাদরোগহরং বৃষ্যং রক্ষোঘ্নং প্রীতিবর্দ্ধনং ॥
সুখপ্রচারং মৌজস্যং সদাপাদত্রধারণং।
অনারোগ্য মনায়ুষ্যং চক্ষুষোরুপঘাতকৃৎ ॥
পাদাভ্যামনুপানত্ত্যাং সদা চংক্রমণং নৃণাং।
পাপোপশমনং কেশনখরোমাপমার্জ্জনং ॥
হর্ষলাঘব-সৌভাগ্য-করমুৎসাহ বর্দ্ধনং।
বাণবারং মৃজাবর্ণ তেজোবল বিবর্দ্ধনং ॥
পবিত্র কেশমুষ্ণীষং বাতাতপরজোঽপহং।
বর্ষানিলরজোঘর্ম হিমাদীনাং নিবারণং ॥

বর্ণ্যং চক্ষুষ্য মোজস্যং শঙ্করং ছত্রধারণং।
শুনঃ সরীসৃপব্যাল বিষাণিভ্যোভয়াপহং॥
শ্রমস্খলন দোষঘ্নং স্থবিরেচ প্রশস্যতে।
সত্ত্বোৎসাহবল স্থৈর্য্য ধৈর্য্যবীর্য্য বিবর্দ্ধনং॥
অবষ্টম্ভকরঞ্চাপি ভয়ঘ্নং দণ্ডধারণং।
আস্যাবর্ণকফস্থৌল্য সৌকুমার্য্যকরী সুখা॥
অধ্বাবর্ণকফস্থৌল্য সৌকুমার্য্য বিনাশনং।
অত্যধ্বাবিপরীতোঽস্মাজ্জরা দৌর্ব্বল্যকৃচ্চ সঃ॥
যত্তু চংক্রমণং নাতিদেহ পীড়াকরং ভবেৎ।
তদায়ুর্ব্বলমেধাগ্নি প্রদমিন্দ্রিয় বোধনং॥
শ্রমানিলহরং বৃষ্যং পুষ্টিনিদ্রাধৃতি প্রদং।
সুখংশয্যাসনং দুঃখং বিপরীত গুণং মতং॥
বালব্যজন মোজস্যং মক্ষিকাদীনপোহতি।
শোষদাহ শ্রমস্বেদ মূর্চ্ছাঘ্নো ব্যজনানিলঃ॥
প্রীতিনিদ্রাকরং বৃষ্যং কফবাত শ্রমাপহং।
সংবাহনং মাংসরক্তত্বক্ প্রসাদকরং সুখং॥
প্রবাতং রৌক্ষ্য বৈবর্ণ্য স্তম্ভকৃদ্দাহপক্তিনুৎ।
স্বেদমূর্চ্ছাপিপাসাঘ্নমপ্রবাত মতোঽন্যথা।
সুখং বাতং প্রসেবেত গ্রীষ্মে শরদিমানবঃ।
নিবাতং হায়ুষেসেব্যমারোগ্যায় চ সর্ব্বদা॥
আতপঃ পিত্তৃষ্ণাগ্নি স্বেদমূর্চ্ছাভ্রমাস্রকৃৎ।
দাহ বৈবর্ণ্যকারী চ ছায়া চৈতানপোহতি॥
অগ্নির্ব্বাতকফস্তম্ভ শীত বেপথু নাশনঃ।
আমাভিষ্যন্দজননোরক্তপিত্ত প্রদূষণঃ॥
পুষ্টিবর্ণবলোৎসাহ মগ্নিদীপ্তি মতন্দ্রিতাং।
করোতি ধাতুসাম্যঞ্চ নিদ্রা কালে নিষেবিতা॥

তত্রাদিত এব নীচনখরোম্না শুচিনা শুক্লবাসসা লঘূষ্ণীষচ্ছত্রোপানৎকেন দণ্ডপাণিনা কালে হিত মিত মধুর পূর্ব্বাভিভাষিণা বন্ধুভূতেন ভূতানাম্ভ গুরুবৃদ্ধানুমতেন সুসহায়েনানন্যমনসা খলূপচরিতব্যং তদপিনরাত্রৌ ন কেশাস্থি কণ্টকাশ্মতুষ ভস্মোৎকর কপালাঙ্গারামেধ্য-স্থানবলিভূমিষু ন বিষমেন্দ্রকীল চতুষ্পথশ্বভ্রাণামুপরিষ্টাৎ ।

ন রাজদ্বিষ্ট পরুষ পৈশুন্যানৃতানিবেদৎ । ন দেবব্রাহ্মণ পিতৃ-পরিবাদাংশ্চ ন নরেন্দ্রদ্বিষ্টোন্মত্ত পতিত ক্ষুদ্রনীচাচারানুপাসীত ॥

বৃক্ষপর্ব্বত প্রপাত বিষম বল্মীক দুষ্টবাজি কুঞ্জরাদ্যধিরোহনানি পরিহরেৎ পূর্ণনদী সমুদ্রাবিদিততলশ্বভ্রকূপাবতরণানি ॥ ভিন্ন শূন্যাগার শ্মশান বিজনারণ্য বাসাগ্নি সংভ্রম ব্যাল ভুজঙ্গ কীটসেবাগ্রামাবাত কলহশস্ত্র সন্নিপাতাগ্নি সংভ্রম ব্যাল সরীসৃপ শৃঙ্গিসন্নিকর্ষাংশ্চ ।

নাগ্নিগোগুরু ব্রাহ্মণ প্রেঙ্খাদম্পত্যান্তরেণাভি যায়াৎ । দেব-গোব্রাহ্মণ চৈত্যধ্বজ রোগি পতিত পাপকারিণাঞ্চ ছায়াং নাক্রমেত । নাস্তং গচ্ছন্তমুদ্যন্তং বাদিত্যং বীক্ষেত । গান্ধয়ন্তীং পরশস্যং বা চরন্তীং পরস্মৈ ন কস্মৈচিদাচক্ষীত নচোল্কাপাতেন্দ্র ধনূংষি । নাগ্নিং মুখেনোপধমেৎ । নাপোভূমিং বা পাণিপাদেনাভিহন্যাৎ ॥

ন বেগান্ ধারয়েৎ । ন বহির্ব্বেগান্ গ্রাম নগর দেবতায়তন শ্মশান চতুষ্পথ সলিলাশয়পথি সন্নিকৃষ্টানুৎ সৃজন্ন প্রকাশং ন বায্বগ্নি সলিল সোমার্ক গোগুরু প্রতিমুখং !

ন ভূমিং বিলিখেৎ । নাসম্বৃতমুখঃ সদসি জৃম্ভোদ্গারশ্বাস ক্ষবথুংনোৎসৃজেৎ । ন পর্য্যঙ্কেঽবষ্টম্ভপাদ প্রসারণানি গুরু সন্নিধৌ কুর্য্যাৎ ॥

ন বালকর্ণনাসাশ্রোতোদশনবিবরাণ্যভিকুষ্ণীয়াৎ ন বীজয়েৎ কেশমুণ্ডনখরবস্ত্রগাত্রাণি । ন গাত্র নখবক্ত্র বাদিত্রং কুর্য্যাৎ । ন কাষ্ঠলোষ্ট তৃণাদীনভিহন্যাভিন্দ্যাদ্বা ।

ন প্রতিবাতাতপং সেবেত ন ভুক্তমাত্রোঽগ্নিমুপাসীত নোৎ-

কটুকস্তিষ্ঠেৎ। নাল্পকাষ্ঠাসন মধ্যাসীত। ন গ্রীবাং বিষমং ধারয়েৎ। ন বিষমকায়ঃ ক্রিয়াং ভজেদ্ভুঞ্জীত বা। ন প্রততমীক্ষেত বিশেষাজ্জ্যোতির্ভাস্কর সূক্ষ্মচলভ্রান্তানি। ন ভারং শিরসাবহেৎ। ন স্বপ্ন জাগরণ শয়নাসন চঙ্ক্রমণ যানবাহন প্রধাবন বন লংঘন প্লবন প্রতরণ হাস্যভাষ্যব্যবায় ব্যায়ামাদীন্যুচিতানপ্যতি-সেবেত।

উচিতাদপ্যহিতাৎ ক্রমশো বিরমেৎহিত মনুচিতমপ্যাসেবেত ক্রমশো ন চৈকান্ততঃ পাদহীনাৎ।

নাবাক্‌শিরাঃ শয়ীত ন ভিন্নপাত্রে নাঞ্জলিপুটে নাপঃ পিবেৎ। কালে হিতমিতস্নিগ্ধ মধুরংপ্রায়মাহারং বৈদ্যপ্রত্যবেক্ষিতমশ্নীয়াৎ। গ্রামগণগণিকাপণিক শত্রুশঠ পতিত ভোজনানি পরিহরেৎ। শেষান্যপিচানিষ্ট রূপরস গন্ধস্পর্শ শব্দমানসান্যন্যান্যেবঙ্গুণান্য পি বা সন্ত্যুয় দত্তানি তান্যপি মক্ষিকাব্যালোপহতানি। নাপ্রক্ষালিত পাণিপাদো ভুক্তিত মূত্রোচ্চার পীড়িতোন সন্ধ্যয়ো নাপাশ্রিতো নাতীত কালং হীনমতিমাত্রঞ্চেতি ন ভুঞ্জীতোদ্ধৃত-স্নেহং। নোদকে পশ্যোদাত্মানং ন নগ্নঃ প্রবিশেজ্জলং ন নক্তং দধি ভুঞ্জীত ন বাপ্যঘৃত শর্করং।

নামুদ্গ যূষং নাক্ষৌদ্রং নোষ্ণৈর্নামলকৈর্ব্বিনা। অন্যথা কুষ্ঠবীসর্পাদীন্ জনয়েৎ। দ্যুতমদ্যাদি সেবা প্রতিভূ সাক্ষিত্ব সমাহ্বান গোষ্ঠীবাদিত্রাণি ন সেবেত। স্রজচ্ছত্রোপানহৌকনকমতীত বাসাংসি ন চান্যৈর্ধৃতানিধারয়েৎ। ব্রাহ্মণ মগ্নিংগাঞ্চ নোচ্ছিষ্টঃ স্পৃশেৎ।

ভবন্তি চাত্র।

সুখমাত্রং সমাসেন সদ্বৃত্তস্যোতদীরিতং।
আরোগ্যমায়ুরর্থো বা নাসদ্ভিঃ প্রাপ্যতে নৃভিঃ॥
যস্মিন্যস্মিন্নৃতৌ যে যে দোষাঃ কুপ্যন্তি দেহিনাং।
তেষুতেষু প্রদাতব্যা রসাস্তেতে বিজানতা॥

বর্ষাসু ন পিবেত্তোয়ং পিবেচ্ছরদি মাত্রয়া ।
বর্ষাসু চতুরোমাসাম্মাত্রাবচ্চদকং পিবেৎ ॥
উষ্ণে হৈমে বসন্তেচ কামং গ্রীষ্মেতু শীতলং ।
হেমন্তেচ বসন্তেচ সীধ্বরিষ্টৌ পিবেন্নরঃ ॥
শৃতশীতং পিবেদ্ গ্রীষ্মে প্রাবৃট্কালে রসং পিবেৎ ।
যূষং বর্ষতি নস্যান্তে প্রপিবেচ্ছীতলং জলং ॥
স্বস্থএবমতোহন্যস্তু দোষাহার মতানুগঃ ।
স্নেহং সৈন্ধব চূর্ণেন পিপ্পলীভিশ্চ সংযুতং ॥
পিবেদগ্নি বিবৃদ্ধ্যর্থং নচ বেগান্ বিধারয়েৎ ।
অগ্নিদীপ্তিকরং নৃণাং রোগাণাং শমনং প্রতি ॥
প্রাবৃট্শরদ্বসন্তেষু সম্যক্ স্নেহাদিমাচরেৎ ।
কফে প্রচ্ছর্দ্দনং পিত্তে বিরেকো বস্তিরিব্যতে ॥
শস্যতে ত্রিষপি সদা ব্যায়ামো দোষ নাশনঃ ।
ভুক্তং বিরুদ্ধমপ্যন্নং ব্যায়ামান্ন প্রকুপ্যতি ॥
উৎসর্গ মৈথুনাহার শোধনেস্যাত্তু তন্মনাঃ ।
নেচ্ছেদ্রোগভয়াৎ প্রাজ্ঞঃ পীড়াং বা কায়মানসীং ॥
অতিস্ত্রী সংপ্রয়োগাচ্চ রক্ষেদাত্মানমাত্মবান্ ।
শূল কাস জ্বর শ্বাস কার্শ্য পাণ্ড্বাময় ক্ষয়াঃ ॥
অতিব্যবায়াজ্জায়ন্তে রোগাশ্চাক্ষেপকাদয়ঃ ।
আয়ুষ্মন্তো মন্দজরা বপুর্বর্ণবলান্বিতাঃ ॥
স্থিরোপচিত মাংসাশ্চ ভবন্তি স্ত্রীষু সংযতাঃ ।
ত্রিভিস্ত্রিভিরহোভির্হি সমীয়াৎ প্রমদাং নরঃ ॥
সর্ব্বেষ্বৃতুষু ঘর্ম্মেষু পক্ষাৎ পক্ষাদ্ব্রজেদ্বুধঃ ।
রজস্বলামকামাঞ্চ মলিনামপ্রিয়ং তথা ॥
বর্ণবৃদ্ধাং বয়োবৃদ্ধাং তথাব্যাধি প্রপীড়িতাং ।
হীনাঙ্গীং গর্ভিনীং দ্বেষ্যাং যোনি-দোষ সমন্বিতাং ॥

সগোত্রাং গুরুপত্নীঞ্চ তথাপ্রব্রজিতামপি।
সন্ধ্যা পর্ব্বস্বগম্যাঞ্চ নোপেয়াৎ প্রমদাং নরঃ॥
গোসর্গে চার্দ্ধরাত্রেচ তথামধ্যন্দিনেষু চ।
লজ্জাসমাবহে দেশে বিবৃত্তেঽশুদ্ধ এবচ॥
ক্ষুধিতোব্যাধিতশ্চৈব ক্ষুব্ধচিত্তশ্চ মানবঃ।
বাত বিণ্মূত্র বেগীচ পিপাসুরতি দুর্ব্বলঃ॥
তির্য্যগ্যোনাব যোনৌচ প্রাপ্ত শুক্র বিধারণং।
দুষ্টযোনৌ বিসর্গন্তু বলবানপি বর্জ্জয়েৎ॥
রেতসশ্চাতি মাত্রস্তু মূর্দ্ধাবরণ মেবচ।
স্থিতাবুত্তান শয়নেবিশেষেণৈব গর্হিতং॥
ক্রীড়ায়ামপি মেধাবী হিতার্থী পরিবর্জ্জয়েৎ।
রজস্বলাং প্রাপ্তবতো নরস্যানিয়তাত্মনঃ॥
দৃষ্ট্যায়ুস্তেজসাংহানি রধর্ম্মশ্চততো ভবেৎ।
লিঙ্গিনীং গুরুপত্নীঞ্চ সগোত্রামথ পর্ব্বসু॥
বৃদ্ধাঞ্চ সন্ধ্যয়োশ্চাপি গচ্ছতো জীবিতক্ষয়ঃ।
গর্ভিণ্যাং গর্ভপীড়াস্যাদ্ব্যাধিতায়াং বলক্ষয়ঃ॥
হীনাঙ্গীং মলিনাংদ্বেষ্যাং কামং বন্ধ্যামসংবৃতে।
দেশেঽশুদ্ধেচ শুক্রস্য মনসশ্চ ক্ষয়ো ভবেৎ॥
ক্ষুধিতঃ ক্ষুব্ধচিত্তশ্চ মধ্যাহ্নে তৃষিতোঽবলঃ।
স্থিতস্যহানিং শুক্রস্য বায়োঃ কোপঞ্চ বিন্দতি॥
অতি প্রসঙ্গাদ্ভবতি শোষঃ শুক্র ক্ষয়াবহঃ।
ব্যাধিতস্যরুজা প্লীহা মৃত্যু মূর্চ্ছাচ জায়তে॥
প্রত্যূষস্যর্দ্ধরাত্রেচ বাতপিত্তে প্রকুপ্যতঃ।
তির্য্যগ যোনাবযোনৌচ দুষ্টযোনৌ তথৈবচ॥
উপদংশ স্তথাবায়োঃ কোপ শুক্রস্যচ ক্ষয়ঃ।
উচ্চারিতে মূত্রিতে চ রেতসশ্চ বিধারণে।

উত্তানে চ ভবেচ্ছীঘ্রং শুক্রাশ্মর্য্যাস্তু সম্ভবঃ ।
সর্ব্বং পরিহরেত্তস্মাদেতল্লোকদ্বয়ে হিতং ॥
শুক্রং চোপস্থিতং মোহান্ন সন্ধার্য্যং কথঞ্চন ।
বয়োরূপ গুণোপেতাং তুল্যশীলাং গুণান্বিতাং ॥
অভিকামোঽভিকামাস্তু হৃষ্টো হৃষ্টামলঙ্কৃতাং ।
সেবেত প্রমদাং যুক্ত্যা বাজীকরণ বৃংহিত ঃ ॥
ভক্ষ্যাঃ সশর্করা ক্ষীরং সসিতং রস এব চ ।
স্নানং সব্যজনং স্বপ্নোব্যবায়ান্তে হিতানিতু ॥

পঞ্চবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

অথাতো মিশ্রকচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ ।

পাল্যাময়াস্তু বিস্রাব্যা ইত্যুক্তং প্রাগ্‌নিবোধতান্ ।
পরিপোট স্তথোৎপাত উন্মন্থো দুঃখ বর্দ্ধনঃ ॥
পঞ্চমঃ পরিলেহী চ কর্ণপাল্যা গদাস্মৃতাঃ ।
সৌকুমার্য্যাচ্চিরোৎসৃষ্টে সহসাভি প্রবর্দ্ধিতে ॥
কর্ণশোফো ভবেৎ পাল্যাং সরুজঃ পরিপোটবান্ ।
কৃষ্ণারুণনিভঃ স্তব্ধঃ স বাতাৎ পরিপোটকঃ ॥
গুর্ব্বাভরণ সংযোগাত্তাড়নাদ্ঘর্ষণাদপি ।
শোফঃ পাল্যাং ভবেচ্ছ্যাবো দাহপাকরুগন্বিতঃ ॥
রক্তো বা রক্তোপিত্তাভ্যামুৎপাতঃ সগদোমতঃ ।
বলাদ্বর্দ্ধয়তঃ কর্ণং পাল্যাং বায়ুঃ প্রকুপ্যতি ॥
গৃহিত্বা সকফঃকুর্য্যাচ্ছোফং ভদ্বর্ণ বেদনং ।
উন্মন্থকঃ সকণ্ডূকো বিকারঃ কফবাতজঃ ॥
বর্দ্ধমানে যদাকর্ণে কণ্ডূদাহ রুগন্বিতঃ ।
শোফো ভবতি পাকশ্চ ত্বক্‌স্থোঽসৌ দুঃখবর্দ্ধনঃ ॥

কফাসৃক্‌ক্রিময়ঃ কুর্য্যুঃ সর্ষপাভা বিকারিণীঃ।
স্রাবিণীঃ পীড়কাঃ পাল্যাং কণ্ডুদাহরুগন্বিতাঃ॥
কফাসৃক্‌কৃমি সম্ভূতঃ সবিসর্পান্বিতস্ততঃ।
লিহ্যাৎ সশষ্কুলীং পালীং পরিলেহীতি স স্মৃতঃ॥
পাল্যাময়া হ্যমী ঘোরা নরস্যাপ্রতিকারিণঃ।
মিথ্যাহার বিহারস্য পালিং হিংস্যুরুপেক্ষিতাঃ॥
তস্মাদাশু ভিষক্ তেষু স্নেহাদি ক্রমমাচরেৎ।
তথাভ্যঙ্গপরীষেক প্রদেহাসৃগ্বিমোক্ষণং॥
সামান্যতো বিশেষাচ্চ বক্ষ্যাম্যভ্যঞ্জনং প্রতি।
খরমঞ্জরিযষ্ট্যাহ্ব সৈন্ধবামরদারুভিঃ॥
ভূপিষ্টৈঃ সাশ্বগন্ধৈশ্চ মূলকাবল্গুজৈঃ ফলৈঃ।
সর্পিস্তৈল বসামজ্জ মধুচ্ছিষ্টানি পাচয়েৎ॥
সক্ষীরাণ্যথ তৈঃ পালিং প্রদিহ্যাৎ পরিপোটকে।
মঞ্জিষ্ঠা তিল যষ্ট্যাহ্ব সারিবোৎপল পদ্মকৈঃ॥
সরোধ্রৈঃ সকদম্বৈশ্চ বলাজম্বাম্র পল্লবৈঃ।
সিদ্ধং ধান্যাম্ল সংযুক্তং তৈলমুৎপাতনাশনং॥
তালপত্র্যশ্বগন্ধার্ক বাকুচীফল সৈন্ধবৈঃ।
তৈলং কুলীর গোধাভ্যাং বসয়া সহ পাচিতং॥
সরলা লাঙ্গলীভ্যাঞ্চ হিতমুন্মন্থ নাশনং।
তথাশ্মন্তক জম্ব্বাম্র পত্রক্বাথেন সেচনং॥
প্রপৌণ্ডরীক মধুক মঞ্জিষ্ঠা রজনীদ্বয়ৈঃ।
চূর্ণৈরুদ্বর্ত্তনৈঃ পালীং তৈলাক্তামবচূর্ণয়েৎ॥
লাক্ষাবিড়ঙ্গ কল্কেন তৈলং পক্বাবচারয়েৎ।
স্বিন্নাং গোময়পিণ্ডেন প্রদিহ্যাৎ পরিলেহিকে॥
পিষ্টৈর্ব্বিড়ঙ্গৈরথবা তৃবৃচ্ছ্যামার্ক সংযুতৈঃ।
করঞ্জেঙ্গুদিবীজৈর্ব্বা কুটজারগ্বধাযুতৈঃ॥

সর্ব্বৈর্ব্বা সার্ষপং তৈলং সিদ্ধং মরিচ সংযুতং ।
সনিম্বপত্রৈরভ্যঙ্গে মধূচ্ছিষ্টান্বিতং হিতং ॥
পাণীষু ব্যাধিযুক্তাসু তন্বীষু কঠিনাসু চ ।
পুষ্ট্যর্থং মার্দ্দবার্থঞ্চ কুর্য্যাদভ্যঞ্জনং হিতং ॥
লোপাকানূপমজ্জানং বসাং তৈলং নবং ঘৃতং ।
পচেদ্দশগুণং ক্ষীরমাবাপ্য মধুরং গণং ॥
অপামার্গাশ্বগন্ধে চ তথা লাক্ষারসং শুভং ।
তৎসিদ্ধং পরিপূতঞ্চ স্বনুগুপ্তং নিধাপয়েৎ ॥
তেনাভ্যঞ্জ্যাৎ সদাপাণিং সুস্বিন্নামতি মর্দ্দিতাং ।
এতেন পাণ্যো বর্দ্ধন্তে নিরুজো নিরুপদ্রবাঃ ॥
মৃদবঃ পুষ্টাঃ সমাঃ স্নিগ্ধা জায়ন্তে ভূষণ ক্ষমাঃ ।
নীলোৎপলং ভৃঙ্গরজোঽর্জ্জুন ত্বক্ পিণ্ডীতকং কৃষ্ণ ময়োরজশ্চ ॥
বীজোদ্ভবং সাহচরঞ্চ পুষ্পং পথ্যাক্ষধাত্রী সহিতং বিচূর্ণ্য ।
একীকৃতং সর্ব্বমিদং প্রমায় পঙ্কেন তুল্যং নলিনীভবেন ॥
সংযোজ্যপঙ্কং কলসে নিধায় লোহেঘটে সপ্তনি সাপিধানে ।
অনেন তৈলং বিপচেদ্বিমিশ্রং রসেন ভৃঙ্গত্রিফলাভবেন ॥
আসন্নপাকে চ পরীক্ষণার্থং পত্রং বলাকাভব মাক্ষিপেচ্চ ।
ভবেদ্যদাতদ্ ভ্রমরাঙ্গনীলং তদাবিপক্কং বিনিধায় পাত্রং ॥
কৃষ্ণায়সে মাসমবস্থিতং তদভ্যঙ্গযোগাৎ পলিতানি হন্যাৎ ।
সৌরীয়জম্বর্জ্জুন কাশ্মরীজং পুষ্পং তিলান্মার্কব চূতবীজে ॥
পুনর্নবা কর্দ্দমকণ্টকার্য্যোকাসীসপিণ্ডীতকবীজসারং ।
ফলত্রয়ং লৌহরজোঽঞ্জনঞ্চ যষ্ট্যাহ্বয়ং নীরজ সারিবেচ ॥
পিষ্ট্বাথ সর্ব্বং সহমোদয়ন্ত্যা সারাম্ভসা বীজক সম্ভবেন ।
সারাম্ভসঃ সপ্তভিরেব পশ্চাৎ প্রস্থৈঃ সমালোড্যদশাহগুপ্তং ॥
লোহে সুপাত্রে বিনিধায় তৈল মক্ষোদ্ভবং তচ্চ পচেৎ প্রযত্নাৎ ।
পক্কঞ্চ লোহেঽভিনবে নিধায় নস্তং বিদধ্যাৎ পরিশুদ্ধকায়ঃ ॥

অভ্যঙ্গযোগৈশ্চ নিযুজ্যমানং ভৃষ্টীতমাষান্ কৃশরামথোবা ॥
মাসোপরিষ্টাদ্ঘনকুঞ্চিতাগ্রাঃ কেশাভবন্তি ভ্রমরাঞ্জনাভাঃ।
কেশাস্তথান্যে খলতৌভবেয়ুর্জরানচৈনং সহসাভ্যুপৈতি ॥
বলং পরং সম্ভবতীন্দ্রিয়ানাং ভবেচ্ছবক্ত্রং বলিভির্ব্বিমুক্তং।
নাকামিনেঽনর্থিনি নাকৃতায় নৈবাবয়ে তৈলমিদং প্রদেয়ং ॥
লাক্ষারোধ্রং দ্বেহরিদ্রে শিলালে কুষ্টং নাগং গৈরিকাবর্ণকাশ্চ।
মঞ্জিষ্ঠোগ্রা স্যাৎ সুরাষ্ট্রোদ্ভবা চ পত্তঙ্গো বৈ রোচনাং চাঞ্জনঞ্চ ॥
হেমাঙ্গত্বক্ পাণ্ডুপত্রং বটস্য কালীয়ং স্যাৎ পদ্মকং পদ্মমধ্যং।
রক্তং শ্বেতং চন্দনং পারদঞ্চ কাকোল্যাদিঃ ক্ষীরপিষ্টশ্চ বর্গঃ ॥
মেদোমজ্জা সিক্থকঙ্গোঘৃতঞ্চ দুগ্ধং ক্বাথঃ ক্ষীরিণাঞ্চ দ্রুমাণাং।
এতৎসর্ব্বং পক্বমেকধ্যতস্তু বক্ত্রাভ্যঙ্গে সর্পিরুক্তং প্রধানং ॥
হন্যাদ্ব্যঙ্গং নীলিকাঞ্চাতিবৃদ্ধাং
বক্ত্রে জাতা স্ফোটিকাশ্চাপি কাশ্চিৎ।
পদ্মাকারং নির্ব্বলীকঞ্চ বক্ত্রং কুর্য্যাদেতৎ পীনগণ্ডং মনোজ্ঞং ॥
রাজ্ঞামেতদ্যোষিতাংচাপি নিত্যং কুর্য্যাদ্বৈদ্যস্তৎসমানাং নৃণাঞ্চ।
কুষ্ঠঘ্নং বৈ সর্পিরেতৎ প্রধানং যেষাংপাদে সন্তি বৈপাদিকাশ্চ ॥
হরীতকী চূর্ণমরিষ্ট পত্রং চূতত্বচং দাড়িম পুষ্প বৃন্তং।
পত্রঞ্চ দদ্যাম্মদয়ন্তিকায়া লেপাঙ্গরাগো নর দেব যোগ্যঃ ॥

ষড়্বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ ক্ষীণবলীয়ং বাজিকরণচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

বলাস্থোদগ্রবয়সো বাজীকরণ সেবিনঃ।
সর্ব্বেষ্বৃতুষহরহর্ব্যাবায়োন নিবারিতঃ ॥
স্থবিরাণাং রিরংসূণাং স্ত্রীণাং বাল্লভ্যমিচ্ছতাং।
যোষিৎ প্রসঙ্গাৎ ক্ষীণানাং ক্লীবানামল্প রেতসাং ॥

বিলাসিনামর্থবতাং রূপযৌবনশালিনাং।
নৃণাঞ্চ বহু ভার্য্যাণাং যোগাবাজীকরা হিতাঃ॥
সেবমানো যদৌচিত্যাদ্বাজীবাত্যর্থ বেগবান্।
নারীস্তর্পয়তে তেন বাজীকরণ মুচ্যতে॥
ভোজনানি বিচিত্রাণি পানানি বিবিধানিচ।
বাচঃ শ্রোত্রানুগামিন্য স্ত্বচঃ স্পর্শসুখাস্তথা॥
যামিনী সেন্দুতিলকা কামিনী নবযৌবনা।
গীতং শ্রোত্রমনোহারি তাম্বূলং মদিরাঃ স্রজঃ॥
মনসশ্চাপ্রতিঘাতো বাজীকুর্ব্বন্তি মানবং।
তৈস্তৈর্ভাবৈরহৃদ্যৈস্তু রিংরংসোর্মনসি ক্ষতে॥
দ্বেষ্যাস্ত্রী সম্প্রযোগাচ্চ ক্লৈব্যং তন্মানসংস্মৃতং।
কটুকাম্লোষ্ণলবণৈ রতিমাত্রোপ সেবিতৈঃ॥
সৌম্যধাতুক্ষয়ো দৃষ্টঃ ক্লৈব্যং তদপরং স্মৃতং।
অতিব্যবায়শীলো যো নচ বাজীক্রিয়ারতঃ॥
ধ্বজভঙ্গমবাপ্নোতি স শুক্রক্ষয় হেতুকং।
মহতামেঢ্ররোগেণ মর্ম্মচ্ছেদেন বা পুনঃ॥
ক্লৈব্যমেতচ্চতুর্থং স্যান্নৃণাং পুংস্ত্বোপঘাতজং।
জন্মপ্রভৃতি যঃ ক্লীবঃ ক্লৈব্যং তৎসহজং স্মৃতং।
বলিনঃ ক্ষুব্ধমনসো নিরোধাৎ ব্রহ্মচর্য্যতঃ।
ষষ্ঠং ক্লৈব্যং মতং তত্তু স্থিরশুক্রনিমিত্তজং॥
অসাধ্যং সহজং ক্লৈব্যং মর্ম্মচ্ছেদাচ্চ যত্ত্ববেৎ।
সাধ্যানামিতরেষান্তু কার্য্যো হেতুবিপর্য্যয়ঃ॥
বিধির্বাজিকরো যস্তু তং প্রবক্ষ্যাম্যতঃ পরং।
তিলমাষ বিদারীণাং শালীনাং চূর্ণমেব বা॥
পৌণ্ড্রকেক্ষুরসেনার্দ্রং মর্দ্দিতং সৈন্ধবান্বিতং।
বরাহ মেদসাযুক্তাং ঘৃতেনোৎকারিকাং পচেৎ॥

তাং ভক্ষয়িত্বা পুরুষো গচ্ছেত্তু প্রমদাশতং।
বস্তাণ্ডসিদ্ধে পয়সি ভাবিতান শকৃত্তিলান্॥
শিশুমার বসাপক্কাঃ শস্কুল্য স্তৈস্তিলৈঃ কৃতাঃ।
যঃ খাদেৎ স পুমান্ গচ্ছেৎ স্ত্রীণাং শতমপূর্ব্ববৎ॥
পিপ্পলীলবণোপেতং বস্তাণ্ডং ক্ষীরসর্পিষা।
সাধিতং ভক্ষয়েদ্যস্তু স গচ্ছেৎ প্রমদাশতং॥
পিপ্পলীমাষশালীনাং যব গোধূময়োস্তথা।
চূর্ণভাগৈঃ সমৈস্তস্তু ঘৃতে পূপালিকাং পচেৎ॥
তাং ভক্ষয়িত্বা পীত্বাতু শর্করা মধুরং পয়ঃ।
নরশ্চটক বদ্গচ্ছেদ্দশবারান্নিরন্তরং॥
চূর্ণং বিদার্য্যাঃ সুকৃতং স্বরসেনৈব ভাবিতং।
সর্পির্ম্মধুযুতং লিঢ্বা দশস্ত্রীরধি গচ্ছতি॥
এবমামলকং চূর্ণং স্বরসেনৈব ভাবিতং।
শর্করা মধুসর্পির্ভির্যুক্তং লীঢ্বা পয়ঃপিবেৎ॥
এতেনাশীতিবর্ষোঽপি যুবেব পরিহৃষ্যতি।
পিপ্পলী লবণোপেতে বস্তাণ্ডে ঘৃত সাধিতে॥
শিশুমারস্য বা খাদেত্তেতু বাজীকরে ভৃশং।
কুলীর কূর্ম্মনক্রাণামণ্ডান্যেবং তু ভক্ষয়েৎ॥
মহিষর্ষভবস্তানাং পিবেচ্ছুক্রানি বা নরঃ।
অশ্বত্থফল মূলত্বক্ ছুঙ্গাসিদ্ধং পয়োনরঃ॥
পীত্বা সশর্করা ক্ষৌদ্রং কুলিঙ্গ ইব হৃষ্যতি।
বিদারিমূল কল্কন্তু ঘৃতেন পয়সানরঃ॥
উডুম্বর সমং পীত্বা বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে।
মাষাণাং পলমেকন্তু সংযুক্তং ক্ষৌদ্র সর্পিষা॥
অবলিহ্য পয়ঃপীত্বা তেন বাজী ভবেন্নরঃ।
ক্ষীরপক্কাংস্তু গোধূমা নাত্মগুপ্তাফলৈঃ সহ॥

শীতান্ ঘৃতযুতান্ খাদে ত্ততঃ পশ্চাৎপয়ঃপিবেৎ ।
নক্রমূষিক মণ্ডূক চটকাণ্ডকৃতং ঘৃতং ॥
পাদাভ্যঙ্গেন কুরুতে বলং ভূমিন্তু ন স্পৃশেৎ ।
যাবৎ স্পৃশতি না ভূমিং তাবদ্গচ্ছেন্নিরন্তরং ॥
স্বয়ংগুপ্তেক্ষুরকয়োঃ ফল চূর্ণং সশর্করং ।
ধারোষ্ণেন নরঃপীত্বা পয়সা ন ক্ষয়ং ব্রজেৎ ॥
উচ্চটাচূর্ণমপ্যেবং ক্ষীরেণোত্তম মিষ্যতে ।
শতাবর্য্যুচ্চটামূলং পেয়মেবং বলার্থিনা ॥
স্বয়ংগুপ্তাফলৈর্যুক্তং মাষসূপং পিবেন্নরঃ ।
গুপ্তাফলং গোক্ষুরকাশ্চ বীজং তথোচ্চটাং গোপয়সাবিপাচ্য ।
খজাহতং শর্করয়াচযুক্তং পীত্বা নয়ো হৃষ্যতি সর্ব্বরাত্রং ॥
মাষান্ বিদারীমপি সোচ্চটাঞ্চ ক্ষীরেগবাং ক্ষৌদ্রঘৃতোপপন্নাং ।
পীত্বানরঃ শর্করয়া সুযুক্তাং কুলিঙ্গবদ্ধৃষ্যতি সর্ব্বরাত্রং ॥
গৃষ্টীনাং বৃদ্ধবৎসানাং মাষপর্ণভৃতাংগবাং ।
যৎক্ষীরং তৎপ্রশংসন্তি বল কামেষু জন্তুষু ॥
ক্ষীর মাংস গণঃসর্ব্বঃ কাকোল্যাদিশ্চ পূজিতঃ ।
বাজীকরণ হেতোর্হি তস্মাত্তত্ত্ প্রয়োজয়েৎ ॥
এতে বাজীকরা যোগাঃ প্রীত্যপত্য বলপ্রদাঃ ।
সেব্যা বিশুদ্ধোপচিতৈ র্দেহৈঃকালাদ্য পেক্ষয়া ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ সর্ব্বোপঘাত শমনীয়ং রসায়নং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

পূর্ব্বেবয়সি মধ্যেবা মনুষ্যস্য রসায়নং।
প্রযুঞ্জীত ভিষক্‌প্রাজ্ঞঃ স্নিগ্ধশুদ্ধতনোঃসদা ॥
নাবিশুদ্ধশরীরস্য যুক্তোরসায়নোবিধিঃ।
ন ভাতি বাসসি ক্লিষ্টে রঙ্গযোগ ইবাহিতঃ ॥
শরীরস্যোপঘাতা যে দোষজা মানসাস্তথা।
উপদিষ্টাঃ প্রদেশেষু তেষাংবক্ষ্যামিবারণং ॥
শীতোদকং পয়ঃ ক্ষৌদ্রং সর্পি রিত্যেকশোদ্বিশঃ।
ত্রিশঃসমস্তমথবা প্রাক্‌পীতং স্থাপয়েদ্বয়ঃ ॥

তত্র বিড়ঙ্গ তণ্ডুল চূর্ণমাহৃত্য যষ্টীমধুযুক্তং যথাবলং শীত তোয়েনোপযুঞ্জীত শীততোয়ং চানু পিবেদেবমহরহ র্মাসং তদেবং মধুযুক্তং ভল্লাতক কাথেন বা মধুদ্রাক্ষা কাথযুক্তং বা মধ্বামলকরসাভ্যাং বা গুড়ূচীকাথেন বা এবমেতে পঞ্চ প্রয়োগা ভবন্তি। জীর্ণে মুদ্গামলক যূষেণালবণেনাল্পস্নেহেন ঘৃতবন্তমোদনমশ্নীয়াৎ। এতে খল্বর্শাংসি ক্ষপয়ন্তি কৃমীনুপঘ্নন্তি গ্রহণ ধারণশক্তিং জনয়ন্তি মাসে মাসে প্রয়োগে বর্ষশত মায়ুষোঽভিবৃদ্ধি র্ভবতি।

বিড়ঙ্গতণ্ডুলানাং দ্রোণং পিষ্টপচনে পিষ্টবদুৎস্বেদ্য বিগতকষায়ং স্বিন্নমবতার্য্য দৃষদি পিষ্টমায়সে দৃঢ়ে কুম্ভে মধূদকোত্তরং প্রাবৃষি ভস্মরাশাবন্তর্গৃহে চতুরো মাসান্নিদধ্যাৎ বর্ষাভিগমে চোদ্ধৃত্যোপসংস্কৃত শরীরঃ সহস্র সম্পাতাভিহুতং কৃত্বা প্রাতঃপ্রাত র্যথাবল উপযুঞ্জীত। জীর্ণেমুদ্গামলক যূষেণালবণেনাল্পস্নেহেন ঘৃতবন্তমোদনমশ্নীয়াৎ পাংশু শয্যায়াং শয়ীত তস্য মাসাদূর্দ্ধং সর্ব্বাঙ্গেভ্যঃ কৃময়ো নিঃক্রামন্তি। তাননুতৈলেনাভ্যক্তস্য বংশবিদলেনাপহরেৎ। দ্বিতীয়ে পিপীলিকা

তৃতীয়ে যূকাস্তথৈবাপহরেৎ। চতুর্থে দন্তনখ রোমাণ্যবশীর্য্যন্তে পঞ্চমে প্রশস্ত গুণলক্ষণানি জায়ন্তে। অমানুষং চাদিত্য প্রকাশং বপুরধি গচ্ছতি দূরাচ্ছ্রবণানি দর্শনানি চাস্য ভবন্তি রজস্তমসী চাপোহ্য সত্ত্বমধিতিষ্ঠতি। শ্রুতিনিগাদ্যপূর্ব্বোৎপাদী গজবলোঽশ্বযবঃ পুনর্যবাষ্টৌ বর্ষশতান্যায়ুরবাপ্নোতি। তস্যাণুতৈলমভ্যঙ্গার্থে। অজকর্ণ কষায় মুৎসাদনার্থে সোশীরং কূপোদকং স্নানার্থে চন্দন মুপলেপনার্থে ভল্লাতক বিধান বদাহারঃ পরিহারশ্চ। কাশ্মর্য্যাণাং নিষ্কুলীকৃতানামেষ এব কল্পঃ পাংশু শয্যা ভোজন বর্জ্যং। অত্র হি পয়সা শৃতেন ভোক্তব্যং। আশিষশ্চ পূর্ব্বেণ সমানাঃ শোণিত পিত্তনিমিত্তেষু বিকারেষ্বেতেষামুপযোগঃ।

যথোক্তমাগারং প্রবিশ্য বলামূলার্দ্ধপলং পলং বা পয়সা লোড্য পিবেৎ। জীর্ণেপয়ঃ সর্পিরোদন ইত্যাহারঃ। এবং দ্বাদশরাত্র মুপযুজ্য দ্বাদশ বর্ষাণি বয়স্তিষ্ঠতি। এবং দিবস শত মুপযুজ্য বর্ষশতং বয়স্তিষ্ঠতি। এব মেবাতিবলানাগবলাবিদারী শতাবরীণা মুপযোগঃ। বিশেষত স্ত্বতিবলামুদকেন নাগবলাচূর্ণং বা ক্ষীরেণ শতাবরীমপ্যেবং পূর্ব্বেণান্যৎ সমানমাশিষশ্চ সমাঃ এতাস্ত্বৌষধয়ো বলকামানাং শোণিত চ্ছর্দ্দয়তাং বিরিচ্যমানানাং চোপদিশ্যন্তে।

বারাহিমূলতুলা চূর্ণং কৃত্বাততোমাত্রাং মধুযুক্তাং পয়সালোড্য পিবেৎ জীর্ণেপয়ঃসর্পি রোদন ইত্যাহারঃ। প্রতিষেধোঽত্র পূর্ব্ববৎ ক্রিয়াপ্রয়োগমুপসেবমানো বর্ষশতমায়ু রবাপ্নোতি স্ত্রীষুচাক্ষয়তাং। চূর্ণেন পয়োঽবচূর্ণ্য শৃতশীত মভিমথ্যাজ্য মুৎপাদ্যমধুযুতমুপযুঞ্জীত সায়ম্প্রাতরেককালং বা জীর্ণে পয়ঃসর্পিরোদন ইত্যাহারঃ। এবং মাসমুপযুজ্য বর্ষশতায়ুর্ভবতি জীর্ণেপয়ঃসর্পি রোদন ইত্যাহারঃ।

চক্ষুকামঃ প্রাণকামো বা বীজক সারাগ্নিমন্থমূলং নিঃক্বাথ্য মাসপ্রস্থং সাধয়েৎ তস্মিন্‌সিধ্যতি চিত্রকমূলানামক্ষমাত্রং কল্কং দদ্যাদামলকরস চতুর্থভাগং ততঃ বিগ্নমবতার্য্য সহস্র সম্পাতাভিহুতং

কৃত্বা শীতীভূতং মধুসর্পির্ভ্যাং সংসৃজ্যোপযুঞ্জীত যথাবলং লবণং পরিহরন্ ভক্ষয়েৎ জীর্ণে মুদ্গামলকযূষেণালবণেন ঘৃতবন্তমোদন মশ্নীয়াৎ পয়সা বা মাসত্রয়মেবমাভ্যাং প্রয়োগাভ্যাং চক্ষুঃ সৌপর্ণ্যবদ্-ভবত্যনল্প বলোবলবাংস্ত্রীষুচাক্ষয়ো বর্ষশতায়ুর্ভবতীতি।

ভবতি চাত্র।

পয়সা সহ সিদ্ধানি নরঃ সনফলানি যঃ।

ভক্ষয়েৎ পয়সা সার্দ্ধং বয়স্তস্তনশীর্য্যতে॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো মেধায়ুষ্কামীয়ং রসায়নং চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

মেধায়ুঃকামঃ শ্বেতাবল্গুজফলান্যাতপপরিশুষ্কাণ্যাদায় সূক্ষ্মচূর্ণানি কৃত্বা গুড়েনসহ সমালোড্য স্নেহকুম্ভে সপ্তরাত্রং ধান্যরাশৌ নিদধ্যাৎ সপ্তরাত্রাদুদ্ধৃতা হৃতদোষস্য যথাবলং পিণ্ডং প্রযচ্ছেদনুদিতে সূর্য্যে উষ্ণোদকং চানুপিবেৎ। ভল্লাতকবিধান বচ্চাগার প্রবেশো জীর্ণৌষধশ্চাপরাহ্নে হিমাভিরদ্ভিঃ পরিষিক্ত গাত্রঃ শালীনাং ষষ্টীকানাং চ পয়সা শর্করা মধুরেণৌদন মশ্নীয়াদেবং ষণ্মাসানুপযুজ্য বিগতপাপ্মা বলবর্ণোপেতঃ শ্রুতিনিগাদী স্মৃতিমানরোগী বর্ষশতায়ুর্ভবতি। কুষ্ঠিনং পাণ্ডুরোগিণমুদ রিণং বা কৃষ্ণায়া গোমূত্রেণালোড্যার্দ্ধপলিকং পিণ্ডং বিগত লৌহিত্যে সবিতরি পায়য়েত পরাহ্নে চালবণেনামলকযূষেণ সর্পিষ্মন্ত মোদন মশ্নীয়াৎ। এবং মাস মুপযুজ্য স্মৃতিমানরোগো বর্ষশতায়ুর্ভবতি। এষ এরোপযোগশ্চিত্র মূলানাং রজন্যাশ্চিত্রক মূলে বিশেষো দ্বিপলিকং পিণ্ডং পরং প্রমাণং শেষং পূর্ব্ববৎ॥

হৃতদোষ এব প্রতিসংসৃষ্টভক্তো যথাক্রমমাগারং প্রবিশ্য মণ্ডুক পর্ণীস্বরস মাদায় সহস্রসম্পাতাভিহুতং কৃত্বা যথাবলং পয়সালোড্য

পিবেৎপয়োঽনুপানং বা তস্যাং জীর্ণায়াং যবান্নং পয়সোপযুঞ্জীতস্তিলৈর্ব্বা সহ ভক্ষয়িত্বা ত্রীন্মাসান্ পয়োঽনুপানং জীর্ণেপয়ঃ সর্পিরোদন ইত্যাহারঃ।

এবমুপযুঞ্জানো ব্রহ্মবর্চ্চসী শ্রুতনিগাদী ভবতি বর্ষশত মায়ুরবাপ্নোতি ত্রিরাত্রোপোষিতশ্চ ত্রিরাত্রমেনাং ভক্ষয়েৎ। ত্রিরাত্রাদূর্দ্ধং পয়ঃসর্পিরিতি চোপযুঞ্জীত। বিল্বমাত্রং পিণ্ডং বা পয়সালোড্য পিবেদেবং দশরাত্র মুপযুজ্য মেধাবী বর্ষশতায়ুর্ভবতি॥

হৃতদোষ এবাগারং প্রবিশ্য প্রতিসংসৃষ্ট ভক্তো ব্রাহ্মীস্বরসমাদায় সহস্রসম্পাতাভিহুতং কৃত্বা যথাবল মুপযুঞ্জীত জীর্ণৌষধশ্চাপরাহ্নে যবাগূমলবণাং পিবেৎ ক্ষীরসাত্ম্যো বা পয়সা ভুঞ্জীত। এবং সপ্তরাত্রমুপযুজ্য ব্রহ্মবর্চ্চসী মেধাবী ভবতি। দ্বিতীয়ং সপ্তরাত্রমুপযুজ্য গ্রন্থমীপ্সিতমুৎপাদয়তি। নষ্টঞ্চাস্য প্রাদুর্ভবতি। তৃতীয়ং সপ্তরাত্রমুপযুজ্য দ্বিরুচ্চারিতং শতমপ্যবধারয়তি। এবমেকবিংশতিরাত্রমুপযুজ্যালক্ষ্মীরপক্রামতি মূর্ত্তিমতী চৈনং বাগ্দেবানুপ্রবিশতি সর্ব্বাশ্চৈনং শ্রুতয় উপতিষ্ঠন্তি। শ্রুতধরঃ পঞ্চবর্ষশতায়ুর্ভবতি।

ব্রাহ্মীস্বরসপ্রস্থদ্বয়ে ঘৃতপ্রস্থং বিড়ঙ্গতণ্ডুলানাং কুড়বং দ্বে দ্বে পলে বচাত্রিবৃতয়োর্দ্দ্বাদশ হরীতক্যামলক বিভীতকানি শ্লক্ষ্ণপিষ্টান্যাবাপ্যৈকধ্যং সাধয়িত্বা স্বনুগুপ্তং নিদধ্যাৎ। ততঃ পূর্ব্ব বিধানেন মাত্রাং যথাবলমুপযুঞ্জীত জীর্ণেপয়ঃ সর্পিরোদন ইত্যাহারঃ।

এতেনোর্দ্ধমধস্তির্য্যক্ ক্রিময়ো নিঃক্রামন্তি। অলক্ষ্মীরপক্রামতি। পুষ্করকর্ণঃ স্থিরবয়াঃ শ্রুতনিগাদী ত্রিবর্ষশতায়ুর্ভবত্যেতদেব কুষ্ঠবিষম জ্বরাপস্মারোন্মাদ বিষভূত গ্রহেষ্বন্যেষু চ মহাব্যাধিষু চ সংশোধনমাদিশন্তি। হৃতদোষ এবাগারং প্রবিশ্য হৈমবত্যাবচায়াঃ পিণ্ডমামলক মাত্রমভিহুতং পয়সালোড্য পিবেৎ জীর্ণে পয়ঃসর্পিরোদন ইত্যাহার এবং দ্বাদশরাত্র মুপযুঞ্জীত ততোঽস্য শ্রোত্রং বিবৃণুতে দ্বিরভ্যাসাৎ স্মৃতিমান্ ভবতি ত্রিরভ্যাসাচ্ছ্রুতমাদত্তে চতুর্দ্দশরাত্র মুপযুজ্য সর্ব্বং

ভবতি কিল্বিষঃ তার্ক্ষ্যদর্শন মুৎপাদ্যতে শতায়ুশ্চ ভবতি। যে যে পলে ইতরস্যা বচায়া নিঃকাথ্য পিবেৎ পয়সা সমানং ভোজনং সমাঃ পূর্ব্বেণাশিষশ্চ।

বচাশতপাকং বা সর্পিরোদন মুপযুজ্য পঞ্চবর্ষশতায়ুর্ভবতি গলগণ্ডাপচী শ্লীপদ স্বরভেদাংশ্চাপহন্তীতি।

অথায়ুঃ কামীয়ং বক্ষ্যামঃ।

মন্ত্রৌষধ সমাযুক্তং সংবৎসর ফলপ্রদং।
বিল্বস্য চূর্ণং পুষ্পেতু হুতং বারান্ সহস্রশঃ॥
শ্রীসূক্তেন নরঃ কাল্যে সসুবর্ণং দিনে দিনে।
সর্পির্ম্মধুযুতং লিহ্যাদলক্ষ্মী নাশনং পরং॥
ত্বচং বিল্বস্য মূলস্য মূলংকাথং দিনে দিনে।
প্রাশ্নীয়াৎ পয়সা সার্দ্ধং স্নাত্বা হুত্বা সমাহিতঃ॥
দশ সাহস্র মায়ুষ্যং স্মৃতং যুক্তরথং ভবেৎ।
হুত্বা বিশালাৎ কাথস্তু মধুলাজৈশ্চ সংযুতঃ॥
অমোঘং শতসাহস্রং যুক্তং যুক্তরথং স্মৃতং।
সুবর্ণ পদ্মবীজানি মধুলাজাঃ প্রিয়ঙ্গবঃ॥
গব্যেন পয়সা পীতমলক্ষ্মীং প্রতিষেধয়েৎ।
নীলোৎপল দল কাথো গব্যেন পয়সা শৃতঃ॥
সসুবর্ণ তিলৈঃ সার্দ্ধমলক্ষ্মী নাশনঃ স্মৃতঃ।
গব্যং পয়ঃ সুবর্ণঞ্চ মধূচ্ছিষ্টঞ্চ মাক্ষিকঃ॥
পীতং শতসহস্রাভি হু'তং যুক্তরথং স্মৃতং।
বচাঘৃত সুবর্ণঞ্চ বিল্বচূর্ণমিতি ত্রয়ং॥
মেধ্যমায়ুষ্যমারোগ্যপুষ্টিসৌভাগ্যবর্দ্ধনং।
বাসামূল তুলাকাথে তৈল মাবাপ্য সাধিতং॥
হুত্বা সহস্রমশ্নীয়াৎ মেধ্যমায়ুষ্যমুচ্যতে।
যাবকাংস্তাবকান্ভক্ষেদভিভূয় যবাং স্তথা॥

পিপ্পলীমধুসংযুক্তান্ শিক্ষাচরণবদ্ভবেৎ ।
মধ্বামলকচূর্ণানি সুবর্ণ মিতিচ এয়ং ॥
প্রাশ্যারিষ্ট গৃহীতোঽপি মুচ্যতে প্রাণ সংশয়াৎ ।
শতাবরী ঘৃতং সম্যগুপযুক্তং দিনে দিনে ॥
সক্ষৌদ্রং সসুবর্ণঞ্চ নরেন্দ্রং স্থাপয়েদ্ বশে ।
গোচন্দনামোঽনিকামধুকং মাক্ষিকং মধু ॥
সুবর্ণমিতি সংযোগঃ পেয়ঃ সৌভাগ্যমিচ্ছতা ।
পদ্মনীলোৎপল ক্বাথে যষ্টীমধুক সংযুতে ॥
সর্পিরাসাদিতং গব্যং সসুবর্ণং সদা পিবেৎ ।
পয়শ্চানুপিবেৎ সিদ্ধং তেষামেব সমুদ্ভবে ॥
অলক্ষ্মীঘ্নং সদায়ুষ্যং রাজ্যায় সুভগায়চ ।
যত্রনোদীরিতো মন্ত্রো যোগেষ্বেতেষুসাধনে ॥
শব্দিতাতত্র সর্ব্বত্র গায়ত্রী ত্রিপদী ভবেৎ ।
পাপ্মানং নাশয়েস্ত্যেতা দদ্যাশ্চৌষধয়ঃ শ্রিয়ং ।
কুর্য্যুর্নাগবলঞ্চাপি মনুষ্যমমরোপমং ॥
সততাধ্যয়নং বাদঃ পরতন্ত্রাবলোকনং ।
তদ্বিদ্যাচার্য্য সেবাচ বুদ্ধি মেধাকরোগণঃ ॥
আয়ুষ্যং ভোজনং জীর্ণে বেগানাঞ্চাবিধারণং ।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাচ সাহসানাঞ্চ বর্জনং ॥

একোনত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

অথাতঃ স্বভাবব্যাধিপ্রতিষেধনীয়ং রসায়নং ব্যাখ্যাস্যামঃ ।

ব্রহ্মাদয়োঽসৃজন্ পূর্ব্বমমৃতং সোমসংজ্ঞিতং ।
জরামৃত্যুবিনাশায় বিধানং তস্য বক্ষ্যতে ॥

একএব খলু ভগবান্ সোমঃস্থান নামাকৃতি বীর্য্যবিশেষৈশ্চতুর্ব্বিংশতিধা ভিদ্যতে।

তদ্‌যথা

অংশুমান্‌ভুঞ্জবাংশ্চৈব চন্দ্রমারজতপ্রভঃ।
দূর্ব্বাসোমঃকনীয়াংশ্চ শ্বেতাক্ষঃ কনকপ্রভঃ॥
প্রতানবাংস্তালবৃন্তঃ করবীরোঽংশুবানপি।
স্বয়ম্প্রভোমহাসোমোযশ্চাপি গরুড়াহৃতঃ॥
গায়ত্র্যস্ত্রৈষ্টুভঃ পাঙ্‌ক্তোজাগতঃ শাঙ্করস্তথা।
অগ্নিষ্টোমোরৈবতশ্চ যথোক্ত ইতিসংজ্ঞিতঃ॥
গায়ত্র্যাত্রিপদা যুক্তো যশ্চোডুপতিরুচ্যতে।
এতেসোমাঃ সমাখ্যাতা বেদোক্তৈর্নামভিঃ শুভৈঃ॥
সর্ব্বেষামেব চৈতেষা মেকোবিধিরুপাসনে।
সর্ব্বেতুল্যগুণাশ্চৈব বিধানংতেষু বক্ষ্যতে॥

অতোঽন্যতমং সোমমুপযুযুক্ষুঃ সর্ব্বোপকরণ পরিচারকোপেতঃ প্রসস্তদেশে ত্রিবৃতমাগারং কারয়িত্বা হৃতদোষ প্রতিসংসৃষ্টভক্তঃ প্রশস্তেষু তিথিকরণমুহূর্ত্তনক্ষত্রেষু অংশুমন্তমাদায়াধ্বরকল্পেনাহৃতমভিষুতমভিহুতং চান্তরাগারে কৃতমঙ্গলঃ সোমকন্দং সুবর্ণসূচ্যাবিদার্য্য পয়োগৃহ্নীয়াৎ সৌবর্ণে পাত্রেঽঞ্জলিমাত্রং ততঃ সকৃদেবোপযুঞ্জীত নাস্বাদয়ংস্তত উপস্পৃশ্য শেষমপ্স্ববসাদ্য যমনিয়মাভ্যামাত্মানং সংযোজ্য বাগ্‌যতোঽভ্যন্তরতঃসুহৃদ্ভিরুপাস্যমানো বিহরেৎ।

রসায়নং পীতবাংস্তুনিবাতে তন্মনাঃশুচিঃ।
আসীত তিষ্ঠেৎক্রামেচ্চ নকথঞ্চন সংবিশেৎ॥

সায়ং বা ভুক্তবান্ শ্রুতশান্তিঃ কুশশয্যায়াং কৃষ্ণাজিনোত্তরায়াং সুহৃদ্ভিরুপাস্যমানঃ শয়ীত তৃষীতো বা শীতোদকমাত্রাংপিবেৎ ততঃ প্রাতরুত্থায়োপশ্রুতশান্তিঃ কৃতমঙ্গলো গাংস্পৃষ্ট্বা তথৈবাসীত। তস্য জীর্ণে সোমে ছর্দ্দিরুপপদ্যতে ততঃ শোণিতাক্তং কৃমিব্যামিশ্রং ছর্দিত-

বতঃসায়ং শৃতশীতং ক্ষীরং বিতরেৎ। ততস্তৃতীয়েঽহনি ক্রিমিব্যামিশ্রমতিসার্য্যতে স তেনানিষ্ট প্রতিগ্রহভুক্ত প্রভৃতিভির্বিশেষৈর্মুক্তঃ শুদ্ধ তনুর্ভবতি ততঃ সায়ং স্নাতস্য পূর্ব্ববদেব ক্ষীরং বিতরেৎ। ক্ষৌমবস্ত্রাস্তৃতায়াং চৈনং শয্যায়াং শায়য়েত ততশ্চতুর্থেঽহনি তস্য শ্বয়থুরুৎপদ্যতে। ততঃ সর্ব্বাঙ্গেভ্যঃ ক্রিময়ো নিঃক্রামন্তি তদহশ্চ শয্যায়াং পাংশুভিরবকীর্য্যমানঃ শয়ীত। ততঃ সায়ং পূর্ব্ববদেব ক্ষীরং বিতরেৎ। এবং পঞ্চম ষষ্ঠয়ো র্দিবসয়োর্বর্ত্তেত কেবলমুভয়কালমস্মৈ ক্ষীরং বিতরেত্ততঃ সপ্তমেঽহনি নির্ম্মাংসস্ত্বগস্থিভূতঃ কেবলং সোম পরিগ্রহাদেবোচ্ছসিতি। তদহশ্চ ক্ষীরেণ সুখোষ্ণেণ পরিষিচ্য তিল মধুক চন্দনানুলিপ্তদেহং পয়ঃ পায়য়েৎ। ততোঽষ্টমেঽহনি প্রাতরেব ক্ষীর পরিষিক্তং চন্দনপ্রদিগ্ধগাত্রং পয়ঃপায়য়িত্বা পাংশুশয্যাং সমুৎসৃজ্য ক্ষৌমাস্তৃতায়াং শায়য়েত্ততো মাসংমাপ্যায্যতে ত্বক্চাবদলতি। দন্তনখরোমাণি চাস্য পতন্তি। তস্য নবমদিবসাৎ প্রভৃত্যণুতৈলাভ্যঙ্গঃ সোমবল্ক কষায় পরিষেকঃ। ততো দশমেঽহন্যেতদেব বিতরেৎ ততোঽস্য ত্বক্স্থিরতামুপৈতি। এবমেকাদশদ্বাদশয়োর্বর্ত্তেত। তত্র ত্রয়োদশাৎ প্রভৃতিঃ সোমবল্ক কষায় পরিষেকঃ। এবমাষোড়শাদ্বর্ত্তেত ততঃ সপ্তদশাষ্টাদশয়োর্দিবসয়োর্দশনা জায়ন্তে শিখরিণঃ স্নিগ্ধবজ্রবৈদূর্য্যস্ফটিকনিকাশাঃ সমাঃস্থিরাঃ সহিষ্ণবঃ। তদা প্রভৃতিচানবৈঃশালিতণ্ডুলৈঃ ক্ষীরযবাগূমুপসেবেত যাবৎ পঞ্চবিংশতিরিতি। ততোঽস্মৈ দদ্যাচ্ছালোদনং মৃদুভয়কালং পয়সা ততোঽস্য নখা জায়ন্তে বিদ্রুমেন্দ্রগোপক তরুণাদিত্য প্রকাশাঃ স্থিরাঃ স্নিগ্ধালক্ষণসম্পন্নাঃ কেশাশ্চ জয়েন্তে ত্বক্চ নীলোৎপলাতসীপুষ্প বৈদূর্য্য প্রাকাশা। উর্দ্ধঞ্চ সামান্ কেশান্ বাপয়েদ্ বাপয়িত্বা চোশীর চন্দনকৃষ্ণতিলকল্কৈঃ শিরঃ প্রদিহ্যাৎ পয়সা বা স্নাপয়েৎ।

ততোঽস্যানন্তরং সপ্তরাত্রাৎকেশাজায়ন্তে ভ্রমরাঞ্জননিভাঃ কুঞ্চিতাঃ স্নিগ্ধাস্ততস্ত্রিরাত্রং প্রথম পরিসরান্নিঃক্রম্য মুহূর্ত্তং স্থিত্বা পুনরেবান্তঃ

প্রবিশেৎ। ততোঽস্য বলা তৈলমভ্যঙ্গার্থেঽবচার্য্যং যবপিষ্টমুদ্বর্ত্ত-নার্থে। সুখোষ্ণঞ্চপয়ং পরিষেকার্থে। অজকর্ণকষায়মুৎসাদনার্থে। সোশীরংকূপোদকং স্নানার্থে চন্দনমনুলেপনার্থে। আমলকরস বিমি-শ্রাশ্চাস্য যূষস্থপবিকল্পাঃ। ক্ষীর মধুকসিদ্ধঞ্চ কৃষ্ণতিলমবচারণার্থে। এবং দশরাত্রং ততোঽন্যদ্দশরাত্রং দ্বিতীয়ে পরিসরে বর্ত্তেত। তত-স্তৃতীয়ে পরিসরে স্থিরীকুর্ব্বন্নাত্মানমন্যদ্দশরাত্রমাসীত। কিঞ্চিদাতপ-পবনান্ বা সেবেত পুনশ্চান্তঃ প্রবিশেৎ। ন চাত্মানমাদর্শেষু বা নিরীক্ষেত রূপশালিত্বাৎ ততোঽন্যদ্দশরাত্রং ক্রোধাদীন্ পরিহরেদেবং সর্ব্বেষামুপযোগঃ। বিশেষতস্তু বল্লীপ্রতানক্ষুপাদয়ঃ সোমা ভক্ষয়ি-তব্যাঃ। তেষান্তু প্রমাণমর্দ্ধচতুর্থমুষ্টয়ঃ।

অংশবন্তং সৌবর্ণেপাত্রেঽভিষুণুয়াৎ। চন্দ্রমসংরাজতে চোপযুজ্যাষ্ট গুণমৈশ্বর্য্য মবাপ্যেশানন্দেবমনু প্রবিশতি। শেষাংস্তু তাম্রময়ে মৃণ্ময়ে বা রোহিতে বা চর্ম্মণি বিততে শূদ্রবর্জ্জং ত্রিভির্ব্বর্ণৈঃ সোমা উপযোক্তব্যাঃ। ততশ্চতুর্থে মাসে পৌর্ণমাস্যাং শুচৌদেশে ব্রাহ্মণান-র্চ্চয়িত্বা কৃতমঙ্গলো নিঃক্রম্য যথোক্তং ব্রজেদিতি।

ঔষধীনাংপতিং সোমমুপযুজ্য বিচক্ষণঃ।
দশবর্ষ সহস্রাণি নবান্ ধারয়তে তনুং॥
নাগ্নির্নতোয়ং ন বিষং ন শস্ত্রং নাস্ত্রমেবচ।
তস্যালমায়ুঃ ক্ষপণে সমর্থাশ্চ ভবন্তিহি॥
ভদ্রানাং যষ্টিবর্ষাণাং প্রক্রতানামনেকধা।
কুঞ্জরাণাং সহস্রস্য বলং সমধিগচ্ছতি॥
ক্ষীরোদং শক্র সদনমুত্তরাংশ্চ কুরূনপি।
যত্রেচ্ছতি স গন্তুং বা তত্রাপ্রতিহতাগতিঃ॥
কন্দর্পইব রূপেণ কান্ত্যা চন্দ্র ইবাপরঃ।
প্রহ্লাদয়তি ভূতানাং মনাংসি স মহাদ্যুতিঃ॥

সাঙ্গোপাঙ্গাংশ্চ নিখিলান্ বেদান্ বিন্দতি তত্ত্বতঃ।
চরত্যমোঘসংকল্পো দেববচ্চাখিলং জগৎ॥
সর্ব্বেষামেব সোমানাং পত্রাণি দশপঞ্চ চ।
তানি শুক্লেচ কৃষ্ণেচ জায়ন্তে নিপতন্তিচ॥
একৈক জায়তে পত্রং সোমস্যাহরহস্তদা।
শুক্লস্য পৌর্ণমাস্যান্তু ভবেৎপঞ্চদশচ্ছদঃ॥
শীর্য্যতে পত্রমেকৈকং দিবসে দিবসে পুনঃ।
কৃষ্ণপক্ষক্ষয়েচাপি লতা ভবতি কেবলা॥
অংশুমানাজ্যগন্ধস্তু কন্দবান্ রজত প্রভঃ।
কদল্যাকার কন্দস্তু মুঞ্জবাল্লঁশুনচ্ছদঃ॥
চন্দ্রমাঃকনকাভাসো জলে চরতি সর্ব্বদা।
গরুড়াহৃত নামাচ শ্বেতাক্ষশ্চাপিপাণ্ডুরৌ॥
সর্পনির্ম্মোক সদৃশৌ তৌবৃক্ষাগ্রাবলম্বিনৌ।
তথান্যৈর্ম্মণ্ডলৈশ্চিত্রৈ শ্চিত্রিতা ইব ভান্তি তে॥
সর্ব্বএবতু বিজ্ঞেয়াঃ সোমাঃ পঞ্চদশচ্ছদাঃ।
ক্ষীরকন্দলতাবন্তঃ পত্রৈর্নানাবিধৈঃস্মৃতাঃ॥
হিমবত্যর্ব্বুদে সহ্যে মহেন্দ্র মলয়ে তথা।
শ্রীপর্ব্বতে দেবগিরৌ গিরৌ দেবসহে তথা॥
পারিপাত্রেচ বিন্ধ্যেচ দেবসুন্দে হ্রদেতথা।
উত্তরেণ বিতস্তায়া প্রবৃদ্ধা যে মহীধরাঃ॥
পঞ্চতেষামধোমধ্যে সিন্ধুনামা মহানদঃ।
হঠবৎপ্লবতে তত্র চন্দ্রমা সোমসত্তমঃ॥
তস্যোদ্দেশেষু বাপ্যন্তি মুঞ্জবানংশুমানপি।
কাশ্মীরেষু সরোদিব্যং নাম্না ক্ষুদ্রকমানসং॥
গায়ত্র্যাস্ত্রৈষ্টুভঃ পাংক্তী জাগতঃ শাক্বরস্তথা।
অত্রসন্ত্যপরে চাপি সোমাঃসোমসমপ্রভাঃ॥

ন তান্ পশ্যন্ত্যধর্ম্মিষ্ঠাঃ কৃতঘ্নাশ্চাপি মানবাঃ।
ভেষজদ্বেষিণশ্চাপি ব্রাহ্মণদ্বেষিণস্তথা॥

ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতোনিবৃত্তসন্তাপীয়ং রসায়নং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

যথানিবৃত্ত সন্তাপা মোদন্তে দিবি দেবতাঃ।
তথৌষধীরিমাঃ প্রাপ্য মোদন্তেভুবি মানবাঃ॥

অথ সপ্ত পুরুষারসায়নং নোপযুঞ্জীরন্ তদ্যথা। অনাত্মবানলসো দরিদ্রং প্রমাদী ব্যসনী পাপকৃদ্ভেষজাপমানী চেতি সপ্তভিরেব কারণৈর্ন সম্পদ্যতে। অজ্ঞানাদনারম্ভা দস্থিরচিত্তত্বাদ্দারিদ্র্যাদনায়ত্তত্বা-দধর্ম্মাদৌষধালাভাচ্চেতি।

অথৌষধীর্ব্যাখ্যাস্যামঃ। শ্বেত কাপোতী কৃষ্ণকাপোতী গোনসী বারাহি কন্যা চ্ছত্রাতিচ্ছত্রা করেণুরজা চক্রকা আদিত্যপর্ণিনী ব্রহ্ম-সুবর্চ্চলা শ্রাবনী মহাশ্রাবনী গোলোমা চাজলোমা মহাবেগবতী চেত্যষ্টাদশ সোম সমবীর্য্যা মহৌষধয়ো ব্যাখ্যাতাঃ। তাসাং সোমবৎক্রিয়াশীঃস্তত্বয়ঃ শাস্ত্রেঽভিহিতা স্তাসামাগারেঽভিহুতানাং যা ক্ষীরবত্যস্তাসাং ক্ষীরকুড়বং সকৃদেবোপযুঞ্জীত।

যাস্তক্ষীরা মূলবত্যস্তাসাং প্রদেশিনি প্রমাণানী ত্রীণি কাণ্ডানি প্রমাণমুপযোগে। শ্বেতকাপোতী সমূলপত্রা ভক্ষয়িতব্যা গোনস্যজগরী কৃষ্ণকাপোতীনাং সনখপুষ্টিং খণ্ডশঃ কল্পয়িত্বা ক্ষীরেণ বিপাচ্য পরিস্রাবিত মভিহুতঞ্চ সকৃদেবোপযুঞ্জীত। চক্রকায়াঃ পয়ঃ সকৃদেব। ব্রহ্মসুবর্চ্চলা সপ্তরাত্র মুপযোক্তব্যা।

ভক্ষ্যকল্পেন শেষাণাং পঞ্চপলানি ক্ষীরাঢ়ক কথিতানি প্রস্থেঽবশি-ষ্টেঽবতার্য্য পরিস্রাব্য সকৃদেবোপযুঞ্জীত। সোমবদাহার বিহারৌ ব্যাখ্যাতৌ কেবলন্তু নবনীতমভ্যঙ্গার্থে শেষং সোমবদানির্গমাদিতি।

ভবন্তি চাত্র

যুবানং সিংহবিক্রান্তং কান্তং শ্রুতনিগাদিনং ।
কুর্য্যুরেতাঃ ক্রমেণৈব দ্বিসাহস্রায়ুষং নরং ॥
অঙ্গদী কুণ্ডলী মৌলী দিব্যস্রক্‌চন্দনাম্বরঃ ।
চরত্যমোঘসংকল্পো নভস্যম্বুদদুর্গমে ॥
ব্রজন্তি পক্ষিণো যেন জলদাশ্চ তোয়দাঃ ।
গতিঃসৌষধিসিদ্ধস্য সোমসিদ্ধ গতিঃপরা ॥
অথ বক্ষ্যামি বিজ্ঞানমৌষধীনাং পৃথক্ পৃথক্ ।
মণ্ডলৈঃ কপিলৈশ্চিত্রৈঃ সর্পাভা পঞ্চপর্ণিনী ॥
পঞ্চারত্নি প্রমাণা বা বিজ্ঞেয়াজগরী বুধৈঃ ।
নিষ্পত্রা কনকাভাসা মূলেহঙ্গুল সম্মিতা ॥
সর্পাকারা লোহিতান্তা শ্বেতকাপোতিরুচ্যতে ।
দ্বিপর্ণিনীং মূলভবামরুণাং কৃষ্ণমণ্ডলাং ॥
দ্ব্যরত্নিমাত্রাং জানীয়াৎ গোনসীং গোনসাকৃতিং ।
সক্ষীরাং রোমশাং মৃদ্বীংরসেনেক্ষুরসোপমাং ॥
এবংরূপ রসাঞ্চাপি কৃষ্ণকাপোতিমাদিশেৎ ।
কৃষ্ণসর্পস্বরূপেণ বারাহি কন্দ সম্ভবা ॥
একপত্রা মহাবীর্য্যা ভিন্নাঞ্জন সমপ্রভা ।
ছত্রাতিচ্ছত্রকে বিদ্যাদ্রক্ষোঘ্নে কন্দসম্ভবে ॥
জরামৃত্যুনিবারিণ্যৌ শ্বেতকাপোতি সংস্থিতে ।
কান্দর্ব্বাদশভিঃ পত্রৈর্ব্বপূরঙ্গরুহোপমঃ ॥
কন্দজাকাঞ্চনক্ষীরী কন্যানাম মহৌষধি ।
করেণুঃ সুবহুক্ষীরা কন্দেন গজরূপিনী ॥
হস্তীকর্ণ পলাশস্য তুল্যপর্ণাদ্বিপর্ণিনী ।
অজাস্তনাভ কন্দাতু সক্ষীরা ক্ষুপরূপিণী ॥

অজামহৌষধিজ্ঞেয়া শঙ্খকুন্দেন্দুপাণ্ডুরা।
শ্বেতাংবিচিত্র কুসুমাং কাকাদন্যা সমাংক্ষুপাং ॥
চক্রকামৌষধীং বিদ্যাজ্জরামৃত্যু নিবারিণীং।
মূলিনীপঞ্চভিঃ পত্রৈঃ সুরক্তাংশুক কোমলৈঃ।
আদিত্য পর্ণিনী জ্ঞেয়া সদাদিত্যানুবর্ত্তিনী ॥
কনকাভা জলান্তেষু সর্ব্বতঃ পরিসর্পতি।
সক্ষীরা পদ্মিণী প্রখ্যা দেবী ব্রহ্মসুবর্চ্চলা ॥
অরত্নিমাত্রক্ষুপকা পত্রৈর্ব্যঙ্গুল সম্মিতৈঃ।
পুষ্পৈর্নীলোৎপলাকারৈঃ ফলৈশ্চাঞ্জন সন্নিভৈঃ।
শ্রাবণীমহতী জ্ঞেয়া কনকাভা পয়স্বিনী।
শ্রাবণী পাণ্ডুরাভাষা মহাশ্রাবণী লক্ষণা ॥
গোলোমা চাজ লোমাচ রোমশে কন্দসম্ভবে়ঃ।
হংসপাদীব বিচ্ছিন্নৈঃ পত্রৈর্মূল সমুদ্ভবৈঃ ॥
অথবা শঙ্খপুষ্পীচ সমানা সর্ব্ব রূপতঃ।
বেগেন মহতাবিষ্টা সর্পনির্ম্মোক সন্নিভা ॥
এষা বেগবতী নাম জায়তে হ্রদক্ষয়ে।
সপ্তাদৌ সর্ব্বরূপিণ্যো যাহ্যৌষধ্যঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
তাসামুদ্ধরণং কার্য্যং মন্ত্রেণানেন সর্ব্বদা।
মহেন্দ্ররামকৃষ্ণানাং ব্রাহ্মণানাং গবামপি ॥
তপসা তেজসা বাপি প্রশাম্যধ্বং শিবায় বৈ।
মন্ত্রেণানেন মতিমান্ সর্ব্বানপ্যভিমন্ত্রয়েৎ ॥
অশ্রদ্দধানৈরলসৈঃ কৃতঘ্নৈঃ পাপকর্ম্মভিঃ।
নৈবাসাদয়িতুং শক্যাঃ সোমাসোমসমাস্তথা ॥
পীতাবশেষমমৃতং দেবৈর্ব্রহ্মপুরোগমৈঃ।
নিহিতং সোমবীর্য্যাসু সোমে চাপ্যোষধীপতৌ ॥
দেবসুন্দেহ্রদবরে তথা সিন্ধৌ মহানদে।

দৃশ্যতে চ জলান্তেষু মধ্যে ব্রহ্মসুবর্চ্চলা ॥
আদিত্য পর্ণিণী জ্ঞেয়া তথৈবহি হিমক্ষয়ে ।
দৃশ্যতেঽজগরীনিত্যং গোনসীচাম্বুদাগমে ॥
কাশ্মীরেষু সরোদিব্যং নাম্না ক্ষুদ্রকমানসং ।
করেণুস্তত্রকন্যাচ ছত্রাতিচ্ছত্রকে তথা ॥
গোলোমীচাজলোমীচ মহতী শ্রাবণী তথা ।
বসন্তে কৃষ্ণ সর্প্পাখ্যা গোনসীচ প্রদৃশ্যতে ॥
কৌশিকীং সরিতং তীর্ত্বা সঞ্জয়ন্ত্যাস্তপূর্ব্বতঃ ।
ক্ষিতি প্রদেশো বল্মীকৈরাচিতো যোজনত্রয়ং ॥
বিজ্ঞেয়াতত্রকাপোতি শ্বেতা বল্মীক মূর্দ্ধসু ।
মলয়ে নলসেতৌ চ বেগবত্যৌষধী ধ্রুবা ॥
কার্ত্তিক্যাং পৌর্ণমাস্যাঞ্চ ভক্ষয়েত্তামুপোষিতঃ ।
সোমবচ্চাত্র বর্ত্তেত ফলং তাবচ্চ কীর্ত্তিতং ॥
সর্ব্বাবিচেয়াস্তেৌষধ্যঃ সোমেচাপ্যর্ব্বুদেগিরৌ ।
সশৃঙ্গের্ব্বেদচরিতৈরম্বুদানীক ভেদিভিঃ ॥
ব্যাপ্তস্তীর্থৈশ্চ বিখ্যাতৈঃ সিদ্ধর্ষিসুরসেবিতৈঃ ।
গুহাভির্ভীমরূপাভিঃ সিংহধ্মাপিত কুক্ষিভিঃ ॥
গজালোড়িত তোয়াভিঃ রাপগাভিঃ সমন্ততঃ ।
বিবিধৈর্ধাতুভিশ্চিত্রৈঃ সর্ব্বত্রৈবোপশোভিতঃ ॥
নদীষু শৈলেষু সরঃসু চাপি পুণ্যেষ্বরণ্যেষু তথাশ্রমেষু ।
সর্ব্বত্র সর্ব্বাঃপরিমার্গিতব্যাঃ সর্ব্বত্র ভূমির্হি বসূনি ধত্তে ॥

একত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ স্নেহোপযৌগিকং চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

স্নেহসারোঽয়ং পুরুষঃ প্রাণাশ্চ স্নেহভূয়িষ্ঠাঃ স্নেহসাধ্যাশ্চ ভবন্তি। স্নেহোহি পানানুবাসন মস্তিষ্কশিরোবস্ত্যুত্তরবস্তি নস্যকর্ণপূরণগাত্রাভ্যঙ্গ ভোজনেষূপযোজ্যঃ।

তত্রদ্বিযোনিশ্চতুর্ব্বিকল্পোঽভিহিতঃ স্নেহগুণাশ্চ। তত্র জঙ্গমেভ্যো গব্যং ঘৃতং প্রধানং স্থাবরেভ্যস্তিলতৈলং প্রধানমিতি।

অতঊর্দ্ধং যথা প্রয়োজনং যথাবিধানং চ স্থাবর স্নেহানুপদেক্ষ্যামঃ। তত্রতিল্বকৈরণ্ড কোশাম্রদন্তী দ্রবন্তী সপ্তলাশঙ্খিনী পলাশ বিষাণিকা গবাক্ষী কম্পিল্লক সম্পাক নীলিনী স্নেহা বিরেচয়ন্তি। জীমূতক কুটজ কৃত বেধনেক্ষ্বাকুধামার্গব মদন স্নেহা বাময়ন্তি। বিড়ঙ্গ খরমঞ্জরী-মধুশিগ্রু সূর্য্যবল্লীপীলু সিদ্ধার্থক জ্যোতিষ্মতি স্নেহাশিরো বিরেচয়ন্তি।

করঞ্জপূতিককৃতমালমাতুলুঙ্গেঙ্গুদী কিরাততিক্তক স্নেহাদুষ্টব্রণেষূপ-যুজ্যন্তে। তুবরক কপিত্থ কম্পিল্লক ভল্লাতক পটোলস্নেহা মহা-ব্যাধিষু। ত্রপুসৈর্ব্বারুককর্কারুকতুম্বী কুষ্মাণ্ড স্নেহামূত্রসঙ্গেষু। কপোতবঙ্কাবল্গুজ হরীতকীস্নেহাঃ শর্করাশ্মরীষু। কুসুম্ভ সর্ষপাতসী পিচুমর্দ্দাতিমুক্তকাভাণ্ডীকটুতুম্বীকটভী স্নেহাঃ প্রমেহেষু। তাল নাড়িকেরপনসমোচপিয়ালবিল্বমধুক শ্লেষ্মাতকাম্রাতকফল স্নেহাঃ পিত্ত সংসৃষ্টেবায়ৌ। বিভীতকভল্লাতক পিণ্ডীতক স্নেহাঃ কৃষ্ণীকরণে। শ্রবণকঙ্গুক টুণ্টুক স্নেহাঃ পাণ্ডুকরণে। শিংশপা গুরুসারস্নেহাদদ্রুকুষ্ঠ কিটিমেষু। সর্ব্ব এব স্নেহাবাতমুপঘ্নন্তি। তৈলগুণাশ্চ সমাসেন ব্যাখ্যাতাঃ। অতঃউর্দ্ধং কষায় স্নেহপাক ক্রমমুপদেক্ষ্যামঃ। তত্র কেচিদাহুস্ত্বকপত্রমূলাদীনাং ভাগস্তচ্চতুর্গুণজলমাবাপ্য চতুর্ভাগাবশেষং নিঃকাথ্যাপহরেদিত্যেব কষায় পাককল্পঃ। স্নেহ প্রসৃতেষু ষট্সু চতু-

গুণং দ্রবমাবাপ্য চতুরশ্চাক্ষ সমান্ ভেষজ পিণ্ডানীত্যেষ স্নেহপাক-কল্পঃ। এতত্তু ন সম্যককস্মাদা গমাসিদ্ধত্বাৎ।

পলকুড়বাদীনা মতোমানস্তু ব্যাখ্যাস্যামঃ।

তত্র দ্বাদশ ধান্যমাসা মধ্যমাঃসুবর্ণমাষকঃ। তে ষোড়শ সুবর্ণং। অথ মধ্যমনিষ্পাবা বা একোনবিংশতির্দ্ধারণং। তান্যর্দ্ধতৃতীয়ানি কর্ষঃ। ততশ্চোর্দ্ধংচতুগুণ মভিবর্দ্ধয়ন্তঃ পলকুড়ব প্রস্থাঢ়ক দ্রোণা ইত্যভিনিষ্পদ্যন্তে তুলাপলশতং তানি বিংশতির্ভারঃ শুষ্কাণামিদং মাণ-মাদ্র-দ্রবাণাঞ্চ দ্বিগুণমিতি।

তত্রান্যতম পরিমাণ সংমিতানাং যথাযোগং ত্বক্‌পত্র মূলাদীনা মাতপপরি শোষিতানাং ছেদ্যানি খণ্ডশশ্ছেদয়িত্বা ভেদ্যান্যণুশোভেদ-য়িত্বাবকুট্যাষ্ট গুণেন ষোড়শগুণেন বাস্তসাভিষিচ্য স্থাল্যাং চতুর্ভাগাব-শিষ্টং কাথয়িত্বাপহরেদিত্যেষ কষায় পাককল্পঃ স্নেহাচ্চতুগুণোদ্রবঃ স্নেহচতুর্থাংশো ভেষজকল্কস্তদৈকধ্যং সংসৃজ্য বিপচেদিত্যেষ স্নেহ পাককল্পঃ।

অথবা তত্রোদক দ্রোণে ত্বক্‌পত্রমূলাদীনাং তুলামাবাপ্য চতুর্ভাগাব-শিষ্টং নিঃকাথ্যাপহরেদিত্যেষ কষায় পাককল্পঃ। স্নেহ কুড়বে ভেষজ পলং পিষ্টং কল্কং চতুগুণং দ্রবমাবাপ্য বিপচেদিত্যেষঃ স্নেহ পাক কল্পঃ।

ভবতশ্চাত্র

স্নেহ ভেষজতোয়ানাং প্রমাণং যত্র নেরিতং।
তত্রায়ং বিধিরাস্থেয়ো নির্দ্দিষ্টে তত্তদেবতু॥
অনুক্তদ্রবকার্য্যে তু সর্ব্বত্র সলিলং মতং।
কল্ককাথাব নির্দ্দেশে গণাত্তস্মাৎ প্রয়োজয়েৎ॥

অত উর্দ্ধং স্নেহপাকক্রমমুপদেক্ষ্যামঃ।

সতু ত্রিবিধস্তদ্‌থা মৃদুমধ্যমঃ খর ইতি।

তত্র স্নেহৌষধি বিবেকমাত্রং যত্র ভেষজং স মৃদুরিতি। মধূচ্ছিষ্ট-মিব বিশদমবিলেপি যত্র ভেষজং স মধ্যমঃ। কৃষ্ণমবসন্ন মীষদ্বিশদং

চিক্কণং চ যত্র ভেষজং স খর ইতি। অত উর্দ্ধং দগ্ধ স্নেহোভবতি। তৎ পুনঃ সাধু সাধয়েৎ। তত্র পানাভ্যব হারয়োর্ম্মৃত্নঃ। নস্যাভ্যঙ্গয়োর্ম্মধ্যমঃ। বস্তিকর্ণ পূরণয়োস্তু খর ইতি।

ভবতশ্চাত্র

শব্দস্যোপশমে প্রাপ্তে ফেণস্যোপরমে তথা।
গন্ধবর্ণরসাদীনাং সম্পত্তৌ সিদ্ধিমাদিশেৎ॥
ঘৃতস্যৈবং বিপক্কস্য জানীয়াৎ কুশলোভিষক্।
ফেণোহতি মাত্রং তৈলস্য শেষং ঘৃত বদাদিশেৎ॥

অত উর্দ্ধং স্নেহপান ক্রমমুপদেক্ষ্যামঃ।

অথ লঘু কোষ্ঠায়াতুরায় কৃতমঙ্গলস্বস্তি বাচনায়োদয় গিরিশিখর সংস্থিতে প্রতপ্ত কনকনিকর পীতলোহিতে সবিতরি যথাবলং তৈলস্য ঘৃতস্য বা মাত্রাং পাতুং প্রযচ্ছেৎ। পীতমাত্রে চোষ্ণোদকেনোপস্পৃশ্য সোপানৎকো যথা সুখং বিহরেৎ।

রুক্ষ ক্ষত বিষার্ত্তানাং বাতপিত্ত বিকারিণাং।
হীনমেধা স্মৃতীনাঞ্চ সর্পিঃপানং প্রশস্যতে॥
কৃমিকোষ্ঠানিলাবিষ্টাঃ প্রবৃদ্ধকফমেদসঃ।
পিবেয়ুস্তৈলসাত্ম্যাশ্চ তৈলং দার্ঢ্যার্থিনশ্চযে॥
ব্যায়াম কর্ষিতাঃ শুষ্করেতোরক্তা মহারুজঃ।
মহাগ্নিমারুত প্রাণা বসাযোগ্যানরা স্মৃতাঃ॥
ক্রূরাশয়াঃ ক্লেশসহা বাতার্ত্তা দীপ্তবহ্নয়ঃ।
মজ্জানমাপ্নুয়ুঃ সর্ব্বে সর্পির্বাসৌষধান্বিতং॥
কেবলং পৈত্তিকে সর্পির্বাতিকে লবণান্বিতং।
দেয়ং বহুকফেচাপি ব্যোষক্ষারসমাযুতং॥
দোষাণামল্পভূয়স্তং সংসর্গংসমবেক্ষ্যচ।
যুঞ্জ্যাত্রিষষ্টিধাভিন্নৈঃ সমাস ব্যাসতোরসৈঃ॥

স্নেহ-সাধ্য ক্লেশসহ কালেনাত্যুষ্ণশীতলে ।
অচ্ছমেব পিবেৎ স্নেহ মচ্ছপানংহি পূজিতং ॥
শীতকালে দিবাস্নেহমুষ্ণকালে পিবেন্নিশি ।
বাতপিত্তাধিকে রাত্রৌ বাতশ্লেষ্মাধিকে দিবা ॥
বাতপিত্তাধিকস্তোষ্ণে তৃণ্মূর্চ্ছোন্মাদকারকঃ ।
শীতে বাতকফার্ত্তস্ত গৌরবারুচি শূলকৃৎ ॥
স্নেহপীতস্ত চেত্তৃষ্ণা পিবেদুষ্ণোদকং নরঃ ।
এবং চাসুপশাম্যন্ত্যাং স্নেহমুষ্ণাম্বুনা বমেৎ ॥
দিহ্যাচ্ছীতৈঃ শিরঃ শীতং তোয়ং চাপ্যবগাহয়েৎ ।
যা মাত্রা পরিজীর্য্যেত চতুর্ভাগগতেহহনি ॥
সা মাত্রা দীপয়ত্যগ্নিমল্পদোষেচ পূজিতা ।
যা মাত্রা পরিজীর্য্যেত তথার্দ্ধদিবসে গতে ॥
সা বৃষ্যাবৃংহনীচৈব মধ্যদোষে চ পূজিতা ।
যা মাত্রা পরিজীর্য্যেত চতুর্ভাগাবশেষিতে ॥
স্নেহনীয়া চ সা মাত্রা বহুদোষেচ পূজিতা ।
যা মাত্রা পরিজীর্য্যেত্তু তথা পরিণতেহহনি ॥
গ্লানি মূর্চ্ছামদান্ হিত্বা সা মাত্রা পূজিতা ভবেৎ ।
অহোরাত্রাদসন্দুষ্টা যা মাত্রা পরিজীর্য্যতি ॥
সাতু কুষ্ঠবিষোন্মাদ গ্রহাপস্মারনাশিনী ।
যথাগ্নিঃ প্রথমাং মাত্রাং পায়য়েত বিচক্ষণঃ ॥
পীতোহ্যতিবহুস্নেহো জনয়েৎ প্রাণসংশয়ং ।
মিথ্যাচারাদ্বহুত্বাদ্বা যস্ত স্নেহো ন জীর্য্যতি ॥
বিষ্টভ্যচাপি জীর্য্যেত্তং বারিণোষ্ণেণ বাময়েৎ ।
জীর্ণাজীর্ণ বিশঙ্কায়াং স্নেহস্তোষ্ণোদকং পিবেৎ ॥
তেনোদ্গারো ভবেচ্ছুদ্ধো ভক্তং প্রতিরুচিস্তথা ।
ভূয়ঃ পচ্যমানে তৃড়্দাহ ভ্রমসাদারতিক্লমাঃ ॥

পরিষিচ্যাম্ভিরুষ্ণাভি র্জীর্ণস্নেহং ততোনরং।
যবাগূং পায়য়েচ্চোষ্ণাং কামংক্লিন্নাল্পতণ্ডুলাং ॥
দেষোযূষরসৌ বাপি সুগন্ধী স্নেহবর্জ্জিতৌ।
কৃতৌবাত্যল্পসর্পিস্কৌ যবাগূর্ব্বাবিধীয়তে ।।
পিবেস্ত্র্যহং চতুরহং পঞ্চাহং ষড়হং তথা।
সপ্তরাত্রাৎপরং স্নেহঃ সাত্মীভবতি সেবিতঃ ॥
সুকুমারং কৃশং বৃদ্ধং শিশুং স্নেহদ্বিষং তথা।
তৃষ্ণার্ত্তমুষ্ণকালেচ সহভক্তেন পায়য়েৎ ॥
পিপ্পল্যো লবণং স্নেহাশ্চত্বারোদধিমস্তকঃ।
পীতমেকধ্বমেতদ্ধি সদ্যঃ স্নেহন মুচ্যতে ॥
ভৃষ্টমাংসরসে স্নিগ্ধা যবাগূঃ সূপকল্পিতা।
সক্ষুদ্রাপীয়মানা তু সদ্যঃ স্নেহন মুচ্যতে ॥
সর্প্পিষ্মতী পয়ঃসিদ্ধা যবাগূঃ স্বল্পতণ্ডুলা।
সুখোষ্ণা সেব্যমানা তু সদ্যঃ স্নেহন মুচ্যতে ॥
শর্করাচূর্ণ সংসৃষ্টে দোহনস্থে ঘৃতেতুগাং।
দুগ্ধ্বা ক্ষীরং পিবেদ্রুক্ষঃ সদ্যঃস্নেহন মুচ্যতে ॥
যবকোলকুলত্থানাং কাথো ভাগত্রয়াম্বিতঃ।
পয়োদধি সুরাক্ষীর ঘৃতভাগৈঃ সমন্বিতঃ ।।
সিদ্ধ মেতৈর্ঘৃতং পীতং সদ্যঃ স্নেহন মুত্তমং।
রাজ্ঞে রাজসমেভ্যোবা দেয়মেতদ্ ঘৃতোত্তমং ॥
বলহীনেষু বৃদ্ধেষু মৃদ্বগ্নি স্ত্রীমহাত্মসু।
অল্পদোষেষু যোজ্যাঃস্যু র্যে যোগাঃ সমাগীরিতাঃ ॥
বিবর্জ্জয়েৎ স্নেহপান মজীর্ণী চোদরী জ্বরী।
দুর্ব্বলোঽরোচকী স্থূলো মূর্চ্ছার্ত্তো মদপীড়িতঃ ॥
ছর্দ্যর্দ্দিতঃ পিপাসার্ত্তঃ শ্রান্তঃ পান ক্লমাম্বিতঃ।
দত্তবস্তি র্বিরিক্তশ্চ বান্তো যশ্চাপি মানবঃ ॥

অকালে দুর্দ্দিনেচৈব নচস্নেহং পিবেন্নরঃ ।
অকালেচ প্রসূতাস্ত্রী স্নেহপানং বিবর্জ্জয়েৎ ॥
স্নেহপানাদ্ভবন্তোষাং নৃণাং নানা বিধাগদাঃ ।
গদা বা কৃচ্ছ্রতাং যান্তি ন সিধ্যন্ত্যথবা পুনঃ ॥
পর্ক্কাশয়ে সশেষাঃস্যু রক্তক্লেদ মলাস্ততঃ ।
স্নেহং জহ্যান্নিষেবেত পাচনং রুক্ষমেবচ ॥
দশরাত্রাত্ততঃ স্নেহং যথাবদবচারয়েৎ ।
পুরীষং গ্রথিতং রুক্ষং কৃচ্ছ্রাদন্নং বিপচ্যতে ॥
উরো বিদহতে বায়ুঃ কোষ্ঠাদুপরি ধাবতি ।
দুর্ব্বর্ণো দুর্ব্বলশ্চৈব রুক্ষো ভবতি মানবঃ ॥
গ্লানিঃ সদনমঙ্গানামধস্তাৎ স্নেহদর্শনং ।
সম্যক্ স্নিগ্ধস্য লিঙ্গানি স্নেহ-দ্বেষ তথৈবচ ॥
তক্তদ্বেষো মুখস্রাবো গুদদাহ প্রবাহিকা ।
পুরীষাতি প্রবৃত্তিশ্চ ভৃশস্নিগ্ধস্য লক্ষণং ॥
রুক্ষস্য স্নেহনং স্নেহৈরতি স্নিগ্ধস্য রুক্ষণং ।
শ্যামাক কোরদূষান্ন তক্রপিণ্যাক শক্তুভিঃ ॥
দীপ্তান্তরগ্নিঃ পরিশুদ্ধ কোষ্ঠঃ প্রত্যগ্রধাতুর্ব্বল বর্ণ যুক্তঃ ।
দৃঢ়েন্দ্রিয়ো মন্দজরঃ শতায়ুঃ স্নেহোপযোগী পুরুষো ভবেত্তু ॥
স্নেহোহিতো দুর্ব্বল-বহ্নি-দেহ-সংরক্ষণে ব্যাধি নিপীড়িতস্য ।
বলান্বিতো ভোজন দোষ জাতৈঃ
প্রমর্দ্দিতুঃ তৌ সহসা ন সাধ্যৌ ॥

দ্বাত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

অথাতঃ স্বেদাবচারণীয়ং চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

চতুর্ব্বিধঃ স্বেদস্তদ্ যথা। তাপস্বেদ উষ্মস্বেদ উপনাহস্বেদোদ্রব স্বেদ ইতি। অত্র সর্ব্বস্বেদ বিকল্পাবরোধঃ॥

তত্র তাপ-স্বেদঃ। পাণি কাংস্যকন্দকপাল বালুকাবস্ত্রৈঃ প্রযুজ্যতে শয়ানস্যচাঙ্গতাপো বহুশঃ খাদিরাঙ্গারৈরিতি।

উষ্ম-স্বেদস্তু কপাল পাষাণেষ্টকালোহ-পিণ্ডানগ্নিবর্ণানম্ভি রাসিক্তে-দম্লদ্রবৈর্ব্বাতৈ রার্দ্রালককক পরিবেষ্টিতমঙ্গ-প্রদেশং স্বেদয়েৎ। মাংস রস পয়োদধি ধান্যাম্লবাতহর পত্রভঙ্গ ক্বাথ পূর্ণাং বা কুম্ভীমনুতপ্তাং প্রাবৃত্যোষ্মাণং গৃহ্ণীয়াৎ। পার্শ্ব ছিদ্রেণ বা কুম্ভেনাধোমুখেন তস্য মুখমভিসন্ধায় তস্মিন্ ছিদ্রে হস্তি শুণ্ডাকারাং নাড়ীং প্রণিধায় তং স্বেদয়েৎ।

স্বখোপবিষ্টং স্বভ্যক্তং গুরু প্রাবরণাবৃতং।
হস্তি শুণ্ডিকয়া নাড্যা স্বেদয়েদ্বাত-রোগিণং॥
স্বখা সর্ব্বাঙ্গগা হোষা নচ ক্লিশ্নাতি মানবং।
ব্যামার্দ্ধমাত্রা ত্রির্বক্রা হস্তি হস্ত সমাকৃতিঃ॥
স্বেদনার্থে হিতা নাড়ী কৈলিঞ্জী হস্তি শুণ্ডিকা।
পুরুষায়াম-মাত্রাঞ্চ ভূমিমুৎকীর্য্য খাদিরৈঃ॥
কাষ্ঠৈর্দগ্ধ্বা তথাভ্যুক্ষ্য ক্ষীর ধান্যাম্ল বারিভিঃ।
পত্রভঙ্গৈরবচ্ছাদ্য শয়ানং স্বেদয়েত্ততঃ॥
পূর্ব্ববৎ স্বেদয়েদ্ দগ্ধ্বা ভস্মাপোহ্যাপি বা শিলাং।

পূর্ব্ববৎ কুটীং বা চতুর্দ্বারাং কৃত্বা তস্যা মুপবিষ্ট স্যাস্তশ্চতুর্দ্বারেঽঙ্গারান্নুপসন্ধায় তং স্বেদয়েৎ। ধান্যানি বা সম্যগুপস্বেদ্যাস্তীর্য্য কিলিঞ্জেঽন্যস্মিন্ বা তৎপ্রতিরূপকে শয়ানং প্রাবৃত্য স্বেদয়েদেবং পাংশু গোশকৃত্তুষবুস পলালোষ্মভিঃ স্বেদয়েৎ।

উপনাহ স্বেদস্তু বাতহর মূলকল্কৈরম্ল পিষ্টৈ র্লবণ প্রগাঢ়ৈঃ সুস্নিগ্ধৈঃ সুখোষ্ণৈঃ প্রদিহ্য স্বেদয়েৎ। এবং কাকোল্যাদিভিঃ সুরসাদিভিস্তিলাতসী সর্ষপ কল্কৈঃ কৃশরা পায়সোৎকারিকাভির্ব্বেসবারৈঃ শাল্বণৈর্ব্বা তনুবস্ত্রাবনদ্ধৈঃ স্বেদয়েৎ।

দ্রব-স্বেদস্তু-বাতহর দ্রব্যক্বাথ পূর্ণে কোষ্ণ কটাহে দ্রোণ্যাং বাবগাহ্য স্বেদয়েৎ। এবং পয়োমাংস-রস-যূষ-তৈল-ধান্যাম্ল-ঘৃত-বসা মূত্রেষবগাহেত সুখোষ্ণৈঃ কষায়ৈঃ পরিষিঞ্চেদিতি।

তত্র তাপোষ্ম-স্বেদৌ বিশেষতঃ শ্লেষ্মঘ্নৌ উপনাহ-স্বেদো বাতঘ্নঃ; অন্যতরস্মিন্-পিত্ত সংসৃষ্টে দ্রবস্বেদ ইতি। কফমেদোঽন্বিতে বায়ৌ নিবাতাতপগুরুপ্রাবরণ নিযুদ্ধাধ্বব্যায়ামভারাহরণামর্ষৈঃ স্বেদ মুৎপাদয়েদিতি।

ভবন্তি চাত্র

চতুর্ব্বিধো যোঽভিহিতো দ্বিধা স্বেদঃ প্রযুজ্যতে।
সর্ব্বস্মিন্নেব দেহেতু দেহস্যাবয়বে তথা॥
যেষাং নস্যং বিধাতব্যং বস্তিশ্চৈবহি দেহিনাং।
শোধনীয়াশ্চ যে কেচিৎ পূর্ব্বং স্বেদ্যাস্তুতে মতাঃ॥
পশ্চাৎ স্বেদ্যা হৃতে শল্যে মূঢ়গর্ভানুপদ্রবাঃ।
সম্যক্ প্রযাতা কালে যা পশ্চাৎ স্বেদ্যা বিজানতা॥
স্বেদ্যাঃ পূর্ব্বং চ পশ্চাচ্চ ভগন্দর্য্যর্শস স্তথা।
অশ্মর্য্যা চাতুরো জন্তুঃ শেষান্ শাস্ত্রে প্রচক্ষ্মহে॥

নানভ্যক্তে নাপি চাস্নিগ্ধ দেহে স্বেদো যোজ্যঃ স্বেদবিদ্ভিঃ কথঞ্চিৎ।
দৃষ্টং লোকে কাষ্ঠমস্নিগ্ধ মাশু গচ্ছেদ্ভঙ্গং স্বেদ-যোগৈ গৃহীতং॥
অগ্নের্দীপ্তিং মার্দ্দবং ত্বক্ প্রসাদং ভক্তশ্রদ্ধাং স্রোতসাং নির্ম্মলত্বং।
কুর্য্যাৎ স্বেদো হন্তি নিদ্রাং সতন্দ্রাং সন্ধীঃ স্তব্ধাং চেষ্টয়েদাশুযুক্তঃ॥
স্নেহ-ক্লিন্না-ধাতু সংস্থাশ্চ দোষাঃ স্বস্থানস্থা যে চ মার্গেষু লীনাঃ।
সম্যক্ স্বেদৈ র্যোজিতৈস্তে দ্রবত্বং প্রাপ্তাঃ কোষ্ঠং যান্তি দেহাদশেষাৎ॥

স্বেদাস্রাবো ব্যাধিহানি র্লঘুত্বং শীতার্থিত্বং মার্দ্দবং চাতুরস্য।
সম্যক্ স্বিন্নে লক্ষণং প্রাহুরেতন্ মিথ্যা স্বিন্নে ব্যত্যয়েনৈতদেব॥
স্বিন্নেঽত্যর্থং সন্ধিপীড়া বিদাহঃ স্ফোটোৎপত্তিঃ পিত্তরক্ত প্রকোপঃ।
মূর্চ্ছাভ্রান্তির্দাহতৃষ্ণে ক্লমশ্চ কুর্য্যাত্তূর্ণং তত্রশীতং বিধানং॥
পাণ্ডুর্ম্মেহী পিত্তরক্তী ক্ষয়ার্ত্তঃ ক্ষামোঽজীর্ণী চোদরার্ত্তো বিষার্ত্তঃ।
তৃট্ছর্দ্দ্যার্ত্তো গর্ভিণী পীত মদ্যো নৈতে স্বেদ্যা যশ্চ মর্ত্ত্যোঽতিসারী॥
তদাদোষাং যান্তি দেহা বিনাশঙ্কাসাধ্যত্বং যান্তিচৈষাং বিকারাঃ।

এতেষাং স্বেদসাধ্যা যে ব্যাধয়স্তেষু বুদ্ধিমান্।
মৃদূন্ স্বেদান্ প্রযুঞ্জীত তথাহৃন্মুষ্ক দৃষ্টিষু॥
সর্ব্বান্ স্বেদান্ নিবাতেচ জীর্ণান্নস্যাবচারয়েৎ।
স্নেহাভ্যক্ত শরীরস্য শীতৈরাচ্ছাদ্য চক্ষুষী॥
স্বিদ্যমানস্যচ মুহুর্হৃদয়ং শীতলৈঃ স্পৃশেৎ।
সম্যক্ স্বিন্নং বিমৃদিতং স্নান মুষ্ণাম্বুভিঃ শনৈঃ॥
স্বভ্যক্তং প্রাবৃতাঙ্গঞ্চ নিবাত-শরণ-স্থিতং।
ভোজয়েদনভিষ্যন্দি সর্ব্বং বাচার মাদিশেৎ॥

ত্রয়স্ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো বমন বিরেচন সাধ্যোপদ্রব চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

দোষাঃ ক্ষীণা বৃংহয়িতব্যাঃ কুপিতাঃ প্রশময়িতব্যা বৃদ্ধা নির্হর্ত্তব্যাঃ সমাঃ পরিপাল্যা ইতি সিদ্ধান্তঃ প্রাধান্যেন বমন-বিরেচনে বর্ত্তেতে নির্হরণে দোষাণাং। তস্মাৎতয়োর্বিধান মুচ্যমান মুপধারয়।

তথাতুরং স্নিগ্ধং স্বিন্নমভিষ্যন্দিভিরাহারৈ রনববদ্ধ দোষমবলোক্য শ্বোবমনং পায়য়িতাস্মীতি সম্ভোজয়েৎ তীক্ষ্ণাগ্নিং বলবন্তং বহুদোষং মহাব্যাধিপরীতং বমন সাত্ম্যঞ্চ।

ভবতি চাত্র ।

পেশলৈর্ব্বিবিধৈরত্নৈ র্দোষানুৎক্লেশ্য দেহিনঃ ।
স্নিগ্ধ স্বিন্নায় বমনং দত্তং সম্যক্ প্রবর্ত্ততে ॥

অথাপরেহ্যঃ পূর্ব্বাহ্নে সাধারণে কালে বমন-দ্রব্য-কষায়-কল্ক-চূর্ণ-স্নেহানামন্যতমস্য মাত্রাং পায়য়িত্বা বাময়েৎ। যথাযোগং কোষ্ঠ-বিশেষমবেক্ষ্যাতিবীভৎস্য-দুর্গন্ধ-দুর্দর্শনানি চ বমনানি বিদধ্যাৎ। অতো বিপরীতানি বিরেচনানি।

তত্র সুকুমারং কৃশং বালং বৃদ্ধং ভীরুং বা বমন সাধ্যেষু বিকারেষু ক্ষীরদধিতক্রযবাগূনা মন্যতম মাকণ্ঠং পায়য়েৎ। পীতৌষধঞ্চ পাণিভিরগ্নিতপ্তৈঃ প্রতপ্যমানং মুহূর্ত্তমুপেক্ষেত। তস্যাচ স্বেদপ্রাদুর্ভাবেন শিথিলতামাপন্নং খভাঃ স্থানেভ্যঃ প্রচলিতং কুক্ষিমনুসৃতং জানীয়াত্ততঃ প্রবৃত্ত-হৃল্লাসং জ্ঞাত্বা জানুমাত্রাসনোপবিষ্ট মাপ্তৈ র্ললাটে পৃষ্ঠে পার্শ্বয়োঃ কণ্ঠেচ পাণিভিঃ সুপরিগৃহীত মঙ্গুলী গন্ধর্ব্বহস্তোৎপলনালানামন্যতমেন কণ্ঠমভিস্পৃশন্তং বাময়েত্তাবদ্যাবৎ সম্যগ্বান্ত লিঙ্গানীতি।

কফপ্রসেকং হৃদয়াবিশুদ্ধিং কণ্ডূঞ্চ দুশ্ছর্দ্দিতলিঙ্গ মাহুঃ।
পিত্তাতিযোগঞ্চ বিসংজ্ঞতাঞ্চ হৃৎ কণ্ঠপীড়া মপি চাতিবান্তে ॥
পিত্তেকফস্যানুসুখং প্রবৃত্তে শুদ্ধেষু হৃৎকণ্ঠ শিরঃ সুচাপি।
লঘৌচ দেহে কফ সংস্রবেচ স্থিতে সুবান্তং পুরুষং ব্যবস্যেৎ ॥

সম্যগ্ বান্তং চৈনমভিসমীক্ষ্য স্নেহেন বিরেচন শমনানাং ধূমানামন্যতমং সামর্থতঃ পায়য়িত্বাচারিকমাদিশেৎ।

ভবন্তি চাত্র

ততোঽপরাহ্নে শুচিশুদ্ধদেহমুষ্ণাভিরদ্ভিঃ পরিষিক্ত গাত্রং।
কুলত্থমুদ্গাঢ়কীজাঙ্গলানাং যূষৈররসৈর্ব্বাপ্যুপভোজয়েত্তু ॥
কাসোপলেপ স্বরভেদ নিদ্রা তন্দ্রাস্য দৌর্গন্ধ্যবিষোপসর্গাঃ।
কফপ্রসেক গ্রহণী প্রদোষা ন সন্তি জন্তোর্ব্বমতঃ কদাচিৎ ॥

ছিন্নেতরৌ পুষ্পফলপ্ররোহা যথা বিনাশং সহসা ব্রজন্তি।
তথাহৃতে শ্লেষ্মণি শোধনেন তজ্জাবিকারাঃ প্রশমং প্রয়ান্তি॥
ন বাময়েত্তৈমিরিকোর্দ্ধবাত-গুল্মোদর-প্লীহ-কৃমিশ্রমার্ত্তান্।
স্থূলক্ষতক্ষীণ-কৃশাতিবৃদ্ধ-মূত্রাতুরান্‌কেবলবাতরোগান্॥
স্বরোপঘাতাধ্যয়নপ্রসক্ত-দুশ্ছর্দ্দিদুঃকোষ্ঠতৃড়ার্ত্তবালান্।
ঊর্দ্ধাস্রপিত্তিক্ষুধিতাতিরুক্ষ গর্ভিণ্যুদাবর্ত্তিনিরূহিতাংশ্চ॥
অবম্যবমনাদ্রোগাঃ কৃচ্ছ্রতাং যান্তি দেহিনাং।
অসাধ্যতাং বাগচ্ছন্তি নৈতেবাম্যাস্ততঃস্মৃতাঃ॥
এতেঽপ্যজীর্ণব্যথিতা বাম্যা যে চ বিষাতুরাঃ।
অতীব চোল্বণকফাস্তেচস্যুর্মধুকাম্বুনা॥

বাম্যাস্তুবিষশোষস্তন্যদোষবিষম মন্দাগ্ন্যুন্মাদাপস্মার শ্লীপদার্ব্বুদ বিদারিকামেদো মেহগরজ্বরারুচ্যাপচ্যামাতিসার হৃদ্রোগ চিত্তবিভ্রম বিসর্প বিদ্রধ্যজীর্ণমুখ-প্রসেক হৃল্লাস শ্বাসকাস পীনস পূতিনাস কণ্ঠৌষ্ঠ বক্ত্রপাক-কর্ণস্রাবাধিজিহ্বোপজিহ্বিকাগলশুণ্ডিকাধঃ শোণিতপিত্তিনঃ কফস্থানজেষু বিকারেষন্যেষু কফব্যাধিপরীতেম্বিতি।

বিরেচনমপি স্নিগ্ধ স্বিন্নায় বান্তায় চ দেয়ং অথাতুরং শ্বোবিরেচনং পায়য়িতাস্মীতি লঘু ভোজয়েৎ ফলাম্ল মুষ্ণোদকং চৈন মনুপায়য়েৎ। অথাপরেঽহনিবিগতশ্লেষ্মাণমাতুরোপক্রমণীয়াদবেক্ষ্যাতুর মথাস্মৈ ঔষধ-মাত্রাম্পাতুং প্রযচ্ছেত। তত্র মৃদুঃ ক্রূরো মধ্য ইতি ত্রিবিধঃ কোষ্ঠো ভবতীতি। তত্র বহুপিত্তো মৃদুঃ স দুগ্ধেনাপি বিরিচ্যতে। বহুবাতশ্লেষ্মা ক্রূরঃ স দুর্ব্বিরেচ্যঃ। সমদোষো মধ্যমঃ স সাধারণ ইতি। তত্র মৃদৌ মাত্রা মৃদ্বী তীক্ষ্ণা ক্রূরে মধ্যে মধ্যা কর্ত্তব্যেতি। পীতৌষধশ্চ তন্মনাঃ শয্যাভ্যাসে বিরিচ্যেত॥

বিরেচনং পীতবাংস্তু ন বেগান্ধারয়েদ্বুধঃ।
নিবাতশায়ী শীতাম্বু ন স্পৃশেন্ন প্রবাহয়েৎ॥

যথা চ বমনে প্রসেকৌষধ কফ-পিত্তানিলাঃ ক্রমেণ গচ্ছন্তি। এবং বিরেচনে মূত্রপুরীষ পিত্তৌষধকফা ইতি॥

ভবন্তি চাত্র।

স্যাদ্দুর্ব্বিরিক্তে কফপিত্তকোপো দাহোঽরুচির্গৌরবমগ্নিসাদঃ। হৃৎ কুক্ষ্যশুদ্ধিঃ পরিদাহকণ্ডুর্বিণ্মূত্রসঙ্গাশ্চ ন সদ্বিরিক্তে। মূর্চ্ছা গুদভ্রংশকফাতিযোগাঃ শূলোদ্গমশ্চাতিবিরিক্তলিঙ্গং। গতেষু দোষেষু কফান্বিতেষু নাভ্যালঘুত্বে মনসশ্চ তুষ্টৌ॥ গতেঽনিলে চাপ্যনুলোম-ভাবং সম্যগ্বিরিক্তং মনুজং ব্যবস্যেৎ॥ মন্দাগ্নিমক্ষীণমসদ্বিরিক্তং ন পায়য়েত্তাহনি তত্রপেয়াং। ক্ষীণং তৃষার্ত্তং সুবিরেচিতঞ্চ তন্বী-মশীতাং লঘু পায়য়েত। বুদ্ধেঃ প্রসাদং বলমিন্দ্রিয়াণাং ধাতুস্থিরত্বং বলমগ্নিদীপ্তিং। চিরাচ্চ পাকং বয়সঃ করোতি বিরেচনংসম্যগুপাস্য-মানং। যথৌদকানামুদকেঽপনীতে চরস্থিরাণাং ভবতি প্রণাশঃ। পিত্তে হৃতে ত্বেবমুপদ্রবাণাং পিত্তাত্মকানাং ভবতি প্রণাশঃ। মন্দাগ্ন্য-তিস্নেহিত-বালবৃদ্ধস্থূলাঃ ক্ষত-ক্ষীণ-ভয়োপতপ্তাঃ। শ্রান্তস্তৃডার্ত্তোঽ-পরিজীর্ণ-ভক্তোগর্ভিণ্যধো গচ্ছতি যস্য চাসৃক্। নবপ্রতিশ্যায়মদাত্যয়ী চ নবজ্বরী যাচ নব-প্রসূতা। শল্যার্দ্দিতাশ্চাপ্যবিরেচনীয়াঃ স্নেহা-দিভির্যেত্বনুপস্কৃতাশ্চ। অত্যর্থপিত্তাভিপরীতদেহান্বিরেচয়েত্তানপি মন্দ-বীর্য্যৈঃ। বিরেচনৈর্যান্তি নরাবিনাশমজ্ঞ প্রযুক্তৈরবিরেচনীয়াঃ।

বিরেচ্যাস্তু জ্বরগরারুচ্যর্শোঽর্ব্বুদোদরগ্রন্থিবিদ্রধিপাণ্ডুরোগাপস্মার হৃদ্রোগবাতরক্ত ভগন্দরচ্ছর্দ্দিয়োনিরোগ বিসর্প গুল্ম পক্বাশয় রুগ্বি বন্ধ বিসূচিকালসকমূত্রাঘাত-কুষ্ঠবিস্ফোটক-প্রমেহানাহ প্লীহশোফ বৃদ্ধিশস্ত্রক্ষতক্ষারাগ্নি-দগ্ধ দুষ্টব্রণাক্ষি-পাক কাচ তিমিরাভিষ্যন্দশিরঃ কর্ণাক্ষি নাশাস্য গুদ মেঢ্রদাহোর্দ্ধ রক্ত পিত্ত কৃমি কোষ্ঠিনঃ পিত্তস্থান-জেষু বিকারেষন্যেষু চ পৈত্তিকব্যাধি পরীতা ইতি।

সরত্বসৌক্ষ্ম্য তৈক্ষ্ণ্যৌষ্ণ্য বিকাশিত্বৈ র্বিরেচনং।

বমনন্ত হরেদ্দোষং প্রকৃত্যাগতমন্যথা॥

যাত্যধোদোষ মাদায় পচ্যমানং বিরেচনং।
গুণোৎকর্ষাদ্ব্রজত্যূর্দ্ধমপক্বং বমনং পুনঃ॥
মৃদুকোষ্ঠস্য দীপ্তাগ্নেরতি তীক্ষ্ণং বিরেচনং।
ন সম্যগ্নির্হরেদ্দোষানতিবেগ প্রধাবিতান্॥
পীতং যদৌষধং প্রাতর্ভুক্ত পাকসমে ক্ষণে।
পক্তিং গচ্ছতি দোষাংশ্চ নির্হরেত্তৎ প্রশস্যতে॥
দুর্ব্বলস্তু চলান্দোষানল্পানল্পান্ পুনঃ পুনঃ।
হরেৎ প্রভূতানল্পাংস্তু শময়েৎ প্রচ্যুতানপি॥
হরেদ্দোষাংশ্চলান্ পক্বান্ বলিনো দুর্ব্বলস্য চ।
চলাহ্যপেক্ষিতা দোষাঃ ক্লেশয়েয়ুশ্চিরং নরং॥
মন্দাগ্নিং ক্রূর কোষ্ঠঞ্চ সক্ষার লবণৈ র্ঘৃতৈঃ।
সন্ধুক্ষিতাগ্নি স্নিগ্ধঞ্চ স্বিন্নঞ্চৈব বিরেচয়েৎ॥
স্নিগ্ধ স্বিন্নস্য ভৈষজ্যৈর্দোষস্তূৎক্লেশিতো বলাৎ।
বিলীয়তে ন মার্গেষু স্নিগ্ধে ভাণ্ড ইবোদকং॥
নচাতিস্নেহ-পীতস্তু পিবেৎ স্নেহ-বিরেচনং।
দোষাঃ প্রচলিতাঃ স্থানাদ্ভূয়ঃ শ্লিষ্যন্তি বর্ত্মসু॥
বিষাভিঘাত পিড়কাশোফপাণ্ডু বিসর্পিনঃ।
নাতিস্নিগ্ধা বিশোধ্যাঃ স্যুস্তথা কুষ্ঠ প্রমেহিণঃ॥
বিরুক্ষ্য স্নেহসাত্ম্যান্তু ভূয়ঃ সংস্নেহ্য শোধয়েৎ।
তেন দোষা হৃতাস্তস্য ভবন্তি বলবর্দ্ধনাঃ॥
প্রাগপীতং নরং শোধ্যং পায়য়েত্তৌষধং মৃদু।
ততো বিজ্ঞাতকোষ্ঠস্য কার্য্যং সংশোধনং পুনঃ॥
সুখং দৃষ্টফলং হৃদ্যমল্পমাত্রং মহাগুণং।
ব্যাপৎ স্বল্লাত্যয়ং চাপি পিবেন্নৃপতিরৌষধং॥
স্নেহস্বেদাবনভ্যস্য যস্তু সংশোধনং পিবেৎ।
দারু শুষ্কমিবানামে দেহস্তস্য বিশীর্য্যতে॥

স্নেহস্বেদ প্রচলিতা রসৈঃ স্নিগ্ধৈ রুদীরিতাঃ ।
দোষাঃ কোষ্ঠগতা জন্তোঃ সুখাহর্ত্তুং বিশোধনৈঃ ॥

চতুস্ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

অথাতো বমন-বিরেচন-ব্যাপচ্চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ ।

বৈদ্যাতুর নিমিত্তং বমনং বিরেচনং চ পঞ্চ দশধা ব্যাপদ্যতে তত্র বমনস্যাধোগতি রূর্দ্ধং বিরেচনস্যেতি পৃথক্ । সামান্যমুভয়োঃ সাবশেষৌষধত্বং জীর্ণৌষধত্বং হীনাধিক দোষাপহৃতত্বং বাতশূলময়োগাতিযোগৌ জীবাদান মাধ্মানং পরিকর্ত্তিকা পরিস্রাবঃ প্রবাহিকা হৃদয়োপসরণং বিবন্ধ ইতি ।

তত্র বুভুক্ষা পীড়িতস্যাতি তীক্ষ্ণাগ্নের্মৃদুকোষ্ঠস্যচাবতিষ্ঠমানং দুর্ব্বলস্য বা গুণসামান্য ভাবাদ্বমন মধো গচ্ছতি । তত্রেপ্সিতানবাপ্তির্দোষোৎ কর্ষশ্চ তমাশু স্নেহয়িত্বা ভূয়স্তীক্ষ্ণতরৈর্ব্বাময়েৎ । অপরিশুদ্ধামাশয়স্যোৎক্লিষ্ট শ্লেষ্মণঃ সশেষান্নস্য বাহৃদ্যমতিপ্রভূত-বিরেচনং পীতমূর্দ্ধং গচ্ছতি তত্রাশুদ্ধামাশয়মূৎ্লেষ্মাণ মাশু বাময়িত্বা ভূয়স্তীক্ষ্ণতরৈর্বিরেচয়েৎ । আমান্বয়ে ত্বামবৎ সংবিধানং । অহৃদ্যেঽতিপ্রভূতেচ হৃদ্যং প্রমাণং যুক্তঞ্চ । অত উর্দ্ধমুত্তিষ্ঠতৌষধে ন তৃতীয়ং পায়য়েৎ । তত্রস্তেনং মধুঘৃতফাণিত যুক্তৈর্লেহৈর্বিরেচয়েৎ ।

দোষবিগ্রথিত• মল্পমৌষধমবস্থিতমূর্দ্ধভাগিকমধোভাগিকং বা ন সংসরতি দোষান্ । তত্র তৃষ্ণাপার্শ্বশূলং ছর্দ্দির্মূর্চ্ছাপর্ব্বভেদো হৃল্লাসারত্যুদ্গারাবিশুদ্ধিশ্চ ভবতি । তমুষ্ণাভিরদ্ভিরাশু বাময়েৎ । সাবশেষৌষধমুত্তিপ্রধাবিতদোষমতি বলসম্যগ্বিরিক্তমপ্যেবং বাময়েৎ । ক্রূরকোষ্ঠস্যাতিতীক্ষ্ণাগ্নেরল্পমৌষধমল্পগুণং বা ভক্তবৎপাকমুপৈতি তত্র সমুদীর্ণা দোষা যথাকালমনির্হ্রিয়মাণা ব্যাধিং বলবিভ্রমঞ্চাপাদয়ন্তি ।

বমনমল্পমমন্দমৌষধঞ্চ পায়য়েৎ। অস্নিগ্ধস্বিন্নেনাল্পগুণং বা ভেষজমুপযুক্তমল্পান্দোষান্ হন্তি।

তত্র বমনে দোষশেষঃ গৌরবমুৎক্লেশং হৃদয়াবিশুদ্ধিং ব্যাধি বৃদ্ধিং করোতি তত্র যথাযোগং পায়য়িত্বা বাময়েৎ দৃঢ়তরং। বিরেচনে গুদপরিকর্ত্তনমাধ্মানং শিরোগৌরবমনিঃসরণং বা বায়োর্ব্যাধিবৃদ্ধিং করোতি। তমুপপাদ্য ভূয়ঃ স্নেহস্বেদাভ্যাং বিরেচয়েদ্ দৃঢ়তরং। দৃঢ়ং বহুপ্রচলিতদোষং বা তৃতীয়ে দিবসেঽল্পগুণং চেতি।

অস্নিগ্ধস্বিন্নেন রুক্ষমৌষধমুপযুক্তমব্রহ্মচারিণা বা বায়ুং কোপয়তি। তত্র বায়ুঃ প্রকুপিতঃ পার্শ্বপৃষ্ঠশ্রোণীমন্যামর্ম্মশূলং মূর্চ্ছাং ভ্রমং সংজ্ঞানাশঞ্চ করোতি তমভ্যজ্য ধান্যস্বেদেন স্বেদয়িত্বা যষ্টিমধুকবিপক্বেন তৈলেনানুবাসয়েৎ। স্নেহস্বেদাভ্যামবিভাবিত শরীরেণাল্পমৌষধমল্পগুণং বা পীতমূর্দ্ধমধো বা নাভেতি দোষাংশ্চোৎক্লিশ্য তৈঃ সহ বলক্ষয়মাপদয়তি। তত্রাধ্মানং হৃদয়গ্রহস্তৃষ্ণামূর্চ্ছা দাহশ্চ ভবতি তমযোগমিত্যাচক্ষতে তমাশু বাময়েন্মদনফল লবণাম্বুভির্বিরেচয়েত্তীক্ষ্ণতরৈঃ কষায়ৈশ্চ। দুর্ব্বান্তস্য তু সমুৎক্লিষ্টা দোষা ব্যাপ্য শরীরং কণ্ডুশ্বয়থু কুষ্ঠ পিড়কাজ্বরাঙ্গমর্দনিস্তোদনানি কুর্ব্বন্তি। ততস্তানবশেষান্মহৌষধেনাপহরেৎ অস্নিগ্ধস্বিন্নস্য মৃদুবিরিক্তস্যাধোনাভেঃ স্তব্ধপূর্ণোদরতা-শূলং বাত পুরীষসঙ্গঃ কণ্ডূমণ্ডল প্রাদুর্ভাবো ভবতি তমাস্থাপ্য পুনঃসংস্নেহ্য বিরেচয়েত্তীক্ষ্ণেণ। নাতিবর্ত্মানে তিষ্ঠতি বা দুষ্ট সংশোধনে তৎসন্ধুক্ষনার্থমুষ্ণোদকং পায়য়েত পাণিতাপৈশ্চ পার্শ্বোদরমুপস্বেদয়েৎ। ততঃ প্রবর্ত্তন্তে দোষাঃ। অপ্রবৃত্তে চাল্পদোষে জীর্ণৌষধং বহুদোষমহঃ শেষঃ বলঞ্চাবেক্ষ্য ভূয়ো মাত্রাং বিদধ্যাৎ। অপ্রবৃত্ত দোষং দশরাত্রাদূর্দ্ধমুপসংস্কৃত দেহং স্নেহস্বেদাভ্যাং ভূয়ঃ শোধয়েৎ। দুর্ব্বিরেচ্যমাস্থাপ্য পুনঃ সংস্নেহ্য বিরেচয়েৎ।

হ্রীভয়লোভৈর্ব্বেগাঘাত শীলাঃ প্রায়শঃ স্ত্রিয়ো রাজসমীপস্থাবণিজঃ শ্রোত্রিয়াশ্চ ভবন্তি। তস্মাদেতে দুর্ব্বিরেচ্যা বহুবাতত্বাদত এব তান্

অতিস্নিগ্ধান্ স্বেদোপপন্নান্ শোধয়েৎ স্নিগ্ধস্বিন্নস্যাতিমাত্রমতিমৃদুকোষ্ঠস্য বা তীক্ষ্ণাধিকদত্তমৌষধমতিযোগং কুর্য্যাৎ ।

তত্র বমনাতিযোগে পিত্তাতি প্রবৃত্তির্ব্বলবিস্রংসো বাতকোপশ্চ বলবান্ ভবতি তং ঘৃতেনাভ্যজ্যাবগাহ্য শীতাম্বপ্সু শর্করামধুমিশ্রৈর্লেহৈরুপচরেদ্যথাস্বং । বিরেচনাতিযোগে কফস্যাতিপ্রবৃত্তিরুত্তরকালঞ্চ সরক্তস্য তত্রাপি বলবিস্রংসো বাতকোপশ্চ বলবান্ভবতি তমতিশীতাম্বুভিঃ পরিষিচ্যাবগাহ্য বা শীতৈস্তণ্ডুলাম্বুভির্মধুমিশ্রৈশ্ছর্দয়েৎ । পিচ্ছাবস্তিং চাস্মৈ দদ্যাৎ ক্ষীরসর্পিষা চৈনমনুবাসয়েৎ প্রিয়ঙ্গ্বাদি চাস্মৈ তণ্ডুলাম্বুনা পাতুং প্রযচ্ছেৎ । ক্ষীররসয়োশ্চান্যতরেণ ভোজয়েৎ ।

তস্মিন্নেব বমনাতিযোগে প্রবৃদ্ধে শোণিতং ষ্ঠীবতি ছর্দ্দতি বা তত্র জিহ্বানিঃসরণমক্ষোর্ব্ব্যাবৃত্তির্হনুসংহননং তৃষ্ণাহিক্কাজ্বরোবৈসংজ্ঞমিত্যুপদ্রবা ভবন্তি তমজাসৃক্চন্দনোশীরাঞ্জনলাজচূর্ণৈঃ সশর্করোদকৈর্মন্থং পায়য়েৎ । ফলরসৈর্ব্বা সঘৃতক্ষৌদ্রশর্করৈঃ শুঙ্গাভির্ব্বা বটাদীনাং পেয়াঃ সিদ্ধাঃ সক্ষৌদ্রাঃ বর্চোগ্রাহিভির্ব্বা পয়সা জাঙ্গলরসেন বা ভোজয়েৎ । অতিক্রুতশোণিত বিধানেনোপচরেৎ ।

জিহ্বামতিসর্পিতাং ত্রিকটুকলবণচূর্ণপ্রঘৃষ্টাং তিলদ্রাক্ষাপ্রলিপ্তাং বা পীড়য়েৎ । প্রবিষ্টামম্লমন্যে তস্য পুরস্তাৎ স্বাদয়েয়ুঃ । ব্যাবৃত্তে চাক্ষিণী ঘৃতাভ্যক্তে পীড়য়েৎ হনুসংহননে বাতশ্লেষ্মহরং নস্যং স্বেদাংশ্চ বিদধ্যাৎ । তৃষ্ণাদিষু চ যথাস্বং প্রতিকুর্ব্বীত । বিসংজ্ঞে বেণুবীণাগীতস্বনং শ্রাবয়েৎ ।

বিরেচনাতিযোগে চ সচন্দ্রকং সলিলমধঃস্রবতি ততো মাংসধাবনপ্রকাশমুত্তরকালং জীবশোণিতঞ্চ ততো গুদনিঃসরণং বেপথুর্ব্বমনাতিযোগোপদ্রবাশ্চান্যে ভবন্তি তমপি অতিক্রুতশোণিতবিধানেনোপচরেৎ । নিঃসর্পিতগুদস্য গুদমভ্যজ্য পরিস্বেদ্যান্তঃ পীড়য়েৎ ক্ষুদ্ররোগ চিকিৎসিতং বা বীক্ষেৎ । বেপথৌ বাতব্যাধিবিধানং কুর্বতি । জিহ্বা-

নিঃসরণাদিযুক্তঃ প্রতিকারঃ। অতিপ্রবৃত্তে বা জীবশোণিতে কাশ্মরী-ফলবদরী-দূর্ব্বোশীরৈঃশৃতেন পয়সা ঘৃতমণ্ডাঞ্জন যুক্তেন সুশীতেনা-স্থাপয়েৎ। ন্যগ্রোধাদিকষায়ক্ষীরেক্ষু রসমৃতশোণিতসংসৃষ্টৈশ্চৈনং বস্তিভিরুপাচরেৎ। শোণিত ষ্ঠীবনে রক্তপিত্ত-রক্তাতীসার-ক্রিয়াশ্চাস্য বিদধ্যাৎ। ন্যগ্রোধাদিক্ষাস্য বিদধ্যাৎ পান ভোজনেষু।

জীবশোণিত রক্তপিত্তয়োশ্চ জিজ্ঞাসার্থং তস্মিন্ পিচুপ্লোতং বা ক্ষিপেৎ। যদ্যুষ্ণোদকপ্রক্ষালিতমপি বস্ত্রং রঞ্জয়তি তজ্জীবশোণিত-মবগন্তব্যং সভক্তং চ শুনে দদ্যাৎ শক্তুসংমিশ্রং বা স যদ্যুপভুঞ্জীত তজ্জীবশোণিতমবগন্তব্যং।

সশেষান্নেন বহুদোষেণ রুক্ষেণানিলপ্রায়কোষ্ঠেনাল্পমস্নিগ্ধং বা পীতমৌষধমাধ্মাপয়তি তত্রানিলমূত্রপুরীষসঙ্গঃ সমুন্নেদোদরতা পার্শ্ব-ভঙ্গো গুদোবস্তিনিস্তোদনং ভক্তারুচিশ্চ ভবতি তদাধ্মানমিত্যাচক্ষতে তমুপস্বেদ্যানাহবর্ত্তিদীপনবস্তিক্রিয়াভিরুপচরেৎ।

ক্ষামেণাতিমৃদুকোষ্ঠেন মন্দাগ্নিনারুক্ষেণ বাতিতীক্ষ্ণোষ্ণাতিলবণ-মতিরুক্ষং বা পীতমৌষধং পিত্তানিলৌ প্রদূষ্যপরিকর্ত্তিকামাপাদয়তি তত্র গুদনাভিমেঢ্রবস্তিশিরঃসু পরিকর্ত্তনমনিলসঙ্গো বায়ুবিষ্টম্ভো ভক্তা-রুচিশ্চ ভবতি তত্র পিচ্ছাবস্তির্যষ্টিমধুক কৃষ্ণতিলকল্কমধুযুক্তঃ। শীতাম্বু পরিষিক্তশ্চৈনং পয়সা ভুক্তবন্তং ঘৃতমণ্ডেন যষ্টীমধুক সিদ্ধেন তৈলেন বানুবাসয়েৎ।

ক্রূরকোষ্ঠস্যাতিপ্রভূতদোষস্য মৃদ্বৌষধমবচারিতং সমুৎক্লিশ্য দোষান্ন নিঃশেষানপহরতি ততস্তে দোষাঃ পরিস্রাবমাপাদয়ন্তি তত্র দৌর্ব্বল্যোদববিষ্টম্ভারুচিগাত্রসদনানি ভবন্তি সবেদনৌ চাস্য পিত্ত-শ্লেষ্মাণৌ পরিস্রবতস্তং পরিস্রাবমিত্যাচক্ষতে তমজকর্ণধবতিনিশ পলাশকষায়ৈর্মধুসংযুক্তৈরাস্থাপয়েৎ। উপশান্তদোষং স্নিগ্ধঞ্চ ভূয়ঃ সংশোধয়েৎ। অতিরুক্ষেঽতিস্নিগ্ধে বা ভেষজমবুচারিতমপ্রাপ্তং বা বাতবর্চ উদীরয়েৎ। বেগাঘাতেন বা প্রবাহিকা ভবতি তত্র সবাতং

সদাহং সশূলং সশ্বেতং সপিচ্ছিলং কৃষ্ণং রক্তং বা ভৃশং প্রবাহমাণঃ কফমুপবিশতি তং পরিস্রাববিধানেনোপচরেৎ।

যস্তূর্দ্ধমধোবা ভেষজবেগং প্রবৃত্তমজ্ঞত্বাদ্বিনিহন্তি তস্যোপসরণং হৃদি কুর্ব্বন্তি দোষাঃ। তত্র প্রধানমর্ম্মসন্তাপাদ্বেদনাভিরত্যর্থং পীড্যমানো দন্তান্ কিটকিটায়তে উদ্গতাক্ষো জিহ্বাং খাদতি প্রতাম্যত্যচেতাশ্চ ভবতি তং পরিবর্জ্জয়ন্তি মূর্খাঃ। তমভ্যজ্য ধনিত্যস্বেদেন স্বেদয়েদ্যষ্টিমধুক সিদ্ধেন চ তৈলেনানুবাসয়েৎ। শিরোবিরেচনং চাস্মৈ তীক্ষ্ণং বিদধ্যাৎ। ততো যষ্টিমধুকমিশ্রেণ তণ্ডুলাম্বুনা ছর্দয়েৎ যথা দোষোচ্ছ্রায়েণ চৈনং বস্তিভিরুপচরেৎ।

যস্তূর্দ্ধমধোবা প্রবৃত্তদোষঃ শীতাগারমুদকমনিলমন্যদ্বা সেবেত। তস্য দোষাঃ স্রোতঃস্ববলীয়মানাঃ ঘনীভাবমাপন্না বাতমূত্রশকৃদ্গ্রহমাপাদ্য বিবধ্যন্তে তস্যাটোপো দাহোজ্বরো বেদনাশ্চ তীব্রা ভবন্তি তমাশু বাময়িত্বা প্রাপ্তকালাং ক্রিয়াং কুর্ব্বীত। অধো ভাগেত্বধোভাগহরদ্রব্যসৈন্ধবাম্লমূত্রসংসৃষ্টং বিরেচনং পায়য়েৎ। আস্থাপনমনুবাসনঞ্চ যথাদোষং বিদধ্যাৎ। যথাদোষমাহারক্রমঞ্চোভয়তোভাগেতূপদ্রববিশেষান্যথাস্বং প্রতিকুর্ব্বীত।

যাতু বিরেচনে গুদপরিকর্ত্তিকা তদ্বমনে কণ্ঠক্ষণনং যদধঃ পরিস্রবণং স ঊর্দ্ধভাগে শ্লেষ্মপ্রসেকো যাত্বধঃ প্রবাহিকা সাতূর্দ্ধং শুষ্কোদ্গার ইতি।

ভবতি চাত্র।

যাস্ত্বেতা ব্যাপদঃ প্রোক্তা দশ পঞ্চ তত্ত্বতঃ।
এতা বিরেকাতিযোগদুর্য্যোগাযোগজাঃ স্মৃতাঃ॥

পঞ্চত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো নেত্রবস্তিপ্রমাণ প্রবিভাগ চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

তত্র স্নেহাদিনাং কর্ম্মণাং বস্তিকর্ম্ম প্রধানতমমাহুরাচার্য্যাঃ। কস্মাদনেক কর্ম্মকরত্বাদ্বস্তেরিহ বস্তির্নানাবিধদ্রব্য সংযোগাদ্দোষাণাং সংশোধন সংশমনসংগ্রহণানি করোতি। ক্ষীণশুক্রংবাজী-করোতি কৃশং বৃংহয়তি স্থূলংকর্ষয়তি চক্ষুঃ প্রীণয়তি বলীপলিতমুপহন্তিবয়ঃ-স্থাপয়তি। শরীরোপচয়ং বর্ণবলমারোগ্যমায়ুষঃ পরিবৃদ্ধিঞ্চ করোতি বস্তিঃ সম্যগুপাসিতঃ। তথা জ্বরাতীসারতিমির প্রতিশ্যায় শিরো-রোগাধিমন্থার্দিতাক্ষেপকপক্ষাঘাতৈকাঙ্গ সর্ব্বাঙ্গরোগাধ্মানোদর শর্করা-শূলবৃদ্ধ্যুপদংশানাহ মূত্রকৃচ্ছ্র গুল্মবাত শোনিত বাতমূত্রপূরীষোদাবর্ত্ত শুক্রার্ত্তবস্তন্যনাশহৃদ্দন্তু মন্যাগ্রহার্শোঽশ্মরীমূঢ়গর্ভ প্রভৃতিষু চাত্যর্থ-মুপযুজ্যতে

ভবতি চাত্র।

বস্তির্বাতে চ পিত্তে চ কফে রক্তে চ শস্যতে।
সংসর্গে সন্নিপাতে চ বস্তিরেব হিতঃ সদা॥

তত্র সাংবৎসরিকাষ্টদ্বিরষ্ট বর্ষাণাং ষড়ষ্টদশাঙ্গুল প্রমাণানি কনিষ্ঠি-কানামিকা মধ্যমাঙ্গুলি পরিণাহান্যগ্রেঽধ্যর্দ্ধাঙ্গুলার্দ্ধ তৃতীয়াঙ্গুল সন্নিবিষ্ট কর্ণিকানি কঙ্কশ্যেন বর্হিপত্র নাড়ীতুল্য প্রবেশানি মুদ্গমাষকলায়মাত্র স্রোতাংসি বিদধ্যান্নেত্রাণি তেষু স্থাস্থাপন-দ্রব্য প্রমাণমাতুর হস্তসম্মি-তেন প্রসৃতেন সম্মিতৌ প্রসৃতৌ দ্বৌচত্বারোঽষ্টৌ বিধেয়াঃ।

ভবতি চাত্র।

বর্ষোত্তরেষু নেত্রাণাং বস্তিমানস্য চৈব হি।
বয়োবলশরীরাণি সমীক্ষ্য বর্দ্ধয়েদ্বিধিং॥

পঞ্চবিংশতেরূর্দ্ধং দ্বাদশাঙ্গুলং মূলেঽঙ্গুষ্ঠোদর পরিণাহমগ্রে কনিষ্ঠি-কোদর পরিনাহমগ্রে অঙ্গুলসন্নিবিষ্ট কর্ণিকং গৃধ্র পত্রনাড়ীতুল্য

প্রবেশং কোলাস্থিমাত্রং ছিদ্রং ক্লিন্নকলায়মাত্রং ছিদ্রমিত্যেকে সর্ব্বানিমূলে বস্তিনিবন্ধনার্থং দ্বিকর্ণিকানি। আস্থাপন দ্রব্য প্রমাণং তু বিহিতা দ্বাদশ প্রসৃতাঃ। সপ্তভেস্তূর্দ্ধং নেত্রপ্রমাণমেতদেবদ্রব্য প্রমাণস্থ দ্বিবর্ষৈর্বৎ।

তত্র নেত্রাণি সুবর্ণরজত-তাম্রায়োরীতি দন্তশৃঙ্গমণিতরুসার ময়ানি শ্লক্ষ্ণানি দৃঢ়ানি গোপুচ্ছাকৃতীন্যৃজূনি গুটিকা মুখানি। বস্তয়শ্চাবৃদ্ধানাং মৃদবো নাতিবহুলা দৃঢ়াঃ প্রমাণবন্তো গোমহিষবরাহাজোরভ্রাণাং।

নেত্রালাভে হিতানাড়ী নলবংশাস্থিসম্ভবা।
বস্ত্যলাভে হিতং চর্ম্মং সূক্ষ্মং বা তান্তবং ঘনম্ ॥
মৃদ্বনুদ্ধত হীনঞ্চ মুহুঃ স্নেহবিমর্দ্দিতং।
নেত্রমূলে প্রতিষ্ঠাপ্য ন্যুব্জন্তু বিকৃতাননম্ ॥
বদ্ধা লোহেন তপ্তেন চর্ম্মস্রোতসি নির্দহেৎ।
পরিবর্ত্য ততোবস্তিং বদ্ধা গুপ্তং নিধাপয়েৎ ॥
আস্থাপনঞ্চ তৈলঞ্চ যথাবত্তেন দাপয়েৎ।
মৃদুর্বস্তিঃ প্রযোক্তব্যো বিশেষাদ্ বালবৃদ্ধয়োঃ ॥
তয়োস্তীক্ষ্ণঃ প্রযুক্তস্ত বস্তির্হিংস্যাদবলায়ুষী।

তত্র দ্বিবিধো বস্তিঃ নৈরূহিকঃ স্নৈহিকশ্চ আস্থাপনং নিরূহ ইত্যনর্থান্তরম্। তস্য বিকল্পো মাধুতৈলিকঃ। তস্য পর্য্যায়শব্দো যাপনোযুক্তরথঃ সিদ্ধবস্তিরিতি। স দোষ-নির্হরণাচ্ছরীর-রোগহরণাদ্বা নিরূহঃ বয়ঃস্থাপনাদায়ুঃ স্থাপনাদ্বাস্থাপনম্। মাধুতৈলিক বিধানঞ্চ নিরূহক্রম চিকিৎসিতে বক্ষ্যামঃ।

তত্র যথাপ্রমাণগুণবিহিতঃ স্নেহবস্তি বিকল্পোঽনুবাসনঃ। অনুবসন্নপি ন দুষ্যত্যনুদিবসং বা দীয়ত ইত্যনুবাসনঃ; তস্যাপি বিকল্পোঽর্দ্ধার্দ্ধ মাত্রাবকৃষ্টোঽপরিহার্য্যো মাত্রাবস্তিরিতি।

নিরূহঃ শোধনোলেখী স্নেহনো বৃংহণো মতঃ।
নিরূহশোধিতান্মার্গান্ সম্যক্ স্নেহোঽনুগচ্ছতি ॥

অপেত সর্ব্বদোষাসু নাড়ীষ্বিব বহুজ্জলম্।
সর্ব্বদোষহরশ্চাসৌ শরীরস্য চ জীবনঃ॥
তস্মাদ্বিশুদ্ধদেহস্য স্নেহবস্তির্ব্বিধীয়তে।

তত্রোন্মাদ ভয়শোক পিপাসারোচকাজীর্ণার্শঃ পাণ্ডুরোগভ্রমমদ মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দিকুষ্ঠমেহোদর স্থৌল্যশ্বাশকাস কণ্ঠশোষ শোফোপসৃষ্ট ক্ষত-ক্ষীণ চতুস্ত্রিমাসগর্ব্বিণীঃ দুর্ব্বলাগ্ন্যাসহা বালবৃদ্ধৌ চ বাতরোগাদৃতে ক্ষীণান্নবাস্যা নাস্থাপয়িতব্যাঃ।

উদরী চ প্রমেহী চ কুষ্ঠীস্থূলশ্চ মানবঃ।
অবশ্যং স্থাপনীয়াশ্চ নানুবাস্যাঃ কথঞ্চন॥
অসাধ্যত্বা বিকারাণাং স্যাদেষামনুবাসনাৎ।
অসাধ্যত্বেঽপি ভূয়িষ্ঠং গাত্রাণাং সদনং ভবেৎ॥
পক্বাশয়ে তথা শ্রোণ্যাং নাভ্যধস্তাচ্চ সন্বতঃ।
সম্যক্ প্রণিহিতো বস্তিঃ স্থানেষ্বেতেষু তিষ্ঠতি।
পক্বাশয়াদ্বস্তিবীর্য্যং খৈর্দেহমুপসর্পতি।
বৃক্ষমূলে নিষিক্তানামপাং বীর্য্যমিব ক্রমম্॥
স চাপি সহসা বস্তিঃ কেবলঃ সমলোঽপি বা।
প্রত্যেতি ত্বনিলৈর্বীর্য্যমপানাদ্যৈর্বিনীয়তে॥
বীর্য্যেণ বস্তিরাদত্তে দোষানাপাদ মস্তকাৎ।
পক্বাশয়স্থোঽম্বরগো ভূমেরর্কো রসানিব॥
সকটী পৃষ্ঠকোষ্ঠস্থান্বীর্য্যেণালোড্য সঞ্চয়ান্।
উৎখাতমূলান্ হরতি দোষাণাং সাধুযোজিতঃ॥
দোষত্রয়স্য যস্মাচ্চ প্রকোপে বায়ুরীশ্বরঃ।
তস্মাত্তস্যাতি বৃদ্ধস্য শরীরমভিনিঘ্নতঃ॥
বায়োর্ব্বিহতে বেগং নান্যা বস্তেঋতে ক্রিয়া।
পবনাবিদ্ধতো যস্য বলোবেগমিবোদধেঃ॥

শরীরোপচয়ং বর্ণং বলমারোগ্যমায়ুষঃ।
কুরুতে পরিবৃদ্ধিঞ্চ বস্তিঃ সম্যগুপাসিতঃ॥
অত ঊর্দ্ধং ব্যাপদো বক্ষ্যামঃ।

তত্র নেত্রং চলিতং বিবর্ত্তিতং পার্শ্বাবপীড়িতমত্যুৎক্ষিপ্তমবসন্নং তির্য্যক্ক্ষিপ্তমিতি ষট্প্রণিধান দোষাঃ। অতিস্থূলং কর্কশ মবনতমণুভিন্নং সন্নিকৃষ্ট বিপ্রকৃষ্ট কর্ণিকং সূক্ষ্মাতিচ্ছিদ্রমতি দীর্ঘমতি হ্রস্বমত্যেকাদশ নেত্রদোষাঃ। বহলতাল্পতা সচ্ছিদ্রতা প্রস্তীর্ণতা দুর্ব্বিদ্ধতেতি পঞ্চবস্তি দোষাঃ। অতিপীড়িততা শিথিলপীড়িততা ভূয়োভূয়োঽবপীড়নং কালাতিক্রম ইতিচত্বারঃ পীড়নদোষাঃ। আমতা হীনতাতিমাত্রতা-অতিশীততাত্যুষ্ণতাতিতীক্ষ্ণতাতিমৃদুতাতি স্নিগ্ধতাতি রুক্ষতাতি সান্দ্রতাতি দ্রবতেত্যেকাদশ দ্রব্যদোষাঃ। অবাক্শীর্ষোচ্ছীর্ষন্যুব্জোত্তান সঙ্কুচিতদেহস্থিততা দক্ষিণ পার্শ্বশায়িনঃ প্রদানমিতি সপ্ত শয্যাদোষাঃ। এবমেতাশ্চতুশ্চত্বারিংশদ্ব্যাপদো বৈদ্যনিমিত্তাঃ। আতুর নিমিত্তা পঞ্চদশ। আতুরোপদ্রব চিকিৎসিতে বক্ষ্যন্তে।

স্নেহস্তুষ্টাভিঃ কারণৈঃ প্রতিহতো ন প্রত্যাগচ্ছতি ত্রিভির্দোষৈর-শনাভিভূতোমলব্যামিশ্রো দূরানুপ্রবিষ্টোঽস্বিন্নস্যানুষ্ণো হল্পোঽভুক্তবতোঽল্পাশনস্য চেতি বৈদ্যাতুর নিমিত্তা ভবন্তি। অযোগস্তু ভূয়োঽধ্মানং পরিকর্ত্তিকা পরিস্রাব প্রবাহিকা হৃদয়োপসরণমঙ্গ প্রগ্রহোঽতিযোগো জীবাদানমিতি নব ব্যাপদো বৈদ্যনিমিত্তা ভবন্তি।

ভবতি চাত্র।

ষট্সপ্ততিঃ সমাসেন ব্যাপদঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তাসাং বক্ষ্যামি বিজ্ঞানং সিদ্ধিঞ্চ তদনন্তরং॥

ষট্‌চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো নেত্রবস্তিব্যাপচ্চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

অথ নেত্রে বিচলিতে তথা চৈব বিবর্ত্তিতে।
গুদেক্ষতং রুজা বা স্যাত্তত্র সদ্যঃ ক্ষতক্রিয়াঃ॥
অত্যুৎক্ষিপ্তেঽবসন্নে চ নেত্রে পায়ৌ ভবেদ্রুজা।
বিধিরত্রাপি পিত্তঘ্নঃ কার্য্যঃ স্নেহৈশ্চ সেচনং॥
তির্য্যক্‌প্রণিহিতে নেত্রে তথা পার্শ্বাবপীড়িতে।
মুখস্যাবরণাদ্বস্তির্ন সম্যক্ প্রতিপদ্যতে॥
ঋজুনেত্রং বিধেয়ং স্যাত্তত্র সম্যগ্বিজানতা।
অতিস্থূলে কর্কশে চ নেত্রে চাবনতে তথা॥
গুদে ভবেৎ ক্ষতঃ রুক্ চ সাধনং পূর্ব্ববৎ স্মৃতং।
আসন্ন কর্ণিকে নেত্রে ভিন্নেঽণৌ বাপ্যপার্থকঃ॥
অবসেকো ভবেদ্বস্তেস্তস্মাদ্দোষাত্ত্বিবর্জ্জয়েৎ।
প্রকৃষ্ট কর্ণিকে রক্তং গুদমর্ম্মপ্রপীড়নাৎ॥
ক্ষরত্যত্রাপি পিত্তঘ্নো বিধির্বস্তিশ্চ পিচ্ছিলঃ।
হ্রস্বেঽণুস্রোতসি চ ক্লেশো বস্তিশ্চ পূর্ব্ববৎ॥
প্রত্যাগচ্ছংস্ততঃ কুর্য্যাদ্রোগান্বস্তি বিঘাতজান্।
দীর্ঘে মহাস্রোতসি চ জ্ঞেয়মত্যবপীড়বৎ॥
প্রস্তীর্ণে বহলে চাপি বস্তৌ দুর্ব্বদ্ধ দোষবৎ।
বস্ত্যাবয়েঽল্পতা বাপি দ্রব্যস্যাল্পগুণা মতাঃ॥
দুর্ব্বদ্ধে চাণুভিন্নে চ বিজ্ঞেয়ঃ ভিন্ননেত্রবৎ।
অতি প্রপীড়িতো বস্তিঃ প্রয়াত্যামাশয়ং ততঃ॥
বাতেরিতো নাসিকাভ্যাং মুখতো বা প্রপদ্যতে।
তত্র তূর্ণং গলাপীড়ং কুর্য্যাচ্চাপ্যবধূননং॥

শিরঃ কায়বিরেকৌ চ তীক্ষ্ণৌ সেকাংশ্চ শীতলান্।
শনৈঃ প্রপীড়িতো বস্তিঃ পক্বাধানং ন গচ্ছতি॥
ন চ সম্পাদয়ত্যর্থাংস্তস্মাদ্ধ্যুক্তং প্রপীড়য়েৎ।
ভূয়ো ভূয়োঽবপীড়েন বায়ুরন্তঃ প্রপীড্যতে॥
তেনাধ্মানং রুজশ্চোগ্রা যথাস্বং তত্র বস্তয়ঃ॥
কালাতিক্রমণাৎ ক্লেশো ব্যাধিশ্চাভি প্রবর্দ্ধতে।
তত্র ব্যাধিবলঘ্নন্তু ভূয়ো বস্তিং নিধাপয়েৎ॥
গুদোপদেহশোফৌ তু স্নেহোঽপক্বঃ করোতি হি।
তত্র সংশোধনো বস্তির্হিতং চাপি বিরেচনং॥
হীনমাত্রা বুভৌবস্তি নাতিকার্য্যকরৌমতৌ।
অতিমাত্রো তথানাহক্লমাতীসার-কারকৌ॥
মূর্চ্ছাদাহমতীসারং পিত্তং চাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণকৌ।
মৃদুশীতাবুভৌ বাতবিবন্ধাধ্মান কারকৌ॥
তত্র হীনাদিষু হিতঃ প্রত্যনীকঃ ক্রিয়াবিধিঃ।
তত্র সান্দ্রে তনুং বস্তিং তনৌ সান্দ্রশ্চ দাপয়েৎ॥
স্নিগ্ধোঽতি জাড্যকৃদ্রুক্ষঃ স্তম্ভাধ্মানকৃদুচ্যতে।
বস্তিং রুক্ষমতিস্নিগ্ধে স্নিগ্ধং রুক্ষে চ দাপয়েৎ॥
অতি পীড়িতবদ্দোষাণ্বিধিং চাপ্যবশীর্ষকে।
উচ্ছীর্ষকে সমুন্নাহং বস্তিঃ কুর্য্যাচ্চ মেহনং॥
তত্রোত্তরো হিতো বস্তিঃ সুস্বিন্নস্য সুখাবহঃ॥
ন্যুব্জস্য বস্তির্নাপ্নোতি পক্বাধানং বিমার্গগঃ।
হৃদ্গুদং বাধতে চাত্র বায়ুঃকোষ্ঠমথাপি চ॥
উত্তানস্যাবৃতে মার্গেবস্তির্নান্তঃ প্রপদ্যতে।
নেত্রসম্বেজনভ্রান্তো বায়ুশ্চান্তঃ প্রকুপ্যতি॥
দেহে সঙ্কুচিতে দত্তঃ সক্থ্নোরপ্যুভয়োস্তথা।
ন সম্যগনিলাবিষ্টো বস্তিঃ প্রত্যেতি দেহিনঃ॥

স্থিতস্য বস্তির্দত্তস্তু ক্ষিপ্রমায়াত্যবাঙ্মুখঃ।
ন চাশয়ং তর্পয়তি তস্মান্নার্থকরো হি সঃ॥
নাপ্নোতি বস্তির্দত্তস্তু কৃৎস্নং পক্বাশয়ং পুনঃ।
দক্ষিণাশ্রিত পার্শ্বস্য বামপার্শ্বানুগো হিতঃ॥
ন্যুব্জাদীনাং প্রদানঞ্চ বস্তের্নৈব প্রশস্যতে।
পশ্চাদনিল কোপোঽত্র যথাস্বং তত্র কারয়েৎ॥
ব্যাপদঃ স্নেহ বস্তেস্তু বক্ষ্যন্তেঽত্র চিকিৎসিতে।
অযোগাদ্যাস্তু বক্ষ্যামি ব্যাপদঃ সচিকিৎসিতাঃ॥
অনুষ্ণোঽল্পৌষধো হীনো বস্তির্নেতি প্রযোজিতঃ।
বিষ্টম্ভাধ্মান শূলৈশ্চ তময়োগং প্রচক্ষতে॥
তত্র তীক্ষ্ণো হিতো বস্তিস্তীক্ষ্ণং চাপি বিরেচনং।
সশেষান্নে তথা ভুক্তে বহুদোষে চ যোজিতঃ॥
অত্যাশিতস্যাতি বহুর্বস্তির্মন্দোষ্ণ এব চ।
অনুষ্ণলবণ স্নেহো হ্যতিমাত্রোঽথবা পুনঃ॥
তথা বহুপুরীষং চ ক্ষিপ্রমাধ্মাপয়েন্নরং।
হৃৎকটীপার্শ্বপৃষ্ঠেষু শূলং তনোতি দারুণং॥
তত্র তীক্ষ্ণতরো বস্তির্হিতং চাপ্যনুবাসনং।
অতি তীক্ষ্ণোষ্ণ লবণো রুক্ষোবস্তিঃ প্রযোজিতঃ॥
সপিত্তং কোপয়েদ্বায়ুং কুর্য্যাচ্চ পরিকর্ত্তিকাং।
নাভিবস্তিগুদং তত্র ছিনত্তী বাতি দেহিনঃ॥
পিচ্ছাবস্তির্হিতস্তত্র স্নেহশ্চ মধুরৈঃ স্মৃতঃ।
অত্যম্ললবণস্তীক্ষ্ণঃ পরিস্রাবায় কল্পতে॥
দৌর্ব্বল্যমঙ্গসাদশ্চ জায়তে তত্র দেহিনঃ।
পরিস্রবেত্ততঃ পিত্তং দাহঃ সঞ্জনয়েদ্ গুদে॥
পিচ্ছাবস্তির্হিতস্তত্র বস্তিঃ ক্ষীরঘৃতস্য চ।
প্রবাহিকা ভবেত্তীক্ষ্ণান্নিরূহাৎসানুবাসনাৎ।

সদাহ-শূলং কৃচ্ছ্রেণ বাস্থকুত্ত্রোপবেশ্যতে ॥
পিচ্ছাবস্তির্হিতস্তত্র পয়সা চৈব ভোজনং।
সর্পির্মধুরকৈঃ সিদ্ধং তৈলং চাপ্যনুবাসনং ॥
অতি তীক্ষ্ণো নিরূহো বা সবাতে চানুবাসনঃ।
হৃদয়স্যোপসরণং কুরুতে চাঙ্গপীড়নং ॥
দোষৈস্তত্র রুজস্তাস্তা মদো মূর্চ্ছাঙ্গগৌরবং।
সর্ব্বদোষহরং বস্তিং শোধনং তত্র দাপয়েৎ ॥
রুক্ষস্য বহুবাতস্য তথা দুঃশয়িতস্যচ।
বস্তিরঙ্গগ্রহং কুর্য্যাদ্রুক্ষো মৃদ্বল্পভেষজঃ ॥
তত্রাঙ্গসাদঃ প্রস্তম্ভো জৃম্ভোদ্বেষ্টনবেপকাঃ।
পর্ব্বভেদশ্চ তত্রেষ্টাঃ স্বেদোহভ্যঞ্জন বস্তয়ঃ ॥
অত্যুষ্ণতীক্ষ্ণোতি বহুদত্তোহতি স্বেদিতস্যচ।
অল্পদোষস্য বা বস্তিরতিযোগায় কল্পতে ॥
বিরেচনাতিযোগেন সমানং তচ্চিকিৎসিতং।
পিচ্ছাবস্তি প্রয়োগশ্চ তত্র শীতঃ সুখাবহঃ ॥
অতিযোগাৎপরং যত্র জীবাদানং বিরিক্তবৎ।
দেয়স্তত্র হিতশ্চাপি পিচ্ছাবস্তিঃ সশোণিতং ॥
নবৈতা ব্যাপদো যাস্ত নিরূহং প্রত্যুদাহৃতাঃ।
স্নেহবস্তিষ্বপি হিতা বিজ্ঞেয়া কুশলৈরিহ ॥
ইত্যুক্তা ব্যাপদঃ সর্ব্বাঃ সলক্ষণ চিকিৎসিতাঃ।
ভিষজা চ তথা কার্য্যং যথৈতা ন ভবন্তি হি ॥
পক্ষাদ্বিরেকো বান্তস্য ততশ্চাপি নিরূহণং।
সদ্যানিরূঢ়োহনুবাস্যঃ সপ্তরাত্রাদ্বিরেচিতঃ ॥

সপ্তত্রিংশত্তমোধ্যায়ঃ।

অথাতোঽনুবাসনোত্তরবস্তি চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

বিরেচনাৎ সপ্তরাত্রে গতে জাতবলায় চ।
কৃতান্নায়ানুবাস্যায় সম্যগ্‌দেয়োঽনুবাসনঃ॥
যথাবয়ো নিরূহানাং যা মাত্রাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
পাদাবকৃষ্টাস্তাঃ কার্য্যাঃ স্নেহবস্তিষু দেহিনাং॥
উৎসৃষ্টানিলবিণ্‌মূত্রে নরে বস্তিং বিধাপয়েৎ।
এতৈর্হি বিহতঃ স্নেহোনৈবাঙ্গঃ প্রতিপদ্যতে॥
স্নেহবস্তির্ব্বিধেয়স্তু নাবিশুদ্ধস্য দেহিনঃ॥
স্নেহবীর্য্যং তথা দত্তে দেহং চানুবিসর্পতি।
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি তৈলানীহ যথাক্রমং॥
পানাম্বাসন নস্যেষু যানি হন্যুর্গদান্ বহূন্।
শঠী-পুষ্কর কৃষ্ণাহ্বামদনামরদারুভিঃ।
শতাহ্বা কুষ্ঠযষ্ট্যাহ্ববচা বিল্বহুতাশনৈঃ॥
সুপিষ্টৈর্দ্বিগুণং ক্ষীরং তৈলং তোয় চতুর্গুণম্।
পক্বা বস্তৌ বিধাতব্যং মূঢ়বাতানুলোমনম্॥
অর্শাংসি গ্রহণীদোষমানাহং বিষমজ্বরম্।
কট্যূরু পৃষ্ঠকোষ্ঠ স্থায়াত রোগাংশ্চ নাশয়েৎ॥
বচাপুষ্কর কুষ্ঠৈলামদনামর সিন্ধুজৈঃ।
কাকোলীদ্বয় যষ্ট্যাহ্ব মেদাযুগ্ম নরাধিপৈঃ॥
পাঠাজীবক জীবন্তী ভার্গী চন্দন কট্‌ফলৈঃ।
সরলা গুরুবিল্বাম্বু বাজিগন্ধাগ্নিবৃদ্ধিভিঃ॥
বিড়ঙ্গারগ্বধ শ্যামাত্রিবৃন্মাগধিকর্দ্ধিভিঃ।
পিষ্টৈস্তৈলং পচেৎ ক্ষীরং পঞ্চমূল রসান্বিতম্॥

শুক্লানাহাগ্নিবর্চ্চার্শো গ্রহণী মূত্রসঙ্গিনা।
অত্রাসনবিধৌ যুক্তং শস্যতেঽনিলরোগিণাম্ ॥
চিত্রকাতিবিষা পাঠা দন্তী বিল্ববচামিষৈঃ।
সরলাংশুমতী রাস্না নীলিনী চতুরঙ্গুলৈঃ ॥
চব্যাজমোদকাকোলীমেদাযুগ্মসুরদ্রুমৈঃ।
জীবকর্ষভবর্ষাভূবস্তগন্ধশতাহ্বয়ৈঃ ॥
রেণুশ্বগন্ধা মঞ্জিষ্ঠা শঠী পুষ্করতস্করৈঃ।
সক্ষীরং বিপচেত্তৈলং মারুতাময়নাশনম্ ॥
গৃধ্রসীখঞ্জকুব্জাঢ্যমূত্রোদাবর্ত্তরোগিণাম্।
শস্যতেঽল্পবলাগ্নীনাং বস্তাবাত্ত নিয়োজিতং ॥
ভূতিকৈরণ্ডবর্ষাভূরাস্নাবৃষকরোহিষৈঃ।
দশমূলসহা ভার্গী ষট্গ্রন্থামরদারুভিঃ ॥
বলা নাগবলা মূর্ব্বা বাজিগন্ধামৃতাহ্বয়ৈঃ।
সহাচরবুরী বিশ্বা কাকনাসা বিদারিভিঃ ॥
যবমাষাতসীকোলকুলত্থৈঃ কৃথিতৈঃ শৃতং।
জীবনীয়প্রতিবাপং তৈলং ক্ষীরচতুর্গুণম্ ॥
সঙ্গোরুত্রিকপার্শ্বাংসবাহুমন্যাশিরঃস্থিতান্।
হন্ত্যাবাতবিকারাংস্তু বস্তিযোগৈর্নিষেবিতং ॥
জীবন্ত্যতিবলা মেদা কাকোলীদ্বয়জীবকৈঃ।
ঋষভাতিবিষা কৃষ্ণা কাকনাসাবচামরৈঃ ॥
রাস্না মদনযষ্ট্যাহ্ব সরলা ভীরুচন্দনৈঃ।
স্বয়ঙ্গুপ্তা শঠী শৃঙ্গী কলসী সারিবাহ্বয়ৈঃ ॥
পিষ্টৈস্তৈলঘৃতং পক্বং ক্ষীরেণাষ্টগুণেন তু।
তচ্চানুবাসনে দেয়ং শুক্রাগ্নিবলবর্দ্ধনম্ ॥
বৃংহণং বাতপিত্তঘ্নং শুক্লানাহহরং পরম্।
নাস্যে পানে চ সংযুক্তমূর্দ্ধজক্রগদাপহম্ ॥

মধুকোশীরকাশ্মর্য্যকটুকোৎপলচন্দনৈঃ।
শ্যামাপদ্মকজীমূতশক্রাহ্বাতিবিষাম্বুভিঃ॥
তৈলপাদং পচেৎ সর্পিঃ পয়সাষ্টগুণেন চ।
ন্যগ্রোধাদিগণক্বাথযুক্তং বস্তিষু যোজিতং॥
দাহাসৃগ্দর বীসর্পি বাতশোণিত বিদ্রধীন্।
পিত্তরক্তজ্বরাদীংশ্চ হন্যাৎ পিত্তকৃতান্ গদান্॥
মৃণালোৎপল শালূক সারিবাদ্বয় কেশরৈঃ।
চন্দনদ্বয় ভূনিম্ব পদ্মবীজকসেরকৈঃ॥
পটোল কটুকা রক্তা গুন্দ্রা পর্পট বাসকৈঃ।
পিষ্টৈস্তৈলমিদং পক্বং তৃণমূলরসেন চ॥
ক্ষীরদ্বিগুণসংযুক্তং বস্তিকর্ম্মণি যোজিতম্।
নস্যোঽভ্যঞ্জনপানে বা হন্যাৎ পিত্তগদান্ বহূন্॥
ত্রিফলাতিবিষা মূর্ব্বা ত্রিবৃচ্চিত্রকবাসকৈঃ।
নিম্বারগ্বধ ষড্গ্রন্থা সপ্তপর্ণ নিশাদ্বয়ৈঃ॥
গুড়ূচীন্দ্রসুরা কৃষ্ণা কুষ্ঠসর্ষপ নাগরৈঃ।
তৈলমেভিঃ সমৈঃ পক্বং সুরসাদিরসাপ্লুতম্॥
পানাভ্যঞ্জন গণ্ডূষ নস্যবস্তিষু যোজিতম্।
স্থূলতালস্য কণ্ড্বাদীন্ জয়েৎ কফকৃতান্ গদান্॥
পাঠাজমোদা শার্ঙ্গষ্টা পিপ্পলীদ্বয় নাগরৈঃ।
সপ্তলা শুরুকালীয় ভার্গীচব্যামরদ্রুমৈঃ॥
মরিচৈলাভয়াকট্বীশটী গ্রন্থিক কট্ফলৈঃ।
তৈলমেরণ্ডতৈলং বা পক্বমেভিঃ সমাযুতম্॥
বল্লীকণ্টকমূলাভ্যাং ক্বাথেন দ্বিগুণেন চ।
হন্যাদম্বাসনৈর্দত্তং সর্ব্বান্ কফকৃতান্ গদান্॥
বিড়ঙ্গোদিচ্য সিন্ধূত্থ শটী পুষ্কর চিত্রকৈঃ।
কট্ফলাতিবিষা ভার্গী বচা কুষ্ঠ সুরাহ্বয়ৈঃ॥

মেদা মদনযষ্ট্যাহ্ব শ্যামা নিচুল নাগরৈঃ।
শতাহ্বা নীলিনী রাস্না কদলী বৃষরেণুভিঃ॥
বিম্বাজমোদ কৃষ্ণাহ্বা দন্তী চব্যনরাধিপৈঃ।
তৈলমেরণ্ডতৈলং বা মুষ্ককাদিরসাপ্লুতম্॥
প্লীহোদাবর্ত্তবাতাসৃগ্‌গুল্মানাহকফাময়ান্।
প্রমেহশর্করার্শাংসি হন্যাদাশ্বনুবাসনাৎ॥
অশুদ্ধমপি বা তেন কেবলেনাতিপীড়িতম্।
অহোরাত্রস্য কালেষু সর্ব্বেষেবানুবাসয়েৎ॥
রুক্ষস্য বহুবাতস্য দ্বৌ ত্রীনপ্যনুবাসনং।
দত্ত্বা স্নিগ্ধাতনুং জ্ঞাত্বা ততঃ পশ্চান্নিরূহয়েৎ॥
অস্নিগ্ধমপি বা তেন কেবলেনাতিপীড়িতম্।
স্নেহপ্রগাঢ়ৈর্ম্মতিমান্নিরূহৈঃ সমুপাচরেৎ॥
অথ সম্যঙ্নিরূঢ়ং তু বাতাদিষ্বনুবাসয়েৎ।
বিল্বযষ্ট্যাহ্বমদনফলতৈলৈর্যথাক্রমং॥
রাত্রৌ বস্তিং ন দদ্যাত্তু দোষোৎক্লেশো হি রাত্রিজঃ।
স্নেহো বীর্য্যযুতঃ কুর্য্যাদাধ্মানং গৌরবং জ্বরং॥
অগ্নিস্থানস্থিতে দোষে বহ্নৌ বান্নরসান্বিতে।
স্ফুটস্রোতোমুখে দেহে স্নেহৌজঃ পরিসর্পতি॥
পিত্তেঽধিকে কফে ক্ষীণে রুক্ষে বাতরুগর্দ্দিতে।
নরে রাত্রৌ চ দাতব্যং কালে চোক্তেঽনুবাসনে॥
উষ্ণে পিত্তাধিকে বাপি দিবা দাহাদয়ো গদাঃ।
সম্ভবন্তি যতস্তস্মাৎ প্রদোষে যোজয়েদ্ভিষক্॥
শীতে বসন্তে চ দিবা গ্রীষ্মে প্রাবৃড়্ঘনাত্যয়ে।
স্নেহো দিনান্তে পানোক্তান্দোষান্ পরিজিহীর্ষতা॥
অহোরাত্রেষু কালেষু সর্ব্বেষেবানিলাধিকম্।
তীব্রাগ্নিং রুক্ষি জীর্ণান্নং তোজস্বিনানুবাসয়েৎ॥

নবা ভুক্তবতঃ স্নেহঃ প্রণিধেয়ঃ কথঞ্চন।
শুদ্ধত্বাচ্ছূন্যকোষ্ঠস্য স্নেহ উর্দ্ধমথোৎপতেৎ ॥
সদানুবাসয়েচ্চাপি ভোজয়িত্বাদ্র´পাণিনম্।
জ্বরং বিদগ্ধভুক্তস্য কুর্য্যাৎ স্নেহঃ প্রযোজিতঃ ॥
ন চাতিস্নিগ্ধমশনং ভোজয়িত্বানুবাসয়েৎ।
মদং মূর্চ্ছাং চ জনয়েদ্দ্বিধা স্নেহঃ প্রযোজিতঃ ॥
রুক্ষং ভুক্তবতো হ্যন্নং বলং বর্ণং চ হাপয়েৎ।
যুক্তস্নেহমতো জন্তুং ভোজয়িত্বানুবাসয়েৎ ॥
যূষক্ষীররসৈস্তস্মাদ্যথা ব্যাধিমবেক্ষ্য বা।
যথোচিতাৎ পাদহীনং ভোজয়িত্বানুবাসয়েৎ ॥
অথানুবাস্যং স্বভ্যক্তমুষ্ণাম্বুস্বেদিতং শনৈঃ।
ভোজয়িত্বা যথাশাস্ত্রং কৃতচঙ্ক্রমণং ততঃ ॥
বিসর্জ্জ্য চ শকৃন্মূত্রং যোজয়েৎ স্নেহবস্তিনা।
প্রণিধানবিধানন্তু নিরূহে চ প্রবক্ষ্যতে ॥
ততঃ প্রণিহিতে স্নেহ উত্তানো বাক্শতং ভবেৎ।
প্রসারিতৈঃ সর্ব্বগাত্রৈস্তথা বীর্য্যং বিসর্পতি ॥
তাড়য়েত্তলয়োরেনং ত্রীংস্ত্রীন্বারান্ শনৈঃ শনৈঃ।
স্ফিজোশ্চৈনং ততঃ শয্যাং ত্রীন্বারানুৎক্ষিপেত্ততঃ ॥
এবং প্রণিহিতে বস্তৌ মন্দায়াসোঽথ মন্দবাক্।
স্বাস্তীর্ণে শয়নে কামমাসীতাচারিকে রতঃ ॥
স তু সৈন্ধবচূর্ণেন শতাহ্বেন চ যোজিতঃ।
দেয়ঃ সুখোষ্ণশ্চ তথা নিরেতি সহসা সুখম্ ॥
যস্যানুবাসনো দত্তঃ সকৃদন্বক্ষমা ব্রজেৎ।
অত্যোষ্ণাদতি তৈক্ষ্ণ্যাদ্বা বায়ুনা বা প্রপীড়িতঃ ॥
সবাতোঽধিকমাত্রো বা গুরুত্বাদ্বা স ভেষজঃ।
তস্যান্যোঽল্পতরো দোষো ন হি স্নিহ্যত্য তিষ্ঠতি ॥

বিষ্টব্ধানিলবিণ্মূত্রস্নেহহীনোঽনুবাসনঃ।
দাহক্লমপ্রবাহার্ত্তিকরশ্চাত্যনুবাসনঃ॥
সানিলঃ সপুরীষশ্চ স্নেহঃ প্রত্যেতি যস্য তু।
ওষচোষৌ বিনা শীঘ্রং স সম্যগনুবাসিতঃ॥
জীর্ণান্নমথ সায়াহ্নে স্নেহে প্রত্যাগতে পুনঃ।
লঘ্বন্নং ভোজয়েৎ কামং দীপ্তাগ্নিস্তু নরো যদি॥
প্রাতরুষ্ণোদকং দেয়ং ধান্যনাগরসাধিতম্।
তেনাস্য দীপ্যতে বহ্নির্ভক্তাকাঙ্ক্ষা চ জায়তে॥
স্নেহবস্তিক্রমেষ্বেব বিধিমাহুর্মনীষিণঃ।
অনেন বিধিনা ষড়্‌ বা সপ্ত বাষ্টৌ নবৈব বা॥
বিধেয়া বস্তয়স্তেষামন্তরা তু নিরূহণম্।
দত্তস্তু প্রথমো বস্তিঃ স্নেহয়েদ্বস্তিবঙ্ক্ষণৌ॥
সম্যগ্দত্তো দ্বিতীয়স্তু মূর্দ্ধস্থমনিলং জয়েৎ।
জনয়েদ্বলবর্ণঞ্চ তৃতীয়স্তু প্রয়োজিতঃ॥
রসং চতুর্থো রক্তন্তু পঞ্চমঃ স্নেহয়েত্তথা।
ষষ্ঠস্তু স্নেহয়েন্মাংসং মেদঃ সপ্তম এব চ॥
অষ্টমো নবমশ্চাস্থি মজ্জানং চ যথাক্রমং।
এবং শুক্রগতান্দোষান্ দ্বিগুণঃ সাধু সাধয়েৎ॥
অষ্টাদশাষ্টাদশকান্বস্তীনাং যো নিষেবতে।
যথোক্তেন বিধানেন পরিহারক্রমেণ তু॥
স কুঞ্জরবলোঽশ্বস্য জবেস্তুল্যোঽমরপ্রভঃ।
বীতপাপ্মা শ্রুতিধরঃ সহস্রায়ুর্নরো ভবেৎ॥
স্নেহবস্তিং নিরূহং বা নৈকমেবাতিশীলয়েৎ।
স্নেহাদগ্নিবধোৎক্লেশৌ নিরূহাৎ পবনাদ্ভয়ং॥
তস্মান্নিরূঢ়োঽনুবাস্যো নিরূহশ্চানুবাসিতঃ।
নৈব পিত্তকফোৎক্লেশৌ স্যাতাং ন পবনাদ্ভয়ং॥

রুক্ষায় বহুবাতায় স্নেহবস্তিং দিনে দিনে।
দদ্যাদ্বৈদ্যস্ততোঽন্যেষামগ্ন্যাবাধভয়াত্ত্র্যহাৎ ॥
স্নেহোঽল্পমাত্রো রুক্ষাণাং সর্ব্বকালমনত্যয়ং।
তথা নিরূহঃ স্নিগ্ধানাং স্বল্পমাত্রঃ প্রশস্যতে ॥
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি ব্যাপদঃ স্নেহবস্তিজাঃ।
বলবন্তো যদা রোগাঃ কোষ্ঠে স্যুরনিলাদয়ঃ ॥
অল্পবীর্য্যং তদা স্নেহমভিভূয় পৃথগ্বিধান্।
কুর্ব্বন্ত্যুপদ্রবান্ স্নেহঃ স চাপি ন নিবর্ত্ততে ॥
তত্র বাতাভিভূতে তু স্নেহে মুখকষায়তা।
জৃম্ভা বাতরুজস্তাস্তা বেপথুর্বিষমজ্বরঃ ॥
পিত্তাভিভূতে স্নেহে তু মুখস্য কটুতা ভবেৎ।
দাহস্তৃষ্ণাজ্বরঃ স্বেদো নেত্রমূত্রাঙ্গপীততা ॥
শ্লেষ্মাভিভূতে স্নেহে তু প্রসেকো মধুরাস্যতা।
গৌরবং ছর্দ্দিরুচ্ছ্বাসঃ কৃচ্ছ্রঃ শীতজ্বরোঽরুচিঃ ॥
তত্র দোষাভিভূতে তু স্নেহে বস্তিং নিধাপয়েৎ।
যথার্থং দোষশমনান্যুপয়োজ্যানি যানি চ ॥
অত্যাশিতেঽন্নাভিভবাৎ স্নেহো নৈতি যদা তদা।
গুরুরামাশয়ঃ শূলং বায়োশ্চাপ্রতিসঞ্চরঃ ॥
হৃৎপীড়া মুখবৈরস্যং শ্বাসো মূর্চ্ছা ভ্রমোঽরুচিঃ।
তত্রাপতর্পণস্যান্তে দীপনো বিধিরিষ্যতে ॥
অশুদ্ধস্য মলোন্মিশ্রঃ স্নেহো নৈতি যদা পুনঃ।
তদাঙ্গসদনাধ্মাতে শ্বাসঃ শূলঞ্চ জায়তে ॥
পক্বাশয়-গুরুত্বং চ তত্র দদ্যান্নিরূহণম্।
অতিতীক্ষ্ণৌষধৈরেবং সিদ্ধং চাপ্যনুবাসনম্ ॥
শুদ্ধস্য দূরানুসৃতে স্নেহে স্নেহস্য দর্শনম্।
গাত্রেষু সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামুপলেপোঽবসাদনম্ ॥

স্নেহগন্ধি মুখং তত্র কাশশ্বাসাবরোচকং।
অতিপীড়িতবত্তত্র বিধিরাস্থাপনং তথা॥
অস্বিন্নস্যাবিশুদ্ধস্য স্নেহোঽল্পঃ সম্প্রয়োজিতঃ।
শীতো মৃদুশ্চ নাভ্যেতি ততো মন্দং প্রবাহয়েৎ॥
বিবন্ধগৌরবাধ্মানশূলাঃ পক্কাশয়ং প্রতি।
তত্রাস্থাপনমেবাশু প্রযোজ্যং সানুবাসনং॥
অল্পং ভুক্তবতোঽল্পো হি স্নেহো মন্দগুণস্তথা।
দত্তো নৈতি ক্লমোৎক্লেশৌ ভৃশং বা র[illegible]মাবহেৎ॥
তত্র বাস্থাপনং কার্য্যং শোধনীয়েন বস্তিনা।
অন্বাসনঞ্চ স্নেহেন শোধনীয়েন শস্যতে॥
অহোরাত্রাদপি স্নেহঃ প্রত্যাগচ্ছন্ন দূষ্যতি।
কুর্য্যাদ্বস্তিগুণাংশ্চাপি ক্ষীণস্ত্বল্পগুণো ভবেৎ॥
যস্তু নোপদ্রবং কুর্য্যাৎ স্নেহবস্তিরনিঃসৃতঃ।
সর্ব্বোঽল্পো বা বৃতো রৌক্ষ্যাদুপেক্ষ্যঃ স বিজানতা॥
অনায়ান্তং ত্বহোরাত্রাৎ স্নেহং সংশোধনৈর্হরেৎ।
স্নেহবস্তাবনায়াতে নান্যঃ স্নেহো বিধীয়তে॥
ইত্যুক্তা ব্যাপদঃ সর্ব্বাঃ সলক্ষণচিকিৎসিতাঃ।
বস্তেরুত্তরসংজ্ঞস্য বিধিং বক্ষ্যাম্যতঃ পরং॥
চতুর্দ্দশাঙ্গুলং নেত্রমাতুরাঙ্গুলসম্মিতম্।
মালতীপুষ্পবৃন্তাগ্রং ছিদ্রং সর্ষপ-নির্গমম্॥
মেঢ্রায়ামসমং কেচিদিচ্ছন্তি খলু তদ্বিদঃ।
স্নেহপ্রমাণং পরমং কুঞ্চশ্চাত্র প্রকীর্ত্তিতঃ॥
পঞ্চবিংশাদধোমাত্রাং বিদধ্যাদ্ বুদ্ধি-কল্পিতাম্।
নিবিষ্টকর্ণিকং মধ্যে নারীণাং চতুরঙ্গুলে॥
মূত্রস্রোতঃ পরীণাহং মুদ্গবাহি দশাঙ্গুলং।
তাসামপত্যমার্গে তু নিদধ্যাচ্চতুরঙ্গুলম্॥

দ্ব্যঙ্গুলং মূত্রমার্গে তু কন্যানামেকমঙ্গুলম্।
বিধেয়ং চাঙ্গুলং তাসাং বিধিবদ্বক্ষ্যতে যথা ॥
স্নেহস্য প্রসৃতশ্চাত্র স্বাঙ্গুলীমূলসংমিতম্।
দেয়ং প্রমাণং পরমমর্ব্বাগ্বুদ্ধিবিকল্পিতম্ ॥
ঔরভ্রঃ শৌকরো বাপি বস্তিরাজশ্চ পূজিতঃ।
তদলাভে প্রযুঞ্জীত গলচর্ম্ম তু পক্ষিণাম্ ॥
অস্যালাভে দৃতেঃ পাদো মৃদুচর্ম্ম ততোহপি বা।
অথাতুরমুপস্নিগ্ধং সুস্বিন্নং প্রথিতাশয়ম্ ॥
যবাগূং সঘৃতক্ষীরাং পীতবন্তং যথাবলং।
নিষণ্ণমাজানু সমে পীঠে স্থানাশ্রয়ে সমে ॥
স্বভ্যক্তবস্তিমূর্দ্ধানং তৈলেনোষ্ণেন মানবং।
ততঃ সমং স্থাপয়িত্বা নালমস্য প্রহর্ষিতম্ ॥
পূর্ব্বং শলাকয়ান্বিষ্য ততো নেত্রমনন্তরম্।
শনৈঃ শনৈর্ঘৃতাভ্যক্তং বিদধ্যাদঙ্গুলানি ষট্ ॥
ততোহবপীড়য়েদ্বস্তিং শনৈর্নেত্রং চ নির্হরেৎ।
ততঃ প্রত্যাগতস্নেহমপরাহ্নে বিচক্ষণঃ ॥
ভোজয়েৎ পয়সা মাত্রাং যূষেণাথ রসেন বা।
অনেন বিধিনা দদ্যাদ্বস্তিং স্ত্রীংশ্চতুরোহপি বা ॥
ঊর্দ্ধজান্বে স্ত্রিয়ৈ দদ্যাদুত্তানায়ৈ বিচক্ষণঃ।
কল্পেতরস্যৈ কন্যায়ৈ দদ্যাৎ সুমৃদু পীড়িতং ॥
ত্রিকর্ণিকেন নেত্রেণ দদ্যাদ্যোনিমুখং প্রতি।
গর্ভাশয়বিশুদ্ধ্যর্থং স্নেহেন দ্বিগুণেন তু ॥
অপ্রত্যাগচ্ছতি ভিষক্ বস্তাবুত্তরসংজ্ঞিতে।
ভূয়ো বস্তিং বিদধ্যাত্তু সংযুক্তং শোধনৈর্গণৈঃ ॥
গুদে বর্ত্তিং নিদধ্যাদ্বা শোধনদ্রব্যসংভৃতাং।
প্রবেশাদ্বা মতিমান্বস্তিদ্বারমথৈষণীম্ ॥

পীড়য়েদ্বাপ্যধো নাভের্বলেনোত্তরমুষ্টিনা।
আরগ্বধস্য পত্রেষু নির্গুণ্ড্যাঃ স্বরসেষু চ ॥
কুর্য্যাদ্গোমূত্রপিষ্টৈষু বর্ত্তীর্বাপি সসৈন্ধবাঃ।
মুদ্গমাষসর্ষপসমাঃ প্রবিভজ্য বয়াংসি তু ॥
বস্তেরাগমনার্থায় তা নিদধ্যাচ্ছলাকয়া।
আগারধূম বৃহতী পিপ্পলীফল সৈন্ধবৈঃ ॥
কৃত্বা বা শুক্ত গোমূত্র সুরা পিষ্টৈঃ সনাগরৈঃ।
অনুবাসনসিদ্ধিঞ্চ বীক্ষ্য কর্ম্ম প্রযোজয়েৎ ॥
শর্করামধুমিশ্রেণ শীতেন মধুকাম্বুনা।
দহ্যমানে তদা বস্তৌ দদ্যাদ্বস্তিং বিচক্ষণঃ ॥
ক্ষীরবৃক্ষকষায়েণ পয়সা শীতলেন চ।
শুক্রং দুষ্টং শোণিতং চাঙ্গনানাং পুষ্পোদ্রেকং তস্য নাশঞ্চ কষ্টং।
মূত্রাঘাতান্মূত্রদোষান্ প্রবৃদ্ধান্যোনিব্যাধিং সংস্থিতিং চাপরায়াঃ ॥
শুক্রোৎসেকং শর্করামশ্মরীঞ্চ শূলং বস্তৌ বঙ্ক্ষণে মেহনে চ।
ঘোরানন্যান্বস্তিজাংশ্চাপি রোগান্ হিত্বা মেহাননুত্তরো হন্তি বস্তিঃ ॥
সম্যগ্দত্তস্য লিঙ্গানি ব্যাপদঃ ক্রম এব চ।
বস্তেরুত্তরসংজ্ঞস্য সমানং স্নেহবস্তিনা ॥

অষ্টাত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো নিরূঢ়োপক্রমচিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

অথানুবাসিতমাস্থাপয়েৎ স্বভ্যক্তস্বিন্নশরীরমুৎসৃষ্টবহির্বেগমপ্রবাতে শুচৌ বেশ্মনি মধ্যাহ্নে প্রততায়াং শয্যায়ামধঃ সুপরিগ্রহায়াং শ্রোণিপ্রদেশবূঢ়ায়ামনুপধানায়াং বামপার্শ্বশায়িনমাকুঞ্চিতদক্ষিণসক্থিমিতরপ্রসারিত-সক্থিং সুমনসং জীর্ণান্নং বাগ্যতং সুনিবদ্ধদেহং বিদিত্বা ততো বামপাদস্যোপরি নেত্রং কৃত্বেতরপাদাঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিভ্যাং

কর্ণিকামুপরি নিষ্পীড্য সব্যপাণিকনিষ্ঠিকানামিকাভ্যাং বস্তের্মুখাদ্ধং সঙ্কোচ্য মধ্যমপ্রদেশিনাঙ্গুষ্ঠৈর্বর্দ্ধস্ত বিবৃতাস্যং কৃত্বা বস্তাবৌষধং প্রক্ষিপ্য দক্ষিণহস্তাঙ্গুষ্ঠপ্রদেশিনীভ্যাং চানুসিক্তমনায়তমবুদ্‌বুদমসঙ্কুচিতমবাত-মৌষধাসন্নমুপসংগৃহ্য পুনরিতরেণ গৃহীত্বা দক্ষিণেনাবসিক্তেস্ততঃ সূত্রেণৈবৌষধান্তে দ্বিস্ত্রির্বাবেষ্ট্য বধ্নীয়াৎ। অথ দক্ষিণেনোত্তানেন পাণিনা বস্তিং গৃহীত্বা বামহস্তমধ্যমাঙ্গুলিপ্রদেশিনীভ্যাং নেত্রমুপ-সংগৃহ্যাঙ্গুষ্ঠেন নেত্রদ্বারং পিধায় ঘৃতাভ্যক্তাগ্রনেত্রং ঘৃতাক্তগুদায় প্রযচ্ছেদনুপৃষ্ঠবংশং সমমুন্মুখমাকর্ণিকং নেত্রং প্রণিধৎস্বেতি ব্রূয়াৎ।

বস্তিং সব্যে করে কৃত্বা দক্ষিণেনাবপীড়য়েৎ।
একেনৈবাবপীড়েন ন দ্রুতং ন বিলম্বিতম্॥

ততো নেত্রমপনীয় ত্রিংশন্মাত্রাঃ পীড়নকালাদুপেক্ষ্যোত্তিষ্ঠেত্যা-তুরং ব্রূয়াৎ। আতুরমুপবেশয়েদুৎকটুকং বস্ত্যাগমনার্থং। নিরূহ-প্রত্যাগমনকালস্তু মুহূর্ত্তো ভবতি।

অনেন বিধিনা বস্তিং দদ্যাদ্বস্তিবিশারদঃ।
দ্বিতীয়ং বা তৃতীয়ং বা চতুর্থং বা যথার্থতঃ॥
সম্যগ্‌নিরূঢ়লিঙ্গে তু প্রাপ্তে বস্তিং নিবারয়েৎ।
অপি হীনক্রমং কুর্য্যান্ন তু কুর্য্যাদতিক্রমম্॥
বিশেষাৎ সুকুমারাণাং হীন এব ক্রমো হিতঃ।
যস্য স্যাদ্বস্তিরত্যল্পবেগো হীনমলানিলঃ॥
দুর্নিরূঢ়ঃ স বিজ্ঞেয়ো মূত্রার্ত্ত্যরুচিজাড্যবান্।
যান্যেব প্রাক্‌যুক্তানি লিঙ্গান্যতিবিরেচিতে॥
তান্যেবাতিনিরূঢ়েঽপি বিজ্ঞেয়ানি বিপশ্চিতা।
যস্য ক্রমেণ গচ্ছন্তি বিট্‌পিত্তকফবায়বঃ॥
লাঘবং চোপজায়েত সুনিরূঢ়ং তমাদিশেৎ।
সুনিরূঢ়ং ততো জন্তুং স্নানবন্তং তু ভোজয়েৎ॥

পিত্তশ্লেষ্মানিলাবিষ্টং ক্ষীরযূষরসৈঃ ক্রমাৎ।
সর্ব্বং বা জাঙ্গলরসৈর্ভোজয়েদবিকারিভিঃ॥
ত্রিভাগহীনমর্দ্ধং বা হীনমাত্রমথাপি বা।
যথাগ্নিদোষং মাত্রৈবং ভোজনস্য বিধীয়তে॥
অনন্তরং ততো যুঞ্জ্যাদ্যথাস্বং স্নেহবস্তিনা।
বিবিক্ততা মনস্তুষ্টিঃ স্নিগ্ধতা ব্যাধিনিগ্রহঃ॥
আস্থাপনস্নেহবস্ত্যোঃ সম্যগ্দানে তু লক্ষণং।
তদহস্তস্য পবনাত্তয়ং বলবদিষ্যতে॥
রসৌদনস্তেন শস্তস্তদহশ্চানুবাসনম্।
পশ্চাদগ্নিবলং মত্বা পবনস্য চ চেষ্টিতম্॥
অন্নোপস্তম্ভিতে কোষ্ঠে স্নেহবস্তির্বিধীয়তে।
অনায়াস্তং মুহূর্ত্তাত্তু নিরূহং শোধনৈর্হরেৎ॥
তীক্ষ্ণৈর্নিরূহৈর্মতিমান্ ক্ষারমূত্রাম্লসংযুতৈঃ।
বিগুণানিলবিষ্টব্ধং চিরং তিষ্ঠন্নিরূহণং॥
শূলারতিজ্বরানাহং মরণং বা প্রবর্ত্তয়েৎ।
ন তু ভুক্তবতে দেয়মাস্থাপনমিতি স্থিতিঃ॥
বিসূচিকাং বা জনয়েচ্ছর্দ্দিং বাপি সুদারুণম্।
কোপয়েৎ সর্ব্বদোষান্বা তস্মাদ্দদ্যাদভোজিতে॥
জীর্ণান্নস্যাশয়ে দোষাঃ পুংসঃ প্রব্যক্তিমাগতাঃ।
নিঃশেষাঃ সুখমায়ান্তি ভোজনেনাপ্রপীড়িতাঃ॥
ন বাস্থাপনবিক্ষিপ্তমন্নমগ্নিঃ প্রধাবেতি।
তস্মাদাস্থাপনং দেয়ং নিরাহারায় জানতা॥
আবস্থিকং ক্রমঞ্চাপি মত্বা কার্য্যং নিরূহণম্।
মলেঽপকৃষ্টে দোষানাং বলবত্ত্বং ন বিদ্যতে॥
ক্ষীরাণ্যম্লানি মূত্রাণি স্নেহাঃ ক্বাথা রসাস্তথা।
লবণানি ফলক্ষৌদ্রং শতাহ্বা সর্ষপং বচা॥

এলা ত্রিকটুকং রাস্না সরলং দেবদারু চ।
রজনী মধুকং হিঙ্গু কুষ্ঠং সংশোধনানি চ॥
কটুকা শর্করা মুস্তমুশীরং চন্দনং শটী।
মঞ্জিষ্ঠা মদনং চণ্ডা ত্রায়মাণা রসাঞ্জনম্॥
বিল্বমধ্যং যমানী চ ফলিনী শক্রজা যবাঃ।
কাকোলী ক্ষীরকাকোলী জীবকর্ষভকাবুভৌ॥
তথা মেদা মহামেদা ঋদ্ধির্ব্বৃদ্ধির্মধূলিকা।
নিরূহেষু যথালাভমেষ বর্গো বিধীয়তে॥
স্বস্থে ক্বাথস্য চত্বারো ভাগাঃ স্নেহস্য পঞ্চমঃ।
ক্রুদ্ধেঽনিলে চতুর্থস্তু ষষ্ঠঃ পিত্তে কফেঽষ্টমঃ॥
সর্ব্বেষু চাষ্টমো ভাগঃ কল্কানাং লবণং পুনঃ।
ক্ষৌদ্রং মূত্রং ফলং ক্ষীরমম্লং মাংসরসং তথা॥
যুক্ত্যা প্রকল্পয়েদ্ধীমান্ নিরূহে কল্পনা ত্বিয়ং।
কল্কস্নেহকষায়াণামবিবেকাদ্ভিষগ্বরৈঃ॥
বস্তিস্তু কল্পিতঃ সম্যক্ তস্যাদানং যথার্থকৃৎ।
দত্ত্বাদৌ সৈন্ধবস্যাক্ষং মধুনঃ প্রসৃতদ্বয়ম্॥
পাত্রে তলেন মথ্নীয়াদ্দদ্যাৎ স্নেহং শনৈঃ শনৈঃ।
সম্যক্ সুমথিতে দদ্যাৎ ফলকল্কমতঃপরম্॥
ততো যথোচিতান্ কল্কান্ ভাগৈঃ স্বৈঃ সুপেষিতান্।
গম্ভীরে ভাজনেঽন্তস্থিন্মথ্নীয়াত্তং খজেন চ॥
তথা চ সাধু মন্যেত ন সান্দ্রো ন তনুঃ সমঃ।
কষায়প্রসৃতান্ পঞ্চ সুপূতাংস্তত্র দাপয়েৎ॥
রসক্ষীরাম্লমূত্রাণাং দোষাবস্থামবেক্ষ্য তু।

অত ঊর্দ্ধং দ্বাদশপ্রসৃতান্ বক্ষ্যামঃ।

দত্ত্বাদৌ সৈন্ধবস্যাক্ষং মধুনঃ প্রসৃতিদ্বয়ং।
বিনির্মথ্য ততো দদ্যাৎ স্নেহস্য প্রসৃতিত্রয়ং॥

একীভূতে ততঃ স্নেহে কল্কস্য প্রসৃতিং ক্ষিপেৎ।
সংমূর্চ্ছিতে কষায়ন্তু চতুঃ প্রসৃতিসম্মিতং॥
বিতরেচ্চ তদাবাপ মন্তে দ্বিপ্রসৃতোম্মিতং।
এবং প্রকল্পিতো বস্তির্দ্বাদশ প্রসৃতো ভবেৎ॥
জ্যেষ্ঠায়াঃ খলু মাত্রায়াঃ প্রমাণমিদমীরিতং।
অপহ্রাসে ভিষক্কুর্য্যাত্তদ্বৎ প্রসৃতিহাপনং॥
যথাবয়ো নিরূহানাং কল্পনেয়মুদাহৃতা।
সৈন্ধবাদি দ্রবান্তানাং সিদ্ধিকামৈর্ভিষগ্বরৈঃ॥

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যন্তে বস্তয়োঽত্র বিভাগশঃ।
যথাদোষং প্রযুক্তা যে হন্যুর্নানাবিধান্ গদান্॥
সম্পাকোরুবুবর্ষাভূ বাজিগন্ধা নিশাচ্ছদৈঃ।
পঞ্চমূলী বলা রাস্না গুড়ূচী সুরদারুভিঃ॥
ক্বথিতৈঃ পালিকৈরেভির্মদনাষ্টক সংযুতৈঃ।
কল্কৈর্মাগধিকাম্ভোদহবুষামিসি সৈন্ধবৈঃ॥
বৎসাহ্বয় প্রিয়ঙ্গুগ্রা যষ্ট্যাহ্বয় রসাঞ্জনৈঃ।
দদ্যাদাস্থাপনং কোষ্ণং ক্ষৌদ্রাদ্যৈরভিসংস্কৃতং॥
পৃষ্ঠোরুত্রিক শূলাশ্মবিণ্মূত্রানিল সঙ্গিনাং।
গ্রহণী মারুতার্শোঘ্নং রক্তমাংস বলপ্রদং॥
গুড়ূচি ত্রিফলা রাস্না দশমূল বলাপলৈঃ।
ক্বথিতৈঃ শ্লক্ষ্ণপিষ্টৈস্তু প্রিয়ঙ্গ্বঞ্জন সৈন্ধবৈঃ॥
শতপুষ্প বচা কৃষ্ণাযমানী কুষ্ঠবিল্বজৈঃ।
সগুড়ৈরক্ষমাত্রৈস্তু মদনাষ্টপলান্বিতৈঃ॥
ক্ষৌদ্রতৈল ঘৃত ক্ষীর শুক্তকাঞ্জিকমস্তুভিঃ।
সমাগোড়া চ মূত্রৈস্তু দদ্যাদাস্থাপনং পরং॥
তেজো বর্ণ বলোৎসাহ বীর্য্যাগ্নি প্রাণবর্দ্ধনং।
সর্ব্বমারুতরোগঘ্নং বয়ঃস্থাপনমুত্তমং॥

কুশাদি পঞ্চমূলাব্দ ত্রিফলোৎপল বাসকৈঃ।
শারিবোশীরমঞ্জিষ্ঠা রাস্নারেণু পরূষকৈঃ॥
পালিকৈঃ ক্বথিতৈঃ সম্যক্‌দ্রব্যৈরেভিশ্চ পেষিতৈঃ।
শৃঙ্গাটকাম্বুগুপ্তেভ কেসরাগুরুচন্দনৈঃ॥
বিদারী মিসি মঞ্জিষ্ঠা শ্যামেন্দ্রযব সিন্ধুজৈঃ।
ফল পদ্মক যষ্ট্যাহ্বৈঃ কৌদ্র ক্ষীর ঘৃতাপ্লুতৈঃ॥
দত্তমাস্থাপনং শীতমম্লহীনৈস্তথা দ্রবৈঃ।
দাহাসৃগ্দর পিত্তাসৃক্ পিত্তগুল্মজ্বরাঞ্জয়েৎ॥
রোধ্রচন্দন মঞ্জিষ্ঠা রাস্নানন্তাবলর্দ্ধিভিঃ।
সারিবা বৃষকাশ্মর্য্যা মেদা মধুক পদ্মকৈঃ॥
স্থিরাদি তৃণমূলৈশ্চ ক্বাথৈঃ কর্ষত্রয়োন্মিতৈঃ।
পিষ্টৈর্জীবক কাকোলী ঋদ্ধি মধুকোৎপলৈঃ॥
প্রপৌণ্ডরীক জীবন্তী মেদারেণু পরূষকৈঃ।
অভীরু মিসি সিক্থ বৎসকোশীরপদ্মকৈঃ॥
কসেরু শর্করাযুক্তৈঃ সর্পির্মধু পয়ঃপ্লুতৈঃ।
দ্রবৈস্তীক্ষ্ণাম্ল বর্জ্যৈশ্চ দত্তো বস্তিঃ সুশীতলঃ॥
গুল্মাসৃগ্দর হৃৎপাণ্ডু রোগান্ সবিষমজ্বরান্।
অসৃক্ পিত্তাতিসারৌ চ হন্যাৎ পিত্তকৃতান্ গদান্॥
ভদ্রানিম্ব কুলত্থার্ককোশাতক্য মৃতামরৈঃ।
সারিবা বৃহতী পাঠা মূর্ব্বারগ্বধ বৎসকৈঃ॥
ক্বাথঃ কল্কস্তু কর্ত্তব্যো বলা মদনসর্ষপৈঃ।
সৈন্ধবামরকুষ্ঠৈলা পিপ্পলী বিল্বনাগরৈঃ॥
কটুতৈল মধুক্ষার মূত্রতৈলাম্বু সংযুতৈঃ।
কাষ্যমাস্থাপনং তূর্ণং কামলা পাণ্ডুমেহিনাং॥
মেদস্বিনা মনগ্নীনাং কফরোগাশনদ্বিষাং।
গলগণ্ডগরগ্লানি শ্লীপদোদর রোগিণাং॥

দশমূলী নিশাবিল্ব পটোল ত্রিফলামরৈঃ।
ক্বথিতৈঃ কল্কপিষ্টৈস্তু মুস্ত সৈন্ধবদারুভিঃ ॥
পাঠা মাগধিকেন্দ্রাহ্বৈস্তৈল ক্ষার মধুপ্লুতৈঃ।
কুর্য্যাদাস্থাপনং সম্যগ্ মূত্রাম্ল ফল যোজিতং ॥
কফ পাণ্ডুমদালস্য মূত্র মারুত সংজ্ঞিনাং।
আমাটোপাপচী শ্লেষ্ম গুল্মকৃমি বিকারিণাং ॥
বৃষাশ্মভেদবর্ষাভূধান্য গন্ধর্ব্ব হস্তকৈঃ।
দশমূল বলা মূর্ব্বা যবকোল নিশাচ্ছদৈঃ ॥
কুলথ বিল্ব ভূনিম্বৈঃ ক্বথিতৈঃ পলসম্মিতৈঃ।
কল্কৈর্ম্মদনযষ্ট্যাহ্বষড়্গ্রন্থামর সর্ষপৈঃ ॥
পিপ্পলীমূল সিন্ধূত্থ যমানি মিসি বৎসকৈঃ।
ক্ষৌদ্রেক্ষু ক্ষীর গোমূত্র সর্পিস্তৈলরসপ্লুতৈঃ ॥
ভূর্ণমাস্থাপনং কার্য্যং সংসৃষ্ট-বহুরোগিণাং।
গৃধ্রসী শর্করা ষ্ঠীলা তূণী গুল্ম গদাপহং ॥
রাস্নারগ্বধ বর্ষাভূ কটুকোশীরবারিদৈঃ।
ত্রায়মাণা মৃতারক্তা পঞ্চমূল বিভীতকৈঃ ॥
সবলঃ পালিকৈঃ ক্বাথঃ কল্কস্তু মদনান্বিতৈঃ।
যষ্ট্যাহ্ব মিসি সিন্ধুত্থ ফলিনীন্দ্রযবাহ্বয়ৈঃ ॥
রসাঞ্জনবস ক্ষৌদ্র দ্রাক্ষাসৌবীর সংযুতৈঃ।
যুক্তো বস্তিঃ সুখোষ্ণোঽয়ং মাংস শুক্রবলৌজসাং ॥
আয়ুষোঽগ্নেশ্চ সংকর্ত্তা হন্তি চাশু গদানিমান্।
গুল্মাসৃগ্দর বীসর্প মূত্রকৃচ্ছ্র ক্ষতক্ষয়ান্ ॥
বিষমজ্বরমর্শাংসি গ্রহণীং বাতকুণ্ডলীং।
জানু জঙ্ঘা শিরো বস্তি গ্রহোদাবর্ত্তমারুতান্ ॥
বাতাসৃক্ শর্করা ষ্ঠীলা কুক্ষিশূলোদরারুচিঃ।
রক্তপিত্ত কফোন্মাদ প্রমেহাধ্মান হৃদ্গ্রহান্ ॥

বাতঘ্নৌষধনিঃকাথাঃ সৈন্ধব ত্রিবৃতাযুতাঃ।
সাম্লা সুখোষ্ণা যোজ্যাঃ স্যুর্ব্বস্তয়ঃ কুপিতেঽনিলে॥
ন্যগ্রোধাদিগণকাথঃ কাকোল্যাদি সমাযুতাঃ।
বিধেয়া বস্তয়ঃ পিত্তে সসর্পিষ্কাঃ সশর্করাঃ॥
আরগ্বধাদি নিঃকাথাঃ পিপ্পল্যাদি সমাযুতাঃ।
সক্ষৌদ্র মূত্রা দেয়াঃস্যুর্ব্বস্তয়ঃ কুপিতে কফে॥
শর্করেক্ষুরসক্ষীর ঘৃতযুক্তাঃ সুশীতলাঃ।
ক্ষীরবৃক্ষ কষায়াঢ্যা বস্তয়ঃশোণিতে হিতাঃ॥
শোধন দ্রব্যনিঃকাথাস্তৎকল্ক স্নেহসৈন্ধবৈঃ।
যুক্তাঃ খজেন মথিতা বস্তয়ঃ শোধনাঃ স্মৃতাঃ॥
ত্রিফলাকাথ গোমূত্র ক্ষৌদ্রক্ষার সমাযুতাঃ।
ঊষকাদি প্রতীবাপা বস্তয়ো লেখনাঃ স্মৃতাঃ॥
বৃংহণ দ্রব্যনিঃকাথাঃ কল্কৈর্ম্মধুরকৈর্যুতাঃ।
সর্পির্মাংসরসোপেতা বস্তয়ো বৃংহণাঃ স্মৃতাঃ॥
চটকাণ্ডোচ্চটাকাথাঃ সক্ষীর ঘৃত শর্করাঃ।
আত্মগুপ্তাফলাবাপাঃ স্মৃতাঃ বাজীকরানৃণাম্॥
বিদার্য্যৈরাবতী শেলুশাল্মলী ধন্বনাঙ্কুরাঃ।
ক্ষীরসিদ্ধাঃ ক্ষৌদ্রযুতাঃ সাস্রাঃ পিচ্ছিলসংজ্ঞিতাঃ॥
বারাহ মাহিষৌরভ্র বৈড়ালৈনেয় কৌকুটম্।
সদ্যস্কমসৃগাজং বা দেয়ং পিচ্ছিল বস্তিষু॥
প্রিয়ঙ্গ্বাদিগণকাথা অম্বষ্ঠাদ্যেন সংযুতাঃ।
সক্ষৌদ্রাঃ সঘৃতাশ্চৈব গ্রাহিণো বস্তয়ঃ স্মৃতাঃ॥
এতেষ্বেব চ যোগেষু স্নেহাঃ সিদ্ধাঃ পৃথক্ পৃথক্।
সমস্তেষ্বথ বা সম্যগ্বিধেয়াঃ স্নেহবস্তয়ঃ॥
বদ্ধ্যানাং শতপাকেন শোধিতানাং যথাক্রমম্।
বলাতৈলেন দেয়াঃ স্যুর্ব্বস্তয়স্ত্রৈবৃতেন চ॥

নরস্যোত্তমসত্ত্বস্য তীক্ষ্ণং বস্তিং নিধাপয়েৎ।
মধ্যমং মধ্যসত্ত্বস্য বিপরীতস্য বৈ মৃদুং॥
এবং কালং বলং দোষং বিকারঞ্চ বিকারবিৎ।
বস্তিদ্রব্যবলং চৈব বীক্ষ্য বস্তীন্ প্রযোজয়েৎ॥
দদ্যাদুৎক্লেশনং পূর্ব্বং মধ্যে দোষহরং পুনঃ।
পশ্চাৎ সংশমনীয়ঞ্চ দদ্যাদ্বস্তিং বিচক্ষণঃ॥
এরণ্ডবীজং মধুকং পিপ্পলী সৈন্ধবং বচা।
হবুষাফলকল্কশ্চ বস্তিরুৎক্লেশনঃ স্মৃতঃ॥
শতাহ্বা মধুকং বীজং কৌটজং ফলমেব চ।
সকাঞ্জিকঃ সগোমূত্রো বস্তির্দোষহরঃ স্মৃতঃ॥
প্রিয়ঙ্গু মধুকং মুস্তা তথৈব চ রসাঞ্জনম্।
সক্ষীরঃ শস্যতে বস্তির্দোষাণাং শমনঃ পরঃ॥
নৃপাণাং তৎসমানানাং তথাসুমহতামপি।
নারীণাং সুকুমারাণাং শিশুস্থবিরয়োরপি॥
দোষনির্হরণার্থায় বলবর্ণোদয়ায় চ।
সমাসেনোপদেক্ষ্যামি বিধানং মাধুতৈলিকং॥
যানস্ত্রী ভোজ্যপানেষু নিয়মশ্চাত্র নোচ্যতে।
ফলঞ্চ বিপুলং দৃষ্টং ব্যাপদাঞ্চাপ্য সম্ভবঃ॥
যোজ্যস্তুতঃ সুখেনৈব নিরূহক্রমমিচ্ছতা।
যদেচ্ছতি তদেবৈষ প্রযোক্তব্যো বিপশ্চিতা॥
মধুতৈলৈঃ সমে স্যাতাং কাথশ্চৈরণ্ড মূলজঃ।
পলার্দ্ধং শতপুষ্পায়াস্ততোঽর্দ্ধং সৈন্ধবস্য চ॥
কলেনৈকেন সংযুক্তঃ খজেন চ বিলোড়িতঃ;
দেয়ঃ সুখোষ্ণো ভিষজা মাধুতৈলিক সংজ্ঞিতঃ॥
বচা মধুকতৈলঞ্চ কাথঃ সরসসৈন্ধবঃ।
পিপ্পলীফলসংযুক্তো বস্তির্যুক্ত রথঃ স্মৃতঃ॥

সুরদারু বরা রাস্না শতপুষ্পা বচা মধু।
হিঙ্গু সৈন্ধবসংযুক্তো বস্তির্দোষহরঃ স্মৃতঃ॥
পঞ্চমূলী কষায়শ্চ তৈলং মাগধিকা মধু।
বস্তিরেষ বিধাতব্যঃ সশতাহ্বঃ সসৈন্ধবঃ॥
যবকোল কুলাত্থানাং ক্বাথো মাগধিকা মধু।
সসৈন্ধবঃ সমধুকঃ সিদ্ধবস্তিরিতি স্মৃতঃ॥
মুস্তা পাঠা মৃতাতিক্তা বলা রাস্না পুনর্নবাঃ।
মঞ্জিষ্ঠারগ্বধোশীর ত্রায়মাণাখ্য গোক্ষুরান্॥
পালিকান্ পঞ্চমূলাম্লসহিতান্মদনাষ্টকম্।
জলাঢ়কে পচেৎ ক্বাথং পাদশেষং পুনঃ পচেৎ॥
ক্ষীরপ্রস্থেন সংযুক্তঃ ক্ষীরশেষং পরিস্রুতম্।
পাদেন জাঙ্গলরসস্তথা মধু ঘৃতং সমম্॥
শতাহ্বা ফলিনী যষ্টী বৎসকৈঃ সরসাঞ্জনৈঃ।
কার্ষিকৈঃ সৈন্ধবযুতৈঃ কল্কৈর্বস্তিঃ প্রযোজিতঃ॥
বাতাসৃগ্ মেহ শোফার্শো গুল্ম মূত্র বিবন্ধনুৎ।
বিসর্প জ্বর বিড্ভঙ্গ রক্তপিত্ত বিনাশনঃ॥
বল্যঃ সঞ্জীবনো বৃষ্যশ্চক্ষুষ্যঃ শূলনাশনঃ।
যাপনানাময়ং রাজা বস্তির্মুস্তাদিকো মতঃ॥
অবেক্ষ্য ভেষজং বুদ্ধ্যা বিকারঞ্চ বিকারবিৎ।
বীজেনানেন মতিমান্ কুর্য্যাদ্বস্তি শতান্যপি॥
অজীর্ণে ন প্রযুঞ্জীত দিবাস্বপ্নং চ বর্জ্জয়েৎ।
আহারাচারিকং শেষমনুষ্ঠ্যান্তং সমাচরেৎ॥
যস্মান্মধু চ তৈলঞ্চ প্রাধান্যেন প্রদীয়তে।
মাধুতৈলিক ইত্যেবং ভিষগ্ভির্বস্তিরুচ্যতে॥
রথেষ্বপি চ যুক্তেষু হস্ত্যশ্বে চাপি কল্পিতে।
যস্মান্ন প্রতিসিদ্ধোঽয়মতো যুক্তরথঃ স্মৃতঃ॥

বলোপচয়বর্ণানাং যস্মাদ্ব্যাধি শতস্য চ।
ভবন্তো তেন সিদ্ধিস্তু সিদ্ধবস্তিরতো মতঃ॥
সুখিনামল্পদোষাণাং নিত্যং স্নিগ্ধাশ্চ যে নরাঃ।
মৃদুকোষ্ঠাশ্চ যে তেষাং বিধেয়া মাত্রাতৈলিকাঃ॥
মৃদুত্বাৎ পাদহীনত্বাদ্ কৃৎস্ন বিধিনিসেবনাৎ।
এক বস্তি প্রদানাচ্চ সিদ্ধবস্তিষ্ব যন্ত্রণা॥

একোনচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়।

অথাত আতুরোপদ্রব চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ।
স্নেহপীতস্য বান্তস্য বিরিক্তস্য ক্রতাস্নজঃ।
নিরূঢ়স্য চ কায়াগ্নির্মন্দো ভবতি দেহিনঃ॥
সোঽন্নৈরত্যর্থ গুরুভিরুপযুক্তৈঃ প্রশাম্যতি।
অগ্নো মহদ্ভির্বহুভিশ্ছাদিতোঽগ্নিরিবেন্ধনৈঃ॥
স চান্নৈর্লঘুভিশ্চান্নৈরুপযুক্তৈর্ব্বিবৰ্দ্ধতে।
কাষ্ঠৈরণুভিরল্পৈশ্চ সন্ধুক্ষিত ইবানলঃ॥
হৃতদোষ প্রমাণেন সদাহারবিধিঃ স্মৃতঃ।
ত্রীনি যাত্র প্রমাণানি প্রস্থোঽর্দ্ধাঢ়কমাঢ়কঃ॥
তত্রাবরং প্রস্থমাত্রং দ্বে শেষে মধ্যমোত্তমে।
প্রস্থে পরিস্রুতে দেয়া যবাগূঃ স্বল্পতণ্ডুলাং॥
দ্বে চৈবার্দ্ধাঢ়কে দেয়ে তিস্রশ্চাপ্যাঢ়কে গতে॥
বিলেপীমুচিতাত্তকাচ্চতুর্থাংশ কৃতাং ততঃ।
দদ্যাদ্ধ্যুক্তেন বিধিনা ক্লিন্নসিক্থামপিচ্ছিলাং॥
অস্নিগ্ধলবণাং স্বচ্ছমুদ্গযূষযুতাস্ততঃ।
অংশদ্বয় প্রমাণেন দদ্যাৎ সুস্নিগ্ধমোদনং॥
ততঃ সঘৃতমণ্ডেন হৃদ্যেনেন্দ্রিয়বোধিনা॥

ত্রীনংশান্বিতরেস্তোক্তু মাতুরাযোদনং মুহুঃ।
ততো যথোচিতং ভক্তস্তোক্তুমস্মৈ বিচক্ষণঃ॥
লাবৈণৈর্হরিণাদীনাং রসৈর্দদ্যাৎ সুসংস্কৃতৈঃ।
হীন মধ্যোত্তমেষ্বেব বিরেকেষু বিধিঃ স্মৃতঃ॥
এক দ্বি ত্রিগুণঃ সম্যগাহারস্য ক্রমো হিতঃ।
কফ পিত্তাধিকান্মদ্যনিত্যান্ হীন বিশোধিতাম॥
পেয়াভিষ্যন্দয়েত্তেষাং তর্পণাদিক্রমো হিতঃ।
বেদনালাভ নিয়ম শোকবৈচিত্ত হেতুভিঃ॥
নরানুপোষিতাংশ্চাপি বিবিক্তবদুপাচরেৎ।
আঢ়কার্দ্ধাঢ়ক প্রস্থসঙ্খ্যা হ্যেষা বিরেচনে॥
একো বিরেক শ্লেষ্মান্তো ন দ্বিতীয়ো ঽস্তিকশ্চন।
বলং যস্ত্রিবিধং প্রোক্তমতস্তত্র ক্রমস্ত্রিধা॥
তত্রানুক্রম মেকন্ত বলস্থঃ সকৃদাচরেৎ।
দ্বিবাচরেন্মধ্যবলস্ত্রীন্বারান্দুর্বলস্তথা॥
কেচিদেবং ক্রমং প্রাহুর্মন্দমধ্যোত্তমাগ্নিষু।
সংসর্গেণ বিবৃদ্ধেঽগ্নৌ দোষকোপ ভয়াত্তজেৎ॥
প্রাক্স্বাদু তিক্তৌ স্নিগ্ধাম্ল লবণান্ কটুকংততঃ।
স্বাদ্বম্ল লবণান্ ভূয়ঃ স্বাদু তিক্তারতঃ পরং॥
স্নিগ্ধ রুক্ষানুসাংশ্চৈব ব্যত্যাসাৎ স্বস্থবত্ততঃ।
কেবলং স্নেহপীতো বা বান্তো যশ্চাপি কেবলং॥
স সপ্তরাত্রং মনুজো ভুঞ্জীত লঘু ভোজনং।
কৃতঃ সিরাব্যধো যস্য কৃতং যস্য চ শোধনং॥
স না পরিহরেন্মাসং যাবদ্বা বলবান্ ভবেৎ।
একৈকস্মিন্ পরিহরেদ্বস্তৌ বস্তৌ ত্র্যহং ত্র্যহং॥
তৃতীয়ে তু পরিহারে যথাযোগং সমাচরেৎ।
তৈলপূর্ণামমৃত্তাগু সধর্মাণো ব্রণাতুরাঃ॥

স্নিগ্ধ শুদ্ধাক্ষিরোগার্ত্তা জ্বরাতীসারিণশ্চ যে ।
ক্রুধ্যতঃ কুপিতং পিত্তং কুর্য্যাত্তাংস্তানুপদ্রবান্ ॥
আয়াসাত্তঃ শোচতো বা পিত্তং বিভ্রমমৃচ্ছতি ।
মৈথুনোপগমাদ্দেবারান্ ব্যাধীনাপ্নোতি দুর্মতিঃ ॥
আক্ষেপকং পক্ষঘাতমঙ্গপ্রগ্রহমেব চ ।
গুহ্যপ্রদেশে শ্বয়থুং কাসশ্বাসৌ চ দারুণৌ ॥
শুক্রবচ্চাপি রুধিরং সরক্তস্কং প্রবর্ত্ততে ।
লভতে চ দিবাস্বপ্নাত্তাংস্তান্ ব্যাধীন্ কফাত্মকান্ ॥
প্লীহোদরং প্রতিশ্যায়ং পাণ্ডুতাং শ্বয়থুং জ্বরং ।
মোহং সদনমঙ্গানামবিপাকং তথারুচিং ॥
তমসা চাভিভূতস্তু স্বপ্নমেবাভিনন্দতি ।
উচ্চৈঃ সম্ভাষণাদ্বায়ুঃ শিরস্যাপাদয়েদ্রুজং ॥
আন্ধ্যং জাড্যমজিঘ্রত্বং বাধির্য্যং মূকতাং তথা ।
হনুমোক্ষমধীমন্থ মর্দিতঞ্চ সুদারুণং ।
নেত্রস্তম্ভং নিমেষং বা তৃষ্ণাং কাসং প্রজাগরং ॥
লভতে দন্তচালং চ তাংস্তাংশ্চান্যানুপদ্রবান্ ।
যানয়ানাত্তু লভতেচ্ছর্দি মূর্চ্ছা ভ্রমক্লমান্ ॥
তথৈবাঙ্গগ্রহং ঘোরমিন্দ্রিয়াণাঞ্চ বিভ্রমং ।
চিরাসনাত্তথা স্থানাচ্ছ্রোণ্যাং ভবতি বেদনা ॥
অতিচং ক্রমনাদ্বায়ুর্জ্জঙ্ঘয়োঃ কুরুতে রুজঃ ।
সক্থিপ্রশোষং শোফং বা পাদহর্ষমথাপি বা ॥
শীতসম্ভোগ তোয়ানাং সেবা মারুতবৃদ্ধয়ে ।
ততোঽঙ্গমর্দবিষ্টম্ভ শূলাধ্মান প্রবেপকাঃ ॥
বাতাতপাভ্যাং বৈবর্ণং জ্বরং চাপি সমাপ্নুয়াৎ ।
বিরুদ্ধাধ্যশনান্ মৃত্যুং ব্যাধিং বা ঘোরমৃচ্ছতি ॥
অসাত্ম্য ভোজনং হন্যাদ্ বলবর্ণমসংশয়ং ।

অনাত্মবন্তঃ পশুবদ্ ভুঞ্জতে যেঽপ্রমাণতঃ।
রোগানীকস্য তে মূলমজীর্ণং প্রাপ্নুবন্তি হি॥
ব্যাপদাং কারণং বীক্ষ্য ব্যাপৎস্বেতাস্বুবুদ্ধিমান্।
প্রযতেতাতুবারোগ্যে প্রত্যনীকেন হেতুনা॥
বিরিক্তবান্তৈর্হরিণৈণ লাবকাঃ শশশ্চ সেব্যাঃ সময়ূর তিত্তিরিঃ।
সবৃষ্টিকাশ্চৈব পুরাণশালয়স্তথৈব মুদ্গা লঘু যচ্চ কীর্ত্তিতং॥

চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো ধূমনস্যকবলগ্রহ চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

ধূমঃ পঞ্চবিধ ভবতি। তদ্যথা।—প্রায়োগিকঃ স্নেহনো, বৈরেচনঃ কাসঘ্নো বামনীয়শ্চেতি।

তত্রৈলাদিনা কুষ্ঠতগরবর্গেণ শ্লক্ষ্ণপিষ্টেন দ্বাদশাঙ্গুলং শরকাণ্ডং ক্ষৌমণাষ্টাঙ্গুলং বেষ্টয়িত্বা লেপয়েদেষা বর্ত্তিঃ প্রায়োগিকে। স্নেহ ফলসার মধূচ্ছিষ্ট সর্জ্জরস গুগ্গুলু প্রভৃতিভিঃ স্নেহমিশ্রৈঃ স্নেহনে। শিরোবিরেচন-দ্রব্যৈর্ব্বিরেচনে। বৃহতী কণ্টকারিকা ত্রিকটুক কাসমর্দ হিংগ্বিঙ্গুদীত্বঙ্মনঃ শিলাচ্ছিন্নরুহা কর্কটশৃঙ্গী প্রভৃতিভিঃ কাসঘ্নৈশ্চ কাসঘ্নে। স্নায়ু চর্ম্ম খুর শৃঙ্গ কর্কটকাস্থি শুষ্ক মৎস্য বল্লূর কৃমি প্রভৃতিভির্ব্বামনীয়ৈশ্চ বামনীয়ে।

তত্র বস্তি নেত্রদ্রব্যৈ ধূমনেত্রদ্রব্যাণি ব্যাখ্যাতানি ভবন্তি। ধূমনেত্রস্ত কনিষ্ঠিকাপরিণাহমগ্রে কলায়মাত্রং স্রোতোমূলেঽঙ্গুষ্ঠপরিণাহং ধূমবর্ত্তি প্রবেশ স্রোতোঽঙ্গুলাঙ্গুষ্টচত্বারিংশৎ প্রায়োগিকে। দ্বাত্রিংশৎ স্নেহনে। চতুর্ব্বিংশতির্ব্বৈরেচনে। ষোড়শাঙ্গুলং কাসঘ্নে বামনীয়ে চ। এতে অপি কোলাস্থিমাত্র চ্ছিদ্রে ভবতঃ। ব্রণনেত্রমষ্টাঙ্গুলং ব্রণধূপনার্থং কলায়পরিমণ্ডলং কুলত্থবাহি স্রোত ইতি।

অথ সুখোপবিষ্টঃ সুমনা ঋজ্বধোদৃষ্টি রতন্দ্রিতঃ স্নেহাক্তাং প্রদীপ্তাগ্রাং বর্ত্তিং নেত্র স্রোতসি প্রণিধায় ধূমং পিবেৎ।

মুখেন তং পিবেৎ পূর্ব্বং নাসিকাভ্যাং ততঃ পিবেৎ।
মুখ পীতং মুখেনৈব বমেৎ পীতঞ্চ নাসয়া॥
মুখেন ধূমমাদায় নাসিকাভ্যাং ন নির্হরেৎ।
তেন হি প্রতিলোমেন দৃষ্টিস্তত্র বিহন্যতে॥

বিশেষতস্তু প্রায়োগিকং ঘ্রাণেনাদদীত স্নেহনং মুখনাসাভ্যাং নাসিকয়া বৈরেচনং মুখেনৈবেতরৌ তত্র প্রায়োগিকে বর্ত্তিং ব্যপগত শরকাণ্ডাং নিবাতাতপশুষ্কামঙ্গারেষ্বদীপ্য নেত্রমূল স্রোতসি প্রযুজ্য ধূমমাহরেতি ব্রূয়াৎ। এবং স্নেহনং বৈরেচনিকঞ্চ কুর্য্যাদিতি। ইতরয়োর্ব্যপেত ধূমোঙ্গার স্থিরে সমাহিতে শরাবে প্রক্ষিপ্য বর্ত্তিং মূলচ্ছিদ্রেণান্যেন শরাবেণ পিধায় তস্মিন ছিদ্রে নেত্রমূলং সংযোজ্য ধূমমাসেবেত। প্রশান্তে ধূমে বর্ত্তিমবশিষ্টাং প্রক্ষিপ্য পুনরপি ধূমং পায়য়েদাদোষ-বিশুদ্ধেরেষ ধূম পানোপায়বিধিঃ।

তত্র শোকশ্রমভয়ামর্ষৌষ্ণ্য বিষরক্তপিত্ত মদমূর্চ্ছা দাহ পিপাসা পাণ্ডুরোগ তালুশোষ ছর্দ্দি শিরোঽভিঘাতোদ্গারাপতর্পিত তিমির প্রমেহোদরাধ্মানোর্দ্ধবাতার্ত্তা বাল বৃদ্ধ দুর্ব্বল বিরিক্তাস্থাপিত জাগরিত গর্ভিণী রুক্ষ ক্ষীণ ক্ষতোরস্ক মধু ঘৃত দধি দুগ্ধ মৎস্য মদ্য যবাগূ পীতাল্পকফাশ্চ ন ধূমমাসেবেরন্।

অকালপীতঃ কুরুতে ভ্রম মূর্চ্ছা শিরোরুজঃ।
ঘ্রাণ শ্রোত্রাক্ষি জিহ্বানামুপঘাতঞ্চ দারুণং॥

আদ্যাস্ত্রয়ো ধূমা দ্বাদশসু কালেষূপাদেয়াঃ। তদ্যথা। ক্ষুত-দন্ত প্রক্ষালন নস্য স্নান ভোজন দিবাস্বপ্ন মৈথুন ছর্দ্দি মূত্রোচ্চার-রুষিত শস্ত্রকর্ম্মান্তেম্বিতি। তত্র মূত্রোচ্চার ক্ষবথু রুষিত মৈথুনান্তেষু স্নৈহিকঃ স্নানচ্ছর্দ্দন দিবাস্বপ্নান্তেষু বৈরেচনঃ।

দন্তপ্রক্ষালন নস্য স্নান ভোজন শস্ত্রকর্ম্মান্তেষু প্রায়োগিক ইতি। তত্র স্নেহনো বাতং শময়তি স্নেহাদুপলেপাচ্চ বৈরেচনঃ শ্লেষ্মাণমুৎক্লেশ্যাপকর্ষতি রৌক্ষ্যাত্তৈক্ষ্ণ্যাদৌষ্ণ্যাদ্বৈষদ্যাচ্চ। প্রায়োগিকঃ শ্লেষ্মাণমুৎক্লেশয়ত্যুৎক্লিষ্টং চাপকর্ষতি সাধারণত্বাৎ পূর্ব্বাভ্যামিতি।

ভবতি চাত্র।

নরো ধূমোপয়োগাচ্চ প্রসন্নেন্দ্রিয় বাঙ্‌মনাঃ।
দৃঢ়কেশদ্বিজশ্মশ্রু সুগন্ধি বিশদাননঃ॥

কাসশ্বাসারোচকাস্যোপলেপ স্বরভেদ মুখাস্রাব বমথু তন্দ্রা নিদ্রা হনুমন্যাস্তম্ভ পীনস শিরোরোগ কর্ণাক্ষি শূল বাত কফনিমিত্তাশ্চাস্য মুখরোগা ন ভবন্তি।

তস্য যোগাতিযোগৌ বিজ্ঞাতব্যৌ তত্রযোগো রোগ প্রশমনোঽতিযোগো রোগাপ্রশমনস্তালু গলশোষ পরিদাহ পিপাসা মূর্চ্ছা ভ্রমমদকর্ণাক্ষি দৃষ্টিনামারোগ দৌর্ব্বল্যানীত্যযোগো জনয়তি।

প্রায়োগিকং ত্রীন্ত্রীনুচ্ছ্বাসানদদীত। মুখ নাসিকাভ্যাঞ্চ পর্য্যায়াং স্ত্রীংশ্চতুরোবেতি। স্নৈহিকং যাবদশ্রু প্রবৃত্তিঃ। বৈরেচনিকমাদোষ দর্শনাৎ। তিলতণ্ডুল যবাগূ পীতেন পাতব্যো বামনীয়ঃ। গ্রাসান্তরেষু কাসঘ্ন ইতি। ব্রণধূমং শরাবসম্পুটোপনীতেন নেত্রেণ ব্রণমানয়েৎ ধূমনাদ্বেদনোপশমো ব্রণবৈশদ্যমাস্রাবোপশমশ্চ ভবতি।

বিধিরেষ সমাসেন ধূমস্যাভিহিতো ময়া।
নস্যস্যাতঃ প্রবক্ষ্যামি বিধিং নিরবশেষতঃ॥

ঔষধমৌষধসিদ্ধো বা স্নেহো বা নাসিকাভ্যাং দীয়ত ইতি নস্যং তদ্ দ্বিবিধং শিরো বিরেচনং স্নেহনঞ্চ তদ্ দ্বিবিমপি পঞ্চধা। তদ্যথা নস্যং শিরোবিরেচনং প্রতিমর্শোঽবপীড়ং প্রধমনঞ্চ। তেষু নস্যং প্রধানং শিরোবিরেচনঞ্চ নস্য-বিকল্পঃ প্রতিমর্শঃ শিরোবিরেচন বিকল্পোঽবপীড়ঃ প্রধমনঞ্চ। ততো নস্য শব্দঃ পঞ্চধা নিপাতিতঃ। তত্র যঃ স্নেহনার্থং শূন্যশিরসাং গ্রীবাস্কন্ধোরসাং বলজননার্থং দৃষ্টিপ্রসাদ-

জননার্থং বা স্নেহো বিধীয়তে তস্মিন্ বৈশেষিকো নস্য শব্দঃ। তত্তু নস্যং দেয়ং বাতাভিভূতে শিরসি দন্তকেশ শ্মশ্রুপ্রপাত দারুণ কর্ণশূল কর্ণক্ষ্বেড় তিমিরস্বরোপঘাত নাসারোগাস্য শোষাপবাহুকাকালজবলী পলিত প্রাদুর্ভাব দারুণ প্রবাধেষু বাতপৈত্তিকেষু মুখরোগেষ্বন্যেষু চ বাতপিত্তহর দ্রব্যসিদ্ধেন স্নেহেনেতি।

শিরোবিরেচনং শ্লেষ্মণাভিব্যাপ্ত তালুকণ্ঠ শিরসামরোচক শিরো গৌরব শূল পীনসার্দ্ধাবভেদক কৃমিপ্রতিশ্যায়াপস্মারগন্ধা-জ্ঞানে-ষ্বন্যেষু বোর্দ্ধজত্রু-গতেষু কফজেষু বিকারেষু শিরোবিরেচন দ্রব্যৈস্তৎ সিদ্ধেন বা স্নেহেনেতি।

তত্রৈতদ্ দ্বিবিধম ভুক্তবতোঽন্নকালে পূর্ব্বাহ্ণে শ্লেষ্মরোগিণাং মধ্যাহ্ণে পিত্তরোগিণামপরাহ্ণে বাতরোগিণাম।

অথ পুরুষায় শিরোবিরেচনীয়ায় দন্তকাষ্ঠ ধূমপানাভ্যাং বিশুদ্ধ-বক্ত্রস্রোতসে পাণিতাপ-পরিস্বিন্ন-মৃদিতগল-কপোল ললাট-প্রদেশায় বাতাতপ-রজোহীন-বেশ্মন্যুত্তান শায়িনে প্রসারিত-কর-চরণায় কিঞ্চিৎ-প্রবিলম্বিত-শিরসে বস্ত্রাচ্ছাদিত-নেত্রায় বামহস্ত প্রদেশিন্য-গ্রোন্নামিত-নাসাগ্রায় বিশুদ্ধ-স্রোতসি দক্ষিণ হস্তেন স্নেহ মুষ্ণাম্বু তপ্তং রজত সুবর্ণ তাম্র মৃৎপাত্র শুক্তীনামন্যতমস্থং শুক্ত্যা পিচুনা বা সুখোষ্ণং স্নেহমক্রুতমাসিঞ্চেদব্যবচ্ছিন্ন-ধারং যথা নেত্রে ন প্রাপ্নোতি।

স্নেহেঽবসিচ্যমানে তু শিরো নৈব প্রকম্পয়েৎ।
ন কুপ্যেন্ন প্রভাষেচ্চ নক্ষুয়ান্ন হসেত্তথা ॥
এতৈর্হি বিহতঃ স্নেহো ন সম্যক্ প্রতিপদ্যতে।
ততঃ কাসপ্রতিশ্যায় শিরোঽক্ষি গদসম্ভবঃ ॥

তস্য প্রমাণমষ্টৌ বিন্দবঃ প্রদেশিনী পর্ব্বদ্বয় নিঃসৃতাঃ প্রথম মাত্রা দ্বিতীয়া শুক্তিস্তৃতীয়া পাণিশুক্তিরিত্যেতাস্তিস্রো মাত্রা যথা বলং প্রযোজ্যাঃ। স্নেহনস্যং ন চোপগিলেৎ কথং চিদিতি।

শৃঙ্গাটক মভিপ্লাব্য নিরেতি বদনাদ্যথা।
কফোৎক্লেশ ভয়াচ্চৈব নিষ্ঠীবেদ বিধারয়ন্ ॥

দন্তে চ পুনরপি সংস্বেদ্য গল কপোলাদীন্ ধূম মাসেবেত ভোজয়েচ্চৈনমভিষ্যন্দি ততোঽস্যাচারিকমাদিশেৎ। রজো ধূম স্নেহাতপ-মদ্যদ্রবপানশিরঃ স্নানাতিপান ক্রোধাদীনি চ পরিহরেৎ।

তস্য যোগাতিযোগানং বিজ্ঞানাং ভবতি।

লাঘবং ষিরসো যোগে সুখস্বপ্ন,প্রবোধনম্।
বিকারোপশমঃ শুদ্ধিরিন্দ্রিয়াণাং মনঃ সুখম্ ॥
কফ প্রসেকঃ শিরসো গুরুতেন্দ্রিয় বিভ্রমঃ।
লক্ষণং মূর্দ্ধ্যতি স্নিগ্ধে রুক্ষং তত্রাবচারয়েৎ ॥
অযোগে চৈব বৈগুণ্যমিন্দ্রিয়াণাঞ্চ রুক্ষতা।
রোগাশান্তিশ্চ তত্রেষ্টং ভূয়ো নস্যং প্রযোজয়েৎ
চত্বারো বিন্দবঃ ষড়্বা তথাষ্টৌ বা যথাবলং।
শিরোবিরেক স্নেহস্য প্রমাণমভিনির্দ্দেশেৎ ॥
নস্যে ত্রীন্থ্যপদিষ্টামি লক্ষণানি প্রযোগতঃ।
শুদ্ধ হীনাতি সংজ্ঞানি বিশেষাচ্ছাস্ত্রচিন্তকৈঃ ॥
লাঘবং শিরসঃ শুদ্ধিঃ স্রোতসাং ব্যাধিনির্জ্জয়ঃ।
জিতেন্দ্রিয় প্রসাদশ্চ শিরসঃ শুদ্ধিলক্ষণম্ ॥
কণ্ডূপদেহৌ গুরুতা স্রোতসাঙ্কফ সংস্রবঃ।
মূর্দ্ধ্নি হীনবিশুদ্ধে তু লক্ষণং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥
মস্তলুঙ্গাগমো বাতবৃদ্ধিরিন্দ্রিয় বিভ্রমঃ।
শূন্যতা শিরসশ্চাপি মূর্দ্ধ্নি গাঢ়বিরেচিতে ॥
হীনাতিশুদ্ধে শিরসি কফ বাতঘ্নমাচরেৎ।
সম্যগ্বিশুদ্ধে শিরসি সর্পির্নস্যাং নিষেচয়েৎ ॥
একান্তরং দ্ব্যন্তরং বা সপ্তাহং বা পুনঃপুনঃ।
একবিংশতি রাত্রং বা যাবদ্বা সাধু মন্যতে ॥

মারুতেনাভিভূতস্য বাত্যন্তং যস্য দেহিনঃ ।
দ্বিকালঞ্চাপি দাতব্যং নস্যং তস্য বিজানতা ॥

অবপীড়স্তু শিরোবিরেচনবদভিষ্যন্দ সর্পদষ্ট বিসংজ্ঞেভ্যো দদ্যাচ্ছিরোবিরেচন দ্রব্যাণামন্যতমমবপীড্যাবপিষ্য চেতো বিকার কৃমিবিষাভিপন্নানাং চূর্ণং প্রধমেৎ। শর্করেক্ষুরসক্ষীর ঘৃত মাংসরসানামন্যতমং ক্ষীণানাং শোণিতপিত্তে চ বিদধ্যাৎ।

কৃশ দুর্ব্বল ভীরূণাং সুকুমারস্যযোষিতাম্ ।
শৃতাঃ স্নেহাঃ শিরঃ শুদ্ধ্যৈ কল্কস্তেভ্যো যথাহিতঃ ॥

নস্যেন পরিহর্ত্তব্যো ভুক্তবানপতর্পিতো হত্যর্থ তরুণ প্রতিশ্যায়ী গর্ভিণী পীত স্নেহোদক মদ্যদ্রবোহজীর্ণী দত্তবস্তিঃ ক্রুদ্ধো গরার্ত্তস্তৃষিত শোকাভিভূতঃ শ্রান্তো বালো বৃদ্ধো বেগাবরোধিতঃ শিরঃ স্নাতুকামশ্চেতি ॥ অনার্ত্তবে চাভ্রে নস্যধূমৌ পরিহরেৎ। তত্র হীনাতিমাত্রাতিশীতোষ্ণ সহসা প্রদানাতি প্রবিলম্বিত শিরস উচ্ছিংঘতো বিচলতো হভ্যবহরতো বা প্রতিসিঞ্চ প্রদানাচ্চ ব্যাপদা ভবন্তি তৃষ্ণোদ্গারাদয়ো দোষনিমিত্তাঃ ক্ষয়জাশ্চ

ভবতশ্চাত্র ।

নস্যে শিরোবিরেকে চ ব্যাপদো দ্বিবিধাঃ স্মৃতাঃ ।
দোষোৎ ক্লেশাৎ ক্ষয়াচ্চৈব বিজ্ঞেয়াস্তা যথাক্রমম্ ॥
দোষোৎ ক্লেশনিমিত্তাংস্তু জয়েচ্ছমন শোধনৈঃ ।
অথ ক্ষয়নিমিত্তাংস্তু যথাস্বং বৃংহণং হিতম্ ॥

প্রতিমর্ষশ্চতুর্দশসু কালেষূপাদেয়ঃ। তদ্যথা। তল্পোত্থিতেন প্রক্ষালিত দন্তেন গৃহান্নির্গচ্ছতা ব্যায়ামব্যবায়াধ্ব পরিশ্রান্তেন মূত্রোচ্চারকবলাঞ্জনান্তে ভুক্তবতা ছর্দ্দিতবতা দিবাস্বপ্নোত্থিতেন সায়ঞ্চেতি। তত্র তল্পোত্থিতেনাসেবিতঃ প্রতিমর্শো রাত্রা বুপচিত নাসাস্রোতোমলমুপহন্তি মনঃ প্রসাদঞ্চ করোতি। প্রক্ষালিত দন্তেনাসেবিতো দন্তানাং দৃঢ়তাং বদনসৌগন্ধ্যাং চাপাদয়তি। গৃহান্নির্গচ্ছতা সেবিতো

নাসা স্রোতসঃ ক্লিন্নতয়া রজোধূমো বা নাবাধতে। ব্যায়াম মৈথুনাচ্চ পরিশ্রান্তেনাসেবিতঃ শ্রম মুপহন্তি। মূত্রোচ্চারান্তে বা সেবিতো দৃষ্টের্গুরুত্বমুপনয়তি। কবলাঞ্জনান্তে সেবিতো দৃষ্টিং প্রসাদয়তি। অভুক্তবতা সেবিতঃ স্রোতসাং বিশুদ্ধিং লঘুতাং চাপাদয়তি। বান্তেনাসেবিতঃ শ্রোতোবিলগ্নং শ্লেষ্মাণমপোহ্য ভক্তকাঙ্ক্ষামাপাদয়তি। দিবাস্বপ্নোত্থিতেনাসেবিতো নিদ্রা-শেষং গুরুত্বং মলং চাপোহ্য চিত্তৈকাগ্র্যং জনয়তি। সায়ং চাসেবিতঃ সুখনিদ্রা-প্রবোধং চেতি।

ঈষদুচ্ছিংঘতঃ স্নেহো যাবদ্বক্ত্রং প্রপদ্যতে।
নস্তে নিষিক্তং তং বিদ্যাৎ প্রতিমর্শং প্রমাণতঃ।।
নস্যেন রোগা শাম্যন্তি নরাণামূর্দ্ধজত্রুজাঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং চ বৈমল্যং কুর্য্যাদাস্যং সুগন্ধি চ॥
হনুদন্তশিরোগ্রীবাত্রিক বাহূরসাং বলম্।
বলী পলিত খালিত্যব্যঙ্গানাং চাপ্যসম্ভবঃ॥
তৈলং কফে সবাতে স্যাৎ কেবলং পবনে বসাম্।
দদ্যাৎ সর্পিঃ সদা পিত্তে মজ্জানং চ সমারুতে॥
চতুর্ব্বিধস্য স্নেহস্য বিধিরেব প্রকীর্ত্তিতঃ।
শ্লেষ্মস্থানা বিরোধিত্বাত্তেষু তৈলং বিধীয়তে॥
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি কবল গ্রহণে বিধিম্।
চতুর্দ্ধা কবলঃ স্নেহী প্রসাদী শোধিরোপণৌ॥
স্নিগ্ধোষ্ণৈঃ স্নেহিকো বাতে স্বাদুশীতৈঃ প্রসাদনঃ।
পিত্তে কট্বম্ল লবণৈ রূক্ষোষ্ণৈঃ শোধনঃ কফে॥
কষায় তিক্ত মধুরৈঃ কটূষ্ণৈ রোপণৌ ব্রণে।
চতুর্ব্বিধস্য চৈবাস্য বিশেষো হ্যয়ং প্রকীর্ত্তিতঃ॥

তত্র ত্রিকটুক বচা সর্ষপ হরীতকী কল্কমালোড্য তৈল শুক্ত সুরা মূত্র ক্ষার মধুনামন্যতমেন সলবণমভিপ্রতপ্তমুপস্বিন্ন মৃদিত গল কপোল ললাটপ্রদেশে ধারয়েৎ।

সুখং সঞ্চার্য্যতে যাতু মাত্রা সা কবলে স্মৃতা ।
অসঞ্চার্য্যা তু যা মাত্রা গণ্ডূষঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

তাবচ্চ ধারয়িতব্যোঽনন্যমনসোন্নত দেহেন যাবদ্দোষ পরিপূর্ণ কপোলত্বং নাসা স্রোতো নয়ন পরিপ্লাবশ্চ ভবতি তদা বিমোক্তব্যঃ পুনশ্চান্যো গৃহীতব্য ইতি ।

এবং স্নেহপয়ঃ ক্ষৌদ্ররস মূত্রাম্ল সম্ভৃতাঃ ।
কষায়োষ্ণোদকাভ্যাঞ্চ কবলা দোষতো হিতাঃ ।।
ব্যাধেরপচয়স্তুষ্টির্বৈশদ্যং বক্ত্রলাঘবং ।
ইন্দ্রিয়াণাং প্রসাদশ্চ কবলে শুদ্ধিলক্ষণং ॥
হীনে জাড্যকফোৎক্লেশাবরসজ্ঞানমেব চ ।
অতিযোগান্মুখে পাকঃ শোষতৃষ্ণারুচিক্লমাঃ ।।
শোধনীয় বিশেষেণ ভবন্ত্যেবং ন সংশয়ঃ ।
তিলা নীলোৎপলং সর্পিঃ শর্করা ক্ষীরমেব চ ॥
সক্ষৌদ্রো দগ্ধ বক্ত্রস্য গণ্ডূষো দাহনাশনঃ ॥
কবলস্য বিধির্হ্যেষ সমাসেন প্রকীর্ত্তিতঃ ।।
বিভজ্য ভেষজং বুদ্ধ্যা কুর্ব্বীত প্রতিসারণং ।
কল্কো রসক্রিয়া ক্ষৌদ্রং চূর্ণঞ্চেতি চতুর্ব্বিধং ।।
অঙ্গুল্যগ্র প্রণীতন্তু যথাস্বং মুখরোগিণাং ।
তস্মিন্নোগমযোগঞ্চ কবলোক্তং বিভাবয়েৎ ॥
তানেব শময়েদ্ব্যাধীন্ কবলো যানপোহতি ।
দোষঘ্ন মনভিষ্যন্দি ভোজয়েচ্চ তথা নরং ।।

ইতি শ্রীসৌশ্রুত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে চতুর্থং
চিকিৎসিতস্থানং সমাপ্তং ॥

কল্পস্থানং ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

অথাতোঽন্নপানরক্ষাকল্পং ব্যাখ্যাস্যামঃ ।

ধন্বন্তরিঃ কাশিপতি স্তপোধর্ম্মভৃতাংবরঃ ।
সুশ্রুত প্রভৃতীন্ শিষ্যান্ শশাসাহিতশাসনান্ ।।
রিপবোবিক্রমাক্রান্তা যে চ স্বে কৃত্যতাং গতাঃ ।
সিসৃক্ষবঃ ক্রোধবিষং বিবরং প্রাপ্যতাদৃশং ।।
বিষৈর্হিংস্যুর্নিপুণং নৃপতিং দুষ্টচেতসঃ ।
স্ত্রিয়োবা বিবিধান্ যোগান্ কদাচিৎ সুভগেচ্ছয়া ।।
বিষকন্যোপযোগাদ্বা ক্ষণাজ্জহ্যাদসূন্নরঃ ।
তস্মাদ্বৈদ্যেন সততং বিষাদ্রক্ষ্যো নরাধিপঃ ।।
যস্মাচ্চ চেতোঽনিত্যত্বমশ্ববৎ প্রথিতং নৃণাং ।
ন বিশ্বসেত্ততোরাজা কদাচিদপি কস্যচিৎ ।।
কুলীনং ধার্ম্মিকং স্নিগ্ধং সুভৃতং সততোত্থিতং ।
অলুব্ধমশঠং ভক্তং কৃতজ্ঞং প্রিয়দর্শনং ।।
ক্রোধপারুষ্য মাৎসর্য্য মদালস্য বিবর্জ্জিতং ।
জিতেন্দ্রিয়ং ক্ষমাবন্তং শুচিং শীলদয়ান্বিতং ।।
মেধাবিন মসংশ্রান্ত মনুরক্তং হিতৈষিণং ।
পটুং প্রগল্ভং নিপুণং দক্ষং মায়াবিবর্জ্জিতং ।।

পূর্ব্বোক্তৈশ্চ গুণৈর্যুক্তং নিত্যং সন্নিহিতাগদং।
মহানসে প্রযুঞ্জীত বৈদ্যং তদ্বিদ্য পূজিতং ॥
প্রসস্ত দিগ্‌দেশ কৃতং শুচিভাণ্ডং মহচ্ছুচি।
সজালকং গবাক্ষাঢ্য মাপ্তবর্গ নিষেবিতং ॥
বিকক্ষস্পৃষ্ট সংস্পৃষ্টং সবিতারং কৃতার্চ্চনং।
পরীক্ষিত স্ত্রীপুরুষং ভবেচ্চাপি মহানসং।
তত্রাধ্যক্ষং নিযুঞ্জীত প্রায়ো বৈদ্যগুণান্বিতং।
শুচয়োদক্ষিণা দক্ষা বিনীতাঃ প্রিয়দর্শনাঃ।।
সবিভক্তাঃ সুমনসো নীচ কেশনখাঃ স্থিরাঃ।
স্নাতাদৃঢ়ঃ সংযমিনঃ কৃতোষ্ণীষাঃ সুসংযুতাঃ ॥
তস্যচাজ্ঞা বিধেয়াস্যু বিবিধাঃ পরিকর্ম্মিণঃ।
আহার স্থিত যশ্চাপি ভবন্তি প্রাণিনো যতঃ ॥
তস্মান্মহানসে বৈদ্যঃ প্রমাদ রহিতো ভবেৎ।
মাহানসিক বোঢ়ারঃ সৌপোদনিক পৌপিকাঃ ॥
ভবেয়ু র্বৈদ্যবশগা যে চাপ্যন্যেত্তু কেচন।
ইঙ্গিতজ্ঞো মনুষ্যাণাং বাক্‌চেষ্টমুখ বৈকৃতৈঃ ॥
বিদ্যাদ্বিষস্য দাতার মেভির্লিঙ্গৈশ্চ বুদ্ধিমান্‌।
ন দদাত্যুত্তরং পৃষ্টো বিবক্ষন্‌ মোহমেতিচ ॥
অপার্থং বহুসঙ্কীর্ণং ভাষতে চাপিমূঢ়বৎ।
স্ফোটয়ত্যঙ্গুলীভূমি মকস্মাদ্বিলিখেদ্বসেৎ ॥
বেপথুর্জায়তে তস্য ত্রস্তশ্চান্যোহন্যমীক্ষতে।।
ক্ষামো বিবর্ণবক্ত্রশ্চ নখৈঃ কিঞ্চিচ্ছিন্নত্ত্যপি ॥
আলভেত্তা সকৃদ্দীনঃ করেণচ শিরোরুহান্‌।
নির্য্যিয়াসুরপদ্বারৈ বীক্ষতে চ পুনঃ পুনঃ ॥
বর্ত্ততে বীপরীতস্তু বিষদাতো বিচেতনঃ।
কেচিদ্‌ভয়াৎ পার্থিবস্য ত্বরিতা বা তদাজ্ঞয়া ॥

অসত্যামপি সন্তোঽপি চেষ্টাং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ।
তস্মাৎপরীক্ষণং কার্য্যং ভৃত্যানামাদিতোনৃপৈঃ।
অন্নে পানে দন্তকাষ্ঠে তথাঽভ্যঙ্গে ঽবলেখনে॥
উৎসাদনে কষায়ে চ পরিষেকে ঽনুলেপনে।
স্রক্ষু বস্ত্রেষু শয্যাসু কবচাভরেণষু চ॥
পাদুকাপাদপীঠেষু পৃষ্ঠেষু গজবাজিনাং।
বিষজুষ্টেষু চান্যেষু নস্য ধূমাঞ্জনাদিষু॥
লক্ষণানি প্রবক্ষ্যামি চিকিৎসামপ্যনন্তরং।
নৃপভক্তাদ্বলিং ন্যস্তং সবিষং ভক্ষয়ন্তি যে॥
তত্রৈব তে বিনশ্যন্তি মক্ষিকা বায়সাদয়ঃ।
হুতভুক্তেন চান্নেন ভৃশং চটচটায়তে॥
ময়ূরকণ্ঠপ্রতিমো জায়তে চাপি দুঃসহঃ।
ভিন্নার্চ্চি স্তীক্ষ্ণ ধূমশ্চ ন চিরাচ্চোপশাম্যতি॥
চকোরস্যাক্ষি বৈরাগ্যং জায়তে ক্ষিপ্রমেবতু।
দুষ্টান্নং বিষসংসৃষ্টং ম্রিয়ন্তে জীবজীবকাঃ॥
কোকিলঃস্বর বৈকৃত্যং ক্রৌঞ্চস্তু মদমৃচ্ছতি।
হৃষ্যেন্ময়ুর উদ্বিগ্নঃ ক্রোশতঃ শুকসারিকে।
হংসঃ ক্ষেরতি চাত্যর্থং ভৃঙ্গরাজস্তু কূজতি॥
পৃষতো বিসৃজত্যশ্রু বিষ্ঠাং মুঞ্চতি মর্ক্কটঃ।
সন্নিকৃষ্টাংস্ততঃ কুর্য্যাদ্রাজ্ঞস্তান্ মৃগপক্ষিণঃ॥
বেশ্মনোঽথ বিভূষার্থংরক্ষার্থং চাত্মনঃ সদা।
উপক্ষিপ্তস্য চান্নস্য বাষ্পেণোর্দ্ধং প্রসর্পতা॥
হৃৎপীড়া ভ্রান্ত নেত্রত্বং শিরো দুঃখঞ্চ জায়তে।
তত্রনস্যাঞ্জনে কুষ্ঠং রামঠং নলদং মধু॥
কুর্য্যাচ্ছিরীষ রজনী চন্দনৈশ্চ প্রলেপনং।
হৃদি চন্দন লেপস্তু তথা সুখমবাপ্নুয়াৎ॥

পাণিপ্রাপ্তং পাণিদাহং নখশাতং করোতি চ।
অত্র প্রলেপঃশ্যামেন্দ্রগোপাসোমোৎ পলানিচ॥
স চেৎ প্রসাদান্মোহাদ্বা তদন্নমুপসেবতে।
অষ্ঠীলাবত্ততো জিহ্বা ভবত্যরস-বেদিনী॥
তুদ্যতে দহ্যতে চাপি শ্লেষ্মাচাস্যাৎ প্রসিচ্যতে।
তত্র বাষ্পেরিতং কর্ম্ম যচ্চস্যাদ্দান্ত কাষ্ঠিকং॥
মূর্চ্ছাংছর্দ্দিমতীসার মাধ্মানং দাহ বেপথুঃ।
ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ বৈকৃত্যং কুর্য্যাদামাশয়ং গতং॥
তত্রাশু মদনালাবু বিম্বী কোশাতকী ফলৈঃ।
ছর্দ্দনং দধ্যুদশ্বিত্যা মথবা তণ্ডুলাম্বুনা॥
দাহং মূর্চ্ছামতীসারং নৃণামিন্দ্রিয়-বৈকৃতং।
আটোপ পাণ্ডুতাং কার্শ্যং কুর্য্যাৎপক্কাশয়ং গতং॥
বিরেচনং সসর্পিষ্কং তত্রোক্তংনীলিনী ফলং।
দধ্না দূষীবিষারিশ্চ পেয়ো বা মধুসংযুতঃ॥
দ্রবদ্রব্যেষু সর্ব্বেষু ক্ষীরমদ্যোদকাদিষু।
ভবন্তি বিবিধারাজ্যঃ ফেণবুদ্বুদ জন্ম চ॥
ছায়াশ্চাত্র ন দৃশ্যন্তে দৃশ্যন্তে যদি বা পুনঃ।
ভবন্তি যমলাশ্ছিদ্রাস্তম্বোবা বিকৃতাস্তথা॥
শাকসূপান্নমাংসানি ক্লিন্নানি বিরসানিচ।
সদ্যঃ পর্য্যুষিতানীব বিগন্ধানি ভবন্তি চ॥
গন্ধবর্ণ রসৈর্হীনাঃ সর্ব্বে ভক্ষ্যাঃ ফলানিচ।
পক্কান্যাশু বিশীর্য্যন্তে পাকমামানি যান্তি চ॥
বিশীর্য্যন্তে কূর্চ্চকস্তু দন্তকাষ্ঠগতেবিষে।
জিহ্বাদন্তৌষ্ঠ মাংসানাং শ্বয়থুশ্চোপজায়তে॥
অথাস্য ধাতকীপুষ্প পথ্যাজম্বুফলাস্থিভিঃ।
সক্ষৌদ্রৈঃ প্রচ্ছিতে শোফে কর্ত্তব্যং প্রতিসারণং॥

অথবাস্ফোট মূলানি ত্বচঃ সপ্তচ্ছদস্তবা।
শিরীষমাষকাবাপি সক্ষৌদ্রাঃ প্রতিসারণং॥
জিহ্বানির্লেখকবলৌ দন্তকাষ্ঠবদাদিশেৎ।
পিচ্ছিলোবহুলোঽভ্যঙ্গো বিবর্ণোবা বিষান্বিতঃ॥
স্ফোটজন্মরুজাস্রাব ত্বক্পাকঃ স্বেদনংজ্বরঃ।
দরণংচাপিমাংসানামভ্যঙ্গে বিষসংযুতে॥
তত্রশীতাম্বুসিক্তস্য কর্ত্তব্যমনুলেপনং।
চন্দনং নাগরং কুষ্ঠমুশীরং বেণুপত্রিকা॥
সোমবল্ল্যমৃতাশ্বেতা পদ্মংকালীয়কংত্বচং।
কপিত্থরসমূত্রাভ্যাং পানমেতচ্চযুজ্যতে॥
উৎসাদনে পরীষেকে কষায়ে চানুলেপনে।
শয্যাবস্ত্রতনুত্রেষু জ্ঞেয়মভ্যঙ্গলক্ষণৈঃ॥
কেশপাতঃ শিরোদুঃখং খেভ্যশ্চরুধিরাগমঃ।
গ্রন্থিজন্মোত্তমাঙ্গেষু বিষজুষ্টেতু লেপনে॥
প্রলেপোবহুশস্তত্র ভাবিতাঃকৃষ্ণমৃত্তিকাঃ।
ঋষ্যপিত্তঘৃতশ্যামা পালিন্দীতণ্ডুলীয়কৈঃ॥
গোময়স্বরসোবাপি হিতোবামালতীরসঃ।
রসোমূষিকপর্ণ্যাবা ধূমোবাগারসম্ভবঃ॥
শিরোঽভ্যঙ্গঃ শিরস্ত্রাণং স্নানমুষ্ণীষমেবচ।
স্রজশ্চবিষসংসৃষ্টাঃ সাধয়েদনুলেপবৎ॥
মুখলেপেমুখংশ্যাবং যুক্তমভ্যঙ্গলক্ষণৈঃ।
পদ্মিনীকণ্টকপ্রখ্যৈঃ কণ্টকৈশ্চোপচীয়তে॥
তত্রক্ষৌদ্রঘৃতংপানং প্রলেপশ্চন্দনংঘৃতং।
পয়স্যামধুকংফঞ্জী বন্ধুজীবপুনর্ণবা॥
অশ্বাস্যংকুঞ্জরাদীনাং লালাস্রাবোঽক্ষিরক্ততা।
স্ফিক্পায়ুমেঢ্রমুষ্কেষু যুক্তেষু স্ফোটসম্ভবঃ॥

তত্রাভ্যঙ্গবদেবেষ্টা যাতৃবাহনয়োঃক্রিয়া।
শোণিতাগমনং খেভ্যঃশিরোরুক্কফসংস্রবঃ॥
নস্যধূমগতেলিঙ্গ মিন্দ্রিয়াণান্তু বৈকৃতং।
তত্রদুগ্ধৈর্গবাদীনাং সর্পিঃসাতিবিষৈঃশৃতং॥
পানেনসোচ সশ্বেতং হিতংসমদয়ন্তিকং।
গন্ধহানির্ব্বিবর্ণত্বং পুষ্পাণাংম্লানতাভবেৎ॥
জিঘ্রতশ্চ শিরোদুঃখং বারিপূর্ণেচলোচনে।
তত্রবাষ্পেরিতং কর্ম্ম মুখালেপেচ যৎস্মৃতং॥
কর্ণতৈলগতেশ্রোত্র বৈগুণর্ভংশোফবেদনে।
কর্ণস্রাবশ্চ তত্রাশু কর্ত্তব্যং প্রতিপূরণং॥
স্বরসোবহুপুত্রায়াঃ সঘৃতঃক্ষৌদ্রসংযুতঃ।
সোমবল্করসশ্চাপি সুশীতোহিতইষ্যতে॥
অশ্রূপদেহোদাহশ্চ বেদনাদৃষ্টিবিভ্রমঃ।
অঞ্জনে বিষসংসৃষ্টে ভবেদান্ধ্যমথাপিবা॥
তত্রসদ্যোঘৃতংপেয়ং তর্পণঞ্চ সমাগধং।
অঞ্জনংমেষশৃঙ্গস্য নির্য্যাসোবরুণস্যচ॥
মুষ্ককস্যাজকর্ণস্য ফেণোগোপিত্তসংযুতঃ।
কপিত্থমেষশৃঙ্গ্যোশ্চ পুষ্পং ভল্লাতকস্যবা॥
এ কৈকং কারয়েৎপুষ্পং বন্ধূকাঙ্কোটয়োরপি।
শোফঃস্রাবস্তথাস্বাপঃ পাদয়োস্ফোটজন্ম চ॥
ভবন্তিবিষজুষ্টাভ্যাং পাদুকাভ্যামসংশয়ং।
উপানৎপাদপীঠানি পাদুকাবৎ প্রসাধয়েৎ॥
ভূষণানি হতার্চ্চীংষি ন বিভান্তি যথাপুরা।
স্বানিস্থানানিহন্যুশ্চ দাহপাকাবদারণৈঃ॥
পাদুকাভূষণেযুক্ত মভ্যঙ্গবিধিমাচরেৎ।
বিষোপসর্গোবাষ্পাদি ভূর্ষণান্তোষ ঈরিতঃ॥

সমীক্ষ্যোপদ্রবাংস্তস্য বিদধীত চিকিৎসিতং ।
মহাসুগন্ধিমগদং যং প্রবক্ষ্যামি তং ভিষক্ ॥
পানালেপননস্যেষু বিদধীতাঞ্জনেষুচ ।
বিরেচনানি তীক্ষ্ণানি কুর্য্যাৎপ্রচ্ছর্দনানিচ ॥
সিরাশ্চ ব্যধয়েৎ ক্ষিপ্রং প্রাপ্তংবিস্রাবনংযদি ।
মূষিকাজরুহাবাপি হস্তেবদ্ধাতু ভূপতেঃ ॥
করোতিনির্ব্বিষং সর্ব্বমন্নংবিষসমাযুতং ।
হৃদয়াবরণং নিত্যং কুর্য্যাচ্চ মিত্রমধ্যগঃ ।
পিবেদ্ঘৃতমজেয়াখ্য মমৃতাখ্যঞ্চ বুদ্ধিমান্ ॥
সর্পির্দ্দধিপয়ঃক্ষৌদ্রং পিবেদ্বা শীতলংজলং ।
ময়ূরান্নকুলান্গোধা পৃষতান্হরিণানপি ॥
সততং ভক্ষয়েচ্চাপি রসাংস্তেষাংপিবেদপি ।
গোধানকুলমাংসেষু হরিণস্যচ বুদ্ধিমান্ ॥
দদ্যাৎ সুপিষ্টান্ পালিন্দীং মধুকং শর্করাস্তথা ।
শর্করাতিবিষে দেয়ে মায়ূরে সমহৌষধে ।
পার্ষতেচাপি দেয়াঃস্যুঃ পিপ্পল্যঃ সমহৌষধাঃ ।
সক্ষৌদ্রঃসঘৃতশ্চৈব শিখীযূষোহিতঃসদা ।
বিষঘ্নানিচ সেবেত ভক্ষ্যভোজ্যানি বুদ্ধিমান্ ॥
পিপ্পলীমধুকক্ষৌদ্র শর্করেক্ষুরসাম্বুভিঃ ।
ছর্দ্দয়েদ্গুপ্তহৃদয়ো ভক্ষিতং যদি বা বিষং ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

অথাতঃ স্থাবর বিষবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ।
স্থাবরজঙ্গমঞ্চৈব দ্বিবিধং বিষমুচ্যতে ।
দশাধিষ্ঠানমাদ্যন্তু দ্বিতীয়ংষোড়শাশ্রয়ং ॥

মূলং পত্রং ফলং পুষ্পং ত্বক্ ক্ষীরংসারএবচ।
নির্য্যাসো ধাতবশ্চৈব কন্দশ্চ দশমঃ স্মৃতঃ॥

তত্রক্লীতকাশ্বমারগুঞ্জাসুবন্ধগর্গরককরঘাটবিদ্যুচ্ছিখাবিজয়ানীত্যষ্টৌমূলবিষাণি। বিষপত্রিকালম্বাবরদারুককরম্ভমহাকরম্ভাণি পঞ্চ পত্রবিষাণি। কুমুদ্বতীবেণুকাকরম্ভ মহাকরম্ভ কর্কোটক রেণুকখদ্যোতক চর্ম্মরীভগন্ধা সর্পঘাতিনন্দন সারপাকানীতি দ্বাদশফলবিষাণি। বেত্রকাদম্ববল্লীজকরম্ভ মহাকরম্ভানি পঞ্চপুষ্পবিষাণি। অন্ত্রপাচককর্ত্তরীয় সৌরীয়ককরঘাটকরম্ভ নন্দনবরাটকানি সপ্তত্বক্ সারনির্য্যাস বিষাণি। কুমুদঘ্নোস্নুহীজালক্ষীর্য্যাণি ত্রীনিক্ষীরবিষাণি। ফেণাশ্মভস্মহরিতালঞ্চদ্বে ধাতুবিষে। কালকূটবৎসনাভ সর্ষপ কপালক কদ্দমক বৈরাটক মুস্তক শৃঙ্গীবিষ প্রপৌণ্ডরিক মূলক হালাহল মহাবিষ কর্কটকানীতি ত্রয়োদশকন্দবিষাণি। ইত্যেবং পঞ্চপঞ্চাশৎ স্থাবর বিষাণি ভবন্তি॥

চত্বারিবৎসনাভানি মুস্তকে দ্বে প্রকীর্ত্তিতে।
ষট্চৈব সর্ষপাণ্যাহুঃ শেষাণ্যেকৈকমেবতু।
উদ্বেষ্টনং মূলবিষৈঃপ্রলাপোমোহএবচ।
জৃম্ভাঙ্গোদ্বেষ্টনশ্বাসা জ্ঞেয়াঃপত্রবিষেণতু॥
মুষ্কশোফঃফলবিষৈর্দ্দাহোহন্নদ্বেষএবচ।
ভবেৎ পুষ্পবিষৈশ্ছর্দ্দিরাধ্মানং মোহ এব চ॥
ত্বক্সার নির্য্যাস বিষৈরুপ যুক্তৈর্ভবন্তি হি।
আস্য দৌর্গন্ধ্য পারুষ্য শিরোরুক্ কফ সংস্রবাঃ॥
ফেণাগমঃ ক্ষীর বিষে বিড়্ভেদো গুরুজিহ্বতা।
হৃৎপীড়নং ধাতুবিষে মূর্চ্ছা দাহশ্চ তালুনি॥
প্রায়েণ কাল ঘাতীনি বিষাণ্যেতানি নির্দ্দিশেৎ।
কন্দজানি তু তীক্ষ্ণানি তেষাং বক্ষ্যামি বিস্তরং॥
স্পর্শাহজ্ঞানং কালকূটে বেপথুঃ স্তম্ভএবচ।
গ্রীবাস্তম্ভো বৎসনাভে পীতবিণ্মূত্র নেত্রতা॥

সর্ষপে বাত বৈগুণ্য মানাহো গ্রন্থিজন্ম চ ।
গ্রীবা দৌর্ব্বল্য বাক্‌সঙ্গৌ পালকে হনুমতাবিহ ॥
প্রসেকঃ কর্দ্দমাখ্যেতু বিড়্‌ভেদো নেত্রপীততা ।
বৈরাটকেনাঙ্গদুঃখং শিরোরোগশ্চ জায়তে ॥
গাত্রস্তম্ভো বেপথুশ্চ জায়তে মুস্তকেন তু ।
শৃঙ্গীবিষেণাঙ্গসাদ দাহোদর বিবৃদ্ধয়ঃ ॥
পুণ্ডরীকেন রক্তত্বমক্ষোবৃদ্ধি স্তথোদরে ।
বৈবর্ণ্যং মূলকৈশ্ছর্দ্দি হিক্কাশোফ প্রমূঢ়তাঃ ॥
চিরেণোচ্ছসিতি শ্যাবো নরো হালাহলেন বৈ ।
মহাবিষেণ হৃদয়ে গ্রন্থিশূলোদ্‌গমৌ ভৃশং ॥
কর্ক্কটৈ র্নোৎপতত্যূর্দ্ধং হসন্দন্তান্দশত্যপি ।
কন্দজান্যুগ্রবীর্য্যাণি প্রযুক্তাণি ত্রয়োদশ ॥
সর্ব্বাণিকুশলৈর্জ্জ্ঞেয়ান্যেতানি দশভির্গুণৈঃ
রুক্ষ মুষ্ণংতথাতীক্ষ্ণং সূক্ষ্মমাশু ব্যবায়িচ ॥
বিকাশি বিশদঞ্চৈব লঘ্বপাকি চ তৎস্মৃতং ।
তদ্রৌক্ষ্যাৎ কোপয়েদ্‌বায়ু মৌষ্ণ্যাৎপিত্তং সশোণিতং ॥
মানসং মোহয়েত্তৈক্ষ্যাদঙ্গবন্ধান্‌ ছিনত্ত্যপি ।
শরীরাবয়বান্‌ সৌক্ষ্ম্যাৎ প্রবিশেদ্বিকরোতিচ ॥
আশুত্বাদাশু তদ্ধন্তি ব্যবায়াৎ প্রকৃতিং ভজেৎ ।
ক্ষপয়েচ্চ বিকাশিত্বাদ্দোষান্‌ ধাতু মলানপি ॥
বৈশদ্যাদতিরিচ্যেত দুশ্চিকিৎস্যঞ্চ লাঘবাৎ ।
দুর্জ্জরঞ্চাবিপাকিত্বাত্তস্মাৎ ক্লেশয়তে চিরং ॥
স্থাবরং জঙ্গমং যচ্চ কৃত্রিমং চাপি যদ্বিতং ।
সদ্যোব্যাপাদয়েত্তত্তু জ্ঞেয়ং দশগুণান্বিতং ॥

যৎ স্থাবরং জঙ্গম কৃত্রিমং বা দেহাদশেষং যদনির্গতং তং ।
জীর্ণং বিষঘ্নৌষধি ভির্হতং বা দাবাগ্নি বাতাতপ শোষিতং বা ॥

স্বভাবতো বা গুণবিপ্রহীনং বিষংহি দূষীবিষতামুপৈতি।
বীর্য্যাল্প ভাবান্ন নিপাতয়েত্তৎ কফাবৃতং বর্ষগণানুবন্ধি॥
তেনার্দ্দিতোভিন্ন পুরীষবর্ণো বিগন্ধ বৈরস্য মুখঃ পিপাসী।
মূর্চ্ছন্ বমন্ গদ্গদবাগ্‌বিষণ্ণো ভ:বচ্চ দূষ্যোদর লিঙ্গজুষ্টঃ॥
আমাশয়স্থেকফবাতরোগী পিত্তাশয়স্থেঽনিল পিত্তরোগী।
ভবেন্নরোধ্বস্তশিরোরুহাঙ্গো বিলূনপক্ষস্তু যথাবিহঙ্গঃ॥
স্থিতংরসাদিষ্বথবাযথোক্তান্ করোতি ধাতুপ্রভবান্ বিকারান্।
কোপঞ্চ শীতাঽনিল দুর্দ্দিনেষু যাতাশু পূর্ব্বং শৃণুতত্ররূপং॥
নিদ্রাগুরুত্বঞ্চ বিজৃম্ভণঞ্চ বিশ্লেষহর্ষাবথবাঙ্গমর্দ্দঃ।
ততঃকরোত্যন্নমদাবিপাকাঽরোচকং মণ্ডলকোঠমোহান্॥
ধাতুক্ষয়ংপাদকরাস্যশোফং দকোদরংযুর্দ্দিমথাতিসারং।
বৈবর্ণ্যমূর্চ্ছাবিষমজ্বরান্‌বা কুর্য্যাৎপ্রবৃদ্ধাং প্রবলাংতৃষাংবা।
উন্মাদমন্যজ্জনয়েত্তথাঽন্যদানাহমনাং ক্ষপয়েচ্চশুক্রং।
গাদ্গদ্যমন্যজ্জনয়েচ্চ কুষ্ঠং তাংস্তান্ বিকারাংশ্চ বহুপ্রকারান্॥

দূষিতংদেশকালান্ন দিবাস্বপ্নৈরভিক্ষ্ণশঃ।
যস্মাদ্দূষয়তেধাতূন্ তস্মাদ্দূষীবিষংস্মৃতং॥
স্থাবরস্যোপযুক্তস্য বেগেতুপ্রথমে নৃণাং।
শ্যাবাজিহ্বা ভবেৎ স্তব্ধা মূর্চ্ছাশ্বাসশ্চজায়তে॥
দ্বিতীয়ে বেপথুঃস্বেদো দাহঃকণ্ঠরুজস্তথা।
বিষমামাশয় প্রাপ্তং কুরুতেহৃদিবেদনাং॥
তালুশোষং তৃতীয়েতু শূলং চামাশয়েভৃশং।
দুর্ব্বর্ণে হরিতে শূনে জায়েতে চাস্য লোচনে॥
পক্বাশয়গতে তোদো হিক্কাকাসোঽস্ত্রকূজনং।
চতুর্থে জায়তে বেগে শিরসশ্চাতি গৌরবং॥
কফপ্রসেকো বৈবর্ণ্যং পর্ব্বভেদশ্চ পঞ্চমে।
সর্ব্বদোষপ্রকোপশ্চ পক্বাধানেচ বেদনা॥

ষষ্ঠেপ্রজ্ঞাপ্রণাশশ্চ ভৃশংবাপ্যতিসার্য্যতে ।
স্কন্ধপৃষ্ঠকটীভঙ্গঃ সন্নিরোধশ্চ সপ্তমে ॥
প্রথমেবিষবেগেতু বান্তংশীতাম্বুসেবিতং ।
অগদংমধুসর্পির্ভ্যাং পায়য়েত সমাযুতং ॥
দ্বিতীয়েপূর্ব্ববদ্বান্তঃ পায়য়েত্তু বিরেচনং ।
তৃতীয়েঽগদপানন্তু হিতংনস্যে তথাঞ্জনং ॥
চতুর্থে স্নেহসংমিশ্রং পায়য়েতাগদং ভিষক্ ।
পঞ্চমে ক্ষৌদ্রমধুক ক্বাথযুক্তংপ্রদাপয়েৎ ॥
ষষ্ঠেঽতিসারবৎ সিদ্ধিরবপীড়শ্চ সপ্তমে ।
মূর্দ্ধ্নি কাকপদংকৃত্বা সাসৃগ্বাপিশিতংক্ষিপেৎ ॥
বেগান্তরেত্বন্যতমে কৃতেকর্ম্মাণিশীতলাং ।
যবাগূং সঘৃত ক্ষৌদ্রমিমাং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥
কোষাতক্যোঽগ্নিকঃ পাঠাসূর্য্যবল্ল্যমৃতাভয়াঃ ।
শিরীষঃ কিণিহীশেলু গির্য্যাহ্বারজনীদ্বয়ং ॥
পুনর্ণবে হরেণুশ্চ ত্রিকটুঃ সারিবে বলা ।
এষাংযবাগূর্নিকাথে কৃতাহন্তিবিষদ্বয়ং ॥
মধুকংতগরংকুষ্ঠং ভদ্রদারু হরেণবঃ ।
পুন্নাগৈলৈলবালূনি নাগপুষ্পোৎপলংসিতা ॥
বিড়ঙ্গং চন্দনং পত্রং প্রিয়ঙ্গু ধ্যামকং তথা ।
হরিদ্রে দ্বে বৃহত্যৌচ সারিবে চ স্থিরাসহা ॥
কল্কৈরেষাং ঘৃতং সিদ্ধমজেয় মিতিবিশ্রুতং ।
বিষাণিহন্তি সর্ব্বাণি শীঘ্রমেবাজিতং কচিৎ ॥
দূষীবিষার্ত্তং সুস্বিন্ন মূর্দ্ধঞ্চাধশ্চ শোধিতং ।
পায়য়েতাগদং নিত্যমিমং দূষীবিষাপহং ॥
পিপ্পল্যোধ্যামকং মাংসী সাবরঃ পরিপেলবং ।
সুবর্চ্চিকা সসূক্ষ্মৈলা তোয়ং কনকগৈরিকং ॥

ক্ষৌদ্রযুক্তোঽগদো হ্যেষ দূষীবিষমপোহতি।
এষনাম্না বিষারিস্তু নচান্যত্রাঽপি বার্য্যতে॥
জ্বরেদাহেচ হিক্কায়ামানাহে শুক্রসংক্ষয়ে।
শোফেঽতিসারে মূর্চ্ছায়াং হৃদ্রোগে জঠরেঽপি বা॥
উন্মাদে বেপথৌচৈব যেচান্যে স্যুরুপদ্রবাঃ।
যথাস্বং তেষুকুর্ব্বীত বিষঘ্নৈ রৌষধৈঃ ক্রিয়াং॥
সাধ্যমাত্মবতঃ সদ্যোযাপ্যং সম্বৎসরোত্থিতং।
দূষীবিষমসাধ্যন্তু ক্ষীণস্যাহিত সেবিনঃ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাতো জঙ্গম বিষ বিজ্ঞানীয় মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

জঙ্গমস্তু বিষস্যোক্তা হ্যধিষ্ঠানানি ষোড়শ।
সমাসেন ময়াষানি বিস্তরস্তেষু বক্ষ্যতে॥

তত্রদৃষ্টিনিশ্বাসদংষ্ট্রানখমূত্রপুরীষশুক্রলালার্ত্তবমুখসন্দংশবিষর্দ্ধিতগুদাস্থিপিত্তশূকশবানীতি॥

তত্র দৃষ্টি নিঃশ্বাস বিষাস্তু দিব্যাঃ সর্পাঃ; ভৌমাস্তু দংষ্ট্রাবিষাঃ। মার্জ্জার শ্ববানর মকর মণ্ডূক পাক-মৎস্য গোধা শম্বুক প্রচলাক গৃহ গোধিকা চতুষ্পাদ কীটাস্তথান্যে দংষ্ট্রানখবিষাঃ॥ চিপিট পিচ্চটক কষায় বাসিক তোটকবর্চ্চঃ কীটকৌণ্ডিলাকাঃ শকৃন্মূত্র বিষাঃ॥ মূষিকাঃশুক্রবিষাঃ। লূতাশ্চ লালামূত্র পুরীষ মুখ সন্দংশ নখ শুক্রার্ত্তব বিষাঃ॥

বৃশ্চিক বিশ্বম্ভর রাজীব মৎস্যোচ্চিটিঙ্গাঃ সমুদ্র বৃশ্চিকাশ্চালবিষাঃ। চিত্র শিরঃ সরাব কুর্দি শতদারুকারিমেদক শারিকামুখা, মুখ সন্দংশ বিষর্দ্ধিত মূত্র পুরীষবিষাঃ। মক্ষিকাকণভ জলায়ুকা মুখ সন্দংশবিষাঃ। বিষহতাস্থিসর্পকণ্টক বরটী মৎস্যাস্থি চেত্যস্থি বিষাণি। শকুলী মৎস্য

রক্তরাজী চরকী মৎস্যাশ্চ পিত্তবিষাঃ। সূক্ষ্ম তুণ্ডোচ্চিটিঙ্গ বরটী শত-পদী শুকবলভিকা শৃঙ্গী ভ্রমরাঃ শুকতুণ্ডবিষাঃ। কীটসর্পদেহা গতা সবঃ শববিষাঃ শেষাস্ত্বনুক্তা মুখ সন্দংশ বিষেষ্বেব গণয়িতব্যাঃ॥

ভবন্তিচাত্র।

রাজ্ঞোঽরিদেশে রিপব স্তৃণাম্বু মার্গান্নধূম শ্বসনান্ বিষেণ।
সংদূষয়ন্ত্যেভিরতি প্রদুষ্টান্ বিজ্ঞায় লিঙ্গৈরভি শোধয়েচ্চ॥
দুষ্টং জলং পিচ্ছিল মুগ্রগন্ধি ফেণান্বিতং রাজিভিরাবৃতঞ্চ।
মণ্ডূক মৎস্যং ম্রিয়তে বিহঙ্গা মত্তাশ্চ সানূপচরা ভ্রমন্তি॥
মজ্জন্তি যে চাত্র নরাশ্ব নাগা স্তেছর্দ্দি মোহ জ্বর দাহ শোফান্।
গচ্ছন্তি তেষামপহৃত্য দোষান্ দুষ্টং জলং শোধয়িতুং যতেত॥
ধবাশ্বকর্ণাসনপারিভদ্রাং সপাটলাঃ সিদ্ধকমোক্ষকৌচ।
দগ্ধাঃ সরাজদ্রুম সোমবল্কাস্তদ্ভস্মশীতং বিতরেৎসরঃসু॥
ভস্মাঞ্জলি ঞ্চাপি ঘটে নিধায় বিশোধয়েদীপ্সিতমেবমন্তঃ।
ক্ষিতিপ্রদেশং বিষদূষিতন্তু শিলাস্থলীং তীর্থমথেরিণং বা॥
স্পৃশন্তি গাত্রেণতু যেন যেন গোবাজিনা গোষ্ট্রখরানরাবা।
তচ্ছূনতাংযাত্যথদহ্যতে চ বিশীর্য্যতে রোম নখাস্তথৈব॥
তত্রাপ্যনন্তাং সহসর্ব্বগন্ধৈঃ পিষ্ট্বা সুরাভির্বিনিযোজ্য মার্গং।
সিঞ্চেৎ পয়োভিস্তু মৃদন্বিতৈস্তং বিড়ঙ্গপাঠাকটভীজলৈর্ব্বা॥
তৃণেষুভক্ষ্যেষুচ দূষিতেষু সীদন্তি মূর্চ্ছন্তি বমন্তিচান্যে।
বিড়ভেদমৃচ্ছন্ত্যথবা ম্রিয়ন্তে তেষাং চিকিৎসা প্রণয়েদ্‌যথোক্তাং॥
বিষাপহৈর্ব্বাপ্যগদৈর্ব্বিলিপ্য বাদ্যানি চিত্রাণ্যপি বাদয়েত।
তারঃসুতারঃ সসুরেন্দ্রগোপঃ সর্ব্বৈশ্চ তুল্যঃকুরুবিন্দভাগঃ॥
পিত্তেন যুক্তৈঃ কপিলাষয়েন বাদ্যপ্রলেপো বিহিতঃ প্রশস্তঃ।
বাদ্যস্যশব্দেন হি যান্তি নাশং বিষাণি ঘোরাণ্যপি যানি সন্তি॥
ধূমেঽনিলে বা বিষসম্প্রযুক্তে খগাশ্রমার্ত্তাঃ প্রপতন্তিভূমৌ।
কাশপ্রতিশ্যায় শিরোরুজশ্চ ভবন্তিতীব্রানয়নাময়াশ্চ॥

লাক্ষাহরিদ্রাতিবিষাভয়াব্দ হরেণুকৈলাদলবল্ককুষ্ঠং।
প্রিয়ঙ্গুকঞ্চাপ্যনলে নিধায় ধূমাঽনিলৌচাপিবিশোধয়েত ॥
প্রজামিমামাত্মযোনের্ব্রহ্মণঃ সৃজতঃ কিল।
অকরোদসুরোবিঘ্নং কৈটভোনাম দর্পিতঃ ॥
ততঃক্রুদ্ধস্য বৈ বক্ত্রাদ ব্রহ্মণস্তেজসোনিধেঃ।
ক্রোধোবিগ্রহবান্‌ভূত্বা নিপপাতাথ দারুণঃ ॥
স তং দদাহ গর্জ্জন্ত মন্তকান্ত মহাবলং।
ততো বিষাদো দেবানা মভবত্তং নিরীক্ষ্য বৈ ॥
বিষাদ জননত্বাচ্চ বিষমিত্যভিধীয়তে।
ততঃসৃষ্ট্বা প্রজাঃ শেষং তদা তং ক্রোধমীশ্বরঃ ॥
বিন্যস্তবান্ স ভূতেষু স্থাবরেষু চরেষুচ।
যথাব্যক্তরসংতোয়মন্তরীক্ষান্ মহীগতং ॥
তেষু তেষু প্রদেশেষু রসস্তং তং নিযচ্ছতি।
এবমেবং বিষং যদ্‌যদ্‌দ্রব্যং ব্যাপ্যাবতিষ্ঠতে ॥
স্বভাবাদেব তং তস্য রসং সমনুবর্ত্ততে ॥
বিষে যস্মাদ্‌গুণাঃসর্ব্বে তীক্ষ্ণাঃ প্রায়েন সন্তিহি।
বিষংসর্ব্বমতোজ্ঞেয়ং সর্ব্বদোষ প্রকোপণং ॥
তেতু বৃত্তিং প্রকুপিতা জহতি স্বাং বিষার্দ্দিতাঃ।
নোপযাতিবিষং পাকমতঃ প্রাণানুরুণদ্ধি চ ॥
শ্লেষ্মণাবৃতমার্গত্বাদুচ্ছাসোঽস্য নিরুধ্যতে।
বিসংজ্ঞঃ সন্তিজীবেঽপি তস্মাত্তিষ্ঠতি মানবঃ ॥
শুক্রবৎ সর্ব্বসর্পাণাং বিষংসর্ব্বশরীরগং।
ক্রুদ্ধানামেতিচাঙ্গেভ্যঃ শুক্রংনির্ম্মন্থনাদিব ॥
তেষাংবড়িশবদ্দংষ্ট্রা স্তাসু সজ্জতি চাগতং ॥
অনুদ্বৃত্তা বিষং তস্মান্নমুঞ্চন্তিচ ভোগিনঃ ॥
যস্মাদত্যর্থমুষ্ণঞ্চ তীক্ষ্ণঞ্চ পঠিতং বিষং।

অতঃসর্ব্ববিষেষূক্তঃ পরিষেকস্তু শীতলঃ।
মন্দকীটেষু নাত্যুক্তং বহুবাতকফং বিষং॥
অতঃকীটবিষেচাপি স্বেদো ন প্রতিষিধ্যতে।
কীটৈর্দষ্টানুগ্রবিষৈঃ সর্পবৎ সমুপাচরেৎ॥
স্বভাবাদেব তিষ্ঠেত্তু প্রহারাদংশয়োর্বিষং।
ব্যাপ্য সাবয়বং দেহং দিগ্ধবিদ্ধাহিদষ্টয়োঃ॥
লৌল্যাদ্বিষান্বিতং মাংসং যঃ খাদেন্মৃত মাত্রয়োঃ।
যথাবিষং স রোগেণ ক্লিশ্যতে ম্রিয়তেঽপিবা।
অতশ্চাপ্যনয়োর্মাংস মভক্ষ্যং মৃতমাত্রয়োঃ।
মুহূর্ত্তাত্তদুপাদেয়ং প্রহারাদংশ বর্জ্জিতং॥
সবাতং গৃহধূমাভং পুরীষং যোঽতি সার্য্যতে।
আধ্মাতোঽত্যর্থমুষ্ণাস্রো বিবর্ণঃসাদপীড়িতঃ॥
উদ্বমত্যথ ফেণঞ্চ বিষপীতং তমাদিশেৎ।
ন চাস্য হৃদয়ং বহ্নি র্বিষদুষ্টং দহত্যপি॥
তদ্ধি স্থানং চেতনায়াঃ স্বভাবাদ্ব্যাপ্য তিষ্ঠতি।
অশ্বত্থদেবায়তন শ্মশানবল্মীক সন্ধ্যাসু চতুষ্পথেষু॥
যাম্যে সপিত্রে পরিবর্জ্জনীয়া ঋক্ষেনরা মর্ম্মসু যে চ দষ্টাঃ।
দর্ব্বীকরাণাং বিষমাশুঘাতি সর্ব্বাণি চোষ্ণে দ্বিগুণীভবন্তি॥
অজীর্ণপিত্তাতপপীড়িতেষু বালপ্রমেহেম্বথ গর্ভিনীষু।
বৃদ্ধাতুর ক্ষীণবুভূক্ষিতেষু রুক্ষেষু ভীরুম্বথ দুর্দ্দিনেষু॥
শস্ত্রক্ষতে যস্যনরক্তমস্তি রাজ্যোলতাভিশ্চ ন সম্ভবন্তি।
শীতাভিরদ্ভিশ্চ ন রোম হর্ষো বিষাভিভূতং পরিবর্জ্জয়েত্তং॥
জিহ্বা সিতা যস্যচ কেশশাতো নাসাবভঙ্গশ্চ সকণ্ঠভঙ্গঃ।
কৃষ্ণঃসরক্তঃ শ্বয়থুশ্চ দংশে হন্বোঃ স্থিরত্বঞ্চ স বর্জ্জনীয়ঃ॥
বর্ত্তির্ঘনা যস্য নিরেতি বক্ত্রাদ্রক্তং স্রবেদূর্দ্ধমধশ্চ যস্য।
দংষ্ট্রা নিপাতাঃ সকলাশ্চ যস্য তঞ্চাপি বৈদ্যঃ পরিবর্জ্জয়েত্তু।

উন্মত্তমত্যর্থমুপক্রুতংবা হীন স্বরংবাপ্যথ বা বিবর্ণং ॥
সারিষ্টমত্যর্থমবেগিনঞ্চ জহ্যাচ্চতং কর্ম্ম ন তত্র কুর্য্যাৎ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ সর্পদষ্টবিষবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

ধন্বন্তরিং মহাপ্রাজ্ঞং সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদং।
পাদয়োরুপসংগৃহ্য সুশ্রুতঃ পরিপৃচ্ছতি ॥
সর্পসংখ্যাং বিভাগঞ্চ দষ্টলক্ষণ মেবচ।
জ্ঞানঞ্চ বিষবেগানাং ভগবন্ বক্তুমর্হসি ॥
তস্যতদ্বচনং শ্রুত্বা প্রাব্রবীদ্ ভিষজাংবরঃ।
অসংখ্যা বাসুকীমুখা বিখ্যাতাস্তক্ষকাদয়ঃ ॥
মহীধরাশ্চ নাগেন্দ্রা হুতাগ্নিসমতেজসঃ।
যে চাপ্যজস্রং গর্জ্জন্তি বর্ষন্তিচ তপন্তিচ ॥
সসাগরা গিরিদ্বীপা যৈরিয়ং ধার্য্যতে মহী।
ক্রুদ্ধা নিঃশ্বাস দৃষ্টিভ্যাং যে হন্যুরখিলং জগৎ ॥
নমস্তেভ্যোঽস্তি নো তেষাং কার্য্যংকিঞ্চিচ্চিকিৎসয়া।
যে তু দংষ্ট্রা বিষা ভৌমা যে দশন্তিচ মানুষান্ ॥
তেষাং সঙ্খ্যাং প্রবক্ষ্যামি যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
অশীতিস্ত্বেব সর্পাণাং ভিদ্যতে পঞ্চধা তু সা ॥
দর্ব্বীকরা মণ্ডলিনো রাজিমন্তস্তথৈবচ।
নির্ব্বিষা বৈকরঞ্জাশ্চ ত্রিবিধাস্তে পুনঃস্মৃতাঃ ॥
দর্ব্বীকরা মণ্ডলিনো রাজিমন্তশ্চ পন্নগাঃ।
তেষু দর্ব্বীকরা জ্ঞেয়া বিংশতিঃ ষট্ চ পন্নগাঃ ॥
দ্বাবিংশতির্মণ্ডলিনো রাজিমন্তস্তথাদশ।
নির্ব্বিষা দ্বাদশ জ্ঞেয়া বৈকরঞ্জাস্ত্রয়স্তথা ॥

বৈকরঞ্জোদ্ভবাঃ সপ্তচিত্রা মণ্ডলিরাজিলাঃ ।
পদাভিমৃষ্টা দুষ্টা বা ক্রুদ্ধা গ্রাসার্থিনোঽপিবা ॥
তে দশন্তি মহাক্রোধাস্ত্রিধা ত্রিবিধমুচ্যতে ।
সর্পিতং রদিতংবাপি তৃতীয়মথনির্ব্বিষং ॥
সর্পাঙ্গাভিহতং কেচিদিচ্ছন্তি খলু তদ্বিদঃ ।
পদানি যত্র দন্তানামেকংদ্বে বা বহূনিচ ॥
নিমগ্নান্যল্পরক্তানি যান্যুদ্ধৃত্য করোতি হি ।
চঞ্চুমালকযুক্তানি বৈকৃত্যকরণানিচ ॥
সংক্ষিপ্তানি সশোফানি বিদ্যাত্তৎ সর্পিতংভিষক্ ।
রাজ্যঃ সলোহিতা যত্র নীলাঃ পীতাঃসিতাস্তথা ॥
বিজ্ঞেয়ংরদিতংতত্তু জ্ঞেয়মল্প বিষঞ্চ তৎ ।
অশোফমল্পদুষ্টাসৃক্ প্রকৃতিস্থস্য দেহিনঃ ॥
পদং পদানি বা বিদ্যাদবিষং তচ্চিকিৎসকঃ ।
সর্পস্পৃষ্টস্য ভীরোর্হিভয়েন কুপিতোঽনিলঃ ॥
কস্যচিৎকুরুতে শোফং সর্পাঙ্গাভিহতন্তু তৎ ।
ব্যাধিতোদ্বিগ্নদষ্টানি জ্ঞেয়ান্যল্পবিষাণিচ ॥
তথাতিবৃদ্ধবালাতিদষ্টমল্পবিষংস্মৃতং ।
সুবর্ণদেব-ব্রহ্মর্ষি-যক্ষ-সিদ্ধ নিষেবিতে ॥
বিষঘ্নৌষধিযুক্তেচ দেশে ন ক্রমতে বিষং ।
রথাঙ্গলাঙ্গলচ্ছত্র স্বস্তিকাঙ্কুশধারিণঃ ॥
জ্ঞেয়া দুর্ব্বীকরাঃ সর্পাঃ ফণিনঃ শীঘ্রগামিনঃ ।
মণ্ডলৈর্ব্বিবিধৈশ্চিত্রাঃ পৃথবোমন্দগামিনঃ ॥
জ্ঞেয়া মণ্ডলিনঃ সর্পা জ্বলনার্কসমপ্রভাঃ ।
স্নিগ্ধাবিবিধবর্ণাভিস্তির্য্যগূর্দ্ধন্তু রাজিভিঃ ॥
চিত্রিতা ইব যে ভান্তি রাজিমন্তস্তু তে স্মৃতাঃ ।
মুক্তা রূপ্যপ্রভা যে চ কপিলা যে চ পন্নগাঃ ॥

সুগন্ধিনঃ সুবর্ণাভাস্তে জাত্যা ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ।
ক্ষত্রিয়াঃস্নিগ্ধবর্ণাস্তু পন্নগা ভৃশকোপনাঃ॥
সূর্য্যচন্দ্রাকৃতিচ্ছত্র লক্ষ্ম তেষাংতথাম্বুজং।
কৃষ্ণা বজ্রনিভা যে চ লোহিতাবর্ণতস্তথা॥
ধূম্রাপারাবতাভাশ্চ বৈশ্যাস্তে পন্নগাঃ স্মৃতাঃ।
মহিষদ্বীপবর্ণাভা স্তথৈব পরুষত্বচঃ॥
ভিন্নবর্ণাশ্চ যে কেচিচ্ছূদ্রাস্তে পরিকীর্ত্তিতাঃ।
কোপয়ন্ত্যনিলং জন্তোঃ ফণিনঃ সর্ব্বএবতু॥
পিত্তংমণ্ডলিনশ্চাপি কফঞ্চানেকরাজয়ঃ।
অপত্যমসবর্ণাভ্যাং দ্বিদোষকরলক্ষণং।
জ্ঞেয়ো দোষশ্চ দম্পত্যোর্বিশেষশ্চাত্র বক্ষ্যতে॥
রজন্যাঃ পশ্চিমে যামে সর্পাশ্চিত্রাশ্চরন্তিহি।
শেষেষুক্তা মণ্ডলিনো দিবা দর্ব্বীকরাঃস্মৃতাঃ॥
দর্ব্বীকরাস্তু তরুণা বৃদ্ধা মণ্ডলিন স্তথা।
রাজিমন্তোবয়োমধ্যা জায়ন্তে মৃত্যুহেতবঃ॥
নকুলাকুলিতা বালা বারিবিপ্রহতাঃ কৃশাঃ।
বৃদ্ধা মুক্তত্বচোভীতাঃ সর্পাস্ত্বল্পবিষাঃ স্মৃতাঃ॥

তত্র দর্ব্বীকরাঃ কৃষ্ণসর্পো মহাকৃষ্ণঃ কৃষ্ণোদরঃ শ্বেতকপতো মহাকপোতো বলাহকী মহাসর্পঃ শঙ্খপালী লোহিতাক্ষো গবেধুকঃ পরিসর্পঃ খণ্ডফণঃ ককুদঃ পদ্মো মহাপদ্মো দর্ভপুষ্পো দধিমুখঃ পুণ্ডরীকো ভ্রূকুটীমুখো বিষ্কিরঃ পুষ্পাভিকর্ণো গিরিসর্প ঋজুসর্পঃ শ্বেতোদরো মহাশিরা অলগর্দ্দো আশীবিষ ইতি॥

মণ্ডলিনস্তু। আদর্শমণ্ডলঃ শ্বেতমণ্ডলো বক্তমণ্ডলশ্চিত্রমণ্ডলঃ পৃষতো রোধ্রপুষ্পী মিলিন্দকো গোনসী বৃদ্ধগোনসঃ পনসী মহাপনসী বেণুপত্রকঃ শিশুকো মদনঃ পালিংহিরঃ পিঙ্গলস্তন্তক-পুষ্প পাণ্ডুঃ ষড়গোহগ্নিকো বভ্রুকষায়ঃ কলুষ পারাবতী হস্তাভরণশ্চিত্রক এণীপদ ইতি॥

রাজিমন্তস্তু। পুণ্ডরীকো রাজিচিত্রোঽঙ্গুলরাজির্বিন্দুরাজিঃ কর্দমকস্তৃণ-শোষকঃ সর্ষপকঃ শ্বেতহনুর্দর্ভপুষ্পশ্চক্রকো গোধূমকঃ কিক্কিসাদ ইতি॥

নির্বিষাস্তু। গলগোলী শুকপত্রোঽজগরো দিব্যকোবর্ষাহিকঃ পুষ্পশকলী জ্যোতীরথঃ ক্ষীরিকঃ পুষ্পকোঽহিপতাকোঽন্ধাহিকো গৌরাহিকো বৃক্ষেশয় ইতি॥

বৈকরঞ্জাস্তু ত্রয়াণাং দর্ব্বীকরাদীনাং ব্যতিকরাজ্জাতাঃ। তদ্‌যথা মাকুলিঃ পোটগলঃ স্নিগ্ধরাজিরিতি তত্র কৃষ্ণসর্পেণ গোনস্যাং বৈপরীত্যেন বা জাতে মাকুলিঃ। রাজিলেন গোনস্যাং বৈপরীত্যেন বা জাতঃ পোটগলঃ। কৃষ্ণসর্পেণ রাজিমত্যাং বৈপরীত্যেন বা জাতঃ স্নিগ্ধ রাজিরিতি তেষামাদ্যস্ত পিতৃবদ্বিষোৎকর্ষো দ্বয়োর্মাতৃবদিত্যেকে॥

ত্রয়ানাং বৈকরঞ্জানাং পুনর্দিব্যালক রোধ্রপুষ্পক রাজিচিত্রিকাঃ পোটগলঃ পুষ্পাভিকীর্ণোদর্ভপুষ্পী বেল্লিতকঃ সপ্ততেষামাদ্যা স্ত্রয়োরাজিলবৎ শেষা মণ্ডলিবৎ। এবমেতেষাং সর্পাণা মশীতিরিতি॥

তত্র মহানেত্র-জিহ্বাস্য-শিরসঃ পুমাংসঃ সূক্ষ্মনেত্র-জিহ্বাস্য-শিরসঃ স্ত্রিয়ঃ। উভয়লক্ষণ-মন্দবিষা অক্রোধা নপুংসকা ইতি।

তত্র সর্ব্বেষাং সর্পাণাং সামান্যত এব দষ্ট লক্ষণং বক্ষ্যামঃ॥

কিং কারণং বিষংহি নিশিত নিস্ত্রিংশাশনি হুতবহ দেশ্যমাশুকারি মুহূর্ত্তমপ্যুপেক্ষিতমাতুর মতিপাতয়তি। ন চাবকাশোঽস্তিবাক্ সমূহ মনুসর্ত্তুং।

প্রত্যেকমপি দষ্টলক্ষণেঽভিহিতে সর্পস্ত্রৈবিধ্যোভবতি তস্মাত্রৈবিধ্যমেব বক্ষ্যামঃ। এতদ্ধাতুরহিতমসম্মোহকরঞ্চ। অপি চাত্রৈব সর্ব্ব সর্পব্যঞ্জনাবরোধঃ॥

তত্র দর্ব্বীকর বিষেণত্বঙ্ নয়ন নখ দশন মূত্র পুরীষদংশকৃষ্ণত্বং রৌক্ষ্যং শিরসো গৌরবং সন্ধিবেদনাকটী পৃষ্ঠগ্রীবা দৌর্ব্বল্যং জৃম্ভণং বেপথুঃ স্বরাবসাদো ঘুর্ঘুরকো জড়তা শুষ্কোদ্গারঃ কাসশ্বাসৌ হিক্কা

বায়োরূর্দ্ধগমনং শূলোদ্বেষ্টনং তৃষ্ণালালাস্রাবঃ ফেণাগমনং স্রোতোঽব-রোধস্তাস্তাশ্চ বাতবেদনা ভবন্তি ॥

মণ্ডলিবিষেণ ত্বগাদীনাং পীতত্বং শীতাভিলাষঃ পরিধূপনং দাহ-তৃষ্ণা মদোমূর্চ্ছাজ্বরঃ শোণিতাগমন মূর্দ্ধ মধশ্চ মাংসানামবশাতনং শ্বয়থুর্দংশকোথঃ পীতরূপ দর্শনমাশুকোপস্তাস্তাশ্চ পিত্তবেদনা ভবন্তি ॥

রাজিমদ্বিষেণ শুক্লত্বং ত্বগাদীনাং শীতজ্বরো রোমহর্ষ স্তব্ধত্বং গাত্রা-ণামাদংশ শোফঃ সান্দ্রকফ-প্রসেকশ্ছর্দ্দিরভীক্ষ্ণ মক্ষোঃ কণ্ডূঃ কণ্ঠেশ্বয়থু ঘুর্ঘুরক উচ্ছাসনিরোধস্তমঃপ্রবেশস্তাস্তাশ্চ কফ-বেদনা ভবন্তি ॥

পুরুষাভিদষ্ট ঊর্দ্ধং প্রেক্ষতেঽধস্তাৎ স্ত্রিয়াসিরাশ্চোত্তিষ্ঠন্তি ললাটে। নপুংসকাভিদষ্টস্তির্য্যক্ প্রেক্ষী ভবতি। গর্ভিণ্যা পাণ্ডু-মুখোধ্মাতশ্চ। সূতিকয়া শূলার্ত্তো রুধিরং মেহত্যুপজিহ্বিকা চাস্য ভবতি। গ্রাসার্থিনান্নং কাঙ্ক্ষতি। বৃদ্ধেন মন্দা বেগাশ্চ। বালে-নাশু মৃদবশ্চ। নির্ব্বিষেণাবিষলিঙ্গং। অন্ধাহিকেনান্ধত্বমিত্যেকে। গ্রসনাদজগরঃ শরীর-প্রাণহরো ন বিষাৎ। তত্র সদ্যঃ প্রাণহরাহিদষ্টঃ পততি শস্ত্রাঽশনিনিহত ইব ভূমৌ স্রস্তাঙ্গঃ স্বপিতি।

তত্র সর্ব্বেষাং সর্প্পানাং বিষস্য সপ্ত বেগাভবন্তি। তত্র দর্ব্বী-করাণাং প্রথমে বেগে বিষং শোণিতং দূষয়তি। তৎপ্রদুষ্টং কৃষ্ণতা-মুপৈতি তেন কার্ষ্ণ্যপিপীলিকাপরিসর্পণমিব চাঙ্গে ভবতি দ্বিতীয়ে মাংসং দূষয়তি তেনাত্যর্থং কৃষ্ণতা শোফোগ্রন্থয়শ্চাঙ্গে ভবন্তি তৃতীয়ে মেদো দূষয়তি তেন দংশক্লেদঃ শিরো গৌরবং স্বেদশ্চক্ষু গ্রহণঞ্চ। চতুর্থে কোষ্ঠমনু প্রবিশ্য কফ প্রধানান্ দোষান্ দূষয়তি। তেন তন্দ্রা-প্রসেক সন্ধিবিশ্লেষা ভবন্তি। পঞ্চমেঽস্থীন্যনুপ্রবিশতি প্রাণমগ্নিঞ্চ দূষয়তি তেন পর্ব্বভেদোহিক্কাদাহশ্চ ভবতি। ষষ্ঠে মজ্জানমনুপ্রবিশতি গ্রহণীঞ্চাত্যর্থং দূষয়তি। তেন গাত্রাণাং গৌরবমতিসারো হৃৎপীড়া মূর্চ্ছা চ ভবতি। সপ্তমে শুক্রমনুপ্রবিশতি ব্যানঞ্চাত্যর্থং কোপয়তি। কফঞ্চ সূক্ষ্ম স্রোতোভ্যঃ প্রচ্যাবয়তি তেন শ্লেষ্ম বর্ত্তি প্রাদুর্ভাবঃ কটি

পৃষ্ঠভঙ্গশ্চ সর্ব্বচেষ্টাবিঘাতো লালাস্বেদয়ো রতিপ্রবৃত্তিরুচ্ছাস-নিরোধশ্চ ভবতি ॥

তত্র মণ্ডলিনাং প্রথমে বেগে বিষং শোণিতং দূষয়তি তত্তত্র প্রদুষ্টং শীততামুপৈতি তত্র পরিদাহঃ পীতাবভাষতাচাঙ্গানাং ভবতি। দ্বিতীয়ে মাংসং দূষয়তি তেনাত্যর্থং পীততাপরিদাহৌ দংশে শ্বয়থুশ্চভবতি। তৃতীয়ে মেদো দূষয়তি তেন পূর্ব্ব বচ্চক্ষুর্গ্রহণং তৃষ্ণা দংশে ক্লেদ স্বেদশ্চ। চতুর্থে কোষ্ঠমনু প্রবিশ্য জ্বরমাপাদয়তি। পঞ্চমে পরিদাহং সর্ব্বগাত্রেষু করোতি। ষষ্ঠ সপ্তময়োঃ পূর্ব্ববং।

রাজিমতাং প্রথমে বেগে বিষং শোণিতং দূষয়তি তৎপ্রদুষ্টং পাণ্ডুতামুপৈতি তেন রোমহর্ষঃ শুক্লাবভাষশ্চ পুরুষো ভবতি। দ্বিতীয়ে মাংসং দূষয়তি তেন পাণ্ডুতাত্যর্থং জাড্যং শিরঃ শোফশ্চ ভবতি। তৃতীয়ে মেদো দূষয়তি তেন চক্ষুর্গ্রহণং দন্তক্লেদঃ স্বেদো ঘ্রাণাক্ষিস্রাবশ্চ ভবতি। চতুর্থে কোষ্ঠমনুপ্রবিশ্য মন্যাস্তম্ভং শিরো গৌরবঞ্চাপাদয়তি ॥ পঞ্চমে বাক্‌সংঙ্গং শীতজ্বরঞ্চ করোতি ষষ্ঠসপ্তময়োঃপূর্ব্ববদিতি ভবন্তি চাত্র।

ধাত্বন্তরেষু যাঃসপ্ত কলাঃ সম্পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তাস্বেকৈকামতিক্রম্য বেগং প্রকুরুতে বিষং ॥
যেনান্তরেণহি কলাং কালকল্পং ভিনত্তিহি।
সমীরণেনোহ্যমানং তত্তু বেগান্তরং স্মৃতং ॥
শূনাঙ্গঃ প্রথমে বেগে পশুর্ধ্যায়তি দুঃখিতঃ।
লালাস্রাব দ্বিতীয়েতু কৃষ্ণাঙ্গঃ পীড্যতে হৃদি ॥
তৃতীয়ে'চ শিরোদুঃখং কণ্ঠগ্রীবঞ্চ ভজ্যতে।
চতুর্থে বেপতে মূঢ়ঃ খাদন্ দন্তান্ জহাত্যসূন্ ॥
কেচিদ্বেগত্রয়ং প্রাহু রন্তশ্চৈতেষু তদ্বিদঃ।
ধ্যায়তি প্রথমে বেগে পক্ষী মুহ্যত্যতঃপরং ॥
দ্বিতীয়ে বিহ্বলঃ প্রোক্ত স্তৃতীয়ে মৃত্যু মৃচ্ছতি।

কেচিদেকং বিহঙ্গেষু বিষবেগ মুশন্তিহি ॥
মার্জ্জার নকুলাদীনাং বিষং নাতি প্রবর্ত্ততে।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ সর্পদষ্টকল্প চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

সর্ব্বৈরেবাদিতঃ সর্পৈঃ শাখাদষ্টস্য দেহিনঃ।
দংশস্যোপরি বধ্নীয়াদরিষ্টাশ্চতুরাঙ্গুলে ॥
প্লোতচর্ম্মান্ত-বল্কানাং মৃদুনান্য তমেন চ।
ন গচ্ছতি বিষং দেহমরিষ্টাভির্নিবারিতং ॥
দহেদ্দংশমথোৎকৃত্য যত্র বন্ধো ন জায়তে।
আচুষণচ্ছেদ দাহাঃ সর্ব্বত্রৈব তু পূজিতাঃ ॥
প্রতিপূর্য্য মুখং বস্ত্রে র্হিতমাচুষণং ভবেৎ।
স দষ্টব্যোঽথ বা সর্পো লোষ্ট্রো বাপি হি তৎক্ষণং ॥
অথ মণ্ডলিনা দষ্টং ন কথঞ্চন দাহয়েৎ।
স পিত্তবিষবাহুল্যাদ্দংশো দাহাদ্বিসর্পতি ॥
অরিষ্টামপি মন্ত্রৈশ্চ বধ্নীয়ান্মন্ত্রকোবিদঃ।
সা তু রজ্জ্বাদিভির্ব্বদ্ধা বিষপ্রতিকরীমতা ॥
দেব ব্রহ্মর্ষিভিঃ প্রোক্তা মন্ত্রা সত্যতপোময়াঃ।
ভবন্তি নান্যথাক্ষিপ্রং বিষং হন্যুঃ সুদুস্তরং ॥
বিষং তেজোময়ৈর্ম্মন্ত্রৈঃ সত্যব্রহ্মতপোময়ৈঃ।
যথা নিবার্য্যতে ক্ষিপ্রং প্রযুক্তৈর্ন্ন তথৌষধৈঃ ॥
মন্ত্রাণাং গ্রহণং কার্য্যং স্ত্রীমাংস মধুবর্জ্জিনা।
জিতাহারেণ শুচিনা কুশাস্তরণ শায়িনা ॥
গন্ধমাল্যোপহারৈশ্চ বলিভিশ্চাপি দেবতাঃ।
পূজয়েন্মন্ত্রসিদ্ধ্যর্থং জপহোমৈশ্চ যত্নতঃ ॥

মন্ত্রাস্তু বিধিনা প্রোক্তা হীনা বা স্বরবর্ণতঃ ।
যস্মান্নসিদ্ধিমায়ান্তি তস্মাদ্যোজ্যোঽগদক্রমঃ ॥
সমন্ততঃ শিরাদংশাদ্বিধ্যেত্তু কুশলোভিষক্ ।
শাখাগ্রে বা ললাটে বা বেধ্যাস্তা বিসৃতে বিষে ॥
রক্তে নিহ্রিয়মাণেতু কৃৎস্নংনিহ্রিয়তে বিষং ।
তস্মাদ্বিস্রাবয়েদ্রক্তং সাহ্যস্য পরমা ক্রিয়া ॥
সমন্তাদগদৈর্দংশং প্রচ্ছয়িত্বা প্রলেপয়েৎ ।
চন্দনোশীর যুক্তেন বারিণা পরিষেচয়েৎ ॥
পায়য়েতাগদাং স্তাংস্তান্ ক্ষীরক্ষৌদ্র ঘৃতাদিভিঃ ।
তদলাভে হিতা বা স্যাৎ কৃষ্ণাবল্মীক মৃত্তিকা ॥
কোবিদার শিরীষার্ক কটভীর্ব্বাপি ভক্ষয়েৎ ।
ন পিবেত্তৈলকৌলথ্য-মদ্য-সৌবীরকাণি চ ॥
দ্রবমন্যত্তু যৎকিঞ্চিৎ পীত্বাপীত্বা তদুদ্বমেৎ ।
প্রায়োহি বমনেনৈব সুখংনিহ্রিয়তে বিষং ॥
ফণিনাং বিষবেগেতু প্রথমে শোণিতং হরেৎ ।
দ্বিতীয়ে মধুসর্পির্ভ্যাং পায়য়েতাগদং ভিষক্ ॥
নস্য কর্ম্মাঞ্জনে যুঞ্জ্যাত্তৃতীয়ে বিষনাশনে ।
বান্তং চতুর্থে পূর্ব্বোক্তাং যবাগূমথ দাপয়েৎ ॥
শীতোপচারং কৃত্বাদৌ ভিষক্ পঞ্চম ষষ্ঠয়োঃ ।
দাপয়েচ্ছোধনং তীক্ষ্ণং যবাগূঞ্চাপি কীর্ত্তিতাং ॥
সপ্তমেত্ববপীড়েন শীরস্তীক্ষ্ণেণ শোধয়েৎ ।
তীক্ষ্ণমেবাঞ্জনং দদ্যাত্তীক্ষ্ণশস্ত্রেণ মূৰ্দ্ধি চ ॥
কুর্য্যাৎ কাকপদং চর্ম্ম সাসৃগ্বা পিশিতং ক্ষিপেৎ ।
পূর্ব্বে মণ্ডলিনাং বেগে দর্ব্বীকর বদাচরেৎ ॥
অগদং মধুসর্পির্ভ্যাং দ্বিতীয়ে পায়য়েতচ ।
বাময়িত্বা যবাগূঞ্চ পূর্ব্বোক্তামথ দাপয়েৎ ॥

তৃতীয়ে শোধিতং তীক্ষ্ণৈর্বাগূং পায়য়েদ্ধিতাং।
চতুর্থে পঞ্চমে বাপি দর্ব্বীকরবদাচরেৎ॥
কাকোল্যো দ্বিহিতঃষষ্ঠে পরশ্চ মধুরোগণঃ।
হিতোঽবপীড়েস্ত্বগদঃ সপ্তমে বিষনাশনঃ॥
অথ রাজিমতাং বেগে প্রথমে শোণিতং হরেৎ।
অগদং মধুসর্পির্ভ্যাং সংযুক্তং পায়য়েত চ॥
বান্তং দ্বিতীয়ে ত্বগদং পায়য়েদ্বিষনাশনং।
তৃতীয়াদিষু ত্রিষ্বেব বিধির্দর্ব্বীকরোহিতঃ॥
ষষ্ঠেঽঞ্জনং তীক্ষ্ণতম মবপীড়শ্চ সপ্তমে।
গর্ভিণী বালবৃদ্ধানাং সিরাব্যধ বিবর্জ্জিতং॥
বিষার্ত্তানাং যথোদ্দিষ্টং বিধানং শস্যতে মৃদু।
রক্তাবসেকাঞ্জনানি নরতুল্যান্যজাবিকে॥
গবশ্বয়োশ্চ দ্বিগুণং ত্রিগুণং মহিষোষ্ট্রয়োঃ।
চতুর্গুণন্তু নাগানাং কেবলং সর্ব্বপক্ষিণাং॥
পরিষেকান্ প্রদেহাংশ্চ সুশীতানবচারয়েৎ।
মাষকং ত্বঞ্জনস্যোষ্টং দ্বিগুণং নস্যতো হিতং॥
পানে চতুর্গুণংপথ্যং বমনেঽষ্টগুণং পুনঃ।
দেশপ্রকৃতিসাত্ম্যর্ত্তু বিষবেগ বলাবলং॥
প্রধার্য্য নিপুণো বুদ্ধ্যা ততঃকর্ম্মসমাচরেৎ।
বেগানুপূর্ব্বমিত্যেতৎ কর্ম্মোক্তংবিষনাশনং॥
কর্ম্মাবস্থাবিশেষেণ বিষয়োরুভয়োঃশৃণু।
বিবর্ণে কঠিনে শূনে সরুজেঽঙ্গে বিষার্দ্দিতে॥
তূর্ণংবিস্রাবণং কার্য্যমুক্তেন বিধিনাততঃ।
ক্ষুধার্ত্তমনিলপ্রায়ং তদ্বিষার্ত্তং সমাহিতঃ॥
পায়যেদ্দধিতক্রংবা সর্পিঃক্ষৌদ্রং তথারসং।
তৃড়্দাহঘর্ম্মসংমোহে পৈত্তং পৈত্তে বিষাতুরং॥

শীতৈঃ সংবাহন স্নান প্রদেহৈঃ সমুপাচরেৎ।
শীতে শীত প্রসেকার্ত্তং শ্লৈষ্মিকং কফকুষিষং ॥
বামযেৎমনৈস্তীক্ষ্ণৈ স্তথামূর্চ্ছামদান্বিতং।
কোষ্ঠদাহরুজাধ্মান মূত্রসংঙ্গরুগন্বিতং ॥
বিরেচয়েচ্ছকৃদ্বায়ুসঙ্গ পিত্তাতুরং নরং।
শূনাক্ষিকূটংনিদ্রার্ত্তং বিবর্ণাবিললোচনং ॥
বিবর্ণঞ্চাপি পশ্যন্তমঞ্জনৈঃ সমুপাচরেৎ।
শিরোরুগ্‌গৌরবালস্য হনুস্তম্ভ গলগ্রহে ॥
শিরোবিরেচয়েৎক্ষিপ্রং মন্যাস্তম্ভেচ দারুণে।
নষ্টসংজ্ঞং বিবৃত্তাক্ষং ভগ্নগ্রীবং বিরেচনৈঃ ॥
চূর্ণৈঃপ্রধমনৈস্তীক্ষ্ণৈর্বিষার্ত্তং সমুপাচরেৎ।
তাড়য়েচ্চ সিরাঃক্ষিপ্রং তস্যশাখাললাটজাঃ ॥
তাস্বপ্রসিচ্যমানাসু মূর্দ্ধ্নি শস্ত্রেণ শাস্ত্রবিৎ।
কুর্য্যাৎকাকপদাকারং ব্রণমেবং স্রবন্তি তাঃ ॥
সরক্তংচর্ম্ম মাংসং বা নিক্ষিপেচ্চাস্য মূর্দ্ধ্নি চ।
চর্ম্মবৃক্ষকষায়ং বা চূর্ণং বা কুশলো ভিষক্ ॥
বাদয়েচ্চাগদৈর্লিপ্তা দুন্দুভিস্তস্য পার্শ্বয়োঃ।
লব্ধসংজ্ঞং পুনশ্চৈন মূর্দ্ধ্ঞাধশ্চ শোধয়েৎ ॥
নিঃশেষং নির্হরেচ্চৈব বিষং পরমদুর্জ্জয়ং।
অল্পমপ্যবশিষ্টং হি ভূয়োবেগায় কল্পতে ॥
কুর্য্যাদ্বা সাদবৈবর্ণ্যং জ্বরকাশ শিরোরুজঃ।
শোফশোষ প্রতিশ্যায় তিমিরারুচি পীনসান্ ॥
তেষুচাপি যথা দোষংপ্রতিকর্ম্ম প্রযোজয়েৎ।
বিষার্ত্তোপদ্রবাংশ্চাপি যথাস্বংসমুপাচরেৎ ॥
অথারিষ্টাংবিমোচ্যাশু প্রচ্ছুষিত্বাঙ্কিতং তথা।
দিহ্যাত্তত্র বিষং স্বল্পং ভূয়োবেগায় কল্পতে ॥

এবং ক্রিয়াক্রমৈর্মন্ত্রৈ রৌষধিভিশ্চ যত্নতঃ।
বিষে হৃতগুণে দেহাদ্যদা দোষঃ প্রকুপ্যতি ॥
তদাপবন মুদ্বৃত্তং স্নেহাদ্যৈঃ সমুপাচরেৎ।
তৈলমৎস্যকুলথাম্ল বর্জ্জৈর্মারুত নাশনৈঃ ॥
পিত্তজ্বরহরৈঃ পিত্তং কষায়ৈঃস্নেহ বস্তিভিঃ।
কফমারগ্বধাদ্যেন সক্ষৌদ্রেন গণেনতু ॥
শ্লেষ্মঘ্নৈরগদৈশ্চাপি তিক্তংরুক্ষৈশ্চ ভোজনৈঃ।
বৃক্ষপ্রপাত বিষমপতিতং মৃতমন্তসি ॥
উদ্ধৃতঞ্চামৃতং সদ্যশ্চিকিৎসেন্নষ্ট সজ্ঞবৎ।
গাঢ়ংবদ্ধেঽরিষ্টয়া প্রচ্ছিতেঽপি
তীক্ষ্ণৈর্লেপৈ স্তদ্বিধৈর্ব্বাবিশেষৈঃ।
শূনে গাত্রে ক্লিন্নমত্যর্থপূতি জ্ঞেয়ংমাংসং তদ্বিষাৎপূতিকষ্টং ॥
সদ্যোবিদ্ধং নিস্রবেৎকৃষ্ণরক্তং
পাকংযাযাদ্দহ্যতে চাপ্যভীক্ষ্ণং।
কৃষ্ণীভূতংক্লিন্নমত্যর্থপূতি শীর্ণংমাংসং যাত্যজস্রং ক্ষতাংশ্চ ॥
তৃষ্ণামূর্চ্ছা ভ্রান্তিদাহৌ জ্বরশ্চ যস্যস্যুস্তং দিগ্ধবিদ্ধং ব্যবস্যেৎ
পূর্ব্বোদ্দিষ্টং লক্ষণং সর্ব্বমেতৎ
জুষ্টং যস্যালং বিষেণ ব্রণাঃস্যুঃ ॥
লূতাদষ্টাদিগ্ধবিদ্ধাবিষৈর্ব্বা
জুষ্টা যে স্যুর্য্যেব্রণাঃপূতি মাংসাঃ।
তেষাং যুক্ত্যাপূতিমাংসান্যপোহ্য
বার্য্যোকোভিঃ শোণিতঞ্চাপহৃত্য ॥
হৃত্বাদোষান্ ক্ষিপ্রমূর্দ্ধমধশ্চ
সম্যক্‌সিঞ্চেৎ ক্ষীরিণাং ত্বক্কষায়ৈঃ।
অন্তর্ব্বস্ত্রং দাপয়েচ্চ প্রদেহান্
শীতৈর্দ্রব্যৈরাজ্য-যুক্তৈর্ব্বিষঘ্নৈঃ ॥

ভিন্নেঽস্থ্নৈব দুষ্টজাতেন কার্য্যঃ
পূর্ব্বোমার্গঃ পৈত্তিকে যো বিষেচ।
ত্রিবৃদ্‌বিশল্যে মধুকং হরিদ্রে
রক্তানরেন্দ্রো লবণশ্চ বর্গঃ॥
কটুত্রিকংচৈব বিচূর্ণিতানি শৃঙ্গে নিদধ্যান্মধু সংযুতানি।
এষোঽগদোঽহন্তি বিষংপ্রযুক্তঃ
পানাঞ্জনাভ্যঞ্জন নস্যযোগৈঃ॥
অবার্য্যবীর্য্যো বিষবেগ হন্তা মহাগদোনাম মহাপ্রভাবঃ।
বিড়ঙ্গপাঠাত্রিফলাজমোদা
হিঙ্গূনিচক্রং ত্রিকটূনি চৈব॥
সর্ব্বশ্চবর্গো লবণশ্চ সূক্ষ্মঃ সচিত্রকঃক্ষৌদ্রযুতো নিধেয়ঃ।
শৃঙ্গেগবাং শৃঙ্গময়েনচৈব
প্রচ্ছাদিতঃ পক্ষমুপেক্ষিতশ্চ॥
এষোঽগদঃ স্থাবর জঙ্গমানাং
জেতাবিষাণামজিতোহি নাম্না।
প্রপৌণ্ডরীকং সুরদারুমুস্তা কালানুসার্য্যা কটুরোহিণী চ॥
স্থৌণেয়কংধ্যামকপদ্মকানি পুন্নাগতালীশ সুবর্চ্চিকাচ।
কুটন্নটৈলাসিতসিন্ধুবারাঃ শৈলেয়কুষ্ঠে তগরং প্রিয়ঙ্গুঃ॥
রোধ্রংজলংকাঞ্চনগৈরিকঞ্চ সমাগধঞ্চন্দন সৈন্ধবঞ্চ।
সূক্ষ্মাণি চূর্ণানি সমানি কৃত্বা শৃঙ্গেনিদধ্যান্মধুসংযুতানি॥
এষোঽগদস্তার্ক্ষ্যইতি প্রদিষ্টো বিষংনিহন্যাদপি তক্ষকস্য।
মাংসীহরেণু ত্রিফলামুরঙ্গী রক্তালতাযষ্টিক পদ্মকানি॥
বিড়ঙ্গতালীশ সুগন্ধিকৈলা ত্বক্‌কুষ্ঠপত্রাণি সচন্দনানি।
ভার্গীপটোলংকিণিহী সপাঠা মৃগাদনী কর্ক্কটিকাপুরঞ্চ॥
পালিন্দ্যশোকৌ ক্রমুকং সুরস্যাঃ প্রসূনমারুষ্ক রজঞ্চপুষ্পং।
চূর্ণান্যথৈষাং নিহিতানি শৃঙ্গে ন্যসেচ্চ পিত্তানি সমাক্ষিকানি॥

বরাহগোধাশিখিশল্লকানাং মার্জ্জারজং পার্ষত নাকুলেচ।
যস্যাগদোঽয়ং সুকৃতোগৃহেস্যান্নাম্নর্ষভোনাম নরর্ষভস্য॥
ন তত্রসর্পাঃকুতএব কীটাঃ ত্যজন্তিবীর্য্যাণি বিষাণিচৈব।
এতেন ভের্য্যঃ পটহাশ্চ দিগ্ধা নানদ্যমানা বিষমাশু হন্যুঃ॥
দিগ্ধাঃপতাকাশ্চ নিরীক্ষ্য সদ্যোবিষাভিভূতাহ্যবিষাভবন্তি।
লাক্ষাহরেণুর্নলদং প্রিয়ঙ্গুঃ শিগ্রুদ্বয়ং যষ্টিক পৃথ্বিকাশ্চ॥
চূর্ণীকৃতোঽয়ংরজনীবিমিশ্রো বর্গোবিধেয়ো মধুসর্পিষাক্তঃ।
শৃঙ্গেগবাংপূর্ব্ববদাপিধান স্ততঃপ্রযোজ্যোঽঞ্জননস্যপানৈঃ॥
সঞ্জীবনীনাম গতাসুকল্প মেষোঽগদোজীবয়তীহ মর্ত্ত্যং।
শ্লেষ্মাতঃককট্‌ফল মাতুলুঙ্গঃ শ্বেতাগিরিহ্বাকিণিহীসিতাচ॥
সতণ্ডুলীয়োঽগদ এষমুখ্যোবিষেষু দর্ব্বীকররাজিলানাং।
দ্রাক্ষাসুগন্ধানগবৃত্তিকাচ পিষ্টা সমঙ্গা সমভাগযুক্তা॥
দেয়োদ্বিভাগঃসুরসাচ্ছদস্য কপিত্থবিল্বাদপিদাড়িমাচ্চ॥
তথার্দ্ধভাগোঽসিতসিন্ধুবারা দঙ্কোটমূলাদপি গৈরিকাচ্চ।
এষোঽগদঃক্ষৌদ্রযুতো নিহন্তি
বিশেষতোমণ্ডলিনাঃ বিষাণি॥
বংশত্বগার্দ্রামলকং কপিত্থং কটুত্রিকংহৈমবতী সকুষ্ঠা।
করঞ্জবীজংতগরংশিরীষ পুষ্পঞ্চগোপিত্তযুতং নিহন্তি॥
বিষাণি লূতোন্দুরুপন্নগানাং কৈটঞ্চ লেপাঞ্জননস্য যোগৈঃ।
পুরীষমূত্রাঽনিলগর্ভসঙ্গান্নিহন্তি বর্ত্ত্যঞ্জননাভিলেপৈঃ॥
কাচার্ব্বুদকোথান্ পটলাংশ্চঘোরান্
পুষ্পঞ্চ হন্ত্যঞ্জননস্যযোগৈঃ।
সমূলপুষ্পাঙ্কুর বঙ্কবীজাৎ ক্বাথঃশিরীষাত্ত্রিকটু প্রগাঢ়ঃ॥
সলাবণঃক্ষৌদ্রযুতোঽথ পীতোবিশেষতঃ কীটবিষং নিহন্তি।
কুষ্ঠং ত্রিকটুকং দার্ব্বি মধুকলবণদ্বয়ং।
মালতীনাগপুষ্পঞ্চ সর্ব্বাণি মধুরাণিচ॥

কপিথরসপিষ্টোঽয়ং শর্করাক্ষৌদ্রসংযুতঃ।
বিষংহন্ত্যগদঃ সর্ব্বং মূষিকানাং বিশেষতঃ॥
সোমরাজীফলংপুষ্পং কটভীসিন্ধুবারকঃ।
চোরকোবরুণঃ কুষ্ঠং সর্ব্বগন্ধা সসপ্তলা॥
পুনর্ণবা শিরীষস্য পুষ্পমারগ্বধার্কজং।
শ্যামাম্বষ্ঠাবিড়ঙ্গানি তথাব্রাঃ সপ্তকানিচ॥
ভূমীকুরবকশ্চৈব গণ একসরঃস্মৃতঃ।
একশোদ্বিস্ত্রিশোবাপি প্রযোক্তব্যোবিষাপহঃ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো মূষিককল্পং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

পূর্ব্বমুক্তাঃ শুক্রবিষা মূষিকা যে সমাসতঃ।
নাম লক্ষণভৈষজ্যৈ রষ্টাদশ নিবোধতান্॥
লালনঃ পুত্রকঃ কৃষ্ণো হংসিরশ্চিক্কিরস্তথা।
ছুছুন্দরোঽলসশ্চৈব কষায় দশনোঽপিচ॥
কুলিঙ্গশ্চাজিতশ্চৈব চপলঃ কপিলস্তথা।
কোকিলোঽরুণসঙ্গশ্চ মহাকৃষ্ণস্তথোন্দুরঃ॥
শ্বেতেন মহতাসার্দ্ধং কপিলেনাখুনা তথা।
মূষিকশ্চ কপোতাভ স্তথৈবাষ্টাদশ স্মৃতাঃ॥
শুক্রংপততি যত্রৈষাং শুক্রদিগ্ধৈঃ স্পৃশন্তিবা।
নখদন্তাদিভিস্তস্মিন্ গাত্রেরক্তং প্রদূষ্যতি॥
জায়ন্তে গ্রন্থয়ঃ শোফাঃ কর্ণিকা মণ্ডলানি চ।
পিড়কোপচয়শ্চোগ্রা বিসর্পাঃ কিটিমানি চ॥
পর্ব্বভেদোরুজস্তীব্রা জ্বরোমূর্চ্ছাচ দারুণা।
দৌর্ব্বল্যমরুচিঃ শ্বাসো বমথুর্লোমহর্ষণং॥

দষ্টরূপং সমাসোক্ত মেতচ্চ ব্যাসতঃ শৃণু।
লালাস্রাবোলালনেন হিক্কাচর্দ্দিশ্চ জায়তে ॥
তণ্ডুলীয়ককল্কন্তু লিহ্যাত্তত্র সমাক্ষিকং।
পুত্রকেণাঙ্গ সাদশ্চ পাণ্ডুবর্ণশ্চ জায়তে ॥
চীয়তে গ্রন্থিভিশ্চাঙ্গমাখুশাবক সন্নিভৈঃ।
শিরীষেঙ্গুদকল্কন্তু লিহ্যাত্তত্র সমাক্ষিকং ॥
কৃষ্ণেনাসৃক্ ছর্দয়ন্তি দুর্দ্দিনেষু বিশেষতঃ।
শিরীষফলকুষ্ঠন্তু পিবেৎ কিংশুক ভস্মনা ॥
হংসিরেণান্নবিদ্বেষো জৃম্ভা লোমাঞ্চহর্ষণং।
পিবেদারগ্বধাদিন্তু সুবান্তস্তত্র মানবঃ ॥
চিক্কিরেণ শিরোদুঃখং শোফোহিক্কাবমীতথা।
জালিনী মদনাস্ফোট কষায়ৈর্ব্বাময়েত্তু তং ॥
ছুছুন্দরেণ বিড়্ভঙ্গো গ্রীবাস্তম্ভো বিজৃম্ভণং।
যবনালর্ষভক্ষারং বৃহত্যাশ্চাত্র দাপয়েৎ ॥
গ্রীবাস্তম্ভোঽলসেনোর্দ্ধ বায়ুর্দংশে রুজাজ্বরঃ।
মহাগদং সসর্পিস্কং লিহ্যাত্তত্র সমাক্ষিকং ॥
নিদ্রাকষায়দস্তেন হৃচ্ছোষঃ কার্শ্যমেবচ।
ক্ষৌদ্রোপেতাঃ শিরীষস্য লিহ্যাৎ সারফলত্বচঃ ॥
কুলিঙ্গেন রুজঃ শোফোরাজ্যশ্চ দংশমণ্ডলে।
সহে সসিন্ধুবারে চ লিহ্যাত্তত্র সমাক্ষিকে ॥
অজিতেন বমী মূর্চ্ছা হৃদ্গ্রহঃ কৃষ্ণনেত্রতা।
তত্রস্নুহীক্ষীর পিষ্টাং পালিন্দীং মধুনা লিহেৎ ॥
চপলেন ভবেচ্ছর্দ্দির্মূর্চ্ছা চ সহ তৃষ্ণয়া।
সভদ্রকাষ্ঠাং সজটাং ক্ষৌদ্রেণ ত্রিফলাং লিহেৎ ॥
কপিলেন ব্রণে কোথো জরোগ্রন্থ্যাগমস্তথা।
ক্ষৌদ্রেণলিহ্যাত্ত্রিফলাঃ শ্বেতাংচাপি পুনর্ণবা ॥

গ্রন্থয়ঃ কোকিলেনোগ্রা জ্বরোদাহশ্চ দারুণঃ।
বর্ষাভূনীলিনীকাথ সিদ্ধং তত্র ঘৃতং পিবেৎ॥
অরুণেনানিলঃক্রুদ্ধো বাতজান্ কুরুতে গদান্।
মহাকৃষ্ণেণ পিত্তঞ্চ শ্বেতেন কফ এবচ।
মহতা কপিলেনাসৃক্ কপোতেন চতুষ্টয়ং॥
ভবন্তি চৈষাং দংশেষু গ্রন্থিমণ্ডল কর্ণিকাঃ।
পিড়কোপচয়াশ্চোগ্রাঃ শোফশ্চ ভৃশদারুণঃ।
দধিক্ষীরঘৃতপ্রস্থা স্ত্রয়ঃপ্রত্যেকশো মতাঃ।
করঞ্জারগ্বধব্যোষ বৃহত্যাংশুমতী স্থিরাঃ॥
নিঃকাথ্য চৈষাং কাথস্য চতুর্থাংশপুনর্ভবেৎ।
তৃবৃত্তিলামৃতাচক্র সর্ব্বগন্ধা সমৃত্তিকা॥
কপিত্থদাড়িমত্বক্চ সুপিষ্টানিতু দাপয়েৎ।
তৎসর্ব্বমেকতঃ কৃত্বা শনৈর্মৃদ্বগ্নিনাপচেৎ॥
পঞ্চানামরুণাদীনাং বিষমেতদ্ব্যপোহতি।
কাকাদনী কাকমাচী স্বরসেম্বথবা কৃতং।
সিরাশ্চ স্রাবয়েৎ প্রাজ্ঞঃ কুর্য্যাৎ সংশোধনানি চ॥
সর্ব্বেষাঞ্চ বিধিঃকার্য্যো মূষিকানাং বিষেষয়ং।
দগ্ধাবিস্রাবয়েদ্দংশং প্রচ্ছিতঞ্চ প্রলেপয়েৎ॥
শিরীষরজনী কুষ্ঠ কুঙ্কুমৈরমৃতাযুতৈঃ।
ছর্দ্দনং জালিনীকাথৈঃ শুকাখ্যাঙ্কোটয়োরপি॥
শুকাখ্যাকোষবত্যোশ্চ মূলং মদন এবচ।
দেবদালীফলঞ্চৈব দধ্না পীত্বা বিষং বমেৎ॥
ফলং বচাদেবদালী কুষ্ঠং গোমূত্র পেষিতং।
পূর্ব্বকল্পেন যোজ্যাঃস্যুঃ সর্ব্বোন্দুর বিষচ্ছিদঃ॥
বিরেচনে তৃবৃদ্দন্তী ত্রিফলাকল্ক ইষ্যতে।
শিরোবিরেচনে সারঃ শিরীষফলমেবচ॥

কটুত্রিকাদ্যশ্চহিতো গোময়স্বরসোঽঞ্জনে।
কপিত্থ গোময় রসঃ সক্ষৌদ্রোলেহ ইষ্যতে॥
রসাঞ্জন হরিদ্রেন্দ্রযবকট্বীষু বা কৃতং।
কল্কং সাত্তিবিষং প্রাতর্লিহ্যাচ্চ ক্ষৌদ্র সংযুতং॥
তণ্ডুলীয়কমূলেষু সর্পিঃ সিদ্ধং পিবেন্নরঃ।
আস্ফোতমূলসিদ্ধং বা পঞ্চ কাপিত্থ মেব বা॥
মূষিকাণাং বিষং প্রায়ঃ কুপ্যত্যভ্রেষু নির্হৃতং।
তত্রাপ্যেষু বিধিঃকার্য্যো যশ্চদূষী বিষাপহঃ॥
স্থিরাণাং রুজতাংবাপি ব্রণানাং কর্ণিকাভিষক্।
পাটয়িত্বা যথাদোষং ব্রণবচ্চাপি শোধয়েৎ॥
শৃগালশ্বতরক্ষ্বৃক্ষ ব্যাঘ্রাদীনাং যদানিলঃ।
শ্লেষ্ম প্রদুষ্টোমুষ্ণাতি সংজ্ঞাংসংজ্ঞাবহাশ্রিতঃ॥
তদাপ্রস্রস্তলাঙ্গূল হনুস্কন্ধোঽতিলালবান্।
অত্যর্থবধিরোঽন্ধশ্চ সোঽন্যোন্যমভিধাবতি॥
তেনোন্মত্তেন দষ্টস্য দংষ্ট্রিণা সবিষেণতু।
সুপ্ততামায়তে দংশে কৃষ্ণঞ্চাতিস্রবত্যসৃক্॥
দিগ্ধবিদ্ধস্য লিঙ্গেন প্রায়শশ্চোপলক্ষিতঃ।
যেন চাপি ভবেদ্দষ্ট স্তস্যচেষ্টাং কৃতংনরঃ॥
বহুশঃ প্রতিকুর্ব্বাণঃ ক্রিয়াহীনো বিনশ্যতি।
অপ্সু বা যদিবাদর্শে রিষ্টং তস্য বিনির্দ্দিশেৎ॥
ত্রস্যত্যকস্মাদ্ যোঽভীক্ষ্ণং শ্রুত্বাদৃষ্টাপি বা জলং।
জলত্রাসন্তবিদ্যাত্তং রিষ্টং তমপিকীর্ত্তিতং॥
অদষ্টোবা জলত্রাসো ন কথঞ্চন সিধ্যতি।
বিস্রাব্য দংশং তৈর্দ্দষ্টে সর্পিষা পরিদাহিতং॥
প্রলিহ্যাদগদৈঃ সর্পি পুরাণং বাপি পায়য়েৎ।
অর্কক্ষীরযুতঞ্চাস্য দদ্যাচ্ছীর্ষ বিরেচনং॥

শ্বেতাংপুনর্ণবাঞ্চাস্ত দদ্যাদ্ধুস্তূরকা যুতং।
পললং তিলতৈলঞ্চ রূপিকায়াঃপয়ো গুড়ঃ॥
নিহন্তি বিষমালর্কং মেঘবৃন্দমিবানিলঃ।
মূলস্ত শরপুঙ্খায়াঃ কর্ষং ধুস্তূরকার্দ্ধিতং॥
তণ্ডুলোদকমাদায় পেষয়েত্তণ্ডুলৈঃ সহ।
উন্মত্তকস্ত পত্রৈস্তু সংবেষ্ট্যাপূপকং পচেৎ॥
খাদেদৌষধকালেতদলর্ক বিষদূষিতঃ।
করোত্যন্যান্ বিকারাংস্তু তস্মিন্ জীর্য্যতি চৌষধে॥
বিকারাঃ শিশিরে যাপ্যা গৃহে বারি-বিবর্জ্জিতে।
ততঃশান্তবিকারস্ত স্নাত্বাচৈবাপরেঽহনি॥
শালিষষ্টিকয়োর্ভক্তং ক্ষীরেণোষ্ণেণ ভোজয়েৎ।
দিনত্রয়ে পঞ্চমে বা বিধিরেষোঽর্দ্ধমাত্রয়া॥
কর্ত্তব্যোভিষজাবশ্যমলর্ক-বিষনাশনঃ।
কুপ্যেৎ স্বয়ং বিষংযস্ত ন স জীবতি মানবঃ॥
তস্মাৎ প্রকোপয়েদাশু স্বয়ং যাবন্ন কুপ্যতি।
বীজরত্নৌষধীগর্ভৈঃ কুম্ভৈঃ শীতাম্বুপূরিতৈঃ॥
স্নাপয়েত্তং নদীতীরে সমন্ত্রৈর্ব্বা চতুষ্পথে।
বলিং নিবেদ্য তত্রাপি পিণ্যাকপললং দধি॥
মাল্যানিচ বিচিত্রাণি মাংসং পক্কামকং তথা।
অলকাধিপতে যক্ষ সারমেয় গণাধিপ॥
অলর্কজুষ্টমেতন্মে নির্ব্বিষং কুরুমাচিরাৎ।
দদ্যাৎ সংশোধনং তীক্ষ্ণমেবং স্নাতস্ত দেহিনঃ॥
অশুদ্ধস্ত সুরূঢ়েঽপি ব্রণে কুপ্যতি তদ্বিষং।
শ্বাদয়োঽভিহিতা ব্যালা বাতপিত্তপ্রকোপণাঃ॥
অতঃকরোতি দষ্টস্তু তেষাং চেষ্টাং রুতং নরঃ।
বহুশঃ প্রতিকুর্ব্বাণো ন চিরান্ম্রিয়তে চ সঃ॥

নখদন্তক্ষতং ব্যালৈর্যৎকৃতং তদ্বিমর্দ্দয়েৎ।
সিঞ্চেত্তৈলেন কোষ্ণেণ তে হি বাত-প্রকোপজাঃ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো দুন্দুভিস্বনীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

ধবাশ্বকর্ণতিনিশপলাশপিচুমর্দ্দপাটলিপারিভদ্রকাম্রোড়ুম্বরকরহাটকার্জ্জুনককুভসর্জ্জকপীতন শ্লেষ্মাতকাঙ্কোটামলক প্রগ্রহকুটজশমীকপিত্থাশ্মন্তকার্ক চিরবিল্বমহাবৃক্ষারুষ্করারলুমধুকমধুশিগ্রু শাকগোজীমূর্ব্বাতিল্বকেক্ষুরকগোপঘণ্টারিমেদানাং ভস্মান্যাহৃত্যগবাংমূত্রেনক্ষার কল্পেন পরিস্রাব্যবিপচেদ্দদ্যাচ্চাত্র পিপ্পলীমূল তণ্ডুলীয়কবরাঙ্গচোচক মঞ্জিষ্ঠা করঞ্জিকা হস্তিপিপ্পলী মরীচোৎপলসারিবা বিড়ঙ্গগৃহধূমানন্তাসোম সরলাবাহ্লীকগুহাকোশাম্রশ্বেতসর্ষপবরুণলবণপ্লক্ষনিচুলক বর্দ্ধমানবঞ্জুল পুত্রশ্রেণী সপ্তপর্ণদণ্ডৈকেলবালুকনাগদন্তাতিবিষাভয়াভদ্রদারুকুষ্ঠহরিদ্রা বচাচূর্ণানিলোহানাঞ্চ সমভাগানিততঃক্ষারবদাগতপাকমবতার্য্য লোহকুম্ভে নিদধ্যাৎ।

অনেন দুন্দুভিংলিম্পেৎ পতাকা তোরণানিচ।
শ্রবণাদ্দর্শনাৎ স্পর্শাৎ বিষাৎ সম্প্রতিমুচ্যতে॥
এষ ক্ষারাগদোনাম শর্করাস্বশ্মরীষু চ।
অর্শঃসু বাতগুল্মেষু কাসশূলোদরেষু চ॥
অজীর্ণে গ্রহণীদোষে ভক্তদ্বেষেচ দারুণে।
এষ সর্ব্ববিষার্ত্তানাং সর্ব্বথৈবোপযুজ্যতে॥
তথা তক্ষকমুখ্যানা ময়ং দর্পাঙ্কুশোঽগদঃ।
বিড়ঙ্গত্রিফলাদন্তী ভদ্রদারুহরেণবঃ॥
তালীশপত্রমঞ্জিষ্ঠা কেশরোৎপলপদ্মকং।
দাড়িমং মালতীপুষ্পং রজন্যৌ সারিবে স্থিরে॥

প্রিয়ঙ্গুস্তগরং কুষ্ঠং বৃহত্যৌ চৈলবালুকং ।
সচন্দন গবাক্ষীভিরেতৈঃসিদ্ধং বিষাপহং ॥
সর্পিঃকল্যাণকং হ্যেতদ্‌গ্রহাপস্মার নাশনং ।
পাণ্ড্বাময় গরশ্বাস মন্দাগ্নিজ্বর কাসহৃৎ ॥
শোষিণা স্বল্পশুক্রাণাং বন্ধ্যানাঞ্চ প্রশস্যতে ।
অপামার্গস্য বীজানি শিরীষস্য তথৈবচ ॥
শ্বেতে দ্বে কাকমাচীঞ্চ গবাং মূত্রেণ পেষয়েৎ ।
সর্পিরেতৈস্তু সংসিদ্ধং বিষসংশমনং পরং ॥
অমৃতং নাম বিখ্যাতমপি সঞ্জীবয়েন্মৃতং ।
চন্দনাগুরুণীকুষ্ঠং তগরং তিলপর্ণিকং ॥
প্রপৌণ্ডরীকং নলদং সরলং দেব দারুচ ।
ভদ্রশ্রিয়ং যবফলাং ভার্গীং নীলীং সুগন্ধিকাং ॥
কালেয়কং পদ্মকঞ্চ মধুকং নাগরং জটাং ।
পুন্নাগৈলৈলবালূনি গৈরিকং ধ্যামকং বলাং ॥
তোয়ং সর্জ্জরসং মাংসীং সিতপুষ্পাং হরেণুকাং ।
তালীশ পত্রং ক্ষুদ্রৈলাং প্রিয়ঙ্গুং সকুটন্নটাং ॥
শৈলপুষ্পং সশৈলেয়ং পত্রং কালানুসারিবাং ।
কটুত্রিকং শীতশীবং কাশ্মর্য্যং কটুরোহিণীং ॥
সোমরাজিমতিবিষাং পৃথ্বিকামিন্দ্রবারুণীং।
উশীরং বরুণং মুস্তং নখং কুস্তুম্বুরুং তথা ॥
শ্বেতে হরিদ্রে স্থৌণেয়ং লাক্ষাঞ্চ লবণানিচ।
কুমুদোৎপল পদ্মানি পুষ্পঞ্চাপি তথার্কজং ॥
চম্পকাশোক সুমন স্তিলক প্রসবানিচ ।
পাটলী শাল্মলী শেলু শিরীষাণাং তথৈবচ ॥
সুরস্যাস্তৃণ গুল্যাশ্চ সিন্ধুবারস্য যানি চ॥
ধবাশ্বকর্ণয়োশ্চাপি পুষ্পাণি তিনিশস্যচ ॥

গুগ্‌গুলং কুস্কুমং বিম্বী সর্পাক্ষীং গন্ধনাকুলীং।
এতৎ সম্ভৃত্য সম্ভারং সূক্ষ্ম চূর্ণানি কারয়েৎ॥
গোপিত্ত মধুসর্পির্ভি র্যুক্তং শৃঙ্গে নিধাপয়েৎ।
ভগ্নস্কন্ধং বিবৃত্তাক্ষং মৃত্যোর্দ্দংষ্ট্রান্তরং গতং॥
অনেনাগদমুখ্যেন মনুষ্যং পুনরাহরেৎ।
এষোহগ্নিকল্পং দুর্ব্বারং ক্রুদ্ধস্যামিত তেজসঃ॥
বিষং নাগপতে র্হন্যাৎ প্রশমং বাসুকেরপি।
মহাসুগন্ধি নামায়ং পঞ্চাশীত্যঙ্গ যোজিতঃ॥
রাজাগদানাং সর্ব্বেষাং রাজ্ঞো হস্তে ভবেৎ সদা।
তেনানুলিপ্তস্তু নৃপো ভবেৎ সর্ব্বজন-প্রিয়ঃ॥
ভ্রাজিষ্ণুতাঞ্চ লভতে শুক্রমধ্য গতোহপিসন্‌।
উষ্ণ বর্জ্জোবিধিঃ কার্য্যো বিষার্ত্তানাং বিজানতা॥
মুক্তা কীটবিষং তদ্ধি শীতেনাভি প্রবর্দ্ধতে।
অন্নপান বিধাবুক্ত মুপধার্য্য শুভাশুভং॥
শুভং দেয়ং বিষার্ত্তেভ্যো বিরুদ্ধেভ্যশ্চ বারয়েৎ।
ফাণিতং শিগ্রু সৌবীর মজীর্ণাধ্যশনং তথা॥
বর্জ্জয়েচ্চ সমাসেন নব ধান্যাদিকং গণং।
দিবাস্বপ্নং ব্যবায়ঞ্চ ব্যায়ামং ক্রোধ মাতপং॥
সুরাতিল কুলত্থাংশ্চ বর্জ্জয়েদ্ধি বিষাতুরঃ।
প্রসন্নদোষং প্রকৃতিস্থ ধাতু মন্নাভিকাঙ্‌ক্ষং সমমূত্রজিহ্বং॥
প্রসন্নবর্ণেন্দ্রিয় চিত্ত চেষ্টং বৈদ্যোহবগচ্ছেদবিষং মনুষ্যং॥

অষ্টমোধ্যায়ঃ ॥

অথতঃ কীটকল্পং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

সর্পাণাং শুক্রবিণ্মূত্র শব পূত্যণ্ড সম্ভবাঃ।
বায়্বগ্ন্যম্বু প্রকৃতয়ঃ কীটস্তু বিবিধাঃ স্মৃতাঃ ॥
সর্ব্বদোষ প্রকৃতিভি র্যুক্তাশ্চাপরিণামতঃ।
কীটত্বে ঽপি সুধীরাস্তে সর্ব্বএব চতুর্ব্বিধাঃ ॥
কুম্ভীনস স্তুণ্ডিকেরী শৃঙ্গীশত কুলীরকঃ।
উচ্চিটিঙ্গোঽগ্নি নামাচ চিচ্চিটিঙ্গো ময়ূরিকা ॥
আবর্ত্তকস্তথোরভ্র সারিকামুখ বৈদলৌ।
শরাবকুর্দ্দোঽভীরাজী পরুষশ্চিত্র শীর্ষকঃ ॥
শত বাহুশ্চ যশ্চাপি রক্তরাজিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অষ্টাদশেতি বায়ব্যাঃ কীটঃ পবনকোপনাঃ ॥
তৈর্ভবন্তীহ দষ্টানাং রোগা বাত নিমিত্তজাঃ।
কৌণ্ডিল্যকঃ কণভকো বরটী পত্রবৃশ্চিকঃ ॥
বিনাসিকা ব্রহ্মণিকা বিন্দুলো ভ্রমরস্তথা।
বাহ্যকী পিচ্চিটঃ কুম্ভী বর্চ্চঃ কীটোঽরিমেদকঃ ॥
পদ্মকীটো দুন্দুভিকো মকরঃ শতপাদকঃ।
পঞ্চালকঃ পাকমৎস্যঃ কৃষ্ণ তুণ্ডোঽথ গর্দ্দভী ॥
ক্লীতঃ কৃমি সরারীচ যশ্চাপ্যুৎক্লেশকঃ স্মৃতঃ।
এতে হ্যগ্নিপ্রকৃতয়শ্চতুর্ব্বিংশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
তৈর্ভবন্তীহ দষ্টানাং রোগাঃ পিত্তনিমিত্তজাঃ।
বিশ্বম্ভরঃ পঞ্চশুক্লঃ পঞ্চকৃষ্ণোঽথ কোকিলঃ ॥
সৈরেয়কঃ প্রচলকো বলভঃ কিটিমস্তথা।
সূচীমুখা কৃষ্ণগোধা যশ্চ কাষায়বাসিকঃ ॥

কীট গর্দভকশ্চৈব তথা ত্রোটক এবচ।
ত্রয়োদশৈতে সৌম্যাঃস্যুঃ কীটাঃ শ্লেষ্মপ্রকোপণাঃ॥
তৈর্ভবন্তীহ দষ্টানাং রোগাঃ কফ নিমিত্তজাঃ।
তুঙ্গীনাসো বিচিলক স্তালকো বাহক স্তথা॥
কোষ্ঠাগারী কৃমিকরো যশ্চ মণ্ডলপুচ্ছকঃ।
তুঙ্গনাভঃ সর্ষপিকোঽবল্গুলী শম্বুকস্তথা॥
অগ্নিকীটাশ্চ ঘোরাঃস্যু দ্বাদশ প্রাণনাশনাঃ।
তৈর্ভবন্তীহ দষ্টানাং বেগজ্ঞানানি সর্পবৎ॥
তাস্তাশ্চ বেদনাস্তীব্রা রোগা বৈ সান্নিপাতিকাঃ।
ক্ষারাগ্নি দগ্ধবদ্দংশোরক্তপীতসিতারুণঃ॥
জ্বরাঙ্গমর্দ্দ রোমাঞ্চ বেদনাভিঃ সমন্বিতঃ।
ছর্দ্যতিসার তৃষ্ণাশ্চ দাহো মোহ বিজৃম্ভিকা॥
বেপথুশ্বাস হিক্কাশ্চ দাহঃ শীতঞ্চ দারুণং।
পিড়কোপচয়ঃ শোফো গ্রন্থয়ো মণ্ডলানিচ॥
দদ্রবঃ কর্ণিকাশ্চৈব বিসর্পাঃ কিটিমানিচ।
তৈর্ভবন্তীহ দষ্টানাং যথা স্বঞ্চাপ্যুপদ্রবাঃ॥
যেঽন্যে তেষাং বিশেষাস্তু তূর্ণং তেষাং সমাদিশেৎ।
দূষীবিষ প্রকোপাচ্চ তথৈব বিষলেপনাৎ॥
লিঙ্গং তীক্ষ্ণ বিষেষ্বেতচ্ছৃণু মন্দবিষেষ্বতঃ।
প্রসেকোঽ রোচকশ্ছর্দ্দিঃ শিরোগৌরব শীততা॥
পিড়কা কোঠকণ্ডূনাং জন্মদোষাবভাগতঃ।
যোগৈর্নানাবিধৈরেষাং চূর্ণানি গরমাদিশেৎ॥
দূষীবিষ প্রকারাণাং তথৈবাপ্যনুলেপনাৎ।
একজাতীনতস্তূর্দ্ধং কীটান্ বক্ষ্যামিভেদতঃ॥
সামান্যতোদষ্টলিঙ্গৈঃ সাধ্যাসাধ্য ক্রমেণচ।
ত্রিকণ্টকঃ কুণীচাপি হস্তীকাক্ষোঽপরাজিতঃ॥

চত্বার এতে কণভা ব্যাখ্যাতা স্তীব্র বেদনাঃ।
তৈর্দ্দষ্টস্য শ্বয়থু রঙ্গমর্দ্দো গুরুতা গাত্রাণাংদংশঃ কৃষ্ণশ্চ ভবতি॥
প্রতিসূর্য্যাঃ পিঙ্গভাসো বহুবর্ণো মহাশিরাঃ।
তথা নিরুপমশ্চাপি পঞ্চ গোধেরকাঃ স্মৃতাঃ॥
তৈর্ভবন্তীহ দষ্টানাং বেগজ্ঞানানি সর্পবৎ।
রুজশ্চ বিবিধাকারা গ্রন্থয়শ্চ সুদারুণাঃ॥

গলগোলী শ্বেতকৃষ্ণা রক্তরাজি রক্তমণ্ডলা সর্ব্বশ্বেতা সর্ষপিকেত্যেবং ষট্ তাভির্দষ্টে সর্ষপিকাবর্জ্জং দাহশোফ ক্লেদা ভবন্তি; সর্ষপিকয়া হৃদয় পীড়াতিসারশ্চ॥

শতপদ্যস্ত পরুষা কৃষ্ণা চিত্রা কপিলিকা পীতিকা রক্তা শ্বেতা অগ্নিপ্রভা ইত্যষ্টৌ তাভির্দষ্টে শোফো বেদনা দাহশ্চ হৃদয়ে। শ্বেতাগ্নি প্রভাভ্যামেতদেব দাহো মূর্চ্ছা চাতিমাত্রং শ্বেতপিড়কোৎপত্তিশ্চ।

মণ্ডূকাঃ কৃষ্ণঃ সারঃ কুহকী হরিতো রক্তো যববর্ণাভো ভৃকুটী কোটিক শ্চেত্যষ্টৌ তৈর্দষ্টস্য দংশকণ্ডূর্ভবতি পীত ফেণাগমশ্চ বক্ত্রাৎ। ভৃকুটী কোটিকাভ্যামেতদেব দাহশ্ছর্দ্দি মূর্চ্ছাচাতিমাত্রং।

বিশ্বম্ভরাভিদষ্টে দংশঃ সর্ষপাকারাভিঃ পিড়কাভিশ্চীয়তে শীতজ্বরার্ত্তশ্চ পুরুষো ভবতি

অহিণ্ডুকাভির্দষ্টে তোদদাহ কণ্ডু শ্বয়থবো মোহশ্চ। কণ্ডূকাভির্দষ্টে পীতাঙ্গ শ্ছর্দ্দ্যাতিসার জ্বরাদিভিরভিহন্যতে। শুক বৃন্তাদিভির্দষ্টে কণ্ডূকোঠাঃ প্রবদ্ধন্তে শুকঞ্চাত্র লক্ষ্যতে।

পিপীলিকাঃ স্থূলশীর্ষা সম্বাহিকা ব্রাহ্মণিকাঙ্গুলিকা কপিলিকা চিত্রবর্ণেতি ষট্ তাভির্দষ্টে দংশে শ্বয়থুরগ্নিস্পর্শ বদ্দাহশোফৌ ভবতঃ॥

মক্ষিকাঃ কান্তারিকা কৃষ্ণা পিঙ্গলিকা মধূলিকা কাষায়ী স্থালিকেত্যেবং ষট্ তাভির্দষ্টস্য দাহশোফৌ ভবতঃ॥ স্থালিকা কাষায়ীভ্যামেতদেব পিড়কাশ্চ সোপদ্রবা ভবন্তি॥

মশকাঃ সামুদ্রঃ পরিমণ্ডলো হস্তিমশকঃ কৃষ্ণঃ পার্ব্বতীয় ইতি পঞ্চ

তৈর্দষ্টস্য তীব্রকণ্ডূর্দংশ শোফশ্চ পার্ব্বতীয়স্তু কীটৈঃ প্রাণহরৈস্তুল্য লক্ষণঃ। নখাবকৃষ্টেঽত্যর্থং পিড়কাঃ সদাহ পাকা ভবন্তি॥ জলৌকসাং দষ্টলক্ষণমুক্তং চিকিৎসিতঞ্চ॥

ভবন্তিচাত্র॥

গোধেরকঃ স্থালিকাচ যে চ শ্বেতাগ্নিসংপ্রভে।
ভ্রুকুটী কোটিকশ্চৈব ন সিধ্যন্ত্যেক-জাতিষু॥
শব-মূত্র-পুরীষৈস্তু সবিষৈরবমর্ষণাৎ।
স্যুঃ কণ্ডূদাহ কোঠারুঃ পিড়কা তোদ বেদনাঃ॥
প্রক্লেদবাং স্তথা স্রাবো ভৃশং সম্পাচয়েত্ত্বচং।
দিগ্ধবিদ্ধ ক্রিয়াস্তত্র যথাবদবচারয়েৎ॥
নাবসন্নং ন চোৎসন্ন মতিসংরস্ত বেদনং।
দংশাদৌ বিপরীতার্ত্তি কীটদষ্টং সুবাধকং॥
কীটৈর্দষ্টানুগ্রবিষৈঃ সর্পবৎ সমুপাচরেৎ।
ত্রিবিধানাস্তু সর্পাণাং ত্রৈবিধ্যেন ক্রিয়া হিতা
স্বেদমালেপনং সেকং চোষ্ণমত্রাবচারয়েৎ।
অন্যত্র মূর্চ্ছিতাদ্দংশাং পাক কোথ প্রপীড়িতাৎ॥
বিষঘ্নঞ্চ বিধিং সর্ব্বং কুর্য্যাৎ সংশোধনানিচ।
শিরীষ কটুকং কুষ্ঠং বচারজনী সৈন্ধবৈঃ॥
ক্ষীর মজ্জবসা সর্পিঃ শুণ্ঠীপিপ্পলিদারুষু।
উৎকারিকা স্থিরাদৌবা সুকৃতা স্বেদনেহিতা॥
ন স্বেদয়েত্তথা দংশং ধূমং বক্ষ্যামি বৃশ্চিকে।
অগদানেক জাতীষু প্রবক্ষ্যামি পৃথক্ পৃথক্॥
কুষ্ঠং চক্রং বচা বিল্বমূলং পাঠা সুবর্চ্চিকা।
গৃহধূমং হরিদ্রে দ্বে ত্রিকণ্টক বিষে হিতাঃ॥
আগারধূম রজনী চক্রং কুষ্ঠং পলাশজং।
গলগোলিক দষ্টানা মগদো বিষ নাশনঃ॥

কুঙ্কুমং তগরং শিগ্রু পদ্মকং রজনীদ্বয়ং।
অগদোজল পিষ্টোহয়ং শতপদ্বিষ নাশনঃ॥
মেষশৃঙ্গী বচা পাঠা নিচুলো রোহিণীজলং।
সর্ব্বমণ্ডূক দষ্টনামগদো বিষনাশনঃ॥
বচাশ্বগন্ধাভিবলা বলাসাতিগুহাগুহাঃ।
বিশ্বম্ভরাভিদষ্টানা মগদো বিষনাশনঃ॥
শিরীষং তগরং কুষ্ঠং হরিদ্রেহং শুমতীসহে
অহিণ্ডুকাভিদষ্টানা মগদো বিষনাশনঃ।
কণ্ডুমকাভির্দষ্টানাং রাত্রৌ শীতাঃ ক্রিয়াহিতাঃ
দিবা তেনৈব সিধ্যন্তি সূর্য্যরশ্মিবলার্দ্দিতাঃ
চক্রং কুষ্ঠমপামার্গঃ শুকবৃন্ত বিষেহগদঃ।
ভৃঙ্গস্বর সপিষ্টা বা কৃষ্ণ বল্মীক মৃত্তিকা॥
পিপীলিকাভিদষ্টানাং মক্ষিকা মশকৈস্তথা।
গোমূত্রেণ যুতো লেপঃ কৃষ্ণবল্মীক মৃত্তিকা॥
প্রতিসূর্য্যক দষ্টানাং সর্পদষ্ট বদাচরেৎ।
ত্রিবিধা বৃশ্চিকাঃ প্রোক্তা মন্দ মধ্য মহাবিষাঃ॥
গোশকৃৎ কোথজা মন্দা মধ্যাঃ কাষ্ঠেষ্টিকোদ্‌ভবাঃ।
সর্প কোথোদ্‌ভবাস্তীক্ষ্ণা যে চান্যে বিষসম্ভবাঃ॥
মন্দা দ্বাদশ মধ্যাস্ত্ত ত্রয়ঃপঞ্চদশোত্তমাঃ।
দশবিংশতিরিত্যেতে সংখ্যায়া পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
কৃষ্ণঃ শ্যাবঃ কর্ব্বুর পাণ্ডুবর্ণো গোমূত্রাভঃ কর্কশোমেচকশ্চ।
শ্বেতোরক্তো রোমশঃ শাদ্বলাভো রক্তশ্বেতে মন্দবীর্য্যা মতাস্ত॥
এভির্দ্দষ্টে বেদনা বেপথুশ্চ গাত্রস্তম্ভঃ কৃষ্ণরক্তাগমশ্চ।
শাখাদষ্টে বেদনা চোর্দ্ধমেতি দাহস্বেদৌ দংশশোফৌ জ্বরশ্চ।
রক্ত-পীত-কাপিলেনোদরেণ সর্ব্বেধূম্রাঃ পর্ব্বভিশ্চ ত্রিভিঃস্যুঃ।
এতেমূত্রোচ্চার পূত্যণ্ডজাতা মধ্যা জ্ঞেয়া স্ত্রিপ্রকারোরগাণাং॥

যস্যৈতেষামন্বয়াদ্যঃ প্রসূতো
দোষোৎপত্তিং তৎস্বরূপাশ্চ কুর্য্যাৎ।
জিহ্বা শোফো ভোজনস্যাবরোধো
মূর্চ্ছা চোগ্রা মধ্য বীর্য্যাভির্দষ্টে॥
শ্বেতশ্চিত্রঃ শ্যামলো লোহিতাভো
রক্ত শ্বেতোরক্তনীলোদরৌচ।
পীতোরক্তোনীলপীতোঽপরস্তুরক্তোনীলোনীল শুক্ল স্তথা চ॥
রক্তো বভ্রুঃ পূর্ব্ববচ্চৈকপর্ব্বা যশ্চাঽপর্ব্বা পর্ব্বণীদ্বেচ যস্য।
নানারূপাবর্ণতশ্চাপি ঘোরা জ্ঞেয়াশ্চৈতে বৃশ্চিকাঃ প্রাণচৌরাঃ॥
জন্মৈতেষাং সর্পকোথাৎ প্রদিষ্টং দেহেভ্যোবা ঘাতিতানাং বিষেণ।
এভির্দষ্টে সর্পবেগ প্রবৃত্তিঃ স্ফোটোৎপত্তির্ভ্রান্তিদাহৌ জ্বরশ্চ॥
খেভ্যঃকৃষ্ণ ঃশোণিতঞ্চাপি তীব্রং তস্মাৎ প্রাণৈস্ত্যজ্যতে শীঘ্রমেব।
উগ্রমধ্য বিষৈর্দষ্টং চিকিৎসেৎ সর্পদষ্টবৎ।
দংশং মন্দবিষাণান্তু চক্রতৈলেন সেচয়েৎ॥
বিদার্য্যাদি সুসিদ্ধেন সুখোষ্ণেণাথবা পুনঃ।
কুর্য্যাচ্চোৎকারিকা স্বেদং বিষঘ্নৈরুপনাহনৈঃ॥
আদংশং স্বেদিতং চূর্ণৈঃ প্রচ্ছিতং প্রতিসারয়েৎ।
রজনী সৈন্ধব ব্যোষ শিরীষফলপুষ্পজৈঃ॥
মাতুলুঙ্গাম্ল গোমূত্র পিষ্টঞ্চ সুরসাগ্রজং।
লেপে স্বেদে সুখোষ্ণঞ্চ গোময়ং হিতমিষ্যতে॥
পানে ক্ষৌদ্রযুতং সর্পিঃ ক্ষীরংবা বহুশর্করং।
গুড়োদকং বা সুহিমং চাতুর্জাতিক বাসিতং॥
পানমস্মৈ প্রদাতব্যং ক্ষীরং বা সগুড়ং হিমং।
শিখি কুক্কুটবর্হাণি সৈন্ধবং তৈল সর্পিষী॥
ধূপোহন্তি প্রযুক্তোঽয়ং শীঘ্রং বৃশ্চিকজং বিষং।
কুসুম্ভপুষ্পরজনী নিশা বা কোদ্রবং তৃণং॥

এভির্য্তাক্তৈর্ধূপস্তু পায়ুদেশে প্রযোজিতঃ।
নাশয়েদাশু কীটোত্থং বৃশ্চিকস্যচ যদ্বিষং ॥
লূতাবিষং ঘোরতমং দুর্ব্বিজ্ঞেয়তমন্তুতৎ।
দুশ্চিকিৎস্যতমং বাপি ভিষগ্‌ভির্ম্মন্দ বুদ্ধিভিঃ ॥
সবিষং নির্ব্বিষঞ্চেতদিত্যেবং পরিশঙ্কিতে।
বিষঘ্ন মেব কর্ত্তব্যমবিরোধী যদৌষধং ॥
অগদানাংহি সংযোগ বিষজুষ্টস্য যুজ্যতে।
নির্ব্বিষে মানবে যুক্তোঽগদঃ সম্পদ্যতে সুখং।
তস্মাৎ সর্ব্বঃ প্রযত্নেন জ্ঞাতব্যোবিষনিশ্চয়ঃ।
অজ্ঞাত্বাবিষ সদ্‌ভাবং ভিষগ্‌ব্যাপাদয়েন্নরং ॥
প্রোদ্‌ভিদ্যমানস্তু যথাঙ্কুরেণ
ন ব্যক্তজাতিঃ প্রবিভাতি বৃক্ষঃ।
তদ্বদ্দূরালক্ষ্যতমং হি তাসাং বিষং শরীরে প্রবিকীর্ণমাত্রং ॥
ঈষচ্চ কণ্ডূঃ প্রচলং সকোঠ মব্যক্তবর্ণং প্রথমেঽহনিস্যাৎ।
অন্তেষু শূনং পরিনিম্ন মধ্যং প্রব্যক্তরূপঞ্চ দিনে দ্বিতীয়ে ॥
ত্র্যহেণ তদ্দর্শয়তীহ দংশং বিষং চতুর্থেঽহনি কোপমেতি।
অতোঽধিকেঽহ্নি প্রকরোতি জন্তো
র্ব্বিষ প্রকোপ প্রভবান্ বিকারান্ ॥
ষষ্ঠেদিনে বিপ্রসৃতঞ্চ সর্ব্বান্ মর্ম্মপ্রদেশান্ ভৃশমাবৃণোতি।
তৎসপ্তমেঽত্যর্থপরীতগাত্রং ব্যাপাদয়েন্মর্ত্ত্যমতি প্রবৃদ্ধং ॥
যাস্তীক্ষ্ণচণ্ডোগ্রবিষা হি লূতাস্তাঃসপ্তরাত্রেণ বিনাশয়ন্তি।
অতোঽধিকেনাপি নিহন্ত্যরন্যা যাসাং বিষং মধ্যমবীর্য্যমুক্তং ॥
যাসাং কনীয়ো বিষবীর্য্যমুক্তং তাঃ পক্ষমাত্রেণ বিনাশয়ন্তি।
তস্মাৎ প্রযত্নং ভিষগত্র কুর্য্যা দাদংশপাতাদ্বিষঘাতি যোগৈঃ ॥
বিষন্তুলালানখমূত্র দংষ্ট্রা রজঃপুরীষৈরথচেন্দ্রিয়েন।
সপ্ত প্রকারং বিসৃজন্তি লূতাস্তদুগ্রমধ্যাবরবীর্য্যযুক্তং ॥

সকণ্ডু কোঠং স্থিরমল্পমূলং লালাকৃতং মন্দরুজং বদন্তি।
শোফশ্চ কণ্ডূশ্চ পুলানিকাচ ধূমায়নং চৈব নখাগ্রদংশে॥
দংশস্তু মূত্রেণ সকৃষ্ণমধ্যং স রক্তপর্য্যন্তমবেহি দীর্ণং।
দংষ্ট্রাভিরুগ্রং কঠিনং বিবর্ণং জানীহি দংশং স্থিরমণ্ডলঞ্চ॥
রজঃ পুরীষেন্দ্রিয়জং হি বিদ্ধি স্ফোটং বিপক্কামলপীলু পাণ্ডুং।
এতাবদেতৎ সমুদাহৃতন্তু বক্ষ্যামি লূতাপ্রভবং পুরাণং॥
সামান্যতো দষ্টমসাধ্যসাধ্যং চিকিৎসিতঞ্চাপি যথা বিশেষং।
বিশ্বামিত্রো নৃপবরঃ কদাচি দৃষি সত্তমং॥
বশিষ্ঠং কোপয়ামাস গত্বাশ্রম পদং কিল।
কুপিতস্য মুনেস্তস্য ললাটাৎ স্বেদ বিন্দবঃ॥
অপতন্দর্শানা দেব মধস্তাত্তীক্ষ্ণবর্চ্চসঃ।
লূনে তৃণে মহর্ষীণাং ধেন্বর্থং সম্ভৃতেঽপিচ॥
ততো জাতাস্ত্বিমা ঘোরা নানারূপামহাবিষাঃ।
অপকারায় বর্ত্তন্তে নৃপ সাধন বাহনে॥
যস্মাল্লূনং তৃণংপ্রাপ্তা মুনেঃ প্রস্বেদ বিন্দবঃ।
যস্মাল্লূতেতি ভাষ্যন্তে সংখ্যয়া তাশ্চষোড়শ॥
কৃচ্ছ্রসাধ্যাস্তথাঽসাধ্যা লূতাস্তু দ্বিবিধাস্মৃতাঃ।
তাসামষ্টৌ কৃচ্ছ্রসাধ্যা বর্জ্যোস্তাবত্যএবচ॥
ত্রিমণ্ডলা তথা শ্বেতা কপিলাপীতিকা তথা।
আল মূত্র বিষা রক্তা কসনা চাষ্টমী স্মৃতাঃ॥
তাভির্দষ্টে শিরো দুঃখং কণ্ডুর্দংশেচ বেদনা।
ভবন্তিচ বিশেষেণ গদা শ্লৈষ্মিক বাতিকাঃ॥
সৌবর্ণিকো লাজবর্ণা জালিন্যেণীপদী তথা।
কৃষ্ণাগ্নিবর্ণা কাকাণ্ডা মালাগুণাষ্টমী স্মৃতাঃ॥
তাভির্দষ্টে দংশ কোথঃ প্রবৃত্তিঃ ক্ষতজস্যচ।
জরোদাহোঽতি সারশ্চ গদাঃস্যুশ্চ ত্রিদোষজাঃ।।

পিড়কা বিবিধাকারা মণ্ডলানি মহান্তি চ।
শোফা মহান্তো মৃদবো রক্তাঃ শ্যাবাশ্চলা স্তথা॥
সামান্যং সর্ব্ব লূতানা মেতদ্দাদংশ লক্ষণং।
বিশেষ লক্ষণং তাসাং বক্ষ্যামি সচিকিৎসিতং॥
ত্রিমণ্ডলায়া দংশেঽস্থক্ কৃষ্ণংস্রবতি দীর্য্যতে।
বাধির্য্যং কলুষা দৃষ্টিস্তথা দাহশ্চ নেত্রয়োঃ॥
তত্রার্কমূলং রজনী নাকুলী পৃশ্নিপর্ণিকা।
নস্য কর্ম্মণি শস্যন্তে পানাভ্যঙ্গাঞ্জনেষু চ॥
শ্বেতায়াঃ পিড়কা দংশে শ্বেতা কণ্ডূমতী ভবেৎ।
দাহ মূর্চ্ছা জ্বরবতী বিসর্প ক্লেদ রুক্করী॥
তত্র চন্দন রাস্নৈলা হরেণু নল বঞ্জুলাঃ।
কুষ্ঠং লামজ্জকং চক্রং নলদং চাগদো হিতঃ॥
আদংশে পিড়কা তাম্রা কপিলায়াঃ স্থিরা ভবেৎ।
শিরসো গৌরবং দাহস্তিমিরং ভ্রম এবচ॥
তত্র পদ্মক কুষ্ঠৈলা করঞ্জ ককুভত্বচঃ।
স্থিরার্ক পর্ণ্যপামার্গ দূর্ব্বা ব্রাহ্মী বিষাপহাঃ॥
আদংশে পীতিকায়াস্তু পিড়কা জায়তে স্থিরা।
তথাছর্দ্দির্জ্বরঃ শূলং রক্তে শ্যাতাক্ষ লোচনে॥
তত্রেষ্টাঃ কুটজোশীর তুঙ্গপদ্মক বঞ্জুলাঃ।
শিরীষ কিণিহী শেলু কদম্ব ককুভত্বচঃ॥
রক্ত মণ্ডনিভে দংশে পিড়কাঃ সর্ষপাইব।
জায়ন্তে তালুশোষশ্চ দাহশ্চাল বিষান্বিতে॥
তত্র প্রিয়ঙ্গু হ্রীবেরং কুষ্ঠং লামজ্জ বঞ্জুলাঃ।
অগদঃ শতপুষ্পাচ সপিপ্পল বটাঙ্কুরাঃ॥
পূতিমূত্র বিষাদংশো বিসর্পো কৃষ্ণ শোণিতঃ।
কাসশ্বাস বমীমূর্চ্ছা জ্বরদাহ সমন্বিতঃ॥

মনঃশিলাল মধুক কুষ্ঠচন্দন পদ্মকৈঃ।
মধুমিশ্রৈঃ সলামজ্জৈরগদস্তত্র কীর্ত্তিতঃ॥
দংশশ্চ পাণ্ডু পিড়কো দাহ ক্লেদ সমন্বিতঃ।
রক্তায়া রক্তপর্য্যন্ত বিজ্ঞেয়ো রক্ত সংযুতঃ॥
কার্য্যস্তত্রা গদস্তোয় চন্দনোশীর পদ্মকৈঃ।
তথৈবার্জ্জুন শেলুভ্যাং ত্বগ্‌ভিরাম্রাতকস্য চ॥
পিচ্ছিলং কসনাদংশাদ্রুধিরং শীতলং স্রবেৎ।
কাসশ্বাসৌচ তত্রোক্তং রক্তলূতা চিকিৎসিতং॥
পুরীষ গন্ধিরল্লাসৃক্ কৃষ্ণায়াঃ দংশএবতু।
জ্বরমূর্চ্ছাবমীদাহ কাসশ্বাস সমন্বিতঃ॥
তত্রেলা চক্রসর্পাক্ষী গন্ধনাকুলিচন্দনৈঃ।
মহাসুগন্ধি সহিতৈঃ প্রত্যাখ্যায়াগদঃ স্মৃতঃ॥
দংশেদাহোঽগ্নি বর্ণায়াঃ স্রাবোঽত্যর্থং জ্বর স্তথা।
চোষকুণ্ডূরোম হর্ষোদাহশ্চ স্ফোটজন্ম চ॥
কৃষ্ণাপ্রশমনং চাত্র প্রত্যাখ্যায় প্রযোজয়েৎ।
সারিবোশীর যষ্ট্যাহ্ব চন্দনোৎপলপদ্মকং॥
সর্ব্বাসামেব যুঞ্জীত বিষে শ্লেষ্মাতকত্বচং।
ভিষক্ সর্ব্ব প্রকারেষু তথাচ ক্ষীর পিপ্পলং।
কৃচ্ছ্রসাধ্যবিষাহ্যষ্টৌ প্রোক্তা দ্বে চযদৃচ্ছয়া॥
অবার্য্য বিষবীর্য্যাণাং লক্ষণানি নিবোধ মে।
ধ্মতঃ সৌবর্ণিকাদংশং সফেণো মৎস্যগন্ধকঃ॥
শ্বাসকাসৌ জ্বর তৃষ্ণা মূর্চ্ছা চাত্র সুদারুণা।
আদংশে লাজবর্ণায়া আমং পূতিং স্রবেদসৃক্॥
দাহোমূর্চ্ছাতিসারশ্চ শিরোদুঃখঞ্চ জায়তে।
ঘোর দংশস্তু জালিন্যা রাজিমানবদীর্য্যতে।
স্তম্ভঃশ্বাসস্তমো বৃদ্ধি স্তালু শোষশ্চ জায়তে॥

এণীপাদ্যাস্তথাদংশোভবেৎকৃষ্ণতিলাকৃতিঃ।
তৃষ্ণামূর্চ্ছাজ্বরচ্ছর্দ্দিকাসশ্বাস সমন্বিতঃ॥
দংশঃ কাকণ্ডকাদষ্টে পাণ্ডুরক্তোঽতি বেদনঃ॥
রক্তোমালাগুণাদংশোধূমগন্ধোঽতি বেদনঃ।
বিদীর্য্যতেচ বহুধা দাহমূর্চ্ছাজ্বরান্বিতঃ॥
অসাধ্যানাং ভিষক্প্রাজ্ঞঃ প্রযুঞ্জীত চিকিৎসিতং।
দোষোচ্ছ্রায় বিশেষেণ চ্ছেদকর্ম্ম বিবর্জ্জিতং॥
সাধ্যাভিরাভিলূতাভির্দষ্টমাত্রস্য দেহিনঃ।
বৃদ্ধিপত্রেণ মতিমান্ সম্যগাদংশমুদ্ধরেৎ॥
জম্বোষ্ঠেনাগ্নি তপ্তেন দহেদাকর বারণাৎ।
অমর্ম্মণি বিধানজ্ঞো বর্জ্জিতস্য জ্বরাদিভিঃ॥
দংশস্যোৎ কর্ত্তনং কুর্য্যাদম্লশ্বয়থুকস্যচ।
মধু সৈন্ধব সংযুক্তৈ রগদৈর্লেপয়েত্ততঃ॥
প্রিয়ঙ্গু রজনী কুষ্ঠ সমঙ্গা মধুকৈস্তথা।
সারিবা মধুকং দ্রাক্ষা পয়স্যাং ক্ষীর মোরটং॥
বিদারী গোক্ষুর ক্ষৌদ্র মধুকং পায়য়েতবা।
ক্ষীরীণাং ত্বক্কষায়েণ সুশীতেনচ সেচয়েৎ॥
উপদ্রবান্ যথা দোষং বিষঘ্নৈশ্চ প্রসাধয়েৎ।
নস্যাভ্যঞ্জনাভ্যঞ্জন পান ধূমং তথাবপীড়ং কবল গ্রহঞ্চ॥
সংশোধনঞ্চোভয়তঃ প্রযুঞ্জ্যাদ্রক্তং হরেচ্চাপি জলায়ুকাভিঃ।
কীটদুষ্টব্রণান্ সর্ব্বানহিদষ্ট ব্রণানিচ॥
আদংশ পাকযত্নেন চিকিৎসেৎ সর্পদষ্টবৎ।
বিনিবৃত্তে ততঃ শোফে কর্ণিকা পাতনং হিতং॥
নিম্বপত্রং তৃবৃদ্দন্তী কুসুম্ভং রজনী মধু।
গুগ্গুলুঃ সৈন্ধবং কিণ্বং বর্চ্চঃ পরাবতস্যচ।
বিষবৃদ্ধি করঞ্চান্নং হিত্বা সম্ভোজনং হিতং॥

বিষেভ্যঃ খলু সর্ব্বেভ্যো কর্ণিকা মরুজাং স্থিরাং ॥
প্রচ্ছয়িত্বা মধুযুতৈঃ শোধনীয়ৈ রুপাচরেৎ।
সপ্তষষ্ঠস্তু কীটানাং শতস্যৈতদ্বিভাগশঃ ॥
দষ্ট লক্ষণ মাখ্যাতং চিকিৎসাচাপ্যনন্তরং।
সবিংশমধ্যায় শত মেতদুক্তং বিভাগশঃ ॥
ইহোদ্দিষ্টাননির্দ্দিষ্টান্ সর্ব্বান্ বক্ষ্যাম্যথোত্তরে।
সনাতনত্বাদ্ বেদানা মক্ষরাত্বা ত্তথৈবচ ॥
তথা দৃষ্টফলত্বাচ্চ হিতত্বাদপি দেহিনাং।
বাক্ সমূহার্থ বিস্তারাৎ পূজিতত্বাচ্চ দেহিভিঃ ॥
চিকিৎসিতাৎ পুণ্যতমং ন কিঞ্চিদপি সুশ্রুত।
ঋষেরিন্দ্র প্রভাবস্য মৃত যোনে র্ভিষক্তরোঃ ॥
ধারয়িত্বাতু বিমলং মতং পরম সম্মতং।
উক্তাহার সমাচার ইহপ্রেত্যেচ মোদতে ॥

ইতি সৌশ্রুত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে পঞ্চমং কল্প স্থানং সমাপ্তং।

উত্তরতন্ত্রং ।

নমোধন্বন্তরয়ে ॥

অথাতঃ ঔপদ্রবিকমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥

অধ্যায়ানাং শতে বিংশে যদুক্তমসকৃন্ময়া ।
বক্ষ্যামি বহুধা সম্যগুত্তরেঽর্থানিমানিতি ॥
ইদানীন্তৎ প্রবক্ষ্যামি তন্ত্রমুত্তরমুত্তমং ।
নিখিলেনোপদিশ্যন্তে যত্র রোগাঃ পৃথগ্বিধাঃ ॥
শালাক্যশাস্ত্রাভিহিতা বিদেহাধিপকীর্ত্তিতাঃ ।
যে চ বিস্তরতো দৃষ্টাঃ কুমারাবাধহেতবঃ ॥
ষট্সু কায়চিকিৎসাসু যে চোক্তাঃ পরমর্ষিভিঃ ।
উপসর্গাদয়ো রোগা যে চাপ্যাগন্তবঃ স্মৃতাঃ ॥
ত্রিষষ্টীরসসংসর্গাঃ স্বস্থবৃত্তন্তথৈবচ ।
যুক্তার্থা যুক্তয়শ্চৈব দোষভেদাস্তথৈবচ ॥
যত্রোক্তা বিবিধা অর্থা রোগসাধনহেতবঃ ।
মহতস্তস্য তন্ত্রস্য দুর্গাধস্যাম্বুধেরিব ॥
আদাবেবোত্তমাঙ্গস্থান্ রোগানভিদধাম্যহং ।
সংখ্যয়া লক্ষনৈশ্চাপি সাধ্যাসাধ্যক্রমেণচ ॥
বিদ্যাদ্দ্ব্যঙ্গুলবাহুল্যং স্বাঙ্গুষ্ঠোদরসম্মিতং ।
দ্ব্যঙ্গুলং সর্ব্বতঃ সার্দ্ধং ভিষগ্নয়নবুদ্বুদং ॥

সুবৃত্তং গোস্তনাকারং সর্ব্বভূতগুণোদ্ভবং ।
পলং ভুবোঽগ্নিতোরক্তং বাতাৎ কৃষ্ণং সিতং জলাৎ ॥
আকাশাদশ্রুমার্গাশ্চ জায়ন্তে নেত্রবুদ্‌বুদে ।
দৃষ্টিঞ্চাত্র তথা বক্ষ্যে যথা ব্রূয়াদ্বিশারদঃ ॥
নেত্রাযামত্রিভাগস্তু কৃষ্ণমণ্ডলমুচ্যতে ।
কৃষ্ণাৎ সপ্তমমিচ্ছন্তি দৃষ্টিং দৃষ্টিবিশারদাঃ ॥
মণ্ডলানিচ সন্ধীংশ্চ পটলানিচ লোচনে ।
যথাক্রমং বিজানীয়াৎ পঞ্চ ষট্‌চ ষড়েব চ ॥
পক্ষ্মবর্ত্মে শ্বেতকৃষ্ণদৃষ্টীনাং মণ্ডলানি তু ।
অনুপূর্ব্বন্তু তে মধ্যাশ্চত্বারোঽন্ত্যাযথোত্তরং ॥
পক্ষ্মবর্ত্মগতঃ সন্ধির্বর্ত্মশুক্লগতোঽপরঃ ।
শুক্লকৃষ্ণগতস্ত্বন্যঃ কৃষ্ণদৃষ্টিগতোঽপরঃ ॥
ততঃ কণীনকগতঃ ষষ্ঠশ্চাপাঙ্গগঃ স্মৃতঃ ।
দ্বে বর্ত্মপটলে বিদ্যাচ্চত্বার্য্যন্যানি চাক্ষিণি ॥
জায়ন্তে তিমিরং যেষু ব্যাধিঃ পরমদারুণঃ ।
তেজোজলাশ্রিতং বাহ্যং তেষন্যৎ পিশিতাশ্রিতং ॥
মেদস্তৃতীয়ং পটলমাশ্রিতন্ত্বস্থিচাপরং ।
পঞ্চমাংশসমং দৃষ্টেস্তেষাং বাহুল্যমিষ্যতে ॥
শিরাণাং কণ্ডরাণাঞ্চ মেদসঃ কালকস্যচ ।
গুণাঃ কালাৎপরঃ শ্লেষ্মা বন্ধনেঽক্ষ্ণোঃ শিরাযুতঃ ॥
শিরানুসারিভির্দ্দোষৈ-র্বিগুণৈরূর্দ্ধমাগতৈঃ ।
জায়ন্তে নেত্রভাগেষু রোগাঃ পরমদারুণাঃ ॥
তত্রাবিলং সসংরম্ভমশ্রুপূর্ণোপদেহবৎ ।
গুরূষাচোষরাগাদ্যৈর্জ্জুষ্টঞ্চাব্যক্তলক্ষণৈঃ ॥
সশূলং বর্ত্মকোষেষু শূকপূর্ণাভমেবচ ।
বিহন্যমানং রূপে বা ক্রিয়াস্বক্ষি যথা পুরা ॥

দৃষ্টৈব ধীমান্ বুধ্যেত দোষেণাধিষ্ঠিতঞ্চ তৎ।
তত্র সম্ভবমাসাদ্য যথাদোষং ভিষগ্ জিতং ॥
বিদধ্যান্নেত্রজা রোগা প্রবলাঃ স্যুরতোঽন্যথা ॥
সংক্ষেপতঃ ক্রিয়াযোগো নিদানপরিবর্জ্জনং।
বাতাদীনাং প্রতীঘাতঃ প্রোক্তোবিস্তরতঃ পুনঃ ॥
উষ্ণাভিতপ্তস্য জলপ্রবেশাদ্দূরেক্ষণাৎ স্বপ্নবিপর্য্যয়াচ্চ।
প্রসক্তসংরোদনশোককোপক্লেশাভিঘাতাদতিমৈথুনাচ্চ।
শুক্তারনালাম্লকুলত্থমাষনিষেবনাদ্বেগবিনিগ্রহাচ্চ।
স্বেদাত্রজোধূমনিষেবণাচ্চ ছর্দের্বিঘাতাদ্বমনাতিযোগাৎ।
বাষ্পগ্রহাৎ সূক্ষ্মনিরীক্ষণাচ্চ নেত্রে বিকারান্ জনয়ন্তি দোষাঃ
বাতাদ্দশ তথা পিত্তাৎ কফাচ্চৈব ত্রয়োদশ।
রক্তাৎ ষোড়শ বিজ্ঞেয়া সর্ব্বজাঃ পঞ্চবিংশতিঃ ॥
তথা বাহ্যৌ পুনর্দ্বৌ চ রোগাঃ ষট্সপ্ততিঃ স্মৃতাঃ।
হতাধিমন্থো নিমিষো দৃষ্টির্গম্ভীরিকা চ যা ॥
যচ্চ বাতহতং বর্ত্ম ন তে সিধ্যন্তি বাতজাঃ।
যাপ্যোঽথতন্ময়ঃ কাচঃ সাধ্যাঃ স্যুঃ সান্যমারুতাঃ ॥
শুষ্কাক্ষিপাকাধীমন্থস্যন্দমারুতপর্য্যয়াঃ।
অসাধ্যো হ্রস্বজাত্যো যো জলস্রাবশ্চ পৈত্তিকঃ ॥
পরিম্লায়ীচ নীলশ্চ যাপ্যঃ কাচোঽথ তন্ময়ঃ।
অভিষ্যন্দোঽধিমন্থোঽম্লাধ্যুষিতং শুক্তিকাহ্বয়া ॥
দৃষ্টিঃ পিত্তবিদগ্ধা যা পোথক্যো লগণশ্চ যঃ।
অসাধ্যঃ কফজস্রাবো যাপ্যঃ কাচোঽথ তন্ময়ঃ ॥
অভিষ্যন্দোঽধিমন্থশ্চ বলাসগ্রথিতঞ্চ যৎ।
দৃষ্টিঃ শ্লেষ্মবিদগ্ধা চ পোথক্যোলগণশ্চ যঃ ॥
ক্রিমিগ্রন্থি পরিক্লিন্নবর্ত্ম শুক্রার্ম্মপিষ্টকাঃ।
শ্লেষ্মোপনাহঃ সাধ্যাস্তু কপিতাঃ শ্লেষ্মজেষু তু ॥

রক্তস্রাবোঽজকাজাতং শোণিতার্শোঽবলম্বিতং।
শুক্রং ন সাধ্যং কাচশ্চ যাপ্যস্তজ্জঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
মন্থস্যন্দৌ ক্লিষ্টবর্ত্ম হর্ষোৎপাতৌ তথৈবচ।
সিরাজাবঞ্জনাখ্যাচ সিরাজালঞ্চ যৎ স্মৃতং॥
পর্ব্বণ্যথাব্রণং শুক্রং শোণিতার্ম্মার্জ্জুনশ্চ যঃ।
এতে সাধ্যা বিকারেষু রক্তজেষু ভবন্তি হি॥
পূয়স্রাবো নাকুলান্ধ্যমক্ষিপাকাত্যয়োঽলজী।
অসাধ্যাঃ সর্ব্বজা যাপ্যাঃ কাচঃ কোপশ্চ পক্ষ্মণঃ॥
বর্ত্মাববন্ধো যো ব্যাধিঃ সিরাসু পিড়কা চ যা।
প্রস্তার্য্যর্ম্মাধিমাংসার্ম স্নায়ুর্ম্মোৎসঙ্গিনী চ যা॥
পূযালসশ্চার্ব্বুদঞ্চ শ্যাবকর্দমবর্ত্মনী।
তথার্শো বর্ত্মশুক্রার্শঃ শর্করাবর্ত্ম যচ্চ বৈ॥
সশোফশ্চাপ্যশোফশ্চ পাকো বহলবর্ত্ম চ।
অক্লিন্নবর্ত্ম কুম্ভীকা বিসবর্ত্ম চ সিধ্যতি॥
সনিমিত্তোঽনিমিত্তশ্চ দ্বাবসাধ্যৌতু বাহ্যজৌ।
ষট্‌সপ্ততিবিকারণামেষা সংগ্রহকীর্ত্তনা।
নব সন্ধ্যাশ্রয়াস্তেষু বর্ত্মজাস্ত্বেকবিংশতিঃ।
শুক্রভাগে দশৈকশ্চ চত্বারঃ কৃষ্ণভাগজাঃ॥
সর্ব্বাশ্রয়া সপ্তদশ দৃষ্টিজা দ্বাদশৈবতু।
বাহ্যজৌ দ্বৌ সমাখ্যাতৌ রোগৌ পরম দারুণৌ॥
ভূয় এতান্ প্রবক্ষ্যামি সংখ্যারূপচিকিৎসিতৈঃ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ সন্ধিগতরোগবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

পূযালসঃ সোপনাহঃ স্রাবাঃ পর্ব্বণিকালজৌ।
কৃমিগ্রন্থিশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ রোগাঃ সন্ধিগতা নব॥

পক্বঃ শোফঃ সন্ধিজঃ সংস্রবেদ্যঃ সান্দ্রং পূয়ং পূতি পূযালসঃ সঃ।
গ্রন্থির্নাল্পো দৃষ্টিসন্ধাবপাকঃ কণ্ডূপ্রায়ো নীরুজস্তূপনাহঃ॥
গত্বা সন্ধীনশ্রুমার্গেণ দোষাঃ কুর্য্যুঃ স্রাবান্ রুগ্বিহীনান্ সলিঙ্গান্।
তান্ বৈ স্রাবান্ নেত্রনাড়ীমথৈকে তস্যালিঙ্গং কীর্ত্তয়িষ্যে চতুর্ধা॥
পাকঃ সন্ধৌ সংস্রবেদ্যশ্চ পূয়ং পূয়াস্রাবো নৈকরূপঃ প্রদিষ্টঃ॥
রক্তাস্রাবঃ শোণিতোত্থঃ সরক্তং কোষ্ণং নাল্পং সংস্রবেন্নাতিসান্দ্রং।
পীতাভাসং নীলমুষ্ণং জলাভং পিত্তস্রাবং স স্রবেৎ সন্ধিমধ্যাৎ॥
তাম্রা তন্বী দাহশূলোপপন্না রক্তাজ্জ্ঞেয়া পর্ব্বণি বৃত্তশোফা।
জাতা সন্ধৌ কৃষ্ণশুক্লালজী স্যাৎ তস্মিন্নেবাখ্যাপিতা পূর্ব্বলিঙ্গৈঃ॥
ক্রিমিগ্রন্থির্বর্ত্মনঃ পক্ষ্মণশ্চ কণ্ডূং কর্য্যুঃ ক্রিময়ঃ সন্ধিজাতাঃ।
নানারূপাঃ বর্ত্মশুক্লস্য সন্ধৌ চরন্তোঽন্তর্নয়নং দূষয়ন্তি॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাতোবর্ত্মগতরোগবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ

পৃথগ্দোষাঃ সমস্তাশ্চ যদা বর্ত্মব্যপাশ্রয়াঃ।
সিরা ব্যাপ্যাবতিষ্ঠন্তে বর্ত্মস্বধিকমূর্চ্ছিতাঃ॥
বিবর্দ্ধ্য মাংসং রক্তঞ্চ তদাবর্ত্মব্যপাশ্রয়ান্।
বিকারান্ জনয়ন্ত্যাশু নামতস্তান্নিবোধত॥
উৎসঙ্গিন্যথ কুম্ভীকা পোথকী বর্ত্মশর্করা।
তথার্শোবর্ত্ম শুষ্কার্শস্তথৈবাঞ্জননামিকা॥
বহলং বর্ত্ম যচ্চাপি ব্যাধির্বর্ত্মাববন্ধকঃ।
ক্লিষ্টকর্দ্দমবর্ত্মাখ্যৌ শ্যাববর্ত্ম তথৈব চ॥
প্রক্লিন্নমপরিক্লিন্নং বর্ত্ম বাতাহতন্তু যৎ।
অর্ব্বুদং নিমিষশ্চাপি শোণিতার্শশ্চ যৎ স্মৃতং॥

লগণো বিসনামাচ পক্ষকোপস্তথৈব চ।
একবিংশতিরিত্যেতে বিকারা বর্ত্মসংশ্রয়াঃ॥
নামভিস্তে সমুদ্দিষ্টা লক্ষণৈস্তান্ প্রচক্ষ্মহে।
পিড়কাভ্যন্তরমুখী বাহ্যাধোবর্ত্মসংশ্রয়া॥
বিজ্ঞেয়োৎসঙ্গিনী নাম তদ্রূপ পিড়কান্বিতা।
কুম্ভীকবীজপ্রতিমাঃ পিড়কাঃ পক্ষবর্ত্মনোঃ॥
আধ্মায়স্তেতু ভিন্নায়াঃ কুম্ভীকপিড়কাস্তু তাঃ।
কণ্ডূ স্রাবান্বিতা গুর্ব্ব্যো রক্তসর্ষপসন্নিভাঃ॥
পিড়কাশ্চ রুজাবত্যঃ পোথক্য ইতি সংজ্ঞিতাঃ।
পিড়কাভিঃ সসূক্ষ্মাভির্ঘনাভিরভিসংবৃতা॥
পিড়কা যা খরা স্থূলা সা জ্ঞেয়া বর্ত্মশর্করা।
সূক্ষ্মাঃ খরাশ্চ বর্ত্মস্থাস্তদর্শো-বর্ত্ম কীর্ত্ত্যতে॥
দীর্ঘোঽঙ্কুরঃ খর স্তব্ধো দারুণো বর্ত্মসম্ভবঃ।
ব্যাধিরেষ সমাখ্যাতঃ শুষ্কার্শ ইতি সংজ্ঞিতঃ॥
দাহতোদবতী তাম্রা পিড়কা বর্ত্মসম্ভবা।
মৃদ্বী মন্দ রুজাসূক্ষ্মা জ্ঞেয়া সা ঽঞ্জননামিকা॥
বর্ত্মোপচীয়তে যস্য পিড়কাভিঃ সমন্ততঃ।
সবর্ণাভিঃ সমাভিশ্চ বিদ্যাদ্ বহুলবর্ত্ম তৎ॥
কণ্ডূমতাল্পতোদেন বর্ত্মশোফেন যো নরঃ।
ন সমং ছাদয়েদক্ষি ভবেদ্বন্ধঃ সবর্ত্মনঃ॥
মৃদ্বল্পবেদনং তাম্রং যদ্বর্ত্ম সমমেবচ।
অকস্মাচ্চ ভবেদ্রক্তং ক্লিষ্টবর্ত্ম তদাদিশেৎ॥
ক্লিষ্টং পুনঃ পিত্তযুক্তং বিদহেচ্ছোণিতং যদা।
তদাক্লিন্নত্বমাপন্নমুচ্যতে বর্ত্ম কর্দ্দমং॥
যদ্বর্ত্ম বাহ্যতোঽন্তশ্চ শ্যাবং শূনং সবেদনং।
দাহকণ্ডূ পরিক্লেদি শ্যাববর্ত্মেতি তন্মতং॥

অরুজং বাহ্যতঃ শূনমন্তঃক্লিন্নং স্রবত্যপি।
কণ্ডূনিস্তোদভূয়িষ্ঠং ক্লিন্নবর্ত্ম তদুচ্যতে॥
যস্য ধৌতানি ধৌতানি সম্বধ্যন্তে পুনঃ পুনঃ।
বর্ত্মান্যপরিপক্কানি বিদ্যাদক্লিন্নবর্ত্ম তৎ॥
বিমুক্তসন্ধিনিশ্চেষ্টং বর্ত্ম যন্ন নিমীল্যতে।
এতদ্বাতহতং বিদ্যাৎ সরুজং যদিবারুজং॥
বর্ত্মান্তরস্থং বিষমং গ্রন্থিভূতমবেদনং।
বিজ্ঞেয়মর্ব্বুদং পুংসাং সরক্তমবলম্বিতং॥
নিমেষণীঃ সিরা বায়ুঃ প্রবিষ্টো বর্ত্মসংশ্রয়াঃ।
চালয়েদতিবর্ত্মানি নিমেষঃ স গদোমতঃ॥
ছিন্নাশ্ছিন্না বিবর্দ্ধন্তে বর্ত্মস্থা মৃদবোঽঙ্কুরাঃ।
দাহকণ্ডূরুজোপেতাস্তেঽর্শাঃ শোণিতসম্ভবাঃ॥
অপাকঃ কঠিনঃ স্থূলো গ্রন্থির্বর্ত্মভবোঽরুজঃ।
সকণ্ডূঃ পিচ্ছিলঃ কোলপ্রমাণো লগণস্তু সঃ॥
শূনং যদ্বর্ত্ম বহুভিঃ সূক্ষ্মৈশ্ছিদ্রৈঃ সমন্বিতং।
বিসমন্তর্জলমিব বিসবর্ত্মেতি তন্মতং॥
পক্কাশয়গতা দোষাস্তীক্ষ্ণাগ্রাণি খরাণিচ।
নিবর্ত্তয়ন্তি পক্ষ্মাণি তৈর্জুষ্টঞ্চাক্ষি দূয়তে॥
উৎপাটিতৈঃ পুনঃ শান্তিঃ পক্ষ্মভিশ্চোপজায়তে।
বাতাতপানলদ্বেষী পক্ষ্মকোপঃ স উচ্যতে॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ শুক্লগতরোগবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ
প্রস্তারিশুক্লক্ষতজাধিমাংসস্নায়ুর্ম্মসংজ্ঞাঃ খলু পঞ্চ রোগাঃ।
স্যুঃ শুক্তিকাচার্জ্জুনপিষ্টকৌচ জালং সিরাণাং পিড়কাশ্চ যাঃ স্যুঃ॥

রোগা বলাসগ্রথিতেন সার্দ্ধমেকাদশাক্ষ্ণোঃ খলু শুক্লভাগে।
প্রস্তারি গ্রথিতমিহার্ম্ম শুক্লভাগে বিস্তীর্ণং তনু রুধিরপ্রভং সনীলং॥
শুক্লাখ্যং মৃদু চয়তি শুক্লভাগে সশ্বেতং সমমিহ বর্দ্ধতেচিরেণ।
যন্মাংসং প্রচয়মুপৈতি শুক্লভাগে পদ্মাভং তদুপদিশন্তি লোহিতার্ম্ম॥
বিস্তীর্ণং মৃদু বহলং যকৃৎপ্রকাশং শ্যাবং বা তদধিকমাংসজার্ম্ম বিদ্যাৎ।
শুক্লে যৎ পিশিতমুপৈতি বৃদ্ধিমেতৎ স্নায়ুর্ম্মেত্যভিপাটিতং খরং প্রপাণ্ডু॥
শ্যাবাঃ স্যুঃ পিশিতনিভাস্ত বিন্দবো যে শুক্তির্ব্বাসিতনয়নে স শুক্তিসংজ্ঞঃ।
একো যঃ শশরুধিরোপমঃ সুবিন্দুঃ শুক্লস্থোভবতি তমর্জ্জুনং বদন্তি॥
উৎসন্নঃ সলিলনিভোঽথ পিষ্টশুক্লো বিন্দুর্যঃ সম্ভবতি পিষ্টকঃ সুবৃত্তঃ।
জালাভঃ কঠিনসিরো মহান্ সরক্তঃ সন্তানঃ স্মৃত ইহ জালসংজ্ঞিতস্ত॥
শুক্লস্থাঃ সিতপীড়কাঃ সিরাবৃতা যা স্তা বিদ্যাদসিতসমীপজাঃ সিরাজাঃ।
কাংস্যাভো ভবতি সিরাবৃতঃ সিতে যো বিন্দুর্ব্বা সতু নিরুজো বলাসকাখ্যঃ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ কৃষ্ণগতরোগবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

যৎ সব্রণং শুক্রমথাব্রণং বা পাকাত্যয়শ্চাপ্যজকা তথৈব।
চত্বার এতে ঽভিহিতা বিকারাঃ কৃষ্ণাশ্রয়াঃ সংগ্রহতঃ পুরস্তাৎ
নিমগ্নরূপংহি ভবেত্তু কৃষ্ণে সূচ্যেব বিদ্ধং প্রতিভাতি যদ্বৈ।
স্রাবং স্রবেদুষ্ণমতীব রুক্চ তৎসব্রণং শুক্রমুদাহরন্তি॥
দৃষ্টেঃ সমীপে ন ভবেত্তু যচ্চ নচাবগাঢ়ং নচ সংস্রবেদ্ধি।
অবেদনাবন্নচ যুগ্ম শুক্রং তৎসিদ্ধিমাপ্নোতি কদাচিদেব॥
সিতং যদা ভাত্যসিতপ্রদেশে স্যন্দাত্মকং নাতিরুগশ্রুযুক্তং।
বিহায়সীবাভ্রদলানুকারী তদব্রণং সাধ্যতমং বদন্তি॥
গম্ভীরজাতং বহলঞ্চ শুক্রং চিরোত্থিতঞ্চাপি বদন্তি কৃচ্ছ্রং।
বিচ্ছিন্নমধ্যং পিশিতাবৃতং বা চলং সিরাসক্তমদৃষ্টি কৃচ্ছ॥

দ্বিত্বগ্গতং লোহিতমস্ততশ্চ চিরোত্থিতঞ্চাপি বিবর্জ্জনীয়ং ॥
উষ্ণাশ্রুপাতঃ পিড়কা চ কৃষ্ণে যস্মিন্ ভবেন্মুদ্গ নিভঞ্চ শুক্রং।
তদপ্যসাধ্যং প্রবদন্তি কেচিদন্যচ্চ যত্তিত্তিরিপক্ষ তুল্যং ॥
সংচ্ছাদ্যতে শ্বেতনিভেন সর্ব্বদোষেণ যস্যাসিতমণ্ডলন্তু।
তমক্ষিপাকাত্যয়মক্ষিকোপসমুত্থিতং তীব্ররুজং বদন্তি ॥
অজাপুরীষপ্রতিমো রুজাবান্ সলোহিতো লোহিতপিচ্ছিলাস্রঃ।
বিদার্য্য কৃষ্ণং প্রচয়োহভ্যুপৈতি তঞ্চাজকাজাতমিতি ব্যবস্যেৎ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ সর্ব্বগতরোগবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

স্যন্দাস্তু চত্বার ইহোপদিষ্টাস্তাবন্ত এবেহ তথাধিমন্থাঃ।
শোফান্বিতো২শোফযুতশ্চ পাকাবিত্যেবমেতে দশ সম্প্রদিষ্টাঃ ॥
হতাধিমন্থো২নিলপর্য্যয়শ্চ শুষ্কাক্ষিপাকো২ন্যত এব বাতঃ।
দৃষ্টিস্তথাম্লাধ্যুষিতা সিরানামুৎপাতহর্ষাবপি সর্ব্বভাগাঃ ॥
প্রায়েন সর্ব্বে নয়নাময়াস্তে ভবন্ত্যভিষ্যন্দনিমিত্তমূলাঃ।
তস্মাদভিষ্যন্দমুদীর্য্যমাণমুপাচরেদাশুহিতায় ধীমান্ ॥
নিস্তোদনং স্তম্ভনরোমহর্ষং সঙ্ঘর্ষপারুষ্যশিরো২ভিতাপাঃ।
বিশুষ্কভাবাঃ শিশিরাশ্রুতাচ বাতাভিপন্নে নয়নে ভবন্তি ॥
দাহপ্রপাকৌ শিশিরাভিনন্দা ধূমায়নং বাষ্প-সমুচ্ছ্রয়শ্চ।
উষ্ণাশ্রুতা পীতকনেত্রতাচ পিত্তাভিপন্নে নয়নে ভবন্তি ॥
উষ্ণাভিনন্দা গুরুতাক্ষিশোফঃ কণ্ডূপ্রদেহৌ সিততাতিশৈত্যং।
স্রাবো মুহুঃ পিচ্ছিল এব চাপি কফাভিপন্নে নয়নে ভবন্তি ॥
তাম্রাশ্রুতা লোহিতনেত্রতা চ রাজ্যঃ সমন্তাদতিলোহিতাশ্চ।
পিত্তস্য লিঙ্গানি চ যানি তানি রক্তাভিপন্নে নয়নে ভবন্তি ॥

বৃদ্ধৈরেতৈরভিষ্যন্দৈর্নরাণামক্রিয়াবতাং।
তাবন্তস্তথাধিমন্থাঃ স্যুর্নয়নে তীব্রবেদনাঃ॥
উৎপাট্যত ইবাত্যর্থং নেত্রং নির্মথ্যতে তথা।
শিরসোঽর্দ্ধন্তু তং বিদ্যাদধিমন্থং স্বলক্ষণৈঃ॥
নেত্রমুৎপাট্যত ইব মথ্যতেঽরণিবচ্চ যৎ।
সঙ্ঘর্ষতোদনির্ভেদ-মাংসসংরব্ধমাবিলং॥
কুঞ্চনাস্ফোটনাধ্মানবেপথুর্ব্যথনৈর্যুতং।
শিরসোর্দ্ধঞ্চ যেন স্যাদধিমন্থঃ স মারুতাৎ॥
রক্তরাজি চিতং স্রাবি বহ্নিনেবাবদহ্যতে।
যকৃৎপিণ্ডোপমং দাহি ক্ষারেণাক্তমিবক্ষতং॥
প্রপক্বোচ্ছূনবর্ণান্তং সস্বেদং পীতদর্শনং।
মূর্চ্ছাশিরোদাহযুতং পিত্তেনাক্ষ্যধিমন্থিতং॥
শোফবন্নাতিসংরব্ধং স্রাবকণ্ডূসমন্বিতং।
শৈত্যগৌরবপৈচ্ছিল্যদূষিকাহর্ষণান্বিতং॥
রূপং পশ্যতি দুঃখেন পাংশুপূর্ণমিবাবিলং।
নাসাধ্মানশিরোদুঃখযুতং শ্লেষ্মাধিমন্থিতং॥
বন্ধুজীবপ্রতীকাশং তাম্যতি স্পর্শনাক্ষমং।
রক্তাস্রাবং সনিস্তোদং পশ্যত্যগ্নিনিভা দিশঃ॥
রক্তমগ্নারিষ্টবচ্চ কৃষ্ণভাগশ্চ লক্ষ্যতে।
যদ্দীপ্তং রক্তপর্য্যন্তং তদ্রক্তেনাভিমন্থিতং॥
হন্যাদ্দৃষ্টিং সপ্তরাত্রাৎ কফোত্থো হ্যধিমন্থোঽসৃক্ সম্ভবঃ পঞ্চরাত্রাৎ।
ষড়্রাত্রাদ্বা মারুতোত্থো নিহন্যান্মিথ্যাচারাৎপৈত্তিকঃ সদ্যএব॥
কণ্ডূপদেহাশ্রুযুতঃ পক্কোড়ুম্বর সন্নিভঃ।
দাহসংহর্ষতাম্রত্বশোফনিস্তোদগৌরবৈঃ॥
জুষ্টো মুহুঃ স্রবেদ্বাস্র মুষ্ণশীতাম্বু পিচ্ছিলং।
সংরম্ভাঃ পচ্যতে যশ্চ নেত্রপাকঃ সশোফজঃ॥

শোফহীনানি লিঙ্গানি নেত্রপাকে ত্বশোফজে।
অন্তঃ শিরাণাং শ্বসনঃ স্থিতো দৃষ্টিং প্রতিক্ষিপন্।
হতাধিমন্থং জনয়েত্তমসাধ্যং বিদুর্বুধাঃ॥
পক্ষদ্বয়াক্ষিভ্রুবমাশ্রিতস্তু যত্রানিলঃ সঞ্চরতি প্রদুষ্টঃ।
পর্য্যায়শশ্চাপি রুজঃ করোতি তং বাতপর্য্যায়মুদাহরন্তি॥
যৎ কূণিতং দারুণরুক্ষবর্ত্ম বিলোকনে বাবিলদর্শনং যৎ।
সুদারুণং যৎ প্রতিবোধনে চ শুষ্কাক্ষিপাকোপহতং তদক্ষি॥
যস্যাবটূকর্ণশিরোহনুস্থো মন্যাগতো বাপ্যনিলোঽন্যতো বা।
কুর্য্যাদ্রুজোঽতিভ্রুবি লোচনে বা তমন্যতো বাতমুদাহরন্তি॥
অম্লেন ভুক্তেন বিদাহিনা বা সঞ্ছাদ্যতে সর্ব্বত এব নেত্রং।
শোফান্বিতং লোহিতকং সনীলৈরেতাদৃগম্লাধ্যুষিতং বদন্তি॥
অবেদনা বাপি সবেদনা বা যস্যাক্ষিরাজ্যো হি ভবন্তি তাম্রাঃ।
মুহুর্ব্বিরজ্যন্তি চ তাঃ সমন্তাদ্ব্যাধিঃ সিরোৎপাত ইতি প্রদিষ্টঃ॥
মহান্ সিরোৎপাত উপেক্ষিতস্তু জায়েত রোগস্তু সিরাপ্রহর্ষঃ।
তাম্রাচ্ছমস্রং স্রবতি প্রগাঢ়ং তথা ন শক্নোত্যভিবীক্ষিতুঞ্চ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো দৃষ্টিগতরোগবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

মসূরদলমাত্রান্তু পঞ্চভূতপ্রসাদজাং।
খদ্যোতবিস্ফুলিঙ্গাভ্যাং সিদ্ধাং তেজোভিরব্যয়ৈঃ॥
আবৃতাং পটলেনাক্ষ্নোবাহ্যেন বিবরাকৃতিং।
শীতসাত্ম্যাং নৃণাং দৃষ্টিমাহুর্নয়নচিন্তকাঃ॥
রোগাংস্তদাশ্রয়ান্ ঘোরান্ ষট্ চ ষট্ চ প্রচক্ষ্মহে।
পটলানুপ্রবিষ্টস্য তিমিরস্য চ লক্ষণং॥

সিরাভিরভিসম্প্রাপ্য বিগুণোঽভ্যন্তরে ভৃশং।
প্রথমে পটলে দোষো যস্য দৃষ্টৌ ব্যবস্থিতঃ॥
অব্যক্তানি স রূপাণি সর্ব্বাণ্যেব প্রপশ্যতি।
দৃষ্টির্ভৃশং বিহ্বলতি দ্বিতীয়ং পটলং গতে॥
মক্ষিকান্ মশকান্ কেশান্ জালকানি চ পশ্যতি।
মণ্ডলানি পতাকাশ্চ মরীচীঃ কুণ্ডলানি চ॥
পরিপ্লবাংশ্চ বিবিধান্ বর্ষমভ্রং তমাংসি বা।
দূরস্থান্যপি রূপাণি মন্যতে চ সমীপতঃ॥
সমীপস্থানি দূরে চ দৃষ্টের্গোচরবিভ্রমাৎ।
যত্নবানপি চাত্যর্থং সূচীপাশং ন পশ্যতি॥
ঊর্দ্ধং পশ্যতি নাধস্তাৎ তৃতীয়ং পটলং গতে।
মহান্ত্যপি চ রূপাণি চ্ছাদিতানীব বাসসা॥
কর্ণনাসাক্ষিযুক্তানি বিপরীতানি বীক্ষতে।
যথাদোষঞ্চ রজ্যেত দৃষ্টির্দ্দোষে বলীয়সি॥
অধঃস্থিতে সমীপস্থং দূরস্থঞ্চোপরিস্থিতে।
পার্শ্বস্থিতে তথা দোষে পার্শ্বস্থানি ন পশ্যতি॥
সমন্ততঃ স্থিতে দোষে সঙ্কুলানীব পশ্যতি।
দৃষ্টিমধ্যগতে দোষে স একং মন্যতে দ্বিধা॥
দ্বিধা স্থিতে ত্রিধা পশ্যেদ্বহুধা চানবস্থিতে।
তিমিরাখ্যঃ স বৈ দোষশ্চতুর্থপটলঙ্গতঃ॥
রুণদ্ধি সর্ব্বতো দৃষ্টিং লিঙ্গনাশঃ স উচ্যতে।
তস্মিন্নপি তমোভূতে নাতিরূঢ়ে মহাগদে॥
চন্দ্রাদিত্যৌ সনক্ষত্রাবন্তরিক্ষে চ বিদ্যুতঃ।
নির্ম্মলানি চ তেজাংসি ভ্রাজিষ্ণূনি চ পশ্যতি॥
স এব লিঙ্গনাশস্তু নীলিকাকাচসংজ্ঞিতঃ।
তত্র বাতেন চারূণি ভ্রমন্তীব স পশ্যতি॥

আবিলান্যরুণাভানি ব্যাবিদ্ধানি চ মানবঃ।
পিত্তেনাদিত্যখদ্যোতশক্রচাপতড়িদ্গুণান্॥
শিখিবর্হবিচিত্রাণি নীলকৃষ্ণানি পশ্যতি।
গৌরচামরগৌরাণি শ্বেতাভ্রপ্রতিমানি চ॥
পশ্যেদসূক্ষ্মাণ্যত্যর্থং ব্যভ্রে চৈবাভ্রসংপ্লবং।
সলিলপ্লাবিতানীব পরিজাড্যানি মানবঃ॥
তথা রক্তেন রক্তানি তমাংসি বিবিধানি চ।
কফেন পশ্যেদ্রূপাণি স্নিগ্ধানি চ সিতানি চ॥
হরিতশ্যাবকৃষ্ণানি ধূমধূম্রাণি চেক্ষতে।
সন্নিপাতেন চিত্রাণি বিপ্লুতানীব পশ্যতি॥
বহুধা বা দ্বিধা বাপি সর্ব্বাণ্যেব সমস্ততঃ।
হীনাধিকাঙ্গাণ্যথবা জ্যোতীংষ্যপি চ পশ্যতি॥
পিত্তং কুর্য্যাৎ পরিম্লায়ি মূর্চ্ছিতং রক্ততেজসা।
পীতা দিশস্তথোদ্যন্তমাদিত্যমিব পশ্যতি॥
বিকীর্য্যমাণান্ খদ্যোতৈর্ব্বৃক্ষাংস্তেজোভিরেব চ।
বক্ষ্যামি ষড়্বিধে রাগৈর্লিঙ্গনাশমতঃপরং॥
রাগোঽরুণো মারুতজঃ প্রদিষ্টঃ পিত্তাৎ পরিম্লায্যথবাপি নীলঃ।
কফাৎ সিতঃ শোণিতজস্তু রক্তঃ সমস্তদোষোঽথবিচিত্ররূপঃ॥
রক্তজং মণ্ডলং দৃষ্টৌ স্থূলকাচারুণপ্রভং।
পরিম্লায়িনি রোগে স্যান্ম্লায্যানীলঞ্চ মণ্ডলং॥
দোষক্ষয়াৎ কদাচিৎ স্যাৎ স্বয়ং তত্র চ দর্শনং।
অরুণং মণ্ডলং বাতাচ্চঞ্চলং পরুষন্তথা॥
পিত্তান্মণ্ডলমানীলং কাংস্যাভং পীতমেব বা।
শ্লেষ্মনা বহলং স্নিগ্ধং শঙ্খকুন্দেন্দুপাণ্ডুরং॥
চলৎপদ্মপলাশস্থং শুক্রবিন্দুরিবাম্ভসঃ।
মৃদ্যমানে চ নয়নে মণ্ডলং তদ্বিসর্পতি॥

প্রবালপদ্মপত্রাভং মণ্ডলং শোণিতাত্মকং।
দৃষ্টিরাগো ভবেচ্চিত্রো লিঙ্গনাশে ত্রিদোষজে।
যথা স্বদোষলিঙ্গানি সর্ব্বেষ্বেব ভবন্তি হি॥

ষড়্ লিঙ্গনাশাঃ ষড়িমে চ রাগা দৃষ্ট্যাশ্রয়াঃ ষট্ চ ষড়েব চ স্যুঃ।
তথা নরঃ পিত্তবিদগ্ধদৃষ্টিঃ কফেন চান্যস্তথ ধূমদর্শী॥
যো হ্রস্বজাত্যো নকুলান্ধতা চ গম্ভীরসংজ্ঞা চ তথৈব দৃষ্টিঃ।
পিত্তেন দুষ্টেন গতেন দৃষ্টিং পীতা ভবেৎ যস্য নরস্য দৃষ্টিঃ।
পীতানি রূপাণি চ মন্যতে যঃ স মানবঃ পিত্তবিদগ্ধদৃষ্টিঃ॥
প্রাপ্তে তৃতীয়ং পটলন্তু দোষে দিবা ন পশ্যেন্নিশি বীক্ষতে চ।
তথা নরঃ শ্লেষ্মবিদগ্ধ-দৃষ্টিস্তান্যেব শুক্লানি হি মন্যতে তু॥
ত্রিষু স্থিতোঽল্পাঃ পটলেষু দোষা নক্তান্ধ্যমাপাদয়তি প্রসহ্য।
দিবা স সূর্য্যানুগৃহীতদৃষ্টির্বীক্ষেত রূপাণি কফাল্পভাবাৎ॥
শোকজ্বরায়াসশিরোঽভিতাপৈরভ্যাহতা যস্য নরস্য দৃষ্টিঃ।
স ধূমকান্ পশ্যতি সর্ব্বভাবাংস্তং ধূমদর্শীতি বদন্তি রোগং॥
স হ্রস্বজাত্যো দিবসেষু কৃচ্ছ্রাদ্ধ্রস্বানি রূপাণি চ যো ন পশ্যেৎ।
রাত্রৌ স শীতানুগৃহীতদৃষ্টিঃ পিত্তাল্পভাবাদপি তানি পশ্যেৎ॥
বিদ্যোততে যেন নরস্য দৃষ্টির্দোষাভিপন্না নকুলস্য যদ্বৎ।
চিত্রাণি রূপাণি দিবা স পশ্যেৎ স বৈ বিকারো নকুলান্ধ্যসংজ্ঞঃ॥
দৃষ্টির্বিরূপা শ্বসনোপসৃষ্টা সঙ্কুচ্যতেঽভ্যন্তরতশ্চ যাতি।
রুজাবগাঢ়া চ তমক্ষিরোগং গম্ভীরিকেতি প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ॥
বাহ্যৌ পুনর্দ্বাবিহ সম্প্রদিষ্টৌ নিমিত্ততশ্চাপ্যনিমিত্ততশ্চ।
নিমিত্ততস্তত্র শিরোঽভিতাপাজ্জ্ঞেয়স্ত্বভিষ্যন্দনিদর্শনৈশ্চ॥
সুরর্ষিগন্ধর্ব্বমহোরগাণাং সন্দর্শনেনাপি চ ভাস্বরাণাং।
হন্যেত দৃষ্টির্মনুজস্য যস্য স লিঙ্গনাশস্ত্বনিমিত্তসংজ্ঞঃ॥
তত্রাক্ষি বিস্পষ্টমিবাবভাতি বৈদূর্য্যবর্ণা বিমলা চ দৃষ্টিঃ।
বিদীর্য্যতে সীদতি হীয়তে বা নৃণামভীঘাতহতা তু দৃষ্টিঃ॥

ইত্যেতে নয়নগতা মহাবিকারাঃ সংখ্যাতাঃ পৃথগিহ ষট্ চ সপ্ততিশ্চ।
এতেষাং পৃথগিহ বিস্তরেণ সর্ব্বং বক্ষ্যেঽহং তদনু চিকিৎসিতঞ্চ তাবৎ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতশ্চিকিৎসিতপ্রবিভাগবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ

ষট্সপ্ততির্যেঽভিহিতা ব্যাধয়ো নামলক্ষণৈঃ।
চিকিৎসিতমিদং তেষাং সমাসাদ্ব্যাসতঃ শৃণু॥
ছেদ্যাস্তেষু দশৈকঞ্চ নব লেখ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ভেদ্যাঃ পঞ্চ বিকারাঃ সুর্ব্যেধ্যাঃ পঞ্চদশৈব তু॥
দ্বাদশাঃ শস্ত্রকৃত্যাশ্চ যাপ্যাঃ সপ্ত ভবন্তি হি।
রোগা বর্জ্জয়িতব্যাশ্চ দশ পঞ্চ চ জানতা।
অসাধ্যো বা ভবেত্তাস্তু যাপ্যো বাগন্তসংজ্ঞিতৌ॥

অর্শোঽন্বিতং ভবতি বর্ত্ম তু যত্তথার্শঃ
শুষ্কং তথার্ব্বুদমথো পিড়কাঃ সিরাজাঃ।
জালং সিরাজমপি পঞ্চবিধং তথার্ম্ম
ছেদ্যা ভবন্তি সহ পর্ব্বণিকাময়েন॥
উৎসঙ্গিনী বহুলকর্দ্দমবর্ত্মনী চ
শ্যাবঞ্চ যচ্চ পঠিতস্ত্বিহ বদ্ধবর্ত্ম।
ক্লিষ্টঞ্চ পোথকিযুতং খলু যচ্চ বর্ত্ম
কুম্ভীকিনী চ সহ শর্করয়া চ লেখ্যাঃ॥
শ্লেষ্মাপনাহলগণৌ চ বিসঞ্চ ভেদ্যাঃ
গ্রন্থিশ্চ যঃ কৃমিকৃতোঽঞ্জননামিকা চ।
আদৌ সিরা নিগদিতাশ্চ যয়োঃ প্রয়োগে
পাকৌ চ নয়নয়োঃ পবনোঽন্যতশ্চ॥

পূয়ালসানিলবিপর্য্যয়মন্থসংজ্ঞাঃ
স্যন্দাস্তু যান্ত্যপশমং হি সিরাব্যধেন।
শুষ্কাক্ষিপাককফপিত্তবিদগ্ধদৃষ্টি-
ঘম্লাধ্যশুক্রসহিতার্জ্জুনপিষ্টকেষু॥
অক্লিন্নবর্ত্ম হুতভুগ্‌ধ্বজদর্শি শুক্তি
প্রক্লিন্নবর্ত্মসু তথৈব বলাসসংজ্ঞে।
আগন্তুনাময়যুগেন চ দূষিতায়াং
দৃষ্টৌ ন শস্ত্রপতনং প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ॥
সম্পশ্যতঃ ষড়পি যেঽভিহিতাস্তু কাচা-
স্তে পক্ষকোপসহিতাস্তু ভবন্তি যাপ্যাঃ।
চত্বার এব পবনপ্রভবাস্ত্বসাধ্যা
দ্বৌ পিত্তজৌ কফনিমিত্তজ এক এব।
অষ্টার্দ্ধকা রুধিরজাশ্চ গদাস্ত্রিদোষা-
স্তাবন্ত এব গদিতাবপি বাহ্যজৌ দ্বৌ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো বাতাভিষ্যন্দপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

পুরাণসর্পিষা স্নিগ্ধৌ স্যন্দাধীমন্থপীড়িতৌ।
স্বেদয়িত্বা যথান্যায়ং শিরামোক্ষেণ যোজয়েৎ॥
সম্পাদয়েদ্বস্তিভিশ্চ সম্যক্‌স্নেহবিরেচিতৌ।
তর্পণৈঃ পুটপাকৈশ্চ ধূমৈরাশ্চ্যোতনৈস্তথা॥
নস্যস্নেহপরীষেকৈঃ শিরোবস্তিভিরেব চ।
বাতঘ্নানূপজলজমাংসাম্লক্বাথসেচনৈঃ॥
স্নেহৈশ্চতুর্ভিরুষ্ণৈশ্চ তৎপীতাম্বরধারণৈঃ।
পয়োভির্বেসবারৈশ্চ সাল্বণৈঃ পায়সৈস্তথা॥

ভিষক্ সম্পাদয়েদেতামুপনাহৈশ্চ পূজিতৈঃ।
তথাচোপরি ভুক্তস্য সর্পিষ্পানং প্রশস্যতে॥
ত্রিফলাক্কাথসংসিদ্ধং কেবলং ক্ষীর্ণমেব বা।
সিদ্ধং বাতহরৈঃ ক্ষীরং প্রথমেন গণেন বা॥
স্নেহাস্তৈলাদিনা সিদ্ধা বাতঘ্নৈস্তর্পণে হিতাঃ।
স্নৈহিকঃ পুটপাকশ্চ ধূমো নস্যঞ্চ তদ্বিধং॥
নস্যাদিষু স্থিরাক্ষীরমধুরৈস্তৈলমিষ্যতে।
এরণ্ডপল্লবে মূলে ত্বচি বাজং পয়ঃ শৃতং॥
কণ্টকার্য্যাশ্চ মূলেষু সুখোষ্ণং সেচনে হিতং।
সৈন্ধবোদীচ্যযষ্ট্যাহ্বপিপ্পলীভিঃ শৃতং পয়ঃ॥
হিতমর্দ্ধোদকং সেকে তথা শ্চ্যোতনমেব চ।
হ্রীবেরচক্রমঞ্জিষ্ঠোড়ুম্বরত্বক্ষু সাধিতং॥
সাস্তশ্চাজং পয়ো বাপি শূলাশ্চ্যোতনমুত্তমং।
মধুকং রজনীং পথ্যাং দেবদারু চ পেষয়েৎ॥
আজেন পয়সা শ্রেষ্ঠমভিষ্যন্দে তদঞ্জনং।
গৈরিকং সৈন্ধবং কৃষ্ণাং নাগরঞ্চ যথোত্তরং॥
দ্বিগুণং পিষ্টমদ্ভিস্ত গুটিকাঞ্জনমিষ্যতে।
স্নেহাঞ্জনং হিতং চাত্র বক্ষ্যন্তে তদ্যথাবিধি॥
রোগো যশ্চান্যতো বাতো যশ্চ মারুতপর্য্যয়ঃ।
অনেনৈব বিধানেন ভিষক্তাবপি সাধয়েৎ॥
পূর্ব্বভক্তং হিতং সর্পিঃ ক্ষীরং বাপ্যথ ভোজনে।
বৃক্ষাদন্যাং কপিত্থে চ পঞ্চমূলে মহত্যপি॥
সক্ষীরং কর্কটরসে সিদ্ধং চাত্র ঘৃতং পিবেৎ।
সিদ্ধং বা হিতমত্রাহুঃ পত্তূরার্ত্তগলাগ্নিকৈঃ॥
সক্ষীরং মেষশৃঙ্গ্যা বা সর্পির্বীরতরেণ বা।
সৈন্ধবং দারু শুণ্ঠী চ মাতুলুঙ্গরসে ঘৃতং॥

স্তন্যোদকাভ্যাং কর্ত্তব্যং শুষ্কপাকে তদঞ্জনং।
পূজিতং সর্পির্যশ্চাত্র পানমক্ষ্ণোশ্চ তর্পণং ॥
ঘৃতেন জীবনীয়েন নস্যং তৈলেন চাণুনা।
পরিষেকে হিতশ্চাত্র পয়ঃ শীতং সসৈন্ধবং ॥
রজনীদারুসিদ্ধং বা সৈন্ধবেন সমাযুতং।
সর্পির্যুতং স্তন্যঘৃষ্টমঞ্জনঞ্চ মহৌষধং ॥
বসা বানূপজলজা সৈন্ধবেন সমাযুতা।
নাগরোন্মিশ্রিতা কিঞ্চিচ্ছুষ্কপাকে তদঞ্জনং ॥
পবনপ্রভবা রোগা যে কেচিদ্দৃষ্টিনাশনাঃ।
বীজেনানেন মেধাবী তেষু কর্ম্ম প্রযোজয়েৎ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ পিত্তাভিষ্যন্দপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ।
পিত্তস্যন্দে পৈত্তিকে চাধিমন্থে রক্তাস্রাবঃ স্রংসনঞ্চাপি কার্য্যং।
অক্ষ্ণোঃ সেকালেপনশ্চাঞ্জনানি পৈত্তে চ স্যাদ্‌যদ্বিসর্পে বিধানং ॥
গুন্দ্রাং শালিং শৈবলং শৈলভেদং দার্বীমেলামুৎপলং রোধ্রমভ্রং।
পদ্মাৎ পত্রং শর্করা দর্ভমিক্ষুং তালং রোধ্রং বেতসং পদ্মকঞ্চ ॥
দ্রাক্ষাং ক্ষৌদ্রং চন্দনং যষ্টিকাহ্বং যোষিৎক্ষীরং রাত্র্যনন্তে চ পিষ্ট্বা।
সর্পিঃসিদ্ধং তর্পণে সেকনস্যে শস্তে ক্ষীরং সিদ্ধমেতেষু বাজং ॥
যোজ্যো বর্গো ব্যস্ত এবোঽন্যথা বা সম্যঙ্‌নস্যোঽষ্টাদ্ধিসন্ধ্যোঽপি নিত্যং।
ক্রিয়াঃ সর্ব্বা পিত্তহর্য্যঃ প্রশস্তাস্ত্র্যহাচ্চোর্দ্ধং ক্ষীরসর্পিশ্চ নস্যং ॥
পালাশং স্যাচ্ছোণিতং চাঞ্জনার্থে শল্লক্যা বা শর্করাক্ষৌদ্রযুক্তং।
রসক্রিয়াং শর্করাক্ষৌদ্রযুক্তাং পালিন্দ্যাং বা মধুকে বাপি কুর্য্যাৎ ॥
মুক্তাফেনঃ সাগরস্যোৎপলঞ্চ কৃমিঘ্নৈলাধাত্রিবীজাত্রসশ্চ।
তালীশৈলাগৈরিকোশীরশঙ্খৈরেবং যুঞ্জ্যাদঞ্জনং স্তন্যপিষ্টৈঃ ॥

চূর্ণং কুর্য্যাদঞ্জনার্থে রসে বা স্তন্যোপেতো ধাতকীস্যন্দনাভ্যাং।
যোষিৎস্তন্যং শাতকুম্ভং বিঘৃষ্টং ক্ষৌদ্রোপেতং কৈংশুকঞ্চাপি পুষ্পং॥
রোধ্রং দ্রাক্ষাং শর্করামুৎপলঞ্চ মার্য্যাঃ ক্ষীরে যষ্টিকাহ্বং বচাঞ্চ।
পিষ্ট্বা ক্ষীরং বর্ণকস্ত স্বচং বা তোয়োন্মিশ্রে চন্দনোডুম্বরে চ॥
কার্য্যঃ ফেনঃ সাগরস্যাঞ্জনার্থে নারীস্তন্যে মাক্ষিকে চাপি ঘৃষ্টঃ।
যোষিৎস্তন্যে স্থাপিতং যষ্টিকাহ্বং রোধ্রং দ্রাক্ষাং শর্করামুৎপলঞ্চ॥
ক্ষৌমাবদ্ধং পথ্যমাশ্চ্যোতনে বা সর্পির্ঘৃষ্টং যষ্টিকাহ্বং সরোধ্রং।
তোয়োন্মিশ্রাঃ কাশ্মরীধাত্রিপথ্যাস্তদ্বচ্চাহুঃ কট্ফলঞ্চাম্বুনৈব॥
এষোঽম্লাখ্যেঽপ্যনুক্রমস্যাপি শুক্তৌ কার্য্যঃ সর্ব্বঃ স্যাৎ সিরামোক্ষবর্জ্যঃ।
সর্পিঃ পেয়ং ত্রৈফলং তৈল্বকং বা পেয়ং বা স্যাৎ কেবলং যৎ পুরাণং॥
দোষেঽধস্তাচ্ছুক্তিকায়ামপাস্তে শীতৈর্দ্রব্যৈরঞ্জনং কার্য্যমাশু।
বৈদূর্য্যং যৎ স্ফাটিকং বৈদ্রুমঞ্চ মৌক্তং শাঙ্খ্যং রাজতং শাতকুম্ভং॥
চূর্ণং সূক্ষ্মং শর্করাক্ষৌদ্রযুক্তং শুক্তিং হন্যাদঞ্জনং চৈতদাশু।
যুঞ্জ্যাৎ সর্পির্দ্ধূমদর্শী নরস্তু শেষং কুর্য্যাদ্রক্তপিত্তে বিধানং।
যচ্চৈবান্যৎ পিত্তহৃচ্চাপি সর্ব্বং যদ্বীসর্পে পৈত্তিকে বৈ বিধানং॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ শ্লেষ্মাভিষ্যন্দপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ।
সান্দ্রাধিমন্থৌ কফজৌ প্রবৃদ্ধৌ জয়েৎ সিরানামথ মোক্ষণেন।
স্বেদাবপীড়াঞ্জনধূমসেকপ্রলেপযোগৈঃ কবলগ্রহৈশ্চ॥
রুক্ষৈস্তথাশ্চ্যোতনসংবিধানৈস্তথৈব রুক্ষৈঃ পুটপাকযোগৈঃ।
ত্রাহাত্ত্র্যাহাচ্চাপ্যপতর্পণান্তে প্রাতস্তয়োস্তিক্তঘৃতং প্রশস্তং॥
তদন্নপানঞ্চ সমাচরেদ্ধি যচ্ছ্লেষ্মণো নৈব করোতি বৃদ্ধিং।
কুটন্নটাস্ফোতফণিজ্ঝবিল্বপত্তূরপিল্বর্কিকপিত্থভঙ্গৈঃ॥

স্বেদং বিদধ্যাদথবাপ্যুলেপং বর্হিষ্ঠশুণ্ঠীসুরকাষ্ঠকুষ্ঠৈঃ।
সিন্ধূত্থহিঙ্গুত্রিকটূমধূকপ্রপৌণ্ডরীকাঞ্চনতুত্থতাম্রৈঃ॥
পিষ্টৈর্জ্জলেনাঞ্জনবর্ত্তয়ঃ স্যুঃ পথ্যা হরিদ্রামধুকাঞ্জনৈর্ব্বা।
ত্রীন্যূষণানি ত্রিফলা-হরিদ্রা-বিড়ঙ্গসারশ্চ সমানি চ স্যুঃ॥
বর্হিষ্ঠকুষ্ঠামরকাষ্ঠশঙ্খপাঠানল-ব্যোষমনঃশিলাশ্চ।
পিষ্ট্বাম্বুনা বা কুসুমানি জাতীকরঞ্জশোভাঞ্জনজানি যুঞ্জ্যাৎ॥
ফলম্প্রকীর্য্যাদথবাপি শিগ্রোঃ পুষ্পঞ্চ তুল্যং বৃহতীদ্বয়স্য।
রসাঞ্জনং চন্দনসৈন্ধবঞ্চ মনঃশিলালে লশুনঞ্চ তুল্যং॥
পিষ্ট্বাঞ্জনার্থং কফজেষু ধীমান্বর্ত্তীং বিদধ্যান্নয়নাময়েষু।
রোগে বলাসগ্রথিতেঽঞ্জনৈস্তৈঃ কর্ত্তব্যমেতৎ সুবিশুদ্ধকায়ে॥
নীলান্যবান্ গব্যপয়োঽনুপীতান্ শলাকিনঃ শুষ্কতনূন্ বিদহ্য।
তথার্জ্জকাস্ফোতকপিত্থবিল্বনির্গুণ্ডিজাতীকুসুমানি চৈব॥
তৎক্ষারবৎ সৈন্ধবতুত্থরোচনং পক্বং বিদধ্যাদথ লোহনাড্যাং।
এতদ্বলাসগ্রথিতোঽঞ্জনং স্যাদেষোঽনুকল্পস্তু ফণিজ্ঝকাদৌ॥
মহৌষধং মাগধিকাঞ্চ মুস্তাং সসৈন্ধবং যন্মরিচঞ্চ শুক্লং।
তন্মাতুলুঙ্গস্বরসেন পিষ্টং নেত্রাঞ্জনং পিষ্টকমাশু হন্যাৎ॥
ফলং বৃহত্যা মগধোদ্ভবানামাদায় কল্কং ফলপাককালে।
স্রোতোজযুক্তং খলু সপ্তরাত্রাত্তদ্ধৃতং সাত্ত্ব তথৈব পথ্যং॥
বার্ত্তাকুশিগ্রুস্বরসাপটোলকিরাততিক্তামলকীফলেষু।
কাসীসসামুদ্ররসাঞ্জনানি জাত্যাস্তথা কোরকমেব চাপি॥
প্রক্লিন্নবর্ত্মন্যুপদিশ্যতে তু যোগাঞ্জনং তন্মধুনাবঘৃষ্টং।
নাদেয়মগ্র্যং মরিচঞ্চ শুক্লং নেপালজাতা চ সমপ্রমাণা॥
সমাতুলুঙ্গদ্রব এষ যোগঃ কণ্ডূং নিহন্যাৎ সকৃদঞ্জনেন।
সশৃঙ্গবেরং সুরদারু মুস্তং সিন্ধুপ্রসূতং মুকুলানি জাত্যাঃ।
সুরাসুপিষ্টস্ত্বিদমঞ্জনং হি কণ্ড্বাঞ্চ শোফে চ হিতং বদন্তি।
স্যন্দাধিমন্থক্রমমাচরেচ্চ সর্ব্বেষু চৈতেষু সদাঽপ্রমত্তঃ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

অথাতো রক্তাভিষ্যন্দপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ ।

মন্থং স্যন্দং শিরোৎপাতং শিরাহর্ষঞ্চ রক্তজং ।
এতৈকৈকেন বিধানেন চিকিৎসেচ্চতুরো গদান্ ॥
ব্যাধ্যার্ত্তাংশ্চতুরোঽপ্যেতান্ স্নিগ্ধান্ কৌম্ভেন সর্পিষা ।
রসৈরুদারৈরথবা সিরামোক্ষেণ যোজয়েৎ ॥
বিরিক্তানাং প্রকামঞ্চ শিরাংস্যেষাং বিশোধয়েৎ ।
বৈরেচনিকসিদ্ধেন সিতাযুক্তেন সর্পিষা ॥

ততঃ প্রদেহাঃ পরিষেচনানি নস্যানি ধূমাশ্চ যথাস্বমেব ।
আশ্চ্যোতনাভ্যঞ্জনতর্পণানি স্নিগ্ধাশ্চ কার্য্যাঃ পুটপাকযোগাঃ ॥
নীলোৎপলোশীরকটঙ্কটেরী-কালীয়যষ্টীমধুমুস্তরোধ্রৈঃ ।
সপদ্মকৈর্দ্ধৌতঘৃতপ্রদিগ্ধৈরক্ষ্ণোঃ প্রলেপং পরিতঃ প্রকুর্য্যাৎ ॥

রুজায়াং চাপ্যতিভৃশং স্বেদাশ্চ মৃদবো হিতাঃ ।
অক্ষ্ণোঃ সমন্ততঃ কার্য্যং পাতনঞ্চ জলৌকসাং ॥
ঘৃতস্য মহতী মাত্রা পীতা শ্চার্ত্তিং নিযচ্ছতি ।
পিত্তাভিষ্যন্দশমনো বিধিশ্চাপ্যুপপাদিতঃ ॥
কসেরুমধুকাভ্যাং বা চূর্ণমম্বরসংবৃতং ।
ন্যস্তমপ্স্বান্তরিক্ষাসু হিতমাশ্চ্যোতনং ভবেৎ ॥
পাটল্যর্জ্জুনশ্রীপর্ণীধাতকীধাত্রিবিল্বতঃ ।
পুষ্পাণ্যথ বৃহত্যোশ্চ বিম্বী লোটাচ্চ তুল্যশঃ ॥
সমঞ্জিষ্ঠানি মধুনা পিষ্টানীক্ষুরসেন বা ।
রক্তাভিষ্যন্দশান্ত্যর্থমেতদঞ্জনমিষ্যতে ॥
চন্দনং কুমুদং পত্রং শিলাজতু সকুঙ্কুমং ।
অয়স্তাম্ররজস্তুথং নিম্বনির্য্যাসমঞ্জনং ॥

ত্রপু কাংস্যমলং চাপি পিষ্ট্বা পুষ্পরসেন তু।
বিপুলা যাঃ কৃতা বর্ত্ত্যঃ পূজিতাশ্চাঞ্জনে সদা॥
স্যাদঞ্জনং ঘৃতং ক্ষৌদ্রং সিরোৎপাতস্য ভেষজং।
তদ্বৎ সৈন্ধবকাসীসস্তন্যঘৃষ্টঞ্চ পূজিতং॥
মধুনা শঙ্খনৈপালীতুত্থদার্ব্ব্যঃ সসৈন্ধবাঃ।
রসঃ শিরীষপুষ্পাচ্চ স্বরামরিচমাক্ষিকৈঃ॥
যুক্তস্তু মধুনা বাপি গৈরিকং হিতমঞ্জনং।
সিরাহর্ষেঽঞ্জনং কুর্য্যাৎ ফাণিতং মধুসংযুতং॥
মধুনা তার্ক্ষ্যজং বাপি কাসীসং বা সসৈন্ধবং।
বেত্রাম্লস্তন্যসংযুক্তং ফাণিতঞ্চ সসৈন্ধবং॥
পৈত্তং বিধিমশেষেণ কুর্য্যাদর্জ্জুনশান্তয়ে।
ইক্ষুক্ষৌদ্রসিতাস্তন্যদার্ব্বীমধুকসৈন্ধবৈঃ॥
সেকাঞ্জনং চাত্র হিতমম্লৈরাশ্চ্যোতনং তথা।
সিতামধুককট্বঙ্গমস্তুক্ষৌদ্রাম্লসৈন্ধবৈঃ॥
বীজপূরককোলাম্লদাড়িমাম্লৈশ্চ যুক্তিতঃ।
একশো বা দ্বিশো বাপি যোজিতং বা ত্রিভিস্ত্রিভিঃ॥
স্ফটিকং বিদ্রুমং শঙ্খো মধুকং মধু চৈব হি।
শঙ্খক্ষৌদ্রসিতাযুক্তঃ সামুদ্রঃ ফেণ এব চ॥
দ্বাবিমৌ বিহিতৌ যোগাবঞ্জনেঽর্জ্জুননাশনৌ।
সৈন্ধবক্ষৌদ্রকতকাঃ সক্ষৌদ্রং বা রসাঞ্জনং॥
কাসীসং মধুনা বাপি যোজ্যমত্রাঞ্জনে সদা।
লোহচূর্ণানি সর্ব্বাণি ধাতবো লবণানি চ॥
রত্নানি দন্তাঃ শৃঙ্গাণি গণশ্চাপ্যবসাদনঃ।
কুক্কুটাণ্ডকপালানি লশুনং কটুকত্রয়ং॥
করঞ্জবীজমেলাশ্চ লেখ্যাঞ্জনমিদং স্মৃতং।
পুটপাকাবসানেন রক্তবিস্রাবণাদিনা॥

সম্পাদিতস্য বিধিনা কৃৎস্নেন স্যন্দঘাতিনা।
অনেনাপহরেচ্ছুক্রমব্রণং কুশলোভিষক্ ॥
উত্তানমবগাঢ়ং বা কর্কশং বাপি সব্রণং।
শিরীষবীজমরিচপিপ্পলীসৈন্ধবৈরপি ॥
শুক্রস্য ঘর্ষণং কার্য্যমথবা সৈন্ধবেনতু।
কুর্য্যাৎতাম্ররজঃ শঙ্খ-শিলামরিচসৈন্ধবৈঃ ॥
অন্ত্যাদ্ দ্বিগুণিতৈরেভিরঞ্জনং শুক্রনাশনং।
কুর্য্যাদঞ্জনযোগৌ বা সম্যক্শ্লোকার্দ্ধিকাবিমৌ ॥
শঙ্খকোলাস্থিকতক দ্রাক্ষা মধুকমাক্ষিকৈঃ।
ক্ষৌদ্র দন্তার্ণবমল-শিরীষকুসুমৈরপি ॥
ক্ষারাঞ্জনং বা বিতরেদ্ বলাশগ্রথিতাপহং।
মুদ্গাব্বানিস্তুষান্ ভৃষ্টান্ শঙ্খক্ষৌদ্রসিতাযুতান্ ॥
মধুকসারং মধুনা যোজয়েচ্চাঞ্জনে সদা।
বিভীতকাস্থিমজ্জা বা সক্ষৌদ্রঃ শুক্রনাশনঃ ॥
শঙ্খশুক্তিমধুদ্রাক্ষামধুককতকানিচ।
দ্বিত্বগ্গতে সশূলে বা বাতঘ্নং তর্পণং হিতং ॥
বংশস্কারুষ্করৌ তালং নারিকেলঞ্চ দাহয়েৎ।
বিস্রাব্য চারবচ্চূর্ণং ভাবয়েৎ করভাস্থিজং ॥
বহুশোঽঞ্জনমেতৎ স্যাচ্ছুক্রবৈবর্ণ্যনাশনং।
অজকাং পার্শ্বতোবিদ্ধা সূচ্যা বিস্রাব্য চোদকং ॥
ব্রণং গোমাংসচূর্ণেন পূরয়েৎ সর্পিষা সহ।
বহুশোঽবলিখেচ্চাপি বর্ত্মাস্যোপগতং যদি ॥
সশোফশ্চাপ্যশোফশ্চ দ্বৌ পাকৌ যৌ প্রকীর্ত্তিতৌ।
স্নেহস্বেদোপপন্নস্য তত্র বিদ্ধা সিরাং ভিষক্ ॥
সেকাশ্চ্যোতননস্যানি পুটপাকাংশ্চ কারয়েৎ।
সর্ব্বতশ্চাপি শুদ্ধস্য কর্ত্তব্যমিদমঞ্জনং ॥

তাম্রপাত্রস্থিতং মাংসং সর্পিঃ সৈন্ধব সংযুতং।
মৈরেয়ং বাপি দধ্যোবং দধ্যুত্তরকমেবচ ॥
ঘৃতং কাংস্যমলোপেতং স্তন্যং বাপি সসৈন্ধবং।
মধুকসারম্মধুনা তুল্যাংশগৈরিকেন বা ॥
সর্পিঃ সৈন্ধব তাম্রাণি যোষিৎস্তন্যযুতানিচ।
দাড়িমারেবতাশ্মন্তু কোলাম্লৈশ্চ সসৈন্ধবং ॥
রসক্রিয়াং বা বিতরেৎ সম্যক্ পাকজিঘাংসয়া।
মাংসং সৈন্ধবসংযুক্তং স্থিতং সর্পিষি নাগরং ॥
আশ্চ্যোতনাঞ্জনং যোজ্যমবলাক্ষীরসংযুতং।
জাত্যাঃ পুষ্পং সৈন্ধবং শৃঙ্গবেরং কৃষ্ণাবীজং কীটশত্রোশ্চ সারং ॥
এতৎপিষ্টং নেত্রপাকেঽঞ্জনার্থং ক্ষৌদ্রোপেতং নির্ব্বিশঙ্কং প্রযোজ্যং
পূয়ালসে শোণিতমোক্ষণঞ্চ হিতং তথৈবাপ্যুপনাহনঞ্চ ॥
কৃৎস্নো বিধিশ্চেক্ষণপাকঘাতী যথাবিধানং ভিষজা প্রযোজ্যঃ।
কাসীসসিন্ধুপ্রভবার্দ্রকৈস্তু হিতংভবে দঞ্জনমেব চাত্র ॥
ক্ষৌদ্রান্বিতৈরেভিরথোপযুঞ্জ্যাদন্যত্র, তাম্রায়সচূর্ণ যুক্তৈঃ।
স্নেহাদিনা সম্যগপাস্য দোষাং স্তৃপ্তং বিধায়াথ যথাস্বমেব ॥
প্রক্লিন্নবর্ত্মানমুপক্রমেত সেকাঞ্জনাশ্চোতননস্যধূমৈঃ।
মুস্তাহরিদ্রামধুকং প্রিয়ঙ্গুসিদ্ধার্থরোধ্রোৎপলসারিবাভিঃ ॥
ক্ষুণ্ণাভিরাশ্চ্যোতনমেব কার্য্যমত্রাঞ্জনঞ্চাঞ্জন মাক্ষিকং স্যাৎ।
পত্রং ফলঞ্চামলকস্য পক্বাক্রিয়াংবিদধ্যাদথবাঞ্জনার্থে ॥
বংশস্য মূলেন রসক্রিয়াং বা বর্ত্তীকৃতাং তাম্রকপালপক্বাং।
রসক্রিয়াং বা ত্রিফলাবিপক্বাং পলাশপুষ্পৈঃ খরমঞ্জরৈর্ব্বা ॥
পিষ্ট্বাছগল্যাঃ পয়সা মলং বা কাংসস্য দগ্ধ্বা সহ তান্তবেন।
প্রত্যঞ্জনে তন্মরিচৈরুপেতং চূর্ণেন তাম্রস্য সহোপযোজ্যং ॥
সমুদ্রফেনং লবণোত্তমঞ্চ শঙ্খোঽথ মুদ্গো মরিচঞ্চ শুক্লং।
চূর্ণাঞ্জনং যোজ্যমথাপি কণ্ডূং ক্লিন্নবর্ত্মান্যপহন্তি শীঘ্রং ॥

প্রক্লিন্নবর্ত্মন্যপি চৈত এব যোগাঃ প্রযোজ্যাশ্চ সমীক্ষ্য দোষান্।
সকজ্জলং তাম্রঘটেচ ঘৃষ্টং সর্পির্যুতংতুত্থকমঞ্জনঞ্চ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতোলেখ্যরোগপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

নব যে ঽভিহিতাঃ লেখ্যাঃ সামান্যস্তেষয়ং বিধিঃ।
স্নিগ্ধবান্তবিরিক্তস্য নিবাতাতপসদ্মনি॥
সুখোদকপ্রতপ্তেন বাসসা সুসমাহিতঃ।
স্বেদয়েদ্বর্ত্ম নির্ভুজ্য বামাঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিস্থিতং॥
অঙ্গুল্যাঙ্গুষ্ঠকাভ্যাস্তু নির্ভুগ্নং বর্ত্ম যত্নতঃ।
প্লোতান্তরীকৃতং নৈব চলতি স্রংসতেঽপিবা॥
ততঃ প্রমৃজ্য প্লোতেন বর্ত্মশস্ত্রপদাঙ্কিতং।
লিখেচ্ছস্ত্রেণ পত্রৈর্বা ততো রক্তেস্থিতে পুনঃ॥
স্বিন্নং মনোহ্বাকাসীসব্যোষাঞ্জনকসৈন্ধবৈঃ।
শ্লক্ষ্ণপিষ্টৈঃ সমাক্ষীকৈঃ প্রতিসার্য্যোষ্ণবারিণা॥
প্রক্ষাল্য হবিষা সিক্তং ব্রণবৎ সমুপাচরেৎ॥
স্বেদাবপীড়প্রভৃতীংস্ত্র্যাহাদূর্দ্ধং প্রযোজয়েৎ॥
ব্যাসতস্তে সমুদ্দিষ্টং বিধানং লেখ্যকর্ম্মণি।
অসৃগাস্রাবরহিতং কণ্ডুশোফবিবর্জ্জিতং॥
সমং নখনিভং বর্ত্ম লিখিতং সম্যগিষ্যতে।
রক্তমক্ষি স্রবেৎস্কন্নং ক্ষতাচ্ছস্ত্রকৃতাদ্ধ্রুবং॥
রাগশোফপরিস্রাবাস্তিমিরং ব্যাধ্যনির্জ্জয়ঃ।
বর্ত্ম শ্যাবংগুরু স্তব্ধং কণ্ডুহর্ষোপদেহবৎ॥

নেত্রপাকমুদীর্ণং বা কুর্ব্বীতাপ্রতিকারিণঃ।
এতদুল্লিখিতং জ্ঞেয়ং স্নেহয়িত্বা পুনর্লিখেৎ॥
ব্যাবর্ত্ততে যদা বর্ত্ম পক্ষ্মচাপি বিমুঞ্চতি।
স্যাৎ সরুক্ স্রাবভূয়িষ্ঠং তদতিস্রাবিতং বিদুঃ॥
স্নেহস্বেদাদিরিষ্টং স্যাৎক্রমস্তত্রানিলাপহঃ।
বর্ত্মাবিবন্ধং ক্লিষ্টঞ্চ বহুলং যচ্চ কীর্ত্তিতং॥
পোথকী চাপ্যবলিখেৎপ্রচ্ছয়িত্বাগ্রতঃ শনৈঃ।
সমং লিখেত্তু মেধাবী শ্যাবকর্দ্দমবর্ত্মনী॥
কুম্ভীকিনীং শর্করাঞ্চ তথৈবোৎসঙ্গিনীমপি।
কর্ত্তয়িত্বা তু শস্ত্রেণ লিখেৎ পশ্চাদতন্দ্রিতঃ॥
ভবেয়ুর্ব্বর্ত্মসু চ যাঃ পিড়কাঃ কঠিনা ভৃশং।
হ্রস্বাস্তাম্রাশ্চ তাঃ পক্কাভিন্দ্যাদ্‌ভিন্না লিখেদপি॥
তরুণীশ্চাল্পসংরম্ভা পিড়কা বাহ্যবর্ত্মজাঃ।
বিদিত্বৈতাঃ প্রশময়েৎ স্বেদালেপনশোধনৈঃ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতোভেদ্যরোগপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

স্বেদয়িত্বা বিসগ্রন্থিং ছিদ্রাণ্যস্য নিরাশ্রয়ং।
পক্কং ভিত্বা তু শস্ত্রেণ সৈন্ধবেনাবচূর্ণয়েৎ॥
কাসীস মাগধী পুষ্প নৈপাল্যেলাযুতেন তু।
ততঃ ক্ষৌদ্রঘৃতং দত্বা সম্যগ্‌বন্ধমুপাচরেৎ॥
রোচনাক্ষারতুত্থানি পিপ্‌পল্যঃ ক্ষৌদ্রমেব চ।
প্রতিসারণমেকৈকং ভিন্নে লগণ ইষ্যতে॥

মহত্যপিচ যুঞ্জীত ক্ষারাগ্নিবিধিকোবিদঃ।
স্বিন্নাং ভিন্নাং বিনিষ্পীড্য ভিষগঞ্জননামিকাং॥
শিলৈলানতসিন্ধূত্থৈঃ সক্ষৌদ্রৈঃ প্রতিসারয়েৎ।
রসাঞ্জনমধুভ্যাং বা ভিন্নাং বা শস্ত্রকর্ম্মবিৎ॥
প্রতিসার্য্যাঞ্জনৈর্যুঞ্জ্যাদুষ্ণৈর্দীপশিখোদ্ভবৈঃ।
সম্যক্‌স্বিন্নে কৃমিগ্রন্থৌ ভিন্নে স্যাৎ প্রতিসারণং॥
ত্রিফলাতুত্থ কাসীসসৈন্ধবৈস্তু রসক্রিয়াং।
ভিত্ত্বোপনাহং কফজং পিপ্‌পলীমধুসৈন্ধবৈঃ॥
লেখয়েন্মণ্ডলাগ্রেণ সমন্তাৎ প্রচ্ছয়েদপি।
সংস্বেহ্য পত্রভঙ্গৈশ্চ স্বেদয়িত্বা যথাসুখং॥
আপাকাদ্বিধিনোক্তেন পঞ্চ ভেদ্যানুপাচরেৎ।
সর্ব্বেষ্বেতেষু বিহিতং বিধানং স্নেহ পূর্ব্বকং।
সম্পক্বে প্রযতো ভূত্বা কুর্ব্বীত ব্রণরোপণং॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতশ্ছেদ্যরোগ প্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ

স্নিগ্ধং ভুক্তবতো হ্যন্নমুপবিষ্টস্য যত্নতঃ।
সংরোষয়েত্তু নয়নং ভিষক্‌চূর্ণৈস্তু লাবণৈঃ॥
ততঃ সংরোষিতং তূর্ণং সুস্বিন্নং পরিঘট্টিতং।
অর্ম্ম যত্র বলীজাতং তত্রৈতন্নগয়েদ্ভিষক॥
অপাঙ্গং প্রেক্ষমাণস্য বড়িশেন সমাহিতঃ।
মুচুণ্ড্যাগৃহ্য মেধাবী সূচীসূত্রেণ বা পুনঃ॥
নচোৎথাপয়তা ক্ষিপ্রং কার্য্যমভ্যুন্নতং তু তৎ।
শস্ত্রপাতভয়াচ্চাস্য বর্ত্মনী গ্রাহয়েদ্দৃঢ়ং॥

ততঃ প্রশিথিলীভূতং ত্রিভিরেব বিলম্বিতং।
উল্লিখন্মণ্ডলাগ্রেণ তীক্ষ্ণেন পরিশোধয়েৎ॥
বিমুক্তং সর্ব্বতশ্চাপি কৃষ্ণাচ্ছুক্লাচ্চ মণ্ডলাৎ।
নীত্বা কনীনকোপান্তং ছিন্দ্যান্নাতি কনীনকং॥
চতুর্ভাগস্থিতে মাংসে নাক্ষিব্যাপত্তি মর্হতি।
কনীনকবধাদস্রং নাড়ী চাপ্যুপজায়তে॥
হীনচ্ছেদাৎ পুনর্বৃদ্ধিং শীঘ্রমেবাধিগচ্ছতি।
অর্ম্ম যজ্জাল বদ্বাপি তদপ্যুন্মার্জ্য লম্বিতং॥
ছিন্দ্যাদ্বক্রেণ শস্ত্রেণ বর্ত্ম শুক্লান্তমাশ্রিতং।
প্রতিসারণ মক্ষোস্ত ততঃ কার্য্যমনন্তরং॥
যবনালস্য চূর্ণেন ত্রিকটোর্লবণস্যচ।
স্বেদয়িত্বা ততঃ পশ্চাদ্বধ্নীয়াৎ কুশলো ভিষক্॥
দেশর্ত্তু বলকালজ্ঞঃ স্নেহং দত্বা যথাহিতং।
ব্রণবৎ সংবিধানন্তু তস্য কুর্য্যাদতঃ পরং॥
ত্র্যহান্মুক্ত্বা করস্বেদং দত্বা শোধনমাচরেৎ।
করঞ্জ বীজামলকমধুকৈঃ সাধিতং পয়ঃ॥
হিতমাশ্চ্যোতনং শূলে দ্বিরহ্নঃ ক্ষৌদ্রসংযুতং।
মধুকোৎপলকিঞ্জল্ক দূর্ব্বাকল্কৈশ্চ মূর্দ্ধনি॥
প্রলেপঃ সঘৃতঃ শীতঃ ক্ষীরপিষ্টঃ প্রশস্যতে।
লেখ্যাঞ্জনৈরপহরেদর্ম্মশেষং ভবেদ্যদি॥
অর্ম্ম চাল্পন্দধিনিভন্নীলং রক্তমথাপিবা।
ধূসরন্তনুযচ্চাপি শুক্রবত্তদুপাচরেৎ॥
চর্ম্মাভম্বহলং যত্তু স্নায়ুমাংস ঘনাবৃতং।
ছেদ্যমেব তদর্ম্ম স্যাৎ কৃষ্ণমণ্ডলগঞ্চ যৎ॥
বিশুদ্ধবর্ণ মক্লিষ্টং ক্রিয়াস্বক্ষিগতক্লমং।
ছিন্নেঽর্ম্মণি ভবেৎ সম্যক্ যথা স্বমনুপদ্রবং॥

সিরাজালে সিরা যাস্তু কঠিনাস্তাশ্চ বুদ্ধিমান্।
উল্লিখেন্মণ্ডলাগ্রেণ বড়িশেনাবলম্বিতাঃ॥
সিরাসু পিড়কা জাতা যা ন সিধ্যন্তি ভেষজৈঃ।
অর্দ্ধবন্মণ্ডলাগ্রেণ তাসাঞ্ছেদনমিষ্যতে॥
রোগয়োশ্চৈতয়োঃ কার্য্যমর্শ্মোক্তং প্রতিসারণং।
বিধিশ্চাপি যথাদোষং লেখনদ্রব্যসম্মতঃ॥
সন্ধৌ সংস্বেদ্য শস্ত্রেণ পর্ব্বণীকাং বিচক্ষণঃ।
উত্তরেচ ত্রিভাগেচ বড়িশেনাবলম্বিতাং॥
ছিন্দ্যাত্ততোর্দ্ধমগ্রে স্যাদশ্রুনাড়ী হ্যতোহন্যথা।
প্রতিসারণমত্রাপি সৈন্ধবক্ষৌদ্রমিষ্যতে॥
লেখনীয়ানি চূর্ণানি ব্যাধিশেষস্য ভেষজং।
শঙ্খং সমুদ্রফেনঞ্চ মণ্ডূকীঞ্চ সমুদ্রজাং॥
স্ফটিকং কুরুবিন্দঞ্চ প্রবালাশ্মন্তকন্তথা।
বৈদূর্য্যোপলকং মুক্তামযস্তাম্ররজাংসিচ॥
সমভাগানি সম্পিষ্য সার্দ্ধং স্রোতোহঞ্জনেনতু।
চূর্ণাঞ্জনং কারয়িত্বা ভাজনে মেষশৃঙ্গজে॥
সংস্থাপ্যোভয়তঃ কালমঞ্জয়েৎ সততং বুধঃ।
অর্ম্মাণি পিড়কাং হন্যাৎ সিরাজালানি তেনবৈ॥
অর্শস্তথা যচ্চ নাম্না শুষ্কার্শোহর্ব্বুদমেবচ।
অভ্যন্তরং বর্ত্মশয়া বিধানং তেষু বক্ষ্যতে॥
বর্ত্মোপস্বেদ্য নির্ভুজ্য সূচ্যোৎক্ষিপ্য প্রযত্নতঃ।
মণ্ডলাগ্রেণ তীক্ষ্ণেন মূলে ছিন্দ্যাদ্ভিষগ্বরঃ॥
ততঃ সৈন্ধবকাসীস কৃষ্ণাভিঃ প্রতিসারয়েৎ।
স্থিতেচ রুধিরে বর্ত্ম দহেৎ সম্যক্ শলাকয়া॥
ক্ষারেণাবলিখেচ্চাপি ব্যাধিশেষো ভবেদ্যদি।
তীক্ষ্ণৈরুভয়তো ভাগৈস্ততো দোষমধিক্ষিপেৎ॥

বিতরেচ্চ যথাদোষমভিষ্যন্দ ক্রিয়াবিধিং ;
শস্ত্রকর্ম্মণ্যুপরতে মাসঞ্চ স্যাৎ সুযন্ত্রিতঃ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ পক্ষ্মকোপপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

যাপ্যস্তু যো বর্ত্মভবো বিকারঃ পক্ষ্মপ্রকোপো হ্যভিহিতঃ পুরস্তাৎ।
তত্রোপবিষ্টস্য নরস্য চর্ম্ম বর্ত্মোপরিষ্টাদনুতির্য্যগেব॥
ভ্রুবোরধস্তাৎ পরিমুচ্য ভাগৌ পক্ষ্মাশ্রিতং চৈকমতোঽবকৃন্তেৎ।
কনীনকাপাঙ্গসমং সমন্তাদ্যবাকৃতি স্নিগ্ধতনোর্নরস্য॥
উৎকৃত্য শস্ত্রেণ যবপ্রমাণং বাস্নেন সীব্যেদ্ভিষগপ্রমত্তঃ।
দত্ত্বা চ সর্পির্মধুনাবশেষং কুর্য্যাদ্বিধানং বিদিতং ব্রণে যৎ॥
ললাটদেশেচ নিবদ্ধ পট্টং প্রাক্‌স্যূতমত্রাপ্যপরঞ্চ বদ্ধা।
স্থৈর্য্যং গতে চাপ্যথ শস্ত্রমার্গে বালাম্বিমুঞ্চেৎ কুশলোঽভিবীক্ষ্য॥
এবং নচেচ্ছাম্যতি তস্য বর্ত্ম নির্ভুজ্য দোষোপহতাং বলিঞ্চ।
ততোঽগ্নিনা বা প্রতিসারয়েৎ তাং ক্ষারেণ বা সম্যগবেক্ষ্য ধীরঃ॥
ছিত্ত্বা সমং বাপ্যুপপক্ষ্মমালাং সম্যগ্‌গৃহীত্বা বড়িশৈস্ত্রিভিশ্চ।
পথ্যাফলেন প্রতিসারয়েত্তু পিষ্টেনবা তৌবরকেণ সম্যক্॥
চত্বার এতে বিধয়ো বিহন্তুঃ পক্ষ্মোপরোধং পৃথগেব শস্তাঃ।
বিরেচনাশ্চ্যোতননস্যধূমলেপাঞ্জন-স্নেহরসক্রিয়াশ্চ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো দৃষ্টিগতরোগপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

ত্রয়ঃ সাধ্যাস্ত্রয়োঽসাধ্যা যাপ্যাঃ ষট্‌চ ভবন্তিহি।
তত্রৈকস্য প্রতীকারঃ কীর্ত্তিতো ধূমদর্শিনঃ॥

দৃষ্টৌ পিত্তবিদগ্ধায়াং বিদগ্ধায়াং কফেনচ।
পিত্তশ্লেষ্মহরং কুর্য্যাদ্বিধিং শস্ত্রক্ষতাদৃতে॥
নস্য সেকাঞ্জনালেপপুটপাকৈঃ সতর্পণৈঃ।
আদ্যেতু ত্রৈফলং পেয়ং সর্পিস্ত্রৈবৃতমুত্তরে॥
তৈল্বকং চোভয়োঃ পথ্যং কেবলং জীর্ণ মেব বা।
গৈরিকং সৈন্ধবং কৃষ্ণাং গোদন্তস্য মসীস্তথা॥
গোমাংসং মরিচং বীজং শিরীষস্য মনঃশিলা।
বৃন্তং কপিত্থান্মধুনা স্বয়ংগুপ্তাফলানিচ॥
চত্বার এতে যোগাঃস্যুরুভয়োরঞ্জনে হিতাঃ।
কুব্জকাশোকশালাম্রপিয়ঙ্গু নলিনোৎপলৈঃ॥
পুষ্পৈর্হরেণুকৃষ্ণাহ্বাপথ্যামলকসংযুতৈঃ।
সর্পির্মধুযুতৈশ্চূর্ণৈর্বেণুনাড্যামবস্থিতৈঃ॥
অঞ্জয়েদ্দ্বাবপি ভিষক্ পিত্তশ্লেষ্মবিভাবিতৌ।
আম্রজম্বুদ্ভবং পুষ্পং তদ্রসেন হরেণুকাং॥
পিষ্ট্বা ক্ষৌদ্রাজ্যসংযুক্তাং প্রয়োজ্যমথবাঞ্জনং।
নলিনোৎপলকিঞ্জল্কগৈরিকৈর্গোশকৃদ্রসৈঃ॥
গুড়িকাঞ্জনমেতদ্বা দিনরাত্র্যন্ধয়োর্হিতং।
রসাঞ্জনরসক্ষৌদ্রতালীশ স্বর্ণ গৈরিকং॥
গোশকৃদ্রসসংযুক্তং পিত্তোপহতদৃষ্টয়ে।
শীতং সৌবীরকং বাপি পিষ্ট্বাথ রসভাবিতং॥
কূর্ম্মপিত্তেন মতিমান্ ভাবয়েদ্রোহিতেন বা।
চূর্ণাঞ্জনমিদং নিত্যং প্রয়োজ্যং পিত্তশান্তয়ে॥
কাশ্মরীপুষ্পমধুক দার্ব্বীরোধ্র রসাঞ্জনৈঃ।
সক্ষৌদ্রমঞ্জনং তদ্ধিতং নেত্রাময়ে সদা॥
স্রোতোজং সৈন্ধবং কৃষ্ণাং রেণুকাঞ্চাপি পেষয়েৎ।
অজমূত্রেণ তা বর্ত্ত্যঃ ক্ষণদান্ধাঞ্জনেহিতাঃ॥

কালানুসারিবাং কৃষ্ণাং নাগরং মধুকস্তথা।
তালীশপত্রং ক্ষণদে গাঙ্গেয়ঞ্চ শকৃদ্রসে॥
কৃতাস্তা বর্ত্তয়ঃ পিষ্টাশ্ছায়াশুষ্কাঃ সুখাবহাঃ।
মনঃশিলাভয়াব্যোষ বলাকালানুসারিবাঃ॥
সফেনা বর্ত্তয়ঃ পিষ্টাশ্ছাগক্ষীরসমন্বিতাঃ।
গোমূত্র পিত্ত মদিরা শকৃদ্ধাত্রীরসে পচেৎ॥
ক্ষুদ্রাঞ্জনং রসে চান্যদ্যকৃতস্ত্রৈফলেঽপি বা।
গোমূত্রাজ্যার্ণবমলপিপ্‌পলী ক্ষৌদ্র কট্‌ ফলং॥
সৈন্ধবোপহিতং যুঞ্জ্যান্নিহিতং বেণুগহ্বরে।
মেদোযকৃদ্দবৃতঞ্চাজ্যং পিপ্‌পল্যঃ সৈন্ধবং মধু॥
রসমামলকঞ্চাপি পক্বং সম্যঙ্‌ নিধাপয়েৎ।
কোশে খদিরনির্ম্মাণে তদ্বৎক্ষুদ্রাঞ্জনং হিতং॥
হরেণুমগধাজ্যাস্থি মজ্জৈলাযকৃদন্বিতং।
শকৃদ্রসেনাঞ্জনং বা শ্লেষ্মোপহতদৃষ্টয়ে॥
'বিপাচ্য গোধা যকৃদর্দ্ধ পাটিতং সুপূরিতং মাগধিকাভিরগ্নিনা।
নিষেবিতং তৎসকৃদঞ্জনেন নিহন্তি নক্তান্ধ্যমসংশয়ং খলু॥
তথা যকৃচ্ছাগভবং হুতাশনে বিপাচ্যসম্যঙ্মগধা সমন্বিতং।
প্রয়োজিতং পূর্ব্ববদাশ্বসংশয়ংজয়েৎ ক্ষপান্ধ্যাং সকৃদঞ্জনান্নৃণাং॥
প্লীহা যকৃচ্চাপ্যুপভক্ষিতে উভে প্রকল্প্য শূল্যে ঘৃততৈলসংযুতং।
তে সার্ষপস্নেহ সমাযুতেঽঞ্জনং নক্তান্ধ্যমাশ্বেব হতঃ প্রয়োজিতে॥
নদীজশিম্বীকটুকান্যথাঞ্জন মনঃশিলা দ্বেচ নিশে যকৃদ্রসে।
সচন্দনেয়ং গুটিকাথবাঞ্জনং প্রশস্ততে বৈ দিবসেষপশ্যতাং॥
ভবন্তি বাপ্যাঃ খলু যে ষড়াময়া হরেদসৃক্‌ তেষু সিরাবিমোক্ষণৈঃ।
বিরেচয়েচ্চাপি পুরাণসর্পিষা বিরেচনাস্নোপহিতেন সর্ব্বদা॥
পয়ো বিমিশ্রং পবনোত্তবেহিতং বদন্তি পঞ্চাঙ্গুলতৈলমেবতু।
ভবেদঘৃতং ত্রৈফলমেবশোধনং বিশেষতঃ শোণিতপিত্তরোগয়োঃ॥

ত্রিবৃদ্বিরেকঃ কফজে প্রশস্যতে ত্রিদোষজে তৈলমুশন্তি তৎকৃতঃ।
পুরাণসর্পিস্তিমিরেষু সর্ব্বতো হিতং ভবেদায়সভাজনস্থিতং॥
হিতং চ বিদ্যাত্ত্রিফলাঘৃতং সদা কৃতঞ্চ যন্মেষবিষাণনামভিঃ।
সদাবলিহ্যাত্ত্রিফলাং সুচূর্ণিতাং ঘৃতপ্রগাঢ়াস্তিমিরেঽথ পিত্তজে॥
সমীরজে তৈলযুতাং কফাত্মকে মধুপ্রগাঢ়াং বিদধীত যুক্তিতঃ।
গবাং শকৃৎক্বাথবিপক্কমুত্তমং হিতন্তু তৈলং তিমিরেষু নাবনং॥
হিতং ঘৃতং কেবলমেব পৈত্তিকে তথাবিকং যন্মধুরৈর্ব্বিপাচিতং।
তৈলং সিরাদৌ মধুরেচ যদ্গণে তথানুতৈলং পবনাসৃগুত্থয়োঃ॥
সহাশ্বগন্ধাতিবলাবরী শৃতং হিতঞ্চ নস্যে ত্রিবৃতং যদীরিতং।
জলোদ্ভবানূপজমাংসসংস্কৃতাদ্ ঘৃতং বিধেয়ং পয়োসো যদুত্থিতং॥
সসৈন্ধবঃ ক্রব্যভুগেণমাংসয়ো র্হিতঃ সসর্পিঃ সমধুঃ পুটাহ্বয়ঃ।
বসাথ গৃধ্রোরগতাম্রচূড়জা সদাপ্রশস্তামধুকান্বিতাঞ্জনে॥
প্রত্যঞ্জনং স্রোতসি যৎ সমুত্থিতং ক্রমাদ্রসক্ষীরঘৃতেষু ভাবিতং।
স্থিতং দশাহত্রয়মেতদঞ্জনং কৃষ্ণোরগাস্যে কুশসংপ্রবেষ্টিতে।
তন্মালতী ক্ষারকসৈন্ধবাযুতঃ সদাঞ্জনঃ স্যাৎ তিমিরেঽথ রাগিণি।
সুভাবিতং বা পয়সা দিনত্রয়ং কাচাপহং শাস্ত্রবিদঃ প্রচক্ষতে॥
হবির্হিতংক্ষীরভবন্তু পৈত্তিকে বদন্তি নস্যমধুরৌষধৈঃ কৃতং।
তত্তর্পণে চৈব হিতং প্রযোজিতং সজাঙ্গলস্তেষুচ যঃ পুটাহ্বয়ঃ॥
রসাঞ্জনক্ষৌদ্র সিতামনঃ শিলা ক্ষুদ্রাঞ্জনং তন্মধুকেন সংযুতং।
সমাঞ্জনং বা কনকাকরোদ্ভবং সুচূর্ণিতং শ্রেষ্ঠ মুশন্তি তদ্বিদঃ॥
ভিল্লোট গন্ধোদকসেকসেবিতং প্রত্যঞ্জনঞ্চাত্র হিতং তু তুত্থকং।
সমেষশৃঙ্গাঞ্জনভাগ সম্মিতং জলোদ্ভবং কাচমলং ব্যপোহতি॥
পলাশরোহীতমধুকজা রসাঃ ক্ষৌদ্রেণ যুক্তাঃ মদিরাগ্রমিশ্রিতাঃ।
উশীরলোধ্র ত্রিফলা প্রিয়ঙ্গুভিঃ পচেত্তু নস্যঙ্কফরোগ শান্তয়ে॥
বিড়ঙ্গ পাঠাকিণিহীঙ্গুদীত্বচঃ প্রয়োজয়েদ্ধূম মুশীর সংযুতং।
বনস্পতিক্বাথ বিপাচিতং ঘৃতং হিতং হরিদ্রানলদেহবতর্পণে॥

সমাগধো মাক্ষিকসৈন্ধবাঢ্যঃ সজাঞ্জনঃ স্যাৎ পুটপাক এবচ।
মনঃশিলাক্ত্যূষণ শঙ্খমাক্ষিকৈঃ সসিন্ধু কাসীসরসাঞ্জনৈঃ ক্রিয়া ॥
হিতেচ কাসীসরসাঞ্জনে তথা বদন্তি পথ্যো গুড়নাগরৈর্যুতে।
যদঞ্জনং বা বহুশে নিষেচিতং সমূত্রবর্গে ত্রিফলোদকে শৃতে ॥
নিশাচরাস্থি স্থিতমেতদঞ্জনং ক্ষিপেচ্চ মাংসং সলিলে স্থিরে পুনঃ।
মেষস্য পুষ্পৈর্ম্মধুকেন সংযুতং তদঞ্জনং সর্ব্বকৃতে প্রযোজয়েৎ ॥
ক্রিয়াশ্চ সর্ব্বাঃ ক্ষতজোদ্ভবে হিতঃক্রমঃ পরিম্লায়িনি চাপি পিত্তহৃৎ
ক্রমোহিতঃ স্যন্দহরঃ প্রযোজিতঃ সমীক্ষ্য দোষেষু যথা স্বমেবচ ॥
দোষোদয়েনৈবচ বিপ্লুতিং গতে দ্রব্যানি নস্যাদিষু যোজয়েদ্বুধঃ।
পুনশ্চ কয়েহঞ্জনবিস্তরঃ শুভঃ প্রবক্ষ্যতে হ্যন্যতমপীহযোজয়েৎ ॥
ঘৃতং পুরাণং ত্রিফলাং শতাবরীং পটোল মুদ্গামলকং যবানপি।
নিষেবমানস্য নরস্য যত্নতো ভয়ং সুঘোরাত্তিমিরান্ন বিদ্যতে ॥
শতাবরী পায়স এব কেবলস্তথাকৃতো বামলকেষু পায়সঃ।
প্রভূতসর্পিস্ত্রিফলোদকোত্তরো যবৌদনং বা তিমিরং ব্যপোহতি ॥
জীবন্তিশাকং মুনিষন্নকশ্চ সতণ্ডুলীয়ং বরবাস্তুকঞ্চ।
চিল্লী তথা মূলকপোতিকাচ দৃষ্টেৰ্হিতং শাকুনজাঙ্গলঞ্চ ॥
পটোলকর্কোটককারবেল্ল বার্ত্তাকুতর্ক্কারী করীরজানি।
শাকানি শিগ্র্বার্ত্তগলানি চৈব হিতানি দৃষ্টের্ঘৃতসাধিতানি ॥
বিবর্জ্জয়েৎ সিরামোক্ষং তিমিরে রাগমাগতে।
যন্ত্রেণোৎপীড়িতো দোষো নিহন্যাদাশু দর্শনং ॥
অরাগি তিমিরং সাধ্যমাদ্যং পটলমাশ্রিতং।
কৃচ্ছ্রং দ্বিতীয়ে রাগি স্যাত্তৃতীয়ে যাপ্যমুচ্যতে ॥
রাগপ্রাপ্তেম্বপি হিতাস্তিমিরেষু তথা ক্রিয়াঃ।
যাপনার্থং যথোদ্দিষ্টাঃ সেব্যাশ্চাপি জলৌকসঃ ॥
শ্লৈষ্মিকে লিঙ্গনাশে তু কর্ম্ম বক্ষ্যামি সিদ্ধয়ে।
নচেদর্দ্ধেন্দুঘর্ম্মাম্বুবিন্দুমুক্তাকৃতিঃ স্থিরঃ ॥

বিষমো বা তনুর্মধ্যে রাজিমান্বা বহুপ্রভঃ ।
দৃষ্টিস্থো লক্ষ্যতে দোষঃ সরুজো বা সুলোহিতঃ ॥
স্নিগ্ধস্বিন্নস্ত তস্যাথ কালে নাত্যুষ্ণশীতলে ।
যন্ত্রিতস্যোপবিষ্টস্য স্বাস্নাসাং পশ্যতঃ সমং ॥
মতিমান্ শুক্লভাগৌ দ্বৌ কৃষ্ণামুক্ত্বাহপাঙ্গতঃ ।
উন্মীল্য নয়নে সম্যক্ সিরাজালবিবর্জ্জিতে ॥
নাধো নোর্দ্ধঞ্চ পার্শ্বাভ্যাং ছিদ্রে দৈবকৃতে ততঃ ।
শলাকয়া প্রযত্নেন বিশ্বস্তং যবক্রুয়া ॥
মধ্যপ্রদেশিন্যঙ্গুষ্ঠস্থিরহস্তগৃহীতয়া ।
দক্ষিণেন ভিষক্ সব্যং বিধ্যেৎ সব্যেন চেতরৎ ॥
বারিবিন্দ্বাগমঃ সম্যক্ ভবেচ্ছব্দস্তথা ব্যধে ।
সংসিচ্য বিদ্ধমাত্রন্তু যোষিৎস্তন্যেন কোবিদঃ ॥
স্থিরে দোষে চলে বাপি স্বেদয়েদক্ষি বাহ্যতঃ ।
সম্যক্ শলাকাং সংস্থাপ্যাভ্যঙ্গৈরনিলনাশনৈঃ ॥
শলাকাগ্রেণতু ততো নির্লিখেদ্দৃষ্টিমণ্ডলং ।
বিধ্যতো যোঽন্য পার্শ্বেঽস্য তরুদ্ধা নাসিকাপুটং ॥
উচ্ছিঙ্ঘনেন হর্ত্তব্যো দৃষ্টিমণ্ডলজঃ কফঃ ।
নিরভ্র ইব ঘর্ম্মাংশুর্যদা দৃষ্টিঃ প্রকাশ্যতে ॥
তদাসৌ লিখিতা সম্যক্ জ্ঞেয়া যাচাপি নির্ব্যথা ।
ততো দৃষ্টেষু রূপেষু শলাকামাহরেচ্ছনৈঃ ॥
ঘৃতেনাভ্যজ্য নয়নং বস্ত্রপট্টেন বেষ্টয়েৎ ।
ততো গৃহে নিরাবাধে শয়ীতোত্তান এবচ ॥
উদ্গারকাসক্ষবথুষ্ঠীবনোৎক্ষ্ম্ভমানিচ ।
তৎকালং নাচরেদূর্দ্ধং যিধিশ্চ স্নেহপীতবৎ ॥
ত্র্যহাত্র্যহাচ্চ ধাবতে কষায়ৈরনিলাপহৈঃ ।
বায়োর্ভযাত্র্যহাদূর্দ্ধং স্বেদয়েদক্ষি পূর্ব্ববৎ ॥

দশাহমেবং সংযম্য হিতং দৃষ্টিপ্রসাদনং।
পশ্চাৎকর্ম্ম চ সেবেত লঘ্বন্নঞ্চাপি মাত্রয়া ॥
সিরাব্যধবিধৌ পূর্ব্বং নরা যেচ বিবর্জ্জিতাঃ।
ন তেষাং নীলিকাং বিধ্যেদন্যত্রাভিহিতাদ্ভিষক্ ॥
পূর্য্যতে শোণিতেনাক্ষি সিরাবেধাদ্বিসর্পতা।
তত্র স্ত্রীস্তন্যযষ্ট্যাহ্ব পক্বং সেকে হিতং ঘৃতং ॥
অপাঙ্গাসন্নবিদ্ধে তু শোফশূলাশ্রুরক্ততাঃ।
তত্রোপনাহং ভ্রূমধ্যে কুর্য্যাচ্চোষ্ণাজ্যসেচনং ॥
ব্যধেনাসন্নকৃষ্ণেন ভাগঃ কৃষ্ণশ্চ পীড্যতে।
তত্রাধঃ শোধনং সেকঃ সর্পিষা রক্তমোক্ষণং ॥
অথাপ্যুপরি বিদ্ধে তু কষ্টা রুক্ সংপ্রবর্ত্ততে।
তত্র কোষ্ণেণ হবিষা পরিষেকঃ প্রশস্যতে ॥
শূলাশ্রুরাগাস্ত্বত্যর্থমধোবিদ্ধে ভবন্তি হি।
বিদধীত ভিষগ্ধীমান্ তত্র পূর্ব্বচিকিৎসিতং ॥
রাগাশ্রুবেদনাস্তম্ভহর্ষাশ্চাতিবিঘট্টিতে।
স্নেহস্বেদৌ হিতৌ তত্র হিতং বাপ্যনুবাসনং ॥
দোষস্তথোপকৃষ্টোঽপি তরুণঃ পুনরূর্দ্ধগঃ।
কুর্য্যাচ্ছুক্লারুণং তত্তু তীব্ররুগ্নষ্টদর্শনং ॥
মধুরৈস্তত্রসিদ্ধেন ঘৃতেনাক্ষ্ণঃ প্রসেচনং।
শিরোবস্তিঞ্চ তেনৈব দদ্যান্মাংসৈশ্চ ভোজনং ॥
দোষস্তু সঞ্জাতবলো ঘনঃ সম্পূর্ণমণ্ডলঃ।
প্রাপ্য নশ্যেচ্ছলাকাগ্রং তমস্তমিব মারুতং ॥
মূর্দ্ধাভিঘাত ব্যায়ামব্যবায়বমিমূর্চ্ছনৈঃ।
দোষঃ প্রত্যেতি কোপাচ্চ বিদ্ধোঽভিতরুণশ্চ যঃ ॥
শলাকা কর্কশা শূলং খরা দোষপরিপ্লুতিং।
ব্রণং বিশালং স্থূলাগ্রা তীক্ষ্ণা হিংসাদনেকধা ॥

জলাস্রাবস্তু বিষমা ক্রিয়াসঙ্গমথাস্থিরা ।
করোতি বর্জিতা দোষৈস্তস্মাদেভির্হিতা ভবেৎ ॥
অষ্টাঙ্গুলায়তা মধ্যে সূত্রেণ পরিবেষ্টিতা ।
অঙ্গুষ্ঠ পর্ব্বসম্মিতা বক্ত্রয়োর্ম্মুকুলাকৃতিঃ ॥
তাম্রায়সী শাতকৌম্ভী শলাকা স্যাদনিন্দিতা ।
রাগঃ শোফোঽর্ব্বুদঞ্চোবোবুদ্বুদং শূকরাক্ষিতা ॥
অধিমন্থাদয়শ্চান্যে রোগাঃ স্যুর্ব্যধদোষজাঃ ।
অহিতাচারতোবাপি যথাস্বং তানুপাচরেৎ ॥
রুজায়ামক্ষিরোগে বা যোগান্ ভূয়ো নিবোধমে ।
গৈরিকং সারিবা দূর্ব্বা যবপিষ্টং ঘৃতং পয়ঃ ॥
সুখালেপঃ প্রযোজ্যোঽয়ং বেদনারাগশান্তয়ে ।
মৃদুভৃষ্টৈস্তিলৈর্ব্বাপি সিদ্ধার্থকসমাযুতৈঃ ॥
মাতুলুঙ্গরসোপেতৈঃ সুখালেপস্তদর্থকৃৎ ।
পয়স্যাসারিবাপত্র মঞ্জিষ্ঠামধুকৈরপি ॥
অজাক্ষীরান্বিতৈর্লেপঃ সুখোষ্ণঃ পথ্য উচ্যতে ।
দারুপদ্মক শুণ্ঠীভিরেবমেব কৃতোঽপি বা ॥
দ্রাক্ষামধুককুষ্ঠৈর্ব্বা তদ্বৎ সৈন্ধবসংযুতৈঃ ।
সসৈন্ধবৈঃ শৃতং ক্ষীরং রুজারাগনিবর্হণং ॥
শতাবরী পৃথক্পর্ণী মুস্তামলকপদ্মকৈঃ ।
সাজক্ষীরৈঃ শৃতং সর্পির্দাহশূলনিবর্হণং ॥
বাতঘ্নসিদ্ধে পয়সি সিদ্ধং সর্পিশ্চতুর্গুণে ।
কাকোল্যাদি প্রতীবাপং তদ্যুঞ্জ্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥
শাম্যত্যেবং নচেচ্ছূলং স্নিগ্ধস্বিন্নস্য মোক্ষয়েৎ ।
ততঃ সিরাং দহেদ্বাপি মতিমান্ কীর্ত্তিতং তথা ॥
দৃষ্টেরতঃ প্রসাদার্থমঞ্জনে শৃণুমে শুভে ।
মেষশৃঙ্গস্যাপুষ্পাণি শিরীষ ধবয়োরপি ॥

সুমনায়াশ্চ পুষ্পাণি মুক্তাবৈদূর্য্যমেবচ।
অজাক্ষীরেণ সম্পিষ্য তাম্রে সপ্তাহমাবপেৎ॥
প্রবিধায় চ তদ্বর্ত্তী-র্যোজয়েচ্চাঞ্জনে ভিষক্।
স্রোতোজং বিদ্রুমং ফেনং সাগরস্য মনঃশিলাং॥
মরিচানি চ তদ্বর্ত্তীঃ কারয়েচ্চাপি পূর্ব্ববৎ।
দৃষ্টিস্থৈর্য্যার্থমেতত্তু বিদধ্যাদঞ্জনে হিতং॥
ভূয়ো বক্ষ্যামি মুখ্যানি বিস্তরেণাঞ্জনানি চ।
কল্পে নানাপ্রকারাণি তান্যপীহ প্রযোজয়েৎ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ ক্রিয়াকল্পং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ স্তপোদৃষ্টি রুদারধীঃ।
বৈশ্বামিত্রং শশাসাথ শিষ্যং কাশিপতির্ম্মুনিঃ॥
তর্পণং পুটপাকশ্চ সেক আশ্চ্যোতনাঞ্জনে।
তত্র তত্রোপদিষ্টানি তেষাং ব্যাসং নিবোধমে॥
সংশুদ্ধদেহশিরসো জীর্ণান্নস্য শুভেদিনে।
পূর্ব্বাহ্নে চাপরাহ্নে বা কার্য্যমক্ষ্ণোশ্চ তর্পণং॥
বাতাতপরজোহীনে বেশ্মন্যুত্তান শায়িনঃ।
আধারৌ মাষচূর্ণেন ক্লিন্নেন পরিমণ্ডলৌ॥
সমৌ দৃঢ়াবসম্বাধৌ কর্ত্তব্যৌ নেত্রকোশয়োঃ।
পূরয়েদ্ঘৃতমণ্ডস্য বিলীনস্য সুখোদকৈঃ॥
আপক্ষ্মাগ্রাত্ততঃ স্থাপ্যং পঞ্চ তদ্বাক্‌শতানিচ।
স্বস্থে কফে ষট্‌পিত্তেঽষ্টৌ দশবাতে তদুত্তমং॥
রোগস্থানবিশেষেণ কেচিৎকালং প্রচক্ষতে।
যথাক্রমোপদিষ্টেষু ত্রীণ্যেকং পঞ্চ সপ্ত চ॥

দশ দৃষ্ট্যামথাষ্টৌচ বাক্‌শতানি বিভাবয়েৎ।
ততশ্চাপাঙ্গতঃ স্নেহং স্রাবয়িত্বাক্ষি শোধয়েৎ॥
স্বিন্নেন যবপিষ্টেন স্নেহবীর্য্যেরিতস্ততঃ।
যথাস্বং ধূমপানেন কফমস্য বিশোধয়েৎ॥
একাহং বা ত্র্যহং বাপি পঞ্চাহং চেষ্যতে পরং।
তর্পণে তৃপ্তিলিঙ্গানি নেত্রস্যেমানি লক্ষয়েৎ॥
সুখস্বপ্নাববোধত্বং বৈশদ্যং বর্ণপাটবং।
নির্বৃত্তির্ব্যাধিবিধ্বংসঃ ক্রিয়ালাঘবমেবচ॥
গুর্ব্বাবিলমতিস্নিগ্ধমশ্রুকণ্ডূপদেহবৎ।
জ্ঞেয়ং দোষসমুৎক্লিষ্টং নেত্রমত্যর্থতর্পিতং॥
রুক্ষমাবিলমস্রাঢ্যমসহং রূপদর্শনে।
ব্যাধিবৃদ্ধিশ্চ তজ্জ্ঞেয়ং হীনতর্পিতমক্ষিচ॥
অনয়োর্দোষবাহুল্যাৎ প্রযতেত চিকিৎসিতে।
ধূমনস্যাঞ্জনৈঃ সেকৈশ্চ রুক্ষৈঃ স্নিগ্ধৈশ্চ যোগবিৎ॥
তাম্যত্যতিবিশুষ্কঞ্চ যদ্রুক্ষং চাতিদারুণং।
শীর্ণপক্ষ্মাবিলং জিহ্মং রোগক্লিষ্টঞ্চ যদ্ভৃশং॥
তদক্ষি তর্পণাদেব লভেতোর্জ্জামসংশয়ং।
দুর্দিনাত্যুষ্ণশীতেষু চিন্তায়াং সম্ভ্রমেষুচ॥
অশান্তোপদ্রবে চাক্ষি তর্পণং ন প্রশস্যতে।
পুটপাকস্তথৈতেষু নস্যং যেষুচ গর্হিতং॥
তর্পণার্হাঃ ন যে প্রোক্তাঃ স্নেহপানাক্ষমাশ্চ যে।
ততঃ প্রশান্তদোষেষু পুটপাকক্ষমেষু চ॥
পুটপাকঃ প্রযোক্তব্যো নেত্রেষু ভিষজা ভবেৎ।
স্নেহনো লেখনীয়শ্চ রোপনীয়শ্চ স ত্রিধা॥
হিতঃ স্নিগ্ধোঽতিরুক্ষস্য স্নিগ্ধস্যাপি চ লেখনঃ।
দৃষ্টের্বলার্থমিতরঃ পিত্তাস্থগ্‌ব্রণবাতনুৎ॥

স্নেহমাংসবসামজ্জ মেদঃস্বাদ্বৌষধৈঃ কৃতঃ।
স্নেহনঃ পুটপাকস্তু ধার্য্যো দ্বে বাক্‌শতেতু সঃ॥
জাঙ্গলানাং যকৃন্মাংসৈ র্লেখনদ্রব্যসম্ভূতৈঃ।
কৃষ্ণলোহরজস্তাম্র শঙ্খবিদ্রুমসিন্ধুজৈঃ॥
সমুদ্রফেন কাসীস স্রোতোজ দধিমস্তুভিঃ।
লেখনো বাকশতং তস্য পরং ধারণমুচ্যতে॥
স্তন্যজাঙ্গলমধ্বাজ্যতিক্ত দ্রব্যবিপাচিতঃ।
লেখনাৎত্রিগুণো ধার্য্যঃ পুটপাকস্তু রোপণঃ॥
বিতরেত্তর্পণোক্তস্তু ধূমং হিত্বা তু রোপণং।
স্নেহস্বেদৌ দ্বয়োঃ কার্য্যৌ কার্য্যৌ নৈবচ রোপণে॥
একাহং বাদ্ব্যহং বাপি ত্র্যাহং বাপাবচারণং।
যন্ত্রণাং তু ক্রিয়াকালাদ্ দ্বিগুণং কালমিষ্যতে॥
তেজাংস্যনিলমাকাশমাদর্শন্ভাস্বরাণিচ।
নেক্ষেত তর্পিতে নেত্রে পুটপাককৃতে তথা॥
মিথ্যোপচারাদনয়োর্য্যো ব্যাধিরুপজায়তে।
অঞ্জনাশ্চোতনস্বেদৈর্যথাস্বন্তমুপাচরেৎ॥
প্রসন্নবর্ণং বিশদং বাতাতপ সহং লঘু।
সুখস্বপ্নাববোধ্যক্ষি পুটপাকগুণান্বিতং॥
অতিযোগাদ্রুজঃ শোফঃ পিড়কাস্তিমিরোদ্গমঃ।
পাকোহশ্রু হর্ষণঞ্চাপি হীনে দোষোদ্গমস্তথা॥
অতঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি পুটপাকপ্রসাধনং।
দ্বৌ বিল্বমাত্রৌ শ্লক্ষ্নস্য পিণ্ডৌ মাংসস্য পেষিতৌ॥
দ্রব্যাণাং বিল্বমাত্রস্তু দ্রবাণাং কুড়বো মতঃ।
তদৈকত্র সমালোড্য পত্রৈঃ সুপরিবেষ্টিতং॥
কাশ্মরীকুমুদৈরণ্ডপদ্মিনীকদলীভবৈঃ।
মৃদাবলিপ্তমঙ্গারৈঃ খাদিরৈরবকূলয়েৎ॥

কতকাশ্মন্তকৈরগুপাটলাবৃষবাদরৈঃ।
সক্ষীর দ্রুমকাষ্ঠৈর্ব্বা গোময়ৈর্ব্বাপি যুক্তিতঃ॥
স্বিন্নমুদ্ধৃত্য নিঃপীড্য রসমাদায় তং নৃণাং।
তর্পণোক্তেন বিধিনা যথাবদবচারয়েৎ॥
কণীনকে নিষেচ্যঃ স্যান্নিত্যমুত্তানশায়িনঃ।
রক্তে পিত্তেচ তৌ শীতৌ কোষ্ণৌ বাতকফাপহৌ॥
অত্যুষ্ণতীক্ষ্ণৌ সততং দাহপাককরৌ স্মৃতৌ।
আপ্লুতৌ শীতলৌ চাশ্রুস্তম্ভরুগ্‌ঘর্ষকারকৌ॥
অতিমাত্রৌ কষায়ত্ব-সঙ্কোচ-স্ফুরণাবহৌ।
হীনপ্রমাণৌ দোষাণামুৎক্লেশজননৌ ভৃশং॥
যুক্তৌ কৃতৌ দাহশোফ রুগবর্ষস্রাবনাশনৌ।
কণ্ডূপদেহদূষীকারক্তরাজিবিনাশনৌ॥
তস্মাৎ পরিহরন্ দোষান্ বিদধ্যাত্তৌ সুখাবহৌ।
ব্যাপদশ্চ যথাদোষং নস্যধূমাঞ্জনৈর্জ্জয়েৎ॥
আদ্যন্তয়োশ্চাপ্যনয়োঃ স্বেদমুষ্ণাম্বুচৈলিকঃ।
তথাহিতোঽবসানে চ ধূমঃ শ্লেষ্ম সমুচ্ছ্রিতৌ॥
যথাদোষোপযুক্তস্তু নাতিপ্রবলমোজসা।
রাগমাশ্চ্যোতনং হন্তি সেকস্তু বলবত্তরং॥
তৌ ত্রিধৈবোপযুজ্যেতে রোগেষু পুটপাকবৎ।
লেখনে সপ্তচাষ্টৌবা বিন্দবঃ স্নৈহিকে দশ॥
আশ্চ্যোতনে প্রযোক্তব্যা দ্বাদশৈবতু রোপণে।
সেকস্য দ্বিগুণঃ কালঃ পুটপাকাৎ পরো মতঃ॥
অথবা কার্য্যনির্বৃত্তেরুপযোগী যথাক্রমং।
পূর্ব্বাপরাহ্নে মধ্যাহ্নে রুজাকালেষু চোভয়োঃ॥
যোগাযোগান্ স্নেহসেকে তর্প্পনোক্তান্ প্রচক্ষতে।
রোগান্ শিরসি সম্ভূতান্ হত্বাতিপ্রবলান্ গুণান্॥

করোতি শিরসো বস্তিরুক্তা যে মূৰ্দ্ধতৈলিকাঃ।
শুদ্ধদেহস্য সায়াহ্নে যথাব্যাধ্যশিতস্য তু॥
ঋজ্বাসীনস্য বধ্নীয়াদ্বস্তিকোশং ততো দৃঢ়ং।
যথাব্যাধিশৃতস্নেহপূর্ণং সংযম্য ধারয়েৎ॥
তর্পণোক্তং দশগুণং যথাদোষং বিধানবিৎ।
ব্যক্তরূপেষু দোষেষু শুদ্ধকায়স্য কেবলে॥
নেত্র এব স্থিতেদোষে প্রাপ্তমঞ্জনমাচরেৎ।
লেখনং রোপণঞ্চাপি প্রসাদনমথাপি বা॥
তত্র পঞ্চ রসান্ ব্যস্তান্ আদ্যেকরসবৰ্জ্জিতান্।
পঞ্চধা লেখনং যুঞ্জ্যাদ্যথাদোষমতন্দ্রিতঃ॥
নেত্রবর্ত্মশিরাকোশস্রোতঃ শৃঙ্গাটকাশ্রিতং।
মুখনাসাক্ষিভির্দোষমোজসা স্রাবয়েত্তু তৎ॥
কষায়তিক্তকঞ্চাপি সস্নেহং রোপনং মতং।
তৎস্নেহশৈত্যাদ্বর্ণ্যং স্যাদ্দৃষ্টেশ্চ বলবৰ্দ্ধনং॥
মধুরং স্নেহসম্পন্নমঞ্জনন্তু প্রসাদনং।
দৃষ্টিদোষপ্রসাদার্থং স্নেহনার্থঞ্চ তদ্ধিতং॥
যথাদোষং প্রযোজ্যানি তানি দোষবিশারদৈঃ।
অঞ্জনানি যথোক্তানি প্রাহু সায়াহ্নরাত্রিষু॥
গুটিকারসচূর্ণানি ত্রিবিধান্যঞ্জনানি তু।
যথাপূৰ্ব্বং বলং তেষাংশ্রেষ্ঠমাহুর্মনীষিণঃ॥
হরেণু মাত্রা বৰ্ত্তিঃস্যাল্লেখনস্য প্রমাণতঃ।
প্রসাদনস্যচাধ্যৰ্দ্ধা দ্বিগুণা রোপণস্যচ॥
রসাঞ্জনস্য মাত্রাতু পিষ্টবৰ্ত্তিমিতা মতা।
দ্বিত্রিচতুঃ শলাকাশ্চ চূর্ণস্যাপ্যনুপূৰ্ব্বশঃ॥
তেষাং তুল্যগুণান্যেব বিদধ্যাদ্ভাজনান্যপি।
সৌবর্ণ্যং রাজতং শাঙ্গস্তাম্রং বৈদূৰ্য্যকাংস্যজং॥

আয়সানি চ য়োজ্যানি শলাকাশ্চ যথাক্রমং ।
বক্ত্রয়োর্ম্মুকুলাকারা কলায়পরিমণ্ডলা ॥
অষ্টাঙ্গুলা তনুর্মধ্যে সুকৃতা সাধুনিগ্রহা ।
ঔড়ুম্বর্য্যশ্মজাতানি শারীরী বা হিতা ভবেৎ ॥
বামেনাক্ষি বিনির্ভুজ্য হস্তেন সুসমাহিতঃ ।
শলাকয়া দক্ষিণেন ক্ষিপেৎ কানীনমঞ্জনং ॥
আপাঙ্গ্যং বা যথাযোগ্যং কুর্য্যাচ্চাপি গতাগতং ।
বর্ত্মোপলেপি বা যত্তদঙ্গুল্যৈব প্রয়োজয়েৎ ॥
অক্ষিনাত্যন্তয়া রঞ্জ্যাদ্বাধমানোঽপি বা ভিষক্ ।
নবা নির্ব্বাস্তদোষে হৃক্ষি ধাবনং সম্প্রযোজয়েৎ ॥
দোষঃ প্রতিনিবৃত্তঃ সন্ হন্যাদ্দৃষ্টের্ব্বলন্তথা ।
গতদোষমপেতাশ্রু পশ্চাদ্ যৎ সম্যগম্ভসা ॥
প্রক্ষাল্যাক্ষি যথাদোষং কার্য্যং প্রত্যঞ্জনন্ততঃ ।
শ্রমোদাবর্ত্তরুদিতমদ্যক্রোধভয়জ্বরৈঃ ॥
বেগাঘাতশিরাদোষৈশ্চার্ত্তানাং নেষ্যতেঽঞ্জনং ।
রাগরুক্তিমিরাস্রাব শূলসংরম্ভ সম্ভ্রমান্ ॥
নিদ্রাক্ষয়ে ক্রিয়াশক্তিং প্রবাতে দৃগ্বলক্ষয়ং ।
রজোধূমহতে রাগস্রাবাধীমন্থসম্ভবং ॥
সংরম্ভশূলৌ নস্যান্তে শিরোরুজি শিরোরুজং ।
শিরঃস্নাতেঽতিশীতেচ রবাবনুদিতেঽপি চ ॥
দোষস্থৈর্য্যাদপার্থং স্যাৎদোষোৎক্লেশং করোতি চ ।
অজীর্ণেপ্যেবমেবস্যাৎ স্রোতোমার্গাবরোধনাৎ ॥
দোষবেগোদয়ে দত্তং কুর্য্যাত্তাংস্তানুপদ্রবান্ ।
তস্মাৎ পরিহরন্দোষানঞ্জনং সাধুযোজয়েৎ ॥
লেখনস্য বিশেষণ কাল এষ প্রকীর্ত্তিতঃ ।
ব্যাপদশ্চ জয়েদেতাঃ সেকাশ্চ্যোতনলেপনৈঃ ॥

যথাস্বং ধূমকবলৈর্ন্নস্যৈশ্চাপি সমুত্থিতাঃ।
বিশদং লঘুনাস্রাবি ক্রিয়াপটু সুনির্ম্মলং॥
সংশান্তোপদ্রবং নেত্রং বিরিক্তং সম্যগাদিশেৎ।
জিহ্বং দারুণদুর্ব্বর্ণং স্রস্তং রুক্ষমতীব চ॥
নেত্রং বিরেকাতিযোগে স্যন্দতে চাতিমাত্রশঃ।
তত্র সন্তর্পণং কার্য্যং বিধানং চানিলাপহং॥
অক্ষিমন্দবিরিক্তং স্যাদুদগ্রতরদোষবৎ।
ধূমনস্যাঞ্জনৈস্তত্র হিতং দোষাবসেচনং॥
স্নেহবর্ণবলোপেতং প্রসন্নং দোষবর্জ্জিতং।
জ্ঞেয় প্রসাদনে সম্যগুপযুক্তেঽক্ষিনির্বৃতং॥
কিঞ্চিদ্ধীনবিকারং স্যাৎতর্পণাদ্বিকৃতাদতি।
তত্র দোষহরং রুক্ষং ভেষজং শস্যতে মৃদু॥
সাধারণমপি জ্ঞেয়মেবং রোপণলক্ষণং।
প্রসাদনবদাচষ্টে তস্মিন্যুক্তেঽতিভেষজং॥
স্নেহনং রোপণং বাপি হীনযুক্তমপার্থকং।
কর্ত্তব্যং মাত্রয়া তস্মাদঞ্জনং সিদ্ধিমিচ্ছতা॥
পুটপাকক্রিয়াদ্যাসু ক্রিয়াস্বেকৈব কল্পনা।
সহস্রশশ্চাঞ্জনেষু বীজেনোক্তেন পূজিতাঃ॥
দৃষ্টের্বলবিবৃদ্ধ্যর্থং যাপ্যরোগক্ষয়ায় চ।
রাজার্হান্যঞ্জনাগ্র্যাণি নিবোধৈতান্যতঃ পরং॥
অষ্টৌ ভাগানঞ্জনস্য নীলোৎপলসমন্বিতঃ।
ঔড়ুম্বরং শাতকুম্ভং রাজতঞ্চ সমাসতঃ॥
একাদশৈতান্ ভাগাংস্তু যোজয়েৎ কুশলো ভিষক্।
মূষাক্ষিপ্তং তদাধ্মাতমাবৃতং জাতবেদসি॥
খদিরাশ্মন্তকাঙ্গারৈর্গোশকৃদ্ভিরথাপি বা।
গবাং শকৃদ্রসে মূত্রে দধ্নি সর্পিষি মাক্ষিকে॥

তৈলমদ্যবসামজ্জ সর্ব্বগন্ধোদকেষু চ।
দ্রাক্ষারসেক্ষুত্রিফলারসেষু সুহিমেষু চ॥
সারিবাদিকষায়েচ কষায়ে চোৎপলাদিকে।
নিষেচয়েৎ পৃথক্‌চৈনংধ্মাতং ধ্মাতং পুনঃ পুনঃ॥
ততোঽন্তরীক্ষে সপ্তাহং প্লোতবদ্ধং স্থিতং জলে।
বিশোষ্য চূর্ণয়েন্মুক্তাং স্ফটিকং বিদ্রুমং তথা॥
কালানুসারিবাং চৈব শুচিরাবাপ্য যোগতঃ।
এতচ্চূর্ণাঞ্জনং শ্রেষ্ঠং নিহিতং ভাজনে শুভে॥
দন্তস্ফটিকবৈদূর্য্য শঙ্খশৈলাসনোদ্ভবে।
শাতকুম্ভেঽথ শার্ঙ্গে বা রাজতে বা সুসংস্কৃতে॥
সহস্রপাকবৎ পূজাং কৃত্বা রাজ্ঞঃ প্রযোজয়েৎ।
তেনাঞ্জিতোক্ষা নৃপতির্ভবেৎ সর্ব্বজন প্রিয়ঃ॥
অধৃষ্যঃ সর্ব্বভূতানাং দৃষ্টিরোগবিবর্জ্জিতঃ।
কুষ্ঠশ্চন্দনমেলাশ্চ পত্রং মধুকমঞ্জনং॥
মেষশৃঙ্গস্য পুষ্পাণি চক্রং রত্নানি সপ্তচ।
উৎপলস্য বৃহত্যোশ্চ পদ্মস্যাপিচ কেশরং॥
নাগপুষ্প মুশীরাণি পিপ্পলীতুত্থমুত্তমং।
কুক্কুটাণ্ড কপালানি দার্ব্বীং পথ্যাং সরোচনাং॥
মরিচাণ্যক্ষমজ্জানং তুল্যাঞ্চ গৃহগোধিকাং।
কৃত্বা সুক্ষ্মং শুচিশ্চূর্ণং ন্যসেদভ্যর্চ্যপূর্ব্ববৎ॥
এতদ্‌ভদ্রোদয়ং নাম সদৈবার্হসি ভূমিপঃ।
চক্রং সমরিচঞ্চৈব মাংসীং শৈলেয়মেবচ॥
তুল্যাংশানি সমানৈস্তৈঃ সমগ্রৈশ্চ মনঃশিলা।
পত্রস্য ভাগশ্চত্বারো দ্বিগুণং সর্ব্বতোঞ্জনং॥
তাবচ্চ যষ্টিমধুকং পূর্ব্ববচ্চৈতদঞ্জনং।
মনঃশিলা দেবকাষ্ঠং রজন্যৌ ত্রিফলোষণং॥

লাক্ষালসুনমঞ্জিষ্ঠা সৈন্ধবৈলাঃ সমাক্ষিকাঃ।
রোধ্রং সাবরকং চূর্ণমায়সং তাম্রমেব চ॥
কালানুসারিবাঞ্চৈব কুক্কুটাণ্ডদলানি চ।
তুল্যানি পয়সা পিষ্ট্বা গুটিকাং কারয়েদ্বুধঃ॥
কণ্ডূতিমির শুক্লার্ম রক্তরাজ্যুপশান্তয়ে।
কাংস্যাপমার্জ্জনমসীমধুকং সৈন্ধবং মতং॥
এরণ্ডমূলঞ্চ সমং বৃহত্যাংশদ্বয়াম্বিতং।
আজেন পয়সা পিষ্ট্বা তাম্রপাত্রং প্রলেপয়েৎ॥
সপ্তকৃত্বস্ত তা বর্ত্ত্যশ্ছায়াশুষ্কা রুজাপহাঃ।
পথ্যাতুত্থকযষ্ট্যাহ্বস্তৈল্যেমরিচষোড়শঃ॥
পথ্যা সর্ব্ববিকারেষু বর্ত্তী শীতাম্বুপেষিতা।
রসক্রিয়া বিধানেন যথোক্তবিধিকোবিদঃ॥
পিণ্ডাঞ্জনানি কুর্ব্বীত যথাযোগমতন্দ্রিতঃ॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো নয়নাভিঘাতপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

অভ্যাহতেতু নয়নে বহুধা নরাণাং।
সংরম্ভরাগতুমুলাসু রুজাসু ধীমান্॥
নস্যপ্রলেপ পরিষেচন তর্পণাদ্য।
মুক্তং পুনঃ ক্ষতজপিত্তজশূলপথ্যং॥
দৃষ্টিপ্রসাদজননং বিধিমাশুকুর্য্যাৎ
স্নিগ্ধৈর্হিমৈশ্চ মধুরৈশ্চ তথা প্রয়োগৈঃ।
স্বেদাগ্নিধূমভয়শোকরুজাভিঘাতৈ
রত্যাহতামপি তথৈব ভিষক্ চিকিৎসেৎ॥

সদ্যোহতে নয়ন এষ বিধিস্তদূৰ্দ্ধং
স্যান্দেরিতো ভবতি দোষমবেক্ষ্য কাৰ্য্যঃ।
অভ্যাহতং নয়নমীষদথান্য বাষ্প-
সংস্বেদিতং ভবতি তন্নিরুজং ক্ষণেন ॥
সাধ্যং ক্ষতং পটলমেকমুভে তু কৃচ্ছ্রে
ত্রীণি ক্ষতানি পটলানি বিবর্জ্জয়েত্তু।
স্যাৎ পিচ্চিতঞ্চ নয়নং হ্যতি চাবসন্নং
স্রস্তং চ্যুতঞ্চ হতদৃক্ চ ভবেত্তু যাপ্যং ॥
বিস্তীর্ণদৃষ্টিতনুরাগমসৎপ্রদর্শি
সাধ্যং যথাস্থিতমনাবিলদর্শনঞ্চ।
প্রাণোপরোধবমনক্ষবকণ্ঠরোধৈ-
রুন্নম্যমাশু নয়নং যদতিপ্রবিষ্টং ॥
নেত্রে বিলম্বিনি বিধির্বিহিতঃ পুরস্তাৎ
উচ্ছিংহনং শিরসি বাৰ্য্যবসেচনঞ্চ।
ষট্‌সপ্ততির্নয়নজা য ইমে প্রদিষ্টা
রোগা ভবন্ত্যমহতাং মহতাঞ্চ তেভ্যঃ ॥
স্তন্যপ্রকোপকফমারুতপিত্তরক্তৈ-
র্বালাক্ষিবর্ত্মভব এব কুকূণকোহন্যঃ।
মথ্নাতি নেত্রমতিকণ্ডুমথাক্ষিকূট-
নাসাললাটমপি তেন শিশুঃ সনিত্যং ॥
সূৰ্য্যপ্রভাং ন সহতে স্রবতি প্রবৃদ্ধং
তস্যাহরেদ্রুধিরমাশু বিনির্লিখেচ্চ।
ক্ষৌদ্রাযুতৈশ্চ কটুভিঃ প্রতিসারয়েত্তু
মাতুঃ শিশোরভিহিতঞ্চ বিধিং বিদধ্যাৎ।
তং বাময়েত্তু মধুসৈন্ধবসম্প্রযুক্তৈঃ
পীতং পয়ঃ খলু ফলৈঃ খরমঞ্জরীণাং ॥

স্যাৎ পিপ্পলীলবণমাক্ষিকসংযুতৈর্ব্বা
নৈনং বমন্তমপি বাময়িতুং যতেত।
দত্ত্বা বচামশনদুগ্ধভুজে প্রযোজ্য-
মূর্দ্ধং ততঃ ফলযুতং বমনং বিধিজ্ঞৈঃ॥
জম্বাম্রধাত্র্যাণ্ডদলৈঃ পরিধাবনার্থং
কার্য্যং কষায়মবসেচনমেব চাপি।
আশ্চ্যোতনে চ হিতমত্র ঘৃতং গুড়ূচী-
সিদ্ধং তথাহুরপি চ ত্রিফলাবিপক্বং॥
নেপালজামরিচশঙ্খরসাঞ্জনানি
সিন্ধুপ্রসূতগুড়মাক্ষিকসংযুতানি।
স্যাদঞ্জনং মধুরসামধুতাম্রকৈর্ব্বা
কৃষ্ণায়সং ঘৃতপয়ো মধুনাপি দগ্ধং॥
ব্যোষং পলাণ্ডু মধুকং লবণোত্তমঞ্চ
লাক্ষাঞ্চ গৈরিকযুতাং গুটিকাঞ্জনং বা।
নিম্বচ্ছদং মধুকদার্ব্বি সতাম্রলোধ্র-
মিচ্ছন্তি চাত্র ভিষজোঽঞ্জনমংশতুল্যং॥
স্রোতোজশঙ্খদধিসৈন্ধবমর্দ্ধপক্বং
শুক্রং শিশোর্হ্নতি ভাবিতমঞ্জনেন।
স্যন্দে কফাদভিহিতং ক্রমমাচরেচ্চ
বালস্য রোগকুশলোঽক্ষিগদং জিঘাংসুঃ॥
সমুদ্র ইব গম্ভীরং নৈবং শক্যং চিকিৎসিতং।
বক্তুং নিরবশেষেণ শ্লোকানামযুতৈরপি॥
সহস্রৈরপি চ প্রোক্তমর্থমল্পমতির্নরঃ।
তর্কগ্রন্থার্থরহিতো নৈব গৃহ্ণাত্যপণ্ডিতঃ॥
তদিদং বহুগূঢ়ার্থং চিকিৎসাবীজমীরিতং।
কুশলেনাভিপন্নং তদ্বহুধাভিপ্ররোহতি॥

তস্মাম্মতিমতা নিত্যং নানাশাস্ত্রার্থদর্শিনা ।
সর্ব্বমূহ্যমগাধার্থং শাস্ত্রমাগমবুদ্ধিনা ॥

বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

অথাতঃ কর্ণগতরোগবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ।

কর্ণশূলং প্রণাদশ্চ বাধির্য্যং ক্ষ্বেড় এব চ ।
কর্ণস্রাব কর্ণকণ্ডু কর্ণগূথস্তথৈব চ ॥
কৃমিকর্ণপ্রতীনাহৌ বিদ্রধির্দ্বিবিধস্তথা ।
কর্ণপাকঃ পূতিকর্ণস্তথৈবার্শশ্চতুর্ব্বিধঃ ॥
তথার্ব্বুদং সপ্তবিধং শোফশ্চাপি চতুর্ব্বিধঃ ।
এতে কর্ণগতা রোগা অষ্টাবিংশতিরীরিতাঃ ॥

সমীরণঃ শ্রোত্রগতোঽন্যথাচরঃ সমন্ততঃ শূলমতীব কর্ণয়োঃ ।
করোতি দোষৈশ্চ যথা স্বমাবৃতঃ স কর্ণশূলঃ কথিতো দুরাচরঃ ॥
যদা তু নাড়ীষু বিমার্গমাগতঃ স এব শব্দাভিবহাসু তিষ্ঠতি ।
শৃণোতি শব্দান্ বিবিধাংস্তদা নরঃ প্রণাদমেনং কথয়ন্তি চাময়ং ॥
স এব শব্দাভিবহা যদা শিরাঃ কফানুযাতো ব্যনুসৃত্য তিষ্ঠতি ।
তদা নরস্যাপ্রতিকারসেবিনো ভবেত্তু বাধির্য্যমসংশয়ং খলু ॥
শ্রমাৎ ক্ষয়াদ্রুক্ষকষায়ভোজনাৎ সমীরণঃ শব্দপথে ব্যবস্থিতঃ ।
বিরিক্তশীর্ষস্য চ শীতসেবিনঃ করোতি হি ক্ষ্বেড়মতীব কর্ণয়োঃ ॥
শিরোঽভিঘাতাদথবা নিমজ্জতো জলে প্রপাকাদথবাপি বিদ্রধেঃ ।
স্রবেত্তু পূয়ং শ্রবণোঽনিলাবৃতঃ স কর্ণসংস্রাব ইতি প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
কফেণ কণ্ডূঃ প্রচিতেন কর্ণয়োঃ ভৃশং ভবেৎ স্রোতসি কর্ণসংজ্ঞিতে ।
বিশোষিতে শ্লেষ্মণি পিত্ততেজসা নৃণাং ভবেৎ স্রোতসি কর্ণগূথকঃ ॥
স কর্ণগূথো দ্রবতাং যদাগতো বিলায়িতো ঘ্রাণমুখং প্রপদ্যতে ।
তদা সকর্ণপ্রতিনাহসংজ্ঞিতো ভবেদ্বিকারঃ শিরসোঽভিতাপনঃ ॥

যদা তু মূর্চ্ছন্ত্যথবাপি জন্তবঃ সৃজন্ত্যপত্যান্যথবাপি মক্ষিকাঃ।
তদঞ্জনত্বাৎ শ্রবণো নিরুচ্যতে ভিষগ্‌ভিরাদ্যৈঃ কৃমিকর্ণকস্তু সঃ॥
ক্ষতাভিঘাতপ্রভবস্তু বিদ্রধির্ভবেত্তথা দোষকৃতোঽপরঃ পুনঃ।
স রক্তপীতারুণমস্রমাস্রবেৎ প্রতোদধূমায়নদাহচোষবান্॥
ভবেৎ প্রপাকঃ খলু পিত্তকোপতো বিকোথবিক্লেদকরশ্চ কর্ণয়োঃ।
স্থিতে কফে স্রোতসি পিত্ততেজসা বিলাপ্যমানে ভৃশসম্প্রতাপনাৎ॥
অবেদনো বাপ্যথবা সবেদনো ঘনং স্রবেৎ পূতি স পূতিকর্ণকঃ।
প্রদিষ্টলিঙ্গান্যর্শাংসি তত্ত্বতস্তথৈব শোফার্ব্বুদলিঙ্গমীরিতং।
ময়া পুরা তৎ প্রসমীক্ষ্য যোজয়েদিহৈব তানি প্রযতো ভিষগ্বরঃ॥

একবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ কর্ণগতরোগপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

সামান্যং কর্ণরোগেষু ঘৃতপানং রসায়নং।
অব্যায়ামোঽশিরঃস্নানং ব্রহ্মচর্য্যমকথনং॥
কর্ণশূলে প্রণাদে চ বাধির্য্যক্ষ্বেড়য়োরপি।
চতুর্ণামপি রোগাণাং সামান্যং ভেষজং বিদুঃ॥
স্নিগ্ধং বাতহরৈঃ স্বেদৈর্নরং স্নেহবিরেচিতং।
নাড়ীস্বেদৈরুপচরেৎ পিণ্ডস্বেদৈস্তথৈব চ॥
বিল্বৈরণ্ডার্কবর্ষাভূদধিত্থোন্মত্তশিগ্রুভিঃ।
বস্তগন্ধাশ্বগন্ধাভ্যাং তর্কারীযববেণুভিঃ॥
আরনালৈঃ শৃতৈরেভির্নাড়ীস্বেদঃ প্রযোজিতঃ।
কফবাতসমুত্থানং কর্ণশূলং নিরস্যতি॥
মীনকুক্কুটলাবানাং মাংসস্ত্বৈঃ পয়সাপি বা।
পিণ্ডৈঃ স্বেদঞ্চ কুর্ব্বীত কর্ণশূলনিবারণং॥

অশ্বত্থপত্রখল্লং বা বিধায় বহুপত্রকং।
তৈলাক্তমস্তসম্পূর্ণং নিদধ্যাচ্ছ্রবণোপরি॥
যত্তৈলং চ্যবতে তস্মাৎ খল্লাদঙ্গারসাধিতাৎ।
তৎ প্রাপ্তং শ্রবণস্রোতঃ সদ্যো গৃহ্লাতি বেদনাং॥
ক্ষৌমগুগ্‌গুলগুরুভিঃ সঘৃতৈর্দ্ধূপয়েচ্চ তং।
ভক্তোপরি হিতং সর্পির্ব্বস্তিকর্ম্ম চ পূজিতং॥
নিরন্নো নিশি তৎসর্পিঃ পীত্বোপরি পয়ঃ পিবেৎ।
মূর্দ্ধবস্তিষু নস্তে চ মস্তিষ্কে পরিষেচনে॥
শতপাকং বলাতৈলং প্রশস্তঞ্চাপি ভোজনে।
কণ্টকারীমজাক্ষীরে পক্ত্বা ক্ষীরেণ তেন চ॥
বিপচেৎ কুক্কুটবসাং কর্ণয়োস্তৎপ্রপূরণং।
তণ্ডুলীয়কমূলানি ফলমক্ষোটজন্তথা॥
অহিংস্রাকেন্দ্রকামূলং সরলং দেবদারু চ।
লশুনং শৃঙ্গবেরঞ্চ তথা বংশাবলেখনং॥
কল্কৈরেষাং তথাম্লৈশ্চ পচেৎ স্নেহং চতুর্ব্বিধং।
বেদনায়াঃ প্রশান্ত্যর্থং হিতং তৎ কর্ণপূরণং॥
লশুনার্দ্রকশিগ্রুণাং মুরুঙ্গ্যা মূলকস্য চ।
কদল্যাঃ স্বরসঃ শ্রেষ্ঠঃ কদুষ্ণঃ কর্ণপূরণে॥
শৃঙ্গবেররসঃ ক্ষৌদ্রং সৈন্ধবং তৈলমেব চ।
কদুষ্ণং কর্ণয়োর্দেয়মেতদ্বা বেদনাপহং॥
বংশাবলেখসংযুক্তে মূত্রে চাজাবিকে ভিষক্।
সর্পিঃ পচেত্তেন কর্ণং পূরয়েৎ কর্ণশূলিনঃ॥
মহতঃ পঞ্চমূলস্য কাণ্ডমষ্টাদশাঙ্গুলং।
ক্ষৌমেণাবেষ্ট্য সংসিচ্য তৈলেনাদীপয়েত্ততঃ॥
যত্তৈলং চ্যবতে তেভ্যো ঘৃতেভ্যো ভাজনোপরি।
জ্ঞেয়ং তদ্দীপিকাতৈলং সদ্যো গৃহ্লাতি বেদনাং॥

কুর্য্যাদেবং ভদ্রকাষ্ঠে কুষ্ঠে কাষ্ঠে চ সারলে।
মতিমান্ দীপিকাতৈলং কর্ণশূলনিবর্হণং ॥
অর্কাঙ্কুরানম্লপিষ্টাংস্তৈলাক্তান্ লবণান্বিতান্।
সন্নিদধ্যাৎ স্নুহীকাণ্ডে কোরিতে তচ্ছদাবৃতে ॥
পুটপাকক্রমস্বিন্নান্ পীড়য়েদারসাগমাৎ।
সুখোষ্ণং তদ্রসং কর্ণে দাপয়েচ্ছূলশান্তয়ে ॥
কপিত্থমাতুলুঙ্গাম্লশৃঙ্গবেররসৈঃ শুভৈঃ।
সুখোষ্ণৈঃ পূরয়েৎ কর্ণং তচ্ছূলবিনিবৃত্তয়ে ॥
কর্ণং কোষ্ণেণ চুক্রেণ পূরয়েৎ কর্ণশূলিনঃ।
সমুদ্রফেনচূর্ণেন যুক্ত্যা বাপ্যবচূর্ণয়েৎ ॥
অষ্টানামিহ মূত্রাণাং মূত্রেণান্যতমেন বা।
কোষ্ণেন পূরয়েৎ কর্ণং কর্ণশূলোপশান্তয়ে ॥
মূত্রেষম্লেষু বাতঘ্নে গণে চ কথিতে ভিষক্।
পচেচ্চতুর্বিধং স্নেহং পূরণং তচ্চ কর্ণয়োঃ ॥
এতা এব ক্রিয়াঃ কুর্য্যাৎ পিত্তঘ্নৈঃ পিত্তসংযুতে।
কাকোল্যাদৌ দশক্ষীরং তিক্তং চাত্র হিতং হবিঃ ॥
ক্ষীরবৃক্ষপ্রবালেষু মধুকে চন্দনে তথা।
কল্ককাথে পরং পক্বং শর্করামধুকৈঃ সরৈঃ ॥
ইঙ্গুদী-সর্ষপ-স্নেহৌ সকফে পূরণে হিতৌ।
তিক্তৌষধানাং যূষাশ্চ স্বেদাশ্চ কফনাশনাঃ ॥
সুরসাদৌ কৃতং তৈলং পঞ্চমূলে মহত্যপি।
মাতুলুঙ্গরসঃ শুক্তং লশুনার্দ্রকয়োঃ রসঃ ॥
একৈকাঃ পূরণে পথ্যাস্তৈলং তেষথবা কৃতং।
তীক্ষ্ণা মূর্দ্ধবিরেকাশ্চ কবলাশ্চাত্র পূজিতাঃ ॥
কর্ণশূলবিধিঃ কৃৎস্নঃ পিত্তঘ্নঃ শোণিতাবৃতে।
শূলপ্রণাদবাধির্য্যক্ষ্বেড়ানান্ত প্রকীর্ত্তিতং ॥

সামান্যতো বিশেষেণ বাধির্য্যে পূরণং শৃণু।
গবাং মূত্রেণ বিল্বানি পিষ্ট্বা তৈলং বিপাচয়েৎ ॥
সজলঞ্চ সদুগ্ধঞ্চ বাধির্য্যে কর্ণপূরণং।
সিতামধুকবিল্বীভিঃ সিদ্ধং বাজে পয়স্যথ ॥
সিদ্ধং বা বিল্বনিঃক্বাথে শীতীভূতং তদুদ্ধৃতং।
পুনঃ পচেদ্দশক্ষীরং সিতামধুকচন্দনৈঃ ॥
বিল্বাম্বুগাঢ়ং তত্তৈলং বাধির্য্যে কর্ণপূরণং।
বক্ষ্যতে যঃ প্রতিশ্যায়ে বিধিঃ সোঽপ্যত্র পূজিতঃ ॥
বাতব্যাধিষু যশ্চোক্তো বিধিঃ স চ হিতো ভবেৎ।
কর্ণস্রাবে পূতিকর্ণে তথৈব ক্রিমিকর্ণকে ॥
সমানং কর্ম্ম কুর্ব্বীত যোগান্ বৈশেষিকানপি।
শিরোবিরেচনঞ্চৈব ধূপনং পূরণন্তথা ॥
প্রমার্জনং ধাবনঞ্চ বীক্ষ্য বীক্ষ্যাবচারয়েৎ।
রাজবৃক্ষাদিতোয়েন সুরসাদিগণেন বা ॥
কর্ণপ্রক্ষালনং কার্য্যং চূর্ণৈরেষাঞ্চ পূরণং।
চূর্ণং পঞ্চকষায়োত্থং কপিত্থরসযোজিতং ॥
কর্ণস্রাবে প্রশংসন্তি পূরণং মধুনা সহ।
সর্জ্জত্বক্‌চূর্ণসংযুক্তঃ কার্পাসীফলজো রসঃ ॥
যোজিতো মধুনা বাপি কর্ণস্রাবে প্রশস্যতে।
লাক্ষাসর্জরসৌ বাপি চূর্ণিতৌ কর্ণপূরণং ॥
সশৈবলমহাবৃক্ষজম্বাম্রপ্রসবাযুতং।
কুলীরক্ষৌদ্রমণ্ডূকীসিদ্ধং তৈলঞ্চ পূজিতং ॥
তিন্দুকান্যভয়ারোধ্রং সমঙ্গামলকং মধু।
পূরণঞ্চাত্র পথ্যং স্যাৎ কপিত্থরসযোজিতং ॥
রসমাত্রকপিত্থানাং মধূকধবশালজং।
পূরণার্থং প্রশংসন্তি তৈলং বা তৈর্ব্বিপাচিতং ॥

প্রিয়ঙ্গুমধুকাম্বষ্ঠাধাতকীশীতপর্ণিভিঃ।
মঞ্জিষ্ঠালোধ্রলাক্ষাভিঃ কপিত্থস্য রসেন বা॥
পচেত্তৈলং তদাস্রাবমবগৃহ্লাতি পূরণাৎ।
ঘৃষ্টং রসাঞ্জনং নার্য্যাঃ ক্ষীরেণ ক্ষৌদ্রসংযুতং॥
প্রশস্যতে চিরোত্থেঽপি সাস্রাবে পূতিকর্ণকে।
নিগুণ্ডীস্বরসে তৈলং সিন্ধুধূমরজো গুড়ঃ॥
পূরণঃ পূতিকর্ণস্য শমনো মধুসংযুতঃ।
কৃমিকর্ণকনাশার্থং কৃমিঘ্নং যোজয়েদ্বিধিং॥
বার্ত্তাকুধূমশ্চ হিতঃ সার্ষপস্নেহ এব চ।
কৃমিঘ্নহরিতালেন গবাং মূত্রযোগেন চ॥
গুগ্গুলং কর্ণদৌর্গন্ধ্যে ধূপনং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে।
ছর্দ্দনং ধূমপানঞ্চ কবলস্য চ ধারণং॥
কর্ণক্ষ্বেড়ে হিতং তৈলং সার্ষপঞ্চৈব পূরণং।
বিদ্রধৌ বাপি কুর্ব্বীত বিদ্রধ্যুক্তং চিকিৎসিতং॥
প্রক্লেদ্য ধীমাংস্তৈলেন স্বেদেন প্রবিলাপ্য চ।
শোধয়েৎ কর্ণবিট্কন্তু ভিষক্ সম্যক্ছলাকয়া॥
নাড়ীস্বেদোঽথ বমনং ধূমো মূর্দ্ধবিরেচনং।
বিধিশ্চ কফহৃৎ সর্ব্বঃ কর্ণকণ্ডুমপোহতি॥
অথ কর্ণপ্রতীনাহে স্নেহস্বেদৌ প্রযোজয়েৎ।
ততোঽতিরিক্তশিরসঃ ক্রিয়াং প্রাপ্তাং সমাচরেৎ॥
কর্ণপাকস্য ভৈষজ্যং কুর্য্যাৎ পিত্তবিসর্গবৎ।
কর্ণচ্ছিদ্রে বর্ত্তমানং কীটং ক্লেদমলাদি বা॥
শৃঙ্গেণাপহরেদ্ধীমানথবাপি শলাকয়া।
শেষাণান্তু বিকারাণাং প্রাক্ চিকিৎসিতমীরিতং॥

দ্বাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

অথাতো নাসাগতরোগবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ।

অপীনসঃ পূতিনস্যং নাসাপাকস্তথৈবচ ।
তথা শোণিতপিত্তঞ্চ পূয়শোণিতমেব চ ॥
ক্ষবথুর্ভ্রংশথুর্দীপ্তো নাসানাহঃ পরিস্রবঃ ।
নাসাশোষেণ সহিতা দশৈকাশ্চেরিতা গদাঃ ॥
চত্বার্য্যর্শাংসি চত্বারঃ শোফাঃ সপ্তার্ব্বুদানি চ ।
প্রতিশ্যায়াশ্চ যে পঞ্চ বক্ষ্যন্তে সচিকিৎসিতাঃ ।
একত্রিংশন্মিতাস্তে তু নাসারোগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

আনহ্যতে যস্য বিধূপ্যতে চ পাপচ্যতে ক্লিদ্যতি চাপি নাসা ।
ন বেত্তি যে গন্ধরসাংশ্চ জন্তুর্জুষ্টং ব্যবস্যেত্তমপীনসেন ।
তঞ্চানিলশ্লেষ্মভবং বিকারং ব্রূয়াৎ প্রতিশ্যায়সমানলিঙ্গং ॥
দোষৈর্বিদগ্ধৈর্গলতালুমূলে সংবাসিতো যস্য সমীরণস্তু ।
নিরেতি পূতির্মুখনাসিকাভ্যাং তং পূতিনস্যং প্রবদন্তি রোগং ॥
ঘ্রাণাশ্রিতং পিত্তমরুংষি কুর্য্যাৎ যস্মিন্ বিকারে বলবাংশ্চ পাকঃ ।
তং নাসিকাপাকমিতি ব্যবস্যেৎ বিক্লেদকোথাবপি যত্র দৃষ্টৌ ॥
চতুর্ব্বিধং দ্বিপ্রভবং দ্বিমার্গং বক্ষ্যামি ভূয়ঃ খলু রক্তপিত্তং ।
দোষৈর্বিদগ্ধৈরথবাপি জন্তোর্ললাটদেশেঽভিহতস্য তৈস্তু ॥
নাসা স্রবেৎ পূয়মসৃগ্বিমিশ্রং তং পূয়রক্তং প্রবদন্তি রোগং ।
ঘ্রাণাশ্রিতে মর্ম্মণি সম্প্রদুষ্টে যস্যানিলো নাসিকয়া নিরেতি ॥
কফানুযাতো বহুশঃ সশব্দস্তং রোগমাহুঃ ক্ষবথুং বিধিজ্ঞাঃ ।
তীক্ষ্ণোপযোগাদতিজিঘ্রতো বা ভাবান্ কটূনর্কনিরীক্ষণাদ্বা ॥
সূত্রাদিভির্বা তরুণাস্থিমর্ম্মণ্যুদ্ঘাটিতে যঃ ক্ষবথুর্নিরেতি ।
প্রভ্রশ্যতে নাসিকয়ৈব যশ্চ সান্দ্রো বিদগ্ধো লবণঃ কফস্তু ॥

প্রাক্ সঞ্চিতো মূর্দ্ধ্নি চ পিত্তপ্তং প্রভ্রংশথুং ব্যাধিমুদাহরন্তি।
ঘ্রাণে ভৃশং দাহসমন্বিতে তু বিনিঃসরেদ্ধূম ইবেহ বায়ুঃ॥
নাসা প্রদীপ্তেব চ যস্য জন্তোর্ব্যাধিস্তু তং দীপ্তমুদাহরন্তি।
কফাবৃতো বায়ুরুদানসংজ্ঞো যদা স্বমার্গে বিগুণঃ স্থিতঃ স্যাৎ॥
ঘ্রাণং বৃণোতীব তদা স রোগো নাসা-প্রতীনাহ ইতি প্রদিষ্টঃ।
অজস্রমচ্ছং সলিলপ্রকাশং যস্যা বিবর্ণং স্রবতীহ নাসা॥
রাত্রৌ বিশেষেণ হি তং বিকারং নাসাপরিস্রাবমিতি ব্যবস্যেৎ।
ঘ্রাণশ্রিতে শ্লেষ্মণি মারুতেন পিত্তেন গাঢ়ং পরিশোষিতে চ॥
সমুচ্ছ্বসিত্যূর্দ্ধমধশ্চ কৃচ্ছ্রাদ্যস্তস্য নাসাপরিশোষ উক্তঃ।
দোষৈস্ত্রিভিস্তৈঃ পৃথগেকশশ্চ ব্রূয়াত্তথার্শাংসি তথৈব শোফান্॥
শালাক্যসিদ্ধান্তমবেক্ষ্য বাপি সর্ব্বাত্মকং সপ্তমমর্ব্বুদং তু।
রোগঃ প্রতিশ্যায় ইহ প্রদিষ্টঃ স বক্ষ্যতে পঞ্চবিধঃ পুরস্তাৎ॥
শোফাশ্চ শোফবিজ্ঞানে নাসাস্রোতোব্যবস্থিতাঃ।
নিদানেঽর্শাংসি নির্দ্দিষ্টান্যেবং তানি বিভাবয়েৎ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো নাসাগতরোগপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ।
পূর্ব্বোদ্দিষ্টে পূতনস্যে চ জন্তোঃ স্নেহস্বেদৌ ছর্দ্দনং স্রংসনঞ্চ।
যুক্তং ভক্তং তীক্ষ্ণমল্পং লঘু স্যাদ্ উষ্ণং তোয়ং ধূমপানঞ্চ কালে॥
হিঙ্গু ব্যোষং বৎসকাখ্যাং শিবাটী লাক্ষাবীজং সৌরভং কট্‌ফলঞ্চ।
উগ্রা কুষ্ঠং তীক্ষ্ণগন্ধা বিড়ঙ্গং শ্রেষ্ঠং নিত্যং চাবপীড়ে করঞ্জং॥
এতৈর্দ্রব্যৈঃ সার্ষপং মূত্রযুক্তং তৈলং ধীমান্ নস্যহেতোঃ পচেচ্চ।
নাসাপাকে পিত্তহৃৎ সংবিধানং কার্য্যং সর্ব্বং বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চ॥
হৃত্বা রক্তং ক্ষীরবৃক্ষত্বচশ্চ সাজ্যাঃ সেকা যোজনীয়াশ্চ লেপাঃ।
বক্ষ্যাম্যূর্দ্ধং রক্তপিত্তোপশান্তিং নাড়ীবৎ স্যাৎ পূয়রক্তে চিকিৎসা

বাস্তে সম্যক্ চাবপীড়ং বদন্তি তীক্ষ্ণং ধূমং শোধনং চাত্র নস্যং।
ক্ষেপ্যং নস্যং মূর্দ্ধবৈরেচনীয়ন্নাভ্যাং চূর্ণং ক্ষবথৌ ভ্রংশথৌ চ॥
কুর্য্যাৎ স্বেদান্ মূর্দ্ধ্নি বাতাময়ঘ্নান্ স্নিগ্ধান্ ধূমান্ যদ্যদন্যদ্ধিতং চ।
দীপ্তে রোগে পৈত্তিকং সংবিধানং কুর্য্যাৎ সর্ব্বং স্বাদু যচ্ছীতলঞ্চ॥
নাসানাহে স্নেহপানং প্রধানং স্নিগ্ধা ধূমা মূর্দ্ধবস্তিশ্চ নিত্যং।
বলাতৈলং সর্ব্বথৈবোপযুজ্যং বাতব্যাধাবন্যদুক্তঞ্চ যদ্যৎ॥
নাসাস্রাবে ঘ্রাণতশ্চূর্ণমুক্তং নাড্যা দেয়ং যোঽবপীড়শ্চ তীক্ষ্ণঃ।
তীক্ষ্ণং ধূমং দেবদার্ব্বগ্নিকাভ্যাং মাংসং বাজং যুক্তমত্রাদিশন্তি।
নাসাশোষে ক্ষীরসর্পিঃ প্রধানং সিদ্ধস্তৈলং চানুকল্পে চ নস্যে॥
সর্পেঃ পানং ভোজনং জাঙ্গলৈশ্চ স্নেহস্বেদঃ স্নৈহিকশ্চাপি ধূমঃ।
শেষান্ রোগান্ ঘ্রাণজান্ সন্নিযচ্ছেদুক্তং তেষাং যদ্যথা সংবিধানং॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ প্রতিশ্যায়প্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

নাড়ীপ্রসঙ্গঃ শিরসোঽভিতাপো ধূমো রজঃ শীতমতিপ্রতাপঃ।
সন্ধারণং মূত্রপূরীষয়োশ্চ সদ্যঃ প্রতিশ্যায়নিদানমুক্তং॥
চয়ঙ্গতা মূর্দ্ধনি মারুতাদয়ঃ পৃথক্ সমস্তাশ্চ তথৈব শোণিতং।
প্রকোপ্যমানা বিবিধৈঃ প্রকোপনৈর্নৃণাং প্রতিশ্যায়করা ভবন্তি হি॥
শিরোগুরুত্বং ক্ষবথোঃ প্রবর্ত্তনং তথাঙ্গমর্দ্দঃ পরিহৃষ্টরোমতা।
উপদ্রবশ্চাপ্যপরে পৃথগ্বিধাঃ নৃণাং প্রতিশ্যায়পুরঃসরাঃ স্মৃতাঃ॥
আনদ্ধা পিহিতা নাসা তনুস্রাবপ্রবর্ত্তিনী।
গলতাল্বোষ্ঠশোষশ্চ নিস্তোদঃ শঙ্খয়োস্তথা॥
স্বরোপঘাতশ্চ ভবেৎ প্রতিশ্যায়েঽনিলাত্মকে।
উষ্ণঃ সপীতকঃ স্রাবো ঘ্রাণাৎ স্রবতি পৈত্তিকে॥

কৃশোঽতিপাণ্ডুঃ সন্তপ্তো ভবেত্তৃষ্ণাভিপীড়িতঃ।
সধূমং সহসা বহ্নিং বমতীব চ মানবঃ॥
কফঃ কফকৃতে ঘ্রাণাচ্ছুক্লঃ শীতঃ স্রবেন্মুহুঃ।
শুক্লাবভাসঃ শূনাক্ষো ভবেদ্গুরুশিরোমুখঃ॥
শিরোগলৌষ্ঠতালূনাং কণ্ডূয়নমতীব চ।
ভূত্বা ভূত্বা প্রতিশ্যায়ো যোঽকস্মাদ্বিনিবর্ত্ততে॥
সম্পক্বো বাপ্যপক্বো বা স সর্ব্বপ্রভবঃ স্মৃতঃ।
লিঙ্গানি চৈব সর্ব্বেষাং পীনসানাং চ সর্ব্বজে॥
রক্তজে তু প্রতিশ্যায়ে রক্তাস্রাবঃ প্রবর্ত্ততে।
তাম্রাক্ষশ্চ ভবেজ্জন্তুরুরোঘাতপ্রপীড়িতঃ॥
দুর্গন্ধোচ্ছ্বাসবদনস্তথা গন্ধান্ন বেত্তি চ।
মূর্চ্ছন্তি চাত্র ক্রিময়ঃ শ্বেতাঃ কৃষ্ণাস্তথাণবঃ॥
ক্রিমিমূর্দ্ধবিকারেণ সমানং চাস্য লক্ষণং।
প্রক্লিদ্যতি পুনর্ন্নাসা পুনশ্চ পরিশুষ্যতি॥
মুহুরানহ্যতে চাপি মুহুর্ব্বিব্রিয়তে তথা।
নিশ্বাসোচ্ছ্বাসদৌর্গন্ধ্যং তথা গন্ধান্ন বেত্তি চ॥
এবং দুষ্টপ্রতিশ্যায়ং জানীয়াৎ কৃচ্ছ্রসাধনং।
সর্ব্ব এব প্রতিশ্যায়া নরস্যাপ্রতিকারিণঃ॥
কালেন রোগজননা জায়ন্তে দুষ্টপীনসাঃ।
বাধির্য্যমান্ধ্যমঘ্রাণং ঘোরাংশ্চ নয়নাময়ান্॥
কাসাগ্নিসাদশোফাংশ্চ বৃদ্ধাঃ কুর্ব্বন্তি পীনসাঃ।

নবং প্রতিশ্যায়মপাস্য সর্ব্বমুপাচরেৎ সর্পির্ব এব পানৈঃ॥ স্বেদৈর্ব্বিচিত্রৈর্ব্বমনৈশ্চ যুক্তৈঃ কালোপপন্নৈরবপীড়নৈশ্চ। অপচ্যমানস্য হি পাচনার্থং স্বেদো হিতোঽম্লৈরহিমঞ্চ ভোজ্যং নিষেব্যমানং পয়সার্দ্রকং বা সম্পাচয়েদিক্ষুবিকারযোগৈঃ। পক্বং ঘনং চাপ্যবলম্বমানং শিরোবিরেকৈরপকর্ষয়েত্তং॥

বিরেচনাস্থাপন ধূমপানৈ রবেক্ষ্য দোষান্ কবলগ্রহৈশ্চ ॥
নিবাতশয্যাসনচেষ্টনানি মূর্দ্ধ্নো গুরুঞ্চ তথৈব বাসঃ।
তীক্ষ্ণা বিরেকাঃ শিরসঃ সধূমা রুক্ষং পলান্নং বিজয়াচ সেব্যা ॥
শীতাম্বুযোষিচ্ছিশিরাবগাহ চিন্তাতিরুক্ষাশনবেগরোধান্।
শোকঞ্চ মদ্যানি নবানি চৈব বিবর্জ্জয়েৎ পীনসরোগ জুষ্টঃ ॥
ছর্দ্যঙ্গ সাদজ্বরগৌরবার্ত্ত মরোচকারত্যতিসারযুক্তং।
বিলঙ্ঘনৈঃ পাচনদীপনীয়ৈ রুপাচরেৎ পীনসিনং যথাবৎ ॥
বহুদ্রবৈর্ব্বাতকফোপসৃষ্টং প্রচ্ছর্দ্দয়েৎ পীনসিনং বয়স্থং।
উপদ্রবাংশ্চাপি যথোপদেশং স্বৈর্ভেষজৈর্ভোজনসংবিধানৈঃ ॥
জয়েদ্বিদিত্বা মৃদুতাং গতেষু প্রাগ্ লক্ষণেষূক্তমথাদিশেচ্চ ॥
বাতিকে তু প্রতিশ্যায়ে পিবেৎসর্পির্যথাক্রমং।
পঞ্চভির্লবণৈঃ সিদ্ধং প্রথমেন গণেন চ ॥
নস্যাদিষু বিধিং কৃৎস্নমবেক্ষেতার্দ্দিতেরিতং।
পিত্তরক্তোত্থয়োঃ পেয়ং সর্পির্মধুরকৈঃ শৃতং ॥
পরিষেকান্ প্রদেহাংশ্চ কুর্য্যাদপিচ শীতলান্।
শ্রীসর্জরস পত্তঙ্গ প্রিয়ঙ্গু মধু শর্করাঃ ॥
দ্রাক্ষামধূলিকাগোজী শ্রীপর্ণীমধুকৈস্তথা।
যুঞ্জ্যাত্তে কবলাশ্চাত্র বিরেকো মধুরৈরপি ॥
ধবত্বক্ ত্রিফলাশ্যামাতিল্বকৈর্ম্মধুকেন চ।
শ্রীপর্ণীরজনীমিশ্রৈঃ ক্ষীরে দশ গুণে পচেৎ ॥
তৈলং কালোপপন্নং তন্নস্যং স্যাদনয়োর্হিতং।
কফজে সর্পিষা স্নিগ্ধং তিলমাষবিপক্কয়া ॥
যবাগ্বা বাময়েদ্ বান্তঃ কফঘ্নং ক্রমমাচরেৎ।
উভে বলে বৃহত্যৌ চ বিড়ঙ্গং সত্রিকণ্টকং ॥
শ্বেতামূলং সহাং ভদ্রাং বর্ষাভূঞ্চাত্র সংহরেৎ।
তৈলমেভির্ব্বিপক্কন্তু নস্যমস্যোপকল্পয়েৎ ॥

সরলাকিণিহীদারুনিকুম্ভেঙ্গুদিভিঃ কৃতাঃ।
বর্ত্তয়শ্চোপযোজ্যাঃ স্যুর্ধূমপানে যথাবিধি ॥
সর্পীংষি কটুতিক্তানি তীক্ষ্ণাধূমাঃ কটূনি চ।
ভেষজান্যুপযুক্তানি হন্যুঃ সর্ব্বপ্রকোপজম্ ॥
রসাঞ্জনে সাতিবিষে মুস্তায়াং ভদ্রদারুণি।
তৈলং বিপক্বং নস্যার্থে বিদধ্যাচ্চাত্রবুদ্ধিমান্ ॥
মুস্তাতেজোবতীপাঠাকট্ফলং কটুকা বচা।
সর্ষপাঃ পিপ্পলীমূলং পিপ্পল্যঃ সৈন্ধবাগ্নিকৌ ॥
তুত্থং করঞ্জবীজঞ্চ লবণং ভদ্রদারু চ।
এতৈঃ কৃতং কষায়ন্তু কবলে সংপ্রয়োজয়েৎ ॥
হিতং মূর্দ্ধবিরেকেন তৈলমেভির্ব্বিপাচিতং।
ক্ষীরমর্দ্ধজলে ক্বাথ্যং জাঙ্গলৈর্মৃগপক্ষিভিঃ ॥
পুষ্পৈর্ব্বিমিশ্রং জলজৈর্বাতঘ্নৈরৌষধৈরপি।
হিমে ক্ষীরাবশিষ্টেঽস্মিন্ ঘৃতমুৎপাদ্য যত্নতঃ ॥
সর্ব্বগন্ধাসিতানন্তা মধুকং চন্দনং তথা।
আবাপ্য বিপচেদ্ভূয়ো দশক্ষীরন্তু তদ্‌ঘৃতং ॥
নস্যপ্রযুক্তমুদ্রিক্তান্ প্রতিশ্যায়ান্ ব্যপোহতি।
যথাস্বং দোষশমনৈস্তৈলং কুর্য্যাচ্চ যত্নতঃ ॥
সমূত্রপিত্তাস্তূদ্দিষ্টাঃ ক্রিয়া ক্রমশো যোজয়েৎ।
যাপনার্থং কৃমিঘ্নানি ভেষজানি চ বুদ্ধিমান্।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃশিরোরোগবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

শিরো রুজতি মর্ত্ত্যানাং বাতপিত্তকফৈস্ত্রিভিঃ।
সন্নিপাতেন রক্তেন ক্ষয়েণ কৃমিভিস্তথা ॥

সূর্য্যাবর্ত্তানন্তবাতার্দ্ধাবভেদকশঙ্খকৈঃ ।
একাদশপ্রকারস্য লক্ষণং সংপ্রবক্ষ্যতে ॥
যস্যানিমিত্তং শিরসো রুজশ্চ ভবন্তি তীব্রা নিশি চাতিমাত্রং ।
বন্ধোপতাপৈশ্চ ভবেদ্বিশেষঃ শিরোঽভিতাপঃ স সমীরণেন ॥
যস্যোষ্ণমঙ্গারচিতং যথৈব ভবেচ্ছিরো ধূমবতী চ নাসা ।
শীতেন রাত্রৌচ ভবেদ্বিশেষঃ শিরোঽভিতাপঃ সতু পিত্তকোপাৎ ॥
শিরোগলং যস্য কফোপদিগ্ধং গুরুপ্রতিষ্টব্ধমথোহিমঞ্চ ।
শূনাক্ষিকূটং বদনং চ যস্য শিরোঽভিতাপঃ স কফপ্রকোপাৎ ॥
শিরোঽভিতাপে ত্রিতয়প্রবৃত্তে সর্ব্বাণি লিঙ্গানি সমুদ্ভবন্তি ।
রক্তাত্মকঃ পিত্তসমানলিঙ্গঃ স্পর্শাসহত্বং শিরসো ভবেচ্চ ॥
বসাবলাসক্ষতসম্ভবানাং শিরোগতানামিহ সংক্ষয়েন ।
ক্ষয়প্রবৃত্তঃ শিরসোঽভিতাপঃ কষ্টো ভবেদুগ্ররুজো ঽতিমাত্রং ॥
সংস্বেদনচ্ছর্দ্দনধূমনস্যৈ রসৃক্‌বিমোক্ষৈশ্চ বিবৃদ্ধিমেতি ।
নিস্তুদ্যতে যস্য শিরো ঽতিমাত্রংসম্ভক্ষ্যমাণং স্ফূরতীব চান্তঃ ॥
ঘ্রাণাচ্চ গচ্ছেৎসলিলং সরক্তং শিরোঽভিতাপঃ ক্রিমিভিঃ স ঘোরঃ ।
সূর্য্যোদয়ং বা প্রতিমন্দমন্দ মক্ষিভ্রুবং রুক্ সমুপৈতি গাঢ়ং ॥
বিবর্দ্ধতে চাংশুমতা সহৈব সূর্য্যাপবৃত্তৌ বিনিবর্ত্ততে চ ।
শীতেন শান্তিং লভতে কদাচি দুষ্ণেন জন্তুঃ সুখমাপ্নুয়াচ্চ ।
তং ভাস্করাবর্ত্তমুদাহরন্তি সর্ব্বাত্মকং কষ্টতমং বিকারং ।
দোষাস্তু দুষ্টাস্ত্রয় এব মন্যাঃ সংপীড্য ঘাটাং সুরুজাং সুতীব্রাং ॥
কুর্ব্বন্তি সাক্ষিভ্রুবশঙ্খদেশে স্থিতিং করোত্যাশুবিশেষতস্তু ।
গণ্ডস্য পার্শ্বেষু করোতি কম্পং হনুগ্রহং লোচনজাংশ্চরোগান্ ॥
অনন্তবাতং তমুদাহরন্তি দোষত্রয়োত্থং শিরসো বিকারং ।
যস্যোত্তমাঙ্গার্দ্ধমতীব জন্তোঃ সম্ভেদতোদভ্রমশূল জুষ্টং ॥
পশ্চাদ্দশাহাদথবাপ্যকস্মাৎ তস্যার্দ্ধভেদং ত্রিতয়াদ্ব্যবস্যেৎ ।
শঙ্খাশ্রিতো বায়ুরুদীর্ণবেগঃ কৃতানুযাত্রঃ কফপিত্তরক্তৈঃ ॥

রুজঃ সুতীব্রাঃ প্রতনোতি মূর্দ্ধ্নি বিশেষতশ্চাপি হি শঙ্খয়োস্তু।
সুকষ্টমেনং খলু শঙ্খকাখ্যং মহর্ষয়ো বেদবিদঃ পুরাণাঃ॥
ব্যাধিং বদন্ত্যাদ্গতমৃত্যুকল্পং ভিষক্‌সহস্রৈরপি দুর্নিবারং॥

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ শিরোরোগপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

বাতব্যাধিবিধিঃ কার্য্যঃ শিরোরোগে হনিলাত্মকে।
পয়োঽনুপানং সেবেত ঘৃতং তৈলমথাপি বা॥
মুদ্‌গান্ কুলথান্ মাষাংশ্চ খাদেচ্চ নিশি কেবলান্॥
কটূষ্ণাংশ্চ সসর্পিষ্কানুষ্ণং চানু পয়ঃ পিবেৎ।
পিবেদ্বা পয়সা তৈলং তৎকল্কং বাপি মানবঃ॥
বাতঘ্নসিদ্ধৈঃ ক্ষীরৈশ্চ সুখোষ্ণৈঃ সেকমাদিশেৎ।
তৎসিদ্ধৈঃ পায়সৈর্ব্বাপি সুখোষ্ণৈর্ল্লেপয়েচ্ছিরঃ॥
স্বিন্নৈর্ব্বা মৎস্যপিশিতৈঃ কৃশরৈর্ব্বা সসৈন্ধবৈঃ।
চন্দনোৎপলকুষ্ঠৈর্ব্বা সুশ্লক্ষ্ণৈর্ম্মগধাযুতৈঃ॥
স্নিগ্ধস্য তৈলং নস্যং স্যাৎ কুলীররসসাধিতং।
বরুণাদৌ গণে ক্ষুণ্ণে ক্ষীরমর্দ্ধোদকং পচেৎ॥
ক্ষীরশেষঞ্চ তন্মথ্যং শীতং সার মুপাহরেৎ।
ততো মধুরকৈঃ সিদ্ধং নস্যে তৎপূজিতং হবিঃ॥
তস্মিন্ বিপক্বে ক্ষীরেচ পেয়ং সর্পিঃ সশর্করং।
ধূমঞ্চাস্য যথাকালং স্নৈহিকং যোজয়েদ্‌ভিষক্॥
পানাভ্যঞ্জননস্যেষু বস্তিকর্ম্মণি সেচনে।
বিদধ্যাত্ত্রিবৃতং ধীমান্ বলাতৈলমথাপি বা॥

ভোজয়েচ্চ রসৈঃ স্নিগ্ধৈঃ পয়োভির্ব্বা সুসংস্কৃতৈঃ।
পিত্তরক্তসমুত্থানৌ শিরোরোগৌ নিবারয়েৎ॥
শিরোলেপৈঃ সসর্পিষ্কৈঃ পরিষেকৈশ্চ শীতলৈঃ।
ক্ষীরেক্ষুরসধান্যাম্লমস্তুক্ষৌদ্রসিতাজলৈঃ॥
নলবঞ্জুলকল্হারচন্দনোৎপলপদ্মকৈঃ।
শঙ্খশৈবলযষ্ট্যাহ্বমুস্তাম্ভোরুহসংযুতৈঃ॥
শিরঃপ্রলেপঃ সঘৃতৈর্ব্বিসর্পেশ্চ তথাবিধৈঃ।
মধুরৈশ্চ সুখালেপৈর্নস্যকর্ম্মভিরেব চ॥
আস্থাপনৈর্বিরেকৈশ্চ পথ্যৈশ্চ স্নেহবস্তিভিঃ।
ক্ষীরসর্পির্হিতং নস্যং বসা বা জাঙ্গলা শুভা॥
উৎপলাদিবিপক্বেন ক্ষীরেণাস্থাপনং হিতং।
ভোজনংজাঙ্গলরসৈঃ সর্পিষা চানুবাসনং॥
মধুরৈঃ ক্ষীরসর্পিস্তু স্নেহনে চ সশর্করং।
পিত্তরক্তঘ্নমুদ্দিষ্টং যচ্চান্যদপি তদ্ধিতং॥
কফোত্থিতং শিরোরোগং জয়েৎ কফনিবারণৈঃ।
শিরোবিরেকৈর্ব্বমনৈস্তীক্ষ্ণৈর্গণ্ডূষ ধারণৈঃ॥
অচ্ছঞ্চ পায়য়েৎ সর্পিঃ স্বেদয়েচ্চাপ্যভীক্ষ্ণশঃ।
শিরোমধূকসারেণ স্নিগ্ধঞ্চাপি বিরেচয়েৎ॥
ইঙ্গুদস্য ত্বচা বাপি মেষশৃঙ্গ্যা চ বা ভিষক্।
আভ্যামেব কৃতাবর্ত্তী ধূম পানে প্রযোজয়েৎ॥
শ্রেয়ং কট্ফলচূর্ণঞ্চ কবলাশ্চ কফাপহাঃ।
শরলাকুষ্ঠ শার্ঙ্গষ্টাদেবকাষ্ঠ-সরোহিষৈঃ॥
ক্ষারপিষ্টৈঃ সলবণৈঃ সুখোষ্ণৈর্লেপয়েচ্ছিরঃ।
যবষষ্টিকয়োশ্চান্নং ব্যোষক্ষারসমাযুতং॥
পটোলমুদ্গকৌলত্থৈর্মাত্রাবদ্ভোজয়েদ্রসৈঃ।
শিরোরোগে ত্রিদোষোত্থে ত্রিদোষঘ্নো বিধির্হিতঃ॥

সর্পিঃ পানং বিশেষেণ পুরাণং বা দিশন্তি হি।
ক্ষয়জে ক্ষয়মাসাদ্য কর্ত্তব্যো বৃংহনো বিধিঃ॥
পানে নস্যে চ সর্পিঃ স্যাৎ বাতঘ্নমধুরৈঃ শৃতং।
ক্ষয়কাশাপহং চাত্র সর্পিঃ পথ্যতমং বিদুঃ॥
কৃমিভির্ভক্ষ্যমাণস্থ বক্ষ্যন্তে শিরসঃ ক্রিয়া।
নস্যং হি শোণিতং দদ্যাৎ তেন মূর্চ্ছন্তি জন্তবঃ॥
মত্তাঃ শোণিতগন্ধেন সমায়ান্তি যতস্ততঃ।
তেষাং নির্হরণং কার্য্যং ততো মূর্দ্ধ-বিরেচনৈঃ॥
হ্রস্বশিগ্রুকবীজৈর্ব্বা কাংস্যানীলীসমাযুতৈঃ।
কৃমিঘ্নৈরবপীড়ৈশ্চ মূত্রপিষ্টৈরুপাচরেৎ॥
পূতিমৎস্যযুতান্ ধূমান্ কৃমিঘ্নাংশ্চ প্রযোজয়েৎ।
ভোজনানি কৃমিঘ্নানি পানানি বিবিধানিচ॥
সূর্য্যাবর্ত্তে বিধাতব্যং নস্যকর্ম্মাদিভেষজং।
ভোজনং জাঙ্গলপ্রায়ং ক্ষীরান্নবিকৃতৈর্ঘৃতং॥
তথার্দ্ধভেদকে ব্যাধৌ প্রাপ্ত মন্যচ্চ যত্নবেৎ।
শিরীষমূলকফলৈরবপীড়োঽনয়োর্হিতঃ॥
বংশমূলককর্পূরৈরবপীড়ং প্রযোজয়েৎ।
অবপীড়ো হিতশ্চাত্র বচামাগধিকাযুতঃ।
মধুকেনাবপীড়ো বা মধুনা সহ সংযুতঃ।
মনঃশিলাবপীড়ো বা মধুনা চন্দনেন বা॥
তেষামন্তে হিতং নস্যং সর্পির্মধুরসাধিতং।
সারিবোৎপলকুষ্ঠানি মধুকং চাম্লপেষিতং॥
সর্পিস্তৈলযুতো লেপো দ্বয়োরপি সুখাবহঃ।
এষ এব প্রযোক্তব্যঃ শিরোরোগে কফাত্মকে॥
অনন্তবাতে কর্ত্তব্যঃ সূর্য্যাবর্ত্তেরিতো বিধিঃ।
সিরাব্যধশ্চ কর্ত্তব্যোঽনন্তবাত প্রশান্তয়ে॥

আহারশ্চ বিধাতব্যো বাতপিত্তবিনাশনঃ।
মধুমস্তকসংযাবঘৃতপূরৈশ্চ ভোজনৈঃ॥
ক্ষীরসর্পিঃ প্রশংসন্তি নস্তে পানে চ শঙ্খকৈঃ।
জাঙ্গলানাং রসৈঃ স্নিগ্ধৈরাহারশ্চাত্র শস্যতে॥
শতাবরীং তিলান্ কৃষ্ণান্ মধুকং নীলমুৎপলং।
দূর্ব্বাং পুনর্নবাঞ্চৈব লেপে সাধ্ববচারয়েৎ॥
মহাস্নুগন্ধামথবা পালিন্দীঞ্চাম্লপেষিতাং।
শীতাংশ্চাত্র পরীষেকান্ প্রদেহানত্র যোজয়েৎ॥
অবপীড়শ্চ দেয়োঽত্র সূর্য্যাবর্ত্তনিবারণঃ
কৃমিক্ষয়কৃতৌ হিত্বা শিরোরোগেষু বুদ্ধিমান্॥
মধুতৈলসমাযুক্তৈঃ শিরাংস্যতিবিরেচয়েৎ॥
পশ্চাৎ সর্ষপতৈলেন ততো নস্যং প্রযোজয়েৎ॥
নচেচ্ছান্তিং ব্রজত্যেবং স্নিগ্ধস্বিন্নাংস্ততোভিষক্।
পশ্চাদুপাচরেৎ সম্যক্ সিরাণামথমোক্ষণৈঃ॥
ষট্সপ্ততির্নেত্ররোগা দশাষ্টাদশ কর্ণজাঃ।
একত্রিংশদ্ঘ্রাণগতাঃ শিরস্যেকাদশেহতু॥
ইতি বিস্তরতো দৃষ্টাঃ সলক্ষণ চিকিৎসিতাঃ।
সংহিতায়ামভিহিতা সপ্তষষ্টির্মুখাময়াঃ॥
এতাবন্তো যথাস্থূলমুত্তমাঙ্গগতা গদাঃ॥
অস্মিন্ শাস্ত্রে নিগদিতাঃ সখ্যারূপচিকিৎসিতৈঃ॥

ইতি সুশ্রুতাচার্য্যে বিরচিতে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে সুশ্রুত
উত্তরতন্ত্রে শালক্যতন্ত্রং সমাপ্তং।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

অথাতো নবগ্রহাকৃতি বিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ

বালগ্রহাণাং বিজ্ঞানং সাধনঞ্চাপ্যনন্তরং ।
উৎপত্তিং কারণঞ্চৈব সুশ্রুতৈকমনা শৃণু ॥
স্কন্দগ্রহস্তু প্রথমঃ স্কন্দাপস্মার এবচ ।
শকুনী রেবতীচৈব পূতনা চান্ধ পূতনা ॥
পূতনা শীতনামাচ তথৈবমুখমণ্ডিকা ।
নবমো নৈগমেষশ্চ যঃ পিতৃগ্রহসংজ্ঞিতঃ ॥
ধাত্রীমাত্রোঃ প্রাক্প্রদিষ্টাপচারা
চ্ছৌচভ্রষ্টান্মঙ্গলাচারহীনান্ ।
ত্রস্তান্ হৃষ্টাংস্তর্জ্জিতান্ ক্রন্দিতান্ বা
পূজাহেতোর্হিংস্যুরেতে কুমারান্ ॥
ঐশ্বর্য্যস্থাস্তে ন শক্যা বিশন্তো
দেহং দ্রষ্টুং মানুষৈর্বিশ্বরূপাঃ ।
আপ্তং বাক্যং তৎসমীক্ষ্যাভিধাস্যে
লিঙ্গান্যেষাং যানি দেহে ভবন্তি ॥
শূনাক্ষঃ ক্ষতজ সগন্ধিকঃ স্তনদ্বিড়্
বক্রাস্যো হতচলিতৈকপক্ষ্মনেত্রঃ ।
উদ্বিগ্নঃ সুললিতচক্ষুরল্পরোদী
স্কন্দার্ত্তো ভবতি চ গাঢ়মুষ্টিবর্চ্চাঃ ॥
নিঃসজ্ঞো ভবতি পুনর্ভবেৎ সংসজ্ঞঃ
সংরব্ধঃ করচরণৈশ্চ নৃত্যতীব ।
বিণ্মূত্রে সৃজতি বিনদ্য জৃম্ভমানঃ
ফেণঞ্চ প্রসৃজতি তৎ সখাভিপন্নঃ ॥

স্রস্তাঙ্গো ভয়চকিতো বিহঙ্গগন্ধিঃ
সংস্রাবিব্রণ পরিপীড়িতঃ সমন্তাৎ।
স্ফোটৈশ্চ প্রততত্নুঃ সদাহপাকৈ
র্বিজ্ঞেয়ো ভবতি শিশুঃ ক্ষতঃ শকুন্যা॥
রক্তাস্যো হরিতমলোহতি পাণ্ডুদেহঃ
শ্যাবো বা জ্বর মুখপাকবেদনার্ত্তঃ।
রেবত্যাব্যথিততনুশ্চ কর্ণনাসং
মৃদ্নাতি ধ্রুবমভিপীড়িতঃ কুমারঃ॥
স্রস্তাঙ্গঃ স্বপিতি সুখং দিবা ন রাত্রৌ
বিড় ভিন্নং সৃজতিচ কাকতুল্যগন্ধিঃ।
ছর্দ্যার্ত্তো হৃষিত তনুরুহঃ কুমার
স্তৃষ্ণালুর্ভবতিচ পূতনাগৃহীতঃ॥
যোদ্বেষ্টি স্তনমতিসারকাসহিক্কা
ছর্দীভির্জ্বরসহিতাভিরর্দ্যমানঃ।
দুর্ব্বর্ণঃ সততমধঃ শয়োহম্লগন্ধি
স্তংব্রূয়ুর্ভিষজোহন্ধ পূতনার্ত্তং॥
উদ্বিগ্নো ভৃশমতিবেপতে প্ররুদ্যাৎ
সংলীনঃ স্বপিতি চ যস্য চান্ত্রকূজঃ।
বিস্রাঙ্গো ভৃশমতি সার্য্যতেচ যস্তং
জানীয়াদ্ ভিষগিহশীতপূতনার্ত্তং॥
ম্লানাঙ্গঃ সুরুচিরপাণি পাদবক্ত্রো
বহ্বাশীকলুষসিরাবৃত্তোদরো যঃ।
সোদ্বেগো ভবতি চ মূত্রতুল্যগন্ধিঃ
সজ্ঞেয়ঃ শিশুরথ বক্ত্রমণ্ডিকার্ত্তঃ॥
যঃ ফেনং বমতি বিনম্যতেচ মধ্যে
সোদ্বেগং বিলপতি চোর্দ্ধমীক্ষমাণঃ।

জর্য্যেত প্রততমথো বসা সগন্ধি
নিঃসংজ্ঞো ভবতি হি নৈগমেষজুষ্টঃ ॥
প্রস্তব্ধো যঃ স্তনদ্বেষী মুহ্যতে চাবিশন্মুহুঃ।
তং বালংনাচিরাদ্ধন্তি গ্রহঃ সম্পূর্ণ লক্ষণঃ ॥
বিপরীতমতঃ সাধ্যং চিকিৎসেদচিরার্দ্দিতং।
গৃহে পুরাণ হবিষাভ্যজ্য বালং শুচৌ শুচিঃ ॥
সর্ষপান্ প্রকিরেত্তেষাং তৈলৈর্দীপঞ্চ কারয়েৎ।
সদাসন্নিহিতঞ্চাপি জুহুয়াদ্ধব্যবাহনং ॥
সর্ব্বগন্ধৌষধীবীজৈর্গন্ধমাল্যৈরলঙ্কৃতং।
অগ্নয়ে কৃত্তিকাভ্যশ্চ স্বাহা স্বাহেতি সংস্মরন্ ॥
নমঃ স্কন্দায় দেবায় গ্রহাধিপতয়েনমঃ।
শিরসা ত্বাভিবন্দেহহং প্রতিগৃহ্ণীধ্বমে বলিং ॥
নিরুজো নির্ব্বিকারশ্চ শিশুর্মে জায়তাং ধ্রুবং ॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ স্কন্দগ্রহপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

স্কন্দগ্রহোপ সৃষ্টানাং কুমারাণাঞ্চ শস্যতে।
বাতঘ্নদ্রুমপত্রাণাং নিঃক্বাথঃ পরিষেচনে ॥
তেষাং মূলেষু সিদ্ধঞ্চ তৈলমভ্যঞ্জনে হিতং।
সর্ব্বগন্ধ সুরামণ্ডকৈটর্য্যাবাপমিষ্যতে ॥
দেবদারুণি রাস্নাষাং মধুরেষু দ্রুমেষুচ।
সিদ্ধং সর্পিশ্চ সক্ষীরং পানমস্মৈ প্রযোজয়েৎ ॥
সর্ষপাঃ সর্পনির্ম্মোকো বচা কাকাদনী ঘৃতং।
উষ্ট্রাজাবিগবাঞ্চৈব রোমাণ্যুদ্ধূপনং শিশোঃ ॥

সোমবল্লী মিন্দ্রবল্লীং শমং বিল্বস্য কণ্টকান্।
মৃগাদন্যাশ্চ মূলানি গ্রথিতান্যেব ধারয়েৎ॥
রক্তানি মাল্যানি তথা পতাকা রক্তশ্চ গন্ধা বিবিধাশ্চ ভক্ষ্যাঃ।
ঘণ্টা চ দেবায় বলির্নিবেদ্য স্বকুক্কুটঃ স্কন্দগৃহে হিতায়॥
স্নানং ত্রিরাত্রং নিশিচত্বরেষু কুর্য্যাৎ পুনঃ শালিযবৈর্নবৈস্ত।
অদ্ভিশ্চ গায়ত্র্যভিমন্ত্রিতাভিঃ প্রজ্বালনং চাহুতিভিশ্চ বহ্নেঃ॥
রক্ষামতঃ প্রবক্ষ্যামি বালানাং পাপনাশিনীং।
অহন্যহনি কর্ত্তব্যা যা ভিষগ্ভিরতন্দ্রিতৈঃ॥
তপসাং তেজসাং চৈব যশসাং বপুষাং তথা।
নিধনং যোঽব্যয়ো দেবঃ স তে স্কন্দঃ প্রসীদতু॥
গ্রহসেনাপতির্দেবো দেবসেনাপতির্ব্বিভুঃ।
দেবসেনারিপুহরঃ পাতু ত্বাং ভগবান্ গুহঃ॥
দেবদেবস্য মহতঃ পাবকস্যচ যঃ সুতঃ।
গঙ্গোমাকৃত্তিকানাঞ্চ স তে শর্ম্ম প্রযচ্ছতু॥
রক্তমাল্যাম্বরঃ শ্রীমান্ রক্তচন্দন ভূষিতঃ।
রক্তদিব্যবপুর্দেবঃ পাতু ত্বাং ক্রৌঞ্চ সূদনঃ॥

একোনত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ স্কন্দাপস্মারপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ।
বিল্বঃ শিরীষো গোলোমী সুরসাদিশ্চ যো গণঃ।
পরিষেকে প্রযোক্তব্যঃ স্কন্দাপস্মারশান্তয়ে॥
সর্ব্বগন্ধবিপক্বস্তু তৈলমভ্যঞ্জনে হিতং।
ক্ষীরবৃক্ষকষায়েচ কাকোল্যাদৌ গণে তথা॥
বিপক্তব্যং ঘৃতেবাপি পানীয়ং পয়সান্বিতং।
উৎসাদনং বচাহিঙ্গুযুক্তং স্কন্দগ্রহে হিতং॥

গৃধ্রোলূকপুরীষাণি কেশা হস্তিনখা ঘৃতং।
বৃষভস্যচরোমাণি যোজ্যান্যুদ্ধূপনে২পি চ॥
অনন্তাং কুক্কুটীং বিম্বীং মর্কটীঞ্চাপি ধারয়েৎ।
পক্বাপক্বানি মাংসানি প্রসন্নং রুধিরং পয়ঃ॥
ভূতোদনো নিবেদ্যশ্চ স্কন্দাপস্মারিণে২ বটে।
চতুঃপথে চ কর্ত্তব্যং স্নানমস্য যতাত্মনা॥
স্কন্দাপস্মারসংজ্ঞো যঃ স্কন্দস্য দয়িতঃ সখা।
বিশাখসংজ্ঞশ্চ শিশোঃ শিবো২স্তু বিকৃতাননঃ॥

ত্রিংশত্তমো২ধ্যায়ঃ।

অথাতঃ শকুনীপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ।
শকুন্যভিপরীতস্য কার্য্যো বৈদ্যেন জানতা।
বেতসাম্রকপিত্থানাং নিঃক্বাথঃ পরিষেচনে॥
কষায়মধুরৈস্তৈলং কার্য্যমভ্যঞ্জনে শিশোঃ।
মধূকোশীরহ্রীবেরসারিবোৎপল পদ্মকৈঃ॥
রোধ্রপ্রিয়ঙ্গু মঞ্জিষ্ঠাগৈরিকৈঃ প্রদিহেচ্ছিশুং।
ব্রণেষূক্তানি চূর্ণানি পথ্যানি বিবিধানি চ॥
স্কন্দগ্রহে ধূপনানি তানীহাপি প্রয়োজয়েৎ।
শতাবরীমৃগৈর্ব্বারুনাগদন্তীনিদিগ্ধিকাঃ॥
লক্ষ্মণাং সহদেবাঞ্চ বৃহতীঞ্চাপি ধারয়েৎ।
তিলতণ্ডুলকং মাল্যং হরিতালং মনঃশিলা॥
বলিরেষ করঞ্জেষু নিবেদ্যো নিয়তাত্মনা।
নিকুঞ্জে চ প্রয়োক্তব্যং স্নানমস্য যথাবিধি॥
স্কন্দগ্রহোপশমনং ঘৃতং তচ্চেহ পূজিতং।
কুর্য্যাচ্চ বিবিধাং পূজাং শকুন্যাঃ কুসুমৈঃ শুভৈঃ॥

অন্তরীক্ষচরা দেবী সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা।
অধোমুখী তীক্ষ্ণতুণ্ডা শকুনী তে প্রসীদতু॥
দুর্দর্শনা মহাকায়া পিঙ্গাক্ষী ভৈরবস্বরা।
লম্বোদরী শঙ্কুকর্ণী শকুনী তে প্রসীদতু॥

একত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ রেবতীপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

অশ্বগন্ধাজশৃঙ্গীচ সারিবা সপুনর্নবা।
সহে বিদারী চ তথা কষায়াঃ সেচনেহিতাঃ॥
তৈলমভ্যঞ্জনে কার্য্যং কুষ্ঠে সর্জ্জরসেঽপি বা॥
ধবাশ্বকর্ণককুভধাতকীতিন্দুকীষুচ।
কাকোল্যাদিগণেনৈব পানীয়ং সর্পিরিষ্যতে॥
কুলথাঃ শঙ্খচূর্ণঞ্চ প্রদেহাঃ সর্ব্বগন্ধিকাঃ।
গৃধ্রোলুকপুরীষাণি যবা যবফলো ঘৃতং॥
সন্ধ্যয়োরুভয়োঃ কার্য্যমেতদ্ধূপনং শিশোঃ।
বরুণারিষ্টকময়ং রুচকং সেন্দুকং তথা॥
অন্তরীক্ষ চরা দেবী সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা।
অধোমুখী তীক্ষ্ণতুণ্ডা শকুনীতে প্রসীদতু॥
দুর্দর্শনা মহাকায়া পিঙ্গাক্ষী ভৈরবস্বরা।
লম্বোদরী শঙ্কুকর্ণী শকুনীতে প্রসীদতু॥

দ্বাত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।।

অথাতঃ পূতনাপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ ।

কপোতবঙ্কাঽরলুকো বরুণঃ পারিভদ্রকঃ ।
আস্ফোতা চৈব যোজ্যাঃ স্যুর্ব্বালানাং পরিষেচনে ॥
বচা বয়স্থা গোলোমী হরিতালং মনঃশিলাঃ
কুষ্ঠং সর্জ্জরসশ্চৈব তৈলার্থে বর্গ ইষ্যতে ॥
হিতং ঘৃতং তুগাক্ষীর্য্যাং সিদ্ধং মধুরকেষুচ ।
কুষ্ঠতালীশখদিরং চন্দনস্যন্দনে তথা ॥
দেবদারুবচাহিঙ্গুকুষ্ঠং গিরিকদম্বকঃ ।
এলাহরেণবশ্চাপি যোজ্যা উদ্ধূপনে সদা ॥
গন্ধনাকুলিকুম্ভীকা মজ্জানো বদরস্য চ ।
কর্কটাস্থি ঘৃতঞ্চৈব ধূপনং সর্ষপৈঃ সহ ॥
কাকাদনীং চিত্রফলাং বিম্বীং গুঞ্জাঞ্চ ধারয়েৎ ।
মৎস্যোদনঞ্চ কুর্ব্বীত কৃশরাং পললং তথা ॥
শরাব সম্পুটে কৃত্বা বলিং শূন্যগৃহে হরেৎ ।
উচ্ছিষ্টেনাভিষেকেণ শিরসি স্নানমিষ্যতে ॥
পূজ্যা চ পূতনা দেবী বলিভিঃ সোপহারকৈঃ ।
মলিনাম্বর সংবীতা মলিনা রুক্ষমূর্দ্ধজা ॥
শূন্যাগারাশ্রিতা দেবী দারকং পাতু পূতনা ।
দুর্দর্শনা সুদুর্গন্ধা করালা মেঘকালিকা ॥
ভিন্নাগারাশ্রয়া দেবী দারকং পাতু পূতনা ॥

ত্রয়স্ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতোঽন্ধপূতনাপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

তিক্তকদ্রুমপত্রাণাং কার্য্যঃ ক্বাথোঽবষেচনে।
সুরা সৌবীরকং কুষ্ঠং হরিতালং মনঃশিলা॥
তথা সর্জ্জরসশ্চৈব তৈলার্থমুপদিশ্যতে।
পিপ্পল্য পিপ্পলীমূলং বর্গোমধুরকোমধু॥
শালপর্ণী বৃহত্যৌচ ঘৃতার্থমুপদিশ্যতে।
সর্ব্বগন্ধৈঃ প্রদেহশ্চ গাত্রেম্বক্ষোশ্চ শীতলৈঃ॥
পুরীষং কৌক্কুটং কেশাংশ্চর্ম্ম সর্পত্বচস্তথা।
জীর্ণাঞ্চ ভিক্ষুসঙ্ঘাটীং ধূপনায়োপকল্পয়েৎ॥
কুক্কুটীং মর্কটীং শিম্বীমনন্তাঞ্চাপি ধারয়েৎ।
মাংসমামং তথা পক্বং শোণিতঞ্চ চতুঃপথে॥
নিবেদ্যমন্ত শ্চগৃহে শিশোরক্ষানিমিত্ততঃ।
শিশোশ্চ স্নপনং কুর্য্যাৎ সর্ব্বগন্ধাদিকৈঃ শুভৈঃ॥
করালা পিঙ্গলা মুণ্ডা কষায়াম্বরবাসিনী।
দেবী বালমিমং প্রীতা সংরক্ষত্বন্ধপূতনা॥

চতুস্ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ শীতপূতনা প্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

কপিত্থং সুবহাং বিম্বীস্তথা বিল্বং প্রচীবলং।
নন্দীংভল্লাতকীঞ্চাপি পরিষেকে প্রযোজয়েৎ॥
বস্তমূত্রং গবাং মূত্রং মুস্তঞ্চ সুরদারুচ।
কুষ্ঠঞ্চ সর্ব্বগন্ধাঞ্চ তৈলার্থমবচারয়েৎ॥

রোহিনীসর্জ্জখদির-পলাশককুভত্বচঃ।
নিঃকাথ্য তস্মিন্নিঃক্বাথে সক্ষীরং বিপচেত্ত তং ॥
গৃধ্রোলূকপুরীষাণি বস্তগন্ধামহেত্বচঃ।
নিম্বপত্রাণি মধুকং ধূপনার্থে প্রযোজয়েৎ ॥
ধারয়েদপি লম্বাঞ্চ গুঞ্জাং কাকাদনীং তথা।
নদ্যাং মুদগকৃতৈশ্চান্নৈস্তর্পয়েচ্ছীতপূতনাং ॥
দেব্যৈ দেয়শ্চোপহারো বারুণীরুধিরং তথা।
জলাশয়ান্তে বালস্য স্নপনং চোপদিশ্যতে ॥
মুদ্গৌদনাশনা দেবী সুরাশোণিতপায়িনী।
জলাশয়ালয়া দেবী পাতু ত্বাং শীতপূতনা ॥

পঞ্চত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো মুখমণ্ডিকা প্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

কপিত্থবিল্বতর্ক্কারীবাংশীগন্ধর্ব্বহস্তকাঃ।
কুবেরাক্ষী চ যোজ্যাঃ স্যুর্ব্বালানাং পরিষেচনে ॥
স্বরসৈর্ভৃঙ্গবৃক্ষাণাং তথাজহরিগন্ধয়োঃ।
তৈলং বসাঞ্চ সংযোজ্য পচেদভ্যঞ্জনে শিশোঃ ॥
মধূলিকায়াঃ পয়সি তুগাক্ষীর্য্যাঙ্গণে তথা।
মধুরে পঞ্চমূলে চ কনীয়সি ঘৃতং পচেৎ ॥
বচাসর্জ্জরসঃ কুষ্ঠং সর্পিশ্চোদ্ধূপনে হিতং।
ধারয়েদপি জিহ্বাশ্চ চাষচীরল্লিসর্পজাঃ ॥
বর্ণকং চূর্ণকং মাল্যমঞ্জনং পারদং তথা।
মনঃশিলাঞ্চোপহরেদ্ গোষ্ঠমধ্যে বলিং তথা ॥
পায়সং স পুরোডাসং বল্যর্থমুপহারয়েৎ।
মন্ত্রপূতাভিরদ্ভিশ্চ তত্রৈব স্নপনং হিতং ॥

অলঙ্কৃতা রূপবতী সুভগা কামরূপিণী ।
গোষ্ঠমধ্যালয়রতা পাতু ত্বাং মুখমণ্ডিকা ॥

ষট্‌ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

অথাতো নৈগমেষ প্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ ।

বিল্বাগ্নিমন্থপূতীকাঃ কার্য্যাঃ স্যুঃ পরিষেচনে ।
সুরাসৌবীরধান্যাম্লৈঃ পরিষেকশ্চ শস্যতে ॥
প্রিয়ঙ্গুসরলানন্তাশতপুষ্পাকুটন্নটৈঃ ।
পচেত্তৈলং সগোমূত্রৈর্দধিমস্ত্বম্লকাঞ্জিকৈঃ ॥
পঞ্চমূলদ্বয়ক্বাথে ক্ষীরে মধুরকেষু চ ।
পচেদ্ঘৃতঞ্চ মেধাবী খর্জ্জূরী মস্তকে ঽপি চ ॥
বচাং বয়ঃস্থাং গোলোমীং জটিলাং বাপি ধারয়েৎ ।
উৎসাদনং হিতং চাত্র স্কন্দাপস্মারনাশনং ॥
সিদ্ধার্থকবচাহিঙ্গু কুষ্ঠৈশ্চৈবাক্ষতৈঃ সহ ।
ভল্লাতকাজমোদাশ্চ হিতমুদ্ধূপনং শিশোঃ ॥
মর্কটোলুকগৃধ্রাণাং পুরীষাণি নবগ্রহে ।
ধূপঃ সুপ্তে জনে কার্য্যো বালস্য হিতমিচ্ছতা ॥
তিলতণ্ডুলকং মাল্যং ভক্ষ্যাংশ্চ বিবিধানপি ।
কুমারপিতৃমেষায় বৃক্ষমূলে নিবেদয়েৎ ॥
অধস্তাদ্বটবৃক্ষস্য স্নপনং চোপদিশ্যতে ।
বলিং ন্যগ্রোধবৃক্ষেষু তিথৌ ষষ্ঠ্যাং নিবেদয়েৎ ॥
অজাননশ্চলাক্ষিভ্রূঃ কামরূপী মহাযশাঃ ।
বালং পালয়িতা দেবো নৈগমেষো ঽভিরক্ষতু ॥

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো গ্রহোৎপত্তিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

নব স্কন্দাদয়ঃ প্রোক্তাঃ বালানাং য ইমে গ্রহাঃ।
শ্রীমন্তো দিব্যবপুষো নারীপুরুষবিগ্রহাঃ॥
এতে গুহস্য রক্ষার্থং কৃত্তিকোমাগ্নিশূলিভিঃ।
সৃষ্টাঃ শরবণস্থস্য রক্ষিতস্যাত্মতেজসা॥
স্ত্রীবিগ্রহা গ্রহা যে তু নানারূপা ময়েরিতাঃ।
গঙ্গোমাকৃত্তিকানাঞ্চ তে ভাগা রাজসা মতাঃ॥
নৈগমেষস্তু পার্ব্বত্যা সৃষ্টো মেষাননো গ্রহঃ।
কুমারধারী দেবস্য গুহস্যাত্মসমঃ সখা॥
স্কন্দাপস্মারসংজ্ঞো যঃ সোঽগ্নিনাগ্নি সমদ্যুতিঃ।
স চ স্কন্দসখা নাম বিশাখ ইতি চোচ্যতে॥
স্কন্দঃ সৃষ্টো ভগবতা দেবেন ত্রিপুরারিণা
বিভর্ত্তি চাপরাং সংজ্ঞাং কুমার ইতি স গ্রহঃ॥
বাললীলাধরো যোঽয়ং দেবো রুদ্রাগ্নিসম্ভবঃ।
মিথ্যাচারেষু ভগবান্ স্বয়ং নৈষঃ প্রবর্ত্ততে॥
কুমারঃ স্কন্দসামান্যাদত্রকেচিদপণ্ডিতাঃ।
গৃহ্লাতীত্যল্পবিজ্ঞানাঃ ব্রুবতে দেহচিন্তকাঃ॥
ততো ভগবতি স্কন্দে সুরসেনাপতৌ কৃতে।
উপতস্থুর্গ্রহাঃ সর্ব্বে দীপ্তশক্তিধরং গুহং॥
উচুঃ প্রাঞ্জলয়শ্চৈনং বৃত্তিং নঃ সংবিধৎস্ব বৈ।
তেষামর্থে ততঃ স্কন্দঃ শিবং দেবমচোদয়ৎ॥
ততো গ্রহাংস্তানুবাচ ভগবান্ ভগনেত্রহৃৎ।
তির্য্যগ্‌যোনিং মানবঞ্চ দৈবঞ্চ ত্রিতয়ং জগৎ॥

পরস্পরোপকারেণ বর্ত্ততে ধার্য্যতেঽপি চ।
দেবা মনুষ্যান্ প্রীণন্তি তৈর্য্যগ্‌যোনীংস্তথৈব চ॥
বর্ত্তমানৈর্যথাকালং শীতবর্ষোষ্ণমারুতৈঃ।
ইজ্যাঞ্জলিনমস্কারজপহোমব্রতাদিভিঃ॥
নরাঃ সম্যক্ প্রযুক্তৈশ্চ প্রীণন্তি ত্রিদিবেশ্বরান্।
ভাগধেয়ং বিভক্তঞ্চ শেষং কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে॥
তদ্ যুষ্মাকং শুভা বৃত্তির্বালেষ্বেব ভবিষ্যতি।
কুলেষু যেষু নেজ্যন্তে দেবাঃ পিতর এবচ॥
ব্রাহ্মণাঃ সাধবশ্চৈব গুরবোঽতিথয়স্তথা।
নিবৃত্তাচারশৌচেষু পরপাকোপভোজিষু॥
উচ্ছন্নবলিভিক্ষেষু ভিন্নকাংস্যোপভোজিষু।
গৃহেষু তেষু যে বালাস্তান্ গৃহ্ণীধ্বমশঙ্কিতাঃ॥
তত্র বো বিপুলাবৃত্তিঃ পূজাচৈব ভবিষ্যতি।
এবং গ্রহাঃ সমুৎপন্নাঃ বালান্ গৃহ্ণন্তি চাপ্যতঃ॥
গ্রহোপসৃষ্টাঃ বালাস্তু দুশ্চিকিৎস্যতমা মতাঃ।
বৈকল্যং মরণং চাশু ধ্রুবং স্কন্দগ্রহে মতং॥
স্কন্দগ্রহোঽত্যুগ্রতমঃ সর্ব্বেষ্বেব যতঃ স্মৃতঃ।
অন্যো বা সর্ব্বরূপস্তু ন সাধ্যো গ্রহ উচ্যতে॥

অষ্ট্যাত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো যোনিব্যাপৎ প্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

প্রবৃদ্ধলিঙ্গং পুরুষং যাত্যর্থমুপসেবতে।
রুক্ষদুর্ব্বলবালায়াস্তস্যাঃ বায়ুঃ প্রকুপ্যতি॥
সদুষ্টো যোনিমাসাদ্য যোনিরোগায় কল্পতে।
ত্রয়াণামপিদোষাণাং যথা স্বং লক্ষণেন তু॥

বিংশতির্ব্যাপদো যোনের্নির্দ্দিষ্টা রোগসংগ্রহে।
মিথ্যাচারেণ তাঃ স্ত্রীণাং প্রদুষ্টেনার্ত্তবেন চ॥
জায়ন্তে বীজদোষাচ্চ দৈবাচ্চ শৃণু তাঃ পৃথক্।
উদাবর্ত্তা তথা বন্ধ্যা বিপ্লুতাচ পরিপ্লুতা॥
বাতলা চেতি বাতোত্থা পিত্তোত্থা রুধিরক্ষরা।
বামিনী স্রংসিনী বাপি পুত্রঘ্নী পিত্তলা চ যা॥
অত্যানন্দা চ যা যোনিঃ কর্ণিনী চরণাদ্বয়ং।
শ্লৈষ্মিকা সকফা জ্ঞেয়া ষণ্ডীচ ফলিনীতথা॥
মহতী সূচিবক্ত্রাচ সর্ব্বজেতি ত্রিদোষজা।
সফেনিলমুদাবর্ত্তা রজঃ কৃচ্ছ্রেণ মুঞ্চতি॥
বন্ধ্যাং নষ্টার্ত্তবাং বিদ্যাদ্বিপ্লুতাং নিত্যবেদনাং।
পরিপ্লুতায়াং ভবতি গ্রাম্যধর্ম্মে রুজাভৃশং॥
বাতলা কর্কশা স্তব্ধা শূলনিস্তোদপীড়িতা।
চতসৃষ্বপি চাদ্যাসু ভবন্ত্যানিলবেদনাঃ॥
সদাহং প্রকিরত্যস্রং যস্যাঃ সা লোহিতক্ষরা।
সবাতমুদ্গিরেদ্বীজং বামিনী রজসাযুতং॥
প্রস্রংসিনী স্পন্দতে তু ক্ষোভিতা দুঃপ্রসূশ্চ যা।
স্থিতং স্থিতং হন্তিগর্ভং পুত্রঘ্নী রক্তসংস্রবাৎ॥
অত্যর্থং পিত্তলা যোনির্দ্দাহপাকজ্বরান্বিতা।
চতসৃষ্বপি চাদ্যাসু পিত্তলিঙ্গোচ্ছ্রয়ো ভবেৎ॥
অত্যানন্দা ন সন্তোষং গ্রাম্যধর্ম্মেণ গচ্ছতি।
কর্ণিন্যাং কর্ণিকাযোনৌ শ্লেষ্মাসৃগ্‌ভ্যাস্তু জায়তে॥
মৈথুনাচরণাৎপূর্ব্বং পুরুষাদতিরিচ্যতে।
বহুশশ্চাতিচরণাদন্যা বীজং ন বিন্দতি॥
শ্লেষ্মলা পিচ্ছিলা যোনিঃ কণ্ডূযুক্তাতিশীতলা।
চতসৃষ্বপি চাদ্যাসু শ্লেষ্মলিঙ্গোচ্ছ্রিতির্ভবেৎ॥

অনার্ত্তবস্তনা ষণ্ডী খরস্পর্শা চ মৈথুনে।
অতিকায়গৃহীতায়াস্তরুণ্যাঃ ফলিনী ভবেৎ॥
বিবৃতাতিমহাযোনিঃ সূচিবক্ত্রাতিসংবৃতা।
সর্ব্বলিঙ্গ সমুত্থানা সর্ব্বদোষপ্রকোপজা॥
চতস্বষ্পি চাদ্যাসু সর্ব্বলিঙ্গোচ্ছ্রিতির্ভবেৎ।
পঞ্চাসাধ্যা ভবন্তীমা যোনয়ঃ সর্ব্বদোষজাঃ॥
প্রতিদোষন্তু সাধ্যাসু স্নেহাদিক্রম ইষ্যতে।
দদ্যাদুত্তরবস্তীংশ্চ বিশেষেণ যথোদিতান্॥
কর্কশাং শীতলাং স্তব্ধামপস্পর্শাঞ্চ মৈথুনে।
কুম্ভীস্বেদৈরুপাচরেৎ সানূপৌদকসংযুতৈঃ॥
মধুরৌষধ সংযুক্তান্ বেশবারাংশ্চ যোনিষু।
নিক্ষিপেদ্ধারয়েচ্চাপি পিচুন্তৈলমতন্দ্রিতঃ॥
ধাবনানিচ পথ্যানি কুর্ব্বীতাপূরণানিচ।
ওষচোষান্বিতাসৃক্কং কুর্য্যাচ্ছীতং বিধিং ভিষক্॥
দুর্গন্ধাং পিচ্ছিলাং চাপি চূর্ণৈঃ পঞ্চকষায়জৈঃ।
পূরয়েদ্রাজবৃক্ষাদিকষায়ৈশ্চাপি ধাবনং॥
যোন্যাস্তু পূয়স্রাবিণ্যাং শোধনদ্রব্যসংভৃতৈঃ।
সগোমূত্রৈঃ সলবণৈঃ পিণ্ডৈরাপূরণং হিতং॥
বৃহতীফলকল্কস্য দ্বিহরিদ্রাযুতস্য চ।
কণ্ডুমতীমপস্পর্শাং পূরয়েদ্ধূপয়েত্তথা॥
বর্ত্তিং প্রদদ্যাৎ কর্ণিন্যাং শোধনদ্রব্যসংভৃতাং।
প্রস্রংসিনীং ঘৃতাভ্যক্তাং ক্ষীরস্বিন্নাং প্রবেশয়েৎ॥
পিধায় বেশবারেণ ততো বন্ধং সমাচরেৎ।
প্রতিদোষং বিদধ্যাচ্চ সুরারিষ্টাসবান্ ভিষক্॥
প্রাতঃপ্রাতর্নিষেবেত রসোনাদুদ্ধৃতং রসং।
ক্ষীরমাংসরসপ্রায়মাহারং বিদধীত চ॥

শুক্রার্ত্তবাদয়ো দোষাঃ স্তনরোগাশ্চকীর্ত্তিতাঃ।
ক্লৈব্যোত্থানানি মূঢ়স্য গর্ভস্যবিধিরেব চ॥
গর্ভিণীপ্রভৃতিরোগেষু চিকিৎসা চাপ্যুদাহৃতা।
তাং সর্ব্বথা প্রযুঞ্জীত যোনিব্যাপৎসু বুদ্ধিমান্॥
অপপ্রজাতারোগাংশ্চ চিকিৎসেদুত্তরাদ্ভিষক্।

ইতি সুশ্রুতাচার্য্যবিরচিত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সুশ্রুত উত্তরতন্ত্রে কৌমারভৃত্যং সমাপ্তং॥

একোনচত্বারিংশত্তমোধ্যায়ঃ।

অথাতো জ্বরপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

যেনামৃতমপাং মধ্যাদুদ্ধৃতং পূর্ব্বজন্মনি।
যতোঽমরত্বং সম্প্রাপ্তাস্ত্রিদশাস্ত্রিদিবেশ্বরাৎ॥
শিষ্যাস্তং দেবমাসীনং পপ্রচ্ছুঃ সুশ্রুতাদয়ঃ।
ব্রণস্যোপদ্রবাঃ প্রোক্তাঃ ব্রণিনামপ্যতঃ পরং॥
সমাসাদ্ব্যাসতশ্চৈব ব্রূহি নো ভিষজাং বর।
উপদ্রবেণ জুষ্টস্তু ব্রণঃ কৃচ্ছ্রেণ সিধ্যতি॥
উপদ্রবাস্তু ব্রণিনঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
প্রক্ষীণবলমাংসস্য দোষধাতুপরিক্ষয়াৎ॥
তস্মাদুপদ্রবান্ কৃৎস্নান্ ব্রূহি নঃ সচিকিৎসিতান্।
সর্ব্বকায়চিকিৎসাসু যে দৃষ্টাঃ পরমর্ষিভিঃ॥
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রাব্রবীদ্ ভিষজাং বর।
জ্বরমাদৌ প্রবক্ষ্যামি সরোগানীকরাট্ স্মৃতঃ॥
রুদ্রকোপাগ্নিসম্ভূতঃ সর্ব্বভূতপ্রতাপনঃ।
তৈস্তৈর্নামভিরিত্যেষাং সত্বানাং পরিকীর্ত্ত্যতে॥

জন্মাদৌ নিধনে চৈব প্রায়ো বিশতি দেহিনঃ।
অতঃ সর্ব্ববিকারাণাময়ং রাজা প্রকীর্ত্তিতঃ॥
ঋতে দেবমনুষ্যেভ্যো নান্যো বিসহতে তু তং।
কর্ম্মণা লভতে যস্মাৎ দেবত্বং মানুষাদপি॥
পুনশ্চৈব চ্যুতঃ স্বর্গান্মানুষ্যমনুবর্ত্ততে।
তস্মাত্তে দৈবভাগেন সহন্তে মানুষা জ্বরং॥
শেষাঃ সর্ব্বে বিপদ্যন্তে তৈর্য্যগ্যোন্যঃ জ্বরার্দ্দিতাঃ।
স্বেদাবরোধঃ সন্তাপঃ সর্ব্বাঙ্গ গ্রহণং তথা॥
বিকারা যুগপদ্ যস্মিন্ জ্বরঃ স পরিকীর্ত্তিতঃ।
দোষৈঃ পৃথক্ সমস্তৈশ্চ দ্বন্দ্বৈরাগন্তুরেবচ॥
অনেককারণোৎপন্নঃ স্মৃতশ্চাষ্টবিধো জ্বরঃ।
দোষাঃ প্রকুপিতা স্বেষু কালেষু স্বৈঃ প্রকোপনৈঃ॥
ব্যাপ্য দেহমশেষেণ জ্বরমাপাদয়ন্তি হি।
দুষ্টাঃ স্বহেতুর্ভির্দোষাঃ প্রাপ্যামাশয়মুষ্মণা॥
সহিতা রসমাগত্য রসস্বেদ প্রবাহিণাং।
স্রোতসাং মার্গমাগত্য মন্দীকৃত্য হুতাশনং॥
নিরস্য বহিরুষ্মাণং পক্তিস্থানাচ্চ কেবলং।
শরীরং সমভিব্যাপ্য স্বকালেষু জ্বরাগমং॥
জনয়ন্ত্যথ বৃদ্ধিঞ্চ স্ববর্ণঞ্চ ত্বগাদিষু।
মিথ্যাতিযুক্তৈরপিচ স্নেহাদ্যৈঃকর্ম্মভি নৃণাং॥
বিবিধাদভিঘাতাচ্চ রোগোত্থানাৎ প্রপাকতঃ।
শ্রমাৎ ক্ষয়াদজীর্ণাচ্চ বিষাৎ সাত্ম্যবিপর্য্যয়াৎ॥
ওষধীপুষ্পগন্ধাচ্চ শোকান্নক্ষত্রপীড়নাৎ।
অভিচারাভিশাপাভ্যাং মনোভূতাভিশঙ্কয়া॥
স্ত্রীণামপপ্রজাতানাং প্রজাতানাং তথাহিতৈঃ।
স্তন্যাবতরণে চৈব জ্বরদোষঃ প্রবর্ত্ততে॥

তৈর্ব্বেগবদ্ভির্বহুধা সমুদ্ভ্রান্তৈর্ব্বিমার্গগৈঃ।
বিক্ষিপ্যমানোঽন্তরগ্নি র্ভবত্যাশু বহিশ্চরঃ॥
রুণদ্ধি চাপ্যপাঙ্ক্তাতুং যস্মাত্তস্মাৎ জ্বরাতুরঃ।
ভবত্যত্যুষ্ণগাত্রশ্চ ন চ স্বিদ্যতি সর্ব্বশঃ॥
শ্রমোঽরতির্বিবর্ণত্বং বৈরস্যং নয়নপ্লবঃ।
ইচ্ছাদ্বেষৌ মুহুশ্চাপি শীতবাতাতপাদিষু॥
জৃম্ভাঙ্গমর্দ্দো গুরুতা রোমহর্ষোরুচিস্তমঃ।
অপ্রহর্ষশ্চ শীতঞ্চ ভবত্যুৎপৎস্যতি জ্বরে॥
সামান্যতো বিশেষাত্তু জৃম্ভাত্যর্থং সমীরণাৎ।
পিত্তান্নয়নয়োর্দ্দাহঃ কফান্নান্নাভিনন্দনং॥
সর্ব্বলিঙ্গসমাবায়ঃ সর্ব্বদোষ প্রকোপজে।
দ্বয়োর্দ্বয়স্তু রূপেণ সংসৃষ্টং দ্বন্দ্বজং বিদুঃ॥
বেপথুর্ব্বিষমো বেগঃ কণ্ঠৌষ্ঠমুখশোষণং।
নিদ্রানাশঃ ক্ষবস্তম্ভো গাত্রাণাং রৌক্ষ্যমেবচ॥
শিরোহৃদ্গাত্ররুগ্বক্ত্রু বৈরস্যং বদ্ধবিট্কতা।
জৃম্ভাধ্মানং তথা শূলং ভবত্যনিলজে জ্বরে॥
বেগস্তীক্ষ্ণোঽতিসারশ্চ নিদ্রাল্পত্বং তথা বমিঃ।
কণ্ঠৌষ্ঠমুখনাসানাং পাকঃ স্বেদশ্চ জায়তে॥
প্রলাপঃ কটুতা বক্ত্রে মূর্চ্ছাদাহোমদস্তৃষা।
পীতবিন্মূত্রনেত্রত্বং পৈত্তিকে ভ্রম এবচ॥
গৌরবং শীতমুৎক্লেশো রোমহর্ষোঽতিনিদ্রতা।
স্রোতোরোধো রুগল্পত্বং প্রসেকোমধুরাস্যতা॥
নাত্যুষ্ণগাত্রতাচর্দ্দিরঙ্গসাদোঽবিপাকতা।
প্রতিশ্যায়োঽরুচিঃ কাসঃ কফজেঽক্ষ্ণোশ্চ শুক্লতা॥
নিদ্রানাশো ভ্রমঃ শ্বাস তন্দ্রা সুপ্তাঙ্গতারুচিঃ।
তৃষ্ণামোহ মদঃ স্তম্ভো দাহো শীতং হৃদিব্যথা॥

পক্তিশ্চিরেণ দোষাণামুন্মাদঃ শ্যাবদন্ততা।
রসনা পরুষা কৃষ্ণা সন্ধিমূর্দ্ধাস্থিজা রুজঃ ॥
নির্ভুগ্নকলুষে নেত্রে কর্ণৌ শব্দরুগন্বিতৌ।
প্রলাপঃ স্রোতসাম্পাকঃ কূজনং চেতনাচ্যুতিঃ ॥
স্বেদমূত্রপুরীষাণামল্পশঃ সুচিরাৎ স্রুতিঃ।
সর্ব্বজে সর্ব্বলিঙ্গানি বিশেষঞ্চাত্র মে শৃণু ॥
নাত্যুষ্ণশীতোঽল্পসংজ্ঞো ভ্রান্তপ্রেক্ষী হতস্বরঃ।
খরজিহ্বঃ শুষ্ককণ্ঠঃ স্বেদবিণ্মূত্রবর্জ্জিতঃ ॥
সাস্রনির্ভুগ্নহৃদয়ো ভক্তদ্বেষী হতপ্রভঃ।
শ্বসন্ নিপতিতঃ শেতে প্রলাপোপদ্রবাযুতঃ ॥
তমভিন্যাসমিত্যাহুর্হতৌজসমথাপরে।
সন্নিপাতজ্বরং কৃচ্ছ্রমসাধ্যমপরে বিদুঃ ॥
নিদ্রোপেতমভিন্যাসং ক্ষীণমেনং হতৌজসং।
সংন্যস্তগাত্রং সংন্যাসং বিদ্যাৎ সর্ব্বাত্মকে জ্বরে ॥
ওজো বিস্রংসতে যস্য পিত্তানিলসমুচ্ছ্রয়াৎ।
স গাত্রস্তম্ভশীতাভ্যাং শয়নে স্যাদচেতনঃ ॥
অপি জাগ্রৎ স্বপন্ জন্তুস্তন্দ্রালুশ্চ প্রলাপবান্।
সংহৃষ্টরোমা স্রস্তাঙ্গো মন্দ সন্তাপবেদনঃ ॥
ওজোনিরোধজং তস্য জানীয়াৎ কুশলোভিষক্।
সপ্তমে দিবসে প্রাপ্তে দশমে দ্বাদশেঽপি বা ॥
পুনর্ঘোরতরো ভূত্বা প্রশমং যাতি হন্তি বা।
দ্বিদোষোচ্ছ্রায়লিঙ্গাস্তু দ্বন্দ্বজাস্ত্রিবিধাঃ স্মৃতাঃ ॥
জৃম্ভাধ্মানমদোৎকম্প-পর্ব্বভেদ-পরিক্ষয়াঃ।
তৃট্ প্রলাপাভিতাপাঃ স্যুর্জ্জ্বরে মারুতপৈত্তিকে ॥
শূলকাসকফোৎক্লেশ-শীত-বেপথুপীনসাঃ।
গৌরবারুচিবিষ্টম্ভা বাতশ্লেষ্মসমুদ্ভবে ॥

শীতদাহারুচিস্তম্ভ স্বেদমোহমদভ্রমাঃ।
কাসাঙ্গসাদহৃল্লাসা ভবন্তি কফপৈত্তিকে ॥
ক্ষামাণাং জ্বরমুক্তানাং মিথ্যাহারবিহারিণাং।
দোষঃ স্বল্পোঽপি সংবৃদ্ধো দেহিনামনিলেরিতঃ ॥
সততান্যেদ্যুস্ত্র্যাখ্যশ্চ চাতুর্থান্ সপ্রলেপকান্।
কফস্থানবিভাগেন যথাসঙ্খ্যং করোতি হি ॥
অহোরাত্রাদহোরাত্রাৎ স্থানাৎ স্থানং প্রপদ্যতে।
ততশ্চামাশয়ং প্রাপ্য ঘোরং কুর্য্যাজ্জ্বরং নৃণাং ॥
তথা প্রলেপকো জ্ঞেয়ঃ শোষিণাং প্রাণনাশনঃ।
দুশ্চিকিৎস্যতমো মন্দঃ সুকষ্টো ধাতুশোষকৃৎ ॥
কফস্থানেষু বা দোষস্তিষ্ঠন্ দ্বিত্রিচতুর্ষু বা।
বিপর্য্যয়াখ্যান্ কুরুতে বিষমান্ কৃচ্ছ্রসাধনান্ ॥
পরো হেতুঃ স্বভাবো বা বিষমে কৈশ্চিদীরিতঃ।
আগন্তুশ্চানুবন্ধোহি প্রায়শো বিষমজ্বরে ॥
বাতাধিকত্বাৎ প্রবদন্তি তজ্জ্ঞা স্তৃতীয়কঞ্চাপি চতুর্থকঞ্চ।
ঔৎপাত্যকে মদ্যসমুদ্ভবে চ হেতু জ্বরে পিত্তকৃতং বদন্তি ॥
প্রলেপং বাতবলাশকঞ্চ কফাধিকত্বেন বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ।
মূর্চ্ছানুবন্ধা বিষমজ্বরা যে প্রায়েণ তে দ্বন্দ্ব সমুত্থিতাস্তু ॥
ত্বক্‌স্থৌ শ্লেষ্মানিলৌ শীতমাদৌ জনয়তো জ্বরে।
তয়োঃ প্রশান্তয়োঃ পিত্তমন্তে দাহং করোতি চ ॥
করোত্যাদৌ তথা পিত্তং ত্বকস্থং দাহ মতীব চ।
তস্মিন্ প্রশান্তে ত্বিতরৌ কুরুতঃ শীতমন্ততঃ ॥
দ্বাবেতৌ দাহশীতাদী জ্বরৌ সংসর্গজৌ স্মৃতৌ।
দাহপূর্ব্বস্তয়োঃ কষ্টঃ কৃচ্ছ্র-সাধ্যতমঃ স্মৃতঃ ॥
প্রসক্তশ্চাভিঘাতোত্থশ্চেতনাপ্রভবস্তু যঃ।
রাত্র্যহ্নোঃ ষট্‌সুকালেষু কীর্ত্তিতেষু যথা পুরা ॥

প্রসহ্য বিষমোঽভ্যেতি মানবং বহুধা জ্বরঃ।
সচাপি বিষমো দেহং ন কদাচিদ্ বিমুঞ্চতি ॥
গ্লানি গৌরবকার্শেভ্যঃ স যস্মান্ন প্রমুচ্যতে।
বেগেতু সমতিক্রান্তে গতোঽয়মিতিলক্ষ্যতে ॥
ধাত্বন্তরস্থো লীনত্বান্ন সৌক্ষ্ম্যাদুপলভ্যতে।
অল্পদোষেন্ধনঃ ক্ষীণঃ ক্ষীণেন্ধন ইবানলঃ ॥
দোষোঽল্পোঽহিতসম্ভূতো জ্বরোৎসৃষ্টস্য বা পুনঃ।
ধাতুমন্যতমং প্রাপ্য করোতি বিষমজ্বরং ॥
সন্ততং রসরক্তস্থঃ সোঽন্যেদ্যুঃ পিশিতাশ্রিতঃ।
মেদো গতস্তৃতীয়েঽহ্নি অস্থিমজ্জগতঃ পুনঃ ॥
কুর্য্যাচ্চাতুর্থকং ঘোরমন্তকং রোগসঙ্করং।
কেচিদ্ভূতাভিষঙ্গোত্থং ব্রুবতে বিষমজ্বরং ॥
সপ্তাহং বা দশাহং বা দ্বাদশাহমথাপি বা।
সন্তত্যা যোঽবিসর্গী স্যাৎসন্ততঃ স নিগদ্যতে ॥
অহোরাত্রে সততকো দ্বৌ কালাবনুবর্ত্ততে।
অন্যেদ্যুষ্কস্তহোরাত্রাদেককালং প্রবর্ত্ততে ॥
তৃতীয়কস্তৃতীয়েঽহ্নি চতুর্থেঽহ্নি চতুর্থকঃ।
বাতেনোদ্ধূয়মানস্তু যথা পূর্য্যেত সাগরঃ ॥
বাতেনোদীরিতাস্তদ্বৎ দোষাঃ কুর্ব্বন্তি বৈ জ্বরান্।
যথাবেগাগমে বেলাং ছাদয়িত্বা মহোদধেঃ ॥
বেগহানৌ তদেবাম্ভস্তত্রৈবান্তর্নিধীয়তে।
দোষবেগোদয়ে তদ্বদুদীর্য্যেত জ্বরোঽস্য বা ॥
বেগহানৌ প্রশাম্যেত যথাম্ভঃ সাগরে তথা।
বিবিধেনাভিঘাতেন জ্বরো যঃ সংপ্রবর্ত্ততে ॥
যথা দোষ প্রকোপস্তু তথা মন্যেত তং জ্বরং।
শ্যাবাস্যতা বিষকৃতে দাহাতীসার হৃদ্গ্রহাঃ ॥

অভক্তারুক্ পিপাসাচ তোদৌ মূর্চ্ছা বলক্ষয়ঃ।
ওষধীগন্ধজে মূর্চ্ছা শিরোরুক্ ক্ষবথুস্তথা॥
কামজে চিত্তবিভ্রংশস্তন্দ্রালস্যমভক্তরুক্।
হৃদয়ে বেদনা চাপ্ত গাত্রঞ্চ পরিশুষ্যতি॥
ভয়াৎ প্রলাপঃ শোকাচ্চ ভবেৎ কোপাচ্চ বেপথু।
অভিচারাভিশাপাভ্যাং মোহস্তৃষ্ণাভিজায়তে॥
ভূতাভিষঙ্গাতুদ্বেগহাস্যকম্পনরোদনং।
শ্রমক্ষয়াভিঘাতেভ্যো দেহিনাং কুপিতো হনিলঃ॥
পূরয়িত্বাখিলং দেহং জ্বরমাপাদয়েদ্‌ভৃশং।
রোগাণাং তু সমুত্থানাদ্বিদাহাগস্তুতস্তথা॥
জ্বরোহপরঃ সম্ভবতি তৈস্তৈরন্যৈশ্চ হেতুভিঃ।
দোষাণাং সতু লিঙ্গানি কদাচিন্নাতিবর্ত্ততে॥
গম্ভীরস্ত জ্বরো জ্ঞেয়ো হ্যন্তর্দাহেন তৃষ্ণয়া।
আনদ্ধত্বেন চাত্যর্থং শ্বাসকাসোদ্গমেন চ॥
হতপ্রভেন্দ্রিয়ং ক্ষামং দুরাখ্যানমুপক্রুতং।
গম্ভীর তীক্ষ্ণবেগার্ত্তং জ্বরিতং পরিবর্জ্জয়েৎ॥
হীনমধ্যাধিকৈর্দোষৈস্ত্রিসপ্তদ্বাদশাহিকঃ।
জ্বরবেগো ভবেত্তীব্রো যথাপূর্ব্বং সুখক্রিয়ঃ॥
ইতি জ্বরাঃ সমাখ্যাতাঃ কর্ম্মেদানীং প্রবক্ষ্যতে।
জ্বরস্য পূর্ব্বরূপেষু বর্ত্তমানেষু বুদ্ধিমান্॥
পায়য়েত ঘৃতং স্বচ্ছং ততঃ স লভতে সুখং।
বিধির্ম্মারুতজেষ্বেব পৈত্তিকেষু বিরেচনং॥
মৃদু প্রচ্ছর্দনং তদ্বৎ কফজেষু বিধীয়তে।
সর্ব্বং দ্বিদোষজেষূক্তং যথাদোষং বিকল্পয়েৎ॥
অস্নেহনীয়োহশোধ্যশ্চ সংযোজ্যা লঙ্ঘনাদিনা।
রূপ প্রাগ্‌রূপয়োর্ব্বিদ্যান্নানাত্বং বহ্নিধূমবৎ॥

প্রব্যক্তরূপেষু হিতমেকান্তে নাপতর্পণং ।
আমাশয়স্থে দোষেতু সোৎক্লেশে বমনং পরং ॥
আনদ্ধস্তিমিতৈর্দ্দোষৈর্যাবন্তং কালমাতুরঃ ।
কুর্য্যাদনশনং তাবৎ ততঃ সংসর্গমাচরেৎ ॥
ন লঙ্ঘয়েন্মারুতজে ক্ষয়জে মানসে তথা ।
অলঙ্ঘ্যাশ্চাপি যে পূর্ব্বং দ্বিত্রনীয়ে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
অনবস্থিতদোষাগ্নের্লঙ্ঘনং দোষপাচনং ।
জ্বরঘ্নং দীপনং কাঙ্ক্ষারুচিলাঘবকারকং ॥
সৃষ্টমারুত বিণ্মূত্রং ক্ষুৎপিপাসাঽসহং লঘু ।
প্রসন্নাত্মেন্দ্রিয়ং ক্ষামং নরং বিদ্যাৎ সুলঙ্ঘিতং ॥
বলক্ষয়স্তৃষাশোষস্তন্দ্রানিদ্রাভ্রমক্লমাঃ ।
উপদ্রবাশ্চ শ্বাসাদ্যাঃ সম্ভবন্ত্যতিলঙ্ঘনাৎ ॥
দীপনং কফবিচ্ছেদি পিত্তবাতানুলোমনং ।
কফবাতজ্বরার্ত্তেভ্যো হিতমুষ্ণাম্বু তৃট্‌ছিদং ॥
তদ্ধি মার্দবকৃদ্দোষ-স্রোতসাং শীতমন্যথা ।
সেব্যমানেন তোয়েন জ্বরঃ শীতেন বর্দ্ধতে ॥
পিত্তমদ্যবিষোত্থেষু শীতলং তিক্তকৈঃ শৃতং ।
গাঙ্গেয়নাগরোশীর পর্পটোদীচ্যচন্দনৈঃ ॥
দীপনী পাচনী লঘ্বী জ্বরার্ত্তানাং জ্বরাপহা ।
অন্নকালেহিতা পেয়া যথাস্বম্পাচনৈঃ কৃতা ॥
বহুদোষস্যমন্দাগ্নেঃ সপ্তরাত্রাৎ পরংজ্বরে ।
লঙ্ঘনান্তে যবাগূভির্যদা দোষো ন পচ্যতে ॥
তদাতং মুখবৈরস্য-তৃষ্ণারোচকনাশনৈঃ ।
কষায়ৈঃ পাচনৈর্হৃদ্যৈ র্জ্বরঘ্নৈঃ সমুপাচরেৎ ॥
পঞ্চমূলীকষায়স্ত পাচনং পবনজ্বরে ।
সক্ষৌদ্রং পৈত্তিকে মুস্তকটুকেন্দ্রযবৈঃ কৃতং ॥

পিপ্পল্যাদিকষায়স্তু কফজে পরিপাচনং।
দ্বন্দ্বজেষু তু সংসৃষ্টং দদ্যাদথ বিবর্জ্জয়েৎ॥
পীতাম্বুর্লঙ্ঘিতো ভুক্তো জীর্ণ ক্ষীণঃ পিপাসিতঃ।
মৃদৌ জ্বরে লঘৌ দেহে প্রচলেষু মলেষু চ॥
পক্বং দোষং বিজানীযাজ্জ্বরে দেয়ং তদৌষধং।
দোষপ্রকৃতিবৈকৃত্যাদেকেষাং পক্বলক্ষণং॥
হৃদয়োদ্বেষ্টনং তন্দ্রা লালাস্রুতিররোচকঃ।
দোষাপ্রবৃত্তিরালস্যং বিবন্ধো বহুমূত্রতা॥
গুরূদরত্বমস্বেদো ন পক্তিঃ শকৃতোঽচ্যুতিঃ।
স্বাপঃ স্তম্ভোগুরুত্বঞ্চ গাত্রাণাং বহ্নিমার্দবং॥
মুখস্যাশুদ্ধিরগ্লানি প্রসঙ্গী বলবান্ জ্বরঃ।
লিঙ্গৈরেভির্ব্বিজানীয়াজ্জ্বরমামং বিচক্ষণঃ॥
সপ্তরাত্রাৎ পরং কেচিৎ মন্যন্তে দেয়মৌষধং।
দশরাত্রাৎপরং কেচিদ্দাতব্যমিতিনিশ্চিতাঃ॥
পৈত্তিকে বা জ্বরে দেয়মল্পকালসমুত্থিতে।
অচিরজ্বরিতস্যাপি দেয়ং স্যাদ্দোষপাকতঃ॥
ভেষজং হ্যামদোষস্য ভূয়ো জনয়তি জ্বরং।
শোধনং শমনীয়ন্তু করোতি বিষমজ্বরং॥
চ্যবমানং জ্বরোৎক্লিষ্টমুপেক্ষেত মলং সদা।
অতিপ্রবর্ত্তমানঞ্চ সাধয়েদতিসারবৎ॥
যদা কোষ্ঠানুগাঃ পক্বাঃ বিবদ্ধাঃ স্রোতসাংমলাঃ।
অচির জ্বরিতস্যাপি তদা দদ্যাদ্বিরেচনং॥
পক্বোহ্যনির্হৃতো দোষো দেহে তিষ্ঠন্ মহাত্যয়ং।
বিষমম্ বা জ্বরং কুর্য্যাদ্ বলব্যাপদমেবচ॥
তস্মান্নির্হরণং কার্য্যং দোষাণাং বমনাদিভিঃ।
প্রাক্কর্ম্ম বমনং চাস্য কার্য্যমাস্থাপনং তথা॥

বিরেচনং তথা কুর্য্যাচ্ছিরসশ্চ বিরেচনং।
ক্রমেণ বলিনে দেয়ং বমনং শ্লৈষ্মিকে জ্বরে॥
পিত্তপ্রায়ে বিরেকস্তু কার্য্যঃ প্রশিথিলাশয়ে।
রুজেঽনিলজে কার্য্যং সোদাবর্ত্তে নিরূহণং॥
কটীপৃষ্ঠগ্রহার্ত্তস্য দীপ্তাগ্নেরনুবাসনং।
শিরোগৌরবশূলঘ্নমিন্দ্রিয়প্রতিবোধনং॥
কফাভিপন্নে শিরসি কার্য্যং মূর্দ্ধবিরেচনং।
দুর্ব্বলস্য সমাধ্মাতমুদরং সরুজং দিহেৎ॥
দারুহৈমবতী কুষ্ঠশতাহ্বা হিঙ্গুসৈন্ধবৈঃ।
অম্লপিষ্টৈঃ সুখোষ্ণৈশ্চ পবনেতুর্দ্ধমাগতে॥
রুদ্ধমূত্রপুরীষায় গুদে বর্ত্তিং নিধাপয়েৎ।
পিপ্পলীপিপ্পলীমূল যবানীচব্যসাধিতাং॥
পায়য়েত যবাগূং বা মারুতাদ্যনুলোমনীং।
শুদ্ধস্যোভয়তো যস্য জ্বরঃ শান্তিং ন গচ্ছতি॥
সশেষদোষরুক্ষস্য তস্য তং সর্পিষা জয়েৎ।
কৃশস্যৈবাল্পদোষঞ্চ শমনীয়ৈরুপাচরেৎ॥
উপবাসৈর্ব্বলস্থস্তু জ্বরে সন্তর্পণোত্থিতে।
ক্লিন্নাং যবাগূং মন্দাগ্নিতৃষার্ত্তং পায়য়েন্নরং॥
তৃটছর্দ্দিদাহঘর্ম্মার্ত্তং মদ্যপং লাজতর্পণং।
সক্ষৌদ্রমম্ভসা পশ্চাজ্জীর্ণে যূষরসৌদনং॥
উপবাসশ্রমকৃতে ক্ষীণে বাতাধিকে জ্বরে।
দীপ্তাগ্নিং ভোজয়েৎ প্রাজ্ঞো নরং মাংসরসৌদনং॥
মুদ্গযূষৌদনঞ্চাপি হিতং কফসমুত্থিতে।
সএব সিতয়া যুক্তঃ শীতঃ পিত্তজ্বরে হিতঃ॥
দাড়িমামলমুদ্গানাং যূষশ্চানিলপৈত্তিকে।
হ্রস্বমূলক-যূষেণ ভোজয়েৎ কফবাতিকে॥

পটোলনিম্বযূষস্তু পথ্যঃ পিত্তকফাত্মকে।
দাহছর্দ্দিযুতং ক্ষামং নিরন্নং তৃষ্ণয়ার্দ্দিতং॥
সিতাক্ষৌদ্রযুতং লাজ তর্পণং পায়য়েতচ।
কফপিত্তপরীতস্য গ্রীষ্মেহসৃক্‌পিত্তিনস্তথা॥
মদ্যনিত্যস্য ন হিতা যবাগূস্তমুপাচরেৎ।
যূষৈরম্লৈরনম্লৈর্ব্বা জাঙ্গলৈর্ব্বারসৈর্হিতৈঃ॥
মদ্যং পুরাণং মন্দাগ্নের্য্যবান্নোপহিতং হিতং।
সব্যোষং বিতরেত্তক্রং কফারোচকপীড়িতে॥
কৃশোহল্পদোষো হীনশ্চ নরো জীর্ণজ্বরার্দ্দিতঃ।
বিবদ্ধঃ স্পৃষ্টদোষশ্চ রুক্ষঃপিত্তানিলজ্বরী॥
পিপাসার্ত্তঃ সদাহো বা পয়সা স সুখীভবেৎ।
তদেব তু পয়ঃ পীতং তরুণং হন্তি মানবং॥
সর্ব্বজ্বরেষু সপ্তাহং মাত্রাবদ্‌ভোজনং হিতং।
বেগাপায়ে হন্যথা তদ্ধিজ্বরবেগাভিবর্দ্ধনং॥
জ্বরিতো হিতমশ্নীয়াদ্‌যদ্যপ্যস্যারুচির্ভবেৎ।
অন্নকালেহভুঞ্জানঃ ক্ষীয়তে ম্রিয়তেহথবা॥
গুর্ব্ব্যভিষ্যন্দকালেচ জ্বরী নাদ্যাৎ কথঞ্চন।
নতু তস্যাহিতং ভুক্তমায়ুষে বা সুখায় বা॥
সন্ততং বিষমং বাপি ক্ষীণস্য সুচিরোত্থিতং।
জ্বরং সংভোজনৈঃ পথ্যৈর্লঘুভিঃ সমুপাচরেৎ॥
মুদ্গান্‌মসূরাংশ্চণকান্‌কুলত্থান্‌ সমকুষ্ঠকান্‌।
আহারকালে যূষার্থং জ্বরিতায় প্রদাপয়েৎ॥
লাবান্‌ কপিঞ্জলানেণান্‌ পৃষতান্‌ শরভান্‌ শশান্‌।
কালপুচ্ছান্‌ কুরঙ্গাংশ্চ তথৈব মৃগমাতৃকান্‌॥
মাংসার্থে মাংসসাত্ম্যানাং জ্বরিতানাং প্রদাপয়েৎ।
সারসক্রৌঞ্চ শিখিনঃ কুক্কুটাংস্তিত্তিরীংস্তথা॥

গুরূষ্ণত্বান্ন শংসন্তি জ্বরে কেচিচ্চিকিৎসকাঃ।
জ্বরিতানাং প্রকোপস্তু যদা যাতি সমীরণঃ॥
তদৈতেঽপি হি শস্যন্তে মাত্রাকালোপপাদিতাঃ।
বহিঃসেকাবগাহাশ্চ স্নেহান্ সংশোধনানিচ॥
স্নানাভ্যঙ্গদিবাস্বপ্নশীতব্যায়ামযোষিতঃ।
ন ভজেত জ্বরোৎসৃষ্টো যাবন্নো বলবান্ ভবেৎ॥
ত্যক্তস্যাপি জ্বরেণাশু দুর্ব্বলস্যাহিতৈর্জ্বরঃ।
প্রত্যাপন্নো দহেদ্দেহং শুষ্কং বৃক্ষমিবানলঃ॥
তস্মাৎ কার্য্যঃ পরীহারো জ্বরমুক্তেন জন্তুনা।
যাবন্ন প্রকৃতিস্থঃ স্যাদ্দোষতঃ প্রাণতস্তথা॥
জ্বরে প্রমোহো ভবতি স্বল্পৈরপ্যপচেষ্টিতৈঃ।
নিষণ্ণং ভোজয়েত্তস্মান্ মূত্রোচ্চারৌ চ কারয়েৎ॥
অরোচকে গাত্রসাদে বৈবর্ণ্যেঽঙ্গমলাদিষু।
শান্তজ্বরো ঽপি শোধ্যঃ স্যাদনুবন্ধভয়ান্নরঃ॥
ন জাতু তর্পয়েৎ প্রাজ্ঞঃ সহসা জ্বরকর্শিতং।
তেন সন্দূষিতোহ্যস্য পুনরেব ভবেজ্জ্বরঃ॥
চিকিৎসেচ্চ জ্বরান্ সর্ব্বান্নিমিত্তানাং বিপর্য্যয়ৈঃ।
শ্রমক্ষয়াভিঘাতোত্থে মূলব্যাধিমুপাচরেৎ॥
স্ত্রীণামপপ্রজাতানাং স্তন্যাবতরণেচ যঃ।
তত্র সংশমনং কুর্য্যাদ্ যথাদোষং বিধানবিৎ॥
অতঃ সংশমনীয়ানি কষায়াণি নিবোধ মে।
সর্ব্বজ্বরেষু দেয়ানি যানি বৈদ্যেন জানতা॥
পিপ্পলীসারিবাদ্রাক্ষা শতপুষ্পাহরেণুভিঃ।
কৃতঃ কষায়ঃ সগুড়ো হন্যাচ্ছ্বসনজং জ্বরং॥
শৃতশীতকষায়ং বা গুড়ূচ্যাঃ পেয়মেবতু।
বলাদর্ভশ্বদংষ্ট্রাণাং কষায়ং পাদশেষিতং॥

শর্করাঘৃতসংযুক্তং পিবেৎ বাতজ্বরাপহং।
শতপুষ্পাবচাকুষ্ঠং দেবদারুহরেণুকাঃ॥
কুস্তুম্বুরূণি নলদং মুস্তং চৈবাশু সাধয়েৎ॥
ক্ষৌদ্রেণ সিতয়া চাপি যুক্তঃ ক্বাথোঽনিলাত্মকে।
দ্রাক্ষাগুড়ূচীকাশ্মর্য্যত্রায়মাণাঃ সসারিবাঃ।
নিঃক্বাথ্য সগুড়ং ক্বাথং পিবেদ্বাতকৃতেজ্বরে॥
গুড়ূচ্যা স্বরসো গ্রাহ্যঃ শতাবর্য্যাশ্চ তৎসমঃ।
নিহন্যাৎ সগুড়ং পীতঃ সদ্যোঽনিলকৃতং জ্বরং॥
ঘৃতাভ্যঙ্গস্বেদলেপানবস্থাসু চ যোজয়েৎ।
শ্রীপর্ণী চন্দনোশীর পরূষকমধূকজঃ॥
শর্করামধুরোহন্তি কষায়ঃ পৈত্তিকং জ্বরং।
পীতং পিত্তজ্বরং হন্যাৎ সারিবায়ং সশর্করং॥
সযষ্টীমধুকং হন্যাত্তথৈবোৎপল-পূর্ব্বকং।
শৃতশীতকষায়ং বা সোৎপলং শর্করাযুতং॥
গুড়ূচীপদ্মরোধ্রাণাং সারিবোৎপলয়োস্তথা।
শর্করামধুরঃ ক্বাথঃ শীতঃ পিত্তজ্বরাপহঃ॥
দ্রাক্ষারগ্বধয়োশ্চাপি কাশ্মর্য্যস্যাথ বা পুনঃ॥
স্বাদুতিক্তকষায়াণাং কষায়ৈঃ শর্করাযুতৈঃ॥
সুশীতৈঃ শময়েত্তৃষ্ণাং প্রবৃদ্ধাং দাহমেব চ।
শীতং মধুযুতং তোয়মাকণ্ঠাদ্বা পিপাসিতং॥
বাময়েৎপায়য়িত্বা তু তেন তৃষ্ণা প্রশাম্যতি।
ক্ষীরৈঃ ক্ষীরিকষায়ৈশ্চ সুশীতৈশ্চন্দনৈর্যুতৈঃ॥
অন্তর্দাহে বিধাতব্যমেতৈশ্চান্যৈশ্চ শীতলৈঃ।
নিদধ্যাদপ্সু চালোড্য নিশাপর্য্যুষিতং ততঃ॥
ক্ষৌদ্রেণ যুক্তং পিবতো জ্বরদাহৌ প্রশাম্যতঃ।
পদ্মকং মধুকং দ্রাক্ষা পুণ্ডরীকমথোৎপলং॥

যবান্ভৃষ্টাম্নুশীরাণি সমঙ্গাং কাশ্মরীফলং ।
জিহ্বাতালুগলক্লোমশোষে মূর্দ্ধ্নি চ দাপয়েৎ ॥
কেশরং মাতুলঙ্গস্য মধুসৈন্ধবসংযুতং ।
শর্করাদাড়িমাভ্যাং বা দ্রাক্ষাখর্জ্জূরয়োস্তথা ॥
বৈরস্যে ধারয়েৎ কল্কং গণ্ডুষঞ্চ যথা হিতং ।
সপ্তচ্ছদং গুড়ূচীঞ্চ নিম্বস্ফূর্জ্জকমেব চ ॥
ক্কাথয়িত্বা পিবেৎ ক্কাথং সক্ষৌদ্রং কফজে জ্বরে ।
কটুত্রিকং নাগপুষ্পং হরিদ্রা কটুরোহিণী ॥
কৌটজঞ্চ ফলং হন্যাৎ সেব্যমানং কফজ্বরং ।
হরিদ্রাং চিত্রকং নিম্বমুশীরাতিবিষে বচাং ॥
কুষ্ঠমিন্দ্রযবান্মূর্ব্বাং পটোলং চাপি সাধিতং ।
পিবেন্মরিচসংযুক্তং সক্ষৌদ্রং কফজে জ্বরে ॥
সারিবাতিবিষাকুষ্ঠপুরাখ্যৈঃ সদুরালভৈঃ ।
মুস্তেন চ কৃতঃ ক্বাথঃ পীতো হন্যাৎকফজ্বরং ॥
মুস্তং বৃক্ষকবীজানি ত্রিফলা কটুরোহিণী ।
পরূষকানিচ ক্বাথঃ কফজ্বর বিনাশনঃ ॥
রাজবৃক্ষাদিবর্গস্য কষায়ং মধুসংযুতং ।
কফবাতজ্বরং হন্যাচ্ছীঘ্রং কালেঽবচারিতং ॥
নাগরং ধান্যকং ভার্গীমভয়াং সুরদারুচ ।
বচাং পর্প্পটকং মুস্তভূতিকমথ কট্ফলং ॥
নিঃক্বাথ্য কফবাতোত্থে ক্ষৌদ্রহিঙ্গুসমন্বিতং ।
পাতব্যং শ্বাসকাসঘ্নং শ্লেষ্মোৎসেকে গলগ্রহে ॥
হিক্কাসু কণ্ঠশ্বয়থৌ শূলে হৃদয়পার্শ্বজে ।
এলাপটোল ত্রিফলা যষ্ট্যাহ্বানাং বৃষস্য চ ॥
ক্বাথঃ মধুযুতঃ পীতে হন্তি পিত্তকফজ্বরং ।
কটুকাবিজয়াদ্রাক্ষামুস্তপর্প্পটকৈঃ কৃতঃ ॥

কষায়ো নাশয়েৎ পীতঃ শ্লেষ্মপিত্তভবং জ্বরং।
ভর্গীবচাপর্প্পটকধান্যহিংগুভয়াযবৈঃ॥
কাশ্মর্য্য নাগরৈঃ কাথঃ সক্ষৌদ্রঃ শ্লেষ্মপিত্তজে।
সশর্করামক্ষমাত্রাং তু কটুকামুষ্ণবারিণা॥
পীত্বা জ্বরং জয়েজ্জন্তুঃ কফপিত্ত সমুদ্ভবং।
কিরাততিক্তমমৃতং দ্রাক্ষামামলকং শঠীং॥
নিঃকাথ্য বাতপিত্তোত্থে শৃংকাথং সগুড়ং পিবেৎ।
রাস্না বৃষোত্থস্ত্রিফলারাজবৃক্ষফলৈঃ সহ॥
কষায়ঃ সাধিতঃ পীতো বাতপিত্তজ্বরং জয়েৎ।
সর্ব্বদোষ সমুত্থেতু সংসৃষ্টানবচারয়েৎ॥
যথা দোষোচ্ছ্রয়ং চাপিজ্বরান্ সর্ব্বানুপাচরেৎ।
বৃশ্চীকবিল্ববর্ষাভূঃ পয়শ্চোদকমেবচ॥
পচেৎ ক্ষীরাবশিষ্টন্তু তদ্ধি সর্ব্বজ্বরাপহং।
উদকাংশাস্ত্রয়ঃ ক্ষীরং শিংশপাসার সংযুতং॥
তৎক্ষীরশেষং ক্বথিতং পেয়ং সর্ব্বজ্বরাপহং।
নলবেতসয়োর্ম্মূলে মূর্ব্বায়াং দেবদারুণি॥
কষায়ং বিধিবৎ কৃত্বা পেয়মেতজ্জ্বরাপহং।
ত্রৈফলে বা সসর্পিষ্কঃ কাথঃ পেয়স্ত্রিদোষজে॥
অনন্তং বালকং মুস্তাং নাগরং কটুরোহিনীং।
সুখাম্বুনা প্রাগুদয়াৎ পায়য়েতাক্ষসম্মিতং॥
এষ সর্ব্বজ্বরান্ হন্তি দীপয়ত্যাশু চানলং।
দ্রব্যাণি দীপনীয়ানি তথা বৈরেচনানিচ॥
একশো বা দ্বিশোবাপি জ্বরঘ্নানি প্রয়োজয়েৎ।
সর্পির্ম্মধ্বভয়াতিললেহোহয়ং সর্ব্বজং জ্বরং॥
শান্তিং নয়েত্রিবৃচ্চাপি সক্ষৌদ্রা প্রবলং জ্বরং।
জ্বরেতু বিষমে কার্য্য মূর্দ্ধং চাধশ্চ শোধনং॥

ঘৃতং প্লীহোদরোক্তং বা নিহন্ত্যাশ্বিষমজ্বরং।
গুড়-প্রগাঢ়াং ত্রিফলাং পিবেদ্বা বিষমার্দ্দিতঃ॥
গুড়ূচী নিম্বধাত্রীণাং কষায়ং বা সমাক্ষিকং।
প্রাতঃ প্রাতঃ সসর্পিষ্কং রসোনমুপযোজয়েৎ॥
ত্রিচতুর্ভিঃ পচেৎ ক্বাথং পঞ্চভির্ব্বা সমন্বিতৈঃ।
মধুকস্য পটোলস্য রোহিণ্যা মুস্তকস্য চ॥
হরীতক্যাশ্চ সর্ব্বোঽয়ং ত্রিবিধো যোগ ইষ্যতে।
সর্পিঃ ক্ষীরসিতাক্ষৌদ্র মাগধীর্ব্বা যথা বলং॥
দশমূলীকষায়েণ মাগধীর্ব্বা প্রযোজয়েৎ।
পিপ্পলীবর্দ্ধমানং বা পিবেৎ ক্ষীর-রসাশনং॥
তাম্রচূড়স্য মাংসেন পিবেদ্বা মদ্যমুত্তমং।
কোলাগ্নিমন্থত্রিফলাকাথে দধ্না ঘৃতং পচেৎ॥
তিল্বকাবাপমেতদ্ধি বিষমজ্বরনাশনং।
পিপ্পল্যতিবিষাদ্রাক্ষাসারিবাবিল্বচন্দনৈঃ॥
কটুকেন্দ্রযবোশীরসিংহীতামলকীঘনৈঃ।
ত্রায়মাণাস্থিরাধাত্রী বিশ্বভেষজচিত্রকৈঃ॥
পক্বমেতৈর্ঘৃতং পীতং বিজিত্য বিষমাগ্নিতাং।
জীর্ণজ্বরশিরঃ শূলগুল্মোদরহলীমকং॥
ক্ষয়কাসং সসন্তাপং পার্শ্বশূলানপাস্যতি।
গুড়চীত্রিফলাবাসাত্রায়মাণাযবাসকৈঃ॥
কথিতৈর্ব্বিধিবৎ পক্বমেতৈঃ কল্কীকৃতৈঃ সমৈঃ।
দ্রাক্ষামাগধিকাম্ভোদনাগরোৎপলচন্দনৈঃ॥
পীতং সর্পিঃ ক্ষয়শ্বাসকাসাজীর্ণজ্বরান্ জয়েৎ।
কলশীবৃহতীদ্রাক্ষাত্রায়ন্তী নিম্বগোক্ষুরৈঃ॥
বলাপর্পটকাম্ভোদশালপর্ণীযবাসকৈঃ।
পক্বমুৎকথিতৈঃ সর্পিঃ কল্কৈরেভিঃ সমন্বিতৈঃ॥

শঠীতামলকীভার্গীমেদাকতকপৌষ্করৈঃ।
ক্ষীরদ্বিগুণসংযুক্তং জীর্ণজ্বরমপোহতি ॥
শিরঃপার্শ্বরুজাকাসক্ষয় প্রশমনং পরং।
পটোলপর্পটারিষ্ট গুড়ূচীত্রিফলাবৃষৈঃ ॥
কটুকাম্বুদভূনিম্বযাসষষ্ট্যাহ্ব চন্দনৈঃ।
দার্ব্বীশক্রযবোশীরত্রায়মাণাকণোৎপলৈঃ ॥
ধাত্রীভৃঙ্গরজোভীরুকাকমাচীরসৈর্ঘৃতং।
সিদ্ধমাশ্বপচীকুষ্ঠজ্বরগুক্রার্জ্জুনব্রণান্ ॥
হন্ত্যান্নয়নবদনকর্ণজান্ ঘ্রাণজান্ গদান্।
বিড়ঙ্গত্রিফলামুস্তমঞ্জিষ্ঠাদাড়িমোৎপলৈঃ ॥
প্রিয়ংগ্বেলৈলবালুকচন্দনামরদারুভিঃ।
বর্হিষ্ঠকুষ্ঠরজনী পর্ণিনীসারিবাদ্বয়ৈঃ ॥
হরেণুকাত্রিবৃদ্দন্তীবচাতালীশকেসরৈঃ।
দ্বিক্ষীরং বিপচেৎ সর্পিস্মালতীকুসুমৈঃ সহ ॥
বিষমজ্বরকাশশ্বাসগুল্মোন্মাদগরাপহং।
এতৎকল্যাণকং নাম সর্পির্মাঙ্গল্যমুত্তমং ॥
অলক্ষ্মীগ্রহরক্ষোগ্নিমান্দ্যাপস্মারপাপনুৎ।
শস্যতে নষ্টশুক্রাণাং বন্ধ্যানাং গর্ভদং পরং ॥
মেধ্যঞ্চক্ষুষ্যমায়ুষ্যং রেতোমার্গরুজাপহং।
এতৈরেব যথাদ্রব্যৈঃ সর্ব্বগন্ধৈশ্চ সাধিতং ॥
কপিলায়া ঘৃতপ্রস্থং সুবর্ণমণিসংযুতং।
তৎক্ষীরেণ সহৈকধ্বং প্রসাধ্য কুসুমৈরিমৈঃ ॥
সুমনশ্চম্পকাশোকশিরীষকুসুমৈর্ঘৃতং।
তথানলদপদ্মানাং কেশরৈর্দাড়িমস্য চ ॥
তিথৌ প্রশস্তে নক্ষত্রে সাধকস্যাতুরস্য চ।
কৃতং মনুষ্যদেবায় ব্রাহ্মণৈরভিমন্ত্রিতং ॥

দত্তং সর্ব্বজ্বরান্ হন্তি মহাকল্যাণকং ঘৃতং ॥
দর্শনস্পর্শনাভ্যাস্তু সর্ব্বরোগহরং শিবং।
অধৃষ্যঃ সর্ব্বভূতানাং বলীপলিত বর্জ্জিতঃ ॥
অস্যাভ্যাসাদ্ঘৃতস্যেহ জীবেদ্বর্ষশতত্রয়ং।
গব্যং দধি চ মূত্রঞ্চ ক্ষীরং সর্পিঃ শকৃদ্রসঃ ॥
সমভাগানি পাচ্যানি কল্কাংশ্চৈতান্ সমাবপেৎ।
ত্রিফলাং চিত্রকং মুস্তং হরিদ্রে দ্বে বিষাং বচাং ॥
বিড়ঙ্গং ব্যূষণঞ্চৈবাং সুরদারু তথৈব চ।
পঞ্চগব্যমিদং পানাদ্বিষমজ্বরনাশনং ॥
পঞ্চগব্যামৃতে গর্ভাৎ পাচ্যমন্যদ্বৃষেণ চ।
বলয়াথ পরং পাচ্যং গুড়ূচ্যা তদ্বদেবতু ॥
জীর্ণজ্বরে চ শোফে চ পাণ্ডুরোগে চ পূজিতং।
এতেনৈবতু কল্পেন ঘৃতং পঞ্চাদিকং পচেৎ ॥
পঞ্চাজম্পঞ্চমহিষং চতুরুষ্ট্রমথাপি বা।
ত্রিফলোশীরসম্পাক-কটুকাতিবিষান্বিতৈঃ ॥
শতাবরীসপ্তপর্ণ গুড়ূচীরজনীদ্বয়ৈঃ ॥
চিত্রকত্রিবৃতামূর্ব্বাপটোলারিষ্টবালকৈঃ।
সারিবাদ্বয়যষ্ট্যাহ্ববচনিকারক্ত চন্দনৈঃ ॥
দুরালভাপর্পটক ত্রায়মাণাটরূষকৈঃ।
রাস্নাকুঙ্কুমমঞ্জিষ্ঠামাগধীনাগরৈ স্তথা ॥
ধাত্রীফলরসৈঃ সম্যগ্দ্বিগুণৈঃ সাধিতং হবিঃ।
পরিসর্পজ্বরশ্বাসগুল্ম কুষ্ঠনিবারণং ॥
পাণ্ডুপ্লীহাগ্নিমান্দ্যেভ্য এতদেব পরং হিতং।
পটোলকটুকাদার্ব্বীনিম্ববাসফলত্রিকং ॥
দুরালভাপর্পটকত্রায়মাণাঃ ফলোন্মিতাঃ।
প্রস্থমামলকানাঞ্চ ক্বাথয়েৎ সলিলার্ম্মণে ॥

তেন পাদাবশেষেণ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
রক্তপিত্তকফস্বেদক্লেদপূয়াঙ্গশোষণং॥
কামলাজ্বরবীসর্প গণ্ডমালাহরং পরং।
শৃতম্পয়ঃ শর্করাচ পিপ্‌পল্যো মধুসর্পিষী॥
পঞ্চসারমিদং পেয়ং মথিতং বিষমজ্বরে।
ক্ষতক্ষীণে ক্ষয়ে শ্বাসে হৃদ্রোগে চৈতদিষ্যতে॥
লাক্ষাবিশ্বনিশামূর্ব্বামঞ্জিষ্ঠাস্বর্জিকামরৈঃ।
ষড়্গুণেন চ বক্রেণ সিদ্ধং তৈলং জ্বরান্তকৃৎ॥
ক্ষীরিবৃক্ষাসনারিষ্টং জম্বুসপ্তচ্ছদার্জ্জুনৈঃ।
শিরীষখদিরাস্ফোতামৃতবল্যটরূষকৈঃ॥
কটূকা পর্পটোশীরবচাতেজোবতীঘনৈঃ।
সাধিতং তৈলমভ্যঙ্গাদাশু জীর্ণজ্বরাপহং॥
নির্ব্বিষৈর্ভুজগৈর্গোগৈর্ব্বিনীতৈঃ কৃতভস্করৈঃ।
ত্রাসয়েদাগমে চৈনং তদহর্ভোজয়েন্ন চ॥
অত্যভিষ্যন্দি গুর্ব্বভির্বামযেদ্বা পুনঃ পুনঃ।
মদ্যং তীক্ষ্ণং পায়য়েত ঘৃতং বা জ্বরনাশনং॥
পুরাণং বা ঘৃতং কামমুদারং বা বিরেচনং।
নিরূহয়েদ্বা মতিমান্ সুস্বিন্নং তদহর্জ্জ্বরং॥
অজাব্যোশ্চর্ম্মরোমাণি বচাকুষ্ঠং পলঙ্কষা।
নিম্বপত্রম্মধুযুতং ধূপনন্তস্য দাপয়েৎ॥
বৈড়ালং বা শকৃদ্যোজ্যং বেপমানস্য ধূপনং।
পিপ্‌পলীসৈন্ধবং তৈলং নৈপালীচেক্ষণাঞ্জনং॥
উদরোক্তানি সর্পীংষি যান্যুক্তানি পুরা ময়া।
কল্যোক্তং চাজিতং সর্পিঃ সেব্যমানং জ্বরং জয়েৎ॥
ভূতবিদ্যাসমুদ্দিষ্টৈর্ব্বন্ধাবেশনতাড়নৈঃ।
জয়েদ্ভূতাভিষঙ্গোত্থং বিজ্ঞানাদ্যৈশ্চ মানসং॥

শ্রমক্ষয়েচ ভুঞ্জীত ঘৃতাভ্যক্তো রসৌদনং।
অভিশাপাভিচারোত্থৌ জ্বরৌ হোমাদিনা জয়েৎ ॥
দানস্বস্ত্যয়নাতিথ্যৈ রুৎপাত-গ্রহপীড়জৌ।
অভিঘাতজ্বরে কুর্য্যাৎ ক্রিয়ামুষ্ণবিবর্জ্জিতাং ॥
কষায়মধুরাং স্নিগ্ধাং যথাদোষমথাপি বা।
ঔষধীগন্ধবিষজৌ বিষপিত্তপ্রসাদনৈঃ ॥
জয়েৎ কষায়ং চ হিতং সর্ব্বগন্ধকৃতং তথা।
নিম্ব দারুকষায়ং বা হিতং সৌমনসং তথা ॥
যবান্নবিকৃতিং সর্পির্মদ্যঞ্চ বিষমে হিতং।
সম্পূজয়েদ্ দ্বিজান্ গাশ্চ দেবমীশানমম্বিকাং ॥
কফবাতোত্থয়োশ্চাপি জ্বরয়োঃ শীতপীড়িতং।
দিহ্যাদুষ্ণেন বর্গেণ পরশ্চোষ্ণোবিধির্হিতঃ ॥
সিঞ্চেৎকোষ্ণৈরারনালশুক্তগোমূত্রমস্তুভিঃ।
দিহ্যাৎ পলাশৈরথবা সুরসার্জ্জকশিগ্রুজৈঃ ॥
ক্ষারতৈলেন চাভ্যঙ্গঃ সশুক্তেন বিধীয়তে।
পানমারগ্বধাদেশ্চ কথিতস্য বিশেষতঃ ॥
অবগাহঃ সুখোষ্ণশ্চ বাতঘ্নক্বাথসংযুতঃ।
জিত্বা শীতং ক্রমৈরেভি সুখোষ্ণজলসেচিতং ॥
প্রবেশ্যৌর্ণিককার্পাসকৌশেয়াম্বরসংবৃতং।
শায়য়েদ্ স্নানদেহঞ্চ কালাগুরুবিভূষিতং ॥
স্তনাঢ্যা রূপসম্পন্নাঃ কুশলা নবযৌবনাঃ।
ভজেয়ুঃ প্রমদা গাত্রৈঃ শীতদৈন্যাপহারিভিঃ ॥
শরচ্ছশাঙ্কবদনা নীলোৎপলদলেক্ষণাঃ।
স্ফুরিত ভ্রূলতাভঙ্গললাটতটকম্পনাঃ ॥
প্রলম্বিবিলসৎকাঞ্চ্যোবিম্বীফলনিভাধরাঃ।
কৃশোদর্য্যো হতিবিস্তীর্ণজঘনোদ্বহনালসাঃ ॥

কুঙ্কুমাগুরুদিগ্ধাঙ্গীঃ ঘনতুঙ্গপয়োধরাঃ।
সুগন্ধি ধূপিতশ্লক্ষ্ণস্রস্তাংশুকবিভূষণাঃ॥
গাঢ়মালিঙ্গয়েয়ুস্তং নরং বনলতা ইব।
প্রহ্লাদং চাস্য বিজ্ঞায় তাঃ স্ত্রীরপনয়েৎ পুনঃ॥
তাসামঙ্গবরশ্লেষনিবারিত হিমজ্বরং।
ভোজয়েদ্ধিতমন্নঞ্চ তথা সুখমবাপ্নুয়াৎ॥
দাহাভিভূতেতু বিধিং কুর্য্যাদ্দাহবিনাশনং।
মধুফাণিতযুক্তেন নিম্বপত্রাম্ভসাপি বা॥
দাহজ্বরার্ত্তং মতিমান্ বাময়েৎ ক্ষিপ্রমেব চ।
শতধৌতঘৃতাভ্যক্তং দিহ্যাদ্বা যবশক্তুভিঃ॥
কোলামলকসংযুক্তৈঃ শুক্তধান্যাম্লসংযুতৈঃ।
অম্লপিষ্টৈঃ সুশীতৈশ্চ ফেণিলাপল্লবৈস্তথা॥
অম্লপিষ্টৈস্তু শীতৈর্ব্বা পলাশতরুজৈর্দ্দিহেৎ।
বদরীপল্লবোত্থেন ফেনেনারিষ্টকস্য চ॥
লিপ্তেঽঙ্গে দাহতৃণ্মূর্চ্ছা সর্ব্বথৈব প্রশাম্যতি।
যবার্দ্ধকুড়বং পিষ্ট্বা মঞ্জিষ্ঠার্দ্ধপলং তথা॥
অম্লপ্রস্থশতোন্মিশ্রং তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
এতৎ প্রহ্লাদনং তৈলং জ্বরদাহবিনাশনং॥
ন্যগ্রোধাদির্গণো যস্তু কাকোল্যাদিশ্চ যোগণঃ।
উৎপলাদির্গণো যস্তু পিষ্টৈর্ব্বা তৈঃ প্রলেপয়েৎ॥
তৎকষায়াম্লসংসিদ্ধাঃ স্নেহাশ্চাভ্যঞ্জনেহিতাঃ।
তেষাং শীতকষায়ে বা দাহার্ত্তমবগাহয়েৎ॥
দাহবেগেঽতিক্রান্তে তস্মাদুদ্ধৃত্য মানবং।
পরিষিচ্যাম্বুভিঃ শীতৈঃ প্রলিম্পেচ্চন্দনাদিভিঃ॥
সানন্দা দীনমনসমাশ্লিষেয়ুর্ব্বরাঙ্গনাঃ।
পেলবক্ষৌমসং[illegible]শ্চন্দনার্দ্রপয়োধরাঃ॥

বিভ্রত্যোঽজস্রজশ্চিত্রা মণিহারবিভূষিতাঃ।
ভজেযুস্তাঃ স্তনৈঃ শীতৈঃ স্পৃশন্ত্যোঽম্বুরুহৈঃ সুখৈঃ ॥
প্রহ্লাদং চাস্যবিজ্ঞায় তাঃ স্ত্রীরপনয়েৎ পুনঃ।
হিতং চ ভোজয়েদন্নং তথাপ্নোতি সুখং মহৎ ॥
পিত্তজ্বরোক্তং শমনং বিরেকোঽন্যদ্ধিতং চ যৎ।
নির্হরেৎ পিত্তমেবাদৌ জ্বরেষু সমবায়িষু ॥
দুর্নিবারতরং তদ্ধি জ্বরার্ত্তেষু বিশেষতঃ।
ছর্দ্দিমূর্চ্ছাপিপাসাদীনবিরোধাজ্জ্বরস্য তু ॥
উপদ্রবান্ জয়েচ্চাপি প্রত্যনীকেন হেতুনা।
বিশেষমপরং চাত্র শৃণূপদ্রবনাশনং ॥
মধুকং রজনীমুস্তং দাড়িমং চাম্লবেতসং।
অঞ্জনং তিন্তিড়ীকঞ্চ নলদং পত্রমুৎপলং ॥
ত্বচং ব্যাঘ্রনখং চৈব মাতুলুঙ্গরসোমধু।
দিহ্যাদেভির্জ্বরার্ত্তস্য মধুশুক্তযুতৈঃ শিরঃ ॥
শিরোঽভিতাপ-সংমোহ-বমি-হিক্কা-প্রবেপথূন্।
প্রদেহো নাশয়ত্যেষ জ্বরিতানামুপদ্রবান্ ॥
মধুকমথহ্রীবের মুৎপলানি মধূলিকাঃ।
লীঢ্বা চূর্ণানি মধুনা সর্পিষাচ জয়েদ্বমিং ॥
কফপ্রসেকাসৃক্‌পিত্ত-হিক্কাশ্বাসাংশ্চ দারুণান্।
লিহন্ জ্বরার্ত্তস্ত্রিফলাং পিপ্পলীঞ্চ সমাক্ষিকাং ॥
কাসে শ্বাসে চ মধুনা সর্পিষা স সুখী ভবেৎ।
বিদারীদাড়িমং লোধ্রং দাধিত্থং বীজপূরকং ॥
এভিঃ প্রদিহ্যান্মূর্দ্ধানং তৃড়্দাহার্ত্তস্য দেহিনঃ।
দাড়িমস্য সিতায়াশ্চ দ্রাক্ষামলকয়োস্তথা ॥
বৈরস্যে ধারয়েৎ কল্কং গণ্ডুষঞ্চ যথা হিতং।
ক্ষীরেক্ষুরসমাধ্বীকসর্পিস্তৈললোঞ্চবারিভিঃ ॥

শূন্যে মূর্দ্ধ্নি হিতং নস্যং জীবনীয়শৃতং ঘৃতং।
চূর্ণিতত্রিফলাশ্যামাত্রিবৃৎ পিপ্পলীসংযুতঃ॥
সক্ষৌদ্রঃ শর্করাযুক্তো বিরেকস্তু প্রশস্যতে।
পক্বে পিত্তজ্বরে রক্তে চোর্দ্ধগে বেপথৌ তথা॥
কফবাতোত্থয়োরেবং স্নেহাভ্যঙ্গৈর্বিশোধয়েৎ।
হৃতদোষো ভ্রমার্ত্তস্তু লিহ্যাৎ ক্ষৌদ্রসিতাভয়াঃ॥
বাতঘ্নমধুরৈর্য্যোজ্যা নিরূহা বাতজে জ্বরে।
বিভজ্য দোষং প্রাণাঞ্চ যথাস্বং বাম্নবাসনং॥
উৎপলাদিকষায়াঢ্যাশ্চন্দনোশীরসংযুতাঃ।
শর্করামধুরাঃ শীতাঃ পিত্তজ্বরহরা মতাঃ॥
আম্রাদীনাং ত্বচং শঙ্খং চন্দনামলকোৎপলৈঃ।
গৈরিকাঞ্জনমঞ্জিষ্ঠামৃণালান্যথপদ্মকং॥
শ্লক্ষ্ণপিষ্টস্তু পয়সা শর্করামধুসংযুতং।
সুপূতং শীতলং বস্তিং দূয়মানায় দাপয়েৎ॥
জ্বরদাহাপহং তেষু সিদ্ধঞ্চৈবানুবাসনং।
আরগ্বধগণক্বাথাঃ পিপ্পল্যাদিসমাযুতাঃ॥
সক্ষৌদ্রা এব দেয়াঃ স্যুঃ কফজ্বরবিনাশনাঃ।
কফঘ্নৈরেব সংসিদ্ধা দ্রব্যৈশ্চাপ্যনুবাসনাঃ॥
সংসর্গে সন্নিপাতেচ সংসৃষ্টা বস্তয়োহিতাঃ।
সংসৃষ্টৈরেব সংসৃষ্টা দ্রব্যৈশ্চাপ্যনুবাসনাঃ॥
বাতরোগাপহাঃ সর্ব্বে স্নেহা যে সম্যগীরিতাঃ।
বিনা তৈলং ত এব স্যুর্য্যোজ্যা মারুতজে জ্বরে॥
নিখিলেনোপযোজ্যাশ্চ তত্রবাভ্যঞ্জনাদিষু।
পৈত্তিকে মধুরৈস্তিক্তৈঃ সিদ্ধং সর্পিঃ প্রযুজ্যতে॥
শ্লৈষ্মিকে কটুতিক্তৈশ্চ সংসৃষ্টানীতরেষু চ।
হৃতাবশেষং পিত্তন্তু ত্বক্স্থং জনয়তি জ্বরং॥

পিবেদিক্ষুরসং তত্র শীতং বা শর্করোদকং ।
শালিষষ্টিকয়োরন্নমন্নীয়াৎ ক্ষীরসংপ্লুতং ॥
কফবাতোত্থয়োরেব স্বেদাভ্যঙ্গৌ প্রযোজয়েৎ ।
ঘৃতং দ্বাদশরাত্রাত্তু দেয়ং সর্ব্বজ্বরেষু চ ॥
তেনান্তরেণাশয়ং স্বস্বতা দোষা ভবন্তি হি ।
ধাতূন্ প্রক্ষোভয়ন্ দোষো মোক্ষকালেবলীয়তে ॥
তেন ব্যাকুলচিত্তস্ত ম্রিয়মাণ ইবেহতে ।
লঘুত্বং শিরসঃ স্বেদো মুখমাপাণ্ডুপাকিচ ॥
ক্ষবথুশ্চান্নকাঙ্ক্ষাচ জ্বরমুক্তস্য লক্ষণং ।
শম্ভুক্রোধোদ্ভবো ঘোরো বলবর্ণাগ্নিসাদকঃ ॥
রোগরাট্ রোগসংঘাতো জ্বর ইত্যুপদিশ্যতে ।
ব্যাপিত্বাৎ সর্ব্বসংস্পর্শাৎ কৃচ্ছ্রত্বাদন্তসম্ভবাৎ ॥
অন্তকোহ্যেষ ভূতানাং জ্বর ইত্যুপদিশ্যতে ॥

চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

অথাতোঽতীসার প্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥

গুর্ব্বতিস্নিগ্ধরুক্ষোষ্ণদ্রবস্থূলাতিশীতলৈঃ ।
বিরুদ্ধাধ্যশনাজীর্ণৈরসাত্ম্যৈশ্চাপি ভোজনৈঃ ॥
স্নেহাদ্যৈরতিযুক্তৈশ্চ মিথ্যাযুক্তৈর্ব্বিষাদ্ ভয়াৎ ।
শোকাদ্দুষ্টাম্বুমদ্যাতিপানাৎ সাত্ম্যর্ত্তু পর্য্যয়াৎ ॥
জলাভিরমণৈর্ব্বেগবিঘাতৈঃ কৃমিদোষতঃ ।
নৃণাং ভবত্যতীসারো লক্ষণং তস্য বক্ষ্যতে ॥
সংশম্যাপাং ধাতুরগ্নিঃ কৃশান্নং বর্চ্চোমিশ্রোমারুতেন প্রণুন্নঃ ।
বৃদ্ধোঽতীবাধঃ সরত্যেব যস্মাৎ ব্যাধিং ঘোরং তং ত্বতীসারমাহুঃ ॥

একৈকশঃ সর্ব্বশশ্চাপি দোষৈঃ শোকেনান্যঃ ষষ্ঠ আমেন চোক্তঃ।
কেচিৎ প্রাহুর্নৈকরূপ-প্রকারং নৈবেত্যেবং কাশিরাজস্ত্ববোচৎ॥
দোষাবস্থাস্তস্যনৈকপ্রকারাঃ কালে কালে ব্যাধিতস্যোদ্ভবন্তি।
হৃন্নাভিপায়ূদরকুক্ষিতোদ গাত্রাবসাদানিলসন্নিরোধাঃ॥
বিট্‌সঙ্গ আধ্মানমথাবিপাকো ভবিষ্যতস্তস্য পুরঃসরাণি।
শূলাবিষ্টঃ সক্তমূত্রোন্ত্রকূজী ব্রস্তাপানঃ সন্নকট্যূরুজঙ্ঘঃ।
বর্চ্চোমুঞ্চত্যল্পমল্পং সফেনং রুক্ষং শ্যাবং সানিলং মারুতেন॥
দুর্গন্ধ্যুষ্ণং বেগবন্মাসতোয় প্রখ্যং ভিন্নং স্বিন্নদেহোঽতিতীক্ষ্ণং।
পিত্তাৎ পীতং নীলমালোহিতং বা তৃষ্ণামূর্চ্ছাদাহপাকজ্বরার্ত্তঃ॥
তন্দ্রা নিদ্রা গৌরবোৎক্লেশসাদী বেগাশঙ্কী সৃষ্টবিট্‌কোঽপিভূয়ঃ।
শুক্লং সান্দ্রং শ্লেষ্মণা শ্লেষ্মযুক্তং ভক্তদ্বেষী নিস্বনং হৃষ্টরোমা॥
তন্দ্রাযুক্তো মোহমদাস্য শোষোবর্চঃ কুর্য্যান্নৈকবর্ণং তৃষার্ত্তঃ।
সর্ব্বোদ্ভূতঃ সর্ব্বলিঙ্গোপপত্তিঃ কৃচ্ছ্রশ্চায়ং বালবৃদ্ধেষ্বসাধ্যঃ॥
তৈস্তৈর্ভাবৈঃ শোচতোঽল্পাশনস্য বাষ্পো বেগঃ পক্তিমাবিশ্য জন্তোঃ।
কোষ্ঠং গত্বা ক্ষোভয়ন্ যস্য রক্তং তচ্চাধস্তাৎ কাকনন্তী প্রকাশং॥
বর্চ্চোমিশ্রং নিঃপুরীষং সগন্ধং নির্গন্ধং বা সার্য্যতে তেন কোষ্ঠাৎ।
শোকোৎপন্নো দুশ্চিকিৎস্যোঽতিমাত্রং
রোগো বৈদ্যৈঃ কষ্ট এব প্রদিষ্টঃ॥
আমাজীর্ণৈঃ প্রদ্রুতাঃ ক্ষোভয়ন্তঃ কোষ্ঠং দোষাঃ সম্প্রদুষ্টাঃ সভক্তং।
নানাবর্ণং নৈকশঃ সারয়ন্তি কৃচ্ছ্রাজ্জন্তোঃ ষষ্ঠমেনং বদন্তি॥
সংসৃষ্টমেভির্দোষৈস্তু ন্যস্তমপস্ববসীদতি।
পুরীষং ভৃশদুর্গন্ধং বিচ্ছিন্নং চামসংজ্ঞিতং॥
এতান্যেব তু লিঙ্গানি বিপরীতানি যস্য তু।
লাঘবঞ্চ মনুষ্যস্য তস্যাপক্বং বিনির্দ্দিশেৎ॥
সর্পির্মেদোবেসবারাম্বুতৈলমাজং ক্ষীরং ক্ষৌদ্ররূপং স্রবেদ্যৎ।
মঞ্জিষ্ঠাভং মস্তলুঙ্গোপমং বা বিস্রং শীতং প্রেতগন্ধাঞ্জনাভং॥

রাজীমদ্বা চন্দ্রকৈঃ সন্ততং বা
পূযপ্রখ্যং কর্দ্দমাভতথোষ্ণং।
হন্যাদেতদ্ যৎ প্রতীপং ভবেচ্চ
ক্ষীণং হন্যাশ্চোপসর্গাঃ প্রভূতাঃ ॥
অসম্বৃতগুদং ক্ষীণং দুরাধ্মাতমুপক্রুতং ।
গুদে পক্বে গতোষ্মাণমতীসারকিণং ত্যজেৎ ॥
শরীরিণামতীসারঃ সংভূতো যেন কেনচিৎ ।
দোষাণামেব লিঙ্গানি কদাচিন্নাতিবর্ত্ততে ॥
স্নেহাজীর্ণনিমিত্তস্তু বহুশূলপ্রবাহিকঃ ।
বিসূচিকানিমিত্তস্তু চান্যো হ্যজীর্ণনিমিত্তজঃ ॥
বিষার্শঃ কৃমিসম্ভূতো যথাস্বদোষলক্ষণঃ ।
আমপক্বক্রমং হিত্বা নাতিসারে ক্রিয়াযতঃ ॥
অতঃ সর্ব্বাতিসারাস্তু জ্ঞেয়াঃ পক্বামলক্ষণৈঃ ।
তত্র লঙ্ঘনমেবাদৌ পূর্ব্বরূপেষু দেহিনাং ॥
ততঃ পাচনসংযুক্তং যবাগ্বাদিক্রমো হিতঃ ।
অথবা বাময়িত্বা তু শূলাধ্মাননিপীড়িতং ॥
পিপ্পলীসৈন্ধবাম্ভোভির্লঙ্ঘনাদ্যৈরুপাচরেৎ ।
কার্য্যং চ বমনস্যান্তে প্রায়শো লঘুভোজনং ॥
খড়যূষযবাগূষু পিপ্পল্যাদ্যেব যোজয়েৎ ।
অনেন বিধিনা চামং যস্য বৈ নোপশাম্যতি ॥
হরিদ্রাদিং বচাদিং বা পিবেৎ প্রাতঃ স মানবঃ ।
আমাতিসারিণাং কার্য্যং নাদৌ সংগ্রহণং নৃণাং ॥
তেষাং দোষাঃ বিবদ্ধাঃ প্রাক্ জনয়ন্ত্যাময়ানিমান্ ।
প্লীহপাণ্ড্বাময়ানাহমেহ কুষ্ঠোদরজ্বরান্ ॥
শোফগুল্মগ্রহণ্যর্শঃ শূলালসকহৃদ্গ্রহান্ ।
সশূলং বহুশঃ কৃচ্ছ্রাদ্বিবদ্ধং যোঽতিসার্য্যতে ॥

দোষান্ সন্নিচিতান্ যাথ পথ্যাভিঃ সংপ্রবর্ত্তয়েৎ।
যো হৃতিদ্রবং প্রভূতঞ্চ পুরীষমতিসার্য্যতে॥
তস্যাদৌ বমনং কুর্য্যাৎ পশ্চাল্লঙ্ঘনপাচনং।
স্তোকং স্তোকং বিবদ্ধং বা সশূলং যোহতিসার্য্যতে॥
অভয়া পিপ্পলী কল্কৈঃ সুখোষ্ণৈস্তং বিরেচয়েৎ।
আমেচ লঙ্ঘণং শস্তমাদৌপাচনমেব বা॥
যোগাশ্চাত্র প্রবক্ষ্যন্তে আমাতীসারনাশনাঃ।
দেবদারুবচামুস্তানাগরাতিবিষাভয়াঃ॥
অভয়াধান্যকং মুস্তং বালকং বিল্বমেব চ।
মুস্তং পর্পটকং শুণ্ঠী বচাসাতিবিষাভয়াঃ॥
অভয়াতিবিষাহিঙ্গু বচাসৌবর্চ্চলং তথা।
চিত্রকং পিপ্পলীমূলং বচাকটুকরোহিণী॥
পাঠাবৎসকবীজানি হরীতকীমহৌষধং।
মূর্ব্বা নির্দহনী পাঠা ত্র্যূষণং গজপিপ্পলী॥
সিদ্ধার্থকা ভদ্রদারু শতাহ্বা কটুরোহিণী।
এলা সাবরকং কুষ্ঠং হরিদ্রে কৌটজা যবাঃ॥
মেষশৃঙ্গীত্বগেলেচ কৃমিঘ্নং বৃক্ষকানিচ।
বৃক্ষাদনীবীরতরুবৃহত্যো দ্বে সহে তথা॥
এরণ্ডত্বক্ চ তৈন্দুকী দাড়িমী কৌটজী শমী।
পাঠা তেজোবতী মুস্তং পিপ্পলী কৌটজং ফলং॥
পটোলদীপ্যকো বিল্বং হরিদ্রে দেবদারুচ।
বিড়ঙ্গমভয়া পাঠা শৃঙ্গবেরং ঘনং বচা॥
বচা বৎসকবীজানি সৈন্ধবং কটুরোহিণী।
হিঙ্গুবৎসকবীজানি বচাবিবশলাটু চ॥
নাগরাতিবিষা মুস্তং পিপ্পল্যো বাৎসকং ফলং।
মহৌষধং প্রতিবিষা মুস্তং চেত্যামপাচনাঃ॥

প্রযোজ্যা বিংশতির্যোগাঃ শ্লোকার্দ্ধবিহিতাস্ত্বিমে ।
ধান্যাম্লোষ্ণাম্বুমদ্যানাং পিবেদন্যতমেন বা ॥
নিঃক্কাথান্ বা পিবেদেষাং সুখোষ্ণান্ সাধুসাধিতান্ ।
নিখিলেনোপদিষ্টোঽয়ং বিধিরামোপশান্তয়ে ॥
হরীতকীমতিবিষাং হিঙ্গুসৌবর্চ্চলং বচাং ।
পিবেৎ সুখাম্বুনা জন্তুরামাতীসারপীড়িতঃ ॥
পটোলং দীপকং বিল্বং বচাপিপ্পলীনাগরম্ ।
মুস্তং কুষ্ঠং বিড়ঙ্গঞ্চ পিবেদ্বাপি সুখাম্বুনা ॥
শৃঙ্গবেরং গুড়ূচীঞ্চ পিবেদুষ্ণেন বারিনা ।
লবণান্যথ পিপ্পল্যো বিড়ঙ্গানি হরীতকী ॥
চিত্রকং শিংশপা পাঠা শার্ঙ্গষ্টা লবণানিচ ।
হিঙ্গু বৃক্ষকবীজানি লবণানিচ ভাগশঃ ॥
হস্তিদন্ত্যথ পিপ্পল্যঃ কল্কাবক্ষসমৌস্মৃতৌ ।
বচাগুড়ূচী কাণ্ডানি যোগোঽয়ং পরমোমতঃ ॥
এতে সুখাম্বুনা যোগা দেয়াঃ পঞ্চ সতাং মতাঃ ।
পয়স্যুৎক্বাথ্য মুস্তানাং বিংশতিস্ত্রিগুণাম্ভসি ॥
ক্ষীরাবশিষ্টং তৎপীতং হন্ত্যামং শূলমেব চ ।
নিবৃত্তেষ্বামশূলেষু যস্য ন প্রগুণোঽনিলঃ ॥
স্তোকং স্তোকং রুজামচ্চ সশূলং যোঽতিসার্য্যতে ।
সক্ষারলবণৈর্যুক্তং মন্দাগ্নিঃ প্রপিবেদ্ঘৃতং ॥
ক্ষীরনাগরচাঙ্গেরীকোলদধ্যম্লসাধিতং ।
সর্পিরচ্ছং পিবেদ্বাপি শূলাতীসারসান্তয়ে ॥
দধ্না তৈল ঘৃতং পক্বং সব্যোষজাতিচিত্রকৈঃ ।
সবিল্বপিপ্পলীমূলদাড়িমৈর্ব্বারুগন্বিতৈঃ ॥
নিখিলো বিধিরুক্তোঽয়ং বাতশ্লেষ্মোপশান্তয়ে ।
তীক্ষ্ণোষ্ণবর্জ্যমেনন্ত বিদধ্যাৎ পিত্তজে ভিষক্ ॥

যথোক্তমুপবাসান্তে যবাগূশ্চ প্রশস্যতে।
বলয়োরংশুমত্যাঞ্চ শ্বদংষ্ট্রাবৃহতীষু চ ॥
শতাবর্য্যাঞ্চ সংসিদ্ধাঃ সুশীতাঃ মধুসংযুতাঃ।
মুদ্গাদিষুচ যূষাঃ স্যুর্দীপনৈঃ সুসংস্কৃতাঃ ॥
মৃদুভির্দীপনৈস্তিক্তৈর্দ্রব্যৈঃ স্যাদামপাচনং।
হরিদ্রাতিবিষা পাঠা বৎসবীজরসাঞ্জনং ॥
রসাঞ্জনং হরিদ্রে দ্বে বীজানি কুটজস্য চ।
পাঠা গুড়ূচীভূনিম্বস্তথৈব কটুরোহিণী ॥
এতৈঃ শ্লোকার্দ্ধ-নির্দ্দিষ্টৈঃ ক্বাথাঃ স্যুঃ পিত্তপাচনাঃ।
মুস্তং কুটজবীজানি ভূনিম্বং সরসাঞ্জনং ॥
দার্ব্বী দুরালভা বিল্বং বালকং রক্তচন্দনং।
চন্দনং বালকং মুস্তং ভূনিম্বং সদুরালভং ॥
মৃণালং চন্দনং রোধ্রং নাগরং নীলমুৎপলং।
পাঠা মুস্তং হরিদ্রে দ্বে পিপ্পলী কৌটজং ফলং ॥
ফলত্বচং বৎসকস্য শৃঙ্গবেরঘৃতে বচা।
ষড়েতেঽভিহিতা যোগাঃ পিত্তাতীসারনাশনাঃ ॥
বিল্বশক্রযবাম্ভোদবালকাতিবিষাকৃতঃ।
কষায়োহন্ত্যতীসারং সামং পিত্তসমুদ্ভবং ॥
মধুকোৎপলবিল্বাম্র হ্রীবেরোশীরনাগরৈঃ।
কৃতঃ ক্বাথো মধুযুতঃ পিত্তাতীসারনাশনঃ ॥
যদা পক্কোঽপ্যতীসারঃ সরত্যেবমুহুর্মুহুঃ।
গ্রহণ্যা মার্দ্দবাজ্জন্তোস্তত্র সংস্তম্ভনং হিতং ॥
সমঙ্গা ধাতকীপুষ্পং মঞ্জিষ্ঠা লোধ্রমুস্তকং।
শাল্মলীবেষ্টকং রোধ্রং বৃক্ষদাড়িমযোস্ত্বচৌ ॥
আম্রাস্থিমধ্যং লোধ্রঞ্চ বিল্বমধ্যং প্রিয়ঙ্গবঃ।
মধুকং শৃঙ্গবেরঞ্চ দীর্ঘবৃন্তত্বগেবচ ॥

চত্বার এতে যোগাঃ স্যুঃ পক্কাতীসারনাশনাঃ ।
উক্তা য উভযোজ্যাস্তে সক্ষৌদ্রাস্তণ্ডুলাম্বুনা ॥
মৌস্তং কষায়মেকং বা পেয়ং মধু সমাযুতং ।
লোধ্রাম্বষ্ঠ প্রিয়ংগ্বাদীন্ গণানেব প্রযোজয়েৎ ॥
পদ্মাং সমঙ্গাং মধুকং বিল্বজম্বুশলাটুবা ।
পিবেত্তণ্ডুলতোয়েন সক্ষৌদ্রমগদঙ্করং ॥
কচ্ছুরামূলকল্কং বা উডুম্বরফলোপমং ।
পয়স্যাচন্দনং পদ্মা সিতামুস্তাব্জকেশরং ॥
পক্কাতীসারং যোগোঽয়ং জয়েৎপীতঃ সশোণিতং ।
নিরামরূপং শূলার্ত্তং লঙ্ঘনাদ্যৈশ্চ কর্ষিতং ॥
নরং রুক্ষমবেক্ষ্যাগ্নিং সক্ষারং পায়য়েদ্ ঘৃতং ।
বলাবৃহত্যংশুমতী কচ্ছুরামূল সাধিতং ॥
মধুক্ষিতং সমধূকং পিবেচ্ছূলৈরভিদ্রুতঃ ।
দার্ব্বী বিল্বকণা দ্রাক্ষা কটুকেন্দ্রযবৈর্ঘৃতং ॥
সাধিতং হন্ত্যতীসারং বাতপিত্তকফাত্মকং ।
পয়ো ঘৃতঞ্চ মধুচ পিবেচ্ছূলৈরভিদ্রুতঃ ॥
সিতাজমোদকটুঙ্গ মধুকৈরবচূর্ণিতং ।
আবেদনং সুসম্পকং দীপ্তাগ্নেঃ সুচিরোত্থিতং ॥
নানাবর্ণমতীসারং পুটপাকৈরুপাচরেৎ ।
ত্বক্পিণ্ডং দীর্ঘবৃন্তস্য পদ্মকেসরসংযুতং ॥
কাশ্মরীপদ্মপত্রৈশ্চাবেষ্ট্য সূত্রেণ তং দৃঢ়ং ।
মৃদাবলিপ্তং সুকৃতমঙ্গারেষ্ববকূলয়েৎ ॥
স্বিন্নমুদ্ধৃত্য নিঃপীড্য রসমাদায় তং ততঃ ।
শীতং মধুযুতং কৃত্বা পায়য়েত্তোদরাময়ে ॥
জীবন্তীমেষশৃঙ্গ্যাদিষেবং দ্রব্যেষু সাধয়েৎ ।
তিত্তিরং লুঞ্চিরং সম্যক্ নিঃকৃষ্টান্ত্রন্তু পূরয়েৎ ॥

ন্যগ্রোধাদিত্বচাং কল্কৈঃ পূর্ব্ববচ্চাবকল্পয়েৎ।
রসমাদায় তস্যাথ সুস্বিন্নস্য সমাক্ষিকং॥
শর্করোপহিতং শীতং পায়য়েচ্চোদরাময়ে।
লোধ্রচন্দনযষ্ট্যাহ্বদার্ব্বীপাঠাসিতোৎপলান্॥
তণ্ডুলোদকসম্পিষ্টান্ দীর্ঘবৃন্তত্বগন্বিতান্।
পূর্ব্ববৎ কুশিতাত্তস্মাদ্রসমাদায় শীতলং॥
মধ্বাক্তম্পায়য়েচ্চৈতৎকফপিত্তোদরাময়ে।
এবং প্ররোহৈঃ কুর্ব্বীত বটাদীনাং বিধানবিৎ॥
পুটপাকান্ যথাযোগং জাঙ্গলোপহিতান্ শুভান্।
বহুশ্লেষ্মসরক্তঞ্চ মন্দবাতং চিরোত্থিতং॥
কৌটজং ফাণিতঞ্চাপি হন্ত্যতীসারমোজসা।
অম্বষ্ঠাদি মধুযুতং পিপ্পল্যাদিসমন্বিতং॥
পৃশ্নিপর্ণীবলাবিল্ব বালকোৎপলধান্যকৈঃ।
সনাগরৈঃ পিবেৎপেয়াং সাধিতামুদরাময়ী॥
অরলুত্বক্ প্রিয়ঙ্গুঞ্চ মধুকং দাড়িমাঙ্কুরান্।
আবাপ্য পিষ্ট্বা দধনি যবাগূং সাধয়েদ্দ্রবাং॥
এষা সর্ব্বানতীসারান্ হন্তিপক্কানসংশয়ং।
রসাঞ্জনং সাতিবিষং কুটজবীজং কৌটজং তথা॥
ধাতকীনাগরঞ্চৈব পায়য়েত্তণ্ডুলাম্বুনা।
সশূলরক্তজং ঘ্নন্তি যোগা মধুসমন্বিতাঃ॥
মধুকং বিল্বপেশ্যশ্চ শর্করা মধুসংযুতাঃ।
অতীসারং নিহন্যুশ্চ শালীষষ্টিকয়োঃ কণাঃ॥
তদ্বল্লীঢং মধুযুতং বদরীমূলমেবতু।
বদর্য্যর্জ্জুনজম্বাম্র শল্লকীবেতসত্বচঃ॥
শর্করাঃ ক্ষৌদ্রসংযুক্তাঃ পীতা ঘ্নন্ত্যুদরাময়ং।
এতৈরেব যবাগূশ্চ মণ্ডান্ যূষাংশ্চ কারয়েৎ॥

পানীয়ানি চ তৃষ্ণাসু দ্রব্যেষ্বেতেষু বুদ্ধিমান্ ।
কৃতং শাল্মলিবৃন্তেষু কষায়ং হিমসংজ্ঞকং ॥
নিশাপর্য্যুষিতং পেয়ং সক্ষৌদ্রং মধুকান্বিতং ।
বিবদ্ধবাতবিট্‌শূলপরীতঃ সপ্রবাহিকঃ ॥
সরক্তপিত্তশ্চ পয়ঃ পিবেত্তৃষ্ণা সমন্বিতঃ ।
যথামৃতং তথাক্ষীরমতীসারেষু পূজিতং ॥
চিরোত্থিতেষু তৎপেয়মপাস্তাগৈস্ত্রিভিঃ শৃতং ।
দোষশেষং হরেত্তদ্ধি তস্মাৎপথ্যতমং স্মৃতং ॥
হিতঃ স্নেহবিরেকো বা বস্তয়ঃ পিচ্ছিলাশ্চ যে ।
পিচ্ছিলাস্বরসে সিদ্ধং হিতং চ ঘৃতমুচ্যতে ॥
শকৃতা যস্ত সংসৃষ্টমতিসার্য্যেত শোণিতং ।
প্রাক্ পশ্চাদ্বা পুরীষস্য সরুক্ সপরিকর্ত্তিকঃ ॥
ক্ষীরিশুঙ্গাশৃতং সর্পিঃ পিবেৎ সক্ষৌদ্রশর্করং ।
দার্ব্বীত্বক্‌পিপ্পলীশুণ্ঠীলাক্ষাশক্রযবৈর্ঘৃতং ॥
সংযুক্তং ভদ্ররোহিণ্যা পক্কং পেয়াদিমিশ্রিতং ।
ত্রিদোষমপ্যতীসারং পীতং হন্তি সুদারুণং ॥
গৌরবে বমনং পথ্যং যস্যস্যাৎ প্রবলঃ কফঃ ।
জ্বরে দাহে সবিদ্বন্ধে মারুতাদ্রক্তপিত্তবৎ ॥
সম্পক্কে বহুদোষেচ বিবন্ধে মূত্রশোধনৈঃ ।
কার্য্যমাস্থাপনং ক্ষিপ্রং তথাচৈবানুবাসনং ॥
প্রবাহেণ গুদভ্রংশে মূত্রাঘাতে কটিগ্রহে ।
মধুরাম্লশৃতং তৈলং সর্পির্ব্বাপ্যনুবাসনং ॥
গুদপাকস্তু পিত্তেন যস্য স্যাদহিতাশিনঃ ।
তত্র পিত্তহরাঃ সেকাস্তৎসিদ্ধাশ্চানুবাসনাঃ ॥
দধিমণ্ডসুরা-বিল্বসিদ্ধং তৈলং সমারুতে ।
ভোজনে চ হিতং ক্ষীরং কচ্ছূরামূল সাধিতং ॥

অল্পাল্পং বহুশোরক্তং সরুগ য উপবেশ্যতে।
যদাবায়ুর্ব্বিবদ্ধশ্চ পিচ্ছাবস্তিস্তদাহিতঃ॥
প্রায়েণ গুদদৌর্ব্বল্যং দীর্ঘকালাতিসারিণাং।
ভবেত্তস্মাদ্ধিতং তেষাং গুদে তৈলাবচারণং॥
কপিত্থশাল্মলী ফঞ্জী বনকার্পাসি দাড়িমাঃ।
পৃথিকাকচ্ছুরাশেলুঃ শনশ্চূচুঃ সদাধিকা॥
শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতী কণ্টকারিকা।
বলাশ্বদংষ্ট্রা বিল্বানি পাঠানাগরধান্যকং॥
এষ আহারোসংযোগো হিতঃ সর্ব্বাতিসারিণাং।
তিলকল্কো হিতশ্চাত্র মৌদ্গামুদ্গারসস্তথা॥
পিত্তাতিসারী যো মর্ত্ত্যঃ পিত্তলানি নিষেবতে।
পিত্তং প্রদুষ্টং তস্যাশু রক্তাতিসারমাবহেৎ॥
জ্বরং শূলং তৃষাং দাহং গুদপাকঞ্চ দারুণং।
যো রক্তং শকৃতঃ পূর্ব্বং পশ্চাদ্বা প্রতিসার্য্যতে॥
স পল্লবৈর্ব্বটাদীনাং সসর্পিঃ সাধিতং পয়ঃ।
পিবেৎসশর্করাক্ষৌদ্রমথবাপ্যভিমথ্য তৎ॥
নবনীতমুখো লিহ্যাত্তক্রং চানুপিবেত্ততঃ।
পিয়াল শাল্মলী প্লক্ষ শল্লকী তিনিশত্বচঃ॥
ক্ষীরে বিমৃদিতাঃ পীতাঃ সক্ষৌদ্রা রক্তনাশনাঃ।
মধুকং শর্করা লোধ্রং পয়স্যামথ সারিবাং॥
পিবেচ্ছাগেন পয়সা সক্ষৌদ্রাং রক্তনাশনীং।
মঞ্জিষ্ঠাং সারিবাং লোধ্রং পদ্মকং কুমুদোৎপলং॥
পিবেৎ পদ্মাঞ্চ দুগ্ধেন ছাগেনাসৃক্ প্রশান্তয়ে।
শর্করোৎপললোধ্রাণি সমঙ্গা মধুকস্তিলাঃ॥
তিলামোচরসো লোধ্রং তথৈব মধুকোৎপলং।
কচ্ছুরা তিলকল্কশ্চ যোগাশ্চত্বার এবতু॥

আজেন পয়সা পেয়াঃ সরক্তে মধুসংযুতাঃ।
দ্রবে সরক্তে স্রবতি বালবিল্বং সফাণিতং॥
সক্ষৌদ্রতৈলং প্রাগেব লিহ্যাদাশু হিতং হি তৎ।
কোশকারং ঘৃতে ভৃষ্টং লাজচূর্ণং সিতা মধু॥
সশূলং রক্তপিত্তোত্থং লীঢ়ং হন্ত্যুদরাময়ং।
বিল্বমধ্যং সমধুকং শর্করাক্ষৌদ্র সংযুতং॥
তণ্ডুলাম্বুযুতো যোগঃ পিত্তরক্তোত্থিতং জয়েৎ।
গুদপাকে চ য উক্তাস্তেঽত্রাপি বিষয়ঃ স্মৃতাঃ॥
রুজায়াং বাপ্রশাম্যন্ত্যাং পিচ্ছাবস্তির্হিতো ভবেৎ।
রক্ত বিড় দোষবহুলং দীপ্তাগ্নির্য্যোঽতিসার্য্যতে॥
বিড়ঙ্গত্রিফলাকৃষ্ণাকষায়ৈস্তং বিরেচয়েৎ।
অথবৈরণ্ড সিদ্ধেন পয়সা কেবলেনবা॥
যবাগূর্ব্বিতরেত্তস্য বাতঘ্নৈর্দীপনৈঃ কৃতাঃ।
দীপ্তাগ্নির্নিঃপুরীষো যঃ সার্য্যতে ফেনিলং শকৃৎ॥
স পিবেৎ ফাণিতং শুণ্ঠী দধিতৈলপয়োঘৃতং।
স্বিন্নানি গুড়তৈলাভ্যাং ভক্ষয়েদ্বদরাণি চ॥
সুস্বিন্নান্ পিষ্টবদ্বাপি সমং বিল্বশলাটুভিঃ।
দধ্নোপযুজ্য কুল্মাষান্ শ্বেতামনুপিবেৎ সুরাং॥
শশমাংসং সরুধিরং সমঙ্গাং সঘৃতং দধি।
খাদেদ্বিপাচ্য সেবেত মৃদ্বন্নং শকৃতঃ ক্ষয়ে॥
সংস্কৃতো যমকে মাসযবকোলরসঃ শুভঃ।
ভোজনার্থঞ্চ দাতব্যো দধিদাড়িমসাধিতঃ॥
বিড়ং বিল্বশলাটূনি নাগরং চাম্লপেষিতং।
দধ্নঃ সরশ্চ যমকে ভৃষ্টো বর্চঃ ক্ষয়ে হিতং॥
সশূলং ক্ষীণবর্চ্চা যো দীপ্তাগ্নিরতি সার্য্যতে।
স পিবেদ্দীপনৈর্যুক্তং সর্পিঃসঙ্গ্রাহকৈঃ সহ॥

বায়ুঃ প্রবৃদ্ধো নিচিতং বলাসং নুদত্যধস্তাদহিতাশনস্য ।
প্রবাহমাণস্য মুহুর্ম্মলাক্তং প্রবাহিকাং তাং প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ ॥
প্রবাহিকা বাতকৃতা সশূলা পিত্তাৎ সদাহা সকফা কফাচ্চ ।
সশোণিতা শোণিত সম্ভবাস্তু তে স্নেহরুক্ষপ্রভবামতাস্তু ॥
তাসামতীসারবদাদিশেচ্চ লিঙ্গং ক্রমং চামবিপক্কতাঞ্চ ।
ন শান্তি মায়াতি বিলঙ্ঘনৈর্যা যোগৈরুদীর্ণা যদি পাচনৈর্ব্বা ॥
তাঃ ক্ষীরমেবাশুশৃতং নিহন্তি তৈলং তিলাঃ পিচ্ছিলবস্তয়শ্চ ।
আর্দ্রৈকুশৈঃ সংপরিবেষ্টিতানি বৃন্তান্যথার্দ্রাণি হি শাল্মলীনাং ॥
পক্কানি সম্যক্ পুটপাকযোগেনাপোথ্য তেভ্যো রসমাদদীত ॥
ক্ষীরং শৃতং তৈলহবির্বিমিশ্রং কল্কেন যষ্টিমধুকস্য বাপি ।
বস্তিং বিদধ্যাৎ ভিষগপ্রমত্তঃ প্রবাহিকামূত্রপুরীষসঙ্গে ॥
দ্বিপঞ্চমূলীক্কথিতেন শূলে প্রবাহমাণস্য সমাক্ষিকেণ ।
ক্ষীরেণ চাস্থাপনমগ্র্যমুক্তং তৈলেন যুঞ্জ্যাদনুব্বাসনং চ ॥
বাতঘ্নবর্গে লবণেষু চৈব তৈলং চসিদ্ধং হিতমন্নপানে ।
লোধ্রংবিড়ং বিল্বশলাটুচৈব লিহ্যাচ্চ তৈলেন কটুত্রিকালঃ
দধ্না সসারেণ সমাক্ষিকেণ ভুঞ্জীত নিঃসারকপীড়িতস্তু ।
সুতপ্তকুপ্যক্কথিতেন বাপি ক্ষীরেণ শীতেন মধুপ্লুতেন ॥
শূলার্দ্দিতো ব্যোষবিদারিগন্ধা সিদ্ধেন দুগ্ধেন হিতায় ভোজ্যঃ ।
বাতঘ্নসংগ্রাহকদীপনীয়ৈঃ কৃতান্‌রসাংশ্চাপ্যুপভোজয়েচ্চ ॥
খাদেচ্চ মৎস্যান্ রসমাপ্নুয়াচ্চ বাতঘ্নসিদ্ধং সঘৃতং সতৈলং ।
এণাব্যজানাস্তু বটপ্রবালৈঃ সিদ্ধানি সার্দ্ধং পিশিতানি খাদেৎ ॥
মেধ্যস্য সিদ্ধস্তথবাপি রক্তং বস্তস্য দধ্না ঘৃততৈলযুক্তং ।
খাদেৎ প্রযুক্তৈঃ শিখিলাবজৈশ্চ ভুঞ্জীত যূষৈর্দধিভিশ্চমুখ্যৈঃ ॥
মাষান্ সুসিদ্ধান্ ঘৃতমণ্ডযুক্তান্ খাদেচ্চ দধ্না মরিচোপদংশান্ ॥
মহারুজে মূত্রকৃচ্ছ্রে ভিষগ্‌বস্তিং প্রদাপয়েৎ ।
পয়োমধু ঘৃতোন্মিশ্রং মধুকোৎপলসাধিতং ॥

স বস্তিঃ শময়েত্তস্য রক্তদাহমথো জ্বরং ।
মধুরৌষধসিদ্ধঞ্চ হিতং তস্যানুবাসনং ॥
রাত্রাবহনি বা নিত্যং কুজার্ত্তো যো ভবেন্নরঃ ।
যথা যথা স তৈলঃ স্যাদ্বাতশান্তিস্তথা তথা ॥
প্রশান্তে মারুতে বাপি শান্তিং যাতি প্রবাহিকা ।
তস্মাৎ প্রবাহিকারোগে মারুতং শময়েদ্ভিষক্ ॥
পাঠাজমোদাকুটজস্য বীজং শুণ্ঠি সমা মাগধিকাশ্চ পিষ্টাঃ ।
সুখাম্বুপীতাঃ শময়ন্তি রোগং মেধান্নসিদ্ধং সঘৃতং পয়ো বা ॥
শুণ্ঠি ঘৃতং সক্ষবকং সতৈলং বিপাচ্য লীঢ়ামরমাশু হন্যাৎ ।
গজাশনাকুস্তিকদাড়িমানাং রসৈঃ কৃতে তৈলঘৃতে সদধ্নি ॥
বিল্বান্বিতা পথ্যতমা যবাগূর্ধারোষ্ণদুগ্ধস্য তথা চ পানং ।
লঘূনি পথ্যান্যথ দীপনানি স্নিগ্ধানি ভোজ্যান্যুদরাময়েষু ॥
হিতায় নিত্যং বিতরেদ্ধি ভোজ্যং যোগাংশ্চ তাংস্তান্ ভিষগপ্রমত্তঃ ।
তৃষ্ণাপনয়নী লঘ্বী দীপনী বস্তিশোধনী ॥
জ্বরে চৈবাতি সারেচ যবাগূঃ সর্ব্বদা হিতা ।
রৌক্ষ্যাজ্জাতে ক্রিয়া স্নিগ্ধারুক্ষাস্নেহনিমিত্তজে ॥
ভয়জে সান্ত্বনাপূর্ব্বা শোকজে শোকনাশিনী ।
বিষার্শঃ কৃমি সম্ভূতে হিতাচোভয়শর্ম্মদা ॥
ছর্দ্দিমূর্চ্ছা তৃড়াদ্যাশ্চ সাধয়েদবিরোধতঃ ।
সমবায়ে তু দোষাণাং পূর্ব্বং পিত্তমুপাচরেৎ ॥
জ্বরে চৈবাতি সারে চ সর্ব্বত্রান্যত্র মারুতং ।
যস্যোচ্চারং বিনামূত্রং সম্যগ্বায়ুশ্চ গচ্ছতি ॥
দীপ্তাগ্নেল ঘুকোষ্ঠস্যস্থিত স্তস্যোদরাময়ঃ ।
কর্ম্মজা ব্যাধয়ঃ কেচিদ্দোষজা সন্তি চাপরে ॥
কর্ম্মদোষোদ্ভবাশ্চান্যে কর্ম্মজাস্তেষহেতুকাঃ ।
নশ্যন্তি স্বক্রিয়াভিস্তে ক্রিয়াভিঃ কর্ম্মসংক্ষয়ে ॥

শাম্যন্তি দোষ সম্ভূতা দোষসংক্ষয়হেতুভিঃ।
তেষামন্ননিদানা যে প্রতিকষ্টা ভবন্তি চ॥
মৃদবো বহুদোষা বা কর্ম্মদোষোদ্ভবাস্তু তে।
কর্ম্মদোষক্ষয়কৃতাস্তেষাং সিদ্ধির্বিধীয়তে॥
দুষ্যন্তি গ্রহণীজন্তোরগ্নিসাদন হেতুভিঃ।
অতিসারে নিবৃত্তেঽপি মন্দাগ্নেরহিতাশিনঃ॥
ভূয়ঃ সন্দূষিতো বহ্নির্গ্রহণীমভিদূষয়েৎ।
তস্মাৎ কার্য্যঃ পরীহারস্ত্বতীসারে বিরিক্তবৎ॥
যাবন্ন প্রকৃতিস্থঃ স্যাদ্দোষতঃ প্রাণতস্তথা।
ষষ্ঠী পিত্তধরা নাম যা কলা পরিকীর্ত্তিতা॥
পক্বামাশয়মধ্যস্থা গ্রহণী সা প্রকীর্ত্তিতা।
গ্রহণ্যা বলমগ্নির্হি স চাপি গ্রহণীশ্রিতঃ॥
তস্মাৎ সন্দূষিতে বহ্নৌ গ্রহণীং সম্প্রদুষ্যতি।
একশঃ সর্ব্বশশ্চৈব দোষৈরত্যর্থ মূর্চ্ছিতৈঃ॥
সা দুষ্টা বহুশোভুক্তমামমেব বিমুঞ্চতি।
পক্বং বা সরুজং পূতি মুহুর্ব্বদ্ধং মুহুর্দ্রবং॥
গ্রহণী রোগমাহুস্ত মায়ুর্ব্বেদ-বিদোজনাঃ।
তস্যোৎপত্তৌ বিদাহান্নে সদনালস্য তৃট্ক্লমাঃ॥
বলক্ষয়োঽরুচিঃ কাসঃ কর্ণক্ষ্বেড়ান্ত্র কূজনং।
অথ জাতে ভবেজ্জন্তুঃ শূনপাদকরঃ কৃশঃ॥
পর্ব্বরুগ্‌লৌল্যতৃট্‌ছর্দ্দিজ্বরারোচকদাহবান্।
উদ্গিরেচ্ছুক্ত তিক্তাম্ললোহধূমামগন্ধিকং॥
প্রসেক-মুখবৈরস্য-তমকারুচি পীড়িতঃ।
বাতাচ্ছূলাধিকৈঃ পায়ুহৃৎপার্শ্বোদরমস্তকৈঃ॥
পিত্তাৎ সদাহৈগুর্ব্বভিঃ কফাত্ত্রিভিস্ত্রিলক্ষণৈঃ।
দোষবর্ণনখৈস্তদ্বদ্বিণ্মূত্রনয়নাননৈঃ॥

হৃৎপাণ্ডূদরগুল্মার্শঃ প্লীহাশ্চৈব মানবঃ ।
যথাদোষোচ্ছ্রয়ন্তস্য বিশুদ্ধস্য যথাক্রমং ॥
পেয়াদিং বিতরেৎ সম্যক্ দীপনীয়োপসম্ভৃতং ।
ততঃ পাচন সংগ্রাহিদীপনীয়গণত্রয়ং ॥
পিবেৎ প্রাতঃ সুরারিষ্ট-স্নেহমূত্রসুখাম্বুভিঃ ।
তক্রেণ বাথ তক্রং বা কেবলং হিতমুচ্যতে ॥
কৃমিগুল্মোদরার্শোঘ্নী ক্রিয়াশ্চাত্রাবচারয়েৎ ।
চূর্ণং হিঙ্গ্বাদিকং চাত্র ঘৃতং বা প্লীহনাশনং ॥
কল্কেন মগধাদেশ্চ চাঙ্গেরীস্বরসেনবা ।
চতুর্গুণেন দধ্নাচ ঘৃতং সিদ্ধং হিতং ভবেৎ ॥
সর্ব্বথা দীপনং সর্ব্বং গ্রহণীরোগিণাং হিতং ।
জরাদীনবিরোধাচ্চ সাধয়েৎ স্বৈশ্চিকিৎসিতৈঃ ॥

একচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

অথাতঃ শোষপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ ।

অনেকরোগানুগতো বহুরোগ পুরোগমঃ ।
দুর্ব্বিজ্ঞেয়ো দুর্নিবারঃ শোষো ব্যাধির্ম্মহাবলঃ ॥
সংশোষণাদ্রসাদীনাং শোষ ইত্যভিধীয়তে ।
ক্রিয়াক্ষয়করত্বাচ্চ ক্ষয় ইত্যুচ্যতে পুনঃ ॥
রাজ্ঞশ্চন্দ্রমসো যস্মাদভূদেষ কিলাময়ঃ ।
তস্মাত্তং রাজযক্ষ্মেতি কেচিদাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥
সব্যস্তৈর্জ্জায়তে দোষৈরিতি কেচিদ্বদন্তি হি ।
একাদশানামেকস্মিন্ সান্নিধ্যাত্তন্ত্রযুক্তিতঃ ॥
ক্রিয়াণা ক্ষাবিভাগেন প্রাগেবোৎপাদনেন চ ।
এক এব মতঃ শোষঃ সন্নিপাতাত্মকো হ্যতঃ ॥

উদ্রেকাত্তত্র লিঙ্গানি দোষাণাং নিপতন্তি হি।
ক্ষয়াদ্বেগপ্রতীঘাতাদ্ব্যায়ামাৎ বিষমাশনাৎ॥
জায়তে কুপিতৈর্দোষৈ র্ব্যাপ্তদেহস্য দেহিনঃ।
কফপ্রধানৈর্দোষৈর্হি রুদ্ধেষু রসবর্ত্মসু॥
অতিব্যবায়িনো বাপি ক্ষীণে রেতস্যনন্তরা।
ক্ষীয়ন্তে ধাতবঃ সর্ব্বে ততঃ শুষ্যতি মানবঃ॥
ভক্তদ্বেষো জ্বরঃ শ্বাসঃ কাসঃ শোণিতদর্শনং।
স্বরভেদশ্চ জায়ন্তে ষড়্রূপে রাজযক্ষ্মণি॥
স্বরভেদোঽনিলাচ্ছূলং সঙ্কোচশ্চাংসপার্শ্বয়োঃ।
জ্বরো দাহোঽতিসারশ্চ পিত্তাদ্রক্তস্যচাগমঃ॥
শিরসঃ পরিপূর্ণত্বমভক্তচ্ছন্দ এবচ।
কাসঃ কণ্ঠস্য চোধ্বংস বিজ্ঞেয়ঃ কফকোপতঃ॥
একাদশভিরেতৈর্ব্বা ষড়্ভির্ব্বাপি সমন্বিতং।
কাসাতিসারপার্শ্বার্ত্তিস্বরভেদারুচিজ্বরৈঃ॥
ত্রিভির্ব্বা পীড়িতং লিঙ্গৈর্জ্বরকাসাসৃগাময়ৈঃ।
জহ্যাচ্ছোষার্দিতং জন্তুমিচ্ছন্ সুবিপুলং যশঃ॥
ব্যবায়শোকস্থাবীর্য্যব্যায়ামাধ্বোপবাসতঃ।
ব্রণোরঃক্ষতপীড়াভ্যাং শোষানন্যেবদন্তি হি॥
ব্যবায়শোষঃ শুক্রস্য ক্ষয়লিঙ্গৈরুপদ্রুতঃ।
পাণ্ডুদেহ যথাপূর্ব্বং ক্ষীয়ন্তে চাস্য ধাতবঃ॥
প্রধ্যানশীলঃ স্রস্তাঙ্গঃ শোকশোষ্যপি তাদৃশঃ।
বিনা শুক্রক্ষয়কৃতৈর্ব্বিকারৈরভিলক্ষিতঃ॥
জরাশোষী কৃশোমন্দস্বল্পবুদ্ধিবলেন্দ্রিয়ঃ।
শ্বসনোঽরুচিমান্ভিন্নকাংস্যপাত্রহতস্বরঃ॥
ষ্ঠীবতি শ্লেষ্মণা হীনং তথৈবারতি পীড়িতঃ।
সম্প্রস্রুতাস্যনাসাক্ষঃ শুষ্করুক্ষমলচ্ছবিঃ॥

অধ্বপ্রশোষী স্রস্তাঙ্গঃ সংভৃষ্টপরুষচ্ছবিঃ।
প্রসুপ্তগাত্রাবয়বঃ শুষ্কক্লোমগলাননঃ॥
ব্যায়ামশোষী ভূয়িষ্ঠমেভিরেব সমন্বিতঃ।
উরঃক্ষতকৃতৈ র্লিঙ্গৈঃ সংযুক্তশ্চ ক্ষতাদ্বিনা॥
রক্তক্ষয়াদ্বেদনাভি স্তথৈবাহারযন্ত্রণাৎ।
ব্রণিতস্য ভবেচ্ছোষঃ সচাসাধ্যতমস্তবতঃ॥
ব্যায়ামভারাধ্যয়নৈরভিঘাতাতিমৈথুনৈঃ।
কর্ম্মণা চাপ্যুরস্যেন বক্ষো যস্য বিদারিতং॥
তস্যোরসি ক্ষতে রক্তং পূয়ঃ শ্লেষ্মাচ গচ্ছতি।
কাসমানশ্ছর্দয়েচ্চ পীতরক্তাসিতারুণং॥
সন্তপ্তবক্ষাঃ সোঽত্যর্থং দূয়নাৎ পরিতাম্যতি।
দুর্গন্ধবদনোচ্ছাসো ভিন্নবর্ণস্বরো নরঃ॥
কেষাঞ্চিদেব শোষোহি কারণৈর্ভেদমাগতঃ।
ন তত্র দোষলিঙ্গানাং সমস্তানাং নিপাতনং॥
ক্ষয়া এব হি তে জ্ঞেয়াঃ প্রত্যেকং ধাতুসংক্ষয়াৎ।
চিকিৎসিতং তু তেষাং হি প্রোক্তং ধাতুসংক্ষয়ে॥
শ্বাসাঙ্গসাদকফসংস্রবতালুশোষ ছর্দ্যগ্নিসাদমদপীনসকাসনিদ্রাঃ।
শোষে ভবিষ্যতি ভবন্তি স চাপি জন্তুঃ
শুক্লেক্ষণো ভবতি মাংসপরো রিরংসুঃ॥
স্বপ্নেষু কাকশুকশল্লকিনীলকণ্ঠ গৃধ্রাস্তথৈব কপয়ঃ কৃকলাসকাশ্চ।
তং বাহয়ন্তি স নদীর্বিজলাশ্চ
পশ্যেচ্ছুষ্কাং স্তরূন্ পবনধূমদবার্দ্দিতাংশ্চ॥
মহাশনং ক্ষীয়মানমতীসার নিপীড়িতং।
শূনমুষ্কোদরং চৈবং যক্ষ্মিণং পরিবর্জ্জয়েৎ॥
উপাচরেদাত্মবন্তং দীপ্তাগ্নিমকৃশং নবং।
হিতাদিবর্গসিদ্ধেন ঘৃতেনাজাবিকেন চ॥

স্নিগ্ধস্য মৃদু কর্ত্তব্যমূর্দ্ধঞ্চাধশ্চ শোধনং।
আস্থাপনং তথা কার্য্যং শিরসশ্চ বিরেচনং॥
যবগোধূমশালীংশ্চ রসৈর্ভুঞ্জীত শোধিতঃ।
দৃঢ়েঽগ্নৌ বৃংহয়েচ্চাপি নিবৃত্তোপদ্রবং নরং॥
ব্যবায়শোষিতং প্রায়ো ভজন্তে বাতজা গদাঃ।
বৃংহণীয়োবিধিস্তস্মৈ হিতঃ স্নিগ্ধোঽনিলাপহঃ॥
কাকানুলূকান্নকুলান্ বিড়ালান্ গণ্ডূপদান্ ব্যালবিলেশয়াখূন্।
গৃধ্রাংশ্চ দদ্যাদ্বিবিধৈঃ প্রকারৈঃ সসৈন্ধবান্ সর্ষপতৈলভৃষ্টান্॥
দেয়ানি মাংসানি চ জাঙ্গলানি মুদ্গাঢ়কীসূপরসাশ্চ হৃদ্যাঃ।
খরোষ্ট্রনাগাশ্বতরাশ্বজানি দেয়ানি মাংসানি সুকল্পিতানি॥
মাংসোপদংশাংশ্চ পিবেদরিষ্টান্ মাধ্বীকযুক্তাঃ মদিরাশ্চ সেব্যাঃ।
অর্কামৃতাক্ষারজলোষিতেভ্যঃ কৃত্বা যবেভ্যো বিবিধাংশ্চ ভক্ষ্যান্॥
খাদেৎ পিবেৎ সর্পিরজাবিকং বা কৃশো যবাগূং সহ ভক্তকালে।
সর্পির্মধুভ্যাং ত্রিকটু প্রলিহ্যাচ্চব্যাবিড়ঙ্গোপহিতং ক্ষয়ার্ত্তঃ॥
মাংসাদমাংসেষু ঘৃতঞ্চ সিদ্ধং শোষাপহং ক্ষৌদ্রকণাসমেতং।
দ্রাক্ষাসিতা মাগধিকাবলেহঃ সক্ষৌদ্রতৈলঃ ক্ষয়রোগঘাতী॥
ঘৃতেন চাজেন সমাক্ষিকেন তুরঙ্গগন্ধাতিলমাষচূর্ণং।
সিতাশ্বগন্ধামগধোদ্ভবানাং চূর্ণং ঘৃতং ক্ষৌদ্রযুতং প্রলিহ্যাৎ॥
ক্ষীরং পিবেদ্বাপ্যথবাজিগন্ধা বিপক্কমেবং লভতে চ পুষ্টিং।
তদুত্থিতং ক্ষীরঘৃতং সিতাঢ্যং প্রাতঃ পিবেৎ বাথ পয়োঽনুপানং॥
উৎসাদনে চাপি তুরঙ্গগন্ধা যোজ্যা যবাশ্চৈব পুনর্নবে চ।
ক্বাথে বৃষে তৎ কুসুমৈশ্চ সিদ্ধং সর্পিঃ পিবেৎ ক্ষৌদ্রযুতং হিতাশী॥
যক্ষ্মাণমেতৎ প্রবলঞ্চ কাসং শ্বাসঞ্চ হন্যাদপি পাণ্ডুতাঞ্চ।
শক্রদ্রুমা গোক্ষুরকাব্যজানাং ক্বাথোমিতাশ্চাপি তথৈব ভাগৈঃ॥
মূর্ব্বাহরিদ্রাপাদক্রমাণাং ক্ষীরস্য ভাগস্তপরো ঘৃতস্য।
ভাগান্ দশৈতান্ বিপচেদ্বিধিজ্ঞো দত্ত্বা ত্রিবর্গং মধুরঞ্চ কৃৎস্নং॥

কটুত্রিকঞ্চৈব সতদ্রদারু ঘৃতোত্তমং যক্ষ্মনিবারণায় ।
দ্বে পঞ্চমূল্যৌ বরুণং করঞ্জং ভল্লাতকং বিল্ব পুনর্নবে চ ॥
যবান্ কুলথান্ বদরাণী ভার্গীং পাঠাং হুতাশং সমহীকদম্বং ।
কৃত্বা কষায়ং বিপচেদ্ধি তস্য ষড়্ভির্হি পাত্রৈর্ঘৃতপাত্রমেকং ॥
ব্যোষং মহাবৃক্ষপয়োহভয়াঞ্চ চব্যং সুরাহ্বং লবণোত্তমঞ্চ ।
এতদ্ধি শোষং জঠরাণি চৈব হন্যাৎ প্রমেহাংশ্চ সহানিলেন ॥
গোহশ্বনাগৈডকখরোষ্ট্রজাতৈঃ শকৃদ্রসক্ষীররসক্ষতোয়ৈঃ ।
দ্রাক্ষাশ্বগন্ধা মগধাসিতাভিঃ সিদ্ধং ঘৃতং যক্ষ্মবিকারহারি ॥
এলাজমোদামলকাভয়াক্ষ গায়ত্র্যরিষ্টাসনশালসারান্ ।
বিড়ঙ্গ ভল্লাতকচিত্রকোগ্রা কটুত্রিকাম্ভোদ সুরাষ্ট্রজাশ্চ ॥
পক্ত্বা জলে তেন পচেদ্ধি সর্পিস্তস্মিন্ সুসিদ্ধে ত্ববতারিতে চ ।
ত্রিংশৎপলান্যত্র সিতোপলায়া দত্ত্বা তুগাক্ষীরিপলানি ষট্ চ ॥
প্রস্থে ঘৃতস্য দ্বিগুণঞ্চ দদ্যাৎ ক্ষৌদ্রং ততো মন্থহতং বিদধ্যাৎ ।
পলং পলং প্রাতরতঃ প্রলিহ্যাৎ পশ্চাৎ পিবেৎ ক্ষীরমতন্দ্রিতশ্চ ॥
এতদ্ধি মেধ্যং পরমং পবিত্রং চক্ষুষ্যমায়ুষ্যমথো যশস্যং ।
যক্ষ্মাণমাশু ব্যপহন্তি চৈতৎ পাণ্ড্বাময়ঞ্চৈব ভগন্দরঞ্চ ॥
শ্বাসঞ্চ হন্তি স্বরভেদকা চ হৃৎপ্লীহগুল্ম গ্রহণী গদাংশ্চ ।
নচাত্র কিঞ্চিৎ পরিবর্জনীয়ং রসায়নঞ্চৈতদুপাস্যমানং ॥
প্লীহোদরোক্তং বিহিতঞ্চ সর্পিঃ ক্ষীণেষু চান্যানি হিতানি চাত্র
উপদ্রবাংশ্চ স্বরবৈকৃতাদীন্ জয়েদ্যথাস্বং প্রসমীক্ষ্য শাস্ত্রং ॥
অজাশকৃন্মূত্রপয়োঘৃতাশ্যড্ মাংসান্নপানানি প্রতিসেবমানঃ ।
স্নানাদি নানাবিধিনা জহাতি মাংসাদশেষং নিয়মেন শোষং ॥
রসোনযোগং বিধিবৎ ক্ষয়ার্ত্তঃ ক্ষীরেণ বা নাগবলাপ্রয়োগং ।
সেবেত বা মাগধিকাবিধানং তথোপযোগং জতুনোঽশ্মজস্য ॥
শোকং স্ত্রিয়ঃ ক্রোধমসূয়নঞ্চ ত্যজেদুদারান্ বিষয়ান্ ভজেত ।
বৈদ্যান্ দ্বিজাতীং স্ত্রিদশান্ গুরূংশ্চ বাচশ্চ পুণ্যাঃ শৃণুয়াদ্

দ্বিচত্বারিংশত্তমোধ্যাহধ্যায়ঃ।

অথাতো গুল্মপ্রতিশেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

যথোক্তৈঃ কোপনৈর্দোষাঃ কুপিতাঃ কোষ্ঠমাগতাঃ।
জনয়ন্তি নৃণাং গুল্মং স পঞ্চবিধ উচ্যতে॥
হৃদবস্ত্যোরন্তরে গ্রন্থিঃ সঞ্চারী যদি বা চলঃ।
চয়াপচয়বান্ বৃত্তঃ স গুল্ম ইতি কীর্ত্তিতঃ॥
পঞ্চ গুল্মাশ্রয়া নৃণাং পার্শ্বে হৃন্নাভিবস্তয়ঃ।
কুপিতানিলমূলত্বাদ্গূঢ়মূলোদয়াদপি॥
গুল্মবদ্বা বিশালত্বাদ্গুল্ম ইত্যভিধীয়তে।
স যস্মাদাত্মনি চয়ং গচ্ছত্যপ্স্বিব বুদ্বুদঃ॥
অন্তঃসরতি যস্মাচ্চ ন পাক মুপযাত্যতঃ।
সব্যস্তৈর্জায়তে দোষৈঃ সমস্তৈরপি বোচ্ছ্রিতৈঃ॥
পুরুষাণাং তথা স্ত্রীণাং জ্ঞেয়া রক্তেন চাপরঃ।
সদনং মন্দতা বহ্নেরাটোপোহন্ত্রবিকূজনং॥
বিণ্মূত্রানিলসঙ্গশ্চ সৌহিত্যাসহতা তথা।
দ্বেষোহন্নে বায়ুরূর্দ্ধঞ্চ পূর্ব্বরূপেষু গুল্মিনাং॥
পুষ্করব্যোষধান্যাম্লবেতশ ক্ষারচিত্রকৈঃ।
শটীবচাজগন্ধৈলা সুরসৈশ্চ বিপাচিতং॥
শূলানাহহরং সর্পির্দধ্না চানিল গুল্মিনাং।
বিড়দাড়িমসিদ্ধার্থ হতভুগব্যোষ জীরকৈঃ॥
হিঙ্গুসৌবর্চ্চল ক্ষারবৃক্ষাম্লাম্লবেতসৈঃ।
বীজপূররসোপেতং সর্পির্দধি চতুর্গুণং॥
সাধিতং দাধিকং নাম গুল্মঘ্নং প্লীহশূলজিৎ।
রসোন স্বরসে সর্পিঃ পঞ্চমূলরসান্বিতং॥

সুরারনালদধ্যম্ল মূলক স্বরসৈঃ সহ।
ব্যোষদাড়িমবৃক্ষাম্ল যবানী চব্যসৈন্ধবৈঃ॥
হিংগ্বম্লবেতসাজাজী দীপকৈশ্চ সমাংসিকৈঃ॥
সিদ্ধগুল্ম গ্রহণ্যর্শঃ শ্বাসোন্মাদ ক্ষয়জ্বরান্॥
কাসাপস্মার মন্দাগ্নি প্লীহশূলানিলাঞ্জয়েৎ।
দধিগোমূত্রকং সর্পিঃ ক্ষারৌ মুদ্গকুলত্থজৌ॥
পঞ্চাঢকানি বিপচেদাবাপ্য দ্বিপলান্যথ।
সৌবর্চ্চলং স্বর্জিকাঞ্চ দেবদর্ব্বশ্চ সৈন্ধবং॥
বাতগুল্মাপহং সর্পিরেতদ্দীপনমেবচ।
তৃণ মূলকষায়েতু জীবনীয়ৈঃ পচেদ্ঘৃতং॥
ন্যগ্রোধাদিগণে বাপি গণে বাপ্যুৎপলাদিকে।
রক্তপিত্তোত্থিতং যুক্তং ঘৃতান্যেতান্যসংশয়ং॥
আরগ্বধাদৌ বিপচেদ্দীপনীয়যুতং ঘৃতং।
ক্ষারবর্গে পচেচ্চান্যং পচেন্মূত্রগণেঽপরং॥
যুক্তিগুল্মং কফোদ্ভুতং ঘৃতান্যেতান্যসংশয়ং।
যথাদোষোচ্ছ্রয়ঞ্চাপি চিকিৎসেৎ সান্নিপাতিকং॥
চূর্ণং হিংগ্বাদিকং বাপি ঘৃতং বা প্লীহনাশনং।
পিবেদ্গুল্মাপহং কালে সর্পিস্তৈল্বকমেব বা॥
তিলেক্ষুরকপালাশ সার্ষপং যবনালজং।
ভস্ম মূলকঞ্চাপি গোঽজাবিখরহস্তিনাং॥
মূত্রেণ মহিষীণাঞ্চ পালিকৈশ্চাবচূর্ণিতৈঃ।
কুষ্ঠসৈন্ধব যষ্ট্যাহ্বনাগরক্রিমিঘাতিভিঃ॥
সাজমোদৈশ্চ দশভিঃ সামুদ্রাচ্চ পলৈর্যুতং।
অয়ঃ পাত্রেঽগ্নিনাল্পেন পক্ত্বা লেহ্যগন্ধকে॥
তস্য মাত্রাং পিবেদ্দধ্না সুরয়া সর্পিষাপি বা।
ধান্যাম্লেনোষ্ণতোয়েন কৌলত্থেন রসেন বা॥

গুল্মং বাতবিকারাংশ্চ ক্ষারোঽয়ং হন্ত্যসংশয়ং।
স্বর্জিকাকুষ্ঠ সহিতঃ ক্ষারঃ কেতকজোঽপি বা ॥
তৈলেন শময়েৎ পীতো গুল্মং পবন সম্ভবং।
পীতং সুখাম্বুনা বাপি স্বর্জিকাকুষ্ঠসৈন্ধবং ॥
বৃশ্চীকমুরুবূকঞ্চ বর্ষাভূবৃহতীদ্বয়ং।
চিত্রকঞ্চ জলদ্রোণে পক্ত্বা পাদাবশেষিতং ॥
হৃৎকুক্ষিশূলং মুখকণ্ঠ শোষো বায়োর্নিরোধো বিষমাগ্নিতা চ।
তে তে বিকারাঃ পবনাত্মকাশ্চ ভবন্তি গুল্মে হ্যনিল সম্ভবেতু ॥
স্বেদজ্বরাহার বিদাহ দাহা তৃষ্ণাঙ্গরাগঃ কটুবক্ত্রতা চ।
পিত্তস্য লিঙ্গান্যখিলানি যানি পিত্তাত্মকে তানি ভবন্তি গুল্মে ॥
স্তৈমিত্যমন্নে হ্যরুচিরঙ্গ সাদ শ্চর্দ্দিঃ প্রসেকো মধুরাস্যতা চ।
কফস্য লিঙ্গানিচ যানি তানি ভবন্তি গুল্মে কফ সম্ভবেতু ॥
সর্ব্বাত্মকঃ সর্ব্ব বিকারযুক্তঃ সোঽসাধ্য উক্তঃ ক্ষতজশ্চ বক্ষ্যে।
নবপ্রসূতা হহি তভোজনা যা যাচামগর্ভং বিসৃজেদৃতৌ বা ॥
বায়ুর্হি তস্যা পরিগৃহ্য রক্তং করোতি গুল্মং সরুজং সদাহং।
পৈত্তস্য লিঙ্গেন সমানলিঙ্গং বিশেষণং চাপ্যপরং নিবোধ ॥
ন স্পন্দতে নোদরমেতি বৃদ্ধিং ভবন্তি লিঙ্গানিচ গর্ভিণীনাং।
তং গর্ভকালাতিগমে চিকিৎস্য মসৃগ্ভবং গুল্মমুশন্তি তজ্জ্ঞাঃ ॥
বাতগুল্মার্দিতং স্নিগ্ধং যুক্তং স্নেহবিরেচনৈঃ।
উপাচরেদ্যথাকালং নিরূহৈঃ সানুবাসনৈঃ ॥
পিত্তগুল্মার্দিতং স্নিগ্ধং কাকোল্যাদি ঘৃতেনতু।
বিরিক্তং মধুরৈর্যোগৈর্নিরূহৈঃ সমুপাচরেৎ ॥
শ্লেষ্মগুল্মার্দিতং স্নিগ্ধং পিপ্পল্যাদিঘৃতেনতু।
তীক্ষ্ণৈর্বিরিক্তং রূক্ষৈপৈর্নিরূহৈঃ সমুপাচরেৎ ॥
সন্নিপাতোত্থিতে গুল্মে ত্রিদোষঘ্নো বিধির্হিতঃ।
পিত্তবদ্রক্ত গুল্মিন্যা নার্য্যাঃ কার্য্যঃ ক্রিয়াবিধিঃ ॥

বিশেষণপরং চাস্যাঃ শৃণু রক্তবিভেদনং ।
পলাশভস্মতোয়েন সিদ্ধং সর্পিঃ প্রযোজয়েৎ ॥
দদ্যাদুত্তরবস্তিঞ্চ পিপ্পল্যাদি ঘৃতেন তু ।
উষ্ণৈর্ব্বা ভেদয়েস্তিন্নে বিধিরসৃগ্দরো হিতঃ ॥
আনূপৌদকমজ্জানো বসা তৈলং ঘৃতং দধি ।
বিপক্বমেকতঃ শস্তং বাত গুল্মেহনুবাসনং ॥
জাঙ্গলৈকশফানান্তু বসা সর্পিশ্চ পৈত্তিকে ।
তৈলং জাঙ্গলমজ্জান এবং গুল্মে কফোত্থিতে ॥
ধাত্রীফলানাং স্বরসে ষড়ঙ্গং বিপচেদ্ঘৃতং ।
শর্করাসৈন্ধবোপেতং তদ্ধিতং বাতগুল্মিনে ॥
চিত্রকপোষসিদ্ধুথ পৃথ্বীকা চব্য দাড়িমৌ ।
দীপ্যকগ্রন্থিকাজাজী হবুষাধান্যকৈঃ সমৈঃ ॥
দধ্যারনালবদর মূলক স্বরসৈর্ঘৃতং ।
তৎ পিবেৎ বাতগুল্মাগ্নি দৌর্ব্বল্যাটোপশূলঘ্নং ।
হিঙ্গুসৌবর্চ্চলাজাজী বিড়দাড়িমদীপ্যকৈঃ ।
মাগধীচিত্রকক্ষৌদ্রলিপ্তে কুম্ভেনিধাপয়েৎ ॥
মধুনঃ প্রস্থমাবাপ্য পথ্যা চূর্ণার্দ্ধ সংযুতং ।
তুষেষিতং দশাহন্তু জীর্ণভক্তঃ পিবেন্নরঃ ॥
অরিষ্টোহয়ং জয়েদ্গুল্মমবিপাকমরোচকং ।
পাঠানিকুম্ভ রজনী ত্রিকটু ত্রিফলাগ্নিকং ॥
লবণং বৃক্ষবীজঞ্চ তুল্যং স্যাদনবং গুড়ং ।
পথ্যাভিঃ সহিতং চূর্ণং গবাং মূত্রযুতং পচেৎ ॥
গুটিকাস্তদ্ঘনীভূতং কৃত্বা খাদেদভুক্তবান্ ।
গুল্মপ্লীহাগ্নিসাদাং স্তান্ নাশয়েযুরশেষতঃ ॥
হৃদ্রোগং গ্রহণীদোষং পাণ্ডুরোগঞ্চ দারুণং ।
সশূলে সোন্নতস্পন্দে দাহপাকরুগন্বিতে ॥

গুল্মে রক্তং জলৌকোভিঃ সিরামোক্ষেণ বাহরেৎ।
সুখোষ্ণাঃ জাঙ্গলরসাঃ সুস্নিগ্ধা ব্যক্তসৈন্ধবাঃ॥
কটুত্রিকসমাযুক্তা হিতাঃ পানে চ গুল্মিনাং।
পেয়াঃ বাতহরৈঃ সিদ্ধাঃ কৌলত্থাঃ সংস্কৃতা রসাঃ॥
খলাঃ সপঞ্চমূলাশ্চ গুল্মিনাং ভোজনে হিতাঃ।
বদ্ধবর্চোঽনিলানান্তু সার্দ্রকং ক্ষীরমিষ্যতে॥
কুম্ভীপিণ্ডেষ্টকাস্বেদান্ কারয়েৎ কুশলোভিষক্।
গুল্মিনঃ সর্ব্ব এবোক্তা চূর্ণিরেচ্যতমা ভূশং॥
অতশ্চৈতাংস্তু স্বিন্নান্ স্রংসনেনোপপাদয়েৎ।
বিলেপনাভ্যঞ্জনানি তথা সংদহনানি চ॥
উপনাহাশ্চ কর্ত্তব্যাঃ সুখোষ্ণাঃ শাল্বণাদয়ঃ।
উদবোক্তানি সর্পীংষি চূর্ণবর্ত্তি ক্রিয়াস্তথা॥
লবণানিচ যোজ্যানি যান্যুক্তান্যুদরাময়ে।
বাতবর্চো নিরোধেতু সামুদ্রার্দ্রকসর্ষপৈঃ॥
কৃত্বা পায়ৌ বিধাতব্যা বর্ত্তয়ো মরিচোত্তরাঃ।
দন্তী চিত্রকমূলেষু তথা বাতহরেষু চ॥
কুর্য্যাদরিষ্টান্ সর্ব্বাংশ্চ সূত্রস্থানে যথেরিতান্।
খাদেদ্বাপ্যম্লকান্ ভৃষ্টান্ পূতিকনৃপবৃক্ষকান্॥
উদ্ধবাতমনুব্যাপ্ত গুল্মিনং ন নিরূহয়েৎ।
পিবেদ্ভৃঙ্গনাগরং বা সগুড়াং বা হরীতকীং॥
গুগ্গুলং ত্রিবৃতাং দন্তীং দ্রবন্তীসৈন্ধবং বচাং।
মূত্রেণদা পয়োদ্রাক্ষারসৈর্বীক্ষ্য বলাবলং॥
এবং পীলূনি পিষ্টানি পিবেৎ সলবণানি তু।
পিপ্পল্যা পিপ্পলীমূল চব্যচিত্রকসৈন্ধবৈঃ॥
যুক্তা হন্তি সুরা গুল্মং শীঘ্রং কালেপ্রযোজিতা।
বদ্ধবিণ্মারুতোগুল্মী ভুঞ্জীত পয়সা যবান্॥

কুল্মাষাংশ্চ বহুস্নেহান্ ভক্ষয়েল্লবণোত্তরান্ ।
অথাস্যোপদ্রবঃ শূল কথঞ্চিদুপজায়তে ॥
শূলং নিখানিতমিব সুখং যেন তু বেত্ত্যসৌ ।
তত্র বিণ্মূত্র সংরোধঃ কৃচ্ছ্রোচ্ছাসঃ স্থিরাঙ্গতা ॥
তৃষ্ণা দাহো ভ্রমোহরসা বিদগ্ধ পরিবৃদ্ধতা ।
রোমহর্ষোঽরুচিশ্ছর্দির্ভুক্ত-বুদ্ধির্জড়াঙ্গতা ॥
বায়্বাদিভির্যথাসংখ্যং মিশ্রৈশ্চ সর্ব্বা বীক্ষ্য যোজয়েৎ ।
পথ্যাত্রিলবণং ক্ষারং হিঙ্গুত্বক্ পৌষ্করং ॥
যবানীং চ হরিদ্রাং চ বিড়ঙ্গান্যম্লবেতসং ।
বিদারী ত্রিফলা ভীরু শৃঙ্গাটী গুড় শর্করা ॥
কাশ্মরীফলযষ্ট্যাহ্ব পরূষক হিমানি চ ।
ষড়গ্রন্থাতিবিষাদারু পথ্যামরিচ বৃক্ষকান্ ॥
কৃষ্ণামূলকচব্যাঞ্চ নাগরক্ষারচিত্রকান্ ।
উষ্ণাম্লকাঞ্জীকক্ষীরতোয়ৈঃ শ্লোকসমাপনাৎ ॥
যথাক্রমং বিমিশ্রাংশ্চ দ্বন্দ্বে সর্ব্বাংশ্চ সর্ব্বজে ।
তথৈব সেকাবগাহ প্রদেহাভ্যঙ্গ ভোজনং ॥
শিশিরোদকপূর্ণানাং ভাজনানাঞ্চ ধারণং ।
বমনোন্মর্দনস্বেদ লঙ্ঘন ক্ষপণ ক্রিয়াঃ ॥
স্নেহাদিশ্চ ক্রমঃ সর্ব্বো বিশেষেণোপদিশ্যতে ।
বল্লূরং মূলকং মৎস্যান্ শুষ্কশাকানি বৈদলং ॥
ন খাদেদালুকঞ্চাপি মধুরাণি ফলানি চ ।
বিনা গুল্মেন যচ্ছূলং গুল্মস্থানেষু জায়তে ॥
নিদানং অস্য বক্ষ্যামি রূপঞ্চ সচিকিৎসিতং ।
বাতমূত্রপুরীষাণাং নিগ্রহাদতিভোজনাৎ ॥
অজীর্ণাধ্যশনায়াস বিরুদ্ধান্নোপসেবনাৎ ।
পানীয়পানাৎ ক্ষুৎকালে বিরূঢ়ানাঞ্চ সেবনাৎ ॥

পিষ্টান্ন শুষ্কমাংসানামুপযোগাত্তথৈব চ।
এবং বিধানাং দ্রব্যানামন্যেষাং চোপসেবনাৎ॥
বায়ুঃ প্রকুপিতঃ কোষ্ঠে শূলং সঞ্জনয়েদ্ ভৃশং।
নিরুচ্ছ্বাসো ভবেত্তেন বেদনার্ত্তো ভৃশং নরঃ॥
শঙ্কুস্ফোটনবত্তস্য যস্মাত্তীব্রাশ্চ বেদনাঃ।
শূলাসক্তস্য লক্ষ্যন্তে তস্মাচ্ছূলমিহোচ্যতে॥
নিরাহারস্য যস্যৈব তীব্রং শূল মুদীর্য্যতে।
প্রস্তব্ধগাত্রো ভবতি কৃচ্ছ্রেণোচ্ছ্বসিতীবচ॥
বাতমূত্রপুরীষাণি কৃচ্ছ্রেণ কুরুতে নরঃ।
এতৈর্লিঙ্গৈর্বিজানীয়াচ্ছূলং বাতসমুদ্ভবং॥
তৃষ্ণা দাহো মদো মূর্চ্ছা তীব্রং শূলং তথৈবচ।
শীতাভিকামো ভবতি শীতেনৈব প্রশাম্যতি॥
এতৈর্লিঙ্গৈর্বিজানীয়াচ্ছূলম্পিত্ত সমুদ্ভবং।
শূলেনোৎপীড়্যমানস্য হৃল্লাস উপজায়তে॥
অতীবপূর্ণকোষ্ঠত্বং তথৈব গুরুগাত্রতা।
এতৎ শ্লেষ্ম সমুত্থস্য শূলস্যোক্ত নিদর্শনং॥
সর্ব্বাণি দৃষ্ট্বা রূপাণি নির্দ্দিশেৎ সান্নিপাতিকং।
সন্নিপাত সমুত্থানমসাধ্যং তং বিনির্দ্দিশেৎ॥
শূলানাং লক্ষণং প্রোক্তঞ্চিকিৎসাঞ্চ নিবোধমে।
আশুকারী হি পবনস্তস্মাত্তং ত্বরয়াজয়েৎ॥
তস্য শূলাভিপন্নস্য স্বেদ এব সুখাবহঃ।
পায়সৈঃ কৃশরাপিণ্ডৈঃ স্নিগ্ধৈর্ব্বা পিশিতৈর্হিতং॥
তবৃক্ষাকেন বা স্নিগ্ধমুষ্ণং ভুঞ্জীত ভোজনং।
চিরবিল্বাঙ্কুরান্ বাপিতৈলভৃষ্টাংস্তু ভক্ষয়েৎ॥
বৈচঙ্গাংশ্চরসান্ স্নিগ্ধান্ জাঙ্গলান্ শূলপীড়িতঃ।
যথালাভং নিষেবেত মাংসানি বিলশায়িনাং॥

সুরাসৌবীরকং শুক্তং মস্তু দধিতথা দধি।
সকাললবণং পেয়ং শূলেবাতসমুদ্ভবে ॥
কুলত্থযূষো যুক্তাম্লো লাবকো যূষসংস্কৃতঃ।
সসৈন্ধবঃ সমরিচো বাতশূল বিনাশনঃ ॥
বিড়ঙ্গং শিগ্রুকম্পিল্ল পথ্যা শ্যামাম্লবেতসান্।
সুরসামশ্ব কর্ণঞ্চ সৌবর্চ্চল যুতান্ পিবেৎ ॥
মদ্যেন বাতজং শূলং ক্ষিপ্রমেব প্রশাম্যতি।
পৃথ্বীকাজাজী চবিকা যবানী ব্যোষচিত্রকাঃ ॥
পিপ্পল্যঃ পিপ্পলীমূলং সৈন্ধবং চেতি চূর্ণয়েৎ।
তানি চূর্ণানি পয়সা পিবেৎকাম্বলিকেন বা ॥
মধ্বাসবেন চুক্রেণ সুরাসৌবীরকেন বা।
অথবৈব তানি চূর্ণানি মাতুলুঙ্গ রসেন বা ॥
তথা বদরযূষেণ ভাবিতানি পুনঃ পুনঃ।
তানি হিংগুপ্রগাঢ়ানি সহ শর্করয়া পিবেৎ ॥
সহ দাড়িমসারেণ বর্ত্তিঃ কার্য্যা ভিষগ্বিতা।
সা বর্ত্তির্বাতিকং শূলং ক্ষিপ্রমেব ব্যপোহতি ॥
গুড় তৈলেন বা লীঢ়া পীত্বা মদ্যেন বা পুনঃ।
বুভুক্ষাপ্রভবে শূলে লঘু সন্তর্পণং হিতং ॥
উষ্ণৈঃক্ষীরৈর্যবাগূভিঃ স্নিগ্ধৈর্মাংসরসৈস্তথা।
বাতশূলে সমুৎপন্নে রুক্ষং স্নিগ্ধেন যোজয়েৎ ॥
সুসংস্কৃতাঃ প্রদেয়াঃ স্যুর্ঘৃত পূরা বিশেষতঃ।
বারুণীঞ্চ পিবেজ্জন্তুস্তথা সম্পদ্যতে সুখী ॥
এতদ্বাতসমুত্থস্য শূলস্যোক্তং চিকিৎসিতং।
অথ পিত্তসমুত্থস্য ক্রিয়াং বক্ষ্যাম্যতঃপরং ॥
সদ্যঃ ছর্দয়িত্বা তু পীত্বা শীতোদকং নরঃ।
শীতলানি চ সেবেত সর্ব্বাণ্যুষ্ণানি বর্জ্জয়েৎ ॥

মণিরাজততাম্রাণি ভাজনানি চ সর্ব্বশঃ।
বারিপূর্ণানি তান্যস্য শূলস্যোপরি নিক্ষিপেৎ॥
গুড়শালিযবাঃ ক্ষীরং সর্পিঃ পানং বিরেচনং।
জাঙ্গলানি চ মাংসানি ভেষজং পিত্তশূলিনাং॥
রসান্ সেবেত পিত্তঘ্নান্ পিত্তলানি বিবর্জ্জয়েৎ।
পালাশং ধাম্বনং বাপি পিবেদ্যূষং সশর্করং॥
পরূষকাণি মৃদ্বীকাখর্জ্জুরোদকজান্যপি।
তৎপিবেৎ শর্করাযুক্তং পিত্তশূল নিবারণং॥
অশনে ভুক্তমাত্রে তু প্রকোপঃ শ্লৈষ্মিকস্য চ।
বমনং কারয়েত্তত্র পিপ্পলীবারিণা ভিষক্॥
রুক্ষঃ স্বেদঃ প্রযোজ্যঃ স্যাদন্যাশ্চোষ্ণাঃ ক্রিয়া হিতাঃ।
পিপ্পলীশৃঙ্গবেরঞ্চ শ্লেষ্মশূলে ভিষগ্জিতং॥
পাঠাং বচাং ত্রিকটুকং তথা কটুকরোহিণীং।
চিত্রকস্য চ নির্গুহং পিবেদ্ধ্যষং সমার্জ্জকং॥
এরণ্ডফলমূলানি মূলং গোক্ষুরকস্য চ।
শালপর্ণীং পৃশ্নিপর্ণীং বৃহতীং কণ্টকারিকাং॥
দন্ত্যাচ্ছৃগালবিন্নাঞ্চ সহদেবাং তথৈব চ।
মহাসহাং ক্ষুদ্রসহাং মূলঞ্চেক্ষুরকস্য চ॥
এতৎ সম্ভৃত্য সম্ভারং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
চতুর্ভাগাবশেষন্তু যবক্ষারযুতং পিবেৎ॥
বাতিকং পৈত্তিকং বাপি শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকং।
প্রসহ্য নাশয়েচ্ছূলং ছিন্নাভ্রমিব মারুতঃ॥
পিপ্পল্যঃ স্বর্জ্জিকাক্ষারো যবশ্চিত্রক এব চ।
সেব্যৈশ্চৈব সমানীয় ভস্ম কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ॥
তদুষ্ণবারিণা পীতং শ্লেষ্মশূলে ভিষগ্জিতং।
রুণদ্ধি মারুতং শ্লেষ্মা কুক্ষিপার্শ্বব্যবস্থিতঃ॥

স সংরুদ্ধঃ করোত্যাশু মানং গুড় গুড়ায়নং।
সূচীভিরিব নিস্তোদঃ কৃচ্ছ্রোচ্ছাসী তদানরঃ॥
নান্নং বাঞ্ছতি নো নিদ্রামুপৈত্যর্ত্তিনিপীড়িতঃ।
পার্শ্বশূলঃ সবিজ্ঞেয়ঃ কফানিলসমুদ্ভবঃ॥
তত্র পুষ্করমূলানি হিংগু সৌবর্চ্চলং বিড়ং।
সৈন্ধবং তুম্বুরুপথ্যা চূর্ণং কৃত্বা তু পায়য়েৎ॥
পার্শ্বহৃদ্বস্তিশূলেষু যবক্কাথেন সংযুতং।
সর্পিঃ প্লীহোদরোক্তং বা ঘৃতং বা হিংগুসংযুতং॥
বীজপূরকসারং বা পয়সা সহসাধিতং।
এরণ্ডতৈলমথ বা মদ্যমম্লপয়োরসৈঃ॥
ভোজয়েচ্চাপি পয়সা জাঙ্গলেন রসেন বা।
প্রকুপ্যতি যদা কুক্ষৌ বহ্নিমাক্রম্যমারুতঃ॥
তদাসা ভোজনং ভুক্তং সোপস্তম্ভং ন পচ্যতে।
উচ্ছসিত্যায় শক্নতা শূলেনাহন্যতে মুহুঃ॥
নৈবাসনে ন শয়নে তিষ্ঠন্ন লভতে সুখং।
কুক্ষিশূল ইতি খ্যাতো বাতাদামসমুদ্ভবঃ॥
বমনং কারয়েত্তত্র লঙ্ঘয়েদ্বা যথা বলং।
সংসর্গপাচনং কুর্য্যাদ্দৈন্ত্রৈর্দীপন-সংযুতৈঃ॥
নাগরং দীপ্যকং চব্যং হিংগুসৌবর্চ্চলং বিড়ং।
মাতুলুঙ্গ্যাশ্চ বীজানি তথা সাম্যোরুবুকয়োঃ॥
বৃহত্যাঃ কণ্টকার্য্যাশ্চ কাথং শূলহরং পিবেৎ।
বচা সৌবর্চ্চলং হিংগু কুষ্ঠং সাতিবিষাভয়া॥
কুটজস্য চ বীজানি সদ্যঃ শূলহরাণি তু।
বিরেচনং প্রযুঞ্জীত জ্ঞাত্বা দোষবলাবলং॥
স্নেহবস্তীন্নিরূহাংশ্চ কুর্য্যাদ্দোষনিবর্হণং।
উপনাহাঃ স্নেহসেকা ধান্যাম্লপরিসেচনং॥

কফপিত্তাবরুদ্ধস্তু মারুতো রস-মূর্চ্ছিতঃ।
হৃদিস্থঃ কুরুতে শূলমুচ্ছ্বাসরোধকং পরং॥
স হৃচ্ছূল ইতিখ্যাতো রসমারুতসম্ভবঃ।
তত্রাপি কর্ম্মাভিহিতং যদুক্তং হৃদিকারিণাং॥
সংরোধাৎ কুপিতো বায়ুর্ব্বস্তিমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
বস্তিবংক্ষণনাভীষু ততঃ শূলোহস্য জায়তে॥
বিণ্মূত্রবাতসংরোধী বস্তি শূলঃ স মারুতাৎ।
নাভ্যাং বংক্ষণপার্শ্বেষু কুক্ষিমেঢ়্রান্ত্রমর্দ্দকঃ॥
মূত্রমাবৃত্য গৃহ্নাতিমূত্রশূলঃ স মারুতাৎ।
বাতঃ প্রকুপিতো যস্য রুক্ষাহারস্য দেহিনঃ॥
মলং রুণদ্ধি কোষ্ঠস্থং মন্দীকৃত্য তু পাবকং।
শূলং সংজনয়ংস্তীব্রং স্রোতাংস্যাবৃত্য তস্যহি॥
দক্ষিণং যদি বা বামং কুক্ষিমাদায় জায়তে।
সর্ব্বত্র বর্দ্ধতে ক্ষিপ্রং শূলং তত্র সঘোষবৎ॥
পিপাসা বর্দ্ধতে তীব্রা ভ্রমো মূর্চ্ছা চ জায়তে।
উচ্চারিতো মূত্রিতশ্চ ন শান্তিমধিগচ্ছতি॥
বিট্শূলমেতজ্জানীয়াদ্ভিষক্ পরমদারুণং।
ক্ষিপ্রং দোষহরং কার্য্যং ভিষজা সাধু জানতা॥
স্বেদনং শমনঞ্চৈব নিরূহাঃ স্নেহবস্তয়ঃ।
পূর্ব্বোদ্দিষ্টান্ পায়য়েত যোগান্ কোষ্ঠবিশোধনান্॥
উদাবর্ত্তহরাশ্চাস্য ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সুখাবহাঃ।
অতিমাত্রং যদা ভুক্তং পাবকে মৃদুতাং গতে॥
স্থিরীভূতং তু তৎকোষ্ঠে বায়ুরাবৃত্য তিষ্ঠতি।
অবিপাকগতং হ্যন্নং শূলং তীব্রং করোত্যতি॥
মূর্চ্ছাধ্মানং বিদাহঞ্চ হৃদুৎক্লেশ বিলম্বিকাং।
বিরিচ্যতে ছর্দয়তি কম্পতেহথ বিমুহ্যতি॥

ক্ষারাশ্চূর্ণানি গুটিকাঃ শস্যন্তে শূলনাশনাঃ ॥
অন্যাবস্থাঃ ক্রিয়াঃ কার্য্যাস্তথাবৎ সর্ব্বশূলিনাং।

ত্রিচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো হৃদ্রোগপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ।
বেগাঘাতোষ্ণরুক্ষান্নৈরতিমাত্রোপসেবিতৈঃ।
বিরুদ্ধাধ্যশনাজীর্ণৈরসাত্ম্যৈশ্চাপি ভোজনৈঃ॥
দূষয়িত্বা রসং দোষা বিগুণা হৃদয়ং গতাঃ।
কুর্ব্বন্তি হৃদয়ে বাধাং হৃদ্রোগং তং প্রচক্ষতে॥
চতুর্ব্বিধঃ স দোষৈশ্চ পঞ্চমঃ ক্রিমিভিস্তথা।
পৃথগ্লিঙ্গং প্রবক্ষ্যামি চিকিৎসিত মনন্তরং॥
আয়ম্যতে মারুতজে হৃদয়ং তুদ্যতে তথা।
নির্ম্মথ্যতে দীর্য্যতে চ স্ফোট্যতে পাট্যতেঽপি চ॥
তৃষ্ণোষ্ম দাহচোষাঃ স্যুঃ পৈত্তিকে হৃদয়ক্লমঃ।
ধূমায়নঞ্চ মূর্চ্ছা চ স্বেদঃ শোষো মুখস্য চ॥
গৌরবং কফসংস্রাবোঽরুচিস্তম্ভোঽগ্নিমার্দবং।
মাধুর্য্যমপি চাস্যস্য বলাসাবততে হৃদি॥
উৎক্লেশঃ ষ্ঠীবনং তোদঃ শূলো হৃল্লাসকস্তমঃ।
অরুচিঃ শ্যাবনেত্রত্বং শোষশ্চ কৃমিজে ভবেৎ॥
ভ্রমক্লমৌ সাদশোষৌ জ্ঞেয়াস্তেষামুপদ্রবাঃ।
কৃমিজে কৃমিজাতীনাং শ্লৈষ্মিকাণাঞ্চ যেমতাঃ॥
বাতোপসৃষ্টে হৃদয়ে বাময়েৎ স্নিগ্ধমাতুরং।
দ্বিপঞ্চমূলকাথেন সস্নেহলবণেন তু॥
পিপ্পল্যেলা বচা হিংগু যবভস্মানি সৈন্ধবং।
সৌবর্চ্চলমথো শুণ্ঠীমজমোদাঞ্চ চূর্ণিতং॥

ফলধান্যাম্লকৌলত্থদধিমদ্যাসবাদিভিঃ।
পায়য়েত বিশুদ্ধঞ্চ স্নেহেনানাতমেন বা ॥
ভোজয়েজ্জীর্ণ শাল্যন্নং জাঙ্গলৈঃ সঘৃতৈঃ রসৈঃ।
বাতঘ্নসিদ্ধং তৈলঞ্চ দদ্যাদ্বস্তিং প্রমাণতঃ ॥
শ্রীপর্ণী মধুকক্ষৌদ্র শীতোপলজলৈর্ব্বমেৎ।
পিত্তোপসৃষ্টে হৃদয়ে সেবেত মধুরৈঃ শৃতং ॥
ঘৃতং কষায়াংশ্চোদ্দিষ্টান্ পিত্তজ্বরবিনাশনান্।
তৃপ্তস্য চ রসৈর্মুখ্যৈর্জাঙ্গলৈঃ সঘৃতৈর্ভিষক্ ॥
সক্ষৌদ্রং বিতরেদ্বস্তিং তৈলং মধুকসাধিতং।
বচানিম্বকষায়াভ্যাং বান্তং হৃদি কফাত্মকে ॥
চূর্ণন্তু পায়য়েত্তোক্তং পীতকে ভোজয়েচ্চ তৎ।
কলাদিমথমুস্তাদিং ত্রিফলাং বা পিবেন্নরঃ ॥
শ্যামাত্রিবৃৎকল্কযুতং ঘৃতং বাপি বিরেচনং।
বলাদৈতৈলৈর্ব্বিদধ্যাচ্চ বস্তিং বস্তিবিশারদঃ ॥
কৃমিহৃদ্রোগিণং স্নিগ্ধং ভোজয়েৎ পিশিতৌদনং।
দধ্না বা পললোপেতং ত্র্যহং পশ্চাদ্বিরেচয়েৎ ॥
সুগন্ধিভিঃ সলবণৈর্য্যোগৈঃ সাজাজিশর্করৈঃ।
বিড়ঙ্গগাঢ়ৈর্ধান্যাম্লং পায়য়েত্তাপ্যনন্তরং ॥
হৃদয়স্থাঃ পতন্ত্যেবমধস্তাৎ কৃময়ো নৃণাং।
যবান্নং বিতরেচ্চাস্য স বিড়ঙ্গমতঃপরং ॥

চতুশ্চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ পাণ্ডুরোগপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ।
ব্যবায়মম্লং লবণানি মদ্যং মৃদং দিবাস্বপ্নমতীব তীক্ষ্ণং।
নিষেবমাণস্য বিদূষ্য রক্তং কুর্ব্বন্তি দোষাস্ত্বচি পাণ্ডুভাবং ॥

পাণ্ড্বাময়োঽষ্টার্দ্ধবিধঃ প্রদিষ্টঃ পৃথক্ সমস্তৈর্যুগপচ্চদোষৈঃ ।
সর্ব্বেষু চৈতেষ্বিহ পাণ্ডুভাবো যতোঽধিকোঽতঃ খলু পাণ্ডুরোগঃ ॥
ত্বক্স্ফোটনং ষ্ঠীবনগাত্রসাদৌ মৃদ্ভক্ষণং প্রেক্ষণকূটশোথাঃ ।
বিণ্মূত্রপীতত্বমথাবিপাকো ভবিষ্যতস্তস্য পুরঃসরাণি ॥
সকামলাপানকিপাণ্ডুরোগঃ কুম্ভাহ্বয়ো লাঘরকোঽলসাখ্যঃ ।
বিভাষাতে লক্ষণমস্য কৃৎস্নং বিবোধ বক্ষ্যাম্যনুপূর্ব্বশস্তৎ ॥
কৃষ্ণেক্ষণং কৃষ্ণসিরাবনদ্ধং তদ্বর্ণবিণ্মূত্রনখাননঞ্চ ।
বাতেন পাণ্ডুং মনুজং ব্যবস্যেদ্ যুক্তং তথান্যৈস্তদুপদ্রবৈশ্চ ॥
পীতেক্ষণং পীতসিরাবনদ্ধং তদ্বর্ণবিণ্মূত্রনখাননঞ্চ ।
পিত্তেন পাণ্ডুমনুজং ব্যবসোদ্যুক্তং তথান্যৈস্তদুপদ্রবৈশ্চ ॥
শুক্লেক্ষণং শুক্লসিরাবদ্ধং তদ্বর্ণবিণ্মূত্রনখাননঞ্চ ।
কফেন পাণ্ডুমনুজং ব্যবসোদযুক্তং তথান্যৈস্তদুপদ্রবৈশ্চ ॥
সর্ব্বাত্মকে সর্ব্বমিদং ব্যবস্যেদ্ বক্ষ্যামি লিঙ্গান্যথ কামলায়াঃ ।
যো হ্যাময়াস্তে সহসান্নমম্লমদ্যান্যপথ্যানি চ তস্য পিত্তং ॥
করোতি পাণ্ডুং বদনং বিশেষাত্তন্দ্রাবলত্বং প্রথমোদিতাংশ্চ ।
মেদস্তু তস্যাঃ খলু কুম্ভসাহ্বং শোফো মহাংস্তত্র চ পর্ব্বভেদঃ ॥
জ্বরাঙ্গমর্দ ভ্রমসাদতন্দ্রাক্ষয়ান্বিতো লাঘরকোঽলসাখ্যঃ ।
তং বাতপিত্তাভিপরীতলিঙ্গং হলীমকং নাম বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ ॥
উপদ্রবাস্তেঽরুচিঃ পিপাসা ছর্দির্জ্বরোমূর্দ্ধরুজাগ্নিসাদঃ ।
শোফস্তথা কণ্ঠগতোঽবলত্বং মূর্চ্ছাক্লমো হৃদ্যবপীড়নঞ্চ ॥
সাধ্যন্তু পাণ্ড্বাময়িনং সমীক্ষ্যাস্নিগ্ধং ঘৃতেনোর্দ্ধমধশ্চ শুদ্ধং ।
সম্পাদয়েৎ ক্ষৌদ্রঘৃতপ্রগাঢ়ৈর্হরীতকীচূর্ণযুতৈঃ প্রয়োগৈঃ ॥
পিবেদ্ঘৃতং বা রজনীবিপক্বং যত্ত্রৈফলং তৈল্বকমেব বাপি ।
বিরেচনদ্রব্যকৃতং পিবেদ্বিযোগাংশ্চ বৈরেচনিকান্ ঘৃতেন ॥
মূত্রে নিকুম্ভার্দ্ধপলং বিপাচ্য পিবেদভীক্ষ্ণং কুড়বার্দ্ধমাত্রং ।
খাদেদ্গুড়ং বাপ্যভয়াবিমিশ্রমারগ্বধাদি কথিতং পিবেদ্বা ॥

অয়োরজোব্যোষ বিড়ঙ্গচূর্ণং লিহ্যাদ্ধরিদ্রাং ত্রিফলান্বিতাং বা।
সর্পির্মধুভ্যাং বিদধীত বাপি শাস্ত্রপ্রদর্শাভিহিতাংশ্চ যোগান্॥
হরেচ্চ দোষান্ বহুশোঽল্পমাত্রান্ প্রয়েদ্ধিদোষেষ্বতিনির্হৃতেষু।
ধাত্রীফলানাং রসমিক্ষুজঞ্চমন্থং পিবেৎক্ষৌদ্রযুতং হিতাশী॥
উভেবৃহত্যৌ রজনীং শুকাখ্যাং শুকাদনীঞ্চাপি সকাকমাচীং।
আদারিবিম্বীং সকরম্বপুষ্পীং বিপাচ্যসর্পির্বিপচেৎ কষায়ে॥
তৎপাণ্ডুতাং হন্ত্যুপযুজ্যমানং ক্ষীরেণ বা মাগধিকাং যথাগ্নিঃ।
হিতঞ্চযষ্টীমধুকং কষায়ং চূর্ণং সমং বা মধুনাবলিহ্যাৎ॥
গোমূত্রযুক্তং ত্রিফলাদনানাং দত্তায়সাঞ্চূর্ণ মনল্পকালং।
প্রবাল মুক্তাঞ্জনশঙ্খচূর্ণং লিহ্যাত্তথা কাঞ্চনগিরিকাখ্যং॥
আজং শকৃদ্বা কুড়বপ্রমাণং বিড়ং হবিদ্রালবণোত্তমঞ্চ।
পৃথক্পলাংশানি সমগ্রমেতচ্চূর্ণং হিতাশী মধুনাবলিহ্যাৎ॥
মণ্ডূরলোহাগ্নিবিড়ঙ্গপথ্যা ব্যোষাংশকঃ সর্ব্বসমানতাপাঃ।
মূত্রাস্থিতোঽয়ং মধুনাবলেহঃ পাণ্ড্বাময়ং হন্ত্যচিরেণ ঘোরং॥
বিভীতকাযোমলনাগরাণাং চূর্ণং তিলানাঞ্চ গুড়শ্চমুখ্যঃ।
তক্রানুপানো বটকাপ্রযুক্তঃ ক্ষিণোতিঘোরানপি পাণ্ডুরোগান্॥
সৌবর্চলং হিঙ্গুকিরাততিক্ত কলায়মাত্রানি সুখাম্বুনা বা।
মূর্ব্বা হরিদ্রামলকঞ্চ লিহ্যাৎ স্থিতং গবাং সপ্তদিনানি মূত্রে॥
মূলং বলাচিত্রকয়োঃ পিবেদ্বা পাণ্ড্বাময়ার্ত্তোঽক্ষসমং হিতাশী।
সুখাম্বুনা বা লবণেন তুল্যং শিগ্রোঃফলং ক্ষীরভুজোপযোজ্যং॥
ন্যগ্রোধবর্গস্যপিবেৎ কষায়ং শীতং সিতাক্ষৌদ্রযুতং হিতাশী।
শালাদিকং চাপ্যথসারচূর্ণং ধাত্রীফলং বা মধুনাবলিহ্যাৎ॥
বিড়ঙ্গমুস্তত্রিফলাজমোদ পঞ্চষকব্যোষবিনির্দহন্ত্যঃ।
চূর্ণীকৃতা বা গুড়শর্করে চ তথৈব সর্পির্ম্মধুনী শুভেচ॥
সম্ভারমেতদ্বিপচেন্নিধায় সারোদকে সারবতোগণস্য।
জাতঞ্চ লেহং মতিমান্ বিদিত্বা নিধাপয়েন্মোক্ষকজে সমুদ্রে॥

হন্ত্যেষ লেহঃ খলু পাণ্ডুরোগং সশোথমুগ্রামপি কামলাঞ্চ ।
সশর্করা কামলিনাং ত্রিভণ্ডী হিতাগবাক্ষী সগুড়াচ শুণ্ঠী ॥
কালেয়কেচাপি ঘৃতং বিপক্বং হিতং চ তস্মাদ্রজনী বিমিশ্রং ।
ধাতুং নদীজং জতুশিলজং বা কুম্ভাহ্বয়ে মূত্রযুতং পিবেদ্বা ॥
মূত্রস্যিতং সৈন্ধবসম্প্রযুক্তং মাংসং পিবেদ্বাপিহিলোহকিট্টং ।
দগ্ধাক্ষকাষ্ঠৈর্মলমায়সং বা গোমূত্রনির্ব্বাপিতমষ্টবারান্ ॥
বিচূর্ণ্যলীঢং মধুনাচিরেণকুম্ভাহ্বং পাণ্ডুগদং নিহন্যাৎ ।
সিন্ধূদ্ভবং বাগ্নিসমং চ কৃত্বাসিক্ত্বাচ মূত্রে সকৃদেব তপ্তং ॥
লোহঞ্চ কিট্টং বহুশশ্চ তপ্তা নির্ব্বাপ্যমূত্রে বহুশস্তথৈব ।
একীকৃতং গোজলপিষ্টমেতদৈকধ্যমাবাপ্য পচেদ্গুহায়াং ॥
যথা ন দহ্যেত তথা বিশুষ্কং চূর্ণীকৃতং পেয়মুদশ্বিতা তৎ ।
তক্রৌদনাশী বিজয়েত রোগং পাণ্ডুং তথা দীপয়তেহনলঞ্চ ॥
দ্রাক্ষাগুড়চ্যামলকীরসৈশ্চ সিদ্ধং ঘৃতং লাঘবকে হিতঞ্চ ।
গৌড়ানরিষ্টান্মধুশর্করাশ্চ মূত্রাসবান্ ক্ষারকৃতাংস্তথৈব ॥
স্নিগ্ধান্ রসানামলকৈরুপেতান্ কোলান্বিতান্ বাপিচ জাঙ্গলানাং ।
সেবেত শোফাভিহিতাংশ্চযোগান্ পাণ্ড্বাময়ী শালিযবাংশ্চ নিত্যং ॥
শ্বাসাতিসারারুচিকাসমূর্চ্ছাতৃট্চর্দ্দিশূলজ্বরশোফদাহান্ ।
তথা বিপাকস্বরভেদসাদান্ জয়েদ্ যথাস্বপ্রসমীক্ষ্য শাস্ত্রং ॥
অন্তেষু শূনং পরিহীনমধ্যং ম্লানং তথান্তেষুচ মধ্যশূনং ।
গুদেহপি শেফস্যথমুষ্কয়োশ্চ শূনং প্রতাম্যন্তমসংজ্ঞকল্পং ॥
বিবর্জ্জয়েৎ পাণ্ডুকিনং যশোহর্থী তথাতীসারজ্বরপীড়িতঞ্চ ॥

পঞ্চচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো রক্তপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

ক্রোধশোকভয়ায়াসবিরুদ্ধান্নাতপানলান্।
কট্বম্ললবণক্ষার তীক্ষ্ণোষ্ণাতিবিদাহিনঃ ॥
নিত্যমভ্যসতো দুষ্টো রসঃ পিত্তঞ্চ কোপয়েৎ।
বিদগ্ধং স্বগুণৈঃ পিত্তং বিদহত্যাশু শোণিতং ॥
ততঃ প্রবর্ত্ততে রক্তমূর্দ্ধং চাধো দ্বিধাপি বা।
আমাশয়াদ্ ব্রজেদূর্দ্ধমধঃ পক্কাশয়াদ্ ব্রজেৎ ॥
বিদগ্ধয়োর্দ্বয়োশ্চাপি দ্বিধাভাগং প্রবর্ত্ততে।
কেচিৎ সযকৃতঃ প্লীহ্নঃ প্রবদন্ত্যসৃজোগতিং ॥
ঊর্দ্ধং সাধ্যমধো যাপ্যমসাধ্যং যুগপদ্গতং।
সদনং শীতকামিত্বং কণ্ঠধূমায়নং বমিঃ ॥
লোহগন্ধিশ্চ নিশ্বাসো ভবত্যস্মিন্ভবিষ্যতি।
বাহ্যাসৃগ্লক্ষণৈস্তস্য সাধ্যাদোষোচ্ছিতীর্বিদুঃ ॥
দৌর্ব্বল্যশ্বাসকাসজ্বরবমথুমদাঃ পাণ্ডুতাদাহমূর্চ্ছাঃ
ভুক্তেচান্নে বিদাহস্ত্বধৃতিরপি সদা হৃদ্যতুল্যা চ পীড়া।
তৃষ্ণা কণ্ঠস্য ভেদঃ শিরসি চ তপনং পূতিনিষ্ঠীবনঞ্চ
দ্বেষোভক্তেঽবিপাকো বিরতিরপিরতে রক্তপিত্তোপসর্গাঃ ॥
মাংসপ্রক্ষালনাভং ক্বথিতমিবচযৎ কর্দমাম্ভোনিভং বা
মেদঃ পূয়াস্রকল্পং যকৃদিব যদি বা পক্কজম্বূ ফলাভং।
যৎকৃষ্ণং যচ্চ নীলং ভৃশমতিকুণপং যত্রচোক্তা বিকারাঃ
তদ্বর্জ্জ্যং রক্তপিত্তং সুরপতিধনুষা যচ্চতুল্যং বিভাতি ॥
নাদৌ সংগ্রাহ্যমুদ্রিক্তং যদসৃগ্ বলিনো যতঃ।
তৎপাণ্ডুগ্রহণীকুষ্ঠ প্লীহগুল্মজ্বরাবহং ॥

অধঃ প্রবৃত্তং বমনৈরূর্দ্ধমার্গং বিরেচনৈঃ ।
তয়েদনাতরুচ্চাপি ক্ষীণস্য শমনৈরসৃক্ ॥
অতিপ্রবৃদ্ধদোষস্য পূর্ব্বং লোহিতপিত্তিনঃ ।
অক্ষীণবলমাংসাগ্নেঃ কর্ত্তব্যমপতর্পণং ॥
লঙ্ঘিতস্য ততঃ পেয়াং বিদধ্যাৎ স্বল্পতণ্ডুলাং ।
তর্পণং পাচনং লেহান্ সর্পীংষি বিবিধানিচ ॥
দ্রাক্ষামধুককাশ্মর্য্যা সিতাযুক্তং বিরেচনং ।
যষ্টীমধুকযুক্তং চ সক্ষৌদ্রং বমনং হিতং ॥
পয়াংসি শীতানি রসাশ্চ জাঙ্গলাঃ সতীনমুদ্গাশ্চ সশালিষষ্টিকাঃ ।
পটোলশেলুসুনিষণ্ণ-যূথিকা বটাদিমুক্তাঙ্কুর মিন্দুবারজং ॥
হিতঞ্চ শাকং ঘৃতসংস্কৃতং সদা তথৈবধাত্রীফলদাড়িমান্বিতং ।
রসাশ্চ পারাবতশশ্মকূর্ম্মজাস্তথা-যবাগূর্বাহ্ভিভিতা ঘৃতোত্তরাঃ ।
সস্তানিকাশ্চোৎপলবর্গ সাধিতে ক্ষীরে প্রশস্তা মধু শর্করোত্তমাঃ ।
হিমাঃ প্রদেহা মধুশর্করাশ্চ ঘৃতানি পথ্যানিচ রক্তপিত্তিনাং ॥
মধূকশোভাঞ্জনকোবিদারজৈঃ প্রিয়ঙ্গুকায়াঃ কুসুমৈশ্চ চূর্ণিতৈঃ ।
ভিষগ্বিদধ্যাচ্চতুরঃ সমাক্ষিকান্ হিতায় লেহানসৃজঃ প্রশান্তয়ে ॥
লিহ্যাচ্চ দূর্ব্বাবটজাংশ্চ পল্লবান্মধুদ্বিতীয়ান্ সিতকর্ণিকস্যচ ।
হিতঞ্চ খর্জ্জূরফলং সমাক্ষিকং ফলা ন চান্যান্যপি তদ্গুণান্যথ ॥
রক্তাতিসারপ্রোক্তাংশ্চ যোগানত্রাপি যোজয়েৎ ।
তাক্লেক্ষুকাগুমাপোথ্য নবে কুম্ভে হিমাম্ভসা ॥
যোজয়িত্বা ক্ষিপেদাত্রাবাকাশে সোৎপলন্তু তৎ ।
প্রাতঃ শ্রুতং ক্ষৌদ্রযুতং পিবেচ্ছোনিত পিত্তবান্ ॥
পিবেচ্ছীতকষায়ং বা জম্বাম্রার্জ্জুনসম্ভবং ।
উড়ুম্বরফলং পিষ্ট্বা পিবেত্তদ্রসমেব বা ॥
ত্রপুসীমূলকল্কং বা সক্ষৌদ্রং তণ্ডুলাম্বুনা ।
পিবেদক্ষসমং কল্কং যষ্টীমধুকমেব বা ॥

চন্দনং মধুকং রোধ্রমেবমেবং সমং পিবেৎ।
করঞ্জবীজমেবং বা সিতাক্ষৌদ্রযুতং পিবেৎ ॥
মজ্জানমিঙ্গুদস্যৈবং পিবেন্মধুকসংযুতং।
সুখোষ্ণং লবণং বীজং কারঞ্জং দধিমস্তুনা ॥
পিবেদ্বাপি ত্র্যহং মর্ত্ত্যো রক্তপিত্তাভিপীড়িতঃ।
রক্তপিত্তহরাঃ শস্তাঃ ষড়েতে যোগসত্তমাঃ ॥
পথ্যাশ্চৈবাবপীড়েষু ঘ্রাণতঃ প্রস্রুতেঽসৃজি।
অতিনিস্রুতরক্তো বা ক্ষৌদ্রযুক্তং পিবেদসৃক্ ॥
যকৃদ্বা ভক্ষয়েদাজমামং পিত্তসমাযুতং ॥
পলাশবৃক্ষস্বরসে বিপক্বং সর্পিঃ পিবেৎ ক্ষৌদ্রযুতং সুশীতং।
বনস্পতীনাং স্বরসৈঃ কৃতং বা সশর্করং ক্ষীরঘৃতং পিবেদ্বা ॥
দ্রাক্ষামুশীরাণ্যথপদ্মকং সিতাং পৃথক্পলাংশান্যুদকে সমাবপেৎ।
স্থিতং নিশান্তে রুধিরাময়ং জয়েৎ পীতং পয়োবাম্বুসমং হিতাশিনঃ ॥
তুরঙ্গবর্চ্চঃস্বরসং সমাক্ষিকং পিবেৎ সিতাক্ষৌদ্রযুতং বৃষস্য বা।
লিহেত্তথা বাস্তুকবীজচূর্ণং ক্ষৌদ্রান্বিতং তণ্ডুলসাহ্বয়ং বা ॥
লিহ্যাচ্চ লাক্ষাঞ্জনচূর্ণমেকমেবং সিতাক্ষৌদ্রযুতাং তুগাখ্যাং।
দ্রাক্ষাং সিতাং তিক্তকরোহিণীঞ্চ হিমাম্বুনা বা মধুকেন যুক্তাং ॥
পথ্যামহিংস্রাং রজনীং ঘৃতঞ্চ লিহ্যাত্তথা শোণিতপিত্তরোগী।
বাসাকষায়োৎপলমৃৎপ্রিয়ঙ্গুনেত্রাঞ্জনাম্ভোরুহকেশরাণি ॥
পীত্বা সিতাক্ষৌদ্রযুতানি জহ্যাৎ পিত্তাসৃজো বেগমুদীর্ণমাশু।
ন্যগ্রোধজম্ব্বর্জ্জুনকোবিদারশিরীষরোধ্রাসন শাল্মলীনাং ॥
পুষ্পাণি শিগ্রোশ্চ বিচূর্ণ্য লেহ্যো মধ্বন্বিতঃ শোণিতপিত্তরোগে।
সক্ষৌদ্রমিন্দীবরভস্মবারি করঞ্জবীজং মধুসর্পিষী চ ॥
জম্ব্বর্জ্জুনাম্রকথিতঞ্চ তোয়ং ঘ্নন্তি ত্রয়ঃ পিত্তমসৃক্চযোগাঃ।
মূলানি পুষ্পাণি চ মাতুলুঙ্গাঃ পিষ্ট্বা পিবেত্তণ্ডুলধাবনেন ॥
ঘ্রাণপ্রবৃত্তে জলমাশু দেয়ং সশর্করং নাসিকয়া পয়ো বা।

দ্রাক্ষারসং ক্ষীরঘৃতং পিবেদ্বা সশর্করঞ্চেক্ষুরসং হিমং বা ॥
শীতোপচারং মধুরঞ্চ কুর্য্যাদ্বিশেষতঃ শোণিতপিত্তরোগে।
দ্রাক্ষাঘৃতক্ষৌদ্রসিতাযুতেন বিদারিগন্ধাদি বিপাচিতেন ॥
ক্ষীরেণ চাস্থাপনমগ্র্যমুক্তং হিতং ঘৃতঞ্চাপ্যনুবাসনার্থং।
প্রিয়ঙ্গুরোধ্রাঞ্জনগৈরিকোৎপলৈঃ সুবর্ণকালীয়কপদ্মচন্দনৈঃ ॥
সিতাশ্বগন্ধাম্বুদযষ্টিকাহ্বয়ৈর্ম্মৃণালসৌগন্ধিক তুলা পেষিতৈঃ।
নিরূহয়েচৈনং পয়সা সমাক্ষিকৈর্ঘৃতপ্লুতৈঃ শীতজলাম্বুসেচিতং ॥
ক্ষীরৌদনং ভুক্তমথানুবাসয়েদ্ঘৃতেন যষ্টীমধুসাধিতেন চ।
অধোবহং শোণিতমাশুনাশয়েৎ তথাতিসারং রুধিরস্য দুস্তরং ॥
বিবেক রোগেষ্বপি চৈব শস্যতে বাম্যশ্চ রক্তেবিহিতে বলান্বিতঃ।
এবংবিধা উত্তর বস্তয়শ্চ মূত্রাশয়স্থে রুধিরে বিধেয়াঃ ॥
প্রবৃত্তরক্তেষুচ পায়ুজেষু কুর্য্যাদ্বিধানং খলু রক্তপিত্তং ॥
বিধিশ্চাসৃগ্দরেহপ্যেষ স্ত্রীণাং কার্য্যো বিজানতা।
শস্ত্রকর্ম্মণি রক্তং বা যস্যাতীবপ্রবর্ত্ততে।
তস্যাপ্যপি দোষাণাং শোণিতস্য চ সর্ব্বশঃ।
লিঙ্গান্যালোক্য কর্ত্তব্যং চিকিৎসিতমনন্তরং ॥

ষট্চত্বারিংশত্তমোহধ্যায়ঃ।

অথাতো মূর্চ্ছাপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

ক্ষীণস্য বহুদোষস্য বিরুদ্ধাহারসেবিনঃ।
বিঘাতাদভিঘাতাদ্বা হীনসত্ত্বস্য বা পুনঃ ॥
করণায়তনেষূগ্রা বাহ্যেষ্বাভ্যন্তরেষু চ।
নিবিশন্তে যদা দোষাস্তদা মূর্চ্ছন্তি মানবাঃ ॥
হৃৎপীড়া জৃম্ভনং গ্লানিঃ সংজ্ঞানাশো বলস্য চ।
সর্ব্বাসাং পূর্ব্বরূপাণি যথাস্বমুপলক্ষয়েৎ ॥

সংজ্ঞাবহাসু নাড়ীষু পৈহিতাস্বনিলাদিভিঃ।
তমোহভ্যুপৈতি সহসা সুখদুঃখব্যপোহকৃৎ ॥
সুখদুঃখব্যপোহাচ্চ নরঃ পততিকাষ্ঠবৎ।
মোহো মূর্চ্ছেতি তাং প্রাহুঃ ষড়্বিধা সা প্রকীর্ত্তিতা ॥
বাতাদিভিঃ শোণিতেন মদ্যেনচ বিষেণ চ।
ষটস্বপি তাসু পিত্তংহি প্রভুত্বেনাবতিষ্ঠতে ॥
পৃথিব্যম্বুতমোরূপং রক্তগন্ধশ্চ তন্ময়ঃ।
তস্মাদ্রক্তস্য গন্ধেন মূর্চ্ছন্তি ভুবি মানবাঃ ॥
দ্রব্যস্বভাব ইত্যেকে দৃষ্ট্বা যদভিমুহ্যতি।
গুণাস্তীব্রতরত্বেন স্থিতাস্তু বিষমদ্যয়োঃ ॥
তএব তস্মাজ্জায়ন্তে তাভ্যাম্মোহাঃ যথেরিতাঃ
স্তব্ধাঙ্গদৃষ্টিস্ত্বসৃজা গূঢ়োচ্ছ্বাসশ্চ মূর্চ্ছিতঃ ॥
মদ্যেন বিলপন্ শেতে-নষ্টবিভ্রান্ত মানসঃ।
গাত্রাণি বিক্ষিপন্ ভূমৌজরাং যাবন্ন যাতি তৎ ॥
বেপথুস্বপ্নতৃষ্ণাঃ স্যুঃ স্তমশ্চ বিষমূর্চ্ছিতে।
বেদিতব্যন্তীব্রতরং যথাস্বং বিষলক্ষণৈঃ ॥
সেকাবগাহৌ মণয়ঃ সহারাঃ শীতাঃ প্রদেহা ব্যজনানিলাশ্চ।
শীতানি পানানিচ গন্ধবন্তি সর্ব্বাসু মূর্চ্ছাস্বনিবারিতানি ॥
সিতাপিয়ালেক্ষুরসাপ্লুতানি দ্রাক্ষামধূকস্বরসান্বিতানি।
খর্জ্জূরকাশ্মর্য্য রসৈঃ শৃতানি পানানি সর্পীংষি সজীবনানি ॥
সিদ্ধানি বর্গে মধুরে পয়াংসি সদাড়িমাজাঙ্গলজা রসাশ্চ।
তথা যবা লোহিতশালয়শ্চ মূর্চ্ছাসু পথ্যাশ্চ সদাসতীনাঃ ॥
ভুজঙ্গপুষ্পং মরিচান্যুশীরং কোলস্যমধ্যঞ্চ পিবেৎ সমানি।
সতীনতোয়েন বিসং মৃণালং ক্ষৌদ্রেণকৃষ্ণাং সিতয়াচ পথ্যাং ॥
কুর্য্যাচ্চ নাসাবদনাবরোধং ক্ষীরং পিবেদ্বাপ্যথমানুষীণাং।
মূর্চ্ছাপ্রসক্তাং তু শিরোবিরেকৈর্জ্জয়েদভীক্ষ্ণং বমনৈশ্চতীক্ষ্ণৈঃ।

হরীতকীকাথযুতং পিবেদ্বা ধাত্রীফলানাং স্বরসেঃকৃতং বা ।
দ্রাক্ষাসিতাদাড়িমলাজবন্তি শীতানি নীলোৎপলপদ্মবন্তি ॥
পিবেৎকষায়াণি চ গন্ধবন্তি পিত্তজ্বরং যানি শমং নয়ন্তি ।
প্রভূতদোষস্তমসোঽতিরেকাৎ সংমূর্চ্ছিতো নৈব বিবুধ্যতে যঃ ॥
সংন্যাসসংজ্ঞো ভৃশদুশ্চিকিৎস্যো জ্ঞেয়স্তদা বুদ্ধিমতা মনুষ্যঃ ।
যথামলোষ্টং সলিলেনিসিক্তং সমুদ্ধরেদাশ্ববিলীনমেব ॥
তদ্বচ্চিকিৎস্যেত্ত্বরয়াভিষক্তমবেদনং মৃত্যুবশপ্রযাতং ।
তীক্ষ্ণাঞ্জনাভ্যঞ্জনধূমযোগৈস্তথানখাভ্যন্তরশস্ত্রপাতৈঃ ॥
বাদিত্রগীতানুনয়ৈঃপূর্ব্বৈর্ব্বিঘট্টনৈর্গুপ্তফলাবঘর্ষনৈঃ ।
আভিঃ ক্রিয়াভিশ্চ নষ্টসংজ্ঞঃ সানাহলালাশ্বসনশ্চবর্জ্যঃ ॥
প্রভূত সংজ্ঞং বমনানুলোমৈস্তীক্ষ্ণৈর্ব্বিশুদ্ধং লঘুপথ্যভুক্তং ।
ফলত্রিকৈশ্চিত্রকনাগরাদ্যৈস্তথাশ্মজাতাজ্জতুনঃ প্রযোগৈঃ ॥
সশর্করৈর্ম্মাসমুপক্রমেত বিশেষতো জীর্ণঘৃতং তুপায্যঃ ॥
যথাস্বঞ্চ জ্বরঘ্নানি কষায়াণুপযোজয়েৎ ।
সর্ব্বমূর্চ্ছাপরীতানাং বিষঘ্নানাংর্বিষাপহং ॥

সপ্তচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

অথাতঃ পানাত্যয়প্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ ।

মদ্যমুষ্ণং তথা তীক্ষ্ণং সূক্ষ্মংবিশদমেব চ ।
রুক্ষমাশুকরঞ্চৈব ব্যবায়িচ বিকাশিচ ॥
ঔষ্ণ্যাচ্ছীতোপচারং তত্তৈক্ষ্ণ্যাদ্ধন্তি মনোগতিং ।
বিশত্যবয়বান্ সৌক্ষ্ম্যাদ্বৈশদ্যাৎ কফশুক্রনুৎ ॥
মারুতং কোপয়েদ্রৌক্ষ্যাদাশুত্বাদাশুকর্ম্মকৃৎ ।
হর্ষদঞ্চ ব্যবায়িত্বাদ্বিকাশিত্বাদ্বিসর্পতি ॥

তদম্লং রসতঃ প্রোক্তং লঘুরোচনদীপনং।
কেচিল্লবণ বর্জ্যাংস্তু রসানত্রাদিশন্তি হি ॥
স্নিগ্ধৈস্তদন্নৈর্মাংসৈশ্চ ভক্ষ্যৈশ্চ সহসেবিতং।
ভবেদায়ুঃপ্রকর্ষায় বলায়োপচয়ায় চ ॥
কাম্যতা মনসস্তুষ্টির্দ্ধৈর্য্যং তেজোঽতিবিক্রমঃ।
বিধিবৎসেব্যমানে তু মদ্যে সন্নিহিতা গুণাঃ ॥
তদেবানন্নমত্তেন সেব্যমানমমাত্রয়া।
কায়াগ্নিনাঽগ্নিসমং সমেত্য কুরুতেমদং ॥
মদেন করণানাস্তু ভাবান্যত্বে কৃতে সতি।
নিগূঢ়মপিভাবং স্বম্প্রকাশী কুরুতেঽবশঃ ॥
ত্রাবস্থশ্চমদোজ্ঞেয়ঃ পূর্ব্বোমধ্যোঽথ পশ্চিমঃ।
পূর্ব্বে বীর্য্যরতিপ্রীতিহর্ষভাষ্যাদি বর্দ্ধনং ॥
প্রলাপো মধ্যমে হর্ষোযুক্তাযুক্ত ক্রিয়াস্তথা।
বিসংজ্ঞঃ পশ্চিমে শেতে নষ্টকর্ম্মক্রিয়াগুণঃ ॥
শ্লৈষ্মিকানল্পপিত্তাংশ্চ স্নিগ্ধান্মাত্রোপসেবিনঃ।
পানং ন বাধতেঽত্যর্থং বিপরীতাংস্তু বাধতে ॥
নির্ভক্তমেকান্ততএব মদ্যং নিষেব্যমাণং মনুজেন নিত্যং।
উৎপাদয়েৎ কষ্টতমান্বিকারানাপাদয়েচ্চাপি শরীরভেদং ॥
ক্রুদ্ধেন ভীতেন পিপাসিতেন শোকাভিতপ্তেন বুভুক্ষিতেন।
ব্যায়ামভারাধ্বপরিক্ষতেন বেগাবরোধাভিহতেন চাপি ॥
অত্যম্লভক্ষ্যাবততোদরেণ সাজীর্ণভুক্তেন তথাবলেন।
উষ্ণাভিতপ্তেন চ সেব্যমানং করোতি মদ্যংবিবিধান্ বিকারান্ ॥
পানাত্যয়ং পরমদম্পানাজীর্ণমথাপি বা।
পানবিভ্রমমুগ্রঞ্চ তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণং।
স্তম্ভাঙ্গমর্দ্দহৃদয়গ্রহতোদকম্পাঃ
পানাত্যয়েঽনিলকৃতে শিরসোরুজশ্চ ॥

স্বেদপ্রলাপমুখশোষদাহমূর্চ্ছাঃ পিত্তাত্মকে বদনলোচন পীততা চ ।
শ্লেষ্মাত্মকে বমথুশীতকফপ্রসেকাঃ সর্ব্বাত্মকে ভবতি সর্ব্ববিকারসম্পৎ ॥
উষ্মা শরীরগুরুতা বিরসাননত্বং শ্লেষ্মাধিকত্বমরুচির্ম্মলমূত্রসঙ্গঃ ।
লিঙ্গং পরস্য তু মদস্য বদন্তি তজ্জ্ঞা
স্তৃষ্ণারুজা শিরসি সন্ধিষুচাপি ভেদঃ ॥
আধ্মানমুদ্গিরণমম্লরসো বিদাহোঽজীর্ণস্য পানজনিতস্য বদন্তি লিঙ্গং ।
জ্ঞেয়ানি তত্র ভিষজা সুবিনিশ্চিতানি
পিত্তপ্রকোপজনিতানি চ কারণানি ॥
হৃদ্গাত্রতোদবমথুজ্বর কণ্ঠধূম মূর্চ্ছাকফস্রবণমূর্দ্ধরুজোবিদাহঃ ।
দ্বেষঃ সুরান্নবিকৃতেষুচ তেষু তেষু
তং পানবিভ্রমমশেষমিহাখিলেন ধীরাঃ ॥
হীনোত্তরৌষ্ঠম তিশীতমমন্দদাহং তৈলপ্রভাস্যমতিপানহতং বিজহ্যাৎ ।
জিহ্বৌষ্ঠদন্তমসিতং ত্বথবাপি নীলং পীতে চ যস্য নয়নে রুধিরপ্রভেচ ॥
হিক্কাজ্বরৌ বমথুবেপথুপার্শ্বশূলাঃ কাসভ্রমাবপি চ পানহতং ভজন্তে ।
তেষাং নিবারণমিদং হি ময়োচ্যমানং
বক্তাভিধানমখিলেন বিধিং নিবোধ ॥
মদাস্তু চুক্রমরিচার্দ্রকদীপ্যকুষ্ঠ সৌবর্চলাযুতমলং পবনস্য শান্ত্যৈঃ ।
পৃথ্বীকদীপ্যকমহৌষধহিঙ্গুভির্ব্বা সৌবর্চ্চলেন চ যুতং বিতরেৎ সুখায় ॥
আম্রাতকাম্রকলদাড়িমমাতুলুঙ্গৈঃ কুর্য্যাচ্ছুভান্যপি চ ষাড়বপানকানি ।
সেবেত বা ফলরসোপহিতান্ রসাদীনানূপবর্গপিশিতান্যপি গন্ধবন্তি ॥
পিত্তাত্মকে মধুরবর্গ কষায়মিশ্রং মদ্যং হিতং সমধুশর্করমিষ্টগন্ধং ।
পীত্বা চ মদ্যমপি চেক্ষুরসপ্রগাঢ়ং নিঃশেষতঃ ক্ষণমবস্থিতমুল্লিখেচ্চ ॥
লাবৈণতিত্তিরিরসাংশ্চ পিবেদনম্লান্
মোদ্গান্ সুখায় সঘৃতান্ সসিতাংশ্চ যূষান্ ।
পানাত্যয়ে কফকৃতে কফমুল্লিখেচ্চ
মদ্যেন বিম্বিবিদুলোদকসংযুতেন ॥

সেবেত তিক্তকটুকাংশ্চ রসানুদারান্
যূষাংশ্চ তিক্তকটুকোপহিতান্ হিতায় ॥
পথ্যং যবান্নং বিকৃতান্যপি জাঙ্গলানি
শ্লেষ্মঘ্নমন্যদপি যচ্চ নিরত্যয়ং স্যাৎ ।
কুর্য্যাচ্চ সর্ব্বমথঃ সর্ব্বভবে বিধানং
দ্বন্দ্বোদ্ভবে দ্বয়মবেক্ষ্য যথা প্রধানং ॥
সামান্যমন্যদপি যৎ সুসমগ্রমগ্র্যং
বক্ষ্যামি যচ্চ মনসো মদকৃৎ সুখঞ্চ ।
ত্বঙ্নাগপুষ্পমগধৈলমধূকধান্যৈঃ
শ্লক্ষ্ণৈরজাজিমরিচৈশ্চ কৃতং সমাংশৈঃ ॥
পানং কপিত্থরসবারিপরূষকাঢ্যং
পানাত্যয়েষু বিধিবৎ সুতজম্বরাস্তে ।
হ্রীবেরপদ্মপরিপেলবসংপ্রযুক্তৈঃ
পুষ্পৈঃ প্রলিপ্য করবীরজলোদ্ভবৈশ্চ ॥
পিষ্টৈঃ সপদ্মকযুতৈরপি সারিবাদ্যৈঃ
সেকং জলৈশ্চ বিতরেদনলৈঃ সুশীতৈঃ ।
ত্বক্পত্রচোচমরিচৈলভুজঙ্গপুষ্প
শ্লেষ্মাতকপ্রসবকল্কগুড়ৈরুপেতং ॥
দ্রাক্ষাযুতং হৃতমলং মদিরাগমাত্রৈর্
শুৎপানকং শুচিসুগন্ধিনবৈর্নিষেব্যং ।
পিষ্ট্বা পিবেচ্চ মধুকং কটুরোহিণীঞ্চ
দ্রাক্ষাঞ্চ মূলমসকৃৎ ত্রপুসীভবং যৎ ॥
কার্পাসমূলমথনাগবলাঞ্চ তুল্যাং
পীত্বা সুখী সাধু ভবতি সুবর্চ্চলাঞ্চ ।
কাশ্মর্য্যদারুবিড়দাড়িমপিপ্পলীষু
দ্রাক্ষান্বিতাসু কৃতমম্বুনি পানকং যৎ ॥

তদ্বীজপূরকরসাযুতমাশুপীতং
শান্তিং পরাং মদগদেম্বচিরাৎকরোতি ।
দ্রাক্ষাসিতামধুকজীরকধান্যকৃষ্ণা
স্বেবং কৃতং তৃবৃতযাচ পিবেত্তথাপি ॥
সৌবর্চ্চলাযুতমুদাররসং ফলাম্লং
ভার্গী শৃতেন চ জলেন হিতাবসেকঃ ॥
ইক্ষাকুধামার্গববৃক্ষকানি
কাকহ্বয়োড়ুম্বরিকাশ্চ দুগ্ধে ।
বিপাচ্য তস্যাঞ্জলিনাবমেদ্ধি
মদ্যং পিবেদহ্নি গতে ত্বজীর্ণে ॥
ত্বক্‌পিপ্পলীভুজগপুষ্পবিড়ৈরুপেতং
সেবেত হিঙ্গুমরিচৈলযুতং ফলাম্লং ।
উষ্ণাম্বুসৈন্ধবযুতাস্তথবা বিড়ত্বক্
চবৈলহিঙ্গুমগধাফলমূলশুণ্ঠী ॥
হৃদ্যৈ খড়ৈরপি চ ভোজনমত্র শস্তং
দ্রাক্ষা কপিত্থফলদাড়িমপানকং যৎ ।
তৎপানবিভ্রমহরং মধুশর্করাঢ্য
মাম্রাতকোলরসপানকমেবাপি ॥
খর্জ্জুরবেকত্রকরীরপরূষকেষু
দ্রাক্ষাতৃবৃৎসুচ কৃতং সসিতং হিতং বা ।
শ্রীপর্ণীযুক্তমথবা তু পিবেদিমানি
ষষ্টাহ্বয়োৎপলহিমাম্বুবিমিশ্রিতানি ॥
ক্ষীরিপ্রবালবিসজীরকনাগপুষ্প
পত্রৈলবালুশিতশারিবপদ্মকানি ।
আম্রাতভব্যকরমর্দকপিত্থ কোল
বৃক্ষাম্ল বেত্রফলজীরকদাড়িমানি ॥

সেবেত বা মরিচজীরকনাগপুষ্প
ত্বক্পত্রবিশ্বচবিকৈলযুতান্রসাংশ্চ।
সূক্ষ্মাম্বরশ্রুতহিমাংশ্চ সুগন্ধি গন্ধান্
পানোদ্ভবান্নুদতি সপ্তগদানশেষান্॥
পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থ-বিষয়ামৃদুপানযোগা
হৃদ্যাঃ সুখাশ্চ মনসঃ সততন্নিযোজ্যাঃ।
পানাত্যয়েষু বিকটোরুনিতম্ববত্যঃ
পীনোন্নতস্তনভরানতমধ্যদেশাঃ॥
প্রৌঢাঃ স্ত্রিয়োঽভিনবযৌবনপীনগাত্র্যঃ
সেব্যাশ্চ পঞ্চবিষয়াতিশয়স্বভাবাঃ॥
পিবেদ্রসং পুষ্পফলোদ্ভবং বা সিতামধূকত্রিসুগন্ধিযুক্তং।
সংচূর্ণ্য সংযোজ্য চ নাগপুষ্পৈরজাজিকৃষ্ণামরিচৈশ্চ তুল্যৈঃ॥
বর্ষাভূষষ্ট্যাহ্বমধূকলাক্ষাত্বক্কবুর্দারাঙ্কুরজীরকানি।
দ্রাক্ষাঞ্চ কৃষ্ণামগকেশরঞ্চ ক্ষীরে সমালোড্য পিবেৎ সুখোষ্ণং॥
ভবেচ্চ মদ্যেন তু যেন পাতিতঃ প্রকাম পীতেন সুরাসবাদিনা।
তদেব তস্মৈ বিধিবৎ প্রদাপয়েদ্বিপর্য্যয়ে ভ্রংশমপৈতি গচ্ছতি॥
যথা নরেন্দ্রোপহতস্য কস্যচিৎ ভবেৎ প্রসাদস্তত এব নান্যত
বিচ্ছিন্নমদ্যঃ সহসা যোঽতি মদ্যং নিষেবতে।
তস্য পানাত্যয়োদ্দিষ্টা বিকারাঃ সম্ভবন্তি হি॥
মদ্যস্যাগ্নেয়বায়ব্যৌ গুণাবম্বুবহানি চ।
স্রোতাংসি শোষয়েয়াতাং তেন তৃষ্ণা প্রজায়তে॥
পাটলোৎপলকন্দেষু মুদ্গপর্ণ্যা চ সাধিতং॥
পিবেন্মাগধিকামিশ্রং তত্রাম্ভোহিমশীতলং।
সর্পিস্তৈলবসামজ্জদধিভৃঙ্গরসৈর্যুতং॥
ক্কাথেন বিল্বযবয়োঃ সর্ব্বগন্ধৈশ্চ পেষিতৈঃ।
পক্কমভ্যঞ্জনে শ্রেষ্ঠং সেকে ক্কাথঃ সুশীতলঃ॥

রসবন্তি চ ভোজ্যানি যথাস্বমবচারয়েৎ।
পানকানি সুশীতানি হৃদ্যানি সুরভীনি চ ॥
তৃষ্ণাং প্রাপ্তস্তু পানোত্থা পিত্তরক্তাভিমূর্চ্ছিতঃ।
দাহং প্রকুরুতে ঘোরং পিত্তবত্তত্র ভেষজং ॥
শীতং বিধানমত ঊর্দ্ধমহং প্রবক্ষ্যে
দাহপ্রশান্তিকরমৃদ্ধিমতাং নরাণাং।
তত্রাদিতো মলয়জেন হিতঃ প্রদেহ
শ্চন্দ্রাংশুহার তুহিনোদকশীতলেন ॥
শীতাম্বুশীতলতরৈশ্চ শয়ানমেবং
হারৈর্মৃণালবলয়ৈরবলাং স্পৃশেয়ুঃ।
ভিন্নোৎপলোজ্জ্বলহিমে শয়নে শয়ীত
পত্রেষু বা সজলবিন্দুষু পদ্মিনীনাং ॥
আসাদয়ন্ পবনমাহৃতমিষ্টগন্ধ কহ্লারপদ্মদলশৈবলসঞ্চয়েভ্যঃ।
শীতৈর্বনান্তপবনৈঃ পরিমৃজ্যমানঃ
প্রীতশ্চরেদ্ ভবনকাননদীর্ঘিকাসু ॥
দাহাভিভূতমথবা পরিষেচয়েত্তু শীতৈরুশীরজলচন্দনবারিভিস্তং।
বিস্রাবিতাং হৃতমলাং নববারিপূর্ণাং
পদ্মোৎপলোজ্জ্বলজলামধিবাসিতাঞ্চ ॥
বাপীন্তজেত হরিচন্দনভূষিতাঙ্গঃ কান্তাকরস্পর্শকর্কশরোমকূপঃ।
তত্রৈনমম্বুরুহপত্রসমৈঃ স্পৃশন্ত্যঃ
শীতৈঃ করোরুবদনৈঃ কঠিনৈঃস্তনৈশ্চ ॥
তোয়াবগাহকুশলা মধুরস্বভাবাঃ সংহর্ষয়েয়ুরবলা মধুরৈঃ প্রলাপৈঃ।
ধারাগৃহে প্রগলিতোদকদুর্দিনাভে
ক্লান্তঃ শয়ীত সলিলানিলশীতকুক্ষৌ ॥
গন্ধোদকৈঃ সকুসুমৈরুপসিক্তভূমৌ পত্রাম্বুচন্দনরসৈরুপলিপ্তকুড্যে।
মাংসীতমালবনকুঙ্কুমপদ্মপত্র জাত্যুৎপল প্রিয়ঙ্গুকেশর পুণ্ডরীকে ॥

পুন্নাগনাগকরবীরকৃতোপকারে তস্মিন্ গৃহে কমলরেণুরুণে শয়ীত।
যত্রাহতানিলবিকম্পিতপুষ্পদাম্নি হেমন্তবিন্ধ্যহিমবন্মলয়াচলানাং॥
শীতাম্ভসাং সকদলীহরিতদ্রুমাণাং উদ্ভিন্ননীলনলিনাম্বুরুহাকরানাং।
চন্দ্রোদয়স্য চ কথা শৃণুয়ান্মনোজ্ঞা
গ্লানং সুদীনমনসং মনসোঽনুকূলাঃ॥
পীনস্তনোরুজঘনাঘনসারদিগ্ধাঃ
তা এব মার্দ্রবসনাঃ সহ সংবিশেয়ুঃ।
শ্লিষ্টাবলাঃ শিথিলমেখলহারযষ্ট্যঃ॥
হর্ষয়েয়ুঃ পুনর্নার্য্যঃ স্বগুণৈরহসিস্মিতাঃ।
তাঃ শৈত্যাচ্ছময়েয়ুশ্চ পিত্তপানাত্যয়ং স্ত্রিয়ঃ॥
রক্তপিত্তভৃণাদাহেষ্বয়মেব বিধিঃ স্মৃতঃ।
সামান্যতো বিশেষন্তু শৃণু দাহেষ্বশেষতঃ॥
কৃৎস্নদেহানুগং রক্তমুদ্রিক্তং দহতিহ্যতি।
সংচূষ্যতে দহ্যতে চ তাম্রাভস্তাম্রলোচনঃ॥
লোহগন্ধাঙ্গবদনো বহ্নিনেবাবকীর্য্যতে।
তং বিলঙ্ঘ্য বিধানেন সংসৃষ্টাহারমাচরেৎ॥
অপ্রশাম্যতি দাহেচ রসৈস্তৃপ্তস্য জাঙ্গলৈঃ।
শাখাশ্রয়াঃ যথান্যায়ং রোহিনীর্ব্যধয়েৎসিরাঃ॥
পিত্তজ্বরসমঃ পিত্তাৎ স চাপ্যস্য বিধির্হিতঃ।
তৃষ্ণানিরোধাদব্ধাতৌ ক্ষীণে তেজঃ সমুত্থিতং॥
স বাহ্যাভ্যন্তরং দেহং দহেদ্বৈ মন্দচেতসঃ।
সংশুষ্কগলতাল্বোষ্ঠো জিহ্বাং নিঃকৃষ্য বেপতে॥
তত্রোপশময়েত্তেজস্তব্ধাতুঞ্চ বিবর্দ্ধয়েৎ।
পায়য়েৎ কামতস্তশ্চ শর্করাঢ্যং পয়োঽপিবা॥
শীতমিক্ষুরসং মন্থং বিতরেচ্চেরিতং বিধিং।
অসৃজা পূর্ণকোষ্ঠস্য দাহোঽন্যঃ স্যাৎ সুদুস্তর॥

বিধিঃ সদ্যোব্রণীয়োক্তস্তস্য লক্ষণমেব চ।
ধাতুক্ষয়োক্তো যে দাহস্তেন মূর্চ্ছা তৃষান্বিতঃ॥
ক্ষামস্বরঃ ক্রিয়াহীনঃ স সীদেদ্ ভৃশপীড়িতঃ।
রক্ত-পিত্তবিধিস্তস্য হিতঃ স্নিগ্ধোঽনিলাপহঃ॥
ক্ষতজেনাশ্নতশ্চান্যঃ শোচতোবাপ্যনেকধা।
তেনাস্বর্দহ্যতেঽত্যর্থং তৃষ্ণামূর্চ্ছাপ্রলাপবান্॥
তমিষ্টবিষয়োপেতং সুহৃদ্ভিরপি সংবৃতং।
ক্ষীরমাসরসাহারং বিধিনোক্তেন সাধয়েৎ॥
মর্ম্মাভিঘাতজোঽপ্যস্তি সোঽসাধ্যঃ সপ্তমোমতঃ।
সর্ব্ব এবচ বর্জ্জ্যাঃ স্যুঃ শীতগাত্রেষু দেহিষু॥
এবং বিধো ভবেদ্যস্তু মদিরাময়পীড়িতঃ।
প্রশান্তোপদ্রবশ্চাপি শোধনং প্রাপ্তমাচরেৎ॥
সক্ষীরকাণ্যার্দ্রকশৃঙ্গবের সৌবর্চলান্যদ্ধজলপ্লুতানি।
মদ্যানি হৃদ্যানাথ গন্ধবন্তি পীতানি সদ্যঃ শময়ন্তি তৃষ্ণাং॥
জলপ্লুতশ্চন্দনভূষিতাঙ্গঃ স্রগ্বী সভক্তাং পিশিতোপদংশাং।
পিবেৎ সুরাং নৈব লভেত রোগান্ মনোমতিঘ্নঞ্চ মদং ন যাতি॥

অষ্টচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতস্তৃষ্ণাপ্রতিশেধমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

সততং যঃপিবেদ্বারি ন তৃপ্তিমধিগচ্ছতি।
পুনঃ কাঙ্ক্ষতি তোয়ঞ্চ তং তৃষ্ণার্দ্দিতমাদিশেৎ॥
সংক্ষোভশোকশ্রমমদ্যপানাদ্রুক্ষাম্ল শুষ্কোষ্ণ কটূপযোগাৎ।
ধাতুক্ষয়াল্লঙ্ঘনসূর্য্যতাপাৎ পিত্তঞ্চ বাতশ্চভৃশং প্রবৃদ্ধৌ॥
স্রোতাংসি সংদূষয়তঃ সমেতৌ যান্যম্বুবাহীনি শরীরিণাংহি।
স্রোতঃ স্বপাং বাহিষু দূষিতেষু জায়েত তৃষ্ণা প্রবলা ততস্তু॥

তিস্রঃ স্মৃতাস্তাঃ ক্ষতজা চতুর্থী ক্ষয়াত্তথান্যামসমুদ্ভবা চ।
স্যাৎসপ্তমী ভক্তনিমিত্তজাতু লিঙ্গানি তাসাং শৃণু চৌষধানি॥
তাল্বোষ্ঠ কণ্ঠাস্য বিশোষ দাহাঃ সন্তাপমোহভ্রমবিপ্রলাপাঃ।
পূর্ব্বাণি রূপাণি ভবন্তি তাসামুৎপত্তিকালেষু বিশেষতোহি॥
শুষ্কাস্যতা মারুতসম্ভবায়াং তোদস্তথা শঙ্খ শিরোগলেষু।
স্রোতোনিরোধো বিরসঞ্চ বক্ত্রং শীতাভিরদ্ভিশ্চ বিবৃদ্ধি মেতি॥
মূর্চ্ছাপ্রলাপারুচিবক্ত্র শোষাঃ পীতেক্ষণত্বং প্রততশ্চদাহঃ॥
শীতাভিকাঙ্ক্ষা মুখতিক্ততাচ পিত্তাত্মিকা যাং পরিধূমনঞ্চ।
বাষ্পাবরোধাৎ কফসংবৃতেঽগ্নৌ তৃষ্ণা বলাসেন ভবেত্তু তত্র॥
নিদ্রাগুরুত্বং মধুরাস্যতা চ তৃষ্ণার্দ্দিতঃ শুষ্যতি চাতিমাত্রং।
শীতজ্বরছর্দ্দিররোচকশ্চ কফাত্মিকায়াং ত্বচিপাকএব॥
এতানি রূপাণি ভবন্তিনস্যাস্তয়ার্দ্দিতঃ কাঙ্ক্ষতি নাতিচাম্ভঃ।
ক্ষতস্য রুক্শোণিতনির্গমাভ্যাং তৃষ্ণা চতুর্থী ক্ষতজা মতাতু॥
তয়াভিভূতস্য নিশাদিনানি গচ্ছন্তি দুঃখং পিবতোঽপিতোয়ং।
রসক্ষয়াদ্যা ক্ষয়সম্ভবা সা তয়াভিভূতস্ত নিশাদিনেষু॥
পেপীয়তেঽম্ভঃ স সুখন্নযাতি তাং সন্নিপাতাদিতি কেচিদাহুঃ।
রসক্ষয়োক্তানি চ লক্ষণানি তস্যামশেষেণ ভিষগ্ব্যবস্যেৎ॥
ত্রিদোষলিঙ্গামসমুদ্ভবাচ হৃচ্ছূলনিষ্ঠীবনসাদযুক্তা।
স্নিগ্ধং তথাম্লং লবণঞ্চ ভুক্তং গুর্ব্বন্নমেবাশুতৃষাং করোতি॥
ক্ষীণং বিচিত্তং বধিরং তৃষার্ত্তং বিবর্জ্জয়েন্নির্গতজিহ্বমাশু।
তৃষ্ণাভিবৃদ্ধাবুদবেচ পূর্ণে তৎ বাময়েন্মাগধিকোদকেন॥
বিলেপনং চাত্র হিতং বদন্তি স্যাদ্দাড়িমাম্রাতকমাতুলুঙ্গৈঃ।
তৃষ্ণাপ্রয়োগৈরিহ সা নিবার্য্যা শীতৈশ্চ সম্যগ্রসবীর্য্যজাতৈঃ॥
গণ্ডূষমন্যৈর্ব্বিরসে চ বক্ত্রে কুর্য্যাচ্ছুভৈরামলকস্য চূর্ণৈঃ।
সুবর্ণরূপ্যাদিভিরগ্নিতপ্তৈর্লোষ্ট্রৈঃ কৃতং বা সিকতোপলৈর্ব্বা॥
জলং সুখোষ্ণং শময়েত্তু তৃষ্ণাং সশর্করং ক্ষৌদ্রযুতং হিমং বা।

পঞ্চাঙ্গিকাঃ পঞ্চগণা যউক্তাস্তেষ্বম্বুসিদ্ধং প্রথমে গণেবা ॥
পিবেৎ সুখোষ্ণং মনুজোহন্নশস্ত তৃষোবিমুচ্যেত হি বাতজায়াঃ।
পিত্তঘ্নবর্গেণ কৃতঃ কষায়ঃ সশর্করঃ ক্ষৌদ্রযুতঃ সুশীতঃ ॥
পীতাস্তৃষাং পিত্তকৃতান্নিহন্তি ক্ষীরং শৃতং বাপ্যথজীবনীয়ৈঃ।
বিল্বাঢ়কীকণ্টকপঞ্চমূলীদর্ভেষু সিদ্ধং কফজান্নিহন্তি ॥
হিতং ভবেচ্ছর্দনমেব চাত্র তপ্তেন নিম্বপ্রসবোদকেন।
সর্ব্বাসু তৃষ্ণাস্বথবাপি পৈত্তংকুর্য্যাদ্বিধিস্তেন বিনা ন শান্তিঃ ॥
পর্য্যাগতোড়ুম্বরজো রসস্ত সশর্করস্তৎকথিতোদকং বা।
বর্গস্য সিদ্ধস্যচ সারিবাদেঃ পাতব্যমম্ভঃ শিশিরং তৃষার্ত্তৈঃ ॥
কশেরুশৃঙ্গাটকপদ্মমোচ বিশেষু সিদ্ধং ক্ষতজান্নিহন্তি।
নীলোৎপলোশীরকুচন্দনানি দত্ত্বাপ্রবাতে নিশিবাসয়েত্তু ॥
তদুত্তমংতোয়মুদারগন্ধি সিতাযুতং ক্ষৌদ্রযুতন্তথৈব।
দ্রাক্ষাপ্রগাঢ়ঞ্চ হিতায় বৈদ্যঃ তৃষ্ণার্দ্দিতেভ্যো বিতরেন্নরেভ্যঃ ॥
স সারিবাদৌ তৃণপঞ্চমূলে তথোৎপলাদৌ মধুরে গণেচ।
কুর্য্যাৎ কষায়ঞ্চ বটৈবযুক্তং মধূকপুষ্পাদিষু বাপরেষু ॥
রাজাদনক্ষীরিকপীতনেষু বট্পানকানাত্র হিতানি চস্যুঃ।
সতুণ্ডীকেরীণ্যথবা পিবেত্তু পিষ্টানি কার্পাসসমুদ্ভবানি ॥
ক্ষতোদ্ভবাং রুগ্বিনিবারণেন জয়েদ্রসানামসৃজশ্চ পানৈঃ।
ক্ষয়োত্থিতাং ক্ষীরঘৃতং নিহন্ত্যাম্মাংসোদকং বা মধূকোদকং বা ॥
আমোদ্ভবাং বিল্ববচাযুতানাং জয়েৎকষায়ৈরথদীপনানাং।
আম্রাত ভল্লাতবলাযুতানি পিবেৎকষায়ণ্যথ দীপনানি ॥
গুর্ব্বন্নজাতাং বমনৈর্জ্জয়েচ্চ ক্ষয়াদৃতে সর্ব্বকৃতাশ্চ তৃষ্ণাঃ।
শ্রমোদ্ভবাং মাং সরসো নিহন্তি গুড়োদকং বাপ্যথবাপি মন্থঃ ॥
ভক্তোপরোধাতৃষিতো যবাগূমুষ্ণাং পিবেন্মন্থমথো হিমং চ।
যা স্নেহপীতস্য ভবেচ্চ তৃষ্ণা তত্রোষ্ণমম্ভঃ প্রপিবেন্মনুষ্যঃ ॥
সদ্যোদ্ভবামর্দ্ধজলং নিহন্তি মদ্যং তৃষ্ণাং যাপিহি মদ্যপস্য।

উষ্ণোদ্ভবাং হন্তি জলং সুশীতং সশর্করঞ্চেক্ষুরসং তথাম্বুঃ॥
স্বৈঃ স্বৈঃ কষায়ৈর্ব্বমনানি তাসাং তথাজ্বরোক্তানি চ পাচনানি।
লেপাবগাহৌ পরিষেচনানি কুর্য্যাত্তথা শীতগৃহাণিচাপি।
সংশোধনং ক্ষীররসৌ ঘৃতানি সর্ব্বাসু লেহান্ মধুরান্ হিমাংশ্চ॥

একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতশ্ছর্দ্দিপ্রতিষেধমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

অতিদ্রবৈরতিস্নিগ্ধৈরহৃদ্যৈর্লবণৈরপি।
অকালে চাতিমাত্রৈশ্চ যথাসাত্ম্যৈশ্চ ভোজনৈঃ॥
শ্রমাৎ ক্ষয়াত্তথোদ্বেগাদজীর্ণাৎ কৃমিদোষতঃ।
নার্য্যাশ্চাপন্নসত্ত্বায়াস্তথাতিদ্রুতমশ্নতঃ॥
বীভৎসৈর্হেতুভিশ্চান্যৈর্দ্রুতমুৎ ক্লেশিতোবলাৎ।
ছাদয়ন্নাননং বেগৈরর্দ্দয়ন্নঙ্গভঞ্জনৈঃ॥
নিরুচ্যতে ছর্দ্দিরিতি দোষো বক্ত্রং প্রধাবিতঃ।
দোষানুদীরয়ন্ বৃদ্ধানুদানো ব্যান সঙ্গতঃ॥
উর্দ্ধমাগচ্ছতি ভৃশং বিরুদ্ধাহারসেবিনাঃ।
হৃল্লাসোদ্গাররোধৌচ প্রসেকো লবণস্তনুঃ॥
দ্বেষোঽন্নপানে চ ভৃশং বমীনাং পূর্ব্বলক্ষণং।
প্রচ্ছর্দ্দয়েৎ ফেনিলমল্পমল্পং শূলার্দ্দিতোঽভ্যর্দিতপার্শ্বপৃষ্ঠঃ॥
শ্রান্তঃ সঘোষং বহুশঃ কষায়ং জীর্ণেঽধিকং সাঽনিলজাবমিস্তু।
যোঽম্লং ভৃশং বা কটুতিক্তবক্ত্রং পীতং সরক্তং হরিতংবমেদ্বা॥
সদাহচোষজ্বরবক্ত্রশোষ মূর্চ্ছান্বিতা পিত্তনিমিত্তজা সা।
যো হৃষ্টরোমা মধুরং প্রভূতং শুক্লংহিমং সান্দ্রকফানুবিদ্ধং॥
অভক্তরুগ্গৌরবসাদযুক্তোবমেদ্বমী সা কফকোপজা স্যাৎ।
সর্ব্বাণি রূপানি ভবন্তি যস্যাং সা সর্ব্বদোষ প্রভবা মতা তু॥

বীভৎসজা দৌহৃদজামজাচ যাসাত্ম্যতো বা কৃমিজাচ যাহি।
সা পঞ্চমী তাশ্চ বিভাবয়েত্তু দোষোচ্ছ্রয়েণৈব যথোক্তমাদৌ ॥
আমাশয়োৎক্লেশভবাশ্চ সর্ব্বাস্তস্মাদ্ধিতং লঙ্ঘনমেবতাসু।
শূলহৃল্লাসবহুলা কৃমিজা চ বিশেষতঃ ॥
কৃমিহৃদ্রোগতুল্যেন লক্ষণেন চ লক্ষিতা।
ক্ষীণস্যোপদ্রবৈর্যুক্তাং সাসৃক্ পূয়াং সচন্দ্রিকাং ॥
ছর্দ্দিং প্রসক্তাং কুশলো নারভেত চিকিৎসিতং।
বমীষু বহুদোষাসু ছর্দনং হিতমুচ্যতে।
বিরেচনং বা কুর্ব্বীত যথাদোষোচ্ছ্রয়ং ভিষক্।
সংসর্গাংশ্চানুপূর্ব্বেণ যথাস্বভেষজায় তান্ ॥
লঘূনি পরিশুষ্কাণি সাত্ম্যান্যন্নানি বা চরেৎ।
যথাস্বঞ্চ কষায়ানি জ্বরঘ্নানি প্রযোজয়েৎ ॥
অন্যাৎ ক্ষীরঘৃতং পীতং ছর্দ্দিং পবনসম্ভবাং।
মুদ্গামলকযূষো বা সসর্পিষ্কঃ সসৈন্ধবঃ ॥
যবাগূং মধু-মিশ্রাং বা পঞ্চমূলীকৃতাং পিবেৎ।
পিবেদ্বাব্যক্তসিন্ধুত্থ ফলাম্লং বৈষ্কিরং রসং ॥
সুখোষ্ণলবণং বাত্র হিতং স্নেহবিরেচনং।
পিত্তোপশমনীয়ানি পানানি শিশিরাণিচ ॥
কষায়াণ্যুপযুক্তানি ঘ্নন্তি পিত্তকৃতাং বমীং।
শোধনং মধুরৈশ্চাত্রদ্রাক্ষারসসমাযুতৈঃ ॥
বলবত্যাং প্রশংসন্তি সর্পিস্তৈল্বকমেব চ।
আরগ্বধাদিভির্যূষং দশাঙ্গযোগমেব চ ॥
পায়য়েতাথ সক্ষৌদ্রং কফজায়াং চিকিৎসকঃ।
কৃতশুদ্ধ্যা বিধিবৎকষায়ং হিমসংজ্ঞিতং ॥
ত্রিস্বপি ভবেৎ পথ্যং মাক্ষিকেণ সমন্বিতং।
বীভৎসজাং হৃদ্যতমৈর্দৌহৃদাং কাঙ্ক্ষিতৈঃ ফলৈঃ ॥

লঙ্ঘনৈর্ব্বমনৈশ্চাসাং সাত্ম্যৈশ্চাসাৎম্যকোপজাং।
কৃমিহৃদ্রোগবচ্চাপি কৃমিজাং সাধয়েদ্বমীং।
বিতরেচ্চ যথাদোষং শস্তং বিধিমনন্তরং।
দধিত্থরসসংযুক্তাং পিপ্পলীমাক্ষিকান্বিতাং॥
মুহুর্মুহুর্নরো লীঢ্বা ছর্দিভ্যঃ প্রতিমুচ্যতে।
সমাক্ষীকা মধুরসা পীতা বা তণ্ডুলাম্বুনা॥
তর্পণং বা মধুযুতং তিসৃণামপিভেষজং।
স্বয়ঙ্গুপ্তঃ সযষ্ট্যাহ্বাং তণ্ডুলাম্বুমধুদ্রবাঃ॥
পিবেদ্যবাগূমথবা সিদ্ধাং পত্রৈঃ করঞ্জজৈঃ।
যুক্তাম্ললবণাঃ পিষ্টাঃ কুস্তুম্বুর্য্যোঽথবা হিতাঃ॥
তণ্ডুলাম্বুযুতং খাদেৎকপিত্থং ত্র্যূষণেন বা।
সিতাচন্দনমধ্বাক্তং লিহ্যাদ্বা মক্ষিকাশকৃৎ॥
পিবেৎ পয়োঽগ্নিতপ্তঞ্চ নির্ব্বাপ্য গৃহগোধিকাং।
সর্পিঃ ক্ষৌদ্রসিতোপেতাং মাগধীং বা লিহেত্তথা।
ধত্রীরসে চন্দনং বা শৃতং মুদ্গাদলাম্বু বা॥
কোলামলকমজ্জানং লিহ্যাদ্বা ত্রিসুগন্ধিকং।
সক্ষৌদ্রাং শালিলাজানাং যবাগূং বা পিবেন্নরঃ॥
ঘ্রেয়াণ্যুপহরেচ্চাপি মনোঘ্রাণসুখানি চ॥
জাঙ্গলানিচ মাংসানি স্বাদুবৎপানকানি চ।
ভোজনানি বিচিত্রাণি কুর্য্যাৎ সর্ব্বাস্বতন্দ্রিতঃ॥

পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো হিক্কাপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ।
বিদাহিগুরুবিষ্টম্ভি রুক্ষাভিষ্যন্দিভোজনৈঃ॥
শীতপানাসনস্থানরজোধূমানিলানলৈঃ।

ব্যায়ামকর্ম্মভারাধ্ববেগাঘাতাপতর্পণৈঃ ॥
আমদোষাভিঘাতস্ত্রীক্ষয়রোগপ্রপীড়নৈঃ ।
বিষমাশনাধ্যশনৈস্তথাসংশমনৈরপি ॥
হিক্কা শ্বাসশ্চ কাসশ্চ নৃণাং সমুপজায়তে ।
মুহুর্ম্মুহুর্ব্বায়ুরুদেতি সস্বনো
যকৃৎপ্লিহান্ত্রাণি মুখাদিবাক্ষিপন্ ।
সঘোষবানাশু হিনস্ত্যসূন্ যত
স্ততস্তু হিক্কেতি ভিষগ্ভিরুচ্যতে ॥
অন্নজাং যমলাং ক্ষুদ্রাং গম্ভীরাং মহতীং তথা ।
কফেনানুগতো বায়ুঃ পঞ্চ হিক্কাঃ করোতি হি ॥
মুখং কষায়মরতির্গৌরবং কণ্ঠবক্ষসোঃ ।
পূর্ব্বরূপাণি হিক্কানামাটোপো জঠরস্য চ ॥
পানান্নৈরতিসংযুক্তৈঃ সহসা পীড়িতোঽনিলঃ ।
হিক্কয়ত্যূর্দ্ধগো ভূত্বা তাং বিদ্যাদন্নজাং ভিষক্ ॥
চিরেণ যমলৈর্ব্বেগৈ র্যা হিক্কা সংপ্রবর্ত্ততে ।
কম্পয়ন্তি শিরোগ্রীবং যমলাস্তাং বিনির্দ্দিশেৎ ॥
বিকৃষ্টকালৈর্যা বেগৈর্ম্মন্দৈঃ সমভিবর্ত্ততে ।
ক্ষুদ্রিকা নামসা হিক্কা জত্রুমূলাৎ প্রধাবিতা ॥
নাভিপ্রবৃত্তা যা হিক্কা ঘোরা গম্ভীরনাদিনী ।
শুষ্কোষ্ঠকণ্ঠ-জিহ্বাস্যশ্বাসপার্শ্বরুজাকরী ॥
অনেকোপদ্রবযুতা গম্ভীরা নাম সা স্মৃতা ।
মর্ম্মাণ্যাপীড়য়ন্তীব সততং যা প্রবর্ত্ততে ॥
দেহমায়াম্য বেগেন ঘোষয়ত্যতিতৃষ্যতঃ ।
মহাহিক্কেতি সাজ্ঞেয়া সর্ব্বগাত্রপ্রকম্পিণী ॥
আযম্যতে হিক্কতোঽঙ্গানি যস্য দৃষ্টিশ্চোর্দ্ধং তাম্যতে যস্য গাঢ়ং ।
ক্ষীণোঽন্নবিট্কাসতে যশ্চ হিক্কী তৌ দ্বাবন্তৌ বর্জ্জয়েদ্ধিক্কমানৌ॥

প্রাণায়ামোদ্বেজনত্রাসনানিসূচীতোদৈঃ সংভ্রমশ্চাত্র শস্তঃ।
যষ্ট্যাহ্বং বা মাক্ষিকেণাবপীড়ঃ পিপ্পল্যো বা শর্করাচূর্ণযুক্তাঃ॥
সর্পিঃ কোষ্ণং ক্ষারমিক্ষোরসো বা নাতিক্ষীণৈঃ স্রংসনং ছর্দনঞ্চ।
নারীপয়ঃপিষ্টমশুক্লচন্দনং ঘৃতং সুখোষ্ণঞ্চ সসৈন্ধবং তথা॥
চূর্ণীকৃতং সৈন্ধবমম্ভসা তথা নিহন্তি হিক্কাঞ্চ হিতঞ্চনস্যতঃ।
যুঞ্জ্যাদ্ধূপং শালনির্য্যাসজাতং নৈপালং বা গোবিষাণোদ্ভবং বা॥
সর্পিঃ স্নিগ্ধৈঃ চর্ম্মবালৈঃ কৃতং বা হিক্কাস্থানে স্বেদনং বাপি কার্য্যং।
ক্ষৌদ্রোপেতং গৈরিকং কাঞ্চনাহ্বং লিহ্যাত্তস্ম গ্রাম্যসত্ত্বাস্থিজং বা॥
তদ্বচ্ছাগবিষাণেষ গোশল্যকানাং রোমাণ্যন্তর্দ্ধূমদগ্ধানি চাত্র।
মধ্বাজ্যাক্তং বর্হিপত্রপ্রসূতমেবং ভস্মৌডুম্বরং তৈন্বকং বা॥
স্বর্জিক্ষারং বীজপূরাদ্রসেন ক্ষৌদ্রোপেতং হন্তি লীঢ়াশু হিক্কাং।
সর্পিঃস্নিগ্ধংঘ্নন্তি হিক্কাং যবাগ্বঃ কোষ্ণগ্রাসাঃ পায়সো বা সুখোষ্ণঃ॥
শুণ্ঠীতোয়ে সাধিতংক্ষীরমাজমুদ্বৎপীতং শর্করাসংযুতং বা॥
আতৃপ্তের্বা সেব্যমানং নিহন্যাদ্ ঘ্রাত্বা হিক্কামাশুমূত্রং তজাব্যোঃ॥
সপূতিকীটং লশুনোগ্রগন্ধাহিংগ্বজমাচূর্ণা সুভাবিতস্তৎ।
ক্ষৌদ্রংসিতাং বারণকেশরঞ্চ পিবেদ্রসেনেক্ষুমধূকজেন॥
পিবেৎ পলং বা লবণোত্তমস্য দ্বাভ্যাং পলাভ্যাং হবিষঃ সমগ্রং॥
হরীতকীং কোষ্ণজলানুপানাং পিবেদ্ঘৃতং ক্ষারমধুপ্রপন্নং।
রসঙ্কপিত্থান্মধু-পিপ্পলীভ্যাং পিচুপ্রমাণং প্রপিবেৎ সুখায়॥
কৃষ্ণাং সিতাং চামলকঞ্চলীঢং সশৃঙ্গবেরং মধুনাথবাপি।
কোলাস্থিমজ্জাঞ্জনলাজচূর্ণং হিক্কাং নিহন্যান্মধুনাচ লীঢ়ং॥
পাটলায়াঃ ফলং পুষ্পং গৈরিকং কটুরোহিণী।
খর্জূরমধ্যং মাগধ্যঃ কাশীশং মধুনাম চ॥
চত্বারোযূষযোগাঃ স্যুঃ প্রতিপাদপ্রদর্শিতাঃ।
মধু দ্বিতীয়াঃ কর্ত্তব্যাস্তে হিক্কাসু বিজানতা॥
কপোতপারাবতলাবশল্যকশ্বদংষ্ট্রগোধাবৃষদংশজান্ রসান্।

পিবেৎ ফলাম্লান্ হিমান্ সসৈন্ধবান্ স্নিগ্ধাংস্তথৈবর্ষমৃগদ্বিজোদ্ভবান্ ॥
বিরেচনং পথ্যতমং সসৈন্ধবং ঘৃতং সুখোষ্ণঞ্চ শিতোপলাযুতং।
সদাগদতাবূর্দ্ধগতেঽনুবাসনং বদন্তি কেচিচ্চ হিতায় হিক্কিনাং ॥

একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ শ্বাসপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

যৈরেব কারণৈর্হিক্কা বহুভিঃ সংপ্রবর্ত্ততে।
তৈরেব কারণৈঃ শ্বাসো ঘোরো ভবতি দেহিনাং ॥
বিহায় প্রকৃতিং বায়ুঃ প্রাণোঽথ কফসংযুতঃ।
শাসয়ত্যূর্দ্ধগোভূত্বা তং শ্বাসং পরিচক্ষতে ॥
ক্ষুদ্রকস্তমক শ্ছিন্নো মহানূর্দ্ধশ্চপঞ্চধা।
ভিদ্যতে স মহাব্যাধিঃ শ্বাস একো বিশেষতঃ
প্রাগ্রূপং তস্য হৃৎপীড়া ভক্তদ্বেষোঽরতি পরা।
আনাহঃ পার্শ্বয়ো শূলং বৈরস্যংবদন ॥
কিঞ্চিদারভমানস্য যস্য শ্বাস বর্ত্ততে।
নিষণ্ণস্যৈতি শান্তিঞ্চ স ইতি সংজ্ঞিতঃ ॥
তৃট্স্বেদবমথুপ্রায়ঃ ঘুর্ঘুরিকান্বিতঃ।
বিশেষাদ্ দুর্দি তাম্যোচ্ছ্বাসঃ স্যাত্তমকোমতঃ ॥
ঘোষেণ হত্তাবিষ্টঃ সকাসঃ সকফোনরঃ।
য সত্যবলোঽন্নদ্বিট্ সুপ্তস্তমকপীড়িতঃ ॥
সংশাম্যতি কফে হীনে স্বপতশ্চ বিবর্দ্ধতে।
মূর্চ্ছাজ্বরাভিভূতস্য জ্ঞেয়ঃ প্রতমকস্তু সঃ ॥
আধ্মাতো দহ্যমানেন বস্তিনা সরুজং নরঃ।
সর্ব্বপ্রাণেন বিচ্ছিন্নং শ্বস্যাচ্ছিন্নস্তমাদিশেৎ ॥

নিসংজ্ঞঃ পার্শ্বশূলার্ত্তঃ শুষ্ককণ্ঠোঽতি ঘোষবান্।
সংরব্ধনেত্রস্ত্বাযম্য যঃ শ্বস্যাৎ স মহান্ স্মৃতঃ ॥
মর্ম্মস্বাযম্যমানেষু শ্বসন্মূঢ়ো মুহুশ্চযঃ।
ঊর্দ্ধপ্রেক্ষী হতস্বর স্তমূর্দ্ধ শ্বাসমাদিশেৎ ॥
ক্ষুদ্রঃ সাধ্যতমস্তেষাং তমকঃ কৃচ্ছ্র উচ্যতে।
ত্রয়ঃশ্বাসা ন সিধ্যন্তি তমকো দুর্ব্বলস্য চ ॥
স্নেহবস্তিং বিনা কেচিদূর্দ্ধঞ্চাধশ্চশোধনং।
মৃদুপ্রাণবতাং শ্রেষ্ঠং শ্বাসিনামাদিশন্তি হি ॥
কাসে শ্বাসে চ হিক্কায়াং হৃদ্রোগেচাপি পূজিতং।
ঘৃতং পুরাণং সংসিদ্ধমভয়াবিড়রামঠৈঃ ॥
সৌবর্চ্চলাভয়াবিল্বৈঃ সংস্কৃতং বা নবং ঘৃতং।
পিপ্পল্যাদি প্রতীবাপং সিদ্ধং বা প্রথমে গণে ॥
সপঞ্চলবণং সর্পিঃ শ্বাসকাসৌব্যপোহতি।
হিংস্রাবিড়ঙ্গ পূতীকত্রিফলাব্যোষচিত্রকৈঃ ॥
দ্বিক্ষীরং সাধিতং সর্পিশ্চতুর্গুণ জলান্বিতং।
কোলমাত্রৈঃ পিবেদ্বদ্ধি শ্বাসকাসৌব্যপোহতি ॥
অর্শাংস্যরোচকং গুল্মং শকৃদ্ভেদং ক্ষয়ং তথা।
কৃৎস্নে বৃষকষায়েবা পচেৎ সর্পিশ্চতুর্গুণে ॥
তন্মূলং কুসুমাবাপশীতঃ কল্কেন যোজয়েৎ।
শৃঙ্গীমধুরিকাভার্গী শুষ্ঠীতার্ক্ষ সিতাভেদৈঃ ॥
সহরিদ্রৈঃ সযষ্ট্যাহ্বৈঃ সমৈরাবাপ্য যোজিতঃ।
ঘৃতপ্রস্থং পচেদ্ধীমান্ শীততোয়ে চতুর্গুণে ॥
শ্বাসঙ্কাসস্তথা হিক্কাং সর্পিরেতন্নিয়চ্ছতি।
সুবহাকালিকাভার্গী শুকাখ্যানৈচুলস্ফলং ॥
কাকাদনী শৃঙ্গবেরং বর্ষাভূং বৃহতীদ্বয়ং।
কোলমাত্রৈর্ঘৃতপ্রস্থং পচেদেভির্জলার্দ্ধকং ॥

কটূষ্ণং পীতমেতদ্ধি শ্বাসাময়বিনাশনং ।
সৌবর্চ্চলযবক্ষারকটুকাব্যোষচিত্রকৈঃ ॥
বচাভয়াবিড়ঙ্গৈশ্চ সাধিতং শ্বাসশান্তয়ে ।
গোপবল্ল্যুদকে সিদ্ধং স্যাদষ্টদ্বিগুণেঘৃতং ॥
তালীশতামলক্যুগ্রা জীবন্তীকুষ্ঠসৈন্ধবৈঃ ।
বিল্বপুষ্করপূতীক সৌবর্চ্চলকণাগ্নিভিঃ ॥
পথ্যাতেজোবতীযুক্তৈঃ সর্পির্জলচতুর্গুণং ।
হিঙ্গুপাদযুতং সিদ্ধং সর্ব্বশ্বাসহরম্পরং ॥
পটেপ্তানি হব্যং স্যাদ্ভির্ভিষজঃ শ্বাসকাসয়োঃ ।
বাসাঘৃতং ষট্‌ফলঞ্চ ঘৃতঞ্চাত্র হিতং ভবেৎ ॥
তৈলং দশগুণেসিদ্ধং ভৃঙ্গরাজরসে শুভে ।
সেব্যমানং যথান্যায়ং শ্বাসকাসৌ ব্যপোহতি ॥
ফলাম্লা বিষ্কিররসাঃ স্নিগ্ধাঃ প্রব্যক্তসৈন্ধবাঃ ।
এণাদীনাং শিরোভিব্বা কৌলথ্যা বা সুসংস্কৃতাঃ ॥
হন্যুঃ শ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ সংস্কৃতানি পয়াংসিচ ।
ত্রিনিশস্চ বীজানি কর্কটাখ্যা সুবার্চ্চকা ॥
দুরালভাথ পিপ্পল্যঃ কটুকাখ্যা হরীতকী ।
শ্বাবিন্ময়ূররোমাণি কোলা মাগধিকা কণাঃ ॥
ভার্গীত্বক্‌শৃঙ্গবেরঞ্চ শর্করাশল্লকাঙ্গজং ।
ত্রিকণ্টকস্য বীজানী চূর্ণিতানি তু কেবলং ॥
পঞ্চশ্লোকার্দ্ধিকাস্থেতে লেহা যে সম্যগীরিতাঃ ।
সর্পির্মধুভ্যাং তে লেহ্যাঃ কাসশ্বাসার্দিতৈনরৈঃ ।
সপ্তচ্ছদস্য পুষ্পাণি পিপ্পলীচাপি মস্তুনা ।
পিবেৎ সঞ্চূর্ণ্য মধুনা ধানাশ্চাপ্যথ ভক্ষয়েৎ ॥
অর্কাঙ্কুরৈর্ভাবিতানাং যবানাং সাধ্বনেকশঃ ।
তর্পণং বা পিবেদেষাং সক্ষৌদ্রং শ্বাসপীড়িতঃ ॥

শিরীশকদলীকুন্দপুষ্পমাগধিকাযুতং।
তণ্ডুলাম্বুযুতং পীত্বা জযেচ্ছ্বাসানশেষতঃ॥
কোলমজ্জস্তালমূলমৃষ্যচর্ম্মমসীমপি।
লিহ্যাৎ ক্ষৌদ্রেণ ভার্গীং বা সর্পির্মধুসমাযুতাং॥
নিম্বৈঃ কদম্বনীজং বা সক্ষৌদ্রং তণ্ডুলাম্বুনা।
দ্রাক্ষাং হরীতকীং কৃষ্ণাং কর্কটাখ্যাং দুরালভাং॥
সর্পির্মধুভ্যাং বিলিহন্ হন্তি শ্বাসান্ সুদারুণান্।
হরিদ্রাং মরিচং দ্রাক্ষাং গুড়ং রাস্নাং কণাং শঠীং॥
লিহ্যাত্তৈলেনতুল্যানি শ্বাসার্ত্তো হিতভোজনঃ।
গবাং পুরীষস্বরসং মধুমাগধিকাযুতং॥
লেহঃ শ্বাসেষু কাসেষু বাজিনাং বা শকৃদ্রসঃ।
পাণ্ডুরোগেষু শোথেষু যে যোগাঃ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
শ্বাসকাসাপহাস্তেঽপি কাসঘ্না যে চ কীর্ত্তিতাঃ।
ভার্গীত্বকত্র্যূষণং তৈলং হরিদ্রাং কটুরোহিণীং॥
পিপ্পলীং মরিচং চণ্ডাঙ্গোশকৃদ্রসমেব চ।
তলকোটস্য বীজেষু পচেদুৎকারিকাং শুভাং॥
সেব্যমানা নিহন্ত্যেষা শ্বাসানাশু সুদুস্তরান্।
পুরাণসর্পিঃ পিপ্পল্যঃ কৌলত্থাঃ জাঙ্গলা রসাঃ॥
সুরাসৌবীরকং হিঙ্গু মাতুলুঙ্গ রসো মধু।
দ্রাক্ষামলকবিল্বানি শস্তানি শ্বাসহিক্কিনাং॥
শ্বাসহিক্কাপরিগতং স্নিগ্ধৈঃ স্বেদৈরুপাচরেৎ।
যুক্তৈর্লবণতৈলাভ্যাং তৈরস্য গ্রথিতঃ কফঃ॥
স্রস্তো বিলয়নং যাতি মারুতশ্চাস্য শাম্যতি।
স্নিগ্ধং জ্ঞাত্বা ততশ্চৈব ভোজয়িত্বা রসৌদনং॥
বাতশ্লেষ্মবিবন্ধো বা ভিষগ্ধূমং প্রয়োজয়েৎ।
মনঃশিলাদেবদারুহরিদ্রাচ্ছদমাম্রিষৈঃ॥

লাক্ষোরুবৃকমূলৈশ্চ কৃত্বা বর্ত্তীর্ব্বিধানতঃ ।
সর্পির্নবমধূচ্ছিষ্টশালনির্যাসজং তথা ॥
শৃঙ্গবালখুরস্নায়ুত্বক্সমস্তং গবামপি ।
তুরষ্কশল্লকীনাঞ্চ গুগ্‌গুলোঃ পদ্মকস্য চ ॥
এতে সর্ব্বে সসর্পিস্কা ধূমাঃ কার্য্যাঃ বিজানতা ।
বলীয়সি কফগ্রস্তে বমনং সবিরেচনং ॥
দুর্বলে চৈব রুক্ষেচ তর্পণং হিতমুচ্যতে ।
জাঙ্গলৌরস্রজৈর্মাংসৈরানুপৈর্ব্বা সুসংস্কৃতৈঃ ॥
নিদিগ্ধিকাঞ্চামলকপ্রমাণাং হিংগ্বর্দ্ধযুক্তাং মধুনা সুযুক্তাং ।
লিহন্নরঃ শ্বাসনিপীড়িতোহি শ্বাসং জয়ত্যেব বলাদ্ব্যহেন ॥
যথাগ্নিবিদ্ধঃ খলু কাষ্ঠসঙ্ঘৈর্বজ্রং যথা বা সুররাজমুক্তং ।
রোগাস্তথৈতে খলু দুর্নিবারাঃ শ্বাসশ্চকাসশ্চ বিলম্বিকা চ ॥

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

অথাতঃ কাসপ্রতিষেধমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ।
উক্তা যে হেতবো নৃণাং রোগয়োঃ শ্বাসহিক্কয়োঃ ।
কাসস্যাপি চ তে জ্ঞেয়াস্ত এবোৎপত্তি হেতবঃ ॥
ধূমোপঘাতাদ্রজসস্তথৈব ব্যায়ামরুক্ষান্ননিষেবণাচ্চ ।
বিমার্গগত্বাদপি ভোজনস্য বেগাবরোধাৎ ক্ষবথোস্তথৈব ॥
প্রাণোহ্যুদানানুগতঃ প্রদুষ্টঃ সংভিন্নকাংস্যস্বনতুল্যঘোষঃ ।
নিরেতিবক্ত্রাৎ সহসা সদোষঃ কাসঃ স বিদ্বদ্ভিরুদাহৃতস্তু ॥
স বাতপিত্তপ্রভবঃ কফাচ্চ ক্ষতাত্তথান্যঃ ক্ষয়জোঽপরশ্চ ।
পঞ্চপ্রকারঃ কথিতো ভিষগ্ভির্ব্বিবর্দ্ধিতো যক্ষবিকারকৃৎস্যাৎ ॥
ভবিষ্যতস্তস্যতু কণ্ঠকণ্ডূর্ভোজ্যোপরোধো গলতালুলেপঃ ।
স্বশব্দবৈষম্যমরোচকোঽগ্নিসাদশ্চ লিঙ্গানি ভবন্ত্যমূনি ॥

হৃচ্ছঙ্খমূর্দ্ধোদরপার্শ্বশূলীক্ষামাননঃ ক্ষীণবলস্বরৌজা।
প্রসক্তবেগশ্চ সমীরণেন কাসেত্তু শুষ্কং স্বরভেদযুক্তঃ॥
উরোবিদাহজ্বরবক্ত্রশোষৈরভ্যর্দ্দিতস্তিক্তমুখস্তৃষার্ত্তঃ।
পিত্তেন পীতানি বমেৎ কটূনি কাসেৎ স পাণ্ডুঃ পরিদহ্যমানঃ॥
বিলিপ্যমানেন মুখেন সীদন্ শিরোরুগার্ত্তঃ কফপূর্ণদেহঃ।
অভক্তরুগ্গৌরবসাদযুক্তঃ কাসেদ্ভৃশং সান্দ্রকফঃ কফেন।
যস্যোহতিমাত্রং বিহতঞ্চ যস্য ব্যায়ামভারাধ্যয়নাভিঘাতৈঃ।
বিশ্লিষ্টবক্ষাঃ স নরঃ সরক্তং ষ্ঠীবত্যভীক্ষ্ণং ক্ষতজঃ সউক্তঃ॥
অতিব্যবায়ভারাধ্বযুদ্ধাশ্বগজবিগ্রহৈঃ।
রুক্ষস্যোরঃক্ষতং বায়ুর্গৃহীত্বা কাসমাবহেৎ।
সপূর্ব্বং কাসতে শুষ্কং ততঃ ষ্ঠীবেৎ সশোণিতং।
কণ্ঠেন রুজতেহত্যর্থং বিভিন্নে নৈবচোরসা।
সূচীভিরিব তীক্ষ্ণাভিস্তুদ্যমানেন শূলিনা।
দুঃখস্পর্শেন শূলেন ভেদপীড়াভিতাপিনা॥
পর্ব্বভেদজ্বরশ্বাসতৃষ্ণাবৈস্বর্য্যপীড়িতঃ।
পারাবত ইবাকূজন্ কাসবেগাৎ ক্ষতোদ্ভবাৎ॥
বিষমাসাত্ম্যভোজ্যাতিব্যবায়াদ্বেগনিগ্রহাৎ।
ঘৃণিনাং শোচতাং নৃণাং ব্যাপন্নেহগ্নৌ ত্রয়োমলাঃ॥
কুপিতাঃ ক্ষয়জং কাসং কুর্য্যুর্দ্দেহক্ষয়প্রদং।
সগাত্রশূলজ্বর দাহমোহান্ প্রাণক্ষয়ঞ্চোপলভেত কাসী॥
শুষ্যন্ বিনিষ্ঠীবতি দুর্ব্বলস্তু প্রক্ষীণমাংসো রুধিরং সপূয়ং।
তং সর্ব্বলিঙ্গং ভৃশদুশ্চিকিৎস্যং চিকিৎসিতজ্ঞাঃ ক্ষয়জং বদন্তি
বৃদ্ধত্বমাসাদ্য ভবত্যথোবৈ যাপ্যস্তু মাহুর্ভিষজস্তু কাসং।
শৃঙ্গীবচাকট্‌ফলকতৃণাব্দ ধান্যাভয়াভার্গ্যমরাহ্ববিশ্বং॥
উষ্ণাম্বুনা হিঙ্গুযুতং তু পীত্বা বদ্ধাসামপ্যাশুজহাতি কাসং।
ফলত্রিকব্যোষ বিড়ঙ্গ শৃঙ্গীরাস্নাবচাপদ্মকদেবকাষ্ঠৈঃ॥

লেহঃ সমৈঃ ক্ষৌদ্রসিতাঘৃতাক্তঃ কাসং নিহন্যাদচিরাদ্ধিদীর্ণং।
পথ্যাং সিতামামলকানি লাজাং সমাগধীং চাপিবিচূর্ণ্য শুণ্ঠীং॥
সর্পির্মধুভ্যাং বিলীহীত কাসী সসৈন্ধবাং বোদ্ধকলেন কৃষ্ণাং।
খাদেৎ গুড়ং নাগরপিপ্পলীভ্যাং দ্রাক্ষাঞ্চ সর্পির্মধুনাবলিহ্যাৎ॥
দ্রাক্ষাং সিতাং মাগধিকাঞ্চ তুল্যাং সশৃঙ্গবেরং মধুকত্বগাঞ্চ।
লিহ্যাদ্ঘৃতক্ষৌদ্রযুতাংসমাংসাং সিতোপলাং বা মরিচাংশযুক্তাং॥
ধাত্রীকণাবিশ্বসিতোপলাশ্চ সংচূর্ণ্য মণ্ডেন পিবেচ্চ দধ্নঃ।
হরেণুকাং মাগধিকাঞ্চ তুল্যাং দধ্না পিবেৎ কাসগদাভিভূতঃ॥
উভে হরিদ্রে সুরদারুশুণ্ঠীং গায়ত্রীসারঞ্চ পিবেৎ সমাংসং।
বস্তুসা মূত্রেণ সুখাম্বুনা বা দন্তীং দ্রবন্তীঞ্চ সতিল্বকাংশাং॥
ভৃষ্টানি সর্পিষাথ বাদরাণি খাদেৎ পলাংশানি সসৈন্ধবানি।
কোলপ্রমাণং প্রপিবেদ্ধি হিঙ্গু সৌবীরকেণাম্লরসেন বাপি॥
ক্ষৌদ্রেণ লিহ্যান্মরিচানি বাপি ভার্গীবচাহিঙ্গুকৃতাঞ্চ বর্ত্তিং।
ধূমে প্রশস্তা ঘৃতসংপ্রযুক্তা বেণুত্বগেলালবণৈঃ কৃতাচ॥
মুস্তেঙ্গুদীত্বগ্মধুকাহ্বমাংসীমনঃশিলালৈশ্ছগলাম্বুপিষ্টৈঃ।
বিধায় বর্ত্তীঃ সপয়োঽনুপানং ধূমং পিবেৎ বাতবলাসকাসী॥
পিবেচ্চ সীধুং মরিচান্বিতং বা তেনাশুকাসং শমমভ্যুপৈতি।
দ্রাক্ষাম্বুমঞ্জিষ্ঠপুরাহ্বয়াভিঃ ক্ষীরং শৃতং মাক্ষিকসংপ্রযুক্তং॥
নিদিগ্ধিকানাগরপিপ্পলীভিঃ খাদেচ্চ মুদ্গান্ মধুনা সুসিদ্ধান্।
উৎকারিকাং সর্পিষি নাগরাঢ্যাং পক্বা সমূলৈস্ত্রুটিকোলপত্রৈঃ॥
এভির্নিষেবেত কৃতাঞ্চ পেয়াং তদ্বাং সুশীতাং মধুনাবিমিশ্রাং।
যৎপ্লীহ্নি সর্পির্বিহিতং ষড়ঙ্গং তদ্বাতকাসং জয়তি প্রসহ্য॥
বিদারিগন্ধাদিকৃতং ঘৃতং বা রসেন বা বাসকজেন পক্বং।
বিরেচনং স্নৈহিকমত্রচোক্তমাস্থাপনং চাপ্যনুবাসনঞ্চ॥
ধূমং পিবেৎ স্নৈহিকমপ্রমত্তঃ পিবেৎ সুখোষ্ণং চূতমেব চাত্র।
হিতা যবাগ্বশ্চ রসেষু সিদ্ধাঃ পয়াংসি লেহাঃ সঘৃতাস্তথৈব॥

প্রচ্ছর্দ্দনং কায়শিরোবিরেকাস্তথৈবধূমাঃ কবল গ্রহাশ্চ।
উষ্ণাশ্চ লেহাঃ কটুকানি হন্যুঃ কফং বিশেষেণ বিশোষণং বা॥
কটুত্রিকঞ্চাপি বদন্তি পথ্যং ঘৃতং কৃমিঘ্নস্বরসে বিপক্বং।
নিগুণ্ডিপত্রস্বরসে চ পক্বং বর্ত্তিঃ কফোত্থো বিনিহন্তি কাসং।
পাঠাবিড়ব্যোষবিড়ঙ্গসিন্ধুত্রিকণ্টরাস্নাহুতভুগ্‌বলাভিঃ।
শৃঙ্গীবচাম্ভোধর দেবদারু দুরালভাভার্গ্যভয়াশঠীভিঃ॥
সম্যগ্‌বিপক্বং দ্বিগুণেন সর্পির্নিদিগ্ধিকায়াঃ স্বরসেনচৈতৎ।
শ্বাসাগ্নিসাদ স্বরভেদভিন্নান্নিহন্ত্যাদীর্ণানপি পঞ্চকাসান্‌॥
বিদারিগন্ধোৎপলসারিবাদীন্নিকাথ্য বর্গান্‌ মধুকঞ্চকুংস্নং।
ঘৃতম্পচেদিক্ষুরসাম্বুদুগ্ধৈঃ কাকোলিবর্গেচ সশর্করং তৎ॥
প্রাতঃ পিবেৎ পিত্তকৃতে চ কাসে রতিপ্রসূতে ক্ষয়জেচকাসে।
খর্জ্জুরভার্গীমগধাপিয়ালমধূলিকৈলামলকৈসমাংশৈঃ॥
চূর্ণং সিতাক্ষৌদ্রঘৃতপ্রগাঢ়ন্ত্রান্‌ হন্তি কাসানুপযুজ্যমানং।
রক্তাং হরিদ্রাঞ্জনবহ্নিপাঠামূর্ব্বোপকুল্যা বিলিহেৎসমাংশাঃ॥
ক্ষৌদ্রেণ কাসে ক্ষতজে ক্ষয়োত্থে পিবেদ্ঘৃতং চেক্ষুরসে বিপক্বং।
চূর্ণং পিবেচ্ছামলকস্য বাপি ক্ষীরেণ পক্বং সঘৃতং হিতাশী॥
চূর্ণানি গোধূমযবোদ্ভবানি কাকোলিবর্গশ্চ কৃতঃ সুসূক্ষ্মঃ।
কাসেষুপেয়স্ত্রিষু কাসবত্তিঃ ক্ষীরেণ সক্ষৌদ্রঘৃতেন বাপি॥
গুড়োদকং বা কথিতং পিবেদ্ধি ক্ষৌদ্রেণ শীতং মরিচোপদংশং।
প্রস্থত্রয়েণামলকীরসস্য শুদ্ধস্য দত্বার্দ্ধতুলাং গুড়স্য॥
চূর্ণীকৃতৈগ্রন্থিকচব্যজীরব্যোষেভকৃষ্ণাহবুষাজমোদৈঃ।
বিড়ঙ্গ সিন্ধুত্রিফলাযমাণীপাঠাগ্নিধান্যৈশ্চ পিচুপ্রমাণৈঃ॥
দত্বা ত্রিবৃচ্চূর্ণপলানি চাষ্টাবষ্টৌচ তৈলস্য পচেদ্‌যথাবৎ।
তত্তক্ষয়েদক্ষফলপ্রমাণং যথেষ্টচেষ্টং ত্রিসুগন্ধিযুক্তং॥
অনেন সর্ব্বে গ্রহণীবিকারাঃ সশ্বাসকাসস্বরভেদশোথাঃ।
শাম্যন্তিচায়ং চিরমন্তরগ্নের্হতস্য পুংস্ত্বস্য চ বৃদ্ধিহেতুঃ॥

স্ত্রীণাঞ্চ বন্ধ্যাময়নাশনঃ স্যাৎ কল্যাণকো নাম শুভঃ প্রতীতঃ।
দ্বিপঞ্চমূলেভকণাশ্বগন্ধাভার্গী শঠীপুষ্করমূলবিশ্বান্॥
পাঠামৃতাগ্রন্থিক শঙ্খপুষ্পীরাস্নাগ্র্যপামার্গ বলাযবাসান্।
দ্বিপালিকাম্নস্য যবাঢ়কঞ্চ হরীতকীনাঞ্চ শতং গুরূণাং॥
দ্রোণে জলস্যাঢ়ক সংযুতেচ ক্বাথে কৃতে পূতচতুর্থভাগে।
পচেত্তুলাং শুদ্ধগুড়স্য দত্ত্বা পৃথক্চতৈলাৎ কুড়বং ঘৃতাচ্চ॥
চূর্ণঞ্চ তাবন্মগধোদ্ভবায়াঃ দেয়ঞ্চ তস্মিন্মধু সিদ্ধশীতে।
রসায়নাং কল্কমতো বিলিহ্যাদ্দ্বেচাভয়ে নিত্যমথাশু হন্যাৎ॥
তন্দ্রাজ্বরশ্মগ্রহণী প্রদোষশোফাগ্নি-মান্দ্যস্বরভেদকাসান্।
পাণ্ড্বাময় শ্বাসশিরোবিকারান্ হৃদ্রোগহিক্কাবিষমজ্বরাংশ্চ॥
মেধাবলোৎসাহমতিপ্রদঞ্চ চকারচৈতদ্ ভগবানগস্ত্যঃ।
কুলীরশৃঙ্গীচটকৈণলাবাম্রিকাপ্য বর্গৈর্মধুরৈস্তথান্যৈঃ॥
পচেদ্ ঘৃতং তত্ত্ব নিষেব্যমানং হন্যাৎ ক্ষতোত্থং ক্ষয়জঞ্চ কাশং।
শতাবরীনাগবলাবলাভির্ঘৃতং বিধেয়ঞ্চ হিতায় কাসিনাং॥

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ স্বরভেদ প্রতিষেধমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

অত্যুচ্চ ভাষণ বিষাধ্যয়নাভিঘাত
শীতাদিভিঃ প্রকুপিতাঃ পবনাদয়স্তু।
তে শব্দবাহিধমনীষু গতাঃ প্রতিষ্ঠাং
হন্যুঃ স্বরং ভবতি চাপিহি ষড়্বিধঃ সঃ॥
বাতেন কৃষ্ণনয়নাননমূত্রবর্চা
ভিন্নং শনৈর্ব্বদতিগর্দভবৎ সরঞ্চ।
পিত্তেন পীতবদনাক্ষি পুরীষমূত্রো
ব্রূয়াদ্‌গলেনচ বিদাহসমন্বিতেন॥

কৃচ্ছ্রাৎ কফেন সততং কফরুদ্ধকণ্ঠো
মন্দং শনৈর্ব্বদতিবাপি দিবাবিশেষাৎ।
সর্ব্বাত্মকে ভবতি সর্ব্ববিকারসম্পৎ
অব্যক্ততাচবচসস্তমসাধ্যমাহুঃ॥
ধূপ্যেত বাক্ক্ষয়কৃতে ক্ষয়মাপ্নুয়াচ্চ
বাগেষবাপি হতবাক্ পরিবর্জ্জনীয়ঃ।
অন্তর্গত স্বরমলক্ষ্যপদং চিরেণ
ভেদোঽন্বয়াদ্বদতিদিগ্ধগলোষ্ঠতালুঃ॥
ক্ষীণস্য বৃদ্ধস্য কৃশস্য চাপি চিরোত্থিতো যশ্চ সহোপজাতঃ।
মেদস্বিনঃ সর্ব্বসমুদ্ভবশ্চ স্বরাময়ো যো ন স সিদ্ধিমেতি॥
স্নিগ্ধান্ স্বরাতুরনরানপকৃষ্ট দোষান্
সংযোজয়েদ্বমনরেচনবস্তিভিশ্চ।
নস্যাবপীড় মুখধাবন ধূমলেহৈঃ
সম্পাদয়েচ্চ বিবিধৈঃ কবলগ্রহৈশ্চ॥
যঃ শ্বাসকাস বিধিরাদিত এবচোক্ত
স্তঞ্চাপ্যশেষমবতারয়িতুং যতেত।
বৈশেষিকঞ্চ বিধিমূর্দ্ধমতো বদামি
তদ্বৈস্বরাতুরহিতং নিখিলং নিবোধ॥
স্বরোপঘাতোঽনিলজে ভুক্তোপরিঘৃতং পিবেৎ।
কাসমর্দ্দকবার্ত্তাকমার্কবস্বরসৈর্যুতং॥
পীতং ঘৃতং হন্ত্যনিলং সিদ্ধমার্ত্তগলে রসে।
যবক্ষারাজমোদাভ্যাং চিত্রকামলকৈর্ব্বা॥
দেবদার্ব্বগ্নিকাভ্যাং বা সিদ্ধমাজং সমাক্ষিকং।
সুখোদকানুপানো বা সসর্পিষ্কো গুড়োদনঃ॥
ক্ষীরানুপানং পিত্তেতু পিবেৎ সর্পিরতন্দ্রিতঃ।
অশ্নীয়াচ্চ সসর্পিষ্কং যষ্টীমধুকপায়সং॥

লিহ্যান্মধুরকাণাং বা চূর্ণং মধুঘৃতাপ্লুতং ।
শতাবরীচূর্ণযোগং বলাচূর্ণমথাপি বা ॥
পিবেৎ কটূনি মূত্রেণ কফজে স্বরসংক্ষয়ে ।
লিহ্যাদ্বা মধুতৈলাভ্যাং ভুক্ত্বা খাদেৎ কটূনি চ ॥
স্বরোপঘাতে মেদোজে কফবদ্বিধিরিষ্যতে ।
সর্ব্বজে চাপি ক্ষয়জে প্রত্যাখ্যায়াচরেৎ ক্রিয়াং ।
শর্করামধু মিশ্রাণি শৃতানি মধুরৈঃ সহ ।
পিবেৎ পয়াংসি যস্যোচ্চৈর্বদতোঽভিহতঃ স্বরঃ ॥

চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

অথাতঃ কৃমিরোগমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ

অজীর্ণাধ্যশ নাসাত্ম্যের্ব্বিরুদ্ধ মলিনা শনৈঃ ।
অব্যায়ামদিবাস্বপ্ন গুর্ব্বাতিস্নিগ্ধ শীতলৈঃ ॥
মাষপিষ্টান্ন বিদল বিসশালুকসেরুকৈঃ ।
পর্ণশাক সুরাশুক্ত দধিক্ষীর গুড়েক্ষুভিঃ ॥
পলালানূপ পিশিত পিণ্যাক পৃথুকাদিভিঃ ॥
স্বাদ্বম্লদ্রবপানৈশ্চ শ্লেষ্মা পিত্তঞ্চ কুপ্যতি ।
কৃমীন্ বহুবিধাকারান্ করোতি বিবিধাশ্রয়ান্ ॥
আমপক্বাশয়স্তেষাং প্রসবঃ প্রায়শঃ স্মৃতঃ ।
বিংশতেঃ কৃমিজাতীনাং ত্রিবিধঃ সম্ভবঃ স্মৃতঃ ।
পুরীষকফরক্তানি তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণং ॥
অযবাবিযবাঃ কিপ্পাশ্চিপ্যা গণ্ডূপদাস্তথা ।
চূরবো দ্বিমুখাশ্চৈব সপ্তৈবেতে পুরীষজাঃ ॥
শ্বেতাঃ সূক্ষ্মাস্তুদন্ত্যেতে গুদং প্রতি সরন্তি চ ।
তেষামেবাপরে পুচ্ছৈঃ পৃথবশ্চ ভবন্তি হি ॥

শূলাগ্নিমান্দ্য পাণ্ডুত্ব বিষ্টম্ভবলসংক্ষয়াঃ।
প্রসেকারুচি হৃদ্রোগবিড়্ ভেদাস্তু পুরীষজৈঃ॥
রক্তা গণ্ডূপদা দীর্ঘা গুদকণ্ডূ নিপাতিনঃ।
শূলাটোপ শকৃদ্ভেদ পক্তি নাশকরাশ্চতে॥
দর্ভপুষ্পা মহাপুষ্পাঃ প্রলূনাশ্চিপিটাস্তথা।
পিপীলিকা দারুণাশ্চ কফকোপসমুদ্ভবাঃ॥
রোমশা রোমমূর্দ্ধানঃ সপুচ্ছাঃ শ্যাবমণ্ডলাঃ।
মূঢ়ধান্যাঙ্কুরাকারাঃ শুক্লাস্তে তনবস্তথা॥
মজ্জাদা নেত্রলেঢ়া রস্তালুশ্রোত্র ভুজস্তথা।
শিরোহৃদ্রোগবমথু প্রতিশ্যায় করাশ্চতে॥
কেশরোমনখাদাশ্চ দন্তাদাঃ কিক্কিশাস্তথা।
কুষ্ঠজাশ্চ পরীসর্পা জ্ঞেয়াঃ শোণিত সম্ভবাঃ॥
তে সরক্তাশ্চ কৃষ্ণাশ্চ স্নিগ্ধাশ্চ পৃথবস্তথা।
রক্তাধিষ্ঠানজান্ প্রায়ো বিকারান্ জনয়ন্তি তে॥
মাষপিষ্টান্ন লবণ গুড় শাকৈঃ পুরীষজাঃ।
মাংসমাষ গুড়ক্ষীর দধিশুক্তৈঃ কফোদ্ভবাঃ॥
বিরুদ্ধাজীর্ণ শাকাদ্যৈঃ শোণিতোত্থা ভবন্তি হি।
জ্বরো বিবর্ণতা শূলং হৃদ্রোগঃ সদনং ভ্রমঃ॥
ভক্তদ্বেষোঽতি সারশ্চ সঞ্জাত কৃমিলক্ষণং।
দৃশ্যাস্ত্রয়োদশাদ্যাস্তু কৃমীনাং পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
কেশাদাদ্যাস্ত্ব দৃশ্যাস্তে তাবাদৌ পরিবর্জ্জয়েৎ।
এষামন্যতমং জ্ঞাত্বা জিঘাংসুঃ স্নিগ্ধমাতুরং॥
সুরসাদি বিপক্কেন সর্পিষা বাস্তমাদিতঃ।
বিরেচয়েত্তীক্ষ্ণ তরৈর্যোগৈরাস্থাপয়েচ্ছতং॥
যবকোলকুলত্থানাং সুরসাদের্গণস্যচ।
বিড়ঙ্গ স্নেহযুক্তেন ক্বাথেন লবণেন চ॥

প্রত্যাগতে নিরূহেতু নরং স্নাতং সুখাম্বুনা।
যুঞ্জ্যাৎ কৃমিঘ্নৈরশনৈস্ততঃ শীঘ্রং ভিষগ্বরঃ॥
স্নেহেনোক্তেন চৈনন্তু যোজয়েৎ স্নেহবস্তিনা।
ততঃ শিরীষ কিণিহীরসং ক্ষৌদ্রযুতং পিবেৎ।
কেবুকস্বরসং বাপি পূর্ব্ববত্তীক্ষ্ণভোজনৈঃ॥
পলাশবীজ স্বরসং কল্কং বা তণ্ডুলাম্বুনা।
পারিভদ্রকপত্রাণাং ক্ষৌদ্রেণ স্বরসং পিবেৎ॥
পত্তূর স্বরসং বাপি পিবেদ্বা সুরসাদিজং।
লিহ্যাদশ্বশকৃচ্চূর্ণং বিড়ঙ্গং বা সমাক্ষিকং॥
পত্রৈর্মূষিকপর্ণৈর্বা সুপিষ্টৈঃ পিষ্ট মিশ্রিতৈঃ।
খাদেৎ পূপালিকান্ পক্বান্ ধান্যাম্লঞ্চ পিবেদনু॥
সুরসাদিগণে তৈলং পক্বং বা পানমিষ্যতে।
বিড়ঙ্গ চূর্ণ পিষ্টাভ্যাং তস্মিন্ ভক্ষ্যাস্তু কারয়েৎ॥
তৎকষায় প্রপীতানাং তিলানাং স্নেহমেব বা॥
শ্বাবিধঃ শকৃতশ্চূর্ণং সপ্তকৃত্বং সুভাবিতং।
বিড়ঙ্গানাং কষায়েণ ত্রৈফলেন তথৈব চ॥
ক্ষৌদ্রেণ লিহ্যান্নুপিবেদ্রসমামলকোদ্ভবং।
অক্ষাভয়ারসঞ্চাপি বিধিরেষোঽয়সামপি॥
পূতীকস্বরসং বাপি পিবেদ্বামধুনা সহ।
পিবেদ্বা পিপ্পলীমূল মজামূত্রেণ সংযুতং॥
সপ্তরাত্রং পিবেদুষ্টং ত্রপুং বা দধিমস্তুনা।
পুরীষজান্ কফোত্থাংশ্চ হন্যাদেবং কৃমীন্ ভিষক্॥
শিরোহৃদঘ্রাণবক্ত্রাক্ষিসংস্থিতাংশ্চ পৃথগ্বিধান্।
বিশেষেণাঞ্জনৈর্নস্যৈরবপীড়ৈশ্চ সাধয়েৎ॥
শক্রদ্রসস্তরঙ্গসা সুশুষ্কং ভাবয়েদতি।
নিঃক্বাথেন বিড়ঙ্গানাং চূর্ণং প্রধমনন্তু তৎ।

অয়শ্চূর্ণাঞ্জনেনৈব বিধিনা যোজয়েদ্ ভিষক্।
সকাংস্যনীলং তৈলং চ নস্যং স্যাৎ সুরসাদিকে ॥
ইন্দ্রলুপ্তবিধিশ্চাপি বিধেয়ো রোমভোজিষু।
দন্তাদানাং সমুদ্দিষ্টং বিধানং মুখরোগিকং ॥
রক্তজানাং সমুদ্দিষ্টং কুর্য্যাৎ কুষ্ঠচিকিৎসিতে।
সুরসাদিস্তু সর্ব্বেষু সর্ব্বথৈবোপযোজয়েৎ ॥
প্রব্যক্ততিক্তকটুকং ভোজনঞ্চ হিতং ভবেৎ।
কুলত্থক্বাথসংসৃষ্টং ক্ষীরপানঞ্চ পূজিতং ॥
ক্ষীরাণি মাংসানি ঘৃতানিচৈব দধীনি শাকানি চ পর্ণবন্তি।
সমাসতোম্লান্ মধুরান্ হিমাংশ্চ কৃমীন্ জিঘাংসুঃ পরিবর্জয়েত্তু।

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাত উদাবর্ত্তপ্রতিষেধমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ ভাবানাং প্রবৃত্তানাং স্বভাবতঃ।
নবেগান্ ধারয়েৎপ্রাজ্ঞো বাতাদীনাং জিজীবিষুঃ ॥
বাতবিণ্মূত্রজৃম্ভাশ্রুক্ষবোদ্গারবমীন্দ্রিয়ৈঃ।
ব্যাহন্যমানৈরুদিতৈরুদাবর্ত্তো নিরুচ্যতে ॥
ক্ষুত্তৃষ্ণাশ্বাসনিদ্রাণামুদাবর্ত্তো বিধারণাৎ।
তস্যাভিধাস্যে ব্যাসেন লক্ষণঞ্চ চিকিৎসিতং ॥
ত্রয়োদশবিধশ্চাসৌ ভিন্ন এতৈস্তু কারণৈঃ।
অপথ্যভোজনাচ্চাপি বক্ষ্যতে চ যথাপরঃ ॥
আধ্মানশূলৌ হৃদয়োপরোধং শিরোরুজং শ্বাসমতীব হিক্কাং।
কাসপ্রতিশ্যায়গলগ্রহাংশ্চ বলাসপিত্তপ্রসরঞ্চ ঘোরং ॥
কুর্য্যাদপানাভিহতঃ স্বমার্গে হন্যাৎ পুরীষং মুখতঃ ক্ষিপেদ্বা।
আটোপশূলৌ পরিকর্ত্তনঞ্চ সঙ্গঃ পুরীষস্য তথোর্দ্ধবাতঃ ॥

পুরীষমাস্যাদপিবা নিরেতি পুরীষবেগেঽভিহতে নরস্য ।
মূত্রস্য বেগেঽভিহতে নরস্তু কৃচ্ছ্রেণ মূত্রং কুরুতেঽল্পমল্পং ॥
মেঢ্রে গুদে বঙ্ক্ষণমুষ্কয়োশ্চ নাভিপ্রদেশেষ্বথবাপি মূর্দ্ধ্নি ।
আনদ্ধবস্তিশ্চ ভবন্তি তীব্রাঃ শূলাশ্চ শূলৈরিব ভিন্নমূর্ত্তেঃ ॥
মন্যাগলস্তম্ভ শিরোবিকারা জৃম্ভোপঘাতাৎ পবনাত্মকাঃ স্যুঃ ।
শ্রোত্রাননঘ্রাণবিলোচনোত্থা ভবন্তি তীব্রাশ্চ তথা বিকারাঃ ॥
আনন্দজং শোকসমুদ্ভবং বা নেত্রোদকং প্রাপ্তমমুঞ্চতোহি ।
শিরোগুরুত্বং নয়নাময়াশ্চ ভবন্তি তীব্রাঃ সহ পীনসেন ॥
ভবন্তি গাঢ়ং ক্ষবথোর্ব্বিঘাতাচ্ছিরোঽক্ষিনাসাশ্রবণেষু রোগাঃ ।
কণ্ঠাস্য পূর্ণত্বমতীব তোদঃ কূজশ্চ বায়োঃ রথবা প্রবৃত্তিঃ ॥
উদ্গারবেগে ঽভিহতে ভবন্তি জন্তোর্ব্বিকারাঃ পবন প্রসূতাঃ ।
ছর্দ্দের্বিঘাতেন ভবেচ্চ কুষ্ঠং যেনৈবদোষেণ বিদগ্ধ মন্নং ॥
মূত্রাশয়ে বা গুদমুষ্কয়োশ্চ শোফো রুজামূত্রবিনিগ্রহশ্চ ।
শুক্রাশ্মরী তৎস্রবণং ভবেদ্বা তেতে রিকারা বিহতেতু শুক্রে ॥
তন্দ্রাঙ্গমর্দাবরুচিঃ শ্রমশ্চ ক্ষুধোঽভিঘাতাৎ কৃশতাচ দৃষ্টেঃ ।
কণ্ঠাস্যশোষঃ শ্রবণাবরোধ স্তৃষ্ণাভিঘাতাদ্ধৃদয়ে ব্যথা চ ॥
শ্রান্তস্য নিশ্বাস বিনিগ্রহেণ হৃদ্রোগমোহাবথবাপি গুল্মঃ ।
জৃম্ভাঙ্গমর্দ্দোঙ্গ শিরোঽক্ষিজাড্যং নিদ্রাভিঘাতাদথবাপি তন্দ্রা ॥
তৃষ্ণাদিতং পরিক্লিষ্টং ক্ষীণং শূলৈরভিদ্রুতং ।
শকৃৎসমস্তং মতিমান্নুদাবর্ত্তিনমুৎসৃজেৎ ॥
সর্ব্বেষ্বেতেষু বিধিবদুদাবর্ত্তেষু কৃৎস্নশঃ ।
বায়োঃ ক্রিয়া বিধাতব্যা স্বমার্গ প্রতিপত্তয়ে ॥
সামান্যতঃ পৃথক্ত্বেন ক্রিয়াঃ ভূয়ো নিবোধমে ।
আস্থাপনং মারুতজে স্নিগ্ধে স্বিন্নে বিশিষ্যতে ॥
পুরীষজেতু কর্ত্তব্যো বিধিরানাহিকো ভবেৎ ।
সৌবর্চলাঢ্যাং মদিরাং মূত্রেস্বভিহতেপিবেৎ ॥

এলামপ্যথমদ্যেন ক্ষীরং বাপি পিবেন্নরঃ।
ধাত্রীফলানাং স্বরসং সজলং বা পিবেৎত্র্যহং॥
রসমশ্ব পুরীষস্য গর্দভস্যাথবা পিবেৎ।
মাংসোপদংশং মধুনা পিবেদ্বা সীধু গৌড়িকং॥
ভদ্রদারু ঘনং মূর্ব্বাং হরিদ্রাং মধুকং তথা।
কোল প্রমাণানি পিবেদান্তরীক্ষেণ বারিণা॥
তৃস্পর্শাস্বরসং বাপি কষায়ংকুঙ্কুমস্যচ।
এর্বারুবীজং তোয়েন পিবেদ্বা লবনীকৃতং॥
পঞ্চমূলী শৃতং ক্ষীরং দ্রাক্ষারসমথাপি বা।
যোগাংশ্চ বিতরেত্তত্র পূর্ব্বোক্তান শ্মরীভিদঃ॥
মূত্রকৃচ্ছ্রক্রমংবাপি কুর্য্যান্নিরবশেষতঃ।
ভূয়ো বক্ষ্যামি যোগাংশ্চ মূত্র ঘাতোপশান্তয়ে॥
স্নেহ স্বেদৈরুদাবর্ত্তং জৃম্ভাজং সমুপাচরেৎ।
অশ্রুমোক্ষোঽশ্রুজে কার্য্যঃ স্নিগ্ধ স্নিগ্ধস্য দেহিনঃ॥
তীক্ষ্ণাঞ্জনাবপীড়াভ্যাং তীক্ষ্ণগন্ধোপ সিংহনৈঃ।
বর্ত্তি প্রয়োগৈরথবা ক্ষবশক্তিং প্রবর্ত্তয়েৎ॥
তীক্ষ্ণৌষধ প্রধমনৈরথবাদিত্য রশ্মিভিঃ।
উদ্গারজে ক্রমোপেতং স্নৈহিকং ধূমমাচরেৎ॥
সুরাং সৌবর্চ্চলবতীং বীজপূর্ণরসান্বিতাং।
ছর্দ্যাঘাতং যথাদোষং সম্যক্ স্নেহাদিভির্জয়েৎ॥
সক্ষারলবণোপেতমভ্যঙ্গং বাত্র দাপয়েৎ।
বস্তিশুদ্ধিকরাবাপঞ্চতু গুণজলম্পয়ঃ॥
আবারিনাশক্কথিতং পীতবন্তং প্রকামতঃ।
রময়েয়ু প্রিয়া নার্য্যঃ শুক্রোদাবর্ত্তিনং নরং॥
ক্ষুদ্বিঘাতে হিতং স্নিগ্ধমুষ্ণমল্পঞ্চ ভোজনং।
তৃষ্ণাঘাতে পিবেন্মন্থং যবাগুং বাপি শীতলাং॥

ভোজ্যো রসেন বিশ্রান্তঃ শ্রমশ্বাসাতুরো নরঃ ।
নিদ্রাঘাতে পিবেৎ ক্ষীরং স্বপ্যাচ্চেষ্টকথারতঃ ॥
আধ্মানোত্থেষু রোগেষু যথাস্বং প্রনতেতহি ।
যচ্চ যস্মিন্ ভবেৎ প্রাপ্তং তচ্চ তস্মিন্ প্রযোজয়েৎ ॥
বায়ুঃ কোষ্ঠানুগো রুক্ষৈঃ কষায় কটুতিক্তকৈঃ ।
ভোজনৈঃ কুপিতঃ সদা উদাবর্ত্তং করোতিহি ॥
বাতমূত্র পুরীষাসৃক্কফমেদোবহানিবৈ ।
শ্রোতাং স্যুদাবর্ত্তয়তি পুরীষং চাতিবর্ত্তয়েৎ ॥
ততো হৃদ্বস্তিশূলার্ত্তো গৌরবারুচি পীড়িতঃ ।
বাতমূত্রপুরীষাণিকৃচ্ছে্রণ কুরুতে নরঃ ॥
শ্বাসকাস প্রতিশ্যায়দাহমোহবমিজ্বরান্ ।
তৃষ্ণাহিক্কাশিরো রোগ মনঃ শ্রবণ বিভ্রমান্ ॥
লভতেচ বহূনন্যান্ বিকারান্ বাতকোপজান্ ।
তত্তৈললবণাভ্যক্তং স্নিগ্ধং স্বিন্নং নিরূহয়েৎ ॥
দোষতো ভিন্ন বর্চ্চস্কং ভুক্তং চাপ্যনুবর্ত্তয়েৎ
ন চেচ্ছান্তিং প্রযাত্যেবমুদাবর্ত্তঃ সুদারুণঃ ।
অথৈনং বহুশঃ স্বিন্নং যুঞ্জ্যাৎ স্নেহবিরেচনৈঃ
পায়য়েত ত্রিবৃৎ পীলুযবানীরম্ল পানকৈঃ ॥
হিঙ্গুকুষ্ঠবচাস্বর্জ্জি বিড়ঙ্গং বা দ্বিরুত্তরং ।
যোগাবেতাবুদাবর্ত্তং শূলঞ্চাপি নিবচ্ছতঃ ॥
দেবদার্ব্বগ্নিকঃ কুষ্ঠং বচাম্পথ্যাৎ পলঙ্কষাং ।
পৌষ্করানিচ মূলানি তোয়সাদ্ধাঢ়কং পচেৎ ॥
পাদাবশিষ্টং তৎপীত মুদাবর্ত্তং ব্যপোহতি ।
মূলকং শুষ্কমার্দ্রঞ্চ বর্ষাভূঃ পঞ্চমূলকং ॥
আরেবতফলং চাপ্সু পক্ত্বা তেন ঘৃতং পচেৎ ।
তৎপীয়মানং শময়েদুদাবর্ত্ত মশেষতঃ ॥

বচামতিবিষাং কুষ্ঠং যবক্ষারং হরীতকীং।
কৃষ্ণাং নির্দহনীঞ্চাপি পিবেদুষ্ণেন বারিণা॥
ইক্ষ্বাকুমূলং মদনং বিশল্যাতিবিষে বচাং।
কুষ্ঠং কিম্বাগ্নিকো চাপি পিবেত্তুল্যানি পূর্ব্ববৎ॥
মূত্রেণ দেবদার্বগ্নিত্রিফলাবৃহতীং পিবেৎ।
যবপ্রস্থং ফলৈঃ সার্দ্ধং কণ্টকার্য্যা জলাঢ়কে।
পক্ত্বার্দ্ধং প্রস্থশেষন্তু পিবেদ্ধিঙ্গু সমন্বিতং।
মদনালাবুবীজানি পিপ্পলীং সনিদিগ্ধিকাং॥
সঞ্চূর্ণ্য প্রথমেন্নাড্যা বিশস্তোতদ্ যথা গুদং।
চূর্ণং নিকুম্ভকম্পিল্ল শ্যামেক্ষ্বাকগ্নিকোদ্ভবং॥
কৃতবেধন মাগধ্যো লবণানাঞ্চ সাধয়েৎ।
গবাং মূত্রেণ তা বর্ত্তীঃ কারয়েত্তু গুদানুগাঃ॥
সদ্যঃ শর্ম্মকরাবেতৌ যোগাবমৃতসম্ভবৌ।

ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো বিসূচিকাপ্রতিষেধমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

অজীর্ণমামং বিষ্টব্ধং বিদগ্ধঞ্চ যদীরিতং।
বিসূচ্যলসকৌ তস্মাদ্ভবেচ্চাপি বিলম্বিকা॥
সূচীভিরিব গাত্রাণি তুদন্ সন্তিষ্ঠতেঽনিলঃ।
যস্যাজীর্ণেন সাবৈদ্যৈরুচ্যতে তু বিসূচিকা॥
ন তা পরিমিতাহারা লভন্তে বিদিতাগমাঃ।
মূঢ়াস্তামজিতাত্মানো লভন্তেঽশনলোলুপাঃ॥
মূর্চ্ছাতিসারৌ বমথুঃ পিপাসা শূলং ভ্রমোদ্বেষ্টনজৃম্ভদাহাঃ।
বৈবর্ণ্যকম্পৌ হৃদয়ে রুজশ্চ ভবন্তি তস্যাং শিরসশ্চভেদঃ॥

কুক্ষিরানহ্যতেঽত্যর্থং প্রতাম্যত্যথ কূজতি।
নিরুদ্ধো মারুতশ্চাপি কুক্ষাবুপরিধাবতি॥
বাতবর্চ্চোনিরোধশ্চ কুক্ষৌ যস্য ভৃশম্ভবেৎ।
তস্যালসকমাচষ্টে হিক্কোদ্গারৌ তু যস্য তু॥
দুষ্টন্তু ভুক্তং কফমারুতাভ্যাং প্রবর্ত্ততে নোর্দ্ধমধশ্চ যস্য।
বিলম্বিকাং তস্য বিবর্জনীয়ামাচক্ষতে শাস্ত্রবিদঃ পুরাণাঃ।
যত্রস্থমামং বিরুজেত্তমেবং দেশং বিশেষেণ বিকার জাতৈঃ।
দোষেণ যেনাবততং স্বলিঙ্গৈস্তং লক্ষয়েদামসমুত্তবৈশ্চ॥
যঃ শ্যাবদন্তোষ্ঠনখোঽল্পসংজ্ঞশ্ছর্দ্যর্দিতোঽভ্যন্তরযাতনেত্রঃ।
ক্ষামস্বরঃ সর্ব্ববিমুক্তসন্ধির্যায়ান্নরোঽসৌ পুনরাগমায়॥
সাধ্যাসু পার্ষ্ণ্যোর্দহনং প্রশস্তমগ্নিপ্রতাপো বমনঞ্চ তীক্ষ্ণং।
পক্বে ততোঽন্নেতু বিলঙ্ঘনং স্যাৎ সংপাচনং চাপি বিরেচনং বা॥
বিশুদ্ধদেহস্যহি সদাএব মূর্চ্ছাতিসারাদিরুপৈতি শান্তিং।
আস্থাপনং চাপি বদন্তি পথ্যং সর্ব্বাসু যোগানপরান্নিবোধ॥
পথ্যাবচাহিঙ্গুকলিঙ্গগন্ধসৌবর্চ্চলৈঃ সাতিবিষৈশ্চ চূর্ণং।
সুখাম্বুপীতং বিনিহন্ত্যজীর্ণং শূলং বিসূচীমরুচিঞ্চ সদ্যঃ।
ক্ষারাগদং বা লবণং বিড়ং বা গুড়প্রগাঢ়ানথ সর্ষপান্ বা।
অম্লেন বা সৈন্ধবহিঙ্গুযুক্তৌ সবীজপূর্ণৌ সঘৃতৌ ত্রিবর্গৌ॥
কটুত্রিকং বা লবণৈরুপেতং পিবেৎসুহীক্ষীরবিমিশ্রিতং তু।
কল্যাণকং বা লবণং পিবেত্তু যদুক্তমাদাবনিলাময়েষু॥
কৃষ্ণাজমোদক্ষবকাণি বাপি তুল্যোপিবেদ্বামগধানিকুম্ভৌ।
দন্তীযুতং বা মগধোদ্ভবানাং কল্কং পিবেৎ কোষবতীরসেন॥
উষ্ণাভিরদ্ভির্মগধোদ্ভবানাং কল্কং পিবেন্নাগরকল্কযুক্তং।
ব্যোষং করঞ্জস্য ফলং হরিদ্রে মূলং সমং বাপ্যথমাতুলুঙ্গ্যাঃ॥
ছায়াবিশুষ্কা গুটিকাকৃতাস্তা হন্তুর্বিসূচীং নয়নাঞ্জনেন।
সুবামিতং সাধু বিরেচিতং বা সুলঙ্ঘিতং বা মনুজং বিদিত্বা॥

পেয়াদিভির্দীপনপাচনীয়ৈঃ সম্যক্‌ক্ষুধার্ত্তঃ সমুপক্রমেত।
আমং শকৃদ্বা নিচিতং ক্রমেণ ভূয়ো বিবৃদ্ধং বিগুণানিলেন॥
প্রবর্ত্তমানং ন যথা স্বমেনং বিকারমানাহমুদাহরন্তি।
তস্মিন্ ভবত্যামসমুদ্ভবেতু তৃষ্ণাপ্রতিশ্যায়শিরোবিদাহাঃ॥
আমাশয়ে শূলমথো গুরুত্বং হৃল্লাসউগ্দারবিঘাতনঞ্চ।
স্তম্ভঃকটী পৃষ্ঠপুরীষমূত্রে শূলোঽথ মূর্চ্ছা চ শকৃদ্বমিশ্চ॥
শ্বাসশ্চ পক্বাশয়জে ভবন্তি লিঙ্গানি চাত্রালসকোদ্ভবানি।
আমোদ্ভবে বাতমুপক্রমেত সংসর্গ ভক্তক্রমদীপনীয়ৈঃ॥
অথেতরং যো ন শকৃদ্বমেত্তমামং জয়েৎ স্বেদনপাচনৈশ্চ।
বিসূচিকায়াং পরিকীর্ত্তিতানি দ্রব্যাণি বৈরেচনিকানি যানি॥
তান্যেব বর্ত্তীর্বিচবেদ্বিচূর্ণা মহিষ্যজাবীভগবাংতু মূত্রৈঃ।
স্বিন্নস্য পায়ৌ বিনিবেশ্য তাশ্চ চূর্ণানি চৈষাং প্রধমেত্তু নাড্যা॥
মূত্রেণ সংসাধ্য যথাবিধানং দ্রব্যাণি যান্যূর্দ্ধমধশ্চয়ান্তি।
কাথেন তেনাশু নিরূহয়েচ্চ মূত্রার্দ্ধ যুক্তেন সমাক্ষিকেণ॥
ত্রিভণ্ডিযুক্তং লবণ প্রকুঞ্চং দত্বাবিরিক্তক্রমমাচরেচ্চ।
এবমেব তৈলেন চ সাধিতেন প্রাপ্তং যদিস্যাদনুবাসয়েচ্চ।

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতোঽরোচকপ্রতিষেধমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

দোষৈঃ পৃথক্ সহচ চিত্তবিপর্য্যয়াচ্চ
ভক্তায়নেষু হৃদিচাবততেত প্রগাঢ়ং।
নান্নেঽরুচির্ভবতি তং ভিষজো বিকারং
ভক্তোপঘাতমিহপঞ্চবিধং বদন্তি॥
হৃচ্ছূলপীড়নযুতং বিরসাননত্বং বাতাত্মকে ভবতিলিঙ্গ মরোচকেতু।
হৃদ্দাহচোষ বহুতা মুখতিক্ততা চ মূর্চ্ছা সতৃড় ভবতি পিত্তকৃতে তথৈব॥

কণ্ডূ গুরুত্ব কফ সংশ্রব সাদতন্দ্রাঃ
শ্লেষ্মাত্মকে মধুরমাস্য মরোচকেতু ।
সর্ব্বাত্মকে পবনপিত্তকফা বহূনি
রূপাণ্যথাস্য হৃদয়ে সমুদীরয়ন্তি ॥
সংরাগশোকভয় বিপ্লুতচেতসস্তু
চিন্তাকৃতো ভবতি সোঽশুচি দর্শনাচ্চ ।
বাতে বচাম্বুবমনং কৃতবান্ পিবেচ্চ
স্নেহৈঃ সুরাভিরথবোষ্ণজলেন চূর্ণং ॥
কৃষ্ণাবিড়ঙ্গ যবভস্ম হরেণু ভার্গী
রাস্নৈলহিঙ্গুলবণোত্তমনাগরাণাং ।
পিত্তে গুড়াম্বু মধুরৈর্ব্বমনং প্রশস্তং
স্নেহঃ সসৈন্ধব সিতা মধুসর্পি রিষ্টঃ ॥
নিম্বাম্বুবামিতবতঃ কফজে হনুপানং
রাজদ্রুমাম্বুমধুনা তু সদীপ্যকং স্যাৎ ।
চূর্ণং যদুক্ত মথবা নিলজে তদেব
সর্ব্বৈশ্চ সর্ব্বকৃতমেব মুপক্রমেত ॥
দ্রাক্ষাপটোলবিড়বেত্রকরীর নিম্ব
মূর্ব্বাভয়াক্ষ বদরামলকেন্দ্রবৃক্ষৈঃ ।
বীজৈঃ করঞ্জ নৃপবৃক্ষ ভবৈশ্চ পিষ্টৈ
র্লেহং পচেৎ সুরভি মূত্র যুতং যথারৎ ॥
মুস্তাং বচাং ত্রিকটুকং রজনী দ্বয়ঞ্চ
ভার্গীঞ্চ কুষ্ঠমথ নিদহনীঞ্চ পিষ্ট্বা ।
মূত্রেঽবিজে দ্বিরদমূত্রযুতে পচেদ্বা
পাঠাস্তগামতিবিষাং রজনীঞ্চ মুখ্যাং ॥
মণ্ডুকিমর্কমমৃতাঞ্চ সলাঙ্গলাখ্যাং
মূত্রে পচেত্তু মহিষস্য বিধানবিদ্বা ।

এতাশ্চ সন্তি চতুরো লিহতস্তু লেহান্
গুল্মারুচিশ্বসনকণ্ঠ হৃদয়ামযাশ্চ ॥
সাত্ম্যান্ স্বদেশরচিতান্ বিবিধাংশ্চ ভক্ষ্যান্
পানানি মূলফল ষাড়বরাগযোগান্।
অদ্যাদ্রসাংশ্চ বিবিধান্ বিবিধৈঃ প্রকারৈ
র্ভুঞ্জীত বাপি লঘুরুক্ষমনঃ সুখানি ॥
আস্থাপনং বিধিবদত্র বিরেচনঞ্চ
কুর্য্যাচ্চ মূর্দ্ধনি শিরসশ্চ বিরেচনানি।
ত্রীণ্যূষণানি রজনী ত্রিফলাযুতানি
চূর্ণীকৃতানি যবশূকবিমিশ্রিতানি ॥
ক্ষুদ্রাবৃতানি বিতরেন্মুখধারনার্থ
মন্যানি তিক্তকটুকানি চ ভেষজানি।
মুস্তাদিরাজতরুবর্গদশাঙ্গসিদ্ধৈঃ
ক্বাথৈর্জয়েন্মধুযুতৈর্বিবিধৈশ্চ লেহৈঃ ॥
মূত্রাসবৈগুড়কৃতৈশ্চ তথারিষ্টৈঃ
ক্ষারাসবশ্চ মধুমাধবতুল্যগন্ধৈঃ।
স্যাদেষ এব কফবাতহতে বিধিশ্চ
শান্তিং গতে হৃতভুজি প্রশমায় তস্য ॥
ইচ্ছাভিঘাত ভয়শোকহতেঽস্তরগ্নৌ
ভাবান্ ভবায় বিতরেৎ খলু শক্যরূপান্।
অর্থেষু চাপ্যপচিতেষু পুনর্ভবায়
পৌরাণিকৈঃ শ্রুতিপথৈরনুমানয়েত্তং ॥
দৈন্যং গতে মনসি বোধনমত্র শস্তং
যদ্যৎ প্রিয়ং তদুপসেব্যমরোচকেতু ॥

অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো মূত্রাঘাতপ্রতিষেধ মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

বাতকুণ্ডলিকাষ্ঠীলা বাতবস্তিস্তথৈব চ।
মূত্রাতীতঃ সজঠরো মূত্রোৎসঙ্গঃ ক্ষয়স্তথা॥
মূত্র গ্রন্থির্ম্মূত্রশুক্রমুষ্ণবাতস্তথৈব চ।
মূত্রৌকসাদৌ দ্বৌ চাপি রোগা দ্বাদশ কীর্ত্তিতাঃ॥
রৌক্ষ্যাদ্বেগ বিঘাতাদ্বা বায়ুর্বস্তৌ সবেদনং।
মূত্রং সংগৃহ্য চরতি বিগুণঃ কুণ্ডলীকৃতঃ॥
সৃজেদল্পাল্পমথবা সরুজস্কং শনৈঃ শনৈঃ।
বাতকুণ্ডলিকাং তান্তু ব্যাধিং বিদ্যাৎ সুদারুণং॥
শকৃন্মার্গস্য বস্তেশ্চ বায়ুরন্তরমাশ্রিতঃ।
অষ্ঠীলাবদ্ঘনং গ্রন্থিং করোত্যচলমুন্নতং॥
বিণ্মূত্রানিলসঙ্গশ্চ তত্রাধ্মানঞ্চ জায়তে।
বেদনা জায়তে বস্তৌ বাতাষ্ঠীলেতি তাং বিদুঃ॥
বেগং বিধারয়েদ্যস্তু মূত্রস্যাকুশলো নরঃ।
নিরুণদ্ধি মুখং তস্য বস্তের্বস্তি গতোঽনিলঃ॥
মূত্রসঙ্গো ভবেত্তেন বস্তিকুক্ষিনিপীড়িতঃ।
বাতবস্তিঃ স বিজ্ঞেয়ো ব্যাধিঃ কৃচ্ছ্রপ্রসাধনঃ॥
সন্ধার্য্য বেগং মূত্রস্য যো ভূয়ঃ স্রষ্টুমিচ্ছতি।
তস্য নাভ্যেতি যদি বা কথঞ্চিৎ সংপ্রবর্ত্ততে॥
প্রবাহতো মন্দরুজমল্পমল্পং পুনঃ পুনঃ।
মূত্রাতীতন্তু তং বিদ্যান্মূত্রবেগবিঘাতজং॥
মূত্রস্য বিহতে বেগে তদুদাবর্ত্ত হেতুনা।
অপানঃ কুপিতো বায়ুরুদরং পূরয়েদ্ভৃশং॥

নাভেরধস্তাদাধ্মানং জনয়েত্তীব্র বেদনং।
তং মূত্র জঠরং বিদ্যাদধোবস্তি নিরোধজং॥
বস্তৌ বাপ্যথবা নালে মণৌ বা যস্য দেহিনঃ।
মূত্রং প্রবৃত্তং সজ্যেত সরক্তং বা প্রবাহতঃ।
স্রবেচ্ছনৈরল্পমল্পং সরুজং বাথ নীরুজং।
বিগুণানিলজো ব্যাধির্মূত্রসঙ্গঃ স সংজ্ঞিতঃ॥
রুক্ষস্য ক্লান্তদেহস্য বস্তিস্থৌ পিত্তমারুতৌ।
সদাহবেদনং কৃচ্ছ্রং কুর্য্যাতাং মূত্রসংক্ষয়ং॥
অভ্যন্তরে বস্তিমুখে বৃত্তোঽল্পঃ স্থিরএবচ।
বেদনাবাননিস্যন্দী মূত্রমার্গ নিরোধনঃ॥
জায়তে সহসা যস্য গ্রন্থিরশ্মরি লক্ষণঃ।
স মূত্রগ্রন্থিরিত্যেব মুচ্যতে বেদনাদিভিঃ॥
প্রত্যুপস্থিতমূত্রস্তু মৈথুনং যোঽভিনন্দতি।
তস্য মূত্রযুতং রেতঃ সহসা সংপ্রবর্ত্ততে॥
পুরস্তাদ্বাপি মূত্রস্য পশ্চাদ্বাপি কদাচন।
ভস্মোদকপ্রতীকাশং মূত্রশুক্রন্তদুচ্যতে॥
ব্যায়ামাধ্বাতপৈঃ পিত্তং বস্তিং প্রাপ্যানিলাবৃতং।
বস্তিমেঢ্র গুদঞ্চৈব প্রদহন্ শ্রাবয়েদধঃ॥
মূত্রং হারিদ্রমথবা সরক্তং রক্তমেব বা।
কৃচ্ছ্রাৎপ্রবর্ত্ততে জন্তোরুষ্ণবাতং বদন্তি তং॥
বিশদং পীতকং মূত্রং সদাহং বহলন্তথা।
শুষ্কং ভবতি যচ্চাপি রোচনাচূর্ণ সন্নিভং॥
মূত্রৌকসাদং তং বিদ্যাদ্রোগং পিত্তকৃতং বুধঃ।
শুষ্কং ভবতি যচ্চাপি শঙ্খচূর্ণ প্রপাণ্ডুরং॥
পিচ্ছিলং সংহতং শ্বেতং তথা কৃচ্ছ্রং প্রবর্ত্ততে।
মূত্রৌকসাদং তং বিদ্যাদাময়ং চাপরং কফাৎ॥

কষায় কল্ক সর্পীংষি ভক্ষ্যান্ লেহান্পয়াংসি চ ।
ক্ষারমধ্বাসব স্বেদান্ বস্তীংশ্চোত্তর সংজ্ঞিতান্ ॥
বিদধ্যান্মতিমাংস্তত্র বিধিজ্ঞাশ্মরি নাশনং ।
মূত্রোদাবর্ত্ত যোগাংশ্চ কাৎস্নের্নাত্র প্রয়োজয়েৎ ॥
কল্কমের্বারুবীজানামক্ষমাত্রং সসৈন্ধবং ।
ধান্যাম্লযুক্তং পীত্বৈব মূত্রকৃচ্ছ্রাৎ প্রমুচ্যতে ॥
সুরাং সৌবর্চ্চলবতীং মূত্রকৃচ্ছ্রী পিবেন্নরঃ ।
মধুমাংসোপদংশং বা পিবেদ্বাপ্যথ গৌড়িকং ॥
পিবেৎ কুঙ্কুমকর্ষং বা মধূদকসমাবৃতং ।
রাত্রিপর্য্যুষিতং প্রাতস্তথা সুখমবাপ্নুয়াৎ ॥
দাড়িমাম্লযুতাং মুখ্যামেলাজীরক নাগরৈঃ ।
পীত্বাসুরাং সুলবণাং মূত্রকৃচ্ছ্রাৎ প্রমুচ্যতে ॥
পৃথক্পর্ণ্যাদি বর্গস্য মূলং গোক্ষুরকস্য চ ।
অর্দ্ধপ্রস্থেন তোয়স্য পচেৎক্ষীরং চতুর্গুণং ॥
ক্ষীরাবশিষ্টং তচ্ছীতং সিতাক্ষৌদ্রযুতং পিবেৎ ।
নরোমারুত পিত্তোত্থং মূত্রাঘাত নিবারণং ॥
নিষ্পীড্য বাসসা সম্যগ্বর্চ্চো রাসভবাজিনাং ।
রসস্য কুড়বন্তস্য পিবেন্মূত্ররুজাপহং ॥
মুস্তাভয়াদেবদারুমূর্ব্বানাং মধুকস্য চ ।
পিবেদক্ষসমং কল্কং দ্রাক্ষায়া জলসংযুতং ॥
পিবেৎ পর্য্যুষিতং বারি শীতং মূত্ররুজাপহং ।
নিদিগ্ধিকায়াঃ স্বরসং পিবেৎ কুড়বসংমিতং ॥
মূত্রদোষহরং কল্কমথবা ক্ষৌদ্রসংযুতং ।
প্রপীড্যামলকানাস্ত রসং কুড়বসম্মিতং ॥
পীত্বাগদী ভবেজ্জন্তুর্মূত্রদোষরুজাতুরঃ ।
ধাত্রীফলরসেনৈবং সুক্ষ্মৈলাং বা পিবেন্নরঃ ॥

পিষ্ট্বাথ বা সুশীতেন শালিতণ্ডুল বারিণা।
তালস্য তরুণং মূলন্ত্রপুস স্বরসন্তথা ॥
শ্বেতং কর্কটকঞ্চৈব প্রাতস্তং পয়সা পিবেৎ।
শৃতং বা মধুরৈঃ ক্ষীরং সর্পির্মিশ্রং পিবেন্নরঃ ॥
মূত্রদোষ বিশুদ্ধ্যর্থং শুক্রদোষ হরং পরং।
বলাশ্বদংষ্ট্রাক্রৌঞ্চাস্থিকোকিলাক্ষকতণ্ডুলান্ ॥
শতপর্ব্বক মূলঞ্চ দেবদারু সচিত্রকং।
অক্ষবীজঞ্চ সুরয়া কল্কীকৃত্য পিবেন্নরঃ ॥
মূত্রদোষ বিশুদ্ধ্যর্থং তথৈবাশ্মরিশোধনং।
পাটলাক্ষারমাহৃত্য সপ্তকৃত্বঃ পরিশ্রুতং ॥
পিবেন্মূত্র বিকারঘ্নং সংসৃষ্টং তৈলমাত্রয়া।
নলেক্ষুদর্ভাশ্মভেদত্রপুসৈর্ব্বারুবীজকং ॥
ক্ষীরে পরিশ্রুতং তত্র পিবেৎ সর্পিঃ সমাযুতং।
পাটল্যা যাবশুকাচ্চ পারিভদ্রাত্তিলাদপি ॥
ক্ষারোদকেন মতিমান্ ত্বগেলোষণ চূর্ণকং।
পিবেদ্গুড়েন মিশ্রং বালিহ্যাল্লেহান্ পৃথক্ পৃথক্ ॥
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি মূত্রদোষে ক্রমং হিতং।
স্নেহস্বেদোপপন্নানাং হিতস্তেষু বিরেচনং ॥
ততঃ সংশুদ্ধ দেহানাং হিতাশ্চোত্তরবস্তয়ঃ।
স্ত্রীণামতি প্রসঙ্গেন শোণিতং যস্য সিচ্যতে ॥
মৈথুনোপরমস্তস্য বৃংহণঞ্চ বিধিঃ স্মৃতঃ।
তাম্রচূড়বসাতৈলং হিতঞ্চোত্তরবস্তিষু ॥
বিধানং তস্য পূর্ব্বং হি ব্যাসতঃ পরিকীর্ত্তিতং।
ক্ষৌদ্রার্দ্ধপাত্রং দত্ত্বা তু পাত্রস্তু ক্ষীরসর্পিষোঃ ॥
স্বয়ঙ্গুপ্তাফলঞ্চৈব তথৈব ক্ষুরকস্য চ।
পিপ্পলী চূর্ণ সংযুক্তমর্দ্ধভাগং প্রদাপয়েৎ ॥

এতদৈকধ্বমানীয় খজেনাভি প্রমন্থয়েৎ।
তস্য পাণিতলং চূর্ণং লীঢ্বা ক্ষীরং ততঃ পিবেৎ॥
এতৎ সর্পিঃ প্রযুঞ্জানঃ শুদ্ধদেহো নরঃ সদা।
মূত্র দোষান্ জয়েৎ সর্ব্বানন্যযোগৈঃ সুদুর্জয়ান্॥
জয়েচ্ছোণিত দোষাংশ্চ বন্ধ্যা গর্ভং লভেত চ।
নারী চৈতৎ প্রযুঞ্জানা যোনিদোষাৎ প্রমুচ্যতে॥
বলাকোলাস্থিমধুকং শ্বদংষ্ট্রাথ শতাবরী।
মৃণালঞ্চ কশেরুশ্চ বীজানি ক্ষুরকস্য চ॥
সহস্র বীর্য্যাংশু মতী পয়স্যা সহ কালয়া।
শৃগালবিন্নাতিবলা বৃংহনীয়ো গণস্তথা॥
এতানি সমভাগানি মতিমান্ সহ সাধয়েৎ।
চতুর্গুণেন পয়সা গুড়স্য তুলয়া সহ॥
দ্রোণাবশিষ্টং তৎপূতং পচেত্তেন ঘৃতাঢ়কং।
তৎসিদ্ধং কলসে স্থাপ্যং ক্ষৌদ্র প্রস্থেন সংযুতং॥
সর্পিরেতৎ প্রযুঞ্জানো মূত্র দোষাৎ প্রমুচ্যতে॥

ঊনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো মূত্রদোষপ্রতিষেধমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।
বাতেন পিত্তেন কফেন সর্ব্বৈস্তথাভিঘাতৈঃ শকৃদশ্মরীভ্যাং।
তথাপরঃ শর্করয়া সুকষ্টো মূত্রোপঘাতঃ কথিতোঽষ্টমস্তু॥
অল্পমল্পং সমুৎপীড্য মুষ্কমেহনবস্তিভিঃ।
ফলম্ভিরিব কৃচ্ছ্রেণ বাতাঘাতেন মেহতি॥
হরিদ্রমুষ্কং রক্তং বা মুষ্ক মেহনবস্তিভিঃ।
অগ্নিনা দহ্যমানাভৈঃ পিত্তাঘাতেন মেহতি॥

স্নিগ্ধং শুক্লমনুষ্ণঞ্চ মুষ্কমেহনবস্তিভিঃ।
সংহৃষ্টরোমা গুরুভিঃ শ্লেষ্মাঘাতেন মেহতি॥
দাহশীতরুজাবিষ্টো নানাবর্ণং মুহুর্মুহুঃ।
তাম্যমানঃ সুকৃচ্ছ্রেণ সন্নিপাতেন মেহতি॥
মূত্রবাহিষু শল্যেন ক্ষতেষ্বভিহতেষু চ।
স্রোতঃসু মূত্রাঘাতস্তু জায়তে ভৃশবেদনঃ॥
বাতবস্তেস্তু তুল্যানি তস্য লিঙ্গানি লক্ষয়েৎ।
শকৃতস্তু প্রতীঘাতাদ্বায়ুর্ব্বিগুণতাঙ্গতঃ॥
আধ্মানঞ্চ সশূলঞ্চ মূত্রসঙ্গং করোতি হি।
অশ্মরীহেতুকঃ পূর্ব্বং মূত্রঘাত উদাহৃতঃ॥
অশ্মরী শর্করাচৈব তুল্যে সম্ভব লক্ষণৈঃ।
শর্করায়াং বিশেষস্তু শৃণু কীর্ত্তয়তো মম॥
পচ্যমানস্য পিত্তেন ভিদ্যমানস্য বায়ুনা।
শ্লেষ্মণোঽবয়বা ভিন্নাঃ শর্করা ইতি সংজ্ঞিতাঃ॥
হৃৎপীড়া বেপথুঃ শূলং কুক্ষৌ বহ্নিঃ সুদুর্ব্বলঃ।
তাভির্ভবতি মূর্চ্ছা চ মূত্রাঘাতশ্চ দারুণঃ॥
মূত্রবেগনিরস্তাসু তাসু শাম্যতি বেদনা।
যাবদন্যা পুনর্নৈতি গুড়িকা স্রোতসোমুখং॥
শর্করাসম্ভবস্যৈতন্মূত্রাঘাতস্য লক্ষণং।
চিকিৎসিতমতস্তূর্দ্ধমষ্টানামপি বক্ষ্যতে॥
অশ্মরীঞ্চ সমাশ্রিত্যায়দুক্তং প্রসমীক্ষ্য তৎ।
যথাদোষং প্রযুঞ্জীত স্নেহাদিকমপি ক্রমং॥
শ্বদংষ্ট্রাশ্মভিদৌ কুম্ভীং হপুষাং কণ্টকারিকাং।
বলাং শতাবরীং রাস্নাং বরুণং গিরিকর্ণিকাং॥
তথাবিদারিগন্ধাদিং সংহৃত্য ত্রৈবৃতং পচেৎ।
তৈলং ঘৃতং বা তত্পেয়ং তেন বাপ্যনুবাসনং॥

দদ্যাদুত্তরবস্তিঞ্চ বাতকৃচ্ছ্রোপশান্তয়ে ।
শ্বদংষ্ট্রাস্বরসে তৈলং সগুড়ক্ষীর নাগরং ॥
পক্ত্বা তৎ পূর্ব্ববদ্যোজ্যং তত্রানিলরুজাপহং ।
তৃণোৎপলাদিকাকোলীন্যগ্রোধাদিগণে কৃতং ॥
পীতং ঘৃতং পিত্তকৃচ্ছ্রং নাশয়েৎ ক্ষিপ্রমেব চ ।
দদ্যাদুত্তর বস্তিঞ্চ পিত্ত কৃচ্ছ্রোপশান্তয়ে ॥
এভিরেব কৃতঃস্নেহস্ত্রিবিধেষ্বেব বস্তিষু ।
হিতং বিরেচনং চেক্ষুক্ষীর দ্রাক্ষারসৈর্যুতং ॥
সুরসোষক মুস্তাদিবরুনাদৌ চ সংস্কৃতং ।
তৈলং তথা যবাগ্বশ্চ কফকৃচ্ছ্রে প্রশস্যতে ॥
যথাদোষোচ্ছ্রয়ং কুর্য্যাদেতানেব চ সর্ব্বজে ।
ফল্গু বৃশ্চিকদর্ভাশ্মসারচূর্ণঞ্চ বারিণা ॥
সুরেক্ষুরসদর্ভাম্বু পীতং কৃচ্ছ্ররুজাপহং ।
তথাভিঘাতজে কুর্যাৎ সদ্যোব্রণ চিকিৎসিতং ॥
মূত্রকৃচ্ছ্রে সদা চাস্য কার্য্যা বাতহরী ক্রিয়া ।
স্বেদাবগাহাবভ্যঙ্গা বস্তিচূর্ণ ক্রিয়াস্তথা ॥
সকৃচ্ছ্রৌ দ্বৌ তথান্যৌযৌ তয়োঃ প্রোক্তঃ ক্রিয়াবিধিঃ ।
ইতি সৌশ্রুত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে উত্তরতন্ত্রে কায়চিকিৎসা সমাপ্তা ॥

ষষ্ঠিতমোঽধ্যায়ঃ ।

অথাতোঽমানুষ প্রতিষেধমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ।
নিশাচরেভ্যো রক্ষ্যস্ত নিত্যমেব ক্ষতাতুরঃ ।
ইতি যৎপ্রাগভিহিতং বিস্তরস্তস্য বক্ষ্যতে ॥
গুহ্যানাগত বিজ্ঞানমনবস্থা সহিষ্ণুতা ।
ক্রিয়া বাঽমানুষী যস্মিন্ স গ্রহঃ পরিকীর্ত্ত্যতে ॥

অশুচিং ভিন্নমধ্যাদং ক্ষতং বা যদি বাহক্ষতং।
হিংস্যুর্হিংসাবিহারার্থং সংকারার্থমথাপি চ ॥
অসংখ্যেয়া গ্রহগণা গ্রহাধিপতয়স্তু যে।
ব্যজ্যন্তে বিবিধাকারা ভিদ্যন্তে তে তথাষ্টধা ॥
দেবাস্তথা শক্রগণাশ্চ তেষাং গন্ধর্ব্বযক্ষাঃ পিতরো ভুজঙ্গা।
রক্ষাংসি যা চাপি পিশাচজাতিরেষোহষ্টধা দেবগণগ্রহাখ্যা ॥
সন্তুষ্ট শুচিরপি চেষ্ট গন্ধ মাল্যো নিস্তন্দ্রোহ্য বিতথসংস্কৃতপ্রভাষী।
তেজস্বী স্থিরনয়নোবর প্রদাতা ব্রহ্মণ্যো ভবতি চ যঃ স দেবজুষ্টঃ ॥
সংস্বেদী দ্বিজগুরুদেবদোষবক্তা জিহ্মাক্ষো বিগতভয়ো বিমার্গদৃষ্টিঃ।
সন্তুষ্টো ভবতি নচান্নপানজাতৈর্দুষ্টাত্মা ভবতি চ দেবশক্রজুষ্টঃ ॥
হৃষ্টাত্মা পুলিনবনান্তরোপসেবী স্বাচারঃ প্রিয়পরিগীতগন্ধমাল্যঃ।
নৃত্যন্ বা প্রহসতি চারু চাল্পশব্দং গন্ধর্বগ্রহপরিপীড়িতো মনুষ্যঃ ॥
তাম্রাক্ষঃ প্রিয়তনুরক্তবস্ত্রধারী গম্ভীরো দ্রুতমতিরল্পবাক্সহিষ্ণুঃ।
তেজস্বী বদতি চ কিং দদামি কস্মৈ
যো যক্ষগ্রহপরিপীড়িতো মনুষ্যঃ ॥
প্রেতেভ্যো বিসৃজতি সংস্তরেষু
পিণ্ডান্ শান্তাত্মা জলমপি চাপসব্যবস্ত্র।
মাংসেপ্সুস্তিলগুড়পায়সাভিকাম
স্তদ্ভক্তো ভবতি পিতৃগ্রহাভিভূতঃ।
ভূমৌ যঃ প্রসরতি সর্পবৎকদাচিৎ
সৃক্কণ্যৌ বিলিহতি জিহ্বয়াপ্রসক্তং।
নিদ্রালুর্গুড়মধুপায়সেপ্সুর্ব্বিজ্ঞেয়ো ভবতি ভুজঙ্গমেন জুষ্টঃ ॥
মাসাসৃগ্বিবিধসুরাবিকারলিপ্সুর্নির্লজ্জো ভৃশমতিনিষ্ঠুরোহতিশূর।
ক্রোধালুর্ব্বিপুলবলো নিশাবিহারী শৌচদ্বিড়্ভবতি চ রক্ষসা গৃহীতঃ॥
উদ্বস্তঃ কৃশপরুষশ্চিরপ্রলাপী দুর্গন্ধো ভৃশমশুচিস্তথাতিলোলঃ।
বহ্বাশী বিজনহিমাম্বুরাত্রীসেবী ব্যাচেষ্টং ভ্রমতি রুদন্ পিশাচজুষ্টঃ॥

স্থূলাক্ষস্তুরিতগতিঃ স্বফেনলেহী
নিদ্রালুঃ পততি চ কম্পতে চ যোঽতি।
যশ্চাদ্রিদ্বিরদনগাদিবিচ্যুতঃসন্ সংস্পৃষ্টো ন ভবতি বার্দ্ধকেন জুষ্টঃ॥
দেবগ্রহাঃ পৌর্ণমাস্যামসুরাঃ সন্ধ্যয়োরপি।
গন্ধর্বাঃ প্রায়শোঽষ্টম্যাং যক্ষাশ্চ প্রতিপদ্যথ॥
কৃষ্ণপক্ষে চ পিতরঃ পঞ্চম্যামপি চোরগাঃ।
রক্ষাংসি নিশি পৈশাচাশ্চতুর্দ্দশ্যাং বিশন্তি চ॥
দর্পনাদীন্ যথাচ্ছায়া শীতোষ্ণং প্রাণিনো যথা।
স্বমণিং ভাস্করার্চ্চিশ্চ যথা দেহঞ্চ দেহভৃৎ॥
বিশন্তিচ ন দৃশ্যন্তে গ্রহাস্তদ্বচ্ছরীরিণং।
তপাংসি তীব্রাণি তথৈব দানং ব্রতানি ধর্ম্মো নিয়মশ্চ সত্যং।
গুণাস্তথাষ্টাবপি তেষু নিত্যাব্যস্তাঃ সমস্তাশ্চ যথাপ্রভাবং॥
ন তে মনুষ্যৈঃ সহ সংবিশন্তি নবা মনুষ্যান্ ক্বচিদাবিশন্তি।
যে বাবিশন্তীতি বদন্তি মোহাৎ তে ভূতবিদ্যাবিষয়াদপোহ্যাঃ॥
তেষাং গ্রহাণাং পরিচারকা যে কোটীসহস্রাযুতপদ্মসংখ্যা॥
অসৃগ্বসামাংসভুজঃ সুভীমা নিশাবিহারাশ্চ তমাবিশন্তি॥
নিশাচরাণাং তেষাং হি যে দেবগণসংস্থতাঃ।
তে তু তৎসত্ত্বসংসর্গাদ্বিজ্ঞেয়াস্ত তদঞ্জনাঃ॥
দেবগ্রহা ইতি পুনঃ প্রোচ্যন্তে শুচয়শ্চ যে।
দেববচ্চ নমস্যন্তে প্রত্যর্থ্যন্তেচদেববৎ॥
স্বামিশীলক্রিয়াচারাঃ ক্রমএব সুরাদিষু।
নৈঋতেয়া দুহিতরস্তাসাং স প্রসবঃ স্মৃতঃ॥
সত্যস্বাদপবৃত্তেষু বৃত্তিস্তেষাং গণৈঃ কৃতা।
হিংসা বিহারা যে কেচিদ্দিব্যং ভাবমুপাশ্রিতাঃ॥
ভূতানীতি কৃতা সংজ্ঞা তেষাং সংজ্ঞা প্রবক্তৃভিঃ।
গ্রহসংজ্ঞাভিভূতানি যস্মাদ্বেত্ত্যনয়া ভিষক্॥

বিদ্যয়া ভূতবিদ্যাত্বমতএব নিরুচ্যতে।
তেষাং শাস্ত্র্যর্থমন্বিচ্ছন্বৈদ্যস্তু সুসমাহিতঃ॥
জপৈঃ সনিয়মৈর্হোমৈরারভেত চিকিৎসিতুং।
রক্তানি গন্ধমাল্যানি বীজানি মধুসর্পিষাং॥
ভক্ষ্যাশ্চ সর্ব্বে সর্ব্বেষাং সামান্যো বিধিরুচ্যতে।
বস্ত্রাণি মদ্যমাংসানি ক্ষীরানি রুধিরাণি চ॥
যানি যেষাং যথেষ্টানি তানি তেভ্যঃ প্রদাপয়েৎ।
হিনস্তি মনুজান্ যেষু প্রায়শো দিবসেষু তু॥
দিনেষু তেষু দেয়ানি তদ্ভূত বিনিবৃত্তয়ে।
দেবগ্রহে দেবগৃহে হুত্বাগ্নিং প্রাপয়েদ্বলিং॥
কুশস্বস্তিকপুপাজ্যচ্ছত্রপায়স সম্ভৃতং।
অসুরায় যথাকালং বিদধ্যাচ্চ ত্বরাদিষু॥
চতুঃপথে রাক্ষসস্য ভীমেষু গহনেষু বা।
শূন্যাগারে পিশাচস্য তীব্রং বলিমুপাহরেৎ॥
পূর্ব্বমাচরিতৈর্ম্মন্ত্রৈর্ভূত বিদ্যাদিদর্শিতৈঃ।
ন শক্যা বলিভির্জ্জেতুং যোগৈস্তান্ সমুপাচরেত্॥
অজর্ক্ষ'চর্ম্মরোমাণি শল্যকোলুকয়োস্তথা॥
হিঙ্গুমূত্রঞ্চ বস্তস্য ধূমমস্য প্রয়োজয়েৎ।
এতেন শাম্যতি ক্ষিপ্রং বলবানপি যো গ্রহঃ॥
গজাহ্বপিপ্পলী মুলব্যোষামলকসর্ষপান্।
গোধান কুলমার্জার ঋক্ষপিত্ত প্রভাবিতান্॥
নস্যাভ্যঞ্জন সেকেষু বিদধ্যাদ্যোগতত্ত্ববিত্।
খরাশ্বাশ্ব তরোলুক করভশ্ব শৃগালজং॥
পুরীষং গৃধ্রকাকানাং বরাহস্য চ পেষয়েত্।
বস্তমূত্রেণ তত্সিদ্ধং তৈলং স্যাত্ পূর্ব্ববর্দ্ধিতং॥
শিরীষবীজং লশুনং শুণ্ঠীং সিদ্ধার্থকং বচাং।

মঞ্জিষ্ঠাং রজনীং কৃষ্ণাং বস্তমূত্রেণ পেষয়েৎ।
বর্ত্তীছায়াবিশুষ্কাস্তাঃ সপিত্তা নয়নাঞ্জনং॥
নক্তমালফলং ব্যোষং মূলং শ্যোনাকবিল্বয়োঃ।
হরিদ্রে চ কৃতা বর্ত্তিঃ পূর্ব্ববন্নয়নাঞ্জনং॥
যে যে গ্রহা ন সিধ্যন্তি-সর্ব্বেষাং নয়নাঞ্জনং।
সৈন্ধবং কটুকং হিঙ্গু বয়স্থাঞ্চ বচামপি॥
বস্ত-মূত্রেণ তৎ পিষ্টং মৎস্যপিত্তেন পূর্ব্ববৎ।
পুরাণসর্পির্লশুনং হিঙ্গু সিদ্ধার্থকং বচাং॥
গোলোমী চাজলোমী চ ভূতকেশী জটা তথা।
কুক্কুটীসর্পগন্ধাশ্চ তথা কাণ-বিষাণিকে॥
ঋষ্যপ্রোক্তে বয়স্থা চ শৃঙ্গী মোহনবল্লিকা।
অর্কমূলং ত্রিকটুকং লতাশ্রোতোঞ্জনাঞ্জনং॥
নৈপালী হরিতালঞ্চ রক্ষোঘ্না যে চ কীর্ত্তিতাঃ।
সিংহব্যাঘ্রর্ক্ষমার্জ্জারদ্বীপিবাজিগবাস্তথা॥
শ্বাবিচ্ছল্যকগোধানামুষ্ট্রস্য নকুলস্য চ।
বিট্‌ত্বগ্রোমবসামূত্ররক্তপিত্তনখাদয়ঃ॥
অশ্নিবর্গে ভিষকুর্য্যাত্তৈলানি চ ঘৃতানি চ।
পানাভ্যঞ্জননস্যেষু তানি যোজ্যানি জানতা॥
অবপীড়েঽঞ্জনে চৈব বিদধ্যাদ্‌গুটিকীকৃতাং।
বিদধীত পরীষেকে কথিতং চূর্ণিতং তথা॥
উদ্ধূলনে শ্লক্ষ্ণপিষ্টং প্রদেহে চাবচারয়েৎ।
এষ সর্ব্ববিকারাংস্তু মানসানপরাজিতঃ॥
হন্যাদল্পেন কালেন স্নেহাদিরপি চ ক্রমাৎ।
নচাযুক্তং প্রযুঞ্জীত প্রয়োগন্দেবতাগ্রহে॥
ঋতে পিশাচাদন্যেষু প্রতিকূলং নচাচরেৎ।
বৈদ্যাতুরৌ নিহন্যুস্তে ধ্রুবং ক্রুদ্ধা মহৌজসঃ॥

হিতাহিতবিধানঞ্চ নিত্যমেব সমাচরেৎ।
ততঃ প্রাপ্স্যতি সিদ্ধিঞ্চ যশশ্চ বিপুলং ভিষক্ ॥

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতোঽপস্মারপ্রতিষেধমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

স্মৃতির্ভূতার্থবিজ্ঞানমপশ্চ পরিবর্জ্জনে।
অপস্মার ইতি প্রোক্তস্ততোঽয়ং ব্যাধিরন্তকৃৎ ॥
মিথ্যাদিযোগেন্দ্রিয়ার্থকর্ম্মণামভিসেবনাৎ।
বিরুদ্ধ-মলিনহার-বিহার-কুপিতৈর্ম্মলৈঃ ॥
বেগনিগ্রহশীলানা-মহিতাশুচি-ভোজিনাং।
রজস্তমোঽভিভূতানাং গচ্ছতাঞ্চ রজস্বলাং ॥
তথা কামভয়োদ্বেগক্রোধশোকাদিভির্ভৃশং।
চেতস্যভিহতে পুংসামপস্মারোঽভিজায়তে ॥
সংজ্ঞাবহেষু স্রোতঃসু দোষব্যাপ্তেষু মানবঃ।
রজস্তমঃপরীতেষু মূঢ়ো ভ্রান্তেন চেতসা ॥
বিক্ষিপন্ হস্তপাদৌ চ বিজিহ্মভ্রূবিলোচনঃ।
দন্তান্ খাদন্ বমন্ ফেনং বিবৃতাক্ষঃ পতেৎ ক্ষিতৌ ॥
অল্পকালান্তরঞ্চাপি পুনঃ সংজ্ঞাং লভেত সঃ।
সোঽপস্মার ইতি প্রোক্তঃ সচাদিষ্টশ্চতুর্ব্বিধঃ ॥
বাতপিত্তকফৈর্নৄণাঞ্চতুর্থঃ সন্নিপাততঃ।
হৃৎকম্পঃ শূন্যতা স্বেদো ধ্যানং মূর্চ্ছা প্রমূঢ়তা ॥
নিদ্রানাশশ্চ তস্মিংস্তু ভবিষ্যতি ভবন্ত্যথ।
বেপমানো দশেদ্দন্তান্ শ্বসন্ ফেনং বমন্নপি ॥
যো ব্রূয়াদ্বিকৃতং সত্ত্বং কৃষ্ণং মামনুধাবতি।
ততো মে চিত্তনাশঃ স্যাৎ সোঽপস্মারোঽনিলাত্মকঃ ॥

তৃট্তাপস্বেদমূর্চ্ছার্ত্তো ধুন্বন্নঙ্গানি বিহ্বলঃ।
যো ব্রূয়াদ্বিকৃতং সত্বং পীতং মামনুধাবতি ॥
ততো মে চিত্তনাশঃ স্যাৎ স পিত্তভব উচ্যতে।
শীতহৃল্লাসনিদ্রার্ত্তঃ পতন্ ভূমৌ বমন্ কফং ॥
যো ব্রূয়াদ্বিকৃতং সত্বং শুক্লং মামনুধাবতি।
ততো মে চিত্তনাশঃ স্যাৎ সোঽপস্মারঃ কফাত্মকঃ ॥
হৃদি তোদস্তুড়ুৎক্লেদস্ত্রিষপ্যেতেষু সংখ্যয়া।
প্রতাপঃ কূজনং ক্লেশঃ প্রত্যেকস্তু ভবেদিহ ॥
সর্ব্বলিঙ্গসমাবায়ঃ সর্ব্বদোষঃ প্রকোপজে।
অনিমিত্তাগমাদ্ব্যাধের্গমনাদকৃতেঽপি চ ॥
আগমাচ্চাস্যাপস্মারং বদন্ত্যন্যে ন দোষজং।
ক্রমোপযোগাদ্দোষাণাং ক্ষণিকত্বাত্তথৈবচ ॥
আগমাদ্বৈশ্বরূপাচ্চ সতু নির্ব্বর্ণ্যতে বুধৈঃ।
বর্ষত্যপি যথা দেবে ভূমৌ বীজানি কানিচিৎ ॥
শরদি প্রতিরোহন্তি তথা ব্যাধিসমুদ্ভবঃ।
স্থায়িনঃ কেচিদল্পেন কালেনাভিপ্রবর্দ্ধিতাঃ ॥
দর্শয়ন্তি বিকারাংস্তু বিশ্বরূপান্নিসর্গতঃ।
অপস্মারো মহাব্যাধিস্তস্মাদ্দোষজ এব তু ॥
তস্য কার্য্যো বিধিঃ সর্ব্বো য উন্মাদেষু বক্ষ্যতে।
পুরাণসর্প্পিষঃ পানমভ্যাঙ্গশ্চৈব পূজিতঃ ॥
উপযোগো গ্রহোক্তানাং যোগানাস্তু বিশেষতঃ।
শিগ্রুকট্বঙ্গকিণ্বংহি নিম্বত্বগ্রসসাধিতং ॥
চতুর্গুণে গবাং মূত্রে তৈলমভ্যঞ্জনে হিতং।
গোধানকুলনাগানাং পৃষতর্ক্ষগবামপি ॥
পিত্তেষু সিদ্ধস্তৈলঞ্চ পানাভ্যঙ্গেষু পূজিতং।
তীক্ষ্ণৈরুভয়তোভাগৈঃ শিরশ্চাপি বিশোধয়েৎ ॥

পূজাং রুদ্রস্য কুর্ব্বীত তদ্গণানাঞ্চ নিত্যশঃ ।
কুলত্থযবকোলানি শণবীজং পলঙ্কষাং ॥
জটিলাং পঞ্চমূল্যৌ দ্বৌ পথ্যাঞ্চোৎকাথ্য যত্নতঃ ।
বস্তমূত্রযুতং সর্পিঃ পিবেত্তদ্বাতিকে হিতং ॥
কাকোল্যাদিপ্রতীবাপং সিদ্ধং বা প্রথমে গণে ।
পয়ো মধুসিতাযুক্তং ঘৃতং যৎ পৈত্তিকে হিতং ॥
কৃষ্ণা বচা মুস্তকাদ্যৈর্য্ক্তমারগ্বধাদিকে ।
পক্বস্তন্মূত্রবর্গেষু শ্লেষ্মাপস্মারিণে হিতং ॥
সুরদ্রুম-বচা-কুষ্ঠ-সিদ্ধার্থ-ব্যোষ-হিঙ্গুভিঃ ।
মঞ্জিষ্ঠারজনীযুগ্মসমঙ্গাত্রিফলাম্বুদৈঃ ॥
করঞ্জবীজ-শৈরীষ-গিরিকর্ণ-হুতাশনৈঃ ।
সিদ্ধং সিদ্ধার্থকং নাম সর্পির্ম্মূত্রচতুর্গুণং ॥
কৃমিকুষ্ঠগরশ্বাসবলাসবিষমজ্বরান্ ।
সর্ব্বভূতগ্রহোন্মাদানপস্মারাংশ্চ নাশয়েৎ ॥
দশমূলেন্দ্রবৃক্ষত্বঙ্মূর্ব্বাভার্গীফলত্রয়ৈঃ ।
সম্পাক-শ্রেয়সী-সপ্তপর্ণ্যপামার্গ-পীলুভিঃ ॥
এতৈঃ কল্কৈশ্চ ভূনিম্বপূতীকব্যোষচিত্রকৈঃ ।
ত্রিবৃৎপাঠানিশাযুগ্মৈঃ শারিবাদ্বয়পৌষ্করৈঃ ॥
কটুকা মদযন্ত্যুগ্রা নীলিনীক্রিমিশক্রভিঃ ।
সর্পিরেভিশ্চ গোক্ষীর-দধি-মূত্র-সকৃদ্রসৈঃ ॥
সাধিতং পঞ্চগব্যাখ্যং সর্ব্বাপস্মারভূতনুৎ ।
চাতুর্থক-ক্ষয়-শ্বাসানুন্মাদাংশ্চ নিযচ্ছতি ॥
বাতিকং বস্তিভিশ্চাপি পৈত্তিকন্তু বিরেচনৈঃ ।
কফজং বমনৈর্দ্ধীমানপস্মারমুপাচরেৎ ॥
ভার্গীশৃতে পচেৎ ক্ষীরে শালিতণ্ডুলপায়সং ।
ত্র্যহং শুদ্ধায় তদ্ভোজ্যং ব্যবহারায় কল্পয়েৎ ॥

জ্ঞাত্বা চ মধুরীভূতং তং বিশোষ্য তদুদ্ধরেৎ।
ত্রীন্ ভাগাংস্তস্য চূর্ণস্য কিণ্বভাগেন সংসৃজেৎ॥
মণ্ডোদকার্থে দেয়শ্চ ভার্গীকাথঃ সুশীতলঃ।
শুদ্ধে কুম্ভে নিদধ্যাচ্চ সম্ভারং তং সুরান্ততঃ॥
জাতগন্ধাং জাতরসাং পায়য়েদাতুরং ভিষক্।
সিরাং বিধ্যেদথ প্রাপ্তাং মঙ্গল্যানি চ ধারয়েৎ॥

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাত উন্মাদপ্রতিষেধমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

মদয়ন্ত্যুদ্গতা দোষা যস্মাদুন্মার্গমাশ্রিতাঃ।
মানসোঽয়মতো ব্যাধিরুন্মাদ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥
একৈকশঃ সমস্তৈশ্চ দোষৈরত্যর্থমূর্চ্ছিতৈঃ।
মানসেন চ দুঃখেন স পঞ্চবিধ উচ্যতে॥
বিষাদ্ভবতি ষষ্ঠশ্চ যথাস্বং তত্র ভেষজং।
সচাপ্রবৃদ্ধস্তরুণো মদসংজ্ঞাং বিভর্ত্তি চ॥
মোহোদ্বেগৌ স্বনঃ শ্রোত্রে গাত্রাণামপকর্ষণং।
অত্যুৎসাহোঽরুচিশ্চান্নে স্বপ্নে কলুষভোজনং॥
বায়ুনোন্মথনঞ্চাপি ভ্রমশ্চ ক্রমতস্তথা।
যস্য স্যাদচিরেণৈবমুন্মাদং সোঽধিগচ্ছতি॥
রুক্ষচ্ছবিঃ পরুষবাক্ ধমনীততো বা
শ্বাসাতুরঃ কৃশতনুঃ স্ফুরিতাঙ্গসন্ধিঃ।
আস্ফোটয়ন্ পঠতি গায়তি নৃত্যশীলো
বিক্রোশতি ভ্রমতি চাপ্যনিলপ্রকোপাৎ॥
তৃট্স্বেদদাহবহুলভুগ্বিনিদ্র-
শ্ছায়া-হিমানিল-জলান্ত-বিহার-সেবী।

তীক্ষ্ণহিমাম্বুনিচয়েঽপি স বহ্নিশঙ্কী
পিত্তাদ্দিবা নভসি পশ্যতি তারকাশ্চ ॥
ছর্দ্দ্যগ্নিসাদসদনারুচিকাসযুক্তো
যোষিদ্বিবিক্তরতিরল্পমতিপ্রকারঃ।
নিদ্রাপরোঽল্পকথনোঽল্পভুগুষ্ণসেবী
রাত্রৌ ভৃশং ভবতি চাপি কফপ্রকোপাৎ ॥
সর্ব্বাত্মকে ত্রিভিরপি ব্যতিমিশ্রিতানি
রূপাণি বাত-কফ-পিত্ত-কৃতানি বিদ্যাৎ।
সম্পূর্ণলক্ষণমসাধ্যমুদাহরন্তি
সর্ব্বাত্মকং ক্বচিদপি প্রবদন্তি সাধ্যং ॥
চৌরৈর্নরেন্দ্রপুরুষৈররিভিস্তথান্যৈ-
র্বিত্রাসিতস্য ধনবান্ধবসংক্ষয়াদ্বা।
গাঢ়ং ক্ষতে মনসি চ প্রিয়য়া রিরংসো-
র্জায়তে চোৎকটতরো মনসো বিকারঃ ॥
চিত্রং স জল্পতি মনোঽনুগতং বিসংজ্ঞো
গায়ত্যথো হসতি রোদিতি চাপি মূঢ়ঃ।
রক্তেক্ষণো হতবলেন্দ্রিয়ভাঃ সুদীনঃ
শ্যাবাননো বিষকৃতেন ভবেদ্বিসংজ্ঞঃ ॥
স্নিগ্ধং স্বিন্নন্তু মনুজমুন্মাদার্ত্তং বিশোধয়েৎ।
তীক্ষ্ণৈরুভয়তোভাগৈঃ শিরসশ্চ বিরেচনৈঃ ॥
বিবিধৈরবপীড়ৈশ্চ সর্ষপস্নেহসংযুতৈঃ।
যোজয়িত্বা চ তচ্চূর্ণং ঘ্রাণে নস্যন্তু যোজয়েৎ ॥
সততং ধূপয়েচ্চৈনং শ্বগোমাংসৈঃ সুপাদিভিঃ।
সর্ষপানাঞ্চ তৈলেন নস্যাভ্যঙ্গৌ হিতৌ সদা ॥
দর্শয়েদদ্ভুতান্যস্য বদেন্নাশং প্রিয়স্য চ।
ভীমাকারৈর্নরৈর্নাগৈর্দান্তৈর্ব্যালৈশ্চ নির্ব্বিষৈঃ ॥

ভীষয়েৎ সততং পাশৈঃ কশাভির্বাথ তাড়য়েৎ।
যন্ত্রয়িত্বা সুষুপ্তং বা ত্রাসয়েত্তং তৃণাগ্নিনা॥
প্রতুদৈর্দারয়েচ্চৈনং মর্ম্মাঘাতং বিবর্জ্জয়েৎ।
সাপিধানে জরৎকূপে সততং বা নিবাসয়েৎ॥
ত্র্যহাৎ ত্র্যহাদ্ যবাগূঞ্চ দদ্যাৎ সক্তূন্ জলেন বা।
কেবলানম্বুযুক্তান্ বা কুল্মাষান্ বা বহুশ্রুতঃ॥
দদ্যাৎ যদ্দীপনীয়ঞ্চ তৎ পথ্যং তস্য যোজয়েৎ।
বিড়ঙ্গ-ত্রিফলা-মুস্ত-মঞ্জিষ্ঠা-দাড়িমোৎপলৈঃ॥
শ্যামৈলাবালুকৈলাভিশ্চন্দনামরদারুভিঃ।
বর্হিষ্ঠরজনীকুষ্ঠপর্ণিনীশারিবাহ্বয়ৈঃ॥
হরেণুকা-ত্রিবৃদ্দন্তী-বচা-তালীশ-কেশরৈঃ।
দ্বিক্ষীরং সাধিতং সর্পির্মালতীকুসুমৈঃ সহ॥
গুল্ম-কাশ-জ্বর-শ্বাস-ক্ষয়োন্মাদ-নিবারণং।
এতদেব হি সম্পক্বং জীবনীয়োপসম্ভৃতং॥
চতুর্গুণেন ক্ষীরেণ মহাকল্যাণমুচ্যতে।
অপস্মারং গ্রহং দোষং ক্লৈব্যং কার্শ্যমবীজতাং॥
ঘৃতমেতন্নিহন্ত্যাশু যে চান্যে গদিতা গদাঃ।
বর্হিষ্ঠকুষ্ঠমঞ্জিষ্ঠা কটুকৈলানিশাহ্বয়ৈঃ॥
তেনেদং ত্রিফলা-হিঙ্গু-বাজিগন্ধামরদ্রুমৈঃ।
বচাজমোদা-কাকোলী-মেদা-মধুক-পদ্মকৈঃ॥
সশর্করং হিতং সর্পিঃ পক্বং ক্ষীরচতুর্গুণং।
বালানাং গ্রহজুষ্টানাং পুংসাং দুষ্টাল্পমেধসাং॥
খ্যাতং ফলঘৃতং স্ত্রীণাং বন্ধ্যানাঞ্চাশু গর্ভদং।
ব্রহ্মমৈন্দ্রীং বিড়ঙ্গানি ব্যোষং হিঙ্গু সুরাং জটাং॥
বিষঘ্নীং লশুনং রাস্নাং বিশল্যাং সুরসাং বচাং।
জ্যোতিষ্মতীং নাগবিন্নামনন্তামভয়াস্তথা॥

সৌরাষ্ট্রীঞ্চ সমাংশানি গজমূত্রেণ পেষয়েৎ।
ছায়াবিশুষ্কাস্তদ্বর্ত্তী যোজয়েদ্ বিধিকোবিদঃ॥
অবপীড়েঽঞ্জনেঽভ্যঙ্গে নস্যে ধূমে প্রলেপনে।
উরোঽপাঙ্গললাটেষু সিরাশ্চাস্য বিমোক্ষয়েৎ॥
অপস্মারক্রিয়াঞ্চাপি গ্রহোদ্দিষ্টাঞ্চ কারয়েৎ।
শান্ত-দোষং বিশুদ্ধঞ্চ স্নেহবস্তিভিরাচরেৎ॥
শোক-শল্যং ব্যপনয়েদুন্মাদে পঞ্চমে ভিষক্।
উন্মাদেষু চ সর্ব্বেষু কুর্য্যাচ্চিত্তপ্রসাদনং॥
মৃদুপূর্ব্বং মদেঽপ্যেবং ক্রিয়াং বিদ্বান্ প্রযোজয়েৎ।
বিষজে মৃদুপূর্ব্বঞ্চ বিষঘ্নীং কারয়েৎ ক্রিয়াং॥

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো রসভেদবিকল্পমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

দোষাণাং পঞ্চদশধা প্রসরোঽভিহিতস্তু যঃ।
ত্রিষষ্টিরসভেদানাং তৎপ্রয়োজনমুচ্যতে॥
অবিদগ্ধা বিদগ্ধাশ্চ ভিদ্যন্তে তে ত্রিষষ্টিধা।
রসভেদত্রিষষ্টিস্তু বীক্ষ্য বীক্ষ্যাবচারয়েৎ॥
একৈকেনানুগমনং ভাগশো যদুদীরিতং।
দোষাণাং তত্র মতিমান্ ত্রিষষ্টিস্তু প্রযোজয়েৎ॥
যথাক্রমং প্রবৃত্তানাং দ্বিকেষু মধুরো রসঃ।
পঞ্চানুক্রমতে যোগানম্লশ্চতুর এব চ॥
ত্রীংশ্চানুগচ্ছতি রসো লবণঃ কটুকো দ্বয়ং।
তিক্তঃ কষায়মন্বেতি তে দ্বিকা দশ পঞ্চ চ॥

তদ্‌যথা। মধুরাম্লঃ। মধুরলবণঃ। মধুরতিক্তঃ। মধুরকটুকঃ। মধুরকষায়ঃ। এতে পঞ্চানুক্রান্তা মধুরেণ। অম্ললবণঃ। অম্লকটুকঃ। অম্লতিক্তঃ। অম্লকষায়ঃ। এতে চত্বারোঽনুক্রান্তা অম্লেন। লবণ-কটুকঃ। লবণতিক্তঃ। লবণকষায়ঃ। এতে ত্রয়োঽনুক্রান্তা লবণেন।

কটুতিক্তঃ। কটুকষায়ঃ। দ্বাবেতাবক্রান্তৌ কটুকেন। তিক্ত-কষায়ঃ। এক এবানুক্রান্তস্তিক্তেন। এতে পঞ্চদশ দ্বিকসংযোগাঃ ব্যাখ্যাতাস্ত্রিকং বক্ষ্যামঃ। আদৌ প্রযুজ্যমানস্তু মধুরো দশ গচ্ছতি। ষড়ম্লো লবণস্তস্মাদর্দ্ধস্ত্বেকো রসঃ কটুঃ॥

মধুরাম্ললবণঃ। মধুরাম্লকটুকঃ। মধুরাম্লতিক্তঃ। মধুরাম্লকষায়ঃ। মধুরলবণকটুকঃ। মধুরলবণতিক্তঃ। মধুরলবণকষায়ঃ। মধুর-কটুকতিক্তঃ। মধুরকটুককষায়ঃ। মধুরতিক্তকষায়ঃ। এবমেষাং ত্রিকসংযোগানাং দশানামাদৌ মধুরঃ প্রযুজ্যতে। অম্ললবণকটুকঃ। অম্ললবণতিক্তঃ। অম্ললবণকষায়ঃ। অম্লকটুকষায়ঃ। অম্লকটুকতিক্তঃ। এবমেষাং ষণ্ণামাদাবম্লঃ প্রযুজ্যতে।

লবণকটুতিক্তঃ। লবণকটুকষায়ঃ। লবণতিক্তকষায়ঃ। এবমেষাং ত্রয়াণামাদৌ লবণঃ প্রযুজ্যতে। কটুতিক্তকষায়ঃ। এবমেকস্যাদৌ কটুকঃ প্রযুজ্যতে।

এবমেতে ত্রিকসংযোগবিংশতির্ব্যাখ্যাতাঃ।

চতুষ্কান্বক্ষ্যামঃ। চতুষ্করসসংযোগান্ মধুরো দশ গচ্ছতি। চতু-রোঽম্লস্তু গচ্ছেচ্চ লবণস্ত্বেকমেব তু॥

মধুরাম্ললবণকটুকঃ। মধুরাম্ললবণতিক্তঃ। মধুরাম্ললবণকষায়ঃ। মধুরাম্লকটুকতিক্তঃ। মধুরাম্লকটুকষায়ঃ। মধুরলবণতিক্তকটুকঃ। মধুরাম্লতিক্তকষায়ঃ। মধুরলবণকটুতিক্তঃ। মধুরলবণকটুকষায়ঃ। মধুরলবণতিক্তকষায়ঃ। এবমেষাং দশানামাদৌ মধুরঃ প্রযুজ্যতে।

অম্ললবণকটুকতিক্তঃ। অম্ললবণকটুকষায়ঃ। অম্ললবণতিক্তকষায়ঃ। অম্লকটুতিক্তকষায়ঃ। এবমেষাং চতুর্ণামম্লঃ।

লবণকটুতিক্তকষায়ঃ। এবমেকস্যাদৌ লবণঃ। এবমেতে চতুষ্করস-সংযোগাঃ পঞ্চদশ কীর্ত্তিতাঃ।

পঞ্চকান্ বক্ষ্যামঃ। পঞ্চকান্ পঞ্চমধুর একমম্লস্তু গচ্ছতি।

মধুরাম্ললবণকটুতিক্তঃ। মধুরাম্ললবণকটুকষায়ঃ। মধুরাম্ললবণ-তিক্তকষায়ঃ। মধুরাম্লকটুতিক্তকষায়ঃ। মধুরলবণকটুতিক্তকষায়ঃ।

এবমেষাং পঞ্চানাং পঞ্চকরসসংযোগানামাদৌ মধুরঃ প্রযুজ্যতে। অম্ললবণকটুতিক্তকষায়ঃ। এবমেকস্যাদাবম্লঃ প্রযুজ্যতে। এবমেতে ষট্ পঞ্চকসংযোগা ব্যাখ্যাতাঃ।

ষট্কমেকং বক্ষ্যামঃ। একস্তু কটুকসংযোগঃ। মধুরাম্ললবণকটুকতিক্ত-কষায়ঃ। এবময়মেকষট্সংযোগঃ।

একৈকশ্চ ষড়্রসা ভবন্তি। মধুরোঽম্লোলবণঃ কটুকতিক্তকষায়ঃ ইতি। ভবতি চাত্র।

এষা ত্রিষষ্টির্ব্যাখ্যাতা রসানাং রসচিন্তকৈঃ।
দোষভেদে ত্রিষষ্টিস্তু প্রযোক্তব্যা বিচক্ষণৈঃ॥

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ স্বস্থবৃত্তমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

সমদোষঃ সমাগ্নিশ্চ সমধাতুমলক্রিয়ঃ।
প্রসন্নাত্মেন্দ্রিয়মনাঃ সুস্থ ইত্যভিধীয়তে॥
সূত্রস্থানে সমুদ্দিষ্টঃ সুস্থো ভবতি যাদৃশঃ।
তস্য যদ্রক্ষণং তদ্ধি চিকিৎসায়াঃ প্রয়োজনং॥
তস্য যদ্বৃত্তমুক্তং হি রক্ষণঞ্চ সমাসতঃ।
তস্মিন্নর্থাঃ সমাসোক্তা বিস্তরস্তস্য বক্ষ্যতে॥
যস্মিন্ যস্মিন্ ঋতৌ যে যে দোষাঃ কুপ্যন্তি দেহিনাং
তেষু তেষু প্রদাতব্যাঃ রসাস্তে তে বিজানতা॥

প্রক্লিন্নত্বাচ্ছরীরিণাং বর্ষাসু খলু দেহিনাং।
মন্দেহগ্নৌ কোপমায়ান্তি সংহর্ষান্ মারুতাদয়ঃ ॥
তস্মাৎ ক্লেদবিশুদ্ধ্যর্থং দোষসংহরণায় চ ।
কষায়তিক্তকটুকৈ রসৈর্যুক্তমথো দ্রবং ॥
নাতিস্নিগ্ধং নাতিরুক্ষমুষ্ণং দীপনমেব চ।
দেয়মন্নং নৃপতয়ে যজ্জলং চোক্তমাদিতঃ ॥
তপ্তাবরতমম্ভো বা পিবেন্মধুসমাযুতং ।
অহ্নি মেঘানিলাবিষ্টেঽত্যর্থশীতাম্বুসঙ্কুলে ॥
তরুণত্বাদ্বিদাহঞ্চ গচ্ছন্ত্যোষধয়স্তদা ।
মতিমাংস্তন্নিমিত্তঞ্চ নৈব ব্যায়ামমাচরেৎ ॥
অত্যম্বুপানাবশ্যায়গ্রাম্যধর্ম্মাতপাংস্তথা ।
ভূবাষ্পপরিহারার্থং শয়ীত চ বিহায়সি ॥
শীতে সাগ্নৌ নিবাতে চ গুরুপ্রাবরণে গৃহে ।
যায়ান্নাগবধূভিশ্চ প্রশস্তা গুরুভূষিতঃ ॥
দিবাস্বপ্নমজীর্ণঞ্চ বর্জ্জয়েত্তত্র যত্নতঃ ।
সেব্যাঃ শরদি যত্নেন কষায়স্বাদুতিক্তকাঃ ॥
ক্ষীরেক্ষুবিকৃতি-ক্ষৌদ্র-শালি-মুদ্গাদি-জাঙ্গলাঃ ।
সলিলঞ্চ প্রসন্নত্বাৎ সর্ব্বমেব তদা হিতং ॥
সরঃস্বাপ্লবনঞ্চৈব কমলোৎপলশালিষু ।
প্রদোষে শশিনঃ পাদাশ্চন্দনশ্চানুবাসনং ॥
তিক্তস্য সর্পিষঃ পানৈরস্রুক্স্রাবৈশ্চ যুক্তিতঃ ।
বর্ষাস্বুপচিতং পিত্তং হরেচ্চাপি বিরেচনৈঃ ॥
নোপেয়াত্তীক্ষ্ণমম্লোষ্ণং ক্ষারং স্বপ্নং দিবাতপং ।
রাত্রিজাগরণঞ্চৈব মৈথুনঞ্চাপি বর্জ্জয়েৎ ॥
স্বাদুশীতজলং মদ্যং শুচি স্ফটিকনির্ম্মলং ।
শরচ্চন্দ্রাংশুনির্দ্ধৌতমগস্ত্যোদয়নির্ব্বিষং ॥

প্রসন্নত্বাচ্চ সলিলং সর্ব্বমেব তদা হিতং।
সচন্দনং বা কর্পূর বাসশ্চামলিনং লঘু ॥
ভজেচ্চ শারদং মাল্যং সীধোঃ পানঞ্চ যুক্তিতঃ।
পিত্তপ্রশমনং যচ্চ তচ্চ সর্ব্বং সমাচরেৎ ॥
হেমন্তঃ শীতলো রুক্ষো মন্দসূর্য্যোঽনিলাকুলঃ।
ততস্তু শীতমাসাদ্য বায়ুস্তত্র প্রকুপ্যতি ॥
কোষ্ঠস্থঃ শীতসংস্পর্শাদস্তঃ পিণ্ডীকৃতোঽনলঃ।
রসমুচ্ছোষয়ত্যাশু তস্মাৎ স্নিগ্ধং তদা হিতং ॥
হেমন্তে লবণ-ক্ষার-তিক্তাম্ল-কটুকোৎকটং।
সসর্পিস্কতৈর্লহিমমশনং হিতমুচ্যতে ॥
তীক্ষ্ণান্যপি চ পানানি পিবেদগুরুভূষিতঃ।
তৈলাভ্যক্তঃ সুখোষ্ণে চ বারিকোষ্ঠেঽবগাহয়েৎ ॥
সাঙ্গারযানে মহতি কৌশেয়াস্তরণাস্তৃতে।
শয়ীত শয়নে বাপি বৃতো গর্ভগৃহোদরে ॥
স্ত্রীশ্লিষ্টাগুরুধূপাঢ্যাঃ পীনোরুজঘনস্তনীঃ।
প্রকামঞ্চ নিষেবেত মৈথুনং তর্পিতো নৃপঃ ॥
মধুরং তিক্তকটুকমম্লং লবণমেবচ।
অন্নপানং তিলান্ মাষান্ শাকানি চ দধীনি চ ॥
তথেক্ষুবিকৃতীঃ শালীন্ সুগন্ধাংশ্চ নবানপি।
প্রসহ্যানুপমাংসানি ক্রব্যাদবিলশায়িনাং ॥
ঔদকানাং প্লবানাঞ্চ পাদিনাঞ্চোপজায়তে।
মদ্যানি চ প্রসন্নানি যচ্চ কিঞ্চিৎ বলপ্রদং ॥
কামতস্তন্নিষেবেত পুষ্টিমিচ্ছন্ হিমাগমে।
এষ এব বিধিঃ কার্য্যঃ শিশিরে সমুদাহৃতঃ ॥
হেমন্তে নিচিতঃ শ্লেষ্মা শৈত্যাচ্ছীতশরীরিণাং।
ঔষ্ণ্যাদ্বসন্তে কুপিতঃ কুরুতে চ গদান্ বহূন্ ॥

ততোঽম্ল মধুর স্নিগ্ধ লবণানি গুরূণিচ ।
বর্জ্জয়েদ্দমনাদীনি কর্ম্মাণ্যপিচ কারয়েৎ ॥
ষষ্টিকান্নংযবান্ শীতান্ মুদ্গান্ নীবার কোদ্রবান্ ।
লাবাদি বিষ্কির রসৈ র্দদ্যাদ্যূষৈশ্চ যুক্তিতঃ ॥
পটোল নিম্ববার্ত্তাকু তিক্তকৈশ্চ হিমাত্যয়ে ।
সেবেন্মধ্বাসবারিষ্টান্ সীধূমাধ্বীক মাসবান্ ॥
ব্যায়াম মঞ্জনং ধূমং তীক্ষ্ণঞ্চ কবলগ্রহং ।
সুখাম্বুনাচ সর্ব্বার্থান্ সেবেত কুসুমাগমে ॥
তীক্ষ্ণরুক্ষকটুক্ষার কষায়ং কোষ্ণ মদ্রবং ।
যবমুদ্গমধুপ্রায়ং বসন্তে ভোজনং হিতং ॥
ব্যায়ামোঽত্র নিযুদ্ধাধ্বশিলানির্ব্বাতজোহিতঃ ।
উৎসাদনং তথাস্নানং বনিতা কাননানি চ ॥
সেবেত নির্হরেচ্চাপি হেমন্তোপচিতং কফং ।
শিরোবিরেকবমন নিরূহ কবলাদিভিঃ ॥
বর্জ্জয়েন্মধুরস্নিগ্ধ দিবাস্বপ্নগুরুদ্রবান্ ।
ব্যায়ামমুষ্ণমায়াসং মৈথুনঞ্চাতি শোষিচ ॥
রসাংশ্চাগ্নিগুণোদ্রিক্তান্ নিদাঘে পরিবর্জ্জয়েৎ ।
সরাংসি সরিতোবাপি বনানি রুচিরাণি চ ॥
চন্দনানি পরার্য্যাণি স্রজঃসকমলোৎপলাঃ ।
তালবৃন্তানিলাহারাং স্তথাশীত গৃহানি চ ॥
ঘর্ম্মকালে নিষেবেত বাসাংসি সুলঘূনিচ ।
শর্করাখণ্ডদিগ্ধানি সুগন্ধীনি হিমানি চ ॥
পানকানিচ সেবেত মন্থাংশ্চাপি সশর্করান্ ।
ভোজনঞ্চ হিতং শীতং সঘৃতং মধুরদ্রবং ॥
শৃতেন পয়সা রাত্রৌ শর্করামধুরেণ চ ।
প্রত্যগ্রকুসুমাকীর্ণ শয়নে হর্ম্ম্য সংস্থিতে ॥

শয়ীত চন্দনার্দ্রাঙ্গঃ স্পৃশ্যমানোঽনিলৈঃ সুখৈঃ।
তাপাত্যয়ে হিতানিত্যং রসা যে গুরবস্ত্রয়ঃ॥
পয়োমাংস রসাঃকোষ্ণা স্তৈলানি চ ঘৃতানি চ।
বৃংহণঞ্চাপি যৎকিঞ্চিদভিষ্যন্দি তথৈবচ॥
নিদাঘোপচিতঞ্চৈব প্রকুপ্যন্তং সমীরণং।
নিহন্যাদনিলঘ্নেন বিধিনাবিধিকোবিদঃ॥
নদীজলং রুক্ষমুষ্ণমুদমন্থং তথাতপং।
ব্যায়ামঞ্চ দিবাস্বপ্নং ব্যবায়ঞ্চাত্র বর্জ্জয়েৎ॥
যব ষষ্টিক গোধূমান্ শালীংশ্চাপ্যনবাংস্তথা।
হর্ম্ম্যমধ্যে নিবাতে চ ভজেচ্ছয্যা মৃদূত্তরাং॥
সবিষপ্রাণি বিন্মূত্র লালানিষ্ঠীবনাদিভিঃ।
সমাপ্লুতং তদাতোয় মন্তরীক্ষং বিষোপমং॥
বায়ুনাবিষদুষ্টেন প্রাবিষ্যেব প্রদূষিতং।
তদ্ধিসর্ব্বোপযোগেষু তস্মিন্কালে বিবর্জ্জয়েৎ॥
নিরুহৈর্ব্বস্তিভিশ্চান্যৈস্তথান্যৈ র্মারুতগ্রহৈঃ।
কুপিতং সময়েদ্বায়ুং বার্ষিকং বা চরেদ্বিধিং॥
ঋতাবৃতৌ য এতেন বিধিনা বর্ত্ততে নরঃ।
ঘোরানৃতুকৃতান্ রোগান্নাপ্নোতি স কদাচন॥

অতঊর্দ্ধং দ্বাদশাশন প্রবিভাগান্ বক্ষ্যামঃ। তত্র শীতোষ্ণস্নিগ্ধরুক্ষদ্রবশুষ্কৈক কালিকদ্বিকালিকৌষধযুক্তমাত্রাহীনদোষপ্রশমন বৃত্ত্যর্থাঃ॥

তৃষ্ণোষ্ণমদদাহার্ত্তান্ রক্তপিত্ত বিষাতুরান্।
মূর্চ্ছার্ত্তান্ স্ত্রীষুচ ক্ষীণান্ শীতৈরন্নৈরুপাচরেৎ॥
কফবাতাময়াবিষ্টান্ বিরিক্তান্ স্নেহ পায়িনঃ।
প্রক্লিন্নদেহাংশ্চ নরানুষ্ণৈরন্নৈরুপাচরেৎ॥
বাতিকান্ রুক্ষদেহাংশ্চ ব্যায়ামোপহতাং স্তথা।
ব্যায়ামিনশ্চাপিনরান্ স্নিগ্ধৈরন্নৈরুপাচরেৎ॥

মেদসাভিপরীতাংস্তু স্থূলান্মেহাতুরানপি ।
কফাভিপন্নদেহাংশ্চ রুক্ষৈরন্নৈরুপাচরেৎ ॥
শুষ্কদেহান্ পিপাসার্ত্তান্ দুর্ব্বলানপিচ দ্রবৈঃ ।
প্রক্লিন্নকায়ান্ ব্রণিনঃ শুষ্কৈর্মেহিত মেবচ ॥
এককালং ভবেদ্দেয়ো দুর্ব্বলাগ্নি বিবৃদ্ধয়ে ।
সমাগ্নয়ে তথাহারো দেয়ঃকালমথোভয়ং ॥
ঔষধদ্বেষিণে দেয় স্তথৌষধ সমাযুতঃ ।
মন্দাগ্নয়ে রোগিণেচ মাত্রাহীনঃ প্রশস্যতে ॥
যথার্থদত্তশ্চাহারো দোষপ্রশমনঃ স্মৃতঃ ।
অতঃপরন্তু স্বস্থানাং বৃত্ত্যর্থং সর্ব্বমেবচ ॥
দ্বাদশান্ন প্রবিচারানেতানেব প্রচক্ষ্যতে ।

অতঊর্দ্ধং দশৌষধকালান্ বক্ষ্যামঃ। তত্র নির্ভক্তং প্রাগ্‌ভক্ত মধোভক্তং মধ্যেভক্তমন্তরাভক্তং সভক্তং সামুদ্গং মুহুর্মুহু গ্রাসং গ্রাসান্তরঞ্চেতি দশৌষধকালাঃ ॥

তত্র নির্ভক্তং কেবলমেবৌষধমুপযুজ্যতে। বীর্য্যাধিকং ভবতি ভেষজমন্নহীনং হন্যাত্তথাময়মসংশয়মাশুচৈব। তদ্বালবৃদ্ধযুবতী মৃদবোহপ পীত্বা গ্লানিং পরাং সমুপযান্তি বলক্ষয়ঞ্চ ॥ প্রাগ্‌ভক্তং নাম যত্তু প্রাগ্‌ভক্তস্যোপযুজ্যতে ।

শীঘ্রং বিপাকমুপযাতি বলং ন হিংস্যাদন্নাবৃতং নচ মুহুর্বদনান্নিরেতি। প্রাগ্‌ভক্ত-সেবিত মথো বলমাদধাতি দদ্যাচ্চ বৃদ্ধ শিশু ভীরুবরাঙ্গনাভ্যঃ ॥ অধোভক্তংনাম যদ্‌ভুক্তান্তে পীয়তে ॥

পীতং যদন্নমুপযুজ্য তদূর্দ্ধকায়ে হন্যাদ্‌গদান্ বহুবিধাংশ্চ বলং দধাতি ।

মধ্যে ভক্তংনাম যন্মধ্যে ভক্তস্য পীয়তে ।

মধ্যেতু পীতমুপহন্ত্যবিসারিভাবান্ যে মধ্যদেহমভিভূয় ভবন্তি রোগাঃ ।

অন্তরাভক্তং নাম যদন্তরাপীয়তে পূর্ব্বাপরয়োর্ভক্তয়োঃ।
হৃদ্যং মনোবলকরন্ত্বতি দীপনীয়ং।
পথ্যঞ্চ সম্ভবতি চান্তরভক্তমেতৎ ॥
সভক্তং নামৌষধেষুযৎ সাধ্যতে ভক্তং।
পথ্যং সভক্তমবলাবলয়োর্হি নিত্যং।
তদ্দ্বেষিণামপি তথা শিশুবৃদ্ধয়োশ্চ ॥
সামুদ্গং নাম যদ্ভক্তস্যাদাবন্তেচ পীয়তে ॥
দোষেদ্বিধা প্রতিসৃতেতু সমুদ্গসংজ্ঞ।
মাদ্যন্তয়োর্যদশনস্য নিষেব্যতেতু ॥
মুহুর্মুহুর্নাম সভক্ত মভক্তংবা যদৌষধং মুহুর্মুহু রুপযুজ্যতে ॥
শ্বাসে মুহুর্মুহুরতি প্রসৃতে চ কাসে।
হিক্কাবমীষুচ বদন্ত্যপযুজ্যমেতৎ ॥
গ্রাসান্তরং নাম যৎপিণ্ড ব্যামিশ্রং ॥।
গ্রাসান্তরেষু বিতরেদ্বমনীয় ধূমান্।
শ্বাসাদিষু প্রথিত দৃষ্ট গুণাংশ্চলেহান্ ॥
এবমেতে দশৌষধকালাঃ ॥

বিসৃষ্টেবিন্মূত্রে বিশদকরণে দেহেচ সুলঘৌ বিশুদ্ধে চোদ্গারে হৃদিসুবিমলে বাতেচ সরতিঃ তথান্ন শ্রদ্ধায়াং ক্ষুদুপগমনে কুক্ষৌচ শিথিলে প্রদেয়স্ত্বাহারো ভবতি ভিষজা কালঃ সতুমতঃ ॥

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

অথাতস্তন্ত্রযুক্তিনামাধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

দ্বাত্রিংশত্তন্ত্র যুক্তয়োভবন্তি। তদ্যথা ॥ অধিকরণং যোগঃ পদার্থোহেত্বর্থঃ উদ্দেশোনির্দ্দেশ উপদেশোঽপদেশঃ প্রদেশোঽতি

দেশোঽপবর্গো বাক্য শেষোঽর্থাপত্তির্বিপর্য্যয়ঃ প্রসঙ্গএকান্তো ঽনেকান্তঃ পূর্ব্বপক্ষোনির্ণয়োঽনুমতং বিধানমনাগতাবেক্ষণ মতিক্রান্তা বেক্ষণং সংশয়ো ব্যাখ্যানং স্বসংজ্ঞানির্ব্বচনং নিদর্শনং নিয়োগো বিকল্পঃ সমুচ্চয় উহ্যমিতি ॥

অত্রাসাং তন্ত্রযুক্তীনাং কিংপ্রয়োজনমিত্যুচ্যতে বাক্যযোজন মর্থযোজনঞ্চ ॥

ভবন্তিচাত্র শ্লোকাঃ ॥

অসদ্বাদি প্রযুক্তানাং বাক্যানাং প্রতিষেধনং ।
স্ববাক্য সিদ্ধিরপিচ ক্রিয়তে তন্ত্রযুক্তিতঃ ॥
ব্যক্তাঽনুক্তাশ্চ যেহ্যর্থা লীনা যেচাপ্য নির্ম্মলাঃ ।
লেশোক্তা যেকচিত্তন্ত্রে তেষাঞ্চাপি প্রসাধনং ॥
যথাঽম্বুজবনস্যার্কঃ প্রদীপো বেশ্মনো যথা ।
প্রবোধ্যস্য প্রকাশার্থা স্তথাতন্ত্রস্য যুক্তয়ঃ ॥

যমর্থমধিকৃত্যোচ্যতে তদধিকরণং যথা রসংদোষংবা যেন বাক্যংযুজ্যতে সযোগঃ যথা ।

তৈলংপিবেচ্ছামৃত বল্লি নিম্বহিংস্রাভয়া বৃক্ষক পিপ্পলীভিঃ ।
সিদ্ধংবলাভ্যাঞ্চ সদেব দারুহিতায় নিত্যাঙ্গলগণ্ডরোগী ॥

সিদ্ধং পিবেদিতি প্রথমং বক্তব্যে তৃতীয় পাদে সিদ্ধং প্রযুক্তমেবং দূরস্থানামপি পদানামেকী করণং যোগঃ ॥

যোঽর্থোঽভিহিতঃ সূত্রে পদে বা স পদার্থঃ । অপরিমিতাশ্চ পদার্থাঃ । যথা স্নেহস্বেদাঞ্জনেষু নির্দ্দিষ্টেষু দ্বয়োস্ত্রয়াণা মর্থানামুপপত্তি র্দৃশ্যতে তত্র যোঽর্থঃ পূর্ব্বাপরযোগাসন্ধোভবতি স গ্রহীতব্যো যথা । বেদোৎপত্তিং ব্যাখ্যাস্যাম ইত্যুক্তে সন্দিহ্যতে বুদ্ধিঃ ।

কতমস্য বেদস্যায় মুৎপত্তিং বিবক্ষুরিতি । ঋগ্বেদাদয়স্ত বেদাস্তত্র পূর্ব্বাপর যোগমুপলভ্য বিদ বিচারণে বিদ বিন্দত্যোতয়োশ্চ ধাত্বো রনেকার্থয়োঃ প্রয়োগঃ পশ্চাৎ প্রতিপত্তির্ভবতি । আয়ুর্ব্বেদোঽ-

পত্তিময়ং বিবক্ষুরিত্যেবং পদার্থঃ। যদন্যদুক্তমন্যার্থ সাধকং ভবতি স হেত্বর্থঃ ॥

যথামৃৎপিণ্ডোঽদ্ভিঃ প্রক্লিদ্যতে তথামাষদুগ্ধ প্রভৃতিভির্ব্রণঃ প্রক্লিদ্যত ইতি।

সমাস কথনমুদ্দেশঃ। যথা শল্যমিতি।

বিস্তর বচনং নির্দ্দেশঃ। যথা শারীর ভাগস্তুচেতি ॥

এবমিত্যুপদেশঃ। যথা তথা ন জাগৃয়াদ্রাত্রৌ দিবাস্বপ্নঞ্চ বর্জ্জয়েৎ। অনেন কারণেনে ত্যপদেশঃ ॥ যথোপদিশ্যতে মধুরেণ শ্লেষ্মাভিবর্দ্ধত ইতি।

প্রকৃতস্যাতিক্রান্তেন সাধনং প্রদেশঃ।

যথাদেবদত্তস্যানেন শল্যমুদ্ধৃতং তস্মাদ্ যজ্ঞদত্তস্যাপ্যযমেবোদ্ধরিষ্যতীতি।

প্রকৃতস্যানাগতেন সাধনমতিদেশঃ। যথানেনাস্য বায়ু রূর্দ্ধমুপতিষ্ঠতে তেনোদাবর্ত্তঃ স্যাদিতি ॥

অভিব্যাপ্যাপকর্ষণ মপবর্গঃ।

যথাঽস্বেদ্যা বিষোপসৃষ্টা অন্যত্র কীটবিষাদিতি।

যেন পদেনানুক্তেন বাক্যং সমাপ্যতে স বাক্যশেষঃ ॥

যথাশিরঃ পাণিপাদ পার্শ্বপৃষ্ঠোদরোরসা মিত্যুক্তে পুরুষগ্রহণমপি গম্যতে পুরুষ এবোক্ত ইতি।

যদকীর্ত্তিত মর্থাদাপদ্যতে সার্থাপত্তিঃ। যথৌদনং ভক্ষ্যইত্যুক্তেঽর্থাপন্নং ভবতি নায়ং পিপাসুর্যবাগূমিতি

যদ্যত্রাভিহিতং তস্য প্রাতি লোম্যং বিপর্য্যয়ঃ যথা কৃশাল্পপ্রাণ ভীরবো দুশ্চিকিৎস্যা ইত্যুক্তে বীপরীতং গৃহ্যতে দৃঢ়াদয়ঃ সুচিকিৎস্যা ইতি।

প্রকরণান্তরেণ সমাপনং প্রসঙ্গঃ।

যথা প্রকারান্তরিতো যোঽর্থো সকৃদুক্তঃ সমাপ্যতে স প্রসঙ্গঃ। যথা মহাভূত শরীরি সমবায়ঃ পুরুষস্তস্মিন্ ক্রিয়া সোঽধিষ্ঠান মিতি

বেদোৎপত্তাবভিধায় ভূতবিদ্যায়াং পুনরুক্তং যতোঽভিহিতং পঞ্চ মহাভূত শরীরি সমবায়ঃ পুরুষ ইতি স খল্বেবং কর্ম্মপুরুষশ্চিকিৎসায়া মধিকৃতঃ সর্ব্বত্র যদবধারণেনোচ্যতে স একান্তঃ ॥

যথা ত্রিবৃদ্বিরেচয়তি মদনফলং বাময়তীতি কচিত্তথা কচিদন্যথেতি যঃ সোঽনেকাৰ্থঃ ।

যথা কেচিদাচার্য্যা ব্রুবতে দ্রব্যং প্রধানং কেচিদ্রসং কেচিদ্বীর্য্যং কেচিদ্বিপাকমিতি

আক্ষেপ পূর্ব্বকঃ প্রশ্নঃ পূর্ব্বপক্ষঃ ॥ যথা কথং বাতনিমিত্তাশ্চত্তারঃ প্রমেহা অসাধ্যা ভবন্তীতি তস্যোত্তরং নির্ণয়ঃ। যথা শরীরং প্রপীড্য পশ্চাদধোগত্বা বসামজ্জানুবিদ্ধং মূত্রং প্রসৃজতি বাত এব মসাধ্যা বাতজা ইতি। যথাচোক্তং ॥ কৃৎস্নং শরীরং নিষ্পীড্য মেদো মজ্জা বসাযুতঃ। অধঃপ্রকুপ্যতে বায়ু স্তেনাসাধ্যাস্ত বাতজাঃ। পরমতমপ্রতিষিদ্ধ মনুমতং যথান্যো ব্রূয়াৎ সপ্ত রসা ইতি।

প্রকরণানুপূর্ব্বাভিহিতং বিধানং যথা সকৃথি মর্ম্মাণ্যেকাদশ প্রকরণানুপূর্ব্বাভিহিতানি। এবং বক্ষ্যতীত্যনাগতাবেক্ষণং।

যথা শ্লোক স্থানে ব্রুয়াচ্চিকিৎসিতেষু বক্ষ্যামীতি। যৎপূর্ব্বমুক্তং তদতিক্রান্তাবেক্ষণং ॥ যথা চিকিৎসিতেষু ব্রূয়াৎ শ্লোকস্থানে যদীরিত মিতি।

উভয় হেতুদর্শনং সংশয়ঃ। যথা তল হৃদয়াভিঘাতঃ প্রাণহরঃ পাণিপাদ ছেদন মপ্রাণ হরমিতি।

তত্রাতিশয়োপবর্ণনং ব্যাখ্যানং ॥ যথেহ পঞ্চবিংশতিকঃ পুরুষোঽত্র ব্যাখ্যায়তে। অন্যেম্বায়ুর্ব্বেদ তন্ত্রেষু ভূতাদি প্রকৃত্যারব্ধ চিন্তা। অন্য শাস্ত্রাসামান্যা স্বসংজ্ঞা। যথা মিথুনমিতি মধুসর্পিষো গ্রহণং। লোকে প্রথিত মুদাহরণং যথোষ্ণভয়াচ্ছীতমনুধাবতি।

নিশ্চিতং বচনং নির্ব্বচনং। যথায়ুর্বিদ্যতে ঽস্মিন্ননেনায়ুর্ব্বিন্দতীত্যায়ুর্ব্বেদঃ ॥ দৃষ্টান্তেনার্থঃ প্রসাধ্যতে যত্র তন্নিদর্শনং যথাগ্নির্বায়ুনা সহিতঃ কোষ্ঠেবৃদ্ধিংগচ্ছতি তথা বাতপিত্তকফ দুষ্টোব্রণ ইতি।

ইদমেব কর্ত্তব্যমিতি নিয়োগঃ। যথাপথ্যমেব ভোক্তব্যমিতি ইদঞ্চেদঞ্চেতি সমুচ্চয়ঃ। যথা মাংসবর্গে এণ হরিণলাব তিত্তিরি শারঙ্গাঃ প্রধানমিতি।

ইদঞ্চেতি বিকল্পঃ। যথারসোদনঃ সঘৃতা যবাগূর্ব্বা॥

যদনিদিষ্টং বুদ্ধিমতা তদূহ্যং। যথাবিহিত মন্নপানবিধৌ চতুর্ব্বিধঞ্চান্ন মুপদিশ্যতে ভক্ষ্যভোজ্যং লেহ্যপেয়মেবঞ্চতুর্ব্বিধে বক্তব্যে দ্বিবিধ মভিহিতমত্রোহ্যমিতি। অন্নপানে দ্বয়োর্গ্রহণেকৃতে চতুর্ণামপি গ্রহণং ভবতি। কিঞ্চান্যং। অন্নেন ভক্ষ্যমবরুদ্ধ স্তন্নসাধর্ম্ম্যাং। পেয়েন লেহ্যং দ্রব সাধর্ম্ম্যাং। চতুর্ব্বিধশ্চাহারঃ প্রায়েন দ্বিবিধঃ প্রসিদ্ধ ইতি।

দ্বাবিংশদ্যুক্তয়োহ্যেতাস্তন্ত্রসারগবেষণে।
ময়াসম্যগ্বিনিহিতাঃ শব্দন্যায়ার্থ সংবৃতাঃ॥
যো হ্যেতা বিধিবদ্বেত্তি দ্বীপীভূতাস্তবুদ্ধিমান্।
সপূজার্হোভিষক্ শ্রেষ্ঠ ইতি ধন্বন্তরের্ম্মতং॥

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো দোষভেদ বিকল্পনামাধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

অষ্টাঙ্গায়ুর্ব্বেদবিদং দিবোদাসং মহামতিং।
ছিন্নশাস্ত্রার্থসন্দেহং সূক্ষ্মাগাধমিবোদধিং॥
বিশ্বামিত্র সুতঃশ্রীমান্ সুশ্রুতঃ পরিপৃচ্ছতি।
দ্বিষষ্টির্দোষভেদা যে পুরস্তাং পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
কতি তত্রৈকশো জ্ঞেয়া-দ্বিশোবাপ্যথবাত্রিশঃ।
তস্যতদ্বচনং শ্রুত্বা সংশয়চ্ছিন্মহাতপাঃ॥
প্রীতাত্মা নৃপশার্দ্দূলঃ সুশ্রুতায়াহ তত্ত্বতঃ।
ত্রয়োদোষাধাতবশ্চ পুরীষং মূত্রমেবচ॥
দেহংসন্ধারয়ন্ত্যেতে হ্যব্যাপন্নারসৈর্হিতৈঃ।
পুরুষঃ ষোড়শকলঃ প্রাণশ্চৈকাদশৈব যে॥

রোগাণাস্তু সহস্রং যচ্ছতং বিংশতিরেব চ।
শতঞ্চ পঞ্চ দ্রব্যাণাং ত্রিসপ্ততাধিকোত্তরং ॥
ব্যাসতঃ কীর্ত্তিতং তদ্ধি ভিন্নদোষাস্ত্রয়োগুণাঃ।
দ্বিষষ্টিধা বদন্ত্যেতে ভূয়িষ্ঠমিতিনিশ্চয়ঃ ॥
ত্রয় এব পৃথক্ দোষা দ্বিশো নব সমাধিকৈঃ।
ত্রয়োদশাধিকৈক দ্বিসম মধ্যোল্বণৈঃস্ত্রিশঃ ॥
পঞ্চাশদেবন্তু সহ ভবন্তি ক্ষয়মাগতৈঃ।
ক্ষীণমধ্যাধিক ক্ষীণ ক্ষীণ বৃদ্ধৈস্তথাঽপরৈঃ ॥
দ্বাদশৈবং সমাখ্যাতা স্ত্রয়োদোষাদ্বিষষ্টিধা।
মিশ্রধাতুমলৈর্দোষা যান্ত্যসংখ্যেয়তাং পুনঃ ॥
তস্মাৎ প্রসঙ্গং সংযম্য দোষভেদবিকল্পনৈঃ।
রোগং বিদিত্বোপচরেদ্রসভেদৈর্যথেরিতৈঃ ॥
ভিষক্ কর্ত্তাথকরণং রসাদোষাস্তু কারণং।
কার্য্যমারোগ্যমেবৈকং মনারোগ্য মতোঽন্যথা ॥
অধ্যায়ানাস্তু ষট্ষষ্ট্যা গ্রথিতার্থপদক্রমং।
এবমেতদশেষেণ তন্ত্রমুত্তর মৃদ্ধিমৎ ॥
স্পষ্ট গূঢ়ার্থ বিজ্ঞানমগাঢ় মন্দচেতসাং।
যথাবিধি যথা প্রশ্ন ভবতাং পরিকীর্ত্তিতং ॥

সহোত্তরন্তেতদধীত্য সর্ব্বং ব্রাহ্ম্যং বিধানেন যথোদিতেন। ন হীয়তেঽর্থান্মনসোঽভ্যুপেতাদেতদ্বচো ব্রাহ্মমতীব সত্যং ॥

ইতি সৌশ্রুতে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উত্তর স্থানং সমাপ্ত মিতি।

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ ॥

নিদানস্থানে ২৪৪ পত্রে সপ্তদশ পঙ্‌ক্ত্যাং অল্পীয়ঃথাং যদেত্যাদিঃপঠিতব্যঃ

সুশ্রুত।

সূত্রস্থান।

প্রথম অধ্যায়।

অথ ব্রহ্মা, প্রজাপতি, অশ্বিনীকুমার, দেবরাজ, ধন্বন্তরি ও সুশ্রুত প্রভৃতিকে নমস্কার।

গ্রন্থ প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে মঙ্গলজনক শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়, তজ্জন্য প্রথমে অথ শব্দের সংস্থাপন করিলাম। অনন্তর ভগবান্ ধন্বন্তরি সুশ্রুতকে যাহা কহেন, সেই আয়ুর্ব্বেদোৎপত্তি নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব।

ঔপধেনব, বৈতরণ, ঔরভ্র, পৌষ্কলাবত, করবীর্য্য, গোপুর, রক্ষিত, সুশ্রুত প্রভৃতি মুনিগণ, ঋষি সমূহ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত অমর-শ্রেষ্ঠ মহৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ধন্বন্তরিকে কহিলেন। হে ভগবন্, শারীরব্যাধিজন্য, মানসিক-ব্যাধিজন্য, আকস্মিকব্যাধিজন্য এবং স্বাভাবিক-ব্যাধিজন্য নানা প্রকার বেদনা জন্মায়। সেই সকল বেদনায় অভিভূত, সহায়সম্পন্ন হইয়াও সহায়হীনের ন্যায় চেষ্টারহিত এবং বিক্রোশকারি, অর্থাৎ হায় আমি মরিলাম, আমি এ যাত্রায় আর বাঁচিব না, ইত্যাদি শব্দকারি মানবগণকে দেখিয়া আমাদিগের মনে পীড়াবোধ হইতেছে। সুখাভিলাষি সেই মানবদিগের রোগ নিবারণের নিমিত্ত, আপনাদিগের প্রাণ রক্ষাহেতু এবং প্রজাদিগের মঙ্গল-কামনায়, আমরা আপনার নিকট

আয়ুর্ব্বেদ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ঐহিক বা পারত্রিক মঙ্গল এই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অধীন হইয়াছে। সেই কারণ আমরা মহাশয়ের নিকটে শিষ্যরূপে আসিয়াছি। ভগবন্ ধন্বন্তরি সেই মুনিদিগকে কহিলেন, তোমাদিগের আগমন সুখজনক হইয়াছে। হে বৎস সকল, তোমরা সকলেই সুপণ্ডিত ও আয়ুর্ব্বেদ পড়াইবার পাত্র হইয়াছ। এই ভূমণ্ডলে অথর্ব্ববেদের অঙ্গের অঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ নামক যে পুস্তক আছে, ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টির পূর্ব্বে, উহা লক্ষ শ্লোক ও সহস্র অধ্যায়ে রচনা করিয়াছিলেন। অনন্তর মানবদিগের পরমায়ুর ও ধারণাবতীবুদ্ধির অল্পতা নিরীক্ষণ করিয়া তাহাকে অষ্টভাগে বিভক্ত করিলেন, যথা ; শল্যতন্ত্র, শালাক্যতন্ত্র, কায়চিকিৎসাতন্ত্র, ভূতবিদ্যাতন্ত্র, কৌমারভৃত্যতন্ত্র, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র ও বাজীকরণতন্ত্র।

সেই অষ্টখণ্ডের মধ্যে শল্যতন্ত্রের লক্ষণ কহিতেছি। নানা প্রকার তৃণ, কাষ্ঠ, পাষাণ, পাংশু, স্বর্ণাদি ধাতু, ইষ্টকাদির ক্ষুদ্র খণ্ড, অস্থি, কেশ, নখ, ইত্যাদি শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া, এবং পূয ও প্রস্রাব আদি শরীরে বদ্ধ হইয়া পীড়াদায়ক হয়। তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিবার নিমিত্ত যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার ও অগ্নি প্রস্তুত ও প্রয়োগ করিবার উপদেশ, এবং বিবিধ প্রকার রোগের নিশ্চয় করিবার উপদেশ যাহাতে আছে, তাহাকে শল্যতন্ত্র কহে।

স্কন্ধ সন্ধির উপরিস্থিত রোগ সমূহের অর্থাৎ কর্ণেন্দ্রিয়, নয়নেন্দ্রিয়, মুখ, নাসিকা, জিহ্বা, দন্ত, ওষ্ঠ, অধর, গণ্ড, তালু ও আলজিহ্বা প্রভৃতি স্থানে যে সকল ব্যাধি হয়, তাহাদিগের বিনাশের উপদেশ যাহাতে আছে, তাহাকে শালাক্যতন্ত্র কহে।

যাহাতে সর্ব্বাঙ্গব্যাপ্ত ব্যাধিসকলের অর্থাৎ জ্বর, অতিসার, রক্তপিত্ত, শোষ, উন্মাদ, অপস্মার, কুষ্ঠ, মেহ, ইত্যাদি ব্যাধি সকলের উপশম করিবার উপায় আছে, তাহাকে কায়চিকিৎসাতন্ত্র কহে।

দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস পিতৃলোক, পিশাচ, তক্ষকাদিনাগ,

সূর্য্যাদি নবগ্রহ, এবং স্কন্দাদি গ্রহ, ইহাদিগের দ্বারা চিত্ত আবিষ্ট হইলে যে সকল মানসিক ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের উপশমনের উপায়স্বরূপ, শান্তিকর্ম্ম, মন্ত্রজপ, দেবতাদিগের পূজাবিধি, ও ঔষধ ধারণের উদ্দেশে রত্নাদি ধারণ, ও দেবতা দিগের উদ্দেশে রত্নাদি দান, যাহাতে বিহিত হইয়াছে, তাহাকে ভূতবিদ্যাতন্ত্র কহে।

যাহাতে সদ্যোজাত বালকবালিকার প্রতিপালনার্থ, বেতন দ্বারা নিয়োজিত ধাত্রীদিগের স্তন্যদুগ্ধ সংশোধনের বিশেষ বিধি আছে, এবং দুষ্ট দুগ্ধ জন্য ব্যাধি সকলের, ও স্কন্দাদি গ্রহগমনে বায়ু-স্পর্শ জন্য ব্যাধি সকলের, উপশমের উপায় যাহাতে কথিত হইয়াছে, তাহাকে কৌমার ভৃত্যতন্ত্র কহে।

সর্পজাতি, কীটজাতি, মাকড়সাজাতি, বিছাজাতি, মূষিকজাতি ইত্যাদি বিষযুক্ত প্রাণিগণ কোন প্রাণিকে দংশন করিলে, কোন্ জাতির বিষ, ইহা বিশেষ রূপে জানিবার উপদেশ যাহাতে আছে; এবং সেই সকল বিষ স্পর্শ করিয়া অথবা দ্রব্য সংযোগে ভক্ষণ করিয়া প্রাণিগণ নষ্ট-প্রায় হইলে, তাহার উপশমনের উপদেশ যাহাতে কথিত হইয়াছে, তাহাকে অগদতন্ত্র কহে।

বয়ঃস্থাপন অর্থাৎ মানবের যুবার ন্যায় বলিষ্ঠ হইবার উপায় ও পরমায়ু, মেধা, বল ইত্যাদি বৃদ্ধি করিবার উপায় এবং দেহ নীরোগ করিবার উপায়, যাহাতে কথিত আছে, তাহাকে রসায়নতন্ত্র কহে।

অল্প অথবা শুষ্ক শুক্রের বৃদ্ধি করিবার বিধান, যে শুক্র বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিবার বিধান, ক্ষয়প্রাপ্ত শুক্রের উৎপত্তির বিধান, ক্ষীণশরীরে বল বৃদ্ধি করিবার বিধান এবং চিত্তেতে অত্যন্ত আনন্দের উৎপত্তি বিধান, যাহাতে কথিত আছে, তাহাকে বাজীকরণতন্ত্র কহে।

এই অষ্ট খণ্ডে বিভক্ত আয়ুর্ব্বেদ এই রূপে উপদেশ করিব।

ধন্বন্তরি কহিলেন এ স্থলে কাহাকে কি কহিব। তাঁহারা কহিলেন,

আমাদিগের সকলকেই শল্যতন্ত্র প্রকাশ করিয়া উপদেশ করুন। তিনি কহিলেন, তাহাই হউক। তাঁহারা পুনর্ব্বার ভগবানকে কহিলেন। আমরা সকলে একমতাবলম্বী, আমাদিগের অভিপ্রায় বিবেচনা করিয়া সুশ্রুতই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনি ইঁহাকে উপদেশ করুন, আমরা সকলে একাগ্র মনে শ্রবণ করিব। তাহাতে ভগবান্ ধন্বন্তরি তথাস্তু বলিয়া সুশ্রুতকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। হে বৎস সুশ্রুত, এই ভূমণ্ডলে পীড়িত ব্যক্তিদিগকে পীড়া হইতে মুক্ত করাই, ও সুস্থ ব্যক্তিদিগের রোগ না হইবার উপায়-বিধান করাই, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের প্রয়োজন।

অনন্তর আয়ুর্ব্বেদ শব্দের ব্যুৎপত্তি কহিতেছেন। যাহাতে অথবা যাহার দ্বারা আয়ুঃ লাভ করা যায়, কিম্বা যাহার দ্বারা আয়ুকে জানা যায়, তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ কহে। জ্ঞানশাস্ত্র, প্রত্যক্ষ, অনুমান, ও উপমান, এই সকলের সহিত যাহাতে বিরোধ না হয় এরূপ ভাবে আমি এই শল্যতন্ত্র উপদেশ করিতেছি শ্রবণ কর। ইহারই উপদেশ অনুসারে ব্রণের রোপণ হয়, অর্থাৎ কাটা ঘা জোড়া লাগে এবং ক্ষত ঘায়ের মাংস পূরিয়া উঠে। এই শল্যখণ্ডেরই বিধান-মতে পূর্ব্বে দক্ষপ্রজাপতির ছিন্ন মস্তক দেহে সংযোগ করা হইয়াছিল। এই কারণে আয়ুর্ব্বেদের এই অঙ্গটী শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। শীঘ্র ফল লাভ হয় বলিয়া, এবং যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার ও অগ্নি প্রস্তুত করিবার উপদেশ আছে বলিয়া, আয়ুর্ব্বেদ-তন্ত্রের অষ্ট খণ্ড মধ্যে এই শল্য-খণ্ডই অত্যন্ত আদরণীয়। এই খণ্ডই নিত্য পুণ্যজনক, স্বর্গ লাভের হেতু, যশোদায়ক, আয়ুঃপ্রদায়ী এবং অর্থকরী। প্রথমে ব্রহ্মা আয়ুর্ব্বেদ কহেন, তাঁহার নিকটে প্রজাপতি অধ্যয়ন করেন, প্রজাপতির নিকটে অশ্বিনীকুমার-দ্বয় অধ্যয়ন করেন, অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের নিকটে ইন্দ্রদেব অধ্যয়ন করেন, ইন্দ্রদেবের নিকটে আমি অধ্যয়ন করিয়াছি। এক্ষণে আমি, এই ভূমণ্ডলে প্রজাদিগের হিতার্থ, যাচকদিগকে প্রদান করিব।

এস্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

আমিই ইহলোকে রোগনাশ করিতে প্রথম প্রকাশমান হইয়াছি। এবং দেবতাদিগের জরা, রোগ ও মৃত্যু আমিই নাশ করিয়া থাকি। এক্ষণে শালাক্যাদি খণ্ড ও শল্যখণ্ড প্রচুর রূপে উপদেশ করিবার জন্য পৃথিবীতে আগমন করিয়াছি।

এই দেহ পঞ্চভূত বিশিষ্ট। ইহার সহিত যে চেতনশক্তি মিলিত হয়, তাহাকে পুরুষ অথবা আত্মা কহে। সেই পুরুষেতেই চিকিৎসা কার্য্য হইয়া থাকে। তিনিই সকল লোকে অধিষ্ঠাতা। লোক দুই প্রকার, স্থাবর ও জঙ্গম। বৃক্ষ, লতা, তৃণ ইত্যাদি স্থাবর। এবং পশু, পক্ষী, কীট মনুষ্য প্রভৃতি, যাহারা গমনাগমন করে, তাহারা জঙ্গম। সেই স্থাবর জঙ্গম রূপ লোকদ্বয়, উষ্ণ শীত গুণভেদে পুনরায় আগ্নেয় ও সৌম্য এই দুই প্রকারে বিভক্ত। অথবা ক্ষিতি জল অগ্নি বায়ু আকাশ এই পঞ্চ ভূত ভেদে পাঁচ প্রকারে বিভক্ত। সেই লোকদ্বয়ের মধ্যে ভূতের উৎপত্তি চারিপ্রকার, যথা স্বেদ হইতে উৎপন্ন, ডিম্ব হইতে উৎপন্ন, পৃথিবী ভেদ করিয়া উৎপন্ন এবং জরায়ু হইতে উৎপন্ন। সেই চতুর্ব্বিধ শরীর সকলের মধ্যে পুরুষই প্রধান। শরীর সকল সেই পুরুষের ক্রিয়া করণের উপায় মাত্র। সেই হেতু পুরুষই এই সকল শরীরের অধিষ্ঠাতা। সুতরাং সেই পুরুষে দুঃখ সংযোগ হইলেই পীড়া কহে। পীড়া চারি প্রকার। আগন্তু, শারীরিক, মানসিক ও স্বাভাবিক। তাহাদিগের মধ্যে আগন্তু ব্যাধি অভিঘাত জন্য উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ শরীরে কোন প্রকার আঘাত জন্য হইয়া থাকে। ভক্ষ্য ও পানীয় দ্রব্যের দ্বারা এবং বাত পিত্ত কফ শোণিত ও সন্নিপাত ইহাদিগের বিকৃতি ভাবের দ্বারা, শারীরিক ব্যাধি জন্মে। ক্রোধ, শোক, ভয়, হর্ষ, বিষাদ, ঈর্ষা, অভ্যসূয়া, দৈন্য, মাৎসর্য্য, কাম, লোভ, ইহারাই মানসিক ব্যাধি, ইচ্ছাদ্বেষ বশতঃ জন্মিয়া থাকে। স্বাভাবিক ব্যাধি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা, মৃত্যু, নিদ্রা প্রভৃতি। সেই সকল ব্যাধি

মনে এবং শরীরে অবস্থান করে। যদ্দারা শরীরস্থ যাবতীয় পদার্থের পরিষ্কার করা হয় তাহাকে সংশোধন দ্রব্য কহে। এবং যদ্দারা শরীরস্থ বিকৃত পদার্থের স্বাভাবিকাবস্থা প্রাপ্তি হয় তাহাকে সংশমন দ্রব্য কহে। এই প্রকার শোধনী ও শমনী দ্রব্য সকল বিধিপূর্ব্বক ব্যবহৃত হইলে এবং সেই রূপ শোধনী ও শমনী ক্রিয়া সকল বিধিপূর্ব্বক আচরিত হইলে, সকল ব্যাধির শান্তি হয় *। আহার, প্রাণিসমূহের দেহের বল বর্ণ ও তেজের কারণ। সেই আহার, কটু তিক্ত কষায় মধুর অম্ল ও লবণ এই ছয় প্রকার রসের অধীন। এই ছয় রস দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। দ্রব্য সকল ওষধি নামে বিখ্যাত। সেই ওষধি সকল দুই প্রকার, স্থাবর ও জঙ্গম। তাহার মধ্যে স্থাবর গুলি চারি প্রকার, বনস্পতি, বৃক্ষ, বীরুধ্, এবং ওষধি। যাহাদিগের পুষ্প না হইয়া ফল হয় তাহাদিগকে বনস্পতি কহে। যাহার ফল পুষ্প দুই হয় হয় তাহাকে বৃক্ষ কহে। যাহারা একত্রীকৃত তৃণের গোছার ন্যায় অথবা লতার ন্যায়, তাহাদিগকে বীরুধ কহে। কেবল ফলের পরিপাক পর্য্যন্ত যাহার স্থিতি হয় অর্থাৎ ফল পাকিলে যে গাছ মরিয়া যায় তাহাকে ওষধি কহে। জঙ্গমও চারি প্রকার, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ। তাহাদিগের মধ্যে পশু মনুষ্য প্রভৃতি জরায়ু স্থান হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহাদিগকে জরায়ুজ কহে। পক্ষি সর্প মৎস্য প্রভৃতি অণ্ড হইতে উদ্ভব হয়, তজ্জন্য ইহাদিগকে অণ্ডজ কহে। যাবতীয় প্রাণির মৃত-দেহ ও মল ইত্যাদি পরিপাকে যে উষ্ম জন্মে তাহাকে স্বেদ কহে, ঐ স্বেদ হইতে কৃমি কীট পিপীলিকা প্রভৃতি উৎপন্ন হয় বলিয়া উহাদিগকে স্বেদজ কহে। বর্ষাকালে মৃত্তিকা হইতে সমুৎপন্ন, রক্তবর্ণ

* আমাদিগের প্রাচীন পণ্ডিতেরা বলেন যে বিধিপূর্ব্বক যোগ অভ্যাস করিয়া উত্তীর্ণ হইলে জরা মৃত্যু থাকে না, সুতরাং এস্থানে জরা এবং মৃত্যু ব্যাধি মধ্যে গণ্য হইলেও ঔষধবিশেষ ব্যবহারে বা ক্রিয়া-বিশেষের আচরণে "সকল ব্যাধির শান্তি হয়" একথা বলা গ্রন্থকারের পক্ষে অসঙ্গত হয় নাই।

সূতার ন্যায় আকার বিশিষ্ট ইন্দ্রগোপ নামে ক্ষুদ্র কীট এবং ভেক প্রভৃতি, মৃত্তিকা ভেদ করিয়া প্রকাশ হয়, তজ্জন্য ইহাদিগকে উদ্ভিজ্জ কহে। তাহাদিগের মধ্যে স্থাবর হইতে ছাল, পাতা, ফুল, ফল, শিকড়, কন্দ, আটা ও রস, ইহারা প্রয়োজনীয়। জঙ্গম হইতে চর্ম্ম, নখ, লোম ও রক্ত প্রভৃতি প্রয়োজনীয়। পার্থিব বস্তু মধ্যে সুবর্ণ, রূপা, হীরা-জাতি, মুক্তা, মনছাল, শরা প্রভৃতি প্রয়োজনীয়। কাল সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট বায়ু, নির্ব্বাত, রৌদ্র, ছায়া, জ্যোৎস্না, অন্ধকার, শীত, উষ্ণ, বর্ষা, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন ও সম্বৎসর, ইহারা স্বভাবতই বায়ু পিত্ত আদির সঞ্চয়ের, প্রকোপের, প্রশমের, ও প্রতিকারের কারণ হইয়াছে, অতএব ইহারাও প্রয়োজনীয়।

এস্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

চিকিৎসকেরা কহেন, যে পূর্ব্বোক্ত পুরুষ, ব্যাধি, ঔষধ ও কাল শরীরস্থ বিকারের সম্বন্ধে সঞ্চয়ের, প্রকোপের ও প্রশমের কারণ হইয়াছে। মানসিক ব্যাধি সকল ভিন্ন প্রকার, ও শারীরিক ব্যাধি সকল ভিন্ন প্রকার। তাহাদিগের ক্রিয়াও দুই প্রকার। শরীরজাত ব্যাধি হইলে শরীর সহযোগে ক্রিয়া করিবে। মানসিক ব্যাধি হইলে অভিলষিত শব্দাদি সকল রোগনাশক হয়। এই পুরুষ, ব্যাধি, ঔষধ ও ক্রিয়াকাল, চারিটি সংক্ষেপে কহিলাম। সেই চারিটির মধ্যে যে পুরুষ শব্দ বলা হইল, তাহাতে মানসিক-শক্তি, বল, পঞ্চভূত এবং শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভেদে ত্বক্‌, মাংস, শিরা, স্নায়ু প্রভৃতি, সমস্তই বুঝিতে হইবে। ব্যাধি কহাতে, শরীরে যে বায়ু, পিত্ত, কফ, শোণিত ও সন্নিপাত আছে, তাহাদিগের বিকৃতিভাব হইলে যে সকল ব্যাধি জন্মে তাহাদিগের সকলকেই বুঝিতে হইবে। ঔষধ কহাতে, দ্রব্য, গুণ, রস, বীর্য্য, বিপাক ও প্রভাব সমস্তই বুঝিতে হইবে। ক্রিয়া কহাতে, ছেদনীয়াদি ক্রিয়া সকলকে, এবং স্নেহাদি ক্রিয়া সকলকে

বুঝিতে হইবে * । কাল কহাতে, পূর্ব্বোক্ত সকল প্রকার ক্রিয়া যে যে কালে করিতে হয়, সেই সমস্ত কালকে বুঝিতে হইবে।

এস্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

এই গ্রন্থ শল্যতন্ত্র প্রধান। ইহার অঙ্কুর রূপ এই বাক্য এস্থলে সংক্ষেপে কহিলাম, পরে ইহার একশতবিংশতি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। সেই একশত বিংশতি অধ্যায় পঞ্চ স্থানে কহিব। সেই পঞ্চ স্থান যথা, সূত্র-স্থান, নিদান-স্থান, শারীর-স্থান, চিকিৎসিত-স্থান ও কল্প-স্থান। এই পঞ্চ স্থানে প্রয়োজন বশতঃ একশত বিংশতি অধ্যায় কহিয়া, পরে উত্তর তন্ত্রে অবশিষ্ট সকল অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব।

এস্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

এই আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ ব্রহ্মা কর্তৃক কথিত, ও ধন্বন্তরি কর্তৃক প্রকাশিত। ইহা যিনি পাঠ করেন, তিনি পৃথিবীতে পুণ্যকর্ম্মশালী বলিয়া বিখ্যাত ও ভূপতি কর্তৃক পূজিত হইয়া মরণসময়ে ইন্দ্রলোকে গমন করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শিষ্যের উপনয়ন।

আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করাইতে হইলে, যে প্রকারে শিষ্যের উপনয়ন করিতে হয়, তাহাই এই অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করিব। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন জাতির মধ্যে যে কেহ হউক, শুদ্ধ-বংশজাত, ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক, বীরভাবাপন্ন, পবিত্রদেহ, গুরুর উপদেশ অনুসারে কর্ম্মকারী, বিনয় গুণ-বিশিষ্ট, বলবান্, ধীর, মেধাবী, যশঃ অভিলাষী, পাতলা

---

* 'ছেদনীয়াদি ক্রিয়া' অর্থাৎ ঘা ফোড়া বেদনা ইত্যাদি রোগে, ছেদ ভেদ প্রভৃতি শস্ত্রক্রিয়া। 'স্নেহাদি ক্রিয়া' অর্থাৎ ঘৃত তৈল ঔষধ আদির পাক ও প্রস্তুত করণ ও তদ্দারা ব্রণ প্রভৃতি রোগে চিকিৎসাক্রিয়া।

জিহ্বা ও ওষ্ঠ বিশিষ্ট, সুক্ষ্ম দন্তাগ্র বিশিষ্ট, সরলাবয়ব, প্রসন্নমনা, প্রসন্ন বাক্য, পরের অনিষ্ট কার্য্যে বিরত, এবং ক্লেশ সহনে সমর্থ, এই রূপ গুণ-বিশিষ্ট হইলে, গুরু তাঁহাকে আয়ুর্ব্বেদ উপদেশ করিবার নিমিত্ত শিষ্যভাবে উপনয়ন করিবেন।

ব্রাহ্মণই উপনয়নকর্ত্তা হইবেন। শুভক্ষণে, প্রশস্ত দিকে, পবিত্র ও সমতল স্থানে, চারি কোণ বিশিষ্ট ও চারি হস্ত পরিমিত বেদী নির্ম্মাণ করিবেন। সেই বেদী গোময়ের দ্বারা লেপন করিয়া তাহার উপর কুশ বিস্তার করিবেন। অনন্তর পুষ্প, লাজ, অন্ন ও রত্ন দ্বারা দেবতাগণকে পূজা করিবেন ও বিপ্র এবং ভিষক্‌দিগকে অভিষেক করিবেন। তদনন্তর কুশনির্ম্মিত ব্রাহ্মণকে আপনার দক্ষিণ ভাগে এবং অগ্নিকে সম্মুখে সংস্থাপন করিবেন। পরে খদির পলাশ দেবদারু ও বিল্ব এই চারি প্রকার কাষ্ঠে, অথবা বট যজ্ঞডম্বুর অশ্বত্থ ও মউল এই চারি প্রকার কাষ্ঠে, দধি মধু ঘৃত মাখাইয়া, তাহার দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করিবেন। সেই অগ্নিতে, প্রণব ও ব্যাহৃতি মন্ত্রের দ্বারা আচার্য্য স্বয়ং দেবতাদিগকে ও ঋষিদিগকে আহুতি প্রদান করিবেন ও শিষ্যকেও করাইবেন।

ব্রাহ্মণ, সকল জাতির, ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় বৈশ্য জাতির, এবং বৈশ্য, কেবল বৈশ্য জাতির উপনয়ন করিতে পারিবেন। কেহ কেহ বলেন সৎকুল-জাত ও সদ্‌গুণ-সম্পন্ন শূদ্রকেও উপনয়ন না করিয়া অধ্যয়ন করাইতে পারেন।

অনন্তর আচার্য্য শিষ্যকে তিনবার অগ্নি স্পর্শ করাইবেন, ও অগ্নি সাক্ষী করিয়া তাঁহাকে কহিবেনঃ—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মান, অহঙ্কার, ঈর্ষ্যা, কর্কশতা, খলতা, অসত্য, অলস, এবং নিন্দনীয় কার্য্য, এই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, অল্প নখ ও অল্প রোম ধারণ, সর্ব্বদা শুচি, রক্ত-বস্ত্র পরিধান, স্ত্রীসঙ্গাদি বর্জ্জন ও গুরুজনের অভিবাদনে তৎপরতা, এই সকল আচরণ অবশ্যই করিতে হইবে। আমার অভিমতে স্থিতি

গমন শয়ন উপবেশন ভোজন এবং অধ্যয়ন করিবে, এবং আমার প্রিয়কার্য্যে তৎপর হইবে। যদি ইহার অন্যথাচরণ কর তবে তোমার অধর্ম্ম হইবে এবং বিদ্যাও নিষ্ফলা হইবে। তুমি আমার অভিমতে কার্য্য করিলে আমি যদি তোমার প্রতি অন্যথাচরণ করি, তবে আমি পাপভাগী হইব এবং আমার বিদ্যাও নিষ্ফলা হইবে। দ্বিজ, গুরু, দরিদ্র, মিত্র, সন্ন্যাসী, আশ্রিত, সাধু, অনাথ, এবং দেশান্তর হইতে আগত, এই সকল ব্যক্তিকে আপনার বান্ধবের ন্যায় স্বীয় ব্যয়সাধ্য ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করাই সাধুর কার্য্য। পশুঘাতী, পক্ষিঘাতী, পতিত এবং পাপকারিদিগকে চিকিৎসা করিবে না। এই রূপে কার্য্য করিলে বিদ্যা প্রকাশ পায় এবং মিত্র যশঃ ধর্ম্ম অর্থ ও কাম লাভ হয়।

এস্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী, এবং অমাবস্যা ও পূর্ণিমা, এই কয় দিবসের প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত, এবং বর্ষাকাল ভিন্ন অন্যকালে বিদ্যুৎ বা মেঘধ্বনি হইলে, স্বাধীন রাজ্যের রাজার পীড়া হইলে, শ্মশানে গমন হইলে, মৃত ব্যক্তির আদ্যকৃত্য হইলে, যুদ্ধ হইলে, মহোৎসব হইলে এবং উৎপাত দর্শন করিলে, অধ্যয়ন করিবে না। বিপ্রেরা যে যে দিবসে অধ্যয়ন না করেন সেই সকল দিবসেও অশুচি অবস্থাতে অধ্যয়ন করিবে না।

তৃতীয় অধ্যায়।

এই গ্রন্থে যে যে বিষয় আছে তাহার বিবরণ অর্থাৎ সূচী পত্র।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে পঞ্চ স্থানে একশত বিংশতি অধ্যায় ব্যাখ্যা করা হইবে। তাহার মধ্যে সূত্র স্থানে ছয় চল্লিশ অধ্যায়, নিদান স্থানে ষোড়ষ অধ্যায়, শারীর স্থানে দশ অধ্যায়, চিকিৎসা স্থানে চল্লিশ

অধ্যায়, এবং কল্প স্থানে আট অধ্যায়, এই একশত বিংশতি অধ্যায় কহিয়া পশ্চাৎ উত্তর তন্ত্রে ছয়ষষ্টি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব।

এই গ্রন্থে যে সকল বিষয়ের বিবরণ আছে নিম্নে তাহার সূচীপত্র কহিতেছেন।

আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি। শিষ্যের উপনয়ন। অধ্যায়ের সূচীপত্র। প্রভাষণীয় অধ্যায়। অগ্রে আহরণীয় দ্রব্যের বিবরণ। ঋতু বিবরণ। যন্ত্র বিবরণ। শস্ত্র বিবরণ। কর্ম্ম শিখাইবার বিধি। রোগজ্ঞানের উপায়। ক্ষার প্রস্তুত ও প্রয়োগ করিবার বিধি। অগ্নি প্রস্তুত ও প্রয়োগ করিবার বিধি। জোঁকের লক্ষণ ও প্রয়োগবিধি। রক্ত বর্ণন ও রক্ত-মোক্ষণ বিধি। বায়ু পিত্ত কফের, ধাতুর ও মলমের বিজ্ঞান। কর্ণ বেধের ও কর্ণপাটা বৃদ্ধির উপায়। শোথ জাত ব্যাধিদিগের পক্কাপক্ক জ্ঞান। ব্রণের* উপর আলেপন ও বন্ধন বিধি। ব্রণ হইলে যে রূপ আচরণ করিতে হয় তাহার উপদেশ। পথ্যাপথ্য বিধি। বাতাদির স্থান ও সংজ্ঞা কথন এবং ব্রণ কি রূপে উৎপত্তি হয় তাহার বিবরণ। ব্রণের আধার, স্রাব ও বর্ণ কথন। সাধ্যাসাধ্য ব্রণের লক্ষণ। অস্ত্র-সাধ্য ও ঔষধ-সাধ্য ব্যাধির ভেদ। অষ্টবিধ শস্ত্র কর্ম্মের নির্ণয়। শল্যের ভেদ ও অদৃশ্য শল্য জানিবার উপায়। শরীরে সম্যক্‌বিদ্ধ বা অসম্যকবিদ্ধ শল্য † বাহির করিবার উপায়। সাধ্য এবং অসাধ্য ব্রণের জ্ঞান। দূত দ্বারা, এবং প্রশস্ত বা অপ্রশস্ত স্বপ্নাদির দ্বারা রোগের সাধ্যাসাধ্য নিরূপণ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিপরীত জ্ঞান হইলে তাহার ফল। স্বভাব-বিরুদ্ধ ছায়াদির দ্বারা আয়ুঃ শেষ নিরূপণ। স্বভাবের বৈপরীত্যের দ্বারা আয়ুঃশেষ নিরূপণ। অসাধ্য ব্যাধির নিরূপণ। যুক্তসেন ভূপতির প্রতি স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ, এবং পাদচতুষ্টয়সম্পন্ন চিকিৎ

---

* শরীরে যে কোন প্রকার স্ফোটক বা ঘা হয় তাহাকে ব্রণ কহে।

† শরীরের মাংস অস্থি নাড়ী প্রভৃতির মধ্যে যে কোন পদার্থ বিদ্ধ হইয়া বা বদ্ধ হইয়া পীড়াদায়ক হয়, তাহাকে শল্য কহে।

সার প্রত্যেক পাদের দোষ গুণ বর্ণন। পীড়িত ব্যক্তির শরীরের অবয়ব দ্বারা পরমায়ুর নিরূপণ এবং বাতাদির ও চিকিৎসার গুণ দোষ নিরূপণ। মিশ্রিত দ্রব্যগণ দ্বারা পীড়া শান্তির উপদেশ। ভূমি নিরূপণ দ্বারা ওষধির দোষ গুণ ব্যাখ্যা। যে যে দ্রব্য একত্র সংযোগ হইলে যে যে পীড়া শান্তি করে তাহার বিবরণ। শোধনীয় ও শমনীয় দ্রব্যগণ অর্থাৎ যে যে দ্রব্য অবস্থা বিশেষে একত্র ব্যবহার করিলে দেহের সংশোধন ও পীড়ার শমতা হয় তাহার বর্ণন এবং বাত পিত্ত কফাদি দোষ সংশোধনের ও উপশমনের নিমিত্ত দ্রব্যগণের গুণ বর্ণনা। দ্রব্য, রস, গুণ, বীর্য্য, ও বিপাক, ইহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ জানিবার উপদেশ। দ্রব্য সকলকে বিশেষ রূপে জানিবার উপদেশ। রস বিশেষের জ্ঞান ও রস বিশিষ্ট দ্রব্য গণের নিরূপণ। বমনকারক দ্রব্যগণের নিরূপণ। বিরেচন কারক দ্রব্যগণের নিরূপণ। বিবিধ প্রকার জল, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, তৈল, মধু, ইক্ষু, গুড়, সুরা, মূত্র, ধান্য, কলাই, ফল, মূল, ও মাংস ইত্যাদির গুণ বর্ণনা। গ্রন্থের এই ভাগে চিকিৎসা বিষয়ের সূচনা, সূত্রপাত, দ্রব্যের যোগাযোগ বর্ণন এবং মর্ম্মার্থের বিস্তার করা হইয়াছে, একারণ ইহাকে সূত্রস্থান কহে। ইহা ছয়চল্লিশ অধ্যায়ে রচিত।

বাত রোগ, অর্শঃ, অশ্মরী (পাথুরী), ভগন্দর, কুষ্ঠ, মেহ, উদরী, মূঢ়-গর্ভ, বিদ্রধি (রাজগাঁড়), বিসর্প (ত্বক্ রোগ বিশেষ), গ্রন্থি রোগ, বৃদ্ধি রোগ (কোষ-বৃদ্ধি, গলগণ্ড, গোদ ইত্যাদি), ভগ্ন (অস্থিভগ্ন), শূক রোগ (পুং চিহ্নের রোগ বিশেষ), ক্ষুদ্র রোগ (হাম বসন্ত প্রভৃতি) এবং মুখ রোগ, এই সকল রোগের কারণ ও লক্ষণ যে ভাগে কথিত হইয়াছে তাহাকে নিদান কহে। নিদান ষোড়শ অধ্যায়ে গ্রথিত।

ভূত চিন্তা, শুক্র শোণিত শুদ্ধি, গর্ভাবস্থার বিবরণ, গর্ভস্থ শরীরের বিবরণ, শারীর তত্ত্ব, দেহস্থ মর্ম্মস্থানের নিরূপণ, শিরা বর্ণন, শিরা বিদ্ধ করিবার বিধি, ধমনী বিবরণ, ও গর্ভিণী স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্য রক্ষার উপ-

দেশ। বৈদ্যদিগের ও যোগীদিগের দেহতত্ব জানিবার নিমিত্ত, মহর্ষি ধন্বন্তরি কর্তৃক এই দশ অধ্যায় শারীর-স্থানে কথিত হইয়াছে।

দুইপ্রকার ব্রণের চিকিৎসা, সদ্যোব্রণের চিকিৎসা, ভগ্ন-দোষ-চিকিৎসা, বাতব্যাধি-চিকিৎসা, মহা-বাতব্যাধি-চিকিৎসা। অর্শো-রোগ, অশ্মরীরোগ, ভগন্দর, কুষ্ঠ, মহাকুষ্ঠ, মেহ, পীড়ক প্রমেহ, মধু-মেহ, উদর-রোগ, মূঢ়-গর্ভ, বিদ্রধি, বিসর্প, গ্রন্থি, অপচী, অর্ব্বুদ ও গলগণ্ড, বৃদ্ধি, উপদংশ ও শ্লীপদ, ক্ষুদ্ররোগ, শূকদোষ, মুখরোগ এবং শোক, এই সকল রোগের চিকিৎসা *। সম্ভাবিত ব্যাধির নিবারণের উপায়। মিশ্র চিকিৎসা। ক্ষীণ শরীরে বল এবং পুরুষশক্তি বৃদ্ধি করিবার উপায়। সকল প্রকার পীড়া শমনার্থ রসায়ন। মেধা এবং আয়ুর্বর্দ্ধনকারী রসায়ন; স্বাভাবিক ব্যাধির বিনাশ নিমিত্ত রসায়ন। সন্তাপ-নিবৃত্তিকর রসায়ন। তৈল ও ঘৃতের প্রকরণ। ঘর্ম্ম করাইবার প্রকরণ। বমন-বিরেচন-প্রকরণ। বমন-বিরেচন দ্বারা যে উপদ্রব জন্মে, তাহার চিকিৎসা। নেত্র ও বস্তির পরিমাণ ও ভেদ †। নেত্র-বস্তি-প্রয়োগ-জন্য উপদ্রবের শান্তি-বিধান। উত্তর-বস্তি, নিরূঢ়োপ-ক্রম, আতুরসংজ্ঞ এবং ধূমন-বিধি (ঔষধ বিশেষের ধূম গ্রহণ করিবার প্রণালী)। এই চল্লিশ অধ্যায় চিকিৎসা-স্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

ভক্ষ্য দ্রব্য যাহাতে বিষযুক্ত না হয়, তাহার উপদেশ। স্থাবর-বিষ-জ্ঞান, জঙ্গম-বিষ-জ্ঞান, সর্প-দংশনের বিষ-জ্ঞান, সর্প-দংশনের চিকিৎসা, দুন্দুভ কল্প, মূষিক কল্প এবং কীট কল্প। বিষ-জ্ঞান ও বিষনাশক ঔষধ সকল এই আট অধ্যায়ে কল্পিত হইয়াছে, একারণ এই খণ্ডের নাম কল্পস্থান হইল।

---

* সাধারণের বুঝিবার কারণ এই সকল রোগের নাম প্রত্যেক রোগের অধিকারে ভাষায় লিখিত হইবে।

† নেত্র শব্দের অর্থ নল, এবং বস্তি শব্দের অর্থ তলপেট। এই অধ্যায় হইতে চারি অধ্যায়ে পিচকারির দ্বারা বিরেচন করাইবার প্রণালী কথিত হইয়াছে।

সমুদায়ে এক শত বিংশতি অধ্যায় কথিত হইল। ইহার পর উত্তর-তন্ত্র কহিতেছি। আয়ুর্ব্বেদের অষ্ট খণ্ডের মধ্যে এই খণ্ড শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহাকে উত্তর-তন্ত্র কহে। চক্ষু-রোগের উপদ্রব। চক্ষুর সন্ধি-গত, পথ-গত, শ্বেত-ভাগ-গত, তারা-গত, সর্ব্বস্থান-গত এবং দৃষ্টি-গত রোগ সকল জানিবার উপদেশ। ছেয়াত্তর প্রকার নয়ন-রোগের বিবরণ। তাহাদিগের প্রত্যেকের চিকিৎসা-বিধি। বায়ু-জন্য, পিত্ত-জন্য, শ্লেষ্মা-জন্য অথবা শোণিত-জন্য চক্ষে অভিস্যন্দ রোগ হইলে তাহার চিকিৎসা। লেখ্য রোগের বিধি, ছেদ্য রোগের বিধি এবং ভেদ্য রোগের বিধি। চক্ষের পাতাতে যে সকল রোগ জন্মে, তাহার নিবারণ-বিধি। যে সকল রোগ দৃষ্টি-প্রতিবন্ধক, তাহার নিবারণ-বিধি। নানা-প্রকার চক্ষু-রোগের প্রতিকার। কর্ণ-গত রোগের জ্ঞান ও তাহার প্রতিকার। নাসিকা-গত রোগের জ্ঞান ও তাহার প্রতিকার। প্রতি-শ্যায় অর্থাৎ নাসিকা হইতে জল পড়ার চিকিৎসা। শিরোগত রোগের জ্ঞান ও তাহার চিকিৎসা। এই কয়েকটী অধ্যায়কে শালাক্যতন্ত্র কহে।

স্কন্দাদি নবগ্রহ কর্তৃক সদ্যোজাত বালকের দেহে নানাপ্রকার রোগ হয়। তাহার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ কর্তৃক যে ভিন্ন ভিন্ন রোগ হয়, তাহার প্রত্যেকের লক্ষণ। নবগ্রহের আকৃতি জ্ঞান। স্কন্দ গ্রহের নিবারণোপায়। অপস্মার গ্রহের নিবারণোপায়। শকুনী গ্রহের নিবারণোপায়। রেবতী গ্রহের নিবারণোপায়। পূতনা গ্রহের নিবারণোপায়। অন্ধ-পূতনা গ্রহের নিবারণোপায়। মণ্ডিকা গ্রহের নিবারণোপায়। শীত-পূতনা গ্রহের নিবারণোপায়। নৈগমেষ গ্রহের নিবারণোপায়। গ্রহদিগের উৎপত্তি। কৌমারভৃত্য নামক তন্ত্রের শারীর অধ্যায়ে এই সকল কথিত হইয়াছে।

যোনিজাত রোগসমূহের নিবারণ। জ্বর, অতিসার, শোষ, গুল্ম, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, রক্তপিত্ত, মূর্চ্ছা, মদ্যপান জন্য রোগ, তৃষ্ণা, ছর্দ্দি (বমন),

হিক্কা, শ্বাস, কাশ, স্বরভঙ্গ, কৃমি, উদাবর্ত্ত, বিসূচিকা, অরুচি, মূত্রাঘাত ও মূত্রকৃচ্ছ্র, এই সকল রোগের নিদান ও চিকিৎসা কায়চিকিৎসা তন্ত্রে কথিত হইয়াছে।

অমানুষ-রোগের, অপস্মার-রোগের ও উন্মাদ-রোগের নিদান ও চিকিৎসা। এই তিন অধ্যায়কে ভূতবিদ্যা কহে। রসভেদ কথন, স্বস্থ বৃত্তির লক্ষণ ও স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ, তন্ত্রের যুক্তি কথন ও দোষের ভেদ কথন। এই চারিটী অধ্যায় শল্যতন্ত্রের অলঙ্কারের স্বরূপ হইয়াছে। এই তন্ত্র শ্রেষ্ঠ বলিয়া মহর্ষিগণ ইহাকে উত্তর-তন্ত্র কহেন। বহু অর্থের সংগ্রহ আছে বলিয়া ইহাকে শ্রেষ্ঠ, উত্তর এবং পশ্চিমও কহিয়া থাকেন। শালাক্যতন্ত্র, কৌমারভৃত্য-তন্ত্র, কায়চিকিৎসা-তন্ত্র এবং ভূতবিদ্যা-তন্ত্র এই চারিটী উত্তর তন্ত্রে কথিত হইয়াছে। বাজীকরণ-তন্ত্র ও রসায়ন-বিধি কায়চিকিৎসা খণ্ডে কথিত হইয়াছে। বিষ-চিকিৎসা কল্পখণ্ডে কথিত হইয়াছে। এবং শল্যজ্ঞান-তন্ত্র মধ্যে মধ্যে গ্রন্থের সর্ব্বস্থানেই কথিত হইয়াছে। এই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ ধন্বন্তরি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহা বিধিপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলে লোকে প্রাণদাতা হইতে পারে। এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে এবং চিকিৎসা-কার্য্য শিক্ষা করিবে। যে বৈদ্য এই দুটীই জানেন, তিনি ভূপতির নিকটে পূজিত হয়েন।

এস্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

যুদ্ধকালে ভীরু ব্যক্তি যেরূপ অবসন্ন হয়, চিকিৎসা শিক্ষা না করিয়া কেবল শাস্ত্র পাঠ করিলে চিকিৎসা করিবার কালে বৈদ্যও সেইরূপ অবসন্ন হয়েন। এবং যে বৈদ্য চিকিৎসা-কর্ম্মে কুশল হইয়াও শাস্ত্র অধ্যয়ন না করেন, তিনি সাধুদিগের নিকটে মান্য হইতে পারেন না। ভূপতিকর্ত্তৃক তাঁহার প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত। এই দুইপ্রকার বৈদ্যই চিকিৎসা-কার্য্যে পারগ নহেন। ব্রাহ্মণ যেমন বেদের অর্দ্ধাংশ মাত্র অধ্যয়ন করিয়া বেদোক্ত কার্য্য করিলে, অথবা

পক্ষী যেমন একটীমাত্র পক্ষ লইয়া উড্ডয়ন করিলে বিফল হয়, সেই-রূপ মূর্খ বৈদ্য অমৃতের ন্যায় ঔষধ দিলেও কোন ফল হয় না। বরং তাহা শস্ত্র, বজ্র বা বিষের ন্যায় হয়। অতএব উক্ত দুইপ্রকার বৈদ্যকে পরিত্যাগ করিবে। যে বৈদ্য শস্ত্র-ক্রিয়া এবং স্নেহাদি-ক্রিয়া না জানেন, তিনি লোভবশতঃ রোগীকে বিনাশ করেন। রাজার অমনোযোগ বশতই এরূপ কুবৈদ্য হইয়া থাকে। রথ যেরূপ দুইখানি চক্রবিশিষ্ট হইলে যুদ্ধকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে, সেইরূপ বুদ্ধিমান্ বৈদ্য ঐ দুইপ্রকার কার্য্য জানিলে চিকিৎসা-কার্য্যে পারগ হয়েন।

অনন্তর হে বৎস, এই শাস্ত্র যেপ্রকারে অধ্যয়ন করিতে হয়, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। শিষ্য অধ্যয়ন-কালে পবিত্র-দেহ, উত্তরীয়ধারী এবং স্থিরচিত্ত হইবেন। এবং গুরু আপনার জ্ঞানানুসারে শিষ্যকে শ্লোকের চরণ বা সম্পূর্ণ শ্লোক ক্রমে ক্রমে অধ্যয়ন করাইবেন। শিষ্যও আপনার মনে ক্রমে ক্রমে তাহার অনুশীলন করিবেন। এবং ধীরে ধীরে অথচ বিলম্ব না করিয়া, নির্ভয়-মনে, চক্ষুঃ ভ্রূ ওষ্ঠ ও হস্তাদি স্থির রাখিয়া, মধ্যম স্বরে, শুদ্ধ বাক্যে পাঠ করিবেন। পাঠের কালে গুরু-শিষ্যের মধ্যস্থান দিয়া অপর কেহ গমন করিবে না। পবিত্র-দেহ, গুরু-পরায়ণ, কার্য্যদক্ষ এবং আলস্য ও নিদ্রা বর্জ্জিত হইয়া, পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে পাঠ করিলে এই শাস্ত্রে পারদর্শী হইতে পারে। এই শাস্ত্রে পারদর্শী হইতে ইচ্ছা করিলে, বাক্যের শীলতার নিমিত্ত, পদার্থ-জ্ঞানের নিমিত্ত, অহঙ্কার-ত্যাগের নিমিত্ত ও কার্য্যে নিপুণ হইবার নিমিত্ত, যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রভাষণীয় অধ্যায়।

অধ্যয়ন করিয়া অভ্যাস হইলেও যদি মর্ম্ম-বোধ না হয়, তবে গর্দ্দভের চন্দন-ভার-বহনের ন্যায় কেবল পরিশ্রমই সার হয়।

এস্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

গর্দ্দভকে চন্দনের ভার বহন করিতে হইলে, ভারমাত্র বহন করে, গন্ধ জানিতে পারে না। সেই রূপ মর্ম্ম-বোধ না হইলে, অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করা গর্দ্দভের ন্যায় ভার বহন করা মাত্র। অতএব এই এক-শত বিংশতি অধ্যায়ের শব্দ, অর্দ্ধ-শ্লোক এবং শ্লোক, পুনঃ পুনঃ বর্ণন করা এবং শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। যে হেতু দ্রব্য, রস, গুণ, বীর্য্য, বিপাক, দোষ, ধাতু, মলাশয়, মর্ম্ম, সিরা, স্নায়ু, সন্ধি, অস্থি, গর্ভসম্ভূত দ্রব্য সমূহের বিভাগ, অদৃশ্য শল্যের উদ্ধার, ব্রণ-নিরূপণ, বিবিধ ভগ্ন-দোষের এবং সাধ্য যাপ্য ও অসাধ্য রোগের বিচার, ইত্যাদি সহস্র সহস্র বিশেষ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় আছে, সে সকল চিন্তা করিতে গেলে, নির্ম্মল এবং বিপুল-বুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিরও বুদ্ধি অভিভূত হয়। অল্পবুদ্ধির ত কথাই নাই। অতএব শব্দ, পাদ, অর্দ্ধশ্লোক এবং শ্লোক পুনঃ পুনঃ বর্ণন করা এবং শ্রবণ করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। অন্যান্য শাস্ত্রসম্বন্ধীয় কোন বিষয় এ শাস্ত্রে উপস্থিত হইলে, সেই সকল শাস্ত্র যাঁহারা জানেন, তাঁহাদিগের নিকটে তাহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবে। যে হেতু এক শাস্ত্রের দ্বারা সকল শাস্ত্রের জ্ঞান হইতে পারে না।

এস্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

একটীমাত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে শাস্ত্রের মর্ম্ম বোধ হয় না, অত-এব চিকিৎসকের বহু শাস্ত্রে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যে ব্যক্তি গুরু-মুখ হইতে শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া অভ্যাস করে, এবং তদনুসারে কর্ম্ম করে, সেই বৈদ্য। তদ্ভিন্ন সকলে তস্কর। চিকিৎসা-শাস্ত্রের মধ্যে শল্যতন্ত্রই প্রধান। ঔপধেনব, ঔরভ্র, সৌশ্রুত এবং পৌষ্কলাবত, এই কয়েক গ্রন্থই ইহার মূল বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

অগ্রে আহরণীয় দ্রব্যের বিবরণ।

কর্ম্ম তিনপ্রকার; পূর্ব্বকর্ম্ম, প্রধানকর্ম্ম এবং পশ্চাৎকর্ম্ম। এই তিন কর্ম্ম প্রত্যেক রোগের প্রকরণে উপদেশ করিব। এই গ্রন্থে শস্ত্র-কর্ম্ম প্রধান্ বলিয়া শস্ত্রক্রিয়া এবং তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল প্রথমে উপদেশ করিব। শস্ত্রকর্ম্ম আটপ্রকার, যথা ছেদক্রিয়া (কাটা), ভেদক্রিয়া (নবম অধ্যায়ে বক্তব্য), লেখনক্রিয়া (আঁচড়ান), বেধ্যক্রিয়া (সূচ প্রভৃতির দ্বারা বিদ্ধ করা), এষণক্রিয়া (সূক্ষ্ম শলাকাদির দ্বারা শরীর মধ্যে অন্বেষণ করা), আহরণক্রিয়া (পীড়াদায়ক বস্তুকে শরীর হইতে বাহির করা), বিস্রাব্য ক্রিয়া (শরীর হইতে রক্ত পূয প্রভৃতি স্রাব করান), এবং সীব্যক্রিয়া (মিলন করিবার নিমিত্ত সূত্রদ্বারা ক্ষত স্থান সেলাই করা)। এই আটপ্রকার কর্ম্মের মধ্যে কোন কর্ম্ম করিতে হইলে যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার, অগ্নি, শলাকা, শৃঙ্গ, জোঁক, তিত লাউ, জাম্ব-বোষ্ঠ (একপ্রকার শলাকা), তূলা, বস্ত্রখণ্ড, সূতা, পাতা, পাট, মধু, ঘৃত, বসা, দুগ্ধ, তৈল, তর্পণদ্রব্য, কষায়দ্রব্য, আলেপনদ্রব্য, কল্কদ্রব্য, পাখা, শীতল জল, উষ্ণ জল ও কড়া ইত্যাদি দ্রব্য সমূহ এবং ধীর ও বলবান্ পরিচারক অগ্রে সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। শস্ত্রপাত করিবার পূর্ব্বে রোগীকে লঘু ভোজন করাইবে। তদনন্তর শুভক্ষণে দেবতা ও ব্রাহ্মণ-দিগকে পূজা করিয়া রোগীকে পূর্ব্বাভিমুখে বসাইয়া বৈদ্য পশ্চিমাভি-মুখে বসিবেন। মর্ম্মস্থান, নাড়ী, সূক্ষ্ম নাড়ী, সন্ধি স্থানের অস্থি ও সিরা, এই সকলে যাহাতে আঘাত না লাগে, এমত ভাবে শস্ত্রপাত করি-বেন। যে স্থানে পূয আছে, সেই স্থান পর্য্যন্ত শস্ত্র প্রবেশ করাইবেন। পূয-স্থান দেখিতে পাইলেই তৎক্ষণাৎ শস্ত্র উঠাইয়া লইবেন। ব্রণের স্থানে অধিক ফুলা থাকিলে, দুই বা তিন অঙ্গুলি পরিমাণ শস্ত্র-চিহ্ন

করিবেন। যে ফোড়া বিস্তৃত ও উচ্চ, এবং যাহার চারিদিক্ সমান ও মধ্যস্থলে মুখ, সেই ফোড়া ক্লেশদায়ক হয় না।

যে ফোড়া উচ্চ ও আয়তনে বৃহৎ এবং যাহার মধ্যস্থলে মুখ ও অস্ত্র করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত, সেই ফোড়াই অস্ত্র করিবার পক্ষে প্রশস্ত। বীরতা, শীঘ্র-কার্য্য-কারিতা, তীক্ষ্ণ শস্ত্র ব্যবহার করা, কম্প অথবা ঘর্ম্ম না হওয়া এবং বুদ্ধি অবসন্ন না হওয়া; অস্ত্র করিতে হইলে বৈদ্যের এইগুলি প্রয়োজন।

একবার অস্ত্র করিলে যদি মন্দ রক্ত বা পূয নিঃশেষে নির্গত না হয়, তবে তাহা পরীক্ষা করিয়া পুনর্ব্বার অস্ত্র করিবে।

এস্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

যে যে স্থানে মন্দ রক্তের বা পূযের গতি হয় অথবা ফুলা থাকে, সেই সেই স্থানে শস্ত্রপাত করিবে। দূষিত পদার্থ কোনমতে শরীরে না থাকে।

শরীরের মধ্যে ভ্রূ, গণ্ড, রগ, কপাল, চক্ষুঃ, ওষ্ঠ, দন্তের মাড়ী, বগল, উদর এবং কুঁচ্কি, এই কয় স্থানে তির্য্যক্ ভাবে শস্ত্রপাত করিবে *। হস্তে এবং পাদে চন্দ্রমণ্ডলবৎ গোল করিয়া শস্ত্রপাত করিবে। মলদ্বারে ও লিঙ্গমূলে অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় শস্ত্রাঘাত করিবে। ইহার অন্যথা করিলে সূক্ষ্ম সিরা ও স্নায়ু ছেদন হেতু অতিমাত্র বেদনা হয়, ঘা বিলম্বে পূরিয়া উঠে এবং ঘা পূরিলেও সেই স্থানের মাংস-বৃদ্ধি হয়। মূঢ়-গর্ভ, উদর-রোগ, অর্শঃ, অশ্মরী, ভগন্দর ও মুখরোগ, এই সকল রোগে শস্ত্রক্রিয়া করিতে হইলে রোগীকে ভোজন না করাইয়া শস্ত্রপাত করিবে। শস্ত্র চালন করিলে পর শীতল জলের দ্বারা রোগীকে আশ্বাসিত করিবে। পশ্চাৎ ব্রণের চতুর্দ্দিকে অঙ্গুলির দ্বারা টিপিয়া আর্দ্র বস্ত্রের দ্বারা ব্রণ পরিষ্কার করিবে। তিলবাটা, মধু ও ঘৃত

* অস্ত্রচিহ্নটী শরীরের ঊর্দ্ধ অধোভাগে দীর্ঘ না হইয়া পার্শ্বভাগে দীর্ঘ হইবে। তাহাকেই তির্য্যক্ কহে।

গাঢ়রূপে মিশ্রিত করিয়া পলিতায় মাখাইয়া পূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ব্রণ পরিষ্কার হইলে, সেই পলিতা তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইবে। পরে তাহার উপরে কল্ক (পিষিত ঔষধকে কল্ক কহে) আচ্ছাদন করিয়া বস্ত্র এবং পাটের দ্বারা বন্ধন করিবে। তদনন্তর গুগ্‌গুল্, অগুরু, ধুনা, বচ, শ্বেত সর্ষপ, সৈন্ধব ও নিম্বপত্র এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ এবং ঘৃত একত্র মিশ্রিত পূর্ব্বক ধূপ নির্ম্মাণ করিয়া অগ্নিতে প্রদান করিবে। পরে অগ্নিতে কিঞ্চিৎ ঘৃত প্রদান করিবে ও কলসী হইতে জল লইয়া গৃহমধ্যে প্রোক্ষণ করিয়া রক্ষামন্ত্র পাঠ করিবে। তদনন্তর রক্ষা-মন্ত্র কহিতেছি। কৃত্যা-দেবতাদিগের এবং রাক্ষসদিগের ভয় হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত রক্ষা-কর্ম্ম করিব, ব্রহ্মা তাহাতে অনুমতি করুন। সর্পগণ, পিশাচগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও পিতৃগণ, ইহাঁদিগের মধ্যে যে কেহ তোমাকে আশ্রয় করিবেন, ব্রহ্মাদি দেবতারা তাঁহাকে নাশ করুন। পৃথিবীতে এবং আকাশে যে সকল নিশাচর গমনাগমন করেন এবং দিকে ও বাস্তুভূমিতে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা তোমাকর্ত্তৃক নমস্কৃত হইয়া তোমাকে রক্ষা করুন। ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন সনকাদি মুনিগণ, স্বর্গস্থিত রাজর্ষি সকল, সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বত সকল, গঙ্গাদি নদী সকল ও লবণাদি সমুদ্র সকল, তোমাকে রক্ষা করুন। অগ্নিদেবতা তোমার জিহ্বাকে, বায়ুদেবতা তোমার প্রাণবায়ুকে, সোমদেবতা ব্যানবায়ুকে, পর্জ্জন্য অপানবায়ুকে, বিদ্যুৎ উদানবায়ুকে, মেঘ সমানবায়ুকে, বলের পতি ইন্দ্রদেবতা বলকে, মনুদেবতা গ্রীবার পার্শ্বস্থ সিরাদ্বয়কে ও মননশক্তিকে, গন্ধর্ব্ব সকল অভিলাষ-শক্তিকে, ইন্দ্র সত্ত্বকে, বরুণ রাজা প্রজ্ঞাকে, সমুদ্র নাভিমণ্ডলকে, সূর্য্যদেবতা চক্ষুকে, দিক্ সকল কর্ণদ্বয়কে, চন্দ্রদেবতা মনকে, নক্ষত্র সকল রূপকে, নিশা সকল তোমার ছায়াকে, জল সকল তোমার বীর্য্যকে, ওষধি সকল তোমার রোম সকলকে, আকাশ সকল তোমার দেহস্থ আকাশকে, বসুন্ধরা তোমার দেহকে, বৈশ্বানর দেবতা তোমার শিরকে, বিষ্ণু দেবতা

তোমার পরাক্রমকে, পুরুষশ্রেষ্ঠ তোমার পৌরুষকে, ব্রহ্মা তোমার আত্মাকে এবং ধ্রুব দেবতা তোমার ভ্রূদ্বয়কে রক্ষা করুন। এই সকল দেবতারা তোমার দেহে নিত্য আছেন। ইহাঁরা তোমাকে সতত রক্ষা করুন। তুমি দীর্ঘ আয়ু লাভ কর। ভগবান্ ব্রহ্মা আদি দেবতা সকল তোমার মঙ্গল করুন। চন্দ্র, সূর্য্য, নারদ ও পর্ব্বত ঋষিদ্বয়, অগ্নি, বায়ু এবং ইন্দ্রের সহগামী দেবতারা, তোমার মঙ্গল করুন। পিতামহ-কৃত রক্ষা তোমার মঙ্গল করুন। তোমার আয়ু-বৃদ্ধি হউক। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শলভ, মূষিক, পক্ষী এবং প্রত্যাসন্ন রাজা সকল শান্তিভাব প্রাপ্ত হউক। তুমি সর্ব্বদা পীড়া-রহিত হও। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্বাহা শব্দ উচ্চারণ করিবে। এই বেদাত্মক মন্ত্র কৃত্যা-(উপদেবী)-জনিত রোগ নাশ করে। তুমি আমার পঠিত এই রক্ষা-মন্ত্র দ্বারা দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হও।

অনন্তর রক্ষা-কর্ম্ম সমাপন করিয়া রোগীকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইবে। এবং তৎকালে যেরূপ আচরণ করিতে হয়, তাহার উপদেশ তাঁহাকে দিবে। তিন দিবস পরে প্রথম বন্ধন খুলিয়া পুনরায় বস্ত্র এবং পাটের দ্বারা বন্ধন করিবে। দুই দিবসের মধ্যে সেই দ্বিতীয় বন্ধন খুলিবে না। তাহা হইলে ক্ষত-স্থানে বেদনা হয়, এবং ঘা পূরিয়া উঠিতে বিলম্ব হয়। তৎকালে ক্ষত, স্থানের অবস্থা, কাল ও রোগীর বল ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া ক্বাথ, আলেপন, বন্ধন, এবং রোগীর আহার ও আচার বিধান করিবে। ভিতরে মন্দ রক্ত বা পূয থাকিলে ঘা পূরাইবে না। তাহা হইলে অল্প অত্যাচার ঘটিলেই সেই ঘা ভিতরে ফুলিয়া পুনর্ব্বার বিকৃত হয়।

এ স্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

সেই হেতু অন্তরে এবং বাহিরে নির্দ্দোষ হইলে পরে ক্ষত স্থান পূরণ করা কর্ত্তব্য। ঘা পূরিলেও অজীর্ণজনক দ্রব্য ভোজন, ব্যায়াম এবং স্ত্রীসংসর্গ পরিত্যাগ করিবে। ক্ষত-স্থান যাবৎ চর্ম্মের সহিত সমানভাব না হয় তাবৎ হর্ষ-জনক, ক্রোধ-জনক এবং ভয়-জনক ক্রিয়া পরি-

ত্যাগ করিবে। হেমন্ত, শিশির ও বসন্ত, এই তিন কালে তিন দিনের পরে, এবং শরৎ, গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই তিন কালে দুই দিনের পরে, ক্ষত-স্থানের বন্ধন খুলিবে। রোগ ভয়ানক হইলে বৈদ্য এ নিয়ম অবলম্বন করিবেন না। যেরূপ অগ্নির দ্বারা গৃহ প্রজ্বলিত হইলে শীঘ্র প্রতী-কার করা প্রয়োজন, সেইরূপ রোগ প্রবল হইলে যাহাতে শীঘ্র প্রতী-কার হয়, তাহাই করিবে। শরীরে শস্ত্রাঘাত জন্য যদি তীব্র বেদনা হয়, তবে যষ্টিমধুর সহিত ঈষদুষ্ণ ঘৃত অভিষেচন করিবে, তাহাতে বেদনার শান্তি হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ঋতু-বিবরণ।

কালই ভগবান্ স্বয়ম্ভু অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশমান। আদি, অন্ত, মধ্য রহিত। মানবগণের জীবন ও মৃত্যু, এবং পদার্থ সমূহের রসের উৎপত্তি ও ক্ষয়, এই কালের অধীন। ইহার অতি সূক্ষ্মমাত্র অংশও ধ্বংস হয় না এই হেতু; অথবা প্রাণিসকলকে সঙ্কলন করে বা (জন্ম-মৃত্যুতে) প্রেরণ করে এই হেতু, ইহাকে কাল কহে। ভগবান্ সূর্য্য, গতি-বি-শেষের দ্বারা, সেই কালের সংবৎসররূপ দেহকে, অক্ষি-নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, সংবৎসর ও যুগ, এই সকল অংশে বিভাগ করেন। একটী লঘু অক্ষরের উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, তাহাকে অক্ষি-নিমেষ কহে। (লঘু অক্ষর যথা 'ক'।) পঞ্চদশ অক্ষি-নিমেষে এক কাষ্ঠা। ত্রিংশৎ কাষ্ঠাতে এক কলা। বিং-শতি কলাতে এক মুহূর্ত্ত। কলার দশ ভাগকেও মুহূর্ত্ত কহে। ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র। পঞ্চদশ অহোরাত্রে এক পক্ষ। পক্ষ দুই, শুক্ল ও কৃষ্ণ। সেই দুই পক্ষে এক মাস। মাস দ্বাদশ। সেই দ্বাদশ মাসের

মধ্যে দুই দুই মাসে এক এক ঋতু হয়। ঋতু ছয়টী,যথা—শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত। সেই দ্বাদশ মাসের মধ্যে মাঘ ও ফাল্গুন শিশির, চৈত্র ও বৈশাখ বসন্ত, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় গ্রীষ্ম, শ্রাবণ ও ভাদ্র বর্ষা, আশ্বিন ও কার্ত্তিক শরৎ, এবং অগ্রহায়ণ ও পৌষ হেমন্ত। শীত, উষ্ণ, বর্ষাই সেই সকল ঋতুর লক্ষণ। কাল, চন্দ্র সূর্য্য কর্ত্তৃক বিভক্ত হইয়া দুইটী অয়ন জন্মায়, দক্ষিণায়ন এবং উত্তরায়ণ। দক্ষিণায়ন কালে বর্ষা, শরৎ এবং হেমন্ত, এই তিন ঋতু হইয়া থাকে। এই কালে ভগবান্ চন্দ্রমা তেজঃপুঞ্জ হয়েন। তজ্জন্য অম্ল, লবণ এবং মধুর এই তিন রসের প্রাদুর্ভাব হয়, অর্থাৎ এই তিন রসের ওষধিই বিশেষরূপে জন্মে। এবং প্রাণিগণও উত্তরোত্তর বলবান্ হয়। উত্তরায়ণ কালে শিশির, বসন্ত ও গ্রীষ্ম, এই তিন ঋতু হইয়া থাকে। এই কালে ভগবান্ সূর্য্য তেজঃপুঞ্জ হয়েন। তজ্জন্য তিক্ত, কষায় এবং কটু এই তিন রস বলবান্ হয়। এবং প্রাণিগণের বলও উত্তরোত্তর হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

এস্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

চন্দ্র পৃথিবীকে আদ্র করেন, এবং সূর্য্য তাহাকে শুষ্ক করেন। বায়ু ইঁহাদিগের উভয়কে আশ্রয় করিয়া প্রাণিগণকে পালন করেন।

কোন কোন পণ্ডিতেরা কহেন, যে দুই অয়নে সংবৎসর এবং পাঁচ বৎসরে এক যুগ হইয়া থাকে। সেই নিমেষাদি যুগ পর্য্যন্ত কাল, চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া কালচক্র নামে কথিত হয়।

আয়ুর্ব্বেদ-মতে বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত, গ্রীষ্ম ও প্রাবৃট্, এই ছয় ঋতু, দোষের সম্বন্ধে সঞ্চয়ের, প্রকোপের ও প্রশমের কারণ। সেই ছয় ঋতু ভাদ্র মাস অবধি দুই দুই মাসে হইয়া থাকে। যথা, ভাদ্র আশ্বিন বর্ষা, কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ শরৎ, পৌষ মাঘ হেমন্ত, ফাল্গুন চৈত্র বসন্ত, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ গ্রীষ্ম, এবং আষাঢ় শ্রাবণ প্রাবৃট্। ছয় ঋতুর মধ্যে বর্ষা-কালে ওষধি* সকল নূতন জন্মে সুতরাং অল্প-বীর্য্য, জল ক্লেদ-যুক্ত এবং ক্ষিতি

---

* পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ফল পাকিলেই যে গাছ মরিয়া যায়, তাহাকে ওষধি

মলপূর্ণ। সেই কালে আকাশমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন থাকে, ভূমি জলে আর্দ্র থাকে এবং প্রাণিগণের দেহও আর্দ্র হয়। আর্দ্র দেহে শীতল-বায়ু-সংযোগে অগ্নিমান্দ্য হয়। সুতরাং সেই সকল নূতন অম্ল-বীর্য্য (১) ওষধি ভক্ষণ করিলে, অথবা সেই অপরিষ্কার জল পান করিলে, বিদাহি অজীর্ণ হয়, অর্থাৎ পরিপাক-কালে অম্লরস বৃদ্ধি হয়, তদ্দ্বারা কোন কোন স্থলে গলা জ্বলিয়া উঠে। সেই বিদাহ অজীর্ণ হেতু এই কালে পিত্তের সঞ্চয় হইয়া থাকে। শরৎকালে আকাশমণ্ডল মেঘশূন্য হইলে এবং পঙ্ক (কাদা) সমস্ত শুষ্ক হইলে, সেই সঞ্চিত পিত্ত সূর্য্যকিরণ দ্বারা সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পৈত্তিক জন্য ব্যাধি সকল জন্মায়। হেমন্ত কালে সেই সকল ওষধি কাল-গৌণ-হেতু পরিপক্ক এবং বলবান্ হইয়া উঠে, জলও নির্ম্মল হয়, এবং সূর্য্যের কিরণ-মান্দ্য হয়, সুতরাং হিম ও শীতল বায়ু কর্তৃক প্রাণিগণের দেহও জড়ীভূত হইয়া পড়ে। সেই কালে সেই স্নিগ্ধ ও গুরুপাক ওষধি এবং জল ভক্ষণ এবং পান করিলে আমাজীর্ণ হয়, অর্থাৎ গুরুপাকপ্রযুক্ত সম্যক্ পরিপাক হয় না। সুতরাং সেই স্নিগ্ধ, শীতল, গুরুপাক ও পিচ্ছিল ওষধি ও জল দ্বারা এই কালে শরীরে শ্লেষ্মার সঞ্চয় হইয়া থাকে। বসন্ত কালে প্রাণিগণের শরীর অল্প জড়ীভূত থাকে। সূর্য্যকিরণ দ্বারা সেই সঞ্চিত শ্লেষ্মা সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া শ্লেষ্মা-জন্য ব্যাধি সকল জন্মায়। গ্রীষ্ম কালে সেই সকল ওষধি নীরস, রুক্ষ ও লঘু হয়, জলও লঘু হয়, এবং সূর্য্যকিরণে প্রাণিগণের দেহও শুষ্কপ্রায় হয়। সুতরাং এপ্রকার ওষধি ভক্ষণ বা জল পান করিলে নীরস হেতু, রুক্ষতা হেতু এবং লঘুতা হেতু প্রাণিগণের শরীরে বায়ুর সঞ্চয় হইয়া থাকে। প্রাবৃট্-কালে, ভূমি জলে আর্দ্র হইলে এবং প্রাণিগণের দেহও আর্দ্র হইলে, শরীরস্থ সেই সঞ্চিত বায়ু, বাহিরের শীতল

কহে। তাহাতে ধান্য, কলাই প্রভৃতি যে সকল শস্য এবং শাক ও মূল প্রভৃতি যে সকল ভূমিজাত আহারীয় দ্রব্য প্রতি বৎসর জন্মে, এস্থলে তাহাদিগকেই বুঝিতে হইবে।

(১) অম্ল-বীর্য্য অর্থাৎ অম্ল-সার-বিশিষ্ট।

বায়ুর এবং বর্ষার প্রভাবে প্রাণিগণের দেহ ব্যাপ্ত হওয়াতে, বাতিক জন্য ব্যাধি সকল জন্মে। এইপ্রকার সকল দোষের সঞ্চয় ও প্রকোপের হেতু কথিত হইল *। বর্ষাকালে, হেমন্তকালে এবং গ্রীষ্মকালে যে সকল দোষ সঞ্চিত হয়, সেই সকল সঞ্চিত দোষের, এবং শরৎকালে, বসন্তকালে ও প্রাবৃট্‌কালে যে সকল দোষ কুপিত হয়, সেই সকল কুপিত দোষের, প্রতিকার করা কর্ত্তব্য। † শরৎকালে পৈত্তিক জন্য ব্যাধির, বসন্তকালে শ্লেষ্মা জন্য ব্যাধির, এবং প্রাবৃট্‌কালে বাতিক জন্য ব্যাধির, প্রতিকার করা বিধেয়। দোষের সঞ্চয়, প্রকোপ এবং উপশম স্বভাবতঃ যেপ্রকারে হইয়া থাকে, তাহা বলা হইল।

এক দিবসের মধ্যে ছয় ঋতুর ভোগ কহিতেছেন।

প্রাতঃকালে বসন্তের লক্ষণ, মধ্যাহ্নকালে গ্রীষ্মের লক্ষণ, অপরাহ্ণে প্রাবৃটের লক্ষণ, সন্ধ্যাকালে বর্ষার লক্ষণ, অর্দ্ধরাত্রে শরতের লক্ষণ এবং রাত্রি অবসানে হেমন্তের লক্ষণ, লক্ষিত হয়। এইপ্রকার সংবৎসরের ন্যায় দিবারাত্রি মধ্যেও ছয় ঋতুর লক্ষণ দেখা যায়, এবং সেই সেই কালে বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার সঞ্চয়, প্রকোপ ও উপশমও হইয়া থাকে।

যে যে ঋতুতে যে যে লক্ষণ হইয়া থাকে, তাহার অন্যথা না হইলে, ওষধি সকল এবং জল প্রকৃত ভাবে থাকে। সেই ওষধি এবং জল ভক্ষণ এবং পান করিলে, প্রাণিগণের আয়ু, বল এবং বীর্য্য বৃদ্ধি হয়। সেই সকল ঋতুর অন্যথা হওয়া দৈবের অধীন। শীত, উষ্ণ, বাত ও

* দোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, কফ।

† এই সমুদায়ের স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, ভাদ্র আশ্বিন দুই মাস বর্ষাতে শরীরে পিত্তের সঞ্চয় হইয়া, কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ দুই মাস শরৎ কালে তাহার প্রকোপ হয়। পৌষ মাঘ দুই মাস হেমন্ত কালে শরীরে শ্লেষ্মার সঞ্চয় হইয়া, ফাল্গুন চৈত্র দুই মাস বসন্ত কালে তাহার প্রকোপ হয়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ দুই মাস গ্রীষ্ম কালে শরীরে বায়ুর সঞ্চয় হইয়া, আষাঢ় শ্রাবণ দুই মাস প্রাবৃট্‌ কালে তাহার প্রকোপ হয়।

বর্ষা উপযুক্ত কালে না হইলে ওষধি সকল এবং জল বিগুণ হয়। সেই সকল ওষধি বা জল ভক্ষণ বা পান করিলে নানাপ্রকার রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, অথবা মারিভয় উপস্থিত হয়। কোন সময়ে ঋতুর লক্ষণ অন্যথা না হইলেও এবং ওষধি বা জল বিকৃত না হইলেও, কৃত্যা, পিশাচ ও রাক্ষসাদির ক্রোধ হেতু, অথবা অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হেতু, দেশ ধ্বংস হয়। অথবা, বিষাক্ত ওষধির বা বিষাক্ত পুষ্পের গন্ধ বায়ুপ্রবাহে আনীত হইলে, তদ্দ্বারা যে সকল দেশ আক্রান্ত হয়, সেই সকল দেশে, শরীরের ভিতরে অথবা বাহিরে বিকৃতির কোন কারণ না থাকিলেও, কাশ, শ্বাস, বমি, নাসিকা হইতে জল নিঃসরণ, শিরোরোগ এবং জ্বর, এই সকল রোগে লোক অতিশয় তাপিত হয়। গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিশেষেও এরূপ ঘটিয়া থাকে। অথবা গৃহ, স্ত্রী, আসন, যান, বাহন, মণি বা রত্ন প্রভৃতি কোন গৃহদ্রব্য মন্দ-লক্ষণ-যুক্ত হইলে, অথবা অন্য কোনপ্রকার মন্দ লক্ষণ ঘটিলে, এইরূপ রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। এরূপ মারিভয় অথবা রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে স্থানপরিত্যাগ, শান্তিকর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্ত, জপ, হোম, তপস্যা, নিয়ম, দয়া, দান, দীক্ষা, দেবতা এবং ব্রাহ্মণ পরায়ণ ইত্যাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে মঙ্গল হয়।

অতঃপর যে যে ঋতুতে যে যে লক্ষণ হইয়া থাকে, তাহা কহিতেছি। হেমন্ত কালে, উত্তর দিক্ হইতে শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়। সকল দিক্ ধূলি ও ধূমে ব্যাপ্ত, দিবাকর হিম-কণাতে আচ্ছন্ন, ও জলাশয় সকল হিমে আবৃত। কাক, গণ্ডার, মহিষ, মেষ ও হস্তি প্রভৃতি পশুগণ বলবান্ হইয়া উঠে, এবং রোধ্র, প্রিয়ঙ্গু ও পুন্নাগ বৃক্ষ সমস্ত পুষ্পে শোভিত হইয়া থাকে। শিশির কালে, অতিশয় শীত হয়, বাত বৃষ্টিতে সকল দিক্ আকুলিত হয়, এবং হেমন্ত কালের সকল লক্ষণও এ কালে হইয়া থাকে। বসন্ত কালে, দিক্ সকল নির্ম্মল হয়, পলাশ, পদ্ম, বকুল, আম্র এবং অশোকাদি পুষ্পে পরিপূর্ণ কানন সকলের দ্বারা, এবং

কোকিল ও ভ্রমর প্রভৃতি পক্ষিগণের গানের দ্বারা, চতুর্দ্দিক্ শোভিত ও মনোহর হইয়া উঠে। দক্ষিণ দিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়, এবং সকল জলাশয়ই সুদৃশ্য হয়। গ্রীষ্ম কালে সূর্য্যের কিরণ তীক্ষ্ণ হয়, এবং নৈর্ঋত কোণ হইতে অসুখজনক বায়ু বহিতে থাকে। এতদ্ভিন্ন, ভূমি উত্তপ্তা, নদ নদীতে অল্প জল, দিক্ সকল প্রজ্বলিতপ্রায়, মৃগ সমস্ত পিপাসায় আকুল, তৃণ ও লতা সকল শুষ্ক, এবং বৃক্ষ সমস্ত পত্রশূন্য হইয়া থাকে। প্রাবৃট্ কালে, পশ্চিম-দিক্স্থ বায়ু কর্ত্তৃক মেঘ আকৃষ্ট হইয়া আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করে, এবং বিদ্যুৎ ও তুমুল গর্জ্জন সহকারে জলধারা বর্ষণ করিতে থাকে। এই কালে কোমল শ্যামবর্ণ শস্যে এবং কদম্ব, কেলিকদম্ব, কুটজ, সাল ও কেতকী প্রভৃতি বৃক্ষে পৃথিবী শোভান্বিতা হয়। বর্ষা কালে, সকল নদী জলে পূর্ণ হয়, নদীতীরস্থ বৃক্ষ সকল ভগ্ন হইয়া পড়ে, সরোবর সকল প্রফুল্ল কুমুদ এবং নীল পদ্মে শোভিত হয়, এবং ভূমির উপরিভাগ জলে পরিপূর্ণ হওয়াতে উচ্চ ও নিম্ন ভূমির কিছুই বিশেষ জানা যায় না। পৃথিবী বহু শস্যে শোভিতা হয়েন, মেঘ সমস্ত অল্প গর্জ্জন করিয়া বর্ষণ করিতে থাকে, এবং সূর্য্যদেব আচ্ছন্নপ্রায় হইয়া থাকেন। শরৎ কালে, সূর্য্যের কিরণ খরতর হয়, শ্বেতবর্ণ মেঘ থাকাতে আকাশমণ্ডল নির্ম্মলপ্রায় হয়, সরোবরে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় এবং হংসগণ তাহাতে ক্রীড়া করে। এতদ্ভিন্ন, ভূমিও শুষ্ক হয় এবং তাহার সর্ব্বস্থানেই ছাতিম, বাঁধুলি, কেশে, আসন প্রভৃতি বৃক্ষও জন্মে। এইপ্রকার প্রত্যেক ঋতুতে যে সকল লক্ষণ হইয়া থাকে, কোন ঋতুতে সেই সকল লক্ষণ অধিকতর হইলে অথবা বিপরীত হইলে বা কোনরূপে তাহার অন্যথা হইলে, প্রাণিগণের দেহে বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা কুপিত হয়। অতএব শরীরে বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা বিকৃত হইবার পূর্ব্বেই তাহার উপশম করিতে হইলে, বসন্ত কালে শ্লেষ্মার শান্তি করিবে, শরৎ কালে পিত্তের শান্তি করিবে এবং বর্ষা কালে বায়ুর শান্তি করিবে।

সপ্তম অধ্যায়।

যন্ত্র-বিবরণ।

যন্ত্র এক শত এক প্রকার। তাহাদিগের মধ্যে হস্তই প্রধান। কারণ হস্ত ভিন্ন কোন যন্ত্রই ব্যবহার করা যায় না। সমস্ত শল্যই মনের এবং শরীরের পীড়াকর। যন্ত্র সমস্ত সেই সকল শল্যকে শরীর হইতে বাহির করিবার উপায়। যন্ত্র ছয়প্রকার, যথা—স্বস্তিক-যন্ত্র, সন্দংশ-যন্ত্র, তাল-যন্ত্র, নাড়ী-যন্ত্র, শলাকা-যন্ত্র এবং উপযন্ত্র। তাহার মধ্যে স্বস্তিক-যন্ত্র চতুর্বিংশতিপ্রকার, সন্দংশ-যন্ত্র দুইপ্রকার, তাল-যন্ত্র দুইপ্রকার, নাড়ী-যন্ত্র বিংশতিপ্রকার, শলাকা-যন্ত্র অষ্টাবিংশতিপ্রকার, এবং উপযন্ত্র পঞ্চবিংশতিপ্রকার। সেই সকল যন্ত্র প্রায়ই লৌহে বা লৌহসদৃশ অন্য কোন পদার্থে নির্ম্মিত হইয়া থাকে, এবং হিংস্র জন্তুর, হরিণের অথবা পক্ষীর মুখের ন্যায় তাহাদিগের মুখ হইয়া থাকে। সেই সকল যন্ত্র নির্ম্মাণ করাইতে হইলে, তাহাদিগের আকার যেরূপ দেখা যায়, সেইরূপ নির্ম্মাণ করান কর্ত্তব্য। শাস্ত্র, গুরূপদেশ বা যুক্তি অনুসারেও নির্ম্মাণ করান যাইতে পারে। তাহাদিগের আকার পরিমিত হইবে, মুখ তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম হইবে, এবং গঠন দৃঢ় ও মনোহর হইবে; এবং এরূপ সুগ্রাহী হইবে, যেন তাহার দ্বারা কোন পদার্থকে দৃঢ়রূপে ধরিতে পারা যায়।

স্বস্তিক-যন্ত্র অষ্টাদশ অঙ্গুলি পরিমিত দীর্ঘ; সিংহ, ব্যাঘ্র, কুক্কুর, তরক্ষু, ভল্লূক, বৃহৎ ব্যাঘ্র, মার্জ্জার, শৃগাল, হরিণ, এর্ব্বারুক, কাক, কঙ্ক, কুরর, নীলকণ্ঠ, শিকারী পক্ষী, পেচক, চিল, বাজপক্ষী, গৃধিনী, ক্রৌঞ্চ, ভৃঙ্গরাজ, গৃধ্র পক্ষী, অবভঞ্জন ও নন্দিমুখ, এই সকল পশু-পক্ষীদিগের মুখের ন্যায় মুখ; ও যে খিলের দ্বারা ইহার মধ্যস্থল বদ্ধ থাকে, তাহার আকার মসূর কলাইয়ের ন্যায়, এবং গোড়াটী গোল অথবা আঁকুড়শির ন্যায়। অস্থির ভিতরে যে শল্য প্রবিষ্ট হয়, তাহাই

বাহির করিবার জন্য এই যন্ত্র ব্যবহার হয়। (এই যন্ত্রের আকার সাঁড়াশির মত।) সন্দংশ-যন্ত্র (শোন্না বা চিম্‌টা) দুইপ্রকার। ত্বক্, মাংস, সিরা ও স্নায়ুর মধ্যে যে শল্য থাকে, তাহাকে অনুসন্ধান ও বাহির করিবার নিমিত্ত এই দুইপ্রকার সন্দংশ-যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার পরিমাণ ষোড়শ অঙ্গুলি। তাল-যন্ত্র দ্বাদশ অঙ্গুলি-পরিমাণ দীর্ঘ। তাহার এক মুখ অথবা দুই মুখই মৎস্যের তালুর ন্যায়। কর্ণ, নাসিকা এবং নাড়ীর মধ্যে যে শল্য থাকে, তাহা বাহির করিবার কারণ এই যন্ত্র ব্যবহার হয়। নাড়ী-যন্ত্র অনেক প্রকার এবং অনেক বিষয়ে প্রয়োজন হয়। তাহার এক দিকে মুখ হইয়া থাকে। সিরা বা ধমনী প্রভৃতির মধ্যে, বা শরীরের অন্য কোন দ্বার মধ্যে, কোনপ্রকার শল্য থাকিলে তাহা বাহির করিবার নিমিত্ত, রোগ-পরীক্ষার নিমিত্ত, কোন পদার্থ চুষিয়া বাহির করিবার নিমিত্ত, এবং নানাবিধ কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত, এই যন্ত্র ব্যবহার হইয়া থাকে। সিরা, ধমনী, মলদ্বার এবং প্রস্রাবদ্বার ইত্যাদি শরীরে যে সকল স্রোত অর্থাৎ নাড়ী অথবা দ্বার আছে, তাহাদিগের মুখের পরিমাণানুসারে, অথবা স্থানবিশেষে প্রয়োজনানুসারে, এই যন্ত্রের দীর্ঘতা এবং বিস্তৃতি হইয়া থাকে। (এই যন্ত্র নলের ন্যায়।)

ভগন্দর, অর্শঃ, আব, ব্রণবস্তি, উত্তরবস্তি, মূত্রবৃদ্ধি এবং দকোদর প্রভৃতি রোগে যে সকল যন্ত্র প্রয়োজন হয়, সেই সকল যন্ত্র এবং অলাবু ও শৃঙ্গ-যন্ত্র পশ্চাৎ কহিব।

শলাকা-যন্ত্রও নানাপ্রকার। তাহাদিগের প্রয়োজনও অনেক বিষয়ে হয়। যে স্থানে যেমন প্রয়োজন, তদনুসারে তাহারা দীর্ঘ ও আয়ত হইয়া থাকে। তাহাদিগের মধ্যে দুইপ্রকার শলাকার মুখ কেঁচোর মত; দুইপ্রকারের মুখ শরের পাখার মত, দুইপ্রকারের মুখ সর্প-ফণার মত এবং দুইপ্রকারের মুখ বড়িশের মত। শরীরের মধ্যে অনুসন্ধান করা, ঔষধ আদি বিন্যাস করা, মাংসের বা অস্থি প্রভৃতির অভ্যন্তরস্থ

কোন পদার্থ চালন করা, এবং শরীর হইতে কোন পদার্থ বাহির করা এই সকল কার্য্যের মধ্যে এক একটী কার্য্যে পূর্ব্বোক্ত দুই দুই প্রকার শল্যকা ব্যবহার হইয়া থাকে। ছয়প্রকার শলাকা, মুখে তূলা-জড়ান, ব্রণের স্থান পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত ব্যবহার হয়। তিনপ্রকার শলাকা, হাতার মত আকার এবং খলের ন্যায় মুখ, ব্রণের স্থানে ক্ষার এবং ঔষধ দিবার নিমিত্ত ব্যবহার হইয়া থাকে। (এই যন্ত্রের মুখ ক্ষুদ্র চামচের ন্যায়।) তিনপ্রকার শলাকার জামফলের ন্যায় মুখ, এবং তিনপ্রকার শলাকার আঁকুশির মত মুখ, এই ছয়প্রকার শলাকা ব্রণাদি দগ্ধ করিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হয় *। একপ্রকার শলাকার মুখ কুলের আঁটির অর্দ্ধখণ্ডের মত, সেই মুখের অগ্রভাগ খলের মত, এবং তাহার দুই পার্শ্বে ধার থাকে। নাসিকার ছিদ্রের মধ্যে আব হইলে, তাহা কাটিয়া বাহির করিবার কারণ এই শলাকা ব্যবহার হয়। একপ্রকার শলাকা মাষকলাইয়ের মত স্থূল, এবং তাহার দুই দিকে পুষ্পের মুকুলের ন্যায় মুখ থাকে, তাহা কেবল চক্ষে অঞ্জন দিবার নিমিত্ত ব্যবহার হয়। একপ্রকার শলাকা, মালতী পুষ্পের বৃন্তের অগ্রভাগ যে পরিমাণে গোল, সেই পরিমাণে গোল হইয়া থাকে। ইহা প্রস্রাবের দ্বার পরিষ্কার করণার্থ ব্যবহার হয়।

উপযন্ত্র। রজ্জু, বেণিকা (বিনান চুল), পাট, চর্ম্ম, বৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ ছাল, লতা, বস্ত্র, অষ্ঠিলা (নুড়ী), প্রস্তর, মুদ্গর, হস্ত, পাদতল, অঙ্গুলি, জিহ্বা, দন্ত, নখ, মুখ, চুল, অশ্বের লৌহ-বলয় (খুর), বৃক্ষের শাখা, ষ্ঠীবন (থুতু), প্রবাহন, হর্ষজনক দ্রব্য, এবং ক্ষার, অগ্নি ও ঔষধ, ইহারা উপযন্ত্র। এই সকল উপযন্ত্রের মধ্যে, দেহে এবং দেহের সকল অবয়বে, সন্ধিস্থানে, কোষ্ঠে, এবং ধমনী-মধ্যে, যে স্থানে যেটী প্রয়োজন, সে স্থানে সেইটীই ব্যবহার করিবে।

যন্ত্রকার্য্য চতুর্ব্বিংশতিপ্রকার; যথা,—ছেদন, ব্রণ-মধ্যে ঔষধাদি

* যে শলাকার জামফলের মত মুখ, তাহাকে জাম্ববৌষ্ঠ কহে।

পূরণ, বন্ধন; একত্রীকরণ, সংস্থাপন, চালন, বিবর্ত্তন (ওল্টান), বহিস্কৃত করণ, পীড়ন (টেপা), পূয বা রক্তাদি নিঃসরণের পথ পরিষ্কার করণ, আকর্ষণ, আহরণ (টানিয়া বাহির করণ); আক্রমণ, উন্নত করণ, ভঞ্জন, উন্মথন (উপরে চোঁচা), চূষণ, অনুসন্ধান করণ, বিদীর্ণ করণ, সরল করণ, প্রক্ষালন, দগ্ধ করণ এবং মার্জ্জন।

এস্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

শরীরস্থ শল্য অসংখ্যপ্রকার হইয়া থাকে। অতএব বুদ্ধিমান্ বৈদ্য স্থান-ভেদে যুক্তি অনুসারে যন্ত্রকার্য্য প্রয়োগ করিবেন।

যন্ত্রের দ্বাদশপ্রকার দোষ ঘটিয়া থাকে। যথা, অতিস্থূল, সার-রহিত, অতিদীর্ঘ, অতিহ্রস্ব, গ্রহণের অযোগ্য, বিপরীতভাবে গ্রহণীয়, বক্র, শিথিল, অতিশয় উন্নত, মৃদু-কীলক, (১) মৃদু-মুখ (২) এবং মৃদু-পার্শ্ব। যে যন্ত্র এই সকল দোষ-রহিত, এবং পরিমাণে অষ্টাদশ অঙ্গুলি, তাহাই প্রশস্ত। সেই যন্ত্রই শস্ত্র-ক্রিয়াতে ব্যবহার করিবে।

এস্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

শরীরস্থ শল্য দৃশ্যভাবে থাকিলে, সিংহমুখাদি যন্ত্রের দ্বারা, এবং অদৃশ্যভাবে থাকিলে কঙ্কমুখাদি যন্ত্রের দ্বারা, অল্পে অল্পে শাস্ত্র এবং যুক্তি অনুসারে বহিষ্কৃত করিবে। সকল যন্ত্রের অপেক্ষা কঙ্কমুখ যন্ত্রই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু শরীরের সর্ব্ব স্থানে ইহাকে নির্ব্বিঘ্নে প্রবেশ করান যায়, ব্রণমধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া ঘুরান যায়, এবং ইহার দ্বারা শরীরস্থ শল্যকে দৃঢ়রূপে ধারণ করিতে পারা যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

শস্ত্র-ব্যবহারের প্রণালী।

শস্ত্র বিংশতিপ্রকার, যথা—মণ্ডলাগ্র, করপত্র, বৃদ্ধিপত্র, নখশস্ত্র, মুদ্রিকা, উৎপল-পত্র, অর্দ্ধধার, সূচী, কুশপত্র, আটীমুখ, শরারীমুখ,

(১) মৃদু-কীলক অর্থাৎ যাহার খিল আল্‌গা।

(২) মৃদু-মুখ বা মৃদু-পার্শ্ব অর্থাৎ মুখ বা ধার ভোঁতা বা মোটা।

অন্তর্মুখ, ত্রিকূর্চ্চক, কুঠারিকা, ব্রীহিমুখ, আরা, বেতসপত্র, বড়িশ, দন্তশঙ্কু এবং এষণী। এই সকল শস্ত্রের মধ্যে মণ্ডলাগ্র এবং করপত্র, ছেদন ও লেখন (১) কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। বৃদ্ধিপত্র, নখশস্ত্র, মুদ্রিকা, উৎপল-পত্র, এবং অর্দ্ধধার, এই কয়েকপ্রকার শস্ত্র, ছেদ অথবা ভেদ করিতে হইলে ব্যবহার করিবে। সূচী, কুশপত্র, আটীমুখ, শরারীমুখ, অন্তর্মুখ এবং ত্রিকূর্চ্চক, স্রাব (২) করাইতে হইলে এই কয়েকপ্রকার শস্ত্র ব্যবহার করিবে। কুঠারিকা, ব্রীহিমুখ, আরা, বেতসপত্র এবং সূচী, বিদ্ধ করিতে হইলে এই কয়প্রকার শস্ত্র ব্যবহার করিবে। শরীর হইতে কোন পদার্থ আহরণ করিতে হইলে, বড়িশ এবং দন্তশঙ্কু এই দুই শস্ত্র ব্যবহার করিবে। শরীরের মধ্যে অন্বেষণ করিতে হইলে, অথবা শরীরের মধ্যে কোন পদার্থ উচ্চস্থান হইতে নীচে নামাইতে হইলে, এষণী ব্যবহার করিবে। সেলাই করিতে হইলে সূচী ব্যবহার করিবে। এই আটপ্রকার কার্য্যে শস্ত্র সকল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনন্তর শরীরে প্রয়োগ করিতে হইলে, কোন্ শস্ত্রকে কিরূপে ধরিতে হয়, তাহা সংক্ষেপে করিতেছি। বৃদ্ধিপত্র নামক শস্ত্রকে বৃন্ত (বোঁটা) এবং ফলকের মধ্যস্থলে ধরিবে। ভেদ করিতে হইলে সকল শস্ত্রই এইরূপে ধারণ করিতে হয়। বৃদ্ধিপত্র এবং মণ্ডলাগ্র, এই দুই শস্ত্রকে হস্ত কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিয়া অর্থাৎ কনুইটা কিছু ঊর্দ্ধদিকে তুলিয়া ধরিতে হয়। লেখন-ক্রিয়া করিতে হইলে অনেক শস্ত্রই এইরূপে ধারণ করিতে হয়। স্রাব করাইতে হইলে বৃন্তের অগ্রভাগে ধরিতে হয়। কিন্তু বালক, বৃদ্ধ, কোমলাঙ্গ, ভীরু, নারী, রাজা ও রাজপুত্র-দিগের শরীরে স্রাব করাইতে হইলে, ত্রিকূর্চ্চক নামক শস্ত্র ব্যবহার করিবে। করতলের মধ্যে শস্ত্রের বৃন্তভাগ আচ্ছাদিত রাখিয়া, অঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জ্জনীর দ্বারা ব্রীহিমুখ শস্ত্রকে ধারণ করিবে। কুঠারিকাকে

(১) লেখন-কার্য্য অর্থাৎ আঁচড়ান বা ছাল তোলা।
(২) স্রাব অর্থাৎ ব্রণ হইতে রক্ত পূয়াদি নিঃসারিত করা।

বামহস্তে ধরিবে, এবং দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মধ্যম অঙ্গুলি চাপিয়া রাখিয়া সেই মধ্যমাঙ্গুলির দ্বারা কুঠারিকার উপরি আঘাত করিবে। আরা, করপত্র এবং এষণী, এই তিন শস্ত্রকে মূলে (গোড়াতে) ধরিতে হয়। অপরাপর শস্ত্র সকলকে কার্য্যের সুবিধা বিবেচনা করিয়া ধরিবে। শস্ত্র সকলের যেরূপ নাম, সেই অনুসারে তাহাদিগের আকার হইয়া থাকে। তাহাদিগের মধ্যে নখশস্ত্র এবং এষণীর পরিমাণ অষ্টাঙ্গুলি। সূচীর পরিমাণ পশ্চাৎ কহিব। বড়িশ এবং দন্তশঙ্কু, এই দুই শস্ত্রের অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ নত, তীক্ষ্ণ-কণ্টক-বিশিষ্ট, এবং যবের নূতন পত্রের ন্যায় মুখ। এষণী শস্ত্রের আকার এবং মুখ কেঁচোর মত। মুদ্রিকা-শস্ত্রের পরিমাণ কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রপর্ব্বের মত। শরারী-মুখী শস্ত্রের পরিমাণ দশ অঙ্গুলি। ইহাকে কর্ত্তরী (কাটারি) কহে। অবশিষ্ট সকল শস্ত্রের পরিমাণ ছয় অঙ্গুলি। দৃঢ়রূপে ধরিবার উপায় থাকা, উত্তম লোহে নির্ম্মিত হওয়া, উত্তম ধার এবং উত্তম গঠন হওয়া, মুখের অগ্রভাগ সুসমাহিত হওয়া, এবং দেখিতে ভয়ঙ্কর না হওয়া, এইগুলি শস্ত্রের গুণ। বক্র, ধার-রহিত, ভগ্ন, খরধার, অতিস্থূল, অতিসূক্ষ্ম, অতিদীর্ঘ ও অতিহ্রস্ব, শস্ত্রের এই অষ্টপ্রকার দোষ। যে শস্ত্রে এই সকল দোষ নাই, তাহাই ব্যবহার করিবে। করপত্রই কেবল খরধার-বিশিষ্ট ব্যবহার করিবে। যে হেতু তাহাতে অস্থি ছেদন করিতে হয়।

শস্ত্র সকলের ধার অর্থাৎ তীক্ষ্ণতা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। ভেদনকারী শস্ত্রের মসূর কলায়ের পরিমাণ, এবং লেখনকারী শস্ত্রের অর্দ্ধ মসূর পরিমাণ ধার হইয়া থাকে। বেধনকারী ও বিস্রাবকারী শস্ত্রের কৈশিকী অর্থাৎ কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম, এবং ছেদনকারী শস্ত্রের কেশের অর্দ্ধভাগ পরিমাণে সূক্ষ্ম ধার হইয়া থাকে। তাহাদিগের পায়না অর্থাৎ পা'ন তিনপ্রকার; যথা ক্ষার, জল, এবং তৈল *।

* পায়না (পা'ন) দিতে হইলে শস্ত্রকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া প্রয়োজনানুসারে

শর, শল্য অথবা অস্থি ছেদন করিতে হইলে, শস্ত্রে ক্ষার পায়না বিধি। মাংসের ছেদন, ভেদন বা পাটন করিতে হইলে, শস্ত্রে বিশুদ্ধ জল পায়না বিধি। এবং সিরা বিদ্ধ অথবা স্নায়ু ছেদন করিতে হইলে শস্ত্রে তৈল পায়না বিধি। শস্ত্র সকল শাণিত করিবার নিমিত্ত মাষ-কলায়ের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট শিলা ব্যবহার করিবে। এবং শস্ত্রের ধার সমভাবে থাকে, এজন্য শাল্মলী কাষ্ঠের ফলক মধ্যে তাহাদিগকে রাখিবে।

এস্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

যে শস্ত্র এরূপ শাণিত, যে তদ্দ্বারা রোম ছেদন করা যায়, সুন্দর-গঠন এবং এরূপ্ পরিমাণ-বিশিষ্ট, যে দৃঢ়রূপে ধরা যায়, সেই শস্ত্রই শস্ত্র-ক্রিয়াতে ব্যবহার করিবে।

বাঁশ, স্ফটিক, কাচ, কাচ-লবণ, জোঁক, অগ্নি, ক্ষার, নখ, গোজী (লতা বিশেষ), শেফালিকা-পত্র, বৃক্ষাদির অঙ্কুর, বাল (চুল) এবং অঙ্গুলি, এইগুলি শস্ত্রের অনুকল্প। শিশু এবং যাহারা শস্ত্র দেখিলে ভয় পায়, তাহাদিগের শরীরে ছেদ বা ভেদ ক্রিয়া করিতে হইলে, বুদ্ধিমান্ বৈদ্য শস্ত্রের পরিবর্ত্তে বংশ, স্ফটিক, কাচ বা কাচলবণ ব্যবহার করিবে। ছেদ, ভেদ এবং আহার্য্য ক্রিয়া নখ-সাধ্য হইলে নখই ব্যবহার করিবে। ক্ষার, অগ্নি এবং জলৌকার প্রণালী পশ্চাৎ কহিব। মুখে এবং চক্ষের পাতায় যে সকল রোগ জন্মে, তাহাতে স্রাব করাইতে হইলে, গোজী এবং শেফালিকা-পত্র ব্যবহার করিবে। এষ্য-ক্রিয়া (শরীর মধ্যে অনুসন্ধান) করিতে হইলে, এষণী অলাভে কেশ, অঙ্গুলি ও অঙ্কুর ব্যবহার করিবে। এই সকল শস্ত্র বিশুদ্ধ লৌহে বিজ্ঞ কর্ম্মকারের দ্বারা নির্ম্মাণ করাইবে। যে বৈদ্য শস্ত্রের প্রয়োগ জানেন, তাঁহার নিত্য সিদ্ধি লাভ হয়। অতএব বৈদ্যের প্রথমে শস্ত্রে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।

ক্ষারজলে, বিশুদ্ধ জলে অথবা তৈলে মগ্ন করিতে হয়। ইহাকেই পা'ন দেওয়া বলে।

নবম অধ্যায়।

চিকিৎসা করিবার বিধি ও রোগ-জ্ঞানের উপায়।

শিষ্য সর্ব্বশাস্ত্রের অর্থ জ্ঞাত হইলেও, গুরু তাঁহাকে ছেদনীয়াদি এবং স্নেহাদি ক্রিয়ার প্রণালী উপদেশ করিবেন। বারংবার উত্তমরূপে শ্রবণ করিলেও, শিক্ষা না করিলে কদাপি কর্ম্ম করিবার যোগ্যতা জন্মে না। অতএব শরীরে যে যে প্রকারে ছেদন করিতে হয়, পুষ্প, ফল, অলাবু, তরমুজ, শশা, কাঁকুড়, কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি দ্রব্যে, সেই সেই প্রকার ছেদন করিবার প্রণালী দেখাইবেন, এবং উৎকর্ত্তন (চর্ম্ম তুলিয়া লওয়া) ও পরিকর্ত্তন (খণ্ড খণ্ড করা) প্রভৃতি ক্রিয়ারও উপদেশ দিবেন। চর্ম্মের থলিতে ও পশ্বাদির মূত্র-স্থলীতে জল এবং পঙ্ক পরিপূর্ণ করিবেন। তদনন্তর শরীরে যেরূপ ভেদ-ক্রিয়া * করিতে হয়, সেই রূপ ভেদ-ক্রিয়া তাহাতে করিয়া দেখাইবেন। শরীরে যে রূপ লেখন (আঁচড়ান বা ছাল-তোলা) করিতে হয়, তাহার শিক্ষা দিতে হইলে, রোমবিশিষ্ট বিস্তৃত চর্ম্মখণ্ডে সেইরূপ লেখন করিয়া দেখাইবেন। যেরূপে বেধন করিতে হয়, তাহার শিক্ষা দিতে হইলে, মৃত পশুর সিরাতে এবং পদ্মের নালে সেইরূপ বেধন করিয়া দেখাইবেন। এষণ (শরীর মধ্যে অনুসন্ধান) করিবার প্রণালী শিক্ষা দিতে হইলে, শুষ্ক অলাবুর মুখে, ঘুণ কর্ত্তৃক জীর্ণ কাষ্ঠে, এবং বংশ নালে এষণ করিয়া দেখাইবেন। আহরণ (শরীরের ভিতর হইতে কোন পদার্থকে টানিয়া বাহির করণ) করিবার প্রণালী শিক্ষা দিতে হইলে, পনস ও বিম্বী ফলে, বিল্ব ফলের শস্যে, এবং মৃত পশুর দন্তে, সেইরূপ আহরণ করিয়া দেখাইবেন। ব্রণ হইতে যেরূপে স্রাব করাইতে হয়, শাল্মলী-কাষ্ঠের খণ্ডে মোম লিপ্ত করিয়া, তাহাতে সেইরূপ স্রাব করাইবার প্রণালী দেখাইবেন। এবং শরীরে যেরূপে সীবন (সেলাই) করিতে হয়, তাহার শিক্ষা দিতে

---

* জলাধার, মূত্রাধার বা ব্রণ মধ্যে পূযের আধার-স্থান শস্ত্রের দ্বারা ভেদ করা।

হইলে, সূক্ষ্ম ঘন বস্ত্রের এবং দুই খণ্ড কোমল চর্ম্মের প্রান্তভাগে সেইরূপ সীবন করিয়া দেখাইবেন। শরীরের যে স্থানে যে রূপে বন্ধন করিতে হয়, তাহার শিক্ষা দিতে হইলে, মৃত্তিকা নির্ম্মিত পুরুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বন্ধন করিয়া দেখাইবেন। কর্ণের সন্ধি-স্থানে যেপ্রকার বন্ধন করিতে হয়, কোমল মাংসপেশীতে ও পদ্মের নালে সেইপ্রকার বন্ধন করিয়া দেখাইবেন। শরীরে যেরূপে ক্ষারকার্য্য বা অগ্নিকার্য্য করিতে হয়, তাহার শিক্ষা দিতে হইলে, কোমল মাংসখণ্ডে সেইরূপ ক্ষার বা অগ্নি কার্য্য করিয়া দেখাইবেন। নলের দ্বারা যেরূপে বস্তি-ক্রিয়া (মল অথবা মূত্র নিঃসারিত-করণ) করিতে হয়, অথবা ব্রণের অভ্যন্তরস্থ পূযস্থান হইতে যেরূপে পূযাদি নিঃসারিত করিতে হয়, জলপূর্ণ ঘটের পার্শ্ব-স্রোতে, অলাবুর মুখে, অথবা সেইরূপ অন্য কোন দ্রব্যে, সেইপ্রকার কার্য্য করিয়া দেখাইবেন।

এইপ্রকার দ্রব্য সকলে যথাবিধিক্রমে শস্ত্র-ক্রিয়া অভ্যাস করিলে মেধাবী বৈদ্য চিকিৎসা-কালে অবসন্ন হইয়া পড়েন না। অতএব শস্ত্র, ক্ষার এবং অগ্নি ক্রিয়াতে পারদর্শী হইতে ইচ্ছা করিলে, শিক্ষা-কালে যে উদ্দেশে যে ক্রিয়া যে প্রণালীক্রমে অভ্যাস করিবেন, অন্যত্র চিকিৎসা কালেও সেই উদ্দেশে সেই ক্রিয়া সেই প্রণালীতেই নির্ব্বাহ করিবেন।

দশম অধ্যায়।

চিকিৎসকের কর্ত্তব্য এবং রোগ-জ্ঞানের উপায়।

শাস্ত্র এবং শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইলে, কর্ম্ম* দেখিলে ও শিক্ষা করিলে, এবং শাস্ত্রের অর্থ কহিতে সমর্থ হইলে, রাজা কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া, অল্প নখ এবং রোম ধারণপূর্ব্বক, পবিত্র দেহে শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিয়া, ছত্র, দণ্ড ও পাদুকা ধারণ করিয়া, ধীর-বেশে, বিশুদ্ধ-মনে, অকপট-হৃদয়ে সকলকে কল্যাণ-বাক্যে সম্ভাষণ করিতে করিতে, সকল

---

* কর্ম্ম শব্দে এস্থলে শস্ত্র-ক্রিয়া এবং স্নেহাদি-ক্রিয়া বুঝায়।

প্রাণীর মিত্রস্বরূপ হইয়া, বৈদ্য, চিকিৎসা করিবার নিমিত্ত রাজপথে গমন করিবেন।

দূত এবং পক্ষীর লক্ষণের দ্বারা মঙ্গলামঙ্গল অবগত হইয়া, রোগীর গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক দর্শন, স্পর্শ এবং প্রশ্ন করিবেন। কোন কোন পণ্ডিত কহেন যে, এই তিন উপায়ের দ্বারাই প্রায় সকল রোগ নির্ণয় করা যায়। কিন্তু তাহাতে সম্যক্ জ্ঞান হয় না। রোগ-জ্ঞানের উপায় ছয়প্রকার, শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, আস্বাদন, ঘ্রাণ এবং প্রশ্ন। ব্রণ হইতে যে রক্ত পূযাদির স্রাব হয়, সেই স্রাবের ভেদ শ্রবণের দ্বারা জানা যায়। কারণ যখন ফেণার সহিত রক্তনিঃসরণ হইতে থাকে, তখন বায়ুও তাহার সহিত শব্দসহকারে নির্গত হয়। ব্রণ হইতে যে সকল পূয রক্ত প্রভৃতি পদার্থ নিঃসৃত হয়, তাহাদিগের দোষ গুণ বর্ণনার স্থলে এইটী বিশেষ করিয়া বলিব। জ্বর এবং শোফ (ফুলা) রোগে, শীতলতা, উষ্ণতা, মসৃণতা, কর্কশতা (সমান না হওয়া), কোমলতা এবং কঠিনতা, শরীরের বা স্ফীত স্থানে এই সকল গুণ স্পর্শের দ্বারা জানা যায়। শরীরের ক্ষীণতা, স্থূলতা, পরমায়ুর লক্ষণ, বল, বর্ণ এবং বিকৃতি, দর্শনের দ্বারা জানা যায়। প্রমেহ আদি রোগে, ক্ষরিত মেহ আদির স্বাদ আস্বাদনের দ্বারা জানা যায়। ব্রণ অথবা অন্য রোগে, শরীরের গন্ধ-বিশেষের দ্বারা মৃত্যুলক্ষণ জানা যায়। এমত স্থলে ঘ্রাণের দ্বারা রোগ নির্ণয় হইয়া থাকে। দেশ, কাল, জাতি, প্রকৃতি, ভয়ের উৎপত্তি, বেদনা বৃদ্ধি, বল, অগ্নির দীপ্তি, বায়ু, মূত্র ও পুরীষের সরলতা, স্ত্রীলোক-দিগের রজোনিঃসরণ হওয়া, এবং কালবিশেষে পীড়ার হ্রাস বৃদ্ধি হওয়া, রোগীর সম্বন্ধে এই বিষয়গুলি প্রশ্নের দ্বারা জানা যায়। যিনি সর্ব্বদা নিকটে থাকেন এবং সকল অবস্থা জানেন, রোগীর এমত আত্মীয় লোকের দ্বারা এ বিষয়গুলি জানিবেন।

এস্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

বিকার * না হইয়াও বাহিরে বিকারের ন্যায় দেখাইলে, বৈদ্যের নিকটে রোগীর প্রকৃত অবস্থা বর্ণন করিবার কিছুমাত্র অন্যথা হইলে, অথবা রোগনির্ণয়ে কোন অন্যথা হইলে, চিকিৎসা-কালে বৈদ্য মুগ্ধ হইয়া পড়েন।

রোগটী সম্যক্‌রূপে পরীক্ষা করিয়া, সাধ্য হইলে আরোগ্য হওয়া পর্য্যন্ত চিকিৎসা করিবে, যাপ্য হইলে অর্থাৎ একেবারে আরোগ্য হইবার না হইলে স্থগিত করিবে, এবং অসাধ্য হইলে পরিত্যাগ করিবে। রোগ সংবৎসর ভোগ করিলে রোগীকে প্রায়ই চিকিৎসা করিবে না। কারণ, রোগ সাধ্য হইলেও দীর্ঘকাল ভোগ করিলে প্রায়ই অসাধ্য হইয়া উঠে। বেদাধ্যায়ী, রাজা, স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ, ভয়শীল, রাজ-ভৃত্য, ধূর্ত্ত, দুর্ব্বল, বৈদ্য-নিন্দক, রোগ-গোপনকারী, দরিদ্র, কৃপণ, ক্রোধী, অহিতাচারী এবং অনাথ, ইহাদিগের চিকিৎসা করিতে হইলে, রোগটী সাধ্য, যাপ্য কি অসাধ্য, এইটী নির্ণয় করিয়া চিকিৎসা করিলে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং যশঃ লাভ হয়।

বৈদ্য স্ত্রীলোকের সহিত কদাচ আলাপ বা পরিহাস করিবেন না। এবং স্ত্রীলোকের হস্ত হইতে আহারীয় দ্রব্য ব্যতিরেকে অন্য কোন দ্রব্যই গ্রহণ করিবেন না।

একাদশ অধ্যায়।

ক্ষার-পাক ও প্রয়োগ।

ছেদন, ভেদন এবং লেখন কার্য্য সম্পাদন করে বলিয়া, বায়ু, পিত্ত, কফ এই ত্রিদোষ নষ্ট করে বলিয়া, এবং বিশেষতঃ ক্রিয়ার অবচারণ (সমানভাবে সঞ্চারিত হওয়া) হয় বলিয়া, শস্ত্র এবং শস্ত্রের সদৃশ

* যে কোন রোগ হউক, যদি রোগের সরল গতি না হইয়া অন্যান্যপ্রকার দোষ ঘটে, তবে সেইটাই সেই রোগের বিকার অবস্থা অথবা বিকৃতি-ভাব বলিতে হইবে।

সকল দ্রব্য অপেক্ষা ক্ষার সমধিক কার্য্যকারী *। ইহার দ্বারা রক্ত পূযাদি ক্ষরিত হয়, অথবা ব্রণ এই কালে বিনষ্ট হয়, একারণ ইহাকে ক্ষার বলে। নানা প্রকার ঔষধের সংযোগ থাকায়, ইহা বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা, এই ত্রিদোষেরই শান্তি করে। শ্বেতবর্ণ প্রযুক্ত ইহাকে সৌম্য † বলা যায়। সৌম্য হইলেও দহন, পচন এবং বিদারণ করিবার শক্তি ইহাতে থাকা অসম্ভব নহে। উষ্ণ-বীর্য্যের ঔষধি সকল অধিক পরিমাণে সংযোগ থাকায়, ইহা কটু, উষ্ণ এবং তীক্ষ্ণ গুণবিশিষ্ট। পাচন, বিলয়ন (লোপ করা), শোধন, রোপণ, শোষণ, স্তম্ভন এবং লেখন, এই সকল ক্রিয়া ক্ষারের দ্বারা সম্পন্ন হয়। ইহা সেবন করিলে কৃমি, আম, কুষ্ঠ, কফ, বিষ এবং মেদ ক্ষয় হয়। অধিক পরিমাণে সেবন করিলে পুরুষত্বের হানি করে। ক্ষার দুইপ্রকার,—প্রতিসারণীয় (লেপনযোগ্য), এবং পানীয় (পানযোগ্য)। কুষ্ঠ, কিটিভ (মাথার উকুন), দদ্রু, কিলাস (ছুলি), মণ্ডল (মণ্ডলাকার কুষ্ঠ), ভগন্দর, আব, দুষ্ট-ব্রণ, নাড়ী-ব্রণ, চর্ম্মকীল (আঁচিল বিশেষ), তিলকালক (তিল), ন্যচ্ছ (জরুল), ব্যঙ্গ (মুখে বিবর্ণ দাগ বিশেষ), মশক (আঁচিল), বাহ্যব্রণ, কৃমি, বিষ ও অর্শ, এই সকল রোগে প্রতিসারণীয় ক্ষার বিধেয়। এবং উপজিহ্বা (আলজিবের রোগ), অধিজিহ্বা (জিহ্বার রোগ বিশেষ), উপকুশ ও দন্ত-বৈদর্ভ (এই দুইটী দন্ত-রোগ বিশেষ), এবং তিনপ্রকার রোহিণী রোগ (গল-রোগ

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বিধি অনুসারে ক্ষারের দ্বারা দগ্ধ করিলে, ব্রণের অন্তরস্থ সকল স্থানের এবং সকল দোষের সমানভাবে এবং সম্যক্‌রূপে প্রতিকার করা হয়।

† আমাদিগের প্রাচীন পণ্ডিতগণ, এই ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত পদার্থ এবং ক্রিয়াকে দুইপ্রকারে বিভক্ত করেন। প্রথম, সূর্য্যাংশসম্ভূত আগ্নেয়, দ্বিতীয়, চন্দ্রাংশসম্ভূত সৌম্য। ইহাতে সৌম্য শব্দে শীতলও বুঝাইতে পারে।

বিশেষ), এই সপ্তপ্রকার মুখরোগেও ঐ ক্ষার বিধেয় *। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এই সকল রোগে ক্ষার শস্ত্রতুল্য কার্য্যকারী। গরল, গুল্ম, উদর-রোগ, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অরুচি, আনাহ, শর্করা অশ্মরী, অন্তর্ব্রণ, কৃমি, বিষদোষ এবং অর্শঃ, এই সকল রোগে পানীয় ক্ষার বিধেয়। বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল এবং পিত্ত-প্রকৃতি-বিশিষ্ট, ইহাদিগের পক্ষে ক্ষার হিতকর নহে। এবং রক্ত-পিত্ত, জ্বর, ভ্রম, মত্ততা, মূর্চ্ছা ও তিমির-রোগ, এই সকল রোগে, অথবা এইরূপ অন্যান্য রোগেও ক্ষার হিতকারী নহে।

এই ক্ষারকে অন্যান্য ক্ষারের ন্যায় স্রাবিত করিয়া (চোয়াইয়া) লইবে। অন্যত্র ইহার বিশেষ কহিব। ক্ষার তিনপ্রকার, মৃদু, মধ্য ও তীক্ষ্ণ। ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে, শরৎ কালের প্রশস্ত দিবসে, উপবাস করিয়া ও শুচি হইয়া, পর্ব্বতের সানুপ্রদেশ-মধ্যে প্রশস্ত স্থানে জাত, মধ্যম-বয়স্ক, শ্বেতবর্ণ, বৃহৎ অখণ্ড ঘণ্টাপারুল বৃক্ষকে অধিবাস (আমন্ত্রণ) করিয়া রাখিবে। পর দিবসে এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক তাহাকে উৎপাটন করিবে। মন্ত্র,—হে অগ্নি-বীর্য্য, হে মহা-বীর্য্য, তোমার বীর্য্য নষ্ট না হউক। হে কল্যাণ, তুমি এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া আমার কার্য্য সাধন কর। আমার কার্য্য সাধন হইলে স্বর্গলোকে গমন করিবে।

অনন্তর সহস্র রক্তপুষ্প ও সহস্র শ্বেতপুষ্পের দ্বারা হোম করিবে। পরে সেই বৃক্ষকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বায়ুশূন্য স্থানে সংস্থাপন করিবে, ও তাহার উপর সুধা-শর্করা (ঘুটিং, যাহাতে চূণ হয়) প্রক্ষেপ করিয়া, তিল-বৃক্ষের কাষ্ঠের দ্বারা দগ্ধ করিবে। অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে, ঐ বৃক্ষের

* এই গ্রন্থের মতে উপজিহ্বা, অধিজিহ্বা, উপকুশ, দন্তবৈদর্ভ এবং তিনপ্রকার রোহিণী রোগ, এই সপ্তপ্রকার রোগকে, মুখ-রোগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থান্তরে রোহিণী রোগই অষ্টাদশপ্রকার নির্ণীত হইয়াছে, এবং অধিজিহ্বা, উপজিহ্বা প্রভৃতি মুখ-রোগ তাহার অন্তর্গত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

এবং শর্করার ভস্ম পৃথক্ পৃথক্ রাখিবে। কুড়চি, পলাশ, অশ্বকর্ণ-পলাশ, পালিতামাদার, বহেড়া, সোঁদাল, লোধ, আকন্দ, মনসা-সিজ, আপাঙ, পারুল, ডর-করঞ্জা, বাকস, কদলী, চিতে, নাটা-করঞ্জা, অর্জ্জুন-বৃক্ষ, কাষ্ঠ-মল্লিকা, করবীর, ছাতিম, গণিকারী, কুঁচ এবং চারিপ্রকার ঘোষা-ফল, এই সকল বৃক্ষের মধ্যে কোন বৃক্ষের ক্ষার করিতে হইলে, তাহার ফল, মূল, পত্র ও শাখা সকল একত্র করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানক্রমে দগ্ধ করিতে হয়। দ্রোণ-পরিমাণ (৩২ শের) ভস্ম, ছয়গুণ জলে অথবা গোমূত্রে আলোড়ন করিয়া, বস্ত্রের দ্বারা ২১ বার ছাঁকিবে। পরে বৃহৎ কটাহে হাতার দ্বারা অল্প অল্প সঞ্চালনপূর্ব্বক অগ্নিতে পাক করিবে। সেই জল যখন নির্ম্মল, রক্তবর্ণ, তীক্ষ্ণ এবং পিচ্ছিল হইবে, তখন বৃহৎ বস্ত্রখণ্ডে ছাঁকিয়া, অসার ভাগ (সিটে) পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনর্ব্বার অগ্নিতে পাক করিবে। অনন্তর অর্দ্ধশের পরিমাণে সেই ক্ষার-জল লইবে। ঝিনুক ও শঙ্খনাভি অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। অগ্নিবর্ণ হইলে, ঐ দুই দ্রব্য এবং নাটাবীজ ও পূর্ব্বোক্ত শর্করা-ভস্ম, এই চারি দ্রব্য প্রত্যেকে ৮ পল পরিমাণ (৩২ তোলা) লৌহ-পাত্রে রাখিয়া, পূর্ব্বোক্ত অর্দ্ধশের ক্ষারজলের দ্বারা পেষণ করিবে। পেষণ করা হইলে, ঐ সকল দ্রব্যকে দুই দ্রোণ পরিমাণ ক্ষারজলে প্রক্ষেপ করিবে। অনন্তর হাতার দ্বারা নিরন্তর সঞ্চালনপূর্ব্বক স্থিরচিত্তে সেই ক্ষারজল পাক করিবে। পাক যেন অতিশয় ঘন না হয়, এবং অতিশয় তরলও না থাকে। পাকের এইরূপ অবস্থায় সেই ক্ষার চুল্লী হইতে নামাইয়া ও লৌহ-কলসে রাখিয়া, কলসীর মুখ বদ্ধপূর্ব্বক নির্জ্জন স্থানে রাখিবে। ইহাই মধ্যম ক্ষার। প্রক্ষেপ দ্রব্য না দিয়া, এবং সম্যক্‌রূপে সঞ্চালিত করিয়া পাক করিলে, মৃদু ক্ষার হয়। দন্তীবৃক্ষ, থুলকুড়ি, চিত্রক-লাঙ্গলিকা (বিষ-লাঙ্গুলে), নাটা-করঞ্জ, প্রবাল, মুরামাংসী, বিড়্‌লবণ, সাজী-মাটী, স্বর্ণক্ষারী লতা, হিঙ্গু, বচ এবং শৃঙ্গীবিষ, এই সকল দ্রব্যের মধ্যে যাহা যাহা পাওয়া যায়, তাহা সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে।

সেই চূর্ণ শুক্তি-পরিমাণে (২ তোলা) ক্ষারজলে প্রক্ষেপ করিয়া পাক করিলে, সেই ক্ষার পাক্য-গুণ-বিশিষ্ট হয় (অর্থাৎ স্ফোটকাদি বা স্ফীত-স্থানে প্রয়োগ করিলে পাকিয়া উঠে)। ইহাই তীক্ষ্ণ ক্ষার। এই তিনপ্রকার ক্ষার, ব্যাধির অবস্থানুসারে সেবন করিবে। ক্ষীণবল হইলে ক্ষারোদক সেবন করিবে, তাহাতে বল-বৃদ্ধি হয়।

অতি তীক্ষ্ণ অথবা মৃদু না হওয়া, শ্বেতবর্ণ, নির্ম্মল এবং পিচ্ছিল হওয়া, এবং দ্রবকারী, বলকর ও (শরীরের মধ্যে) শীঘ্র প্রবেশকারী হওয়া, ক্ষারের এই আটপ্রকার গুণ। অতিশয় মৃদু, অতিশয় শীতল, অতিশয় তীক্ষ্ণ, অতিশয় প্রবেশকারী অথবা অতিশয় ঘন হওয়া, অপক থাকা, অথবা দ্রব্যহীন হওয়া, ক্ষারের এইগুলি দোষ।

ক্ষারসাধ্য রোগে, পঞ্চমাধ্যায়ের বিধানমতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি অগ্রে আহরণ করিয়া, বায়ুশূন্য এবং প্রতিবন্ধকরহিত স্থানে রোগীকে উপবেশন করাইবে। অনন্তর রোগীর পীড়িত স্থান নিরীক্ষণপূর্ব্বক পরিষ্কার করিয়া, ও অল্প অল্প ছাল তুলিয়া, শলাকার দ্বারা ক্ষার-পাত করিবে। ক্ষার-পাত করিয়া, একশত বাক্য বলিতে যত টুকু সময় প্রয়োজন, সেই পরিমাণ কাল অপেক্ষা করিবে।

পীড়িত স্থানে ক্ষার প্রয়োগ করিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়। সেইটী দগ্ধের লক্ষণ। ঘৃত-মধু-সংযুক্ত অম্ল-বর্গ * তাহাতে প্রয়োগ করিলে, দগ্ধ-জনিত জ্বালা নিবৃত্তি হয়। যদি গাঢ়তর দগ্ধ হওয়া প্রযুক্ত শান্তি না হয়, তাহাতে এই আলেপন প্রয়োগ করিবে,—অম্ল-বর্গ, কাঞ্জি, বীজ (জীবন্তী-বীজ), তিল এবং যষ্টিমধু, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া, একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। যষ্টিমধু ও ঘৃত সংযুক্ত তিলবাটা,

---

* অম্ল-বর্গ প্রভৃতি কতকগুলি বর্গ পশ্চাৎ বলা হইবে, এবং কোন্‌টী উষ্ণবীর্য্য ও কোনটী তীক্ষ্ণ, তাহাও জানা যাইবে।

ক্ষারের চিকিৎসা এক্ষণে দেখা যায় না। ডাক্তারেরা যে কাষ্টকী দ্বারা পীড়িত স্থান ক্ষত করেন, তাহাতে ক্ষার-দগ্ধের কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়।

উষ্ণবীর্য্য ও তীক্ষ্ণ অম্লরসের সহিত যোগ করিয়া প্রয়োগ করিলে, ক্ষত-স্থান পূরিয়া উঠে। হে বৎস, যদি তুমি এমন সংশয় কর, যে এই সকল আগ্নেয় দ্রব্য অগ্নি-তুল্য, ইহাদিগের দ্বারা কিরূপে ক্ষারের গুণের অন্যথা হয়, অর্থাৎ ক্ষার-দগ্ধের জ্বালা নিবৃত্তি হয়, তাহার কারণ কহিতেছি, শ্রবণ কর। অম্ল ভিন্ন সকল রসই এই ক্ষারে আছে। কটু-রসই তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, লবণরস তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন। সেই তীক্ষ্ণ লবণরস, অম্লের সহিত সংযোগ হইয়া, তীক্ষ্ণতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মধুরতা প্রাপ্ত হয়। অগ্নি যেরূপ জলে আপ্লুত হইলে তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ হয়, সেইরূপ মাধুর্য্য-ভাব প্রাপ্ত হইলে, লবণ-রসের তীক্ষ্ণতা তৎক্ষণাৎ শমতা হয়।

ক্ষত স্থান ক্ষারকর্তৃক সম্যক্‌রূপে দগ্ধ হইলে, বিকারের উপশম হয়, লাঘব হয় এবং সেই স্থান হইতে রক্ত পূযাদির স্রাবও আর হয় না। সম্যক্‌রূপে দগ্ধ না হইলে, সেই স্থানে বেদনা, চুলকনা ও ভার বোধ হয়, এবং রোগেরও বৃদ্ধি হয়। অতিরিক্ত দগ্ধ হইলে ক্ষত স্থান জ্বালা করে, পাকিয়া উঠে, রক্তবর্ণ হয় ও তাহা হইতে রক্ত পূযাদি নিঃসৃত হয়, এবং সমস্ত শরীরের কামড়ানি, গ্লানি, পিপাসা, মূর্চ্ছা এবং মৃত্যু পর্য্যন্তও হইয়া থাকে। ক্ষার কর্তৃক দগ্ধ হইলে, দগ্ধ স্থানের যেরূপ অবস্থা হয়, তদনুসারে তাহার চিকিৎসা করিবে।

দুর্ব্বল, বালক, বৃদ্ধ, ভয়শীল, গর্ভিণী, ঋতুমতী এবং ক্ষীণ, ইহা-দিগের পক্ষে ক্ষার হিতকর নহে। এবং পুরাতন জ্বর, প্রমেহ, উরঃক্ষত, তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছা, এই সকল রোগেও ক্ষারের দ্বারা চিকিৎসা বিধেয় নহে। মর্ম্মস্থান, সিরা, স্নায়ু, ধমনী, সন্ধিস্থান, কোমল অস্থি, সেবনী, * গল-দেশ, নাভি, নখমধ্য, শোথ, স্রোত-মধ্য (শরীরের দ্বার), এবং যে সকল স্থান অল্প-মাংস-বিশিষ্ট, এই সকল স্থানে ক্ষার প্রয়োগ করিবে

* শরীরের অবয়বের সংযোগ-বিশেষকে সেবনী কহে। সেবনী সাতটী, তাহার মধ্যে পাঁচটী মস্তকে, একটী শিশ্নদেশে এবং একটী জিহ্বাতে আছে।

না। এবং চক্ষু-রোগের মধ্যে বর্ত্মগত রোগ ব্যতিরেকে, অন্য চক্ষু-রোগে ক্ষার প্রয়োগ করিবে না। যাহার সমস্ত শরীরে বা অস্থিতে বেদনা থাকে, অন্নে যাহার রুচি নাই, অথবা হৃদয় বা সন্ধি স্থানে পীড়া থাকে, ক্ষারের দ্বারা সেই রোগীর কোন উপকার হয় না।

ক্ষার, অল্প-বুদ্ধি বৈদ্যের দ্বারা ব্যবহার করা হইলে, বিষ, অগ্নি, শস্ত্র বা বজ্রের ন্যায় মৃত্যুজনক হইয়া উঠে। কিন্তু বুদ্ধিমান্ বৈদ্যের দ্বারা প্রয়োগ করা হইলে, সেই ক্ষার বিবিধ ঘোরতর রোগ অবিলম্বেই নাশ করিয়া থাকে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

অগ্নিকর্ম্মের বিধি *।

শস্ত্র-চিকিৎসার বিষয়ে এরূপ কথিত আছে, যে ক্ষারক্রিয়া অপেক্ষা অগ্নিক্রিয়া প্রধান। কারণ, অগ্নি-কর্ম্মের বিধান-মতে দগ্ধ করিলে সে রোগ পুনর্ব্বার উৎপত্তি হয় না এবং ঔষধ, শস্ত্র বা ক্ষারের দ্বারা যে রোগ আরোগ্য না হয়, তাহা অগ্নি-কর্ম্মে আরোগ্য হয়।

পিপ্পলী, ছাগীবিষ্ঠা, গোদন্ত, শর, শলাকা, জাম্ববৌষ্ঠ অথবা অন্য-প্রকার লৌহ, মধু, গুড়, এবং ঘৃত তৈল ও বসা প্রভৃতি স্নেহ দ্রব্য, অগ্নিকর্ম্ম করিতে হইলে, এই কয়েক দ্রব্যের সংযোগে করিতে হইবে। কোনপ্রকার ত্বক্-রোগে দগ্ধ করিতে হইলে, পিপ্পলী, ছাগীবিষ্ঠা, গো-দন্ত, শর এবং শলাকার দ্বারা, মাংসগত রোগে দগ্ধ করিতে হইলে, জাম্ববৌষ্ঠ অথবা অন্য কোনপ্রকার লৌহের দ্বারা, সিরাগত, স্নায়ু-গত, সন্ধিগত অথবা অস্থিগত রোগে দগ্ধ করিতে হইলে, গুড়, মধু অথবা কোনপ্রকার ঘৃত তৈলাদি স্নেহ-দ্রব্যের দ্বারা, দগ্ধ করিতে হইবে। শরৎ গ্রীষ্ম ভিন্ন সকল ঋতুতেই অগ্নি-কর্ম্ম বিধেয়। যদি অগ্নি-কর্ম্ম ব্যতীত রোগ আরোগ্য না হয়, তবে এ দুই কালেও করিতে হইবে। কিন্তু এ দুই কালে দগ্ধ করিতে হইলে, শরৎ ও গ্রীষ্মকাল জন্য ক্ষত স্থানে

* পীড়িত স্থান দগ্ধ করাকে অগ্নিকর্ম্ম কহে।

যে সকল পীড়া ঘটিবার সম্ভাবনা, অগ্রে সেই সকল পীড়া নিবারণের উপায় করিতে হইবে। সকল রোগেই এবং সকল কালেই রোগীকে পিচ্ছিল অন্ন আহার করাইয়া অগ্নি-কর্ম্ম করা বিধি। কেবল মূঢ়গর্ভ, অশ্মরী, ভগন্দর, অর্শঃ এবং মুখরোগে অনাহারে রাখিয়া করিবে। কোন কোন পণ্ডিতেরা কহেন, যে অগ্নিকর্ম্ম দুইপ্রকার, ত্বক্-দগ্ধ এবং মাংস-দগ্ধ। কিন্তু এ গ্রন্থের মতে সিরা, স্নায়ু, সন্ধি এবং অস্থি-স্থানেও অগ্নিকর্ম্ম করিবার নিষেধ নাই। ত্বক্ দগ্ধ করিলে (চট্ চট্) শব্দ, দুর্গন্ধ এবং ত্বকের সঙ্কোচ-ভাব হয়। মাংস দগ্ধ করিলে, দগ্ধ স্থান (কপোতবর্ণ), অল্প ফুলা এবং বেদনা বিশিষ্ট, শুষ্ক, সঙ্কুচিত এবং ক্ষত হইয়া থাকে। সিরা এবং স্নায়ু দগ্ধ করিলে, দগ্ধস্থান কৃষ্ণবর্ণ ও উন্নত-ব্রণ-বিশিষ্ট হয়, এবং রক্তাদির স্রাব বন্ধ হয়। সন্ধি এবং অস্থি দগ্ধ করিলে, দগ্ধ স্থান রুক্ষ, অরুণ-বর্ণ ও কর্কশ হয়, এবং সেই দগ্ধ-জনিত ক্ষতও শীঘ্র আরোগ্য হয় না। তাহার মধ্যে শিরো-রোগে এবং অধি-মন্থ রোগে * ভ্রূ, ললাট এবং ললাটের অস্থি দাহন করিবে। বর্ত্ম-রোগে চক্ষুর দৃষ্টি-স্থানে আর্দ্র অলক্তক (আলতা) আচ্ছাদন দিয়া, বর্ত্ম স্থানের রোম দগ্ধ করিবে। ত্বক্, মাংস, সিরা, স্নায়ু, সন্ধি এবং অস্থি স্থানে, বায়ু-জন্য তীব্র-বেদনাযুক্ত, উচ্চ, কঠিন এবং স্পন্দরহিত ব্রণ হইলে, অগ্নি-কার্য্য বিধেয়। গ্রন্থি, অর্শঃ, অর্ব্বুদ, ভগন্দর, অপচী, শ্লীপদ, চর্ম্মকীল, তিলকালক, অন্ত্র-বৃদ্ধি, সন্ধি ও সিরাচ্ছেদন, অথবা নাড়ী হইতে অতিশয় শোণিত-নিঃসরণ, এই সকল রোগেও অগ্নি-কার্য্য কর্ত্তব্য। রোগের স্থান-ভেদে অগ্নিকার্য্য চারিপ্রকার হইয়া থাকে, যথা বলয় (১), বিন্দু (২), বিলেখন (৩) ও প্রতিসারণ (৪)। এই চারিপ্রকারে দগ্ধ করা যায়।

* অধিমন্থ রোগ শব্দে চক্ষুরোগ বিশেষ।

(১) বালার ন্যায় গোল রেখার আকারে দগ্ধ করা। (২) বিন্দুর আকারে দগ্ধ করা। (৩) শরীরের ত্বক্‌মাত্র দগ্ধ করা। (৪) উষ্ণ ঘৃত তৈলাদি তরল দ্রব্য সং-

অনন্তর রোগের কারণ জানিয়া, এবং রোগীর মর্ম্ম-স্থান ও বল, এবং ব্যাধি ও কাল সম্যকরূপে বিবেচনা করিয়া, অগ্নিকর্ম্মের বিধান করিবে।

পীড়িত স্থান সম্যক্‌রূপে দগ্ধ হইলে, তাহাতে মধু ও ঘৃত মাখাইবে। যাহাদিগের পিত্তাধিক্য প্রকৃতি, যাহারা রক্তপিত্ত বা অতিসার রোগবিশিষ্ট, যাহাদিগের শরীর হইতে শল্য বাহির করা না হইয়া থাকে, অথবা যাহারা দুর্ব্বল, বালক, বৃদ্ধ বা ভয়শীল, অথবা যাহাদিগের শরীর অনেক ব্রণের দ্বারা পীড়িত, বা যাহাদিগের ঘর্ম্ম করান যায় না, সেই সকল ব্যক্তির পক্ষে অগ্নিকর্ম্ম বিধেয় নহে।

অতঃপর অপর সকলপ্রকার দগ্ধের লক্ষণ কহিতেছি। অগ্নি, ঘৃত তৈলাদি স্নেহ-বিশিষ্ট অথবা নীরস দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া দহন করে। অগ্নি কর্ত্তৃক সন্তপ্ত হইলে, ঘৃত তৈল প্রভৃতি স্নেহদ্রব্য সূক্ষ্ম সিরার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, একারণ ত্বক্‌ ও মাংস প্রভৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়া শীঘ্র দহন করে। অতএব স্নেহ-দ্রব্যের দ্বারা দগ্ধ হইলে, অতিশয় বেদনা হয়। অগ্নিদগ্ধ চারিপ্রকার, যথা, প্লুষ্ট, দুর্দগ্ধ, সম্যক্‌-দগ্ধ এবং অতি-দগ্ধ। যাহাতে জ্বালা করে ও বিবর্ণ হয়, তাহাকে প্লুষ্ট কহে। যাহাতে দগ্ধ স্থানে স্ফোট (ফোস্‌কা) উত্থিত হয়, এবং সেই স্থান অতিশয় উষ্ণতা, দাহ, রক্তবর্ণ, পাক এবং বেদনা বিশিষ্ট হয়, এবং এই সকল বিলম্বে আরোগ্য হয়, তাহাকে দুর্দগ্ধ কহে। দগ্ধ স্থান গভীর না হইলে, পক্ব তাল-ফলের ন্যায় বর্ণ হইলে, এবং পূর্ব্বোক্ত সকল লক্ষণ-বিশিষ্ট হইলে, সম্যক্‌-দগ্ধ কহে। অতিদগ্ধ হইলে, দগ্ধ স্থানে মাংস ঝুলিয়া পড়ে, শরীর শিথিল হয়, সিরা, স্নায়ু, সন্ধি ও অস্থির বিনাশ হয়, এবং অতিমাত্র জ্বর, দাহ, পিপাসা, মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপদ্রব জন্মে। ইহাতে ক্ষত স্থানও বিলম্বে পূরিয়া উঠে, এবং পূরিয়া

যোগে দগ্ধ করা, যাহাতে দগ্ধের উপকরণ-দ্রব্যটী শরীরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং এই সকল বিলম্বে আরোগ্য হয়।

উঠিলে বিবর্ণ হইয়া যায়। এই চারিপ্রকার দগ্ধের দ্বারা অগ্নিকর্ম্মের সাধন হইয়া থাকে।

অগ্নি কর্ত্তৃক প্রাণিগণের রক্ত কোপিত হইয়া শীঘ্রই বেগবিশিষ্ট হয়। রক্তের সেই বেগ কর্ত্তৃক পিত্তও বেগবান্ হইয়া উঠে। অগ্নি এবং পিত্ত উভয়ে একজাতীয় দ্রব্য, এবং একই রস-বিশিষ্ট। সেই হেতু অগ্নিদগ্ধ নিমিত্ত তীব্র বেদনা, স্বভাবতঃ জ্বালা ও স্ফোট হইয়া থাকে এবং জ্বর ও তৃষ্ণাও বৃদ্ধি হয়।

অতঃপর অগ্নিদগ্ধের উপশমনের নিমিত্ত চিকিৎসা কথিত হইতেছে। প্লুষ্ট দগ্ধে অগ্নির তাপ এবং উষ্ণক্রিয়া ও উষ্ণ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। তদ্দ্বারা শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইলে, রক্তও তরল হয়। শীতল জলের দ্বারা স্বভাবতঃই রক্ত স্কন্দিত হয় *। একারণ প্লুষ্ট দগ্ধে উষ্ণ ভিন্ন শীতল-ক্রিয়া কখনই সুখকর হয় না। দুর্দগ্ধ স্থলে, উষ্ণ এবং শীতল উভয়প্রকার ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। এবং দগ্ধ-স্থানে ঘৃত আলেপন ও শীতল দ্রব্য সেচন করাইবে। সম্যক্ দগ্ধ হইলে, বংশলোচন, পাঁকুড়-ছাল, চন্দন, গেরিমাটী এবং গুলঞ্চ, ঘৃত-মিশ্রিত করিয়া আলেপন দিবে। এবং গ্রামে অথবা জল-বাহুল্য দেশে যে সকল পশু জন্মে, সেই সকল পশুর অথবা জল-জন্তুর মাংস পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। পিত্ত জন্য বিদ্রধি হইলে, যেরূপ নিরন্তর উষ্ণ-ক্রিয়া করিতে হয়, ইহাতেও সেইরূপ করিতে হইবে। অতিদগ্ধের স্থলে যে সকল মাংস শীর্ণ হইয়া

* স্কন্দিত শব্দের অর্থ বিপরীত দিকে গতি হওয়া অথবা শুষ্ক হওয়া। রক্তের আধার-স্থান হৃদয়। রক্ত, হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়া আন্তরিক উষ্ণতা সহকারে সিরা-পথে প্রবেশপূর্ব্বক শরীরের দিকে ধাবমান হয়। শরীরের কোন স্থানে শীতল স্পর্শ হইলে, সেই স্থানে যে সিরা-পথে রক্ত সম্মুখ দিকে প্রবাহিত হয়, সেই সিরা-পথেই পশ্চাৎ দিকে প্রবাহিত হইয়া হৃদয়ের অভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে থাকে। ইহাকেই বিপরীত গতি কহে। আধুনিক শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণেরও শারীরতত্ত্ব-গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত আছে। এবং সেই শীতল স্পর্শ প্রযুক্ত আন্তরিক উষ্ণতার অভাবে রক্ত ঘনীভূত হইয়া যে চাপ বাঁধিয়া যায়, তাহাকে শুষ্ক হওয়া বলা যাইতে পারে।

যায়, সেইগুলিকে তুলিয়া ফেলিবে, এবং তাহাতে শীতল-ক্রিয়া করিবে। তদনন্তর শালিধান্যের তুষহীন তণ্ডুল পিষিয়া ও ঘৃতযুক্ত করিয়া অথবা গাবছালের কাথ প্রস্তুত করিয়া, অথবা গাবছাল পিষিয়া ও তাহাতে ঘৃত যুক্ত করিয়া, সেই স্থানে প্রলেপ দিবে। অথবা গুলঞ্চের পত্রের দ্বারা, বা জলে যে সকল গাছ জন্মে তাহাদিগের মধ্যে কোন গাছের পত্রের দ্বারা, ক্ষত-স্থান আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে। পিত্ত জন্য বিসর্প রোগ হইলে যে সকল ক্রিয়া করিতে হয়, ইহাতেও সেই সকল ক্রিয়া কর্ত্তব্য। মোম, যষ্টিমধু, লোধ-বৃক্ষের ছাল, ধুনা, মঞ্জিষ্ঠা, চন্দন এবং মুর্ব্বামূল, এই সমুদায় একত্র পিষিবে, এবং সেই পিষ্ট-দ্রব্যের দ্বারা ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃতের দ্বারা সকলপ্রকার অগ্নিদগ্ধজনিত ব্রণ উত্তমরূপে পূরিয়া উঠে। স্নেহ-দ্রব্য-সংযোগে দগ্ধ হইলে, রুক্ষ-ক্রিয়াই বিশেষরূপে বিধেয়।

অতঃপর ধূম কর্ত্তৃক উপহত হইলে, অর্থাৎ শরীরে ধূম প্রবেশ করিলে, যেরূপ লক্ষণ হয় তাহা কহিতেছি। শ্বাস, হাঁচি, কাস, কাতর শব্দ, চক্ষুর্দ্বয়ের জ্বালা ও রক্তবর্ণতা, নিশ্বাসের সহিত ধূম নির্গত হওয়া, ধূম ভিন্ন অন্য দ্রব্যের গন্ধ বা স্বাদ জানিতে না পারা, শ্রবণ-শক্তি রহিত হওয়া, এবং তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বর প্রযুক্ত অবসন্ন ও জ্ঞান-শূন্য হওয়া, ধূমোপহতের লক্ষণ। অতঃপর তাহার চিকিৎসা করিতেছি। ঘৃত, ইক্ষুরস, দ্রাক্ষা, দুগ্ধ, চিনি বা মিছরির পানা, ও মধুরাম্ল রস, এই সকলের দ্বারা বমন করাইবে। বমন করিলে কোষ্ঠ-শুদ্ধি হয়, এবং ধূমের গন্ধ আর থাকে না। শরীরের অবসন্নতা, হাঁচি, জ্বর, দাহ, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, উদরাধ্মান, শ্বাস ও কাস, এই সমস্ত এই প্রতিকারেই শান্তি হয়। অনন্তর মধু, লবণ, অম্ল ও ঝালদ্রব্য মুখে রাখিলে, জিহ্বার দ্বারা রস গ্রহণ হয়, এবং মনও প্রসন্ন হয়। অনন্তর শাস্ত্রবিৎ বৈদ্য সেই রোগে হাঁচি হইবার নিমিত্ত যুক্তি করিয়া ঔষধ দিবেন। তদ্দ্বারা দৃষ্টি বিশোধিত হয়, এবং মস্তক ও গ্রীবা স্বচ্ছন্দভাব প্রাপ্ত হয়। অনন্তর

যাহাতে অম্লরস না জন্মে, এমত অবিদাহী, লঘু ও স্নিগ্ধ আহার প্রদান করিবে। উষ্ণ বায়ু এবং রৌদ্র কর্ত্তৃক দগ্ধ হইলে, শীতল-ক্রিয়া করিবে। শীত, বর্ষা এবং বায়ু কর্ত্তৃক ক্লিষ্ট হইলে, উষ্ণ অথচ স্নিগ্ধ ক্রিয়া সকল, অর্থাৎ উষ্ণ দ্রব্য ভক্ষণ ও সেবন, এবং তৈলাদি মর্দ্দন, প্রশস্ত। অতিশয় তেজ দ্বারা দগ্ধ হইলে, কোন প্রতিকারেই শান্তি হয় না। বজ্রাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া জীবিত থাকিলে, ঘৃত তৈলাদি স্নেহদ্রব্য সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন ও সেবন করিবে, এবং পূর্ব্বোক্ত অগ্নিদগ্ধের প্রলেপও প্রয়োগ করিবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

জলৌকা (জোঁক) ব্যবহার-প্রণালী।

রাজা, ধনী, বালক, বৃদ্ধ, ভীরু, দুর্ব্বল, নারী এবং কোমলাঙ্গ ব্যক্তিগণের শোণিতাবসেচন (রক্তস্রাব) করাইবার কারণ, অতিশয় মৃদু অর্থাৎ অক্লেশকর উপায়ের স্বরূপ, জোঁক-ব্যবহার-প্রণালী কথিত হইতেছে। বাত, পিত্ত অথবা কফ কর্ত্তৃক দূষিত শোণিত, যথাক্রমে শৃঙ্গ, জলৌকা অথবা অলাবুর (লাউয়ের খোল) দ্বারা অবসেচন (মোক্ষণ) করাইবে। অর্থাৎ বাত কর্ত্তৃক দূষিত শোণিত শৃঙ্গের (শিং) দ্বারা, পিত্ত কর্ত্তৃক দূষিত শোণিত জলৌকার দ্বারা, এবং শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক দূষিত শোণিত অলাবুর দ্বারা, নির্গত করাইবে। যে হেতু শৃঙ্গের স্নিগ্ধ গুণ, জলৌকার শীতল গুণ, ও অলাবুর রুক্ষ গুণ। সন্নিপাতিকে এই তিনপ্রকারই প্রয়োগ হইতে পারে।

গোরুর শৃঙ্গ, উষ্ণ, স্নিগ্ধ এবং মধুর-রস-বিশিষ্ট, অতএব বাতের উপসর্গ-বিশিষ্ট রোগে, ইহার দ্বারা রক্ত-মোক্ষণ করাই কর্ত্তব্য। জলে জন্ম এবং শীতল স্থানে বাস বলিয়া, সকল জলৌকা মধুর-রস-বিশিষ্ট, অতএব পিত্তের উপসর্গ-বিশিষ্ট রোগে রক্ত-মোক্ষণ করাইতে হইলে, জলৌকা ব্যবহার করাই হিতকর। অলাবু, কটু ও রুক্ষ, অতএব

শ্লেষ্মার উপসর্গ-বিশিষ্ট রোগে, অলাবুর দ্বারাই রক্ত-মোক্ষণ করান কর্ত্তব্য।

শৃঙ্গের দ্বারা রক্ত নির্গত করাইতে হইলে, যে স্থানে রক্ত নির্গত করাইবে, সেই স্থান শস্ত্রাঘাতে একটু ক্ষত করিয়া, ও পাতা লতা বস্ত্রের দ্বারা শৃঙ্গের চতুর্দ্দিক্ এবং মুখ বন্ধ করিয়া, সেই শৃঙ্গ দ্বারা মুখ দিয়া চুষিয়া রক্ত নির্গত করাইবে। অলাবুর দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করাইতে হইলে, লাউয়ের খোলের ভিতর দীপ জ্বালিয়া ধূমের দ্বারা পূর্ণ করিবে, এবং শৃঙ্গ বসাইবার প্রণালীতে সেই খোল সেই স্থানে বসাইবে।

অতঃপর জলৌকা কাহাকে কহে, তাহা বলা হইতেছে।

জল যাহাদিগের আয়ু তাহাদিগকে জলায়ুকা, অথবা জল যাহাদিগের ওকস্ (বাসস্থান), তাহাদিগকে জলৌকা কহে। জলৌকা দ্বাদশপ্রকার। তাহার মধ্যে ছয়প্রকার সবিষ (বিষাক্ত), এবং ছয়প্রকার নির্ব্বিষ। ছয়প্রকার সবিষ জোঁকের নাম যথা, কৃষ্ণা, কর্ব্বুরা, অলগর্দ্দা, ইন্দ্রায়ুধা, সামুদ্রিকা এবং গোচন্দনা।

ইহাদিগের মধ্যে যাহাদিগের অঞ্জন-চূর্ণের ন্যায় বর্ণ, অর্থাৎ শরীর চিকচিকে কাল ও মস্তক স্থূল, তাহাদিগকে কৃষ্ণা কহে। যাহাদিগের শরীর বর্ম্মি অর্থাৎ বাণ মৎস্যের ন্যায়, এবং উদর ছিন্ন ও উন্নত, তাহাদিগকে কর্ব্বুরা কহে। যাহাদিগের শরীর লোম-বিশিষ্ট, দুই পার্শ্ব বৃহৎ, এবং মুখ কৃষ্ণবর্ণ, তাহাদিগকে অলগর্দ্দা কহে। যাহাদিগের শরীরের পুচ্ছ দেশ হইতে মাথা পর্য্যন্ত ইন্দ্র-ধনুর ন্যায় বিচিত্র বর্ণের রেখা আছে, তাহাদিগকে ইন্দ্রায়ুধা কহে। যাহাদিগের শরীর ঈষৎ কৃষ্ণ এবং পীত বর্ণ, এবং বিচিত্র পুষ্পাকারে চিত্রিত, তাহাদিগকে সামুদ্রিকা কহে। যাহাদিগের পুচ্ছ-দেশ গোরুর শৃঙ্গের ন্যায় দুই ভাগে বিভক্ত, এবং মস্তক ক্ষুদ্র, তাহাদিগকে গোচন্দনা কহে। মানুষের শরীরে এই সকল বিষাক্ত জোঁক দংশন করিলে, দংশ-স্থানে শ্বয়থু (ফুলা), অতিমাত্র কণ্ডু (চুলকানি), মূর্চ্ছা, জ্বর, দাহ, ছর্দ্দি (বমন), মত্ততা বা মনের

বিকৃতিভাব, এবং শরীরের অবসন্নতা, এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। এমন স্থলে মহা অগদ * নামে ঔষধ পান করিবে, দংশন স্থানে লেপন করিবে, এবং তাহারই নস্য লইবে। এইমত বিষাক্ত জোঁকজাতি ও তাহাদিগের দংশনের চিকিৎসা কথিত হইল। ইহাদিগের মধ্যে ইন্দ্রা-যুধ কর্তৃক দংশন করা হইলে আরোগ্য হয় না।

ছয়প্রকার নির্বিষ জোঁকের নাম যথা, কপিলা, পিঙ্গলা, শঙ্কুমুখী, মূষিকা, পুণ্ডরীক-মুখী ও সাবরিকা। মনঃশিলাতে রঞ্জিত অর্থাৎ রং করিলে যেরূপ বর্ণ হয়, উভয় পার্শ্ব সেইরূপ বর্ণ-বিশিষ্ট, এবং পৃষ্ঠদেশ চিক্কণ ও মুগের মত বর্ণ-বিশিষ্ট,তাহাকে কপিলা বলে। যাহাদিগের শরীর গোল এবং বর্ণ ঈষৎ রক্তিমা ও পিঙ্গল, ও গতি শীঘ্র, তাহাদিগকে পিঙ্গলা কহে। যাহারা যকৃতের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, শীঘ্র-পায়িনী, অর্থাৎ অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর রক্ত পান করিতে পারে, দীর্ঘাকার এবং তীক্ষ্ণ-মুখী (যাহাতে শরীর-মধ্যে শীঘ্র প্রবেশ করিতে পারে), তাহাদিগকে শঙ্কুমুখী কহে। যাহারা মূষিকের ন্যায় আকার, বর্ণ এবং দুর্গন্ধ বিশিষ্ট, তাহাদিগকে মূষিকা কহে। যাহাদের মুগের ন্যায় বর্ণ, এবং পদ্মের মত মুখ, তাহাদিগকে পুণ্ডরীক-মুখী বলে। যাহাদিগের শরীর চিক্কণ ও পদ্ম-পাতার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, এবং দীর্ঘে অষ্টাদশ অঙ্গুলি, তাহাদিগকে সাবরিকা কহে। সাবরিকা, অশ্ব, গো, হস্তী প্রভৃতি পশুদিগের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। এই সকল নির্বিষ জোঁক-জাতির বিবরণ কথিত হইল। যবন, পাণ্ড্য, সহ্য, পৌতন ইত্যাদি ক্ষেত্র তাহাদিগের বাসস্থান। ঐ সকল জোঁকের মধ্যে যাহারা বলবান্, শীঘ্র রক্ত পান করিতে পারে, অধিক আহার করিতে পারে,এবং শরীরও সমধিক বৃহৎ,তাহারা বিশেষ-রূপে নির্বিষ হইয়া থাকে।

জলৌকা সকলের মধ্যে, যাহারা বিষাক্ত মৎস্য, কীট, ভেক, মূত্র এবং পুরীষ পরিপাকে অর্থাৎ পচিয়া ঘোলা জলে জন্মে, তাহারা সবিষ।

* মহা অগদ নামক ঔষধ বিষ-চিকিৎসা-খণ্ডে বলা হইবে।

এবং যাহারা পদ্ম, উৎপল, নলিন, কুমুদ, সৌগন্ধিক অর্থাৎ শ্বেত পদ্ম, কুবলয়, পুণ্ডরীক এবং শৈবাল, এই সকল দ্রব্য-পরিপাকে অর্থাৎ পচিয়া নির্ম্মল জলে জন্মে, তাহারা নির্ব্বিষ।

ইহারা ক্ষেত্র-মধ্যে এবং সুগন্ধি সলিল-মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকে। ইহারা সঙ্কীর্ণ স্থানে চরে না, অথবা পঙ্কে শয়ন করে না। ইহাদিগকে ভিজে চামড়া অথবা অন্য কোন বস্তুর দ্বারা গ্রহণ করিবে। অনন্তর নূতন বড় ঘট, সরোবর অথবা বৃহৎ-পুষ্করিণী-জলে এবং পঙ্কে পূর্ণ করিয়া, তাহার মধ্যে তাহাদিগকে রাখিবে। শৈবল অর্থাৎ শেয়ালা, বল্লুর (শুষ্ক মাংস), এবং জলে যে সকল মূল জন্মে তাহা চূর্ণ করিয়া, ইহাদিগকে আহার করিতে দিবে। এবং তৃণ ও জলে যে সকল পাতা জন্মে, তাহা তাহাদিগকে শয়ন করিতে দিবে। দুই দিন বা তিন দিন অন্তর জল এবং ভক্ষ্য দ্রব্য পরিবর্ত্তন করিয়া, নূতন জল এবং ভক্ষ্য দ্রব্য দিবে। এবং সপ্তাহ অন্তর ঘট পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন ঘটে রাখিবে।

যাহাদিগের মধ্যভাগ স্থূল, যাহারা অতিশয় ক্ষীণ অথবা স্থূলকায়, যাহারা মন্দ-বিচেষ্টিত অর্থাৎ ধীরগামী, যাহারা অগ্রাহী অর্থাৎ পীড়িত স্থানে ধরে না, যাহারা অল্পপায়ী, অথবা যাহারা বিষাক্ত, সেই সকল-প্রকার জলৌকা রক্তমোক্ষণ-কার্য্যে প্রশস্ত নহে।

জলৌকা দ্বারা রক্ত-মোক্ষণ-করিতে হইলে, পীড়িত ব্যক্তিকে উপবেশন বা শয়ন করাইবে। এবং সেই পীড়িত স্থান যদি বেদনা-রহিত হয়, তবে সেই স্থানে শুষ্ক গোময় এবং মৃত্তিকা-চূর্ণ অল্প ঘর্ষণ করিবে। অনন্তর ক্ষেত্র হইতে জলৌকা সকল গ্রহণ করিয়া, সর্ষপ ও হরিদ্রার শিলা-পিষ্ট কল্ক জলে মিশ্রিত করিয়া তাহাদিগের শরীরে মাখাইয়া দিবে। পরে মুহূর্ত্ত কাল অর্থাৎ যাবৎ তাহাদিগের শ্রম না দূর হয়, তাবৎ এক সলিলপাত্রের মধ্যে রাখিয়া, পশ্চাৎ পীড়িত স্থানে ধরাইবে। ধরাইবার কালে, উত্তম, সূক্ষ্ম অর্থাৎ পাতলা, সাদা এবং আর্দ্র তুলা কিংবা

কাপড়ের দ্বারা তাহাদিগের শরীর আচ্ছাদন করিয়া, মুখ খুলিয়া রাখিবে। যাহারা না ধরে, তাহাদিগকে এক বিন্দু দুগ্ধ বা শোণিত দিবে, বা অস্ত্র দ্বারা বিলেখন করিয়া দিবে। তাহাতেও যদি না ধরে, তবে অপর একটা ধরাইবে। যৎকালে অশ্বের খুরের মত মুখ এবং স্কন্ধ-দেশ উচ্চ করিয়া, ভিতরে মুখ নিবিষ্ট করে, তৎকালে ধরিয়াছে বলিয়া জানা যায়। যাহারা ধরিয়া থাকে, তাহাদিগের শরীর আর্দ্র বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে, এবং মধ্যে মধ্যে জল-সেচন করিবে। যে জোঁক ধরিয়া রক্ত পান করে, তাহার দংশ-স্থানে অর্থাৎ ধরিবার মুখে যদি বেদনা বোধ হয় অথবা চুল্কায়, তখন তাহাকে বিশুদ্ধ রক্ত পান করিতেছে বলিয়া জানিবে। এরূপ বিশুদ্ধ রক্ত পান করিতেছে বলিয়া জানিতে পারিলে, সেই জোঁককে অপনীত অর্থাৎ শরীর হইতে ছাড়াইয়া ফেলিবে। যদ্যপি শোণিতগন্ধে ত্যাগ না করে, তাহা হইলে ইহার মুখে সৈন্ধব-লবণের চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। শোণিত-পান করিলে পর, এইরূপে অপনীত হইলে বা পতিত হইলে, তাহাদিগের শরীরে তণ্ডুলের কুঁড়া মাখাইয়া, এবং মুখে তৈল ও লবণ মাখাইয়া, বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ এবং অঙ্গুলি, অর্থাৎ যাহাকে বুড়া অঙ্গুলি কহে এবং তাহার পর যে অঙ্গুলি, এই দুই অঙ্গুলির মধ্যে তাহার পুচ্ছদেশ অর্থাৎ লেজ ধরিয়া, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ এবং অঙ্গুলির দ্বারা পুচ্ছদেশ হইতে অল্পে অল্পে ঊর্দ্ধদিকে মার্জ্জন করিয়া অর্থাৎ মুখের দিকে চুঁচিয়া লইয়া যাইয়া, মুখ দিয়া বমন করাইবে। যাবৎ সম্যক্‌রূপ বমন না করে, তাবৎ এইরূপ করিবে। যাহারা সম্যক্‌রূপে বমন করে, তাহারা আহারের অভিলাষী হইয়া সলিল-পাত্রের মধ্যে বিচরণ করিতে থাকে। এবং যাহাদিগের সম্পূর্ণরূপ বমন করা না হয়, তাহারা অবসন্ন হইয়া পড়ে ও তাহাদিগের কোন চেষ্টা থাকে না। অতএব তাহাদিগকে পুনরায় বমন করাইবে। যাহাদিগকে সম্যক্‌রূপ বমন করান না হয়, তাহাদিগের ইন্দ্রমদ নামে অসাধ্য ব্যাধি হইয়া থাকে। যাহাদিগকে

সম্যক্ বমন করান হয়, তাহাদিগকে পূর্ব্ববৎ জলপূর্ণ ঘটে রাখিবে। রক্তের যোগাযোগ বিবেচনা করিয়া, অর্থাৎ দূষিত রক্ত আর আছে কি না এই বিবেচনা করিয়া, জোঁক যে স্থানে ধরিয়াছিল সেই স্থান মধুর দ্বারা মার্জ্জন করিয়া দিবে, এবং শীতল জল সেচন করিবে। অথবা সেই ব্রণের উপরি কষায় এবং মধুর রস-বিশিষ্ট ঘৃতযুক্ত শীতল আলেপন দ্বারা প্রলেপ দিয়া, বন্ধন করিয়া রাখিবে।

সকলপ্রকার জলৌকার ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যে স্থানে যেপ্রকার পাওয়া যায়, তাহাদিগের ধরিবার বিধি, পোষণ করিবার প্রণালী, শরীরে প্রয়োগ করিবার বিধি, এবং তাহাদিগের জাতি, যে ব্যক্তি এই সমস্ত জানেন, তিনিই জলৌকাসাধ্য সকল রোগ আরোগ্য করিতে পারেন।

চতুর্দশ অধ্যায়।

অথ শোণিত-বর্ণনা।

আহার চারিপ্রকার, চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য এবং পেয়। এই চতুর্ব্বিধ আহার, ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম, এই পঞ্চভূত * হইতে উৎপন্ন।

* পঞ্চভূত শব্দে, ক্ষিতি জল অগ্নি বায়ু আকাশ, সামান্যতঃ এই পাঁচটীকে বুঝায়। কিন্তু দৃশ্যমান এই পঞ্চ স্থূল পদার্থকে পঞ্চ মূল-ভূত বলা, প্রাচীন আর্য্যগণের অভিপ্রেত নহে। বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে পঞ্চ মূল-ভূতকে পঞ্চতত্ত্ব অথবা পঞ্চতন্মাত্র কহে। তত্ত্ব অথবা তন্মাত্র শব্দে অতিসূক্ষ্ম অমিশ্র মূল-দ্রব্য বুঝায়; প্রাচীন আর্য্যগণেরা, এই সমুদায় জগৎ পাঁচটী মূল-দ্রব্যে নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া নির্ণয় করেন। সেই পাঁচটী মূল-দ্রব্য যথা,—আকাশ অথবা শব্দতন্মাত্র, বায়ু অথবা স্পর্শতন্মাত্র, অগ্নি অথবা রূপতন্মাত্র, জল অথবা রসতন্মাত্র, এবং ক্ষিতি অথবা গন্ধতন্মাত্র। অথবা আকাশ বায়ু অগ্নি জল ক্ষিতি, এই পাঁচটী যে অবস্থায় পরস্পর মিলিত না হইয়া সূক্ষ্মভাবে থাকে, সেই অবস্থায় তাহাদিগকে তন্মাত্র অথবা মূলদ্রব্য কহে। এবং শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, এই পাঁচটী এক একটী করিয়া যথাক্রমে ঐ পাঁচটী দ্রব্যের গুণ। কিন্তু আধুনিক রসায়নতত্ত্ব-দর্শী পণ্ডিতেরা আমাদিগের প্রাচীন পুরুষগণের এই সিদ্ধান্তটীকে ভ্রান্তিমূলক বলিয়া নির্ণয় করেন। তাঁহারা মূল-দ্রব্য ষষ্টি-সংখ্যক অর্থাৎ পাঁচটী অথবা

সেই আহার, কটু, অম্ল, তিক্ত, কষায়, লবণ ও মধুর এই ছয়প্রকার রস, এবং দুইপ্রকার অথবা অষ্টপ্রকার বীর্য্য-বিশিষ্ট *, এবং বহুবিধ-গুণ-যুক্ত। সেই আহার পরিমিত হইলে, অর্থাৎ যে পরিমাণ ক্ষুধা-শান্তির নিমিত্ত প্রয়োজন হয়, তাহার ন্যূনাধিক না হইলে, তাহার

ততোধিক বলিয়া নির্ণয় করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে অদ্যাবধি তাঁহাদিগের নিশ্চয় মীমাংসা হয় নাই। কিন্তু আর্য্যেরা বলেন যে, "কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারাই আমরা সমস্ত বাহ্য জগৎ জ্ঞাত হইয়া থাকি। এই পাঁচটী জ্ঞানযন্ত্রের দ্বারা আমরা কেবল শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ গ্রহণ করি। তাহাতেই আমাদিগের সমস্ত বাহ্য জগতের জ্ঞান জন্মে। জগৎ পদার্থ যতপ্রকারই হউক, আমরা যখন এই পাঁচটী জ্ঞানযন্ত্রের দ্বারাই সেই সমস্ত জ্ঞাত হইতেছি, তখন জ্ঞানের সম্বন্ধে পাঁচটীর অতিরিক্ত মূল গুণ থাকা কখনই সম্ভবে না। অতএব এই সমস্ত জগৎ, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, এই পাঁচটী মূল গুণেই ব্যাপ্ত। গুণ থাকিলেই সেই গুণের আশ্রয়ভূত দ্রব্য থাকা যদি স্বীকার করিতে হয়, তবে এই পঞ্চ-গুণ-বিশিষ্ট জগতের উপাদান মূলদ্রব্য যতই হউক এবং যাহাই হউক, তাহাদিগের এরূপ হওয়া উচিত, যাহাতে এই পাঁচটী গুণ থাকিতে পারে। দ্রব্য থাকিলেই তাহার গুণ এবং ক্রিয়া থাকিবে। অথবা দ্রব্য গুণ ক্রিয়া, এই তিনটীর একটী থাকিলেই অপর দুইটীকে থাকিতেই হইবে।" আমাদিগের প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের এই মত। তাহা স্বীকার করিতে হইলে এক একটী অমিশ্র দ্রব্যের এক একটী গুণ, অথবা একটী গুণের আশ্রয় এক একটী অমিশ্র দ্রব্য থাকাই সম্ভব। সুতরাং মূলদ্রব্য পাঁচটী হওয়া অসঙ্গত বোধ হয় না। কারণ অতিরিক্ত দ্রব্য থাকিলেই অতিরিক্ত গুণ থাকিবে, অতিরিক্ত গুণ থাকিলে, সেই অতিরিক্ত গুণের জ্ঞাতা, অতিরিক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় থাকা প্রয়োজন। আমাদিগের যখন পাঁচটীর অতিরিক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় নাই, এবং সেই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা যখন আমরা পাঁচটীর অতিরিক্ত মূল গুণ জ্ঞাত হইতে পারি না, এবং সেই পাঁচটীর গুণ জানাতেই আমাদিগের জগৎ-জ্ঞান যখন পর্য্যাপ্ত হইতেছে, তখন সেই পাঁচটী গুণের আশ্রয়ভূত পাঁচটী মূলদ্রব্য বলা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এ বিষয়ে আর্য্যগণ-প্রদর্শিত অন্যান্য প্রমাণ, বাহুল্যপ্রযুক্ত উদ্ধৃত করা হইল না।

* দুইপ্রকার বীর্য্য বলিতে শুক্র ও শোণিত; এবং অষ্টপ্রকার বীর্য্য বলিতে শরীরের সপ্ত ধাতু ও ওজঃ পদার্থ, বুঝিতে হইবে।

সম্যক্ পরিপাকের দ্বারা তেজের নিদানস্বরূপ অতি সূক্ষ্ম যে সার জন্মে, সেই সারই রস নামে কথিত হয়। তাহার স্থান হৃদয়। হৃদয় হইতে সেই রস দশটী ঊর্দ্ধগামিনী রস-রক্ত-বাহিনী ধমনী-পথে প্রবেশপূর্ব্বক ঊর্দ্ধদিকে, এবং দশটী অধোগামিনী ধমনী-পথে প্রবেশ পূর্ব্বক অধোভাগে, এবং চারিটী তির্য্যক্-গামিনী ধমনী-পথে প্রবেশ পূর্ব্বক উভয় পার্শ্ব ভাগে, গমন করে। অদৃষ্ট-হেতু ক্রিয়া, অর্থাৎ যে ক্রিয়ার কারণ দেখা যায় না, এরূপ ক্রিয়ার দ্বারা সেই রস এইপ্রকার চতুর্ব্বিংশতি ধমনীপথে প্রবেশ করিয়া, সমস্ত শরীরকে অহরহ তর্পণ, বর্দ্ধন, ধারণ, যাপন এবং জাবৎমান করিতেছে। ক্ষয়, বৃদ্ধি এবং বিকার অর্থাৎ শরীর ক্ষীণ হইতেছে, বৃদ্ধি হইতেছে এবং ব্রণাদিরূপ বিকার প্রাপ্ত হইতেছে, এই কারণে সর্ব্বশরীরগামী সেই রসের অনুমানের দ্বারা গতি উপলব্ধি করা যায়। সর্ব্বশরীরের অবয়ব অর্থাৎ হস্ত পাদাদি, দোষ অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফ, ধাতু অর্থাৎ রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্র এই সপ্ত ধাতু, এবং মলাশয়, এই সকলের অনুগামী যে রস, তাহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্য এই যে, ইহা সৌম্য কি তৈজস? অর্থাৎ ইহা চন্দ্রাংশ-সম্ভূত শীতল, কি তেজঃপদার্থ-সম্ভূত উষ্ণ? ইহাতে কথিত হইতেছে যে, জলীয় পদার্থের সদৃশ সেই রস, দেহের স্নেহন অর্থাৎ চিক্কণকর, জীবনীয় ও তৃপ্তিকর এবং সর্ব্বশরীর ধারণ করে, অর্থাৎ শরীরের সকল অবয়বকে প্রকৃতভাবে রক্ষা করে। এই সকল গুণ-বিশেষের দ্বারা, তাহাকে সৌম্য বলিয়া জানা যায়। সেই নিশ্চয় জলময় রস যকৃৎ এবং প্লীহা-স্থান প্রাপ্ত হইয়া রক্তবর্ণ হয় *।

* অন্নরস হইতে রক্ত উৎপত্তির বিষয়ে, আধুনিক ইউরোপীয় শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ডাক্তার কুম্ব সাহেবও প্রায় এইরূপই বলেন। তবে আর্য্যেরা বলেন যে, শ্বেতবর্ণ অন্নরস যকৃতের স্থান প্রাপ্ত হইয়াই রক্ত হয়। এবং কুম্ব সাহেব বলেন যে, সেই অন্নরস হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে রক্তবর্ণ হয়।

প্রাণিগণের দেহস্থ অব্যাপন্ন (১) রস, সুপ্রসন্ন (২) তেজ কর্তৃক রঞ্জিত হইয়া রক্ত নামে কথিত হয়। এই রস হইতে যে রক্ত হয়, তাহাই স্ত্রীলোকদিগের শরীরে রজো-নামে কথিত হয়। তাহা দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইতে আরব্ধ হইয়া, পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়সে ক্ষয়প্রাপ্ত অর্থাৎ রহিত হয়। গর্ভের অগ্নীষোমীয়ত্ব হেতু, অর্থাৎ শীতোষ্ণ উভয় গুণ থাকাতে, স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তব-শোণিত আগ্নেয়। অপরাপর আচার্য্যেরা কহিয়া থাকেন যে, জীব-রক্ত পাঞ্চ-ভৌতিক। অর্থাৎ যে পঞ্চ মহাভূতে এই শরীর উৎপন্ন হয়, তাহাই জীবের রক্তে আছে। মাংস-গন্ধ-বিশিষ্ট, তরল, রক্তবর্ণ, ক্ষরণ-শীল এবং লঘু হওয়া, শোণিতের এই গুণগুলিকেই পঞ্চভূতের গুণ বলা যায়। রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে মজ্জা, এবং মজ্জা হইতে শুক্র, এইরূপ পরম্পরা-ক্রমে সপ্ত ধাতু উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অন্ন-পানের দ্বারা যে রস জন্মে, তাহাই এই সকল ধাতুর পোষণ-কর্ত্তা। পুরুষ অর্থাৎ দেহী এই রস হইতেই সম্ভূত হয় (৩)। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অলসশূন্য হইয়া অন্ন, পান এবং আচারের, অর্থাৎ শয়ন, ভোজন, গমন, মৈথুন ইত্যাদি বিষয়ের নিয়ম-বিশেষের দ্বারা এই রসকে যত্নের সহিত রক্ষা করিবে।

রস ধাতু গতি অর্থ বুঝায়। অহরহ গমন করে এই হেতু ইহাকে রস কহে। সেই রস তিন সহস্র পঞ্চদশ কলা করিয়া এক এক ধাতুতে অবস্থান করে। এইরূপে সেই রস এক মাসে শুক্ররূপে, এবং স্ত্রীলোকের দেহে আর্ত্তবরূপে পরিণত হয়।

এইরূপ কথিত হইয়াছে যে, স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র ভাবে অষ্টাদশ সহস্র নবতি অর্থাৎ সমুদায়ে আঠার হাজার নব্বই কলা এই রসে অবস্থিতি

---

(১) "অব্যাপন্ন রস" অর্থাৎ যে রসে কোনপ্রকার বিকৃতি-ভাব নাই।

(২) "সুপ্রসন্ন তেজ" যৎকালে পিত্তের কার্য্য শরীরে স্বাভাবিকরূপে হইতে থাকে, সেই কালে তেজ সুপ্রসন্ন বলা যায়।

(৩) দেহী যে কিরূপে অন্নরস হইতে উৎপত্তি হয়, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়

করে (১)। শব্দ, তেজঃ এবং জল যেপ্রকার সূক্ষ্ম ভাব-বিশেষের দ্বারা ব্যাপক হয়, এই রস সেইপ্রকার কেবল শরীরের অনুগামী হইতেছে। বাজীকরণের ওষধি সকল স্বীয় বল এবং গুণের ঔৎকর্ষ্য হেতু বিরেচনের ন্যায় কার্য্যকারী, তাহাতে শীঘ্র শুক্রকে বিরেচিত করে (২)।

না। চক্ষু কর্ণ নাসিকা ত্বক্ জিহ্বা, এই পাঁচটী জ্ঞান-যন্ত্রের পাঁচটী আভ্যন্তরিক জ্ঞান-শক্তি, বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ, এই পাঁচটী ক্রিয়া-যন্ত্রের পাঁচটী আভ্যন্তরিক ক্রিয়া-শক্তি। এবং দেহ-নির্ম্মাণের উপাদান পঞ্চ ভূত, মানসী শক্তি ও বুদ্ধি-শক্তি, প্রাচীন আর্য্যদিগের মতে, এই সমস্ত আন্তরিক শক্তি মিলিত হইয়া জীব, দেহী, পুরুষ অথবা আমি-শব্দের বাচ্য হয়। এই সকল আন্তরিক-শক্তি-বিশিষ্ট এই দেহ, পিতা মাতার শুক্র-শোণিত-সংযোগেই উৎপত্তি হয়। তদ্দ্বারা পিতা মাতার শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি পর্য্যন্তও অধিকাংশ সন্তানে বর্ত্তে। যেমন অতি ক্ষুদ্র বীজে বৃহৎ বৃক্ষের সমুদায় প্রকৃতি গূঢ়ভাবে নিহিত থাকে, সেইরূপ শরীরের বীজস্বরূপ সেই শুক্র শোণিতে সমুদায় শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি অতি সূক্ষ্ম এবং গূঢ়ভাবে নিহিত থাকে। দেহের মূলবীজ সেই শুক্র শোণিত অন্নরস হইতেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং পরম্পরা-সম্বন্ধে অন্নরস হইতেই জীবের বা দেহীর উৎপত্তি স্বীকার করা অসঙ্গত হয় না।

(১) প্রত্যেক ধাতুতে ৩০১৫ অংশ করিয়া ছয়টী ধাতুতে ১৮০৯০ কলা অবস্থিতি করে এবং রস ধাতু ক্রমশঃ পরিপাক হইয়া ত্রিংশ দিবস পরে শুক্র ধাতু জন্মায়। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ বিবেচনা হয়।

আহার-জনিত শরীরে প্রতিদিন যে রস জন্মে, সেই রস পাঁচ দিবসে পরিপাক হইয়া ষষ্ঠ দিবসে রক্ত ধাতুতে গমন করে। এবং সেই পাঁচ দিবস মধ্যে নূতন রস সঞ্চিত হইয়া পরিপাক হইতে থাকে। রক্ত পাঁচ দিবসে পরিপাক হইয়া, ষষ্ঠ দিবসে মাংস জন্মায়। এইরূপ ক্রমশঃ ত্রিশ দিনের পর অন্ন-রস হইতে শুক্র ধাতু জন্মে। এবং পাঁচ দিবসের পূর্ব্বে যে ধাতু জন্মিয়াছে, তাহা অন্য ধাতুতে গমন করে। পাঁচ দিবস মধ্যে যে ধাতু জন্মে, তাহা সেই ধাতুতেই থাকে। ধাতুর যে অংশকে অন্য ধাতুতে গমন করিতে হয়, তাহাই ইহার পরতন্ত্র অংশ এবং যে অংশ আপনাতে থাকে তাহাই ইহার স্বতন্ত্র অংশ। এইরূপ স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র ভাবে ১৮০৯০ অংশ, রস অবধি মজ্জা পর্য্যন্ত ধাতুতে অবস্থিতি করে।

(২) পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, ধাতু সকল পরিপাক-ক্রমে এক মাসে শুক্র জন্মায়। তাহাতে এরূপ সংশয় হইতে পারে, যে বাজীকরণ ওষধি সকলে রতি-শক্তি বৃদ্ধি করে

আরও কহিতেছেন, পুষ্পের মুকুল অবস্থায় গন্ধ আছে, এমত বলা যায় না, কারণ মুকুলাবস্থায় গন্ধ উপলব্ধি হয় না। গন্ধ নাই, এমতও বলা যায় না, কারণ যাহা একেবারেই না থাকে, তাহা পরে প্রকাশ পাইতে পারে না। অতএব 'মুকুলাবস্থায় পুষ্পে গন্ধ থাকে' কেবল বাক্যে এই ভাব প্রকাশ করা মাত্র, সূক্ষ্মতা-হেতু তাহা উপলব্ধি হয় না। কিন্তু পুষ্পের পত্র কেশরাদি প্রকাশ হইলে, কালান্তরে সেই গন্ধ প্রকাশ পায়। সেইপ্রকার বালকদিগেরও বয়সের পরিপাকের দ্বারা শুক্র শ্মশ্রু, এবং শরীরের লোম সমূহের উৎপত্তি হয়। এবং নারী-দেহে আর্ত্তব-শোণিত প্রাদুর্ভূত হয়। স্ত্রীলোকের দেহে রজঃ উপচিত হইলে, স্তন, গর্ভাশয় এবং যোনি ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

জরা কর্তৃক শরীর পরিপক্ক হয় বলিয়া, সেই অন্ন-রস বৃদ্ধদিগের পক্ষে পুষ্টিকর হয় না। এই সকল ধাতু, রস হইতে উৎপন্ন হইয়া শরীরকে ধারণ করে, একারণ তাহাদিগকে ধাতু কহে। সেই সকল ধাতুর ক্ষয় ও বৃদ্ধি শোণিত-নিমিত্ত। অতএব সেই শোণিতের বিষয় এক্ষণে কহিব। ফেণিল অর্থাৎ ফেণা-বিশিষ্ট, অরুণ-বর্ণ, কৃষ্ণ-বর্ণ অথবা বিবিধ-বর্ণ-বিশিষ্ট, পাতলা, শীঘ্রগামী এবং অস্কন্দি (যাহা শুষ্ক হয় না), বাত কর্তৃক যে শোণিত দূষিত হয়, তাহার এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। নীল, পীত, হরিত অথবা পিঙ্গল বর্ণ ও কাঁচা মাংসের মত গন্ধ, পিপীলিকা ও মক্ষিকাদির অপ্রীতিকর (যে রক্তে মক্ষিকা বা পিপীলিকা ধরে না), এবং অস্কন্দি, পিত্ত কর্তৃক দূষিত শোণিতের এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। গেরিমাটির জলের মত বর্ণ, স্নিগ্ধ, শীতল, বহল অর্থাৎ প্রবাহশীল, পিচ্ছিল, চিরস্রাবী (বহুক্ষণ ধরিয়া স্রাব হয়), এবং দেখিতে মাংসপেশীর ন্যায়, শ্লেষ্মা কর্তৃক দূষিত যে শোণিত, তাহার এই সকল

বলিয়া সদ্যঃ শুক্র জন্মায়, কিন্তু তাহা নহে। বিরেচক ঔষধিতে যেরূপ পুনঃ পুনঃ মল নির্গত করে, সেইরূপ এই বাজীকরণ ঔষধিতে পুনঃ পুনঃ শুক্র নির্গত করে। সদ্যঃ জন্মাইতে পারে না।

লক্ষণ হইয়া থাকে। এই সকল লক্ষণ-যুক্ত, কাঞ্জির ন্যায় আভা, বিশেষতঃ দুর্গন্ধবিশিষ্ট, সন্নিপাত অর্থাৎ বাত পিত্ত কফ এই তিন কর্ত্তৃক দূষিত হইলে, শোণিতের এইরূপ লক্ষণ হইয়া থাকে। পিত্তের দ্বারা দূষিত হইলে যেরূপ কৃষ্ণ-বর্ণ হয়, রক্ত স্বয়ং দূষিত হইলেও সেই রূপ অতিশয় কৃষ্ণ-বর্ণ হয়। বাত-পিত্ত, পিত্ত-শ্লেষ্মা এবং বাত-শ্লেষ্মা, ইহার মধ্যে কোন দুই দোষের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, তাহাকে সংসৃষ্ট কহে। জীব-শোণিতের বিষয় অন্যত্র কহিব। যে শোণিত, ইন্দ্রগোপ-কীটের ন্যায় রক্তবর্ণ, তরল, এবং বিবর্ণ রহিত, সেই শোণিতই প্রকৃতিস্থ অর্থাৎ স্বাভাবিক বলিয়া জানিবে। যে সকল স্থলে রক্তস্রাব কর্ত্তব্য, তাহা অন্যত্র কহিব। যে সকল স্থলে অকর্ত্তব্য, তাহাই এইস্থানে কহিতেছি। সর্ব্বাঙ্গ স্ফীত, ক্ষীণ অথবা অম্ল-ভোজন-প্রযুক্ত রোগ হইলে, পাণ্ডু, অর্শঃ, উদরী, শোথ অথবা শোষ রোগ হইলে, এবং স্ত্রীলোক গর্ভিণী হইলে, রক্তস্রাব করান অকর্ত্তব্য। শস্ত্র দ্বারা রক্তস্রাব-করণ দুই-প্রকার, প্রচ্ছান অর্থাৎ ত্বক্ ও মাংস বিদ্ধ করা, এবং সিরা বিদ্ধ করা। ঋজু, অসঙ্কীর্ণ, সূক্ষ্ম, সমভাব, অনবগাঢ় এবং অনুত্তান (অধিক গভীর না হয় অথবা গভীরতা-রহিতও না হয়), এইরূপে সাবধানে শীঘ্র শস্ত্রপাত করিবে। শস্ত্রপাত-কালে যেন মর্ম্ম, সিরা, স্নায়ু এবং সন্ধি-স্থানে আঘাত না পায়। বর্ষা এবং মেঘাচ্ছন্ন দিনে, শরীরের দুর্ব্বিদ্ধ স্থানে, শীতল বায়ু কর্ত্তৃক ঘর্ম্ম রুদ্ধ থাকিলে, অথবা অতিশয় ঘর্ম্ম হইলে, রক্ত কিছুমাত্র নিঃসৃত হয় না, অথবা অল্পমাত্রই নিঃসৃত হয়।

উন্মত্ত, মূর্চ্ছিত, অতিশয় শ্রান্ত, এবং বাত, বিষ্ঠা ও মূত্র-বেগবিশিষ্ট, নিদ্রাভিভূত, এবং ভীত ব্যক্তিগণের দেহে, রক্ত সম্যক্‌রূপে নিঃসৃত হয় না। সেই দুষ্ট-অবরুদ্ধ শোণিত কর্ত্তৃক কণ্ডূ অর্থাৎ চুলকনা, শোথ অর্থাৎ ফুলা, রক্ত-বর্ণ, দাহ, পাক এবং বেদনা জন্মে। অতিশয় উষ্ণ কাল হইলে, অতিশয় ঘর্ম্মাক্ত হইলে, অথবা অনভিজ্ঞ বৈদ্য কর্ত্তৃক অতিরিক্ত বিদ্ধ হইলে, অতিশয় শোণিত-স্রাব হয়। সেই অতি-

স্রাবজনিত মস্তকের উষ্ণতা, অন্ধতা, অধিমন্থ (চক্ষুরোগ-বিশেষ), তিমিরাচ্ছন্ন দৃষ্টি, ধাতুক্ষয়, আক্ষেপ (যাহাকে খেঁচুনি বলে), পক্ষাঘাত, দক্ষিণ বা বাম অঙ্গের বিকৃতি, তৃষ্ণা, দাহ, হিক্কা, শ্বাস, কাশ, পাণ্ডুরোগ এবং মৃত্যু,-এই সকল উপসর্গ ঘটিয়া থাকে।

অতএব অতিশয় শীত না হইলে, অতিশয় উষ্ণ না হইলে, বা এককালীন ঘর্ম্ম-রহিত না হইলে, অথবা অতিশয় তাপিত না হইলে, রোগীর রক্তমোক্ষণ করাইবে। এবং রক্তমোক্ষণের পূর্ব্বে যবের মণ্ড পান করাইবে। রক্ত যখন সম্যক্ নির্গত হইয়া আপনি নিবৃত্তি পায়, তখন বৈদ্য তাহাকে বিশুদ্ধরূপে স্রাবিত হইয়াছে বলিয়া জানিবে। শরীরের লঘুতা, বেদনা-শান্তি, রোগের স্থগিত হওয়া, এবং মনের প্রসন্নতা, রক্ত সম্যক্ বিস্রাবিত হইলে এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। চর্ম্মরোগ, গ্রন্থি সকল স্ফীত (গাঁইট সকল ফুলা), এবং অপরাপর যে সকল রক্তজনিত রোগ আছে, যে ব্যক্তি রক্তমোক্ষণ করাইয়া থাকে, তাহার সে সকল রোগ কদাচই হয় না।

রক্ত সম্যক্ নির্গত না হইলে, এলাইচ, বেতস, এলবালু, কুড়, তগরপাদুকা, আকনাদি, ভদ্রদারু, বিড়ঙ্গ, চিত্রক, ত্রিকটু, গৃহধূম (ঝুল), হরিদ্রা, আকন্দের কুঁড়ি ও নক্তমাল (করঞ্জ-ফল), এই সকল দ্রব্যের মধ্যে যাহা যাহা পাওয়া যায়, তাহা সমস্ত চূর্ণ করিয়া, সর্ষপতৈল এবং লবণের সহিত গাঢ় করিয়া ব্রণের মুখে লেপ দিলে, সম্যক্‌রূপে রক্ত নির্গত হয়। শোণিত অতিশয় নির্গত হইতে থাকিলে, লোধ, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, রক্তচন্দন, গেরিমাটী, ধুনা, রসাঞ্জন, সিমুল-ফুল, শাঁখ, ঝিনুক, মাষকলাই, যব এবং গোধূম, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া, অঙ্গুলির অগ্রভাগের দ্বারা ব্রণের মুখে টিপিয়া প্রবেশ করাইয়া দিবে। অথবা ধুনা, অর্জ্জুন-বৃক্ষ, বিট্‌খদির, মেষশৃঙ্গ, ধববৃক্ষ, ধন্বনবৃক্ষ এবং গুড়ত্বক্, (১) এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণের দ্বারা, অথবা পট্টবস্ত্র

(১) অনেক স্থানে ঔষধ-বর্ণনার স্থলে কেবল বৃক্ষের নাম আছে। সেই সকল বৃক্ষের

ভস্ম করিয়া তাহার দ্বারা, বা সমুদ্রফেণা এবং লাক্ষাচূর্ণের দ্বারা, অথবা ব্রণবন্ধনের নিমিত্ত ব্রণালেপন অধ্যায়ে যে সকল দ্রব্য কথিত হইয়াছে, সেই সকল দ্রব্যের দ্বারা, গাঢ়রূপে বন্ধন করিবে। শীতল আচ্ছাদন, শীতল ভোজন, শীতল বাসস্থান, শীতল পরিষেচন, এবং শীতল আলেপন ব্যবহার বা প্রয়োগ করিবে। অথবা ক্ষার বা অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করিবে। অথবা যে শিরার দ্বারা অতিশয় রক্ত নির্গত হইতে থাকে, সেই শিরা বিদ্ধ করিবে। অথবা দ্রব্য-সংগ্রহণীয় অধ্যায়ে কাকোল্যাদি-গণে যে সকল দ্রব্য কথিত হইয়াছে, সেই সকল দ্রব্যের ক্বাথ, অথবা শর্করা এবং মধু একত্র পান করাইবে। কালসার হরিণ, শশ, মহিষ, অথবা বরাহ, ইহাদিগের মধ্যে কোন পশুর রুধির, ক্ষীর, যূষ এবং স্নিগ্ধ রসের সহিত ভোজন করাইবে। রক্তমোক্ষণজনিত উপদ্রব জন্মিলে, লক্ষণ বিবেচনা করিয়া সেই উপদ্রবের চিকিৎসা করিবে।

রক্তমোক্ষণ করাইলে, ধাতুক্ষয়-জনিত অগ্নিমান্দ্য হয়। তাহাতে বায়ু অতিশয় কুপিত হয়। সেই হেতু অতিশয় শীতল না হয়, এবং লঘু, স্নিগ্ধ, শোণিত-বর্দ্ধন-কারী ও ঈষৎ অম্ল বা একেবারেই অম্ল-রহিত হয়, এইরূপ দ্রব্য রোগীকে ভোজন করিতে দিবে। রক্ত-নিবারণের উপায় চারিপ্রকার; সন্ধান অর্থাৎ জোড় লাগান, স্কন্দন (বিপরীত গতি হওন), পাচন * এবং দহন। কষায় রসের দ্বারা ক্ষত-স্থান সন্ধান করা যায়, হিম-গুণের দ্বারা রক্ত স্কন্দিত হয়, † ভস্মের

কোন্ অংশ লইতে হইবে, তাহার উল্লেখ নাই। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ত্বক্, সার, মূল, ...দন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অংশ গ্রহণ করিবার বিধি পরে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বলা হইয়াছে।

* রক্ত-নিঃসরণ হওয়াটী নিবৃত্তি হইয়া, অন্য কোন পীড়া না ঘটিলে, তাহাকে রক্তের পাচন কহে।

† বিপরীত গতি কহে।

দ্বারা পাচন হয়, এবং দগ্ধকরণের দ্বারা সিরা সকল সঙ্কুচিত হয়। শীতল প্রয়োগে রক্তের নিঃসরণ নিবৃত্তি না হইলে, সন্ধান-কর ঔষধ প্রয়োগ করিবে। সন্ধান-কর ঔষধে যদি ক্ষত মুখ জোড়া না লাগে, তবে পাচন প্রয়োগ করিবে। বৈদ্য যথাবিধি ক্রমে এই তিনপ্রকার উপায় প্রয়োগ করিবে। এই তিন উপায় বিফল হইলে অবশেষ দাহই শ্রেয়স্কর। রক্ত নিঃশেষে দোষরহিত না হইলে কদাচ ব্যাধির শান্তি হয় না। অতএব কিছুমাত্র দোষ থাকিলে ব্যাধিও স্থায়ী হয়। দেহের মূল শোণিত, শোণিতই দেহ ধারণ করে। অতএব অতিশয় যত্নপূর্ব্বক এই শোণিতকে রক্ষা করিবে। তাহা হইলেই জীবের জীবত্ব থাকে। রক্তমোক্ষণ করাইবার পর শীতল পরিষেকের দ্বারা বায়ু কুপিত হইলে, ক্ষত স্থানে বেদনাযুক্ত ফুলা হয়, সে স্থলে ঈষদুষ্ণ ঘৃতের দ্বারা পরিষেচন করিবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

দোষ, ধাতু ও মলের ক্ষয়-বৃদ্ধি-বিজ্ঞানীয় অধ্যায়।

বায়ু পিত্ত কফ, সপ্ত ধাতু এবং মল, ইহারাই শরীরের মূল। অতএব ইহাদিগের লক্ষণ বলা যাইতেছে, শ্রবণ কর। স্পন্দন, উদ্বহন (উর্দ্ধে বহন), বিবেক (পৃথক্-করণ), ধারণ ও লক্ষণ (নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন), বায়ু এই পঞ্চ গুণে বিভক্ত হইয়া শরীরকে ধারণ করে। রাগ (রক্তবর্ণ করা), পাক (ব্রণাদি পাকান), ওজঃ অথবা তেজঃ, মেধা এবং উষ্ণকারিতা, পিত্ত এই পঞ্চ গুণে বিভক্ত হইয়া অগ্নিকার্য্যের দ্বারা শরীরের কার্য্য সম্পাদন করে। সন্ধি-স্থানের সংযোগকরণ, স্নেহ-যুক্তকরণ, রোপণ (পূরণ), বল এবং স্থৈর্য্যতাকরণ, শ্লেষ্মা এই পঞ্চ গুণে বিভক্ত হইয়া, উদক-ক্রিয়ার দ্বারা শরীরের কার্য্য সম্পাদন করে। রস, প্রীতি উৎপাদন করে, এবং রক্তকে পোষণ করে। রক্ত, দেহের বর্ণ করে, মাংসকে পোষণ করে, এবং জীবিত রাখে।

মাংস, শরীর পুষ্টি করে, এবং মেদ ধাতুকে পোষণ করে। মেদ হইতে ঘর্ম্ম হয়, শরীর চিক্কণ ও দৃঢ় হয়, এবং অস্থি সকলের পুষ্টি হয়। অস্থি, দেহকে ধারণ করে ও মজ্জার পোষণ করে। মজ্জা, প্রীতি-করী, চিক্কণ-করী, অস্থি সকলের পূরণ-করী, এবং বল ও শুক্রের পোষণ-করী। শুক্র হইতে দেহের বল, সহিষ্ণুতা, প্রীতি এবং প্রফুল্লতা উৎপন্ন হয়। ইহাতেই জীবের বীজ নিহিত থাকে *। পুরীষ, উপস্তম্ভ করে, শরীর এবং শরীরস্থ বায়ু ও অগ্নিকে ধারণ করে। মূত্র, বস্তি-পূরণ ও শরীরের ক্লেদ রহিত করে। স্বেদ, শরীরের ক্লেদমাত্র, ইহাতে ত্বকের কোমলতা হয়। আর্ত্তব-শোণিতও রক্তের ন্যায় কার্য্যকর এবং গর্ভ-কর।

গর্ভ কর্ত্তৃক গর্ভের লক্ষণ প্রকাশ পায়। স্তন্য, স্তনদ্বয়ের স্থূলত্ব এবং জীবনের কারণ। এই সমস্ত পদার্থকে যথাবিধি ক্রমে সম্যক্‌রূপে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

অতঃপর এই সকল পদার্থ ক্ষয় হইলে যে সকল লক্ষণ হয়, তাহা কহিব। সংশোধনীয় এবং সংশমনীয় দ্রব্যের অতি-মাত্রায় সেবন, বিষ্ঠা মূত্রের বেগ-ধারণ, অসাত্ম্য অর্থাৎ অনিয়মিত বা অস্বাভাবিক আহার, মনস্তাপ, শ্রম, অনশন ও অতিশয় মৈথুন, এই সকল কারণে শারীরিক পদার্থ সকল ক্ষয় হয়। তাহাদিগের মধ্যে বাত-ক্ষয় হইলে, মন্দ-চেষ্টতা অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, বাক্‌শক্তির অল্পতা, অ-প্রফুল্লতা, এবং জ্ঞানের মূঢ়তা ঘটিয়া থাকে। পিত্ত-ক্ষয় হইলে, অগ্নির অর্থাৎ পিত্তের উষ্ণতার মান্দ্য হয়, এবং শরীর প্রভাহীন হয়। শ্লেষ্মা-ক্ষয়ে রুক্ষতা, অন্তর্দাহ, আমাশয়, পক্কাশয় এবং মস্তকের শূন্যতা অর্থাৎ ভারহীন, লঘু—যাহাকে খালী খালী বলে, সন্ধি সকলের শিথিলতা, তৃষ্ণা, দৌর্ব্বল্য এবং নিদ্রা হীনতা ঘটে। বায়ু, পিত্ত বা শ্লেষ্মা ক্ষীণ

* শুক্রের দ্বারাই পিতার শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি পুত্রে প্রবর্ত্তিত হয়। অতএব দেহের সমস্ত সার অংশ শুক্রে নিহিত থাকে।

হইলে, তাহা যে দ্রব্য দ্বারা বৃদ্ধি হয়, এরূপ দ্রব্যের সেবনই তাহার প্রতীকার। রস-ক্ষয় হইলে, হৃদয়ের পীড়া, কম্প, শূন্যতা এবং তৃষ্ণা জন্মে। শোণিত-ক্ষয় হইলে, ত্বকের রুক্ষ ভাব ও সিরা সকল শিথিল হয়, এবং অম্ল ও শীতল-দ্রব্যে অভিলাষ জন্মে। মাংস-ক্ষয়ে, নিতম্ব, গণ্ড, ওষ্ঠ, উপস্থ, উরু, বক্ষ, কক্ষা, নাভি, উদর এবং গ্রীবা, ইহাদিগের শুষ্কতা, শরীরের রুক্ষতা এবং পীড়া, শরীরের অবসাদ এবং ধমনীর শৈথিল্য, এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। মেদ-ক্ষয় হইলে, প্লীহা-বৃদ্ধি, সন্ধি-স্থানের শূন্যতা, রুক্ষতা এবং কোমল মাংসে অভিলাষ, এই সকল উপসর্গ হইয়া থাকে। অস্থি-ক্ষয়ে, অস্থি-পীড়া, দন্ত ও নখ ভঙ্গ এবং দেহের রুক্ষতা জন্মিয়া থাকে। মজ্জা-ক্ষয় হইলে, শুক্রের অল্পতা, পর্ব্ব-ভেদ, অস্থি-নিস্তোদ (অস্থি-স্থানে বেদনা), এবং অস্থি-শূন্যতা (অস্থির আভ্যন্তরিক স্থান শূন্য হওয়া) ঘটিয়া থাকে। শুক্র-ক্ষয়ে, মেঢ্র এবং মুষ্ক দেশে বেদনা ও মৈথুনে অশক্তি জন্মে, অথবা বিলম্বে রেতঃপতন হয়, এবং পতন-কালে অল্প রক্তের সহিত শুক্র দৃষ্ট হয়। কোন ধাতু ক্ষীণ হইলে, যে দ্রব্যে সেই ধাতুর বৃদ্ধি হয়, সেই দ্রব্যের সেবনই তাহার প্রতীকার। পুরীষ-ক্ষয়ে, হৃদয়ের পার্শ্বদেশে পীড়া জন্মে, এবং বায়ু শব্দ করিয়া উর্দ্ধদিকে গমন ও কুক্ষি-দেশে সঞ্চরণ করে। মূত্র-ক্ষয়ে, বস্তিদেশে বেদনা এবং মূত্রের অল্পতা হয়। পুরীষ বা মূত্র ক্ষয় হইলে, যে সকল দ্রব্যে তাহার বৃদ্ধি হয়, সেই সকল দ্রব্যের সেবনই তাহার প্রতীকার। স্বেদ-ক্ষয়ে, রোম-কূপের স্তব্ধতা, ত্বক্-শোষ অর্থাৎ গায়ে তৈলাদি মাখিলে শুষ্ক হইয়া যায়, স্পর্শের বৈগুণ্য অর্থাৎ স্পর্শ-জ্ঞানের হানি হয়, এবং ঘর্ম্ম হয় না। স্বেদ-ক্ষয় হইলে, তৈলাদি মর্দ্দন করিবে, এবং যাহাতে ঘর্ম্ম হয়, এইরূপ ক্রিয়া করিবে *। আর্ত্তব-ক্ষয়ে, যথোচিত কালে অর্থাৎ প্রতিমাসে আর্ত্তব

---

* ঘর্ম্ম করাইবার প্রণালী পশ্চাৎ বলা হইয়াছে।

শোণিতের একবারে অদর্শন, অথবা অল্প পরিমাণে দৃষ্ট হয়, এবং যোনি-দেশে বেদনা হয়। আর্ত্তব-শোণিতের ক্ষয় হইলে, সংশোধনী * এবং আগ্নেয় (অগ্নিকর) দ্রব্যের যথাবিধি প্রয়োগ করিবে। স্তন্য অর্থাৎ স্তন-দুগ্ধের ক্ষয় হইলে, স্তন-দ্বয়ের ম্লানতা হয়, এবং স্তন্য একবারে জন্মে না, অথবা অল্পই উৎপত্তি হয়। স্তন্য-ক্ষয়ে শ্লেষ্মা-বৃদ্ধিকর দ্রব্য সেবন করিবে। গর্ভ-ক্ষয় হইলে, কুক্ষি-দেশ অর্থাৎ তল-পেট উচ্চ থাকে না, গর্ভের স্পন্দন রহিত হয়। তাহাতে দুগ্ধ-সংযোগে বস্তিক্রিয়া করিবে, এবং মেদ-জনক আহার প্রদান করিবে।

অতঃপর ইহাদিগের বৃদ্ধি হইলে, অর্থাৎ এই দোষ, ধাতু এবং মলের পরিমাণ অধিক হইলে, যেরূপ লক্ষণ হয়, তাহা কহিব। দোষ-বৃদ্ধি-কর আহার বিহারেই ইহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বায়ু-বৃদ্ধি হইলে, ত্বকের পারুষ্য অর্থাৎ কোমল-ভাব রহিত হওয়া, কৃশতা, কৃষ্ণবর্ণতা, গাত্রের স্ফুরণ অর্থাৎ ঈষৎ কম্প, উষ্ণ দ্রব্যে অভিলাষ, নিদ্রানাশ, দুর্ব্বলতা এবং মলের কঠিনতা, এই সকল লক্ষণ হয়। পিত্ত-বৃদ্ধি হইলে, শরীরে পীতবর্ণ আভা, সন্তাপ, শীতল দ্রব্যের অভিলাষ, নিদ্রার অল্পতা, মূর্চ্ছা, বল-হানি, ইন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা, ও বিষ্ঠা মূত্র এবং চক্ষু পীত-বর্ণ হইয়া থাকে। শ্লেষ্মা-বৃদ্ধি হইলে, শরীরের শুক্লবর্ণতা, শীতলতা, স্থিরতা, গৌরব অর্থাৎ ভার, অবসাদ, তন্দ্রা, নিদ্রা এবং সন্ধি-স্থানের অস্থির বিশ্লেষ, এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। রস অতিশয় বৃদ্ধি হইলে, হৃদয়ের উৎক্লেদ এবং প্রসেক (লালা বা শ্লেষ্মা নিঃসরণ) জন্মিয়া থাকে। রক্ত অতিশয় বৃদ্ধি হইলে, শরীর এবং চক্ষুঃ রক্তবর্ণ, এবং সিরা সকলের পূর্ণ-ভাব হইয়া থাকে। মাংস অতিশয় বৃদ্ধি হইলে, নিতম্ব, গণ্ড, ওষ্ঠ, উপস্থ, উরু, বাহু এবং জঙ্ঘা, এই সকল স্থান বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এবং দেহের গুরুত্ব জন্মে অর্থাৎ ভার বোধ হয়। মেদ অতি-

* সংশোধনীয় দ্রব্য শোধনীয় ও শমনীয় দ্রব্যগণের অধ্যায়ে বক্তব্য।

শয় বৃদ্ধি হইলে, উদরের পার্শ্বভাগ বৃদ্ধি হয়, কাশ শ্বাস প্রভৃতি রোগ জন্মে, এবং শরীরের চিক্কণতা ও দৌর্গন্ধ্য জন্মে। অস্থি-বৃদ্ধি হইলে, অধ্যস্থি অর্থাৎ বৃহদস্থির নিকট ক্ষুদ্র অস্থি ও অধিদন্ত অর্থাৎ গজদন্ত জন্মে। মজ্জা অতিশয় বৃদ্ধি হইলে, সকল শরীর এবং চক্ষুঃ ভার বোধ হয়। শুক্র-বৃদ্ধি হইলে, শুক্রাশ্মরী (এক প্রকার পাথুরে রোগ), এবং অতিশয় শুক্র নির্গত হইয়া থাকে। পুরীষ-বৃদ্ধি হইলে, তলপেট ভার হয় ও কুক্ষিদেশে বেদনা জন্মে। মূত্র-বৃদ্ধি হইলে, মুহুর্মুহুঃ মূত্র-প্রবৃত্তি, বস্তি-দেশে বেদনা এবং আধ্মান (ফাঁপা) হয়। স্বেদ অতিশয় বৃদ্ধি-হইলে, ত্বকে অতিশয় দুর্গন্ধ এবং কণ্ডু হইয়া থাকে। আর্ত্তব-বৃদ্ধি হইলে, অঙ্গমর্দ্দ অর্থাৎ শরীরের কামড়ানী, অতিরিক্ত শোণিতস্রাব এবং দুর্ব্বলতা হইয়া থাকে। স্তন্য-বৃদ্ধি হইলে, স্তনদ্বয়ের স্থূলত্ব, মুহুর্মুহুঃ দুগ্ধ-নিঃসরণ এবং স্তনদ্বয়ে বেদনা হয়। গর্ভ অতিশয় বৃদ্ধি হইলে, জঠর-বৃদ্ধি এবং শোথ হয়। ধাতু সকলের মধ্যে কোন ধাতু বৃদ্ধি হইলে, সংশোধনী এবং অবিরুদ্ধ ক্রিয়া-বিশেষের দ্বারা ক্ষয় করাই তাহার প্রতীকার।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধাতু অতিশয় বৃদ্ধি হইলে, পর পর ধাতু সকলও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অতএব যে সকল ধাতু অতিশয় বৃদ্ধি হয়, তাহাদিগকে হ্রাস করিবার নিমিত্ত প্রতীকার করা কর্ত্তব্য *।

অতঃপর বলের লক্ষণ এবং বল-ক্ষয়ের লক্ষণ কহিতেছি। রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত সপ্ত ধাতুর যে পরম তেজোভাগ, তাহাকে ওজঃ কহে। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত-মতে সেই ওজই বল নামে কথিত হইয়াছে। বল থাকিলে মাংস দৃঢ় এবং পুষ্ট হয়, সকল কার্য্যে উৎসাহ

* পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধাতু অতিশয় বৃদ্ধি হইলে পরবর্ত্তী ধাতুও অতিশয় বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ রস অতিশয় বৃদ্ধি হইলে রক্তও অতিশয় বৃদ্ধি হয়, রক্ত অতিশয় বৃদ্ধি হইলে মাংস অতিশয় বৃদ্ধি হয়; এইরূপ যথাক্রমে বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

থাকে, স্বর এবং শরীরের বর্ণ প্রসন্ন-ভাবে থাকে, বাহ্য এবং অন্তরস্থ সকল ইন্দ্রিয় অবাধে স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করে।

শরীরস্থ ওজঃ সোম-গুণ-বিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, শ্বেত-বর্ণ, শীতল, স্থির, সরস, মৃদু এবং সুগন্ধ-বিশিষ্ট। ইহা শরীর-মধ্যে গুপ্তভাবে থাকে, এবং ইহার দ্বারা প্রাণ-রক্ষা হয়। প্রাণীদিগের দেহের সকল অবয়বে ইহা ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। তাহার অভাবে শরীর শীর্ণ হইয়া যায়। সকল ধাতু হইতে যে সার নিঃসৃত হয়, তাহাই ওজঃ। মানসিক ও ও শারীরিক ক্লেশ, ক্রোধ, শোক, একাগ্রচিন্তা, শ্রম এবং ক্ষুধা (আহার না করিলে), এই সকল কারণে সেই ওজের ক্ষয় হয়। ওজঃ-ক্ষয় হইলে প্রাণি-গণের তেজেরও ক্ষয় হয়।

সেই ওজঃ বা বলের বিস্রংসা (অপ্রসন্নতা), ব্যাপৎ (বিকৃতি), অথবা ক্ষয় হইলে যেপ্রকার লক্ষণ হয়, তাহা কহিতেছি। সন্ধিস্থানের শিথিলতা, শরীরের অবসন্নতা, বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মার চ্যবন (প্রকোপ), এবং ক্রিয়ার নিরোধ (শারীরিক ক্রিয়ার অভাব), বলের বিস্রংসা হইলে এই সকল লক্ষণ ঘটিয়া থাকে। বল ব্যাপন্ন হইলে, শরীরের স্তব্ধতা ও ভার, বায়ু-জন্য শোফ, বর্ণের বিভিন্নতা, গ্লানি, তন্দ্রা ও নিদ্রা, এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। বল-ক্ষয় হইলে, মূর্চ্ছা, মাংস-ক্ষয়, মোহ, প্রলাপ এবং মৃত্যুও হইয়া থাকে।

বলের তিনপ্রকার দোষ, ব্যাপৎ, বিস্রংসা এবং ক্ষয়। শরীরের শিথিলতা, অবসন্নতা ও শ্রান্তি, বায়ু পিত্ত ও কফের বিকৃতি, এবং শরীরের ইন্দ্রিয়-কার্য্য স্বভাবতঃ যে পরিমাণে হইয়া থাকে সেই পরিমাণে না হওয়া অথবা না পারা, বলের বিস্রংসা হইলে এই সকল লক্ষণ ঘটিয়া থাকে। শরীরের ভার, স্তব্ধতা এবং গ্লানি, শারীরিক বর্ণের বিভিন্নতা, তন্দ্রা, নিদ্রা, এবং বায়ু-জন্য শোফ, বল ব্যাপন্ন হইলে এই সকল লক্ষণ ঘটিয়া থাকে। বলের ক্ষয় হইলে মূর্চ্ছা, মাংস-ক্ষয়, মোহ, প্রলাপ ও অজ্ঞান, এই সকল লক্ষণ এবং পূর্ব্বোক্ত সকল লক্ষণ

অথবা মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিয়া থাকে। বলের বিস্রংসা এবং ব্যাপৎ হইলে, নানাপ্রকার অবিরুদ্ধ প্রতীকারের দ্বারা তাহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিবে *। দুর্ব্বলতা-জন্য যদি জ্ঞান-শূন্য প্রভৃতি লক্ষণ ঘটে, তবে সেই রোগীকে পরিত্যাগ করিবে †।

শরীরস্থ তেজও আগ্নেয়। সকল ধাতুর অন্তরে যে স্নেহ (ঘৃত তৈলের ন্যায় পিচ্ছিল) পদার্থ থাকে, ধাতুর পরিপাক-কালে সেই সকল স্নেহ পদার্থ হইতে শরীরের তেজঃস্বরূপ বসা নামক ধাতু জন্মে। বসা ধাতু স্ত্রীলোকদিগের শরীরে অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। তাহার দ্বারা শরীরের কোমলতা, সৌন্দর্য্য, উৎসাহ, দৃষ্টি, স্থিতি, পরিপাক-শক্তি, কান্তি ও দীপ্তি জন্মে, এবং শরীরের রোম অল্প ও কোমল হয়। কষায়, তিক্ত, শীতল, রুক্ষ অথবা মলমূত্র-রোধক পদার্থ সেবন করিলে, অথবা স্ত্রী-সংসর্গ, ব্যায়াম বা ব্যাধি কর্ত্তৃক কৃশ হইলে, সেই বসা ধাতু বিকৃত হয়। বসা ধাতু বিকৃত হইয়া অপ্রসন্নভাবে থাকিলে, ত্বকের পারুষ্য, বর্ণের বিভিন্নতা, গাত্র বেদনা বা কামড়ানি, অথবা শরীর প্রভা-শূন্য হইয়া থাকে। ব্যাপন্ন হইলে শরীরের কৃশতা, অগ্নিমান্দ্য, শরীর হইতে অধঃ ও তির্য্যক্ ভাগে ক্ষরণ, এই সকল ঘটিয়া থাকে। এবং ক্ষয় হইলে, দৃষ্টির, অগ্নির ও বলের হানি, বায়ুর প্রকোপ অথবা মৃত্যু হইয়া থাকে। বসা ধাতুর বিকৃতি হইলে পূর্ব্বোক্ত তিন অবস্থাতেই স্নেহদ্রব্য পান করা ও তাহা শরীরে মর্দ্দন, লেপন বা পরিষেচন করা, এবং স্নিগ্ধ অথচ লঘু, এরূপ দ্রব্য ভোজন করা, বিধেয়।

---

* যে প্রতীকারের দ্বারা শরীরে অন্য কোন দোষ বৃদ্ধি না হইয়া বল রক্ষা হয়, তাহাই এস্থলে অবিরুদ্ধ ক্রিয়া বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহাতে শারীরিক সকল অবস্থা-বিবেচনা করিয়া আহারাদির নিয়ম, এবং ক্রিয়াবিশেষের আচরণই গ্রন্থকারের অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হইতেছে।

† জ্ঞান-শূন্য প্রভৃতি লক্ষণ বলাতে মূর্চ্ছা, মাংসক্ষয় প্রভৃতি উপরোক্ত পাঁচটী লক্ষণ বুঝায়।

দোষ (বায়ু, পিত্ত, কফ), সপ্ত ধাতু, মল, অথবা বল (ওজঃ ধাতু), ইহাদিগের মধ্যে কোন একটীর ক্ষয় হইলে, যেপ্রকার আহারের দ্বারা সেই ক্ষয়টীর পূরণ হয়, ক্ষীণ অবস্থায় সেইপ্রকার আহারেই লোকের অভিলাষ জন্মে। ক্ষীণ ব্যক্তির যে যেপ্রকার আহার করিতে আকাঙ্ক্ষা হয়, সেই সেইপ্রকার আহার প্রাপ্ত হইলেই তাহার শারীরিক ক্ষয়প্রাপ্ত অংশের পূরণ হয় *। ধাতু-ক্ষয়-প্রযুক্ত রোগীর চেতন-শক্তি এবং ইন্দ্রিয়-কার্য্য বায়ুকর্ত্তৃক রহিত হইলে, অথবা রোগীর বল অত্যর্থ ক্ষীণ হইলে, চিকিৎসা করিতে পারা যায় না।

রসের ন্যূনাধিক্য বশতই শরীর কৃশ বা স্থূল হইয়া থাকে। শ্লেষ্মা-জনক দ্রব্য আহার, অধিক পরিমাণে আহার, পরিশ্রম না করা এবং দিবা-ভাগে নিদ্রা যাওয়া, এই সকল কারণে মধুরতর অন্নরস উত্তম পরিপাক না হইয়াই সর্ব্ব শরীরে সঞ্চারিত হইতে থাকে। তাহাতে শরীরে অতিশয় স্নেহ (তৈলাক্ত) পদার্থ জন্মে। সেই স্নেহ পদার্থের আধিক্য হেতু মেদ জন্মে। সেই মেদ কর্ত্তৃক শরীর অতিশয় স্থূল হয়।

* যে দোষ বা যে ধাতু ক্ষীণ হইলে যে দ্রব্যে অভিলাষ জন্মে, সেই দ্রব্যের আহারেই সেই দোষ বা সেই ধাতুর পুষ্টি হয়; যথা, অতিশয় পিত্ত-বৃদ্ধি হইয়া শ্লেষ্মা-ক্ষয় হইলে শীতল দ্রব্যে অভিলাষ জন্মে, শীতল দ্রব্য সেবনে শ্লেষ্মা-বৃদ্ধি হয়। এবং কোন রোগ হইতে উত্তীর্ণ হইলে, শরীর যাবৎ ক্ষীণ থাকে, তাবৎ আহারীয় দ্রব্যে যে অধিকতর আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়, তাহা সেই ক্ষীণতার পূরণের নিমিত্ত স্বভাবতই হইয়া থাকে। ইহা আধুনিক শারীরতত্ত্ববেত্তাদিগেরও অভিমত। ইহাতেই বিবেচনা হয় যে, শরীরে যে পদার্থ যে পরিমাণে থাকা উচিত, তাহার ন্যূন হইলে, সমস্ত শারীরিক প্রকৃতিই যেন সেই ক্ষতি-পূরণের নিমিত্ত যত্নবান্ হয়। অতএব যে ধাতু-ক্ষয় হয়, সেই ধাতু যাহাতে জন্মে, এরূপ দ্রব্য আহারেই অভিলাষ হইয়া থাকে, গ্রন্থকারের এই অভিপ্রায় অসঙ্গত নহে। সুতরাং ক্ষীণ অবস্থায় কোনপ্রকার আহারে অভিলাষ জন্মিলে, এইটী বুঝিতে হইবে যে, সেই ক্ষীণ অবস্থায় শারীরিক ক্ষতি পূরণ করিবার নিমিত্ত প্রকৃতিই তাহা আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। তবে শারীরিক অন্যান্য অবস্থা, অগ্নির দীপ্তি ও পরিপাক-শক্তি অনুসারে তাহার বিধান করা কর্ত্তব্য।

শরীর অতিশয় স্থূল হইলে ক্ষুদ্রশ্বাস (অল্প পরিশ্রমে হাঁপাইয়া উঠা), পিপাসা, ক্ষুধা, নিদ্রা, ঘর্ম্ম, শরীরের দৌর্গন্ধ্য, ক্রথন, অবসন্নতা এবং জড়তা, এই সকল উপসর্গের দ্বারা অভিভূত হয়। অধিক পরিমাণে মেদ জন্মিলে শরীরের সৌন্দর্য্য হয়, কিন্তু পরিশ্রম করিতে অশক্ত হয়। কফ ও মেদ কর্ত্তৃক শরীরের সকল সিরা-পথ রুদ্ধ হওয়াতে স্ত্রীসংসর্গ-শক্তিও হ্রাস হয়, এবং অস্থি, মজ্জা ও শুক্র, শরীরের এই তিন অবশিষ্ট ধাতুরও পুষ্টি হয় না। শরীর এপ্রকার স্থূল হইলে, প্রমেহ, পীড়ক-প্রমেহ, জ্বর, ভগন্দর, বিদ্রধি ও নানাবিধ বাত রোগ, এই সকল রোগের মধ্যে কোন একটী রোগে মৃত্যু হইয়া থাকে। অথবা সিরাপথ রুদ্ধ হওয়াতে এই সমস্ত রোগই বলবান্ হইয়া উঠে। অতএব যে সকল কার্য্যের দ্বারা শরীর অতিশয় স্থূল হয়,সেই সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু স্থূল হইয়া পড়িলে, শিলা-জতু, গুগ্গুল, গোমূত্র, ত্রিফলা, লৌহ-চূর্ণ, রসাঞ্জন, মধু, যব, মুগ, কোরদূষক (ধান্য-বিশেষ), শ্যামা (শস্য-বিশেষ), ও কোদ্দালক (ধান্য-বিশেষ), এই সকল দ্রব্য এবং রুক্ষ ও বমনকারক দ্রব্য, বিধি-পূর্ব্বক আহার করিবে, এবং ব্যায়াম, শরীরের লেখন-ক্রিয়া ও বিরেচক দ্রব্য সেবন করিবে। ইহাতে শরীরের স্থূল-তার প্রতীকার হয়। যাহাতে বায়ু বৃদ্ধি হয় এরূপ দ্রব্য আহার, অতিশয় ব্যায়াম বা অতিশয় স্ত্রীসংসর্গ, ভয়, শোক, চিন্তা, রাত্রি-জাগরণ, পিপাসা (পান না করিলে), ক্ষুধা (সময়ে আহার না করিলে), ও কষায় রস সেবন, ইত্যাদি কারণে শরীর শুষ্ক হয়। শরীর শুষ্ক হইলে, সেই শুষ্ক অন্ন রস শরীর-মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া সমস্ত শরীরকে পোষণ করিতে পারে না। সুতরাং শরীর অতিশয় কৃশ হইয়া পড়ে। শরীর অতিশয় কৃশ হইলে, ক্ষুধা, পিপাসা, শীত, উষ্ণ, বাত ও বর্ষার প্রভাব সহ্য করিতে অসমর্থ হয়। নানাপ্রকার বাত-রোগে আক্রান্ত, ও অল্প পরি-শ্রমে ক্লান্ত হয়। এবং শ্বাস, কাশ, শোষ, প্লীহা, উদরী, অগ্নিমান্দ্য, গুল্ম ও রক্ত-পিত্ত, এই সকল রোগের মধ্যে কোন একটী রোগে মৃত্যু হইয়া

থাকে, অথবা অল্প-প্রাণ প্রযুক্ত এই সকল রোগগুলিই বলবান্ হইয়া উঠে। অতএব যে সকল ক্রিয়ার দ্বারা শরীর কৃশ হয়, সেই সকল ক্রিয়া পরিত্যাগ করিবে। শরীর কৃশ হইলে, ক্ষীরকাকোলী, অশ্বগন্ধা, বিদারী, বিদারীগন্ধা (শালপর্ণী), শত-মূলী, বলা, অতিবলা (পীতবেড়লা), নাগ-বলা (গোরক্ষ চাউলে) ইত্যাদি মধুর-রস-বিশিষ্ট সকল ঔষধি সেবন করিবে। ক্ষীর, দধি, ঘৃত, মাংস, শালি ও ষাট ধান্যের তণ্ডুল, যব এবং গোধূম প্রভৃতি দ্রব্য আহার করিবে। এবং দিবা-নিদ্রা, ব্রহ্মচর্য্য (স্ত্রী-সঙ্গ-রহিত), ব্যায়াম ও পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন, এই ক্রিয়াগুলিও করিবে। যে ব্যক্তি পুষ্টিকর ও ক্ষীণকর উভয়প্রকার দ্রব্য আহার করে, তাহার শরীরে অন্নরস সঞ্চারিত হইয়া সকল ধাতুকে সমান-ভাবে পোষণ করে। শরীরের সকল ধাতু সমান-ভাবে জন্মিলে, শরীর স্থূল বা কৃশ না হইয়া মধ্যম-ভাবে থাকে, সকল কার্য্যে সমর্থ হয়, ক্ষুধা, পিপাসা, শীতল, উষ্ণ, বর্ষা ও রৌদ্র সহ্য করিতে পারে, এবং বলবান্ হয়। অতএব শরীর যাহাতে মধ্যম-ভাবে থাকে, সেইরূপ কার্য্য করাই কর্ত্তব্য।

স্থূল এবং কৃশ, এই উভয়প্রকার শরীরই নিন্দনীয়। মধ্যম শরীরই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্থূল এবং কৃশের মধ্যে কৃশ শরীর বরং শ্রেয়স্কর। প্রজ্বলিত হইলে বহ্নি যেরূপ পাত্র-স্থিত জল শোষণ করে, কুপিত হইলে বায়ু, পিত্ত, কফও সেইরূপ শরীরস্থ সকল ধাতুকে ক্ষয় করে। শরীরস্থ দোষ (বায়ু, পিত্ত, কফ), ধাতু (সপ্ত ধাতু) এবং মল, ইহাদিগের কোন নিরূপিত পরিমাণ নাই। সুতরাং শরীরে ইহারা সমান ভাবে আছে কি না, তাহা অন্য কোন কারণের দ্বারা নির্ণয় করা যায় না। কেবল শরীর যখন স্বাস্থ্য অবস্থায় থাকে, তখনই সেই শরীরে দোষ, ধাতু ও মল সমান-ভাবে আছে বলিয়া চিকিৎসকেরা অবধারণ করেন। শরীরের ইন্দ্রিয়-সমস্ত অপ্রসন্ন-ভাবে থাকিলে, অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা অনুমান করিয়া থাকেন, যে সেই শরীরে দোষ, ধাতু এবং মল সমান-

ভাবে নাই। বায়ু পিত্ত কফ, অগ্নির দীপ্তি, সপ্ত ধাতু ও মলের ক্রিয়া (সরলতা) সমভাবে থাকিলে, এবং মনঃ, অন্তঃকরণ-বৃত্তি ও সকল ইন্দ্রিয় প্রসন্নভাবে থাকিলে, তাহাকেই স্বাস্থ্য অবস্থা কহে। শরীরের স্বাস্থ্য-রক্ষার নিমিত্তই যত্ন করিতে হয়। অস্বাস্থ্য অবস্থা ঘটিলে, রোগী যাবৎ স্বাস্থ্য অবস্থা প্রাপ্ত না হয়, তাবৎ প্রয়োজনানুসারে তাহার শরীরস্থ দোষ, ধাতু ও মলের ক্ষয় অথবা বৃদ্ধি করিবে।

ষোড়শ অধ্যায়।

কর্ণ-বেধ ও বন্ধন-প্রণালী *।

রক্ষা-ভূষণ ধারণ করিবার নিমিত্ত বালকের কর্ণদ্বয় বিদ্ধ করিবে। ষষ্ঠ অথবা সপ্তম মাসে, শুক্ল-পক্ষের প্রশস্ত দিবসে, মঙ্গলাচরণ ও স্বস্তি-বাচন পূর্ব্বক বালককে ধাত্রীর ক্রোড়ে উপবেশন করাইবে, এবং প্রলোভনের দ্বারা সান্ত্বনা করিয়া বাম হস্তে তাহার কর্ণ ধারণ করিবে। তদনন্তর কর্ণপালীতে যে স্বাভাবিক ছিদ্রের যোগ্য স্থানটী সূর্য্য-কিরণ দ্বারা প্রকাশ পায়, সেই স্থানটী সূচীর দ্বারা সরলভাবে বিদ্ধ করিবে। বালকের দক্ষিণ কর্ণ এবং কন্যার বাম কর্ণ অগ্রে বিদ্ধ করিবে। বিদ্ধ করা হইলে সেই ছিদ্র-মধ্যে তুলার পলিতা প্রবেশ করাইবে, এবং সেই স্থানে অপক্ক তৈল সেচন করিবে। বিদ্ধ করিলে কর্ণে যদি কোন উপদ্রব না জন্মে, তবে পূর্ব্বোক্ত ছিদ্র-যোগ্য স্থানই বিদ্ধ হইয়াছে বলিতে হইবে। সেই স্থান ভিন্ন অন্য স্থান বিদ্ধ হইলে, অতিশয় রক্ত নিঃসরণ হয় ও বেদনা জন্মে। অনভিজ্ঞ বৈদ্য কর্তৃক কর্ণের শিরা বিদ্ধ হইলে, কালিকা, কর্ম্মরিকা ও লোহিতিকা, এই তিনপ্রকার উপদ্রব জন্মে। কালিকা নামক উপদ্রব ঘটিলে, জ্বর, দাহ, কর্ণে শোফ এবং

* কর্ণ বিদ্ধ করিতে গেলে কোন কোন স্থলে কর্ণ ক্ষত হইয়া যায়। রক্ষা-ভূষণ ধারণ করিবার নিমিত্ত সেই ক্ষতস্থানে স্বতন্ত্র মাংস বসাইয়া পূরণ করাকে কর্ণ-বন্ধন অথবা কাণ-বাঁধান বলে।

বেদনা জন্মে। মর্ম্মরিকা উপদ্রব ঘটিলে, বেদনা, জ্বর ও গ্রন্থি-রোগ হয়। লোহিতিকা উপদ্রবে মন্যাস্তম্ভ (যাহাতে ঘাড় ফেরে না), অপতানক (বায়ু-রোগ, যাহাতে অজ্ঞান হয় ও হাত পা আছড়ায়), শিরঃপীড়া ও কর্ণ-শূল জন্মে। সেই সকল উপদ্রবের কারণ বিবেচনা করিয়া প্রতীকার করিবে। বক্র, স্থূলাগ্র (মোটা মুখ), অথবা অপ্রশস্ত সূচীর দ্বারা বিদ্ধ হইলে, পলিতা অতিশয় স্থূল হইলে; বায়ু পিত্ত কফ কুপিত হইলে, অথবা অপ্রশস্ত-রূপে বিদ্ধ হইলে, কর্ণে সংরম্ভ (কট্‌কটানি) ও বেদনা হয়। তাহা হইলে পলিতাটী কর্ণ হইতে বাহির করিয়া ফেলিবে, এবং যাবৎ ঘা পূরিয়া না উঠে, তাবৎ যষ্টিমধু, এরণ্ড মূল, মঞ্জিষ্ঠা, যব ও তিল, এই সকল দ্রব্যের কল্কের (শিলাতে পিষ্ট দ্রব্যকে কল্ক কহে) সহিত ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেই স্থানে প্রলেপ দিবে। ঘা পূরিয়া উঠিলে পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে পুনর্ব্বার সেই কর্ণ বিদ্ধ করিবে। তিন দিন অন্তর ছিদ্রের পলিতা পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে, এবং প্রতি-বারে পলিতাটী পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু স্থূলতর করিবে। অনন্তর বিদ্ধ স্থানটী সম্যক্‌-রূপে নির্দ্দোষ এবং উপদ্রব-রহিত হইলে, কর্ণের পালী বৃদ্ধি করিবে। কর্ণ-পালী * বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত যে সকল সহজ প্রণালী আছে, তাহাই অবলম্বন করিবে। কর্ণ-পালী বর্দ্ধিত করিবার কালে, বায়ু পিত্ত কফ বিকৃত হইয়া পালীতে কোনপ্রকার রোগ জন্মাইলে, তদ্দ্বারা সেই পালী যদি খণ্ডিত-ভাবে ছিন্ন হইয়া পড়ে, অথবা কোন অস্ত্রাদির আঘাতে কোনপ্রকারে ছিন্ন হইয়া যায়, সেই ছিন্ন-পালী যেরূপে সংযোগ করিতে হইবে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। যদি কাহারও কর্ণের উপরিভাগে ও নিম্নভাগে পালী না থাকে, তাহার কর্ণ-পীঠের মধ্যস্থান বিদ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধভাগে ও নিম্নভাগে কর্ণের পাতা বর্দ্ধিত করিবে। তাহাতে কর্ণের অন্তরস্থ ভাগ দীর্ঘ হইলে বাহিরে

* কর্ণপালী অর্থাৎ কর্ণের পাটা অথবা পাতা, কর্ণ-বিবরের বহির্ভাগে যে স্থানে কর্ণভূষণ থাকে, তাহাকে কর্ণের পাটা বা পালী কহে।

সন্ধি-স্থান হইবে, এবং বহির্ভাগ দীর্ঘ হইলে সন্ধি-স্থানটী অন্তরে হইবে। যদি একটীমাত্র, অচল, স্থূল পালী কর্ণের নিম্নভাগে থাকে, এবং উপরিভাগে পালী একেবারেই না থাকে, তবে সেই পালীকে দুই খণ্ডে ছেদ করিয়া, তাহার অর্দ্ধ খণ্ড লইয়া কর্ণপীঠের উপরিভাগে সংযোগ করিয়া দিবে। অথবা জীবিত ব্যক্তির গণ্ড-দেশ হইতে মাংস ছেদন করিয়া লইবে, এবং কর্ণের পালী-রহিত স্থানে লেখন কার্য্যের দ্বারা রক্ত বাহির করিয়া, তাহাতেই সেই মাংস সংযোগ করিয়া পালী প্রস্তুত করিবে।

পূর্ব্বোক্ত কোনপ্রকারে সংযোগ করিয়া কর্ণ বন্ধন * করিতে হইলে, অগ্রোপহরণীয় অধ্যায়ে যে সকল দ্রব্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, অগ্রে সেই সকল দ্রব্য আহরণ করিতে হইবে। বিশেষতঃ সুরামণ্ড (মদের ফেণা), দুগ্ধ, জল, ধান্যাম্ল (কাঁজি), এবং কপাল-চূর্ণ (মৃত

---

* কর্ণ বন্ধন অর্থাৎ কাণ বাঁধান, কর্ণের পাটা খণ্ড খণ্ড হইলে অথবা তাহার কোন অংশ এককালে ছিন্ন হইয়া পড়িলে, খণ্ডিত স্থান পরস্পর সংযোগ করাকে, অথবা সেই ছিন্ন স্থানে অন্য মাংস লইয়া সংযোগ করাকে, কর্ণ-বন্ধন কহে। কর্ণ যেরূপে ছিন্ন বা খণ্ডিত হউক, তাহাকে বন্ধন করা যায়। কেবল নিম্নলিখিত পাঁচপ্রকার পাটার বন্ধন করা যায় না। তাহাদিগের নাম যথা, সঙ্ক্ষিপ্ত, হীন-কর্ণ, বল্লী-কর্ণ, যষ্টি-কর্ণ ও কাকৌষ্ঠক। কর্ণচ্ছিদ্র শুষ্ক ও কোন স্থানে অল্প পাটা আছে, কোন স্থানে নাই, তাহাকে সঙ্ক্ষিপ্ত কহে। যে পাটার শরীরের সহিত সংযোগ-স্থানটীর পরিসর অল্প ও উপরিভাগে ও নিম্নে এই উভয় পার্শ্বে মাংস রহিত, তাহাকে হীন-কর্ণ বলে। তনু (পাতলা) এবং ছোট পালী বিপরীতভাবে থাকিলে, তাহাকে বল্লী-কর্ণ কহে। যে পাটা মাংস-পিণ্ডের ন্যায় স্পন্দ-রহিত ও শিরাতে পরিপূর্ণ, সেই সূক্ষ্ম পাটাকে যষ্টি-কর্ণ বহে। যে পাটা মাংস-রহিত ও অল্প-রক্তবিশিষ্ট এবং যাহার অগ্রভাগ সঙ্কোচিত, তাহাকে কাকৌষ্ঠক কহে। এই পঞ্চপ্রকারের মধ্যে কোনপ্রকার অবস্থা ঘটিলে, কর্ণ-পাটা বন্ধন করা যায় না। কর্ণপাটা বন্ধন করিলে যদি বন্ধন-স্থানে ফুলা, দাহ, রক্ত-বর্ণ, পাক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ ও রস নিঃসৃত হইতে থাকে, তবে যেমন পাটাই হউক, তাহাতে বন্ধন সিদ্ধি হয় না।

শরীরের মস্তকের অস্থি-চূর্ণ), এইগুলি এ স্থলে আহরণ করা প্রয়োজন। তদনন্তর স্ত্রী বা পুরুষ যাঁহার কর্ণ বন্ধন করিতে হইবে, তিনি লঘু-ভোজন করিয়া, কেশের অগ্রভাগ বন্ধন করিয়া ও আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া বসিবেন। বৈদ্য তাহার কর্ণে ছেদ্য, ভেদ্য, লেখ্য বা বেধ্য ক্রিয়া করিয়া, নিঃসৃত শোণিত দূষিত কি না, তাহা বিবেচনা করিবেন। যদি নিঃসৃত শোণিত বায়ু-কর্ত্তৃক দূষিত বলিয়া বোধ হয়, তবে ধান্যাম্ল এবং উষ্ণ জলের দ্বারা, পিত্ত-কর্ত্তৃক দূষিত হইলে শীতল জল এবং দুগ্ধের দ্বারা, এবং শ্লেষ্মা-কর্ত্তৃক দূষিত হইলে, সুরামণ্ড এবং উষ্ণ জলের দ্বারা প্রক্ষালন করাইবেন। অনন্তর কর্ণের যে স্থানে বন্ধন করিতে হইবে, সেই সন্ধি-স্থানে অগ্রে লেখন (শস্ত্রদ্বারা আঁচড়ান) করিবেন। লেখন করিলে যে রক্ত-পাত হইবে, সেই রক্ত থাকিতে থাকিতেই সেই স্থানে যে কোনপ্রকার সংযোগ করা প্রয়োজন, তাহা করিবেন। পালীটী সংযোগ করিবার সময় যেন উচ্চ, নিম্ন বা বিপরীত ভাবে সংযোগ করা না হয়। তদনন্তর সেই স্থান তুলা বা বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক সূত্রের দ্বারা বন্ধন করিবেন ও তাহাতে কপাল-চূর্ণ প্রক্ষেপ করিবেন। সূত্রের বন্ধনটী যেন অতিশয় দৃঢ় বা শিথিল না হয়। এই কালে যে সকল নিয়ম পালন করিতে হইবে, রোগীকে তাহার উপদেশ দিবেন। দ্বিব্রণ রোগের যেরূপ চিকিৎসা-প্রণালী পশ্চাৎ বলা হইবে, সেই প্রণালীক্রমে এস্থলেও চিকিৎসা করিতে হইবে।

বিঘট্টন (ঘসড়া লাগা), দিবা-নিদ্রা, ব্যায়াম (কুস্তি), অতিশয় ভোজন, স্ত্রীসংসর্গ, অগ্নির উত্তাপ, অধিক বাক্যকথন, এবং পরিশ্রম, পরিত্যাগ করিবে। ত্রিরাত্র-কাল সেই স্থানে আম (কাঁচা) তৈল পরিষেচন করিবে। তিন দিনের পর বন্ধনের তুলা তৈলে ভিজাইয়া কর্ণ হইতে খুলিয়া লইবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে; কর্ণ বন্ধন করিতে হইলে, কর্ণের যে স্থানে সংযোগ করিতে হইবে, সেই সন্ধি-স্থানটী লেখন

করিয়া রক্তমুখ করিবে। তাহাতে যাবৎ দূষিত রক্ত, অধিক রক্ত বা নিতান্ত অল্প রক্ত স্রাব হইতে থাকে, তাবৎ তাহাতে সংযোগ-কার্য্য করিবে না। যদি সংযোগ করা যায়, এবং সেই সংযোগ-স্থানে যদি বাত-কর্ত্তৃক দূষিত রক্ত থাকে, তবে বন্ধটী পূরিয়া উঠিলেও সংযোগের স্থানটী গহ্বর হইয়া যায়। যদি পিত্ত-কর্ত্তৃক দূষিত রক্ত থাকে, তবে সংযোগ-স্থানটী দাহ, পাক, রক্তবর্ণ এবং বেদনাবিশিষ্ট হয়। যদি শ্লেষ্মা-কর্ত্তৃক দূষিত রক্ত থাকে, তবে সংযোগ-স্থানটী স্থূল ও ভার হয়, এবং সেই স্থানে কণ্ডূ (চুলকনা) জন্মে। কর্ণের যে স্থানে সংযোগ করিতে হইবে, সেই স্থানে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে লেখন করিলে যদি অতিশয় রক্ত নিঃসৃত হয়, তবে সংযোগ করিলে সে স্থানটী কৃষ্ণবর্ণ ও ফুলাবিশিষ্ট হয়। যদি অল্প রক্ত নিঃসৃত হয়, তবে সংযোগ-স্থানটী অল্প-মাংসবিশিষ্ট হয় এবং কর্ণপালীও সে স্থলে বৃদ্ধি হয় না। কর্ণ বন্ধন করিলে সংযোগ-স্থান যৎকালে উত্তমরূপে পূরিয়া উঠে, এবং উপদ্রব-শূন্য ও স্বাভাবিক বর্ণ-বিশিষ্ট হয়, তৎকালে ইহাকে অল্পে অল্পে বর্দ্ধিত করিবে। ইহার অন্যথা হইলে কর্ণে সংরম্ভ (কট্‌কটানি), দাহ, পাক, রক্তবর্ণ এবং বেদনা জন্মে। তাহাতে পুনর্ব্বার ছেদন করা প্রয়োজন হইতে পারে। অনন্তর কর্ণবন্ধনে অর্থাৎ কর্ণে যে সংযোগ করা যায়, সেই সংযোগ-স্থানে, পূর্ব্বোক্ত কোন প্রকার দোষ না থাকিলে ও উত্তমরূপে সংযুক্ত হইয়া ঘা পূরিয়া উঠিলে, কর্ণপালী বর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত মাখিবার ঔষধ কর্ণে মর্দ্দন করিবে। গোধা (গোসাপ), হিংস্রক পক্ষী, নির্জ্জল-দেশজাত পশুর বা পক্ষীর বসা এবং মজ্জা, দুগ্ধ, এবং ঘৃত অথবা শ্বেত সরিষার তৈল, এই সকল দ্রব্যের মধ্যে যাহা যাহা পাওয়া যায়, সংগ্রহ করিবে। তদনন্তর আকন্দ, শ্বেত আকন্দ, বেলেড়া, গোরক্ষ-চাকুলে, অনন্তমূল, আপাঙ্, অশ্বগন্ধা, শ্বেত ভূমিকুষ্মাণ্ড, শাল-

পাণী, শৈবাল (জলের শেওলা) ও মধুর-বর্গ, * এই সকল দ্রব্য প্রক্ষেপ দিয়া পূর্ব্বোক্ত তৈল অথবা ঘৃত পাক করিবে †।

অনন্তর এই স্নেহ দ্রব্যের দ্বারা কর্ণ মর্দ্দন করিবে ও তাহাতে স্বেদ দিবে। ইহাতে উপদ্রব-রহিত ও দৃঢ় হইয়া কর্ণপালী বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যব, অশ্বগন্ধা, যষ্টিমধু ও তিল, এই কয়েক দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দেওয়াও কর্ণের পক্ষে হিতকর। শতমূলী, অশ্বগন্ধা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, এরণ্ডমূল, ক্ষীরকাকোলী, এরণ্ড ও জীবক, এই সকল দ্রব্যের সম-ভাগ ও দুগ্ধ, ইহাতে তৈল প্রস্তুত করিয়া কর্ণে মর্দ্দন করিলে, কর্ণের পালী বর্দ্ধিত হয়। এই বিধান-ক্রমে কর্ণ সংযুক্ত হইয়াও (জোড় লাগিয়াও) যদি বর্দ্ধিত না হয়, তবে তাহার অপাঙ্গ-দেশে অল্প ছেদন করিবে। কিন্তু বাহ্যভাগে ছেদন করিবে না, তাহাতে বিপদ্ ঘটিয়া থাকে। যেরূপ কাঁচা কলসীর দুই খণ্ড পরস্পর উত্তমরূপে সংযুক্ত না হইলে, অগ্নির উত্তাপে (পোড়াইবার কালে) বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে, সেইরূপ কর্ণ-বন্ধনটী সংযুক্ত হইবামাত্র কর্ণপালী বাড়াইতে গেলে, বন্ধনটী বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে (জোড় ছাড়িয়া যায়)। অতএব কর্ণ-বন্ধন করিলে যখন সেই স্থানে রোম জন্মে, সন্ধি-স্থানটী উত্তমরূপে সংযুক্ত, দৃঢ় ও সমান হয়, উত্তমরূপে পূরিয়া উঠে, এবং বেদনাশূন্য হয়, তখন সেই কর্ণপালী অল্পে অল্পে বর্দ্ধিত করিবে। কর্ণ-বন্ধন নানাপ্রকার। যে স্থলে যেরূপে বন্ধন করিলে বন্ধনটী কর্ণের সহিত উত্তমরূপে সংলগ্ন হয়, সেই স্থলে সেইরূপে বন্ধন করিবে।

হে বৎস সুশ্রুত, কর্ণপালীতে যে সমস্ত রোগ হয়, তাহা পুনর্ব্বার

---

* মধুর-বর্গ বলিতে কতকগুলি দ্রব্য বুঝায়, তাহা সূত্রস্থানের ৪২ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে।

† ঘৃত /৪ চারি সের, গোসাপ ও পক্ষি-প্রভৃতির বসা বা মজ্জা /১ এক সের, দুগ্ধ /৪ চারি সের। প্রক্ষেপ দ্রব্য সমুদায় মিলিত করিয়া এক পোয়া (১৬ তোলা) লইবে। তৈল, ঘৃত বা ঔষধ পাক করিতে হইলে অভিজ্ঞ বৈদ্যের দ্বারা করান কর্ত্তব্য।

কহিতেছি, শ্রবণ কর। বায়ু পিত্ত কফ, এই তিনের মধ্যে দুইটী অথবা ইহারা সকলে কুপিত হইয়া কর্ণপালীতে নানাপ্রকার রোগ উৎপাদন করে। কর্ণপালীতে বায়ু বিকৃত হইলে, বিস্ফোটক, জড়তা ও শোফ (ফুলা) জন্মে। পিত্ত বিকৃত হইলে, দাহ, বিস্ফোটক ও শোফ হয়, এবং পাকিয়া উঠে। কফ বিকৃত হইলে, কণ্ডূ, শোথ, জড়তা ও ভার বোধ হয়। পালীতে যে কিছু দোষ থাকে, তাহা সংশোধন করিয়া চিকিৎসা করাই কর্ত্তব্য। স্বেদ, ঘৃত-তৈলাদি-মর্দ্দন, পরিষেচন, প্রলেপ, রক্ত-মোক্ষণ, মাংস-বর্দ্ধন ও আহারের নিয়ম, এই সকল মৃদু-ক্রিয়া-গুলি যে বৈদ্য জানেন, তিনিই কর্ণপালী-স্থিত দোষের চিকিৎসা করিতে পারেন।

তদনন্তর কর্ণপালী-গত সকল রোগের নাম, এবং নামের দ্বারাই তাহাদিগের লক্ষণ করিতেছি। উৎপাটক (যাহাতে চড়্ চড়্ করে) উৎপুটক (যাহাতে পিট্ পিট্ করে), শ্যাব (শেয়াই-বর্ণ হওয়া), কণ্ডূযুত (চুলকনা-যুক্ত হয়), অবমন্থ (১), সকণ্ডূক (চুলকনা-বিশিষ্ট অবমন্থ), গ্রন্থিক (কাণে গাঁট হয়), জম্বুল, স্রাবী (যাহাতে কাণে রস পড়ে), এবং দাহ (যাহাতে কাণ জ্বালা করে)। অনন্তর ক্রমশঃ ইহাদিগের প্রতীকার কহিতেছি, শ্রবণ কর। কর্ণবন্ধে উৎপাটক রোগ হইলে, আপাঙ্, ধুনা, এবং পারুল ও মাদার গাছের ছাল, এই দ্রব্যগুলি জলের সহিত একত্র পিষিয়া প্রলেপ দিবে, অথবা ইহাদিগের দ্বারা তৈল পাক করিয়া দিবে। উৎপুটক রোগ হইলে, সোঁদাল ছাল, সজিনার ছাল, নাটাকরঞ্জার ছাল, গোসাপের মেদ অথবা বসা, বন্য শূকরের, গরুর ও হরিণের পিত্ত, এবং ঘৃত, এই সকল দ্রব্যের দ্বারা প্রলেপ দিবে, অথবা তৈল পাক করিয়া দিবে। শ্যাব রোগ হইলে,

---

(১) দীর্ঘা বহ্বশ্চ পিড়কা দীর্য্যন্তে মধ্যতস্তু যাঃ। সোঽবমন্থঃ কফাসৃগ্‌ভ্যাং বেদনা-রোমহর্ষকৃৎ॥ কর্ণপালীর মধ্যস্থলে কফরক্ত জন্য যে বহুসংখ্যক দীর্ঘাকার ব্রণ জন্মিয়া বেদনা ও রোম-হর্ষণ জন্মায়, তাহাকে অবমন্থ রোগ কহে।

রাস্না-লতা, শ্যামা-লতা, হরিদ্রা, অনন্ত-মূল ও কাঁটা-নটে গাছ, এই গুলি পিষিয়া প্রলেপ দিবে, অথবা এইগুলির সহিত তৈল পাক করিয়া দিবে। সকণ্ডূক রোগে, আকনাদ, রসাঞ্জন, ও উষ্ণ কাঁজি, এই সকল দ্রব্য একত্র পিষিয়া প্রলেপ দিবে; অথবা এই দ্রব্য গুলির দ্বারা তৈল পাক করিয়া দিবে। কর্ণ-বন্ধে ঘা হইলে, পশ্চাৎ-লিখিত তৈল বিধেয়। যষ্টি-মধু, ক্ষীর-কাকোলী. জীবক, ঋষভক, মুগানি, মাষাণি, মেদ, মহামেদ, গুলঞ্চ, কাঁকড়া-শৃঙ্গী, বংশলোচন, পদ্ম, পুণ্ডরীয়া-বৃক্ষ, ঋদ্ধি, দ্রাক্ষা ও জীবন্তী, এই সকল দ্রব্যের মধ্যে যাহা যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাদিগের দ্বারাই তৈল পাক করিবে। * কর্ণের মাংস বৃদ্ধি করিতে হইলে, গোসাপের, বন্য শূকরের ও সর্পের বসা ঐ তৈলে (প্রত্যেকে তৈলের সমভাগে) প্রদান করিবে। কর্ণ-বন্ধে অবমন্থ রোগ হইলে, পুণ্ডরীয়া-বৃক্ষ, যষ্টিমধু, বরাক্রান্তা এবং ধব-বৃক্ষ, এই সকল দ্রব্য একত্র পিষিয়া প্রলেপ দিবে, এবং ইহাদিগের দ্বারা তৈল প্রস্তুত করিয়া দিবে। কণ্ডূমৎ রোগ হইলে, সহদেবা, বিশ্বদেবা (ছোট গড়গড়ে বৃক্ষ), ছাগী-দুগ্ধ এবং সৈন্ধব লবণ, এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিবে, এবং ইহাদিগের দ্বারা তৈল পাক করিয়া দিবে। গ্রন্থি রোগ হইলে, অগ্রে গ্রন্থিগুলি হইতে রস ও রক্তাদি নিঃসারিত করিবে, পশ্চাৎ সৈন্ধব লবণের দ্বারা সেই স্থান ঘর্ষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। জম্বুল রোগ হইলে, অগ্রে কর্ণের ছাল তুলিবে, পশ্চাৎ রোধ্র-চূর্ণের দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া দুগ্ধের দ্বারা প্রক্ষালন করিবে। পরিষ্কৃত হইলে ক্ষত স্থান পূরণ করিবে। কর্ণে স্রাব (রস-পড়া) রোগ হইলে, গুলঞ্চ, মউল ও যষ্টি-মধু, এই কয় দ্রব্যে মধু সংযোগ করিয়া লেপ দিবে, এবং ইহাদিগের দ্বারা তৈল প্রস্তুত করিয়া দিবে। কর্ণ-বন্ধে দাহ রোগ হইলে, অশ্বত্থ, পাঁকুড়, বট, যজ্ঞডুম্বুর ও কপিত্থ (কয়েদ-বেল), ইহা-

---

* এই সকল দ্রব্যের মধ্যে যাহা যাহা পাওয়া যায়, তাহা সমস্ত একত্র করিয়া যত হইবে, তাহার চতুর্গুণ তৈল।

দিগের ছাল পিঁষিয়া ঘৃতের সহিত প্রলেপ দিবে। অথবা জীবক, ঋষভক, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীর-কাকোলী, মুগানি ও মাষাণি, এই সকল দ্রব্য পিষিয়া ঘৃতের সহিত প্রলেপ দিবে।

অনন্তর, নাসিকা বিশ্লিষ্ট (গন্না খাঁদা) হইলে, সেই নাসিকা সংযোগ করিবার উপায় কহিতেছি, শ্রবণ কর। বৃক্ষের পত্রের দ্বারা নাসিকার বিশ্লিষ্ট ভাগের পরিমাণ গ্রহণ করিবে। সেই পরিমাণ অনুসারে গণ্ড-দেশের (গালের) পার্শ্বভাগ হইতে মাংস ছেদন করিয়া তুলিয়া লইবে। অনন্তর নাসিকার যে স্থানে সংযোগ করিতে হইবে, সেই স্থান লেখন-কার্য্যের দ্বারা রক্তমুখি করিয়া, ঐ মাংস-খণ্ড সেই স্থানে উন্নত (উচ্চ) ভাবে সংযোগ করিবে, যেন নাসিকার দুইটী ছিদ্রের পথ রুদ্ধ হইয়া না যায়। এই রূপে সংযোগ করা হইলে, রক্ত-চন্দন যষ্টি-মধু ও রসাঞ্জন, এই কয় দ্রব্য চূর্ণ করিয়া সেই সন্ধি-স্থানে প্রচুর পরিমাণে দিবে। এবং তাহার উপরিভাগে শুক্ল বস্ত্রখণ্ড সংচ্ছাদন পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ তিল-তৈল সেচন করিবে। অনন্তর রোগীকে ঘৃত পান করাইবে। ঘৃত পরিপাক হইলে, স্নিগ্ধ বিরেচক দ্রব্যের দ্বারা বিরেচন করিবে। প্রথমতঃ বিশ্লিষ্ট নাসিকার এক দিকে এইরূপে মাংস সংযোগ করিবে। সেই দিকের ঘা পূরিয়া উঠিলে, এবং মাংস উত্তম-রূপে সংযুক্ত হইলে, পরে অন্য দিকে পুনর্ব্বার সেইরূপে মাংস সংযোগ করিবে। সংযোগ হইলে পর যদি সেই সংলগ্ন স্থানটী নাসিকার পরিমাণ অপেক্ষা ছোট হইয়া পড়ে, তবে সেই অবশিষ্ট ভাগে পুনর্ব্বার এই প্রণালীতেই মাংস সংযোগ করিয়া দিবে। যদি মাংস সংযুক্ত হইলে নাসিকার পরিমাণ বড় দেখায়, তবে তাহা ছেদনপূর্ব্বক সমান করিয়া দিবে।

অনন্তর নাসিকা বিশ্লিষ্ট হইলে তাহা সংযোগ করিবার নিমিত্ত যে

প্রণালী কথিত হইল, ওষ্ঠ বিশ্লিষ্ট * হইলেও সেই প্রণালী-ক্রমে সংযোগ করিবে। তবে নাসিকার সংযোগ স্থলে যেরূপ ছিদ্র-পথের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়, এ স্থলে তাহার প্রয়োজন নাই। এইপ্রকার সকল কার্য্য যিনি জানেন, তিনিই রাজ-বৈদ্য।

সপ্তদশ অধ্যায়।

পক্ক এবং অপক্ক ব্রণের লক্ষণ।

শরীরে যে সকল শোফ উৎপত্তি হয়, তাঁহারা প্রায়ই গ্রন্থি, বিদ্রধি ও অলজী প্রভৃতি নামে কথিত হইয়া থাকে। তাহাদিগের আকৃতি নানাপ্রকার, ও লক্ষণ ভিন্ন ভিন্নপ্রকার। বাত, পিত্ত, কফ ও শোণিত, এই সকল দোষ স্বয়ং অথবা পরস্পর মিলিত হইয়া, শরীরের কোন স্থানে সমান বা বিপরীত ভাবে, ত্বক্ অথবা মাংসভেদী যে স্থূল গ্রন্থি (গাঁটের মত) জন্মায়, তাহাকে শোফ কহে। শোফ ছয়প্রকার; যথা,—বাত জন্য, পিত্ত-জন্য, কফ জন্য, শোণিত-জন্য, সন্নিপাত-জন্য, এবং শরীরে কোনপ্রকার আঘাত জন্য।

অনন্তর সেই সকল ভিন্ন ভিন্নপ্রকার শোফের লক্ষণ কহিতেছি শ্রবণ কর। বাত-জন্য শোফ হইলে, অরুণ অথবা কৃষ্ণবর্ণ, পরুষ (থস্‌থসে অর্থাৎ তেলপানা নয়), কোমল, এবং অস্থায়ী তোদ-বিশিষ্ট (১) হইয়া থাকে। পিত্ত জন্য শোফ হইলে, পীত-বর্ণ, কোমল, রক্তযুক্ত, শীঘ্র-অনুসারী (শীঘ্র বিস্তৃত হওয়া) এবং চোষ (২), এই সকল লক্ষণ

---

* ওষ্ঠ অর্থাৎ উপরের ঠোঁট। কাহার কাহার উপরের ঠোঁটের মধ্যস্থলে কাটা থাকে। তাহার সংযোগ করাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায়।

(১) 'অস্থায়ী' অর্থাৎ কখন আছে, কখন নাই। 'তোদ' অর্থাৎ টনটনানি। স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, কখন টন্‌টন্ করে, কখন করে না।

(২) চুষিলে যেরূপ পীড়া হয়, তাহাকে চোষ কহে। চূষণেনেব পীড়ামিতি শব্দার্থচিন্তামণিঃ।

হইয়া থাকে। শ্লেষ্মা-জন্য শোফ হইলে, পাণ্ডু অথবা শুক্ল-বর্ণ, কঠিন, শীতল, স্নিগ্ধ (চক্‌চকে), মন্দানুসারী (অল্পে অল্পে বিস্তৃত হয়), এবং কণ্ডূ প্রভৃতি পীড়া-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। সন্নিপাত-জন্য অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফ এই তিন দোষের শোফ হইলে, পূর্ব্বোক্ত সকলপ্রকার বর্ণ ও সকলপ্রকার লক্ষণ-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। রক্তপিত্ত-জন্য অথবা শরীরে অভিঘাত-জন্য শোফ হইলে, রক্ত-বর্ণ হয়।

যখন বাহ্যিক বা আন্তরিক ক্রিয়ার (১) দ্বারা উপশম না হয়, তখন বিপরীত ক্রিয়া (২) করিলে অথবা দোষের আধিক্য হইলে, সেই শোফ পাকিতে আরম্ভ হয়। অপক্ক থাকিলে, পাকিতে আরম্ভ হইলে, এবং পাকিয়া উঠিলে, যে সকল লক্ষণ হয়, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। শোফ অপক্ক-অবস্থায়, অল্প-উষ্ণ; শরীরের চর্ম্মের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট, শীতল, দৃঢ়, অল্প বেদনা এবং অল্প ফুলা-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। পাকিতে আরম্ভ হইলে, সূচীর দ্বারা বিদ্ধ হওনের ন্যায়, পিপীলিকা কর্ত্তৃক দষ্ট (কামড়ান) হওনের ন্যায়, শোফের অন্তরে পিপীলিকা চলিলে যে রূপ হয় তাহার ন্যায় (শড় শড় করা), শস্ত্রের দ্বারা ছিন্ন বা ভিন্ন হওনের ন্যায়, দণ্ডের দ্বারা তাড়িত হওনের ন্যায়, অঙ্গুলির দ্বারা ঘট্টিত (রগড়ান) হওনের ন্যায়, এবং ক্ষার অথবা অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হওনের ন্যায়, যন্ত্রণা হইয়া থাকে। বৃশ্চিক (বিছা) দংশন করিলে, দংশ-স্থানে যেরূপ উষ্ণতা, চোষ এবং জ্বালা হইয়া থাকে, শরীরে শোফ পাকিতে আরম্ভ হইলে, শোফের স্থানে সেইরূপ যন্ত্রণা হয়। শয়ন, উপবেশন প্রভৃতি কোন অবস্থাতেই তাহার শান্তি হয় না। এই কালে শোফ উচ্চ হইয়া উঠে, এবং তাহার পরিসরও বৃদ্ধি হয় ও উপরিভাগের ত্বক্

(১) বাহ্যিক ক্রিয়া প্রলেপাদি, আন্তরিক ক্রিয়া ঔষধভক্ষণ।

(২) "বিপরীত ক্রিয়া" অর্থাৎ উষ্ণ ক্রিয়ার দ্বারা উপশম না হইলে শীতল ক্রিয়া করা, অথবা শীতল ক্রিয়ার দ্বারা উপশম না হইলে উষ্ণ ক্রিয়া করা, ইহাকেই বিপরীত ক্রিয়া কহে।

বিবর্ণ হয়। জ্বর, দাহ, পিপাসা ও অরুচি, পাকিতে আরম্ভ হইলে এ সকল লক্ষণও হইয়া থাকে। পাকিয়া উঠিলে, সকল যন্ত্রণার নিবৃত্তি হয়, শোফের স্থান পাণ্ডু-বর্ণ ও বলির ন্যায় আকারবিশিষ্ট হয়, ফুলা হ্রাস হইয়া যায়, উচ্চ ভাব থাকে না, অঙ্গুলির দ্বারা চাপিলে নত হয়, এবং শোফের উপরিভাগের ত্বক্ চিক্কণ (চক্‌চকে) হয়। বস্তি-দেশে যেরূপ জলের সঞ্চার হয়, পাকিয়া উঠিলে শোফের মধ্যে সেইরূপ পূয সঞ্চরণ করে, এবং একবার একবার টন্ টন্ করে ও চুলকায়। পাকিতে আরম্ভ হইলে, জ্বর, দাহ, পিপাসা ও অরুচি প্রভৃতি যে সকল ব্যাধি বা উপসর্গ জন্মে, পাকিয়া উঠিলে আহার কিছুই থাকে না। কফ-জন্য শোফ হইলে, পাকিয়া উঠিলেও সকল লক্ষণ স্পষ্ট-রূপে জানা যায় না। এবং শরীরে আঘাত-জন্য শোফ হইলে, পক্ক অবস্থায় সকলপ্রকার লক্ষণ জন্মে না। সুতরাং এই দুই স্থলে পক্ক শোফকে অপক্ক বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। সেই স্থলে শোফের স্থান শীতল ও স্থূল হইলে, শরীরের চর্ম্মের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট হইলে, যন্ত্রণার হ্রাস হইলে, এবং চারি দিক্ সঙ্কুচিত হইয়া এক স্থানে প্রস্তর-খণ্ডের (চিলের) মত ঘন হইলে, পক্ক বলিয়া নির্ণয় করিবে। তাহাতে ভ্রম জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।

শোফ অপক্ক থাকিলে, পাকিতে আরম্ভ হইলে, এবং পাকিয়া উঠিলে, যে সকল ভিন্ন ভিন্নপ্রকার লক্ষণ হয়, তাহা যিনি জানেন, তিনিই বৈদ্য, তদ্ভিন্ন সকলে তস্কর। বায়ু-কর্ত্তৃক শোফের স্থানে যন্ত্রণা হয়, পিত্ত-কর্ত্তৃক সেই শোফ পাক হয় (পাকিয়া উঠে), এবং কফ-কর্ত্তৃক তাহাতে পূয হয়। অতএব শরীরে শোফের পরিপাক (পাকিবার) কালে, বায়ু পিত্ত কফ এই তিন দোষই মিলিত হইয়া তাহাকে পরিপাক করে। কোন কোন পণ্ডিতেরা কহেন যে, একবার পরিপাক হইলে, সেই স্থানে পিত্ত হঠাৎ বায়ু এবং শ্লেষ্মার সহযোগে রক্তকে পাক করিয়া পুনর্ব্বার পূয জন্মায়।

শোফের অপক্ক অবস্থায় ছেদন করিলে, মাংস, শিরা, স্নায়ু, অস্থি, অথবা সন্ধি-স্থান বিদ্ধ বা ছিন্ন হয়। তাহাতে শোণিতের অতিশয় নিঃসরণ, বেদনার প্রাদুর্ভাব, অবদরণ (চারি দিক্ ফাটিয়া যাওয়া) এবং অন্যান্য উপদ্রব হইয়া থাকে। অথবা সেই স্থানে ক্ষতরোগ জন্মে *। যদি ভয় এবং মোহ বশতঃ পক্ক অবস্থায় অপক্ক বিবেচনা করিয়া ছেদ করা না হয়, এবং গভীরভাবে অধিক পরিমাণে পূয থাকে, তবে নিঃসৃত হইবার পথ অভাবে, সেই পূয শোফস্থান বিদীর্ণ করিয়া স্বয়ং নির্গত হয়। তাহাতে নিঃসরণের মুখ বা দ্বার বিস্তৃত হয়, এবং তাহাতে নালী জন্মিয়া রোগটী কষ্ট-সাধ্য বা অসাধ্য হইয়া উঠে। যে বৈদ্য অপক্ক শোফ ছেদন করে, এবং যে পক্ক শোফ উপেক্ষা করে, এই উভয়-প্রকার বৈদ্যেরই পক্কাপক্ক বিষয়ে নিশ্চয় জ্ঞান নাই। তাহাদিগকে চণ্ডাল বলিয়া জানিবে। শরীরে শস্ত্রকর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে রোগীকে অভিলষিত দ্রব্য ভোজন করাইবে, অথবা রোগী মদ্যপায়ী হইলে, তাহাকে তীক্ষ্ণ মদ্য পান করাইবে। কারণ, ভোজন করিলে রোগী মূর্চ্ছিত হয় না, অথবা মদ্যপানে উন্মত্ত হইলে, শস্ত্রকর্ম্মের যন্ত্রণা আদৌ জানিতে পারে না। অতএব সচরাচর শস্ত্র-কর্ম্মের স্থলে, রোগী মূর্চ্ছিত না হয়, এ নিমিত্ত তাহাকে অগ্রে ভোজন করাইবে। কারণ, শরীরস্থ প্রাণ (শ্বাস প্রশ্বাস বায়ু), সেই প্রাণ-ধারণের উপযুক্ত জগতের সকল পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া, এই পঞ্চভূত-বিশিষ্ট শরীরকে রক্ষা করে।

যে শোফ অল্প বা অধিক উন্নত হইয়া, আলেপন প্রভৃতি ক্রিয়া না করিলেও পাকিয়া উঠে, বিস্তৃত ও বিপরীত এবং বিদগ্ধ (কৃষ্ণবর্ণ) হয়, সেই শোফে প্রগাঢ় দোষ থাকে, এবং তাহা কষ্টে আরোগ্য হয়। আলেপন, রক্ত-মোক্ষণ ও সংশোধনী ঔষধ সম্যক্রূপে প্রয়োগ করিলেও যে শোফের শান্তি না হয়, সেই শোফ বিস্তৃত ও অল্প গভীর হইয়া এবং পিণ্ডাকারে (তাল বাঁধিয়া) উন্নত হইয়া, এককালে পাকিয়া

* সেই স্থানে ঘা হইয়া ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হইতে থাকে।

উঠে। বহ্নি, বায়ু-কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইলে যেরূপ শীঘ্র সম্যক্‌রূপে দগ্ধ করে, নিঃসৃত না হইলে পূযও সেইপ্রকার মাংস, শিরা এবং স্নায়ু ক্ষয় করে।

ব্রণের চিকিৎসা করিবার প্রণালী।—প্রথমতঃ,স্বেদ (ভাপ্‌রা) দিবে, দ্বিতীয়তঃ, রক্তমোক্ষণ করাইবে, তৃতীয়তঃ, প্রলেপ * দিবে, চতুর্থতঃ, শস্ত্রক্রিয়া করিবে, পঞ্চম, সংশোধনী ঔষধ (যাহাতে রক্ত পূযাদি সংশোধিত হয়) প্রয়োগ করিবে, ষষ্ঠ; রোপণ (ঘা পূরণ) করিবে, সপ্তম সেই স্থানে আর কোনপ্রকার বিকৃতি (শরীরে ব্রণের দাগ প্রভৃতি) না থাকে; তাহার উপায় করিবে। ব্রণের চিকিৎসা করিতে হইলে এই প্রণালীক্রমে করিতে হয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ব্রণের আলেপন ও বন্ধন। †

সকলপ্রকার শোফের (ফুলার) প্রথম উপক্রমে আলেপনের দ্বারাই প্রতিকার করিবে। প্রলেপ দুইপ্রকার, সামান্য এবং বিশেষ। যে রোগে বা অবস্থায় যেপ্রকার প্রলেপ বিধেয়, তাহা প্রত্যেক রোগের অধিকারে বলা যাইবে। প্রলেপ অপেক্ষা বন্ধ শ্রেষ্ঠ। বন্ধের দ্বারা ব্রণের সংশোধন ও রোপণ হয়, এবং অস্থির সংযোগ দৃঢ় হয়। শরীরে আলেপন করিতে হইলে, প্রতিলোম-ভাবে (শরীরের নিম্ন দিক্ হইতে ঊর্দ্ধ দিকে) আলেপন করিবে। অনুলোম-ভাবে (ঊর্দ্ধ দিক্ হইতে নিম্ন দিকে) কর্ত্তব্য নহে। প্রতিলোম-ভাবে আলেপন করিলে, ঔষধ শরীরে সংলগ্ন হইয়া থাকে, এবং সকল রোম-কূপে ও স্বেদ-বাহিনী ‡ সকল শিরার মুখে তাহার তেজঃ প্রবেশ করে।

---

* প্রলেপ অর্থাৎ আলেপন পরে দেখ।

† আলেপন ও বন্ধন অর্থাৎ যাহাকে আধুনিক ইউরোপীয় শস্ত্রচিকিৎসাবিৎ পণ্ডিতেরা পুলটিস এবং ব্যাণ্ডেজ কহেন।

‡ যে শিরার দ্বারা শরীরের ঘর্ম্ম নির্গত হয়, তাহাকে স্বেদবাহিনী শিরা কহে।

প্রলেপ শুষ্ক হইলে শরীরে রাখিবে না। তাহা কার্য্যকারী নহে, অথচ শরীরের পীড়াকর (চড়চড় করে)। প্রলেপ তিন প্রকার, প্রলেপ, প্রদেহ ও আলেপ। তাহার মধ্যে, শুষ্ক হউক বা না হউক, শীতল এবং অল্প হইলেই প্রলেপ বলা যায়। উষ্ণ অথবা শীতল, অনেক অথবা অল্প, এবং শুষ্ক, এরূপ হইলে প্রদেহ বলা যায়। এই উভয় প্রকারের মধ্যবর্ত্তী হইলে আলেপ বলা যায়।

রক্ত-পিত্ত-জন্য রোগে আলেপ বিধেয়; এবং বাত-শ্লেষ্মা-জন্য রোগ হইলে, অথবা ভগ্ন অস্থির সংযোগ করিতে হইলে, অথবা ব্রণের শোধন * বা পূরণ করিতে হইলে, অথবা ফুলার স্থানে বেদনা হইলে, প্রদেহ বিধেয়। ক্ষত বা অক্ষত উভয় স্থলেই প্রদেহ ব্যবহার করা যায়। যাহা ক্ষত স্থানে প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে কল্ক অথবা নিরুদ্ধা-লেপন কহে। তাহার দ্বারা ব্রণের স্রাব (ব্রণ হইতে রস রক্তাদি নিঃসৃত হওয়া) রুদ্ধ হয়, ব্রণ কোমল হয় (শক্ত থাকিলে নরম হয়), এবং সকল পূতি (পচা) মাংস নির্গত হইয়া যায়। সুতরাং তদ্দ্বারা ব্রণের আভ্যন্তরিক স্থান সংশোধিত হইয়া নির্দ্দোষ হয়।

যে শোফ ক্ষারের দ্বারা দগ্ধ করা না হয়, তাহার পক্ষে আলেপন হিতকর। যে দ্রব্য ভক্ষণ বা পান করিলে শরীরের অভ্যন্তরস্থ যে দোষের শান্তি হয়, সেই দ্রব্যের প্রলেপ দিলে শরীরের ত্বক্-স্থিতও সেই দোষের শান্তি হয়, † এবং ব্রণের জ্বালা ও চুলকনাও নিবৃত্ত হয়। শরীরের ত্বক্ সংশোধন ও ব্রণের দাহ শান্তি করিতে হইলে, আলেপনই প্রধান উপায়। ইহার দ্বারা মাংস ও রক্ত সংশোধিত হয়, এবং শোফের (ফুলা স্থানের) চুলকনার শান্তি হয়। শরীরের মর্ম্মস্থানে অথবা গুহ্-

* দূষিত রক্ত বা পূযাদি না জন্মিলে বা না থাকিলে ব্রণের শোধন হওয়া কহে।

† গব্য ঘৃতের দ্বারা বায়ু পিত্ত কফ, এই তিন দোষের শান্তি হয় বলিয়াই, যে-রূপ ব্রণ হউক, সচরাচর গব্য ঘৃতের লেপনের দ্বারা উপকার হয়। এইরূপে ব্রণের দোষ বিবেচনা করিয়া প্রলেপ ব্যবস্থা করিলে যথেষ্ট উপকারের সম্ভাবনা।

স্থানে যে সকল রোগ হয়, তাহার সংশোধনের নিমিত্ত আলেপন বিধেয়।

আলেপন প্রস্তুত করিতে হইলে, পিত্ত-জন্য রোগে, সকল আলেপন-দ্রব্য মিলিয়া যত পরিমাণ হইবে, তাহার ষোড়শ ভাগের ছয় ভাগ স্নেহ-দ্রব্য (ঘৃত, তৈল বা বসা প্রভৃতির কোন একটী) তাহাতে সংযোগ করিবে। বায়ু-জন্য রোগে, চারি ভাগ (সিকি) পরিমাণে, এবং শ্লেষ্মা-জন্য রোগে, অর্দ্ধেক পরিমাণে স্নেহ-দ্রব্য সংযোগ করিবে। মহিষের চর্ম্ম আর্দ্র হইলে যে পরিমাণে উচ্চ হয় (ফুলিয়া উঠে), শরীরের আলেপও সেই পরিমাণ বেধবিশিষ্ট (পুরু) হইবে। আলেপন রাত্রিকালে প্রয়োগ করিবে না। এবং যাবৎ কাল ব্রণ হইতে উষ্ণতা (উত্তাপ) নির্গত হইতে থাকে, তাবৎ তাহাতে শীতল আলেপন প্রয়োগ করিবে না। কারণ, ব্রণের উষ্ণতা নির্গত হইতে না পাইলে, সেই উষ্ণতা বদ্ধ থাকিয়া ব্রণের অন্তরে বিকৃত ভাব জন্মায়।

শরীরে প্রদেহ লেপন করিতে হইলে, দিবাভাগে লেপন করাই হিতকর। বিশেষতঃ পিত্তজন্য, রক্তজন্য, অভিঘাত (শরীরে কোন আঘাত) জন্য অথবা বিষজন্য রোগে, দিবাভাগেই লেপন করা কর্ত্তব্য। যে প্রলেপ পূর্ব্বদিন প্রস্তুত করা থাকে, তাহা কদাচ প্রয়োগ করিবে না। কারণ, সে প্রলেপ গাঢ় হইয়া যায়, এবং তাহা প্রয়োগ করিলে, উষ্ণতা, বেদনা ও দাহ জন্মে। প্রলেপের উপর প্রলেপ দিবে না।

বায়ু পিত্ত অথবা শ্লেষ্মা; এই তিন দোষের মধ্যে যে কোন দোষ জন্য ব্রণ হউক, তাহার আলেপনে ঘৃতই সংযোগ করা প্রশস্ত। কারণ, ঘৃতের দ্বারা তিন দোষেরই শান্তি হয়। কিন্তু তৈল অথবা বসা প্রভৃতি স্নেহ, আলেপনে সংযোগ করিতে হইলে, সেইপ্রকার স্নেহের দ্বারা ব্রণের আভ্যন্তরিক দোষের শান্তি হইতে পারে কি না, তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। অন্যথা হইলে বিপরীত হইতে পারে। তাহার উদাহরণ-স্থল, যেমন রক্তপিত্ত-জনিত ব্রণ হইলে, তাহার আলেপনে তৈল-সংযোগ অবিধেয়।

অথবা, যে প্রলেপ একবার শরীর হইতে মোচন করা হয়, তাহা পুনর্ব্বার শরীরে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। তাহা শুষ্ক হওয়া প্রযুক্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

অতঃপর যে সকল দ্রব্যের দ্বারা ব্রণ বন্ধন করিতে হয়, তাহার উপদেশ প্রদান করিতেছি। বৃক্ষের ছাল-নির্ম্মিত বস্ত্র, কার্পাস, কম্বল, পট্টবস্ত্র, চর্ম্ম, বৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ ছাল, অলাবু-শকল (লাউয়ের খণ্ড), লতা, অরহর প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে যে রজ্জু জন্মে সেই রজ্জু, দুগ্ধের রস, তূল-ফল (আকন্দ-ফল) এবং লৌহ। রোগ এবং কাল বিবেচনা করিয়া এই সকল বন্ধনের দ্রব্য প্রয়োগ করিবে। রোগের প্রকরণে ইহার বিশেষ বর্ণন করিব। কোশ, দাম, স্বস্তিক, অনুবেল্লিত, প্রতোলী, মণ্ডল, স্থগিকা, যমক, খট্বা, চীন, বিবন্ধন, বিতান, গোফণা এবং পঞ্চাঙ্গী, শরীরের স্থান-ভেদে ব্রণের উপর এই চতুর্দ্দশ প্রকার বন্ধন ব্যবহৃত হয়। এই সকল নামের দ্বারাই সেই সকল বন্ধনের আকার বুঝিতে হইবে। তাহাদিগের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ এবং অঙ্গুলির পর্ব্বে বন্ধন করিতে হইলে, কোশ নামক বন্ধন বিধেয়। শরীরে কোন স্থানে কামড়ানি প্রভৃতি যাতনা হইলে, দাম নামক বন্ধন বিধেয়। শরীরের সন্ধিস্থানে, স্তনদ্বয়ের এবং ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, তল-প্রদেশে এবং কর্ণে, স্বস্তিক নামক বন্ধন বিধেয়। গ্রীবা এবং মেঢ্র-দেশে, প্রতোলী-বন্ধন বিধেয়। শরীরের যে সকল স্থান গোলাকার, সেই সকল স্থানে, মণ্ডল-বন্ধন বিধেয়। অঙ্গুষ্ঠের, অঙ্গুলির এবং লিঙ্গের অগ্রভাগে, স্থগিকা-বন্ধন বিধেয়। যমক (যোড়া) ব্রণ হইলে, যমক-বন্ধন বিধেয়। হনু-প্রদেশে, গণ্ডদেশে, এবং ললাটে, খট্বা নামক বন্ধন বিধেয়। অপাঙ্গ-দেশে, চীন-বন্ধন বিধেয়। পৃষ্ঠে, উদরে এবং বক্ষঃস্থলে, সুবিবন্ধ বিধেয়। মূর্দ্ধি দেশে, বিতান-বন্ধন বিধেয়। চিবুক, নাসিকা, ওষ্ঠ, স্কন্ধ এবং বস্তি-দেশে (তল পেটে), গোফণা-বন্ধ বিধেয়। এবং স্কন্ধ-সন্ধির উপরিভাগে, পঞ্চাঙ্গী-বন্ধন বিধেয়। অথবা শরীরের স্থান-ভেদে এই সকল প্রকারে

বন্ধন করিবে, অথবা যে স্থানে যেরূপে বন্ধন করিলে বন্ধনটী সুনিবিষ্ট হয়, সেই স্থানে সেইরূপেই বন্ধন করিবে। সেই বন্ধনের উপরিভাগে, নিম্নে এবং পার্শ্বভাগে রজ্জু আদির দ্বারা বন্ধন দৃঢ় করিবে।

বন্ধন করিতে হইলে, প্রথমতঃ ঘন প্রলেপ দিবে। তাহার উপরিভাগে সরল এবং অসঙ্কুচিত-ভাবে কোমল পট্ট-বস্ত্রের দ্বারা বন্ধন করিবে। ব্রণের উপরিভাগে দৃঢ় গ্রন্থি দিবে না। ব্রণের উপরে যদি দৃঢ় গ্রন্থি দেওয়া যায়, তবে প্রলেপের ঔষধ কিম্বা পলিতা (১) অতিশয় ঘৃত-যুক্ত থাকিলে, ব্রণের স্থান ক্লেদ-যুক্ত হয়, এবং ঔষধ রুক্ষ অর্থাৎ ঘৃতাদি রহিত হইলে, খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে। বিপরীত-ভাবে বন্ধন হইলে, অর্থাৎ যে স্থান যেরূপে বন্ধন করা উচিত, তাহার বিপরীত হইলে, ব্রণের মুখ ঘৃষ্ট হয় (ঘষড়ে যায়)। ব্রণের আয়তনানুসারে বন্ধন তিনপ্রকার হইয়া থাকে,—দৃঢ়, সম এবং শিথিল। বন্ধনে কষ্ট বোধ হইলে দৃঢ়-বন্ধ কহে। বন্ধনের মধ্যে বায়ু গমনাগমন করিতে পারিলে শিথিল-বন্ধন কহে। এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী হইলে সম-বন্ধন কহে। তাহার মধ্যে নিতম্ব, উদর, বগল, কুঁচকি, বক্ষঃস্থল এবং মস্তক, এই সকল স্থানে দৃঢ়-বন্ধন ব্যবহার করিবে। হস্ত, পদ, মুখ, কর্ণ, কণ্ঠ, মেঢ্র, মুষ্ক, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব এবং উদর, এই সকল স্থানে সম-বন্ধ ব্যবহার করিবে। চক্ষুর সন্ধি-স্থানে শিথিল-বন্ধন ব্যবহার করিবে। পিত্ত অথবা শোণিত দূষিত হইয়া রোগ হইলে, শরীরের যে স্থানে দৃঢ়-বন্ধন করিতে হয়, সেই স্থানে সম-বন্ধন করিবে, সম-বন্ধের স্থানে শিথিল-বন্ধন করিবে, এবং শিথিল-বন্ধের স্থানে একেকালে বন্ধন করিবে না। শ্লেষ্মা-জন্য অথবা বায়ু-জন্য রোগ হইলে, শরীরের যে স্থানে শিথিল-বন্ধন করিতে হয়, তাহাতে সম-বন্ধন করিবে, সম-বন্ধনের স্থানে দৃঢ়-বন্ধন করিবে, এবং দৃঢ়-বন্ধনের স্থানে, অতিশয় দৃঢ় বন্ধন করিবে। শরৎ ও গ্রীষ্ম কালে,

(১) এক্ষণে যে অভিপ্রায়ে ব্রণের মধ্যে লিণ্ট দেওয়া হয়, পূর্ব্বে সেই অভিপ্রায়ে ব্রণের মধ্যে পলিতা দেওয়া হইত।

পিত্তদূষিত অথবা রক্তদূষিত ব্যাধি হইলে, প্রাতর্ (সকাল) এবং সায়ং (সন্ধ্যা) এই দুই কালে, দুইবার বন্ধন করিবে। হেমন্ত ও বসন্ত কালে, শ্লেষ্ম-জন্য অথবা বায়ু-জন্য ব্যাধি হইলে, প্রাতর্, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন, এই তিন কালে, তিনবার বন্ধন করিবে। সম-বন্ধন এবং শিথিল-বন্ধনের স্থানে দৃঢ়-বন্ধন করিলে, প্রলেপ বিফল হয়, এবং ফুলা ও বেদনা জন্মে। দৃঢ় এবং সম বন্ধনের স্থানে শিথিল-বন্ধন হইলে, প্রলেপ পড়িয়া যায়, এবং বন্ধনের বস্ত্র শিথিল হওয়া প্রযুক্ত তাহার ঘর্ষণে ব্রণের মুখ ছিন্ন হয়। গাঢ় এবং শিথিল বন্ধের স্থানে সম-বন্ধন করিলে, বন্ধন করাই বিফল হয়। এই সকল নিয়ম অনুসারে বন্ধন করিলে, বেদনার শান্তি হয়, রক্তের স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্তি হয়, এবং ব্রণ কোমল হয়। বন্ধন না করিলে, দংশ, মশক, তৃণ, কাষ্ঠ, শীতল বায়ু এবং রৌদ্র প্রভৃতির দ্বারা ব্রণের স্থান অভিহত হয়। তাহাতে ব্রণের স্থানে নানাপ্রকার পীড়া জন্মে, ব্রণ দূষিত হয়, এবং আলেপন শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়। অস্থি, চূর্ণ, মথিত (মচ্‌কান), ভগ্ন, বিশ্লিষ্ট (যোড়-ছাড়া) বা উৎপাতিত হইলে (উঠে পড়িলে), অথবা শিরা বা স্নায়ু ছিন্ন হইলে, বন্ধনের দ্বারা তাহার প্রতিকার হয়। ব্রণে বন্ধন করিলে, ব্রণ-বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বচ্ছন্দ-ভাবে শয়ন, গমন ও উপবেশন করিতে পারে, তাহাতে ব্রণের স্থানে কোন পীড়া বোধ হয় না। এবং যে ব্যক্তি স্বচ্ছন্দ-ভাবে শয়ন বা উপবেশন করিয়া থাকে, তাহার ব্রণ শীঘ্র পূরিয়া উঠে। পিত্ত-জন্য, রক্ত-জন্য, শরীরে অভিঘাত-জন্য অথবা বিষ-জন্য ব্রণ হইলে, অথবা ফুলা, দাহ, রক্তবর্ণ এবং বেদনাবিশিষ্ট হইয়া পাকিবার উন্মুখ হইলে, অথবা ক্ষার-কর্তৃক কিম্বা অগ্নি-কর্তৃক দগ্ধ হইয়া পাকিতে আরম্ভ হইলে, অথবা সেই দগ্ধ স্থানের মাংস সকল শীর্ণ হইয়া পড়িলে, ব্রণের স্থানে বন্ধন করিবে না।

কুষ্ঠ রোগীর, অগ্নিদগ্ধ রোগীর, পিড়ক-প্রমেহ রোগীর, অথবা মধুমেহ রোগীর ব্রণ হইলে, অথবা ব্রণ কোনপ্রকারে বিষ-যুক্ত হইলে,

অথবা ব্রণ-স্থানের মাংস পাকিতে আরম্ভ হইলে, অথবা মলদ্বার অতিশয় পাকিয়া উঠিলে, বন্ধন করিবে না। সেই সকল স্থলে কোন্‌টী শস্ত্রক্রিয়ার যোগ্য এবং কোন্‌টী অযোগ্য, বুদ্ধিমান্ বৈদ্য অগ্রে তাহার নিশ্চয় করিবেন। এবং তাহাতে বন্ধন করিতে হইলে, দেশ, কাল ও ব্রণের দোষ বিবেচনা করিয়া বন্ধন করিবেন *। বন্ধন তিনপ্রকার, উর্দ্ধবন্ধ, অধোবন্ধ এবং পার্শ্ববন্ধ।

যেপ্রকারে বন্ধন করিতে হয়, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। প্রলেপ ঘন এবং আচ্ছাদন-বস্ত্র কোমল হইবে, ঔষধ এবং পলিতা অতিশয় স্নেহ-যুক্ত হইবে না। অতিশয় স্নেহ-যুক্ত হইলে ব্রণের স্থান ক্লেদবিশিষ্ট হয়, এবং রুক্ষ হইলে ব্রণের স্থান ক্ষীণ হয়, অর্থাৎ যে সকল দূষিত পদার্থ একত্র হইয়া ব্রণের মুখে উচ্চভাবে থাকে, তাহা পুনর্ব্বার শরীরে মিলিয়া যায়। অথবা পলিতা স্নেহ-যুক্ত হইলে ব্রণের মাংস পূরিয়া উঠে। পলিতাটী ব্রণের মুখে উত্তমরূপে দেওয়া না হইলে, ব্রণের মুখ ঘৃষ্ট হয় (ঘষড়া লাগে), এবং বিপরীত-ভাবে দেওয়া হইলে ব্রণের মুখ স্তম্ভিত হইয়া যায়, ও তাহা হইতে রস, রক্ত প্রভৃতি নিঃসৃত হইতে থাকে। ব্রণের অবস্থা বিবেচনা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে। পিত্ত-দূষিত অথবা রক্ত-দূষিত ব্রণ হইলে, তাহার চারি দিকে অঙ্গুলির দ্বারা টিপিয়া একবারমাত্র স্রাব করাইবে। এবং কফ-জন্য বা বায়ুজন্য হইলে, ব্রণের তলায় করতলের দ্বারা টিপিয়া পুনঃ পুনঃ অনুলোমভাবে স্রাব করাইবে। সকলপ্রকার বন্ধন শরীরের গূঢ় স্থানে এবং সন্ধি স্থানে প্রয়োগ করিবে। ওষ্ঠ সংযোগ করিবার স্থলে, অথবা অস্থিভগ্নের স্থলে প্রয়োগ করিতে হইলে, অভিজ্ঞ বৈদ্য বিবেচনা পূর্ব্বক বন্ধন করিবেন, যেন উঠিতে, বসিতে, শয়ন বা গমন করিতে, অথবা কোনপ্রকার বাহনের দ্বারা গমন করিতে, ব্রণ দূষিত না হয় (চাড় না

* ব্রণের দোষ বিবেচনা করা অর্থাৎ বায়ুজন্য ব্রণ, কি পিত্তজন্য ব্রণ, কি শ্লেষ্মা-ব্রণ, ইহা নিশ্চয় করা।

লাগে)। ত্বকের অথবা মাংসের উপরিভাগে, সন্ধি, অস্থি অথবা কোষ্ঠ স্থানে, শিরা কিংবা স্নায়ু মধ্যে, যে সকল গাঢ় অথচ গম্ভীর ব্রণ হয়, অথবা যে সকল ব্রণ শরীরে বিপরীতভাবে স্থিত হয়, বন্ধন ব্যতিরেকে সেই সকল ব্রণ কদাচ আরোগ্য করিতে পারা যায় না।

একোনবিংশতি অধ্যায়।

ব্রণ হইলে যেরূপ আচরণ করা কর্ত্তব্য তাহার উপদেশ।

ব্রণের উপক্রমেই গৃহ মধ্যে অবস্থিতি করিবে। যে গৃহ পবিত্র, রৌদ্র এবং বায়ু বর্জ্জিত ও যাহার বাস্তু প্রশস্ত, সেই গৃহে শারীরিক, মানসিক বা আগন্তু (হঠাৎ যে রোগ জন্মে), কোনপ্রকার রোগ হয় না। সেই গৃহে মনোহর, বিস্তৃত এবং অক্লেশকর শয্যা প্রস্তুত করিবে। সেই শয্যার শিরোভাগ পূর্ব্ব দিকে হইবে, এবং তাহাতে কোনপ্রকার শস্ত্র থাকিবে। সেই বিস্তৃত শয্যাতে ব্রণ-রোগী স্বচ্ছন্দ-ভাবে শয়ন করিবেন। পূর্ব্বদিকে দেবতারা অবস্থিতি করেন বলিয়া, তাঁহাদিগের সম্মানার্থ পূর্ব্বদিকেই মস্তক অবনত রাখিয়া, সেই বিস্তৃত শয্যায় ব্রণ-রোগী স্বচ্ছন্দভাবে শয়ন করিবেন। সেই গৃহ-মধ্যে প্রিয়বাদী, অনুকূল সুহৃদ্‌গণ-কর্তৃক বেষ্টিত থাকিবে ও ইচ্ছানুসারে সকল কার্য্য করিবে। কারণ প্রিয়বাদী সুহৃদ্‌গণ সর্ব্বদা নিকটে থাকিলে, তাহাদিগের আশ্বাস-বাক্যে ও নানাপ্রকার কথার প্রসঙ্গে ব্রণের যাতনা দূর হয়। দিবাভাগে নিদ্রা যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। কারণ দিবানিদ্রার দ্বারা ব্রণে কণ্ডু, শোফ, বেদনা ও রস রক্তাদি স্রাব, এই সকল দোষ জন্মে, ব্রণ রক্ত-বর্ণ হয় এবং শরীর ভার হয়। উত্থান, উপবেশন, পরিবর্ত্তন (পাশ ফেরা), গমনাগমন এবং উচ্চৈঃস্বরে বাক্য কথন প্রভৃতি শারীরিক ক্রিয়া, অতি ধীর-ভাবে নির্ব্বাহ করিয়া ব্রণকে রক্ষা করিবে। ব্রণ-রোগীর পক্ষে এই সকল কার্য্য সামর্থ্য থাকিলেও কর্ত্তব্য নহে। এই সকল শারীরিক ক্রিয়া অতিরিক্ত পরিমাণে অথবা আগ্রহতার সহিত নির্ব্বাহ করিতে

গেলে, শরীরে বায়ু কুপিত হইয়া ব্রণের স্থানে বেদনা জন্মায়। অতএব এরূপ সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিবে, অথবা সাবধানে নির্ব্বাহ করিবে। যে সকল স্ত্রীলোক গমনীয়, তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করা, আলাপ করা, অথবা তাহাদিগকে স্পর্শ করা, এককালে পরিত্যাগ করিবে। যদি স্ত্রীলোকের সন্দর্শনাদির দ্বারা কোনমতে শুক্র ক্ষরিত হয়, তবে স্ত্রীসংসর্গ না করিলেও সংসর্গ-জনিত দোষ ঘটে। নূতন তণ্ডুল, মাষ-কলাই, তিল, কলাই, কুলথ কলাই, বরবটী, হরিদ্বর্ণ শাক, অম্ল-দ্রব্য, লবণ, কটু-দ্রব্য, গুড়, পিষ্টক, শুষ্ক মাংস, শুষ্ক শাক, ছাগ অথবা মেষ-মাংস, নির্জ্জল-দেশে যে পশু জন্মে তাহার মাংস, বসা, শীতল জল, কৃশরা, পায়স, দধি, দুগ্ধ, তক্র প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে। নূতন ধান্য হইতে তক্র পর্য্যন্ত যে কয়েকটী বর্গ পশ্চাৎ কহিব, তাহা সমস্ত পরিত্যাগ করিবে। কারণ, তাহাতে ব্রণ দূষিত হয়, এবং পূয বৃদ্ধি হয়। মদ্যপায়ী ব্যক্তি মৈরেয় সুরা, নিম্ব-বৃক্ষ-জাত সুরা, এবং অন্যান্য সুরার বিকৃতি পরিত্যাগ করিবে। অম্ল, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ এবং আশু-কারী (যাহাতে শীঘ্র নেশা হয়), এই সকল গুণ-বিশিষ্ট মদ্য পান করিলে ব্রণ ব্যাপাদিত হয় (বসিয়া যায়)। বায়ু রৌদ্র ধূলা ধূম এবং হিম অতিশয় সেবন করা, অনিষ্ট দর্শন বা শ্রবণ, ঈর্ষা, অক্ষান্তি, ভয়, ক্রোধ, শোক, রাত্রি-জাগরণ, একাগ্র চিন্তা, বিপরীত আহার (বিংশতি অধ্যায়ে কথিত), অতিশয় আহার, অনাহার, সর্ব্বদা শয়ন, কলহ, পুনঃ পুনঃ গমনাগমন, শীতল বায়ু এবং অজীর্ণ-জনক দ্রব্য, এই সকল পরিত্যাগ করিবে। এই সকল আচরণে অথবা সেবনে ব্রণ-রোগীর শরীর সন্তপ্ত হয়। সন্তপ্ত হইলে শরীরের রক্ত ও মাংস ক্ষয় হইতে থাকে। শরীরের সন্তাপ ও ক্ষীণতা প্রযুক্ত ভুক্ত দ্রব্য সম্যক্ পরিপাক হয় না। পরিপাক না হইলে বায়ু কুপিত ও বলবান্ হইয়া উঠে। তাহার দ্বারা ব্রণের স্থানে ফুলা, বেদনা ও দাহ জন্মে, রস-রক্তাদি নিঃসরণ হয়, এবং ব্রণ পাকিয়া উঠে।

ব্রণ-রোগী সর্ব্বদা পবিত্রভাবে থাকিবে, অল্প নখ, অল্প রোম ও শুক্ল বস্ত্র ধারণ করিবে, শান্তি ও মঙ্গল কার্য্য করিবে, এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরু-পরায়ণ হইবে। যেহেতু, যে সকল বলবান্ রাক্ষস, পশুপতি কুবের ও কার্ত্তিকেয়ের অনুচর, তাহারা হিংসার নিমিত্ত বিচরণ করে। মাংস ও শোণিতপ্রিয় সেই সকল রাক্ষসগণ সৎকৃত হইবার অথবা বিনাশ করিবার অভিলাষে, ব্রণ-রোগীর নিকটে উপস্থিত হয়। তাহাদিগের পূজার নিমিত্ত মনে মনে যত্ন করিবে, এবং ধূপ, বলি ও ভক্ষ্য দ্রব্য দ্বারা তাহাদিগকে উপহার প্রদান করিবে। তাহারা তৃপ্ত হইলে আত্ম-রক্ষাভিলাষীদিগকে হিংসা করে না। অতএব সর্ব্বদা লোক-কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া, এবং দীপ, জল, মাল্য, পুষ্প এবং লাজ প্রভৃতি গৃহ-মধ্যে স্থাপন করিয়া, সম্পদ্-সূচক, মঙ্গল-সূচক ও আহ্লাদ-সূচক কথার প্রসঙ্গে সেই গৃহ-মধ্যে বাস করিবে। সম্পদ্-সূচক প্রভৃতি মনোহর কথার প্রসঙ্গে মন সন্তুষ্ট থাকিলে, ব্যাধি হইতে শীঘ্র মুক্ত হইবার অভিলাষ জন্মে। সুতরাং তদ্দ্বারা সুখলাভ হয়। ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব্ব এই চারি বেদ-কর্ত্তৃক, অথবা অন্য কোন শাস্ত্র কর্ত্তৃক, যে সকল আশীর্ব্বাদ-বাক্য বিহিত হইয়াছে, সেই সকল আশীর্ব্বাদ-বাক্যের দ্বারা আচার্য্য এবং বৈদ্য দুই সন্ধ্যা রোগীকে রক্ষা করিবে। সর্ষপ ও নিম্বপত্রে ঘৃত এবং লবণ মিশ্রিত করিয়া ধূপ নির্ম্মাণ করিবে। উপর্য্যুপরি দশ দিবস প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে সেই ধূপ গৃহ-মধ্যে প্রজ্বালিত করিবে (ধূয়া দিবে)। মৌরী, শোল্‌ফা-শাক, লাঙ্গলী, জটামাংসী, ব্রাহ্মী শাক, ঋদ্ধি, শালপাণী, চাকুলিয়া, শ্বেত-দূর্ব্বা, দূর্ব্বা ও শ্বেত-সর্ষপ, এই সকল মস্তকে ধারণ করিবে।

বাল-ব্যজনের (নূতন পাখা) দ্বারা ব্রণের উপরি বাতাস করিবে। ব্রণ কদাচ ঘর্ষণ করিবে না, টিপিবে না, অথবা চুলকাইবে না। শয্যাতে থাকিয়া সাবধানে ব্রণের স্থান রক্ষা করিবে। বনে সিংহ থাকিলে মৃগ যেরূপ বন পরিত্যাগ করে, ব্রণ-রোগী এইপ্রকার

নিয়ম বিশিষ্ট হইলে নিশাচরেরা তাহাকে সেইরূপ পরিত্যাগ করিবে। স্নিগ্ধ, অল্প-উষ্ণ, দ্রব-প্রায়, পুরাতন শালী-তণ্ডুলের অন্ন, বন্য-পশুর মাংসের সহিত ভোজন করাই ব্রণ-রোগীর পথ্য, তাহাতে ব্রণ শীঘ্র আরোগ্য হয়। অথবা নটে শাক, জীবন্তী, সুষুণী-শাক, বেতো-শাক, অপক্ক মূলক, বার্ত্তাকু, পটোল এবং কারবেল্ল (করলা উচ্ছে), এই সকল দ্রব্য আমলকী এবং দাড়িমের সহিত, ঘৃত ও সৈন্ধব লবণ সংযোগে ভর্জ্জিত করিবে (ভাজিবে)। এই সকল ভর্জ্জিত দ্রব্যের অথবা এইরূপ গুণ-বিশিষ্ট অন্য দ্রব্যের সহযোগে পূর্ব্বোক্তপ্রকার অন্ন ভোজন করিবে। অথবা, গোধূম বা যবের শুষ্ক-চূর্ণ ও মণ্ড, মুদ্গ-রসের (মুগের ডাউলের ঝোলের) সংযোগে পান করিবে। এবং কাঞ্জি (আমানি) ও জল অগ্নিতে তপ্ত করিয়া পান করিবে। পরিশ্রম-হেতু ব্রণে শ্বয়থু (ফুলা বা শোথ) জন্মে। রাত্রি-জাগরণ-হেতু ফুলা এবং রক্ত-বর্ণ হয়। দিবানিদ্রা-হেতু রক্তবর্ণ, ফুলা ও বেদনা হয়। এবং স্ত্রীসংসর্গ-প্রযুক্ত এই সমস্ত দোষ এবং মৃত্যুও ঘটিয়া থাকে। ব্রণ-রোগী দিবা-ভাগে নিদ্রা যাইবে না, বায়ু-শূন্য গৃহে অবস্থিতি করিবে, এবং বৈদ্যের মতে চলিবে। তাহা হইলে, ব্রণ শীঘ্র আরোগ্য হয়। এইরূপ আচরণ করিলে, ব্রণ-রোগী সুখ এবং দীর্ঘ আয়ু লাভ করে।

বিংশতি অধ্যায়।

আহারীয় দ্রব্যের হিতাহিত বর্ণন।

কোন কোন পণ্ডিতেরা কহেন যে, যে দ্রব্য বায়ুর পক্ষে পথ্য, তাহা পিত্তের পক্ষে অপথ্য। এই হেতু কোন দ্রব্যই একান্ত হিতকর বা একান্ত অহিতকর হইতে পারে না। কিন্তু তাহাতে সম্যক্-রূপে দ্রব্যের হিতাহিত জ্ঞান হয় না। কারণ সকল দ্রব্যই স্বভাবতঃ অথবা অন্য দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইলে, একান্ত হিতকর,

একান্ত অহিতকর, অথবা হিত ও অহিত উভয় গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। জল, ঘৃত, দুগ্ধ এবং অন্ন প্রভৃতির জাতিসাত্ম্য (১) প্রযুক্ত একান্ত হিতকর। অগ্নি, ক্ষার ও বিষ প্রভৃতি দ্রব্য, দহন, পচন ও মারণাদি গুণবিশিষ্ট বলিয়া, একান্ত অহিতকর। দ্রব্যান্তরের সহিত সংযুক্ত হইলেও অনেক দ্রব্য বিষ-তুল্য হইয়া থাকে। এবং হিত ও অহিত গুণবিশিষ্ট সকল দ্রব্যের মধ্যে যাহা বায়ুর পক্ষে পথ্য, তাহা পিত্তের পক্ষে অপথ্য, এবং যাহা পিত্তের পক্ষে পথ্য, তাহা বায়ুর পক্ষে অপথ্য হইয়া থাকে। অতএব সকল প্রাণীর আহারের নিমিত্ত, দ্রব্যের বর্গ উপদেশ করা যাইতেছে। রক্তবর্ণ ধান্য, ষষ্টিক (ষাট) ধান্য, গন্ধুক, মুকুন্দ, পাণ্ডু, পীত, প্রমোদ, কাল, অশন, পুষ্প, কর্দ্দম, শকুনাহৃত, সুগন্ধ, কলমা, নীবার (উড়ি), এবং উদ্দালক, এই সকল প্রকার ধান্য, শ্যামাঘাস, গোধূম এবং যব ইত্যাদি সামান্যতঃ সকলের পক্ষেই সুপথ্য। সকল প্রকার মৃগ, কালসার, রুরুকর (খৈরী), কপোত, অলাব (ছাতরা), তিত্তির, কপিঞ্জল, বর্ত্তী এবং অবর্ত্তী, মাংসের মধ্যে এই সকল পশু পক্ষিগণের মাংস সামান্যতঃ সকলের পক্ষেই সুপথ্য। মুগ, বনমুগ, ছোলা, মসূর, হরেণু, অরহর এবং সতীন (তেওড়া), এই সকল কলাই সামান্যতঃ সকলেরই পথ্য। চিল্লি-শাক, বেতো-শাক, সুষুণি-শাক, জীবন্তী, নটে-শাক, এবং থুল-কুড়ী, এইগুলি সামান্যতঃ সকলের পক্ষে সুপথ্য। দুগ্ধ, ঘৃত, সৈন্ধব, দাড়িম ও আমলকী, এগুলিও সেইরূপ সামান্যতঃ সুপথ্য। ব্রহ্ম-চর্য্য আচরণ, বায়ুশূন্য স্থানে শয়ন, উষ্ণোদক পান, রাত্রিকালে নিদ্রা যাওয়া, এবং ব্যায়াম অভ্যাস করণ, একান্ত হিতকর। যেপ্রকার দ্রব্য একান্ত হিতকর, বা একান্ত অহিতকর, তাহা বলা হইল। যে সকল দ্রব্য হিত ও অহিত উভয় গুণবিশিষ্ট, তাহারা বায়ুর পক্ষে পথ্য

(১) যে জাতীয় জীবের যেরূপ আহারে শরীর-পোষণ হয়, তাহাকেই সেই জীবের জাতিসাত্ম্য আহার বলা যায়।

হইলে পিত্তের পক্ষে অপথ্য হয়, এবং পিত্তের পক্ষে পথ্য হইলে বায়ুর পক্ষে অপথ্য হয়। অপর অনেকপ্রকার দ্রব্য আছে, যাহারা অন্য দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইলে বিষতুল্য হয়। যথা বল্লীফল (লতা গাছের ফল, যথা লাউ, কুমড়া), কবক (ফল-বিশেষ), অম্ল-ফল (চালতা, আমড়া প্রভৃতি), লবণ, কুলথ-কলাই, পিণ্যাক (তিল বা সরিষা বাটা), তৈলে ভর্জ্জিত পিষ্টক, শুষ্ক শাক, ছাগলের অথবা মেষের মাংস, মদ্য, জাম-ফল, চিলিচিম (চিংড়ীমৎস্য), গোধা অথবা বরাহ মাংস, এই সকলের মধ্যে কোন দ্রব্য দুগ্ধের সহিত একত্র ভোজন করিবে না। রোগ, প্রকৃতি, দেশ, কাল, দেহের অবস্থা, এবং অগ্নির দীপ্তি, এই সকল বিবেচনা করিয়া রোগীর আহারের ব্যবস্থা করিবে। দুগ্ধ এবং বিষের মধ্যে, দুগ্ধ নিতান্ত হিতকর, এবং বিষ নিতান্ত অহিতকর। কিন্তু রোগীদিগের সম্বন্ধে অতিশয় অবস্থান্তর হইলে, দ্রব্যের স্বাভাবিক হিতকারিতা বিবেচনা না করিয়া, তৎকালে যাহাতে স্বাস্থ্য-রক্ষা হয়, এরূপ দ্রব্য ব্যবস্থা করিবে *। হে বৎস সুশ্রুত, দ্রব্য, রস অথবা সলিলাদি অন্য দ্রব্য বা রসের সহিত সংযুক্ত হইলে, অবস্থা-বিশেষে এইরূপ একান্ত হিতকর হইয়া থাকে জানিবে।

অতঃপর অপরাপর যে সকল দ্রব্য পরস্পর সংযোগে অহিতকর হয়, তাহা কহিতেছি। নূতন ধান্যের অন্নের সহিত, অথবা বসা, মধু, গুড়, দুগ্ধ কিংবা মাষকলাইয়ের সহিত, গ্রাম্য বা নির্জ্জল-দেশ-জাত পশুর মাংস ভোজন করিবে না। দুগ্ধ বা মধুর সহিত রোহিণী (কটফল-শাক), অথবা জাতু (হিঙ্গু) শাক ভোজন করিবে না। কাঞ্জি অথবা মদ্যের সহিত বলাকার (বাল-হাঁস) মাংস, পিপ্পলী

* দুগ্ধ একান্ত হিতকর পথ্য হইলেও কোন কোন স্থলে তাহাতে স্বাস্থ্য-রক্ষা হয় না। এবং বিষ নিতান্ত অহিতকর হইলেও অবস্থা-বিশেষে স্বাস্থ্য-রক্ষার নিমিত্ত ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

অথবা মরীচের সহিত কাকমাচী (১), অথবা নাড়ীভঙ্গ-শাক, কুক্কুট-মাংস এবং দধি, একত্র ভোজন করিবে না। মধু পান করিয়াই উষ্ণোদক পান করিবে না। পিত্তের সহিত মাংস পাক করিয়া ভোজন করিবে না। সুরা, তিল-মিশ্রিত-পিষ্টক এবং পায়স, একত্র ভোজন করিবে না। কাঞ্জির সহিত তিলের পিষ্টক, মৎস্যের সহিত গুড়, চিনী প্রভৃতি ইক্ষুবিকার, গুড়ের সহিত কাকমাচী, মধুর সহিত মূলক, এবং গুড় অথবা মধুর সহিত বরাহ-মাংস ভোজন করা বিরুদ্ধ। দুগ্ধের সহিত মূলক, আম্র, জাম্ব, শূকর-মাংস, গোসাপ, কোনপ্রকার মৎস্য, বিশেষতঃ চিলিচিম (চিংড়ি-মৎস্য), এবং দুগ্ধ, দধি অথবা তাল-ফলের সহিত কদলীফল, ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে। দুগ্ধ, দধি, মাষসূপ (মাষকলাইয়ের ডাল), মধু অথবা ঘৃতের সহিত লকুচ-ফল (মাদার) ভক্ষণ করিবে না। যে সকল দ্রব্য দুগ্ধ-যোগে আহার করিতে নিষেধ, তাহা দুগ্ধ পান করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে আহার করিবে না।

যে সকল আহারীয় দ্রব্য ক্রিয়া-বিশেষের দ্বারা বিরুদ্ধ হয়, তাহা কহিতেছি। কপোত-মাংস সর্ষপ-তৈলে ভর্জ্জন করিয়া ভোজন করিবে না। কপিঞ্জল, ময়ূর, ছাতরা, তিতির ও গোসাপ, ইহাদিগের মাংস, এরণ্ড কাষ্ঠের অগ্নিতে, অথবা এরণ্ড তৈলে পাক করিয়া ভোজন করিবে না। ঘৃত অথবা মধু দশরাত্র কাংস্য-পাত্রে রাখিয়া পান করিবে না। উষ্ণ দ্রব্যের সহিত কাকমাচী পাক করিয়া খাইবে না। তিলবাটার সহিত কলমী শাক পাক করিয়া খাইবে না। নারিকেল ও বালহাঁসের মাংস একত্র বরাহ-বসাতে (শূকরের চর্ব্বিতে) ভর্জ্জন করিয়া খাইবে না। কুক্কুট-মাংস, শলাকায় বিদ্ধ করিয়া অঙ্গারের অগ্নিতে পাক করিয়া ভোজন করিবে না।

অতঃপর যে সকল দ্রব্য পরিমাণের ভেদে বিরুদ্ধ হইয়া উঠে,

---

(১) ইহাকে গুড়কামাই বলে।

তাহা কহিতেছি। মধু এবং জল, অথবা মধু এবং ঘৃত তুল্য পরিমাণে পান করিবে না। দুইপ্রকার স্নেহ-দ্রব্য, মধু ও কোনপ্রকার স্নেহ-দ্রব্য, এবং জল ও কোনপ্রকার স্নেহ-দ্রব্য একত্র পান করিবে না। বিশেষতঃ মধু অথবা কোনপ্রকার স্নেহ পান করিয়া, তাহার অব্যবহিত পরেই বর্ষার জল পান করা অকর্ত্তব্য।

অতঃপর যে সকল রস পরস্পর মিলিত হইয়া, রসে, বীর্য্যে অথবা পরিপাকে বিরুদ্ধ হয়, তাহা কহিতেছি। মধুর এবং অম্ল-রস মিলিত হইলে, রসে এবং বীর্য্যে বিরুদ্ধ। মধুর ও লবণ-রস, এবং মধুর ও কটু-রস মিলিত হইলে, রসে, বীর্য্যে এবং পরিপাকে বিরুদ্ধ। মধুর-রস ও তিক্তরস, রসে এবং পরিপাকে বিরুদ্ধ। মধুর ও কষায়-রস, এবং অম্ল ও লবণ-রস, রসে বিরুদ্ধ। অম্ল ও কটু, রসে এবং পরিপাকে বিরুদ্ধ। অম্ল তিক্ত এবং অম্ল কষায়, রসে, বীর্য্যে এবং পরিপাকে, লবণ ও কটু রস পরিপাকে, লবণ ও তিক্ত রস, এবং লবণ ও কসায় রস, রসে, বীর্য্যে এবং পরিপাকে বিরুদ্ধ। কটু ও তিক্ত, রসে এবং বীর্য্যে, কটু ও কষায়, এবং তিক্ত ও কষায়, কেবল রসে বিরুদ্ধ। অতি-রুক্ষ, অতি-স্নিগ্ধ, অতি-উষ্ণ এবং অতি-শীতল, এই সকল বর্জ্জন করিবে।

যে সকল আহারীয় দ্রব্য রসে, বীর্য্যে এবং পরিপাকে বিরুদ্ধ, তাহারা নিতান্ত অহিতকর। এতদ্ব্যতিরেকে অপর সকল দ্রব্য হিত এবং অহিত উভয়প্রকার গুণবিশিষ্ট। এই সকলপ্রকার বিরুদ্ধ আহারের দ্বারা ব্যাধি, ইন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা, এবং মৃত্যু পর্য্যন্তও হইয়া থাকে। এই সকল বিরুদ্ধ আহার প্রযুক্ত অল্পমাত্র দোষ ঘটিলে, যদি তাহাদিগকে নির্গত করা না হয়, তবে সেই রস ক্রমশঃ বিকৃতি-প্রাপ্ত হয়। বিরুদ্ধ ভোজনে যে সকল রোগ জন্মে, তাহা বিরেচনের দ্বারা নাশ হয়। এবং বমন করিলে, রোগ জন্মিবার পূর্ব্বেই তাহার শমতা হয়। অভ্যাস থাকিলে, পরিমাণ অল্প হইলে, অগ্নির দীপ্তি

থাকিলে, বয়স তরুণ হইলে, শরীর স্নিগ্ধ থাকিলে, অথবা ব্যায়ামশীল বা বলিষ্ঠ হইলে, বিরুদ্ধ ভোজন ক্লেশকর হয় না। ব্যায়ামশীল, বলবান্, শিশু, স্নিগ্ধ-শরীর-বিশিষ্ট, বা বহু-ভোজন-কারী হইলে, বা অগ্নির দীপ্তি থাকিলে, বিরুদ্ধ ভোজনের দ্বারা এই সকল ব্যক্তির রোগ জন্মে না। অথবা অভ্যাস থাকিলে বা অল্প পরিমাণে আহার করিলেও রোগ জন্মে না।

অনন্তর বায়ুর গুণ বর্ণন করা যাইতেছে।

পূর্ব্বদিক্ হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা মধুর ও লবণ রস বিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, ভার, অম্লপিত্ত-জনক, এবং রক্তপিত্ত-বর্দ্ধনকারী। বিশেষতঃ যাহারা ক্ষত-রোগ, বিষ-রোগ, অথবা ব্রণ-রোগ বিশিষ্ট, অথবা যাহাদিগের শ্লেষ্মল শরীর, পূর্ব্বদিকৃস্থ বায়ুর দ্বারা তাহাদিগের রোগ বর্দ্ধিত হয়, এবং ব্রণের ক্লেদও (পূযাদি) বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু যাহারা বায়ুরোগ-বিশিষ্ট, শ্রান্ত, অথবা যাহাদিগের শরীরের কফভাগ শুষ্ক হইয়া যায়, তাহাদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। দক্ষিণদিক্ হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা মধুর ও কষায় রস বিশিষ্ট, লঘু, চক্ষুর দীপ্তিকারী ও বল-বর্দ্ধনকারী। ইহাতে অম্লপিত্ত জন্মে না, এবং বায়ুরও প্রকোপ হয় না। পশ্চিমদিক্ হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা বিশদ, রুক্ষ, কঠিন, খরস্পর্শ, তীক্ষ্ণ, কফ ও মেদ শোষণ-কারী, এবং শরীরের চিক্কণতা ও বল বিনাশকারী। ইহার দ্বারা শরীর শুষ্ক হয়, এবং প্রাণ-নাশও হইয়া থাকে। উত্তরদিক্ হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা স্নিগ্ধ, মৃদু, মধুর ও কষায় রস বিশিষ্ট, এবং শীতল। ইহার দ্বারা কোন দোষের প্রকোপ হয় না, বরং বল বৃদ্ধি হয়, কিন্তু শরীরে ক্লেদ জন্মে। ক্ষীণ, এবং ক্ষয়-রোগ ও বিষ-রোগ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহা বিশেষরূপে হিতকারী।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

বাতাদির স্থান, সঞ্চয়, প্রকোপ, প্রসরণ ও তদ্দ্বারা ব্রণ উৎপত্তির বিবরণ।

বাত পিত্ত শ্লেষ্মাই দেহের উৎপত্তির কারণ *। যেমন তিনটী স্তম্ভে গৃহ ধারণ করে, সেইরূপ ইহারাও শরীরের অধঃ, ঊর্দ্ধ এবং

---

* "বাত পিত্ত শ্লেষ্মা শরীর ধারণের মূল" আর্য্যগণের এই অভিপ্রায়টী স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া উঠা সহজ নহে। এই সম্বন্ধে এ গ্রন্থের স্থানে স্থানে যেরূপ বলা হইয়াছে, তাহাতে পিত্ত এবং শ্লেষ্মার উৎপত্তি, আকার, আশ্রয়, লক্ষণ এবং শরীরের যে-যে কার্য্যের জন্য তাহাদিগের প্রয়োজন, এই সকল বিষয়ের অধিকাংশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু বায়ুকে যে কি কারণে আর্য্যেরা শরীর-ধারণের মূল বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, এক্ষণে তাহার বিবেচনা করা যাইতেছে। বা ধাতুর অর্থ গমন করা। যদ্দ্বারা দেহ-যন্ত্র চালিত হয়, তাহাকে বায়ু কহে। আয়ুর্ব্বেদ ও অন্যান্য গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, প্রধান বায়ু পাঁচটী এবং উপবায়ু পাঁচটী। শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া-বিশিষ্ট প্রাণ বায়ুই তাহার মধ্যে প্রধান। স্থান-ভেদে এই প্রাণ বায়ুরই দশবিধ নাম হইয়াছে। অনেকানেক তন্ত্রে বর্ণিত আছে যে, দেহস্থ কুণ্ডলিনী নাম্নী শক্তি হইতে সেই প্রাণ-বায়ু সম্ভূত হইয়াছে। তন্ত্রকারেরা সেই কুণ্ডলিনী শক্তিকে বায়ু এবং অগ্নির সূক্ষ্মাংশ তড়িন্ময় পদার্থ বলিয়া বর্ণনা করেন। সেই শক্তি মেরু-দণ্ডের মধ্যে থাকিয়া, জ্ঞান ইচ্ছা ক্রিয়া, এই তিন রূপে বিভক্ত হইয়া, কি বাহ্যেন্দ্রিয়ের কার্য্য, কি আন্তরিক যন্ত্র-কার্য্য, দেহস্থ সমস্ত কার্য্যেরই প্রবর্ত্তিকা হইয়াছেন। অসংখ্য শূন্য অথবা বায়ু-বাহিনী ধমনী মেরুদণ্ডে সংলগ্না বলিয়া তন্ত্রে বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে জ্ঞান-শক্তি-বাহিনী, ইচ্ছা-শক্তি-বাহিনী এবং ক্রিয়া-শক্তি-বাহিনী, এই তিন নাড়ী প্রধানা বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। সেই সকল ধমনী-পথে তড়িন্ময় সূক্ষ্ম বায়ু সহকারে জ্ঞান ইচ্ছা ও ক্রিয়া-শক্তি দেহে এবং দেহস্থ সমস্ত যন্ত্রে সংযোজিতা হয়। পাশব-তাড়িত-তত্ত্ববেত্তা ডাক্তার ডড্ সাহেব স্বীয় তাড়িত-তত্ত্ব-গ্রন্থে, শরীরে শোণিত সঞ্চালিত হওনের হেতু-সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন যে, মেরুদণ্ড হইতে হৃদয়ের উপরি ভাগ পর্য্যন্ত যে একটী শিরা সংযুক্ত হইয়াছে, তাহা ছেদনমাত্রই রক্তের সঞ্চালন এককালে রহিত হয়। ইহাতেই তিনি অনুমান করেন যে, এ ধমনীর দ্বারাই হৃদয়ে রক্ত-সঞ্চালিনী শক্তি সংযোজিতা হয়। শারীরতত্ত্ববিৎ ডাক্তার কুম্ব সাহেব

মধ্যদেশে অবিকৃত-ভাবে থাকিয়া এই শরীরকে ধারণ করে। এ কারণ কোন কোন পণ্ডিত এই শরীরকে ত্রিস্থূণ (তিনটী স্তম্ভ-বিশিষ্ট) গৃহ বলিয়া থাকেন। ইহাদিগের বিকৃতি-ভাব হইলেই দেহের নাশ হয়। এই তিনটী এবং শোণিত, এই চারিটী উৎপত্তি, স্থিতি এবং বিনাশ কালেও শরীরে অবিচ্ছিন্ন-ভাবে থাকে। বাত পিত্ত শ্লেষ্মা এবং শোণিত, এই চারিটী ব্যতিরেকে দেহ রক্ষা হয় না। ইহারাই দেহকে নিরন্তর ধারণ করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে বা ধাতুর অর্থ গতি এবং বন্ধন বুঝায়, ইহার উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিয়া বাত শব্দ উৎপত্তি হয়। তপ ধাতুর অর্থ সন্তাপ বুঝায়, তাহার উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিয়া পিত্ত শব্দের উৎপত্তি হয়। এবং শ্লিষ ধাতুর অর্থ আলিঙ্গন বুঝায়, তাহার উত্তর মন্ প্রত্যয় করিয়া শ্লেষ্মা শব্দের উৎপত্তি হয়।

অতঃপর বাত পিত্ত শ্লেষ্মা এবং শোণিত, এই চারিটী দোষের আশ্রয়ের স্থান কহিতেছি। ইহাদিগের মধ্যে বায়ু, কটিদেশ এবং মলাশয় আশ্রয় করিয়া থাকে। কটি এবং মলাশয়ের উপরিভাগে এবং নাভির অধোভাগে পক্কাশয়, সেই পক্কাশয় এবং আমাশয়ের * মধ্য-স্থানে পিত্ত আশ্রয় করিয়া থাকে। এবং শ্লেষ্মা, আমাশয়ের স্থান আশ্রয় করিয়া থাকে। এই বাত পিত্ত শ্লেষ্মা পুনর্ব্বার পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত হইয়া পঞ্চ স্থানে অবস্থিতি করে। তাহার মধ্যে বায়ুর পঞ্চ স্থান বাত-

---

বলেন যে, মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে জ্ঞান-শক্তি-বাহিনী ও ক্রিয়া-শক্তি-বাহিনী যে শিরা আছে, তাহা তিনি সেই শিরা ছেদন পূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। এই সমস্ত বিবেচনা করিলে বোধ হয় যে, সেই মেরুদণ্ডাশ্রিত সকল ধমনীর মধ্যগতা যে সকল বায়বী শক্তি আছে ও তাহার শ্বাস প্রশ্বাস আদি যে সকল বাহ্যক্রিয়া দৃষ্ট হয়, তাহাই আর্য্যগণের দ্বারা দেহস্থ মূল-বায়ু বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। নিদান-স্থানে ইহার আরও বিশেষরূপ মীমাংসা পাওয়া যাইবে।

* জীর্ণ হইবার পূর্ব্বে ভুক্ত দ্রব্য অপক্ব অবস্থায় যে স্থানে থাকে, তাহাকে আমাশয় কহে। আমাশয়ের স্থান নাভির উপরিভাগ।

ব্যাধির অধিকারে কহিব। পিত্তের স্থান যকৃৎ, প্লীহা, হৃদয়, দৃষ্টি, ত্বক্, এবং পূর্ব্বোক্ত পক্ব ও আমাশয়ের মধ্য-স্থান। শ্লেষ্মার স্থান বক্ষ, মস্তক, কণ্ঠদেশ, সন্ধি-স্থান এবং আমাশয়। বাত পিত্ত শ্লেষ্মা, এই তিন দোষ বিকৃত না হইলে, এই সকল স্থান আশ্রয় করিয়া থাকে। যেমন চন্দ্র, সূর্য্য এবং বায়ু, ক্ষরণ, আকর্ষণ এবং সঞ্চালন ক্রিয়া দ্বারা এই জগৎ-রূপ বিরাট্ দেহকে ধারণ করিয়া আছেন, সেইরূপ কফ পিত্ত বায়ু প্রাণিগণের দেহকে ধারণ করিয়া থাকে।

এ স্থলে বিবেচনার বিষয় এই যে, পিত্ত ব্যতিরেকে দেহে অন্য কোনরূপ অগ্নি আছে, কি পিত্তই অগ্নি। পিত্ত ব্যতিরেকে দেহে অন্য কোনপ্রকার অগ্নির উপলব্ধি হয় না। পিত্ত আগ্নেয় পদার্থ। দহন ও পরিপাক বিষয়ে পিত্তই অধিষ্ঠিত থাকিয়া অগ্নির ন্যায় কার্য্য করে। ইহাকেই অন্তরগ্নি কহে। কারণ, প্রথমতঃ দেহে অগ্নির মান্দ্য হইলে, যাহাতে পিত্ত-বৃদ্ধি হয়, এরূপ দ্রব্যই সেবন করা যায়, এবং অগ্নি অতিশয় বৃদ্ধি হইলে, শীতল ক্রিয়ার দ্বারাই তাহার প্রতিকার করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, আগম শাস্ত্রেও এরূপ কথিত আছে, যে পিত্ত ভিন্ন দেহে অন্য কোনপ্রকার অগ্নির অধিষ্ঠান নাই। পক্বাশয় এবং আমাশয়ের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া, পিত্ত যে কি প্রণালীতে চতুর্ব্বিধ আহার পরিপাক করে, এবং কি প্রণালীক্রমেই বা আহার-জনিত রস বায়ু, পিত্ত, কফ, মূত্র এবং পুরীষ প্রভৃতিকে পরস্পর পৃথক্ করে, তাহা প্রত্যক্ষ করা যায় না। পিত্ত ঐ স্থানে অবস্থিতি করিয়াই অগ্নি-ক্রিয়ার দ্বারা দেহে অপর চারিটী পিত্ত-স্থানের ক্রিয়ার সাহায্য করে। সেই পক্ব ও আমাশয়ের মধ্যস্থিত পিত্তে পাচক নামে অগ্নি অধিষ্ঠান করে। যকৃৎ প্লীহা মধ্যে যে পিত্ত অধিষ্ঠিত, তাহাতে রঞ্জক নামে অগ্নি অবস্থিতি করে। সেই অগ্নিই আহার-সম্ভূত রসকে রক্ত-বর্ণ করে। যে পিত্ত হৃদয়-স্থানে সংস্থিত, তাহাতে সাধক নামে অগ্নি অবস্থিতি করে। তদ্দ্বারা মনের সকল অভিলাষ সাধিত হয়। যে পিত্ত

দৃষ্টি-স্থানে অধিষ্ঠিত, তাহাতে আলোচক নামে অগ্নি অবস্থিতি করে। তদ্দ্বারা পদার্থের রূপ অথবা প্রতিবিম্ব গৃহীত হয়। যে পিত্ত ত্বকে সংস্থিত, তাহাতে ভ্রাজক নামে অগ্নি অবস্থিতি করে। তৈলমর্দ্দন, অবগাহন, আলেপন প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা যে সকল স্নেহ প্রভৃতি দ্রব্য শরীরে লিপ্ত হয়, এই পিত্তের দ্বারা সেই সকল দ্রব্যের পরিপাক ও দেহের ছায়ার প্রকাশ হয়।

পিত্ত তীক্ষ্ণগুণ ও পূতিগন্ধ বিশিষ্ট, নীল অথবা পীত-বর্ণ বিশিষ্ট, এবং তরল। পিত্ত উষ্ণ হইলে কটুরস-বিশিষ্ট, এবং বিদগ্ধ হইলে অম্লরস-বিশিষ্ট হয়।

অতঃপর শ্লেষ্মার স্থান কহিতেছি। শ্লেষ্মার স্থান আমাশয়। সেই স্থান পিত্তাশয়ের উপরিভাগে থাকা প্রযুক্ত, শ্লেষ্মা এবং পিত্ত পরস্পর বিপরীত গুণ বিশিষ্ট হওয়া প্রযুক্ত, এবং পিত্তের ঊর্দ্ধগতি প্রযুক্ত, চন্দ্র যেরূপ সূর্য্য-ক্রিয়ার আধার, সেইরূপ শ্লেষ্মাও চারিপ্রকার আহারের আধার *। সেই আমাশয়ের স্থানে, শ্লেষ্মার জলীয় গুণের দ্বারা সকল-প্রকার ভুক্ত-দ্রব্য ক্লিন্ন (আর্দ্র) হয়, একত্রীভূত থাকিলে পৃথক্ পৃথক্ হয়, এবং তাহাতে অনায়াসেই জীর্ণ হয়। শ্লেষ্মা আমাশয়ের স্থানেই উৎপত্তি। মাধুর্য্য এবং পিচ্ছিল ভাব প্রযুক্ত, এবং ভুক্ত দ্রব্যকে

---

* "ছাদকো ভাস্করস্যেন্দুরধঃস্থো ঘনবদ্ভবেৎ"। জ্যোতিষের এই বচনের দ্বারা জানা যাইতেছে যে, আর্য্যেরা চন্দ্রকে সূর্য্য এবং পৃথিবীর মধ্যস্থিত বলিয়া নিরূপণ করিয়াছিলেন। সেই উপমান অনুসারেই এস্থলে শ্লেষ্মাকেও পিত্তাগ্নি এবং ভুক্ত দ্রব্যের মধ্যস্থিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। চন্দ্র এই সমস্ত বিশ্ব চরাচরকে অমৃত-রসে আপ্লুত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং সূর্য্য স্বীয় কিরণ দ্বারা সেই রস উত্তাপিত করিয়া সমস্ত পদার্থকে পরিপাক করিতেছেন। সুতরাং রস অথবা চন্দ্রই সূর্য্য-ক্রিয়ার আধার। চন্দ্র না থাকিলে পদার্থের পরিপাক হইত না, এককালে দগ্ধ হইয়া যাইত। সেইরূপ পিত্তাগ্নিও শ্লেষ্মাকে উত্তপ্ত করিয়া ভুক্ত-দ্রব্য পরিপাক করে। শ্লেষ্মার দ্বারা আচ্ছন্ন না থাকিলে ভুক্ত-দ্রব্য পরিপাক না হইয়া দগ্ধ হইয়া যাইত। এ স্থলে উপমান এবং উপমেয়ের সম্বন্ধ বিবেচনা করিতে গেলে, শ্লেষ্মাকে পিত্তক্রিয়ার আধার বলাই সম্ভবে।

প্রক্লেদিত করা প্রযুক্ত, ইহা মধুর-রস ও শীতল-গুণ বিশিষ্ট। শ্লেষ্মা আমাশয়ে অবস্থিতি করিয়া, সাধ্যানুসারে উদক-ক্রিয়ার দ্বারা শরীরের অপরাপর শ্লেষ্মা-স্থানের আনুকূল্য করে। হৃদয়স্থ শ্লেষ্মা, কটিদেশে সন্ধি ধারণ করে, এবং অন্নরসের সহিত মিলিত হইয়া হৃদয়-স্থান অবলম্বন করে। কণ্ঠস্থিত শ্লেষ্মা, জিহ্বামূল আশ্রয় করিয়া থাকে, এবং রসনেন্দ্রিয়ের সৌম্য-গুণ প্রযুক্ত রসের আস্বাদন কার্য্যেই তাহার অধিষ্ঠান হয়। মস্তকে যে সকল তৈল প্রভৃতি স্নেহ-দ্রব্য মর্দ্দন করা যায়, তাহার দ্বারা সন্তৃপ্ত হইয়া, শিরঃস্থিত শ্লেষ্মা, শ্রবণ দর্শন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-কার্য্যের আনুকূল্য করে। সন্ধি-স্থান-গত শ্লেষ্মা, শরীরের সন্ধি-স্থান সংশ্লিষ্ট রাখিবার পক্ষে আনুকূল্য করে।

শ্লেষ্মা গুরু, শ্বেত-বর্ণ, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল এবং শীতল। সেই শ্লেষ্মা মধুর-রস বিশিষ্ট হইলে অবিদাহী, এবং লবণ-রস বিশিষ্ট হইলে বিদাহী হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শোণিতের স্থান যকৃৎ ও প্লীহা। শোণিত, ঐ দুই স্থান হইতেই দেহের সমুদয় শোণিত-ক্রিয়ার আনুকূল্য করে। শোণিত উষ্ণ নহে, শীতলও নহে, স্নিগ্ধ, রক্তবর্ণ, গুরু, মাংস গন্ধ-বিশিষ্ট, এবং পিত্তের ন্যায় বিদাহ-গুণ-বিশিষ্ট।

প্রত্যেক দোষের যে যে স্থান বলা হইল, সেই সেই স্থানে তাহারা সঞ্চিত হয়। যে যে কারণে যে যে দোষ সঞ্চিত হয়, তাহা ঋতু-বর্ণন অধ্যায়ে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কোন দোষ সঞ্চিত হইলে, কোষ্ঠ-দেশ পূর্ণ এবং ভার হয়, শরীরের ঈষৎ পীতবর্ণতা, অল্প উষ্ণতা, ভার ও আলস্য জন্মে, এবং যে সকল কারণে সেই দোষ জন্মে, সেই সকল কারণের প্রতি বিদ্বেষ, এই সকল লক্ষণ ঘটে। সঞ্চিত দোষের প্রতিকার করিবার পক্ষে এইটী প্রথম কাল।

অতঃপর যে কারণে যে দোষের প্রকোপ হয়, তাহা কহিতেছি। বলবানের সহিত ব্যায়াম করা, অতিরিক্ত ব্যায়াম করা, স্ত্রীসংসর্গ,

অধ্যয়ন, পতন, ধাবন (দৌড়ান), প্রপীড়ন (অতিশয় টেপা), অভিঘাত, লঙ্ঘন, প্লবন (জলে থাকা), সন্তরণ, রাত্রি-জাগরণ, ভার-বহন, গজ, অশ্ব, রথ প্রভৃতি বাহনে অথবা পদব্রজে গমন, কটু কষায় তিক্ত বা রুক্ষ দ্রব্য, লঘু অথবা শীতল তেজ-বিশিষ্ট-দ্রব্য, শুষ্ক পাক, শুষ্ক মাংস, কোদ্দালক, কোর-দূষক, শ্যামা-ধান্য, নীবার (উড়ি ধান্য), মুদ্গ, মসূর, অরহর ও কলাই, এই সকল দ্রব্য ভোজন, অনশন, বিপরীত-ভোজন, অধিক ভোজন, এবং বাত মূত্র পুরীষ শুক্র ছর্দ্দি (বমন) হাঁচি উদ্গার ও অশ্রু প্রভৃতির বেগ ধারণ, এই সকল কারণে বায়ুর প্রকোপ হয়। বিশেষতঃ মেঘাচ্ছন্ন কালে, শীতল বায়ু প্রবাহন কালে, ঘর্ম্মের নিবারণকালে, এবং, প্রতিদিন প্রত্যূষে ও অপরাহ্ণ কালে ও অন্ন পরিপাক হইয়া গেলে; বায়ুর প্রকোপ হইয়া থাকে।

ক্রোধ শোক ভয় চিন্তা উপবাস অগ্নিদাহ মৈথুন উপগমন, অথবা কটু অম্ল লবণ তীক্ষ্ণ উষ্ণ লঘু বিদাহী তিলতৈল পিণ্যাক কুলত্থ সর্ষপ মসিনা-শাক গোধা (গোসাপ) মৎস্য ছাগ বা মেষমাংস, দধি তক্র দধিমস্তু ছানা কাঁজি সুরা বা কোনরূপ সুরার বিকৃতি ও অম্লরসবিশিষ্ট ফল, ঘোল এবং রৌদ্রের উত্তাপ, এই সকলের দ্বারা পিত্তের প্রকোপ হয়। বিশেষতঃ উষ্ণ-ক্রিয়া করিলে, বা উষ্ণ কাল হইলে, মেঘের অবসান হইলে, অথবা মধ্যাহ্নকাল বা অর্দ্ধ-রাত্র হইলে, অথবা ভুক্ত-দ্রব্য পরিপাক হইবার কাল উপস্থিত হইলে, পিত্তের প্রকোপ হয়।

দিবানিদ্রা, শ্রমের অভাব, অলস, মধুর রস, অম্লরস, লবণরস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরু, পিচ্ছিল-দ্রব-বস্তু, অভিষ্যন্দি হৈমন্তিক ধান্য, যব, মাষ, গোধূম, তিল-পিষ্টক, দধি, দুগ্ধ, কৃশরা, পায়স, ইক্ষুবিকার, অনুপত সজলদেশ-জাত মাংস, মাংস, বসা, মৃণাল, কেশুর, শৃঙ্গাটক (পানিফল), মধুর-রস-বিশিষ্ট অলাবু ও কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি লতা-ফল সম্যক্ ভোজন, বা অতিরিক্ত ভোজন, এই সকলের দ্বারা শ্লেষ্মার

প্রকোপ হয়। বিশেষতঃ শীতল-ক্রিয়া করিলে, বা শীত কিংবা বসন্ত ঋতু হইলে, এবং প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে ও আহার করিবামাত্র, শ্লেষ্মার প্রকোপ হয়।

পিত্তের প্রকোপ হইলেই রক্ত কুপিত হয়, অথবা যদি সর্ব্বদা দ্রব, স্নিগ্ধ ও গুরুপাক দ্রব্য আহার করে, দিবাভাগে নিদ্রা যায়, অথবা ক্রোধ, অগ্নিতাপ-সেবন, রৌদ্র-সেবন, শ্রম, অভিঘাত, অজীর্ণ-জনক অথবা বিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন, ইত্যাদি কোনপ্রকার অহিতাচার করে, তাহাতেও রক্তের প্রকোপ হয়। বায়ু পিত্ত কফ, এই তিন দোষের মধ্যে কোন দোষ কুপিত না হইলে, রক্ত কুপিত হয় না। অতএব সেই অনুষঙ্গী দোষ যে যে কালে কুপিত হয়, রক্তও সেই সেই কালে কুপিত হয় *। কোন দোষ কুপিত হইলে, কোষ্ঠ-দেশে বেদনা ও দেহে দূষিত রক্তের সঞ্চার, অম্লরস-যুক্ত পানীয় দ্রব্যে অভিলাষ, গাত্রদাহ, অন্নে অরুচি, এবং হৃদয়ে উৎক্লেদ (শ্লেষ্মার আশ্রয়) হইয়া থাকে। কুপিত দোষের প্রতিকার করিবার পক্ষে এইটী দ্বিতীয় কাল।

অতঃপর সেই সকল কুপিত দোষ যেরূপে শরীরে প্রসারিত হয়, তাহা কহিতেছি। সুরা প্রস্তুত কালে, যেমন কিণ্বোদক (মশলার জল) এবং পিষ্ট-তণ্ডুল একত্র পর্য্যুষিত হইলে (পচিলে) বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত সকল কারণে দোষ কুপিত হইলে, বর্দ্ধিত হইয়া গতি-বিশিষ্ট হয়। বায়ুর গতি-শক্তির দ্বারাই তাহাদিগের গতি হইয়া থাকে। বায়ু অচেতন পদার্থ হইলেও, তাহাতে অধিক পরিমাণে

---

* দোষের প্রকোপ-কালেই যে রক্তের প্রকোপ হয়, তাহা জ্বর-রোগে স্পষ্টই জানা যায়। কারণ যে দোষ কুপিত হইয়া জ্বর হয়, সেই দোষ কুপিত হইবার পক্ষে দিবা-রাত্রির মধ্যে যে কাল নির্ণীত হইয়াছে, প্রতিদিন সেই কালেই শরীর উত্তপ্ত হইয়া জ্বর আরম্ভ হয়। ইহাতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, প্রতিদিন প্রকোপ-কালে দোষ কুপিত হইলে, রক্তও তাহার সহিত কুপিত হইয়া উঠে। রক্ত কুপিত হইলে উত্তপ্ত হয়, তদ্দ্বারা শরীরও উত্তপ্ত হইয়া উঠে।

রজোগুণ (১) আছে। রজোগুণ, সকল ভাবের প্রবর্ত্তক। যেমন একটী সেতুর এক দিকে সমধিক জলরাশি একত্র সঞ্চিত হইলে, সেই জলরাশি সেতু ভঙ্গ করিয়া, অপর দিক্‌স্থ জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া, নানাদিকে প্রসারিত হয়, সেইরূপ সকল দোষের মধ্যে কোন দোষ কুপিত হইলে, সেই সমস্ত দোষ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, অথবা দুইটী বা সকলে একত্র মিলিয়া, অথবা শোণিতের সহিত মিলিত হইয়া, নানাপ্রকারে প্রসারিত হইতে থাকে। সকল দোষ স্বতন্ত্র অথবা মিলিত হইয়া এই পঞ্চদশ প্রকারে প্রসারিত হয় ; যথা, বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা, শোণিত, বাত-পিত্ত, বাত-শ্লেষ্মা, পিত্ত-শ্লেষ্মা, বাত-শোণিত, পিত্ত-শোণিত, শ্লেষ্মা-শোণিত, বাত-পিত্ত-শোণিত, বাত-শ্লেষ্মা-শোণিত, পিত্ত-শ্লেষ্মা-শোণিত, বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মা এবং বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মা-শোণিত।

যেরূপ আকাশের মধ্যে যে স্থানে মেঘের সঞ্চার হয়, সেই স্থানেই বৃষ্টি হয়, সেইরূপ শরীরের মধ্যে যে স্থানে কুপিত দোষের গতি হয়, সেই স্থানেই বিকৃতি জন্মে। দোষ কুপিত হইয়া প্রথমতঃ গমন-পথে লীন হইয়া থাকে। পরে তাহাকে দমন করিয়া রাখিতে পারে এরূপ কোন কারণ না থাকিলে, কাল-সহকারে সেই দোষ কোন একটী কারণ পাইলেই তৎক্ষণাৎ কুপিত হইয়া উঠে।

যে বায়ু কুপিত হইয়া পিত্ত স্থানে গমন করে, তাহার পিত্তের ন্যায়, যে পিত্ত কুপিত হইয়া শ্লেষ্মার স্থানে গমন করে, তাহার শ্লেষ্মার ন্যায়, এবং যে শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া বায়ুর স্থানে গমন করে, তাহার বায়ুর ন্যায়, প্রতিকার করিবে। কুপিত দোষ শরীরে প্রসারিত হইলে যেরূপ লক্ষণ হয়, তাহা বলা যাইতেছে। কুপিত বায়ুর গতি হইলে, বায়ুর বিপরীত পথে গতি এবং আটোপ হয়। কুপিত পিত্তের

(১) ক্রিয়া-প্রবর্ত্তিনী শক্তি অথবা গুণই রজোগুণ। যে গুণের দ্বারা শরীরে অথবা বাহ্য জগতে ক্রিয়া-শক্তির উদ্ভাবন হয়, অধ্যাত্ম-পণ্ডিতেরা তাহাকেই রজো-গুণ বলেন।

গতি হইলে উষ্ণতা, সর্ব্বাঙ্গ-দাহ, এবং ধূমোদ্গার হয়। কুপিত শ্লেষ্মার গতি হইলে, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, অঙ্গের অবসাদ, এবং বমন, এই সকল লক্ষণ ঘটে। কুপিত দোষের প্রতিকারের এইটী তৃতীয় কাল।

অতঃপর কুপিত হইয়া শরীরের মধ্যে যে যে স্থানে গমন করে, সেই সেইরূপ ব্যাধি জন্মায়। উদরে অবস্থিতি করিলে, গুল্ম, বিদ্রধি, অগ্নিমান্দ্য, আনাহ, বিসূচিকা ও অতিসার প্রভৃতি রোগ জন্মায়। বস্তিদেশে অবস্থিতি করিলে, প্রমেহ, অশ্মরী, মূত্রাঘাত, মূত্রদোষ প্রভৃতি রোগ জন্মায়। মেঢ্রগত হইলে, নিরুদ্ধ প্রকাশ, উপদংশ ও শূকদোষ প্রভৃতি রোগ জন্মায়। মলদ্বার-গত হইলে, ভগন্দর, অর্শঃ প্রভৃতি রোগ জন্মায়। বৃষণ-(অণ্ডকোষ)-গত হইলে, কোষ-বৃদ্ধি হয়। স্কন্ধ-দেশের উর্দ্ধ-গত হইলে, উর্দ্ধ-গত সকল রোগ জন্মায়। ত্বক্ মাংস অথবা শোণিত গত হইলে, ক্ষুদ্র-রোগ, কুষ্ঠ এবং দদ্রু-রোগ জন্মায়। মেদ-গত হইলে, গ্রন্থি, অপচী, অর্ব্বুদ, গলগণ্ড, অলজী প্রভৃতি রোগ জন্মায়। অস্থি-গত হইলে, বিদ্রধি, অনুশয়ী প্রভৃতি রোগ জন্মায়। পাদগত হইলে, শ্লীপদ, বাত-শোণিত, অথবা বাত-কণ্টক প্রভৃতি রোগ জন্মায়। এবং সর্ব্বাঙ্গ-গত হইলে, জ্বর এবং অন্যান্য সর্ব্বাঙ্গ-গত রোগ জন্মায়। এই সকল রোগের পূর্ব্বরূপ প্রত্যেক রোগের অধিকারে কহিব। রোগের পূর্ব্বরূপই প্রতিকারের চতুর্থ ক্রিয়াকাল। অতঃপর রোগের প্রকাশ হইলে যেরূপ লক্ষণ হয়, তাহা কহিতেছি। শোফ (ফুলা), অর্ব্বুদ (আব), গ্রন্থি, বিদ্রধি (রাজগাঁড়), এবং বিসর্প (দদ্রু) প্রভৃতি রোগের প্রকাশ হইলে স্পষ্টতই জানা যায়। এবং জ্বর অতিসার প্রভৃতি রোগ প্রকাশ হইলে, তাহাদিগের লক্ষণও স্পষ্ট জানা গিয়া থাকে। রোগ যে কালে শরীরে প্রকাশ পায়, সেই কালে তাহার প্রতিকার করিবার পক্ষে পঞ্চম ক্রিয়া-কাল।

কোন রোগে ক্ষত হইয়া শরীরে ব্রণ উপস্থিত হইলে, সেই অবস্থা সেই রোগের প্রতিকারের পক্ষে ষষ্ঠ ক্রিয়াকাল। জ্বর, অতিসার

প্রভৃতি রোগ দীর্ঘকালস্থায়ী। এই ষষ্ঠ ক্রিয়া-কালে প্রতিকার না করিলে রোগ অসাধ্য হইয়া উঠে।

সঞ্চয়, প্রকোপ, গতি, শরীরের মধ্যে কোন স্থান আশ্রয় করা, প্রকাশ হওয়া, এবং ব্রণ-ভাবে পরিণত হওয়া, দোষের এই অবস্থা-গুলি যিনি জানেন, তিনিই বৈদ্য। সঞ্চিত হইবার কালেই যে দোষের শান্তির বিধান করা যায়, তাহা আর বৃদ্ধি হইতে পায় না। দোষ যতই বৃদ্ধির অবস্থা পাইতে থাকে, ততই বলবান্ হইয়া উঠে। সকল দোষের মধ্যে, যদি একটী বা ততোধিক দোষ কুপিত হয়, তবে তাহার সংসর্গে অপর একটী, দুইটী, বা অবশিষ্ট সমস্ত দোষই কুপিত হইয়া সেই কুপিত দোষের অনুগমন করে। এইরূপ সংসর্গের দ্বারা অধিক দোষ কুপিত হইলে, তাহাদের মধ্যে যেটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, অগ্রে তাহারই চিকিৎসা করিবে। কিন্তু এরূপ প্রণালীতে চিকিৎসা করিতে হইবে, যেন অপর সকল দোষ বৃদ্ধি না হয়। সন্নিপাতে অর্থাৎ সকল দোষ একত্র কুপিত হইবার স্থলেও এইরূপে চিকিৎসা করিবে।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

ব্রণের স্রাব বিজ্ঞানীয় অধ্যায়।

ত্বক্ মাংস শিরা স্নায়ু অস্থি সন্ধি কোষ্ঠ এবং মর্ম্ম, এই আট-প্রকার ব্রণ-বস্তু। এই সকল স্থানেই ব্রণ জন্মিয়া থাকে। এই সকলের মধ্যে কেবল ত্বক্ মাত্র ভেদ করিয়া যে সকল ব্রণ উৎপত্তি হয়, তাহা সুচিকিৎসনীয়। অবশিষ্ট কোন স্থানে যে ব্রণ জন্মিয়া স্বয়ং বিদীর্ণ হয়, তাহা দুশ্চিকিৎসনীয়। চতুরস্র, গোল, এবং ত্রিকোণ, ব্রণের সচরাচর এইরূপ আকৃতিই হইয়া থাকে। এ ভিন্ন যাহারা বিকৃত আকৃতি বিশিষ্ট, সহজে তাহাদিগের চিকিৎসা করা যায় না। অহিতাচার না করিলে, এবং সুবৈদ্যের দ্বারা চিকিৎসিত হইলে, সকলপ্রকার ব্রণই শীঘ্র আরোগ্য হয়। অহিতাচার করিলে,

অথবা কুবৈদ্য কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইলে, দোষ-বৃদ্ধি হইয়া ব্রণ দূষিত হয়। অতিশয় সংবৃত (মুখ ছোট হওয়া), বা অতিশয় বিবৃত (মুখ বড় হওয়া), অতিশয় কঠিন বা অতিশয় মৃদু, অতিশয় উচ্চ বা অতিশয় নিম্ন, অতিশয় শীতল বা অতিশয় উষ্ণ, এবং কৃষ্ণ, রক্ত, পীত, শুক্ল প্রভৃতি বর্ণ ব্যতিরেকে অন্য কোনপ্রকার বর্ণ-বিশিষ্ট, দেখিতে ভয়ঙ্কর, দুর্গন্ধবিশিষ্ট পূয মাংস সিরা স্নায়ু প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ, উন্মার্গী (ঊর্দ্ধে শোষ), উৎসঙ্গী (ফাঁপা ও ফুলা), দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট-পূযস্রাবী, অপ্রিয়-গন্ধ-বিশিষ্ট, অতিশয় বেদনা-বিশিষ্ট, দাহ, পাক রাগ কণ্ডু শোফ এবং পীড়ক, এই সকল উপদ্রব-বিশিষ্ট, দুষ্ট-রক্ত-স্রাবী এবং দীর্ঘ-কাল-স্থায়ী, এইগুলি দুষ্ট ব্রণের লক্ষণ। দোষের ন্যূনাধিক অনুসারে সকল ব্রণ ছয়প্রকারে বিভক্ত। সেই সকল দোষ অনুসারে তাহাদিগের চিকিৎসা করিবে।

অতঃপর সকলপ্রকার ব্রণের স্রাব কহিতেছি। ত্বকে যে সকল স্ফোট হয়, ঘৃষ্ট ছিন্ন ভিন্ন বা বিদীর্ণ হইলে, সেই সকল স্ফোট হইতে অল্প মাংস-গন্ধ-বিশিষ্ট, ঈষৎ পীতবর্ণ জলের মত রস নিঃসৃত হয়। মাংস-গত ব্রণ হইলে, ঘৃতের ন্যায় ঘন, শ্বেত এবং পিচ্ছিল পদার্থের স্রাব হয়। সিরা-গত ব্রণ হইলে, ও তাহাতে সিরা তৎক্ষণাৎ ছিন্ন হইলে, অতিশয় রক্ত নিঃসৃত হয়। সেই ব্রণ পাকিয়া উঠিলে, জলনালীর দ্বারা যেরূপ জল নিঃসৃত হয়, সেইরূপ তাহা হইতে লালা বা শ্লেষ্মার সদৃশ অথবা ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ পূয, বিচ্ছিন্ন সূত্রের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম-ধারা-ক্রমে স্রাব হইতে থাকে। স্নায়ুগত ব্রণ হইলে যে স্রাব হয়, তাহা স্নিগ্ধ, ঘন, রক্ত-মিশ্রিত, এবং সিংহান (নাসিকা হইতে নিঃসৃত শ্লেষ্মা) সদৃশ। অস্থিগত ব্রণ হইলে, এবং অস্থি-স্থান অভিহত, স্ফুটিত, ভিন্ন, বিদীর্ণ অথবা জীর্ণ হইলে, অস্থি নিঃসার হইয়া পড়ে ও তাহা হইতে ঝিনুক-ধোয়া জলের মত জল নিঃসৃত হইতে থাকে। সেই আস্রাব স্নিগ্ধ, এবং মজ্জা ও রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া নিঃ-

স্ৃত হয়। সন্ধি স্থানে ব্রণ হইলে, ভালরূপে উত্থিত হয় না, অথচ যাতনা হয়। এবং আকুঞ্চন, প্রসারণ, উন্নত-করণ, অবনত-করণ, বেগে গমন, অধিক বাক্য কথন এবং প্রবাহণ প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা স্রাব বৃদ্ধি হয়। সেই আস্রাব পিচ্ছিল ও সূত্রের ন্যায়, এবং ফেনা, পূয ও রুধির মিশ্র হইয়া থাকে। কোষ্ঠ-গত ব্রণ হইলে, রক্ত, মূত্র, পুরীষ, পূয ও জলবৎ রস স্রাব হয়। মর্ম্মস্থানে ব্রণ হইলে, ত্বক্ প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, সুতরাং তাহার আস্রাব বলা নিষ্প্রয়োজন। বায়ু-জন্য ব্রণ হইলে, ত্বক্ মাংস সিরা স্নায়ু সন্ধি অস্থি এবং কোষ্ঠ, সপ্ত স্থান হইতে যে আস্রাব হয়, তাহা যথাক্রমে কঠিন, ঈষৎ কৃষ্ণ-বর্ণ, হিম-সদৃশ, এবং দধিমস্তু, ক্ষারজল, মাংস-ধৌত অথবা তুষ-ধৌত জলের ন্যায়। পিত্তজন্য ব্রণ হইলে, পূর্ব্বোক্ত সপ্ত ধাতু হইতে যে স্রাব হয়, তাহা যথাক্রমে গোমেদ, গোমূত্র, ভস্ম, শঙ্খ, কষায়, মধু এবং তৈলের ন্যায়। রক্ত-জন্য ব্রণ হইলে, পিত্ত-জন্য ব্রণের যে সকল লক্ষণ হয়, সেই সমস্ত হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন অতিশয় আমিষ-গন্ধ হয়। কফ-জন্য ব্রণ হইলে, উক্ত সপ্ত স্থান হইতে যথাক্রমে নবনীত, হিরেকস, মজ্জা, তণ্ডুল-পিষ্ট, তিল বা নারিকেল জল, ও বরাহ-রস সদৃশ স্রাব হয়। সন্নিপাত-জন্য ব্রণ হইলে, তিল বা নারিকেল জল, কাঁকুড়ের রস, কাঞ্জি, খদিরের জল, যকৃৎ বা মুদ্গ-যূষ, এই সকলের ন্যায় বর্ণ হইয়া থাকে।

পক্বাশয় হইতে যদি তুষের জলের মত স্রাব হয়; অথবা রক্তাশয় হইতে যদি ক্ষার-জলের ন্যায় স্রাব হয়, অথবা আমাশয় হইতে যদি কলাইয়ের জলের ন্যায় স্রাব হয়, তবে তাহা অসাধ্য বলিয়া জানিবে। স্রাব পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করা কর্ত্তব্য।

অতঃপর সকলপ্রকার ব্রণের বেদনা বর্ণন করিতেছি। পীড়ন, ভেদন, তাড়ন, ছেদন, রোধন, বিলোড়ন, বিক্ষেপণ, চুম চুম করণ, অতিশয় দাহ, ভঞ্জন, স্ফোটন, বিদারণ, উৎপাটন, কম্পন, বিশ্লেষ

করণ, পূরণ, স্তম্ভন, আকুঞ্চন, অঙ্কুশ দ্বারা আঘাত করণ, যে ব্রণে এই সকলপ্রকার অথবা কোন্ কারণ ব্যতিরেকে অন্য কোনপ্রকার বেদনা মুহুর্মুহুঃ উপস্থিত হয়, তাহাকে বাতিক-জন্য ব্রণ বলিয়া জানিবে। যে ব্রণে শরীরের এবং ব্রণের জ্বালা, পাকিবার সময় শরীরে যেন অগ্নি নিক্ষেপ করিতেছে এরূপ যাতনা, শরীরের উষ্ণতা-বৃদ্ধি, এবং ব্রণ ক্ষত হইলেও (গলিয়া গেলেও) তাহাতে ক্ষার-দগ্ধের ন্যায় জ্বালা, ও অন্যান্যপ্রকার বেদনা বিশেষ জন্মে, তাহাকে পিত্ত-জন্য ব্রণ বলিয়া জানিবে। রক্ত-জন্য ব্রণ হইলেও, পিত্ত-জনিত ব্রণের ন্যায় লক্ষণ হইয়া থাকে। যে ব্রণে কণ্ডূ, গুরুত্ব, স্তম্ভ অল্প, বেদনা ও শীতলতা, এই গুণগুলি ঘটে, তাহাকে শ্লেষ্মা-জন্য বলিয়া জানিবে। যে ব্রণে পূর্ব্বোক্ত সকলপ্রকার লক্ষণই ঘটে, তাহাকে সান্নিপাতিক বলিয়া জানিবে।

অতঃপর সকলপ্রকার ব্রণের বর্ণ কহিতেছি। ব্রণ বায়ু-জন্য হইলে, ভস্ম, কপোত বা অস্থি বর্ণ, অথবা পরুষ, অরুণ বা কৃষ্ণ বর্ণ হয়। পিত্ত-জন্য হইলে, নীল পীত হরিত শ্যাব কৃষ্ণ রক্ত কপিল অথবা পিঙ্গল বর্ণ হইয়া থাকে। রক্ত-জন্য হইলেও এইরূপ লক্ষণ হয়। শ্লেষ্মা-জন্য হইলে, শ্বেত, স্নিগ্ধ অথবা পাণ্ডু-বর্ণ হয়। সান্নিপাতিক হইলে, সকল বর্ণেরই লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

বৈদ্য যে কেবল ব্রণ-রোগেই এই প্রকার বেদনা এবং বর্ণের প্রতি লক্ষ্য করিবে এমন নহে, সকলপ্রকার শোফের বিকার অবস্থায় এইরূপ লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

কৃত্যাকৃত্য-বিধি।

যৌবন-অবস্থা, দৃঢ়-শরীর, ক্লেশ-সহিষ্ণু, অথবা বলবান্ হইলে, ব্রণ সহজে আরোগ্য হয়। যাহাতে এই চারিটী গুণই থাকে, তাহার

ব্রণ অতিশয় সুখসাধ্য। যৌবনাবস্থায় সকল ধাতুর বৃদ্ধির মুখ বলিয়া ব্রণ শীঘ্র পূরিয়া উঠে। শরীর দৃঢ় হইলে, কঠিন ও মাংসল প্রযুক্ত, শস্ত্র-ক্রিয়া-কালে শস্ত্রটী সিরা অথবা স্নায়ু পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে না। ক্লেশ-সহিষ্ণু হইলে, কোনপ্রকার বেদনা, অথবা শস্ত্র ক্রিয়া-জনিত যন্ত্রণার দ্বারা অন্য কোনপ্রকার পীড়া জন্মে না। বলবান্ হইলে, গুরুতর শস্ত্রক্রিয়া করিলেও বেদনা জন্মে না। অতএব এই সকল ব্যক্তির ব্রণ অতিশয় সুখসাধ্য। বৃদ্ধ, কৃশ, অল্প-প্রাণ এবং ভীরু ব্যক্তিতে এই সকলের বিপরীত গুণ লক্ষিত হয়। উপস্থ, গুহ্য-দেশ, ললাট, গণ্ড, ওষ্ঠ, পৃষ্ঠ, কর্ণফলক, কোষ, উদর, স্কন্ধ-সন্ধি, এবং মুখের অভ্যন্তরে যে সকল ব্রণ হয়, তাহা সহজে আরোগ্য হয়। চক্ষু, দন্ত, নাসিকা, অপাঙ্গ, কর্ণ, নাভি, জঠর, সেবনী, নিতম্ব, পার্শ্ব, কুক্ষি, বক্ষ, কক্ষ, স্তন, অথবা সন্ধি স্থানে যে ব্রণ হয়, যে ব্রণের মধ্যে ফেনাযুক্ত পূয ও শোণিত এবং বায়ু-প্রবাহিনী নালী হয়, অথবা যাহাতে কোনপ্রকার শল্য (১) বিদ্ধ বা বদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা কষ্টে আরোগ্য হয়। শরীরের অধো-বাহিনী (নীচের দিকে শোষ), ঊর্দ্ধ-বাহিনী (উপর-দিকে শোষ), রোমকূপ মধ্যে, নখ মধ্যে, মর্ম্ম-স্থানে, জঙ্ঘা-দেশে অথবা অস্থিপ্রদেশে ব্রণ হইলেও, কিংবা ভগন্দর অন্তর্মুখ (ভিতরে মুখ) হইলেও কষ্টে আরোগ্য হইয়া থাকে। এবং কুষ্ঠরোগীর, বিষার্ত্ত রোগীর, শোষ এবং মধুমেহ রোগীর ব্রণ হইলে, অথবা ব্রণের উপরি ব্রণ হইলেও কষ্টসাধ্য হয়। অবপাটিকা, নিরুদ্ধ-প্রকাশ, নিরুদ্ধ-গুদ, জঠর-গ্রন্থি, অথবা ক্ষত (কুষ্ঠ প্রভৃতি) রোগ, বা পানস-জাত অথবা কোষ্ঠ-স্থানজাত রোগ, ত্বক্-দোষ-বিশিষ্ট রোগীর অথবা প্রমেহ রোগীর শরীরের ক্ষয় অবস্থায় যে সকল রোগ দৃষ্ট হয় সেই সকল রোগ; শর্করা বা সিকতা মেহ, বাত-কুণ্ডলী, অষ্ঠীলা, দন্তশর্করা (দাঁতের

(১) শরীরে যে কোন পদার্থ বিদ্ধ বা বদ্ধ হইয়া পীড়াদায়ক হয়, তাহাকে শল্য কহে।

পাথুরী), উপকুশ, কণ্ঠশালুক, দন্তবেষ্ট, দদ্রু, অস্থি-ক্ষত, উরঃ-ক্ষত, ব্রণ-গ্রন্থি প্রভৃতি রোগ যাপ্য, অর্থাৎ স্থগিত থাকে, একবারে আরোগ্য হয় না।

প্রতিকার না করিলে সাধ্য রোগও ক্রমশঃ যাপ্য হয়, যাপ্য রোগ অসাধ্য হয়, এবং অসাধ্য রোগ প্রাণ নাশ করে। যে রোগ প্রতিকার করিলেই স্থগিত থাকে, এবং প্রতিকার না করিলে দেহ নাশ করে, তাহাকেই যাপ্য রোগ বলা যায়। স্তম্ভ উপযুক্তরূপে যোজিত হইলে যেমন পতনোন্মুখ গৃহকে রক্ষা করে, সেইরূপ উপযুক্তরূপে প্রতিকার হইলে যাপ্য-রোগ-বিশিষ্ট রোগীরও দেহ রক্ষা হয়।

অতঃপর অসাধ্য রোগ কহিতেছি। যে ব্রণ মাংসপিণ্ডের ন্যায় উদ্গত, সর্ব্বদা স্রাব-যুক্ত, অন্তরে পূয ও বাহিরে বেদনা বিশিষ্ট, এবং যাহার ক্ষত-স্থানের (ঘায়ের) সকল পার্শ্ব অশ্বের গুহ্য-দেশের ন্যায় উচ্চ, যে ব্রণ কঠিন, গোরুর শৃঙ্গের ন্যায় উচ্চ, এবং কোমল মাংসাঙ্কর-বিশিষ্ট, যে ব্রণ হইতে দূষিত রুধির বা অল্প পিচ্ছিল পদার্থ স্রাব হয়, এবং যাহার মধ্যভাগ উন্নত, যে ব্রণের ছিদ্র বা মুখ পর্য্যন্ত না থাকে, যে ব্রণ শণের আঁইশের ন্যায় স্নায়ুজাল-বিশিষ্ট, দেখিতে ভয়ঙ্কর, ও যাহা হইতে বসা মেদ মাংস অথবা মস্তিষ্ক নিঃসৃত হয়, অথবা যে ব্রণ কোষ্ঠ-স্থানে জন্মে, এবং পীত অথবা কৃষ্ণ-বর্ণ, মূত্র বা পুরীষ ও বায়ু-বাহিনী, তাহা অসাধ্য বলিয়া জানিবে। শরীরের মস্তক ও কণ্ঠ-দেশে অল্প-মাংস-বিশিষ্ট, চতুর্দ্দিকে শোষ ও মাংসের বুদ্বুদযুক্ত যে সকল বায়ু-বাহিনী ব্রণ জন্মে, শরীরে যে সকল অল্প-মাংস-বিশিষ্ট পূয-রক্ত-বাহিনী ব্রণ জন্মে ও তদ্দ্বারা রোগীর অরুচি, অপাক, শ্বাস ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব ঘটে, অথবা শিরোদেশ বা কপাল (মাথার খুলি) ভিন্ন হইয়া, যদি মস্তিষ্ক দৃষ্ট হয়, এবং তাহাতে ত্রিদোষের লক্ষণ প্রাদুর্ভূত হয়, অথবা যদি তদ্দ্বারা কাস ও শ্বাস উপদ্রব ঘটে, তবে সেই ব্রণও অসাধ্য বলিয়া জানিবে।

যে ব্রণ হইতে বসা, মেদ, মজ্জা অথবা* মস্তিষ্ক নিঃসৃত হয়, সেই ব্রণ যদি শরীরে কোনপ্রকার আঘাত জন্য জন্মে, তবে আরোগ্য হয়। শারীরিক দোষ কুপিত হইয়া জন্মিলে আরোগ্য হয় না। শরীরের যে সকল স্থানে মর্ম্ম, শিরা, সন্ধি অথবা অস্থি না থাকে, সেই সকল স্থানে ব্রণ জন্মিয়া যদি বিকৃত হয়, তবে সেই ব্রণ অসাধ্য বলিয়া জানিবে। তাহা ক্রমে ক্রমে বিকৃত হইয়া সমুদয় ধাতুর মধ্যে প্রবেশ করে। বর্দ্ধিত বৃক্ষকে যেরূপ উন্মূলিত করা যায় না, সেইরূপ সেই রোগকে উন্মূলিত করা যায় না। যেরূপ দুষ্ট গ্রহ মন্ত্রের প্রভাব নিবারণ করে, সেইরূপ সেই রোগ স্থির, মহান্ ও ধাতুগত হইয়া সকলপ্রকার ঔষধের বীর্য্য নাশ করে। অবদ্ধমূল বৃক্ষকে যেরূপ অনায়াসে উন্মূলিত করা যায়,এই সকল লক্ষণের বিপরীত লক্ষণবিশিষ্ট হইলে, ব্রণও সেইরূপ সহজে আরোগ্য হয়। তিন দোষের কোনপ্রকার. দোষ না থাকিলে, শ্যাম বর্ণ ও ক্ষুদ্র আকার হইলে, এবং বেদনা ও আস্রাব রহিত হইলে, ব্রণ শুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া জানিবে। যে ব্রণের কপোতের ন্যায় বর্ণ, অন্তরে ক্লেদ-রহিত, এবং কঠিন চিপিটিকা (চামড়ী) বিশিষ্ট, সেই ব্রণ ক্রমশঃ পূরিতেছে বলিয়া জানিবে। যে ব্রণ গ্রন্থি-শূন্য, বেদনা ও যন্ত্রণা রহিত, ত্বকের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ও তাহার সহিত সমানভাবে স্থিত, এবং যাহার মুখ পূরিয়া উঠিয়া থাকে, তাহাকে সম্যক্‌রূপে রূঢ় (পূরিয়াছে) বলিয়া জানিবে। ব্রণ পূরিয়া উঠিলেও, দোষের প্রকোপ, ব্যায়াম, অভিঘাত (শারীরিক আঘাত), অজীর্ণ, হর্ষ, ক্রোধ অথবা ভয়প্রযুক্ত, পুনর্ব্বার তাহা বিদীর্ণ হয় (ফুলিয়া উঠিয়া রস পড়ে)।

চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়।

ব্যাধি-সমুদ্দেশীয় অধ্যায়।

ব্যাধি দুইপ্রকার, শস্ত্র-সাধ্য এবং স্নেহাদি-ক্রিয়া-সাধ্য। যে রোগ

---

* 'এবং' ও 'অথবা' এই দুই শব্দের ভেদ বিবেচনা করিতে হইবে।

শস্ত্র-ক্রিয়া-সাধ্য, তাহাতে স্নেহাদি-ক্রিয়া করা অকর্ত্তব্য নহে, কিন্তু যে সকল রোগ স্নেহাদি-ক্রিয়া-সাধ্য, তাহাতে শস্ত্র-চিকিৎসা করা অবৈধ। এই গ্রন্থে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের সামান্যতঃ সকল খণ্ডই আছে, সুতরাং সকলপ্রকার রোগই ইহাতে স্থূলরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, পুরুষে দুঃখ সংযোগ হইলেই ব্যাধি বলা যায়। সেই দুঃখ তিনপ্রকার, যথা—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। সেই তিনপ্রকার দুঃখ সপ্তপ্রকার ব্যাধিতে প্রবর্ত্তিত হয়। সেই সপ্তপ্রকার ব্যাধি যথা,—আদি-বল-জাত, জন্ম-বল-জাত, দোষ-বল-জাত, সঙ্ঘাত-বল-জাত, কাল-বল-জাত, দৈব-বল-জাত, এবং স্বভাব-বল-জাত। শুক্র শোণিত-দোষে কুষ্ঠ অর্শঃ প্রভৃতি যে সকল রোগ জন্মে, তাহারাই আদি-বল-জাত রোগ। আদি-বল-জাত রোগ দুই-প্রকার, মাতৃ-দোষ-জাত এবং পিতৃ-দোষ-জাত। মাতৃ-দোষ-প্রযুক্ত জন্মান্ধ, বধির, মূক, মিণমিণ ও বামন প্রভৃতি জন্মে। মাতৃ-দোষ দুই-প্রকার, রস-জনিত দোষ, এবং দৌহ্র্দ-জনিত দোষ *। আতঙ্ক অথবা মিথ্যা আহার-বিহার-জনিত যে সকল রোগ, তাহাদিগকেই দোষ-বল-জাত রোগ কহে। দোষ-বল-জাত ব্যাধি দুইপ্রকার, শারীরিক ও মানসিক। শারীরিক দোষও দুইপ্রকার,—আমাশয় আশ্রিত, ও পক্বাশয় আশ্রিত। পূর্ব্বোক্ত সকল পীড়াকে আধ্যাত্মিক বলা যায়। আগন্তু রোগই সঙ্ঘাত-বল-জাত ব্যাধি। আগন্তু ব্যাধি (শরীরে কোন-প্রকার আঘাত জন্য রোগ) দুইপ্রকার, শস্ত্রাঘাত-জনিত, এবং হিংস্র জন্তুর কৃত। আগন্তু রোগকেই আধিভৌতিক কহে। শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষা প্রভৃতি কারণে যে সকল রোগ জন্মে; তাহাদিগকে কাল-

---

* গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকদিগের যে আহার বিহার বা সম্ভোগ-বিশেষের অভিলাষ জন্মে, তাহাকে দৌহ্র্দ কহে। আর্য্যদিগের মতে সেই অভিলাষ পূর্ণ না হইলে সন্তানে দোষ বর্ত্তে। এই নিমিত্তই গর্ভবতী স্ত্রীলোককে সাধ দিবার প্রথা অদ্যাবধি প্রচলিত আছে।

বল-জাত রোগ কহে। কাল-বল-জনিত রোগ দুইপ্রকার, যথা,—ব্যাপন্ন-ঋতু (ঋতু-বিপর্য্যয়)-জনিত রোগ, এবং অব্যাপন্ন (স্বাভাবিক ঋতু-জনিত রোগ *)। দেব-দ্রোহ বা অভিশাপ প্রযুক্ত, অথবা অথর্ব্ববেদোক্ত অভিচার বা উপসর্গজনিত যে সকল রোগ জন্মে, তাহাদিগকেই দৈব-বল-জনিত ব্যাধি বলা যায়। দৈব-বল-জনিত ব্যাধি দুইপ্রকার; যথা, বিদ্যুৎ বা বজ্রাঘাত কৃত, এবং পিশাচাদি-কৃত। তাহাদিগকে আরও দুইপ্রকারে বিভক্ত করা যায়; যথা,—আকস্মিক এবং সংসর্গজাত (যাহা ঘটনাক্রমে জন্মে)। ক্ষুধা, পিপাসা, জরা, মৃত্যু ও নিদ্রা প্রভৃতি স্বভাব-বল-জাত ব্যাধি। ইহারাও দুইপ্রকার, কাল-কৃত এবং অকাল-কৃত। অতি যত্নেও যাহা নিবারণ করা যায় না, তাহাকেই কাল-জন্য বলা যায়। যত্ন না করাপ্রযুক্ত যাহা ঘটে, তাহাই অকাল-সম্ভূত।

বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মাই সকল রোগের মূল। সকল রোগেই তাহাদিগের লক্ষণ দেখা যায়, এবং শাস্ত্রেও সেইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। বিকার-সম্ভূত বিশ্ব-রূপে অবস্থিত এই সকল বিবিধ জগৎ-পদার্থ যেমন সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণ ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না, বিশ্বরূপে অবস্থিত বিবিধ-বিকার সম্ভূত এই দেহস্থ সকল রোগও বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা, এই তিনকে অতিক্রম করিয়া থাকিতে পারে না †। দোষ, ধাতু

* ব্যাপন্ন এবং অব্যাপন্ন ঋতুর লক্ষণ ঋতুচর্য্যা অধ্যায়ে বলা হইয়াছে।

† পঞ্চভূতের বিকৃতির দ্বারা জন্মে বলিয়া জগৎ-পদার্থকে বিকার-সম্ভূত বলে। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য দ্রব্য গুণ ক্রিয়াতে পরিপূর্ণ। সেই সমস্ত দ্রব্য গুণ ক্রিয়া একত্র করিয়া একাকারে ভাবিলে বিরাট্ বলিয়া বলা যায়, এবং সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন করিয়া ভাবিলে বিশ্ব বলিয়া বলা যায়। সেই অসংখ্য বিশ্ব-পদার্থ সত্ত্ব রজস্তম এই তিন গুণ ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না, গ্রন্থকারের এই অভিপ্রায় বিবেচনা করা যাইতেছে। অস্ ধাতুর উত্তর শতৃ করিয়া সৎ শব্দের উৎপত্তি। তাহার উত্তর ত্ব প্রত্যয় করিয়া সত্ত্ব শব্দ সিদ্ধ হয়। ইহাতে সত্ত্ব শব্দের অর্থ নিরন্তর স্থিতি হওয়া বা কখন অভাব না হওয়া বুঝায়। যতই রূপান্তর বা নামান্তর হউক, দ্রব্যের একবারে

এবং মলের পরস্পর সংসর্গ-ভেদে (১), স্থান-ভেদে (২), এবং কারণ-ভেদে (৩), দেহস্থ রোগ বিবিধপ্রকার হইয়া থাকে। সপ্ত ধাতু, দোষ কর্ত্তৃক অতিশয় দূষিত হইয়া যে সকল রোগ জন্মায়, সেই সকল রোগের রসজ, রক্তজ, মাংসজ, মেদজ, অস্থিজ, মজ্জজ এবং শুক্রজ, এই সকল নাম দেওয়া যায়। তাহাদিগের মধ্যে রস-ধাতু দূষিত হইলে অন্নে অশ্রদ্ধা, অরুচি, অপাক, অঙ্গমর্দ্দ (গায়ের কামড়ানি), জ্বর, হৃল্লাস, তৃপ্তি (ক্ষুধার অভাব), শরীরের গৌরব, পাণ্ডু, হৃদ্রোগ, মার্গের উপরোধ, কৃশতা, মুখের বিরসতা, অবসন্নতা, অকালে ত্বকের সঙ্কোচ ও কেশ পক্ক হওয়া প্রভৃতি বিকার জন্মে। শোণিত দূষিত হইলে, কুষ্ঠ, বিসর্প, পীড়ক, নীলিকা, তিল, ব্যঙ্গ, ন্যচ্ছ, ইন্দ্রলুপ্ত, প্লীহা, বিদ্রধি, গুল্ম, বাতরক্ত, অর্শঃ, অর্ব্বুদ, অঙ্গমর্দ্দ, অসৃগ্দর, রক্ত-পিত্ত, এবং মুখ মলদ্বার ও মেঢ্র-দেশে পাক, ইত্যাদি বিকার জন্মে। মাংস দূষিত হইলে, অধিমাংস, অর্ব্বুদ, অর্শঃ, অধিজিহ্বা, উপকুশ, গলশুণ্ডিকা, অলজী এবং মাংস-সঙ্ঘাত প্রভৃতি বিকার জন্মে। মেদ

ধ্বংস হয় না, কেবল নাম ও রূপের পরিবর্ত্তন হয়। এই ভাবে সকল পদার্থই নিত্য। এইরূপে নিত্য-ভাবে থাকাই সকল পদার্থের সত্ত্বগুণের লক্ষণ। দ্রব্য-মাত্রেরই গুণ আছে। সেই গুণ ক্রিয়া-প্রবর্ত্তক। সেই ক্রিয়া-প্রবর্ত্তক গুণ থাকাই পদার্থের রজো-গুণের লক্ষণ। সেই ক্রিয়া-প্রবর্ত্তক গুণের দ্বারা পদার্থের নিয়ত রূপান্তর হইতেছে। স্বরূপ ত্যাগ করিয়া রূপান্তর হওয়াই পদার্থের তমোগুণের লক্ষণ। এইরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে দোষ, ধাতু ও মল বিকৃত হইয়াই দেহস্থ বিবিধপ্রকার রোগ উৎপত্তি হয়। সেই রোগ বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা ব্যতিরেকে কদাচ থাকিতে পারে না।

(১) দোষ, ধাতু ও মলের মধ্যে যে যে পদার্থ যে পরিমাণে কুপিত হয় ও কুপিত হইয়া যে পরিমাণে পরস্পর মিলিত হয়, সেই অনুসারে রোগের ভিন্নতা হইয়া থাকে।

(২) শরীরের মধ্যে যে যে স্থানে সেই কুপিত দোষ আশ্রয় করে, সেই সেই স্থানের ভিন্নতাপ্রযুক্ত রোগেরও ভিন্নতা হয়।

(৩) যে যে কারণে দোষ কুপিত হয়, সেই সেই কারণের ভিন্নতাপ্রযুক্ত রোগের ভিন্নতা হইয়া থাকে।

দূষিত হইলে, গ্রন্থি-বৃদ্ধি, গলগণ্ড, অর্ব্বুদ, ওষ্ঠ-প্রকোপ, মধুমেহ, অতি-স্থূলতা ও অতিশয় ঘর্ম্ম-নিসঃরণ প্রভৃতি বিকার জন্মে। অস্থি দূষিত হইলে, অধ্যস্থি, অধিদন্ত, অস্থি-তোদ ও কুনখ প্রভৃতি বিকার জন্মে। মজ্জা দূষিত হইলে, তমোদৃষ্টি, অন্ধকার দেখা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, শরীরের গৌরব, ঊরু ও জঙ্ঘার স্থূলতা, চক্ষের অভিষ্যন্দি প্রভৃতি বিকার জন্মে। শুক্র দূষিত হইলে, ক্লীবতা, প্রহর্ষণ (গায়ে কাঁটা দেওয়া বা শরীর রোমাঞ্চ হওয়া), শুক্রাশ্মরী ও শুক্রমেহ প্রভৃতি বিকার জন্মে। মলাশয় দূষিত হইলে, ত্বক্-রোগ জন্মে, মল রুদ্ধ অথবা অতিশয় নিঃসরণ হয়। শারীরিক কোন ইন্দ্রিয়ের স্থান দূষিত হইলে, ইন্দ্রিয়-কার্য্যের অপ্রবৃত্তি অথবা অস্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এই সকল লক্ষণ এই স্থলে সংক্ষেপে কহিলাম। পরে প্রত্যেক রোগে বিশেষ করিয়া কহিব। দোষ কুপিত হইয়া শরীরের সর্ব্ব স্থানে ধাবিত হইতে থাকে। তাহার মধ্যে যে স্থানে সেই কুপিত দোষের সংসর্গে অন্য দোষ বিগুণ হয়, সেই স্থানেই ব্যাধি জন্মে।

এই স্থলে এইরূপ সংশয় জন্মিতেছে যে, জ্বর প্রভৃতি রোগ, বায়ু পিত্ত কফ, এই তিন দোষকে নিত্য আশ্রয় করিয়া থাকে, কি তাহাদিগের বিরাম আছে? যদি নিত্য আশ্রয় করিয়া থাকে, তবে সকল প্রাণীকে নিত্য পীড়িত থাকিতে হয়। যদি বায়ু পিত্ত কফ ভিন্ন এবং জ্বর ভিন্ন বলা যায়, তবে জ্বর-কালে অন্যপ্রকার লক্ষণ না হইয়া কি-নিমিত্ত কেবল বায়ু পিত্ত কফের লক্ষণ দৃষ্ট হয়? একারণ বায়ু পিত্ত কফই জ্বরের কারণ বলা যায়। কিন্তু তাহা নহে। এক্ষণে তাহার মীমাংসা করা যাইতেছে। বায়ু পিত্ত ও কফেই জ্বর প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু তাহাতে নিত্য অবস্থিতি করে না। যেমন বিদ্যুৎ, বাত, বজ্র, বর্ষা আকাশ ব্যতীত প্রকাশ পায় না, অথচ তাহারা নিয়ত আকাশে থাকে না, অন্য কোন কারণের দ্বারা আকাশে সম্ভূত হয়, জ্বরও সেইরূপ অন্য কারণে বায়ু পিত্ত ও কফকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়। তরঙ্গ

অথবা বুদ্বুদ যেমন জল হইতে ভিন্ন নহে, অথচ জল থাকিলেই তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গ বা বুদ্বুদ থাকে না, অন্য কারণের দ্বারা তাহারা জলে উৎপন্ন হয়, জ্বরাদি রোগও সেইরূপ অন্য কারণের দ্বারা বায়ু পিত্ত ও কফে উৎপন্ন হয়।* সকল রোগের পৃথক্ পৃথক্ বিকারের লক্ষণ, পরিমাণ এবং সংখ্যা উত্তর-তন্ত্রে বিস্তার করিয়া বলা যাইবে।

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়।

অষ্টবিধ শস্ত্র-কর্ম্মের বিবরণ।

ভগন্দর, গ্রন্থি, শ্লেষ্মজ-ব্রণ, তিলকালক (দেহে যে তিল জন্মে), ব্রণ-বর্ত্ম, অর্ব্বুদ, অর্শঃ, চর্ম্মকীল, অস্থিগত বা মাংসগত শল্য, জতু-মণি, মাংস-সংঘাত (আব-বিশেষ); গলশুণ্ডিকা, অস্থি-জাত, মাংস-জাত বা শিরা-জাত কোথ, বল্মীক, শতপোনক, অধ্রুষ, উপদংশ, মাংসকন্দী, ও অধিমাংস, † এই সকল রোগে ছেদন-কার্য্য করিবে। সান্নিপাতিক ব্যতীত আর সকল বিদ্রধি রোগে, বাত-জন্য, পিত্ত-জন্য

---

* কোনপ্রকার স্বাভাবিক নিয়ম লঙ্ঘনে অথবা ঋতুর প্রভাবে বায়ু পিত্ত কফের মধ্যে একটী বা ততোধিক দোষ বৃদ্ধি হয়। সেই বর্দ্ধিত দোষ সেইরূপ কোন কারণে কুপিত হয়। সেই কুপিত দোষ শরীরের কোন এক দেশ আশ্রয় করিলে এক-দেশ-গত রোগ (ঘা, ফুলা, বেদনা প্রভৃতি) জন্মায়। সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপ্ত হইলে জ্বর প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গ-গত রোগ হয়। কিন্তু দোষ কুপিত হইয়া শরীরের এক দেশই আশ্রয় করুক বা সমস্ত শরীরই আশ্রয় করুক, দোষের প্রকোপমাত্রই রক্তের প্রকোপ হয়। রক্ত কুপিত হইলেই উষ্ণ ও অধিকতর বেগবান্ হইয়া উঠে। তজ্জন্য প্রায় সকলপ্রকার রোগেই জ্বরের লক্ষণ দৃষ্ট হয় অর্থাৎ শরীর উষ্ণ এবং ধমনী বেগবতী বলিয়া অনুভব হয়।

† এই সকল রোগ যে কিরূপ, তাহা প্রত্যেক রোগের অধিকারে জানা যাইবে। বাঙ্গালা ভাষায় সকল রোগের নাম পাওয়া যায় না।

অথবা শ্লেষ্মা-জন্য গ্রন্থি রোগে, শুক্র-শোণিত-দোষে যে সকল বিসর্প রোগ জন্মে সেই সকল বিসর্প রোগে, বৃদ্ধি রোগে, পীড়ক প্রমেহ রোগে, শোফ অথবা স্তন-রোগে, অবমন্থ রোগে, কুম্ভীকা (নেত্র-রোগ-বিশেষ) রোগে, অনুশয়ী (পায়ে যে ঘা হয়) রোগে, নাড়ী-ব্রণ (নালী ঘা), এবং বৃন্দ, অলজী প্রভৃতি প্রায় সকল ক্ষুদ্র রোগে, তালুপুপ্পুট বা দন্ত-পুপ্পুট রোগে, তুণ্ডিকেরী বা গিলায়ু রোগে, অথবা যে সকল ব্রণ পূর্ব্বে শরীরের অন্তরে পাকিয়া পরে বাহিরে প্রকাশ হয়, সেই সকল ব্রণ রোগে, মলাশয়-জাত বা মূত্রাশয়-জাত রোগে, অথবা অশ্মরী বা সকলপ্রকার মেদ-রোগে, ভেদন-ক্রিয়া করিবে। চারিপ্রকার রোহিণী রোগ, কিলাস, উপজিহ্বিকা, সকলপ্রকার মেদজাত রোগ, দন্তবৈদর্ভ ও গ্রন্থি রোগ, চক্ষুর পাতাগত রোগ, অধিজিহ্বা, সকল প্রকার অর্শ, মণ্ডল, মাংসকন্দী এবং মাংসোন্নতি, এই সকল রোগে লেখন-ক্রিয়া করিবে। সকলপ্রকার শিরোগত রোগে, মূত্রবৃদ্ধি এবং জলোদরী রোগে বেধন-ক্রিয়া করিবে। নাড়ীব্রণ (নালী ঘা) হইলে, নাড়ীর মধ্যে শল্য থাকিলে; অথবা ব্রণের পার্শ্বভাগে শোষ হইলে, এষণ-কার্য্য (শলাকার দ্বারা অনুসন্ধান) করিবে। অশ্মরী (পাথুরী) জন্মিলে, দন্তশর্করা (দাঁতের গোড়ায় পাথুরী) হইলে, শরীরে কোনপ্রকার শল্য বিদ্ধ বা বদ্ধ হইলে, মূঢ়গর্ভ অর্থাৎ গর্ভ-মধ্যে সন্তান নষ্ট হওয়া প্রযুক্ত অথবা বিপরীতভাবে থাকা প্রযুক্ত প্রসব হইতে না পারিলে, অথবা গুহ্যদেশে মল কঠিন হইয়া বদ্ধ থাকিলে, আহরণ-ক্রিয়া (দেহ-মধ্য হইতে বাহির করা) কর্ত্তব্য। সান্নিপাতিক গুল্ম ব্যতীত অপর পঞ্চপ্রকার গুল্ম, কুষ্ঠ, বাতজন্য বেদনা, এক-দেশ-জাত শোফ (১), কর্ণ-পালী-স্থিত

(১) শরীরের মধ্যে কোন এক স্থানে ফুলিয়া উঠিলে এক-দেশ-জাত শোফ কহে। সর্ব্ব শরীর ফুলিয়া উঠিলেও শোফ বলে, কিন্তু তাহা এস্থলে গ্রন্থকারের অভিপ্রেত নহে। কারণ,পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সর্ব্ব শরীর ফুলিয়া উঠিলে শস্ত্র-ক্রিয়া বিধেয় নহে।

রোগ, শ্লীপদ (গোদ), বিষ-দূষিত শোণিত, অর্ব্বুদ (আব্), বিসর্প, (দদ্রু রোগ), গ্রন্থি-রোগের অধ্যায়ে যে তিনপ্রকার গ্রন্থি-রোগ প্রথমে বলা হইবে সেই তিনপ্রকার গ্রন্থি রোগ, তিনপ্রকার উপ-দংশ রোগ, স্তনরোগ, বিদারিকা, শোষির, গলশালূক, কণ্টক, কৃমি-দন্ত (দাঁতে পোকা হওয়া), দন্ত-বেষ্ট, উপকুশ, শীতাদ, দন্ত-পুপ্‌পুট, পিত্ত-রক্ত অথবা কফ-জন্য ওষ্ঠব্রণ, এবং নানাপ্রকার ক্ষুদ্র রোগ, এই সকল রোগে স্রাব (রস রক্ত পূযাদি নির্গত) ক্রিয়া কর্ত্তব্য। যে সকল ব্রণ মেদ-ধাতুতে জন্মে, এবং ভেদ-ক্রিয়া ও লেখন-ক্রিয়ার দ্বারা দূষিত রক্ত পূযাদি যাহা হইতে নিঃশেষে নির্গত হইয়া থাকে, অথবা সচল সন্ধি-স্থানে (১) যে সকল ব্রণ সদ্য জন্মে (কোনপ্রকার আঘাতের দ্বারা), সেই সকল ব্রণে সীবন (সেলাই) কার্য্য করিবে। কিন্তু ক্ষার-ক্রিয়া বা অগ্নিক্রিয়া প্রযুক্ত ব্রণ হইলে, বা ব্রণ বিষযুক্ত হইলে, অথবা ব্রণে শোষ থাকিলে অথবা ব্রণের মধ্যে রক্ত বা পূয প্রভৃতি শল্য বদ্ধ থাকিলে, অগ্রে সেই সকলের শোধন করিয়া, পরে ব্রণ-সীবন করা কর্ত্তব্য। পাংশু, রোম, নখ, অথবা ভগ্ন অস্থি-খণ্ড দেহের মধ্যে বদ্ধ থাকিলে তাহাদিগকে অগ্রে বাহির করা কর্ত্তব্য। কারণ তাহারা বদ্ধ থাকিলে সেই স্থানের মাংস পাকিয়া উঠে, এবং বিবিধপ্রকার যন্ত্রণা হয়। এরূপ স্থলে অগ্রে ব্রণের শোধন করা কর্ত্তব্য। তদনন্তর ব্রণের মুখ পরস্পর মিলিত করিয়া, সূক্ষ্ম সূত্র অথবা অশ্মন্তক বৃক্ষের বল্কলের দ্বারা সীবন (সেলাই) করিবে। শণ ক্ষৌম-সূত্র স্নায়ু কেশ মূর্ব্বা অথবা গুড়ূচী-সূত্রের দ্বারাও সীবন-কার্য্য হইতে পারে। বক্র, গোফণিকা, তুন্নসেবনী এবং ঋজুগ্রন্থ, (২) এই

(১) যে সন্ধির দ্বারা শরীরের অঙ্গ সঞ্চালিত হয়, যথা স্কন্ধ হাটু ইত্যাদি, ইহারাই সচল সন্ধি।

(২) এই চারিটী সেলাইয়ের নাম।

চারিপ্রকার সীবন-ক্রিয়ার মধ্যে শরীরের যে স্থানে যেপ্রকার সু-সঙ্গত হয়, সে স্থানে সেইপ্রকারে সেলাই করিবে। শরীরের অল্প-মাংস-বিশিষ্ট স্থানে অথবা সন্ধি-স্থানে দুই অঙ্গুলি পরিমিত গোল সূচী ব্যবহার করিবে। মাংস-বিশিষ্ট স্থানে তিন অঙ্গুলি পরিমিত ত্রিকোণ সূচী প্রশস্ত। মর্ম্ম-স্থানে, ফলকোষে (অণ্ডকোষ) এবং উদরে সীবন করিতে হইলে ধনুর ন্যায় বক্র সূচী প্রশস্ত। সীবন-ক্রিয়াতে এই তিনপ্রকার সূচী ব্যবহৃত হয়। সেই সকল সূচীর অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ, এবং আকার মালতী-পুষ্পের বৃন্তের অগ্রভাগের ন্যায় গোল হওয়া উচিত। সীবন-কার্য্যে ব্রণের মুখ হইতে অধিক দূরে দূরে বা অতি নিকটে নিকটে সূচীপাত করিবে না। কারণ দূরে দূরে সূচীপাত করিলে ব্রণের মুখে বেদনা হয়। ব্রণের মুখের নিকটে নিকটে করিলে সেলাই খুলিয়া যায়। সেলাই করা হইলে, ক্ষৌম এবং তুলার দ্বারা আচ্ছন্ন করিবে, এবং প্রিয়ঙ্গু, অঞ্জন, যষ্টি-মধু ও রোধ্র, এই চারি দ্রব্যের চূর্ণ তাহার চতুর্দ্দিকে মাখাইবে। অথবা সল্লকীফল ও ধ্যামক (গন্ধ-তৃণ-বিশেষ) চূর্ণ করিয়া মাখাইবে। অনন্তর ব্রণ-বন্ধনের বিধানক্রমে বন্ধন করিয়া, যেরূপ আচরণ করিতে হয়, রোগীকে তাহার উপদেশ দিবে। এই অষ্টবিধ কার্য্য এখানে সংক্ষেপে কহিলাম, পরে চিকিৎসিত-স্থানে বিশেষ বিস্তারপূর্ব্বক কহিব। অল্প ছেদ করা, অতিরিক্ত ছেদ করা, বক্রভাবে ছেদ করা, এবং আপনার অঙ্গ ছেদ করা, পূর্ব্বোক্ত আটপ্রকার কর্ম্ম করিতে এই চারিপ্রকার ব্যাঘাত ঘটে।

অজ্ঞান, লোভ, ভয় বা মোহ প্রযুক্ত, অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃ, শস্ত্র-ক্রিয়া-কালে বৈদ্য মন্দ শস্ত্র ব্যবহার করিলে, ব্রণ-মধ্যে অশেষপ্রকার বিকার জন্মে। যে বৈদ্য পুনঃ পুনঃ অযৌক্তিকরূপে ক্ষার, অগ্নি বা শস্ত্র-ক্রিয়া অথবা ঔষধ প্রয়োগ করে, জীবিতাভিলাষী ব্যক্তি তাহাকে বিষ বা অগ্নির ন্যায় জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করিবে।

তাহার দ্বারা চিকিৎসিত হইলে, সাংঘাতিক মর্ম্মস্থান, সন্ধিস্থান, শিরা, স্নায়ু অথবা অস্থি আহত হয়। মূর্খ বৈদ্যের চিকিৎসায়, তৎক্ষণেই হউক বা বিলম্বেই হউক, রোগীর প্রাণ-বিয়োগ হয়। ভ্রম, প্রলাপ, উঠিতে অসমর্থ, মোহ, ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যে অপ্রবৃত্তি, সংলপন, শরীরের উষ্ণতা, অঙ্গের শিথিলতা, মূর্চ্ছা, বায়ুর ঊর্দ্ধ গতি, বায়ুজন্য তীব্র বেদনা, মাংস-ক্ষালিত জলের ন্যায় রক্ত-নিঃসরণ, এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়-বৃত্তির অভাব, শরীরের পঞ্চ মর্ম্ম-স্থান * সামান্যতঃ আহত হইলে, এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। শিরা ছিন্ন ভিন্ন বা ক্ষত হইলে, ইন্দ্রগোপ কীটের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট রক্তের অধিক পরিমাণে নিঃসরণ, এবং বায়ু কর্ত্তৃক বিবিধপ্রকার রোগ হইয়া থাকে। স্নায়ু বিদ্ধ হইলে, শরীরের বক্রভাব, অঙ্গের অবসন্নতা, কার্য্যে অসমর্থ, তুমুল বেদনা এবং বিলম্বে ব্রণের রোপণ হওয়া, এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। সন্ধি-স্থান আহত হইলে, অতিশয় ফুলা, তুমুল বেদনা, বল-ক্ষয়, পর্ব্বের (১) ভেদ (বেদনা-বিশেষ) ও ফুলা এবং সন্ধি-স্থানের ক্রিয়া-রাহিত্য, এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। অস্থি বিদ্ধ হইলে, ঘোরতর যন্ত্রণা, দিবা রাত্রির মধ্যে কোন অবস্থাতেই তাহার শান্তি না হওয়া, তৃষ্ণা, অঙ্গের অবসন্নতা, ফুলা এবং বেদনা হইয়া থাকে। মর্ম্ম-স্থান বিদ্ধ হইলে, যে স্থানে সেই মর্ম্ম থাকে, সেই স্থান বিদ্ধ হইলে যেরূপ লক্ষণ হয়, সেই স্থানের মর্ম্ম বিদ্ধ হইলেও সেইরূপ লক্ষণ হইয়া থাকে। যেমন অস্থি-স্থানে যে মর্ম্ম থাকে, তাহা বিদ্ধ হইলে, অস্থি-বিদ্ধের ন্যায় লক্ষণ হইয়া থাকে। মাংসস্থিত মর্ম্ম আহত হইলে, স্পর্শ-জ্ঞান থাকে না, এবং পাণ্ডু বর্ণ হয়। যে বৈদ্য শস্ত্র-ক্রিয়া করিতে রোগীকে বিনাশ করে, সেই জঘন্য আত্মঘাতী

---

* অস্থি, মাংস, শিরা, স্নায়ু ও সন্ধি, এই পঞ্চবিধ মর্ম্ম-স্থান।

(১) 'পর্ব্ব' শব্দের অর্থ গ্রন্থি।

বৈদ্যকে হিতাভিলাষী ব্যক্তি পরিত্যাগ করিবে। তির্য্যগ্‌ভাবে ছেদ করিলে যে দোষ ঘটে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অতএব যাহাতে দোষ না ঘটে, এরূপে শস্ত্র-পাত করিবে। পীড়িত ব্যক্তির পিতা মাতা বান্ধব-বর্গের প্রতি বিশ্বাস হয় না, কিন্তু বৈদ্যকে অনায়াসে বিশ্বাস হয়। বৈদ্যের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে রোগী কখনই শঙ্কিত হয় না। অতএব বৈদ্য রোগীকে পুত্রবৎ জ্ঞান করিবে। কোন রোগ একটী কর্ম্মের দ্বারা, কোন রোগ বা দুইটী কর্ম্মের দ্বারা, কোন রোগ বা তিনটী কর্ম্মের দ্বারা, কোন রোগ বা চারিটী কর্ম্মের দ্বারা, আরোগ্য হয়। এইপ্রকার রোগীর হিতাভিলাষী হইয়া কার্য্য করিলে, ধর্ম্ম অর্থ এবং কীর্ত্তি সমধিক লাভ হয়। ইহাই সাধুগণকে বশীভূত করিবার উত্তম উপায়, এবং ইহার দ্বারা স্বর্গ-লাভ হয়।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

প্রনষ্ট শল্যের বিজ্ঞান।

শল অথবা শ্বল ধাতুর অর্থ গমন করা। শল্য শব্দ তাহা হইতে উৎপন্ন। শল্য দুইপ্রকার, শারীরিক এবং আগন্তু। সকল শল্যই শরীরের পীড়াকর। এই শাস্ত্রে সেই শল্যের উপদেশ করা যাইতেছে বলিয়া ইহাকে শল্য-শাস্ত্র কহে। রোম, নখ, সপ্ত ধাতু, মল এবং বায়ু, পিত্ত, কফ, শরীরের মধ্যে দূষিত হইলে ইহাদিগকেই শারীরিক শল্য বলা যায়। শারীরিক শল্য ব্যতীত অপর যাহা কিছু শরীরের ক্লেশ-জনক হয়, তাহাকে আগন্তু শল্য বলা যায়। আগন্তু শল্য প্রায়ই লৌহময়, বেণুময়, বৃক্ষময়, তৃণময়, শৃঙ্গময় অথবা অস্থিময় হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে লৌহময় শল্য দুর্নিবার্য্য, সূক্ষ্মমুখ এবং দূর হইতে যোজিত হয় বলিয়া প্রাণ-বিয়োগকারী। অতএব লৌহময় শল্য অথবা শরের বিষয়ই এ স্থলে বিশেষরূপে বলা যাইতেছে। শর (বাণ) দুই-প্রকার,—কর্ণী (কাণবিশিষ্ট) এবং শ্লক্ষ্ণ (সরু)। সেই সকল

শল্যের আকার, প্রায় নানাবিধ বৃক্ষ পত্র পুষ্প অথবা ফলের ন্যায়, অথবা হিংস্র জন্তু বা পশু পক্ষীর মুখের ন্যায়। স্থূল অথবা সূক্ষ্ম এই উভয়প্রকার শরেরই পাঁচপ্রকার গতি, ঊর্দ্ধ, অধঃ, পশ্চাৎ, বক্র ও সরল। নিক্ষিপ্ত হইলে সেই সকল শর, বেগের হ্রাস হওয়া অথবা প্রতিহত হওয়া (বাধা পাওয়া) প্রযুক্ত, শরীরের মধ্যে ত্বক্, মাংস, শিরা, স্নায়ু, অস্থি প্রভৃতি ব্রণ-বস্তুতে বদ্ধ হইয়া থাকে। শরীরে শল্য বদ্ধ থাকিলে যে সকল লক্ষণ হয়, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। সেই লক্ষণ দুইপ্রকার, সামান্য ও বিশেষ। ব্রণের স্থান অল্পমাংস-বিশিষ্ট, কৃষ্ণ-বর্ণ, দাহ, ফুলা ও বেদনা-বিশিষ্ট; এবং তাহা হইতে জল-বুদ্বুদের ন্যায় অল্প অল্প রক্ত নিঃসরণ, ব্রণের মধ্যে শল্য বদ্ধ থাকিলে সামান্যতঃ এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। অতঃপর বিশেষ লক্ষণ কহিতেছি। শল্য ত্বক্-মধ্যে বদ্ধ হইলে, ব্রণটী আয়ত, বিবর্ণ, ফুলা-বিশিষ্ট এবং কঠিন হইয়া থাকে। মাংস-মধ্যে বদ্ধ হইলে, শল্যটী মাংসের দ্বারা আবৃত থাকে, চোষ ও অসহনীয় যাতনা হয়, এবং ব্রণ পাকিয়া উঠে। মাংসপেশীর মধ্যে বদ্ধ হইলে, শল্য মাংসগত হইলে যে সকল লক্ষণ হয়, সেই সমস্ত লক্ষণ হয়, কেবল চোষ ও শোফ হয় না। শিরা-মধ্যে রুদ্ধ হইলে, শিরা স্ফীত হয়, ও তাহাতে বেদনা ও শোথ হয়। স্নায়ু-মধ্যে থাকিলে, সেই স্থানের সকল স্নায়ু উৎক্ষিপ্ত হয়, এবং তাহাতে সংরম্ভ ও উগ্র বেদনা জন্মে। স্রোত-মধ্যে অর্থাৎ রস-রক্ত বাহিনী শিরা বা শরীরের দ্বার-মধ্যে শল্য রুদ্ধ হইলে, স্রোত-পথের কার্য্যের হানি হয়। ধমনী-মধ্যে থাকিলে, ফেণাযুক্ত রক্ত-স্রাব হয়, শব্দ সহকারে বায়ু নির্গত হয়, এবং শরীরের কামড়ানি, পিপাসা ও বমি হইয়া থাকে। অস্থি-গত হইলে, ফুলিয়া উঠে ও বিবিধপ্রকার বেদনার প্রাদুর্ভাব হয়। অস্থির ছিদ্র-মধ্যে বদ্ধ হইলে, অস্থির পূর্ণতা ও বেদনা হয়, এবং বায়ু বলবান্ হইয়া উঠে। শল্য সন্ধি-স্থানে প্রবিষ্ট হইলে, অস্থি-মধ্যে প্রবিষ্ট হওনের

ন্যায় সকল লক্ষণ হয় ও সন্ধি-স্থানের ক্রিয়া রহিত হয়। কোষ্ঠ-স্থানে থাকিলে, আটোপ ও আনাহ হয়, ও ব্রণ-মুখ হইতে মূত্র, পুরীষ এবং ভুক্ত দ্রব্য দৃষ্ট হয়। মর্ম্ম-স্থানে থাকিলে, মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। শল্যের সূক্ষ্মগতি হইলে, এই সকল লক্ষণ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় না। বিশুদ্ধ দেহে স্থূল অথবা সূক্ষ্ম শল্য অনুলোমভাবে (১) প্রবিষ্ট হইলে, ভিতরে শল্য বদ্ধ থাকিয়া প্রবেশের মুখ পূরিয়া উঠে। বিশেষতঃ কণ্ঠ-স্রোতঃ, শিরা, ত্বক্ এবং অস্থি-বিবরে প্রবিষ্ট হইলে, এইরূপে পূরিয়া উঠিয়াও দোষের প্রকোপ, ব্যায়াম অথবা শরীরে অন্য কোনপ্রকার আঘাত প্রযুক্ত সেই স্থান হইতে প্রচলিত হইয়া পুনর্ব্বার ক্লেশকর হইয়া উঠে।

শল্য যদি ত্বকের মধ্যে থাকিয়া অনুদ্দেশ হয়, তবে প্রথমতঃ ত্বকে স্নেহ ও স্বেদ দিবে। ঘর্ম্ম হইলে, মৃত্তিকা মাষকলাই যব গোধূম ও গোময় একত্র করিয়া ত্বকে মর্দ্দন করিবে। মর্দ্দন করিলে যে স্থানে সংরম্ভ অথবা বেদনা হয়, সেই স্থানে শল্য আছে বলিয়া জানিবে। অথবা গাঢ় ঘৃত মৃত্তিকা বা চন্দন পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, শরীরের যে স্থানে শল্যের উষ্ণতার দ্বারা ঘৃত শীঘ্র দ্রব হয়, অথবা লেপ শুষ্ক হইয়া যায়, সেই স্থানে শল্য আছে বলিয়া জানিবে। মাংস-মধ্যে শল্য অনুদ্দেশ হইলে, স্নেহ স্বেদ প্রভৃতি অবিরুদ্ধ ক্রিয়া বিশেষের দ্বারা অগ্রে রোগীকে কৃশ করিবে। কৃশ হইলে শল্য দেহ-মধ্যে শিথিল হইয়া পড়ে। তৎকালে টিপিয়া দেখিলে যে স্থানে সংরম্ভ ও বেদনা বোধ হয়, সেই স্থানে শল্য আছে বলিয়া জানিবে। কোষ্ঠ অস্থি সন্ধি পেশী এবং অস্থি-বিবরে শল্য অনুদ্দিশ্য-ভাবে থাকিলে, এইরূপে পরীক্ষা করিবে। শিরা, ধমনী, স্রোতঃ এবং স্নায়ুর মধ্যে অনুদ্দিশ্য-ভাবে থাকিলে, রোগীকে ভগ্নচক্র-যুক্ত যানে আরোহণ

(১) মাংসপেশীর শিরা যে দিকে দীর্ঘ, সেই দিকে দীর্ঘ হইয়া প্রবিষ্ট হওয়া।

করাইয়া, বিষম (উচ্চ নীচ) পথে গমন করাইবে। এইরূপে গমন করিতে শরীরের যে স্থানে সংরম্ভ বা বেদনা জন্মে, সেই স্থানে শল্য আছে বলিয়া নির্ণয় করিবে। শল্য অস্থি-মধ্যে অনুদ্দেশ হইলে, পূর্ব্বোক্তপ্রকারে স্নেহ ও স্বেদাদি ক্রিয়া এবং অস্থি-স্থানে বন্ধন ও পীড়ন করিবে। তাহাতে যে স্থানে সংরম্ভ ও বেদনা হইবে, সেই স্থানে শল্য আছে জানিবে। সন্ধি-স্থানে অনুদ্দিশ্য হইলে, অগ্রে সেই সন্ধি-স্থানে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিবে। পরে সেই সন্ধি স্থান আকুঞ্চন ও প্রসারণ এবং তাহাতে বন্ধন ও পীড়ন প্রভৃতি করিলে, যদ্যপি সংরম্ভ বা বেদনা জন্মে, তাহা হইলে সেই স্থানে শল্য থাকাই নির্ণয় করিবে। মর্ম্ম-স্থানে অনুদ্দেশ হইলে, শিরা স্নায়ু সন্ধি ও অস্থি, এই সকলের মধ্যেই মর্ম্ম নিহিত থাকায়, তাহার স্বতন্ত্রপ্রকার পরীক্ষা করিতে হয় না। পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতেই তাহার পরীক্ষা করা যায়। হস্তি-স্কন্ধে বা অশ্ব-পৃষ্ঠে গমন, পর্ব্বত বা বৃক্ষে আরোহণ, পথ-গমন, উল্লঙ্ঘন, সন্তরণ, ধনু-র্ব্যায়াম, দ্রুত-গমন, প্লবন, ব্যায়াম, জৃম্ভন, উদ্গার, কাস, ক্ষবথু, হসন, প্রাণায়াম, এই সকল ক্রিয়া করিবার সময়, অথবা বাত মূত্র পুরীষ ও শুক্র ত্যাগ করিবার সময়, যে স্থানে সংরম্ভ বা বেদনা হয়, সেই স্থানে শল্য আছে বলিয়া নিরূপণ করিবে।

শরীরের যে স্থান চিক্কণতা-হীন, বেদনা ও ভার বোধ হয়, অথবা যে স্থান রগড়াইলে রস রক্তাদি স্রাব ও বেদনা বোধ হয়, অথবা রোগী যে স্থান সর্ব্বদা রক্ষা করে বা মর্দ্দন করে, সেই স্থানে শল্য আছে বলিয়া নিরূপণ করিবে।

অল্প পীড়া থাকিলে, অথবা ফুলা, বেদনা বা অন্য উপদ্রব রহিত হইলে, ভিতর পর্য্যন্ত কোমল হইলে, ব্রণের স্থান উন্নত না থাকিলে, এষণীর দ্বারা ব্রণ-মধ্যে চারি দিক্ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, এবং পীড়িত অঙ্গ অবাধে প্রসারিত ও আকুঞ্চিত করিতে পারিলে, ব্রণ-মধ্যে শল্য নাই বলিয়া নির্ণয় করা যায়। শরীর-মধ্যে অস্থিময় শল্য

বিদ্ধ বা বদ্ধ হইয়া থাকিলে, তাহা ক্রমশঃ ভগ্ন হইয়া শীর্ণ হইতে থাকে। লৌহময় বা শৃঙ্গময় শল্য শরীরে বদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করে। বৃক্ষময়, বেণুময় বা তৃণময় শল্য যদি দেহ হইতে নির্গত না হয়, তবে শরীরের রক্ত ও মাংস পাক করিতে থাকে। কনক, রজত, তাম্র, পিত্তল, রাং অথবা সীস, শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, পিত্ত-তেজের প্রতাপে কিছু দিন পরে শরীরে বিলীন হইয়া যায়। যে সকল দ্রব্য স্বভাবতঃ শীতল বা মৃদু, তাহারা শরীর-মধ্যে থাকিলে ক্রমশঃ ধাতুর সহিত মিলিয়া যায়। শৃঙ্গ, দন্ত, কেশ, অস্থি, বেণু, দারু অথবা উপলখণ্ড শরীর-মধ্যে বিশীর্ণ হয় না। ত্বক্ প্রভৃতি ব্রণবস্তুর মধ্যগত দুইপ্রকার শল্য, এবং তাহাদিগের পাঁচপ্রকার গতি যিনি জানেন, তিনিই রাজ-বৈদ্য।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

শল্য অপনয়ন।

শল্য (১) দুইপ্রকার, বদ্ধ এবং অবদ্ধ। তাহার মধ্যে বদ্ধ-শল্য উদ্ধারের উপায় পঞ্চদশপ্রকার। যথা, স্বাভাবিক ক্রিয়া, পাচন, ভেদন, দারণ, পীড়ন, ধ্মাপন, বমন, বিরেচন, প্রক্ষালন, প্রতিমর্ষ, প্রবাহন, আচূষণ, অয়স্কান্ত (চুম্বক পাথর) এবং হর্ষ। তাহার মধ্যে অশ্রু, ক্ষবথু, উদ্গার, কাস, মূত্র এবং পুরীষ, এই সকলের সহিত স্বাভাবিক ক্রিয়ার দ্বারা দেহ হইতে শল্য নির্গত হয়। শল্য গাঢ়রূপে দেহে বদ্ধ হইলে, সেই স্থান দগ্ধ করিবে। পরে পাকিয়া উঠিলে পূয ও শোণিতের বেগে অথবা আপন ভার প্রযুক্ত দেহ হইতে নির্গত

---

(১) পূর্ব্বাধ্যায় এবং এ অধ্যায়ের অনেক স্থলেই শল্য শব্দে শর অথবা বাণই গ্রন্থকারের অভিপ্রায়।

ভারতবর্ষে প্রাচীন রাজাদিগের যখন বাণ-যুদ্ধের প্রথা ছিল, তৎকালেই এই চিকিৎসা প্রচলিত ছিল।

হয়। পাকিয়া উঠিলে যদি আপনি নির্গত না হয়, তবে সেই স্থান ভেদ করিয়া অথবা যন্ত্র বা অঙ্গুলির দ্বারা পীড়ন করিয়া সেই শল্য বাহির করিবে। চক্ষে ক্ষুদ্র শল্য থাকিলে, জল-সেচন ও বস্ত্র, কেশ বা হস্তের দ্বারা মার্জ্জন করিবে। ভুক্ত দ্রব্যের অবশিষ্ট গলনলীতে বদ্ধ হইলে, কাসি, বমন বা অঙ্গুলির দ্বারা নির্গত করিবে, এবং পক্কাশয়ে বদ্ধ হইলে বিরেচনের দ্বারা নির্গত করিবে। বাত মূত্র বা পুরীষের স্থানে অথবা গর্ভ-মধ্যে শল্য থাকিলে বেগ-প্রদানের দ্বারা নির্গত করিবে। শোণিত বিষ-যুক্ত বা স্তন্য দূষিত হইলে মুখ বা শৃঙ্গের দ্বারা চুষিয়া নির্গত করিবে। যে শল্য (শর অথবা বাণ) অল্প বিদ্ধ হইয়া শরীরে সরলভাবে থাকে, ও যাহার কর্ণ (কাণি) না থাকে, তাহা অয়স্কান্তের দ্বারা বাহির করিবে। হৃদয়ে শোকরূপ শল্য বদ্ধ থাকিলে, হর্ষোৎপাদনের দ্বারা অপনীত করিবে। শল্য দুইপ্রকারে বাহির করা যায়। যে শল্যের ঊর্দ্ধদিকে মুখ, তাহাকে নিম্নদিক্ হইতে টানিয়া বাহির করিবে। এবং যে শল্যের নিম্নদিকে মুখ, তাহাকে ঊর্দ্ধদিক্ হইতে টানিয়া বাহির করিবে।

শল্য বাহির করিবার কালে মূর্চ্ছিত হইলে, শীতল জল অবসেচন করিবে, রোগীর মর্ম্ম-স্থান রক্ষা করিবে, এবং মুহুর্মুহুঃ শীতল জলের দ্বারা আশ্বাসিত করিবে। শল্য নির্গত হইলে, এবং শোণিত-নিঃসরণ স্থগিত হইলে, স্বেদনীয় হইলে অগ্নি ও ঘৃত প্রভৃতির দ্বারা সেই স্থানে স্বেদ দিবে, নচেৎ দগ্ধ করিবে এবং ঘৃত ও মধু লেপন করিবে। অনন্তর ব্রণ বন্ধন করিয়া, যেরূপ নিয়ম পালন করিতে হয়, তাহার উপদেশ দিবে। শল্য শিরাতে অথবা স্নায়ুতে বিদ্ধ হইয়া থাকিলে, অগ্রে শলাকার দ্বারা তাহা বিযুক্ত করিয়া, পরে বাহির করিবে। যদি ব্রণের ফুলা-প্রযুক্ত শল্য আবৃত হইয়া থাকে, তবে ফুলার চারিদিকে টিপিয়া শল্যে কুশ অথবা রজ্জু বন্ধনপূর্ব্বক টানিয়া বাহির করিবে। হৃদয়ের কোন স্থানে শল্য বিদ্ধ হইলে, অগ্রে শীতল জল প্রভৃতির

দ্বারা রোগীকে ব্যাকুলিত করিবে, পশ্চাৎ যেরূপ সহজে বাহির করা যায়, সেইরূপে বাহির করিবে। শল্য যদি এরূপ বিদ্ধ হয় যে, তাহাকে সহজে টানিয়া বাহির করা যায় না, তবে তাহাকে উৎপাটিত করিবে (উপাড়িয়া ফেলিবে)। যদি অস্থি-বিবর মধ্যে প্রবিষ্ট অথবা অস্থিতে বিদ্ধ হয়, তবে পাদদ্বয়ের দ্বারা যন্ত্র ধারণ করিয়া, সেই যন্ত্রের দ্বারা শল্য ধরিয়া বাহির করিবে। স্বয়ং অশক্ত হইলে বলবান্ লোকের দ্বারা ধরাইবে। অথবা ধনুকের গুণে শল্য বন্ধন করিয়া টানিয়া বাহির করিবে। শল্য অস্থিদেশে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া থাকিলে, মুড়ী প্রস্তর অথবা মুদ্গর প্রহারের দ্বারা সঞ্চালিত করিয়া বাহির করিবে। অস্থি অথবা অন্য কোন দ্রব্য কণ্ঠ-মধ্যে তির্য্যক্-ভাবে বিদ্ধ হইলে, চুলের লুটী করিবে, ও সেই লুটী একটী দীর্ঘ সূত্রের এক দিকে দৃঢ় বন্ধন করিয়া কোনপ্রকার দ্রব্য দ্রব্যের সহিত পান করাইবে। কণ্ঠপর্য্যন্ত পান করিলে পর, বমন করাইবে। বমন করিতে করিতে যখন সেই লুটী কণ্ঠস্থ শল্যে জড়িত হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা হইবে, তখন হঠাৎ সেই সূত্রের অপর দিক ধরিয়া টানিবে। অথবা দন্ত-ধাবনের কোমল কাষ্ঠিকার দ্বারাও বাহির করা যাইতে পারে। তাহাতে যদি কণ্ঠ-নালী ক্ষত হয়, তবে ঘৃত মধু অথবা মধু শর্করা মিশ্রিত ত্রিফলা চূর্ণ লেহন করিতে দিবে। অথবা জল পান করাইয়া অধোমুখে রাখিবে। সেই অবস্থায় তাহাকে শব্দ করাইবে বা বমন করাইবে, অথবা তাহার গলা পর্য্যন্ত ভস্মরাশিতে পুতিয়া রাখিবে। ভোজনীয় দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে যদি কণ্ঠদেশে কোনপ্রকার শল্য বিদ্ধ হয়, তবে পীড়িত ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে তাহার স্কন্ধদেশে মুষ্টির দ্বারা আঘাত করিবে, অথবা স্নেহ, মদ্য বা জল পান করাইবে। বাহু, রজ্জু বা লতা-পাশের দ্বারা কণ্ঠদেশ পীড়িত হইলে (১), বায়ু প্রকুপিত হইয়া শ্লেষ্মাকে কুপিত করে। সেই কুপিত শ্লেষ্মার দ্বারা শরীরের সকল দ্বার রোধ

(১) ইহাতে গলাটেপা বা গলায় রজ্জু দেওয়াও বুঝায়।

হইয়া মুখ হইতে লালাস্রাব ও ফেনা নিঃসরণ হয়, এবং জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে। সে স্থলে তৈলাদি-মর্দ্দন ও ঘর্ম্ম-নিঃসরণ করাইবে, এবং শিরো-বিরেচনার্থ তীক্ষ্ণ রস (১) ও বায়ু-শান্তির নিমিত্ত অন্যান্য উপায় বিধান করিবে।

শল্যের আকৃতি এবং স্থান বিবেচনা করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার যন্ত্রের দ্বারা তাহা শরীর হইতে অপনীত করিবে। শল্য কর্ণ-বিশিষ্ট হইলে (তীরের ফলার মত কাণি থাকিলে), যুক্তির দ্বারা তাহা নির্গত করিবে। পূর্ব্বোক্ত সকল উপায়ের দ্বারা যদি শল্য নির্গত না হয়, তবে যন্ত্রের দ্বারা তাহা নির্গত করিবে। শল্য নির্গত না হইলে, তীব্র বেদনা ও শোথ জন্মে, পাকিয়া উঠে, অথবা অঙ্গের বৈকল্য বা মৃত্যু পর্য্যন্তও হইয়া থাকে। অতএব বৈদ্যের যত্ন-পূর্ব্বক শরীর হইতে শল্য বাহির করা কর্ত্তব্য।

অষ্টাবিংশতি অধ্যায়।

বিপরীতাবিপরীত ব্রণের বিজ্ঞান।

পুষ্প, ধূম এবং মেঘের দ্বারা যেমন ফল, অগ্নি এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা জানা যায়, সেইরূপ রিষ্ট-চিহ্নের দ্বারা মৃত্যুর সম্ভাবনা জানা যায়। সেই সকল চিহ্ন সূক্ষ্ম প্রযুক্ত, অনবধান প্রযুক্ত, বা শীঘ্র ব্যতিক্রম হওয়া প্রযুক্ত, চঞ্চল অনভিজ্ঞ লোকে জানিতে পারে না। রিষ্ট-চিহ্ন হইলে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ অথবা রসায়ন, তপস্যা বা জপ-পরায়ণ ব্যক্তির দ্বারা তাহা নিবারিত হইতে পারে। পণ্ডিতেরা বলেন যে, যেরূপ নানাপ্রকার নক্ষত্র-জনিত পীড়া কালে প্রকাশ পায়, সেইরূপ রিষ্ট-চিহ্ন প্রযুক্ত নানাপ্রকার পীড়া কালে প্রকাশ পায়। আয়ুহীন ব্যক্তির সম্বন্ধে প্রতীকার করিলেও সিদ্ধি হয় না। অতএব সকল রিষ্ট-চিহ্ন বৈদ্যের যত্ন-পূর্ব্বক দেখা কর্ত্তব্য। ব্রণের গন্ধ,

(১) "শিরো-বিরেচন" হাঁচ বা অন্য উপায়ের দ্বারা মস্তক হইতে শ্লেষ্মা নিঃসারিত-করণ।

বর্ণ অথবা রস প্রভৃতির বিকৃতি হওয়াই পাকিবার লক্ষণ। বাত পিত্ত অথবা শ্লেষ্মা-জন্য ব্রণ হইলে, ব্রণে কটু বা তীক্ষ্ণ রস ও মাংস-গন্ধ হইয়া থাকে। শোণিত-জন্য ব্রণ হইলে, আমিষ-গন্ধ হয়। সান্নিপাতিক ব্রণ হইলে, উভয়প্রকার লক্ষণই হইয়া থাকে। লাজ, তিসীর তৈল অথবা অল্প আমিষ-গন্ধই ব্রণের স্বাভাবিক গন্ধ। অন্যপ্রকার গন্ধ হইলে বিকৃত গন্ধ বলা যায়। মদ্য চন্দন ঘৃত পুষ্প পদ্ম চন্দন চম্পক অথবা অন্য কোনপ্রকার সদ্‌গন্ধ, মৃত্যুসম্ভাবিত ব্যক্তির ব্রণেই হইয়া থাকে। কুক্কুর, অশ্ব, মূষিক, কাক, পূতি অথবা শুষ্ক মাংস বা মৎকুণ (ছারপোকা), ব্রণে এই সকল গন্ধ, অথবা পঙ্ক বা ভূমি-গন্ধ হওয়াও ভাল নহে। পিত্ত-প্রকোপপ্রযুক্ত ব্রণে ময়না-ফল, কুঙ্কুম বা কঙ্কুষ্ঠ সদৃশ বর্ণ হইলে, এবং তাহাতে দাহ বা চোষ না থাকিলে, রোগীকে পরিত্যাগ করিবে। শ্লেষ্মা-জন্য ব্রণ যদি কণ্ডূযুক্ত, স্থির, শ্বেত এবং স্নিগ্ধ হয়, ও তাহাতে দাহ ও অন্যপ্রকার যন্ত্রণা থাকে, তবে বৈদ্য সে রোগীকে পরিত্যাগ করিবে। যাহার বাত-জন্য ব্রণ হইয়া, কৃষ্ণ-বর্ণ, অল্প-স্রাবী ও মর্ম্মতাপকর হয়, ও তাহাতে কিছুমাত্র যন্ত্রণা না থাকে, তাহাকেও বৈদ্য পরিত্যাগ করিবে। যাহার ব্রণ, ত্বক্ ও মাংসে স্থিত হইয়া স্নেহ-যুক্ত দেখায়, ঘুর্ঘুর করে, জ্বালা করে, ও তাহা হইতে শব্দ সহকারে বায়ু নির্গত হয়, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে ব্রণ, মর্ম্ম-স্থানে সম্ভূত হইয়া অত্যর্থ-বেদনা-বিশিষ্ট হয়, যে ব্রণ, বাহিরে শীতল ও অন্তরে দাহ-বিশিষ্ট, অথবা অন্তরে শীতল বাহিরে দাহ-বিশিষ্ট, যে ব্রণ, শক্তি কুন্ত ধ্বজ রথ অশ্ব হস্তী বৃষ অথবা অট্টালিকা সদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট, যে ব্রণ, চূর্ণ-লিপ্ত না হইয়াও চূর্ণ-লিপ্তের ন্যায় দেখায়, যে ব্রণের জন্য বলক্ষয় ও মাংসক্ষয় এবং শ্বাস কাস অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব জন্মে, যে ব্রণ মর্ম্ম-স্থানে জন্মিয়া অতিশয় পূয-রক্ত-বিশিষ্ট হয়, অথবা সম্যক্‌রূপে প্রতীকার করিলেও যে ব্রণ আরোগ্য হয় না, আপনার যশ-রক্ষার নিমিত্ত বৈদ্য সেই সকল ব্রণ-রোগীকে পরিত্যাগ করিবে।

একোনত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বিপরীতাবিপরীত দূত শকুন স্বপ্ন নিদর্শনীয় অধ্যায়।

দূতের (১) দর্শন সম্ভাষণ বেশ ও কার্য্য, নক্ষত্র বেলা তিথি নিমিত্ত শকুন (২) ও বায়ু, এবং বৈদ্যের স্থান ও বাক্য দেহ মনের কার্য্য, এই সকলের দ্বারা রোগীর শুভাশুভ জানা যায়। যে দূত পাষণ্ড অথবা চারি আশ্রমের মধ্যে কোন একটী আশ্রমাবলম্বী, সেই দূতই রোগীর পক্ষে মঙ্গল-সূচক। এ ভিন্ন অন্যপ্রকার দূত রোগীর পক্ষে অমঙ্গল-সূচক। নপুংসক নিন্দাকারী বহু-স্ত্রী-বিশিষ্ট বা অনেক-কার্য্য-বিশিষ্ট হওয়া, গর্দ্দভ উষ্ট্র বা রথে আগমন, অথবা এই সকল সংযুক্ত অন্য বাহনে আগমন করাও, দূতের পক্ষে প্রশস্ত নহে। পাশ দণ্ড বা কোনপ্রকার শস্ত্র-ধারী, শুক্ল ভিন্ন অন্যপ্রকার বস্ত্র পরিধান-কারী, দক্ষিণ স্কন্ধে আর্দ্র জীর্ণ মলিন ও ছিন্ন উত্তরীয়-ধারী, ন্যূনাধিক অঙ্গ-বিশিষ্ট (৩), উদ্বিগ্ন, বিকৃত, উগ্রমূর্ত্তি অথবা রুক্ষ নিষ্ঠুর-ভাষী, এই সকল প্রকার দূতও মঙ্গল-সূচক নহে। তৃণ বা কাষ্ঠ ছেদন করা, নাসিকা স্তন বস্ত্রের প্রান্ত-ভাগ অনামিকা কেশ নখ বা রোম স্পর্শ করা, বা শরীরের দ্বারে (৪) হৃদয়ে গণ্ড-দেশে মস্তকে বক্ষঃস্থলে বা কুক্ষিদেশে হাত দেওয়া, বা কপাল-খণ্ড প্রস্তরখণ্ড ভস্ম অস্থি তুষ বা অঙ্গার করে ধারণ করা বা ভূমিতল বিলেখন করা, কোন দ্রব্য নিক্ষেপ করা, বা মৃত্তিকা-খণ্ড ভেদ করা, দূতের পক্ষে এ সকল কার্য্যও প্রশস্ত নহে। তৈল বা কর্দ্দমে শরীর স্নিগ্ধ হওয়া বা অসার পক্ক ফল বা সেইরূপ অন্য কোন দ্রব্য হস্তে ধারণ করা, নখের দ্বারা নখ বা হস্তের দ্বারা চরণ স্পর্শ করা, বা হস্তে চর্ম্মপাদুকা ধারণ করাও দূতের পক্ষে অপ্রশস্ত। বিকৃত বা ব্যাধি কর্ত্তৃক পীড়িত, বা বামাচারী, রোদন-

(১) বৈদ্যের নিকট রোগের সংবাদ লইয়া যে যায়, তাহাকে এ স্থলে দূত কহে।
(২) "শকুন" অর্থাৎ শুভাশুভসূচক নিমিত্ত, যেমন বাহু-স্পন্দন ও কাকাদি-দর্শন।
(৩) কোন অঙ্গ ছোট, কোন অঙ্গ বড়।
(৪) মুখ, চক্ষু, নাসিকা, প্রস্রাব-দ্বার ও মল-দ্বার প্রভৃতি নয়টীকে শরীরের দ্বার কহে।

কারী, শ্বাস-রোগগ্রস্থ অথবা বিকৃত-দৃষ্টি বিশিষ্ট, অথবা যে ব্যক্তি বৈদ্যের দক্ষিণভাগে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া এক পদে দণ্ডায়মান থাকে, এরূপ দূতও ভাল নহে। বৈদ্য যদি দক্ষিণ-মুখে বা অপবিত্র স্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া পাক করিতে থাকে, বা অন্য কোন ক্রূর কর্ম্ম করিতে থাকে, অথবা উলঙ্গ হইয়া ভূমিতে শয়ন করিয়া থাকে, বা মল মূত্র ত্যাগ করিতে থাকে, অথবা যদি মুক্ত-কেশ, খিন্ন-কলেবর বা ব্যাকুল থাকে, তবে তাহার নিকট গমন করা প্রশস্ত নহে। বৈদ্য পিতৃ-কৃত্য বা দৈব-কার্য্য করিলে, অথবা উৎপাত দর্শন করিলে, সে দিবস বৈদ্যের নিকট যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। মধ্যাহ্নে অর্দ্ধরাত্রে প্রাতঃকালে সায়ং-কালে, অথবা কৃত্তিকা আর্দ্রা অশ্লেষা মঘা মূলা পূর্ব্বফল্গুনী পূর্ব্বাষাঢ়া পূর্ব্বভাদ্রপদ বা ভরণী নক্ষত্রে, অথবা চতুর্থী নবমী ষষ্ঠী বা অমাবস্যা ও প্রতিপদের সন্ধি-কালে, বৈদ্যের নিকট গমন করা কর্ত্তব্য নহে। মধ্যাহ্ন-কালে অগ্নি-তাপে তাপিত ও ঘর্ম্মাক্ত হইয়া বৈদ্যের নিকট গমন করা পিত্ত-রোগের পক্ষে প্রশস্ত নহে, কিন্তু কফ-রোগের পক্ষে মঙ্গল-সূচক। এই বিবেচনা করিয়া বায়ু-জন্য অথবা দ্বিদোষ-জন্য অথবা সান্নিপাতিক রোগে দূতের লক্ষণালক্ষণ নির্ণয় করিবে। রক্তপিত্ত, অতিসার ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগেও এইরূপ দূত ও বৈদ্যের সমাগম নির্ণয় করা প্রশস্ত। এই নিয়ম অনুসারে অন্যান্য রোগেও দূত বৈদ্যের সকল লক্ষণ বিবেচনা করিবে। যে দূত শুক্ল-বস্ত্র-পরিধানকারী, শুচি, গৌর অথবা শ্যাম বর্ণ, প্রিয়দর্শন এবং সজাতি ও সগোত্র, সেই দূতই কার্য্যকারী। যে দূত গোযানের দ্বারা আগত, সন্তুষ্ট, পাদ দ্বারা শুভ-চেষ্টা-কারী, ধৃতিমান্, বিধিজ্ঞ, কালজ্ঞ, স্বাধীন, প্রতিপত্তিশালী এবং অলঙ্কৃত, সেই দূতই কার্য্যকারী। যে দূতের সমাগম-কালে বৈদ্য সম ও পবিত্র স্থানে পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট, শুচি ও উদ্বেগ-শূন্য থাকে, সেই দূত কার্য্যকারী। মাংস জল-কুম্ভ ছত্র ব্রাহ্মণ হস্তী গো বৃষ এবং শুক্ল-বর্ণের দ্রব্য, দূতের যাত্রাকালে এই সকল

দৃষ্ট হওয়া মঙ্গলজনক। পুত্রবতী স্ত্রী, সবৎসা গাভী, অলঙ্কৃতা কন্যা, অপক্ক ফল, মৎস্য মোদক দধি সুবর্ণ যবপাত্র রত্ন, বিশুদ্ধমনা রাজা, প্রজ্বলিত অগ্নি, অশ্ব হংস চাষ-পক্ষী, ময়ূর, বেদধ্বনি, দুন্দুভি মেঘ শঙ্খ বেণু বা রথের ধ্বনি, সিংহ বা বৃষের নাদ, অশ্বের হ্রেষা শব্দ, গজের বৃংহিত শব্দ, অথবা বাম-ভাগে স্থিত পেচক, এই সকল দর্শন বা শ্রবণ দূতের শুভ-যাত্রার পক্ষে শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। পত্র পুষ্প ও ফল-যুক্ত সক্ষীর (১) অক্ষত বৃক্ষ দর্শন করিলে, জীব-কর্তৃক আশ্রিত নভোমণ্ডল, গৃহ ধ্বজ তোরণ বা বেদিকা দর্শন করিলে, পশ্চাদ্ভাগে প্রশান্ত দিকে মধুরভাবে সম্ভাষণ করিলে, এবং দক্ষিণ বা বাম-ভাগস্থিত শকুন দর্শন করিলে, কার্য্য সিদ্ধ হয়। স্বভাবতঃ বা বজ্রঘাত-জনিত শুষ্ক বৃক্ষ, অথবা লতা-জড়িত বা কণ্টক-যুক্ত বৃক্ষ, প্রস্তর অস্থি বিষ্ঠা তুষ অঙ্গার পাংশু চৈত্য (২) বা বল্মীক দর্শন করিলে, বিষম স্থানে স্থিত হইয়া কর্কশ-স্বরে সম্ভাষণ করিলে, অথবা সম্মুখে দিক্‌দাহ-কালে কেহ সম্ভাষণ করিলে, কার্য্য সিদ্ধ হয় না। যে সকল পক্ষীর পুং-সংজ্ঞা তাহারা বাম ভাগে স্থিত হইলে, অথবা যাহাদিগের স্ত্রী-সংজ্ঞা তাহারা দক্ষিণ ভাগে স্থিত হইলে, মঙ্গলসূচক হয়। কুক্কুর ও শৃগালের দক্ষিণ হইতে বামে গমন, এবং নকুল ও চাষ-পক্ষীর বামে গমন মঙ্গলসূচক। শশকের সর্পের ভাস-পক্ষীর বা পেচকের, কোন দিকে গমনই শুভসূচক নহে। গোধা বা কৃকলাসের দর্শন বা শব্দও অপ্রশস্ত। অনিষ্ট-লক্ষণ-যুক্ত দূতের ন্যায় এই সকল অনিষ্ট-দর্শনও অশুভ-সূচক। কুলত্থ তিল কার্পাস তুষ পাষাণ বা ভস্ম যুক্ত, অথবা অঙ্গার তৈল ও কর্দ্দম-পূর্ণ পাত্র অপ্রশস্ত। মদ্য বা রক্ত সর্ষপ-পূরিত পাত্রও অপ্রশস্ত। পথিমধ্যে শুষ্ক পলাশ বা শব-কাষ্ঠের সমাগম ও পতিত নীচ দীন অন্ধ বা শত্রুর দর্শন শুভসূচক নহে। মৃদু শীতল অনুকূল ও সুগন্ধি বায়ু শুভসূচক। খর উষ্ণ অনিষ্ট-

(১) "সক্ষীর" যাহার দুগ্ধের ন্যায় আটা আছে।
(২) "চৈত্য" গ্রামে পূজিত বৃক্ষ, অশ্বত্থ বট প্রভৃতি।

গন্ধ এবং প্রতিকূল বায়ু অশুভ-সূচক। গ্রন্থি, অর্ব্বুদাদি রোগে ছেদ-শব্দ (ছেদ করিলে যেরূপ শব্দ হয়, সেইরূপ শব্দ) প্রশস্ত। বিদ্রধি, উদর ও গুল্ম রোগে ভেদ-শব্দ প্রশস্ত। রক্ত-পিত্ত বা অতিসার রোগে রুদ্ধ শব্দ প্রশস্ত। এইপ্রকার ব্যাধি-বিশেষে শব্দের শুভাশুভ বিবেচনা করিবে। কাতর-স্বর বা রোদন-ধ্বনি, বমন বায়ুত্যাগ বা পুরীষের শব্দ, গর্দ্দভ বা উষ্ট্রের শব্দ, নিষেধ-বাক্য, ভগ্ন ক্ষুত পতন বা আঘাতের শব্দ, অশুভ-সূচক। যাত্রা-কালে বৈদ্যের মন উদ্বিগ্ন হওয়াও অমঙ্গলের লক্ষণ। এই সকল লক্ষণ বৈদ্য এবং রোগী উভয়ের যাত্রার পক্ষেই শুভাশুভ-সূচক। কেবল যাত্রা-কালে পথে এবং প্রবেশের দ্বারে এই সকল লক্ষণ কার্য্যকর। আবাসের প্রতি দ্বারে অথবা গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিলে কার্য্যকর হয় না। ঊর্দ্ধপাদ-খট্বা, মদ্য জল বসা তৈল তৃণ ভগ্ন অঙ্গহীন নপুংসক দিগম্বর মুণ্ডিত-মস্তক বা কৃষ্ণ-বস্ত্র-ধারী, যাত্রা বা প্রবেশ কালে এই সকলের দর্শনও মঙ্গলসূচক নহে। গণ্ড বা সঙ্কর-জাতিস্থ ব্যক্তির স্থানান্তরে গমন, ভূমি খননপূর্ব্বক উৎ-পাটন, ভঙ্গ, পতন বা নির্গমন, এ সকলও মঙ্গলসূচক নহে। বৈদ্যের আসনাভাবে বা রোগীর অধোমুখে অবস্থিতি, অথবা বৈদ্যের সহিত সম্ভাষণ করিবার কালে রোগী যদি অঙ্গ বা শয্যা আকুঞ্চন করে, অথবা তাহার কর পৃষ্ঠ বা মস্তক কম্পিত হয় বা স্বয়ং মর্দ্দন করে, বা বৈদ্যের হস্ত লইয়া মস্তকে বা বক্ষঃস্থলে রাখে, অথবা আপনার অঙ্গ মার্জ্জন করিতে করিতে ঊর্দ্ধদৃষ্টে বৈদ্যের প্রতি প্রশ্ন করে, এপ্রকার রোগী আরোগ্য হয় না। যে রোগীর গৃহে বৈদ্য পূজিত না হয়, সে আরোগ্য হয় না। যাহার গৃহে বৈদ্য সমাদৃত হয়, সেই আরোগ্য লাভ করে। দূতাদির শুভাশুভ লক্ষণের দ্বারা রোগীর শুভাশুভ ঘটে, একারণ বৈদ্য সকল শুভাশুভ লক্ষণ লক্ষ্য করিবে।

অতঃপর শুভাশুভ-সূচক স্বপ্ন-বিবরণ কহিতেছি। যে ব্যক্তি স্বপ্নে আপনাকে বা সুহৃদ্ জনকে পীড়িত দেখে, যে ব্যক্তি তৈলাক্ত বা

ঘৃতাক্ত শরীরে করভ ব্যাল গর্দ্দভ বরাহ বা মহিষ আরোহণ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করে, স্বপ্নে রক্ত-বস্ত্র-পরিধানা কৃষ্ণবর্ণা মুক্ত-কেশী স্ত্রী যাহাকে বন্ধন করিয়া লইয়া হাস্য ও নৃত্য করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে গমন করে, অন্ত্যাবসায়ীরা যাহাকে দক্ষিণাভিমুখে লইয়া যায়, প্রেত বা সন্ন্যাসী যাহাকে আলিঙ্গন করে, অথবা বিকৃত-মুখ ব্যাঘ্র প্রভৃতি যাহার মস্তক আঘ্রাণ করে; স্বপ্নে যে ব্যক্তি তৈল বা মধু পান করে, বা পঙ্কে নিমগ্ন হয়, বা অঙ্গে পঙ্ক লেপন করিয়া হাস্য ও নৃত্য করে, বা দিগম্বর হইয়া মস্তকে রক্ত মাল্য ধারণ করে, বা মৎস্য যাহাকে গ্রাস করে, বা যে ব্যক্তি জননীর শরীরে প্রবেশ করে; যাহার বক্ষঃস্থলে বংশ নল বা তালগাছ জন্মে, যে ব্যক্তি পরাজিত হত বা কাকাদি কর্ত্তৃক অভিভূত হয়, বা যে ব্যক্তি তারকাদির পতন বা দীপ-নাশ দেখে, বা যাহার দৃষ্টি-নাশ হয়; স্বপ্নে যে ব্যক্তি দেবতা-দর্শন বা ভূমি-কম্প অনুভব করে, যাহার বমন ও বিরেচন হয়, বা সকল দন্ত পতিত হয়; সিমুল পলাশ নিম্ব, বা পুষ্প-যুক্ত কাঞ্চন-বৃক্ষে, বা যূপ বল্মীক বা চিতাতে যে ব্যক্তি আরোহণ করে; যে ব্যক্তি কার্পাস তৈল পিণ্যাক লৌহ লবণ বা তিল স্বপ্নে প্রাপ্ত হয়, বা অন্ন ভোজন বা মদ্য-পান করে; সে ব্যক্তি সুস্থ অবস্থায় থাকিয়া এরূপ স্বপ্ন দেখিলে পীড়িত হয়, এবং পীড়িত অবস্থায় দেখিলে তাহার মৃত্যু হয়। আপন স্বভাবানু-যায়ী স্বপ্ন দর্শন করিলে, স্বপ্ন বিস্মৃত হইলে, অথবা দিবসে যে বিষয় চিন্তা করা যায়, সেই বিষয় স্বপ্নে দেখিলে, স্বপ্ন বিফল হয়। জ্বর-রোগে কুক্কুরের সহিত, শোষ-রোগে বানরের সহিত, উন্মাদ-রোগে রাক্ষসের সহিত, এবং অপস্মার-রোগে প্রেতের সহিত স্বপ্নে সখ্যভাব হইলে, স্বপ্নে মেহ বা অতিসার-রোগী জলপান করিলে, কুষ্ঠ-রোগী স্নেহ-দ্রব্য পান করিলে, গুল্ম-রোগে কোষ্ঠ-দেশে ও শিরো-রোগে মস্তকে বৃক্ষোৎ-পত্তি হইলে, বমন-রোগে পিষ্টক ভক্ষণ করিলে, পাণ্ডু-রোগে হরিদ্রা ভক্ষণ করিলে, এবং রক্ত-পিত্ত-রোগে শোণিত পান করিলে, মৃত্যু হয়।

অতঃপর শুভ-সূচক স্বপ্নের বিষয় কহিতেছি। দেবতা দ্বিজ গো বৃষভ, জীবিত সুহৃদ্, প্রজ্বলিত অগ্নি বিপ্র অথবা নির্ম্মল জল স্বপ্নে দর্শন করিলে, মঙ্গল ও আরোগ্য লাভ হয়। শুভ্র বস্ত্র বা মাল্য, মাংস মৎস্য বা ফল স্বপ্নে প্রাপ্ত হইলে, ধন-লাভ এবং ব্যাধি-শান্তি হয়। বৃহৎ অট্টালিকা, ফল-যুক্ত বৃক্ষ, হস্তী বা পর্ব্বতে আরোহণ করিলে দ্রব্য-লাভ ও ব্যাধির শান্তি হয়; পঙ্কিল-জল-পূর্ণ ও তরঙ্গ-বিশিষ্ট নদ নদী বা সমুদ্র পার হইলে কল্যাণ-লাভ ও ব্যাধি-শান্তি হয়। উরগ জলৌকা বা ভ্রমর দংশন করিলে আরোগ্য ও ধন-লাভ হয়। পীড়িত ব্যক্তি এইরূপ কোনপ্রকার শুভ স্বপ্ন দেখিলে, তাহাকে দীর্ঘায়ু বলিয়া জানিবে ও তাহার চিকিৎসা করিবে।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিপরীত জ্ঞান।

শরীর বা স্বভাবের কোনরূপ বিকৃতি ঘটিলেই, তাহাকে সামান্যতঃ অরিষ্ট-লক্ষণ বলা যায়। এক্ষণে তাহার বিশেষ কহিতেছি, শ্রবণ কর। ব্যক্তি অভাবেও যে বিবিধপ্রকার শূন্যসম্ভূত শব্দ শ্রবণ করে, সমুদ্র-পূর বা মেঘের শব্দ শ্রবণ করিয়া অন্যপ্রকার শব্দের ন্যায় জ্ঞান করে, যে ব্যক্তি গ্রাম্য শব্দকে অরণ্যের ন্যায় বা অরণ্য শব্দকে গ্রাম্যের ন্যায় অনুমান করে, যে ব্যক্তি শত্রুর বাক্যে হৃষ্ট ও সুহৃদ্বাক্যে কুপিত হয়, অথবা যে ব্যক্তি সুহৃদ্বাক্য শ্রবণ না করে, তাহার আয়ুঃ-শেষ হইয়াছে বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি উষ্ণকে শীতল বলিয়া বা শীতলকে উষ্ণ বলিয়া গ্রহণ করে, বা শীত-প্রযুক্ত রোমাঞ্চ হইয়াও গাত্র-দাহে পীড়িত হয়, গাত্র অতিশয় উষ্ণ থাকিলেও যে ব্যক্তি শীত-প্রযুক্ত কম্পিত হয়, প্রহার করিলে বা অঙ্গচ্ছেদ করিলেও যে ব্যক্তি জানিতে না পারে, যাহার গাত্র পাংশু-বিকীর্ণের ন্যায় দেখায়, যাহার শরীরে অকস্মাৎ বর্ণান্তর বা রেখা জন্মে, স্নান এবং চন্দন-লেপন

করিলে যাহার শরীরে নীলমক্ষিকা আশ্রয় করে, অকস্মাৎ যাহার শরীর হইতে সুগন্ধ নিঃসৃত হয়, তাহার আয়ুঃশেষ হইয়াছে বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি একপ্রকার রস আস্বাদ করিয়া অন্যপ্রকার রস বলিয়া বিবেচনা করে, সকলপ্রকার ভুক্ত-রস ক্রমশঃ যাঁহার দোষ বৃদ্ধি করে, অথবা মিথ্যা আহারের দ্বারা যাহার দোষ-বৃদ্ধি ও অগ্নি-মান্দ্য হয়, তাহার আয়ুঃশেষ হইয়াছে বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি কোন রসই জানিতে না পারে, বা সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ জানিতে না পারে, অথবা যাহার ঘ্রাণ-শক্তি একেবারে নাশ হয়, তাহার আয়ুঃশেষ হইয়াছে বলিয়া জানিবে। শীত উষ্ণ হিম প্রভৃতি কাল, অবস্থা বা দিক্ বা অন্য কোন ভাব যে ব্যক্তি বিপরীত-ভাবে গ্রহণ করে; দিবা-ভাগে যে ব্যক্তি গ্রহ নক্ষত্রাদি প্রজ্বলিতের ন্যায় দর্শন করে; নিশা-কালে জ্বলন্ত সূর্য্য বা দিবা-ভাগে চন্দ্র-কিরণ, মেঘ-শূন্য আকাশে ইন্দ্র-ধনু বা বিদ্যুৎ, বা নির্ম্মল আকাশে তড়িদ্-যুক্ত কৃষ্ণ-বর্ণ মেঘ, আকাশ-মণ্ডল অট্টালিকা এবং বিমান-যানে পূর্ণ, অথবা মেদিনীমণ্ডল ধূম নীহার বা বস্ত্রের দ্বারা আবৃতের ন্যায় দর্শন করে, তাহার আয়ুঃশেষ হইয়াছে বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি সকল লোক প্রদীপ্ত অথবা জল-প্লাবিতের ন্যায় দর্শন করে, অথবা যে ব্যক্তি নক্ষত্র-যুক্ত অরুন্ধতী, ধ্রুব নক্ষত্র বা আকাশ-গঙ্গা দেখিতে না পায়, তাহার আয়ুঃশেষ হইয়াছে বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি আপনার ছায়া উষ্ণ জলে বা জ্যোৎস্নার আদর্শে (১) দেখিতে না পায়, অথবা সেই ছায়া অঙ্গহীন বা

---

(১) অবারিত ও সমতল স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া, একাগ্রচিত্তে ক্ষণকাল জ্যোৎস্না-কিরণে ভূমিতলে আপনার ছায়া স্থির-নেত্রে দর্শন করিবে। অনন্তর হঠাৎ মস্তক উত্তো-লনপূর্ব্বক নির্ম্মল আকাশ-তলে আপন ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। তন্ত্রান্তরে এরূপ বর্ণিত আছে যে, সেই ছায়া মস্তকশূন্য দেখিলে ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যু হয়, এবং ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গহীন দেখিলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাঘাত বা আত্মীয় লোকের মৃত্যু হয়। কোন কোন তন্ত্রের মতে এইরূপ ছায়া-দর্শন প্রাতঃকালে কর্ত্তব্য।

বিকৃতরূপে দেখিতে পায়, বা কুক্কুর কাক গৃধ্র প্রেত যক্ষ রাক্ষস বা পিশাচের ন্যায় বিকৃতভাবে দেখে; যে ব্যক্তি নির্ধূম অগ্নিকে ময়ূরের কণ্ঠ সদৃশ দর্শন করে, সে ব্যক্তি স্বস্থ থাকিলে পীড়িত হয়, এবং পীড়িত থাকিলে তাহার মৃত্যু হয়।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ছায়াদির দ্বারা মৃত্যু-লক্ষণ-নির্ণয়।

শ্যাব লোহিত নীল বা পীত-বর্ণ ছায়া যাহার অনুগমন করে, তাহার মৃত্যু আসন্ন। লজ্জা শ্রী বল তেজঃ স্মৃতি এবং শরীরের প্রভা যাহার হঠাৎ নাশ হয়, অথবা পূর্ব্বে এসকল গুণ না থাকিয়াও যাহার হঠাৎ জন্মে, তাহার নিশ্চয়ই আসন্ন-কাল উপস্থিত। যাহার নিম্ন ওষ্ঠ পতিত ও উপরিভাগের ওষ্ঠ উৎক্ষিপ্ত, অথবা উভয় ওষ্ঠই জাম-ফলের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট হয়, তাহার জীবন দুর্লভ। যাহার দন্ত ঈষৎ রক্ত বা শ্যাব বর্ণ এবং পতিত হয়, অথবা অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহার আয়ুঃশেষ হইয়াছে জানিবে। যাহার জিহ্বা কৃষ্ণ-বর্ণ স্তব্ধ অবলিপ্ত ও কর্কশ (অসমান) এবং স্ফীত, যাহার নাসিকা বক্র স্ফুটিত শুষ্ক অবনত বা উন্নত, যাহার লোচনদ্বয় ক্ষুদ্র বিষম (একটী ছোট একটী বড়) স্তব্ধ রক্ত-বর্ণ ও অধোদৃষ্টি-বিশিষ্ট, এবং চক্ষু হইতে নিরন্তর জল পড়ে, সে রোগীর নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়। 'যাহার কেশ সীমন্ত-যুক্ত (সীতে কাটার ন্যায়) দুই পার্শ্বে বিক্ষিপ্ত, ভ্রূ ক্ষুদ্র বা বিস্তৃত, এবং চক্ষুর পক্ষ্ম ছিন্ন, সে রোগী শীঘ্র প্রাণত্যাগ করে। অথবা যে রোগী মুখ-স্থিত অন্ন গ্রাস করিতে পারে না, মস্তকও সরলভাবে ধারণ করিতে পারে না, একাগ্রদৃষ্টি এবং অচেতন, সে রোগীর শীঘ্র মৃত্যু হয়। রোগী সবলই হউক বা দুর্ব্বলই হউক, যত্নপূর্ব্বক তুলিয়া বসাইলে যে মূর্চ্ছিত হয়, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে রোগী উত্তান-ভাবে (চিৎ হইয়া) শয়ন করিয়া পাদদ্বয় আকুঞ্চন করে, অথবা সর্ব্বদা

প্রসারণ করিতে অভিলাষ করে, সে রোগী বাঁচে না। যে রোগীর হস্ত পদ শীতল, এবং উর্দ্ধশ্বাস ছিন্নশ্বাস বা কাকোচ্ছাস হয় (কাকের ন্যায় মুখ ব্যাদান করিয়া শ্বাস ফেলা), তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যাহার নিদ্রা ভঙ্গ হয় না, অথবা যে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকে, ও কোন কথা বলিতে উদ্যত হইয়া মোহ প্রাপ্ত হয়, অভিজ্ঞ বৈদ্য সে রোগীকে পরিত্যাগ করিবে। যে রোগী নিম্ন-ওষ্ঠ লেহন করে, উদ্গার তোলে এবং প্রেতের সহিত সম্ভাষণ করে, সে রোগীর মৃত্যু হয়। শরীর কোনপ্রকার বিষ কর্তৃক দূষিত না হইয়াও যাহার লোম-কূপ হইতে রক্ত নির্গত হয়, সে রোগী তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে। বাতাষ্ঠিলা রোগে যাহার অষ্ঠিলা উর্দ্ধগামিনী হইয়া হৃদয়ে উঠে, এবং তজ্জনিত যন্ত্রণা ও অন্নে অরুচি জন্মে, সে রোগীর অবশ্যই মৃত্যু হয়। অন্য কোন উপদ্রব ব্যতিরেকে পুরুষের পাদ স্ফীত হইলে, অথবা নারীর গুহ্যদেশ বা মুখ স্ফীত হইলে, মৃত্যু হয়। অতিসার জ্বর হিক্কা বমি এবং অণ্ড ও মেঢ্রদেশ স্ফীত, শ্বাস রোগীর অথবা কাস-রোগীর এই সকল উপদ্রব ঘটিলে রোগীকে পরিত্যাগ করিবে। ঘর্ম্ম, অতিশয় দাহ, হিক্কা এবং শ্বাস, এই সকল উপদ্রব ঘটিলে বলবান্ রোগীরও প্রাণ-বিয়োগ হয়। যে রোগীর জিহ্বা শ্যাব-বর্ণ হয়, বাম চক্ষুঃ বসিয়া যায়, এবং মুখে দুর্গন্ধ জন্মে, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে রোগীর নেত্র-জলে মুখ পূর্ণ হয়, পাদদ্বয়ে ঘর্ম্ম হইতে থাকে, এবং চক্ষুঃ আকু-লিত হয়, যাহার শরীর হঠাৎ অতিশয় লঘু বা অতিশয় ভার বোধ হইয়া উঠে, অথবা যাহার বমনে পঙ্ক মৎস্য বসা তৈল ঘৃত বা মৃষ্টের ন্যায় গন্ধ হয়, তাহার মৃত্যু উপস্থিত। যাহার ললাট পর্য্যন্ত যূকা (উকুন) ধরে, প্রদত্ত বলি (ভক্ষ্য-দ্রব্য) কাকাদি গ্রহণ না করে, এবং রতি-প্রবৃত্তি না থাকে, তাহারও মৃত্যু উপস্থিত। যে রোগীর জ্বর অতিসার ও ফুলা এই তিনই প্রবল, এবং বলে ও মাংসে অতিশয় ক্ষীণ, তাহাকে কেহই চিকিৎসা করিতে পারে না। শরীর অত্যর্থ ক্ষীণ

হইলে, রুচিকর, মিষ্ট ও হিতকর অন্ন-পানের দ্বারা যাহার ক্ষুধা ও তৃষ্ণার শান্তি না হয়, তাহার আসন্ন মৃত্যু জানিবে। গ্রহণী শিরঃশূল কোষ্ঠ-শূল অতিশয় পিপাসা ও বলহানি, এককালে যাহার এই সকল উপদ্রব ঘটে, তাহার মৃত্যু উপস্থিত। পূর্ব্ব-জন্ম-কৃত কর্ম্ম প্রযুক্ত, বিপরীত উপচার (প্রতীকার) প্রযুক্ত, এবং জীব অনিত্য প্রযুক্ত, মৃত্যু হইয়া থাকে। প্রেত ভূত পিশাচ ও রাক্ষসাদি মরণাভিমুখ ব্যক্তির নিকট আগমন করে, ও রোগীর মৃত্যু কামনা করিয়া তাহার সকল ঔষধের বীর্য্য-হানি করে, একারণ আয়ুর্হীন ব্যক্তির কোন প্রতীকার সফল হয় না।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

স্বভাবের বিপ্রতিপত্তি।

শরীরের যে অঙ্গ স্বভাবতঃ যেপ্রকার হইয়া থাকে, তাহার অন্যথা হইলে মৃত্যুর লক্ষণ বলা যায়। যথা,—শুক্লবর্ণের কৃষ্ণতা, কৃষ্ণবর্ণের শুক্লতা, রক্ত প্রভৃতি বর্ণের অন্যপ্রকার বর্ণ হওয়া, স্থিরের অস্থিরতা, অস্থিরের স্থিরতা, স্থূলের কৃশতা বা কৃশের স্থূলতা, দীর্ঘের হ্রস্বত্ব বা হ্রস্বের দীর্ঘতা, অথবা কোন অঙ্গ হঠাৎ শীতল উষ্ণ স্নিগ্ধ রুক্ষ বিবর্ণ বা অবসন্ন হওয়া, শরীরের সম্বন্ধে এইপ্রকার সকল ঘটনাকে স্বভাবের বিপরীত বলা যায়। শরীরের কোন অঙ্গ স্বস্থান হইতে স্খলিত উৎক্ষিপ্ত অবক্ষিপ্ত পতিত নির্গত অন্তর্গত গুরু বা লঘু হওয়াও স্বভাবের বিপরীত।' শরীরে অকস্মাৎ প্রবাল-বর্ণ-বিশিষ্ট ব্যঙ্গ (চাকা চাকা দাগ বিশেষ) জন্মান, ললাটের সিরা সকল দৃষ্ট হওয়া, নাসাদণ্ডে (নাকের ডাঁটীতে) পিড়ক উৎপত্তি, প্রভাতকালে ললাটে ঘর্ম্ম-নিঃসরণ, নেত্ররোগ না থাকিলেও অশ্রু-ধারা পতন, মস্তকে গোময়-চূর্ণের ন্যায় ধূলি দর্শন, অথবা মস্তকে কপোত কঙ্ক প্রভৃতি পক্ষীর পতন, ভোজন না করিলেও মল মূত্রের বৃদ্ধি, বা ভোজন করিলেও

মল মূত্রের অভাব, স্তন-মূল হৃদয় বা বক্ষঃস্থলে বেদনা, কোন অঙ্গের মধ্যস্থল স্ফীত ও উভয় দিক্ কৃশ, অথবা মধ্যস্থল কৃশ ও উভয় দিক্ স্ফীত, অর্দ্ধাঙ্গে শোথ, অথবা সমস্ত শরীর শুষ্ক, এবং স্বর নষ্ট হীন বিকল বা বিকৃত হওয়া, অথবা দন্ত মুখ নখ প্রভৃতি স্থানে বিবর্ণ পুষ্পের ন্যায় চিহ্ন, বা কফ পুরীষ ও রেতের জলে মগ্ন হওয়া, দৃষ্টি-মণ্ডলে ভিন্নপ্রকার বিকৃত রূপ-দর্শন, কেশ বা অঙ্গ তৈলাভ্যক্তের (তৈল-মাথার) ন্যায় দেখান, অতিসার রোগে অরুচি ও দুর্ব্বলতা, বা কাস-রোগে তৃষ্ণায় অভিভূত হওন, ক্ষীণতা বমন অরুচি, ফেনার সহিত পূয রক্ত বমন, ভগ্ন স্বর ও বেদনায় অভিভূত হওন, হস্ত পদ ও মুখ স্ফীত, ক্ষীণ, রুচিহীন, নাভি স্কন্ধ এবং হস্ত-পাদের মাংস শিথিল ও জ্বর এবং কাসে অভিভূত হওয়া ; এই সকলের মধ্যে কোনপ্রকার লক্ষণ ঘটিলে আয়ুঃশেষ হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। যে ব্যক্তি পূর্ব্বাহ্নে আহার করিয়া অপরাহ্নে বমন করে, এবং যাহার পাকাশয়ে অম্ল-রস না জন্মিয়াও অতিসারের ন্যায় মল নিঃসৃত হয়, যে ব্যক্তি ভূমিতে পতিত হইয়া ছাগলের ন্যায় শব্দ করে, কোষ শিথিল, উপস্থ সঙ্কুচিত, এবং গ্রীবা ভগ্ন হইয়া পড়ে ; যে ব্যক্তি নিম্ন ওষ্ঠ দংশন করে, বা উপরিভাগের ওষ্ঠ লেহন করে, অথবা যে ব্যক্তি কেশ বা কর্ণদ্বয় ছিঁড়িয়া ফেলে, যে ব্যক্তি দেবতা দ্বিজ গুরু সুহৃদ্ এবং বৈদ্যের দ্বেষ করে, যাহার পাপগ্রহ সকল অধিকতর মন্দ বা মন্দ স্থানে গমন করিয়া জন্ম-নক্ষত্রকে পীড়িত করে, বা যাহার হোরা (১) উল্কা বা বজ্রের দ্বারা অভিহত হয়, তাহার আয়ুঃশেষ হইয়াছে বলা যায়। গৃহ দার শয়ন আসন যান মণি রত্ন প্রভৃতি গৃহের উপকরণ দ্রব্যের দুর্লক্ষণের প্রাদুর্ভাব হইলেও আয়ুঃশেষ ঘটে। বল ও মাংস হীন রোগীর চিকিৎসা করিলেও যদি রোগ বৃদ্ধি হইতে থাকে, তবে সেইটী তাহার আয়ুঃ-শেষের লক্ষণ। যাহার উৎকট পীড়া এককালে হঠাৎ নিবৃত্তি হইয়া

(১) রাশির স্থিতি-কালকে হোরা বলে, অর্থাৎ জন্মলগ্ন।

যায়, অথবা যাহার শরীরে আহারের ফল দেখা যায় না, তাহার মৃত্যু শীঘ্রই হয়। এই সকল অরিষ্ট-লক্ষণ সম্যক্‌রূপে বিবেচনা করিতে পারিলে, রাজাকর্ত্তৃক রোগের সাধ্যাসাধ্য-নির্ণয়ের পরীক্ষায় বৈদ্য উত্তীর্ণ হইতে পারেন।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

অসাধ্য রোগের বিবরণ।

হে বৎস, চিকিৎসার অভাবে যে উপসর্গ ঘটিলে যে রোগ অসাধ্য হয়, তাহা কহিতেছি, একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। বাতব্যাধি প্রমেহ কুষ্ঠ অর্শঃ ভগন্দর অশ্মরী মূঢ়-গর্ভ (অন্তর্মৃত গর্ভ) এবং উদর-রোগ, এই অষ্টপ্রকার রোগ স্বভাবতই দুশ্চিকিৎসনীয়। বল ও মাংস ক্ষয়, শ্বাস তৃষ্ণা শোষ বমি ও জ্বর এই উপদ্রবগুলি, অথবা মূর্চ্ছা অতিসার ও হিক্কা এ উপদ্রবগুলি ঘটিলে, যশোভিলাষী বৈদ্য রোগীকে পরিত্যাগ করিবে। ফুলা, ত্বকের সুপ্তত্তা (রুক্ষতা), ভগ্ন, কম্প ও আধ্মান, বায়ু-রোগে এই সকল উপদ্রব ঘটিলে, এবং রোগের যন্ত্রণায় কাতর হইলে, প্রাণ-বিয়োগ হইয়া থাকে। রোগের অধিকারে যেরূপ উপদ্রব বর্ণিত হইয়াছে সেই সকল উপদ্রব ঘটিলে, চিত্ত আবিষ্টের ন্যায় (অতিশয় অন্যমনস্ক) হইলে, অতিশয় ধাতুক্ষরণ এবং অত্যর্থ যন্ত্রণা হইলে, প্রমেহ-রোগীর প্রাণ-বিয়োগ হইয়া থাকে। ক্ষত অঙ্গ বিদীর্ণ হইয়া রস-নিঃসরণ হইতে থাকিলে, চক্ষু রক্ত-বর্ণ ও স্বর-ভঙ্গ হইলে, এবং বমন বিরেচন নস্য নিরূঢ়-বস্তি ও উত্তর-বস্তি, এই পঞ্চ-কর্ম্মে কোন ফল না দর্শিলে, কুষ্ঠ-রোগে প্রাণ-বিনাশ হয়। তৃষ্ণা অরুচি অতিশয় বেদনা অতিশয় রক্ত-নিঃসরণ শোথ এবং অতিসার, অর্শ-রোগে এই সকল উপদ্রব ঘটিলে, রোগীর মৃত্যু হয়। বায়ু মূত্র পুরীষ কৃমি এবং শুক্র, ভগন্দর হইতে এই সকল নিঃসৃত হইলে, ভগন্দর-রোগীর মৃত্যু হয়। নাভি এবং কোষ স্ফীত হইলে এবং প্রস্রাব বদ্ধ ও অতিশয় যন্ত্রণা হইলে, অশ্মরী-রোগীর মৃত্যু হয়।

গর্ভকোষে অতিশয় শূল-বেদনা, কুক্ষি-দেশে রক্ত বদ্ধ হওয়া, এবং যোনিমুখ সমাচ্ছাদিত হওয়া এই সকল লক্ষণ, এবং মূঢ়-গর্ভের অধিকারে অপর যে সকল অসাধ্যের লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে সেই সকল লক্ষণ ঘটিলে, মূঢ়-গর্ভ রোগে স্ত্রীলোকের মৃত্যু হয়। উদরের পার্শ্ব-দেশ ভগ্ন হওয়া, অন্নে অরুচি, শোথ, অতিসার, এবং প্রতিবার বিরেচনের পর উদর পরিপূর্ণ হইয়া ভার হওয়া, উদরী রোগে এই সকল উপসর্গ ঘটিলে, মৃত্যু হয়। তমোময় দৃষ্টি বা ম্লান-ভাবে শয়ন বা অচেতন হইয়া ভূতলে পতন, শরীরের অন্তরে দাহ এবং বাহিরে অতিশয় শীত অনুভব, জ্বর রোগে এই সকল হইলে মৃত্যু হয়। লোম-হর্ষণ, চক্ষু রক্তবর্ণ, হৃদয়ে সাংঘাতিক শূল বেদনা (কন্‌কনানি), মুখের দ্বারা নিয়ত শ্বাস গ্রহণ, জ্বর রোগে এগুলিও মৃত্যুর লক্ষণ। হিক্কা শ্বাস ও পিপাসায় কাতর, জ্ঞানশূন্য, ভ্রান্তি-সূচক দৃষ্টি-বিশিষ্ট, নিয়ত দীর্ঘশ্বাস-বিশিষ্ট এবং ক্ষীণ, জ্বর রোগে রোগী এরূপ হইলেও তাহার মৃত্যু হয়। আবিল চক্ষু (ঘোলাপড়া বা মলযুক্ত), অন্ধকার দর্শন, অত্যর্থ নিদ্রা, শোণিত ও মাংস ক্ষীণ হওয়া, জ্বর রোগে এ সকল লক্ষণ ঘটিলেও মৃত্যু হয়। শ্বাস শূল ও পিপাসায় কাতর, ক্ষীণ এবং জ্বরের দ্বারা পীড়িত, এই সকল উপসর্গ ঘটিলে, বিশেষতঃ রোগী বৃদ্ধ হইলে, অতিসার রোগে মৃত্যু হইয়া থাকে। শুক্লবর্ণ চক্ষু, অন্নে অরুচি, ঊর্দ্ধ-শ্বাসে পীড়িত, কষ্টের সহিত অতিশয় প্রস্রাব হওয়া, যক্ষ্মা রোগে এই সকল উপসর্গ ঘটিলে, মৃত্যু হয়। শ্বাস, শূল-বেদনা, পিপাসা, অন্নে অরুচি, গুল্ম-স্থান গ্রন্থি-সদৃশ হওয়া, বুদ্ধির ভ্রম এবং দুর্ব্বলতা, এই সকল উপসর্গ ঘটিলে, গুল্ম-রোগীর মৃত্যু হয়। আধ্মান, মল-মূত্র-রোধ, বমি হিক্কা তৃষ্ণা বেদনা এবং শ্বাস, বিদ্রধি-রোগে এই সকল উপদ্রব জন্মিলে, মৃত্যু হয়। দন্ত নখ এবং চক্ষুঃ পাণ্ডু-বর্ণ হইলে, এবং দৃশ্য-পদার্থ সমস্ত পাণ্ডু-বর্ণ দেখিলে, পাণ্ডু-রোগীর মৃত্যু হয়। রক্ত বমন করা, চক্ষু রক্তবর্ণ হওয়া, এবং সকল দিক রক্তবর্ণ দেখা, এই উপসর্গ গুলি জন্মিলে, রক্ত-

পিত্ত-রোগীর মৃত্যু হয়। অধোমুখে বা উৰ্দ্ধমুখে থাকা, মাংস এবং বল অত্যর্থ ক্ষীণ হওয়া, এবং সর্ব্বদা জাগ্রত থাকা, এই সকল উপদ্রব ঘটিলে, উন্মাদ-রোগীর মৃত্যু হয়। পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা, অত্যর্থ ক্ষীণ, ভ্রূদ্বয় বিচলিত এবং নেত্রদ্বয় বিকৃত, অপস্মার-রোগে এই উপদ্রবগুলি ঘটিলে, মৃত্যু হয়।

চতুস্ত্রিংশৎ অধ্যায়।

যুক্তসেনীয় অধ্যায়।

শত্রু-জয়াভিলাষী যুক্তসেন নৃপতিকে বৈদ্য যেরূপে রক্ষা করিবেন, তাহার উপদেশ প্রদান করিতেছি। যৎকালে সেই নরপতি জয়াভিলাষী হইয়া অমাত্য-বর্গের সহিত যুদ্ধে যাত্রা করিবেন, তৎকালে তাঁহাকে রক্ষা করা,বিশেষতঃ বিষ হইতে যত্নসহকারে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। যেহেতু, শত্রুগণ পথ জল ছায়া অন্ন এবং কাষ্ঠ প্রভৃতি বিষের দ্বারা দূষিত করিয়া রাখে। সে সমস্ত পরীক্ষা করিয়া শোধন করা কর্ত্তব্য। তাহার লক্ষণ এবং চিকিৎসা কল্পস্থানে বলা হইয়াছে। অথর্ব্ব-বেদে এক শত একপ্রকার মৃত্যু নির্ণীত হইয়াছে। তাহার মধ্যে একপ্রকার মৃত্যুকে কাল-জন্য বলা যায়, এবং অপরগুলিকে অভিঘাত-জন্য বলে। রসজ্ঞ বৈদ্য এবং মন্ত্রজ্ঞ পুরোহিত, ইহাঁরা উভয়ে দোষ-জন্য এবং অভিঘাত-জন্য মৃত্যু হইতে রাজাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবেন। এই কারণে ব্রহ্মা বেদের অঙ্গ-স্বরূপ এই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কহিয়াছেন। বৈদ্য সর্ব্বদা পুরোহিতের মতানুগামী হইবেন। রাজার বিপদ্ ঘটিলে প্রজা সকল উচ্ছিন্ন হয়, এবং বর্ণ-সঙ্কর-প্রযুক্ত ধর্ম্ম-কর্ম্ম নাশ হয়। রাজাতেই পুরুষত্ব প্রতিষ্ঠিত। আজ্ঞা ত্যাগ ক্ষমা ধৈর্য্য বিক্রম, এই সকল অমানুষ লক্ষণও তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অতএব বিচক্ষণ কল্যাণাভিলাষী ব্যক্তি, বাক্য মন কর্ম্মের দ্বারা রাজাকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিবে। যুদ্ধকালে চিকিৎসার সকলপ্রকার উপকরণে

সুসজ্জীভূত হইয়া রাজার স্কন্ধাবারের (তাঁবুর) নিকটে একটী বৃহৎ স্কন্ধাবারে বৈদ্য অবস্থিতি করিবেন। বিষ এবং শল্য পীড়িত রোগিগণ যশ এবং খ্যাতিবিশিষ্ট সেই বৈদ্যের নিকটে সংযত-চিত্তে আগমন করিবে। আয়ুর্ব্বেদ ও অন্যান্য-শাস্ত্র-পারদর্শী বৈদ্য, রাজা কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া যশঃ ও গৌরবের ধ্বজার স্বরূপ প্রকাশ পাইবেন। বৈদ্য রোগী ঔষধ ও পরিচারক, এই চারি পাদ চিকিৎসা-কার্য্য-সাধনের উপযোগী। বৈদ্য গুণবান্, এবং রোগী প্রভৃতি অপর তিনটীও গুণবিশিষ্ট হইলে, মহৎ রোগও অল্পকালের মধ্যে আরোগ্য হয়। যেমন উদ্গাতা হোতা এবং ব্রহ্মা এই তিন জন থাকিলেও, আচার্য্য ব্যতিরেকে যজ্ঞ সম্পন্ন হয় না, সেইরূপ চিকিৎসার অপর তিন পাদ গুণবিশিষ্ট হইলেও, বৈদ্যের অভাবে চিকিৎসা সম্পন্ন হয় না। যেমন দণ্ডধার (দাঁড়ী) ব্যতিরেকে কর্ণধার একা নৌকা পার করিতে পারে, সেইরূপ বৈদ্য গুণবান্ হইলে অন্য কাহারও অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং রোগীকে আরোগ্য করিতে পারে। যে বৈদ্য শাস্ত্রার্থ-পারদর্শী, দৃষ্টকর্ম্মা (যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষে দেখিয়া কর্ম্ম শিক্ষা করে), স্বয়ং কার্য্যক্ষম, লঘুহস্ত (যে শীঘ্র শস্ত্র-কর্ম্ম নির্ব্বাহ করে), শুচি, শূর, ঔষধ ও যন্ত্র প্রভৃতি চিকিৎসার সকলপ্রকার উপকরণে সুসজ্জীভূত, প্রত্যুৎপন্নমতি, বুদ্ধিমান্, ব্যবসায়ী, বিশারদ, এবং সত্য ও ধর্ম্ম-পরায়ণ, তিনিই চিকিৎসা-কার্য্যে প্রথম পাদ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। যে রোগী আয়ুষ্মান্, বুদ্ধিমান্, সাধ্য, দ্রব্যবান্, আস্তিক ও বৈদ্যের মতানুগামী, তিনিই চিকিৎসা-কার্য্যের দ্বিতীয় পাদ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। যে ঔষধ প্রশস্ত দেশে জাত ও প্রশস্ত-দিবসে উদ্ধৃত, মনের প্রীতিকর, গন্ধ বর্ণ রস বিশিষ্ট, দোষঘ্ন, অগ্লানিকর, বিপর্য্যয়েও বিকার জন্মায় না, এবং উপযুক্ত কালে ও উপযুক্ত মাত্রায় প্রদত্ত, সেই ঔষধই চিকিৎসা-কার্য্যের তৃতীয় পাদ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। যে পরিচারক স্নিগ্ধ, বলবান্, রোগীর প্রতি যত্নশীল, পর-নিন্দা না করে, বৈদ্য-বাক্যের

অনুগামী এবং পরিশ্রমে কাতর নহে, সেই পরিচারকই চিকিৎসা-কার্য্যের চতুর্থ পাদ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায়।

আতুরোপক্রমণীয় অধ্যায়।

বৈদ্য রোগীর নিকট গমন করিয়া প্রথমতঃ তাহার আয়ুঃ পরীক্ষা করিবেন। যদি আয়ুঃ থাকে, তবে ব্যাধি ঋতু অগ্নি বয়স্ দেহ বল বুদ্ধি অভ্যাস প্রকৃতি ভেষজ এবং দেশ পরীক্ষা করিবেন। হস্ত পাদ পার্শ্ব পৃষ্ঠ স্তনের অগ্রভাগ দশন বদন স্কন্ধ এবং ললাটদেশ মহান্ হইলে, অঙ্গুলির পর্ব্ব, উচ্ছ্বাস (যে শ্বাস টানিয়া লওয়া যায়), বাহু এবং চক্ষু দীর্ঘ হইলে, ভ্রূ স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগ এবং বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ হইলে, জঙ্ঘা মেঢ্র এবং গ্রীবা হ্রস্ব হইলে, স্বর নাভি এবং বুদ্ধি গভীর হইলে, স্তনদ্বয় শরীরে অনুচ্চ এবং দৃঢ়ভাবে থাকিলে, কর্ণ দীর্ঘ-লোম-বিশিষ্ট হইলে, মস্তিষ্ক মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে থাকিলে, এবং স্নান ও অনুলেপন করিলে মূর্দ্ধা হইতে শরীরের নিম্নভাগ ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকিলে, এবং সকলের শেষে হৃদয়-দেশ ক্রমশঃ শুষ্ক হইলে, আয়ু দীর্ঘ হইয়া থাকে। এরূপ ব্যক্তিকে অবশ্যই চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। এই লক্ষণগুলির সমস্ত লক্ষণ বিপরীত হইলে আয়ুঃ অল্প হয়, এবং কিয়দংশ লক্ষণ বিপরীত হইলে, মধ্যম হয়।

যাঁহার শরীরে সিরা স্নায়ু বা সন্ধি গূঢ়ভাবে নিহিত, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরস্পর দৃঢ়রূপে সংশ্লিষ্ট, ইন্দ্রিয় সকল স্থির, এবং শরীর উত্তরোত্তর সুদৃশ্য হইয়া উঠে, সেই ব্যক্তিই দীর্ঘজীবী। যিনি জন্মাবধি অরোগী, এবং শরীর জ্ঞান ও বিজ্ঞান ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তিনিই দীর্ঘজীবী। অতঃপর মধ্যম আয়ুর লক্ষণ কহিতেছি, শ্রবণ কর। যাহার চক্ষু-দ্বয়ের অধোভাগে দুই তিন বা ততোধিক রেখা থাকে, পাদ ও কর্ণদ্বয় মাংসল, পৃষ্ঠ দেশে ঊর্দ্ধ রেখা এবং নাসিকার

অগ্রভাগ উচ্চ, তাহার পরমায়ুঃ সপ্ততি (৭০) বৎসর। অতঃপর অল্পায়ুর লক্ষণ কহিতেছি, শ্রবণ কর। পর্ব্ব সকল হ্রস্ব, শিশ্ন বৃহৎ, বক্ষঃস্থল লোম ও মাংস হীন, পৃষ্ঠদেশ অপ্রশস্ত, কর্ণদ্বয় উপযুক্ত স্থান অপেক্ষা কিছু ঊর্দ্ধ-ভাগে স্থিত, নাসিকা উচ্চ, কথা কহিতে বা হাস্য করিতে দন্তের মাংস দৃষ্ট হওয়া, এবং ভ্রান্ত-ভাবে দর্শন (পাগলের মত চেয়ে থাকা), এই সকল লক্ষণ-বিশিষ্ট হইলে আয়ুঃ পঞ্চবিংশতি বৎসর হয়।

তদনন্তর আয়ু-বিজ্ঞানের নিমিত্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিমাণ-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেছি। শরীরস্থ হস্ত পাদ মস্তক প্রভৃতিকে অঙ্গ কহে। অঙ্গের সকল অবয়বকে প্রত্যঙ্গ বলা যায়। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং প্রদেশিনী প্রত্যেকেই আপনার অঙ্গুলির দুই অঙ্গুলি করিয়া আয়ত হইবে। মধ্যমাঙ্গুলির আয়তন প্রদেশিনীর পাঁচ ভাগের চারি ভাগ, অনামিকার আয়তন মধ্যমাঙ্গুলির পাঁচ ভাগের চারি ভাগ, এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলির আয়তন অনামিকার পাঁচ ভাগের চারি ভাগ। পায়ের তলা হইতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত চারি অঙ্গুল আয়ত, এবং পঞ্চাঙ্গুল বিস্তৃত। পার্ষ্ণিদেশ (গোড়ালী) পঞ্চাঙ্গুল দীর্ঘ এবং চতুরঙ্গুল বিস্তৃত। পাদ (পায়ের পাতা) চতুর্দ্দশ অঙ্গুল দীর্ঘ, এবং গুল্ফ জঙ্ঘা ও জানুর মধ্যস্থলের বিস্তৃতি চতুর্দ্দশ অঙ্গুল। জঙ্ঘা অষ্টাদশ অঙ্গুল। জানুর উপরিভাগ দ্বাত্রিংশৎ অঙ্গুল দীর্ঘ। এই উভয়ে পঞ্চাশৎ অঙ্গুল দীর্ঘ। জঙ্ঘা দীর্ঘে ঊরুর সমান নহে। বৃষণ (কোষ) চিবুক দশন নাসা-পুট কর্ণমূল এবং নয়নের মধ্যস্থল, দুই অঙ্গুল। শিশ্ন বদন-মধ্য (মুখের হাঁ) নাসা কর্ণ ললাট গ্রীবার উচ্চতা এবং চক্ষুর আয়ত চারি অঙ্গুল। যোনিদেশের বিস্তার দ্বাদশ অঙ্গুল (১)। এবং শিশ্নদেশ হইতে নাভি, নাভি হইতে হৃদয়, হৃদয় হইতে গ্রীবা এবং স্তন দ্বয়েরও পরস্পর অন্তর ও মুখের দীর্ঘতা দ্বাদশাঙ্গুল। মণিবন্ধ (হাতের কব্জা) ও প্রকোষ্ঠের (কফুয়ের অধোভাগের) স্থূলত্বও দ্বাদশ অঙ্গুল।

(১) কোষমূল হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত স্থানকে যোনিদেশ কহে।

ইন্দ্র-বস্তির বিস্তৃতি এবং স্কন্ধদেশ ও কূর্পরের (কনুয়ের) অন্তর ষোড়শ অঙ্গুলি। হস্ত চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুল। ভুজদ্বয় প্রত্যেকে বত্রিশ অঙ্গুলি। উরু দ্বাত্রিংশৎ অঙ্গুল। মণিবন্ধ হইতে কূর্পর ষোড়শ অঙ্গুল। করতল ষড়্ অঙ্গুল দীর্ঘ এবং চারি অঙ্গুল বিস্তার। বৃদ্ধাঙ্গুলির মূল হইতে প্রদেশিনীর অন্তর দুইটী মধ্যমাঙ্গুল-পরিমিত, এবং কর্ণ হইতে অপাঙ্গের অন্তর পঞ্চ অঙ্গুল, প্রদেশিনী এবং অনামিকার অন্তর সার্দ্ধ দুই অঙ্গুলি। কনিষ্ঠা এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির অন্তর সার্দ্ধ তিন অঙ্গুল। মুখ ও গ্রীবা প্রত্যেকের বিস্তার দ্বাদশ অঙ্গুল। নাসিকার ছিদ্রভাগের পরিমাণ অঙ্গুলির চারি ভাগের তিন ভাগ। চক্ষুর তারার পরিমাণ চক্ষুর চারি ভাগের তিন ভাগ। দৃষ্টির (চক্ষুর পুত্তলির) পরিমাণ তারার নবম ভাগ। মস্তক (যে স্থানে মস্তিষ্ক থাকে) হইতে সম্মুখের কেশান্ত (যে স্থানে চুলের গোড়া শেষ হইয়াছে, সেই স্থান) পর্য্যন্ত একাদশ অঙ্গুল। মস্তক হইতে পশ্চাদ্ভাগের কেশান্ত পর্য্যন্ত দশ অঙ্গুল। এবং প্রত্যেক কর্ণ হইতে অবটু (ঘাড়ের মধ্যভাগ) সপ্ত অঙ্গুল। পুরুষের বক্ষঃস্থলের পরিমাণ স্ত্রীলোকের কটির সমান। এবং স্ত্রীলোকের বক্ষঃস্থল অষ্টাদশ অঙ্গুল, সেই পরিমাণ পুরুষের কটিদেশ। পুরুষের পরিমাণ সর্ব্বতোভাবে এক শত বিংশতি অঙ্গুল।

পুরুষের বয়স পঞ্চবিংশতি বৎসর এবং নারী ষোড়শ-বর্ষীয়া হইলে, স্ত্রী পুরুষের তুল্য-বীর্য্য হয়। আপন অঙ্গুলির পরিমাণ অনুসারে দেহের যেপ্রকার পরিমাণ বলা হইল, পুরুষ কিংবা নারী সেইরূপ পরিমাণবিশিষ্ট হইলে, দীর্ঘজীবী ও ধনবান্ হয়। অধিকাংশ অঙ্গের পরিমাণ ঐক্য হইলে, মধ্যমরূপ আয়ুঃ ও ধন-লাভ হয়, এবং কোন অঙ্গই এপ্রকার পরিমিত না হইলে, বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অল্প ভাগ এরূপ পরিমিত হইলেও, অল্পায়ু ও ধন-হীন হয়।

তদনন্তর দেহস্থ সারের গুণ কহিতেছি। স্মৃতি ভক্তি প্রজ্ঞা শৌর্য্য শৌচ এবং কল্যাণ-জনক কার্য্যে অভিনিবেশ, এইগুলি বলের বা

ওজ ধাতুর সার-ভাগ হইতে জন্মে। শরীরের স্নিগ্ধতা ও দৃঢ়তা, অস্থি, দন্ত ও নখের শুক্লতা এবং বিবিধপ্রকার কামনা, এইগুলি শুক্রের সার ভাগ হইতে জন্মে। শরীর, অকৃশ বলবান্ ও সৌভাগ্যের লক্ষণ বিশিষ্ট, স্বর স্নিগ্ধ ও গম্ভীর, এবং চক্ষু আয়ত, এইগুলি মজ্জার সার-ভাগ হইতে জন্মে। মস্তক ও স্কন্ধ বিশাল, এবং দন্ত হনু নখ ও অস্থি দৃঢ়, অস্থির সার-ভাগ হইতে এইগুলি জন্মে। মেদের সার-ভাগ হইতে মূত্র স্বেদ ও স্বরের স্নিগ্ধতা, এবং শরীর বৃহৎ ও ক্লেশ-সহিষ্ণু হয়। মাংসের সার-ভাগ কর্তৃক গাত্র ছিদ্ররহিত হয়, অস্থির সকল সন্ধি-স্থান গূঢ়-ভাবে নিহিত থাকে, এবং শরীরের মাংস বৃদ্ধি হয়। রক্তের সার-ভাগ হইতে নখ চক্ষু তালু জিহ্বা ওষ্ঠ পাণি ও পাদতল স্নিগ্ধ তাম্র-বর্ণ হয়, এবং ত্বকের প্রসন্নতা ও কোমলতা জন্মে। ওজ শুক্র ও অস্থি প্রভৃতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধাতু যত সার-বিশিষ্ট হয়, ততই তাহাকে আয়ুঃ ও সৌভাগ্যের লক্ষণ বলা যায়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সামান্যতঃ যে প্রমাণ বলা হইল, তাহার মর্ম্মানুসারে আয়ুঃ পরীক্ষা করিলে, সুনিপুণ বৈদ্য চিকিৎসা-কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। ব্যাধির বিবরণ পূর্ব্বে বিশেষরূপে বলা হইয়াছে। সকল ব্যাধিই তিনপ্রকার,—সাধ্য, যাপ্য এবং অসাধ্য। সেই সকল ব্যাধি পুনরায় অপর তিনপ্রকারে পরীক্ষা করা যায়, যথা ঔপসর্গিক, প্রাকৃকেবল এবং অন্য-লক্ষণ। যে ব্যাধি জন্মিয়া শরীরে পূর্ব্বস্থিত কোন ব্যাধিকে পুনর্ব্বার উৎপাদন করে, তাহাকে পূর্ব্বস্থিত রোগের উপদ্রব বা উপসর্গ বলা যায়। যে ব্যাধি স্বয়ং জন্মিয়া কোনপ্রকার নূতন রোগ না জন্মায়, অথবা কোন পুরাতন রোগের পুনরুদ্ভাবন না করে, অর্থাৎ যাহাকে কোন রোগের পূর্ব্বরূপ বা উপদ্রব না বলা যায়, তাহাকে প্রাকৃকেবল কহে। যে ব্যাধি অন্য কোন ভবিষ্যৎ ব্যাধির সূচনা করে, তাহার নাম পূর্ব্বরূপ, তাহাকেই অন্য-লক্ষণ বলা যায়। ঔপদ্রবিক ব্যাধি জন্মিলে, সেই উপদ্রব,

এবং সেইটী শরীরস্থ যে রোগের উপদ্রব সেই রোগ, এই উভয়ের সামঞ্জস্য করিয়া চিকিৎসা করিবে। অর্থাৎ উপদ্রবের চিকিৎসা করিতে যেন রোগ বৃদ্ধি না হয়। কিন্তু উপদ্রব বলবান্ হইলে, তাহারই চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। প্রাক্‌কেবল রোগে উপস্থিত রোগেরই চিকিৎসা করিবে। অন্য-লক্ষণ ব্যাধিতে, সেইটী যে ব্যাধির পূর্ব্বরূপ, সেই মূল ব্যাধির চিকিৎসা করিবে।

দোষ (বায়ু পিত্ত কফ) ব্যতিরেকে কোন রোগই জন্মে না। অতএব রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে, সেই রোগ যে সকল দোষের দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহা উল্লিখিত না হইলেও, বিচক্ষণ বৈদ্য দোষের সকল লক্ষণ বিবেচনা করিয়া রোগের চিকিৎসা করিবেন। ঋতুর বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। চিকিৎসা করিবার সময় অগ্রে শীত-কালে শীতের এবং গ্রীষ্ম-কালে গ্রীষ্মের প্রতীকার করিবে। চিকিৎসা-কালে কোনরূপ প্রতীকার করিবার কাল উপস্থিত হইলে, যদি সেই প্রতীকার করা না হয়, অথবা কোনরূপ প্রতীকার করিবার উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে যদি সেরূপ প্রতীকার করা হয়, তাহাতে রোগ সাধ্য হইলেও আরোগ্য হয় না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, অগ্নিই অন্নের পরিপাক-কর্ত্তা। সেই অগ্নি চারিপ্রকার। তাহার মধ্যে একপ্রকার অবিকৃত, এবং তিনপ্রকার বিকৃত। সেই তিনপ্রকার বিকৃত অগ্নি যথা,—বিষম, তীক্ষ্ণ এবং মন্দ। অগ্নি, বায়ু-কর্ত্তৃক দূষিত হইলে তীক্ষ্ণ, এবং শ্লেষ্মা-কর্ত্তৃক দূষিত হইলে মন্দ বলা যায়। যে অগ্নির দ্বারা কখন সম্যক্‌রূপে পরিপাক হয়, কখন বা আধ্মান, শূল, উদাবর্ত্ত, অতিসার, পাকস্থলির ভার, অন্ত্র-কূজন (উদরে বায়ুর শব্দ), এবং বায়ু-নিঃসরণ প্রভৃতি ঘটে, সেই অগ্নি বায়ু-কর্ত্তৃক দূষিত। তাহাকে বিষমাগ্নি বলে। যে অগ্নির দ্বারা প্রচুর পরিমাণে ভুক্ত দ্রব্য শীঘ্র পরিপাক হয়, সেই অগ্নি পিত্ত-কর্ত্তৃক দূষিত। তাহাকে তীক্ষ্ণ অগ্নি বলে। তীক্ষ্ণ অগ্নি বৃদ্ধি হইলে

অত্যগ্নি বলা যায়। সেই অগ্নির দ্বারা মুহুর্মুহুঃ প্রচুর পরিমাণে ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হয়। পরিপাক হইলে গলদেশ তালু ও ওষ্ঠ শুষ্ক হয়, এবং শরীরে দাহ ও সন্তাপ জন্মে। যে অগ্নির দ্বারা অল্প আহারও অধিক বিলম্বে পরিপাক হয়, এবং পরিপাক-কালে মাথার ভার, কাস শ্বাস প্রসেক (মুখ নাসিকা হইতে জল-নিঃসরণ), বমন এবং শরীরের অবসাদ জন্মে, সেই অগ্নি শ্লেষ্মা-কর্ত্তৃক দূষিত, তাহাকে মন্দাগ্নি বলে। বিষমাগ্নির দ্বারা বায়ু-জন্য রোগ জন্মে, তীক্ষ্ণাগ্নির দ্বারা পিত্ত-জন্য রোগ জন্মে, এবং মন্দাগ্নির দ্বারা কফ-জন্য রোগ জন্মে। অতএব অগ্নিকে সমভাবে রক্ষা করাই কর্ত্তব্য। অগ্নি বিষম হইলে, অম্ল ও লবণ রস-যুক্ত স্নিগ্ধ ক্রিয়া-বিশেষের দ্বারা প্রতীকার করিবে। তীক্ষ্ণ হইলে মধুর-রস-বিশিষ্ট স্নিগ্ধ ও শীতল বিরেচনের দ্বারা প্রতীকার করিবে। অত্য-গ্নির স্থলেও এইরূপ প্রতীকার করিবে, মহিষের দুগ্ধ দধি এবং ঘৃত সেবন করিবে। মন্দাগ্নি হইলে কটু তিক্ত কষায় রস সেবন, ও বম-নের দ্বারা প্রতীকার করিবে। ভগবান্ অগ্নি জঠরে অবস্থিতি করিয়া অন্ন পরিপাক করেন, এবং তাহার রসও গ্রহণ করেন। অতিশয় সূক্ষ্মপ্রযুক্ত তাহা নির্ণয় করা যায় না। প্রাণ ও অপান (১) এবং

(১) যে বায়ু নাসা-রন্ধ্রের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নাভি-গ্রন্থি পর্য্যন্ত গমনাগমন করে, তাহাকে প্রাণ-বায়ু বলে। যোনিস্থান* হইতে নাভি-গ্রন্থি পর্য্যন্ত যখন নাসারন্ধ্রের দ্বারা প্রাণ-বায়ু আকৃষ্ট হইয়া নাভি-মণ্ডল স্ফীত করিতে থাকে, সেই কালেই অপান বায়ুও যোনি-দেশ হইতে আকৃষ্ট হইয়া নাভি-মণ্ডলের অধোভাগ স্ফীত করিতে থাকে। এই-রূপে নাসারন্ধ্র ও যোনিস্থান, উভয় দিক্ হইতে প্রাণ ও অপান এই উভয় বায়ুই পূরক কালে নাভি-গ্রন্থিতে আকৃষ্ট হয়। এবং রেচক কালে দুই বায়ু দুই দিকে গমন করে। শাস্ত্রান্তরেও ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা,—অপানঃ কর্ষতি প্রাণং প্রাণোঽপানঞ্চ কর্ষতি। রজ্জুবদ্ধো যথা শ্যেনো গতোঽপ্যাকৃষ্যতে পুনঃ। তথা চৈতৌ বিসংবাদে সংবাদে সন্ত্যজেদিমম্॥ ইতি ষট্‌চক্রভেদটীকায়াম্। অপান প্রাণ-বায়ুকে আকর্ষণ করে, এবং প্রাণ অপানকে আকর্ষণ করে। যেমন শ্যেন পক্ষী রজ্জু-বদ্ধ থাকিলে উড্ডীন হইলেও পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করে, প্রাণ-বায়ুও সেইরূপ নাসারন্ধ্রের দ্বারা

সমান, এই তিন বায়ু স্ব স্ব স্থানে থাকিলে সেই অগ্নিকে প্রজ্বলিত এবং রক্ষা করেন। বয়স তিনপ্রকার, বালক, মধ্য ও বৃদ্ধ। বালক দুগ্ধান্ন-ভোজী এবং অন্ন-ভোজী। এক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দুগ্ধপায়ী, এক বৎসরের পর দুই বৎসর পর্য্যন্ত দুগ্ধান্ন-ভোজী, তাহার পর অন্ন-ভোজী। ষোড়শ হইতে সপ্ততি বৎসর পর্য্যন্ত মধ্য-বয়স। বৃদ্ধি যৌবন সম্পূর্ণ ও হানি, মধ্য-বয়স এই চারি কালে বিভক্ত। বিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বৃদ্ধি, ত্রিংশৎ পর্য্যন্ত যৌবন, চত্বারিংশৎ পর্য্যন্ত সকল ধাতু ইন্দ্রিয় বল ও বীর্য্যের সম্পূর্ণতা, এবং সপ্ততি বৎসর পর্য্যন্ত ধাতু প্রভৃতির ঈষৎ হ্রাসাবস্থা হইয়া থাকে। সপ্ততি বৎসরের পর ধাতু ইন্দ্রিয় বল বীর্য্য এবং উৎসাহ দিন দিন ক্ষয় হইতে থাকে, বলী পলিত কাস শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রবে অভিভূত ও সকল কার্য্যে অসমর্থ হইয়া পড়ে, এবং জীর্ণ গৃহের ন্যায় শরীর অবসন্ন হইতে থাকে। ইহাকে বৃদ্ধাবস্থা বলা যায়। এইপ্রকারে বয়স এবং অবস্থা উত্তরোত্তর যেরূপ ভিন্ন হয়, ঔষধের পরিমাণও সেইরূপ ভিন্ন হইয়া থাকে।

বাল্যকালে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয়, মধ্যম বয়সে পিত্ত বৃদ্ধি হয় এবং বার্দ্ধক্যে বায়ু বৃদ্ধি হয়। চিকিৎসাকালে এইটা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। বালক এবং বৃদ্ধের সম্বন্ধে অগ্নি, ক্ষার এবং বিরেচন প্রয়োগ করিবে না। সেই সকল ক্রিয়া করিবার উপযুক্ত রোগ হইলে, অল্পে অল্পে মৃদু প্রক্রিয়া করিবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, স্থূল কৃশ ও মধ্য, দেহ এই তিনপ্রকার হইয়া থাকে। স্থূল শরীরকে কৃশ করিবে, এবং কৃশ শরীরকে

নির্গত হইয়াও অপান কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার দেহ মধ্যে প্রবেশ করে। এই দুই বায়ুর বিসংবাদে অর্থাৎ নাসা ও যোনি-স্থানের অভিমুখে বিপরীতভাবে গমনে জীবনরক্ষা হয়। যখন ঐ দুই বায়ু নাভি-গ্রন্থি ভেদপূর্ব্বক একত্র মিলিত হইয়া গমন করে, তখন তাহারা এই দেহ পরিত্যাগ করে। মৃত্যুকালে ইহাকেই নাভিশ্বাস কহে। এই উভয় বায়ুর মধ্যবর্ত্তী নাভি-মণ্ডলস্থিত বায়ুকে সমান-বায়ু কহে।

* মুষ্ক ও মলদ্বারের মধ্যে যোনিস্থান।

পুষ্টি করিবে। শরীর সর্ব্বদা মধ্যভাবেই রক্ষা করা কর্ত্তব্য। বলবান্ লোকেরই সকল কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে। অতএব বলই শরীরের প্রধান। কেহ বা কৃশ হইয়াও বলবান্ হয়, কেহ বা স্থূল হইয়াও দুর্ব্বল হয়। অতএব ব্যায়ামের দ্বারা বলের স্থিরত্ব সাধন করা কর্ত্তব্য।

শরীরে সত্ত্ব থাকিলে বিপদ্ বা সম্পদে মনের বৈকল্য জন্মে না। সত্ত্ববান্ ব্যক্তি আপনাতে আপনি মনোবৃত্তি স্থির রাখিয়া সমস্তই সহ্য করে। রজো-গুণ-বিশিষ্ট ব্যক্তি অন্য উপায়ের দ্বারা মন-স্থির করিয়া সহ্য করে। তমো-গুণ-বিশিষ্ট ব্যক্তি আদৌ সহ্য করিতে সমর্থ হয় না।

প্রকৃতি এবং ঔষধ পরে বলা যাইবে। এক্ষণে স্বাস্থ্য কাহাকে বলা যায়, তাহাই কহিতেছি। দেশ কাল জাতি ঋতু রোগ ব্যায়াম জল দিবা-স্বপ্ন এবং রস প্রভৃতি প্রকৃতিবিরুদ্ধ হইয়াও যদি পীড়াদায়ক না হয়, তাহাকেই স্বাস্থ্য বলা যায়। মধুর প্রভৃতি যে কোন রস বা ব্যায়াম বা অন্য যে কিছু সেবনে শরীর সচ্ছন্দ থাকে, তাহাকেও স্বাস্থ্য বলা যায়।

দেশ তিনপ্রকার, অনূপ, জাঙ্গল এবং সাধারণ। যে স্থান জল-বহুল, নিম্ন ও উন্নত, নদী-বিশিষ্ট, বর্ষাকালে দুর্গম, মৃদু ও শীতল বায়ু প্রবাহিত, বহুবিধ বিশাল বৃক্ষ ও পর্ব্বত-সমাকীর্ণ, যে স্থানে মনুষ্যের শরীর মৃদু ও সুকুমার হয় এবং প্রায়ই বাত-শ্লেষ্মা-জনিত রোগ জন্মে, তাহাকে অনূপ-দেশ কহে। যে স্থান পর্ব্বতাদি শূন্য, স্থানে স্থানে কণ্টকযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ, অল্প বর্ষা ও প্রস্রবণ এবং পর্ব্বত ও কূপ বিশিষ্ট, উষ্ণ ও রুক্ষ বায়ু প্রবাহিত, মানুষের শরীর কৃশ ও দৃঢ়, এবং প্রায়ই বাত-পিত্ত-জনিত রোগ জন্মে, সেই স্থানকে জাঙ্গল-দেশ বলা যায়। যে স্থানে এই উভয়প্রকার লক্ষণ থাকে, তাহাকে সাধারণ দেশ বলা যায়।

সাধারণ দেশে শীত উষ্ণ বর্ষা ও বায়ু সমান-ভাবে থাকে বলিয়া প্রাণিগণের দেহে দোষও সমভাবে থাকে। একারণ সেই দেশকে

সাধারণ-দেশ কহে। সাধারণ-দেশে লোক যেরূপ বলিষ্ঠ হয়, জল-শূন্য বা জলবহুল দেশে সেরূপ বলিষ্ঠ হয় না। স্বদেশে যে সকল দোষ সঞ্চিত হইয়া থাকে, বিদেশে গমন করিলে সেই সকল দোষ কুপিত হইয়া উঠে। তবে বিদেশের জল বায়ু উত্তম-গুণ-বিশিষ্ট হইলে, এবং আহার বিহার নিদ্রা ও ইন্দ্রিয়-কার্য্য নিয়মিতরূপে আচরিত হইলে, বিদেশ-জন্য রোগ জন্মে না।

যে দেশ প্রকৃতি স্বাস্থ্য বা ঋতু স্বাস্থ্যের উপযোগী, তাহার বিপরীত হইলে যে সকল রোগ জন্মে, রোগী বলবান্ সত্ত্ববান্ ও দীর্ঘায়ুঃ হইলে, চিকিৎসক গুণবান্ হইলে, দেহের অগ্নি সমভাবে থাকিলে, এবং রোগ অল্পকালের হইলে, সেই সকল রোগ সহজে আরোগ্য হয়। এই লক্ষণ-গুলির সমস্ত অন্যথা হইলে রোগ অসাধ্য হয়, এবং কিছুমাত্র অন্যথা হইলে কষ্টসাধ্য হয়। কোন একটী প্রতীকার করিয়া ফল না দর্শিলে, অন্য প্রতীকার করা কর্ত্তব্য। কিন্তু একটী প্রতীকার করিলে, যাবৎ তাহার প্রভাব শরীরে থাকে, তাবৎ অন্যপ্রকার প্রতীকার কর্ত্তব্য নহে। কারণ ক্রিয়াসঙ্কর হিতকারী নহে। তবে ব্যাধি কষ্ট-সাধ্য হইলে, এবং অন্যপ্রকার প্রতীকারে নিশ্চয় উপকার হইবে এরূপ বুঝিতে পারিলে, একটী ক্রিয়ার ফল না দর্শিলে তৎক্ষণাৎ অন্যপ্রকার প্রতীকার করা যাইতে পারে। যে বুদ্ধিমান্ বৈদ্য, দেশ কাল প্রকৃতির এই সকল নিয়ম অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করেন, তিনিই মৃত্যু-পাশের স্বরূপ জগতের সকল রোগ, ঔষধরূপ কুঠারের দ্বারা ছেদন করিতে পারেন।

ষট্‌ত্রিংশৎ অধ্যায়।

শোফের চিকিৎসা।

টাবা লেবু, গণিকারী, দেবদারু, শৃঙ্গী, কুলেখাড়া এবং রাস্না, এই সকলের প্রলেপের দ্বারা বাত-জন্য শোফের শান্তি হয়। দূর্ব্বা, নলের মূল, যষ্টি-মধু ও রক্ত-চন্দন, অথবা শীতল দ্রব্যের গণ, কাকো-

ল্যাদি-গণ (৩৮ অধ্যায় দেখ), অথবা কোনরূপ শীতল দ্রব্য ; এই সকল দ্রব্যের প্রলেপের দ্বারা পিত্ত-জন্য শোফের শান্তি হয়। শরীরে আঘাত-জন্য বা রক্ত-জন্য শোফ হইলেও পিত্ত-জন্য শোফের প্রলেপই বিধেয়। বিষ-জন্য শোফ হইলে বিষঘ্ন প্রলেপ বা পিত্তঘ্ন প্রলেপও দেওয়া যাইতে পারে। অজগন্ধা (বৃক্ষ-বিশেষ) * অশ্বগন্ধা কালা সরলা (তেউড়ি বিশেষ) একৈষিকা (বক-পুষ্প) এবং অজশৃঙ্গী (গাড়র-শিঙে বৃক্ষ), এই সকল দ্রব্যের প্রলেপের দ্বারা শ্লেষ্মা-জন্য শোফের শান্তি হয়। এই তিন বর্গ এবং লোধ্র হরিতকী ময়নাফল ও অনন্তা, এই সকলের প্রলেপের দ্বারা সান্নিপাতিক শোফের শান্তি হয়। বাত-জন্য শোফে স্নেহ-যুক্ত অম্ল ও লবণ-রস-বিশিষ্ট ঈষদুষ্ণ প্রলেপ বিধেয়, পিত্ত-জন্য শোফে শীতল প্রয়োগ বিধেয়, এবং শ্লেষ্মা-জন্য শোফে প্রচুর পরিমাণে ক্ষার ও গোমূত্র-বিশিষ্ট উষ্ণ প্রলেপ বিধেয়। শণ মূলা ও সজিনার ফল তিল সর্ষপ যব অথবা গোধূম-চূর্ণ কিণ্ব (মদের মশলা) বা তিসী, এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ উষ্ণ করিয়া প্রয়োগ করিলে শোফ পাকিয়া উঠে। চিরবিল্ব (করঞ্জ), অগ্নি (ভেলা), দন্তী, চিত্রক (চিতে), করবী, অথবা কপোত গৃধ্র বা কঙ্ক পক্ষীর বিষ্ঠা, এই সকল দ্রব্যের দ্বারা পক্ক-শোফ (স্ফোটকাদি) বিদীর্ণ হয়। পিচ্ছিল দ্রব্যের (যব, তিসী প্রভৃতি) প্রলেপের দ্বারা পূযাদি আপনা হইতে নিঃসৃত হয়। যব গোধূম বা মাষকলাই চূর্ণ, শঙ্খিনী (চোঁচ খড়িকা) অঙ্কোট (আঁকড়) মালতী-পুষ্প করবী সুবর্চ্চলা (সাজিমাটী) অথবা আরগ্বধাদি-গণ (৩৮ অধ্যায় দেখ), সংক্ষেপতঃ এই সকলের ক্বাথে ব্রণের শোধন হয় (১)। অজগন্ধা, অজশৃঙ্গী (গাড়র-শিঙে), গবাক্ষী (অপরাজিতা), লাঙ্গলী (কাঁচড়া), পূতিক (করঞ্জ), চিত্রক (চিতে), পাঠা (আকনাদি), বিড়ঙ্গ এলাইচ হরেণু ত্রিকটু (শুঠ পিপুল মরিচ),

---

* হিন্দুস্থানে ইহাকে বাবরী বৃক্ষ বলে।

(১) দূষিত পূয জন্মিতে না পাইলে ব্রণের শোধন হওয়া বলে।

যবক্ষার মনঃশিলা এবং যে যে প্রকার লবণ পাওয়া যায় সেই সকল প্রকার লবণ, কাসীস (হিরেকস), দন্তী, হরিতাল এবং অরহর বৃক্ষ, এই সকল দ্রব্যের দ্বারা সংশোধনী বর্ত্তি (১) নির্ম্মাণ করিবে। এই সকল দ্রব্যের দ্বারা ব্রণের শোধনার্থ কল্কও প্রস্তুত হয়। হিরেকস কটুকী জাতিমূল হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, এই সকল দ্রব্য অথবা পূর্ব্বোক্ত সকল দ্রব্যের দ্বারা ব্রণের সংশোধনার্থ ঘৃত অথবা তৈল প্রস্তুত করিবে। আকন্দ, মনসা-আটা, সকলপ্রকার ক্ষার-বৃক্ষ, জাতিমূল, হরিদ্রা দারু-হরিদ্রা হিরেকস এবং কটুকী, এই সকল এবং পূর্ব্বোক্ত সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া ব্রণ-শোধনার্থ ঘৃত প্রস্তুত করিবে। ময়ূরক (আপাঙ্), সোঁদাল, নিম্ব, ঘোষাফল এবং তিল, শোধনার্থ তৈলে এই সকল দ্রব্যও প্রয়োগ করিবে। হিরেকস সৈন্ধব কিণ্ব বচ হরিদ্রা ও দারু-হরিদ্রা, অন্যান্য শোধনকর দ্রব্যের সহিত এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া ব্রণের শোধনার্থে প্রয়োগ করিবে। সালসারাদি (আটত্রিশ অধ্যায়ে) গণে যে সকল দ্রব্য উক্ত হইয়াছে তাহাদিগের সার, পটোল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া এবং এই সকল দ্রব্যের রস বা ক্বাথ, ব্রণ-শোধনার্থে বিধেয়। সরল বৃক্ষের নির্য্যাস (তারপীণ), ধুনা, এবং সরল কাষ্ঠ ও দেবদারু কাষ্ঠের সার, এই সকলের দ্বারা ব্রণে ধূপ দিবে। কষায় বৃক্ষের ছালের ক্বাথ পাক করিয়া শীতল হইলে রোপণার্থে (ঘা পূরিয়া উঠিবার নিমিত্ত) ব্রণে প্রয়োগ করিবে। সোমলতা হরীতকী কাকোল্যাদি-গণ এবং বটের ঝুরি, এই সকলের দ্বারা ব্রণরোপণার্থে বর্ত্তি (বাতী বা পলিতা) নির্ম্মাণ করিবে। মঞ্জিষ্ঠা সোমলতা সরল-কাষ্ঠ শ্বেত-খদির শ্বেত-চন্দন এবং কাকোল্যাদি-গণ, এই সকল পেষণ করিয়া প্রয়োগ করিলে ব্রণ পূরিয়া উঠে। চাকুলিয়া আলকুশী-লতা হরিদ্রা দারু-হরিদ্রা মালতী-লতা শ্বেত-কণ্টকারী এবং কাকোল্যাদি-গণ,

(১) এই সকল দ্রব্যের কল্ক, বাতী, তুলা বা বস্ত্রে মাখাইয়া বা পলিতা প্রস্তুত করিয়া ক্ষত স্থানে প্রবিষ্ট করিলে দূষিত পূয জন্মিতে না পাইয়া ব্রণ শোধিত হয়।

ঘৃতের সহিত এই সকল দ্রব্য প্রয়োগ করা ব্রণ-পূরণের পক্ষে প্রশস্ত। শৈলজ অগুরু হরিদ্রা দারু-হরিদ্রা দেবদারু প্রিয়ঙ্গু এবং লোধ, এই সকলের দ্বারা তৈল পাক করিয়া ব্রণের রোপণার্থে প্রয়োগ করিবে। কঙ্গুকা (কাঙ্গনী-দানা) ত্রিফলা লোধ হিরেকস শ্রবণাহ্বয়া (মণ্ডীরী বৃক্ষ) এবং ধব ও সালবৃক্ষের ত্বক্, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া প্রয়োগ করিলে ব্রণ পূরিয়া উঠে। প্রিয়ঙ্গু ধুনা সাল-পুষ্প হিরেকস এবং ধব-বৃক্ষের ছাল, এই সকলের চূর্ণ প্রয়োগ করিলে ব্রণ পূরিয়া উঠে। ন্যগ্রোধাদি বর্গের (৩৮ অধ্যায়ে উক্ত) ত্বক্ এবং ত্রিফলা, ইহাদিগের রস প্রয়োগ করিলে ব্রণ পূরিয়া উঠে। অপামার্গ অশ্বগন্ধা তালপত্রী (মুরা-বৃক্ষ) ও সুবর্চ্চলা (সাজিমাটী), এই সকলের প্রয়োগে ব্রণ উৎসাদিত হয় (রস পূয প্রভৃতি নির্গত হইয়া যায়)। কাসীস সৈন্ধব কিণ্ব মুথা মনঃশিলা কুক্কুট-ডিম্বের খোলা কপাল-খণ্ড মালতী পুষ্পের মুকুল, শিরীষ ও করঞ্জ-ফল এবং গৈরিক প্রভৃতি ধাতু, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রয়োগ করিলে উৎসাদিত ব্রণ অবসাদিত হয়। দূষিত পূযাদি নিঃসৃত হইয়া শুষ্ক হয়। এই স্থলে যে ক্রিয়ার জন্য যে ঔষধের বর্গ বলা হইল, সেই বর্গের উল্লিখিত ঔষধ সমস্তই হউক বা অর্দ্ধেকই হউক, অথবা তাহার মধ্যে যাহা যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, প্রাজ্ঞ বৈদ্য তাহাই সেই ক্রিয়ার নিমিত্ত প্রয়োগ করিবে।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ঔষধ-সংগ্রহার্থ ভূমি-পরীক্ষা।

যে ভূমি শর্করা প্রস্তর বল্মীক শ্মশান আধুনিক দেবায়তন অথবা বালুকা প্রভৃতির দ্বারা দূষিত নহে, অথবা ছিদ্রবিশিষ্ট, লোণা বা ভঙ্গুর নহে, অথচ স্নিগ্ধ, বৃক্ষ লতাদির অঙ্কুর-বিশিষ্ট, কোমল স্থির সমতল ও কৃষ্ণ গৌর বা লোহিত বর্ণ-বিশিষ্ট, সেই ভূমি হইতেই ঔষধ সংগ্রহ করিবে। এইরূপ ভূমিতে জন্মিলেও কৃমি বিষ শস্ত্র সূর্য্য-তাপ বায়ু অগ্নি বা জল-স্রোতঃ প্রভৃতির দ্বারা অনুপহত, স্বাভাবিক-রস-বিশিষ্ট

পুষ্ট স্থূল এবং অবগাঢ় মূল, এইরূপ গুণ-বিশিষ্ট ঔষধ গ্রহণ করিবে। ঔষধ-সংগ্রহ-কালে উত্তর মুখে দণ্ডায়মান হইয়া গ্রহণ করিবে। ভূমি এবং ঔষধ পরীক্ষার এইগুলি সামান্য নিয়ম। অতঃপর বিশেষ নিয়ম কহিতেছি। যে ভূমি প্রস্তর-বিশিষ্ট দৃঢ় গুরু শ্যাম অথবা কৃষ্ণ বর্ণ এবং স্থূল বৃক্ষ ও শস্যে সমাকীর্ণ, তাহাতে অধিক পরিমাণে পার্থিব গুণ থাকে। যে ভূমি স্নিগ্ধ, শীতল, জলের নিকটে স্থিত, স্নিগ্ধ শস্য ও তৃণ-বিশিষ্ট, কোমল বৃক্ষ-পূর্ণ এবং শ্বেত-বর্ণ, তাহাতে অধিক-পরিমাণে জলীয় গুণ থাকে। যে ভূমি বিবিধ-বর্ণ-বিশিষ্ট, লঘু-প্রস্তর-বিশিষ্ট, এবং পাণ্ডু-বর্ণ ও অল্প-বৃক্ষাঙ্কুর-বিশিষ্ট, তাহাতে অধিক পরিমাণে অগ্নি-গুণ থাকে। যে ভূমি রুক্ষ, ভস্ম-রাশির ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট এবং ক্ষীণ রুক্ষ কোটর-যুক্ত অল্প-রস-বিশিষ্ট বৃক্ষের দ্বারা পূর্ণ, তাহাতে অধিক পরিমাণে বায়ুর গুণ থাকে। যে ভূমি মৃদু, সমতল ও ছিদ্র বিশিষ্ট, শ্যাম বর্ণ, স্বাদহীন-জল-বিশিষ্ট এবং সর্ব্বত্র অসার বৃক্ষ ও মহা-পর্ব্বত পূর্ণ, তাহাতে অধিক পরিমাণে আকাশ-গুণ থাকে।

কোন কোন পণ্ডিতেরা বলেন, যে প্রাবৃট্ বর্ষা শরৎ হেমন্ত বসন্ত এবং গ্রীষ্ম, এই ছয় কালে যথা ক্রমে মূল পত্র ত্বক্ ক্ষীর সার এবং ফল গ্রহণ করিবে। অর্থাৎ প্রাবৃট্ কালে মূল, বর্ষা কালে পত্র, এই প্রণালী-ক্রমে গ্রহণ করিবে। কিন্তু জগৎ-পদার্থ সৌম্য ও আগ্নেয় এই দুই-রূপে বিভক্ত বলিয়া এ প্রণালী সঙ্গত নহে। সৌম্য (শীতল বা স্নিগ্ধ) ঔষধ সকল সৌম্য (বর্ষা শরৎ হেমন্ত) ঋতুতে, এবং আগ্নেয় (রুক্ষ বা উষ্ণ) ঔষধ সমস্ত আগ্নেয় (বসন্ত গ্রীষ্ম প্রাবৃট্) ঋতুতে আহরণ করিবে। সৌম্য ঋতুতে ভূমিতে সৌম্য-গুণের আধিক্য হয়। তৎকালে যে সকল সৌম্য ঔষধ তাহাতে জন্মে, তাহারা সুতরাংই অতিশয় মধুর-রস-বিশিষ্ট, স্নিগ্ধ ও শীতল হইয়া থাকে। আগ্নেয় ঔষধ ও আগ্নেয় কালের সম্বন্ধেও এইরূপ জানিবে।

পার্থিব ও জলীয় প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট ভূমির পূর্ব্বে বিবরণ বলা হই-

য়াছে। তাহার মধ্যে যে ভূমিতে পার্থিব ও জলীয় এই উভয় গুণ অধিক পরিমাণে থাকে, তাহা হইতে বিরেচন-দ্রব্য গ্রহণ করিবে। যে ভূমিতে অগ্নি আকাশ ও বায়ু এই তিনের গুণ অধিক পরিমাণে থাকে, তাহা হইতে বমন-দ্রব্য গ্রহণ করিবে। এই উভয়-গুণ-বিশিষ্ট ভূমি হইলে, তাহা হইতে বমন ও বিরেচন এই উভয়-গুণ-বিশিষ্ট দ্রব্য আহরণ করিবে। যে ভূমিতে আকাশ-গুণের আধিক্য, তাহাতে সংশমনীয় দ্রব্য (৪১ অধ্যায় দেখ) সমধিক বলবান্ হয়। মধু ঘৃত গুড় পিপ্‌পলী ও বিড়ঙ্গ ব্যতিরেকে অপর সকল দ্রব্য নূতন প্রশস্ত। সকল ঔষধই সরস হইলে বীর্য্যবান্ হয়। সরস দ্রব্যের অভাবে সংবৎসরের মধ্যে যে দ্রব্য সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিবে।

গোপালক তাপস ব্যাধ বনচারী বা মূলাহারি-গণের নিকট চিকিৎসক দ্রব্যের অনুসন্ধান করিবেন। পত্র বা লবণ প্রভৃতি দ্রব্যের কোন অংশই পরিত্যজ্য নহে। তাহাদিগের গ্রহণের পক্ষে কোন কাল-বিশেষের নিয়ম নাই। সকল কালেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। ভূমি ছয়প্রকার গন্ধ বর্ণ এবং রস বিশিষ্ট। ছয় রস আছে বলিয়া ভূমি স্বভাবতই সকলপ্রকার বীজ-বিশিষ্ট। অর্থাৎ ইহা স্বয়ংই সকলের বীজস্বরূপ। জলের যে কি রস তাহা নিশ্চয় জানা যায় না, তবে ভূমির রসের সহিত মিলিত হইলে তাহার রস জানা যায়। যে ভূমি সকলপ্রকার লক্ষণ-বিশিষ্ট, তাহাকে সাধারণ ভূমি বলে। যে স্থানে যেরূপ দ্রব্য জন্মে, সেই স্থানে ভূমিও তদনুযায়ী গুণ-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। স্বাভাবিক গন্ধ বা রসের অন্যথা না হইলে, নূতনই হউক বা পুরাতনই হউক, সকলপ্রকার দ্রব্যই গ্রহণ করা যাইতে পারে। কেবল বিড়ঙ্গ পিপ্‌পলী মধু এবং ঘৃত পুরাতন হইলে অধিকতর হিতকর হয়। অপরাপর সকল দ্রব্য, অন্য কোনপ্রকার দোষ না থাকিলে, পুরাতন হইলেও গ্রাহ্য হইতে পারে। কোন জন্তুর রক্ত রোম নখ দুগ্ধ মূত্র অথবা পুরীষ ঔষধার্থে গ্রহণ করিতে হইলে, তাহার বয়স

কিছু অধিক হওয়া প্রয়োজন ; এবং যাহা কিছু গ্রহণ করিতে হয়, তাহা সেই জন্তুর ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকের পর গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। বৈদ্য পবিত্র ও প্রশস্ত দিকে ঔষধ-গৃহ নির্ম্মাণ করিবে, এবং প্লোত মৃত্তিকা-ভাণ্ড, কাষ্ঠ-ফলক এবং শঙ্কু মধ্যে ঔষধ স্থাপন করিবে।

অষ্টাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

দ্রব্য-সংগ্রহণীয় বিধি।

দ্রব্যের গণ সংক্ষেপতঃ (৩৭) সাঁইত্রিশটী।

১। বিদারি-গন্ধাদি গণ। শাল পর্ণী, বিদারী (ভূমি-কুষ্মাণ্ড), সহদেবা (বেড়েলা), বিশ্বদেবা (গোরক্ষ-চাউলে), শ্বদংষ্ট্রা (গোক্ষুরী), পৃথক্-পর্ণী (চাকুলে), শতাবরী (শতমূলী), সারিবা (অনন্তমূল), কৃষ্ণ-সারিবা (শ্যামা-লতা) (১), জীবন্তী, ঋষভক, সহা (মুগানী), মহাসহা (মাষাণী), বৃহতী, কণ্টকারী, পুনর্নবা, এরণ্ড, হংসপাদী (গোয়ালিয়া লতা), বৃশ্চিকালী (বিছুতি), ঋষভী (আলকুশী), ইহাদিগকে বিদারি-গন্ধাদিগণ কহে। ইহা বায়ু পিত্ত-অপহারী এবং শোষ গুল্ম অঙ্গমর্দ্দ ঊর্দ্ধ-শ্বাস ও কাসের শান্তিকর।

২। আরগ্বধাদি গণ। আরগ্বধ (সোঁদালি), মদন (ময়না ফল), গোপঘণ্টা (সেয়াকুল), কুটজ (কুড়চী), পাঠা (নিমুখ লতা), কণ্টকী (গোক্ষুরী), পাটলা (পারুল), মূর্ব্বালতা, ইন্দ্রযব, সপ্ত-পর্ণ (ছাতিম), নিম্ব-কুরুণ্টক (পীত-ঝাঁটী), দাসী-কুরুণ্টক (নীল-ঝাঁটী), গুড়ুচী (গুলঞ্চ), চিতা, মহাকরঞ্জ, ডরকরঞ্জ, পটোল, চিরেতা এবং কৃষ্ণ জিরা। ইহা-দিগকে আরগ্বধাদি গণ কহে। ইহারা শ্লেষ্মা ও বিষের শান্তিকর, মেহ কুষ্ঠ জ্বর বমি ও কণ্ডু নাশক, এবং ব্রণের শোধন-কর।

৩। বরুণাদি গণ। বরুণ-বৃক্ষ, নীল-ঝিণ্টী (নীল-ঝাঁটী), শিগ্রু (সজিনা), মধু শিগ্রু (রক্ত সজিনা), জয়ন্তী, মেষ-শৃঙ্গী, পূতিকা (করঞ্জ), নাটাকরঞ্জ, মোরটা (মূর্ব্বালতা), অগ্নি মন্থ (গণার), ঝিণ্টী (ঝাঁটী), রক্তবর্ণ ঝাঁটী, আকন্দ, বসির (গজপিপ্পলী), চিতে, শতমূলী, বিল্ব,

অজশৃঙ্গী, দর্ভ, কুশ, বৃহতী ও কণ্টকারী। বরুণাদি গণের দ্বারা কফ ও মেদ নিবারিত হয়, এবং শিরঃশূল গুল্ম ও আভ্যন্তরিক বিদ্রধি (রাজগাঁড়) আরোগ্য হয়।

৪। বীরতর্ব্বাদি গণ। বীরতরু (অর্জ্জুন বৃক্ষ), নীলঝিণ্টী, রক্ত-ঝিণ্টী, কুশ, বৃক্ষের উপরিজাত মাদা, নাগর-মুথা, নল, কাশ (কেশে ঘাস), অশ্ম-ভেদক (পাথর-কোঁড়), গণিকার, মূর্ব্বালতা, আকন্দ, গজ-পিপ্পলী, শ্যোনাক (শোণা পাত), পীত-ঝিণ্টী, স্থল-পদ্ম-বৃক্ষ, কপোত, বঙ্কা (ব্রাহ্মী-শাক), গোক্ষুরী। বীরতর্ব্বাদিগণ বাত-জন্য বিকারের শান্তিকর, এবং অশ্মরী শর্করা-অশ্মরী মূত্রাঘাত ও মূত্র-কৃচ্ছ্র রোগের বিনাশকর।

৫। সালসারাদি গণ। সালসার (ধুনা), অজকর্ণ, খদির, কদর (শ্বেত খদির), কালস্কন্ধ (গাব), ক্রমুক (রক্ত-লোধ), ভূর্জ্জ, মেষ-শৃঙ্গী, তিনিশ বৃক্ষ, চন্দন (রক্ত-চন্দন), শিংশপা, শিরীষ, আসন, ধব, অর্জ্জুন, তালমূলী, করঞ্জ, নাটা করঞ্জ, অশ্বকর্ণ, সাল, অগুরু, পীত-কাষ্ঠ। ইহা-দিগকে সালসারাদি গণ কহে। ইহার দ্বারা কুষ্ঠ মেহ ও পাণ্ডু রোগের শান্তি হয়, এবং কফ ও মেদ শুষ্ক হয়।

৬। রোধ্রাদি গণ। লোধ সাবর-লোধ পলাশ শোণা-পাত অশোক কঞ্জিকা (বামুন হাটী) কটফল এলবালুক সল্লকী মঞ্জিষ্ঠা কদম্ব সাল এবং কদলী। ইহাদিগকে রোধ্রাদিগণ কহে। রোধ্রাদিগণ দ্বারা মেদ ও কফ শুষ্ক হয়, এবং যোনি-দোষের শান্তি হয়; ইহা স্তম্ভকর, ব্রণের হিত-কর ও বিষনাশক।

৭। অর্কাদিগণ। অর্ক (আকন্দ), অলর্ক (শ্বেত-আকন্দ), করঞ্জদ্বয় (নাটা-করঞ্জ ও ডর-করঞ্জ), নাগদন্তী (হাতিশুঁড়া), অপামার্গ, ভার্গী (বামুন হাটী), রাস্না, বিষলাঙ্গুলে, ভূমি-কুষ্মাণ্ড, শ্বেত ভূমি-কুষ্মাণ্ড, অলবণা ও ইঙ্গুদী। ইহাদিগকে অর্কাদিগণ কহে। ইহা কফ ও মেদের শোষণ-কর, কৃমি ও কুষ্ঠের শান্তিকর এবং ব্রণ-শোধন-কর।

৮। সুরসাদি গণ। সুরসা রাস্না শ্বেত সুরসা (শুক্ল শেফালিকা), শ্বেত-তুলসী গন্ধতুলসী গন্ধ-মাত্রা, সুমুখ (শাকবিশেষ), সুগন্ধক রাস্না, কৃষ্ণ-তুলসী, কাসমর্দ্দ (কালকাসেন্দা), অপামার্গ, ক্ষুরক (কুলে-খাড়া), বিড়ঙ্গ, কট্‌ফল, সুরসী, নিগুণ্ডী নীল শেফালিকা,কোলাহল (কুক্‌সীমা), ইন্দুর-কাণী ফঞ্জী (বামন-হাটী), প্রাচীবল, কাকমাচী (গুড়-কামাই), বিষমুষ্টিক (কুঁচ্‌লে)। ইহাদিগকে সুরসাদি গণ কহে। সুরসাদি গণ কফ ও কৃমি নাশকর, প্রতিশ্যায়,অরুচি শ্বাস, ও কাসের শান্তিকর, এবং ব্রণের শোধনকর।

৯। মুষ্কক ঘণ্টাপারুল পলাশ ধব চিত্রক ময়না শিংশপা মনসা ও ত্রিফলা (হরিতকী, বহেড়া, আমলা)। ইহাদিগকে মুষ্ককাদি গণ কহে। মুষ্ককাদি গণের দ্বারা মেদরোগ শুক্রদোষ মেহ অর্শঃ পাণ্ডুরোগ ও শর্করা-অশ্মরী রোগের শান্তি হয়।

১০। পিপ্পল্যাদি গণ। পিপ্পলী পিপ্‌পলী-মূল, চই চিতে আদা মরিচ গজপিপ্‌পলী হরেণু এলাইচ বনযমানী ইন্দ্রযব আকনাদি জীরে সর্ষপ মহানিম্ব (ঘোড়ানিম্) হিঙ্গু ভার্গী (বামন-হাটী),মধুর (শোল্‌ফা) অতিবিষা (আতইচ), বচ, বিড়ঙ্গ কটুকী। ইহাদিগকে পিপ্‌পল্যাদি গণ কহে। ইহা কফ প্রতিশ্যায় বায়ু ও অরুচি নাশক, অগ্নির দীপ্তিকর, গুল্ম ও শূলঘ্ন, এবং আমের পরিপাক-কর।

১১। এলাদি গণ। এলাইচ তগরপাদুকা কুড় জটামাংসী গন্ধ-তৃণ দারচিনী তেজপত্র নাগকেশর প্রিয়ঙ্গু রেণুকা ব্যাঘ্রনখ (গন্ধদ্রব্য-বিশেষ), নখী চোর (গন্ধদ্রব্য-বিশেষ) গেঁঠেলা সরল-কাষ্ঠ চোঁচ-খড়িকা বালা গুগ্‌গুল ধুনা শিলারস কুন্দুরুখোটী অগুরু স্পৃক (পিড়িংশাক) বেণামুল ভদ্র-দারু কুঙ্কম পুন্নাগ (বকুল)। ইহাদিগকে এলাদিগণ কহে। ইহার দ্বারা বাতশ্লেষ্মা এবং বিষের শান্তি হয়, শরীরের বর্ণ প্রসন্ন হয়, কণ্ডু পীড়কা এবং কোঠ-রোগ (ত্বক্‌রোগ) নাশ হয়।

১২। বচাদি গণ। বচ মুথা আতইচ হরিতকী দেবদারু নাগকেশর

হরিদ্রা দারু-হরিদ্রা কলসী (চাকুলে) কুড়চী-বীজ এবং যষ্টি-মধু। ইহা-দিগকে বচাদি এবং হরিদ্রাদি গণ কহে। ইহার দ্বারা স্তন্য সংশোধিত হয়, আমাতিসারের শান্তি হয়, এবং বায়ু পিত্ত শ্লেষ্মার পরিপাক হয়।

১৩। শ্যামাদি গণ। শ্যামালতা মহাশ্যামা শ্যামালতা তেউড়ী দন্তী, চোঁচ-খড়িকা লোধ কমলা-গুড়ি রম্যক (বক-পুষ্প) রক্ত-লোধ পুত্র-শ্রেণী (মুষলীলতা), গবাক্ষী রাজ-বৃক্ষ (সোঁদাল) করঞ্জদ্বয় গুলঞ্চ সপ্তলা পারুল ছগলান্ত্রী বিষতাড়কা সুধা (সিজ) স্বর্ণ-ক্ষীরী লতা। ইহা-দিগকে শ্যামাদি গণ কহে। শ্যামাদি গণ গুল্ম এবং বিষাপহারী, আনাহ এবং উদর রোগে মল-ভেদ-কারী, এবং উদাবর্ত্ত রোগের শান্তিকর।

১৪। বৃহত্যাদি গণ। বৃহতী কণ্টকারী কুড়চী-ফল আকনাদি যষ্টিমধু। ইহাদিগকে, বৃহত্যাদি গণ কহে। বৃহত্যাদি গণ বায়ু-পিত্ত-হারক, এবং কফ অরুচি হৃল্লাস বমনেচ্ছা এবং মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের শান্তিকর।

১৫। পটোলাদি গণ। পটোলপত্র চন্দন (রক্তচন্দন) মূর্ব্বা গুড়ূচী আকনাদি ও কটুকী। ইহাদিগকে পটোলাদি গণ কহে। ইহা পিত্ত কফ ও অরুচি নাশক, জ্বরের উপশমকারী, ব্রণের হিতকর, এবং বমন কণ্ডু ও বিষের নিবৃত্তিকর।

১৬। কাকোল্যাদি গণ। কাকোলী ক্ষীর-কাকোলী জীবক ঋষভক মুদ্গপর্ণী (মুগানী), মাসপর্ণী (মাষাণী) মেদ, মহামেদ (১), গুলঞ্চ, কাকড়া-শৃঙ্গী বংশলোচন পদ্ম-কাষ্ঠ পুণ্ডরিয়া-বৃক্ষ ঋদ্ধি বৃদ্ধি দ্রাক্ষা জীরক-দ্বয় যষ্টি-মধু। ইহাদিগকে কাকোল্যাদি গণ কহে। কাকো-ল্যাদি গণ রক্তপিত্ত এবং বায়ুর শান্তিকর, জীবনী-পুষ্টিকর, তেজোবৃদ্ধি-কর, স্তন্য এবং শ্লেষ্মা-জনক।

---

(১) মেদ মহামেদ প্রভৃতি এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য বলিয়া মেদের স্থলে অশ্বগন্ধা এবং মহা-মেদের স্থলে শ্যামালতা দেওয়া যায়। এবং ঋদ্ধি বৃদ্ধির স্থলে বলা ও ঋষভের স্থলে বংশলোচন দেওয়া যায়।

১৭। ঊষকাদি গণ। ক্ষার-মৃত্তিকা সৈন্ধব শিলাজতু কাসীসদ্বয় (দুইপ্রকার কাসীস) হিঙ্গু এবং তুত্থক (তুঁতে)। ইহাদিগকে ঊষকাদি গণ কহে। ঊষকাদি গণ কফহারী, মেদশোষণকর, এবং অশ্মরী মূত্র-কৃচ্ছ্র ও গুল্ম রোগের নিবৃত্তিকর।

১৮। সারিবাদি গণ। শ্যামা-লতা যষ্টি-মধু চন্দন রক্তচন্দন পদ্ম-কাষ্ঠ গাম্ভারী-ফল মধুক-পুষ্প (মৌলফুল) ও বেণামূল। ইহাদিগকে সারিবাদি গণ কহে। সারিবাদি গণ পিপাসা রক্তপিত্ত পিত্তজ্বর ও দাহ রোগের শান্তিকর।

১৯। অঞ্জন (স্রোতোঽঞ্জন) রসাঞ্জন নাগ-পুষ্প প্রিয়ঙ্গু নীল-সুঁদী নালোৎপল বেণা-মূল পদ্ম নাগকেশর যষ্টি-মধু। ইহাদিগকে অঞ্জ-নাদি গণ কহে। অঞ্জনাদি গণের দ্বারা রক্তপিত্ত বিষ এবং অন্তর্দাহের শান্তি হয়।

২০। পরুষক, দ্রাক্ষা, কট্‌ফল, দাড়িম, পিয়াল, কতক-ফল, শাকফল ও ত্রিফলা। ইহাদিগকে পরুষকাদি গণ কহে। ইহা বায়ু ও মূত্র দোষের শান্তিকর, মুখপ্রিয়, পিপাসা-শান্তিকর ও রুচিকর।

২১। প্রিয়ঙ্গু ও অম্বষ্ঠাদি গণদ্বয়। প্রিয়ঙ্গু সমঙ্গা ধাতকী-পুষ্প পুন্নাগ রক্ত-চন্দন কুঙ্কুম মোচরস অঞ্জন (রসাঞ্জন) পুন্নাগ স্রোতোঽঞ্জন পদ্মকেশর মাঞ্জিষ্ঠা শ্যামালতা। অম্বষ্ঠা (আকনাদি) ধাতকীপুষ্প মাঞ্জিষ্ঠা কটুঙ্গ (শোণাপাত) যষ্টিমধু বিল্বপেষিকা (বেলশুঁটা) লোধ সাবর-লোধ পলাশ নন্দী-বৃক্ষ ও পদ্মকেশর। ইহাদিগকে প্রিয়ঙ্গু ও অম্বষ্ঠাদি গণ কহে। এই দুই গণ পক্কাতিসারের নিবৃত্তিকর, সন্ধানকর (যদ্দ্বারা ক্ষত স্থান যোড়া লাগে), পিত্তের পক্ষে হিতকর এবং ব্রণের রোপণকর।

২২। বট যজ্ঞডুম্বুর অশ্বত্থ প্লক্ষ (পাঁকুড়) মধুক (মৌল) কপীতন (আমড়া) অর্জ্জুন-বৃক্ষ আম্র কোষাম্র (ক্যাওড়া) চোরক (গন্ধদ্রব্য) তেজপত্র জম্বুফল বনজম্বু পিয়াল যষ্টি-মধু কটকী বকুল কদম্ব বদরী

গাব সল্লকী (শালবৃক্ষ) লোধ সাবর-লোধ ভেলা পলাশ নন্দীবৃক্ষ। ইহাদিগকে ন্যগ্রোধাদি গণ কহে। ইহা ব্রণ-রোগে উপকারী, মলের সংগ্রাহক, ভগ্নের (অস্থি-ভগ্নের) সন্ধান-কর, রক্তপিত্ত ও দাহের শান্তিকর, মেদোঘ্ন এবং যোনি-দোষ-হারক।

২৩। গুড়ূচ্যাদি গণ। গুলঞ্চ, নিম্ব, ধন্যে, চন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ; ইহাদিগকে গুড়ূচ্যাদি গণ কহে। এই সকল দ্রব্য সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক ও অগ্নিবৃদ্ধিকর এবং এই সকলের দ্বারা হিক্কা, অরুচি, বমন, পিপাসা ও গাত্রদাহ নিবারণ হইয়া থাকে।

২৪। উৎপলাদি গণ। নীল উৎপল, রক্ত উৎপল, কুমুদ, সৌগন্ধিক, পদ্মকাষ্ঠ, নীলপদ্ম, শ্বেতপদ্ম ও যষ্টিমধু; ইহারা উৎপলাদি গণ। এই সকলের দ্বারা পিপাসা গাত্রদাহ ও রক্তপিত্ত দমন হয়, বিষ নষ্ট হয়, এবং হৃদ্রোগ, ছর্দ্দি ও মূর্চ্ছার শান্তি হইয়া থাকে।

২৫। মুস্তাদি গণ। মুথা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বিভীতকী অর্থাৎ বয়ড়া, কুড়, হৈমবতী (বচ), শুক্ল-বচ, আকনাদি, কটুকী, শার্ঙ্গষ্ঠা (মহাকরঞ্জ), অতিবিষা অর্থাৎ আতইচ, দ্রাবিড়ী (এলাইচ), ভেলা ও চিতা, ইহারা মুস্তাদি গণ। ইহারা কফ ও যোনি-দোষ নষ্ট করে, স্তনদুগ্ধ শোধন করে ও ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক করিয়া থাকে।

২৬। ত্রিফলা। হরীতকী, আমলকী ও বয়ড়া, ইহারা ত্রিফলা। এই সকল দ্রব্য কফ, পিত্ত, মেহ, কুষ্ঠ ও বিষমজ্বর নাশ করে, নেত্র-দোষ দূর করে ও অগ্নির উদ্দীপন করিয়া থাকে।

২৭। ত্রিকটু। পিপ্পলী, মরিচ ও শুণ্ঠী, ইহারা ত্রিকটু। ইহারা শ্লেষ্মা ও মেদ, মেহ, কুষ্ঠ ও চর্ম্ম রোগ নিবারণ করে, গুল্ম, পীনস ও অগ্নিমান্দ্য দমন করে, এবং অগ্নির উদ্দীপন করে।

২৮। আমলক্যাদি গণ। আমলকী, হরীতকী, পিপ্পলী ও চিতা। ইহাদিগকে আমলক্যাদি গণ কহে। ইহারা সর্ব্বপ্রকার জ্বর, কফ ও

অরুচি নাশকারী এবং চক্ষুঃদ্বয়ের উপকারী, অগ্নির উত্তেজক ও শুক্র-বৃদ্ধিকর।

২৯। ত্রপ্বাদি গণ। রাঙ্, সীসা, তামা, রূপা, সোণা, কৃষ্ণ-লৌহ ও লৌহমল, ইহাদিগকে ত্রপ্বাদি গণ কহে। এই সকলের দ্বারা বিষ কৃমি, পিপাসা, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, মেহ ও বিষ নষ্ট হইয়া থাকে।

৩০। লাক্ষাদি গণ। লাক্ষা, রেবত (সোঁদাল), কুটজ (কুড়চি), করবীর, কট্ফল, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, নিম্ব, ছাতিম, মালতী ও বলা, ইহাদিগকে লাক্ষাদি গণ কহে। ইহারা কষায়, তিক্ত ও মধুর। এই সকলের দ্বারা কফ, পিত্ত-রোগ, কুষ্ঠ ও কৃমি নষ্ট হয় এবং দুষ্ট ব্রণের শোধন হইয়া থাকে। ইহার পর পঞ্চবিধ পঞ্চমূল কহিতেছি :—

১ম। গোক্ষুরী, কণ্টকারী, ব্যাকুড়, চাকুলে ও শালপানি, এই সকলকে স্বল্প পঞ্চমূল বলে। ইহারা কষায়, তিক্ত ও মধুর। এই পঞ্চমূলের দ্বারা বাত পিত্ত নষ্ট হয়, এবং শরীরের বল ও পুষ্টি সাধন হইয়া থাকে।

২য়। বিল্ব, গণিকারিকা, সোণা, পারুল ও গাম্ভারী, এই সকলকে বৃহৎ পঞ্চমূল বলে। ইহাদের আস্বাদন তিক্ত পশ্চাৎ মধুর। ইহারা কফ ও বায়ু নাশক, লঘুপাক ও অগ্নি-বৃদ্ধি-কর।

৩য়। এই উভয় পঞ্চমূলকে দশমূল কহে। ইহারা শ্বাস, কফ, পিত্ত ও বায়ু নষ্ট করিয়া থাকে, অপক্ক বস্তুর পরিপাক সাধন করে ও সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারণ করে।

৪র্থ। ভূমিকুষ্মাণ্ড, অনন্তমূল, হরিদ্রা, গুড়ূচী ও অজশৃঙ্গী, ইহাদিগের নাম বল্লী।

৫ম। পানি আমলা, গোক্ষুরী, ঝিণ্টী (ঝাঁটী), গৃধ্রনখ (কাকমাচি) ও শতমূলী, ইহাদিগের নাম কণ্টক। এই বল্লী ও কণ্টকাদি গণদ্বয় রক্ত-পিত্ত ও ত্রিবিধ শোথ দমন করে, এবং সর্ব্বপ্রকার মেহ ও শুক্র-দোষ বিনাশ করিয়া থাকে।

৬৯। কুশ, কাশ, নল, দর্ভ অর্থাৎ উলুপতৃণ ও ইক্ষু, ইহাদিগের নাম তৃণ। এই তৃণ-পঞ্চক দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে মূত্র-দোষ, মূত্র-বিকার ও রক্তপিত্ত নিবারণ হয়।

এই পঞ্চবিধ পঞ্চমূলের মধ্যে আদ্যদ্বয় অর্থাৎ স্বল্প পঞ্চমূল ও বৃহৎ পঞ্চমূল বায়ু দমন করিয়া থাকে, মধ্যদ্বয় অর্থাৎ বল্লী ও কণ্টকাদি মূল শ্লেষ্মার দমন করে, এবং অন্ত্য অর্থাৎ তৃণাদি পঞ্চ-মূল পিত্ত বিনাশ করিয়া থাকে। ত্রিবৃদাদি গণ অন্যত্র বলা যাইবে।

এস্থলে এই সকল গণ সংক্ষেপে লিখিত হইল, তাহার পর চিকিৎসা-প্রকরণে দোষের বলাবল নির্ণয়পূর্ব্বক বিস্তারিতরূপে বলা যাইবে। বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক এই সকল দ্রব্য যথান্যায়ে বিভাগ করিয়া, তদ্দ্বারা প্রলেপ কষায় তৈল ঘৃত ও পানক করিবেন। সকল ঋতুতেই ধূম বর্ষা বায়ু ও ক্লেদ রহিত গৃহে অতি গোপনভাবে ঔষধ সকল রক্ষা করিবেন। দোষ অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফ, এই তিনের প্রভেদ দর্শন করিয়া পূর্ব্বোক্ত ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ সকল প্রয়োগ করিবেন, এবং স্থান বিশেষে কোথাও বা পৃথক্ পৃথক্, কোথাও বা মিশ্রিত, এবং কোথাও বা সমস্ত প্রয়োগ করিবেন। ইতি দ্রব্য-সংগ্রহণীয় অধ্যায়।

একোনচত্বারিংশৎ অধ্যায়।

সংশোধন ও সংশমনী দ্রব্যের বিবরণ।

মদন (ময়না) ফল কুড়চি দেবতাড় তিতলাউ অপামার্গ কৃতবেধন (কোশাতকী) সর্ষপ বিড়ঙ্গ পিপ্পলী করঞ্জ প্রপুন্নাড় (চাকুন্দে), কাঞ্চন-বৃক্ষ কর্ব্বুদার (শ্বেতকাঞ্চন) নিম্ব অশ্বগন্ধা অম্লবেতস বন্ধুজীব (বান্ধুলি) অপরাজিতা শণপুষ্পী (শণ-বৃক্ষ) বিম্ব (তেলাকুচ) বচ রাখাল-শশা ও চিতে, ইহাদিগের দ্বারা শরীরের ঊর্দ্ধভাগ সংশোধিত হয়। ইহা-দিগের মধ্যে প্রপুন্নাড় পর্য্যন্ত বৃক্ষ সমূহের ফল, এবং কাঞ্চন-বৃক্ষ হইতে অবশিষ্ট বৃক্ষগণের মূল গ্রহণ করিবে।

ত্রিবৃৎ (তেউড়ি) শ্যামালতা দন্তী দ্রবন্তী (জয়পাল) সপ্তলা (পারুল)

শঙ্খিনী (চোঁচখড়িকা) মেষশৃঙ্গী গবাক্ষী (গোমুক) ছাগলান্ত্রী (বিষ-ধড়ক) মনসা-সিজ স্বর্ণক্ষীরী-লতা চিত্রক অপামার্গ কুশ কাশ, তিল্বক লোধ, কমলাগুড়ি, পটোলমূল পাটল, গুবাক হরীতকী আমলকী বিভীতকী নীলী, চতুরঙ্গুল (সোঁদাল) এরণ্ড (করঞ্জ), মহাবৃক্ষ (পাঁকুড়) ছাতিম অর্ক এবং জ্যোতিষ্মতী (নফট্‌কী), এই সকলের দ্বারা শরীরের অধোভাগ সংশোধিত হয়। ইহাদিগের মধ্যে তৃবৃৎ হইতে কাশ পর্য্যন্ত দ্রব্যের মূল, তিল্বক হইতে পাটল পর্য্যন্ত দ্রব্যের ত্বক্, কমলাগুড়ি চূর্ণ, গুবাক হইতে এরণ্ড পর্য্যন্ত দ্রব্যের ফল, করঞ্জ এবং সোঁদালের পত্র, এবং অবশিষ্ট বৃক্ষের ক্ষীর গ্রহণ করিবে।

কোশাতকী, সপ্তলা শঙ্খিনী দেবদালী কারবেল্লী (করলা)। ইহারা ঊর্দ্ধাধঃ উভয় ভাগ সংশোধন-কর। ইহাদিগের রস গ্রহণ করিবে।

পিপ্‌পলী বিড়ঙ্গ অপামার্গ শিগ্রু (সজিনা) শ্বেতসর্ষপ শিরীষ মরিচ, করবীর বিম্বী অপরাজিতা অপামার্গ বচ জ্যোতিষ্মতী করঞ্জ অর্ক, অলর্ক (শ্বেত আকন্দ) রসুন আতইচ শুণ্ঠী, তালীশ তমাল রাস্না অর্জ্জক (বাবুই তুলসী), ইঙ্গুদী, মাতুলুঙ্গ (টাবা নেবু) মুরুঙ্গী পীলু-জাতী, শাল তাল মধুক, লাক্ষা হিঙ্গু, লবণ, মদ্য, গোময়-রস এবং গোমূত্র। ইহারা শিরো-বিরেচক। ইহাদিগের মধ্যে মরিচ পর্য্যন্ত বৃক্ষ সমূহের ফল, করবীর হইতে অর্ক পর্য্যন্ত বৃক্ষ সমূহের মূল, অলর্ক হইতে শুণ্ঠী পর্য্যন্ত বৃক্ষ সমূহের কন্দ, তালীশ হইতে অর্জ্জক পর্য্যন্ত উদ্ভিদ্ সমূহের পত্র, ইঙ্গুদী ও মেষশৃঙ্গের ত্বক্, মাতুলুঙ্গ মুরুঙ্গী ও পীলুজাতির পুষ্প, শাল তাল ও মধুকের সার, এবং হিঙ্গু ও লাক্ষার নির্য্যাস, গ্রহণ করিবে। লবণ প্রভৃতি দ্রব্য পার্থিব পদার্থ বিশেষ, মদ্য সমূহ আসব দ্রব্য বিশেষ, এবং গোমূত্র ও গোময়-রসকে মল বলা যায়।

অতঃপর সংশমনী দ্রব্য কহিতেছি।

দেবদারু কুষ্ঠ হরিদ্রা বরুণ মেষশৃঙ্গী শ্বেত-বেড়েলা পীত-

বেড়েলা নীল-ঝিণ্টী গণিকারিকা দুরালভা সল্লকী পারুল বীরতরু (অর্জ্জুন বৃক্ষ) পীত-ঝিণ্টী গুলঞ্চ এরণ্ড পাষাণভেদী (পাথর-কোড়) অর্ক অলর্ক (শ্বেত আকন্দ) শতমূলী পুনর্নবা সাস্তার-লবণ গজ-পিপ্পলী কাঞ্চনবৃক্ষ ভার্গী (বামন-হাটী) কার্পাস বৃশ্চিকালী (বিচুতি) পত্তুর (সালিঞ্চাশাক) যব কোল কুলথ প্রভৃতি, এবং বিদারিগন্ধাদি গণ, ও পূর্ব্বাধ্যায়ে কথিত হ্রস্ব ও বৃহৎ পঞ্চমূলী, ইহারাই সামান্যতঃ বাত-সংশমনী বর্গ।

চন্দন রক্তচন্দন বালা বেণামূল মঞ্জিষ্ঠা কাকোলী ভূমিকুষ্মাণ্ড শতমূলী প্রিয়ঙ্গু শৈবাল কহ্লার (শ্বেত শুঁদি) কুমুদ পদ্ম কদলী কন্দলী (পদ্মবীজ) দূর্ব্বা মূর্ব্বা প্রভৃতি, এবং কাকোল্যাদি ও ন্যগ্রোধাদি গণ ও পূর্ব্বাধ্যায়ে কথিত তৃণ-পঞ্চমূল। ইহারা সামান্যতঃ পিত্ত-সংশ-মনী বর্গ।

দারুহরিদ্রা অগুরু রক্তচন্দন কুষ্ঠ (কুড়) হরিদ্রা শীতশিব (মৌরি) শোল্ফা সরলকাষ্ঠ রাস্না করঞ্জ ডহরকরঞ্জ ইঙ্গুদী জাতী কুঁচ বিষলাঙ্গলী হস্তিকর্ণ-পলাশ মুঞ্জাতক বেণামূল প্রভৃতি, ও পূর্ব্বাধ্যায়ে কথিত বল্লীগণ কণ্টকগণ হ্রস্ব ও বৃহৎ পঞ্চমূলী, এবং পিপ্পল্যাদি বৃহত্যাদি মুষ্ককাদি বচাদি সুরসাদি ও আরগ্বধাদি গণও সামান্যতঃ শ্লেষ্ম-সংশমনী বর্গ।

ব্যাধি অগ্নি প্রকৃতি ও বল বিবেচনা করিয়া ঔষধ সকল বিধান করিবে। ব্যাধির বল অনুসারে যে পরিমাণে ঔষধ প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ঔষধ সেবন করিলে, উপস্থিত ব্যাধির নিবৃত্তি হইয়া অন্যপ্রকার ব্যাধি জন্মে। অগ্নির বল অনুসারে যে পরিমাণে ঔষধ পরিপাক পাইতে পারে, তাহা অপেক্ষা অধিক পরি-মাণে ভক্ষণ করিলে, ঔষধ জীর্ণ হয় না, অথবা উদর ভার হইয়া ক্রমশঃ পরিপাক পায়। প্রকৃতিতে যে পরিমাণে সহ্য পায়, তাহার অধিক সেবন করিলে গ্লানি মূর্চ্ছা বা মানসিক বিকার জন্মে। সংশমনী

দ্রব্যের পরিমাণ এইরূপ কোনপ্রকারে অধিক হইলে, সংশোধনী দ্রব্যের গুণ বিফল করে (১)। পূর্ব্বোক্ত ব্যাধি অগ্নি ও প্রকৃতি অনুসারে ঔষধের পরিমাণ অল্প হইলে কোন ফল দর্শে না। অতএব ব্যাধি অগ্নি ও প্রকৃতি বিবেচনা করিয়াই পরিমাণ বিধান করিবে।

যে রোগ শোধনী দ্রব্যের দ্বারা চিকিৎসনীয়, সেই রোগে রোগী যদি দোষ-জন্য দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তবে অল্প পরিমাণে সংশোধনী ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এরূপ স্থলে দোষ ক্ষালিত হইলে এবং কোষ্ঠ-দেশের মৃদুভাবে ক্রিয়া হইতে থাকিলে, রোগীর বল দেখিবার প্রয়োজন নাই। কারণ ব্যাধিশূন্য হইয়া দুর্ব্বল থাকিলেও তাহার শরীর নিশ্চয় সংশোধিত হইয়াছে বলা যায়। ব্যাধির আদিতে এবং মধ্যে যে ঔষধ সেবন করা যায়, তাহা ক্বাথ হইলে তাহার মাত্রা অঞ্জলি-প্রমাণ, চূর্ণ হইলে দুই তোলা এবং কল্ক হইলে এক তোলা। দোষ স্বয়ং প্রবৃত্ত হইলে, (২) এবং কোষ্ঠের কার্য্য মৃদু হইলে, দুর্ব্বল রোগীরও শোধনী-প্রয়োগেই ব্যাধিশান্তি হয়।

চত্বারিংশৎ অধ্যায়।

দ্রব্য, রস, গুণ, বীর্য্য ও বিপাকের বিজ্ঞান।

কোন কোন আচার্য্যেরা দ্রব্যই প্রধান বলেন। কারণ,প্রথমতঃ, দ্রব্য ব্যবস্থিত এবং রস প্রভৃতি অব্যবস্থিত, যথা অপক্ক ফলে যেরূপ রস গুণ প্রভৃতির উপলব্ধি হয়, পক্ক ফলে সেরূপ হয় না। দ্বিতীয়তঃ, দ্রব্য নিত্য এবং রস গুণ প্রভৃতি অনিত্য। কারণ, কল্কাদির স্থলে দ্রব্য, রস ও গন্ধ বিশিষ্ট অথবা রস ও গন্ধ হীন হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, দ্রব্য,

---

(১) চিকিৎসার প্রথম সংশোধনী পরে সংশমনী ঔষধ সেবন করাই বিধি। কিন্তু সংশমনী দ্রব্যের পরিমাণের আধিক্য জন্য যদি অন্যপ্রকার রোগ জন্মে, তবে পূর্ব্বে যে সংশোধনী দ্রব্যের দ্বারা শরীর সংশোধিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে বিফল হইয়া পড়ে।

(২) পিত্ত শ্লেষ্মা বা মল প্রভৃতি আপনি নিঃসৃত হইলে দোষের স্বয়ং প্রবৃত্তি বলে।

জাতীয়-গুণ নিত্য অবলম্বন করিয়া থাকে, যথা পার্থিব দ্রব্য কদাচ অন্য ভাব প্রাপ্ত হয় না। চতুর্থ, পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা দ্রব্যই গৃহীত হয়, রসাদি গৃহীত হয় না। পঞ্চম, দ্রব্য আশ্রয়, এবং রস প্রভৃতি তাহার আশ্রিত। ষষ্ঠ, ঔষধের গণ বর্ণন করিতে হইলে, দ্রব্যের নাম উল্লেখ করিয়া আরব্ধ হয়, যথা "বিদারিগন্ধাদি আহরণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া পাক করিবে।" ইহাতে রসের উল্লেখ করিয়া আরম্ভ করা হয় নাই। সপ্তম, শাস্ত্র-প্রমাণ হেতু। ঔষধের যোগ-বর্ণনার স্থলে শাস্ত্রে দ্রব্যই প্রধান বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, যথা মাতুলুঙ্গ ও অগ্নিমন্থ ইত্যাদি। এস্থলে রস প্রভৃতি উপদিষ্ট হয় নাই। অষ্টম, রস প্রভৃতির গুণ দ্রব্যের অবস্থা-সাপেক্ষ, যথা তরুণ দ্রব্যের তরুণ রস, পক্ক দ্রব্যের পক্ক রস ইত্যাদি। নবম, দ্রব্যের একাংশেও ব্যাধিশান্তি হইয়া থাকে। যথা "মহাবৃক্ষের ক্ষীর (আটা) কর্ত্তৃক" ইত্যাদি। এই হেতু দ্রব্যই প্রধান। ক্রিয়া এবং ক্রিয়ার গুণের ন্যায় দ্রব্য ও দ্রব্যের লক্ষণ পরস্পর সমবায়ি কারণ *। কেহ কেহ এরূপ স্বীকার না করিয়া রসই প্রধান বলেন। কারণ, প্রথমতঃ, আগম শাস্ত্র। সেই শাস্ত্রে রসের সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে, যে প্রাণিগণের আহার রসের আয়ত্ত। তাহাতেই প্রাণ ধারণ হয়। দ্বিতীয়তঃ, গুরূপদেশের স্থলে রসই উপদেশের বিষয় হইয়াছে, যথা,—মধুর, অম্ল এবং লবণ বায়ুর শান্তিকর। তৃতীয়তঃ অনুমানের স্থলে, রসের দ্বারা দ্রব্য অনুমিত হয়, যথা মধুর দ্রব্য। চতুর্থতঃ, ঋষিবচনেও এইরূপ কথিত আছে যে, যজ্ঞার্থ কিঞ্চিৎ মধুর দ্রব্য আহরণ করিবে। অতএব রসই প্রধান, রসের দ্বারাই দ্রব্যের গুণসংজ্ঞা। রসের লক্ষণ অন্যত্র উপদেশ করিব। কেহ কেহ এরূপ স্বীকার করেন না, বীর্য্যকেই প্রধান বলেন। কারণ

* কোন দ্রব্যের দ্বারা কোন ফল হইলে সেই দ্রব্য এবং তাহার গুণ উভয়ে মিলিয়া সেই ফল উৎপাদনের কারণ হয়। সুতরাং দ্রব্য ও গুণ পরস্পর সমবায়ি-কারণ অর্থাৎ উভয়ে মিলিয়া সেই ফল জন্মায়।

বীর্য্যগুণে ঔষধের কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। শরীরের ঊর্দ্ধ ও অধঃ এবং উভয় ভাগের সংশোধন, সংশমন, সংগ্রহণ, অগ্নিদীপন, প্রপীড়ন, লেখন, বৃংহণ, রসায়ন, বাজীকরণ, শ্বয়থুকরণ, বিলয়ন (মিলিয়া যাওয়া), দহন, দারণ, মাদন, মারণ ও বিষের প্রশমন প্রভৃতি ঔষধের কার্য্য, বীর্য্যের প্রাধান্য-বশতই হইয়া থাকে। জগতের অগ্নিসোমীয়ত্ব প্রযুক্ত বীর্য্য দুইপ্রকার, শীত এবং উষ্ণ। কেহ কেহ বলেন বীর্য্য অষ্টবিধ, যথা, উষ্ণ, শীত, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, বিশদ অর্থাৎ পিচ্ছিল, মৃদু ও তীক্ষ্ণ। এই সকল বীর্য্য স্বীয় বল ও গুণের প্রভাবে রস অতিক্রম করিয়া কার্য্য করে। যথা,—বৃহৎ পঞ্চমূল কষায়-রস ও পশ্চাৎ তিক্তরস-বিশিষ্ট হইয়াও উষ্ণবীর্য্যত্ব হেতু বায়ুর শান্তি করিয়া থাকে। কুলথ, কষায়, কটুক ও পলাণ্ডু, ইহারাও তৈলবৎ স্নেহভাব প্রযুক্ত বায়ুর শান্তি করে। মধুর ও শীতবীর্য্য প্রযুক্ত ইক্ষুরস দ্বারা বায়ু বৃদ্ধি হয়। পিপ্পলী কটুরস-বিশিষ্ট হইয়াও ঈষৎ শীতবীর্য্য প্রযুক্ত পিত্তের শান্তি করে। কাকমাচী তিক্তরস-বিশিষ্ট ও মৎস্য মধুর-রস-বিশিষ্ট হইয়াও উষ্ণবীর্য্য প্রযুক্ত পিত্তের বৃদ্ধি করে। মূলক কটুরস-বিশিষ্ট হইয়াও স্নিগ্ধ-বীর্য্য হেতু শ্লেষ্মা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। কপিত্থ অম্লরস-বিশিষ্ট হইয়াও এবং মধু মধুর-রস-বিশিষ্ট হইয়াও রুক্ষবীর্য্য হেতু শ্লেষ্মা দমন করে। নিদর্শন স্বরূপে এই কয়টী মাত্র প্রদর্শিত হইল।

যে সকল রসের দ্বারা বায়ু শান্তি হয়, যদি সেই সকল রসে রুক্ষতা, লঘুতা ও শীতলতা গুণ থাকে, তাহা হইলে তাহারা বায়ু শান্তি করিতে পারে না। যে সকল রসের দ্বারা পিত্ত নাশ হয়, যদি সেই সকল রসে তীক্ষ্ণতা উষ্ণতা ও লঘুতা গুণ থাকে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা পিত্ত নষ্ট হয় না। এবং যে সকল রসের দ্বারা শ্লেষ্মা দমন হইয়া থাকে, যদি তাহারা স্নেহ গৌরব ও শৈত্য গুণযুক্ত হয়, তাহা হইলে সে সকল রসের দ্বারা শ্লেষ্মার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। অতএব বীর্য্যই প্রধান।

কেহ কেহ ইহা স্বীকার করেন না; তাঁহারা পরিপাককেই প্রধান

বলিয়া থাকেন। কারণ, সকলপ্রকার ভুক্ত-দ্রব্য সম্যক্‌রূপে পরিপাক হইলে গুণ, এবং অপ্রশস্তরূপে পরিপাক হইলে দোষ জন্মাইয়া থাকে। কেহ কেহ কহেন, প্রত্যেক রসেই পরিপাক হইয়া থাকে। কেহ বলেন, মধুর অম্ল ও কটু, এই ত্রিবিধ রসেই পাক হয়। কিন্তু ইহা সুসঙ্গত নহে, কারণ দ্রব্য-গুণ ও শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীত হয় যে, অম্লের বিপাক নাই, অগ্নিমান্দ্য হইলে পিত্তই বিদগ্ধ হইয়া অম্ল-রসে পরিণত হয়। যদি অম্লের বিপাক স্বীকার করিতে হয়, তবে লবণ রসেরও অন্যপ্রকার পাক সম্ভবে। কিন্তু তাহা হয় না, শ্লেষ্মা বিদগ্ধ হইয়াই লবণতা প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, মধুর-রস পরিপাকে মধুরই থাকে, এবং অম্ল-রস অম্লই থাকে, এইপ্রকার সকল রসই অবিকৃত থাকে। তাহার উদাহরণ যথা—স্থালীগত দুগ্ধ পাক হইবার কালে মধুরই থাকে। এবং শালি যব মুদ্গ প্রভৃতি ভূমিতে প্রকীর্ণ হইলে, উত্তর কালেও তাহারা স্বভাব পরিত্যাগ করে না (১)। কেহ কেহ বলেন যে, মৃদু রস বলবান্ রসের অনুগামী হয়। এ বিষয়ে এইরূপ বিবিধ অনবস্থিত দোষ ঘটে। অতএব তাহার এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে। শাস্ত্রে দুইপ্রকার পাক কথিত হইয়াছে; মধুর ও কটু। তাহার মধ্যে মধুরপাকে গুরু, এবং কটুপাকে লঘু হইয়া থাকে। পৃথ্বী অপ্ তেজঃ বায়ু ও আকাশ, ইহাদিগকে গুণের অনুসারে গুরু ও লঘু এই দুইপ্রকারে বিভক্ত করা যায়। পৃথ্বী ও অপ্ গুরু, এবং অবশিষ্ট তিনটী লঘু।

দ্রব্যের পরিপাক কালে, পৃথিবী ও জলের গুণ অধিক পরিমাণে থাকিলে মধুরপাক কহে; এবং অগ্নি বায়ু বা আকাশের গুণ অধিক পরিমাণে থাকিলে কটুপাক কহে। যে সকল তার্কিকেরা, দ্রব্য রস বীর্য্য বিপাক এই চারিটীর একটীর প্রাধান্য স্বীকার করেন, তাঁহা-

(১) ভূমিতে বপন করিলে যে শস্য জন্মায়, তাহাতেও মধুর রস হয়।

দিগের বিতর্কবাদ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তিরা উক্ত চতুষ্টয়েরই প্রাধান্য স্বীকার করেন। কোন দ্রব্য সেবন করিলে, দোষের কিয়দংশ দ্রব্যের দ্বারা, কিয়দংশ তাহার রসের দ্বারা, কিয়দংশ বীর্য্যের দ্বারা এবং কিয়দংশ তাহার বিপাকের দ্বারা শান্তি বা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বীর্য্য ব্যতিরেকে পাক হয় না, রস ব্যতীত বীর্য্য থাকে না, এবং দ্রব্য ব্যতীত রস থাকে না। সুতরাং দ্রব্যই প্রধান। দেহ এবং দেহীর স্থিতি যেরূপ পরস্পর সাপেক্ষ, সেইরূপ দ্রব্য ব্যতিরেকে রস জন্মে না এবং রস ব্যতিরেকেও দ্রব্য জন্মে না। বীর্য্য বলিলে অষ্টপ্রকার গুণ (শীত উষ্ণ রুক্ষ প্রভৃতি) বুঝায়, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সেই অষ্টপ্রকার বীর্য্য দ্রব্যকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। সেই সকল গুণ নির্গুণ রসে কখনই আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না। দ্রব্যেই দ্রব্য পরিপাক হয়, ছয় রস সেরূপ হয় না। অতএব দ্রব্যই প্রধান—রস বীর্য্য ও বিপাক তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। স্বভাবতঃ প্রসিদ্ধ ঔষধ সমস্ত মীমাংসা বা চিন্তার বিষয় হইতে পারে না। বিজ্ঞজনেরা কেবল শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে তাহা সেবন করিবেন। ঔষধ সকল স্বভাবতঃ প্রসিদ্ধ ও তাহাদিগের লক্ষণ ও ফলও প্রত্যক্ষ। বিজ্ঞজনেরা কোন কারণে সেই ঔষধি পরীক্ষা করিবেন না। কারণ, এরূপ সহস্র হেতু আছে, যদ্দ্বারা অম্বষ্ঠা প্রভৃতি বিরেচক ঔষধও বিরেচন করাইতে পারে না। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, হেতু অনুসন্ধান না করিয়া শাস্ত্র-প্রমাণেই কার্য্য করিবেন।

একচত্বারিংশৎ অধ্যায়।

দ্রব্যের বিশেষ বিজ্ঞান।

পৃথিবী জল তেজঃ বায়ু আকাশ, এই সমুদায় মিলিত হইয়া দ্রব্য উৎপন্ন হয়। তাহার মধ্যে যে দ্রব্যে যে ভূতের আধিক্য থাকে, তাহা সেই নামে কথিত হয়। যথা—পৃথ্বীভাগের আধিক্যে পার্থিব, অপ্-

ভাগের আধিক্যে আপ্য, এবং তদনুসারে তৈজস বায়ব্য ও আকাশীয় বলিয়া দ্রব্যের নাম দেওয়া যায়। তাহার মধ্যে যে সকল দ্রব্য স্থূল সার-বিশিষ্ট সান্দ্র মন্দ স্থির খর গুরু কঠিন গন্ধ-বহুল ঈষৎ-কষায় বা মধুর-প্রায়, তাহাদিগকে পার্থিব দ্রব্য বলা যায়। পার্থিব-দ্রব্য স্থিরতা বলসঙ্ঘাত (একত্র সংশ্লেষ) ও বর্দ্ধনকর, বিশেষতঃ অধোগমনশীল।

যে দ্রব্য শীতল আর্দ্র স্নিগ্ধ মন্দ গুরু সারক সান্দ্র মৃদু পিচ্ছিল রস-বহুল ঈষৎ-কষায় অম্ল বা লবণ রসবিশিষ্ট অথবা মধুর-প্রায়, তাহাকে আপ্য (জলীয়) বলা যায়। জলীয় দ্রব্য, স্নেহ হর্ষ ক্লেদ ও সংশ্লেষ-কর এবং ক্ষরণশীল।

যে দ্রব্য উষ্ণ তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম রুক্ষ খর লঘু বিশদ রূপ-গুণ-বহুল ঈষৎ অম্ল ও লবণ রস-বিশিষ্ট অথবা কটুরস-প্রায়, বিশেষতঃ ঊর্দ্ধ-গমনশীল, তাহাকে তৈজস বলা যায়। তৈজসদ্রব্য দহন পচন দারণ তাপন ও প্রকাশ-কর এবং প্রভা ও বর্ণ-কর।

যে দ্রব্য সূক্ষ্ম রুক্ষ খর শিশির লঘু বিশদ স্পর্শ-বহুল ঈষৎ তিক্ত বিশেষতঃ কষায়, তাহাকে বায়বীয় দ্রব্য কহে। বায়বীয় দ্রব্য নির্ম্মলতা লঘুতা ও গ্লানি-কর এবং শোষক ও সঞ্চালক।

যে দ্রব্য শ্লক্ষ্ণ সূক্ষ্ম মৃদু গ্রাম্য-ধর্ম্মের উত্তেজক অপ্রকাশিত ও অব্যক্ত-রস অথবা শব্দবহুল, তাহাকে আকাশীয় দ্রব্য কহে। আকাশীয় দ্রব্য মৃদু সচ্ছিদ্র ও লঘু।

এই সকল লক্ষণের দ্বারা জগতের সকল দ্রব্যকেই ঔষধ বলিয়া নির্ণয় করা যায়। যুক্তি ও প্রয়োজন অনুসারে সেবিত হইলে, এবং বীর্য্য ও গুণ বিশিষ্ট হইলে সকল দ্রব্যই কার্য্যকর হয়। সেই সকল ঔষধ সেবিত হইলে যে সময়ে কার্য্য করে তাহাকে কাল কহে, যাহা করে তাহাকে কর্ম্ম বলে, যদ্দ্বারা করে তাহাকে বীর্য্য বলে, যে স্থানে সেই কার্য্য করে তাহাকে অধিকরণ বলে, যে প্রকারে করে তাহাকে

উপায় বলে, এবং সেই কার্য্যের দ্বারা পরিণামে যাহা নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে ফল বলে।

সেই সকল ঔষধের মধ্যে বিরেচন-দ্রব্যে পার্থিব ও জলীয় গুণই অধিক। পৃথিবী ও জল গুরু, গুরুত্ব প্রযুক্ত অধোগামী। অতএব অধোগুণ-বাহুল্যেই বিরেচন হয় বলিয়া অনুমান করা যায়। বমন-দ্রব্যে অগ্নি ও বায়ু গুণই অধিক। অগ্নি ও বায়ু লঘু, লঘুতা প্রযুক্ত ঊর্দ্ধগামী, অতএব ঊর্দ্ধগুণ-বাহুল্যেই বমন হয় বলিয়া অনুমান করা যায়। বমন ও বিরেচন এই উভয়প্রকার গুণ-বিশিষ্ট দ্রব্যে, ঊর্দ্ধ-গামিতা ও অধোগামিতা উভয় গুণই অধিক পরিমাণে থাকে। সেই-রূপ সংশমন-দ্রব্যে আকাশ-গুণ অধিক, এবং বায়ুর শোষণ-গুণ বলিয়া সংগ্রাহক দ্রব্যে বায়ুর গুণ অধিক। দীপ্তিকর (অগ্নিকর) ঔষধে অগ্নি-গুণের আধিক্য, লেখন-কর ঔষধে বায়ু ও অগ্নি গুণের আধিক্য, এবং পুষ্টিকর ঔষধে পার্থিব ও জলীয় গুণের আধিক্য। ঔষধের কার্য্য এই-রূপে সম্পন্ন হয় বলিয়া অনুমান করা যায়।

ভূমি অগ্নি ও জলীয় দ্রব্যের দ্বারা বায়ুর শান্তি হয়, ভূমি জল ও বায়ু-জাত দ্রব্যে পিত্তের শান্তি হয়, এবং আকাশ অগ্নি ও বায়ু-জাত দ্রব্যে শ্লেষ্মার শান্তি হয়। আকাশ ও বায়ুজ দ্রব্যে বায়ু-বৃদ্ধি হয়, আগ্নেয় দ্রব্যে পিত্ত-বৃদ্ধি হয়, এবং পার্থিব ও জল-জাত দ্রব্যে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয়। প্রত্যেক দ্রব্যেই যে যে গুণ অধিক, তাহা নির্ণীত হইয়াছে। ইহা বিবে-চনা করিয়া একপ্রকার বা বহুবিধ দ্রব্য দোষে প্রয়োগ করিবে (১)।

শীতল উষ্ণ স্নিগ্ধ রুক্ষ মৃদু তীক্ষ্ণ পিচ্ছিল ও বিশদ, দ্রব্যের এই গুণগুলিকে বীর্য্য বলা যায়। দ্রব্যে অধিক পরিমাণে অগ্নি-গুণ থাকিলে তীক্ষ্ণোষ্ণ-বীর্য্য, জলীয় গুণ থাকিলে শীত ও পিচ্ছিল বীর্য্য, পার্থিব ও জলীয় গুণ থাকিলে স্নিগ্ধ বীর্য্য, জল ও আকাশ গুণ থাকিলে মৃদু-বীর্য্য, বায়ু-গুণ থাকিলে রুক্ষ-বীর্য্য, এবং ক্ষিতি ও বায়ু গুণ থাকিলে

(১) অর্থাৎ একপ্রকার বা বহুবিধ দ্রব্য একত্র করিয়া রোগের শান্তি করিবে।

বিশদ-বীর্য্য বলা যায়। গুরু ও লঘু পাকের বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। উষ্ণ বা স্নিগ্ধ বীর্য্য—বাতঘ্ন, শীত মৃদু বা পিচ্ছিল বীর্য্য—পিত্তঘ্ন, এবং তীক্ষ্ণ রুক্ষ বা বিশদ বীর্য্য—শ্লেষ্মঘ্ন। গুরুপাকে বাত-পিত্তের শান্তি হয়, এবং লঘুপাকে শ্লেষ্মার শান্তি হয়। মৃদু শীতল ও উষ্ণ গুণ স্পর্শের দ্বারা জানা যায়, পিচ্ছিল ও বিশদ, দর্শন ও স্পর্শের দ্বারা জানা যায়, স্নিগ্ধ ও রুক্ষ গুণ দর্শনের দ্বারা জানা যায়, এবং সুখ দুঃখ উৎপাদনের দ্বারা শীত ও উষ্ণ জানা যায়। গুরুপাকে বিষ্ঠা মূত্র রুদ্ধ হয় ও ঊর্দ্ধগত কফের দ্বারা পীড়িত হয়। লঘুপাকে বিষ্ঠা মূত্র রুদ্ধ হয় ও তৎপ্রযুক্ত বায়ু কুপিত হয়। যে দ্রব্যের যেরূপ রস, তাহার গুণও তদনুযায়ী হইয়া থাকে। যেমন মধুর-রস হইলে গুরু-পাক ও পার্থিব-গুণ-বিশিষ্ট, এবং মধুর ও স্নিগ্ধ হইলে জলীয়-গুণ-বিশিষ্ট হয়। গণ-বর্ণনায় দ্রব্যের যেরূপ গুণ বর্ণিত হইয়াছে, শরীরেও তাহারা সেইরূপ কার্য্য করে। দ্রব্যের গুণেই দেহের স্থিতি, ক্ষয় ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

দ্বিচত্বারিংশৎ অধ্যায়।

রস-বিশেষ-বিজ্ঞান।

আকাশ বায়ু অগ্নি জল এবং ভূমি এই পঞ্চভূতে, যথাসংখ্য উত্তরোত্তর এক একটী বৃদ্ধি হইয়া শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, এই পঞ্চ গুণ জন্মে। অর্থাৎ আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ, অগ্নির শব্দ স্পর্শ ও রূপ, জলের শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস, এবং ভূমির শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, এইরূপে যথাক্রমে জন্মিয়া থাকে। অতএব রস জলীয়-গুণ-সম্ভূত। পরস্পর সংসর্গ, আনুকূল্য এবং মিশ্রিত হওয়া প্রযুক্ত সকল ভূতের অংশ সকলেতেই মিলিত আছে। তবে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট ভেদে গৃহীত হইয়া থাকে। জলীয়-গুণ-সম্ভূত সেই রস অবশিষ্ট সকল ভূতের সহিত মিলিত হইয়া বিদগ্ধ হইলে ছয়প্রকারে বিভক্ত হয়। ছয় রস যথা,—মধুর অম্ল লবণ কটু তিক্ত ও কষায়।

তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া ত্রিষষ্টি (৬৩) প্রকারে বিভক্ত হয়। তাহার মধ্যে পার্থিব ও জলীয় গুণের আধিক্যে মধুর-রস জন্মে, পার্থিব ও আগ্নেয় গুণ-বাহুল্যে অম্ল-রস জন্মে, জলীয় ও আগ্নেয় গুণ-বাহুল্যে লবণ-রস জন্মে, বায়ব্য ও আগ্নেয় গুণ-বাহুল্যে কটু-রস জন্মে, বায়ব্য ও আকাশ গুণ-বাহুল্যে তিক্ত-রস জন্মে, এবং পার্থিব ও বায়ব্য গুণের বাহুল্যে কষায়-রস জন্মে। মধুর অম্ল ও লবণ বাতঘ্ন, মধুর তিক্ত ও কষায় পিত্তঘ্ন, এবং কটু তিক্ত ও কষায় শ্লেষ্মঘ্ন। বায়ু স্বয়ং সিদ্ধ, পিত্ত আগ্নেয় ও শ্লেষ্মা সৌম্য পদার্থ। সেই সকল রস স্বযোনি-বর্দ্ধনকর, এবং অন্য যোনির শান্তিকর। কোন কোন পণ্ডিত কহেন, যে জগতের অগ্নি-সোমীয়ত্ব প্রযুক্ত রস দুইপ্রকার,—আগ্নেয় ও সৌম্য। মধুর, তিক্ত ও কষায় সৌম্য এবং কটু, অম্ল ও লবণ আগ্নেয়। মধুরাম্ল লবণ স্নিগ্ধ ও গুরু, এবং কটু-তিক্ত-কষায় রুক্ষ ও লঘু। সৌম্য—শীতল, আগ্নেয়—উষ্ণ।

শীতলতা রুক্ষতা লঘুতা বৈশদ্য ও বিষ্টম্ভতা (স্তব্ধতা), বায়ু-গুণের লক্ষণ। তাহার সমান-যোনি কষায় রস। কষায় রসের শীতলতার দ্বারা বায়ুর শীতলতা, রুক্ষতার দ্বারা রুক্ষতা, লঘুতার দ্বারা লঘুতা, বৈশদ্যের দ্বারা বৈশদ্য এবং বিষ্টম্ভতার দ্বারা বিষ্টম্ভতা বৃদ্ধি হয়। উষ্ণতা তীক্ষ্ণতা রুক্ষতা লঘুতা এবং বৈশদ্য, পিত্ত-গুণের লক্ষণ। ইহার সমান-যোনি কটু রস। কটু রসের উষ্ণতার দ্বারা পিত্তের উষ্ণতা, তীক্ষ্ণতার দ্বারা তীক্ষ্ণতা, রুক্ষতার দ্বারা রুক্ষতা, লঘুতার দ্বারা লঘুতা, এবং বৈশদ্যের দ্বারা বৈশদ্য বর্দ্ধিত হয়। মাধুর্য্য স্নেহ গৌরব শীতলতা ও পিচ্ছিলতা শ্লেষ্মা-গুণের লক্ষণ। তাহার সমান-যোনি মধুর-রস। মধুর-রসের মধুরতার দ্বারা শ্লেষ্মার মধুরতা, স্নেহের দ্বারা স্নিগ্ধতা, গৌরবের দ্বারা গুরুতা, শৈত্যের দ্বারা শীতলতা, এবং পিচ্ছিলতার দ্বারা পিচ্ছিলতা বৃদ্ধি হয়। শ্লেষ্মার অপর যোনি অর্থাৎ অসমান-যোনি কটুরস। কটুরসের কটুত্বের দ্বারা শ্লেষ্মার মধুরতা, রুক্ষতার

দ্বারা স্নিগ্ধতা, লঘুতার দ্বারা গুরুতা, উষ্ণতার দ্বারা শীতলতা এবং বৈশদ্যের দ্বারা পিচ্ছিলতা নাশ হয়। দৃষ্টান্তের স্বরূপ এই পর্য্যন্ত বলা হইল।

অতঃপর রসের লক্ষণ কহিতেছি। যে রসে পরিতোষ, আহ্লাদ ও তৃপ্তি জন্মায়, ও যাহার দ্বারা জীবন রক্ষা হয়, মুখের অবলেপ (চট্‌-চটে) জন্মে এবং শ্লেষ্মা-বৃদ্ধি হয়, তাহাকে মধুর-রস বলে। যে রসের দ্বারা দন্ত-হর্ষ, মুখ-স্রাব এবং রুচি জন্মে, তাহাকে অম্ল-রস বলে। যে রসের দ্বারা জিহ্বার অগ্রভাগ জ্বালা করে, উদ্বেগ জন্মে, মাথা ধরে এবং নাসিকা হইতে জল নিঃসরণ হয়, তাহাকে কটু-রস বলে। যে রসের দ্বারা গলদেশে চোষ, মুখের বৈশদ্য, অন্নে রুচি এবং হর্ষ জন্মে, তাহাকে তিক্ত-রস কহে। যে রসের দ্বারা বক্ত্রদেশ পরিশুষ্ক হয়, জিহ্বা স্তম্ভিত হয়, কণ্ঠ বদ্ধ হয়, এবং হৃদয়দেশ পর্য্যন্ত আকৃষ্টের ও একপ্রকার পীড়িতের ন্যায় বোধ হয়, তাহাকে কষায়-রস কহে।

অতঃপর রসের গুণ কহিতেছি। মধুর-রসের দ্বারা রস রক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা ওজঃ শুক্র ও স্তন্য বৃদ্ধি হয়, দৃষ্টিশক্তি কেশ বর্ণ ও বল বৃদ্ধি হয়, ব্রণের সন্ধান হয় (কাটা ঘা যোড়া লাগে), এবং শরীরের রস ও রক্ত প্রসন্ন হয়। এই রস বালক বৃদ্ধ ক্ষত এবং ক্ষীণের পক্ষে হিতকর, রোগী ষট্‌পদ পিপীলিকা প্রভৃতির ইষ্টতম, তৃষ্ণা মূর্চ্ছা ও দাহ শান্তিকর, ছয় ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নকর, এবং কৃমিকর ও কফকর। এই সকলপ্রকার গুণ-বিশিষ্ট হইলেও, একমাত্র মধুর-রস অত্যর্থ সেবন করিলে, কাস শ্বাস অলস বমনেচ্ছা বদনের মাধুর্য্য ও স্বরের উপঘাত (স্বরভঙ্গ), কৃমি গলগণ্ড অর্ব্বুদ শ্লীপদ (গোদ), বস্তি-দেশ ও মলদ্বারের উপলেপ এবং চক্ষু-রোগ প্রভৃতি জন্মে।

অম্ল-রস—জারক পাচক বায়ুর শান্তিকর ও অনুলোমকর কোষ্ঠ-বিদাহী ক্লেদকর মুখপ্রিয় ও বাহ্য-শীতল। এইপ্রকার সকল গুণ-বিশিষ্ট হইলেও, একমাত্র অম্লরস অত্যর্থ সেবন করিলে, দন্ত-হর্ষ,

নয়ন-সংমীলন ও রোম-হর্ষণ হয়, এবং গাঢ় কফ তরল হয় ও শরীর শিথিল হইয়া পড়ে, এবং শরীরে কোন স্থান ক্ষত অভিহত দগ্ধ দষ্ট ভগ্ন শোথ-বিশিষ্ট রুগ্ন পতিত বিসর্প-রোগ-যুক্ত ছিন্ন ভিন্ন বিদ্ধ বা পিষ্ট হইলে তাহা পাকিয়া উঠে, এবং ইহার আগ্নেয় স্বভাব প্রযুক্ত কণ্ঠ, বক্ষ ও হৃদয়ে দাহ জন্মে।

লবণ-রস—সংশোধনকর পাচক বিশ্লেষকর ক্লেদকর শরীর-শৈথিল্যকর, সকল রসের বিরোধী, ও শরীরের সকল অবয়বের কোমলতা সম্পাদক। এইপ্রকার গুণ-যুক্ত হইলেও, সেই একমাত্র লবণ-রস অত্যর্থ সেবন করিলে, গাত্রকণ্ডূ মণ্ডলাকার-ব্রণ শোফ বিবর্ণতা পুংস্ত্বোপঘাত (ধ্বজভঙ্গ), ইন্দ্রিয়গণের উপতাপ, মুখে ও নেত্রে ব্রণ, রক্তপিত্ত বাতরক্ত ও অম্লোদ্গার প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়।

কটু-রস—অগ্নির দীপ্তিকর পাচক রুচিকর শোধন-কর স্থূলতা অলস-কফ ক্রিমি বিষ কুষ্ঠ ও কণ্ডূর শান্তিকর, সন্ধি-বন্ধনের বিশ্লেষকর ও দেহের অবসাদকর, এবং স্তন্য শুক্র ও মেদ নাশক। এইপ্রকার গুণ-বিশিষ্ট হইলেও, একমাত্র কটুরস অত্যর্থ সেবন করিলে, ভ্রম মত্ততা, গল তালু ও ওষ্ঠ শোষ, গাত্র-সন্তাপ বল-হানি, কম্প বেদনা ও ভেদ, এই সকল রোগ উৎপন্ন হয়, এবং হস্ত পাদ পার্শ্ব পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বাত-বেদনা জন্মে।

তিক্ত-রস—ছেদন-কর রুচি-কর দীপ্তি-কর শোধন-কর কণ্ডূ কোঠ তৃষ্ণা মূর্চ্ছা ও জ্বরের শান্তিকর, স্তন্য-শোধন-কর এবং বিষ্ঠা মূত্র ক্লেদ মেদ বসা ও পূযের শোষণকর। এইপ্রকার গুণ-বিশিষ্ট হইলেও, একমাত্র তিক্তরস অত্যর্থ সেবন করিলে, গাত্রের স্পন্দরহিত, এবং মন্যা-স্তম্ভ (গ্রীবা-দেশের সঞ্চালন-শক্তির অভাব), হস্ত পদাদির আক্ষেপ (খেঁচুনি), শিরঃশূল ভ্রম তোদ ভেদ ছেদ ও মুখের বৈরস্য জন্মে।

কষায়-রস—সংগ্রাহক (মল মূত্র রক্ত প্রভৃতি রুদ্ধকর), ব্রণের পূরণকর (স্তব্ধকর, শোধনকর), লেখনকর, শোষণকর, পীড়নকর এবং

ক্লেদ-শোষণকর। এইপ্রকার গুণ-বিশিষ্ট হইলেও, একমাত্র কষায়-রস অত্যর্থ সেবন করিলে, হৃৎপীড়া, মুখ-শোষ, উদরাধ্মান, বাক্‌রোধ, মন্যাস্তম্ভ, অঙ্গস্ফুরণ, কর্ণে চুমচুম-শব্দ শ্রবণ ও আক্ষেপ, আকুঞ্চন প্রভৃতি রোগ জন্মে।

অতঃপর রস-বিশিষ্ট সকল দ্রব্যের উপদেশ করা যাইতেছে। কাকোল্যাদি-গণ দুগ্ধ ঘৃত বসা মজ্জা শালিধান্য ষাটধান্য যব গোধূম মাষকলাই পাণিফল কেসুর সসা গোমুক কর্কটী অলাবু তরমুজ কতক-ফল গিলোড্য (জম্বীর বিশেষ) পিয়াল পদ্মবীজ গাম্ভারীফল মৌল দ্রাক্ষা খর্জ্জূর ক্ষীরাই তাল নারিকেল ইক্ষুবিকার পীত-বেড়েলা শ্বেত-বেড়েলা আলকুশী ভূমিকুষ্মাণ্ড পয়স্যা গোক্ষুরী মূর্ব্বালতা মহুরি ও কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি সংক্ষেপতঃ মধুর-বর্গ।

দাড়িম আমলকী জম্বীর আম্রাতক (আমড়া) কপিত্থ পাণি-আমলা বড়কুল তিন্তিড়ী কোশাম্র কামরঙ্গ তিন্দুক বেত্রফল মাদার অম্লবেতস জম্বীর (গোঁড়ানেবু) দধি ঘোল সুরা, সাধারণ অম্লরস, কাঁজী তূষোদক ধান্যাম্ল প্রভৃতি অম্ল-বর্গ।

সৈন্ধব স্বচ্ছ বিট্ পাক্য সাম্ভরী সামুদ্র (করকচ) পক্তিম যবক্ষার উষক্ষার ও সুবর্চ্চিকা (সাজীমাটী) প্রভৃতি সামান্যতঃ লবণ-বর্গ।

পিপ্পল্যাদি সুরসাদি শিগ্রু মধু-শিগ্রু মূলক রশুন সুমুখ (শ্বেত-তুলসী) মৌরী কুড় দেবদারু রেণুক সোমরাজী-ফল মুথা কাঁচড়া মুষাকাণী গুগ্‌গুল সোনাপাত পীলু প্রভৃতি প্রায় কটু-বর্গ।

আরগ্বধাদিগণ গুড়ূচ্যাদিগণ মঞ্জিষ্ঠা বৈত্র-করীর (বেতের কুড়ী) হরিদ্রা দারু-হরিদ্রা ইন্দ্রযব বরুণ-বৃক্ষ গোক্ষুরী সপ্তপর্ণ বৃহতী কণ্টি-কারী চোরহুলী মূষিক-পর্ণী ত্রিবৃৎ (তেউড়ী) ঘোষা-ফল কর্কোটক কাকরোল কারবেল্লক (করেলা) বার্ত্তাক করীর করবীর মালতী শঙ্খ-হুলী অপামার্গ বলা অশোক কটুকী জয়ন্তী ব্রাহ্মী পুনর্নবা বৃশ্চি-কালী (বিছুটী) ও জ্যোতিষ্মতী-লতা প্রভৃতি সামান্যতঃ তিক্ত-বর্গ।

ন্যগ্রোধাদি অম্বষ্ঠাদি প্রিয়ঙ্গ্বাদি ও রোধ্রাদিগণ ত্রিফলা জম্বু আম্র বকুল তিন্দুক (কেঁদ ফল) কতকশাক পাষাণ-ভেদী পুষ্পহীন বৃক্ষের ফল ও ধুনা প্রভৃতি প্রায় কষায়-বর্গ। কুরুবক কাঞ্চন-বৃক্ষ জীবন্তী চিল্লি পালঙ্ক সুষুনি-শাক প্রভৃতি এবং উড়িধান্য আদি ও মুদগাদি সামান্যতঃ কষায়-বর্গ।

এই সকল রস প্রত্যেকে ও পরস্পর মিলিত হইয়া ত্রিষষ্টি (৬৩) প্রকারে বিভক্ত। যথা, দুই রসের পরস্পর সংযোগে পঞ্চদশ প্রকার, তিন রসের সংযোগে বিংশতি প্রকার, চারি রসের সংযোগে পঞ্চদশ প্রকার, পাঁচ রসের সংযোগে ছয় প্রকার, এবং সকল রস প্রত্যেকে ছয় প্রকার। এই সকল সংযুক্ত-রসের প্রয়োজন অন্যত্র বলা যাইবে।

ত্রিচত্বারিংশৎ অধ্যায়।

বমন-দ্রব্য-বিধি।

বমন-কারক দ্রব্যের মধ্যে মদন (ময়না) ফলই বমন করাইবার পক্ষে শ্রেষ্ঠতম উপায়। প্রসৃতি-পরিমাণ আতপ-শুষ্ক মদনপুষ্প-চূর্ণ, অপামার্গ অর্ক বা নিম্বের ক্বাথে আলোড়িত করিয়া, মধু ও সৈন্ধব লবণের সহিত পান করাইয়া বমন করাইবে। অপক্ক মদন-ফলের চূর্ণ উক্তপ্রকারে বকুলের বা পটোল-মূলের ক্বাথে এবং মধু ও সৈন্ধব লবণ সহযোগে উষ্ণ করিয়া ভক্ষণ করাইবে। অথবা তিল-তণ্ডুল বা যবের মণ্ড উক্ত চূর্ণ-সহযোগে পাক করিয়া পান করাইবে। অথবা, ঈষৎ হরিত পাণ্ডুবর্ণ মদন-ফল কুশের দ্বারা বদ্ধ ও গোময়ের দ্বারা লেপন করিয়া, যব তুষ মুদ্গ মাষ বা শালি প্রভৃতি ধান্যের রাশির মধ্যে অষ্টরাত্র রাখিয়া, তাহার শস্য গ্রহণ করিবে। সেই শস্য আতপে শুষ্ক করিয়া দধি মধু ও পললের (মাংসের) সহিত মর্দ্দন করিয়া পুনর্ব্বার শুষ্ক করিবে। অনন্তর উত্তম পাত্রে রাখিয়া কোবিদারাদি দ্রব্যের

মধ্যে কোন (১) দ্রব্যের অথবা যষ্টিমধুর কাথ সহযোগে মুষ্টির দ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক রাত্রিকালে পর্য্যুষিত করিয়া রাখিবে। প্রাতঃকালে রোগীকে পূর্ব্বমুখে বা উত্তরমুখে বসাইয়া আশীর্ব্বিধেয় মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ঐ ঔষধ মধু ও সৈন্ধব লবণ সংযোগে পান করাইবে। মন্ত্র যথা,—ব্রহ্মা দক্ষ অশ্বিনীদ্বয় রুদ্র ইন্দ্র পৃথিবী চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি এবং বায়ুগণ ঋষিগণ ওষধিগণ ও ভূতগণ তোমাকে রক্ষা করুন। রসায়ন যেরূপ ঋষিদিগের পক্ষে, অমৃত যেরূপ দেবতাগণের পক্ষে, এবং সুধা যেরূপ উত্তম নাগগণের পক্ষে, এই ঔষধ তোমার পক্ষে সেইরূপ হউক।

বিশেষতঃ শ্লেষ্মার জ্বরে প্রতিশ্যায়ে বা অন্তর্বিদ্রধিরোগে বমন না হইলে, অথবা হইলেও তাহাতে দোষের প্রবৃত্তি না থাকিলে, সম্যক্ রূপে বমন না হওয়া পর্য্যন্ত পিপ্পলী বচ এবং শ্বেত-সর্ষপ পেষণ করিয়া লবণযুক্ত উষ্ণ-জলে মিশ্রিত করণপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ পান করাইবে। মদন-ফলের মজ্জাচূর্ণ, সেই ফলের কাথে ভাবিত (২) করিয়া, ঐ ফলের কাথের সহিতই পান করাইবে। অথবা মদন-ফলের মজ্জার সহিত দুগ্ধ পাক করিলে যে সন্তানিকা (সর) জন্মে, তাহা মধু-সংযোগে ভক্ষণ করাইবে। অথবা উক্ত মজ্জার সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া পান করাইবে। অধোগামী-রক্তপিত্ত অথবা হৃদ্দাহ রোগে, উক্ত-মজ্জ-সংযোগে দুগ্ধ পাক করিবে, ও তাহাতে যবের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া রোগীকে পান করাইবে। কফ বমন বা তমকশ্বাস রোগে, উক্ত-প্রকারে দুগ্ধ পাক করণপূর্ব্বক দধি প্রস্তুত করিবে, সেই দধি বা সেই দধির স্নেহ ভক্ষণ করাইবে। পিত্ত কফের স্থানগত হইলে, ভল্লাতকের তৈল নিঃসারণের ন্যায় মদন-ফলের মজ্জার তৈল নিঃসারণ করিয়া ফাণিত পূর্ব্বক (ফেনাইয়া) লেহন করিতে দিবে। অথবা উক্ত ফলের

(১) ৩৯ অধ্যায়ে দেহের ঊর্দ্ধভাগ-সংশোধনী দ্রব্যগণের মধ্যে কোবিদার হইতে চিতে পর্য্যন্ত যে সকল দ্রব্য বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে যে কোন দ্রব্য হউক।

(২) পুনঃ পুনঃ কাথের সহিত মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করাকে ভাবিত করা বলে।

মজ্জাচূর্ণ জীবন্তীর ক্বাথের সহিত পান করাইবে। মদন-ফলের মজ্জার ক্বাথ পিপ্পল্যাদি চূর্ণের সহিত, অথবা উক্ত মজ্জার চূর্ণ নিম্ব অথবা শ্বেত-আকন্দের ক্বাথের সহিত সেবন করিলে কফ-রোগের শান্তি হয়। অথবা উক্ত মজ্জ-চূর্ণ, যষ্টিমধু গাম্ভারী ও দ্রাক্ষার ক্বাথের সহিত সেবন করাইবে। মদন-ফলের বিধি এইরূপ কথিত হইল।

দেবতাড় বৃক্ষের পুষ্প-চূর্ণ পূর্ব্ববৎ দুগ্ধের সহিত পাক করিবে। সেই দুগ্ধে যবের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে। রোমশ ব্যক্তিকে সেই দুগ্ধের সন্তানিকা, ও রোম-হীন ব্যক্তিকে সেই দুগ্ধজাত দধির স্নেহ সেবন করাইবে। হরিত-পাণ্ডু রোগে উক্তপ্রকার দধিই সেবন করাইবে। কফ অরুচি কাস শ্বাস পাণ্ডুরোগ যক্ষ্মা ও তৎপর্য্যায়গত অন্যান্য রোগে, উক্ত পুষ্পের ক্বাথের সহিত সুরা সেবন করাইবে। কুটজ ও কোষাতকী ফলের দ্বারাও এই প্রণালীক্রমে বমন করান যায়। তিক্ত অলাবুর পুষ্প-চূর্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, কাস শ্বাস বমন ও কফরোগের শান্তি হয়। মদন-ফলের মজ্জার ন্যায় অপামার্গও বমন-কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গরল গুল্ম উদরী কাস শ্বাস ও কফ রোগের পক্ষে ইহা বিশেষরূপে সেবনীয়। বায়ু কফস্থান-গত হইলে, কোষাতকী ও পিপ্পলী-চূর্ণ বমন-কারক দ্রব্যের ক্বাথের সহিত পান করাইয়া, ও তদনন্তর উৎপলাদিগণে যে সকল দ্রব্য উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদিগের চূর্ণ আঘ্রাণ করাইয়া, বমন করাইবে। শরীরে দোষ বদ্ধ হইয়া না থাকিলে অগ্রে যবের মণ্ড পান করাইয়া পরে এই বমন-প্রণালী বিধান করিবে। বমন বিরেচন ও শিরোবিরেচন কার্য্যে অবস্থা-বিশেষে কোন কোন দ্রব্য এইপ্রকার বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বমন-দ্রব্যের যে নিয়ম বলা হইল, তাহা ব্যাধি-কাল এবং রোগীর শক্তি অনুসারে বিধান করিবে। বুদ্ধিমান্ বৈদ্য, লেহ্য পেয় প্রভৃতি ভক্ষ্য দ্রব্যের সংযোগে বমন-দ্রব্যের ক্বাথ রস কল্ক এবং চূর্ণ প্রয়োগ করিবে।

চতুশ্চত্বারিংশৎ অধ্যায়।

বিরেচন-দ্রব্য-বিধি।

মূলের মধ্যে রক্তবর্ণ তেউড়ির মূল, ত্বকের মধ্যে বিল্ব-বৃক্ষের ত্বক্, ফলের মধ্যে হরীতকী, তৈলের মধ্যে এরণ্ড তৈল, এবং দুগ্ধের মধ্যে সিজ্‌বৃক্ষের দুগ্ধ, এই পাঁচটী বিরেচনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ। তাহাদিগের ব্যবহার-প্রণালী আনুপূর্ব্বিক কহিতেছি।

বায়ুজন্য রোগে দোষ-বর্জ্জিত বৃহৎ ত্রিবৃতের (তেউড়ি) মূল-চূর্ণ এবং প্রচুর পরিমাণে সৈন্ধব-লবণ ও শুণ্ঠী-চূর্ণ, অম্লরসের সহযোগে পান করিবে। পিত্ত-রোগে উক্ত ত্রিবৃৎ মূলের চূর্ণ, শর্করা প্রভৃতি ইক্ষু-বিকার সহযোগে অথবা দুগ্ধ-সহযোগে পান করিবে। কফ-রোগে উক্ত মূল-চূর্ণ, গুড়ুচী নিম্ব ও ত্রিফলার রস এবং ত্রিকটু ও গোমূত্র সহযোগে, অথবা গোক্ষুরী ও ত্রিকটু যুক্ত ত্রিবৃৎ-চূর্ণ পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করিবে। তেউড়ী মূলের রস ১ প্রস্থ (/২ দুই সের), ও তেউড়ী-মূলের কল্ক ১ কুড়ব (৩২ তোলা) পরিমাণ, এবং সৈন্ধব ও শুণ্ঠী প্রত্যেকে ১ কর্ষ (২ তোলা) পরিমাণ, একত্র পাক করিবে, রস শুষ্কপ্রায় হইয়া কল্ক প্রস্তুত হইলে ভক্ষণ করিবে। সেই কল্ক এবং শুণ্ঠী প্রত্যেকে সমান ভাগ, সৈন্ধব ও গোমূত্র সংযোগে পান করিবে। ত্রিবৃৎ (তেউড়ী) শুণ্ঠী ও হরীতকী প্রত্যেকে সমান ভাগ, এবং সুপক্ক পূগফল অর্দ্ধভাগ, এই সকল দ্রব্য বিড়ঙ্গবীজ মরিচ দেবদারু সৈন্ধব ও গোমূত্র সংযোগে পান করিবে। বিরেচন-দ্রব্য (তেউড়ী প্রভৃতি) চূর্ণ করিয়া তাহাদিগেরই রসে মর্দ্দন করিবে। সেই গুটিকা ঘৃতের সহিত ভক্ষণ করিবে। গুড় পাক করিবার কালে পাক শেষ-প্রায় হইলে (অথবা গুড়ের রস প্রস্তুত করিয়া) তাহাতে উপর্য্যুক্ত ত্রিবৃৎ-চূর্ণ ক্ষেপণ করিয়া পাক করিবে। শীতল হইলে দারুচিনী এলাইচ ও তেজপত্র সংযোগপূর্ব্বক মর্দ্দন করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে গুটিকা বন্ধন করিবে। বিরেচক দ্রব্যের চূর্ণ সেই দ্রব্যের চতুর্গুণ পরিমিত ক্বাথে

পাক করিবে। শীতল হইলে ঘৃতের দ্বারা অল্প মর্দ্দন করিবে। পরে ঐ কাথের উষ্ণজল দ্বারা স্বেদ দিয়া তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিবে। অনন্তর শর্করা পাক করিয়া তাহাতে ঐ খণ্ডগুলি এবং গন্ধ-দ্রব্য প্রক্ষেপপূর্ব্বক গুটিকা বন্ধন করিবে। বিরেচক দ্রব্যের রসে মুদ্গ বা অন্যপ্রকার বিদল (কলাই প্রভৃতি দ্বিদল) ভাবিত করিবে। সৈন্ধব-লবণ ও ঘৃত সংযোগে সেই বিদলের যূষ পাক করিয়া রোগীকে পান করাইবে। বমন-কারক ঔষধও এই প্রণালীতে সেবন করান যায়। ইক্ষু দ্বিখণ্ডিত করিয়া ত্রিবৃতের কল্ক লেপনপূর্ব্বক রজ্জুর দ্বারা বন্ধন করিয়া পুটপাক-প্রণালীতে সম্যক্-রূপে পাক করিবে। শীতল হইলে সেই ইক্ষু পিত্ত-রোগীকে ভক্ষণ করাইবে।

শর্করা বনযমানী দারুচিনী ক্ষীরিকা ভূমিকুষ্মাণ্ড ও ত্রিবৃৎ, সম-ভাবে মধু ও ঘৃতের সহিত সেবন করিলে তৃষ্ণা দাহ ও জ্বরের শান্তি হয়। কোমল-প্রকৃতি ব্যক্তিদিগের বিরেচনের নিমিত্ত শর্করা ও মধুসংযুক্ত ত্রিবৃৎ-চূর্ণ বিধান করিবে। পল (৮ তোলা) পরিমিত শর্করাতে দারুচিনী তেজপত্র ও মরিচ চূর্ণ সমভাগে ক্ষেপণ পূর্ব্বক অবলেহ প্রস্তুত করিবে। অবলেহ প্রস্তুত হইলে তাহাতে ত্রিবৃৎ-চূর্ণ, ও শীতল হইলে অর্দ্ধকুড়ব (১৬ তোলা) পরিমিত মধু প্রদান করিবে, এইটী পিত্তঘ্ন বিরেচন। ত্রিবৃৎ শ্যামা-লতা যবক্ষার শুণ্ঠী পিপ্পলী ও মধু একত্র ভক্ষণ করা, সকলপ্রকার শ্লেষ্মা-বিকারের পক্ষে শ্রেষ্ঠ বিরেচন। বীজযুক্ত হরীতকী গাম্ভারী-ফল আমলকী দাড়িম ও বদর, ইহাদিগের রস তৈলে ভর্জ্জিত করিয়া অম্ল-রস সংযোগে পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে দারুচিনী এলাইচ তেজপত্র ও ত্রিবৃৎ মধুমিশ্রিতপূর্ব্বক অবলেহ প্রস্তুত করিবে। এই অব-লেহ অল্পকফ প্রকৃতি সুকুমার ব্যক্তির পক্ষে প্রশস্ত বিরেচক। নীল-বৃক্ষ ত্রিবৃৎ ও মিছরি এই তিন দ্রব্য তিনভাগ, এবং দারুচিনী ও এলাইচ এই দুই দ্রব্যে মিলিয়া এক ভাগ, মধু এবং ফলাম্লের

(অম্ল-বর্গের লিখিত কোন ফল) সহযোগে সেবন করিবে। ত্রিবৃৎ শ্যামালতা শর্করা পিপ্‌পলী ত্রিফলা ও মধু একত্র মোদক প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে সন্নিপাত ঊর্দ্ধগত-রক্তপিত্ত ও জ্বর আরোগ্য হয়। ত্রিবৃৎ তিন ভাগ, তাহার সমান ত্রিফলা, এবং যবক্ষার পিপ্‌পলী ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে এক ভাগ, চূর্ণ করিয়া মধু ঘৃত সংযোগে লেহন করিবে, অথবা গুড়-সংযোগে গুটিকা নির্ম্মাণ করিয়া ভক্ষণ করিবে। ইহার দ্বারা কফ-বাত-জন্য গুল্ম, প্লীহা উদরী হলীমক এবং এবং অন্যান্য রোগও নিবারিত হয়। এই বিরেচনটী উপদ্রব-রহিত। শ্যামালতা ত্রিবৃৎ নীল কটুকী মুথা দুরালভা চই ইন্দ্রবীজ ও ত্রিফলা, ঘৃত ও মাংস-রস সংযোগে পান করিবে। এই বিরেচন রুক্ষ ব্যক্তির পক্ষেও প্রশস্ত। বিরেচক দ্রব্যের কাথ শীতল হইলে তাহার তিন ভাগ, এবং শর্করা দুই ভাগ একত্র অগ্নিতে পাক করিবে। উত্তমরূপে পাক হইলে শীতল করিয়া কলসীতে রাখিবে। পরে হেমন্ত ও তৎপূর্ব্ব বা পর ঋতু, এই উভয় ঋতুতে মিলিয়া অন্যূন এক মাস অতীত হইলে (১), তাহাতে মধুর ন্যায় গন্ধ-বিশিষ্ট মাদক রস জন্মে। সেই রস পান করিবে। ক্ষার মূত্র এবং অন্য প্রকার মাদকেও এই প্রণালী-ক্রমে কার্য্য হয়। বিরেচক দ্রব্যের মূলের কাথে মাষ-কলাই ভাবিত (২) করিবে, শালি-তণ্ডুলও ঐ কাথে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া চূর্ণ করিবে, পরে একত্র পিণ্ডাকারে শুষ্ক করণপূর্ব্বক চূর্ণ করিবে। শালিতণ্ডুল-চূর্ণ বিরেচক দ্রব্যের উষ্ণ কাথে পেষণ করিবে। সেই পিষ্টদ্রব্য তিন ভাগ এবং কিণ্ব এক ভাগ মিশ্রিত করিবে। সেই মিশ্রিত দ্রব্য উপর্য্যুক্ত কাথের সহিত একত্র করিয়া কলসীতে রাখিলে

(১) হেমন্ত ঋতুর পনর দিন ও তাহার পর বা পূর্ব্ব ঋতুর পনর দিন, এইরূপে উভয় ঋতু মিলিয়া এক মাস অতীত হইলে।

(২) যে কোন রূপে হউক, উল্লিখিত রস-সহযোগে আর্দ্র করাকেও ভাবিত করা বলে।

যে সুরা-রস জন্মে তাহা পান করিবে। এই সুরা-কল্পের প্রণালী বমন-কার্য্যেও প্রয়োগ হইতে পারে। পরে ত্রিবৃৎ প্রভৃতি বিরেচক দ্রব্য, আরগ্বধাদিগণস্থ (৩৮ অধ্যায়ে) দ্রব্য, বৃহৎ পঞ্চ মূল, এবং মূর্ব্বা করঞ্জ সিজ্ হরীতকী ত্রিফলা আতইচ ও বচ, এই সকল দ্রব্যের মূল সংগ্রহ করিয়া দুই ভাগ করিবে। তাহার এক ভাগ চূর্ণ করিবে, এবং অপর ভাগের ক্বাথ করিবে। যব ভাঙ্গিয়া সেই ক্বাথে পুনঃ ২ ভাবিত করিবে। সেই ভাবিত যব শুষ্ক করিয়া অল্প ভর্জ্জন করিবে। সেই ভৃষ্ট যবের তিন ভাগ ও পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ এক ভাগ, এবং পূর্ব্বোক্ত ক্বাথ শীতল হইলে সকল একত্র করিয়া কলসীতে পূর্ব্ব কথিত প্রণালীক্রমে রাখিবে। তাহাতে সৌবীরক (কাঁজী) প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সকল সংগ্রহ করিয়া দুই ভাগ করিবে। তাহার একভাগ চূর্ণ করিবে। অপর ভাগ যবের সহিত অজশৃঙ্গী বৃক্ষের ক্বাথে অগ্নিতে পাক করিবে। সুপক্ক হইলে ঔষধ-গুলি পৃথক্ করণ পূর্ব্বক তুষ সমেত সম্যক্ রূপে মর্দ্দন করিবে। সেই মর্দ্দিত ঔষধ তিন ভাগ ও পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ এক ভাগ একত্র করিয়া উপযুক্ত যবের সহিত কলসীতে স্থাপন করিবে। পূর্ব্বোক্ত মতে কাল গত হইলে তাহাতে যে রস জন্মে তাহাকে তুষোদক কহে। তুষোদক ও সৌবীরক প্রস্তুত করিবার প্রণালী বলা হইল। ছয় বা সপ্তরাত্রি পরে তাহারা পানীয় স্বরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। বিরেচন দ্রব্যের মধ্যে ত্রিবৃৎ-মূলের বিধি বলা হইল। দন্তী অথবা মূষিক-পর্ণীর মূল কুশে বন্ধন করিয়া ও মৃত্তিকা লেপন পূর্ব্বক সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ হইলে উদ্ধৃত করিয়া শুষ্ক করিবে। পরে ত্রিবৃৎ সেবনের প্রণালী-ক্রমে পিত্ত-শ্লেষ্মা রোগে প্রয়োগ করিবে। উক্ত দুই মূলের কল্ক বা ক্বাথের দ্বারা চক্রতৈল পাক করিবে। অথবা তাহাতে ঘৃত পাক করিবে, তদ্দারা বিসর্প কক্ষা দাহ ও অলজী রোগ নিবৃত্তি হয়। এবং তৈলের দ্বারা মেহ গুল্ম বায়ু ও শ্লেষ্মাজন্য বিবন্ধ নাশ হয়। এই চারি প্রকার স্নেহের দ্বারা পুরীষ শুক্র ও বায়ু সংরোধ-জন্য রোগ সমূহ নাশ হয়। দন্তী-মূল

মূষিক-পর্ণীর মূল মরিচ ধুস্তুর বাসক শুণ্ঠী দ্রাক্ষা চিতা, এই সকল দ্রব্য সপ্তাহ গোমূত্রে ভাবিত করিবে। পরে চূর্ণ করিয়া ঘৃতসংযোগে ভক্ষণ করিবে। গুড় ৮ পল (৬৪ তোলা) হরীতকী চূর্ণ ১৬০ তোলা দন্তী ৪ তোলা চিতে ৪ তোলা পিপ্‌পলী ১০ তোলা, ও ত্রিবৃৎ ১০ তোলা, একত্র করিয়া মোদক নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ১০ দিন অন্তর এক একটী ভক্ষণ করিয়া উষ্ণ জল অনুপান করিবে। ইহা দোষঘ্ন এবং গ্রহণী পাণ্ডু অর্শঃ ও কুষ্ঠ নাশক। শুণ্ঠী পিপ্‌পলী মরিচ দারচিনি এলাইচ তেজপত্র মুথা বিড়ঙ্গ ও আমলকী, এই দ্রব্য গুলি চূর্ণ করিয়া প্রত্যেকে সমভাগ, সকলের অষ্টগুণ তৃবৃৎ মূল-চূর্ণ, দন্তী-চূর্ণ দুই ভাগ ও শর্করা ছয় ভাগ, ঈষৎ সৈন্ধব লবণ ও মধু, সকল একত্র ভক্ষণ করিয়া শীতল জল অনুপান করিবে। ইহা বস্তিরোগ তৃষ্ণা জ্বর ছর্দ্দি শোষ পাণ্ডু ও মুর্চ্ছা নাশক, বিষঘ্ন ও বিরেচক। ইহার নাম ত্রিবৃদষ্টক, পিত্ত রোগীর পক্ষে হিতকর। পিত্ত-শ্লেষ্মা রোগীর পক্ষে এই ঔষধ ভক্ষণ করিয়া ক্ষীর অনুপান করা কর্ত্তব্য। এই ঔষধ ধনীর পক্ষে সেবনীয়।

লোধ বৃক্ষের বল্কল পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহিরের ত্বক্ গ্রহণ করিবে। সেই ত্বক্ চূর্ণ করিয়া তিন ভাগ করিবে। দুই ভাগ লোধের ক্বাথে মিশ্রিত করিবে, তৃতীয় ভাগ সেই ক্বাথে ভাবিত করিয়া শুষ্ক করিবে। পরে পুনর্ব্বার দশমূলের ক্বাথে ভাবিত করিয়া ত্রিবৃতের বিধানানুসারে কার্য্য করিবে।

ত্বকের দ্বারা বিরেচন প্রণালী বলা হইল, এক্ষণে ফলের দ্বারা বিরেচন করাইবার প্রণালী বলা যাইতেছে। অস্থি (আঁটী) বর্জ্জিত ও দোষ-বর্জ্জিত হরীতকীর ফল ত্রিবৃতের বিধানানুসারে সেবন করিলে সকল রোগের শান্তি হয়। হরীতকী পরম রসায়ন, মেধা-জনক, দুষ্ট ও অন্তর্ব্রণের সংশোধক। হরীতকী বিড়ঙ্গ সৈন্ধব শুণ্ঠি ত্রিবৃৎ ও মরিচ একত্র গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে বিরেচন হয়। হরীতকী দেবদারু কুড় গুবাক সৈন্ধব আদা একত্র গোমূত্র সহযোগে সেবন করিলে বিরে-

চন হয়। নীলী-বৃক্ষের ফল শুণ্ঠী ও হরীতকী, চূর্ণ করিয়া গুড়ের সহিত লেহন পূর্ব্বক উষ্ণজল পান করিবে। পিপ্‌পল্যাদি গণের ক্বাথে হরীতকী পেষণ করিয়া সৈন্ধব-লবণ সংযোগে পান করিলে তৎক্ষণাৎ বিরেচন হয়। শুণ্ঠী গুড় অথবা সৈন্ধবলবণের সহিত হরীতকী ভক্ষণ করিলে অগ্নি বৃদ্ধি হয়। হরীতকী বায়ুর অনুলোম-কারিণী, সংসর্গ-শক্তি-বর্দ্ধিনী ও ইন্দ্রিয়গণের প্রসন্ন-কারিণী। অতিরিক্ত আহার প্রযুক্ত যে সকল রোগ জন্মে, তাহা প্রায়ই হরীতকীর দ্বারা নিবৃত্তি হয়। আমলকী শীতল, রুক্ষ, পিত্ত এবং মেদ ও কফহারী। বিভীতকী উষ্ণ নহে অথচ কফ ও পিত্তের শান্তিকর। এই তিন ফল অম্ল কষায় তিক্ত ও মধুর-রস-বিশিষ্ট, এই ত্রিফলা সর্ব্বরোগ নাশিনী। তিন ভাগ (৪ভাগের ৩ ভাগ (ঘৃতের সহিত ইহা সতত সেবন করিলে শরীর শীঘ্র জরাগ্রস্ত হয় না।

সোঁদাল ভিন্ন অন্যান্য সকল বিরেচক ফলই হরীতকীর বিধানানুসারে প্রয়োগ করা যায়। বিরেচক ফল পক্কাবস্থায় বৃক্ষ হইতে চয়ন করিয়া বালুকা মধ্যে স্থাপন করিবে। পরে সপ্তাহ আতপে শুষ্ক করিয়া তাহার বীজের শস্য গ্রহণ করিবে। সেই শস্য জলে পাক করিয়া অথবা তিলের ন্যায় পেষণ করিয়া তৈল বাহির করিবে। সেই তৈল দ্বাদশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত বালককে সেবন করাইবে। শুণ্ঠী পিপ্‌পলী মরিচ ও কুষ্ঠ সংযোগে এরণ্ড-তৈল লেহন করিয়া ঈষদুষ্ণ জল অনুপান করিলে বিরেচন হয়। এরণ্ড-তৈল, দ্বিগুণ ত্রিফলার ক্বাথের সহিত বা দুগ্ধ অথবা মাংস-রসের সহিত সেবন করিলে বিরেচন হয়। বালক বৃদ্ধ ক্ষত ক্ষীণ ও সুকুমার ব্যক্তিদিগের প্রতি এই বিরেচন বিধেয়।

হে সুশ্রুত! বিরেচক ফলের প্রণালী বলা হইল, এক্ষণে ক্ষীরের (আটার) প্রণালী কহিতেছি শ্রবণ কর। তীক্ষ্ণ বিরেচকের মধ্যে সীজ দুগ্ধই শ্রেষ্ঠ। অজ্ঞ-কর্তৃক প্রয়োগ করা হইলে তাহা বিষের ন্যায় প্রাণ

নাশ করে, এবং বিজ্ঞ কর্ত্তৃক প্রয়োগ করা হইলে সঞ্চিত মহান্ দোষ সমূহ ভেদ ও দুস্তর রোগ সমূহ বিনাশ করে। বৃহৎ পঞ্চ-মূলী এবং বৃহতী ও কণ্টকারী, ইহাদিগের এক একটীর করিয়া পৃথক্ রূপে ক্বাথ গ্রহণ করিবে। সেই সমস্ত ক্বাথ ও সীজ-দুগ্ধ সমভাগে লইয়া, ঐ সীজ দুগ্ধ প্রত্যেক ক্বাথের সহিত পৃথক্ রূপে সিজ কাষ্ঠের অঙ্গারেই শুষ্ক করিবে। পরে বড় কুল-পরিমাণ ঔষধ লইয়া অম্লাদি বর্গের সহিত (রোগ ভেদে) সেবন করিবে। মহাবৃক্ষের দুগ্ধে যবের তণ্ডুল আর্দ্র করিয়া রাখিবে। পরে তাহাতে মণ্ড প্রস্তুত করিয়া পান করিলে অথবা গুড়ের সহিত মোদক প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিলে, শীঘ্র বিরেচন হয়। অথবা মনসা-সীজের দুগ্ধ, এবং ঘৃত ও চিনী একত্র লেহ প্রস্তুত করিয়া লেহন করিবে। অথবা লবণযুক্ত পিপ্পলী ও গজ-পিপ্পলী মনসা-সীজের দুগ্ধে ভাবিত করিয়া, কিংবা কমলা গুড়ির চূর্ণ ঐ দুগ্ধে ভিজাইয়া রাখিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিবে। সপ্তলা (পারুল) শঙ্খিনী দন্তী ত্রিবৃৎ ও আরগ্বধ (সোঁদাল) সপ্তাহ গোমূত্রে ও পরে মনসা-সীজের দুগ্ধে মগ্ন করিয়া রাখিবে। পরে চূর্ণ করিয়া তাহা মাল্য বসন প্রভৃতিতে বিকীর্ণ করিবে। সেই মাল্য বসন প্রভৃতি সম্যক্-রূপে আঘ্রাণ বা অঙ্গে আবরণ করিলে মৃদু কোষ্ঠ ব্যক্তির বিরেচন হয়। বিরেচন-কার্য্যে ক্ষীর ত্বক ফল মূলের প্রণালী বলা হইল, রোগাদি সম্যকরূপে বিবেচনা করিয়া সেবন করাইবে। ত্রিবৃৎ ত্রিফলা দারুচিনি বিড়ঙ্গ পিপ্পলী যবক্ষার প্রত্যেকের চূর্ণ ১২ মাষা একত্র ঘৃত ও মধু সংযোগে লেহন করিবে, অথবা গুড়ের সহিত মোদক প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিবে। ইহা শ্রেষ্ঠ বিরেচন। ইহার দ্বারা গুল্ম প্লীহোদর কাস হলীমক অরুচি এবং বাত-শ্লেষ্মা জনিত অন্যান্য ব্যাধির নিবৃত্তি হয়। ঘৃত তৈল দুগ্ধ মদ্য মূত্র বা অন্যান্য রস অথবা ভক্ষ্য অন্ন বা লেহ্য দ্রব্যের সহিত অভিজ্ঞ বৈদ্য বিরেচন প্রয়োগ করিবেন। ক্ষীর (আটা) রস কল্ক উষ্ণ ক্বাথ শীতল ক্বাথ এবং চূর্ণ,

ঔষধ সেবনের এই ছয় প্রকার কল্প। ইহারা উত্তরোত্তর লঘু। অর্থাৎ ক্ষীর অপেক্ষা রস লঘু, রস অপেক্ষা কল্ক লঘু ইত্যাদি। (১)

পঞ্চ চত্বারিংশৎ অধ্যায়।

দ্রব-দ্রব্যের গুণ-বর্ণনা।

আকাশ হইতে যে জল বর্ষণ হয়, তাহা অনির্দ্দিষ্ট-রস (কিরস তাহা বলা যায় না) অমৃততুল্য জীবনীয় তৃপ্তিকর ধারক আশ্বাসজনক শ্রমঘ্ন এবং ক্লান্তি পিপাসা মদ মূর্চ্ছা তন্দ্রা নিদ্রা ও দাহের শান্তিকর ও একান্ত হিতকর। সেই জল ভূমিতে পতিত হইয়া নদনদী সরোবর পুষ্করিণী দীর্ঘিকা কূপ ক্ষুদ্র-কূপ প্রস্রবণ উদ্ভিদ্ বৃহৎকূপ ক্ষেত্র এবং ক্ষুদ্র জলাশয় প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত হইলে নানা প্রকার রস প্রাপ্ত হয়। কোন কোন পণ্ডিতেরা বলেন যে লোহিত কপিল পাণ্ডু পীত নীল ও শুক্ল প্রভৃতি বর্ণ-বিশিষ্ট ভূমিতে সেই জল যথাক্রমে মধুর অম্ল লবণ কটু তিক্ত ও কষায় রসবিশিষ্ট হয়। তাহা সঙ্গত নহে। পৃথিবী জল অগ্নি প্রভৃতি পঞ্চ স্থূল-ভূত পরস্পর মিশ্রিত হইয়া জলের উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট রস উৎপাদন করে। ভূমিতে অধিক পরিমাণে পার্থিব অংশ থাকিলে তাহার জল অম্ল ও লবণ রসবিশিষ্ট হয়, অধিক পরিমাণে জলীয় গুণ থাকিলে তাহার জল মধুর রসবিশিষ্ট হয়, অধিক পরিমাণে আগ্নেয় গুণ থাকিলে জল কটু বা তিক্ত হয়, অধিক পরিমাণে বায়ুর গুণ থাকিলে জল কষায়-রসবিশিষ্ট হয়, এবং অধিক পরিমাণে আকাশের গুণ থাকিলে জলের অব্যক্ত রস হয়, কারণ আকাশের রস অব্যক্ত। কোন প্রকার রস জানা যায় না বলিয়াই আন্তরীক্ষ জল

(১) বমন বিরেচন অধ্যায়ে অনেক স্থলেই দ্রব্যের ভাগ ও ঔষধ সেবনের পরিমাণ উল্লেখ নাই, কিন্তু সাধারণ বিধি এইরূপ আছে যে ভাগের উল্লেখ না থাকিলে সকল দ্রব্যই সমভাগ লইতে হইবে এবং সেবনের স্থলে মোদক, বটক ও লেহ ঔষধ দুইতোলা পরিমাণে সেবন করিবে। তবে শারীরীক অবস্থা ও বয়সের তারতম্য অনুসারে পরিমাণেরও বিশেষ হইয়া থাকে।

অভাবে এই জলই পানের পক্ষে প্রশস্ত। আন্তরীক্ষ জল চারি প্রকার। যথা—ধার কার তৌষার ও হৈম। তাহাদিগের মধ্যে ধারার জলই শ্রেষ্ঠ, কারণ, ইহা লঘু। ধারার জল দুই প্রকার গাঙ্গ এবং সামুদ্র। গাঙ্গ বারি প্রায় আশ্বিন মাসেই বর্ষণ হইয়া থাকে। বর্ষণ কালে এই দুই প্রকার জলের পরীক্ষা করিবে। শালি-তণ্ডুলের অকুথিত (অতিশয় দ্রব না হয়) ও অবিদগ্ধ (দগ্ধও না হয়) অন্ন পিণ্ডাকারে রজত পাত্রে রাখিয়া বৃষ্টির সময় বাহির করিবে। মুহূর্ত্ত কাল বৃষ্টিতে রাখিলে যদি সেই রূপই থাকে তবে গাঙ্গ বারি বর্ষণ হইতেছে জানিবে। যদি বিবর্ণ দ্রবীভূত বা ক্লিন্ন হয় তবে সামুদ্র বারি বর্ষণ হইতেছে জানিবে; তাহা উপাদেয় নহে। সামুদ্র বারিও আশ্বিন মাসে গ্রহণ করিলে গাঙ্গবারির ন্যায় গুণ-বিশিষ্ট হয়। গাঙ্গ-বারিই প্রধান। তাহা আশ্বিন মাসে পবিত্র শুক্ল বিস্তীর্ণ বস্ত্রের এক দেশ হইতে ক্ষরিত, অথবা হর্ম্ম্যতল হইতে পরিভ্রষ্ট হইলে, পবিত্র পাত্রে গ্রহণ করিয়া সুবর্ণ রজত বা মৃত্তিকার পাত্রে রাখিবে। সেই জল সকল কালেই পান করা কর্ত্তব্য। তাহার অভাবে ভূমিস্থিত জল পান করিবে। সেই ভূমি আকাশ-গুণ-বহুল হওয়া উচিত। ভৌম জল সপ্ত প্রকার। কূপের জল, নদীর জল, সরোবরের জল, পুষ্করিণীর জল, প্রস্রবণের (ঝরণার) জল, উদ্ভিদ্ (মৃত্তিকা হইতে নিঃসৃত) জল এবং ক্ষুদ্র কূপের জল। বর্ষাকালে আন্তরীক্ষ ও ঔদভিদ-জল সেবন করিবে, ইহা মহান্ গুণকারী। শরৎ-কালে সকল জলই নির্ম্মল হয়, সুতরাং সকল জলই পান করা যাইতে পারে। হেমন্ত-কালে সরোবর ও পুষ্করিণীর জল, বসন্ত ও গ্রীষ্ম-কালে প্রস্রবণ ও কূপের জল, এবং প্রাবৃট্ কালে ক্ষুদ্র কূপের জল, এবং নূতন বৃষ্টির জল না হইলে সকল জলই সেবনীয়।

কীট মূত্র পুরীষ অণ্ড (ডিম্) শব অথবা বিষ কর্ত্তৃক দূষিত, কিম্বা তৃণ পত্র প্রভৃতির দ্বারা কলুষিত নূতন জলে যে ব্যক্তি অব-

গাহন করে, বা সেই জল পান করে, তাহার বাহ্যিক ও আন্তরিকি নানা প্রকার রোগ শীঘ্র জন্মে।

যে জল শৈবাল পঙ্ক তৃণ পদ্মপত্র প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন, জ্যোৎস্না রৌদ্র ও বায়ুর দ্বারা সেবিত নহে, এবং গন্ধ বর্ণ ও রস বিশিষ্ট (মধুর অম্ল বা লবণ প্রভৃতির কোন প্রকার আস্বাদ থাকে), সেই জল ব্যাপন্ন (বিকৃত) বলিয়া জানিবে। তাহাতে স্পর্শ রূপ রস গন্ধ বীর্য্য বিপাক এই ছয় প্রকার দোষ জন্মে। খরতা পিচ্ছিলতা উষ্ণতা ও দন্ত গ্রাহিতাই জলের স্পর্শ-দোষ, পঙ্ক সিকতা শৈবাল প্রভৃতি বিবিধবর্ণ হওয়াই জলের রূপ-দোষ, মধুর অম্ল লবণ প্রভৃতি কোন প্রকার আস্বাদ থাকাই রস-দোষ, কোন প্রকার দুর্গন্ধ থাকা গন্ধ-দোষ, পান করিলে যদি তৃষ্ণা গুরুতা শূল ও কফ-প্রসেক জন্মে, সেইটি বীর্য্য-দোষ, এবং যদি অধিক বিলম্বে পরিপাক পায় অথবা ভার হইয়া থাকে সেইটি বিপাক দোষ। আন্তরীক্ষ-জলে কোন দোষই থাকে না। বিকৃত-জল হইলে, অগ্নিতে বা সূর্য্য-কিরণে সিদ্ধ করা, তপ্ত-লৌহ-পিণ্ড বালুকা বা মৃৎপিণ্ড তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার শীতল করা, এবং নাগকেশর চম্পক উৎপল ও পাটল পুষ্প প্রভৃতির দ্বারা তাহা অধিবাসিত করা কর্ত্তব্য।

সুবর্ণ রজত তাম্র কাংস্য বা মণিময় পাত্রে অথবা পুষ্প-শোভিত মৃৎপাত্রে সুগন্ধি জল পান করিবে। বিকৃত-জল, অথবা যে ঋতুতে যে জল বিধান করা হইল তাহা ভিন্ন অন্য প্রকার জল, সেবন করিলে দোষ জন্মে। বিকৃত-জল পান করিতে হইলে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শোধিত করিয়া পান করিবে। তাহা না করিলে, শ্বয়থু পাণ্ডুরোগ ত্বক্‌দোষ অজীর্ণতা শ্বাস কাস প্রতিশ্যায় শূল গুল্ম ও উদর রোগ শীঘ্র জন্মে।

বৃষ্টির সময়ে প্রাঙ্গন বা বাটির কোন স্থানে পবিত্র ও শুক্ল বস্ত্রের চারিটী কোণ

কলুষিত জল সংশোধনের উপায় সপ্ত প্রকার। যথা—কতক-ফল, (নির্ম্মাল্য ফল) গোমেদক, (ধাতুবিশেষ) বিসগ্রন্থি (মৃণাল মূল), শৈবাল-মূল, বস্ত্র, মুক্তা ও মণি। নিক্ষেপণ দ্রব্য পঞ্চ প্রকার। যথা—ফলক, ত্র্যষ্টক, মুঞ্জবলয়, উদকমঞ্চিকা এবং শিক্য। শীতল করণের উপায় সপ্ত প্রকার। যথা—বায়ু প্রবাহিত স্থানে স্থাপন, উদক-প্রক্ষেপণ, যষ্টিকা-ভ্রামণ, (জলের মধ্যে যষ্টি দিয়া আবর্ত্তন করা) ব্যজন, (বাতাস করা) বস্ত্রোদ্ধরণ, (কাপড়ে ছাঁকা) বালুকা-ক্ষেপণ এবং শিক্যাবলম্বন (শিকায় ঝুলাইয়া রাখা)। যে জল গন্ধ-হীন রসহীন তৃষ্ণাঘ্ন পবিত্র শীতল নির্ম্মল লঘু ও মুখ-প্রিয়, সেই জলই গুণকারী।

যে নদী পশ্চিম বাহিনী, তাহার জল লঘু, সুতরাং পানের পক্ষে প্রশস্ত। যে নদী পূর্ব্ব-বাহিনী, তাহার জল গুরু, সুতরাং অপ্রশস্ত। যে নদী দক্ষিণ-বাহিনী, তাহার জল লঘুও নহে গুরুও নহে। যে সকল নদী সহ্য-পর্ব্বত-সম্ভূত তাহাদের জল সেবনে কুষ্ঠ রোগ জন্মে। যে সকল নদী বিন্ধ-পর্ব্বত-সম্ভূত তাহাদের জল সেবনে কুষ্ঠ ও পাণ্ডু-রোগ জন্মে। যে সকল নদী মলয়-পর্ব্বত-সম্ভূত, তাহাদের জল সেবনে কৃমি রোগ জন্মে। যে সকল নদী মহেন্দ্র-পর্ব্বত-সম্ভূত তাহাদের জল সেবনে শ্লীপদ ও উদর রোগ জন্মে। হিমবান্ পর্ব্বত হইতে যে নদী জন্মে, তাহার জল সেবনে হৃদ্রোগ শ্বয়থু শিরোরোগ শ্লীপদ ও গলগণ্ড রোগ জন্মে। যে নদী পারি-পাত্র পর্ব্বত সম্ভূত, তাহার জলে কল্য-রোগ (স্ত্রীলোকের আর্ত্তবসম্বন্ধীয় রোগ) জন্মে।

নদী বেগবতী হইলে বা জল নির্ম্মল হইলে লঘু হইয়া থাকে। মন্দগামী ও তজ্জন্য শৈবাল সঞ্চিত হইয়া কলুষিত হইলে, জল গুরু হইয়া থাকে। যে নদী মরুভূমিতে প্রবাহিত হয়, তাহার জল প্রায়

চারি দিকে বদ্ধ করিয়া রাখিবে, ও তাহার নীচে মধ্যস্থলে একটী পাত্র রাখিবে, বর্ষার জল সেই বস্ত্র হইতে ক্ষরিত হইয়া পাত্রে পতিত হইলে তাহা গ্রহণ করিবে।

তিক্ত ও লবণ রস বিশিষ্ট, ঈষৎ কষায় ও মধুর রসও হইয়া থাকে, এবং লঘু ও বলের পক্ষে হিতকর।

সকল প্রকার ভৌম জল প্রাতঃকালে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। সেই সময় জল নির্ম্মল ও শীতল থাকে। এই দুইটী, জলের পরম গুণ।

যে জলে দিবাভাগে সূর্য্যকিরণ ও নিশাকালে চন্দ্রকিরণ পতিত হয়, সেই জল রুক্ষ বা চক্ষুরোগ-কারী নহে। ইহা বর্ষার জলের তুল্য গুণকারী। বৃষ্টির জল ত্রিদোষের শান্তিকর বলকর রসায়ন মেধাজনক রক্ষোঘ্ন শীতল প্রফুল্ল-কর এবং জ্বর দাহ ও বিষরোগের শান্তিকর। ইহা পবিত্র পাত্রে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। চন্দ্রকান্ত (মণি বিশেষ) হইতে যে জল উদ্ভব হয় তাহা পিত্তঘ্ন ও বিমল। মূর্চ্ছা, বা পিত্ত উষ্ণ হইয়া দাহ হইলে, বিষরোগ রক্ত-সম্বন্ধীয় রোগ বা উন্মাদ রোগ হইলে, ভ্রম ক্লান্তি তমক-শ্বাস বা বমন রোগ হইলে, অথবা ঊর্দ্ধগত রক্ত-পিত্ত হইলে শীতল জলই প্রশস্ত। পার্শ্ব-শূলে প্রতিশ্যায়ে বাতরোগে গল-দেশের রোগে আধ্মানে মৃদু-কোষ্ঠে ও নবজ্বরে এবং সদ্য বিরিক্ত হইলে, হিক্কা রোগ হইলে, বা স্নেহদ্রব্য পান করিলে, শীতল জল পরিত্যাগ করিবে। নদীর জল বায়ু-বর্দ্ধন-কর রুক্ষ অগ্নির দীপ্তিকর লঘু এবং লেখন-কর। সেই জল মধুর-রস-বিশিষ্ট ও গাঢ় হইলে, চক্ষুরোগ-কারী গুরু এবং কফ-বর্দ্ধন-কর হইয়া থাকে। সরোবরের জল তৃষ্ণা-শান্তিকর বলকর কষায় মধুর এবং লঘু। তড়াগের (১) জল বায়ু-বর্দ্ধক স্বাদু কষায় ও কটু-পাক বাপীর জল বাত-শ্লেষ্মার শান্তিকর সক্ষার (ক্ষার যুক্ত) কটু এবং পিত্তকর। কূপোদক সক্ষার পিত্তকর শ্লেষ্মঘ্ন অগ্নির দীপ্তিকর ও লঘু। চুণ্টীর (ক্ষুদ্রকূপ-বিশেষ) জল, অগ্নিকর রুক্ষ মধুর অথচ শ্লেষ্মল নহে। প্রস্রবণের (ঝরণার) জল কফঘ্ন অগ্নিকর দীপ্তিকর হৃদ্য ও লঘু। ঔদ্ভিদ (মৃত্তিকা ভেদ করিয়া

---

(১) জলাশয় দীর্ঘ প্রস্থে পাঁচ শত ধনু বা দুই সহস্র হাত হইলে তড়াগ কহে, এবং চতুঃসহস্র ধনু অথবা ষোড়শ সহস্র হস্ত হইলে বাপী কহে।

উত্থিত) জল, মধুর পিত্তের শান্তিকর এবং অবিদাহী (যাহাতে অম্ল রস না জন্মে)। বৃহৎ কূপের জল, কটু সক্ষার শ্লেষ্মঘ্ন লঘু ও অগ্নিকর। ক্ষেত্রের জল মধুর গুরু ও দোষ-বর্দ্ধক। ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর জলেরও ঐ প্রকার গুণ, বিশেষতঃ দোষ-বৃদ্ধিকর। সমুদ্রের জল আমীষ-গন্ধ ও লবণ-রস বিশিষ্ট এবং সকল প্রকার দোষ-বর্দ্ধনকর। আনূপ দেশের (জলা ভূমির) জল বহুবিধ দোষাকর চক্ষুরোগকর এবং গর্হিত। জঙ্গল প্রদেশের জল এই সকল প্রকার দোষ রহিত, মধ্যম প্রকার গুণ বিশিষ্ট, বিদাহী তৃষ্ণা শান্তিকর প্রশস্ত প্রীতিকর দীপ্তিকর স্বাদু শীতল ও লঘু। উষ্ণোদক কফ মেদ ও বায়ুর শান্তিকর। উষ্ণোদক সিদ্ধ হইয়া বেগে-রহিত ফেনা-শূন্য নির্ম্মল ও লঘু হইলে, এবং চারিভাগের এক ভাগ অবশিষ্ট থাকিলে, গুণকারী হয়। সিদ্ধ-জল পর্য্যুষিত (বাসী) হইলে কখনই পান করিতে দিবে না। সেই জল অম্লীভূত হইয়া হৃদয়দেশে শ্লেষ্মা সঞ্চিত করে। মদ্যপানে উন্মত্ত হইলে, পিত্ত-জন্য বা সান্নিপাতিক রোগ হইলে, উষ্ণ-জল শীতল করিয়া পান করাইবে। নারিকেল-জল স্নিগ্ধ স্বাদু হিম মুখপ্রিয় অগ্নিকর বস্তিশোধনকর বৃষ্য তেজস্কর পিত্তজন্য-পিপাসার শান্তিকর এবং গুরু। দাহ অতিসার পিত্তরক্ত মূর্চ্ছা মদ্যপান জন্য রোগ বিষজন্য রোগ তৃষ্ণা ছর্দ্দি এবং ভ্রম, এই সকল রোগে উষ্ণ-জল শীতল করিয়া পান করা প্রশস্ত। অরুচি প্রতিশ্যায় কফ-স্রাব শ্বযথু ক্ষয় মন্দাগ্নি উদরী কুষ্ঠ জ্বর নেত্র-রোগ ব্রণ এবং মধু-মেহ, এই সকল রোগে জল অল্পই পান করিবে।

দুগ্ধ-বর্গ।

গো ছাগী উষ্ট্রী মেষী মহিষী অশ্বিনী নারী ও হস্তিনী, ইহারা বিবিধ প্রকার ঔষধি ভক্ষণ করে বলিয়া, ইহাদিগের দুগ্ধ প্রসন্ন আশ্বাসজনক গুরু মধুর পিচ্ছিল (১) শীতল স্নিগ্ধ নির্ম্মল সারক এবং মৃদু।

(১) পিচ্ছিল শব্দে ঘৃত তৈলের ন্যায় সার, যাহাকে ইংরাজি ভাষায় অ্যাল ব্যুমেন কহে।

অতএব যে সকল প্রাণী পান করিয়া জীবন ধারণ করে, এই স্থলে কথিত সকল প্রকার দুগ্ধই তাহাদিগের প্রকৃতি-সিদ্ধ সেবনীয়। কোন প্রকার দুগ্ধই তাহাদিগের পানের পক্ষে নিষেধ নাই। কারণ দুগ্ধ সেই সকল প্রাণীর জাতীয় আহার। বায়ু পিত্ত শোণিত এবং মানসিক বিকারে দুগ্ধ পান বিরুদ্ধ নহে। জীর্ণজ্বর কাস শ্বাস শোষ ক্ষয় গুল্ম উন্মাদ উদরী মূর্চ্ছা ভ্রম মত্ততা দাহ পিপাসা হৃদ্রোগ বস্তি-রোগ পাণ্ডুরোগ গ্রহণী-রোগ অর্শঃ শূল উদাবর্ত্ত অতিসার প্রবাহিকা (অতিসার বিশেষ) যোনি-রোগ গর্ভস্রাব রক্ত-পিত্ত শ্রম ও ক্লম এই সকলের শান্তিকর, পাপ-নাশক বলকর বৃষ্য বাজীকর (কামেন্দ্রিয়ের উত্তেজক) রসায়ন মেধা-জনক সন্ধান-স্থাপন বয়ঃস্থাপন (শরীর জীর্ণ হয় না) আয়ুষ্কর জীবনীয় পুষ্টিকর বমন ও বিরেচনে তুল্য-হিতকর এবং ওজঃ বর্দ্ধনকর। বালক বৃদ্ধ ক্ষত ক্ষীণ এবং ক্ষুধা স্ত্রীসংসর্গ ও পরিশ্রমে ক্লান্ত, ইহাদিগের পক্ষে উৎকৃষ্ট পথ্য।

গাভী-দুগ্ধ—চক্ষুরোগ-কারী নহে, স্নিগ্ধ গুরু রসায়ন রক্তপিত্তের শান্তিকর শীতল রসে ও পাকে মধুর জীবনীয় এবং বাত-পিত্ত শান্তির পক্ষে প্রশস্ত।

ছাগী-দুগ্ধ—গাভী-দুগ্ধের তুল্য গুণ-বিশিষ্ট, বিশেষতঃ শোষ-রোগির (যাহার শরীর শুষ্ক হইয়া যায়) পক্ষে হিতকর। অজাদিগের দেহ বৃহৎ নহে, তাহারা কটুতিক্ত প্রভৃতি রস ভক্ষণ করে, অধিক জল পান করে না, এবং পরিশ্রম করে, এই সকল কারণে তাহাদিগের দুগ্ধ সকল রোগের শান্তিকর।

উষ্ট্রী-দুগ্ধ—রুক্ষ উষ্ণ কিঞ্চিৎ লবণ রস-বিশিষ্ট স্বাদু এবং লঘু। শোফ গুল্ম উদর অর্শঃ কৃমি কুষ্ঠ বিষ এই সকল রোগে এই দুগ্ধ উপকারী।

মেষী-দুগ্ধ—মধুর স্নিগ্ধ গুরু ও পিত্ত শ্লেষ্মা-জনক। এই দুগ্ধ কেবল বায়ুজন্য-কাসরোগে পথ্য।

মাহিষ-দুগ্ধ—অতিশয় চক্ষুরোগ-কর, মধুর বহ্নি-নাশক নিদ্রাকর শীতল কর এবং গব্য-দুগ্ধ অপেক্ষা স্নিগ্ধতর।

একশফ (যাহাদিগের খুর দ্বিখণ্ডিত নহে) জন্তুর দুগ্ধ উষ্ণ, বলকর হস্তপাদের বাতরোগের শান্তিকর, মধুরাম্ল ও পশ্চাৎ লবণ-রস বিশিষ্ট রুক্ষ এবং লঘু।

নারী-দুগ্ধ—মধুর পশ্চাৎ কষায় হিম জীবনীয় লঘু ও অগ্নির দীপ্তিকর।

হস্তিনী-দুগ্ধ—মধুর পশ্চাৎ কষায় বৃষ্য (তেজস্কর) গুরু স্নিগ্ধ স্থৈর্য্যকর শীতল চক্ষুর হিতকর এবং বলকর।

রাত্রি-কালে চন্দ্রের গুণে ও ব্যায়ামের অভাবে প্রাতঃকালের দুগ্ধ প্রায়ই ভার ও শীতল হইয়া থাকে। দিবাভাগে সূর্য্যতাপে তাপিত হওয়া এবং ব্যায়াম ও বায়ু সেবন প্রযুক্ত অপরাহ্ন কালের দুগ্ধ বায়ুর অনুলোম-কর শ্রান্তিনাশক ও চক্ষুর দীপ্তিকারী। অপক্ক (কাঁচা) দুগ্ধ প্রায় ভার ও চক্ষু-রোগকারী। দুগ্ধ অগ্নিতে পক্ক করিলে লঘুতর হয়। কেবল নারীর দুগ্ধই অপক্ক অবস্থায় হিতকর, অন্য কোন দুগ্ধ নহে। অপক্ক দুধের মধ্যে ধারোষ্ণ দুগ্ধই গুণ বিশিষ্ট, দোহনের পর শীতল হইলে বিপরীত গুণ হয়। সকল দুগ্ধই অতিশয় সিদ্ধ করিলে ভার এবং পুষ্টিকর হয়। দুগ্ধে অনিষ্ট গন্ধ বা অম্লরস জন্মিলে, বা তাহা বিবর্ণ বিরস লবণ-যুক্ত বা বিগ্রথিত (ছিঁড়ে যাওয়া বা ছানা হইয়া যাওয়া) হইলে, পরিত্যাগ করিবে।

দধিবর্গ।

দধি তিন প্রকার, মধুর অম্ল এবং অত্যম্ল, ও পশ্চাৎ কষায়। ইহা স্নিগ্ধ ও উষ্ণ এবং পীনস বিষম-জ্বর অতিসার অরুচি ও মূত্র-কৃচ্ছ্র রোগের শান্তিকর, তেজস্কর প্রাণকর ও মঙ্গলজনক। দধি মধুর-রস হইলে চক্ষুরোগ জন্মায় এবং কফ ও মেদের বর্দ্ধন করে, অম্লরস হইলে পিত্ত শ্লেষ্মার বৃদ্ধি করে, অত্যম্ল হইলে রক্ত দূষিত করে। মন্দজাত

হইলে ভাল না বসিলে বিদাহি হয় (গলা জলে) ও তদ্দ্বারা মল মূত্র বায়ু পিত্ত ও কফ বৃদ্ধি হয়।

গব্যদধি—স্নিগ্ধ মধুর অগ্নিকর বলকর রুচিকর এবং পবিত্র।

ছাগদধি—লঘু কফ-পিত্তের শান্তিকর, বায়ু-জনিত ক্ষয়-রোগের নিবৃত্তিকর, অর্শঃ শ্বাস ও কাস রোগের হিতকর, এবং অগ্নিকর।

মাহিষদধি—মধুর বৃষ্য বায়ু-পিত্তের শান্তিকর, কফ-বর্দ্ধন কর এবং স্নিগ্ধ।

ঔষ্ট্র দধি—পাকে কটুরস, ক্ষারযুক্ত গুরুপাক ও ভেদকর, এবং বাত অর্শঃ কুষ্ঠ কৃমি ও উদরী রোগের শান্তিকর।

আবিক (মেষ) দধি—বাত-শ্লেষ্মা ও অর্শের প্রকোপকর, রসে ও পাকে মধুর, চক্ষুরোগ-কর এবং দোষের বর্দ্ধন-কর।

ঘোটকীর দধি—অগ্নিকর চক্ষুর অহিতকর বাত-বর্দ্ধনকর রুক্ষ উষ্ণ কষায় এবং কফ ও মূত্রের নাশক।

নারী-দধি—স্নিগ্ধ বিপাকে মধুর বলকর তৃপ্তিকর ভার চক্ষুর হিত-কর ও দোষের শান্তিকর।

হস্তিনীর দধি—লঘুপাক কফঘ্ন উষ্ণবীর্য্য অজীর্ণকর এবং মল-বর্দ্ধন-কর।

গব্য প্রভৃতি যে সকল দধির বিষয় এস্থলে বলা হইল তাহার মধ্যে গব্য-দধিই শ্রেষ্ঠ। গব্যদধি স্বাদু ও পরিস্রুত (বস্ত্র পূত বা বস্ত্রে ছাঁকা) হইলে, শরীরের পুষ্টি সাধন করে বায়ুর শান্তি করে, শ্লেষ্মা বৃদ্ধি করে, কিন্তু পিত্ত বৃদ্ধি করে না। পাক করা দুগ্ধে যে দধি জন্মে তাহা অধিক গুণকারী, বায়ু-পিত্তের শান্তিকর রুচিকর এবং ধাতু অগ্নি ও বলের বর্দ্ধন-কর। দধির সর গুরুপাক বৃষ্য বায়ুর শান্তিকর অগ্নিকর এবং কফ ও শুক্রের বর্দ্ধন-কর। দধি অসার হইলে (স্নেহভাগ না থাকিলে) রুক্ষ মল-রোধক বায়ু-বর্দ্ধন-কর অগ্নিকর লঘু কষায় ও রুচিকর হয়। শরৎ গ্রীষ্ম ও বসন্ত কালে দধি প্রায়ই অপ্রশস্ত।

হেমন্ত শিশির ও বর্ষা কালে দধি ভক্ষণ করা প্রশস্ত। দধি-মস্তু [দধির মাত বা নিঃসৃত জল] তৃষ্ণা ও ক্লান্তি নাশক, লঘু, শরীরের দ্বার শোধন-কর, অম্ল কষায় মধুর বাত-শ্লেষ্মার শান্তিকর কিন্তু তেজস্কর নহে, প্রহ্লাদকর তৃপ্তিকর মলের ভেদকর বলকর এবং রুচিকর। এই দধি-বর্গে সপ্ত প্রকার দধি বর্ণিত হইল, যথা—স্বাদু অম্ল অত্যম্ল মন্দজাত পক্বদুগ্ধ-জাত দধিসর এবং অসার-দধি। ইহাদিগের মস্তুও দধির ন্যায় গুণ-কারী।

তক্র বর্গ।

তক্র, মধুর ও অম্ল এবং পশ্চাৎ কষায়। ইহা উষ্ণবীর্য্য লঘু রুক্ষ অগ্নিকর এবং গরল শোফ অতিসার গ্রহণী পাণ্ডু রোগ অর্শঃ প্লীহা গুল্ম অরুচি বিষম-জ্বর তৃষ্ণা বমন প্রসেক শূল মেদ শ্লেষ্মা ও বায়ু এই সকলের নাশকারী, পাকে মধুর, মুখ প্রিয় মূত্র-কৃচ্ছ্র বা স্নেহ (ঘৃত তৈল) পান বা ভক্ষণ জনিত রোগ হইলে তাহার শান্তিকর, ও তেজের উদ্দীপক নহে।

অর্দ্ধভাগ জল মিশাইয়া যে দধির নবনীত উদ্ধৃত করা হয়, ও অতিশয় গাঢ় বা অতিশয় তরল না হয়, তাহাকে তক্র কহে। তক্রের আস্বাদ মধুর অম্ল ও কষায়। নির্জ্জল মন্থন করিয়া নবনীত উদ্ধার না করিলে, ঘোল বলা যায়। ক্ষতরোগে, গ্রীষ্ম-কালে, দুর্ব্বল-শরীরে, এবং মূর্চ্ছা ভ্রম দাহ ও রক্ত-পিত্ত রোগে তক্র বিধেয় নহে। শীত-কালে, অগ্নি-মান্দ্যে, কফ-জনিত রোগে, ইন্দ্রিয়দ্বারের অবরোধ অর্থাৎ মল মূত্রাদি ইন্দ্রিয় কার্য্য সরল না থাকিলে, ও বায়ু দূষিত হইলে তক্র সেবন প্রশস্ত। তক্র মধুর হইলে শ্লেষ্মা কুপিত হয় ও পিত্তের শান্তি হয়, এবং অম্ল হইলে বায়ুর শান্তি হয় ও পিত্তের বৃদ্ধি হয়। বায়ুর প্রকোপে অম্লরস বিশিষ্ট তক্র সৈন্ধব-যোগে সেবন করিবে, পিত্তের প্রকোপে মধুর-রসবিশিষ্ট তক্র শর্করা-যোগে সেবন করিবে এবং কফের প্রকোপে শুণ্ঠী পিপ্পলী মরিচ ও যবক্ষার সংযোগে সেবন করিবে।

তক্রকূর্চ্চিকা (ছানা) মল-মূত্র রোধক, বায়ু-বৃদ্ধিকর, রুক্ষ ও অতিশয় গুরু-পাক। তক্র অপেক্ষা মণ্ড, অর্থাৎ ঘোলের ফেনা লঘুতর, ও ছানা অপেক্ষা নবনীত লঘুতর। কিলাট (ক্ষীর) গুরু-পাক, বায়ু-শান্তিকর, পুরুষত্ব বৃদ্ধিকর ও নিদ্রাপ্রদ। পীযূষ অর্থাৎ সপ্তাহ প্রসূতা গাভীর দুগ্ধ এবং মোরট, মধুর পুষ্টিকর ও তেজস্কর। সদ্যোজাত নবনীত লঘু কোমল মধুর কষায় ঈষৎ অম্ল শীতল পবিত্র অগ্নি-বৃদ্ধিকর মুখপ্রিয় মলমূত্র-সংগ্রাহক বায়ুপিত্ত-দমন-কারী তেজস্কর অবিদাহী এবং ক্ষয়কাস শ্বাস ব্রণ ও অর্শ রোগের শান্তিকর, কফ ও মেদের অতিশয় বর্দ্ধন-কর, বলকর, পুষ্টিকর এবং শোষ-রোগ নাশক। ইহা বালক দিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। অপক্ব দুগ্ধে যে নবনীত জন্মে, তাহা অতিশয় স্নিগ্ধকর মধুর শীতল কোমলতা-সম্পাদক চক্ষুর দীপ্তিকর, মলের সংগ্রাহক, রক্তপিত্ত ও চক্ষুরোগের শান্তিকর, এবং প্রসন্ন-কর। সন্তানিকা (দুগ্ধের সর) বায়ু নাশক তৃপ্তিকর বলকর তেজস্কর স্নিগ্ধকর, রুচিকর, স্বাদু পরিপাকে মধুর রক্ত-পিত্তের শান্তিকর এবং গুরু পাক। উল্লিখিত দধি তক্র নবনীতাদির মধ্যে গব্যই শ্রেষ্ঠ ; অজা মহিষাদি দুগ্ধে যে সকল দধি প্রভৃতি জন্মে, তাহারা স্ব স্ব দুগ্ধের গুণানুসারে কার্য্যকর হয়।

ঘৃত-বর্গ।

ঘৃত, সৌম্য শীতবীর্য্য মৃদু মধুর অল্প-অভিষ্যন্দী স্নিগ্ধকর উদাবর্ত্ত উন্মাদ অপস্মার শূল জ্বর আনাহ এবং বাত পিত্তের শান্তিকর, অগ্নির দীপ্তিকর অগ্নি স্মৃতি মতি মেধা কান্তি স্বর লাবণ্য সৌকুমার্য্য ওজঃ বল ও আয়ুর বর্দ্ধনকর, পুরুষত্ব বর্দ্ধনকর, পবিত্র বয়ঃস্থাপক (যাহাতে শরীর জীর্ণ হয় না) গুরুপাক দৃষ্টির হিতকর শ্লেষ্মা-বর্দ্ধনকর পাপ ও অলক্ষীর শান্তিকর, বিষঘ্ন এবং রক্ষ-নাশক।

গব্যঘৃত——পরিপাকে মধুর শীতল বাত পিত্ত ও বিষের শান্তিকর, দৃষ্টির হিতকর বলকর এবং গুণে সকল ঘৃত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ছাগীঘৃত——অগ্নিকর দৃষ্টির হিতকর বল বর্দ্ধন-কর, কাস শ্বাস ও ক্ষয় রোগে পথ্য এবং লঘু-পাক।

মাহিষঘৃত——মধুর-রস গুরুপাক রক্তপিত্তঘ্ন শ্লেষ্মাজনক বাত-পিত্তের শান্তিকর এবং শীতল। উষ্ট্রঘৃত পরিপাকে কটুরস অগ্নির দীপ্তিকর, কফ ও বাতঘ্ন এবং শোফ ক্রিমি বিষ কুষ্ঠ গুল্ম ও উদর রোগের শান্তিকর।

আবিকঘৃত—লঘু, পিত্তের প্রকোপকারী নহে, কফ-রোগে বায়ু-রোগে যোনি-দোষে শোষে এবং কম্পে হিতকর।

এক-শফ জন্তুর ঘৃত, লঘু উষ্ণবীর্য্য কষায় কফনাশক অগ্নির দীপ্তি-কর এবং মূত্র-রোধক।

নারীদুগ্ধের ঘৃত—অমৃত-তুল্য অগ্নি ও দেহের বর্দ্ধনকর লঘু এবং বিষের শান্তিকর।

হস্তিনীর ঘৃত—কষায় মলমূত্র-রোধক তিক্ত অগ্নিকর লঘু কফ কুষ্ঠ বিষ এবং ক্রিমির হিতকর।

ক্ষীর-ঘৃত—সংগ্রাহী (মল-রোধক) রক্তপিত্ত ভ্রম ও মূর্চ্ছার শান্তিকর এবং নেত্ররোগে হিতকর।

ঘৃতের মণ্ড (মল), মধুর সারক, যোনিশূল কর্ণশূল চক্ষুশূল ও শিরঃশূলের শান্তিকর। ইহা বস্তিক্রিয়া নস্য ও অক্ষি পূরণে উপদিষ্ট হইয়াছে।

পুরাতন ঘৃত,-সারক পরিপাকে কটুরস ত্রিদোষ-নাশক মূর্চ্ছা মেদ উন্মাদ উদর-রোগ জ্বর গরল শোফ অপস্মার এবং যোনিশূল কর্ণশূল ও চক্ষুশূলের শান্তিকর ও অগ্নির দীপ্তিকর। ইহা বস্তিক্রিয়া নস্য এবং অক্ষিপূরণেও উপদেশ করা যায়।

পুরাতন ঘৃত, তিমির শ্বাস পীনস এবং জ্বর-কাসের নিবৃত্তিকর, এবং মূর্চ্ছা কুষ্ঠ বিষ উন্মাদ গ্রহ ও অপস্মার নাশক। পুরাতন ঘৃত একাদশ শত বৎসরের হইলে তাহাকে কুম্ভসর্পি কহে, তাহা রক্ষোঘ্ন,

এবং ততোধিক কালের হইলে মহাঘৃত কহে। মহাঘৃত কফঘ্ন এবং বায়ুপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে পেয়। ইহা বলকর পবিত্র মেধাজনক বিশেষত তিমির নাশক। এই ঘৃত সকল প্রাণীর শান্তিকর ও অতীব প্রশস্ত।

তৈল বর্গ।

তৈল আগ্নেয় উষ্ণ তীক্ষ্ণ মধুর পুষ্টিকর তৃপ্তিকর গ্রাম্যধর্ম্মের উত্তেজক সূক্ষ্ম বিশদ গুরু সারক বিকাসী তেজস্কর, ত্বকের প্রসন্নতা সম্পাদক, মেধা শরীরের কোমলতা ও মাংসের দৃঢ়তা কারী, বর্ণকর বলকর দৃষ্টির হিতকর মূত্র রোধক লেখনকর তিক্ত পশ্চাৎ কষায় পাচক বাতশ্লেষ্মা-নাশক কৃমিঘ্ন কিন্তু শীতপিত্ত-জনক নহে, যোনিশূল শিরঃশূল ও কর্ণ শূলের শান্তিকর গর্ভাশয়ের শোধনকর, ছিন্ন ভিন্ন উৎপিষ্ট বিদ্ধ চ্যুত মথিত ক্ষত পিচ্চিত ভগ্ন স্ফুটিত ক্ষারদগ্ধ অগ্নিদগ্ধ বিশ্লিষ্ট দারিত অভিহত দুর্ভগ্ন, মৃগ ব্যালাদি কর্তৃক দষ্ট, এই সকল স্থলে এবং পরিষেচন মর্দ্দন ও অবগাহনে তিল-তৈলই প্রশস্ত।

বস্তিক্রিয়াতে পানে নস্যে কর্ণরন্ধ্র পূরণে এবং অন্নপানের সংযোগে ও বায়ু শান্তির নিমিত্ত তৈল ব্যবহার করা যায়।

এরণ্ড-তৈল মধুর উষ্ণ তীক্ষ্ণ অগ্নিকর কটু ও পশ্চাৎ কষায় সূক্ষ্ম নাড়ী-শোধনকর ত্বকের হিতকর বৃষ্য পাকে মধুর ও বয়ঃস্থাপন (যাহার ব্যবহারে শরীর শীঘ্র জীর্ণ হয় না), যোনি এবং শুক্রের শোধনকর, আরোগ্য মেধা কান্তি স্মৃতি ও বলের উৎপাদক, বাতশ্লেষ্মা ও শরীরের অধোভাগের দোষনাশক।

নিম্ব অতসী শণ কুসুম্ভ মূলক দেবতাড় কৃতবেধন (ঘোষাফল) অর্ক কম্পিল্ল হস্তিকর্ণ (সাল) পৃথ্বীকা (বড় এলাইচ) পীলু করঞ্জ, ইঙ্গুদী শিগ্রু সর্ষপ সুবর্চলা (তিসী) বিড়ঙ্গ জ্যোতিষ্মতী, এই সকল বীজ ও ফলের তৈল তীক্ষ্ণ লঘু অথচ অনুষ্ণ-বীর্য্য, রসে ও পাকে কটু, সারক এবং বাতশ্লেষ্মা কৃমি কুষ্ঠ প্রমেহ ও শিরো রোগের নিবৃত্তিকর।

শণবীজের তৈল—বাতঘ্ন মধুর বলকর কটুপাক চক্ষুর অহিতকর স্নিগ্ধোষ্ণ গুরুপাক এবং পিত্তকর।

সার্ষপ তৈল—কৃমিঘ্ন, কণ্ডূ ও কুষ্ঠ নাশক, লঘু, কফ মেদ ও বায়ুর শান্তিকর, লেখনকর কটু ও অগ্নিকর।

ইঙ্গুদী-তৈল—কৃমিঘ্ন ঈষৎ-তিক্ত লঘু, কুষ্ঠ-রোগ ও কৃমির বিনাশকর এবং দৃষ্টি শুক্র ও বলের ক্ষয়কর।

কুসুম বীজের তৈল—পরিপাকে কটু, সকল দোষের বর্দ্ধনকর, রক্তপিত্ত-জনক তীক্ষ্ণ, চক্ষুর অহিতকর এবং বিদাহী (যাহাতে গলা জ্বলে)।

কিরাততিক্ত (চিরেতা) তিনিশ বিভীতক (বহেড়া) নারিকেল কোল (কুল) পীলু জীবন্তী পিয়াল কর্ব্বুদার সূর্য্যবল্লী ত্রপুস এর্ব্বারুক কর্কারুক কুষ্মাণ্ড প্রভৃতির তৈল, মধুর-বীর্য্য ও পাকেও মধুর, বায়ু-পিত্তের শান্তিকর, শীত-বীর্য্য চক্ষুর অহিতকর মল-মূত্র-জনক ও অগ্নি-মান্দ্য-কর।

মধুক গাম্ভারী ও পলাশের তৈল—মধুর কষায় ও কফ পিত্তের শান্তিকর।

তুবরক এবং ভল্লাতক (ভেলা) তৈল—উষ্ণ মধুর কষায় পশ্চাৎ তিক্ত, বায়ু কফ কুষ্ঠ মেদ মেহ ও কৃমির নাশক, এবং উর্দ্ধ ও অধো-ভাগের দোষ-হারী।

সরল দেবদারু গম্ভীর শিংসপা ও অগুরু, ইহাদিগের সারের তৈল, তিক্ত কটু কষায়, দূষিত ব্রণের শোধনকর, কৃমি কফ কুষ্ঠ ও বায়ুর শান্তিকর।

তুম্বী কোষাম্র দন্তী দ্রবন্তী শ্যামা সপ্তলা নীলি কম্পিল্ল এবং সঙ্খিনী, ইহাদিগের তৈল তিক্ত কটু কষায়, শরীরের অধোভাগের দোষ নাশক, কৃমি কফ কুষ্ঠ ও বায়ুর শান্তিকর, এবং দূষিত ব্রণের শোধনকর।

যবতিক্ত তৈল—সকল দোষের শান্তিকর, ঈষৎ তিক্ত অগ্নির দীপ্তিকর লেখনকর পথ্য পবিত্র ও রসায়ন।

ঐকৈষিকা (বক্ পুশ) তৈল—মধুর অতি শীতল পিত্ত-শান্তিকর বায়ুর প্রকোপকর ও শ্লেষ্মার বর্দ্ধন-কর।

আম্র বীজের তৈল—ঈষৎ তিক্ত, অতি সুগন্ধি, বাত-শ্লেষ্মার শান্তিকর রুক্ষ মধুর কষায়, এবং ইহার রসের ন্যায় অতিশয় পিত্তকর।

যে সকল ফলের তৈল উল্লেখ করা হইল, তাহাদিগের গুণ তৈলের ন্যায় বায়ু-শান্তিকর। সকল তৈলের মধ্যে তিল তৈলই প্রশস্ত। তৈলের ন্যায় কার্য্যকারী ও সেই রূপ গুণবিশিষ্ট বলিয়াই অপরাপর তৈলের তৈলত্ব স্বীকার করা যায়।

গ্রাম্য আনূপ ও জলচর জন্তুর বসা মেদ ও মজ্জা গুরু উষ্ণ মধুর ও বাতঘ্ন। এক-শফ, মাংস-ভোজী এবং জাঙ্গল পশুদিগের বসা মেদ ও মজ্জা লঘু শীতল কষায় ও রক্ত-পিত্তঘ্ন প্রতুদ (শীকারী পক্ষী) বা সাধারণ পক্ষিগণের বসা মেদ ও মজ্জা শ্লেষ্মঘ্ন। ঘৃত তৈল বসা মেদ ও মজ্জা, ইহারা উত্তরোত্তর গুরুপাক এবং বায়ুর শান্তিকর।

মধুবর্গ।

মধু—মধুর, পশ্চাৎ কষায়, রুক্ষ শীতল অগ্নিকর বর্ণকর বলকর লঘু কান্তিকর লেখনকর মুখপ্রিয় সন্ধানকর শোধনকর রোপণকর, সংসর্গ-শক্তির বর্দ্ধনকর, সংগ্রাহী, দৃষ্টির হিতকর, সূক্ষ্ম-পথগামী, পিত্ত শ্লেষ্মা মেদ মেহ হিক্কা শ্বাস অতিসার ছর্দ্দি তৃষ্ণা কৃমি ও বিষের শান্তিকর, প্রফুল্লকর এবং ত্রিদোষের শান্তিকর। ইহা লঘুতা প্রযুক্ত কফঘ্ন, এবং পিচ্ছিলতা মাধুর্য্য ও কষায় ভাব প্রযুক্ত বাত-পিত্তঘ্ন।

মধু অষ্ট প্রকার যথা—১ পৌত্তিক (পিঙ্গলবর্ণ পুত্তিকা নামক বৃহৎ মক্ষিকা সংগৃহীত ঘৃত বর্ণ মধু)। ২ ভ্রামর (ভ্রমর-সঞ্চিত মধু)। ৩ ক্ষৌদ্র (পিঙ্গলবর্ণ ক্ষুদ্র মক্ষিকাকৃত কপিল বর্ণ মধু)। ৪ মাক্ষিক (নীলবর্ণ মধ্যম মক্ষিকাকৃত তৈলবর্ণ মধু)। ৫ ছাত্র (বরটীচ্ছত্র অর্থাৎ

বোল্‌তার চাক সঞ্চিত মধু)। ৬ আর্ঘ্য (আর্ঘা নামক দীর্ঘ-মুখ বিশিষ্ট ভ্রমর সদৃশ মক্ষিকাকৃত মধু)। ৭ ঔদ্দালক (বল্মীক কারী কীট অর্থাৎ উইপোকা নির্ম্মিত মধু)। ৮ দাল (ইন্দ্রনীল দলের ন্যায় সূক্ষ্ম মক্ষিকা উৎপন্ন বৃক্ষ কোটরে জাত মধু)।

পৌত্তিক মধু,—সকল মধু অপেক্ষা রুক্ষ ও উষ্ণ, মক্ষিকার বিষ-সংযোগ প্রযুক্ত বাত-রক্ত ও পিত্তের প্রকোপকর, ছেদনকর বিদাহী এবং মাদক।

ভ্রামর—পিচ্ছিল এবং অতিশয় মধুর প্রযুক্ত গুরুপাক।

ক্ষৌদ্র—শীতল লঘু এবং লেখনকর।

মাক্ষিক—লঘুতর ও রুক্ষ। ইহা সকল মধু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, শ্বাসাদি রোগে ইহা বিশেষ রূপে প্রশস্ত। স্বাদু গুরুপাক হিম পিচ্ছিল ও রক্ত-পিত্তের শান্তিকর।

ছাত্র—বিবিধ প্রকার মেহের শান্তিকর, কৃমি-নাশক ও অতিশয় গুণকারী।

আর্ঘ্য—চক্ষুর অতিশয় হিতকর, পিত্তশ্লেষ্মার শান্তিকর, কষায় কটু-পাক বলকর তিক্ত অথচ বায়ু-বৃদ্ধিকারী নহে।

ঔদ্দালক—রুচিকর, স্বরের হিতকর, কুষ্ঠ ও বিষের শান্তিকর, কষায় উষ্ণ অম্ল-পিত্তকর ও পাকে কটু।

দাল—ছর্দ্দি ও মেহের শান্তিকর এবং রুক্ষ।

নূতন মধু, পুষ্টিকর সারক এবং অধিক শ্লেষ্মা-নাশক নহে। পুরাতন মধু, মেদ ও স্থূলতা-হারী সংগ্রাহী ও লেখনকর। মধু, পক্ক হইলে ত্রিদোষের শান্তিকরে ও অপক্ক থাকিলে ত্রিদোষের বৃদ্ধিকরে। বিবিধ প্রকার দ্রব্যের সংযোগে ইহা বহুবিধ রোগ আরোগ্য করে। নানাবিধ দ্রব্যের সারাংশ থাকা প্রযুক্ত, ইহার যোগ-বাহী (সংযোগ জনিত) গুণ অতি উৎকৃষ্ট। দ্রব্য রস গুণ বীর্য্য বিপাকে পরস্পর বিরুদ্ধ, এরূপ নানাবিধ পুষ্পের রস হইতে জন্মে বলিয়া, এবং সবিষ মক্ষিকা হইতে

সম্ভূত বলিয়া, ইহাকে অনুষ্ণ উপচার অর্থাৎ সকল রোগের পক্ষে অনুষ্ণ প্রতীকার বলা যায়।

মক্ষিকার বিষ সংযোগ থাকে বলিয়া সকল প্রকার মধুরই উষ্ণ সংযোগে বিরুদ্ধগুণ হয়। স্বয়ং উষ্ণ হইলে বা উষ্ণ সংযুক্ত হইলে ইহা বিষতুল্য হয়। সুকুমার শীতল এবং নানা প্রকার ঔষধের রস হইতে উৎপন্ন বলিয়া উষ্ণসংযোগে ইহার বিপরীত গুণ হয়। বৃষ্টির জলের সহিত সংযুক্ত হইলে অধিকতর বিরুদ্ধ হয়। উষ্ণদ্রব্য সংযুক্ত মধু বমন-কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। পরিপাক হয় না এবং উদরেও থাকে না, এই কারণে বমনের স্থলে পূর্ব্বের ন্যায় বিরুদ্ধগুণ হয় না। অপক্ক মধ অতিশয় কষ্ট-দায়ক।

ইক্ষু বর্গ।

ইক্ষু—মধুর, পাকে মধুর, গুরুপাক শীতল স্নিগ্ধ বলকর বৃষ্য মূত্র-বৃদ্ধিকর, রক্তপিত্তের শান্তিকর, কৃমি ও কফজনক। ইক্ষু অনকে প্রকার যথা—পৌণ্ড্রক, (পুঁড়িআক) ভীরুক, বংশক (সোমশাড়া) শতপোরক, কান্তার (কাজ্‌লি) তাপসেক্ষু কাষ্ঠেক্ষু সূচীপত্র নৈপাল দীর্ঘ-পত্র নীলপোর ও কোশকৃৎ। স্থূলতার তারতম্যে এই রূপ জাতিভেদ হয়। অতঃপর ইহাদিগের গুণ কহিতেছি।

পৌণ্ড্রক ও ভীরুক—সুশীতল মধুর স্নিগ্ধ পুষ্টিকর শ্লেষ্মল সারক অবিদাহী গুরুপাক ও বৃষ্য।

বংশক—পূর্ব্বোক্ত ইক্ষুদ্বয়ের সহিত তুল্যগুণ বিশিষ্ট এবং কিঞ্চিৎ স-ক্ষার।

শতপোর—বংশকের তুল্যই গুণকারী, কিন্তু কিঞ্চিৎ উষ্ণ ও বায়ু শান্তিকর।

কান্তার ও তাপস ইক্ষু—উভয়ে, বংশকের তুল্য গুণকারী।

কাষ্ঠেক্ষু—এই প্রকারই গুণকারী, অধিকন্তু বায়ুর প্রকোপ কর।

সূচীপত্র নীলপোর নৈপালী ও দীর্ঘপত্র—ইহারা বায়ু-বর্দ্ধনকর, কফ-পিত্তের শান্তিকর, কষায় এবং বিদাহী।

কোশকার—গুরু শীতল রক্তপিত্ত ও ক্ষয়রোগের শান্তিকর। মূলে এবং মধ্যস্থলে অতিশয় মধুর।

সকল ইক্ষুরই অগ্রভাগে (ডগাতে) লবণ রস। ইক্ষুর রস, দন্ত-নিষ্পীড়িত হইলে, কফ জনক অবিদাহী বায়ু-পিত্তের শান্তিকর মুখের প্রীতিকর ও তেজস্কর হয়, এবং যন্ত্র-নিষ্পীড়িত হইলে, গুরুপাক বিদাহী ও মল-মূত্র-রোধক হয়। পক্ক (পাক করা) ইক্ষু-রস, গুরুপাক সারক স্নিগ্ধ তীক্ষ্ণ ও বাতশ্লেষ্মার শান্তিকর। ফানিত-রস (বাতাসার পাক হইলে), গুরু-পাক মধুর চক্ষু-রোগকারী পুষ্টিকর অথচ তেজস্কর নহে, এবং ত্রিদোষ-জনক। ইক্ষু-গুড়-সক্ষার মধুর, অতিশয় শীতল নহে, স্নিগ্ধ, মূত্র ও রক্তের শোধনকর, অধিক পিত্তশান্তিকর নহে, বাতঘ্ন মেদ ও কফ জনক, বলকর ও বৃষ্য। পুরাতন গুড়—পিত্তঘ্ন মধুর শুদ্ধ বাতঘ্ন রক্তের প্রসাদনকারী অধিক গুণ-বিশিষ্ট ও উৎকৃষ্ট পথ্য।

মৎস্যণ্ডিকা (মাৎ) খণ্ড (মাৎরহিত কঠিন বা নীরস গুড়) এবং শর্করা, ইহারা উত্তরোত্তর নির্ম্মল শীতল স্নিগ্ধ গুরুপাক মধুর বৃষ্য এবং রক্তপিত্ত ও তৃষ্ণার শান্তিকর। ইহারা উত্তরোত্তর যত নির্ম্মল হয়, ততই স্নিগ্ধ মধুর গুরুপাক শীতল ও সারক হইয়া থাকে। মৎস্যণ্ডিকা খণ্ড ও শর্করা স্বভাবতঃ যে রূপ গুণকারী, ইহাদিগকে স্রাবিত করিলেও (রস বা দ্রব করিলে) সেই রূপই গুণকারী হয়। শর্করা যত সারবিশিষ্ট নির্ম্মল ও ক্ষার রহিত হইবে ততই গুণকারী।

মধু শর্করা,—ছর্দ্দি ও অতিসারের শান্তিকর, রুক্ষ ও ছেদনকর মুখ-প্রিয় কষায়-মধুর, পাকে মধুর। যবাস শর্করা,—মধুর কষায় পশ্চাৎ তিক্ত শ্লেষ্মা-নাশক ও সারক। যত প্রকার শর্করা আছে সকলেই দাহ ও রক্ত-পিত্তের শান্তিকর, এবং ছর্দ্দি মূর্চ্ছা ও তৃষ্ণাহারী। মধূক-পুষ্প

(মউল ফুল) সম্ভূত ফাণিত, বাত পিত্তের প্রকোপকর, কফঘ্ন মধুর, পাকে কষায় এবং বস্তি-দোষ কর।

মদ্য বর্গ।

অম্লরস-বিশিষ্ট সকল প্রকার মদ্য, পিত্তকর অগ্নিকর রুচিকর ভেদক বাতশ্লেষ্মার শান্তিকর মুখপ্রিয় বস্তি-শোধনকর লঘুপাক বিদাহী উষ্ণ তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক, প্রফুল্লকর ও মল মূত্রের বর্দ্ধনকর। ইহার বিশেষ কহিতেছি শ্রবণ কর। মার্দ্বীক (দ্রাক্ষা বা আঙ্গুর) মদ্য,—অবিদাহী, মধুর রুক্ষ পশ্চাৎ কষায় লঘু সারক, শোষরোগ (যাহাতে শরীর শীর্ণ হয়) ও বিষম জ্বরের শান্তিকর। ইহা মধুর বলিয়া রক্ত পিত্তরোগেও ব্যবহার করা যায়।

খর্জ্জুর মদ্য—দ্রাক্ষা মদ্যের সহিত ইহার অল্পই ভেদ, বায়ুর প্রকোপকর, বিশদ রুচিকর, কফঘ্ন কৃশকারী লঘু কষায় মধুর মুখপ্রিয় সুগন্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক।

সুরা—সুরা, সামান্যতঃ কাস অর্শ গ্রহণী-দোষ মূত্রাঘাত ও বায়ুর শান্তিকারী, স্তন্য ও রক্ত-ক্ষয়ে হিতকরী, এবং পুষ্টি ও অগ্নির দীপ্তি-করিণী।

শ্বেতা (শর্করা) জাত সুরা,—কাস অর্শ গ্রহণী শ্বাস ও প্রতিশ্যায় রোগের ও ছর্দ্দি অরুচি হৃদয় ও কুক্ষি দেশের বেদনা এবং শূল রোগের, বিনাশকারিণী, এবং মূত্র কফ স্তন্য রক্ত ও মাংসের বর্দ্ধন-কারিণী।

সুরা, যব সংযোগে প্রস্তুত হইলে দোষের প্রসন্নকারিণী, কফ বাত অর্শঃ ও কোষ্ঠ রোগের শান্তিকারিণী, পিত্ত ও অল্প কফ-করী এবং রুক্ষা।

মধূলিকা (মউরি) জাত সুরা—পূর্ব্বোক্ত গুণযুক্তা মল মূত্র রোধিনী, গুরু ও শ্লেষ্মাকারী।

আক্ষিকী (তিনিশ বৃক্ষ জাত) সুরা—পূর্ব্বোক্ত সুরা সামান্যের গুণ-বিশিষ্ট, রুক্ষা অল্প-কফকরী তেজোবৃদ্ধি ও পরিপাক করী।

কোহল (তীক্ষ্ণ মদ্য বিশেষ)। বায়ু পিত্ত কফের বৃদ্ধিকর, ভেদক তেজস্কর ও মুখপ্রিয়।

জগল (দ্রাক্ষা-পরিস্রুত মদ্য বিশেষ)। মল মূত্র রোধক, উষ্ণ, পরিপাক-কর, রুক্ষ এবং তৃষ্ণা কফ ও শোফের শান্তিকর।

বক্কস (মদ্যবিশেষ)। হর্ষজনক, প্রবাহিকা (অতিসার বিশেষ) আটোপ (উদরের গুড় গুড় শব্দ) অর্শ ও বায়ু জন্য শোষের শান্তিকর, এবং সারক শক্তি রোধ করে বলিয়া ইহা সংগ্রাহক ও বায়ুর প্রকোপকর, অগ্নিকর, মলমূত্র-জনক, বিশদ, অল্পমাদক ও গুরুপাক।

গৌড় শীধু (গুড়জাত তীক্ষ্ণমদ্য),—কষায়-মধুর, পাচক ও অগ্নিকর।

শার্কর-শীধু (শর্করা জাত তীক্ষ্ণ মদ্য। মধুর, রুচিকর, অগ্নিকর, বস্তির শোধনকর, বাতঘ্ন, পরিপাকে মধুর, হৃদ্য ও ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক।

পক্করস-জাত শীধু (১)।—পূর্ব্বোক্ত গুণ বিশিষ্ট, বলকারী, বর্ণকর, সারক, শোফনাশক, অগ্নিকর, হৃদ্য, রুচিকর শ্লেষ্মা এবং অর্শের হিতকর।

আক্ষিক-শীধু।—শরীর কৃশকারী, শীতল-রস বিশিষ্ট, শোথ ও উদর রোগের নাশকারী, বর্ণকর, জারক, স্বর ও ব্রণের পক্ষে হিতকর, কোষ্ঠ-রোধ ও অর্শরোগের শান্তিকর, পাণ্ডু-রোগ-নাশক, মল মূত্রের কঠিনতা সম্পাদক, লঘু কষায় মধুর, পিত্তঘ্ন ও রক্ত প্রসাদনকর।

জাম্বব-শীধু (জাম ফলের শীধু)।—মল-মূত্র-রোধক, কষায় ও বায়ুর প্রকোপকর। সুরাসব (২)।—তীক্ষ্ণ, হৃদ্য, মূত্র বৃদ্ধিকর, কফ

---

(১) ইক্ষুরস গুড় চিনি প্রভৃতি কোন দ্রব্যের রস অগ্নিতে চোয়াইয়া যে মাদক রস জন্মে তাহাকে পক্করস জাত শীধু বলে। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় তাহাকে "রম্" বা "স্পিরিট্" বলে।

(২) তাল খর্জ্জুর প্রভৃতির রস মাতিয়া উঠিলে সুরাসব কহে।

বায়ুর শান্তিকর, মুখপ্রিয়, স্থিরমদ (যাহার মত্ততা অনেক ক্ষণ থাকে) ও বায়ুনাশক।

মধ্বাসব (মধুজাত আসব)—লঘু, ছেদক, মেহ কুষ্ঠ ও বিষের শান্তিকর, তিক্ত, কষায়, শোফঘ্ন, তীক্ষ্ণ, স্বাদু অথচ বায়ু-বৃদ্ধি-কর নহে।

মৈরেয় আসব (৩)—তীক্ষ্ণ কষায় মাদক, অর্শ কফ ও গুল্ম নাশক, কৃমি মেদ ও বায়ুর শান্তিকর এবং গুরু-পাক।

মৃদ্বীক-ইক্ষু-রসাসব (আঙ্গুর ও ইক্ষু-রস সংযোগে যে মাদক রস প্রস্তুত হয়, যাহাকে ভিনিগার বা ছিরকা কহে)—বলকর, পিত্ত-নাশক ও বর্ণকর।

মধু-পুষ্প (মউল ফুল) জাত শীধু—বিদাহী অগ্নিকর বলকর রুক্ষ কষায় কফনাশক ও বাত পিত্তের প্রকোপকর।

অন্যান্য কন্দ মূল ও ফল জাত আসবের গুণ, তাহাদিগের রসের দ্বারা নির্ণয় করিবে। নূতন মদ্য, চক্ষুরোগ-কারী গুরু-পাক বায়ু-পিত্ত-কফের প্রকোপক, অনিষ্ট-গন্ধযুক্ত বিরস অপ্রিয় ও বিদাহী। পুরাতন মদ্য, সুগন্ধি অগ্নিকর মুখপ্রিয় রুচিকর কৃমি-নাশক নাড়ী-পথের শোধনকর লঘু ও বায়ু-পিত্তের শান্তিকর।

অরিষ্ট (আরক), দ্রব্য-সংযোগে সংস্কৃত হওয়া প্রযুক্ত অধিক গুণকারী। একারণ বহু দোষের নাশক এবং সকল দোষের সমতা কারক, কফ-বাতঘ্ন সারক, পিত্ত-বিরোধকারী, শূল আধ্মান উদররোগ প্লীহা জ্বর অজীর্ণ ও অর্শের হিতকর। পিপ্পল্যাদি-গণের সংযোগে অরিষ্ট প্রস্তুত করা হইলে, কফ-রোগের শান্তিকর হয়। চিকিৎসিত-স্থানে পৃথক্ পৃথক্ রোগ-নাশক অরিষ্ট সকল বলা যাইবে। অরিষ্ট আসব এবং শীধু, ইহাদিগের দ্রব্য গুণ ও

(৩) ধাতকীপুষ্প গুড় ও আমানি সংযোগে যে মাদক রস প্রস্তুত হয়, তাহাকে মৈরেয় আসব কহে। যথা—শীধুরিক্ষুরসৈঃ পক্বৈরপক্বৈরাসবো ভবেৎ। মৈরেয়ং ধাতকীপুষ্পগুড়ধান্যাম্লসংহিতম্ ইতি মাধবকরঃ।

ক্রিয়া এবং প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিবেচনা করিয়া ব্যবহার করিবে। ইহারা গাঢ় হইলে, বিদাহী দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট বিরস ক্রিমিকর ও গুরুপাক হইয়া থাকে। তরুণ হইলে, অপ্রিয় ও তীক্ষ্ণ হয়, এবং মন্দ পাত্রে থাকিলে উষ্ণ হয়। যে মদ্য, অল্প-ওষধি-বিশিষ্ট পর্য্যুষিত নির্ম্মল ও পিচ্ছিল, অথবা যাহা পাত্রে অবশিষ্ট থাকে (পাত্রের তলায় যাহা কিঞ্চিৎ থাকে) তাহা গ্রহণ করিবে না (১)। যে মদ্যের উপকরণ-দ্রব্য অল্প, ও যাহা তরুণ ও পিচ্ছিল, সেই মদ্য গুরুপাক, কফের প্রকোপকর এবং দুর্জ্জর (শীঘ্র জীর্ণ হয় না)। উপকরণ-দ্রব্য অতিরিক্ত হইলে, মদ্য, পিত্ত-প্রকোপকর তীক্ষ্ণ উষ্ণ বিদাহী অপ্রিয়, ফেনিল দুর্গন্ধবিশিষ্ট ক্রিমিকর বিরস ও গুরুপাক হইয়া থাকে। পর্য্যুষিত হইলে, বায়ুর প্রকোপকর হয়, ও সকলপ্রকার দোষ জন্মায়। যে মদ্য অধিক কাল থাকা প্রযুক্ত জাতরস হয় (যাহাতে রস জন্মায়), তাহাই বাত-শ্লেষ্মার শান্তিকর, রুচিকর, নির্দ্দোষ, সুগন্ধি, সেবন-যোগ্য ও মাদক। রস ও বীর্য্য ভেদে মদ্য নানাপ্রকার। মদ্যের বীর্য্য সূক্ষ্ম উষ্ণ তীক্ষ্ণ ও প্রফুল্ল-কারী বলিয়া, জঠরাগ্নির সহিত হৃদয়-দেশস্থ ধমনীপথে প্রবেশপূর্ব্বক ঊর্দ্ধে গমন করিয়া মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সঞ্চালিত করিয়া উন্মাদিত করে। মদ্যপান করিলে শ্লেষ্মা-প্রকৃতির লোক অধিক বিলম্বে মত্ত হয়, বায়ু-প্রকৃতির লোক অনতিবিলম্বে মত্ত হয়, এবং পিত্ত-প্রকৃতির লোক শীঘ্রই মত্ত হয়। মদ্যপানে মত্ত হইলে, সাত্ত্বিক-প্রকৃতি পুরুষের শৌচ দাক্ষিণ্য হর্ষ সৌন্দর্য্যের অভিলাষ, এবং গীত, অধ্যয়ন, সৌভাগ্য ও সুরত-ক্রীড়াতে উৎসাহ জন্মিয়া থাকে। রাজসিক-প্রকৃতি লোকের, দুঃখশীলতা সাহসপূর্ব্বক আত্ম-ত্যাগ ও কলহেচ্ছা জন্মিয়া থাকে। তামসিক-প্রকৃতি লোকের

(১) যেরূপ পরিমাণের ওষধির দ্বারা প্রস্তুত করিতে হয়, সেই পরিমাণের ন্যূন হওয়াকে অল্প-ওষধি-বিশিষ্ট বলা যায়।

অশৌচ নিদ্রা মাৎসর্য্য অগম্যাগমনাভিলাষ, এবং অসভ্য-ভাষণ, এই সকল ঘটিয়া থাকে। শুক্ত (১)—রক্ত-পিত্ত-কর ছেদক পাচক স্বরের বিকৃতিকর জারক শ্লেষ্মা পাণ্ডু ও কৃমি নাশক এবং লঘুপাক। সেই শুক্ত চোয়াইয়া যে রস জন্মে, তাহা তীক্ষ্ণোষ্ণ মূত্রল হৃদ্য কফঘ্ন কটুপাক ও বিশেষরূপে রুচিকর। গুড় রস কিংবা মধু সংযোগে যে সকল শুক্ত প্রস্তুত হয়, তাহারা চক্ষু-রোগ-কর ও উত্তরোত্তর লঘুতর, অর্থাৎ গুড়জাত অপেক্ষা রসজাত শুক্ত লঘুতর, এবং রসজাত অপেক্ষা মধুজাত শুক্ত লঘুতর। তুষোদক (পর্য্যুষিত অন্নের আমানি) অগ্নিকর, মুখপ্রিয় হৃদ্রোগ পাণ্ডু-রোগ ও কৃমিরোগের শান্তিকর। সৌবীরক (আমানি বিশেষ) গ্রহণী অর্শনাশক এবং ভেদক। ধান্যাম্ল (আমানি অধিক দিন রাখিলে মাতিয়া উঠিয়া নির্ম্মল জলের ন্যায় যে কাঁজি প্রস্তুত হয়) অগ্নিকর, দাহনাশক, মর্দ্দনে ও পানে বাত শ্লেষ্মা তৃষ্ণা-নাশক ও লঘুপাক। ধান্যাম্ল, অতিতীক্ষ্ণ বলিয়া গণ্ডূষমাত্র পানে তৎক্ষণাৎ কফ নাশ করে এবং মুখের বিরসতা দুর্গন্ধ মলের কঠিনতা ও শ্রান্তি দূর করে। ইহা অগ্নিকর জারক ভেদক ও আস্থাপনের পক্ষে উপকারী, সমুদ্র-তীরবাসী ব্যক্তিদিগের প্রকৃতি-সিদ্ধ সেবনীয়।

মূত্র-বর্গ।

গো মহিষ অজা মেষ হস্তী অশ্ব গর্দ্দভ ও উষ্ট্র, ইহাদিগের মূত্র তীক্ষ্ণ কটু, উষ্ণ, তিক্ত পশ্চাৎ লবণ-রস, লঘু শোধনকর, কফ বাত কৃমি মেদ বিষ গুল্ম অর্শ উদররোগ কুষ্ঠ শোফ অরুচি ও পাণ্ডুরোগের শান্তিকর, হৃদ্য ও অগ্নিকর।

---

(১) কোন ফল বা মূল লবণ-যুক্ত তৈলে মগ্ন করিয়া শুষ্ক করিবে। পরে জলে ফেলিয়া রাখিবে। মাতিয়া উঠিলে সেই জল ছিরকা বা ভিনিগারের ন্যায় শুক্ত বলিয়া ব্যবহৃত হয়।

উপর্য্যুক্ত সকলপ্রকার মূত্র, কটু তীক্ষ্ণ উষ্ণ ও পশ্চাৎ লবণ রস বিশিষ্ট, লঘু শোধনকর, কফ ও বাতের শান্তিকর, কৃমি মেদ ও বিষনাশক, অর্শ জঠর-রোগ গুল্ম শোফ অরুচি ও পাণ্ডুরোগ-হারী, ভেদক হৃদ্য অগ্নিকর ও পাচক।

গোমূত্র।—কটু তীক্ষ্ণ উষ্ণ অথচ ক্ষারযুক্ত বলিয়া বায়ুর প্রকোপ-কারী নহে, লঘু অগ্নির দীপ্তিকর পবিত্র পিত্তল বাতশ্লেষ্মার শান্তিকর, শূল গুল্ম উদর আনাহ প্রভৃতি রোগে, এবং বিরেচন আস্থাপন প্রভৃতি মূত্র সাধ্য কার্য্যে গব্য-মূত্রই ব্যবহার করিবে।

মাহিষ-মূত্র।—দুর্নাম (অর্শ) উদর শূল কুষ্ঠ মেহ আনাহ শোফ গুল্ম ও পাণ্ডুরোগে হিতকর।

ছাগ-মূত্র।—কাস ও শ্বাস-হারী, শোষ কামলা ও পাণ্ডুরোগ নাশকারী, কটু তিক্ত ঈষৎ বায়ুর প্রকোপকর।

মেষ-মূত্র।—কাস প্লীহা উদর শ্বাস ও শোষ রোগে উপকারী ও মল-সংগ্রাহক, লবণ, তিক্ত ও কটু-রস বিশিষ্ট, উষ্ণ এবং বাত-নাশকারী।

অশ্ব-মূত্র।—অগ্নিবৃদ্ধিকর, কটু তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ, বাত ও চিত্ত-বিকার-নাশকারী, কফ-হর এবং কৃমি ও দদ্রু রোগের পক্ষে হিতকর।

হস্তি-মূত্র।—তিক্ত ও লবণ রস বিশিষ্ট, ভেদক, বাতঘ্ন, পিত্তের প্রকোপকর, এবং তীক্ষ্ণ। ইহা ক্ষার-ক্রিয়া ও কিলাস (ছুলি) রোগে ব্যবহার্য্য।

গর্দ্দভ-মূত্র।—তীক্ষ্ণ অগ্নিকর, কৃমি বাত ও কফের শান্তিকর, গরল চিত্ত-বিকার ও গ্রহণী রোগের শান্তিকর।

করভ-মূত্র।—শোফ কুষ্ঠ উদররোগ উন্মাদ বায়ুরোগ অর্শ ও কৃমি-নাশকারী।

মানুষ-মূত্র।—পূর্ব্বোক্ত সকল-গুণ বিশিষ্ট ও বিষ-নাশকারী।

দ্রব দ্রব্য সমস্তই সংক্ষেপে বলা হইল। দেশ কাল বিবেচনা করিয়া ইহা রাজাকেও সেবন করান যাইতে পারে।

অন্নপান-বিধি।

ধন্বন্তরিকে অভিবাদনপূর্ব্বক সুশ্রুত কহিতেছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে আহারই প্রাণিগণের বল বর্ণ ও ওজের মূল। সেই আহার ছয় রসের আয়ত্ত। রস, দ্রব্যের আশ্রিত। দ্রব্য রসগুণ বীর্য্য ও বিপাকের দ্বারাই দোষ ও ধাতুর ক্ষয় বৃদ্ধি এবং সমতা হইয়া থাকে। ব্রহ্মাদি লোকেরও স্থিতি উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ আহার। আহারের দ্বারাই শরীরের বল মাংস ও আরোগ্য বর্দ্ধিত হয়, এবং বর্ণ ও ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্নভাবে থাকে। আহারের বৈষম্য হইলেই শারীরিক অস্বাস্থ্য ঘটে। চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য ও পেয়, এই চারিপ্রকার আহারের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন গুণবিশিষ্ট বহুবিধ দ্রব্য আহার করা যায়। এক্ষণে সেই সকল ভিন্ন আহারীয়ের দ্রব্য রস গুণ বীর্য্য ও বিপাক জানিতে ইচ্ছা করি। দ্রব্যের স্বভাব না জানিলে, বৈদ্য স্বাস্থ্যরক্ষা বা রোগের শান্তি করিতে কদাচই সমর্থ হইবেন না। আহারই সকল প্রাণীর মূল। অতএব হে ভগবন্, অন্নপানের বিধি আমাকে উপদেশ করুন। এইরূপে অভিহিত হইয়া ভগবান্ ধন্বন্তরি কহিলেন, হে বৎস সুশ্রুত, তুমি যাহা জানিতে ইচ্ছা করিলে, কহিতেছি শ্রবণ কর। লোহিত-শালি কলম কর্দ্দম পাণ্ডু সুগন্ধ শকুনাহৃত পুষ্পাণ্ডক পুণ্ডরীক মহাশালি শীত-ভীরুক রোধ্রপুষ্প দীর্ঘশূক কাঞ্চন মহিষ-মস্তক হায়ন দূষক মহাদূষক প্রভৃতি শালি-ধান্য।

শালি ধান্য, মধুর শীত-বীর্য্য লঘুপাক বলকর পিত্তঘ্ন অল্প বায়ু এবং কফকর স্নিগ্ধ মলের অল্পতা-কারী ও মলরোধক। সকলপ্রকার শালি ধান্যের মধ্যে লোহিত-ধান্যই শ্রেষ্ঠ। ইহা দোষঘ্ন, শুক্র ও মূত্র বৃদ্ধিকর, চক্ষু ও স্বরের পক্ষে হিতকর, বর্ণকর বলকর, হৃদ্য শ্রান্তিনাশক, ব্রণের পক্ষে হিতকর, এবং জ্বর, সকলপ্রকার দোষ ও বিষের শান্তিকর। অপরাপর-শালি উত্তরোত্তর ক্রমশঃ অল্প গুণশালী।

ষষ্টি, কঙ্গুক মুকুন্দ পীত প্রমোদ কাকল আসনপুষ্প মহাষষ্টি চূর্ণ

কুরব কেদার প্রভৃতি ষাট্ ধান্য। ইহারা রসে ও পাকে মধুর, বাত পিত্তের শান্তিকর, গুণে প্রায় শালি ধান্যের তুল্য, পুষ্টিকর কফ ও শুক্রের বৃদ্ধিকর। ইহাদিগের মধ্যে ষাট্‌ধান্যই প্রধান। ষাট্ ধান্য, পশ্চাৎ কষায়রসবিশিষ্ট লঘু মৃদু স্নিগ্ধ ত্রিদোষঘ্ন, শরীরের স্থৈর্য্য ও বল বর্দ্ধনকারী, বিপাকে মধুর সংগ্রাহী এবং লোহিত-ধান্যের তুল্য গুণকারী। অপর সকল ষাট্ ধান্য উত্তরোত্তর ক্রমশঃ অল্প-গুণ-বিশিষ্ট।

কৃষ্ণব্রীহি শালামুখ নন্দীমুখ অবাক্ষক ত্বরিতক কুক্কুটাণ্ড পারাবত পটল প্রভৃতি ব্রীহি (আশু) ধান্য।

ব্রীহি ধান্য, কষায়-মধুর, পাকে মধুর ও শীত-বীর্য্য নহে, অল্প চক্ষু-রোগকারী, ষাট্ ধান্যের তুল্য গুণকারী, ও মলের সংগ্রাহক। ব্রীহি ধান্যের মধ্যে কৃষ্ণব্রীহিই শ্রেষ্ঠ। ইহা পশ্চাৎ কষায়-রস বিশিষ্ট ও লঘু। অপর সকল ব্রীহি উত্তরোত্তর অল্প গুণকারী। যে সকল শালি ধান্য দগ্ধভূমিতে জন্মে, তাহারা লঘুপাক কষায়, মল মূত্রের সংগ্রাহী, রুক্ষ এবং শ্লেষ্মা-নাশক। স্থলজাত (উচ্চ-ভূমিজাত) ধান্য ঈষৎ তিক্ত-যুক্ত মধুর, বায়ু এবং অগ্নির বর্দ্ধনকর, কফ পিত্তের শান্তিকর, কষায় ও পশ্চাৎ কটু। কৈদার ধান্য মধুর বৃষ্য বলকর পিত্তের শান্তিকর ঈষৎ কষায়, অল্প মলকারী, গুরুপাক কফ ও শুক্রের বর্দ্ধন-কর। রোপ্যাতিরোপ্যা (রোয়া ধান্য), লঘুপাক, অতিশয় গুণকারী, অদাহী, দোষনাশক, বলকর এবং মূত্র-বর্দ্ধক। যে সকল শালিধান্যের অন্তরে অঙ্কুর থাকে, তাহারা রুক্ষ মলবর্দ্ধনকর তিক্ত কষায় পিত্তঘ্ন লঘুপাক এবং শ্লেষ্মাজনক। কোন্ কোন্ শালিধান্য হিত-কর ও অহিত-কর তাহা বিস্তারিতরূপে বলা হইল, এক্ষণে মুদ্গ মাষ প্রভৃতি কু-ধান্য-বর্গের গুণাগুণ কহিতেছি।

কু-ধান্য-বর্গ।

কোরদূষক (ছোট মটর) শ্যামা (শ্যামা তৃণ) নীবার (ঝরা ধানের যে বৃক্ষ হয় তাহার শস্য) শান্তনু তুরর (আঢ়কী বা অরহর

কলাই) কোদ্দালক (কোদো ধান্য) প্রিয়ঙ্গু (কাঁয়ু ধান্য) মধু-লিকা নান্দীমুখী কুরুবিন্দ (কুলথ কলাই) গবেধুক (গড়গড়ে) বরূক উদপর্ণী মুকুন্দ বেণুযব প্রভৃতি কু-ধান্য-বর্গ।

ইহারা উষ্ণ কষায় মধুর রুক্ষ কটুপাক শ্লেষ্মঘ্ন স্রাব-রোধক ও বায়ুপিত্তের প্রকোপকর। তাহাদিগের মধ্যে কোদ্রব নীবার শ্যামা ও শান্তনু, কষায় মধুর ও শীত পিত্তের শান্তিকর।

প্রিয়ঙ্গু চারিপ্রকার, কৃষ্ণ রক্ত পীত ও শ্বেত। তাহারা উত্তরোত্তর অধিকতর গুণকারী রুক্ষ ও কফ নাশক। মধুলী মধুর ও শীতল। নান্দীমুখী স্নিগ্ধ। বরূক এবং মুকুন্দ অতিশয় শোষণকারী। বেণু-যব রুক্ষ উষ্ণবীর্য্য কটুপাক মূত্র-রোধক, কফ-নাশক কষায় ও বাতের প্রকোপকর।

মুদ্গ বনমুদ্গ কলায় মকুষ্ঠ মসূর মাঙ্গল্য চণক সতীন (মটর) ত্রিপুটক হরেণু (কলাই বিশেষ) আঢ়কী প্রভৃতি বৈদল। ইহারা কষায় মধুর শীতল কটুপাক ও বায়ুর প্রকোপকর, মল-মূত্র-রোধক ও পিত্ত শ্লেষ্মার শান্তিকর। ইহাদিগের মধ্যে মুগ, অধিক বায়ু-বর্দ্ধন-কর নহে ও দৃষ্টির হিতকারী। বনমুগও মুগের তুল্য গুণশালী। মসূর, পাকে মধুর ও তেজোবর্দ্ধনকর। মকুষ্ঠ (কলাই বিশেষ) ক্রিমিকর ও অতিশয় বায়ুর প্রকোপকর। আঢ়কী, কফ পিত্তের শান্তিকর ও বায়ুর প্রকোপকর নহে। চণক (ছোলা), বায়ু-বর্দ্ধন-কর, শীতল মধুর কষায়, রুক্ষ কফ ও রক্ত পিত্তের শান্তিকর, এবং পুরুষত্ব-নাশক। হরেণু ও সতীন; মল-বৃদ্ধিকর। মুদ্গ ও মসূর ব্যতিরেকে সকল বৈদলই আধ্মান-কারক।

মাষ (মাষকলাই), গুরুপাক, মলমূত্র-ভেদক, স্নিগ্ধ-উষ্ণবীর্য্য, বৃষ্য মধুর বায়ুর শান্তিকর, অতিশয় তৃপ্তিকর স্তন্যজনক বলকর এবং শুক্র ও কফ-বর্দ্ধনকারী। মাষকলাই কষায় ভাব প্রাপ্ত হইলে মল-ভেদক মূত্র-বৃদ্ধিকর ও কফ-জনক হয় না এবং বিপাকে মধুর গুণ-যুক্ত

অনিলঘ্ন তৃপ্তিকর স্তন্যকর ও রুচিপ্রদ হয়। আত্ম-গুপ্ত (আলকুশী-বীজ), মাষকলায়ের তুল্য গুণকারী, কষায় প্রযুক্ত মলমূত্রভেদক বা কফজনক নহে, পাকে মধুর, তৃপ্তিকর স্তন্যকর ও রুচিকর। কাকাণ্ড ফলও এইরূপ গুণশালী। বন্য মাষ রুক্ষ-কষায় ও অবিদাহী।

কুলত্থ কলাই—উষ্ণবীর্য্য কষায়-রস কটুপাক, কফ ও বায়ুর শান্তি-কর, মলের সংগ্রাহক, শুক্রাশ্মরী গুল্ম পীনস কাস আনাহ মেদ কোষ্ঠ-রোধকতা হিক্কা ও শ্বাস, এই সকল রোগের শান্তিকর, রক্ত-পিত্তজনক, এবং কফ ও চক্ষুরোগ নাশক। বন্য কুলত্থেরও এই সকল গুণ, বি-শেষতঃ ঈষৎ কষায় তিক্ত ও মধুর সংগ্রাহক পিত্তকর ও উষ্ণ।

তিল—পাকে মধুর, বলকর স্নিগ্ধ ব্রণের আলেপনে হিতকর অগ্নি-কর মেধা-জনক মূত্রের লাঘব-কারী, স্তন্যবর্দ্ধনকারী, দন্ত ও কেশের পক্ষে হিতকারী, বায়ু-নাশক ও গুরুপাক। তিলের মধ্যে কৃষ্ণ-তিলই উৎকৃষ্ট, শ্বেত তিল মধ্যম এবং অপর সকল তিল নিকৃষ্ট।

যব—কষায় মধুর হিম কটুপাক, কফপিত্তের শান্তিকারী, তিলের ন্যায় ব্রণরোগে পথ্য, মূত্ররোধক ও অতিশয় বায়ুজন্য তেজের বর্দ্ধনকর, শরীরের স্থিরতা অগ্নি মেধা স্বর ও বর্ণকর, পিচ্ছিল মেদ ও তৃষ্ণা নাশক, বায়ুর অনুলোমকারী, রুক্ষ ও রক্তপিত্তের শান্তিকর। অতিযব (যববিশেষ) সমস্ত-যব অপেক্ষা কিছু অল্প-গুণ-বিশিষ্ট।

গোধূম—মধুর গুরু বলকর স্থৈর্য্যকারী, রুচিকর ও শুক্রের বর্দ্ধন-কারী, স্নিগ্ধ শীতল, বায়ু-পিত্তের শান্তিকারী, সন্ধানকর শ্লেষ্মাকর এবং সারক।

শিম্বা (শুঁটী)—রুক্ষ কষায়, বিষ শোফ শুক্র শ্লেষ্মা ও দৃষ্টির ক্ষয়-কারী, বিদাহী কটুপাক মধুর মলভেদক, বায়ুপিত্ত-বর্দ্ধনকর। শ্বেত কৃষ্ণ পীত ও রক্ত এই সকল বর্ণ ভেদে শিম্বা নানাপ্রকার হইয়া থাকে। ইহারা যথাক্রমে গুণশালী, রসে ও পাকে কটু এবং উষ্ণ। শিম্বা মূল-জাত ও লতা-জাত হইয়া থাকে। ইহারা পাকে ও রসে

মধুর, বলকর পিত্তশান্তিকর, আশু বিদাহী রুক্ষ অধিকক্ষণ ভার থাকিয়া জীর্ণ হয়, এবং বায়ুবৃদ্ধি করে। সকলপ্রকার বৈদলকে (কলাই প্রভৃতি দ্বিদল) শিম্বী বলা যায়, তাহারা রুচিকর ও দুর্জর (সহজে জীর্ণ হয় না)। অতসী (তিসী), উষ্ণ স্বাদু, বায়ুর শান্তিকর পিত্তের বর্দ্ধনকর এবং কটুপাক। কুসুম্ভ (কুসুম বীজ), রসে ও পাকে কটু এবং কফঘ্ন বিদাহী, সুতরাং অহিতকর। সর্ষপ, রসে ও পাকে কটু এবং রক্তপিত্তের প্রকোপকর। শ্বেত-সর্ষপও এইপ্রকার গুণ-বিশিষ্ট, বিশেষতঃ তীক্ষ্ণ উষ্ণ রুক্ষ ও কফ বায়ুর নাশক।

উপযুক্ত ঋতুতে না জন্মিলে, ব্যাধি দ্বারা নষ্ট হইলে, প্রণালীক্রমে না জন্মিলে, ভূমিতে না জন্মিলে, অথবা নূতন হইলে কোন ধান্যই গুণকারী হয় না। ধান্য নূতন হইলে চক্ষুরোগ-কারী, ও এক বৎসরের পুরাতন হইলে লঘু হয়। ধান্য বিরূঢ় হইলে (অঙ্কুর না থাকিলে), বিদাহী গুরু বিষ্টম্ভী ও দৃষ্টির অহিতকারী হয়। শালি হইতে সর্ষপ পর্য্যন্ত সকল ধান্যেরই ইহাতে কাল, প্রমাণ, সংস্কার ও মাত্রা বলা হইল।

মাংসবর্গ।

জলচর, সজল-দেশবাসী, গ্রামবাসী, মাংস-ভোজী, একশফ (এক-খুর জন্তুমাত্র) (১) ও জাঙ্গল, এই ছয় মাংসবর্গ। ইহাদিগকে উত্তরোত্তর প্রধান বলিয়া জানিবে, অর্থাৎ জলচর অপেক্ষা সজল-দেশবাসী প্রধান, তদপেক্ষা গ্রামবাসী প্রধান, তদপেক্ষা মাংস-ভোজী প্রধান ইত্যাদি। ইহারা দুইপ্রকার; জাঙ্গল (বন্য) ও আনুপ (সজল-দেশ-বাসী)। জাঙ্গল-বর্গ আটপ্রকার, যথা—জঙ্ঘাল (যাহারা জঙ্ঘাবলে দ্রুত গমন করিতে পারে), বিষ্কির (পক্ষিগণ, যাহারা আহারীয় দ্রব্য

---

(১) "খরোঽশ্বোঽশ্বতরো গৌরঃ শরভশ্চমরী তথা। এতে চৈকশফাঃ ক্ষত্তঃ শৃণু পঞ্চনখান্ পশূন্॥" ইতি শ্রীভাগবত। গর্দ্দভ অশ্ব অশ্বতর গৌর-শরভ ও চমরী ইহারা একশফ জন্তু।

ছড়াইয়া খুটিয়া ভক্ষণ করে) (২), প্রতুদ, গুহাশয়, প্রসহ (যাহারা বলপূর্ব্বক খাদ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে এরূপ পক্ষী), পর্ণ-মৃগ, বিলেশয় ও গ্রাম্য। ইহাদিগের মধ্যে জঙ্ঘাল ও বিষ্কির এই দুই অত্যুৎকৃষ্ট। এণ হরিণ ঋষ্য কুরঙ্গ করাল কৃতমাল শরভ শ্ব-দংষ্ট্রা (কুক্কুরের ন্যায় দন্তবিশিষ্ট পশু) পৃষত (শ্বেতবিন্দুযুক্ত-মৃগ) অরুষ্কল ও মৃগমাতৃকা প্রভৃতি জঙ্ঘাল পশু। ইহারা কষায় মধুর, লঘু, বাত ও পিত্তনাশক, তীক্ষ্ণ হৃদ্য ও বস্তি-শোধনকর।

এণ-মাংস—কষায় মধুর হৃদ্য, রক্তপিত্ত ও কফ নাশক, সংগ্রাহী রুচিকর বলকর ও জ্বর-নাশক।

হরিণ-মাংস—মধুর, পাকে মধুর, দোষঘ্ন অগ্নিবৃদ্ধিকর শীতল মলমূত্র-রোধক সুগন্ধি ও লঘুপাক। এণ ও হরিণ এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই, কৃষ্ণমৃগকে এণ বলে ও তাম্রবর্ণ মৃগকে হরিণ বলে। যে মৃগ কৃষ্ণ বা তাম্রবর্ণ নহে, তাহাকে কুরঙ্গ বলা যায়।

মৃগমাতৃকা প্রভৃতির মাংস—শীত ও রক্তপিত্তের শান্তিকর, সন্নিপাত ক্ষয় শ্বাস কাস হিক্কা ও অরুচি-নাশক।

লাব তিত্তিরি কপিঞ্জল বর্ত্তীর বর্ত্তিক বর্ত্তকা নপ্তৃকা বাতীক চকোর কলবিঙ্ক ময়ূর ক্রকর উপচক্র কুক্কুট সারঙ্গ শতপত্রক কুতিত্তিরি কুরবাহুক ও যবলক প্রভৃতি বিষ্কির জাতি। ইহারা লঘু, শীতল, মধুর, কষায় ও দোষের শান্তিকারী।

লাব-মাংস—সংগ্রাহী অগ্নিকর কষায় মধুর লঘু ও বিপাকে কটুরস এবং সন্নিপাতে উপকারী।

তিত্তিরি-মাংস—ঈষৎ গুরু উষ্ণ মধুর বৃষ্য মেধা ও অগ্নিবৃদ্ধি-কর সর্ব্বদোষ নাশক ধারক ও বর্ণের প্রসাদনকর। গৌর-তিত্তিরি—উক্ত গুণ-বিশিষ্ট, বিশেষতঃ হিক্কা শ্বাস ও বায়ু নাশক।

---

(২) কুলিঙ্গ-কুক্কুটাদ্যাশ্চ বিষ্কিরাঃ সমুদাহৃতাঃ। বিকীর্য্য ভক্ষয়ন্ত্যেতে যস্মাৎ তস্মাদ্ধি বিষ্কিরাঃ॥

কপিঞ্জল (চাতক) মাংস—রক্ত-পিত্তনাশক, শীতল ও লঘুপাক। কফজাত রোগে ও বায়ু মন্দ হইলে ইহার মাংস ব্যবহার্য্য।

ক্রকর-মাংস—বায়ু ও পিত্ত নাশক, তেজস্কর মেধা অগ্নি ও বলের বর্দ্ধনকর লঘু ও মুখপ্রিয়। উপচক্র-(চক্রবাক-বিশেষ)-মাংসও উক্তরূপ গুণকারী, এবং কষায় স্বাদু ও লবণ রসবিশিষ্ট, ত্বক্ ও কেশের বৃদ্ধিকর এবং রুচিকর।

ময়ূর-মাংস—স্বর মেধা অগ্নি দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের দৃঢ়তা-কারক, স্নিগ্ধ উষ্ণ ও বায়ু নাশক, বৃষ্য স্বেদ স্বর ও বল বর্দ্ধনকর।

কুক্কুট-মাংস—বন্যকুক্কুট বৃংহণ, বায়ুরোগ ক্ষয় বমি ও বিষমজ্বরের নাশক। গ্রাম্যকুক্কুটও এইরূপ গুণবিশিষ্ট, কেবল গুরুপাক।

কপোত পারাবত ভৃঙ্গরাজ পরভৃতক যষ্টিক কুলিঙ্গ গৃহকুলিঙ্গ গোক্ষোড়ক ডিণ্ডিম মানক শতপত্রক মাতৃনিন্দক ভেদাশী শুক সারিকা বল্‌গুলী গিরিশাল হ্বাল দূষক সুগৃহী খঞ্জরীটক হারীত ও দাত্যূহ প্রভৃতি প্রতুদ-জাতীয় পক্ষী। ইহারা কষায়-মধুর রুক্ষ ফলাহারী, বায়ু-কর পিত্ত ও শ্লেষ্মা নাশক, শীতল মূত্ররোধক ও অল্প তেজস্কর।

ইহাদিগের মধ্যে ভেদাশী সর্ব্বদোষকর এবং মলের দোষজনক। কানক-পোত (কাকের ছানা) কষায় স্বাদু ও লবণ রস বিশিষ্ট ও গুরু-পাক।

পারাবত—রক্তপিত্ত-নাশক, কষায়, বিশদ, বিপাকে মধুর ও গুরু-পাক।

কুলিঙ্গ—(ফিঙ্গা) মধুর স্নিগ্ধ, কফ ও শুক্রের বর্দ্ধনকর। গৃহকুলিঙ্গ, রক্ত-পিত্ত-নাশক ও অতিশয় শুক্র-বৃদ্ধিকর।

সিংহ ব্যাঘ্র বৃক তরক্ষু ঋক্ষ দ্বীপী মার্জ্জার শৃগাল মৃগ এর্ব্বারুক প্রভৃতি পশুগণ গুহাশয়। ইহারা, মধুর গুরুপাক স্নিগ্ধ বলকর বায়ু-নাশক, উষ্ণ-বীর্য্য-সম্পন্ন, এবং নেত্র ও গুহ্য রোগীদিগের পক্ষে নিয়ত হিতকারী।

কাক কঙ্ক কুরর চাষ ভাস শশঘাতী (বাজপক্ষী) উলুক চিল্লী শোণ গৃধ্র প্রভৃতি প্রসহ জন্তু। এই সকল জন্তু, সিংহ প্রভৃতি জন্তুগণের সহিত সমান-গুণবিশিষ্ট,রস বীর্য্য ও বিপাকে বিশেষতঃ শোষ রোগে হিতকর।

মদ্গু মূষিক বৃক্ষশায়িকা বকুশ পূতিঘাসী ও বানর প্রভৃতি পর্ণমৃগ। ইহারা, মধুর গুরুপাক বৃষ্য চক্ষুষ্য এবং শোষ রোগে হিতকারী, মল-মূত্রের বৃদ্ধিকর কাস অর্শ ও শ্বাস নাশক। সমুদ্র-জাত প্রাণী অপেক্ষা নদী-জাত প্রাণী অধিক গুণবিশিষ্ট।

শ্বা-বিধ (কুক্কুর-সদৃশ জন্তু) শল্লক গোধা শশ বৃষদংশ লোপাক লোমশ কর্ণ-কদলী মৃগপ্রিয়ক অজগর সর্প মূষিক নকুল ও মহাবভ্র প্রভৃতি বিলেশয় জন্তু। ইহারা তেজ ও মূত্রের সন্ধানকর, উষ্ণবীর্য্য পরিপাকে স্বাদু, বায়ুনাশক শ্লেষ্মা ও পিত্তকর এবং কাশ শ্বাস ও কৃশতা নাশক। ইহাদিগের মধ্যে, শশ-মাংস কষায়-মধুর, পিত্ত ও কফের শান্তিকর, এবং অতিশয় শীত-বীর্য্য নয় বলিয়া বায়ুর সমতা সাধন করে। গোধা-মাংস—পরিপাকে মধুর, কষায়-কটু বায়ু ও পিত্ত নাশকারী বৃংহণ ও বলবর্দ্ধনকারী।

শল্লক—স্বাদু পিত্তনাশক লঘু শীতল ও বিষনাশক।

মৃগপ্রিয়ক—বায়ু রোগে হিতকারী।

অজগর—অর্শ-রোগের পক্ষে হিতকারী।

সর্প—অর্শ বায়ু ও দোষনাশক, কৃমি ও দূষীবিষ (মাকড়ষার বিষ প্রভৃতি) নাশক, চক্ষুরোগের হিতকর পাকে মধুর এবং মেধা ও অগ্নির বর্দ্ধনকর। ইহাদিগের মধ্যে দর্ব্বীকর অর্থাৎ ফণাধারী সর্প, অগ্নি-বৃদ্ধিকর এবং পরিপাকে কটু, মধুর, অতিশয় চক্ষুর হিতকর এবং মল মূত্র ও বায়ুর সন্ধানকর।

অশ্ব অশ্বতর গো খর উষ্ট্র বস্ত ওরভ্র মেদপুচ্ছক প্রভৃতি গ্রাম্য জন্তু। ইহারা বায়ুনাশক, বর্দ্ধনকর, কফ ও পিত্তকর, রসে ও পাকে মধুর, দীপন ও বলের বর্দ্ধনকর।

বস্ত-(ছাগ)-মাংস—অতি শীতল নয়, গুরুপাক, স্নিগ্ধ পিত্ত ও কফের মন্দতা-কারক, চক্ষুরোগ-নাশক এবং পীনস রোগের শান্তিকর।

ঔরভ্র-(মেষ)-মাংস—বৃংহণ পিত্ত ও শ্লেষ্মাকর ও গুরুপাক।

মেদ ও পুচ্ছক (মেষ-বিশেষ) মাংস—মেষমাংসের সমান গুণবিশিষ্ট ও বৃষ্য।

গব্য-মাংস—শ্বাস কাস প্রতিশ্যায় ও বিষমজ্বরের শান্তিকারক শ্রম ও অত্যগ্নির পক্ষে হিতকর, পবিত্র ও বায়ুনাশক। একশফ (একখুর-বিশিষ্ট) জন্তুর মাংস স-লবণ হইলে মেষ-মাংসের তুল্য গুণ-বিশিষ্ট। অল্প-শ্লেষ্মকারী জাঙ্গল-বর্গ বলা হইল।

যে সকল পশু কিবা পক্ষীর অনেক দূরে লোকালয় ও জলাশয় থাকে, তাহারা অল্প-শ্লেষ্মাকর এবং যে সকল পশু পক্ষীর অতিসমীপে লোকালয় ও জলাশয় থাকে, তাহারা অতিশয় শ্লেষ্মাকর।

আনূপবর্গ পঞ্চবিধ। যথা ১ কূলচর, ২ প্লব, ৩ কোশস্থ, ৪ পাদী, ও ৫ মৎস্য। ইহাদের মধ্যে, হস্তী গবয় মহিষ রুরু চমর সৃমর রোহিত বরাহ খড়্গী গোকর্ণ কালপুচ্ছ কোন্দ্র ন্যঙ্কু অরণ্য-গবয় প্রভৃতি কূলচর পশু। ইহাদিগের মাংস বায়ু পিত্ত নাশক, বৃষ্য, রসে এবং পাকে মধুর, শীতল বলকর স্নিগ্ধ এবং মূত্র ও কফের বৃদ্ধিকর।

গজ-মাংস—বিরূক্ষণ (রুক্ষস্বভাব) লেখনকর উষ্ণবীর্য্য পিত্তের দোষজনক, স্বাদু অম্ল ও লবণ-রস-বিশিষ্ট এবং শ্লেষ্মা ও বায়ুনাশক।

গবয়-মাংস—স্নিগ্ধ মধুর, কাস-দমনকারী, পরিপাকে মধুর এবং স্ত্রীসংসর্গের বর্দ্ধনকর।

মাহিষ-মাংস—স্নিগ্ধ উষ্ণ ও মধুর, বৃষ্য তৃপ্তিকর গুরুপাক, নিদ্রা পুংস্ত্ব বল ও স্তন্য বর্দ্ধনকর এবং মাংসের দৃঢ়তা-সম্পাদক।

রুরু-মাংস—মধুর পশ্চাৎ কষায়-রস-বিশিষ্ট, বাত পিত্তের শান্তিকর গুরুপাক ও শুক্রের বৃদ্ধিকর।

চমর-মাংস—স্নিগ্ধ মধুর কাসনাশক পরিপাকে মধুর এবং বায়ু ও পিত্তের নাশকারী।

সৃমর-মাংস—মধুর পশ্চাৎ কষায় রস বিশিষ্ট, বায়ু-পিত্তের শান্তিকারক গুরুপাক এবং শুক্রের বৃদ্ধিকর।

বরাহ-মাংস—স্বেদকর বর্দ্ধনকর বৃষ্য শীতল তৃপ্তিকর গুরুপাক স্নিগ্ধ শ্রম ও বায়ু নাশক এবং বলবৃদ্ধিকর।

খড়্গী (গণ্ডার) মাংস—কফনাশক, কষায়রসবিশিষ্ট ও বায়ু নাশক এবং বিরূক্ষণ পিত্তকর পবিত্র আয়ুষ্কর ও মূত্র-রোধক।

গোকর্ণ-মাংস—মধুর স্নিগ্ধ মৃদু কফকর পরিপাকে মধুর এবং রক্ত-পিত্ত-নাশক।

হংস সারস ক্রৌঞ্চ চক্রবাক কুরর কাদম্ব কারণ্ডব জীবঞ্জীবক বক বলাকা পুণ্ডরীক প্লব শরারীমুখ নন্দীমুখ মদ্‌গু উৎক্রোশ কাচাক্ষ মল্লিকাক্ষ শুক্লাক্ষ পুষ্করশায়ী কাকোনাল কাম্বু কুক্কুটিকা মেঘরাব শ্বেত-চরণ প্রভৃতি প্লব (যাহারা জলে লাফিয়া বা ভাসিয়া যায়)। ইহারা সংঘাত-চারী এবং রক্ত-পিত্তের নাশক শীতল স্নিগ্ধ বৃষ্য বায়ু-দমনকারী, মলমূত্রের বর্দ্ধক এবং রসে ও পাকে মধুর। ইহাদিগের মধ্যে হংস-মাংস, গুরুপাক উষ্ণ মধুর স্নিগ্ধ, স্বর বর্ণ ও বলের পুষ্টিকর বৃংহণ শুক্রের বৃদ্ধিকর এবং বায়ু-নাশক।

শঙ্খ শঙ্খনখ শুক্তি শম্বুক ভল্লুক প্রভৃতি কোশস্থ প্রাণী। কূর্ম্ম কুম্ভীর কর্কটক কৃষ্ণ-কর্কটক শিশুমার প্রভৃতি পাদী অর্থাৎ চরণ-বিশিষ্ট।

শঙ্খ কূর্ম্ম প্রভৃতি, রসে ও পাকে মধুর, বায়ুনাশক শীতল স্নিগ্ধকর পিত্তের হিতকর তেজোবৃদ্ধিকর এবং শ্লেষ্মার বর্দ্ধনকর। কৃষ্ণকর্কটক, ঈষৎ উষ্ণ ও বায়ুনাশক এবং বলকর। শুক্ল-কর্কটক, সন্ধানকর মল-মূত্রকর এবং বায়ু ও পিত্তনাশক।

মৎস্য দুইপ্রকার। নদী-জাত এবং সমুদ্র-জাত। রোহিত

পাঠীন পাটলা রাজীব (বৃহৎ মৎস্য বিশেষ) বর্ম্মি (বানি-মাছ) গোমৎস্য কৃষ্ণমৎস্য বাগুঞ্জার মুরল সহস্রদংষ্ট্র প্রভৃতি নদীজাত মৎস্য। ইহারা মধুর গুরুপাক ও বায়ুনাশক রক্তপিত্তকর উষ্ণ বৃষ্য স্নিগ্ধ এবং অল্প তেজস্কর।

রোহিত মৎস্য—মধুর পশ্চাৎ কষায় রস-বিশিষ্ট, বায়ুনাশক এবং অল্প পিত্ত-বৃদ্ধি-কর। ইহারা শষ্প শৈবাল প্রভৃতি ভোজন করিয়া থাকে।

পাঠীন মৎস্য (বোয়াল মাছ)—মাংসাশী, শ্লেষ্মকর বৃষ্য ও নিদ্রাকর, ইহারা অম্লপিত্তকে দূষিত করে এবং কুষ্ঠ রোগের উৎপাদক।

মুরল মৎস্য—বৃংহণ বৃষ্য স্তন্য ও শ্লেষ্ম-কর।

সরোবর ও তড়াগ জাত মৎস্য সকল স্নিগ্ধ-কর এবং মধুর-রস-বিশিষ্ট। মহাহ্রদ-জাত মৎস্য সকল বলকর হয়, স্বল্প-জল-জাত মৎস্যগণ বলকর নহে।

তিমি তিমিঙ্গিল কুলিশ পাকমৎস্য নিরালক নন্দিবারলক মকর গর্গরক চন্দ্রক মহামীন ও রাজীব প্রভৃতি সামুদ্রিক (সমুদ্র-জাত) মৎস্য। ইহারা গুরুপাক স্নিগ্ধ মধুর অল্প পিত্ত-বৃদ্ধিকর উষ্ণ বায়ুনাশক বৃষ্য তেজস্কর ও শ্লেষ্মা-বর্দ্ধন-কর। সামুদ্রিক মৎস্যগণ মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে বলিয়া বিশেষরূপ বলকর হয়।

চুণ্টী (ক্ষুদ্র কূপ) ও কূপ-জাত মৎস্য, বায়ুনাশক বলিয়া সামুদ্রিক মৎস্য অপেক্ষা অধিকতর গুণ-বিশিষ্ট। বাপী-জাত মৎস্যেরা স্নিগ্ধ ও পরিপাকে স্বাদু বলিয়া চুণ্টী ও কূপজাত মৎস্য অপেক্ষা অধিকতর গুণ-বিশিষ্ট। নদীজাত মৎস্যেরা মুখ ও পুচ্ছ সঞ্চালনপূর্ব্বক ভ্রমণ করিয়া থাকে বলিয়া তাহাদের মধ্যদেশ গুরুপাক। সরোবর ও তড়াগ-জাত মৎস্যের শিরোদেশ (মুড়া) অতিশয় লঘু। যে সকল মৎস্য মৃত্তিকার অদূরে চরিয়া থাকে এবং যাহারা উৎসের জল পান করিয়া জীবিত থাকে, তাহাদের শিরোদেশের অল্প অংশ ভিন্ন অপর

সমস্ত শরীরই অতিশয় গুরুপাক। সরোবর-জাত মৎস্যের অধোভাগ সমস্তই গুরুপাক এবং তাহারা উরোদেশ সঞ্চালনপূর্ব্বক ভ্রমণ করে বলিয়া তাহাদের পূর্ব্ব অঙ্গ অর্থাৎ ঊর্দ্ধভাগ লঘুপাক জানিবে। সজলদেশবাসী অধিক-শ্লেষ্মাকারী মাংস-বর্গ বলা হইল।

এই সকলের মধ্যে শুষ্ক (শুঁট্‌কি). পূতিগন্ধযুক্ত (পচা), পীড়িত, বিষাক্ত সর্প দ্বারা হত, বিষলিপ্ত, অস্ত্রাদি দ্বারা বিদ্ধ, জীর্ণ (পাকা), কৃশ, বাল, এবং যাহারা স্ব স্ব প্রকৃতির বিপরীতাচারী. এই সকলের মাংস অভক্ষ্য বলিয়া জানিবে। শুষ্ক ও পূতি-মাংস বিগত-বীর্য্য, ব্যাধিত বিষাক্ত সর্পহত ও বিষলিপ্ত মাংস বিকৃত-বীর্য্য, বিদ্ধ-মাংস নষ্ট-বীর্য্য, জীর্ণ-মাংস পরিণত-বীর্য্য, কৃশ-মাংস অল্প-বীর্য্য এবং বাল-মাংস অসম্পূর্ণ-বীর্য্য, এজন্য ইহারা বহুদোষের আকর।

শুষ্ক মাংস অরুচিকর প্রতিশ্যায়-(মুখ ও নাসিকা দ্বারা জল-স্রাব)-কর ও গুরুপাক। বিষ বা ব্যাধিদ্বারা হত এরূপ জন্তুর মাংস ভোজনে মৃত্যু হয়, বাল-মাংসে ছর্দ্দি জন্মে, জীর্ণ-মাংসে কাস ও শ্বাস জন্মে, পীড়িত জন্তুর মাংসে ত্রিদোষের বৃদ্ধি হয়, ক্লিন্ন অর্থাৎ ক্লেদযুক্ত মাংসে বমি হয় এবং কৃশ জন্তুর মাংসে বায়ু কুপিত হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন অন্য জন্তুর মাংস উপাদেয়। চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে স্ত্রীর অর্থাৎ মাদীর মাংস উৎকৃষ্ট, পক্ষীর মধ্যে পুরুষের অর্থাৎ মর্দ্দার মাংস উৎকৃষ্ট, বৃহৎকায় জন্তুর মধ্যে ক্ষুদ্রকায়দিগের মাংস উৎকৃষ্ট, ক্ষুদ্রকায় জন্তুর মধ্যে বৃহদাকারদিগের মাংস উৎকৃষ্ট এবং একজাতীয় জন্তুর মধ্যে মহাশরীর-বিশিষ্ট জন্তু অপেক্ষা ক্ষুদ্রকায় জন্তু উৎকৃষ্ট জানিবে।

এক্ষণে কোন্ কোন্ জন্তুর কোন্ কোন্ ধাতু ও কোন্ কোন্ স্থান গুরু ও লঘু, তাহাই বলিব। যথা—রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র, এই ছয় ধাতুর মধ্যে পর পর গুরুতর। অর্থাৎ রক্ত অপেক্ষা মাংস গুরুতর, মাংস অপেক্ষা মেদ গুরুতর, মেদ অপেক্ষা অস্থি ও অস্থি অপেক্ষা মজ্জা গুরুতর, এবং শুক্র সর্ব্বাপেক্ষা গুরু। সক্থি

(উরু), স্কন্ধ, ক্রোড়, শিরঃ, পাদ, কর, কটি ও পৃষ্ঠ দেশ এবং চর্ম্ম কালেয়ক যকৃৎ ও অন্ত্র এই সকলের মধ্যে শিরঃ স্কন্ধ কটি পৃষ্ঠ এবং আত্মকক্ষের দুই উরু পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুতর অর্থাৎ শিরঃ অপেক্ষা স্কন্ধ লঘুতর, স্কন্ধ অপেক্ষা কটি লঘুতর, কটি অপেক্ষা পৃষ্ঠ লঘুতর ও পৃষ্ঠ অপেক্ষা আত্মকক্ষের দুই উরু লঘুতর।

সকল প্রাণীরই দেহের মধ্যে মধ্যস্থান গুরু। পুরুষ প্রাণীর পূর্ব্বভাগ গুরু, স্ত্রী প্রাণীর অধোভাগ গুরু। পক্ষি-জাতির উরঃ ও গ্রীবা অতিশয় গুরু। পক্ষীরা ঊর্দ্ধে পক্ষ নিক্ষেপ করে বলিয়া ইহাদিগের মধ্য-ভাগ সমান। ফল-ভোজী বিহঙ্গদিগের মাংস অতিশয় রুক্ষ। মাংসাশী পক্ষীদিগের মাংস অতিশয় বর্দ্ধনকর। মৎস্য-ভোজী পক্ষীদিগের মাংস পিত্তবৃদ্ধিকর, এবং ধান্য-ভোজী পক্ষীদিগের মাংস বাতনাশক।

জলচর, সজল-দেশজাত, গ্রাম্য, মাংস-ভোজী, একশফ, প্রসহ, বিলবাসী, জঙ্ঘাল, প্রতুদ এবং বিষ্কির এই সকল জন্তু, পর পর লঘু এবং পর পর অল্প-শ্লেষ্মাকারী। অর্থাৎ জলচর অপেক্ষা সজল-দেশ-জাত লঘু, তদপেক্ষা মাংস-ভোজী, তদপেক্ষা একশফ, তদপেক্ষা প্রসহ ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন জন্তুগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব লঘু ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব অল্প-শ্লেষ্মা-কারী বলিয়া জানিবে।

স্ব স্ব জাতির মধ্যে প্রমাণাধিক জন্তুগণ অল্প বলকর এবং গুরুপাক। সকল প্রাণীর সকল শরীর হইতে যাহারা প্রধানতম, যকৃৎপ্রদেশবর্ত্তী সেই সকল মাংস গ্রহণ করিবে। প্রধান অভাবে মধ্যমবয়স্ক এবং ইহার অভাবে সদ্যোজাত অক্লিষ্ট মাংস উপাদেয়। ইহাতে সকল প্রাণীর বয়ঃ শরীর অবয়ব স্বভাব ধাতু ক্রিয়াচিহ্ন প্রমাণ সংস্কার এবং মাত্রা বলা হইল।

ফল-বর্গ।

দাড়িম আমলক বদর (শেয়াকুল) কোল (বদরী-ফল) কর্কন্ধু (ক্ষুদ্র বদর) সৌবীর (মহাবদর) সিম্বিতিকাফল (শমীফল) কপিত্থ

(কয়েদ বেল) মাতুলুঙ্গ (টাবানেবু) আম্র, আম্রাতক (আমড়া) করমর্দ্দ (করমচা) পিয়াল, লকুচ (মাদার) ভব্য (চাল্‌তা) পারাবত (গাবফল) বেত্রফল, প্রাচীন আমলক, তিন্তিড়ী, নীপ (কদম্ব) কোশাম্র (কেওড়া) অম্লীকা, নারঙ্গ ও জম্বীর (নেবুবিশেষ) প্রভৃতি। ইহারা অম্ল-রস-বিশিষ্ট গুরুপাক উষ্ণবীর্য্য পিত্ত-জনক বায়ুনাশক কফের উৎক্লেশকর (হৃদয়ে সঞ্চয়কারী)। ইহাদিগের মধ্যে দাড়িম —পশ্চাৎ কষায়-রস-বিশিষ্ট, অল্প পিত্তকর অগ্নিকর রুচিকর মুখপ্রিয় তেজের অবরোধকর। দাড়িম দুইপ্রকার—মধুর এবং অম্ল। মধুর হইলে ত্রিদোষের শান্তিকর এবং অম্ল হইলে কফ ও বায়ুর শান্তিকর হয়। আমলকীফল—মধুর-রস-বিশিষ্ট, অম্ল তিক্ত কষায় ও কটু, সারক, চক্ষুর হিতকারী, সকল দোষের শান্তিকর এবং বৃষ্য। ইহা অম্লতার দ্বারা বায়ুর শান্তি করে, মাধুর্য্য ও শীতলতার দ্বারা পিত্তের শান্তি করে, রুক্ষ ও কষায় ভাবের দ্বারা শ্লেষ্মার শান্তি করে। ইহা সকল ফলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কর্কন্ধু কোল ও বদর অপক্ক হইলে পিত্ত ও কফ বর্দ্ধন করে, পক্ক হইলে স্নিগ্ধ মধুর ও সারক হয়, এবং বায়ু পিত্তের শান্তিকর। পুরাতন কুল, তৃষ্ণার শান্তিকর, শ্রমঘ্ন, অগ্নিকর ও লঘু। সৌবীর ও বদর—স্নিগ্ধ মধুর ও বায়ু পিত্তের শান্তিকর। সিম্বিতিকাফল,—কষায় স্বাদু সংগ্রাহী এবং শীতল। কপিত্থফল—অপক্ক হইলে, স্বরের অহিতকর, কফঘ্ন, সংগ্রাহী ও বায়ুর বৃদ্ধিকর এবং পক্ক হইলে, বাত-শ্লেষ্মার শান্তি করে, মধুর ও অম্ল রস বিশিষ্ট, গুরুপাক, শ্বাসকাস ও অরুচি নাশক, তৃষ্ণার শান্তিকর এবং কণ্ঠশোধনকর। মাতুলুঙ্গফল—লঘুপাক অম্লরসবিশিষ্ট অগ্নিবৃদ্ধিকর ও মুখপ্রিয়। ইহার ত্বক্ (ছাল) তিক্ত, সহজে জীর্ণ হয় না, এবং কফ বায়ু ও কৃমি নাশক। ইহার মাংস (শাঁস) মিষ্ট শীতল গুরু স্নিগ্ধকারী মেদজনক বায়ু ও পিত্ত দমনকারী শূল ও বায়ু রোগনাশক, এবং ছর্দ্দি শ্লেষ্মা ও অরুচি নিবারণ করিয়া থাকে। ইহার কেসর অগ্নিকর লঘু সংগ্রাহী এবং গুল্ম ও অর্শ রোগ নাশক। ইহার রস শূল

অজীর্ণ মল-মূত্র-বন্ধ মন্দাগ্নি ও কফ বায়ুর শান্তিকর। অরুচি রোগে ইহা বিশেষ উপকারক।

আম্রফল—কচি আম, পিত্ত-বায়ু-কর। যাহার কেসর বিঁধিয়াছে এরূপ আম, পিত্তকর মুখপ্রিয় বর্ণকর রুচিকর, রক্ত মাংস ও বল-কর, মধুর পশ্চাৎ কষায় রস বিশিষ্ট, বায়ুনাশক তেজোবৃদ্ধিকর ও গুরু-পাক। পাকা আম, পিত্তের অবরোধী শুক্রবৃদ্ধিকর তেজের বৃদ্ধি-কর মধুর বলকর গুরু ও বিষ্টম্ভ-অজীর্ণ করিয়া স্বয়ং জীর্ণ হয়।

আম্রাতকফল—বৃষ্য সস্নেহ ও শ্লেষ্মার বৃদ্ধিকর। লকুচফল—ত্রিদোষ ও বিষ্টম্ভকর এবং শুক্রনাশক। করমর্দ্দক—অম্ল-রস-বিশিষ্ট, তৃষ্ণানাশক রুচিকর ও পিত্তজনক। পিয়াল (ফল-বিশেষ)—বায়ু-পিত্ত-নাশক, বৃষ্য গুরু ও শীতল।

ভব্য—মুখপ্রিয় স্বাদু কষায় অম্ল-রস-বিশিষ্ট ও মুখ-শোধক, পিত্ত-শ্লেষ্মা-নাশক, মলসংগ্রাহক, গুরু, বিষ্টম্ভী ও শীতল।

পারাবতফল——মধুর রুচিকর অত্যগ্নি ও বায়ুনাশক। নীপ, প্রাচীন (পাকা) আমলক——সর্ব্বরোগ-নাশক। আম-তিন্তিড়ী (কাঁচা তেতুল)——বায়ুনাশক পিত্ত ও শ্লেষ্মাকারী। পক্ক তিন্তিড়ী, মলসংগ্রাহক উষ্ণ অগ্নিকর, রুচিকর এবং কফ ও বায়ু নাশকারী। কোষাম্রফল (কেওড়া)—তিন্তিড়ী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প-গুণ-বিশিষ্ট। অম্লীকাফল (তিন্তিড়ী-বিশেষ)—পক্ক হইলে পূর্ব্বোক্ত-গুণ-বিশিষ্ট এবং ভেদক। নারঙ্গফল—মধুর-রস-বিশিষ্ট অম্লরস, হৃদ্য বিশদ ও অরুচি নাশক, বাত-নাশক, দুর্জ্জর (শীঘ্র জীর্ণ হয় না) ও গুরুপাক। জম্বীর-ফল——তৃষ্ণা শূল কফ উৎক্লেশ ছর্দ্দি ও শ্বাস নাশক, বাতশ্লেষ্ম ও বিবন্ধ নাশক, গুরুপাক এবং পিত্তকর। ঐরাবতফল (নেবুবিশেষ)—অম্লরসবিশিষ্ট দন্তের জড়তা-কারক এবং রক্ত-পিত্ত-কারী।

ক্ষীর-বৃক্ষ-ফল জাম্বব রাজাদন তোদন তিন্দুক বকুল ধন্বন অশ্মন্তক অশ্বকর্ণ ফল্গু পরূষক গাঙ্গেরুকী পুষ্করবর্ত্তী বিল্ব ও বিম্বী প্রভৃতি।

এই সকল ফল শীতল কফ ও পিত্ত নাশক, মল-সংগ্রাহক, রুক্ষ এবং কষায়-মধুর। ক্ষীর-বৃক্ষ-ফল (১)—গুরু বিষ্টম্ভী শীতল কষায় অম্লরস-যুক্ত মধুর এবং অধিক বায়ুবৃদ্ধিকর নহে। জাম্বব-ফল——অতিশয় বায়ুবৃদ্ধিকর, মল-সংগ্রাহক এবং কফ ও পিত্ত নাশক। রাজাদন ফল—স্নিগ্ধ স্বাদু কষায় এবং গুরুপাক। তোদন-ফল——কষায় মধুর রুক্ষ এবং কফ বায়ুর শান্তিকর, অম্ল উষ্ণ লঘু সংগ্রাহী স্নিগ্ধ, পিত্ত ও অগ্নি-বৃদ্ধিকর। তিন্দুক-ফল——কাঁচা তিন্দুক, কষায় সংগ্রাহী বায়ুবৃদ্ধি-কর ও বিপাকে গুরু। পক্ক তিন্দুক, মধুর এবং কফ ও পিত্তের দমন-কারী। বকুল-ফল——মধুর কষায় স্নিগ্ধ সংগ্রাহী দন্তের দৃঢ়তা-কারক ও প্রসন্নকর। ধন্বন-ফল—কষায় হিম স্বাদু এবং কফ ও বায়ুনাশক। গাঙ্গেরুকী (গোরক্ষ চাউলিয়া) ও অশ্মন্তক (আবুটা) ফল—পূর্ব্বোক্ত-গুণবিশিষ্ট। ফল্গু-ফল (কাকডুমুর)—বিষ্টম্ভী মধুর স্নিগ্ধ তৃপ্তিকর গুরু অত্যল্প ঈষৎ মধুর পশ্চাৎ কষায়-রস-বিশিষ্ট এবং লঘু। পরূষক ফল (ফলসা)——কাঁচা পরূষক বাতনাশক ও পিত্তকর। পক্ক পরূষক মধুর ও বাতপিত্ত-নিবারক। পুষ্করবর্ত্তী (পদ্মবীজ)—স্বাদু বিষ্টম্ভী বলকর কফকর গুরু পরিপাকে মধুর শীতল ও রক্ত-পিত্ত-পরিষ্কারক। বিল্বফল—কচি বেল, কফ ও বায়ু নাশক তীক্ষ্ণ স্নিগ্ধ সংগ্রাহী দীপন কটু তিক্ত কষায় ও উষ্ণ। পক্ক বিল্ব, পশ্চাৎ মধুর-রস-বিশিষ্ট গুরু-পাক বিদাহী বিষ্টম্ভকর এবং দোষকারী।

অশ্বকর্ণ (শালবৃক্ষ-বিশেষ) ও বিম্বীফল—স্তন্য-কারক, কফ ও পিত্ত-দমনকারী এবং তৃষ্ণা দাহ জ্বর রক্তপিত্ত কাস শ্বাস ও ক্ষয় এই সকল রোগ নাশ করিয়া থাকে।

---

(১) ন্যগ্রোধ (বটবৃক্ষ), উডুম্বর (যজ্ঞডুম্বুর), অশ্বত্থ, শিরীষ ও প্লক্ষ (পাকুড়) এই পঞ্চ বৃক্ষকে ক্ষীর-বৃক্ষ বলে। যথা ন্যগ্রোধো ডুম্বুরোঽশ্বত্থ-শিরীষ-প্লক্ষ-পাদপাঃ। পঞ্চৈতে ক্ষীরিণো বৃক্ষাস্তেষাং ত্বক্-পঞ্চ-লক্ষণম্॥

তাল নারিকেল পনস ও মোচ প্রভৃতি ফলসকল পরিপাকে ও রসে মধুর, বাত পিত্ত নাশক বলপ্রদ স্নিগ্ধকর ও হিম গুণ-সম্পন্ন। তাল ফল—স্বাদু-রস-বিশিষ্ট, গুরুপাক ও পিত্ত-দমনকারী। তাল-বীজ (তালের আঁঠি)—পরিপাকে মধুর মূত্রবৃদ্ধিকর এবং বায়ু ও পিত্ত নাশক। নারিকেল—গুরুপাক স্নিগ্ধ গুণ-বিশিষ্ট পিত্ত-নাশক স্বাদু শীতল বল ও মাংস বৃদ্ধিকর মুখপ্রিয় বৃংহণ এবং বস্তি-শোধন-কর। পনস (কাঁটাল)—কষায়-রস-বিশিষ্ট স্বাদুরস, স্নিগ্ধ এবং গুরুপাক। মোচফল (কদলী)—স্বাদুরস-বিশিষ্ট কষায়, অতি শীতল নয়, রক্ত-পিত্ত নাশক বৃষ্য রুচিকর শ্লেষ্ম-জনক ও গুরুপাক।

দ্রাক্ষা কাশ্মর্য্য (গম্ভারী) মধূক-পুষ্প খর্জ্জুর প্রভৃতি। ইঁহারা রক্ত-পিত্তহর গুরু ও মধুর। ইহাদিগের মধ্যে দ্রাক্ষাফল সারক স্বরের হিতকর মধুর স্নিগ্ধ শীতল, রক্তপিত্ত জ্বর শ্বাস তৃষ্ণা দাহ ও ক্ষয়-রোগ নাশক।

কাশ্মর্য্য-ফল—হৃদ্য মূত্রবন্ধের শান্তিকর রক্তপিত্ত ও বায়ু নাশক, কেশের হিতকর রসায়ন ও মেধাজনক।

খর্জ্জুর ফল—ক্ষত ও ক্ষয়রোগ নাশক, হৃদ্য শীতল তৃপ্তিকর গুরু-পাক রসে ও পাকে মধুর এবং রক্তপিত্ত-দমন-কারী।

মধূক-পুষ্প—পুষ্টিকর মুখের অপ্রিয় এবং গুরু, কিন্তু তাহার ফল বায়ু ও পিত্তের শান্তিকর।

বাতাম (বাদাম) আক্ষোড় (আক্ষোট ফল) অভিষুক নিচুল (স্থল-বেতস) পিচু (ময়নাফল) নিকোচক (আকোড়ফল) উরুমান প্রভৃতি ফল সকল, পিত্ত-শ্লেষ্মা-নাশক স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণ গুরুপাক বৃংহণ, বায়ু-নাশক বলকর এবং মধুর।

লবলী (নোয়াড়ি) ফল—কষায়, কফ ও পিত্ত নাশক কিঞ্চিৎ তিক্তরস-বিশিষ্ট রুচিকর মুখপ্রিয় সুগন্ধী এবং বিশদ।

বসির (গজপিপ্পলী) ফল—পাকে শীতল ব্রণকর মলমূত্ররোধক

বিষ্টম্ভী দুর্জ্জর রুক্ষ শীতল বায়ুর প্রকোপকর; বিপাকে মধুর এবং রক্ত-পিত্ত-নাশক।

টঙ্ক (নীলকপিত্থ) ফল।—শীতল কষায় মধুর বায়ুর প্রকোপকর এবং গুরুপাক।

ইঙ্গুদী-ফল—স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণ তিক্ত অথচ মধুর এবং বাত-শ্লেষ্ম-নাশক।

শমী-ফল—গুরুপাক স্বাদু রুক্ষ উষ্ণ এবং কেশনাশক।

শ্লেষ্মাতক (বহুবার) ফল—গুরুপাক, কফকারী মধুর শীতল।

করীর (কোঁড়া) অক্ষক ও পীলু, ইহারা তৃণ-শূন্য ফল। স্বাদু তিক্ত কটু ও উষ্ণ, কফ এবং বায়ু-নাশক। ইহাদিগের মধ্যে পীলু-ফল তিক্ত পিত্তকর সারক বিপাকে কটু তীক্ষ্ণ উষ্ণ তৈলাক্ত ও কফ এবং বায়ুর শান্তিকর।

তুবরক ফল—ব্রণকর কষায় ও পরিপাকে কটু, উষ্ণ কৃমি জ্বর আনাহ (বিষ্ঠামূত্ররোধক রোগ বিশেষ) মেহ ও উদাবর্ত্ত (১) নাশক।

করঞ্জ কিংশুক ও অরিষ্ট (নিম্ব) ফল—কুষ্ঠ গুল্ম উদরী ও অর্শ রোগ নাশক, পরিপাকে কটু এবং কৃমি ও প্রমেহ নাশক।

বিড়ঙ্গ ফল—রুক্ষ উষ্ণ পরিপাকে কটু, লঘু বায়ু এবং কফ-নাশক তিক্ত বিষের পক্ষে অল্প উপকারী এবং কৃমিনাশক।

অভয়া (চম্পাদেশজাত পঞ্চশিরা হরীতকী) ফল—ব্রণের হিতকর উষ্ণ সারক মেধ্য দোষনাশক শোফ ও কুষ্ঠ নাশক কষায় অগ্নিকর অম্ল এবং চক্ষুর হিতকর।

অক্ষফল (বয়ড়া)—ভেদকর লঘু রুক্ষ উষ্ণ স্বরের ব্যাঘাতকর ক্রিমি-নাশক চক্ষুর হিতকর পরিপাকে স্বাদু, কষায় এবং কফ ও পিত্ত নাশক।

(১) বাত-ব্যাধি। যথা—"যত্রোর্দ্ধং জায়তে বায়োশ্চাবেগঃ স চিকিৎসকৈঃ। উদাবর্ত্ত ইতি প্রোক্তো ব্যাধিঃ" ইত্যুক্তলক্ষণাক্রান্ত বাত-ব্যাধি।

পূগফল (সুপারি)—কফ ও পিত্ত নাশক রুক্ষ মুখের ক্লেদ ও মল-নাশক কষায়-রস-বিশিষ্ট ঈষৎ মধুর এবং কিঞ্চিৎ সারক।

জাতিকোশ (জয়িত্রী), কর্পূর, জাতিফল (জায়ফল) কটুক (কটকী) কক্কোলক এবং লবঙ্গ, ইহারা তিক্ত কটু কফনাশক লঘু তৃষ্ণানাশক এবং মুখের ক্লেদ ও দুর্গন্ধ নাশক। কর্পূর, তিক্তরসবিশিষ্ট সুরভি শীতল এবং লঘুপাক, তৃষ্ণা ও মুখশোষে এবং মুখের বিরসতা ঘটিলে উপকারী।

লূতা-কস্তূরিকা—পূর্ব্বোক্ত-গুণ-সম্পন্ন, শীতল এবং বস্তির বি-শোধনকর।

পিয়াল-মজ্জা—মধুর, বৃষ্য, বায়ু এবং পিত্ত নাশক।

বিভীতকী-মজ্জা—মত্ততাজনক, কফ এবং বায়ুনাশক।

কোল-মজ্জা—কষায় মধুর পিত্তনাশক তৃষ্ণা ছর্দ্দি ও বায়ু-নাশক। আমলক-মজ্জাও এইরূপ গুণসম্পন্ন।

বীজপূরক (টাবানেবু) শম্পাক (সোঁদাল) ও কোশাম্র-মজ্জা পরিপাকে স্বাদু, অগ্নি ও বলকর, স্নিগ্ধ এবং পিত্ত ও বায়ু-নাশক।

এস্থলে যে যে ফলের যেরূপ বীর্য্য নির্দ্দেশ করা হইল, সেই সেই ফলের মজ্জারও সেইরূপ বীর্য্য জানিবে।

যে সকল ফলের কথা বলা হইল, ইহারা পরিপক্ক হইলেই গুণ-কারী হয়, কেবল বিল্বফল অপরিপক্ক অবস্থাতে অধিক গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। অপক্ক বিল্ব—মলসংগ্রাহক উষ্ণ অগ্নিবৃদ্ধিকর কষায় কটু এবং তিক্ত-রস-বিশিষ্ট।

যে সকল ফল ব্যাধিযুক্ত বা কীট-ক্ষত, যাহারা অধিকতর পরিপক্ক, যাহারা অসময়ে জন্মায় এবং বিপরীত ঋতুতে উৎপন্ন হয়, সে সকল ফল পরিত্যাগ করিবে।

শাক-বর্গ।

পুষ্পফল অলাবু কালিন্দক প্রভৃতি শাকবর্গ। ইহারা পিত্তঘ্ন, বায়ু ও ঈষৎ কফের বর্দ্ধনকর, মলমূত্র-জনক এবং রস ও পাকে স্বাদু। তাহার মধ্যে কুষ্মাণ্ড, বাল (নূতনজাত) হইলে পিত্তঘ্ন, মধ্য অবস্থায় কফকর, এবং পক্ক হইলে লঘু, উষ্ণ সক্ষার অগ্নিকর বস্তিশোধনকর, সকলপ্রকার দোষের শান্তিকর, হৃদ্য এবং মানসিক বিকারে পথ্য। কালিন্দ—দৃষ্টি ও শুক্রের ক্ষয়কারী, ও কফ বাতের বর্দ্ধনকারী। অলাবু—মলভেদক রুক্ষ গুরুপাক ও অতিশয় শীতল। তিক্ত অলাবু, হৃদ্য। এবং বামনী (বাট্টিনে লাউ) বাত-পিত্তের শান্তিকর।

ত্রপুস (শশা) এর্ব্বারু (কাঁকুড়) কর্কারু (কুষ্মাণ্ড) শীর্ণবৃন্ত (তরমুজ) প্রভৃতি, গুরুপাক বিষ্টম্ভী শীতল স্বাদু কফকর মল-মূত্র-জনক সক্ষার এবং মধুর। ত্রপুস, নবজাত ও নীলবর্ণ হইলে পিত্তনাশক, এবং পক্ক হইলে কফকর ও পাণ্ডুরোগ-জনক অম্ল বাতশ্লেষ্মার শান্তিকর। এর্ব্বারু ও কর্কারু, পক্ক হইলে কফবাতের বর্দ্ধনকর সক্ষার মধুর অগ্নিকর অথচ অধিক পিত্তকর নহে। শীর্ণবৃন্ত—সক্ষার মধুর কফের শান্তিকর ভেদক লঘু অগ্নিকর হৃদ্য এবং আনাহ ও অষ্ঠিলা রোগের শান্তিকর।

পিপ্পলী মরিচ শৃঙ্গবের (শুণ্ঠী) আর্দ্রক হিঙ্গু জীরক কুস্তুম্বুরু (ধনে) জম্বীর সুমুখ সুরসা অর্জ্জক ভূস্তৃণ সুগন্ধ কাসমর্দ্দ (কালকাসুন্দে) কালমাল (কৃষ্ণজীরক) কুটের (পলাশ বৃক্ষ) ক্ষবক (অপামার্গ) খরপুষ্প (বর্ব্বরী শাক) শিগ্রু (সজিনা) মধুশিগ্রু (রক্তশোভাঞ্জন) ফণিজ্ঝক (তুলসীবিশেষ) সর্ষপ, রাজিকা (শ্বেতসর্ষপ) কুলাহল (কুকুরসোঙ্গা) বেণু গণ্ডীর তিলপর্ণিকা (রক্তচন্দন) বর্ষাভূ (পুনর্নব) চিত্রক মূলক পোতিকা লশুন পলাণ্ডু কলায় প্রভৃতি, কটু উষ্ণ রুচিকর বাতশ্লেষ্মার শান্তিকর এবং নানাপ্রকার পাকের সংস্কারে ব্যবহার্য্য। তাহার মধ্যে পিপ্পলী ও আর্দ্রক, শ্লেষ্মা-জনক, গুরু-

পাক স্বাদু ও শীতল। ইহারা শুষ্ক হইলে, কফ বায়ুর শান্তিকর বৃষ্য অথচ পিত্তকর নহে। পাক্য (লবণ-বিশেষ) আর্দ্রক ও মরিচ একত্র-সংযোগে স্বাদু গুরুপাক ও শ্লেষ্মাস্রাবী। ইহারা শুষ্ক হইলে, কটু উষ্ণ লঘু অবৃষ্য ও কফ বাতের শান্তিকর। শ্বেত-মরিচ, অধিক উষ্ণবীর্য্য বা অধিক শীতবীর্য্য নহে, সকলপ্রকার মরিচ অপেক্ষা গুণকারী, বিশেষতঃ চক্ষুর উপকারী। শুণ্ঠী,—কফ বাতের শান্তিকর কটু পাকে মধুর বৃষ্য উষ্ণ রুচিকর স্নেহযুক্ত (তৈলাক্ত-পদার্থ-বিশিষ্ট), লঘু ও অগ্নিকর। আর্দ্রক,—কফ বাতের শান্তিকর স্বরের হিতকর বিবন্ধ আনাহ ও শূলের শান্তিকর কটু উষ্ণ রুচিকর হৃদ্য ও বৃষ্য। হিঙ্গু,—লঘু উষ্ণ পাচক অগ্নিকর কফ ও বাতের শান্তিকর কটু স্নিগ্ধ সারক তীক্ষ্ণ শূল অজীর্ণ ও কোষ্ঠের কঠিনতা-নাশক। জীরক ও কৃষ্ণ-জীরক, তীক্ষ্ণ উষ্ণ কটুপাক রুচিকর পিত্ত ও অগ্নির বর্দ্ধনকর। কারবী (তেজপত্র) ও উপকুঞ্চি (ছোট এলাচ) সেইরূপ গুণকারী। ইহারা ব্যঞ্জন প্রভৃতি ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। আর্দ্রা ও কুস্তুম্বুরী একত্র সংযোগে স্বাদু সৌগন্ধযুক্ত ও হৃদ্য। ইহারা শুষ্ক হইলে, পাকে মধুর স্নিগ্ধ তৃষ্ণা ও দাহের শান্তিকর, সকল দোষের শান্তিকর কটু কিঞ্চিৎ তিক্ত ও নাড়ীপথের শোধনকর। জম্বীর (শাক), পাচক তীক্ষ্ণ কৃমি বাত ও শ্লেষ্মার শান্তিকর সুগন্ধি অগ্নিকর রুচিকর ও মুখের বৈশদ্য-(নির্ম্মলতা)-কারী, সুরস, কফ বায়ু বিষ শ্বাস কাস ও দুর্গন্ধের নাশক, পিত্তকর ও পার্শ্বশূলঘ্ন। সুমুখও সেই-রূপ গুণকারী, অধিকন্তু বিষের শান্তিকর। সুরস অর্জ্জক এবং ভূস্তৃণ, পাকে কটু মধুর-রস-বিশিষ্ট, কফ বায়ুর শান্তিকর, পাচক ও কণ্ঠ-শোধনকর। কাসমর্দ্দও এইরূপ গুণকারী, অধিকন্তু সতিক্ত পিত্ত-নাশক। শিগ্রু, কটু লক্ষার মধুর ও তিক্ত এবং পিত্তকর। মধুশিগ্রু, সারক তিক্ত শোফঘ্ন অগ্নিকর কটু বিদাহী মল-মূত্র-রোধক রুক্ষ ও তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য-বিশিষ্ট। সর্ষপশাক, ত্রিদোষের বর্দ্ধনকর। চিত্রক

এবং তিলপর্ণী, কফ ও শোফের নাশকারী এবং লঘু। বর্ষাভূ, কফ বাতের শান্তিকর শোফ উদর ও অর্শরোগের হিতকর কটু ও তিক্তরস হৃদ্য রুচিকর ও অগ্নিকর। মূলক ও পোতিকা শাক, সকলপ্রকার দোষের শান্তিকর, লঘু ও কণ্ঠশোধনকর। অপক্ক হইলে গুরুপাক বিষ্টম্ভী তীক্ষ্ণ ও ত্রিদোষের বর্দ্ধনকর হয়। ঘৃত-সিদ্ধ হইলে পিত্তের ও কফবাতের শান্তি করে। এবং শুষ্ক হইলে, বিষ-দোষের শান্তি করে ত্রিদোষের নাশ করে ও পাকে লঘু। মূলক ব্যতীত অপর সকল শাকই শুষ্ক হইলে বিষ্টম্ভী ও বায়ুর প্রকোপকর।

এই সকল শাকের পুষ্প পত্র এবং ফল উত্তরোত্তর লঘু। তাহাদিগের পুষ্পের দ্বারা কফ পিত্তের শান্তি হয়, ও ফলের দ্বারা কফ বায়ুর শান্তি হয়। রশুন,—স্নিগ্ধোষ্ণ তীক্ষ্ণ কটু পিচ্ছিল গুরুপাক সারক স্বাদু বলকর বৃষ্য মেধা-জনক স্বর বর্ণ ও চক্ষুর হিতকর ও ভগ্নাস্থির সন্ধানকর। ইহাতে হৃদ্রোগ জীর্ণজ্বর কুক্ষিশূল কোষ্ঠরোধকতা গুল্ম অরুচি কাস ও শোফের শান্তি হয়, এবং অর্শ কুষ্ঠ অগ্নিমান্দ্য বায়ু কাস কৃমি ও কফেরও শান্তি হয়। পলাণ্ডু,—অতিশয় উষ্ণ-বীর্য্য নহে, বায়ুর শান্তিকারী, কটু তীক্ষ্ণ গুরুপাক, অথচ অধিক শ্লেষ্মল নহে, বলকর পিত্তকর এবং কিঞ্চিৎ অগ্নিকর। ক্ষীর-পলাণ্ডু, স্নিগ্ধ রুচিকর ধাতুর স্থৈর্য্যকারী, বলকর, মেধা, কফ ও পুষ্টি বর্দ্ধনকারী, পিচ্ছিল স্বাদু গুরুপাক ও রক্তপিত্তের পক্ষে প্রশস্ত। কলায় শাক, কফ ও পিত্তের শান্তিকর, বায়ুর প্রকোপকর, গুরুপাক, কষায়-অম্লরস, এবং পাকে মধুর।

চুচ্চূ (শাক-বিশেষ) পূতিকা (পুঁই) তরুণী (ঘৃতকুমারী) জীবন্তী বিম্বীতিকা নন্দী ভল্লাতক ছাগলান্ত্রী বৃক্ষাদনী ফঞ্জী (বামনহাটী) শাল্মলী শেলু বনস্পতি প্রসব শণ কর্ব্বুদার কোবিদার প্রভৃতি কষায় তিক্ত অথচ স্বাদু, রক্ত-পিত্তের শান্তিকর, কফঘ্ন বায়ুবর্দ্ধন-কর সংগ্রাহী ও লঘু। ইহাদিগের মধ্যে চুচ্চূ, লঘুপাক কৃমিনাশক পিচ্ছিল ব্রণের

হিতকর কষায় মধুর সংগ্রাহী ও ত্রিদোষের শান্তিকর। জীবন্তী (জিয়নষষ্ঠী) চক্ষুর হিতকরী ও সর্ব্বদোষনাশিনী। বৃক্ষাদনী (গাছের উপর যে গাছ জন্মে) বাতনাশক। ফঞ্জী,—অল্প বলকর। ক্ষীরবৃক্ষ ও উৎপল প্রভৃতির রস এবং পল্লব,—শীতল সংগ্রাহী এবং রক্ত-পিত্ত রোগে প্রশস্ত।

পুনর্নবা বরুণ তর্কারী (জয়ন্তী) উরুবুক (এরণ্ড) বৎসাদনী (গুড়ূচী) ও বিল্বশাক প্রভৃতি উষ্ণ স্বাদু তিক্ত এবং বায়ুর শান্তিকর। পুনর্নবা শাক অধিকন্তু শোফনাশক।

তণ্ডুলীয়ক (নটেশাক) উপোদিকা (কলম্বীশাক) অশ্ব বলা চিল্লী পালঙ্ক্য (পালঙ্) বাস্তূক (বেতোশাক) প্রভৃতি মলমূত্র-জনক সক্ষার মধুর অল্প বাতশ্লেষ্মার প্রকোপকর এবং রক্তপিত্তের শান্তিকর। ইহা-দিগের মধ্যে তণ্ডুলীয়ক অতিশয় শীতল, রুক্ষ, রসে ও পাকে মধুর, রক্তপিত্ত ও মত্তভার শান্তিকর. এবং বিষঘ্ন। উপোদিকা,—রসে ও পাকে মধুর, বৃষ্য বাত পিত্ত ও মত্ততার শান্তিকর, সারক স্নিগ্ধ বলকর শ্লেষ্মাজনক ও হিম। বাস্তূক—কটুপাক কৃমিনাশক মেধা অগ্নি ও বলের বর্দ্ধনকর, সক্ষার, সকল দোষের শান্তিকর রুচিকর এবং সারক। চিল্লী শাক, বাস্তূকের ন্যায় গুণকারী, এবং পালঙ্ক্য, তণ্ডুলীয়কের ন্যায় গুণকারী। অধিকন্তু বায়ুর প্রকোপকর, মলমূত্র-রোধক রুক্ষ এবং পিত্ত-শ্লেষ্মার হিতকারী। আশ্ববল-শাক—রুক্ষ মল মূত্র ও বায়ু-রোধক।

মণ্ডূকপর্ণী সপ্তলা (পারুল) সুনিষণ্ণক (শুষুণিশাক) সুবর্চ্চলা (অতসী) ব্রহ্মসুবর্চ্চলা পিপ্পলী গুড়ূচী গোজিহ্বা (গোজিবালতা) কাকমাচী (গুড়কামাই) প্রপুন্নাড় (চাকুন্দাবৃক্ষ) অবল্গুজ (সোমরাজ) সতীন (ক্ষুদ্রমটর) বৃহতী ও কণ্টকারীর ফল, পটোল বার্ত্তাকু কারবেল্লক (করলা উচ্ছে) কটকী কাকেবুক উরুবুক (এরণ্ড) পর্পটক (ক্ষেত্র-পাপড়া) কিরাত-তিক্ত (চিরেতা)

কর্কোটক (কাকরোল) অরিষ্ট (নিম্ব) কোশাতকী (ঝিঙা) বেত্র-করীর (বেতের ডগী) অটরূষক (বাসকফল) অর্কপুষ্প প্রভৃতি রক্ত-পিত্ত-নাশক হৃদ্য লঘু এবং কুষ্ঠ মেহ জ্বর শ্বাস কাস ও অরুচির নিবৃত্তিকর। মণ্ডূকপর্ণী—কষায় পিত্তনাশক, রসে ও পাকে মধুর, হিম ও লঘু। গোজিহ্বা-শাকও এইরূপ গুণকারী। সুনিষণ্ণক—অবিদাহী ত্রিদোষের শান্তিকর এবং সংগ্রাহী। অবল্গুজ—তিক্ত, ঈষৎ তিক্ত, কটু, ত্রিদোষের শান্তিকর, অধিক উষ্ণ বা অধিক শীতল নহে, এবং কুষ্ঠঘ্ন। কাকমাচী শাকও এইরূপ গুণকারী। বৃহতী ও কণ্টকারীর ফল,—কণ্ডূ কুষ্ঠ ও কৃমি নাশক, কফবাতের শান্তিকর, কটু তিক্ত ও লঘু। পটোল,—কফ পিত্ত নাশক, ব্রণের হিতকর, উষ্ণ তিক্ত অথচ বায়ুর প্রকোপকর নহে, পাকে কটু, বৃষ্য রুচিকর ও অগ্নিকর। বার্ত্তাকী,—কফ-বাতের শান্তিকর, তিক্ত, রুচিকর কটু লঘু ও অগ্নিকর। পক্ব হইলে ক্ষার-যুক্ত ও পিত্তকর হইয়া থাকে। কর্কোটক এবং কারবেল্লক এইরূপ গুণকারী। অটরূষক বেত্রকরীর গুড়ূচী নিম্ব পর্পটক এবং কিরাত-তিক্ত (চিরেতা), ইহারা তিক্ত ও পিত্তশ্লেষ্মার শান্তিকর। বরুণ ও প্রপুন্নাড় শাক,—কফ-নাশক রুক্ষ লঘু শীতল ও বাত-পিত্তের প্রকোপকর। কাল শাক এইরূপ গুণকারী, অধিকন্তু কটু অগ্নিকর ও গরলের শান্তিকর। কৌসুম্ভ শাক, মধুর রুক্ষ উষ্ণ শ্লেষ্মানাশক ও লঘু। নালিকা শাক,—বায়ুর প্রকোপকর মধুর এবং পিত্তঘ্ন। চাঙ্গেরী, গ্রহণী ও অর্শ রোগের শান্তিকর, উষ্ণ কষায় মধুর অগ্নিকর, এবং অম্লরস বিশিষ্ট হইলে বাত-শ্লেষ্মার শান্তিকর হয়।

লোণিকা জাতুকপর্ণী পত্তুর জীবক সুবর্চলা (অতসী) কুরুবক (রক্তঝিণ্টী) কঠিঞ্জর (তুলসী) কুন্তলিকা (গড়গড়ে) কুরণ্টিকা পীতঝিণ্টী প্রভৃতি রসে ও পাকে মধুর, শীতল কফঘ্ন অধিক পিত্তকর নহে, পশ্চাৎ লবণ-রস-বিশিষ্ট, রুক্ষ সক্ষার বায়ুর প্রকোপকর ও সারক। কুন্তলিকা শাক—মধুর তিক্ত এবং কুরণ্টিকা কষায়-রস-বিশিষ্ট। রাজক্ষবক

শাক ও শটী শাক, সংগ্রাহী শীতল ও লঘু। ইহাদিগের দ্বারা কোন দোষের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। হরিমন্থ (ছোলা) শাক, রসে ও পাকে মধুর এবং দুর্জর (সহজে জীর্ণ হয় না)। কলায় শাক, ভেদক মধুর রুক্ষ ও বায়ুর প্রকোপকর। পূতিকরঞ্জের (নাটাকরঞ্জ) পত্র, শিথিলকর, কটুপাক, লঘু বাত-শ্লেষ্মার শান্তিকর, শোফঘ্ন এবং উষ্ণবীর্য্য। তাম্বূল পত্র, তীক্ষ্ণোষ্ণ কটু ও পিত্ত-প্রকোপকর, সুগন্ধি বিশদ তিক্ত, স্বরের হিতকর, বাত-শ্লেষ্মার শান্তিকর, শিথিলকর, কটুপাক কষায় অগ্নিকর এবং বক্ত্রকণ্ডূ (মুখে যে চুলকনা হয়) মলের ক্লেদ ও দুর্গন্ধ প্রভৃতি শোধন করে।

পুষ্প-বর্গ।

কোবিদার (রক্তকাঞ্চন) শণ ও শাল্মলী-পুষ্প,—মধুর পাকে মধুর এবং রক্ত-পিত্ত-নাশক।

বৃষ (বাসক) ও অগস্ত্য (বক) পুষ্প,—তিক্ত, পরিপাকে কটু এবং ক্ষয়-কাশ-নাশক।

মধুশিগ্রু (রক্তশোভাঞ্জন) ও করীর, পরিপাকে কটু বাত-নাশক এবং মল-মূত্রের সঞ্চয়-কর।

অগস্ত্য পুষ্প, অতি শীতলও নহে, অতি উষ্ণও নহে, এবং রাত্র্যন্ধ (রাতকাণা) ব্যক্তির পক্ষে উপকারী। রক্ত-বৃক্ষ নিম্ব মুষ্কক (ঘণ্টা-পারুল) অর্ক ও আসন এই সকল বৃক্ষের পুষ্প, কফ ও পিত্তহারী এবং কুটজ (কুড়চী) কুষ্ঠরোগ নাশক। পদ্ম পুষ্প, ঈষৎ তিক্ত মধুর শীতল এবং পিত্ত ও কফ নাশক। কুমুদ পুষ্প, মধুর পিচ্ছিল স্নিগ্ধ আনন্দকর এবং শীতল। কুবলয় (নীল কুমুদ) ও উৎপল (নীল পদ্ম), কুমুদ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভিন্ন-গুণ-বিশিষ্ট। সিন্দুবার (নিসিন্দা) পুষ্প, হিত-কর ও পিত্ত-বিনাশকারী। মালতী ও মল্লিকা পুষ্প, তিক্ত, তিক্ত-রস-বিশিষ্ট এবং সদ্গন্ধপ্রযুক্ত পিত্ত-নাশক। বকুল পুষ্প, সুগন্ধি বিশদ ও হৃদ্য। পাটল পুষ্পও ঐরূপ। নাগ (নাগকেশর) ও কুঙ্কুম পুষ্প,

শ্লেষ্মা পিত্ত ও বিষ নাশক। চম্পক পুষ্প, রক্ত-পিত্ত-নাশক শীতল অথচ উষ্ণ এবং কফ-নাশক। কিংশুক (পলাশ) ও কুরণ্টক (পীত ঝিণ্টা) পুষ্প, কফ ও পিত্তনাশক। যে যে বৃক্ষের যে যে গুণ, সেই সেই পুষ্পেরও সেই সেই গুণ জানিবে। মধুশিগ্রু ও করীর—কটু এবং শ্লেষ্মা-নাশক।

ক্ষবক কুলেচর বংশকরীর প্রভৃতি কফ-নাশক ও মলমূত্রের সঞ্চয়-কর। ইহাদিগের মধ্যে ক্ষবক, কৃমিকর পরিপাকে স্বাদু, পিচ্ছিল বিস্যন্দী বায়ুবৃদ্ধিকর এবং অতিশয় পিত্তশ্লেষ্মকর নহে। বংশকরীর (বাঁশের কোড়া),—কফকর, রসে ও পাকে মধুর, বিদাহী বাতকর কষায়-রস-বিশিষ্ট ও রুক্ষ।

পলাল ইক্ষু করীষ বেণু ও ভূমিজাত উদ্ভিদ্। ইহাদিগের মধ্যে পলাল (শস্যশূন্য ধান্যকাণ্ড পোয়াল) জাত উদ্ভিদ্, মধুর, পরিপাকে মধুর রুক্ষ এবং দোষ-নাশক। ইক্ষুজাত (১) উদ্ভিদ্, মধুর পশ্চাৎ কষায়-রস-বিশিষ্ট কটু এবং শীতল। করীষ-(শুষ্কগোময়)-জাত উদ্ভিদ্, ইক্ষু-জাত উদ্ভিদের তুল্য গুণ-বিশিষ্ট, উষ্ণ কষায়-রস-বিশিষ্ট এবং বায়ুর প্রকোপকর। বেণু-জাত উদ্ভিদ্, (২) কষায়-রস-বিশিষ্ট এবং বায়ুর প্রকোপকর। ভূমি-জাত উদ্ভিদ্, গুরুপাক এবং অতিশয় বায়ুর প্রকোপ-কর নহে। ভূমি হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহার ভূমির তুল্য রসবিশিষ্ট।

পিণ্যাক তিল-কল্ক স্থূণিকা ও শুষ্কশাক প্রভৃতি, সকল দোষের প্রকোপকর। সকল বটক (পিষ্টক-বিশেষ), বিষ্টম্ভী ও বায়ুর প্রকোপ-কর। সিণ্ডাকী, বায়ু-বৃদ্ধিকর রুচিকর সান্দ্র ও অগ্নিকর। সর্ব্বপ্রকার শাকই, মলভেদক গুরুপাক রুক্ষ, প্রায়ই বিষ্টম্ভী ও দুর্জর এবং কষায়-রস-বিশিষ্ট মধুর-রস বলিয়া কথিত আছে।

পুষ্প পত্র ফল নাল (ডাঁটা) ও কন্দ (মূল) ইহারা যথাক্রমে গুরু।

---

(১) আকের খোয়া স্তূপ হইয়া থাকিলে তাহাতে যে কোরক জন্মে।

(২) বাঁশে যে শ্বেতবর্ণ ছাতার মত কোরক জন্মে।

কর্কশ অতিশয় জীর্ণ কীটক্ষত অস্থানজাত এবং অকাল-উৎপন্ন, ঐরূপ পত্র ও শাক পরিত্যাগ করিবে।

ইহার পর কন্দ সকল বলা যাইতেছে।—

বিদারীকন্দ ভূমিকুষ্মাণ্ড শতাবরী (শতমূলী) বিস মৃণাল শৃঙ্গাটক (পানিফল) কশেরুক (কেশুর) পিণ্ডালুক (গোলআলু) মধ্বালুক (মৌআলু) হস্ত্যালুক কাষ্ঠালুক শঙ্খালুক (শাঁখআলু) রক্তালুক (রাঙ্গালু) ইন্দীবর ও উৎপল কন্দ প্রভৃতি। ইহারা রক্তপিত্ত-নাশক শীতল মধুর গুরুপাক শুক্র ও স্তন্য বৃদ্ধিকর।

বিদারীকন্দ—মধুর বৃংহণ বৃষ্য শীতল স্বরের হিতকর অতিশয় মূত্র-বৃদ্ধিকর বলকর এবং বায়ু ও পিত্ত নাশক।

শতাবরী (শতমূলী)—বাত-পিত্ত-নাশক বৃষ্য স্বাদু ও তিক্তরসবিশিষ্ট, অতিশয় মুখপ্রিয়, মেধা অগ্নি ও বলের বর্দ্ধনকর। ইহার অঙ্কুর গ্রহণী ও পিত্ত নাশক এবং তিক্ত-রস বিশিষ্ট।

বিস (পদ্মাদির মৃণাল)—অবিদাহী রক্ত-পিত্তের প্রসন্নকর বিষ্টম্ভী দুর্জ্জর রুক্ষ বিরস ও বায়ুকর। শৃঙ্গাটক ও কশেরুক, গুরুপাক বিষ্টম্ভী ও শীতল। পিণ্ডালুক, কফকর গুরুপাক এবং বায়ু প্রকোপকর। সুরেন্দ্র-কন্দ, শ্লেষ্মা-নাশক পরিপাকে কটু এবং পিত্তকর। বংশকরীর (বাঁশের কোড়া), গুরুপাক কফ এবং বায়ুর প্রকোপকর।

স্থূল সূরণ (ওল) মাণক প্রভৃতি কন্দ সকল ঈষৎ কষায়-রসবিশিষ্ট, কটু রুক্ষ বিষ্টম্ভী গুরুপাক কফ ও বায়ুর বৃদ্ধিকর এবং পিত্তনাশক।

মাণক (মাণকচু), স্বাদু শীতল অথচ গুরু। স্থূল কন্দ অতিশয় উষ্ণ নহে, এবং সূরণ গুদকীল-(মলরোধকরোগ)-নাশক। কুমুদ উৎপল ও পদ্ম কন্দ সকল বায়ুর প্রকোপকর, কষায়-রস-বিশিষ্ট পিত্ত-শান্তিকর পরিপাকে মধুর এবং হিম-গুণ সম্পন্ন।

বারাহ-কন্দ শ্লেষ্ম-নাশক রসে ও পাকে কটু, মেহ কুষ্ঠ ও কৃমি-নাশক বলকর বৃষ্য ও রসায়ন।

তাল নারিকেল ও খর্জ্জূর প্রভৃতি বৃক্ষের মস্তকের মজ্জা অর্থাৎ মাতি, পাকে ও রসে স্বাদু, রক্ত-পিত্ত-নাশক শুক্রের বৃদ্ধিকর বায়ু-নাশক এবং কফের বৃদ্ধিকর।

নূতন-জাত, ঋতুবিপর্য্যয়ে উৎপন্ন, জীর্ণ ব্যাধিযুক্ত কীটক্ষত এবং যাহারা উত্তমরূপে বিরূঢ় না হয় এরূপ কন্দ সকল পরিত্যাগ করিবে।

লবণ-বর্গ।

সৈন্ধব সামুদ্র বিড় সৌবর্চ্চল রোমক ও উদ্ভিদ প্রভৃতি লবণ সকল পর-পর-ক্রমে উষ্ণ, বায়ুনাশক এবং কফ ও পিত্তকর। এবং পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-ক্রমে স্নিগ্ধ, স্বাদু ও মল মূত্রের সঞ্চয়কর।

সৈন্ধব লবণ—চক্ষুর হিতকর মুখপ্রিয় রুচিকর লঘু অগ্নি-বৃদ্ধিকর স্নিগ্ধ মধুররসবিশিষ্ট বৃষ্য শীতল দোষনাশক এবং সকল লবণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

সামুদ্র লবণ—পরিপাকে মধুর অতিশয় উষ্ণ নহে অবিদাহী ভেদক ঈষৎ স্নিগ্ধ শূলনাশক এবং অতিশয় পিত্তকর নহে।

বিট্‌লবণ—সক্ষার অগ্নিকর রুক্ষ শূল ও হৃদ্রোগ নাশক রুচিকর তীক্ষ্ণ উষ্ণ এবং বায়ুর অনুলোমকর।

সৌবর্চ্চল (কৃষ্ণ) লবণ—পরিপাকে লঘু উষ্ণ-বীর্য্য বিশদ কটু গুল্ম শূল ও বিবন্ধনাশক মুখপ্রিয় সুরভি এবং রুচিকর।

রোমক (পাংশু) লবণ—তীক্ষ্ণ অতিশয় উষ্ণ স্ত্রীসংসর্গের বর্দ্ধন-কর পাকে কটু বায়ুনাশক লঘু বিস্যন্দী সূক্ষ্ম মলভেদকর এবং মূত্রকর।

ঔদ্ভিদ লবণ—লঘু তীক্ষ্ণ উষ্ণ উৎক্লেদী (হৃদয় ও গলদেশে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হওয়া), সূক্ষ্ম, বায়ুর অনুলোমকারী, তিক্ত কটু এবং সক্ষার।

গুটিকা লবণ—কফ বায়ু ও কৃমির শান্তি-কর লেখনকর পিত্ত-প্রকোপকর অগ্নিকর পাচক ও ভেদক।

উষক্ষার (ক্ষার-মৃত্তিকা-সম্ভূত লবণ)—বালুকেল পর্ব্বতের মূল দেশস্থ আকর হইতে উৎপন্ন, কটু ছেদনকর।

যবক্ষার (১) স্বর্জিকাক্ষার (সাজীমাটী) পাকিম ও টঙ্কণ (সোহাগা), ইহারা গুল্ম অর্শঃ গ্রহণী দোষ ও শর্করা অশ্মরীর নাশকারী। সকল ক্ষারই পাচক ও রক্তপিত্তজনক। ইহাদিগের মধ্যে স্বর্জিকা-ক্ষার ও যবশূক-জাত ক্ষার—অগ্নিতুল্য, শুক্র ও শ্লেষ্মার দমনকারী, অর্শ প্লীহা ও গুল্মের নাশক। উষক্ষার—উষ্ণ ও বায়ু-শান্তিকর, প্রক্লেদী ও বলনাশক। পাকিম ক্ষার—মূত্রবস্তি-শোধনকর, মেদনাশক। টঙ্কণ-ক্ষার—রুক্ষ বায়ুবর্দ্ধনকর শ্লেষ্মানাশক, পিত্ত-দোষ-জনক, অগ্নিকর এবং তীক্ষ্ণ।

সুবর্ণ,—স্বাদু হৃদ্য বৃংহণ রসায়ন ত্রিদোষের শান্তিকর শীতল চক্ষুর হিতকর এবং বিষনাশক।

রৌপ্য,—অম্লরস-বিশিষ্ট সারক শীতল তৈলাক্ত এবং বায়ু ও পিত্ত নাশক।

তাম্র,—কষায়-রস-বিশিষ্ট মধুর লেখনকর শীতল ও সারক।

কাংস্য,—তিক্ত-রস-বিশিষ্ট লেখনকর চক্ষুর হিতকর এবং কফ ও বায়ুর শান্তিকারী।

লৌহ,—বায়ুবর্দ্ধক শীতল ও তৃষ্ণা পিত্ত ও কফ নাশক।

ত্রপু (রাং) ও সীষক,—কটু ও ক্রিমি নাশক, লবণ-রস-বিশিষ্ট এবং বিলেখনকর।

মুক্তা বিদ্রুম (পলা) বজ্র (হীরক) ইন্দ্রনীল বৈদূর্য্য ও স্ফটিক প্রভৃতি মণিসকল চক্ষুর হিতকর শীতল লেখন-কর ও বিষ-নাশক। এই সকল ধারণ করিলে পবিত্রতা জন্মে এবং পাপ অলক্ষ্মী ও মল নাশ করিয়া থাকে। (২)

---

(১) যবের শূক ভস্ম করিয়া যে ক্ষার প্রস্তুত হয়, তাহাকে যবক্ষার বলে।

(২) এস্থলে স্বর্ণ রৌপ্য লৌহ মুক্তা বিদ্রুম প্রভৃতি অর্থে ইহাদিগের ক্ষার বা ভস্ম বুঝিতে হইবে।

ধান্যবর্গ মাংসবর্গ, ফলবর্গ ও শাকবর্গ অসংখ্যপ্রকার প্রযুক্ত যে সকলের গুণ বলা না হইল, আস্বাদ ও উৎপত্তি বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিমান্ বৈদ্য তাহাদিগের গুণের নির্ণয় করিবেন।

যষ্টিকা গোধূম যব লোহিতশালি ধান্য মুগ আঢ়কী এবং মসূর, ধান্যবর্গের মধ্যে ইহারাই শ্রেষ্ঠ।

লাব তিত্তিরি সারঙ্গ কুরঙ্গ এণ কপিঞ্জল ময়ূর বর্ম্মী এবং কূর্ম্ম, মাংস-বর্গের মধ্যে এই সকলের মাংসই শ্রেষ্ঠ। দাড়িম আমলক দ্রাক্ষা খর্জ্জুর পরূষক পিয়াল ও মাতুলুঙ্গ, এইগুলি ফলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সতীন বাস্তক চুচ্চু চিল্লী মূলক পোতিকা মণ্ডূকপর্ণী ও জীবন্তী, এই-গুলি শাকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ঘৃত ও দুগ্ধের মধ্যে গব্যই শ্রেষ্ঠ। লবণের মধ্যে সৈন্ধব, অম্লের মধ্যে আমলকী ও দাড়িম, কটুরসের মধ্যে পিপ্পলী ও শুণ্ঠী, তিক্তের মধ্যে পটোল ও বার্ত্তাকু, মধুর রসের মধ্যে ঘৃত ও ক্ষৌদ্র, কষায় রসের মধ্যে পূগফল ও পরূষক, ইহারাই প্রশস্ত। ইক্ষু-বিকারের মধ্যে শর্করা, ও পানের পক্ষে মধ্বাসব ও মৈরেয় আসব প্রশস্ত। ধান্য, সম্পূর্ণ এক বৎসরের হইলে, মাংস, মধ্যম-বয়স্ক পশুর হইলে, অন্ন, সংস্কৃত ও অপর্য্যুষিত হইলে এবং পরিমিতভাবে গৃহীত হইলে. ফল, পর্য্যাগত (যথাকালে উৎপন্ন) হইলে, এবং শাক, অশুষ্ক তরুণ ও নূতন হইলে, প্রশস্ত বলা যায়।

অতঃপর কৃতান্নের গুণ বিস্তারপূর্ব্বক কহিতেছি। শরীর বিশুদ্ধ (রোগশূন্য) হইলে, লাজমণ্ডই পথ্য। ইহা পাচন ও অগ্নিকর। পিপ্পলী ও শুণ্ঠীযুক্ত হইলে মুখপ্রিয় ও বায়ুর অনুলোমকারী হইয়া থাকে। ঐ মণ্ড পেয় হইলে স্বেদ ও অগ্নি জনক, লঘু, বস্তি-শোধন-কর, ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রান্তি ও গ্লানি-নাশক এবং বায়ুর অনুলোমকারী হইয়া থাকে। এবং বিলেপী হইলে তৃপ্তিকর মুখপ্রিয় সংগ্রাহী বলকর স্বাদু লঘু অগ্নিকর এবং ক্ষুধা তৃষ্ণার শান্তিকর ও বলকর। শাক মাংস বা কোন ফলের সহিত মিলিত হইলে অতিশয় গুরুপাক হইয়া উঠে।

সিক্‌থ-শূন্য হইলে, "মণ্ড" বলা যায় এবং সিক্‌থ-সংযুক্ত হইলে "পেয়" বলা যায় এবং অতিশয় সিক্‌থ-যুক্ত হইলে "বিলেপী" বলা যায়। বিলেপী অত্যন্ত গাঢ়। পায়স বিষ্টম্ভী (বায়ু ও মল মূত্রাদির রোধক), বলকর মেদ ও শ্লেষ্মাজনক এবং গুরুপাক। কৃশরা (১)—কফ ও পিত্ত জনক, বলকর ও বায়ুর শান্তিকর। ধৌত নির্ম্মল শুদ্ধ প্রিয় সুগন্ধি সুস্বিন্ন উষ্ণ ও সুপ্রস্রুত হইলে (ফেন নিঃশেষে নিঃসারিত করিলে) অন্ন লঘু হয়। ধৌত প্রস্রুত বা স্বিন্ন না হইলে বা শীতল হইলে, অন্ন গুরুপাক হইয়া থাকে। ভৃষ্ট-তণ্ডুল, লঘু সুগন্ধি এবং কফ-নাশক। স্নেহ মাংস ফল কন্দ বিদল অম্ল অথবা দুগ্ধের সহিত পাক করা হইলে, গুরুপাক পুষ্টিকর ও বলকর হইয়া থাকে। ব্যঞ্জন—সুস্বিন্ন তুষহীন ঈষৎ ভর্জ্জিত হইলে লঘু ও হিতকর হইয়া থাকে। শাক, সিদ্ধ ও নিষ্পীড়িত করিয়া (জল বাহির করিয়া ফেলিয়া) ঘৃতে বা তৈলে সংস্কার করিলে হিতকর হয়।

স্বিন্ন নিষ্পীড়িত ও স্নেহ-সংস্কৃত না হইলে অহিতকর হয়। মাংস, স্বভাবতই বৃষ্য স্নিগ্ধকর ও বলকর। স্নেহ ঘোল ধান্যাম্ল ও কটু রসের সহিত পাক করিলে, মাংস, হিতকর বলকর পুষ্টিকর ও গুরুপাক হয়। ঘোল ও গন্ধদ্রব্যের সহযোগে সংস্কৃত হইলে পিত্ত ও কফজনক এবং বল মাংস ও অগ্নির বর্দ্ধনকর হয়। মাংস, পরিশুষ্ক হইলে, স্নিগ্ধ হর্ষজনক প্রীতিকর ও গুরুপাক হয়, এবং রুচিকর ও বল মেধা অগ্নি মাংস ওজঃ ও শুক্রের বর্দ্ধনকারী হয়। মাংস, উল্লুপ্ত ও পিষ্ট হইলে পাচকেরা তাহাকে উল্লুপ্ত কহে। পরিশুষ্কের ন্যায় গুণবিশিষ্ট হয় বলিয়া মাংস, অগ্নিপক্ক হইলে লঘু হইয়া থাকে। শূলিকা-

---

(১) খিচড়ী। যথা, তণ্ডুলা দালি-সংমিশ্রা লবণার্দ্রক-হিঙ্গুভিঃ। সংযুক্তাঃ সলিলৈঃ সিদ্ধা কৃশরা কথিতা বুধৈঃ॥ ইতি ভাবপ্রকাশঃ। তণ্ডুল ও দালি একত্র মিশাইয়া লবণ আর্দ্রক ও হিঙ্গুর সহিত একত্র সংযোগে জল দ্বারা সিদ্ধ করিলে তাহাকে কৃশরা বলে।

গ্রথিত করিয়া ও প্রদিগ্ধ করিয়া (মাংসে মশলা প্রভৃতি লেপন করিয়া) অঙ্গারে পাক করিলে কিঞ্চিৎ গুরুপাক হয়। যে মাংস, উল্লুপ্ত ভর্জ্জিত পিষ্ট প্রতপ্ত বা কটাহে পক্ক অথবা পরিশুষ্ক প্রদগ্ধ শূলিকা-গ্রথিত অথবা এইরূপ অন্য কোনপ্রকারে পাক করা হয়, তাহাও কিঞ্চিৎ গুরুপাক হইয়া থাকে। মাংস, তৈলে পাক করিলে, উষ্ণ-বীর্য্য পিত্তকর ও গুরুপাক হয়। ঘৃতে পাক করিলে, লঘু অগ্নির দীপ্তিকর মুখপ্রিয় রুচিকর দৃষ্টির প্রসন্নকর পিত্তনাশক, মনোজ্ঞ এবং অনুষ্ণবীর্য্যসম্পন্ন হয়। মাংসের যূষ তৃপ্তিকর বলকর শ্বাস কাস ও ক্ষয়রোগ নাশক, বাত পিত্ত ও শ্রম নাশক এবং মুখপ্রিয়। মাংসের যূষ, দাড়িম-রস-সংযুক্ত হইলে, স্মৃতি বল ও স্বরহীন ব্যক্তিদিগের, জ্বর দ্বারা ক্ষীণ এবং ক্ষতোরস ব্যক্তিদিগের, ভগ্ন ও বিশ্লিষ্ট-সন্ধি ব্যক্তি-দিগের, কৃশ ও অল্প-রেতস ব্যক্তিদিগের তৃপ্তিকারক, সংঘাতকর, শুক্র ওজঃ ও বলের বর্দ্ধনকর, বৃষ্য এবং দোষনাশক হয়।

যে মাংসের রস গ্রহণ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা পুষ্টিসাধন বা বলাধান হয় না। উহা অজীর্ণকর বিষ্টম্ভী রুক্ষ বিরস ও বায়ুর বৃদ্ধিকর। দীপ্তাগ্নি (যাহাদিগের জঠরাগ্নি অতিতীক্ষ্ণ) ব্যক্তিদিগের পক্ষে, অতি-শয় গুরুপাক খানিষ্ক (অস্থিহীন সুস্বিন্ন এবং পুনর্ব্বার প্রস্তরে চূর্ণিত এরূপ মাংস), পথ্য। পিপ্পলী শুণ্ঠী মরিচ গুড় ও ঘৃতের সহিত এককালেই উত্তমরূপে পক্ক হইলে তাহাকে বেশবার বলে। ইহা গুরু-পাক স্নিগ্ধ বলকর বাতরোগ-নাশক এবং সকল ধাতুর পক্ষে এবং যাহাদিগের মুখশোষ হয় এরূপ ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিশেষরূপ তৃপ্তি-কর। সৌরাব, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার শান্তিকর মধুর শীতল কফনাশক অগ্নিবৃদ্ধিকর এবং বমন বা বিরেচন দ্বারা শুদ্ধ-শরীর প্রাণীদিগেরও মুখপ্রিয়। ইহা অতি উৎকৃষ্ট। মুদ্গযূষ, কৃত বা অকৃতই হউক, উহা অতিশয় সুপথ্য। মুদ্গযূষ, দাড়িম ও দ্রাক্ষা সংযোগে প্রস্তুত হইলে তাহাকে রাগষাড়ব বলে। মসূর মুদ্গ গোধূম ও কুলত্থ, লবণ-সংযোগে

কৃত হইলে রুচিকর লঘুপাক ও দোষের অবিরোধী হয়। উহা, দ্রাক্ষা ও দাড়িম যুক্ত হইলে কফ ও পিত্তের অবিরোধী হয়। উহা বাত-ব্যাধির পক্ষে উপকারী এবং বায়ুরোগী ব্যক্তির পক্ষে সুপথ্য, রুচিকর অগ্নিকর মুখপ্রিয় ও লঘুপাক। পটোল ও নিম্বের যূষ (নিমঝোল) কফ ও মেদের শোধনকর, পিত্তনাশক অগ্নিকর মুখপ্রিয় এবং কৃমি কুষ্ঠ ও জ্বরের শান্তিকর। মূলকের যূষ, শ্বাস কাস প্রতিশ্যায় প্রসেক অরুচি ও জ্বরনাশক, এবং কফ মেদঃ ও গলরোগ নিবারণ করিয়া থাকে। কুলত্থের যূষ, বায়ুনাশক, শ্বাস ও পীনস রোগের শান্তিকর। এবং তূণী প্রতূণী (বায়ু-রোগ-বিশেষ) কাস অর্শ গুল্ম ও উদাবর্ত্ত রোগের শান্তিকারী হয়। দাড়িম ও আমলক দ্বারা যূষ প্রস্তুত করিলে তাহা মুখপ্রিয় এবং দোষের সংশমনকারী ও লঘুপাক হয়। মুদ্গ ও আমলকের যূষ, বল ও অগ্নি জনক, মূর্চ্ছা ও মেদ নাশক, এবং পিত্ত ও বায়ু দমনকারী, সংগ্রাহী এবং কফ ও পিত্তের হিতকর। যব কোল ও কুলত্থের যূষ, কণ্ঠশোধনকর ও বায়ুনাশক। সর্ব্বপ্রকার ধান্যের যূষ উক্তপ্রকার গুণসম্পন্ন, বৃংহণ ও বলের বর্দ্ধনকর। খল (কল্ক) ও কাম্বলিক, হৃদ্য এবং বায়ু ও কফের হিতকর। দাড়িমাম্ল, বলকর কফ ও বায়ু নাশক ও অগ্নির দীপ্তিকর। দধ্যম্ল, কফকর বলকর স্নিগ্ধ বায়ুনাশক ও গুরুপাক। তক্রাম্ল, পিত্তকর, বিষ-নাশক ও রক্তের হানিকর। খড় (১) ও যবের মণ্ড ষাড়ব ও পানক (পানা) এই সকল এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বৈদ্য-বাক্যে প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। তৈল লবণ এবং ঝাল এই সকল দ্বারা প্রস্তুত না হইলে তাহাকে "অকৃত" বলে, এবং তৈল লবণ ও ঝাল সংযুক্ত হইলে এবং গোরস ধান্যাম্ল ও ফলাম্ল যুক্ত হইলে তাহাকে "কৃত" বলা যায়।

সংস্কৃত অপেক্ষা অসংস্কৃত যূষ লঘুরসাবিশিষ্ট ও হিতকারী হয়।

---

(১) পানীয় বিশেষ। খড়যষ যথা,—তক্রং কপিত্থচাঙ্গেরীমরিচাজাজিচিত্রকৈঃ। সুপক্বং খড়যূষোঽয়মরং কাম্বলিকোঽপরঃ॥ ইত চক্রদত্তঃ।

দধি-মস্তু, অম্লদ্বারা পক্ক হইয়া রস প্রস্তত হইলে তাহাকে কাম্বলিক বলা যায়। তিল-কল্ক, তিল-বিকৃতি, শুষ্ক শাক, শাকাঙ্কুর ও শিণ্ডাকী (২), ইহারা গুরুপাক এবং কফ ও পিত্তকর। বটক সকলও উক্তরূপ গুণবিশিষ্ট, বিদাহী ও গুরু-পাক। রাগষাড়ব, লঘুপাক বৃংহণ বৃষ্য হৃদ্য রোচক অগ্নি-কর, তৃষ্ণা মূর্চ্ছা ভ্রম ছর্দ্দি ও শ্রম নাশক। রসালা (১), বলকর বৃংহণ স্নিগ্ধ বৃষ্য ও রুচিকর। গুড়সংযুক্ত দধি,

---

(২) পানীয়-দ্রব্য-বিশেষ। যথা,—শিণ্ডাকী রাজিকাযুক্তৈঃ স্যান্মূলকদলদ্রবৈঃ। সর্ষপ-স্বরসৈর্ব্বাপি শালিপিষ্টকসংযুতৈঃ। শিণ্ডাকী রোচনী গুর্ব্বী পিত্তশ্লেষ্মকরী স্মৃতা॥ ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ।

(১) রমণীয় পানীয়। রসালা প্রস্তুত করিবার প্রণালী যথা,—দধ্নোঽর্দ্ধাঢ়কমীষদম্লমধুরং খণ্ডস্য চন্দ্রদ্যুতেঃ প্রস্থং ক্ষৌদ্র-পলঞ্চ পঞ্চ হবিষঃ শুণ্ঠ্যাশ্চতুর্মাষকান্। এলামাষচতুষ্টয়ং মরিচতঃ কর্ষং লবঙ্গং তথা ধৃত্বা শুক্লপটে শনৈঃ করতলেনোন্মথ্য বিস্রাবয়েৎ॥ মৃদ্ভাণ্ডে মৃগনাভি-চন্দন-রসোৎসৃষ্টেঽগুরুদ্ধূপিতে কর্পূরেণ সুগন্ধিতং তদখিলং সংলোড্য সংস্থাপয়েৎ। স্বস্যার্থে মথুরেশ্বরেণ রচিতা হ্যেষা রসালা স্বয়ং ভোক্তুর্ম্মন্মথ-দীপনী সুখকরী কান্তেব নিত্যং প্রিয়া॥ ইতি ভাবপ্রকাশঃ। ঈষৎ অম্ল মধুর দধি অর্দ্ধ আঢ়ক অর্থাৎ ৪ সের, পরিষ্কার মিছরি ১ প্রস্থ অর্থাৎ ২ সের, ক্ষৌদ্র মধু ১ পল অর্থাৎ ৮ তোলা, ঘৃত ৫ পল অর্থাৎ ৪০ তোলা, শুণ্ঠী ৪ মাষা, এলাচ ৪ মাষা, মরিচ ১ কর্ষ অর্থাৎ ১৬ মাষা ও লবঙ্গ ১৬ মাষা, এই সকল দ্রব্য একত্রে হস্ততলদ্বারা মন্থন করিয়া শুক্ল বস্ত্রে অল্পে অল্পে ছাঁকিবে। পরে সেই সকল দ্রব্য, মৃগনাভি চন্দন অগুরু ও কর্পূর বাসিত মৃৎপাত্রে উত্তমরূপ আলোড়ন করিয়া রাখিয়া দিবে। ইহাকেই রসালা কহে। মথুরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আপনার ভোজনের নিমিত্ত এই রসালা স্বয়ং প্রস্তুত করেন। ইহা ভোজন করিলে কামোদ্দীপন হয়, সুখ জন্মে এবং প্রিয়তমা কান্তার ন্যায় প্রিয়কারিণী হইয়া থাকে। অপিচ,—আদৌ মাহিষমম্লমধুরহিতং দধ্যাঢ়কং শর্করাং শুভ্রাং প্রস্থযুগোন্মিতাং শুচিপটে কিঞ্চিচ্চ কিঞ্চিৎ ক্ষিপেৎ। দুগ্ধেনার্দ্ধঘনেন মৃন্ময়নবস্থাল্যাং দৃঢ়ং স্রাবয়েদেলা-বীজ-লবঙ্গ-চন্দ্র-মরিচৈর্যোগ্যৈশ্চ তদ্যোজয়েৎ॥ ভীমেন প্রিয়ভোজনেন রচিতা নাম্না রসালা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেন পুরা পুনঃ পুনরিয়ং প্রীত্যা সমাস্বাদিতা। এষা যেন বসন্ত-বর্জ্জিত-দিনে সেব্যা পরং নিত্যশস্তস্য স্যাদতি-বীর্য্য-বৃদ্ধিরনিশং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং বলম্॥ গ্রীষ্মে তথা

স্নেহকর মুখপ্রিয় ও বায়ুনাশক। ঘৃতযুক্ত, শীতল জল দ্বারা আপ্লুত এবং অতি দ্রবও নয় এবং অতি সান্দ্রও নয় এরূপে সক্তু প্রস্তুত করিলে তাহাকে "মন্থ" বলে। মন্থ, সদ্যঃ বলকর, পিপাসা ও শ্রম নাশক। অম্ল তৈল ও গুড় একত্র পক্ব হইলে মূত্র-কৃচ্ছ্র ও উদাবর্ত্ত নাশক হয়। শর্করা ইক্ষুরস ও দ্রাক্ষা সংযুক্ত হইলে পিত্তবিকার-নাশক হয়। দ্রাক্ষা ও মধুক সংযুক্ত হইলে কফরোগ নাশ করিয়া থাকে। ত্রিফলা-যুক্ত হইলে, মল দোষের অনুলোমকর হয়। অম্লরসযুক্ত বা অম্লবিহীন গৌড় পানক (গুড়ের পানা) গুরুপাক ও মূত্র-বৃদ্ধিকর। উহা মিছরি দ্রাক্ষা ও শর্করা যুক্ত হইলে অম্ল-রস-বিশিষ্ট তীক্ষ্ণ ও শীতল হয়। দ্রাক্ষার পানক, শ্রমনাশক মূর্চ্ছা দাহ ও তৃষ্ণা নাশক হয়। পরূষক ও কোলের পানক, মুখপ্রিয় ও বিষ্টম্ভী। দ্রব্যের সংযোগ সংস্কার ও মাত্রা সম্যক্‌রূপে জানিয়া সেই সংযোগানুসারে পানকের গুরু-লাঘব উপদেশ দিবে।

ইতি কৃতান্নবর্গ।

শরদি যে রবিশোষিতাঙ্গা যে চ প্রমত্তবনিতাসুরতাতিখিন্নাঃ। যে চাপি মার্গ-পরিসর্পণশীর্ণগাত্রাস্তেষামিয়ং বপুষি পোষণমাশু কুর্য্যাৎ॥ রসালা শুক্রলা বল্যা রোচনী বাতপিত্তজিৎ। দীপনী বৃংহণী স্নিগ্ধা মধুরা শিশিরা সরা। রক্তপিত্তং তৃষাং দাহং প্রতিশ্যায়ং বিনাশয়েৎ॥ ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ। অম্লরস-বিশিষ্ট নির্জ্জল মাহিষ দধি ১ আঢ়ক অর্থাৎ ৮ সের ও শুভ্র চিনি ২ প্রস্থ অর্থাৎ ৪ সের, এই দুই দ্রব্য অগ্রে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া পরিষ্কার বস্ত্রে নিক্ষেপ করিবে। পশ্চাৎ অর্দ্ধ যম দুগ্ধের সহিত নূতন মৃণ্ময় স্থালীতে তাহা উত্তমরূপে ছাঁকিবে। পরে উপযুক্ত এলাচ-দানা লবঙ্গ কর্পূর ও মরিচের সহিত উহা মিশাইয়া রসালা প্রস্তুত করিবে। ভোজন-প্রিয় ভীম পুরাকালে এই রসালা স্বয়ং বারংবার প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ প্রীতিপূর্ব্বক আস্বাদন করিয়াছিলেন। যিনি এই রসালা মসস্ত-বর্জ্জিত দিনে নিত্য নিত্য সেবা করেন, তাঁহার বীর্য্য ও সকল ইন্দ্রিয়ের বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যাহারা গ্রীষ্ম বা শরৎকালে সূর্য্যকিরণে বিশুষ্কশরীর হয়, যাহারা প্রমত্ত-বনিতা-সম্ভোগে খিন্নশরীর হয়, ও যাহারা অতি দূর পথ ভ্রমণে শীর্ণশরীর হয়, এই রসালা তাহাদিগের শরীরকে শীঘ্রই পরিপুষ্ট করে। রসালা, শুক্রবৃদ্ধি-কর বলকর রুচিকর বায়ু ও পিত্ত নাশক অগ্নিকর তেজস্কর স্নিগ্ধ মধুর শীতল সারক এবং রক্তপিত্ত তৃষ্ণা দাহ ও প্রতিশ্যায় রোগের শান্তিকর।

ইহার পর রস বীর্য্য ও বিপাক অনুসারে ভক্ষ্যদ্রব্য সকল বলিব।

ক্ষীর-জাত ভক্ষ্যদ্রব্য সকল বলকর শুক্রবৃদ্ধিকর মুখপ্রিয় সুগন্ধি অদাহী পুষ্টিকর অগ্নিকর এবং পিত্তনাশক। ইহাদিগের মধ্যে ঘৃতপক্ক দ্রব্য সকল, বলকর মুখপ্রিয় কফকর বাতপিত্তনাশক শুক্রবৃদ্ধিকর গুরুপাক এবং রক্ত-মাংস-বৃদ্ধিকর। গুড়-জাত ভক্ষ্য দ্রব্য সকল, বৃদ্ধিকর গুরুপাক বায়ুনাশক অদাহী পিত্তনাশক শুক্র ও কফের বৃদ্ধিকর। ঘৃতাদি দ্বারা পক্ক গোধূম-চূর্ণ-জাত পিষ্টক সকল ও মধু-মিশ্রিত পিষ্টক, বিশেষরূপ গুরুপাক ও বর্দ্ধনকর। মোদক সকল অতিদুর্জ্জর অর্থাৎ সহজে জীর্ণ হয় না। সদৃক্, রুচিকর অগ্নিকর স্বরের হিতকর পিত্তনাশক বায়ুনাশক গুরুপাক মৃষ্টতম ও বলবর্দ্ধন-কর। বিষ্যন্দন, মুখপ্রিয় সুগন্ধি মধুর স্নিগ্ধ কফকর গুরুপাক বায়ুনাশক তৃপ্তিকর ও বলকর। গোধূমচূর্ণ-সম্বন্ধীয় ভক্ষ্য দ্রব্য সকল, বৃংহণ বায়ু ও পিত্তনাশক এবং বলকর। ইহাদিগের মধ্যে ফেণক অর্থাৎ গুড়-সংমিশ্র খাদ্য দ্রব্য, অতিশয় মুখপ্রিয় হিতকারক ও লঘুপাক। মুদ্গ প্রভৃতি বেসবার সকলের মধ্যে পূর্ণ, বিষ্টম্ভী এবং বেসবার মাংস-সহিত হইলে সম্পূর্ণা কহে। ইহা গুরুপাক এবং বৃংহণ। পালল (পিষ্টক-বিশেষ) শ্লেষ্মা-জনক, শষ্কুলি (পিষ্টক-ভেদ) কফ ও পিত্তের প্রকোপকর, বিদাহী, অতিশয় বলপ্রদ নহে এবং বিশেষরূপ গুরুপাক। বৈদল (পিষ্টক-ভেদ) লঘুপাক, কষায়-রস-বিশিষ্ট এবং বায়ুর সঞ্চারকর। মাষকলাই-সংক্রান্ত পিষ্টক সকল, বিষ্টম্ভী পিত্তগুণবিশিষ্ট শ্লেষ্মানাশক মলের সঙ্গতিকর বলকর শুক্রবৃদ্ধি-কর এবং গুরুপাক। কূর্চ্চিকা অর্থাৎ দুগ্ধ বিকার-জাত খাদ্য দ্রব্য সকল গুরুপাক এবং অতিশয় পিত্তকর নহে। অঙ্কুরিত দ্রব্যোৎপন্ন ভক্ষ্য দ্রব্য সকল গুরুপাক বায়ু ও পিত্তকর বিদাহী ও উৎক্লেশ-জনক, রুক্ষ, এবং দৃষ্টির দোষকর। ঘৃতপক্ক খাদ্য দ্রব্য সকল হৃদ্য সুগন্ধি শুক্রবৃদ্ধিকর লঘুপাক, বায়ু ও পিত্ত নাশক বলকর এবং বর্ণ ও

দৃষ্টির প্রসন্নকর। তৈলপক্ক খাদ্য দ্রব্য সকল বিদাহী গুরুপাক পরিপাকে কটুরস-বিশিষ্ট, উষ্ণ বায়ু ও দৃষ্টি নাশক পিত্তকর এবং ত্বকের দোষজনক। ফল মাংস চিনি তিল মাষকলাই দ্বারা উপসংস্কৃত ভক্ষ্য দ্রব্য সকল, বলকর গুরুপাক বৃংহণ ও হৃদয়প্রিয়। কপাল ও অঙ্গার পক্ক খাদ্য দ্রব্য লঘুপাক এবং বায়ুর প্রকোপকর। সুপক্ক হইলে লঘু ও অতিশয় লঘুপাক হয়। কিলাট (ছানা) প্রভৃতি দুগ্ধ-বিকার-জাত খাদ্য সকল গুরুপাক ও কফের বর্দ্ধনকর। কুল্মাষ (১) বাতকর রুক্ষ গুরুপাক এবং মলের সঙ্গতিকর। বাট্য (ভৃষ্টযব) উদাবর্ত্ত-রোগ-নাশক, কাশ পীনস ও মেহনাশক। ধানোলুম্ব, লঘুপাক এবং কফ ও মেদের বিশোধনকর। সকল প্রকার সক্তু (ছাতু) বৃংহণ, বৃষ্য, তৃষ্ণা পিত্ত ও কফ নাশক, গলাধঃকরণ মাত্রে বলকর, ভেদক ও বায়ুনাশক। ঐ সক্তু তরল না হইয়া পিণ্ডাকৃতি হইলে গুরুপাক এবং খর অর্থাৎ কঠিন হইলে অত্যন্ত লঘুপাক হয়। শক্তুর অবলেহিকা অর্থাৎ জিহ্বাগ্র দ্বারা স্বাদন-যোগ্য শক্তু, কোমলত্বপ্রযুক্ত শীঘ্র জীর্ণ হয়। লাজ (খই), ছর্দ্দি ও অতিসার নাশক অগ্নিকর, কফনাশক বলকর, কষায় ও মধুর রস-বিশিষ্ট লঘুপাক তৃষ্ণা ও মলনাশক। লাজসক্তু, তৃষ্ণা ছর্দ্দি দাহ ঘর্ম্ম ও রোগ নাশক, রক্তপিত্তনাশক এবং দাহ ও জ্বর বিনাশক। পৃথুক (চিপিটক) (২) গুরুপাক স্নিগ্ধ বৃংহণ কফের বর্দ্ধনকর ক্ষীরভাব প্রযুক্ত বলকর বায়ুনাশক এবং মলের সঙ্গতিকর। নূতন তণ্ডুল অতিশয় দুর্জ্জর, মধুর-রসবিশিষ্ট ও বৃংহণ। পুরাতন তণ্ডুল সন্ধানকর ও মেহনাশক। দ্রব্যের সংযোগ সংস্কার ও বিকার

---

(১) অর্দ্ধসিদ্ধ গোধূমাদি। যথা—"অর্দ্ধস্বিন্নাশ্চ গোধূমা অন্যে চ চণকাদয়ঃ। কুল্মাষ ইতি কথ্যন্তে" ইত্যুক্তেষু অর্দ্ধস্বিন্নগোধূমাদিষু।

(২) বিস্বিন্নমন্নং পৃথুকম্ ইতি স্মৃতিঃ।

বিবেচনা করিয়া কিংবা কারণ বুঝিয়া ভোক্তার ইচ্ছানুসারে অনেক দ্রব্যের উৎপাদকত্ব-হেতু শাস্ত্রানুসারে ভক্ষ্য দ্রব্য সকল নির্দ্দেশ করিবে। ইহার পর সকলপ্রকার অনুপান উপদেশ করিতেছি——

কোন কোন মনুষ্য অম্লরস পরিত্যাগ করিয়া মধুর-রসে আসক্ত হয় এবং কেহ বা অম্ল ও মধুর উভয় রসে পরিতৃপ্ত হয়। ইহাদিগের পথ্য নানাপ্রকার। শীতল ও উষ্ণ জল, আসব ও মদ্য, যূষ, ফলাম্ল ও ধান্যাম্ল এবং দুগ্ধ, এই সকল রসের মধ্যে, যাহার পক্ষে যে অনুপান হিতকর হইবে, ধীর বৈদ্য, ব্যাধি কাল ও সেই সেই ভোজ্য দ্রব্য সকল নির্ণয় করিয়া মাত্রানুসারে তাহাকে তাহাই প্রদান করিবে। নির্ম্মল ও পরিষ্কার পাত্রস্থিত জলই সকল অনুপানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। লোকের জন্মাবধি, তোয়াত্মক সকল রসই প্রশস্ত পথ্য। অর্থাৎ শিশু হইতে বৃদ্ধতম পর্য্যন্ত সকল বয়সের ব্যক্তিকেই রসময় অনুপান সেবন করান যাইতে পারে। অনুপানের মধ্যে এই সকল সংক্ষেপে বলা হইল; ইহার পর বিস্তারিতরূপে বিধান করা যাইতেছে——

সকলপ্রকার তৈলাক্ত পদার্থ ভোজনের পক্ষে উষ্ণজল অনুপান প্রশস্ত; কেবল ভল্লাতক (ভেলা) ও তুবরক স্নেহ ভোজনের পক্ষে উহা অপ্রশস্ত। কেহ কেহ তৈলাক্ত পদার্থ ভোজনের পক্ষে যূষ ও অম্ল কাঞ্জিক অনুপান বলেন। মধু এবং সর্ব্বপ্রকার পিষ্টান্ন ভোজনের পক্ষে, দধি পায়স ও মদ্য দ্বারা পীড়িত ব্যক্তিদিগের পক্ষে, এবং বিষপায়ী ব্যক্তিদিগের পক্ষে, শীতল জল অনুপান বিধেয়। কেহ কেহ, পিষ্টান্ন এবং শালি মুদ্গ প্রভৃতি ভোজনকারী ব্যক্তিদিগের পক্ষে, শীতল জল দুগ্ধ কিম্বা মাংসের রস অনুপান বলেন। যুদ্ধ, পথশ্রম ও আতপ-জনিত সন্তাপে এবং বিষ ও মদ্য জাত রোগে, মাষকলাই প্রভৃতি অনুপান কিংবা ধান্যাম্ল বা দধিমস্ত অনুপান পথ্য। সর্ব্বপ্রকার মাংসের পক্ষে, মদ্য-পানাভ্যস্ত ব্যক্তিদিগের মদ্যই পথ্য, এবং মদ্য-পানে অনভ্যস্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে শীতল জল কিংবা

ফলাম্ল পথ্য। ঘর্ম্মাক্রান্ত পথশ্রান্ত এবং অধিক কথোপকথন ও স্ত্রী-সংসর্গে ক্লান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে ক্ষীরই অমৃততুল্য পথ্য। সুরাকৃশ অথচ স্থূল ব্যক্তিদিগের পক্ষে, মধূদক (মধুর পানা) অনুপান। নীরোগ ব্যক্তিদিগের পক্ষে চিত্র (চিতা) পথ্য। বায়ু-পীড়িত ব্যক্তি-দিগের পক্ষে স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণ দ্রব্য, কফ-পীড়িত ব্যক্তিদিগের পক্ষে রুক্ষ অথচ উষ্ণ দ্রব্য, এবং পিত্ত-পীড়িত ব্যক্তিদিগের পক্ষে মধুর অথচ শীতল দ্রব্য, উত্তম পথ্য। রক্তপিত্ত রোগক্রান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে, দুগ্ধ ও ইক্ষুরস পথ্য। এবং বিষ-পীড়িত ব্যক্তিদিগের পক্ষে, অর্ক (আকন্দ), সেলু (শ্লেষ্মাতক) ও শিরীষের আসব পথ্য।

ইহার পর বর্গ সমুদায়ের পৃথক্ পৃথক্ অনুপান আনুপূর্ব্বিক বলা যাইতেছে—

বর্গ সকলের মধ্যে, পূর্ব্বোক্ত শস্যজাতির এবং বদরাম্ল ও বৈদ-লের (পিষ্টক-ভেদ) পক্ষে, ধান্যাম্ল অনুপান। জঙ্ঘাল ও ধন্বজ (মরুদেশ-জাত) পশুর মাংসের পক্ষে, পিপ্পলীর আসব অনুপান। বিষ্কির জন্তুর মাংসের পক্ষে, কোল ও বদরের আসব অনুপান। প্রতুদ জন্তুর মাংসের পক্ষে, ক্ষীর-বৃক্ষের আসব অনুপান। গুহাশয় জন্তুর মাংসের পক্ষে, খর্জ্জুর ও নারিকেলের আসব অনুপান। প্রসহ জন্তুর মাংসের পক্ষে, অশ্বগন্ধার আসব অনুপান। পর্ণমৃগের মাংসের পক্ষে, কৃষ্ণগন্ধার (শোভাঞ্জন-বৃক্ষের) আসব অনুপান। বিলেশয় জন্তুর মাংসের পক্ষে, ফলসারের আসব অনুপান। একশফ জন্তুর মাংসের পক্ষে, ত্রিফলার আসব অনুপান। অনেকশফ জন্তুদিগের মাংসের পক্ষে, খদিরের আসব অনুপান। কূলচর জন্তুদিগের মাংসের পক্ষে, শৃঙ্গাটক (পানীফল) ও কসেরুকের (কেসুর) আসব অনু-পান। কোশ-বাসী ও পাদী (যাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পা আছে) জন্তুর মাংসের পক্ষেও পানীফল ও কসেরুকের আসব অনুপান। প্লব জন্তু-দিগের মাংসের পক্ষে, ইক্ষুরসের আসব অনুপান। নদীজাত জন্তু-

দিগের মাংসের পক্ষে, মৃণালের আসব অনুপান। এবং সমুদ্র-জাত জন্তুদিগের মাংসের পক্ষে, মাতুলুঙ্গের আসব অনুপান।

অম্ল ফলের পক্ষে, পদ্ম ও উৎপল-কন্দের আসব অনুপান। কষায় ফলের পক্ষে, দাড়িম ও বেত্রের আসব অনুপান। মধুর ফলের পক্ষে, ত্রিকটু-যুক্ত কন্দের আসব অনুপান। তাল-ফলাদির পক্ষে, ধান্যাম্ল অনুপান। কটুক (ঝাল) ফলাদির পক্ষে, দূর্ব্বা নল ও বেত্রের আসব অনুপান। পিপ্পল্যাদি ফলের পক্ষে, শ্বদংষ্ট্রা (গোক্ষুরী) ও বসুকের (অর্ক-বৃক্ষ) আসব অনুপান। কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি ফলের পক্ষে, দার্ব্বী (দারুহরিদ্রা) ও করীরের আসব অনুপান। চুচ্চূ প্রভৃতির পক্ষে, লোধ্রের আসব অনুপান। মণ্ডূকপর্ণী প্রভৃতির পক্ষে, মহাপঞ্চমূলের আসব অনুপান। জীবন্তী প্রভৃতির পক্ষে, ত্রিফলার আসব অনুপান। কুসুম্ভ শাকের পক্ষেও ত্রিফলার আসব অনুপান। তাল-মস্তকাদির (তাল খর্জ্জুর প্রভৃতির মাথি) পক্ষে, অম্লফলের আসব অনুপান। সৈন্ধবাদির পক্ষে, সুরাসব ও কাঞ্জিক অনুপান। এবং জল সর্ব্বত্রই অনুপান।

সকল অনুপানের মধ্যে বৃষ্টির জলই উত্তম। যাহার পক্ষে যে জল হিতকর, তাহার পক্ষে সেই জলই পথ্য। বাত ও কফে উষ্ণজল পথ্য, পিত্ত ও রক্তে শীতল জল পথ্য। আহার-দোষ-বিশিষ্ট, গুরু কিংবা অপরিমিতই হউক, যথোক্ত অনুপানের দ্বারা সেই ভুক্ত অন্ন অনায়াসেই জীর্ণ হইয়া থাকে। অনুপান, সম্যক্‌রূপে সেবিত হইলে রুচিকর বৃংহণ বৃষ্য দোষ-সঙ্ঘাতের ভেদক তৃপ্তিকর মার্দ্দবকর শ্রম ও ক্লম নাশক সুখজনক অগ্নিকর দোষের শান্তিকর অতিশয় পিপাসার শান্তিকর বলকর ও বর্ণকর হইয়া থাকে। অনুপান অগ্রে পীত হইলে শরীর কর্ষণ করিয়া থাকে। মধ্যে সেবিত হইলে সমভাবে থাকে পশ্চাৎ পান করিলে বর্দ্ধন করিয়া থাকে। অতএব বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা উচিত। যাহারা দ্রব পদার্থ পান করে না,

তাহাদিগের অন্ন আক্লিন্ন স্থিরত্বপ্রাপ্ত ও পীড়াজনক হয়, অতএব অনুপান সেবন করা উচিত। শ্বাস ও কাস রোগী ব্যক্তির পক্ষে এবং জত্রুর (১) ঊর্দ্ধভাগ-গত-রোগে অনুপান সেবন অবিধেয়। ক্ষতোরস ব্যক্তি, প্রসেকী (যাহার মুখ ও নাসিকা দ্বারা জল-স্রাব হয় এরূপ ব্যক্তি) এবং যাহার স্বরভঙ্গ হইয়াছে এরূপ ব্যক্তির পক্ষে, অনুপান-সেবন অবিধেয়। অনুপান সেবন করিয়া পথ-ভ্রমণ, অধিক কথোপকথন, অধ্যয়ন, গান ও নিদ্রা অবিধেয়। এই সকল করিলে সেই অনুপান কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলে থাকিয়া আমাশয়কে দূষিত করে এবং কম্পন, অগ্নির অবসন্নতা, ছর্দ্দি (বমন) প্রভৃতি নানা রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

যে সকল ব্যক্তি, সুকুমার বিলাসী ও চির-সুখাভ্যস্ত, তাহারা পারিশ্রমিক-কার্য্যে নিশ্চেষ্টতা-বশতঃ মন্দাগ্নি ও রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। অতএব, কোন্ কোন্ দ্রব্য গুরুপাক ও কোন্ কোন্ দ্রব্য লঘুপাক, এই চিন্তা করিয়া, স্বভাব, সংস্কার, মাত্রা ও কালানুসারে অনুপান সেবন করা তাহাদিগেরই পক্ষে একান্ত বিধেয়। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি বলবান্ পরিশ্রমী দীপ্তাগ্নিবিশিষ্ট এবং খর অর্থাৎ কঠিন দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া কালাতিপাত করে, তাহাদিগের পক্ষে আহারীয় দ্রব্যের গুরুত্ব লঘুত্ব বিবেচনাপূর্ব্বক অনুপান-সেবনের আবশ্যকতা নাই।

ইতি সর্ব্বানুপানবর্গ।

ধন্বন্তরি কহিলেন, হে বৎস সুশ্রুত! ইহার পর আহার-বিধি বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

বিশ্বস্ত-জন-পূর্ণ অসঙ্কীর্ণ ও পবিত্র, এরূপ মহানস অর্থাৎ পাকস্থান করা কর্ত্তব্য। সেই স্থানে বিশ্বস্ত লোক দ্বারা উত্তম ও নানা-গুণ-যুক্ত ভক্ষ্য অন্ন রন্ধন করাইয়া, চিকিৎসক অতি পবিত্র স্থানে অতি

(১) স্কন্ধ ও কক্ষের সন্ধিস্থানকে জত্রু বলে।

গোপনে সেই অন্ন সংস্থাপন করিবেন। অনন্তর সেই সিদ্ধান্নে বিষ-নাশক ঔষধ স্পর্শ করাইয়া, তাঁহার বিষ নাশ করিয়া, তালবৃন্ত দ্বারা বীজন করত তাহাতে জল প্রোক্ষণ করিবে। পশ্চাৎ সিদ্ধমন্ত্র (১) দ্বারা পূত করিয়া আহার করিবে।

ইহার পর আহার-রচনার বিষয় সম্যক্‌রূপে বলিতেছি। পাচক, যে যে পাত্রে যে সকল ভক্ষ্য ও পানীয় পরিবেশন করিবে তাহা বলা যাইতেছে——কাঞ্চায়সে অর্থাৎ অয়স্কান্ত মণিময় পাত্রে ঘৃত দিবে। পানীয় দ্রব্য রজতময় পাত্রে প্রদান করিবে। ফল সকল ও অন্যান্য সকলপ্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য বৈদল পাত্রে প্রদান করিবে। পরিশুষ্ক ও প্রদিগ্ধ (প্রলিপ্ত) দ্রব্য সকল সুবর্ণময় পাত্রে রাখিবে। প্রদ্রব (তরল) ও রসময় পদার্থ সকল রজত-পাত্রে দিবে। কট্বর (২) ও খড় (৩) এই সকল প্রস্তরময় পাত্রে প্রদান করিবে। সুশীতল ও সুপক দুগ্ধ তাম্রময় পাত্রে দিবে। পানীয় জল, পানক, (গুড় মধু চিনি প্রভৃতির পানা) ও মদ্য, এই সকল, মৃণ্ময় বা কাচ ও স্ফটিকময় শীতল ও সুন্দর পাত্রে প্রদান করিবে। বৈদূর্য্যময় পাত্রে রাগষাড়ব ও সদৃক্ প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য সকল দিবে। এবং সম্মুখস্থ নির্ম্মল সুবিস্তীর্ণ মনোরম পাত্রে, সূপৌদন (সূপমিশ্রিত অন্ন) এবং সুসংস্কৃত প্রদেহ (প্রলেপ) সকল দিবে। ফল ও অন্যান্য সকল ভক্ষ্য দ্রব্য এবং পরিশুষ্ক খাদ্য সকল, ভোজনকারী ব্যক্তির দক্ষিণ পার্শ্বে সাজাইয়া দিবে। প্রদ্রব, রস, পানীয়, পানক, দুগ্ধ; খড়, যূষ,

(১) তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত সিদ্ধাদিচক্রস্থিত সাধকনামের আদ্যাক্ষরযুক্ত মন্ত্রবিশেষকে সিদ্ধমন্ত্র কহে।

(২) তক্র, দধিসর ও ব্যঞ্জন, এই সকলকে কট্বর বলে।

(৩) পূর্ব্বোক্ত পানীয়-বিশেষ। যথা,—তক্র কপিত্থ চাঙ্গেরী (নেবু-বিশেষ) মরিচ কৃষ্ণজীরা ও চিতা এই সকল উত্তমরূপে পাক করিয়া সূপ প্রস্তুত করিলে তাহাকে খড় কহে।

এবং অন্যান্য পেয় দ্রব্য সকল বামপার্শ্বে সাজাইয়া দিবে। সকল-প্রকার গুড়জাত খাদ্য দ্রব্য রাগষাড়ব ও শট্টক (ঘৃত ও জল মিশ্রিত শালিচূর্ণ) (১) প্রভৃতি সম্মুখে অথবা দক্ষিণ ও বাম এই উভয়ের মধ্যে স্থাপিত করিবে।

বুদ্ধিমান্ বৈদ্য এইরূপে আহার রচনা করাইয়া রমণীয় শুভজনক পবিত্র জনতা বিহীন ও সুগন্ধি-পুষ্পভূষিত সমতল প্রদেশে ভোক্তাকে লইয়া গিয়া, সুসংস্কৃত সুরস মনোমত বিশুদ্ধ নাতিশীতোষ্ণ সদ্যপক্ক হিতকর আহারীয় দ্রব্য ভোজন করাইবে। মধুর-রসাক্ত দ্রব্য সকল অগ্রে ভোজন করিবে, অম্ল ও লবণ রস মধ্যে ভোজন করিবে এবং পরিশেষে অবশিষ্ট রস সকল ভোজন করিবে, বৈদ্যেরা ইহাই ব্যবস্থা করিয়াছেন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দাড়িম প্রভৃতি ফল সকল অগ্রে ভক্ষণ করিবে, অনন্তর পানীয় সেবন করিবে, পশ্চাৎ বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য আহার করিবে। কেহ কেহ ইহার বিপরীত নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন গাঢ় পদার্থ সকল অগ্রে ভোজন করা উচিত। ভোজনের প্রারম্ভে মধ্যে বা শেষেই হউক, ফলের মধ্যে, স্বাস্থ্যকর দোষ-নাশক আমলক ফল ভোজন করাই প্রশস্ত। মৃণাল বিষ শালু কন্দ ও ইক্ষু প্রভৃতি, আহারের পূর্ব্বে ভোজন করিবে, আহারাবসানে এ সকল কখনই সেবন করিবে না। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি যথাকালে উচ্চ আসনে সমভাবে সুখে উপবেশন করিয়া মাত্রাদি বিবেচনাপূর্ব্বক আপন প্রকৃতির অনুগত স্নিগ্ধ, দ্রব-প্রধান, লঘু ও উষ্ণ দ্রব্য সকল সত্বর ভোজন করিবে। এইপ্রকার অন্ন, যথাকালে ভুক্ত হইলে তৃপ্তিকর হয়, এবং ভুক্ত-ব্যক্তির পীড়াকর হয় না। লঘু-দ্রব্য শীঘ্র পরিপাক হয়, স্নিগ্ধ ও উষ্ণ দ্রব্য বলকর ও অগ্নিকর। সত্বর ভোজন করিলে ভুক্ত অন্ন সমকালেই পরিপাক হয়। দোষ-শূন্য দ্রব-প্রধান দ্রব্য সকল সুখে জীর্ণ হয়। এবং মাত্রানুসারে সেবিত অন্ন ধাতুর সমতা

(১) শালিচূর্ণং ঘৃতং তোয়ং মিশ্রিতং শট্টকং বদেৎ। ইতি ভাবপ্রকাশঃ।

বিধান করিয়া থাকে। যে সকল ঋতুতে রাত্রি অত্যন্ত দীর্ঘ, সেই সকল ঋতুতে ঋতুদোষ-খণ্ডনের উপযোগী ভোজন-দ্রব্য প্রাতঃকালে ভোজন করিবে। যে সকল ঋতুতে দিবা অতিশয় দীর্ঘ, সেই সকল ঋতুতে তৎকাল-বিহিত ভোজ্য-দ্রব্য সকল অপরাহ্ণে ভোজন করিবে। এবং যে সকল ঋতুতে দিবা রাত্রি সমান, সেই কালে অহোরাত্র সমান বিভাগ করিয়া ভোজন করিবে। অপ্রাপ্ত কালে অর্থাৎ ক্ষুধা হইবার পূর্ব্বে এবং অতীত কালে অর্থাৎ ভোজনের সময় গত হইলে কখনই ভোজন করিবে না, অর্থাৎ যথা-সময়েই ভোজন করিবে। এবং অল্প বা অধিক পরিমাণেও ভোজন করিবে না অর্থাৎ পরিমিত ভোজন করিবে। অপ্রাপ্ত কালে শরীর লঘু হয় না, সুতরাং তৎকালে আহার করিলে নানা ব্যাধি জন্মে, এমন কি—মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে। অতীত কালে জঠরাগ্নি বায়ু দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, সুতরাং তৎকালে আহার করিলে ভুক্ত অন্ন অতি কষ্টে পরিপাক হয়, ও দ্বিতীয়বার ভোজনের ইচ্ছা থাকে না। অল্প মাত্রায় ভোজন করিলে অসন্তোষ জন্মে ও বলক্ষয় হয়। অধিক মাত্রায় ভোজন করিলে আলস্য জন্মে, শরীর ভার বোধ হয়, আটোপ অর্থাৎ বায়ুজন্য উদর আধ্মাত হয়, এবং শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে। অতএব দিবা ও রাত্রিকালে সময় ও দোষাদি বিভাগ করিয়া, এই সকল দোষ-বর্জ্জিত পূর্ব্বোক্ত-গুণ-সম্পন্ন সুসংস্কৃত অন্ন ভোজন করিবে। অচোক্ষ (নিঃসার), দোষ-যুক্ত, উচ্ছিষ্ট, পাষাণ-তৃণ বা লোষ্ট্র বিশিষ্ট, দ্বিষ্ট (যে দ্রব্য ভোজন করিতে প্রবৃত্তি না হয়), পর্য্যুষিত, স্বাদুরস-বিহীন ও দুর্গন্ধযুক্ত অন্ন ভোজন করিবে না। অধিক সিদ্ধ বা অল্প সিদ্ধ অন্ন এবং অতিশয় উষ্ণ উপদগ্ধ (আঁকা) অন্ন ও স্বাদুরস-বিহীন অন্ন ভোজন করিবে না। শীতল অন্নকে পুনর্ব্বার উষ্ণ করিয়া ভোজন করিবে না। উত্তরোত্তর স্বাদুতর আহার ভোজন করিবে। আহার করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ মুখ প্রক্ষালন করিবে। কারণ, জিহ্বা বিশুদ্ধ

হইলে অন্নে উত্তম রুচি হয়। প্রথম একপ্রকার স্বাদু কর্ত্তৃক জিহ্বা তর্পিত হইলে, অন্যপ্রকার স্বাদুর উত্তমরূপে উপলব্ধি হয় না। অতএব মধ্যে মধ্যে মুখ প্রক্ষালন করিবে। অন্ন স্বাদু হইলে, প্রিয়তা, বল, পুষ্টি, উৎসাহ, হর্ষ ও সুখ জন্মায়, অস্বাদু হইলে, ইহার বিপরীত হয়। একবার যে দ্রব্য ভোজন করিয়া পুনর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা করা যায়, তাহাকেই স্বাদু ভোজন বলে। ভোজনের মধ্যে মধ্যে ও ভোজনের পর জল পান করিবে। আচমনের কালে দন্তের অন্তর্গত অন্ন অল্পে অল্পে বাহির করিবে। তাহা না করিলে মুখে দুর্গন্ধ জন্মে। ভোজন করিলে কফ, জীর্ণ হইলে, বায়ু ও বিদগ্ধ হইলে পিত্ত বৃদ্ধি হয়। অতএব ভোজন না করিলে শ্লেষ্মার শান্তি হয়। ধূমের দ্বারা, বা কষায় কটু তিক্ত রসের দ্বারা, বা কক্কোল কর্পূর লবঙ্গ ও সুমনঃ ফলের সহিত, অথবা কষায় কটু তিক্ত মুখ-সংশোধন-কর রসের সহিত, সুগন্ধ তাম্বূল পত্র সেবনের দ্বারা, মুখ শোধন করিবে। ভোজন করিয়া ভোজনের শ্রম বিগত হওয়া পর্য্যন্ত রাজবৎ (স্বচ্ছন্দে) আসীন হইবে। তদনন্তর শতপদ গমন করিয়া বাম-পার্শ্বে শয়ন করিবে। ভুক্ত ব্যক্তি মনোঽভিলষিত শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ সেবন করিবে। অপ্রিয় শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ সেবনে, বা অশুচি অন্ন গ্রহণে, বা ভোজনান্তে অতিশয় হাস্য করণে, বমন হয়। দ্রব-প্রধান অন্ন (দ্রব দ্রব্য অধিক এবং অন্নভাগ অল্প) ভোজন করিয়া শয়ন বা উপবেশন করিবে না। ভোজনের পরেই অগ্নি বা আতপ সেবন, বা সন্তরণ, বা যান বাহনের দ্বারা গমন করিবে না। এক রসই নিয়ত সেবন করিবে না। শাক নিকৃষ্ট অন্ন ও অম্ল-রস ভোজন করিবে না। একবারে একটীমাত্র রস অথবা একত্র সমস্ত রস ভোজন করিবে না। একবার ভোজন করিয়া, অগ্নির দীপ্তি না হইলে পুনর্ব্বার অন্ন গ্রহণ করিবে না। ভুক্ত অন্ন বিদগ্ধ হইলে (অম্ল-রস হইয়া গলা জ্বলিলে) অগ্নি নাশ হয়। কঠিন দ্রব্য অধিক পরিমাণে আহার করিবে না। পিষ্টান্ন ভোজন করিবে

না, অথবা অল্প মাত্রায় ভোজন করিয়া দ্বিগুণ জল পান করিবে, তাহাতে অনায়াসে জীর্ণ হয়। পেয় লেহ্য চূষ্য চর্ব্ব্য এই চতুর্ব্বিধ আহার উত্তরোত্তর গুরুতর। গুরুপাক দ্রব্য অর্দ্ধ পরিমাণে ভোজন করা হিতকর, ও লঘু দ্রব্য সম্পূর্ণ পরিমাণে ভোজন করিবে। অতিশয় তরল দ্রব-দ্রব্যের কোন পরিমাণই গুরুপাক হয় না। দ্রব-প্রধান দ্রব্য শুষ্ক হইলে সম্যক্ ভোজন করা যাইতে পারে। অতিশয় শুষ্ক অন্ন অভ্যস্ত হইলেও উত্তম পরিপাক হয় না।

পিণ্ডীকৃত বা অসম্যক্‌রূপে ক্লিন্ন হইলে অন্ন বিদগ্ধ হয়। অথবা পরিপাক-কালে অন্নবাহী পথে (যে পথের দ্বারা জঠর মধ্যে অন্ন প্রবেশ করে) পিত্ত থাকিলে, অথবা অন্য কোন বিদাহী অন্ন ভোজন করিলে, অন্ন বিদগ্ধ হয়। শুষ্ক বিদগ্ধ ও বিষ্টম্ভী (গুরুপাক) অন্নের দ্বারা অগ্নি নাশ হয়। অপক্ক বিদগ্ধ ও বিষ্টব্ধ অন্ন, বাত পিত্ত শ্লেষ্মার সংযোগে অজীর্ণ রোগ জন্মায়। অতিশয় জলপান করিলে, অকালে ভোজন করিলে, মল মূত্রের বেগ ধারণ করিলে, বা সময়ে নিদ্রা না হইলে, লঘু ও স্বাভাবিক ভক্ষ্য অন্ন যথাকালে ভোজন করিলেও পরিপাক হয় না। ঈর্ষা ভয় বা ক্রোধ জন্মিলে, লোভ রোগ বা দৈন্যতার দ্বারা পীড়িত থাকিলে, অন্নে দ্বেষ থাকিলে, অন্ন সম্যক্‌রূপে পরিপাক হয় না। ভুক্ত অন্ন, মাধুর্য্য-ভাবাপন্ন হইলে আম বলা যায়, ও অম্ল-ভাবাপন্ন হইলে বিদগ্ধ বলা যায়। ভুক্ত অন্ন কিঞ্চিৎ পাক হইয়া অতিশয় তোদ ও শূল সহকারে বিষ্টব্ধ হইয়া থাকে, তাহা বদ্ধ ও কুপিত বায়ুর কার্য্য। তৎকালে উদ্গার-শুদ্ধি হইলেও (উদ্গারে কোনপ্রকার গন্ধ বা রস না থাকিলেও) যাবৎ হৃদয়-দেশের ভার থাকে, তাবৎ আহারে রুচি হয় না। পাকস্থলীর অবশিষ্ট রস কর্ত্তৃক নাসিকা হইতে কফ স্রাব সহকারে যে অজীর্ণ দোষ জন্মে, তাহাকে চতুর্থপ্রকার অজীর্ণ বলা যায় (১)। মূর্চ্ছা প্রলাপ বমনেচ্ছা প্রসেক

(১) কোনপ্রকারে পরিপাকের বিলম্ব বা ব্যাঘাত ঘটিয়া বায়ু কুপিত হইলে,

শরীরের অবসন্নতা, অজীর্ণের দ্বারা এই সকল উপদ্রব এবং মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটে। আমাজীর্ণ হইলে লঙ্ঘন কর্ত্তব্য, বিদগ্ধ হইলে বমন কর্ত্তব্য, বিষ্টব্ধ হইয়া থাকিল স্বেদ করান কর্ত্তব্য। অবশিষ্ট রস কর্তৃক অজীর্ণ জন্মিলে শয়ন করিয়া থাকিবে, লবণাক্ত উষ্ণজল পান করিয়া বমন করিবে, ও যাবৎ স্বাস্থ্য লাভ না করে তাবৎ অনশন থাকিবে। যাবৎ শরীর লঘু ও প্রকৃতিস্থ না হয়, তাবৎ আহার করিবে না। হিতাহিত বিবেচনা করিয়া আহার করিলে সমাশন বলা যায়। অধিক হউক বা অল্প হউক, অকালে আহার করিলেই বিষমাশন বলা যায়। ভুক্তদ্রব্য পরিপাক না হইতে হইতে ভোজন করিলে অধ্যশন কহে। এই তিনটী অহিতাচারের দ্বারা জীবন ক্ষয় হয় অথবা নানাপ্রকার পীড়া জন্মে। অন্ন বিদগ্ধ হইলে শীতল জলের দ্বারা পরিপাক হয়। শীতলতার দ্বারা পিত্ত নাশ হয় এবং অন্ন ঈষৎ ক্লিন্ন হইয়া অধোভাগে গমন করে। ভোজনমাত্রে হৃদয় কণ্ঠ ও গলদেশ জ্বলিতে থাকিলে দ্রাক্ষা ও হরীতকী অথবা মধু ও হরীতকী লেহন করিবে। স্নিগ্ধ বলবান্ প্রাণীর অজীর্ণ হইবার আশঙ্কা হইলে প্রাতঃকালে বা ভোজনান্তে শুণ্ঠী ও অভয়া হরীতকী ভক্ষণ করিবে। অন্ন বিবর্দ্ধিত অপক্ক দোষ লীন হইয়া থাকে, তাহাতে অগ্নির পথ আবৃত হয় না। তৎকালে অজীর্ণেও ক্ষুধা হয়। সেই ক্ষুধা অল্প-বুদ্ধি ব্যক্তি বুঝিতে পারে না বলিয়া তাহার পক্ষে বিষ-তুল্য হয়।

অতঃপর দ্রব্যের যে যে গুণের দ্বারা যে যে ক্রিয়া হয়, তাহার বিস্তার কহিতেছি। সেই সকল ক্রিয়ার দ্বারা দ্রব্যের গুণ অনুমান করা যায়। শৈত্য-গুণে হ্লাদন স্তম্ভনী এবং মূর্চ্ছা তৃষ্ণা স্বেদ ও দাহের

যতক্ষণ অন্ন-রসের দ্বারা পাকস্থলী ভার থাকে, ততক্ষণ সেই কুপিত বায়ু পাকস্থলীতে স্তব্ধভাবে থাকে। পাকস্থলীর প্রায় সমস্ত রস শরীরে সঞ্চালিত হইলে, সেই কুপিত বায়ু অবশিষ্ট রস গ্রহণ করিয়া উর্দ্ধভাগে গমন পুর্ব্বক মুখ নাসিকা হইতে আস্রাব জন্মায়। ইহাকে সামান্যতঃ "পেট-গরম" কহে।

উপশম হয়, উষ্ণ-গুণ হইতে এই সকলের বিপরীত ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, অধিকন্তু ইহা পাচন। স্নিগ্ধ গুণ, স্নেহ ও মার্দ্দব-কর, বলকর ও বর্ণকর। রুক্ষ ইহার বিপরীত, বিশেষতঃ স্তম্ভন ও খর। পিচ্ছিল, জীবনীয় বলকর সন্ধানকর শ্লেষ্মা ও গুরু। বিশদ ইহার বিপরীত, এবং ক্লেদ-শোষক ও রোপণকর। তীক্ষ্ণ, দাহপাক ও আস্রাব কর। মৃদু ইহার বিপরীত। গুরুত্ব গুণের দ্বারা অবসন্নতা, উপলেপ, বল, তৃপ্তি ও পুষ্টি জন্মে। লঘু ইহার বিপরীত এবং লেখনকর ও রোপণকর। এই দশপ্রকার গুণের ক্রিয়া বলিলাম। এক্ষণে দশপ্রকার দ্রব-দ্রব্যের ক্রিয়া কহিতেছি, শ্রবণ কর। দ্রব ক্লেদকর। সান্দ্র, স্থূল ও বন্ধনকর। শ্লক্ষ্ণ, পিচ্ছিলের ন্যায় গুণ-বিশিষ্ট। কর্কশ, বিশদের ন্যায় গুণ-বিশিষ্ট, সুখানুবন্ধী এবং সূক্ষ্ম। সুগন্ধ, রুচিকর ও মৃদু। দুর্গন্ধ ইহার বিপরীত এবং হৃল্লাস অরুচিকর সারক অনুলোম-কারক মদকর ও যাত্রার পক্ষে মঙ্গলকর। ব্যবায়ী, সমস্ত দেহ ব্যাপ্ত হইয়া পাক করে। বিকাশী, প্রফুল্লতা সম্পাদন করিয়া ধাতুর বন্ধন সমস্ত শিথিল করে। আশুকারী, শীঘ্রগামী প্রযুক্ত জলে তৈলের ন্যায় দেহে শীঘ্র ব্যাপ্ত হয়। সূক্ষ্ম গুণ, সূক্ষ্মতা হেতু সূক্ষ্ম শিরাতে গমন করে। এই বিংশতি গুণের ক্রিয়া যথাক্রমে বলা হইল।

অতঃপর আহারের গতি নিশ্চয় করিয়া কহিতেছি। এই পঞ্চভূতাত্মক দেহে পঞ্চ-ভৌতিক আহার পঞ্চপ্রকারে পরিপাক হইয়া (১) দেহস্থ স্বীয় স্বীয় গুণ বর্দ্ধিত করে। কফ ও পিত্ত অবিদগ্ধ এবং বায়ু বিদগ্ধ। আহার সম্যক্‌রূপে পরিপাক হইয়া নিঃসার (২) হইলে শরীর-পুষ্টি হয়। বিষ্ঠা ও মূত্র আহারের মলভাগ।

আহারের সার-ভাগের বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সেই সার-ভাগ

---

(১) বায়ু পিত্ত কফ মল ও মূত্র, এই পঞ্চপ্রকারে পরিণত হয়।

(২) ভুক্ত দ্রব্য হইতে সমস্ত সারাংশ নিঃসৃত হইলে।

ব্যান বায়ুর দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া সকল ধাতু পোষণ করে। কফ পিত্ত মল স্বেদ নখ রোম এবং নেত্র-মল (চক্ষে যে মল জন্মায়) ও ত্বক্‌স্থ স্নেহ, এইগুলি ক্রমান্বয়ে ধাতু সমূহের (১) মল। মহামুনি ও রাজর্ষিদিগের অভিমত এই বিধি যিনি যত্নপূর্ব্বক পাঠ করেন, তিনি মহাত্মাগণের মধ্যে সূরিসত্তম এবং ভূপতির চিকিৎসা করিতে সমর্থ।

---

(১) যথা রসের মল কফ, রক্তের মল পিত্ত ইত্যাদি।

সুশ্রুত।

নিদান-স্থান।

প্রথমাধ্যায়।

বাত-ব্যাধি-নিদান।

ক্ষীরোদ-সলিল-সম্ভূত ধার্ম্মিক-প্রবর ধন্বন্তরির চরণদ্বয় বন্দনা করিয়া সুশ্রুত জিজ্ঞাসা করিলেন। হে উপদেশ-কুশল, দেহ-যন্ত্রস্থিত বায়ু বিকৃত হইয়া কুপিত হইলে, দেহ-মধ্যে যে যে স্থান আশ্রয় করে, সেই সেই স্থানে থাকিয়া যে যে ক্রিয়া করে, এবং তদ্দ্বারা যে যে রোগ উৎপন্ন হয়, সেই সকল আপনি কীর্ত্তন করুন। অনন্তর ভিষক্-কুল-ভূষণ ধন্বন্তরি সুশ্রুতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন। ভগবান্ স্বয়ম্ভুই বায়ু নামে কথিত। ইনি স্বতন্ত্র, নিত্য ও সর্ব্বগত। সর্ব্বলোক-কর্ত্তৃক নমস্কৃত হইয়া সকলের আত্মার স্বরূপে বিরাজ করেন। ইনি প্রাণিসমূহের উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশের কারণ। স্বয়ং অব্যক্ত, ইঁহার ক্রিয়া সকল প্রত্যক্ষ। ইহা রুক্ষ শীতল লঘু খর তির্য্যক্-গামী শব্দ ও স্পর্শ গুণ বিশিষ্ট, রজোগুণ-বহুল, অচিন্ত্য-শক্তি, দেহস্থ দোষ-সমূহের নায়ক, এবং রোগ-সমূহের রাজা। ইনি দেহ-মধ্যে আশু-কার্য্যকারী ও শীঘ্র বিচরণ-কারী। পক্কাশয় ও গুহ্যদেশ ইঁহার আলয়। দেহ-মধ্যে বিচরণ করিতে থাকিলে বায়ুর যে সকল লক্ষণ প্রকাশ হয়, তাহা এক্ষণে কহিতেছি, শ্রবণ কর। বায়ু কুপিত না হইলে, দোষ ধাতু ও অগ্নি সমভাবে থাকে, তাহাদিগের স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্তি হয়, এবং বায়ুর ক্রিয়া সকলও সরলভাবে হইতে থাকে। নাম, স্থান ও ক্রিয়া ভেদে অগ্নি যেরূপ পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত, নাম, স্থান, ক্রিয়া ও রোগ ভেদে একমাত্র বায়ুও সেইরূপ পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত। প্রাণ উদান সমান ব্যান ও অপান, এই পঞ্চ বায়ু পঞ্চ স্থানে থাকিয়া দেহী-

দিগের দেহ রক্ষা করে। যে বায়ু মুখমধ্যে সঞ্চরণ করে, তাহাকে প্রাণ-বায়ু বলে। প্রাণ-বায়ুর দ্বারা দেহ রক্ষা হয়, ভুক্ত অন্ন জঠর মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং প্রাণ ধারণ হয়। এই বায়ু দূষিত হইলে প্রায়ই হিক্কা শ্বাস প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। যে বায়ু উর্দ্ধদিকে সঞ্চরণ করে, তাহাকে উদান-বায়ু বলে। ইহা কুপিত হইলে স্কন্ধসন্ধির উপরিস্থিত রোগ সকলই বিশেষরূপে জন্মে। আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যস্থলে সমান-বায়ু অবস্থিতি করে। সমান-বায়ু জঠরস্থিত অগ্নির সহিত মিলিত হইয়া ভুক্ত অন্ন পরিপাক করে, এবং তজ্জনিত রস সমূহ পৃথক্ করে। ইহা দূষিত হইলে গুল্ম অগ্নিমান্দ্য অতিসার প্রভৃতি রোগ জন্মায়। ব্যান-বায়ু সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চরণ করে, এবং আহার-জনিত সকল রস শরীরে বহন করে। ইহার দ্বারা ঘর্ম্ম-নিঃসরণ ও দেহ হইতে রক্ত স্রাব হয় অথবা পঞ্চবিধ কার্য্যই ইহার দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। ব্যান-বায়ু কুপিত হইলে প্রায় সর্ব্ব-দেহগত রোগই জন্মাইয়া থাকে। অপান-বায়ু পক্বাশয়ে অবস্থিত। ইহার দ্বারা মল মূত্র শুক্র গর্ভ ও আর্ত্তব-শোণিত কালে কালে আকৃষ্ট হইয়া অধোগমন করে। ইহা কুপিত হইলে বস্তি ও গুহ্যদেশে আশ্রিত সকল রোগ জন্মায়। ব্যান ও অপান এই দুই বায়ু একত্রিত কুপিত হইলে, শুক্র-দোষ ও প্রমেহ রোগ জন্মায়। সকল বায়ু একত্র কুপিত হইলে দেহ ভেদ করিয়া গমন করে।

অতঃপর বায়ু বিবিধপ্রকারে কুপিত হইয়া যে যে স্থান আশ্রয় করিলে যে যে রোগ জন্মায়, তাহা কহিতেছি। বায়ু কুপিত হইয়া আমাশয় আশ্রয় করিলে, বমনাদি রোগ জন্মায়, এবং মোহ মূর্চ্ছা পিপাসা হৃদ্গ্রহ ও পার্শ্ব-দেশে বেদনা, এ সকল উপদ্রবও জন্মায়। পক্বাশয় আশ্রয় করিলে, অন্ত্রকূজ (নাড়ীর শব্দ), নাভিশূল, কষ্টে মল মূত্র নিঃসরণ, আনাহ এবং কটিদেশে বেদনা, এই সকল উপসর্গ জন্মে। শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের স্থান আশ্রয় করিলে, ইন্দ্রিয়-কার্য্যের

অভাব হয়। ত্বক্ আশ্রয় করিলে, বিবর্ণতা, অঙ্গস্ফুরণ, রুক্ষতা, সুপ্তি (ত্বকের সঙ্কোচ ভাব), চুমচুম-শব্দ শ্রবণ, ত্বকে বেদনা, ত্বক্ ভেদ (ফাটিয়া যাওয়া) এবং পরিপোটন (রস-নিঃসরণ), এই সকল উপসর্গ জন্মায়। শোণিত আশ্রয় করিলে, ব্রণ রোগ জন্মায়। মাংস আশ্রয় করিলে, শূল (কনকনানি) বিশিষ্ট গ্রন্থি রোগ জন্মায়। মেদ আশ্রয় করিলে, ব্রণ না হইয়া অল্প-বেদনা-বিশিষ্ট গ্রন্থি রোগ জন্মায়। সিরা আশ্রয় করিলে, সিরা মধ্যে শূল-বেদনা হয়, এবং সিরা সকল আকুঞ্চিত ও পূর্ণ হয় (সিরা সকল টানে ও ফুলিয়া উঠে)। স্নায়ু আশ্রয় করিলে, স্তম্ভ কম্প শূল ও আক্ষেপ জন্মে। সন্ধিস্থান আশ্রয় করিলে, সন্ধি বিচ্ছেদ হয় ও সন্ধিস্থানে শূল ও শোফ জন্মায়। অস্থি স্থান আশ্রয় করিলে, অস্থি-শোষ অস্থি-ভেদ ও অস্থি-শূল জন্মায়। মজ্জা আশ্রয় করিলে, বেদনার কদাচ শান্তি হয় না। বায়ু শুক্র-গত হইলে, ক্ষরিত (শুক্র-মেহ) হউক বা না হউক, শুক্র বিকৃত হয়। বায়ু কুপিত হইয়া দেহ মধ্যে সর্ব্বত্র গমন করিলে, হস্ত পদ মস্তক ও সমস্ত ধাতু-মধ্যে ক্রমে ক্রমে সঞ্চরণ করিয়া সকল স্থানে ব্যাপ্ত হয়। সকল স্থানে ব্যাপ্ত হইলে, স্তম্ভন আক্ষেপণ তন্দ্রা শোফ ও শূল জন্মায়। পূর্ব্বোক্ত সকল স্থানের মধ্যে এক কালে দুই তিন স্থান আশ্রয় করিলে, মিশ্র-রোগ উৎপন্ন হয়। দেহের কোন অবয়ব আশ্রয় করিলে, সেই অবয়বের সমস্ত অংশেই রোগ জন্মায়। বায়ুর সহিত পিত্ত মিলিত হইলে, দাহ সন্তাপ ও মূর্চ্ছা জন্মায়। কফের দ্বারা আবৃত হইলে, শৈত্য শোফ ও গুরুত্ব জন্মায়। কুপিত বায়ু শোণিতের সহিত মিলিত হইলে, সূচী-কর্ত্তৃক বিদ্ধ হওনের ন্যায় তোদ, স্পর্শ-দোষ (স্পর্শ করিলে অসহ্য বোধ) ও সুপ্ততা জন্মায়। প্রাণ-বায়ু পিত্ত কর্ত্তৃক আবৃত হইলে বমন ও দাহ জন্মায়। কফের দ্বারা আবৃত হইলে, দৌর্ব্বল্য, দেহের অবসন্নতা, বিবর্ণতা ও তন্দ্রা জন্মায়। উদান-বায়ু পিত্তের সহিত মিলিত হইলে, মূর্চ্ছা দাহ ভ্রম ও ক্লান্তি জন্মায়। কফের দ্বারা আবৃত

হইলে, ঘর্ম্মের অভাব, লোম-হর্ষণ, মন্দাগ্নি, শীতানুভব ও স্তব্ধভাব হইয়া থাকে। সমান বায়ুর সহিত পিত্ত মিলিত হইলে, ঘর্ম্ম দাহ উষ্ণতা ও মূর্চ্ছা জন্মায়। কফের দ্বারা আবৃত হইলে, মল মূত্রে কফের আধিক্য ও রোম-হর্ষ হয়। অপান-বায়ুর সহিত পিত্ত মিলিত হইলে, দাহ উষ্ণতা ও আর্ত্তব-শোণিতের প্রবৃত্তি হয়। কফ মিলিত হইলে, শরীরের অধোভাগ ভার হয়। ব্যান-বায়ু পিত্ত কর্ত্তৃক আবৃত হইলে, দাহ ও গাত্র-বিক্ষেপ (সর্ব্ব শরীর প্রসারিত হওয়া বা হাত পা ছোড়া) জন্মায়। কফের দ্বারা আবৃত হইলে, সর্ব্ব-শরীর ভার বোধ ও অস্থি-পর্ব্বের স্তব্ধভাব (চালনা শক্তি রহিত) হয় ও ইন্দ্রিয় সমস্ত নিশ্চেষ্ট হয়। শোক অতিরিক্ত স্ত্রী সংসর্গ মদ্যপান বা ব্যায়াম, ঋতু ও প্রকৃতির বিপরীত আচরণ, ও অতিশয় স্নেহাদি দ্রব্যের সেবন, এককালে স্ত্রীসঙ্গ-বর্জ্জন ও শরীর স্থূল হওন, এই সকল কারণে কোমলাঙ্গ মিথ্যা (নিষ্প্রয়োজনে) আহার ও বিহারাচারী ব্যক্তিগণের দেহে বাতরক্ত কুপিত হয়।

হস্তী অশ্ব উষ্ট্র বা অন্য কোন যানের দ্বারা গমন করিলে, অথবা অন্য কোনপ্রকার বায়ু-প্রকোপকর কারণ ঘটিলে, বায়ু কুপিত হয়। তীক্ষ্ণ উষ্ণ অম্ল ক্ষার ও শাকাদি ভোজনের দ্বারা বা পুনঃ পুনঃ সন্তাপাদি সেবনে শোণিত দূষিত হইয়া কুপিত বায়ুর পথ রোধ করে। গমন-পথ রোধ হওয়া প্রযুক্ত বায়ু অধিকতর কুপিত হইয়া সেই কুপিত রক্তকে আরও দূষিত করে। সেই দূষিত রক্ত দূষিত বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া বায়ুর প্রাধান্য হেতু বাতরক্ত নামে কথিত হয়। সেই-প্রকার পিত্ত শ্লেষ্মা দূষিত হইয়া দূষিত রক্তের সহিত মিলিত হয়। বাত-রক্ত কর্ত্তৃক পাদদ্বয়ে, স্পর্শে যাতনা বোধ হয়, এবং তোদ ভেদ ও শোষ জন্মে, এবং স্পন্দ থাকে না। পিত্ত-রক্তে পাদদ্বয়ে উগ্র-দাহ অতিশয় উষ্ণতা এবং রক্তবর্ণ মৃদুশোফ জন্মে। শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক রক্ত দূষিত হইলে, পাদদ্বয় কণ্ডুযুক্ত শ্বেতবর্ণ শীতল স্থূল নিস্পন্দ এবং শোফ-

বিশিষ্ট হয়। সকল দোষের দ্বারা রক্ত দূষিত হইলে, প্রত্যেক দোষই পাদদ্বয়ে আপন আপন লক্ষণ প্রকাশ করে। রোগের পূর্ব্বরূপে, পাদদ্বয় শিথিল ঘর্ম্মাক্ত শীতল বিপরীত-ভাবাপন্ন (স্বাভাবিকের অন্যথা) বিবর্ণ, তোদ ও দাহযুক্ত, ভার ও নিস্পন্দ হইয়া থাকে। পাদ-দ্বয় বা হস্তদ্বয়ের মূল হইতে সেই কুপিত রক্ত মূষিক-বিষের ন্যায় দেহ-মধ্যে সঞ্চারিত হয়। যৎকালে জানু পর্য্যন্ত স্ফুটিত ও ভিন্ন হইয়া দূষিত শোণিত স্রাব হইতে থাকে, এবং প্রাণ ও মাংস-ক্ষয় প্রভৃতি উপদ্রব বিশিষ্ট হয়, তৎকালে তাহা অসাধ্য বলিয়া জানিবে। এক বৎসরের অনধিক কাল জন্মিলে রোগ যাপ্য থাকে। কুপিত বায়ু যৎকালে ধমনী-মধ্যে প্রবেশ করে, তৎকালে সকল শিরা ক্ষণে ক্ষণে আকুঞ্চন করিতে থাকে, এবং ক্ষণে ক্ষণে দেহমধ্যে বিচরণ করে। ক্ষণে ক্ষণে এইরূপ আক্ষেপ জন্মায় বলিয়া ইহাকে আক্ষেপক কহে। আক্ষেপক রোগে রোগীর মধ্যে মধ্যে ভূতলে পতন হইলে, তাহাকে অপতানক কহে। বায়ু কফ-সংযুক্ত হইয়া ধমনী মধ্যে অবস্থিতি করিলে, রোগী যদি দণ্ডের ন্যায় স্তব্ধভাবে থাকে, তাহাকে দণ্ডাপতানক কহে। ইহাতে হনুগ্রহ (চুয়াল ধরা) উপস্থিত হয়, তাহাতে রোগী কষ্টে ভোজন করে। রোগী যদি ধনুর ন্যায় নত হয়, তাহাকে ধনু-স্তম্ভ বলে। ধনুস্তম্ভ রোগে, অঙ্গুলি গুল্‌ফ জঠর হৃদয় বক্ষ ও গলদেশ, বায়ু এই সকল স্থান আশ্রয় করিয়া থাকে। সেই বায়ু যখন বেগবান্ হইয়া স্নায়ু সমূহের মধ্যে ক্ষেপণ করিতে থাকে (১), তৎকালে চক্ষু ও হনুদ্বয় স্তব্ধ হয়, পার্শ্বদ্বয় ভগ্ন হয় এবং মুখ হইতে কফ বা লালা স্রাব হয়। ধনুস্তম্ভ রোগে, রোগী যদি সম্মুখ দিকে নত হয়, তাহাকে অভ্যন্তরায়াম কহে। বায়ু যদি শরীরের বাহ্যদেশস্থ (পশ্চাদ্দেশস্থ) শিরা সকল আশ্রয় করে, তাহাতে শরীর বাহ্য দিগে (পশ্চাৎভাগে)

(১) 'স্নায়ু মধ্যে বায়ুর ক্ষেপণ,' ইহাতে এই বুঝায় যে, পুনঃ পুনঃ এবং শীঘ্র শীঘ্র স্নায়ু মধ্যে বায়ু প্রবেশ করে। ইহাকে দমকে দমকে প্রবেশ করাও বলা যায়।

নত হয়, তাহাকে বাহ্যায়াম বলে। ইহা অসাধ্য। ইহাতে বক্ষ কটি ও ঊরুদেশ ভগ্ন হয়। বায়ু কুপিত হইয়া স্বয়ং থাকুক, বা পিত্ত বা কফের সহিত মিলিত হউক, এই তিন কারণেই আক্ষেপক রোগ উপস্থিত হয়। চতুর্থতঃ, অভিঘাত জন্যও (শরীরে আঘাত জন্য) হইয়া থাকে। গর্ভস্রাব প্রযুক্ত অতিশয় শোণিত-স্রাব হইলে, বা শরীরে কোনপ্রকার আঘাত লাগিলে যে অপতানক রোগ হয়, তাহা আরোগ্য হয় না। বায়ু অত্যর্থ কুপিত হইয়া, অধঃ ঊর্দ্ধ ও তির্য্যক্ গামিনী ধমনী মধ্যে প্রবেশ করিলে, এক দিকের অঙ্গের সন্ধি-বন্ধন বিশ্লিষ্ট করে। শরীরে এক পক্ষ (দিক্) নাশ হয় বলিয়া তাহাকে পক্ষাঘাত বলে। বায়ু কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া শরীরের সমস্ত বা অর্দ্ধ অঙ্গ অকর্ম্মণ্য ও নিস্পন্দ হইলে, রোগী তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হয় বা প্রাণত্যাগ করে। পক্ষাঘাত, কেবল বায়ু-জন্য হইলে অতি কষ্টে আরোগ্য হয়, সেই বায়ুর সহিত পিত্ত বা শ্লেষ্মা মিলিত থাকিলে সহজে আরোগ্য হয়, এবং শরীর ক্ষয় হওয়া প্রযুক্ত হইলে, আরোগ্য হয় না। বায়ু স্বস্থান হইতে কুপিত হইয়া মস্তক ও হৃদয়-দেশ আশ্রয় করিলে, শঙ্খদ্বয় (ললাটের অস্থি) পীড়িত হয়, অঙ্গ সমস্ত আক্ষেপ-যুক্ত ও নত হয়। চক্ষুদ্বয় নিমীলিত ও স্পন্দ-রহিত হয়, অথবা স্থির-দৃষ্টি হইয়া কূজন শব্দ (গোঁ গোঁ শব্দ) করে, উচ্ছ্বাস থাকে না, বা কষ্টে শ্বাস গ্রহণ করে, এবং চেতন-শূন্য হয়। পূর্ব্বোক্ত বায়ু ও কফের দ্বারা হৃদয়-দেশ আবৃত হইলে এইরূপ জ্ঞান শূন্য হয়, এবং মুক্ত হইলে সুস্থ হয়। ইহাকে অপতন্ত্রক রোগ কহে। বায়ু শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক আবৃত হইলে, দিবা-স্বপ্ন ও অসম স্থানে (সম্মুখ নহে) বিকৃত বা ঊর্দ্ধ-দৃষ্টির দ্বারা মন্যাস্তম্ভ রোগ জন্মায়। গর্ভিণী নব-প্রসূতিকা বালক বৃদ্ধ এবং ক্ষীণ, ইহাদিগের শরীরের শোণিত ক্ষয় হইলে, উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিলে, কঠিন দ্রব্য ভক্ষণ করিলে, হাস্য জৃম্ভন বা ভার বহন করিতে থাকিলে, বা বিপরীত ভাবে শয়ন করিলে, মস্তক

নাসা ওষ্ঠ চিবুক ললাট ও চক্ষু, এই সকলের সন্ধি-স্থানগত বায়ুর দ্বারা বক্ত্রদেশ পীড়িত হইয়া মুখের অর্দ্ধাংশ বক্র হয়; ও গ্রীবা অপবর্ত্তিত (বক্র) হয়, এবং শিরশ্চালন, বাক্যরোধ, নেত্রাদির বিকৃতি, ও যে পার্শ্ব বক্র হয় সেই পার্শ্বের গ্রীবা, চিবুক ও দন্তের বেদনা, রোম-হর্ষ, কম্প, আবিল দৃষ্টি, বায়ুর উর্দ্ধগতি, ত্বকের সুপ্ততা, তোদ, মন্যাগ্রহ (ঘাড় ফেরে না) ও হনুগ্রহ এই সকল উপসর্গ জন্মে। ইহাকে অর্দ্দিত বায়ুরোগ কহে। ক্ষীণ স্থিরদৃষ্টি প্রসক্ত বা অব্যক্তভাষী হইলে, তিন বৎসরের অধিক রোগ হইলে, বা রোগে কম্প হইলে, অর্দ্দিত রোগ আরোগ্য হয় না। অঙ্গুলির পার্ষ্ণিভাগ ও কণ্ডরা (প্রধান নাড়ী) বায়ু কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে, ও উরু-দ্বয়ের সঞ্চালন-শক্তির হানি হইলে, তাহাকে গৃধ্রসী রোগ কহে। বাহুর পৃষ্ঠদেশ হইতে অঙ্গুলির তল ও কণ্ডরা বায়ু কর্ত্তৃক আহত হইলে বিশ্বাচী রোগ হয়। ইহাতে বাহুদ্বয়ের ক্রিয়া-শক্তির নাশ হয়। বাতরক্ত-জনিত জানু মধ্যে অতিশয় বেদনা-বিশিষ্ট, শৃগালের মস্তক সদৃশ, স্থূল যে শোফ জন্মে, তাহাকে ক্রোষ্টুক-শির কহে।

বায়ু কটিদেশে স্থিত হইয়া কোন উরুর কণ্ডরা আক্ষেপণ করিলে (টানিয়া ধরিলে) খঞ্জ হয়, এবং উরুদ্বয়ের ক্রিয়াশক্তি নাশ হইলে পঙ্গু হয়। পদ সঞ্চালন করিতে পা কম্পিত হইলে, তাহাকে কলায় খঞ্জ বলে। পাদ বিপরীত ভাবে ন্যস্ত হইলে যদি বায়ু কর্ত্তৃক পীড়িত হয়, তাহাকে বাত-কণ্টক কহে। ইহা খুড়ক দেশ আশ্রয় করিয়া থাকে। পিত্তরক্তের সহিত বায়ু মিলিত হইয়া যদি পাদদ্বয়ে বিশেষতঃ ভ্রমণ করিবার কালে দাহ জন্মায়, তাহাকে পাদদাহ বলে। পাদদ্বয় যদি নিস্পন্দ থাকিয়া হৃষ্ট হইতে থাকে (শিউরে শিউরে উঠে), তাহাকে পাদহর্ষ বলে। ইহা কফ-বাত-জন্য রোগ। স্কন্ধ-সন্ধি-স্থিত বায়ু স্কন্ধ-সন্ধির বন্ধন শোষণ করিয়া তত্রস্থ শিরা সকল আকুঞ্চন করে। ইহাকে অববাহু রোগ বলে। বায়ু স্বয়ং অথবা শ্লেষ্মার সহিত

মিশ্রিত হইয়া শব্দবাহী শিরা আবৃত করিয়া অবস্থিতি করিলে বধি-রতা জন্মে। বায়ু-কর্ত্তৃক হনু শঙ্খ মস্তক ও গ্রীবা-দেশ ভেদ হইয়াই যেন কর্ণে শূল (কট্‌কটানি) জন্মিতেছে, এইরূপ রোগ হইলে তাহাকে কর্ণশূল বলে। কফযুক্ত বায়ু শব্দবাহিনী ধমনী আবৃত করিয়া থাকিলে, রোগী অকর্ম্মণ্য মূক মিণ্মিন (খনা) বা গদ্গদভাষী হয় (স্পষ্ট কথা কহিতে পারে না)। মল ও মূত্রাশয় হইতে বেদনা উৎপন্ন হইয়া অধোভাগে মলদ্বার ও প্রস্রাবের দ্বার যেন ভেদ করিতে থাকিলে, তাহাকে তূণী রোগ বলে। মলদ্বার ও প্রস্রাবের দ্বার হইতে বেদনা উৎপত্তি হইয়া বেগে পক্কাশয়ে গমন করিলে তাহাকে প্রতি-তূণী কহে। বায়ু রুদ্ধ হইয়া শব্দ ও যাতনা সহকারে উদর শীঘ্র আধ্মাত করিলে আধ্মান রোগ কহে। পার্শ্ব ও হৃদয় দেশ হইতে

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মস্তিষ্ক-সংলগ্না যে সকল ধমনী মেরুদণ্ড আশ্রয় করিয়া দেহে সংযোজিতা হইয়াছে, তাহার মধ্যে জ্ঞান-বাহিনী নাড়ী প্রধান। মস্তিষ্ক হইতে মেরুদণ্ডের অন্তভাগ অবধি, সেই নাড়ীর মধ্যে বায়ু ও অগ্নিময়ী তাড়িত-শক্তি নিয়তই আবাহিত ও প্রবাহিত হইতেছে। (বায়ুগ্নিময়ী সা দেবী কুণ্ডলী পরমা কলা ইতি রুদ্রযামলে।) সেই আবাহন ও প্রবাহণের প্রভাবে মেরু-দণ্ডের বহির্ভাগে অর্থাৎ যোনিমণ্ডলে, নাভির অধোভাগ হইতে অপান বায়ু আকৃষ্ট হয় এবং পুনরায় তথা হইতে নাভির অধোভাগ পর্য্যন্ত তাড়িত হয়। অর্থাৎ কুণ্ডলী শক্তির মস্তিষ্ক অভিমুখে আবাহন-কালে অপান বায়ু যোনিমণ্ডলে আকৃষ্ট হয়, এবং মস্তিষ্ক হইতে প্রবাহণ-কালে অপান বায়ু যোনিমণ্ডল হইতে নাভির অধোভাগ পর্য্যন্ত তাড়িত হয়। অপান বায়ুর সেই আকর্ষণ ও তাড়নের দ্বারা প্রাণ বায়ু আকৃষ্ট ও তাড়িত হয়। তাহাতেই শ্বাস প্রশ্বাস জন্মে। শ্বাসোচ্ছ্বাসবিভঞ্জনেন জগতাং জীবো যয়া ধার্য্যতে, সা মূলাম্বুজগহ্বরে বিলসতী প্রোদ্দামদীপ্ত াবলিঃ ইতি ষট্‌-চক্রনিরূপণম্‌। সেই শ্বাস প্রশ্বাস দেহস্থ বায়ুর মূল। নাভিমণ্ডলে প্রাণ ও অপান উভয় বায়ুর কার্য্যের দ্বারা উভয়ের বেগের সাম্যভাব হয়। তাহাতে সেই স্থানে সমান বায়ু অবস্থিতি করিয়া জঠরাগ্নিকে রক্ষা করে। এই আকর্ষণের ও তাড়নের দ্বারা দৈহিক সমস্ত যন্ত্র সঞ্চালিত হয়। এবং সর্ব্ব শরীরে তাড়িত-শক্তি-বিশিষ্ট বায়ু সঞ্চরণ করে।

নিঃসৃত হইয়া, আমাশয়ে আধ্মান রোগ জন্মাইলে তাহাকে প্রত্যাধ্মান রোগ বলে। বায়ু কফ কর্তৃক আকুলিত হইলে এই রোগ জন্মে। অষ্ঠিলার ন্যায় ঘন গ্রন্থি ঊর্দ্ধদিকে আয়ত ও উন্নতভাবে জন্মিলে, তাহাকে বাতাষ্ঠিলা কহে। ইহার দ্বারা দেহের বাহ্য পথ রুদ্ধ হয়। বেদনাযুক্ত, এবং বায়ু মল ও মূত্র রোধকারী, পূর্ব্বোক্ত ঘন গ্রন্থির আকারে জঠরে তির্য্যক্‌ভাবে উত্থিত হইলে প্রত্যষ্ঠিলা বলে।

সুশ্রুত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অর্শের নিদান।

অর্শ ছয়প্রকার। বাত পিত্ত কফ শোণিত সন্নিপাত এবং সহজ, এই ছয়টী তাহার কারণ। অহিতাচারী ব্যক্তির বিরুদ্ধ আহার আসন পৃষ্ঠ-যান বেগ-ধারণ প্রভৃতি কারণের দ্বারা দোষ কুপিত হইয়া, পৃথক্‌রূপে অথবা দুইটী বা সমস্ত বা শোণিতের সহিত মিলিত হইয়া, প্রসরণপূর্ব্বক প্রধান ধমনীর মধ্যে প্রবেশ করে। সেই ধমনীর দ্বারা অধোভাগে গুহ্যদেশে আগমনপূর্ব্বক সকল বলি দূষিত করিয়া মাংসাঙ্কুর জন্মায়। মন্দাগ্নি ব্যক্তিরই এই রোগটী বিশেষরূপে ঘটিয়া থাকে। তৃণ কাষ্ঠ উপল লোষ্ট্র বস্ত্রাদি অথবা শীতল জল সংস্পর্শের দ্বারা সেই মাংসকন্দ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই অর্শঃ কহে। গুহ্যদেশ পঞ্চাঙ্গুল আয়ত। তাহাতে স্থূল অন্ত্র সন্নিবিষ্ট আছে (১)। সেই সকল অন্ত্র-সংলগ্ন পঞ্চাঙ্গুল-পরিমিত স্থানকে গুহ্যদেশ কহে। গুহ্যদেশের অর্দ্ধাঙ্গুল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক অন্তরে প্রবাহণী বিসর্জ্জনী ও সংবরণী নামে তিনটী বলি আছে। সেই বলি-ত্রয় চারি অঙ্গুলি আয়ত, তির্য্যক্‌ভাবে স্থিত ও ঊর্দ্ধে এক অঙ্গুলি, শঙ্খাবর্ত্তের ন্যায় বলয়াকারে জড়িত হইয়া উপর্য্যুপরি সংস্থিত আছে (২)। তাহাদের বর্ণ হস্তীর তালুর ন্যায়। গুহ্যদেশ-জাত রোমের অন্তভাগ হইতে যবের অর্দ্ধভাগ পরিমিত স্থানকে গুদৌষ্ঠ কহে।

প্রথম বলির স্থান গুদৌষ্ঠ হইতে দুই অঙ্গুল পরিমিত। বলি জন্মিবার পূর্ব্বে অন্নে অশ্রদ্ধা, কষ্টে পরিপাক, অম্লীকা, উরুদ্বয়ের ভার;

---

(১) মলাশয় হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত মল-নিঃসরণের প্রণালীকে স্থূল অন্ত্র বলে।

(২) সেই স্থূল অন্ত্রিতে বলয়াকারে তিনটী পাক আছে। এক একটী পাকের বেধ এক অঙ্গুলি; সেই তিনটী পাক ঊর্দ্ধে পাঁচ অঙ্গুলি।

উদরে শব্দ, কৃশতা, অতিশয় উদ্গার, চক্ষুদ্বয়ের ফুলা, অন্ত্র-কূজন, ও গুহ্যদেশ পরিকর্ত্তিত হইবার আশঙ্কা, এই সকল লক্ষণ ঘটে। পাণ্ডু, গ্রহণী অথবা শোষ রোগীর বলি জন্মিবার সম্ভাবনা হইলে, কাস শ্বাস ভ্রম তন্দ্রা নিদ্রা ও ইন্দ্রিয়ের দৌর্ব্বল্য ঘটে। এই সকল লক্ষণ জন্মিলে বলি প্রকাশ পায়।

বায়ু-জনিত বলি, শুষ্ক অরুণ বর্ণ, মধ্যস্থলে বিষম, ও কদম্ব-পুষ্প তুণ্ডিকেরী নাড়ীমুখ বা সূচীমুখের ন্যায় তাহার আকৃতি হইয়া থাকে। বায়ু-জন্য বলি হইলে অতিশয় টন্ টন্ করে, রোগী সংহত-ভাবে (জড় সড় হইয়া) উপবেশন করে, কটি পৃষ্ঠ পার্শ্ব মেঢ্র গুহ্য ও নাভি প্রদেশে বেদনা জন্মে, অর্শ জন্য গুল্ম অষ্ঠিলা বা প্লীহা জন্মে, নখ চক্ষু দন্ত মুখ মূত্র ও পুরীষ কৃষ্ণবর্ণ হয়।

পিত্ত-জন্য বলির অগ্রভাগ নীল এবং সূক্ষ্ম। তাহা বিসর্পী (ক্রমে ক্রমে বিস্তীর্ণ হওয়া), ঈষৎ পীতবর্ণ বা যকৃতের ন্যায় আভা বিশিষ্ট, শুক পক্ষীর জিহ্বার ন্যায় সংস্থিত, যবের মধ্যভাগের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট, ও জলৌকার মুখের ন্যায় সর্ব্বদা ক্লেদযুক্ত। পিত্তজন্য বলি জন্মিলে দাহযুক্ত রুধির নিঃসৃত হয়, জ্বর দাহ পিপাসা ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপদ্রব হয়, এবং নখ নয়ন দশন বদন মূত্র ও পুরীষ পীতবর্ণ হয়।

শ্লেষ্মা-জন্য বলি, শ্বেতবর্ণ, মহামূল-বিশিষ্ট, দৃঢ়, গোলাকার, স্নিগ্ধ (চক্‌চকে) পাণ্ডুবর্ণ, ও করীর পনসাস্থি (কাঁটাল-আটী) বা গোস্তনের ন্যায় আকার বিশিষ্ট, কঠিন, আস্রাবহীন (পূয়াদি নিঃসৃত হয় না) ও অতিশয় কণ্ডু বিশিষ্ট। ইহাতে শ্লেষ্মাযুক্ত ও পরিমাণে অতিরিক্ত মাংস-ধৌত জলের ন্যায় মল নিসৃত হয়, এবং ত্বক্ নখ নয়ন দশন বদন মূত্র ও পুরীষ শ্বেতবর্ণ হয়।

রক্ত-জন্য বলি, বটের অঙ্কুর বিদ্রুম বা কাকানন্তিকা ফলের ন্যায়, এবং পিত্ত-জন্য বলির সকল লক্ষণবিশিষ্ট। ইহাতে মল কঠিন হইলে দুষ্ট শোণিত অধিক পরিমাণে হঠাৎ নিঃসৃত হইয়া থাকে। অতিশয়

শোণিত-নিঃসরণ হইলে শোণিতের অভিযোগ জন্য (যতই নিঃসরণ হয় ততই সঞ্চয় হওয়া-জন্য) নানাপ্রকার উপদ্রব জন্মে। বলি সান্নিপাতিক হইলে, সকল দোষ ও সকলপ্রকার লক্ষণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

সহজ অর্শ-রোগ, পিতা মাতার দূষিত শোণিত শুক্রের দ্বারা জন্মে। সহজ রোগে দোষ অনুসারে চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। এই রোগে দুর্দর্শন পরুষ পাণ্ডুবর্ণ কঠিন ও অন্তর্মুখ বলি জন্মে। ইহাতে রোগী কৃশ ও অল্পাহারী হয়, ও তাহার শরীরের শিরা সমস্ত দৃশ্য হয়, সন্তান অধিক জন্মে না, রেত ও স্বর ক্ষীণ হয়, স্বভাব ক্রোধশীল হয়, অগ্নি মন্দ হয়, শিরো নাসিকা চক্ষু কর্ণে রোগ জন্মে, এবং সর্ব্বদা অন্ত্র-কূজন উদরের শব্দ হৃদয়ের উপলেপ (শ্লেষ্মার দ্বারা) ও অরুচি প্রভৃতি পীড়া উপস্থিত হয়।

মলদ্বারের বাহ্য-দেশে ও মধ্য-ভাগে বলি হইলে বৈদ্য চিকিৎসা করিবে; অন্তর্বলি হইলে রোগীকে প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে।

দোষ কুপিত হইয়া মেঢ়্র-দেশ আশ্রয় পূর্ব্বক মাংস ও শোণিত দূষিত করিয়া বঙ্ক্ষণের অভ্যন্তরে বা উপরিভাগে কণ্ডূ জন্মায়, পরে কণ্ডূয়ন দ্বারা ক্ষত হইয়া সেই দূষিত মাংসে পিচ্ছিল রুধিরস্রাবী অঙ্কুর জন্মে। তদ্দ্বারা পুরুষত্ব নাশ হয়। সেই কুপিত দোষ যোনি-দেশ আশ্রয় করিলে, সুকুমার দুর্গন্ধ পিচ্ছিল রুধিরস্রাবী ছত্রাকার অঙ্কুর সমস্ত জন্মায়। কুপিত দোষ ঊর্দ্ধগত হইলে, কর্ণ চক্ষু নাসিকা ও মুখে অর্শঃ রোগ জন্মায়। এই রোগ কর্ণে জন্মিলে, বধির হয়, কর্ণশূল হয় ও কর্ণে পূয জন্মে। নেত্রে জন্মিলে, বর্ত্মের বেদনা, আস্রাব ও দৃষ্টিনাশ হইয়া থাকে। নাসিকাতে জন্মিলে, প্রতিশ্যায়, অতিমাত্র ক্ষবথু (হাঁচি), কাস শ্বাস গ্রহণী, নাসিকাতে দুর্গন্ধি, সানুনাসিক বাক্য ও শিরঃপীড়া, এই সকল উপদ্রব ঘটে। বক্ত্র-দেশে কণ্ঠ ওষ্ঠ তালু

প্রভৃতির মধ্যে কোন স্থান আশ্রয় করিলে, বাক্যের জড়তা, রসজ্ঞানের অভাব এবং মুখ-রোগ জন্মিয়া থাকে। ব্যান বায়ু কুপিত হইয়া শ্লেষ্মাকে গ্রহণপূর্ব্বক দেহের বহির্ভাগে দৃঢ় কীলকের ন্যায় যে অর্শ-রোগ জন্মায়, তাহাকে চর্ম্মকীলক অর্শ কহে।

সেই সকল কীলক, বায়ুকর্ত্তৃক তোদ-বিশিষ্ট হয়, শ্লেষ্মাকর্ত্তৃক ত্বকের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট ও গ্রন্থি-সদৃশ হয়, এবং পিত্ত-শোণিত-কর্ত্তৃক রুক্ষ, কৃষ্ণ বা শুক্ল বর্ণ ও খরস্পর্শ হইয়া থাকে। সামান্যতঃ সংক্ষেপে যে সকল অর্শের লক্ষণ বলা হইল, চিকিৎসা করিতে হইলে অগ্রে সেই সকল লক্ষণ নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। অর্শে দুই দোষের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে সংসর্গিক বলিয়া জানিবে। সংসর্গিক অর্শ-রোগ ছয়-প্রকার। ত্রিদোষের জন্য অল্প-লক্ষণ-বিশিষ্ট অর্শ-রোগ হইলে যাপ্য বলিয়া নির্ণয় করা যায়। দ্বিতীয় বলির স্থানে যে সকল দ্বন্দ্বজ অর্শ-রোগ হয়, অথবা যে সকল রোগ সংবৎসরের অধিক কাল জন্মিয়া থাকে, সে সকল রোগ কষ্ট-সাধ্য। সান্নিপাতিক বা সহজ রোগ হইলে রোগীকে পরিত্যাগ করিবে। অর্শের দ্বারা সকল বলির স্থানই দূষিত হইলে, অপান বায়ু কুপিত হইয়া ও ব্যানের সহিত মিলিত হইয়া দেহের প্রভা নাশ করে।

তৃতীয় অধ্যায়।

অশ্মরী-রোগের নিদান।

অশ্মরী চারিপ্রকার। শ্লেষ্মাই তাহাদিগের আধার। শ্লেষ্মা-কর্ত্তৃক, বায়ু-কর্ত্তৃক, পিত্ত-কর্ত্তৃক এবং শুক্র-কর্ত্তৃক অশ্মরী জন্মে। অসংশোধন-শীল ও অপথ্যকারী ব্যক্তির শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া বস্তিদেশে প্রবেশ পূর্ব্বক অশ্মরী জন্মায়। ইহার পূর্ব্ব লক্ষণ—বস্তিদেশে পীড়া, অরুচি, মূত্রকৃচ্ছ্র, বস্তি শির মুষ্ক ও উপস্থে বেদনা, জ্বর, দেহের অবসন্নতা, ও মূত্রে ছাগলের ন্যায় (বোট্‌কা) গন্ধ। অশ্মরী রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ

হইলে, কারণ-ভেদে বেদনা ও মূত্রের বর্ণ-দোষ গাঢ়তা ও আবিলতা হইয়া থাকে, ও তাহা কষ্টে নিঃসরণ হয়। রোগ উপস্থিত হইলে মেহন-কালে (প্রস্রাব-নিঃসরণ) নাভি বস্তি সেবনী ও উপস্থ, ইহা-দিগের মধ্যে কোন স্থানে বেদনা হয়, এবং গোমেদের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট, আবিল সিকতা-যুক্ত ও রুধির-মিশ্রিত মূত্র, ধারাশূন্য হইয়া বিকীর্ণ-ভাবে নিঃসরণ হয়, এবং ধাবন লম্ফন সন্তরণ অশ্বাদির পৃষ্ঠে গমন বা পথশ্রমের দ্বারা বেদনা জন্মে। শ্লেষ্মা-জন্য অশ্মরী, শ্লেষ্মল অন্ন অত্যর্থ সেবনের দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া, অধোভাগে বস্তিমুখে অবস্থান পূর্ব্বক স্রোত-মার্গ রোধ করে। তদ্দ্বারা মূত্র প্রতিহত হইয়া ভেদকরণ বা স্থচির দ্বারা বিদ্ধ করণের ন্যায় পীড়া জন্মায়, এবং বস্তি-দেশ গুরু ও শীতল হইয়া থাকে। শ্লেষ্মাশ্মরী, শ্বেত স্নিগ্ধ বৃহৎ কুক্কুটাণ্ড বা মধূক পুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট।

শ্লেষ্মা পিত্ত-যুক্ত হইলে সংহত ও পূর্ব্বোক্তরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বস্তি মুখে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক স্রোত-মার্গ রোধ করে। তাহাতে মূত্র প্রতিহত হইয়া উষ্ণতা চোষ দাহ এবং পাক হইবার ন্যায় যন্ত্রণা হয়, ও বস্তি-দেশ উষ্ণ ও বায়ু-যুক্ত হয়। পিত্তাশ্মরী, রক্ত-যুক্ত, পীতের আভা-বিশিষ্ট, ভল্লাতকের অস্থি-সদৃশ, কৃষ্ণ বা মধুর ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

বায়ু-যুক্ত শ্লেষ্মা, সংহত ও পূর্ব্বোক্তরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বস্তি মুখে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক নাড়ী-পথ রোধ করে। তাহাতে তীব্র বেদনা জন্মে। বেদনায় অত্যর্থ পীড়িত হইলে, রোগী দন্তের দ্বারা দন্ত পেষণ করে, নাভি ও মেঢ্র-দেশ মর্দ্দন করিতে থাকে, মলদ্বার স্পর্শ করিতে থাকে ও শীর্ণ হয়। বায়ু-জন্য অশ্মরী, শ্যামবর্ণ পরুষ খর-স্পর্শ বিষম ও কদম্ব-পুষ্পের ন্যায় কণ্টকযুক্ত।

দিবাস্বপ্ন, অসম বা অতিরিক্ত আহারে এবং শীতল স্নিগ্ধ ও মধুর পাকের দ্রব্য আহারে প্রিয় বলিয়া এই তিনপ্রকার অশ্মরী বাল-

কেরই বিশেষতঃ জন্মিয়া থাকে। তাহাদিগের শরীর ও বস্তি-দেশের পরিমাণ অল্প, ও শরীরে মাংস বৃদ্ধি না হওয়া প্রযুক্ত অশ্মরীটী বস্তি-দেশ হইতে অনায়াসে বাহির করা যায়। বয়ঃস্থ লোকের শুক্র-জন্য শুক্রাশ্মরী জন্মিয়া থাকে। মৈথুনের অভিঘাতে বা অতিরিক্ত মৈথুনের দ্বারা চলিত শুক্র নিঃসৃত না হইয়া অন্য পথে গমন করে। পরে বায়ু কর্তৃক সেই শুক্র সেই সকল স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়া মেঢ্র এবং মুষ্কের দ্বার-মধ্যে সঞ্চিত ও শুষ্ক হয়। তদ্দ্বারা মূত্র-মার্গ আবৃত হইয়া মূত্র-কৃচ্ছ্র বস্তি-বেদনা ও মুষ্ক-দ্বয়ের শ্বয়থু হয়। সেই স্থান পীড়ন করিলে (টিপিলে) অশ্মরী বিলয় হয় (মিলিয়া যায়)।

শর্করা সিকতা ও ভস্মনামক মেহ, অশ্মরীর বিকৃতি মাত্র। শর্করা-রোগেরও অশ্মরীর ন্যায় লক্ষণ ও যাতনা জানিবে। বিশেষ এই, যে শর্করা বায়ুর গুণের দ্বারা অল্প হয় ও নিঃসরণ হয়। বায়ু কর্তৃক ভিন্ন-মূর্ত্তি হইয়াই কেবল শর্করা নাম প্রাপ্ত হয়। হৃৎপীড়া, উরু-দ্বয়ের অবসন্নতা, কুক্ষি-শূল, বেপথু, তৃষ্ণা, বায়ুর ঊর্দ্ধ-গতি, শরীরের কৃষ্ণত্ব দৌর্ব্বল্য ও পাণ্ডুতা, অরুচি ও অপাক, শর্করা-রোগে এই সকল উপদ্রব জন্মে। সেই শর্করা মূত্রনাড়ীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সঞ্চিত হইলে, দৌর্ব্বল্য সদন কৃশতা কুক্ষি-শূল অরুচি পাণ্ডুত্ব বায়ুর উষ্ণতা তৃষ্ণা হৃৎপীড়া ও বমি, এই সকল উপদ্রব জন্মে। নাভি পৃষ্ঠ কটি মুষ্ক উদর বঙ্ক্ষণ এবং উপস্থ, শরীরের এই সমস্ত অংশই এক দ্বারে (এক অন্ত্রিতে) সংলগ্ন। তাহার মধ্যস্থলে বস্তি অধোমুখে স্থিত। সেই দ্বার বা অন্ত্রি অলাবুর আকারে স্থিত (১), এবং সমস্ত শিরা বা স্নায়ু তাহাতে মিলিত। বস্তি, বস্তির শিরা সমস্ত, উপস্থ মুষ্কদ্বয় ও মলদ্বার, ইহাদিগের সকলেরই মলদ্বারস্থ অস্থি-বিবরের সহিত সংযোগ থাকায়, পরস্পর একত্র সংবদ্ধ বলা যায়। মূত্রাধার ও মলাশয় প্রাণের

(১) আমাশয় হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত অধোভাগে ক্রমশঃ এই অন্ত্রি অলাবুর আকারে অবস্থিত।

আশ্রয়-স্থান। নদী যেরূপে সাগরাভিমুখে জল বহন করে, পক্বাশয়-গত মূত্রবহা নাড়ী সকলও সেইরূপ বস্তিমধ্যে মূত্র বহন করে। যে সকল নাড়ী আমাশয়ের মধ্য হইতে মূত্র বহন করে, অতিশয় সূক্ষ্মতা প্রযুক্ত তাহাদিগের মুখ উপলব্ধি হয় না। জাগ্রৎ বা স্বপ্নাবস্থায় মূত্র ক্ষরিত হইয়া মূত্রাশয় পরিপূর্ণ করে। যেমন নূতন ঘটের মুখ পর্য্যন্ত সলিল ন্যস্ত হইলে পুনর্ব্বার পার্শ্বস্থ নাড়ীর দ্বারা পূরিত হয়, সেইরূপ বস্তিদেশ মূত্রের দ্বারা পূর্ণ হয়। এইপ্রকার বাত পিত্ত বা কফ, স্নেহ-সদৃশ পদার্থ প্রযুক্ত মূত্রের সহিত মিলিত হইয়া বস্তি-মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক অশ্মরী জন্মায়। যেমন নূতন কলসীতে নির্ম্মল জল রাখিলেও কালে তাহার তলে পঙ্ক সঞ্চিত হয়, সেইরূপে বস্তি-মধ্যে অশ্মরী জন্মে। যেমন আকাশীয় বায়ু অগ্নি ও বৈদ্যুতী শক্তির দ্বারা জল সংহত হইয়া হিমানী-খণ্ড জন্মায়, সেইরূপ বস্তির মধ্যস্থিত শ্লেষ্মা, বায়ু ও উষ্ণতার দ্বারা সংহত হইয়া অশ্মরী জন্মায়। বায়ুর সরলতার দ্বারা বস্তিদেশে মূত্র সঞ্চারিত হয়। তাহার বিপরীত হইলে নানাপ্রকার বিকার উপস্থিত হয়। মূত্রাঘাত প্রমেহ শুক্রদোষ ও মূত্রদোষ প্রভৃতি যে কিছু রোগ বস্তিদেশেই জন্মে।

চতুর্থ অধ্যায়।

ভগন্দর-নিদান।

বাত পিত্ত শ্লেষ্মা সন্নিপাত এবং আগন্তু এই পঞ্চ কারণে, শতপোনক উষ্ট্রগ্রীব পরিস্রাবী শম্বুকাবর্ত্ত ও উন্মার্গী, এই পঞ্চপ্রকার ভগন্দর জন্মে। ভগ মলদ্বার ও বস্তিদেশ বিদীর্ণ করে বলিয়া ইহাদিগকে ভগন্দর কহে। না পাকিলে পীড়কা ও পাকিয়া উঠিলে ভগন্দর বলা যায়। কটি ও কপাল দেশে (মস্তকের উপরিভাগে) বেদনা এবং মলদ্বারের কণ্ডূ দাহ ও শোফ, এইগুলি ভগন্দরের পূর্ব্ব লক্ষণ।

অপথ্য-সেবনশীল ব্যক্তির বায়ু কুপিত হইয়াও স্থিরভাবে থাকিয়া (অর্থাৎ ঊর্দ্ধগামী না হয়), মলদ্বারের চতুর্দ্দিকে এক অঙ্গুলি বা দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের মাংস ও শোণিত দূষিত করিয়া রক্তবর্ণ পীড়কা জন্মায়। তদ্দ্বারা মলদ্বারে তোদ প্রভৃতি যাতনা হয়, এবং প্রতীকার না করিলে পাকিয়া উঠে। মূত্রাশয়ের সহিত সংযোগ থাকায় ব্রণ ক্লেদযুক্ত হয়, এবং শতপোনকের ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রের দ্বারা ব্রণ ক্লেদ-পূর্ণ হয়। সেই সকল ছিদ্র হইতে ফেনাযুক্ত আস্রাব অজস্র নিঃসরণ হইতে থাকে। ব্রণেও তাড়িত হওনের ন্যায় ও ছিন্ন ভিন্ন বা সূচির দ্বারা বিদ্ধ হওনের ন্যায় যাতনা জন্মে, মল-দ্বারও বিদীর্ণ হয়, এবং সেই সকল ছিদ্র হইতে বাত মূত্র পূরীষ ও রেতঃ নিঃসৃত হয়। ইহাকে শতপোনক ভগন্দর কহে।

পিত্ত কুপিত ও বায়ুকর্ত্তৃক অধোভাগে সঞ্চালিত হইয়া, পূর্ব্বের ন্যায় মলদ্বারে অবস্থিত হইয়া রক্ত-বর্ণ সূক্ষ্ম উন্নত উষ্ট্রগ্রীবা-সদৃশ পীড়কা জন্মায়। তাহাতে উষ্ণতা দাহ প্রভৃতি যাতনা হয় ও প্রতীকার না করিলে পাকিয়া উঠে। ব্রণেও অগ্নি ও ক্ষারের দ্বারা দগ্ধ হওনের দাহ জন্মে। এবং উষ্ণ ও দুর্গন্ধ আস্রাব নিঃসরণ হয়। এ অবস্থায় উপেক্ষিত হইলে তাহা হইতে বাত মূত্র পূরীষ ও রেতঃ নিঃসরণ হয়। ইহাকে উষ্ট্রগ্রীব ভগন্দর কহে।

শ্লেষ্মা কুপিত ও বায়ুকর্ত্তৃক অধোভাগে সঞ্চালিত হইয়া, পূর্ব্ববৎ গুহ্যদেশে অবস্থানপূর্ব্বক শুক্লবর্ণ স্থির কণ্ডূ-যুক্ত পীড়কা জন্মায়। তাহাতে কণ্ডূ প্রভৃতি উপদ্রব হয়, প্রতীকার না করিলে পাকিয়া উঠে, ব্রণও কঠিন সংরম্ভী ও কণ্ডূবিশিষ্ট হয়, ও তাহা হইতে পিচ্ছিল আস্রাব অজস্র নিঃসরণ হইতে থাকে। এ অবস্থায় উপেক্ষিত হইলে, ব্রণ হইতে বাত মূত্র পুরীষ ও রেতঃ নিঃসরণ হইতে থাকে। ইহাকে পরিস্রাবী ভগন্দর কহে।

বায়ু কুপিত হইয়া কুপিত পিত্ত ও শ্লেষ্মা গ্রহণ পূর্ব্বক অধোভাগে

গমন করে। তথায় পূর্ব্ববৎ অবস্থিতি করিয়া পাদাঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত ও সকলপ্রকার লক্ষণ-বিশিষ্ট পীড়কা জন্মায়। তাহাতে তোদ দাহ কণ্ডু প্রভৃতি বেদনা বিশেষ হয়, প্রতীকার না করিলে পাকিয়া উঠে ও ব্রণ হইতে নানা বর্ণের আস্রাব নিঃসরণ হয়। পূর্ণ নদীর আবর্ত্তের ন্যায় ইহার অপকার। ইহাতে বেদনা বিশেষ জন্মে। ইহাকে শম্বুকাবর্ত্ত ভগন্দর কহে।

মূঢ় মাংসলুব্ধ ব্যক্তি অন্নের সহিত যে অস্থি-শল্য ভোজন করে, তাহা অবগাঢ় মলের সহিত মিশ্রিত হয়, ও অপান বায়ু কর্ত্তৃক অধোভাগে সঞ্চালিত হইয়া নির্গমন-কালে তাহার দ্বারা মলদ্বার ক্ষত হয়। সেই ক্ষত-জন্য কোথ জন্মে। আর্দ্র ভূমিতে যেরূপ কৃমি জন্মে, পূয়-রক্ত-অবকীর্ণ সেই মাংস-কোথে সেইরূপ কৃমি জন্মে। সেই সকল কৃমি কর্ত্তৃক মলদ্বারের সকল পার্শ্ব ভক্ষিত হইয়া বিদীর্ণ হয়। সেই সকল কৃমিকৃত ছিদ্র হইতে বাত মূত্র পুরীষ ও রেতঃ নিঃসরণ হয়। ইহাকে উন্মার্গী ভগন্দর কহে। বায়ু-নির্গমন-স্থানে যে সকল অল্প উপদ্রব ও শোফ-বিশিষ্ট রোগ জন্মিয়া শীঘ্র নিবৃত্তি হয়, তাহাদিগকে পীড়কা বলে। পীড়কা ভগন্দর হইতে ভিন্ন। যে পীড়কাতে ভগন্দর জন্মে, তাহা ইহার বিপরীত। যে পীড়কায় ভগন্দর হয়, তাহা পায়ুর দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে জন্মে, এবং গূঢ়মূল ও বেদনা এবং জ্বর বিশিষ্ট হইয়া থাকে। যানে গমন বা মল-ত্যাগ করিলে, পায়ুদেশে কণ্ডূ বেদনা দাহ ও শোফ হওয়া, ও কটিতে বেদনা হওয়া ভগন্দরের পূর্ব্ব লক্ষণ। সকলপ্রকার ভগন্দরই ঘোর দুঃখের কারণ। তাহাদিগের মধ্যে ত্রিদোষ-জন্য ও ক্ষত-জন্য ভগন্দর অসাধ্য।

পঞ্চম অধ্যায়।

কুষ্ঠ-নিদান।

মিথ্যা আহার বা আচরণ (১) করিলে, বিশেষতঃ গুরুপাক বিরুদ্ধ অসাত্ম্য (২) বা অজীর্ণ-জনক দ্রব্য আহার করিলে, গ্রাম্য অনূপ বা জল-জাত জন্তুর মাংস দুগ্ধের সহিত সর্ব্বদা ভোজন করিলে, বা যে জল উষ্ণতার দ্বারা তাপিত তাহাতে অবগাহন করিলে, অথবা বমন-কালে কোনরূপ বাধা-প্রযুক্ত বমন না হইতে পাইলে, বায়ু বৃদ্ধি হইয়া ও কুপিত পিত্ত-শ্লেষ্মার সহিত মিলিত হইয়া, তির্য্যক্‌গামিনী সকল সিরা-মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক শরীরের বাহ্য প্রদেশে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। যে যে স্থানে দোষ বিক্ষিপ্ত হয়, সেই সেই স্থানে ত্বকের উপরিভাগে মণ্ডলাকার হইয়া ক্রমশঃ দোষ বৃদ্ধি হয়, প্রতীকার না করিলে অভ্যন্তরস্থ সকল ধাতু ক্রমশঃ দূষিত হইতে থাকে। ত্বকের পারুষ্য ভাব, অকস্মাৎ রোম-হর্ষ, কণ্ডূ, অতিশয় স্বেদ-নিঃসরণ বা এক-কালীন স্বেদের অভাব, নিঃসৃত রক্তের কৃষ্ণবর্ণতা ও ত্বকের ম্লানতা, পূর্ব্বে এই সকল লক্ষণ হয়।

কুষ্ঠ অষ্টাদশপ্রকার। তাহার মধ্যে মহাকুষ্ঠ সপ্তপ্রকার, এবং ক্ষুদ্র কুষ্ঠ একাদশপ্রকার। অরুণ ঔডুম্বর ঋষ্যজিহ্ব কপালক কাকণক পুণ্ডরীক ও দদ্রুকুষ্ঠ, এই সপ্তপ্রকার মহাকুষ্ঠ। স্থূলারুষ্ক (আয়তব্রণ), মহাকুষ্ঠ, এককুষ্ঠ, চর্ম্মদল, বিসর্প, পরিসর্প, সিধ্ম, বিচর্চ্চিকা, কিটিম, পামা, রসকা, এই একাদশপ্রকার ক্ষুদ্র কুষ্ঠ।

সকলপ্রকার কুষ্ঠই বাত পিত্ত শ্লেষ্মা এবং কৃমি বিশিষ্ট।

তাহার মধ্যে বায়ু কর্তৃক অরুণ, পিত্ত-কর্তৃক ঔডুম্বর, ঋষ্যজিহ্ব, কপালক কাকণক, এবং শ্লেষ্মা-কর্তৃক পৌণ্ডরীক ও দদ্রু-কুষ্ঠ জন্মে।

---

(১) নিষ্প্রয়োজনে আহার বিহার নিদ্রা প্রভৃতি কার্য্যকে মিথ্যা আহার বিহার বলা যায়।

(২) প্রকৃতির বিপরীত।

নবম অধ্যায়।

বিদ্রধি-নিদান।

দেবগণের গুরু শ্রীমান্ নিদান-তত্ত্ববিৎ কাশীপতি ধন্বন্তরি বিবিধ-প্রকার বিদ্রধির লক্ষণ শিষ্যকে উপদেশ করিয়াছেন। দোষ সমূহ ত্বক্, রক্ত, মাংস ও মেদ দূষিত করিয়া অস্থিদেশ আশ্রয় করিলে, ক্রমে ক্রমে ঘোরতর উন্নত শোফ হয়। সেই শোফ মহামূল যন্ত্রণা-বিশিষ্ট বৃত্তাকার (গোল) অথবা আয়ত হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা তাহাকেই বিদ্রধি কহেন। বিদ্রধি ছয়প্রকার। ভিন্ন ভিন্ন দোষের দ্বারা, অথবা সমস্ত দোষের সন্নিপাতের দ্বারা, অথবা শোণিত-ক্ষয়ের দ্বারা, এই ছয় প্রকার বিদ্রধি হয়। তাহাদিগের লক্ষণ বলা যাইতেছে। কৃষ্ণ বা অরুণ বর্ণ, পারুষ্য, অত্যর্থ বেদনা, বিবিধ আকারে উত্থিত হওয়া ও পাকিয়া উঠা, এইগুলি বায়ু-জন্য বিদ্রধির লক্ষণ। শ্যাব বা পক্ক ডুমুরের ন্যায় বর্ণ, জ্বর ও দাহ, শীঘ্র উত্থান ও পাক, এইগুলি পিত্তজন্য বিদ্রধির লক্ষণ। শরাবের (শরা) ন্যায় আকার, পাণ্ডুবর্ণ, শীতল, স্তব্ধ, অল্প-বেদনা-বিশিষ্ট, ক্রমে ক্রমে উত্থান ও পাক এবং কণ্ডূ-যুক্ত, এইগুলি কফ-জন্য বিদ্রধির লক্ষণ। বায়ু পিত্ত অথবা কফজন্য ব্রণের আস্রাব যথাক্রমে তনু (পাতলা), পীত অথবা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। নানাপ্রকার পীড়া ও আস্রাব বিশিষ্ট ঘাটাল (ঘাড়ের ন্যায় উন্নত), বিষম, আয়ত, বিপরীত-পাক, সান্নিপাতিক বিদ্রধিতে এই লক্ষণগুলি উৎপন্ন হয়। অপথ্য-সেবী ব্যক্তির ক্ষত-স্থান উপর্য্যুক্ত কোনপ্রকার দোষে দূষিত হইলে, ক্ষত স্থানের উষ্ণতা বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া, শোণিতের সহিত পিত্তকে সঞ্চালিত করে। তদ্দ্বারা জ্বর, তৃষ্ণা ও দাহ হয়। ইহাকে আগন্তু বিদ্রধি কহে। ইহার লক্ষণ পিত্ত-জন্য বিদ্রধির ন্যায়। কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটে আবৃত, শ্যাম-বর্ণ, তীব্র, দাহ যাতনা ও জ্বর বিশিষ্ট, ও পিত্ত-

জন্য বিদ্রধির লক্ষণ-বিশিষ্ট হইলে, রক্ত-বিদ্রধি বলা যায়। সকল-প্রকার বিদ্রধির বিষয় বলা হইল। তাহাদিগের মধ্যে সান্নিপাতিক বিদ্রধি অসাধ্য।

অতঃপর দেহের আভ্যন্তরিক বিদ্রধির বিষয় বলা যাইতেছে। গুরু, অসাত্ম্য, বিরুদ্ধ অন্ন অথবা শুষ্ক সংক্লিন্ন দ্রব্য ভোজন করিলে, অতিশয় মৈথুনাসক্ত হইলে, ব্যায়াম না করিলে, মল মূত্রের বেগ ধারণ করিলে, অথবা বিদাহী দ্রব্য সেবন করিলে, দোষ সকল মিলিত হইয়া একত্র বা পৃথক্ রূপে কুপিত হয়। সেই কুপিত দোষের দ্বারা দেহের অভ্যন্তরে বল্মীকের ন্যায় উন্নত ও গুল্মের ন্যায় আকার বিশিষ্ট বিদ্রধি জন্মায়। পায়ু বস্তি মুখ নাভি কুক্ষি বঙ্ক্ষণ (কুঁচকী) বৃক্ক প্লীহা যকৃৎ হৃদয় ও ক্লোম, এই সকল স্থানেই আভ্যন্তরিক বিদ্রধি জন্মে। বাহ্য বিদ্রধির লক্ষণের ন্যায় তাহাদিগের লক্ষণ হইয়া থাকে। পক্কাপক্ক নির্ণয়ের বিধানানুসারে ইহারও পক্কাপক্ক নির্ণয় করিবে।

স্থান-ভেদে বিদ্রধির যে সকল ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ হয়, তাহা শ্রবণ কর। পায়ুদেশে হইলে, বাত-নিঃসরণ রোধ হয়। বস্তিদেশে হইলে, অল্প মূত্র কষ্টে নিঃসরণ হয়। নাভিদেশে হইলে, হিক্কা ও আটোপ হয়। কুক্ষিদেশে হইলে, বায়ু কুপিত হয়। বঙ্ক্ষণে হইলে, কটী ও পৃষ্ঠ গ্রহ (কটী ও পৃষ্ঠ দেশে অতিশয় বেদনা) হয়। বৃক্ক স্থলে (বুকের দুই পার্শ্বে) হইলে, পার্শ্বদেশ সঙ্কুচিত হয়। প্লীহাতে হইলে, ঊর্দ্ধশ্বাসের অবরোধ জন্মে। হৃদয়ে হইলে, সর্ব্বাঙ্গগ্রহ ও হৃদয়ে দারুণ শূল জন্মে। যকৃতে হইলে, শ্বাস ও তৃষ্ণা এবং ক্লোমে হইলে, অতিশয় পিপাসা হয়। পক্ক অথবা আয়ত হউক বা না হউক, বিদ্রধি মর্ম্ম-স্থানে হইলেই ক্লেশকর হয়। নাভির ঊর্দ্ধ-দেশে বিদ্রধি জন্মিয়া পাকিয়া উঠিলে, পূযাদি ঊর্দ্ধ পথ হইতে নির্গত হয়। অপরাপর বিদ্রধির পূযাদি অধোভাগে নিঃসৃত হয়। অধোনিঃসরণ হইলে রোগী বাঁচে। ঊর্দ্ধ-

নিঃসরণ হইলে বাঁচে না। হৃদয়, নাভি ও বস্তি-দেশে স্থিত বিদ্রধি স্বয়ং অথবা শস্ত্রের দ্বারা বিদীর্ণ হইয়াই হউক, শরীরের বহির্ভাগে ভিন্ন হইলে, এবং অধঃ বা উর্দ্ধভাগে নিঃসৃত হইতে থাকিলে, পুরুষ কদাচ আরোগ্য হয়, স্ত্রীলোক হয় না। স্ত্রীলোক বন্ধ্যা হইলে অথবা পুত্রবতী স্ত্রী অহিতাচারিণী হইলে, ঘোরতর দাহ ও জ্বর-যুক্ত রক্ত-বিদ্রধি জন্মে। বহু সংখ্যক সন্তান জন্মিলেও যদি নারীর শরীর হইতে সম্যক্‌রূপে শোণিত নিঃসৃত না হয়, তবে কুক্ষিদেশে মক্কল্ল নামে রক্ত-বিদ্রধি জন্মে। সপ্তাহ মধ্যে তাহার শান্তি না হইলে, পাকিতে আরম্ভ হয়। বিদ্রধি ও গুল্ম একই কারণে উৎপত্তি। তাহার মধ্যে গুল্ম পাকিয়া উঠে এবং বিদ্রধি পাকে না। ইহার কারণ এক্ষণে স্পষ্ট করিয়া কহিতেছি। কুপিত দোষ সকল স্বয়ং গুল্মাকারে পরিণত হইয়া গুল্মরোগ জন্মায়, এবং রক্ত ও মাংস দূষিত করিয়া বিদ্রধি রোগ জন্মায়। জলে যেরূপ বুদ্বুদ উৎপত্তি হয়, গুল্মরোগে সূক্ষ্ম শিরার বিবর-গামী সকল দোষ সেইরূপ গুল্মের আকার ধারণ করে। এ কারণ গুল্ম পাকে না। মাংস-শোণিত-বাহুল্য প্রযুক্ত বিদ্রধি পাকে, এবং মাংস-শোণিতের অভাব বশতঃ গুল্ম পাকে না। দোষ সকল স্বয়ং গুল্মাকারে পরিণত হয়, এবং মাংস-শোণিত দূষিত হইয়া বিদ্রধি জন্মে। হৃদয় নাভি ও বস্তিদেশে জন্মিয়া পাকিলে, অথবা সন্নিপাতজন্য হইলে, বিদ্রধি-রোগীকে বর্জ্জন করিবে। বিদ্রধি রোগে মজ্জা পাক হইতে থাকিলে, রোগ অতি ঘোরতর হইয়া উঠে। যদি অস্থিমাংসের দ্বারা রুদ্ধ থাকা প্রযুক্ত পূযাদি-নিঃসৃত হওনের পথ না পায়, তবে অগ্নি-দাহের ন্যায় দগ্ধ হইতে থাকে। এবং অস্থি ও মজ্জার উষ্ণতার দ্বারা রোগী দগ্ধ হওনের ন্যায় শীর্ণ হইতে থাকে। এই শল্য-জন্য বিকারে রোগী বহুকাল যাতনা পায়, ক্রিয়ার দ্বারা যদি পথ পায়, তবে মেদের ন্যায় স্নিগ্ধ শুক্ল-বর্ণ শীতল ও গুরু আস্রাব হয়। অস্থি ভেদ হইয়া পূয নিঃসরণ হইলে পণ্ডিতেরা তাহাকে অস্থিগত সান্নিপাতিক বিদ্রধি কহেন।

দশম অধ্যায়।

অথ বিসর্প নাড়ী ও স্তন রোগের নিদান।

দোষ সমূহ কুপিত হইয়া এবং ত্বক্ মাংস ও শোণিতে প্রবেশ করিয়া, স্বীয় স্বীয় লক্ষণযুক্ত সর্ব্বাঙ্গ-অনুসারী উন্নত শোফ শীঘ্র জন্মায়। দেহে বিস্তৃত হয় বলিয়া ইহাকে বিসর্প রোগ কহে। বায়ুজন্য বিসর্প রোগ হইলে, রোগাক্রান্ত স্থান কৃষ্ণবর্ণ মৃদু পরুষ এবং এবং সম্ভেদ (১) ও তোদ বিশিষ্ট হয়। এবং অঙ্গমর্দ্দ ও বায়ু-জন্য জ্বরের সকল উপদ্রব ঘটে। অতিশয় দূষিত প্রযুক্ত বিষম গ্রন্থি-যুক্ত হইলে চিকিৎসার কোন ফল দর্শে না। বিসর্প পিত্তাত্মক হইলে, শরীরে শীঘ্র প্রসারিত হয়, এবং জ্বর দাহ পাক বিশিষ্ট, স্ফোট ও প্রমেহ-বহুল (অতিশয় মেদ নিঃসরণ), ও রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। দোষ বৃদ্ধি হওয়া প্রযুক্ত মাংস শিরা ওজক্ষয় হইয়া কর্দ্দমের ন্যায় আস্রাব হইতে থাকিলে, আরোগ্য হয় না। শ্লেষ্মাত্মক বিসর্প রোগ হইলে, ক্রমে ক্রমে প্রসারিত হয়, বিলম্বে পাকে, স্নিগ্ধ ও শ্বেতবর্ণ হয় এবং ফুলা, অল্প-বেদনা ও উগ্র-কণ্ডুযুক্ত হয়। সান্নিপাতিক বিসর্প রোগ হইলে, ত্রিবিধ-বর্ণ ও বেদনা বিশিষ্ট ও গভীর হয়, এবং পাকিয়া উঠিলে মাংস শিরা ক্ষয় হয়, এজন্য আরোগ্য হয় না। শরীরের কোন স্থান আঘাতের দ্বারা ক্ষত হইলে ও শরীরে সকল দোষ সাম্যভাবে না থাকিলে, রক্ত ও পিত্তে মিলিত হইয়া সেই স্থানে ফুলা জন্মায়, এবং ক্ষত স্থান, শ্যাব এবং রক্তবর্ণ, জ্বর দাহ ও পাক বিশিষ্ট, কুলত্থের ন্যায় ক্ষুদ্র স্ফোটের দ্বারা আকীর্ণ হয়।

বাত, পিত্ত অথবা কফ-জন্য বিসর্প রোগ আরোগ্য হয়, ক্ষত-জন্য বা সান্নিপাতিক জন্য হইলে আরোগ্য হয় না। পিত্ত বা বায়ুর লক্ষণ-

(১) "সম্ভেদ" ফেটে যাওয়া।

বিশিষ্ট যে সকল বিসর্প-রোগ মর্ম্মস্থানে জন্মে, তাহারা কষ্টে আরোগ্য হয়। পক্ক অথবা পূয-বহুল ব্রণকে অপক্ক বলিয়া উপেক্ষা করিলে, তবেই পূয পূর্ব্বস্থিত স্থান বিদীর্ণ করিয়া শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এই ব্রণে পূযের অতিমাত্র গমন হয় বলিয়া গতি কহে, এবং নাড়ীর ন্যায় পূয বহন করে বলিয়া, ইহাকে নাড়ী-ব্রণ (নালী ঘা) কহে। পূয বদ্ধ থাকা প্রযুক্ত সকল দোষ সংমূর্চ্ছিত হইয়া সেই নাড়ী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রবাহিত হয় (১)। নাড়ীব্রণ বায়ুজন্য হইলে, পরুষ, সূক্ষ্ম মুখ ও শূল বিশিষ্ট হয় এবং রাত্রিতে ফেনাযুক্ত আস্রাব অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হয়। পিত্ত-জন্য হইলে, তৃষ্ণা তাপ তোদ অবসন্নতা জ্বর ও ভেদ, এই সকল কারণে দিবাভাগে পীত-বর্ণ উষ্ণ আস্রাব হয়। কফ-কর্ত্তৃক রাত্রিযোগে বন্য অর্জ্জুন বৃক্ষের ক্ষীরের ন্যায় পিচ্ছিল আস্রাব নিঃসৃত হয়, ও ব্রণ অল্প-বেদনা-বিশিষ্ট, কঠিন ও কণ্ডু-যুক্ত হয়। নাড়ী-ব্রণে দুই দোষের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, তাহা তিন দোষের একত্র গতির দ্বারা জন্মিয়াছে বলিয়া জানিবে। দাহ জ্বর শ্বাস মূর্চ্ছা ও মুখ-শোষ, এই সকল লক্ষণ ঘটিলে ত্রিদোষের প্রকোপে জন্মিয়াছে বলিয়া জানিবে। ইহা ঘোর কালরাত্রির ন্যায় জীবন-ক্ষয়-কর। পূর্ব্বোক্ত স্থানে যদি অণুমাত্র শল্য প্রবেশ করিয়া নির্গত না হয়, তবে সেই শল্যের শীঘ্রই গতি হয়। তাহা হইতে ফেনিল নির্ম্মল শোণিত-মিশ্রিত উষ্ণ আস্রাব, বেদনা-সহযোগে নিয়ত নিঃসৃত হয়।

যে যে কারণে যতপ্রকারে পূযের গতি হয়, সেই সেই কারণে সেই সকল প্রকার স্তনরোগ জন্মে। বালিকাগণের স্তন-সংশ্রিতা ধমনীর পথ আবৃত থাকে, সুতরাং তাহাতে দোষ প্রবেশ করিতে পারে না, এজন্য তাহাদিগের স্তন-রোগ জন্মে। পুত্রবতী অথবা গর্ভিণীদিগের স্তনদ্বয়-আশ্রিত ধমনীর পথ স্বভাবতঃ প্রসারিত হয়,

(১) পূয বদ্ধ থাকিলে শরীরের অন্তরে ও বাহিরে শোর হইয়া নালী ঘা হয়। "সংমূর্চ্ছিত"—সম্যক্ বর্দ্ধিত।

এজন্য তাহাদিগের স্তন-রোগ জন্মে। ভুক্তদ্রব্য পরিপাকের দ্বারা যে প্রসন্ন ও মধুর রস জন্মে, সেই রস সমস্ত দেহ হইতে স্তনদ্বয়ে সঞ্চারিত হয়, একারণ স্তন-দুগ্ধকে স্তন্য বলে।

• যেমন শুক্র সর্ব্ব দেহে থাকে, দেহের কোন বিশেষ স্থানে দেখা যায় না; যুবতীর দর্শন স্মরণ শব্দ-শ্রবণ বা স্পর্শনের দ্বারা হৃষ্ট হইয়া শুক্র স্খলিত হয়। সুতরাং মনের প্রসন্নতা ও শরীরের হর্ষই শুক্র স্খলিত হওয়ার কারণ। সেইরূপ, অপত্যের সংস্পর্শ দর্শন স্মরণ ও গ্রহণে, শরীরস্থ শুক্রের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগের স্তনদ্বয়ে স্তন-দুগ্ধের সঞ্চার হয়। এস্থলে কেবল স্নেহই সেই স্তন্য-প্রস্রবের হেতু। বায়ুপ্রধান শরীরে, স্তনদুগ্ধ কষায়-রস-বিশিষ্ট হয়, এবং জলে নিক্ষিপ্ত হইলে ভাসিয়া উঠে। পিত্ত-প্রধান শরীরে, সেই দুগ্ধ অম্ল ও কটুরস বিশিষ্ট হয়, এবং জলে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাতে পীত-বর্ণ রেখা দৃশ্য হয়। কফ-প্রধান শরীরে, ঘন ও পিচ্ছিল হয় এবং জলে নিক্ষিপ্ত হইলে মগ্ন হয়। সকল দোষ অথবা অভিঘাত কর্ত্তৃক দূষিত হইলে ত্রিদোষের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। জলে নিক্ষিপ্ত হইলে যে স্তনদুগ্ধ একত্রীভূত পাণ্ডুর ও মধুর হয়, এবং বিবর্ণ না হয়, তাহাকে প্রসন্ন অর্থাৎ নির্দ্দোষ বলিয়া জানিবে। দুগ্ধ থাকুক বা না থাকুক, স্ত্রীলোকের স্তনদ্বয়ে দোষের সঞ্চার হইলে, তত্রস্থ রক্ত মাংস দূষিত হইয়া স্তন-রোগ জন্মে। শোণিত বিদ্রধি ব্যতিরেকে অপর যে পাঁচপ্রকার স্তনরোগ আছে, তাহাদিগের লক্ষণ বাহ্য বিদ্রধির লক্ষণের ন্যায় (১)।

একাদশ অধ্যায়।

গ্রন্থি, অপচি, অর্ব্বুদ ও গলগণ্ড নিদান।

বায়ু প্রভৃতি দুষ্ট হইয়া, রক্ত মাংস ও কফ সংযুক্ত মেদকে দূষিত

---

(১) যে সকল প্রকার কারণে বিদ্রধি জন্মে, সেই কয়প্রকার কারণে স্তন-রোগ জন্মে। সুতরাং তাহাদিগের লক্ষণ বিদ্রধির লক্ষণের ন্যায়।

করে। তদ্দ্বারা শরীর হইতে স্বতন্ত্র ভাবে উন্নত গোলাকৃতি শোফ জন্মে, তাহাকে গ্রন্থি বলে। বায়ুজাত গ্রন্থিরোগে শরীর বদ্ধ (টেনে থাকা) ও ব্যথিত হয়, যাতনা জন্মে, শরীর যেন বিক্ষিপ্ত ছিন্ন ও বিভিন্ন হইতে থাকে। ইহা কৃষ্ণবর্ণ কঠিন ও বস্তির (মোষক) ন্যায় বিস্তৃত, এবং বিদীর্ণ হইলে তাহা হইতে নির্ম্মল রক্ত স্রাব হইতে থাকে। পিত্ত-কর্ত্তৃক রক্ত বা পীত বর্ণ গ্রন্থি হইলে, শরীরে পুনঃ পুনঃ দাহ উপস্থিত হয়, জ্বালা জন্মে, পুনঃ পুনঃ পাকিয়া উঠে ও শরীর উত্তপ্ত হইয়া থাকে, এবং বিদীর্ণ হইলে অতিশয় উষ্ণ রক্ত নির্গত হইতে থাকে। কফ-জাত গ্রন্থি-রোগে শরীর শীতল ও বিবর্ণ হয়, যাতনা অল্প হয়, ও অতিশয় কণ্ডূ জন্মে, শোফ পাথরের ন্যায় কঠিন বোধ হয়, অনেক দিন বিলম্বে বর্দ্ধিত হয় এবং বিদীর্ণ হইলে শুক্ল ও ঘন পূয নির্গত হইতে থাকে। মেদজাত গ্রন্থি-রোগে বর্দ্ধিত শরীর ক্ষয় হয়, এবং শরীর বৃদ্ধি হইবার পক্ষে হানি জন্মে। ইহা স্নিগ্ধ, বৃহৎ, অল্প-যাতনা-দায়ক ও অতিশয় কণ্ডূয়ন-কর, অধিক বিদীর্ণ করিলে ইহা হইতে পিণ্যাক বা ঘৃতের ন্যায় মেদ নির্গত হইতে থাকে। দুর্ব্বল ব্যক্তির ব্যায়ামের দ্বারা যে সকল গ্রন্থিরোগ জন্মে, তদ্দ্বারা বায়ু আক্ষিপ্ত হইয়া, সমস্ত শিরাজাল পীড়িত ও সঙ্কুচিত ও শুষ্ক করিয়া উন্নত গোলাকার গ্রন্থি জন্মায়। সেই শিরাজাত গ্রন্থি যদি যাতনা-দায়ক ও সচল * হয়, তবে তাহা কষ্টসাধ্য বলিয়া জানিবে। যদ্যপি সচল ও যাতনা দায়ক নাও হয়, তথাপি মর্ম্মস্থানে জন্মিয়া আয়ত হইলে গ্রন্থি আরোগ্য হয় না।

হনু, অস্থি, কক্ষা, মুষ্ক, বাহু, সন্ধি, মন্যা (ঘাড়ের শির), এই সকল স্থানে মেদ সঞ্চিত হইয়া, গলদেশে কফ-যুক্ত, স্নিগ্ধ, অল্প-বেদনা-বিশিষ্ট, কঠিন, গোল অথবা আয়ত গ্রন্থি জন্মিলে, সেই গ্রন্থি আমলকীর অস্থি, মৎস্যের ডিম্ব বা এইরূপ কোন আকারে জন্মে, এবং তাহা

* অর্থাৎ শরীরের স্থানে স্থানে সরিয়া বেড়ায়।

মাংসের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট হয়। তাহাতে দূষিত পদার্থের সঞ্চার হয় বলিয়া তাহাকে অপচি বলে। অপচি, কণ্ডূ ও অল্প বেদনা বিশিষ্ট। ভিন্ন হইলে তাহা হইতে স্রাব হয় ও সেইটী আরোগ্য হইয়া পুনর্ব্বার অপর একটী জন্মে। এই রোগ মেদ ও কফ কর্ত্তৃক জন্মে ও বহু-কালস্থায়ী।

শরীরের কোন স্থানে দোষ সমস্ত সংমূর্চ্ছিত (বর্দ্ধিত) হইয়া মাংস দূষিত করে। তাহাতে মাংস-বৃদ্ধি হইয়া বৃত্ত, দৃঢ়, অল্প বেদনা বিশিষ্ট, আয়ত, গাঢ়-মূল-বিশিষ্ট শোফ জন্মে, তাহাকে শাস্ত্রজ্ঞেরা অর্ব্বুদ কহে, ইহা বিলম্বে বৃদ্ধি হয় এবং পাকে না। সেই অর্ব্বুদ বাত-জন্য, পিত্ত-জন্য, কফ জন্য, রক্ত-জন্য, মাংস-জন্য এবং মেদ-জন্য জন্মে, তাহার লক্ষণ গ্রন্থির লক্ষণের ন্যায়।

দোষ সমস্ত, রক্তকে দূষিত করিয়া, এবং শিরা পীড়িত ও সঙ্কুচিত করিয়া পাক জন্মায়, তদ্দ্বারা আস্রাবযুক্ত মাংসপিণ্ড শীঘ্র বৃদ্ধি হয়, তাহাতে ক্ষুদ্র মাংসের অঙ্কুরের ন্যায় দৃশ্য হয়, এবং তাহা হইতে অজস্র দূষিত রক্ত-স্রাব হয়, ইহাকে রক্তজন্য অর্ব্বুদ বলে, ইহা অসাধ্য। ইহাতে রক্ত-ক্ষয় উপদ্রবে পীড়িত হইয়া রোগী পাণ্ডুবর্ণ হয়। মুষ্টি প্রভৃতি দ্বারা অঙ্গ আহত হইলে, মাংস দূষিত হইয়া শোফ জন্মে। সেই শোফ বেদনা-রহিত, স্নিগ্ধ শিরের যেরূপ বর্ণ সেইরূপ বর্ণবিশিষ্ট, পাক-রহিত (পাকে না), পাষাণ-খণ্ড-সদৃশ এবং অবিচলিত। ইহাকে মাংসার্ব্বুদ কহে। ইহা মাংসাশীর শরীরের মাংস দূষিত হইয়া শীঘ্র জন্মে। এই রোগ অসাধ্য, সাধ্য হইলেও পরিত্যাগপূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে। মর্ম্ম-স্থানে আস্রাববিশিষ্ট, বা শরীরের কোন দ্বারে অবিচলিত অর্ব্বুদ জন্মিলে অথবা পূর্ব্ব-জাত অর্ব্বুদের উপরে অর্ব্বুদ জন্মিলে অধ্যর্ব্বুদ বলে। একেবারে অথবা ক্রমে ক্রমে দুই দোষ কর্ত্তৃক দূষিত হইয়া অর্ব্বুদ জন্মিলে তাহাকে দ্বিরর্ব্বুদ বলে। এই রোগ অসাধ্য। অর্ব্বুদ কফের আধিক্য জন্য, বিশেষতঃ মেদের আধিক্য-জন্য হইলে পাকে

না। দোষ সকল এক স্থানে স্থির ভাবে গ্রথিত হইয়া থাকা প্রযুক্ত সকল অর্ব্বুদ আপনা হইতেই জন্মে।

বায়ু ও কফ গলদেশে বৃদ্ধি হইলে এবং ঘাড়ের পশ্চাৎ ভাগে মেদের সঞ্চার হইলে, মেদ প্রভৃতির সকল লক্ষণ যুক্ত গজ-কুম্ভের ন্যায় শোফ জন্মে। তাহাকে গলগণ্ড কহে। তোদ-বিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ শিরার দ্বারা ব্যাপ্ত, এবং কৃষ্ণ অথবা অরুণ-বর্ণ বিশিষ্ট হইলে বায়ু-জন্য গলগণ্ড বলা যায়। মেদ-বিশিষ্ট হইয়া কালক্রমে গলদেশ উন্নত হইলে যাতনা হয় ও উন্নত স্থান পরুষ (তেল-পারা নয়) হয়, বিলম্বে বৃদ্ধি হয়, ও কখন কখন পাকে। তৎকালে মুখের বৈরস্যতা, ও তালু-শোষ ও গল-শোষ জন্মে, এবং সেই উন্নত স্থান দৃঢ় ত্বকের ন্যায় বর্ণ এবং অল্প বেদনা ও উগ্র কণ্ডূ-বিশিষ্ট, শীতল ও আয়ত হয়, ইহা কফ-জন্য গলগণ্ড রোগ। মেদ-জন্য গলগণ্ড হইলে বিলম্বে বৃদ্ধি হয় এবং কালক্রমে কদাচিৎ পাকিয়াও উঠে ও অল্প-বেদনা-বিশিষ্ট হয়। ইহাতে মুখের মাধুর্য্য ও তালু ও গলদেশে প্রলেপ জন্মে (চট্ চট্ করে) এবং পীড়িত স্থান চক্‌চকে, কোমল, দুর্গন্ধযুক্ত, পাণ্ডুবর্ণ ও অতিশয় কণ্ডূবিশিষ্ট হয়। কালক্রমে গলগণ্ড অল্প-মূল (গোড়া সরু) হইয়া অলাবুর ন্যায় লম্বিত ও অল্প মূল বিশিষ্ট হইলে, দেহের ক্ষয় বৃদ্ধির সঙ্গে তাহারও ক্ষয় বৃদ্ধি হইতে থাকিলে, মুখ চিক্ চিকে ও গলদেশে শব্দ হইলে, কষ্টে শ্বাস নিঃসরণ হইলে, সর্ব্ব শরীর কোমল হইলে, এবং সংবৎসর অতীত হইয়া অরুচি জন্মিলে, অথবা এই রোগে ক্ষীণ এবং স্বরের ভিন্নতা হইলে, রোগীকে পরিত্যাগ করিবে। গল-দেশে মুষ্কের ন্যায় শ্বয়থু জন্মিয়া লম্বিত হইলে, বৃহৎ হউক বা হ্রস্ব হউক, তাহাকে গণ্ড বলিয়া নির্ণয় করিবে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

বৃদ্ধি, উপদংশ ও শ্লীপদের নিদান।

বায়ু পিত্ত শ্লেষ্মা শোণিত মেদ মূত্র এবং অন্ত্র, এই সাতটী বৃদ্ধির কারণ। তাহার মধ্যে মূত্র এবং অন্ত্র জন্য বৃদ্ধি বায়ু কর্তৃক উৎপন্ন হয়। তাহাদিগের উৎপত্তির হেতুই কেবল ভিন্ন। পূর্ব্বোক্ত সকল দোষের মধ্যে কোন একটী দোষ কুপিত হইয়া ফল-কোশ-বাহিনী ধমনীর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ফলকোশ বৃদ্ধি করে। তাহাকেই বৃদ্ধি রোগ বলে। ইহার পূর্ব্বলক্ষণ বস্তি কটি মুষ্ক ও মেঢ্রদেশে বেদনা, বায়ু-জন্য পীড়া ও ফল-কোশ-শোফ। বায়ু-জন্য বৃদ্ধি রোগ হইলে বায়ুপূর্ণ বস্তির ন্যায় আয়ত, পরুষ ও অকারণে বায়ুজন্য বেদনা হয়। পিত্ত-জন্য বৃদ্ধি রোগ হইলে পক্ক ডুম্বুরের ন্যায় বর্ণ হয়, দাহ ও উষ্ণতা যুক্ত হয় ও শীঘ্র উত্থান হয় (ফুলে উঠে) এবং শীঘ্র পাকিয়া উঠে। শ্লেষ্মা-জন্য বৃদ্ধি হইলে কঠিন, অল্প বেদনা বিশিষ্ট, শীতল এবং কণ্ডু-যুক্ত হয়। রক্ত-জন্য বৃদ্ধি হইলে, বর্দ্ধিত স্থানটী কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটকের দ্বারা আবৃত হয় এবং পিত্ত-জন্য সকল লক্ষণ হয়।

মেদ-জন্য বৃদ্ধি হইলে বর্দ্ধিত স্থান কোমল, চিক্কণ, কণ্ডুযুক্ত, অল্প বেদনা-বিশিষ্ট ও তাল ফলের ন্যায় হয়। মূত্রের বেগধারণ-শীল ব্যক্তির মূত্র বৃদ্ধি হয়, সেই বর্দ্ধিত মূত্র নিঃসরণ-কালে, ফলকোশ জল-পূর্ণ চর্ম্ম-স্থলীর ন্যায় ক্ষুব্ধ হইতে থাকে। তাহাতে মূত্র-কৃচ্ছ্র, বৃষণ-দ্বয়ে বেদনা ও কোশে শ্বয়থু জন্মে। তাহাকে মূত্র বৃদ্ধি বলা যায়। ভার বহন, বলবানের সহিত যুদ্ধ করা ও বৃক্ষ হইতে পতন প্রভৃতি শ্রম বিশেষের দ্বারা বায়ু অতিশয় বৃদ্ধি ও কুপিত হইয়া, কোন সূক্ষ্ম অন্ত্রির কোন এক স্থান দ্বিগুণিত ভাবে গ্রহণপূর্ব্বক (রজ্জুর ন্যায় জড়াইয়া লইয়া) অধোভাগে গমন করে। সেই জড়িত অন্ত্রি বঙ্ক্ষণে (কুঁচকিতে) গ্রন্থির ন্যায় অবস্থিতি করে। তৎকালে প্রতিকার না

করিলে কালক্রমে সেই গ্রন্থি ফলকোশ (অণ্ডকোশ) মধ্যে প্রবেশ করে। তাহাতে কোশ ফুলিয়া উঠে, ও দীর্ঘ হয়। মুষ্ক অবপীড়ন করিলে (টিপিলে) ঊর্দ্ধ দিকে (উদর মধ্যে) উঠিয়া যায়। ছাড়িয়া দিলে পুনর্ব্বার কোশ-মধ্যে প্রবেশ করে, এবং কোশ ফুলিয়া উঠে। ইহাকে অন্ত্রবৃদ্ধি বলে। এই রোগ অসাধ্য।

অতিশয় মৈথুন বা সংসর্গ হইতে এককালে বিরত হওয়া, অথবা ব্রহ্মচারিণী বা এককালে সংসর্গ-রহিতা, বা রজঃস্বলা বা জননেন্দ্রিয়ে দীর্ঘ-রোম-যুক্তা, বা কর্কশ সঙ্কীর্ণ বা নিগূঢ় রোম-যুক্তা যে সকল স্ত্রীলোক, অথবা যে সকল স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয়ের দ্বার অতি ক্ষুদ্র বা অতি বৃহৎ, অথবা যাহাদিগের জননেন্দ্রিয় অচৌক্ষ্য (দূষিত) সলিলে প্রক্ষালিত বা আদৌ প্রক্ষালিত নহে, অথবা যাহাদিগের জননেন্দ্রিয় কোনপ্রকার রোগ-বিশিষ্ট বা দূষিত, বা যে স্ত্রীলোক প্রিয় বা অভিলষণীয় নহে, এপ্রকার কোন স্ত্রীলোকের সহিত সংসর্গ করা, নখ অস্থি-খণ্ড বিষ বা শূক (কোনপ্রকার শূঙ্গার ন্যায় বস্তু) মেঢ্র-পথে পতিত হওয়া, কিম্বা পীড়ন বা হস্তের দ্বারা আঘাত বা চতুষ্পদী-গমন, অচৌক্ষ্য জলে প্রক্ষালন, অবপীড়ন (টেপা), বা শুক্র বা মূত্রের বেগধারণ, বা মৈথুনান্তে প্রক্ষালন না করা, এই সকলের মধ্যে কোন একটী কারণে জননেন্দ্রিয়ের পথে দোষ কুপিত হইলে, ক্ষত হউক বা না হউক, জননেন্দ্রিয় ফুলিয়া উঠে। তাহাকেই উপদংশ রোগ বলে। উপদংশ রোগ পাঁচপ্রকার। বায়ু-জন্য, পিত্ত-জন্য, কফ-জন্য, সান্নিপাতিক-জন্য এবং রক্ত-জন্য। বায়ু-জন্য উপদংশে, কাঠিন্য, ত্বকের পরিপুটন (ভেদ হওয়া), জননেন্দ্রিয়ের স্তব্ধভাব, ফুলার অসমতা, ও বায়ুজন্য বিবিধপ্রকার বেদনা, এই সকল লক্ষণ জন্মে। পিত্ত-জন্য উপদংশে, জ্বর শ্বয়থু পক্ব ডুম্বুরের ন্যায় বর্ণ, তীব্র দাহ, শীঘ্র পাক ও পিত্ত জন্য যন্ত্রণা, এই সকল লক্ষণ জন্মে। শ্লেষ্মা-জন্য উপদংশ, কঠিন শ্বয়থু ও কণ্ডূ-যুক্ত, চিক্বণ ও অল্প-বেদনা-

বিশিষ্ট। রক্তজ উপদংশে, কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটের উৎপত্তি, অতিশয় রক্ত নিঃসরণ, পিত্তের সকল লক্ষণ, এবং জ্বর দাহ ও শোষ, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ হয়। এ রোগ কোন কোন সময়ে আরোগ্য না হইয়া যাপ্য থাকে। সান্নিপাতিক উপদংশে, সকলপ্রকার লক্ষণের প্রকাশ, এবং শেফের (জননেন্দ্রিয়ের) অবদরণ (ফেটে যাওয়া), কৃমি জন্মান ও মরণ, এই সকল ঘটিয়া থাকে।

দোষ সকল কুপিত হইয়া অধোভাগে গমন পূর্ব্বক বঙ্ক্ষণ, উরু, জানু ও জঙ্ঘা দেশে অবস্থিতি করিয়া কালক্রমে পায়ে আশ্রয় করে, তাহাতে পাদ ক্রমে ক্রমে ফুলিয়া উঠে। তাহাকে শ্লীপদ কহে। শ্লীপদ তিনপ্রকার, বায়ুজন্য, পিত্তজন্য ও কফজন্য। বায়ুজন্য হইলে খর কৃষ্ণবর্ণ পরুষ ও অকারণে বায়ুজন্য যাতনা বিশিষ্ট ও বিবিধ প্রকারে স্ফুটিত হয়। পিত্তজন্য হইলে ঈষৎ পীতবর্ণ মৃদু জ্বর ও অল্প দাহ বিশিষ্ট হয়। শ্লেষ্মাজন্য হইলে শ্বেত বর্ণ, অল্প চিক্কণ, অল্প বেদনা বিশিষ্ট, ভার, বৃহৎ গ্রন্থি বিশিষ্ট এবং উপরি ভাগে কণ্টক সমূহের ন্যায় উন্নত (উপরে কাঁটা কাঁটা) হয়। সংবৎসর অতীত হইলে উন্নত বল্মীকের ন্যায় হইয়া আস্রাব হইতে থাকিলে রোগীকে পরিত্যাগ করিবে।

এই তিনপ্রকার শ্লীপদেরই মূল কফ। কারণ কফ ব্যতিরেকে গুরু ও বৃহৎ হয় না। যে দেশে অধিক পরিমাণে জল বদ্ধ ও সকল ঋতুতে শীতল থাকে, সেই দেশে ঐ রোগ অধিক জন্মে। হস্তদ্বয়েরও শ্লীপদ জন্মে। কেহ কেহ বলেন যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও ওষ্ঠ দেশেও জন্মে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ক্ষুদ্র রোগের নিদান।

ক্ষুদ্র রোগ সমুদায়ে ৪৪ চুয়াল্লিশপ্রকার। যথা;—১ অজগল্লিকা, ২য বপ্রথ্যা, ৩ অন্ধালজী, ৪ বিবৃতা, ৫ কচ্ছপিকা, ৬ বল্মীক, ৭ ইন্দ্র-

বৃদ্ধা, ৮ পনসিকা, ৯ পাষাণ-গর্দ্দভ, ১০ জাল-গর্দ্দভ, ১১ কক্ষা, ১২ বিস্ফোটক, ১৩ অগ্নিরোহিণী, ১৪ চিপ্য, ১৫ কুনখ, ১৬ অনুশয়ী, ১৭ বিদারিকা, ১৮ শর্করা অর্ব্বুদ, ১৯ পামা, ২০ বিচর্চ্চিকা, ২১ রকসা, ২২ পাদ-দারিকা, ২৩ কদর, ২৪ অলস, ২৫ ইন্দ্রলুপ্ত, ২৬ দারুণ, ২৭ অরুংসিকা, ২৮ পলিত, ২৯ মসূরিকা, ৩০ যৌবন-পিড়কা, ৩১ পদ্মিনী-কণ্টক, ৩২ জতুমণি, ৩৩ মাষক, ৩৪ চর্ম্মকীল, ৩৫ তিলকালক, ৩৬ ন্যচ্ছ, ৩৭ ব্যঙ্গ, ৩৮ পরিবর্ত্তিকা, ৩৯ অবপাটিকা, ৪০ নিরুদ্ধপ্রকাশ, ৪১ নিরুদ্ধগুদ, ৪২ অহিপূতন, ৪৩ বৃষণকচ্ছু ও ৪৪ গুদভ্রংশ।

১। অজগল্লিকা রোগ, বালকদিগেরই শরীরে জন্মিয়া থাকে। কফ ও বায়ু হইতে উহার উৎপত্তি হয়। ইহার আকৃতি মুদ্গ অর্থাৎ মুগ কলায়ের ন্যায়, চিক্কণ, গ্রন্থিযুক্ত অর্থাৎ গাঁইটের ন্যায়, ইহার বর্ণ চর্ম্মের বর্ণের ন্যায় এবং ইহা যাতনা-দায়ক নহে। ২। যবপ্রখ্যা,—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ বিশেষ। যবের ন্যায় ইহার আকার, অতি কঠিন ও গ্রন্থিযুক্ত এবং শরীরস্থ মাংসে ইহা লিপ্ত হইয়া থাকে। শ্লেষ্মা ও বায়ুদ্বারা ইহার উৎপত্তি হয়। ৩। অন্ধালজী,—ইহা শরীরে ঘন ও সন্নিবিষ্ট হইয়া এবং সরলভাবে উন্নত ও গোলাকৃতি হইয়া জন্মে। ইহাতে অল্প পূয় জন্মায়, এবং কফ ও বায়ু হইতে ইহার উৎপত্তি। ৪। বিবৃতা,—এই জাতীয় ব্রণের মুখ কিছু বিবৃত হইয়া থাকে, পক্ক উডুম্বর ফলের ন্যায় ইহার আকৃতি, ইহাতে অতিশয় জ্বালা জন্মে, ইহার অবয়ব গোল, পিত্ত হইতেই ইহার উৎপত্তি। ৫। কচ্ছপী,—কফ ও বায়ু হইতে ইহার উৎপত্তি। কচ্ছপের ন্যায় ক্রমে উন্নত হইয়া পাঁচটী বা ছয়টী গ্রন্থিরূপে এই ব্রণ উৎপন্ন হয়, ইহা অতিশয় কষ্টকর। ৬। বল্মীক,—এই রোগ হস্ত ও পাদতলে, সন্ধি-স্থানে, গ্রীবা-দেশে এবং জত্রুর ঊর্দ্ধভাগে বল্মীকের ন্যায় ক্রমে ক্রমে উপচীয়মান হইয়া গ্রন্থিরূপে উৎপন্ন হয়। ইহার চতুষ্পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ জন্মিয়া থাকে। এই সকল হইতে যাতনা, দাহ ও কণ্ডু জন্মে

এবং রস নির্গত হইয়া থাকে। বায়ু পিত্ত ও কফ হইতে ইহার উৎপত্তি। ৭। ইন্দ্রবৃদ্ধা,—ইহা বায়ু ও পিত্ত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার আকৃতি পদ্মবীজের ন্যায় এবং তাহার চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ ব্যাপ্ত হয়। ৮। পনসিকা,—ইহা বায়ু ও শ্লেষ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইজাতীয় ব্রণ কর্ণ ও পৃষ্ঠের চারিদিকে হইয়া থাকে। শালূকের ন্যায় ইহার অবয়ব। ইহা অতিশয় যাতনা-প্রদ। ৯। পাষাণ-গর্দ্দভ,—ইহা বায়ু ও কফ হইতে জন্মে, হনুর সন্ধিস্থানে ইহা উৎপন্ন হয়, কঠিন শোফ অর্থাৎ ফুলা জন্মে এবং ইহাতে যাতনা অল্প হয়। ১০। জাল-গর্দ্দভ,—ইহা বিস্তৃতভাবে শরীরে অল্প পরিমাণে ব্যাপ্ত হয়, এবং ইহাতে দাহ ও জ্বর হয়। এই ব্রণ পাকে না। পিত্ত ও শ্লেষ্মা হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। ১১। কক্ষা,—পিত্ত প্রকুপিত হইয়া, বাহু-পার্শ্বে, স্কন্ধ-দেশ ও কক্ষ-দেশে, কৃষ্ণবর্ণ বেদনা-যুক্ত যে স্ফোটক হয়, তাহাকে কক্ষা বলে। ১২। বিস্ফোটক,—রক্ত ও পিত্ত বিকৃত হইলে, সর্ব্ব শরীরে বা শরীরের একদেশে অগ্নি-দগ্ধের ন্যায় যে স্ফোটক জন্মে, তাহাকে বিস্ফোটক কহে। ইহাতে জ্বর হইয়া থাকে। ১৩। অগ্নি-রোহিণী,—মাংস-ভেদক, জ্বলন্ত অগ্নি-বৎ অন্তর্দ্দাহকর যে স্ফোটক কক্ষা-প্রদেশে জন্মে ও যাহা হইতে অতি-শয় জ্বর হয়, তাহাকে অগ্নি-রোহিণী বলে। ইহা সন্নিপাত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রোগ সপ্তাহ, দ্বাদশ দিন বা পক্ষ কালে মানুষকে শমন-সদনে প্রেরণ করে। এই রোগ একান্ত অসাধ্য। ১৪। চিপ্য,—পিত্ত ও বায়ু, নখ-মাংসকে আশ্রয় করিয়া যে ব্যাধিকে উৎপাদন করে, তাহার নাম চিপ্য। ইহা পাকিয়া উঠে এবং বেদনা ও দাহ জন্মায়, ইহাকে ক্ষতরোগ বা উপনখ রোগও বলা যায়। ১৫। কুনখ,—কোনপ্রকার আঘাতের দ্বারা দূষিত হইয়া, যে নখ রুক্ষ কৃষ্ণবর্ণ ও খর হয়, তাহাকে কুনখ বলে। ইহার অপর নাম কুলীন। ১৬। অনুশয়ী,—যে ব্রণের অভ্যন্তর-ভাগ গভীর এবং বহি-

র্ভাগ অল্প বিস্তারযুক্ত, যাহার বর্ণ চর্ম্মের বর্ণের সমান এবং যাহা উপরিভাগে সমভাগে থাকে, কিন্তু ভিতরে পাকিয়া শুষ্ক হইয়া যায়, তাহাকে অনুশয়ী কহে। ১৭। বিদারিকা,—কক্ষাদেশে ও বঙ্ক্ষণ (কুঁচ্‌কি) প্রদেশের সন্ধিস্থানে রক্ত বর্ণ ও বিদারী কন্দের ন্যায় গোলাকার যে ব্রণ জন্মে, তাহাকে বিদারিকা কহে। ইহা বায়ু পিত্ত কফ এই তিন হইতেই উৎপন্ন এবং এই তিনেরই লক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকে। ১৮। শর্করার্ব্বুদ,—শ্লেষ্মা মেদ ও বায়ু, মাংস সিরা ও স্নায়ুতে গমন করিলে যে গ্রন্থি জন্মে, ঐ গ্রন্থি ফাটিয়া গেলে তাহা হইতে মধু ঘৃত বা বসার ন্যায় রস অধিক পরিমাণে নির্গত হইতে থাকে। তাহাতে বায়ু বর্দ্ধিত হইয়া মাংসকে শুষ্ক করিয়া পুনর্ব্বার গ্রন্থিযুক্ত শর্করা উৎপাদন করে, শিরা হইতে বহুল পরিমাণে নানা বর্ণের দুর্গন্ধময় ক্লেদযুক্ত রক্ত-স্রাব হইতে থাকে, তাহাকে শর্করার্ব্বুদ কহে। ১৯। পামা,—২০ বিচর্চ্চিকা,—২১ রকসা,—ইহারা কুষ্ঠের মধ্যে পরিগণিত। ২২। পাদ-দারিকা,—ভ্রমণ-শীল ব্যক্তির পাদ-দ্বয় অতি রুক্ষ হইলে, বায়ুর প্রকোপ বশতঃ তাহার তল-প্রদেশ ফাটিয়া যায়, ইহাকে পাদদারিকা কহে। ইহাতে অতিশয় যাতনা জন্মে। ২৩। কদর,—প্রস্তর বা কণ্টকাদির দ্বারা চরণ ক্ষত হইলে অথবা মেদ ও রক্ত দূষিত হইলে, এই রোগ জন্মে। ইহাতে কীলযুক্ত কঠিন কুলের মত গ্রন্থি দৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যদেশ উন্নত অথবা নিম্ন হইয়া থাকে। ইহাতে যাতনা উপস্থিত হয় ও রস নির্গত হইতে থাকে। ২৪। অলস,—পাদদ্বয় অপরিষ্কৃত থাকিলে, দুষ্ট কর্দ্দম সংস্পর্শে ক্লেদযুক্ত অঙ্গুলির মধ্যে যে কণ্ডু দাহ ও যাতনা হয়, তাহাকে অলস (১) রোগ বলে। ২৫। ইন্দ্রলুপ্ত,—পিত্ত, রোমকূপে গমন করিয়া ও বায়ুর সহিত বর্দ্ধিত হইয়া, কেশ সকলকে বিচ্যুত করিয়া থাকে। তাহার পর শ্লেষ্মা, রক্তের সহিত মিলিত হইয়া সেই সকল

(১) আমাদের দেশীয় ভাষায় ইহাকে এক্ষণে "পাঁকুই" বলে।

লোম-কূপের দ্বার রোধ করে, সুতরাং পুনর্ব্বার আর কেশ জন্মিতে পারে না, ইহাকে ইন্দ্রলুপ্ত (২) বলে। ইহার অপর নাম, খালিত্য বা রুজ্যা। ২৬। দারুণ,—যখন কফ ও বায়ুর প্রকোপে কেশের স্থানে অতিশয় কণ্ডূ জন্মে ও তাহা অতিশয় রুক্ষ হয়, তখন তাহাকে "দারুণ" রোগ বলে। ২৬। অরুংসিকা,—রক্ত কফ ও কৃমি কুপিত হইলে, মনুষ্যের মস্তকে বহু ক্লেদযুক্ত ও বহুমুখ-বিশিষ্ট যে সকল ব্রণ হয়, তাহাদিগকে অরুংসিকা কহে। ২৮। পলিত,—পিত্ত ও শরীরস্থ উষ্মতা, ক্রোধ শোক ও পরিশ্রমের দ্বারা শিরস্থ হইয়া কেশ সকলকে পাকাইয়া ফেলে। ইহার নাম পলিত রোগ। ২৯। মসূরিকা,—দাহ জ্বর ও যাতনা দায়ক, ঈষৎ পীত-যুক্ত তাম্রবর্ণ যে সকল ব্রণ গাত্রে মুখে ও শরীর মধ্যে জন্মে, তাহাদিগকে মসূরিকা কহে। ৩০। যৌবন-পিড়কা,—যুবা পুরুষদিগের মুখমণ্ডলে বায়ু কফ ও রক্ত জনিত শাল্মলী-কণ্টক-সদৃশ যে সকল মুখশোভার হানিকর ব্রণ জন্মে, তাহাকে যৌবন-পিড়কা কহে। ৩১। পদ্মিনী-কণ্টক,—পদ্মের কণ্টকের ন্যায় গোলাকার ও তাহার মণ্ডলটী পাণ্ডুবর্ণ, এইরূপ ব্রণকে পদ্মিনী-কণ্টক কহে। ইহা কফ ও বায়ুর দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৩২। জতুমণি,—যে ব্রণ কফ ও রক্ত-জন্য, ও ঈষৎ রক্তবর্ণ, গোলাকার ও কোমলভাবে শরীরের সমকালে জন্মিয়া থাকে, তাহাকে জতুমণি কহে। ইহাতে কোনপ্রকার যাতনা হয় না। ৩৩। মশক,—মনুষ্যের শরীরে, মাষ কলায়ের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, শরীর হইতে ঈষৎ উন্নত, বেদনা-বিহীন চিরস্থায়ী যে ব্রণ দেখা যায়, তাহাকে মশক বলে। ইহা বায়ু হইতে উৎপন্ন। ৩৪। তিলকালক,—শরীরের সহিত সমতলে স্থিত বেদনাহীন কৃষ্ণবর্ণ যে তিল-চিহ্ন দেহে দেখা যায়, তাহাকে তিলকালক বলে। ইহা বায়ু পিত্ত ও কফের উদ্রেকে জন্মিয়া থাকে। ৩৫। ন্যচ্ছ,—ছোট কিংবা বড়, শ্যামবর্ণ বা শুক্লবর্ণ, গোলা-

(১) দেশীয় ভাষায় ইহাকে 'টাক' বলে।

কার, বেদনা-শূন্য ও শরীরের সহিত সমকালে জাত যে চিহ্ন মনুষ্য-শরীরে দেখা যায়, তাহাকে ন্যচ্ছ বলে। ৩৬। চর্ম্মকীল,—উৎপত্তি ও কারণ অনুসারে উহাকেই চর্ম্মকীল বলা যায়। ৩৭। ব্যঙ্গ,—পিত্ত-সংযুক্ত বায়ু, ক্রোধ ও পরিশ্রমের দ্বারা কুপিত হইয়া সহসা মুখ-মণ্ডলে আসিয়া গোলাকৃতি চিহ্ন উৎপাদন করে। তাহার অবয়ব ক্ষুদ্র ও কৃষ্ণবর্ণ মুখ-বিশিষ্ট। ইহাতে কোনপ্রকার বেদনা জন্মে না। ইহারই নাম ব্যঙ্গ। ৩৮। পরিবর্ত্তিকা,—সর্ব্বত্র ভ্রমণ-শীল বায়ু, মর্দ্দন, পীড়ন ও অত্যন্ত অভিঘাত-প্রযুক্ত যখন পুংচিহ্নের চর্ম্মকে আশ্রয় করে, তখন সেই চর্ম্ম তাহার সংসর্গে সঙ্কুচিত হইয়া আইসে, এবং মণির (পুংচিহ্নের অগ্রভাগের) নিম্নে কোষের উপরি গ্রন্থির ন্যায় লম্বমান হইতে থাকে। তখন তাহাতে বেদনা ও জ্বালা জন্মে, কখন কখন পাকিয়া উঠিয়াও থাকে। ইহাকে পরিবর্ত্তিকা পীড়া কহে। ইহা দুইপ্রকার; বায়ু-সম্ভূত ও আগন্তু, অর্থাৎ হঠাৎ কোনরূপ আঘাতাদির দ্বারাও জন্মিয়া থাকে। ইহা শ্লেষ্মা-জাত হইলে কণ্ডু-বিশিষ্ট ও কঠিন হয়। ৩৯। অবপাটিকা,—অপ্রশস্ত-যোনি রমণী বা বালিকা স্ত্রীতে গমন করা প্রযুক্ত অথবা হস্তাদির অভিঘাতের দ্বারা বলপূর্ব্বক পুংচিহ্নের চর্ম্ম উদ্বর্ত্তিত হইলে, কিম্বা মর্দ্দন, পীড়ন ও শুক্রের বেগের ব্যাঘাত হেতু চর্ম্ম উৎপাটিত হইলে, তাহাকে অবপাটিকা কহে। ৪০। নিরুদ্ধপ্রকাশ,—যখন পুংচিহ্নের চর্ম্ম, বায়ুযুক্ত হইয়া মণিস্থানকে আশ্রয় করে এবং মণি, চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া মূত্র-স্রোতকে রুদ্ধ করে, তাহাতে সেই মণিস্থান বিদীর্ণ না হইয়া মন্দ ধারায় প্রস্রাব নির্গত হয়। ইহাকে নিরুদ্ধপ্রকাশ অথবা দুরূঢ় অবপাটিকা বলে। ৪১। নিরুদ্ধগুদ,—মল-বেগ ধারণ করিলে, বায়ু প্রতিহত হইয়া গুহ্যদেশ আশ্রয় করিয়া মল-নির্গমনের প্রধান স্রোতকে রুদ্ধ করে, এবং তৎপরিবর্ত্তে সূক্ষ্ম দ্বার প্রস্তুত করিয়া দেয়। তাহাতে পথের সূক্ষ্মতা-বশতঃ অতি কষ্টে পুরীষ নির্গত হইয়া থাকে। ইহাকে

নিরুদ্ধগুদ ব্যাধি বলে। ইহা অতিশয় কষ্টকর। ৪২। অহিপূতন,—বালকেরা মলমূত্র পরিত্যাগ করিয়া অপান-দেশ ধৌত না করিলে, তাহাতে স্বেদ জন্মিয়া অপরিষ্কৃত হইলে, তাহাতে রক্ত ও কফজাত কণ্ডূ জন্মে, কণ্ডূয়ন করিলেই তাহাতে স্ফোট জন্মে ও তাহা হইতে রস নির্গত হইয়া থাকে, তাহাতে ব্রণ সকল একত্র হইয়া অতি ভয়ানক হয়। ইহাকে অহি-পূতন কহে। ৪৩। বৃষণকণ্ডূ,—মুষ্কদেশ ধৌত ও পরিষ্কৃত না থাকিলে তাহাতে মলা জন্মে। পরে ঘর্ম্ম হইয়া যখন তাহা ক্লেদযুক্ত হয়, তখন কণ্ডূ উৎপন্ন হয়। তাহা কণ্ডূয়ন করিলেই স্ফোট জন্মায় ও রস স্রাব হয়। ইহাকে বৃষণ-কণ্ডূ কহে। ইহা শ্লেষ্মা ও বায়ুর প্রকোপে জন্মিয়া থাকে। ৪৪। গুদ-ভ্রংশ,—রুক্ষ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির প্রবাহন (কোঁৎ পাড়া) ও অতিসার দ্বারা মলদ্বারের মাংস বাহিরে নির্গত হয়। ইহাকেই গুদভ্রংশ কহে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

শূক-দোষের (১) নিদান।

যাহারা অনর্থক পুংচিহ্ন বৃদ্ধি করিতে অভিলাষী হয়, তাহাদের এই অষ্টাদশপ্রকার ব্যাধি জন্মে। যথা, ১। সর্ষপিকা, ২। অষ্ঠীলিকা,

---

(১) শূক অর্থাৎ বিষ-জন্তু। বাৎস্যায়নাদি গ্রন্থে কহে, এই মুষ্টিযোগের প্রলেপ প্রদান করিলে পুংচিহ্নের বৃদ্ধি হয়। যথা, শূকো জলশূকঃ, স তু বিষজন্তুঃ, জলমলোৎশুকঃ স শূকঃ, অর্থাৎ একপ্রকার বিষজন্তু বা জলে যে আঁইস জন্মে, এই উভয়কে শূক বলে। তথা, শূকঃ প্রধানো লিঙ্গবৃদ্ধিকরো বাৎস্যায়নাদ্যুক্তো যোগঃ শূক উচ্যতে। বাৎস্যায়নাদি-গ্রন্থে জলশূকাদি প্রলেপের যে মুষ্টিযোগ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।......"ভল্লাতকাস্থি-জলশূক-মথাব্জপত্র-মন্তর্ব্বিদাহ্য মতিমান্ সহ সৈন্ধবেন। এতদ্বিরূঢ়বৃহতীফল-তোষপিষ্টম্ আলেপনং মহিষবিড়্-বিমলীকৃতেঽঙ্গে। স্থূলং মহত্তরতুরঙ্গমতুল্যমাশু শেফঃ করোত্যভিমতং নহি সংশয়োঽস্তি॥" ভল্লাতকের বীজ, জলশূক ও পদ্ম-পত্র সৈন্ধবের সহিত ভস্ম করিয়া

৩। গ্রথিত, ৪। কুম্ভীকা, ৫। অলজী, ৬। মৃদিত, ৭। সম্মূঢ়পিড়কা, ৮। অবমন্থ, ৯। পুষ্করিকা, ১০। স্পর্শহানি, ১১। উত্তমা, ১২। শতপোনক, ১৩। ত্বক্‌পাক, ১৪। শোণিতার্ব্বুদ, ১৫। মাংসার্ব্বুদ, ১৬। মাংসপাক, ১৭। বিদ্রধি ও ১৮। তিলকালক।

১। শূক দুর্ভুগ্ন (অবিধি ক্রমে প্রয়োগ) হইলে, তাহার প্রলেপ প্রদানে কফ ও রক্ত বিকৃত হয়, তদ্দ্বারা শ্বেতসর্ষপ-তুল্য পিড়কা জন্মে। পণ্ডিতেরা ইহাকে সর্ষপিকা ব্যাধি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ২। ঐ শূক বিষম অর্থাৎ অপ্রশস্তরূপে উত্তোলিত ও বিষ-সংযুক্ত হইলে, তাহার প্রলেপে বায়ু কুপিত হয়, তাহাতে যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে অষ্ঠীলিকা কহে; ইহা অতিশয় কঠিন। ৩। পুংচিহ্ন নিরন্তর শূক-দ্বারা পূরিত থাকিলে কফ প্রকুপিত হয়; তদ্দ্বারা যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে গ্রথিত বলে। ৪। শূক-প্রলেপের দ্বারা রক্ত-পিত্ত কুপিত হইয়া জম্বূবীজ অর্থাৎ জামের আঁঠির ন্যায় যে পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাকে কুম্ভীকা কহে; ইহা অতিশয় অনিষ্টকর। ৫। প্রমেহ রোগে "অলজী" নামক যে পিড়কা বর্ণিত হইয়াছে, শূক-প্রলেপের দ্বারা যদি সেই লক্ষণাক্রান্ত পিড়কার উৎপত্তি হয়, তবে তাহাকে অলজী ব্যাধি বলা যায়। ৬। শূক-প্রলেপে বায়ু প্রকুপিত হইয়া যদি পুংচিহ্ন পাড়িত (মর্দ্দিত) হইয়া সংরব্ধ হয় (ফুলিয়া উঠে), তবেই তাহাকে মৃদিত ব্যাধি বলা যায়। ৭। হস্তদ্বারা সংপীড়িত হইলে যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে সম্মূঢ়-পিড়কা কহে। ৮। যে সকল পিড়কা

পেষণ-কালে তাহাতে দগ্ধ বৃহতী (বেগুণ বিশেষ) ফলের রস প্রদান করিবে। অনন্তর মহিষের বিষ্ঠা দ্বারা পুংচিহ্ন পরিষ্কার করিয়া তাহাতে ঐ প্রলেপ প্রদান করিতে হইবে। এরূপ করিলে অতি শীঘ্রই অশ্বের ন্যায় স্থূল ও অতি মহৎ পুংচিহ্ন বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কিন্তু এই অসৎ চেষ্টা দ্বারা উপরোক্ত অষ্টাদশপ্রকার ব্যাধি উৎপন্ন হয়। শূকাদির প্রলেপ প্রদান করিলে যে অনিষ্ট হয়, তাহাকে শূক-দোষ বলে।

বহু পরিমাণে জন্মে, এবং দীর্ঘাকৃতি হইয়া মধ্যদেশে বিদীর্ণ হইয়া যায়, তাহাদিগকে অবমন্থ বলে। রক্ত ও কফ বিকৃত হইলে এই জাতীয় ব্যাধি জন্মে, ইহাতে অতিশয় বেদনা ও রোমাঞ্চ হইয়া থাকে। ৯। যে পিড়কার আকৃতি পদ্মবীজের ন্যায়, ও যাহার চতুষ্পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কা জন্মে, পিত্ত ও রক্ত জাত সেই সকল পিড়কাকে পুষ্করিকা কহে। ১০। দূষিত শূক দ্বারা শোণিত দুষ্ট হইয়া যে পিড়কা জন্মে, তাহার নাম স্পর্শহানি। ১১। শূক-প্রলেপ-প্রদানে অরুচি উপস্থিত হইয়া, মুদ্গ ও মাষ কলায়ের ন্যায় যে পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাকে উত্তমা বলে। ইহা রক্ত বর্ণ, রক্ত-পিত্ত দূষিত হইয়া জন্মিয়া থাকে। ১২। অণুর ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা পুংচিহ্নের চারিদিক্ পূর্ণ হইলে তাহাকে শতপোনক ব্যাধি বলে। ইহা বায়ু ও রক্ত কুপিত হইয়া জন্মিয়া থাকে। ১৩। পিত্ত ও রক্ত কুপিত হইয়া যে সকল পিড়কা উৎপন্ন হয় এবং যাহাতে জ্বর ও দাহ জন্মে, তাহাকে ত্বক্-পাক ব্যাধি বলে। ১৪। যাহার চারিদিকে ঈষৎ রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ স্ফোট অর্থাৎ ফুলা-বিশিষ্ট পিড়কা জন্মে, এবং যাহাতে ব্রণ-স্থান অতিশয় বেদনা-যুক্ত হয়, সেই ভয়ানক পিড়কাকে শোণিতার্ব্বুদ বলা যায়। ১৫। শূক-প্রলেপ-প্রদানে মাংস দূষিত হইয়া যে ব্রণ জন্মে, তাহাকে মাংসার্ব্বুদ বলে। ১৬। শূক-দোষ-জাত ব্রণ উৎপন্ন হইলে যাহার মাংস সকল বিশীর্ণ হইয়া যায় এবং অতিশয় বেদনা জন্মে, তাহাকে মাংসপাক ব্যাধি বলে। ত্রিদোষ কুপিত হইয়া এই ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৭। সান্নিপাতিক বিদ্রধি-রোগের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেই লক্ষণাক্রান্ত পিড়কাকে বিদ্রধি ব্যাধি বলে। ১৮। কৃষ্ণ অথবা বিচিত্র বর্ণ বিষাক্ত শূকে প্রলেপ প্রদান করিলে, পুংচিহ্নের সমুদয় অংশ পাকিয়া উঠে এবং মাংসখণ্ড সকল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া খসিয়া যায়। এই ব্যাধিকে তিলকালক বলে। সন্নিপাত হইতেই এই ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

উপরে যে অষ্টাদশপ্রকার শূকদোষ-জনিত ব্যাধির উল্লেখ করা গেল, ইহার মধ্যে মাংসার্ব্বুদ, মাংস-পাক, বিদ্রধি ও তিলকালক, এই চারিপ্রকার ব্যাধি অসাধ্য জানিবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ভগ্নের নিদান।

পতন, পীড়ন, প্রহার, আক্ষেপণ (ইতস্ততঃ অঙ্গ-বিক্ষেপ), হিংস্র পশুর দশন প্রভৃতি দ্বারা আঘাত, ইত্যাদি নানাপ্রকারে অস্থি ভগ্ন হইয়া থাকে। অস্থিভঙ্গ নানাপ্রকারে হইলেও তাহা প্রধানতঃ দুই-প্রকারে উৎপন্ন হয়। যথা, সন্ধিমুক্ত ও কাণ্ড-ভগ্ন।

সন্ধিমুক্ত ছয়প্রকারে হইয়া থাকে। যথা;—১ উৎপিষ্ট, ২ বিশ্লিষ্ট, ৩ বিবর্ত্তিত, ৪ অবক্ষিপ্ত, ৫ অতিক্ষিপ্ত ও ৬ তির্য্যক্‌ক্ষিপ্ত। সন্ধিমুক্ত হইলে, সামান্যতঃ এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে;—অঙ্গ প্রসারণ (বিস্তার), আকুঞ্চন (গুড়াইয়া লওয়া), বিবর্ত্তন (ফেরান) ও আক্ষেপণ (ইতস্ততঃ বিক্ষেপ), এই সকল কার্য্যে শক্তি থাকে না, অতিশয় যাতনা জন্মে এবং স্পর্শ করিলে অতিশয় অসহ্য হইয়া উঠে।

এক্ষণে বিশেষরূপে বলা যাইতেছে;—১। সন্ধি উৎপিষ্ট হইলে, উভয় পার্শ্বেই শোফ ও বেদনা জন্মে, বিশেষতঃ রাত্রিকালে নানা-প্রকার বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে। ২। সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইলে, অল্প শোফ ও সতত বেদনা জন্মে, এবং সন্ধির বিকৃতি হইয়া থাকে। ৩। সন্ধি বিবর্ত্তিত হইলে, অঙ্গ বিকৃত হইয়া থাকে এবং বেদনা জন্মে। ৪। সন্ধি অবক্ষিপ্ত হইলে, সন্ধির বিশ্লেষ হয় এবং ভয়ানক যাতনা জন্মিয়া থাকে। ৫। সন্ধি অতিক্ষিপ্ত হইলে, সন্ধি ও অস্থি উভয়ের অতিক্রান্ততা ও বেদনা জন্মিয়া থাকে। ৬। সন্ধি তির্য্যক্‌-ক্ষিপ্ত

হইলে, এক অস্থির পার্শ্বে অন্য অস্থি গিয়া পড়ে এবং অত্যন্ত বেদনা জন্মিয়া থাকে (১)।

ইহার পর কাণ্ডভগ্নের বিষয় বলিব।—

কাণ্ডভগ্ন দ্বাদশ প্রকারে হইয়া থাকে। যথা;—১ কর্কটক, ২ অশ্বকর্ণ, ৩ চূর্ণিত, ৪ পিচ্চিত, ৫ অস্থিচ্ছলিত, ৬ কাণ্ডভগ্ন, ৭ মজ্জানুগত, ৮ অতিপাতিত, ৯ বক্র, ১০ ছিন্ন, ১১ পাটিত ও ১২ স্ফুটিত। কাণ্ডভগ্ন হইলে সামান্যতঃ এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে,—অতিশয় শ্বয়থু জন্মে, স্পন্দন বিবর্ত্তন ও স্পর্শ করিলে অসহ্য যাতনা জন্মে, অবপীড্যমান হইলে (টিপিলে) শব্দ হয়, অঙ্গ সকল স্রস্ত হয়, নানাপ্রকার বেদনা জন্মে, এবং কোন অবস্থাতেই সুখ লাভ হয় না।

এক্ষণে বিশেষরূপে ঐ সকলের লক্ষণ বলা যাইতেছে।

১। অস্থির মধ্যে উভয় দিক্ ভগ্ন হইয়া মধ্যস্থল গ্রন্থির ন্যায় উন্নত হইলে, তাহাকে কর্কটক বলে। ২। অস্থি ভগ্ন হইয়া অশ্বের কর্ণের ন্যায় উন্নত হইলে, তাহাকে অশ্বকর্ণ বলে। ৩। অস্থি চূর্ণ হইলে চূর্ণিত বলে, ইহা শব্দ ও স্পর্শের দ্বারা জানা যায়। ৪। অতিশয় স্থূল ও অধিক শোফ বিশিষ্ট হইলে পিচ্চিত (২) বলা যায়। ৫। পার্শ্বদ্বয়ের ক্ষুদ্র অস্থি উঠিয়া গেলে অস্থিচ্ছলিত (৩) বলে। ৬। প্রসারণ করিতে কম্পিত হইলে কাণ্ডভগ্ন বলে। ৭। কোন অস্থির খণ্ড, অস্থির মধ্যে প্রবেশ করিয়া মজ্জাকে বিদ্ধ করিলে, তাহাকে

(১) "উৎপিষ্ট" দুই অস্থির সন্ধি স্থানে ঘর্ষিত হওয়া। "বিশ্লিষ্ট" দুই অস্থির সন্ধি অল্প শিথিল হওয়া। "বিবর্ত্তিত" সন্ধিটী এক পার্শ্বে সরিয়া যাওয়া। "অবিক্ষিপ্ত" সন্ধি-স্থান ছাড়িয়া কোন অস্থি নীচু হইয়া পড়া। "অতিক্ষিপ্ত" সন্ধি-স্থান হইতে কোন অস্থি উচ্চ হইয়া উঠা। "অতিক্রান্ততা" অস্থিদ্বয় সন্ধি-স্থান ত্যাগ করিয়া পরস্পর দূরে গমন করা।

(২) অস্থি পিষিয়া যায় ও তাহাতে মাংস চারিদিকে ফাটিয়া যায়।

(৩) বৃহৎ অস্থি হইতে ক্ষুদ্র খণ্ড চ্যুত হইলে অস্থিচ্ছলিত বলে।

মজ্জানুগত কহে। ৮। অস্থি নিঃশেষ-রূপে ছিন্ন হইলে অতিপাতিত বলে। ৯। অস্থি ঈষৎ বক্র হইয়া ভগ্ন হইলে এবং বিশ্লিষ্ট না হইলে বক্র বলে। ১০। অস্থি ভগ্ন হইয়া এক পার্শ্বে কিঞ্চিৎ লাগিয়া থাকিলে ছিন্ন বলে। ১১। নানাপ্রকারে বিদীর্ণ হইয়া বেদনা-বিশিষ্ট হইলে, তাহাকে পাটিত বলে। ১২। শূক-পূর্ণ-সদৃশ (শূঁওার ন্যায় বস্তু শরীরে প্রবিষ্ট হওয়ার ন্যায়) ফুলিয়া উঠিলে স্ফুটিত বলে। এই সকলের মধ্যে চূর্ণিত, ছিন্ন, অতিপাতিত ও মজ্জানুগত, এই সকল কৃচ্ছ্রসাধ্য জানিবে। কৃশ, বৃদ্ধ, বালক দিগের, ক্ষত, ক্ষীণ, ক্ষয়-রোগী, কুষ্ঠ ও শ্বাস-রোগী দিগের সন্ধি ভগ্ন হইলে কষ্ট-সাধ্য জানিবে।

যাহার কপাল ভিন্ন হইয়াছে, এবং কটিদেশের সন্ধি মুক্ত বা ভ্রষ্ট ও জঘন-দেশ প্রতিপিষ্ট (পিষিয়া যাওয়া) হইয়াছে, তাহাকে চিকিৎসক পরিত্যাগ করিবে। যাহার কপালাস্থি (১) বিশ্লিষ্ট ও ললাট চূর্ণিত হইয়াছে, এবং যাহার স্তন-মধ্য (বক্ষঃ). শঙ্খ, পৃষ্ঠ ও মস্তক ভগ্ন হইয়াছে, চিকিৎসক তাহাকে বর্জ্জন করিবে। যাহার অস্থি ও সন্ধিস্থান প্রথম হইতেই বিকৃতি-ভাব প্রাপ্ত হয়, কিম্বা যাহার অস্থি সম্যকৃরূপে সংহত হইলেও মন্দরূপে বিন্যাস ও বন্ধন হেতু কিংবা সঞ্চালন বশতঃ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, বৈদ্য তাহাকে পরিত্যাগ করিবে (২)। উপরে যে তিন অবস্থা কীর্ত্তিত হইয়াছে, বিজ্ঞ বৈদ্যের দ্বারা চিকিৎসিত হইলে, মধ্যম-বয়স্ক ব্যক্তির তাহা স্থির ভাবে থাকে।

---

(১) মাথার খুলিতে, হাঁটুর সন্ধি-স্থানে বা নিতম্ব প্রভৃতি স্থানে যে চাকীর মত অস্থি থাকে, তাহাকে কপাল বলে।

(২) ভগ্ন অস্থি বসাইবার সময় বা বন্ধন করিবার সময় কোন দোষ হয় অর্থাৎ স্বাভাবিক-ভাবে বসান না হয় বা সঞ্চালনের দ্বারা সরিয়া যায়, তাহাতে যোড়া লাগিলেও বাঁকা বা অন্য কোনরূপ বিকৃতি হয়। সেটী আর ভাল হয় না।

তরুণ নামক অস্থি নত হয়। নলক অস্থি ভগ্ন হয়। কপাল-অস্থি বিভিন্ন হয় ও রুচক অস্থি স্ফুটিত হয় (১)।

ষোড়শ অধ্যায়।

মুখ-রোগের নিদান।

মুখ-রোগ পঞ্চষষ্টি (৬৫) প্রকার। সেই সকল রোগ সাতটী স্থানে হয়। সাতটী স্থান যথা,—ওষ্ঠদ্বয়, দন্তমূল, দন্ত, জিহ্বা, তালু, কণ্ঠ এবং এক-কালে এই সকল স্থান। তাহার মধ্যে ওষ্ঠে আটপ্রকার, দন্ত-মূলে পঞ্চদশ (১৫) প্রকার, দন্তে আটপ্রকার, জিহ্বাতে পাঁচপ্রকার, তালুতে নয়প্রকার, কণ্ঠে সপ্তদশ (১৭) প্রকার, এবং এককালীন মুখের সর্ব্বস্থানে তিনপ্রকার মুখ রোগ জন্মে।

বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, সন্নিপাত, রক্ত, মাংস, মেদ ও শরীরে কোন-প্রকার আঘাত, এই অষ্টপ্রকার কারণে ওষ্ঠের প্রকোপ হইয়া থাকে। বায়ুর প্রকোপ-জন্য ওষ্ঠদ্বয় কর্কশ, পরুষ, স্তব্ধ-ভাব, কৃষ্ণবর্ণ, তীব্র-বেদনা-যুক্ত, বিদীর্ণ এবং অবিদীর্ণ (ছাল ওঠা) হয়। পিত্তের প্রকোপ-জন্য, ওষ্ঠদ্বয় সর্ষপের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণে আবৃত হয়, জ্বালা করে, পাকিয়া উঠে ও তাহা হইতে রস নিঃসৃত হয় এবং নীল ও পীতবর্ণ-বিশিষ্ট হয়। শ্লেষ্মার প্রকোপে ওষ্ঠদ্বয়ে মাংসের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কা জন্মে, বেদনা থাকে না, চুলকায়, ফুলিয়া উঠে এবং পিচ্ছিল ও শীতল ভাব হয়। ওষ্ঠদ্বয় সন্নিপাত কর্তৃক কখন কৃষ্ণবর্ণ হয়, কখন পীতবর্ণ হয়, ও কখন শ্বেতবর্ণ হয়, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু-সংখ্যক ব্রণের দ্বারা ব্যাপ্ত হয়। ওষ্ঠদ্বয় খর্জ্জুর-ফলের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণের দ্বারা আচিত হইলে, ও তাহা হইতে শোণিতের আস্রাব হইলে, তাহাকে রক্তের প্রকোপ জন্য ওষ্ঠ-রোগ বলা যায়। মাংস দূষিত হইয়া ওষ্ঠ-রোগ হইলে, ওষ্ঠদ্বয় ভার, স্থূল ও মাংস-পিণ্ডের

---

(১) এই কয়প্রকার অস্থির বিবরণ শারীর-স্থানের অধ্যায়ে বলা যাইবে।

ন্যায় উন্নত হয়, এবং ওষ্ঠের উভয় পার্শ্বে শৃকণি দেশে কৃমি জন্মে। মেদ কর্ত্তৃক দূষিত হইলে ওষ্ঠদ্বয় ঘৃত মণ্ডের ন্যায় (ঘৃতের উপরি ভাগের সরের ন্যায়) বর্ণ-বিশিষ্ট, কণ্ডূযুক্ত, স্থির, ও কোমল হয় এবং তাহা হইলে স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল আস্রাব হইতে থাকে। কোন প্রকার আঘাতের দ্বারা ওষ্ঠ-রোগ হইলে, ওষ্ঠদ্বয় রক্তবর্ণ হয়, এবং খণ্ডিত-বিদীর্ণ ও কণ্ডূযুক্ত হয়।

দন্তমূলগত রোগ যথা—শীতাদ, দন্ত পুপ্পুটক্ দন্তবেষ্টক, শৌষীর, মহাশৌষীর, পরিদর উপকুশ, দন্তবৈদর্য্য, অধিমাংস, এবং পাঁচ প্রকার নাড়ী (নালী ঘা) এই পঞ্চদশ প্রকার রোগ দন্তমূলে হইয়া থাকে। দন্ত-মূল হইতে অকস্মাৎ দুর্গন্ধ-যুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ ও ক্লিন্ন শোণিত অল্পে অল্পে নিঃসৃত হইলে, এবং দন্তের মাংস সমস্ত শীর্ণ হইয়া পরস্পর পাকাইয়া তুলিলে (১) শীতাদ নামক রোগ বলা যায়, ইহা কফ ও শোণিত কর্ত্তৃক জন্মে। দুইটী কি তিনটী দন্তমূলে অতিশয় বেদনা ও ফুলা জন্মিলে দন্ত-পুপ্পুটক্ রোগ বলা যায়, ইহাও কফ-রক্ত কর্ত্তৃক জন্মে। দন্তমূল ইহাতে পূয ও রুধির নিঃসৃত হইতে থাকিলেও তদ্দ্বারা দন্ত চালিত হইলে (নড়িলে) দন্ত বেষ্টক রোগ বলা যায়। ইহা দূষিত শোণিত কর্ত্তৃক জন্মে। দন্তমূলে ফুলা বেদনা লালাস্রাব ও কণ্ডূ এই সকল উপদ্রব জন্মিলে শৌষীর নামক রোগ বলা যায়। দন্ত-মূল হইতে দন্ত সকল চলিত হইলে, তালু, ওষ্ঠ ও দন্ত-মূল হইতে দন্ত-মূল অবদীর্ণ হইলে (কাটিয়া গেলে) এবং দন্ত-মূলের মাংস পাকিয়া মুখে যন্ত্রণা হইলে মহাশৌষীর রোগ বলা যায়। দন্ত-মাংস সকল শীর্ণ হইলে, ও ষ্ঠীবন কালে (থুতু ফেলিতে গেলে) তাহা হইতে রক্ত নিঃসরণ হইলে, পরিদর রোগ বলা যায়। এই রোগ পিত্ত-রক্ত

১। একটী দন্তের মূল পাকিলে সেই পূযের সংস্রবে অপর দন্তমূল পাকিয়া উঠে।

ও কফ কর্ত্তৃক জন্মে দন্ত-মূল জ্বালা করিলে ও পাকিয়া উঠিলে, তদ্দ্বারা দন্ত সকল চলিত হইলে, ঈষৎ ঘর্ষণে তাহা হইতে শোণিত স্রাব হইলে, রক্ত স্রাবের পর ফুলিয়া উঠিলে এবং মুখে দুর্গন্ধ হইলে উপকুশ রোগ বলা যায়। ইহা রক্তপিত্ত জন্য জন্মে। দন্তমূল কোন প্রকারে ঘর্ষিত হইলে অতিশয় যাতনা বোধ হয় ও ফুলিয়া উঠে ও পাকে, এবং দন্ত সকল চলিত হয়, এইটী বৈদর্ভ্য রোগ, কোন প্রকার আঘাত জন্য জন্মে। বায়ু কর্ত্তৃক স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক দন্ত জন্মে, সেই দন্তের উৎপত্তিকালে অতিশয় তীব্র বেদনা হয়, জন্মিলে পর সে যাতনার শান্তি হয় ইহাকে বর্দ্ধন রোগ কহে। হনুর গহ্বরের (গালের ভিতরের) শেষ ভাগের দন্তে (অর্থাৎ যাহাকে কশের দাঁত বলে) অতিশয় ফুলা ও বেদনা জন্মিলে ও তাহা হইতে লালাস্রাব হইতে থাকিলে অধিমাংসক রোগ বলে। ইহা কফ কর্ত্তৃক জন্মে। দন্ত-মূলে পাঁচ প্রকার নালী জন্মে।

দন্তগত রোগ যথা—দালিন, কৃমিদন্তক, দন্তহর্ষ, ভঞ্জনক, শর্করা, কপালিকা, এবং হনুমোক্ষ। যে রোগ দন্ত সমস্ত, বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় তীব্র যাতনা বিশিষ্ট হয়, তাহাকে দালন রোগ বলে, এই রোগ বায়ু কর্ত্তৃক জন্মে। দন্ত, কৃষ্ণবর্ণ, ছিদ্রযুক্ত ও চলিত হইলে ও তাহা হইতে লালাস্রাব হইতে থাকিলে এবং অকারণে (অর্থাৎ না টিপিলেও) অতিশয় সংরম্ভ (কট্ কট্ করা) ও যাতনা হইলে তাহাকে কৃমিদন্ত-বলে, এই রোগ বায়ু কর্ত্তৃক জন্মে। দন্তে শীতল বা উষ্ণ ও স্পর্শ-সহ না হইলে দন্ত-হর্ষ রোগ বলা যায়। ইহাও বায়ু-জন্য। মুখ ও দন্ত ভগ্ন হইলেও অতিশয় যাতনা হইলে ভঞ্জনক রোগ বলা যায়। ইহা কফ-বাত কর্ত্তৃক জন্মে। মল সঞ্চিত হইয়া শর্করার ন্যায় কঠিন হইলে, দন্তের গুণের হানি হয়, ইহাকে দন্তশর্করা রোগ বলে। সেই শর্করার সহিত দন্ত-মূলের মাংস নিম্ন হইয়া পড়িলে তাহাকে কপালিকা কহে। ইহার দ্বারা দন্ত নাশ

হয়। শোণিত মিশ্রিত পিত্ত কর্ত্তৃক দন্ত দগ্ধ হইয়া শ্যাম অথবা নীল বর্ণ হইলে শ্যাব-দন্ত কহে। বায়ু কর্ত্তৃক উপদ্রব জন্মিয়া হনুর সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইলে, তাহাকে হনুমোক্ষ বলা যায়, ইহাতে অর্দ্দিত বায়ুর লক্ষণ দেখা যায় অর্দ্দিত ব্যাধির নিদানে দেখিবে।

জিহ্বাগত রোগ যথা—ত্রিদোষ দ্বারা তিন প্রকার কণ্টক, এবং অলাস ও উপজিহ্বিকা এই পাঁচ প্রকার। বায়ু দ্বারা স্ফুটিত (ফেটে যায়), রসজ্ঞানের অভাব এবং শাক পত্রের ন্যায় বর্ণ হয়। পিত্ত দ্বারা পীত বর্ণ, দাহ এবং রক্ত বর্ণ কণ্টক দ্বারা বেষ্টিত হয়। কফের দ্বারা ভার হয় ও জিহ্বার মাংসে উন্নত শিমুল কাঁটার ন্যায় অধিক সংখ্যক উন্নতি দেখা যায়। জিহ্বাতলে যে প্রগাঢ় ফুলা জন্মে তাহাকে অলাস বলা যায়। ইহা কফ-রক্তদ্বারা জন্মে। সেই ফুলা বৃদ্ধি হইয়া জিহ্বাকে স্তব্ধ করে এবং জিহ্বামূল পাকিয়া উঠে। জিহ্বার অগ্রভাগ ফুলিয়া উন্নত হইয়া থাকে ও তাহা হইতে লালাস্রাব হয় এবং কণ্ডূ ও দাহ জন্মে। এইটী উপজিহ্বিকা রোগ, কফ-রক্ত হইতে জন্মে।

তালুগত রোগ যথা—গলশুণ্ডিকা, তুণ্ডিকেরী, অধ্রুষ, মাংস-কচ্ছপী, অর্ব্বুদ, মাংস-সংঘাত, তালু-পুপ্পুট, তালুশোষ ও তালুপাক এই নয় প্রকার। শ্লেষ্মা এবং রক্তের দ্বারা তালু-মুলে বায়ু পূর্ণ বস্তির ন্যায় (স্ফীত মশকের ন্যায়) দীর্ঘ উন্নত শোফ জন্মে, ও তাহাতে তৃষ্ণা, কাস ও শ্বাস হয়, ইহাকে গলশুণ্ডী রোগ বলে। ফুলা, স্থূল ঘা বেদনা দাহ ও পাকিয়া উঠা এই লক্ষণ ঘটিলে তুণ্ডিকেরী বলে। তালুদেশে ফুলা, স্তব্ধভাব (ভার হয়ে থাকা) ও রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইলে অধ্রুষ বলা যায়। এই রোগ রক্ত কর্ত্তৃক জন্মে এবং ইহাতে অতিশয় জ্বর হয়। তালুদেশ কচ্ছপের ন্যায় উন্নত বেদনা হীন, হইলে ও ফুলা অল্পে অল্পে বিলম্বে বৃদ্ধি হইলে কচ্ছপী বলে। ইহা শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক জন্মে। তালুমধ্যে পদ্মাকার শোফ হইলে তাহাকে

রক্ত জন্য অর্ব্বুদ বলা যায়। ঐ অর্ব্বুদের লক্ষণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তালুর অভ্যন্তরে শ্লেষ্মা কর্তৃক মাংস দূষিত হইয়া বেদনা হীন যে ফুলা হয় তাহাকে মাংস সংঘাত বলে। তালুদেশে বেদনাহীন, স্থায়ী, ও কুলের মত যে ফুলা হয় তাহা কফ-মেদ-জন্য পুপ্পুট-রোগ। বায়ু-পিত্ত জন্য তালু শুষ্ক ও বিদীর্ণ হইলে ও তদ্দ্বারা তালু শ্বাস হইলে তাহাকে তালুশোষ বলে। পিত্ত কর্তৃক তালুদেশ পাকিয়া উঠিলে তালুপাক বলে।

কণ্ঠস্থিত রোগ যথা—রোহিণী রোগ, কণ্ঠশালুক, অধিজিহ্বা, বলয়, বলাস, একবৃন্দ, বৃন্দ, শতঘ্নী, গিলায়ু, গলবিদ্রধি, গলোঘ, স্বরঘ্ন, মাংসতান, এবং বিদারি। গলদেশে বায়ু, পিত্ত, কফ, ও শোণিত পৃথক রূপে অথবা সকলে মিলিত হইয়া বৃদ্ধি হয়, তদ্দ্বারা মাংস দূষিত হইয়া মাংসাঙ্কুর হয়, তাহাতে গলনালী রোধ হয় ও শীঘ্র প্রাণ বিনাশ করে। ইহাকে রোহিণী রোগ বলে। জিহ্বার চতুর্দ্দিকে অতিশয় বেদনা বিশিষ্ট যে মাংসাঙ্কুর সমস্ত জন্মিয়া কণ্ঠনালী রোধ করে, ও বায়ু-জন্য উপদ্রব সমস্ত হয়, তাহাকে বায়ুজন্য রোহিণী রোগ বলে। সেই সকল মাংসাঙ্কুর শীঘ্র উত্থিত হইলে ও শীঘ্র পাকিয়া উঠিলে এবং অতিশয় জ্বর হইলে, তাহাকে পিত্তজন্য রোহিণী রোগ বলা যায়। সেই সকল মাংসাঙ্কুর, গলনালীর পথে হইয়া, গভীর ও কঠিন হইলে এবং বিলম্বে পাকিলে তাহাকে কফ-জন্য রোহিণী রোগ বলে। গম্ভীরভাবে পাকিয়া উঠিলে ও কোন প্রতিকারে তাহার শান্তি না হইলে এবং তিন দোষেরই. চিহ্ন তাহাতে লক্ষিত হইলে সান্নিপাতিক রোহিণী-রোগ বলা যায়। স্ফোটের (ফোড়া) দ্বারা ব্যাপ্ত এবং পিত্তের সকল লক্ষণ যুক্ত হইলে শোণিত-জন্য রোহিণী রোগ বলা যায়। গলদেশে কুলের অস্থির ন্যায় গ্রন্থির আকার হইলে ও তাহাতে গলদেশে কণ্টক বা শুঁয়ার ন্যায় অনুভূত হইলে এবং খরস্পর্শ ও কঠিন হইলে, তাহাকে কণ্ঠশালুক বলে। এই রোগ শস্ত্রসাধ্য। জিহ্বার অগ্রভাগ ফুলা

বিশিষ্ট এবং তাহার উপরিভাগ রক্ত মিশ্রিতের ন্যায় হইলে, ইহাকে অধিজিহ্বা রোগ বলে। ইহা পাকিতে আরম্ভ হইলে রোগীকে পরিত্যাগ করিবে। শ্লেষ্মার দ্বারা আয়ত ও উন্নত শোফ গলনালীতে জন্মিয়া ভুক্ত দ্রব্যের পথ রুদ্ধ করিলে, বলয় রোগ বলা যায়। এই রোগ অসাধ্য। গলদেশে শ্লেষ্মা ও বায়ু কর্তৃক ফুলা হইয়া শ্বাস উপস্থিত হইলে ইহাকে মর্ম্মচ্ছেদি দুস্তর বলাস নামক রোগ বলা যায়। গলদেশে যে ফুলা গোল ও উন্নত হইয়া, দাহ ও কণ্ডূ-যুক্ত, ভার, ও কোমল হয় এবং পাকে না তাহাকে একবৃন্দ রোগ বলে। ইহা শ্লেষ্মা-রক্ত কর্তৃক জন্মে। অতিশয় গোল ও উন্নত হইয়া, অতিশয় দাহ ও তীব্র জ্বর বিশিষ্ট হইলে বৃন্দ রোগ বলা যায়। এই রোগ রক্তপিত্ত জন্য হয়, ইহা বেদনা যুক্ত হইলে বাত-রক্ত জন্য বলা যায়। শোফ ঘনবর্ত্তির ন্যায় (১) গলনালীতে হইয়া মাংসাঙ্কুরের দ্বারা অতিমাত্র ব্যাপ্ত হইলে ও তদ্দ্বারা বিবিধ প্রকার যাতনা হইলে তাহাকে ত্রিদোষ জন্য শতঘ্নী রোগ বলে। এই রোগ অসাধ্য। গলদেশে আমলকীর অস্থি পরিমিত গ্রন্থি জন্মিয়া কঠিন ও অল্প বেদনা বিশিষ্ট হইলে ও দেখিতে কফ-রক্ত জন্য রোগের ন্যায় হইলে এবং ভোজন কালে ভুক্ত দ্রব্য যেন গলদেশে সংলগ্ন হইতেছে এইরূপ অনুভব হইলে, তাহাকে গিলায়ু রোগ বলে। এই রোগ শস্ত্র সাধ্য। সমস্ত গল-দেশ ব্যাপিয়া ফুলিয়া উঠিলে ও তাহাতে সকল প্রকার যাতনা হইলে, তাহাকে গলবিদ্রধি বলা যায়। ইহা সকল দোষ কুপিত হইয়া জন্মে। গলদেশ অতিশয় ফুলিয়া অন্ন বা জলপ্রবেশের পথ রোধ করিলে ও তাহাতে বায়ুর গতি নাশ হইলে এবং তীব্র জ্বর হইলে গলৌঘ রোগ বলা যায়। এই রোগ কফ-রক্ত কর্তৃক উৎপন্ন হয়।

রোগী মূর্চ্ছিত হইয়া শ্বাস বিশিষ্ট হইলে, স্বরের ভিন্নতা এবং

---

(১) "ঘনবর্ত্তি" মোটা পলিতার মত।

গলনালী শুষ্ক ও (১) বদ্ধ হইলে, স্বরঘ্ন বলা যায়। শ্বাসের পথ, কফাবৃত হইলে এই রোগ উৎপন্ন হয়। গলদেশের ফুলা ক্রমে ক্রমে বিস্তার হইয়া গলনালী প্রায় রোধ করে ও ফুলা লম্বিত হয়। এই রোগ ত্রিদোষ-সম্ভূত, অতিশয় ক্লেশদায়ক ও প্রাণ-সংহার-কারী, ইহাকে মাংসতান বলে। গল-দেশের অভ্যন্তরে ঈষৎ রক্তবর্ণ দাহ ও বেদনা বিশিষ্ট ফুলা জন্মিয়া তত্রস্থ মাংসকে শীর্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত করে। ইহাকে বিদারী রোগ বলে। ইহা পিত্ত দ্বারা উৎপন্ন হয়। রোগী যে পার্শ্বে শয়ন করে, সেই পার্শ্বেই এই রোগ বিশেষরূপে জন্মে। সর্ব্বসরা অথবা মুখের সর্ব্বস্থান ব্যাপী রোগ, বায়ু পিত্ত কফ ও শোণিত এই সকল দোষের সন্নিপাতে জন্মে। বেদনা যুক্ত স্ফোটের দ্বারা মুখের সর্ব্বস্থান ব্যাপ্ত হইলে, তাহাকে বায়ু-জন্য সর্ব্বসরা বলা যায়। ঈষৎ পীত-যুক্ত রক্তবর্ণ, ও দাহ বিশিষ্ট স্ফোটের দ্বারা ব্যাপ্ত হইলে, তাহাকে পিত্ত কোপ প্রযুক্ত সর্ব্বসরা রোগ বলা যায়। কণ্ডু-যুক্ত অল্প বেদনা বিশিষ্ট ও ত্বকের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট স্ফোটের দ্বারা ব্যাপ্ত হইলে, শ্লেষ্মা-জন্য সর্ব্বসরা বলা যায়। কেহ কেহ বলেন, যে রক্তকর্তৃক পিত্ত চালিত হইয়া এক প্রকার মাত্র সর্ব্বসরা রোগ জন্মায়, তাহাকে মুখ পাক বলে।

---

(১) "গলনলী বদ্ধ" কিছু গিলিতে না পারা।

নিদান স্থানের টীকা।

বাত ব্যাধি।

যদিও পক্বাশয় ও গুদ বায়ুর স্থান বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন তথাপি নাভি কণ্ঠ প্রভৃতি অপরাপর স্থানও ইহা আশ্রয় করিয়া থাকে। তবে পক্বাশয় ও গুহ্যদেশ ইহার প্রধান স্থান।

ব্যান বায়ুর দ্বারা যে পঞ্চবিধ কার্য্য হওয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে ব্যান বায়ু সর্ব্বশরীর গামী। ইহার দ্বারা পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য প্রবৃত্তি জন্মে। অর্থাৎ বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়ের শব্দ গ্রহণ গমন ও মল মূত্র নিঃসরণ এই পাঁচটী কার্য্য নিষ্পন্ন হয়।

"আনাহ" মল মূত্র এক কালে বদ্ধ হওয়া। "সুপ্তি" স্পর্শজ্ঞান না থাকা ("ত্বকের সঙ্কোচ ভাব") এ অর্থ সঙ্গত হয় না।

নিষ্প্রয়োজনে আহারকে মিথ্যা আহার বলা হইয়াছে, অপথ্যও বলা যায়।

বাত রক্তের নিদানে "প্রাণ ও মাংসের ক্ষয়" এস্থলে প্রাণ শব্দের অর্থ বল।

ধনুস্তম্ভ রোগে বায়ু স্নায়ু-মধ্যে প্রবেশ করিয়া আকুঞ্চন করিতে থাকে।

অর্দ্দিত রোগে যে প্রশক্ত ও অব্যক্ত ভাষী শব্দ লিখিত হইয়াছে, তাহাতে প্রশক্ত শব্দের অর্থ জড়ান কথা।

বাত কণ্টক রোগে বায়ু খুড়ক দেশ আশ্রয় করে। খুড়ক শব্দের অর্থ গুল্‌ফ।

অর্শ রোগ।

"অম্লিকা অম্ল উদ্গার।

"পাণ্ডু গ্রহণী অথবা শোষ রোগীর বলী জন্মিবার সম্ভাবনা হইলে" এই পাঠের স্থানে "পাণ্ডু গ্রহণী অথবা শোষ রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা হয়" এইরূপ পাঠ হইবে।

জাতেষ্বে তানি রূপাণি প্রব্যক্ত তরাণি ভবন্তি। অর্শ জন্মিলে সকল পূর্ব্বলক্ষণ অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে

অশ্মরী রোগ।

"অসংশোধনশীল" যাহারা বমন ও বিরেচন দ্বারা সংশোধন না করে।

"অপথ্যকারী" আহার বা আচরণে নিয়ম লঙ্ঘনকারী।

এই অশ্মরীরোগে কুপিত শ্লেষ্মা মূত্রের সহিত মিলিত হইয়া বস্তি দেশে প্রবেশ পূর্ব্বক অশ্মরী জন্মায় ইহাকে সচরাচর পাথুরীরোগ বলে।

"মধুর ন্যায় বর্ণ" অর্থাৎ ঈষৎ পিঙ্গলের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ।

বায়ু জন্য অশ্মরী রোগে অশ্মরীটি নাড়ী-পথে থাকিয়া মূত্রের বেগ রোধ করে তাহাতে তীব্র বেদনা জন্মে।

বায়ু-জন্য অশ্মরী রোগে বায়ু মূত্র ও পুরীষ কষ্টে নিঃসরণ হয়।

"সদন"—অবসন্নতা

আমুখাৎ সলিলে ন্যস্ত পার্শ্বে ভাঃ পূর্য্যাতেনবঃ।
ঘটো যথা তথা বিদ্ধি বস্তির্মূত্রেণ পূর্য্যতে॥

নূতন ঘট জলে মগ্ন করিলে যেমন পার্শ্ব দিয়া জল প্রবেশ করিয়া ঘটের মুখ পর্য্যন্ত পূর্ণ করে। মূত্রাশয় ও সেইরূপ পার্শ্বস্থিত সকল নাড়ীর দ্বারা মূত্র পূর্ণ হয়। এই স্থলটি অনুবাদে স্পষ্ট হয় নাই।

ভগন্দর।

"বায়ু নির্গমন স্থানে"—এই সকল পায়ুর অন্তর্দ্দেশে মলদ্বারের পার্শ্বে এইরূপ হইবে।

"ভগ" শব্দে মলদ্বার প্রভৃতি স্থান বুঝিতে হইবে। ভোজগ্রন্থে কথিত হইয়াছে যথা—ভগং পরিসমন্তাচ্চ গুদ বস্তি স্তথৈবচ।

উন্মার্গী ভগন্দরকে তন্ত্রান্তরে অর্শ ভগন্দর বলে। যথা "কফ পিত্তেতু পূর্ব্বোথে দুর্নামাশ্রিত্য কুপ্যতঃ। অর্শঃস্থলে ততঃ শোথঃ কণ্ডূ দাহার্ত্তিমাণ্ ভবেৎ। স শীঘ্রং পক্ব ভিন্নোঽস্য ক্লেদযন্ মল মর্শসঃ। স্রবত্যজস্রং গতিভিরয়মর্শো ভগন্দরঃ।" কফ ও পিত্ত অর্শের আশ্রয়ে কুপিত হইয়া অর্শের মূলে শোথ কণ্ডূ ও দাহ জন্মায়। সেইটি শীঘ্র পাকিয়া বিদীর্ণ হয়; ও বলির মূল ক্লেদযুক্ত করে। গমনাগমনের দ্বারা তাহা হইতে নিয়ত আস্রাব হয়। তাহাকে অর্শ ভগন্দর কহে।

কুষ্ঠ রোগ।

কুষ্ঠ রোগের যে সকল কারণ লেখা হইয়াছে, তদতিরিক্ত অত্যর্থ স্নেহ পান করাও ইহার কারণ। ভ্রম বশতঃ এই কারণ নিদানে উল্লেখ করা হয় নাই।

কুষ্ঠরোগে যে সকল পূর্ব্বরূপের লক্ষণ বলা হইয়াছে, তদতিরিক্ত ক্ষতটী ক্রমশঃ প্রসারিত হওয়া ও অঙ্গে স্পর্শজ্ঞানের অভাব, এই দুটী লক্ষণও হইয়া থাকে।

"উৎ সন্নতস্তু দোষ গ্রহণ মভিভবাৎ। ফুলা ও যন্ত্রণার দ্বারা দোষ জানা যায়। যেমন কণ্ডূযুক্ত হইলে কফের কার্য্য বলা যায়, অতিশয় স্রাব হইলে পিত্তের কার্য্য বলা যায়, এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে বায়ুর কার্য্য বলা যায়।

"পরিধ্বংসি" কখন কখন একেবারে মিলিয়া যায়।

"স্বাপ" শব্দের অর্থ স্পর্শজ্ঞান না থাকা বুঝায়। ভ্রমক্রমে কোন কোন স্থলে "ম্লানতা" লেখা হইয়াছে।

ঔডুম্বর নামক কুষ্ঠের আকৃতি ও বর্ণ ডুম্বরের ন্যায় হয়। কিন্তু গ্রন্থান্তরে কেবল বর্ণের সাদৃশ্য থাকা বলিয়াছেন যথা;—রুগ্দাহ রোগ কণ্ডূভিঃ পরীতং রোম পিঞ্জরং। ঔডুম্বর ফলাভাসং কুষ্ঠ মৌড়ুম্বরং বদেৎ।

এককুষ্ঠের বর্ণ কৃষ্ণরক্ত কেবল কৃষ্ণবর্ণ নহে।

গ্রন্থান্তরে চর্ম্মদলের লক্ষণ এইরূপ কথিত হইয়াছে যথা,—রক্তং সশূলং কণ্ডূমৎ সস্ফোটং যদ্দলত্যপি। তচ্চর্ম্ম দলমাখ্যাতং সংস্পর্শাসহমুচ্যতে।

রক্তবর্ণ বেদনা ও কণ্ডূ ওস্ফোট-বিশিষ্ট হইলে ও তাহা হইতে রস নিঃসরণ হইলে চর্ম্মদল বলা যায়। ইহাতে স্পর্শ করিলে সহ্য হয় না। গ্রন্থান্তরে সিধ্ম কুষ্ঠ অলাবু ফুলের ন্যায় বলিয়াছে ও তাহা প্রায়ই বক্ষস্থলে জন্মিয়া থাকে। ও তাহা ঘর্ষণ করিলে গুঁড়ার ন্যায় পড়ে। গ্রন্থান্তরে বিচর্চ্চিকা নামক কুষ্ঠ কণ্ডূ ও পীড়কাযুক্ত (চুলকুণি) ও শ্যাব বর্ণ (ঘোর কাল নয়) এবং তাহা হইতে অতিশয় রস স্রাব হয়। এইরূপ লক্ষণ লিখিয়াছে।

প্রমেহ রোগ।

"প্রস্রাবের পর লিঙ্গ বৃদ্ধি হয়" এইস্থলে "বেগ না হইয়া অজস্র প্রস্রাব হয়" এইরূপ হইবে।

"অম্লিকা" অম্লের উদ্গার।

বিসর্প নাড়ী ও স্তনরোগ।

"প্রমেদ বহুল" এই শব্দের স্থানে প্রভেদ বহুল হইবে। ইহার অর্থ অতিশয় ফাটিয়া যায়।

নাড়ীব্রণে সকল দোষ একত্র অথবা প্রত্যেক দোষ ভিন্নরূপে বর্দ্ধিত হইয়া রোগ জন্মায়। অথবা কোন প্রকার শল্য বদ্ধ থাকিলেও এ রোগ জন্মে।

গ্রন্থি, অপচী, অর্ব্বুদ ও গলগণ্ড রোগ।

"বালকদিগের গলদেশে বামনহাটী হইলে যেমন গ্রন্থির ন্যায় ফোঁড়া পুনঃ পুনঃ জন্মে ও গলিয়া যায়, সেইরূপ রোগ গালের হাড়ে; বগলে স্কন্ধে, ঘাড়ে ও গলাতে জন্মিলে তাহাকে অপচী বলে। এই রোগ সাধ্য, কিন্তু পার্শ্বশূল, কাস, জ্বর বা বমন, এই সকলের মধ্যে কোন একটী উপসর্গ সঙ্গে থাকিলে অসাধ্য হয়।

"অর্ব্বুদ" ইহাকে সচরাচর আব বলে।

"বস্তি" ভিস্তির মসক।

পিত্ত জন্য বৃদ্ধি রোগে জ্বর হয়।

"ক্ষুব্ধ হইতে থাকে" অন্তরে চঞ্চল হয়, তাহাতে প্রস্রাবের কালে কোশের উপদ্রব থাকে।

শারীর স্থান।

প্রথম অধ্যায়।

সর্ব্বভূত চিন্তা শরীর।

অব্যক্ত (প্রকৃতি) সর্ব্বভূতের কারণ, স্বয়ং কারণ হীন, সত্ত্ব রজস্তম এই ত্রিগুণের লক্ষণ বিশিষ্ট, অষ্টরূপ বিশিষ্ট, এবং অখিল জগতের উৎপত্তির হেতু। যেমন সমুদ্র সমস্ত জলের আশ্রয়, সেইরূপ সেই এক মাত্র প্রকৃতি অসংখ্য ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের আশ্রয় (১)। সেই

(১) যেমন নিদ্রাকালে আমাদিগের চেতন বৃত্তি নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চিন্ত থাকে পরে নিদ্রাভঙ্গ কালে সেই নিশ্চেষ্ট চেতন সংযত হইয়া অহংভাবে পরিণত হয়, অহংভাবে পরিণত হইলেই তাহাতে ইচ্ছা শক্তি প্রকাশ হইয়া ক্রিয়ার অভিমুখে প্রবৃত্তি হয়, সেইরূপ অনন্ত আকাশে ব্রহ্মচৈতন্য নিশ্চেষ্ট ভাবে ব্যক্ত হইয়া থাকে, কোন কালে তাহার কোন দেশে সেই নিশ্চেষ্ট চেতন্ ঘনীভূত বা সঙ্কুচিত হইয়া অহংভাবে পরিণত হইলে, তাহাতে ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়া-প্রবৃত্তি জন্মে। অহংভাবে পরিণত সেই চেতনকে বিরাট পুরুষ, অথবা হিরণ্যগর্ভ অথবা ঈশ্বর বলে। ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়া শক্তি বিশিষ্ট জগতের বীজ স্বরূপ সেই বিরাট পুরুষকেই পরা প্রকৃতি বলে। সেই বিরাট পুরুষ সূর্য্যমণ্ডলের অন্তর্ভূত বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন। বীজের মধ্যে যেরূপ বৃক্ষের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুণ ও ক্রিয়া প্রভৃতি অব্যক্ত ভাবে থাকে। অশেষ প্রকার দ্রব্য গুণ ও ক্রিয়া বিশিষ্ট এই অনন্ত বিশ্বও সেইরূপ পরা প্রকৃতিকে অব্যক্ত ভাবে থাকে। সত্ত্বং রজস্ত মশ্চৈব গুণত্রয় মুদাহৃতা। সাম্যাবস্থিতিরেতেষাং প্রকৃতিঃ পরিকীর্ত্তিতা। কেচিৎ প্রধান মিত্যাহু রব্যক্ত মপরে জগুঃ। বিশ্বসৃষ্টির বিষয়ে প্রাচীন আর্য্যদিগের অধ্যাত্ম শাস্ত্রে এই অভিপ্রায়ই দেখা যায়।

"অষ্টরূপ বিশিষ্ট" ভূমি অপ্ অনল বায়ু আকাশ এই পঞ্চতন্মাত্র ও মন বুদ্ধি

অব্যক্ত হইতে অব্যক্তের লক্ষণ-বিশিষ্ট মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়, এবং সেই মহত্তত্ত্ব হইতে মহত্তত্ত্বের লক্ষণ বিশিষ্ট অহঙ্কার উৎপন্ন হয় (১)। অহঙ্কার তিন প্রকার, বৈকারিক তৈজস্ এবং ভূতাদি (২)। তৈজসের সহযোগে বৈকারিক অহঙ্কারের দ্বারা, অহঙ্কারের লক্ষণ বিশিষ্ট একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। সেই একাদশ ইন্দ্রিয় যথা;

অহঙ্কার এই আটটী প্রকৃতির রূপ। ভূমিরাপোনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেবচ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতি রষ্টথা। এই আট প্রকার পদার্থকে অপরা প্রকৃতি বলে।

"সেই একমাত্র প্রকৃতি অসংখ্য ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের আশ্রয়" প্রকৃতি চেতন শক্তির মিলিত হইলে অহংভাব বিশিষ্ট জীব জন্মে। সেই জীব ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ। সুতরাং প্রকৃতিই এই অসংখ্য জীবের বা ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের আশ্রয়।

"ক্ষেত্রজ্ঞ" ক্ষেত্র—শরীর, জ্ঞ—যে জানে। শরীরে অহংভাব বিশিষ্ট চেতন স্বরূপ পুরুষকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে। ইহাতে বাহ্য বিরাট দেহে সেই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বগত ঈশ্বর শব্দে বাচ্য। এবং প্রাণীদেহে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ অসর্ব্বগত জীব শব্দে বাচ্য। ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্র মিত্যভিধীয়তে। এতদ্যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ। ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(১) 'মহত্তত্ত্ব' শরীরের যে পদার্থকে বুদ্ধি বলে। বাহ্য জগতে সেইরূপ পদার্থকে মহত্তত্ত্ব বলে। আর্য্যেরা দেহকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলেন। যে সকল শক্তি বা পদার্থের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, সেইরূপ শক্তি বা কৌশলে শরীরের কার্য্যও নির্ব্বাহ হয়। প্রাচীন গ্রন্থে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় যথা, ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সর্ব্বে শরীরেষু ব্যবস্থিতা বর্ত্তমান সময়ের সুপ্রসিদ্ধ আধ্যাত্মবিৎ পণ্ডিত ডড্ সাহেবও লিখিয়াছেন যে External is the typical of the internal. আমেরিকানেরা এক্ষণে এই বিষয় লইয়া মহা আন্দোলন করিতেছেন। "অহঙ্কার" ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের চেতনে, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সমস্ত শরীর ব্যাপী যে অহংভাব বিশিষ্ট প্রবৃত্তি জন্মে তাহাকে অহঙ্কার বলে।

(২) "অহঙ্কার তিন প্রকার" ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের চেতন যখন অহংভাবে বিকৃত হইয়া সমস্ত শরীরে ও ইন্দ্রিয়ে অবস্থিতি করে তখন তাহাকে বৈকারীক অহঙ্কার বলে। সেই বিকৃত অহংভাব বিশিষ্ট চেতনে যখন চিন্তা অনুভব প্রভৃতি বৃত্তি জন্মে, তখন তাহাকে তৈজস-অহঙ্কার বলা যায়। সেই তৈজস অহঙ্কারে যখন ইচ্ছা শক্তি প্রবল হইয়া ক্রিয়া-প্রবৃত্তি জন্মায়, তখন তাহাকে ভূতাদি অহঙ্কার বলে।

শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা ঘ্রাণ বাক্ হস্ত উপস্থ পায়ু পাদ এবং মন। তাহাদিগের মধ্যে প্রথম পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অপর পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। মন, এই উভয় গুণ বিশিষ্ট (১)।

তৈজস-অহঙ্কারের সহযোগে ভূতাদি-অহঙ্কার হইতে সেই অহঙ্কারের লক্ষণ বিশিষ্ট পঞ্চ তন্মাত্র (২) উৎপন্ন হয়। পঞ্চ-তন্মাত্র যথা;—শব্দ-তন্মাত্র, স্পর্শ-তন্মাত্র, রূপ-তন্মাত্র রস-তন্মাত্র ও গন্ধ-তন্মাত্র। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচটী তাহাদিগের গুণ। সেই পঞ্চ তন্মাত্র হইতে আকাশ বায়ু অগ্নি জল পৃথিবী এই পঞ্চ ভূত উৎপন্ন হয়। ইহারাই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। (৩)।

শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, ইহারা যথাক্রমে শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা ঘ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়। বচন আদান আনন্দ বিসর্গ ও বিহরণ, ইহারা যথাক্রমে বাক্ হস্ত উপস্থ পায়ু পাদ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয়। অব্যক্ত মহান্ অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র, এই আটটী প্রকৃতি (৪) ও অবশিষ্ট ষোড়শ বিকৃতি (অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় ও শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি পাঁচটি)। ইহাদিগের স্ব স্ব বিষয় আপনাপন

---

(১) "মন এই উভয় গুণ বিশিষ্ট" জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়ের কার্য্যই মনের সহায়তায় সম্পন্ন হয়।

(২) "তৈজস অহঙ্কারের সহযোগে ভূতাদি অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র তৈজস অহঙ্কারে ইচ্ছা শক্তি প্রবল হইলে অতিশয় ক্রিয়া প্রবৃত্তি জন্মে। ক্রিয়ার অভিমুখে অতিশয় প্রবৃত্তি জন্মিলে তাহা হইতে অতি সূক্ষ্ম-তেজঃ স্বরূপ তন্মাত্র সকল নিঃসৃত হইতে থাকে। তদ্দ্বারা এই অনন্ত বিশ্বের সৃষ্টি হয়। দেহে চেতন শক্তির এইরূপ কার্য্য প্রণালীর দ্বারা সকল কায়িক ও অন্তঃকরণের কার্য্য সম্পন্ন হয়।

(৩) "চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব" মহাভূতনি-হঙ্কারো বুদ্ধে রব্যক্ত মেবচ। ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয় গোচরা। পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার বুদ্ধি প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয় মন, এবং শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়; ইহারা চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব।

(৪) এই আটটিকেই অপরা প্রকৃতি বলে।

অধিভূত। (৮) এবং অধ্যাত্মই তাহাদিগের সকলের অধিদৈবত। বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা, অহঙ্কারের ঈশ্বর, মনের চন্দ্রমা, শ্রবণেন্দ্রিয়ের দিক্, ত্বকের বায়ু, দর্শনেন্দ্রিয়ের সূর্য্য, রসনার জল, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পৃথিবী, বাক্যের অগ্নি, হস্ত-দ্বয়ের ইন্দ্র, পাদদ্বয়ের বিষ্ণু, পায়ুর মিত্র, এবং শিশ্নের প্রজাপতি। ইহারা সকলেই অচেতন। এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতীত পুরুষ পঞ্চবিংশতিতম। ইনিই কার্য্য কারণ বিশিষ্ট ও সকল পদার্থের চেতনকারী। সেই পুরুষ অচেতন ধর্ম্ম-বিশিষ্ট হইলেও তাহার পুরুষ-কৈবল্যার্থ (৯) সকল শাস্ত্রে উপদেশ করিয়াছে, এবং তদ্বিষয়ে ক্ষীরাদির উদাহরণও দেওয়া হইয়াছে।

---

(৮) "অধিভূত" যে বিষয় অধিকার করিয়া কোন বস্তু অবস্থিতি করে, সেই বিষয়কে সেই বস্তুর অধিভূত বলা যায়। যে ইন্দ্রিয়ের যে কার্য্য, সেই কার্য্যই সেই ইন্দ্রিয়ের অধিভূত বিষয়।

"অধিদৈবত" অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

"অধ্যাত্ম" স্বভাব। ইহাতে এই ভাব প্রকাশ পায় যে, যে ইন্দ্রিয়ের যে ক্রিয়া শক্তি আছে, অথবা যে রূপ পদার্থের শক্তিতে বা আশ্রয়ে তাহার ক্রিয়া হয়, সেই রূপ পদার্থই বা সেই ক্রিয়া-শক্তিই তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ইহাতে ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি যে সকল অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারা সেই পরা প্রকৃতির অবস্থা বা শক্তি বলা যাইতে পারে।

(৯) "পুরুষ কৈবল্যার্থ" পুরুষ শব্দে জীব অথবা দেহে অহংভাব বিশিষ্ট চেতন, কৈবল্য শব্দে কেবলতা অথবা কাহারও সহিত মিলিত না হওয়া। জীব স্বভাবতঃ চেতন। তাহাতে জগৎ পদার্থ অবিরত চিন্তা করা প্রযুক্ত, জড় পদার্থের প্রতিবিম্বের সহিত সেই চেতন মিলিত হইয়া জড়-ভাবে পরিণত হয়। সেই পুরুষ বা দেহস্থ চেতন এককালে জড় পদার্থের প্রতিবিম্বের সহিত মিলিত না হইয়া নিয়ত কেবল

অতঃপর প্রকৃতি পুরুষের সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য বলা যাইতেছে।

উভয়েই অনাদি অনন্ত লক্ষণ-হীন নিত্য সকলের পর এবং সর্ব্ব-গত। প্রকৃতি,—একা মাত্র, অচেতনা ত্রিগুণা, বীজধর্ম্মিণী, প্রসব-ধর্ম্মিণী, অমধ্যস্থ-ধর্ম্মিণী (১)।

মাত্র চেতন ভাবে থাকিলে, সেই অবস্থাকে পুরুষ-কৈবল্য বলা যায়। ইহাতে নির্ব্বাণ মুক্তি বুঝায়।

ক্ষীরাদির উদাহরণ যথা,—যস্মিন্ বিশ্বং সকলভুবনং সামরস্যৈক ভূত মুর্ব্বীরাপোঽনল মনিলখং জীবমেব ক্রমেণ। যৎক্ষীরাব্ধৌ সম-রসতয়া সন্ধবৈক স্বরূপং নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কোবিধিঃ কো-নিষেধঃ।——ক্ষীরে ক্ষীরং সমরসতয়া তোয়মেবাম্বু মধ্যে ইত্যাদি।

(১) অনাদি অনন্ত নির্ব্বিশেষ নিত্য পরাৎপর এবং সর্ব্বগত, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েরই এই রূপ বর্ণনার দ্বারা বোধ হয় যে গ্রন্থকার এ স্থলে বেদান্ত-বর্ণিত বাহ্য জগৎ প্রসবিনী পরা প্রকৃতি ও হিরণ্যগর্ভ নামক বিরাট পুরুষ এই উভয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। পরা প্রকৃতির বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সেই প্রকৃতিতে যে ঘনীভূত চেতন অবস্থিতি করে তাহাকে বিরাট পুরুষ বলে। যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রভৃতি দেহের অন্ত-র্বাহ্য ব্যাপ্ত হইয়া যে চেতন অহংভাবে দেহে অবস্থিতি করে তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ বলে, সেই রূপ এই বিশ্ব স্বরূপ দেহের অন্তর্বাহ্য ব্যাপ্ত করিয়া যে চেতন অহংভাবে অধিস্থিতি করে তাহাকে বিরাট পুরুষ বলে। সেই চেতন স্বরূপ বিরাট অথবা ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ হইতে ভিন্ন ভাবে গ্রহণ করিলে প্রকৃতিকে কেবল সেই পুরুষের জড়ময় অবস্থা বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং প্রকৃতি কেবল জড় পদার্থ। চেতন ও জড়ের মধ্যবর্ত্তিনী না হওয়াতে তাহাকে অমধ্যস্থ ধর্ম্মিণী বলা যায়।

পুরুষ,—বহু, চেতনা-বিশিষ্ট, নির্গুণ, অবীজধর্ম্মী, অপ্রসব-ধর্ম্মী, এবং অমধ্যস্থ-ধর্ম্মী (২)।

কারণের অনুরূপ কার্য্য, এই বিবেচনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত সকল বিশেষণই সত্ত্বরজস্তমোময় বলা যায় (৩)। কেহ কেহ বলেন যে তদঞ্জনত্ব ও তন্ময়ত্ব (৪) প্রযুক্ত, পুরুষ সমস্ত তদ্‌গুণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

বৈদ্যক গ্রন্থে কথিত আছে যে স্থূলদর্শী ব্যক্তিরা, স্বভাব ঈশ্বর কাল যদৃচ্ছা নিয়তি ও পরিণাম, এই সকলকে প্রকৃতি বলেন। তন্ময় ও সেই সেই গুণ ও লক্ষণ বিশিষ্ট অসংখ্য ভূতগ্রাম, প্রকৃতি হইতে

---

(২) জীব-চেতন প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবস্থিতি করে বলিয়া, সেই জীব অথবা ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকে বহু বলা যায়। সেই পুরুষ, চেতন ও জড় উভয়-ধর্ম্ম বিশিষ্ট বলিয়া তাহাকে মধ্যস্থ ধর্ম্মী বলা যায়।

(৩) এস্থলে বিরাট পুরুষ কারণ, ক্ষেত্রজ্ঞ-জীব সমস্ত তাহার কার্য্য। সমস্ত জীব সেই বিরাট পুরুষ হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহারই গুণ প্রাপ্ত হয়। সেই সমস্ত গুণ সত্ত্বরজস্তমোময়।

(৪) তদঞ্জনত্ব ও তন্ময়ত্ব শব্দে এই রূপ অভিপ্রায় বোধ হয়, যে সেই প্রকৃতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও প্রকৃতিময় অর্থাৎ প্রকৃতি পদার্থে নির্ম্মিত, এজন্য সকল জীবই বাহ্য জগতের প্রকৃতি বিশিষ্ট। অর্থাৎ বাহ্য জগতের যেরূপ প্রকৃতি, জীব-দেহেরও সেই রূপ প্রকৃতি। আর্য্য-গণের এইমত সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কারণ, জনকের গুণ জন্য-পদার্থে বর্ত্তে, এই নিয়ম যদি স্বীকার করিতে হয়, তবে বিশ্বপদার্থ হইতে এই দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং বিরাট জগতের সহিত ইহার তুল্য প্রকৃতি হওয়া অসঙ্গত নহে। আধুনিক ইয়ুরোপীয় আত্ম-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ এই প্রাণীদেহকে বাহ্য বিরাট-দেহের অনুকরণ বলিয়া বলেন।

সংভূত হইয়াছে। ভূতগ্রাম ব্যতীত অন্য কোন বিষয় চিকিৎসা শাস্ত্রের চিন্তনীয় নহে। একারণ ভূতগ্রামই চিকিৎসা শাস্ত্রের বিষয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। প্রকৃতি হইতে যাহা কিছু উৎপত্তি হয় তাহাদিগের সকলকেই ভূতগ্রাম কহে। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় এই উভয়ই ভৌতিক বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

মনুষ্য ইন্দ্রিয়-গণের দ্বারা ইন্দ্রিয়দিগের স্ব স্ব বিষয় গ্রহণ করেন। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় ও তাহার বিষয় উভয়েই তুল্য যোনি প্রযুক্ত এক ইন্দ্রিয়ের বিষয় অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় না (৫)।

নিত্য সর্ব্বগত ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে কোন উপদেশ নাই। অসর্ব্বগত ক্ষেত্রজ্ঞ-পুরুষকে নিত্য পুরুষ বলিয়া বোধ হইবার পক্ষে এস্থলে অনেক কারণ কথিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অসর্ব্বগত ক্ষেত্রজ্ঞ-পুরুষ সকলই ধর্ম্মাধর্ম্ম নিমিত্ত তির্য্যক্-যোনি মানব-যোনি ও দেবযোনিতে সঞ্চরণ করে। সেই সকল ক্ষেত্রজ্ঞ-পুরুষই অনুমান-গ্রাহ্য শ্রেষ্ঠ সূক্ষ্ম চেতনা-বিশিষ্ট, শাশ্বত, এবং শুক্র শোণিত সংযোগে প্রকাশিত। কারণ, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে পঞ্চমহাভূত ও দেহী এই উভয়ের সমবায়কে পুরুষ বলে (৬)। সেই কর্ম্ম-পুরুষ

---

(৫) যে ইন্দ্রিয় যে গুণ গ্রহণ করে, সেই ইন্দ্রিয় সেই রূপ তন্মাত্রের দ্বারা নির্ম্মিত। যথা কর্ণেন্দ্রিয় শব্দ গুণ গ্রহণ করে। আকাশ তন্মাত্র বা শব্দতন্মাত্রের রজো অংশ হইতে শ্রবণ শক্তির উৎপত্তি। জলের রস গুণ। জলের বা রসের তন্মাত্রের রজো অংশ হইতে রসনেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি।

(৬) এস্থলে দেহী শব্দে দেহস্থিত চেতন বলিতে হইবে, জীব বলা যায় না। কারণ একাদশ ইন্দ্রিয় পঞ্চ তন্মাত্র ও বুদ্ধি এই গুলির সমষ্টি জীব। পঞ্চভূতের সহিত অন্তঃকরণ বৃত্তি মিলিত হইয়া জীব অথবা পুরুষ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, সুতরাং পুনর্ব্বার পঞ্চভূতের সহিত

চিকিৎসার বিষয় (৭)। সুখ দুঃখ ইচ্ছা দ্বেষ যত্ন প্রাণ অপান নিমেষ উন্মেষ বুদ্ধি মন সঙ্কল্প বিচার স্মৃতি বিজ্ঞান অধ্যবসায় এবং বিষয়ের উপলব্ধি, এই গুলি তাহার গুণ। অনৃশংসতা সংবিভাগরুচিতা (স্বার্থপর হীনতা) তিতিক্ষা (শীতোষ্ণাদি সহ্য করণ) সত্য ধর্ম্ম আস্তিক্য (ঈশ্বরে বিশ্বাস) জ্ঞান বুদ্ধি মেধা স্মৃতি ধৈর্য্য এবং সঙ্গ-বর্জ্জন, এই গুলি সাত্বিক গুণ। দুঃখবহুলতা, চঞ্চলতা, অধৈর্য্য, অহঙ্কার, অসত্য অবলম্বন, নির্দ্দয়তা, দম্ভ মান হর্ষ কাম ও ক্রোধ, এই গুলি রাজসিক গুণ। বিষাদিত হওয়া, নাস্তিকতা, অধর্ম্মশীলতা, বুদ্ধির নিরোধ, অজ্ঞানতা, মেধা-হীনতা, অকর্ম্ম-শীলতা এবং নিদ্রালুতা, এই গুলি তামসিক গুণ। শব্দ; শব্দেন্দ্রিয়, সচ্ছিদ্রতা ও প্রকাশমানতা, এই গুলি আকাশ-সংভূত। স্পর্শ; স্পর্শেন্দ্রিয় সমস্ত, ক্রিয়াশক্তি, শরীরের স্পন্দন এবং লঘুতা, এই গুলি বায়ু হইতে উৎপন্ন। রূপ; রূপেন্দ্রিয়, দীপ্তিমানতা, পাচকশক্তি, ক্রোধ, তীক্ষ্ণতা এবং শূরত্ব, এই গুলি তেজ হইতে উৎপন্ন। রস; রসনেন্দ্রিয়, সকল দ্রব বস্তু, এবং গুরুত্ব, এই গুলি জল হইতে উৎপন্ন। গন্ধ; গন্ধেন্দ্রিয়, সকল প্রকার মূর্ত্তি, এবং গুরুতা, এই গুলি পৃথ্বী হইতে উৎপন্ন। আকাশ সত্ববহুল, বায়ু রজো-বহুল, অগ্নি সত্বরজো-বহুল, জল সত্ত্ব ও তমোবহুল এবং পৃথ্বী তমো-বহুল।

এই পঞ্চ তন্মাত্র পরস্পর মিলিত হইয়া স্ব স্ব দ্রব্যে (পৃথিবী জল অগ্নি ইত্যাদিতে) পঞ্চভূতের লক্ষণই প্রকাশ করিতেছে। অষ্ট

মিলিত হইয়া জীবের পুরুষ-নাম গ্রহণ করা সম্ভবে না। অতএব দেহস্থিত চেতন পঞ্চ তন্মাত্রের সহিত মিলিত হইয়াই জীব অথবা পুরুষ শব্দের বাচ্য হয়।

(৭) "কর্ম্ম-পুরুষ" যাহাতে চিকিৎসা কার্য্য বর্ত্তে তাহাকে কর্ম্ম পুরুষ বলে। অতএব কর্ম্ম পুরুষ অর্থে জীব।

প্রকৃতি ও ষোড়শ বিকার এবং স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয় সংক্ষেপে বলা হইল (৯)।

অথ শুক্র-শোণিত-শুদ্ধি।

বাত পিত্ত শ্লেষ্মা কুণপ গ্রন্থি পূতি পূয ক্ষীণ মূত্র ও পুরীষ, এই সকল দোষের দ্বারা রেতঃ দূষিত হইলে, লোকে সন্তান উৎপাদনে সমর্থ হয় না। রেতঃ, বায়ু-কর্তৃক দূষিত হইলে, বায়ু-জন্য বর্ণ ও বেদনা বিশিষ্ট হয়, পিত্ত-কর্তৃক দূষিত হইলে পিত্তজন্য বেদনা ও বর্ণ বিশিষ্ট হয়, এবং শ্লেষ্মা কর্তৃক দূষিত হইলে, শ্লেষ্মাজন্য বর্ণ ও বেদনা বিশিষ্ট হয়, এবং রক্ত কর্তৃক দূষিত হইলে, শোণিতের ন্যায় বর্ণ বেদনা কুণপ-গন্ধি ও অধিক পরিমাণে নিঃসরণ হয়। রেতঃ, বাত-শ্লেষ্মার দ্বারা গ্রন্থির ন্যায়, পিত্তশ্লেষ্মার দ্বারা পূতি-পূযের ন্যায়, বাত-পিত্তের দ্বারা ক্ষীণ, এবং সন্নিপাতের দ্বারা মূত্র বা পুরীষের গন্ধের ন্যায় গন্ধ-বিশিষ্ট হয়। তাহাদিগের মধ্যে কুণপ-গন্ধি গ্রন্থি-সদৃশ পূতিপূয (দুর্গন্ধ যুক্ত পূযের ন্যায়) এবং ক্ষীণ, রেতের এই সকল দোষ কষ্ট-সাধ্য। মূত্র বা পুরীষ-গন্ধি হইলে অসাধ্য, এতদ্ভিন্ন অপর সকল দোষ সাধ্য।

ত্রিদোষ ও শোণিত এই চারিটী পৃথক্ রূপে, বা ইহাদিগের দুইটী অথবা সমস্ত মিলিয়া আর্ত্তবকেও দূষিত করে। আর্ত্তব দূষিত হইলেও সন্তান জন্মে না। তাহাও পূর্ব্বের ন্যায় দোষ, বর্ণ ও বেদনার দ্বারা জানা যায়। আর্ত্তব, কুণপগন্ধি, গ্রন্থি সদৃশ, পূতিপূয-সদৃশ ক্ষীণ

---

(৯) "স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র ক্ষেত্রজ্ঞ" অর্থাৎ প্রাণীদেহগত জীব শব্দে বাচ্য ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ পরতন্ত্র বা বিরাট জগতের অধীন, এবং বিরাট দেহগত ঈশ্বর শব্দে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ স্বতন্ত্র বা স্বাধীন।

অথবা মূত্র বা পুরীষ সদৃশ হইলে অসাধ্য, তদ্ভিন্ন অন্য লক্ষণ হইলে সাধ্য হয়।

শুক্রের প্রথমোক্ত তিনটী দোষ ঘটিলে, স্নেহ স্বেদাদি ক্রিয়া বিশেষের দ্বারা অথবা উত্তর-বস্তির দ্বারা চিকিৎসা করিবে। শুক্রে কুণপগন্ধ হইলে ঘৃত পান করাইবে, অথবা ধাতকীপুষ্প খদির, দাড়িম ও অর্জ্জন, এই সকলের ক্বাথের দ্বারা, বা সালসারাদি গণের দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া পান করাইবে। গ্রন্থি সদৃশ হইলে, কেবল শঠীর ক্বাথ, অথবা সেই ক্বাথ পলাশ কাষ্ঠের ভস্মের সহিত পান করাইবে। পূয-সদৃশ হইলে পরূষক ও বটাদির দ্বারা (ন্যগ্রোধাদি গণের দ্বারা) ঘৃত পাক করিয়া সেবন করাইবে। রেত ক্ষীণ হইলেও এই ঘৃত বিধেয়। রেত পুরীষ-সদৃশ হইলে চিত্রক, বেণামূল ও হিঙ্গু ইহাদিগের ক্বাথ সেবন করাইবে। স্নেহ সেবন, বমন, তৈল বা ক্বাথের দ্বারা বিরেচন, শুক্রদোষে এই সকল প্রয়োগের পর উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিবে। স্ত্রীলোক-দিগের পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার আর্ত্তব দোষ সংশোধনের জন্য অগ্রে স্নেহ বমনাদি প্রয়োগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ক্বাথ ও ঘৃতাদি সেবন করাইবে।

শোণিত গ্রন্থিভূত হইলে, পাঠা ত্রিকটু ও বৃক্ষক (কুড়চি) ইহা-দিগের ক্বাথ সেবন করিবে। দুর্গন্ধ পূয বা মজ্জা সদৃশ হইলে কর্পূ-রের অথবা চন্দনের ক্বাথ সেবন করিবে। আর্ত্তবের অবশিষ্ট দোষে (কুণপগন্ধ ক্ষীণ বা মূত্র বা পুরীষ সদৃশ হইলে), শুক্রে এই সকল দোষ ঘটিলে যে রূপে চিকিৎসা করিতে হয় সেই রূপে চিকিৎসা করিবে। ইহাতে শালি অন্ন যব মদ্য ও মাংস প্রভৃতি পিত্তল দ্রব্য ভোজন করা হিতকর। স্ফটিক বর্ণ, দ্রব্য স্নিগ্ধ মধুর ও মধুগন্ধ-বিশিষ্ট শুক্রই নির্দ্দোষ। কেহ কেহ তৈল বা মধুর ন্যায় শুক্রকে ভাল বলেন। যে আর্ত্তবের বর্ণ শশকের শোণিতের ন্যায় অথবা লাক্ষারসের ন্যায় ও যাহার দ্বারা বস্ত্র রঞ্জিত না হয় সেই আর্ত্তব নির্দ্দোষ।

ঋতুকাল ভিন্ন অন্যকালে অধিক পরিমাণে আর্ত্তব নিঃসৃত হইলে অসৃগ্‌দর বলা যায়। ইহাতে শোণিতের ভিন্ন প্রকার লক্ষণ হয়। অসৃগ্‌দর রোগে অঙ্গমর্দ্দ ও বেদনা জন্মে। এই রোগে অতিশয় শোণিত নিঃসরণ হইলে, দৌর্ব্বল্য ভ্রম মূর্চ্ছা তমোদৃষ্টি তৃষ্ণা দাহ প্রলাপ পাণ্ডুত্ব তন্দ্রা ও বায়ুজন্য অন্যান্য সকল উপদ্রব জন্মে। অহিত-সেবিনী তরুণীদিগের অল্প উপদ্রব বিশিষ্ট রোগ জন্মিলে, রক্ত-পিত্তের বিধানক্রমে চিকিৎসা করিবে। দোষ কর্ত্তৃক পথ আবৃত থাকিলে আর্ত্তব নিঃসরণ হয় না, ইহাকে আর্ত্তবের বিনাশ বলা যায়। তাহাতে মৎস্য কুলত্থ অম্ল তিল মাষ কলাই, শুষ্ক গোময়, দধি ও শুক্ত, এই সকল দ্রব্য ভোজন করা এবং সুরা ও গোমূত্র পান করা হিতকর। ক্ষীণ-রক্তের (১) লক্ষণ ও চিকিৎসা পূর্ব্বে এক প্রকার বলা হইয়াছে, এবং পূর্ব্বোক্ত নষ্ট রক্তের বিধানেও তাহার চিকিৎসা করা যাইতে পারে।

দূষিত শুক্র শোণিত সংশোধন করিবার প্রণালী বলা হইল। বিশুদ্ধ আর্ত্তবা স্ত্রী, ঋতুর প্রথম দিবসাবধি ব্রহ্মচর্য্য আচরণ অবলম্বন করিবেন। এবং দিবাস্বপ্ন অঞ্জন অশ্রুপাত স্নান অনুলেপন তৈলাদি মর্দ্দন নখচ্ছেদন ধাবন, অতিশয় হাস্য করণ বা কথন, উচ্চশব্দ শ্রবণ, অবলেখন, বায়ু সেবন ও পরিশ্রম পরিত্যাগ করিবেন। কারণ গর্ভের সন্তান দিবা নিদ্রার দ্বারা নিদ্রাশীল, অঞ্জন ব্যবহার করিলে অন্ধ, অশ্রুপাতে বিকৃত দৃষ্টি, স্নানানুলেপনে দুঃখশীল, তৈলাদি মর্দ্দনে কুষ্ঠী, নখচ্ছেদনে কুনখী, ধাবনে চঞ্চল, অতিশয় বাক্য কথনে প্রলাপী, অতিশয় শব্দ শ্রবণে বধির, অবলেখনে চঞ্চল, বায়ু সেবন ও শ্রম করিলে উন্মত্ত হয়, এবং অতিশয় হাস্য করিলে দন্ত ওষ্ঠ তালু ও জিহ্বা

---

(১) "ক্ষীণ রক্ত" ঋতু কালে অল্প রক্ত নিঃসরণ হওয়া।
"নষ্ট রক্ত" ঋতু কালে এককালে শোণিত নিঃসরণ না হওয়া।

শ্যাব বর্ণ হয়। অতএব ঋতুকালে এই সকল পরিত্যাগ করিবেন। তৎকালে তিন দিন কুশাসনে শয়ন করিবেন, করতল শরাব বা পত্রে হবিষ্যান্ন ভোজন করিবেন, এবং স্বামী-সমাগম পরিত্যাগ করিবেন। অনন্তর চতুর্থ দিবসে স্নান করিয়া বস্ত্রালঙ্কার পরিধান ও স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক অগ্রে ভর্ত্তাকে দর্শন করিবেন। কারণ ঋতু-স্নান করিয়া যে রূপ পুরুষকে দর্শন করে সেই রূপ সন্তান হয় (২)। অনন্তর সন্তান-জন্য যে সকল বিধান বিহিত আছে, পুরোহিত তাহা সমাচরণ করিবেন *। অনন্তর ভর্ত্তা এক মাস ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া, ভার্য্যার ঋতুকালের চতুর্থ দিবসে অপরাহ্ণে ঘৃত-দুগ্ধ-যোগে শালি অন্ন ভোজন করিবেন। ভার্য্যাও এক মাস পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া, ঐ দিবসে তৈল মর্দ্দন ও অধিক পরিমাণ মাষকলাই-সংযুক্ত দ্রব্য ভোজন করিবেন। পরে ভর্ত্তা বেদাদিতে বিশ্বাস করিয়া ও পুত্র-কাম হইয়া ঐ রাত্রে অথবা ষষ্ঠ অষ্টম দশম বা দ্বাদশ দিবসে ভার্য্যাতে উপগত হইবেন। ঋতুকালে চতুর্থ দিবস হইতে দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর যত পরে সমাগম হয়, সন্তান ততই সৌভাগ্য-শালী ঐশ্বর্য্যশালী ও বলবান্ হয়। কন্যা কামনা করিলে পঞ্চম সপ্তম নবম বা একাদশ দিবসে গমন করিবেন। ত্রয়োদশ দিবস হইতে সমাগম অবৈধ।

ঋতুর প্রথম দিবসে গমন করিলে পুরুষের আয়ুঃক্ষয় হয়। তাহাতে গর্ভ হইলে সেই গর্ভ প্রসব কালে স্রাব হইয়া যায়। দ্বিতীয়, দিবসে গমন করিলেও সেই রূপ ফল হয়, অথবা সূতিকা-গৃহে সন্তান নষ্ট হয়। তৃতীয় দিবসে গমন করিলেও সেই ফল, অথবা সন্তান অসম্পূর্ণ-অঙ্গ বা অল্পায়ু হয়। চতুর্থ দিবসে গমন করিলে সন্তান সম্পূর্ণ-অঙ্গ ও দীর্ঘায়ু হয়। কিন্তু যাবৎ শোণিত স্রাব হইতে

---

(২) স্বামী অভাবে সূর্য্য দর্শন করিবার বিধি আছে।

* সেই বিধান গর্ভাধান বলা যায়।

থাকে তাবৎ বীজ প্রবিষ্ট হইয়া কোন ফল দর্শায় না। যেমন নদীর স্রোতের প্রতিকূলে কোন দ্রব্য প্রক্ষিপ্ত হইলে ঊর্দ্ধ দিকে গমন করিতে না পারিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, জীবও সেই রূপ প্রবেশ করিতে না পারিয়া প্রতি-নিবৃত্ত হয়। অতএব ঋতুকালে তিন দিবস গমন করিবে না। ঋতুর দ্বাদশ দিবস অতীত হইলে, পুনর্ব্বার এক মাসের পর গমন করা কর্ত্তব্য। দ্বাদশ দিবসের মধ্যে গর্ভ গ্রহণ করিলে, লক্ষণা (লক্ষণা মূল) বট-শুঙ্গা সহদেবা (বেড়েলা) অথবা বিশ্বদেবা (গোরক্ষ চাকুলে) ইহাদিগের মধ্যে কোন একটী দ্রব্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া, তাহার তিন বা চারি বিন্দু পুত্রকামা স্ত্রীর দক্ষিণ নাসা-রন্ধ্রে প্রদান করিবে। তাহা নিষ্ঠীবনের দ্বারা বহিষ্কৃত করা কর্ত্তব্য নহে। ঋতু ক্ষেত্র অম্বু বীজ ইহারা যেমন বিধিপূর্ব্বক সংযোজিত হইলে অঙ্কুরোৎপাদন করে, সেই রূপ বিধিপূর্ব্বক যোজিত হইলে গর্ভও উদপাদন করে। এই নিয়মে সন্তান জন্মিলে রূপবান্ মহা-বলবান্ বুদ্ধিমান্ আয়ুষ্মান্ ধনবান্ পিতৃ পরায়ণ এবং সৎপুত্র হয়। তেজ ধাতু সকল বর্ণের আকর। গর্ভোৎপত্তি কালে সেই তেজ-ধাতু অধিকাংশ জল-ধাতুর সহিত মিলিত হইলে গর্ভ গৌরবর্ণ হয়, অধিকাংশ পার্থিব ধাতুর সহিত মিলিত হইলে গর্ভ কৃষ্ণ-বর্ণ হয়, অধিকাংশ পৃথিবী ও আকাশ-ধাতুর সহিত মিলিত হইলে কৃষ্ণ-শ্যাম হয়, এবং অধিকাংশ জলীয় ও আকাশ-ধাতুর সহিত মিলিত হইলে গৌর-শ্যাম হয়। কেহ কেহ বলেন গর্ভাবস্থায় যে রূপ বর্ণের দ্রব্য আহার করা যায়, সন্তানেরও সেই রূপ বর্ণ হয়। সেই তেজ দৃষ্টি-শক্তির সহিত মিলিত না হইলে জাতান্ধ হয়। তেজ, শোণিত আশ্রয় করিলে রক্তাক্ষ হয়, পিত্ত আশ্রয় করিলে চক্ষু পীত বর্ণ হয়, শ্লেষ্মা আশ্রয় করিলে শুক্লাক্ষ হয়, এবং বায়ুতে আশ্রয় করিলে বিকৃ-তাক্ষ (ট্যারা) হয়।

ঘৃত পিণ্ড যেমন অগ্নি-সংযোগে দ্রবীভূত হয়, নারীর আর্ত্তবও

সেই রূপ পুরুষের সমাগমে বিসর্পিত হয়। গর্ভাশয়ের অভ্যন্তরস্থিত বায়ু কর্ত্তৃক বীজ দ্বিধা-ভাবে ভিন্ন হইলে কুক্ষিদেশে দুই জীবের সঞ্চার হয়, তাহাকে যমজ কহে পিতার অতি অল্প পরিমাণ বীজের দ্বারা যে সন্তান জন্মে তাহাকে আসেক্য কহে। শুক্র ভোজনের দ্বারা তাহার ধ্বজ উচ্ছ্রিত হয়। যে সন্তান পূতি যোনিতে জন্মে তাহাকে সৌগন্ধিক কহে। জননেন্দ্রিয়ের আঘ্রাণে তাহার বল জন্মে। যে ব্যক্তি আপনার পায়ুরন্ধ্রে অব্রহ্মচর্য্য আচরণ করে, অথবা নারীতে পুরুষবৎ প্রবর্ত্ত হয়, তাহাকে কুম্ভীক বলে। অন্যের ব্যবায় দর্শন করিয়া যে ব্যক্তি ব্যবায়ে (সংসর্গে) প্রবর্ত্ত হয়, তাহাকে ঈর্ষক বলে। মোহ বশতঃ আপনি অঙ্গনার ন্যায় ঋতুকালে ভার্য্যাতে প্রবর্ত্ত হইলে যে সন্তান জন্মে, সেই সন্তানের নারীর ন্যায় আকার ও কার্য্য হয়, তাহাকে ষণ্ড কহে। ঋতুকালে স্ত্রীলোক যদি বিপরীত ভাবে পুরুষের ন্যায় ব্যবায়ে প্রবর্ত্ত হয় ও তাহাতে কন্যা জন্মে, তবে সেই কন্যার ক্রিয়া-প্রবৃত্তি পুরুষের ন্যায় হয়। আসেক্য সুগন্ধী কুম্ভীক ও ঈর্ষক ইহাদিগের শুক্রধাতু জন্মে, ষণ্ডের শুক্র-ধাতু জন্মে না। এইরূপ (পূর্ব্বোক্ত মতে) স্বভাবের বিপরীত কার্য্যের দ্বারা হৃষ্ট হইয়া তাহাদিগের শুক্র-বাহিনী সিরা স্ফুটিত হয়, ও তদ্দ্বারা ধ্বজ উচ্ছ্রিত হয়। স্ত্রী পুরুষ উভয়ের যে রূপ আহার আচার ও চেষ্টা হইয়া থাকে, সন্তানেরও সেই রূপ হয়। বৃষস্যন্তী দুই নারী পরস্পরে উপগত হইয়া কোন মতে পরস্পর শুক্রত্যাগ করিলে অস্থি-রহিত সন্তান জন্মে। ঋতু-স্নাতা নারী স্বপ্নে পুরুষ-সহবাস করিলে, তাহার আর্ত্তবশোণিত বায়ু-কর্ত্তৃক কুক্ষিদেশে নীত হইয়া গর্ভ জন্মায়। তাহাতে মাসে মাসে গর্ভ লক্ষণ বর্দ্ধিত হয়। সেই গর্ভ পিতৃগুণ (শুক্র-ভাগ) বর্জ্জিত। তাহাতে সর্প বৃশ্চিক কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি বিকৃত আকার জন্মে। স্ত্রীলোকের এই রূপ গর্ভ পাপ-জন্য জানিবে।

গর্ভাবস্থায় যে অভিলাষ জন্মে তাহা পূর্ণ না হইলে বায়ু কুপিত

হয়। তদ্দারা কুব্জ কুণী পঙ্গু মূক মিম্মিন প্রভৃতি জন্মে। পিতা মাতার নাস্তিক্য বা পূর্ব্বকৃত অশুভ কর্ম্ম বশতঃ বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া গর্ভ বিকৃত করে। মলের অল্পত্ব প্রযুক্ত ও পক্বাশয়স্থ বায়ুর সংযোগ না থাকা প্রযুক্ত, গর্ভে বায়ু মূত্র পুরীষ সিঃসরণ হয় না। জরায়ু-নাড়ী কর্ত্তৃক মুখ, কফ-কর্ত্তৃক কণ্ঠ, এবং বায়ু-কর্ত্তৃক পথ রুদ্ধ হওয়া প্রযুক্ত গর্ভে রোদন করিতে পারে না। জননীর নিঃশ্বাস উচ্ছ্বাস চঞ্চলতা ও নিদ্রা অবস্থায় গর্ভস্থ বালকেরও শ্বাস উচ্ছ্বাস চাঞ্চল্য ও নিদ্রা হয়। শরীরের সন্নিবেশ দন্তের পতন ও উৎপত্তি এবং কর ও পদতলে রোম না জন্মান, এ গুলি স্বভাবসিদ্ধ। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা নিয়ত শাস্ত্রচিন্তা করিলে ও সত্ব-গুণের বাহুল্য থাকিলে জাতিস্মরা হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। জীব পূর্ব্ব জন্মে যে রূপ কর্ম্ম করে, ইহ জন্মে সেই সেই রূপ ফল প্রাপ্ত হয়; ও পূর্ব্বদেহে তাহার যে সকল গুণ অভ্যস্ত থাকে, ইহ জন্মে তাহাতে সেই সকল গুণ বর্ত্তে।

তৃতীয় অধ্যায়।

গর্ভাবক্রান্তি।

শুক্র সৌম্য এবং আর্ত্তব আগ্নেয়। অন্যান্য সকল ভূতও পরস্পরের সাহায্যে ও পরস্পরের সংযোগে তাহাতে অবস্থিতি করে। বায়ু-কর্ত্তৃক স্ত্রী পুরুষের শরীর হইতে তেজ নিঃসৃত হয়। বায়ু ও অগ্নির † সংযোগে শুক্র ক্ষরিত হইয়া, যোনি-মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক

† এস্থলে বায়ু বলিতে তাড়িত শক্তি বিশিষ্ট ধমনীর অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম বায়ু। অগ্নি বলিতে উষ্ণতা বুঝায়। স্ত্রী পুরুষ সমাগমে সেই বায়ু সংক্ষুব্ধ হইয়া শরীরে উষ্ণতা জন্মায়।

আর্ত্তবের দ্বারা গর্ভ সৃজন করে। অগ্নি সোম সংযোগে সৃজ্যমান সেই গর্ভ গর্ভাশয়ে অবস্থিতি করে। ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞাতা স্প্রষ্টা ঘ্রাতা দ্রষ্টা শ্রোতা ও রসয়িতা পুরুষ, যাহাকে স্রষ্টা ধাতা বক্তা সাক্ষী ইত্যাদি নাম দেওয়া যায়, সেই অক্ষয় অব্যয় অচিন্ত্য পুরুষ ভূতাত্মার সহিত মিলিত হইয়া, সত্ত্ব রজস্তম গুণের সংযোগে দেবাসুর প্রভৃতির ভাবে (১) বায়ু-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া গর্ভাশয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক অবস্থিতি করে। শুক্রের আধিক্যে পুরুষ ও আর্ত্তবের আধিক্যে কন্যা জন্মে। শুক্র শোণিতের সমান ভাব হইলে নপুংসক জন্মে। ঋতুকালে দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত আর্ত্তব দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন যে ঋতুকালে কোন স্ত্রীলোকের আর্ত্তব দৃষ্ট হয় না।

স্ত্রীলোকের মুখ পীন ও প্রসন্ন হইলে, পুরুষাভিলাষিণী ও প্রিয়ভাষিণী হইলে, কুক্ষিদেশ চক্ষু ও কেশ স্রস্ত হইলে, ভুজ কুচদ্বয় শ্রোণী নাভি উরু জঘন ও নিতম্ব স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইলে, হৃষ্ট ও ঔৎসুক্য বিশিষ্টা হইলে, ঋতুমতী বলিয়া জানিবে। যেমন দিবাবসানে পদ্ম মুদিত হয়, সেইরূপ ঋতুকাল অতীত হইলে নারীদিগের যোনিও মুদিত হয়। আর্ত্তবশোণিত এক মাসে সঞ্চিত হয়, এবং ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ ও দুর্গন্ধ বিশিষ্ট হইয়া বায়ু-কর্ত্তৃক ধমনী-দ্বয়ের দ্বারা যোনিমুখে নীত হয়। আর্ত্তব দ্বাদশ বর্ষ বয়স হইতে আরব্ধ হইয়া, পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়সে শরীর জীর্ণ হইলে ক্ষয় পায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ঋতু-কালে যুগ্ম দিবসে গমন করিলে পুত্র এবং অযুগ্ম দিবসে গমন করিলে কন্যা জন্মে। অতএব অপত্যার্থী ব্যক্তি ঋতু-

---

(১) পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি তন্মাত্র, মন ও বুদ্ধি, ইহাদিগের সমষ্টিকে ভূতাত্মা বলে। সমাগম কালে পিতা মাতার মানসিক অবস্থানুসারে সন্তানে দেবভাব অথবা অসুর ভাব বর্ত্তে।

কালে ভার্য্যা-সমাগম করিবেন। শ্রান্তি গ্লানি পিপাসা, উরুদেশের ভার, শুক্রশোণিত রুদ্ধ থাকা, এবং যোনির স্ফূর্ত্তি ভাব, গর্ভ গ্রহণ করিবা মাত্র এই সকল লক্ষণ হয়। স্তনদ্বয়ের মুখ কৃষ্ণবর্ণ, রোম-রাজীর উন্নতি, পক্ষদ্বয়ের সংমীলন, অরুচি-প্রযুক্ত বমন, সুগন্ধেও উদ্বেগ, প্রসেক * ও শরীরের অবসন্নতা, এই সমস্ত গর্ভিণীর লক্ষণ। এই সকল লক্ষণ প্রকাশ হওয়া অবধি, পরিশ্রম উপবাস, অপ্রচুর বা অপুষ্টিকর আহার, দিবানিদ্রা রাত্রিজাগরণ, যানাদি আরোহণ শোক ভয় উৎকট-আসন, অতিশয় স্নেহাদি ক্রিয়া (ঘৃত তৈলাদি সেবন) রক্তমোক্ষণ এবং বেগধারণ, এই সকল পরিত্যাগ করিবে। দোষ বা অভিঘাতাদির দ্বারা গর্ভিণীর যে যে অঙ্গ পীড়িত হয়, গর্ভস্থ বালকেরও সেই সেই অঙ্গ পীড়িত হয়।

গর্ভের প্রথম মাসে কলল (জরায়ু বা গর্ভকোষ) জন্মে, দ্বিতীয় মাসে শুক্র শোণিতের ভূত-পরমাণু সমস্ত শীতোষ্ণ বায়ুর দ্বারা ঘনীভূত হয়। সেই ঘনীভূত পদার্থ পিণ্ডাকারে পরিণত হইলে পুরুষ, পেশীর আকারে পরিণত হইলে স্ত্রী এবং অর্ব্বুদের আকারে পরিণত হইলে নপুংসক জন্মে। তৃতীয় মাসে হস্ত পাদ ও মস্তক এই পঞ্চ অবয়বের পাঁচটী স্থূল পিণ্ড জন্মে, এবং তাহাতে সূক্ষ্ম রূপে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রেখা দৃশ্য হয়। চতুর্থ মাসে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্পষ্ট-রূপে প্রকাশ পায় এবং হৃদয় জন্মে, ও চৈতন্য প্রকাশ হয়। কারণ, চেতনার আধার হৃদয়, তাহা চতুর্থ মাসে জন্মে, ও ঐ সময়ে ইন্দ্রিয়-গণের কোন কোন বিষয় ভোগ করিতে অভিলাষ হয় (১)। তৎকালে স্ত্রীলোকের দেহ দুই হৃদয় বিশিষ্ট (আপনার ও গর্ভস্থ সন্তানের) হয় বলিয়া তাৎকালিক অভিলাষকে দৌহৃদ বলে। সে অভিলাষ পূর্ণ না

---

* সর্ব্বদা মুখে জল ওঠা।

(১) সচরাচর ইহাকে এক্ষণে সাধ দেওয়া বলে।

হইলে, গর্ব্বস্থ সন্তান কুব্জ কুণি খঞ্জ জড় বামন বিকৃতাক্ষ অথবা অন্ধ হয়। অতএব গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকদিগের অভিলষিত দ্রব্য দেওয়া কর্ত্তব্য। গর্ভিণী দৌহৃদ প্রাপ্ত হইলে, সন্তান বলবান্ ও আয়ুষ্মান্ হয়।

গর্ভাবস্থায় ইন্দ্রিয়দিগের যাহা যাহা ভোগ করিতে অভিলাষ জন্মে, গর্ভপীড়া জন্মিবার আশঙ্কায় সেই সকল অভিলাষ পূর্ণ করিবে। গর্ভিণী, দৌহৃদ প্রাপ্ত হইলে গুণবান্ পুত্র প্রসব করে। দৌহৃদ প্রাপ্ত না হইলে, গর্ভ-সম্বন্ধে বা আপনা আপনি ভয় প্রাপ্ত হয়। গর্ভিণীর যে যে ইন্দ্রিয়ের অভিলাষ পূর্ণ না হয়, সন্তানেরও সেই সেই ইন্দ্রিয়ে পীড়া জন্মে। গর্ভিণীর রাজ-দর্শনে অভিলাষ হইলে, সন্তান মহাভাগ্যবান্ ও ধনবান্ হয়। দুকূল পট্ট বা কৌশেয় বস্ত্র অথবা অলঙ্কারে অভিলাষ হইলে, সন্তান মনোহর ও অলঙ্কার-প্রিয় হয়। আশ্রমে অভিলাষ হইলে, পুত্র ধর্ম্মশীল ও সংযতাত্মা হয়। দেবতা প্রতিমাতে অভিলাষ হইলে সন্তান পার্ষদ-তুল্য হয়। সর্পাদি ব্যাল জাতির দর্শনে অভিলাষ হইলে, হিংসাশীল হয়। গোধা-মাংস ভোজনে অভিলাষ হইলে, সন্তান নিদ্রালু ও স্থির-চিত্ত হয়। গোমাংসে অভিলাষ হইলে, সন্তান বলিষ্ঠ ও ক্লেশসহ হয়। মাহিষ-মাংসে অভিলাষ জন্মিলে, সন্তান শূর রক্তাক্ষ ও লোমযুক্ত হয়। বরাহ-মাংস অভিলাষে, সন্তান নিদ্রালু ও শূর হয়। জঙ্গাল-মাংস অভিলাষে, সন্তান বনচর হয়। সৃমর-মাংস অভিলাষে উদ্বিগ্ন ও তিত্তীর-মাংস অভিলাষে ভীত হয়। এই সকল জন্তু ব্যতিরেকে অন্য জন্তুর মাংসে দৌহৃদ জন্মিলে, সেই জন্তুর যে রূপ স্বভাব ও আচার, সন্তানেরও সেইরূপ স্বভাব ও আচার হয়।

পঞ্চম মাসে মনঃ জন্মে। ষষ্ঠ মাসে বুদ্ধি জন্মে। সপ্তম মাসে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। অষ্টম মাসে গর্ভস্থ সন্তান অস্থির হয় ও তাহার দেহে ওজ-ধাতু জন্মে। কারণ ওজ

না জন্মিলে, নিরোজ ও নৈর্ঋত-ভাব (রস-হীন) প্রযুক্ত অষ্টম মাসে ভূমিষ্ঠ হইয়া জীবিত থাকিতে পারিত না। অতএব অষ্টম মাসে গর্ভিণীকে বলি ও মাংস-অন্ন দেওয়া কর্ত্তব্য। নবম দশম একাদশ অথবা দ্বাদশ মাসে ভূমিষ্ঠ হয়। ইহার অতিরিক্ত বিলম্ব হইলে বিকার প্রাপ্ত হয়।

জননীর রস-বাহিনী নাড়ীর সহিত গর্ভস্থ সন্তানের নাভিনাড়ী বদ্ধ থাকে। সেই নাড়ী জননীর আহার-জনিত রস ও বীর্য্য গর্ভ-মধ্যে বহন করে। সেই স্নেহ-সদৃশ পদার্থে গর্ভের বৃদ্ধি হয়। স্তন্য নিঃসরণ হইতে আরম্ভ হওয়া অবধি, সর্ব্বশরীরানুসারিণী রস-বাহিনী তির্য্যক্-গামিনী ধমনীর মধ্যে জননীর পূর্ব্বোক্ত আহার-জাত রস প্রবাহিত হয়, তদ্দ্বারা গর্ভের অস্পষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্ত পোষণ হয়। শৌনক কহেন যে গর্ভে অগ্রে শিরোদেশই জন্মে। কারণ মস্তকই দেহ ও ইন্দ্রিয়ের মূল। কৃতবীর্য্য কহেন যে অগ্রে হৃদয় জন্মে, কারণ হৃদয়ই বুদ্ধি ও মনের স্থান। পরাশর কহেন যে নাভি অগ্রে জন্মে, কারণ সেই স্থান হইতেই দেহীর সমস্ত দেহ বর্দ্ধিত হয়। মার্কণ্ডেয়ের মতে অগ্রে হস্ত পাদ জন্মে, কারণ তাহারাই গর্ভের সকল ক্রিয়ার মূল। গৌতমের মতে শরীরের মধ্যভাগ অগ্রে জন্মে, কারণ, তাহাতেই সকল অবয়ব জন্মে। কিন্তু এই সকল মত সঙ্গত নহে। ধন্বন্তরি বলেন যে, সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এক কালেই জন্মে। চ্যূত-ফল বা বংশাঙ্কুরের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম-প্রযুক্ত তাহার উপলব্ধি হয় না। যেমন আম্র ফল পাকিয়া উঠিলে, তাহার কেশর মাংস অস্থি মজ্জা প্রভৃতি পৃথক্ রূপে দৃষ্ট হয়। সেই ফলের তরুণাবস্থায় সেই সকল কেশর প্রভৃতি অতি সূক্ষ্ম ভাবে থাকে, জানা যায় না, ক্রমশঃ কাল সহকারে তাহারা প্রকাশ পায়; সেই রূপ গর্ভেরও তরুণ অবস্থায় সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকিলেও, অতিশয় সূক্ষ্ম-প্রযুক্ত তাহার উপলব্ধি হয় না। ক্রমশঃ কাল সহকারে সেই সকল প্রকাশ পায়। সেই সকল অঙ্গ

প্রত্যঙ্গের মধ্যে পিতৃজ মাতৃজ রসজ আত্মজ সত্বজ, ও সাত্ম্যজ, এই সকল অংশের বিবরণ বলা যাইতেছে। কেশ শ্মশ্রু লোম অস্থি নখ দন্ত সিরা স্নায়ু ধমনী ও রেতঃ প্রভৃতি দৃঢ়-পদার্থ পিতৃ-জাত (১)। মাংস শোণিত মেদ মজ্জ হৃদয় নাভি যকৃৎ প্লীহা অন্ত্র ও মলাশয় প্রভৃতি কোমল পদার্থ মাতৃজাত। (২) শরীরের বৃদ্ধি বল বর্ণ স্থিতি ও ক্ষয় রস-জাত। ইন্দ্রিয় সমূহ জ্ঞান বিজ্ঞান আয়ুঃ সুখ দুঃখ প্রভৃতি আত্ম-জাত (৩)। সত্ব হইতে যাহা কিছু জন্মে তাহা পরে বলা যাইবে। বীর্য্য আরোগ্য বল বর্ণ মেধা সাত্ম্য-জাত (৪)।

যে গর্ভিণীর দক্ষিণ স্তনে অগ্রে দুগ্ধ জন্মে, দক্ষিণ চক্ষু বৃহত্তর হয়, দক্ষিণ উরু স্থূলতর হয়, এবং পুংলিঙ্গে যে সকল দ্রব্যের নাম তাহাতেই অধিকাংশ অভিলাষ জন্মে, স্বপ্নে পদ্ম উৎপল কুমুদ আম্রাতক প্রভৃতি পুংলিঙ্গস্থ দ্রব্য প্রাপ্ত হয়, এবং মুখ ও বর্ণ প্রসন্ন হয়, তাহার পুত্র জন্মে বলিয়া বলে। ইহার বিপরীত হইলে কন্যা হয়। যাহার পার্শ্বদ্বয় উন্নত, এবং উদরদেশ সম্মুখদিকে নির্গত হয়, এবং পূর্ব্বোক্ত সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহার গর্ভে নপুংসক জন্মে। যাহার উদর দ্রোণির ন্যায় অতিশয় বৃহৎ ও মধ্যভাগ নিম্ন, তাহার গর্ভে যুগ্ম সন্তান জন্মে।

গর্ভিণী, দেবতা ব্রাহ্মণ পরায়ণ শৌচাচারিণী ও অন্যের হিত সাধনে প্রবৃত্তা হইলে অতি গুণবান্ সন্তান প্রসব করে। ইহার বিপরীত হইলে সন্তান নির্গুণ হয়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল স্বভাবতই জন্মে।

---

(১) "পিতৃ জাত" শুক্রের গুণে যাহা জন্মে। (২) 'মাতৃ-জাত' যাহা শোণিতের গুণে জন্মে। (৩) "আত্মজাত" চেতন পদার্থের গুণে যাহা জন্মে। (৪) "সাত্ম্যজাত" যে সকল গুণ স্বভাবতঃ আত্মার সঙ্গে জন্মে।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যদি কিছু দোষ গুণ ঘটে, তাহা গর্ভের ধর্ম্মাধর্ম্ম-জন্য জানিবে (৫)।

চতুর্থ অধ্যায়।

গর্ভ ব্যাকরণ।

অগ্নি সোম বায়ু সত্ব রজ স্তমঃ পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণ ইহাদিগকে ভূতাত্মা বা জীবাত্মা কহে।

শুক্র শোণিত পরিপাক হইয়া দেহের আকারে পরিণত হইবার কালে, দুগ্ধে সন্তানিকা জন্মিবাব ন্যায় দেহের উপরিভাগে উপর্য্যুপরি সপ্তত্বক্ জন্মে। প্রথম যে ত্বক্ জন্মে তাহার নাম অবভাষিণী। তদ্দারা দেহের বর্ণ ও পঞ্চ বিধ ছায়া প্রকাশ পায়। ইহার বেধ ধান্যের অষ্টা-দশ ভাগের এক ভাগ। দ্বিতীয় ত্বকের নাম লোহিতা। ইহার বেধ ব্রীহির ১৬ ভাগের এক ভাগ। ইহা সিধ্ম পদ্ম কণ্টকাদির উৎপন্নের স্থান। তৃতীয়া শ্বেতা, তিলকালক ন্যচ্ছব্যঙ্গ উৎপন্নের স্থান। ইহার বেধ ধান্যের দ্বাদশ ভাগের এক ভাগ। চতুর্থী তাম্রা, চর্ম্মদল অজগল্লী মশকের আশ্রয়। ইহার পরিমাণ ধান্যের অষ্ট ভাগের এক ভাগ। পঞ্চমী মেদিনী, ধান্যের পঞ্চম ভাগের এক ভাগ। ইহা কিলাস (ছুলি) নামক কুষ্ঠ উৎপন্নের স্থান। ষষ্ঠ রোহিণী, ইহার বেধ একটি ধান্য পরিমাণ, কুষ্ঠ ও দদ্রু রোগ জন্মিবার স্থান। সপ্তমী মাংসধরা, ইহা ভগন্দর ও বিদ্রধির অধিষ্ঠান। ইহার বেধ দুই ধান্য পরিমাণ। এইরূপ পরিমাণ মাংসল স্থানে হইয়া থাকে, ললাট বা সূক্ষ্ম অঙ্গুলি প্রভৃতি স্থানে সম্ভবে না। কারণ, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে উদরে অঙ্গুষ্ঠের উদর পরিমিত গভীর করিয়া বিদ্ধ করিবে। সপ্ত ধাতুর স্থান-ভেদে সপ্ত কলা জন্মে।

---

(৫) গর্ভিণীর কায়িক ও মানসিক অবস্থা বা কার্য্যানুসারে গর্ভস্থ বালকের পক্ষে যে ইষ্ট কি অনিষ্ট ফল হয়, তাহাই গর্ভের ধর্ম্মাধর্ম্ম।

কাষ্ঠ-ছেদন করিলে যেমন সার দেখা যায়, সেই রূপ মাংস ছেদন করিলে ধাতু দৃশ্য হয়। প্রত্যেক কলা-ভাগ স্নায়ুর দ্বারা আচ্ছন্ন, জরায়ু কর্তৃক ব্যাপ্ত এবং শ্লেষ্মার দ্বারা বেষ্টিত।

প্রথমা কলা মংাসধরা। ইহাতে সিরা স্নায়ু ধমনী ও নাড়ী সমূহ অবস্থিতি করে। পঙ্কোদকে যেমন বিস মৃণাল প্রভৃতি বর্দ্ধিত হয়, মাংসেও সেইরূপ সিরা প্রভৃতি বর্দ্ধিত হয়। দ্বিতীয় কলা রক্তধরা। মাংসের অভ্যন্তরে, বিশেষতঃ সেই মাংসস্থিত সিরাতে ও যকৃৎ প্লীহা সংলগ্ন সিরা-মধ্যে শোণিত অবস্থিতি করে। যেমন কোন ক্ষীর বিশিষ্ট বৃক্ষে আঘাত করিলে ক্ষীর নিঃসৃত হয়, সেই রূপ মাংস ক্ষত হইলে শোণিত নিঃসৃত হয়। তৃতীয়া কলা মেদ-ধরা, সকল প্রাণীর উদরে ও সূক্ষ্ম অস্থিতে মেদ অবস্থিতি করে। বৃহৎ অস্থির অভ্যন্তর-স্থিত মেদকেই মজ্জা বলে।

স্থূল অস্থির অভ্যন্তরগত হইলে মজ্জা বলা যায়। সেই মজ্জা রক্ত যুক্ত হইয়া সূক্ষ্ম অস্থিতে সংলগ্ন হইলে তাহাকে মেদ বলা যায়। কেবল মাত্র মাংসের স্নেহকে বসা বলা যায়।

চতুর্থী কলা শ্লেষ্মধরা। ইহা সকল সন্ধিস্থানে অবস্থিতি করে। চক্রের অক্ষমধ্যে স্নেহ সেচন করিলে চক্র যে রূপ অনায়াসে প্রবর্ত্তিত হয়, সেই রূপ সকল সন্ধিস্থান শ্লেষ্মার দ্বারা সংশ্লিষ্ট থাকিলে, সন্ধি স্থানের কার্য্য আনায়াসে নির্ব্বাহ হয়।

পঞ্চমী পুরীষ-ধরা কলা। ইহা পক্বাশয়ে থাকিয়া অন্তঃকোষ্ঠের মল বিভাগ করে। যেমন যকৃৎ কোষ্ঠের চতুর্দ্দিকে অন্ত্রি সমস্ত আশ্রয় করিয়া থাকে, উণ্ডুকস্থ মলও সেইরূপ মলধরা কলা আশ্রয় করিয়া থাকে।

ষষ্ঠী পিত্তধরা কলা। ভুক্ত দ্রব্য আমাশয় হইতে নিঃসৃত হইয়া পক্বাশয়-মধ্যে পিত্তধরা কলাতে অবস্থিতি করে। যাহা কিছু পান করা যায়, খাওয়া যায়, ভোজন করা যায়, বা লেহন করা যায়, তাহা

সমস্ত পক্কাশয় গত হইলে পিত্তাগ্নি কর্ত্তৃক শোষিত হইয়া যথাকালে পরিপাক পায়।

সপ্তমী শুক্রধরা কলা। ইহা প্রাণীগণের সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে। যেমন দুগ্ধে ঘৃত অথবা ইক্ষুতে গুড় ও রস থাকে, শরীরে শুক্রও সেই রূপ ব্যাপ্তভাবে থাকে। বস্তিদ্বারের অধো-ভাগে দক্ষিণ পার্শ্বে দুই অঙ্গুল অন্তরে যে মূত্রনালী, তদ্দ্বারা পুরুষের শুক্র নির্গত হয়। শুক্র সর্ব্বাঙ্গ আশ্রয় করিয়া থাকে। মন প্রসন্ন থাকিলে, স্ত্রীলোকের সহিত ব্যায়াম করিলেও শরীর হৃষ্ট হইয়া শুক্র নিঃসরণ হয়।

গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তব-বাহিনী নাড়ীর পথ গর্ভকর্ত্তৃক রুদ্ধ হইয়া থাকে। এজন্য তাহাদিগের আর্ত্তব দৃষ্ট হয় না। তৎকালে আর্ত্তব অধোভাগে নিঃসৃত হইতে না পাইয়া উর্দ্ধদিকে গমন করে। তাহার কিয়দংশের দ্বারা শরীর বর্দ্ধিত হয়, এবং অবশিষ্ট অংশ দুগ্ধরূপে স্তনদ্বয়ে প্রবেশ করে। তজ্জন্যই গর্ভিণীদিগের পীনোন্নত পয়োধর হইয়া থাকে। গর্ভে, যকৃৎ ও প্লীহা শোণিত হইতে জন্মে। শোণিতের ফেনা হইতে ফুফ্ফুস জন্মে এবং শোণিতের মল হইতে উণ্ডুক (মলাশয়) জন্মে। রক্ত এবং শ্লেষ্মার সার ভাগ, পিত্তের দ্বারা পরিপাক ও বায়ু-কর্ত্তৃক প্রবাহিত হইয়া অন্ত্রি সমস্ত জন্মায়। উদরে যে সমস্ত ধাতু পরিপাক হয়, তাহার সারভাগ আধ্মাত হইয়া পায়ু ও বস্তি জন্মায়। কফ শোণিত ও মাংসের সার হইতে জিহ্বা জন্মে। উষ্ণতাসহযোগে সিরা-পথের দ্বারা মাংস-মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিয়া, মাংসকে পেশীর আকারে বিভক্ত করে। মেদধাতুর স্নেহের সহিত সংযুক্ত হইলে, সিরাই স্নায়ুর আকারে পরিণত হয়। মৃদুপাক পদার্থে সিরা জন্মে, এবং খরপাক পদার্থে স্নায়ু জন্মে। উৎপত্তি কালে শরীরের যে ধাতু যে স্থানে নিয়ত অবস্থিতি করে, সেই স্থানই সেই ধাতুর আশয়। রক্ত ও মেদের সহযোগে বৃক্কদ্বয় (দুই বক্ষপার্শ্ব) জন্মে। মাংস রক্ত কফ ও মেদের সহযোগে মুষ্কদ্বয়

জন্মে। শোণিত ও কফের সহযোগে হৃদয় জন্মে। সেই হৃদয়ে প্রাণ-বাহিনী ধমনী সমস্ত আশ্রয় করিয়া থাকে। হৃদয়ের অধোভাগে বামদিকে প্লীহা ও ফুফ্ফুস এবং দক্ষিণদিকে যকৃৎ ও ক্লোম। হৃদয় চেতনার স্থান, ইহা অজ্ঞানে আবৃত হইলে প্রাণীগণ নিদ্রিত হয়। হৃদয় অধোমুখে থাকিয়া জাগ্রত অবস্থায় পদ্মের ন্যায় প্রকাশিত হয়, এবং নিদ্রিতাবস্থায় মুদিত থাকে। নিদ্রা বৈষ্ণবীশক্তি। ইহা সকল প্রাণীকেই অভিভূত করে। যখন সংজ্ঞাবহ সিরা সমস্ত তমঃপ্রধান শ্লেষ্মার দ্বারা আবৃত হয়, তখন তামসী নামে নিদ্রা উপস্থিত হয়। মৃত্যুকালে যে নিদ্রা হয়, তাহাকে অনববোধিনী বলে। তমোগুণ-বিশিষ্ট ব্যক্তির দিবা রাত্রি উভয় কালেই নিদ্রা হয়। রজোগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তির অকারণে নিদ্রা হয়। এবং সত্বগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তির অর্দ্ধরাত্রে নিদ্রা হয়। শ্লেষ্মা ক্ষয় ও বায়ু বৃদ্ধি হইলে অথবা মন বা শরীর তাপিত হইলে নিদ্রা হয় না।

হে সুশ্রুত! হৃদয়ই সকল প্রাণীর চেতনার স্থান। তাহা তমো-গুণের দ্বারা অভিভূত হইলে দেহে নিদ্রা প্রবেশ করে। তমোগুণ নিদ্রার হেতু এবং স্বত্বগুণ বোধের হেতু। অথবা স্বভাবই ইহাদি-গের প্রধান হেতু বলা যাইতে পারে। জাগ্রৎ অবস্থায় যে সকল শুভাশুভ বিষয় অনুভূত হয়, নিদ্রাকালে জীবাত্মা রজোগুণ-বিশিষ্ট মনের দ্বারা সেই সকল বিষয় গ্রহণ করেন। ইন্দ্রিয়গণ বিকল হইলে ও অজ্ঞানতা বৃদ্ধি হইলে, জীবাত্মা নিদ্রিত না হইলেও নিদ্রিতের ন্যায় বলা যায়।

গ্রীষ্ম ব্যতিরেকে অপর সকল ঋতুতেই দিবা নিদ্রা নিষিদ্ধ। কিন্তু বালক বৃদ্ধ, স্ত্রীসংসর্গ-জনিত কৃশ, ক্ষত ক্ষীণ, অথবা মদ্যপানে উন্মত্ত ব্যক্তির পক্ষে, যান বাহনে বা অন্য কোন রূপে পথ গমনে শ্রান্ত, কিম্বা অন্য কর্ম্মের দ্বারা শ্রান্ত বা অভুক্ত ব্যক্তির পক্ষে, অথবা যাহার মেদ ঘর্ম্ম কফ রস রক্ত ক্ষীণ হইয়া থাকে তাহার পক্ষে, অথবা অজীর্ণ

রোগীর পক্ষে, দিবাভাগে দুই দণ্ডকাল নিদ্রা যাওয়া নিষিদ্ধ নহে। রাত্রিজাগরণ করিলে, যতক্ষণ জাগরণ করা যায়, দিবাভাগে তাহার অর্দ্ধ পরিমিত কাল নিদ্রা যাইতে পারে। দিবা নিদ্রা দেহের বিকারের স্বরূপ অতি কদর্য্য কর্ম্ম। ইহাতে নিদ্রিত ব্যক্তির অধর্ম্ম এবং সকল দোষের প্রকোপ হয়। দোষের প্রকোপহেতু কাস শ্বাস প্রতিশ্যায় মস্তকের ভার অঙ্গমর্দ্দ (গায়ের কামড়ানি), অরুচি জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য, এই সকল রোগ জম্মে। রাত্রিকালেও জাগরণ করিলে বায়ুপিত্ত-জন্য ঐ সকল উপদ্রবই জম্মে।

অতএব রাত্রিজাগরণ বা দিবানিদ্রা বর্জ্জন করিবে। ইহারা উভয়েই দোষকর, অতএব পরিমিত রূপে নিদ্রা যাইবে। নিদ্রা পরিমিত হইলে, দেহ অরোগ ও বল বর্ণ যুক্ত হয়, স্থূল বা কৃশ না হইয়া মধ্যভাবে থাকে, শ্রীমান্ হয়, মন প্রফুল্ল হয়, এবং একশত বৎ-সর জীবিত থাকে। নিদ্রা আয়ত্ত হইলে, রাত্রে হউক বা দিবসে হউক জাগ্রত থাকিলে বা নিদ্রিত হইলে দোষ বর্ত্তে না। বায়ুজন্য পিত্ত-জন্য মনস্তাপ-জন্য ক্ষয়-জন্য বা অভিঘাত-জন্য নিদ্রা নাশ হয়। সেই সকল দোষের বিপরীত ক্রিয়া করিলেই সাম্য হয়। নিদ্রা নাশ হইলে তৈলাদি মর্দ্দন করিবে ও মূর্দ্ধদেশে তৈল সেচন করিবে। ইহাতে গাত্রের উদ্বর্ত্তন (বিলেপন) ও সংবাহনও (টেপা) হিতকর। শালি-তণ্ডুল গোধূম পিষ্টান্ন, ইক্ষু-রসসংযুক্ত মধুর ও স্নিগ্ধ দ্রব্য ভো-জন, বা দুগ্ধ বা মাংস-রস-যুক্ত দ্রব্য ভোজন, বিলেশয় বা বিষ্কির জন্তুর মাংসের রস-যুক্ত দ্রব্য ভোজন, রাত্রি কালে দ্রাক্ষা শর্করা বা গুড়ের দ্রব্য ভোজন, এবং কোমল মনোহর শয্যা ও আসন প্রভৃতি ব্যবহার করা, নিদ্রা নাশে † কর্ত্তব্য। নিদ্রার আধিক্য হইলে, বমন সংশোধন লঙ্ঘন ও রক্ত-মোক্ষণ করিবে, এবং মনকে ব্যাকুল করিবে।

---

† "নিদ্রানাশ" একবারে নিদ্রা না হওয়া।

কফ বা মেদ বিশিষ্ট অথবা বিষার্ত্ত ব্যক্তির রাত্রি-জাগরণ হিতকর। তৃষ্ণা শূল হিক্কা অজীর্ণ ও অতিসার রোগে দিবানিদ্রা হিতকর। ইন্দ্রিয়গণের বিষয় (শব্দ স্পর্শাদি) জ্ঞান না হওয়া, শরীরের গৌরব, জৃম্ভণ ক্লান্তি ও নিদ্রায় কাতরতা এই গুলি তন্দ্রার লক্ষণ। মুখ ব্যাদান করিয়া বাহ্য বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক একবার পান করিয়া, পুনর্ব্বার তাহা নেত্রজলের সহিত পরিত্যাগ করাকে জৃম্ভণ বলে। শ্রম না করিয়াও দেহে শ্রম বোধ হইলে ও শ্বাস বর্জ্জিত হইলে ক্লান্তি বলা যায়। শরীরে ক্লান্তি জন্মিলে ইন্দ্রিয় কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে। বমন করিলে অন্ন নির্গত না হইয়া, হৃদয়দেশে লালা ও শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া পীড়া বোধ (বমনেচ্ছা) হয়, ইহাকে উৎক্লেশ কহে। বক্ত্রের মধুরতা, তন্দ্রা, হৃদয়ের উদ্বেষ্টন (বমনেচ্ছা †), ভ্রম এবং অন্নে অরুচি, এই গুলি ঘটিলে গ্লানি বলা যায়। গাত্র যেন আর্দ্র চর্ম্মে আবৃত এইরূপ বোধ হইলে, এবং মস্তক ভার বোধ হইলে, গৌরব বলা যায়। পিত্ত, তমোগুণ-যুক্ত হইলে মূর্চ্ছা এবং রজোগুণ-যুক্ত হইলে ভ্রম জন্মায়। তমো-গুণ বাত-শ্লেষ্মার সহিত মিলিত হইলে, তন্দ্রা, এবং শ্লেষ্মার সহিত মিলিত হইলে নিদ্রা হয়। রসজন্য ও বায়ুর আধ্মান জন্য গর্ভ বৃদ্ধি হয়।

গর্ভস্থ শরীরের নাভি-মধ্যে জ্যোতির স্থান। তথায় বায়ু ধমন * করিতে থাকে, তদ্দ্বারা শরীর বৃদ্ধি হয়। ধমিত হইয়া বায়ু উষ্ণতার সহযোগে দেহের সকল স্রোত-পথ (সিরা ও শরীরের দ্বারা) ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধ অধঃ ও তির্য্যক্ ভাগে গমন করিতে থাকে। দৃষ্টি এবং রোমকূপ বৃদ্ধি হয় না। শরীর ক্ষয় হইলেও নখ ও কেশ বৃদ্ধি হয়।

---

† গলার নিকট জড়িয়া উঠে।

* কামারের জাঁতা যে রূপে তায় তাহাকে ধমন বলে। তাহাতে নাভিনাড়ীর দ্বারা বায়ু গর্ভ মধ্যে প্রবেশ করিয়া শরীর নির্ম্মাণ করে।

সকল দোষ পৃথক্ ভাবে বা দুইটি অথবা সমস্ত একত্র হইয়া সপ্ত প্রকার প্রকৃতি জন্মায়। শুক্র শোণিতের সংযোগ হইলে, বাত পিত্ত প্রভৃতির মধ্যে যে দোষ প্রবল হয়, তদ্দারা জীবের প্রকৃতি জন্মে। তাহার লক্ষণ কহিতেছি শ্রবণ কর।

জাগরুক শীতল দ্রব্যের দ্বেষকারী দুর্ভগ (অলক্ষণ-যুক্ত) মাৎ-সর্য্য বিশিষ্ট অনার্য্য (নীচ) গান্ধর্ব্বচিত্ত (আমোদ প্রিয়) হস্ত বা পাদতল রক্তবর্ণ, শ্মশ্রু নখ ও কেশ রুক্ষ, ক্রোধশীল দন্ত-নখ-খাদী (দাঁত কিড়মিড় করে ও নখ চর্ব্বণ করে) ধৈর্য্যহীন, মিত্রতায় অদৃঢ় (বন্ধুতায় অবিশ্বাসী) কৃতঘ্ন কৃশ কর্ক্কশ, শরীর সিরা-সমূহে ব্যাপ্ত বাচাল, দ্রুত-গমনশীল, চঞ্চল-চিত্ত, নিদ্রাবস্থায় শূন্যে গমন-শীল, চঞ্চল মতি ও দৃষ্টি, ধন ও মিত্র সঞ্চয়ে মন্দ, এবং অসংলগ্ন-ভাষী। বায়ুপ্রকৃতি মনুষ্য এই রূপ হইয়া থাকে। অশ্ব ছাগ গোমায়ু শশ মূষিক উষ্ট্র কুক্কুর গৃধ্র কাক গর্দ্দভ, বাত-প্রকৃতি মনুষ্যের এই সকল জন্তুর ন্যায় প্রকৃতি বলা যায়।

অঙ্গ. ঘর্ম্মাক্ত দুর্গন্ধযুক্ত পীতবর্ণ ও শিথিল, নখ নয়ন তালু জিহ্বা ওষ্ঠ হস্ত ও পাদতল তাম্রবর্ণ, শ্রীহীন, বলি-পলিত বিশিষ্ট, পুষ্টিহীন বহুভোজী উষ্ণদ্বেষী শীঘ্র-কোপন-শীল ও শীঘ্রশান্ত্বনা-শীল। মধ্যম প্রকার বল ও আয়ু, মেধাবী নিপুণ-বুদ্ধি, বিগৃহ্য-বক্তা (যে সঙ্গত বলে) তেজস্বী এবং যুদ্ধে দুর্নিবার। নিদ্রাকালে কনক পলাশ কর্ণিকার অগ্নি বিদ্যুৎ বা উল্কা দর্শন করে, কখন ভয়ে নত হয় না, স্মরণাগত ব্যক্তিকে অভয় দান করে, এবং গমন কালে ব্যথিতের ন্যায় গমন করে, এইগুলি পিত্ত-প্রকৃতির লক্ষণ। সর্প উলূক গন্ধর্ব্ব (জন্তু-বিশেষ) যক্ষ-বিড়াল বানর ব্যাঘ্র ভল্লূক এবং নকুল, পিত্ত-প্রকৃতি ব্যক্তির স্বভাব এই সকল জন্তুর সদৃশ।

দূর্ব্বা ইন্দীবর নিস্ত্রিংশ আর্দ্রা অরিষ্ট এবং শরকাণ্ড, ইহাদিগের ন্যায় বর্ণ, শ্রীমান্ প্রিয়দর্শন মধুর-প্রিয় কৃতজ্ঞ ধৃতিমান্ সহিষ্ণু লোভ-

দ্বার ৯টি।

কর্ণ — ২	মুখ — ১	স্ত্রীলোকের দেহে তিনটি দ্বার অধিক।
চক্ষু — ২	মলদ্বার — ১	রক্তবহ দ্বার — ১
নাসিকা ২	প্রস্রাব দ্বার ১	স্তনদ্বয় — ২

কণ্ডরা (প্রধান সিরা)। ১৬ টি।

পায়ে	৪টি	হস্ত পাদের কণ্ডরার প্ররোহের স্বরূপ নখ জন্মে।
হাতে	৪টি	
পৃষ্ঠে	৪টি	পৃষ্ঠ ও কটিদেশস্থ কণ্ডরা হইতে বিম্ব জন্মে।
গ্রীবাদেশে	৪টি	গ্রীবা ও হৃদয় নিবন্ধিনী কণ্ডরা হইতে মেঢ্র (পুংচিহ্ন) জন্মে।

জাল।

মাংস জাল	৪টি	ইহারা মণিবন্ধ (হাতের কব্জা) হইতে গুল্ফ দেশ (পায়ের গোড়ালি) পর্য্যন্ত আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহারা পরস্পর সংশ্লিষ্ট ও ছিদ্রযুক্ত। তদ্দ্বারা সমস্ত শরীরই যেন ছিদ্র যুক্ত হয়।
স্নায়ু জাল	৪টি	
সিরা জাল	৪টি	

কূর্চ্চ ৬টি।

হস্তে — ২	গ্রীবা — ১
পায়ে — ২	মেঢ্র (শিশ্ন) ১

রজ্জু।

পৃষ্ঠদণ্ডের বাহ্যদেশে —	২	এই চারিটি প্রধান মাংসরজ্জু পেশী বন্ধনার্থ পৃষ্ঠদণ্ডের উভয় দিকে স্থিত।
পৃষ্ঠদণ্ডের অভ্যন্তরদেশে	২	

সেবনী (শরীরে সেলাই করার মত সিরা)।

মস্তকে——৫টি
জিহ্বাতে—১টি
পুং চিহ্নে—১টি

অস্থি সংঘাত (অস্থি মিলনের স্থান)।

গুল্‌ফদেশে	৫টি	এই রূপ অপর পায়ে——৩টি	
জানুতে	১টি	দুই বাহুতে ঐ রূপ	
বঙ্ক্ষণে (কুচকিতে)	১টি	৩টি করিয়া————	৬টি

কটিদেশে—১
ও মস্তকে—১

সীমন্ত। ১১টী।

অস্থির মিলনের স্থান যত সীমন্তও তত। কারণ, সকল অস্থি-সংঘাত সীমন্ত সংযুক্ত। অস্থি-সংঘাত কেহ কেহ ১৮টি বলেন।

অস্থি। ৩০০ তিন শত।

প্রত্যেক পাদাঙ্গুলিতে		এইরূপ অপর পাদে ...	৩০	পৃষ্ঠে ...	৩১
তিনটি (৩) করিয়া ...	১৫	দুই হাতে ৩০টি করিয়া	৬০	বক্ষে ...	৮
পাদতলে ও গুল্‌ফে...	১০	কটিদেশে	১	বৃত্তাকার	
গোড়ালিতে	১	মলদ্বার	১	অক্ষকনামক	২
জঙ্ঘাতে	২	যোনিদেশে	১	গ্রীবাদেশে	৯
জানুতে	১	দুই নিতম্বে ...	২	কণ্ঠদেশে	৪
উরুদেশে	১	দুই পার্শ্বে ৩৬টি করিয়া	৭২	হনুতে	২
	৩০		১৬৭	দন্ত —	৩২
				নাসিকাতে	৩
				তালুতে	১
				গাল কর্ণ ও রগ প্রত্যেক দুইটি করিয়া ..	৬
				মস্তকে	৬
					১০৩

অস্থি পাঁচ প্রকার।

কপাল, রুচক, তরুণ, বলয়, এবং নলক।

জানু, নিতম্ব, স্কন্ধ গণ্ড, তালু, শঙ্খ, মস্তক	এই সকল স্থানে কপাল নামক অস্থি
দন্ত সকল	রুচক নামক অস্থি
নাসিকা কর্ণ গ্রীবা ও চক্ষু-কোশে	তরুণ নামক অস্থি
পাণিপাদ পার্শ্ব পৃষ্ঠ উদর এবং বক্ষে	বলয় নামক অস্থি
অবশিষ্ট সকল স্থানে	নলক নামক অস্থি

অস্থি সন্ধি ২১০।

পাদাঙ্গুলি প্রত্যেকে ৩টি করিয়া ও বৃদ্ধাঙ্গুলিতে ২টি	.. ১৪	গ্রীবাদেশে ...	১০
		কণ্ঠদেশে ...	৩
		হৃদয় ও ক্লোম সংলগ্ন নাড়ীতে	১৮
জানু গুল্‌ফ ও কুঁচকি প্রত্যেক ১টী করিয়া	... ৩	দন্তমূল সন্ধি ...	৩২
		কাকলকে ...	১
এইরূপ অপর পাদে	... ১৭	নাসিকাতে ...	১
এইরূপ দুই হাতে ১৭ করিয়া	৩৪	নেত্রমণ্ডলে ...	২
কটিদেশে ...	... ৩	গণ্ডে ১টি করিয়া ...	২
পৃষ্ঠদণ্ডে ...	... ২৪	কর্ণে ১টি করিয়া ...	২
দুই পার্শ্বে ...	.... ২৪	শঙ্খ (রগে) ...	২
বক্ষঃস্থলে ...	... ৮	হনুসন্ধি দুই দিকে ...	২
	১২৭	ভ্রূ ও রগের উপরিভাগে দুই দিকে	২
	৮৩		
	২১০	মস্তকের কপাল খণ্ডে	৫
		মূৰ্দ্ধদেশে ...	১
			৮৩

সন্ধি আট প্রকার।

কোর, উদূখল, সামুদ্গা, প্রতর, তুন্নসেবনী, বায়সতুণ্ড, মণ্ডল ও শঙ্খাবর্ত্ত।

অঙ্গুলি, মণিবন্ধ (কব্‌জি), ও গুল্‌ফ, জানু ও কনুই, এই সকল স্থানে	কোর সন্ধি
বগল কুঁচকি ও দন্তে	উদূখল সন্ধি
স্কন্ধদেশ মলদ্বার যোনিদেশে ও নিতম্বে	সামুদ্গা সন্ধি
গ্রীবা ও পৃষ্ঠদণ্ডে	প্রতরা সন্ধি
মস্তক ও কটী কপালে	তুন্ন-সেবনী
হনুর উভয়দিকে	বায়সতুণ্ড
কণ্ঠ হৃদয় নেত্র ও ক্লোম সংলগ্ন নাড়ীতে	মণ্ডলাকার সন্ধি
কর্ণ ও শৃঙ্গাটকে ...	শঙ্খাবর্ত্ত

স্নায়ু ৯০০।

স্নায়ু দ্বারা সন্ধি স্থান দৃঢ় রূপে বদ্ধ থাকে।

পাদাঙ্গুলিতে প্রত্যেকে ৬টী করিয়া	৩০
পাদতলের অগ্রভাগে ও গুল্‌ফ দেশে	৩০
জঙ্ঘাতে ...	৩০
জানুদেশে ...	১০
উরুদেশে ...	৪০
কুঁচকিতে ...	১০
এইরূপ অপর পাদে	১৫০
	৩০০

দুই হাতে এইরূপে ...	৩০০
কটিদেশে	৬০
পৃষ্ঠে	৮০
দুই পার্শ্বে	৬০
বক্ষঃস্থলে ...	৩০
গ্রীবাদেশে	৩৬
মূর্দ্ধদেশে	৩৪
	৬০০
	৩০০
	৯০০

স্নায়ু চারি প্রকার।

প্রতানবতী (শাখাবিশিষ্ট), বৃত্ত, স্থূল, ও শুষির (ছিদ্রযুক্ত)।

হস্তে পাদে ও সন্ধি স্থানে	প্রতানবতী
কণ্ডরা সকল	বৃত্ত
আমাশয় পক্কাশয় ও বস্তিগত স্নায়ু ...	শুষির
পার্শ্বদেশে বক্ষে ও পৃষ্ঠদেশে ...	পৃথুল

পেশী ৫০০।

প্রত্যেক পাদাঙ্গুলিতে (৩) তিনটি করিয়া ..	১৫	নাভি . ..	১
প্রপদ (পদতলের অগ্রভাগে)	১০	পৃষ্ঠের ঊর্দ্ধভাগে দুই দিকে দীর্ঘ ভাবে সন্নিবিষ্ট	১০
পায়ের উপরি অগ্রভাগে অঙ্গুলি মূলে	১০	দুই পার্শ্বে	৬
		বক্ষঃ স্থলে	১০
গুল্ফদেশের তলে ..	১০	স্কন্ধসন্ধির চারিদিকে ..	৭
গুল্ফ ও জানুর মধ্যে ..	২০	হৃদয় ও আমাশয় ..	২
জানুদেশে	৫	যকৃৎ প্লীহ ও উণ্ডুকে..	৬
উরুদেশে	২০	গ্রীবাদেশে ...	৪
কুঁচকিতে	১০	হনুদেশে ..	৮
এইরূপ অপর পায়ে ...	১০০	গলদেশে ও তাহার পশ্চাতে	২
এরূপ দুই হাতে ..	২০০	তালুদেশে	২
পায়ুদেশে	৩	জিহ্বা	১
পুং যন্ত্র	১	ওষ্ঠে	২
পুং যন্ত্রের সেবনীতে ..	১	ঘোণা	২
মুষ্কদ্বয়ে	২	চক্ষে	২
নিতম্বদ্বয়ে ৫টি করিয়া ..	১০	গণ্ডে	৪
বস্তিদেশে ..	২	কর্ণে . ..	২
উদরে	৫	ললাটে	৪
	৪২৪	মস্তকে	১

স্ত্রীলোকের দেহে ২০টি পেশী অধিক থাকে।

স্তনদ্বয়ে ৫টি করিয়া	...	১০
অপত্য পথের মধ্যে	...	২
ঐ পথের মুখে বাহিরে	...	২
গর্ভ ছিদ্রে	.. ...	৩
শুক্র শোণিত প্রবেশের পথে		৩
		২০

মর্ম্ম স্থান।

মর্ম্ম স্থানে প্রাণ আশ্রয় করিয়া থাকে।

মাংস, সিরা, স্নায়ু, অস্থি, সন্ধি এই সকলের একত্র সন্মিলনকে মর্ম্ম বলে। মর্ম্ম স্থান এক শত সাতটী (১০৭)

হস্ত ও পদের মর্ম্ম স্থান মোটে ৪৪।

মর্ম্মের নাম।	অবস্থিতি স্থান।	আহত হইলে যে ফল হয়।
১ ক্ষিপ্র স্নায়ু মর্ম্ম	বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনীর মধ্যে	আক্ষেপক (খেচুনি) উপদ্রবে মৃত্যু হয়।
২ তলহৃদয় মাংসমর্ম্ম	মধ্যমাঙ্গুলির মূল হইতে সরল রেখায়স্থিত পাদতলের মধ্যস্থল।	রোগ (পাদস্ফুট) হইয়া মৃত্যু হয়।
৩ কুর্চ্চ স্নায়ু মর্ম্ম	ক্ষিপ্রের উপরিভাগে উভয় পার্শ্বে।	সঞ্চরণ করিতে পা কাঁপিতে থাকে।
৪ কুর্চ্চ শির স্নায়ু মর্ম্ম	গুল্‌ফ সন্ধির অধোভাগে উভয় পার্শ্বে।	রোগ ও ফুলা হয়।

৫ গুল্ফ সন্ধি-মর্ম্ম	পদ এবং জঙ্ঘার সন্ধি স্থান।	পা স্তব্ধ হয় বা খঞ্জ হয়।
৬ ইন্দ্রবস্তি	প্রত্যেক পার্ষ্ণি ও জঙ্ঘার সন্ধিস্থান।	শোণিত ক্ষয় হইয়া মৃত্যু হয়।
৭ জানু সন্ধি	জঙ্ঘা ও উরুর সন্ধি স্থান।	খঞ্জ হয়।
৮ আণি স্নায়ু মর্ম্ম	জানুর ঊর্দ্ধ উভয় দিকে তিন অঙ্গুলি পরিমিত।	ফুলিয়া উঠে ও চলিবার শক্তি থাকে না।
৯ উর্ব্বী শিরা মর্ম্ম	উরুদেশের মধ্যস্থলে।	রক্তক্ষয় হইয়া পা সরু হয়।
১০ লোহিতাক্ষ শিরা মর্ম্ম	উর্ব্বীর ঊর্দ্ধে কুঁচকির অধোভাগে উরু মূলে	শোণিত ক্ষয় হইয়া পক্ষাঘাত হয়।
১১ বিটপ	কুঁচকি ও কোশের মধ্যস্থলে	ষণ্ডতা বা শুক্রের অল্পতা
১২ গুদ * মাংসমর্ম্ম	স্থূল অন্ত্রিতে সংলগ্ন বায়ু ওপূরীষ নিঃসারি	তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়
১৩ বস্তি স্নায়ু	কটিদেশের অভ্যন্তরে অল্প মাংস ও রক্ত বিশিষ্ট আশয়কে মূত্রাশয় অথবা বস্তি বলে।	অশ্মরী রোগ ব্যতিরেকে তাহার উভয় দিক্ ভেদ করিলে বাঁচে না। এক দিক্ ভেদ করিলে মূত্রস্রাবী ব্রণ জন্মে। যত্নে আরোগ্য হয়।

পাদতল অবধি কুঁচকি পর্য্যন্ত এই একাদশ মর্ম্ম প্রত্যেক পায়ে ও প্রত্যেক হাতে আছে। তবে বিশেষ এই যে গুল্ফ জানু ও বিটপ এই তিন মর্ম্ম, হাতের কব্জি কনুই ও বগল এই তিন স্থানে থাকে, যথা বক্ষ ও কক্ষের মধ্যে বিটপ নামক মর্ম্ম।

* মল নির্গমের দ্বার যাহাকে গোগল বলে। প্রবাহিণী নামক অতিসার রোগে যেটি বাহির হইয়া পড়ে।

১৪ নাভি শিরা	পক্ক ও আমাশয়ের মধ্যে স্থিত সকল সিরার মূল।	তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়।
১৫ হৃদয় শিরা	স্তনদ্বয়ের মধ্যে আমাশয়ের দ্বার।	তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়।
১৬ স্তনমূল শিরা	প্রত্যেক স্তনের অধোভাগের উভয় পার্শ্বে।	কফ সঞ্চিত হইয়া শ্বাস ও কাস রোগে মৃত্যু হয়।
১৭ স্তন রোহিত মাংস	স্তনের অগ্রভাগে উভয় পার্শ্বে।	রক্ত সঞ্চিত হইয়া কাশ ও শ্বাসের দ্বারা মৃত্যু হয়।
১৮ অপলাপ শিরা	† অংসকূটের অধোভাগে পার্শ্বের উপরিভাগে।	রক্ত পূয ভাব প্রাপ্ত হইলে মৃত্যু হয়।
১৯ অপস্তম্ভ শিরা	বক্ষঃস্থলের দুই দিকে বায়ুবাহিনী নাড়ী।	বায়ুপূর্ণ প্রযুক্ত কাশ ও শ্বাস রোগে মৃত্যু হয়।
২০ কটীক তরুণ অস্থি	কটির নিম্নে পৃষ্ঠদণ্ডের উভয়দিকে শ্রোণিদেশের অস্থিদ্বয়ের সংলগ্ন স্থান।	শোণিত ক্ষয় প্রযুক্ত পাণ্ডুবর্ণ ও বিরূপ হইয়া মৃত্যু হয়।
২১ কুকুন্দর। নিতম্বস্থ গর্ত্ত সন্ধি।	‡ পৃষ্ঠদণ্ডের উভয় দিকে জঘনের পার্শ্বে বহির্ভাগে অল্প নীচে।	শরীরের অধোভাগ স্পন্দহীন ও ক্রিয়াহীন হয়
২২ নিতম্ব অস্থি	শ্রোণীকাণ্ডের উপরিভাগে উভয় পার্শ্বের প্রান্তভাগে যে স্থানে পক্কাশয়ের উপরিস্থ আবরণ সংলগ্ন।	শরীরের অধোভাগ শুষ্ক হয় ও দুর্ব্বলতা জন্য মৃত্যু হয়।

† "অংসকূট" ঘাড়ের মধ্যস্থল; যে স্থানে ষাঁড়ের ঝুটি হয়।

‡ পৃষ্ঠদেশের মর্ম্ম পৃষ্ঠদণ্ডের উভয় দিকে থাকে সুতরাং সাতটি মর্ম্মে গণনায় চতুর্দ্দশটি হয়।

২৩ পার্শ্ব সন্ধি। শিরা	অধোভাগে পার্শ্বের অভ্যন্তরে সংলগ্ন, জঘন ও পার্শ্বের মধ্যস্থলে, জঘন হইতে বক্রভাবে ঊর্দ্ধ দিকে।	রক্ত পূর্ণ হইয়া মৃত্যু হয়।
২৪ বৃহতী শিরা	পৃষ্ঠদণ্ডের উভয় দিকে স্তনমূল হইতে সরল রেখায় স্থিত।	অতিশয় শোণিত নিঃসরণ জন্য উপদ্রবে মৃত্যু হয়।
২৫ অংশফলক	পৃষ্ঠদণ্ডের উভয় দিকে পৃষ্ঠের উপরিভাগে ত্রিক * স্থানে সংলগ্ন।	বাহুদ্বয় স্পন্দহীন ও শুষ্ক হয়।
২৬ অংশ স্নায়ু	বাহুদ্বয়ের ঊর্দ্ধে গ্রীবার মধ্যে উভয় দিকে যে স্থানে স্কন্ধ সংলগ্ন হয়।	বাহুদ্বয় ক্রিয়াশক্তিহীন হয়।
২৭	কণ্ঠনালীর উভয় পার্শ্বে চারিটি ধমনী দুইটি নীলা ও দুইটি মন্যা।	মূকতা, স্বরের বিকৃতি এবং রস গ্রহণে অশক্তি।
২৮ সিরা মাতৃকা	গ্রীবার উভয় পার্শ্বে দুই করিয়া ৪টি সিরা।	তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়।
২৯ কৃকাটিকা	মস্তক ও গ্রীবার সন্ধি স্থানে উভয় পার্শ্বে দুই	মস্তক সঞ্চালন করিতে থাকে।
৩০ বিধুর	কর্ণের পশ্চাদ্দেশের অধোভাগে।	বধিরতা।
৩১ ফণা	উভয় নাসারন্ধ্রের অভ্যন্তরে সংলগ্ন।	গন্ধজ্ঞানের নাশ হয়।

* ত্রিন অস্থির মিলনকে ত্রিক কহে।

৩২ অপাঙ্গ ২টি	ভ্রূপুচ্ছের প্রান্তভাগের নিম্নদেশে চক্ষুর বাহিরে	অন্ধ হয়, অথবা দৃষ্টির ব্যাঘাত জন্মে।
৩২ আবর্ত্ত ২ টী।	ভ্রূদ্বয়ের উপরিভাগে নিম্নদেশে।	অন্ধ হয়, অথবা দৃষ্টির ব্যাঘাত জন্মে।
৩৩ শঙ্খ ২ টী	দুই ভ্রূপুচ্ছের প্রান্তে উপরিভাগে কর্ণ ও ললাটের মধ্যে	তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়।
৩৪ উৎক্ষেপ ২ টি।	শঙ্খদ্বয়ের উপরি কেশের প্রান্তভাগে।	যে শল্য বদ্ধ থাকে অথবা বিদ্ধ হয় তাহা বাহির করিলে মৃত্যু হয়। কিন্তু সেই স্থানে থাকিয়া আপনা হইতে শল্য বাহির হইলে মরে না।
৩৫ স্থপনি(২টী)।	ভ্রূদ্বয়ের মধ্যেদেশে।	পূর্ব্বোক্ত মত ফল।
৩৬ সীমন্ত। ৫ টী	মস্তক বিভাজিনী পাঁচটী সন্ধি	উন্মাদ ভয় বা চিত্তনাশ দ্বারা মৃত্যু হয়।
৩৭ শৃঙ্গাটক ৪টী।	চক্ষুকর্ণ নাসিকা জিহ্বা ইহাদিগের সন্তর্পণী শিরা সকলের মধ্যে যে যে স্থানে শিরার মিলন হইয়াছে।	তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়।
৩৮ অধিপতি	মস্তকের অভ্যন্তরে উপরিভাগে, যে স্থানে সকল সিরা সম্মিলিত হইয়াছে, বাহিরে যেস্থানে রোমের আবর্ত্ত দেখা যায়।	তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়।

এই সকল মর্ম্মস্থানের সকল স্থান আধুনিক শরীর তত্ত্ব বেত্তাদিগের মতের সহিত ঐক্য হয় না। কোন ২ স্থান সম্পূর্ণ রূপে ঐক্য হয় ও

সিরা বিবরণ।

সিরা (৭০০) সাত সত। নাভি তাহাদিগের মূল। নাভিমূল হইতে (৪০) চল্লিশটী মূল শিরা নিঃসৃত হইয়া শাখা প্রশাখার দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হয়।

স্থান	সংখ্যা		যে সকল শিরা অবেধ্য।
প্রত্যেক হস্তে ও পাদে ১০০ এক শত করিয়া	৪০০	…	জাল ধরা (১) উর্ব্বী নামক মর্ম্মে (২) লোহিতাক্ষ নামক মর্ম্মে (১)
শ্রোণীদেশে	১৬	…	উভয় পার্শ্বে বিটপ নামক ৪টী, কটীক তরুণ ৪টী
প্রত্যেক পার্শ্বে ৮টি করিয়া	৩২	…	উর্দ্ধগামী এক একটী, এবং পার্শ্ব সন্ধিগত ২টী
পৃষ্ঠদণ্ডের উভয় পার্শ্বে	২৪	…	পৃষ্ঠদণ্ডের প্রত্যেক পার্শ্বে দুইটি করিয়া বৃহতী নামক উর্দ্ধগামিনী সিরা।
উদরে …	২৪	..	জননেন্দ্রিয়ের উপরিভাগে রোমরাজীর উভয় পার্শ্বে ৪টী।
বক্ষদেশে …	৪০	…	হৃদয়ে দুইটি করিয়া ছয়টি, এবং স্তন মূল স্তন রোহিত অপলাপ ও অপস্তম্ভ এই চারিটি মর্ম্মে২টি করিয়া(৮)
স্কন্ধ সন্ধি ও মস্তকের মধ্যদেশ	৫৬	…	সিরামাতৃকা ৮টি, নীলা ২টি, মন্যা ২টি কৃকাটিকা ২টি, ও বিধুর ২টি। হনুদ্বয়ের সন্ধি ১টি ও ধমনী ১টি, উভয় পার্শ্বে ৪টি।

কোন কোন স্থান কিয়দংশ মাত্র ঐক্য হয়। গ্রন্থকারের বর্ণনার সংক্ষিপ্ত প্রযুক্ত অধিকাংশমর্ম্মের প্রকৃত রূপে স্থান নির্ণয় করিতে পারা যায় না তবে শিরা মর্ম্ম সকল প্রায়ই ঐক্য হয়।

জিহ্বাতে	৩৬	...	জিহ্বার অধোভাগে ১৬টি, রসবাহিনী ২টী, বাক্যবাহিনী ২টী। নাসিকাতে ২৪টির মধ্যে ফণা নামক গন্ধবাহিনী সিরা ২টী, শৃঙ্গাটক ১টী।
তালুদেশে ..	১	..	তালু,দশে ১টী
দুই চক্ষুতে ..	৩৭	..	দুই চক্ষের প্রান্তে অপাঙ্গ নামক ২টী
কর্ণে ..	১০	..	শব্দবাহিনী সিরা একটি করিয়া ২টী
আবর্ত্ত নামক মর্ম্ম	২	..	এই দুইটিই মর্ম্ম
স্থপনী মর্ম্ম ..	১	..	এটিও মর্ম্ম
শঙ্খদেশে ..	১০	..	শঙ্খদেশের সন্ধি স্থানে উভয়দিকে ২টী
মূর্দ্ধিদেশে ...	১২	...	উৎক্ষেপক নামক মর্ম্ম—২ সীমন্ত ৫টী অধিপতি—১টি

ধমনী ২৪ টি

নাভি হইতে উৎপন্ন। নাভি হইতে ঊর্দ্ধাগামিনী ১০টি, অধোগামিনী ১০টি, এবং তির্য্যকগামিনী ৪টি।

প্রত্যেক ঊর্দ্ধাগামিনী ধমনী হৃদয় দেশ হইতে তিনটি (৩) করিয়া শাখা বিস্তার করে। তাহাতে মোটে ৩০টি হয়।

ঊর্দ্ধগামিনী ত্রিশটি ধমনীর কার্য্য।

বায়ুবাহিনী—২	শব্দবাহিনী —২	শব্দকারিণী—২
পিত্তবাহিনী--২	রূপবাহিনী—২	নিদ্রাবিধারিণী--২
শ্লেষ্মাবাহিনী-২	রসবাহিনী—২	চেতনকারিণী—২
রক্তবাহিনী—২	গন্ধবাহিনী—২	অশ্রুবাহিনী—২

রসবাহিনী—২ বাক্‌শক্তিবাহিনী ২ স্তনদ্বয়ে আশ্রিত ২ (এই দুই ধমনী স্ত্রীলোকের স্তন দ্বয়ে স্তন্য বহন করে পুরুষের স্তনদেশ হইতে শুক্রবহন করে *)।

---

* ত্বক্—Skin.
কলা—Cellular tissue and fascia of the body.
আশয়—Organs or receptacles.
ধাতু—Essential parts of the body, viz., chyle, blood &c.

অধোগামিনী ১০টী ধমনী পিত্তাশয়ে গমন পূর্ব্বক তত্রস্থ অন্নপানজাত রস পরিপাক করে, পৃথক্ করে সেই রস ঊর্দ্ধগামিনী ও তির্য্যক্‌গামিনী ধমনী মধ্যে অর্পণ করে, মূত্র পুরীষ ও স্বেদ পৃথক্ করে। সেই দশটি ধমনী পক্কাশয়ের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রত্যেকে তিনটি (৩) করিয়া শাখা বিস্তার করে।

অধোগামিনী ত্রিশটি ৩০ ধমনীর কার্য্য।

বায়ুবাহিনী—২	অন্ত্র সংলগ্ন অন্নবাহিনী—২	স্থূলান্ত্র সংলগ্ন পুরীষ বাহিনী—২
পিত্তবাহিনী—২	জলবাহিনী—২	
শ্লেষ্মাবাহিনী—২	বস্তি সংলগ্ন মূত্রবাহিনী—২	অবশিষ্ট আট ৮টী স্বেদ
রক্তবাহিনী—২	শুক্রসন্তাবিনী—২	বহন করিয়া তির্য্যক্-গামিনী
রসবাহিনী—২	শুক্রবাহিনী—২	ধমনী মধ্যে অর্পণ করে।

এই দুই শুক্রবাহিনী সিরাই স্ত্রীলোকের আর্ত্তব বহন করে। চারিটি তির্য্যক্‌গামিনী ধমনীর প্রত্যেকে উত্তরোত্তর শত সহস্র শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া সর্ব্ব শরীরের প্রতি লোমকূপে সংলগ্ন

মলা—Excretions; অস্থি—Bones; সন্ধি—Joints; স্নায়ু—Ligaments; রর্জ্জু—Tendons; পেশী—Muscles; শিরা—Vessels; স্রোত—Canals; জাল—Net-works; বহিঃ স্রোত কিম্বা দ্বার—Orifices of the body; কূর্চ্চ (?), ধমনী—Nerves; মর্ম্ম—Vital parts. ইহা ব্যতিরেকে শরীরের আর আর যে সকল আশয়ের নাম আছে তাহার ইংরাজী ভাগ স্থির করা যায় না।

সুশ্রুতাচার্য্য নাভিকেই সকল শিরা ও ধমনীর মূল বলিয়াছেন, কিন্তু প্রাচীন সকল তন্ত্র শাস্ত্রে সকল নাড়ীই মেরুদণ্ড হইতে নিঃসৃত

হয়। তদ্দ্বারা শরীরের অভ্যন্তরস্থ স্বেদ নিঃসৃত হয়, বাহিরের ত্বক্‌স্থিত অভ্যঙ্গ অনুলেপনাদি অভ্যন্তরে নীত হয়, এবং শীতোষ্ণাদি স্পর্শ অনুভূত হয়।

হওয়া বর্ণিত আছে। যথা ;—দ্বে দ্বে তির্য্যক্‌গতে নাড্যৌ চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যয়া। মেরুদণ্ডে স্থিতাঃ সর্ব্বে সূত্রে মণিগণাইব। মেরুদণ্ডের প্রত্যেক গ্রন্থি হইতে দুইটী করিয়া নাড়ি প্রত্যেক দিকে নিঃসৃত হইয়াছে। তাহাতে প্রত্যেক গ্রন্থি হইতে নাড়ী নিঃসৃত হইয়াছে দেখা যায়। আধুনিক শারীর ব্যবচ্ছেদ বিদ্যাতেও এইরূপ দৃষ্ট হয়। প্রাচীন আর্য্যেরা মেরুদণ্ডের ঊর্দ্ধ হইতে অধোভাগে নাড়ী সকল লম্বিত হওয়া বলেন। যথা—ঊর্দ্ধ-মূল মধঃ শাখং বৃক্ষাকারং কলেবরং। যথাশ্বত্থ দলে তদ্বৎ শরীরে নাড়য়স্থিতাঃ। এইরূপ শরীরের অন্তর্গত মস্তিষ্ক মেরুদণ্ড ও তদন্তর্গত সিরা সমূহের বিষয়ে আধুনিক পণ্ডিত গণের মতের সহিত প্রাচীন তন্ত্রকারদিগের মতের অনেক স্থলে ঐক্যতা দেখা যায়। সুশ্রুত কারের অভিপ্রায় যে গর্ভস্থ বালকের শরীর গঠন ও পোষণ কারণ যে রস প্রয়োজন হয়, জননীর শরীর হইতে সেই রস বহন করণার্থ যে নাড়ী আছে তাহা বালকের নাভি দেশে সংলগ্ন। সুতরাং নাভি শরীরোৎপত্তির মূল বলা অন্যায় নহে।

দশম অধ্যায়।

গর্ভিণী ব্যাকরণ।

গর্ভিণী প্রথম দিবস হইতে (গর্ভগ্রহণের) হৃষ্টচিত্ত শুচি অলঙ্কৃতা শুক্লবস্ত্র পরিধানা শান্তি মঙ্গল দেবতা ব্রাহ্মণ ও গুরুপরায়ণা হইবেন। মলিন বিকৃত বা হীনগাত্র (১) ব্যক্তিকে স্পর্শ করিবেন না। দুর্গন্ধ বা দুর্দ্দর্শনাদি (২) পরিত্যাগ করিবেন। চিত্তের উদ্বিগ্নকর আলাপ বা শুষ্ক পর্য্যুসিত কুথিত ক্লিন্ন অন্ন আহার করিবেন না। বাহিরে ভ্রমণ, শূন্য গৃহে বাস চৈত্য বা শ্মশান বৃক্ষ আশ্রয় করিবেন না। ক্রোধ বা ভয়ের কারণ পরিত্যাগ করিবেন। ভার বহন বা উচ্চৈস্বরে বাক্য কথন প্রভৃতি যাহাতে গর্ভ নাশ হয় সেই সমস্ত পরিত্যাগ করিবেন। সর্ব্বদা তৈলাদি মর্দ্দন অথবা অপরিমিত শারিরীক শ্রমও করিবেন না। শয্যা ও আসন কোমল হইবে, অতিশয় উচ্চ বা কোন প্রকার কষ্ট জনক হইবে না। মধুর মুখপ্রিয় দ্রব-প্রায় (তরল) স্নিগ্ধ অগ্নিকর দ্রব্য আহার করিবেন। এই সকল নিয়ম সামান্যতঃ প্রসব কাল পর্য্যন্ত অবলম্বন করিবেন।

বিশেষ নিয়ম। গর্ভিণী প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসে মধুর শীতল তরল দ্রব্য আহার করিবেন। তৃতীয় মাসে বিশেষতঃ বাটধান্যের তণ্ডুল দুগ্ধের সহিত ভোজন করিবেন। কেহ কেহ বলেন যে চতুর্থ মাসে দধির সহিত পঞ্চম মাসে দুগ্ধের সহিত ও ষষ্ঠ মাসে ঘৃতের সহিত ভোজন করিবেন। চতুর্থ মাসে দুগ্ধ ও নবনীত সংযুক্ত আহার

(১) কোন প্রকার অঙ্গহীন।

(২) যে সকল দর্শনে মনে ভয় বা ঘৃণা প্রভৃতি জন্মে। ইহতে বাস্তবিক অনিষ্ট হয়। গর্ভাবস্থায় কোন প্রকার দুর্দ্দর্শন বা বিকলাঙ্গ প্রভৃতি দর্শন করিলে যে সন্তান ও সেইরূপ হয়, ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত এদেশে এবং ইউরোপ দেশেও পাওয়া গিয়াছে।

করিবেন, ও জাঙ্গল পশুর মাংসের সহিত মুখ-প্রিয় অন্ন ভোজন করিবেন। পঞ্চম মাসে দুগ্ধ ঘৃত-সংযুক্ত আহার, ও ষষ্ঠে ঘৃত ও গক্ষুরির ক্বাথ অথবা যবের মণ্ড পান করিবেন। সপ্তম মাসে পৃথক্‌পর্ণী প্রভৃতির ক্বাথ ও ঘৃত পান করাইবে। এই সকল নিয়মে গর্ভ বর্দ্ধিত হয়। অষ্টম মাসে বলা অতিবলা শতপুষ্প (শোলফা শাক) মাংস দুগ্ধ দধির মস্তু (মাত) তৈল লবণ মদনফল মধু ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া বদরোদকের (পুরাতন কুল গুলিয়া সেই জলের) সহিত পান করাইবে। তাহাতে সঞ্চিত পুরীষের শুদ্ধি হয় ও বায়ুর অনুলোম হয়। তদনন্তর দুগ্ধ ও মধুর ক্বাথের সহিত তৈল মিশ্রত করিয়া বিরেচন করাইবে। বায়ুর অনুলোম হইলে সুখে ও নিরুপদ্রবে প্রসব করিতে পারে। নবম মাসে প্রশস্ত দিবসে গর্ভিণীকে সূতিকাগারে প্রবেশ করাইবে। সূতিকাগৃহ নির্ম্মাণ বিষয়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের যথাক্রমে শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ ভূমি প্রশস্ত। বিল্ব, বট, তিন্দুক ও ভল্লাতক এই চারি প্রকার কাষ্ঠের উক্ত চারি বর্ণের যথাক্রমে সূতিকাগারে পর্য্যঙ্ক নির্ম্মাণ করিবে। সেই আগারের ভিত্তি লেপন করিবে তাহার দ্বার পূর্ব্ব অথবা দক্ষিণ দিকে হইবে, গৃহ দীর্ঘে আট হাত প্রস্থে চারিহাত হইবে, এবং রক্ষা ও মঙ্গল সম্পন্ন হইবে।

কুক্ষিদেশ শিথিল ও হৃদয়ের বন্ধন মুক্ত হইলে, এবং উরুদ্বয় বেদনা বিশিষ্ট হইলে প্রসব-কাল উপস্থিত বলিয়া জানিবে। কটি ও পৃষ্ঠদেশের চতুর্দ্দিকে বেদনা, মুহুর্মুহু মলমূত্রের প্রবৃত্তি এবং অপত্য-পথ হইতে শ্লেষ্মা নিঃসরণ হয়। প্রসবের কালে মঙ্গল কার্য্য ও স্বস্তি বাচন করিবে। শিশু সমস্ত পুংলিঙ্গ নামের ফল হস্তে করিয়া প্রসবিনীর চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া থাকিবে, গর্ভিণীকে তৈল মাখাইয়া উষ্ণোদক পরিষেচন পূর্ব্বক প্রচুর পরিমাণে যবের মণ্ড কণ্ঠ-পর্য্যন্ত পান করাইবে। তদনন্তর মৃদু, কোমল, বিস্তৃত শয্যায় উপধানে

(বালিশে) শিরোস্থাপন পূর্ব্বক শয়ন করাইয়া উরুদ্বয় কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া রাখিবে। প্রসব-কার্য্যে কুশলা এরূপ চারিটী পরিণত-বয়স্কা স্ত্রীলোক, নখচ্ছেদন পূর্ব্বক নির্ভয় চিত্তে তাঁহার পরিচারণ করিবে। অনন্তর সূতিকা গৃহে প্রবেশ করাইয়া অনুলোম ভাবে (উপর হইতে নিম্নে) তৈল মর্দ্দন করাইতে করাইতে গর্ভিণীকে বলিবে হে সুভগে, প্রবাহণ কর (কোথ পাড়), যাহাতে কষ্ট বোধ না হয় এরূপে প্রবাহণ কর। তদনন্তর গর্ভনাড়ীর বন্ধন শিথিল হইলে ও কটি, কুঁচকি, বস্তি ও শিরো-দেশ শূল-বিশিষ্ট হইলে ক্রমে ক্রমে প্রবাহণ করিবে। তদনন্তর গর্ভ যোনিমুখে সমাগত হইলে অধিকতর প্রবাহণ করিবে।

অকালে প্রবাহণ করিলে বধির, মুক, ব্যস্ত-হনু, (গালের অস্থি বাঁকা হওয়া) এবং মস্তকের অভিঘাত হয় অথবা কাশ শ্বাস, শোষ প্রভৃতি রোগ-বিশিষ্ট অথবা কুব্জ বা বিকটাকার হয়। সন্তান বিপরীত ভাবে গর্ভমধ্যে থাকিলে তাহাকে সরল ভাবে আনিয়া প্রসব করাইবে। গর্ভ-সঙ্গ হইলে অর্থাৎ গর্ভ নিঃসৃত না হইলে, কৃষ্ণ-সর্পের খোলোস (কেউটে সাপের) অথবা পিণ্ডীতক (ময়নাবৃক্ষ) দ্বারা প্রসব দ্বারে ধূম প্রয়োগ করিবে, কিম্বা হিরণ্য-পুষ্পের মূল সুবর্চ্চল লবণ বা গুলঞ্চ গর্ভিণী হস্তে ও পদে ধারণ করিবে। প্রসব হইলে কুমারের জরায়ু নাড়ি ও মধু ঘৃত ও সৈন্ধবের দ্বারা বিশোধিত করিবে, মূৰ্দ্ধদেশে ঘৃতাক্ত বস্ত্র-খণ্ড প্রদান করিবে। পরে সূত্রের দ্বারা নাভি নাড়ীর অষ্টাঙ্গুল পরিমাণ বন্ধন করিয়া ছেদন করিবে ও সেই সূত্রের কিয়দংশ কুমারের গ্রীবা দেশে বন্ধন করিয়া দিবে। অনন্তর কুমারকে শীতল জলে আশ্বাসিত করিয়া জাত-কর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক মধু, ঘৃত, অনন্ত মূল ও ব্রাহ্মী-রসের সহিত সুবর্ণ-চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লেহন করাইবে। পরে বলা-তৈল মাখাইয়া ক্ষীর বৃক্ষের ক্বাথে, সকল গন্ধ-দ্রব্য বিশিষ্ট জলে অথবা রৌপ্য, ও স্বর্ণের সহিত জল তপ্ত করিয়া

সেই জলে অথবা ঈষৎ উষ্ণ কপিত্থ পত্রের ক্বাথে, দোষ, কাল, অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্নান করাইবে।

তিন রাত্রি বা চারি রাত্রির পর হৃদয়স্থ ধমনীর পথ পরিষ্কৃত হইলে প্রসূতির স্তনে দুগ্ধ প্রবর্ত্তিত হয়। অতএব প্রথম দিবসে অনন্ত-মূল মিশ্রিত ঘৃত-মধু প্রাত-মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে পান করাইবে। দ্বিতীয় দিবসে লক্ষণার ক্বাথ ও তৃতীয় দিবসে ঘৃত, পান করাইবে। তদনন্তর স্বীয় করতল পরিমিত ঘৃত ও মধু দিবসে দুই বার পান করাইবে।

তদনন্তর প্রসূতিকে বেড়েলার তৈল মর্দ্দন করাইয়া বায়ু শান্তিকর ঔষধ পান করাইবে। কোন প্রকার দোষ থাকিলে সেই দিবস অর্থাৎ পঞ্চম দিবসে পিপ্পলী পিপ্পলীমূল গজপিপ্পলী চিত্রক ও শৃঙ্গবের (আদা), এই সকলের চূর্ণ উষ্ণ গুড়োদকের (গুড়ের জলের) সহিত পান করাইবে। এই রূপ নিয়ম দুই দিন বা তিন দিন অথবা যাবৎ দূষিত শোণিত সংশোধিত না হয় তাবৎ অবলম্বন করিবে। (১) তদনন্তর শোণিত সংশোধিত হইলে, বিদারি গন্ধাদির ক্বাথ, ও ঘৃত অথবা দুগ্ধের সহিত যবের মণ্ড ত্রিরাত্র পান করাইবে (২)। তদনন্তর বল ও অগ্নি বিবেচনা করিয়া যব কোল ও কুলত্থ কলাইয়ের ক্বাথের সহিত ও মাংস রসের সহিত অন্ন ভোজন করাইবে। এই রূপে অর্দ্ধমাস গত হইয়া শরীর সংশোধিত হইয়া সূতিকা হইতে উত্তীর্ণ হইলে আহার আচারের নিয়ম পরিত্যাগ করিবে কেহ কেহ পুনর্ব্বার আর্ত্তব নিঃসরণ না হওয়া পর্য্যন্ত সূতিকাবস্থা বলেন।

(১) প্রসূতীর শোণিত কৃষ্ণবর্ণ থাকিলে দূষিত শোণিত বলা যায়। বিশুদ্ধ শোণিতের বর্ণ অলক্তকের ন্যায়।

(২) যবের মণ্ডের স্থলে বারলি পাউডার Barley Powder ব্যবহার করা যাইতে পারে। বিদারি গন্ধাদি সূত্র স্থানের ৩৮ অধ্যায় দেখ।

কঠিন প্রদেশে সূতিকাবস্থায় উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃত পান করাইয়া পিপ্পল্যাদির ক্বাথ পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় যে রূপ বলা হইয়াছে, ও বলবতী স্ত্রীলোককে যবের মণ্ড তিন রাত্রি অথবা পঞ্চ রাত্রি পান করাইবে। তদনন্তর (পঞ্চম দিবসের পর) ঘৃত যুক্ত অন্ন ভোজন করাইবে, এবং সর্ব্বদা প্রচুর পরিমাণে উষ্ণ জল শরীরে সেচন করিবে। ক্রোধ পরিশ্রম প্রভৃতি সূতিকাবস্থায় পরিত্যাগ করিবে।

মিথ্যা আহার বিহারের দ্বারা সূতিকাবস্থায় যে রোগ জন্মে তাহা কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য হয়। অতিশয় উপবাসাদি দ্বারা রোগ জন্মিলেও এরূপ হয়। অতএব দেশ, কাল, ব্যাধি ও অভ্যাস পরীক্ষা করিয়া সূতিকাবস্থায় চিকিৎসা করিবে। এ অবস্থায় কোন মতে অত্যাচার না হয়।

অপরাপর রোগের সম্ভাবনা হইলে মূত্র রোধ বা উদরের আধ্মান জন্মে। অতএব প্রসবান্তে অঙ্গুলিতে চুল জড়াইয়া কণ্ঠদেশ মার্জ্জিত করিবে, অথবা কটুকা, অলাবু, কৃতবেধন (কোষাতকী) শর্ষপ ও সর্পনির্ম্মোক (সাপের খোলস) কেবল মাত্র এই সকল দ্রব্যের সহিত কটু (শর্ষপ) তৈল মিলিত করিয়া ধূম প্রদান করিবে। অথবা লাঙ্গুলি মূলের ক্বাথ ইহার করতল ও পদতলে লেপন করিবে অথবা ইহার মূর্দ্ধি দেশে মহাবৃক্ষের ক্ষার পুনঃ পুনঃ সেচন করিবে অথবা, কুড়ু ও লাঙ্গুলি মূলের কল্ক মদ্য বা গোমূত্রের সহিত পান করাইবে। শালিমূলের কল্ক ও পূর্ব্বোক্ত পিপ্পল্যাদি মদ্যের সহিত কিম্বা শ্বেত শর্ষপ কুষ্ঠ লাঙ্গলি, মহাবৃক্ষের ক্ষার এই সকল মিশ্রিত মদ্যের ফেণার দ্বারা আস্থাপন করিবে। অথবা এই সকলের ক্বাথের সহিত শ্বেত শর্ষপের তৈল বা কোন প্রকার স্নিগ্ধ দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া বিরেচন করাইবে। অথবা হস্তের দ্বারা মল আহরণ করিবে।

প্রসবের পর স্ত্রীলোকের শরীর রুক্ষ হইলে শরীরের তীক্ষ্ণতা প্রযুক্ত শোণিত বিশুদ্ধ না হইয়া, শোণিত স্থানগত বায়ুর দ্বারা নাভির

অধোভাগে রুদ্ধ হইয়া পার্শ্ব ও বস্তিদেশে অথবা বস্তির উপরিভাগে গ্রন্থি জন্মায়। তদনন্তর নাভি, বস্তি ও উদর দেশে বেদনা জন্মিয়া সূচীর দ্বারা বিদ্ধ, ভিন্ন বা বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় পক্বাশয়ে যাতনা বোধ হয়। তাহাতে উদর-দেশে আধ্মান ও মূত্রসঙ্গ, মক্কল্ল রোগের এই দুই লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাহাতে বীরতরু আদির ক্বাথ ও জলমধু-কাদি পান করাইবে, অথবা ঘৃতের সহিত যবক্ষার চূর্ণ কিম্বা অল্প উষ্ণ জলের সহিত লবণ চূর্ণ কিম্বা পিপ্পল্যাদি ক্বাথের সহিত পিপ্পল্যাদি চূর্ণ, অথবা মদ্য ফেণার সহিত বরুণাদিগণের ক্বাথ অথবা পঞ্চকোল ও এলাইচ সেবন করাইবে (১)। অথবা, পৃথক-পর্ণাদির ক্বাথ বা, ভদ্র-দারু ও মরিচ সংযুক্ত পুরাতন গুড় অথবা ত্রিকটু, চতুর্জাতক, ও কুস্তুম্বুরু মিশ্রিত পুরাতন গুড় সেবন করাইবে, অথবা এই সকল দ্রব্যের অরিষ্ট পান করাইবে।

বালককে ক্ষৌম বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত রাখিবে, ক্ষৌম বস্ত্রের শয্যাতে শয়ন করাইবে, পীলু, বদরি, নিম্ব, পরুষক এই সকলের শাখার দ্বারা বীজন করিবে এবং তৈলে বস্ত্রখণ্ড বা তুলা ভিজাইয়া তাহার মূর্দ্ধি দেশে প্রয়োগ করিবে। বালকের হস্ত, পাদ, মস্তক, ও গ্রীবা-দেশে রক্ষা বন্ধন করিবে। শয্যাতেও তিল, তিসি, ও শর্ষপের কণা বিকীর্ণ করিবে। গৃহে অগ্নি প্রজ্বলিত করিবে, এবং ব্রণ রোগের ন্যায় নিয়ম অবলম্বন করিবে। তদনন্তর দশম দিবসে পিতা মাতা স্বস্তি-বাচন পূর্ব্বক আপনাদিগের অভিপ্রায় অনুসারে অথবা নক্ষত্রের নামানুসারে বালকের নামকরণ করিবে।

তদনন্তর ধাত্রী নিযুক্ত করিতে হইলে, আপনার স্বজাতীয়া মধ্যম পরিমাণা, মধ্যম বয়স্কা, শীলবতী, ধীরা লোভ-হীনা মধ্যম-শরীরা

---

(১) বীরতরু আদিগণ ও বরুণাদিগণ সূত্র স্থানের ৩৮ অধ্যায় দেখ।

নির্দ্দোষ-দুগ্ধা, অলম্বৌষ্ঠী (যাহার ওষ্ঠ লম্বিত নহে), অলম্বোর্দ্ধ-স্তনী (যাহার স্তন লম্বিত বা ঊর্দ্ধ-মুখ নহে), অব্যসনিনী (যে ক্রীড়ায় আসক্ত নহে), জীবদ্বৎসা (যাহার পুত্র জীবিত থাকে), দুগ্ধবতী, বৎসলা (যাহার অপত্য-স্নেহ থাকে), অক্ষুদ্র-কর্ম্মিণী (যে সামান্য কর্ম্মে আসক্তা না হয়) সদ্বংশ জাতা, সদ্গুণ-বিশিষ্টা, অরোগিণী, বালকের বলবৃদ্ধির নিমিত্তে এই এইরূপ ধাত্রী নিযুক্ত করিবে।

স্তনের ঊর্দ্ধমুখ হইলে বালকের হাঁ বড় হয়। স্তন লম্বিত হইলে বালকের নাসিকা ও মুখ আচ্ছাদিত হইয়া প্রাণ বিনাশের সম্ভাবনা। তদনন্তর প্রশস্ত তিথিতে স্নান করিয়া বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক ধাত্রী পূর্ব্ব-মুখে বসিয়া বালকের মস্তক উত্তর দিকে রাখিয়া ক্রোড়ে ধারণ করিবে। পরে দক্ষিণ স্তন ধৌত করিয়া ঈষৎ দুগ্ধ নিঃসরণ পূর্ব্বক নিম্ন লিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পান করাইবে।

চত্বারঃ সাগরাস্তুভ্যং স্তনয়োঃ ক্ষীরবাহিনঃ।
ভবন্তু সুভগে নিত্যং বালস্য বলবৃদ্ধয়ে॥
পয়োঽমৃতরসং পীত্বা কুমার স্তে শুভাননে।
দীর্ঘমায়ুরবাপ্নোতু দেবাঃ প্রাশ্যামৃতং যথা॥

হে সুভগে, বালকের বল বৃদ্ধির জন্য চারি সাগর তোমার স্তনদ্বয়ে নিত্য ক্ষীর বহন করুক। হে শুভাননে, দেবতারা যেরূপ অমৃত পান করিয়া দীর্ঘায়ুঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অমৃতরসের স্বরূপ তোমার স্তন্য পান করিয়া কুমারও সেইরূপ দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হউক। ইহার অন্যথা আচরণ করিলে, প্রকৃতি-বিরুদ্ধ প্রযুক্ত ধাত্রীর স্তন্য পানে বালকের রোগ জন্মে। প্রথমে স্তন্য নিঃসরণ করিয়া ফেলিয়া না দিলে, স্তন স্তব্ধ ও দুগ্ধ-পূর্ণ থাকা প্রযুক্ত পান করিবার কালে বাল-কের গলনলীতে অধিক পরিমাণে স্তন্য প্রবেশ করিয়া কাশ শ্বাস ও বমি জন্মায়। অতএব স্তন্য-পান করাইবার কালে অগ্রে কিছু দুগ্ধ নিঃসরণ করিয়া ফেলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

ক্রোধ শোক অপত্য-স্নেহের অভাব, এই সকল কারণে স্ত্রীলোকের স্তন্য জন্মে না। স্তনে দুগ্ধ জন্মিবার জন্য মনের (প্রসূতির বা ধাত্রীর) প্রফুল্লতা জন্মান কর্ত্তব্য, এবং যব গোধূম, শালি বা ষাট্‌ধান্যের অন্ন, মাংসরস, সুরা, কুল, পিণ্যাক (তিল বাটা), লশুন, মৎস্য, কেশুর পানিফল, মৃণাল, ভূমি-কুষ্মাণ্ড, অলাবু, কলমী-শাক প্রভৃতি সেবন করান কর্ত্তব্য (১)।

স্তন্য জলে নিক্ষেপ করিলে যদি শীতল নির্ম্মল পাতলা শঙ্খের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ও একত্রীভূত হয়, ফেনিল বা সুতার মত না হয় ও না ভাসিয়া উঠে বা মগ্ন না হয়, তবে তাহাকে বিশুদ্ধ স্তন্য বলা যায়। তদ্দ্বারা কুমারের শরীর ও বল বৃদ্ধি হয়। ক্ষুধিত, শোকার্ত্ত শ্রান্ত, দূষিত-ধাতু গর্ভিণী, জ্বরিত, অতিশয় ক্ষীণ, অতিস্থূল, প্রচুর পরিমাণে অম্ল-জনক ভক্ষ্য অথবা বিরুদ্ধ আহার ভোজন, এই সকল অবস্থায় স্তন্য পান করাইবে না। অজীর্ণ রোগে বালকের পক্ষে ঔষধ বিধেয় নহে, তাহাতে তীব্র বেগের উৎপত্তি হয়।

গুরুতর ভোজন অথবা বিপরীত দোষজনক ভোজনের দ্বারা শরীরে কোন দোষ কুপিত হইলে, ধাত্রীর স্তন্য দূষিত হয়। মিথ্যা আহার ও বিহারের দ্বারা ও স্ত্রীলোকের দেহে বায়ু পিত্ত প্রভৃতি কুপিত হইলে স্তন্য দূষিত হয়। সেই দূষিত স্তন্য পান করিলে বালকের পীড়া জন্মে। অভিজ্ঞ চিকিৎসক এবিষয়টী বিশেষ রূপে অনুধাবন করিবেন। বালকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগত রোগ হইলে মুহুঃমুহুঃ তৃষ্ণা হয় ও স্পর্শ করিলে যাতনা হয়। মূর্দ্ধিগত রোগ হইলে মস্তক সরল ভাবে স্থির রাখিতে পারে না; বস্তি-গত রোগ নইলে মূত্ররোধ তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছা হয়। কোষ্ঠদেশে রোগ হইলে, মলমূত্র রোধ, বিবর্ণতা,

---

(১) এই সকল দ্রব্যের সহিত কোন প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করিয়া খাওয়ান কর্ত্তব্য। স্তন্য জন্মিবার পক্ষে মাসকলাই অতীব প্রশস্ত।

আধ্মান, ও অন্ত্রকূজন (পেট ডাকা), এই সকল লক্ষণ হয়। দেহের সর্ব্বস্থান-গত রোগ হইলে কেবল মাত্র রোদন করিতে থাকে।

বালক কেবলমাত্র স্তন্যপায়ী হইলে, মৃদু অচ্ছেদনীয় ঔষধ যথা-বিহিত পরিমাণে দুগ্ধ ও ঘৃতের সহযোগে ধাত্রীকে সেবন করাইবে। দুগ্ধান্ন ভোজী হইলে, ধাত্রী ও বালক উভয়কে ঔষধ সেবন করাইবে। বালক অন্ন ভোজী হইলে ক্বাথ প্রভৃতি ঔষধ বালকেই সেবন করাইবে, ধাত্রীকে সেবন করাইবার প্রয়োজন নাই। দুগ্ধপায়ী বালকের এক মাসের অধিক বয়স হইলে, অঙ্গুলির দুইটী পর্ব্বে যে পরিমাণ ঔষধ গ্রহণ করা যায় তাহাই সেবন করাইবে। বালক দুগ্ধান্ন ভোজী হইলে ঔষধের কল্ক কুলের অস্থি (আঁটী) পরিমাণে সেবন করাইবে। অন্নভোজী বালককে কুল পরিমাণ ঔষধ সেবন করাইবে। চিকিৎসকেরা যে সকল দ্রব্য সান্নিপাতিক রোগের ঔষধ স্বরূপ নির্ণয় করিআছেন, স্তন্যপায়ী বালকের সেই রোগে সেই সকল দ্রব্যের কল্ক জ্বরের প্রথম তিন দিন স্তনে লেপন করিয়া স্তন পান করাইবে। দুই দোষ মিলিত হইয়া রোগ হইলে ঘৃত হিতকর। রোগ হইলে তৃষ্ণার ভয়ে শিশুকে স্তনপান করাইবে না। অহিতাচার না হইলে বালককে কদাপি বমন বিরেচন প্রয়োগ করিবে না। মস্তুলুঙ্গ ক্ষয় হওয়া প্রযুক্ত বায়ু-কর্ত্তৃক বালকের তালুদেশের অস্থি নামিয়া পড়িলে, এবং তৃষ্ণাযুক্ত ও দীনভবাপন্ন হইলে, জীবক বা অশ্বগন্ধা সহযোগে ঘৃত পাঁক করিয়া, শীতল হইলে, পান ও মর্দ্দনের দ্বারা সেবন করাইবে, ও শীতল জলের দ্বারা উদ্বিগ্ন করিবে। বায়ু-কর্ত্তৃক বালকের নাভিস্থল বেদনাবিশিষ্ট হইয়া আধ্মাত হইলে, তুণ্ডি নামক রোগ বলে। বায়ু-শান্তিকর স্নেহ স্বেদ ও প্রলেপের দ্বারা তাহার শান্তি করিবে। বালকের গুদপাক রোগ হইলে পিত্তঘ্ন ক্রিয়া করিবে, বিশেষতঃ পানে ও আলেপনে রসাঞ্জন ব্যবহার করিবে।

দুগ্ধপায়ী বালককে ঘৃত পান করাইবে, এবং শ্বেত সর্ষপ বচ পদ্মস্থ

অপামার্গ শতাবরী সারিবা ব্রাহ্মী পিপ্পলী হরিদ্রা কুষ্ঠ ও সৈন্ধব এই সকলের ক্বাথ পান করাইবে। দুগ্ধান্ন ভোজী বালককে যষ্টি-মধু বচ পিপ্পলী চিত্রক ও ত্রিফলা এই সকলের ক্বাথ পান কারাইবে। অন্না-হারী বালককে দ্বিপঞ্চমূলী (৩৮ অধ্যায় দেখ) ক্ষীর তগর ভদ্রদারু মরিচ মধু বিড়ঙ্গ দ্রাক্ষা ও দ্বিব্রাহ্মী (দুই প্রকার ব্রাহ্মী), এই সকলের ক্বাথ পান করাইবে। এই তিন প্রকার ঔষধের দ্বারা বালকদিগের আরোগ্য বল মেধা ও বল বৃদ্ধি হয়।

বালকের স্পর্শ-সুখ গ্রহণ করিবে। বালকের প্রতি তর্জ্জন করা বা সহসা জাগরিত করা কর্ত্তব্য নহে; তাহাতে তাহার মনে আতঙ্ক জন্মে। হঠাৎ ক্রোড়ে বা উচ্চে তুলিবে না, তাহাতে বায়ুর বিঘাত জন্মিতে পারে। উপবেশন করানও কর্ত্তব্য নহে, তাহাতে কুব্জ হইতে পারে। ক্রোধ পরিহার পূর্ব্বক শত শত প্রকার প্রিয়-বাক্যের দ্বারা বালককে শান্ত্বনা করিবে। এই রূপে কোন প্রকার মানসিক অভিঘাত (কোন প্রকার কষ্ট) ব্যতিরেকে বালক দিন দিন বর্দ্ধিত হইবে, ও উৎসাহ স্বাস্থ্য ও মনের প্রফুল্লতা জন্মিবে। বায়ু রৌদ্র বিদ্যুৎ-প্রভা বৃক্ষলতা শূন্যস্থান নিম্নস্থান গৃহের ছায়া দুর্গ্রহ ও উপসর্গ হইতে বালককে রক্ষা করিবে।

অপবিত্র স্থানে শূন্যে বিপরীত স্থানে, উষ্ণ বা বায়ু-প্রবাহিত স্থানে, বর্ষাকালে অনাবৃত স্থানে ধূলি বা ধূমে আকীর্ণ বা জলার্দ্র স্থানে বাল-ককে রাখিবে না।

বালকদিগকে যতদিন স্তন্যপান করাইয়া পোষণ করিতে হয়, ততদিন তাহাদিগকে ছাগী-দুগ্ধই হউক অথবা গব্যদুগ্ধই হউক পরি-মিত-রূপে পান করাইবে। ছয় মাস অতীত হইলে ইহাদিগকে লঘু ও হিতকর (যাহাতে পীড়া না হয়) অন্ন ভোজন করাইবে, এবং অব-রোধ মধ্যে রাখা ও উপসর্গ হইতে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

বালক মধ্যে মধ্যে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলে, ভয় পাইতে বা রোদন

করিতে থাকিলে, আপনার বা ধাত্রীর শরীর নখের দ্বারা আঁচড়াইতে থাকিলে; দন্ত কিড়মিড়, কণ্ঠে কূজন শব্দ (কোঁত পাড়া) বা হাই তুলিতে থাকিলে, ভ্রূদ্বয় নিক্ষেপপূর্ব্বক একাগ্রভাবে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিতে থাকিলে, মুখে ফেণা নিঃসরণ হইতে অথবা ওষ্ঠ দংশন করিতে থাকিলে, মল কঠিন ও কুপিত হইয়া, দীনভাবে কাতরস্বরে রোদন করিতে থাকিলে, রাত্রি-জাগরণপ্রযুক্ত শরীর দুর্ব্বল বা ম্লান হইলে, শরীরে মৎস্য ছুছুন্দর বা মৎকুণের গন্ধ হইলে; এবং পূর্ব্বের ন্যায় স্তনে অভিলাষ না থাকিলে, গ্রহোপসৃষ্টের লক্ষণ বলিয়া জানিবে। পরে উত্তর-তন্ত্রে ইহা বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিব।

বালক ক্রমশঃ বিদ্যাভ্যাসে সমর্থ হইলে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চতুর্ব্বিধ-বর্ণ-অনুসারে বিদ্যা অভ্যাস করাইবে। পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়স হইলে দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যার সহিত বিবাহ দিবে। তাহাতে পিতার ন্যায় ধর্ম্ম অর্থ ও কামনা-(মনোবৃত্তি)-বিশিষ্ট সন্তান জন্মে।

পঞ্চবিংশতি বর্ষের ন্যূন-বয়স্ক পুরুষের দ্বারা, যদি ষোড়শ বর্ষের ন্যূন-বয়স্কা স্ত্রীলোকের গর্ভ উৎপাদিত হয়; তবে সেই সন্তান গর্ভেই নাশ হয়; যদি বা জন্মে, অধিক দিন বাঁচে না; যদি বাঁচে, শরীর ও মনঃ দুর্ব্বল হয়। অতএব অত্যন্ত বালিকা অবস্থাতে গর্ভাধান করাইবে না। অতিশয় বৃদ্ধা হইলে, দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করিলে, অথবা অন্য কোনপ্রকার বিকার-বিশিষ্ট হইলে, স্ত্রীলোকের গর্ভাধান করাইবে না; পুরুষেরও ঐ সকল অবস্থায় গর্ভোৎপাদন করা কর্ত্তব্য নহে।

পূর্ব্বোক্ত কোন কারণে গর্ভ-স্রাব হইবার উপক্রম হইলে, গর্ভাশয় কটি উরু ও বস্তিদেশে শূল হয় (কন্ কন্ করে) ও শোণিত দৃষ্ট হয়। এই অবস্থায় শীতল জল-পরিষেচন অবগাহন ও শীতল প্রলেপের দ্বারা প্রতীকার করিবে, ও শীতল, পক্ব (অগ্নিপক্ব) দুগ্ধ পান

করাইবে। গর্ভ স্ফুরণ (১) হইতে থাকিলে দুগ্ধ ও উৎপল সিদ্ধ করিয়া মুহুর্মুহুঃ পান করাইবে। স্রাব আরম্ভ হইলে পার্শ্ব ও পৃষ্ঠ-দেশে দাহ ও শূল, অতিশয় শোণিত-নিঃসরণ ও বায়ু মূত্র রোধ হয়। কুক্ষিমধ্যে গর্ভ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সঞ্চরণ করিতে থাকিলে কোষ্ঠ-দেশে সংরম্ভ হয়। তাহাতে স্নিগ্ধ ও শীতল ক্রিয়া করিবে। গর্ভ দেশে বেদনা হইলে মহাসহা (মাষাণী লতা), ক্ষুদ্রসহা (মুগানি), যষ্টিমধু, শ্বদংষ্ট্রা (গোক্ষুরী) ও কণ্টকারী, এই সকল সহযোগে দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া শর্করা ও মধু মিশ্রিতপূর্ব্বক পান করাইবে। মূত্র-রোধে দর্ভাদির (৩৮ অধ্যায় তৃণ-পঞ্চ-মূল দেখ) ক্বাথ পান করাইবে। বায়ু ও পুরীষ রোধে হিঙ্গু সৌবর্চ্চল লশুন ও বচ্, এই সকলের ক্বাথ পান করাইবে। অতিশয় শোণিত-স্রাব হইলে গৃহ-মধ্য-স্থিত মৃত্তিকা, সমঙ্গা (মঞ্জিষ্ঠা), ধাতকী-পুষ্প, নবমালিকা, গৈরিক (মনঃশিলা), সর্জ্জরস (ধুনা), রসাঞ্জন, এই সকলের চূর্ণ মধুর সহিত অবলেহন করাইবে, অথবা ন্যগ্রোধাদি-গণে যে সকল বৃক্ষ বলা হইয়াছে তাহার মধ্যে যে যে বৃক্ষের ত্বক্ ও প্রবাল (শাখার অঙ্কুর বা কলি) পাওয়া যায়, তাহা পেষণ করিয়া অথবা উৎপলাদি-গণে লিখিত সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া দুগ্ধের সহিত পান করাইবে, অথবা কশেরু (কেশুর), শৃঙ্গাটক ও শালূকের কল্ক দুগ্ধের সহিত অথবা যজ্ঞডুম্বুর ফলের রস ও তাহার কন্দের ক্বাথ পক্ক দুগ্ধের সহিত পান করাইবে। অথবা ন্যগ্রোধাদিগণস্থ সকল দ্রব্যের রসে শালি-তণ্ডুল পেষণ করিয়া শর্করা ও মধুর সহিত পান করাইবে কিংবা বস্ত্রে লেপন করিয়া ধারণ করাইবে। শোণিত-নিঃসরণ না হইয়া কেবলমাত্র বেদনা হইলে যষ্টিমধু দেবদারু ও পয়স্যা, ইহাদের সহযোগে দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া পান করাইবে, কিংবা অশ্মন্তক, শতাবরী, পয়স্যা, ইহাদিগের ক্বাথ,

---

(১) গর্ভ স্ফুরণ অর্থাৎ পনঃ পনঃ গর্ভ নড়িতে থাকে।

কিংবা বিদারী-গন্ধাদি-গণে উল্লিখিত দ্রব্যসমূহের কাথ, কিংবা বৃহতী, কণ্টকারী, উৎপল, শতাবরী, সারিবা, পয়স্যা ও যষ্টিমধু এই সকলের কাথ পান করাইবে। শীঘ্র অর্থাৎ উপযুক্ত সময়ে এই প্রণালীতে প্রতীকার করিলে গর্ভ-স্রাব না হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

গর্ভ ব্যবস্থিত (প্রতীকারের দ্বারা স্রাব-রহিত) হইলে উড়ুম্বর-ফল গব্যদুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া ভোজন করাইবে। প্রসব-কাল অতীত হইলে, ঘৃত ও লবণ-হীন যবের মণ্ড এবং কুধান্য-বর্গে লিখিত উদ্দালক প্রভৃতি পাক করিয়া যত মাসের গর্ভ, তত দিন সেবন করাইবে। বস্তি ও উদরে শূল জন্মিলে পুরাণ গুড় অগ্নিকর দ্রব্যের সংযোগে সেবন করাইবে, অথবা অরিষ্ট (ঘোল) পান করাইবে। বায়ুজন্য উপদ্রবে গর্ভপথ সঙ্কুচিত হইলে প্রসবোচিত কাল অতীত হইয়া গর্ভ বিনষ্ট হয়। তাহাতে মৃদু স্নেহাদি ক্রিয়ার দ্বারা প্রতীকার করিবে। (উৎক্রোশ পক্ষীর মাংসের কাথ ও অধিক ঘৃত সংযোগে যবের মণ্ড পান করাইবে।) মাষকলাই, তিল ও অপক্ক বিল্বের কাথ সপ্ত-রাত্র পান করাইবে, অথবা মধু কিংবা পুষ্পের আসব অনুপান-যোগে সপ্তাহ কুলত্থ ভক্ষণ করাইবে। প্রসবোচিত কাল অতীত হইলেও যদি প্রসব না হয়, তবে উদূখলে ধান্য রাখিয়া মুষলের দ্বারা অভিঘাত করাইবে, অথবা বিপরীত যানাসন ব্যবহার করাইবে (১)। বায়ু-জন্য গর্ভ শুষ্ক হইলে, গর্ভিণীর কুক্ষিদেশ গর্ভকর্ত্তৃক স্ফীত হয় না, মন্দ মন্দ স্পন্দিত হয়, তাহাতে দুগ্ধ মাংসরস প্রভৃতি পুষ্টিকর দ্রব্যের দ্বারা শরীরের পুষ্টি-সাধন কর্ত্তব্য। বায়ুকর্ত্তৃক শুক্র শোণিত বিকৃত হইলে জীব-সঞ্চার না হইয়া উদর আধ্মাত হয়, তাহা কখন কখন আপনা হইতেই আরোগ্য হয়। সেই উদরের আধ্মান আপনা হইতে নিবৃত্ত হইলে লোকে সচরাচর নৈগমেষ কর্ত্তৃক গর্ভ অপহৃত

---

(১) অসম অথবা উচ্চ নীচ স্থানে যানের দ্বারা গমন বা উপবেশন।

হওয়া বলে। কথন কথন সেই গর্ব্ভ স্বয়ং বিলীন হয়, তাহাকে নাগোদর বলে। এরূপ অবস্থায় মৃদু স্নেহাদি ক্রিয়ার দ্বারা প্রতীকার করিবে।

অতঃপর গর্ভাবস্থায় স্রাব নিবারণের নিমিত্ত মাসের সংখ্যানুসারে যে যে ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, তাহা কাহতোছ।

প্রথম মাসে গর্ভস্রাবের সম্ভাবনা হইলে যষ্টিমধু শাক-বীজ পয়স্যা ও দেবদারু। দ্বিতীয় মাসে অশ্মন্তক (আমল-কুচা) কৃষ্ণতিল তাম্রবল্লী (মঞ্জিষ্ঠা) শতাবরী। তৃতীয় মাসে বৃক্ষাদনী (বৃক্ষের মাদা) পয়স্যা লতা (পিড়িং শাক) উৎপল সারিবা (শ্যামা লতা)। চতুর্থ মাসে অনন্তা (অনন্তমূল) সারিবা রাস্না পদ্মা (পদ্মচারিণী) যষ্টিমধু। পঞ্চম মাসে বৃহতী কণ্টকারী কাশ্মরী (গম্ভারী) ক্ষীরি-বৃক্ষের (যাহার দুগ্ধ আছে) শুঙ্গা ও ত্বক্ এবং ঘৃত। ষষ্ঠ মাসে পৃশ্নিপর্ণী (চাকুলে) বেলেড়া শিগ্রু (সজনা বৃক্ষ) শ্বদংষ্ট্রা (গোক্ষুরী লতা) ও মধুপর্ণী (গুলঞ্চ)। সপ্তম মাসে শৃঙ্গাটক (পানিফল) মৃণাল, দ্রাক্ষা, কেশুর, যষ্টিমধু ও চিনি। যেরূপে হউক এই সকল দ্রব্য একত্র সেবন করিবে।

অষ্টম মাসে কপিত্থ (কয়েদবেল) বৃহতী বিল্ব পটোল ইক্ষু ও নিদিদ্ধিকা এই সকলের মূলের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া পান করাইবে। নবম মাসে শুণ্ঠী যষ্টিমধু ও দেবদারু দুগ্ধে পাক করিয়া ভক্ষণ করাইবে। দশম মাসে শুণ্ঠী ও পয়স্যা সহযোগে দুগ্ধ পাক করিয়া পান করাইবে।

একবার প্রসব করিয়া ছয় বৎসরের অধিক কাল পরে পুনর্ব্বার প্রসব করিলে সন্তান অল্পায়ু হয়।

গর্ভাবস্থায় রোগ হইলে মধুরাম্ল-রস-বিশিষ্ট ভক্ষ্য দ্রব্য সহযোগে বমন-বিরেচন-কর ঔষধ সেবন করাইবে, মৃদু সংশমনীয় ঔষধ অন্ন-পান সহযোগে সেবন করাইবে। সেই সংশমনীয় দ্রব্য মৃদুবীর্য্য, মধুর-

রস-বিশিষ্ট ও গর্ভাবস্থার অবিরোধী হইবে। গর্ভাবস্থার অবিরোধী মৃদু-ক্রিয়া সকলও করিবে।

বালকের শরীর মেধা বল ও বুদ্ধি বর্দ্ধনের নিমিত্ত নিম্নলিখিত চারিপ্রকার যোগ বলা হইতেছে। ইহাদিগকে প্রাশ বলা যায়। বালককে ইহার কোন একটী যোগ সেবন করান কর্ত্তব্য। প্রথম, সুবর্ণ-চূর্ণ কুষ্ঠ মধু ঘৃত ও বচ। দ্বিতীয়, মৎস্যাক্ষ (সোম-লতা) শঙ্খপুষ্পী মধু ঘৃত ও সুবর্ণ। তৃতীয়, অর্কপুষ্পী মধু ঘৃত সুবর্ণ-চূর্ণ ও বচ। চতুর্থ, সুবর্ণ চূর্ণ কৈটর্য্য (কট্-ফল) শ্বেত-বর্ণ ভূমি-কুষ্মাণ্ড দূর্ব্বা ঘৃত ও মধু।

সুশ্রুত।

কল্প স্থান।

বিষ চিকিৎসা।

প্রথম অধ্যায়।

অন্নপান রক্ষার বিধি।

তপস্যা-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট ধার্ম্মিক-প্রবর কাশীপতি ধন্বন্তরি, সুশ্রুত প্রভৃতি শিষ্যকে এই রূপ উপদেশ করিয়াছেন। ক্রূর-চিত্ত বলবান্ রিপু সমস্ত, ক্রোধ বশতঃ কার্য্যাকুশল নৃপতিকে বিষের দ্বারা হনন করিয়া আপনাদিগের অভিলাষ সাধন করে। কেহ বা বিষকন্যা* সম্ভোগের দ্বারা তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে। কাহাকেও বা ভোগাভিলাষিণী স্ত্রীগণ বিবিধ প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য সেবন করায়। অতএব বৈদ্য এই সকল বিপদ হইতে রাজাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবেন। লোকের মন অশ্বের ন্যায় নিয়ত অস্থির, অতএব রাজা কদাচ কাহাকেও বিশ্বাস করিবেন না। কুলীন, ধার্ম্মিক, স্নিগ্ধ, সর্ব্বদা তৎপর, নির্লোভ, সরল, কৃতজ্ঞ, প্রিয়দর্শন, এবং ক্রোধ কার্কশ্য মাৎসর্য্য মত্ততা ও আলস্য বর্জ্জিত, জিতেন্দ্রিয়, ক্ষমাশীল শুচি নম্র

* বালিকা কাল হইতে কোন স্ত্রীলোককে কোন প্রকার বিষ খাইতে প্রত্যহ অভ্যাস করাইবে। সেই কন্যা ক্রমশঃ বয়স্থা হইলে তাহাকে বিষ-কন্যা বলে। সেই কন্যাতে উপগত হইলে শরীর বিষাক্ত হয়। যবনদিগের অধিকারের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের রাজাগণ শত্রুদিগের নিকট এই রূপ কন্যা উপঢৌকন পাঠাইতেন।

দয়াশীল মেধাবী অপরিশ্রান্ত অনুরক্ত হিতাভিলাষী প্রগল্‌ভ কার্য্য-কুশল প্রতারণাহীন, এই রূপ গুণযুক্ত ও চিকিৎসা-কুশল বৈদ্যকে রাজা রন্ধন-শালায় নিয়োগ করিবেন। প্রশস্ত দিকে ও প্রশস্ত দেশে গবাক্ষ-যুক্ত রন্ধন-গৃহ নির্ম্মাণ করিবে। রন্ধনের পাত্র পবিত্র হওয়া এবং আত্মীয়বর্গের দ্বারা রন্ধনের কার্য্য সম্পন্ন হওয়া বিধেয়। স্বভাব পরীক্ষা করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকার গুণ-বিশিষ্ট পুরুষ অথবা স্ত্রীকে রন্ধন-শালায় অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবে। শুচি দয়াশীল দক্ষ বিনীত প্রিয়দর্শন পবিত্রমনা নখ-কেশ-হীন স্নাত দৃঢ় সংযমী ও উষ্ণীষযুক্ত, এই প্রকার সকল লোক রন্ধনশালার পরিচারক হইবে। আহারই প্রাণীগণের স্থিতির মূল, অতএব বৈদ্য মনোনিবেশ পূর্ব্বক রন্ধনশালার কার্য্য তত্ত্বাবধান করিবেন। রন্ধনশালার পরিচারক ও সূপকার প্রভৃতি সকলেই বৈদ্যের বশবর্ত্তী হইবে, এবং বাক্য কার্য্য মুখ-বিকৃতি বা ইঙ্গিতের দ্বারা লোকের মনোগত ভাব বুঝিতে সমর্থ হইবে। জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর না দেওয়া, কথা বলিতে বলিতে বুদ্ধির জড়তা হওয়া (অসংলগ্ন কথা বলা), মূঢ়ের ন্যায় বহুবিধ অনর্থক কথা বলা, সহসা অঙ্গুলির দ্বারা ভূমি খনন করা, কম্পিত হওয়া, ভীত হওয়া, পরস্পরের মুখ অবলোকন করা, মুখ শুষ্ক বা বিবর্ণ হওয়া নখের দ্বারা কিছু ছিন্ন করা; এবং হস্তের দ্বারা পুনঃ পুনঃ মস্তকের কেশ স্পর্শ করা, যে ব্যক্তি বিষ প্রয়োগ করে এই সকল লক্ষণের দ্বারা তাহাকে জানা যায়। কোন সময়ে বা সাধু ব্যক্তিও রাজার ভয়ে বা রাজাজ্ঞার দ্বারা ত্বরান্বিত হইয়া ভ্রমবশতঃ অসাধুদিগের ন্যায় কার্য্য করেন। অতএব অন্ন-পানে দন্তকাষ্ঠে অভ্যঙ্গে অবলেখনে উৎসাদনে কাথে পরিষেচনে অনুলেপনে মাল্যে বস্ত্রে শয্যাতে কবচে আভরণে পাদুকাতে হস্তে অশ্বাদির পৃষ্ঠস্থ আসনে, এবং নস্য ধূম ও অঞ্জন প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য বিষাক্ত করা যাইতে পারে সেই সকল দ্রব্যে, রাজা প্রথমতঃ ভৃত্যের পরীক্ষা করিবেন।

অনন্তর উপর্য্যুক্ত সকল দ্রব্য বিষাক্ত হইলে যে রূপ লক্ষণ হয়, ও তাহাতে যে রূপ চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য তাহা বলা যাইতেছে। রাজ-ভোগ্য বিষাক্ত অন্ন মক্ষিকা বা বায়সাদি ভক্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে। সেই অন্ন অগ্নিতে অর্পিত হইলে অতিশয় চট্ চট্ শব্দ হয় ও তাহা হইতে ময়ূরের কণ্ঠের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট দুঃসহ তীক্ষ্ণ ধূম অধিক কাল ব্যাপিয়া উঠিতে থাকে। চকোর সেই অন্ন ভক্ষণ করিলে শীঘ্রই তাহার চক্ষুর বিকৃতি জন্মে। বিষ-সংস্রবে দূষিত অন্ন ভোজন করিলে জীবঞ্জীবক পক্ষীযুগলের মৃত্যু হয়, কোকিলের স্বরের বিকৃতি জন্মে, ক্রৌঞ্চ পক্ষী উন্মত্ত হয়, ময়ূর উদ্বিগ্ন ও হৃষ্ট হয়, শুক শারিকা ক্রন্দন করে, হংস অতিশয় ক্ষেড়ন করে, ভৃঙ্গরাজ শব্দ করে, পৃষিত (মৃগ বিশেষ) অশ্রু ত্যাগ করে, ও মর্কট বিষ্ঠা ত্যাগ করে। রাজ-গৃহের শোভার নিমিত্ত ও বিষের পরীক্ষার দ্বারা আত্ম-রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই সকল পশু পক্ষিকে রাজ-সদনে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। বিষাক্ত অন্ন ভোজন করিলে তাহার বাষ্প ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া হৃদয়ের পীড়া, দৃষ্টির বিভ্রম ও মস্তকের যাতনা জন্মায়। নস্য বা অঞ্জন বিষাক্ত হইলে কুষ্ঠ হিঙ্গু বেণামূল মধু এই সকল সেবন করাইবে ও শিরীষ (বৃক্ষ) হরিদ্রা ও চন্দন এই সকল একত্র করিয়া লেপন করিবে। এ অবস্থায় হৃদয়ে চন্দন লেপন করিলে অনেক সচ্ছন্দ বোধ হয়। সেই বিষ হস্তে সঞ্চারিত হইলে করতলের দাহ হয় ও নখ উঠিয়া যায়। ইহাতে শ্যামা-লতা ইন্দ্রগোপ (কীট বিশেষ) ও সোমলতা, এই সকল প্রলেপ দেওয়া কর্ত্তব্য। নস্য বা অঞ্জনে যে বিষ ব্যবহৃত হয় সেই বিষ জিহ্বাতে সংলগ্ন হইলে, জিহ্বা অষ্ঠিলার ন্যায় কঠিন হয়, তাহাতে রসজ্ঞান হয় না, টন্ টন্ ও জ্বালা করে ও জিহ্বা হইতে লালা স্রাব হয়। এমত স্থলে বা দন্ত-কাষ্ঠ বিষ যুক্ত হইলে, বাষ্প প্রয়োগ (ভাবরা দেওয়া) কর্ত্তব্য। সেই বিষ আমাশয় গত হইলে মূর্চ্ছা বমি অতিসার উদরের আধ্মান দাহ কম্প ও ইন্দ্রিয়-

গণের বিকৃতি এই সকল লক্ষণ জন্মে। মদন অলাবু, বিম্বী ও কোশাতকী, এই সকল ফল ও অর্দ্ধ জল-যুক্ত ঘোলের দ্বারা অথবা তণ্ডুল জলের দ্বারা বমন করাইবে। সেই বিষ পক্কাশয়ে গত হইলে, দাহ মূর্চ্ছা অতিসার আটোপ (উদরে শব্দ) পাণ্ডুতা কৃশতা ও ইন্দ্রিয়বিকৃতি এই সকল লক্ষণ হয়, এ স্থানে ঘৃত যুক্ত নীলিফলের দ্বারা বিরেচন করাইবে, এবং দূষী-বিষ-নাশক ঔষধ দধি ও মধু সংযোগে পান করাইবে।

ক্ষীর মদ্য জল প্রভৃতি তরল দ্রব্য বিষাক্ত হইলে, তাহাতে বিবিধ বর্ণ দৃষ্ট হয়, ফেণা ও বুদ্‌বুদ্ জন্মে, ছায়া দৃশ্য হয় না, যদি বা হয় যুগল, সূক্ষ্ম অথবা বিকৃত ভাবে দৃষ্ট হয়। শাক অন্ন মাংস প্রভৃতি বিষাক্ত হইলে ক্লিন্ন ও বিরস হয়, সদ্য পাক করা হইলেও পর্য্যুসিতের ন্যায় গন্ধ-হীন হয়। বিষাক্ত হইলে সকল প্রকার ভক্ষ্য বা ফলই গন্ধ বর্ণ বা রস হীন হয়; পক্ক ফল শুষ্ক হয় ও অপক্ক ফল পাকিয়া উঠে। দন্ত-কাষ্ঠ বিষাক্ত হইলে, কূর্চ্চ সমস্ত শীর্ণ হয়, জিহ্বা দন্ত ও ওষ্ঠের মাংস ফুলিয়া উঠে। ইহাতে ধাতকী-পুষ্প হরীতকী জম্বু-ফলের অস্থি (জামের আটী) ও মধু, ফুলার স্থানে এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া প্রলেপ দিবে, অথবা অঙ্কোট বৃক্ষের মূল সপ্তচ্ছদ (ছাতিম) বৃক্ষের ছাল শিরীষ ও মাষকলাই একত্র করিয়া বা তাহাতে মধু সংযোগ করিয়া প্রলেপ দেওয়া কর্ত্তব্য। অভ্যঙ্গ (মাখিবার তৈলাদি) বিষ-যুক্ত হইলে অতিশয় পিচ্ছিল ও বিবর্ণ হয়। ইহা অঙ্গে মাখিলে স্ফোট জন্মে বেদনা হয়, ত্বক পাকিয়া উঠে, রস রক্তাদি নিঃসৃত হয় এবং ঘর্ম্ম নিঃসরণ ও জ্বর হয়। ইহাতে মাংস বিদীর্ণও হইতে পারে। ইহাতে শীতল জল সেচন করিবে এবং রক্তচন্দন তগরপাদুকা কুষ্ঠ উশীর ও বাঁশের পাতা সোমলতা গুলঞ্চ ভূমি-কুষ্মাণ্ড পদ্ম-কাষ্ঠ পীত-কাষ্ঠ ও গুড়ত্বক একত্র করিয়া কপিত্থ রস ও গোমূত্রের সহযোগে অঙ্গে লেপন ও পান করিবে। উৎসাদন পরিষেচন ক্বাথ অনুলেপন

শয্যা বস্ত্র অথবা অঙ্গাবরণ বিষাক্ত হইলে, উপর্য্যুক্ত অভ্যঙ্গ বিষাক্ত হওনের ন্যায় লক্ষণ হয়। লেপনের দ্রব্য বিষাক্ত হইলে মস্তকের চুল উঠিয়া যায়, মস্তকে যাতনা হয় ও স্ফোট জন্মে, চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-দ্বার হইতে রুধির নিঃসৃত হয়। এ স্থলে অধিক পরিমাণে কৃষ্ণ-বর্ণ মৃত্তিকার প্রলেপ বিধেয়, অথবা হরিণের (ঋষ্য জাতীয়) পিত্ত, ঘৃত শ্যামালতা পালিন্দী (কৃষ্ণবর্ণ তেওড়ী) ও তণ্ডুলীয়ক (নটে সাক) একত্র করিয়া প্রলেপ দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে গোময়ের রস অথবা মালতী পুষ্পের রস কিম্বা মূষিকপর্ণীর রস বা গৃহের ঝুলও হিতকর। মস্তকের তৈলাদি, কোন প্রকার অভ্যঙ্গ, বা কোন প্রকার উষ্ণীষ অথবা মাল্য বিষাক্ত হইলে, বিষাক্ত অনুলেপনের ন্যায় প্রতীকার করিবে। মুখলেপ বিষাক্ত হইলে মুখ শ্যাব-বর্ণ হয় ও বিষাক্ত অভ্যঙ্গের লক্ষণ প্রকাশ পায়, ও মুখে পদ্ম-কণ্টকের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ জন্মে। ইহাতে মধু ও ঘৃত পান করিবে, এবং চন্দন, ঘৃত, ভূমি-কুষ্মাণ্ড, যষ্টি-মধু, বামনহাটী, বাঁধুলি ও পুনর্ণবা এই সকল একত্র লেপ দিবে। অশ্ব, হস্তী প্রভৃতিকে বিষ প্রয়োগ করিলে লালা স্রাব ও চক্ষু রক্তবর্ণ হয়। উরু, পায়ু, মেঢ্র ও মুষ্কদেশ বিষযুক্ত হইলে সেই সকল দেশে স্ফোট জন্মে। যানবাহনে বিষ সংযুক্ত হইলে বিষাক্ত অভ্যঙ্গের স্থলে যে রূপ প্রতীকার করে সেই রূপ প্রতীকার করিবে। নস্য বা ধূম বিষাক্ত হইলে চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় হইতে শোণিত নির্গত হয়, মস্তকে বেদনা ও শ্লেষ্মা শ্রাব হয় ও ইন্দ্রিয় সকলে বিকৃত লক্ষণ প্রকাশ পায়। এ স্থলে গাভি প্রভৃতির মূত্র, ও অতিবিষা (অতাইচ) দুগ্ধ-সহযোগে পাক করিয়া শীতল হইলে পান করিবে। কোন প্রকার পানীয় দ্রব্য বা নস্য বিষাক্ত হইলে শ্বেত অপরাজিতা ও ময়না ফলের সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া পান করিবে; পুষ্প বিষাক্ত হইলে গন্ধ হীন বিবর্ণ ও ম্লান হয়। তাহার গন্ধ গ্রহণে মস্তকে যাতনা ও চক্ষু বারি-পূর্ণ হয়। এ স্থলে বাষ্প প্রয়োগ

করিবে (ভাপরা দিবে), ও বিষাক্ত মুখ-লেপে যে রূপ প্রতীকার উল্লিখিত হইয়াছে সেই রূপ প্রতীকার করিবে। বিষাক্ত তৈল কর্ণ-রন্ধ্রে প্রয়োগ করিলে শ্রবণ-শক্তির বৈগুণ্য এবং কর্ণে ফুলা ও বেদনা জন্মে। ইহাতে শীঘ্র কর্ণ হইতে রস রক্তাদি স্রাব করান কর্ত্তব্য ও শত-মূলীর রস ঘৃত ও মধু একত্র কর্ণে পূরিত করিয়া নির্গত করিবে। শ্বেত খদিরের রসও ঐ রূপে পূরিত করিয়া নির্গত করিবে। অঞ্জন বিষাক্ত হইলে, অশ্রুপতন, নেত্র-দাহ, চক্ষে বেদনা, দৃষ্টির ব্যাঘাত অথবা এককালীন অন্ধও হয়। ইহাতে পিপ্পলী যোগে সদ্যো ঘৃত পান করিবে, কিম্বা মেষ-শৃঙ্গ বৃক্ষের অথবা বরুণ বৃক্ষের নির্যাস (আটা) চক্ষে অঞ্জন দিবে। ঘণ্টা-পারুল ও অজকর্ণ (অশন) বৃক্ষের ফেণা গোরোচনা-সহযোগে, অথবা কপিত্থ মেষ-শৃঙ্গ বা ভল্লাতকের পুষ্প, কিম্বা বন্ধুক ও অঙ্কোটের পুষ্প সেবন করিবে। পাদুকা বিষাক্ত হইলে পাদদ্বয়ে ফুলা, রস নিঃসরণ ও শুষ্ক-ভাব হয়, এবং তাহাতে স্ফোটক জন্মে। অলঙ্কার বিষাক্ত হইলে পূর্ব্বের ন্যায় তাহার দীপ্তি থাকে না, ও যে স্থানে তাহা ধারণ করা যায় সেই স্থান জালা করে পাকিয়া উঠে ও তাহা হইতে রস নিঃসরণ হয়। অভ্যঙ্গের তৈলাদি বিষাক্ত হইলে যে রূপ প্রতীকার করিতে হয়, পাদুকা ও ভূষণ বিষাক্ত হইলে সেই রূপ প্রতীকার কর্ত্তব্য। ধূম হইতে অলঙ্কার পর্য্যন্ত যে সমস্ত দ্রব্য বিষাক্ত হইবার বিষয় বলা হইল, তাহাদিগের উপদ্রব দেখিয়া চিকিৎসা করিবে। পান লেপন নস্য ও অঞ্জন বিষাক্ত হইলে মহাসুগন্ধি নামক অগদ (পরে বলা হইয়াছে) বিধেয়, ও তীক্ষ্ণ বিরেচন বমন অথবা শরীরে রক্ত থাকিলে শিরা বিদ্ধ কর্ত্তব্য। সকল প্রকার বিষাক্ত অন্ন নির্বিষ করিবার কারণ ভূপতি দিগের হস্তে মূষিক অথবা ছাগের লোম বন্ধন করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা মিত্রগণে বেষ্টিত হইয়া থাকা, হৃদয়াবরণ ব্যবহার করা, এবং অজের ও অমৃত নামক ঘৃত-দ্বয়, বা ঘৃত, দধি, দুগ্ধ ও মধু কিম্বা শীতল জল

পান করা কর্ত্তব্য। ময়ূর, নকুল, গোধা ও হরিণের মাংসের ক্বাথ সর্ব্বদা পান করিবে। গোধা নকুল হরিণের মাংস পাক করিতে হইলে, যষ্টিমধু শর্করা ও ঘণ্টাপারুল পেষণ করিয়া তাহাতে দিবে। ময়ূর-মাংসে শুণ্ঠী শর্করা ও আতইচ দেওয়া কর্ত্তব্য। পৃষত (এক প্রকার হরিণ) মাংসে পিপ্‌পলি ও শুণ্ঠী দেওয়া, সিম্বি-যুসে (কোন প্রকার কলায়ে) ঘৃত মধু দেওয়া কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিষ-নাশক ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্য সেবন করিবে। এই সকল স্থলে, অথবা বিষ যদি ভক্ষণ করে তাহাতে, পিপ্‌পলী, যষ্টিমধু, মধু, শর্করা, ইক্ষুরস, এই সকল ও জল একত্র পান করিয়া বমন করিবে। হৃদয়-দেশ যাবৎ এককালে পরিষ্কৃত না হয় তাবৎ বমন করা কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

স্থাবর-বিষ বিজ্ঞানীয় অধ্যায়।

বিষ দুই প্রকার, স্থাবর ও জঙ্গম। তাহাদিগের মধ্যে স্থাবর বিষের আধার দশটী ও জঙ্গম বিষের আধার ষোলটী। মূল পত্র ফল পুষ্প ত্বক্ ক্ষীর সার নির্য্যাষ ধাতু ও কন্দ, এই দশটী স্থাবর বিষের আধার।

যষ্টিমধু, করবীর, গুঞ্জা (কুঁচ), সুবন্ধ (তিল), গর্গরক করঘাট বিদ্যাচ্ছিখা এই আটটী মূল-বিষ; অর্থাৎ ইহাদিগের মূলই বিষাক্ত। বিষপত্রিকা, (জয়পাল বিজের অভ্যন্তরস্থ পত্র) অলম্বা, (তিতলাউ) অবরদারুক, করম্ভ (প্রিয়ঙ্গু) মহাকরম্ভ, এই পাঁচটী পত্র-বিষ।

কুমদ্বতী (কুমুদলতা), রেণুকা করম্ভ (প্রিয়ঙ্গু) মহাকরম্ভ কর্কোটক (কাঁকরোল) রেণুক খদ্যোতক চর্ম্মরী ইভগন্ধা সর্পঘাতি (সাপ কাঁকালে লতা) নন্দন, সারপাক এই দ্বাদশটী ফল-বিষ।

বেত্র (বেত) কাদম্ব (কদম্ব) বল্লিজ করম্ভ মহাকরম্ভ, এই পাঁচটী পুষ্প-বিষ।

অন্ত্র-পাচক, কর্ত্তরীয়, সৌরীয়ক, করঘাট, করম্ভ, নন্দন, বরাটক, এই সাতটীর ত্বক্ সার ও নির্যাষ বিষাক্ত।

কুমুদঘ্নী স্নুহী ও জাল, এই তিনটী ক্ষীর-বিষ (ইহাদিগের আটাতে বিষ)।

ফেণাশ্ম-ভস্ম ও হরিতাল, এই দুই ধাতু-বিষ।

কালকূট, বৎসনাভ সর্ষপ পালক কর্দ্দমক বৈরাটক মুস্তক শৃঙ্গীবিষ, প্রপৌণ্ডরীক মূলক হলাহল মহাবিষ কর্কটক, এই ত্রয়োদশ প্রকার কন্দবিষ। এই সমুদায়ের স্থাবর বিষ পঞ্চ-পঞ্চাশৎ (পঞ্চান্ন) প্রকার।

বৎসনাভ চারি প্রকার, মুস্তক দুই প্রকার, সর্ষপ ছয় প্রকার এবং অবশিষ্ট সকল বিষ এক এক প্রকার।

মূল-বিষ-কর্ত্তৃক বমনেচ্ছা প্রলাপ ও মোহ জন্মে। পত্র বিষ-কর্ত্তৃক জৃম্ভণ (হাই তোলা) অঙ্গের উদ্বেষ্টন (আলস্য ভাঙ্গা) ও শ্বাস, এই সকল উপসর্গ জন্মে। ফল-বিষ-কর্ত্তৃক কোষ-দ্বয় ফুলিয়া উঠে, দাহ ও অন্নে অরুচি জন্মে। পুষ্প বিষ-কর্ত্তৃক বমন আধ্মান ও মোহ জন্মে। বিষাক্ত ত্বক্ সার বা নির্য্যাস সেবন করিলে, মুখে দুর্গন্ধ, শরীরের রুক্ষতা শিরো-রোগ, ও কফ স্রাব হয়। ক্ষীর-বিষ-কর্ত্তৃক মুখে ফেণা নিঃসরণ, মল-ভঙ্গ ও জিহ্বার জড়তা হয়। ধাতু-বিষ-কর্ত্তৃক হৃদয়ের পীড়া, মূর্চ্ছা ও তালু-দাহ, এই সকল উপসর্গ হয়। এই সকল প্রকার বিষ প্রায় কাল ক্রমে প্রাণ নাশ করে।

কন্দ-বিষ মাত্রেই অতিশয় তীক্ষ্ণ। তাহাদিগের লক্ষণ বিস্তাররূপে বলা যাইতেছে। কাল-কূট-কর্ত্তৃক স্পর্শ-জ্ঞানের অভাব কম্প ও স্তম্ভিত ভাব হয়। বৎসনাভ-কর্ত্তৃক গ্রীবা-স্তম্ভ এবং বিষ্ঠা মূত্র ও চক্ষু পীতবর্ণ হয়। সর্ষপ কর্ত্তৃক বায়ু বিগুণ হয় এবং আনাহ-রোগ ও শরীরে গ্রন্থি

জন্মে। পালক কর্ত্তৃক গ্রীবার দৌর্ব্বল্য ও বাক্য-রোধ হয়। কর্দ্দম নামক বিষ কর্ত্তৃক লালাস্রাব মলভঙ্গ ও চক্ষু পীত বর্ণ হয়। বৈরাটক কর্ত্তৃক শরীরের অঙ্গ-বিশেষে যাতনা ও শিরো-রোগ জন্মে। মুস্তক-বিষ কর্ত্তৃক গাত্রের স্তম্ভিত ভাব ও কম্প হয়। শৃঙ্গী-বিষ কর্ত্তৃক অঙ্গের অবসন্নতা দাহ ও উদরের বৃদ্ধি হয়। পুণ্ডরীক কর্ত্তৃক চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ ও উদরের বৃদ্ধি হয়। মূলক-বিষের দ্বারা বিবর্ণ বমন হিক্কা শোফ ও জ্ঞানের অভাব হয়। হলাহল-বিষের দ্বারা রোগী কষ্টে শ্বাস গ্রহণ করে ও শ্যাববর্ণ হয়। মহা-বিষ-কর্ত্তৃক হৃদয়ে গ্রন্থি ও শূল বেদনা জন্মে। কর্ক্কটক বিষের দ্বারা রোগী হাস্য করে, দন্ত দংশন করে (দাঁত কিড়্ মিড়্ করে) ও লম্ফ দিয়া উঠে। এই ত্রয়োদশ প্রকার কন্দ-বিষ অতিশয় উগ্র। ইহাতে পশ্চাৎ লিখিত দশটী গুণ লক্ষিত হয় যথা,—রুক্ষ, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, আশু-কার্য্যকারী, ব্যবায়ী, বিকাশী বিশদ লঘু ও অপাকী। রুক্ষতা প্রযুক্ত বায়ু কুপিত হয়। উষ্ণতা প্রযুক্ত পিত্ত ও শোণিত কুপিত হয়। তীক্ষ্ণতা প্রযুক্ত মনের মোহ জন্মে ও শরীরের বন্ধন সমস্ত শিথিল হয়। সূক্ষ্মতা প্রযুক্ত শরীরের সকল অঙ্গে প্রবেশ পূর্ব্বক বিকৃত ভাব উৎপাদন করে। আশু-কার্য্যকারী প্রযুক্ত শীঘ্র প্রাণ নাশ করে। ব্যবায়ী প্রযুক্ত স্ত্রী সমাগমের অভিলাষ জন্মায়। বিকাশিত্ব প্রযুক্ত শরীরে দোষ ধাতু ও মল ক্ষয় করে। বৈশদ্য প্রযুক্ত অতিশয় বিরেচন হয়। লঘুতা প্রযুক্ত চিকিৎসায় কষ্ট-সাধ্য। অবিপাকিত্ব প্রযুক্ত শীঘ্র জীর্ণ হয় না, এ কারণ বহুকাল ব্যাপিয়া ক্লেশ দেয়। স্থাবর জঙ্গম অথবা কৃত্রিম যে কোন প্রকার বিষ হউক এই দশ বিধ গুণ বিশিষ্ট, ও শীঘ্র প্রাণ বিনাশ করে।

স্থাবর জঙ্গম অথবা কৃত্রিম এই তিন প্রকার বিষের মধ্যে যে কোন বিষ হউক, শরীর হইতে নিঃসৃত হইলে বা জীর্ণ হইলে, বা বিষঘ্ন ঔষধ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইলে অথবা দাবাগ্নি বায়ু কিম্বা সূর্য্য-কিরণে শোষিত হইলেও যদি শরীরে তাহার কিছু অবশিষ্ট থাকে, অথবা

স্বভাবতঃ গুণহীন কোন প্রকার বিষ যদি শরীরে প্রবিষ্ট হয়, তাহাকে দূষী-বিষ বলে। অল্প-বীর্য্য প্রযুক্ত সেই বিষ কর্ত্তৃক প্রাণ নাশ হয় না, কিন্তু কফের সহিত মিলিত হইয়া তাহা বহুকাল শরীরে অবস্থিতি করে। দূষী-বিষ কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে পুরীষের বর্ণ ভিন্ন প্রকার হয়, মুখ দুর্গন্ধ-যুক্ত ও বিরস হয়, পীপাসা জন্মে, মূর্চ্ছা বমন ও বাক্যের জড়তা হয়, এবং দুষ্যোদরের সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঐ বিষ আমাশয় গত হইলে কফ-বাত-জন্য রোগ জন্মায়, এবং পক্বাশয়-গত হইলে বায়ুপিত্ত জন্য রোগ জন্মায়। পক্ষহীন পক্ষির ন্যায় ইহাতে রোগীর মস্তকের সমস্ত চুল উঠিয়া যায়। রস প্রভৃতি ধাতুতে এই বিষ আশ্রয় করিলে যে ধাতুকে আশ্রয় করে তাহারই বিকার জন্মায়। শীতল বায়ু প্রবাহিত মেঘাচ্ছন্ন দিনে ইহা কুপিত হয়। তাহাতে যে সকল লক্ষণ হয় বলা যাইতেছে,—নিদ্রা, দেহের ভার, জৃম্ভণ হর্ষ (রোমাঞ্চ), অঙ্গ-মর্দ্দ (গায়ের কামড়ানি) অথবা অঙ্গের অবসন্নতা। এই সকল উপদ্রব ঘটিলে অন্নে অরুচি অজীর্ণ ও শরীরে মণ্ডলাকার বৃহৎ কোঠ (চাকা চাকা দাগ) জন্মে, ধাতু সমস্ত ক্ষয় হয়, হস্ত ও পাদ ফুলিয়া উঠে, জলোদরী হয়, বমন হয়, এবং অতিসার রোগ জন্মে। অথবা শরীরের বিবর্ণতা, মূর্চ্ছা বা বিষম-জ্বর জন্মে, অথবা বলবতী পিপাসা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়। এই বিষ-কর্ত্তৃক উন্মাদ, আনাহ, শুক্র ক্ষয় বাক্যের জড়তা ও কুষ্ঠ প্রভৃতি বহুবিধ বিকার জন্মে।

পূর্ব্বোক্ত ক্ষীণ-তেজ বিষ, দেশ কাল ও ভক্ষ্য-দ্রব্যের দোষে ও দিবা-নিদ্রার দ্বারা সর্ব্বদা দূষিত হইয়া সকল ধাতু দূষিত করে, এই জন্য দূষী-বিষ বলা যায়। স্থাবর বিষ ভক্ষণ করিলে, তাহার প্রথম বেগে জিহ্বা শ্যাববর্ণ স্তব্ধভাব, মূর্চ্ছা ও শ্বাস উপদ্রব জন্মে। দ্বিতীয় বেগে কম্প ঘর্ম্ম দাহ কণ্ডু ও বেদনা জন্মে, এবং বিষ আমাশয় গত হইয়া হৃদয়ে বেদনা জন্মায়। তৃতীয় বেগে তালু-শোষ ও আমাশয়ে অতিশয় শূল জন্মে, চক্ষুদ্বয় নীল-বর্ণ ও বেদনা বিশিষ্ট হয়, এবং

বিষ পক্বাশয়-গত হইয়া ভেদ হিক্কা কাস ও অন্ত্রকূজন (পেট ডাকা) এই সকল উপদ্রব জন্মায়। চতুর্থ বেগে মস্তকের অতিশয় ভার বোধ হয়। পঞ্চম বেগে কফ-স্রাব, বিবর্ণতা ও পর্ব্ব ভেদ হয়। এই অবস্থায় সকল দোষের প্রকাশ হয় ও পক্বাশয়ে বেদনা হয়। ষষ্ঠ বেগে বুদ্ধি নাশ হয় ও অতিসার রোগ জন্মে। সপ্তম বেগে স্কন্ধ পৃষ্ঠ ও কটীদেশ ভগ্ন হয় এবং শ্বাস রোধ হয়। প্রথম বিষ বেগে বমন করাইবে, শীতল জলপান করাইবে এবং ঘৃত মধু সহযোগে অগদ পান করাইবে। দ্বিতীয় বেগে পূর্ব্বের ন্যায় বমন করাইয়া বিরেচক দ্রব্য পান করাইবে। তৃতীয় বেগে অগদ-পান নস্য ও অঞ্জন (১) তিনই কর্ত্তব্য। চতুর্থ বেগে স্নেহ-মিশ্রিত অগদ পান করাইবে। পঞ্চমে মধু ও যষ্টি-মধু সহযোগে অগদের ক্বাথ পান করাইবে। ষষ্ঠ বেগে অতিসার রোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। সপ্তমে নস্য প্রয়োগ করিবে, এবং মূর্দ্ধি দেশে কাকপদ চিহ্ন (২) করিয়া কেশ মুণ্ডন করিবে অথবা রক্তের সহিত সেই স্থানের মাংস তুলিয়া ফেলিবে। কোন এক বেগের পর অন্য বেগের কাল উপস্থিত হইলে (৩) শীতল ক্রিয়া করিবে, এবং ঘৃত ও মধু যোগে যবের মণ্ড পান করাইবে। কোষাতকী (ঝিঙ্গে), অগ্নিক (চিতে), পাঠা (নিমুখ লতা) সূর্য্যবল্লী (হুলী পুষ্প বা অর্ক হুলি), গুলঞ্চ হরীতকী, শিরীষ (বৃক্ষ) কিণিহী (আপাঙ) শেলু (চালতা) গির্য্যাহ্বা (গিরিমৃত্তিকা) হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্বেত-পুনর্ণবা, রক্তপুনর্ণবা রেণুকা, ত্রিকটু, শ্যামা-

---

(১) অগদ নস্য ও অঞ্জন এই অধ্যায়ে এবং ইহার পর অধ্যায়ে সকল বলা হইয়াছে।

(২) দুই পার্শ্বে চুল রাখিয়া কেবল কপালের উপরি হইতে মূর্দ্ধি পর্য্যন্ত কেশ মুণ্ডন করিলে কাকপদ চিহ্ন বলে।

(৩) বেগান্তর অর্থাৎ বেগের কাল। একটী বেগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া অবধি অপর বেগের লক্ষণ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সেই বেগের কাল বলা যায়।

লতা, অনন্তমূল, বলা, এই সকল দ্রব্যের কাথে যবের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া পান করিলে উভয় প্রকার বিষের শান্তি হয়। যষ্টিমধু, তগর পাদুকা, কুড়, ভদ্রদারু, রেণুকা, পুন্নাগ, এলাইচ, এলবালু, নাগকেশর, উৎপল চিনী বিড়ঙ্গ চন্দন তেজপত্র প্রিয়ঙ্গু গন্ধতৃণ হরিদ্রা দারুহরিদ্রা বৃহতী কণ্টকারী শ্যামালতা অনন্তমূল সালপাণী চাকুলে, এই সকলের কল্ক সহযোগে ঘৃত প্রস্তুত করিবে। ইহাকে অজেয় ঘৃত বলে। ইহার দ্বারা সকল প্রকার বিষ নষ্ট হয়; কোন স্থানে ইহা ব্যর্থ হয় না। দূষী-বিষ কর্ত্তৃক পীড়িত রোগীর শরীর, স্বেদ ভেদ ও বমনের দ্বারা সংশোধিত হইলে, নিম্ন-লিখিত দূষী-বিষ নাশক অগদ পান করাইবে। পিপ্‌পলী, গজপিপ্‌পলী গন্ধতৃণ, জটা-মাংসী লোধ, কেউটা-মুথা, সুবর্চ্চিকা (জতুকা *) ছোট এলাইচ, বালা কনক-পলাস গিরি-মৃত্তিকা, এই অগদ মধু-সহযোগে দূষী-বিষ নাশ করে। ইহাকে বিষারি নামক অগদ বলে। ইহা অন্যান্য রোগেও ব্যবহৃত হয়। জ্বর দাহ হিক্কা শুক্র-ক্ষয় শোফ অতিসার মূর্চ্ছা হৃদ্রোগ, জঠররোগ, উন্মাদ ও কম্প প্রভৃতি উপদ্রবে, রোগ ও তাহার উপদ্রব বিবেচনা করিয়া বিষঘ্ন ঔষধের দ্বারা প্রতীকার করিবে। দূষী-বিষ রোগ, আত্মবান্ ব্যক্তির হইলে শীঘ্র আরোগ্য হয় কিন্তু এক বৎসরের অধিক কালের হইলে যাপ্য থাকে। ক্ষীণ ও অহিতাচারী ব্যক্তির হইলে আরোগ্য হয় না।

তৃতীয় অধ্যায়।

সর্পাদির বিষ-বিজ্ঞান।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে জঙ্গম বিষের যে ষোলটী আধারের কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে তাহা বিশেষ করিয়া সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। দৃষ্টি নিশ্বাস

---

* মালব দেশে প্রসিদ্ধা জনী নাম লতা বিশেষ।

দংষ্ট্রা নখ মূত্র পুরীষ শুক্র লালা আর্ত্তব, আল, মুখ-সন্দংশ, অস্থি, পিত্ত, শূক (শুঙ্গা) ও মৃত দেহ, এই ষোলটী জঙ্গম-বিষের আধার।

দিব্য-সর্পের দৃষ্টি ও নিশ্বাসে বিষ, এবং পৃথিবী-স্থিত সর্পের দংশনে বিষ। মার্জার কুকুর বানর মকর ভেক পাক-মৎস্য গোধা শম্বুক প্রচলাক গৃহগোধিকা ও অন্যান্য চতুষ্পদী কীটদিগের দংষ্ট্রাতে ও নখে বিষ।

চিপিট, পিচ্চটক, কষায়-বাসিক, সর্ষপ-বাসিক, তোটক-বর্চ এবং কীট-কৌণ্ডিল্যক ইহাদিগের বিষ্ঠা ও মূত্রে বিষ।

মূষিকদিগের শুক্রে বিষ। লুতার (মাকরসার) লালা মূত্র পুরীষ মুখ-সন্দংশ (দংশন বা মুখের দ্বারা কামড়ান) নখ শুক্র ও আর্ত্তব এই সকলই বিষাক্ত।

বৃশ্চিক বিশ্বম্ভর রাজীব-মৎস্য উচ্চিটিঙ্গ এবং সমুদ্রবৃশ্চিক ইহা-দিগের আলে (হুলে) বিষ।

চিত্র-শির, সরাব- কুর্দ্দি, শতদারুক, অরিমেদক, শারিকামুখ মুখ-সন্দংশ ইহাদিগের মূত্রপুরীষ বিষাক্ত। মক্ষিকা কণভ ও জলায়ুকা ইহাদিগের মুখ-সন্দংশে বিষ।

বিষ-হত প্রাণীর অস্থি, সর্পকণ্টক, ও বরটী-মৎস্যের অস্থি, এই গুলি অস্থি-বিষ। শকলী-মৎস্য রক্তরাজী ও চরকী-মৎস্য, ইহাদিগের পিত্তে বিষ।

সূক্ষ্ম-তুণ্ড, উচ্চিটিঙ্গ, বরটী, শতপদী শূক বলভিক শৃঙ্গী, ভ্রমর ইহাদিগের শূক (গায়ের শুঙ্গাতে) ও মুখে বিষ।

রাজাদিগের শত্রু কর্ত্তৃক তৃণ জল পথ ভক্ষ্য-দ্রব্য ও ধূম বিষাক্ত হইয়া থাকে। এই সকল দূষিত পদার্থ লক্ষণের দ্বারা অবগত হইবে। জল দূষিত হইলে, পিচ্ছিল, উগ্র-গন্ধি, ফেণাযুক্ত ও বিচিত্র বর্ণের দীপ্তি-যুক্ত হয়। সেই জলে অবগাহন করিয়া মৎস্য ভেক

ও পক্ষিগণ প্রাণত্যাগ করে ও তীরচারী পক্ষিগণ মত্ত হইয়া ভ্রমণ করে। মনুষ্য হস্তী প্রভৃতি ইহাতে অবগাহন করিলে বমন মোহ জ্বর দাহ ও শোফ প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়। অতএব রাজার গমন কালে পূর্ব্বোক্ত সকল দ্রব্যের দোষ ও দূষিত জল সংশোধন করা কর্ত্তব্য। ধব (ধোয়া বৃক্ষ) অশ্বকর্ণ (লতা শাল) আসন (স্বনাম প্রসিদ্ধ বৃক্ষ) পারিভদ্র (পালিতা), পাটল (পারুল) শ্বেত-সর্ষপ মোক্ষক রাজবৃক্ষ (সোঁদাল) শ্বেত খদির এই সকল দগ্ধ করিয়া শীতল হইলে সেই ভস্ম জলে বিকীর্ণ করিবে। সেই জল কলসে পূর্ণ করিয়া তাহাতে এক অঞ্জলি পরিমিত ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া সংশোধন করিবে। কোন ভূমিতল বা শিলা-স্থলীও বিষ-দূষিত হয়। গো অশ্ব হস্তী মনুষ্য প্রভৃতি শরীরের দ্বারা সেই স্থান স্পর্শ করিলে শরীরে ফুলা ও দাহ জন্মে এবং নখ ও রোম শীর্ণ হইয়া যায়। তাহাতে অনন্তা ও সর্ব্বগন্ধ সুরার সহিত পেষণ করিয়া পথে বিকীর্ণ করিবে। অথবা বিড়ঙ্গ, পাঠা (নিমুখলতা) ও নকট্‌কী এই সকল ও মৃত্তিকা জলে মিশ্রিত করিয়া সেচন করিবে। বিষ-দূষিত কোন প্রকার তৃণ ভক্ষণ করিলে কেহ বা অবসন্ন হয়, কেহ বা মূর্চ্ছিত হয়, কেহবা বমন করে; কাহারও বা মলভঙ্গ হয় অথবা কাহারও প্রাণ-নাশ হয়, তাহাদিগের চিকিৎসা বলা যাইতেছে। ইহাতে বিষ নাশক অগদ বিবিধ প্রকার যন্ত্রে লেপন করিয়া বাদন করিবে। ধূম অথবা বায়ু বিষ-দূষিত হইলে তাহার সংস্পর্শে পক্ষিগণ ক্লান্ত হইয়া ভূমিতে পতিত হয়, তদ্দ্বারা কাশ প্রতিশ্যায় শির-রোগ ও তীব্র চক্ষুরোগ জন্মে। ইহাতে লাক্ষা, হরিদ্রা আতইচ্, হরীতকী, হরেণুক, এলাইচ ইহাদিগের পত্র ও বল্কল এবং কুষ্ঠ ও প্রিয়ঙ্গু এই সকল অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া ধূম ও বায়ু সংশোধন করিবে।

কৈটভ নামক অসুর গর্ব্বিত হইয়া লোক-স্রষ্টা ব্রহ্মার বিঘ্ন উৎপাদন করে। তাহাতে তেজোনিধি ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হন। সেই ক্রোধ মূর্ত্তিমান্

হইয়া মহাবল অন্তক-সদৃশ গর্জ্জনকারী সেই অসুরকে নাশ করে। অসুর বিনাশ হইলে সেই তেজ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল দেখিয়া দেবতারা অতিশয় বিষন্ন হইলেন। বিষাদ জন্মায় বলিয়া ইহাকে বিষ বলে। অতঃপর আকাশ হইতে যে জল পতিত হয় তাহার কোন আস্বাদ থাকে না, যেরূপ স্থানে পতিত হয় সেই রূপ স্বাদ প্রাপ্ত হয়, বিষও সেই রূপ যে দ্রব্যে অবস্থিতি করে, স্বভাবতঃ তাহারই রস প্রাপ্ত হয়। বিষেতে প্রায় সকল প্রকার তীক্ষ্ণ গুণই থাকে, এ কারণ ইহার দ্বারা সকল দোষ কুপিত হয়। বিষাক্ত দ্রব্য স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া কুপিত ভাব ধারণ করে। এ নিমিত্ত পরিপাক না হইয়া শ্বাস-পথ রোধ করে। শ্লেষ্মা-কর্ত্তৃক উচ্ছ্বাস পথ রুদ্ধ হইলে সংজ্ঞা হীন হইয়া পড়ে। শুক্র যে রূপ সর্ব্ব শরীরে অবস্থিতি করে এবং মন্থনের দ্বারা নিঃসরণ হয়, বিষও সেই রূপ সর্পের সকল শরীর ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, ক্রুদ্ধ হইলে তাহাদের বড়িশের ন্যায় দন্ত হইতে শুক্রের ন্যায় নিঃসৃত হয়। মন্থনের দ্বারা শুক্রের ন্যায় নিঃসৃত হয় বলিয়া সর্পেরা ফণা তুলিয়া দংশন না করিলে বিষ ত্যাগ করিতে পারে না।

যে বিষ নিঃসৃত হয় তাহা অতিশয় তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ, এজন্য সকল প্রকার বিষে শীতল পরিষেক কর্ত্তব্য। যে সকল কীটের মৃদু-বিষ, তাহা অতিশয় বাত-শ্লেষ্মা জনক। তাহাতে স্বেদ বিধেয়। যে সকল কীটের বিষ উগ্র, তাহাদিগের দংশনে সর্পাহতের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। বিষ স্বভাবতঃ দংশন-স্থান পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে। অঙ্গে লেপন বা সর্প-কর্ত্তৃক দংশনের দ্বারা বিষ সকল শরীরে ব্যাপ্ত হয়, অতএব বিষের দ্বারা মৃত্যু হইলেই তাহার মাংস ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য নয়। তাহাতে যে রূপ বিষ তদনুসারে রোগ জন্মে। অতএব মৃত্যুর পরক্ষণেই বিষাক্ত প্রাণীর মাংস ভক্ষণ অকর্ত্তব্য। দুই দণ্ড-কাল পরে দংশনের অথবা বিষ-লিপ্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া বিষাক্ত শরীরের মাংস ভক্ষণ করা যায়। গৃহ-ধূমের ন্যায় পুরীষ বায়ু সহকারে নিঃসৃত

হইতে থাকিলে, উদর আখ্মাত ও উষ্ণ মল নিঃসরণ হইতে থাকিলে, এবং রোগী বিবর্ণ অবসন্ন ও পীড়িত হইয়া ফেণা বমন করিতে থাকিলে, রোগী বিষপান করিয়াছে বলিয়া জানিবে। তাহার হৃদয় বিষ-দূষিত প্রযুক্ত অগ্নি-কর্ত্তৃক দগ্ধ হয় না। হৃদয় চেতনার স্থান, সেই স্থান ব্যাপ্ত করিয়া বিষ অবস্থিতি করে।

অশ্বত্থ, দেবায়তন, শ্মশান, বল্মীক, এই সকল স্থানে অথবা চতুষ্পথে বা চিত্রা নক্ষত্র যুক্ত তিথিতে দক্ষিণ ভাগে, অথবা মর্ম্ম-স্থানে দংশন করিলে রোগীকে পরিত্যাগ করিবে। ফণা বিশিষ্ট সকল সর্পের বিষ শীঘ্র প্রাণনাশ করে। উষ্ণতার দ্বারা বিষ দ্বিগুণীভূত হয়। অজীর্ণ পিত্ত বা রৌদ্র কর্ত্তৃক পীড়িত, অথবা বালক, প্রমেহ রোগী, গর্ব্ভিণী, বৃদ্ধ আতুর, ক্ষীণ, ক্ষুধিত, রুক্ষ-প্রকৃতি-বিশিষ্ট অথবা ভীত ব্যক্তিকে সর্পাঘাত হইলে, অথবা মেঘাচ্ছন্ন দিনে সর্পাঘাত হইলে, অথবা সর্পাঘাত হইলে পর শস্ত্র-দ্বারা ক্ষত করিলে শরীরে যদি রক্ত দেখা না যায়, অথবা লতা প্রভৃতি শরীরে সঞ্চালন করিলে বা শীতল জল বিকীর্ণ করিলে রোমহর্ষ না হয়, অথবা যে ব্যক্তি বিষের দ্বারা এক কালে অভিভূত হইয়া পড়ে, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ, কেশ উঠিয়া যাওয়া, নাসিকা ভঙ্গ, দংশ-স্থান রক্তবর্ণ ও ফুলা বিশিষ্ট, স্বর-ভঙ্গ, এবং হনুদ্বয় স্থির, এই সকল লক্ষণ হইলে রোগীকে পরিত্যাগ করিবে। ঘনবর্ত্তির আকারে ঊর্দ্ধে বা অধোভাগে রক্ত নিঃসরণ হইতে থাকিলে, অথবা সকল দন্ত পড়িয়া গেলে, সর্পাহত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিবে। অতিশয় উন্মত্ত, উপদ্রব-বিশিষ্ট, হীনস্বর, বা বিবর্ণ অথচ অতিশয় অরিষ্ট লক্ষণ যুক্ত ও নির্ব্বেদ (১) হইলে চিকিৎসা করিবে না।

(১) "নির্ব্বেদ" যাতনা-শূন্য বা জ্ঞান-শূন্য।

চতুর্থ অধ্যায়।

সর্প দংশনের বিষ-বিজ্ঞান।

সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ মহাপ্রাজ্ঞ ধন্বন্তরীর পদদ্বয় বন্দনা-পূর্ব্বক সুশ্রুত জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্, সর্পগণের শ্রেণী-সংখ্যা, দংশনের লক্ষণ, এবং বিষ-বেগের জ্ঞান, আমাদিগের নিকট আপনি কীর্ত্তন করুন। ভিষক-প্রবর ধন্বন্তরী তাহাদিগের সেই বচন শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন। বাসকি তক্ষক প্রভৃতি অসংখ্য অগ্নিকল্প তেজ-বিশিষ্ট সর্প আছে। তাহারা নিয়ত গর্জ্জন ও বিষ বর্ষণের দ্বারা সন্তাপ জন্মায়। ক্রুদ্ধ হইলে নিশ্বাস ও দৃষ্টির দ্বারা তাহারা সমস্ত জগৎ বিনাশ করিতে পারে। তাহাদিগের সম্বন্ধে কোন প্রকার চিকিৎসাই সফল হয় না। তাহাদিগকে নমস্কার করি। যে সকল পৃথিবীস্থ সর্প মানবগণকে দংশন করে, তাহাদিগের সংখ্যা আনুপূর্ব্বিক কহিতেছি শ্রবণ কর। অশীতি (৮০) প্রকার সর্প পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত যথা,—দর্ব্বীকর, মণ্ডলী, রাজিমন্ত, নির্ব্বিষ, ও বৈকরঞ্জ। তাহাদিগের মধ্যে দর্ব্বীকর ষড়বিংশতি (ছাব্বিশ) প্রকার, মণ্ডলী দ্বাবিংশতি (২২) প্রকার- রাজিমন্ত দশ প্রকার, ত্রিবিধ বৈকরঞ্জ জাতি, ও নির্ব্বিশ দ্বাদশ প্রকার। বৈকরঞ্জ জাতি হইতে সপ্ত প্রকার চিত্রার উৎপত্তি হইয়াছে। তাহারা মণ্ডলী ও রাজিমন্ত উভয়-গুণ বিশিষ্ট। পদাভি মৃষ্ট (পায়ের দ্বারা মাড়ান), দুষ্ট, ক্রুদ্ধ, বা গ্রাসার্থী (ক্ষুধার্ত্ত) হইলে, তাহারা অতি ক্রোধ-সহকারে দংশন করে। সেই দংশন তিন প্রকার। যথা সর্পিত, দিত ও নির্বিষ। কোন বিষজ্ঞ বৈদ্য সর্পাঙ্গাভিহতকেও এক প্রকার সর্পাহতের মধ্যে গণনা করেন। যে কোন দংশনে একটী দুইটী অথবা অনেকগুলি দন্তের গভীর চিহ্ন রক্তবিশিষ্ট হইয়া ফুলিয়া উঠে ও দংশনের স্থান বিকৃত হয়, অথবা সংক্ষিপ্ত ভাবে দন্ত শ্রেণীর চিহ্নযুক্ত

হইয়া ফুলিয়া উঠে, তাহাকে সর্পিত কহে। দংশ-স্থানে রক্ত, নীল পীত ও কৃষ্ণবর্ণ রেখা দৃশ্য হইলে রদিত বলা যায়। এই দংশনে অল্প বিষ থাকে। যদি দংশনের স্থান ফুলিয়া না উঠে ও অল্প-দূষিত-রক্ত বিশিষ্ট হয় ও রোগী প্রকৃত অবস্থায় থাকে, এবং অল্প বা অধিক দংশ-নের চিহ্ন দৃষ্ট হয় তাহাকে নির্বিষ-দংশন বলে। ভীরু ব্যক্তির অঙ্গে কোন প্রকারে সর্প পতিত বা সংলগ্ন হইলে ভয় প্রযুক্ত বায়ু কুপিত হইয়া শরীরে ফুলা জন্মায়। তাহাকে সর্পাঙ্গাভিহত বলে। সর্প পীড়িত বা উদ্বিগ্ন হইয়া দংশন করিলে, তাহা অল্প-বিষ-বিশিষ্ট দংশন বলিয়া জানিবে। অতিশয় বৃদ্ধ সর্প দংশিলে, অথবা সুবর্ণ দেবতা ব্রহ্মর্ষি যক্ষ বা সিদ্ধগণ নিসেবিত স্থানে দংশন করিলে, অথবা দংশন কালে বিষঘ্ন ঔষধ শরীরে সংলগ্ন থাকিলে শরীরে বিষ সঞ্চরণ করে না।

যে সকল সর্পের মস্তকে রথাঙ্গ, লাঙ্গল, ছত্র, স্বস্তিক অথবা অঙ্কুশের চিহ্ন থাকে তাহাদিগকে দর্ব্বীকর বলে। তাহারা ফণাবিশিষ্ট ও শীঘ্রগামী। যাহারা বিবিধ প্রকার মণ্ডলাকারে চিত্রিত, স্থূল ও মন্দ-গামী ও দীপ্ত সূর্য্যের ন্যায় আভাবিশিষ্ট, তাহাদিগকে মণ্ডলী বলে। চিকচিকে ও শরীরের উর্দ্ধাধোভাগে বিবিধ বর্ণের আঁজির দ্বারা চিত্রিত যে সকল সর্প, তাহাদিগকে রাজিমন্ত বলে। মুক্তা অথবা রৌপ্যের ন্যায় আভা-বিশিষ্ট, তাহাদিগকেও রাজিমন্ত বলে। যে সকল সর্পের শরীর সুগন্ধ ও সুবর্ণের ন্যায় আভা-বিশিষ্ট, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ জাতি বলা যায়। যাহারা স্নিগ্ধ-বর্ণ (চিক্‌চিকে) বিশিষ্ট ও শীঘ্র কুপিত হয়, তাহারা ক্ষত্রিয় জাতি। যাহাদিগের শরীরে চন্দ্র সূর্য্য ছত্র বা পদ্মের ন্যায় আকৃতি থাকে, অথবা যাহাদিগের শরীর কৃষ্ণবর্ণ লোহিত ধূম্র বা পারাবতের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ও বজ্রের ন্যায় দৃঢ় হয়, তাহাদিগকে বৈশ্য জাতি বলা যায়। যাহারা মহিষ হস্তী অথবা অন্য প্রকার বর্ণ বিশিষ্ট ও যাহাদিগের ত্বক অতিশয় পরুষ (তেল পারা নয়), তাহাদিগকে

শূদ্র জাতি বলা যায়। দর্ব্বীকরের দংশনে বায়ু কুপিত হয়, মণ্ডলীর দংশনে পিত্ত কুপিত হয়, রাজিমন্তের দংশনে শ্লেষ্মা কুপিত হয়। যে সর্প অসবর্ণ জাতির সমাগমে জন্মে তাহার বিষে দুই দোষ কুপিত হয়। সেই দোষের লক্ষণ বিবেচনা করিয়া সর্পের পিতা মাতার জাতি জানা যায়। রজনীর শেষ ভাগে চিত্রা-জাতি বিচরণ করে। এবং অবশিষ্ট ভাগে মণ্ডলী-জাতি বিচরণ করে। দর্ব্বীকর জাতি দিবাভাগে বিচরণ করে। দর্ব্বীকর তরুণ, মণ্ডলী বৃদ্ধ, এবং রাজিমন্ত মধ্য-বয়স্ক হইলে দংশন মৃত্যু-হেতু হয়। সর্প যদি নকুলের দ্বারা আকুলিত কিম্বা জল বা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অভিহত হয়, বা কৃশ, বালক, বা বৃদ্ধ, মুক্ত-ত্বক (নূতন খোলাস ছাড়া) অথবা ভীত হয়, তবে তাহার বিষ অল্প হয় জানিবে।

দর্ব্বীকর যথা,—কৃষ্ণসর্প, মহাকৃষ্ণ, কৃষ্ণোদর, শ্বেতকপোত, মহাকপোত, বলাহক, মহাসর্প, শংখপাল, লোহিতাক্ষ, গবেধুক, পরিসর্প, খণ্ডফণা, ককুদ, পদ্ম, মহাপদ্ম, দর্ভপুষ্প, দধিমুখ, পুণ্ডরীক, ভ্রুকুটি-মুখ, পুষ্পাভিকীর্ণ, গিরিসর্প, ঋজুসর্প, শ্বেতোদর, মহাশির, অলগর্দ্দ, আশীবিষ। এই ছাব্বিশ প্রকার ফণা-বিশিষ্ট সর্প।

মণ্ডলী যথা—আদর্শমণ্ডল শ্বেতমণ্ডল রক্তমণ্ডল চিত্রমণ্ডল পৃষতঃ রোধ্র-পুষ্প, মিলিন্দক গোনস বৃদ্ধ-গোনস পনস মহাপনস বেণুপত্রক শিশুক মদন পালিংহির পিঙ্গল তন্তুক পুষ্পপাণ্ডু যডগো অগ্নিক বভ্রু কষায় কলুষ পারাবত হস্তাভরণ চিত্রক এণীপদ।

রাজিমন্ত যথা,—পুণ্ডরীক রাজিচিত্র অঙ্গুলরাজি বিন্দুরাজি কর্দ্দম তৃণশোষক সর্ষপ শ্বেতহনু দর্ভপুষ্প চক্র গোধূম কিক্কিসাদ।

নির্ব্বিষ সর্প যথা,—গলগোলী শূকপত্র অজগর দিব্যক বর্ষাহিক পুষ্প-শলী জ্যোতিরথ ক্ষীরিক পুষ্পক অহিপাতক অন্ধাহি গৌরাহি বৃক্ষেশয়।

বৈকরঞ্জ——তিন প্রকার বৈকরঞ্জ। বৈকরঞ্জ এবং দর্ব্বীকর প্রভৃতির পরস্পরের সমাগমে উৎপন্ন যথা, মাকুলি পোটগল ও

স্নিগ্ধরাজি। কৃষ্ণসর্প ও গোনসের সমাগমে মাকুলি, রাজিল ও গোনসীর সমাগমে পোটগল, এবং কৃষ্ণ সর্প ও রাজিমন্তের সমাগমে স্নিগ্ধরাজি উৎপন্ন হয়। তাহাদিগের মধ্যে মাকুলি-জাতি পিতৃ-প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, ও অপর দুই জাতি মাতৃ-প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়।

তিন প্রকার বৈকরঞ্জ হইতে দিব্যেলক রোধ্রপুষ্প রাজিচিত্র পোটগল পুষ্পাভিকীর্ণ দর্ভপুষ্প বেল্লিতক এই সপ্ত প্রকার সর্প উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে প্রথম তিন প্রকার রাজিমন্তের ন্যায় ও অবশিষ্ট চারি প্রকার মণ্ডলীর ন্যায়। এই সমুদায়ে অশীতি (৮০) প্রকার সর্প।

সর্প মাত্রেই, চক্ষু জিহ্বা মুখ ও মস্তক বৃহৎ হইলে পুরুষ, ক্ষুদ্র হইলে স্ত্রী ও মধ্যবিধ হইলে নপুংসক হয়। নপুংসকেরা অক্রোধ ও মন্দ-বিষ * বিশিষ্ট।

অতঃপর সকল প্রকার সর্পের দংশনের লক্ষণ সামান্যতঃ বলা যাইতেছে। দংশন মাত্র চিকিৎসা না করিলে, শাণিত-শস্ত্র বজ্র অথবা অগ্নির ন্যায় বিষ কর্তৃক শীঘ্র প্রাণ নাশ হয়। সর্প-দংশনের স্থলে অধিক কথা কহিবার অবকাশ থাকে না।

প্রত্যেক জাতীয় সর্পের দংশনের লক্ষণ বিবেচনা করিতে গেলে সর্প তিন প্রকার। অতএব সেই তিন প্রকারের লক্ষণই বলা যাইতেছে। ইহা রোগীর পক্ষে হিতকর, এবং চিকিৎসার পক্ষেও দংশন-বিষয়ক জ্ঞানের ভ্রম জন্মে না। এই তিন প্রকার সর্প-দংশনের লক্ষণ বলাতে অপরাপর সকল জাতীয় সর্প ইহাদিগেরই অন্তর্গত বলিয়া জানিবে।

দর্ব্বীকরের বিষ-কর্তৃক ত্বক্ চক্ষু নখ দন্ত মূত্র পুরীষ ও দংশ-স্থান কৃষ্ণ বর্ণ হয়, এবং শরীরের রুক্ষতা, মস্তকের ভার, সন্ধি-স্থানে বেদনা, কটী পৃষ্ঠ ও গ্রীবার দুর্ব্বলতা জৃম্ভণ (হাই তোলা,) কম্প, বাক্যের অবসন্নতা, কণ্ঠদেশের ঘুর্ঘরা শব্দ (গলার ঘড়ঘড়ানি), শরীরের

* যে বিষ বিলম্বে সঞ্চারণ করে তাহাকে মন্দ-বিষ বলে।

জড়তা, শুষ্ক উদ্গার কাস শ্বাস হিক্কা, বায়ুর ঊর্দ্ধ গতি, বেদনা, বমনের ইচ্ছা, তৃষ্ণা লালা-স্রাব, ফেণা নিঃসরণ, ইন্দ্রিয়-কার্য্যের অবরোধ এবং অন্যান্য প্রকার বায়ু জন্য যাতনা জন্মে।

মণ্ডলীর বিষ-কর্ত্তৃক ত্বক ও চক্ষু প্রভৃতির পীত-বর্ণতা, শীতল দ্রব্যের অভিলাষ, শরীরের উত্তাপ দাহ তৃষ্ণা মত্ততা মূর্চ্ছা জ্বর, ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে শোণিত নিঃসরণ, মাংসের অবসাতন (টানিলে খসিয়া পড়া), দংশ-স্থানে বেদনা, পীত-বর্ণ দর্শন ও কোপন-স্বভাব, এই সকল এবং পিত্ত-জন্য অপরাপর সকল লক্ষণ জন্মে।

রাজিমন্তের বিষ কর্ত্তৃক ত্বক্ ও চক্ষু প্রভৃতির শুক্লতা শীত-জ্বর রোম-হর্ষ শরীরের স্তব্ধ-ভাব ও দংশনের স্থান ফুলিয়া উঠা, গাঢ় কফের স্রাব, বমন, নিরন্তর চক্ষুর কণ্ডু (কুট কুট করা), কণ্ঠ-দেশে ফুলা ও ঘুর্ঘুর শব্দ (ঘড় ঘড় করা) উচ্ছ্বাসের নিরোধ এবং তমো-দৃষ্টি (অন্ধকার দেখা) এই সকল ও কফ-জন্য অপরাপর সকল উপদ্রব ঘটে।

পুরুষ-সর্প দংশন করিলে রোগীর ঊর্দ্ধ দৃষ্টি হয়; স্ত্রী-সর্পে দংশন করিলে অধো দৃষ্টি হয় ও ললাটের শিরা সকল দৃষ্ট হয়, এবং নপুংসক সর্পের দংশনে দৃষ্টি তির্য্যকভাবে স্থির থাকে। গর্ভিণী সর্পিণীর দংশনে মুখ পাণ্ডু বর্ণ হয় ও উদরের আধ্মান জন্মে। নব-প্রসূতা সর্পের দংশনে শূলবেদনা, রক্ত প্রস্রাব, ও উপজিহ্বিকা (আলজিবের রোগ) এই সকল উপসর্গ জন্মে। গ্রাসার্থী (গ্রাস করিতে অভিলাষী বা ক্ষুধার্ত্ত) সর্পের দংশনে রোগীর অন্নে অভিলাষ জন্মে। বৃদ্ধ-সর্পের দংশনে বিষের বেগ মন্দ হয়, বাল-সর্পের দংশনে তীব্র হয়, এবং নির্বিষ সর্পের দংশনে অবিষের লক্ষণ প্রকাশ পায়। কেহ কেহ বলেন যে অন্ধ-সর্পে দংশন করিলে রোগীও অন্ধ হয়। অজগর সর্প গ্রাস করিয়া শরীর ও প্রাণ নাশ করে, বিষের দ্বারা নহে। সদ্য প্রাণ-নাশক যে সকল সর্প, তাহাদিগের দংশনে রোগী শস্ত্র বা বজ্রাহতের ন্যায় শিথিলাঙ্গ ও অচেতন হইয়া ভূমে পতিত হয়।

সকল প্রকার সর্প-বিষের সপ্ত প্রকার বেগ (১)। দর্ব্বীকারের বিষের প্রথম বেগে শোণিত দূষিত হইয়া কৃষ্ণ বর্ণ হয়, এবং দেহে যেন কৃষ্ণ-বর্ণ পিপীলিকা সঞ্চরণ করিতে থাকে। দ্বিতীয় বেগে মাংস দূষিত হইয়া শরীর অতিশয় কৃষ্ণ বর্ণ হয়, এবং শরীরে ফুলা ও গ্রন্থি জন্মে। তৃতীয় বেগে মেদ দূষিত হয়, তৎ কর্ত্তৃক দংশ স্থানে ক্লেদ জন্মে, মস্তক ভার হয়, ঘর্ম্ম নিঃসরণ হইতে থাকে ও দৃষ্টি স্থির হয়। চতুর্থ বেগে বিষ কোষ্ঠ-দেশ প্রবেশ পূর্ব্বক কফজনিত সকল উপদ্রব জন্মায়, তদ্দ্বারা তন্দ্রা, লালা-স্রাব ও সন্ধি-স্থান বিশ্লিষ্ট হয়। পঞ্চম বেগে বিষ অস্থি-মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রাণ ও অগ্নি দূষিত করে এবং পার্শ্ব-ভেদ দাহ ও হিক্কা জন্মায়। ষষ্ঠ বেগে মজ্জা-মধ্যে প্রবেশ করে ও গ্রহণী অত্যর্থ দূষিত করে, তদ্দ্বারা শরীরের গৌরব অতিসার ও হৃদয়ের পীড়া ও মূর্চ্ছা, এই সকল উপদ্রব জন্মে। সপ্তমে শুক্র-মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ব্যান-বায়ুকে অত্যর্থ কুপিত করে, লোমকূপ প্রভৃতি সূক্ষ্ম দ্বার হইতে কফ-স্রাব হয়, কটি পৃষ্ঠ ভঙ্গ হয়, সকল ইন্দ্রিয়-কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে, লালা ও স্বেদ অত্যর্থ নিঃসরণ হয় এবং শ্বাস রোধ হয়।

মণ্ডলীর বিষের প্রথম বেগে শোণিত দূষিত হইয়া অতিশয় শীতল হয়, সর্ব্ব শরীরে দাহ জন্মে ও শরীর পীতবর্ণ হয়। দ্বিতীয় বেগে মাংস দূষিত হইয়া শরীর অতিশয় পীতবর্ণ হয়, অত্যর্থ দাহ হয় ও দংশ-স্থান ফুলিয়া উঠে। তৃতীয় বেগে মেদ দূষিত হয়, এবং তৎ প্রযুক্ত দৃষ্টি স্থির, তৃষ্ণা, দংশ-স্থানে ক্লেদ ও ঘর্ম্ম এই সকল উপদ্রব ঘটে।

(১) রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র এই সাতটী ধাতু। বিষ শরীরে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ রস-ধাতু দূষিত করে, রস ধাতু সমস্ত দূষিত হইলে রক্ত ধাতু দষিত করে, এইরূপ ক্রমান্বয়ে সপ্ত ধাতু দূষিত করে। এই রূপ এক এক ধাতু দূষিত করাকে বিষের এক একটী বেগ বলে। ক্রমান্বয়ে সাতটী ধাতু দূষিত করা প্রযুক্ত বিষের সাত প্রকার বেগ বলা হইয়াছে।

চতুর্থ বেগে বিষ কোষ্ঠ-দেশে প্রবেশ পূর্ব্বক জ্বর জন্মায়। পঞ্চম বেগে সর্ব্ব শরীরে দাহ জন্মে। ষষ্ঠ ও সপ্তম বেগে পূর্ব্বোক্ত দর্ব্বীকরের ষষ্ঠ ও সপ্তম বেগের ন্যায় লক্ষণ হয়।

রাজিমন্তের বিষের প্রথম বেগে শোণিত দূষিত হয় ও তদ্দারা শরীর পাণ্ডুবর্ণ হয়, ঈষৎ শ্বেত-বর্ণের আভাষও দৃষ্ট হয় এবং রোমাঞ্চ হয়। দ্বিতীয় বেগে মাংস দূষিত হইয়া অতিশয় পাণ্ডু বর্ণ হয়, দেহের জড়তা হয় ও মস্তক ফুলিয়া উঠে। তৃতীয় বেগে মেদ দূষিত হইয়া দৃষ্টি স্থির হয়, দন্ত ক্লিন্ন হয়, ঘর্ম্ম হইতে থাকে এবং নাসিকা ও চক্ষু হইতে রক্ত নিঃসরণ হয়। চতুর্থ বেগে বিষ কোষ্ঠ-দেশে প্রবেশ করে, তদ্দারা গ্রীবা-সঞ্চালন-শক্তি রহিত হয় ও মস্তক ভার হয়। পঞ্চম বেগে বাক্য রহিত, কম্প ও জ্বর হয়। ষষ্ঠ ও সপ্তম বেগে পূর্ব্বের ন্যায় লক্ষণ হয়।

দেহ-মধ্যে রস রক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা শুক্র এই যে সাতটী ধাতু আছে, ইহাদিগের এক একটিকে অতিক্রম করিয়া বিষের এক একটী বেগ জন্মে। বিষ বায়ু-কর্তৃক নীত হইয়া যে সময়ের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত কোন একটী ধাতু ভেদ করে সেই সময়কে বেগান্তর বলে। পশুদিগকে সর্পাঘাত হইলে, প্রথম বেগে অঙ্গ স্ফীত হয় এবং তাহারা দুঃখিত মনে চিন্তা করিতে থাকে। দ্বিতীয় বেগে লালাস্রাব হয়, অঙ্গ কৃষ্ণ বর্ণ হয়, ও হৃদয়ে পীড়া জন্মে। তৃতীয় বেগে মস্তকে পীড়া জন্মে, এবং কণ্ঠ ও গ্রীবা-ভঙ্গ হয়। চতুর্থ বেগে তাহারা কাঁপিতে থাকে, নিশ্চেষ্ট হয়, দন্তের দ্বারা দন্ত পেষণ করে ও প্রাণত্যাগ করে। কেহ কেহ বলেন পশুদিগের সর্পাঘাত হইলে তিনটী মাত্র বেগ হয়, এবং তৃতীয় বেগেই ইহাদিগের প্রাণত্যাগ হয়। পক্ষিদিগের সর্পাঘাত হইলে প্রথম বেগে তাহারা চিন্তিত ও নিশ্চেষ্ট হয়, দ্বিতীয়ে বিহ্বল হয়, ও তৃতীয় বেগে প্রাণত্যাগ করে। কেহ কেহ বলেন বিষ-কর্তৃক পক্ষিদিগের একটী মাত্র বেগ জন্মে। প্রথম বেগেই তাহাদিগের

প্রাণ নাশ হয়। বিড়াল ও নকুলের শরীরে বিষ অধিক সঞ্চারিত হয় না।

পঞ্চম অধ্যায়।

সর্পদংশনের চিকিৎসা।

যে প্রকার সর্প হউক হস্তে বা পদে দংশন করিবা মাত্রই প্রথমে দংশস্থানের চারি অঙ্গুলির উপরে বন্ধন করা কর্ত্তব্য। চর্ম্ম-বৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ ছাল গ্রথিত করিয়া (পাকাইয়া), তদ্দ্বারা, অথবা অন্য কোন প্রকার কোমল রজ্জু প্রভৃতির দ্বারা বন্ধন করিবে। বন্ধনের দ্বারা বিষ নিবারিত হইলে দেহ-মধ্যে সঞ্চরণ করিতে পারে না। তদনন্তর বন্ধনের নিম্ন দেশ পর্য্যন্ত ছেদন করিয়া দগ্ধ করিবে। চুষিয়া লওয়া ছেদ করা ও দগ্ধ করা সর্ব্বত্রই প্রশস্ত। বস্তি-যন্ত্রের (১) মুখ প্রতিপূরিত করিয়া চূষণ করা হিতকর। অথবা তৎক্ষণাৎ সেই সর্পকে কিম্বা ইষ্টক খণ্ডে দংশন করিলেও উপকার হয়। মণ্ডলীর দংশে দগ্ধ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে, কারণ তাহা পিত্ত-বহুল বিষ, দংশ-স্থানের উষ্ণতা সহকারে তৎক্ষণাৎ দেহ-মধ্যে সঞ্চারিত হয়। মন্ত্রজ্ঞ চিকিৎসকেরা মন্ত্রের দ্বারাও বিষ বন্ধন করে। রজ্জু প্রভৃতির দ্বারা বন্ধন করিলেও বিষের প্রতিকার হয়। সত্য ও তপোময় মন্ত্র-সমূহ দেবতা ব্রহ্মর্ষিগণের বাক্য, তদ্দ্বারা দুস্তর বিষ নিশ্চয়ই শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

---

(১) অন্যান্য স্থানে যে রূপ বর্ণিত আছে তাহাতে আর্য্যেরা পিচকারী অথবা শিঙ্গার ন্যায় কোন প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করিতেন, তাহাকে বস্তি-যন্ত্র বলিত। বিপরীত দিক অর্থাৎ অধোভাগ হইতে আকর্ষণ করিয়া ঊর্দ্ধ দিকে পূরণ করাকে প্রতিপূরণ বলে। শিঙ্গা বসাইবার ন্যায় বস্তি-যন্ত্রের এক মুখ দংশ স্থানে বিন্যস্ত অপর মুখ হইতে মুখের দ্বারা টানিয়া আকর্ষণ করিলে অধোভাগে দংশ স্থান হইতে রক্ত সমেত বিষ আকৃষ্ট হইয়া বস্তি-যন্ত্র-মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।

সত্যব্রহ্ম-তপোময় ও তেজোময় মন্ত্রের দ্বারা বিষ যেমন শীঘ্র বিনষ্ট হয়, ঔষধের দ্বারা সেরূপ হয় না। মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইলে স্ত্রী মাংস ও মধু পরিত্যাগ করিতে হয়, জিতাহার পবিত্র ও কুশ-শয্যা-শায়ী হইতে হয়, এবং গন্ধ মাল্য প্রভৃতি উপহার জপ এবং হোমের দ্বারা দেবতাদিগের পূজা করিতে হয়।

বিধি-পূর্ব্বক গৃহীত না হইলে অথবা স্বরবর্ণে হীন হইলে, মন্ত্রের দ্বারা কার্য্য-সিদ্ধি হয় না, অতএব ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। বিষ সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলে, হস্ত পাদেই হউক বা ললাটেই হউক, যে স্থানে দংশন করিয়া থাকে, চিকিৎসা-কুশল বৈদ্য তাহার চতুর্দ্দিকস্থ শিরা বিদ্ধ করিবে। রক্ত নিঃসারিত হইলে বিষ অনেক পরিমাণে নির্গত হইয়া যায়, অতএব রক্ত স্রাব করান নিতান্ত কর্ত্তব্য, এইটিই ইহার উৎকৃষ্ট প্রতীকার। তদনন্তর দংশ স্থানের চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া অগদের (২) প্রলেপ দিবে, এবং ঘৃষ্ট চন্দন ও বেণামূল মিশ্রিত জল তাহাতে নিয়ত পরিসেচন করিবে। সর্পের জাতি অনুসারে অগদ পান করাইবে। দুগ্ধ মধু ও ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্য অগদের অনুপান। এ সকল দ্রব্যের অভাবে কৃষ্ণ-বর্ণ বল্মীক মৃত্তিকাও অনুপানে ব্যবহৃত হইতে পারে। অথবা কাঞ্চন-বৃক্ষ শিরীষ আকন্দ কিম্বা নফট্‌কি, এই গুলিও অগদের অনুপান হইতে পারে। তৈল কুলথ-কলাই মদ্য বা কাঞ্জী পান করিবে না। অন্য যে কোন দ্রব্য অতি অল্প পরিমাণে পুনঃ পুনঃ পান করিয়া পুনঃ পুনঃ বমন করিবে। বমনের দ্বারা বিষ সহজে নির্গত হয়। ফণা-বিশিষ্ট সর্পের প্রথম বিষ-বেগে রক্ত মোক্ষণ করিবে। দ্বিতীয় বেগে মধু ও ঘৃত সহযোগে অগদ পান করাইবে। তৃতীয় বেগে বিষ-নাশক নস্য ও অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। চতুর্থ বেগে বমন করাইয়া ঘৃত-মধু সংযোগে যবের মণ্ড পান করাইবে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ বেগে প্রথমত বমন বিরেচন

(২) অগদ পরে বলা যাইতেছে।

প্রয়োগ করিয়া পরে তীক্ষ্ণ শোধনী দ্রব্য প্রদান করিবে। সপ্তম বেগে তীক্ষ্ণ শিরোবিরেচনের নস্য দিবে, তীক্ষ্ণ অঞ্জন প্রয়োগ করিবে, এবং মূর্দ্ধ্নি দেশে কাকপদ (দ্বিতীয় অধ্যায় দেখ) আকারে মস্তক মুণ্ডিত করিবে, অথবা সেই স্থানের সরক্ত মাংস তুলিয়া লইবে।

মণ্ডলীর বিষের প্রথম বেগে রক্ত মোক্ষণ করিবে, দ্বিতীয় বেগে ঘৃত মধু সহযোগে অগদ পান করাইবে। তদনন্তর বমন করাইয়া ঘৃত-মধু সহযোগে যবের মণ্ড পান করাইবে। তৃতীয় বেগে তীক্ষ্ণ বমন বিরেচনের দ্বারা শরীর শোধন করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকার যবের মণ্ড পান করাইবে। চতুর্থ ও পঞ্চম বেগে শীতল প্রক্রিয়া করিবে। ষষ্ঠে কাকোল্যাদি-গণ মধুরগণ (সূত্রস্থান গণবর্ণনা দেখ) ও দুগ্ধ হিতকর। সপ্তমে বিষ-নাশক অগদের নস্য হিতকর।

রাজিমন্তের প্রথম বেগে শোণিত নিঃসারণ করিবে, এবং ঘৃত-মধু সংযোগে অগদ পান করাইবে। দ্বিতীয় বেগে বমন করাইয়া পুনর্ব্বার অগদ পান করাইবে। তৃতীয় বেগে বিষ-নাশক নস্য ও অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। চতুর্থে বমন করাইয়া ঘৃত-মধু সংযোগে যবের মণ্ড পান করাইবে। পঞ্চমে শীতল প্রক্রিয়া করিবে। ষষ্ঠে অতিশয় তীক্ষ্ণ অঞ্জন, এবং সপ্তমে নস্য, প্রয়োগ করিবে।

গর্ভিণী বালক ও বৃদ্ধ ইহাদিগের শিরা বিদ্ধ না করিয়া মৃদু প্রতীকার করিবে। ছাগ বা গর্দ্দভ সর্পাহত হইলে মনুষ্যের ন্যায় তাহাদিগেরও রক্ত মোক্ষণ করাইবে। ঔষধের যেরূপ পরিমাণ বলা যাইতেছে, গো ও অশ্বের পক্ষে তাহার দ্বিগুণ, মহিষ ও উষ্ট্রের পক্ষে তিন গুণ, এবং হস্তির পক্ষে চতুর্গুণ। পক্ষি-দিগের পক্ষে কেবল শীতল পরিসেচন ও শীতল প্রলেপ বিধেয়। অঞ্জনের পক্ষে এক মাষা, নস্যে দুই মাষা, পানে চারি মাষা এবং বমনে আট মাষা, পরিমাণে ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। দেশ, রোগীর প্রকৃতি, অভ্যাস, ঋতু, বিষের বেগ, রোগীর বলাবল, বিষের আনু-পূর্ব্বিক বেগ ও তাহার

শাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া, বিবেচনা পূর্ব্বক এই সকল গুলি নির্ণয় করিয়া চিকিৎসা করিবে। রোগীর অবস্থা বিশেষে যে যে প্রকার প্রতীকার করা কর্ত্তব্য তাহা বলা যাইতেছে, এই সকল প্রক্রিয়া স্থাবর ও জঙ্গম উভয় বিষের পক্ষেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বিষ-কর্ত্তৃক শরীর বিবর্ণ কঠিন ফুলা ও বেদনা বিশিষ্ট হইলে, পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে শীঘ্র রক্ত স্রাব করান কর্ত্তব্য। বিষার্ত্ত রোগী, ক্ষুধার্ত্ত বা বিষ-জন্য বায়ু-প্রকৃতি বিশিষ্ট হইলে, বিবেচনা পূর্ব্বক তাহাকে দধি তক্র ঘৃত মধু কিম্বা মাংসরস প্রদান করিবে। রোগীর পিত্ত-জন্য তৃষ্ণা দাহ ঘর্ম্ম ও অজ্ঞানতা ঘটিলে, সংবাহন স্নান ও শীতল প্রসেক সহ্য করিতে পারে না, সুতরাং সেই সকল রোগীকে, এবং মূর্চ্ছিত ও মত্ত রোগীকে তীক্ষ্ণ ঔষধের দ্বারা বমন করাইবে। রোগীর পিত্ত-জন্য মল ও বায়ু রুদ্ধ হইয়া কোষ্ঠ-দাহ বেদনা আধ্মান ও মূত্র-রোধ, এই সকল উপদ্রব ঘটিলে, বিরেচন করাইবে। চক্ষু-মধ্যে ফুলিয়া উঠিলে, বিবর্ণ বা আবিল হইলে (ঘোলা পড়িলে), অথবা বিবর্ণ দেখিলে, অঞ্জন ব্যবহার কর্ত্তব্য। মস্তকের যাতনা, শরীরের গৌরব ও আলস্য হনুস্তম্ভ (চুয়াল ধরা) গলগ্রহ (গলে বেদনা) এবং অতিশয় মন্যাস্তম্ভ (ঘাড় না ফেরা) এই সকল উপদ্রব ঘটিলে শিরো-বিরেচন (নস্য) প্রয়োগ করিবে। চক্ষু উন্মীলিত করিয়া (চাহিয়া) থাকিলে, জ্ঞান শূন্য বা গ্রীবা ভগ্ন হইলে, বিরেচন-চূর্ণ গল-মধ্যে নলের দ্বারা সঞ্চালিত করিবে, হস্ত পদ ও ললাটের শিরা সকল তাড়িত করিবে [বিদ্ধ করণ পূর্ব্বক চুঁচিয়া রক্ত নির্গত করিবে], তাহাতে রক্ত স্রাব না হইলে মূর্দ্ধ্নি দেশে কাক-পদ আকারে ক্ষত করিয়া রক্ত স্রাব করাইবে, অথবা সেই স্থানের সরক্ত মাংস ও চর্ম্ম তুলিয়া ফেলিবে। অথবা চর্ম্ম বৃক্ষের কাথ বা চূর্ণ অগদ সহযোগে দুন্দুভিতে [বাদ্য বিশেষ] লেপন করিয়া রোগীর পার্শ্বে বাদন করিবে। জ্ঞান হইলে পর পুনর্ব্বার বমন বিরেচন ও নস্যের দ্বারা ইহার ঊর্দ্ধ অধো ভাগ সংশোধন করিবে।

বিষ নিঃশেষে দেহ হইতে নির্গত করান কর্ত্তব্য। অল্প অবশিষ্ট থাকিলেও পুনর্ব্বার ইহার বেগ জন্মে। অথবা শরীরের অবসন্নতা বিবর্ণতা জ্বর কাস শিরো-রোগ ফুলা শোষ প্রতিশ্যায় তিমির-রোগ (চক্ষু রোগ যাহাতে দৃষ্টি নাশ হয়) অরুচি পীনস, এই সকল রোগ জন্মায়। ইহাদিগের মধ্যে কোন একটী রোগ জন্মিলে যে রূপ রোগ তদনুসারে প্রতীকার করিতে হইবে। বিষের প্রকৃতি ও রোগীর যেরূপ উপদ্রব, তদনুসারে চিকিৎসা করিবে। তদনন্তর বন্ধন মোচন করিয়া শীঘ্র দংশ-স্থান আচ্ছাদিত করিয়া প্রলেপ দিবে। দংশ স্থানে শুষ্ক বিষ থাকিলে পুনর্ব্বার তাহাতে বেগ জন্মে। এই রূপে চিকিৎসা মন্ত্র ও ঔষধের দ্বারা বিষের তেজ নষ্ট হইলেও যদি কোন দোষ কুপিত হয়, [illegible] প্রভৃতি বায়ু-শান্তিকর ঔষধের দ্বারা বায়ুব শান্তি করিবে, পিত্ত জ্বর-নাশক ক্বাথ দ্বারা ও স্নেহ বিরেচনের দ্বারা পিত্তের শান্তি করিবে, এবং এবং মধু সহকারে আরগ্বাদির ক্বাথ-দ্বারা (১), শ্লেষ্মা নাশক অগদের দ্বারা, ও তিক্ত রুক্ষ ভোজনের দ্বারা, কফের শান্তি করিবে। বৃক্ষ হইতে পতন কিম্বা বিপরীত ভাবে পতনের দ্বারা অথবা জলমগ্নের দ্বারা জ্ঞান-শূন্য হইলে, পূর্ব্বোক্ত রূপে বিষ-জন্য অজ্ঞান হইলে যে রূপ চিকিৎসা করিতে হয় সেই রূপে চিকিৎসা করিবে।

গাঢ়তর বন্ধন করিলে এবং তীক্ষ্ণ লেপের দ্বারা প্রলেপ দিলেও যদি বিষের দ্বারা শরীর স্ফীত হয় এবং ক্লিন্ন ও দুর্গন্ধ বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে বিষ কর্ত্তৃক মাংস বিদ্ধ ও দুর্গন্ধ বিশিষ্ট হইয়াছে (পচিয়াছে) বলিয়া জানিবে। তৎকালে বিদ্ধ করিলে কৃষ্ণ-বর্ণ রক্ত নিঃসরণ হয়, সর্ব্বদা জ্বালা করে ও পাকিয়া উঠে, ক্ষত স্থান হইতে কৃষ্ণবর্ণ ক্লিন্ন শীর্ণ দুর্গন্ধ বিশিষ্ট মাংস অজস্র নিঃসৃত হয়, এবং তৃষ্ণা মূর্চ্ছা ভ্রান্তি দাহ ও জ্বর এই সকল উপদ্রব ঘটে, এই প্রকার রোগীকে দিগ্ধ-বিদ্ধ

(১) সূত্র স্থান গণবর্ণনা।

(আলেপনের দ্বারা যাহার শরীরে বিষ প্রবিষ্ট হয়) বলা যায়। এই সকল প্রকার লক্ষণ হইয়া বিষের আতিশয্য প্রযুক্ত ব্রণ জন্মিলে অথবা মাকড়সা কর্তৃক দংশিত হইয়া, কিম্বা আলেপনের দ্বারা শরীরে বিষ প্রবিষ্ট হইয়া, পূতি-মাংস বিশিষ্ট ব্রণ জন্মিলে, সেই সকল ব্রণ হইতে পূতি-মাংস নির্গত করিয়া জলৌকার দ্বারা রক্তমোক্ষণ করাইবে, এবং বমন বিরেচনের দ্বারা দেহের ঊর্দ্ধ ও অধোভাগস্থ সকল দোষ সংশোধিত করিয়া, সেই সকল ব্রণে ক্ষীরী (আকন্দ) বৃক্ষের ত্বকের ক্বাথ সেচন করিবে। তদনন্তর সেই সকল ব্রণের মধ্যে বস্ত্র-খণ্ড পূরিত করিয়া তাহার উপরি শীতল ঘৃতাক্ত বিষ-নাশক প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। দূষিত অস্থি শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, পিত্ত-জন্য বিষে প্রথমতঃ যে রূপ প্রতীকার করা যায় সেই রূপ প্রতীকার প্রথমতঃ কর্ত্তব্য। তদনন্তর নিম্ন লিখিত অগদ সেবন করাইবে।

তেউড়ী গুলঞ্চ যষ্টি-মধু রক্তা (কুঁচের মূল) লবণ-বর্গ শুণ্ঠী পিপ্পলী মরিচ, এই গুলি উত্তম রূপে চূর্ণ করিয়া ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া গো-শৃঙ্গের মধ্যে রাখিবে, এই অগদ পানে অঞ্জনে অভ্যঙ্গে ও নস্যে ব্যবহার করিলে বিষ নষ্ট হয়, ইহার নাম মহাগদ। ইহার অপ্রতিহত বীর্য্য ও ইহাতে বিষের বেগ নষ্ট করে।

বিড়ঙ্গ পাঠা (নিমুখা লতা) ত্রিফলা যমানী হিঙ্গু, তগরপুষ্প, ত্রিকটু এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সৈন্ধব লবণ ও চিতে সহযোগে মধুর সহিত মিশ্রিত করিবে। অনন্তর গোরুর শৃঙ্গ-মধ্যে রাখিয়া শৃঙ্গময় আচ্ছাদনীর দ্বারা ছাদিত করিয়া রাখিবে। পরে এক পক্ষ কাল উত্তীর্ণ হইলে ব্যবহার করিবে। ইহাকে অজিত নামক অগদ বলে। ইহার দ্বারা স্থাবর ও জঙ্গম উভয় প্রকার বিষ নষ্ট হয়।

পুণ্ডরিয়া বৃক্ষ, দেবদারু মুথা শৈলজ কটুকী গেঁঠেলা গন্ধ-তৃণ পদ্ম-কাষ্ঠ নাগ-কেশর তালীশ সুবর্চ্চিকা (জতুকা*) শোণা-বৃক্ষ এলা-

* "জতুকা" মালব দেশে এই নামে খ্যাত লতা।

ইচ অসিত- সিন্ধুবার (কাল নিসিন্দা) শৈলেয় কুষ্ঠ তগর-পাদুকা প্রিয়ঙ্গু লোধ বালা কাঞ্চন (কাঞ্চন বৃক্ষ) গৈরিক (পীত বর্ণ গিরি-মৃত্তিকা) পিপ্পলী চন্দন ও সৈন্ধব, ইহাদিগের সূক্ষ্ম চূর্ণ সম ভাগে লইয়া মধুর সহিত মিশ্রণ পূর্ব্বক গো-শৃঙ্গ মধ্যে রাখিবে। ইহা তার্ক্ষ্য নামক অগদ। ইহার দ্বারা তক্ষকের বিষও নষ্ট হয়।

জটামাংসী লতা রেণুক ত্রিফলা সুরঙ্গী (নিসিন্দা) রক্তা (কুঁচের মূল) লতা-যষ্টি (মঞ্জিষ্ঠা) পদ্মক (পদ্মকাষ্ঠ) বিড়ঙ্গ তালিশ সুগন্ধ (এলবালুক) এলাইচ কুষ্ঠ পত্র (তেজ পত্র) রক্তচন্দন ভার্গী (বামন হাটী) পাঠা (নিমুখ-লতা) পটোল অপামার্গ মৃগাদনী (পীত দণ্ডোৎপল) (কর্কটী কর্কট-বীজ)কৃষ্ণবর্ণ তেউড়ী, অশোক গুবাক সুরসী-ফুল ভেলার ফুল এই সকলের চূর্ণ স্বর্ণ-মাক্ষী এবং বরাহ গোধা ময়ূর শল্লক বিড়াল হরিণ ও নকুলের পিত্ত, সমস্ত একত্র করিয়া গো-শৃঙ্গ মধ্যে স্থাপন করিবে। ঋষভ নামক এই অগদ যে পুণ্যবান মহাত্মার গৃহে থাকে, সে গৃহে কোন প্রকার সর্পই বিষ ত্যাগ করে না, কীটের ত কথাই নাই। এই অগদ পটহ (ঢাক) বা ভেরীতে লেপন করিয়া বাদন করিলে বিষ নষ্ট হয়। পতাকাতে লেপন করিয়া দর্শন করাইলে বিষ কর্ত্তৃক অভিভূত রোগী নির্ব্বিষ হয়।

লাক্ষা রেণুক বেনামূল প্রিয়ঙ্গ শিগ্রু (সজনা বৃক্ষ) মধুশিগ্রু (রক্ত সজিনা) যষ্টি মধু এলাইচ, এই সকল চূর্ণ সমভাগে হরিদ্রার সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘৃত মধু সহযোগে পূর্ব্বের ন্যায় গো শৃঙ্গের মধ্যে স্থাপন করিবে। ইহাকে সঞ্জীবনী নামক অগদ বলে। পানে নস্য ও অঞ্জনে ইহা প্রয়োগ করিলে মৃত-কল্প রোগীও আরোগ্য হয়।

শ্লেষ্মাতক (চালতা) কটফল মাতুলুঙ্গ শ্বেতা (অপজিতা) গিরিহ্বা (গিরি মৃত্তিকা), কিণিহী (অপামার্গ) শর্করা, এই সকল দ্রব্য নটে-শাকের সংযোগে সেবনে দর্ব্বীকর ও রাজিমন্তের বিষ নষ্ট হয়। ইহাকে মুখ্য নামক অগদ বলে।

দ্রাক্ষা রাস্না গিরি মৃত্তিকা সমঙ্গা (মঞ্জিষ্ঠা) ইহারা প্রত্যেকে সমভাগ, কপিত্থ বিল্ব দাড়িম ও সুরসা-পত্র ইহাদিগের প্রত্যেকের দুই ভাগ, এবং অসিত-সিন্ধুবার অস্ফোটের মূল ও মনঃশিলা প্রত্যেকে অর্দ্ধ ভাগ, এই অগদ মধু-সহযোগে প্রয়োগ করিলে মণ্ডলীর বিষ বিশেষ রূপে নষ্ট হয়। বংশ-ত্বক (বাঁশের গায়ের নীল) আর্দ্রা আমলক কপিত্থ ত্রিকটু শুক্ল-বচ কুষ্ঠ করঞ্জ-বীজ তগর শিরীষ-পুষ্প গোরোচনা ও কৈটর্য্য (নফট্কী), এই অগদ, লেপ অঞ্জন ও নস্যে ব্যবহার করিলে মাকড়সা উন্দুর এবং সর্পের ও অন্যান্য কীটের বিষ নষ্ট হয়। বর্ত্তী অঞ্জন ও নাভিলেপের দ্বারা ইহা প্রয়োগ করিলে পুরীষ মূত্র বায়ু ও গর্ভ-রোধ নাশ হয়। শিরীষ-পুষ্পের অঞ্জন ও নস্যের দ্বারা চর্ম্ম-কোথ রোগের ও পটোল রোগের (চক্ষু-রোগ বিশেষ) শান্তি হয়। মূল পুষ্প অঙ্কুর বল্কল ও বীজ এই সর্ব্ব সমেত শিরীষ বৃক্ষের ক্বাথ ত্রিকটু-চূর্ণ সহযোগে গাঢ় করিয়া সেবন করিলে বিষের বিশেষতঃ কীট-বিষের শান্তি হয়।

কুষ্ঠ ত্রিকটু দারু হরিদ্রা মধুক (মৌল) লবণদ্বয় (সৈন্ধব ও সামুদ্র) মালতী নাগ-পুষ্প এবং মধুর বর্গের অন্তর্গত সকল দ্রব্য (সূত্র-স্থান গণবর্ণনা।) এই সকল দ্রব্য কপিত্থ-রস শর্করা ও মধু সহযোগে প্রয়োগ করিলে মূষিকার বিষ বিশেষ রূপে নষ্ট হয়।

সোমরাজের ফল ও পুষ্প কটভী (নফট্কী) নিগুণ্ডী বৃক্ষ চোরক (পিড়িংশাক) বরুণ-বৃক্ষ, কুষ্ঠ, সর্ব্বগন্ধা (চতুর্জ্জাতক *) চামকষা, শিরীষ পুষ্প, আরগ্বধের (সোঁদালের) পুষ্প, অর্ক-পুষ্প প্রিয়ঙ্গু পাঠা

* "চতুর্জ্জাতক" চতুর্জ্জাতক দুই মত আছে। কক্কোল লবঙ্গ অগুরু ও শিহ্লক, এবং গুড়ত্বক এলাইচ তেজপত্র নাগকেশর। শেষোক্ত রাজনির্ঘণ্টের মতটিই প্রশস্ত।

দর্ব্বীকর—যে সকল সর্পের ফনা আছে।

মণ্ডলী—যাহাদিগের শরীরে মণ্ডলাকার দাগ আছে, ইহাকে যোড়া জাতি বলে।

রাজিমন্ত—যাহাদিগের শরীরে বিচিত্রবর্ণ আছে। যথা লাউডগা, কালনাগিনী।

(নিমুখা লতা), বিড়ঙ্গ আম্র অশ্মন্তক (অম্লকুচা) ভূমি-কুরুবক, এই সকল গুলিরই এক রস। ইহাদিগের মধ্যে কোন একটী দুইটী কিম্বা ততোধিক দ্রব্য একত্র করিয়া সেবন করিলে বিষের শান্তি হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মূষিক-কল্প।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে মূষিকদিগের শুক্রে বিষ। নাম লক্ষণ ও চিকিৎসা ভেদে তাহারা অষ্টাদশ প্রকার। তাহাদিগের নাম যথা লালন, পুত্রক, কৃষ্ণ, হংসির, চিক্কির, ছুছুন্দর, অলস, কষায়-দশন, কুলিঙ্গ, অজিত, চপল, কপিল, কোকিল, অরুণ, মহাকৃষ্ণ, শ্বেত, মহা-কপিল কপোত-বর্ণ। ইহাদিগের শুক্র শরীরে সংলগ্ন হইলে অথবা ইহারা শুক্র-সংস্পৃষ্ট নখ দন্তাদির দ্বারা শরীরে আঘাত করিলে রক্ত দূষিত হইয়া শরীরে গ্রন্থি শোফ মণ্ডল সমূহ অথবা পীড়কা-যুক্ত মণ্ডল-সমূহ (কেবল চাকা চাকা দাগ অথবা ছোট ছোট ফুরকুনি বা দাড়-যুক্ত চাকা চাকা দাগ) জন্মে, এবং উগ্র পীড়কা (অতিশয় যাতনা-দায়ী ব্রণ), বিসর্প (দদ্রুর ন্যায় রোগ) সন্ধি স্থানে যাতনা, তীব্র বেদনা, জ্বর মূর্চ্ছা দৌর্ব্বল্য অরুচি শ্বাস বমনেচ্ছা ও লোমহর্ষণ এই সকল উপদ্রব ঘটে। মূষিকের দংশনের এই সকল লক্ষণ সংক্ষেপে বলা হইল, এক্ষণে বিস্তার পূর্ব্বক বলা যাইতেছে।

লালনের বিষে লালা স্রাব হিক্কা ও বমন হয়। তাহাতে নটে শাকের কল্ক মধু সংযোগে সেবন করিবে। পুত্রকের বিষ-কর্তৃক শরীর অবসন্ন ও পাণ্ডু-বর্ণ হয় এবং অঙ্গে মূষিক সাবকের সদৃশ গ্রন্থি জন্মে। ইহাতে শিরীষ ও ইঙ্গুদির কল্ক (১) মধু সহযোগে লেহন করিবে। কৃষ্ণ-মূষিকের বিষ-কর্তৃক স্বভাবতঃ, বিশেষতঃ

(১) শিলে বাটা দ্রব্যকে কল্ক বলে।

মেঘাচ্ছন্ন দিনে রক্ত বমন হয়। ইহাতে শিরীষ ফলের ও কুষ্ঠের (কুড়ের) রস কিংশুক ভস্মের সহযোগে পান করিবে। হংসির মূষিকের বিষে অন্নে অরুচি জৃম্ভণ এবং লোমাঞ্চ ও দন্ত-হর্ষণ হয়। ইহাতে রোগীকে প্রথমতঃ বমন করাইয়া আরগ্বধাদিগণের (সূত্র স্থান গণবর্ণনা)* ক্বাথ পান করাইবে। চিক্কিরের বিষকর্তৃক মাথার যাতনা শোফ হিক্কা ও বমী এই সকল উপদ্রব জন্মে। ইহাতে পূর্ব্বের ন্যায় চিকিৎসা করিবে, অধিকন্তু জালিনী (ঝিঙ্গে) মদন (ময়না ফল) ও অঙ্কোটের ক্বাথ পান করাইয়া বমন করাইবে। ছুছুন্দরের বিষে মল-ভঙ্গ ও গ্রীবা স্তম্ভিত হয়, ও সর্ব্বদা হাই উঠে। ইহাতে যবক্ষার, এবং গোরক্ষ ও বৃহতীর ক্ষার সেবন করাইবে। অলসের বিষ কর্তৃক গ্রীবা স্তব্ধ, বায়ুর ঊর্দ্ধগতি, দংশ স্থানে বেদনা, এবং জ্বর হয়। ইহাতে ঘৃত-মধু সহযোগে মহাগদ লেহন করিবে। কষায়-দন্তের বিষ-কর্তৃক নিদ্রা হয়, হৃদয় শুষ্ক হয়, এবং শরীর কৃশ হয়। ইহাতে শিরীষ বৃক্ষের সার ফল ও ত্বক, মধু সহযোগে লেহন করিবে। কুলিঙ্গের বিষ-কর্তৃক দংশ-স্থানে বেদনা ফুলা ও দীর্ঘ রেখা জন্মে। মুগানি মাসানি, এবং শ্বেত ও কৃষ্ণ সিন্ধুবার (নিসিন্দে), মধু সহযোগে লেহন করিবে। অজিতের বিষ-কর্তৃক বমী মূর্চ্ছা ও হৃদ্‌গ্রহ (হৃদয়ে বেদনা) জন্মে, এবং চক্ষু কৃষ্ণ বর্ণ হয়। ইহাতে মনসা আঠার সহিত কৃষ্ণ বর্ণ তেউড়ি পিষিয়া মধু সংযোগে লেহন করিবে। চপলের বিষ-কর্তৃক বমী মূর্চ্ছা ও তৃষ্ণা জন্মে। ইহাতে দেবদারু ও ত্রিফলা-মূলের সহিত মধু সংযুক্ত ত্রিফলা লেহন করিবে। কপিলের বিষ কর্তৃক দংশ স্থান ক্ষত হয়, জ্বর হয় ও শরীরে গ্রন্থি জন্মে।

---

* আরগ্বধাদিগণ। সোঁদালি, ময়না ফল, সেয়াকুল, কুড়চী, নিমুক লতা, কণ্টকী গোক্ষুরী পারুল মূর্ব্বালতা ইন্দ্রযব ছাতিম পীত-ঝাঁটী, নীল ঝাটী, গুলঞ্চ, চিতা, মহাকরঞ্জ ডরকরঞ্জ পটোল, চিরেতা এবং কৃষ্ণ জিরে। ইহাদিগকে আরগ্বধাদিগণ কহে।

ইহাতে ত্রিফলা অপরাজিতা ও পুনর্নবা মধু সহযোগে লেহন করিবে। কোকিলের বিষ কর্ত্তৃক শরীরে উগ্র গ্রন্থি জন্মে এবং অতিশয় জ্বর ও দাহ হয়। ইহাতে ভেক ও নীল-বৃক্ষের ক্বাথে ঘৃত পাক করিয়া পান করিবে। অরুণের বিষে বায়ু কুপিত হইয়া বায়ু-জন্য, মহাকৃষ্ণের বিষ-কর্ত্তৃক পিত্ত-জন্য, শ্বেতের বিষ-কর্ত্তৃক কফ-জন্য, মহা কপিলের বিষ-কর্ত্তৃক শোণিতজন্য এবং কপোত বিষ-কর্ত্তৃক এই চারি দোষ জন্যই, বিবিধ প্রকার পীড়া জন্মে, দংশ-স্থানে মণ্ডলাকার গ্রন্থি জন্মে, তাহা কঠিন হইয়া ফুলিয়া উঠে ও তাহাতে উগ্র পীড়কা সকল জন্মে। ইহার ঔষধ,—দধি দুগ্ধ ও ঘৃত প্রত্যেকে দুই সের লইবে, পরে করঞ্জ আরগ্বধ(সোঁদাল) ত্রিকটু বৃহতী অংশুমতী (শালপানী) ও শালপানী * এই গুলির ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। তেউড়ী তিল গুলঞ্চ চক্র মৃত্তিকা-যুক্ত সর্পগন্ধা (গুগ্‌গুল) কপিথ ও দাড়িমের ত্বক্, এই সকল পেষণ করিয়া, পূর্ব্বোক্ত ক্বাথের চতুর্থাংশ থাকিতে সকল একত্র করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিলে। ইহতে অরুণ প্রভৃতি শেষ পঞ্চ প্রকার মূষিক বিষের শান্তি হয়। কাকাদনী অথবা কাকমাচী (গুড়কামাই) এই উভয়ের কোন একটীকে তাহার আপন রস পেষণ করিয়া সেবন করা সকল প্রকার মূষিক বিষের পক্ষেই প্রশস্ত। মূষিক বিষে দংশ-স্থান দগ্ধ করিয়া রক্ত স্রাব করাইবে, ও পরে শিরীষ হরিদ্রা কুষ্ঠ কুঙ্কুম ও গুলঞ্চ একত্র করিয়া প্রলেপ দিবে। কোশাতকী গেঁঠেলা ও আস্ফোটের ক্বাথ পান করিয়া বমন করিবে। গেঁঠেলা এবং কোষবতীর মূল, মদন ফল ও দেবদালী ফল (দেবতাড় বা ঘাঘর বেল) দধির সহিত পান করাইয়া বমন করাইবে। বচ দেবদালী ও গোমূত্রপিষ্ট-কুষ্ঠ পূর্ব্বের ন্যায় দধির সহিত সেবন করাইয়া বমন করাইবে। ত্রিবৃৎ দন্তী ও ত্রিফলার কল্‌ক বিরেচনার্থ প্রয়োগ করিবে। শিরো-বিরেচনে

* কোন ঔষধে এক দ্রব্য দুইবার বলা হইলে সেই দ্রব্যের দুই ভাগ লইতে হইবে।

শিরীষের কাষ্ঠ ও ফল ব্যবহার করিবে। ত্রিকটু প্রভৃতি ও গোময়-রস অঞ্জনে ব্যবহার করিবে। কপিত্থ ও গোময়-রস মধু সহযোগে লেহন করিবে। অথবা রসাঞ্জন হরিদ্রা ইন্দ্রযব ও কটকী মধু-সংযোগে লেহন করিবে। অথবা অতিবিষার ক্কাথ মধু-সংযোগে প্রাতঃকালে লেহন করিবে। তণ্ডুলীযকের (নটের শাকের) মূল সহ ঘৃত পাক করিয়া পান করিবে। অর্ক মূলের ক্কাথ অথবা কপিত্থের মূল ত্বক্ অঙ্কুর পুষ্প বীজ ইহাদিগের ক্কাথ বা কল্ক সেবন করিবে। মূষিকের বিষ নির্গত হইলেও মেঘাচ্ছন্ন কালে প্রায় কূপিত হয়, তাহাতে দূষী বিষের ন্যায় প্রতীকার কর্ত্তব্য। মুষিক-বিষ-কর্ত্তৃক ব্রণ হইলে তাহাতে যাতনা থাকুক বা না থাকুক, ব্রণ-রোগের ন্যায় তাহার চিকিৎসা করিবে।

শৃগাল কুক্কুর তরক্ষু ভল্লুক ব্যাঘ্র প্রভৃতির সংজ্ঞা-বাহিনী ধমনীর অন্তর্গত বায়ু যৎকালে শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক দূষিত হয়, তৎকালে তাহাদিগের জ্ঞান থাকে না ও লালা শ্রাব হইতে থাকে, এবং অত্যর্থ বধির ও অন্ধ হইয়া পরস্পরের প্রতি ধাবিত হয়। সেই উন্মত্ত অবস্থায় তাহারা দন্তের দ্বারা দংশন করিলে, দংশ-স্থান স্পন্দ হীন ও তাহা হইতে কৃষ্ণ বর্ণ শোণিত শ্রাব হয়; এবং দিগ্ধ-বিদ্ধ অর্থাৎ লেপনের দ্বারা বিষ প্রবেশ করিলে যে রূপ তৃষ্ণা মূর্চ্ছা ভ্রান্তি দাহ জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব জন্মে, ইহাতেও সেই সকল উপদ্রব ঘটে। যে পশু কর্ত্তৃক দষ্ট হয়, তাহার ন্যায়ই রোগীর কার্য্য-প্রবৃত্তি ও স্বর হয়। এমত স্থলে বহুবিধ প্রতীকার করিয়াও রোগী রক্ষা পায় না। যে প্রকার পশু কর্ত্তৃক দষ্ট হয়, জলে বা আদর্শে যদি সেই রূপ পশু দেখে, তবে সেইটী অতিশয় দুর্লক্ষণ বলা যায়। জল দেখিয়া অথবা জলের নাম মাত্র শুনিয়া যে রোগী অকস্মাৎ ত্রাসিত হয়, তাহাকে জল-ত্রাস বলা যায়। এইটীও অতি দুর্লক্ষণ। পূর্ব্বোক্ত উন্মত্ত পশুর দ্বারা দষ্ট না হইয়াও যদি জল-ত্রাস জন্মে, সে রোগী কদাচ রক্ষা পায় না, কিম্বা

সুস্থ অবস্থায় নিদ্রিত বা জাগ্রত হইয়াই সহসা জলত্রাস জন্মিলেও রোগী রক্ষা পায় না।

পূর্ব্বোক্ত ক্ষিপ্ত পশু কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে রক্তস্রাব করাইয়া দংশ-স্থান ঘৃত যোগে দগ্ধ করিবে। পরে সেই স্থানে অগদ লেপন, ও গব্য ঘৃত অথবা পুরাতন ঘৃত পান করাইবে। অর্ক-ক্ষীর-যোগে (আকন্দ আটার সহিত) শিরোবিরেচন প্রয়োগ করিবে। অপরাজিতা ও পুনর্ণবা ধুস্তূর (ধুতরা) সংযোগে সেবন করাইবে। মাংস তিল তৈল রূপিকার (শ্বেত আকন্দের) দুগ্ধ ও গুড় একত্র সেবন করাইবে। ইহাতে ক্ষিপ্ত কুক্কুরের বিষ নষ্ট করে।

শরপুঙ্খের (শর-কাণ্ড বা শর-গাছ) মূল দুই তোলা, ধুস্তূর মূল এক তোলা, তণ্ডুলের সহিত তণ্ডুলোদকে পেষণ করিয়া ধুস্তূর পত্রে চারিদিক আবৃত করণ পূর্ব্বক পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। অলর্কের (ক্ষিপ্ত কুক্কুরের) দংশনে, রোগীর শরীরে বিষ কুপিত হইবার পূর্ব্বে সেই পিষ্টক খাওয়াইবে। এই ঔষধ পরিপাক হইবার কালে অন্যান্য বিকার জন্মায়। শরীরে হিম লাগে, এরূপ গৃহে রোগীকে রাখিবে, কিন্তু সে গৃহে জল না থাকে। শরীরে শিশির লাগিলে সেই সকল বিকারের শান্তি হয়। বিকার নিবৃত্ত হইলে অপরাহ্লে রোগীকে স্নান করাইয়া, শালি অথবা ষাট্‌ধান্যের অন্ন উষ্ণ দুগ্ধের সহিত ভোজন করাইবে। দংশনের তৃতীয় বা পঞ্চম দিবসে এই ঔষধ পূর্ব্বোক্ত নিয়মে অর্দ্ধ মাত্রায় সেবন করাইবে। ইলাতে অলর্ক বিষ একান্ত নষ্ট হয়।

যে রোগীর বিষ স্বয়ং কুপিত হয় সে রক্ষা পায় না। অতএব শরীরে বিষ আপনা হইতে কুপিত হইবার পূর্ব্বেই ইহাকে শীঘ্র কুপিত করান কর্ত্তব্য। শীতল জল-পূর্ণ কলসী সমূহে বীজ রত্ন ও ঔষধ স্থাপন পূর্ব্বক নদীতীরে বা চতুষ্পথে মন্ত্রপূত করিয়া রোগীকে স্নান করাইবে। পিণ্যাক (তিলবাটা) মাংস ও দধি এই বলি, বিচিত্র মাল্য এবং পক্ব ও অপক্ব মাংস, এই সকল দ্রব্য অলকাধিপতি যক্ষ-রাজকে এই বলিয়া

নিবেদন করিবে, হে সারমেয় গণাধিপ আমার এই অলর্ক বিষ আপনি সত্বর নির্ব্বিষ করুন। স্নানের পর রোগিকে তীক্ষ্ণ বমন বিরেচন সেবন করাইবে। কারণ, অসংশোধিত দেহে দংশ-স্থানের ব্রণ পুরিয়া উঠিলেও বিষ কুপিত হয়। কুক্কুর প্রভৃতি যে সকল ব্যালের বিষ বলা হইল, তাহাতে বাতপিত্ত কুপিত হয়, অতএব রোগী তাহাদিগের ন্যায় কার্য্য ও শব্দ করে। এরূপ অবস্থায় বহুবিধ প্রতীকার করিলেও রোগীর অচিরে মৃত্যু হয়। পূর্ব্বোক্ত ব্যালদিগের স্বাভাবিক অবস্থাতেও নখ বা দন্তের দ্বারা ক্ষত হইলে বায়ুর প্রকোপ হয়, অতএব সেই স্থান মর্দ্দন করিয়া তাহাতে ঈষৎ উষ্ণ তৈল সেচন করিবে।

সপ্তম অধ্যায়।

ঔষধ প্রকরণ।

ক্ষার অগদ।

ধব (ধোয়া গাছ) অশ্বকর্ণ (লতা শাল) তিনিশ পলাশ পিচুমর্দ্দ (নিম্ব) পাটলি (পারুল) পারিভদ্রক (দেবদারু) আম্র উডুম্বর (যজ্ঞ ডুমুর) করহাট (ময়না বৃক্ষ) ককুভ (অর্জ্জুন) সর্জ্জক (সাল) কপীতন (আম্রাতক বৃক্ষ) শ্লেষ্মাতক (চালতা গাছ) অঙ্কোট (ধল আঁকোড়) আমলক প্রগ্রহ (ছোট সোঁদাল) কুটজ শমী (শাঁই গাছ) কপিত্থ অশ্মন্তক (আমল কুচা) চিরবিল্ব (ডর করঞ্জ) মহাবৃক্ষ (স্নুহী বৃক্ষ) অরুষ্কর (ভল্লাতক বৃক্ষ) অরলু (শোনা গাছ) মধুর মধশিগ্রু (রক্ত শজিনা) শাক (সেগুণ বৃক্ষ) গোজী (দারিয়া শাক) মূর্ব্বা তিল্বক (লোধ্র) ইক্ষুরক (কুলিয়া খাড়া) গোপঘণ্টা (শেয়াকুল) অরিমেদ (গুয়ে বাবলা), এই সকলের ভস্ম গোমূত্র সহযোগে ক্ষার প্রস্তুত করনের প্রণালীতে * স্রাবিত করিয়া (বস্ত্রে ছাঁকিয়া) পাক করিবে; পিপ্পলী মূল তণ্ডু-

---

* সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ক্ষারপাকের বিধি দেখ।

জীবক (নটে শাক) বরাল (অম্ল বেতস) চোচক (গুড়ত্বক) মঞ্জিষ্ঠা করঞ্জিকা (অম্ল করঞ্জা যাহা খায়) গজ-পিপ্‌পলী মরিচ উৎপল শ্যামা-লতা বিড়ক (বিট লবণ) ঝূল অনন্তা (অনন্ত মূল) সোম (সোম লতা) তেউড়ি কুঙ্কুম শালপর্ণী কেওড়া শ্বেত সর্ষপ বরুণ-বৃক্ষ সৈন্ধব লবণ পাকুড় হিজ্জল-বৃক্ষ গাব-ভ্যারেণ্ডা বেতস মূষিকপর্ণী ছাতিমের ডাঁটা হাতি-শুঁড়া আতইচ পঞ্চশিরা-হরীতকী ভদ্রদারু কুষ্ঠ হরিদ্রা বচ ও লৌহ-চূর্ণ, এই সকল দ্রব্য সেই ক্ষারে প্রক্ষেপ করিবে। পাক শেষ-প্রায় হইলে চুল্লী হইতে নামাইয়া লৌহ কুম্ভে রাখিবে। এই ক্ষারের দ্বারা দুন্দুভি পতাকা তোরণাদি লেপন করিবে। তাহাদিগের শ্রবণ দর্শন বা স্পর্শে বিষ নষ্ট হয়। ইহার নাম ক্ষার অগদ। শর্করাশ্মরী অর্শঃ বায়ু-জন্য গুল্ম কাস শূল উদরী অজীর্ণ গ্রহণী অরুচি, সকল প্রকার শোফ, ও শ্বাস এই সকল রোগেও সেবন করান যায়। ইহা সকল প্রকার বিষের প্রতিকারের পক্ষে উপযোগী। এমন কি এই অগদ তক্ষক প্রভৃতি সর্পের তেজের অঙ্কুশ স্বরূপ বলিলেও বলা যায়।

কল্যাণ ঘৃত।

বিড়ঙ্গ ত্রিফলা দন্তী দেবদারু হরেণু তালীশ-পত্র মঞ্জিষ্ঠা নাগকেশর উৎপল পদ্ম পদ্মকাষ্ঠ দাড়িম্ব হরিদ্রা দারুহরিদ্রা শ্যামালতা অনন্ত-মূল শালপর্ণী চাকুলে প্রিয়ঙ্গু তগর-মূল কুষ্ঠ বৃহতী কণ্টকারী এলবালুক চন্দন ও গবাক্ষী (রাখাল শশা), এই সকলের সহিত ঘৃত পাক করিবে। ইহাকে কল্যাণ ঘৃত বলে। ইহার দ্বারা সকল প্রকার বিষ এবং গ্রহ ও অপস্মার রোগের নাশ হয়, পাণ্ডু গরল শ্বাস মন্দাগ্নি জ্বর কাস, এই সকল রোগের শান্তি হয় এবং শোষ-রোগী ক্ষীণশুক্র ও বন্ধ্যা ইহা-দিগের পক্ষেও এ ঘৃত প্রশস্ত।

অমৃত ঘৃত।

অপামার্গ ও শিরীষের বীজ, শ্বেত ও নীল অপরাজিতা এবং কাকমাচী গোমূত্রে পেষণ করিবে। সেই কল্কে ঘৃত পাক করিলে

বিষ-নাশক হয়। এই অমৃত নামক ঘৃত মৃত ব্যক্তিকে ও জীবিত করে।

মহা সুগন্ধি অগদ।

রক্ত-চন্দন অগুরু কুষ্ঠ তগর হরিচন্দন পুডুর-বৃক্ষ বেণামূল সরল-কাষ্ঠ চন্দন জটামাংসী বামনহাটী নীল-বৃক্ষ পদ্মক যষ্টীমধু শুণ্ঠী জটা-মাংসী নাগকেশর এলাইচ এলবালুক গিরিমৃত্তিকা ধ্যামক বলা বালা ধুনা জটামাংসী সিতপুষ্পা রেণুক তালীশ-পত্র ক্ষুদ্র-এলাইচ প্রিয়ঙ্গু কেশুর শৈলপুষ্প শৈলজ তগর পাদুকা ত্রিকটু সৈন্ধব গান্ডারি কটুকী সোমরাজ আতইচ দ্রাক্ষা রাখালশশা বেণামূল বরুণ-বৃক্ষ মুথা নথী ধন্যা নীল ও শ্বেত অপরাজিতা হরিদ্রা দারু-হরিদ্রা গ্রন্থিপর্ণী বা গোরোচনা লাক্ষা, সকল প্রকার লবণ, কুমুদ সুঁদি পদ্ম অর্কপুষ্প চম্পক অশোক জাতি-পুষ্প তিল-পুষ্প পারুল শাল্মলী-পুষ্প চালতা-পুষ্প শিরীষ-পুষ্প সুরসী-পুষ্প তৃণশূলী-পুষ্প নিসিন্দা-পুষ্প ধব ও অশ্বকর্ণের পুষ্প তিনিশ-পুষ্প গুগগুল কুঙ্কুম রক্ত সাঞ্চিশাক রাস্না ; এই সকল দ্রব্যের শ্লক্ষ্ম চূর্ণ গোরোচনা ঘৃত ও মধু সংযোগে মেষ শৃঙ্গে স্থাপন করিবে। রোগী ভগ্ন-স্কন্ধ স্থির-দৃষ্টি বা মৃতপ্রায় হইলেও এই অগদের দ্বারা আরোগ্য হয়। অগ্নিতুল্য দুর্নিবার্য্য অমিত-তেজা বাসুকিরও বিষ ইহার দ্বারা নষ্ট হয়। ইহাকে মহাসুগন্ধি অগদ বলে। পঞ্চাশতি (৮৫) সংখ্যক দ্রব্য ইহার অঙ্গ। সকল অগদ অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ, অতএব রাজ-সন্নিধানে ইহা সর্ব্বদা থাকা কর্ত্তব্য। ইহা অঙ্গে লেপন করিলে রাজা সকলের প্রিয় হন। বিষ শুক্র-ধাতু দূষিত করিলেও ইহার দ্বারা রোগী আরোগ্য হয়।

কীটবিষ ব্যতীত অন্য প্রকার বিষের স্থলে উষ্ণ কার্য্য কর্ত্তব্য নহে। কীটবিষ শীতল ক্রিয়াতে বৃদ্ধি পায়। অন্ন-পান বিধিতে (সূত্র স্থানের দ্রব্য গুণবর্ণনা দেখ) আহারীয় দ্রব্যের যে রূপ দোষগুণ বলা হইয়াছে, তদনুসারে বিবেচনা করিয়া হিতকর আহারই বিষার্ত্ত রোগীকে

দেওয়া কর্ত্তব্য, বিরুদ্ধ আহার কদাচ বিধেয় নহে। ফাণিত (বাতাসা অথবা গুড়ের সেই রূপ পাকের দ্রব্য) শজিনা কাঞ্জী কুল-ফল বা অজীর্ণ-জনক বা অতিরিক্ত আহার, বিষার্ত্ত রোগীর পক্ষে অবৈধ। নূতন ধান্যাদি, দিবানিদ্রা, স্ত্রী-সংসর্গ, ব্যায়াম, ক্রোধ, সূর্য্যতাপ সুরা তিল ও কুলত্থ, বিষার্ত্ত ব্যক্তি সামান্যত এই গুলি পরিত্যাগ করিবে। বাত পিত্ত কফ ও ধাতু সমস্ত স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে, অন্নে অভিলাষ জন্মিলে, মূত্র ও জিহ্বার বর্ণ সমভাবে থাকিলে, শরীরের বর্ণ ইন্দ্রিয় ও চিত্তের বৃত্তি প্রসন্নভাব প্রাপ্ত হইলে, বৈদ্য রোগীকে নির্ব্বিষ বলিয়া জ্ঞান করিবেন।

অষ্টম অধ্যায়।

কীট কল্প।

সর্পের শুক্র বিষ্ঠা মূত্র মৃতদেহ ও পূতিঅণ্ড হইতে বিবিধ প্রকার কীট জন্মে। তাহারা সকলেই বায়ু অগ্নি ও জলীয় প্রকৃতি-বিশিষ্ট। পূর্ব্বোক্ত শুক্র প্রভৃতি পরিপাক না হইয়া এই সকল কীট জন্মে (১) একারণ তাহাদিগের প্রকৃতি বাতপিত্ত ও শ্লৈষ্মিক অর্থাৎ সকল দোষ বিশিষ্ট। তাহারা কীট হইলেও অতিশয় ভয়ানক। সেই সমস্ত কীট চারি প্রকার, বাত-প্রকৃতি পিত্ত-প্রকৃতি শ্লেষ্মা-প্রকৃতি ও সান্নিপাত-প্রকৃতি।

কুম্ভীনস তুণ্ডীকেরী শৃঙ্গী শতকুলীর উচ্চিটিঙ্গ অগ্নিকীট চিচ্চিটিঙ্গ ময়ূরিকা আবর্ত্তক উরভ্র সারিকা মুখবৈদল শরাব-কুর্দ্দ অভিরাজী পরুষ চিত্রশীর্ষ শতবাহু ও রক্তরাজী, এই অষ্টাদশ প্রকার বায়ব্য কীট। ইহাদিগের দংশনে বায়ু-জন্য রোগ জন্মে।

---

(১) শুক্রবিষ্ঠা প্রভৃতি পরিপাক হইলে মৃত্তিকা প্রভৃতি অন্য আকারে পরিণত হয়; কিন্তু এ স্থলে তাহা না হইয়া পচিয়া উঠে ও সেই অবস্থায় তাহাতে সকল কীট জন্মে।

কৌণ্ডিল্য কণভক বরটী পত্র-বৃশ্চিক বিনাশিকা ব্রহ্মণিকা বিন্দুল ভ্রমর বাহ্বকী পিচ্চিট কুম্ভী বর্চ্চঃ-কীট অরিমেদ পদ্ম-কীট দুন্দুভিক মকর শতপাদক পঞ্চালক পাকমৎস্য কৃষ্ণ-তুণ্ড গর্দ্দভী ক্লীত, ও কৃমীসরারী ইহাকে উৎক্লেশকও বলে; এই চতুর্ব্বিংশতি প্রকার অগ্নি-প্রকৃতির কীট। ইহাদিগের দংশনে পিত্তজন্য রোগ জন্মে।

বিশ্বম্ভর পঞ্চশুক্ল পঙ্ককৃষ্ণ কোকিল সৈরেয়ক প্রচলক বলভ কিটিম শূচীমুখ কৃষ্ণগোধা কাষায়বাসিক কীটগর্দ্দভ ত্রোটক, এই ত্রয়োদশ প্রকার কীট শ্লেষ্মা-প্রকৃতি। ইহাদিগের দংশনে কফজন্য রোগ জন্মে।

তুঙ্গীনাস বিচিলক তালক বাহক কোষ্ঠাগারী কৃমিকর মণ্ডলপুচ্ছক তুঙ্গনাভ সর্ষপীক অবল্গুলী শম্বুক অগ্নিকীট, এই দ্বাদশ প্রকার কীট প্রাণনাশক। ইহাদিগের দংশনে সর্প-দংশনের ন্যায় বিষ-বেগ দৃষ্ট হয়, এবং সান্নিপাতিক-জন্য বেদনা ও তীব্র যাতনা জন্মে। ক্ষার বা অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করিলে যে রূপ হয়, দংশস্থান সেই রূপ হয় ও তাহাতে রক্ত পীত কৃষ্ণ ও অরুণ বর্ণের আভা দৃষ্ট হয়। জ্বর অঙ্গমর্দ্দ রোমাঞ্চ বেদনা বমন অতিসার তৃষ্ণা দাহ মোহ, সর্ব্বদা হাই তোলা, কম্প শ্বাস হিক্কা দাহ, অতিশয় শীত, শরীরে পীড়কার উৎপত্তি, শোফ, গ্রন্থি, মণ্ডলাকার চিহ্ন, দদ্রু, কর্ণিকা বিসর্প ও কিটিভ (কীট), কীটের প্রকৃতি অনুসারে এই সকল উপদ্রব হয়। অন্য যে কোন প্রকার বিশেষ উপদ্রব জন্মে তাহার প্রতীকার তৎক্ষণাৎ করা কর্ত্তব্য। তীক্ষ্ণ-বিষ কীটের দংশনে, বা দূষীবিষের প্রকোপে, কিম্বা বিষ লেপনে, এই সকল লক্ষণ হয়। এক্ষণে মন্দ বিষের লক্ষণ বলা যাইতেছে। লালা-স্রাব অরুচি বমন মাতার ভার, শরীরে পীড়কা, কোঠ (চাকা চাকা) এবং কণ্ডু, এই সকল উপদ্রব জন্মে। ইহাতে দূষী-বিষের ন্যায় লেপন-দ্রব্যের ও অন্যান্য বিবিধ প্রকার ঔষধের চূর্ণের দ্বারা প্রতীকার করিবে।

অতঃপর দংশনের ও সাধ্যাসাধ্যের লক্ষণ ভেদে আর কতক গুলি কীটের বিষয় বলা যাইতেছে। ত্রিকণ্টক কুণী হস্তিকক্ষ ও অপরাজিত, এই চারি প্রকার কীটকে কণভ বলে। তাহাদিগের দংশনে তীব্র বেদনা শ্বয়থু (ফুলা) অঙ্গ-মর্দ্দ (গায়ের কামড়ানি), শরীর ভার, ও দংশ-স্থান কৃষ্ণবর্ণ হয়।

প্রতিসূর্য্য পিঙ্গভাস বহুবর্ণ মহাশির ও নিরুপম এই পঞ্চ প্রকার স্থলগোধা (গোসাপ))দংশন করিলে সর্পবিষের ন্যায় ইহাদিগের বিষবেগ জন্মে। তদ্দ্বারা বিবিধ প্রকার যাতনা হয় ও শরীরে কঠিন গ্রন্থি জন্মে।

গলগোলী ছয় প্রকার, শ্বেত-কৃষ্ণা রক্ত-রাজী রক্তমণ্ডলা সর্ব্বশ্বেতা ও সর্ষপিকা। ইহাদিগের মধ্যে সর্ষপিকা ব্যতীত অপর গুলির দংশনে দাহ শোফ ও দংশে ক্লেদ জন্মে। সর্ষপিকার দংশনে হৃদয়ে পীড়া ও অতিসার হয়।

শতপদী (ক্যান্দাই) অষ্ট প্রকার,—পরুষা কৃষ্ণা চিত্রা কপিলিকা পীতিকা রক্তা শ্বেতা অগ্নিপ্রভা। ইহাদিগের দংশনে শোফ বেদনা ও হৃদয়ে দাহ জন্মে। শ্বেতা বা অগ্নিপ্রভার দংশনে দাহ মূর্চ্ছা ও শরীরে অতিমাত্র শ্বেত পীড়কার উৎপত্তি হয়।

মণ্ডুক অষ্ট প্রকার,— কৃষ্ণ সার, কুহক, হরিত, রক্ত যব-বর্ণ ভ্রুকুটী ও কোটিক। ইহাদিগের দংশনে দংশ-স্থানে কণ্ডু জন্মে, ও মুখ হইতে ফেনা নির্গত হয়। ভ্রুকুটী ও কোটিক নামক দুই প্রকার ভেকের দংশনে পূর্ব্বোক্ত সকল লক্ষণ ও তদ্ভিন্ন অত্যর্থ দাহ বমী ও মূর্চ্ছা এই তিন উপদ্রবও জন্মে।

বিশ্বম্ভরের দংশনে শরীরে সর্ষপাকার পীড়কা জন্মে ও কম্প হইয়া জ্বর হয়।

অহিণ্ডুকের দংশনে তোদ দাহ কণ্ডু ফুলা ও জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য, এই সকল উপদ্রব হয়। কণ্ডুমক দংশনে, দেহ পীত বর্ণ, বমী অতিসার

জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব জন্মে। শূকবৃন্তের (শূয়া কাঁটা) দ্বারা কণ্ডূ ও কোঠ জন্মে, এবং শূকও (কাটা) দৃষ্ট হয়।

পিপীলিকা ছয় প্রকার, স্থূলশীর্ষা সম্বাহিকা ব্রহ্মণিকা অঙ্গুলিকা কপিলিকা ও চিত্রবর্ণা। ইহাদিগের দংশনে শ্বয়থু অগ্নি-স্পর্শের ন্যায় দাহ ও শোফ, এই সকল উপদ্রব হয়।

মক্ষিকা ছয় প্রকার, কান্তারিকা কৃষ্ণা পিঙ্গলিকা মধূলিকা কাষায়ী স্থালিকা। ইহাদিগের দংশনে দাহ ও শোফ জন্মে। স্থালিকা ও কাষায়ীর দংশনে, পূর্ব্বোক্ত দুই উপদ্রবের অতিরিক্ত উপদ্রব-বিশিষ্ট পীড়কাও জন্মে।

মশক পঞ্চ প্রকার,—সামুদ্র পরিমণ্ডল হস্তি-মশক কৃষ্ণ পার্ব্বতীয়। তাহাদিগের দংশনে তীব্র কণ্ডূ হয় ও দংশ স্থান ফুলিয়া উঠে। পার্ব্বতীয় কীটের দংশনে প্রাণনাশক কীটের দংশনের ন্যায় লক্ষণ হয়। দংশ-স্থান নখ কর্ত্তৃক ছিন্ন হইলে পীড়কা জন্মিয়া জ্বালা করে ও পাকিয়া উঠে।

গোধেরক স্থালিকা (মক্ষিকা বিশেষ) শ্বেতাগ্নি (শতপদি বিশেষ) ভ্রুকুটি কোটিক (ভেক বিশেষ) ইহাদিগের সকলেরই বিষ এক জাতীয়, আরোগ্য হয় না। ইহাদিগের শব মূত্র এবং পুরীষও বিষাক্ত।

কণ্ড দাহ কোঠ পিড়কা তোদ (টনটনানি) বেদনা ক্লেদযুক্ত আস্রাব, ও শীঘ্র ত্বক পাকিয়া উঠা, এই সকল উপদ্রব ঘটিলে দিগ্ধ-বিদ্ধের ন্যায় প্রতীকার করিবে। যে কীটের দংশন প্রভৃতি স্থান উচ্চ বা নীচ না হইয়া সংরম্ভ ও বেদনা বিশিষ্ট হয়, সেই কীটের দংশন অতিশয় পীড়াকর। যে কীটের উগ্র বিষ, সে কীট দংশন করিলে সর্প-দংশনের প্রতীকারের ন্যায় প্রতিকার করিবে। যেমন তিন প্রকার সর্পবিষে, স্বেদ আলেপন পরিসেচন এই তিন প্রকার প্রতীকার, কীট-বিষেও এই তিন প্রকার প্রতীকার কর্ত্তব্য, তবে উষ্ণ করিয়া প্রয়োগ করিবে। দংশন-প্রযুক্ত মূর্চ্ছা পাকিয়া উঠা ও কোথ, এই সকল উপ

দ্রব জন্মিলে, বমন বিরেচন প্রভৃতি সংশোধনকর ও বিষ নাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

পূর্ব্বোক্ত কীট-বিষের উপদ্রবে, শিরীষ কটুকী কুষ্ঠ বচ হরিদ্রা সৈন্ধব লবণ গব্যদুগ্ধ মজ্জা বসা গব্যঘৃত শুণ্ঠী পিপ্‌পলী ও দেবদারু, এই সকল একত্র উৎকারিকা প্রস্তুত করিয়া, অথবা প্রথমতঃ শালপর্ণী চূর্ণ করিয়া স্বেদ দিবে।

বৃশ্চিকের দংশনে স্বেদ বিহিত নহে। তজ্জন্য তাহাদিগের জাতি অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ ধূম ও অন্যান্য বিবিধ প্রকার অগদ বলা যাইবে।

গৃহধূম হরিদ্রা দারু হরিদ্রা কুষ্ঠ চক্র বচ বিল্ব-মূল পাঠা সুবর্চিকা (জতুকা), এই গুলি ত্রিকণ্টক জাতির বিষে হিতকর।

গৃহধূম হরিদ্রা চক্র কুষ্ঠ পলাশ-বীজ, এই অগদ গলগোলীর বিষ-নাশক।

কুঙ্কুম তগর শিগ্রু (শজিনা) পদ্মকাষ্ঠ হরিদ্রা, ও দারু-হরিদ্রা এই অগদ জলে পেষণ করিয়া প্রয়োগ করিলে শতপদীর বিষের শান্তি হয়।

মেষশৃঙ্গী বচ পাঠা স্থল-বেতস রোহিণী বালা, এই অগদ সকল প্রকার মণ্ডুক-বিষের শান্তিকর।

বচ, অশ্বগন্ধা, অতিবলা (পীত বর্ণ বেড়েলা) বলা (বেড়েলা) শালপর্ণী ও ক্ষুদ্রচাকুলে, এই অগদ বিশ্বম্ভর জাতির বিষ নাশক। শিরীষ, তগর, কুষ্ঠ, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, অংশুমতী (শালপাণী) মুগানী ও মাসানী, এই অগদ অহিণ্ডূক জাতির বিষ নাশক। কণ্ডুমকের দংশনে রাত্রিকালে শীতল ক্রিয়া কর্ত্তব্য, দিবাভাগে সূর্য্যরশ্মি কর্ত্তৃক রোগী পীড়িত থাকে বলিয়া শীতল ক্রিয়াতে কোন ফল হয় না। শুক-বিষে (শুয়া কাঁটা) চক্র কুষ্ঠ ও অপামার্গ এই অগদ প্রয়োগ করিবে। অথবা কৃষ্ণ বল্মীকের মৃত্তিকা তেজপত্রের রসে পেষণ করিয়া প্রয়োগ করিবে। পিপীলিকা, মক্ষিকা বা মশকের দংশনে, কৃষ্ণবল্মীকের মৃত্তিকা গোমূত্র সহযোগে লেপন করিবে। প্রতিসূর্য্যের দংশনে সর্প দংশনের

ন্যায় প্রতীকার করিবে। বৃশ্চিক তিন প্রকার—মন্দ-বিষ মধ্য-বিষ মহাবিষ। গোময়ের কোথ হইতে যাহারা জন্মে তাহারা মন্দ-বিষ, কাষ্ঠ ও ইষ্টক হইতে যাহারা জন্মে তাহারা মধ্যবিষ, সর্পকোথ বা অন্য কোন প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য হইতে যাহারা জন্মে তাহারা তীক্ষ্ণবিষ মন্দবিষ বৃশ্চিক দ্বাদশ প্রকার, মধ্যবিষ তিন প্রকার ও তীক্ষ্ণবিষ পঞ্চদশ প্রকার।

কৃষ্ণ শ্যাব, কর্ব্বূর,পাণ্ডু,গোমূত্রবর্ণ, কর্কশ,মেচক,শ্বেত,রক্ত রোমশ, শাদ্বল ও রক্ত, এই কয়েকটী মন্দবিষ বৃশ্চিক। ইহাদিগের দংশনে বেদনা, কম্প, শরীরের স্তম্ভিত ভাব এবং দংশ-স্থান হইতে কৃষ্ণবর্ণ রক্ত নিঃসৃত হয়। হস্তে বা পদে দংশন করিলে বেদনা ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে সঞ্চারিত হয়, দাহ স্বেদ দংশস্থানে ফুলা ও জ্বর হয়। রক্তবর্ণ পীতবর্ণ ও উদর-দেশ কপিলবর্ণ, এরূপ বৃশ্চিক অথবা সর্ব্বশরীর ধূমলবর্ণ এরূপ বৃশ্চিক, পরিমাণে তিনপর্ব্ব ও সর্পাদির বিষ্ঠা, মূত্র পূতি অণ্ড হইতে সম্ভূত। ইহাদিগকে মধ্য-বিষ বলা যায়। ইহার মধ্যে যে বৃশ্চিক যে দ্রব্য হইতে জন্মে তাহার গুণ সেই প্রকার হয়। উগ্র ও মধ্যবিষ বৃশ্চিকের দংশনে রোগীর মূর্চ্ছা হয় জিহ্বা ফুলিয়া উঠে, ও ভোজনের অবরোধ জন্মে।

তীক্ষ্ণ-বিষ বৃশ্চিক যথা,—শ্বেত চিত্র শ্যামল লোহিতাভ রক্তশ্বেত রক্তোদর নীলোদর পীতরক্ত নীলপীত রক্তনীল নীল শুক্ল রক্ত বভ্রু। ইহাদিগের পরিমাণ এক পর্ব্ব, পর্ব্বাপেক্ষা হ্রস্ব অথবা দুই পর্ব্ব। এই সকল বৃশ্চিক নানা প্রকার বর্ণ বিশিষ্ট ভয়ানক ও প্রাণনাশক। সর্পকোথ হইতে অথবা বিষাক্ত রোগীর মৃত দেহ হইতে ইহাদিগের জন্ম। ইহাদিগের দংশনে সর্প-বিষের ন্যায় বেগ ও স্ফোট জন্মে, ও ভ্রান্তি দাহ জ্বর এবং মুখ নাসিকা হইতে কৃষ্ণবর্ণ শোণিত অত্যর্থ স্রাব হয়, তাহাতেই রোগী প্রাণত্যাগ করে।

উগ্র-বিষ ও মধ্য-বিষ বৃশ্চিকের দংশনে সর্প-দংশনের ন্যায় চিকিৎসা

করিবে। মন্দবিষ বৃশ্চিকের দংশনে দংশ-স্থানে চক্রতৈল সেচন করিবে, বিদারি-গন্ধাদি গণে উল্লিখিত দ্রব্য সমূহের ঈষদুষ্ণ ক্বাথ সেচন করিবে, অথবা বিষঘ্ন প্রলেপের গুটিকা প্রস্তুত করিয়া স্বেদ দিবে, দংশ স্থানের চতুর্দ্দিকে স্বেদ দেওয়া হইলে, হরিদ্রা সৈন্ধব লবণ ত্রিকটু শিরীষের পুষ্প ও ফল চূর্ণ করিয়া সেই স্থানে প্রচ্ছিত করিবে। সুরসার পুষ্প ও ফল মাতুলুঙ্গের রসে ও গোমূত্রে পিষিয়া লেপ দিবে। ঈষদুষ্ণ গোময়ের স্বেদও হিতকর। মধুসংযোগে ঘৃত অথবা প্রচুর পরিমাণে শর্করা সংযোগে দুগ্ধ কিম্বা চাতুর্জ্জাতক-বাসিত শীতল গুড়োদক, বা গুড় সহযোগে শীতল দুগ্ধ পান করা কর্ত্তব্য। ময়ূর বা কুক্কুটের পুচ্ছ সৈন্ধব তৈল ও ঘৃত সংযোগে ধূপ নির্ম্মাণ করিবে। তাহার ধূম প্রয়োগে বৃশ্চিকের বিষের শান্তি হয়। কুসুম্ভ-পুষ্প ও কোদ্রব-তৃণ (কোদো ধান্যের খড়), ইহারা প্রত্যেকে এক ভাগ, হরিদ্রা দুই ভাগ, একত্র ঘৃত সহযোগে ধূপ নির্ম্মাণ করিয়া পায়ুদেশে ধূম প্রয়োগ করিলে বৃশ্চিক-বিষ ও অন্যান্য কীট-বিষের শান্তি হয়।

লূতার (মাকড়সার) বিষ অতিশয় ভয়ানক ও কষ্ট-সাধ্য। মন্দ-বুদ্ধি চিকিৎসক ইহার গতি সহসা বুঝিতে পারে না। বিষ আছে কি না এরূপ সংশয় উপস্থিত হইলে, এপ্রকার ঔষধ সেবন করাইবে যাহাতে অন্য কোন দোষ না জন্মে। বিষার্ত্ত রোগীর পক্ষেই অগদ প্রশস্ত। বিষ-হীন শরীরে সুখ-সেব্য অগদ প্রয়োগ কর্ত্তব্য। অতএব বিষ আছে কি না অগ্রে নিশ্চয় জানা কর্ত্তব্য। এইটী নিশ্চয় না জানিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগীর প্রাণ নাশের সম্ভাবনা।

যেমন অঙ্কুর-মাত্র উৎপত্তি হইলে কোন্ জাতীয় বৃক্ষ তাহা জানা যায় না, সেই রূপ লূতা-বিষ শরীরে বিকীর্ণ হইবা মাত্রেই, কোন জাতীয় লূতার বিষ তাহা নির্ণয় করা যায় না। কণ্ডু-যুক্ত প্রসারণশীল মণ্ডলাকার ও অস্পষ্ট-বর্ণ-বিশিষ্ট, প্রথম দিনে শরীরে এই সকল লক্ষণ হয়। দ্বিতীয় দিনে, সেই সকল মণ্ডলাকারের মধ্যস্থল নিম্ন ও চতু-

দ্দিকের অন্তভাগ ফুলিয়া উঠে, এবং যে রূপ বর্ণ হয় তাহা স্পষ্ট জানা যায়। তৃতীয় দিনে কোন্ জাতীয় লূতার বিষ তাহা জানা যায়। চতুর্থ দিবসে বিষের প্রকোপ হয়। পঞ্চম দিবস হইতে বিষের প্রকোপ জন্য বিকার সমস্ত জন্মিতে থাকে। ষষ্ঠ দিবসে বিষ সঞ্চারিত হইয়া সকল মর্ম্ম স্থান আবৃত করে। সপ্তম দিনে বিষ অত্যর্থ বৃদ্ধি ও সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া প্রাণ নাশ করে। এই রূপ সপ্ত রাত্রের মধ্যে প্রাণ নাশ হওয়া কেবল প্রচণ্ড তীক্ষ্ণ বিষ লূতার বিষেই ঘটে। যাহাদিগের বিষ মধ্যম-বীর্য্য-বিশিষ্ট, তাহাদিগের দংশনে সপ্ত রাত্রের অধিক কালে প্রাণ নাশ হয়। যাহাদিগের মন্দ-বিষ, তাহাদিগের দংশনে এক পক্ষ কালে মৃত্যু হয়। এই সকল কারণে দংশন অথবা শরীরে বিষ সংলগ্ন হওয়া অবধি যত্ন পূর্ব্বক বিষঘ্ন ঔষধের দ্বারা চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। লালা নখ মূত্র দংষ্ট্রা রজঃ পুরীষ ও শুক্র, এই সপ্ত প্রকারে লূতার বিষ নিঃসৃত হয়। সেই বিষ তিন প্রকার বীর্য্য-বিশিষ্ট,—উগ্র মধ্য ও মন্দ। লূতার লালা কর্ত্তৃক কণ্ডুবিশিষ্ট, কঠিন, অল্প বেদনা-বিশিষ্ট ও অল্প মূল (যাহার মূল অধিক ভিতরে প্রবেশ না করে), এই সকল লক্ষণ হয়। নখের দংশনে ফুলিয়া উঠে, কণ্ডু ও পুলানিকা (ক্ষুদ্র দাড়) জন্মে, এবং সেই সকল স্থানে অগ্নি-শিখার ন্যায় উত্তাপ উঠিতে থাকে। মূত্র-কর্ত্তৃক দংশস্থানের মধ্য-স্থল কৃষ্ণ বর্ণ হয় এবং অন্ত ভাগ রক্ত বর্ণ হয় ও বিদীর্ণ হয়। দংষ্ট্রার দ্বারা দংশনে, দংশ-স্থান কঠিন ও বিবর্ণ হয় এবং শরীরে মণ্ডল [চাকা চাকা দাগ] জন্মে ও সে সকল মণ্ডল প্রসারিত হয় না। লূতার রজঃ পুরীষ ও শুক্রের সংস্রবে পক্ক পিলু ফলের ন্যায় স্ফোট জন্মে। প্রাচীন মতানুসারে লূতাবিষের সাধ্যাসাধ্যের লক্ষণ ও তাহাদিগের চিকিৎসা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

কোন কালে বিশ্বামিত্র রাজা বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে গমন পূর্ব্বক তাঁহার ক্রোধ উৎপাদন করিলেন। মুনি কুপিত হইলে তাঁহার ললাট

দেশ হইতে তীক্ষ্ণ তেজ বিশিষ্ট ঘর্ম্ম-বিন্দু সকল পতিত হইতে লাগিল। গাভীর নিমিত্ত যে ছিন্ন তৃণরাশী ছিল, সেই তৃণ রাশীতে সেই সকল ঘর্ম্ম-বিন্দু পতিত হইয়া বিবিধ প্রকার মহা-বিষ-বিশিষ্ট ভয়ঙ্কর লূতা (মাকড়) উৎপন্ন হইল। মুনির স্বেদ-বিন্দু সকল লুন-তৃণ-রাশীতে পতিত হইয়া এই কীট জন্মে, এ কারণ ইহাদিগকে লূতা কহে। লূতার বিষ দুই প্রকার, কষ্ট-সাধ্য ও অসাধ্য। তাহাদিগের মধ্যে অষ্ট প্রকার লূতার বিষ কষ্ট-সাধ্য। আর অষ্ট প্রকার অসাধ্য, তাহাদিগের বিষের চিকিৎসা করিবে না। ত্রিমণ্ডলা শ্বেতা কপিলা পীতিকা আল-বিষা মূত্র-বিষা রক্তা ও কসনা, এই অষ্ট প্রকার লূতার বিষ কষ্ট-সাধ্য। ইহাদিগের দংশনে মস্তকের যাতনা কণ্ডূ ও দংশ স্থানে বেদনা হয়, এবং বাতশ্লেষ্মা-জন্য অন্যান্য রোগ জন্মে। সৌবর্ণিকা লাজবর্ণা জালিনী এণীপদী কৃষ্ণা অগ্নিবর্ণা কাকাণ্ডা ও মালা গুণা,* এই অষ্ট প্রকারের বিষ অসাধ্য। ইহাদিগের দংশনে দংশস্থান ক্ষত ও তাহা হইতে রক্ত নিঃসরণ হয়, স্বেদ দাহ অতিসার, ও সন্নিপাত-জন্য অন্যান্য রোগ জন্মে, বিবিধ আকার বিশিষ্ট পিড়কা ও বৃহদাকার মণ্ডল সমস্ত জন্মে, এবং রক্ত বা শ্যাম বর্ণের আয়ত ও কোমল শোফ (ফুলা) সমস্ত জন্মিয়া ক্রমশঃ প্রসারিত হয়। সকল প্রকার লূতার দংশনের লক্ষণ সামান্যতঃ বলা হইল।

অতঃপর পূর্ব্বোক্ত ষোড়ষ প্রকার মাকড়সার প্রত্যেকের বিষের লক্ষণ ও চিকিৎসা বলা যাইতেছে। ত্রিমণ্ডলার দংশ-স্থান বিদীর্ণ হইয়া কৃষ্ণ বর্ণ শোণিত নিঃসৃত হয়, এবং বধিরতা, নেত্রদ্বয়ের দাহ ও দৃষ্টির কলুষতা জন্মে ইহাতে অর্কমূল, হরিদ্রা নাকুলী (রাস্না) পৃশ্নিপর্ণিকা (চাকুলে) এই সকল দ্রব্য নস্যে পানে ও অঙ্গে মর্দ্দনে প্রয়োগ করিবে।

* আকার বর্ণ অথবা প্রকৃতি অনুসারে বিবিধ প্রকার মাকড়সাকে ষোল প্রকারে বিভক্ত করিয়া এই ষোলটী নাম দেওয়া হইয়াছে।

শ্বেতার দংশনে কণ্ডু-যুক্ত শ্বেত পিড়কা (সাদা ফুরকুনি হইয়া শড় শড় করে), তজ্জন্য দাহ মূর্চ্ছা ও জ্বর হয়, এবং সেই সকল পিড়কা প্রসারিত ও ক্লেশযুক্ত হয় ও তাহাতে যাতনা জন্মে। ইহাতে চন্দন রাস্না এলাইচ রেণুকা নল অশোক কুষ্ঠ বেণামূল (২ ভাগ) চক্র, এই সকল একত্র অগদ প্রয়োগ করিবে।

কপিলার দংশনে দংশস্থান পর্য্যন্ত তাম্র বর্ণ হয়, অপ্রসারণ-শীল পিড়কা জন্মে, এবং মস্তকের ভার দাহ তিমির-রোগ ও ভ্রম, এই সকল উপদ্রব ঘটে। ইহাতে পদ্মকাষ্ঠ কুষ্ঠ এলাইচ করঞ্জ অর্জ্জুন-বৃক্ষের ত্বচ্ অপামার্গ দুর্ব্বা ব্রাহ্মী ইশের মূল ও শালপাণী, এই সকল একত্র সেবন করিবে।

পীতিকার দংশনে শরীরে অপ্রসারণ-শীল পিড়কা জন্মে, এবং বমন শিরঃশূল ও চক্ষু দ্বয় রক্ত-বর্ণ এই সকল উপদ্রব ঘটে। ইহাতে কুটজ বেনামূল পদ্মকাষ্ঠ অশোক শিরীষ শেলু (চাল্তা) কিনীহি (অপামার্গ) কদম্ব ও অর্জ্জুন-ত্বক্ এই গুলি হিতকর।

আল-বিষের দংশনে দংশস্থান রক্তমণ্ড (রক্তবর্ণ মণ্ডল) সদৃশ হয়, ও তাহাতে সর্ষাপকার পিড়কা জন্মে, এবং তালু-শোষ ও দাহ দুই উপদ্রব ঘটে। ইহাতে প্রিয়ঙ্গু কুষ্ঠ বেণামূল অশোক বালা শোল্ফা পিপ্পলী ও বটের অঙ্কুর, এই সকল একত্র অগদ প্রয়োগ করিবে।

মূত্র-বিষের দ্বারা আহত স্থান পচিয়া ক্রমশঃ প্রসারিত হয় ও তাহা হইতে কৃষ্ণ বর্ণ শোণিত নিঃসৃত হয় এবং কাস শ্বাস বমী মূর্চ্ছা জ্বর ও দাহ, এই সকল উপদ্রব ঘটে। ইহাতে মনঃশিলা এলাইচ যষ্ঠি-মধু কুষ্ঠ চন্দন পদ্মকাষ্ঠ মধু ও বেণামূল একত্র সেবন করিবে।

রক্ত-লূতার বিষ-কর্ত্তৃক দংশস্থানে দাহ ও ক্লেদ যুক্ত পাণ্ডু বর্ণ পিড়কা জন্মে, এবং তাহার অন্তভাগ (চারি ধার) রক্ত যুক্ত হইয়া রক্ত বর্ণ হয়। ইহাতে বালা চন্দন বেণামূল পদ্মকাষ্ঠ এবং অর্জ্জুন-বৃক্ষ

শেলুর [চালতা] ও আম্রাতকের (আমড়ার) ত্বক একত্র করিয়া অগদ সেবন করিবে।

কসনার বিষে দংশ স্থান হইতে শীতল পিচ্ছিল রুধির স্রাব হয়, এবং কাস ও শ্বাস উপদ্রব জন্মে। পূর্ব্বোক্ত রক্তলূতার বিষের ন্যায় এই বিষের চিকিৎসা করিবে।

কৃষ্ণার দংশনে পুরীষের গন্ধ বিশিষ্ট অল্প রক্ত নিঃসরণ হয়, এবং জ্বর মূর্চ্ছা দাহ বমী কাস ও শ্বাস, এই সকল উপদ্রব জন্মে। ইহাতে এলাইচ চক্র সর্পাক্ষী (রাস্না) ও চন্দন, এই সকল দ্রব্য মহাসুগন্ধি নামক অগদ সহযোগে সেবন করাইবে। অসাধ্য-লূতা-বিষের স্থলে রোগীকে পরিত্যাগ করিয়া চিকিৎসা করিবে।

অগ্নিবর্ণার দংশনে অতিশয় দাহ ও রস রক্তাদির স্রাব হয়, এবং জ্বর চোষ কণ্ডু রোমাঞ্চ দাহ ও শরীরে স্ফোটের উৎপত্তি, এই সকল উপদ্রব জন্মে। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণার দংশনে যে রূপ প্রতীকার সেই রূপ প্রতীকার করিবে। শ্যামালতা বেণামূল যষ্টিমধু চন্দন উৎপল পদ্ম ও শ্লেষ্মাতকের ত্বক্, এই গুলি সকল লূতা বিষেই প্রয়োগ কর্ত্তব্য। ক্ষীরপিপ্‌পলীও সকল প্রকার লূতা বিষে সেবন করা কর্ত্তব্য। যে অষ্ট প্রকার লূতার বিষ কষ্ট-সাধ্য তাহা বলা হইয়াছে, ও যাহাদিগের বিষের প্রভাব অনিবার্য্য তাহাদিগের মধ্যে দুইটির বিষয় বলা হইল। এক্ষণে অবশিষ্ট ছয় প্রকার অবার্য্য-বিষ লূতার বিষয় বলা যাইতেছে। সৌবর্ণিকার দংশনে দংশ-স্থান ফুলিয়া উঠে, তাহা হইতে ফেনা-যুক্ত আমিষ-গন্ধ বিশিষ্ট আস্রাব হয়, এবং অতিশয় শ্বাস কাস জ্বর তৃষ্ণা মূর্চ্ছা, এই উপসর্গ গুলি ঘটে। জালিনীর দংশন অতিশয় ভয়ানক দীপ্তিমান্ (চিক্ চিকে) ও বিদীর্ণ হয়, এবং স্তম্ভ শ্বাস অতিশয় তমোদৃষ্টি ও তালুশোষ, এই উপসর্গ গুলি জন্মে। এণীপদের দংশনের আকৃতি কৃষ্ণ তিলের ন্যায়। ইহাতে তৃষ্ণা মূর্চ্ছা জ্বর বমী ও কাস উপদ্রব জন্মে। কাকাণ্ডার দংশনে

দংশস্থান পাণ্ডু ও রক্তবর্ণ হয়, অতিশয় বেদনা জন্মে, চারিদিক বিদীর্ণ হইয়া যায়, এবং দাহ মূর্চ্ছা ও জ্বর হয়। অসাধ্য লূতার বিষের চিকিৎসা করিতে হইলে, দোষ ও তাহার প্রকোপ বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করিবে, কিন্তু সকল অবস্থায় ছেদন করিবে না। যে সকল লূতার বিষ সাধ্য, তাহাদিগের দংশন মাত্র বৃদ্ধিপত্র নামক শস্ত্রের দ্বারা দংশস্থান ছেদন করিয়া তুলিয়া ফেলিবে, এবং জাম্ববোষ্ঠ শলাকা অগ্নিতে তপ্ত করিয়া সেই স্থান দগ্ধ করিবে। রোগী যাবৎ বারণ না করে তাবৎ দগ্ধ করিতে থাকিবে। মর্ম্ম স্থান না হইলে, লূতার দংশনে অল্প ফুলিয়া উঠিলেও দংশস্থান কর্ত্তন করিয়া তুলিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। তবে জ্বর হইলে কর্ত্তব্য নহে। সেই কর্ত্তিত স্থানে মধু ও সৈন্ধব সহযোগে নিম্ন লিখিত অগদ লেপন করিবে; লেপ যথা, প্রিয়ঙ্গু হরিদ্রা কুষ্ঠ সমঙ্গা (মঞ্জিষ্ঠা) যষ্টিমধু। অথবা শ্যামালতা যষ্টিমধু দ্রাক্ষা পয়স্যা (ক্ষীরকাকোলী) দুগ্ধ মোরট (ইক্ষু মূল) ভূমি-কুষ্মাণ্ড গোক্ষুর, এই কয়েকটী দ্রব্য মধু সহযোগে পান করাইবে, এবং অর্ক প্রভৃতি ক্ষীর বিশিষ্ট বৃক্ষের ত্বকের শীতল ক্বাথ সেচন করিবে। উপদ্রব সমস্ত দোষ অনুসারে বিষঘ্ন ঔষধের দ্বারা চিকিৎসা করিবে। নস্য অঞ্জন অভ্যঞ্জন পান ধূম অবপীড়ন (শীরোবিরেচন) কবলগ্রহ (কুল্‌কুচ), বমন ও বিরেচন, এই সকল প্রয়োগ করিবে, এবং জলৌকার দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করাইবে।

কীট-দংশন-জন্য অথবা সর্পদংশন-জন্য যে সকল ব্রণ জন্মে, দংশনের প্রথম হইতেই সর্পদংশনের ন্যায় তাহাদিগের চিকিৎসা করিবে। শোফ (ফুলা) নিবৃত্ত হইলে কর্ণিকা-পাতন (দাড় ভাল করা) কর্ত্তব্য। নিম্বপত্র ত্রিবৃৎ দন্তী কুসুম্ভ হরিদ্রা মধু গুগ্‌গুল সৈন্ধব পারাবতের বিষ্ঠা এবং সুরা-বীজ, কর্ণিকাতে এই গুলি প্রয়োগ করিবে। বিষ-বৃদ্ধিকর অন্ন ব্যতিরেকে অপর সকল প্রকার আহার বিহিত। যে কোন প্রকার বিষ-জন্য কর্ণিকা হউক, স্থির ও যাতনা-শূন্য হইলে,

আচ্ছাদিত করিয়া মধু সংযোগে শোধনীয় দ্রব্যের প্রলেপ দিবে। এক শত সপ্তষষ্টি (১৬৭) প্রকার কীটের দংশনের লক্ষণ ও চিকিৎসা বলা হইল। বেদের নিত্যত্ব ও অবিনাশিত্ব প্রযুক্ত, ফলের প্রত্যক্ষতা, দেহিদিগের হিতকারিতা, সুলভ-জ্ঞাতব্যতা ও দেহিদিগের দ্বারা পূজিত হওয়া প্রযুক্ত, আয়ুর্ব্বেদ অপেক্ষা অন্য কোন পবিত্র গ্রন্থ আমরা কখন শুনি নাই। ভিষক্-কুল-গুরু-ইন্দ্র-প্রভাব অমৃত-যোনি ধন্বন্তরী ঋষির বিমল মত অবলম্বন করিয়া যে কিছু আহার আচারের বিষয় বলা হইল তাহা সমস্ত ইহ-পরলোকের মঙ্গলকর।

চিকিৎসিত স্থান।

দ্বি-ব্রণীয় চিকিৎসা।

ব্রণ দুই প্রকার, শারীর এবং আগন্তু। বায়ু পিত্ত কফ বা শোণিত-জন্য যে ব্রণ জন্মে তাহাকে শারীরিক ব্রণ বলে। মনুষ্য পশু পক্ষী হিংস্র জন্তু প্রভৃতির দংশনাদির দ্বারা, পতন পীড়ন প্রহার অগ্নি ক্ষার বিষ তীক্ষ্ণ ঔষধ প্রভৃতির দ্বারা, অথবা কপাল-খণ্ড শৃঙ্গ চক্র পরশু শক্তি কুন্ত প্রভৃতি শস্ত্রাদির অভিঘাতের দ্বারা যে ব্রণ জন্মে, তাহাকে অভিঘাতজন্য ব্রণ বলে। দুই প্রকার ব্রণই তুল্য, তবে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কারণে উৎপত্তি বলিয়া দ্বিব্রণীয় বলা যায়। বিশেষ এই যে, সকল প্রকার আগন্তু ব্রণে শরীরে আঘাত মাত্রই যে শোণিত নিঃসরণ হইতে থাকে, তাহার উপশমের জন্য পিত্তের প্রতীকারের ন্যায় শীতল ক্রিয়া কর্ত্তব্য, এবং তাহা সন্ধানের নিমিত্ত মধু ঘৃত প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এই কারণে দুই প্রকার ব্রণের ভেদকরা হইল। পশ্চাতে উভয় প্রকার ব্রণেরই দোষ অনুসারে শারীরিক ব্রণের ন্যায় প্রতীকার কর্ত্তব্য। দোষের উপদ্রব সংক্ষেপতঃ পঞ্চদশ

প্রকার। ইহা ব্রণ-প্রশ্ন অধিকারে দোষের প্রসরণ বিষয়ে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন ব্রণের শুদ্ধাবস্থা লইয়া ষোড়শ প্রকার। ব্রণের লক্ষণ দুই প্রকার, সামান্য ও বিশেষ। শরীর বিচূর্ণিত হইয়া ক্ষত হওয়া সামান্য লক্ষণ। তাহাতে বাত পিত্তাদির লক্ষণ প্রকাশ হওয়া বিশেষ লক্ষণ।

বায়ু-জন্য ব্রণ, ক্ষুদ্র মাংসহীন ও অরুণ-বর্ণ-বিশিষ্ট এবং রুক্ষ (চিক চিকে নয়) চটচটায়নশীল (যাহা চড়চড় করে) ও অতিশয় তোদ ভেদ ও বেদনা বিশিষ্ট তাহা হইতে পাতলা শীতল পিচ্ছিল আস্রাব নিঃসৃত হয়।

পিত্তজন্য ব্রণ, পীত ও নীলের আভাযুক্ত, দাহ পাক ও রক্তবর্ণ বিশিষ্ট, ও পীতবর্ণ পিড়কা (ফুরকুনি) সমস্ত তাহার চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত। এই ব্রণ শীঘ্র উত্থিত হয়, এবং ইহা হইতে রক্তবর্ণ উষ্ণরস নিঃসৃত হয়।

কফজন্য ব্রণ, বিস্তৃত, প্রচণ্ড-কণ্ডু-বিশিষ্ট, স্থূল ঘন কঠিন, পাণ্ডুবর্ণ ও মন্দ-বেদনা-বিশিষ্ট, সিরা ও স্নায়ুজালে ব্যাপ্ত, এবং তাহা হইতে শুক্লবর্ণ শীতল গাঢ় পিচ্ছিল আস্রাব নিঃসৃত হয়।

রক্তজন্য ব্রণ, প্রবালের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ স্ফোট ও পিড়কাতে ব্যাপ্ত, আমীষ-গন্ধ বেদনা ও উষ্ণ-উদ্ভাব-বিশিষ্ট শোণিত-স্রাব ও পিত্তের লক্ষণ বিশিষ্ট।

বায়ু-পিত্ত-জন্য ব্রণ, তোদ দাহ ও উষ্ণ-উদ্ভাব-বিশিষ্ট, পীত ও অরুণ বর্ণ বিশিষ্ট ও পীত-অরুণ-বর্ণের আস্রাব যুক্ত।

বাত-শ্লেষ্মা-জন্য ব্রণ, কণ্ডূয়ন (চুলকনা) ও তোদ বিশিষ্ট কঠিন এবং তাহা হইতে মুহুর্মুহুঃ শীতল পিচ্ছিল আস্রাব নিঃসৃত হয়।

পিত্ত-শ্লেষ্মা-জন্য ব্রণ, ভার, দাহ ও উষ্ণতা যুক্ত, পীতবর্ণ বিশিষ্ট ও তাহা হইতে পাণ্ডু বর্ণ আস্রাব নিঃসৃত হয়।

বাত-রক্ত-জন্য ব্রণ, রুক্ষ ক্ষুদ্র অতিশয় তোদ-বিশিষ্ট সুপ্তের

ন্যায় (স্পন্দহীন), রক্তবর্ণ ও তাহা হইতে রক্তবর্ণ আস্রাব নিঃসৃত হয়।

পিত্ত-রক্ত-জন্য ব্রণ, ঘৃতমণ্ডের ন্যায় বর্ণ ও মৎস্য-ধৌত জলের ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট, কোমল প্রসারণশীল, ও তাহা হইতে কৃষ্ণবর্ণ উষ্ণ আস্রাব নিঃসৃত হয়।

শ্লেষ্ম-রক্ত-জন্য ব্রণ, রক্তবর্ণ গুরু পিচ্ছিল কণ্ডুযুক্ত স্থির, ও তাহা হইতে রক্ত-যুক্ত পাণ্ডুবর্ণ আস্রাব নিঃসৃত হয়।

বাত-পিত্ত-শোণিত-জন্য ব্রণ,—স্ফুরণ তোদ দাহ ও উষ্ণ উদ্ভাব বিশিষ্ট, পীতবর্ণ ক্ষুদ্র ও রক্তস্রাবী।

বাত-শ্লেষ্মা-জন্য ব্রণ, কণ্ডু ও চুমচুমায়ন যুক্ত (চিন্‌চিন্) পাণ্ডুবর্ণ ও ঘন-রক্ত-স্রাবী।

বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মা-জন্য ব্রণ, বাত পিত্ত ও শ্লেষ্মা জন্য বেদনা ও তিন প্রকার বর্ণের আস্রাব বিশিষ্ট।

বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মা-রক্ত জন্য ব্রণ, দাহ মথন স্ফুরণ তোদপাক রক্তবর্ণ সুপ্ততা এবং বিবিধ প্রকার বেদনা ও নানা বর্ণের আস্রাব বিশিষ্ট হয়।

জিহ্বাতলের ন্যায় বর্ণ মৃদু স্নিগ্ধ সূক্ষ্ম, বেদনা ও আস্রাব শূন্য, এবং সুব্যবস্থিত, এই সকল লক্ষণ হইলে শুদ্ধ ব্রণ বলিয়া জানিবে।

ব্রণের ষষ্টি (৬০) প্রকার চিকিৎসা যথা, উপবাস আলেপন পরিষেক অভ্যঙ্গ স্বেদ বিম্লাপন (বসাইয়া দেওয়া) বন্ধন পাচন (পাকান) বিদ্রাবণ (গালিয়া দেওয়া) স্নেহন (ঘৃত তৈলাদি) বমন বিরেচন ছেদন ভেদন দারণ এষণ (দেহ মধ্যে শল্যের অনুসন্ধান) আহরণ (টানিয়া বাহির করা) ব্যধন (সিরা প্রভৃতি বিদ্ধ করা) বিস্রাবণ সীবন (সেলাই) সন্ধান [যোড় লাগান] পীড়ন [টেপা বা চোঁচা] শোণিতস্রাব নির্ব্বাপণ উৎকারিকা কষায় বর্ত্তী কল্‌ক ঘৃত তৈল রস-

ক্রিয়া অবচূর্ণন ধূপ (ধূম প্রয়োগ) উৎসাদন অবসাদন মৃদু-কর্ম্ম দারুণ-কর্ম্ম ক্ষার-কর্ম্ম অগ্নি-কর্ম্ম কৃষ্ণ-কর্ম্ম পাণ্ডু-কর্ম্ম প্রতিসারণ রোম-সঞ্জনন লোমাপহরণ বস্তি-কর্ম্ম উত্তর-বস্তি বন্ধন পত্রদান কৃমি-নাশন বৃংহণ [পুষ্টি করণ] বিষ-নাশন শিরোবিরেচন নস্য কবল ধারণ (কুলি) ধূম মধু-সর্প যন্ত্র আহার রক্ষা বিধান। ইহাদিগের মধ্যে ক্বাথ বর্ত্তি কল্ক ঘৃত তৈল রসক্রিয়া ও অবচূর্ণন, এই গুলি শোধনকর ও ও রোপণ-কর। ইহাদিগের মধ্যে আটটী শস্ত্র-ক্রিয়া সম্বন্ধীয়। শোণিত মোক্ষণ ক্ষার অগ্নি যন্ত্র আহার রক্ষাবিধান ও বন্ধ-বিধান পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। স্নেহ-স্বেদ বমন বিরেচন বস্তি উত্তর-বস্তি শিরোবিরেচন নস্য ধূম ও কবল-ধারণ অন্যত্র বলা যাইবে, ব্রণ-চিকিৎসার অবশিষ্ট প্রকরণ এ স্থলে বলা যাইতেছে।

পূর্ব্বে যে ছয় প্রকার শোফ [১] বলা হইয়াছে, উপবাস হইতে বিরেচন পর্য্যন্ত এই একাদশ প্রকার প্রতীকার তাহাদিগের শোফ অর্থাৎ ফুলা অবস্থাতেই বিশেষ রূপে প্রয়োজ্য। শোফ ব্রণ-ভাবে পরিণত হইলেও (২) এই সকল প্রতীকার অহিতকর নহে। বিরেচনের পর হইতে যে সকল প্রকার চিকিৎসার প্রকরণ বলা হইয়াছে, শোফ ব্রণ-ভাবে পরিণত হইলে প্রায় এই সকল প্রতীকার প্রয়োজ্য। সকল প্রকার শোফের প্রথম অবস্থায় উপবাস প্রভৃতি সামান্যতঃ উৎকৃষ্ট প্রতীকার।

শোফ বা ব্রণ রোগে কুপিত দোষের শান্তির জন্য দোষ ও বল বিবেচনা করিয়া রোগীর উপবাস দেওয়া কর্ত্তব্য। বায়ুর ঊর্দ্ধগতি তৃষ্ণা ক্ষুধা মুখশোষ ও শ্রান্তি এই সকলের দ্বারা যাহারা পীড়িত তাহা-দিগের পক্ষে, কিম্বা গর্ভিণী বৃদ্ধ বালক দুর্ব্বল অথবা ভীত ব্যক্তির পক্ষে, উপবাস কর্ত্তব্য নহে। শোফ উত্থিত মাত্রেই, অথবা, তীব্র বেদনা-

(১) ইংরাজীতে ইহাকে Abcess বলে।

(২) ফুলা পাকিয়া রস রক্তাদি স্রাব হওয়াই ব্রণ ভাবে পরিণত হওয়া।

বিশিষ্ট ব্রণ জন্মিবা মাত্রই, বায়ু পিত্ত প্রভৃতির মধ্যে যে দোষের লক্ষণ তাহাতে দৃষ্ট হয়, সেই দোষ যে দ্রব্যে নিবৃত্ত হয় সেই দ্রব্যের প্রলেপ সেই শোফে বা ব্রণে প্রয়োগ করিবে। গৃহ দাহের স্থলে জল সেচন করিলে যে রূপ শীঘ্র অগ্নির শান্তি হয়, শোফের যাতনাও সেই রূপ প্রলেপের দ্বারা নিবৃত্ত হয়। শোফের প্রহ্লাদন [পূযাদি জন্মান], শোধন (৩) হরণ উৎসাদন (নির্ম্মল করা), ও রোপণ (পূরিয়া উঠা) লেপের দ্বারা এই সকল ফল হয়।

বায়ু-জন্য শোফে বেদনা-শান্তির জন্য ঘৃত তৈল কাঞ্জী মাংস অথবা বায়ু-শান্তিকর ঔষধের কাথ, ঈষদুষ্ণ থাকিতে পরিষেচন করিবে।

পিত্ত-জন্য রক্ত-জন্য অভিঘাত-জন্য অথবা বিষ-জন্য ব্রণ হইলে, দুগ্ধ ঘৃত মধু শর্করা জল ইক্ষু-রস, মধুর-রসের ঔষধ অথবা উডুম্বর বৃক্ষের কাথ, উষ্ণ না থাকে এরূপ অবস্থায় পরিষেচন করিবে।

শ্লেষ্মা-জন্য শোফ তৈল মূত্র ক্ষারোদক সুরা সুক্ত কফঘ্ন ঔষধের কাথ, শীতল না থাকে এ রূপ অবস্থায় পরিষেচন করিবে। জল সেচনে যে রূপ অগ্নির শান্তি হয়, কাথের সেচনেও সেই রূপ দোষ-জনিত তীব্র যাতনার শান্তি হয়।

দোষ বিবেচনা করিয়া অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিলে দোষের উপশম ও মৃদুতা সম্পাদিত হয়। পূর্ব্বে যে সকল ক্রিয়ার কথা বলা হইল তাহার মধ্যে স্বেদ বিম্লাপন হইতে বিস্রাবন পর্য্যন্ত যে কয়েকটী প্রক্রিয়া আছে তাহাদিগকে পশ্চাৎকর্ম্ম বলে। ভয়ানক কঠিন বেদনা-বিশিষ্ট শোফে অথবা ব্রণে স্বেদ (ভাপরা *) বিধেয়। শোফ অল্প বেদনা বিশিষ্ট ও স্থির (যাহা পাকেও না ও বসেও না) হইলে, তাহাতে বিম্লাপন (বসাইয়া দেওয়া) কর্ত্তব্য। শোফে অভ্যঙ্গের দ্রব্য মাখাইয়া

(৩) মন্দ পূযাদি নিঃসারিত করিয়া আর না জন্মিতে দেওয়া শোধন বলে।

* ব্রণের দোষ অনুসারে যে সকল ঔষধ দেওয়া যায় তাহারই ভাপরা দিবে। পশ্চর স্বেদাবচারনীয় বিধি নামক ৩২ অধ্যায় দেখ।

প্রথমতঃ স্বেদ দিবে, পরে বংশদ্বারা বা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা অল্প অল্প মর্দ্দন করিবে। আম অথবা দাহ যুক্ত শোফে বন্ধন করিবে। শোফ দাহ-যুক্ত না হইলে বন্ধনের দ্বারা বসিয়া যায়, দাহ-যুক্ত হইলে পাকিয়া উঠে। উপবাস হইতে বিরেচন পর্য্যন্ত প্রক্রিয়ার দ্বারা যদি শোফের শান্তি না হয়, তবে দধি তক্র সুরা সুক্ত ও কাঞ্জি সহযোগে ঘৃত ও লবণ মিশ্রিত করিয়া পাকাইবার ঔষধ পাক করিবে। উৎকারিকার (মদকের) ন্যায় পাক কঠিন হইলে, উষ্ণ থাকিতে এরণ্ড পত্র সহযোগে শোফে বন্ধন করিবে। শোফ পাকিবার উন্মুখ হইলে আহারের নিয়ম অবলম্বন করিবে। যে শোফ অল্প কাল উত্থিত হইয়াছে, তাহার বেদনা-শান্তি ও পাকিয়া উঠা নিবৃত্তির জন্য রক্ত-মোক্ষণ কর্ত্তব্য। রক্ত যুক্ত শ্যামবর্ণ বেদনা-বিশিষ্ট কঠিন শোফ হইলে, অথবা সংরম্ভ (কটকটানি) বিশিষ্ট ব্রণ হইলে বিস্রাবণ (২) হিতকর। বিশেষতঃ ব্রণ বিষ-যুক্ত হইলে জলৌকার প্রয়োগ কর্ত্তব্য। রুক্ষ-প্রকৃতি কৃশ ব্যক্তির ব্রণের উপদ্রবে শরীর শুষ্ক হইলে তাহার ব্রণে যে সকল দ্রব্য বা ঔষধি প্রয়োগ করা যাইতে পারে, সেই সকল দ্রব্য সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া পান করাইবে। শোফের মাংস উৎসন্ন (ফুলিয়া উঠা) হইলে, বিশেষতঃ কফ-জন্য ব্রণ হইলে, অথবা ব্রণের শোণিত পূয-ভাব প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে রোগী অতিশয় ক্লিষ্ট হইলে, নিঃশেষে বমন কর্ত্তব্য। বায়ু-পিত্ত-জন্য দীর্ঘ-কাল-স্থায়ী ব্রণ হইলে বিরেচন প্রশস্ত। শোফ অথবা ব্রণ না পাকিয়া কঠিন হইয়া স্থির ভাবে থাকিলে, অথবা স্নায়ু কোথাদি রোগ হইলে, ছেদ-কার্য্য বিধেয়। ব্রণ যদি উন্নত হয়, ও তাহার অন্তরে পূয থাকে অথচ নির্গত হইবার মুখ না থাকে, ও সেই রোগ শরীরে সঞ্চারিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে তৎক্ষণাৎ শস্ত্রের দ্বারা ভেদ করা বিধেয়। বালক বৃদ্ধ

(২) শস্ত্রের দ্বারা শোণিত নিঃসারিত করা।

অসহিষ্ণু ক্ষীণ ভিরু অথবা স্ত্রীলোক হইলে, অথবা মর্ম্মস্থানে ব্রণ জন্মিলে ঔষধের দ্বারা দারণ কর্ত্তব্য। [৩] শোফ সুপক্ক ও একত্র সংযত হইলে, যদি তাহার অভ্যন্তরস্থ সমুদয় রক্ত পূযভাব প্রাপ্ত না হইয়া থাকে, তবে দারণের লেপ প্রয়োগ করিবে। সুপিষ্ট দারণের ঔষধ ক্ষার সংযোগে প্রয়োগের দ্বারা পুনঃ পুনঃ বিদীর্ণ হইয়াও যদি শোফের মুখ কঠিন স্থূল ও আয়ত হইয়া থাকে ও তাহার চতুর্দ্দিকে কঠিন মাংস উন্নত হইয়া থাকে, তবে লেখন কার্য্যের দ্বারা ক্ষতস্থান নিঃশেষে কর্ত্তন করিবে। যে পর্য্যন্ত ক্ষত থাকে সেই পর্য্যন্ত লেখন করিয়া, তাহার মধ্যে পট্ট বা কার্পাস বা নিম্বকাষ্ঠ সৈন্ধব-যুক্ত যবের শুঙ্গা এবং কর্কশ পত্র (শেওড়া পাতা) এই সকল প্রয়োগ করিবে। নাড়ীব্রণ শল্যগর্ভ [দেহ মধ্যে যে স্থানে শল্য থাকে] অথবা উন্নত উন্মার্গী (যে ব্রণে ক্রমশঃ দেহ মধ্যে ঊর্দ্ধদিকে ক্ষত হইতে থাকে) ব্রণ হইলে, তাহার অভ্যন্তর দেশ বৃক্ষের অঙ্কুর অথবা এষণী-শলাকার দ্বারা এষণ করিবে।

ব্রণের মুখ সঙ্কুচিত হউক অথবা প্রসারিত হউক, শল্য আহরণ করিবার যে রূপ নিয়ম আছে তদনুসারে তাহা হইতে শল্য বাহির করিবে। কোন রোগে বিদ্ধ করিতে হইলে, যে স্থলে যে পরিমাণে শস্ত্র নিহিত করিবার বিধি বলা হইয়াছে তদনুসারে বিদ্ধ করিয়া শ্রাব করাইবে। মাংসে স্থিত ব্রণের মুখ যদি প্রসারিত থাকে, তাহাতে পাক বা অন্য উপদ্রব না থাকে তবে সেই ব্রণের মুখ সংযত করিয়া সেলাই করিবে। ব্রণ মর্ম্মস্থানে জন্মিলে বা সূক্ষ্ম মুখ হইলে অথবা তাহাতে পূযাশয় থাকিলে, তাহার চতুর্দ্দিকে পীড়ন-দ্রব্য (যাহার প্রলেপে রস রক্তাদি নির্গত হয়) প্রয়োগ করিবে। পীড়নের প্রদেহ শুষ্ক হইতে থাকিলে তাহা পরিত্যাগ করিবে। ব্রণের মুখ

(৩) প্রলেপের দ্বারায় পূযাদি নির্গত করাকে দারণ বলে (সূত্র স্থানের শোফের চিকিৎসা দেখ)।

রুদ্ধ করিয়া প্রলেপ দিবে না, তাহাতে অভ্যন্তরস্থ দোষের বৃদ্ধি হয়। তাহাতে শোণিত নিঃসরণ হইলে, যথা-বিহিত ক্রমে রক্ত মোক্ষণ কর্ত্তব্য। পিত্তের প্রকোপ বশতঃ দাহ ও জ্বর বিশিষ্ট ব্রণ হইলে ও রক্ত-কর্ত্তৃক অভিভূত হইলে ছেদন করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত শীতল দ্রব্য সমস্ত [১] দুগ্ধে পেষণ করিয়া, প্রচুর ঘৃত সহযোগে অবলেহ ভাবে লেপ প্রস্তুত করিয়া শীতল অবস্থায় তাহাতে প্রয়োগ করিবে। ব্রণে অল্প মাংস থাকিলে, তাহা পাকিয়া না উঠিলে, ও তাহা হইতে অল্প রস রক্তাদি স্রাব হইতে থাকিলে, এবং তাহা তোদ (টনটনানি) কাঠিন্য কর্কশতা শূল (কনকনানি) ও কম্প এই সকল উপদ্রব বিশিষ্ট হইলে, বায়ু-শান্তিকর ঔষধ, অম্লগণ ও কাকোল্যাদিগণ তৈলাক্ত বীজ সহযোগে পাক করিয়া প্রলেপ দিবে। কঠিন ও বেদনা-বিশিষ্ট হইলে ঐ সকল দ্রব্যের স্বেদ বিধেয়। দুর্গন্ধ, ক্লেদ-বিশিষ্ট ও পিচ্ছিল হইলে পূর্ব্বোক্ত শোধনী-দ্রব্যের ক্বাথের দ্বারা শোধন করিবে। মাংসাশ্রিত গভীর ব্রণ হইলে ও তাহার অন্তরে শল্য থাকিলে এবং মুখ সূক্ষ্ম হইলে শোধনী-দ্রব্যের দ্বারা যথাবিধি বর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া প্রয়োগ করিবে। পূতি মাংসাচ্ছাদিত ব্রণের আভ্যন্তরিক দোষ সকল সংশোধন-জন্য, পূর্ব্বোক্ত বর্ত্তির দ্রব্য সকলের মধ্যে যত দূর পাওয়া যায় শিলাতে পেষণ করিয়া লেপ দিবে। পিত্ত দূষিত হইয়া গভীর, দাহ ও পাক-বিশিষ্ট ব্রণ হইলে, পূর্ব্বোক্ত শোধনী দ্রব্য ও কার্পাস-ফল সহযোগে ঘৃত প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে। রুক্ষ ও অল্পস্রাবী ব্রণ হইলে ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ মাংস উৎসন্ন ভাবে থাকিলে সর্ষপ-স্নেহ-যুক্ত তৈলের দ্বারা সংশোধন করিবে। তৈলের দ্বারা সংশোধিত না হইলে, কঠিন মাংসাশ্রিত ব্রণের স্থলে পূর্ব্বোক্ত শোধনী দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে সুরাষ্ট্রজ (সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা) কাসীস

(১) দ্রব্যের গণ—বর্ণনায় যে সকল দ্রব্য শীতল গুণ বিশিষ্ট।

হীরাকস ও মনঃশিলা মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। টাবা-নেবুর রস ও মধু সহযোগে হরিতাল উত্তম মর্দ্দন করিয়া তিন তিন দিবস অন্তর ব্রণে প্রয়োগ করিবে। গম্ভীর, মেদ সংশ্রিত ও দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট ব্রণ হইলে শোধনবর্ত্তির সূক্ষ্ম চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। ব্রণ সংশোধিত হইলে শোধনীয় দ্রব্যের কাথের দ্বারা ব্রণের শোধন করা কর্ত্তব্য। ব্রণ বেদনা-হীন ও সংশোধিত হইয়াও গভীর থাকিলে রোপণীয় দ্রব্যের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে। মাংসল স্থানের ব্রণ পূরিয়া না উঠিলে তাহার আভ্যন্তরিক পূতি মাংস সমস্ত নির্গত করিয়া মধু সংযোগে তিল তণ্ডুলের কল্ক প্রয়োগ করিবে। পিষ্ট-তিল, মধু সংযোগে প্রয়োগ করিলে, মধুরতা উষ্ণতা ও স্নিগ্ধতা প্রযুক্ত বায়ুর শান্তি করে, কষায় ভাব মধুরতা ও তিক্ততা প্রযুক্ত পিত্তের শান্তি করে, এবং কষায় ভাব তিক্ততা ও উষ্ণতা প্রযুক্ত কফের শান্তি করে। পিষ্ট-তিল, শোধনী ও রোপনী দ্রব্যের সহযোগে প্রয়োগ করিলে ব্রণের সংশোধন ও রোপন হয়; নিম্ব পত্র ও মধু সহযোগে প্রয়োগ করিলে ব্রণ সংশোধিত হয়, এবং নিম্ব পত্র মধু ও ঘৃত সহযোগে প্রয়োগ করিলে ব্রণ পূরিয়া উঠে। কোন কোন পণ্ডিত বলেন যবের কল্কও তিল-কল্কের ন্যায় গুণকারী। ইহা প্রয়োগ করিলে যাতনা হীন ব্রণের শান্তি হয় (বসিয়া যায়), যাতনা-বিশিষ্ট ব্রণ পাকিয়া উঠে, পক্ব অবস্থায় প্রয়োগ করিলে বিদীর্ণ হয়, বিদীর্ণ ব্রণে প্রয়োগ করিলে সংশোধিত হয় ও পূরিয়া উঠে। পিত্ত রক্ত বিষ অথবা আঘাত-জনিত গভীর ব্রণ হইলে, ঘৃত অগ্রে দুগ্ধের সহিত পাক করিবে, পরে সেই ঘৃত রোপনীয় দ্রব্য সহযোগে পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। কফ-বাত জন্য যাতনা-দায়ী ব্রণ হইলে রোপণীয় দ্রব্য সহযোগে তৈল (সর্ষপ) পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। ব্রণ শরীরে সঞ্চারণ-শীল হউক বা স্থির থাকুক, শুদ্ধ হউক বা দূষিত হউক, তাহার রোপণের নিমিত্ত রসক্রিয়া করিতে হইলে হরিদ্রা ও

দারু হরিদ্রা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ব্রণ কঠিন মাংস অথবা ত্বকে হইলে বা ত্বকের সহিত সমভাবে থাকিলে, রোপণীয় দ্রব্যের চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। যে সকল শোধনী বা রোপণী দ্রব্য বলা হইল, তাহা প্রকার সকল ব্রণেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ ও পরীক্ষিত, ইহাতে যুক্তির প্রয়োজন নাই। কষায় প্রভৃতি (১) সাতটী প্রকরণে যে সকল দ্রব্য ব্যবহৃত হয়, তাহা চিকিৎসক যুক্তি অনুসারে গ্রহণ করিবেন। বায়ুদূষিত ব্রণের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত কষায় [ক্বাথ] প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হইলে, স্বল্প ও বৃহৎ প্রায় দুই প্রকার পঞ্চমূলই ব্যবহার্য্য। পিত্ত দূষিত ব্রণের জন্য কষায়াদি প্রস্তুত করিতে হইলে ন্যগ্রোধাদিগণ ও কাকোল্যাদিগণ ব্যবহার্য্য। কফ-দূষিত ব্রণের সম্বন্ধে আরগ্বধাদিগণ ও অপর যে সকল উষ্ণ ঔষধ বলা হইয়াছে (অর্থাৎ বরুণাদিগণ) তাহাই ব্যবহার্য্য। সান্নিপাতিক ব্রণ হইলে সকল প্রকার ঔষধ একত্র প্রয়োগ করিবে। বায়ু-জন্য উগ্র যাতনা ও আস্রাব বিশিষ্ট ব্রণ হইলে, বৃক্ষের বল্‌কল [২] যব ঘৃত ও অন্যান্য ধূপনীয় দ্রব্য সহযোগে ধূম প্রয়োগ করিবে। অত্যন্ত শুষ্ক অল্প মাংস বিশিষ্ট গভীর ব্রণ হইলে উৎসাদনীয় ঘৃত (৩) ও আলেপন প্রস্তুত করিবে। ব্রণ-রোগী মাংসাশী হইলে, দেহ-পুষ্টির জন্য তাহাকে মাংস ভোজন করাইবে। উৎসন্ন ও কোমল মাংস বিশিষ্ট ব্রণ হইলে অবসাদক ক্রিয়া কর্ত্তব্য (৪)। অবসাদনীয় দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মধু সহযোগে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। বায়ুকর্ত্তৃক কঠিন মাংস বিশিষ্ট দুষ্ট ব্রণ হইলে, ব্রণের মাংস কোমল করা (স্বেদ প্রয়োগে কোমল হয়) ও রক্ত

(১) কষায়বর্ত্তি কল্‌ক ঘৃত তৈল রস ও চূর্ণ এই সাতটী।

(২) যে সকল বৃক্ষ বায়ু-শান্তিকর তাহার ছালই ব্যবহার্য্য।

(৩) সূত্রস্থানের শোকের চিকিৎসায় শোকের উৎসাদন জন্য যে সকল দ্রব্য বলা হইয়াছে তাহাতে ঘৃত প্রস্তুত করিবে।

(৪) অবসাদনীয় দ্রব্য পূর্ব্বোক্ত শোকের চিকিৎসায় দ্রষ্টব্য।

মোক্ষণ করা কর্ত্তব্য, এবং বাতঘ্ন ঔষধ সহযোগে (বাতঘ্ন ঔষধ দ্রব্যের গণ বর্ণনায় দ্রষ্টব্য) ঘৃত প্রস্তুত করিয়া সেচন করিবে। ব্রণের মাংস স্বভাবতঃ কোমল থাকিলে কঠিন করা কর্ত্তব্য। তজ্জন্য ধব প্রিয়ঙ্গু অশোক রোহিণীর (হরীতকী বিশেষ) ত্বক ত্রিফলা ধাতকী-পুষ্প লোধ ও ধুনা এই সকল সমভাগে একত্র চূর্ণ করিয়া ব্রণে প্রয়োগ করিবে। উৎসন্নমাংস কঠিন কণ্ডূ-যুক্ত ব্রণ হইয়া বিলম্বে অর্থাৎ ক্রমে অল্পে অল্পে বৃদ্ধি হইলে, এবং তাহা সংশোধনীয় দ্রব্যের দ্বারা সংশোধন করিতে না পারিলে, ক্ষার কর্ম্মের দ্বারা শোধন করা কর্ত্তব্য। ব্রণ হইতে গিরি-মৃত্তিকার জলের ন্যায় অথবা মূত্রের ন্যায় স্রাব হইতে থাকিলে, অথবা রক্ত-স্রাবী ব্রণ হইলে, অথবা কোন সন্ধি-স্থান নিঃশেষে ছিন্ন হইয়া পড়িলে অগ্নিকর্ম্মের দ্বারা প্রতীকার করিবে। ব্রণ শ্বেত বর্ণ হওয়া প্রযুক্ত শীঘ্র পূরিয়া না উঠিলে, তাহাকে কৃষ্ণ বর্ণ করিবে। ভল্লাতকের ফল গোমূত্রে ভাবিত করিয়া দুগ্ধে এক দিবস মগ্ন করিয়া রাখিবে। পরে সেই সকল ফল দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া লৌহ-কুম্ভ মধ্যে রাখিবে। অন্য কুম্ভের মুখের সহিত সেই কুম্ভের মুখ সংযোজিত করিয়া উভয় মুখের সন্ধি-স্থানে গোময়ের দ্বারা লেপ দিবে। লেপ শুষ্ক হইলে ভল্লাতকের কুম্ভে অগ্নি সংযোগ করিবে। অগ্নি সংযোগে ভল্লাতকের কুম্ভ হইতে যে তৈল নিঃসৃত হয় তাহা গ্রহণ করিবে। সজল-প্রদেশস্থ গ্রাম্য পশুর খুর দগ্ধ করিয়া সূক্ষ্ম রূপে চূর্ণ করিবে, সেই চূর্ণ কিঞ্চিৎ পূর্ব্বোক্ত তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া শুক্লবর্ণ ব্রণে আলেপন করিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়। কোন প্রকার কাষ্ঠ বা কোন প্রকার ফলের তৈল বাহির করিতে হইলে, পূর্ব্বোক্ত ভল্লাতকের তৈল নিঃসারণের বিধি অনুসারে কার্য্য করিবে। ব্রণ কৃষ্ণবর্ণ প্রযুক্ত যদি পূরিয়া না উঠে তবে ব্রণকে পাণ্ডুবর্ণ করা কর্ত্তব্য। তজ্জন্য রোহিণী ফল সপ্ত দিবস ছাগীদুগ্ধে রাখিবে। পরে সেই ফল উত্তম রূপে পেষণ করিয়া কৃষ্ণবর্ণ ব্রণে প্রয়োগ করিবে। অথবা নূতন কাপালিকা চূর্ণ

বৈহ্ল, সজ্জানাভ, কাসীস এবং যষ্টিমধু একত্র চূর্ণ করিয়া মধু সহযোগে প্রয়োগ করিবে। অথবা কপিত্থ ফলের আভ্যন্তরিক শস্য বাহির করিয়া তাহার মধ্যে হিরাকস, গোরোচনা, তুথ (তুঁতে), হরিতাল, মনঃশিলা, বাঁশের ত্বকের নীল, প্রপুন্নাড় ও রসাঞ্জন সমভাগে পুরিবে। অনন্তর ছাগ মূত্রের দ্বারা পূর্ণ করিয়া অর্জ্জুন বৃক্ষের মূলে এক মাস পুতিয়া রাখিবে। এক মাসের পর সেই ঔষধ কৃষ্ণবর্ণ ব্রণে লেপ দিলে পাণ্ডুবর্ণ হয়। কুক্কুটাণ্ডের কপাল (কুক্কুটের ডিম্বের খোলা) কতক-ফল যষ্টি-মধু সমুদ্র-মণ্ডূকী ওমণি-চূর্ণ ; এই সকল সমভাবে একত্র করিয়া গোমূত্র সহযোগে গুটিকা প্রস্তুত করিবে। সেই গুটিকা প্রয়োগ করিলে ব্রন প্রতিসারিত হয় (ক্ষয় হয় বা খেয়ে যায়)। হস্তীদন্তের মসী প্রস্তুত করিয়া প্রচুর পরিমাণে রসাঞ্জন সহযোগে লেপ দিলে শরীরের রোম-হীন স্থানে রোম জন্মে। চতুষ্পদ পশুর ত্বক রোম খুর শৃঙ্গ ও অস্থি, এই গুলির ভস্ম চূর্ণ করিয়া তৈল সহযোগে লেপন করিলে ভূমিতেও রোম জন্মে। কাশীস ও নক্তমালের পল্লব কপিত্থ-রসে পিষিয়া লেপ দিলে শরীরে লোম জন্মে। রোমাকীর্ণ ব্রণ হইলে শীঘ্র পুরিয়া উঠে না। অতএব ক্ষুর কর্ত্তরীর দ্বারা লোম কর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। শঙ্খ-চূর্ণ দুই ভাগ হরিতাল এক ভাগ অম্ল রসের সহিত পিষিয়া লেপন করিলে লোম উঠিয়া যায়। ভল্লাতকের তৈল ও স্নুহী-ক্ষীর (মনসা আঠা) একত্র করিয়া প্রলেপ দিলেও লোম উঠিয়া যায়। অথবা, কদলী ও শোণা বৃক্ষের ভস্ম লবণ ও শমী-বীজ একত্র শীতল জলে পিষিয়া লেপ দিলে, অথবা, গৃহ-গোধিকার (কাঁকলাস) পুচ্ছ রম্ভাল ও ইঙ্গুদী বীজ, এই সকলের ভস্ম তৈল ও জল সহযোগে সূর্য্যপক্ক করিয়া লেপ দিলেও লোম উঠিয়া যায়।

শরীরের অধোভাগে বায়ু-জন্য রুক্ষ ও অত্যর্থ বেদনাবিশিষ্ট ব্রণ হইলে বিরেচন বিধান করিবে। মূত্রাঘাতে মূত্র-দোষে শুক্র-দোষে, অশ্মরী-রোগ-জন্য ব্রণ হইলে, অথবা আর্ত্তব দোষে উত্তর-বস্তি

প্রশস্ত। বন্ধনের দ্বারা ব্রণ সংশোধিত হয়, কোমল হয়, ও নিঃশঙ্কে পূরিয়া উঠে, অতএব ব্রণ বন্ধন করা অতি কর্ত্তব্য। স্থির অল্প-মাংস-বিশিষ্ট ব্রণ হইলে, রুক্ষতা প্রযুক্ত পূরিয়া না উঠিলে, দোষ ও ঋতু বিবেচনা করিয়া তাহার উপরি পত্র আচ্ছাদন দিয়া বন্ধন করিবে। বায়ু-জন্য ব্রণে এরণ্ড, ভূর্জ্জ, পূতিক (করঞ্জ) অথবা হরিদ্রার পত্র; রক্ত বা পিত্ত-জন্য ব্রণে, আশ্ববল গাম্ভার, মনসা বা অর্ক বৃক্ষের পত্র; কফ-জন্য ব্রণে পাঠা মূর্ব্বা গুলঞ্চ কাকমাচী হরিদ্রা দারু-হরিদ্রা বা শুকনাসার (সোনাবৃক্ষ) পত্র, আচ্ছাদনে ব্যবহার করিবে। যে পত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হইবে তাহা কর্কশ ক্লিন্ন জীর্ণ কঠিন অথবা কীট ভক্ষিত না হয়। স্নেহ বা ঔষধের সারের দ্বারা যে পত্র দূষিত না হয়, তাহাই প্রলেপের উপরি আচ্ছাদন করিবে। পত্রের উপরি পট্টবস্ত্রের দ্বারা বন্ধন করিবে। ব্রণে শীতলতা ও উষ্ণতা জন্মাইবার জন্য, ও প্রলেপের ঘৃতাদি লেপ হইতে বাহির না হয় এই জন্য, লেপের উপরিভাগ পত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। ব্রণের উপরিভাগে মক্ষিকাদির দ্বারা কৃমি জন্মিলে, ও সেই কৃমি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলে, ব্রণ অতিশয় ফুলিয়া উঠে, তাহাতে তীব্র যাতনা জন্মে ও তাহা হইতে রক্তস্রাব হয়। সে স্থলে সুরসাদিগণে উল্লিখিত দ্রব্য সমূহের ক্বাথে ধৌত করিয়া, পূরিয়া উঠিবার জন্য সেই সকল দ্রব্যই প্রয়োগ করিবে। অথবা সপ্তপর্ণ করঞ্জ অর্ক নিম্ব ও পিয়াল এই সকল বৃক্ষের ত্বক্ গো-মূত্রে পিষিয়া লেপ দিবে, বা মাংসপেশী সকল আচ্ছাদিত করিয়া ক্ষারোদক সেচন করিবে, ও কৃমি সকল ব্রণ হইতে বাহির করিয়া ফেলিবে। কৃমি বিংশতি প্রকার, তাহাদিগের বিষয় পরে বলা যাইবে। ব্রণ কর্ত্তৃক দীর্ঘ কাল পীড়িত থাকিলে, শরীর কৃশ বা শুষ্ক হইলে, রোগীর অগ্নি রক্ষা করা, ও শরীরের পুষ্টিসাধন করা কর্ত্তব্য। বিষাক্ত রোগের বিজ্ঞান, বিষ নির্ণয় করা ও তাহার চিকিৎসা, কল্পস্থানে বলা হই-

য়াছে। স্কন্ধদেশের ঊর্দ্ধ ভাগে যে সকল কণ্ডূবিশিষ্ট শোফ জন্মে তাহাতে শিরোবিরেচন প্রয়োগ করিবে। ঐ সকল স্থানে বায়ু-জন্য দাহ-বিশিষ্ট রুক্ষ ব্রণ হইলে নস্য প্রয়োগ করিবে। দোষের নিবৃত্তির জন্য, যাতনা ও দাহের শান্তির জন্য, জিহ্বা ও দন্তের মল আহরণের জন্য, এবং মুখমধ্যস্থ ব্রণের শোধন বা রোপণ জন্য, উষ্ণ বা শীতল কবলগ্রহ (কুলকুচ) বিধেয়। স্কন্ধদেশের ঊর্দ্ধ ভাগে কফ-বাত-জন্য রোগ অথবা শোফ বা স্রাব-বিশিষ্ট ব্রণ হইলে ধূমপান কর্ত্তব্য। সদ্যো-ব্রণের স্থলে (অস্ত্রাদির আঘাতের দ্বারা যে ব্রণ জন্মে) রক্ত-নিঃসরণ রোধ করণার্থে এবং ক্ষতের সন্ধানার্থে (যোড়া লাগা) ঘৃত মধু প্রয়োগ করিবে। শল্য কর্ত্তৃক গভীর ও সূক্ষ্ম মুখ-বিশিষ্ট ব্রণ হইলে, ও তাহা হইতে হস্তের দ্বারা শল্য বাহির করিতে না পারিলে, যন্ত্র ব্যবহার করিবে। সকল প্রকার ব্রণ রোগেই লঘু, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, ও অগ্নিকর আহার লঘু পরিমাণে প্রদান করিবে। ব্রণ-পীড়িত রোগীকে পূর্ব্বোক্ত রক্ষা বিধান ও যম নিয়মের দ্বারা নিশাচরগণ হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে।

ছয়টী মূল ক্রিয়াকাল, অষ্টবিধ শস্ত্র চিকিৎসা, রোগের পঞ্চ লক্ষণ, এবং ষষ্টি প্রকার চিকিৎসার উপক্রম, ব্রণ চিকিৎসার পক্ষে এই গুলি প্রয়োজনীয়। গ্রন্থ-বাহুল্য ভয়ে অতি অল্প ঔষধ বলা হইল। এই সকল ঔষধ যে রূপ গুণ-বিশিষ্ট, সেই রূপ গুণ-বিশিষ্ট অন্য দ্রব্যও লওয়া যাইতে পারে। কোন অধিকারের ঔষধে যদি দুর্লভ দ্রব্য উক্ত হইয়া থাকে, সে স্থলে এই রূপ করিবে। ঔষধের যে সমস্ত গণ বলা হইয়াছে তাহার মধ্যে কোন দ্রব্য যদি স্থল-বিশেষে গুণকারী না হয় তবে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে, এবং গণে উল্লেখ নাই এমন দ্রব্যও যদি উপকারী হয় তাহাও গ্রহণ করিবে। ব্রণ-রোগের উপদ্রব দুই প্রকার, এক প্রকার রোগের অপর প্রকার রোগীর। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী ব্রণের উপদ্রব, এবং জ্বর, অতিসার, মূর্চ্ছা, হিক্কা,

বমন, অরুচি, শ্বাস, অজীর্ণ ও তৃষ্ণা এই কয়েকটী রোগীর উপদ্রব। ব্রণ-চিকিৎসার প্রতীকার সংক্ষেপে বলা হইল। এক্ষণে সদ্যো-ব্রণের চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সদ্য-ব্রণের চিকিৎসা।

ধার্ম্মিকবর বাক্য-বিশারদ ধন্বন্তরি, বিশ্বামিত্রের পুত্র সুশ্রুতকে যে রূপ উপদেশ দিয়াছেন তদনুসারে সদ্যো ব্রণের চিকিৎসা বলা যাইতেছে। বিবিধ প্রকার শস্ত্র শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পতিত হইলে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্রণ জন্মায়, তাহার লক্ষণ বলা যাইতেছে। আহত হইলে, চতুষ্কোণ, ত্রিকোণ, মণ্ডলাকার, অর্দ্ধচন্দ্রাকার, কুটিল, বিশাল শরাবের ন্যায় মধ্যস্থলে নিম্ন, এবং যবোদর সদৃশ, আগন্তুক ব্রণের এইরূপ নানাবিধ আকার হইয়া থাকে। সেই সকল ব্রণ দোষ-জন্যই হউক অথবা স্বয়ং ভিন্ন হইয়াই হউক, ব্রণের আকৃতিজ্ঞ বৈদ্য তাহাতে মুগ্ধ হইবে না। দুর্দ্দর্শ, বিকৃত, বা যে কোন আকৃতি ও বর্ণ-বিশিষ্ট হউক, তাহারা লক্ষণ ভেদে ছয় প্রকার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা—ছিন্ন, ভিন্ন, বিদ্ধ, ক্ষত, পিচ্চিত ও ঘৃষ্ট। ইহাদিগের প্রত্যেকের লক্ষণ বলা যাইতেছে। বক্র হউক বা সরল হউক ব্রণ আয়ত হইলে, অথবা শরীরের কোন অঙ্গ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে ছিন্ন বলা যায়। কুন্ত, শক্তি ঋষ্টি, খড়্গাগ্র, বিষাণাদির দ্বারা কোন আশয় ভেদ হইয়া, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ স্রাব হইলে ভিন্ন বলা যায়। আশয় সাতটী, আমাশয়, পক্বাশয়, মূত্রাশয়, রক্তাশয়, হৃদয়, উণ্ডুক ও ফুস্ফুস। কোন একটী আশয় ভিন্ন হইয়া তাহাতে রক্ত সঞ্চিত হইলে জ্বর ও দাহ জন্মে, মল-মূত্রের দ্বার, মুখ ও নাসিকা হইতে রক্ত নিঃসরণ হয়, এবং মূর্চ্ছা শ্বাস, তৃষ্ণা আধ্মান অরুচি, মল মূত্র ও বায়ুর

রোধ, ঘর্ম্ম নিঃসরণ, চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখে আমিষ গন্ধ, শরীরের দুর্গন্ধ, হৃদি-শূল ও পার্শ্ব-শূল, এই সকল উপদ্রব জন্মে। কোন্ আশয় ভেদ হইলে কি রূপ লক্ষণ জন্মে, তাহা এক্ষণে বিশেষ করিয়া বলা যাইতেছে। আমাশয় ভেদ হইয়া তাহাতে রক্ত সঞ্চিত হইলে, রক্ত বমন হয়, এবং অতিমাত্র আধ্মান ও শূল জন্মে। পক্বাশয় ভেদ হইলে, বেদনা, শরীরের গৌরব, নাভির অধোভাগ শীতল, ও কর্ণ নাসিকা মুখ হইতে রক্ত স্রাব হয়। আশয় ভেদ না হইয়া যদি অস্থি ভেদ হয়, তবে সূক্ষ্ম পথের দ্বারা বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া তাহার অন্তঃপূর্ণ হয় ও আচ্ছন্ন-মুখ ঘটের ন্যায় তাহা ভার হয়। সূক্ষ্ম-মুখ শল্য, শরীরের আশয় ভিন্ন অন্য স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া, উত্তুণ্ডিত ভাবেই থাকুক (অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ বাহির হওয়া), অথবা শরীর হইতে নির্গত হউক, তাহাকে বিদ্ধ বলা যায়। অতিশয় ছিন্ন বা অতিশয় ভিন্ন না হইয়া শরীরে বিপরীত ব্রণ হইলে ক্ষত বলা যায়। প্রহার বা পীড়নের দ্বারা অস্থি স্থান ফুলিয়া উঠিলে পিচ্চিত বলা যায়, তাহা মজ্জা ও রক্তে পরিপ্লুত হয়। ঘর্ষণের দ্বারা শরীরের ত্বক্ উঠিয়া যাইয়া রস নিঃসরণ হইলে ঘৃষ্ট বলা যায়। ছিন্ন ভিন্ন বিদ্ধ বা ক্ষত হইলে অতিশয় শোণিত স্রাব হয়, রক্ত-ক্ষয় প্রযুক্ত বায়ু অত্যন্ত কুপিত হইয়া সেই স্থলে বেদনা জন্মায়। তাহাতে স্নেহ পান, আহত স্থানে স্নেহ সেচন, ঘৃতাক্ত কৃশরা ও বেশবার সহযোগে বন্ধন, ধান্যস্বেদ, স্নিগ্ধ আলেপন এবং বাতঘ্ন ঔষধের কাথ সহযোগে স্নেহ পান করাইয়া বিরেচন, এই সকল প্রতীকার কর্ত্তব্য। পিচ্চিত বা ঘৃষ্ট হইলে রক্ত অধিক স্রাব হয় না, তজ্জন্য জ্বালা করে ও পাকিয়া উঠে। তাহাতে শোণিতের উষ্ণতা দাহ ও পাকের শান্তির নিমিত্ত শীতল আলেপন ও শীতল পরিসেচন কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত ছিন্ন ভিন্নাদি ছয় প্রকারের চিকিৎসার উপরিই সদ্যো-ব্রণের সমস্ত চিকিৎসা নির্ভর করে।

অতঃপর সকল প্রকার ছিন্নের চিকিৎসা বলা যাইতেছে। যদি

মস্তক বা কোন পার্শ্বদেশ আয়ত ভাবে আহত হইয়া মাংস লম্বিত হইয়া (ঝুলিয়া) পড়ে, তাহা সীবন করিয়া গাঢ় রূপে বন্ধন করিবে। কর্ণ ছিন্ন হইয়া স্থান-চ্যুত হইলে, তাহা যথা-স্থানে স্থাপন পূর্ব্বক সীবন করিয়া তৈল সেচন করিবে। কৃকাটিকার অন্ত ভাগ ছিন্ন হইয়া তাহাতে বায়ু গমনাগমন করিলে, তাহা সম্যক রূপে সংযত ভাবে স্থাপন করিবে, ও রোগী উত্তানভাব (চীত হয়ে) থাকিয়া আহার করিবে। তির্য্যক আঘাতে হস্ত পাদ অধিকাংশ ছিন্ন হইয়া পড়িলে, সন্ধি অস্থি প্রভৃতি সম্যক্ রূপে সংমিলিত করিয়া সীবন করিবে, ও বেল্লিতক নামক বন্ধনের দ্বারা বন্ধন করিয়া তৈল সেচন করিবে, অথবা চর্ম্মের দ্বারা গোফণার আকারে বন্ধন করিবে। ব্রণ পৃষ্ঠ-দেশে হইলে রোগীকে উত্তান ভাবে শয়ন করাইবে। বক্ষঃস্থলে ব্রণ হইলে অন্য প্রকারে শয়ন করাইবে। হস্ত বা পাদ নিঃশেষে ছিন্ন হইয়া (দ্বিখণ্ডিত হইয়া) পড়িলে, তৈল সহযোগে দগ্ধ করিবে, ও কোশ নামক বন্ধনের দ্বারা বন্ধন করিবে। রোপণ করিয়া চন্দন পদ্মকাষ্ঠ লোধ সোণাবৃক্ষ উৎপল নীলোৎপল রক্তোৎপল হরিদ্রা যষ্টি-মধু ও পয়স্যা, এই সকলের সহযোগে তৈল পাক করিবে। ব্রণ রোপণের পক্ষে এই তৈল অতি প্রশস্ত। চন্দন ককট (শাল্মলী) সহা মহাসহা (মাসপর্ণী) জটামাংসী অমৃতা (গুলঞ্চ) হরেণু (রেণুকা) মৃণাল ত্রিফলা পদ্ম ও ত্রিবিধ উৎপল এই ত্রয়োদশ প্রকার দ্রব্য অথবা দুগ্ধ সহযোগে তৈল পাক করিবে। ব্রণের রোপণের পক্ষে সেই তৈল সেচন করা হিতকর।

অতঃপর ভিন্নের চিকিৎসা বলা যাইতেছে। নাড়ী ভেদ করা হইলে অকর্ম্মণ্য হয়। ভিন্ন না হইয়া যদি লম্বিত হইয়া (ঝুলিয়া) পড়ে, তবে শীরা আহত না হয় এ রূপ ভাবে সেই নাড়ীকে হস্তের দ্বারা চাপিয়া যথা-স্থানে নিবিষ্ট করিবে। নিবিষ্ট করণের কালে সেই নাড়ী পদ্মপত্রের মধ্যে রাখিয়া হস্তের দ্বারা ধারণ করিবে। ছাগীর-

ঘৃত ক্ষীর-পত্র (যজ্ঞডুম্বুরের-পত্র) যষ্টিমধু নীলোৎপল রক্তোৎপল শুক্ল উৎপল জীবক ঋষভক এই সকল একত্র পিষিয়া তৎসহযোগে ঘৃত পাক করিবে। যে কোন প্রকারে নাড়ী আহত হউক তাহার পক্ষে এই ঘৃত বিধেয়। উদরে যে বর্ত্তির আকারে মেদ থাকে তাহা নির্গত হইলে, শোণাবৃক্ষের ভস্ম ও মৃত্তিকা চূর্ণ তাহার উপরি বিকীর্ণ করিয়া, সূত্রের দ্বারা বন্ধন করিবে ও অগ্নি-তপ্ত শস্ত্রের দ্বারা বহির্গত ভাগ ছেদন করিয়া দিবে। পরে সেই ব্রণের মুখে মধু লেপন করিয়া বন্ধন করিবে ও পূর্ব্ব ভুক্ত অন্ন পরিপাক হইলে ঘৃত পান করাইবে। ঘৃতের অভাবে দুগ্ধও দেওয়া যায়। কিন্তু সেই দুগ্ধ বা ঘৃত শর্করা যষ্টিমধু লাক্ষা অথবা গোক্ষুরী ও চিত্রা সহযোগে পাক করিয়া দিবে। ইহাতে ঐ ব্রণ-জন্য বেদনা ও দাহের শান্তি হয়। পূর্ব্বোক্ত রূপে ছেদন না করিলে উদরের আধ্মান মৃত্যু অথবা শূল জন্মিতে পারে। চিকিৎসিত স্থানে অষ্টাদশ অধ্যায়ে মেদোগ্রন্থি রোগে যে তৈল পরে বলা হইল, সেই তৈল এ স্থলে প্রয়োগ করিবে। ত্বকের নিম্ন দেশে শিরা প্রভৃতি ভেদ করিয়া, অথবা ভেদ না করিয়া শিরা প্রভৃতির অভ্যন্তরে শল্য কোষ্ঠ-দেশে প্রবেশ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত সকল উপদ্রব জন্মাইলে, ও তদ্দ্বারা কোষ্ঠ-মধ্যে রক্ত সঞ্চয়, হস্ত পাদ ও মুখ শীতল ও পাণ্ডু বর্ণ, নিঃশ্বাস শীতল, চক্ষু রক্তবর্ণ ও মলমূত্রের অবরোধ, এই সকল লক্ষণ ঘটিলে রোগীকে পরিত্যাগ করিবে। কোন কোষ্ঠ-দেশ ভেদ হওয়া প্রযুক্ত আমাশয়ে রক্ত সঞ্চিত হইলে বমন করাইবে, পক্বাশয়ে সঞ্চিত হইলে বিরেচন প্রয়োগ করিবে। বমন বিরেচনের জন্য ঘৃত তৈলাদি বর্জ্জিত উষ্ণ ঔষধ (ক্বাথ) ব্যবহার করিবে। ঘৃত তৈলাদি বর্জ্জিত যব কোল ও কুলত্থের রস সহযোগে অন্ন ভোজন করাইবে, অথবা সৈন্ধব লবণ সহযোগে যবের মণ্ড পান করাইবে। কোষ্ঠ ভেদ হইয়া অতিশয় রক্ত নিঃসৃত হইতে থাকিলে শোণিত পান করাইবে। কোষ্ঠ ভেদ হইয়াও যদি মল মূত্র ও বায়ু স্বাভাবিক পথে নিঃসরণ হইতে থাকে, ও কোন

প্রকার উপদ্রব না থাকে, তবে সে রোগী রক্ষা পায়। অন্ত্র ভেদ না হইয়া যদি উদর হইতে নির্গত হয়, তবে তাহা পুনর্ব্বার প্রবেশ করাইবে। কেহ কেহ বলেন যে পিপীলিকার দ্বারা সেই নির্গত অন্ত্র দংশন করাইয়া তাহার মস্তক সমেত প্রবেশ করাইবে। নির্গত অন্ত্র দুগ্ধের দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া, তাহাতে তৃণ শোণিত ও পাংশু লেপন করিয়া, ও ঘৃত মাখাইয়া অল্পে অল্পে প্রবেশ করাইবে। প্রবেশ করাইবার কালে অঙ্গুলির নখ কর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। শুষ্ক অন্ত্র প্রবেশ করাইতে হইলে, তাহাতে দুগ্ধ সেচন করিবে, ও আপ্লুত করিয়া ঘৃত মাখাইবে। প্রবেশ করাইবার কালে অঙ্গুলির দ্বারা কণ্ঠদেশ মার্জ্জন করিবে, শীতল জল প্রক্ষেপ করিয়া শরীর উদ্বিগ্ন করিবে, ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিগণ তাহার হস্ত পাদ ধারণ পূর্ব্বক শূন্যে উত্থাপিত করিয়া, যে রূপে অন্ত্র সমস্ত অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয় সেই মত করিয়া অল্পে অল্পে তাহার শরীর কম্পিত করিতে থাকিবে।

যে স্থান ভেদ হইয়া অন্ত্র সমস্ত বহির্গত হয়, সেই ব্রণের মুখ অল্প প্রসারিত অথবা অধিক প্রসারিত হওয়া প্রযুক্ত যদি নির্গত অন্ত্র তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইতে না পারা যায়, তবে সেই মুখ পরিমিত রূপে প্রসারিত করিয়া লইবে। পরে সেই নির্গত অন্ত্র যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া তৎক্ষণাৎ সীবন করিবে। অন্ত্র স্বস্থান চ্যুত হইলে রোগীর শ্বাস রোধ করাইয়া যথা স্থানে অন্ত্র স্থাপন করিবে, ও পট্টের দ্বারা বেষ্টন করিয়া তাহাতে ঘৃত সেচন করিবে, এবং বায়ু ও পুরীষের মৃদু রেচনের জন্য চিত্রাতৈল সংযুক্ত ঈষদুষ্ণ ঘৃত পান করাইবে। পরে ব্রণের রোপণের জন্য নিম্ন লিখিত তৈল প্রয়োগ করিবে। সাল ধব শাল্মলী মেষশৃঙ্গ শল্লকী অর্জ্জুন শালপাণী ও মনসা, এই সকল বৃক্ষের ত্বক্, এবং বেড়েলার মূল একত্র তৈল পাক করিবে। এই তৈলে ব্রণ পূরিয়া উঠিবে। মুষ্কদ্বয় রহিত করিতে হইলে পাদদ্বয় ও চক্ষু দ্বয়ে জল প্রোক্ষিত করিবে ও তুন্নসেবনী নামক কটীসন্ধি মধ্যে

মুক্তদ্বয় প্রবেশ করাইয়া সীবন করিবে। পরে কটীদেশে গোফণা নামক বন্ধন প্রয়োগ করিবে। তাহাতে স্নেহ সেচন কর্ত্তব্য নহে। তাহা হইলে ব্রণে ক্লেদ জন্মে। রক্ত চন্দন অগুরু এলাইচ জাতী চন্দন পদ্মকাষ্ঠ শিলা (শৈলজ) দেবদারু আমলকী ও তুত্থ্য (তুঁতে) একত্র তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে সেই ব্রণ পূরিয়া উঠে। শিরোদেশ হইতে শল্য বাহির করিলে সে স্থানে চুলের পলিতা করিয়া প্রবিষ্ট করিবে। চুলের পলিতা না দিলে সেই স্থান হইতে মস্তলুঙ্গ (মস্তিষ্ক) নির্গত হইতে পারে। তাহা হইলে বায়ু কুপিত হইয়া প্রাণ নাশ হয়। অতএব তাহা অবশ্যই কর্ত্তব্য। ব্রণ পূরিয়া উঠিতে আরম্ভ হইলে এক একটি চুল পলিতা হইতে নির্গত করিয়া ফেলিবে। শরীরের অন্য স্থান হইতে শল্য বাহির করিলে তাহাতে স্নেহ-যুক্ত পলিতা প্রবিষ্ট করাইবে। সদ্যঃ ক্ষতের স্থলে অগ্রে নিঃশেষে শোণিত নিঃসারিত করিয়া পরে পলিতা প্রবিষ্ট করাইবে। ব্রণের মুখ অত্যন্ত সূক্ষ্ম হইলে, নিঃশেষে শোণিত নিঃসারিত করিয়া সূক্ষ্ম শলাকার দ্বারা তাহাতে চক্র-তৈল সেচন করিবে।

মঞ্জিষ্ঠা হরিদ্রা পদ্মচারিণী ত্রিকটু ত্রিফলা তুত্থ বিড়ঙ্গ কটুকী হরীতকী গুলঞ্চ করঞ্জ, এই সকল একত্র তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে ব্রণ পূরিয়া উঠে। তালীশ পদ্মকাষ্ঠ জটামাংসী হরেণু অগুরু, চন্দন হরিদ্রা দারুহরিদ্রা পদ্মবীজ বেণা-মূল ও যষ্টিমধু এই সকল সহযোগে তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে সদ্য-ব্রণ পূরিয়া উঠে। ক্ষতর স্থানে ক্ষতর বিধি অনুসারে কার্য্য করিবে, পিচ্চিতের স্থানে ভগ্নের বিধি অনুসারে কার্য্য করিবে। ঘৃষ্টের স্থানে বেদনার শান্তি করিয়া চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। কোন অঙ্গ বিশ্লিষ্ট পতিত মথিত বা হত হইলে, তৈল-পূর্ণ দ্রোণীর দ্বারা বাসিত করিবে, ও মাংস-রস পথ্য দিবে। ক্ষীণ অবস্থায় অথবা মর্ম্ম আহত হইলেও এই বিধি কর্ত্তব্য। ব্রণ রোপণের কালে রোগীর দেহ ও ঋতু বিবেচনা করিয়া

পরিসেচনে ও পানে তৈল বা ঘৃত ব্যবহার করিবে। পিত্ত বিদ্রধির চিকিৎসায় যে সকল ঘৃত বলা' হইবে, সদ্যব্রণের স্থলেও তাহা যত্ন পূর্ব্বক প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। বেদনা-বিশিষ্ট সদ্যঃ ক্ষত-ব্রণ হইলে, অনতি-শীতল ঘৃত অথবা বলা-তৈল সেচন করিবে। মঞ্জিষ্ঠা হরিদ্রা পদ্মচারিণী হরীতকী তুথ সর্জ্জিকা ক্ষার পদ্মকাষ্ঠ লোধ যষ্টিমধু বিড়ঙ্গ হরেণু তালীশ-পত্র বেণামূল চন্দন পদ্মকেশর মঞ্জিষ্ঠা বেণামূল লাক্ষা ক্ষীর-বৃক্ষের পল্লব পিয়াল-বীজ তিন্দুকীর বীজ অথবা অপক্ক ফল, এই সকলের মধ্যে যাহা যাহা পাওয়া যায় তাহা সংগ্রহ পূর্ব্বক তৈল পাক করিবে। সদ্য-ব্রণ ও সকল প্রকার নির্দ্দোষ ব্রণ পূরণের পক্ষে এইটি অতি প্রশস্ত তৈল। কষায়-মধুর রস এবং শীতল ও স্নিগ্ধ ক্রিয়াও ইহাতে প্রয়োগ করিবে। সদ্যব্রণের স্থলে সপ্তাহ পর্য্যন্ত এই রূপ প্রতীকার করিবে। দুষ্ট ব্রণের স্থলে দেহের ঊর্দ্ধা-ধোভাগ সংশোধিত করিবে, শোণিত-শোষণ আহারের নিয়ম ও রক্তমোক্ষণ করিবে, রাজ-বৃক্ষ ও সুরসা বৃক্ষ প্রভৃতির কাথ ব্রণ ধৌত করণে ব্যবহার করিবে, ও সেই কাথে তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। অথবা ক্ষারকল্পে যে সকল ক্ষার দ্রব্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে তৈল পাক করিবে। দ্রবন্তী চিরবিল, দন্তী চিত্রক বড় এলাইচ নিম্ব-পত্র কাসীস (হিরেকস) তুথ (তুঁতে) তৃবৃৎ তেজোবতী (গজপিপ্পলী) নীল-বৃক্ষ হরিদ্রা দারুহরিদ্রা সৈন্ধব তিল ভূমি-কদম্ব সুবহা (শেফালিকা) শুক (গ্রন্থিপর্ণী) লাঙ্গল [ঈশলাঙ্গুলে] নৈপালী (মনঃশিলা) জালিনী (কোশাতকী) মদয়ন্তী (কাটমল্লিকা) মৃগাদনী (বেড়লা) সুধা (মনুহী) মূর্ব্বা অর্ক কীটারী (বিড়ঙ্গ) হরিতাল করঞ্জিকা (ডর করঞ্জ) এই সকলের মধ্যে যাহা যাহা পাওয়া যায় তদ্দারা শোধনীয় তৈল অথবা ঘৃত পাক করিবে, এবং নিম্ন-লিখিত কল্‌ক শোধনের নিমিত্ত প্রয়োগ করিবে। বাতিক-জন্য ব্রণে সৈন্ধব তৃবৃৎ ও এরণ্ড পত্রের কল্‌ক, পিত্ত-জন্য

ব্রণে তিল সংযোগে তৃবৃৎ হরিদ্রা যষ্টি-মধুর কল্ক, এবং কফ-জন্য ব্রণে, তিল তেজপত্র দন্তী স্বর্জ্জিকা-ক্ষার ও চিত্রকের কল্ক, প্রয়োগ করিবে। মেহ-জন্য বা কুষ্ঠ-জন্য ব্রণের স্থলে দুষ্ট-ব্রণের ন্যায় প্রতীকার করিবে। যে ছয় প্রকার সদ্যঃ-ব্রণের বিষয় বলা হইল, তাহা অপেক্ষা অধিক প্রকার কেহই নিশ্চয় করিতে পারেন না। তবে কোন কোন পণ্ডিতাভিমানী চিকিৎসক উপসর্গ সকল যোজনা করিয়া সদ্য-ব্রণের বিবিধ প্রকার ভেদ করেন। কিন্তু যত প্রকার ভেদ হউক তাহা সমস্তই এই ছয় প্রকারে বর্ত্তে।

তৃতীয় অধ্যায়।

ভগ্নের চিকিৎসা।

অল্পাহারী অমিতাচারী অথবা বায়ু-প্রকৃতি ব্যক্তির ভগ্ন-রোগ হইলে, অথবা ভগ্ন-রোগে কোন প্রকার উপদ্রব ঘটিলে, কষ্টে আরোগ্য হয়। লবণ কটু ক্ষার অম্ল মৈথুন সূর্য্যতাপ ব্যায়াম অথবা রুক্ষ অন্ন, ভগ্ন-রোগী সেবন করিবেন না। অভিজ্ঞ চিকিৎসক ভগ্ন-রোগীকে শালি ধান্যের তণ্ডুল, মাংস রস, দুগ্ধ ঘৃত, ছোট মটরের যুষ, ও অন্যান্য পুষ্টিকর আহার প্রদান করিবে। মধুক উড়ুম্বর অশ্বথ পলাস অর্জ্জুন বংশসাল অথবা বটের ত্বক ভগ্নের স্থানে কুশ সংলগ্ন করিবে (এক্ষণে যাহাকে বাড় বাঁধা বলে), ও মঞ্জিষ্ঠা যষ্টিমধু অথবা রক্তচন্দন, কিম্বা ঘৃত শতবার ধৌত করিয়া পিষ্ট শালিতণ্ডুলের সহ মিশ্রিত পূর্ব্বক ভগ্নের স্থানে লেপ দিবে। সৌম্য ঋতুতে (হেমন্ত বা শিশির কালে) প্রতি সপ্ত দিবস অন্তর, সাধারণ কালে (শরৎ বা বসন্ত কালে) প্রতি পঞ্চ দিবস অন্তর, এবং আগ্নেয় ঋতুতে প্রতি তিন দিবস অন্তর ভগ্নের স্থানে বন্ধন করিবে। ভগ্নের স্থানে কোন দোষ ঘটিলেও বন্ধন খুলিয়া

পুনরায় বন্ধন কর্ত্তব্য। ভগ্নের বন্ধন শিথিল হইলে সন্ধিস্থান স্থির থাকে না। বন্ধন গাঢ় হইলে, ত্বকে ফুলা ও বেদনা হয় ও পাকিয়া উঠে। অতএব ভগ্নে সম-বন্ধনই প্রশস্ত। ন্যগ্রোধাদিগণের শীতল ক্বাথ তাহাতে পরিষেচন করিবে। ভগ্নের স্থানে বেদনা থাকিলে পঞ্চমূলী সহযোগে দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ অথবা চক্র তৈল তাহাতে সেচন করিবে। কাল ও দোষ বিবেচনা করিয়া দোষঘ্ন ঔষধ সহযোগে পরিষেচন ও প্রলেপ শীতল অবস্থায় ভগ্নের উপরি প্রয়োগ করিবে। বরাহ বা শূকরের দুগ্ধ, ঘৃত ও মধুর ঔষধ সহযোগে পাক করিয়া শীতল হইলে লাক্ষা রসের সহিত ভগ্ন-রোগীকে প্রাতঃকালে পান করিতে দিবে। ব্রণ-যুক্ত ভগ্ন হইলে (ভগ্নের স্থানে ঘা হইলে), সেই ব্রণে প্রতিসারণীয় দ্রব্যের ক্বাথ প্রচুর পরিমাণে ঘৃত মধু সহযোগে সেচন করিবে, এবং যথাবিধি ভগ্নের চিকিৎসা করিবে। বালকের ভগ্ন সহজে আরোগ্য হয়। ভগ্ন রোগে যদি রোগী অল্প-দোষ-বিশিষ্ট হয়, ও শিশির কাল হয় তবে বাল্য বয়সে এক মাসে, মধ্য বয়সে দুই মাসে ও প্রাচীন বয়সে তিন মাসে সন্ধি দৃঢ় হয়। ভগ্ন স্থানে অস্থি নত হইয়া পড়িলে তাহাকে উন্নমিত করিয়া, উন্নমিত হইলে তাহাকে অবনমিত করিয়া বন্ধন করিবে। অস্থি অতিক্ষিপ্ত অর্থাৎ সন্ধিস্থান অতিক্রম করিয়া বহির্গত হইলে, সেই স্থান দীর্ঘ ভাবে আঞ্ছিত করিয়া (টানিয়া) সন্ধিমুখে ভগ্ন অস্থির মিলন করিবে। সন্ধিস্থান হইতে অস্থি অধোগত হইলে তাহাকে উর্দ্ধে উন্নত করিবে। পরে বন্ধন লেপনাদি প্রয়োগ করিবে। আঞ্ছন (দীর্ঘ ভাবে টানা) পীড়ন (টেপা) সঙ্কোচ করণ ও বন্ধন এই সকল উপায়ের দ্বারা শরীরের সকল সচল বা অচল সন্ধি সংস্থাপন করিবে। সন্ধি উৎপিষ্ট (মচকান) বা বিশ্লিষ্ট হইলে তাহা কোন মতে ঘট্টিত না হয়। তাহাতে শীতল পরিসেচন ও প্রদেহ প্রয়োগ করিবে। কোন প্রকার আঘাত না পাইলে ভগ্ন সন্ধি আপনা হইতেই স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত

হয়। পাটে ঘৃত মাখাইয়া ভগ্ন সন্ধির স্থানে অগ্রে বেষ্টন করিবে, তাহার উপরি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কুশ প্রদান করিবে, তাহার উপরি যথা বিধিক্রমে বন্ধন করিবে।

অতঃপর প্রত্যঙ্গ ভগ্নের বিধি বলা যাইতেছে। নখ-সন্ধি উৎপিষ্ট হইয়া রক্ত সঞ্চিত হইলে আরা নামক শস্ত্রের দ্বারা সেই স্থান মথিত করিয়া সঞ্চিত রক্ত নিঃসারিত করিবে। পরে তাহাতে শালি তণ্ডুল পেষণ করিয়া লেপ দিবে। অঙ্গুলি ভগ্ন বা সন্ধি-বিশ্লিষ্ট হইলে, সন্ধিস্থান সমভাবে স্থাপিত করিয়া তাহাতে সূক্ষ্ম পট্ট বেষ্টন পূর্ব্বক ঘৃত সেচন করিবে। পদতল ভগ্ন হইলে তাহাতে ঘৃত মাখাইয়া কুশ প্রদান করিবে, তাহার উপরি বস্ত্র পাট করিয়া বন্ধন করিবে। এ অবস্থায় ব্যায়াম কর্ত্তব্য নহে। জঙ্ঘা বা উরু-ভগ্ন হইলে দীর্ঘভাবে টানিয়া সন্ধিস্থানে সংযত করিবে। পরে পূর্ব্বোক্ত প্রকার বৃক্ষত্বক্ বেষ্টন করিয়া পট্টবস্ত্রের দ্বারা বন্ধন করিবে। উরুদেশের অস্থি নির্গত হইলে কিম্বা স্ফুটিত বা পিচ্চিত হইলে, তাহাতে চক্র-তৈল মাখাইয়া দীর্ঘভাবে টানিবে। পরে পূর্ব্ববৎ বন্ধন করিবে। কটী-ভগ্ন হইলে কটীর উর্দ্ধ ও অধোভাগে টানিয়া সন্ধি স্বস্থানে সংযোজিত করিবে। সন্ধি স্বস্থানে সংযোজিত হইলে বস্তি-ক্রিয়া কর্ত্তব্য। পার্শ্বদেশের অস্থি ভগ্ন হইলে, রোগীকে দণ্ডায়মান রাখিয়া ঘৃত মাখাইবে। পরে দক্ষিণ বা বাম পার্শ্বের (যে পার্শ্বের অস্থি ভগ্ন হইয়া থাকে) অস্থি বন্ধনের স্থান মার্জ্জিত করিবে। তাহার উপরি প্রলেপ প্রয়োগ করিয়া বন্ধন করিবে। অংস-সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইলে তৈল-পূর্ণ কটাহ বা দ্রোণীতে রোগীকে শয়ন করাইয়া, মুষলের দ্বারা তাহার কক্ষাদেশ ধরিয়া তুলিবে। তাহাতে অংস-সন্ধি সংশ্লিষ্ট হইলে স্বস্তিক বন্ধনের দ্বারা সেই স্থান বন্ধন করিবে। কূর্পর-সন্ধি (কনুই) বিশ্লিষ্ট হইলে, বিশ্লিষ্ট-সন্ধি অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা মার্জ্জিত করিবে। পরে প্রসারিত ও আকুঞ্চিত করিয়া চাপিয়া বসাইয়া দিয়া ঘৃত সেচন করিবে। জানু-

গুল্ফ বা মণিবন্ধ ভগ্ন হইলেও এই প্রণালী অবলম্বন করিবে। হস্ত বা পাদের তল ভগ্ন হইলে উভয় তল সমভাবে রাখিয়া বন্ধন পূর্ব্বক তাহাতে আম তৈল সেচন করিবে। হস্তের তল ভগ্ন হইয়া আরোগ্য হইলে, প্রথমত গোময়-পিণ্ড পরে মৃত্তিকা পিণ্ড, এবং হস্তে বল হইলে পাষাণ খণ্ড ধারণ করাইবে। গ্রীবা-দেশের অক্ষক নামক সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইলে, স্বেদ দিয়া মুষলের দ্বারা উন্নত করিয়া চাপিয়া বসাইয়া দৃঢ় বন্ধন করিবে। গ্রীবাদেশ উঠিয়া পড়িলে বা অধোভাগে বসিয়া গেলে গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগের মধ্যস্থল ও হনুদ্বয় ধারণ করিয়া উন্নমিত করিবে। উন্নমিত করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে কুশ প্রদান করিয়া বস্ত্র-পট্টের দ্বারা বেষ্টন করিবে। এই রোগীকে সপ্তরাত্র নিয়ত উত্তান ভাবে শয়ন করাইয়া রাখিবে। হনু-সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইলে হনুর অস্থিদ্বয় সমভাবে স্থাপিত করিয়া স্বেদ প্রদান পূর্ব্বক পঞ্চাঙ্গী বন্ধনের দ্বারা বন্ধন করিবে; এবং বাতঘ্ন অথচ মধুর এরূপ দ্রব্য সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া নস্য প্রয়োগ করিবে। যুবা ব্যক্তির দন্ত ভগ্ন না হইয়া যদি চলিত হয়, তবে রক্ত নিঃসরণ হইতেছে এমন অবস্থায় সেই দন্ত অবপীড়িত করিয়া (চাপিয়া বসাইয়া) বাহিরে সন্ধানীয় দ্রব্যের শীতল আলেপন প্রয়োগ করিবে। পদ্মের মৃণালের দ্বারা দুগ্ধ পানই তাহার পথ্য। বৃদ্ধের দন্ত চলিত হইলে আরোগ্য হয় না। নাসা-দণ্ড ভগ্ন হইয়া উঠিয়া বা নামিয়া পড়িলে, শলাকার দ্বারা তাহা সমভাবে স্থাপিত করিয়া, ও উভয় নাসা রন্ধ্রের মধ্যে দ্বিমুখী শলাকা প্রবিষ্ট করিয়া, বস্ত্রপট্টের দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক ঘৃত সেচন করিবে। কর্ণ ভগ্ন হইলে তাহা ঘৃতে আপ্লুত করিয়া সমভাবে স্থাপন পূর্ব্বক বন্ধন করিবে। পরে সদ্যঃক্ষতের প্রণালীতে চিকিৎসা করিবে। মস্তলুঙ্গ ব্যতিরেকে কেবল মাত্র কপাল খণ্ড ভেদ হইলে, তাহাতে ঘৃত মধু প্রয়োগ করিয়া বন্ধন করিবে, ও সপ্তাহ ঘৃত পান করাইবে। পতন বা

আঘাতের দ্বারা অঙ্গ ক্ষত না হইয়া কেবল ফুলিয়া উঠিলে, তাহাতে শীতল ক্বাথ সেচন ও শীতল ঔষধ প্রয়োগ করিবে। জঙ্ঘা বা উরুদেশ ভগ্ন হইলে কপাট শয়ন হিতকর। কপাট শয়নে রাখিয়া রোগীর পঞ্চ স্থানে কীলকাকারে বন্ধন করিবে, যেন ভগ্ন স্থান চলিত না হয়। সন্ধি স্থানের উভয় দিকে দুইটি করিয়া, তলদেশ একটী, শ্রোণী দেশে বা পৃষ্ঠ দণ্ডে অথবা বক্ষঃস্থলে একটী এবং অক্ষ দ্বয়ে দুইটী বন্ধনী প্রয়োগ করিবে।

ভগ্নসন্ধির বিধি বলা হইল। অধিক কালের সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইলে স্নেহ প্রয়োগ করিয়া স্বেদ দিবে ও মৃদু প্রক্রিয়া করিবে, এবং পূর্ব্বোক্ত সকল ক্রিয়া যুক্তি অনুসারে করিবে। কাণ্ড [বৃহৎ অস্থি] ভগ্ন হইয়া বিপরীত ভাবে সংলগ্ন হইয়া পুরিয়া উঠিলে, তাহা পুনর্ব্বার সমভাবে সংলগ্ন করিয়া ভগ্নের ন্যায় প্রতীকার করিবে। ব্রণের মধ্যে শুষ্ক অস্থি থাকিলে তাহা নির্গত করিয়া পুনর্ব্বার সংযত করিবে। শরীরের ঊর্দ্ধ দেশে [মস্তকে] ভগ্ন হইলে কর্ণ পূরণ বিধেয়, ইহা মস্তিষ্কের পক্ষে হিতকর। ঘৃত পান ও নস্য ও ইহাতে হিতকর। কোন প্রশাখা ভগ্ন হইলে অনুবাসন কর্ত্তব্য।

অতঃপর ভগ্নের চিকিৎসার নিমিত্ত তৈল পাকের প্রকরণ বলা যাইতেছে। কৃষ্ণ তিল, রাত্রিকালে জলে আলোড়িত করিবে, এবং দিবাভাগে শুষ্ক করিয়া গাভী-দুগ্ধে ভাবিত করিবে। ত্রিরাত্র বা সপ্তরাত্র এই রূপ করিয়া পরে মধু-মিশ্রিত জলে ভাবিত করিবে। অনন্তর পুনর্ব্বার দুগ্ধে ভাবিত করিয়া শুষ্ক হইলে চূর্ণ করিবে। কাকোল্যাদি গণস্থ দ্রব্য যষ্টি-মধু মঞ্জিষ্ঠা শ্যামালতা কুষ্ঠ ধুনা জটামাংসী দেবদারু রক্তচন্দন ও শতপুষ্প, এই সকলের চূর্ণ পূর্ব্বোক্ত তিল চূর্ণের সহিত একত্র করিবে। সর্ব্বগন্ধা (১) সহযোগে

(১) গুড়ত্বক এলাইচ তেজপত্র নাগকেশর কর্পূর কক্কোল অগুরু কুঙ্কুম লবঙ্গ এই সর্ব্বসমেত সর্ব্বগন্ধা বলে।

দুগ্ধ পাক করিবে, সেই দুগ্ধ-যোগে ঐ সকল চূর্ণ মর্দ্দন করিয়া তৈল বাহির করিবে; সেই তৈল চতুর্গুণ-দুগ্ধ-সহযোগে পাক করিবে; তদনন্তর এলা অংশুমতী (শালপর্ণী) তেজপত্র জীবক তগরপাদুকা রোধ্র প্রপৌণ্ডরিক শৈলজ সৈরেয়ক (ঝাঁটী) শুক্ল ভূমিকুষ্মাণ্ড অনন্ত-মূল মধুলিকা (মৌরি) ও শৃঙ্গাটক একত্র পিষিয়া উক্ত তৈল সহ মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ভগ্ন-রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে সকল প্রকার কার্য্যেই এই তৈল প্রয়োগ করিবে। আক্ষেপক পক্ষাঘাত তালুশোষ, অর্দ্দিত সামক বায়ু-রোগ, মন্যাস্তম্ভ শিরোরোগ কর্ণশূল হনুগ্রহ বধিরতা তিমির-রোগ ও শুক্র-ক্ষয়-জন্য ক্ষীণতা, এই সকল রোগে পানে মর্দ্দনে নস্যে বস্তিকার্য্যে ও ভোজনে এই তৈল প্রয়োগ করিবে। ইহাতে গ্রীবা স্কন্ধ ও বক্ষঃস্থল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং মুখ পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল ও নিঃশ্বাস সুগন্ধি-যুক্ত হয়। ইহার নাম গন্ধতৈল, সকল প্রকার বায়ু-জন্য বিকারের শান্তি-কর। ত্রপুষ (শশা) বয়ড়া ও পিয়ালের তৈল, মধুর বর্গ কাকোল্যাদিগণ প্রভৃতি, কো৹ প্রাণীর বসা, ও তৈলের দশগুণ দুগ্ধ, একত্র পাক করিবে। এইটী অতি উৎকৃষ্ট স্নেহ। পান অভ্যঞ্জন নস্য বস্তি ও পরিষেচনে এই তৈল ব্যবহার করিলে ভগ্ন-রোগ শীঘ্র আরোগ্য হয়। ভগ্ন স্থান যাহাতে পাকিয়া না উঠে তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। ভগ্ন-স্থানে সিরা স্নায়ু বা মাংস পাকিয়া উঠিলে ভগ্ন-রোগ শীঘ্র আরোগ্য হয় না। সন্ধি বিপরীত ভাবে ন্যস্ত বা আবিদ্ধ না হইলে, বা হীনাঙ্গ না হইলে, এবং স্বচ্ছন্দে আকুঞ্চন ও প্রসারণ করিতে পারিলে, সন্ধি সম্যক সংশ্লিষ্ট হইয়াছে বলিয়া জানিবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

বাত-ব্যাধির চিকিৎসা।

বায়ু আমাশয়-গত হইলে যথাবিধি বমন করাইয়া সপ্তাহ কাল সুখাম্বু (১) সহযোগে ষড়্‌ধরণ যোগ সেবন করাইবে। চিত্রক ইন্দ্রযব পাঠা কটুকী আতইচ এবং অভয়া (হরিতকী বিশেষ) ইহারাই বাতব্যাধি-নিবারক ষড়্‌ধরণ যোগ নামে কথিত। বায়ু পক্বাশয় গত হইলে স্নেহ-বিরেচন (২) এবং প্রচুর লবণ-রস সহযোগে বস্তি (বিরেচন) শোধনী অথবা প্রাস (৩) বিধান করিবে। কর্ণ চক্ষু প্রভৃতি স্থানে বায়ু কুপিত হইলে, স্নেহ অভ্যঙ্গ মর্দ্দন লেপন প্রভৃতি বায়ু-শান্তিকর প্রণালী অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। বায়ু বস্তিদেশ-গত হইলে, বস্তি শোধন করা কর্ত্তব্য। বায়ু ত্বক মাংস শিরা বা স্নায়ুগত হইলে, রক্ত-মোক্ষণ স্নেহ-লেপন অগ্নিকর্ম্ম বন্ধন ও উন্মর্দ্দন [নিম্ন হইতে উপরে চুঁচিয়া লওয়া], এই সকল কার্য্য বিধেয়। স্নায়ু সন্ধি বা অস্থি গত হইলে, অথবা অস্থি-মধ্যে নিরুদ্ধ হইলে, অথবা পাণিমন্থ রোগ কর্ত্তৃক দারিত হইলে, নাড়ী [সূক্ষ্ম নল] দ্বারা ধীরে ধীরে বায়ুকে চালনা করিবে [ফুৎকারের দ্বারা।] বায়ু শুক্র গত হইলে শুক্র-দোষের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। অবগাহন কুটী করীষের অগ্নি প্রস্তর অভ্যঙ্গ বস্তি-ক্রিয়া [পিচকারী] ও শিরা বেধন পূর্ব্বক রক্ত মোক্ষণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গগত বায়ুর শান্তি করিবে। বায়ু একাঙ্গগত হইলে শৃঙ্গের দ্বারা রক্তমোক্ষণ করাইবে। শ্লেষ্মা পিত্ত বা রক্ত, এই তিনটির মধ্যে কোন একটির সহিত বায়ু

---

(১) অগ্নিপক্ব জল, নয় উষ্ণ নয় শীতল হইলে সুখাম্বু বলে।

(২) স্নেহ বিরেচনে তিল্বক সর্পি নামক ঘৃত ব্যবহার্য্য।

(৩) ঘৃত চিনী প্রভৃতি দ্রব্য সহযোগে ঔষধ পাক করিয়া কিঞ্চিৎ তরল অবস্থায় থাকিলে প্রাস বলা যায়।

মিলিত হইলে, অথবা বায়ু কর্তৃক কোন স্থান স্পন্দহীন হইলে, প্রচুর পরিমাণে রক্ত-মোক্ষণ করা এবং তৈল সহযোগে লবণ ও গৃহ-ধূম লেপন করা কর্ত্তব্য। পঞ্চমূলী সহযোগে পাক করা দুগ্ধ, ফলাম্লের [১] রস, অথবা সুস্নিগ্ধ (ঘৃত যুক্ত) ধান্য-যূষ বায়ু-বিকারের পক্ষে হিতকর। কাকোল্যাদিগণ সকল প্রকার বাতঘ্ন অম্ল দ্রব্য, সজল দেশস্থ পশুর মাংশ ও সকল প্রকার স্নেহ-দ্রব্য, এই সকল একত্র করিয়া লবণাক্ত করিবে। ঈষদুষ্ণ হইলে ইহাকে শাল্বণ কহে। বাত-রোগে শরীর কুঞ্চিত ব্যথা-যুক্ত বা গাত্র স্তব্ধ-ভাবাপন্ন হইলে ইহার প্রলেপ প্রয়োগ করিয়া, ক্ষৌম বা কার্পাসের বস্ত্রের দ্বারা গাঢ়রূপে বন্ধন করিবে। অথবা বিড়াল নকুল উষ্ট্র বা মৃগের চর্ম্মে শাল্বণ মাখাইয়া তাহার মধ্যে (বন্ধনের অভ্যন্তরে) প্রবিষ্ট করিবে। স্কন্ধ বক্ষ ত্রিক অথবা মন্যাতে বায়ু রুদ্ধ হইলে বমন ও স্থল বিশেষে নস্যের দ্বারা শান্তি হয়। শিরোগত বায়ু শিরোবিরেচন অথবা রক্ত-মোক্ষণের দ্বারা শান্তি হয়। বায়ু সর্ব্বাঙ্গগত বা একাঙ্গ স্থিত হইলে দ্রব্য সংযোগে বিবিধ প্রকারে স্নেহ মাত্রা সেবন করাইবে। বস্তিদেশে বায়ু রুদ্ধ হইলে, স্নেহ-স্বেদ অভ্যঙ্গ বস্তিক্রিয়া ও স্নেহ-বিরেচন প্রয়োগ করিবে।

শিরোবস্তি [১] শিরঃ স্নেহ (২) স্নেহ-ধূম [৩] ঈষদুষ্ণ প্রয়োগ বা সেবন, স্নেহ-গণ্ডুষ [৪] স্নেহ-দ্রব্যের নস্য, মাংস রস, দুগ্ধ, মাংস, স্নেহ, স্নেহ-বিশিষ্ট দ্রব্য, ও অম্ল ফল ও স্নিগ্ধ-দ্রব্য ভোজন, সকল প্রকার লবণ ঈষদুষ্ণ পরিষেচন, সংবাহন (টেপা) কুঙ্কুম, অগুরু তেজপত্র, কুষ্ঠ এলাইচ, তগর পাদুকা, কৌশেয় ঔর্ণিক বা পশু-রোম নির্ম্মিত

(১) দাড়িম্ব লেবু প্রভৃতিকে ফলাম্ল বলা যায়। সূত্র স্থান রস বিশেষের লক্ষণ অধ্যায় দেখ।

(১) শিরো-বিরেচন।

(২) মস্তকে ঘৃত তৈলাদি পরিষেচণ।

(৩) স্নেহ দ্রব্য সহযোগে ধূম প্রয়োগ।

(৪) স্নেহের কুলকুচা।

বস্ত্র, বায়ু ও আতপ বর্জ্জিত গৃহ, কোমল শয্যা, অগ্নি সন্তাপ ও ব্রহ্মচর্য্য বায়ু রোগে এই সকল প্রক্রিয়া কর্ত্তব্য।

তিল্বক সর্পি [স্নেহ বিরেচন]।

ত্রিবৃৎ দন্তী স্বর্ণক্ষীরী সপ্তলা (চামকষা বৃক্ষ) শঙ্খিনী (চোঁচ-খড়িকা) ত্রিফলা ও বিড়ঙ্গ ইহাদিগের প্রত্যেকের অক্ষ (১) পরিমিত কল্ক, লোধের মূল ও পিল্লকের কল্ক এক এক বিল্ব পরিমিত, দুই পাত্র (২) ত্রিফলার রস, দুই পাত্র দধি এক পাত্র ঘৃত, একত্র পাক করিবে। ইহাতে তিল্বক সর্পি বলে। বাত রোগে স্নেহ বিরেচনের স্থলে ইহা প্রযোজ্য। এই বিধি ক্রমে অশোক ও রম্যকের (পটোল-মূল) ঘৃত পাক করা যায়।

অনুতৈল।

যে কাষ্ঠের দ্বারা বহুকালাবধি তিল পীড়ন করিয়া তৈল বাহির করা হইয়াছে, সেই তৈল-পায়িত কাষ্ঠ অতি সূক্ষ্ম আকারে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিবে। সেই সকল ক্ষুদ্র খণ্ড বৃহৎ কটাহে স্থাপন পূর্ব্বক জলে আপ্লাবিত করিয়া কাথ করিবে। জলের উপরিভাগে যে স্নেহ (তৈল) উত্থিত হয় তাহা সরক বা হস্তের দ্বারা গ্রহণ পূর্ব্বক বাতঘ্ন ঔষধ (৩) সহযোগে স্নেহ পাকের বিধান মতে পাক করিবে। ইহাকে অণু-তৈল বলে, ইহা বাত রোগে ব্যবহার্য্য।

সহস্র পাক তৈল।

ভূতল প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে মহাপঞ্চমূল কাষ্ঠের দ্বারা এক রাত্র কাল দগ্ধ করিয়া কৃষ্ণ বর্ণ করিবে। পরে অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে ভস্ম সকল স্থানান্তরিত করিবে। ভূমি শীতল হইলে, বিদারি গন্ধাদির

---

(১) ষোড়শ মাষায় এক অক্ষ।

(২) কাষ্ঠের বাঁধযুক্ত লৌহের হাতার নাম পাত্র, তৈল বা ঘৃত পাকে ব্যবহৃত হয়।

(৩) সূত্র স্থানে গনবর্ণনা দ্রষ্টব্য।

(৪) কাথ, এক শত ঘট (৫) তৈল, ও তুল্য পরিমাণে দুগ্ধ, সেই ভূমিতে সেচন করিবে। তাহাতে সেই ভূমি-প্রদেশ যত দূর পর্য্যন্ত স্নিগ্ধ হইবে, সেই পর্য্যন্ত মৃত্তিকা তুলিয়া লইয়া বৃহৎ কটাহে স্থাপন পূর্ব্বক উষ্ণোদক সেচন করিবে। তাহাতে সেই মৃত্তিকা হইতে যে তৈল নির্গত হইবে তাহা গ্রহণ করিয়া আবৃত-মুখ কলসীতে রাখিবে। পরে বাতঘ্ন ঔষধের কাথ, মাংসরস, দুগ্ধ ও অম্ল রস, সহস্র ভাগে (৬) একত্র সহযোগে যতদিনে পারে সহস্রবার পাক করিবে। হৈমবতী (স্বর্ণ-ক্ষীরী লতা), দক্ষিণা-পথ-জাত গন্ধ দ্রব্য (৭) সমস্ত, এবং বাতঘ্ন ঔষধ সমস্ত তাহাতে প্রক্ষেপ করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে, শঙ্খধ্বনি ও দুন্দুভি ধ্বনি করিবে, ছত্রধারণ ও বাল-ব্যজন সহকারে বীজন করিবে, এবং সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। পাক উত্তম রূপ সিদ্ধ হইলে চুল্লী হইতে নামাইয়া সুবর্ণ রজত বা মৃণ্ময় পাত্রে মুখ আবৃত করিয়া রাখিবে। ইহাকে সহস্র পাক তৈল বলে, ইহার বীর্য্য অপ্রতিবার্য্য এই তৈল শতভাগে পাক করিলে শত পাক নামে আখ্যাত হয়।

পত্র লবণ।

এরণ্ড, ঘণ্টা-পারুল নক্তমাল অটরুষক (বাসক) পূতিক (নাটা করঞ্জ) আরগ্বধ (সোঁদাল) চিত্রক, ইহাদিগের আর্দ্র পত্র সহযোগে উদূখলে পিষিয়া তৈল বা ঘৃতের কলসে প্রক্ষেপ পূর্ব্বক গোময়ের দ্বারা ঘট লেপন করিয়া দগ্ধ করিবে। ইহাকে পত্র লবণ বলে—বাত রোগে প্রশস্ত।

স্নেহ লবণ অথবা কাণ্ড লবণ।

স্নুহী-কাণ্ড (মনসার গুঁড়ি) বার্ত্তাকু শিগ্রু ও সকল প্রকার লবণ, একত্র চূর্ণ করিয়া ঘটে পূরিবে। তাহাতে ঘৃত তৈল বসা মজ্জা

(৪) বিদারি গন্ধাদি সূত্রস্থানের গনবর্ণনা দ্রষ্টব্য।

(৫) দ্রোণ পরিমিত কলসকে ঘট বলে।

(৬) যত তৈল তাহার সহস্র গুণ অম্লরস।

(৭) মালবদেশকে দক্ষিণাপথ বলে।

প্রক্ষেপ করিয়া ও গোময়ের দ্বারা লেপ দিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। ইহাকে স্নেহ লবণ বলে—বাত রোগে প্রশস্ত।

কল্যাণ লবণ।

গণ্ডীর পলাশ কুটজ বিল্ব অর্ক স্নুহী অপামার্গ পাটলা নাদেয়ী নারেঙ্গা নেবু কৃষ্ণগন্ধা নীপ নির্দহনী অটরূষক নক্তমাল পূতিক বৃহতী কণ্টকারী ভল্লাতক ইঙ্গুদী বৈজয়ন্তী কদলী বর্ষাভূ (পুনর্ণবা) হ্রীবের ইক্ষুরক (কুলে থাড়া) ইন্দ্রবারুণী [রাখাল শসা) শ্বেত (জীরক) মেক্ষক [শ্বেত সর্ষপ] অশোক, এই সকল বৃক্ষ, মূল পত্র শাখা সমেত আর্দ্র থাকিতে উৎপাটন মাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক লবণাক্ত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় দগ্ধ করিবে। সেই ভস্ম ক্ষার-পাকের বিধান ক্রমে স্রাবিত করিয়া পাক করিবে। ইহাতে হিঙ্গু আদি (১) বা পিপ্‌পল্যাদি গণোক্ত দ্রব্য প্রক্ষেপ করিবে। ইহাকে কল্যাণ লবণ কহে। বাত রোগে গুল্ম প্লীহা অগ্নিমান্দ্য অজীর্ণ অর্শ অরুচি ও কাশ প্রভৃতি উপদ্রবে পান ও ভোজনে ব্যবহার করিবে।

পঞ্চম অধ্যায়।

মহাবাত ব্যাধি চিকিৎসা।

কেহ কেহ বলেন যে বাতরক্ত দুই প্রকার, উত্থান ও অবগাঢ়। কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে। বাতরক্ত প্রথম অবস্থায় কুষ্ঠের ন্যায় উন্নত হইয়া কালান্তরে অবগাঢ় হয়। অতএব এই দুই প্রকারের ভিন্নতা নাই।

অধিকতর বলবানের সহিত ব্যায়াম প্রভৃতির দ্বারা (১) বায়ু কুপিত হয়। তাহাতে গুরুপাক অথচ উষ্ণ এরূপ দ্রব্য অতিরিক্ত পরিমাণে নিয়ত ভোজন করিলে রক্ত দূষিত হয়। পূর্ব্বোক্ত কুপিত

(১) হিঙ্গু আদি মহাবাত ব্যাধির চিকিৎসাতে পরে বলা হইয়াছে।

(১) এস্থলে সাধ্যাতীত পরিশ্রম বুঝিতে হইবে।

বায়ু রক্তবাহিনী শিরা মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সেই দূষিত রক্তের গতি রোধ করে। তাহাতে সেই দূষিত রক্ত সেই বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া বাত-রক্ত নিমিত্ত বেদনা জন্মায়। সেই বাত-রক্ত প্রথমতঃ হস্ত পদে অবস্থিতি করিয়া পরে সর্ব্ব দেহ ব্যাপ্ত হয়। ইহার পূর্ব্ব-রূপ তোদ দাহ কণ্ডূ শোফ স্তব্ধ ভাব পারুষ্য, শিরা স্নায়ু ও ধমনীর নিষ্পন্দন, উরুদ্বয়ের দৌর্ব্বল্য এবং শরীরের হস্ততলে অকস্মাৎ শ্যাব অথচ রক্তবর্ণ মণ্ডলাকার উৎপত্তি। এ অবস্থায় প্রতীকার না করিয়া অহিতাচার করিলে রোগ প্রকাশ হয়। তাহার লক্ষণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। রোগের প্রকাশেও প্রতিকার না করিলে অঙ্গের বৈকল্য জন্মে।

এস্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

কোমল-দেহ-বিশিষ্ট মিথ্যা-আহার-বিহার-শীল স্থূল ও সুখী ব্যক্তি-দিগের বাতরক্ত কুপিত হয়।

প্রাণ মাংস ক্ষয়, পিপাসা জ্বর মূর্চ্ছা শ্বাস কাস স্তম্ভ অরুচি অজীর্ণ বিসরণ (ক্ষয় স্থান প্রসারিত হওয়া) সঙ্কোচন এই সকল উপদ্রব না থাকিলে এবং রোগী বলবান্ আত্মবান্ [২] ও উপকরণ-বিশিষ্ট [৩] হইলে বাতরক্ত রোগে চিকিৎসা করিবে।

বায়ুর আধিক্যে শরীর রুক্ষ বা ম্লান না হইলে বাতরক্ত রোগের প্রথমাবস্থায়, গতিরোধ বশত যে শোণিত দূষিত হইয়া থাকে, তাহা পুনঃ পুনঃ অল্পে অল্পে নিঃসারিত করিবে। এক কালে অধিক শোণিত নিঃসারিত করিলে বায়ু কুপিত হয়। পুনঃ পুনঃ রক্ত মোক্ষণের পর বমন বিরেচনাদি প্রয়োগ করিবে। তদনন্তর বায়ু প্রবল থাকিলে অন্ন সংযোগে পুরাণ ঘৃত পান করাইবে। অথবা ছাগীদুগ্ধ, তাহার অর্দ্ধ পরিমিত তৈল ও শৃগাল-বিট্ একত্র সিদ্ধ করিয়া দুই তোলা মধু

(২) নিয়মিত আচারী।

(৩) চিকিৎসার উপযোগী দ্রব্য ও পথ্য প্রভৃতি আহরণে সমর্থ।

সংযোগে পান করাইবে। অথবা শুণ্ঠী শৃঙ্গাটক সহযোগে ছাগী-দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া শর্করা-মধু সংযোগে পান করাইবে; অথবা ঐ দুগ্ধ, শ্যামা রাস্না কৃষ্ণ-জীরা শৃগাল-বিট্ পিলু গোক্ষুরী ও দশমূলী সহযোগে পাক করাইয়া পান করাইবে। অষ্টগুণ দশমূলীর ক্বাথের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া, সেই দুগ্ধ ও যষ্টিমধু মেষ-শৃঙ্গী গোক্ষুরী সরল-কাষ্ঠ ভদ্র-দারু বচ ও সুরভি [সল্লকী], ইহাদিগের কল্‌ক * সহযোগে তৈল পাক করিয়া পানে ও অভ্যঙ্গে সেবন করিবে। শতমূলী যষ্টিমধু শ্বেত ভূমিকুষ্মাণ্ড বলা অতিবলা ও তৃণ পঞ্চমূলী (১) এই সকলের ক্বাথ, অথবা কাকোল্যাদি গণের কল্‌ক সহযোগে বলাতৈল শত পাক করিয়া সেবন করিবে। বাতঘ্ন ঔষধের মূল সহযোগে দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধের দ্বারা, অথবা অম্লরসের দ্বারা পরিষেচন করিবে। অথবা যব যষ্টিমধু এরণ্ড তিল ও পুনর্ণবা এই সকল একত্র প্রদেহ প্রস্তুত করিবে।

যব গোধূম তিল মুদ্গ মাসকলাই সমভাগে চূর্ণ করিবে। অনন্তর কাকোলী ক্ষীরকাকোলী জীবক ঋষভক বলা অতিবলা বিস মৃণাল শৃগাল-বিট্ মেষশৃঙ্গ পিয়াল শর্করা কশেরুক সল্লকী ও বচ ইহাদিগের প্রত্যেকের কল্ক, পূর্ব্বোক্ত চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘৃত তৈল বসা মজ্জ ও দুগ্ধের সহিত পাক করিবে। ইহাকে পঞ্চপায়স কহে—অঙ্গে উপনাহে (২) প্রযোজ্য। স্নেহ-যুক্ত ফলের সার গ্রহণ পূর্ব্বক উৎকারিকা প্রস্তুত করিয়া, অথবা যব গোধূম তিল মুদ্গ মাষ চূর্ণ করিয়া, বিবিধ প্রকার মৎস্য মাংস সহযোগে বেসবার (৩) প্রস্তুত

* স্নেহদ্রব্যে কল্‌ক দিতে হইলে ১ এক শের ঘৃত বা তৈলে কল্‌কের দ্রব্য প্রত্যেকে অৰ্দ্ধ তোলা।

(১) তৃণ পঞ্চমূলী সূত্রস্থান দ্রব্যের গণ বর্ণনায় দ্রষ্টব্য।

(২) কোন দ্রব্যের গাঢ় কল্‌ক পুল্‌টিশের মত উষ্ণ অবস্থায় অঙ্গে লেপন পূর্ব্বক বন্ধন করা হইলে উপনাহ বলা যায়।

(৩) "বেশবার" পান ধন্যা লবঙ্গ ও মরিচ একত্র যোগে বেশবার কহে।

করিয়া সেবন করিবে। বিল্বপেশী (বেল শুঁটা) তগর-পাদুকা দেবদারু সরলা রাস্না হরেণু কুষ্ঠ শতপুষ্প (শুল্‌ফা) সুরা ও দধি-মস্তু এই সকল একত্র লেপনে ব্যবহার করিবে। ঘৃত সৈন্ধব-মিশ্রিত মাতুলুঙ্গের (টাবা নেবুর) রস, মধুশিগ্রুর (রক্ত সজিনার) মূল এবং তিলের কল্ক একত্র করিয়া আলেপনে ব্যবহার করিবে। বাত-রক্ত রোগে যদি বায়ুর প্রাধান্য থাকে তাহার এই সকল প্রতিকার বলা হইল।

বাত-রক্ত রোগে পিত্তের প্রাবল্য থাকিলে, দ্রাক্ষা রেবত (সোঁদাল) কটফল ক্ষীরকাকোলী যষ্টি-মধু চন্দন কাশ্মর্য্য, ইহাদিগের ক্বাথ প্রচুর শর্করা ও মধু সংযোগে পান করাইবে। শতমূলী যষ্টি-মধু পটোল ত্রিফলা ও কটুরোহিনী, ইহাদিগের ক্বাথ, গুড়ুচির ক্বাথ অথবা চন্দনাদির ক্বাথ, প্রচুর শর্করা ও মধু সংযোগে পান করাইবে। অথবা তিক্ত ও কষায় রস সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া পান করাইবে।

বিস মৃণাল চন্দন পদ্মকাষ্ঠ সমভাগে একত্র করিয়া (জলের) অর্দ্ধ পরিমিত দুগ্ধের সহিত ক্বাথ প্রস্তুত পূর্ব্বক অঙ্গে পরিষেচন করিবে। দুগ্ধ ইক্ষু-রস মধু শর্করা ও তণ্ডুলোদক সমভাগে একত্র করিয়া, অথবা দ্রাক্ষা ও ইক্ষুর ক্বাথ মিশ্রিত দধিমস্তু, অথবা মধু ধান্যাম্ল ও জীবনীয় (গণবর্ণনা দেখ) সহযোগে পাক করা ঘৃত অভ্যঙ্গে প্রয়োগ করিবে।

শত ধৌত ঘৃতের অথবা কাকোল্যাদিগণের কল্ক সহযোগে পাক করা ঘৃতের প্রদেহ প্রয়োগ করিবে, অথবা শালি যষ্টি নল বঞ্জুল তালীশ শৃঙ্গাটক গিলোড্য হরিদ্রা গৈরিক শৈবল পদ্মকাষ্ঠ পদ্মপত্র প্রভৃতি, ধান্যাম্ল যোগে পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত পূর্ব্বক প্রদেহ প্রয়োগ করিবে। এই প্রদেহ ঈষদুষ্ণ হইলে বায়ুর প্রাবল্যের স্থলেও প্রয়োগ করা যায়।

বাত-রক্ত রোগে রক্তের প্রাবল্যের স্থলেও পূর্ব্বোক্ত পিত্তপ্রাবল্যের

সকল প্রতীকার কর্ত্তব্য। অধিকন্তু প্রচুর পরিমাণে শোণিত অবসেচন কর্ত্তব্য, এবং অত্যর্থ শীতল প্রদেহ ব্যবহার্য্য।

শ্লেষ্মার প্রাবল্য থাকিলে, আমলকী ও হরিদ্রার ক্বাথ মধু সংযোগে মধুর করিয়া পান করাইবে। অথবা ত্রিফলার ক্বাথ বা যষ্টি-মধু শৃঙ্গবের হরীতকী ও তিক্তরোহিনী (কটুকা), ইহাদিগের কল্ক মধু সংযোগে, কিম্বা গুড় ও হরীতকী জল সংযোগে, ভক্ষণ করাইবে। তৈল গোমূত্র ক্ষারোদক সুরা সুক্ত (সূত্রস্থান মদ্য-বর্গ দেখ) অথবা কফঘ্ন ঔষধের ক্বাথ পরিষেচন করিবে। দধিমস্তু গোমূত্র সুরা সুক্ত যষ্টি-মধু সারিবা পদ্ম-কাষ্ঠ, ইহাদিগের ক্বাথে ঘৃত পাক করিয়া অভ্যঙ্গে ব্যবহার করিবে। আরগ্বধাদি গণের (সূত্রস্থান গণবর্ণনায় দ্রষ্টব্য) ক্বাথ পরিষেচনে প্রযোজ্য। তিল সর্ষপ অতসী (তিসী) ও যবের চূর্ণ, শ্লেষ্মাতক কপিত্থ মধুশিগ্রু সহযোগে ক্ষার ও মূত্রে পেষণ করিয়া প্রদেহে (১) প্রয়োগ করিবে।

শ্বেত সর্ষপের কল্ক, তিল ও অশ্বগন্ধা একত্র যোগে কল্ক, পিয়াল শেলু (চাল্‌তা) ও কপিত্থ ত্বকের একত্র যোগে কল্ক-মধুশিগ্রু ও পুনর্ণবা একত্র যোগে কল্ক, ত্রিকটু তিক্তা (কটুকী) পৃথকপর্ণী (চাকুলে) ও বৃহতীর পত্র যোগে কল্ক, এই পঞ্চ প্রকার প্রদেহ ক্ষারোদকে (২) পেষণ করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে প্রয়োগ করিবে। অথবা শালপর্ণী বৃহতী কণ্টকারী দুগ্ধে পেষণ করিয়া অর্কদুগ্ধ মিশ্রণ পূর্ব্বক প্রদেহে ব্যবহার করিবে।

বাত-রক্ত রোগ দুই দোষ জাত অথবা সর্ব্বদোষ জাত হইলে প্রত্যেক দোষের যে যে প্রতিকার পূর্ব্বে বলা হইল, তাহা দোষ অনুসারে মিলিত করিয়া সেবন ও প্রয়োগ করিবে।

---

(১) "প্রদেহ" সূত্রস্থানে আলেপ ও বন্ধন বিধি দেখ।

(২) ক্ষারোদক সূত্রস্থানের ক্ষার পাক বিধিতে যে প্রণালী বলা হইয়াছে তাহাই ক্ষারোদক প্রস্তুতের প্রণালী। অভাবে ক্ষার-স্রাবিত জল।

সকল প্রকার বাত-রক্তেই গুড় হরীতকী সেবন করিবে, অথবা দুগ্ধ বা জলের সহিত পিপ্পলী পিষিয়া সেবন করিবে। ইহাতে পিপ্‌পলীর সংখ্যা প্রতিদিন পাঁচটি করিয়া অথবা দশটী করিয়া বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই রূপ প্রতিদিন সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দশদিন সেবন করিবে। এই ক্ষীর-পিপ্‌পলীর সেবন কালে কেবল দুগ্ধান্ন পথ্য। এই নিয়মে দশ দিন সেবন করিয়া পুনর্ব্বার প্রতিদিন পাঁচটী অথবা দশটী করিয়া কমাইবে, অর্থাৎ যে সংখ্যায় বৃদ্ধি হইয়াছিল, সেই সংখ্যায় ক্রমে কমাইতে হইবে। ইহাতে বাত-রক্ত বিষম-জ্বর অরুচি পাণ্ডু প্লীহোদর অর্শঃ কাস শ্বাস শোফ শোষ অগ্নি-মান্দ্য হৃদ্রোগ ও উদরী আরোগ্য হয়।

জীবন্তির মূল প্রক্ষেপ পূর্ব্বক দুগ্ধ সহযোগে ঘৃত পাক করিবে। ইহা মর্দ্দনে ব্যবহার্য্য।

সহা, সহদেবা, চন্দন মূর্ব্বা মুস্তা পিয়াল শতাবরী কেশুর পদ্মকাষ্ঠ, যষ্টিমধু শতপুষ্প (সোলফা) কুষ্ঠ এই সকল দুগ্ধে পিষিয়া ঘৃতমণ্ড (ঘৃতের সর) সংযোগে প্রদেহে ব্যবহার করিবে।

সৈরেয়ক (ঝাঁটি) বাসক বলা অতিবলা জীবন্তী ও কৃষ্ণ-জীরক একত্র ছাগী দুগ্ধে পিষিবে, এই কল্কও প্রদেহে ব্যবহার করিবে।

দ্রাক্ষা ও যষ্টিমধুর কল্ক অথবা মধুচ্ছিষ্ট মঞ্জিষ্ঠা সর্জ্জরস (ধুনা) শ্যামালতা দুগ্ধ এই সকল সহযোগে পিণ্ড-তৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গে ব্যবহার করিবে। সকল প্রকার বাত রক্তে পুরাণ ঘৃত আমলকী রসে পাক করিয়া পান করা বিধেয়। জীবন্তী-মূল সহযোগে অথবা কাকোল্যাদির কাথ ও কল্ক সহযোগে অথবা কৃষ্ণ-জীরার কাথ সহযোগে পুরাণ ঘৃত পাক করিয়া পরিষেচনে ব্যবহার করিবে। কেবল মাত্র কারবেল্লকের কাথও পরিষেচনে ব্যবহৃত হয়। অথবা পরিষেচনে অবগাহনে বস্তি-ক্রিয়াতে ও ভোজনে বলাতৈল ব্যবহার করিবে।

পুরাতন শালি অথবা ষষ্টি ধান্য যব ও গোধূম, দুগ্ধ মাংসরস অথবা অম্ল-বর্জ্জিত মুদ্গ-যূষ সহযোগে ভোজন করিবে।

সর্ব্বদা শোণিত মোক্ষণ কর্ত্তব্য। দোষের প্রকোপে বমন বিরেচন আস্থাপন ও অনুবাসন কার্য্য কর্ত্তব্য (৪)

এস্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

অল্পকাল-জাত বাতরক্ত রোগ এই সকল প্রতিকারের দ্বারা সহজেই আরোগ্য হয়। দীর্ঘ-কাল-জাত হইলে যাপ্য থাকে। উপনাহ পরিসেচন প্রদেহ অভ্যঞ্জন, মনোহর প্রশস্ত বায়ু-শূন্য গৃহ, কোমল গণ্ডোপধান ও শয্যা ও মৃদু সংবাহন (গা টেপা) বাতরক্ত রোগে এই গুলি প্রশস্ত। ব্যায়াম মৈথুন ও ক্রোধ, উষ্ণ অম্ল ও লবণ ভোজন, দিবানিদ্রা, শ্লেষ্মল ও গুরু অন্ন ভোজন, পরিত্যাগ করিবে।

অপতানক রোগে স্তব্ধ-দৃষ্টি, বক্রভ্রূ ও স্তব্ধ-মেঢ্র হইলে, এবং স্বেদ কম্প ও প্রলাপ না থাকিলে, রোগীকে ভূমিতে শয়ন করাইয়া চিকিৎসা করিবে। এই রোগে বাহিরে ভ্রমণ করা কর্ত্তব্য নহে। এই রোগে প্রথমতঃ অঙ্গে স্নেহ মর্দ্দন করিবে। ঘর্ম্ম হইলে তীক্ষ্ণ অবপীড়নের দ্বারা শিরো-বিরেচন করাইবে। তদনন্তর বিদারিগন্ধাদির ক্বাথ মাংসরস দুগ্ধ ও দধি সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া নির্ম্মল করণ পূর্ব্বক পান করাইবে। তাহাতেও যদ্যপি বায়ু সরল না হয়, তবে ভদ্রদারু প্রভৃতি বাতঘ্ন ঔষধ সমস্ত আহরণ করিয়া যব কুল কুলথ ও সজল-দেশ-জাত পশুর মাংস এই পঞ্চবর্গ একত্র ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। সেই ক্বাথ অম্লরস ও দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘৃত তৈল বসা ও মজ্জা সহ পাক করিবে, পরে তাহাতে জীরক চূর্ণ প্রক্ষেপ করিবে। এই ঘৃত অপতানক রোগীকে পরি-

(৪) পিচকারী দ্বারা বিরেচন করাকে উপকরণ ভেদে অনুবাশন আবস্থাপন বলে। চিকিৎসিত স্থানের ৩৫ অধ্যায় ও নিরূহোপক্রমনীয় অধ্যায়ে বলা হইবে।

স্নেচন অবগাহন অভ্যঙ্গ পান ভোজন অনুবাসন ও নস্যে প্রয়োগ ও সেবন করাইবে।

যথোক্ত বিধানে স্বেদ বিহিত করিবে। বায়ু প্রবল থাকিলে তুষ বুষ (শস্যের আগড়া] ও করীষের ঈষদুষ্ণ গর্ত্তে রোগীর গলা পর্য্যন্ত নিহিত করিবে। কিম্বা তপ্ত-অঙ্গার চুল্লীতে অথবা তপ্ত শিলাতে সুরা পরিষেচন করিয়া পলাশ পত্র আচ্ছাদন পূর্ব্বক শয়ন করাইবে। কৃশরা [১] বেসবার অথবা পায়েসের স্বেদ দিবে।

মূলক (হিংচা) উরুবুক [গাব ভ্যারেণ্ডা] স্ফূর্জ [গাব] অর্জক (শ্বেত পর্ণাশ) অর্ক সপ্তলা শঙ্খিনী ইহাদিগের রসে তৈল পাক করিয়া অপতানক রোগে পরিষেচন মর্দ্দনাদিতে প্রয়োগ করিবে। মরিচ ও বচ সহযোগে অম্ল-দধি পান করিলে অথবা তৈল সর্পি বসা বা মধুপান করিলে অপতানক রোগ নিবৃত্ত হয়। এই সকল প্রতিকার কেবল বায়ু জন্য অপতানক রোগে বিধেয়। সংসৃষ্ট অর্থাৎ দুইতিন দোষ মিলিত হইয়া অপতানক রোগ জন্মিলে, সেই সকল দোষ নাশক দ্রব্য মিলিত করিয়া ব্যবহার করাইবে।

অপতানকের বেগ (১) নিবৃত্ত হইলে অবপীড়ন প্রয়োগ করিবে। তাম্রচূড়া কর্কট কৃষ্ণমৎস্য শিশুমার ও বরাহ-বসা সেবন করাইবে। বাতঘ্ন ঔষধ সহযোগে দুগ্ধ পাক করিয়া পান করাইবে। অথবা যব কুল কুলথ হিঙচে শাক দধি ঘৃত ও তৈল, এই সকল একত্র যোগে যবাগু সিদ্ধ করিয়া পান করাইবে। এবং স্নেহ-বিরেচন আস্থাপন অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। বেগ নিবৃত্তি হইলেও

(১) "কৃশরা" তণ্ডুলা দালি-সংমিশ্রা লবণার্দ্রক হিঙ্গুভিঃ সংযুক্তাঃ সলিলৈঃ সিদ্ধাঃ কৃশরাঃ কথিতা বুধৈঃ অর্থাৎ খিচুড়ী।

(১) অপতানকের লক্ষণ প্রকাশ হওয়া অর্থাৎ জ্ঞান শূন্য হইয়া হস্তপাদ আক্ষেপণ করাকে বেগ বলিতে হইবে।

দশ রাত্র পর্য্যন্ত চিকিৎসা করিবে। এস্থলে বাতব্যাধির চিকিৎসা অবলম্বন করা ও রক্ষা কার্য্য বিধান করা কর্ত্তব্য।

পক্ষাঘাত রোগে রোগীর শরীর ম্লান না হইলে ও বেদনা থাকিলে, রোগী আত্মবান ও উপকরণ বিশিষ্ট হইলে, চিকিৎসা করিবে। প্রথমতঃ স্নেহ-স্বেদ প্রয়োগ করিয়া মৃদু বমন বিরেচনের দ্বারা সংশোধন করিবে। পরে অনুবাসন ও আস্থাপন প্রয়োগ করিবে। অবশেষে আক্ষেপক রোগের (২) বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে। বিশেষ এই যে, এই প্রকারে নিয়ত তিন চারি মাস চিকিৎসা করিবে।

মন্যা-স্তম্ভ রোগেও এই রূপ প্রতিকার করিবে। বিশেষতঃ বাত-শ্লেষ্মা নাশক নস্য ও স্বেদ প্রয়োগ করিবে।

অপতন্ত্রক রোগে লঙ্ঘন বৈধ নহে। বমন অনুবাসন আস্থাপনও নিষিদ্ধ। বাতশ্লেষ্মা কর্ত্তৃক শ্বাসপথ রুদ্ধ হইয়া উচ্ছ্বাশ জন্মিলে প্রধ্মাপনের দ্বারা পথ পরিষ্কার করিবে। তুম্বুরু পুষ্কর (কুড়) হিঙ্গু অম্লবেতস হরীতকী লবণ-ত্রয় (সৈন্ধব সামুদ্র ও বিট) একত্র যবের ক্বাথ সহযোগে পান করাইবে। হরীতকী পঞ্চাশৎ, সৌবর্চ্চল (স্বচ্ছ লবণ) দুই পল (৮ তোলা) দুগ্ধ চতুর্গুণ ঘৃত এক প্রস্থ (দুইশের *), একত্র পাক করিয়া সেবন করাইবে। এবং অপরাপর বাত-শ্লেষ্মা নাশক প্রতীকারও করিবে।

অর্দ্দিত রোগে রোগী বলবান ও উপকরণ বিশিষ্ট হইলে বাত-ব্যাধির বিধান ক্রমে চিকিৎসা করিবে।

তদনন্তর তৃণ-পঞ্চমূল মহাপঞ্চ-মূলী কাকোল্যাদি ও বিদারি

(২) উপসর্গ ভেদে অপতানককেই আক্ষেপক বলে। বাতব্যাধির নিদান দ্রষ্টব্য।

* ঘৃত তৈল প্রভৃতির প্রস্থ পরিমাণ লইতে হইলে দ্বিগুণ অর্থাৎ /৪ চারি সের লইতে হইবে। পরিভাষা দ্রষ্টব্য।

গন্ধাদিগণ † জলজাত ও জলীয়-দেশ-জাত মাংস ও জলজাত কন্দ আহরণ করিয়া দ্রোণ পরিমিত (বত্রিশ সের) দুগ্ধ ও তাহার দ্বিগুণ জল একত্র কাথ প্রস্তুত করিবে। পাদাবশেষ থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রপূত পূর্ব্বক এক প্রস্থ পরিমিত (দুই সের) তৈলের সহিত পুনর্ব্বার অগ্নিতে পাক করিবে। পরে দুগ্ধের সহিত তৈল উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে নামাইবে। শীতল হইলে মন্থন করিয়া যে স্নেহ উত্থিত হইবে, তাহা গ্রহণ করিয়া দুগ্ধ ব্যতীত মধুর দ্রব্য সহ পাক করিবে। ইহাকে ক্ষীরতৈল বলে। অর্দ্দিত রোগে পান ও অভ্যঙ্গাদিতে প্রয়োজ্য। তৈল-হীন ক্ষীরসর্পিও চক্ষুতে প্রয়োগ করা যায়।

গৃধ্রসী বিশ্বাচী ক্রোষ্টুকশির খঞ্জপঙ্গুল বাতকণ্টক পাদদাহ পাদহর্ষ অববাহুক বাধির্য্য ও ধমনীগত বাতরোগে যথা-বিধানক্রমে শিরা বিদ্ধ করিবে। কিন্তু অববাহুক রোগে করিবে না। এই সকল রোগে বাত-ব্যাধির বিধান ক্রমে চিকিৎসা করিবে।

কর্ণশূল রোগে তৈল মধু ও সৈন্ধব সংযোগে ঈষদুষ্ণ আদার রস কর্ণে প্রদান করিবে। অথবা ছাগ-মূত্র বা মধুতৈল প্রদান করিবে। কিম্বা মাতুলুঙ্গ দাড়িম্ব ও তিন্তিড়ী, ইহাদিগের রস এবং গোমূত্র, একত্রযোগে তৈল পাক করিয়া অথবা সুক্ত, সুরা, তক্র, গোমূত্র ও লবণ একত্র যোগে তৈল পাক করিয়া কর্ণে প্রদান করিবে; ও নাড়ী-স্বেদের বিধানে (১) স্বেদ দিবে। এ বিষয় উত্তর-তন্ত্রে পুনর্ব্বার বলা যাইবে।

তূণী প্রতূণী রোগে জলের সহিত স্নেহ-লবণ পান করাইবে। অথবা হিঙ্গু ও যবক্ষারের সংযোগে ঘৃত গাঢ় করিয়া সেবন করাইবে। এই রোগে ঘৃত-বস্তি প্রভৃতি ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে।

† এই সমস্ত ঔষধের গণ সূত্রস্থানের গণবর্ণনায় দ্রষ্টব্য।

(১) নাড়ীস্বেদ প্রভৃতি সকল প্রকার স্বেদের প্রণালী পরে স্বেদাবচারণীয় নামক দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

আধ্মান রোগে উপবাস, জলের স্বেদ, দীপনীয় দ্রব্যের চূর্ণ ফল ও পাচনীয় (১) বস্তুর দ্বারা প্রতীকার করিবে। লঙ্ঘনের পর ধান্যক, জীরক প্রভৃতি আময়কর দ্রব্য সংযোগে অন্ন পাক করিয়া ভোজন করাইবে। প্রত্যাধ্মান রোগে বমন উপবাস ও অগ্নির উদ্দীপনকর প্রতীকার সমস্ত করিবে।

অষ্ঠিলা ও প্রত্যষ্ঠিলা রোগে গুল্ম ও অন্তর্বিদ্রধির ন্যায় প্রতীকার করা কর্ত্তব্য।

হিঙ্গু, ত্রিকটু, বচ, অজমোদা, (খরশান যমানি) ধনে, অজগন্ধা, দাড়িম্ব, তিন্তিড়ী, পাঠা, চিত্রক, যবক্ষার, সৈন্ধব, বিট্, ও স্বচ্ছলবণ স্বর্জ্জিকা ক্ষার, পিপ্‌পলী-মূল, অম্লবেতস, সঠী, পদ্মমূল, হপুস (স্বনাম খ্যাত) চৈ, জীরক ও হরিতকী, চূর্ণ করিয়া টাবা-নেবুর রসে অনেক বার ভাবিত করিবে। তাহাতে দুই তোলা পরিমিত গুটিকা প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক একটী করিয়া বায়ু-বিকারে ভক্ষণ করিবে। কাশ, শ্বাস, গুল্ম, উদরী, হৃদ্‌রোগ আধ্মান, পার্শ্বোদরী, বস্তিশূল, আনাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্লীহা, অর্শ, তূণী, প্রতূণী, এই সকল উক্ত যোগের দ্বারা শান্তি হয়। বায়ু কেবল মাত্র দোষের সহিত মিলিত হইয়া বা কোন ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া বিকৃত হইলে, উভয়ের লক্ষণের দ্বারা জানা যায়। চিকিৎসা করিতে হইলে বায়ু ও তাহার সহিত মিলিত দোষ বা ধাতু, এই উভয়ের মধ্যে একটীর চিকিৎসা করিতে অন্যটীর বৃদ্ধি না হয় এরূপ ভাবে চিকিৎসা করিতে হইবে। বায়ু, মেদের সহিত মিলিত হইয়া বেদনা বিশিষ্ট ঘন শীতল শোফ জন্মাইলে, শোফ রোগের ন্যায় তাহার প্রতীকার করিবে। বায়ু, কফ-মেদ কর্ত্তৃক আবৃত হইয়া উরু-দেশে অবস্থিত হইলে, অঙ্গ-মর্দ্দ শরীরের শৈথিল্য, বেদনা, জ্বর ও নিদ্রায় রোগী কাতর হয়, ও

(১) ত্রিকটু ত্রিফলা আমলাদিগণ ধান্যক জীরক চিত্রক চৈ প্রভৃতি দীপনীয় দ্রব্য। মুস্তাদিগণ প্রভৃতি পচিনীয়। গণবর্ণনা দ্রষ্টব্য।

তাহার উরুদ্বয় স্তব্ধ, শীতল, স্পন্দহীন, ভার ও অস্থির হয়, এরূপ জ্ঞান হয় যেন আপনার নহে। ইহাকে উরুস্তম্ভ রোগ বলে। কেহ কেহ বা আঢ্য-বাতও বলেন। ইহাতে স্নেহ বর্জ্জিত ষট্‌ধরণ চূর্ণ পান করিবে। অথবা পিপ্‌পল্যাদি গণের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত পান করিবে। অথবা কটুকী ও ক্ষৌদ্র সংযোগে ত্রিফলা-চূর্ণ লেহন করিবে। অথবা গোমূত্র সহযোগে গুগ্‌গুল, কিম্বা শিলাজতু পান করিবে। ইহাতে কফ ও মেদ যুক্ত বায়ুর শান্তি হয়, ও হৃদ্রোগ, অরুচি, গুল্ম, এবং অন্তর্বিদ্রধিও আরোগ্য হয়। উক্ত উরুস্তম্ভে ক্ষারযুক্ত মূত্রের স্বেদ ও রুক্ষ প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। প্রচুর পরিমাণে মূত্র সহযোগে করঞ্জ ফল ও সর্ষপ পিষিয়া লেপন করিবে। পুরাণ শ্যামা, কোদ্রব, উদ্দাল শালি ধান্যের তণ্ডুল, ঘৃত-তৈল হীন মূলক-যূষ (হিংচের ঝোল), পটোলের রস, অথবা ঘৃতহীন জাঙ্গল পশুর মাংস, অথবা লবণ-হীন শাক সহযোগে ভোজন করিবে। ইহাতে কফ ও মেদ যখন অত্যর্থ শুষ্ক হইবে, তখন পুনর্ব্বার স্নেহাদি কার্য্য প্রয়োগ করিবে, অর্থাৎ ঘৃত তৈলাদি পান ও লেপন করিবে। সুগন্ধি, লঘু, সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটুরস-বিশিষ্ট, কটুপাক, সারক, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল ও হৃদ্য, গুগ্‌গুলের এই কয়েকটী গুণ। নূতন গুগ্‌গুল বৃষ্য ও পুষ্টিকর, পুরাতন হইলে শরীরের কার্শ্যতা সম্পাদন করে। তীক্ষ্ণোষ্ণ প্রযুক্ত ইহার দ্বারা কফ বাতের শান্তি হয়, ও সূক্ষ্মতা প্রযুক্ত অগ্নির দীপ্তি হয়। ত্রিফলা, দারু-হরিদ্রা, পটোল ও কুশের জল সহযোগে বা গোমূত্র যোগে অথবা ক্ষার বা উষ্ণোদক যোগে প্রতিদিন প্রাতঃকালে গুগ্‌গুল পান করিবে। গুগ্‌গুল জীর্ণ হইলে যূষ, মাংসরস অথবা

পূর্ব্ব অধ্যায় সকলে যে কল্‌ক ও প্রক্ষেপের কথা বলা হইয়াছে তাহা কোন স্থলে কি পরিমাণে দিতে হইবে তদ্বিষয়ে অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। কল্‌ক—শিলা-পিষ্ট-দ্রব্য, ও প্রক্ষেপ—চূর্ণ হইয়া থাকে। যে স্থানে কল্‌কে কোন পরিমাণ উক্ত না থাকে সে স্থানে তৈল বা ঘৃতের চতুর্থাংশ পরিমাণে দিতে হইবে। পূর্ব্বে যে এক শেরে অর্দ্ধ তোলা পরিমাণ বলা হইয়াছে তাহা যে স্থলে ঐ পরিমাণ

দুগ্ধ সহযোগে অন্ন ভোজন করিবে। এই নিয়ম একমাস অবলম্বন করিলে গুল্ম, মেহ, উদাবর্ত্ত, উদরী, ভগন্দর, কৃমি, কণ্ডূ, অরুচি, বিবিধ প্রকার অর্ব্বুদ ও গ্রন্থি রোগ, নাড়িব্রণ, উরুস্তম্ভ, শোথ, কুষ্ঠ, দুষ্টব্রণ, এবং কোষ্ঠ-সন্ধি-অস্থি-গত বায়ু রোগ আরোগ্য হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অর্শ চিকিৎসা।

অর্শের চিকিৎসা চারি প্রকার। ঔষধ, ক্ষার, অগ্নি, ও শস্ত্র। অল্পকালজাত রোগ হইলে ও অল্প দোষ এবং অল্প উপদ্রব বিশিষ্ট হইলে ঔষধের দ্বারা চিকিৎসনীয়। বলী অল্পস্রাবী গাঢ় ও অনুন্নত হইলে ক্ষারের দ্বারা চিকিৎসনীয়। কর্কশ, স্থির, স্থূল, কঠিন হইলে দাহনের দ্বারা চিকিৎসনীয়। সূক্ষ্মমূল, উন্নত এবং ক্লেদ বিশিষ্ট হইলে শস্ত্রের দ্বারা ছেদনীয়। ঔষধ-সাধ্য অর্শ হইলে অথবা অর্শ অদৃশ্য হইলে ঔষধই তাহার প্রতীকার। যে সমস্ত অর্শ, ক্ষার অগ্নি বা শস্ত্র-সাধ্য তাহাদিগেরই প্রতীকারের বিধি বলা যাইতেছে।

অর্শ-রোগী বলবান্ হইলে, তাহাকে স্নিগ্ধ করিয়া ও উত্তম রূপে স্বেদ প্রয়োগ করিয়া, বায়ু-জন্য বেদনা শান্তির নিমিত্ত স্নিগ্ধ, উষ্ণ, দ্রবপ্রায় অল্প অন্ন ভোজন করাইবে। মেঘ-শূন্য কালে পবিত্র সমতল দেশে বা শয্যাতে উত্তান ভাবে শয়ন করাইবে। তাহার শিরোভাগ অন্যের উৎসঙ্গে থাকিবে এবং অধোভাগে সূর্য্যাভিমুখে থাকিবে। এই অবস্থায় কটিদেশ কিঞ্চিৎ উন্নত ভাবে বস্ত্র বা কম্বলোপরি রাখিবে। গ্রীবা ও উরুদ্বয় যন্ত্র শাটকের দ্বারা পরিক্ষিপ্ত করিয়া পরিচারকেরা

স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে সেই স্থলেই হইবে। যে স্থলে পরিমাণের উল্লেখ না থাকে সে স্থানে কল্ক দ্রব্যের সংখ্যা যতই হউক সকল একত্র করিয়া স্নেহের চতুর্থাংশ হইবে। ইহার সকল বিশেষ নিয়ম স্নেহ পাক বিধিতে পরে বলা যাইবে।

তাহা দৃঢ় রূপে ধরিয়া থাকিবে। পরে শরীর স্পন্দহীন করিয়া ঋজু ও সূক্ষ্মমুখ ঘৃতযুক্ত যন্ত্র পায়ু দেশে অল্পে অল্পে প্রবিষ্ট করিবে। রোগী তৎকালে প্রবাহন করিতে (কোঁত পাড়িতে) থাকিবে। শলাকার দ্বারা বলী উৎপীড়ন পূর্ব্বক তূলা বা বস্ত্রের দ্বারা মার্জ্জিত করিয়া ক্ষার পাতন করিবে। ক্ষার পাতন করিয়া হস্তের দ্বারা যন্ত্রের মুখ আচ্ছাদন পূর্ব্বক বাক্‌শত কাল মাত্র অপেক্ষা করিবে। (১)

পরে মুচিয়া ক্ষারের তেজ ও ব্যাধি বিবেচনা করিয়া পুনর্ব্বার ক্ষার পাতন করিবে। বলীর বর্ণ পাকা জাম ফলের ন্যায় হইলে এবং অবসন্ন ও ঈষৎ নত হইলে, ধান্যাম্ল দধিমস্তু সুক্ত বা ফলাম্লের দ্বারা ক্ষার প্রক্ষালন করিবে। অনন্তর যষ্টি-মধু মিশ্রিত ঘৃত তাহাতে সেচন করিয়া যন্ত্রবন্ধন মোচন পূর্ব্বক রোগীকে উত্থাপিত করিয়া উষ্ণোদকে বসাইয়া শীতল জল পরিসেচন করিবে। কেহ কেহ অশীতল জল পরিসেচন করিতে কহেন। তদনন্তর বায়ুশূন্য গৃহে প্রবেশ করাইয়া যেরূপ নিয়মে থাকিতে হইবে তাহার উপদেশ দিবেন। অবশিষ্ট বলী পুনর্ব্বার দগ্ধ করিবে। এই রূপে সপ্তদিবস অন্তর এক একটী বলীর চিকিৎসা করিবে। বলী অনেক হইলে অগ্রে দক্ষিণ ভাগস্থ বলী, পরে বাম ভাগস্থ, তাহার পর পৃষ্ঠ-দিক-দেশস্থ অবশেষে সম্মুখস্থ, বলীর ক্রমান্বয়ে চিকিৎসা করিবে। বাত-শ্লেষ্মা-জন্য বলী হইলে অগ্নি ও ক্ষারের দ্বারা চিকিৎসা করিবে। পিত্ত-রক্ত-জন্য হইলে মৃদু ক্ষারের দ্বারা চিকিৎসা করিবে। বায়ুর অনুলোম, অন্নে রুচি, অগ্নির দীপ্তি, শরীরের লঘুতা বল ও বর্ণের উৎপত্তি এবং মনের তুষ্টি, সম্যক-দগ্ধ হইলে এই সকল লক্ষণ হয়। অতিদগ্ধ হইলে মলদ্বারের অবদরণ, দাহ, মূর্চ্ছা, জ্বর, পিপাসা, শোণিতের অতিশয় প্রবৃত্তি ও অতিদগ্ধ-জন্য অন্য অন্য উপদ্রবও জন্মে। শ্যামবর্ণ, অল্প ব্রণ ও কণ্ডূ, বায়ুর বৈগুণ্য এবং ইন্দ্রিয় সমস্তের

(১) এক শত কথা কহিতে যে বিলম্ব হয়।

অপ্রসন্নতা, এবং অন্য অন্য বিকারের শান্তি না হওয়া, হীন-দগ্ধে এই সকল লক্ষণ ঘটে।

তেজস্বী ব্যক্তির মহান্ বলী হইলে ছেদন করিয়া দগ্ধ করিবে। অতিশয় দোষপূর্ণ বলী নির্গত হইলে, যন্ত্রব্যতিরেকে স্বেদ অভ্যঙ্গ স্নেহ অবগাহন উপনাহ বিস্রাবণ আলেপন ক্ষার অগ্নি শস্ত্র, এই সকলের দ্বারা চিকিৎসা করিবে। রক্তের প্রবৃত্তি থাকিলে রক্তপিত্তের বিধান-ক্রমে, পুরীষ ভিন্ন হইলে অতিসারের বিধানক্রমে, মল বদ্ধ হইলে স্নেহ পান বা উদাবর্ত্ত রোগের বিধান-ক্রমে, চিকিৎসা করিবে। এইটী সর্ব্বস্থান'গত অর্শের দহন-প্রণালী।

দর্ব্বী কূর্চ্চক বা শলাকার দ্বারা ক্ষার পাতন করিবে। গুদভ্রংশ (১) হইলে যন্ত্র ব্যতিরেকে ক্ষার অগ্নি বা শস্ত্র প্রয়োগ করিবে। সকল প্রকার অর্শঃ রোগেই শালি ষষ্ঠি যব গোধূম, ঘৃত-সহযোগে স্নিগ্ধ করিয়া দোষ অনুসারে দুগ্ধ বা নিম্ব যুষ বা পটোল-যুষ সহযোগে ভোজন করিবে। অথবা বাস্তুক তণ্ডুলীয়ক জীবন্তী উপোদিকা অশ্ববল অপক্ব মূলক পালঙ্ক্য অসন চিল্লী চুচ্চু কলায় শাক বা অন্য কোন শাক সহযোগে ভোজন করিবে। অথবা অন্য প্রকার স্নিগ্ধ অগ্নিকর অর্শঘ্ন মল-মূত্র-বৃদ্ধিকর দ্রব্য সেবন করিবে।

অর্শ দগ্ধ করা হইলে, তাহাতে ঘৃত সেচন করিবে, এবং অগ্নি-বর্দ্ধন-জন্য ও বায়ুর প্রকোপ হওয়া নিবৃত্তির জন্য, স্নেহাদির সামান্য ও বিশেষ প্রতিক্রিয়া সমস্ত প্রয়োগ করিবে (১)। বাতঘ্ন ও অগ্নিকর ঔষধের (২) কাথ সংযোগে ঘৃত পাক করিয়া হিঙ্গু প্রভৃতির

---

(১) "গুদ ভ্রংশ" যাহাকে গোগোল, বাহির হওয়া বলে। অতিসার রোগে জন্মে।

(১) অন্নাদি সংযোগে ঘৃত সেবন প্রভৃতি সামান্য কার্য্য; এবং ঔষধ সমূহ সংযোগে পাক করা ঘৃত সেচন ও তদ্দারা বিরেচন প্রভৃতি বিশেষ কার্য্য বলা যায়।

(২) "অগ্নিকর দ্রব্য" পিপল্যাদি গণ ত্রিকটু মুস্তাদি অথবা অন্য যে কোন প্রকার ঐ রূপ তীক্ষ্ণ ঔষধ হউক। সূত্রস্থানের ঔষধের গণ বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

(৩) চূর্ণ সহযোগে পান করিবে। পিত্ত-জন্য অর্শ হইলে পৃথক্-পর্ণী (৪) প্রভৃতির কাথ ও অগ্নিকর দ্রব্য প্রক্ষেপ পূর্ব্বক ঘৃত পাক করিবে। ইহাকে ভদ্রদার্ব্বাদি পিপ্ল্যাদি ঘৃত বলে। শোণিত-জন্য অর্শরোগে মঞ্জিষ্ঠা মুরঙ্গী প্রভৃতির কাথ, এবং শ্লেষ্মা-জন্য ব্রণে সুরসাদি গণের (৫) কাথে ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। অর্শে উপদ্রব ঘটিলে যে দোষ জন্য উপদ্রব জন্মে সেই দোষের চিকিৎসা করিবে।

মলদ্বারে ক্ষার অগ্নি বা শস্ত্র পাত করিতে হইলে অতি সাবধানে করিতে হইবে। ভ্রম বশতঃ অন্যায় রূপে পাতিত হইলে ষণ্ডতা শোক দাহ মদ মূর্চ্ছা আটোপ আনাহ অতিসার বা মৃত্যু পর্য্যন্ত ও ঘটিতে পারে।

অতঃপর ক্ষার প্রভৃতি প্রয়োগ-জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহার প্রমাণ বলা যাইতেছে।

যন্ত্র, লৌহ গজদন্ত শৃঙ্গ বা কাষ্ঠের হইয়া থাকে। তাহার আকার গোস্তন স্তনের ন্যায়, পুরুষের হইলে আয়ত চারি অঙ্গুল, ও পরিণাহ (বেধ) পঞ্চ অঙ্গুল, এবং স্ত্রীলোকের হইলে পরিণাহ ছয় অঙ্গুল ও করতল-পরিমিত আয়ত। তাহার ছিদ্র দুইটী, একটী দর্শনার্থ, অপরটী ঔষধাদি প্রয়োগ-জন্য। কারণ, একটী ছিদ্র হইলে তাহার মধ্য দিয়া ক্ষার অগ্নি প্রভৃতি প্রবিষ্ট হইতে পারে না। ছিদ্রের পরিমাণ, তিন অঙ্গুল দীর্ঘ ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উদরের ন্যায় পরিণাহ। দৈর্ঘের অবশিষ্ট যে এক অঙ্গুল থাকে তাহার মধ্যে নিম্ন দেশের অর্দ্ধাঙ্গুলে ও ঊর্দ্ধ ভাগের অর্দ্ধাঙ্গুলে এক একটী বৃত্ত কর্ণিকা থাকে। সংক্ষেপতঃ এই যন্ত্রের লক্ষণ বলা হইল (১)।

---

(৩) হিঙ্গু ত্রিকটু বচ যমানি প্রভৃতি পূর্ব্ব অধ্যায় দেখ।

(৪) সূত্রস্থানে বিদারীগন্ধাদিগণে পৃথকপর্ণী হইতে অবশিষ্ট দ্রব্য।

(৫) সুরসাদি গণ সূত্র স্থানের গণ বর্ণনায় দ্রষ্টব্য।

(১) যন্ত্রের বর্ণনা পাঠে প্রকৃত আকার অনুভব করা কঠিন। তবে আধুনিক ইউরোপীয় শস্ত্র চিকিৎসাবিৎ পণ্ডিতেরা অন্তর্বলি ও ভগন্দর রোগে স্পেকিউলম্

অতঃপর অর্শের উপরিতে যে আলেপন দেওয়া যায় তাহা বলা যাইতেছে। প্রথম আলেপ স্নূহি-ক্ষার-যুক্ত হরিদ্রা চূর্ণ। দ্বিতীয়, গোমূত্র-গোরোচনা-পিষ্ট-কুক্কুটের পুরীষ, গুঞ্জা, হরিদ্রা ও পিপ্পলীর চূর্ণ। তৃতীয়, দন্তী চিত্রক সুবর্চ্চীকা (স্বর্জিকা ক্ষার) ও লাঙ্গলী, ইহাদিগের গোরচনা-পিষ্ট কল্‌ক। স্নূহী-ক্ষীর অথবা অর্কক্ষীরে পেষণ করিয়া পিপ্‌পলী সৈন্ধব ও শিরীষ ফলের কল্ক। চতুর্থ, কাসীস (হিরাকশ হরিতাল সৈন্ধব করবীর বিড়ঙ্গ পূতিকা (নাটা করঞ্জ) কৃতবেধ (শ্বেত ঘোষা ফল) জম্বু অর্ক নীলোৎপল চিত্রক শ্বেত-অর্ক ও স্নূহী ক্ষীর, এই সকল সহযোগে তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে বলি ছিন্ন হইয়া যায় (খসিয়া পড়ে)।

অতঃপর বলি পাতনের (খসাইবার) জন্য যোগ বলা যাইতেছে।

প্রত্যহ প্রাতঃ কালে গুড় সংযোগে হরিতকী সেবন করিবে অথবা দ্রোণ পরিমিত গোমূত্রে এক শত হরীতকী সিদ্ধ করিয়া, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক প্রত্যহ প্রাতঃকালে তাহার যত সংখ্যা পারে মধু সংযোগে সেবন করিবে। অপামার্গের মূল তণ্ডুলোদকে পেষণ করিয়া সর্ব্বদা সেবন করিবে। দুগ্ধের সহিত শতমূলির কল্ক, বা চিত্রক-চূর্ণ যোগে প্রচুর পরিমাণে সীধু (মদ্য বর্গ দ্রষ্টব্য), অথবা ভল্লাতক যোগে শক্তু মন্থ (১) লবণ-বর্জ্জিত তক্রের সহিত সেবন করিবে। কলসে চিত্রক-মূলের কল্ক লেপন করিয়া, তাহাতে অম্ল বা অনম্ল হউক তক্র নিষিক্ত করিবে। রোগী বমন করিয়া সেই তক্র পান ভোজন

(Speculum) নামক যে যন্ত্র ব্যবহার করেন, তাহা প্রায় অধিকাংশই এই বর্ণনার সহিত ঐক্য হয়। বিশেষ ভেদ এই যে ইঁহারা এক্ষণে এই যন্ত্র কেবল মলদ্বারে আভ্যন্তরিক রোগ দর্শনে ব্যবহার করেন। আর্য্যদিগের উক্ত যন্ত্র রোগদর্শন ও তাহাতে ঔষধাদি প্রয়োগ উভয় কার্য্যেই ব্যবহৃত হইত।

(১) যব বা গোধূম প্রভৃতি চূর্ণকে শক্তু বলে। মন্থ পাকের বিধি সূত্র স্থানে কৃতান্ন বর্গ দেখ।

প্রভৃতিতে সেবন করিবে। এই প্রণালী ক্রমে ভার্গী আস্ফোতা যব আমলক ও গুড়ূচী সহযোগে তক্র প্রস্তুত হইলে তক্র-কল্প বলে।

রোগী অনাহারে থাকিয়া বা বমন করিয়া, পিপ্পলীমূল চব্য (চই) চিত্রক বিড়ঙ্গ শুণ্ঠি ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য সহযোগে সর্ব্বদা তক্র পান করিবে। অথবা শৃঙ্গবের পুনর্নবা ও চিত্রকের ক্বাথ সহযোগে দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া সেবন করিবে। কিম্বা কুটজ-মূলের ত্বক ও ফাণিত (১) পিপ্পল্যাদি চূর্ণ প্রক্ষেপ পূর্ব্বক মধু সংযোগে সেবন করিবে। বাতব্যাধির অধিকারে উক্ত হিঙ্গু-আদি চূর্ণ সেবন করিয়া, তক্র বা দুগ্ধ সংযোগে আহার করিবে। ক্ষার লবণ বা চিত্রক-মূল ও ক্ষারোদক সহযোগে কুল্মাষ সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিবে। চিত্রক-মূল ও ক্ষারোদক-সিদ্ধ দুগ্ধ, অথবা পলাশ বৃক্ষের ক্ষার সহযোগে কুলত্থ সিদ্ধ করিয়া সেবন করিবে। অথবা পারুল অপামার্গ বৃহতী ও পলাস, ইহাদিগের ক্ষার পরিশ্রুত করিয়া, সেই ক্ষারোদক সহযোগে অহরহ ঘৃত পান করিবে। কুটজ ও বৃক্ষাদনী মুলের কল্ক তক্র সহযোগে, অথবা চিত্রক পূতিকা ও শুণ্ঠীর কল্ক পূতিক-ক্ষার সহযোগে, অথবা ক্ষারোদক সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া পিপ্পল্যাদি চূর্ণ প্রক্ষেপ পূর্ব্বক, সেবন করিবে। অথবা প্রত্যহ প্রাতঃকালে প্রস্থত প্রকুঞ্চ (২) পরিমিত কৃষ্ণ তিল ভক্ষণ করিয়া শীতল জল অনুপান করিবে। ইহাতে অগ্নি বৃদ্ধি ও অর্শের শান্তি হয়।

দশমূলী দন্তী চিত্রক হরীতকী প্রত্যেকের তুলা * পরিমাণ গ্রহণ করিয়া চারি দ্রোণ জলে পাক করিবে। পাদাবশেষ থাকিতে সেই ক্বাথ গ্রহণ করিয়া তুলা পরিমিত গুড়ের সহিত মিশ্রণ পূর্ব্বক ঘৃতপাত্রে

---

(১) "ফাণিত" বাতাসা অথবা সেই মত পাকের ইক্ষুরস।

(২) করতল সঙ্কুচিত করিয়া যে পরিমাণ ঔষধ ধরে, তাহাকে প্রসৃত পরিমাণ বলা যায়।

* এক শত পল বা সার্দ্ধ দ্বাদশ শেরে এক তুলা হয়।

নিহিত করিয়া যব-রাশীর মধ্যে রাখিয়া একমাস কাল উপেক্ষা করিবে। একমাস পরে প্রত্যহ প্রাতঃকালে যথাসাধ্য (২) পরিমাণে সেবন করিবে। ইহাতে অর্শ গ্রহণী পাণ্ডু উদাবর্ত্ত ও অরুচি জন্মে না, ও অগ্নির দীপ্তি হয়।

পিপ্‌পলী মরিচ বিড়ঙ্গ এলবালুক ও লোধ্র প্রত্যেকের দুই পল (৩) ইন্দ্রবারুনী পঞ্চ পল, কপিত্থ ফলের আভ্যন্তরিক শস্য দশ পল হরীতকী অর্দ্ধ প্রস্থ [৪], ও আমলকী ফল এক প্রস্থ, এই সকল একত্র চারি দ্রোণ [৫] পরিমাণ জলে পাক করিয়া পাদাবশেষ থাকিতে বস্ত্রে গালিত করিবে। পরে সেই পরিস্রুত কাথ শীতল হইলে দুই তোলা পরিমিত গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘৃত পাত্রে নিহিত পূর্ব্বক যবরাশি মধ্যে একপক্ষ কাল উপেক্ষা করিবে। পরে প্রত্যহ প্রাতঃকালে যথাসাধ্য সেবন করিবে।

বাত-জন্য অর্শ রোগে স্নেহ-স্বেদ বমন বিরেচন আস্থাপন ও অনুবাসন অপ্রতিসিদ্ধ। অর্শরোগ পিত্ত-জন্য হইলে বিরেচন, রক্ত-জন্য হইলে সংশমন (১), এবং কফ-জন্য হইলে শৃঙ্গবের কুলথ একত্র সেবন করিবে। সর্ব্বদোষ-জন্য রোগে উক্ত সকল প্রকার ঔষধ একত্র সেবন করিবে। অথবা এই সকল ঔষধ সহযোগে দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়াও পান করিলে সমান ফল হয়।

অতঃপর ভল্লাতকের বিধান বলা যাইতেছে।

পক্ক ভল্লাতক দুই তিন বা চারি খণ্ড করিয়া কাথ পাকের বিধা-

(২) "যথা সাধ্য পরিমাণে" অর্থাৎ যে পরিমাণে রোগী জীর্ণ করিতে পারে।
(৩) ৮ আট তোলায় এক পল।
(৪) দুই সেরে এক প্রস্থ।
(৫) বত্রিশ ৩২ শেরে এক দ্রোণ।
(১) সংশমনী বর্গ সূত্র স্থানে দ্রষ্টব্য।

নানুসারে (২) পাক করিবে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে তালু ওষ্ঠ ও জিহ্বাতে ঘৃত মাখাইয়া সেই কাথ শীতল অবস্থায় শুক্তি (ঝিনুক) পরিমাণে সেবন করিবে। তদনন্তর অপরাহ্ণ কালে দুগ্ধ ঘৃত ও অন্ন আহার করিবে। এই ঔষধ ক্রমশঃ এক এক শুক্তি বৃদ্ধি করিয়া সেবন করিবে পঞ্চ শুক্তি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পর প্রত্যহ পঞ্চ পঞ্চ শুক্তি করিয়া বৃদ্ধি করিবে। পরে যখন সপ্ততি (৭০) শুক্তি সংখ্যা পর্য্যন্ত সেবন করিবে, তখন পুনর্ব্বার পঞ্চ পঞ্চ শুক্তি করিয়া কমাইবে। এই পঞ্চ সংখ্যা করিয়া কমাইয়া যখন পঞ্চ শুক্তি মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, তখন এক এক শুক্তি করিয়া কমাইবে। এই রূপে সহস্র ভল্লাতক সেবন করিলে কুষ্ঠ ও অর্শ হইতে মুক্ত হইয়া বলবান্ অরোগী ও শতায়ু হয়।

দ্বি-ব্রণীয় চিকিৎসায় ভল্লাতকের তৈল বাহির করিবার যে প্রণালী বলা হইয়াছে, তদনুসারে ভল্লাতকের তৈল বাহির করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক শুক্তি পরিমাণে পান করিবে। সেই তৈল জীর্ণ হইলে, দুগ্ধ ঘৃত যোগে অন্ন আহার করিবে। অথবা ভল্লাতকের বীজের মজ্জা হইতে স্নেহ বাহির করিবে, এবং দেহ শোধন করিয়া (বমন বিরেচনের দ্বারা) বায়ু-শূন্য গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক সেই কাথ যথা-সাধ্য প্রসৃতি পরিমাণে অন্নে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। তাহা জীর্ণ হইলে দুগ্ধ ঘৃত অন্ন ভোজন করিবে। এই নিয়মে এক মাস কাল সেবন করিয়া, আহারের নিয়ম তিন মাস কাল পালন করিবে ইহাতে রোগ হইতে মুক্ত হইয়া বল-বর্ণ-বিশিষ্ট এবং শ্রবণ গ্রহণ ও ধারণা-শক্তি সম্পন্ন হইয়া এক শত বর্ষ জীবিত থাকে। এই তৈল মাসে মাসে এক বার করিয়া সেবন করিলে শতবর্ষ জীবিত থাকে, এবং দশ মাস নিয়ত সেবন করিলে সহস্র বর্ষ জীবিত থাকে।

---

(২) ভল্লাতক সরস থাকিলে অষ্ট গুণ শুষ্ক হইলে ষোড়শ গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া পাদাবশেষ থাকিতে নামাইবে। ইহার প্রণালী স্নেহ-পাক বিধিতে পরে বলা যাইবে।

খদির ও বীজক যেমন সকল কুষ্ঠ রোগের শান্তি করে, বৃক্ষক (কুটজ) ও ভল্লাতকও তদ্রূপ সকল প্রকার অর্শ রোগের শান্তি করে। প্রমেহ-রোগ যেরূপ হরিদ্রার দ্বারা সাম্য থাকে, অর্শরোগও সেই রূপ ক্ষার অগ্নির দ্বারা সাম্য থাকে। অর্শরোগে, ঘৃত, অগ্নিকর ঔষধ, লেহ অয়স্কৃতি সুরা ও আসব, দোষ বিবেচনা করিয়া এই সকল সেবন করাইবে। বেগের অবরোধ, স্ত্রী-সংসর্গ, যানারোহণ, উৎকট আসন এবং যে দোষ-জন্য অর্শ রোগ জন্মে সেই দোষ বর্দ্ধনকর আহার, অর্শ রোগে পরিত্যাগ করিবে।

সপ্তম অধ্যায়।

অশ্মরী চিকিৎসা।

অশ্মরী অতিশয় কঠিন অন্তক-সদৃশ রোগ। অল্পকাল জাত হইলে ঔষধের দ্বারা আরোগ্য হয়, দীর্ঘকাল জাত হইলে ছেদ করিতে হয়। ইহার পূর্ব্বরূপে পশ্চাদুক্ত স্নেহাদির দ্বারা প্রতীকার করিবে। তদ্দ্বারা এই রোগের মূল নিঃশেষিত হয়।

পাষাণভেদি (পাথর কোঁড়) বক পুষ্পের বৃক্ষ গজ-পিপ্পলীর অশ্মন্তক, শতাবরী, গোক্ষুরী, বৃহতী, কণ্টিকারী কপোতবঙ্কা (ব্রাহ্মী শাক) নীলঝিণ্টী, অর্জ্জুন, উষির, কুব্জক, (মহাসহা) বৃক্ষাদনী, ভল্লুক, যব, কুলথ, কুল, ও কতক ফল, ইহাদিগের ক্বাথে ঘৃত পাক করিয়া উষকাদিগণে (১) লিখিত দ্রব্য তাহাতে প্রক্ষেপ করিবে। ইহার দ্বারা বায়ু-জন্য অশ্মরী-রোগ আরোগ্য হয়। অথবা এই সকল বাতঘ্ন ঔষধ সহযোগে ক্ষার, যবের মণ্ড, যূষ ও দুগ্ধ পান বা ভোজন করিবে।

(১) উষকাদী গণ সূত্র স্থানে গণ বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

কুশ, কাশ, শর, প্রিয়ঙ্গু উৎকট (তেজপত্র) মোরট অশ্মভিৎ, বরী (ত্রিফলা) বিদারী, বরাক্রান্ত, শালিমূল ত্রিকণ্টক, ভল্লুক (শোণাবৃক্ষ) পাটলা, পাঠা, পত্তূর (শালিঞ্চা শাক) কুরুণ্টিকা, পুনর্ণবা ও শিরীষ, ইহাদিগের কাথে ঘৃত পাক করিয়া শিলাজতু যষ্টিমধু ও নীলোৎপলের বীজ এবং শসা ও এর্বারুকের (কর্কটী) বীজ, চূর্ণ করিয়া তাহাতে প্রক্ষেপ করিবে। ইহাতে পিত্ত-জন্য অশ্মরী ক্ষয় হয়। অথবা পিত্তঘ্ন বর্গের (১) সহযোগে ক্ষার, যবাগু, যূষ, কাথ ও দুগ্ধ পাক করিয়া ভোজন ও পানে ব্যবহার করিবে।

শ্লেষ্মা-জন্য অশ্মরী রোগে বরুণাদি-গণ গুগ্‌গুল, এলাইচ, হরেণু দেবদারু, মরিচ এবং সকল প্রকার সুরা ও উষকাদি গণ, ইহাদিগের সহযোগে ছাগী-দুগ্ধের ঘৃত পাক করিবে। ইহার দ্বারা কফ-জন্য অশ্মরী ক্ষয় হয়, অথবা এই সকল কফ-নাশক ঔষধের দ্বারা ক্ষার যবের মণ্ড, কোন প্রকার যূষ, কাথ, বা দুগ্ধ পাক করিয়া ভোজনে ব্যবহার করিবে।

নিম্ব, অঙ্কোল, কতক, শাক (সেগুণ) ও নীলোৎপল, ইহাদিগের ফল চূর্ণ করিয়া গুড় সংযোগে জলের সহিত পান করিবে। ইহাতে শর্করাশ্মরীর শান্তি হয়।

ক্রৌঞ্চ উষ্ট্র ও গর্দ্দভের অস্থি, গোক্ষুরী, তালমূলী, অজমোদা, কদম্বের মূল ও শুণ্ঠী, ইহাদিগের চূর্ণ সুরা বা উষ্ণোদক সহযোগে পান করিলে শর্করাশ্মরীর ক্ষয় হয়। ত্রিকণ্টকের (গোক্ষুরীর) বীজ-চূর্ণ মধু সংযোগে মেষী দুগ্ধের সহিত সপ্তাহ পান করিলে অশ্মরী ক্ষয় হয়। পূর্ব্বোক্ত ঘৃত-বিধিতে যে সকল দ্রব্য বলা হইয়াছে, সেই সকল দ্রব্যের ক্ষার মেষ-মূত্রের সহিত স্রাবিত করিয়া গ্রাম্য পশুর বিষ্ঠার ক্ষার-সংযোগে পাক করিবে। উষকাদি গণ ও ত্রিকটুর চূর্ণ প্রক্ষেপ করিবে। এই ক্ষারের দ্বারা অশ্মরী, গুল্ম, ও শর্করাশ্মরী

[১] সূত্র স্থানে সংশমনী, বর্গ দেখ।

ক্ষয় হয়। তিল, অপামার্গ, কদলী, পলাস ও যব ইহাদিগের বল্-কলে ক্ষার প্রস্তুত করিয়া মেষী দুগ্ধ সহ পান করিলে শর্করাশ্মরী আরোগ্য হয়। পাটলা ও করবীর ক্ষার এই রূপে পান করিবে। অথবা গোক্ষুরী যষ্টিমধু ও ব্রাহ্মী, ইহাদিগের একত্র অক্ষ (দুই তোলা) পরিমিত কল্‌ক পান করিবে। অথবা ঘৃতকুমারী ও মেষশৃঙ্গী বা শোভাঞ্জন ও ভৃঙ্গরাজের রস পান করিবে। অথবা অম্ল ও সুরা প্রভৃতি যোগে কপোতবঙ্কার (ব্রাহ্মী শাক) মূল পান করিবে। অশ্মরীতে বেদনা থাকিলে পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সহযোগে দুগ্ধ পাক করিয়া সেবন করিবে। অথবা হরীতকীর ক্বাথ বা পুনর্ণবার ক্বাথ কিম্বা বীরতর্ব্বাদিগণের ক্বাথ পান করিবে। এই সকল ঘৃত ক্ষার ক্বাথ দুগ্ধ ও উত্তর বস্তির দ্বারা উপশম না হইলে ছেদন করা কর্ত্তব্য। বৈদ্য চিকিৎসাকুশল হইলেও অশ্মরী রোগে শস্ত্রকার্য্য সিদ্ধি লাভ করা সংশয়। অতএব এ রোগের পক্ষে শস্ত্র-প্রয়োগ জঘন্য চিকিৎসা বলিয়া কথিত হইয়াছে। একদিকে শস্ত্র-ক্রিয়া করিলে জীবন সংশয়, অপর দিকে ছেদন না করিলে নিশ্চয় মৃত্যু; এ রূপ অবস্থায় দৈবের প্রতি নির্ভর করিয়াই শস্ত্রকার্য্য করিবে।

শস্ত্রক্রিয়া করিতে হইলে রোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া, ও বমন বিরেচনের দ্বারা তাহার শরীর সংশোধিত করিয়া কৃশ করিবে। ক্রিয়া-কালে, অভ্যঞ্জনের (১) দ্বারা স্বেদ প্রয়োগ করিয়া ভোজন করাইবে। পরে অগ্রোপহরণীয় বিধি অনুসারে (সূত্র স্থান দ্রষ্টব্য) শস্ত্রক্রিয়ার সকল দ্রব্য আহরণ করিয়া আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক সবল ও অব্যাকুল চিত্ত রোগীকে আজানু-পরিমিত-দীর্ঘ কাষ্ঠ-ফলকে শয়ন করাইবে। অন্য ব্যক্তি সেই কাষ্ঠ ফলকে অগ্রে উপবেশন করিলে, রোগী আপন দেহের ঊর্দ্ধ্ব ভাগ তাহার ক্রোড়ে রাখিয়া উত্তান ভাবে শয়ন করিবে ও কটী-দেশ উন্নত ভাবে রাখিবে। উভয় জানু ও কূর্পর সঙ্কোচিত

(১) তৈল প্রভৃতি যাহা অঙ্গে মর্দ্দনা করা যায় তাহাকে অভ্যঞ্জন বলা যায়।

করিয়া সূত্রের বা শাটক যন্ত্রের (২) দ্বারা পরস্পর বদ্ধ করিবে। অনন্তর নাভি প্রদেশে তৈল বা ঘৃত মাখাইয়া মুষ্টির দ্বারা নাভির বাম পার্শ্বে মর্দ্দন করিয়া অশ্মরী অধোভাগে আনয়ন করিবে। রোগীর বস্তিদেশ অসঙ্কোচিত রাখিবে। বাম হস্তের দ্বিতীয় ও মধ্যম অঙ্গুলি-দ্বয়ের নখ কর্ত্তন পূর্ব্বক ঘৃত মাখাইয়া পায়ুদেশে সেবনীর (৩) মূলে স্থাপন করিবে। সেই স্থান হইতে বল ও যত্ন সহকারে সেই অঙ্গুলি দ্বয়ের দ্বারা টিপিতে টিপিতে পায়ু ও মেঢ্রের মধ্যস্থিত বস্তি স্থানে আসিয়া উক্ত অঙ্গুলি দ্বয়ের দ্বারা শীঘ্র এরূপ বল পূর্ব্বক টিপিয়া ধরিবে, যেন অশ্মরীটি গ্রন্থির ন্যায় উন্নত হইয়া উঠে। সেই উন্নত গ্রন্থি সদৃশ অশ্মরীটি হস্তে ধৃত হইলে রোগী যদি স্থিরদৃষ্টি জ্ঞানশূন্য ও মৃতের ন্যায় নতশির ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে তবে সে স্থলে কদাচই ছেদন করিয়া অশ্মরী নির্গত করা কর্ত্তব্য নহে, তাহা করিতে গেলে নিশ্চয়ই রোগীর মৃত্যু হইবে। গ্রন্থি-সদৃশ সেই অশ্মরীটি ধরিলে রোগীর যদি এরূপ অবস্থা না হয়, তবে নির্গত করা কর্ত্তব্য। অনন্তর সেবনীর বামপার্শ্বে যব পরিমিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া, অশ্মরীটি নির্গত হইতে পারে এই পরিমাণ ছেদন করিবে। কার্য্যের সুবিধার জন্য কেহ কেহ দক্ষিণ ভাগে ছেদন করিতে বলেন। নির্গত করিবার কালে সাধন হওয়া কর্ত্তব্য যেন অশ্মরীটি চূর্ণ বা ভগ্ন না হয়। কারণ, কিঞ্চিৎ মাত্র অবশিষ্ট থাকিলেও তাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অতএব তাহার সমস্তটাই এক কালে নির্গমনের মুখে আনিবে। স্ত্রী-লোকের অশ্মরী হইলে তাহা বস্তির পার্শ্বে গর্ভাশয়ের সন্নিকৃষ্ট স্থানে থাকে। অতএব

(২) শাটক যন্ত্রে বন্ধন করিবার প্রণালী পশ্চাতে লিখিত হইয়াছে। তবে এক্ষণে ইউরোপীয় চিকিৎসকেরাও অশ্মরীছেদনে আর্য্যদিগের ন্যায় জানু কনুয়ে একত্র বন্ধন করে, তাহাকে Lithotomy binding বলে, তাহার প্রণালী পাঠ করিলে বোধ হয় আর্য্যদিগের শাটক যন্ত্রের বন্ধনী ঐ রূপই ছিল।

(৩) পায়ু-দেশ হইতে মেঢ্র পর্য্যন্ত সেলাইয়ের মত রেখাকে সেবনী বলে।

উৎসঙ্গ বিশিষ্ট (২) শস্ত্রের দ্বারা ইহা আহরণ করিবে। তাহার অন্যথা হইলে ইহাদিগের মূত্রস্রাবী ব্রণ জন্মে। পুরুষেরও মূত্র-প্রণালী শস্ত্রাহত হইলে ঐ ফল হয়। অশ্মরী-রোগে বস্তিদেশের এক পার্শ্বে ছেদ করিলে ছেদ-জন্য-ব্রণ আরোগ্য হয়, উভয় পার্শ্বে ছেদ করিলে হয় না। অশ্মরী ব্যতিরেকে এক পার্শ্বে ছেদ করিলেও আরোগ্য হয়না। এই রূপে শল্য বাহির হইলে রোগীকে দ্রোণ-পরিমিত উষ্ণোদকে বসাইয়া স্বেদ দিবে, বস্তি দেশে যেন রক্ত সঞ্চিত না হয়। যদি সঞ্চিত হয়, তবে ক্ষীর বৃক্ষের [যজ্ঞ ডুম্বুর) ক্বাথ পুষ্পনলের দ্বারা সেচন করিবে।

বস্তিমধ্যে ক্ষীর-বৃক্ষের ক্বাথ পুষ্পনালের দ্বারা যোজনা করিবে। ইহাতে অশ্মরী ও বস্তিগত শোণিত শীঘ্র নিঃসৃত হয়।

মুত্রপথ সংশোধনের জন্য রোগীকে গুড়-সৌহিত্য প্রদান করিয়া ক্ষত স্থানে মধু ঘৃত সেচন করিবে। অনন্তর মূত্র-শোধন-কর (১) দ্রব্য সহযোগে যবের মণ্ড সিদ্ধ করিয়া ঘৃত সহযোগে তিন দিন কাল দুই বেলা পান করাইবে। তিন দিনের পর মূত্র ও শোণিত বিশুদ্ধির জন্য গুড় সহযোগে দুগ্ধ গাঢ় করিয়া, তাহার সহিত অল্প পরিমাণে কোমল অন্ন দশ দিন কাল ভোজন করাইবে। দশ দিনের পর ফলাম্লের বা হরিণ-মাংসের রস সেবন করাইবে। তদনন্তর দশরাত্র কাল অপ্রমত্ত ভাবে স্নেহস্বেদ বা দ্রবস্বেদ প্রয়োগ করিবে। অথবা ক্ষীরবৃক্ষের ক্বাথে ক্ষতস্থান প্রক্ষালন করিবে। রোধ্র মধুক মঞ্জিষ্ঠা প্রপৌণ্ডরীক; ইহাদিগের কল্ক ব্রণে লেপন করিবে। এই সকল দ্রব্য ও হরিদ্রা, একত্র যোগে তৈল পাক করিয়া ব্রণের অভ্যঞ্জনে ব্যবহার করিবে। উত্তরবস্তির দ্বারা স্ত্যান (সঞ্চিত বা গাঢ়) শোণিতের প্রতিকার করিবে। সপ্ত রাত্রের পর মূত্র-নালীর দ্বারা মূত্র নির্গত

(২) শস্ত্রের মুখ হাতার মত হইলে উৎসঙ্গ বিশিষ্ট বলা যায়।

(১) সূত্র স্থানে দ্রব্য গুণ ও গণ বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

না হইলে যথাবিধি ক্রমে ব্রণ দগ্ধ করিবে। মূত্রনালীর দ্বারা মূত্র নিঃসৃত হইলে মধুর দ্রব্যের কাথে উত্তরবস্তি আস্থাপন ও অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। অশ্মরী বা শর্করাশ্মরী যদি আপনা হইতে মূত্রনালী-মধ্যে নিহিত হয়, তবে মূত্রনালী হইতেই তাহা আহরণ করিবে। সহজে আহরণ করিতে না পারিলে মূত্র-নাড়ী বিদীর্ণ করিয়া শস্ত্র বা বড়িশের দ্বারা আহরণ করিবে। ব্রণ পূরিয়া উঠিলেও এক বৎসর কাল স্ত্রী-সংসর্গ, অশ্ব গজ শকটাদি আরোহণ, জলে সন্তরণ বা গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করিবে না।

মূত্রবহ শুক্রবহ মুষ্কস্রোত মূত্রপ্রসেক সেবনী যোনি মলদ্বার ও বস্তি, অশ্মরী ছেদন কালে এই গুলি সাবধানে পরিত্যাগ করিবে। মূত্রবহা নাড়ী আহত হইলে বস্তি-দেশ মূত্রপূর্ণ হইয়া মৃত্যু হয়। শুক্রবহা নাড়ী আহত হইলে মৃত্যু বা ষণ্ডতা রোগ জন্মে। মুষ্ক-স্রোত আহত হইলে ধ্বজভঙ্গ হয়। মূত্র-প্রসেক আহত হইলে, তাহা হইতে সর্ব্বদা মূত্র নিঃসরণ হয়। সেবনী বা যোনি চ্ছেদ হইলে বেদনা প্রাদুর্ভাব হয়। বস্তি ও গুদমণ্ডল আহত হইলে যে ফল হয় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

এ স্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

এই অষ্ট প্রকার স্রোতগত মর্ম্ম যে ব্যক্তি না জানে, সেই শস্ত্র-কর্ম্মানভিজ্ঞ ভিষক্ অনেকের প্রাণ নাশ করে।

অথ ভগন্দরের চিকিৎসা।

ভগন্দর পঞ্চ প্রকার। তাহার মধ্যে শম্বূকাবর্ত্ত ও শল্যনিমিত্ত, এই দুই প্রকার ভগন্দর অসাধ্য। অবশিষ্ট সকল প্রকার কষ্টসাধ্য। ভগন্দর-জাতীয় ব্রণ হইলে তাহার অপক্ক অবস্থায় রোগীকে অপতর্পণ হইতে বিরেচন পর্য্যন্ত (১) একাদশ প্রকার প্রতীকার করিবে।

(১) চিকিৎসিত স্থানের প্রথম অধ্যায় দ্বিব্রণীয় চিকিৎসা দ্রষ্টব্য।

পিড়কা পাকিয়া উঠিলে, স্নেহ-মর্দ্দন ও অবগাহনে (১) শরীর স্বিন্ন হইলে রোগীকে শয্যাতে শয়ন করাইয়া অর্শ-রোগীর ন্যায় সূত্রে বা শাটক-যন্ত্রে বন্ধন করিয়া, ভগন্দর অধোমুখ কি ঊর্দ্ধমুখ অন্তর্মুখ কি বহির্মুখ তাহা সমীক্ষণ করিবে। পরে এষণী প্রদান ও উন্নত করিয়া আশয় (পূয়াশয়) সমেত ছেদন করিয়া তুলিয়া লইবে। অন্তর্মুখ ভগন্দর হইলে রোগীকে যন্ত্রের দ্বারা সম্যক্‌রূপে বন্ধন করিয়া প্রবাহণ করিতে (মলদ্বারে বেগ দিতে) কহিবে। তাহাতে ভগন্দরের মুখ দৃষ্ট হইলে এষণী প্রদান পূর্ব্বক শস্ত্রপাত করিবে। অগ্নি বা ক্ষার সামান্যতঃ সকল ভগন্দরেই প্রয়োগ করা যায়।

শতপোনক ভগন্দরে মলদ্বার-মধ্যে অগ্রে ক্ষুদ্র ব্রণ সমস্ত ছেদ করিবে। সেই সকল পূরিয়া উঠিলে তবে মলদ্বারের মূল নাড়ীর চিকিৎসা করিবে। যে সকল শিরা পরস্পর সম্বদ্ধ তাহাদিগের প্রত্যেকটি বাহ্যদেশে স্বতন্ত্র ছেদ করা কর্ত্তব্য। যে নাড়ী পরস্পর সম্বদ্ধ নহে তাহাও একত্র ছেদন করিলে, ব্রণের মুখ অতিশয় বিবৃত হয়। সেই প্রশস্ত মুখ হইতে মল মূত্র নির্গত হয়, বায়ু-কর্ত্তৃক আটোপ ও মলদ্বারে কনকনানি জন্মে। ইহাতে চিকিৎসা-কুশল বৈদ্যও বিমূঢ় হইয়া পড়েন। অতএব শতপোনক ভগন্দরে মুখ প্রশস্ত করিয়া ছেদ করা অকর্ত্তব্য। এই বহু ছিদ্র বিশিষ্ট ভগন্দর-রোগে সার্দ্ধলাঙ্গলক লাঙ্গলক সর্ব্বতোভদ্র অথবা গোতীর্থক নামক ছেদ কর্ত্তব্য। মলদ্বারের উভয় পার্শ্বে সমভাবে ছেদ করিলে লাঙ্গলক বলে, এক পার্শ্বে সমান ও অপর পার্শ্বে কিছু হ্রস্ব ভাবে ছেদ করিলে অর্দ্ধ লাঙ্গলক বলে। সেবনী বর্জ্জন পূর্ব্বক মলদ্বার চারিখণ্ডে ছেদ করাকে সর্ব্বতোভদ্র বলে। এবং পার্শ্ব হইতে শস্ত্রপাত পূর্ব্বক ছেদ করিলে গোতীর্থক বলে। রক্তাদি স্রাবের পথ সমস্ত অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করিবে (২)।

(১) স্নেহ বা ক্বাথ প্রভৃতি কোন প্রকার তরল পদার্থে শরীর নিমগ্ন করাকে এ স্থলে অবগাহন বলে।

(২) আধুনিক ইউরোপীয় শস্ত্রচিকিৎসাবিৎ পণ্ডিতেরা ভগন্দরের এই কয়

ভীরু বা সুকুমার ব্যক্তির শতপোনক ভগন্দর হইলে আরোগ্য হওয়া দুষ্কর। তাহাতে শীঘ্র বেদনা ও আস্রাব নাশক স্বেদ প্রয়োগ করিবে। কৃশরা বা পায়সের স্বেদ বা লাব তিত্তির প্রভৃতি গ্রাম্য ও সজল-দেশ-জাত পশুর মাংস সহযোগে, বৃক্ষাদনী (বৃক্ষের মাদা) এরণ্ড ও বিল্বাদিগণের ক্বাথ বা চূর্ণ স্নেহকুম্ভে নিহিত করিয়া নাড়ীস্বেদ বিধানে উক্ত ব্রণোপরি স্বেদ দিবে। তিল এরণ্ড তিশী মাসকলাই যব গোধূম সর্ষপ লবণ ও অম্লবর্গ (১) এই সকল স্থালীমধ্যে রাখিয়া রোগীকে স্বেদ দিবে। স্বেদ দেওয়া হইলে, কুষ্ঠ লবণ বচ হিঙ্গু ও অজমোদা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে ঘৃত দ্রাক্ষা বা অম্লরস সুরা অথবা কাঞ্জী সহযোগে সেবন করাইবে। তদনন্তর মধুকতৈল (মৌল ফলের তৈল) ব্রণে সেচন করিবে। মলদ্বারে বায়ুরোগ-নিবারক তৈল পরিসেচন করিবে। এইরূপে প্রতীকার করিলে মল মূত্র স্ব স্ব পথে নিঃসৃত হয় ও অন্যান্য তীব্র উপদ্রবেরও নিশ্চয় শান্তি হয়। শতপোনক ভগন্দরের চিকিৎসা বলা হইল, এক্ষণে উষ্ট্রগ্রীব নামক ভগন্দরের প্রতীকার বলা যাইতেছে।

উষ্ট্রগ্রীব নামক ভগন্দরের এষণীর দ্বারা এষণ পূর্ব্বক ছেদন করিয়া ক্ষার পাত করিবে। পূতি মাংস সমস্ত ইহা হইতে নির্গত করিতে হয়, এই জন্য অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে। ছেদ ও পূতি মাংস সমস্ত নির্গত করিবে, পরে তিল পিষিয়া ঘৃত-সংযোগে ইহাতে প্রলেপ দিবে। প্রলেপের উপরি বন্ধন করিয়া ঘৃত পরিসেচন করিতে থাকিবে। তিন দিবসের পর বন্ধন খুলিবে। ব্রণে যদি কোন দোষ থাকে তবে তাহা অগ্রে সংশোধন করিবে (২)। সংশোধিত হইলে যথাবিধিক্রমে

প্রকারই ছেদ করিয়া থাকেন। তবে লাঙ্গলক ও অর্দ্ধ লাঙ্গলক এ ভেদ তাঁহারা করেন না। তাঁহারা ইহাকে বৃত্তাংশিকচ্ছেদ (curvilineal incision) বলেন।

(১) অম্ল বর্গ সূত্র স্থানে রসবিশেষ বিজ্ঞানীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

(২) সংশোধনের প্রণালী দ্বিব্রণীয় ও সদ্যব্রণের চিকিৎসায় অনেক প্রকার বলা হইয়াছে।

রোপণ করিবে (১)। পরিস্রাবী নামক ভগন্দরে, রসরক্তাদি আস্রাব হইতে থাকিলে তাহার পথ (শোষ বা নালী) ছেদন পূর্ব্বক ক্ষার বা অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করিবে। ঈষদুষ্ণ অণুতৈল (২) গুদমণ্ডলে সেচন করিবে। উপনাহ প্রদেহ মূত্র বা ক্ষার সংযোগে প্রয়োগ করিবে, ও বমনীয় ঔষধের দ্বারা অল্প পরিমাণে পরিসেচন করিবে। এই রূপ প্রতীকারে ব্রণ কোমল হইলে, এবং বেদনা ও আস্রাব হ্রাস হইলে, তাহার শোষ-মুখ অন্বেষণ পূর্ব্বক ছেদন করিয়া অগ্নির দ্বারা সম্যক্ দগ্ধ করিবে। ছেদন করিতে হইলে, খর্জ্জুর পত্র অৰ্দ্ধচন্দ্র চন্দ্র-চক্র-সূচীমুখ ও অবাঙ্মুখ, এই সকল আকারে ছেদ করিবে। প্রয়োজন হইলে পুনর্ব্বার ক্ষারের দ্বারাও দগ্ধ করা যায়। তদনন্তর ব্রণ কোমল করিয়া সংশোধন করিবে।

বালকের বাহ্যমুখ বা অন্তর্মুখ কোন প্রকার ভগন্দর হইলে বিরেচন অগ্নি ক্ষার বা শস্ত্র হিতকর নহে। যে সকল ঔষধ কোমল ও তীক্ষ্ণ তাহাই প্রয়োগ করিবে। আরগ্বধ (সোঁদাল) হরিদ্রা ও নীল ইহাদিগের চূর্ণ মধু ও ঘৃতে আপ্লুত করিয়া বর্ত্তির আকারে ব্রণে প্রয়োগ করিয়া শোধন করিবে। এই যোগের দ্বারা ব্রণের নালী শীঘ্র আরোগ্য হয়। আগন্তুক (আঘাত জন্য) ভগন্দরে নালী হইলে শস্ত্রের দ্বারা ছেদ করিয়া জাম্বোষ্ঠ শলাকা দাহন পূর্ব্বক অগ্নিবর্ণ করিয়া সেই ব্রণের স্থান দগ্ধ করিবে। এবং প্রয়োজন হইলে কৃমি নাশক ও শল্য অপনয়ন-বিধি অনুসারে কার্য্য করিবে। ভ্রমণশীল ব্যক্তির এ রোগ হইলে, অথবা রোগ ত্রিদোষ-জন্য হইলে রোগীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে। সকল প্রকার ভগন্দরেই এই সকল প্রতিকার আনুপূর্ব্বিক কর্ত্তব্য। ভগন্দরে শস্ত্রপাত-জন্য যদি বেদনা জন্মে তবে তাহাতে উষ্ণ অণুতৈল পরিষেচন কর্ত্তব্য। অথবা, স্থালীতে

(১) রোপণের ঔষধও পূর্ব্বোক্ত দুই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে।

(২) অণু তৈল বাত ব্যাধির চিকিৎসায় দ্রষ্টব্য।

বাতঘ্ন ঔষধ পূর্ণ করিয়া, তাহার মুখে ছিদ্রযুক্ত সরাব আচ্ছাদিত করিবে। রোগীকে উপবেশন করাইয়া ও তাহার মলদ্বারে ঘৃত সেচন করিয়া, তাহাতে স্থালীস্থ দ্রব্যের উষ্ণ স্বেদ দিবে। অথবা রোগীকে শয়ন করাইয়া বেদনা-শান্তি-কর (১) নাড়ীস্বেদ (নলের দ্বারা স্বেদ) প্রয়োগ করিবে। অথবা উষ্ণোদকে অবগাহন করাইবে, তাহাতেও বেদনার শান্তি হয়। অথবা উপনাহ ও শাল্বণ (২) প্রভৃতি কদলী পত্র বা মৃগচর্ম্মে স্থাপন পূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে। ত্রিকটু বচ হিঙ্গু প্রভৃতি লবণ শ্যামা দন্তী ত্রিবৃৎ তিল কুষ্ঠ শতমূলী গোলোমী (শ্বেত দুর্ব্বা) গিরিকর্ণিকা (অপরাজিতা) কাসীস কাঞ্চন-বৃক্ষ এবং ক্ষীরী-বর্গ (৩), এই সকলের দ্বারা ভগন্দর-ব্রণ সংশোধিত হয়। ত্রিবৃৎ তিল নাগদন্তী (বিছুটী) ও মঞ্জিষ্ঠা দুগ্ধ-সহ মধু ও সৈন্ধব যোগে প্রয়োগ করিলে ভগন্দর ব্রণের উৎসাদন হয়। রসাঞ্জন হরিদ্রা দারুহরিদ্রা মঞ্জিষ্ঠা নিম্বপত্র ত্রিবৃৎ গজপিপ্পলী ও দন্তী একত্র ইহাদিগের কল্কের প্রলেপে নালী-ব্রণ আরোগ্য হয়। কুষ্ঠ ত্রিবৃৎ তিল দন্তী মাগধ্য (পিপ্পলী) সৈন্ধব মধু হরিদ্রা ত্রিফলা তুথ, ব্রণ-শোধনের পক্ষে এই গুলি হিতকর। মাগধ্য যষ্টিমধু লোধ কুষ্ঠ এলাইচ রেণুকা মঞ্জিষ্ঠা ধাতকী পুষ্প সারিবা (শ্যামা লতা) হরিদ্রা দারুহরিদ্রা প্রিয়ঙ্গু সর্জ্জরস পদ্মকাষ্ঠ পদ্মকেশর সুধা (কলিচূণ) বচ লাঙ্গলকী মধুচ্ছিষ্ট (মোম) ও সৈন্ধব, এই সকল যোগে তৈল পাক করিবে। ইহাতে ভগন্দর আরোগ্য হয়। গণ্ডমালা মণ্ডল নামক কুষ্ঠ ও মেহ-জন্য ব্রণেরও রোপণের পক্ষে ইহা হিতকর। ব্রণ শোধন ও রোপণের

(১) বায়ু পিত্ত বা শ্লেষ্মা যে দোষ জন্য যাতনা হয়, সেই দোষ যে দ্রব্যে নিবৃত্ত হয় সেই দ্রব্যের স্বেদ সেই স্থলে বিধেয়। তবে বেদনা প্রায় বায়ুজন্যই হইয়া থাকে এই জন্য বায়ু শান্তিকর ঔষধের স্বেদ বেদনার স্থলে প্রয়োজ্য।

(২) চতুর্থ অধ্যায়ে বাত ব্যাধির চিকিৎসায় দ্রষ্টব্য।

(৩) যে সকল বৃক্ষের ক্ষীর নিঃসরণ হয় তাহাদিগকে ক্ষীরী বর্গ কহে। যথা যজ্ঞ ডুম্বুর বট অর্ক মনসা ইত্যাদি।

পক্ষে ন্যগ্রোধাদি গণ হিতকর। ইহার সহযোগে তৈল বা ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে ভগন্দর আরোগ্য হয়। ত্রিবৃৎ দন্তী হরিদ্রা অর্কমূল লোহ (অগুরু) করবীর বিড়ঙ্গসার ত্রিফলা স্নুহী অর্কক্ষীর কাকোলী মধু মধুচ্ছিষ্ট তৈল এই সকল সহযোগে পাক করিবে। এই তৈলে ভগন্দর রোগ বিশেষ রূপে নষ্ট হয়। চিত্রক অর্ক ত্রিবৃৎ পাঠা গোডুম্বর করবীর সুধা (স্নুহী বা মনসা) বচ সপ্তপর্ণ (ছাতিম) লাঙ্গলকী সুবর্চ্চিকা (সর্জিকাক্ষার) জ্যোতিষ্মতী, এই সকল একত্র তৈল পাক করিবে। ইহাকে স্যন্দন তৈল বলে, ভগন্দর হওয়া মাত্রেই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। দ্বিত্রণীয় চিকিৎসার প্রণালী ক্রমে ভন্দগরের অবস্থা বিবেচনা করিয়া শোধন রোপণ ও সবর্ণকরণের বিধি অবলম্বন. করিবে। অর্শ চিকিৎসায় যে যন্ত্র বলা হইয়াছে তাহা ভগন্দরেও ব্যবহার করিবে। ব্যায়াম মৈথুন কোপ, অশ্বাদি আরোহণ, ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, ভগন্দর আরোগ্য হইলেও এক বৎসর কাল এ সকল পরিত্যাগ করিবে।

নবম অধ্যায়।

কুষ্ঠ চিকিৎসা।

অধিক পরিমাণে অহিতকর দ্রব্য ভোজন, অস্বাভাবিক আহার বেগ ধারণ স্নেহাদির অনিয়মিত সেবন, পাপ-ক্রিয়া-জন্য অথবা পূর্ব্ব-কর্ম্ম-দোষ-জন্য ত্বক্ দোষের উৎপত্তি হয়।

মাংস বসা দুগ্ধ দধি তৈল কুলত্থ মাষ ইক্ষু-বিকার অম্ল অহিতকর বা পরিমাণাধিক ভোজন, বিদাহী বা অভিষ্যন্দী দ্রব্য ভোজন, দিবা-নিদ্রা ও স্ত্রী-সমাগম, ত্বক্-দোষে এই সকল পরিত্যাগ করিবে।

শালি ষষ্টিক যব গোধূম কোরদূষ শ্যামাক উদ্দালক, প্রভৃতি পুরাতন

হইলে, মুদ্গ বা আঢ়কীর যূষ বা সূপ (১) সহযোগে, অথবা নিম্ব-পত্র ও ভেলা মিশ্রিত করিয়া মঞ্জিষ্ঠা সোমরাজ বাসক ও রূপিকার (শ্বেতার্ক) পুষ্প ঘৃত বা সর্ষপ তৈল সিদ্ধ করিয়া অথবা তিক্তবর্গের [সূত্র স্থান রসবিশেষ বিজ্ঞানীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য] দ্বারা মর্দ্দন করিয়া তৎসহযোগে, ভোজন করিবে। যে রোগীর মাংস আহার করা অভ্যাস, তাহাকে মেদ-বর্জ্জিত হরিণের মাংস ভোজন করিতে দিবে। অভ্যঙ্গের নিমিত্ত বজ্রতৈল, উৎসদনার্থ, আরগ্বাধাদির ক্বাথ প্রদান করিবে। কুষ্ঠ-রোগীর এই গুলি আহার আচারের নিয়ম।

কুষ্ঠের পূর্ব্বরূপে বিরেচন ও বমনের দ্বারা শরীরের ঊর্দ্ধ ও অধো-ভাগ সংশোধন করিবে। রোগ ত্বকে আশ্রয় করিলে শোধন ও আলেপন প্রয়োগ করিবে। শোণিতে আশ্রয় করিলে সংশোধন, আলেপন, ক্বাথ পান, ও শোণিত মোক্ষণ করিবে। মাংস-গত হইলে, শোধন আলেপন ক্বাথ পান ও রক্ত মোক্ষণ করিবে, এবং অরিষ্ট মন্থ ও প্রাস সেবন করিবে। চতুর্থতঃ কর্ম্ম-জন্য রোগে রোগী আত্মবান্ ও নিয়মানুগামী হইলে রোগ যাপ্য থাকে। সে অবস্থায় সংশোধন ও শোণিত মোক্ষণ করিবে, এবং তদতীত ভল্লাতক শিলাজতু গুগ্‌গুলু অগুরু তুবরক [কষায় রস] খদির আসন অয়স্কৃতি বিধানে সেবন করিবে। কুষ্ঠ রোগের পঞ্চমাবস্থায় [২] চিকিৎসা করিবে না।

কুষ্ঠ রোগের প্রথমাবস্থায় স্নেহ পান বিধান পূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে। বায়ু-জন্য কুষ্ঠরোগ হইলে মেষ-শৃঙ্গী গোক্ষুরী শার্ঙ্গষ্ট গুড়ূচি

---

(১) লবণাদি বর্জ্জিত কেবল মাত্র ক্বাথ হইলে যূষ বলা যায়। লবণ হিঙ্গু প্রভৃতি সংযুক্ত হইলে সূপ বলা যায়। "দালীতু সলিলে সিদ্ধা লবণার্দ্রক হিঙ্গুভিঃ। সংযুক্তা সূপ নাম্নীস্যাৎ কথ্যতে তদ্গুণা যথা।" "নিস্তুষো ভৃষ্ট সিদ্ধঃসঃ।,, অতএব সূপ পাকে দাইলকে নিস্তুষ করিয়া ভর্জ্জন পূর্ব্বক সিদ্ধ করিবে।

(২) স্বীয় প্রাক্তন-কর্ম্ম জন্য বা পিতৃদোষ জন্য কুষ্ঠ রোগই এই স্থানে গ্রন্থকারের অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়। মূলে এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে "পুরাকৃত কর্ম্মযোগাচ্চ,, এই রূপ উল্লিখিত আছে তাহাতে এই ভাবই বর্ত্তে।

ও দশমূলী সহযোগে তৈল বা ঘৃত পাক করিয়া পান ও অভ্যঙ্গে সেবন করিবে। পিত্ত-জন্য কুষ্ঠরোগে ধব অশ্বকর্ণ অসন পলাশ নিম্ব পর্পটক (ক্ষেত্র পর্প্পটী) যষ্টিমধু রোধ্র ও মঞ্জিষ্ঠা সহযোগে ঘৃত সিদ্ধ করিয়া সেবন করিবে। শ্লেষ্মা-জন্য কুষ্ঠরোগে পিয়াল শাল আরগ্বধ নিম্ব সপ্তপর্ণ চিত্রক মরিচ বচ ও কুষ্ঠ সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিবে।

সকল প্রকার কুষ্ঠ-রোগে ভল্লাতক অভয়া (হরিতকী বিশেষ) ও বিড়ঙ্গ যোগে ঘৃত, তুবরক-তৈল (মধুমেহ চিকিৎসা দেখ) ভল্লাতক-তৈল প্রয়োজ্য।

মহাতিক্ত ঘৃত।

সপ্তপর্ণ আরগ্বধ অতিবিষা পাঠা কটুকী গুলঞ্চ ত্রিফলা পটোল নিম্ব পর্পটক দুরালভা মুস্তা চন্দন ত্রায়মানা (বনভাদুলিয়া) ; পদ্মকাষ্ঠ হরিদ্রা উপকুল্যা (পিপ্পলী) বিশালা (রাখাল শশা) মূর্ব্বা শতাবরী সারিবা [শ্যামালতা] ইন্দ্রযব অটরুষক (বাসক) ষড়গ্রন্থি (বচ) যষ্টি-মধু ভূনিম্ব [চিরেতা] গৃষ্টিকা (চামর আলু) ইহাদিগের প্রত্যেককে সমভাগে লইয়া কল্ক প্রস্তুত করিবে। সেই কল্কের চতুর্গুণ ঘৃত, ঘৃতের দ্বিগুণ আমলকী রস, ও রসের চতুর্গুণ জল একত্র আলোড়ন পূর্ব্বক পাক করিবে। ইহাকে মহাতিক্তক ঘৃত কহে। কুষ্ঠ বিষমজ্বর রক্তপিত্ত হৃদ্রোগ উন্মাদ অপস্মার গুল্ম পিড়কা অসৃগ্দর গলগণ্ড গণ্ড-মালা শ্লীপদ পাণ্ডুরোগ বিষর্প ষণ্ডতা কণ্ডু পামা প্রভৃতি ইহার দ্বারা শাম্য হয়।

তিক্তক সর্পি।

ত্রিফলা পটোল নিম্ব বাসক কটুকী দুরালভা ত্রায়মাণা ও পর্পট, প্রত্যেকে দুই পল দ্রোণ পরিমিত জলে সিদ্ধ করিয়া পাদাবশেষ [চতুর্থ ভাগ] থাকিতে অবতারিত করিবে। ত্রায়মাণা মুস্তা ইন্দ্রযব চন্দন ভূনিম্ব ও পিপ্পলী, প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে উক্ত ক্বাথে

পিষিবে। সেই কল্‌ক সহযোগে প্রস্থ পরিমিত ঘৃত পাক করিবে। ইহাতে কুষ্ঠ বিষমজ্বর গুল্ম অর্শ গ্রহণী শোফ পাণ্ডু বিসর্প ও ষণ্ডতা নিবৃত্ত হয়।

কুষ্ঠ প্রলেপ।

পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকারের মধ্যে কোন প্রকার ঘৃতের দ্বারা রোগিকে স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া, তাহার একটী বা ততোধিক পাঁচটী পর্য্যন্ত সিরা বিদ্ধ করিবে। শরীরের মণ্ডলাকার চিহ্ন সমস্ত উৎসন্ন (স্ফীত) ভাবে থাকিলে তাহাদিগকে অবলেখন করিবে (চাঁচিয়া ফেলিবে), অথবা সর্ব্বদা লেপ দিবে। সমুদ্রফেণ সেগুণ গোজী (গোজিয়া লতা) অথবা গোডুম্বরের পত্র দ্বারা সেই সমস্ত মণ্ডল অবঘর্ষণ করিয়া লেপ দিবে। লাক্ষা সর্জ্জরস (ধূনা) রসাঞ্জন প্রপুন্নাড় (চাকুন্দে) অবল্‌গুজ (সোমরাজ) তেজোবতী (গজপিপ্‌পলী) অর্ক করবীর কুটজ রেবতমূল, গোমূত্রে বা গোপিত্তে পিষিয়া লেপে ব্যবহার করিবে। অথবা স্বর্জিকাক্ষার তুথ কাসীস [হিরেকস] বিড়ঙ্গ গৃহধূম চিত্রক কটুকী সুধা (কলিচূণ) হরিদ্রা ও সৈন্ধব, ইহাদিগের একত্র যোগে কল্‌ক প্রলেপে ব্যবহার্য্য। অথবা পলাশের ক্ষার, ক্ষারপাকের প্রণালী মতে স্রাবিত করিয়া, এই সকলের চূর্ণ সহযোগে পাক করিবে। পাক ফাণিতের [১] ন্যায় ঘন হইলে অবতারণ করিয়া লেপে প্রয়োগ করিবে। কিম্বা জ্যোতিষ্ক ফল [গণিকার ফল] লাক্ষা মরিচ পিপ্‌পলীর ফুল বা পত্র একত্র কল্‌ক করিয়া লেপে প্রয়োগ করিবে। অথবা হরিতাল মনঃশিলা অর্কক্ষীর তিল শিগ্রু ও মরিচ একত্র যোগে কল্ক, অথবা স্বর্জিকা ক্ষার, কুষ্ঠ তুথ কুটজ চিত্রক বিড়ঙ্গ মরিচ মনঃশিলা একত্র যোগে কল্‌ক, কিম্বা হরীতকী করঞ্জিকা বিড়ঙ্গ শ্বেত সর্ষপ লবণ শুক্ল-ত্রিবৃৎ সোমরাজ হরিদ্রা একত্র যোগে কল্‌ক, লেপে প্রয়োগ করিবে। এই সাতটী কুষ্ঠ নাশক লেপ।

---

[১] ইক্ষু রসের যে রূপ পাকে ফাণিত প্রস্তুত হয়।

দদ্রু নামক কুষ্ঠের চিকিৎসা।

কুষ্ঠ সর্ষপ শ্রীনিকেত (টারপীণ তৈল) হরিদ্রা ত্রিকটু চক্রমর্দ্দের (চাকুন্দে) বীজ ও মূলক-বীজ একত্র তক্র সহযোগে পিষিয়া দদ্রুতে লেপন করিবে। সৈন্ধব চক্রমর্দবীজ শর্করা কেশর (নাগকেশর) ও কৃষ্ণাঞ্জন, কপিত্থ-রস যোগে লেপ প্রয়োগ করিলে দদ্রুরোগে শীঘ্র আরোগ্য হয়। স্বর্ণক্ষীরী ব্যাধিঘাত (সোঁদাল) শিরীষ নিম্ব সাল কুটজ লতাসাল, একত্র যোগে কল্ক প্রস্তুত করিয়া স্নানের পর দদ্রুতে ঘর্ষণ পূর্ব্বক লেপন করিবে। ইহাতে শীঘ্র দদ্রুরোগ আরগ্য হয়।

শ্বিত্র নামক কুষ্ঠের চিকিৎসা (১)।

ভদ্রা (ভদ্র-মুস্তা) ও উড়ূম্বর-মূল, উভয়ের তুল্য গোডুম্বর-মূল, একত্র চূর্ণ করিয়া ঈষদুষ্ণ সিদ্ধ জলের সহিত পান করিবে। ইহা প্রয়োগে শ্বিত্র ও পুণ্ডরীক নামক কুষ্ঠের স্থানে স্ফোট জন্মায়। সেই শোফ ভিন্ন হইলে (ফাটিয়া গেলে) হস্তির চর্ম্ম দগ্ধ করিয়া তাহার ক্ষার-তৈল-সংযোগে স্ফোটে লেপ দিবে। কৃষ্ণসর্পের মসী (ত্বক) উত্তম রূপে দগ্ধ করিয়া বিভীতকের তৈলের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক প্রলেপ প্রয়োগ করিলে সকল প্রকার শ্বিত্র কুষ্ঠ আরোগ্য হয়।

প্রপুন্নাড়ের [চাকুন্দে] বীজ কুষ্ঠ ও যষ্টিমধু, ঘৃত-সংযোগে পেষণ করিবে। শ্বেতবর্ণ গৃহ-কুক্কুটকে অগ্রে ভক্ষ্য-দ্রব্যের চতুর্থাংশ ভোজন করাইয়া রাখিবে, পরে ক্ষুধার্ত্ত হইলে তাহাকে ঐ পিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিতে দিবে। তাহার সেই পুরীষ লইয়া উৎপাচন পূর্ব্বক সর্ব্ব দেহে লেপ দিবে ও ভক্ষণ করিবে। ইহাতে এক মাসের মধ্যে শ্বিত্র নামক কুষ্ঠ আরগ্য হয়।

গজলেণ্ড (হস্তীর বিষ্ঠা) উত্তম রূপে দগ্ধ করিয়া সেই ক্ষার অনেকবার গজমূত্রে স্রাবিত করিবে। এক দ্রোণ পরিমিত সেই ক্ষার

(১) ইহাকে শ্বেত বা ধবল বলা যায়, সকল প্রকার কুষ্ঠের নাম ও লক্ষণ নিদান স্থানে দ্রষ্টব্য।

ও তাহার দশমাংশ সোমরাজের বীজ একত্র পাক করিবে। যখন পাক দ্রব্য চিকণ দেখাইবে, তখন নামাইয়া গুটিকা বাঁধিবে। কুষ্ঠ স্থান ঘর্ষণ করিয়া লেপন করিলে শ্বিত্র কুষ্ঠ সত্বরেই শরীরের সবর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আম্র ও হরীতকীর ক্কাথে বর্ত্তি ভাবিত করিয়া পরে বট ক্ষীরে ভাবিত করিবে। সেই বর্ত্তি তাম্রদীপে প্রজ্বলিত করিয়া তাহার মসী গ্রহণ করিবে। সেই মসী পুনর্ব্বার হরীতকীর জলে ভাবিত করিবে। পরে সেই মসী কটু তৈলের সহিত প্রচুর পরিমাণে মর্দ্দন করিয়া প্রয়োগ করিলে কিলাস (ছুলি) আরগ্য হয়। নদীতীর-জাত অবল্গুজের (সোমরাজের) বীজ বকবৃক্ষ উডুম্বর লাক্ষা লৌহচূর্ণ পিপ্পলী ও কৃষ্ণতিল, এই সকল সমভাগে গোরোচনা সহযোগে পিষিয়া বর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক লেপে প্রয়োগ করিলে বিবিধ শ্বিত্র-কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। ময়ূরের পিত্ত প্রয়োগ করিলে অথবা হ্রীবের (বালা) দগ্ধ করিয়া পূর্ব্বোক্ত পিত্ত সহযোগে প্রয়োগ করিলেও কুষ্ঠ আরোগ্য হয়।

তুথ হরিতাল কটুকা ত্রিকটু সিংহী অর্ক করবীর কুষ্ঠ অবল্গুজ (সোমরাজ) ভল্লাতক উডুম্বর-বৃক্ষ সর্ষপ স্নুহী তিল্বক (লোধ) নিম্ব পীলু ও আরগ্বধের পত্র, অথবা বিড়ঙ্গ ও করবী বীজ হরিদ্রা দারুহরিদ্রা বৃহতী কণ্টকারী, এই দুই প্রকার লেপের দ্বারা বিবিধ প্রকার শ্বিত্র-কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। বায়সী ও ফল্গুতিক্ত ফল [কাকডুম্বুর] প্রত্যেক এক শত, লৌহ চূর্ণ দুই প্রস্থ, ত্রিফলা তিন আঢ়ক [১], অশন পিয়াসাল দুই আঢ়ক, জল তিন দ্রোণ, একত্র পাক করিয়া জলের চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে সেই ক্কাথে ঘৃত পাক করিবে (২)। ইন্দ্রযব ত্রিকটু গুড়ত্বক দেবদারু চতুরঙ্গুল (সোঁদাল) কেশর (নাগকেশর) পারাবতপদী (নফট্‌কি) দন্তী বাকুচী (সোমরাজ) ও কণ্টকারী, ইহাদিগের চূর্ণ তাহাতে প্রক্ষেপ করিবে। কুষ্ঠ রোগ, দোষ বা ধাতু (৩)

(১) "আঢ়ক" ৮ অষ্ট শের।
(২) এস্থলে ঘৃতের পরিমাণ অবশিষ্ট ক্কাথের চতুর্থাংশ।
(৩) বায়ু পিত্ত কফ রক্তাদিকে দোষ ও ধাতু বলা যায়।

আশ্রয় করিলে এই ঘৃত পান করিবে, এবং কেবল মাত্র ত্বক-গত হইলে মর্দ্দন করিবে। ইহাতে অসাধ্য নীলকুষ্ঠ পর্য্যন্তও আরোগ্য হয়।

ত্রিফলা গুড়ত্বক্ ত্রিকটু সুরসা (নিসিন্দা) কাষ্ঠ মল্লিকা কাকমাচী ও আরগ্বধ প্রত্যেকে এক তুলা (১), কাকমাচী অর্ক, বরুণ-বৃক্ষ, দন্তী কুটজ চিত্রক দারুহরিদ্রা ও কণ্টকারী প্রত্যেকে দশ পল, তিন দ্রোণ জলে পাক করিবে। সেই ক্বাথের ষট্‌প্রস্থ (২) থাকিতে তৎসহযোগে গোময়-রস গোমূত্র দধি দুগ্ধ ও ঘৃত প্রত্যেকে এক আঢ়ক পরিমাণে পাক করিবে। তাহাতে ভূনিম্ব ত্রিকটু চিত্রক করঞ্জ ফল নীলিকা (নীল সিন্ধুবার) শ্যামালতা অবল্গুজ পীলু নীলিনী (নীল বৃক্ষ) ও নিম্ব-কুসুম, এই সকলের চূর্ণ প্রদান করিবে। শ্বিত্র-রোগে এই ঘৃত মর্দ্দন করিলে, কুষ্ঠ আরোগ্য হইয়া শরীরের স্বাভাবিক বর্ণ হয়। এবং ভগন্দর কৃমি অর্শ ও মহানীল নামক কুষ্ঠ-রোগ আরোগ্য হয়।

ঘৃত, গোমূত্র চিত্রক ত্রিকটু ও মধু সংযোগে কুম্ভে নিহিত করিয়া এক পক্ষ কাল রাখিবে। ইহা পান করিলে শ্বিত্র-কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। পূতিক, অর্ক, স্নুহা, রাজবৃক্ষ ও সৌমন পত্র (জাতিপুষ্প লতা) মূত্রে পেষণ করিয়া লেপ প্রয়োগ করিলে শ্বিত্রকুষ্ঠ, দদ্রু, দুষ্ট-ব্রণ, অর্শ, ও নাড়ীব্রণ আরোগ্য হয়। এই সকল প্রতীকারের পর দুষ্টরক্ত নিঃসারিত করিবে। তাহাতে রোগী বলবান হইলে ঘৃতের দ্বারা স্নিগ্ধ করিবে। তীক্ষ্ণ ঔষধের দ্বারা বমন করাইয়া বিরেচনের দ্বারা দোষের সংশোধন করিবে। বমন বা বিরেচনের দ্বারা নিঃশেষে দোষ নিঃসৃত না হইলে সমস্ত দোষ কুপিত হইয়া সর্ব্ব দেহে ব্যাপ্ত হয়। তাহাতে নিশ্চয়ই কুষ্ঠরোগ অসাধ্য হইয়া উঠে। অতএব দোষ নিঃশেষে নির্গত করা কর্ত্তব্য। কুষ্ঠরোগীকে এক পক্ষ অন্তর

---

(১) তুলা ১০০ শত পল অথবা সার্দ্ধ দ্বাদশ শের।

(২) ষট্‌প্রস্থ ১২ শের, কিন্তু দ্রব দ্রব্যের দ্বিগুণ লইতে হইবে, অতএব এ স্থলে ২৪ শের গ্রাহ্য।

বমন, এক মাস অন্তর বিরেচন, বৎসরের মধ্যে দুই বার রক্ত-মোক্ষণ ও ত্রিরাত্র অন্তর নস্য প্রয়োগ করিবে। হরীতকী ত্রিকটু ও শর্করা তৈলযোগে লেহন করিলে কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। আমলকী অক্ষ (বয়ড়া) উপকুল্যা (পিপ্‌পলী) ও বিড়ঙ্গ, একত্র ঘৃত মধু-যোগে লেহন করিবে; অথবা প্রতিদিন এক পল হরিদ্রা মূত্র সংযোগে এক মাস কাল সেবন করিবে, অথবা এই নিয়মে পিপ্‌পলী ও গজ-পিপ্‌পলী চূর্ণ মূত্র-সহ পান করিবে; কিম্বা তার্ক্ষ্য (রসাঞ্জন) এক মাস কাল ঐ নিয়মে পান করিবে, এবং সর্ব্বদা অঙ্গে লেপন করিবে। নিম্বত্বক সপ্তপর্ণীর ত্বক লাক্ষা মুস্ত দশমূলী হরিদ্রা দারুহরিদ্রা মঞ্জিষ্ঠা অক্ষ বাসক দেবদারু হরীতকী চিত্রক ত্রিকটু আমলকী বিড়ঙ্গ, ইহাদিগের প্রত্যেকে সমভাবে চূর্ণ একত্র করিয়া একপল পরিমাণে প্রতিদিন ভক্ষণ করিবে। অথবা ত্রিফলা সহযোগে দ্রোণ পরিমিত ঘৃত পাক করিয়া ত্রিকটু যোগে সেবন করিবে। আরগ্বধ সপ্তপর্ণ পাটল বৃক্ষক নক্তমাল নিম্ব হরিদ্রা মুষ্কক (ঘণ্টা-পারুল) ইহাদিগের সহযোগে ঘৃত পাক করিবে। সেই ঘৃত কিছু কাল উপেক্ষা করিয়া জীর্ণ হইলে সেবন করিবে। রোধ্র নিম্ব পদ্মকাষ্ঠ রক্তচন্দন সপ্তপর্ণী অক্ষ বৃক্ষক ও বীজক (বিজয়সার বৃক্ষ), কুষ্ঠ রোগে গাত্রদাহ থাকিলে এই সকল দ্রব্য স্নানীয় জলে যোজনা করিবে। অথবা মধু সংযোগে ত্রিভণ্ডী (শুক্ল ত্রিবৃৎ) পান করিবে। কুষ্ঠ-রোগে মাংস পাত হইতে থাকিলে, পুরাতন মুদ্গ, তৈল-সংযোগে নিম্বোদকে সিদ্ধ করিয়া পান করিবে, অথবা সবল হইলে, নিম্বক্বাথ বা অর্ক শ্বেত-অর্ক ও সপ্তপর্ণীর একত্র যোগে ক্বাথ পান করিবে। কোন অঙ্গ ক্ষত হইলে, করবীর মূল বিড়ঙ্গ যোগে গোমূত্রে পিষিয়া লেপে ব্যবহার করিবে। কুষ্ঠ-রোগীর শরীরে সর্ব্বদা গোমূত্র সেচন করিবে; ও তাহার ভক্ষ্য দ্রব্যের সহিত বিড়ঙ্গ সংযোগ করিয়া ভক্ষণ করাইবে। অথবা কারঞ্জ-তৈল সর্ষপ-তৈল কিম্বা শিগ্রু বা কোশাম্রের তৈল কুষ্ঠ স্থানে সর্ব্বদা ক্ষেপণ করিবে।

অথবা সকল প্রকার কটু উষ্ণ তিক্ত দ্রব্য সহযোগে তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে।

এই সকল প্রতিকারে আরোগ্য না হইলে দুষ্ট ব্রণের ন্যায় প্রতিকার করিবে।

বজ্রক তৈল।

সপ্তপর্ণ করঞ্জ মালতী ও করবীর, ইহাদিগের পুষ্প, স্নুহী শিরীষ চিত্রক ও আস্ফোতার মূল বিষলাঙ্গল বজ্রবৃক্ষ (ত্রিশিরা মনসা) কাসীস হরিতাল মনঃশিলা করঞ্জবীজ ত্রিকটু ত্রিফলা, হরিদ্রা, শ্বেত-সর্ষপ বিড়ঙ্গ ও চক্রমর্দ্দ, এই সমস্ত গোমূত্র সহযোগে পিষিয়া সেই কল্ক সহযোগে তৈল পাক করিবে। ইহাকে বজ্রতৈল বলে। ইহাতে কুষ্ঠ নাড়ীব্রণ ও দুষ্টব্রণ আরোগ্য হয়।

শ্বেতসর্ষপ করঞ্জ পূতিকরঞ্জ হরিদ্রা দারুহরিদ্রা রসাঞ্জন কুটজ চক্রমর্দ্দ সপ্তপর্ণী, মৃগাদনী (রাখাল শসা) লাক্ষা সর্জরস অর্ক অপরাজিতা আরগ্বধ স্নুহী শিরীষ তুবর (সৌরাষ্ট্র-মৃত্তিকা) কুটজ অরুষ্কর বচ কুষ্ঠ বিড়ঙ্গ মঞ্জিষ্ঠা লাঙ্গলী চিত্রক মালতী কটুতুম্বী গন্ধালী (গাঁধালী) মূলক সৈন্ধব করবীর গৃহধূম বিষ কম্পিল (কমলা গুড়ি) সিন্দুর তুত্থ গজপিপ্পলী, এই সমস্ত একত্র করিয়া দ্বিগুণ গোমূত্রে পেষণ করিবে; তৎসহযোগে চতুর্গুণ কারঞ্জ তৈল বা সর্ষপ তৈল পাক করিবে। ইহাকে মহা বজ্রক-তৈল বলে। এই তৈল অঙ্গে মর্দ্দন করিলে সকল প্রকার কুষ্ঠ গণ্ডমালা ভগন্দর ঘোরতর নাড়ীব্রণ ও দুষ্টব্রণ আরোগ্য হয়।

লাক্ষাদি গণস্থ দ্রব্য গোরচনা সহযোগে মূত্রে পিষিয়া সপ্তাহকাল কটু অলাবুর অভ্যন্তরে রাখিবে। সপ্তাহ পরে ইহার পরিমিত মাত্রা পান করিবে, ও অঙ্গে মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। ইহাতে শরীরের সমস্ত দোষ নির্গত হয়। এই রূপে সমস্ত দোষ নিঃসৃত হইলে রোগীকে রৌদ্র হইতে লইয়া খদিরের জলে স্নান করাইবে।

পরে খদিরের জলে যবাগু প্রস্তুত করিয়া পান করাইবে। এই রূপে সংশোধন-বর্গস্থ অথবা কুষ্ঠঘ্ন-বর্গস্থ সকল ঔষধ সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া প্রদেহ ও উদ্বর্ষণে প্রয়োগ করিবে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে বিরেচক যোগ সেবন করিবে। এই রূপ পাঁচ ছয় সাত বা আট বার সেবন করিবে, তাহা জীর্ণ হইলে দুগ্ধ ভোজন করিবে। ইহাতে প্রবল কুষ্ঠ-ব্রণ ষন্মাসের মধ্যে অদৃশ্য হয়। কুষ্ঠরোগী স্নান পান ও ভোজন প্রভৃতিতে সর্ব্বদা খদির সেবন করিবে। কুষ্ঠ যে রূপ বৃদ্ধি হইয়া আপন প্রভাবে রোগীকে বিনাশ করে, সেবিত হইলে খদিরও সেই রূপ আপন প্রভাবে কুষ্ঠ রোগ নাশ করে। অল্প রোম নখ ধারণ, অল্প পরিশ্রম করণ, হিতকর দ্রব্য ভোজন, নিয়মিত রূপে ঔষধ সেবন, স্ত্রী মাংস ও সুরা বর্জ্জন, কুষ্ঠরোগী রোগ হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য এই সকল নিয়ম অবলম্বন করিবেন।

জ্ঞাতব্য।

চিকিৎসা বিষয়ে কল্‌ক ক্বাথ চূর্ণ প্রভৃতির স্বরূপ ও পরিমাণ জানা আবশ্যক, তাহা অনেক স্থলে উক্ত নাই। এ কারণ এ স্থলে তাহার উল্লেখ প্রয়োজন হইতেছে। পরিমাণ উক্ত না থাকিলেই এই নিয়ম প্রয়োজ্য।

কষায় বিধি। স্বরসশ্চ তথা কল্‌কঃ ক্বাথশ্চ হিম ফাণ্টকৌ।
জ্ঞেয়াঃ কষায়াঃ পঞ্চৈতে লঘবঃ স্যুর্যথোত্তরঃ॥

স্বরস কল্‌ক ক্বাথ হিম ও ফাণ্ট, এই পাঁচটিকে কষায় বলা যায়। এবং ইহারা ক্রমশঃ পাকেলঘু।

ক্ষুণ্ণং দ্রব্যং পলং সম্যক্ ষড়্‌ভির্নীর পলৈঃ প্লুতম্।
নিশোষিতং হিমং স্যাৎ তথা শীতকষায়কঃ॥

চূর্ণ দ্রব্য এক পল রাত্রিতে ছয় পল জলে প্লুত করিয়া রাখিবে। ইহাকে হিম বা শীত কষায় বলে।

মন্থ বিধি। জলে চতুঃপলে শীতে ক্ষুণ্ণং দ্রব্যং পলং ক্ষিপেৎ।

মৃৎপাত্রে মন্থয়েৎ সম্যক্ তস্মাচ্চ দ্বিপলং পিবেৎ॥

এক পল চূর্ণদ্রব্য চারি পল শীতল জলে নিক্ষেপ করিয়া মৃৎপাত্রে সম্যক্ রূপে মন্থন করিবে। ইহাকে মন্থ কহে—সেবনের পরিমাণ দুই পল।

কল্‌ক বিধি। দ্রব্যমাত্রং শিলাপিষ্টং শুষ্কং বা সজলং ভবেৎ।

প্রক্ষিপ্য গালয়েদ্বস্ত্রে তন্মানং কর্ষ সম্মিতং॥

কল্‌কে মধুঘৃতং তৈল দেয়ং দ্বিগুণ মাত্রয়া।

সিতা গুড়ং সমং দদ্যাৎ দ্রবোদেয় শ্চতুর্গুণঃ॥

আর্দ্র দ্রব্য গ্রহণ করিয়া জল সংযোগে হউক বা না হউক শিলাতে পেষণ পূর্ব্বক বস্ত্রে গালিত করিবে। ইহাকে কল্ক কহে ইহা সেবনের পরিমাণ দুই তোলা। সেবন কালে কল্‌কে ঘৃত মধু তৈল সংযোগ করিতে হইলে কল্কের দ্বিগুণ পরিমাণে, এবং শর্করা বা গুড় সংযোগ করিতে হইলে তুল্য পরিমাণে এবং কোন প্রকার দ্রব পদার্থ সংযোগ করিতে হইলে চতুর্গুণ পরিমাণে করিতে হইবে।

অথ চূর্ণবিধি। অত্যন্ত শুষ্কং যদ্দ্রব্যং সুপিষ্টং বস্ত্র-গালিতং।

তৎস্যাচ্চূর্ণং রজঃ ক্ষোদ স্তন্মাত্রা কর্ষ সম্মিতা॥

চূর্ণে গুড়ঃ সমো দেয়ঃ শর্ক্করা দ্বিগুণো মতা।

চূর্ণেষু ভর্জিতং হিঙ্গু দেয়ং নোৎক্লেদকৃদ্ভবেৎ॥

লিহেচ্চূর্ণং দ্রবৈঃ সর্ব্বৈ র্ঘৃতাদ্যৈ র্দ্বিগুণোন্মিতৈঃ।

পিবেচ্চতুর্গুণৈরেবং চূর্ণমালোড়িতং দ্রবৈঃ॥

অতিশয় শুষ্ক দ্রব্য উত্তম রূপে পিষিয়া বস্ত্রে গালিত করিবে। তাহাকে চূর্ণ রজ বা ক্ষোদ বলে, চূর্ণ সেবনের মাত্রা দুই তোলা। সেবন কালে চূর্ণে গুড় সংযোগ করিতে হইলে সমভাগে, শর্করা চূর্ণের দ্বিগুণ পরিমাণে, ঘৃত মধু প্রভৃতি তরল দ্রব্য দ্বিগুণ পরিমাণে, জলীয় দ্রব্য চতুর্গুণ পরিমাণে সংযোগ করিতে হইবে চূর্ণের সহিত হিংঙ্গু সংযোগ করিলে ইহা উৎক্লেদজনক হয় না।

ক্কাথ বিধি। পানীয়ং ষোড়শ গুণং ক্ষুণ্ণ-দ্রব্য-পলে ক্ষিপেৎ।
মৃৎপাত্রে ক্কাথযেৎ গ্রাহ্য মষ্টমাংশাবশেষিতম্॥
কর্ষাদৌতু পলংযাবৎ দদ্যাৎ ষোড়শিকং জলং।
ততস্তু কুড়বং যাবৎ তোয়মষ্ট গুণং ভবেৎ॥
চতুর্গুণ মতশ্চোর্দ্ধং যাবৎ প্রস্থাদিকং জলং।
তজ্জলং পায়য়েদ্ধীমান্ কোঞ্চং মৃদ্বগ্নি-সাধিতং॥
শৃতঃ ক্কাথঃ কষায়শ্চ নির্য্যূহঃ স নিগদ্যতে॥

চূর্ণ দ্রব্য এক পল হইলে ষোড়শ গুণ জলে মৃৎপাত্রে পাক করিবে। ইহার অষ্টমাংশ থাকিতে পাক সিদ্ধ হয়। কর্ষ হইতে পল পরিমাণ পর্য্যন্ত দ্রব্যে এই ষোড়ষ গুণ জল দিবে। পল হইতে কুড়ব পরিমাণে অষ্টগুণ জল দিবে। প্রস্থ বা ততোধিক হইলে চতুর্গুণ জল দিবে। সেই জল মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে পান করাইবে। ইহাকে শৃত ক্কাথ কষায় অথবা নির্য্যূহ বলে।

ক্কাথে শর্করা নিঃক্ষেপ করিতে হইলে, বায়ু জন্য রোগে ক্কাথের চতুর্থাংশ, পিত্ত-জন্য রোগে অষ্টমাংশ, এবং কফ-জন্য রোগে ষোড়শাংশ লইতে হইবে। জীরক গুগ্গুল ক্ষার লবণ শিলাজতু হিঙ্গু ত্রিকটু, ইহাদিগের মধ্যে কোন একটী ক্কাথে প্রক্ষেপ করিতে হইলে চারি মাষা পরিমাণ লইতে হইবে। ক্ষীর ঘৃত গুড় তৈল মূত্র অথবা অন্য কোন দ্রব দ্রব্য কিম্বা কল্‌ক বা চূর্ণ নিক্ষেপ করিতে হইলে দুই তোলা পরিমাণে করিতে হইবে।

অবলেহ বিধি। ক্কাথ্যাদের্যৎ পুনঃ পাকাৎ ঘনত্বং সা রসক্রিয়াঃ।
সোহবলেহশ্চ লেহশ্চ তন্মাত্রা স্যাৎ পলোন্মিতা।
সুপক্কে তন্তু মত্ত্বংস্যাৎ অবলেহে হপ্সু মজ্জনং।
স্থিরত্বং পীড়িতে মুদ্রাং গন্ধবর্ণ রসোদ্ভবঃ॥

সিদ্ধ পাক ক্কাথাদি পুনর্ব্বার পাক করিলে ঘন হয়, তাহাকে রস ক্রিয়া অবলেহ বা লেহ বলা যায়। ইহার সেবনের পরিমাণ ঊর্দ্ধ

সংখ্যা এক পল তাহা সুপক্ক হইলে, টানিলে তন্তুর ন্যায় হয় ও জলে নিঃক্ষিপ্ত হইলে মগ্ন হয়। তাহাতে কোন প্রকার অঙ্কিত করিলে সেই চিহ্ন স্থির থাকে ও তৎকালে তাহাতে গন্ধ বর্ণ ও রসের উৎপত্তি হয়। রসক্রিয়া যাহাতে পক্করস জন্মিয়া পাক কিঞ্চিৎ কঠিন হয়। অবলেহ সুপক্ক হইলে তাহাতে দাগ বসিবে ও গন্ধ বর্ণ ও রস থাকিবে। ঔষধ তৈলাদি পাক করিতে হইলে অভিজ্ঞ বৈদ্যের সাহায্য ব্যতীত করা কর্ত্তব্য নহে।

ফাণ্টবিধি। ক্ষুণ্ণে দ্রব্যপলে সম্যক জলমুষ্ণং বিনিক্ষিপেৎ।
মৃৎপাত্রে কুড়বোন্মানং ততস্তুস্রাবয়েদ্দঘটাৎ॥
সস্যাচ্চূর্ণো দ্রবঃ ফাণ্ট স্তন্মানং দ্বিপলোন্মিতং।
ক্ষৌদ্রং সিতা গুড়াদীংস্তু কর্ষমাত্রান্ বিনিক্ষিপেৎ॥

এক পল (৮ তোলা) পরিমিত চূর্ণ দ্রব্য মৃৎপাত্রে রাখিয়া তাহাতে ৪ পল বা ৩২ তোলা পরিমিত উষ্ণোদক নিক্ষেপ করিয়া স্রাবিত করিয়া লইবে। তাহাকে চূর্ণ দ্রব বা ফাণ্ট কহে। ইহা সেবনের পরিমাণ ঊর্দ্ধ সংখ্যা দুই পল। ইহাতে শর্করা মধু বা গুড় নিক্ষেপ করিতে হইলে এক কর্ষ (২ তোলা) পরিমাণে করিতে হইবে।

ঘৃত তৈলের সামান্য বিধি।

কল্কাচ্চতুর্গুণী কৃত্য ঘৃতং বা তৈল মেবচ।
চতুর্গুণে দ্রব্যে সাধ্যং তস্য মাত্রা পলোন্মিতা॥
নিক্ষিপ্য ক্বাথযেত্তোয়ং ক্বাথ্য-দ্রব্যাচ্চতুর্গুণং।
পাদশিষ্টং গ্রহীত্বাতু স্নেহং তেনৈব সাধয়েৎ॥
চতুর্গুণং মৃদু দ্রব্যে কঠিনেঽষ্ট গুণং জলং।
মৃদাদি ক্বাথ্য সংঘাতে দদ্যাদষ্ট গুণং পয়ঃ॥
অত্যন্ত কঠিনে দ্রব্যে নীরং ষোড়শিকং মতং।
তদূর্দ্ধং কুড়বং যাবৎ ভবেদষ্ট গুণং পয়ঃ।
প্রস্থাদিতঃ ক্ষিপেন্নীরং থারী যাবচ্চতুর্গুণং॥

কোন প্রকার কল্কে ঘৃত বা তৈল পাক করিতে হইলে, কল্ক দ্রব্যের চতুর্গুণ ঘৃত তৈল লইবে। তাহাতে কল্ক দ্রব্যের চতুর্গুণ জল দিয়া পাক করিতে হইলে, সামান্যতঃ প্রথমে ক্বাথ্যদ্রব্যের চতুর্গুণ জলে ক্বাথ পাক করিবে। পাদাবশেষ থাকিতে তাহাতে ঘৃতাদি পাক করিবে। কিন্তু ক্বাথ্য দ্রব্য মৃদু অর্থাৎ কোমল বা সরস হইলেই চতুর্গুণ জল বিধি, কঠীন ও মৃদু উভয় প্রকার দ্রব্য মিলিত থাকিলে অষ্ট গুণ জল বিধি, এবং কিবল কঠিন দ্রব্যের ক্বাথ করিতে হইলে ষোড়শ গুণ জলে সিদ্ধ করিবে। (জল যতই হউক পাদাবশেষ থাকিতে ক্বাথ-পাক সিদ্ধ হইবে।)

অম্বু ক্বাথ রসৈ র্যত্র পৃথক্ স্নেহস্য সাধনং।
কল্কস্যাংশ স্তত্র দদ্যাৎ চ্চতুর্থং ষষ্ঠ মষ্টমং॥

যেস্থলে কিবল মাত্র জল সংযোগে স্নেহ পাক করিতে হইবে, কল্কের পরিমাণ স্নেহের চতুর্থ ভাগ; কিবল মাত্র ক্বাথে পাক করিতে হইলে কল্কের পরিমাণ স্নেহের ষষ্ঠভাগ, এবং কিবল মাত্র রসে পাক করিতে কল্কের পরিমাণ স্নেহের অষ্টম ভাগ। সামান্যতঃ "কল্কস্তু স্নেহ পাদিক" এই নিয়ম প্রচলিত, অর্থাৎ কল্ক দ্রব্য স্নেহের চতুর্থাংশ হইবে।

স্নেহে কল্ক দ্রব্য দিতে হইলে পাক হইবার জন্য কল্ক দ্রব্যের চতুর্গুণ জলও দেওয়া কর্ত্তব্য।

স্নেহে কোন প্রকার চূর্ণ প্রক্ষেপ করিতে হইলে, "প্রক্ষেপঃ পাদিকঃ ক্বাথ্যাৎ" অর্থাৎ ক্বাথ্য দ্রব্যের চতুর্থাংশ দিতে হইবে।

যে স্থলে কোন প্রকার পরিমাণ উল্লেখ না থাকে সেই স্থলেই পূর্ব্বোক্ত সকল নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে।

অরিষ্ট বিধি। অরিষ্টঃ ক্বাথ-সাধ্যঃ স্যাৎ তয়োর্মানং পলোন্মিতং।

অনুক্তমানারিষ্টেষু দ্রবাদ্দ্রোণং গুড়া তুলম্।
ক্ষৌদ্রং ক্ষিপেদ্গুড়াদর্দ্ধং প্রক্ষেপং দশমাংশিকম॥

অরিষ্ট ক্কাথের দ্বারা প্রস্তুত হয়। ইহা সেবনের পরিমাণ ঊর্দ্ধ সংখ্যা এক পল। অরিষ্ট, দ্রব্যের পরিমাণ উক্ত না হইলে দ্রব দ্রব্য এক দ্রোণ ও গুড় তুলা পরিমাণ, ক্ষৌদ্র গুড়ের অর্দ্ধেক, এবং প্রক্ষেপ দ্রব্য গুড়ের দশমাংশ।

অথ মান পরিভাষা।

২	যবে	...	...	১ গুঞ্জা।
৮	গুঞ্জা	...	...	১ মাষা।
৪	মাষা	...	...	১ শাণ, ধরণ, বা টঙ্ক।
২	টঙ্কে বা			
৮	মাষা	...	...	১ কোল ক্ষুদ্রক, বটক বা দ্রঙ্ক্ষণ (তোলা)।
২	কোলে	...	...	১ কর্ষ, সুবর্ণ, অক্ষ, বিড়াল-পদক, পিচু, পাণিতল, উড়ম্বর, তিন্দুক কবল গ্রহ।
২	কর্ষে	...	...	১ অর্দ্ধ পল, শুক্তি বা অষ্টমিকা।
২	শুক্তি বা			
৪	কর্ষে	...	...	১ পল, মুষ্টি, প্রকুঞ্চ, চতুর্থিকা, বিল্ব বা ষোড়শিকাম্র।
২	পলে	...	...	১ প্রসৃতি।
২	প্রসৃতি বা			
৪	পলে	...	...	১ কুড়ব, অষ্টমান, বা অর্দ্ধ শরাব।
২	কুড়ব বা			
৮	পলে	...	...	১ মানিকা বা শরাব।
২	মানিকা বা			
১৬	পলে	...	...	১ প্রস্থ (১৬৪ তোলা বা ২ শের)

৪	প্রস্থে ...	...	১	আঢ়ক পাত্র বা কস।
৪	আঢ়কে ...	...	১	দ্রোণ, ঘট, কলস, উন্মান, রাশি, লম্বন বা অর্ম্মণ।
২	দ্রোণে ...	...	১	সূর্প বা কুম্ভ।
২	সূর্পে ...	...	১	দ্রোণী বাহ বা শোণী।
৪	দ্রোণীতে	...	১	খারি, ৪০৯৬ পল।
১০০	পলে ...	...	১	তুলা।
২০	তুলা ...	...	১	ভার।

শুষ্ক দ্রব্য সম্বন্ধে এই রূপ পরিমাণ সর্ব্ব স্থলে গ্রাহ্য। কিন্তু দ্রব বা আর্দ্র দ্রব্য হইলে কুড়বের ঊর্দ্ধ শরাব ও প্রস্থ প্রভৃতি হইতে যত পরিমাণের রাশি আছে তাহাদিগের নাম উল্লেখ থাকিলে দ্বিগুণ লইতে হইবে।

তবে তুলা নামক পরিমাণ রাশির দ্বিগুণ হইবে না, এবং কুড়ব পল প্রভৃতি রাশির নাম উল্লেখ করিয়া পরিমাণ থাকিলে, তাহা বস্তুতঃ প্রস্থাদি মানের অধিক হইলেও সে স্থলে দ্বিগুণ হইবে না।

দশম অধ্যায়।

মহা কুষ্ঠ চিকিৎসা।

কুষ্ঠ-রোগে মেহ-রোগে, কফ-জন্য রোগে, সর্ব্বাঙ্গ-ব্যাপী-শোফ রোগে, অথবা শরীর মেদ-বিশিষ্ট হইলে, শরীর কৃশ করিবার জন্য পশ্চাদুক্ত সকল যোগ বলা যাইতেছে।

যব-চূর্ণ রাত্রিকালে গোমূত্রে বাসিত করিয়া বৃহৎ কিলিঞ্জে (ঝাতলা) রাখিবে। দিবা ভাগে সেই কিলিঞ্জে রাখিয়া শুষ্ক করিবে।

এইরূপ সমস্ত রাত্রি ভাবিত ও দিবাতে শুষ্ক করিয়া কপাল-খণ্ডে (খোলাতে) ভাজিয়া শক্তু প্রস্তুত করিবে। সেই শক্তু কুষ্ঠ-রোগী বা প্রমেহ-রোগী প্রত্যহ প্রাতঃকালে শালসারাদির কষায় সহযোগে অথবা কণ্টকী-বৃক্ষের কষায় সহযোগে, এবং ভল্লাতক, চক্রমর্দ্দ, অবল্গুজ (সোমরাজ) অর্ক চিত্রক, বিড়ঙ্গ ও মুস্ত এই সকল চূর্ণ প্রক্ষেপ পূর্ব্বক পান করিবে। এই প্রকার সালসারাদির কষায় আরগ্বধাদির কষায় অথবা গোময়-রস সহযোগে যব ভাবিত করিয়া শক্তু প্রস্তুত করিবে। তাহাতে পূর্ব্বোক্ত ভল্লাতক প্রভৃতির চূর্ণ প্রয়োগ করিবে, ও খদির, অশন, নিম্ব, রাজবৃক্ষ, রোহিত অথবা গুড়ুচি, ইহাদের কোন একটীর ক্বাথ সহযোগে ও দাড়িম্ব বেতসের রস সহ শর্করা মধু ও দ্রাক্ষা যোগে মধুর করিয়া এবং সৈন্ধব-লবণাক্ত করিয়া পান করিবে। সকল প্রকার অর্থাৎ গোধূম প্রভৃতির শক্তু এইরূপে প্রস্তুত করা যায়। যব-নির্ম্মিত বিবিধ প্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিবে। গোধূম বেণুযব প্রভৃতিরও এই নিয়মে খাদ্য প্রস্তুত করিবে।

অতঃপর অরিষ্ট বলা যাইতেছে। পূতিক, চব্য, চিত্রক দেবদারু, শ্যামালতা, দন্তী ও ত্রিকটু, প্রত্যেকে ছয় পলিকা, বদর এক কুড়ব ও ত্রিফলা এক কুড়ব, এই সমস্ত চূর্ণ করিবে। তদনন্তর পিপপ্লী মধু ও ঘৃতের দ্বারা ঘৃত পাত্রের অভ্যন্তর-দেশ লেপন পূর্ব্বক অগ্রে সংস্কৃত করিয়া রাখিবে। পরে সেই পাত্রে সপ্তোদক তিন কুড়ব, লৌহ চূর্ণ অর্দ্ধ কুড়ব, গুড় অর্দ্ধ তুলা (১) পরিমাণে, ও পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ একত্র নিহিত করিবে। অনন্তর সেই পাত্রের মুখ রুদ্ধ করিয়া যবরাশির মধ্যে স্থাপন করিয়া সপ্ত রাত্রি উপেক্ষা করিবে। পরে সেই অরিষ্ট যথাসাধ্য পান করিবে। ইহাতে কুষ্ঠ মেহ মেদ, পাণ্ডু রোগ ও শোথ আরোগ্য

(১) তুলা ১০০ এক পল অথবা ৮০০ শত তোলা।

হয়। এই রূপে সালসারাদি ন্যগ্রোধাদি অথবা আরগ্বধাদির অরিষ্ট প্রস্তুত করিবে।

অতঃপর আসবের প্রকরণ বলা যাইতেছে। পলাশের ক্ষার পরিশ্রুত করিয়া উষ্ণ করিবে। শীতল হইলে তাহার তিন ভাগ ও ফাণিত দুই ভাগ একত্র করিয়া অরিষ্ট কল্পের প্রণালীতে প্রস্তুত করিবে। এই রূপে তিল প্রভৃতির ক্ষারে, সালসারাদি ন্যগ্রোধাদি অথবা আরগ্বধাদির ক্ষারে, অথবা মূত্রে আসব প্রস্তুত করিবে।

অতঃপর সুরার প্রণালী বলা যাইতেছে। শিরীষ ও খদিরের কাষ্ঠ, শতমূলি ব্রাহ্মী কোশাতকী, এই সকল একত্র করিয়া কষায় প্রস্তুতের প্রণালীতে পাক করিয়া সেই জল গ্রহণ করিবে। মণ্ডোদক স্বরূপ সেই জলে সুরাবীজ পিষিয়া মিশ্রিত করিবে। পরে যথোক্ত বিধানে সুরা প্রস্তুত করিবে। শালসারাদি ন্যগ্রোধাদি অথবা আরগ্বধাদি গণেও এই প্রণালীতে সুরা প্রস্তুত করা যায়।

অতঃপর অবলেহ প্রকরণ বলা যাইতেছে। খদির আসন নিম্ব রাজবৃক্ষ সালসার, এই সকল বৃক্ষের সার নির্ম্মল রূপে চূর্ণ করিয়া, এই সকল বৃক্ষের ক্বাথ সহযোগে পাক করিবে। পাক অতিশয় তরল না থাকিলে বা অতিশয় গাঢ় না হইলে, অবতারিত করিবে। প্রাতঃকালে অভুক্ত অবস্থায় করতলপূর্ণ ঔষধ মধু মিশ্রিত করিয়া লেহন করিবে। শালসারাদি ন্যগ্রোধাদি গণস্থ দ্রব্যেরও এই প্রণালীতে অবলেহ প্রস্তুত হয়।

অতঃপর চূর্ণ প্রকরণ বলা যাইতেছে। সালসারাদির সার চূর্ণ এক প্রস্থ অগ্রে আরগ্বধাদির কষায়ে পুনঃ পুনঃ অভিষেচন ও শুষ্ক করিয়া, পরে সালসারাদির কষায় তাহাতে পান করাইবে। এই রূপে ন্যগ্রোধাদির ফল ও পুষ্পের কষায়ে আরগ্বধাদির চূর্ণ প্রস্তুত করিবে।

অতঃপর অয়স্কৃতি বিধি বলা যাইতেছে। তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম লৌহ-পত্র

সমস্ত লবণ-বর্গে প্রদিগ্ধ করিয়া গোময়ের অগ্নিতে প্রতপ্ত করিবে। অত্যর্থ তপ্ত হইলে ত্রিফলা ও সালসারাদির কষায়ে অভিষেচন পূর্ব্বক সেই তাপ নির্ব্বাপিত করিবে। এই রূপ ষোড়শ বার করিয়া অবশেষে খদির কাষ্ঠের অঙ্গারে তপ্ত করিবে। পরে শীতল হইলে সেই সকল লৌহ পত্র সূক্ষ্ম রূপে চূর্ণ যথা-সাধ্য পরিমাণে ঘৃত মধু সহযোগে ভোজন করিবে। তাহা জীর্ণ হইলে ব্যাধি অনুসারে যে রূপ ভোজন করা কর্ত্তব্য, অম্ল ও লবণ বর্জ্জন করিয়া সেই রূপ আহার করিবে। এই রূপে তুলা পরিমাণ চূর্ণ সেবিত হইলে, কুষ্ঠ মেহ মেদ শোথ পাণ্ডুরোগ উন্মাদ ও অপস্মার আরোগ্য হইয়া এক শত বৎসর জীবিত থাকে। এই রূপ প্রত্যেক তুলা পরিমাণ সেবনে এক শত বৎসর করিয়া আয়ু বৃদ্ধি হয়। ইহাতেই সকল প্রকার লৌহের অয়স্কৃতি-বিধান বলা হইল।

তপ্ত লৌহ-পিণ্ড পলাশ-কাষ্ঠের দ্রোণীতে রাখিয়া ত্রিবৃৎ শ্যামা অগ্নিমন্থ নবমালিকা শঙ্খিনী অকেবুক লোধ ত্রিফলা পলাশ ও শিরীষ, এই সকলের রসে অভিষেচন করিয়া নির্ব্বাপিত করিবে। এই রূপে তিন সপ্তবার তপ্ত ও নির্ব্বাপিত করিয়া, অবশেষে ঐ সকল রস ঐ পিণ্ডে অভিষেচন পূর্ব্বক স্থালী-মধ্যে রাখিয়া গোময়-অগ্নিতে পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে পিপ্পল্যাদি চূর্ণ ঘৃত ও মধু প্রত্যেকে লৌহপিণ্ডের দ্বিগুণ পরিমাণে স্থালীর মধ্যে দিবে। তদনন্তর চতুর্থাংশ থাকিতে ঘৃত প্রভৃতি সকল দ্রব-পদার্থ স্থালী হইতে স্রাবিত করিয়া লইবে। পরে সেই দ্রব্য শীতল হইলে, পুনর্ব্বার লৌহ-পত্র সমস্ত অগ্নিতে তপ্ত করিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। শীতল হইলে লৌহ-পাত্রে নিহিত পূর্ব্বক মুখ রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। এই দ্রব-ঔষধ যথা-সাধ্য শুক্তি বা প্রকুঞ্চ পরিমাণে (১) সেবন করিবে। জীর্ণ হইলে ব্যাধি অনুসারে ভোজন করিবে। এই অয়স্কৃতি-বিহিত ঔষধ দ্বারা

(১) পরিভাষা দ্রষ্টব্য।

অসাধ্য কুষ্ঠ-রোগ, প্রমেহ, দেহের স্থূলতা, শোথ ও অগ্নিমান্দ্য আরোগ্য হয়। বিশেষতঃ ইহা রাজযক্ষ্মা রোগে প্রযোজ্য। ইহার দ্বারা শত বর্ষ আয়ুঃ হয়।

লৌহ-পত্র সমষ্টি তপ্ত করিয়া পলাশ-কাষ্ঠের দ্রোণী-মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক সালসারাদির ক্বাথ সেচন করিয়া নির্ব্বাপিত করিবে। কলসী মধ্যে ঐ ক্বাথ সেচন করিয়া অগ্নিতে শুষ্ক হইলে, পিপ্‌ল্যাদি-চূর্ণ গুড় ও মধু প্রত্যেকে লৌহের সমভাগে লৌহ সমেত সেই কলসী-মধ্যে নিহিত করিবে। পরে এক মাস বা এক পক্ষ কাল উপেক্ষা করিয়া যথাসাধ্য পরিমাণে সেবন করিবে। ইহাকে মহৌষধ-অয়স্কৃতি বলে। এই রূপে ন্যগ্রোধাদি বা রেবতাদিগণেও অয়স্কৃতি প্রস্তুত করা যায়।

অতঃপর খদির-প্রকরণ বলা যাইতেছে। প্রশস্ত-দেশ-জাত, কীট-কর্ত্তৃক-অনুপহত, মধ্যম-বয়স্ক খদির বৃক্ষের চতুর্দ্দিক খনন পূর্ব্বক, তাহার মধ্য-মূল ছেদন করিয়া লৌহ-কুম্ভ মধ্যে এ রূপ ভাবে রাখিবে যেন তাহার রস নিঃসৃত হয়। অনন্তর সেই কলসী গোময় ও মৃত্তিকাতে লেপন করিয়া গোময়-মিশ্রিত কাষ্ঠের জ্বাল দিবে। কলসীতে জ্বাল দিলে সেই কাষ্ঠের রস নিঃসৃত হইয়া অধোভাগে পড়িতে থাকিবে। সেই নিঃসৃত রসে পাত্র পূর্ণ হইলে, সেই রস গ্রহণ করিয়া অন্য পাত্রে নিহিত পূর্ব্বক মুখ রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। যথাসাধ্য পরিমাণে সেই রস, আমলকী-রস ঘৃত ও মধু সহযোগে প্রত্যহ সেবন করিবে। জীর্ণ হইলে ভল্লাতক-বিধানে (১) আহার বিহারাদি করিবে। এই রস এক প্রস্থ পরিমাণে ক্রমশঃ সেবন করা হইলে এক শত বর্ষ আয়ু বৃদ্ধি হয়।

এক তুলা পরিমিত খদির কাষ্ঠ এক দ্রোণ পরিমিত জলে পাক করিয়া ষোড়শাংশ থাকিতে নামাইয়া পাত্র-মধ্যে মুখ রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। আমলকী-রস মধু ও ঘৃত সহযোগে সেই ক্বাথ যথাসাধ্য

(১) ভল্লাতক-বিধান অর্শ চিকিৎসায় দ্রষ্টব্য।

পরিমাণে প্রতিদিন পান করিবে। সকল প্রকার বৃক্ষ-সারের কল্পের এই প্রকরণ জানিবে।

খদির-কাষ্ঠ-চূর্ণ অথবা খদির-কাষ্ঠের ক্বাথ প্রত্যহ প্রাতঃকালে পান করিবে; অথবা খদির কাষ্ঠের ক্বাথে মেষী-দুগ্ধের ঘৃত পান করিবে। অথবা প্রতি দিন প্রাতঃকালে গুলঞ্চের রস বা ক্বাথ, কিম্বা সেই রস বা ক্বাথ-সিদ্ধ-ঘৃত পান করিবে। অপরাহ্ন কালে ঘৃতাক্ত অন্ন আমলকীর যূষ সহযোগে ভোজন করিবে। এক মাস এই নিয়ম অবলম্বন করিলে সকল প্রকার কুষ্ঠ আরোগ্য হয়।

কৃষ্ণ-তিলের তৈল, ভল্লাতক-তৈল, আমলকী রস ও ঘৃত প্রত্যেকে এক দ্রোণ, শালসারাদির কষায়, ত্রিফলা ত্রিকটু, পরুষ ফলের মজ্জা, বিড়ঙ্গ ফলের সার, চিত্রক অর্ক অবল্গুজ হরিদ্রা ত্রিবৃৎ দন্তী ইন্দ্রযব যষ্টিমধু অতিবিষা রসাঞ্জন প্রিয়ঙ্গু, প্রত্যেকে এক প্রস্থ একত্র স্নেহ-পাকের প্রণালীতে (১) পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে স্রাবিত করিয়া কলসে মুখ রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। তদনন্তর শরীর সংশোধিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে শুক্তি পরিমাণে মধুসংযোগে এই ঘৃত সেবন করিবে। জীর্ণ হইলে, খদির-ক্বাথে পাক করা অন্ন ঘৃতাক্ত করিয়া, লবণ-বর্জ্জিত মুদ্গ ও আমলকযূষ সহযোগে ভোজন করিবে, ও খদিরোদক সেবন করিবে। এই নিয়মে এক দ্রোণ পরিমিত পূর্ব্বোক্ত ঘৃত সেবন করা হইলে সকল প্রকার কুষ্ঠ হইতে মুক্ত, শুদ্ধ-দেহ, স্মৃতিমান্ অরোগী ও শত বৎসর আয়ু বিশিষ্ট হয়।

সুরা মস্থ আসব অরিষ্ট লেহ চূর্ণ ও অয়স্কৃতি, ইহাদিগের যে রূপ প্রণালী বলা হইল, তদনুসারে বুদ্ধিমান্ বৈদ্য বিবিধ প্রকার সেই মত ঔষধ প্রস্তুত করিবেন।

---

(১) স্নেহ পাকের প্রণালী পরে একত্রিংশ অধ্যায়ে বলা যাইবে।

একাদশ অধ্যায়।

প্রমেহ চিকিৎসা।

প্রমেহ দুই প্রকার, সহজ ও কুপথ্য-জন্য। মাতা পিতার বীজ-দোষ-জন্য হইলে সহজ, এবং অহিতকর আহারে জন্মিলে অপথ্য-জন্য বলা যায়। উভয় প্রকার প্রমেহেরই প্রথম উপদ্রব, শরীরের কৃশতা রুক্ষতা, অল্প আহার করা, পিপাসা ও বেগে পরিসরণ করা। উত্তর কালের উপদ্রব, দেহের স্থূলতা, স্নিগ্ধতা, অধিক আহার, শয্যা-প্রিয়তা, আসন-প্রিয়তা বা নিদ্রা-শীলতা। এই সকল লক্ষণই প্রায় ঘটে। কৃশ হইলে অন্নপানের নিয়মের দ্বারা, ও স্থূল হইলে উপবাসাদি কার্শ-কর ক্রিয়ার দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

সৌবীরক (কাঞ্জী) তুষোদক (১) শুক্ত মৈরেয় সুরা আসব দুগ্ধ জল তৈল ঘৃত ইক্ষুবিকার, দধি পিষ্টান্ন অম্ল পানক (২) গ্রাম্য বা অনূপ-দেশে জাত পশুর মাংস, সকল প্রকার প্রমেহ রোগেই এই সকল আহার বর্জনীয়।

শালি ষষ্টি যব গোধূম কোদ্রব উদ্দালক, এই সকল পুরাতন হইলে ভক্ষণ করিবে। চণক আঢ়কী কুলথ মুদ্গ, অথবা নিকুম্ভ-তৈল, ইঙ্গুদি-তৈল, সর্ষপ-তৈল বা তিসির-তৈল, সহযোগে পাক করা তিক্ত বা কষায় রস-বিশিষ্ট শাক, মূত্র-রোধকারী জাঙ্গল মাংস, ও অপর যে সকল দ্রব্যে মেদ শুষ্ক হয় সেই সকল ঘৃত-হীন পাক করিয়া অম্ল রস বর্জিয়া ভোজন করিবে।

প্রমেহ রোগিকে প্রথমতঃ স্নিগ্ধ করিয়া পূর্ব্বোক্ত কোন প্রকার তৈলের দ্বারা বা প্রিয়ঙ্গু আদি-সিদ্ধ (৩) ঘৃতের দ্বারা বিশেষে বমন

---

(১) তুষোদকং যবৈরামৈঃ সতুষৈঃ সকলীকৃতৈঃ। তুষ সমেত কুট্টিত অপক্ব যব, জলে নিক্ষেপ করিলে তুষোদক হয়।

(২) শর্করা নিম্বুরস বা ধান্যাম্ল যুক্ত পক্করস।

(৩) প্রিয়ঙ্গ্বাদি গণবর্ণায় দ্রষ্টব্য।

করাইবে ও বিরেচন করাইবে। বিরেচনের পর সুরসাদির কষায়ের দ্বারা আস্থাপন করিবে। শরীরে দাহ থাকিলে, স্নেহ-বর্জ্জিত ন্যগ্রোধাদির কষায়ে, শুণ্ঠী ভদ্রদারু ও মুস্তা প্রক্ষেপ পূর্ব্বক মধু সৈন্ধব যোগে পান করাইবে। তদনন্তর বিশুদ্ধ-দেহ হইলে, হরিদ্রা আমলকীর রস মধু যোগে পান করাইবে। অথবা, ত্রিফলা রাজ-গুমুক দেবদারু ও মুস্ত ইহাদিগের একত্র যোগে কষায়, বা শাল কম্পিল্ল, মুষ্কক একত্র যোগে অক্ষ পরিমিত কল্ক, অথবা হরিদ্রাযুক্ত আমলকীর রস মধু-সংযোগে মধুর করিয়া পান করাইবে। অথবা কুটজ কপিত্থ রোহিত বিভীতক ও সপ্তপর্ণপুষ্প একত্র যোগে কল্ক অথবা নিম্ব আরগ্বধ সপ্তপর্ণ মূর্ব্বা কুটজ সোমবৃক্ষ বা পলাশ, এই সকল বৃক্ষের ত্বক পত্র মূল ফল ও পুষ্প একত্র যোগে কষায়, এই পঞ্চ প্রয়োগের দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহের শান্তি হয়।

অতঃপর বিশেষ করিয়া বলা যাইতেছে। উদক-মেহে পারিজাত কষায়, ইক্ষু-মেহে জয়ন্তী-কষায়, সুরা-মেহে নিম্ব-কষায়, সিকতা মেহে চিত্রক কষায়, শনৈঃ-মেহে খদির-কষায়, লবণ-মেহে পাঠা ও অগুরু একত্র যোগে কষায়, পিষ্ট-মেহে হরিদ্রা দারু-হরিদ্রা একত্র যোগে কষায়, সান্দ্র-মেহে সপ্তপর্ণ কষায়, শুক্রমেহে দুর্ব্বা শৈবল প্লব হঠ করঞ্জ কসেরুক একত্র যোগে কষায়, অথবা ককুভ ও রক্ত চন্দন একত্র যোগে কষায়, ফেণমেহে ত্রিফলা আরগ্বধ দ্রাক্ষা, ইহাদিগের একত্র যোগে কষায় মধুসহযোগে পান করাইবে। কফজন্য মেহে শেষোক্ত দুই কষায় অধিক পরিমাণে মধু-সংযোগে মধুর করিয়া পান করাইবে। পিত্ত-জন্য নীল মেহে শালসারাদি কষায়, অথবা অশ্বত্থ-কষায়, হরিদ্রামেহে রাজবৃক্ষ কষায়, অম্ল-মেহে মধু-মিশ্রিত ন্যগ্রোধাদি কষায়, ক্ষার-মেহে ত্রিফলা কষায়, মঞ্জিষ্ঠা-মেহে মঞ্জিষ্ঠা ও চন্দন একত্র যোগে কষায়, শোণিত-মেহে গুড়ুচি তিন্দুকাস্থি (গাবের আঁটি) খর্জ্জূর ও গম্ভারী একত্র যোগে কষায় মধু সংযোগে পান করাইবে।

অতঃপর অসাধ্য প্রমেহ-রোগ যাপ্য রাখিবার জন্য যোগ বলা যাইতেছে। সর্পিমেহে কুষ্ঠ কুটজ পাঠা হিঙ্গু কটুকী, ইহাদিগের কল্ক, গুড়ুচি ও চিত্রকের কষায় * সহযোগে পান করাইবে। বসা-মেহে অগ্নিমন্থ বা শিংশপার কষায় পান করাইবে। ক্ষৌদ্র-মেহে খদির বা গুবাক কষায়, হস্তি-মেহে তিন্দুক কপিত্থ শিরীষ পলাশ পাঠা মূর্ব্বা দুরালভা একত্র যোগে কষায় মধু-সংযোগে, এবং হস্তি অশ্ব শূকর গর্দ্দভ উষ্ট্র ইহাদিগের অস্থির ক্ষার সেবন করাইবে। প্রমেহে জ্বালা থাকিলে, জলীয় কন্দ ও দুগ্ধ সহ যবাগু প্রস্তুত করিয়া মধু সংযোগে সেবন করাইবে।

তদনন্তর প্রিয়ঙ্গু অনন্তা যূথিকা (যুইপুষ্প) পদ্মা (বামুন হাটী) লোহিতিকা (বরাক্রান্ত) অম্বষ্ঠা (আকনাদি) দাড়িম-ত্বক শালপর্ণী পদ্ম তুঙ্গ (পুন্নাগ) নাগকেশর ধাতকী বকুল শাল্মলী শ্রীবেষ্ট (টারপিণ) মোচ-রস (স্বনাম খ্যাত) ইহাদিগের একত্র যোগে অরিষ্ট অয়স্কৃতি অবলেহ ও আসব প্রস্তুত করিবে। অথবা শৃঙ্গাটক গিলোড্য বিস মৃণাল কসেরুক যষ্টিমধু আম্র জম্বু অসন অর্জ্জুন কটুঙ্গ [শোনা বৃক্ষ] রোধ্র ভল্লাতক চর্ম্ম-বৃক্ষ গিরিকর্ণিকা শীতশিব (শৈলজ) নিচুল (হিজ্জল বৃক্ষ) দাড়িম অজ-কর্ণ (অসন) হরিবৃক্ষ রাজাদন গোপঘণ্টা (শেয়াকুল) বিকঙ্কত (বৈঁচি বৃক্ষ), এই সকল একত্র যোগে অরিষ্ট অবলেহ আসব অয়স্কৃতি প্রভৃতি প্রস্তুত করিবে। যবান্ন নির্ম্মিত বিবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য ব্যবহার করিবে। অথবা পূর্ব্বোক্ত সকল দ্রব্যের কষায়ে যবাগু প্রস্তুত করিয়া রোগীকে পান করাইবে। সর্ব্বদা অধিক পরিমাণে মধু বা অন্য প্রকার আসব, পাঠা চিত্রক ও হরীতকী যোগে গাঢ় করিয়া পান করাইবে, অথবা মধুর আসব পান করাইয়া, অঙ্গার-শূল্যীর দ্বারা যে সকল ভক্ষ্য প্রস্তুত

* সুশ্রুত মতে কষায় যে রূপে প্রস্তুত করিতে হয় তাহা পরে একত্রিংশ অধ্যায়ে বলা যাইবে।

হয় তাহাই অবদংশ স্বরূপে ব্যবহার করাইবে (১)। মধু কপিত্থ ও মরিচ সহযোগে পানীয়ও সেবন করাইবে। উষ্ট্র অশ্বতর ও গর্দ্দভের পুরীষ-চূর্ণ ভক্ষ্যদ্রব্য সহযোগে সেবন করাইবে। হিঙ্গু সৈন্ধব ও সর্ষপ চূর্ণ সংযুক্ত যূষের সহযোগে ভোজন করাইবে। অবিরুদ্ধ রস সংযোগে পান ভোজন করাইবে। মেহ বৃদ্ধি হইলে, ব্যয়াম, যুদ্ধ ক্রীড়া, গজ তুরঙ্গ রথ পদাতির দ্বারা ভ্রমণ, এবং অস্ত্র উপাস্ত্র সঞ্চালন কর্ত্তব্য।

রোগী নির্ধন ও নিঃসহায় হইলে পাদুকা ও ছত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিক্ষাহারী ও সংযতাত্মা হইয়া শত যোজনের অধিক ভ্রমণ করিবে। শ্যামাক নীবার আমলক কপিত্থ তিন্দুক অশ্মন্তক ফল আহার করিয়া সর্ব্বদা মৃগের সহবাস করিবে, ও সর্ব্বদা গো ব্রাহ্মণের অনুগামী হইয়া গোমূত্র ও গোময় ভক্ষণ করিবে। ইতর লোক কূপ খনন করিবে। রোগী কৃশ হইলে তাহার শরীর রক্ষা যাহাতে হয় এরূপ করিবে।

নির্ধন ব্যক্তি বৈদ্যের আদেশানুসারে সকল কার্য্য করিবে। তাহা হইলে এক বৎসরের মধ্যে প্রমেহ রোগ হইতে মুক্ত হইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

অথ প্রমেহ পিড়কা চিকিৎসা।

সরাবিকা প্রভৃতি (২) নয় প্রকার পিড়কার বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বলবান ব্যক্তির অগভীর কোমল অল্প যাতনাবিশিষ্ট ব্রণ হইয়া শীঘ্র পাকিয়া ভেদ হইলে সহজে আরোগ্য হয়।

প্রমেহের পূর্ব্বরূপে (৩) উপবাস করিবে, এবং কষায় রস ও

---

(১) লৌহ শলাকায় বিদ্ধ করিয়া তপ্ত অঙ্গারে যে সকল খাদ্য প্রস্তুত হয় তাহাই আসব পানের পর অবদংশ অর্থাৎ গজর বা চাটনী স্বরূপে ব্যবহার করিবে।

(২) নিদান স্থানে দ্রষ্টব্য।

(৩) সকল রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ নিদান স্থানে দ্রষ্টব্য।

অজামূত্র সেবন করিবে। এরূপ প্রতীকার না করিলে ও মধুর দ্রব্য আহার করিলে, মূত্র স্বেদ ও শ্লেষ্মা মধুর হয় ও প্রমেহ রোগ প্রকাশ পায়। রোগ প্রকাশ হইলে, বমন বিরেচনের দ্বারা সংশোধন করিবে। এরূপ প্রতিকার না করিলে সকল দোষ বৃদ্ধি হইয়া মাংস শোণিত দূষিত করিয়া শোফ বা অন্য প্রকার উপদ্রব জন্মায়। এ অবস্থা ঘটিলে, শোফ প্রভৃতির যে রূপ প্রতিকার বলা হইয়াছে সেই সকল প্রতিকার করিবে, ও রক্ত মোক্ষণ করিবে। এ অবস্থায় প্রতিকার না করিলে শোফ বৃদ্ধি হয়, এবং যাতনা ও দাহ জন্মে। শোফ বৃদ্ধি হইলে শস্ত্র-ক্রিয়া ও ব্রণ-রোগের অপরাপর প্রতিকার কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে পিড়কার অভ্যন্তর দেশ আপনা হইতে বিদীর্ণ হইয়া পূয নির্গত হইতে থাকে। তাহাতে বৃহৎ-মুখ হইয়া ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া অসাধ্য হইয়া উঠে। অতএব প্রমেহ রোগে প্রথমেই চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

ধান্বন্তর ঘৃত।

ভল্লাতক নিম্ব জল-পিপ্পলীর মূল উদকীর্য্য (ডহর করঞ্জ) বর্ষাভূ (পুনর্ণবা) পুনর্ণবা চিত্রক শঠি স্নুহী বরুণ পুষ্কর (কুষ্ঠ) দন্তী হরীতকী প্রত্যেকে দশ পল, যব কোল ও কুলথ কলাই প্রত্যেকে এক প্রস্থ, এক দ্রোণ পরিমিত জলে ক্বাথ প্রস্তুত করিবে, চতুর্থাংশ থাকিতে তৎসহযোগে এক প্রস্থ ঘৃত পাক করিবে। বচ ত্রিবৃৎ কম্পিল্ল ভার্গী (বামনহাটি) নিচুল [বেতস] শুণ্ঠী গজপিপ্পলী বিড়ঙ্গ ও শিরীষ, ইহাদিগের প্রত্যেকের অর্দ্ধ পল লইয়া কল্ক প্রস্তুত পূর্ব্বক তাহার সহিত পাক করিবে। ইহাতে মেহ শোথ কুষ্ঠ গুল্ম উদর অর্শ বিদ্রধী ও পিড়কা-মেহ আরোগ্য হয়। ইহার নাম ধান্বন্তর ঘৃত।

মধুমেহ-রোগীর সহজে বিরেচন হয় না, কারণ, তাহাদিগের সমস্ত শরীর মেদে ব্যাপ্ত। অতএব তাহাদিগকে বমন বিরেচনের জন্য তীক্ষ্ণ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। উপদ্রব-বিশিষ্ট পিড়কা জন্মিলে, সকল

প্রকার প্রমেহ রোগেই স্বেদে ও শ্লেষ্মাতে মধুর রস ও মধুর গন্ধ জন্মে। তৎকালে সামান্যতঃ মেহ-মাত্রকেই মধু-মেহ বলা যায়। মধুমেহ রোগীকে কদাচ স্বেদ বিধান করিবে না। কারণ মেদ-বহুল প্রযুক্ত তাহাদিগের দেহ স্বেদ-কর্তৃক শীর্ণ হইয়া যায়। প্রমেহ রোগীর শরীর স্থূল অথচ দুর্ব্বল হইলে, দোষের ঊর্দ্ধ গতি হয় না। এই কারণে মধুমেহে সমস্ত দোষ শরীরের অধোভাগে সঞ্চরণ করিয়া পিড়কা জন্মায়। অপক্ব পিড়কা শোফের ন্যায় পাকিয়া উঠিলে, ব্রণের ন্যায় প্রতিকার করিবে। ব্রণের রোপনাদির জন্য যে সকল তৈল বিহিত হইয়াছে তাহাও ইহাতে প্রয়োগ করিবে। পিড়কা ব্রণের উৎসাদনার্থ আরগ্বধাদির কষায়, পরিষেচনে সালসরাদির কষায়, ও পান ভোজনে পিপ্‌পল্যাদির কষায় ব্যবহার করিবে। পাঠা চিত্রক শাঙ্গ ষ্টা বৃহতী ক্ষুদ্রা (কণ্টকারী) সারিবা সোমবল্ক (শুক্ল খদির) সপ্তপর্ণ আরগ্বধ কুটজ, ইহাদিগের মূল চূর্ণ করিয়া মধু মিশ্রিত পূর্ব্বক সেবন করিবে। সালসারাদির বর্গের কষায় পাক করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে অবতারিত করিয়া স্রাবিত করিয়া লইবে। সেই ক্বাথে আমলকী প্রিয়ঙ্গু দন্তী কৃষ্ণায়স ও তাম্র, ইহাদিগের চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। পাক না হইয়া অবলেহের ন্যায় হইলে, অবতারিত করিয়া কলসী রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। তদনন্তর যথাসাধ্য পরিমাণে সেবন করিবে। ইহাতে সকল প্রকার প্রমেহ আরোগ্য হয়।

নবায়স চূর্ণ।

ত্রিফলা চিত্রক ত্রিকটু বিড়ঙ্গ মুস্ত প্রত্যেকে নয় ভাগ, (১) ইহাদিগের একত্র যত পরিমাণ হইবে তাহার তুল্য কৃষ্ণ লৌহ চূর্ণ। সমস্ত একত্র করিয়া ঘৃত-মধু সংযোগে যথাসাধ্য পরিমাণে সেবন করিবে। ইহার নাম নবায়স চূর্ণ, জঠর রোগের শান্তিকর, মন্দাগ্নির

---

(১) প্রত্যেকে নয় কর্ষ বা পল অর্থাৎ সমভাগ।

উদ্দীপক, অর্শ শোফ পাণ্ডু কুষ্ঠ অজীর্ণ কাস শ্বাস ও প্রমেহ রোগের প্রতিবাধক।

সালসারাদির ক্বাথ পাক করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে পরিস্রুত করিয়া লইয়া শীতল হইলে মধু ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রক্ষেপ করিয়া পান করিবে।

লোহারিষ্ট।

গুড় সংশোধিত করিয়া (১) ফানিতের ন্যায় পাক হইলে পিপ্‌পল্যাদির চূর্ণ তাহাতে প্রক্ষেপ করিবে। পবিত্র ও দৃঢ় কুম্ভ ঘৃতে ভাবিত করিয়া পিপ্পলী চূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া তাহার অভ্যন্তর-দেশ লেপন করিবে। অনন্তর তীক্ষ্ণ লৌহের (২) সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পত্র সমস্ত পুনঃ পুনঃ খদিরাঙ্গারে তপ্ত করিয়া পুনঃ পুনঃ সেই গুড়ে নিমজ্জিত করিবে। পরে সেই গুড় লৌহ-পত্র সমেত উক্ত কলসে রাখিয়া, তাহার মুখ উত্তম রূপে অবরোধ করিয়া যবরাশির মধ্যে স্থাপন করিবে। তিন বা চারি মাস পরে সেই সমস্ত লৌহপত্র ক্ষয় হইয়া ঔষধে রস জন্মিলে, প্রতিদিন যথা পরিমাণে সেবন করিবে ইহাতে স্থূল শরীর কৃশ হয়, অগ্নির দীপ্তি হয়, শোফ গুল্ম কুষ্ঠ মেহ পাণ্ডু প্লীহোদর বিষম জ্বর ও নেত্রের অভিষ্যন্দ রোগের নিবৃত্তি হয়। ইহাকে লোহারিষ্ট বলে—অত্যর্থ গুণকারী।

প্রমেহ রোগীর মূত্র পিচ্ছিলতা ও আবিলতা শূন্য, নির্ম্মল তিক্ত ও কটু রস বিশিষ্ট হইলে, রোগ আরোগ্য হইয়াছে বলা যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

মধুমেহ চিকিৎসা।

প্রমেহ রোগ মধুমেহতা প্রাপ্ত হওয়া প্রযুক্ত বৈদ্যকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, নিম্নলিখিত যোগের দ্বারা তাহার চিকিৎসা করিবে। জ্যৈষ্ঠ

(১) গুড় সংশোধন করা, গাদ কাটান অথবা নির্ম্মল করা।

(২) তীক্ষ্ণ-লোহ অথবা ইস্পাত বলা যায়।

মাসের সূর্য্য কিরণে পার্ব্বতীয় শিলা তাপিত হইলে, তাহা হইতে জতুর ন্যায় রস প্রস্রুত হয়। তাহাকে শিলা জতু বলে—সকল ব্যাধির বিনাশক। তাহাতে যে ত্রপু (রাঙ্) লৌহ প্রভৃতি ছয় প্রকার (১) ধাতুর সার ভাগ আছে, তাহা সেই সকল ধাতুর স্ব স্ব গন্ধের দ্বারা জানা যায়। এই জন্য ইহাকে ষড়্যোনি বলে। জতুর ন্যায় প্রভা বিশিষ্ট এই শিলাজতু লৌহ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহার রস ও বীর্য্য লৌহের ন্যায়। ত্রপু সীস অয়স্ প্রভৃতি ধাতু যে রূপ উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ, তাহাদিগের প্রয়োগে গুণও সেই রূপ উত্তরোত্তর অধিক হইয়া থাকে। যে সকল শিলাজতু তিক্ত কটু কষায় সারক, কটুপাকি, উষ্ণবীর্য্য শোষণ-কর ছেদন-কর, তাহাদিগের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ গুরু স্নিগ্ধ ও শর্করা-হীন শিলা-জতুই উৎকৃষ্ট, এবং যে শিলাজতু গোমূত্র-গান্ধী তাহাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত। সেই শিলাজতু প্রাতঃকালে সারগণের (২) দ্বারা ভাবিত করিয়া সারোদকে (৩) নির্ম্মল রূপে পিষিয়া যথাসাধ্য সেবন করাইবে। জীর্ণ হইলে জাঙ্গলরস যোগে অন্ন ভোজন করাইবে। এই অমৃত তুল্য গিরিজাত ঔষধ তুলা পরিমাণে সেবন করা হইলে, দেহের বর্ণ ও বল জন্মে, মধুমেহ আরোগ্য হয়, ও অজর অমরের ন্যায় এক শত বৎসর জীবিত থাকে। এক এক তুলা সেবনে এক এক শত বৎসর আয়ু বৃদ্ধি হয়, এবং দশ তুলা পরিমাণে সেবন করিলে সহস্র বৎসর আয়ু হয়। ইহাতে ভল্লাতক বিধানে আহার আচার কর্ত্তব্য। মেহ কুষ্ঠ অপস্মার উন্মাদ শ্লীপদ বিষ-রোগ শোষ শোফ অর্শ গুল্ম পাণ্ডু ও বিষমজ্বর, শিলাজতু সেবনে এই সকল শীঘ্রই নাশ হয়। শিলাজতু সেবনে আরোগ্য না হয় এমন রোগই

(১) রাঙ্ সীসা তাম্র লৌহ রূপা স্বর্ণ।

(২) আরগ্বধাদি বরুণাদিগণ বীরতর্ব্বাদিগণ সালসারাদিগণ ও ন্যগ্রোধাদিগণে যে সকল বৃক্ষ উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদিগের সার এ স্থানে ব্যবহার্য্য।

(৩) সারের দ্বারা কাষ্ঠ প্রভৃতি প্রস্তুত হইলে সারোদক বলা যায় প্রস্তুত করিবার প্রণালী পূর্ব্ব অধ্যায়ে জ্ঞাতব্য টীকায় দেখ

নাই। বিহিত ঔষধ সহ (১) শিলাজতু ভাবিত ও ঔষধ আলোড়িত করিয়া সেবন করিলে শর্করা অশ্মরী আরোগ্য হয়।

গিরিজাত অমৃত তুল্য মাক্ষিক ধাতুও এই প্রণালীতে সেবন করা যায়। মাক্ষিক দুই প্রকার, স্বর্ণ-প্রভা ও রজত-প্রভা। স্বর্ণ-প্রভা মধুর ও রজত-প্রভা অম্ল (২)। মাক্ষিক সেবন করিয়া কপোত মাংস ও কুলথ বর্জ্জন করিবে। রোগী শ্রদ্ধাবান্ ও আরোগ্যে যত্নবান্ হইলে, এই যোগের দ্বারা পিতৃদোষ জাত কুষ্ঠ রোগও আরোগ্য হয়।

পশ্চিম সমুদ্রের তীরে (৩) যে সকল আঢ়কী বৃক্ষ (অরহর) জন্মে, সাগর তরঙ্গ বিক্ষেপে ও সমীরণ হিল্লোলে তাহাদিগের পল্লব সর্ব্বদা কম্পিত হয়। বর্ষাগমে তাহাদিগের সুপক্ক ফল সংগ্রহণ পূর্ব্বক মজ্জা বাহির করিবে। সেই মজ্জা শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে। সেই চূর্ণ তিলের ন্যায় দ্রোণীতে পীড়ন করিয়া অথবা কুম্ভের ন্যায় স্রাবিত করিয়া তৈল বাহির করিবে। সেই তৈল অগ্নিপক্ক করিয়া নির্জ্জল করিবে। নিঃশেষে নির্জ্জল হইলে, অগ্নি হইতে অবতারিত করিয়া শুষ্ক গোময়ের মধ্যে এক পক্ষ কাল মাত্র স্থাপন করিবে। শুক্লপক্ষে শুভদিনে সেই তৈল যথাসাধ্য পরিমাণে পশ্চাদুক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পান করিবে।

মন্ত্র যথা—মজ্জসার মহাবীর্য্য সর্ব্বান্ ধাতূন্ বিশোধয়।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পাণি স্ত্বামাজ্ঞাপয়তেঽচ্যুতঃ॥

তদনন্তর সেই তৈলের দ্বারা রোগীর অধ-ঊর্দ্ধ-দোষ সংশোধিত হয়। প্রাতঃকালে সেই তৈল পান করিয়া, অপরাহ্নে স্নেহ ও লবন বর্জ্জিত যবাগু শীতল করিয়া পান করাইবে। এই বিধি অনুসারে পাঁচ দিন

(১) ঔষধিতে যে রোগ শাম্য হয়, সেই ঔষধির দ্বারা ভাবিত করিবে।
(২) এই দ্বিবিধের নাম কেহ কেহ স্বর্ণমাক্ষীক ও রৌপ্যমাক্ষীক বলে।
(৩) বম্বের নিকট সৌরাষ্ট্র বা সুরট দেশ এ স্থলে অভিপ্রেত।

তৈল পান করিয়া, পরে কিবল মুদ্গ যুষ ও অন্ন আহার করিয়া এক পক্ষ কাল যাপন করিবে। ইহাতে পাঁচ দিনেই সকল প্রকার কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। কুষ্ঠরোগী ভগ্নস্বর রক্তনেত্র শীর্ণ ও কৃমি-ভক্ষিত-দেহ হইলে, এই তৈল তিন গুণ খদির কাথ সহ পাক করিয়া, এক মাস কাল নিয়ত সেবন করাইবে ও শরীরে মর্দ্দন করাইবে, এবং পূর্ব্বোক্ত নিয়মে আহার বিধান করিবে।

খদিরোদকের সহিত সেই তৈল ঘৃত মধু সংযোগে পান করিয়া পক্ষিমাংস আহার করিলে, দুই শত বৎসর আয়ু হয়। ইহার নস্য পঞ্চাশৎ দিবস সেবন করিলে লোকে কান্তিমৎ-দেহ শ্রুতিধর ও তিন-শত বৎসর আয়ু বিশিষ্ট হয়। তুবরক মজ্জা যথা সাধ্য পরিমাণে পান করিলে শরীর মহাবীর্য্য বিশিষ্ট হয়, এবং কুষ্ঠ ও মেহ আরোগ্য হয়।

সেই তুবরক মজ্জা দগ্ধ করিয়া, তাহার ধূমে সৈন্ধব সংযুক্ত তুবরক তৈল যোগে অঞ্জন প্রস্তুত করিবে (১)। সেই অঞ্জনের দ্বারা ব্রণরোগ নক্তান্ধ নীলীরোগ ও তিমির রোগ আরোগ্য হয়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

উদর-রোগের চিকিৎসা।

উদর রোগ অষ্ট প্রকার ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাহার মধ্যে বদ্ধগুদ ও পরিস্রাবী এই দুই প্রকার অসাধ্য, অবশিষ্ট ছয় প্রকার কষ্টসাধ্য। সকল প্রকার উদর-রোগেই প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে। উদর-রোগে প্রথম চারিটি ঔষধ-সাধ্য। দীর্ঘকাল হইলে, সকল প্রকার উদর রোগই শস্ত্র-সাধ্য হইয়া উঠে। তৎকালে তাহারা বর্জ্জনীয়।

---

(১) মৃৎপাত্রে সৈন্ধব-যুক্ত তৈল মাখাইয়া তাহাতে ঐ ধূম নিক্ষিপ্ত করিবে।

উদররোগী গুরু অভিষ্যন্দি বিদাহি ও স্নিগ্ধ দ্রব্য, মাংস এবং পরিষেচন ও অবগাহন পরিত্যাগ করিবে।

বাতোদরে, বিদারীগন্ধাদি সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া তদ্দ্বারা রোগিকে স্নিগ্ধ করিবে, এবং রোধ্র-সহ ঘৃত পাক করিয়া বিরেচনে প্রয়োগ করিবে। বিদারীগন্ধাদির কষায়ের সহিত চিত্রা-ফলের তৈল প্রচুর পরিমাণে সংযোগ করিয়া আস্থাপনে ও অনুবাসনে প্রয়োগ করিবে। উদরের উপরিভাগে শাল্বনের দ্বারা উপনাহ স্বেদ দিবে। বিদারীগন্ধাদির সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তৎসহযোগে ভোজন করাইবে এবং হরিণমাংসের ক্বাথে সর্ব্বদা স্বেদ দিবে।

পিত্তোদরে, মধুরগণে ঘৃত পাক করিয়া তদ্দ্বারা রোগীকে স্নিগ্ধ করিবে। শ্যামালতা ত্রিফলা ও ত্রিবৃৎ সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া বিরেচনে প্রয়োগ করিবে, এবং ন্যগ্রোধাদির কষায়, শর্করা মধু ও ঘৃত সহযোগে গাঢ় করিয়া আস্থাপন ও অনুবাসনে প্রয়োগ করিবে। পায়সের দ্বারা উদরে উপনাহ-স্বেদ দিবে, এবং বিদারীগন্ধাদির সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া ভোজন করাইবে।

শ্লেষ্মোদরে, পিপ্পল্যাদির কষায় সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া তদ্দ্বারা রোগিকে স্নিগ্ধ করিবে। স্নুহী-ক্ষীর সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া বিরেচনে প্রয়োগ করিবে। মুষ্ককাদির কষায়ের সহিত ত্রিকটু মূত্রক্ষার ও তৈল প্রচুর পরিমাণে সংযোগ করিয়া অনুবাসনে ও আস্থাপনে ব্যবহার করিবে। শাল আতশী ধাতকী ও মূলক, ইহাদিগের বীজ, সুরাবীজ ও সর্ষপ এই সকল সহযোগে উদরে উপনাহ স্বেদ দিবে। প্রচুর পরিমাণে ত্রিকটু সহযোগে পাক করা কুলথের যূষ সহযোগে ভোজন করাইবে।

দূষ্যোদরে রোগীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া চিকিৎসা করিবে। প্রথমতঃ সপ্তলা ও শঙ্খিনীর রসে ঘৃত পাক করিয়া বিরেচন করাইবে। মহাবৃক্ষের ক্ষীর সুরা ও গোমূত্র একত্র সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া,

অথবা, কোষ্ঠ শুদ্ধ থাকিলে, করবীর গুঞ্জা কাকাদনী, ইহাদিগের মূলের কল্ক, মদ্য সহযোগে, এক পক্ষ বা এক মাস কাল পান করাইবে। অথবা ইক্ষু কৃষ্ণসর্পের দ্বারা দংশন করাইয়া সেই ইক্ষু ভক্ষণ করাইবে। অথবা বল্লীফল (কুষ্মাণ্ড আদি) কিম্বা মূলজাত বা কন্দ-জাত বিষ সেবন করাইবে।

সকল প্রকার উদর রোগই কুপিত বায়ু ও সঞ্চিত মলের দ্বারা জন্মে। অতএব ইহাতে পুনঃ পুনঃ অনুলোম ক্রিয়া প্রশস্ত।

অতঃপর সকল সামান্য যোগ বলা যাইতেছে। এরণ্ড তৈল এক মাস বা দুই মাস কাল মূত্র-যোগে অথবা দুগ্ধ যোগে সর্ব্বদা সেবন করিবে। অথবা সপ্তাহ জল বর্জ্জন পূর্ব্বক অনাহারে থাকিয়া দুগ্ধের সহিত মহিষ-মূত্র সেবন করিবে। অথবা অন্ন জল পরিত্যাগ পূর্ব্বক উষ্ট্রীর দুগ্ধ এক মাস কাল পান করিবে। অথবা পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে পিপ্‌পলী এক মাস কাল সেবন করিবে (১) সৈন্ধব ও অজমোদা যুক্ত নিকুম্ভ-তৈল পান করিবে। বায়ু-জন্য শূল থাকিলে আদ্রক ও শৃঙ্গবেরের একশত পাত্র রসে উক্ত তৈল পাক করিয়া সেবন করিবে। শৃঙ্গবের রসে দুগ্ধ পাক করিয়া সেবন করিবে। অথবা চব্য ও শুণ্ঠীর একত্র যোগে কল্‌ক অথবা সরল-কাষ্ঠ দেবদারু ও চিত্রকের একত্র যোগে কল্‌ক দুগ্ধ সহযোগে, বা মুরুঙ্গী শালপর্ণী, ও পুনর্ণবা, একত্র যোগে কল্‌ক কিম্বা চিত্রক ফলের তৈল দুগ্ধ সহযোগে সর্জ্জিকা ও হিঙ্গু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। অথবা গুড় সংযেগে হরীতকী ভক্ষণ করিবে। কিম্বা সহস্র সংখ্যক পিপ্‌পলী স্নুহী-ক্ষীরে ভাবিত করিয়া ক্রমশঃ সেবন করিবে। অথবা হরীতকী ও পিপ্‌লীর চূর্ণ স্নুহী-ক্ষীরে ভাবিত করিয়া উৎকারীকা পাক করিয়া সেবন করিবে।

হরীতকী চূর্ণ এক প্রস্থ ও ঘৃত এক আঢ়ক অঙ্গারের অগ্নিতে তাতা

(১) মহাবাত ব্যাধিতে ক্ষীর পিপ্‌পলীর প্রকরণ দ্রষ্টব্য। তবে এ স্থলে দুগ্ধ যোগে সেবন করাইবে।

দ্বারা উত্তম রূপে আলোড়ন পূর্ব্বক পাক করিয়া কলস মধ্যে নিহিত করিয়া মুখ রোধ পূর্ব্বক, অর্দ্ধমাস কাল যবরাশির মধ্যে স্থাপিত করিবে। তদনন্তর সেই কলস উদ্ধৃত করিয়া তাহা হইতে হরীতকীর ক্বাথ স্রাবিত করিয়া লইয়া অম্লদধি সহযোগে পাক করিবে। তাহা যথাসাধ্য পরিমাণে একমাস বা অর্দ্ধ-মাস কাল পান করিবে।

গব্য দুগ্ধে মহাবৃক্ষের ক্ষীর প্রক্ষেপ করিয়া পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে অবতারিত করিবে। পরে শীতল হইলে মন্থন দণ্ডের দ্বারা মন্থন করিয়া নবনীত গ্রহণ করিবে। সেই নবনীত পুনর্ব্বার মহাবৃক্ষের (মনসা) ক্ষীরে পাক করিয়া যথাসাধ্য পরিমাণে একমাস বা অর্দ্ধমাস কাল পান করিবে।

অথ-তিল্বক-ঘৃত-চতুর্থী-সর্পী।

চব্য, চিত্রক, দন্তী, অতিবিষা, কুষ্ঠ শ্যামালতা ত্রিফলা অজমোদা (যমানী) হরিদ্রা শঙ্খিনী, ত্রিবৃৎ, ও ত্রিকটু প্রত্যেকে অর্দ্ধ কর্ষ পরিমাণ, রাজবৃক্ষ ফলের মজ্জা অষ্ট কর্ষ (১) পরিমাণ, মহাবৃক্ষের ক্ষীর দুই পল, গোদুগ্ধ অষ্ট পল, ও গোমূত্র অষ্ট পল, এই সমস্ত এক প্রস্থ পরিমিত ঘৃতে পাক করিয়া যথাসাধ্য পরিমাণে এক মাস বা অর্দ্ধ মাস কাল পান করিবে। ইহাকে তিল্বক-ঘৃত-চতুর্থী-সর্পী বলে। উদর-রোগে, গুল্ম, বিদ্রধি, অষ্ঠিলা, আনাহ, কুষ্ঠ, উন্মাদ ও অপস্মার রোগে ইহা বিরেচনার্থে প্রযোজ্য।

মহাবৃক্ষের ক্ষীর সহযোগে মূত্রের আসব বা অরিষ্ঠ অথবা সুরা সর্ব্বদা সেবন করিবে। অথবা বিরেচন দ্রব্যের কষায়, শুণ্ঠী ও দেবদারু-চূর্ণের সহযোগে গাঢ় করিয়া পান করিবে।

অথ আনাহ বর্ত্তি।

বমন ও বিরেচন কারক দ্রব্য পিপ্‌পল্যাদি, বচাদি, ও হরিদ্রাদি

(১) কর্ষ ২ তোলা পরিভাষা দ্রষ্টব্য।

গণের লিখিত সমস্ত দ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণ এবং সকল প্রকার লবণ এই পঞ্চগণ পরিমাণে প্রত্যেকে এক পল, মূত্র-গণ লিখিত সকল প্রকার মূত্র-প্রক্ষেপ পূর্ব্বক, মহাবৃক্ষের ক্ষীর এক প্রস্থ সহ মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। কল্‌ক দগ্ধ না হইলে পাক সুসিদ্ধ হইবে।

পাক সিদ্ধ হইলে অবতারিত করিবে। পরে শীতল হইলে অক্ষ পরিমাণে গুটিকা প্রস্তুত করিবে। সেই গুটিকা যথাসাধ্য প্রতিদিন এক দুই বা তিন সংখ্যা পর্য্যন্ত তিন মাস বা চারি মাস কাল সেবন করিবে। ইহাকে আনাহ-বর্ত্তি বলে। ইহা বিশেষতঃ মহাব্যাধি রোগে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কোষ্ঠজাত গুল্ম, কাশ, শ্বাস, কৃমি, কুষ্ঠ প্রতিশ্যায়, অরুচি, অজীর্ণ, ও উদাবর্ত্ত রোগ ইহাতে নাশ হয়।

মদন ফলের মজ্জা কুটজ জীমূতক (ঘোষালতা) ইক্ষ্বাকু (তিক্ত লাউ) অপামার্গ ত্রিবৎ ত্রিকটু সর্ষপ ও সৈন্ধব লবণ মহাবৃক্ষের ক্ষীরে অথবা মূত্রে পিষিয়া অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণে বর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। উদর বা আনাহ রোগে মলদ্বার তৈলাক্ত ও লবণাক্ত করিয়া, সেই বর্ত্তির একটী বা দুইটী পায়ু-দেশে নিহত করিবে। ইহাকেও আনাহ-বর্ত্তি বলে। বায়ু, মূত্র, পুরীষ উদাবর্ত্ত, আধ্মান, ও আনাহ রোগে বিধেয়।

প্লীহোদরে, রোগীকে স্নিগ্ধ ও স্বেদ প্রয়োগ পূর্ব্বক দধি সহযোগে ভোজন করাইয়া বামবাহুর কুর্পরের অভ্যন্তরস্থ সিরা বিদ্ধ করিবে। শোণিত নিঃসরণের জন্য হস্তের দ্বারা প্লীহা মর্দ্দন করিবে। তদনন্তর দেহ সংশোধিত হইলে, সামুদ্রিক শুক্তির ক্ষার দুগ্ধ সহযোগে পান করাইবে, এবং হিঙ্গু ও স্বর্জিকা ক্ষার পরিস্রুত করিয়া তৎসহযোগে, অথবা পলাশ ক্ষার সহযোগে, যবক্ষার পান করাইবে। অথবা পারিজাতক (পালিতা মাদার) ইক্ষুরক (কুলে খাড়া) ও অপামার্গ, ইহাদিগের ক্ষার তৈল সংযোগে, অথবা শোভাঞ্জনের কষায়, পিপ্পলী সৈন্ধব ও চিত্রক সহযোগে, সৈন্ধব লবণ ও পিপ্পলী চূর্ণ প্রক্ষেপে গাঢ় করিয়া, পান করাইবে।

ষট্‌-পলক ঘৃত।

পিপ্‌পলী পিপ্‌পলীর মূল চিত্রক শুণ্ঠী যবক্ষার ও সৈন্ধব প্রত্যেকে এক পল, ঘৃত এক প্রস্থ, দুগ্ধ এক প্রস্থ, একত্র প্যাক করিবে (১)। ইহাকে ষট্‌পলক নামক ঘৃত বলে। প্লীহা অগ্নিমান্দ্য গুল্ম উদররোগ উদাবর্ত্ত শ্বয়থু পাণ্ডু কাশ শ্বাস প্রতিশ্যায় উর্দ্ধবাত ও বিষমজ্বর ইহার দ্বারা আরোগ্য হয়। হিঙ্গু-আদিগণ চূর্ণ করিয়া সেবন করাইবে। যকৃৎ রোগেও এই রূপ প্রতিকার, তবে বিশেষ এই যে দক্ষিণ বাহুর শিরা বিদ্ধ করিবে।

প্লীহার উপশমের জন্য মণিবন্ধ প্রদেশস্থ বামাঙ্গুষ্ঠ-সংলগ্ন শিরা শরের দ্বারা দগ্ধ করিবে।

বদ্ধগুদ-রোগে বা পরিস্রাবি উদর-রোগে রোগীকে স্নিগ্ধ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া, নাভির অধোদেশে বামভাগে লোমরাজী হইতে চারি অঙ্গুল অন্তরে উদর-দেশ ভেদ করিয়া চারি অঙ্গুল পরিমাণে অন্ত্র সমস্ত নির্গত করিবে। বদ্ধগুদ রোগে, সেই সমস্ত অন্ত্র-মধ্যে প্রস্তর-খণ্ড বা শুষ্ক ও কঠিন মল প্রভৃতি যাহা কিছু পথ রুদ্ধ করিয়া থাকে, তাহা নির্ণয় ও নির্গত করিয়া, সেই সকল অন্ত্র মধু ও ঘৃতের দ্বারা অভ্যক্ত করিয়া যথা স্থানে স্থাপন পূর্ব্বক, উদরের উপরিভাগস্থ ব্রণের মুখ সীবন করিবে। পরিস্রাবী উদর-রোগে এই রূপে অন্ত্র-মধ্যস্থ শল্য উদ্ধার করিয়া, অন্ত্রের স্রাব সংশোধন করিবে। ইহাতে অন্ত্রেতে যে ছিদ্র করিতে হইবে, সেই ছিদ্রের মুখ সংযত করিয়া কৃষ্ণ পিপীলিকার দ্বারা দংশন করাইয়া তাহাদিগের শরীর ছিন্ন করিয়া লইবে। এবং মস্তক সমেত অন্ত্র সমস্ত যথা স্থানে স্থাপন পূর্ব্বক উদরের উপরিস্থ ব্রণের মুখ সীবন করিবে। তদুপরি যষ্টিমধু মিশ্রিত কৃষ্ণ-মৃত্তিকা লেপন করিয়া বন্ধন করিবে। পরে আচরণের প্রণালী উপদেশ দিয়া

(১) ঘৃত বা তৈলের সহিত দুগ্ধ পাক করিতে হইলে, অন্যান্য ক্বাথ বা কল্‌কের অগ্রে দুগ্ধের সহিত পাক করিতে হইবে।

রোগীকে বায়ু-শূন্য গৃহে রাখিবে, এবং সেই ব্রণ তৈল বা সর্পির দ্বারা বাসিত করিবে (১)।

জলোদর রোগিকে অগ্রে বায়ুশান্তি-কর তৈল মাখাইয়া উষ্ণোদকের স্বেদ দিবে। পরে আত্মীয়গণ তাহার চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া কক্ষা-দেশ ধারণ করিয়া থাকিবে। নাভিদেশের অধোভাগে বামদিকের রোমরাজী হইতে চারি অঙ্গুল অন্তরে, ব্রীহিমুখ শস্ত্রের দ্বারা অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণে আয়ত করিয়া উদর দেশ বিদ্ধ করিবে। রাঙ সীসা প্রভৃতি ধাতুতে নির্ম্মিত দ্বিমুখ নল একটী বা দুইটী সেই ছিদ্রে সংযোজিত করিবে। তদ্দ্বারা দোষোদক নির্গত হইলে নল অপসৃত করণানন্তর, ব্রণের স্থানে তৈল ও লবণ অভ্যক্ত করিয়া ব্রণ বন্ধনের নিয়মে বন্ধন করিবে। সমস্ত দোষোদক একই দিবসেই নিঃসারণ করা কর্ত্তব্য নহে। সহসা সমস্ত জল নিঃসারিত করিলে, তৃষ্ণা জ্বর অঙ্গ-মর্দ্দ অতীসার শ্বাস ও পাদদাহ জন্মে। অথবা রোগী সবল না হইলে, পুনর্ব্বার উদরে শীঘ্র জল সঞ্চিত হয়। অতএব তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ অষ্টম দশম দ্বাদশ কিম্বা ষোড়শ দিবস অন্তরে (২) দোষোদক অল্পে অল্পে নিঃসারিত করিবে। দোষোদক নিঃশেষে নিঃসৃত হইলে আবিক (কম্বল) কৌশেয় (পট্ট) বা চর্ম্মের দ্বারা উদরদেশ বেষ্টন করিয়া রাখিবে। তাহাতে বায়ু কর্ত্তৃক উদর আধ্মাত হয় না। দুগ্ধ বা হরিণ মাংসের ক্বাথ সহযোগে ছয় মাস কাল ভোজন করাইবে। অথবা, তাহার মধ্যে তিন মাস অর্দ্ধোদক-দুগ্ধ ব্যবহার করাইবে (৩)। অবশিষ্ট তিন মাস ফলাম্ল-রস অথবা জাঙ্গল রস সহযোগে লঘু হিতকর অন্ন সেবন করাইবে। এই নিয়মে সংবৎসর থাকিলে অরোগী হয়।

---

(১) বাসিত করা ও অভিষেচন করা এই দুইয়ের ভেদ বিবেচনা কর্ত্তব্য। বাসিত করণার্থ অতি অল্প মাত্র স্নেহ প্রয়োজন, কিন্তু অভিষেচনে প্রচুর পরিমাণে স্নেহ আবশ্যক।

(২) অর্থাৎ প্রতি তৃতীয় বা চতুর্থ প্রভৃতি দিবসে।

(৩) অর্দ্ধেক দুগ্ধ ও অর্দ্ধেক জল পাক করিয়া লইবে।

সকল প্রকার উদর-রোগেই আস্থাপনে বিরেচনে পানে ও আহার-বিধিতে অগ্নি পক্ক দুগ্ধ প্রয়োগ করিবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

মূঢ়-গর্ভ চিকিৎসা।

মূঢ়-গর্ভ-রূপ শল্য (অন্ত-মৃ'ত-গর্ভ) উদ্ধার করা অত্যন্ত কষ্টকর কার্য্য। কারণ ইহাতে যোনি যকৃৎ প্লীহা ও অন্ত্র, এই সকলের মধ্যস্থিত গর্ভাশয়ের অভ্যন্তরে কেবল মাত্র স্পর্শের দ্বারা কার্য্য করিতে হয়। উৎকর্ষন আকর্ষণ স্থানাপবর্ত্তন উৎকর্ত্তন ভেদন ছেদন পীড়ন ঋজুকরণ ও দারণ প্রভৃতি, গর্ভসম্বন্ধে অথবা গর্ভিণী সম্বন্ধে এই সকল কার্য্য এক মাত্র হস্তেই সম্পাদন করিতে হইবে। অতএব অগ্রে গর্ভিণীর স্বামিকে জিজ্ঞাসা করিয়া পরে যত্নপূর্ব্বক সকল কার্য্য করিবে।

মূঢ় গর্ভের গতি স্বভাবতঃ আট প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। স্বভাবতঃ তিন প্রকারে গর্ভসঙ্গ (১) হয়। মস্তক স্কন্ধ-দেশ বা জঘন-দেশ অপত্যপথে বিষম-ভাবে স্থিত হইলেই এই ত্রিবিধ গর্ভসঙ্গ ঘটে। গর্ভে সন্তান জীবিত থাকিলে, প্রসব করাইতে যত্ন করিবে। প্রসব করাইতে না পারিলে, মহামুনি চ্যবন-প্রণীত মন্ত্র গর্ভিণীকে শ্রবণ করাইবে।

মন্ত্রঃযথা,—ইহামৃতঞ্চ সোমঞ্চ চিত্রভানুশ্চ ভামিনি।
উচ্চৈঃ শ্রবাশ্চ তুরগো মন্দিরে নিবসন্তুতে॥
ইদমমৃত মপাং সমুদ্ধৃতং বৈ তব লঘু গর্ভমিমং প্রমুঞ্চতু স্ত্রী।
তদনল পবনার্ক বাসবাস্তে সহ লবণাম্বু ধরৈর্দ্দিশন্তু শান্তিং॥

---

(১) গর্ভ নির্গত বা প্রসব না হওয়া।

মুক্তাঃ পশোর্ব্বিপাশাশ্চ মুক্তাঃ সূর্য্যেন রশ্ময়ঃ।
মুক্তঃ সর্ব্ব ভয়াদ্গর্ভ এহ্যেহি বিরমাভিতঃ॥

তদনন্তর প্রসব করাইবার জন্য যথোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে। গর্ভস্থ সন্তান মৃত হইলে, গর্ভিণীকে উত্তানভাবে শয়ন করাইয়া উরু দ্বয় কিঞ্চিৎ বক্রভাবে রাখিবে। কটির নিম্নদেশে বস্ত্রাধার রাখিয়া কটিদেশ উন্নত ভাবে রাখিবে। গর্ভ হইতে মৃত সন্তান টানিয়া নির্গত করিতে হইলে, ধন্বন (ধামনি) ও শাল্মলীর রস গিরিমৃত্তিকা ও ঘৃত হস্তে মাখাইয়া অপথ্যপথে প্রবিষ্ট করিয়া গর্ভ আহরণ করিবে। গর্ভস্থ মৃত শিশুর উভয় সক্থি বহির্গত হইলে, অনুলোম ভাবে (নিম্ন-দিকে) টানিয়া সমস্ত বাহির করিবে। এক মাত্র সক্থি প্রসব পথে উপস্থিত হইলে, অপর সক্থি প্রসারিত করাইয়া টানিয়া বাহির করিবে। যদি কেবল মাত্র নিতম্বদেশ অপত্য পথে অগ্রে আগত হয়, তাহা হইলে নিতম্বদেশ ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপণ করিয়া সক্থিদ্বয় প্রসারিত করাইয়া বাহির করিবে। তির্য্যক ভাবে পরিঘের ন্যায় আগত হইলে (১), পশ্চাৎ অর্দ্ধভাগ (পায়ের দিক) ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক পূর্ব্বার্দ্ধ ভাগ (মস্তকের দিক) অপত্য পথে ঋজুভাবে আনয়ন পূর্ব্বক বাহির করিবে। শিরোদেশ অপত্যপথের পার্শ্বে অপবর্ত্তিত হইয়া, স্কন্ধদেশ অপত্য পথে আগত হইলে, স্কন্ধদেশ ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক (ঠেলিয়া তুলিয়া দিয়া) মস্তক অপত্য পথে আনিয়া বাহির করিবে। অপত্য-পথে অগ্রে বাহু আগত হইলে, স্কন্ধদেশ ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক শিরোদেশ অপত্য পথে আনিয়া বাহির করিবে। অপর দুই প্রকার মূঢ়গর্ভ অসাধ্য (২)। অসাধ্যের স্থলে অর্থাৎ হস্তের দ্বারা বহির্গত করিতে না পারিলে, শস্ত্র প্রয়োগ করিবে। গর্ভস্থ শিশু জীবিত

---

(১) অর্থাৎ গর্ভাশয়ের এক পার্শ্বে মস্তক ও অপর পার্শ্বে পাদ থাকা প্রযুক্ত প্রসবের দ্বারে আগত না হইলে।

(২) অপর দুই প্রকার মূঢ় গর্ভ নিদান স্থানে দ্রষ্টব্য।

থাকিলে, কদাচ শস্ত্রের দ্বারা দারণ কার্য্য করিবে না, তাহা হইলে জননী ও সন্তান উভয়েই নষ্ট হয়।

অন্তর্মৃত গর্ভের স্থলে গর্ভ বহির্গত করা অসাধ্য। মণ্ডলাগ্র বা অঙ্গুলী নামক শস্ত্রের দ্বারা মস্তক বিদীর্ণ করিয়া শঙ্কুর (আকর্ষী বিশেষ) দ্বারা অগ্রে কপাল খণ্ড সমস্ত আহরণ করিবে। পরে বক্ষঃ বা কক্ষাদেশে ধরিয়া টানিয়া বাহির করিবে। মস্তক ভিন্ন না হইলে অক্ষিকূট বা গণ্ডদেশে ধরিয়া টানিয়া বাহির করিবে। স্কন্ধদেশের দ্বারা অপত্য পথ রোধ করিয়া থাকিলে, যে অংশের দ্বারা রোধ করিয়া থাকে, স্কন্ধদেশের সেই অংশে সংলগ্ন বাহু ছেদন করিবে। গর্ভস্থ বালকেব উদর বায়ু-কর্তৃক পূর্ণ থাকিলে, তাহা বিদীর্ণ করিয়া অন্ত্রি সমস্ত অগ্রে নির্গত করিবে। তাহাতে গর্ভস্থ শরীর শিথিল হইয়া পড়িলে অনায়াসেই বহির্গত করা যায়। জঘনের দ্বারা অপত্য পথ রোধ করিয়া থাকিলে, জঘনের অস্থিখণ্ড সমস্ত ছেদন করিয়া বাহির করিবে। গর্ভের যে যে অঙ্গ অপত্য পথ রোধ করিয়া থাকে সেই সেই অঙ্গ অগ্রে ছেদন পূর্ব্বক গর্ভ সম্যক রূপে বহির্গত করিয়া গর্ভিণীকে রক্ষা করিবে। বায়ুর প্রকোপ বশইঃ গর্ভের গতি বিবিধ প্রকার হইয়া থাকে। মহামতি বৈদ্য এ অবস্থায় বিধি পূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে। মৃত গর্ভ মুহুর্ত্ত কালও উপেক্ষা করিবে না। উপেক্ষা করিলে শ্বাস রোধ হইয়া জননীর প্রাণ নাশ হয়। শরীর তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত মণ্ডলাগ্র নামক শস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিবে। তীক্ষ্ণধার বৃদ্ধিপত্রের ব্যবহারে গর্ভিণীকে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা। গর্ভে অপর কোন আপদ্ ঘটিলে পূর্ব্ববৎ গর্ভ পাতন করিবে। অথবা গর্ভিণীর উভয় পার্শ্বে পরিপীড়িত করিয়া হস্তের দ্বারা বহির্গত করিরে। তৎকালে স্ত্রীলোককে মুহুর্মুহুঃ কম্পিত করিবে বা তাহার অংসদ্বয় মর্দ্দন করিবে। গর্ভ পাতন করিতে হইলে অপত্য-পথ তৈলাক্ত করা কর্ত্তব্য।

এইরূপে গর্ভ বহির্গত করা হইলে প্রসূতীর দেহে উষ্ণোদক সেচন করিবে, এবং পরে যোনি-দেশে স্নেহ প্রয়োগ করিবে। তাহাতে যোনি-শূল নিবৃত্তি হইয়া যোনি-দেশ কোমল হয়। তদনন্তর দোষ নিঃসরণ ও বেদনা শান্তির জন্য পিপ্‌পলী পিপ্‌পলী-মূল শুণ্ঠী এলাইচ হিঙ্গু ভার্গী যমানী বচ অতিবিষা রাস্না ও চব্য, এই সকল উত্তম রূপে চূর্ণ করিয়া ঘৃত সংযোগে, বা ইহাদিগের ক্বাথ কল্ক বা চূর্ণ ঘৃত অসংযোগে সেবন করাইবে। পরে শাক-বৃক্ষের ত্বক্‌ হিঙ্গু অতি-বিষা পাঠা কটুকী ও গজপিপ্‌পলী পূর্ব্ববৎ পান করাইবে। তাহার পরে ত্রিরাত্র পঞ্চরাত্র বা সপ্তাহ কাল পুনর্ব্বার স্নেহ পান করাইবে। অথবা রাত্রিকালে আসব বা অরিষ্ট সেবন করাইবে। শিরীষ বৃক্ষোদক বা অর্জ্জুন বৃক্ষোদক আচমনে ব্যবহার করিবে। অপরাপর যে কোন উপদ্রব ঘটে, তাহা যে দোষ জন্য ঘটে সেই দোষানুসারে চিকিৎসা করিবে। দেহ উত্তমরূপ সংশোধিত হইলে অল্প পরিমাণ স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন করাইবে, এবং ক্রোধ-হীন হইয়া প্রতিদিন স্বেদ ও অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিবে। বায়ু-শান্তি-কর ঔষধ সহযোগে দুগ্ধ পাক করিয়া দশ দিন কাল সেবন করাইবে। পরে মাংস রস ঐ প্রণালী মতে দশ দিন কাল সেবন করাইবে।

অনন্তর এই নিয়মে চারি মাস কাল রাখিয়া উপদ্রব রহিত বিশুদ্ধ-দেহা ও বল-বর্ণ-বিশিষ্টা হইলে চিকিৎসা হইতে ক্ষান্ত হইবে। অথবা, এ অবস্থায় যোনিদেশে সন্তর্পণার্থে, অভ্যঙ্গে, বস্তিকার্যে ও ভোজনে, বায়ু-শান্তিকর বলা-তৈল প্রয়োগ করিবে।

বলা-তৈল।

তৈল (তিল তৈল), বলা-মূল (শ্বেত বেড়েলার মূল), দশমূলী, যব কোল ও কুলথ, এই পাঁচটীর প্রত্যেকের ক্বাথ * তৈলের অষ্টগুণ,

* কেহ কেহ বলেন যে যব কোল ও কুলথ একত্র মিলিত করিয়া তৈলের অষ্ট গুণ ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। কিন্তু মূলে "যব-কোল-কুলথানাং ক্বাথস্য"

ও তৈলের অষ্টগুণ দুগ্ধ, একত্র [১] পাক করিয়া পাক সিদ্ধ প্রায় হইলে, মধুর গণ [২) সৈন্ধব অগুরু সর্জ্জরস (ধূনা), সরল-কাষ্ঠ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা চন্দন কুষ্ঠ এলাইচ পীতকাষ্ঠ, জটামাংসী শৈলজ তেজপত্র তগরপাদুকা (৩) শ্যামালতা বচ শতমূলী অশ্বগন্ধা শতপুষ্পা (শোলফা) ও পুনর্ণবা, এই সকলের চূর্ণ তাহাতে প্রক্ষেপ করিয়া সৌবর্ণ রৌপ্য বা মৃণ্ময় কলসে নিহিত পূর্ব্বক মুখ অবরোধ করিয়া রাখিবে। ইহাকে বলা-তৈল বলে, বায়ুরোগের শান্তিকর। যথাসাধ্য পরিমাণে ইহা সূতিকা স্ত্রীলোককে সেবন করাইবে। স্ত্রীলোক গর্ভার্থিনী বা পুরুষ ক্ষীণ-শুক্র হইলে, বায়ু-জন্য শরীরের ক্ষীণতা এবং মর্ম্মস্থান আহত মথিত অভিহত বা অস্থি ভগ্ন হইলে, অথবা পরিশ্রমে অভিভূত হইলে, এই তৈল সর্ব্ব প্রকারে প্রয়োগ কর্ত্তব্য। ইহাতে আক্ষেপক প্রভৃতি বাতব্যাধি, হিক্কা কাস অধিমন্থ গুল্ম ও শ্বাসরোগ নিবৃত্ত হয়। ইহা ছয়মাস সেবন করিলে অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য হয়, এবং ধাতু-সমস্ত পুষ্ট ও স্থির-যৌবন হয়। এই তৈল রাজার পক্ষে, বা রাজ-সদৃশ ধনী সুখী ও সুকুমার ব্যক্তির পক্ষে কর্ত্তব্য।

অথ বলা কল্প।

তিলে, পুনঃ পুনঃ বলা-মূলের কষায় পান করাইয়া (৪) সেই তিলের তৈল বাহির করিবে। সেই তৈল বলামূলের ক্বাথে শত বার

এই ইতরেতর দ্বন্দ্ব বাক্য থাকাতে প্রত্যেকের প্রাধান্য হেতু পৃথক্ পৃথক্ ক্বাথ গ্রাহ্য বলিয়া এ স্থানে এরূপ অনুবাদ করা হইল।

(১) অন্যান্য ক্বাথের অগ্রে দুগ্ধ সহ তৈল পাক করিবে।

(২) গণবর্ণনা দ্রষ্টব্য।

(৩) ইহার অভাবে সিউলী-ছোব অর্থাৎ শ্বেত বর্ণ ক্ষুদ্র পুষ্প ও অনতি আয়ত-পত্র-বিশিষ্ট জলজাত কন্দ এক্ষণে ব্যবহার।

(৪) কষায় তিলে সেচন করিয়া শুষ্ক করিলে পান করান হয়।

পাক করিয়া বায়ুশূন্য নির্জ্জন গৃহে কলসী-মধ্যে রাখিবে। প্রাতঃকালে সেই তৈল যথাসাধ্য পরিমাণে পান করিবে। জীর্ণ হইলে, ষষ্টি-ধান্যের অন্ন দুগ্ধ সহযোগে ভোজন করিবে। এই নিয়মে এক দ্রোণ পরিমিত তৈল পান করিলে, ও যত কালে সেই তৈল পান করা হয় তাহার দ্বিগুণকাল আহারের নিয়ম পালন করিলে, দেহ বল বর্ণ-বিশিষ্ট হয় এবং এক শত বর্ষ আয়ু হয়। এই রূপে এক এক দ্রোণ পরিমাণে তৈল পান করিলে এক এক শত বর্ষ আয়ু বৃদ্ধি হয়।

উক্ত বলা প্রণালীতে অতিবলা (পীত বর্ণ বেড়েলা); গুড়ূচী, আদিত্য পর্ণী (আকন্দ) সৈরেয়ক (ঝাঁটী) বীরতরু (অর্জ্জুন বৃক্ষ) শতমূলী, ত্রিকণ্টক (গোক্ষুরী) যষ্টিমধু ও প্রসারণী (গন্ধভাদুলী) ইহাদিগেরও কল্প হইতে পারে।

নীলোৎপল ও হরিদ্রার মূল গব্য দুগ্ধে পাক করিবে। পরে তাহাতে তিলতৈল পাক করিবে। বলা তৈলের সমস্ত কল্ক উত্তম-রূপে পিষিয়া তাহাতে দিবে। ইহারও আহারের নিয়ম বলা-তৈলের ন্যায়, এবং গুণও সেই রূপ।

ষোড়ষ অধ্যায়।

বিদ্রধি চিকিৎসা।

যে ছয় প্রকার বিদ্রধির বিষয় নিদান স্থানে বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে সন্নিপাতিক বিদ্রধিই অসাধ্য। অবশিষ্ট সকল প্রকার বিদ্রধি রোগে অপক অবস্থা হইতে সত্বরে শোফের ন্যায় প্রতিকার করিবে (১)।

বায়ু-জন্য বিদ্রধি রোগে, সুরঙ্গী (কাকজঙ্ঘা) মূলের কল্ক, ঘৃত তৈল বা বসা সহযোগে ঈষদুষ্ণ করিয়া তরল থাকিতে প্রলেপ দিবে।

---

(১) সূত্রস্থানে ও চিকিৎসা স্থান শোফের চিকিৎসা দ্রষ্টব্য।

সজল-দেশ-জাত পশুর মাংস ও কাকোল্যাদিগণ ভোজনে প্রয়োগ করিবে। স্নেহ ও অম্ল সহযোগে লবণ পাক করিয়া উপনাহ প্রয়োগ করিবে। বেশবার কৃশরা দুগ্ধ ও পায়েসের স্বেদ দিবে। স্বেদ সর্ব্বদা প্রয়োগ করিবে ও রক্ত মোক্ষণ করিবে। ইহাতেও যদি পাকিবার উপক্রম হয়, তবে পাকাইয়া শস্ত্রের দ্বারা ভেদ করিবে। ভেদ করিয়া ব্রণের বিধানানুসারে তৈল ভদ্রদার্ব্বাদি গণ (১) যষ্টিমধু এবং প্রচুর পরিমাণে লবণ, পঞ্চমূলের কষায় সংযোগে প্রতিপূরণে (লেপে) প্রয়োগ করিবে। পৃথকপর্ণ্যাদির ক্বাথে ও ত্রিবৃতের ক্বাথে রোপণ করিবে। পিত্ত-জন্য বিদ্রধি রোগে মধু শর্করা লাজ যষ্টিমধু ও সারিবা (অনন্ত মূল) দুগ্ধে পিষিয়া লেপ দিবে, অথবা ক্ষীরকাকোলী বেণা-মূল ও চন্দন একত্র দুগ্ধে পিষিয়া লেপ দিবে। যবক্ষারের শীতকষায়ের দ্বারা (২) অথবা ইক্ষুরস সহযোগে দুগ্ধের দ্বারা বা জীবনীয় ঘৃতের দ্বারা সর্ব্বদা সেচন করিবে। হরীতকী-চূর্ণ মধু সহযোগে দ্রব করিয়া লেহন করিবে। বুদ্ধিমান বৈদ্য পক্ক বিদ্রধি শস্ত্রে ভেদ করিয়া, প্রয়োজনানুসারে জলৌকার দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করাইবে। ক্ষীর বৃক্ষের কষায়ে বা উদক-জাত কন্দের কষায়ে ব্রণ প্রক্ষালিত করিয়া, ঘৃত মধু সহযোগে তিল ও যষ্টিমধু প্রদেহে (৩) প্রয়োগ করিবে, ও তাহার উপরি সূক্ষ্ম বস্ত্র বেষ্টন করিয়া দিবে।

প্রপৌণ্ডরিক, মঞ্জিষ্ঠা যষ্টিমধু বেণা-মূল পদ্মকাষ্ঠ হরিদ্রা ও দুগ্ধ এই সকল দ্রব্যে ঘৃত পাক করিয়া ব্রণ-রোপণে প্রয়োগ করিবে (৪) অথবা

(১) সূত্র স্থান সংশমনী বর্গে উল্লিখিত দেবদারু কুষ্ঠ হরিদ্রা প্রভৃতি ভদ্রদার্ব্বাদি গণ।

(২) শীত কষায় প্রস্তুত করিবার প্রণালী চিকিৎসা স্থানের জ্ঞাতব্য টীকায় উল্লিখিত হইয়াছে।

(৩) প্রদেহের প্রণালী সূত্র স্থানে ব্রণ বন্ধনের ও আলেপনের অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

(৪) এইটী পিত্ত-জন্য বিদ্রধি ব্রণে প্রয়োজ্য। পিত্ত-জন্য অন্য ব্রণেও প্রয়োগ করা যায়।

শুক্ল ভূমিকুষ্মাণ্ড পৃথকপর্ণী (চাকুলে) মঞ্জিষ্ঠা রক্তচন্দন ও ন্যগ্রোধাদির প্রবাল অথবা ত্বক্, এই সকল সহযোগে ঘৃত পাক করিবে।

করঞ্জাদ্য ঘৃত।

করঞ্জের পত্র ও অভিনব ফল, জাতী পটোল ও নিম্ব ইহাদিগের পত্র, হরিদ্রা দারুহরিদ্রা, মধুচ্ছিষ্ট, যষ্টিমধু তিক্ত-রোহিণী (কটুকা) প্রিয়ঙ্গু কুশের-মূল বেতসের ত্বক মঞ্জিকা চন্দন বেণা-মূল উৎপল-সারিবা (শ্যামা লতা) ত্রিবৃৎ, প্রত্যেকে এক কর্ষ পরিমাণে এক প্রস্থ ঘৃতে পাক করিবে। ইহাতে দুষ্ট ব্রণের শান্তি হয়, নাড়ী-ব্রণের এবং সদ্যঃ ছিন্ন ব্রণের সংশোধন হয়। ইহাকে করঞ্জাদ্য ঘৃত বলে। দুষ্ট ব্রণ, গম্ভীর নাড়ী-ব্রণ, সদ্যচ্ছিন্ন ব্রণ (১) অগ্নি বা ক্ষার-জনিত ব্রণ, এই করঞ্জাদ্য ঘৃতের দ্বারা নিশ্চয় শাম্য হয়।

শ্লেষ্ম-জন্য বিদ্রধি-রোগে, ইষ্টক সিকতা লৌহ গোময় তুষ পাংশু বা মূত্র, উষ্ণ করিয়া স্বেদ প্রয়োগ করিবে। কষায় পান বমন আলেপন ও উপনাহ, সর্ব্বদা এই সকলের প্রয়োগ দ্বারা দোষের ক্ষালন করিবে, এবং অলাবুর দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে। পাকিয়া উঠিলে শস্ত্র-পাতন পূর্ব্বক আরগ্বধের কষায়ে ধৌত করিয়া, হরিদ্রা ত্রিবৃৎ শক্তু তিল ও মধু সংযোগে লেপ প্রয়োগ করিয়া যথাবিহিত ক্রমে বন্ধন করিবে। তদনন্তর কুলথ দন্তী. ত্রিবৃৎ শ্যামালতা অর্ক ও লোধ, এই সকলের কল্কে গোমূত্র ও সৈন্ধব যোগে তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে।

রক্ত-জন্য অথবা আগন্তুক বিদ্রধি রোগে, পিত্ত-বিদ্রধির ন্যায় সমস্ত কার্য্য করিবে।

অন্তর্বিদ্রধি হইলে বরুণাদি গণের ক্বাথ, উষকাদি-গণের চূর্ণ প্রক্ষেপ পূর্ব্বক পান করাইলে শান্তি হয়। উক্ত গণদ্বয়ের ক্বাথে ঘৃত পাক করিয়া, বিরেচক দ্রব্যের সহযোগে প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেবন

(১) সদ্য কাটা ঘা।

করিলে বিদ্রধি আরোগ্য হয়। উক্ত গণ-দ্বয়ের ক্বাথ, স্নেহ-যোগে অনুবাসনে ও আস্থাপনে প্রয়োগ করিবে। দোষ অনুসারে যথা প্রক্ষেপ দ্রব্য (১) সংযোগে মধু-শিগ্রুর ক্বাথ, আলেপনে পানে ও ভোজনে অপক্ক অবস্থায় সেবন করিলে সকল প্রকার বিদ্রধি আরোগ্য হয়। অথবা, সেই সকল চূর্ণ, জল ধান্যাম্ল মূত্র বা সুরা সহযোগে সেবন করিবে। অথবা যে সকল দ্রব্যে দোষের শান্তি হয়, সেই সকল দ্রব্যের ক্বাথ সহযোগে শিলাজতু সেবন করিবে। অথবা সেই ক্বাথ অধিকাংশ গুগ্‌গুল শুণ্ঠী ও দেবদারু চূর্ণ সহযোগে সেবন করাইবে। স্নেহ প্রয়োগ, উপনাহ-স্বেদ ও বিরেচন ক্রিয়া সর্ব্বদা বিধেয়। কফ-জন্য বিদ্রধি রোগে যথাবিধিক্রমে সিরা বিদ্ধ করিবে। কেহ কেহ বলেন যে রক্তপিত্ত বা বায়ু-জন্য বিদ্রধি রোগে বাহুতে* সিরা বিদ্ধ করিবে। বিদ্রধি পাকিয়া শরীরের বহির্ভাগে উন্নত হইলে, তাহা ভেদ করিয়া ব্রণের ন্যায় প্রতিকার করিবে। অধোভাগে হউক ঊর্দ্ধভাগে হউক পূযাদি নির্গত হইলে, (২) মৈরেয় সুরা অম্ল বা আসব (৩) সংযোগে বরুণাদি গণের বা মধুশিগ্রু বৃক্ষের চূর্ণ বা কষায় সেবন করাইবে। শিগ্রু-মূলের জলে শ্বেত সর্ষপ সহযোগে অন্ন পাক করিয়া যব কোল (বদরী বিশেষ) ও কুলত্থের যষ সহযোগে ভোজন করাইবে। যথাসাধ্য পরিমাণে তিল্বক ঘৃত অথবা ত্রিবৃতাদিগণের ক্বাথে পাক করা ঘৃত প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেবন করিবে। এ অবস্থায় অজীর্ণ না হয় তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিবে। যথাবিধি পর্য্যায়ক্রমে চিকিৎসা করিলেই যে নিতান্তই আরোগ্য হইবে এরূপ নিশ্চয় করা যায় না। অতএব প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে।

---

(১) যে দোষ-জন্য বিদ্রধি জন্মে, সেই দোষ যে সকল দ্রব্যে সাম্য হয় সেই সকল দ্রব্য বা তাহাদিগের চূর্ণ এস্থলে অভিপ্রেত।

* যে পার্শ্বে বিদ্রধি জন্মে সেই পার্শ্বের বাহুর শিরা বিদ্ধ করাই সঙ্গত।

(২) এই রোগে মুখ দিয়া বা মলদ্বার দিয়া পূয় নির্গত হয়।

(৩) সুরাবর্গের টীকা দ্রষ্টব্য।

মজ্জা-জাত বিদ্রধি রোগে, স্নেহ-স্বেদ রক্ত মোক্ষণ প্রভৃতি বিদ্রধি-বিহিত ক্রিয়া সমস্ত করিবে। পাকিয়া উঠিলে অস্থি পর্য্যন্ত ভেদ করিবে। পূয়াদি নিঃশেষে নির্গত হইলে ব্রণ সংশোধন করিবে। তিক্ত-ক্বাথে ব্রণ ধৌত করিয়া, তিক্ত ঘৃত তাহাতে প্রয়োগ করিবে। যদি মজ্জা নিঃসৃত হওয়া নিবৃত্ত না হয়, বুদ্ধিমান বৈদ্য সংশোধনীয় দ্রব্যের কষায় প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। প্রিয়ঙ্গু ধাতকী রোধ্র কটফল তিনিশ সৈন্ধব, এই সকল সহযোগে তৈল পাক করিবে। এই তৈলে বিদ্রধি-জন্য ব্রণ রোপন হয়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

বিসর্প নাড়ীব্রণ ও স্তনরোগের চিকিৎসা।

নিদান-স্থানে প্রথম যে তিন প্রকার বিসর্প রোগ (১) বলা হই-হইয়াছে তাহারা সাধ্য। অবশিষ্ট দুই প্রকার, শোণিত-জন্য ও সন্নিপাত-জন্য বিসর্প-রোগ অসাধ্য। সাধ্য বিসর্প রোগ হইলে, যে দোষের জন্য বিসর্প রোগ জন্মে, সেই দোষ নিবারক সমস্ত দ্রব্য সংযোগে ঘৃত, পরিষেচন (ক্বাথ), ও লেপ প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

বায়ু-জন্য বিসর্প-রোগে, মুস্তা শতমূলী দেবদারু কুষ্ঠ ধান্যক শোভাঞ্জন বারাহী (চামর আলু), এবং উষ্ণগণ (১), পরিষেচনে আলাপনে ও ঘৃতাদি প্রস্তুত করণে প্রয়োজ্য। বৃহৎ পঞ্চমূলী, স্বল্প পঞ্চমূলী কণ্টকাখ্য ও বল্লী নামকগণ * সমস্ত লেপনে পরিষেচনে ও ঘৃতে প্রয়োগ করিবে।

(১) নিদান স্থানে বিসর্প-রোগের নিদান দ্রষ্টব্য।

(১) আরগ্বধাদি গণকে উষ্ণ গণ কহে। দ্বিব্রণীয় চিকিৎসা দ্রষ্টব্য।

* সূত্র স্থানে গণ বর্ণনায় দ্রষ্টব্য।

পিত্ত-জন্য বিসর্পরোগে, কসেরুক (কেশুর) শৃঙ্গাটক পদ্ম শর-বৃক্ষ শৈবাল উৎপল, এই সকলের কল্ক ও কর্দ্দম বস্ত্রে গালিত করিয়া, ঘৃত সংযোগে শীতল অবস্থাতে লেপে প্রয়োগ করিবে। বালা বেণামূল রক্ত চন্দন শ্রোতজ মুক্তা মণি ও গিরি-মৃত্তিকা, এই সকল দুগ্ধে পিষিয়া ঘৃত সংযোগ পূর্ব্বক অল্প পরিমাণে (অর্থাৎ পাতলা করিয়া) প্রলেপ দিলে যাতনার শান্তি হয়। প্রপৌণ্ডরীক (পুড়ুর বৃক্ষ) যষ্টিমধু ক্ষীর-কাকলী মঞ্জিষ্ঠা পদ্মকাষ্ঠ রক্তচন্দন ও রাস্না, এই সকল দ্রব্যের একত্র যোগে প্রলেপ ও পিত্তজন্য বিসর্পের যাতনা নিবৃত্ত হয়। ন্যগ্রোধাদি গণের ক্বাথে পরিষেচন, ও তাহাদিগের রসে ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। শীতল জল মধূদক বা শকরা-যুক্ত ইক্ষু-সর সেচন করিবে।

গৌর্য্যাদি ঘৃত।

ঘৃতকুমারী, যষ্টিমধু পদ্ম রোধ্র বালা রাজোদন (পিয়াল) গিরি-মৃত্তিকা ঋষভক [১) সারিবা অনন্ত-মূল, কাকোলী মেদ (২) কুমুদ উৎপল রক্তচন্দন মধু শর্করা দ্রাক্ষা স্থিরা শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী (চাকুলিয়া) শতমূলী, জল সংযোগে পিষিয়া ইহাদিগের কল্‌ক প্রস্তুত করিবে। ন্যগ্রোধাদিগণ স্থিরাদি বিল্বাদি ও পঞ্চমূলী (বৃহৎ), ইহাদিগের ক্বাথ ঘৃতের চতুর্গুণ, এক প্রস্থ ঘৃতে পাক করিয়া, পরে তাহাতে পূর্ব্বোক্ত কল্‌ক পাক করিবে (৩)। এই ঘৃত পরিষেচন করিলে, পিত্ত-জন্য বিসর্প ও নাড়িব্রণ বিস্ফোট ও দুষ্টব্রণ আরোগ্য হয়, এবং পান করিলে শীর্ষ-রোগ ও মুখ-রোগ আরোগ্য হয়। ইহাতে বালকদিগের গ্রহ-জন্য রোগ ও শোষরোগেরও শান্তি হয়। ইহাকে গৌর্য্যাদি ঘৃত বলে।

(১) ঋষভক অভাবে বংশলোচন,
এবং (২), মেদাভাবে অশ্বগন্ধা গ্রহণ করিবে।

(৩) ঘৃতে বা তৈলে অগ্রে ক্বাথ পরে কল্‌ক পাক করিবে। কোন কোন বৈদ্য ইহার বিপরীতও করেন।

কফজন্য বিসর্প রোগে, অজগন্ধা (বাবুই বৃক্ষ) অশ্বগন্ধা সরলা (ত্রিবৃৎ) কালা (নীল বৃক্ষ) একৈষিকা (আকনাদ) অজশৃঙ্গী গোমূত্রে পিষিয়া লেপ দিবে। কালানুসার্য্য (পীত কাষ্ঠ) অগুরু চোচ রাস্না গুঞ্জা বচ শীতশীব (মৌরী) ইন্দ্রপর্ণী (লাঙ্গলা) পালিন্দী (শ্যামালতা) মুঞ্জাতক (১) ও ভূমিকদম্ব, কফ-জন্য বিসর্প-রোগে এই সকল দ্রব্যও উপকারী। সংশোধন পান আলেপন প্রভৃতি ক্রিয়াতে বরুণাদিগণ ব্যবহার করিবে। সংশোধন ও শোণিত মোক্ষণই বিসর্প-রেগের প্রধান চিকিৎসা। যে কোন দোষ-জন্য হউক পাকিয়া উঠিলে ব্রণের ন্যায় যথোক্ত বিধানে সংশোধিত করিয়া চিকিৎসা করিবে।

ত্রিদোষ-জন্য নাড়ী-ব্রণ হইলে আরোগ্য হয় না। অপর চারি-প্রকার নাড়ী-ব্রণ (২) যত্ন করিলে আরোগ্য হয়। বায়ু-জন্য নাড়ী-ব্রণ হইলে, প্রথমতঃ উপনাহ-স্বেদ প্রয়োগ করিবে। তদনন্তর পূয়ের গতি (অর্থাৎ শোষ বা নালীর মুখ) নিঃশেষে বিদারণ পূর্ব্বক, তিল ও অপামার্গের ফল একত্র পিষিয়া সৈন্ধব সংযোগে সেই স্থানে বন্ধন করিয়া দিবে। ব্রণ প্রক্ষালনের জন্য বৃহৎ পঞ্চমূলীর কাথ প্রয়োগ করিবে। হিংস্রা (শ্বেত গুঞ্জা) হরিদ্রা কটুকী বলা গোজিহ্বা ও বিল্বমূল, এই সকল দ্রব্য একত্র যোগে ব্রণের শোধন পূরণ ও রোপণ ক্রিয়াতে প্রয়োগ করিবে।

পিত্ত-জন্য নাড়ী-ব্রণ রোগে, দুগ্ধ ও ঘৃত যোগে উৎকারিকা প্রস্তুত করিয়া (৩) উপনাহ স্বেদে প্রয়োগ করিবে। তদনন্তর শস্ত্র পাত পূর্ব্বক তিল নাগদন্তী ও যষ্টিমধুর কল্‌ক লেপে প্রয়োগ করিবে, সোম

(১) মুঞ্জার অভাবে তালের মেথী। নিত্যং মুঞ্জাতকাপ্রাপ্ত তাল মস্তক নির্যাত ইতি পরিভাষায়াং।

(২) অপর চারি প্রকার নাড়ী-ব্রণ নিদান স্থানে দ্রষ্টব্য।

(৩) পিত্ত-জন্য ব্রণে যে সকল দ্রব্যের লেপ দেওয়া যায়, তাহাই এখানে উৎকারিকা পাকে ব্যবহার্য্য।

নিম্ব ও হরিদ্রা সর্ব্বদা প্রক্ষালনে প্রয়োগ করিবে, এবং শ্যামা ত্রিভণ্ডী (শ্বেত ত্রিবৃৎ) ত্রিফলা হরিদ্রা ও বৃক্ষক (কুটজ) একত্র ঘৃত দুগ্ধ সংযোগে পূর্ব্বক তর্পণে প্রয়োগ করিবে।

কফ-জন্য নাড়ী ব্রণ হইলে, কুলত্থ ও শ্বেত সর্ষপের সক্তু এবং কিণ্ব, একত্র যোগে উপনাহ স্বেদ প্রদান করিয়া ব্রণ অগ্রে কোমল করিবে। পরে এষণীর দ্বারা পূয়ের গতি অনুসন্ধান করিয়া সমস্ত শোথ বা নালী-মুখ নিঃশেষে বিদীর্ণ করিয়া দিবে। তদনন্তর নিম্ব ও তিল পিষিয়া সৌরাষ্ট্র-মৃত্তিকা ও সৈন্ধব যোগে ব্রণে লেপ দিবে। করঞ্জ নিম্ব জাতী বিভীতক ও পীলু, ইহাদিগের রস ব্রণ প্রক্ষালনে প্রয়োগ করিবে। স্বর্জিকা ক্ষার, সৈন্ধব চিত্রক দন্তী তালী (তাল-ঝাঁড়া বা তালের বাকড়া) নল অর্ক এবং অপমার্গের ফল, গোমূত্র সংযোগে ইহাদিগের তৈল প্রস্তুত করিবে।

শল্য-জন্য নাড়ী ব্রণ জন্মিলে, ব্রণ বিদীর্ণ করিয়া শল্য বাহির করিবে। তদনন্তর ব্রণ সংশোধন পূর্ব্বক প্রচুর পরিমাণে ঘৃত-মধু সহযোগে তিল-কল্ক প্রয়োগ করিয়া ব্রণ রোপণ করিবে। দন্তী খর্জ্জুর কপিত্থ বিল্ব ও বনস্পতি বর্গের (১) অপক্ক ফল, ইহাদিগের কষায়ে তৈল পাক করিয়া তাহাতে মুস্তা সরলা (শ্বেত ত্রিবৃৎ) প্রিয়ঙ্গু, গন্ধক, মোচরস (স্বনাম খ্যাত) অহিপুষ্প রোধ্র ও ধাতকী-পুষ্প, এই সকলের চূর্ণ প্রক্ষেপ করিবে। এই তৈলে শল্য-জন্য নাড়ী-ব্রণ শীঘ্র পূরিয়া উঠে।

কৃশ দুর্ব্বল ও ভীরু ব্যক্তির মর্ম্মস্থানে নাড়ী-ব্রণ হইলে শস্ত্র পাত না করিয়া ক্ষারসূত্রে ছেদন করিবে। এষণীর দ্বারা সকল নালীমুখ অনুসন্ধান করিবে। সূচিতে ক্ষার-সূত্র বদ্ধ করিয়া নালীমুখে প্রবিষ্ট পূর্ব্বক নালীর অন্ত-ভাগে সঞ্চালন করিয়া বাহির করিবে। পরে

(১) যাহাদিগের পুষ্প না হইয়া এক কালে ফল হয় তাহাদিগকে বনস্পতি বলে।

ক্ষার সূত্রের দুই মুখে গাঢ় করিয়া বন্ধন করিবে। ক্ষার তীক্ষ্ণ না হইলে আর একটি ক্ষার সূত্র নালীমধ্যে প্রবিষ্ট করিবে। ভগন্দরেও এই রূপ কার্য্য করিবে। অর্ব্বুদাদির স্থানে অর্ব্বুদ উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক তাহার মূলে মূত্র সেচন করিবে অথবা যবমুখ সূচির দ্বারা চারিদিক বিদ্ধ করিয়া তাহার মূলে ক্ষার-সূত্র বন্ধন করিবে। ছিন্ন হইলে ব্রণের চিকিৎসা করিবে।

দ্বিব্রণীয় চিকিৎসায় যে সকল বর্ত্তির প্রকরণ বলা হইয়াছে সেই সকল বর্ত্তি নাড়ীব্রণে প্রয়োগ করিবে। পূগফল গুড়ত্বক, লবণ ও লাক্ষা ইহাদিগের একত্র যোগে কল্ক, অথবা পূগফল লবণ তেজপত্র স্নূহী ও অর্ক দুগ্ধে পিষিয়া সেই কল্কে বর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। ইহাতে নাড়ী-ব্রণ শীঘ্র আরোগ্য হয়। বিভীতক আম্রের অস্থি বটাঙ্কুর·হরেণু শঙ্খিনী-বীজ ও বারাহীকন্দ (চামর আলু) এই সকল যোগে তৈল প্রস্তুত করিয়া নাড়ী-ব্রণে প্রয়োগ করিবে।

ধুস্তুর মদন [ময়না] কোদ্রব (কোদো ধান্য) ইহাদিগের বীজ, কোশাতকী শোনাবৃক্ষ, মৃগাদনী (রাখাল শশা) অঙ্কোটের বীজ ও পুষ্প, এবং লাক্ষা ও উদক-সঞ্চিত-মল, এই সকলের চূর্ণ তৈল সংযোগে প্রয়োগ করিলে নাড়ী-ব্রণ আরোগ্য হয়। এই সকল চূর্ণ প্রক্ষেপ পূর্ব্বক মূত্র সহযোগে তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে সপ্তাহের মধ্যেই নালী ব্রণ আরোগ্য হয়। পিণ্ডীতকের (ময়না) মূল বারাহী-রসে (চামর আলুর) ভাবিত করিয়া তাহার চূর্ণ, ও সুবহার (বড় গোয়ালীয়া লতার) কন্দের চূর্ণ, এই দুই চূর্ণ যোগে তৈল প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে নালী-ব্রণ আরোগ্য হয়।

ভৃঙ্গ-রাজের রসে তৈল পাক করিয়া, তাহাতে বারাহীকন্দ (চামর আলু) ভল্লাতক অর্ক মরিচ সৈন্ধব লবণ বিড়ঙ্গ হরিদ্রা দারু-হরিদ্রা ও চিত্রক, এই সকলের চূর্ণ প্রক্ষেপ করিবে। এই তৈল প্রয়োগ করিলে নাড়ী-ব্রণ শীঘ্র আরোগ্য হয়।

স্তন-গত রোগে, ধাত্রীকে ঘৃত পান করাইয়া রাখিবে। অপরাহ্ন কালে মধু ও গজ-পিপ্পিলী যোগে নিম্বোদক পান করাইয়া বমন করাইবে। পর দিবস প্রাতঃকালে মুদ্গ-যূষ সহযোগে অন্ন ভোজন করাইবে। এই রূপে তিন চারি বা ছয় দিবস বমন করাইবে। অথবা ত্রিফলা সহযোগে ঘৃত পান করাইবে। অথবা ভার্গী বচ অতিবিষা (আতইচ) দেবদারু পাঠা মুস্তা মুর্ব্বা কাঁকড়া-শৃঙ্গী কটুকী ও ধাত্রী, দুগ্ধ সহযোগে এই সকল পান করাইবে। শোধনার্থ আরগ্বধাদির কষায় মধু সংযোগে পান করাইবে। সামান্যতঃ এই সকল যোগ বলা হইল। স্তন্য-দুগ্ধে যদি কোন দোষ জন্মে, দোষ অনুসারে তাহার প্রতীকার করিবে। স্তনে কোন প্রকার রোগ জন্মিলে, বিদ্রধী চিকিৎসায় যে সকল ঔষধ বলা হইয়াছে তাহাই বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে। স্তন পাকিতে আরম্ভ হইলেও উপনাহ প্রয়োগ না করিয়া ঔষধ ভক্ষণ করাইয়া পাকাইতে যত্ন করিবে। কারণ স্তন অতি কোমল মাংস-বিশিষ্ট, বন্ধন করিলে তাহাতে কোথ (পচিয়া যাওয়া) উপস্থিত হইয়া অবদীর্ণ হইয়া যায়। পাকিয়া উঠিলে দুগ্ধ-বাহিনী শীরা ও চুচুক (স্তনাগ্র-স্থিত কৃষ্ণবর্ণ স্থান) পরিত্যাগ পূর্ব্বক শস্ত্রপাত করিবে। স্তনে অপক্ক অবস্থায় দাহ থাকিলে, অথবা পাকিয়া উঠিলে, দহন করা কর্ত্তব্য।

গ্রন্থি অপচী অর্ব্বুদ ও গলগণ্ডের চিকিৎসা।

গ্রন্থি রোগের অপক্ক অবস্থায় শোফের ন্যায় প্রতীকার করিবে। শরীরের বল থাকিলে রোগ প্রবল হইতে পারে না, অতএব রোগীর বল সর্ব্বদা রক্ষা করিবে। তৈল বা ঘৃত অথবা উভয়ই পান করিবে, কিম্বা বসা সহযোগে ত্রিবৃৎ সেবন করিবে।

বায়ু-জন্য গ্রন্থিরোগে দশমূলের ক্বাথে বা চতুঃ স্নেহ (১) অথবা দুই প্রকার স্নেহ সেবন করিবে। এবং হিংস্রা (শ্বেত গুঞ্জার মূল)

(১) ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জা, এই চতুঃস্নেহ।

অমৃত (আমলকী) রোহিণী (হরীতকী) ভার্গী শ্যোনাক (শেনা-ছাল) বিল্ব অগুরু শোভাঞ্জন, গোজিহ্বা তালমূলী, এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। উপনাহ-স্বেদ ও বায়ু-নাশক অপরাপর প্রলেপও প্রয়োগ করিবে। অথবা বিদীর্ণ করিয়া পূয় নির্গত করিবে; এবং বিল্ব অর্ক ও রাজ বৃক্ষের ক্বাথে প্রক্ষালন পূর্ব্বক সৈন্ধব সংযুক্ত পঞ্চাঙ্গুলের (গাব ভেরেণ্ডা) পত্র ও তিল লেপনে প্রয়োগ করিয়া সংশোধন করিবে। সংশোধিত হইলে, শুক্র ত্রিবৃৎ সংযোগে তৈল প্রস্তুত করিয়া ব্রণ পূরণ করিবে।

পিত্ত-জন্য গ্রন্থি রোগে বিড়ঙ্গ যষ্টিমধু ও গুলঞ্চের ক্বাথ দুগ্ধ সহ-যোগে সেবন করিবে; জলৌকার দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করাইবে, এবং ক্ষীরোদক সেচন করিবে। কাকোল্যাদি বর্গের শীতল ক্বাথ শর্করা সহযোগে পান করিবে; দ্রাক্ষারস অথবা ইক্ষুরস সহযোগে হরীতকীর চূর্ণ পান করিবে। যষ্টিমধু জম্বু অর্জ্জুন ও বেতস, এই সকলের ত্বকে প্রদেহ প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে। অথবা মুচুকুন্দ বৃক্ষের তৃণ-শূন্য কন্দ পিষিয়া সর্ব্বদা লেপন করিবে। পাকিয়া উঠিলে বিদীর্ণ করিয়া পূয় নিঃসরণ পূর্ব্বক বনস্পতির ক্বাথে ধৌত করিবে। যষ্টিমধু-সহযোগে তিলের কল্ক লেপন পূর্ব্বক ব্রণ সংশোধন করিয়া, তাহাতে কাকোল্যাদি-গণ সহ পাক করা ঘৃত প্রয়োগ করিবে।

শ্লেষ্মা-জন্য গ্রন্থি রোগে বমন বিরেচন করাইয়া গ্রন্থিতে স্বেদ প্রয়োগ করিবে। তদনন্তর অঙ্গুষ্ঠ লৌহ উপলখণ্ড বা বেণুদণ্ডের দ্বারা মর্দ্দন করিয়া বিম্লাপিত করিবে (বসাইয়া দিবে)। পরে বিকঙ্কত (বৈঁচি বৃক্ষ) আরগ্বধ, গুঞ্জামূল শ্বেত গুঞ্জামূল কটুতুম্বী (তিত লাউ) অর্ক ভার্গী করঞ্জ, কালা (কেলে কড়া) ও মদন বৃক্ষ (ময়না) লেপনে প্রয়োগ করিবে। মর্ম্মস্থান ব্যতীত অন্যস্থানে জন্মিয়া বসিয়া না গেলে, অপক্ক অবস্থাতেই বিদীর্ণ করিয়া তাহার আভ্যন্তরিক পদার্থ নির্গত করিবে।

রক্ত-জন্য গ্রন্থি দগ্ধ করিয়া সদ্যব্রণের বিধানানুসারে প্রতিকার করিবে। মাংস-কন্দী উন্নত বৃহৎ গ্রন্থী হইলে এই রূপ প্রতিকার করিবে, অথবা পাকিয়া উঠিলে ছেদন করিয়া পথ্যতম (হিতকর) কষায়ে প্রক্ষালিত করিবে। প্রচুর ক্ষার ও ঘৃত মধু সংযোগে ঘনীভূত সংশোধনী দ্রব্যের দ্বারা সংশোধন করিবে। পরে বিড়ঙ্গ পাঠা ও হরিদ্রা সংযোগে তৈল পাক করিয়া তাহাতে প্রয়োগ করিবে।

মেদ-জন্য গ্রন্থি রোগে তিল কল্ক লেপন করিয়া তাহার উপরি দ্বিগুণিত ভাবে বস্ত্রখণ্ড বেষ্টন করিবে। অগ্নিতপ্ত লৌহের দ্বারা পুনঃ পুনঃ মার্জ্জন করিয়া দগ্ধ করাও হিতকর। অথবা দারুহরিদ্রা লেপন করিয়া প্রতপ্ত লাক্ষার দ্বারা স্বেদ দিবে। শস্ত্রের দ্বারা ছেদন পূর্ব্বক আভ্যন্তরিক মেদ নিঃসারিত করিয়া দগ্ধ করিবে। অথবা পাকিয়া উঠিলে বিদীর্ণ করিয়া মূত্রের দ্বারা প্রক্ষালিত করিবে। পরে পিষ্ট তিল ও স্বর্জীকা ক্ষার প্রভৃতি (১) লবণ ও হরিতাল একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃত মধু সহযোগে গাঢ় করিয়া সংশোধনার্থ প্রয়োগ করিবে। সংশোধিত হইলে দুই প্রকার করঞ্জ (নাটা করঞ্জ ও ডর করঞ্জ) গুঞ্জা বংশ-নীল ইঙ্গুদী এই সকল ও গোমূত্র একত্র যোগে তৈল পাক করিয়া তাহাতে প্রয়োগ করিবে।

জীমূতক (ঘোষালতা) কোশবতী (ঝিঙ্গে) দন্তী দ্রবন্তী (মূষিকপর্ণী) ও ত্রিবৃৎ এই সকল একত্র সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া পান ও লেপনে প্রয়োগ করিলে অতি বৃহৎ অপচীও নিবৃত্ত হয়।

নিগুণ্ডী (নীল শেফালিকা) জাতী বরিহিষ্ঠ এবং জীমূতক (লবণ) প্রচুর পরিমাণে সৈন্ধব ও মাক্ষিক সংযোগে পান করিয়া নিঃশেষে বমন করিবে। ইহাতে দুষ্ট অপচীর শান্তি হয়। কৈটর্য্য (কটফল) বিম্বী ও করবীর এই সকল একত্র যোগে তৈল পাক করিয়া শিরোবিরেচনে প্রয়োগ করা হিতকর। মধুকসার (মৌল-

[১] সর্জ্জিকা ক্ষার প্রভৃতি অন্যান্য ক্ষার ক্ষারবর্গে দ্রষ্টব্য।

কাষ্ঠ), অথবা শিগ্রু ফল অথবা অপামার্গের মঞ্জরী অবপীড়নে প্রয়োগ করিবে। শাখোটকের (শ্যাওড়া) রসে তৈল পাক করিয়া নস্যে ও বিরেচনে প্রয়োগ করিবে।

মর্ম্মস্থান ভিন্ন অন্যস্থানে গ্রন্থি জন্মিলে, অপক্ব অবস্থাতেই শস্ত্রের দ্বারা উদ্ধৃত করিয়া অগ্নি প্রয়োগ করিবে। অথবা পদের পার্ষ্ণি দেশে ইন্দ্রবস্তি নামক মর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক উভয় দিকে দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত স্থান বিদীর্ণ করিয়া মৎস্যের অণ্ডের ন্যায় পদার্থ সমস্ত নির্গত করিবে ও পরে অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করিবে। অথবা শস্ত্রের দ্বারা গ্রন্থি উদ্ধৃত করিয়া ক্ষার প্রয়োগ করিবে; অথবা মণিবন্ধের উপরিভাগে দগ্ধ করিয়া, প্রত্যেকে এক অঙ্গুল অন্তর, এরূপ তিনটী রেখা করিবে। ইহাতে অপচী রোগ আরোগ্য হয়। প্রচলাক (ময়ূর) কাক গোধা সর্প কূর্ম্ম, ইহাদিগের চর্ম্ম, দগ্ধ করিয়া ইঙ্গুদী তৈলের সহিত প্রয়োগ করিবে। বিরেচন ও ধূম প্রয়োগ করিবে এবং যব ও মুদ্গ ভোজন করিবে।

বায়ু-জন্য অর্ব্বুদ রোগে, বিরেচন ও ধূম প্রয়োগ করিবে, এবং যব ও মুদ্গ ভোজন করিবে, এবং কর্কারুক (কাঁকুড় বৃক্ষ) এর্ব্বারুক (তরমুজ বৃক্ষ) নারিকেল পিয়াল এরণ্ডবীজ-চূর্ণ দুগ্ধ ঘৃত জল, এই সকল একত্র সিদ্ধ করিয়া, উষ্ণ থাকিতে তৈল সহযোগে উপনাহ স্বেদ প্রদান করিবে। বেসবার সহযোগে মাংস পাক করিয়া, তদ্দ্বারা নাড়ী-স্বেদ প্রদান করিবে। শৃঙ্গের দ্বারা পুনঃ পুনঃ রক্ত মোক্ষণ করিবে। বাতঘ্ন ঔষধের ক্বাথ দুগ্ধ ও অম্ল রস, এই সকল সহযোগে শতমূলী ও ত্রিবৃৎ সিদ্ধ করিয়া পান করিবে।

পিত্ত-জন্য অর্ব্বুদ রোগে, মৃদু স্বেদ ও উপনাহ প্রয়োগ করিবে, এবং হরীতকীর দ্বারা বিরেচন করাইবে। অর্ব্বুদ ঘর্ষণ করিয়া উডুম্বর শাক (সেগুণ) গোজিয়া পত্র, মধু সংযোগে ইহাদিগের লেপ প্রয়োগ করিবে। সর্জরস প্রিয়ঙ্গু রক্ত চন্দন রোধ্র রসাঞ্জন যষ্টিমধু,

গুলঞ্চ কৃষ্ণত্রিবৃৎ এই সকল দ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণ লেপে প্রয়োগ করিবে। কৃষ্ণত্রিবৃৎ শিলা-জতু দ্রাক্ষা ও সপ্তলিকা, ইহাদিগের রসে যষ্টিমধু সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া পিত্তজন্য অর্ব্বুদ বা পিত্তজন্য জঠর রোগে পান করাইবে।

কফ-জন্য অর্ব্বুদ রোগে, বমন বিরেচনের দ্বারা সংশোধন করিয়া রক্ত মোক্ষণ করিবে। তদনন্তর যে সকল দ্রব্যে ঊর্দ্ধ অধোভাগের দোষ (১) সংশোধিত হয় সেই সকল দ্রব্যের কল্ক তাহাতে লেপে প্রয়োগ করিবে। অথবা কাংস্য-নীল ও বিষ লাঙ্গলী গ্রন্থপর্ণী কাকাদনীর (কেলেকড়ার) মূল, কপোত ও পারাবতের মূল সহ মিশ্রিত করিয়া এবং তাহাতে ক্ষার বা মূত্র সেচন করিয়া প্রদেহে প্রয়োগ করিবে। নির্ম্মল তিলকল্ক কুলথ ও প্রচুর পরিমাণে মাংস একত্র দধিমস্তু সহযোগে প্রয়োগ করিবে। এই লেপে কৃমি ও মক্ষিকা সমস্ত মূর্চ্ছিত হয়। অল্প অবশিষ্ট ব্রণে কৃমি জন্মিলে লেখন করিয়া অগ্নি প্রয়োগ করিবে। অল্প মূল বিশিষ্ট অর্ব্বুদ হইলে তাহা ত্রপু (রাঙ্) তাম্র সীসা বা লোহার পাতের দ্বারা বেষ্টন করিয়া ক্ষার বা অগ্নি পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিবে। এ রূপে প্রয়োগ করিবে যেন হানি না হয়। অর্ক জাতি ও করবীর, ইহাদিগের কাথে ব্রণ সংশোধিত হইলে, ভার্গী বিড়ঙ্গ পাঠা ও ত্রিফলা সহযোগে তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। অর্ব্বুদ আপনা হইতে পাকিয়া উঠিলে, ব্রণ পাকিলে যে রূপ চিকিৎসা করিতে হয় সেই প্রণালীতে চিকিৎসা করিবে।"

মেদ-জন্য অর্ব্বুদ রোগে স্বেদ প্রয়োগ করিবে, পরে বিদীর্ণ পূর্ব্বক ব্রণ সংশোধন করিয়া (২) রক্ত নিঃসরণ স্থগিত হইলে সীবন করিবে।

(১) সূত্রস্থানে শোধনীয় ও শমনী বর্গ দেখ।

(২) ব্রণ শোধনের প্রণালী দ্বিব্রণীয় চিকিৎসাতে বলা হইয়াছে ও পরে ব্রণ চিকিৎসায় বলা যাইবে।

তদনন্তর হরিদ্রা গৃহমধু রোধ্র রক্তচন্দন মনঃশিলা হরিতাল ইহাদিগের চূর্ণ মধু সহযোগে গাঢ় করিয়া প্রলেপ দিবে। সংশোধিত হইলে করঞ্জ তৈল প্রয়োগ করিবে। অর্ব্বুদে কিছুমাত্র দোষ অবশিষ্ট থাকিলে পুনর্ব্বার অর্ব্বুদ উৎপত্তি হয়। অতএব সমূলে সমুদ্ধৃত করিয়া নিঃশেষে দোষের প্রতিকার করিবে।

বায়ু-জন্য গলগণ্ড রোগে, মূত্র সংযোগে বিবিধ প্রকার অম্লরস, উষ্ণ দুগ্ধ বা তৈল সংযোগে মাংস বা পলাশী লতার রস, ইহাদিগের দ্বারা প্রথমতঃ নাড়ী স্বেদ প্রয়োগ করিবে। পরে, বিস্রাবিত করিয়া নিয়ত স্বেদ প্রয়োগ করিবে। তদনন্তর ব্রণ সংশোধিত হইলে, শণ-বীজ তিশি মূলক শিগ্রু সুরাবীজ ও পিয়ালের মজ্জা, এই সকল দ্রব্য তিল সহযোগে তাহাতে বন্ধন করিবে। কালা (নীল বৃক্ষ) অমৃতা শিগ্রু পুনর্ণবা অর্ক চক্রমর্দ্দ মদন বৃক্ষ একৈষিকা (বক বৃক্ষ) বৃক্ষক (খদির) তিলক (রোধ্র) কুষ্ঠ, এই সকল দ্রব্য সুরাম্ল * সহযোগে পিষিয়া প্রদেহে প্রয়োগ করিবে। গুলঞ্চ নিম্ব হংসপদী বৃক্ষক পিপ্-পলী বলা (বেড়েলা) অতিবলা (পীত বেড়েলা) ও দেবদারু, এই সকল সহযোগে তৈল পাক করিয়া নিত্য পান করিবে, ইহা গলগণ্ড রোগে হিতকর।

কফ-জন্য গলগণ্ড রোগে স্বেদ প্রয়োগ করিয়া, শস্ত্র পাত পূর্ব্বক স্রাবিত করিবে। তদনন্তর অশ্বগন্ধা অতিবিষা গুলঞ্চ অজশৃঙ্গী কুষ্ঠ শুক (গেঁঠেলা) ও গুঞ্জা, পলাশের ক্ষারের উষ্ণ জলে পিষিয়া প্রয়োগ করিবে। মাগধিকা (গজ পিপ্পলী) প্রভৃতি সহযোগে তৈল পাক করিয়া তাহাতে পঞ্চ লবণ প্রক্ষেপ করিবে। এই তৈল বমন বিরে-চন নস্য ও শিরো বিরেচনে প্রয়োগ করা গলগণ্ড রোগে হিতকর। সকল প্রকার ভক্ষ্যদ্রব্য, মুদ্গরস ও যবান্ন ত্রিকটু মধু ও মূত্র সহযোগে

---

* সূত্রস্থানে সুরা বর্গ দ্রষ্টব্য।

ভক্ষণ করা, এবং শৃঙ্গবের সহযোগে পটোল নিম্ব সেবন করা গলগণ্ড রোগের পক্ষে হিতকর।

স্নিগ্ধ-শরীর-বিশিষ্ট ব্যক্তির মেদ-জন্য গলগণ্ড রোগে যথা বিধান ক্রমে শিরা বিদ্ধ করিবে (১) শ্যামালতা সুধা (কলিচুণ), লোহ-মল দন্তী ও রসাঞ্জন, এই সকল একত্র যোগে প্রদেহে প্রয়োগ কর্ত্তব্য। সাল-বৃক্ষের সার মূত্র সহ আলোড়িত করিয়া পান করিবে। অথবা শস্ত্রের দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া অন্তরস্থ মেদ সমস্ত নিঃসরণ করিবে। মজ্জা ঘৃত বসা অথবা মধু সহযোগে দগ্ধ করিবে। দগ্ধ করিয়া তাহাতে ঘৃত মধু প্রয়োগ করিবে। কাসীস (হিরাকস) ও তুত্থ (তুতে) চূর্ণ করিয়া গোরোচনা সহযোগে গলগণ্ডে প্রয়োগ করিবে। তৈল অভ্যক্ত করিয়া কাষ্ঠের সার জাত অথবা গোময়-জাত ভস্ম তাহাতে প্রয়োগ করিবে। প্রতিদিন ত্রিফলা কষায় পান করা, গাঢ় বন্ধন করা, ও যব ভোজন করা, হিতকর।

একোনবিংশতি অধ্যায়।

বৃদ্ধি উপদংশ ও শ্লীপদের চিকিৎসা।

অন্ত্র বৃদ্ধি ব্যতিরেকে যে অপর ছয় প্রকার বৃদ্ধি রোগ আছে, তাহাতে অশ্ব প্রভৃতি যানে আরোহণ, ব্যায়াম, মৈথুন মল মূত্রাদির বেগধারণ, অত্যাসন (২) ভ্রমণ উপবাস, এই সকল পরিত্যাগ করিবে।

বায়ু-জন্য যে দুইপ্রকার বৃদ্ধি রোগ জন্মে, তাহাতে প্রথমতঃ রোগীকে ত্রিবৃতাদি ঘৃত বা তৈলের দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া স্বেদ প্রয়োগ

---

(১) যে রোগে যে স্থানে শিরা বিদ্ধ করিতে হইবে তাহা শারীর স্থানে শিরা বিদ্ধ প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

[২] বিপরীত ভাবে উপবেশন করা।

পূর্ব্বক যথা বিধান মতে বিরেচন পান করাইবে। অথবা কোশাম্র তিল্বক ও এরণ্ড তৈল একত্র যোগে পান করাইবে, বা এক মাস কাল দুগ্ধ যোগে পান করাইবে। তদনন্তর বাতঘ্ন ঔষধের কাথ বা কল্কের নিরূঢ় বস্তি প্রয়োগ করিবে। নিরূঢ় বস্তি প্রয়োগ করিয়া মাংসরস ও অন্ন ভোজন করাইবে। পরে যষ্টিমধু সহযোগে তৈল পাক করিয়া বৃদ্ধি স্থানে প্রয়োগ করিবে এবং স্নেহ দ্বারা স্বেদ ও বাতঘ্ন প্রদেহ প্রয়োগ করিবে। অথবা কোশের সেবনীর স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক দগ্ধ করিয়া পাকাইবে। পাকিয়া উঠিলে শস্ত্রের দ্বারা ভেদ করিয়া যথাবিধি ক্রমে সংশোধন ও রোপণ করিবে।

পিত্ত-জন্য বৃদ্ধি রোগে, অপক্ব অবস্থায় পিত্ত-জন্য গ্রন্থি রোগের ন্যায় প্রতিকার করিবে। পাকিয়া উঠিলে শস্ত্রের দ্বারা ভেদ করিয়া ঘৃত মধুর দ্বারা সংশোধন করিবে। সংশোধিত হইলে রোপণীয় তৈল ও কল্কের দ্বারা রোপণ করিবে।

রক্ত-জন্য বৃদ্ধি রোগে জলৌকার দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিবে, ঘৃত মধু সংযোগে বিরেচন পান করিবে। এবং অপক্ব ও পক্ব উভয় অবস্থাতে পিত্ত-বৃদ্ধি জন্য রোগের বিধানক্রমে প্রতীকার করিবে।

কফ-জন্য বৃদ্ধি রোগে গোমূত্রে পিষ্ট প্রলেপ (১) উষ্ণ করিয়া প্রয়োগ করিবে, দেবদারুর কষায় মূত্র সহযোগে পান করিবে, এবং কফ-জন্য গ্রন্থি রোগে যে সকল প্রতীকার কথিত হইয়াছে, বিম্লাপন ব্যতিরেকে তাহার অপর সমস্ত প্রতীকার এ স্থলেও প্রয়োগ করিবে। পাকিয়া উঠিলে শস্ত্রের দ্বারা ভেদ করিয়া, জাতী ভল্লাতক অঙ্কোট ও সপ্তপর্ণ, এই সকল সহযোগে তৈল প্রস্তুত করিয়া শোধনার্থ প্রয়োগ করিবে।

মেদ-জন্য বৃদ্ধি রোগে, অগ্রে স্বেদ প্রয়োগ করিয়া সুরসাদি গণস্থ

---

[১] কফজন্য গ্রন্থি রোগের প্রলেপ এস্থলে প্রয়োজ্য।

দ্রব্য অথবা শিরো-বিরেচক দ্রব্য [১] মূত্রে পিষিয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে। বর্দ্ধিত কোশে পূর্ব্বোক্ত মতে স্বেদ প্রয়োগ করিয়া পট্টের দ্বারা তাহা বেষ্টন করিবে। পরে রোগীকে আশ্বাসিত করিয়া উভয় কোশের মধ্যস্থিত সেবনীর অন্তরস্থ ফলদ্বয় পরিহার পূর্ব্বক বৃদ্ধি-পত্র নামক শস্ত্রের দ্বারা দারণ করিবে। তাহা হইতে মেদ সমস্ত নিঃসারিত করিয়া কাসীস (হিরেকস) ও সৈন্ধব প্রয়োগ পূর্ব্বক যথাবিধি ক্রমে বন্ধন করিবে। সংশোধিত হইলে মনঃশিলা হরিতাল লবণ ও ভল্লাতক একত্র যোগে তৈল পাক করিয়া ব্রণ রোপণে প্রয়োগ করিবে।

মূত্র-জন্য কোশ বৃদ্ধি হইলে, অগ্রে স্বেদ প্রয়োগ করিয়া বস্ত্র পট্টের দ্বারা বেষ্টন করিবে। তদনন্তর কোশের অধোভাগে সেবনীর পার্শ্বে ব্রীহিমুখ শস্ত্রের দ্বারা বিদ্ধ করিবে ও সেই সেই বিদ্ধ মুখে দ্বিমুখ শলাকা প্রবিষ্ট করিয়া সঞ্চিত জল স্রাবিত করিবে। তদনন্তর স্থগিকা নামক বন্ধন প্রয়োগ পূর্ব্বক শোধন ও রোপণ করিবে।

অন্ত্র-জন্য রোগ হইলে অন্ত্র বৃদ্ধি হইয়া যাবৎ কোশ মধ্যে প্রবিষ্ট না হয়, তাবৎ বায়ু বৃদ্ধি হইলে যে রূপ প্রতীকার করা যায় তাহাই কর্ত্তব্য। অন্ত্র বৃদ্ধি হইয়া বঙ্ক্ষণ দেশ আশ্রয় করিলে অর্দ্ধচন্দ্র মুখ শলাকার দ্বারা দগ্ধ করিবে। তাহা হইলে অন্ত্র বৃদ্ধি হইয়া আর কোশ মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। অন্ত্র বৃদ্ধি পাইয়া কোশ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক কোষ বৃদ্ধি করিলে তাহা আরোগ্য হয় না। দক্ষিণ অথবা বাম যে ভাগের কোষ বৃদ্ধি হয় তাহার বিপরীত ভাগের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মধ্যস্থিত ত্বক ভেদ করিয়া দগ্ধ করিবে বায়ু-জন্য ও শ্লেষ্মা-জন্য বৃদ্ধি রোগ এই বিধানে নিবৃত্তি হয়। এই দুই প্রকার বৃদ্ধি রোগে স্নায়ুচ্ছেদ করা সমধিক হিতকর। অন্ত্র বৃদ্ধি রোগের শান্তির জন্য শঙ্খদেশের উপরিভাগে ও কর্ণের অন্তভাগে শিরা বিদ্ধ করিবে।

[১] সূত্রস্থানে শোধনী শমনী অধ্যায় দেখ।

উপদংশ রোগ সাধ্য হইলে (১), স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া মেঢ্র মধ্যস্থ শিরা বিদ্ধ করিবে, অথবা জলৌকার দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিবে। বমন বিরেচনের দ্বারা দেহের অধ ও ঊর্দ্ধ ভাগস্থ দোষ সমস্ত হরণ করিবে। রোগীর দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত বিরেচন প্রয়োগ করিতে না পারিলে নিরূঢ় বস্তি প্রয়োগ করিবে। শরীরস্থ দোষ অপহৃত হওন মাত্রেই বেদনা ও শোফের শান্তি হয়। তদনন্তর উপদংশ রোগ বায়ু-জন্য হইলে প্রপৌণ্ডরীক যষ্টিমধু পুনর্ণবা কুষ্ঠ দেবদারু সরল কাষ্ঠ অগুরু রাস্না, এই সকল দ্রব্য প্রলেপে প্রয়োগ করিবে। এরণ্ড বীজ, যব ও গোধূমের সক্তু ও নিচুল [হিজল] ঘৃত সংযোগে ইহা-দিগের প্রলেপ ঈষদুষ্ণ থাকিতে প্রয়োগ করিবে। এবং পূর্ব্বোক্ত প্রপৌণ্ডরীক প্রভৃতি দ্রব্যের ক্বাথ পরিষেচনে প্রয়োগ করিবে।

পিত্ত-জন্য উপদংশ রোগে, গিরিমৃত্তিকা রসাঞ্জন যষ্টিমধু সারিবা বেনামূল পদ্মকাষ্ঠ চন্দন উৎপল, এই সকল একত্র যোগে প্রলেপ স্নেহ-যুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিবে। অথবা পদ্মের ও উৎপলের মৃণাল সাল অর্জ্জুন বেতস ও যষ্টিমধু এই সকলের প্রলেপও স্নেহযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিবে। ঘৃত দুগ্ধ শর্করা ইক্ষু মধু ও জল, অথবা ন্যগ্রোধাদি গণের শীতল কষায় পরিষেচন করিবে।

কফ-জন্য উপদংশ রোগে, শাল লতাশাল অসন ও ধব, ইহাদিগের ত্বক্ সুরা সহযোগে পিষিয়া, তৈল সংযোগ পূর্ব্বক উষ্ণ করিয়া প্রলেপে প্রয়োগ করিবে। অথবা হরিদ্রা অতিবিষা মুস্তা সরলকাষ্ঠ, দেবদারু তেজপত্র পাঠা পত্তূর (শালিঞ্চা শাক), এই সকল একত্র যোগে প্রলেপ দিবে। সুরসাদি গণের ও আরগ্বধাদি গণের ক্বাথ পরিষেচন করিবে। এইরূপে সংশোধন আলেপন পরিষেচন ও শোণিত মোক্ষণ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত মতে সকল প্রকার প্রতীকার করিবে। যাহাতে

---

(১) উপদংশ—যাহাকে সচরাচর বাও রোগ বলে। এই রোগ ত্রিদোষ জন্য হইলেই অসাধ্য হয়। নিদান স্থান দ্রষ্টব্য।

পাকিয়া না উঠে তৎপক্ষে যত্ন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। শিরা স্নায়ু ত্বক মাংস দগ্ধ হইতে থাকিলে, অর্থাৎ জ্বালা থাকিলে, ধ্বজ ক্ষয় হয়। পাকিয়া উঠিবা মাত্রেই শস্ত্রপাত পূর্ব্বক আভ্যন্তরিক পূয়াদি নির্গত করিয়া ঘৃত মধু সহযোগে তিলকল্কের প্রলেপ দিবে। তাহাতে করবীর জাতী ও আরগ্বধের পত্র আচ্ছাদন করিবে। জয়ন্তী ও অর্কপত্র প্রক্ষালণে প্রয়োগ করিবে। সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা গিরিমৃত্তিকা তুত্থ পুষ্পকাসীস [কেসর] সৈন্ধব রোধ্র রসাঞ্জন দারুহরিদ্রা হরিতাল মনঃশিলা হরেণু ও এলাইচ এই সকলের চূর্ণ মধুসংযোগে উপদংশে প্রয়োগ করা প্রশস্ত।

জম্বু আম্র জাতী নিম্ব শ্বেতা মাসপর্ণীর পত্র শল্লকী (কুন্দুরকী) বদরী বিল্ব পলাশ তিনিশ ও যজ্ঞডুম্বর, ইহাদিগের ত্বক ও ত্রিফলা একত্র যোগে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা উপদংশের-ব্রণ নিয়ত প্রক্ষালন করিবে। এই সকলের ক্বাথে তৈল পাক করিয়া, তাহাতে গোজী বিড়ঙ্গ যষ্টিমধু ও সর্ব্বগন্ধ (১) ইহাদিগের চূর্ণ প্রক্ষেপ পূর্ব্বক, সকল প্রকার উপদংশব্রণের রোপণে প্রয়োগ করিবে। সর্জ্জিকাক্ষার, তুত্থ, কাসীস (হিরেকস) শৈলজ, রসাঞ্জন, মনঃশিলা, এই সকল সমভাগে চূর্ণ করিয়া প্রয়োগ করিলে উপদংশের ব্রণ সঞ্চারণ করিয়া বৃদ্ধি পায় না। শরকাণ্ডের ভস্ম হরিতাল ও মনঃশিলা প্রয়োগ করিলে, উপদংশ জন্য বিসর্প রোগের (২) শান্তি হয়। ভৃঙ্গরাজ ত্রিফলা দন্তী তাম্র চূর্ণ ও লৌহচূর্ণ, একত্র প্রয়োগ করিলে উপদংশ রোগ আরোগ্য হয়।

অপর দুই প্রকার উপদংশ রোগ, অর্থাৎ শোণিত-জন্য এবং ত্রিদোষ-জন্য উপদংশ রোগ প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে। এই

(১) সর্ব্ব গন্ধা—চাতুর্জ্জাতক কর্পূর, কক্কোল অগুরু কুম্‌কুম্ লবঙ্গ।

(২) উপদংশ রোগে শরীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ বিশিষ্ট বিসর্প রোগ জন্মে তাহাকে সচরাচর গরমী বলে। পারা জন্য যে জন্মে তাহা এ স্থানে লক্ষিত নহে। রক্ত-জন্য উপদংশ রোগ পিত্ত জন্য উপদংশ রোগের ন্যায়।

দুই প্রকার উপদংশ রোগে দোষের বলাবল দেখিয়া যথা বিহিত প্রতীকার করিবে।

ত্রিদোষ-জন্য উপদংশ রোগের প্রতিকার পুনর্ব্বার বিশেষ করিয়া বলা যাইতেছে। ইহাতে দুষ্ট-ব্রণের ন্যায় প্রতিকার করিবে। শুক্র ক্ষরণ ও কুথিত (পচিতে) আরম্ভ হইলে পরিত্যাগ করিবে। কুথিত হইয়া অবশেষে যাহা থাকিবে, জাম্বোষ্ঠ নামক শলাকা দাহন পূর্ব্বক অগ্নিবর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা দগ্ধ করিবে। সম্যক দগ্ধ হইলে ঘৃত মধু প্রয়োগ করিবে। সংশোধিত হইলে রোপণীয় কল্ক ও তৈল প্রয়োগ করিবে। বায়ু-জন্য শ্লীপদ রোগে, গুল্‌ফের উপরিভাগে চতুরঙ্গুল অন্তরে সিরা বিদ্ধ করিবে। রোগী স্থূল দেহ হইলে বস্তি ক্রিয়া করিবে। গোমূত্র সংযোগে এরণ্ড তৈল একমাস কাল পান করিবে। শুণ্ঠীর কাথে অন্ন পাক করিয়া দুগ্ধের সহিত ভোজন করিবে। ত্রৈবৃত ঘৃত বা তৈল সেবন করা ও অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করাও প্রশস্ত।

পিত্ত-জন্য শ্লীপদ রোগে, গুল্‌ফের অধোভাগে শিরা বিদ্ধ করিবে। পিত্ত-জন্য অর্ব্বুদ রোগে যে রূপে প্রতীকার করা যায় সেই রূপ ও পিত্তঘ্ন অন্যান্য প্রতিকার কর্ত্তব্য। শ্লেষ্মা-জন্য শ্লীপদ রোগে, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের প্রধান সিরা বিদ্ধ করিবে, এবং শ্লেষ্মা নাশক কষায় সর্ব্বদা পান করিবে। অভয়ার (পঞ্চশিরা হরিতকী) কল্ক কোন প্রকার মূত্র সংযোগে সেবন করিবে। অথবা, কটুকা গুলঞ্চ শুণ্ঠী বিড়ঙ্গ দেবদারু চিত্রক একত্র যোগে লেপ, অথবা চিত্রক সংযোগে দেবদারুর লেপ প্রয়োগ করা হিতকর। অথবা, বিড়ঙ্গ মরিচ অর্ক শুণ্ঠী চিত্রক দেবদারু সূক্ষ্ম এলাইচ ও সকল প্রকার লবণ, এই সকল সহযোগে তৈল পাক করিয়া পান করিবে ও যবান্ন ভোজন করিবে। অথবা সর্ষপ তৈল পান করিবে, কিম্বা পূতিকরঞ্জের পত্রের রস যথাসাধ্য পরিমাণে পান করিবে। পূতিকরঞ্জের ভস্ম ক্ষার-কল্পের বিধানে মূত্র সহযোগে স্রাবিত করিয়া তাহাতে কাকডুম্বরের রস প্রক্ষেপ পূর্ব্বক

সেবন করিবে। এই বিধানক্রমে পুত্রঞ্জীবকের (জিয়াপুতা) রস সেবন করিবে। কেচুকাকন্দের (কচুর মূল) রস ও পাকিম লবণ পূর্ব্বোক্ত রস সহযোগে পান করিবে। কাক জঙ্ঘা শ্বেৎগুঞ্জা বৃহতী কণ্টকারী কদম্বপুষ্পী (মুণ্ডিরী) মন্দারী (পারিভদ্র) লম্বা (তিক্তলাউ) শুকনসা (শোনা বৃক্ষ) শুকরস (গেঠেলা) ইহাদিগের ক্ষার সেবনে শ্লীপদ আরোগ্য হয় এবং অপচী গলগণ্ড ও গ্রহণীদোষও নিবৃত্তি হয়। অনাহারে থাকিয়া এই ঔষধ সেবন করিলে সকল প্রকার বিষের শান্তি হয়। এই ক্ষারে তৈল পাক করিয়া নস্য ও অভ্যঙ্গে প্রয়োগ করিলে পূর্ব্বোক্ত সকল রোগ ও দুষ্ট ব্রণ আরোগ্য হয়। দ্রবন্তী (মূষাকানী) দন্তী ত্রিবৃৎ নীলী শ্যামালতা সপ্তলা ও শঙ্খিনী এই সকল বৃক্ষ ভস্ম করিয়া সেই ক্ষার মূত্র সহযোগে গালিত করিয়া ত্রিফলার ক্বাথ সহযোগে পাক করিবে। ইহাতে দেহের স্থূলতা নাশ হয়।

বিংশতি অধ্যায়।

ক্ষুদ্র রোগের চিকিৎসা।

অজগল্লিকা রোগের অপক্ক অবস্থায় জলৌকা প্রয়োগ করিবে। শুক্তি শ্রুষ্টী (সর্জীকা ক্ষার) যবক্ষার ইহাদিগের একত্র যোগে কল্ক অথবা শ্যামা লাঙ্গলকী পাঠা ইহাদিগের কল্ক লেপন করিবে। পাকিয়া উঠিলে ব্রণ চিকিৎসার প্রণালীতে চিকিৎসা করিবে।

অন্ধালজী, যবপ্রখ্যা পনসী কচ্ছপী পাষাণগর্দ্দভ, ইহাদিগকে অগ্রে স্বেদ প্রয়োগ করিবে। তদনন্তর মনঃশিলা হরিতাল কুষ্ঠ ও দেবদারু, ইহাদিগের কল্ক লেপে প্রয়োগ করিবে। পাকিয়া উঠিলে শস্ত্রের দ্বারা ভেদ করিয়া ব্রণের ন্যায় প্রতিকার করিবে।

বিবৃতা ইন্দ্রবৃদ্ধা গর্দ্দভী জালগর্দ্দভ ইরিবিল্লা কক্ষা বিস্ফোট, এই সকল রোগে পিত্ত-জন্য বিসর্পের ন্যায় প্রতিকার করিবে। মধুর-গণ সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া রোপণে প্রয়োগ করিবে।

চিপ্য রোগে, উষ্ণ জল সেচন করিয়া উৎকর্ত্তন পূর্ব্বক স্রাব করাইবে। পরে চক্র-তৈল অভ্যক্ত করিয়া তাহাতে সালকাষ্ঠের চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। এরূপ প্রতিকারে অসমর্থ হইলে, অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করিবে ও মধুর ঔষধের (কাকোল্যাদি গণের) ক্বাথ সহযোগে তৈল পাক করিয়া তদ্দ্বারা রোপণ করিবে।

কুনখ রোগেও পূর্ব্বোক্ত প্রতিকার কর্ত্তব্য।

বিদারিকা রোগে তৈলাভ্যক্ত করিয়া স্বেদ প্রয়োগ করিবে ও গিরিমৃত্তিকা পুনর্ণবা ও বিল্বমূল একত্র পিষিয়া তাহাতে লেপ দিবে। অথবা ব্রণ ভাব প্রাপ্ত হইলে (১) সংশোধন করিবে। কষায় ও মধুর রস সহযোগে তৈল পাক করিয়া রোপণার্থ প্রয়োগ করিবে। অথবা অপক্ক অবস্থায় জলৌকার দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিবে এবং সালের মূল ও পলাশের মূল একত্র পিষিয়া প্রয়োগ করিবে। পাকিয়া উঠিলে শস্ত্রের দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া, পটোল তিল ও নিম্বের কল্ক ঘৃত মিশ্রিত করিয়া বন্ধন করিবে। যজ্ঞডুম্বুর ও খদিরের কষায়ের দ্বারা ব্রণ প্রক্ষালন করিবে এবং সংশোধিত হইলে রোপণ করিবে।

শর্করার্ব্বুদ রোগে, মেদ-জন্য অর্ব্বুদ রোগের প্রণালীতে চিকিৎসা করিবে।

কচ্ছু বিচর্চ্চিকা ও পামা রোগে কুষ্ঠের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। সিক্থ (মম) শতমূলী ও শ্বেত সর্ষপ, অথবা বচ দারুহরিদ্রা ও সর্ষপ একত্র যোগে লেপ প্রয়োগ করিবে। অথবা করঞ্জ-তৈল বা কটুকী সহযোগে সারতৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে।

পাদদার্য্য রোগে সিরা বিদ্ধ করিয়া স্বেদ ও অভ্যঙ্গ প্রয়োগ

---

(১) ক্ষত হইলে।

করিবে। মধুচ্ছিষ্ট বসা মজ্জা সালের চূর্ণ ঘৃত ও গিরিমৃত্তিকা সহ মিশ্রিত করিয়া পাদে লেপ দেওয়া প্রশস্ত।

অলস রোগে পাদদ্বয়ে আরনাল সেচন করিয়া, নিম্ব তিল কাসীস (হিরেকস) হরিতাল সৈন্ধব হরীতকী ও লাক্ষারস একত্র কল্ক প্রস্তুত করিয়া লেপ দিবে। অথবা রক্ত মোক্ষণ করিবে। কিম্বা কণ্টকারীর রসে সর্ষপ তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। অথবা কাসীস গোরোচনা ও মনঃশিলা চূর্ণ করিয়া প্রতিসারণ প্রয়োগ করিবে।

কদর নামক রোগে ব্রণিত স্থান শস্ত্রের দ্বারা উদ্ধৃত করিয়া ঘৃত বা তৈলের দ্বারা দগ্ধ করিবে।

ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) রোগে মূর্দ্ধি দেশে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া মনঃশিলা, কাসীস ও তুথ, মরিচ সহযোগে ইহাদিগের কল্ক লেপন করিবে, অথবা দেবদারু ও কুটন্নট (কেউটা মুথা) একত্র পিষিয়া লেপ দিবে। অথবা গুঞ্জা ফল পিশিয়া রোগের স্থান আচ্ছাদিত করিয়া মুহুর্মুহু লেপ দিবে। মালতী করবীর চিত্রক করঞ্জ, এই সকলের তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে ইন্দ্রলুপ্ত আরোগ্য হয়।

অরুংষিকা রোগে রক্ত মোক্ষণ করিয়া নিম্বোদক সেচন করিবে। অশ্বের পুরীষের রসে হরিদ্রা ও নিম্ব, অথবা পটোলের রসে যষ্টিমধু নিলোৎপল এরণ্ড ও মার্কব (ভীমরাজ) একত্র পিষিয়া লেপন করিবে।

দারুণক রোগে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া মূর্দ্ধি দেশে সিরা বিদ্ধ করিবে। পরে অবপীড়ন শিরোবস্তি ও অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিবে। প্রক্ষালনে কোদ্রব-তৃণ (কোদা ধানের খড়) ও ক্ষার জল প্রয়োগ করিবে।

কেশ পক্ক হওয়া নিবারণের প্রণালী পরে বলা যাইবে। মসূরিকা রোগে (বসন্ত) কুষ্ঠ নাশের যে সকল প্রলেপ প্রভৃতি প্রতিকার বলা হইয়াছে সেই সকল প্রতিকার প্রয়োজ্য। অথবা পিত্ত-শ্লেষ্মা

জন্য বিসর্প রোগে যে সকল বিধি উক্ত হইয়াছে সেই সকল প্রয়োগ করিবে।

জতু-মণি মশক ও তিলকালক রোগে শস্ত্রের দ্বারা সেই সকল স্থান উদ্ধৃত করিয়া ক্ষারে বা অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করিবে।

ন্যচ্ছ ব্যঙ্গ ও নীলিকা রোগে যথা বিধি ক্রমে সিরা বিদ্ধ করিবে। বজ্ঞডুম্বরের ক্ষীর সংযুক্ত ত্বক্ ঘর্ষণ পূর্ব্বক সেই স্থানে প্রলেপ দিবে। অথবা বলা অতিবলা যষ্টিমধু একত্র যোগে প্রলেপ, অথবা ক্ষীর-কাকোলী অগুরু পীতকাষ্ঠ একত্র যোগে প্রলেপ, অথবা ঘৃত মধু যোগে গিরি মৃত্তিকা ও বরাহ দংষ্ট্রার (মুস্তা বিশেষ) প্রলেপ, অথবা কপিত্থ ও পিয়াল বৃক্ষের কল্কের প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

যৌবন পিড়কা রোগে (১) বমন করা বিশেষ উপকারী। ধন্যা বচ লোধ্র ও কুষ্ঠ অথবা বচ রোধ্র সৈন্ধব ও সর্ষপ একত্র যোগে প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

পদ্মিনী-কণ্টক রোগে নিম্ব-বারী সহযোগে বমন করাইবে, অথবা নিম্বোদকে ঘৃত পাক করিয়া মধু সংযোগে পানে প্রদান করিবে। নিম্ব ও আরগ্বধের ক্বাথ উৎসাদনে হিতকর।

পরি-বর্ত্তিকা রোগে, ঘৃত মর্দ্দন করিয়া স্বেদ প্রয়োগ করিবে। পরে বাতঘ্ন শাল্বন প্রভৃতির দ্বারা ত্রিরাত্র বা পঞ্চ রাত্র বন্ধন করিবে। পরে অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিয়া মনির উপরিভাগে চর্ম্ম আনয়ন করিবে, এবং চর্ম্ম মধ্যে মণি প্রবেশ করাইয়া উপনাহ স্বেদ প্রয়োগ করিবে। বাতঘ্ন বিরেচন ও স্নিগ্ধান্ন ভোজন করিবে।

অবপাটিকা রোগে, যে দোষ-জন্য রোগ হয় সেই দোষের চিকিৎসা করিবে।

নিরুদ্ধ প্রকশ রোগে, লৌহ নির্ম্মিত দারুনির্ম্মিত বা জতু নির্ম্মিত দ্বিমুখী শলাকা ঘৃত মাখাইয়া মুত্র দ্বারে প্রবেশ করাইবে। পরে

[১] যৌবন কালে মুখে যে ব্রণ জন্মে তাহাকে যৌবন পীড়কা বলে।

শিশুমার বা বরাহের বসা অথবা বাতঘ্ন দ্রব্য সংযোগে পরিষেচন করিবে। প্রতি তিন দিবস অন্তর স্থূলতর শলাকা প্রবিষ্ট করাইবে। এই রূপে স্রোতপথ বৃদ্ধি করিবে ও স্নিগ্ধান্ন ভোজন করাইবে। অথবা সেবনী পরিত্যাগ পূর্ব্বক শস্ত্রের দ্বারা ভেদ করিয়া সদ্য ব্রণের বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে।

নিরুদ্ধগুদ বল্মীক বা অগ্নিরোহিণী রোগে, প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে। বিসর্প রোগের বিধানাসারে অগ্নিরোহিণীর, এবং সন্নিরুদ্ধ-প্রকশ রোগের বিধানাসারে সন্নিরুদ্ধ-গুদ রোগের প্রতিকার করিবে। বল্মীক রোগে শস্ত্রের দ্বারা উৎকর্ত্তন পূর্ব্বক ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ করিবে। পরে অর্ব্বুদের বিধানাসারে শোধন ও রোপণ করিবে। মর্ম্মস্থান ভিন্ন অন্যস্থানে অনতিবৃদ্ধ বল্মীক জন্মিলে, সংশোধন পূর্ব্বক শোণিত মোক্ষণ করিবে। বনকুলথের মূল, গুড়ূচীর মূল, লবণ ও আরগ্বধের মূল, দন্তী মূল, শ্যামালতার মূল, তিলের কল্ক, ও যব চূর্ণ বা গোধূম চূর্ণ একত্র যোগে প্রলেপ দিবে। সেই প্রলেপ উত্তমরূপে ঘৃত যুক্ত করিয়া অল্প উষ্ণ থাকিতে বন্ধন করিবে। পাকিয়া উঠিলে সকল ছিদ্র মুখ নির্ণয় করিয়া শস্ত্রের দ্বারা ছেদন পূর্ব্বক দগ্ধ করিবে। অনন্তর দূষিত মাংস সমস্ত সংশোধিত করিয়া ব্রণের স্থান দগ্ধ করিবে। ব্রণ সংশোধিত হইলে রোপণ করিবে। জাতী-পুষ্প-লতা, গ্রন্থি (গেঁঠেলা) ভল্লাতক মনঃশিলা, সূক্ষ্ম এলাইচ অগুরু চন্দন এবং শৈলজ, এই সকল দ্রব্য সহযোগে নিম্ব তৈল পাক করিয়া বল্মীকের রোপণে প্রয়োগ করিবে। হস্ত পদের উপরিভাগে বহু ছিদ্র যুক্ত শোফ বিশিষ্ট বল্মীক হইলে পরিত্যাগ করিবে।

বালকের অহিপূতনা নামক রোগে ধাত্রীর স্তন্য সংশোধন করিবে। পটোল পত্র ত্রিফলা ও রসাঞ্জন একত্র ঘৃত পাক করিয়া পান করাইলে কষ্ট-সাধ্য অহিপূতনা রোগও আরোগ্য হয়। ত্রিফলা কোল ও খদির, ইহাদিগের কষায় রোপণে প্রয়োগ করিবে। কাসীস

(হিরেকস) গোরোচনা তুথ হরিতাল ও রসাঞ্জন অম্লরসে পিষিয়া, বা বদরীর ত্বক সৈন্ধব সংযোগে পিষিয়া লেপে প্রয়োগ করিবে। কপাল খণ্ড ও তুথের চূর্ণ প্রয়োগ করিবে।

গুদভ্রংশ রোগে ভ্রষ্ট নাড়ী ঘৃতাক্ত ও স্বেদ প্রয়োগ পূর্ব্বক গুদমধ্যে প্রবেশ করাইবে। পরে মলদ্বার চর্ম্মের দ্বারা গোফণার আকারে বন্ধন করিবে। চর্ম্মের যে ভাগ মল দ্বারের ছিদ্র আবৃত করিয়া থাকিবে সেই ভাগে যেন ছিদ্রিত হয়। বায়ু নিঃসরণের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ স্বেদ প্রয়োগ করিবে। দুগ্ধ মহা-পঞ্চমূল, অন্ত্র বর্জ্জিত মুষিকার দেহ এবং বাতঘ্ন ঔষধ, এই সকল যোগে তৈল পাক করিয়া পানে ও অভ্যঙ্গে প্রয়োগ করিবে। ইহাতে কষ্ট-সাধ্য গুদভ্রংশ রোগও আরোগ্য হয়।

একবিংশ অধ্যায়।

শুকরোগের চিকিৎসা।

সর্ষপী রোগে কষায়-রস-বিশিষ্ট দ্রব্যের চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। তাহারই কষায়ে তৈল পাক করিয়া রোপণে প্রয়োগ করিবে।

অষ্ঠীলিকা রোগে, জলৌকার দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিবে; তাহাতে শান্তি না হইলে কফ-জন্য গ্রন্থি রোগের ন্যায় উৎকর্ত্তন করিবে।

গ্রথিত রোগে, পুনঃ পুনঃ নাড়ীস্বেদ প্রয়োগ করিবে, এবং ঘৃত যুক্ত ঈষদুষ্ণ লেপের দ্বারা উপনাহ প্রয়োগ করিবে।

কুম্ভীকা রোগে, পাকিয়া উঠিলে শস্ত্রের দ্বারা ভেদ করিয়া শোধন করিবে। পরে ত্রিফলা লোধ্র তিন্দুক ও আম্রাতক একত্র যোগে তৈল পাক করিয়া রোপণ করিবে।

অলজী রোগে, জলৌকার দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিবে। কষায় দ্রব্যের কাথে তৈল পাক করিয়া রোপণার্থ পরিষেচন করিবে।

মৃদিত রোগে, ঈষদুষ্ণ বলাতৈল পরিষেচন করিবে, এবং মধুর দ্রব্যের প্রলেপ করিয়া ঘৃত যুক্ত ও ঈষদুষ্ণ অবস্থায় উপনাহে প্রয়োগ করিবে।

সংমূঢ় পিড়কা রোগে, শীঘ্র জলৌকার দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিবে, এবং সেই সকল পিড়কা শস্ত্রের দ্বারা ভেদ করিয়া, ঘৃত মধু লেপন করিবে।

অবমন্থ রোগ পাকিয়া উঠিলে শস্ত্রের দ্বারা ভেদ করিবে, এবং তাহাতে ধব অশ্বকর্ণ পত্তঙ্গ সল্লকী ও তিন্দুক, এই সকল যোগে তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে।

পুষ্করিকা রোগে, শীতল ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে, এবং জলৌকার দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিয়া ঘৃত সেচন করিবে।

স্পর্শহানি রোগে রক্ত মোক্ষণ করিয়া মধুর ঔষধ প্রয়োগ করিবে, এবং দুগ্ধ ইক্ষুরস ও ঘৃত শীতল অবস্থায় সেচন করিবে।

উত্তমা নামক পিড়কা রোগে, বড়িশের দ্বারা উদ্ধৃত করিয়া মধু সংযোগে কষায় দ্রব্যের চূর্ণ প্রয়োগ করিবে।

শতপোনক রোগে লেখন কার্য্য করিয়া রসক্রিয়া বিধান করিবে। এবং পৃথক্‌পর্ণাদির ক্বাথে তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে।

ত্বকপাক রোগে বিসর্পের ন্যায় প্রতীকার করিবে।

শোণিতার্ব্বুদ রোগে রক্ত বিদ্রধির ন্যায় প্রতীকার করিবে।

কষায় কল্ক ঘৃত তৈল চূর্ণ রসক্রিয়া শোধন ও রোপণ, এই সকল প্রতীকার গুলি দোষ ও রোগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে। ঘৃত পান, পথ্যের নিয়ম ও বিরেচন বিবেচনানুসারে প্রয়োগ করিবে। অর্ব্বুদ মাংসপাক বিদ্রধি ও তিলকালক এই কএকটী রোগ প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে।

দ্বাবিংশতি অধ্যায়।

মুখরোগের চিকিৎসা।

বায়ু-জন্য ওষ্ঠকোপে (১) চতুর্ব্বিধ স্নেহ ও মধুচ্ছিষ্ট যোগে প্রস্তুত করা অভ্যঙ্গ ও নাড়ীস্বেদ প্রয়োগ করিবে। শাল্বণের উপনাহ স্বেদ, এবং শিরোবিরেচনে ও নস্যে বায়ু-শান্তিকর তৈল প্রয়োগ করিবে। শ্রীবেষ্টক সর্জ্জরস দেবদারু গুগ্‌গুল ও যষ্টিমধু, ইহাদিগের চূর্ণ প্রতি-সারণে প্রয়োগ করিবে। পিত্তরক্ত বা অভিঘাত জন্য মুখরোগে, জলৌকায় দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিয়া পিত্ত-বিদ্রধির অধিকারস্থ বিবিধ ক্রিয়া এস্থানে প্রয়োগ করিবে। শিরোবিরেচন ধূম স্বেদ কবল-গ্রহণও বিধেয়। কফ-জন্য ওষ্ঠ কোপে, ত্রিকটু স্বর্জিকা ক্ষার যবক্ষার ও বিট্ লবণ একত্র করিয়া মধু সংযোগে প্রতিসারণে প্রয়োগ করিবে, মেদ-জন্য ওষ্ঠ-কোপে, স্বেদ প্রয়োগ পূর্ব্বক শস্ত্রের দ্বারা ভেদ করিয়া অগ্নির দ্বারা সংশোধিত করিবে। পরে প্রিয়ঙ্গু ত্রিফলা ও রোধ্র মধু সহযোগে প্রতিসারণে প্রয়োগ করিবে। ওষ্ঠ প্রকোপ সাধ্য হইলে তাহার এই সকল প্রতীকার।

অতঃপর দন্তমূল গত রোগের প্রতিকার বলা যাইতেছে। শীতাদ নামক রোগে রক্ত মোক্ষণ করিয়া, সর্ষপ ত্রিফলা ও মুস্তা এই সকলের কাথ রসাঞ্জন মিশ্রিত পূর্ব্বক কবল-গ্রহণে প্রয়োগ করিবে। প্রিয়ঙ্গু ত্রিফলা ও মুস্তা লেপনে প্রয়োগ করিবে, এবং যষ্টিমধু উৎপল পদ্ম ও ত্রিফলার কাথ সংযোগে নস্যে প্রয়োগ করিবে। দন্ত পুপ্‌পুটক রোগে, প্রথমাবস্থায় রক্ত মোক্ষণ করিবে, পরে পঞ্চ লবণ ক্ষৌদ্র সহ-যোগে প্রতিসারণে প্রয়োগ করিবে। শিরোবিরেচন নস্য ও স্নিগ্ধ ভোজনও ইহাতে হিতকর। দন্তবেষ্ট রোগে ব্রণ সমস্ত গালিত করিয়া, রোধ্র পত্তঙ্গ (রক্তচন্দন) যষ্টিমধু ও লাক্ষা ইহাদিগের চূর্ণ মধু ঘৃত ও

(১) ওষ্ঠ ফুলিয়া ও পাকিয়া উঠা ওষ্ঠ প্রকোপ বলা যায়।

শর্করা সংযোগে যজ্ঞডুম্বুরের ক্বাথ গণ্ডুষে প্রয়োগ করিবে। এবং কাকোল্যাদি গণস্থ দ্রব্য, ঘৃত ও দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া নস্যে প্রয়োগ করিবে। শৌষির রোগে রক্ত মোক্ষণ করিয়া রোধ্র মুস্তা রসাঞ্জন মধু সংযোগে লেপে প্রয়োগ করিবে। যজ্ঞডুম্বুরের ক্বাথ গণ্ডূষে প্রয়োগ করিবে এবং সারিবা (শ্যামালতা) উৎপল যষ্টিমধু সাবরলোধ ও অগুরু চন্দন এই সকল সহ দশ গুণ দুগ্ধে ঘৃত পাক করিয়া নস্যে প্রয়োগ করিবে। পরিদর রোগে, শীতাদ রোগের ন্যায় প্রতিকার করিবে। দন্ত উপকুশ রোগে বমন বিরেচন ও শিরোবিরেচন প্রয়োগ করিয়া কাকডুম্বুরে বা গোজিয়া পত্রে শোণিত বিস্রাবিত করিবে। পরে লবণ ও ত্রিকটু মধু সংযোগে প্রয়োগ করিয়া প্রতিসারিত করিবে। পিপ্পলী সর্ষপ শুণ্ঠী ও নিচুল ফল এই সকল সহযোগে জল সিদ্ধ করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে গণ্ডূষে (কুলকুচা) প্রয়োগ করিবে। জীবক সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া কবল ও নস্য প্রয়োগ করাও হিতকর। দন্ত-বৈদর্ভ রোগে শস্ত্রের দ্বারা দন্তমূল সংশোধিত করিয়া (১) ক্ষার প্রয়োগ পূর্ব্বক শীতল ক্রিয়া করিবে। অধিক দন্ত জন্মিলে (২) তাহাকে উদ্ধৃত করিয়া অগ্নি প্রয়োগ করিবে, এবং কৃমিদন্ত অধিকারের অপরাপর প্রতিকার করিবে। দন্তমূলে অধিমাংস রোগ জন্মিলে,তাহা ছেদন করিয়া বচ গজপিপ্পলী পাঠা সর্জিকা (সোহাগা) ও যবক্ষার, ইহাদিগের চূর্ণ মধু সহযোগে প্রয়োগ করিবে। মধু সহযোগে পিপ্পলীর ক্বাথ কবলে প্রয়োগ করিবে। পটোল ত্রিফলা ও নিম্ব ইহাদিগের কষায় দন্তমূল ধাবনে প্রয়োগ করা, এবং শিরোবিরেচন ধূম ও বিরেচনে প্রয়োগ করা হিতকর।

অতঃপর দন্তমূলে নাড়ী রোগ (নালী) জন্মিলে তাহার প্রতিকার বলা যাইতেছে। যে দন্তমূলে নালী জন্মে সেই দন্ত তুলিয়া ফেলিবে।

---

(১) দন্তমূল হইতে রক্ত-পূয়াদি নির্গত করাই সংশোধন করা।

(২) ইহাকে সচরাচর জ্ঞানদন্ত বলে।

শস্ত্রের দ্বারা মাংস ছেদন করিয়া ক্ষার বা অগ্নির দ্বারা শোধন করিবে। নালীরোগে দন্ত উদ্ধৃত করা না হইলে হনু দেশস্থ অস্থি ভেদ করিয়া নালী জন্মে। অতএব নালী রোগে দন্ত বা ভগ্ন অস্থি সমূলে উদ্ধৃত করিবে।

যে দন্তমূলের বন্ধন স্থির থাকে তাহাতে দন্তশূল জন্মিলে উদ্ধৃত করা কর্ত্তব্য নহে। তাহা উৎপাটন করিলে অতিশয় রক্তস্রাব হয়। ও তজ্জন্য অন্ধতা বা অর্দ্দিত নামক বায়ু রোগ প্রভৃতি ঘোরতর রোগ জন্মে। জাতিপুষ্পের বৃক্ষ মদন স্বাদু কণ্টক ও খদির, দন্ত চলিত হইলে ইহাদিগের ক্বাথে দন্তমূল ধাবন করিবে। দন্তমূলে নালী জন্মিলে নালী পথ ছেদন করিবে, ও জাতি মদন কটুক স্বাদুকণ্টক খদির যষ্টিমধু রোধ্র মঞ্জিষ্টা ও খদির ইহাদিগের কষায়ে তৈল পাক করিয়া শোধনার্থ প্রয়োগ করিবে।

অতঃপর দন্তরোগের প্রতিকার বলা যাইতেছে। দন্ত-হর্ষ রোগে স্নেহ (ঘৃত বা তৈল) বা ত্রৈবৃত ঘৃত বা বাতঘ্ন দ্রব্যের ক্বাথ কবল-গ্রহণে প্রয়োগ করিবে। স্নেহ দ্রব্যের ধূম বা নস্য অথবা স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজনও হিতকর। মাংসরস যবাগু দুগ্ধ সন্তানিকা ঘৃত শিরোবস্তি ও বাতঘ্ন অন্যান্য প্রতিকারও হিতকর। দন্ত শর্করা রোগে দন্ত-মূল আহত না হয় এ রূপে শস্ত্রপাত করিয়া শর্করা উদ্ধার করিবে। পরে মধু সংযোগে লাক্ষ চূর্ণ প্রতিসারণে প্রয়োগ করিবে। দন্ত-হর্ষ রোগে যে সকল প্রতীকার করিতে হয় তাহা সমস্ত এস্থলেও প্রয়োজ্য। কাপালিকা রোগ অতিশয় কষ্ট-সাধ্য হইলেও পূর্ব্বোক্ত প্রতিকার হিতকর। কৃমি-দন্ত রোগে দন্ত চলিত না হইলে স্বেদ প্রয়োগ করিয়া স্রাব (রস রক্তাদি) করাইবে। বাতঘ্ন অবপীড়ন ও স্নেহ গণ্ডূষ, এবং ভদ্র দার্ব্বাদি গণস্থ দ্রব্য ও বর্ষাভূ এই দুইটীর লেপ, বিধান করিবে। চলিত দন্ত উদ্ধৃত করিয়া দন্ত-মূলের গহ্বর ক্ষার বা অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করিবে। তদনন্তর বিদারী যষ্টিমধু শৃঙ্গাটক ও কেশুর এই সকল সহযোগে, দশ গুণ দুগ্ধে তৈল পাক করিয়া নস্যে প্রয়োগ

করিবে। হনুমোক্ষ রোগে অর্দ্দিত নামক বায়ু রোগের ন্যায় প্রতীকার করিবে। ফলাম্ল সেবন, শীতল জলে দন্ত ধাবন, এবং অতিশয় কঠিন দ্রব্য ভোজন, দন্ত-রোগী পরিত্যাগ করিবে। যে সকল দন্ত-রোগ সাধ্য তাহাদিগের চিকিৎসা বলা হইল।

অতঃপর জিহ্বাগত রোগের চিকিৎসা বলা যাইতেছে। বায়ু-জন্য কণ্টক-রোগে, বায়ু-জন্য ওষ্ঠ প্রকোপ রোগে যে সকল প্রতীকার বলা হইয়াছে সেই সমস্ত প্রতীকার কর্ত্তব্য। পিত্ত-জন্য কণ্টক রোগে বিঘর্ষণ পূর্ব্বক দুষ্ট শোণিত নিঃসারণ করিবে, এবং প্রতিসারণে গণ্ডূষে ও নস্যে মধুর দ্রব্য প্রয়োগ করিবে। কফ-জন্য কণ্টক রোগে লেখন কার্য্য করিবে; তাহাতে রক্ত নিঃসৃত হইলে মধু সংযোগে প্রতিসারণ প্রয়োগ করিবে। শ্বেতসর্ষপ ও সৈন্ধব যোগে কবলগ্রহ প্রয়োগ করিবে। এবং পটোল নিম্ব ও বার্ত্তাকু ইহাদিগের যূষ ক্ষার সংযোগে ভোজনে প্রয়োগ করিবে। উপজিহ্বিকা রোগে লেখন করিয়া ক্ষারের দ্বারা প্রতিসারিত করিবে, এবং শিরো-বিরেচন কবলগ্রহ ও ধূম প্রয়োগ করিবে।

অতঃপর তালুগত রোগের প্রতীকার বলা যাইতেছে। গল-শুণ্ডিকা রোগে বৃদ্ধাঙ্গুলি ও দ্বিতীয় অঙ্গুলি একত্র সংলগ্ন করিয়া গল-শুণ্ডিকা আকর্ষণ পূর্ব্বক জিহ্বার উপরে রাখিয়া মণ্ডলাগ্র শস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিবে। তাহার অল্পাংশ বা সমুদায় আকর্ষণ বা ছেদন করিবে না। একাংশ অবশিষ্ট রাখিয়া তিন অংশ ছেদন করিবে। অত্যর্থ ছেদন করিলে ছেদ-জন্য মৃত্যু হইতে পারে। হীনচ্ছেদ হইলে শোফ লালাস্রাব নিদ্রা ভ্রম ও তমোদৃষ্টি, এই সকল উপদ্রব জন্মে। অতএব দৃষ্টকর্ম্মা (১) ও চিকিৎসা বিশারদ বৈদ্য গলশুণ্ডী রোগে ছেদন

(১) যে ব্যক্তি গুরুর নিকট প্রত্যক্ষে শস্ত্র কার্য্য দেখিয়া অস্ত্র চিকিৎসা অভ্যাস করিয়াছে তাহাকে দৃষ্টকর্ম্মা বলে। শস্ত্র চিকিৎসার স্থলেই বৈদ্যের দৃষ্টকর্ম্মা হওয়া প্রয়োজন বলিয়া অনেক স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

করিয়া পশ্চাদুক্ত প্রক্রিয়া করিবে। মরিচ অতিবিষা পাঠা বচ কুষ্ঠ ও কুটন্নট (শোনাবৃক্ষ), এই সকলের ক্বাথ বা চূর্ণ মধু ও সৈন্ধব লবণ যোগে প্রতিসারণে প্রয়োগ করিবে। বচ অতিবিষা পাঠা রাস্না কটুকী ও নিম্ব এই সকলের ক্বাথ কবলগ্রহে প্রয়োজ্য। ইঙ্গুদি দন্তী সরল কাষ্ঠ দেবদারু ও অপামার্গ ইহাদিগকে পিষিয়া বর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ধূম প্রয়োগ করিবে। সেই ধূম প্রাতঃ ও সায়াহ্ন উভয় কালে পান করিবে। ক্ষারযুক্ত মুদ্গ যূষ সহ ভোজন করিবে। তুণ্ডিকেরী অধ্রুষ কূর্ম্ম সঙ্ঘাত ও তালু পুপ্পুট, এই সকল রোগে রোগানুসারে শস্ত্রকার্য্য করিবে, কিন্তু অপরাপর বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিবে। তালুপাক রোগে পিত্তনাশক ক্রিয়া কর্ত্তব্য। তালু-শোষে স্নেহ স্বেদ ও বায়ু শান্তিকর ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

অতঃপর কণ্ঠ-গত রোগের প্রতীকার বলা যাইতেছে। রোহিণী-রোগ সাধ্য হইলে রক্ত-মোক্ষণ বমন ধূমপান ও নস্য হিতকর। বাতিক জন্য রোহিণী রোগে রক্ত মোক্ষণ পূর্ব্বক লবণের দ্বারা প্রতিসারিত করিবে। ঈষদুষ্ণ স্নেহের গণ্ডূষ সর্ব্বদা গ্রহণ করিবে। পিত্ত-জন্য রোহিণী রোগে রক্তচন্দন মধু ও কুষ্মাণ্ড প্রতিসারণে, এবং দ্রাক্ষা ও পরুষক একত্র যোগে ক্বাথ, কবলগ্রহে প্রয়োগ করিবে। শ্লেষ্মা-জন্য রোহিণী রোগে আগার ধূম ও কটুকী প্রতিসারণে, ও শ্বেতা (অপরাজিতা) বিড়ঙ্গ ও দন্তী একত্র যোগে তৈল পাক করিয়া সৈন্ধব যোগে নস্যে ও গণ্ডূষে প্রয়োগ করিবে। রক্ত-জন্য রোহিণী রোগে পিত্ত-জন্য রোহিণী রোগের প্রতিকার করিবে। কণ্ঠশালুক রোগে স্রাবিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত তুণ্ডিকেরী রোগের ন্যায় প্রতিকার করিবে, এবং স্নিগ্ধ যবান্ন এক সন্ধ্যা অল্প পরিমাণে ভোজন করিবে। অধিজিহ্বিকা রোগে উপজিহ্বিকার ন্যায় চিকিৎসা করিবে। একবৃন্দ রোগে স্রাবিত করিয়া সংশোধন করিবে। গিলায়ু রোগে শস্ত্র কর্ম্মের দ্বারা চিকিৎসা করিবে। গল বিদ্রধি

রোগে, মর্ম্ম স্থান ভিন্ন অন্যস্থানে জন্মিয়া পাকিয়া উঠিলে ভেদ কার্য্য করিবে। বায়ু-জন্য সর্ব্বসরা রোগ হইলে লবণ চূর্ণের দ্বারা প্রতিসারিত করিবে, এবং বাতঘ্ন দ্রব্য সহযোগে তৈল পাক করিয়া কবল ও নস্যে প্রয়োগ করিবে। তদনন্তর সেই সকল বাতঘ্ন দ্রব্যের ধূম প্রয়োগ করিবে।

শাল পিয়াল এরণ্ড, ইহাদিগের কাষ্ঠ, ইঙ্গুদী ও মৌল্‌ফলের মজ্জা, গুগ্‌গুল, ধ্যামকতৃণ জটামাংসী, তগর পাদুকা সর্জ্জরস শৈলেয় মধুচ্ছিষ্ট, এই সমস্ত একত্র যোগে চূর্ণ করিয়া স্নেহ সহ আলোড়ন পূর্ব্বক, অথবা টুণ্টুক বৃন্ত (আকনাদি পত্র) মধুসংযোগ পূর্ব্বক সর্ব্বসরা রোগে স্নেহ-ধূম প্রয়োগ করিবে। ইহাতে শ্লেষ্মা ও বায়ু এবং মুখ রোগের শান্তি হয়। পিত্ত জন্য সর্ব্বসরা রোগে রোগীর দেহ সংশোধন করিয়া পিত্ত শান্তিকর মধুর শীতল কার্য্য করিবে। ইহাতেও প্রতিসারণ গণ্ডূষ ধূম ও সংশোধন প্রয়োগ করিবে। শ্লেষ্মাজন্য সর্ব্বসরা রোগে কফনাশক বিধি অবলম্বন করিবে। অতিবিষা পাঠা মুস্তা দেবদারু কটুকী ও কুটজ ফল, এই সকলের চূর্ণ একত্র করিয়া ধরণ (২৪ রতি) পরিমাণে গোমূত্র সহযোগে পান করিবে। এই যোগের দ্বারা সকল প্রকার কফ-জন্য রোগের শান্তি হয়। ক্ষীর ইক্ষুরস গোমূত্র দধিমস্তু, অম্ল ও কাঞ্জিক, তৈল ও ঘৃত, মুখরোগের দোষানুসারে এই সকলের কবলগ্রহ প্রয়োগ করিবে। সাধ্য মুখজাত রোগের প্রতীকার বলা হইল। মুখ-রোগের মধ্যে যে সকল অসাধ্য তাহা বলা যাইতেছে। মাংস, রক্ত ও ত্রিদোষ জন্য ওষ্ঠ প্রকোপ রোগ পরিত্যাগ করিবে। দন্তমূলে সন্নিপাত জন্য নালী ও শুষির রোগ বর্জ্জনীয়। দন্তরোগের মধ্যে শ্যাব, দালন ও ভঞ্জন রোগ বর্জ্জনীয়। জিহ্বাগত অলাশ রোগ ও তালুগত অর্ব্বুদ রোগ বর্জ্জনীয়। স্বরঘ্ন বলয় বৃন্দ বলাস বিদারিকা গলৌঘ মাংসতান শতঘ্নী ও রোহিণী, এই নয়টী রোগ অসাধ্য

বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই সকল রোগে প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে।

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়।

শোফের চিকিৎসা।

লক্ষণ ও প্রতীকার ভেদে শোফ ছয় প্রকার। এবং সর্ব্বসরা শোফ পঞ্চ প্রকার, যথা—বাত-জন্য পিত্ত-জন্য শ্লেষ্মা-জন্য সন্নিপাত-জন্য ও বিষ-জন্য। অত্যন্ত আহার করিয়া পথশ্রমকারীর, শাক পিষ্টান্ন ও লবণ এই সকল দ্রব্য অতিমাত্র ভোজন কারীর অথবা দুগ্ধ অম্লরস অগ্নি-পক্ক-মৃত্তিকাখণ্ড বা মৃত্তিকানির্ম্মিত-কট শর্করা অনুপদেশ জাত মাংস, এই সকল ভোজন জন্য অজীর্ণ রোগীর, অথবা গ্রাম্যধর্ম্ম বা বিরুদ্ধ আহার সেবনশীল ব্যক্তির, অথবা হস্তী অশ্ব রথ প্রভৃতি যানে গমনের দ্বারা যাহার শরীর ক্ষুব্ধ হইয়া দোষ ও ধাতু সমস্ত দূষিত হয় সেই সকল ব্যক্তির, শরীরে শ্বযথু জন্মে।

তাহার মধ্যে বায়ু-জন্য শ্বযথু অরুণ বা কৃষ্ণ বর্ণ বিশিষ্ট ও কোমল হয়, এবং তোদ (টনটনানি) ও বেদনা প্রভৃতি কখন থাকে ও কখন থাকে না।

পিত্ত-জন্য শ্বযথু পীত বা রক্ত বর্ণ বিশিষ্ট ও শীঘ্র প্রসারণশীল হয়, এবং দাহ চোষ প্রভৃতি যাতনা বিশেষ তাহাতে জন্মে।

শ্লেষ্মা-জন্য শ্বযথু পাণ্ডুবর্ণ বা শুক্লবর্ণ স্নিগ্ধ কঠিন, শীতল ও অল্পে অল্পে বৃদ্ধি হয়, এবং তাহাতে কণ্ডূ প্রভৃতি যাতনা জন্মে।

সন্নিপাত-জন্য শ্বযথু হইলে সকল প্রকার বর্ণ ও সকল প্রকার বেদনা বিশিষ্ট হয়।

বিষ-জন্য ব্রণ এই সকল কারণে জন্মে,—গরল সংযোগে, বা দূষিত জল সেবনে, বা দূষিত জলে অবগাহন প্রযুক্ত, অথবা বিষাক্ত

লেপন দ্রব্য, চূর্ণ দ্রব্য, বা বিষাক্ত জন্তুর মূত্র পুরীষ বা শুক্র, সংস্পর্শ জন্য, বা বিষাক্ত তৃণ কাষ্ঠাদি সংস্পর্শ জন্য, মৃদু শীঘ্র উত্থানশীল জলপূর্ণ প্রসারণশীল ও দাহ পাক বিশিষ্ট শ্বযথু জন্মে।

দোষ সমস্ত, আমাশয়ে স্থিত হইলে দেহের ঊর্দ্ধ ভাগে শ্বয়থু জন্মায়, পক্কাশয়ে স্থিত হইলে দেহের মধ্যভাগে ও অধোভাগে শ্বয়থু জন্মায়, এবং সর্ব্ব দেহগত হইলে সর্ব্ব শরীর গত সর্ব্বসরা নামক রোগ জন্মায়। শরীরের মধ্য দেশস্থ ও সর্ব্ব শরীর গত শ্বয়থু অতিশয় কষ্টকর। অঙ্গের কোন ভাগে শোফ জন্মিয়া ঊর্দ্ধে প্রসারিত হইতে থাকিলে ও শ্বাস পিপাসা দৌর্ব্বল্য জ্বর বমন অরুচি হিক্কা অতিসার কাস ও ফুলা, এই সকল উপদ্রব জন্মিয়া শরীর ক্ষয় হইলে, তাহার সামান্য ও বিশেষ প্রতীকার বলা যাইতেছে।

সকল প্রকার শোফে অম্ল লবণ দধি গুড় বসা দুগ্ধ তৈল ঘৃত প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে।

তাহার মধ্যে বায়ু-জন্য শ্বযথু রোগে, ত্রৈবৃত বা এরণ্ড তৈল এক মাস বা অর্দ্ধ মাস কাল পান করাইবে। পিত্ত-জন্য শোফে, ন্যগ্রোধাদি সহযোগে, ও শ্লেষ্মা-জন্য শোফে আরগ্বধাদি সহযোগে, ঘৃত পাক করিয়া পান করাইবে। সন্নিপাত জন্য শোফে মুহীক্ষীর এক পাত্র এবং অম্লরস দ্বাদশ পাত্র সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া দন্তীচূর্ণ প্রক্ষেপ করিবে। সেই ঘৃত পান করাইবে। বিষ-জন্য শোফের প্রতীকার কল্পস্থানে বলা হইয়াছে।

অতঃপর সামান্য চিকিৎসা বলা যাইতেছে। তিল্বক-ঘৃত-চতুর্থী প্রভৃতি উদর রোগে যে সকল ঘৃত বলা হইয়াছে তাহা সেবন করিলে শ্বযথু আরোগ্য হয়। মূত্র বা বর্ত্তিক্রিয়া প্রয়োগ করিবে। অথবা অহরহ মধু সহযোগে নবায়স সেবন করিবে। অথবা বিড়ঙ্গ অতিবিষা কুটজ ফল ভদ্রদারু শুণ্ঠী মরিচ একত্র চূর্ণ ২৪ রতি পরিমাণে উষ্ণোদকের সহিত, অথবা ত্রিকট ক্ষার ও লৌহ-চূর্ণ ত্রিফলার কাথ সহযোগে

বা তুল্য পরিমাণে গুড় ও হরীতকী সেবন করিবে। অথবা দেবদারু ও শুণ্ঠী মূত্র সহযোগে সেবন করিবে। অথবা গুড় ও শৃঙ্গবের সমভাগে পুনর্ণবার কষায় অনুপানে সেবন করিবে। অথবা শুণ্ঠীচূর্ণ পুনর্ণবার মূলের কল্কের সহিত দুগ্ধ অনুপানে অহরহ একমাস কাল সেবন করিবে। ত্রিকটু ও পুনর্ণবা সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত যোগে মুদ্গ ভোজন করিবে। পিপ্‌পলীমূল চব্য চিত্রক ময়ুর (রুদ্র জটা) পুনর্ণবা এই সকল একত্র যোগে দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিবে। অথবা শুণ্ঠী ও মুরঙ্গী মূল সংযোগে বা ত্রিকটু এরণ্ডমূল ও শ্যামালতা মূল সংযোগে, বা পুনর্ণবা শুণ্ঠী সহা ও দেবদারু সহযোগে দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিবে। অলাবু ও বিভীতক ফলের কল্ক তণ্ডুলোদক সহ সেবন করিবে।

ক্ষার পিপ্‌পলী মরিচ ও শৃঙ্গবের এই সকল সহযোগে লবণ বর্জ্জিত ও অল্প-স্নেহ যুক্ত মুদ্গযূষ পাক করিয়া তৎসহযোগে অন্ন ভোজন করিবে। অথবা যবান্ন বা গোধূমান্ন ভোজন করিবে। বৃক্ষক (কুটজ) অর্ক নক্তমাল নিম্ব ও পুনর্ণবা একত্র যোগে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পরিবেচনে প্রয়োগ করিবে। সর্ষপ সৌর্ব্বচল সৈন্ধব ও শাঙ্গষ্ট ইহাদিগের একত্র যোগে লেপ প্রয়োগ করিবে। দোষ অনুসারে তীক্ষ্ণ বা মৃদু বিরেচন বমন আস্থাপন প্রভৃতি প্রক্রিয়া করিবে। শোফে উপদ্রব না থাকিলে স্নেহ-স্বেদ ও উপনাহ স্বেদ প্রয়োগ এবং শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্ত-মোক্ষণ করিবে।

পিষ্টান্ন মদ্য, সকল প্রকার লবণ, স্নিগ্ধ দ্রব্য, দিবানিদ্রা, মাংস-বর্জ্জিত আহার, স্ত্রী সহবাস, ঘৃত তৈল দুগ্ধ ও গুরুপাক দ্রব্য, শোফের প্রতিবিধানেচ্ছু ব্যক্তি এই সকল পরিত্যাগ করিবে।

চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়।

স্বাস্থ্য রক্ষার প্রণালী।

স্বাস্থ্য ও আরোগ্য অভিলাষী ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া যাহা কিছু অনুষ্ঠান করিবে তাহা সমস্ত বলা যাইতেছে। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া প্রথমতঃ দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত দীর্ঘ এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলি সদৃশ পরিণাহ বিশিষ্ট দন্ত কাষ্ঠিকা আহরণ করিবে। তাহা ঋজু অগ্রথিত অক্ষত, অযুগ্ম গ্রন্থিযুক্ত, এবং প্রশস্ত-ভূমি-জাত হইবে। ঋতু ও শরীরের দোষ অনুসারে বৃক্ষের রস ও বীর্য্য বিবেচনা করিবে (১)। কষায় মধুর তিক্ত ও কটু এই চারি প্রকার রসের মধ্যে কোন প্রকার রসবিশিষ্ট বৃক্ষের কাষ্ঠিকা গ্রহণ করিবে। তিক্তের মধ্যে নিম্ব শ্রেষ্ঠ, কষায়ের মধ্যে খদির, মধুর মধ্যে মৌল এবং কটু রসের মধ্যে করঞ্জ। মধু ত্রিকটু ত্রিফলা ও গজ-পিপ্‌পলী, তৈল সৈন্ধব যোগে ইহাদিগের চূর্ণের দ্বারা দন্ত নিত্য মার্জ্জিত করিবে। কোমল কূর্চ্চকের দ্বারা উক্ত দন্ত শোধন চূর্ণ সহযোগে এক একটী করিয়া দন্ত ঘর্ষণ করিবে। এরূপে ঘর্ষণ করিবে যেন দন্তমূলের মাংস ক্ষত না হয়। ইহাতে মুখের নির্ম্মলতা, অন্নে রুচি ও মনের প্রফুল্লতা জন্মায়। গল রোগে তালুরোগে ওষ্ঠরোগে ও জিহ্বা রোগে দন্তকাষ্ঠী ব্যবহার করিবে না। মুখপাক রোগে, শ্বাস কাস হিক্কা বা বমন হইলে, দুর্ব্বল জীর্ণান্ন মূর্চ্ছা রোগ বা মদ-পীড়িত হইলে, শিরো-রোগান্বিত তৃষ্ণান্বিত শ্রান্ত বা পানক্লান্ত হইলে অর্দ্দিত রোগ কর্ণশূল বা দন্ত রোগ হইলে, জিহ্বা নির্লেখন হিতকর। রৌপ্য বা স্বর্ণ নির্ম্মিত, অথবা বৃক্ষ ত্বক্ নির্ম্মিত মৃদু কোমল ও দশাঙ্গুল পরিমিত নির্লেখীন জিহ্বা মল কর্ষণার্থ

(১) শ্লেষ্মা প্রকৃতি হইলে কটুরস বিশিষ্ট বৃক্ষের, পিত্ত প্রকৃতি হইলে মধুর রস বিশিষ্ট বৃক্ষের এবং বায়ু প্রকৃতি হইলে কষায় রস বিশিষ্ট বৃক্ষের দন্ত কাষ্টিকা ব্যবহার্য্য। রুগ্ন অবস্থাতেও এরূপ দোষ অনুসারে দন্ত কাষ্টিকা ব্যবহার করা গ্রন্থকারের অভিপ্রায়।

প্রশস্ত। মুখের বৈরস্য দৌর্গন্ধ শোফ ও জড়তা নাশের জন্য দন্ত দৃঢ়করণ জন্য ও মুখের রুচিকরণ জন্য, স্নেহ গণ্ডূষ গ্রহণ করিবে। (সর্ষপ তৈলের কুলকুচা করিবে)। যজ্ঞডুম্বুরের সহিত তাহার ক্ষীর মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা, অথবা আমলকীর কাথের দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিবে, এবং নেত্রে শীতল জল প্রদান করিবে। ইহাতে নীলিকা রোগ মুখশোষ পিড়কা ও ব্যঙ্গ ও রক্তপিত্ত জন্য রোগ আরোগ্য হয়।

অঞ্জনের মধ্যে সিন্ধু সম্ভূত বিশুদ্ধ স্রোত অঞ্জন শ্রেষ্ঠ। ইহাতে চক্ষের দৃঢ় লঘু ও সচ্ছন্দ দৃষ্টি জন্মে। অঞ্জন সহযোগে নয়নের দাহ কণ্ডূ ও মল নাশ হয়, ক্লেদ ও বেদনার শান্তি হয়, দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি হয়, বায়ু ও রৌদ্র সহ্য হয়, এবং কোন প্রকার নেত্র রোগ জন্মে না অতএব অঞ্জন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ভোজনের পর স্নানের পর শ্রান্ত হইলে বমন বা যানারোহণ করিলে, রাত্রি জাগরণ করিলে অথবা জ্বর হইলে অঞ্জন প্রয়োগ কর্ত্তব্য নহে।

কর্পূর জাতিফল লবঙ্গ কুটজ ও পূগফল চূর্ণ, এই সকল সমেত তাম্বুল পত্র সেবন করিবে। ইহাতে মুখের নির্ম্মলতা সুগন্ধি কান্তি ও শোভা সম্পাদিত হয়। এবং হনু দন্ত স্বর ও জিহ্বেন্দ্রিয় সংশোধিত হয়। ইহা লালাস্রাবের শান্তিকর, রুচিকর ও রোগ নাশক। নিদ্রান্তে ভোজনান্তে স্নানান্তে ইহা সেবন করা কর্ত্তব্য। রক্তপিত্তে ক্ষতক্ষীণ তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছা রোগে, রুক্ষ ও দুর্ব্বল অবস্থায় বা মুখশোষ রোগে, ইহা সেবন করা বিধেয় নহে।

মস্তকে তৈল প্রভৃতি অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিলে শিরোগত রোগের শান্তি হয়, মস্তকের কেশ কোমল দীর্ঘ বহুল স্নিগ্ধ ও কৃষ্ণ বর্ণ হয়, এবং সকল ইন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়। যষ্টিমধু শুক্ল-ভূমি-কুষ্মাণ্ড-বৃক্ষ সরল-কাষ্ঠ দেবদারু ক্ষুদ্র পঞ্চ মূল সমভাগে আহরণ করিয়া তাহাদিগের কল্কে ও কষায়ে চক্র তৈল পাক করিবে। শীতল হইলে এই তৈল মস্তকে

প্রয়োগ করিবে। ইহা কেশ প্রসাধক এবং মস্তকের জন্তু (উকুন) ও মল নাশক। ইহাতে হনুস্তম্ভ মন্যাস্তম্ভ শিরঃশূল নাশ হয়, ও কর্ণপূরণ করিলে কর্ণ শূল আরোগ্য হয়। এই অভ্যঙ্গে শরীরের কোমলতা সম্পাদিত হয়, সকল ধাতুর পুষ্টি হয় এবং শরীরের স্নিগ্ধতা বর্ণ ও বল জন্মায়। এই তৈল পরিষেচনে শ্রম নাশ হয়, ভগ্নসন্ধি আরোগ্য হয়, এবং ক্ষত অগ্নিদগ্ধ অভিহিত ও বিঘৃষ্ট স্থানের বেদনা নিবৃত্ত হয়। যেমন মূলে জল সেচন করিলে তরু বৃদ্ধি পায়, সেই রূপ স্নেহ মর্দ্দন করিয়া জল সেচন করিলে শরীরের ধাতু সমস্ত বৃদ্ধি পায়। স্নেহ মর্দ্দন পূর্ব্বক অবগাহন করিলে, শিরামুখ রোমকূপ ও ধমনীমুখের দ্বারা দেহে প্রবিষ্ট হইয়া বল বর্দ্ধন করে। তাহার মধ্যে প্রকৃতি সাত্ম্য ঋতু দেশ দোষ ও বিকার, এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া তৈল বা ঘৃত অভ্যঙ্গ ও পরিষেচনে প্রয়োগ করিবে। আম দোষে, তরুণ জ্বরে অজীর্ণ রোগে বিরেচনান্তে, বমনান্তে, নিরূঢ় বস্তি প্রয়োগের পর, অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিবে না। পূর্ব্বোক্ত দুইটী অবস্থায় প্রয়োগ করিলে রোগ অসাধ্য হইয়া উঠে, এবং অবশিষ্ট সকল অবস্থায় প্রয়োগ করিলে অগ্নিমান্দ্য হয়।

ব্যায়াম কার্য্যের দ্বারা অতি ভোজন জন্য রোগ জন্মে না ও শরীরের সচ্ছন্দতা জন্মে। ব্যায়াম করিলে দেহে সুখ অনুভূত হয়, স্নিগ্ধ হয়, সর্ব্বদেহ সমভাবে বৃদ্ধি পায় ও কান্তি বৃদ্ধি হয়, এবং দীপ্তাগ্নি নিরালস্য হর্ষতা লঘুতা নির্ম্মলতা ও শ্রম ক্লম পিপাসা শীত উষ্ণ এই সকল ক্লেশের সহিষ্ণুতা, শরীরের এই গুণ গুলি জন্মে। ব্যায়ামের দ্বারা আরোগ্য লাভ হয়, এবং দেহের স্থূলতা অপকর্ষনের পক্ষে ব্যায়ামের সদৃশ আর কিছুই নাই। ব্যায়ামশীল ব্যক্তিকে শত্রু সমস্ত ভয় করে, এবং জরা তাহাকে সহসা আক্রমণ করিতে পারে না। ইহার দ্বারা শরীরের মাংস দৃঢ় হয় এবং শরীরে রোগ জন্মে না। বয়স রূপ বা গুণ না থাকিলেও ইহার দ্বারা বিরুদ্ধ ভোজন নিত্য নির্দ্দোষে পরিপাক পায়। আত্ম হিতাভিলাষী ব্যক্তি

সর্ব্ব কালেই ব্যায়াম্ অভ্যাস করিবে। বলবান্ ও স্নিগ্ধ-ভোজন-শীল ব্যক্তির পক্ষে শীত কালে ও বসন্ত কালে ইহা নিতান্ত কর্ত্তব্য। বলের অর্দ্ধমাত্রা পরিমাণে ব্যায়াম কর্ত্তব্য, ইহার অন্যথা হইলে শরীর নাশ পায়। হৃদয়স্থ বায়ু মুখে আসিতে আরম্ভ করিলেই (হাঁপাইতে আরম্ভ করিলে) বলের অর্দ্ধ পরিমাণ ব্যায়াম করা হইল জানিবে। বয়স বল শরীর দেশ কাল ও ভক্ষ্য-দ্রব্য এই সকল বিবেচনা করিয়া ব্যায়াম করিবে, তাহা না করিলে রোগ জন্মে। রক্ত-পিত্ত রোগী কৃশ শোষ-রোগী শ্বাস কাস ও ক্ষত রোগী, ইহাদিগের পক্ষে ব্যায়াম কর্ত্তব্য নহে। আহারান্তে বা স্ত্রী সহগমে ক্ষীণ হইলে ও ভ্রমার্ত্ত হইলে ব্যায়াম করিবে না।

উদ্বর্ত্তন (অঙ্গলেপ) বায়ু-শান্তিকর কফ-মেদের সাম্যকর অঙ্গের স্থিরতা সম্পাদক ও ত্বকের প্রসাদক। উদ্ঘর্ষণ ও উৎসাদনের দ্বারা সিরামুখ পরিষ্কৃত হয় ত্বকস্থ অগ্নি (উষ্ণতা) উত্তেজিত হয়। উৎ-সাদনের [মার্জ্জন] দ্বারা বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের শরীরে কান্তি বৃদ্ধি হয়, এবং শরীরের প্রহর্ষণ সৌভাগ্য ও লঘুতা প্রভৃতি গুণ জন্মে। উদ্ঘর্ষণ দ্বারা কণ্ডূ কোঠ ও বায়ুর শান্তি হয়, উরু দ্বয়ের স্থৈর্যতা ও লঘুতা জন্মে এবং স্তম্ভ ও মল রোগ নাশ হয়, ত্বকস্থ অগ্নি উত্তেজিত হয় এবং শিরামুখ হইতে উষ্ণতা নিঃসৃত হয়। নিদ্রা,—দাহ ও শ্রমের শান্তিকর এবং স্বেদ কণ্ডু ও তৃষ্ণা নাশক। স্নান করিলে, রুচি জন্মে, মল নাশ হয়, সকল ইন্দ্রিয় বিশোধিত হয়, মনের প্রফুল্লতা জন্মে, পুরুষত্ব বৃদ্ধি হয়, রক্ত প্রসন্ন হয়। এবং শীতল জলে মস্তক নিমজ্জিত করিয়া স্নান করিলে দৃষ্টি প্রসন্ন হয়। বায়ুর প্রকোপ, ব্যাধির বলাবল বিবেচনা করিয়া উষ্ণোদকে মস্তক নিমজ্জিত করিয়া স্নান করিবে। শীত কালে অতিশয় শীতল জলে স্নান করিলে শ্লেষ্মা ও বায়ু কুপিত হয়। উষ্ণ কালে উষ্ণোদকে স্নান করিলে পিত্ত শোণিত কুপিত হয়। অতিশয় জ্বর কর্ণশূল ও বায়ু-জন্য রোগে, ও আধ্মান অরুচি অজীর্ণ

রোগে এবং আহারান্তে, স্নান করা গর্হিত। অঙ্গে অনুলেপ প্রয়োগ করা, সৌভাগ্যকর বর্ণকর প্রীতি ওজ ও বলের বর্দ্ধন কর, স্বেদ দৌর্গন্ধ বিবর্ণ ও শ্রমের নাশক। যে সকল অবস্থায় স্নান নিষেধ সেই সকল অবস্থায় অনুলেপনও নিবিদ্ধ।

অঙ্গে রত্ন ধারণ করা রক্ষোঘ্ন, ওজ বর্দ্ধনকর, সৌভাগ্যকর শোভা-কর ও প্রীতি-বর্দ্ধন-কর। মুখে আলেপন প্রয়োগ করিলে দৃষ্টি দৃঢ় হয়, গণ্ড দ্বয় ও মুখ পীন হয়, ব্যঙ্গ ও পিড়কা জন্মে না, ও মুখের কান্তি বৃদ্ধি হয়। নেত্রে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে পক্ষ্ম বৃদ্ধি হয়, নেত্র মণ্ডল নির্ম্মল কান্তি যুক্ত ও উজ্জ্বল হয়, এবং তারক মণ্ডল নির্ম্মল হয়। দেবতা অতিথি ও বিপ্রের পূজা করিলে, যশঃ পুণ্য আয়ুঃ ধন ধান্য ও গোত্র বৃদ্ধি হয়। আহার,—প্রীতিকর বলকর দেহ-পোষক এবং আয়ু তেজ উৎসাহ স্মৃতি ওজ ও অগ্নির বর্দ্ধনকর। পাদ প্রক্ষালনের দ্বারা পাদের মলিনতা নাশ হয়, শ্রম দূর হয়, দৃষ্টি প্রসন্ন হয়, শরীরের তেজ বৃদ্ধি হয় ও মনের প্রফুল্লতা জন্মে। পাদে অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিলে, নিদ্রা হয়, দেহের সুখ বোধ হয়, দৃষ্টি প্রসন্ন হয়, শ্রম ও সুপ্তি নাশ হয় এবং পায়ের ত্বক কোমল হয়। পাদুকা ধারণ করা, পাদরোগের শান্তিকর, বৃষ্য রক্ষোঘ্ন প্রীতিকর ভ্রমনের সুখকর এবং ওজ বর্দ্ধনকর। পাদুকা ধারণ না করিয়া গমন করা জীবনের পক্ষে হিতকর নহে, ও দৃষ্টির উপঘাত জনক। শরীরের কেশ নখ ও রোম অপমার্জ্জিত করিলে পাপের উপশম হয়, মনে হর্ষ জন্মে, ভাগ্য প্রসন্ন হয়, ও উৎসাহ বৃদ্ধি হয়। মস্তকে উষ্ণীষ্ ধারণ করিলে, মস্তকে আঘাত লাগে না, বর্ণ তেজ ও বল বৃদ্ধি হয়, কেশ বৃদ্ধি হয়, এবং বায়ু রৌদ্র ও ধূলি নিবারিত হয়। ছত্র ধারণ,—বর্ষা বায়ু ধূলি ঘর্ম্ম হিম প্রভৃতির নিবারক, বর্ণ ও দৃষ্টির প্রসন্নকর, ওজ-বর্দ্ধন কর, এবং মঙ্গলকর। দণ্ডধারণ,—কুক্কুর সর্প ও শৃঙ্গী প্রভৃতির নাশক, শ্রমের লাঘবকর ও পাদ স্খলিত হওয়ার নিবারক; ইহা স্থবিরের পক্ষে প্রশস্ত। ইহাতে

সত্ত্ব উৎসাহ বল স্থৈর্য্য ধৈর্য্য ও বীর্য্য বর্দ্ধিত হয়, মন দৃঢ় ও নির্ভয় হয়। পথভ্রমণ না করিলে, বর্ণের উজ্জ্বলতা কফ ও স্থূলতা বৃদ্ধি হয়, ও শরীর কোমল হয়। পথ ভ্রমণ করিলে বর্ণ কফ স্থূলতা ও কোমলতা নাশ হয়। অতিশয় পথ শ্রমে বিপরীত গুণ হয়, শরীর জীর্ণ হয়, ও দুর্ব্বল হয়। পাদ সঞ্চারণ দেহের পীড়াকর নহে, অথচ আয়ু বল মেধা অগ্নি ও সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তি বৃদ্ধি হয়। সচ্ছন্দশয়ন ও উপবেশনে, শ্রম ও বায়ুর শান্তি হয়, শরীরের পুষ্টি হয়, নিদ্রা হয় ও মনের ধারণাশক্তি বৃদ্ধি হয়। বালব্যজন-সম্ভূত বায়ু, ওজস্কর, মক্ষিকাদির নিবারক, এবং শোষ দাহ শ্রম স্বেদ ও মূর্চ্ছা নাশক। সংবাহন (গা টেপা), প্রীতিকর, নিদ্রাকর, বৃষ্য কফ বাত ও শ্রমের শান্তিকর, এবং মাংস রক্ত ও ত্বকের প্রসাদনকর। প্রবাহিত বায়ু,—রুক্ষ বিবর্ণকর, স্তব্ধকর দাহকর ও পরিপাক শক্তির হানিকর, এবং স্বেদ মূর্চ্ছা ও পিপাশার নাশক। অপ্রবাহিত বায়ুতে ইহার বিপরীত গুণ জন্মে (১) গ্রীষ্ম ও শরৎ কালে মন্দ প্রবাহিত বায়ু সেবন করিবে। আয়ুষ্মান ব্যক্তির পক্ষে আরোগ্যের নিমিত্ত বায়ুশূন্য স্থান প্রশস্ত। সূর্য্যাতপ সেবনে পিত্ত তৃষ্ণা অগ্নি স্বেদ মূর্চ্ছা দাহ ভ্রম জন্মে, রক্ত কুপিত হয়, এবং শরীর বিবর্ণ হয়। ছায়াতে অর্থাৎ আতপ হীন স্থানে এই সকল দোষের শান্তি হয়। অগ্নি সেবনের দ্বারা বায়ু কফ স্তব্ধভাব শীত ও কম্প নাশ হয়, আমরোগ ও নেত্রের অভিষ্যন্দ রোগ জন্মে, পরিপাক হয় ও রক্তপিত্ত দূষিত হয়। নিদ্রা উপযুক্ত কালে নিসেবিতা হইলে, শরীরের পুষ্টি বর্ণ বল উৎসাহ ও অগ্নির দীপ্তি জন্মায়, এবং সকল ধাতু সমভাবে থাকে।

নীচ নখ রোম ধারণ করিবে, পবিত্র শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিবে, এবং লঘু উষ্ণীষ ছত্র পাদুকা ও দণ্ড ধারণ করিবে। অভিভাষিত

(১) প্রবাহিত বায়ু শরীরে লাগাইলে যে সকল ফল হয় অপ্রবাহিত বায়ু লাগাইলে অর্থাৎ নির্ব্বাত স্থানে তাহার বিপরীত ফল হয়।

হইলে হিত পরিমিত ও মধুর বাক্যে বন্ধুর ন্যায় সম্ভাষণ করিবে। গুরু ও বৃদ্ধ গণের অনুমোদিত স্থানে সহায় সম্পন্ন হইয়া বিচরণ করিবে। রাত্রিকালে বা কেশ অস্থি কণ্টক অশ্ম তুষ ভস্ম কপাল বা অঙ্গার বিকীর্ণ অপবিত্র স্থানে, বলিভূমিতে, বিষম স্থানে পর্ব্বতে বা চত্বষ্পথে বিচরণ করিবে না। রাজার প্রতি দ্বেষবাক্য পরুষ পৈশুন্য বা মিথ্যা ব্যবহার করিবে না। রাজদ্বেষী উন্মত্ত পতিত ক্ষুদ্র নীচাচারী ব্যক্তির উপাসনা করিবে না।

বৃক্ষ পর্ব্বত প্রতাম বিষম স্থান বল্মীক, দুষ্ট বাজি বা কুঞ্জর, এই সকল আরোহণ করিবে না। পূর্ণ নদী সমুদ্র অবিদিত-তল কূপে অবতরণ করিবে না। জন সমাজ হইতে ভিন্ন শূন্যগৃহ, শ্মশান বিজন অরণ্য, অগ্নিসংক্রান্ত স্থানে, ব্যাল ভুজঙ্গ কীট কলহ শস্ত্র-সন্নিপাত ও শৃঙ্গী, ইহাদিগের নিকট গমন করিবে না। অগ্নি গো গুরু ব্রাহ্মণ ও দম্পতী, ইহাদিগের মধ্যে গমন করিবে না। দেবতা গো ব্রাহ্মণ চৈত্য ধ্বজরোগী পতিত ও পাপকারী, ইহাদিগের ছায়া সংস্পর্শ করিবে না। অস্ত গনোদ্যত আদিত্য দর্শন করিবে না। শবের অনুগমন করিবে না। গাভী-বৎসকে মাতৃদুগ্ধ পান করিতে দেখিলে, অথবা গাভীকে ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে দেখিলে, অন্য কাহাকেও বলিবে না। উল্কাপাত হইলে বা ইন্দ্রধনু হইলে কাহাকে ও বলিবে না। মুখের দ্বারা অগ্নি ধমন করিবে না। হস্ত পাদের দ্বারা জল বা ভূমি তাড়ন করিবে না।

বেগ ধারণ করিবে না। গ্রাম নগর দেবয়াতন শ্মশান চত্বষ্পথ বা জলাশয়ে, পথের সন্নিকটে প্রকাশ্য স্থানে, অথবা বায়ু অগ্নি জল চন্দ্র সূর্য্য গো গুরুতর ব্যক্তি, ইহাদিগের প্রতিমুখে, বিষ্ঠা মূত্র প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে না। ভূমি বিলেখন কর্ত্তব্য নহে। সভামধ্যে অসম্বৃত মুখে জৃম্ভ উদ্গার শ্বাস ক্ষবথু পরিত্যাগ কর্ত্তব্য নহে। গুরু জনের সমক্ষে খট্টোপরি অবষ্টব্ধভাবে উপবেশন বা পাদ প্রসারণাদি

কর্ত্তব্য নহে। গাত্র নখ বা মুখ বাদন করিবে না, কাষ্ঠ লোষ্ট্র তৃণ প্রভৃতি অভিঘাত বা ভেদ করিবে না। প্রত্যভিমুখ প্রবাহিত বায়ু বা সূর্য্যাতপ সেবন করিবে না, ভুক্ত মাত্রেই অগ্নি সেবন বা উৎকট ভাবে উপবেশন অল্পায়ত কষ্টাসনে উপবেশন করিবে না। বিপরীত ভাবে গ্রীবা ধারণ করিবে না। শরীর বিপরীত ভাবে রাখিয়া কোন কার্য্য বা ভোজন করিবে না। বিস্তীর্ণ ভাবে দৃষ্টিপাত করিবে না, বিশেষতঃ জ্যোতিঃ সূর্য্যমণ্ডল বা সূক্ষ্ম সচল ভ্রান্তিজনক পদার্থে দৃষ্টি স্থির করিবে না। মস্তকে ভার বহন করিবে না। স্বপ্ন জাগরণ শয়ন আসন পাদচারণ যান বাহন প্রধাবন বনলঙ্ঘন প্লাবন সন্তরণ হাস্য কথন ব্যায়াম প্রভৃতি অতিরিক্ত পরিমাণে সেবন করিবে না। অহিতকর হইলে বিহিত বিষয় হইতেও ক্রমশঃ বিরত হওয়া কর্ত্তব্য, এবং হিতকর হইলে অবিহিত বিষয়ও ক্রমশ সেবন করা কর্ত্তব্য, এককালীন কর্ত্তব্য নহে।

পশ্চিম দিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিবে না ভিন্ন পাত্রে বা অঞ্জলি পুটে জলপান করিবে না। উপযুক্ত কালে হিতকর পরিমিত স্নিগ্ধ মধুরপ্রায় ও বৈদ্য-অনুমোদিত দ্রব্য আহার করিবে। গ্রাম্য গণতার স্থলে, গনিকাগারে, শত্রু শঠ বা পতিত ব্যক্তির গৃহে ভোজন পরিত্যাগ করিবে। ভোজনাবশেষ দ্রব্য, বা অনিষ্ট রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দের অভিলাষে অথবা অনিষ্টকর দ্রব্য বা মক্ষিকা সর্পাদি উপহত দ্রব্য পুনঃ পুনঃ প্রদত্ত হইলেও পরিত্যাগ করিবে। হস্ত পাদ প্রক্ষালন না করিয়া ভোজন করিবে না। মূত্র বা পুরীষের বেগে পীড়িত হইলে, বা উভয় সন্ধ্যা কালে বা নিরাশ্রয়ে থাকিয়া বা ভোজনের কাল অতীত করিয়া, অথবা মাত্রা হীন করিয়া, ভোজন করিবে না, অথবা উদ্ধৃত-স্নেহ দ্রব্য (১) ভোজন করিবে না। জলে আত্ম প্রতিবিম্ব দেখিবে না, অথবা মগ্ন হইয়া জলে প্রবেশ করিবে না। রাত্রি কালে

(১) যাহার ঘৃত বা তৈলবৎ পদার্থ স্বতন্ত্র করা হয়।

দধি ভোজন করিবে না, বা ঘৃত শর্করা হীন অথবা দুগ্ধ যূষ হীন, ভোজন করিবে না, বা মধু হীন, উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য বা আমলকী ব্যতিরেকে ভোজন করিবে না। ইহার অন্যথা হইলে কুষ্ঠ বিসর্প প্রভৃতি জন্মে। অতিরিক্ত দ্যূতক্রীড়া বা মদ্য সেবন করিবেনা, প্রতিভূ বা সাক্ষ্য স্থলে উপস্থিত হইবে না, গোষ্ঠী (সঙ্গীত সভা) বা বাদিত্র প্রভৃতিতে আশক্ত হইবেনা। অন্যের পরিত্যক্ত মাল্য ছত্র পাদুকা আভরণ ও বস্ত্র ব্যবহার করিবেনা। ব্রাহ্মণ অগ্নি ও গাভী ইহাদিগকে উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করাইবেনা, সদ্বৃত্তশালী ব্যক্তিরই সুখলাভ হইয়া থাকে। আরোগ্য আয়ু বা অর্থ অসদ্ব্যক্তির কখনই লাভ হয়না। যে যে ঋতুতে যে যে দোষ কুপিত হয় অভিজ্ঞ ব্যক্তি সেই সেই দোষ নাশক রস সেবন বিধান করিবে। বর্ষাকালে জল পান করিবে না, শরৎ কালে পরিমিত মাত্রায় পান করিবে। যদি একান্ত বর্ষাকালে পান করিতে হয় তবে বর্ষার আরম্ভ হইতে চারিমাস কাল অল্প পান করিবে। উষ্ণ কালে বসন্তে, এবং গ্রীষ্ম বা হেমন্তে যথেচ্ছা শীতল জল পান করিবে। হেমন্তে ও বসন্তে সীধু অরিষ্ট পান করিবে। গ্রীষ্ম কালে অগ্নিপক্ক জল শীতল করিয়া পান করিবে, এবং প্রাবৃট কালে রস পান করিবে। এই রূপ নিয়মে স্বাস্থ রক্ষা হয়, ইহার অন্যথা হইলে আহারাদি ও দোষানুসারে অবস্থা ঘটে। স্নেহ দ্রব্য সৈন্ধব চূর্ণ একত্র পান করিবে, ইহাতে অগ্নি বৃদ্ধি হয়। বেগ ধারণ করিবে না। প্রাবৃট শরৎ ও বসন্ত কালে স্নেহাদি সেবন করিবে, ইহাতে অগ্নি বৃদ্ধি হয় ও রোগের (ঋতু জন্য) শমতা হয়। কফে বমন, পিত্তে বিরেচন বাতে বস্তিকার্য্য প্রশস্ত। ব্যায়ামের দ্বারা সর্ব্ব কালে এই তিন দোষের শান্তি হয়। বিরুদ্ধ আহার করিলেও ব্যায়ামশীল ব্যক্তির দোষ কুপিত হয় না। বমন বিরেচন আহার শোধন প্রভৃতি কার্য্য তন্মনা হইয়া সম্পন্ন করিবে। রোগ ভয় হেতু প্রাজ্ঞ ব্যক্তি দৈহিক বা মানসিক পীড়া অভিলাষ করিবেনা। অতিশয় স্ত্রী সেবন হইতে

আত্মাকে রক্ষা করিবে। ইহার দ্বারা শূল, ও কাস, জ্বর শ্বাস, পাণ্ডু, ক্ষয় আক্ষেপক প্রভৃতি রোগ জন্মে, আয়ুষ্মান বর্ণ ও বল বিশিষ্ট ব্যক্তি, স্থির ও উপচিত মাংস বিশিষ্ট ব্যক্তি, স্ত্রী সেবনে নিয়মিত আচারী হইবে। তিন দিবস অন্তর স্ত্রী গমন করিবে, ঋতু কালে এক পক্ষ অন্তর গমন করিবে। রজস্বলা অকামা মলিনা অপ্রিয়া বর্ণশ্রেষ্ঠা বয়োজ্যেষ্ঠা ব্যাধি-পীড়িতা হীনাঙ্গী গর্ভিণী দ্বেষ্যা (যাহাকে দ্বেষ করা যায়) যোনি দোষ বিশিষ্টা, স্বগোত্রা গুরুপত্নী প্রব্রজিতা ও অগম্যা, এই সকল স্ত্রীতে গমন করিবে না। সন্ধ্যাকালে প্রভাত কালে অর্দ্ধ রাত্রে মধ্যদিনে, লজ্জাবহ দেশে, প্রকাশ্য বা অপবিত্র স্থানে, অথবা ক্ষুধিত ব্যাধিত বা ক্ষুব্ধচিত্ত অবস্থায় বায়ু বিষ্ঠা বা মূত্রের বেগ উপস্থিত হইলে, পিপাসু হইলে বা দুর্ব্বল থাকিলে স্ত্রীগমন করিবেনা। তির্যক যোনি বা অন্য যোনি বা দুষ্ট যোনীতে গমন করা বলবান ব্যক্তিও পরিত্যাগ করিবে। উত্তান ভাবে শয়ন করিয়া রেত ত্যাগ করিবে না। রজস্বলা স্ত্রীলোকে গমন করিলে তেজের হানি সুতরাং অধর্ম্ম হয়। গুরুপত্নী সগোত্রা ও বৃদ্ধা স্ত্রীলোকে গমন করিলে, অথবা পর্ব্বদিনে বা সন্ধ্যাকালে গমন করিলে আয়ু ক্ষয় হয়। গর্ভিনী স্ত্রীতে গমনে গর্ভপীড়া হয়। হীনাঙ্গী মলিনা দ্বেষ্যা অকামা বা বন্ধ্যা স্ত্রীলোকে গমন করিলে, অথবা প্রকাশ্য বা অপবিত্র দেশে গমন করিলে, শুক্র ও মনের ক্ষয় হয়। ক্ষুধিত ক্ষুব্ধচিত্ত বা তৃষিত বা দুর্ব্বল অবস্থায় অথবা মধ্যাহ্ন কালে গমন করিলে শুক্র বা বায়ুর প্রকোপ হয়। অতি প্রসঙ্গে শোষ ও শুক্রক্ষয় রোগ জন্মে। ব্যাধিত অবস্থায় গমন করিলে প্লীহা,মূর্চ্ছা বা মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে। প্রত্যূষে বা অর্দ্ধরাত্রে গমন করিলে বাতপিত্ত কুপিত হয়। অন্য যোনি বা দুষ্ট যোনিতে গমন করিলে, উপদংশ রোগ জন্মে, বায়ু কুপিত হয়, ও শুক্র ক্ষয় হয়। উত্তান অবস্থায় থাকিয়া বা বিষ্ঠা মূত্রের বেগ ধারণ করিয়া স্ত্রী গমন করিলে, অথবা শুক্র বেগ ধারণ করিলে শুক্রাশ্মরী

জন্মে। অতএব ইহ পরলোকের মঙ্গলের কারণ এই সকল পরিত্যাগ করিবে। মোহ প্রযুক্ত শুক্রবেগ উপস্থিত হইলে কখন ধারণ করিবে না। অল্প বয়স্কা ও রূপ গুণ সম্পন্না লজ্জাশীলা ও তুল্যগুণ সম্পন্না, পরস্পর আশক্ত ও আশক্তা হৃষ্টা ও অলঙ্কৃতা এই রূপ প্রমদাতে বাজীকরণের ঔষধ সেবনে বৃংহিত হইয়া গমন করিবে। সুরত ক্লান্তির অপনোদন জন্য শর্করা-যুক্ত দুগ্ধপান, স্নান, বায়ু সেবন ও নিদ্রা বিধেয়।

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়।

অথ মিশ্র চিকিৎসা।

পালী রোগে স্রাব করা কর্ত্তব্য ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে তাহার বিশেষ বলা যাইতেছে। পরিপোট, উৎপাত, উন্মন্থ, দুঃখবর্দ্ধন ও পরিলেহী, কর্ণপালীতে এই পঞ্চ বিধ রোগ জন্মে। সৌকুমার্য্য প্রযুক্ত অধিক দিন পরিত্যক্ত হইলে রোগ সহসা বৃদ্ধি হয়। কর্ণ-পালীতে বেদনা বিশিষ্ট কৃষ্ণারুণবর্ণ পরিপোটন যুক্ত শোফ জন্মে, ইহাকে পরিপোটক কহে। এই রোগ বায়ুজন্য। গুরুভার বিশিষ্ট কর্ণাভরণের তাড়নের ও ঘর্ষণের দ্বারা রক্ত-জন্য বা রক্তপিত্ত জন্য যে দাহ পাক ও বেদনা বিশিষ্ট শ্যাববর্ণ শোফ জন্মে তাহাকে উৎপাত কহে। বল পূর্ব্বক কর্ণপালী বাড়াইলে পালিতে বায়ু কুপিত হয়, তাহাতে কফ সংযোজিত হইয়া বাতশ্লেষ্মারু-বর্ণ ও বেদনা বিশিষ্ট শোফ জন্মে। এই রোগ কণ্ডূ বিশিষ্ট ও কফবাত-জন্য। ইহাকে উন্মন্থ কহে। কর্ণপালী বাড়াইলে কণ্ডূ দাহ বেদনা বিশিষ্ট শোফ জন্মিয়া পাকিয়া উঠে। এই রোগ ত্বকস্থ, ইহাকে দুঃখবর্দ্ধন কহে। কফরক্ত ও কৃমি কর্ত্তৃক কর্ণপালীতে সর্ষপাকার পিড়কা জন্মিয়া স্রাবিত হয়,

ও তাহাতে কণ্ডূ দাহ ও বেদনা জন্মে। এই রোগ কফরক্ত ও ক্রিমি জন্য জন্মিয়া ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়া কর্ণশস্কুলী সমেত পালী লেহন করে, এই জন্য ইহাকে পরিলেহী বলে। এই কয়েকটী কর্ণপালী রোগ অতি ভয়ানক। প্রতীকার না করিলে মিথ্যা আহারশীল ও বিহারশীল ব্যক্তির এই রোগে পালী বিনষ্ট হয়। অতএব স্নেহাদির অভ্যঙ্গ পরিষেচন প্রদেহ ও রক্ত মোক্ষণ দ্বারা এই সকল রোগের শীঘ্র প্রতীকার কর্ত্তব্য।

সামান্যতঃ এই সকল রোগের অভ্যঞ্জন বলা যাইতেছে। অপামার্গ যষ্টিমধু সৈন্ধব দেবদারু অশ্বগন্ধা মূলক বীজ ও সোমরাজ বীজ, এই সকল উত্তম রূপে পিষিয়া, তৎসহযোগে ঘৃত তৈল বসা মজ্জ ও মধুচ্ছিষ্ট, সকল একত্র করিয়া দুগ্ধ সহ পাক করিবে। পরিপোটক রোগে এই তৈল প্রদেহে প্রয়োগ করিবে। মঞ্জিষ্ঠা তিল যষ্টিমধু শ্যামালতা উৎপল পদ্মকাষ্ঠ রোধ্র কদম্ব বলা (শ্বেত বেড়েলা) জম্বু আম্রপল্লব এই সকল ও ধান্যাম্ল একত্রযোগে তৈল পাক করিবে। ইহাতে উৎপাত নামক রোগ নাশ হয়। তালপত্রী (তালমূলী) অশ্বগন্ধা অর্ক বাকুচী ফল (সোমরাজ) সৈন্ধব সরলা (শুক্ল তেউড়ি) লাঙ্গলী (কাঁচড়া) এবং কর্কট ও গোধার বসা এই সকল একত্র যোগে তৈল পাক করিবে। সেই তৈল উন্মন্থ নামক পালী রোগের পক্ষে হিতকর। অশ্মন্তক (অম্লকুচ) জম্বু আম্র, ইহাদিগের পত্রের ক্বাথ সেচন করিবে। পালীতে তৈল প্রয়োগ করিয়া, পুণ্ডূর বৃক্ষ, যষ্টিমধু মঞ্জিষ্ঠা হরিদ্রা দারুহরিদ্রা এই সকলের চূর্ণ তাহাতে লেপন করিবে। পরিলেহী রোগে, গোময় পিণ্ডের স্বেদ প্রদান পূর্ব্বক লাক্ষা ও বিড়ঙ্গের কল্কে তৈল পাক করিয়া প্রদেহে প্রয়োগ করিবে। অথবা বিড়ঙ্গ ত্রিবৃৎ শ্যামালতা অর্ক, একত্র পিষিয়া তৎসহযোগে তৈল পাক করিবে। অথবা করঞ্জ ইঙ্গুদীবীজ কুটজ বা আরগ্বধ (সোঁদাল) পিষিয়া তৈল পাক করিবে। অথবা এই সমস্ত এবং মরিচ নিম্বপত্র

ও মধুচ্ছিষ্ট, এই সকল সহযোগে তৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গে প্রয়োগ করিবে।

কর্ণপালী ব্যাধিযুক্ত হইয়া ক্ষীণ ও কঠিন হইলে, তাহার পুষ্টি ও কোমলতার জন্য অভ্যঙ্গ হিতকর। লোপাক-সজল দেশজাত পশুর মজ্জা বসা তৈল ও নূতন ঘৃত এই সকল একত্র করিয়া দশগুণ দুগ্ধে ও পরে লাক্ষা রসে পাক করিয়া, তাহাতে মধুরগণস্থ দ্রব্য (কাকোল্যাদি) অপামার্গ ও অশ্বগন্ধা চূর্ণ করিয়া প্রক্ষেপ করিবে। পরে বস্ত্রপূত পূর্ব্বক মুখ আবরণ করিয়া রাখিবে। এই তৈলের দ্বারা অভ্যক্ত হইলে পালী বৃদ্ধি পায়, কোমল হয়, পুষ্ট হয়, এবং ভূষণ ধারণে সমর্থ হয়।

ভৃঙ্গরাজের রস ও ত্রিফলার রসে তৈল পাক করিয়া তাহাতে নীলী বৃক্ষের পত্র, ভৃঙ্গরাজ অর্জ্জুন বৃক্ষের ত্বক্ পিণ্ডীতক (ময়না) কৃষ্ণলৌহের চূর্ণ আম্রবীজ ও আম্র পুষ্প হরীতকী বিভীতকী ও আমলকী ইহাদিগের চূর্ণ একত্র করিয়া তৎপারমাণে পদ্ম মূল সংলগ্ন পঙ্ক, এই সমস্ত তাহাতে প্রক্ষেপ করিবে। পাক শেষ প্রায় হইলে পরীক্ষার্থ তাহাতে বলাকার (বালি হাস) পক্ষ নিক্ষেপ করিলে যখন ভ্রমরের ন্যায় নীল বর্ণ হইবে তখন লৌহ কলসে এক মাস কাল রাখিবে। এই অভ্যঙ্গে কেশ পক্ক হওয়া নিবারণ হয়।

সৈরীয় (ঝাঁটী) অর্জ্জুন বৃক্ষ কাশ্মরী পুষ্প (গাম্ভারি ফুল) তিলপুষ্প, ভৃঙ্গরাজের বীজ, ও আম্রবীজ পুনর্ণবা কণ্টকারী কাসীস (পুষ্প) কর্দ্দম (কাদা) মদন ফলের বীজের সার ত্রিফলা লৌহচূর্ণ রসাঞ্জন যষ্টিমধু শ্বেতোৎপল ও রক্তোৎপল মোদয়ন্তী (কাঠ মল্লিকা) এই সকল একত্র জম্বীর সারোদকে পিষিয়া, সপ্তপ্রস্থ সারোদকে সমালোড়িত করিয়া দশদিন কাল লৌহ পাত্রে আবৃত করিয়া রাখিবে। পরে সেই সকল সহযোগে বিভীতকের তৈল পাক করিয়া নূতন লৌহ কলসে রাখিবে। এই তৈল নস্যে ও অভ্যঙ্গে (মস্তকে) প্রয়োগ

করিবে, অথবা তৎসমকালে মাষ ও কৃষরা এক মাস কাল ভক্ষণ করিবে। এই তৈল প্রয়োগে ঘণ কুঞ্চিতাগ্র ও ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ বর্ণ কেশ জন্মে, শরীর সহসা রোগ গ্রস্ত হয় না, ইন্দ্রিয় সমস্ত সতেজ হয়, এবং মুখ বলি বর্জ্জিত হয়।

লাক্ষা রোধ্র হরিদ্রা দারুহরিদ্রা মনঃশিলা হরিতাল কুষ্ঠ নাগ (শিশে) গিরিমৃত্তিকা মঞ্জিষ্ঠা উগ্রা (যমানী) সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা, যষ্টীমধু গোরচনা রসাঞ্জন, স্বর্ণবর্ণ ও সুপক্ক বটপত্র কৃষ্ণচন্দন পদ্মকাষ্ঠ পদ্মকেশর রক্ত চন্দন শ্বেত চন্দন পারদ কঙ্গু ও কাকোল্যাদিগণ, এই সমস্ত দুগ্ধে পিষিয়া মেদ মজ্জা সিক্থ ঘৃত দুগ্ধ ও সকল প্রকার ক্ষীরী বৃক্ষের ক্বাথ একত্র পাক করিবে। অভ্যঙ্গ স্বরূপে মুখে মাখিবার পক্ষে এই ঘৃত প্রধান। মুখে ব্যঙ্গ নীলিকা স্ফোটিকা প্রভৃতি যে সকল রোগ জন্মে, সেই সমস্ত রোগ ইহার দ্বারা নাশ হয়। ইহাতে গণ্ডদ্বয় পীন হয়, মুখ বলি রহিত ও পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল হয়। ইহা রাজা এবং যোষিৎ দিগের নিত্য সেবনীয়। এই ঘৃত কুষ্ঠঘ্ন, এবং পাদে বৈপাদিকা রোগ জন্মিলেও ইহা বিধেয়। হরীতকী চূর্ণ নিম্বপত্র চূতবৃক্ষের ত্বক দাড়িম্বের পুষ্প বৃন্ত ও পত্র এবং মদয়ন্তিকা, এই সকল একত্র করিয়া অঙ্গে লেপ দিলে মনুষ্য দেবতুল্য হয়।

ষড়্ বিংশতি অধ্যায়।

ক্ষীণ শরীর সবল করণার্থ বাজীকরণ প্রণালী।

নীরোগ দেহে যুবা বয়সে বাজীকরণ ঔষধ সেবন করিলে সকল ঋতুতেই অহরহ ব্যবায় প্রবৃত্তি নিবারিত হয় না। বালত্ব অভিলাষিণী নিয়ত মন্মথ-প্রবৃত্তি তৃপ্তিকারিণী বয়োজেষ্ঠা রমণী দিগের পক্ষে, অত্যর্থ যোষিৎ প্রসঙ্গ প্রযুক্ত ক্ষীণ-দেহ, ক্লীব, অথবা অল্প রেত বিশিষ্ট

ব্যক্তি গণের পক্ষে অথবা রূপ যৌবন শালী ধনবান বিলাসী ব্যক্তি গণের পক্ষে বাজীকরণ যোগ হিতকর। ইহা যথা বিধি ক্রমে সেবন করিলে পুরুষ অশ্বের ন্যায় বলবান্ হয় ও তদ্দ্বারা নারী তৃপ্ত হয়, এই কারণে ইহাকে বাজীকরণ কহে। বিবিধ প্রকার পান ভোজন, শ্রুতি তৃপ্তিকারিণী বাক্য, ত্বচ্-সুখ-বিধায়ী স্পর্শ, ইন্দুরূপ ভূষণ-ধারিণী যামিনী, নবযৌবন সম্পন্না কামিনী, শ্রুতি মনোহারী সংগীত, তাম্বুল মদিরা মাল্য ও চিত্ত প্রফুল্লতা, এই সকলের দ্বারা বাজীকরণ কার্য্য সাধিত হয়। ছয়টী কারণে ক্লীবত্ব জন্মে যথা,—১ম রিরংসু ব্যক্তির মনে অপ্রিয় ভাব উদয় হওয়া প্রযুক্ত, অথবা অপ্রিয় স্ত্রী সংপ্রয়োগ বশতঃ, মনঃক্ষুণ্ণ হইলে ক্লীবত্ব ঘটে। ইহাকে মানসিক ক্লীবত্ব বলে।

২য়। কটু অম্ল উষ্ণ ও লবণ, এই সকল রস অধিক পরিমাণে সেবন করিলে, সৌম্যধাতুর ক্ষয় হইয়া ক্লীবত্ব উৎপাদিত হয়।

৩। বাজীক্রিয়া ব্যতিরেকে অতিশয় স্ত্রী সেবন করিলে শুক্রক্ষয় জনিত ধ্বজভঙ্গ হয়।

৪র্থ। অত্যর্থ মেঢ্র রোগ জন্য বা মর্ম্মচ্ছেদ জন্য পুরুষ শক্তির ব্যাঘাত জন্মে, ইহাকে উপঘাত জন্য ক্লৈব্য রোগ বলা যায়।

৫ম। আজন্ম ক্লীব হইলে তাহাকে সহজ ক্লৈব্য রোগ বলা যায়।

৬ষ্ঠ। বলিষ্ঠ ব্যক্তির কন্দর্প বিকারে চিত্ত-বিকৃতি জন্মিলেও ব্রহ্ম-চর্য্য বশতঃ শুক্র রুদ্ধ থাকে, সেই স্থির-শুক্র-জন্য ক্লীবত্ব ঘটে।

এই ছয় প্রকার ক্লৈব্য রোগের মধ্যে সহজ ও মর্ম্মচ্ছেদ-জন্য ক্লৈব্য-রোগ অসাধ্য। অবশিষ্ট সকল প্রকার ক্লৈব্য-রোগ যে কারণে জন্মে তাহার বিপরীত ক্রিয়ার দ্বারা তাহাদিগের প্রতীকার করা যায়। সুরত-সন্দীপনী শক্তির তারতম্য অনুসারে বাজীকরণের যোগ সমূহকে নিম্ন লিখিত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

১ম শ্রেণীস্থ যোগ গুলি যথা ঃ—তিল মাষকলাই ভূমি কুষ্মাণ্ড ও শালি তণ্ডুল, ইহাদিগের চূর্ণ বরাহের মেদ ও সৈন্ধব সংযোগে পৌণ্ড্রক

(পুড়ি) ইক্ষুরসে মর্দ্দন করিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে সেই গুটিকা ঘৃতে পাক করিয়া যথাসাধ্য পরিমাণে ভোজন করিবে।

ছাগের কোষ সহযোগে দুগ্ধ পাক করিবে। সেই দুগ্ধে কৃষ্ণ তিল পুনঃ পুনর্ভাবিত করিবে। সেই তিলে পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া শিশুমারের বসাতে পাক করিয়া যথাসাধ্য পরিমাণে সেবন করিবে।

ছাগের কোষ, পিপ্‌পলী ও লবণ সংযোগে দুগ্ধ ও ঘৃতে পাক করিয়া সেবন করিবে।

গুপ্তা ফল (আলকুশী বীজ) গোক্ষুর বীজ (বৃহৎ গোক্ষুর) ও উচ্চটা (লশুন) শর্করা-যুক্ত গব্য দুগ্ধে দর্ব্বীর দ্বারা আলোড়ন পূর্ব্বক পাক করিয়া পান করিবে।

মাষকলাই, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও উচ্চটা, দুগ্ধে পাক করিয়া ঘৃত শর্করা সংযোগে পান করিবে। এই কয়েকটী যোগ বাজীকরণের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট।

২য় শ্রেণীস্থ যোগ গুলি যথাঃ—পিপ্‌পলী মাষকলাই শালী-তণ্ডুল যব গোধূম এই সকলের চূর্ণ সমভাগে লইয়া পিষ্টক প্রস্তুত পূর্ব্বক ঘৃতে পাক করিয়া ভক্ষণ করিবে। পরে দুগ্ধ, শর্করা সংযোগে মধুর করিয়া অনুপান করিবে।

ভূমি-কুষ্মাণ্ড চূর্ণ ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসে ভাবিত করিয়া ঘৃত ও মধু সংযোগে লেহন করিবে। তদনন্তর দুগ্ধ অনুপান করিবে।

এই রূপ আমলকী চূর্ণ আমলকীর রসে ভাবিত করিয়া শর্করা ঘৃত মধু সংযোগে লেহন পূর্ব্বক দুগ্ধ অনুপান করিবে। ইহাতে অশীতি বর্ষের বৃদ্ধও যুবার ন্যায় হৃষ্ট হয়।

ছাগের কোষ, পিপ্‌পলী ও লবণ সংযোগে ঘৃতে বা শিশুমারের বসাতে পাক করিয়া ভক্ষণ করিবে। ইহাতে শীঘ্র বাজীক্রিয়া সাধিত হয়।

নক্র মূষিক মণ্ডুক চটক ইহাদিগের অণ্ড ঘৃতে পাক করিয়া পাদে

অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিবে, তাহাতে যাবৎ ভূমি স্পর্শ না করে তাবৎ সুরত প্রবৃত্তি প্রবল থাকে। এই কয়েকটী যোগ বাজীক্রিয়ার পক্ষে মধ্যবিধ গুণশালী।

৩য় শ্রেণীস্থ যোগ গুলি যথা ;—

কুলীর কুর্ম্ম নক্র ইহাদিগের অণ্ড ভক্ষণ করিবে, বা মহিষ ঋষভ বা ছাগের শুক্র পান করিবে।

অশ্বত্থের ফল মূল ত্বক্ ও শুঙ্গা সহযোগে দুগ্ধ পাক করিয়া শর্করা ও মধু সংযোগে পান করিবে। ইহাতে কুলিঙ্গের ন্যায় শরীর হৃষ্ট হয়।

ভূমি কুষ্মাণ্ড মূলের কল্ক উডুম্বরের সহিত ঘৃত ও দুগ্ধে পাক করিয়া পান করিবে। ইহাতে বৃদ্ধও যুবার ন্যায় হয়।

এক পল পরিমিত মাষকলাই চূর্ণ ঘৃত মধু সংযোগে লেহন করিয়া দুগ্ধ অনুপান করিবে।

গোধূম আত্মগুপ্ত ফলের সহিত দুগ্ধে পাক করিবে। শীতল হইলে ঘৃত যোগে ভক্ষণ করিয়া, দুগ্ধ অনুপান করিবে।

আত্মগুপ্ত ও ইক্ষুরকের ফলের চূর্ণ ধারোষ্ণ দুগ্ধের সহিত শর্করা সংযোগে পান করিলে বল ক্ষয় হয় না।

উচ্চটা চূর্ণ দুগ্ধ যোগে, শতমূলী ও উচ্চটা মূল দুগ্ধ যোগে অথবা আত্মগুপ্ত ফল সংযোগে মাষকলাই যূপ প্রস্তুত করিয়া পান করিবে। এই কয়েকটী সামান্যতঃ বাজীকরণ জন্য ব্যবহার্য্য।

যে বরাহের বৎস বৃদ্ধ হইয়াছে তাহার দুগ্ধ, বা মাষ কলাইয়ের পত্র-ভোজী গোরুর দুগ্ধ বাজীকরণের পক্ষে প্রশস্ত। সকল প্রকার দুগ্ধ মাংস কাকোল্যাদি গণ বাজীকরণের পক্ষে প্রশস্ত। এই সকল যোগ বিশুদ্ধ (নীরোগ) দেহে সেবন করা কর্ত্তব্য।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

সর্ব্বোপঘাত শমনীয় রসায়ন।

স্নিগ্ধ বিশুদ্ধ দেহ ব্যক্তির পক্ষে যুবা বা মধ্যবয়সে রসায়ন ব্যবহার কর্ত্তব্য। অবিশুদ্ধ দেহ অর্থাৎ রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে বিধেয় নহে। মলিন বস্ত্রে রঙ্গ যোগের ন্যায় তাহাতে কোন ফল দর্শে না। দোষজ বা মানসিক যে সকল উপঘাত উপস্থিত হয় তাহার নিবৃত্তির উপায় উপদেশ করা যাইতেছে। শীতল জল, দুগ্ধ, মধু ও ঘৃত ইহাদিগের মধ্যে একটী দুইটী তিনটী বা সমস্তই পূর্ব্ব বয়সে (পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্ব) পান করিয়া বয়ঃস্থাপন করিবে।

বিড়ঙ্গ রসায়ন।

বিড়ঙ্গ-তণ্ডুল চূর্ণ, যষ্টিমধু ও শীতল জল সংযোগে যথাসাধ্য পরিমাণে সেবন করিয়া শীতল জল অনুপান করিবে। এইরূপ একমাস কাল অহরহ সেবন করিবে অথবা উক্ত চূর্ণ মধু মিশ্রিত করিয়া ভল্লাতক-ক্বাথ সংযোগে অথবা মধু ও দ্রাক্ষা ক্বাথ সংযোগে বা মধু ও আমলকীরস সংযোগে, বা গুড়ুচি ক্বাথ সহযোগে, সেবন করিবে। বিড়ঙ্গ তণ্ডুল চূর্ণ এই পাঁচ প্রকারে প্রয়োগ করা যায়। ঔষধ জীর্ণ হইলে মুদ্গ ও আমলকীযূষ লবণ-বর্জ্জন পূর্ব্বক অল্প স্নেহে প্রস্তুত করিয়া তৎসহযোগে ঘৃত যুক্ত অন্ন ভোজন করিবে। ইহাতে সকল প্রকার অর্শ বিনষ্ট হয়, কৃমি নাশ হয়, গ্রহণ ও ধারণাশক্তি জন্মে। এই রূপ মাসে মাসে সেবন করিবে।

বিড়ঙ্গ কল্প।

এক দ্রোণ পরিমিত বিড়ঙ্গের তণ্ডুল, পিষ্টক পাকের ন্যায় সিদ্ধ করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে ক্বাথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্তরে পিষিয়া, লৌহ নির্ম্মিত দৃঢ় কুম্ভে প্রচুর পরিমাণে মধু ও জলসহ রাখিয়া বর্ষা চারি মাস ভস্মরাশীর মধ্যে স্থাপন করিবে। বর্ষা

গতে কুম্ভ উদ্ধৃত করিবে। শরীর শোধিত করিয়া প্রতি দিন প্রাতঃকালে যথাসাধ্য পরিমাণে ভোজন করিবে ও পাংশু শয্যায় শয়ন করিবে। একমাস পরে সর্ব্ব শরীর হইতে কৃমী নিঃসৃত হইতে থাকিবে। সেই সকল কৃমীকে অণুতৈলে অভ্যক্ত করিয়া বংশবিদল (বাঁশের চিমটে) দ্বারা শরীর হইতে তুলিয়া ফেলিবে। দ্বিতীয় মাসে পিপীলিকা, তৃতীয় মাসে যুকা সমস্ত নির্গত হয় তাহাদিগকেও সেই রূপে বাহির করিবে। চতুর্থ মাসে দন্ত, নখ, রোম সমস্ত শীর্ণ হয়। পঞ্চম মাসে সেই সকল পুনর্ব্বার প্রশস্ত গুণ ও লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া জন্মে। শরীর অমানুষ-লক্ষণ-যুক্ত ও সূর্য্য তুল্য তেজঃপুঞ্জ হয়। দূরশ্রবণ ও দূরদর্শন শক্তি জন্মে। মনে রজস্তম গুণ তিরোহিত হইয়া সত্বগুণ প্রবল হয়। শ্রুতি-নিগাদী (শ্রুতিধর) অপূর্ব্বোৎপাদী (১) হস্তীর ন্যায় বলবান, অশ্বতুল্য বেগবান, প্রত্যাবর্ত্তিত যৌবন ও অষ্টশত বর্ষ আয়ুবিশিষ্ট, এই সকল গুণ জন্মে। এ অবস্থায় অভ্যঙ্গার্থে অণু তৈল, বিলেপনার্থে অজকর্ণ কষায়, স্নানার্থে সৌশীর বা কূপোদক, অনুলেপনার্থে চন্দন, ব্যবহার্য্য এবং ভল্লাতকের বিধানুসারে আহার পরিহার কর্ত্তব্য। নিষ্কুলীকৃত কাশ্মর্য্য ফলেরও কল্প এই রূপ, তবে শয়ন ও ভোজনের নিয়ম পূর্ব্ববৎ নহে। পক্ক দুগ্ধ সহযোগে ভোজন কর্ত্তব্য ইহার ফলও পূর্ব্বের ন্যায়। শোণিত-পিত্ত জন্য বিকারে এই সকল কল্প প্রয়োজ্য।

বলা-কল্প।

আশ্রম গৃহমধ্যে অবস্থিত হইয়া, অর্দ্ধ পল বা এক পল পরিমাণ বলামূল দুগ্ধে আলোড়িত করিয়া পান করিবে। জীর্ণ হইলে দুগ্ধ সহযোগে ঘৃতান্ন ভোজন করিবে। এই প্রকারে দ্বাদশ দিবস সেবনে দ্বাদশ বর্ষকাল বয়ঃস্থাপিত হয়। এই প্রকারে এক শত দিবস সেবন করিলে এক শত বর্ষকাল বয়ঃস্থাপিত হয়।

(১) নূতন বিষয়ের উদ্ভাবক।

এই রূপে বলা নাগবলা (গোরক্ষ চাকুলে) ভূমিকুষ্মাণ্ড ও শতাবরী এই সকলের চূর্ণ ঐ নিয়মে সেবন করিবে বিশেষতঃ অতিবলার ক্বাথ সহযোগে নাগবলার চূর্ণ; বা মধু সহযোগে বিদারী চূর্ণ, বা দুগ্ধ সহযোগে শতমূলীর চূর্ণ পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে সেবন করিলেও পূর্ব্বের ন্যায় ফল হয়। এই সকল ঔষধ বলকামী বা শোণিত বমনকারী বা শোণিত বিরেচনশীল রোগীর পক্ষে প্রশস্ত।

বরাহ কল্প।

বরাক্রান্ত মূলের এক তুলা পরিমাণে চূর্ণ সংগ্রহ করিবে। সেই চূর্ণ প্রতিদিন যথাসাধ্য পরিমাণে মধুসংযোগে দুগ্ধে আলোড়িত করিয়া পান করিবে। জীর্ণ হইলে দুগ্ধ ও ঘৃত সহযোগে অন্ন ভোজন করিবে। ইহাতে পূর্ব্বের ন্যায় আহার আচারের নিয়ম অবলম্বন করিবে। ইহাতে এক শত বৎসর আয়ু হয় এবং স্ত্রী সমাগমে ক্ষীণ হয় না। এই চূর্ণ দুগ্ধ সহযোগে পাক করিয়া শীতল হইলে মন্থন করিয়া ঘৃত মধু সংযোগে ভোজন করিবে। জীর্ণ হইলে দুগ্ধ ও ঘৃত যোগে অন্ন ভোজন করিবে। এই প্রকারে এক মাস কাল সেবন করিলে এক শত বর্ষ আয়ু হয়।

দৃষ্টিকামী (দর্শন শক্তি বর্দ্ধনাভিলাষী) ও প্রাণকামী (জীবিতাভিলাষী) ব্যক্তি মাতুলুঙ্গসার ও অগ্নিমন্থের মূল একত্র ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে একপ্রস্থ মাসকলাই পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে চিত্রক মূলের এক অক্ষ পরিমিত কল্ক তাহাতে প্রদান করিবে। তদনন্তর চতুর্থ ভাগ আমলকী রস সহ পাক করিয়া অবতারিত করিবে। পরিপাক হইলে লবণ বর্জ্জিয়া মুদ্গ ও আমলক যূষ সহযোগে ঘৃতযুক্ত অন্ন অথবা দুগ্ধ সহযোগে অন্ন ভোজন করিবে। মাস ত্রয় এই নিয়ম অবলম্বন করিলে সুপর্ণের ন্যায় দৃষ্টি হয় ও স্ত্রী সমাগমে শরীর ক্ষীণ হয় না এবং শত বর্ষ আয়ু হয়। বণফল দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধ সহযোগে ভক্ষণ করিলে শরীর শীর্ণ হয় না।

অষ্টবিংশ অধ্যায়।

মেধা ও আয়ুষ্কামীয় রসায়ন।

শ্বেতাবলগুঞ্জ (১) ফল আতপে শুষ্ক করিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। সেই চূর্ণ গুড় সহ আলোড়িত করিয়া স্নেহ কুম্ভে নিহিত পূর্ব্বক সপ্ত-রাত্র কাল ধান্যরাশির মধ্যে স্থাপন করিবে। পরে উদ্ধৃত করিয়া প্রতিদিন সূর্য্যোদয় কালে পিণ্ড প্রস্তুত পূর্ব্বক উষ্ণোদক অনুপানে যথাসাধ্য পরিমাণে সেবন করা কর্ত্তব্য। ঔষধ পরিপাক হইলে ভল্লাতকের বিধানানুসারে অপরাহ্ন কালে শীতল জলে গাত্রে পরিষিক্ত করিয়া, শালী বা ষষ্টিধ্যান্যের অন্ন, দুগ্ধ শর্করা ও মধু সহযোগে ভোজন করিবে। ছয় মাস কাল এই নিয়ম অবলম্বন করিলে বিগত পাপ হইয়া বলবর্ণ-বিশিষ্ট শ্রুতিনিগাদী স্মৃতিমান্ অরোগী ও শতবর্ষ আয়ু-বিশিষ্ট হইবে। কুষ্ঠ-রোগী পাণ্ডু-রোগী উদর রোগী, প্রাতঃকালে সূর্য্যের রক্তিমাবর্ণ দূর হইলে, এই ঔষধে অর্দ্ধপলিক পরিমাণ পিণ্ড প্রস্তুত পূর্ব্বক কৃষ্ণ-বর্ণ গোরুর দুগ্ধের সহিত আলোড়িত করিয়া পান করিবে। জীর্ণ হইলে অপরাহ্ন কালে লবণ বর্জ্জিত আমলক-যূষ সহযোগে ঘৃত-যুক্ত অন্ন ভোজন করিবে। এক মাস কাল এই নিয়ম অবলম্বন করিলে মেধাবী ও অরোগী হয় এবং এক শত বর্ষ আয়ু হয়। চিত্রক মূল সেবনেরও এই রূপ নিয়ম, তবে বিশেষ এই যে হরিদ্রা ও চিত্রক মূলের দ্বিপলিক পর্য্যন্ত পরিমাণে পিণ্ড সেবন করিবে। অপরাপর নিয়ম পূর্ব্বের ন্যায়।

প্রথমতঃ অন্ন পরিত্যাগ পূর্ব্বক মণ্ডুকপর্ণীর রস, যে পরিমাণে পরিপাক করিতে পারিবে সেই পরিমাণে, গ্রহণ করিয়া দুগ্ধসহ আলোড়ন পূর্ব্বক পান করিবে; অথবা দুগ্ধ অনুপান করিবে। জীর্ণ

---

(১) শ্বেতবর্ণ সোনরাজ।

হইলে, যবান্ন দুগ্ধ সহযোগে বা তিল সংযোগে ভক্ষণ করিবে ও দুগ্ধ অনুপান করিবে। তাহা জীর্ণ হইলে পর, ঘৃত যুক্ত অন্ন ভোজন করিবে। তিন মাস কাল এই নিয়ম পালন করিলে ব্রহ্মতেজ-বিশিষ্ট ও শ্রুতিনিগাদী এবং শতবর্ষ আয়ু হয়।

প্রথমতঃ অন্ন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্মীরস যথাসাধ্য পরিমাণে পান করিবে। জীর্ণ হইলে লবণ বর্জ্জিত যবের মণ্ড পান করিবে। দুগ্ধ পানশীল ব্যক্তি দুগ্ধ সহযোগে উক্ত যবাগু পান করিবে। এই নিয়ম সপ্তরাত্র পালন করিলে ব্রহ্ম তেজ-বিশিষ্ট ও মেধাবী হয়। দ্বিতীয় সপ্ত রাত্র এই নিয়ম পালন করিলে অভিলষিত গ্রন্থে ব্যুৎপত্তি জন্মে, ও নষ্ট স্মৃতি পুনরুদ্ভাবিতা হয়। তৃতীয় সপ্তরাত্র এই নিয়ম পালন করিলে দুই বার উচ্চারণে এক শত কথা পর্য্যন্ত স্মরণের আয়ত্ত হয়। এই রূপে একবিংশতি রাত্র নিয়ম পালন করিলে অলক্ষ্মী দূর হয়, বাগ্‌দেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া ইহার শরীরে প্রবেশ করে, সকল শ্রুতি উপস্থিত হয়, স্বয়ং শ্রুতিধর হয় এবং পঞ্চশতবর্ষ আয়ু হয়। ব্রাহ্মীরস দুই প্রস্থ, ঘৃত এক প্রস্থ, বিড়ঙ্গ তণ্ডুল কুড়ব পরিমিত, বচ দুই পল, ত্রিবৃৎ দুই পল, হরিতকী, আমলকী বিভীতকী প্রত্যেকে দ্বাদশ পল, এই সকলের চূর্ণ ও উপর্য্যুক্ত রস ও ঘৃত একত্র পাক করিয়া কলস মধ্যে মুখরুদ্ধ করিয়া রাখিবে। তদনন্তর পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে যথাসাধ্য পরিমাণে সেবন করিবে জীর্ণ হইলে দুগ্ধ সহযোগে ঘৃত যুক্ত ভোজন করিবে। ইহার দ্বারা শরীরের উর্দ্ধ অধঃ ও তির্য্যক ভাগে কৃমি নিঃসৃত হয়। ইহাতে অলক্ষ্মী দূর হয়, পুষ্করবর্ণ, স্থির যৌবন ও শ্রুতি নিগাদী হয়, এবং তিনশত বর্ষ আয়ু হয়। কুষ্ঠ বিষমজ্বর অপস্মার উন্মাদ বিষ ভূতগ্রহ ও মহাব্যাধি এই সকল রোগে এই রসায়ন প্রযোজ্য।

হৈমবতীবচ আমলকীর পরিমাণে পিণ্ডিত করিয়া দুগ্ধ সহ আলোড়ন পূর্ব্বক পান করিবে। জীর্ণ হইলে দুগ্ধ সহযোগে ঘৃতযুক্ত অন্ন

ভোজন করিবে। দ্বাদশ রাত্র সেবন করিলে ইহার দ্বারা স্মৃতিশক্তি প্রকাশ হয়, কোন বিষয় দুই বার অভ্যাস করিলে আয়ত্ত হয়, এবং তিন বার অভ্যাস করিলে শতবাক্য আয়ত্ত হয়। অষ্টচত্বারিংশৎ দিবস সেবন করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়, গরুড়ের ন্যায় দৃষ্টি হয়, এবং শতবর্ষ আয়ু হয়। অন্য প্রকার বচ হইলে তাহার দুই পল লইয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। সেই ক্বাথ দুগ্ধ সহ পান করিবে। ভোজনাদির নিয়ম ও ফল পূর্ব্বের ন্যায়।

বচা ঘৃত।

দ্রোণ পরিমিত ঘৃত বচ সহযোগে একশত বার পাক করিয়া সেবন করিলে পঞ্চশত বৎসর আয়ু বৃদ্ধি হয়। গলগণ্ড অপচী শ্লীপদ ও স্বরভঙ্গ এই সকল রোগ ইহাতে আরোগ্য হয়।

অতঃপর আয়ুবৃদ্ধির উপায় বলা যাইতেছে।

বিল্বপুষ্পে সহস্রবার হবণ করিয়া, সুবর্ণ সহ ঘৃত মধু সংযোগে প্রতিদিন মন্ত্রপূত পূর্ব্বক লেহন করিবে।

যৌবন কালে এক বৎসর কাল রসায়নের নিয়ম পালন করিবে।

প্রাতঃকালে স্নান করিয়া বিল্বমূলের ত্বক্‌ ও ক্বাথ দুগ্ধ সহ সেবন করিবে। চিত্তের সংযম করিয়া এই নিয়ম অবলম্বন করিলে দশ সহস্র বৎসর আয়ু হয়।

হবনান্তর মৃণালের ক্বাথ মধু ও লাজ সংযোগে সেবন করিবে। চিত্তের সংযম করিয়া এই নিয়ম অবলম্বন করিলে শত সহস্র বৎসর আয়ু হয়।

সুবর্ণ পদ্মবীজ মধু লাজ ও প্রিয়ঙ্গু একত্র করিয়া গব্য দুগ্ধ সহ পান করিলে অলক্ষ্মী দূর হয়।

নীলোৎপল দলের ক্বাথ সুবর্ণ ও তিল, পক্ব গব্য দুগ্ধের সহিত পান করিলে অলক্ষ্মী নাশ হয়। গব্য দুগ্ধ সুবর্ণ মধুচ্ছিষ্ট ও মাক্ষিক, শত সহস্রবার হবন করিয়া এই সকল একত্র পান করিবে।

ষচাঘৃত (পূর্ব্ব অধ্যায় দ্রষ্টব্য) সুবর্ণ ও বিল্বচূর্ণ একত্র সেবন করিলে মেধা আয়ু আরোগ্য পুষ্টি ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়।

তুলা পরিমিত বাসা-মূলের কাথ প্রস্তুত করিয়া তৈল পাক করিবে। সহস্র বার হবন করিয়া সেই তৈল সেবন করিলে মেধা ও আয়ু বৃদ্ধি হয়।

মধু আমলক চূর্ণ ও সুবর্ণ এই তিন একত্র প্রাশ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে আয়ু বৃদ্ধি হয়।

মধু ও সুবর্ণ যোগে শতাবরী-ঘৃত যথাসাধ্য পরিমাণে সেবন করিলে ভূপতিও বশীভূত হয়।

পদ্ম ও নীলোৎপলের ক্বাথে ও যষ্টিমধুর চূর্ণ সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া সুবর্ণ সংযোগে সেবন করিবে, এবং ঐ সকল দ্রব্য সহযোগে দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিবে। এই সকল ঔষধের দ্বারা শ্রী ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়, হস্তির ন্যায় বল হয় ও মনুষ্য দেবতুল্য হয়। সর্ব্বদা অধ্যয়ন, তত্তদ্বিষয়ের বাদানুবাদ ও অন্যান্য শাস্ত্রের আলোচনা এবং তত্তদ্বিষয়ের আচার্য্যের সেবা, ইহাতে বুদ্ধি ও মেধা বৃদ্ধি হয়। জীর্ণ হইলে ভোজন, বেগ ধারণ না করা, ব্রহ্মচর্য্য অহিংসা ও দুঃসাহসিক কার্য্য পরিত্যাগ, এই সকলের দ্বারা আয়ু বৃদ্ধি হয়।

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

স্বাভাবিক ব্যাধি প্রতিষেধনীয় রসায়ন।

পূর্ব্বকালে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ জরা মৃত্যু নাশের জন্য সোম নামক অমৃতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহার সেবনের নিয়ম বলা যাইতেছে।

এক মাত্র ভগবান্ সোম, স্থান নাম আকৃতি ও বীর্য্য ভেদে চতুর্ব্বিংশতি প্রকার। সেই চতুর্ব্বিংশতি প্রকার সোম যথা,—

অংশুমান্, ভুঞ্জমান্, চন্দ্রমা, রজতপ্রভ, দূর্ব্বাসীম, কনীয়ান, শ্বেতাক্ষ, কনকপ্রভ, প্রতানবান্, তালবৃন্ত, করবীর, অংশবান, স্বয়ম্প্রভ, মহাসোম, গরুড়াহৃত, গায়ত্রা, ত্রৈষ্টুভ, পাঙ্ক্ত, জাগত শাঙ্কর অগ্নিষ্টোম রৈবত ত্রিপদীযুক্তা গায়ত্রী এবং উড়ুপতি। এই সকল প্রকার সোম বেদোক্ত নামে খ্যাত। ইহাদিগের উপাসনার নিয়ম একই প্রকার এবং গুণও তুল্য।

উক্তাদিগের মধ্যে কোন প্রকার সোম সেবন করিতে হইলে সকল প্রকার উপকরণ ও পরিচারক বিশিষ্ট ও তিনটী আবরণে আবৃত একটী আশ্রমগৃহ নির্ম্মান করাইবে। শরীর সংশোধিত করিয়া প্রশস্ত দিনে ও শুভ ক্ষণে অংশুমন্ত গ্রহণ করিয়া, আশ্রম গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক যজ্ঞকল্পে অভিষেচন ও হবন করিবে। পরে কৃতমঙ্গল হইয়া সেই সোমকন্দ সুবর্ণ সূচীর দ্বারা বিদারণ পূর্ব্বক সুবর্ণ পাত্রে অঞ্জলি পরিমিত তাহার ক্ষীর গ্রহণ করিবে। সেই ক্ষীর আস্বাদন না করিয়া এক কালে পান করিবে। আচমনানন্তর অবশিষ্ট যাহা থাকিবে জলে নিমজ্জিত করিবে। তদনন্তর যমনিয়মের দ্বারা মন ও বাক্য সংযত করিয় আশ্রমের অভ্যন্তরে সুহৃদ্গণ বেষ্টিত হইয়া বিহার করিবে। রসায়ন পানান্তর বায়ুশূন্য স্থানে তন্মনা ও পবিত্র ভাবে সঞ্চরণ করিবে, নিদ্রা যাইবে না।

সোম রসায়ন সায়ংকালে সেবন করিলে কুশ শয্যার উপরি কৃষ্ণাজিন বিস্তীর্ণ করিয়া, তাহাতে শয়ীত ও সুহৃদ্গণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত থাকিবে।

তৃষিত হইলে পরিমিত মাত্রায় শীতল জল পান করিবে। তদনন্তর প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শান্তি,শ্রবণ করিয়া, কৃত মঙ্গল হইয়া এবং গো স্পর্শ করিয়া আসীন হইবে।

সোম জীর্ণ হইলে বমন হইতে আরম্ভ হয়। শোণিতাক্ত কৃমি মিশ্রিত বমন হইলে সায়ংকালে পাক করা শীতল দুগ্ধ পান করিবে।

তৃতীয় দিবসে কৃমি মিশ্রিত বিরেচন হয়। তদ্দ্বারা অনিষ্ট গ্রহণ বা ভোজন জন্য দোষ হইতে মুক্ত হইয়া শরীর বিশোধিত হয়। তদনন্তর সায়ং কালে স্নান করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় দুগ্ধ পান করিবে, এবং শয্যাতে পট্টবস্ত্র বিস্তীর্ণ করিয়া শয়ন করিবে। তদনন্তর চতুর্থ দিবসে শ্বয়থু জন্মে। তদনন্তর সর্ব্বাঙ্গ হইতে কৃমি নির্গত হয়। সেই দিবস পাংশু বিকীর্ণ শয্যাতে শয়ান থাকিবে। পরে সায়ংকালে পূর্ব্বের ন্যায় দুগ্ধ পান করিবে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিবসেও এই নিয়ম, তবে ভেদ এই যে পূর্ব্ব-মত দুগ্ধ দুই সন্ধ্যা পান করিবে। সপ্তম দিবসে দেহ মাংসহীন ত্বক্ ও অস্থি সার হইয়া কেবল মাত্র জীবিত থাকে। ঐ দিবসে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ দেহে পরিষেচন, তিল যষ্টিমধু ও চন্দন একত্র অনুলেপন ও দুগ্ধ পান করিবে। অষ্টম দিবসে প্রাতঃকালে দুগ্ধ পরিষেচন, চন্দন লেপন ও দুগ্ধ পান করিয়া পাংশু শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পট্টবস্ত্র-বিস্তৃত শয্যাতে শয়ন করিবে। তদনন্তর মাংস বর্দ্ধন হইতে থাকে, ও দন্ত নখ রোম পতিত হয়। নবম দিবস হইতে অভ্যঙ্গে অনুতৈল ও পরিষেচনে সোমবল্ক (শ্বেত খদির) ব্যবহার করিবে। দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত এই নিয়ম পালন করিবে। ইহাতে ত্বকের স্থিরতা হয়। ত্রয়োদশ দিবস হইতে ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত কেবল মাত্র সোমবল্কের কষায় পরিষেচনে ব্যবহার করিবে। তদনন্তর সপ্তদশ অষ্টাদশ দিবসে বৈদূর্য্য স্ফটিক তুল্য দৃঢ় দন্ত সমস্ত জন্মে। তদনন্তর পঞ্চবিংশতি দিবস পর্য্যন্ত শালিতণ্ডুল সংযোগে, দুগ্ধে যবাগু পাক করিয়া সেবন করিবে। পঞ্চবিংশতি দিবসের পর প্রাতর্ ও সায়ং কালে শালি তণ্ডুলের কোমল অন্ন দুগ্ধ সহযোগে ভোজন করিবে। তদনন্তর রক্তবর্ণ দৃঢ় নখ ও স্নিগ্ধ লক্ষণ সম্পন্ন কেশ জন্মে, এবং ত্বক্ নীলোৎপলের ন্যায় আভা বিশিষ্ট হয়। এক মাস পরে কেশ মুণ্ডন করিয়া বেনামূল চন্দন ও কৃষ্ণ তিল লেপন করিবে ও দুগ্ধে স্নান করিবে। তদনন্তর সপ্তরাত্রের পর ভ্রমরের ন্যায় স্নিগ্ধ কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চিত কেশ জন্মে। তাহার ত্রিরাত্র

পরে আশ্রমের প্রথম আবরণ হইতে বাহির হইয়া মুহূর্ত্ত মাত্র অবস্থিতি করিয়া পুনর্ব্বার প্রবেশ করিবে। তদনন্তর বলাতৈল অভ্যঙ্গার্থে পিষ্ট যব উদ্বর্ত্তনার্থে, ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ পরিষেচনার্থে, সালবৃক্ষের কষায় উৎসাদনার্থে, সৌশীর বা কূপোদক স্নানার্থ, চন্দন অনুলেপার্থে, আমলক রস মিশ্রিত যূষ বা সূপ, এবং দুগ্ধ ও যষ্টিমধু সহযোগে কৃষ্ণতিল সিদ্ধ অবচারনার্থে প্রয়োজ্য। এই নিয়মে দশ রাত্র কাল যাপন করিয়া পরে এই নিয়মেই আর দশরাত্র কাল আশ্রমের দ্বিতীয় পরিসরে অবস্থিতি করিবে। পরে তৃতীয় পরিসরে আর দশ রাত্র কাল মনঃস্থির পূর্ব্বক অবস্থিতি করিবে। কিঞ্চিৎ আতপ ও বায়ু সেবন করিয়া পুনর্ব্বার গৃহে প্রবেশ করিবে। দর্পণে আত্ম দর্শন করিবে না। পরে আর দশরাত্র ক্রোধাদি পরিত্যাগ করিয়া সকল প্রকার আহার করিবে। বল্লী প্রতান ও ক্ষুপ (ক্ষুদ্রবৃক্ষ) এই সকল আকারের সোম বিশেষতঃ ভক্ষিতব্য। তাহাদিগের সেবনের পরিমাণ সার্দ্ধ তিন মুষ্ট। অংশুমান্ সৌবর্ণ পাত্রে, এবং চন্দ্রমা রজত পাত্রে অভিষেচন পূর্ব্বক সেবন করিবে। ইহাতে অষ্টৈশ্বর্য্য ও ঈশানত্ব প্রাপ্ত হয়। অবশিষ্ট সকল প্রকার সোম তাম্র পাত্রে বা মৃন্ময় পাত্রে ভোজন করিবে। শূদ্র ব্যতীত অন্য তিন বর্ণ সোম পান করিতে পারে। সোম পান করিয়া চতুর্থ মাসে পৌর্ণমাসী তিথিতে পবিত্র দেশে ব্রাহ্মণ সমূহের অর্চ্চনা করিয়া আশ্রম গৃহ হইতে নির্গত হইবে।

ঔষধ সমূহের পতি সোম সেবিত হইলে নূতন দেহ হইয়া দশ সহস্র বর্ষ জীবিত থাকে। অগ্নি জল বিষ শস্ত্র বা কিছুতেই তাহার আয়ুঃক্ষয় করিতে সমর্থ হয় না। সহস্র কুঞ্জরের বল দেহে জন্মে। গতি অপ্রতিহত হয়, এমন কি ক্ষীরোদ সাগর ইন্দ্রালয় ও উত্তর কুরু পর্য্যন্ত ও গমন করিতে পারে। কন্দর্পের ন্যায় রূপ ও চন্দ্রের ন্যায় কান্তি ধারণ করে, এবং তাহার দর্শনে জন গণের মন আহ্লাদিত হয়। সাঙ্গোপাঙ্গ বিশিষ্ট নিখিল বেদ তাহার আয়ত্ত হয়, এবং

সেই ব্যক্তি দেবতার ন্যায় অমোঘ-সংকল্প হইয়া অখিল জগতে বিচরণ করে।

সকল প্রকার সোমেরই পঞ্চদশ পত্র। সেই পত্র গুলি শুক্লপক্ষে জন্মে এবং কৃষ্ণ পক্ষে পতিত হয়। শুক্ল পক্ষের প্রতিদিন এক একটী করিয়া পত্র জন্মিয়া পৌর্ণমাসির দিনে পঞ্চদশ সম্পূর্ণ হয়। কৃষ্ণ পক্ষের প্রতিপদ হইতে প্রতিদিন একএকটী করিয়া পত্র শীর্ণ হইয়া কৃষ্ণ পক্ষের শেষে কেবল লতা মাত্র অবশেষে থাকে।

অংশুমান্—ঘৃত গন্ধ বিশিষ্ট, রজত প্রভ—কন্দবিশিষ্ট, সেই কন্দের আকার কদলীর ন্যায়। ভুঞ্জবান্—লশুনের ন্যায় পত্র বিশিষ্ট, চন্দ্রমা কনকের আভা বিশিষ্ট, সর্ব্বদা জলে জন্মে। গরুড়াহৃত ও শ্বেতাক্ষ—উভয়েই দেখিতে সর্পনির্ম্মোক তুল্য বৃক্ষাগ্রে লম্বিত হইয়া থাকে। অন্য সকল প্রকার সোম বিচিত্র বর্ণের মণ্ডলের দ্বারা চিত্রিত। সকল প্রকার সোমের পঞ্চদশ পত্র ও ক্ষীর কন্দ লতা ও বিবিধ প্রকার পত্র বিশিষ্ট।

হিমালয় সহ্য মহেন্দ্র মলয় শ্রীপর্ব্বত দেবগিরি দেবসহ পারিপাত্র বিন্ধ্য, এই সকল পর্ব্বতে ও দেবসুন্দ নামক হ্রদে, বিতস্তা নদীর উত্তরে যে পর্ব্বত আছে সেই পর্ব্বতে, এই সকল স্থানে সোম পাওয়া যায়। চন্দ্রমা নামক সোম সিন্ধু নামক মহানদে হঠবৎ ভাসিয়া থাকে, সে স্থানে ভুঞ্জবান ও অংশুমানও পাওয়া যাইতে পারে। কাশ্মীরে ক্ষুদ্র মানস নামে যে দিব্য সরোবর আছে তাহাতে গায়ত্র্যা ত্রৈষ্টুভ, পাংক্ত জাগত ও শাক্কর এবং অন্যান্য সোমও পাওয়া যায়। অধার্ম্মিক কৃতঘ্ন বৈদ্যদ্বেষী বা ব্রাহ্মণ দ্বেষী সেই সকল লোকসোম দেখিতে পায় না।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

নিবৃত্ত সন্তাপীয় রসায়ন।

দেবতাগণ যেমন সন্তাপ শূন্য হইয়া স্বর্গে বিচরণ করেন এই সকল ঔষধ (রাসায়নিক) প্রাপ্ত হইলে মানব গণও সেই রূপ পৃথিবীতে বিচরণ করিতে পারে।

নিম্ন লিখিত সাতটী ব্যক্তির রসায়ন সেবন ঘটে না। যথা,—অনাত্মবান্ দরিদ্র প্রমাদী ক্রিড়াশক্ত পাপকারী ও ভেষজাপমানী। ইহাদিগের রসায়ন সেবন না ঘটিবার পক্ষে কারণ যথা,—অজ্ঞানতা অনারম্ভ, অস্থির চিত্ততা, দরিদ্রতা অনায়ত্ততা অধার্ম্মিকতা ও ঔষধের অপ্রাপ্তি।

রসায়নিক ঔষধ সমস্ত যথা,—শ্বেতকাপোতী, কৃষ্ণকাপোতী, গোনসী বারাহী কন্যা ছত্রা অতিছত্রা করেণু অজা চক্রকা আদিত্য-পর্ণিনী ব্রহ্মসুবর্চ্চলা শ্রাবণী মহাশ্রাবণী গোলোমী অজলোমী মহা-বেগবতী, এই অষ্টাদশ সোমতুল্য বীর্য্য বিশিষ্ট মহৌষধ বলিয়া খ্যাত। সোমের ন্যায় তাহাদিগের সকল ক্রিয়াও স্তুতি-শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া ক্ষীরবতী ঔষধ সকলের ক্ষীর কুড়ব পরিমাণে এককালে পান করিবে। যে সমস্ত ঔষধ ক্ষীরহীন মূল বিশিষ্ট, তাহাদিগের প্রদেশীনি প্রমাণ তিনটী কাণ্ড ভক্ষণ করিবে। শ্বেত কাপোতীর মূল ও পত্র সমেত ভক্ষণ করিবে। গোলসী অজগরী কৃষ্ণ কপাতী ইহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া সনখ-মুষ্টি (১) পরিমাণে গ্রহণ করিয়া দুগ্ধে সিদ্ধ করিবে (২)। পরে দুগ্ধ স্রাবিত করিয়া লইয়া এক কালে পান করিবে। চক্রকার দুগ্ধ একবার মাত্র পান করিবে। ব্রহ্মসুবর্চ্চল সপ্ত রাত্র সেবন করিবে।

---

(১) অঙ্গুলি প্রসারিত রাখিয়া মুষ্টি বন্ধন (মুটো) করিয়া তাহাতে যত ধরে।
(২) সিদ্ধ করিবার প্রণালী পরে স্নেহ পাক বিধি অধ্যায়ে কথায় কল্প দেখ।

এই সকল ঔষধ সেবন করিলে শরীর যুবার ন্যায়, সিংহ বিক্রান্ত ও মনোহর হয়, শ্রুতি-নিগাদী হয় এবং দ্বিসহস্র বৎসর আয়ু হয়। আভরণ কুণ্ডল কিরীট মাল্য চন্দন ও বস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক জলদ-সঞ্চরণ-পথাতীত নভস্থলে অমোঘ সঙ্কল্প হইয়া বিচরণ করে। নভোমণ্ডলের যে পথে জল-বিলম্বিত জলদমালা ও পক্ষী সমস্ত বিচরণ করে, ওষধি-সিদ্ধ বা সোম-সিদ্ধ ব্যক্তিরও সেই পথে গতি হয়।

অতঃপর সকল ঔষধের বিজ্ঞানের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ বলা যাইতেছে। কপিল বর্ণের বিচিত্র মণ্ডলবিশিষ্ট, পঞ্চপত্র বিশিষ্ট সর্পাকার ও পঞ্চ অরত্নি (১) প্রমাণ পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়, ইহাকে অজগরী বলা যায়। নিষ্পত্র, কনকের ন্যায় আভা-বিশিষ্ট, দুই অঙ্গুল পরিমিত মূল-বিশিষ্ট সর্পের ন্যায় আকার, ও অন্তভাগ লোহিত বর্ণ, ইহাকে শ্বেতকপোতী বলে। দ্বিপত্রী, মূলজাতা, অরুণবর্ণা, কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডল-বিশিষ্টা, দুই অরত্নি প্রমাণ দীর্ঘা, ও গোনসের (মণ্ডলী বেড়া সাপ) ন্যায় আকৃতি, ইহাকে গোনসী বলে। সক্ষীরা রোম-যুক্তা মৃদ্বী ও ইক্ষুরসের ন্যায় রস-বিশিষ্টা, ইহাকে কৃষ্ণকাপোতী বলে। এক পত্রা মহাবীর্য্যা অঞ্জনপ্রভা কন্দজাতা এবং শ্বেত কাপোতীতে সংস্থিত, ছত্রা ও অতিছত্রা উভয়েরই এই লক্ষণ। ইহাদিগের দ্বারা জরা মৃত্যু নিবারিত হয়। ময়ূরের লোমের ন্যায় মনোহর দ্বাদশটী পত্র-বিশিষ্ট, কন্দজাত, ও স্বর্ণবর্ণ ক্ষীর-বিশিষ্ট, ইহাকে কন্যা নামা মহৌষধি বলে। দ্বিপত্রী, হস্তিকর্ণ পলাশের ন্যায় পত্র, প্রচুর ক্ষীর-বিশিষ্ট, ও গজাকৃতি কন্দ, ইহাকে করেণু বলে। অজার স্তনের ন্যায় কন্দ, সক্ষীরা, চন্দ্র শঙ্খের ন্যায় শ্বেত অথচ পাণ্ডুর, এবং হ্রস্ব বৃক্ষের আকার, ইহাকে অজা নামক ওষধি বলে। শ্বেতবর্ণ বিচিত্র পুষ্প বিশিষ্ট, কাকাদনীর ন্যায় ক্ষুদ্র বৃক্ষ, ইহাকে চক্রকা বলে; ইহার দ্বারা জরা মৃত্যু নাশ হয়। আদিত্য-পর্ণিনী,—মূল বিশিষ্টা, কোমল রক্তবর্ণ পঞ্চপত্র-

(১) কূর্পর হইতে কণিষ্ঠাঙ্গুলির মূল পর্য্যন্ত হস্তকে অরত্নি প্রমাণ বলে।

বিশিষ্ঠা ও সর্ব্বদা সূর্য্যের অনুবর্ত্তিনী (১)। কনকের আভা-বিশিষ্ট, সক্ষীর ও দেখিতে পদ্মিনীর ন্যায়, এবং বর্ষার অপগমে জন্মিয়া চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হয়, ইহাকে ব্রহ্মসুর্চ্চলা কহে। অরত্নি প্রমাণ বৃক্ষ, দ্বি-অঙ্গুল পরিমিত পত্র, নীলোৎপল সদৃশ পুষ্প এবং অঞ্জন সন্নিভ ফল, ইহাকে শ্রাবণী বলে। এই সকল লক্ষণ বিশিষ্ট, অধিকন্তু কনকবর্ণ ক্ষীর-বিশিষ্ট ও পাণ্ডুবর্ণ, ইহাকে মহাশ্রাবণী বলে। গোলোমী অজলোমী রোম-বিশিষ্ট ও কন্দ সম্ভূত। বেগবতী,—মূলজাত, হংসপদী লতার ন্যায় বিচ্ছন্ন পত্র-বিশিষ্ট, অথবা সর্ব্বতোভাবে শ-স্ব-পুষ্পীর তুল্য অতিশয় বেগ-বিশিষ্ট ও সর্প নির্ম্মোক সদৃশ, বর্ষার অন্তে জন্মে।

পূর্ব্বোক্ত ওষধি সমূহের মধ্যে প্রথম যে সপ্ত প্রকার ওষধির উল্লেখ হইয়াছে তাহাদিগের উদ্ধার করিবার মন্ত্র বলা যাইতেছে। যথা,—মহেন্দ্র রামকৃষ্ণানাং ব্রাহ্মণানাং গবামপি। তপসা তেজসা বাপি প্রশাম্যধ্বং শিবায় বৈ। এই মন্ত্রের দ্বারা সকল ওষধিই উদ্ধৃত কালে অভিমন্ত্রিত করিবে। শ্রদ্ধাহীন অলস কৃতঘ্ন ও পাপকারী ইহারা সোম অথবা সোমতুল্য ওষধি প্রাপ্ত হইতে পারে না। দেবতারা পানাবশেষ অমৃত সোমে অথবা সোম তুল্য ওষধিতে ও ওষধির অধিপতি চন্দ্রে নিহিত করিয়াছেন।

দেবাসুন্দ নামক হ্রদে ও সিন্ধু নামক মহানদে, বর্ষার অন্তে ও মধ্যে ব্রহ্মসুবর্চ্চলা নামক ওষধি পাওয়া যায়। উক্ত দুই প্রদেশে আদিত্যপর্ণিনীও হেমন্তের শেষে, এবং গোনসী বর্ষার প্রারম্ভে পাওয়া যায়। কাশ্মীর প্রদেশে ক্ষুদ্র মানস নামক দিব্য সরোবরে করেণু কন্যা ছত্রা অতিছত্রা গোলোমী আজলমী ও মহাস্রাবনী প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথায় বসন্ত কালে কৃষ্ণবর্ণ নামে গোনসীও দৃশ্য হয়। কৌশিকী নদীর পারে পূর্ব্ব দিকে তিন যোজন ভূমি বল্মীকে ব্যাপ্ত।

(১) যে দিকে যখন সূর্য্য থাকেন তখন সেই দিকে নত থাকা।

সেই বল্মীকের উপরিভাগে শ্বেতকাপোতী জন্মে। মলয় ও নলসেতু নামক পর্ব্বতে বেগবতী নামক ওষধি জন্মে। কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসিতে উপবাস করিয়া তাহা ভক্ষণ করিবে। যাহার মেঘমণ্ডলভেদী শৃঙ্গে দেবতারা বিচরণ করেন, যাহা সিদ্ধগণ ঋষিগণ ও দেবগণ কর্ত্তৃক সেবিত বিখ্যাত তীর্থ সমূহে ব্যাপ্ত, যাহার ভীষণ গুহা সমস্ত সিংহ কর্ত্তৃক নিনাদিত, করিকুলালোড়িত সলিলা স্রোতস্বতী যাহার চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইতেছে, এবং বিবিধ ধাতুরোগে যাহার সর্ব্বত্র শোভিত সেই সোমগিরি ও অর্ব্বুদ গিরিতে সকল প্রকার ওষধি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নদী পর্ব্বত সরোবর পবিত্র-অরণ্য ও আশ্রম সর্ব্বত্রই ওষধি অনুসন্ধান কর্ত্তব্য। এই বসুন্ধরা সর্ব্বত্রই রত্ন ধারণ করেন।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

স্নেহপাক বিধি ও স্নেহোপযোগী চিকিৎসা।

পুরুষ স্নেহসার, প্রাণও স্নেহ-ভূয়িষ্ঠ সুতরাং স্নেহ-সাধ্য। অতএব পান অনুবাসন মস্তিষ্ক শিরোবস্তি উত্তরবস্তি নস্য কর্ণ-পূরণ দেহে অভ্যঙ্গ ও ভোজন এই সকল বিষয়ে প্রয়োজ্য।

স্নেহের উৎপত্তি দুই প্রকার,—স্থাবর ও জঙ্গম। স্থাবরের মধ্যে তিল তৈল ও জঙ্গমের মধ্যে গব্য ঘৃত প্রশস্ত।

অতঃপর স্থাবর স্নেহের প্রয়োজন ও বিধান বলা যাইতেছে।

লোধ্র এরণ্ড কোশাম্র (কেওড়া) দন্তী দ্রবন্তী (মূষিকপর্ণী) সপ্তলা (নবমালিকা) শঙ্খিনী (চোঁচ খড়িকা) পলাশ বিষাণিকা (গাড়র শিঙে) গবাক্ষী [রাখালশশা] কম্পিল্লক (কমলা গুড়ি) সম্পাক [সোঁদাল] নীলিনী [কৃষ্ণ ত্রিবৃৎ] এই সকলের স্নেহ

বিরেচনে প্রয়োজ্য। জীমূতক (মুস্তা) কুটজ কৃতবেধন (কোশাতকী বা ঝিঙ্গে) ইক্ষাকু (তিতলাউ) ধামার্গব (পীত ঘোষা ফল) মদন, ইহাদিগের স্নেহ বমনে প্রয়োজ্য। বিড়ঙ্গ খরমঞ্জরী (অপামার্গ) মধুশিগ্রু সূর্য্যবল্লী (হুঁড়হুড়ে) পীলু শ্বেত সর্ষপ ও জ্যোতিষ্মতী (লতা ফটকিরি) ইহাদিগের স্নেহ শিরোবিরেচনে প্রয়োজ্য।

করঞ্জ পূতিক কৃতমাল (সোঁদাল) মাতুলঙ্গ ইঙ্গুদী কিরাততিক্ত (চিরতা), ইহাদিগের তৈল দুষ্টব্রণে প্রয়োজ্য। তুবরক [অরহর] কপিত্থ কম্পিল্লক ভল্লাতক ও পটোল, ইহাদিগের স্নেহ মহাব্যাধিতে প্রয়োজ্য। ত্রপুস (শসা) এর্ব্বারক (কর্কটী) তুম্বী কুষ্মাণ্ড, ইহাদিগের স্নেহ মূত্র রোধে প্রয়োজ্য কপোতবঙ্কা (ব্রাহ্মী) অবল্গুজ (সোমরাজ) হরীতকী, ইহাদিগের স্নেহ শর্করাশ্মরী রোগে প্রয়োজ্য। কুসুম্ভ সর্ষপ অতসী পিচুমর্দ্দ (নিম্ব) অতিমুক্তক ভাণ্ডী কটুতুম্বী (তিত লাউ) কটভী (নফটকী) ইহাদিগের স্নেহ প্রমেহ রোগে প্রয়োজ্য।

তাল নারিকেল পনস মোচ (মোচা) পিয়াল বিল্ব মধুক (মৌল) শ্লেষ্মাতক আম্রাতক, এই সকল ফলের স্নেহ পিত্ত-সংসৃষ্ট বায়ু রোগে প্রয়োজ্য। বিভীতক ভল্লাতক পিণ্ডীতক (ময়না) ইহাদিগের স্নেহ কৃষ্ণীকরণে (১) প্রয়োজ্য। শ্রবণ কঙ্গুক (কাঙ্গনীদানা) তুণ্টুক ইহাদিগের স্নেহ পাণ্ডুকরণে প্রয়োজ্য। শিংশপা ও অগুরুকাষ্ঠের তৈল দদ্রু কুষ্ঠ ও কিটিম রোগে প্রয়োজ্য। সকল স্নেহই বায়ু শান্তিকর। তৈল গুণ সংক্ষেপতঃ বলা হইল।

তদনন্তর কষায় সংযোগে স্নেহ পাকের ক্রম বলা যাইতেছে।

কেহ কেহ বলেন যাহার কাথে তৈল প্রস্তুত করিতে হইবে তাহার ত্বক পত্র মূল একত্র লইয়া চতুর্গুণ জলে পাক করিবে।

(১) ক্ষত স্থান কালবর্ণ করিবার জন্য প্রয়োগ হয়।

জলের চতুর্থাংশ থাকিতে সেই ক্কাথ গ্রহণ করিবে (১)। ছয় প্রসৃত (২) তৈল, তাহার চতুর্গুণ পূর্ব্বোক্ত ক্কাথ ও তাহাতে চারি অক্ষ পরিমিত (৩) কল্ক দ্রব্য। এই এক প্রকার*স্নেহ পাকের বিধি। কিন্তু ইহা শাস্ত্রাসিদ্ধ প্রযুক্ত সঙ্গত নহে।

অতঃপর পলকুড়বাদির মান বলা যাইতেছে।

দ্বাদশ	১২ ধান্য	এক	১	মাসা মধ্যমা বা সুবর্ণ মাসা	
ষোড়শ	১৬ মাষাতে	এক	১	সুবর্ণ	
একবিংশতি	২১ মাষাতে	এক	১	ধরণ	
সার্দ্ধতিন	৩॥ ধরণে	এক	১	কর্ষ	
	৪ কর্ষে	এক	১	পল	
	৪ পলে	এক	১	কুড়ব	
	৪ কুড়বে	এক	১	প্রস্থ	
	৪ প্রস্থে	এক	১	আঢ়ক	
	৪ আঢ়কে	এক	১	দ্রোণ	
	১০০ পলে	এক	১	তুলা	
	২০ তুলায়	এক	১	ভার	

এই পরিমাণ শুষ্ক দ্রব্যের পক্ষে, আর্দ্র বা দ্রব দ্রব্য হইলে ইহার দ্বিগুণ লইতে হইবে।

পূর্ব্বোক্ত কোন প্রকার পরিমাণানুসারে ত্বক পত্র ও মূল সমেত ক্কাথ্য দ্রব্য লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিবে। পরে পুনর্ব্বার তাহাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড করিয়া কুট্টিত করিয়া সেই দ্রব্য অষ্ট গুণ বা ষোড়শ গুণ জলে অভিষেচন পূর্ব্বক স্থালীতে পাক করিবে।

---

(১) যথা /১ এক শের ক্কাথ্য দ্রব্য, চারি শের জলে পাক করিবে। /১ শের জল থাকিতে পাক সিদ্ধ হইবে।

(২) "প্রসৃতি" ১৬ তোলা। (৩) "অক্ষ" দুই তোলা।

*সুশ্রুত মতের ঔষধে এই পরিমাণ ব্যবহার্য্য।

জলের চতুর্থ অংশ অবশিষ্ট থাকিতে ক্বাথ পাক সিদ্ধ (১)। স্নেহের (ঘৃত তৈলের) চতুর্গুণ ক্বাথ ও চতুর্থাংশ কল্ক একত্র পাক করিবে। এই স্নেহ পাকের বিধি।

অথবা ক্বাথ্য দ্রব্যের ত্বক পত্র ও মূল সমেত এক তুলা পরিমাণ এক দ্রোণ পরিমিত জলে পাক করিবে। চতুর্থাংশ থাকিতে ক্বাথ পাক সিদ্ধ হইবে। এক কুড়ব পরিমিত স্নেহে চতুর্গুণ ক্বাথ ও এক পল পরিমিত কল্ক দ্রব্য পাক করিবে। ইহাও এক প্রকার স্নেহ পাকের ক্রম।

যে স্থলে স্নেহ ঔষধ বা জলের পরিমাণের উল্লেখ না থাকে সেই স্থলেই পূর্ব্বোক্ত বিধি অবলন করিবে। যে স্থলে কোন ঔষধের পাকার্থ কোন প্রকার দ্রব দ্রব্যের উল্লেখ না থাকে সে স্থলে জলই ব্যবহার্য্য। কল্ক বা ক্বাথের নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে সেই রোগের শমনীয় গণস্থ দ্রব্য কল্‌ক ও ক্বাথে প্রয়োগ করিবে (২)।

অতঃপর স্নেহপাকের ক্রম বলা যাইতেছে।

স্নেহপাক তিন প্রকার যথা,—মৃদু মধ্যম ও খর। কল্‌ক দ্রব্যে ও স্নেহে মিশ্রিত না হইয়া থাকিয়া, অর্থাৎ কল্‌ক নীরস হইয়া স্নেহ হইতে ভিন্ন হইয়া পড়িলে মৃদু পাক বলা যায়। কল্‌ক দ্রব্য নীরস, মধুচ্ছিষ্টের ন্যায় নির্ম্মল ও বিলেপী (চটচটে) হইলে মধ্যম পাক বলা যায়। কৃষ্ণবর্ণ অবসন্ন (ফেনা রহিত) ঈষৎ নির্ম্মল ও চিক্কণ হইলে খর পাক বলা যায়। ইহার অধিক পাক হইলে দগ্ধ-স্নেহ বলা যায়। পানে ও অভ্যবহারে মৃদু পাক সেব্য, নস্য ও অভ্যঙ্গে মধ্যম পাক ব্যবহার্য্য, এবং বস্তি ও কর্ণ পূরণে খরপাক প্রয়োজ্য।

(১) কোন প্রকার ক্বাথ পাক করিতে হইলে এই নিয়মে করিতে হইবে। তাহা তৈলে দেওয়া হউক বা অন্য কোন রূপে ব্যবহৃত হউক।

কোন প্রকার তৈলে ক্বাথ বা কল্‌ক যাহাই দিতে হউক এই নিয়মে দিতে হইবে।

(২) যথা,—বায়ু-জন্য রোগ হইলে বাত শান্তিকর গণস্থ দ্রব্য সমূহের কল্‌ক ও ক্বাথ ব্যবহার্য্য।

শব্দ রহিত ও ফেনা নিঃশেষ হইলে এবং গন্ধ বর্ণ ও রসের আবির্ভাব হইলে পাক সিদ্ধ বলিয়া জানিবে। ঘৃতের পাকও এই-রূপ জানিবে। তবে তৈলের পাক সিদ্ধের কালে অতি মাত্র ফেনা প্রাদুর্ভাব হয়। অবশিষ্ট সকল লক্ষণ ঘৃতের ন্যায়।

অতঃপর স্নেহ পানের ক্রম বলা যাইতেছে।

উদয়গিরি-শিখর-সংস্থিত সবিতৃদেব প্রতপ্ত কনক-নিকর সদৃশ পীত ও লোহিত বর্ণ ধারণ করিলে, লঘুকোষ্ঠ (যাহার কোষ্ঠ শুদ্ধি না থাকে) রোগীকে কৃত মঙ্গল ও স্বস্তি বাচন পূর্ব্বক যথা সাধ্য পরিমাণে তৈল বা ঘৃত পান করাইবে। অনন্তর উষ্ণোদকে আচমন করিয়া পাদুকা ধারণ পূর্ব্বক বিচরণ করিবে।

রুক্ষ ক্ষত বিষ-জন্য ও বাতপিত্ত বিকারে, এবং মেধা ও স্মৃতি হীন হইলে ঘৃত পান প্রশস্ত। কৃমি রোগে, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু রোগে, কফ ও মেদের বৃদ্ধি রোগে, তৈল পানাভ্যাসী তৈল পান করিবে। শরীরের দৃঢ়তার জন্যও তৈল পান করিবে। ব্যায়ামকর্ষিত, শুষ্করেতঃ রক্ত-জন্য মহাব্যাধি বিশিষ্ট, অতিশয় অগ্নি বিশিষ্ট, ও বাত প্রকৃতি, এই সকল ব্যক্তির পক্ষে বসা প্রশস্ত। ক্রূরাশয়, ক্লেশসহ বাতরোগী দীপ্তাগ্নি, ব্যক্তি, ইহাদিগের পক্ষে মজ্জা, অথবা ঔষধ-যুক্ত ঘৃত ব্যবহার্য্য। পৈত্তিকে কেবল ঘৃত, বাতিকে লবণ যুক্ত ঘৃত, এবং কফে ত্রিকটু ও ক্ষার সংযোগে ঘৃত সেবন বা প্রয়োগ করিবে। দোষের ন্যূনাধিক্য ও পরস্পরের সংমিলন বিবেচনা করিয়া, ত্রিষষ্ঠি প্রকার রসের মধ্যে কোন এক প্রকার বা দুই তিন প্রকার রস সংযোগে স্নেহ বিধান করিবে।

অতিশয় উষ্ণ বা অতিশয় শীতল কালে স্নেহ-পানশীল ব্যক্তি নির্ম্মল স্নেহ পান করিবে। শীত কাল হইলে অথবা বাতশ্লেষ্মার আধিক্য হইলে দিবাভাগে স্নেহ পান করিবে। উষ্ণ কাল হইলে বা বাত-পিত্তের আধিক্য হইলে রাত্রিকালে স্নেহ পান করিবে। বাতপিত্তের

আধিক্যে উষ্ণ কালে স্নেহ পান করা তৃষ্ণা মূর্চ্ছা ও উন্মাদকর, এবং শীত কালে বাতশ্লেষ্মা রোগীর পক্ষে স্নেহ পান করা গৌরব অরুচি ও শূল-জনক। এইরূপ অবৈধ স্নেহ পান জন্য উল্লিখিত উপদ্রব সকলের শান্তি না হইলে উষ্ণোদক পান করিয়া বমন করিবে। অথবা শীতল প্রদেহ মস্তকে প্রয়োগ করিবে, বা শীতল জলে অবগাহন করিবে। স্নেহের যে মাত্রা দিবার চতুর্থ ভাগে পরিপাক হয়, তাহা অগ্নির দীপ্তি-কর এবং অল্প দোষে প্রশস্ত, যে মাত্রা অর্দ্ধ দিবসে জীর্ণ হয়, তাহা তেজস্কর ও পুষ্টিকর এবং মধ্যদোষে প্রশস্ত, যে মাত্রা দিবসের তৃতীয় ভাগে জীর্ণ হয় তাহা স্নেহনীয় ও বহু দোষের পক্ষে প্রশস্ত, ও যে মাত্রা সমস্ত দিবসে পরিপাক হয় গ্লানি মূর্চ্ছা বা উন্মত্ততা ব্যতীত অপর সকল রোগে ইহা প্রশস্ত। যে মাত্রা দূষিত না হইয়া (১) অহো-রাত্রের মধ্যে পরিপাক পায়, তাহাতে কুষ্ঠ বিষ উন্মাদ ও অপস্মার নাশ হয়। রোগী যে পরিমাণে পরিপাক করিতে পারিবে, প্রথমতঃ সেই পরিমাণ স্নেহ পান করাইবে। অত্যন্ত অধিক পরিমাণে স্নেহ পান করিলে প্রাণ সংশয় হয়। মিথ্যাচার প্রযুক্ত বা পরিমাণের বাহুল্য প্রযুক্ত স্নেহ পরিপাক না হইলে, অথবা অত্যন্ত বিষ্টব্ধ থাকিয়া জীর্ণ হইতে থাকিলে, উষ্ণোদক পান করিয়া বমন করিবে। পরিপাক হইল কি না এরূপ সংশয়ের স্থলে উষ্ণ জল পান করিবে, তাহাতে উদ্গার সংশোধিত হয়, এবং অন্নে রুচি জন্মে। পরিপাক কালে যদি তৃষ্ণা দাহ ভ্রম অবসাদ অরতি ও ক্লান্তি এই সকল উপদ্রব জন্মে তবে উষ্ণ জল পরিষেচন করিবে। স্নেহ জীর্ণ হইলে, অল্প তণ্ডুল-বিশিষ্ট উষ্ণ যবাগু প্রচুর পরিমাণে পান করিবে। অথবা সুগন্ধ-যুক্ত স্নেহ-বর্জ্জিত বা অত্যল্প স্নেহ-বিশিষ্ট সূপ বা যূষ সেবন করিবে, অথবা কেবল যবাগু পান করিবে। এই রূপে সপ্তরাত্র সেবন করিলে স্নেহ অভ্যস্ত হয়। সুকুমার কৃশ বৃদ্ধ শিশু স্নেহ-দ্বেষী বা তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে উষ্ণকালে

(১) অন্নরসে পরিণত না হইয়া।

অম্লের সহিত পান করাইবে। পিপ্‌পলী গজ-পিপ্‌পলী লবণ স্নেহ ও দধিমস্তুক একত্র পান করাকে সদ্যস্নেহন (১) বলা যায়। মাংস ভর্জ্জন করিলে যে রস নিঃসৃত হইবে, সেই রসে পিষ্ট-যবের যূপ প্রস্তুত করিবে, মধু সংযোগে সেই যূপ পান করিলে সদ্য স্নেহন হয়। পিষ্ট-যব অল্প তণ্ডুল ও ঘৃত সহ সিদ্ধ করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে পান করিবে, ইহাতে সদ্যস্নেহন হয়। ঘৃতভাণ্ডে শর্করা চূর্ণ রাখিয়া তাহাতে গব্য-দুগ্ধ দোহন করিয়া পান করিবে ইহাতে রুক্ষ শরীরে সদ্য স্নেহন কার্য্য সম্পাদিত হয়। যব কোল কুলথ দধি সুরা ও ঘৃত প্রত্যেক সমভাগ ও দুগ্ধ দুই ভাগ (২) একত্র পাক করিলে ঘৃত অবশিষ্ট থাকিবে। সেই ঘৃত পাক করিলে সদ্য স্নেহন হয়। রাজা বা রাজসদৃশ ব্যক্তির পক্ষে এই ঘৃত সেবনীয়। বলহীন, বৃদ্ধ, মন্দাগ্নি-বিশিষ্ট ব্যক্তি বা স্ত্রীলোকের পক্ষে এবং অল্প দোষ-বিশিষ্ট রোগে পূর্ব্বোক্ত স্নেহন কার্য্য প্রয়োজ্য। অজীর্ণ রোগে, উদর-রোগে, এবং জ্বর-রোগে অরোচক উন্মাদ রোগে ও বমন রোগে, এবং দুর্ব্বল, স্থূল, পিপাসার্ত্ত শ্রান্ত ও মদ্য পানে ক্লান্ত ব্যক্তির পক্ষে, স্নেহন কার্য্য পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। বস্তি-ক্রিয়া প্রয়োগ করিলে, বিরেচন বা বমন করাইলে, এবং অকালে বা মেঘাচ্ছন্ন দিবসে স্নেহ পান কর্ত্তব্য নহে। অকালে (৩) স্ত্রীলোক প্রসব করিলে স্নেহ পান পরিত্যাগ করিবে। প্রসবান্তে গর্ভাশয়ে রক্ত ক্লেদ বা মল অবশিষ্ট থাকিলে রুক্ষ পাঁচন ব্যবহার্য্য। এমত স্থলে দশরাত্রের পর স্নেহ ব্যবহার করিবে। পুরীষ গ্রন্থি-যুক্ত হইলে, শরীর রুক্ষ হইলে, কষ্টে অন্ন পরিপাক হইলে বিবর্ণ ও দুর্ব্বল হইলে রুক্ষ বলা যায়। গ্লানি, অঙ্গের অবসাদন, অধোভাগে স্নেহ নিঃসরণ, এবং স্নেহ

(১) অতিশয় রুক্ষ শরীর স্নিগ্ধ করাকে স্নেহন বলা যায়।

(২) অর্থাৎ অন্যান্য দ্রব্য প্রত্যেকে /১ এক শের লইতে হইলে দুগ্ধ /২ দুই সের লইতে হইবে।

(৩) যে কালে স্নেহ পান নিষিদ্ধ।

দ্বেষ, শরীর সম্যক স্নিগ্ধ হইলে এই সকল লক্ষণ হয়। অন্নে অরুচি, মুখস্রাব, মলদ্বারে দাহ, মলবেগ ও পুরীষের অতিশয় প্রবৃত্তি, শরীর হঠাৎ অতিশয় স্নিগ্ধ হইলে এই সকল লক্ষণ ঘটে। রুক্ষ হইলে স্নেহের দ্বারা স্নিগ্ধ করিবে, এবং স্নিগ্ধ হইলে শ্যামাক ও কোরদূষক ধান্যের অন্ন, তক্র পিণ্যাক (পিষ্ট সর্ষপ) ও শক্তুর দ্বারা রুক্ষ করিবে (১)।

অগ্নির দীপ্তি, কোষ্টের বিশুদ্ধতা, সকল ধাতুর পুষ্টি দেহের বল ও বর্ণ, ইন্দ্রিয়ের দ্রাঢ্যতা, সহসা জরাগ্রস্ত না হওয়া ও শত বৎসর আয়ু হওয়া, স্নেহোপযোগী পুরুষের এই সকল লক্ষণ জন্মে। রোগ প্রযুক্ত কৃশীভূত ব্যক্তির অগ্নিমান্দ্য হয়, এবং বলবান ব্যক্তিরও আহারের দোষে অগ্নিমান্দ্য হয়, এই দুই সহসা আরোগ্য হয় না। ইহাদিগের পক্ষে স্নেহই হিতকর।

দ্বাত্রিংশদ্ অধ্যায়।

স্বেদ প্রয়োগের প্রণালী।

স্বেদ চারি প্রকার যথা,—তাপস্বেদ উষ্ণস্বেদ উপনাহস্বেদ ও দ্রবস্বেদ। ইহাদিগের মধ্যে কোন এক প্রকার স্বেদের বিধান থাকিলে, সে স্থলে অন্য প্রকার স্বেদ নিষিদ্ধ বলিয়া জানিবে।

তাপস্বেদ। হস্ত কাংশ কন্দ কপাল-খণ্ড বালুকা বা বস্ত্র ইহাদিগের কোন একটী উত্তপ্ত করিয়া, তদ্দ্বারা তাপনীয় স্থানে তাপ প্রয়োগ করিবে। অথবা রোগীকে শয়ন করাইয়া তাহার অঙ্গে খদিরাঙ্গারের তাপ প্রয়োগ করিবে।

উষ্ণস্বেদ। কপাল-খণ্ড, পাষাণ ইষ্টক বা লৌহপিণ্ড অগ্নিবর্ণ করিয়া জল বা অম্ল দ্রব্য অভিষেচন করিবে। পরে অঙ্গের যে স্থানে

---

(১) ইহাতে বিবেচনা হয় যে শরীর হঠাৎ স্নিগ্ধ হইলেই সদ্য আমাশয় জন্মে। তাহাতে রুক্ষ কার্য্য বিধেয়।

তাপ দিতে হইবে তাহা আর্দ্র অলক্তকে বেষ্টিত করিয়া, তাহার উপরি সেই স্বেদ প্রয়োগ করিবে। মাংসরস দুগ্ধ দধি ধান্যাম্ল বা বাতনাশক দ্রব্যের বা পত্রভঙ্গের কাথ (১) সহ কুম্ভী উত্তপ্ত করিয়া বস্ত্রে আবরণ পূর্ব্বক স্বেদ প্রয়োগ করিবে। অথবা কলসী মধ্যে স্বেদনীয় দ্রব্য স্থাপন করিয়া তাহার মুখ-রুদ্ধ করিয়া অধোমুখে রাখিবে। সেই কলসীর পার্শ্বে ছিদ্র করিয়া, হস্তী-শুণ্ডাকার নল তাহাতে প্রবিষ্ট করিয়া, তদ্দ্বারা স্বেদ প্রয়োগ করিবে।

বাত রোগীকে স্বেদ দিতে হইলে, তৈলাদির (২) দ্বারা শরীর অভ্যক্ত করিয়া ও গুরুতর আবরণে দেহ আবৃত করিয়া সচ্ছন্দ ভাবে উপবেশন করাইবে। তদনন্তর হস্তি-শুণ্ডাকৃতি নলের দ্বারা স্বেদ প্রয়োগ করিবে। নলের পরিমাণ অর্দ্ধ ব্যাম, ত্রিবঙ্ক ও আকার হস্তীর শুণ্ডের ন্যায়। সূক্ষ্ম-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বা হস্তি-শুণ্ডাকৃতি নলই স্বেদে প্রশস্ত। অথবা রোগীর শরীরের দৈর্ঘ পরিমিত ভূমি খদির-কাষ্ঠে দগ্ধ করিয়া, দুগ্ধ ধান্যাম্ল ও জলে অভিষিক্ত করিয়া ও তাহা পত্রভঙ্গের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া তদুপরি রোগীকে শয়ন করাইয়া স্বেদ দিবে। অথবা শিলা-খণ্ড পূর্ব্ববৎ খদির কাষ্ঠের অঙ্গার উত্তপ্ত করিয়া, ভস্ম অপসরণ পূর্ব্বক রোগীকে তদুপরি শয়ন করাইয়া স্বেদ দিবে। অথবা পূর্ব্বের ন্যায় গুরুভার বস্ত্রের দ্বারা কুটী বা চতুর্দ্বার বিশিষ্ট আবরণী (৩) নির্ম্মাণ করিয়া রোগীকে তাহার মধ্যে বসাইবে। তাহার চতুর্দ্দিকে অগ্নি রাখিয়া স্বেদ প্রয়োগ করিবে।

অথবা ধান্য উপস্বিন্ন করিয়া (ভাপাইয়া) (৪), কিলিঞ্জে অথবা

(১) কুঙ্কুম মৃগনাভি চন্দন প্রভৃতি একত্র করিয়া পত্রভঙ্গ বলা যায়। ইহা পূর্ব্বে গণ্ডদেশে চিত্রিত করণে ব্যবহার হইত।

(২) রোগের অধিকারে যে রূপ ঘৃত তৈলাদি বিহিত হইয়াছে তাহাই স্থলে ব্যবহার্য্য।

(৩) মোটা কাপড়ের ঘেরা বা ক্ষুদ্র গৃহ।

(৪) ধান্য জলে সিদ্ধ করাকে ভাপান বলে।

সেই মত অন্য কোন শয্যায় রোগীকে শয়ন করাইয়া তদ্দ্বারা স্বেদ প্রয়োগ করিবে। এই রূপে পাংশু গোময় তুষ বুস বা পললের দ্বারা স্বেদ প্রয়োগ করিবে।

উপনাহ স্বেদ। বাতনাশক ঔষধের মূল অম্লরসে পিষিয়া কল্ক প্রস্তুত করিবে। তাহাতে প্রচুর লবণ ও ঘৃতাদি সংযোগে স্নিগ্ধ করিয়া সুখোষ্ণ থাকিতে স্বেদনীয় স্থানে প্রয়োগ করিবে। এই প্রকার কাকোল্যাদি গণ বা সুরসাদিগণ বা তিল অতসী বা সর্ষপের কল্ক, কৃশরা পায়স বেসবার বা শালণ সূক্ষ্ম বস্ত্রে বন্ধন করিয়া স্বেদ প্রয়োগ করিবে।

দ্রবস্বেদ। বায়ু শান্তিকর ঔষধের ঈষদুষ্ণ ক্বাথে কটাহ বা দ্রোণী পূর্ণ করিয়া, তন্মধ্যে রোগীকে অবগাহন করাইয়া স্বেদ দিবে। এই রূপ দুগ্ধ মাংসরস যূষ তৈল ধান্যাম্ল ঘৃত বসা মূত্র প্রভৃতিতে অবগাহন করাইয়া ঈষদুষ্ণ ক্বাথ (বাতাম্ল-দ্রব্যের) পরিষেচন করিবে।

এই চতুর্ব্বিধ স্বেদের মধ্যে তাপস্বেদ ও উষ্ণস্বেদ বিশেষতঃ শ্লেষ্মঘ্ন, ও উপনাহ স্বেদ বাতঘ্ন। বায়ু বা শ্লেষ্মার সহিত পিত্ত সংসৃষ্ট হইলে, বায়ু-শূন্য স্থানে বা আতপে গুরুভার-বিশিষ্ট আবরণে আবৃত করণের দ্বারা, অথবা যুক্ত পথশ্রম ব্যায়াম ভারবহন বা ক্রোধোৎপাদনের দ্বারা স্বেদ নিঃসারিত করিবে।

পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ স্বেদ দুই প্রকারে প্রয়োগ করা যায়, সর্ব্বাঙ্গে ও দেহের কোন অঙ্গে। যে সকল রোগীকে নস্য বস্তি অথবা শোধনী প্রয়োগ করা হায়, তাহাদিগকে পূর্ব্বে স্বেদ প্রয়োগ করিবে। দেহ হইতে শল্য আহরণ করিলে বা অনুপদ্রব মূঢ়গর্ভ নির্গত হইলে, অথবা কালে সুপ্রসূতা হইলে পশ্চাতে স্বেদ প্রয়োগ করিবে (১)।

(১) স্ফোটকাদি হইতে পূয়াদি নিঃসরণ বা দেহ হইতে কণ্টকাদি উদ্ধৃত হইলে স্বেদ প্রয়োগ করিবে। এবং গর্ভস্রাব বা সুপ্রসূতা হইলে দুষ্ট শোণিত বদ্ধ থাকা জন্য যন্ত্রণা হইলে পক্বাশয়ের উপরি স্বেদ-বিধেয় সর্ব্বাঙ্গে উষ্ণ জলও সূতিকাবস্থার প্রথমে পরিষেচন করিবে গর্ভ ব্যাকরণ অধিকার দ্রষ্টব্য।

ভগন্দর অশ্মরী ও অর্শ রোগে শস্ত্রপাতের পূর্ব্বে ও পরে স্বেদ প্রয়োগ করিবে। অপরাপর যে সকল রোগে যে রূপ স্বেদ প্রয়োগ করিতে হয় তাহা সেই সকল রোগের অধিকারে বলা হইয়াছে।

দেহ অভ্যক্ত বা স্নিগ্ধ না করিয়া কোন মতেই স্বেদ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। অগ্নির দীপ্তি, কোমলতা, ত্বকের প্রসন্নতা, অন্নে রুচি, শ্রোতপথের (শরীরের দ্বার), নির্ম্মলতা, তন্দ্রানাশ, স্তব্ধ-সন্ধির সচলতা, স্বেদ প্রায়াগে এই সকল ফল হয়। স্নেহ-জন্য ক্লেদ, ধাতু সংস্থিত সকল দোষ, অথবা স্বস্থানে-স্থিত অথবা মার্গে লীন যে সকল দোষ, সম্যক স্বেদ প্রয়োগের দ্বারা সেই সকল দোষ দ্রব হইয়া কোষ্ঠদেশে গমন করে। স্বেদের আস্রাব, ব্যাধির হানি, দেহের লঘুতা, শীতল দ্রব্যের অভিলাষ ও দেহের কোমলতা, সম্যক পরিমাণে স্বেদ প্রযুক্ত হইলে এই সকল লক্ষণ হয়। মিথ্যা স্বেদ প্রয়োগ করিলে (১) ইহার বিপরীত ফল হয়। অতিরিক্ত স্বেদ প্রয়োগ করিলে সন্ধিপীড়া বিদাহ, স্ফোটৎপত্তি, পিত্ত-রক্তের প্রকোপ, মূর্চ্ছা ভ্রান্তি দাহ তৃষ্ণা ও ক্লান্তি, এই সকল লক্ষণ ঘটে। ইহাতে শীঘ্রই শীতল ক্রিয়া কর্ত্তব্য। পাণ্ডু মেহ পিত্তরক্ত ক্ষয় অজীর্ণ উদর-রোগ বিষ-রোগ তৃষ্ণা বমন বা অতিসার এই সকল রোগে, অথবা ক্ষীণ গর্ভিণী বা পীত-মদ্য ব্যক্তিকে স্বেদ প্রয়োগ করিবে না। স্বেদ প্রয়োগ করিলে দেহ নাশ হয় অথবা রোগ অসাধ্য হয়। ইহাদিগের মধ্যে কোন রোগ স্বেদ সাধ্য হইলে, হৃদয়ে মুষ্ক ও চক্ষু ভিন্ন সর্ব্বাঙ্গে মৃদু স্বেদ প্রয়োগ করিবে। যে কোন প্রকার স্বেদ প্রয়োগ করিতে হউক, ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইলে পর বায়ুশূন্য স্থান প্রয়োগ করিবে, এবং তৎকালে শীতল বস্ত্রের (আর্দ্র) দ্বারা চক্ষুদ্বয় আচ্ছাদিত রাখিবে, ও বক্ষঃ স্থানে মুহুর্মুহু শীতল স্পর্শ করাইবে। স্বেদ প্রয়োগ কালে স্বেদনীয় স্থানে স্নেহ অভ্যক্ত করিবে। সম্যক রূপে স্বেদ প্রয়োগ করা

নিষ্প্রয়োজনে স্বেদ প্রয়োগ করিলে।

হইলে ও তদ্দ্বারা শরীর কোমল হইলে, উষ্ণোদকে অল্পে অল্পে স্নান করা কর্ত্তব্য। স্বেদ প্রয়োগ করা হইলে দেহ অভ্যক্ত করিয়া ও আবৃত করিয়া নির্বাত স্থানে থাকিবে, এবং অনভিষ্যন্দি দ্রব্য ভোজন করিবে। অবস্থানুসারে প্রয়োজন হইলে অন্য প্রকার আহারের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

ত্রয়স্ত্রিংশদধ্যায়।

বমন বিরেচন সাধ্য উপদ্রবের চিকিৎসা।

দেহস্থ বায়ু পিত্ত কফ এই তিন দোষের কোন একটি দোষ অধিকতর পরিমাণে ক্ষয় হইলে তাহার বৃদ্ধি করা, কোন দোষ কুপিত হইলে তাহার সাম্য করা, বৃদ্ধি হইলে নির্হরণ করা এবং তাহাদিগের সকলকে সমান ভাবে রক্ষা করাই চিকিৎসার উদ্দেশ্য। দোষ নির্হরণ করিতে হইলে বমন বিরেচনই প্রধান উপায়। অতএব তাহাদিগের প্রয়োগের বিধি বলা যাইতেছে।

রোগীর দেহ স্নিগ্ধ করিয়া স্বেদ প্রয়োগ পূর্ব্বক অভিষ্যন্দি আহার প্রদান করিবে (১)। তাহাতে দেহস্থ সকল বদ্ধ দোষ শিথিল হয়। অনন্তর কোন প্রকার জঘণ্য দ্রব্য সেবন করিতেছি জ্ঞান করিয়া বমনের ঔষধ সেবন করিবে। তীক্ষ্ণাগ্নি, বলবান, বহু-দোষ-বিশিষ্ট এবং মহাব্যাধি পীড়িত, এই সকল ব্যক্তির পক্ষে বমন প্রশস্ত। বিবিধ প্রকার কোমল আহার-জনিত দোষে ক্লিষ্ট হইলে, দেহ স্নিগ্ধ করিয়া স্বেদ প্রয়োগ পূর্ব্বক বমনের ঔষধ সেবন করাইবে। স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগের পর দিবসে প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের পর বমন দ্রব্যের কষায় কল্ক বা চূর্ণ স্নেহের সহিত পান করাইয়া বমন

---

(১) অভিষ্যন্দী আহার দ্রব্য গুণে দ্রষ্টব্য

করাইবে। কোষ্ঠবিশেষে (১) দুর্গন্ধ ঘৃণা-জনক ও কুদৃশ্য বমন দ্রব্য বিধান করিবে। বিরেচনে ইহার বিপরীত নিয়ম অর্থাৎ ঘৃণা জন্মান বিধেয় নহে।

সুকুমার কৃশ বালক বৃদ্ধ ও ভীরু, ইহাদিগের বমনসাধ্য রোগে দুগ্ধ দধি তক্র বা যবাগু আকণ্ঠ পান করাইবে। তদনন্তর ঔষধ সেবন করাইয়া অগ্নি-তপ্ত হস্তের দ্বারা তাহার শরীর তাপিত করিয়া মুহূর্ত্ত কাল অপেক্ষা করিবে। অনন্তর শরীরে ঘর্ম্ম হইতে থাকিলে শরীর শিথিল হইয়া সমস্ত দোষ স্ব স্ব স্থান হইতে প্রচলিত হইয়া কুক্ষি দেশে গমন করিতেছে জানিবে। পরে বমনের ইচ্ছা জন্মিলে ভূমিতে জানুমাত্রাসনে উপবেশন করিবে। অপরে তাহার ললাট পৃষ্ঠ পার্শ্ব ও কণ্ঠ ধরিয়া থাকিবে। পরে অঙ্গুলি এরণ্ড বা উৎপল নাল, ইহাদিগের মধ্যে কোন একটী কণ্ঠপর্য্যন্ত প্রবিষ্ট করিয়া নিঃশেষে বমন করাইবে, যাবৎ পর্য্যন্ত সম্যক বান্তের লক্ষণ না জন্মে।

কফপ্রসেক হৃদয়ের অবিশুদ্ধতা ও কণ্ডু, বমন সম্যক না হইলে এই সকল লক্ষণ ঘটে। পিত্তের অতিযোগ সংজ্ঞা-হীনতা হৃদয় ও কণ্ঠ-দেশের পীড়া, অতিশয় বমনে এই সকল উপদ্রব ঘটে। কফের অনুগত হইয়া পিত্ত নিঃসৃত হইলে, হৃদয় কণ্ঠ ও শিরোদেশ বিশুদ্ধ হইলে, এবং দেহ লঘু হইলে ও তাহাতে কফের সংস্রব থাকিলে, সম্যক্ রূপে বমন হইয়াছে জানিবে।

সম্যক্ রূপে বমন হইলে, স্নেহন বিরেচন শমনীয় বা ধূম ইহাদিগের মধ্যে কোন একটী যথাসাধ্য পরিমাণে পান করাইয়া, যে রূপ আহারে থাকিতে হইবে তাহার উপদেশ দিবে।

তদনন্তর অপরাহ্ন কালে শুচি ও শুদ্ধ-দেহ হইয়া উষ্ণ জল গাত্রে পরিষেচন পূর্ব্বক কুলথ মুদ্গ বা আঢ়কি, জাঙ্গল পশুমাংসের যূষ

(১) শারীর স্থানে হৃদয়কেও কোষ্ঠ বলে। এ স্থলে তাহাই অভিপ্রেত। হৃৎকোষ্ঠস্থিত দোষ বিবেচনা করিয়া সামান্য বা গুরুতর বমন প্রয়োগ করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য।

বা রস সহ ভোজন করিবে। কাস উপলেপ (কণ্ঠে শ্লেষ্মা সঞ্চয়) স্বর-ভেদ নিদ্রা তন্দ্রা আস্য-দৌর্গন্ধ, বিষের উপদ্রব, কফ প্রসেক ও গ্রহণী দোষ বমন-শীল ব্যক্তির এ সকল রোগ বা উপদ্রব জন্মে না। যেমন তরু ছিন্ন হইলে পুষ্প ফল ও অঙ্কুর সমস্ত সহসা নাশ হয়, শোধনের দ্বারা শ্লেষ্মা নিঃসৃত হইলেও শ্লেষ্মা-জন্য বিকার সমস্তও সেই রূপে সাম্য হয়। তিমিররোগে, উর্দ্ধগত বায়ু, গুল্ম, উদর প্লীহা ও কৃমি রোগ হইলে, অতিবৃদ্ধ, মূত্র রোগে, অথবা শ্রমার্ত্ত স্থূল ক্ষত ক্ষীণ বা কৃশ হইলে, বা কেবল মাত্র বায়ু-জন্য রোগ হইলে, স্বরোপঘাত, অধ্যয়ন-প্রসক্ত, কষ্টে বমন-শীল, তৃষ্ণার্ত্ত ও বালক হইলে, কিম্বা উর্দ্ধগত রক্তপিত্ত রোগ বা উদাবর্ত্ত রোগ হইলে, বা ক্ষুধিত অতিরুক্ষ বা গর্ভিণী হইলে বা নিরূঢ় বস্তি প্রযুক্ত হইলে, বমন বিধেয় নহে। অবম্য রোগে বা অবস্থায় বমন করান কর্ত্তব্য নহে, তাহা হইলে রোগ কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য হইয়া পড়ে। তবে অজীর্ণ-জন্য পীড়া বা বিষ-জন্য উপদ্রব বা কফ জন্য উল্বন হইলে মধু সংযুক্ত জলের দ্বারা বমন করান যায়।

বিষ-রোগ শোষ-রোগ স্তন্য-দোষ বিষমাগ্নি মন্দাগ্নি উন্মাদ অপস্মার শ্লীপদ অর্ব্বুদ পাদাবদারিকা মেদ মেহ জ্বর অরুচি অপচি আমাতিসার হৃদ্রোগ চিত্ত-বিভ্রম বিসর্প বিদ্রধি অজীর্ণ মুখপ্রসেক হৃল্লাস শ্বাস কাশ পীনস, পূতিনস (নাসিকা মধ্যে দুর্গন্ধ), কণ্ঠ ওষ্ঠ মুখ পাক, কর্ণস্রাব অধিজিহ্বিকা উপজিহ্বিকা গলশুণ্ডিকা অধঃ-শোণিত-পিত্ত, কফ-জন্য বিকার এবং কফ-জন্য সকল প্রকার ব্যাধিতে, বমন প্রশস্ত।

বিরেচন প্রয়োগ বিধি। স্নেহ স্বেদ ও বমন প্রয়োগ পূর্ব্বক বিরেচন বিধান করিবে। পরদিন রোগীকে বিগত শ্লেষ্মা দেখিলে বিরেচন সেবন করাইয়া ফলাম্ল বা উষ্ণোদক অনুপান করাইবে। কোষ্ঠ তিন প্রকার, মৃদু ক্রূর ও মধ্য। পিত্ত বাহুল্য হইলে মৃদু কোষ্ঠ

হয়, তাহাতে দুগ্ধ সহযোগে বিরেচন করাইবে, বাত-শ্লেষ্মার আধিক্যে কোষ্ঠ ক্রূর হয়, এবং সকল সমভাবে থাকিলে কোষ্ঠ মধ্যম হয় (১)।

মৃদু-কোষ্ঠে ঔষধের মৃদু মাত্রা, ক্রূর-কোষ্ঠে তীক্ষ্ণ মাত্রা, এবং মধ্য-কোষ্ঠে মধ্য মাত্রা প্রয়োগ করিবে। বিরেচন প্রযুক্ত হইলে তন্মনা হইয়া থাকিবে, বেগ ধারণ করিবে না, বায়ু-শূন্য স্থানে শয়ন করিয়া থাকিবে এবং শীতল জল বা বায়ু স্পর্শ বা সেবন করিবে না। বমন প্রয়োগে যেমন লালা ঔষধ কফ পিত্ত ও বায়ু ক্রমশঃ নির্গত হয়, বিরেচন প্রয়োগেও সেই রূপ মূত্র পুরীষ পিত্ত ঔষধ কফ ক্রমশঃ নির্গত হয়।

দুর্ব্বিরক্ত হইলে অর্থাৎ বিরেচনে কোষ্ঠ বিশুদ্ধ না হইলে কফ-পিত্তেরকোপ, দাহ, অরুচি, দেহের গৌরব, অগ্নিমান্দ্য হৃদয় ও কুক্ষি দেশের অশুদ্ধি কণ্ডূ ও মল মূত্রের রোধ, এই সকল উপদ্রব ঘটে। অতিশয় বিরক্ত হইলে মূর্চ্ছা গুদভ্রংশ, কফের অতিযোগ, শূল, এই সকল উপদ্রব জন্মে। সকল দোষ কফ সংযুক্ত হইয়া নিঃশেষে নির্গত হইলে, নাভির লঘুত্ব, মনের তুষ্টি, এবং বায়ুর অনুলোম হইলে সম্যক বিরিক্ত হইয়াছে বলিয়া জানিবে। বিরেচন প্রয়োগে মন্দাগ্নি হইলে, অথবা সম্যক বিরেচন ও দেহের ক্ষীণ বোধ না হইলে, সে দিবস রোগীকে পেয় দ্রব্য দিবে না। সু বিরেচিত ক্ষীণ ও তৃষ্ণার্ত্ত হইলে অশীতল লঘু পেয় দ্রব্য অল্প পরিমাণে সেবন করিবে। বিরেচন প্রয়োগশীল ব্যক্তির বুদ্ধির প্রসন্নতা বল ইন্দ্রিয় ও ধাতুর স্থিরতা অগ্নির দীপ্তি ও বিলম্বে শরীরের জরাপ্রাপ্তি, এই সকল ফল হয়। জলাশয়ের জল অপনীত হইলে যেমন জলচর সমস্ত নাশ পায়, তদ্রূপ পিত্ত প্রকৃতি ব্যক্তির পিত্ত অপনীত হইলেও পিত্ত-জন্য বিকার সমস্ত

(১) কোষ্ঠদেশ হইতে মৃদু ভাবে মল সঞ্চালিত হইলে মৃদু কোষ্ঠ, সরল ভাবে সঞ্চালিত হইলে মধ্যম, এবং কষ্টে কোষ্ঠ সঞ্চালিত হইলে ক্রূর কোষ্ঠ বলা যায়।

নাশ পায়। মন্দাগ্নি-স্নিগ্ধ (১) অতি-বালক অতি-বৃদ্ধ অতি-স্থূল ক্ষত ক্ষীণ ভয়-তাপিত শ্রান্ত তৃষ্ণার্ত্ত গর্ভিনী, অধোগত রক্ত-পিত্ত, মদাত্যয়ী (মদ্যপানে মত্ত) নব-জ্বরী নব-প্রসূতা ও শল্য-পীড়িত, এই সকল ব্যক্তি বা রোগীকে বিরেচন প্রয়োগ করিবে না। ভুক্ত অন্ন পরিপাক না হইলেও বিরেচন প্রয়োগ কর্ত্তব্য নহে। অতিশয় পিত্ত-পীড়িত দেহ হইলে মন্দ-বীর্য্য বিশিষ্ট বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ কর্ত্তব্য নহে, তাহাতে শরীর নাশ হয়।

জ্বর গরল অরুচি অর্শঃ অর্ব্বুদ উদর-রোগ গ্রন্থি-রোগ বিদ্রধি পাণ্ডু অপস্মার হৃদ্রোগ বাতরক্ত ভগন্দর বমনরোগ বিসর্প গুল্ম, পক্বাশয় গত-রোগ, বিবন্ধ বিসূচিকা অলস (ক্ষুদ্র রোগ) মূত্রাঘাত কুষ্ঠ বিস্ফোটক প্রমেহ আনাহ প্লীহা শোফ বৃদ্ধি শস্ত্রক্ষত ক্ষার-দগ্ধ অগ্নি-দগ্ধ দুষ্ট ব্রণ অক্ষিপাক তিমির রোগ অভিষ্যন্দ (নেত্ররোগ) শিরো-রোগ কর্ণ-রোগ নাশা-রোগ মুখ-রোগ গুদ-রোগ মেঢ্র-রোগ, দাহ, ঊর্দ্ধগত রক্ত-পিত্ত, কৃমি-রোগ, কোষ্ঠগত-রোগ, পিত্ত স্থান-জাত-বিকার, বা অন্য সকল পিত্ত-জন্য রোগে বিরেচন প্রয়োজ্য।

সারকতা সূক্ষ্মতা তীক্ষ্ণতা উষ্ণতা ও বিকাশিতা প্রযুক্ত বমন ও বিরেচনের দ্বারা প্রকৃতিগত বা অন্য প্রকার সকল দোষ অপহৃত হয়। বিরেচন দ্রব্য স্বয়ং পরিপাক হইয়া সকল দোষ সমেত অধোগমন করে। গুণ বাহুল্য (২) প্রযুক্ত পরিপাক না হইলে, ঊর্দ্ধগতি হইয়া বমন হয়। মৃদু কোষ্ঠ ও দীপ্তাগ্নি ব্যক্তির পক্ষে অতি তীক্ষ্ণ বিরেচন প্রয়োজ্য। দোষ অতি বেগে ধাবমান হইলে তাহা এক কালে নির্গত করা কর্ত্তব্য নহে। প্রাতঃকালে বিরেচক ঔষধ পান করিলে, ভুক্ত দ্রব্য যে সময়ের মধ্যে জীর্ণ হইতে পারে, যদি সেই সময়ের মধ্যে পরিপাক হয় এবং সমস্ত দোষ নিঃসারিত করে, তবে সেই বিরেচক

[১] অতি স্নিগ্ধ লক্ষণ পূর্ব্বে স্নেহপাক অধ্যায়ে বলা হইয়াছে।

[২] বিরেচন দ্রব্য অতিশয় তেজস্কর হইলে।

প্রয়োগই প্রশস্ত। দুর্ব্বল রোগীর দোষ পুনঃ পুনঃ অল্পে অল্পে নির্গত করিবে। দোষ অধিক হইলে নির্গত করিবে এবং অল্প হইলে শমনী ঔষধের দ্বারা শাম্য করিবে। রোগী বলবান হউক বা দুর্ব্বল হউক দোষ পাক পাইয়া যদি চালিত হয়, তবে তাহা অবশ্যই নির্গত করিবে। চালিত দোষ নির্গত না করিলে অতিশয় ক্লেশকর হয়। মন্দাগ্নি বা ক্রুর-কোষ্ঠ হইলে ক্ষীর লবণ ও ঘৃত সংযোগে বিরেচন প্রয়োগ করিবে। স্নিগ্ধ বা স্বিন্ন শরীরে ঔষধ প্রযুক্ত হইলে দোষ সমস্ত শিথিল হইয়া পড়ে। তৈল ভাণ্ডে যেমন জল সংলগ্ন হয় না, সেই রূপ স্নিগ্ধ শরীরের স্রোত-পথে দোষ বিলীন হইয়া থাকিতে পারে না। অতিশয় স্নেহ পান করিলে স্নেহ বিরেচন প্রয়োগ করিবে না, তাহা হইলে বিরেচন কর্তৃক প্রচলিত দোষ সমস্ত পুনর্ব্বার স্রোত-পথে সংশ্লিষ্ট হয়। বিষ অভিঘাত পিড়কা শোফ পাণ্ডু ও বিসর্প এই সকল রোগে অতিশয় স্নেহ বিরেচন কর্ত্তব্য। কুষ্ঠ ও প্রমেহ রোগে স্নেহাভ্যাসী ব্যক্তির শরীর অগ্রে রুক্ষ করিয়া পুনর্ব্বার স্নিগ্ধ করিয়া শোধন করিবে। তাহাতে বলবান দোষও দেহ হইতে হৃত হয়। যে ব্যক্তি পূর্ব্বে কখন ঔষধ পান করে নাই তাহাকে মৃদু ঔষধ সেবন করাইবে। পরে কোষ্ঠের অবস্থা বিবেচনা করিয়া পুনর্ব্বার শোধনী প্রয়োগ করিবে। এরূপ স্থলে অল্প মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিলে সুখকর ও মহা গুণকর হয়। অল্প অস্বাস্থ্যেও ঔষধ সেবন কর্ত্তব্য। স্নেহ ও স্বেদের দ্বারা সকল দোষ শিথিল হইলে সংশোধন পান করা কর্ত্তব্য। স্নেহ ও স্বেদ কর্ত্তৃক কোষ্ঠ-দেশ হইতে দোষ চলিত হইলে অনায়াসে নির্গত হয়।

এ স্থলে কোষ্ঠ শব্দে হৃদয় আমাশয় পক্বাশয় মলাশয়। আর্য্যমতে দোষ অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফ আহারাদির দ্বারাই জন্মে। জন্মিয়া তাহারা শিরাপথের দ্বারা সর্ব্ব দেহে সঞ্চালিত হয়। সূত্র স্থানে ও শারীর স্থানে এই অভিপ্রায় অধিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল দোষ আমাশয়ে পক্বাশয়ে অস্থি মধ্যে সংশ্লিষ্ট সঞ্চিত বর্দ্ধিত বা কুপিত হইয়া থাকিলে বমন বিরেচনাদির দ্বারা তাহার

চতুস্ত্রিংশদ অধ্যায়।

বমন-বিরেচনের ব্যাপদের চিকিৎসা।

বৈদ্য ও রোগীর অজ্ঞতা বশতঃ বমন বিরেচনের পঞ্চদশ প্রকার ব্যাপৎ ঘটে। তাহার মধ্যে বমনের অধোগতি ও বিরেচনের ঊর্দ্ধগতি উভয়ের এই দুই ব্যাপৎ পরস্পর পৃথক্। অপর সকল ব্যাপৎ উভয়ের তুল্য। সাবশেষৌধত্ব, জীর্ণৌষধত্ব, হীনদোষাপহরণ, অধিক দোষাপহরণ বাত-শূল, অযোগ, অতিযোগ, জীবাদান, আধ্মান, পরিকর্ত্তিকা পরিস্রাব, প্রবাহিকা হৃদয়োপসরণ ও বিবন্ধ।

ক্ষুধার্ত্ত, অতি তীক্ষ্ণাগ্নি-বিশিষ্ট, মৃদু কোষ্ঠ, ও দুর্ব্বল ব্যক্তির সেবিত বমন দ্রব্য দেহ মধ্যে কিছুক্ষণ থাকিলে গুণ সামান্য প্রযুক্ত অধোগত হয়। অভীষ্ট ফলের অপ্রাপ্তি হেতু এবং দোষের উৎকর্ষ হেতু রোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার তীক্ষ্ণতর বমন প্রয়োগ করিবে। আকৃষ্ট শ্লেষ্মাকর্ত্তৃক হৃদাশয় অপরিশুদ্ধ থাকিলে, অথবা ভুক্ত অন্নের অবশিষ্ট কিয়দংশ পরিপাক হইতে থাকিলে, যদি বিরেচন ঔষধ সেবন করা যায়, কিম্বা অপ্রিয় ঔষধ অধিক পরিমাণে সেবন করা যায়, তাহাতে ঔষধের ঊর্দ্ধগতি হইয়া বমন হয়। সে স্থলে অশুদ্ধ আশয়স্থিত শ্লেষ্মা সমস্ত শীঘ্র বমন করাইয়া পুনর্ব্বার তীক্ষ্ণতর বিরেচন প্রয়োগ করিবে। ভুক্তান্নের অবশিষ্ট থাকিলে, আমের ন্যায় প্রতিকার করিবে। এবং অপ্রিয় ঔষধ অধিক পরিমাণ প্রয়োগের স্থলে পুনর্ব্বার প্রিয় ঔষধ পরিমিত মাত্রায় সেবন করাইবে। দ্বিতীয় বার ঔষধ ঊর্দ্ধগত হইলে আর তৃতীয় বার পান করাইবে না। তদনন্তর ইহাকে মধু ঘৃত ও ফাণিত যুক্ত লেহনীয় ঔষধের দ্বারা বিরেচন করাইবে।

সংশোধন হয়। দোষ পরস্পর মিলিত হইয়া বা ভিন্ন থাকিয়া সিরা-পথে সর্ব্ব দেহে ধাবিত হইতে থাকিলে শমনীর প্রয়োজন করে।

সাবশেষৌষধ। অল্পমাত্র ঔষধ যদি দোষ-কর্তৃক বিগ্রথিত হইয়া দেহ-মধ্যে অবস্থিত হয়, ও তদ্দ্বারা অধোভাগ বা ঊর্দ্ধভাগের দোষ নির্গত না হয়, তবে তাহাতে তৃষ্ণা, পার্শ্ব-শূল, বমন মূর্চ্ছা পর্ব্ব-ভেদ হৃল্লাস, অরতি অবিশুদ্ধউদ্গার, এই সকল উপদ্রব জন্মে। এ রূপ স্থলে শীঘ্র উষ্ণ জলের দ্বারা বমন করাইবে। অল্প মাত্র ঔষধ দেহ মধ্যে অবশিষ্ট থাকিলে, দোষ অতি বেগে ও প্রবল ভাবে দেহ মধ্যে প্রসারিত হইতে থাকিলে, অথবা সম্যক রূপে বিরেচিত না হইলে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বমন করাইবে।

জীর্ণৌষধ। ক্রূর কোষ্ঠ বা অতি তীক্ষ্ণাগ্নি বিশিষ্ট ব্যক্তির অল্প মাত্র বা অল্প গুণ-বিশিষ্ট ঔষধ পরিপাক পাইয়া সমুচিত কালে দোষ সমস্ত নির্গত হয় না, তৎপ্রযুক্ত ব্যাধি ও বলহানি জন্মে। এ রূপ স্থলে অধিক পরিমাণে তীক্ষ্ণতর ঔষধ প্রয়োগ করিবে। স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ না করিয়া অল্পগুণ বিশিষ্ট ঔষধ সেবন করাইলে অল্প দোষের নাশ হয়।

হীনদোষাপহরণ। বমন কার্য্যে দোষের অবশিষ্ট দেহ মধ্যে থাকিলে হৃদয়ের অবিশুদ্ধতা, গৌরব উৎক্লেশ (গা বমি বমি) ও ব্যাধি বৃদ্ধি হয়। সে স্থলে বিবেচনা মত ঔষধ সেবন করাইয়া দৃঢ়তর বমন করাইবে। বিরেচন কার্য্যেও দোষের অবশিষ্ট থাকিলে গুদ পরিকর্ত্তন, আধ্মান, শিরো-গৌরব, বায়ু-রোধ ও ব্যাধি বৃদ্ধি হয়। তাহাকে পুনর্ব্বার স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া দৃঢ়তর বিরেচন করাইবে।

বাতশূল। ব্রহ্মচর্য্য (স্ত্রী-সমাগম বর্জ্জন) ব্যতিরেকে স্বেদ বা স্নেহ প্রয়োগ না করিয়া রুক্ষ ঔষধ সেবন করিলে বায়ু কুপিত হয়। সেই কুপিত বায়ু কর্ত্তৃক পার্শ্ব পৃষ্ঠ কটি মন্যা ও মর্ম্ম স্থানে শূল জন্মে এবং মূর্চ্ছা ভ্রম ও সংজ্ঞা নাশ হয়। তৎকালে রোগীকে ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া স্বিন্ন ধান্যের দ্বারা স্বেদ প্রয়োগ করিবে। যষ্টিমধু সহযোগে তৈল পাক করিয়া অনুবাসনে প্রয়োগ করিবে।

অযোগ। স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ না করিয়া অল্প পরিমাণে অথবা অল্প গুণ বিশিষ্ট ঔষধ পান করিলে, ঊর্দ্ধ বা অধোভাগে নির্গত না হইয়া সমস্ত দোষ উৎক্লিষ্ট হয়, ও তজ্জন্য আধ্মান হৃদ্গ্রহ তৃষ্ণা মূর্চ্ছা ও দাহ জন্মে। এ স্থলে মদন ফল ও লবণাম্বু যোগে বমন করাইবে এবং কষায়ের দ্বারা বিরেচন করাইবে। যাহার অতি কষ্টে বমন হয় বা সম্যক্ বমন না হয়, তাহার দোষ সমস্ত উৎক্লিষ্ট হইয়া সকল শরীরে ব্যাপ্ত হয়, তজ্জন্য কণ্ডু শ্বয়থু কুষ্ঠ পিড়কা জ্বর অঙ্গমর্দ্দ ও তোদ এই সকল উপদ্রব জন্মে। সেই সমস্ত দোষ মহৌষধের (শুণ্ঠীর) দ্বারা সাম্য হয়। স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ না করিয়া মৃদু বিরেচিত হইলে নাভির অধোভাগে উদর স্তব্ধ ও পূর্ণ থাকিয়া বায়ু ও পুরীষের রোধ শূল কণ্ডু ও মণ্ডল (আমবাতের ন্যায় চাকা চাকা দাগ) জন্মায়। সে স্থলে স্নেহন ও আস্থাপন (১) কার্য্য করিয়া পুনর্ব্বার তীক্ষ্ণতর বিরেচন করাইবে। তাহাতে সম্যক রূপে দোষ নির্গত বা সংশোধিত না হইলে, বিরেচনের উত্তেজনার জন্য উষ্ণ জল পান করাইবে এবং অগ্নি-তাপিত হস্তের দ্বারা পার্শ্ব ও উদরে স্বেদ প্রয়োগ করিবে। তাহাতে সমস্ত দোষ বিরেচিত হইবে। বহু-দোষ বিশিষ্ট ব্যক্তির যদি অল্প বিরেচন হয় বা ঔষধ জীর্ণ হয়, তাহার বল বিবেচনা করিয়া পুনর্ব্বার বিরেচনের মাত্রা পান করাইবে। তাহাতেও সম্যক বিরেচন না হইলে দশ রাত্রের পর স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া পুনর্ব্বার বিরেচন করাইবে। দুর্ব্বিরেচ্য ব্যক্তিকে আস্থাপন ও স্নেহন কার্য্য করিয়া পুনর্ব্বার বিরেচন করাইবে।

অতিযোগ। স্ত্রীলোক রাজসভাস্থিত বণিক্‌গণ এবং শ্রোত্রিয়গণ লজ্জা ভয় ও লোভ প্রযুক্ত বেগ ধারণ করিয়া থাকে। সুতরাং ইহাদিগের শরীরে বায়ুর বাহুল্য হওয়া প্রযুক্ত সহজে বিরেচন হয় না।

---

(১) স্নেহ পাক প্রয়োগ বিধি অধ্যায়ে স্নেহন কার্য্য [illegible] বস্তি অধ্যায়ে আস্থাপন কার্য্য দেখ।

অতএব তাহাদিগকে অতিরিক্ত পরিমাণে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া অতিরিক্ত পরিমাণে সংশোধন প্রয়োগ করিলে, অথবা মৃদু কোষ্ঠ ব্যক্তিকে অতিশয় তীক্ষ্ণ ঔষধ সেবন করাইলে অতিযোগ নামক উপদ্রব উপস্থিত হয়।

বমনের অতিযোগে পিত্তের অতিশয় প্রবৃত্তি, বলের শিথিলতা, বায়ুর প্রকোপ ও প্রাবল্য, এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়। এ স্থলে রোগীকে ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া শীতল জলে অবগাহন করাইবে এবং উপদ্রব অনুসারে শর্করা ও মধু সংযোগে ঔষধ লেহন করাইবে। বিরেচনের অতিযোগে কফের অতিশয় প্রবৃত্তি ও পরিশেষে সরক্ত বিরেচন হয়। ইহাতেও বলের শৈথিল্য ও বায়ুর প্রকোপ ও প্রাবল্য হয়। ইহাতে শীতল জল পরিষেচন ও তাহাতে অবগাহন করাইবে ও মধু মিশ্রিত শীতল তণ্ডুলোদক পান করাইয়া বমন করাইবে। এ স্থলে পিচ্ছলবস্তি প্রয়োগ করিবে, ক্ষীরসর্পির দ্বারা অনুবাসিত করিবে, প্রিয়ঙ্গ্বাদিগণ তণ্ডুলোদক সহ পানার্থ প্রদান করিবে, এবং দুগ্ধ বা মাংস রস সহযোগে ভোজন করাইবে।

বমনের অতিযোগ বৃদ্ধি হইলে শোণিত ষ্ঠীবন বা শোণিত বমন হয়, এবং জিহ্বা নিঃসরণ, চক্ষুদ্বয়ের ব্যাবৃত্তি (বিকৃতি), হনুদ্বয়ের সংহতি (চুয়াল ধরা), তৃষ্ণা হিক্কা জ্বর এবং অচৈতন্য, এই সকল উপদ্রব ঘটে। এ স্থলে ছাগের রক্ত, চন্দন বেণামূল অঞ্জন ও লাজ চূর্ণ, শর্করা ও জল সংযোগে মন্থ প্রস্তুত করিয়া পান করাইবে। ঘৃত মধু ও শর্করা যোগে কুটজ রস অথবা বটাদিগণের (শমনীয় বর্গের) শুঙ্গা প্রভৃতির ক্বাথ মধু সংযোগে, অথবা দুগ্ধ বা জাঙ্গল রস সহযোগে অন্য প্রকার মলসংগ্রাহী ঔষধ পান করাইবে। অতিশয় শোণিত নিঃসরণের প্রণালীতে চিকিৎসা করিবে।

জিহ্বা নির্গত হইলে ত্রিকটু ও লবণ-চূর্ণ দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া অথবা তিল দ্রাক্ষা লেপন করিয়া প্রবেশ করাইবে। পরে অম্ল-রস আস্বাদন

করাইবে। চক্ষুদ্বয় ব্যাবৃত্ত হইলে ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া পীড়িত করিবে (চাপিয়া বসাইবে)। হনু সংহত হইলে বাতশ্লেষ্মা নাশক নস্য ও স্বেদ বিধান করিবে। তৃষ্ণা প্রভৃতি উপদ্রব যথাদোষানুসারে প্রতিকার করিবে। অচৈতন্যে বেণু ও বীণা-গীতের শব্দ শ্রবণ করাইবে।

জীবাদান। বিরেচনের অতিযোগে প্রথমতঃ শ্লেষ্ম সহ জল পরে মাংস ধৌত জলের ন্যায় জল, পরে জীব-শোণিত পরে গুদস্থান (১) পর্য্যন্ত নির্গত হয়, এবং কম্প ও বমন হয়। এরূপ স্থলে অধোভাগে রক্ত নিঃসৃত হইলে যে রূপ বিধান কর্ত্তব্য তাহাই অবলম্বন করিবে। গুদ নিঃসৃত হইলে ঘৃতে অভ্যক্ত ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া অন্তরে প্রবিষ্ট করাইবে অথবা ক্ষুদ্র রোগের অধ্যায়ে বর্ণিত প্রণালী অনুসারে চিকিৎসা করিবে। কম্প হইলে বাত ব্যাধির প্রণালীতে চিকিৎসা করিবে। জিহ্বা নিঃসরণ হইলে তাহার প্রতীকার বলা হইয়াছে। জীব-শোণিত অতিশয় নির্গত হইতে থাকিলে কাশ্মরীফল বদরী ও দুর্ব্বার সার (ডাঁটা) সহযোগে দুগ্ধ পাক করিয়া শীতল হইলে ঘৃত-মণ্ড ও অঞ্জন যোগে আস্থাপন করিবে। ন্যগ্রোধাদিগণের কাথ, দুগ্ধ, ইক্ষুরস ও ঘৃত এই সকল শোণিত সংসৃষ্ট করিয়া বস্তিতে প্রয়োগ করিবে। ঊর্দ্ধ-শোণিত নিঃসরণের স্থলে রক্তপিত্ত ও রক্তাতিসারের ন্যায় প্রতীকার করিবে। ন্যগ্রোধাদিগণের কাথ পানে ও ভোজনে প্রয়োগ করিবে। যে শোণিত নির্গত হয় তাহা জীব-শোণিত কি রক্তপিত্ত ইহা জানিবার জন্য, তাহাতে কার্পাস-বস্ত্র রঞ্জিত করিয়া উষ্ণ জলে প্রক্ষালিত করিলেও যদি রঞ্জিত থাকে তবে জীব-শোণিত বলিয়া জানিবে। অথবা সেই শোণিত অন্নে মাখাইয়া কুক্কুরকে দিলে যদি ভক্ষণ করে তবে তাহাকে জীব শোণিত বলিয়া জানিবে।

আধ্মান। বহু দোষ বিশিষ্ট, রুক্ষ ও বায়ু-প্রবল-কোষ্ঠ বিশিষ্ট ব্যক্তির ভুক্ত অন্ন পরিপাক হইবার কিছু অবশিষ্ট থাকিতে অসুস্থ স্নেহ-বর্জ্জিত

(১) যাহাকে গোগোল বলে।

ঔষধ পান করা হইলে উদরের আধ্মান জন্মে। তাহাতে বাত মূত্র ও পুরীষ রুদ্ধ হইয়া উদর স্ফীত হয়, পার্শ্ব ভঙ্গ হয়, গুদ ও বস্তি দেশে বেদনা বা অন্য যাতনা জন্মে ও অন্নে অরুচি হয়। তাহাকে আধ্মান কহে। এ স্থানে স্বেদ, আনাহ-বর্ত্তি দীপন (১) ও বস্তি ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

পরিকর্ত্তিকা। ক্ষীণ শরীর, অতি মৃদু-কোষ্ঠ, বা মন্দাগ্নি বা রুক্ষ প্রকৃতি ব্যক্তি কর্ত্তৃক অতিশয় লবণ-যুক্ত বা অতি রুক্ষ ঔষধ সেবিত হইলে পিত্ত ও বায়ু দূষিত হইয়া পরিকর্ত্তিকা নামক ব্যাধি জন্মে। ইহাতে গুদ নাভি মেঢ্র বস্তি ও মস্তকে পরিকর্ত্তনের ন্যায় যাতনা জন্মে, বায়ু-রোধ ও অন্নে অরুচি হয়। এ স্থলে যষ্টিমধু কৃষ্ণতিলের কল্ক মধু ও ঘৃত যোগে পিচ্ছলবস্তি প্রয়োগ করিবে, শীতল জল পরিষেচন করিবে, এবং দুগ্ধ সহযোগে ভোজন করাইয়া, ঘৃতমণ্ড বা যষ্টিমধু সহযোগে তৈল পাক করিয়া অনুবাসিত করিবে।

পরিস্রাব। ক্রূরকোষ্ঠ বা অতিশয় দোষ-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে মৃদু বিরেচক ঔষধ সেবন করাইলে সমস্ত দোষ উৎক্লিষ্ট হইয়া নিঃশেষে নির্গত হয় না। তাহাতে সেই সমস্ত দোষ অল্পে অল্পে স্রাবিত হইতে থাকে। ইহাতে দৌর্ব্বল্য, উদরের বিষ্টব্ধ ভাব, অরুচি শরীরের অবসন্নতা ও বেদনা জন্মে। ইহাতে পিত্ত ও শ্লেষ্মা স্রাব হয় বলিয়া ইহাকে পরিস্রাবী বলে। এ স্থলে অজকর্ণ ধব তিনিশ ও পলাশ ইহাদিগের কাথে মধু সংযোগ পূর্ব্বক আস্থাপন করিবে। দোষের শান্তি হইলে স্নেহন কার্য্য করিয়া পুনর্ব্বার সংশোধন করিবে। অতিশয় রুক্ষ বা অতিশয় স্নিগ্ধ ঔষধ প্রয়োগ করিলে বায়ু ও পুরীষ ঊর্দ্ধগত হয় তজ্জন্য অথবা রোগের ব্যাঘাত জন্য প্রবাহিকা জন্মে। বায়ু সহযোগে দাহ ও শূল শুক্লপিচ্ছিল শ্বেত কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ আস্রাব হয় ও তাহাতে কফের সংশ্রব থাকে পরিস্রাবের ন্যায় প্রতিকার করিবে।

---

(১) উদর রোগের অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

হৃদয়োপসারণ। ঔষধ জন্য বমন বিরেচনের বেগ অজ্ঞতা প্রযুক্ত দমন করিলে সমস্ত দোষ হৃদয়ে সঞ্চিত হয়। তাহাতে প্রধান মর্ম্ম সন্তাপিত হইয়া বেদনায় অত্যর্থ পীড্যমান হয়, দন্ত সমস্ত কিট্‌কিট্ করে, নেত্র উর্দ্ধগত হয়, দন্তের দ্বারা জিহ্বা নিপীড়িত করে এবং অচেতন হইয়া থাকে। অনভিজ্ঞ বৈদ্য এই রোগীকে পরিত্যাগ করে। তাহার শরীর অভ্যক্ত (ঘৃতে বা তৈলে) করিয়া ও ধান্য স্বেদে (১) স্বেদ প্রয়োগ করিয়া, এবং যষ্টিমধু সহযোগে তৈল পাক করিয়া অনুবাসনে প্রয়োগ করিবে। তীক্ষ্ণ শিরো-বিরেচনও এস্থলে বিধেয়। তদনন্তর যষ্টিমধু মিশ্রিত, তণ্ডুলোদক পান করাইয়া বমন করাইবে, এবং যে রূপ দোষের প্রাবল্য থাকিবে তদুপযুক্ত ঔষধের দ্বারা বস্তি ক্রিয়া করাইবে।

বিবন্ধ। উর্দ্ধ বা অধোভাগে দোষের প্রবৃত্তি হইলে (২) যদি শীতল স্থানে অবস্থান, অথবা শীতল জল বা শীতল বায়ু সেবন করে তবে তাহার সমস্ত দোষ স্রোতপথে অবলীন থাকিয়া ঘণীভূত হয়, তাহাতে বাত মূত্র ও পুরীষ রুদ্ধ হইয়া আটোপ দাহজ্বর ও তীব্র বেদনা জন্মে। এ স্থলে সত্বরে বমন করাইয়া প্রকৃত রোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে (৩)। অধোভাগের দোষ-নাশক (সূত্র স্থান শমনী বর্গে) ঔষধ সৈন্ধব অম্ল ও মূত্র সংযোগে বিরেচনার্থ পান করাইবে। দোষ অনুসারে আস্থাপন ও অনুবাসন প্রয়োগ করিবে, আহারের সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া বিধান করিবে, এবং উর্দ্ধ ও অধোভাগের উপদ্রবের দোষানুসারে প্রতীকার করিবে।

বিরেচনে যাহাতে গুদ পরিকর্ত্তিকা জন্মে, বমনের স্থলে তাহাতে

(১) ধান্য সিদ্ধ করিলে যে বাষ্প উদ্গত হয় তদ্দ্বারা স্বেদ দিবে।

(২) বমন বিরেচন হইতে থাকিলে।

(৩) অর্থাৎ দোষ-জন্য জ্বর প্রভৃতি রোগ উপস্থিত হইলে যে রূপ-চিকিৎসা কর্ত্তব্য সেই রূপে চিকিৎসা করিবে। কারণ বমন বা বিরেচনের দ্বারা দোষ সমস্ত সঞ্চালিত হইয়া শীতল সংস্পর্শে রুদ্ধ হইলে কুপিত হইয়া প্রকৃত রোগ জন্মে।

কণ্ঠ খনন হয়। অধোভাগে যাহাকে পরিস্রবণ বলে, বমনের স্থলে তাহাকে শ্লেষ্মাপ্রসেক বলা যায়। যে উপদ্রব অধোভাগে হইলে প্রবাহিকা বলা যায় উর্দ্ধগতির স্থলে তাহাকে শুষ্ক উদ্গার বলা যায়। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চদশ প্রকার ব্যাপৎ বিরেচকের অতিযোগে দুর্যোগে এবং অযোগে জন্মে।

পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায়।

নেত্রবস্তির পরিমাণ ও তাহার চিকিৎসা *।

সকল প্রকার স্নৈহিক ক্রিয়ার মধ্যে পণ্ডিতেরা বস্তি ক্রিয়াকে প্রধান বলেন। ইহার দ্বারা নানাবিধ দ্রব্য সংযোগে দোষের সংশোধন সংশমন ও সংগ্রহ হয়। ইহার দ্বারা ক্ষীণ শুক্রের স্থলে বাজীকার্য্য সম্পন্ন হয়, কৃশ শরীর পুষ্ট হয়, স্থূল শরীর কৃশ হয়, দৃষ্টি প্রসন্ন হয়, শরীর জরাগ্রস্ত বা কেশ পক্ক হওয়া নিবারিত হয়, ও বয়ঃস্থাপন হয়। ইহা সর্ব্বদা সম্যক রূপে প্রযুক্ত হইলে, শরীর বৃদ্ধি

* নেত্র শব্দে নল ও বস্তি শব্দে মূত্রাশয়। নল ধাতু মণি অর্থাৎ পোকরাজ প্রভৃতি স্বচ্ছ প্রস্তর ও কাষ্ঠাদির দ্বারা নির্ম্মিত হয়। মহিষ বরাহ বা ছাগাদির মূত্রাশয় সেই নলের মূলে যথা-লিখিতক্রমে বদ্ধ করিবে। বয়সের ন্যূনাধিক্য ও শরীরের আকারের তারতম্য অনুসারে নলের দৈর্ঘ্য ও স্থূলতার তারতম্য হইয়া থাকে। সেই বস্তি মধ্যে তৈল বা ঔষধের ক্বাথ পূর্ণ করিয়া পিচকারীর ন্যায় পায়ু মধ্যে প্রয়োগ করা যায়। ইহাকে বস্তি যন্ত্র বলে। এক্ষণে যে প্রণালীতে পিচকারীর দ্বারা বিরেচন কার্য্য সাধিত হয়, পূর্ব্বে আর্য্যদিগের প্রাদুর্ভাব কালে বস্তি-যন্ত্রের দ্বারা সেই প্রণালীতে বিরেচন কার্য্য হইত। এই রূপ বিরেচন কার্য্যকে বস্তিকার্য্য বলে। বস্তিকার্য্য দুই প্রকার সাধিত হয়, আস্থাপন বা নিরূঢ় বস্তি, অপর অনুবাসন বা স্নেহবস্তি। তৈলাদি বর্জ্জিত রুক্ষ ঔষধের ক্বাথ বস্তিকার্য্যে প্রযুক্ত হইলে আস্থাপন বা নিরূঢ় বস্তি বলে, এবং স্নেহ বা স্নেহ সহযোগে ক্বাথ প্রয়োগ করা হইলে স্নেহ বস্তি বা অনুবাসন কহে। পরে তিন অধ্যায়ে ইহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যাইবে।

পায়, বর্ণ ও বল জন্মে, দেহ নীরোগ ও আয়ু বৃদ্ধি হয়। জ্বর অতিসার তিমির রোগে, প্রতিশ্যায় শিরোরোগে, অধিমন্থ, অর্দ্দিত আক্ষেপক ও পক্ষাঘাত নামক বায়ু-রোগে একাঙ্গ বা সর্ব্বাঙ্গ গত রোগে, আধ্মান উদর-রোগে, শর্করাশ্মরী, শূল, বৃদ্ধি, উপদংশ, আনাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, গুল্ম, বাত-রক্ত, বায়ু মূত্র ও পুরীষ সম্বন্ধীয় রোগে, উদাবর্ত্ত রোগে শুক্র আর্ত্তব ও স্তন্য ক্ষয়ে, হৃদ্গ্রহে, মন্যাগ্রহে অর্শ অশ্মরী ও মূঢ়-গর্ভ প্রভৃতি রোগে, বস্তি অতিশয় হিতকর। বায়ু-জন্য, পিত্ত-জন্য, কফ-জন্য রক্ত-জন্য অথবা দোষের সংসর্গ বা সন্নিপাত-জন্য রোগে বস্তি হিতকর।

রোগীর বয়স এক বৎসর হইলে, নেত্রের (নলের) পরিমাণ ষড়ঙ্গুল, অষ্ট বর্ষ হইলে অষ্টাঙ্গুল, এবং ষোড়শ বর্ষ হইলে দ্বাদশাঙ্গুল, এবং প্রত্যেকের পরিণাহ ক্রমান্বয়ে কনিষ্ঠিকা অনামিকা ও মধ্যমাঙ্গুলির ন্যায় হওয়া উচিত। ইহাদিগের প্রত্যেকের ক্রমান্বয়ে সার্দ্ধ একাঙ্গুল, দুই অঙ্গুলি, এবং সার্দ্ধ তৃতীয়াঙ্গুল, পরিমাণে বস্তি মুখে সন্নিবিষ্ট থাকিবে। এবং প্রত্যেকের প্রবেশের মুখ, [যে মুখ মল দ্বারে প্রবিষ্ট হইবে] ক্রমান্বয়ে কঙ্ক শ্যেন বা ময়ূরের পুচ্ছের মধ্যস্থিত নাড়ীর [১] ন্যায় স্থূল হইবে। যে দ্রব্যের সহযোগে আস্থাপন ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাহার পরিমাণ পূর্ব্বোক্ত বয়সানুসারে ক্রমান্বয়ে রোগীর হস্তের দুই অঞ্জলি, চারি অঞ্জলি, এবং অষ্ট অঞ্জলি হওয়া কর্ত্তব্য। উত্তরোত্তর যত বয়স বৃদ্ধি হইবে তদনুসারে নেত্র ও বস্তির পরিমাণ শরীর ও বল বিবেচনা করিয়া বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য।

বয়স পঞ্চবিংশতির উর্দ্ধ হইলে, দ্বাদশ অঙ্গুল দীর্ঘ, মূলের পরিণাহ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উদরের ন্যায়, এবং অগ্রভাগের পরিণাহ কণিষ্ঠাঙ্গুলির উদরের ন্যায়। দৈর্ঘ্যের মধ্যে তিন অঙ্গুল পরিমাণে বস্তিতে সন্নিবিষ্ট থাকিবে। গৃধ্র পত্রের নাড়ীর ন্যায় (২) অগ্রভাগ এবং কুলের অস্থি

(১) পালকে পেন কলমের মুখের মত যে নল থাকে।

(২) গৃধিনীর পালকের নলের মত।

বা কলাইয়ের পরিমিত তাহার ছিদ্রপথ। বস্তি বন্ধনের জন্য সকল প্রকার নেত্রের মূলে দুইটী কর্ণিকা বা কাণি থাকিবে। এ স্থলে আস্থাপনের দ্রব্যের পরিমাণও রোগীর স্বীয় হস্তের দ্বাদশ অঞ্জলি। সপ্ততি বৎসরের পর নেত্র ও আস্থাপন দ্রব্যের পরিমাণ ষোড়শ বর্ষের ন্যায়।

সুবর্ণ রজত তাম্র গজদন্ত শৃঙ্গ মণি (১) বা তরুসার, এই সকলের দ্বারা নেত্র নির্ম্মাণ করিবে। ইহা নির্ম্মল, দৃঢ়, গো-পুচ্ছের ন্যায় আকার বিশিষ্ট ও গুটিকার ন্যায় মুখ হইবে।

পূর্ণ-বয়স্ক গো, মহিষ বরাহ অজা বা মেষের মূত্রাশয় নেত্রের মূলে সংলগ্ন করিবে। সেই মূত্রাশয় কোমল দৃঢ় ও উপযুক্ত পরিমাণ বিশিষ্ট হইবে। সেই রূপ বস্তি অভাবে চর্ম্ম বা সূক্ষ্ম তন্তু নির্ম্মিত বস্তি উত্তম রূপে মার্জ্জিত করিয়া ব্যবহার করিবে। বস্তি পুনঃ পুনঃ স্নেহ মর্দ্দিত করিয়া নেত্র মূলে বক্রভাবে সংলগ্ন করিবে, ও তাহার মুখ বিবৃত হইবে।

বস্তি দুই প্রকার—নৈরুহিক ও স্নৈহিক। আস্থাপন ও নিরূঢ় বস্তির অর্থ সমান। ইহার বিকল্পে মাধুতৈলিক ব্যবহার্য্য। যাপন যুক্তরথ ও সিদ্ধবস্তি এই গুলি আস্থাপন শব্দের একপর্য্যায়স্থ শব্দ। দোষ হরণ করা প্রযুক্ত অথবা শরীরের রোগ হরণ করা প্রযুক্ত ইহাকে নিরূঢ় কহে, এবং আয়ুস্থাপন বা বয়ঃস্থাপন করে বলিয়া ইহাকে আস্থাপন কহে। মধুতৈলিকের প্রণালী নিরূঢ়োপক্রম চিকিৎসায় (৩৮ অধ্যায়ে) বলা যাইবে।

যে স্থলে যে পরিমাণে স্নেহ স্নেহবস্তিতে বিহিত হয়, তাহার চতুর্থাংশ পরিত্যাগ করিয়া অনুবাসনে প্রয়োগ করিবে। অনুদিবস (প্রতি দিবস) প্রয়োগ করিলেও দোষ জন্মায় না এ কারণ ইহাকে অনুবাসন কহে। অনুবাসনের বিকল্পে স্নেহবস্তিও প্রয়োগ

(১) কাচ তুল্য প্রস্তর যথা, পোকরাজ চুনি হীরক প্রভৃতি।

করা যায়। কিন্তু তাহাতে অনুবাসনে যে পরিমাণে স্নেহ বিহিত হয় তাহার চতুর্থাংশ পরিত্যাগ করিয়া এই রূপ বস্তি-ক্রিয়াতে প্রয়োগ করিবে, অথবা অবস্থানুসারে উপযুক্ত পরিমাণ স্নেহ প্রয়োগ করিবে।

নিরূঢ় বস্তির দ্বারা শরীরের শোধন লেখন স্নেহন ও বৃংহন কার্য্য সাধিত হয়। ইহা দ্বারা দেহের শিরাপথ সমস্ত শোধিত হইলে তন্মধ্যে সম্যক রূপে স্নেহ প্রবেশ করে। যেমন নলের মধ্যে কোন প্রকার মল সঞ্চিত থাকিলে জলের দ্বারা তাহা প্রবাহিত হয়, সেই রূপ অনুবাসনের দ্বারা দেহের সকল দোষ অপগত হয় এবং জীবনী শক্তি বৃদ্ধি হয়। অনুবাসনের দ্বারা দেহ সংশোধিত হইলে বস্তি-ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে।

উন্মাদ ভয় শোক পিপাসা অরুচি অজীর্ণ পাণ্ডু ভ্রম মদ মুর্চ্ছা বমন কুষ্ঠ মেহ উদররোগ স্থূলতা শ্বাস কাস কণ্ঠশোষ শোফ ক্ষত ক্ষীণ এই সকল রোগে, অথবা তিন চারি মাস গর্ভিণী হইলে, বা মন্দাগ্নি-বিশিষ্ট, অসহনশীল, বালক বৃদ্ধ কিম্বা বাত রোগ ভিন্ন অন্য রোগে ক্ষীণ হইলে, অনুবাসন বা আস্থাপন কার্য্য প্রয়োজ্য নহে। উদর-রোগ প্রমেহ-রোগ বা কুষ্ঠ-রোগ হইলে, অথবা স্থূল শরীর হইলে, আস্থাপন অবশ্যই প্রয়োগ করা যায় তবে অনুবাসন কদাচ প্রয়োগ করা যায় না। এ সকল অবস্থায় অনুবাসন প্রয়োগ করিলে রোগ অসাধ্য হইয়া উঠে। অসাধ্য হইলেও যদি পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা হয় তাহাতে দেহের শিথিলতা জন্মায়।

বস্তি সম্যক্ রূপে প্রয়োগ করা হইলে বস্তি কর্ত্তৃক প্রযোজিত ঔষধ পক্বাশয়ে শ্রোণিদেশে ও নাভির অধোভাগে থাকে। বৃক্ষ মূলে যেমন জল সেচন করিলে তাহার বীর্য্য সমস্ত বৃক্ষে সঞ্চরণ করে, সেই রূপ পক্বাশয় হইতে তাহাদের বীর্য্য আপনা হইতেই সর্ব্ব-দেহে সঞ্চরণ করে। মল-যুক্ত দেহে বস্তি প্রয়োগ করিলে অপান বায়ু কর্ত্তৃক তাহার তেজ প্রতিহত হয়। বস্তি কার্য্যের দ্বারা আপাদ মস্তক-স্থিত

সমস্ত দোষ আকৃষ্ট হয়। সূর্য্য যে রূপ আকাশে থাকিয়া পৃথিবীস্থ রস আকর্ষণ করেন, যথাবিধি-ক্রমে প্রয়োগ করা হইলে বস্তি প্রযুক্ত ঔষধও সেই রূপ পক্বাশয়ে থাকিয়া স্বীয় বীর্য্যের দ্বারা কটি পৃষ্ঠ ও সকল কোষ্ঠ স্থান-স্থিত সমস্ত সঞ্চিত দোষ সমূলে হরণ করে। তিন দোষের প্রকোপের কারণ বায়ু, সুতরাং তাহার অতিশয় বৃদ্ধি হইলেই শরীর নাশ হয়। বস্তিক্রিয়া ব্যতিরেকে সেই বায়ুর বেগ আর কিছুতেই শাম্য হয় না। বস্তি সম্যক রূপে প্রয়োজিত হইলে শরীরের পুষ্টি বর্ণ বর্ল আরোগ্য ও আয়ু বৃদ্ধি হয়।

অতঃপর নেত্রবস্তি প্রয়োগে যে সকল ব্যাপৎ ঘটে তাহা বলা যাইতেছে।

বিবর্ত্তিত হওয়া, পার্শ্বে পিড়ন করা, ঊর্দ্ধক্ষিপ্ত হওয়া, অধঃক্ষিপ্ত হওয়া, ও তির্য্যক ভাবে ক্ষিপ্ত হওয়া, নেত্র চলিত (১) হইলে প্রধানতঃ এই ছয় প্রকার দোষ ঘটে। অতি স্থূল কর্কশ অবনত সূক্ষ্ম (সরু) ও ভিন্ন হওয়া, কানি ছোট বা বড় হওয়া, ছিদ্র সূক্ষ্ম বা বৃহৎ হওয়া এবং আকার অতি দীর্ঘ বা হ্রস্ব হওয়া, নেত্রের এই একাদশ প্রকার দোষ ঘটে। অতিশয় কোমল অল্প ছিদ্রিত বা বিস্তীর্ণ হওয়া অথবা ভাল রূপে বদ্ধ না হওয়া, বস্তিতে এই পঞ্চ প্রকার দোষ ঘটে। যে রূপ বেগে বস্তির দ্বারা ঔষধ দ্রব্য প্রয়োগ করা যায় তাহার তারতম্যে এই চারি প্রকার দোষ ঘটে যথা,—অতিশয় পীড়িত হওয়া অল্প পীড়িত হওয়া, ভূয়োভূয়ো পীড়িত হওয়া, এবং কালাতিক্রম করিয়া পীড়িত হওয়া। অপক্ক থাকা, মাত্রা হীন বা অধিক হওয়া, অতিশয় শীতল অতিশয় উষ্ণ থাকা, অতিশয় তীক্ষ্ণ, অতিশয় মৃদু, অতিশয় স্নিগ্ধ, অতিশয় রুক্ষ, অতিশয় সান্দ্র বা অতিশয় দ্রব হওয়া, ঔষধ দ্রব্যের এই একাদশ প্রকার দোষ।

মস্তক নত বা উচ্চ করিয়া শয়ন করা, অথবা বক্রভাবে, উত্তান ভাবে

(১) বস্তি প্রয়োগের কালে নল সরিয়া যায়।

সঙ্কুচিত ভাবে বা দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করা বস্তিপ্রয়োগ কালে এই সপ্ত প্রকার শয়ন দোষ ঘটে। এই চতুশ্চত্বারিংশৎ প্রকার ব্যাপৎ বৈদ্যের অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত ঘটে। রোগীর অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত যে কয়েক প্রকার দোষ ঘটে তাহা আতুরোপদ্রব চিকিৎসায় পরে বলা যাইবে।

অষ্টপ্রকার কারণে স্নেহ প্রতিহত হইয়া দেহ হইতে প্রত্যাগত হয় না। যথা বায়ু পিত্ত বা কফ কর্ত্তৃক বা ভুক্ত দ্রব্য কর্ত্তৃক অভিভূত হওয়া প্রযুক্ত, মলের সহিত মিশ্রিত হওয়া প্রযুক্ত, দেহ মধ্যে দূরে প্রবিষ্ট হওয়া প্রযুক্ত অথবা অনুষ্ণ আহারী ব্যক্তিকে স্বেদ প্রয়োগ না করা প্রযুক্ত বা অভুক্ত বা অল্পাহার প্রযুক্ত অনুবাসন বা আস্থাপনের ঔষধ দেহ হইতে নির্গত হয় না। এই কয়েকটী বৈদ্য ও রোগীর উভয়ের অজ্ঞতা প্রযুক্ত ঘটে। আস্থাপন বা অনুবাসন উভয়েরই অযোগে (১) আধ্মান পরিকর্ত্তিকা, পরিস্রাব প্রবাহিকা হৃদয়োপসরণ অঙ্গগ্রহ অতিযোগ ও জীবাদান এই নয় প্রকার উপদ্রব বৈদ্যের অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত ঘটিয়া থাকে। সংক্ষেপতঃ এই যে ষট্‌সপ্ততি প্রকার ব্যাপদের বিষয় বলা হইল ইহাদিগের চিকিৎসা অতঃপর বলা যাইতেছে।

ষট্‌ত্রিংশৎ অধ্যায়।

নেত্রবস্তি ব্যাপৎ চিকিৎসা।

প্রয়োগ কালে নেত্র বিচলিত বা বিবর্ত্তিত হইলে, পায়ু মধ্যে ক্ষত হইয়া রক্ত নির্গত হয় ও বেদনা জন্মে। সে স্থলে সদ্য ক্ষতের ন্যায় প্রতিকার করিবে। নেত্র অতিশয় উৎক্ষিপ্ত বা অধঃক্ষিপ্ত হইলে পায়ু মধ্যে বেদনা জন্মে, সে স্থলে পিত্তঘ্ন কার্য্য ও স্নেহ সেচন করিবে। নেত্র পায়ুমধ্যে প্রয়োগ কালে তির্য্যগ ভাবে বা পার্শ্ব ভাগে প্রযুক্ত

(১) অযোগ প্রভৃতি উপদ্রবের বিষয় পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে।

হইলে মুখ আবৃত থাকা বশতঃ ঔষধ-দ্রব্য সম্যক্ প্রবিষ্ট হয় না, অতএব নেত্রের মুখ সরলভাবে রাখিবে। নেত্র অতিশয় স্থূল, কর্কশ বা অবনতমুখ হইলে, পায়ু-মধ্যে ক্ষত হইয়া রক্ত-নিঃসরণ ও বেদনা জন্মে, সে স্থলে পূর্ব্ববৎ ক্রিয়া করিবে। নেত্রের কর্ণিকা বস্তি-মুখের সন্নিকৃষ্ট থাকিলে বা নেত্র ভিন্ন হইলে প্রয়োগ বিফল হয়। নেত্রের কর্ণিকা বড় হইলে গুদ-মর্ম্ম আহত হইয়া রক্ত নির্গত হয়, সে স্থলে পিত্তঘ্ন কার্য্য ও পিচ্ছিল বস্তি প্রয়োগ করিবে। নেত্র হ্রস্ব বা ছিদ্র-পথ সূক্ষ্ম হইলে বস্তি-কার্য্য ক্লেশকর হয় ও ঔষধ-দ্রব্য পায়ু-মধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া প্রত্যাগত হয়, তাহাতে বস্তি-কার্য্যের ব্যাঘাত জন্য রোগ জন্মে। নেত্র দীর্ঘ বা ছিদ্রপথ মহান্ হইলে অতিশয় অবপীড়নের ন্যায় যাতনা হয় (১)। নলের মূলে বস্তি উত্তমরূপে বদ্ধ না হইলে যে দোষ ঘটে, বস্তি বিদীর্ণ বা বহল হইলেও সেই সকল দোষ ঘটে। বস্তি ক্ষুদ্র হইলে বা দ্রব্য অল্প হইলে, গুণও অল্প হয়। বস্তি উত্তমরূপে বদ্ধ না হইলে বা ভিন্ন হইলে, ভিন্ন নেত্রের (২) ন্যায় বিফল হয়। বস্তি অতিশয় পীড়াকর হইলে (৩) আমাশয় জন্মায়। পরে বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া নাসিকা ও মুখ হইতে নির্গত হয়। তাহাতে শীঘ্র গলা পীড়ন ও অবধূনন কর্ত্তব্য এবং তীক্ষ্ণ বিরেচন, বা শিরো-বিরেচন ও শীতল সেক প্রয়োজ্য। অল্প বেগে বস্তি প্রয়োগ করিলে আভ্যন্তরিক বায়ু পীড়িত হইয়া আধ্মান ও উগ্র বেদনা জন্মায়। এ স্থলে উপদ্রব অনুসারে চিকিৎসা করিবে। কাল অতিক্রম করিয়া প্রয়োগ করিলে

(১) ইহাতে অধিক পরিমাণ দ্রব্য বেগে নির্গত হওয়াতে যাতনাপ্রযুক্ত পীড়া জন্মে।

(২) ভিন্ন শব্দে ফাটা বা ছিদ্র-যুক্ত বুঝায়।

(৩) এ স্থলে অতিশয় বেগে বস্তি প্রযুক্ত হওয়াই গ্রন্থকারের অভিপ্রায় বোধ হয়।

রোগ-বৃদ্ধি হয়, তাহাতে পুনর্ব্বার ব্যাধি-বলনাশক দ্রব্যের বস্তি প্রয়োগ করিবে। স্নেহ অপক্ক হইলে পায়ু-নালীর উপদেহ (চট্‌চটে ভাব) ও শোফ জন্মায়। এস্থলে সংশোধন বস্তি ও বিরেচন হিতকর। মাত্রাহীন হইলে কোনপ্রকার বস্তিই কার্য্যকর হয় না। মাত্রা অতিরিক্ত হইলে আনাহ, ক্লান্তি ও অতিসার জন্মে। অতি উষ্ণ বা তীক্ষ্ণ হইলে, মূর্চ্ছা দাহ ও অতিসার জন্মে এবং পিত্ত বৃদ্ধি হয়। মৃদু বা শীতল হইলে বায়ুরোধ হয় ও আধ্মান জন্মে। পূর্ব্বোক্ত মাত্রা-হীন প্রভৃতির স্থলে বিপরীত-ক্রিয়া হিতকর (১)। বস্তি গাঢ় হইলে পাতলা করা, ও পাতলা হইলে গাঢ় করা উচিত। বস্তি অতিশয় স্নিগ্ধ হইলে জাড্য-দোষ জন্মে, ও রুক্ষ হইলে স্তম্ভ ও আধ্মান জন্মে, ও এরূপ স্থলে রুক্ষ হইলে স্নিগ্ধ ও স্নিগ্ধ হইলে রুক্ষ কার্য্য করিবে। রোগীকে অবশীর্ষভাবে রাখিয়া বস্তি প্রয়োগ করিলে অতি-পীড়িতের ন্যায় সকল পীড়া জন্মে, তাহাতে তদনুসারে ক্রিয়া করিবে। প্রয়োগ-কালে রোগী উন্নতমস্তক থাকিলে মেহন উন্নত হয়। সে স্থলে স্বেদ প্রয়োগ করিয়া উত্তরবস্তি প্রয়োগ হিতকর। বক্রভাবে থাকিলে বস্তি পক্কাশয়ে প্রবিষ্ট না হইয়া অন্য দিকে যায়। তাহাতে বায়ু কর্তৃক হৃদয় ও গুদ-দেশে (মলাশয়ের মুখে) অথবা কোষ্ঠ-দেশে পীড়া জন্মে। রোগী উত্তানভাবে থাকিলে বস্তিপথ অবরোধ থাকা প্রযুক্ত অন্তরে ঔষধ প্রবিষ্ট হয় না, তাহাতে অভ্যন্তরে বায়ু কুপিত হইয়া রোগী নিমীলিত-নেত্র ও ভ্রান্ত হয়। দেহ ও উরুদ্বয় সঙ্কুচিতভাবে রাখিয়া প্রয়োগ করিলে, বায়ুকর্তৃক প্রতিহত হইয়া বস্তি দ্রব্য দেহ হইতে প্রত্যাগত হয়। উপবিষ্টভাবে রাখিয়া বস্তি প্রয়োগ করিলে দ্রব্য সমস্ত শীঘ্রই অধোভাগে নির্গত হইয়া যায়। তাহাতে আশয় সমস্ত তাপিত হয় না, সুতরাং কোন ফল দর্শে না। বস্তি পুনঃ পুনঃ প্রযুক্ত হইলে পক্কাশয়ে প্রবেশ করে না। বস্তি-

(১) মাত্রা-হীন হইলে অধিক করা, শীতল হইলে উষ্ণ করা ইত্যাদি।

প্রয়োগ-কালে রোগীকে দক্ষিণ পার্শ্বে রাখিয়া বাম পার্শ্ব হইতে প্রয়োগ করাই প্রশস্ত। বস্তি-প্রয়োগের পর বায়ু কুপিত হইলে অবস্থানুসারে চিকিৎসা করিবে।

অতঃপর স্নেহবস্তির ব্যাপৎ ও চিকিৎসা বলা যাইতেছে। প্রয়োজ্য দ্রব্য অনুষ্ণ, অল্পৌষধবিশিষ্ট ও মাত্রাহীন হইলে বস্তি-প্রয়োগ বিফল হয়, তাহাতে বিষ্টম্ভ, আধ্মান ও শূল উপদ্রব ঘটিলে অযোগ বলা যায়। এস্থলে তীক্ষ্ণ বস্তি ও তীক্ষ্ণ বিরেচন প্রয়োগ করিবে। ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকের কিছু অপেক্ষা থাকিলে, ভোজন করিলে, অথবা অধিক পরিমাণে দোষ থাকিলে, যদি বস্তি প্রয়োগ করা যায়, অতিশয় ভোজনের পর যদি অধিক পরিমাণে ঈষদুষ্ণ বস্তি প্রয়োগ করা যায়, লবণ ও স্নেহ সংযোগে অনুষ্ণ অবস্থায়, বা অতিরিক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করা যায়, বা পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা যায়, অথবা অধিক পুরীষ থাকিলে যদি প্রয়োগ করা যায়, তাহাতে শীঘ্র আধ্মান এবং হৃদয় কটি পার্শ্ব ও পৃষ্ঠ দেশে দারুণ শূল জন্মায়। সে স্থলে তীক্ষ্ণতর অনুবাসন ও বস্তি হিতকর। অতি তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ লবণের দ্বারা রুক্ষবস্তি প্রয়োগ করিলে পিত্ত-সমেত বায়ু কুপিত হইয়া পরিকর্ত্তিকা নামক ব্যাধি জন্মায়। তাহাতে নাভি বস্তি ও গুদদেশ যেন ছেদন করিতেছে এরূপ যাতনা জন্মে। এ স্থলে পিচ্ছাবস্তি ও মধুর-দ্রব্য-সংযোগে পাক করা স্নেহ প্রয়োগ করা হিতকর। অতি তীক্ষ্ণ অম্ল-যুক্ত লবণের বস্তি প্রয়োগ করিলে পরিস্রাব নামক ব্যাধি জন্মে, তাহাতে দেহ দুর্ব্বল ও অবসন্ন হয়, এবং পিত্ত-স্রাব ও গুদদেশে দাহ জন্মে। ইহাতে পিচ্ছাবস্তি ও ক্ষীর ঘৃতের বস্তি প্রয়োগ করিবে। অতিশয় তীক্ষ্ণ আস্থাপন ও অনুবাসন প্রয়োগে প্রবাহিকা জন্মে, তাহাতে দাহ ও শূল সহকারে কষ্টে বিরেচন বা রক্ত সহ বিরেচন হয়। ইহাতে পিচ্ছাবস্তি-প্রয়োগ, দুগ্ধ সহ ভোজন, এবং ঘৃত ও জীবক (অভাবে অশ্বগন্ধা) সহ পাক করা তৈল অনুবাসনে প্রয়োগ করিবে। অতি-

শয় তীক্ষ্ণ নিরূঢ় বস্তি, বা বায়ু-সংযুক্ত রোগে অনুবাসন প্রয়োগ করিলে হৃদয়োপসরণ নামক ব্যাধি জন্মে। তাহাতে তজ্জন্য সমস্ত যাতনা, অঙ্গ-পীড়া (গায়ের কামড়ানি) মদ মূর্চ্ছা ও অঙ্গ-গৌরব, এই সকল উপদ্রব ঘটে। ইহাতে সকলপ্রকার দোষের হরণ করে, সংশোধনের এরূপ বস্তি প্রয়োগ করিবে। রুক্ষ বহুবাত-বিশিষ্ট ও অপ্রশস্তভাবে অবস্থিত ব্যক্তিকে রুক্ষ মৃদু ও অল্পৌষধ-বিশিষ্ট বস্তি প্রয়োগ করিলে অঙ্গগ্রহ অঙ্গের অবসাদ, স্তম্ভ জৃম্ভন উদ্বেষ্টন ও পর্ব্ব-ভেদ, এই সকল উপদ্রব ঘটে। এস্থলে স্বেদ, অভ্যঙ্গ ও বস্তি প্রয়োগ হিতকর। প্রয়োজ্য দ্রব্য অতিশয় উষ্ণ তীক্ষ্ণ বা পরিমাণে অধিক হইলে অথবা অতিশয় স্বেদ-প্রয়োগের পর বস্তি-প্রয়োগ বা অল্প দোষে বস্তি প্রয়োগ করিলে, অতিযোগ নামক উপদ্রব জন্মে। বিরেচনের অতি-যোগে যেরূপ চিকিৎসা, এ স্থলেও সেইরূপ চিকিৎসা কর্ত্তব্য। এস্থলে শীতল পিচ্ছাবস্তি প্রয়োগও সুখকর। জীবাদান নামক উপ-দ্রবে অর্থাৎ শোণিত নির্গত হইতে থাকিলে, বমন বিরেচনের স্থলে যেরূপ চিকিৎসা বলা হইয়াছে এ স্থলেও সেইরূপ করিবে, এবং শোণিত-যুক্ত পিচ্ছাবস্তিও এ স্থলে প্রয়োগ করিবে। এই নয়প্রকার উপদ্রব নিরূঢ় ও স্নেহবস্তি উভয়েতেই ঘটে, এবং উভয় স্থলেই এক-প্রকার চিকিৎসা। বস্তি-ক্রিয়ার সমস্ত ব্যাপৎ লক্ষণ ও চিকিৎসা সমস্ত বলা হইল। যাহাতে এ সকল ব্যাপৎ না ঘটে, অভিজ্ঞ বৈদ্যের তাহাই কর্ত্তব্য। বমনের এক পক্ষ পরে বিরেচন প্রয়োগ করিবে, এবং বিরেচনের সপ্ত রাত্র পরে অনুবাসন বা আস্থাপন প্রয়োগ করিবে।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

অনুবাসন ও আস্থাপন।

বিরেচন প্রয়োগের সপ্ত রাত্রের পর দেহে বল জন্মিলে অনুবাসন-যোগ্য রোগীকে অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। বয়স অনুসারে নিরূঢ়

বস্তিতে ঔষধের যে পরিমাণ নিরূপিত হইয়াছে, তাহার চতুর্থাংশ বর্জ্জনপূর্ব্বক স্নেহ-বস্তিতে প্রয়োগ করিবে। বায়ু পুরীষ ও মূত্র দেহ হইতে নির্গত হইলে বস্তি বিধান করিবে। এই সকলের দ্বারা স্নেহ প্রতিহত হইয়া অন্তরে প্রবেশ করে না। অসংশোধিত দেহে স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিবে না। সংশোধিত দেহে স্নেহবস্তি প্রযুক্ত হইলে তাহার বীর্য্য দেহে প্রবেশ করে।

অতঃপর তৈল-পাকের ক্রম বলা যাইতেছে। সকল তৈল পানে অনুবাসনে ও নস্যে প্রয়োগ করিলে বহুবিধ রোগ আরোগ্য হয়। শঠী পুষ্কর (পদ্ম-মূল) পিপ্‌পলী ময়না-ফল দেবদারু শতমূলী কুষ্ঠ যষ্টিমধু বচ বিল্ব চিত্রক, এই সকল একত্র পিষিয়া তৈল পাক করিবে। ইহাতে পিষ্ট-দ্রব্যের চতুর্গুণ তৈল, তৈলের দ্বিগুণ দুগ্ধ ও দুগ্ধের দ্বিগুণ জল বিধেয়। এই তৈল বস্তিক্রিয়াতে প্রয়োগ করিলে মূঢ় বাতের অনুলোম, অর্শ, গ্রহণী-দোষ, আনাহ, বিষম-জ্বর, এবং কটি পৃষ্ঠ উরু ও কোষ্ঠ-স্থানে আশ্রিত বাত-রোগ আরোগ্য হয়।

বচ পদ্মমূল কুষ্ঠ এলাইচ মদন-ফল দেবদারু সৈন্ধব লবণ কাকোলী ক্ষীরকাকোলী যষ্টিমধু মেদ মহামেদ রাজবৃক্ষ পাঠা জীবক জীবন্তী ভার্গী চন্দন কট্‌ফল সরল-কাষ্ঠ অগুরু বিল্ব বালা অশ্বগন্ধা বিড়ঙ্গ আরগ্বধ শ্যামা ত্রিবৃৎ পিপ্পল ও ঋদ্ধি এই সকলের কল্ক দুগ্ধ ও পঞ্চমূলীর রস সহ তৈল পাক করিবে (১)। এই তৈলের স্নেহ-বস্তি প্রয়োগ করা গুল্ম আনাহ অগ্নিমান্দ্য অর্শ গ্রহণী মূত্ররোধ এবং বায়ু-রোগে প্রশস্ত।

চিত্রক আতইচ পাঠা দন্তী বিল্ব বচ সরল কাষ্ঠ অংশুমতী রাস্না নীলিনী চতুরঙ্গুল চই যমানী কাকোলী মেদ মহামেদ দেবদারু জীবক ঋষভক পুনর্নবা অজগন্ধা শতমূলী রেণুকা অশ্বগন্ধা মঞ্জিষ্ঠা

(১) স্নেহপাকের বিধানানুসারে তৈল পাক করিবে। যে স্থলে দ্রব্যের পরিমাণ না থাকে, সে স্থলে স্নেহপাকের বিধান অবলম্বন করিবে।

শঠী কুষ্ঠ, ইহাদিগের কল্ক ও দুগ্ধ সহ তৈল পাক করিবে। এই তৈল বায়ু-জন্য রোগে হিতকর। গৃধ্রসী খঞ্জ কুব্জ আঢ্যবাত মূত্রকৃচ্ছ্র ও উদাবর্ত্ত রোগে এবং মন্দাগ্নি ও দুর্ব্বলের পক্ষে ইহা বস্তিকার্য্যে প্রশস্ত।

ভূনিম্ব এরণ্ড পুনর্নবা রাস্না দশমূল সহা ভার্গী দেবদারু বলা বাসক রোহিষ ষড়্গ্রন্থা (শটী) গোরক্ষচাকুলে মূর্ব্বা অশ্বগন্ধা গুলঞ্চ সহচর হরিদ্রা আতইচ কাকনাসা ভূমিকুষ্মাণ্ড যব মাষকলাই তিসী কোল ও কুলত্থ, এই সকলের ক্বাথ, দুগ্ধ ও দুগ্ধের চতুর্গুণ তৈল স্নেহ-পাকের বিধানে পাক করিবে। পরে তাহাতে জীবনীয়-গণের চূর্ণ প্রক্ষেপ (১) করিবে। উরুদ্বয় বায়ু-জন্য সংহত হইলে, ত্রিক পার্শ্ব অংশ মন্যা শিরোগত বায়ু-বিকারে এই তৈলের বস্তি প্রয়োগ করিবে।

জীবন্তী অতিবলা মেদ কাকোলী ক্ষীরকাকোলী জীবক ঋষভক অতিবিষা কৃষ্ণা (কটুকী) কাকনাসা (কেয়োঠ্যাড়া) বচ দেবদারু রাস্না মদন-ফল যষ্টিমধু সরলা (শ্বেত তৃবৃৎ) ভীরু (শতমূলী) চন্দন স্বয়ংগুপ্ত (আলকুশী-বীজ) শঠী শৃঙ্গী পৃশ্নিপর্ণী শ্যামালতা ইহাদিগের কল্ক, ঘৃত তৈল ও ঘৃত-তৈল একত্র যোগে যত, তাহার অষ্টগুণ দুগ্ধ পাক করিবে (২)। এই তৈল অনুবাসনে প্রয়োগ করিলে শুক্র অগ্নি ও বল বৃদ্ধি হয়, বাত-পিত্ত নাশ হয়, এবং গুল্ম ও আনাহের অত্যর্থ শান্তি হয়। ইহা নস্যে ও পানে প্রযুক্ত হইলে স্কন্ধ-সন্ধির উপরিজাত রোগ সমস্ত আরোগ্য হয়।

যষ্টিমধু বেণামূল দ্রাক্ষা কটুকী উৎপল চন্দন শ্যামালতা পদ্মকাষ্ঠ মুস্তা কুটজ অতিবিষা ও বালা এই সকলের কল্ক, ঘৃত ও তাহার

---

(১) অষ্টবর্গশ্চ পার্ণিন্যো জীবন্তী মধুকণ্ডলা। জীবনীয়গণপ্রোক্তা জীবনীয়গণ-স্তথা॥

(২) যথা,—তৈল ও ঘৃত প্রত্যেকে অর্দ্ধ শের করিয়া এক শের, কল্ক-দ্রব্যের সমষ্টি এক পোয়া, ও স্নেহের চতুর্গুণ অর্থাৎ চারি শের দুগ্ধ।

চতুর্থাংশ তৈল এবং ঘৃত-তৈলের একত্র যোগে পরিমাণে যত, তাহার অষ্টগুণ দুগ্ধ পাক করিবে। এই তৈল ন্যগ্রোধাদি-গণের ক্বাথ সহযোগে বস্তিকার্য্যে প্রয়োগ করিবে। ইহাতে দাহ অসৃগ্দর বিসর্প বাতরক্ত বিদ্রধি পিত্তরক্ত জ্বর প্রভৃতি পিত্ত-জন্য রোগ সমস্ত নষ্ট হয়।

মৃণাল উৎপল শালুক নীলোৎপল রক্তোৎপল চন্দন রক্তচন্দন ভূনিম্ব পদ্মবীজ কেসুর পটোল কটুক রক্ত গুঞ্জা পর্পট বাসক নাগ-কেশর. ইহাদিগের কল্ক তৃণ মূলের রস ও দ্বিগুণ (তৈলের) দুগ্ধ, এই সকল সহ তৈল পাক করিয়া বস্তিকার্য্যে নস্যে অভ্যঙ্গে ও পানে প্রয়োগ করিলে বহুবিধ পিত্ত-জন্য রোগের শান্তি হয়।

ত্রিফলা অতিবিষা মূর্ব্বা ত্রিবৃৎ চিত্রক বাসক নিম্ব আরগ্বধ ষড়্গ্রন্থ (ডুরকরঞ্জ) সপ্তপর্ণ হরিদ্রা দারুহরিদ্রা গুড়ূচী কুটজ কটুকী কুষ্ঠ সর্ষপ নাগর (শুণ্ঠী), এই সকলের কল্ক সহ ও সুরসাদিগণের রসে আপ্লুত করিয়া তৈল পাক করিবে। এই তৈল-পান অভ্যঙ্গ গণ্ডূষ নস্য ও বস্তি-কার্য্যে প্রয়োগ করিলে স্থূলতা আলস্য কণ্ডূ প্রভৃতি কফ-জন্য রোগ সমস্ত নাশ হয়।

পাঠা অজমোদা শার্ঙ্গষ্টা পিপ্পলী গজপিপ্পলী শুণ্ঠী শ্বেত-ত্রিবৃৎ অগুরু কৃষ্ণ-চন্দন ভার্গী চব্য দেবদারু মরিচ এলাইচ হরীতকী কটুকা পিপ্পলী-মূল কট্ফল, এই সকলের কল্ক এবং বল্লী ও কণ্টক-(১) মূলের দ্বিগুণ ক্বাথ, এই সকলের সহ সর্ষপ বা এরণ্ড তৈল পাক করিবে। এই তৈল অনুবাসনে প্রয়োগ করিলে সকলপ্রকার কফ-জন্য রোগের শান্তি হয়।

বিড়ঙ্গ উদীচ্য-সিন্ধুজ. শঠি কুড় দেবদারু মেদ মহামেদ যষ্টিমধু শ্যামালতা নিচুল শুণ্ঠী শতমূলী নীলিনী রাস্না কদলী বাসক রেণুকা বিল্ব অজমোদা পিপ্পলী দন্তী চব্য রাজবৃক্ষ, এই সকলের কল্ক সহ

(১) সূত্রস্থানে গণ-বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

মুষ্ককাদিগণের সার তৈল বা এরণ্ড তৈল পাক করিয়া অনুবাসন প্রয়োগ করিলে প্লীহা উদাবর্ত্ত বাতরক্ত গুল্ম আনাহ ও কফ-জন্য রোগে প্রমেহ শর্করাশ্মরী ও অর্শ আরোগ্য হয়। দেহ সংশোধিত না হইলেও অর্থাৎ অগ্রে বমন বিরেচন প্রয়োগ না করিয়াও সকল কালেই এই তৈলের অনুবাসন প্রয়োগ করা যায়। রুক্ষ অতিশয় বায়ু-বিশিষ্ট দেহ হইলে, দুই তিনবার অনুবাসন প্রয়োগ করিয়া শরীর স্নিগ্ধ হইলে নিরূঢ় বস্তি প্রয়োগ করিবে। দেহ স্নিগ্ধ না হইলেও অতিপীড়িতের স্থলে উক্ত তৈল-সহযোগে গাঢ় করিয়া নিরূঢ় বস্তি প্রয়োগ করিবে।

রাত্রিকালে বস্তি প্রয়োগ করিবে না, তাহাতে দোষ উৎক্লিষ্ট হইয়া স্নেহ-বীর্য্য সহযোগে আধ্মান গৌরব ও জ্বর জন্মায়। দোষ বা অন্ন-রস অগ্নি-স্থানে গত হইলে দেহের স্রোতমুখ বিবৃত হইয়া তাহাতে স্নেহ-বীর্য্য গমন করে। পিত্তের আধিক্য, কফের ক্ষয়, বা বাতরোগে রুক্ষ হইলে অথবা উষ্ণ কাল হইলে রাত্রিকালে অনুবাসন বা আস্থা-পন প্রয়োগ করিবে। উষ্ণকালে বা পিত্তাধিক্যে দিবাভাগে প্রয়োগ করিলে দাহ প্রভৃতি উপদ্রব জন্মে। অতএব এ স্থলে সন্ধ্যাকালে প্রয়োগ করিবে। স্নেহ-পান অধ্যায়ে যে সকল দোষ উল্লিখিত হইয়াছে তাহা পরিত্যাগ করিতে হইলে শীত ও বসন্ত কালে দিবাভাগে, এবং গ্রীষ্ম প্রাবৃট্ ও শরৎকালে দিনান্তে স্নেহ প্রয়োগ কর্ত্তব্য। বায়ুর আধিক্যের স্থলে অহোরাত্রের মধ্যে যে কোন সময়ে প্রয়োগ করা যায়। রোগের তীব্র অবস্থায় জীর্ণান্ন ব্যক্তিকে ভোজন করাইয়া অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। অভুক্ত ব্যক্তিকে কদাচ স্নেহ প্রয়োগ করিবে না, তাহাতে কোষ্ঠ-দেশ শূন্য ও বিশুদ্ধ থাকা প্রযুক্ত স্নেহ উর্দ্ধে গমন করে। আর্দ্রপাণি ব্যক্তির পক্ষেও ভোজনান্তে অনুবাসন-প্রয়োগ বিধেয়। অন্ন বিদগ্ধ হইলে স্নেহ-প্রয়োগের দ্বারা জ্বর হয়। অতিশয় স্নেহ-যুক্ত অন্ন ভোজন করাইয়া অনুবাসন প্রয়োগ করিবে

না। ভোজন ও অনুবাসন দুইপ্রকার স্নেহ প্রয়োগ করা হইলে মদ ও মূর্চ্ছা জন্মায়। রুক্ষ অন্ন ভোজন করিলে বল ও বর্ণ নাশ হয়। অতএব যুক্ত-মত স্নেহ ভোজন করাইয়া ব্যাধি অনুসারে যূষ ক্ষীর বা মাংস রস সহ অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। বস্তি-ক্রিয়াতে প্রয়োজ্য ঔষধের যেরূপ পরিমাণ বলা হইয়াছে, স্নেহবস্তিতে তাহার চতুর্থাংশ ন্যূন পরিমাণে ব্যবহার করিবে। অনুবাসন প্রয়োগ করিতে হইলে, প্রথমতঃ অভ্যঙ্গ ও উষ্ণ জলে স্বেদ প্রয়োগ করিয়া যথাশাস্ত্র ভোজন ও চংক্রমণ করিবে। তদনন্তর পুরীষ ও মূত্র পরিত্যাগ করাইয়া স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিবে। প্রয়োগের বিধান পর অধ্যায়ে নিরূঢ়োপক্রমে বলা যাইবে। তদনুসারে স্নেহবস্তি প্রয়োজিত হইলে বাক্শত-কালমাত্র উত্থান-ভাবে থাকিবে। সর্ব্ব দেহ প্রসারিত হইলে স্নেহবীর্য্য দেহে সঞ্চারণ করে। প্রয়োজিত স্নেহ শরীরের অধোভাগ হইতে ঊর্দ্ধে তাড়িত করিবার নিমিত্ত উত্থান-ভাবে থাকিয়া তিনবার নিতম্বদ্বয় উৎক্ষেপণ করিবে। এইরূপে বস্তি প্রণিহিত হইলে বিস্তীর্ণ শয্যায় স্থিরভাবে শয়ান থাকিবে, অধিক বাক্য কহিবে না। শতমূলীর রস ও সৈন্ধব চূর্ণ সহযোগে ঈষদুষ্ণ করিয়া স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিলে সহসা সচ্ছন্দে নির্গত হয়। অতিশয় উষ্ণতা বা তীক্ষ্ণতা প্রযুক্ত বায়ু-কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া, অনুবাসিত স্নেহ এককালে বায়ু সহকারে নির্গত হয়, অথবা পরিমাণের আধিক্য প্রযুক্ত বা গুরুত্বপ্রযুক্ত নির্গত হইলে, পুনর্ব্বার অল্প পরিমাণে স্নেহের বস্তি প্রয়োগ করিবে। কারণ দেহ-মধ্যে না থাকিলে কখন দেহ স্নিগ্ধ করিতে পারে না। হীন মাত্রায় অনুবাসিত হইলে দাহ ক্লম ও প্রবাহ জন্মায়। বস্তি প্রয়োগ করিলে দাহ প্রভৃতি যাতনা ব্যতিরেকে যাহার পুরীষ ও বায়ু সহযোগে স্নেহ পুনর্ব্বার দেহ হইতে শীঘ্র নির্গত হয়, তাহাকেই সম্যক্ অনুবাসিত বলা যায়। স্নেহ প্রত্যাগত হইলে পর যদি ভুক্ত অন্ন পরিপাক হইয়া ক্ষুধার উদ্রেক হয়, তবে লঘু অন্ন সেবন করিবে। পরদিন প্রাতঃকালে

ধান্যক শুণ্ঠী সহযোগে পাক করা উষ্ণ জল পান করিবে, তাহাতে অগ্নির দীপ্তি হয় ও অন্নে রুচি জন্মে। এই বিধান অনুসারে ছয় সাত আট বা নয় বার স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিবে ও তাহার মধ্যে মধ্যে অর্থাৎ প্রতিবার প্রয়োগের পর ও দ্বিতীয়বার প্রয়োগের পূর্ব্বে নিরূঢ় বস্তি প্রয়োগ করিবে। প্রথম বস্তির দ্বারা বস্তি ও বঙ্ক্ষণ দেশ স্নিগ্ধ হয়। দ্বিতীয় বস্তির দ্বারা ঊর্দ্ধগত বায়ুর শান্তি হয়। তৃতীয় বস্তির দ্বারা বল ও বর্ণ জন্মে। চতুর্থ বস্তির দ্বারা রস, পঞ্চম বস্তির দ্বারা রক্ত, ষষ্ঠ বস্তির দ্বারা মাংস, সপ্তম বস্তির দ্বারা মেদ, অষ্টম বস্তির দ্বারা অস্থি ও নবম বস্তির দ্বারা মজ্জা নির্দ্দোষ হয়। এইরূপে অষ্টাদশ বস্তি প্রয়োগ করিলে শুক্রগত সমস্ত দোষের শান্তি হয়। এইরূপে অষ্টাদশবার করিয়া বস্তি-প্রয়োগ করিলে হস্তি-তুল্য বলশালী, অশ্ব-তুল্য বেগবান্, দেব-তুল্য বিগতপাপ, শ্রুতিধর ও সহস্র বৎসর আয়ুঃ-বিশিষ্ট হয়। স্নেহবস্তি বা নিরূঢ় বস্তি ইহাদিগের কোন একটী অধিকতর অভ্যাস করিবে না। স্নেহবস্তির আধিক্যে অগ্নিমান্দ্য ও কফের উৎক্লেশ, এবং নিরূঢ় বস্তির দ্বারা বায়ু-বৃদ্ধি হয়। অতএব স্নেহবস্তি প্রয়োগের পর নিরূঢ় বস্তি এবং নিরূঢ় বস্তি প্রয়োগের পর স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিবে। ইহাতে পিত্ত বা কফের উৎক্লেশ এবং বায়ু-জন্য কোন বেগ জন্মে না। রুক্ষ ও অত্যর্থ-বায়ু-বিশিষ্ট হইলে প্রতিদিন স্নেহবস্তি প্রয়োগ করা যায়, অন্য স্থলে অগ্নিমান্দ্যের আশঙ্কাপ্রযুক্ত তিন দিন অন্তর প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। রুক্ষদেহে অল্প পরিমাণে স্নেহবস্তি সকল কালেই প্রয়োগ করা যায়।

অতঃপর স্নেহ-বস্তি-ব্যাপৎ বলা যাইতেছে। যদি কোষ্ঠ-দেশে বায়ু প্রভৃতি সমস্ত দোষ বলবান্ থাকে, ও তাহাতে অল্প-বীর্য্য-বিশিষ্ট স্নেহ-জন্য পৃথগ্বিধ উপদ্রব জন্মায়, তাহা নিবৃত্তি পায় না। স্নেহ কোষ্ঠ-মধ্যে বায়ু জন্য অভিভূত থাকিলে মুখে কষায় রস হয়, ও জৃম্ভণ বেপথু ও বিষমজ্বর প্রভৃতি বায়ু-জন্য রোগ জন্মায়। পিত্ত কর্ত্তৃক

অভিভূত থাকিলে মুখ কটু হয়, এবং দাহ তৃষ্ণা জ্বর ও ঘর্ম্ম হয়, এবং নেত্র মূত্র ও অঙ্গ পীতবর্ণ হয়। শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক অভিভূত হইলে লালা-স্রাব মুখের মধুরতা, গৌরব বমন, কষ্টে উচ্ছ্বাস, শীতজ্বর ও অরুচি, এই সকল উপদ্রব জন্মে। স্নেহ পূর্ব্বোক্তরূপে কোনপ্রকারে দোষাভিভূত হইলে, দোষ অনুসারে শমনীয়-দ্রব্যের বস্তি প্রয়োগ করিবে। অতি-শয় ভোজন করা প্রযুক্ত ভুক্ত দ্রব্য কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া যদি দেহ হইতে স্নেহ নির্গত না হয়, তবে আমাশয়ের গুরুত্ব, শূল, বায়ুর রোধ, হৃৎপীড়া, মুখের বৈরস্য, শ্বাস মূর্চ্ছা ভ্রম ও অরুচি, এই সকল উপদ্রব জন্মে। এ স্থলে উপবাস ও তদনন্তর অগ্নির দীপ্তিকর বিধান অবলম্বন করিবে। অসংশোধিত দেহে স্নেহ মলের সহিত মিশ্রিত হওয়াতে যদি নির্গত না হয়, তবে অঙ্গসাদ আধ্মান শূল শ্বাস ও পক্কাশয়ের গুরুত্ব, এই সকল উপদ্রব জন্মে। ইহাতে নিরূঢ় বস্তি প্রয়োগ করিবে। এবং অতিশয় তীক্ষ্ণ ঔষধ সহ স্নেহ পাক করিয়া অনুবাসনে প্রয়োগ করিবে। সংশোধিত দেহে বস্তিকর্ত্তৃক স্নেহ দেহ মধ্যে দূরে নিঃক্ষিপ্ত হইলে, গাত্রে স্নেহ দৃষ্ট হয়, এবং সকল ইন্দ্রিয়ের উপলেপ ও অবসাদন হয়, মুখে স্নেহ-গন্ধ ও কাস শ্বাস অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব জন্মে। সে স্থলে অতিপীড়িতের ন্যায় আস্থাপন প্রয়োগ কর্ত্তব্য। স্বেদ প্রয়োগ বা দেহ সংশোধন না করিয়া অল্প-পরিমাণ স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিলে, অথবা স্নেহ শীতল বা মৃদু-গুণ-বিশিষ্ট হইলে, দেহ হইতে প্রত্যাগত হয় না, তদ্দ্বারা মন্দ প্রবাহ জন্মে, এবং বিবন্ধ গৌরব আধ্মান ও পক্কাশয়ে শূল, এই সকল উপদ্রব ঘটে। এ স্থলে শীঘ্র আস্থাপন ও পরে অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। অল্প-ভোজন-শীল ব্যক্তিকে অল্প-পরিমাণ বা মন্দ-গুণ-বিশিষ্ট স্নেহ প্রয়োগ করিলে, সে স্নেহ পুনর্ব্বার নিঃসৃত হয় না, তাহাতে ক্লান্তি ও উৎক্লেশ জন্মে ও দেহের স্ফূর্ত্তি থাকে না। তাহাতে শোধনীয় দ্রব্যের কাথে আস্থাপন, ও সেই ক্বাথে স্নেহ পাক করিয়া অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। বস্তি প্রযুক্ত

হইলে পর যদি সমস্ত দিবা-রাত্রি গতে স্নেহ পুনর্ব্বার নির্গত হয় ও তদ্দ্বারা কোন ক্লেশ না জন্মে, সেই বস্তিপ্রয়োগই অতিশয় গুণকারী। স্নেহ যদি নির্গত না হইয়া জীর্ণ হইয়া যায়, তাহাতে অতি অল্প ফল দর্শে। স্নেহবস্তি প্রযুক্ত হইয়া যদি সেই স্নেহ পুনর্ব্বার নির্গত না হয়, সমস্তই বা তাহার কিয়দংশ রুদ্ধ থাকে ও তাহাতে কোন উপদ্রব না জন্মে, তবে তাহা রুক্ষ-জন্য রুদ্ধ থাকা জানিবে, তাহাতে কোন প্রতিকার আবশ্যক করে না। দিবা-রাত্রের মধ্যে স্নেহ প্রত্যাগত না হইলে সংশোধন প্রয়োগ করিবে, আর দ্বিতীয় বার স্নেহ প্রয়োগ বিধেয় নহে।

অতঃপর উত্তর বস্তির বিধান বলা যাইতেছে। রোগীর অঙ্গুলির চতুর্দ্দশাঙ্গুলি-পরিমিত দীর্ঘ, মালতী-পুষ্পের বৃন্তের ন্যায় অগ্রভাগ, এবং সর্ষপ-নির্গম-যোগ্য ছিদ্র, উত্তর-বস্তি-প্রয়োগে এইরূপ নল ব্যবহার করিবে। কেহ কেহ মেঢ্র-নলের অসনতুল্য-পরিমিত নলই প্রশস্ত বলেন। উত্তরস্থিতে স্নেহের পরিমাণ এক কুঞ্চ। রোগী পঞ্চবিংশতি বৎসরের ন্যূন হইলে বিবেচনা-সঙ্গত স্নেহ-মাত্রা প্রয়োগ করিবে। স্ত্রীলোকদিগের অপত্যপথের চারি অঙ্গুল অন্তরে মূত্রনালী। তাহার ছিদ্র-পরিমাণ মুদ্গ-তুল্য ও দশাঙ্গুল দীর্ঘ। উত্তর-বস্তি প্রয়োগ করিতে হইলে অপত্য-পথে চারি অঙ্গুল ও মূত্রনালী মধ্যে দুই অঙ্গুল, অল্প বয়স্কা কন্যা হইলে এক অঙ্গুল নল প্রবিষ্ট করিবে। এ স্থলে রোগীর স্বীয় অঙ্গুলির পরিমাণই গ্রাহ্য। হস্ত অঞ্জলি-বদ্ধ করিলে অঙ্গুলির মূল পর্য্যন্ত যত স্নেহ ধরে সেই পরিমাণ স্নেহ এ স্থলে ব্যবহার্য্য। ঔরভ্র বা শূকরের বস্তিই এ স্থলে প্রয়োজ্য, অভাবে পক্ষীদিগের গলদেশের চর্ম্ম, তদভাবে হরিণের পায়ের চর্ম্ম বা অন্য কোনপ্রকার কোমল চর্ম্ম ব্যবহার্য্য। রোগীকে প্রথমতঃ স্নিগ্ধ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া ঘৃত দুগ্ধ সহ যথাশক্তি অনুসারে যবাগু পান করাইবে। অনন্তর জানু পরিমিত স্থানে পৃষ্ঠ দেশ রাখিয়া

(অর্থাৎ উপবিষ্ট-ভাবে) এবং বস্তি ও মুর্দ্ধি দেশ উষ্ণ তৈলে অভ্যক্ত করিয়া মেঢ্র নলে প্রহৃষ্ট করিবে (১)। তদনন্তর মেঢ্র-মধ্যে অগ্রে শলাকার দ্বারা অন্বেষণ করিয়া পরে ঘৃতাভ্যক্ত শলাকা ছয় অঙ্গুল পরিমাণে অল্প অল্প প্রবিষ্ট করিবে। বস্তি প্রয়োগ করিয়া পুনর্ব্বার নেত্র অল্প অল্প নির্গত করিবে। স্নেহ প্রত্যাগত হইলে অপরাহ্ণ-কালে দুগ্ধ যূষ বা মাংস-রস সহযোগে পরিমিত মাত্রায় ভোজন করাইবে। এই নিয়ম অনুসারে তিন কি চারি বার বস্তি প্রয়োগ করিবে। স্ত্রী-লোকদিগকে প্রয়োগ করিতে হইলে উত্তানভাবে শয়ান করাইয়া ও জানুদ্বয় উর্দ্ধ ভাবে রাখিয়া প্রয়োগ করিবে। গর্ভাশয় বিশোধনের জন্য ত্রিকর্ণিক-বিশিষ্ট নেত্রের দ্বারা যোনিমধ্যে দ্বিগুণ-পরিমিত স্নেহের বস্তি প্রয়োগ করিবে। উত্তর বস্তি প্রয়োগ করিলে স্নেহ যদি প্রত্যাগত না হয়, তবে শোধনীয়-গণ-সংযোগে পুনর্ব্বার বস্তি প্রয়োগ করিবে, অথবা গুদমধ্যে শোধনী-যুক্ত বস্তি প্রয়োগ করিবে, বা বস্তি-দ্বারে এষণী প্রবিষ্ট করিবে, কিম্বা মুষ্টির দ্বারা নাভির অধোভাগে বল-পূর্ব্বক পীড়িত করিবে। অথবা আরগ্বধের পত্র নিগুণ্ডী-রস গোমূত্রে পিষিয়া সৈন্ধব সহযোগে বর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। বর্ত্তি-প্রযুক্ত স্নেহ নির্গত করিবার কারণ এলাইচ বা সর্ষপাকার বর্ত্তি শলাকার দ্বারা প্রয়োগ করিবে। গৃহ-ধূম বৃহতী পিপ্পলী ও সৈন্ধব ও শুণ্ঠী, শুক্ত গোমূত্র ও সুরা সহ পেষণ করিয়া বর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত নিয়মে প্রয়োগ করিবে। বস্তি-দেশে দাহ জন্মিলে মধু ও শর্করা শীতল মধূদক সহযোগে, ও ক্ষীর-বৃক্ষের ক্বাথ শীতল দুগ্ধ সহযোগে বস্তি প্রয়োগ করিবে।

দূষিত শুক্র বা শোণিত, মূত্রাঘাত, অন্য কোন মূত্র-দোষ যোনি-রোগ শুক্রোৎসেক শর্করাশ্মরী বস্তি-শূল বঙ্ক্ষণ-শূল ও মেঢ্র-শূল, এই সমস্ত রোগ, এবং মেহরোগ ভিন্ন অন্যান্য ঘোরতর বস্তি-জাত রোগ

(১) মেঢ্র নলে দৃঢ় ও ঋজুভূত হইলে হৃষ্ট বলা যায়।

উত্তর বস্তির দ্বারা আরোগ্য হয়। সম্যক্ প্রয়োজিত হইলে অথবা ব্যাপদ্ ঘটিলে স্নেহ-বস্তির ন্যায় সকল লক্ষণ উত্তর-বস্তি-প্রয়োগেও ঘটে।

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়।

নিরূঢ়-বস্তি-প্রয়োগ।

অনুবাসন-প্রয়োগের পর আস্থাপন প্রয়োগ করিবে। অভ্যঙ্গ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া পুরীষ মূত্র ও বায়ুর বেগ পরিত্যাগপূর্ব্বক মধ্যাহ্ন-কালে পবিত্র গৃহে, বিস্তীর্ণ ও উপধান-রহিত এবং শ্রোণি-দেশ উত্তম-রূপে বিন্যস্ত হয় এরূপ শয্যায় বাম পার্শ্বে শয়ন করিবে। রোগী ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকের পর দক্ষিণ শক্তি আকুঞ্চিত ও বাম শক্তি প্রসারিত করিয়া, প্রফুল্ল-মনে বাক্য সংযত করিয়া থাকিবে। তদনন্তর বাম পাদের উপরিভাগে নেত্র স্থাপন করিয়া দক্ষিণ পাদের অঙ্গুষ্ঠ ও দ্বিতীয় অঙ্গুলির দ্বারা নেত্রের কর্ণিকা চাপিয়া রাখিবে, এবং বাম হস্তের কনিষ্ঠা ও অনামিকা নামক অঙ্গুলিদ্বয়ের দ্বারা বস্তির মুখের অর্দ্ধভাগ সঙ্কুচিত করিয়া মধ্যম প্রদেশিনী ও অঙ্গুষ্ঠ নামক অঙ্গুলিত্রয়ের দ্বারা অপর অর্দ্ধ মুখ বিবৃত করিয়া বস্তিমধ্যে ঔষধ পূরণ করিবে। ঔষধ পূরণ করিতে বস্তি অধিক আয়ত বা সঙ্কুচিত হইয়া না যায়, তাহার মধ্যে বুদ্বুদ না জন্মে, অথবা বায়ু না থাকে। এইরূপে বস্তি-মধ্যে ঔষধ পূরিত হইলে, যে পর্য্যন্ত ঔষধ পূর্ণ হইবে তাহার অন্তভাগ সূত্রের দুই তিন বেষ্টনীর দ্বারা বন্ধন করিবে। অনন্তর দক্ষিণ হস্ত উত্তোলিত করিয়া বস্তি ধারণ করিবে এবং বাম হস্তের মধ্যমাঙ্গুলি ও প্রদেশিনীর দ্বারা নেত্র ধারণ করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা তাহার ঘৃতাক্ত মুখ আচ্ছাদনপূর্ব্বক ঘৃতাক্ত মল-দ্বার মধ্যে প্রবিষ্ট করিবে। পৃষ্ঠ-বংশের সমরেখা পর্য্যন্ত দূরে নেত্রের কর্ণিকা পর্য্যন্ত সঞ্চালিত

করিয়া রোগীকে স্থিরভাবে গ্রহণ করিতে কহিবে। বাম হস্তে বস্তি ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে প্রয়োগ করিবে। প্রয়োগ এক-কালে করিবে, তাহাতে দ্রুত বা বিলম্ব না হয়। তদনন্তর বস্তি অপনীত করিয়া ত্রিংশৎ মাত্রা (১) কাল উপেক্ষা করিয়া রোগীকে উঠিতে কহিবে। ঔষধ-দ্রব্য প্রত্যাগত হইবার কারণ রোগীকে উৎকট-ভাবে বসাইবে। নিরূঢ় দ্রব্য প্রত্যাগমনের কাল এক মুহূর্ত্ত।

এই নিয়ম অনুসারে দুই তিন বা চারি বার বস্তি-প্রয়োগে সম্যক্ নিরূঢ়-লক্ষণ হইলে (২) বস্তি-প্রয়োগে নিবৃত্ত হইবে। নিরূঢ়-লক্ষণের বরং হীন হওয়া ভাল। বিশেষতঃ সুকুমার ব্যক্তির পক্ষে হীন ক্রমই হিতকর। বস্তি-প্রয়োগে যাহার অল্প বেগে মল বায়ু নির্গত না হয়, তাহাকে দুর্নিরূঢ় বলিয়া জানিবে। তাহার মূত্ররোগ অরুচি ও জড়তা দোষ জন্মে। অতি-বিরেচনের যে সকল লক্ষণ বলা হইয়াছে সে সকল অতি-বিরেচনের স্থলেও ঘটে। যাহার পুরীষ পিত্ত কফ ও বায়ু ক্রমান্বয়ে নির্গত হইয়া দেহ লঘু হয়, তাহাকে সুনিরূঢ় বলিয়া জানিবে। সুনিরূঢ় হইলে স্নান ও ভোজন করাইবে। পিত্ত শ্লেষ্মা বা বায়ু-জন্য রোগে যথাক্রমে ক্ষীর যূষ বা মাংস-রস সহযোগে ভোজন করাইবে। অথবা সকলপ্রকার দোষেই মাংস-রস সহযোগে ভোজন করাইবে। দোষ অগ্নি অনুসারে তিন ভাগ হীন, অর্দ্ধ-ভাগ-হীন, চতুর্থাংশ-হীন, পরিমাণে ভোজন করিবে। তদনন্তর দোষানুসারে স্নেহ-বস্তি প্রয়োগ করিবে। আস্থাপন ও স্নেহ-বস্তি সম্যক্রূপে প্রয়োজিত হইলে মনের তুষ্টি, দেহের স্নিগ্ধতা ও ব্যাধির নিগ্রহ এই সকল লক্ষণ জন্মে। যে দিবস আস্থাপন প্রয়োগ করা যায়, সে দিবস বায়ু কর্ত্তৃক অতিশয় অনিষ্টের সম্ভাবনা, অতএব রোগীকে সে দিবস

(১) "ত্রিংশৎ মাত্রা" ত্রিংশদ্বাক্য কহিতে যে বিলম্ব হয়।

(২) বস্তি-প্রয়োগের হীন লক্ষণ ও অতিক্রমের লক্ষণ পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায় দ্রষ্টব্য দ্রব্য।

মাংস-রস সহ অন্ন ভোজন করাইবে, ও অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। তদনন্তর অগ্নির দীপ্তি ও বায়ুর গতি বিবেচনা করিয়া কোষ্ঠ দেশ অন্নের দ্বারা উপস্তব্ধ থাকিলে স্নেহ-বস্তি প্রয়োগ করিবে। মুহূর্ত্ত-মধ্যে নিরূঢ়ের দ্রব্য প্রত্যাগত না হইলে, ক্ষার মূত্র বা অম্ল সংযুক্ত তীক্ষ্ণ নিরূঢ়ের দ্বারা শোধন করিবে। নিরূঢ়ের দ্রব্য অধিক কাল দেহ-মধ্যে বদ্ধ থাকিলে বায়ু কুপিত হইয়া বিষ্টব্ধ শূল অরতি জ্বর আনাহ ও মৃত্যুও ঘটে। ভোজনান্তে আস্থাপন প্রয়োগ বিধেয় নহে, তাহাতে বিসূচিকা বা দারুণ বমন রোগ জন্মায় এবং সকল দোষ কুপিত হয়। অতএব অভুক্ত অবস্থায় আস্থাপন-প্রয়োগ কর্ত্তব্য। জীর্ণান্ন ব্যক্তির আশয়ে দোষ সমস্ত প্রকাশিত-ভাবে অবস্থিতি করে, ভোজনের দ্বারা প্রপীড়িত না হইলে তাহারা সহজেই নিঃশোষিত হয়। আস্থাপন কর্তৃক ভুক্ত দ্রব্য আশয়-মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইলে অগ্নির দ্বারা উত্তম পরিপাক হয় না। অতএব অভুক্ত অবস্থাতেই আস্থাপন দেওয়া কর্ত্তব্য। অবস্থা বিবেচনা করিয়া নিরূহের ক্রম নিরূপণ করিয়া প্রয়োগ করিবে। দেহ হইতে মল অপকর্ষিত হইলে দোষ বলবান্ থাকিতে পারে না।

দুগ্ধ অম্লরস ও মূত্র স্নেহ ক্বাথ রস লবণ ফল মধু শতমূলী সর্ষপ বচ এলাইচ ত্রিকটু রাস্না সরল দেবদারু হরিদ্রা যষ্টিমধু হিঙ্গু কুষ্ঠ শোধনী-বর্গ-স্থিত দ্রব্য-সমূহ কটুকী শর্করা মুস্তা বেণামূল চন্দন শঠী মঞ্জিষ্ঠা মদনফল চণ্ডা ত্রায়মাণা (বন-ভাতুলিয়া) রসাঞ্জন, বিল্ব-ফলের সার যমানী প্রিয়ঙ্গু, কুটজ ফল, কাকোলী ক্ষীরকাকোলী, জীবক ঋষভক, মেদ মহামেদ ঋদ্ধি বৃদ্ধি ও মধুলিকা, এই বর্গের মধ্যে যে যে দ্রব্য পাওয়া যায়, নিরূঢ়ে প্রয়োগ করিবে। স্ব স্ব অবস্থায় নিরূঢ়ে যে পরিমাণ ক্বাথ প্রয়োগ করিবে তাহার পঞ্চভাগ স্নেহ, পিত্তে ষষ্ঠ ভাগ এবং কফে অষ্টম ভাগ স্নেহ, একত্র করিয়া প্রয়োগ করিবে। সান্নিপাতিক কল্কের অষ্টম ভাগ স্নেহ ও সেই পরিমাণ লবণও প্রয়োজ্য।

মধু গোমূত্র ফল দুগ্ধ অম্ল মাংস-রস ইহাদিগের মধ্যে কোন একটী নিরূঢ় প্রয়োগে যুক্তি অনুসারে কল্পনা করিবে। এবং কল্ক স্নেহ ও কষায়ের উল্লেখ না থাকিলে যুক্তির দ্বারা কোন একটীকে গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত মধু মূত্রাদির সহিত সংযোগ করিয়া প্রয়োগ করিবে। অক্ষ (২ তোলা) পরিমাণ সৈন্ধব দুই প্রসৃতি মধুর সহিত পাত্রে মন্থন করিবে। পরে ক্রমে ক্রমে তাহাতে স্নেহ সংযোগ করিয়া মন্থন করিবে। সম্যক্‌রূপে মথিত হইলে তাহাতে ফলকল্ক প্রদান করিবে। তদনন্তর অবস্থানুসারে যে সকল দ্রব্য বিহিত, তাহার নিরূপিত ভাগে গ্রহণপূর্ব্বক সূক্ষ্মরূপে পিষিয়া গভীর পাত্রে সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া লৌহ-দর্ব্বীর দ্বারা মন্থন করিবে। অধিক তরল বা অধিক গাঢ় না হয়। তাহাতে দোষানুসারে কষায় রস ক্ষীর অম্ল এবং মূত্র, এই পাঁচটীর পাঁচ প্রসৃতি দিবে।

অতঃপর দ্বাদশ প্রসৃতি পরিমিত বস্তির বিধি বলা যাইতেছে। অক্ষ-পরিমিত সৈন্ধব, দুই প্রসৃতি মধু, একত্র মথিয়া তিন প্রসৃতি স্নেহ তাহাতে দিয়া পুনর্ব্বার মন্থন করিবে। সকল মিশ্রিত হইলে এক প্রসৃতি কল্ক এবং চারি প্রসৃতি কষায় এবং অবশেষে প্রক্ষেপ-দ্রব্য দুই প্রসৃতি দিবে। এইরূপে বস্তি-দ্রব্য দ্বাদশ প্রসৃতি পরিমাণে কল্পনা করিবে। পূর্ণ মাত্রায় এই পরিমাণ। মাত্রা কম হইলে সেই অনুসারে প্রসৃতিও কম হইবে। এইরূপে সৈন্ধব হইতে দ্রব দ্রব্য পর্য্যন্ত দ্রব্য সহযোগে নিরূঢ় বস্তি কল্পনা করিতে হইলে তাহাদিগের পরিমাণ বয়স অনুসারে কল্পনা করিতে হইবে।

অনন্তর বস্তি-বিভাগ বলা যাইতেছে। দোষ অনুসারে প্রযুক্ত হইলে ইহাতে নানাবিধ রোগের শান্তি হয়। আরগ্বধ এরণ্ড পুনর্নবা অশ্বগন্ধা হরিদ্রা তেজপত্র পঞ্চমূলী বলা রাস্না গুলঞ্চ দেবদারু, ইহাদিগের চতুর্থাংশ অবশিষ্ট ক্বাথে, এই অধ্যায়ে পূর্ব্বোল্লিখিত মদন হইতে কুটজ পর্য্যন্ত আটটী দ্রব্য সংযোগ করিবে। তদনন্তর পিপ্পলী

মুথা মৌরি সৈন্ধব গুলঞ্চ প্রিয়ঙ্গু যষ্টিমধু রসাঞ্জন বচ এই সকলের কল্ক ও মধু প্রভৃতি সংযোগ করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে আস্থাপনে প্রয়োগ করিবে। ইহাতে পৃষ্ঠ উরু ও ত্রিকদেশের বেদনা, অশ্মরী, পুরীষ, মূত্র ও বায়ুর অবরোধ গ্রহণী, বায়ু-জন্য অর্শরোগের শান্তি হয় এবং রক্ত মাংস ও বল বৃদ্ধি হয়।

গুড়ূচী ত্রিফলা রাস্না দশমূল এবং বলা ইহাদিগের কাথ, এবং প্রিয়ঙ্গু রসাঞ্জন সৈন্ধব শোল্‌ফা বচ পিপ্‌পলী যমানী কুষ্ঠ বিল্বপেশী একত্র চূর্ণ দুই তোলা, মদন-ফল-চূর্ণ চারি তোলা, গুড় মধু তৈল ঘৃত দুগ্ধ শুক্ত কাঞ্জিক দধিমস্ত একত্র আলোড়িত করিয়া মূত্রযোগে আস্থাপনে প্রয়োগ করিবে। ইহার দ্বারা তেজ বর্ণ বল উৎসাহ বীর্য্য অগ্নি ও প্রাণ বৃদ্ধি হয়, সকলপ্রকার বায়ু-জন্য রোগের শান্তি হয় এবং বয়ঃস্থাপন হয়।

কুশাদি পঞ্চমূল ত্রিফলা উৎপল বাসক শ্যামালতা বেণামূল মঞ্জিষ্ঠা রাস্না রেণুক পরূষক, এই সকল দ্রব্য পালিকা-পরিমাণে গ্রহণ করিয়া কাথ প্রস্তুত করিবে। শৃঙ্গাটক আত্মগুপ্ত গজপিপ্‌পলী নাগকেশর অগুরু রক্তচন্দন ভূমিকুষ্মাণ্ড শোল্‌ফা মঞ্জিষ্ঠা শ্যামা ইন্দ্রযব সৈন্ধব পদ্মকাষ্ঠ, পূর্ব্বোক্ত কাথ-যোগে এই সকল দ্রব্যের কল্ক প্রস্তুতপূর্ব্বক মধু দুগ্ধ ও ঘৃত আপ্লুত করিয়া অম্লরস-বর্জ্জিত দ্রব্য সহ শীতল অবস্থায় আস্থাপনে প্রয়োগ করিবে। ইহাতে দাহ অসৃগ্দর পিত্তরক্ত পিত্ত-জন্য গুল্ম ও জ্বর আরোগ্য হয়।

লোধ রক্তচন্দন মঞ্জিষ্ঠা রাস্না অনন্তমূল বলা ঋদ্ধি শারিবা বাসক কাশ্মর্য্য মেদ মহামেদ যষ্টিমধু পদ্মকাষ্ঠ শালপানি বিল্ব গণিরিকা সোনা পারুল গাম্ভারী ও তৃণ-পঞ্চমূল, ইহাদিগের তিন কর্ষ পরিমিত কাথ সহ জীবক ঋষভক কাকোলী ক্ষীরকাকোলী ঋদ্ধি যষ্টিমধু উৎপল প্রপৌণ্ডরীক জীবন্তী মেদ রেণুক পরূষক শোল্‌ফা সৈন্ধব গুলঞ্চ শতমূলী বেণামূল পদ্মকাষ্ঠ কসেরু ও শর্করা, এই সকল দ্রব্য পিষিয়া ঘৃত মধু ও

দুগ্ধের দ্বারা আপ্লুত করিবে। অম্লরস ব্যতীত অন্য শীতল দ্রব-দ্রব্য-যোগে তরল করিয়া বস্তি প্রয়োগ করিবে। এই বস্তির দ্বারা গুল্ম অসৃগ্দর হৃদ্রোগ পাণ্ডুরোগ বিষমজ্বর রক্তপিত্ত অতিসার অরুচি ও পিত্ত-জন্য অন্যান্য রোগ আরোগ্য হয়।

ভদ্রা নিম্ব কুলত্থ অর্ক কোশাতকী অমৃতা দেবদারু শ্যামালতা বৃহতী পাঠা মূর্ব্বা আরগ্বধ কুটজ-বীজ, এই সকল দ্রব্যের কাথ সহ বলা, মদন-ফল, সর্ষপ, সৈন্ধব, দেবদারু, কুষ্ঠ এলাইচ পিপ্পলী শুণ্ঠী ও বিল্ব; এই সকল দ্রব্যের কল্ক প্রস্তুত করিবে। কটুতৈল মধু, ক্ষার, মূত্র তৈলাম্বু যোগে সেই কল্কে আস্থাপন প্রয়োগ করিবে। ইহার দ্বারা কামলা পাণ্ডু মেহ মেদজন্য রোগ অগ্নিমান্দ্য কফরোগ অরুচি গলগণ্ড গরল শ্লীপদ উদর-রোগ সত্বরে আরোগ্য হয়।

দশমূলী হরিদ্রা বিল্ব পটোল ত্রিফলা দেবদারু, ইহাদিগের কাথ প্রস্তুত করিবে। মুস্তা সৈন্ধব দেবদারু পাঠা পিপ্পলী পূর্ব্বোক্ত কাথের যোগে এই সকল দ্রব্যের কল্ক প্রস্তুত করিবে। সেই কল্ক তৈল ক্ষার ও মূত্রে আপ্লুত করিয়া মূত্র ও অম্ল-ফলের রস সংযোগপূর্ব্বক আস্থাপনে প্রয়োগ করিলে, কফ-জন্য রোগ পাণ্ডু উন্মাদ আলস্য মূত্ররোগ বায়ুরোগ কৃমি-জন্য আটোপ অপচী শ্লেষ্মজন্য গুল্ম ও কৃমি-বিকার আরোগ্য হয়।

দশমূল বলা মূর্ব্বা যব কোল কুলত্থ বিল্ব ভূনিম্ব, ইহাদিগের একপল-পরিমিত কাথের সহিত মদনফল যষ্টিমধু দেবদারু সর্ষপ পিপ্পলীর মূল সৈন্ধব যমানী শঠী শোল্‌ফা কুড়চি, ইহাদিগের কল্ক প্রস্তুতপূর্ব্বক মধু ইক্ষুরস দুগ্ধ গোমূত্র ঘৃত তৈল ও মাংস-রসে আপ্লুত করিয়া সংসৃষ্ট-দোষ-জন্য রোগে আস্থাপন প্রয়োগ করিবে। ইহাতে গৃধ্রসী নামক বায়ুরোগ শর্করাশ্মরী অষ্ঠীলা তূণী ও গুল্মরোগ আরোগ্য হয়।

রাস্না আরগ্বধ পুনর্নবা কটুকী বেণামূল মুস্তা ত্রায়মাণা (বন-ভাদু-লিয়া) গুলঞ্চ রক্তা পঞ্চমূল বিভীতক, এই সকল দ্রব্য পালিকা-পরিমাণে

লইয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। মদন-ফল যষ্টিমধু শোল্‌ফা সৈন্ধব ইন্দ্র-যব প্রিয়ঙ্গু রসাঞ্জন, পূর্ব্বোক্ত ক্বাথ-যোগে এই সকল দ্রব্যের কল্ক, মাংসরস মধু দ্রাক্ষা ও সৌবীর যোগে ঈষদুষ্ণ থাকিতে বস্তিতে প্রয়োগ করিলে মাংস শুক্র বল ও আয়ু বৃদ্ধি হয়, অগ্নির সংস্কার হয়, ঐ সকল ধাতুগত রোগ আরোগ্য হয়, এবং গুল্ম অসৃগ্দর বিসর্প মূত্রকৃচ্ছ্র ক্ষত-ক্ষয় বিষমজ্বর অর্শ গ্রহণী বাতকুণ্ডলী-রোগ, জানু জঙ্ঘা শিরো বস্তি এই সকল স্থানে বায়ু-রুদ্ধ রোগ, উদাবর্ত্ত ও অন্যান্য বায়ুরোগ, বাত-রক্ত শর্করাশ্মরী অষ্ঠিলা কুক্ষিশূল উদররোগ অরুচি রক্তপিত্ত কফজন্য রোগ উন্মাদ প্রমেহ আধ্মান ও হৃদ্‌গ্রহ, এই সকল রোগ আরোগ্য হয়।

বায়ু কুপিত হইলে বাতঘ্ন ওষধির ক্বাথ সৈন্ধব তৃবৃৎ ও অম্লরস-যোগে বস্তি প্রয়োগ করিবে। পিত্ত-কুপিতের স্থলে ন্যগ্রোধাদিগণের ক্বাথ কাকোল্যাদি-যোগে শর্করা-সংযুক্ত করিয়া বস্তি প্রয়োগ করিবে। কফ কুপিত হইলে আরগ্বধাদির ক্বাথ পিপ্পল্যাদির যোগে মধু ও গোমূত্র সহ বস্তি প্রয়োগ করিবে। শোণিত কুপিত হইলে শর্করা ইক্ষুরস দুগ্ধ ঘৃত যোগে ক্ষার-বৃক্ষের প্রচুর পরিমাণ শীতল ক্বাথ-সহ বস্তি প্রয়োগ করিবে।

শোধনী-বস্তি।—শোধনী দ্রব্যের ক্বাথে ঐ সকল দ্রব্যেরই কল্ক প্রস্তুত করিয়া স্নেহ ও সৈন্ধব যোগে দর্ব্বীর দ্বারা মন্থনপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে।

লেখনী-বস্তি।—ত্রিফলার ক্বাথ গোমূত্র মধু ও ক্ষার যোগে উষকাদি-গণের কল্ক বস্তি-কার্য্যে প্রয়োগ করিবে। ইহাকে লেখনী-বস্তি বলে।

বৃংহণ-বস্তি।—বৃংহণ-দ্রব্যের ক্বাথ মধুর-গণস্থ দ্রব্যের কল্ক (সূত্র-স্থান, রস-বিজ্ঞান) প্রস্তুত করিয়া ঘৃত ও মাংস-রস-যোগে বস্তি প্রয়োগ করিবে।

বাজীকরণ-বস্তি।—চটকাণ্ড অঞ্চটার ক্বাথ-যোগে আত্মগুপ্ত-ফলের কল্ক প্রস্তুত করিয়া দুগ্ধ ও শর্করা-যোগে প্রয়োগ করিবে।

পিচ্ছিল-বস্তি।—আরগ্বধ শেলুশাল্মলী ও ধম্বন, ইহাদিগের অঙ্কুর দুগ্ধে পাক করিয়া মধু অস্র (শোণিত) যোগে প্রয়োগ করিবে। অথবা বরাহ মহিষ, ঔরভ্র বিড়াল এণ বা কুক্কুট ইহাদিগের কেবলমাত্র সদ্যোজাত অসৃক্ বা অণ্ড বস্তি-কার্য্যে প্রয়োগ করিবে।

গ্রাহী বা সংগ্রাহক বস্তি।—প্রিয়ঙ্গ্বাদি-গণের কাথ সহ অম্বষ্ঠাদি-গণের কল্ক, ঘৃত মধু যোগে প্রয়োগ করিবে।

এই সকলপ্রকারের স্নেহ-বস্তি প্রয়োগ করিতে হইলে, এই সকল যোগের প্রত্যেক দ্রব্যের সহিত অথবা দ্রব্যসমষ্টির সহিত স্নেহ পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে।

বন্ধ্যাদিগের বস্তি প্রয়োগ করিতে হইলে শতপাকে প্রস্তুত করা বলা-তৈল অথবা ত্রৈবৃৎ প্রয়োগ করিবে।

অধিক বলবানের পক্ষে তীক্ষ্ণ, মধ্য-বিধ বল-বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে মধ্য-বিধ-বীর্য্য এবং দুর্ব্বলের পক্ষে মৃদু বস্তি প্রয়োজ্য। এইরূপে কাল, রোগ ও রোগীর বল, দোষ, বিকার ও দ্রব্যের বল বিবেচনা করিয়া বস্তি প্রয়োগ করিবে। আদৌ উৎক্লেশন, মধ্যে দোষহর ও শেষে সংশমনী-বস্তি প্রয়োগ করিবে। এরণ্ড-বীজ যষ্টি-মধু পিপ্পলী সৈন্ধব বচ হবুষা কুটজ, ইহাদিগের কল্ক বস্তিতে প্রয়োগ করা উৎ-ক্লেশন বলা যায়। শতমূলী যষ্টিমধু কুটজ-বীজ ও কুটজ, কাঞ্জি ও গোমূত্র যোগে ইহাদিগের বস্তিকে দোষহর বস্তি বলে। প্রিয়ঙ্গু যষ্টিমধু মুস্তা রসাঞ্জন, দুগ্ধসহ ইহাদিগের বস্তিকে শমনী-বস্তি বলা যায়।

মাধুতৈলিক।—রাজা বা রাজসদৃশ ব্যক্তিদিগের স্ত্রীলোক সুকুমার শিশু বা স্থবিরদিগের দোষ-হরণের জন্য এবং বল বর্ণের জন্য মাধুতৈলিকের প্রণালী সংক্ষেপতঃ বলা যাইতেছে। ইহাতে যান স্ত্রী ভোজন পান কোন বিষয়ের নিয়ম প্রয়োজন করে না, যথেষ্ট ফলও দৃষ্ট হয়, এবং কোনপ্রকার ব্যাপদের সম্ভাবনা নাই। নিরূঢ়-প্রয়োগাভিলাষী ব্যক্তি যখন ইচ্ছা তখনই ইহা প্রয়োগ করিতে

পারেন। মধু ও তৈল সমভাগ, এরণ্ড মূলের ক্বাথ এই উভয়ের সমান, শোল্‌ফার ক্বাথ তাহার অর্দ্ধেক সৈন্ধব, একত্র করিয়া দর্ব্বীর দ্বারা আলোড়িত করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে প্রয়োগ করিবে। ইহাকে মাধুতৈলিক বলে।

যুক্তরথ।—বচ যষ্টিমধু তৈল ক্বাথ সরস সৈন্ধব পিপ্‌পলী কুটজ এই সকল একত্র যোগে বস্তিকে যুক্তরথ বলে।

দোষহর বস্তি।—দেবদারু হরিদ্রা রাস্না শোল্‌ফা বচ মধু হিঙ্গু ও সৈন্ধব। এই সকল যোগে বস্তিকে দোষহর বস্তি বলে।

সিদ্ধবস্তি।—পঞ্চমূলীর কষায় তৈল পিপ্‌পলী মধু শোল্‌ফা ও সৈন্ধব যোগে বস্তি প্রয়োগ করিবে। যব কোল কুলত্থের ক্বাথ পিপ্‌পলী মধু সৈন্ধব ও যষ্টিমধু সহযোগে বস্তি প্রয়োগ করিবে। ইহাকে সিদ্ধবস্তি বলে।

মুস্তাদি বস্তি।—মুস্তা পাঠা গুলঞ্চ বলা রাস্না পুনর্নবা মঞ্জিষ্ঠা আরগ্বধ বেণামূল বনভাদুলে গোক্ষুর, স্বল্পপঞ্চমূল, ও মদনাষ্টক (১) এই সকলের প্রত্যেকে পালি-পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক আঢ়ক পরিমাণ জলে ক্বাথ প্রস্তুত করিবে, চতুর্থাংশ থাকিতে এক প্রস্থ দুগ্ধ সহ পুনর্ব্বার পাক করিবে। পাকে দুগ্ধ অবশেষ হইলে পরিস্রুত করিয়া লইয়া সেই ক্বাথ সহ শতমূলী যষ্টিমধু প্রিয়ঙ্গু কুড়চি রসাঞ্জন ও সৈন্ধব প্রত্যেকের এক কর্ষ পরিমিত গ্রহণ করিয়া কল্ক প্রস্তুত করিবে। এই বস্তি-প্রয়োগে বাতরক্ত মেহ শোফ অর্শঃ গুল্ম মূত্রকৃচ্ছ্র বিসর্প জ্বর মলভঙ্গ ও রক্তপিত্ত আরোগ্য হয়, ইহা বলকর সঞ্জীবনী তেজস্কর দৃষ্টির হিতকর শূলনাশক। সকল আস্থাপনের শ্রেষ্ঠ, ইহাকে মুস্তাদি বস্তি বলে।

রোগজ্ঞ বৈদ্য রোগ ও দ্রব্যের গুণ বিবেচনা করিয়া এই বস্তি-

(১) এই অধ্যায়ের পূর্ব্বোল্লিখিত মদন-ফল হইতে কুটজ পর্য্যন্ত আটটী দ্রব্য।

প্রণালীর বীজ অনুসারে অন্য শত শতপ্রকার বস্তি-প্রণালীর উদ্ভাবন করিবে। অজীর্ণে বস্তি প্রয়োগ করিবে না। বস্তি প্রয়োগ করিলে দিবা-নিদ্রা পরিত্যাগ করিবে, ও আহার আচার-বিষয়ে যুক্তিমত সমাচরণ করিবে। মধু ও তৈলের ভাগই অধিক বলিয়া মাধু-তৈলিক বলে। প্রয়োগ করা হইলেও যানে আরোহণ করার ব্যাঘাত জন্মে না এই জন্য যুক্তরথ নাম দেওয়া হয়। বল বর্ণ বৃদ্ধি হয়, এবং ইহার প্রয়োগে শত শত ব্যাধির চিকিৎসায় সিদ্ধি লাভ হয়, এই জন্য সিদ্ধ-বস্তি বলে। যে সকল ব্যক্তি সুখী, অল্প-দোষ বিশিষ্ট, নিত্য স্নিগ্ধ বা মৃদু-কোষ্ঠ, তাহাদিগের পক্ষে মাধু-তৈলিক বিধেয়। মৃদু, পাদহীন হইলেও কোন বিঘ্ন ঘটে না, অধিক নিয়ম পালনের প্রয়োজন হয় না, এবং একটীমাত্র বস্তি প্রয়োগে ফল হয়; এইজন্য সিদ্ধ-বস্তিতে কোনপ্রকার যন্ত্রণা নাই।

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

আতুরোপদ্রব-চিকিৎসা।

স্নেহ পান বমন বিরেচন রক্তমোক্ষণ নিরূঢ়-বস্তি-প্রয়োগ এই সকলের দ্বারা দেহের অগ্নি মন্দ হয়। অত্যর্থ গুরুপাক আহারের দ্বারা তাহার শান্তি হয়। অল্প অগ্নি যেরূপ বহুল-পরিমাণ বৃহৎ বৃহৎ কাষ্ঠের দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে নির্ব্বাপিত হয়, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত কারণ ভিন্ন অন্য কারণে অগ্নি অল্প হইলে গুরুপাক দ্রব্য আহারের দ্বারা নির্ব্বাপিত হয়। অতএব সে স্থলে অল্প-পরিমাণে লঘু অন্ন ভোজন করিবে। যে পরিমাণে শরীর সংশোধিত হইবে, তদনুসারে আহার করিবে। এস্থলে প্রস্থ, অর্দ্ধাঢ়ক ও আঢ়ক, আহারের এই তিন পরিমাণ। তাহার মধ্যে প্রস্থ-পরিমাণ নিকৃষ্ট, অর্দ্ধাঢ়ক মধ্যম

ও আঢ়ক উত্তম। স্বল্পতণ্ডুলা যবাগূ সেবন করিতে হইলে, নিকৃষ্ট মাত্রায় এক প্রস্থ পরিস্রুত সহ, মধ্যম মাত্রায় (অর্দ্ধাঢ়কে) দুই প্রস্থ সহ, এবং আঢ়কের স্থলে তিন প্রস্থ সহ সেবন করিবে। বিলেপী সেবন করিতে হইলে, যে অন্ন রোগীর বৈধ হয়, তাহার চতুর্থাংশ লইয়া পাক করিবে। অপিচ্ছিল ক্লিন্ন সিক্থ-প্রয়োগের স্থলে স্নেহ ও লবণ বর্জ্জিত স্বচ্ছ মুদ্গ-যূষ সহ সেবন করিবে। যে স্থলে সুস্নিগ্ধ অন্নের বিধি আছে, সেই স্থলে অন্ততঃ দুইভাগ অর্থাৎ অর্দ্ধ-মাত্রায় ভোজন করাইবে। মৃদু অন্নের ব্যবস্থা থাকিলে, ঘৃতমণ্ড সহযোগে বিহিত সুস্বাদু অন্ন তিন অংশ পরিমাণে লাব বা হরিণাদির মাংসের রস সহযোগে ভোজন করাইবে। হীন মধ্যম ও উত্তম বিরেচনের স্থলে (১) পূর্ব্বোক্ত-মতে এক দুই ও তিন গুণ আহারের নিয়ম জানিবে। কফ পিত্তের আধিক্য, নিত্য মদ্য-পান, এবং হীন-মাত্রায় সংশোধন, এই সকল স্থলে পেয় দ্রব্য সেবন করিলে অভিষ্যন্দ রোগ জন্মে, অতএব সে স্থলে তর্পণাদি-ক্রম হিতকর। বেদনা অনিয়ম শোক প্রভৃতি বিবিধ কারণে উপবাস ঘটে। বিরেচন-প্রয়োগের পর আহারাদির যেরূপ নিয়ম অবলম্বন করিতে হয়, উপবাসের পরও সেইরূপ নিয়ম অনুসরণ করিবে। বিরেচনের স্থলে আহার সম্বন্ধে আঢ়ক অর্দ্ধাঢ়ক ও প্রস্থ পরিমাণ বলা হইয়াছে। অগ্নি বৃদ্ধি হইলে, আহারের দ্বারা দোষের প্রকোপ নষ্ট হয়, এজন্য প্রথমতঃ স্বাদু তিক্ত, তদনন্তর স্নিগ্ধ অম্ল লবণ ও কটু, তদনন্তর মধুরাম্ল ও লবণ, পরে স্বাদু ও তিক্ত, এইরূপে রুক্ষ ও স্নিগ্ধ রস পর্য্যায়ক্রমে আহার করিবে। কেবলমাত্র স্নেহপান বা বমনের পর সপ্তরাত্র লঘু ভোজন করিবে। সিরা বিদ্ধ বা শোধনী প্রযুক্ত হইলে, যাবৎ বলবান্ না হয়, তাবৎ বা এক মাস কাল নিয়ম পালন কর্ত্তব্য। এক দিবসে

(১) অর্থাৎ বিরেচন দ্বারা যে পরিমাণ নির্গত হইবে, তদনুসারে বিরেচনের উত্তমাধমতা নির্দ্দিষ্ট হয়।

দুইবার বস্তি প্রয়োগ অকর্ত্তব্য। ব্রণ-পীড়িত স্নিগ্ধ বা সংশোধিত ব্যক্তির অথবা চক্ষু-রোগার্ত্ত বা জ্বর. বা অতিসার রোগীর ক্রোধ উপস্থিত হইলে পিত্ত কুপিত হইয়া পিত্ত-জন্য সকল উপদ্রব জন্মায়। পরিশ্রম বা শোকের দ্বারা চিত্ত বিভ্রম জন্মে, এবং মৈথুন বা উপগমনের দ্বারা আক্ষেপক পক্ষাঘাত অঙ্গগ্রহ, গুহ্যদেশে শ্বয়থু, এবং রক্ত-মিশ্রিত-শুক্র-নিঃসরণ প্রভৃতি ঘোরতর ব্যাধি জন্মে। এই সকল অহিতাচার স্বপ্নে ঘটিলে কফজন্য রোগ এবং প্লীহোদর প্রতিশ্যায় পাণ্ডু শ্বয়থু জ্বর মোহ অঙ্গ-সদন অজীর্ণ অরুচি তমোভিভূততা এবং নিদ্রানাশ, এই সকল উপদ্রব জন্মে। উচ্চৈস্বরে সম্ভাষণ করিলে বায়ু কর্ত্তৃক মস্তকে বেদনা জন্মে, আন্ধ্য জাড্য অজিঘ্রতা বাধির্য্য মূকতা হনুমোক্ষ. অধিমন্থ অর্দ্দিত নেত্রস্তম্ভ তৃষ্ণা কাস ও নিদ্রানাশ প্রভৃতি বায়ুজন্য সকল উপদ্রব জন্মে। যানে গমনের দ্বারা বমি মূর্চ্ছা ভ্রম ক্লান্তি অঙ্গগ্রহ ও ইন্দ্রিয় বিভ্রম প্রভৃতি উপদ্রব জন্মে।

অত্যর্থ স্থিরাসন বা অত্যর্থ স্নানের দ্বারা শ্রোণিদেশে বেদনা জন্মে। অতিশয় ভ্রমণের দ্বারা জঙ্ঘাদ্বয়ে বেদনা সক্থিশোষ শোফ অথবা পাদ-হর্ষ রোগ জন্মে। শীতল জল অত্যর্থ সেবন করিলে বায়ু বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য অঙ্গমর্দ্দ বিষ্টম্ভ শূল আধ্মান ও কম্প হয়। অতিশয় বায়ু ও আতপ সেবন করিলে অঙ্গ বিবর্ণ হয় ও জ্বর হয়। বিরুদ্ধ ভোজনের দ্বারা মৃত্যু বা ব্যাধির ঘোরতর বৃদ্ধি হয়। অসাত্ম্য ভোজনের দ্বারা বলবর্ণের হানি হয়। অনিয়মিতাচারী ব্যক্তি পশুর ন্যায় অপরিমিত ভোজন করে, তদ্দ্বারা সকল ব্যাধির মূল অজীর্ণ রোগ জন্মে। এই সকল ব্যাপদের স্থলে ব্যাপদের কারণ জানিয়া তাহার হেতু বিপর্য্যয়ের দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

বান্ত ও বিরিক্ত ব্যক্তিকে, হরিণ এণ লাব শশ ময়ূর তিত্তিরি এই সকল মাংসের রস সহযোগে ষষ্টি ধান্যের অন্ন অথবা পুরাতন শালী

অন্ন সেবন করাইবে। লঘু মুদ্গ যূষও (ঘৃত ও লবণ বর্জ্জিত) ইহাদিগের পক্ষে বিধেয়।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ধূম নস্য ও কবলগ্রহের প্রণালী।

ধূম পঞ্চ প্রকার যথা,—প্রায়োগিক স্নেহন বৈরেচন কাসঘ্ন ও বামনীয়।

কুষ্ঠ ও তগর বর্জ্জন পূর্ব্বক এলাদিগণস্থ অপর সমস্ত দ্রব্য নির্ম্মল রূপে পিষিয়া কল্ক প্রস্তুত করিবে। দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত শরকাণ্ডের অষ্টাঙ্গুল ক্ষৌম বস্ত্রে বেষ্টন করিয়া তদুপরি উক্ত কল্কের লেপ দিবে। এই বর্ত্তি সহকারে ধূম প্রয়োগ করাকে প্রায়োগিক বলে।

তৈলাক্ত ফলের সার, মধূচ্ছিষ্ট সর্জ্জরস গুগ্‌গুল প্রভৃতির সহিত ঘৃত বা তৈল মিশ্রিত করিয়া বর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ধূম প্রয়োগ করাকে স্নেহন বলে।

শিরোবিরেচন দ্রব্যের বর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ধূম প্রয়োগ করাকে বৈরেচন বলে।

বৃহতী কণ্টকারী ত্রিকটু কাসমর্দ্দ হিঙ্গু ইঙ্গুদী-ত্বক মনঃশিলা গুলঞ্চ কর্কট-শৃঙ্গী প্রভৃতি কাসঘ্ন দ্রব্যের বর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ধূম-প্রয়োগ কাসঘ্ন।

স্নায়ু চর্ম্ম খুর শৃঙ্গ কর্কটাস্থি শুষ্কমৎস্য বল্লূর কৃমি এই সকলের দ্বারা ধূম প্রয়োগ করা বামনীয়।

বস্তি প্রয়োগের নল যে দ্রব্যে প্রস্তুত হয়, ধূম প্রয়োগের নলও সেই দ্রব্যে প্রস্তুত হয়। ধূম প্রয়োগের নলের অগ্রভাগের পরিণাহ কনিষ্ঠাঙ্গুলির ন্যায়, মূলের পরিণাহ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ন্যায়, এবং স্রোতপথ কলায়

পরিমিত। ধূম প্রয়োগার্থ বর্ত্তি প্রবিষ্ট করিবার জন্য নলের ছিদ্রের দীর্ঘতা, প্রায়োগিকে অষ্ট চত্বারিংশৎ, স্নেহনে দ্বাত্রিংশৎ, বৈরেচনে চতুর্ব্বিংশতি এবং কাসঘ্ন ও বামনীয়ে ষোড়শ অঙ্গুলি। শেষোক্ত দুই প্রকার নলের ছিদ্র কুলের অস্থির ন্যায়। ব্রণ ধূপনার্থ নলের পরিনাহ কলায়ের ন্যায়, ও ছিদ্র পথ কুলত্থ পরিমিত। ধূম সেবন কালে সচ্ছন্দ ভাবে প্রফুল্ল চিত্তে উপবিষ্ট হইবে। দৃষ্টি অধোভাগে নিক্ষিপ্ত, ও চিত্ত স্থির হইবে। স্নেহাক্ত বর্ত্তির অগ্রভাগ প্রদীপ্ত করিয়া নলের ছিদ্র-মধ্যে বিন্যস্ত করিয়া ধূম পান করিবে। প্রথমতঃ মুখের দ্বারা, পরে নাসিকা দ্বারা পান করিবে। মুখ বা নাসিকা যাহার দ্বারা ধূম পান করা যায় তাহার দ্বারাই নির্গত করা কর্ত্তব্য। মুখের দ্বারা গ্রহণ করিয়া নাসিকা দ্বারা নির্গত করা কর্ত্তব্য নহে। এরূপ প্রতি-লোম ক্রিয়া কর্ত্তৃক দৃষ্টির ব্যাঘাত হয়। বিশেষতঃ প্রায়োগিকে নাসিকার দ্বারা, স্নেহনে মুখ ও নাসিকা উভয়ের দ্বারা, বৈরেচনে কেবল নাসিকার দ্বারা, এবং অপর দুই প্রকার কেবল মুখের দ্বারা, পান করিবে। প্রয়োগিকে ছায়া-শুষ্ক বর্ত্তী অঙ্গারে দীপ্ত করিয়া ধূম পান করিবে। স্নেহন ও বৈরেচনেও এই নিয়ম। অঙ্গার নির্ধূম হইলে তাহাতে ধূমের দ্রব্য নিক্ষেপ পূর্ব্বক অন্য শরাব আচ্ছাদিত করিবে। সেই আচ্ছাদনের সরাবে ছিদ্র করিবে। সেই ছিদ্রে নলের মুখ সংযোজিত করিয়া কাসঘ্ন ও বামনীয় ধূম পান করিবে। যাবৎ দেহ নির্দ্দোষ না হয় তাবৎ ধূম পান কর্ত্তব্য।

শোক, শ্রম, ভয়, ক্রোধ, উষ্ণতা বিষ, রক্তপিত্ত, মদ, মূর্চ্ছা দাহ, পিপাসা, পাণ্ডুরোগ, তালুশোষ, বমন, মস্তকে অভিঘাত, উদ্গার, উপ-বাস, তিমির রোগ, প্রমেহ, উদরাধ্মান, ঊর্দ্ধবাত, বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, বিরিক্ত, আস্থাপিত, জাগরিত, গর্ব্ভিণী, রুক্ষ, ক্ষীণ, উরঃক্ষত, এই সকল রোগ বা অবস্থা হইলে, মধু, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, মৎস্য, মদ্য, বা যবের মণ্ড পান করিলে, অথবা দেহে অল্প কফ থাকিলে, ধূম সেবন কর্ত্তব্য নহে।

ধূম অকালে পান করিলে, ভ্রম, মূর্চ্ছা, শিরোরোগ, চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বার অতিশয় উপঘাত হয়। প্রথমোক্ত তিন প্রকার ধূম নিম্ন লিখিত দ্বাদশ কালে সেবন করা বিধেয়। সেই দ্বাদশ কাল যথা ;— ক্ষুত, দন্ত প্রক্ষালন, নস্য স্নান ভোজন, দিবা-নিদ্রা, মৈথুন, বমন, মূত্র পুরীষ ত্যাগ, ক্রোধ ও শস্ত্র কর্ম্ম। তাহার মধ্যে মূত্র পুরীষ ত্যাগ, ক্ষবথু, ক্রোধ ও মৈথুন এই সকলের অন্তে স্নৈহিক ধূম প্রয়োজ্য। স্নান, বমন, ও দিবা-স্বপ্নের অন্তে বৈরেচন ধূম প্রয়োজ্য। দন্ত প্রক্ষালন, নস্য প্রয়োগ, স্নান, ভোজন, ও শস্ত্র কর্ম্মের অন্তে প্রায়োগিক ধূম বিধেয়। স্নেহধূম, স্নেহ ও উপলেপ প্রযুক্ত বায়ুর শান্তি করে। বৈরেচন ধূম রুক্ষতা, তীক্ষ্ণতা, ও উষ্ণতা প্রযুক্ত শ্লেষ্মা উৎক্লিষ্ট করিয়া নির্গত করে। প্রায়োগিক ধূম পূর্ব্ব দুই প্রকার কারণের দ্বারা শ্লেষ্মা উৎক্লিষ্ট করিয়া নির্গত করে।

ধূম পানের দ্বারা ইন্দ্রিয়, বাক্য মনঃ প্রসন্ন হয়। কেশ ও শ্মশ্রু দৃঢ় হয়, মুখ সুগন্ধি ও পরিষ্কার হয়। কাশ, শ্বাস, অরুচি, মুখের উপলেপ, স্বরভঙ্গ, মুখের আস্রাব, বমন-ইচ্ছা, তন্দ্রা, নিদ্রা, হনুস্তম্ভ, মন্যাস্তম্ভ, শিরোরোগ, কর্ণশূল, চক্ষুশূল, ও বাতশ্লেষ্মা জন্য মুখরোগ, ধূম পান করিলে ঘটে না।

ধূমপানে যোগ ও অতিযোগের ফল জানা কর্ত্তব্য। উপর্যুক্ত পরিমাণে প্রয়োগ করা হইলে রোগের শান্তি হয়। পরিমাণ অতিরিক্ত হইলে রোগের অশান্তি, তালুশোষ গল-শোষ, দাহ, পিপাসা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, মদ, কর্ণরোগ, দৃষ্টিহানি, নাসিকারোগ ও দৌর্ব্বল্য, এই সকল উপদ্রব ঘটে।

প্রায়োগিকে মুখ ও নাসিকা দ্বারা পর্য্যায়ক্রমে তিন তিন বার করিয়া অথবা তিন চারিবার করিয়া ধূমপান করিবে। স্নৈহিকে যাবৎ অশ্রু প্রবৃত্তি না হয় তাবৎ ধূম পান করিবে। বৈরেচনিকে যাবৎ দোষ দৃষ্ট না হয়। তিল-তণ্ডুল ও যবের মণ্ড পানান্তে বামনীয়

ধূম পান করিবে। কাসঘ্ন ধূম গ্রাসের সহিত পান করিবে। ব্রণে ধূম প্রয়োগ করিতে হইলে শরাবে ছিদ্র করিয়া তাহাতে নল সংযোগ পূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে। ধূমের দ্বারা ব্রণের বেদনা শান্তি নির্ম্মলতা, ও আস্রাব শান্তি সম্পাদিত হয়। ধূমের বিধি সংক্ষেপে বলা হইল, এক্ষণে নস্যের বিধি বলা যাইতেছে।

ঔষধ অথবা ঔষধ-সহযোগে পাক করা ঘৃতাদি নাসিকা দ্বারা প্রয়োগ করিবে। ইহাকেই নস্য বলা যায়। নস্য দুই প্রকার;—শিরোবিরেচন ও স্নেহন। এই দুই প্রকার পুনর্ব্বার পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত করা যায়। যথা;—নস্য, শিরোবিরেচন, প্রতিমর্শ, অবপীড়, ও প্রধমন। ইহাদিগের মধ্যে নস্য ও শিরোবিরেচন প্রধান। নস্যের বিকল্প প্রতিমর্শ, এবং শিরবিরেচনের বিকল্প অবপীড় ও প্রধমন, ইহাদিগের মধ্যে শূন্য-শির ব্যক্তিদিগের (যাহাদিগের মাথা খালি খালি বোধ হয়) মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ করণার্থ, গ্রীবা, স্কন্ধ, ও বক্ষঃস্থলের বল জননার্থ এবং দৃষ্টি প্রসাদনার্থ স্নেহ প্রযোজ্য। এই স্থলেই নস্য শব্দের সহিত ইহার ভেদ লক্ষিত হয়। মস্তক বায়ুজন্য অভিভূত হইলে, দন্ত কেশ ও শ্মশ্রু প্রপাতে, দারুণ কর্ণশূলে ও কর্ণক্ষেড়ে, তিমির রোগ স্বর ভঙ্গ, নাসারোগ, মুখশোষ, অববাহুক (বায়ুরোগ) অকালজাত বলি পলিত, দারুণ বাত পৈত্তিক রোগ, ও মুখরোগ ইত্যাদি রোগে বায়ুপিত্ত-নাশক দ্রব্য-সহ স্নেহ পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে।

তালু, কণ্ঠ ও মস্তক শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক অভিব্যাপ্ত হইলে, অরুচি শির-গৌরব শূল, পীনস, অর্দ্ধাবভেদক, ক্রিমি, প্রতিশ্যায়, অপস্মার ও গন্ধ জ্ঞান না হওয়া, এই সকল রোগে এবং স্কন্ধ সন্ধির উর্দ্ধগত অন্য প্রকার কফ-জন্য বিকারে, শিরোবিরেচক দ্রব্য অথবা তৎসহযোগে পাক করা স্নেহ প্রযোজ্য। এই দুই প্রকার নস্য শ্লেষ্ম-রোগীকে ভোজনের পূর্ব্বে, পিত্ত-রোগীকে মধ্যাহ্নে এবং বায়ুরোগীকে অপরাহ্নে প্রয়োগ করিবে। স্নেহ-নস্য প্রয়োগের প্রণালী—দন্ত কাষ্ঠ বা ধূম

পানের দ্বারা গলনলী প্রভৃতি বিশোধিত হইলে, পানিতাপের দ্বারা গলদেশ, কপোলদেশ ও ললাটদেশ স্নিগ্ধ ও মৃদ্বীভূত হইলে, বায়ু আতপ ও রজোহীন গৃহে রোগীকে উত্তান ভাবে শয়ন করাইবে। তাহার হস্ত পদ প্রসারিত থাকিবে, মস্তক কিঞ্চিৎ বিলম্বিত ভাবে থাকিবে এবং চক্ষু বস্ত্রে আচ্ছাদিত থাকিবে। বাম হস্তের প্রদেশিনীর দ্বারা নাসাগ্র কিঞ্চিৎ উন্নমিত করিয়া ধরিবে। পরে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা নাসিকার বিশুদ্ধ স্রোত মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে স্নেহ পাতিত করিবে। পাতিত করিবার কালে চক্ষু পর্য্যন্ত না যায় এরূপ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। প্রয়োজ্য স্নেহ, রজত, সুবর্ণ, তাম্র, মৃৎপাত্র বা শুক্তি পাত্রে রাখিয়া অন্য কোন উষ্ণদ্রব্য সহযোগে অনুতাপন পূর্ব্বক শুক্তি বা তুলা সহযোগে ঈষদুষ্ণ থাকিতে অদ্রুত ভাবে ধারাক্রমে পাতিত করা কর্ত্তব্য। স্নেহাবসেচন করিলে শিরঃকম্প ক্রোধ, ভাষণ, ক্ষবথু বা হাস্য করিবে না। ইহার পরিমাণ প্রদেশিনীর পর্ব্বদ্বয়ে নিঃসৃত অষ্ট বিন্দু প্রথম মাত্রা, শুক্তি পরিমাণ দ্বিতীয় মাত্রা, এবং করতল পরিমিত তৃতীয় মাত্রা। রোগীর বল অনুসারে এই সকল মাত্রা প্রয়োগ করিবে। স্নেহ-নস্য গলাধঃকরণ হওয়া কোন মতে বিধেয় নহে। প্রয়োজিত স্নেহ শৃঙ্গাটকে প্লাবিত করিয়া যখন মুখমধ্য হইতে নির্গত হয়, তখন তাহাকে আর ধারণ না করিয়া নিষ্ঠীবন করিবে। তাহা না করিলে কফ উৎক্লিষ্ট হয়। এই রূপে স্নেহ প্রয়োগ করা হইলে গল কপোল প্রভৃতি স্থানে স্বেদ প্রয়োগ করিয়া ধূম পান করিবে এবং অভিষ্যন্দি দ্রব্য ভোজন করিবে। তদনন্তর রোগীকে আচারাদি উপদেশ দেওয়া বৈদ্যের কর্ত্তব্য। রজো, ধূম, স্নেহ, আতপ, মদ্য বা অন্য দ্রব্য পান, শিরঃস্নান যানে গমন ও ক্রোধ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে।

শিরোবিরেচনের যোগ ও অতিযোগের ফল বলা যাইতেছে। উপযুক্ত পরিমাণে সেবিত হইলে মস্তকের লঘুতা, সচ্ছন্দে নিদ্রা ও

প্রবোধ, বিকারের শান্তি, ইন্দ্রিয়গণের শুদ্ধি এবং মনের সুখ, এই সকল লক্ষণ ঘটে। অধিক পরিমাণে সেবিত হইলে কফ প্রসেক, মস্তকের গুরুতা, এবং ইন্দ্রিয় বিভ্রম জন্মে। মূর্দ্ধদেশ অতি স্নিগ্ধ হইলে রুক্ষ ক্রিয়া কর্ত্তব্য। হীন পরিমাণে সেবিত হইলে ইন্দ্রিয়ের বৈগুণ্য, রুক্ষতা ও রোগের অশান্তি এই সকল লক্ষণ ঘটে। এস্থলে পুনর্ব্বার নস্য প্রয়োগ করিবে। শিরোবিরেচনার্থ স্নেহের পরিমাণ রোগীর বল অনুসারে চারি ছয় বা অষ্ট বিন্দু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের দ্বারা নস্য প্রয়োগেরও শুদ্ধ হীন ও অতি-যোগ, এই ত্রিবিধ লক্ষণ বলা হইয়াছে। উপযুক্ত রূপে সংশোধিত হইলে মস্তকের লঘুতা, স্রোতপথের শুদ্ধি, ব্যাধিজয়, মন ও ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা, শিরঃ শুদ্ধির এই সকল লক্ষণ ঘটে। মূর্দ্ধদেশ হীনরূপে শোধিত হইলে কণ্ডু উপদেহ (মুখের চট্ চটে) গুরুতা ও স্রোতপথে কফের সংস্রব, এই সকল লক্ষণ ঘটে। অতিশোধিত হইলে মস্তুলুঙ্গ ক্ষরণ, বায়ুবৃদ্ধি, ইন্দ্রিয়-বিভ্রম, মস্তকের শূন্যতা, মূর্দ্ধদেশ-গাঢ় বিরেচিত হইলে এই সকল লক্ষণ ঘটে। হীন ও অতি শুদ্ধির স্থলে কফবাত নাশক প্রক্রিয়া করিবে। মস্তক সম্যক্ বিশোধিত হইলে মস্তকে ঘৃত সেচন করিবে। বায়ু-কর্ত্তৃক দেহ অত্যন্ত অভিভূত হইলে একদিন, দুই দিন, সপ্তাহ বা পুনঃ পুনঃ একবিংশতি দিন, অথবা যাবৎ কর্ত্তব্য বোধ হয় তাবৎ কাল, অথবা দিবসে দুই বার নস্য প্রয়োগ করিবে।

শিরোবিরেচনের ন্যায় অবপীড়ও, অভিষ্যন্দ রোগে ও সর্পদংশন জন্য অচৈতন্যে প্রয়োজ্য। শিরোবিরেচক দ্রব্যের মধ্যে কোন দ্রব্য পিষিয়া চূর্ণ করিবে। চিত্তবিকার কৃমি ও বিষাভিপন্ন রোগীর নাসারন্ধ্রে নলের দ্বারা সেই চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। ক্ষীণ ব্যক্তির রক্তপিত্ত রোগে, শর্করা ইক্ষুরস দুগ্ধ ঘৃত মাংসরস ইহাদিগের মধ্যে কোন একটীর নস্য প্রয়োগ করিবে। কৃশ দুর্ব্বল ভীরু সুকুমার ও

স্ত্রীলোক দিগের শিরঃ শুদ্ধির জন্য ঔষধের কল্ক সহযোগে পক্ক স্নেহ প্রয়োগ করিবে।

ভুক্ত অপতর্পিত, অত্যর্থ তরুণ প্রতিশ্যায়ী, গর্ভিণী পীত-স্নেহ পীতোদক পীতমদ্য অজীর্ণী দত্তবস্তি ক্রুদ্ধ বিষার্ত্ত তৃষিত শোকাভিভূত শ্রান্ত বালক বৃদ্ধ বেগাবরোধিত শিরঃস্নানাভিলাষী, এই সকল ব্যক্তিকে নস্য প্রয়োগ করিবে। স্ত্রীলোক অনার্ত্তবা বা দিন মেঘাচ্ছন্ন হইলে নস্য বা ধূম প্রয়োগ করিবে না।

নস্য বা ধূম হীনমাত্রা, অতি মাত্রা, শীতল উষ্ণ বা সহসা প্রদত্ত হইলে, বা প্রয়োগকালে মস্তক অতি বিলম্বিত থাকিলে বা বিচলিত হইলে অথবা নিষিদ্ধভাবে বা অবস্থায় প্রয়োজিত হইলে ব্যাপদ ঘটে। তৃষ্ণা ও উদ্গারাদি, দোষ-নিমিত্ত বা ক্ষীণতা-জন্য, উভয় কারণেই ঘটে।

শিরোবিরেচনে দুই প্রকার ব্যাপৎ ঘটে। দোষের উৎক্লেশ জন্য এবং ক্ষীণতা জন্য। উৎক্লেশ জন্য হইলে শমন শোধনীর দ্বারা এবং ক্ষয়-জন্য হইলে বৃংহনীয় দ্রব্যের দ্বারা প্রতিবিধান করিবে।

প্রতিমর্শ চতুর্দ্দশ কালে প্রয়োজ্য যথা—প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পর, দন্ত ধাবনের পর, গৃহ হইতে নির্গত কালে, পুরীষ মূত্র ত্যাগের পর, কবল গ্রহণ ও অঞ্জন প্রয়োগের পর, ব্যায়াম, ব্যবায় বা পথ-ভ্রমণের পর, অভুক্তকালে বমনান্তে ও দিবা নিদ্রার পর, এবং সায়ংকালে। নিদ্রা-ভঙ্গে সেবন করিলে, রাত্রিকালে নাসারন্ধ্রে সঞ্চিত মল পরিষ্কৃত হয় ও মনঃ প্রফুল্ল হয়। দন্ত প্রক্ষালনের পর সেবন করিলে দন্ত দৃঢ় হয় ও মুখে সুগন্ধ হয়। গৃহ হইতে নির্গত কালে সেবন করিলে রজো ধূম প্রভৃতি নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয় না। মলমূত্র সেবনের পর সেবন করিলে দৃষ্টির গুরুত্ব অপনীত হয়। অভুক্তকালে সেবন করিলে স্রোত-পথের বিশুদ্ধি ও লঘুতা হয়। বমনান্তে সেবন করিলে স্রোত-পথ-সংলগ্ন শ্লেষ্মা সমস্ত পরিষ্কৃত হইয়া অন্নে রুচি জন্মে, দিবা নিদ্রার

পর সেবন করিলে নিদ্রা জন্য গুরুত্ব ও মল নাশ হয় ও চিত্তের একাগ্রতা জন্মে। সায়ংকালে সেবন করিলে সুখে নিদ্রা ও প্রবুদ্ধ হয়।

ঈষৎ উচ্ছিৃভিবত্ত (টানিয়া লওয়া) নস্যে স্নেহ প্রয়োগ করিলে যদি মুখ পর্য্যন্ত প্রসরণ করে, তাহাকে প্রতিমর্শ কহে। ইহাতে কেবল মাত্র পরিমাণের ভেদ। নস্য সেবনের দ্বারা স্কন্ধ-সন্ধির ঊর্দ্ধগত রোগের শান্তি হয়, ইন্দ্রিয় নির্ম্মল হয়, মুখ সুগন্ধি হয়, হনু দন্ত শিরো গ্রীবা ত্রিক বাহু ও বক্ষের বল হয়, এবং বলি পলিত খালিত্য (টাক) ও ব্যঙ্গ এই সকল জন্মে না। নস্যের পক্ষে, কফে তৈল, বায়ু জন্য রোগে বসা, পিত্তে ঘৃত এবং বায়ু-যুক্ত পিত্তে মজ্জা, প্রয়োজ্য।

অতঃপর কবল-গ্রহের (কুল কুচা) নিয়ম বলা হাইতেছে। কবল গ্রহ চারি প্রকার যথা, স্নেহী প্রসাদি শোধী ও রোপণী। স্নেহ-যুক্ত এবং উষ্ণ হইলে স্নেহী বলা যায়, ইহা বাতে প্রশস্ত। মধুর ও শীতল হইলে প্রসাদনী বলা যায়, ইহা পিত্তে প্রশস্ত। কটু অম্ল ও লবণ যুক্ত রুক্ষ উষ্ণ হইলে শোধনী বলা যায়, ইহা কফে হিতকর। কষায় তিক্ত মধুর কটু ও উষ্ণ, মুখের অভ্যন্তরস্থ ব্রণ শোধনের পক্ষে হিতকর।

এই চারি প্রকার কবলের বিশেষ বলা যাইতেছে। ত্রিকটু বচ সর্ষপ হরীতকী ইহাদিগের কল্ক, তৈল শুক্ত সুরা গোমূত্র ক্ষার ও মধু ইহাদিগের কোন একটীর সহিত আলোড়িত করিয়া লবণ সংযোগ পূর্ব্বক তপ্ত করিবে। পরে গল কপোল ও ললাট দেশে স্বেদ প্রয়োগে মৃদিত করিয়া উক্ত দ্রব্যের কবল ধারণ করাইবে।

পেয় দ্রব্যের যে মাত্রা মুখ মধ্যে সঞ্চালন করিতে পারা যায় তাহাকে কবল বলে। যে মাত্রা সঞ্চালন করিতে পারা না যায় তাহাকে গণ্ডুষ বলে। অনন্য চিত্তে ও উন্নত দেহে তাবৎ কাল গণ্ডূষ ধারণ কর্ত্তব্য

যাবৎ পর্য্যন্ত নাসিকা রন্ধ্র ও নয়ন পরিপ্লাবিত না হয়। একটী কবল পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার গ্রহণ করিবে। এইরূপে স্নেহ দুগ্ধ মধু মাংসরস মূত্র অম্লরস ক্বাথ ও উষ্ণোদক, এই সকল সহযোগে কবল প্রয়োগ করিলে দোষের শান্তি হয়। ব্যাধির উপশম, মনের তুষ্টি, মুখের নির্ম্মলতা ও লঘুতা এবং ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা, কবলের দ্বারা মুখ সংশোধিত হইলে এই সকল লক্ষণ হয়। সম্যক শোধিত না হইলে জড়তা কফের উৎক্লেশ ও রসজ্ঞানের হানি হয়। কবলের অতিযোগে মুখপাক শোষ তৃষ্ণা অরুচি ও ক্লান্তি জন্মে। শোধনীয় দ্রব্যের গণ অনুসারে এইরূপ ফল হইয়া থাকে।

তিল নীলোৎপল ঘৃত শর্করা দুগ্ধ ও মধু একত্র যোগে গণ্ডূষ ধারণ করিলে মুখ-দগ্ধ-জন্য দাহের শান্তি হয়। কবলের এই বিধি। মুখ রোগে প্রতিসারণ প্রয়োগ করিতে হইলে যুক্তি অনুসারে দ্রব্য গ্রহণ করিবে। তাহার কল্ক রসক্রিয়া ক্ষৌদ্র ও চূর্ণ অঙ্গুলির অগ্রভাগের দ্বারা প্রয়োগ করিবে। কবলে যে সকল রোগের শান্তি হয় ইহাতেও সেই সকল রোগের শান্তি হয়। ইহাতে দোষ নাশক ও অনভিষ্যন্দি দ্রব্য আহার করিবে।

সুশ্রুত।

উত্তর তন্ত্র।

প্রথম অধ্যায়।

নেত্ররোগের বিবরণ।

যে উত্তরতন্ত্রের কথা পূর্ব্বোক্ত একশত বিংশ অধ্যায়ে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে, সেই উত্তরতন্ত্র এক্ষণে বলা যাইতেছে। বিবিধ প্রকার রোগের বিবরণ, শালাক্য শাস্ত্রোক্ত সমুদায় রোগের বিবরণ, শিশুদিগের পীড়ার হেতুর বিবরণ, কায়চিকিৎসা প্রভৃতি ছয়খণ্ডে মহর্ষিদিগের দ্বারা যে সকল উপসর্গ ও রোগের বিষয় বর্ণন করা হইয়াছে তাহাদিগের বিবরণ, আগন্তু রোগের বিবরণ, ত্রিষষ্টি প্রকার রসসংসর্গ, স্বস্থবৃত্ত শাস্ত্রের যুক্তার্থ, সমুদায় দোষ ভেদের বিবরণ এবং রোগের চিকিৎসার জন্য বিবিধ উপায়, ইহাতে কথিত হইয়াছে। এই সাগর সদৃশ অগাধ উত্তরতন্ত্র খণ্ডের প্রথমে শিরোগত রোগ সকলের সংখ্যা লক্ষণ ও সাধ্যাসাধ্যতা বর্ণন করা যাইতেছে।

স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উদরদেশের পরিমাণ দুই অঙ্গুলি নেত্র-বুদ্‌বুদের বিস্তার। সর্ব্বতোভাবে ইহার পরিমাণ সার্দ্ধ দুই অঙ্গুলি। ইহার আকার গোস্তনের ন্যায় সুবৃত্ত এবং সকল ভূতের গুণ হইতে উৎপন্ন। নেত্র বুদ্‌বুদের মাংস ক্ষিতি হইতে, রক্ত অগ্নি হইতে, কৃষ্ণভাগ বায়ু হইতে, শ্বেতভাগ জল হইতে এবং অশ্রুমার্গ আকাশ হইতে সমুদ্ভূত

হয়। নেত্রের তৃতীয়াংশ কৃষ্ণমণ্ডল এবং দৃষ্টিস্থান কৃষ্ণ-মণ্ডলের সপ্তমাংশ বলিয়া দৃষ্টিবিশারদ পণ্ডিতেরা বর্ণন করিয়াছেন। নেত্রদ্বয়ের মণ্ডল পাঁচটী, সন্ধি ছয়টী ও পটল পাঁচটী। মণ্ডল পাঁচটী যথা, পক্ষ্মমণ্ডল, বর্ত্মমণ্ডল, শ্বেতমণ্ডল, কৃষ্ণমণ্ডল ও দৃষ্টিমণ্ডল। ইহাদিগের প্রত্যেকে যথাক্রমে পরেরটী পূর্ব্বটীর মধ্যগত। সন্ধি ছয়টী যথা,—পক্ষ্ম ও বর্ত্ম মধ্যগত সন্ধি, বর্ত্ম ও শুক্লের মধ্যগত সন্ধি, শুক্ল ও কৃষ্ণের মধ্যগত সন্ধি, কৃষ্ণমণ্ডল ও দৃষ্টিমণ্ডলের মধ্যগত সন্ধি, কনীনিকাগত সন্ধি, এবং অপাঙ্গগত সন্ধি। পটল পাঁচটী যথা,—বাহ্য অথবা প্রথম পটল তেজ-জলাশ্রিত, দ্বিতীয় মাংসাশ্রিত, তৃতীয় মেদ আশ্রিত, চতুর্থ অস্থি আশ্রিত, পঞ্চম দৃষ্টিমণ্ডলাশ্রিত। ঊর্দ্ধগত শিরানুসারী দোষ সমূহের দ্বারা নেত্র ভাগে দারুণ রোগ সমস্ত জন্মে। আবিলতা সংরম্ভ (কট্‌কটানি) অশ্রুপতন গুরুত্ব দাহ রাগ (রক্তবর্ণ) প্রভৃতি উপদ্রব ঘটিলে, অথবা নেত্রের বর্ত্মকোষে শূকপূর্ণের ন্যায় অর্থাৎ যেন কাঁটা ফুটিয়া রহিয়াছে এরূপ যাতনা বোধ হইলে, কিম্বা নেত্রের প্রকৃত রূপ বা পূর্ব্বোক্ত রূপে ক্রিয়াশক্তির ব্যাঘাত ঘটিলে, নেত্র দোষাধিষ্ঠিত বলিয়া জানিবে। নেত্র রোগের সম্ভব মাত্রই দোষ অনুসারে চিকিৎসা করিবে, তাহা না করিলে রোগ বলবান্ হয়।

উষ্ণাভিতাপ, জলপ্রবেশ, দূরদর্শন, স্বপ্ন-বিপর্য্যয় অর্থাৎ দিবাভাগে নিদ্রা ও রাত্রিকালে জাগরণ, স্থিরদৃষ্টি, রোদন, শোক, কোপ, ক্লেশ, অভিঘাত, অতিমৈথুন, শুক্ত, কাঞ্জী, অম্ল কুলত্থ ও মাসকলাই সেবন, বেগধারণ অথবা স্বেদ রজো বা ধূম সেবন, বা বমনের ব্যাঘাত বা অতিযোগ, বাষ্পবেগ ধারণ, অথবা সূক্ষ্ম পদার্থ নিরীক্ষণ এই সকল কারণে দোষ কুপিত হইয়া নেত্ররোগ জন্মায়। নেত্ররোগ ষট্‌সপ্ততি (৭৬) প্রকার—বায়ুজন্য দশবিধ, পিত্তজন্য দশবিধ, কফজন্য ত্রয়োদশ রক্তজন্য ষোড়ষ, সন্নিপাত-জন্য পঞ্চবিংশতি ও বাহ্য রোগ দুই প্রকার। তাহার মধ্যে হতাধিমন্থ, নিমেষ দৃষ্টিগতরোগ, গম্ভীরিকা এবং বাত-হত-

বর্ত্ম, বায়ু-জন্য চক্ষু রোগের মধ্যে এই গুলি অসাধ্য, বায়ু-জন্য কাচরোগ যাপ্য, এবং অন্যতোবাত শুষ্কাক্ষিপাক অধিমন্থ অভিষ্যন্দ এবং মারুত পর্য্যায় এই গুলি সাধ্য। পিত্তজন্য রোগের মধ্যে হ্রস্বজাত্য জলস্রাব পরিম্লায়ী এবং নীলিরোগ অসাধ্য,এবং কাচরোগ অভিষ্যন্দ অধিমন্থ অম্লাধ্যুষিত-দৃষ্টি শুক্তিকা পিত্ত-বিদগ্ধ-দৃষ্টি পোথকী এবং লগণ, এই গুলি যাপ্য। কফ-জন্য নেত্ররোগের মধ্যে স্রাব-রোগ অসাধ্য, কাচরোগ যাপ্য। অভিষ্যন্দ অধিমন্থ বলাসগ্রথিত শ্লেষ্মবিদগ্ধ-দৃষ্টি পোথকী লগণ কৃমিগ্রন্থি ক্লিন্নবর্ত্ম শুক্লার্ম্ম পিষ্টকা এবং শ্লেষ্মাপনাহ, শ্লেষ্মজন্য রোগের এইগুলি সাধ্য। রক্তজন্য নেত্ররোগের মধ্যে রক্তস্রাব অজকা শোণিতার্শ অবলম্বিত এবং শুক্ররোগ অসাধ্য, রক্তজন্য কাচরোগ যাপ্য, এবং মন্থ অভিষ্যন্দ ক্লিষ্টবর্ত্ম হর্ষোৎপাত সিরাজ অঞ্জন সিরাজাল পর্ব্বণী অব্রণ শুক্র শোণিতার্ম্ম অর্জ্জুন, এই গুলি সাধ্য। পূয় স্রাব নাকুলান্ধ্য অক্ষিপাক অলজী এই রোগগুলি সর্ব্বদোষ-জন্য অতএব অসাধ্য। সন্নিপাত-জন্য কাচরোগ ও পক্ষ্মকোপ রোগ যাপ্য। বর্ত্মাববন্ধ্য পিড়কা প্রস্তার্য্যর্ম্ম মাংসার্ম্ম স্নায়র্ম্ম উৎসঙ্গিনী পূয়ালস অর্ব্বুদ শ্যাব-বর্ত্ম কর্দ্দমবর্ত্ম অর্শবর্ত্ম শুক্রার্শ শর্করাবর্ত্ম সশোফ ও অশোফ দুই প্রকার পাকরোগ, বহলবর্ত্ম অক্লিন্নবর্ত্ম কুম্ভীকা বিষবর্ত্ম এই গুলি আরোগ্য হয়। দুই প্রকার বাহ্যরোগ (সনিমিত্ত ও অনিমিত্ত) অসাধ্য।

পূর্ব্বোক্ত ছেয়াত্তর প্রকার নেত্ররোগের মধ্যে নয়টী সন্ধিগত একবিংশতিটী বর্ত্মগত, একাদশটী শুক্লভাগস্থিত, চারিটী কৃষ্ণভাগ-শ্রিত, সর্ব্বত্র-গত সতরটী, দৃষ্টিগত বারটী এবং বাহ্যরোগ দুইটী। ইহাদিগের লক্ষণ পরে বলা যাইতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নেত্রের সন্ধিগত রোগের বিবরণ।

সন্ধিগত রোগ নয় প্রকার,—পূয়ালস, উপনাহ, পূয়াস্রাব, শ্লেষ্মা-স্রাব, রক্তাস্রাব, পিত্তাস্রাব, পর্ব্বণিকা, অলজী এবং কৃমিগ্রন্থি। নেত্রের সন্ধিস্থানে পক্ব শোফ জন্মিয়া তাহা হইতে পূতিগন্ধ বিশিষ্ট পূয় নির্গত হইলে তাহাকে পূয়ালস কহে। দৃষ্টি সন্ধিস্থানে কণ্ডূযুক্ত ও বেদনাহীন মহৎগ্রন্থি জন্মিয়া পাকিলে উপনাহ বলে। দোষ সমস্ত অশ্রুমার্গের দ্বারা সন্ধিস্থানে গমন পূর্ব্বক যাতনাহীন স্রাব-রোগ জন্মায়। মতান্তরে নেত্রনাড়ীর দ্বারা সমস্ত দোষ সন্ধিস্থানে গমন পূর্ব্বক সেই সমস্ত স্রাব রোগ জন্মায়, স্রাব চারি প্রকার, তাহাদিগের লক্ষণ বলা যাইতেছে। সন্ধিস্থান পাকিয়া পূয় স্রাব হইতে থাকিলে পূয়াস্রাব বলে। স্রাব শ্বেতবর্ণ যাতনা-হীন গাঢ় পিচ্ছিল হইলে শ্লেষ্মাস্রাব কহে। অতিশয় গাঢ় না হইয়া ঈষদুষ্ণ রক্তযুক্ত স্রাব অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে রক্তাস্রাব বলে। ইহা রক্ত-জন্য জন্মে। সন্ধি-মধ্য হইতে পীতের আভাযুক্ত নীলবর্ণ উষ্ণ জলের ন্যায় স্রাব হইলে পিত্তাস্রাব বলে। দাহ ও শূল বিশিষ্ট তাম্রবর্ণ সূক্ষ্ম গোলাকার শোফ জন্মিলে পর্ব্বণী কহে। ইহা রক্তজন্য। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট শোফ সন্ধিস্থানে শুক্ল ভাগে বা কৃষ্ণ ভাগে জন্মিলে অলজী কহে। কৃমিগ্রন্থি কর্ত্তৃক নেত্রের বর্ত্ম ও পক্ষ্মদেশে কণ্ডূযুক্ত গ্রন্থি জন্মায়। সেই সমস্ত সন্ধি-জাত কৃমি বর্ত্ম ও শুক্লের সন্ধিস্থানে বিচরণ পূর্ব্বক নয়নের অভ্যন্তর দূষিত করে।

তৃতীয় অধ্যায়।

বর্ত্মগত রোগের বিবরণ।

যৎকালে দোষ সমস্ত পৃথক্ বা মিলিত ভাবে নেত্রের বর্ত্মদেশাশ্রিত সকল শিরাতে ব্যাপ্ত হইয়া বৃদ্ধি পায় এবং সেই স্থান স্থিত রক্ত ও মাংসকে বৃদ্ধি করে, তৎকালে বর্ত্মাশ্রিত বিকার সমস্ত জন্মায়। সেই সকল বিকারের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে। উৎসঙ্গিনী কুম্ভীকা পোথক্য বর্ত্ম-শর্করা অর্শবর্ত্ম শুষ্কার্শ অঞ্জন বহলবর্ত্ম বর্ত্মাববন্ধ ক্লিষ্ট-বর্ত্ম কর্দ্দমবর্ত্ম শ্যাববর্ত্ম ক্লিন্নবর্ত্ম অপরিক্লিন্নবর্ত্ম বাতহতবর্ত্ম অর্ব্বুদ নিমেষ শোণিতার্শ লগণ বিষবর্ত্ম এবং পক্ষ্মকোপ।

নেত্রের অধোভাগে বাহ্যপ্রদেশে অন্তর্মুখী উৎসঙ্গ বিশিষ্ট পিড়কা জন্মিলে উৎসঙ্গিনী বলে। কুম্ভীক-বীজের সদৃশ পিড়কা জন্মিয়া পক্ষ্ম ও বর্ত্মদেশ স্ফীত হইলে কুম্ভীক পিড়কা কহে। কণ্ডু স্রাব ও বেদনা বিশিষ্ট গুরু রক্তবর্ণ সদৃশ পিড়কা জন্মিলে পোথক্য বলা যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অথচ স্থূল বহুসংখ্যক খর পিড়কার দ্বারা ঘনীভূত রূপে বর্ত্মদেশ আবৃত হইলে বর্ত্মশর্করা কহে। বর্ত্মদেশে খর স্তব্ধ কঠিন দীর্ঘ অঙ্কুরের ন্যায় জন্মিলে শুষ্কার্শ বলে। দাহ তোদ ও অল্প বেদনা বিশিষ্ট তাম্রবর্ণ কোমল সূক্ষ্ম পিড়কা বর্ত্মদেশে জন্মিলে, অঞ্জন কহে। বর্ত্মদেশের যে রূপ বর্ণ সেই রূপ বর্ণ বিশিষ্ট পিডকা বর্ত্মের চতুস্পার্শ্বে সমান ভাবে জন্মিলে বহলবর্ত্ম বলে। কণ্ডূ ও অল্প বেদনা বিশিষ্ট শোফ বর্ত্মদেশে জন্মিলে ও তৎপ্রযুক্ত সমভাবে নেত্র নিমীলন করিতে না পারিলে বর্ত্মাববন্ধক বলে। সমস্ত বর্ত্ম প্রদেশ কোমল অল্প বেদনা বিশিষ্ট হইলে তাম্রবর্ণ ও অকস্মাৎ রক্তবর্ণ হইলে ক্লিষ্টবর্ত্ম বলে। ক্লিষ্টবর্ত্ম রোগে পিত্ত সহকারে শোণিত দগ্ধ হইয়া ক্লিন্ন হইলে বর্ত্মকর্দ্দম বলে। বর্ত্ম-দেশের বাহ্য ও অন্তরে শ্যাববর্ণ ফুলা বেদনা দাহ কণ্ডূ ও ক্লেদ বিশিষ্ট শ্যাববর্ত্ম বলে। বহির্ভাগে বেদনা হীন ফুলা ও অন্তরে ক্লেদ জন্মিয়া

স্রাব হইতে থাকিলে এবং অত্যর্থ কণ্ডূ ও তোদ বিশিষ্ট হইলে ক্লিন্ন-বর্ত্ম বলে। বর্ত্মদেশ না পাকিয়া পুনঃ পুনঃ ধৌত করিলেও সম্বন্ধিত হয় অর্থাৎ যোড়া লাগিয়া যায় তাহাকে অক্লিন্ন বর্ত্ম বলে। বর্ত্মসন্ধি শিথিল হইয়া পক্ষ্ম নিমীলন করিতে না পারিলে তাহাতে বেদনা থাকুক বা না থাকুক তাহাকে বাতহতবর্ত্ম বলে। বর্ত্মদেশের অন্তরে সরক্ত বেদনাহীন বিষম গ্রন্থি লম্বিত ভাবে জন্মিলে অর্ব্বুদ বলে। বর্ত্ম-স্থিত নিমেষ সম্পাদিনী শিরা সমূহের মধ্যে বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া বর্ত্ম অতিক্রম করিয়া সঞ্চালন করিলে নিমেষ রোগ কহে। বর্ত্মদেশ-জাত কোমল মাংসের অঙ্কুর পুনঃ পুনঃ ছিন্ন হইয়া বৃদ্ধি পাইলে, এবং তাহাতে দাহ কণ্ডূ ও বেদনা থাকিলে অর্শোবর্ত্ম কহে। এই রোগ শোণিত জন্য। বর্ত্মদেশে বেদনাহীন পিচ্ছিল কণ্ডূ যুক্ত কুল-পরিমাণ স্থূল গ্রন্থি জন্মিয়া না পাকিয়া কঠিন হইয়া থাকিলে লগণ-রোগ কহে। বর্ত্মদেশ ফুলিয়া উঠিয়া জলপূর্ণ মৃণালের ছিদ্রের ন্যায় সূক্ষ্ম- সূক্ষ্ম বহু-সংখ্যক ছিদ্র বিশিষ্ট হইলে বিষবর্ত্ম বলে। দোষ সমস্ত পক্ষ্মাশয়ে সঞ্চিত হইলে পক্ষ্ম সমস্ত তীক্ষ্ণাগ্র ও খর হয় ও তৎ কর্ত্তৃক নেত্রে পীড়া বোধ হয়। সেই সকল পক্ষ্ম উৎপাটন করিলে শান্তি লাভ হয়। ইহাকে পক্ষ্মকোপ কহে। এই রোগে নেত্রে বায়ু আতপ বা অগ্নি তাপ সহ্য হয় না।

চতুর্থ অধ্যায়।

শুক্ল মণ্ডলগত রোগের বিজ্ঞান।

প্রস্তার্য্যর্ম্ম শুক্লার্ম্ম রক্তার্ম্ম অধিমাংসার্ম্ম স্নায়্বর্ম্ম শুক্তিকাচ অর্জ্জুন পিষ্টক শিরাজাল পিড়কা এবং বলাস, নেত্রের শুক্লভাগে এই একাদশ প্রকার রোগ জন্মে। শুক্ল ভাগে বিস্তীর্ণ পাতলা নীলযুক্ত রক্তের ন্যায় গ্রন্থি জন্মিলে প্রস্তারি বলা যায়। কোমল শ্বেতবর্ণ গ্রন্থি সমস্ত

শুক্ল ভাগ ব্যাপিয়া অল্পে অল্পে বৃদ্ধি পাইলে শুক্লার্ম্ম বলে। শুক্ল ভাগে পদ্মাকারে মাংস বৃদ্ধি হইলে লোহিতার্ম্ম বলে। কোমল বিস্তীর্ণ বহল যকৃতের ন্যায় বর্ণ অথবা শ্যাব-বর্ণ-বিশিষ্ট মাংস জন্মিলে অধি-মাংসজার্ম্ম বলে। শুক্ল ভাগে খর পাণ্ডু বর্ণ মাংস জন্মিয়া বৃদ্ধি পাইলে স্নায়্বর্ম্ম বলে। শুক্ল ভাগে শ্যাববর্ণ মাংসাকার বিন্দু সমস্ত অথবা শুক্তির ন্যায় জন্মিলে শুক্তি বলে। শুক্লদেশে শশ জন্তুর রক্তের ন্যায় একটী মাত্র বিন্দু জন্মিলে অর্জ্জুন বলে। উৎসন্ন জলের ন্যায় শুক্ল ও পিষ্ট গোলাকার বিন্দু জন্মিলে পিষ্টক কহে। রক্তবর্ণ কঠিন ও মহান্ শিরা সমস্ত জালের ন্যায় বিস্তীর্ণ হইলে জাল কহে। শুক্ল ভাগ শিরায় আবৃত হইয়া কৃষ্ণ ভাগের সীমা পর্য্যন্ত সেই সকল শিরাতে শ্বেত বর্ণ পিড়কা জন্মিলে পিড়কা বলে। শ্বেত ভাগ কাংস্য বর্ণ শিরার দ্বারা অথবা বিন্দুর দ্বারা আবৃত হইলে বলাস গ্রন্থি বলে।

পঞ্চম অধ্যায়।

কৃষ্ণ মণ্ডলগত রোগের বিজ্ঞান।

সব্রণ-শুক্র অব্রণ-শুক্র পাকাত্যয় এবং অজকা, কৃষ্ণ-মণ্ডলে এই চারি প্রকার বিকার জন্মে। কৃষ্ণমণ্ডলে সূচি কর্ত্তৃক বিদ্ধের ন্যায় নিমগ্নরূপ প্রতিভাত হইলে, এবং তাহা উষ্ণস্রাবশীল ও অত্যর্থ বেদনা বিশিষ্ট হইলে সব্রণ শুক্র বলে। এই রোগ যদি দৃষ্টির নিকট-বর্ত্তী স্থানে না জন্মে, অবগাঢ় ও স্রাবশীল না হয়, বেদনাহীন হয় ও যুগ্মশুক্র না হয় তবে আরোগ্য হইবার অল্প সম্ভাবনা থাকে। কৃষ্ণমণ্ডলে শ্বেতবর্ণ স্রাবশীল অল্প-বেদনা-বিশিষ্ট অশ্রুযুক্ত জলদ-খণ্ড সদৃশ শুক্র জন্মিলে অব্রণ-শুক্র কহে। অব্রণ-শুক্র গম্ভীর বহল হইলেও অল্পে অল্পে উত্থিত হইলে কষ্টসাধ্য হয়; এবং সেই শুক্র মাংসাবৃত, সচল, সিরালগ্ন, দৃষ্টি-রোধক, দুই ত্বক্‌ভেদী, অন্তর্লোহিত, অল্পে অল্পে

উত্থিত, এবং তাহার মধ্য-ভাগ বিচ্ছিন্ন হইলে অসাধ্য বলিয়া জানিবে। কৃষ্ণমণ্ডলে মুদ্গ সদৃশ শুক্র জন্মিয়া পিড়কা ও উষ্ণ অশ্রুপাত হইলে তাহাও অসাধ্য বলা যায়। শুক্র তিত্তির-পক্ষ সদৃশ হইলেও কেহ কেহ অসাধ্য বলে। কৃষ্ণ মণ্ডল শ্বেতবর্ণে আবৃত হইলে সর্ব্ব দোষ সম্ভূত অক্ষিপাকাত্যয় বলে। এই তীব্র রোগ অক্ষিকোপ হইতে উৎপন্ন হয়। বেদনা ও রক্তবর্ণ বিশিষ্ট পিচ্ছিল অজাপুরীষের (ছাগলনাদীর) ন্যায় আকার কৃষ্ণ মণ্ডল ভেদ করিয়া জন্মিলে অজকা বলা যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নেত্রের সর্ব্বস্থানগত রোগের বিজ্ঞান।

অভিষ্যন্দ রোগ চারি প্রকার, অধিমন্থ রোগ চারি প্রকার, শোফযুক্ত পাক, শোফহীন পাক; হতাধিমন্থ, অনিল পর্য্যায়, শুষ্কাক্ষিপাক, অন্যতোবাত, অম্লাধ্যুষিতা-দৃষ্টি সিরোৎপাত এবং সিরাহর্ষ, এই সকল প্রকার নেত্ররোগ প্রায় অভিষ্যন্দ-জন্য জন্মে। অতএব অভিষ্যন্দ রোগ জন্মিবামাত্রই তাহার প্রতিকার করা কর্ত্তব্য।

বায়ু-জন্য অভিষ্যন্দ রোগ জন্মিলে রোমহর্ষ নেত্রের স্তব্ধ ভাব সঙ্ঘর্ষ (কুট্‌কুটুনি) পরুষভাব শুষ্কভাব ও তাহা হইতে শীতল অশ্রুপাত এবং শিরোদেশে অভিতাপ, এই সকল লক্ষণ জন্মে। পিত্ত কর্ত্তৃক অভিষ্যন্দ রোগ জন্মিলে নেত্রে দাহ পাক, শীতপ্রিয়তা (শীতল স্পর্শে অভিলাষ), ধূম ও বাষ্পের উদ্গম, উষ্ণ অশ্রুপাত, এই সকল লক্ষণ জন্মে এবং নেত্র পীতবর্ণ হয়। কফ জন্য অভিষ্যন্দ রোগ জন্মিলে, নেত্রে উষ্ণ স্পর্শে অভিলাষ গুরুতা শোফ কণ্ডু, পক্ষ্মসংলগ্ন, শীতলতা এবং মুহুর্ম্মুহু পিচ্ছিল স্রাব, এই সকল লক্ষণ ঘটে। রক্ত জন্য অভিষ্যন্দ রোগ জন্মিলে, নেত্র রক্তবর্ণ হয় ও রক্তবর্ণ আজী সমস্ত তাহাতে দৃষ্ট হয়, নেত্রের শ্বেত-

ভাগ পর্য্যন্ত অত্যন্ত রক্তবর্ণ হয় ও তাহা হইতে তাম্রবর্ণ অশ্রুপতন হয় এবং পিত্ত জন্য সকল লক্ষণ তাহাতে জন্মে।

অভিষ্যন্দ রোগের প্রতিকার না করিলে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া অধিমন্থ রোগ জন্মে। অধিমন্থ রোগে নয়নে তীব্র বেদনা জন্মে এবং নেত্র উৎপাটিত বা মথিত হওয়ার ন্যায় যাতনা জন্মিয়া শিরোদেশের অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। বায়ু-জন্য অধিমন্থ রোগে নেত্রে উৎপাটিত ও মথিতের ন্যায় যাতনা হয় ও তাহাতে সঙ্ঘর্ষ তোদ ভেদ সংরম্ভ আবিলতা আকুঞ্চন আস্ফোটন আধ্মান কম্প এবং ব্যথা এই সকল উপদ্রব জন্মিয়া শিরোদেশের অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। পিত্ত জন্য অধিমন্থ রোগে, নেত্র রক্তবর্ণ আজীতে পরিপূর্ণ, স্রাববিশিষ্ট, অগ্নি বা ক্ষার কর্ত্তৃক দগ্ধের ন্যায় যাতনা বিশিষ্ট হয়, ফুলিয়া ও পাকিয়া উঠে, শরীরে স্বেদ নির্গম হয়, দৃষ্টি পীতবর্ণ হয়, এবং মূর্চ্ছা ও শিরোদেশে দাহ জন্মে। শ্লেষ্ম-জন্য অধিমন্থ রোগে শোফ অল্প সংরম্ভ স্রাব কণ্ডু শৈত্য গৌরব পিচ্ছিলতা এবং নেত্র হর্ষ, নেত্রে এই সকল উপদ্রব জন্মে, দৃষ্টি আবিল হয়, সকল পদার্থ পাংশু পূর্ণের ন্যায় দেখে, নাসিকায় আধ্মান ও মস্তকে যাতনা হয়। রক্তজন্য অভিষ্যন্দ রোগে নেত্র রক্তাস্রাব ও তোদ বিশিষ্ট হয়, চতুর্দ্দিক্ অগ্নি সদৃশ বোধ হয় এবং সমস্ত কৃষ্ণমণ্ডল রক্তমগ্ন বলিয়া বোধ হয়, এবং স্পর্শ সহ্য হয় না। অধিমন্থ রোগ শ্লেষ্ম জন্য হইলে সপ্তরাত্রে, রক্তজন্য হইলে পঞ্চরাত্রে, বায়ুজন্য হইলে ষড়্-রাত্রে এবং পিত্তজন্য হইলে মিথ্যাচার প্রযুক্ত সদ্যই দৃষ্টি নাশ হয়।

কণ্ডু উপদেহ (পাতা যোড়া লাগা) অশ্রুপাত, পক্ব-উড়ুম্বরের ন্যায় আকার, দাহ, সংহর্ষ, তাম্রবর্ণ, তোদ, গৌরব, শোফ, মুহুর্মুহুঃ উষ্ণ শীতল ও পিচ্ছিল আস্রাব সংরম্ভ ও পাকিয়া উঠা, সশোফ নেত্রপাকের এই সকল লক্ষণ! অশোফ নেত্রপাকে শোফ ব্যতীত অপর সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। নেত্রের আভ্যন্তরিক শিরাতে বায়ু স্থিত হইয়া দৃষ্টিকে প্রতিক্ষেপণ পূর্ব্বক হতাধিমন্থ নামক অসাধ্য রোগ জন্মায়। কুপিত

বায়ু পক্ষ্মদ্বয় ও ভ্রূদ্বয় আশ্রয় করিয়া সঞ্চরণ পূর্ব্বক কখন বা ভ্রূমধ্যে কখন বা পক্ষ্ম মধ্যে বেদনা জন্মায়, তাহাকে বাত পর্য্যায় বলে। নেত্র-বর্ত্ম কঠিন ও রুক্ষ হইলে অথবা দৃষ্টি আবিল হইলে এবং নেত্র উন্মীলন করিতে অত্যন্ত কষ্টবোধ হইলে শুষ্কাক্ষিপাক বলা যায়। অবটু কর্ণ হনু মন্যা ও শিরোদেশে বায়ু অবস্থান পূর্ব্বক ভ্রূ ও নেত্রে বেদনা জন্মাইলে অন্যতোবাত বলে। অম্ল বা বিদাহী দ্রব্যভোজন করিলে নেত্র অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে ও নীল আভাযুক্ত রক্তবর্ণ হয়, ইহাকে অম্লাধ্যুষিত দৃষ্টি বলে। বেদনা থাকুক বা না থাকুক সমস্ত চক্ষু রক্ত বর্ণ হইলে শিরোৎপাত রোগ বলে। মহান্ শিরোৎপাত রোগ উপেক্ষিত হইলে শিরাহর্ষ রোগ জন্মে। এইরূপ নেত্র হইতে তাম্রবর্ণ আস্রাব হয় ও রোগী দেখিতে পায় না।

সপ্তম অধ্যায়।

দৃষ্টিগত রোগের বিবরণ।

দৃষ্টি বিশারদ পণ্ডিতেরা বলেন যে মানবের দৃষ্টি পঞ্চভূতের গুণ হইতে সমুদ্ভূত, বাহ্যপটলে অব্যয় তেজ কর্তৃক আবৃত, শীতল প্রকৃতি বিশিষ্ট, খদ্যোতের বিস্ফুলিঙ্গ দ্বয়ে নির্ম্মিত, এবং মসূরদল পরিমাণে বিবরাকৃতি। সেই দৃষ্টিগত দ্বাদশ প্রকার রোগ এবং পটলের অভ্যন্তরস্থ তিমির রোগের লক্ষণ বলা যাইতেছে।

দোষ বিগুণ হইয়া শিরা সমূহের অভ্যন্তরে গমন পূর্ব্বক দৃষ্টির প্রথম পটলে অবস্থিতি করিলে সকল রূপ অব্যক্ত ভাবে দৃষ্ট হয়। বিগুণিত দোষ দ্বিতীয় পটলে অবস্থিতি করিলে দৃষ্টি বিহ্বল হয়, এবং সর্ব্বত্র মক্ষিকা মশক কেশজাল মণ্ডল পতাকা মরীচি ও কুণ্ডল সমূহ দৃষ্ট হয়, অথবা জলমগ্ন বা বৃষ্টি হইতেছে বলিয়া জ্ঞান হয়, কিম্বা মেঘাচ্ছন্ন বা তিমিরাচ্ছন্নের ন্যায় দেখায়। দৃষ্টির ভ্রান্তি বশতঃ দূরস্থিত বস্তু নিকটে ও নিকটস্থিত বস্তু দূরে জ্ঞান হয়, এবং যত্ন করিলেও সূচীপার্শ্ব দৃষ্ট হয়

না। দোষ তৃতীয় পটলে অবস্থিতি করিলে বৃহদাকারও বস্ত্রাচ্ছন্নের ন্যায় দৃষ্টি হয়, কর্ণ নাসিকা ও চক্ষুঃ বিশিষ্ট আকৃতি সমস্ত বিপরীত ভাবে দেখায়। দোষ বলবান্ হইয়া দৃষ্টির অধোভাগে স্থিত হইলে সমীপস্থ দ্রব্য, উর্দ্ধভাগে স্থিত হইলে দূরস্থ দ্রব্য এবং পার্শ্বভাগে স্থিত হইলে পার্শ্বস্থ দ্রব্য দৃষ্ট হয় না। দোষ দৃষ্টির সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইলে সমস্তই সঙ্কুলিতের ন্যায় দেখায়। দৃষ্টির মধ্যগত হইলে একটী আকৃতির দ্বিধা জ্ঞান হয়। দৃষ্টির দুইস্থানে দোষ অবস্থিত হইলে এক আকৃতি ত্রিধা এবং অনবস্থিত ভাবে থাকিলে বহুধা জ্ঞান হয়।

দোষ চতুর্থ পটলে অবস্থিতি করিলে তিমির রোগ জন্মে। ইহাতে এককালে দৃষ্টি রোধ করিলে লিঙ্গনাশ কহে। তিমির রোগ অতিশয় গভীর না হইলে চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যুৎ ও নক্ষত্র-বিশিষ্ট আকাশ দেখিতে পায়, এবং নির্ম্মল তেজঃ ও জ্যোতিঃ পদার্থ দৃষ্ট হয়। লিঙ্গনাশ রোগের এই অবস্থাকে নীলিকা-কাচ বলা যায়।

এই লিঙ্গনাশ রোগ বায়ু কর্ত্তৃক জন্মিলে সকল পদার্থ অরুণ বর্ণ সচল ও আবিল দেখায়। পিত্ত কর্ত্তৃক জন্মিলে আদিত্য খদ্যোত ইন্দ্রধনু তড়িৎ ও ময়ুর পুচ্ছের ন্যায় বিচিত্র বর্ণ অথবা নীল কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হয়। অথবা শ্বেত চামর বা শ্বেতবর্ণ মেঘের ন্যায় অত্যর্থ স্থূল অথবা মেঘশূন্য সময়ে মেঘাচ্ছন্নের ন্যায় দৃষ্ট হয়, অথবা সমস্ত জলপ্লাবিতের ন্যায় দেখায়। রক্ত-কর্ত্তৃক জন্মিলে সমস্ত রক্তবর্ণ ও অন্ধকারময় দেখায়। কফ-জন্য এই রোগ জন্মিলে সমস্তই শ্বেত-বর্ণ ও স্নিগ্ধ (তৈলাক্তের ন্যায়) দেখায়। সন্নিপাত কর্ত্তৃক হইলে সকল পদার্থ হরিত শ্যাব কৃষ্ণ ধূম্র প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণ বিশিষ্ট ও বিপ্লুতের ন্যায় দেখায়। সকল পদার্থই দ্বিধা বা বহুধা দৃষ্ট হয় অথবা হ্রস্ব ও দীর্ঘ বিষম ভাবে দেখায়, অথবা জ্যোতিঃ দৃষ্ট হয়। পিত্ত কর্ত্তৃক পরিম্লায়ি রোগ উদ্ভূত হয়, দিক্ সমস্ত উদ্যত সূর্য্যের ন্যায় বা খদ্যোতপূর্ণ বৃক্ষ সমূহে সমাকীর্ণের ন্যায় দেখায়।

অতঃপর লিঙ্গনাশ রোগের ষড়্বিধ বর্ণ বলা যাইতেছে। বায়ু কর্ত্তৃক দৃষ্টিমণ্ডল রক্তবর্ণ হয়, পিত্ত কর্ত্তৃক পরিম্লায়ি রোগ অথবা নীলবর্ণ হয়, শ্লেষ্ম কর্ত্তৃক শ্বেতবর্ণ, শোণিত কর্ত্তৃক রক্তবর্ণ এবং সন্নিপাত কর্ত্তৃক বিচিত্র বর্ণ হয়। পরিম্লায়ি রোগে দৃষ্টিমণ্ডলে রক্ত জন্য অরুণবর্ণ মণ্ডলাকার স্থূল কাচ জন্মে, অথবা সমস্ত মণ্ডল ঈষৎ নীলবর্ণ হয়। এই রোগে কখন কখন আপনা হইতে দোষ ক্ষয় হইয়া দৃষ্ট শক্তি প্রকাশ পায়।

দৃষ্টি আশ্রিত ছয় প্রকার লিঙ্গনাশ রোগ ও তাহাদিগের ছয় প্রকার বর্ণের বিষয় বলা হইল। এতদ্ব্যতীত পিত্ত-বিদগ্ধ দৃষ্টি, কফ-বিদগ্ধ দৃষ্টি, নক্তান্ধতা, ধূমদর্শী, হ্রস্ব-জাত্য, নকুলান্ধতা এবং গম্ভীরক, এই সপ্ত প্রকার রোগ দৃষ্টি স্থানে হয়। দৃষ্টিস্থানে দুষ্টপিত্ত আশ্রয় করিলে ঐ স্থান পীতবর্ণ হয়, এবং সকল পদার্থ পীতবর্ণ দেখায়, ইহাকে পিত্ত-বিদগ্ধ দৃষ্টি বলে। দোষ তৃতীয় পটলে আশ্রয় করিলে রোগী দিবাভাগে দেখিতে পায় না, রাত্রিকালে দেখিতে পায়। দৃষ্টি শ্লেষ্ম কর্ত্তৃক বিদগ্ধ হইলে সকল পদার্থ শ্বেতবর্ণ দেখায়। তিন পটলেই অল্প দোষ অবস্থিতি করিলে সহসা নক্তান্ধতা জন্মে। ইহাতে দিবাভাগে সূর্য্য কিরণে কফের অল্পতা বশতঃ দৃষ্টি শক্তি প্রকাশ পায়। শোক জ্বর পরিশ্রম ও মস্তকের অভিতাপ দ্বারা দৃষ্টি অভিহত হইলে সকল পদার্থই ধূম্রবর্ণ দৃষ্ট হয়, ইহাকে ধূমদর্শী বলে। দিবাভাগে ক্ষুদ্র পদার্থ অতি কষ্টে দেখিতে পায়, রাত্রিকালে শৈত্যগুণের দ্বারা পিত্তের অল্পতা প্রযুক্ত সেই সকল পদার্থ দেখিতে পায়। ইহাকে হ্রস্বজাত্য কহে। যে রোগে দৃষ্টি দোষাভিভূত হইলে নকুলের দৃষ্টির ন্যায় তাহাতে বিদ্যুতের আভা প্রকাশ পায়, এবং দিবাভাগে বিচিত্র বর্ণ দেখিতে পায়, তাহাকে নকুলান্ধ বলে। বায়ু কর্ত্তৃক দৃষ্টি স্থান বিরূপ হইলে ও তাহার অভ্যন্তর ভাগ সঙ্কুচিত হইলে গম্ভীরিকা রোগ বলে। এই রোগ দৃষ্টিস্থানে অতিশয় গভীর ভাবে প্রকাশিত হয়।

এই সকল রোগ ব্যতীত দৃষ্টি স্থানে সনিমিত্ত ও অনিমিত্ত নামক দুই প্রকার বাহ্য রোগ হয়। ইহার মধ্যে মস্তকের অভিতাপ জন্য দৃষ্টি হত হইলে সনিমিত্ত বলা যায়। এই রোগ অভিষ্যন্দ নিদর্শনের দ্বারা জানা যায়। দেবতা ঋষি গন্ধর্ব্ব মহোরগগণ বা জ্যোতিঃ পদার্থের বা দীপ্তিমান্ পদার্থের সন্দর্শনে দৃষ্টি হত হইলে অনিমিত্ত লিঙ্গনাশ বলা যায়। এই রোগে দৃষ্টি স্পষ্ট বিমল বৈদূর্য্য মণির ন্যায় দেখায়। দৃষ্টি অভিঘাত-জন্য হত হইলে বিদীর্ণ অবসন্ন বা হীন হওয়া দেখায়। ষট্‌সপ্ততি প্রকার নয়ন রোগ বলা হইল; এক্ষণে তাহাদিগের চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

অষ্টম অধ্যায়।

নেত্র রোগের চিকিৎসা বিভাগ।

যে ষট্ সপ্ততি প্রকার নেত্র রোগের নাম ও লক্ষণ বলা হইল, তাহাদিগের চিকিৎসা এক্ষণে সংক্ষেপতঃ বলা যাইতেছে। পূর্ব্বোক্ত প্রকার রোগ সমূহের মধ্যে ছেদন-সাধ্য একাদশ, লেখন-সাধ্য নয়টী, ভেদন-সাধ্য পাঁচটী বেধন-সাধ্য পঞ্চদশ, শস্ত্রকৃত্য দ্বাদশ, যাপ্যরোগ সাতটী, এবং অসাধ্য পঞ্চদশ। এতদ্ভিন্ন দুই প্রকার আগন্তুক রোগ আরোগ্য না হইতে পারে অথবা যাপ্য থাকিতে পারে।

অর্শ্বর্ত্ম, শুষ্কার্শ, অর্ব্বুদ, পিড়কা, সিরাজাত রোগ, পঞ্চবিধ অর্ম্ম এবং পর্ব্বণিকা এই একাদশ রোগ ছেদ্য। উৎসঙ্গিনী, বহলবর্ত্ম, কর্দ্দমবর্ত্ম শ্যাববর্ত্ম, বদ্ধবর্ত্ম, ক্লিষ্টবর্ত্ম, পোথকী, কুম্ভিকিনী, এবং শর্করাবর্ত্ম, এই নয়টী লেখন-সাধ্য। শ্লেষ্মোপনাহ, লগণ, বিষবর্ত্ম, কৃমিগ্রন্থি এবং অঞ্জন রোগ এই পাঁচটী ভেদ্য। সিরোৎপাত, শিরাহর্ষ, অশোফ-পাক, সশোফ পাক, অন্যতো-বাত, পূয়ালস, অনিলবিপর্য্যয়, চারি প্রকার অভিষ্যন্দ এবং চারি প্রকার অধিমন্থ, এই

পঞ্চদশ প্রকার শিরাবেধন-সাধ্য। শুষ্কাক্ষিপাক কফ-বিদগ্ধ-দৃষ্টি, পিত্ত-বিদগ্ধ-দৃষ্টি,অম্লাধ্যুষিত-দৃষ্টি, শুক্ররোগ, অর্জ্জুন, পিষ্টক, অক্লিন্নবর্ত্ম ধূমদর্শী. শুক্তি, প্রক্লিন্ন-বর্ত্ম, বলাস, এই দ্বাদশটী শস্ত্রকৃত্য। দুই প্রকার আগন্তু রোগে দৃষ্টি দূষিতা হইলে শস্ত্রপাত কর্ত্তব্য নহে। দৃষ্টি-গত রোগের বিবরণে যে ছয় প্রকার কাচ রোগ বর্ণিত হইয়াছে সেই ছয় রোগ এবং পক্ষকোপ, এই সপ্ত প্রকার রোগ যাপ্য। বায়ু-জন্য চারি প্রকার, পিত্তজন্য দুই প্রকার, কফ জন্য এক প্রকার, রক্ত-জন্য চারি প্রকার, এবং বাহ্য-কারণ-জনিত অর্থাৎ অভিঘাত-জন্য দুই প্রকার, এই পঞ্চদশ প্রকার রোগ অসাধ্য।

নবম অধ্যায়।

বায়ু-জন্য অভিষ্যন্দ রোগের চিকিৎসা।

বায়ু-জন্য অভিষ্যন্দ বা অধিমন্থ রোগ হইলে পুরাণ ঘৃতের দ্বারা স্নিগ্ধ করিবে। যথাবিধি ক্রমে স্বেদ প্রয়োগ এবং শিরা বেধন পূর্ব্বক রক্তমোক্ষণ করিবে। বস্তি প্রয়োগ করিবে। সম্যক্ রূপে স্নেহ কর্ত্তৃক বিরেচিত হইলে, তর্পণ পুটপাক ধূম আশ্চ্যোতন নস্য স্নেহ-পরিষেচন, শিরোবিরেচন, জলচর বা জলীয় দেশ-চর বাতঘ্ন পশুর মাংস অথবা অম্ল ক্বাথের পরিষেচন এই সকল প্রয়োগ করিবে। ঘৃত বসা মেদ মজ্জা একত্র উষ্ণ করিয়া প্রয়োগ করিবে এবং এই প্রকার স্নেহে পীতবর্ণ বস্ত্র সিক্ত করিয়া ধারণ করিবে। দুগ্ধ বেসবার শাল্বন ও পায়সের উপনাহ-স্বেদও (স্বেদাবচারণীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য) প্রয়োজ্য। ত্রিফলার ক্বাথ সংযোগে ঘৃত পাক করিয়া অথবা কেবল মাত্র পুরাতন ঘৃত, অথবা বাতঘ্ন ঔষধ সংযোগে দুগ্ধ বা কাকোল্যাদি গণ সংযোগে দুগ্ধ পাক করিয়া আহারের পূর্ব্বে সেবন করিবে। তৈল ব্যতিরেকে অপর স্নেহ বাতঘ্ন ঔষধ সংযোগে পাক করিয়া তর্পণে প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

স্নেহ-কল্পিত পুটপাক ধূম ও নস্যও প্রয়োজ্য। স্থিরা দুগ্ধ ও মধুর দ্রব্যের ক্বাথে তৈল পাক করিয়া নস্য প্রয়োগ করিবে। এরণ্ডের পত্র মূল ও ত্বক্ এবং কণ্টকারীর মূল সহযোগে অজা-দুগ্ধ (কেবলমাত্র অজাদুগ্ধ) পাক করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে পরিবেচনে ব্যবহার করিবে। সৈন্ধব বালা যষ্টিমধু পিপ্পলী এই সকল সংযোগে অর্দ্ধোদক-মিশ্রিত দুগ্ধ সেকে এবং আশ্চ্যোতনে প্রয়োগ করিবে। বালা চক্রমর্দ্দ মঞ্জিষ্ঠা উডুম্বর-ত্বক্ এই সকল সহযোগে অর্দ্ধোদক-মিশ্রিত ছাগী-দুগ্ধ অথবা কেবলমাত্র ছাগী-দুগ্ধ পাক করিয়া, নেত্র-শূলে আশ্চ্যোতন প্রয়োগ করিবে। যষ্টিমধু হরিদ্রা হরীতকী এবং দেবদারু একত্র ছাগী-দুগ্ধে পিষিয়া অঞ্জনে প্রয়োগ করা অভিষ্যন্দ রোগের পক্ষে অতিশয় প্রশস্ত। গিরি-মৃত্তিকা সৈন্ধব কৃষ্ণা (নীলাঞ্জন) এবং শুণ্ঠী, এই চারি দ্রব্য উত্তরোত্তর দ্বিগুণ পরিমাণে লইয়া জলে পিষিয়া গুটিকা প্রস্তুতপূর্ব্বক অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। বায়ু-জন্য রোগে স্নেহ-কল্পিত অঞ্জন হিতকর, যথাবিধি-ক্রমে তাহা বলা যাইতেছে। অগ্রে দুগ্ধ সহযোগে, পরে গুলঞ্চ কপিত্থ বৃহৎ পঞ্চমূল এবং ক্ষুদ্র আমলকীর রস সংযোগে ঘৃত পাক করিয়া বায়ুজন্য সকলপ্রকার নেত্র-রোগে পান করিবে। ভোজনের পূর্ব্বে ঘৃত পান করা বা ভোজন-কালে দুগ্ধ পান করা কর্ত্তব্য। অথবা পত্তূর আর্ত্তগল চিতে এবং মেষশৃঙ্গী দুগ্ধ সহযোগে অথবা ক্ষীরতর্ব্বাদিগণ সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিবে। সৈন্ধব দেবদারু ও শুণ্ঠী টাবা লেবুর রসে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিবে। শুষ্কাক্ষিপাক-রোগে শেষোক্ত কয়েকটী দ্রব্য স্তন্যদুগ্ধ ও জল সংযোগে অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে, এবং শেষোক্ত ঘৃতও তর্পণে প্রশস্ত। জীবনীয় ঘৃতের নস্য এবং সৈন্ধব-সংযুক্ত শীতল দুগ্ধ পরিবেচনে হিতকর। হরিদ্রা ও দেবদারু সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া সৈন্ধব সংযোগপূর্ব্বক প্রয়োজ্য। রসাঞ্জন ও শুণ্ঠী স্তন্যদুগ্ধে ঘর্ষণ করিয়া ঘৃত সংযোগে প্রয়োজ্য।

জলচর বা সজল দেশচর পশু বা পক্ষীর বসা সৈন্ধব ও কিঞ্চিৎ শুণ্ঠী মিশ্রিত করিয়া শুষ্কাক্ষিপাক-রোগে অঞ্জনে প্রয়োজ্য। বায়ুজন্য যে কোন দৃষ্টিনাশক রোগ জন্মে, এই সকল মূল ঔষধ বিবেচনা করিয়া দ্রব্য সংযোজনাপূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে।

দশম অধ্যায়।

পিত্তজন্য অভিষ্যন্দ রোগের চিকিৎসা।

পিত্তজন্য অভিষ্যন্দ এবং অধিমন্থ রোগে রক্তস্রাব ও বিরেচক প্রয়োজ্য। পিত্তজন্য বিসর্প রোগের অধিকারে যে সকল দ্রব্য উল্লিখিত হইয়াছে, এস্থলে সেই সকল দ্রব্য পরিষেচন আলেপন নস্য ও অঞ্জনে ব্যবহার্য্য। গুন্দ্রা (প্রিয়ঙ্গু) শালি শৈবল শৈলজ দারু-হরিদ্রা এলাইচ (বড়) উৎপল লোধ অভ্র পদ্মপত্র শর্করা কুশ ইক্ষু তাল বেতস পদ্মকাষ্ঠ দ্রাক্ষা মধু চন্দন যষ্টিমধু হরিদ্রা এবং অনন্তমূল এই সকল দ্রব্য সমস্ত বা যতদূর পাওয়া যায় তাহার দ্বারা ঘৃত বা ছাগীদুগ্ধ পাক করিয়া তর্পণ পরিষেচন ও নস্যে প্রয়োগ করিবে। এই রোগে সকল প্রকার পিত্তনাশক ক্রিয়া, তিন দিন অন্তর ক্ষীর-সর্পির* নস্য, শল্লকী বা মধু শর্করা সংযোগে পলাশ বা শোণিতের অঞ্জন এবং মধু শর্করা সংযোগে পানিন্দা বা যষ্টিমধুর রসক্রিয়া প্রশস্ত। তুথা সমুদ্রফেনা উৎপল বিড়ঙ্গ এলাইচ ধাত্রী-বীজের রস অথবা তালাশ এলাইচ শৈলজ বেণামূল এবং শঙ্খ এই সকল দ্রব্য স্তন্যদুগ্ধে পিষিয়া অথবা ইহাদিগের চূর্ণ বা রস স্তন্যদুগ্ধ ও ধাতকী-রস সংযোগে অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। স্তন্যদুগ্ধে স্বর্ণ, মধুতে কিংশুক পুষ্প, অথবা লোধ দ্রাক্ষা শর্করা এবং উৎপল স্তন্যদুগ্ধে, বা যষ্টিমধু এবং বট দুগ্ধে, বা

* চতুর্গুণ বা ষোড়শগুণ দুগ্ধে পাক করা ঘৃত।

সমুদ্রফেণা চন্দন এবং যজ্ঞডুম্বুর-রসে কিংবা কেবলমাত্র স্বর্ণমাক্ষিক স্তন্যদুগ্ধে ঘর্ষণ বা পেষণ করিয়া অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। যষ্টিমধু লোধ দ্রাক্ষা শর্করা এবং উৎপল এই দ্রব্যগুলি স্তন্যদুগ্ধে কিছুক্ষণ স্থাপনপূর্ব্বক ক্ষৌমবস্ত্রে বদ্ধ করিয়া আশ্চ্যোতনে প্রয়োগ করিবে। যষ্টিমধু ও লোধ ঘৃতে ঘর্ষণ করিয়া, অথবা দ্রাক্ষা আমলকী এবং হরীতকী বা কেবল কটফল জলে মিশ্রিত করিয়া অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। শিরা-বেধন ব্যতিরেকে এই অধ্যায়ের লিখিত সমস্ত কার্য্য অম্লাধ্যুষিত এবং শুক্তি রোগে প্রয়োজ্য। ত্রিফলা অথবা লোধ সংযোগে পাক করা ঘৃত বা কেবলমাত্র পুরাতন ঘৃত পানে ব্যবহার্য্য। শুক্তি-রোগে (দোষ নেত্রের অধোভাগে স্থিত) শীঘ্র শীতল দ্রব্যের অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। বৈদূর্য্য স্ফাটিক বৈদ্রুম মৌক্তিক শাঙ্খ্য রাজত বা সৌবর্ণ অঞ্জনই বিধেয়। শুক্তি রোগে পূর্ব্বোক্ত সকল দ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণ মধু শর্করা যোগে অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। ধূমদর্শী রোগে ঐ সকল দ্রব্যে ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে এবং অবশেষে রক্তপিত্তের পিত্তজন্য বিসর্প রোগে যে সকল বিধান আছে, তাহাও এস্থলে প্রয়োজ্য।

একাদশ অধ্যায়।

শ্লেষ্মজন্য অভিষ্যন্দ রোগের চিকিৎসা।

কফজন্য অভিষ্যন্দ এবং অধিমন্থ রোগ হইয়া বৃদ্ধি হইলে শিরা-মোক্ষণ করিবে। এই রোগে স্বেদ অবপীড়ন অঞ্জন ধূম পরিষেচন প্রলেপ কবলগ্রহ আশ্চ্যোতন এবং পুটপাক ইত্যাদি রুক্ষভাবে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, পরে তিন দিন অন্তর উপবাস এবং প্রাতঃকালে তিক্ত ঘৃত সেবন ও যাহাতে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি না হয় এরূপ অন্নপানই প্রশস্ত। মুথা, গিরিমৃত্তিকা, তুলসী, বিল্ব, পত্তুর (রক্তচন্দন) পিলু অর্ক কপিথ এবং

বিজয়া এই সকলের স্বেদ বা অনুলেপন প্রয়োজ্য। বর্হিষ্ঠ (গ্রন্থিপর্ণী) কুষ্ঠ দেবদারু সৈন্ধব হিঙ্গু ত্রিফলা যষ্টিমধু পুণ্ডরবৃক্ষ তুম্বক তাম্র এবং রসাঞ্জন এই সকল দ্রব্যে অঞ্জন ও বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। হরীতকী হরিদ্রা যষ্টিমধু রসাঞ্জন ত্রিকটু ত্রিফলা এবং হরিদ্রা, সকল সমভাগে, অথবা গ্রন্থিপর্ণী কুষ্ঠ দেবদারু শঙ্খ পাঠা ত্রিকটু মনঃশিলা, অথবা, জাতীকুসুম করঞ্জ শোভাঞ্জন বা অহার ফল বা পুষ্প বৃহতী ও কণ্টকারী এই সকল একত্র সমভাগে, কিংবা রসাঞ্জন চন্দন সৈন্ধব মনঃশিলা হরিতাল এবং লশুন সমভাগে, একত্র বর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক বিশুদ্ধ দেহে (বিরেচনকর্ত্তৃক) অঞ্জন প্রয়োগ করিবে।

বলাস গ্রথিত রোগে বিরেচন প্রয়োগপূর্ব্বক এই সকল অঞ্জন ব্যবহার করিবে। নীল, যব, মদন বৃক্ষের শুষ্ককাষ্ঠ, বাবুই অর্ক কপিত্থ বিল্ব নির্গুণ্ডী (ইক্ষুর) এবং জাতীপুষ্প, এই সকলের ক্ষার সৈন্ধব এবং গোরোচনা একত্র পাক করিয়া বলাস গ্রথিত রোগে লৌহ-শলাকার দ্বারা অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। পূর্ব্বোক্ত সকল দ্রব্যের মধ্যে নীল ও যব দুগ্ধে ভিজাইয়া শুষ্ক করিয়া লইবে।

পিষ্টক রোগে তুলসী বিল্ব রক্তচন্দন পিলু অর্ক কপিত্থ বিজয়া শুণ্ঠী পিপ্পলী মুথা শ্বেতমরিচ এবং সৈন্ধব একত্র সমভাগে মাতুলুঙ্গ রসে পিষিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিবে।

প্রক্লিন্নবর্ত্ম রোগে বৃহতী ফল এবং পক্ক পিপ্পলী একত্র কল্ক করিয়া স্রোতাঞ্জন-সংযোগে সপ্তরাত্র রাখিবে। পরে তাহাতে হরীতকী বার্ত্তাকু শিগ্রু নিসিন্ধা পটোল চিরাতা আমলকী হিরেকস সৈন্ধব রসাঞ্জন জাতীপুষ্প মধু সংযোগে ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে।

কণ্ডূ-রোগে সৈন্ধবলবণ শ্বেতমরিচ এবং মনঃশিলা একত্র সমভাগে মাতুলুঙ্গ-রসে পিষিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিবে।

শৃঙ্গবের দেবদারু মুথা সৈন্ধব এবং জাতীপুষ্প সুরাতে পিষিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিলে শোফের শান্তি হয়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

রক্ত-জন্য অভিষ্যন্দ রোগের চিকিৎসা।

রক্ত-জন্য অভিষ্যন্দ অধিমন্থ সিরোৎপাত এবং সিরাহর্ষ এই চারি রোগ একই প্রণালীতে চিকিৎসা করিবে। এই সকল রোগের কুম্ভস্থ ঘৃতের দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া রসক্রিয়া সিরামোক্ষণ বিরেচন এবং শিরো-বিরেচন প্রয়োগ করিবে। ঘৃত এবং শর্করা যোগে বিরেচক দ্রব্যের কাথ সেবন করিয়া দোষ অনুসারে প্রমেহ পরিষেচন নস্য ধূম আশ্চ্যো-তন অঞ্জন তর্পণ স্নিগ্ধক্রিয়া এবং পুটপাক যোগ প্রয়োগ করিবে।

নীলোৎপল বেণামূল রক্তচন্দন যষ্টিমধু মুথা লোধ পদ্মকাষ্ঠ এবং হরিদ্রা, নেত্রের চতুর্দ্দিকে এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। এই রোগে বলবতী যাতনা হইলে মৃদুস্বেদ এবং জলৌকা-পাতন বিধেয়। অধিক পরিমাণে ঘৃত পান করিলেও যন্ত্রণার শান্তি হয়। পিত্তজন্য অভিষ্যন্দ রোগের চিকিৎসাও এস্থলে প্রয়োজ্য। কেশুর ও যষ্টিমধুর চূর্ণ বস্ত্রগালিত করিয়া বর্ষার জলের সহিত আশ্চ্যো-তনে প্রয়োগ করিবে। রক্তলোধ অর্জ্জুন শ্রীপর্ণী (কটফল) ধাতকী আমলা বিল্ব, অথবা বৃহতী ও কণ্টকারীর পুষ্প, বিল্বপত্র এবং মঞ্জিষ্ঠা, মধু বা ইক্ষুরসে পিষিয়া রক্তাভিষ্যন্দ রোগে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। চন্দন কুমুদ তেজপত্র শিলাজতু কুঙ্কুম লৌহচূর্ণ তাম্রচূর্ণ এবং তুত্থ একত্র নিম্ব-নির্য্যাস-সহযোগে অঞ্জন প্রযোজ্য। অথবা রাঙ্ এবং কাঞ্চামন্ন পুষ্প-রসে পিষিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। অঞ্জনের নিমিত্ত স্থূল বর্ত্তি প্রশস্ত।

শিরোৎপাত-রোগে ঘৃত এবং মধু অঞ্জনে প্রয়োজ্য। সৈন্ধব এবং কাসীস স্তন্য-দুগ্ধে ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন প্রযোজ্য। শঙ্খ মনঃশিলা তুত্থ দারুহরিদ্রা এবং সৈন্ধব মধুযোগে অঞ্জনে প্রয়োজ্য। মুথা মরিচ এবং

স্বর্ণমাক্ষিক শিরীষ পুষ্পের রস সহযোগে, অথবা গিরিমৃত্তিকা ও মধু সংযোগে অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে।

সিরাহর্ষ রোগে ফাণিত এবং মধু সংযোগে অঞ্জন প্রয়োজ্য। মধু সংযোগে রসাঞ্জন বা অম্লবেতস স্তন্য সংযোগে অথবা সৈন্ধব সংযোগে ফাণিত অঞ্জনে প্রযোজ্য।

অর্জ্জুন রোগ শান্তির জন্য পিত্তশান্তির প্রণালী অশেষরূপে প্রযোজ্য। ইক্ষুরস, মধু, চিনি, স্তন্যদুগ্ধ দারুহরিদ্রা যষ্টিমধু এবং সৈন্ধব এই সকল যোগে পরিষেচন ও অঞ্জন এবং অম্লরস সহযোগে আশ্চ্যোতন প্রযোজ্য। বীজপূর (টাবালেবু) কুল অথবা দাড়িম এই সকলের মধ্যে একটী দুইটী বা তিনটীরই রস সংযোগ করিবে। স্ফটিক প্রবাল শঙ্খ যষ্টিমধু এবং মধু, অথবা সমুদ্রফেণা শঙ্খ মধু এবং চিনি এই দুই যোগ অর্জ্জুন রোগে বিধেয়। সৈন্ধব মধু ও কতক ফল অথবা মধু সংযোগে রসাঞ্জন, বা মধু সংযোগে হিরেকস অঞ্জনে প্রয়োজ্য।

লৌহ-চূর্ণ, সকলপ্রকার ধাতু, লবণ, সকলপ্রকার রত্ন দন্ত এবং শৃঙ্গ, এইগুলি নেত্র-রোগের পক্ষে অবসাদনকর। কুক্কুটাণ্ডের খোলা লশুন ত্রিকটু করঞ্জবীজ এলাইচ এই সকল দ্রব্যের অঞ্জন লেখনকর। পুটপাকযোগ এবং রক্তস্রাব সম্পাদিত হইলে, এবং বিবিধপ্রকার অভিষ্যন্দনাশক যোগ প্রযুক্ত হইলে নিম্নলিখিত যোগের দ্বারা অব্রণ শুক্রের প্রতীকার করিবে। শুক্র রোগ উত্তানই হউক বা অবগাঢ় হউক, কর্কশ হউক বা সব্রণ হউক, শিরীষ-বীজ মরিচ পিপ্‌পলী সৈন্ধব একত্র যোগে অথবা কেবলমাত্র সৈন্ধবের দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। অথবা তাম্রচূর্ণ শঙ্খ মনঃশিলা মরিচ এবং সৈন্ধব এই কতিপয় দ্রব্য অন্তভাগ হইতে ক্রমান্বয়ে দ্বিগুণিত করিয়া লইয়া একত্র অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। শঙ্খ, কুলের আঁটি, কতক ফল, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু এবং স্বর্ণমাক্ষিক, অথবা মধু, হস্তিদন্ত, সমুদ্রফেণা, শিরীষ-পুষ্প এই দুইটী যোগ শুক্র রোগে অঞ্জনে প্রযোজ্য। অথবা বলাস রোগে যে সকল ক্ষার ব্যবহার্য্য

তাহাও এস্থলে অঞ্জনে বিধেয়। অথবা নিস্তুষ ভর্জ্জিত মুদ্গ এবং শঙ্খ মধু ও চিনি যোগে বা মধু-যোগে মউলের সার বা বিভীতকের আঁটির মজ্জা মধু-যোগে অঞ্জনে প্রযোজ্য। শঙ্খ শুক্তি মধু দ্রাক্ষা মৌল এবং কতক একত্র অঞ্জনে প্রযোজ্য। শূল-যুক্ত দ্বিত্বক্-গত শুক্র রোগ হইলে বাতঘ্ন তর্পণ হিতকর, বংশলোচন অরুষ্কর তাল এবং নারিকেল দগ্ধ করিয়া বিস্রাবিত করিবে, তাহাতে করভের অস্থি-চূর্ণ ভাবিত করিবে, এইরূপ বহুবিধ অঞ্জন শুক্র রোগের বিবর্ণতানাশক।

অজকা রোগে সূচির দ্বারা পার্শ্ব বিদ্ধ করিয়া অন্তরস্থ জল স্রাবিত করিবে, পরে ঘৃত-সংযুক্ত গোমাংস-চূর্ণ দ্বারা সেইটী পূর্ণ করিবে। অজকা রোগ বর্ত্মমুখ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইলে বিবিধপ্রকারে অবলেখন কর্ত্তব্য।

সশোফ বা অশোফ পাক রোগ হইলে স্নেহ-স্বেদ প্রয়োগ করিয়া শিরা বিদ্ধ করিবে। অনন্তর পরিষেচন আশ্চ্যোতন এবং পুটপাক যোগ প্রয়োগ করিবে। দেহের উর্দ্ধাধোভাগ শোধন করিয়া পশ্চাল্লিখিত অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। মৈরেয় সুরা, বা দধি, বা প্রচুর পরিমাণে দধি সংযোগে ঘৃত, বা তাম্রপাত্রস্থিত মাংস, ঘৃত সৈন্ধব যোগে কাংস্য-মলের সহিত, অথবা সৈন্ধব যোগে স্তন্য, বা মৌল বৃক্ষের সার এবং গিরিমৃত্তিকা সমভাগে লইয়া মধু সংযোগে, কিংবা স্তন্য যোগে ঘৃত সৈন্ধব এবং তাম্র, অথবা দাড়িম অশ্মন্তক (আমলকুচা) এবং কুল এই সকল অম্ল সৈন্ধব যোগে, অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। পাক রোগে রসক্রিয়া কর্ত্তব্য, এবং সৈন্ধব সংযোগে মাংস ও নাগর ঘৃতে স্থাপন করিয়া স্তন্য সংযোগে অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। জাতী-পুষ্প, সৈন্ধব শৃঙ্গবের পিপ্‌পলী-বীজ বিড়ঙ্গসার একত্র পিষিয়া মধুযোগে অঞ্জনে প্রয়োজ্য।

পূয়ালস রোগে শোণিত-মোক্ষণ এবং উপনাহ স্বেদ হিতকর। নেত্র-পাক-নাশক বহুবিধ যোগ এস্থলেও বিধান করিবে। হিরেকস

সৈন্ধব এবং আর্দ্রক অঞ্জনে প্রয়োজ্য। এই কয়েকটী দ্রব্য মধু-সংযোগে ভক্ষণও কর্ত্তব্য।

প্রক্লিন্নবর্ত্ম রোগে স্নেহাদির দ্বারা দোষ নিঃসারিত করিয়া দোষ অনুসারে তর্পণ পরিষেচন অঞ্জন আশ্চ্যোতন নস্য ধূম প্রয়োগ করিবে। মুথা হরিদ্রা যষ্টিমধু প্রিয়ঙ্গু শ্বেতসর্ষপ লোধ উৎপল শ্যামালতা এই সকলের চূর্ণ আশ্চ্যোতনে ও অঞ্জনে প্রয়োজ্য। রসাঞ্জন মধু তেজপত্র আমলকী একত্র করিয়া আশ্চ্যোতনে ও অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। বংশমূল বা ত্রিফলার ক্বাথ বা পলাশ-পুষ্প বা খরমঞ্জরী পুষ্পের ক্বাথ রসক্রিয়াতে প্রয়োজ্য। তাম্র ও কপাল খণ্ডে বর্ত্তী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অঞ্জন বিধান কর্ত্তব্য। কাংস্যমল তন্তুর সহিত দগ্ধ করিয়া ছাগী-দুগ্ধ সহ অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে, এবং তাহাতে মরিচ ও তাম্র চূর্ণ সংযোগ করিয়া ভক্ষণ কর্ত্তব্য।

অক্লিন্নবর্ত্ম রোগে সমুদ্রফেণা সৈন্ধব শঙ্খ মুদ্গ শ্বেতমরিচ এই সকলের চূর্ণ অঞ্জনে প্রয়োজ্য। ইহাতে কণ্ডু শান্তি হয়।

প্রক্লিন্নবর্ত্ম রোগেও দোষানুসারে অক্লিন্নবর্ত্মের যোগও প্রয়োজ্য। এবং তাম্রঘটে কজ্জল প্রস্তুত করিয়া তুত্থক রসাঞ্জন ও ঘৃত যোগে প্রয়োগ করিবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

লেখ্য রোগের প্রক্রিয়া।

নয়প্রকার যে লেখ্য রোগ বলা হইয়াছে, সামান্যতঃ তাহার চিকিৎসা-বিধি বলা যাইতেছে। রোগীকে স্নিগ্ধ এবং বমন বিরেচন প্রয়োগ করিয়া, বায়ু ও আতপ শূন্য স্থানে গৃহে বসাইয়া, সুখোদকে বস্ত্র তপ্ত করিয়া, বর্ত্মদেশে স্বেদ প্রয়োগ করিবে। স্বেদপ্রয়োগ-কালে বর্ত্মদেশ বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর দ্বারা

বক্রভাবে ধরিবে অর্থাৎ দুই অঙ্গুলির দ্বারা চক্ষের দুই পাত টানিয়া রাখিবে, তাহাতে বর্ত্ম বিচলিত বা প্রশস্ত হয় না। তদনন্তর লেখনীয় স্থান শস্ত্রের দ্বারা অঙ্কিত করিয়া বস্ত্রের দ্বারা মার্জ্জনপূর্ব্বক শস্ত্র বা পত্রের দ্বারা লেখন-কার্য্য সম্পাদন করিবে। লেখন-ক্রিয়ার পর তাহাতে রক্ত থাকিলে স্বেদ প্রয়োগ করিবে। পরে মনঃশিলা কাসীস ত্রিকটু রসাঞ্জন সৈন্ধব মাক্ষিক সূক্ষ্মরূপে চূর্ণ করিয়া প্রতিসারণে প্রয়োগ করিবে। পরে প্রক্ষালন ও তাহাতে ঘৃত সেচন করিয়া ব্রণের ন্যায় আচরণ করিবে। স্বেদ অবপীড়ন প্রভৃতি তিন দিন অন্তর প্রয়োগ করিবে। লেখন-ক্রিয়ার এই সংক্ষেপ বিধি। রক্তের আস্রাব রহিত হইলে, কণ্ডূ ও শোফ না থাকিলে, লিখিত স্থান নখের ন্যায় সমতল হইলে, সম্যক্ লিখিত হইয়াছে জানিবে। লেখন-ক্রিয়ার পর চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে, শোফ পরিস্রাব বা তিমির রোগ হইলে, পীড়া শান্তি না হইলে, বর্ত্মদেশ শ্যাববর্ণ গুরু স্তব্ধ কণ্ডূ হর্ষ ও উপদেহ-বিশিষ্ট (চটচটে) হইলে, ও নেত্রপাক হইলে, দুর্লিখিত হইয়াছে বলিয়া জানিবে। বেদনা ও অতিশয় স্রাব-বিশিষ্ট হইলে অতিস্রাবিত বলিয়া জানিবে। এরূপ স্থলে স্নেহ স্বেদ প্রভৃতি হিতকর এবং বায়ুশান্তিকর বিধি প্রয়োজ্য।

বর্ত্মাববর্ত্ম ক্লিষ্ট-বর্ত্ম বহলবর্ত্ম পোথকী শ্যাববর্ত্ম এবং কর্দ্দমবর্ত্ম রোগে আচ্ছাদিত রাখিয়া (অপর ভাগ) সমভাগে লেখন করিবে। কুম্ভীকিনী শর্করা এবং উৎসঙ্গিনী রোগে আগে শস্ত্রের দ্বারা কর্ত্তন করিয়া পরে লেখন করিবে। বর্ত্মদেশে কঠিন পীড়কা হইলে বা হ্রস্বজাত্য বা তাম্রা রোগ হইলে, অগ্রে ভেদ করিয়া পরে লেখন করিবে। বাহ্যবর্ত্মে (চক্ষুর পাতার উপরিভাগে) অল্প-বেদনা-বিশিষ্ট পিড়কা জন্মিলে) স্বেদ আলেপন ও শোধনের দ্বারা উপশম করিবে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ভেদ্য রোগের প্রক্রিয়া।

বিসগ্রন্থি রোগে গ্রন্থি নিরাশ্রয়ভাবে পাকিয়া উঠিলে ইহার ছিদ্র সমস্ত ভেদ করিয়া সৈন্ধবের দ্বারা অবচূর্ণিত করিবে। কাসীস মাগধী-পুষ্প (যুঁই ফুল) মনঃশিলা এলাইচ ঘৃত মধু সংযোগে প্রয়োগ করিয়া সম্যক্‌রূপে বন্ধন করিবে।

লগণ রোগে ভেদ করিয়া গোরোচনা ক্ষারতুত্থক (তুঁতে) পিপ্‌পলী ইহাদিগের কোন একটী মধুযোগে প্রতিসারণে প্রয়োগ করিবে।

অঞ্জন রোগে স্বেদ প্রয়োগ করিবে, পরে ভেদ করিয়া নিষ্পীড়ন করিবে। তদনন্তর মনঃশিলা এলাইচ সৈন্ধব ও মধুযোগে প্রতিসারণ করিবে। অথবা ভেদ করিয়া রসাঞ্জন ও মধুযোগে প্রতিসারণপূর্ব্বক দীপশিখাজাত উষ্ণ অঞ্জন প্রয়োগ করিবে।

কৃমি-গ্রন্থি-রোগে প্রথমতঃ সম্যক্ স্বেদ প্রয়োগ করিবে। পরে ত্রিফলা তুথ কাসীস ও সৈন্ধব যোগে প্রতিসারণপূর্ব্বক রসক্রিয়া করিবে।

কফজন্য উপনাহ রোগে ভেদ করিয়া এবং মণ্ডলাগ্র শস্ত্রের দ্বারা লেখনপূর্ব্বক নেত্রের চতুর্দ্দিক্ পিপ্‌পলী মধু ও সৈন্ধব যোগে প্রচ্ছাদিত করিবে।

এই পঞ্চ ভেদ্য রোগে স্নেহ ও পত্রভঙ্গের দ্বারা স্বেদ প্রয়োগ করিবে। ব্রণ পাকিয়া উঠা পর্য্যন্ত যেরূপ প্রতীকার বিধান হইয়াছে এই পঞ্চ রোগের প্রথমাবস্থায় তাহাই প্রয়োজ্য। পাকিয়া উঠিলে সকল ঋতুতেই স্নেহ প্রয়োগপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে কার্য্য করিয়া পশ্চাৎ ব্রণ রোপণ করিবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ছেদ্য রোগের প্রক্রিয়া।

অর্ম্ম রোগ বলির ন্যায় হইলে রোগীকে স্নিগ্ধ করিবে এবং ভোজন করাইবে। পরে উপবেশন করাইয়া নেত্রে লবণ চূর্ণ প্রয়োগ করিয়া রক্তবর্ণ করিবে। রক্তবর্ণ হইলে স্বেদ প্রয়োগ করিয়া ঘট্টিত করিবে (রগড়াইবে)। পরে স্বীয় অপাঙ্গ অভিমুখে দৃষ্টি করাইয়া পূর্ব্বোক্ত বলিতে বড়িশ লাগাইয়া মুচুণ্ডীর দ্বারা ধরিয়া রাখিবে। অথবা এইরূপ করিয়া ও পুনর্ব্বার সূচীসূত্রের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া রাখিবে। এরূপ অবস্থায় নেত্র সহসা উন্নমিত করা কর্ত্তব্য নহে। শস্ত্রপাতের আশঙ্কায় চক্ষুর দুই পাত দৃঢ়রূপে টানিয়া রাখিবে। পরে পূর্ব্বোক্ত তিন উপায়ের দ্বারা বাল শিথিল হইয়া বিলক্ষণ লম্বিত হইলে তীক্ষ্ণ মণ্ডলাগ্র শস্ত্রের দ্বারা লেখন করিবে। বলিটীর শুক্লভাগস্থ মূল পরে কৃষ্ণভাগস্থ ক্রমশঃ লেখন করিয়া কনীনিকার উপান্তে লইয়া যাইবে। পরে মাংসের চতুর্থভাগ রাখিয়া ছেদন করিবে। তাহাতে চক্ষুর কোনপ্রকার বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। পূর্ব্বোক্ত উপান্তভাগ অতিক্রম করিয়া কনীনিকাতে আঘাত লাগিলে রক্ত নিঃসরণ হয় এবং নালী রোগ জন্মে। ছেদ অল্প হইলে পুনর্ব্বার শীঘ্র বৃদ্ধি হয়। অর্ম্ম রোগ জালের ন্যায় উন্মার্জ্জন করিবে। তাহাতে শিথিল হইয়া লম্বিত হইলে চক্ষুর পাতা এবং শুক্লভাগের মধ্যে সেই জাল বক্রমুখ শস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিবে। পরে যবশূক ত্রিকটু এবং সৈন্ধবচূর্ণের দ্বারা প্রতিসারণ করিবে। প্রতিসারিত হইলে স্বেদ প্রয়োগপূর্ব্বক বন্ধন করিবে। দেশ ঋতুর বল এবং কাল (দিবা ও রাত্রি) বিবেচনা করিয়া স্নেহ প্রয়োগ করিবে এবং ব্রণের প্রণালী-ক্রমে চিকিৎসা করিবে। তিন দিন অন্তর বন্ধন মোচন করিয়া করস্বেদ (অগ্নিতে হস্ত তপ্ত করিয়া) প্রদান পূর্ব্বক শোধন প্রয়োগ করিবে। চক্ষুতে

যাতনা থাকিলে করঞ্জবীজ আমলকী এবং যষ্টিমধু সহ পাক করা দুগ্ধ প্রাতঃ ও সায়ংকালে মধু সংযোগে আশ্চ্যোতনে প্রয়োগ করিবে। যষ্টিমধু উৎপল কিঞ্জল্ক সংযোগে এবং দূর্ব্বা দুগ্ধে পিষিয়া ঘৃত শীতল প্রলেপ মূর্দ্ধ-দেশে-প্রয়োগ করা হিতকর। অর্ম্ম রোগ ছেদন করিলে পর যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা লেখ্য অঞ্জনের দ্বারা ক্ষয় করিবে।

অর্ম্ম রোগ দধির ন্যায় শ্বেত অথবা নীল বা রক্ত কিংবা ধূসর বর্ণ হইলে শুক্র রোগের প্রণালীক্রমে তাহার চিকিৎসা করিবে। অর্ম্ম চর্ম্মের ন্যায় অথবা বহল হইলে এবং স্নায়ু ও মাংসে আবৃত হইলে অথবা কৃষ্ণমণ্ডলে অর্ম্ম রোগ হইলে ছেদন-ক্রিয়া কর্ত্তব্য। অর্ম্ম রোগ ছেদন করিলে, চক্ষু বিশুদ্ধ-বর্ণ বিশিষ্ট অক্লিষ্ট এবং যাতনাশূন্য হয়।

সিরা-জাল রোগে, সিরা কঠিন হইলে বড়িশ সংলগ্নপূর্ব্বক লম্বিত করিয়া মণ্ডলাগ্র শস্ত্রের দ্বারা লেখন করিবে। সিরা-জাত পিড়কা রোগ ঔষধে আরোগ্য না হইলে, অর্ম্ম রোগের ন্যায় মণ্ডলাগ্র শস্ত্রের দ্বারা সেই সকল পিড়কা ছেদন করা কর্ত্তব্য। সিরাজাল এবং সিরা-জাত পিড়কা রোগে উপর্য্যুক্ত প্রতিসারণ এবং দোষানুসারে লেখন-দ্রব্য প্রয়োগ করা বিধেয়।

পর্ব্বণিকা রোগে সন্ধিস্থানে স্বেদ প্রয়োগ করিয়া শোফের একাংশ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত-মতে তিন অংশ অন্তরে বড়িশ সংলগ্ন করিবে। পূর্ব্ববৎ লম্বিত হইলে একাংশ রাখিয়া তিন অংশ ছেদন করিবে। তদনন্তর সেই একাংশের অর্দ্ধেক ছেদন করিবে। ইহার অন্যথা হইলে অশ্রুনাড়ী জন্মে অর্থাৎ নিরন্তর অশ্রুপাত হয়। পরে মধু ও সৈন্ধব একত্র যোগে প্রতিসারিত করিবে। শোফের অবশিষ্টাংশে লেখনীয় দ্রব্যের চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। শঙ্খ সমুদ্র ফেণ মঞ্জিষ্ঠ ঝিনুক স্ফটিক পদ্মরাগ (চূর্ণ) প্রবাল অশ্মন্তক বৈদূর্য্য উৎপল মুক্তা এবং লৌহ ও তাম্র চূর্ণ সমভাগে একত্র পিষিয়া স্রোতাঞ্জন সহ-

যোগে মেষ শৃঙ্গ মধ্যে স্থাপন করিয়া প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে নেত্রে প্রয়োগ করিবে *। ইহাতে সকল অর্ম্ম রোগ পিড়কা সিরাজাল, নেত্রের সকল প্রকার অর্শোরোগ শুষ্কার্শ এবং অর্ব্বুদ রোগের শান্তি হয়।

বর্ত্মের অভ্যন্তরে রোগ জন্মিলে অগ্রে স্বেদ প্রয়োগ করিবে পরে বর্ত্ম বক্রভাবে ধরিয়া সূচীর দ্বারা তাহা উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক মণ্ডলাগ্র শস্ত্রের দ্বারা মূলে ছেদন করিবে। তদনন্তর সৈন্ধব হিরেকস এবং লৌহচুর্ণ দ্বারা প্রতিসারিত করিবে। রক্ত নিঃসরণ হইতে থাকিলে শলাকার দ্বারা দগ্ধ করিবে। রোগের শেষ থাকিলে ক্ষারের দ্বারা লেখন কার্য্য করিবে। তীক্ষ্ণ বমন বিরেচন প্রয়োগ করিবে, এবং দোষানুসারে অভিষ্যন্দ রোগের বিধান সমস্ত অবলম্বন করিবে।

ষোড়শ অধ্যায়।

পক্ষ্মকোপের প্রতিকার।

পক্ষ্মপ্রকোপ বর্ত্মগত রোগ। ইহা যাপ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই রোগে রোগীকে স্নিগ্ধ করনান্তর উপবেশন করাইয়া বর্ত্মের (চক্ষুর পাতার) উপরি ভাগে, ভ্রূর অধোভাগে দুই অংশ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ অর্থাৎ কনীনিকা ও অপাঙ্গের সমভূমি স্থান, ছেদন করিবে। শস্ত্রের দ্বারা যবের আকারে ছেদন করিয়া ছিন্ন অংশের দুই মুখ চুলের দ্বারা সীবন করিবে। তদনন্তর ঘৃত মধু প্রয়োগ করিয়া ব্রণের ন্যায় আচরণ করিবে। সীবনের পর ললাট দেশে পট্ট বন্ধন করিয়া রাখিবে, ছিন্ন মুখ পরস্পর সংলগ্ন হইলে

---

* লেখনীয় অঞ্জন প্রয়োগের অভিপ্রায় এই যে নেত্রে শোফ ও বলি প্রভৃতির যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া যায়। অতএব পীড়িত স্থানে প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

সেই চুল অপসারিত করিবে। ইহাতে যদি রোগের শান্তি না হয়, তবে চক্ষুর পাতা বক্রভাবে ধারণ করিয়া দোষোৎসৃষ্ট স্থান ছেদন পূর্ব্বক অগ্নি বা ক্ষারের দ্বারা প্রতিসারিত করিবে। অথবা বড়িশ প্রভৃতি তিন উপায়ের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মতে পক্ষ্মমালা গ্রহণ পূর্ব্বক হরীতকী অথবা তুবরকের (সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা) চূর্ণের দ্বারা প্রতিসারিত করিবে। এই কয় প্রকার যোগ এবং বিরেচন আশ্চ্যোতন নস্য ধুম আলেপ অঞ্জন স্নেহ এবং রসক্রিয়া পক্ষ্মকোপ রোগে প্রশস্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

দৃষ্টিগত রোগের প্রতীকার।

দৃষ্টিগত রোগের মধ্যে তিনটী সাধ্য, তিনটী অসাধ্য এবং ছয়টী যাপ্য। ইহাদিগের মধ্যে ধূমদর্শীর প্রতিকার বলা হইয়াছে (শ্লেষ্মাভিষ্যন্দ প্রক্রিয়ার শেষ ভাগে দ্রষ্টব্য) পিত্তবিদগ্ধ এবং শ্লেষ্ম-বিদগ্ধ দৃষ্টির স্থলে, শস্ত্রপাত ব্যতিরেকে নস্য পরিষেচন অঞ্জন আলেপন পুটপাক এবং তর্পণের দ্বারা শ্লেষ্মা ও পিত্তনাশক বিধান অবলম্বন করিবে। দৃষ্টি, পিত্ত-বিদগ্ধ হইলে ত্রিফলা সহযোগে ঘৃত, শ্লেষ্ম-বিদগ্ধের স্থলে ত্রিবৃৎ সংযোগে ঘৃত এবং উভয় স্থলেই পুরাতন ঘৃত অথবা তিল্বক (লোধ বিশেষ) সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া পান করাইবে। গৈরিক (গিরিমৃত্তিকা) সৈন্ধবমসী (সৌরাষ্ট্রমৃৎ) গোদন্তা, মরিচ, অথবা গোমাংস, মরিচ শিরীষবীজ এবং মনঃশিলা, অথবা কপিত্থের বৃন্ত এবং আত্মগুপ্তবীজ, এই কয়েকটী যোগ মধু সংযোগে উভয় স্থলেই অঞ্জনে প্রয়োজ্য। কুব্জক (পুষ্পবৃক্ষ বিশেষ) অশোক শাল আম্র প্রিয়ঙ্গু পদ্ম রক্তোৎপল রেণুকা মরিচ হরীতকী আমলকী এই সকলের চূর্ণ ঘৃত ও মধু সংযোগে বংশনাড়ী মধ্যে (বাঁশের চোঙ্গাতে) রাখিয়া পিত্ত শ্লেষ্মা

রোগে অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। অথবা আম্রপুষ্প জম্বুপুষ্প এবং রেণুকা আম্র এবং জম্বুর পিষিয়া. অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। পদ্ম রক্তোৎপল পদ্মকেশর গৈরিক এই সকল গোময়রসে পিষিয়া শোষণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিবে। ইহাকে গুড়িকাঞ্জন বলে। ইহা দিবান্ধ রাত্র্যন্ধ উভয় স্থলেই হিতকর।

পিত্তোপহত দৃষ্টির স্থলে, রসাঞ্জন রস মধু তালীশ স্বর্ণ এবং গৈরিক গোময় রস যোগে অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। অথবা আসন বৃক্ষ স্রোতোঞ্জন কূর্ম্মপিত্ত বা রোহিত-পিত্তরসে ভাবিত করিয়া অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে, ইহাকে চূর্ণাঞ্জন বলে। গাম্ভারীপুষ্প যষ্টিমধু দারু-হরিদ্রা লোধ এবং রসাঞ্জন মধু সংযোগে এই অঞ্জন হিতকর।

স্রোতোঽঞ্জন সৈন্ধব মরিচ রেণুকা ছাগমূত্রে পিষিয়া বর্ত্তী নির্ম্মাণ করিবে। এই অঞ্জনে রাত্র্যন্ধতা আরোগ্য হয়।

শ্লেষ্মোপহত দৃষ্টির স্থলে, রক্তচন্দন মরিচ শুণ্ঠী মৌল তালীশপত্র হরিদ্রা দারুহরিদ্রা মুথা গোময়রসে পিষিয়া বর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ছায়াশুষ্ক করিবে। অথবা মনঃশিলা হরীতকী ত্রিকটু বেড়েলা রক্ত-চন্দন এবং সমুদ্রফেণা ছাগীদুগ্ধে পিষিয়া বর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। গোরোচনা মদিরা গোময় আমলকীর রসে বা অন্য কোন প্রকার ক্ষুদ্রাঞ্জন যকৃৎরসে বা ত্রিফলার রসে পাক করিয়া অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। গোমূত্র ঘৃত সমুদ্রফেণা পিপ্পলী মধু এবং কট্‌ফল সৈন্ধবের যোগে বাঁশের গহ্বর মধ্যে স্থাপন করিয়া পরে অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। ছাগলের বসা ও পিত্ত এবং ছাগলের ঘৃত, পিপ্পলী সৈন্ধব আমলকীর রসে পাক করিয়া মধু সংযোগে খদিরের কোষে রাখিবে। এইরূপ ক্ষুদ্রাঞ্জন হিতকর। বেণুকা পিপ্পলী ছাগলের যকৃৎ অস্থি এবং বসা ও এলাইচ গোময়রস সংযোগে অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

রাত্র্যন্ধের স্থলে গোধার যকৃৎ অর্দ্ধ পাটিত করিয়া তাহাতে পিপ্পলী পূর্ণ করিয়া অগ্নিতে পাক করিবে। ইহা অঞ্জনে প্রয়োজ্য। ছাগলের

যকৃৎ পিপ্পলী সহ অগ্নিতে পাক করিবে। ইহার দ্বারা একবার মাত্র অঞ্জন প্রয়োগ করিলে রাত্র্যন্ধতা আরোগ্য হয়। ছাগলের প্লীহা এবং যকৃৎ উভয় মাংস ঘৃত তৈল সংযোগে পাক করিয়া ভোজন করিবে। পূর্ব্বোক্ত যকৃৎ ও প্লীহা তৈল সংযোগে অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে।

দিবান্ধের স্থলে, নদীজ (অর্জ্জুনবৃক্ষ) শিম্বী (সীম) কটুকী মনঃশিলা হরিদ্রা দারু-হরিদ্রা ও রক্তচন্দন যকৃতের রস সহযোগে অথবা গুটিকা প্রস্তুত করিয়া অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে।

ছয় প্রকার যাপ্য রোগের স্থলে পুনঃ পুনঃ শিরা মোক্ষণ করিবে, এবং পুরাণ ঘৃত যোগে বিরেচন দ্রব্যের দ্বারা বিরেচনও করাইবে। বায়ু জন্য রোগে দুগ্ধ সহ এরণ্ড তৈল, এবং ত্রিফলা সংযোগে ঘৃত শোধনে প্রয়োজ্য। বিশেষতঃ রক্তজন্য বা পিত্তজন্য রোগের স্থলে ত্রিফলা সংযোগে ঘৃত অতি প্রশস্ত। কফজন্য রোগে ত্রিবৃতের বিরেচন এবং ত্রিদোষ জন্য রোগে ত্রিবৃৎ সংযোগে পাক করা তৈল বিধেয়।

তিমির রোগে লৌহপাত্রস্থিত পুরাতন ঘৃত হিতকর। ত্রিফলা সংযোগে বা মেষশৃঙ্গ সংযোগে বা মেষশৃঙ্গ সংযোগে পাক করা ঘৃতও হিতকর। পিত্তজন্য তিমির রোগে প্রচুর পরিমাণে ঘৃত সংযোগে ত্রিফলা চূর্ণ, বায়ু জন্য তিমির রোগে তৈল সংযোগে ত্রিফলা চূর্ণ এবং কফ জন্য তিমির রোগে প্রচুর পরিমাণে মধু সংযোগে ত্রিফলা-চূর্ণ অবলেহন করিবে। গোময়ের ক্বাথ এবং লবণ সংযোগে উত্তম রূপে পাক করা তৈলও তিমির রোগে হিতকর। পিত্ত জন্য তিমির রোগে ছাগ বা মেষের ঘৃত কাকোল্যাদি গণ সহযোগে পাক করিয়া সেবন করিবে। বাতরক্ত জন্য তিমির রোগে কাকোল্যাদি গণ যোগে পাক করা তৈল বা অণুতৈল প্রয়োজ্য। মৃগাণি লতা অশ্বগন্ধা পীতবেড়েলা হরিদ্রাযোগে তৈল পাক করিয়া নস্যে প্রয়োগ করিবে। দুগ্ধ মন্থন করিয়া (দধি নহে) যে ঘৃত জন্মে সেই ঘৃত এবং জলজাত বা জলীয় দেশ জাত পশুর মাংস সংস্কারজাত ঘৃত

সৈন্ধব লবণ ও গৃধ্র ও হরিণের মাংস যোগে পাক করিয়া ঘৃত মধু যোগে পুটপাকে প্রয়োগ করিবে। গৃধ্র সর্প ও কুক্কুটের বসা যষ্টিমধু যোগে অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। তিমির রোগে চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে, স্রোতোঞ্জন মাংসরস দুগ্ধ ও ঘৃতে ক্রমান্বয়ে ভাবিত করিয়া কৃষ্ণ সর্পের মুখে স্থাপন পূর্ব্বক কুশে জড়াইয়া একমাস কাল রাখিবে। পরে মালতী পুষ্পের ক্ষার ও সৈন্ধব যোগে তাহা ব্যবহার করিবে।

কাচ রোগে পূর্ব্বোক্ত অঞ্জন তিন দিবস গব্য দুগ্ধে ভাবিত করিয়া অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। পিত্তজন্য রোগে, দুগ্ধ জাত ঘৃত কাকোল্যাদি প্রভৃতি মধুর গণ যোগে পাক করিয়া নস্য ও তর্পণে প্রয়োগ এবং জাঙ্গল পশুর মাংসসহ পাক করিরা পুটপাকে প্রয়োগ হিতকর। রসাঞ্জন চিনী মধু এবং মনঃশিলা যষ্টিমধু এই ক্ষুদ্রাঞ্জনও প্রয়োজ্য। রসাঞ্জন স্বর্ণমাক্ষিক সমভাগ চূর্ণ করিয়া অঞ্জনে প্রয়োজ্য। লোধ ও গন্ধোদকে ভাবিত রসাঞ্জন অঞ্জনে প্রয়োগ করা হিতকর। শ্লেষ্মা জন্য কাচ রোগে তুথক মেষশৃঙ্গ এবং রসাঞ্জন সমভাগে অঞ্জনে প্রয়োগ করা হিতকর। পলাশ রোহিত (বৃক্ষ) এবং মৌলের রস মধু এবং মদ্যের অগ্রভাগসহ, বেণামূল লোধ্র ত্রিফলা ও প্রিয়ঙ্গু পাক করিয়া নস্যে প্রয়োগ করিলে কফ জন্য রোগের শান্তি হয়। বনস্পতি (যাহার ফুল না হইয়া ফল জন্মে) ক্বাথ এবং বেণামূল ও হরিদ্রার চূর্ণ সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া তর্পণে প্রয়োগ করিবে। পিপ্‌পলী স্বর্ণমাক্ষিক ও সৈন্ধব মাংসরস যোগে পুটপাকে প্রয়োজ্য। মনঃশিলা ত্রিকটু সৈন্ধব স্বর্ণমাক্ষীক শঙ্খ হিরেকস, রসাঞ্জন একত্র যোগে রসক্রিয়া করিবে। হিরেকস রসাঞ্জন হরীতকী গুড় ও শুণ্ঠী একত্র যোগে অঞ্জন প্রস্তুত পূর্ব্বক নিশাচরের অস্থি মধ্যে রাখিয়া স্থির-জল মধ্যে এক মাস কাল স্থাপন করিবে। সেই অঞ্জন মেষশৃঙ্গীর পুষ্প ও মধু যোগে সকল প্রকার নেত্র রোগে প্রয়োজ্য।

পরিম্লায়ী রোগে পিত্তজন্য বা রক্তজন্য রোগের বিধি অনুসারে

চিকিৎসা করিবে, অথবা দোষ অনুসারে অভিষ্যন্দ রোগের চিকিৎসা প্রণালীও এস্থলে বিধেয়। কল্পস্থানে যে সকল অঞ্জন বলা হইয়াছে তাহাও এস্থলে প্রয়োজ্য।

তিমির রোগে পুরাতন ঘৃত ত্রিফলা শতমূলী পটোল মুদ্গ আমলক এবং যব, কিম্বা কেবল শতমূলীর পায়স অথবা তাহাতে আমলকী সংযোগ পূর্ব্বক সেবন করিবে। অথবা প্রচুর পরিমাণে ঘৃত ও ত্রিফলার ক্বাথ সহযোগে যবান্ন সেবন করিবে। জীবন্তী সুনিষণ্ণক (সুশুনী) তণ্ডুলীয়ক (চাপানোটে) বাস্তুক চিল্লী মূলক (হিংচে) পোতিকা, এই সকল শাক এবং পশু পক্ষীর মাংস দৃষ্টির পক্ষে হিতকর। পটোল কর্কোটক কারবেল্ল তর্কারি করীর শিগ্রু এবং আর্ত্তগল, ইহাদিগের শাকও ঘৃতে ভর্জন করিয়া সেবন করিবে। তিমির রোগে চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে শিরামোক্ষণ করিবে না, তাহাতে দোষ উৎপীড়িত হইয়া দৃষ্টি নাশ করে। তিমির রোগে দোষ প্রথম পটলে আশ্রয় করিলে এবং চক্ষু রক্তবর্ণ না হইলে সহজে আরোগ্য হয়, দ্বিতীয় পটলে আশ্রয় করিলে এবং চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে কষ্টে আরোগ্য হয়, এবং তৃতীয় পটলে আশ্রয় করিলে যাপ্য থাকে। এই রোগে চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে যাপ্য রাখিবার জন্য যথাবিধি ক্রিয়া করিবে, এবং জলৌকা প্রয়োগ করিবে।

শ্লেষ্মা-জন্য লিঙ্গনাশ রোগের চিকিৎসা বলা যাইতেছে। দৃষ্টি মধ্যে দোষ জন্য অর্দ্ধচন্দ্র বা জলবিন্দু বা মুক্তার ন্যায় আকার, অচল, বিষম অথবা সূক্ষ্ম, বহুপ্রভা-বিশিষ্ট অথবা কেবল রেখা বিশিষ্ট, বেদনা বিশিষ্ট বা কেবল রক্তবর্ণ লক্ষিত হইলে, অতিশয় উষ্ণ বা অতিশয় শীতল না হয় এরূপ কালে রোগীকে প্রথমতঃ স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করাইবে। পরে যন্ত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক ও উপবেশন করাইয়া আপনার নাশা দৃষ্টি করাইবে। অনন্তর কৃষ্ণমণ্ডল এবং অপাঙ্গ হইতে শুক্ল ভাগ মুক্ত করিয়া নয়ন উন্মীলন পূর্ব্বক শিরাজাল মোচন করিবে।

পরে অধো বা ঊর্দ্ধভাগ পরিত্যাগ করিয়া পার্শ্বস্থ দৈবকৃত ছিদ্রে, অঙ্গুষ্ঠ প্রভৃতি অঙ্গুলিত্রয়ের দ্বারা যবমুখী শলাকা ধারণ পূর্ব্বক বিশ্বস্তভাবে প্রবিষ্ট করিবে। দক্ষিণ চক্ষে বিদ্ধ করিতে হইলে বাম হস্তে এবং বাম চক্ষু বিদ্ধ করিতে হইলে দক্ষিণ হস্তে শলাকা ধারণ করিবে। বারি-বিন্দু নিঃসরণ এবং শব্দ হওয়া সম্যক বিদ্ধের লক্ষণ। বিদ্ধ হওয়া মাত্রই স্তনদুগ্ধ সেচন করিবে। নেত্র মণ্ডলে দোষ সচল হউক বা অচল হউক বাহ্যদেশ হইতে তাহাতে স্বেদ প্রয়োগ করিবে। পরে নেত্রপার্শ্বে শলাকা স্থাপন পূর্ব্বক বায়ুনাশক লেপ প্রয়োগ করিবে। পরে শলাকার অগ্রভাগের দ্বারা দৃষ্টি মণ্ডলে লেখন করিবে। পূর্ব্বোক্ত রূপে নেত্র পার্শ্বে স্থাপিত শলাকা রুদ্ধ রাখিয়া নাসারন্ধ্র উচ্ছ্রিঙ্ঘন (নস্যের ন্যায় টানিয়া লওয়া) পূর্ব্বক দৃষ্টিমণ্ডল গত কফ নাশ করিবে। দৃষ্টি-মণ্ডল যখন ঘর্ম্মবিন্দুর কিরণের ন্যায় দীপ্তি পায়, তখন ইহাকে সম্যক্ লিখিত হইয়াছে বলিয়া জানিবে। অনন্তর রূপ দৃষ্ট হইলে নেত্র পার্শ্বস্থ শলাকা অপনীত করিবে, এবং নেত্র ঘৃতে অভ্যক্ত করিয়া বস্ত্র পাট করিয়া বন্ধন করিবে।

তদনন্তর অক্লেশকর গৃহে উত্তান ভাবে শয়ান হইবে। তৎকালে উদ্গার কাশ হাঁচি ষ্টীবন জৃম্ভন প্রভৃতি ঊর্দ্ধগত কার্য্য কিছুই করিবে না। স্নেহপীতের ন্যায় আচরণ করিবে। তিন দিন অন্তর বায়ুশান্তিকর কষায়ের দ্বারা ধৌত করিবে। তিন দিনের পর স্বেদ প্রয়োগ করিবে এইরূপ নিয়ম দশ দিন পালন করিলে দৃষ্টি প্রসন্ন হয়। এই অবস্থায় লঘু অন্ন পরিমিত মাত্রায় ভোজন করিবে। শিরাব্যাধ অধ্যায়ে যে সকল ব্যক্তি বর্জ্জিত হইয়াছে নীলিকা রোগ হইলে তাহাদিগের শিরা-বিদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে তাহা হইলে শিরা সঞ্চালিত রক্ত কর্ত্তৃক চক্ষু পরিপূর্ণ হয়। তাহাতে স্তন্যদুগ্ধ যষ্টিমধু সংযোগে পাক করা ঘৃত সেচন হিতকর। অপাঙ্গ সন্নিহিত স্থান বিদ্ধ হইলে নেত্রে ফুলা, শূল, অশ্রুপ্রবৃত্তি জন্মে এবং রক্তবর্ণ হয় তাহাতে উপনাহ স্বেদ প্রয়োগ

এবং ভ্রূমধ্যে উষ্ণঘৃত সেচন করিবে। কৃষ্ণমণ্ডল সন্নিহিত স্থান বিদ্ধ হইলে বিরেচন ঘৃত সেচন এবং রক্তমোক্ষণ বিধেয়। উপরিভাগ বিদ্ধ হইলে কষ্টদায়ক বেদনা জন্মে সে স্থলে ঈষদুষ্ণ ঘৃত সেচন প্রশস্ত। নেত্রের অধোভাগ বিদ্ধ হইলে অত্যর্থ যাতনা অশ্রুপ্রবৃত্তি জন্মে এবং রক্তবর্ণ হয় তাহাতেও পূর্ব্ববৎ প্রতিকার করিবে। নেত্র অতিশয় বিঘট্টিত হইলে রক্তবর্ণ, অশ্রুপ্রবৃত্তি, বেদনা স্তম্ভ এবং হর্ষ এই সকল উপদ্রব হয় তাহাতে স্নেহক্রিয়া স্বেদ প্রয়োগ এবং অনুবাসন হিতকর। এই রোগে দোষ নিঃশেষ প্রায় হইলেও পুনর্ব্বার নূতন দোষ উর্দ্ধগত হইয়া রক্তবর্ণ শুক্র রোগ জন্মায় তাহাতে তীব্র যাতনা ও দৃষ্টি হানি হয়, এই স্থলে মধুর দ্রব্য সংযোগে পাক করা ঘৃত সেচন কর্ত্তব্য এবং তৎসহযোগে শিরোবস্তি প্রয়োগ এবং মাংসযোগে ভোজন বিধেয়। দোষ বলবান্ হইয়া সম্পূর্ণ মেঘমণ্ডলের ন্যায় আকার হইলে শলাকার দ্বারা পরিষ্কার করিবে। মূর্দ্ধদেশে অভিঘাত, ব্যায়াম, ব্যবায়, বমি, মূর্চ্ছা এবং রোগের অতি তরুণাবস্থায় বিদ্ধ হওয়া, এই সকল কারণে দোষ পুনর্ব্বার কুপিত হয়। শলাকা কর্কশ হইলে নেত্রে শূল জন্মে, খর হইলে দোষ বৃদ্ধি হয়, স্থূলাগ্র হইলে ব্রণবিশাল হয় এবং তীক্ষ্ণ হইলে নানা স্থান আহত হয়। বিষম হইলে নিয়ত অশ্রুপতন হয় এবং অস্থির হইলে ক্রিয়া বিফল হয়। অতএব এই সকল দোষ বর্জ্জন করিয়া শলাকা প্রস্তুত ও প্রয়োগ করিবে। শলাকা অষ্টাঙ্গুল পরিমাণে আয়ত, মধ্যদেশে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের পর্ব্বপরিমিত স্থান সূত্রে বেষ্টিত এবং দুই মুখ মুকুলের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট হইবে। তাম্র, লৌহ বা স্বর্ণের দ্বারা শলাকা নির্ম্মিত হইবে। রক্তবর্ণ, ফুলা চোষ, অর্ব্বুদ, বুদ্‌বুদ্, শূকরাক্ষিতা (শূকরের ন্যায় চক্ষু হওয়া) এবং অধিমন্থ প্রভৃতি অন্যান্য রোগ বেধন ক্রিয়ার দোষ জন্যই হউক অথবা অহিতাচার জন্যই হউক দোষানুসারে যথাবিধি চিকিৎসা করিবে। নেত্র বেদনা বিশিষ্ট বা রক্তবর্ণ হইলে তাহার

যোগ বলা যাইতেছে। গিরিমৃত্তিকা, শ্যামালতা, দুর্ব্বা, যবচূর্ণ, ঘৃত এবং দুগ্ধ এই সকল একত্র ঈষদুষ্ণ থাকিতে লেপে প্রয়োগ করিলে বেদনা এবং রক্তবর্ণের শান্তি হয়। অল্প ভর্জিত তিল এবং শ্বেত-সর্ষপ, টাবানেবুর রস সংযোগে ঈষদুষ্ণ থাকিতে লেপে প্রয়োগ করিলে পূর্ব্ববৎ ফল হয়। ক্ষীরকাকোলী শ্যামালতা ও তেজপত্র মঞ্জিষ্ঠা যষ্টিমধু ছাগদুগ্ধ সহযোগে এই সকল দ্রব্যের ঈষদুষ্ণ লেপও প্রয়োজ্য। অথবা দেবদারু, পদ্মকাষ্ঠ এবং শুণ্ঠী অথবা এইরূপ অন্যান্য দ্রব্যে লেপও প্রয়োজ্য। কিম্বা দ্রাক্ষা যষ্টিমধু এবং কুষ্ঠ অথবা এইরূপ অন্যান্য দ্রব্য সংযোগে সৈন্ধবসহ পক্ক দুগ্ধ রক্তবর্ণ এবং বেদনার শান্তি কারক। শতমূলী, পৃথকপর্ণী, মুথা আমলকী এবং পদ্মকাষ্ঠ এই সকল দ্রব্য এবং ছাগীদুগ্ধ সহযোগে পক্ক ঘৃত শীতল অবস্থায় প্রয়োগ করিলে নেত্রের দাহ ও শূল নিবৃত্তি হয়। বাতঘ্ন দ্রব্যের পরিমাণ চতুর্গুণ এবং চতুর্গুণ দুগ্ধ সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া কাকল্যাদির চূর্ণ তাহাতে প্রক্ষেপ করিবে। এই ঘৃত নেত্র রোগের সকল কার্য্যে প্রয়োজ্য। এই সকল প্রতীকারেও যাতনার শান্তি না হইলে নেত্রে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া রক্ত মোক্ষণ করিবে অথবা তাহার পর শিরা দগ্ধ করিবে।

অতঃপর দৃষ্টিপ্রসাদনের জন্য অঞ্জন বলা যাইতেছে। মেষ শৃঙ্গের পুষ্প, শিরীষপুষ্প, ধবপুষ্প, মালতীপুষ্প, মুক্তা এবং বৈদূর্য্য (চুনি) একত্র অজাদুগ্ধে পিষিয়া সপ্তাহ তাম্র পাত্রে রাখিবে, পরে বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে; স্রোতোঞ্জন প্রবাল সমুদ্রের ফেণা মনঃশিলা এবং মরিচ একত্র যোগে বর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অথবা পূর্ব্বের ন্যায় বর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। এই অঞ্জন দৃষ্টি-স্থিরতার পক্ষে হিতকর।

অতঃপর ক্রিয়া কল্পে বিবিধ প্রকার অঞ্জন বলা যাইতেছে সে সকলও এস্থলে প্রয়োজ্য।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ক্রিয়া কল্প।

সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ তপোদৃষ্টি উদারবুদ্ধি ধন্বন্তরি, স্বীয় শিষ্য বিশ্বামিত্রের পুত্র সুশ্রুতকে তর্পণ পুটপাক সেক আশ্চ্যোতন অঞ্জন প্রভৃতি ক্রিয়া সম্বন্ধে যেরূপ উপদেশ করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপতঃ বলা যাইতেছে।

দেহ এবং শিরোদেশ সংশোধন পূর্ব্বক শুভদিনে পূর্ব্বাহ্ণে বা অপরাহ্ণে অন্ন পরিপাকের পর নেত্রে তর্পণক্রিয়া কর্ত্তব্য। বায়ু আতপ এবং রজোহীন গৃহে রোগীকে উত্তানভাবে শয়ন করাইয়া নেত্রকোষস্থ মণ্ডলদ্বয় ক্লিন্ন মাষকলাইচূর্ণের দ্বারা দৃঢ় ও যাতনাহীন করা কর্ত্তব্য। তদনন্তর ঈষদুষ্ণ জলের সহিত ঘৃতমণ্ড বিলীন করিয়া (ফেণাইয়া) তদ্দ্বারা নেত্রমণ্ডলের পক্ষ্মদ্বয় পর্য্যন্ত পূরণ করিবে। এই রূপে পূরণ করিয়া, সুস্থ অবস্থায় পঞ্চশত, কফে ছয় শত, পিত্তে অষ্টশত এবং বায়ুজন্য রোগে দশশত বাক্যপ্রয়োগের পরিমিতকাল ঐ স্নেহ নেত্রকোষ মধ্যে ধারণ করিয়া রাখিবে। কেহ কেহ বলেন নেত্ররোগের স্থানভেদে স্নেহধারণকালের পরিমাণের তারতম্য হয়। যথা,—সুস্থ অবস্থায় একশত, কফে পঞ্চশত, পিত্তে সপ্তশত ও বাতে দশশত এবং দৃষ্টিগত রোগ হইলে অষ্টশত বাক্য প্রয়োগ পরিমিত কাল, নেত্র কোষে স্নেহধারণ করিবে। তদনন্তর অপাঙ্গদেশ হইতে সেই স্নেহ স্রাবিত করিয়া যবপিষ্টের স্বেদ প্রয়োগ পূর্ব্বক নেত্রশোধন করিবে। পরে যথা দোষানুসারে ধূমপান পূর্ব্বক কফের সংশোধন করিবে। এক তিন বা পাঁচ দিন এই নিয়ম পালন করিবে। সুখে নিদ্রা এবং জাগরণ, নির্ম্মলতা, ব্যাধি-শান্তি এবং দৃষ্টির লঘুতা, নেত্র তর্পণের দ্বারা বিশোধিত হইলে এই সকল লক্ষণ হয়। গুরুত্ব, আবিলতা, অতিস্নিগ্ধতা, অশ্রুপতন, কণ্ডু এবং দোষের উৎক্লেশন, নেত্র অত্যর্থ

তর্পিত হইলে এই সকল লক্ষণ হয়। রুক্ষতা, আবিলতা, প্রচুর অশ্রু-পতন, রূপদর্শনে অসহিষ্ণুতা এবং ব্যাধি বৃদ্ধি, নেত্র হীনতর্পিত হইলে এই সকল লক্ষণ হয়। হীন তর্পণ ও অতিতর্পণের দোষবাহুল্য প্রযুক্ত ধূম নস্য অঞ্জন পরিষেচন রুক্ষ এবং স্নিগ্ধ ক্রিয়ার দ্বারা চিকিৎসা করিবে। শীর্ণপক্ষ্মতা, আবিলতা, কুটিলতা, রোগ-ক্লিষ্টতা, নেত্রের এই সকল রোগ তর্পণের দ্বারা উপশমিত হয়। যন্ত্রণার নিবৃত্তি না হইলে তর্পণ প্রয়োগ প্রশস্ত নহে। যাহাদিগের পক্ষে নস্য গর্হিত, বা যাহারা তর্পণার্হ নহে, বা স্নেহপানে অক্ষম, তাহারা পুটপাক-প্রয়োগে সমর্থ হইলে তাহাদিগের দোষ শান্তির পর নেত্রে পুটপাক-প্রয়োগ করিবে। পুটপাক তিন প্রকার,—স্নেহন, লেখনীয় এবং রোপণীয়। অতিরুক্ষের পক্ষে স্নিগ্ধ এবং স্নিগ্ধপক্ষে লেখন ক্রিয়া বিধেয়। রোপণীয় পুটপাকের দ্বারা দৃষ্টির বল জন্মে এবং পিত্ত রক্ত এবং বায়ুর শান্তি হয়। স্নেহন পুটপাক—স্নেহ বসা মজ্জা মাংস বা মেদ সংযোগে পুটপাকের দ্রব্য পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। ইহা দুই শত বাক্যপ্রয়োগের পরিমিত কাল নেত্রকোষে ধারণ করিবে। ইহা লেখনীয় পুটপাক—জাঙ্গলপশুর যকৃৎ ও মাংস সহযোগে কৃষ্ণ লৌহের চূর্ণ, তাম্র, শঙ্খ, বিদ্রুম, সৈন্ধব, সমুদ্র-ফেণ, হিরেকস, স্রোতোঞ্জন ও দধিমস্তু পাক করিয়া, এক শত বাক্য প্রয়োগের পরিমিত কাল নেত্রকোষে ধারণ করিবে। রোপণীয় পুটপাক—স্তনদুগ্ধ, জাঙ্গলমাংস, মধু, ঘৃত এবং তিক্ত দ্রব্য একত্র পাক করিয়া তিন শত বাক্যপ্রয়োগের পরিমিত কাল নেত্রকোষে ধারণ করিবে। রোপণ-ক্রিয়া করিতে হইলে তর্পণক্রিয়ার অন্তর্গতধূমপ্রয়োগ বর্জ্জন করিবে। রোপণক্রিয়াতে স্নেহ এবং স্বেদপ্রয়োগও কর্ত্তব্য নহে। পুটপাক ক্রিয়া একদিন দুই দিন তিন দিন অন্তর কর্ত্তব্য। নেত্র তর্পিত হইলে, বা পুটপাক প্রযুক্ত হইলে তেজঃ, বায়ু, আকাশ, প্রতিবিম্ব বা জ্যোতিঃ পদার্থ দেখিতে পায় না।

অন্যায় চিকিৎসা জন্য যে সকল উপদ্রব জন্মে, দোষানুসারে অঞ্জন, আশ্চোতন এবং স্বেদ প্রয়োগের দ্বারা তাহাদিগের প্রতিকার করিবে। নেত্রের বর্ণপ্রসন্নতা, নির্ম্মলতা, বায়ু ও আতপসহিষ্ণুতা, লঘুতা, সচ্ছন্দনিদ্রা ও প্রবুদ্ধ হওয়া পুটপাকের এই সকল গুণ। পুটপাক অতিমাত্রায় সেবিত হইলে বেদনা, ফুলা পিড়কা এবং তিমির রোগ, এই সকল উপদ্রব ঘটে। হীন মাত্রায় প্রযুক্ত হইলে পাক, অশ্রুপতন, হর্ষণ এই সকল উপদ্রব ঘটে। অতঃপর পুটপাক প্রস্তুত করিবার প্রণালী বলা হইতেছে। নির্ম্মল মাংসপিণ্ড পিষিয়া দুইটী বিল্ব পরিমাণ, কল্ক দ্রব্য এক বিল্ব পরিমাণ এবং দ্রব দ্রব্য অর্দ্ধসের পরিমাণ, এই সকল একত্র আলোড়িত করিয়া, কাশ্মরী, কুমুদ, এরণ্ড, পদ্ম অথবা কদলীপত্রে বেষ্টিত করিয়া মৃত্তিকা লেপন পূর্ব্বক খদির কাষ্ঠের অঙ্গারে অবকুলিত করিবে, খদির কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে কতক, অশ্মন্তক, এরণ্ড, পাটলা, বদর, ক্ষীরবৃক্ষ ইহাদিগের কাষ্ঠ অথবা গোময় ও ব্যবহার্য্য। অগ্নিতে সিদ্ধ হইলে উদ্ধার করিয়া নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক ইহার রস গ্রহণ করিবে অনন্তর রোগিকে উত্তান ভাবে শয়ান রাখিয়া কনীনিকার উপরি তর্পণের বিধিক্রমে সেই রস সেচন করিবে। রক্ত ও পিত্তের স্থলে শীতল রস এবং বায়ু কফের স্থলে ঈষদুষ্ণ রস সেচনীয়। অতিশয় উষ্ণ বা তীক্ষ্ণ হইলে দাহ ও পাক এই দুই উপদ্রব ঘটে। তর্পণ ও পুটপাক শীতল অবস্থায় আপ্লুত ভাবে প্রয়োগ করিলে অশ্রুস্তম্ভ, বেদনা ও হর্ষ (কুট্‌কুটনী) জন্মে। অতি মাত্রায় সেবিত হইলে সঙ্কোচ ও স্ফুরণ উপদ্রব জন্মে। হীনমাত্রায় প্রযুক্ত হইলে দোষ সমস্ত উৎক্লিষ্ট হয়। সমভাবে প্রযুক্ত হইলে দাহ, শোফ, বেদনা, হর্ষ, আশ্রাব কণ্ডূ এবং নেত্রের দূষিত রক্তরাজি নষ্ট হয়। অতএব এই সকল দোষ পরিহারের নিমিত্ত যথাবিধি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কু-চিকিৎসা জন্য উপদ্রব জন্মিলে দোষানুসারে নস্য ধূম ও অঞ্জনের দ্বারা প্রতিকার করিবে।

তর্পণ ও পুটপাকের আদ্যন্তে বস্ত্রখণ্ড সহযোগে উষ্ণোদকের স্বেদ বিধেয়। শ্লেষ্মার প্রকোপ থাকিলে ধূম প্রয়োগ করিবে। দোষানুসারে প্রযুক্ত হইলে, আশ্চ্যোতনের দ্বারা অনতিপ্রবল নেত্ররাগ (রক্তবর্ণতা) এবং সেকের দ্বারা বলবত্তর নেত্ররাগের আরোগ্য হয়। আশ্চ্যোতনের প্রণালীতে লেখন-ক্রিয়া করিতে হইলে সপ্ত বা অষ্টবিন্দু, স্নিগ্ধ ক্রিয়াতে দশবিন্দু এবং রোপণ ক্রিয়াতে দ্বাদশ বিন্দু প্রয়োগ করিবে। স্নেহ সেকের দ্বিগুণ কাল পুটপাক ধারণ করিবে। প্রয়োগ-যাতনার শান্তি হইইলে যথাবিধি আহার করিবে। পূর্ব্বাহ্ণ অপরাহ্ণ মধ্যাহ্ণ অথবা উভয়কালে পুটপাক প্রয়োগ করিবে। স্নেহ সেকের অতিযোগ ও হীনযোগের ফল তর্পণোক্ত যোগাযোগের ন্যায়। শিরোবস্তি প্রভৃতি যে সমস্ত মূর্দ্ধতৈলিকার প্রয়োগ বলা হইয়াছে তদ্দ্বারা শিরঃসম্ভূত রোগ আরোগ্য হয় এবং অত্যর্থ উপকার হয় (*)। দেহ সংশোধিত হইলে রোগ অনুসারে ভোজন করাইবে। সায়ংকালে ঋজুভাবে উপবেশন করাইয়া, পাক করা তৈল বস্তিকোশ (ছাগাদির) পূরণ করিয়া, মস্তকে স্থাপন পূর্ব্বক দৃঢ়বন্ধন করিবে। সেই তৈলপূর্ণ বস্তি, তর্পণ ক্রিয়ার দশগুণ কাল, মস্তকে সংযতভাবে ধারণ করিবে। সংশোধিত দেহে কেবলমাত্র নেত্রমণ্ডলে দোষপ্রকাশ পাইলে, লেখনী রোপণী ও প্রসাদনী অঞ্জন প্রয়োগ করিবে; মধুর রস ব্যতিরেকে অপর পঞ্চ প্রকার রস দোষানুসারে পঞ্চবিধ লেখন-ক্রিয়াতে প্রয়োগ করিবে †। ইহার দ্বারা নেত্রবর্ত্ম, শিরাকোষ,

(*) অভ্যঙ্গ পরিষেকশ্চ পিচুবস্তিরিতি ক্রমাৎ।
মূর্দ্ধতৈলচতুরা স্যাৎ বলবত্তদ্‌যথোত্তরম্‌॥

তৈলের অভ্যঙ্গ (মর্দ্দন) পরিষেচন, তৈলসিক্ত তুলা, বা তৈল-পূর্ণ-বস্তি মস্তকে ধারণ, মূর্দ্ধ তৈল, এই চারি প্রকার।

(†) বাতজন্য রোগে কষায় অম্লক্ষার, পিত্তজন্যে কষায় তিক্ত এবং শ্লেষ্মজন্যে কষায় তিক্ত ক্ষার প্রয়োজ্য। বর্ত্তি, অঞ্জন, তর্পণ, পুটপাক ও আশ্চ্যোতন এই পঞ্চবিধ লেখন।

স্রোতঃ এবং শৃঙ্গাটকস্থিত শ্লেষ্মা সমস্ত মুখ নাসিকা ও নেত্র পথ দ্বারা স্রাবিত হয়। স্নেহ সংযোগে কষায় ও তিক্তরস রোপণের পক্ষে প্রশস্ত। মধুর ও স্নেহ সংযুক্ত অঞ্জন দৃষ্টির প্রসাদনকর এবং নেত্রের স্নেহনকার্য্যে হিতকর। অঞ্জন প্রভৃতি ক্রিয়া দোষানুসারে প্রয়োগ করিবে। প্রয়োগের কাল প্রাতঃ সায়াহ্ন ও রাত্রি। অঞ্জন তিন প্রকার,—গুটীকা, রস এবং চূর্ণ। ইহারা যথাক্রমে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। বর্ত্তির পরিমাণ, লেখন ক্রিয়াতে কলাইয়ের তুল্য, প্রসাদন ক্রিয়াতে অর্দ্ধ কলাই তুল্য এবং রোপণ ক্রিয়াতে দুই কলাই তুল্য। রসাঞ্জন প্রয়োগ করিতে হইলে পিষ্টবর্ত্তি যত রসাঞ্জনও সেই পরিমাণ তাহাতে সংযোজ্য। চূর্ণ প্রয়োগ করিতে হইলে, লেখন ক্রিয়াতে দ্বিশলাকা রোপণ ক্রিয়াতে তিন শলাকা এবং অঞ্জন ও স্নেহন ক্রিয়াতে চারি শলাকা পরিমাণে প্রয়োজ্য। লৌহ কাংস্য বৈদূর্য্য বা তাম্র নির্ম্মিত শলাকা লেখনক্রিয়াতে, এবং সুবর্ণ রজত বা শৃঙ্গ-নির্ম্মিত শলাকা রোপণ ও স্নেহণক্রিয়াতে প্রয়োজ্য। শলাকার মুখ মুকুলের ন্যায়, পরিধি কলায়-পরিমিত, দৈর্ঘ্য অষ্টাঙ্গুল, মধ্যভাগ ক্ষীণ এবং ধারণসুলভ হওয়া উচিত। বামহস্তের দ্বারা নেত্রদেশ বক্রভাবে ধারণ করিয়া দক্ষিণহস্তে শলাকাধারণপূর্ব্বক অঞ্জনপ্রয়োগ করিবে। অথবা অপাঙ্গদেশে পুনঃ পুনঃ গতাগতের দ্বারা অঞ্জন-প্রয়োগ করিবে। বর্ত্মদেশে উপলেপি (লেপবৎ) অঞ্জনপ্রয়োগ করিতে হইলে অঙ্গুলির দ্বারা প্রয়োগ কর্ত্তব্য। পীড়ার্ত্ত হইলেও অঞ্জনপ্রয়োগে অত্যন্ত রঞ্জিত করিবে না অথবা দোষের প্রাবল্য না থাকিলেও নেত্রে ধৌতকার্য্য করিবে না। তাহাতে দোষ পুনর্ব্বার উদ্রিক্ত হইয়া দৃষ্টির বলক্ষয় করে। দোষ ও অশ্রুপতন নিবৃত্ত হইলে এবং জলমধ্যে নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখিতে পাইলে নেত্র-প্রক্ষালন করিয়া দোষানুসারে প্রত্যঞ্জন প্রয়োগ করিবে। শ্রম, উদাবর্ত্ত রোগ, রোদন, মদ্যপান, ক্রোধ, ভয়, জ্বর, বেগাঘাত

(মূত্রপুরীষাদি রোধ) এবং শিরোরোগ, এই সকল রোগে বা অবস্থায় অঞ্জন প্রয়োগ কর্ত্তব্য নহে। অঞ্জন, নিদ্রানাশে প্রয়োগ করিলে, রাগ, বেদনা, তিমির, অশ্রুপতন, শূল, সংরম্ভ, সংভ্রম নেত্রে এই সকল উপদ্রব জন্মে; প্রবাত (মেঘ ও বায়ু প্রবাহিত) কালে প্রয়োগ করিলে দৃষ্টি শক্তির হানি হয়; রজো বা ধূমক্লিষ্ট নেত্রে প্রয়োগ করিলে, অধিমন্থ-জন্য রাগ ও আশ্রাব জন্মে; নস্য প্রয়োগের পর হইলে নেত্রে সংরম্ভ ও শূল জন্মে; শিরোরোগে প্রয়োগ করিলে শিরোরোগ বৃদ্ধি হয়। মস্তক নিমজ্জিত বা জলসিক্ত করিয়া স্নান করিলে বা অতিশয় শীত হইলে, অথবা সূর্য্যোদয় না হইলে, দোষের স্থিরতা হেতু অঞ্জনপ্রয়োগ বিফল হয় এবং দোষ উৎক্লিষ্ট হয়। অজীর্ণ রোগে প্রয়োগ করিলেও, দোষের মার্গ অবরোধ থাকা হেতু বিফল হয়। দোষের প্রবলতার প্রারম্ভে অঞ্জনপ্রয়োগ করিলে সেই সকল দোষজন্য উপদ্রব জন্মে। অতএব এই সকল দোষ পরিহার পূর্ব্বক অঞ্জনপ্রয়োগ করিবে। বিশেষতঃ লেখনক্রিয়ার স্থলে এই সকল কাল লক্ষ্য করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত সকল ব্যাপদ উপস্থিত হইলে, দোষ অনুসারে সেক আশ্চ্যোতন লেপন ধূম কবল এবং নস্য এই সকলের দ্বারা প্রতীকার করিবে। শুভ্র, লঘু, আস্রাব-শূন্য, দর্শন-ক্ষম নির্ম্মল এবং নিরুপদ্রব হইলে, নেত্র দোষহীন বলিয়া জানা যায়। নেত্র হইতে অতিশয় শ্রাব করান হইলে, নেত্র কুটিল কঠিন দুর্ব্বর্ণ শিথিল অতিশয় রুক্ষ এবং ক্ষরণশীল হয়। ইহাতে বায়ুশান্তিকর তর্পণক্রিয়া বিধেয়। অল্পশ্রাব করান হইলে দোষ উগ্রতর হইয়া উঠে। তাহাতে ধূম নস্য এবং অঞ্জনের দ্বারা দোষের অবসেচন করা হিতকর। স্নেহ, বর্ণ ও বলযুক্ত হওয়া এবং দৃষ্টিপ্রসন্ন ও দোষবর্জ্জিত হওয়া প্রসাদনী ক্রিয়া সম্যক্ প্রযুক্ত হইলে এই সকল ফল হয়। কিন্তু হীনাতিরেক ভাবে প্রযুক্ত তর্পণক্রিয়ার হীনা-তিরেকের ন্যায় ফল হয়। ইহাতে দোষনাশক মৃদু অথচ রুক্ষ ঔষধ

প্রশস্ত। রোপণক্রিয়ার আতিশয্যের লক্ষণ ও প্রতিকার প্রসাদন ক্রিয়ার ন্যায়। স্নেহ ও রোপণ ক্রিয়া হীন মাত্রায় প্রযুক্ত হইলে কোন ফল দর্শে না। চিকিৎসার অঙ্কুরের স্বরূপ এই সকল নিয়ম দ্বারা সহস্র প্রকারে পুটপাক প্রভৃতি ক্রিয়া কল্পনা করিবে।

অতঃপর রাজ-ব্যবহার অঞ্জন বলা যাইতেচেছে। নীলোৎপল সদৃশ রসাঞ্জন অষ্টভাগ, উড়ুম্বর, স্বর্ণ, রজত প্রত্যেকে একাদশ ভাগ, মৃত্তিকার মূষাতে নিহিত করিয়া আচ্ছাদিত করিবে। পরে খদির অশ্মন্তক বা গোময়ের অগ্নিতে স্থাপন পূর্ব্বক ধমন করিবে। পরে রক্তবর্ণ হইলে গোময়রস, মূত্র, দধি, ঘৃত, মধু, তৈল, মদ্য, বসা, মজ্জা সর্ব্বগন্ধোদক শীতল দ্রাক্ষারস, ইক্ষুরস, ত্রিফলার রস. সারিবাদি গণের এবং উৎপলাদি গণের কাথ পৃথক পৃথক রূপে তাহাতে সেচন করিবে, অর্থাৎ এক এক বার অগ্নিতে স্থাপন পূর্ব্বক ধমন করিয়া এক একটী দ্রব সেচন করিবে। অনন্তর বর্ষার জল পায় এরূপ ভাবে শূন্যে সপ্তাহ কাল রাখিবে। পরে শুষ্ক হইলে মুক্তা, স্ফটিক, প্রবাল ও রক্তচন্দন এই সকলের সহিত একত্র চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণাঞ্জন দন্ত, স্ফটিক, প্রবাল, শৃঙ্গ, শঙ্খ, প্রস্তর, স্বর্ণ বা রূপার পাত্রে রাখিয়া সহস্রপাক (তৈলের) ন্যায় পূজা করিবে। ইহা দ্বারা নেত্র অঞ্জিত হইলে রাজা সর্ব্বজনের প্রিয় ও অজেয় হয়েন এবং দৃষ্টিরোগবর্জ্জিত হয়েন।

কুষ্ঠ, চন্দন, এলাইচ, তেজপত্র, যষ্টিমধু, রসাঞ্জন, মেষশৃঙ্গীপুষ্প, চক্রমর্দ্দ, সপ্তরত্ন, উৎপল, বৃহতী, কণ্টকারী, পদ্মকেশর, নাগকেশর, বেণামূল, পিপ্পলী, তুথ, কুক্কুটাণ্ডেরখোলা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, গোরোচনা, মরিচ, বিভীতকী-মজ্জা, গৃহগোধিকা, এই সকল দ্রব্য পূর্ব্বোক্ত প্রণালী ক্রমে সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া পূর্ব্ববৎ পাত্রে স্থাপন করিবে। ইহাকে ভদ্রোদয় অঞ্জন বলে।

চক্রমর্দ্দ, মরিচ, জটামাংসী, শৈলজ, সকল তুল্যাংশ, এই সকলের

সমষ্টির তুল্য মনঃশিলা এবং তুল্য তেজপত্র এই সকল দ্রব্য সমষ্টির দ্বিগুণ রসাঞ্জন, এবং রসাঞ্জনের তুল্যাংশ যষ্টিমধু,এই সকল দ্রব্যে পূর্ব্ববৎ চূর্ণ অঞ্জন প্রস্তুত করিবে।

মনঃশিলা, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, ত্রিকটু, লাক্ষা, লশুন, মঞ্জিষ্ঠা, সৈন্ধব, এলাইচ, লোধ, সাবরলোধ, লৌহচূর্ণ, তাম্রচূর্ণ, রক্তচন্দন, কুক্কুটাণ্ডের খোলা, মধু ও দুগ্ধ যোগে পিষিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। তিমির শুক্লার্ম্ম ও রক্তরাজি এই সকল রোগ এই অঞ্জনের দ্বারা উপশমিত হয়। কাংস্য পাত্রের কজ্জল যষ্টিমধু সৈন্ধব এরণ্ডমূল প্রত্যেকে সমভাগ, বৃহতী দুই ভাগ, ছাগীদুগ্ধে পিষিয়া তাম্র পাত্রে লেপ দিবে। এইরূপ সপ্তবার লেপ দিয়া ছায়া শুষ্ক করতঃ বর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। ইহার দ্বারা বেদনার শান্তি হয়।

হরীতকী, তুথক, যষ্টিমধু প্রত্যেকে সমভাগ, মরিচ ষোড়শ ভাগ শীতল জলে পিষিয়া বর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। ইহা সকল প্রকার বিকারে প্রয়োজ্য। পিণ্ডাঞ্জন সমস্ত রসক্রিয়াবিধানে প্রয়োগ করিবে।

একোনবিংশতি অধ্যায়।

নয়নাভিঘাত প্রতিষেধ।

নেত্রে বিবিধ প্রকারে আঘাত পাইবার সম্ভাবনা। আহত হইলে নেত্রে সংরম্ভ রক্তবর্ণতা ও তুমুল বেদনা জন্মে। ইহাতে নস্য প্রলেপ পরিষেচন তর্পণ রক্তপিত্ত জন্য প্রতিকার সমস্ত এবং দৃষ্টি প্রসাদ ক্রিয়া প্রয়োজ্য। এই সকল স্নিগ্ধ শীতল এবং মধুর দ্রব্যের দ্বারা কর্ত্তব্য। স্বেদ অগ্নি ধূম ভয় শোক বা পীড়ার দ্বারা অভিহত হইলেও এইরূপ প্রতিকার কর্ত্তব্য। নেত্র অভিহত হইবামাত্র এই সকল প্রতীকার কর্ত্তব্য, কিন্তু তদ্দ্বারা অভিষ্যন্দ রোগ জন্মিলে দোষানুসারে

চিকিৎসা করিবে। নয়ন ঈষৎ অভ্যাহত হইলে বাষ্প এবং স্বেদের দ্বারা তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হয়। নেত্রপটোল একটী ক্ষত হইলে অনায়াসসাধ্য হয়, দুইটী কষ্ট-সাধ্য হয়, এবং তিনটী ক্ষত হইলে আরোগ্য হয় না। নয়ন পিচ্চিত অবসন্ন শিথিল এবং স্থানচ্যুত বা দৃষ্টিহত হইলে চিকিৎসার দ্বারা যাপ্য হইয়া থাকে। বিস্তীর্ণদৃষ্টি অল্প-রাগবিশিষ্ট অথবা ভ্রমদৃষ্টি হইলে আরোগ্য হয়।

প্রাণের উপরোধ বমন ক্ষবথু ও কণ্ঠরোধের দ্বারা অবসন্ন অর্থাৎ অন্তঃ প্রবিষ্ট নেত্র উন্নমিত হয়। নেত্র বহির্ভাগে বিলম্বিত হইলে (ঝুলিয়া পড়িলে) উচ্ছ্বসন (শ্বাস টানিয়া লওয়া) এবং মস্তকে জল সেচন কর্ত্তব্য। প্রসূতির স্তনদুগ্ধ কুপিত হইলে, বালকদিগের নেত্রবর্ত্মে সন্নিপাত জন্য কুকুনক নামক রোগ জন্মে। এই রোগে তাহারা নেত্র নাসা ও ললাট দেশ সর্ব্বদা মর্দ্দন করে, সূর্য্যকিরণ সহিতে পারে না, এবং অতিশয় আস্রাব হয়। এস্থলে শীঘ্র লেখনকার্য্যের দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে এবং ক্ষৌদ্রযুক্ত কটু (কটুকী) দ্বারা প্রতিসারিত করিবে। শিশুর ন্যায় প্রসূতিরও প্রতীকার করিবে। আপাঙের ফল মধু ও সৈন্ধব যোগে জল পান করাইয়া, অথবা পিপ্পলী লবণ মধু সংযোগে জল পান করাইয়া বমন করাইবে। কিন্তু বমন হইতে থাকিলে আর বমন করাইবার যত্ন করাইবে না। বালক দুগ্ধান্নভোজী হইলে বচ্ সেবন করাইবে পরে পত্রসংযোগে জম্বু আম্র ও আমলকী ফল যোগে ইন্দ্রযব শরীরের উর্দ্ধ দেশে প্রয়োগ করিবে। ধৌত করণার্থ কষায় অবসেচন করিবে। গুলঞ্চ বা ত্রিফলা সংযোগে ঘৃতপাক করিয়া আশ্চ্যোতনে প্রয়োগ করিবে। মনঃশিলা; মরিচ, শঙ্খ, রসাঞ্জন, সৈন্ধব, গুড় ও মধু একত্র যোগে অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। অথবা ইক্ষুরস বা মধুযোগে তাম্র চূর্ণ অথবা দগ্ধ কৃষ্ণলৌহ ঘৃত, দুগ্ধ, মধুযোগে অথবা ত্রিকটু, পলাণ্ডু যষ্টিমধু, সৈন্ধব, লাক্ষা ও গৈরিক মৃত্তিকা একত্র যোগে গুটীকাঞ্জন প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

নিম্বপত্র যষ্টিমধু, দারুহরিদ্রা, তাম্রচূর্ণ ও লোধ এই সকল তুল্যাংশে লইয়া অঞ্জন প্রস্তুত করিবে। স্রোতোঞ্জন শঙ্খ দধি, সৈন্ধব, সকলের অর্দ্ধেক শুক্ত এই সকল রসাঞ্জন সহ ভাবিত করিয়া বালকের চক্ষুঃরোগে প্রয়োগ করিবে এবং কফজন্য স্যন্দ রোগের বিধি অবলম্বন করিবে।

চিকিৎসাশাস্ত্র সমুদ্রের ন্যায় গভীর। অযুত সহস্র শ্লোক দ্বারা শেষ করা যায় না। তর্কশাস্ত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণে অসমর্থ, অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি ইহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারে না। চিকিৎসার বীজ স্বরূপ এই স্থলে বহুবিধ গূঢ় মর্ম্ম নিহিত হইয়াছে। কুশল বৈদ্য দ্বারা তাহা বহুবিধ চিকিৎসায় অঙ্কুরিত হয়।

বিংশতিতম অধ্যায়।

কর্ণরোগ।

কর্ণরোগ অষ্টাবিংশতি প্রকার। যথা,—কর্ণশূল, প্রণাদ, বাধির্য্য, ক্ষ্বেড়, কর্ণস্রাব, কর্ণকণ্ডু, কর্ণগূথ, কৃমিকর্ণ, প্রতীনাহ, দুই প্রকার বিদ্রধি, কর্ণপাক, পূতিকর্ণ, চারি প্রকার অর্শঃ, সপ্তপ্রকার অর্ব্বুদ এবং চারি প্রকার শোফ।

শ্রোত্রগত বায়ু বিকৃত হইয়া এবং অন্যান্য দোষের দ্বারা আবৃত কর্ণের অভ্যন্তরে চতুর্দ্দিকে অত্যর্থ শূল জন্মায় তাহাকে কর্ণশূল বলে। বিকৃত বায়ু বিমার্গ শিরাপথ হইতে সমাগত হইয়া শব্দবহা শিরা-মধ্যে অবস্থিত হইলে বিবিধ প্রকার শব্দ শুনিতে পায় ইহাকে প্রণাদ কহে। বিকৃত বায়ু কফের অনুগত হইয়া শব্দবহা শিরামধ্যে অবস্থিত হইলে যদি প্রতীকার করা না হয় তবে বাধির্য্য (বধিরতা) রোগ জন্মে। শ্রম, ক্ষয় এবং রুক্ষ বা কষায় দ্রব্য ভোজনের দ্বারা বায়ু

বিকৃত হইয়া শব্দপথে অবস্থিত হইলে, অথবা শিরোবিরেচনের পর শীতল সেবন করিলে কর্ণক্ষ্বেড় জন্মে। মস্তকে অভিঘাত বা জলে নিমজ্জিত হইলে অথবা কর্ণের অভ্যন্তরে বিদ্রধি জন্মিয়া পাকিয়া উঠিলে, কর্ণরন্ধ্র বায়ু কর্তৃক আবৃত হইয়া তাহা হইতে পূয়স্রাব হয়, ইহাকে কর্ণস্রাব কহে। কর্ণরন্ধ্রে কফ সঞ্চিত হইয়া পিত্ত কর্তৃক তাহা শুষ্ক হইলে কর্ণপূয় (কাণের খইল) রোগ জন্মে। কর্ণপূয় দ্রব হইয়া ঘ্রাণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলে অতিশয় মস্তকের অভিতাপ জন্মে, ইহাকে কর্ণ-প্রতিনাহ বলে। কর্ণরন্ধ্রে কোন প্রকার কীট জন্মিলে অথবা মক্ষিকাদি অপত্য সৃজন করিলে তদ্দ্বারা শ্রবণশক্তি রোধ হয়, ইহাকে কৃমিকর্ণ বলে। কর্ণরন্ধ্রে ক্ষত জন্য অভিঘাত-জন্য অথবা স্বভাবতঃ দোষ জন্য বিদ্রধি জন্মে তাহাতে তোদ উষ্ণতা দাহ ও চোষ উপদ্রব হয় এবং তাহাতে রক্ত পীত বা অরুণ বর্ণ রক্তস্রাব হয়। তাহাতে পিত্তপ্রকোপ-জন্য পাকিয়া উঠিলে কর্ণে কোথকর ও ক্লেদকর কর্ণপাক রোগ জন্মে। কর্ণরন্ধ্রস্থ কফ পিত্ততেজে দ্রব হইলে ঘনপূতিগন্ধযুক্ত পূয স্রাবিত হয় ইহাতে বেদনা থাকে, কোন স্থলে না থাকে, ইহাকে পূতিকর্ণ বলে। অর্শঃ ও অর্ব্বুদের লক্ষণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তদনুসারে এস্থলেও চিকিৎসা করিবে।

একবিংশ অধ্যায়।

কর্ণরোগের চিকিৎসা।

কর্ণরোগে সামান্যতঃ ঘৃতপান, রসায়ন ক্রিয়া, শ্রমবর্জ্জন মস্তক নিমজ্জিত করিয়া স্নান না করা, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন এবং চঞ্চলতারহিত হওয়া কর্ত্তব্য। কর্ণশূল, প্রণাদ, বাধির্য্য এবং কর্ণক্ষ্বেড়, এই চারি প্রকার রোগের একই চিকিৎসা অগ্রে স্নেহ বিরেচন এবং স্নেহক্রিয়া প্রয়োগ পূর্ব্বক বায়ুশান্তিকর স্বেদনীয় দ্রব্যের দ্বারা নাড়ীস্বেদ এবং

পিণ্ডস্বেদ প্রয়োগ করিবে। বিল্ব, এরণ্ডমূল, অর্ক, পুনর্ণবা দধির সর শিগ্রু, অজগন্ধা, অশ্বগন্ধা, জয়ন্তীবৃক্ষ; যব এবং বেণু, কাঞ্জী সহযোগে এই সকল দ্রব্যের নাড়ীস্বেদ প্রয়োগ করিলে কফ বাত জন্য কর্ণশূল আরোগ্য হয়। মৎস্য কুক্কুট ও সাবমাংসের পিণ্ড বা দুগ্ধের স্বেদ প্রয়োগ করিলে কর্ণশূল আরোগ্য হয়। অশ্বত্থপত্র বা ছাতিম পত্রের খল প্রস্তুত পূর্ব্বক তৈল এবং দধিমস্তু পূর্ণ করিয়া অঙ্গারে তপ্ত করিবে। তাহা হইতে তৈল নিঃসৃত হইয়া কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ বেদনার শান্তি হয়। ঘৃত সংযোগে পট্টবস্ত্র গুগ্‌গুলু এবং অগুরু একত্র ধূপ প্রস্তুত পূর্ব্বক কর্ণে প্রয়োগ করিবে। রাত্রিকালে অন্ন ভোজন না করিয়া ঘৃত পান পূর্ব্বক দুগ্ধ পান করিবে। শতপাক বলাতৈল, নস্যে, মস্তকে পরিষেচনে এবং ভোজনে প্রয়োজ্য। ছাগী-দুগ্ধে কণ্টকারী পাক করিবে। পরে সেই দুগ্ধে কুক্কুটবসা পাক করিবে। ইহা কর্ণ পূরণে প্রশস্ত। নটেশাকের মূল, অঙ্কোটের ফল, অহিংস্রা গাবের মূল, সরল কাষ্ঠ, দেবদারু, লশুন, শুণ্ঠি, বংশনীল এই সকলের কল্ক এবং অম্লরসসহযোগে চতুর্ব্বিধ স্নেহ. (ঘৃত তৈল বসা মজ্জ) একত্র পাক করিবে। ইহা কর্ণপূরণে প্রয়োগ করিলে বেদনার শান্তি হয়। লশুন, আর্দ্রক, শিগ্রু, মুরঙ্গী, হিংচা এবং কদলী ইহাদিগের রস ঈষদুষ্ণ করিয়া কর্ণপূরণে প্রয়োগ করিলে, অথবা আর্দ্রকের রস, মধু, সৈন্ধব ও তৈলযোগে ঈষদুষ্ণ করিয়া কর্ণে প্রয়োগ করিলে বেদনার শান্তি হয়। বংশের নীল, ছাগ ও মেষের মূত্র সংযোগে পাক করা ঘৃত, অথবা বৃহৎ পঞ্চমূলের অষ্টাদশাঙ্গুল পরিমিত কাণ্ড (ডাঁটা) তৈলশিক্ত করিয়া পট্টসূত্রে বন্ধন পূর্ব্বক প্রজ্জ্বালিত করিলে যে তৈল নিঃসৃত হয় সেই দীপিকা নামক তৈল কর্ণে পূরণ করিলে তৎক্ষণাৎ বেদ-নায় শান্তি হয়। দেবদারু কুষ্ঠ এবং সরল কাষ্টেও এরূপ দীপিকা তৈল প্রস্তুত হয়। আকন্দের অঙ্কুর অম্লে পিষিয়া ও তাহাতে তৈল সেচন করিয়া লবণ সংযোগ করিবে। পরে মনসাপত্রে আবৃত করিয়া অগ্নিতে

দগ্ধ করতঃ নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক রস নির্গত করিবে, সেই রস ঈষৎ কর্ণে পূরণ করিলে, অথবা কপিত্থ, মাতুলুঙ্গ এবং আর্দ্রকের রস ঈষদুষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে, অথবা চুক্রশাকের (টক পালং) রস ঈষদুষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে, কর্ণশূল নিবৃত্ত হয়। সমুদ্রফেণার চূর্ণের দ্বারা যুক্তি অনুসারে অবচূর্ণিত করিলে অথবা অষ্টমূত্র বা কোন প্রকার মূত্র ঈষদুষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে শূলের নিবৃত্তি হয়। মূত্র অম্ল এবং বাতঘ্ন দ্রব্যের ক্বাথে চতুর্ব্বিধ স্নেহ পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূলের শান্তি হয়

কর্ণরোগে পিত্ত সংযোগ থাকিলে পিত্তঘ্ন দ্রব্য সহযোগে পূর্ব্বোক্ত রূপে স্বেদ কর্ণ পূরণ প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। কাকোল্যাদিগণের প্রথমোক্ত দশটী দ্রব্যে পাক করা দুগ্ধ অথবা তিক্ত-ঘৃত হিতকর। কফ যুক্ত পিত্তের স্থলে ক্ষীরবৃক্ষের অঙ্কুর, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, ইহাদিগের কল্ক ও ক্বাথ এবং শর্করা ও ময়ুলের রস সংযোগে ইঙ্গুদী বা সর্ষপতৈল পাক করিয়া কর্ণপূরণে প্রয়োগ করা হিতকর। কর্ণ-পূরণ তিক্ত ঔষধের যুষ ও স্বেদ প্রয়োগ করিলে কফের শান্তি হয়। সুরসাদিগণ অথবা বৃহৎ পঞ্চমূলী সংযোগে পাক করা তৈল, অথবা মাতুলুঙ্গের রস, শুক্ত, বা লশুন বা আর্দ্রকের রস, কিম্বা ইহাদিগের কোন রসের সহিত পাক করা তৈল কর্ণপূরণে প্রয়োগ করিবে। এ স্থলে তীক্ষ্ণ শিরোবিরেচন এবং কবলগ্রহও প্রশস্ত। শোণিত-জন্য কর্ণশূলের স্থলে পিত্ত-শান্তিকর প্রক্রিয়া সকল প্রয়োজ্য।

কর্ণশূল প্রণাদ বাধির্য্য এবং ক্ষ্বেড় এই চারি প্রকার রোগের সামান্যতঃ সকল বিধি বলা হইল, এক্ষণে বাধির্য্য রোগের কর্ণপূরণ বিধি বিশেষ করিয়া বলা যাইতেছে। পূর্ব্বোক্ত বিল্ব এরণ্ড প্রভৃতি গোমূত্রে পিষিয়া সেই কল্ক জল এবং দুগ্ধ সহযোগে তৈল পাক করিয়া কর্ণপূরণে প্রয়োগ করিবে। কিম্বা ছাগী দুগ্ধে তৈল পাক করিয়া পরে শর্করা যষ্টিমধু এবং বিম্বীফল যোগে পাক করতঃ কর্ণে পূরণ

করিবে। অথবা বিল্ব প্রভৃতির ক্বাথে তৈল পাক করিয়া শীতল হইলে ছাঁকিয়া লইবে। সেই তৈল পুনর্ব্বার দশগুণ দুগ্ধ এবং শর্করা, যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন সহযোগে পাক করিবে। এই তৈল বিল্বাদির ক্বাথে গাঢ় হইবে। ইহা বাধির্য্য রোগে কর্ণপূরণে হিতকর। প্রতিশ্যায় রোগে যে সকল বিধি বলা হইবে এবং বাতব্যাধিতে যাহা কিছু বলা হইয়াছে সে সকলও এ স্থলে প্রয়োগ করা প্রশস্ত।

কর্ণস্রাব পূতিকর্ণ এবং কৃমিকর্ণ রোগের সামান্য ও বিশেষ চিকিৎসা বলা যাইতেছে। শিরোবিরেচন, ধুপন, পূরণ, প্রমার্জ্জন এবং ধাবন, অবস্থা বিবেচনা করিয়া এই সকল ক্রিয়া করিবে। সুরসাদিগণের ক্বাথে কর্ণ প্রক্ষালন করিয়া সুরসাদিগণের চূর্ণের দ্বারা কর্ণ পূরণ করিবে। পঞ্চ কষায়ের চুর্ণ কপিত্থের রস ও মধু সংযোগে কর্ণস্রাব রোগে কর্ণপূরণে প্রয়োগ করা প্রশস্ত। সালের ত্বক্ (ধুনার সঙ্গে যে ত্বক থাকে) চূর্ণ, কার্পাসী ফলের রসে ও মধু সহযোগে অথবা লাক্ষা ও সর্জ্জরস চুর্ণ সেবন স্নুহী (মনসা) জম্বু ও আম্র, ইহাদিগের অঙ্কুর সহযোগে; অথবা কুলীর ক্ষৌদ্র (মধুমক্ষিকা) এবং মণ্ডুকী সহযোগে পাক করা তৈল কর্ণপূরণে প্রশস্ত। তিন্দুক (গাব) হরীতকী, লোধ, মঞ্জিষ্ঠা, আমলকী এবং মধু কপিত্থরস যোগে কর্ণ পূরণে প্রশস্ত। আম্র কপিত্থ মধুক (মৌল) ধব এবং শাল, ইহাদিগের রস অথবা রসে পাক করা তৈল কর্ণ পূরণে প্রশস্ত। প্রিয়ঙ্গু, যষ্টিমধু, যুথিকা (যুঁইফুল) ধাতকীপুষ্প, অর্কপুষ্প, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, লাক্ষা এই সকল দ্রব্য যোগে অথবা কপিত্থ-রস-যোগে তৈল পাক করিয়া কর্ণপূরণে প্রয়োগ করিবে। রসাঞ্জন নারীদুগ্ধে ঘর্ষণ করিয়া মধু সহযোগে বহুকালব্যাপী আস্রাবও পূতিকর্ণ রোগ আরোগ্য করে। নিসিন্দার রসে পাক করা তৈল অথবা মধু সংযোগে নিসিন্দের রস গৃহধূম ও গুড় একত্রে কর্ণে পূরণ করা পূতিকর্ণ

রোগের শান্তিকর। কৃমিকর্ণের স্থলে কৃমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে বার্ত্তাকুর ধূম এবং সর্ষপতৈল হিতকর। গোমূত্র যোগে হরিতাল প্রয়োগ করিলে কৃমি নাশ হয়। গুগ্‌গুলের ধূপ প্রয়োগ করিলে কর্ণের দুর্গন্ধ দূর হয়। কর্ণক্ষ্বেড়রোগে বমন ধূম পান কবলগ্রহণ এবং সর্ষপতৈলে কর্ণপূরণ বিধেয়। কর্ণে বিদ্রধি হইলে বিদ্রধির বিধানুসারে চিকিৎসা করিবে। কর্ণে তৈল পূরণ করিয়া স্বেদ প্রয়োগ করিবে, তাহাতে যে মল জন্মিবে তাহা শলাকার দ্বারা বাহির করিবে।

কর্ণকণ্ডুরোগে নাড়ীস্বেদ, বমন, ধূমপান, শিরোবিরেচন প্রভৃতি বিবিধ প্রকার শ্লেষ্মানাশক বিধি প্রয়োগ করিবে। কর্ণ-প্রতিনাহ রোগে স্নেহ স্বেদ ও নাড়ীস্বেদ প্রয়োগ করিবে। তদনন্তর শিরোবিরেচন পূর্ব্বক দোষানুসারে চিকিৎসা করিবে। কর্ণপাক রোগে পিত্তজন্য বিসর্প রোগের প্রতীকার করিবে। কর্ণছিদ্রে কীট বা মলাদি থাকিলে শৃঙ্গ বা শলাকার দ্বারা অপহৃত করিবে। অবশিষ্ট কয়েক প্রকার কর্ণ রোগের চিকিৎসা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

দ্বাবিংশতি অধ্যায়।

নাসাগত রোগের বিবরণ।

নাসাগত রোগ একত্রিশ প্রকার;—অপীনস, পূতিনস, নাসাপাক, শোণিতপিত্ত, পূয়-শোণিত, ক্ষবথু, ভ্রংশথু, দীপ্ত, নাসানাহ, পরিস্রাব, নাসাশোষ, চারি প্রকার অর্শ, চারি প্রকার শোফ, সপ্ত প্রকার অর্ব্বুদ এবং পঞ্চ প্রকার প্রতিশ্যায়। নাসারন্ধ্র রোধ, ধূপন, (ভিতরে ধপ ধপ করা), পুনঃ পুনঃ পচন, ক্লেদজনন এবং গন্ধরসের অনুপলব্ধি, অপীনস রোগের এই সকল লক্ষণ। ইহা বাত-শ্লেষ্ম-জন্য

প্রতিশ্যায়ের সহিত সমানলক্ষণবিশিষ্ট। গলদেশ এবং তালুমূলে দোষ বিদগ্ধ হইয়া মুখ এবং নাসিকা হইতে দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নির্গত হইলে পূতিনস রোগ বলা যায়। নাসাগত রক্ত কর্তৃক মর্ম্মস্থানে বলবান্ পাক জন্মিলে নাসাপাক বলা যায়। ইহাতে ক্লেদ এবং কোথ (ক্ষত হওয়া) দৃষ্ট হয়। দ্বিবিধ হেতুজাত এবং দ্বিমার্গগত চতুর্ব্বিধ রক্তপিত্তের বিষয় পরে বলা যাইবে। দোষ (পিত্ত, শোণিত এবং শ্লেষ্মা) বিদগ্ধ হওয়া অথবা ললাটদেশ আহত হওয়া প্রযুক্ত নাসিকা হইতে রক্তমিশ্রিত পূয নির্গত হইলে, তাহাকে পূযরক্ত রোগ কহে। নাসারন্ধ্রে মর্ম্মস্থানদূষিত হইয়া নাসারন্ধ্র হইতে কফযুক্ত বায়ু শব্দ সহকারে নির্গত হইলে ক্ষবথু রোগ বলে। তীক্ষ্ণ শিরোবিরেচন প্রয়োগ বা কটু দ্রব্যের অতিশয় আঘ্রাণ বা সূর্য্য নিরীক্ষণ অথবা সূত্রাদির দ্বারা তরুণাস্থি নামক মর্ম্ম উদ্ঘাটিত হইলে ক্ষবথু (হাঁচি) হয়। তাহাতে পিত্তাপ মূর্দ্ধ-সঞ্চিত গাঢ় বিদগ্ধ লবণরসবিশিষ্ট কফ মূর্দ্ধদেশ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নাসারন্ধ্রের দ্বারা নির্গত হয়, তাহাকে প্রভ্রংশথু রোগ বলে। নাসারন্ধ্র হইতে ধূমের ন্যায় বায়ু নির্গত হয় এবং নাসারন্ধ্র প্রদীপ্তের ন্যায় জ্বালা করে, ইহাকে দীপ্তরোগ বলে। উদান বায়ু যখন কফ কর্তৃক আবৃত হওয়া প্রযুক্ত স্বীয় মার্গে বিকৃত হইয়া ঘ্রাণ-পথ আবৃত করে, তখন তাহাকে নাসাপ্রতীনাহ রোগ বলা যায়। নাসিকা হইতে অজস্র বিশেষতঃ রাত্রিকালে যদি নির্ম্মল জলের ন্যায় আস্রাব হইতে থাকে, তাহাকে নাসা পরিস্রাব বলে। ঘ্রাণরন্ধ্র-স্থিত শ্লেষ্মা, বাতপিত্ত-কর্তৃক শুষ্ক হইয়া গাঢ় হওয়া প্রযুক্ত কষ্টে শ্বাসক্রিয়া হইলে নাসাপরিশোষ বলে। প্রত্যেক দোষ জন্য বা ত্রিদোষের সন্নিপাত জন্য যে সকল প্রকার অর্শঃ রোগ, শোফ, সন্নিপাত-জন্য অর্ব্বুদ রোগ এবং পঞ্চবিধ প্রতিশ্যায় পরে বলা যাইবে। শোফ-বিজ্ঞানে নাসারন্ধ্র-স্থিত শোফের বিষয় এবং নিদান স্থানে নাসিকা-গত অর্শের বিষয় যেরূপ বলা হইয়াছে তাহাও এস্থলে বিজ্ঞাপনীয়।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

নাসাগত রোগের চিকিৎসা।

পূতনস্য রোগে নাড়ীস্বেদ, স্নেহস্বেদ, বমন এবং স্রংসন প্রয়োজ্য। তীক্ষ্ণ রস যোগে লঘু অন্ন, অল্প পরিমাণে ভোজন, উষ্ণোদক পান এবং উপযুক্ত কালে ধুমপান কর্ত্তব্য। হিঙ্গু, ত্রিকটু, ইন্দ্রযব, শিবাটী লাক্ষা, কুঙ্কুম, কটফল, বচ, কুষ্ঠ, সূক্ষ্ম এলাইচ, বিড়ঙ্গ এবং করঞ্জ এই সকল দ্রব্য গোমূত্র যোগে সর্ষপতৈল পাক করিয়া নস্য প্রয়োগ করিবে।

নাসাপাক রোগে নাসিকার বাহ্যে এবং অভ্যন্তরে পিত্তনাশক বিধান কর্ত্তব্য। রক্তমোক্ষণ পূর্ব্বক ক্ষীরবৃক্ষের ত্বক্ ঘৃত সংযোগে পরিষেচন ও লেপে প্রয়োজ্য। ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তের চিকিৎসা পরে বলা যাইবে। পূয়রক্ত রোগে নাড়ীব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। বমন করাইয়া অবপীড়ন, তীক্ষ্ণ দ্রব্যের ধূম এবং শোধনী দ্রব্য চূর্ণের নস্য প্রয়োগ করিবে। ক্ষবথু রোগে শিরোবিরেচনীয় দ্রব্যের চূর্ণ নলের দ্বারা প্রয়োগ করিবে। ভ্রংশথু রোগে মূর্দ্ধদেশে স্বেদ প্রয়োগ, এবং স্নিগ্ধধূম প্রভৃতি অন্যান্য বায়ুরোগের হিতকর বিধি প্রয়োগ করিবে। দীপ্ত রোগে পিত্ত জন্য রোগের প্রতীকারের বিধি অনুসারে ক্রিয়া করিবে এবং স্বাদু ও শীতল প্রযোগ করিবে। নাসানাহ রোগে স্নেহ পানই প্রধান, স্নিগ্ধধূম এবং শিরোবিরেচনও প্রয়োগ কর্ত্তব্য। বলাতৈল এবং অন্যান্য বায়ু নাশক দ্রব্যও এ স্থলে বিধেয়। নাসাস্রাব রোগে তীক্ষ্ণ অবপীড়ন নাসারন্ধ্রে নলের দ্বারা প্রয়োগ করিবে এবং দেবদারু ও চিত্রক সহযোগে মাংস ও ঘৃতের ধূম প্রয়োগ করিবে। নাসাশোষ রোগে ক্ষীরঘৃত এবং অণুতৈল নস্যে প্রয়োগ করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ঘৃত পান, মাংসরস সহযোগে ভোজন স্নেহস্বেদ এবং

স্নৈহিক ধূমও প্রয়োজ্য। অবশিষ্ট সকল নাশাগত রোগ যথাবিধি চিকিৎসা করিবে।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

প্রতিশ্যায় রোগের চিকিৎসা।

নারী প্রসঙ্গ, মস্তকে কোন প্রকারে তাপ লাগা, ধূম বা রজোদ্বারা উপহত হওয়া, শীতল সেবন, অতিশয় ক্রোধ এবং মূত্র পুরীষের বেগ ধারণ, এই সকল কারণে সদ্যই প্রতিশ্যায় রোগ জন্মে।

বায়ু প্রভৃতি সমস্ত দোষ এবং শোণিত পৃথক্ রূপেই হউক অথবা একত্রই হউক মূর্দ্ধদেশে বর্দ্ধিত হইয়া বিবিধ প্রকোপণের কারণের দ্বারা কুপিত হইয়া কালক্রমে প্রতিশ্যায় রোগ জন্মায়।

প্রতিশ্যায়ের পূর্ব্বরূপে মস্তকের ভার, ক্ষবথুপ্রবৃত্তি, অঙ্গমর্দ্দ (গায়ের কামড়ানী) এবং লোমহর্ষণ প্রভৃতি অনেক প্রকার উপদ্রব জন্মে।

প্রতিশ্যায় রোগ বায়ুজন্য হইলে, নাসারন্ধ্র স্তব্ধ অবরুদ্ধ এবং অল্পস্রাববিশিষ্ট হয়, গল, তালু ও ওষ্ঠ শুষ্ক হয়, শঙ্খদ্বয় তোদ-বিশিষ্ট হয় অর্থাৎ দুই রগ টন্ টন্ করে এবং স্বর উপহত হয়। পিত্তজন্য হইলে, নাসিকা হইতে ঈষৎ পীতবর্ণ উষ্ণ আস্রাব হয়, গাত্র সন্তপ্ত হয় এবং রোগী কৃশ পাণ্ডুবর্ণ ও তৃষ্ণার্ত্ত হয় এবং ধূমসংযুক্ত অগ্নির ন্যায় বমন করে। * কফ জন্য হইলে, নাসিকা হইতে শুক্লবর্ণ শীতল কফ মুহুর্মুহুঃ স্রাবিত হয়, নেত্রদ্বয় শুক্লবর্ণ হয় ও ফুলিয়া উঠে, মস্তক ও মুখ ভার বোধ হয় এবং মস্তক, গলদেশ, ওষ্ঠ এবং তালুদেশ কণ্ডূয়ন করে (সড়্ সড়্ করে)।—ত্রিদোষ-জন্য হইলে, রোগ পুনঃ

* অন্যান্য গ্রন্থে নাসিকা হইতে সধূম অগ্নির ন্যায় নির্গত হওয়া উল্লিখিত আছে।

পুনঃ জন্মিয়া পক্ক হউক বা না হউক পুনঃ পুনঃ আপনা হইতে নিবৃত্তি পায় এবং অপীনস্ রোগের সকল লক্ষণ ইহাতে প্রকাশ পায়।—রক্ত জন্য হইলে, রক্তস্রাব হয়, চক্ষু তাম্রবর্ণ ও বক্ষঃস্থলে আহত হওনের ন্যায় বেদনা হয়, নিশ্বাসে ও মুখে দুর্গন্ধ হয় এবং গন্ধজ্ঞান হয় না।

প্রতিশ্যায় রোগে শ্বেতবর্ণ স্নিগ্ধ সূক্ষ্মাকৃতি কৃমি সমস্ত জন্মে। তাহা হইলে মূর্দ্ধস্থিত কৃমি-জন্য বিকারের লক্ষণ ইহাতে প্রকাশ পায়। নাশারন্ধ্র মুহুর্মুহু ক্লেদযুক্ত হইলে এবং শুষ্ক হইলে, নিশ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ হইলে, এবং গন্ধ জ্ঞান না হইলে, দুষ্ট প্রতিশ্যায় বলিয়া জানিবে; ইহা অতি কষ্টসাধ্য। প্রতীকার না করিলে সকল প্রকার প্রতিশ্যায় রোগ হইতেই দুষ্ট পীনস, বধিরতা, অন্ধতা, অজিঘ্রতা (ঘ্রাণ শক্তি না থাকা) ঘোরতর নেত্ররোগ, কাশ, অগ্নিমান্দ্য, শোফ বৃদ্ধি-রোগ এবং পীনস-রোগ জন্মে।

সদ্যোজাত বা অভিনব প্রতিশ্যায় ব্যতীত সকল প্রকার প্রতিশ্যায় রোগে ঘৃত পান, বিবিধ প্রকার স্বেদ ও বমন, এবং অধিক দিনের হইলে অবপীড়ন প্রয়োগ কর্ত্তব্য। প্রতিশ্যায় পাকিয়া না উঠিলে তাহা পাকাইবার জন্য স্বেদ প্রয়োগ, হিম না হয় এরূপ দ্রব্য অম্ল সহযোগে ভোজন অথবা দুগ্ধ এবং আর্দ্রক, ইক্ষুবিকার (গুড় প্রভৃতি) যোগে সেবন কর্ত্তব্য। পাকিয়া ঘন এবং অবলম্বিত ভাব হইলে শিরোবিরেচনের দ্বারা নির্গত করিবে। দোষ ও অবস্থা বিবেচনা করিয়া বিরেচন আস্থাপন ধূমপান ও কবলগ্রহ প্রয়োজ্য। প্রতিশ্যায় রোগে বায়ু শূন্য স্থানে শয়ন উপবেশন অঙ্গচালনাদি ক্রিয়া, মূর্দ্ধদেশে গুরু এবং উষ্ণ বস্ত্র বন্ধন, ধূম সহযোগে তীক্ষ্ণ শিরোবিরেচন, রুক্ষ পলান্ন এবং বিজয়া (সিদ্ধি) সেবন কর্ত্তব্য। শীতল জল পান, স্ত্রীসঙ্গ, শিশিরে অবগাহন, চিন্তা, অতিশয় রুক্ষ অন্নসেবন, বেগ ধারণ, এবং নূতন মদ্য, পীনস রোগী এই সকল বর্জ্জন করিবে। বমন, অঙ্গের অবসাদ, জ্বরগৌরব, অরুচি, অরতি এবং অতিসার, এই সকল

উপদ্রবে লঙ্ঘন, পাচন, অগ্নিদীপন প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা চিকিৎসা করিবে। অথবা বাতশ্লেষ্ম জন্য পীনস রোগী বয়ঃস্থ হইলে অধিক পরিমাণে দ্রবদ্রব্য সহকারে বমন করাইবে। উপদ্রব সমস্ত ঔষধ এবং আহারের নিয়মের দ্বারা দোষানুসারে প্রতিকার করিবে।

প্রতিশ্যায় বাতিক জন্য হইলে, বিদার্য্যাদিগণ সংযোগে ঘৃত পাক করিয়া তাহাতে পঞ্চ লবণ মিশ্রিত করিবে। সেই ঘৃত নস্য পান ধূম প্রভৃতি ক্রিয়াতে প্রয়োগ করিবে।

পিত্ত বা রক্ত জন্য হইলে, কাকোল্যাদিগণ যোগে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিবে। শীতল পরিষেচন ও প্রদেহ প্রয়োগ করিবে। সর্জ্জরস, রক্তচন্দন, প্রিয়ঙ্গু, মধু, শর্করা, দ্রাক্ষা, মৌরী, গাম্ভারী, যষ্টমধু এই সকল দ্রব্য কবলে (কুলকুচা) এবং মধুরগণ বিরেচন যোগে প্রয়োজ্য। এবং ধববৃক্ষের ত্বক্, ত্রিফলা, শ্যামালতা, লোধ, যষ্টিমধু এবং গাম্ভারী এই সকল দ্রব্যের কল্ক এবং দশগুণ দুগ্ধ সহযোগে পাক করা তৈল উপযুক্ত কালে অর্থাৎ পক্কাবস্থায় নস্যে প্রয়োগ করিবে।

কফ-জন্য হইলে, অগ্রে তিল ও ম সকলাই যোগে পাক করা ঘৃতের দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া যবাগু সংযোগে বমন করাইবে। পরে কফনাশক বিধি অববম্বন করিবে। শ্বেত ও পীত বেড়েলা, বৃহতী, কণ্টকারী, বিড়ঙ্গ, মনসা, শ্বেতামূল, শ্যামালতা ভদ্রা পুনর্ণবা এই সকল দ্রব্য যোগে পাক করা তৈল নস্যে প্রয়োগ করিবে। দেবদারু, আপাঙ্, সরল কাষ্ঠ, দন্তী এবং ইঙ্গুদী এই সকল একত্র বর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ধূম প্রয়োগ করিবে।

সন্নিপাত-জন্য হইলে কটু, তিক্ত, ঘৃত, তীক্ষ্ণ, ধূম এবং কটু ঔষধ প্রয়োজ্য। রসাঞ্জন, আতইচ, মুথা এবং দেবদারু একত্র যোগে তৈল পাক করিয়া নস্যে প্রয়োগ করিবে। মুথা, গজপিপ্পলী, আকনাদী, কটফল, কটুকী, বচ, সর্ষপ, পিপ্পলী-মূল পিপ্পলী, সৈন্ধব, চিতে, তুত্থ, করঞ্জ-বীজ, লবণ, দেবদারু এই সকল যোগে কষায়

প্রস্তুত করিয়া কবলে এবং তৈল পাক করিয়া শিরোবিরেচনে প্রয়োজ্য।

অর্দ্ধ-ভাগ-জল-সংযুক্ত দুগ্ধে মৃগ, পক্ষির মাংস এবং জলজাত বাতঘ্ন ঔষধির পুষ্প পাক করিবে। জল মরিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইবে। শীতল হইলে তাহাতে ঘৃত উৎপাদন করিবে। সেই ঘৃতে সর্ব্বগন্ধা, অনন্তমূল, শর্করা, যষ্টিমধু ও চন্দনের (রক্ত) চূর্ণ বা কল্ক প্রক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার দশগুণ দুগ্ধে পাক করিবে। ইহা নস্যে প্রয়োগ করিলে সকল প্রকার প্রতিশ্যায় আরোগ্য হয়।

প্রতিশ্যায় রোগেরই দোষানুসারে দ্রব্যসহযোগে তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। কৃমিজন্য রোগে মূত্র ও পিত্তসহযোগে সকল প্রক্রিয়া করিবে এবং যাপনের জন্য কৃমিঘ্ন ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

শিরোরোগের বিবরণ।

শিরোরোগ একাদশ প্রকার। বাত, পিত্ত, কফ, ত্রিদোষ, রক্ত, ক্ষয় এবং কৃমি, এই সপ্ত কারণে সপ্ত প্রকার এবং সূর্য্যাবর্ত্ত, অনন্তবাত, অর্দ্ধাবভেদক এবং শঙ্খক, এই চারি প্রকার।

নিমিত্ত (জ্বরাদি) ব্যতিরেকে রাত্রিযোগে অত্যর্থ শিরঃপীড়া জন্মিলে, এবং বন্ধন বা উপতাপের দ্বারা তাহার উপশম বোধ হইলে, বায়ুজন্য শিরঃপীড়া বলা যায়। মস্তক তপ্তাঙ্গার-নিচিতের ন্যায় উষ্ণ এবং নাসিকা ধূমবিশিষ্ট হইলে, এবং রাত্রিকালে বা শৈত্যপ্রয়োগে যাতনার বিশেষ হইলে, পিত্তজন্য শিরঃপীড়া বলা যায়। মস্তক ও গলদেশ কফ কর্ত্তৃক উপদিগ্ধ, স্তব্ধ, ভারি এবং হিম হইলে চক্ষু এবং মুখ স্ফীত হইলে, কফজন্য শিরঃপীড়া বলা যায়। ত্রিদোষ জন্য

শিরঃপীড়া হইলে সকল দোষের লক্ষণই প্রকাশ পায়। রক্ত জন্য হইলে পিত্ত জন্য শিরঃপীড়ার সকল লক্ষণ হয়, এমন কি মস্তক স্পর্শসহ হয় ; মস্তকের অভ্যন্তরস্থ বসা এবং শ্লেষ্মা ক্ষয় হইলে ক্ষয় জন্য শিরঃপীড়া বলা যায় ; ইহাতে মস্তকের অভিতাপ, অতিশয় উগ্র বেদনা জন্মে ; স্বেদ, বমন, ধুম প্রয়োগ, নস্য বা রক্তমোক্ষণের দ্বারা ইহা বৃদ্ধি হয়। মস্তকের তোদ (টন্‌টনানি) এবং অভ্যন্তরে যেন কিছু কামড়াইতেছে এই রূপ অত্যর্থ যাতনা এবং নাসিকা হইতে সরক্ত জল নির্গত হইলে কৃমি জন্য শিরঃপীড়া বলে। সূর্য্যোদয় কালে চক্ষু ও ভ্রূদেশে মন্দ মন্দ বেদনা আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ সূর্য্যের উচ্চতার সহিত যাতনার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং সূর্য্য পশ্চিমপথাবলম্বী হইলে ক্রমশঃ অস্তগমনের সহিত যাতনার হ্রাস হইতে থাকে ইহাকে সূর্য্যাবর্ত্ত রোগ কহে ইহা ত্রিদোষ জন্য রোগ, কখন বা শৈত্য ক্রিয়াতে কখন বা উষ্ণ ক্রিয়াতে সুখলাভ হয়। বায়ু পিত্ত কফ তিনই দূষিত হইয়া ঘাড়ের দুই পার্শ্বে পীড়া এবং ঘাড়ে তীব্র বেদনা জন্মায়, বিশেষতঃ চক্ষু, ভ্রূ এবং শঙ্খদেশে প্রায় যাতনা থাকে, এবং গণ্ডদ্বয়ের পার্শ্বে কম্প, হনুগ্রহ এবং নেত্ররোগ জন্মায়। ইহাকে অনন্তবাত বলে। মস্তকের অর্দ্ধভাগ তোদ, ভেদ ও শূল কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া জ্ঞানহীন প্রায় করে। ইহা এক পক্ষ দশ বা দ্বাদশ দিবস অন্তর অথবা অকস্মাৎ উদয় হয়। ইহাকে অর্দ্ধভেদ কহে। শঙ্খদেশ (দুই কর্ণের নিকটের ললাটের অস্থিখণ্ডদ্বয়) আশ্রিত বায়ু বেগবান হইয়া কফ পিত্ত ও রক্ত সহযোগে মূর্দ্ধদেশে বিশেষতঃ শঙ্খদ্বয়ে তীব্র বেদনা জন্মায়। এই সুকষ্টকর রোগকে পুরাণ মহর্ষিরা শঙ্খক রোগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা মৃত্যুকল্প এবং দুর্নিবার।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

শিরোরোগের চিকিৎসা।

বায়ু জন্য শিরোরোগে বাতব্যাধির সকল বিধান অবলম্বন করিবে এবং সকল প্রক্রিয়াতে দুগ্ধ ঘৃত বা তৈল অনুপান করিবে। রাত্রি-কালে মুদ্গ কুলত্থ বা মাসকলাই অথবা কটু ও উষ্ণ দ্রব্য ঘৃত সংযোগে অনুষ্ণ অবস্থায় (অথচ শীতল না হয়) সেবন করিয়া দুগ্ধ অনুপান করিবে। তৈল বা বাতঘ্ন দ্রব্যের কল্ক দুগ্ধ সহযোগে পান করিবে। বাতঘ্ন দ্রব্যের ক্বাথ * বা দুগ্ধ ঈষদুষ্ণ থাকিতে সেক প্রয়োগ করিবে। বাতঘ্ন দ্রব্যের কল্ক দুগ্ধসহ পায়সের ন্যায় পাক করিয়া মস্তকে লেপ দিবে। মৎস্য মাংস, বা সৈন্ধবযুক্ত কৃশরা, অথবা চন্দন উৎপল কুষ্ঠ ও ছোট এলাইচ একত্র কুট্টিত করিয়া স্বেদে প্রয়োগ করিবে। স্নিগ্ধ ক্রিয়া করিয়া কর্কটরসে পাক করা তৈল নস্যে প্রয়োগ করিবে। অর্দ্ধেক জলসংযুক্ত দুগ্ধের সহিত বরুণাদিগণের চূর্ণ পাক করিবে। পরে জল মরিয়া দুগ্ধ শেষ থাকিতে নামাইবে। শীতল হইলে মন্থন পূর্ব্বক নবনীত গ্রহণ করিবে। সেই ঘৃত কুলেখাড়ার সহিত পাক করিয়া নস্যে প্রয়োগ করিবে। পূর্ব্বোক্ত দুগ্ধ ঘৃত ও শর্করা যোগে পান করিবে। এই ঘৃত সংযোগে যথাকালে স্নৈহিক ধূম প্রয়োগ করিবে। পান অভ্যঞ্জন নস্য বস্তিক্রিয়া এবং সেচনে ত্রৈবৃত ঘৃত এবং বলা তৈল প্রয়োজ্য। এই রোগে ঘৃত সংযুক্ত মাংস রস বা সুসংস্কৃত দুগ্ধযোগে ভোজন করা বিধেয়।

পিত্তরক্ত-জন্য শিরোরোগে মস্তকে ঘৃতযুক্ত শীতল আলেপন ও পরিষেচন প্রয়োগ করিবে। দুগ্ধ, ইক্ষুরস, ধান্যাম্ল, দধিমস্তু, মধু, শর্করা, জল, নল, বেতস, কহ্লার (শালুক), চন্দন, পদ্ম, শঙ্খ, শৈবল, যষ্টিমধু, মুথা, রক্তোৎপল এই সকল দ্রব্য এবং পিত্তজন্য

---

* বাতঘ্ন দ্রব্য সূত্রস্থানের গণবর্ণনায় দ্রষ্টব্য।

বিসর্পরোগোক্ত সকল দ্রব্য ঘৃতযোগে শিরোলেপে প্রয়োজ্য। মধুরগণস্থ দ্রব্য আলেপনে ও নস্য কর্ম্মে প্রয়োজ্য। এবং তৎসহযোগে আস্থাপন বিরেচন পথ্য এবং স্নেহবস্তি বিধেয়। নস্যে ক্ষীরসর্পি বা বসা, উৎপলাদিগণ যোগে পাক করা দুগ্ধ আস্থাপনে, ঘৃত ও মাংসরস যোগে অনুবাসন ও ভোজন, মধুর দ্রব্য যোগে শর্করা সংযুক্ত ক্ষীরসর্পি স্নেহনে, এবং রক্ত-পিত্তনাশক অন্যান্য বিধিও হিতকর।

কফ জন্য শিরোরোগে কফ নাশক প্রক্রিয়া করিবে। তীক্ষ্ণ শিরোবিরেচন বমন, গণ্ডূষ ধারণ, কর্ত্তব্য। নির্ম্মল ঘৃত পানে সর্ব্বদা স্বেদে প্রয়োজ্য। মৌল কাষ্ঠের সার সংযোগে স্নিগ্ধ শিরোবিরেচন প্রয়োগ করিবে। ইঙ্গুদী ত্বক্ এবং মেষশৃঙ্গী যোগে বর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ধূম পান করিবে। কটফল চূর্ণের ঘ্রাণ এবং কফনাশক কবল গ্রহণ করিবে। শরল কাষ্ঠ, কুষ্ঠ, আর্দ্রক এবং রোহড়াবৃক্ষ, ক্ষার ও ও সৈন্ধব যোগে এই সকল দ্রব্যের ঈষদুষ্ণ প্রলেপ বিধেয়। ত্রিকটু এবং ক্ষার যোগে যব ও ষাট ধান্যের অন্ন, মুগ্দ পটোল ও কুলত্থের রস যোগে ভোজন কর্ত্তব্য।

ত্রিদোষ জন্য শিরোরোগে ত্রিদোষ নাশক বিধি অবলম্বন কর্ত্তব্য। ঘৃত বিশেষতঃ পুরাণ ঘৃত পান করিবে।

ক্ষীণতা জন্য শিরোরোগ হইলে পুষ্টিকর কার্য্য কর্ত্তব্য। বাতঘ্ন মধুর দ্রব্যযোগে পাক করা ঘৃত পানে ও নস্যে সেবনীয়। ক্ষয় ও কার্শতা নাশক ঘৃত এস্থলে অত্যর্থ হিতকর।

কৃমি জন্য শিরঃপীড়া হইলে শোণিতের নস্য প্রয়োগ করিবে। শোণিতগন্ধে কৃমি সমস্ত উন্মত্ত হইয়া নাসাপথে সমাগত হইলে তাহাদিগকে নির্হরণ করিবে। তদনন্তর কাংস্যনীল (কাঁসার কলঙ্ক) সংযোগে সজিনা বীজের চূর্ণ অথবা মূত্র-পিষ্ট কৃমিঘ্ন দ্রব্য অবপীড়নে প্রয়োগ করিবে। পূতি মৎস্যযোগে কৃমিঘ্ন ধূম প্রয়োগ করিবে। কৃমিনাশক বিবিধ প্রকার পান ভোজন কর্ত্তব্য। সূর্য্যাবর্ত্ত রোগে

নস্য কর্ম্মাদি ঔষধ প্রয়োজ্য। এবং মাংস রস সহ ভোজন এবং দুগ্ধ ও অন্ন যোগে ঘৃত সেবনীয়।

অর্দ্ধভেদক রোগে কোন পার্শ্বের শঙ্খ আক্রান্ত হইলে, শিরীষ, মূলক (হিংচি) এবং ত্রিফলা, বা বংশ মূলক কর্পূর, বা বচ এবং ছোট এলাইচ অথবা মধু সংযোগে মৌল, কিম্বা মধু বা চন্দন সহাযোগে মনঃশিলা, অবপীড়নে প্রয়োজ্য। তদনন্তর মধুর রস যোগে ঘৃতের নস্য বিধেয়। পদ্ম রক্তোৎপল কুষ্ঠ যষ্টিমধু আম্ররসে পিষিয়া ঘৃত তৈল যোগে লেপ প্রয়োগ করিবে। এই সকল বিধান কফ জন্য শিরো-রোগেও প্রয়োজ্য।

অনন্তবাত রোগে সূর্য্যাবর্ত্তের ন্যায় প্রতীকার করিবে। সিরা-বিদ্ধ করা কর্ত্তব্য এবং মধু দধিমস্ত সংযাব (ঘৃত ক্ষীর চিনি গোধূম একত্র জাত খাদ্য) এবং ঘৃতপূর প্রভৃতি ভোজনে প্রয়োজ্য।

শঙ্খক রোগে ক্ষীর সর্পি নস্য ও পানে প্রয়োজ্য। মাংসরস যোগে স্নিগ্ধ অন্ন আহার কর্ত্তব্য। শতমূলী, কৃষ্ণ তিল, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, দূর্ব্বা, পুনর্ণবা, একত্র লেপ প্রয়োজ্য। অথবা গন্ধনাকুলী বা পালিন্দী অম্লরসে পিষিয়া লেপ ব্যবহার্য্য। শীতল পরিষেচন ও প্রদেহ বিধেয়। সূর্য্যাবর্ত্ত নাশক অবপীড়নও এ স্থলে প্রয়োজ্য। কেবল কৃমি জন্য রোগনাশক অবপীড়ন অবৈধ। মধু তৈল সংযোগে তীক্ষ্ণ শিরোবিরেচন প্রয়োজ্য। তদনন্তর সর্ষপ তৈল যোগে নস্য প্রয়োজ্য। ইহাতেও শান্তি না হইলে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া সিরা মোক্ষণ করিবে।

ষট্‌সপ্ততি প্রকার নেত্ররোগ, অষ্টাবিংশ প্রকার কর্ণরোগ একত্রিংশ প্রকার নাসা রোগ, এবং একাদশ প্রকার শিরো রোগ ইহাদিগের লক্ষণ ও চিকিৎসা এবং সপ্তষষ্ঠ প্রকার মুখ রোগ চিকিৎসা এই শালাক্য তন্ত্রে কথিত হইয়াছে।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

নবগ্রহের আকৃতি-জ্ঞান।

হে সুশ্রুত, অতঃপর বালকদিগের গ্রহ সমূহের বিজ্ঞান, উৎপত্তি, কারণ ও চিকিৎসা বলা যাইতেছে, একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। স্কন্দগ্রহ স্কন্দাপস্মার শকুনী রেবতী পূতনা অন্ধপূতনা শীতপূতনা মুখমণ্ডিকা নৈগমেষ বা পিতৃগ্রহ।

পূর্ব্বে শারীর স্থানে ধাত্রী এবং মাতার সম্বন্ধে যে রূপ নিয়ম বিহিত হইয়াছে তদনুসারে অহিতাচার বা অশৌচাচার করিলে অথবা মঙ্গলাচার না করিলে, অথবা বালক ভীত হৃষ্ট বা তর্জ্জিত হইলে কিম্বা রোদন করিলে ঐ সকল গ্রহ তাহার শরীরে আশ্রয় করে। বালকের দেহে গ্রহের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে শান্তনা বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

নেত্রদ্বয় স্ফীত, দেহে শোণিত-গন্ধ স্তনে দ্বেষ; মুখ বক্র, নেত্রের একটী পক্ষ্ম স্থির, উদ্বিগ্নতা, চক্ষুর্দ্বয়ের ভাব, অল্প অল্প রোদন করা, হস্তের অঙ্গুলি সমূহ দৃঢ় মুষ্টি করণ এবং মলের গাঢ়তা, স্কন্দ গ্রহার্ত্ত হইলে, এই সকল লক্ষণ হয়।

কখন সচেতন, কখন অচেতন, সংরব্ধ, হস্ত পদ কম্পন, মল মূত্র নিঃসরণ, শব্দ সহকারে জৃম্ভণ এবং মুখে ফেণার উদ্গান, স্কন্দাপস্মার গ্রহ কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে এই সকল লক্ষণ হয়।

অঙ্গের শিথিলতা, ভয়ে চমকিয়া উঠা, গাত্রে পক্ষি-গন্ধ ও স্রাববিশিষ্ট ব্রণের দ্বারা এবং দাহ-পাক-বিশিষ্ট স্ফোটের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ পীড়িত, শকুনী-গ্রহ কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে এই সকল লক্ষণ হয়।

মুখ রক্তবর্ণ মল হরিত বর্ণ, দেহ অতিশয় পাণ্ডু বা শ্যাববর্ণ, জ্বর, মুখ পাক ও বেদনা কর্ত্তৃক পীড়িত, সর্ব্বাঙ্গ বেদনাবিশিষ্ট এবং বালক সর্ব্বদা নাসা ও কর্ণ মর্দ্দন করে, রেবতী-গ্রহপীড়িত হইলে এই সকল লক্ষণ হয়।

সর্ব্বাঙ্গ শিথিল, দিবাভাগে এবং রাত্রি কালে স্বচ্ছন্দে নিদ্রা না হওয়া, তরল-মল-নিঃসরণ, দেহে কাক তুল্য গন্ধ, বমন, লোম-হর্ষণ এবং তৃষ্ণা, কুমার পূতনাগ্রহপীড়িত হইলে এই সকল লক্ষণ হয়।

স্তনেদ্বেষ, অতিসার, কাস, হিক্কা, বমন, জ্বর, সতত বিবর্ণ, শোণিত গন্ধ, অন্ধপূতনা-গ্রহ-কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে এই সকল লক্ষণ হয়।

উদ্বিগ্ন (ভয়ে চমকিয়া উঠা) অতিশয় কম্পিত, রোদন শীল, অবসন্ন ভাবে নিদ্রা, অন্ত্রকূজন (গলদেশে অব্যক্ত শব্দ), অঙ্গের শৈথিল্য, (ভৃশ নিঃশরণশীল,) অতিসার শীত-পূতনা-গ্রহের এই সকল লক্ষণ।

অঙ্গ ম্লান, হস্ত পাদ এবং বদন রক্তবর্ণ, বহুভোজী, উদর সিরা কর্ত্তৃক আবৃত, উদ্বেগ এবং দেহে মূত্রগন্ধ, শিশু মুখমণ্ডিকা নামক গ্রহ কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে এই সকল লক্ষণ হয়।

ফেণ-বমন, দেহের মধ্যভাগ বিনমিত, উদ্বেগ, বিলাপ, উর্দ্ধদৃষ্টি, জ্বর, দেহে বসা-গন্ধ এবং অচেতন, কুমার নৈগমেষ নামক গ্রহ কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে, এই সকল লক্ষণ হয়।

কুমার স্তব্ধভাবাপন্ন, স্তনদ্বেষী ও পুনঃ পুনঃ মুহ্যমান (স্বাভাবিক জ্ঞানের অভাব) হইলে এবং রোগের সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করে। এরূপ না হইলে রোগ সাধ্য হয় এবং রোগোৎপত্তির অনতিবিলম্বেই চিকিৎসা করিবে। শিশুকে পবিত্র গৃহে রাখিয়া তাহার অঙ্গে পূরাণ ঘৃত অভ্যক্ত করিবে। গৃহমধ্যে সর্ষপ বিকীর্ণ করিবে এবং তৈল-যোগে দীপ প্রজ্বলিত করিবে। রোগির নিকট সর্ব্বগন্ধা ওষধী-বীজ এবং গন্ধমাল্য সহযোগে অগ্নিতে ঘৃত হবন করিবে। হোমমন্ত্র যথা—

"অগ্নয়ে কৃত্তিকাভ্যশ্চ স্বাহা স্বাহেতি সংস্মরন্
নমঃস্কন্দায় দেবায় গ্রহাধিপতয়ে নমঃ।

শিরসা ত্বাভিবন্দেহং প্রতিগৃহ্লীষ মে বলিং।
নিরুজো নির্ব্বিকারশ্চ শিশুর্মে জায়তাং ধ্রুবং॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

স্কন্দগ্রহ চিকিৎসা।

স্কন্দগ্রহ পীড়িত কুমারের পক্ষে, বাতঘ্ন বৃক্ষের কাথ পরিষেচনে, সেই সকল বৃক্ষের মূলের কাথ সহযোগে পাক করা এবং সর্ব্বগন্ধা সুরামণ্ড এবং কৈটর্য্য এই সকল দ্রব্যে প্রক্ষেপযুক্ত তৈল অভ্যঞ্জনে প্রশস্ত। দেবদারু, রাস্না, মধুরবৃক্ষ এই সকলের কাথ ও দুগ্ধ সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া পান করাইবে। সর্ষপ সর্প-নির্ম্মোক বচ কাকাদনী ঘৃত এবং উষ্ট্র, ছাগ, মেষ অথবা গাভীর রোম ধূমে প্রয়োগ করিবে। সোমলতা ইন্দ্রবল্লী শমী এবং বিল্বকণ্টক এবং মৃগাদনীর মূল গ্রথিত করিয়া অঙ্গে ধারণ করিবে। নিশাকালে স্নান করিয়া চত্বরে স্কন্দ-গ্রহের পূজা করিবে। রক্ত মাল্য, রক্ত পতাকা, গন্ধ, বিবিধ প্রকার ভক্ষ্য, ঘণ্টা, নাদ, নূতন শালী তণ্ডুল, যব ও কুক্কুট সহযোগে বলি, গায়ত্রি সহযোগে অভিমন্ত্রিত জল এবং প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে আহুতি পূজার এই গুলি প্রয়োজন।

অতঃপর রক্ষামন্ত্র বলা যাইতেছে। প্রতিদিন এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বালকের রক্ষা কার্য্য কর্ত্তব্য।

তপসাং তেজসাঞ্চৈব যশসাং বপুষাং তথা।
নিধনং যোহব্যয়ো দেবঃ স তে স্কন্দঃ প্রসীদতু॥
গ্রহসেনাপতির্দেবো দেবসেনাপতির্বিভুঃ।
দেবসেনারিপুহরঃ পাতুঃ ত্বাং ভগবান্ গুহঃ॥
দেবদেবস্য মহতঃ পাবকস্য চ যঃ সুতঃ।
গঙ্গোমাকৃত্তিকানাঞ্চ স তে শর্ম্ম প্রযচ্ছতু॥

রক্তমাল্যাম্বরঃ শ্রীমান্ রক্তচন্দনভূষিতঃ।
রক্তদিব্য-বপুর্দেবঃ পাতু ত্বাং ক্রৌঞ্চসূদনঃ॥

একোনত্রিংশত্তম অধ্যায়।

স্কন্দাপস্মার রোগের চিকিৎসা।

বিল্ব, শিরীশ, গোলোমী এবং সুরসাদিগণের ক্বাথ পরিষেচনে, সর্ব্বগন্ধা সহযোগে তৈল পাক করিয়া অভ্যঞ্জনে ক্ষীরবৃক্ষের এবং কাকোল্যাদিগণের ক্বাথ সহযোগে পাক করা ঘৃত বা দুগ্ধ পানে এবং বচ ও হিঙ্গু যোগে আলেপন ইহাতে প্রয়োজ্য। গৃধ্র ও উলূকের পুরীষ, কেশ, হস্তির নখ, ঘৃত এবং বৃষের লোম ধূপনে প্রয়োগ করিবে। অনন্তা বিম্বী এবং মর্কটী কুক্কুটি এই সকল অঙ্গে ধারণ করিবে। স্নানান্তর চতুষ্পথে স্কন্দাপস্মার গ্রহের পূজা করিয়া পক্ক ও অপক্ক মাংস, প্রসন্ন রুধির, দুগ্ধ, ভূতান্ন নিবেদন করিবে। মন্ত্র যথা,—

স্কন্দাপস্মারসংজ্ঞো যঃ স্কন্দস্য দয়িতঃ সখা।
বিশাখসংজ্ঞশ্চ শিশোঃ শিবোঽস্তু বিকৃতাননঃ॥

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

শকুনী গ্রহের চিকিৎসা।

শকুনীগ্রহ জন্য রোগে বেতস, আম্র, কপিত্থ ইহাদিগের ক্বাথ পরিষেচনে, কষায় ও মধুরগণস্থ দ্রব্য সহ পাক করা তৈল অভ্যঞ্জনে, যষ্টিমধু, বেণামূল, বালা, শ্যামালতা, উৎপল, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, প্রিয়ঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠা, শৈলজ ইহাদিগের প্রদেহ প্রয়োগ করিবে। ব্রণ রোগের বিহিত চূর্ণ, ত্রিবিধপ্রকার পথ্য এবং ব্রণাধিকারের উল্লিখিত ধূপন এ স্থলে প্রয়োজ্য। শতমূলী, মৃগাদনী, এর্ব্বারু, নাগদন্তী, নিদিগ্ধিকা, লক্ষ্মণা, সহদেবা বৃহতী এই সকল অঙ্গে ধারণ করিবে।

তিল, তণ্ডুল, মাল্য, হরিতাল, মনঃশিলা এই সকল বলি নিবেদন পূর্ব্বক নিকুঞ্জ মধ্যে একাগ্রচিত্তে শকুনী গ্রহের পূজা করত শিশুকে যথা বিধানে স্নান করাইবে। স্কন্দগ্রহ রোগের ঘৃত এ স্থলে প্রয়োজ্য। বিহিত পুষ্পের দ্বারা বিবিধ প্রকার পূজা করিবে।

অন্তরীক্ষচরা দেবী সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা।
অধোমুখী তীক্ষ্ণতুণ্ডা শকুনী তে প্রসীদতু॥
দুর্দ্দর্শনা মহাকায়া পিঙ্গাক্ষী ভৈরবস্বরা।
লম্বোদরী শঙ্কুকর্ণী শকুনী তে প্রসীদতু॥

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

রেবতী গ্রহের চিকিৎসা।

অশ্বগন্ধা, অজশৃঙ্গী, শ্যামলতা, পুনর্নবা মুগানি, মাসানি, ভূমিকুষ্মাণ্ড ইহাদিগের ক্বাথ সেচনে, যব, অশ্বকর্ণ, অর্জ্জুন, ধাতকী, তিন্দুক এবং কুষ্ঠ বা সর্জ্জরস সহযোগে পাক করা তৈল অভ্যঙ্গে, কাকোল্যাদিগণ যোগে পাক করা ঘৃত পানে, কুলথ শঙ্খচূর্ণ এবং সর্ব্বগন্ধ প্রদেহে এবং গৃধ্র উলূকের পুরীষ, যব ঘৃত ইহাদিগের ধূপ প্রাতঃ ও সায়াহ্নে প্রয়োগ করিবে।

শুক্লবর্ণ মনোহর লাজ, দুগ্ধ, শালি-অন্ন গোতীর্থে (গোয়াল ঘরে) এই সকল নিবেদন পূর্ব্বক পূজা করিবে এবং নদীসঙ্গমে ধাত্রী ও কুমারকে স্নান করাইবে। স্তুতিমন্ত্র যথা,—

নানাবস্ত্রধরা দেবী চিত্রমাল্যানুলেপনা।
চলৎকুণ্ডলিনী শ্যামা রেবতী তে প্রসীদতু॥
লম্বা করালা বিনতা তথৈব বহুপুত্রিকা।
রেবতী সততং মাতা সা তে দেবী প্রসীদতু॥

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

পূতনাগ্রহের চিকিৎসা।

কপোতবঙ্কা, অরলুক বরুণ পরিভদ্রক (পালিদা) আস্ফোতা (কাষ্ঠমল্লিকা), ইহাদিগের কাথ পরিষেচনে, বচ হরিতকী গোলমী হরিতাল মনঃশিলা কুষ্ঠ এবং সর্জ্জরস এই সকল সহযোগে পাক করা তৈল অভ্যঙ্গে, তুগাক্ষীর মধুরক কুষ্ঠ তালিশ খদির চন্দন ইহাদিগের সহ পাক করা ঘৃত, বচ, কুষ্ঠ, হিঙ্গু, গিরিকদম্ব, এলাইচ হরেণু এই সকলের ধূম প্রয়োগ করিবে। গন্ধনাকুলী, কুম্ভীকা (পানা) কুলের আটির মজ্জা, কর্কটের অস্থি ও ঘৃত ইহাদিগের ধূপ প্রয়োগ করিবে। কাকাদনী (গুড়কামাই) চিত্রফলা বিম্বী এবং গুঞ্জা এই সকল অঙ্গে ধারণ করিবে।

মৎস্য, অন্ন, কৃশরা, মাংস এই সকল দ্রব্য শরাবে রাখিয়া শরাব আচ্ছাদন পূর্ব্বক শূন্য গৃহে নিবেদন করিয়া উপহার সহ পূজা করিবে। এবং উচ্ছিষ্ট জলে স্নান করাইবে। স্তুতি মন্ত্র যথা,—

মলিনাম্বরসংবৃতা মলিনা রুক্ষমূর্দ্ধজা।
শূন্যাগারাশ্রিতা দেবী দারকং পাতু পূতনা॥
দুর্দর্শনা সুদুর্গন্ধা করালা মেঘকালিকা।
ভিন্নাগারাশ্রয়া দেবী দারকং পাতু পূতনা॥

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

অন্ধপূতনা গ্রহের চিকিৎসা।

তিক্তক বৃক্ষের পত্রের কাথ অবসেচনে, সুরা, কাঞ্জী, কুষ্ঠ, হরিতাল, মনঃশিলা, ধূনা এই সকল যোগে পাক করা তৈল অভ্যঙ্গে, পিপ্পলী-মূল, মধুরবর্গ, মধু, শালপানি এবং বৃহতী এই সকল যোগে পাক

করা-ঘৃত পানে, অঙ্গে সর্ব্ব-গন্ধার প্রদেহ এবং চক্ষুতে শীতল প্রদেহ, বিধেয়। কুক্কুট-পুরীষ, কেশ, চর্ম্ম, সর্পনির্ম্মোক এবং জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড ধূমে প্রয়োগ করিবে। কুক্কটী, মর্কটী, শিম্বী, অনন্তা এই সকল অঙ্গে ধারণ করিবে। আম ও পক্ক মাংস এবং শোণিত চতুষ্পথে গ্রহ-দেবীকে নিবেদন পূর্ব্বক গৃহ মধ্যে শিশুকে সর্ব্বগন্ধাদির জলে স্নান করাইয়া দিবে। গ্রহস্তুতিমন্ত্র যথা,—

করালা পিঙ্গলা মুণ্ডা কষায়াম্বরবাসিনী।
দেবী বালমিমং প্রীতা সংরক্ষত্বন্ধপূতনা॥

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

শীতপূতনা গ্রহের চিকিৎসা।

কপিত্থ, সুবহা, বিম্বীফল, বিল্ব, প্রচীবল, নন্দী, ভল্লাতক, পরি-ষেচনে, ছাগমূত্র, গোমূত্র, মুথা, দেবদারু, কুষ্ঠ, সর্ব্বগন্ধা একত্র যোগে তৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গে, রোহিনী, ধুনা, খদির, পলাশ, অর্জ্জুনত্বক্ এই সকলের ক্বাথ ও দুগ্ধ সহ তৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গে, গৃধ্র উলূকের পুরীষ, অজগন্ধা, সর্প-নির্ম্মোক, নিম্বপত্র, যষ্টিমধু, এই গুলি ধূমপানার্থে প্রয়োজ্য। লম্বা, গুঞ্জা, এবং ক্যাকাদনী, অঙ্গে ধারণ করিবে। মুদ্গ সহযোগে অন্ন পাক করিয়া তদ্দ্বারা নদীতে শীতপূতনার তর্পণ করিবে। মদ্য এবং রুধির দেবীকে উপহার প্রদান করিবে, এবং জলাশয়ের প্রান্তে বালককে স্নান করাইবে। স্তুতিমন্ত্র যথা,—

মুদ্গৌদনাশনা দেবী সুরাশোণিতপায়িনী।
জলাশয়ালয়া দেবি পাতু ত্বাং শীতপূতনা॥

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়।

মুখমণ্ডিকা চিকিৎসা।

কপিত্থ, বিল্ব, তর্কারী, বাংশী, এরণ্ডপত্র, কুবেরাক্ষী ইহাদিগের ক্বাথ পরিষেচনে, ভৃঙ্গরাজ, অজগন্ধা, হরিগন্ধা ইহাদিগের রসে তৈল ও বসা পাক করিয়া অভ্যঙ্গনে, মৌরী, দুগ্ধ, তুগাক্ষীর, অঙ্গনা, মধুর, স্বল্প পঞ্চমূল, এই সকল যোগে পাক করা ঘৃত পানে, বচ, ধূনা, কুষ্ঠ, ঘৃত ধূপনে, এবং চাস চীরল্লি ও সর্প ইহাদের জিহ্বা অঙ্গে ধারণে প্রয়োজ্য। বর্ণক, চূর্ণক, মাল্য, অঞ্জন, পারদ, মনঃশিলা এই সকল এবং পায়স ও পুরোডাস গোষ্ঠ মধ্যে বলি প্রদান করিবে, এবং মন্ত্রপূত জলে শিশুকে স্নান করাইবে। মন্ত্র যথা,—

অলঙ্কৃতা রূপবতী সুভগা কামরূপিণী।
গোষ্ঠমধ্যালয়রতা পাতু ত্বাং মুখমণ্ডিকা॥

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

নৈগমেষ রোগের চিকিৎসা।

বিল্ব, অগ্নিমন্থ, নাটাকরঞ্জ ইহাদিগের ক্বাথ এবং সুরা, কাঞ্জী ও ধান্যাম্ল পরিষেচনে, প্রিয়ঙ্গু, সরলকাষ্ঠ, অনন্তমূল, শোল্‌ফা, কুটন্নট, গোমূত্র, দধিমস্তু ও অম্লকাঞ্জী এই সকল যোগে তৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গে, দশমূলের ক্বাথ, দুগ্ধ, মধুর গণ, এবং খর্জ্জুরমস্তক এই সকল যোগে পাক করা ঘৃত পানে, হরীতকী, জটিলা এবং বচ অঙ্গে ধারণে এবং স্কন্দাপস্মাররোগোক্ত লেপ উৎসাদনে প্রয়োজ্য। শ্বেতসর্ষপ, বচ, হিঙ্গু, কুষ্ঠ, ভল্লাতক, অজমোদা এই সকলেরই ধূপ প্রয়োজ্য। নিশাকালে জন সমূহ নিদ্রিত হইলে মর্কট উলূক এবং গৃধ্রের পুরীষ নির্ম্মিত ধূপ, তিল, তণ্ডুল, মাল্য এবং বিবিধ প্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য মেষ-

গ্রহকে বৃক্ষমূলে নিবেদন করিবে। বটবৃক্ষ তলে শিশুকে স্নান করাইবে। ষষ্ঠী তিথিতে সেই বৃক্ষের তলায় মেষদেবতাকে বলি নিবেদন করিবে। স্নানমন্ত্র যথা,—

অজাননশ্চলাক্ষিভ্রূঃ কামরূপী মহাযশাঃ।
বালং পালয়িতা দেবো নৈগমেষোঽভিরক্ষতু॥

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়।

গ্রহোৎপত্তির বিবরণ।

স্কন্দ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত নয়টী বালগ্রহ শ্রীমন্ত এবং দিব্য-দেহ-বিশিষ্ট তাহাদিগের কেহ বা নারী, কেহ বা পুরুষ। শরবনস্থিত সদ্যোজাত কার্ত্তিকেয়ের রক্ষার জন্য কৃত্তিকা, অগ্নি এবং মহাদেব কর্ত্তৃক স্বীয় তেজের দ্বারা তাহারা সৃষ্ট হয়। নানারূপ স্ত্রীদেহ বিশিষ্ট যে সকল গ্রহের বিষয় বলা হইয়াছে তাহারা গঙ্গা, উমা এবং কৃত্তিকার রজোভাগ হইতে উৎপন্ন। নৈগমেষগ্রহ পার্ব্বতী কর্ত্তৃক সৃষ্ট মেষানন-বিশিষ্ট। স্কন্দাপস্মার নামক গ্রহ, অগ্নিসম-দ্যুতি-বিশিষ্ট স্কন্দগ্রহের সখা। ইহাকে বিশাখও বলে। ভগবান্ ত্রিপুরারি কর্ত্তৃক স্কন্দগ্রহের সৃষ্টি। এই গ্রহের অপর একটী নাম কুমার। রুদ্র ও অগ্নি হইতে সম্ভূত বাললীলাধারী স্বয়ং কার্ত্তিকেয় এরূপ মিথ্যাচারে প্রবৃত্ত হয়েন না কোন কোন অপণ্ডিত ব্যক্তি স্কন্দগ্রহকে কুমার কার্ত্তিকেয় বলিয়া বিবেচনা করেন। স্কন্দদেব দেবতাদিগের সেনাপতিত্বে বৃত হইলে, দীপ্ত শক্তিধারী গ্রহ সমস্ত তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া অঞ্জলিপুটে কহিল, হে দেব! আমাদিগের বৃত্তি বিধান করুন। স্কন্দদেব এই সকল গ্রহকে মহাদেবের নিকট প্রেরণ করিলেন। ভগবান্ মহাদেব সেই গ্রহদিগকে কহিলেন, তির্য্যক্-যোনি মানুষ ও দেবতা জগতের

এই ত্রিবিধ সৃষ্টি পরস্পর উপকারের দ্বারা স্থিত হইতেছে। দেবতারা শীত গ্রীষ্ম বর্ষা ও বায়ুর দ্বারা মনুষ্য ও তির্য্যক্-জাতির প্রীতি সাধন করিতেছেন, এবং মনুষ্যেরা যজ্ঞ, হোম প্রভৃতির দ্বারা দেবতাদিগের প্রীতি সাধন করে। বৃত্তকার্য্য এই রূপে বিভক্ত হইয়াছে আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। অতএব তোমাদিগের বৃত্তি বালকে অবধারিত হইল। যে কুলে দেবতা, পিতৃগণ, ব্রাহ্মণ, সাধু ও অতিথির পরিচর্য্যা না হয় এবং যাহারা শৌচাচারে বিরত পরপাকজীবী, যাহারা ভগ্ন কাংস্য-পাত্রে ভোজন করে, তাহাদিগের গৃহস্থিত বালকদিগকে তোমরা নিশঙ্কচিত্তে আক্রমণ করিবে। এই তোমাদিগের বিপুল বৃত্তি ইহাতেই তোমরা পূজা প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে গ্রহ সকল উৎপন্ন হইয়া বালকদিগকে আক্রমণ করে। বালক গ্রহকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে চিকিৎসার অসাধ্য হয়। স্কন্দগ্রহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে নিশ্চয় শীঘ্র বৈকল্য বা মৃত্যু হয়। সকল গ্রহ অপেক্ষা স্কন্দগ্রহ অতিশয় উগ্র। গ্রহের সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগ অসাধ্য হয়।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়।

যোনিরোগের চিকিৎসা।

প্রবৃদ্ধপুংযন্ত্রবিশিষ্ট পুরুষের সহবাসে রুক্ষ দুর্ব্বল বালিকার বায়ু কুপিত হয়। তদ্দ্বারা যোনি দূষিত হইয়া যোনিরোগ জন্মে। তিন দোষের স্ব স্ব লক্ষণানুসারে বিংশতি প্রকার যৌনি-রোগ জন্মে। স্ত্রীলোকদিগের মিথ্যাচারদূষিত আর্ত্তব, বীজ-দোষ, এবং দৈব হেতু সেই সকল রোগ জন্মে। বিংশতি প্রকার যোনি রোগ যথা,—

উদাবর্ত্তা, বন্ধ্যা, বিপ্লুতা, পরিপ্লুতা, বাতলা, বাতোত্থা, পিত্তোত্থা, রুধিরক্ষরা, বামিনী, স্রংসিনী, পুত্রঘ্নী, পিত্তলা, অত্যানন্দা, কর্ণিনী, চরণা, শ্লেষ্মিকা, ষণ্ডী, ফলিনী, মহতী, সূচীবক্ত্রা।

উদাবর্ত্তারোগে ফেনাযুক্ত রজঃ কষ্টে নিঃসৃত হয়। বন্ধ্যারোগে আর্ত্তবনাশ হয়। বিপ্লুতারোগে যোনিদেশ নিত্য বেদনা যুক্ত হয়। পরিপ্লুতারোগে মৈথুনে বেদনা জন্মে। বাতলা-যোনি কর্কশ স্তব্ধ, শূল ও তোদ বিশিষ্ট। এই চারিটী বায়ু জন্য বেদনা। দাহ সহযোগে রজো নিঃসরণ হইলে লোহিতক্ষরা বলে। রজোযুক্ত বীজ বায়ুসহ উদ্গিরণ করিলে বামিনী বলে। যোনি স্পন্দিত হইলে এবং কষ্টে প্রসব করিলে প্রসংসিনী বলে। মধ্যে রক্ত সহযোগে গর্ভপাত হইলে পুত্রঘ্নী বলা যায়। অত্যর্থ দাহ পাক ও জ্বর বিশিষ্ট হইলে পিত্তলা যোনি বলে। এই চারিটি পিত্তলক্ষণ বিশিষ্ট।

অত্যানন্দা যোনি হইলে মৈথুনে নারীর তৃপ্তি হয় না। কর্ণিনী-যোনি হইলে যোনি-মধ্যে শ্লেষ্মরক্ত-জন্য কর্ণিকা সমস্ত জন্মে। তাহাতে মৈথুনের পূর্ব্বেই পুরুষের অপেক্ষা অধিক রজো নিঃসরণ হয়। অতিশয় মৈথুন প্রযুক্ত গর্ভে বীজ থাকে না। শ্লেষ্মলা-যোনি পিচ্ছিল, কণ্ডূযুক্ত ও শীতল হয়। এই চারি প্রকার যোনি শ্লেষ্মার লক্ষণবিশিষ্ট।

আর্ত্তব ও স্তনরহিতা হইলে এবং মৈথুনে খরস্পর্শা হইলে ষণ্ডী বলা যায়। বৃহৎ মেঢ্র বিশিষ্ট পুরুষ কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে তরুণীর যোনি ফলিনী হয়। যোনিদেশ অতিশয় বিবৃত হইলে মহতী এবং অতিশয় সংবৃত হইলে সূচীবক্ত্রা বলা যায়। এই চারি প্রকার যোনিরোগ ত্রিদোষজাত ইহারা অসাধ্য। এক দোষ জাত সকল সাধ্যরোগের স্নেহ প্রভৃতি চিকিৎসার ক্রম বলা যাইতেছে।

মৈথুনে অল্পস্পর্শা, স্তব্ধা, কর্কশা ও শীতলা যোনি-উত্তর বস্তি বিশেষ রূপে বিধেয়। মধুর ঔষধ ও বেশবার সহযোগে কুম্ভী স্বেদ, যোনিদেশে প্রয়োগ করিবে। তৈল সহযোগে তুলা সর্ব্বদাই যোনি মধ্যে প্রবিষ্ট পূর্ব্বক ধারণ করিবে। যোনি মধ্যে ধাবন ও পূরণ এবং পথ্যের নিয়মও কর্ত্তব্য। ওষ চোষ যুক্ত হইলে শীতল ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

দুর্গন্ধ ও পিচ্ছিলযোনি হইলে পঞ্চকষায়ের চূর্ণ প্রয়োগ করিবে ও রাজবৃক্ষাদির কষায়ে পূরণ ও ধারণ করিবে। পূযস্রাবিনী যোনি মধ্যে গোমূত্র ও লবণ যোগে শোধন দ্রব্যের পিণ্ড পূরণ করিবে। কণ্ডুযুক্তা অল্পস্পর্শা যোনি হইলে বৃহতীফল, হরিদ্রা ও দারু হরিদ্রার কল্ক পূরণ ও ধূপনে প্রয়োগ করিবে। প্রস্রংসিনী যোনিতে দুগ্ধপক্ক শোধন দ্রব্যের বর্ত্তি প্রবিষ্ট করিয়া বেশবারের দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক বন্ধন করিবে। দোষানুসারে দ্রব্যের সুরা অরিষ্ট ও আসব প্রয়োগ করিবে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে রশুনের রস সেবন করিবে। মুদ্গ ও মাংসরস আহারে প্রয়োজ্য। শুক্রদোষ ও আর্ত্তবদোষ স্তনরোগ ক্লৈব্যরোগ মূঢ়গর্ভের বিধি ও গর্ভিনীর সকল প্রকার রোগের চিকিৎসা বলা হইয়াছে। সেই সমস্ত প্রক্রিয়া যোনিরোগেও প্রয়োগ করিবে।

ইতি উত্তরতন্ত্রে কৌমারভৃত্যতন্ত্র সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

অথ জ্বর রোগ।

যিনি পূর্ব্বজন্মে সমুদ্র মন্থনকালে জল হইতে অমৃত উদ্ধার করেন, যাঁহার দ্বারা ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা অমরত্ব প্রাপ্ত হয়েন, সেই ধন্বন্তরিদেবকে সুশ্রুত প্রভৃতি শিষ্যেরা জিজ্ঞাসা করিলেন। হে ভিষগ্বর, ব্রণের সকল উপদ্রব কহিলেন, এক্ষণে ব্রণ-রোগির যে সমস্ত ঘটে তাহা আমাদিগকে সংক্ষেপতঃ ও সবিস্তরে উপদেশ করুন। উপদ্রববিশিষ্ট ব্রণ কষ্টে আরোগ্য হয়, এবং বল মাংস ও ধাতুক্ষয় হওয়া প্রযুক্ত ব্রণরোগির উপদ্রবও কষ্টসাধ্য। অতএব সমগ্র কায় চিকিৎসা বিষয়ে মহর্ষিগণ দৃষ্ট সেই সকল উপদ্রব ও তাহাদিগের চিকিৎসা আমাদিগকে উপদেশ করুন। তাহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া

ধন্বন্তরি কহিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ জ্বররোগের বিষয় কহিতেছি, ইহা সকল রোগের রাজা, রুদ্র-কোপানল সম্ভূত এবং সর্ব্বলোক-প্রতাপন বাতিক পৈত্তিক প্রভৃতি নামে ইহারা খ্যাত। প্রাণীগণের জন্ম ও মৃত্যুকালে প্রায়ই শরীরে প্রবেশ করে বলিয়া ইহাকে সকল রোগের রাজা বলা যায়। দেবতা ও মনুষ্য ব্যতিরেকে ইহা কেহই সহ্য করিতে পারে না। মানবগণ কর্ম্ম ফলের দ্বারা দেবত্ব লাভ করে। এবং কর্ম্মফল ক্ষয় হইলে পুনর্ব্বার স্বর্গচ্যুত হইয়া মানব জন্ম গ্রহণ করে। অতএব দেহে দেবভাগ থাকা প্রযুক্ত মানবগণ জ্বরের প্রতাপ সহ্য করিতে পারে। অপরাপর তির্য্যক্‌যোনিজাত প্রাণীগণ ইহার দ্বারা বিপন্ন হয়।

স্বেদের অবরোধ, গাত্রের উত্তাপ এবং সকল অঙ্গের জড়তা বা বেদনা, এই গুলি সমস্ত এককালে ঘটিলেই জ্বর বলাযায়। বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, ইহাদিগের এক একটী পৃথক্ ভাবে কিম্বা দুইটী বা তিনটী একত্রীভাবে দূষিত হইলে, অথবা আগন্তু কারণে, অষ্টবিধ জ্বর জন্মায়* এই অষ্টপ্রকার জ্বর বিবিধ কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। দোষ সকল স্ব স্ব কালে ও স্বীয় স্বীয় প্রকোপন হেতু দ্বারা কুপিত † হইয়া সমস্ত

---

* বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক এবং আগন্তু এই অষ্টবিধ জ্বর।

† যথা প্রাতঃকাল, বায়ু এবং শ্লেষ্মার, মধ্যাহ্ন, পিত্তের এবং অপরাহ্ন, বায়ুর প্রকোপের কাল। যে দোষ জন্য জ্বর হয় সেই দোষের প্রকোপকালে জ্বরের উদয় হয়। বায়ু-জন্য জ্বর প্রাতঃকালে বা সায়ংকালে, পিত্ত-জন্য জ্বর মধ্যাহ্নে বা অর্দ্ধরাত্রে, কফ-জন্য জ্বর অপরাহ্নে বা শেষরাত্রে উদিত হয়। দ্বন্দ্বজ অর্থাৎ দুই দোষ-জন্য জ্বর হইলে উভয় কালের মধ্যবর্ত্তী কালে অথবা যে দোষ প্রবল সেই দোষের প্রকোপ কালে উদিত হইয়া উভয় দোষের কাল ব্যাপিয়া ভোগ করে। ত্রিদোষ জন্য হইলে যে দোষ বলবান্, সেই দোষের প্রকোপ কালে উদিত হইয়া যে দোষ সর্ব্বাপেক্ষা সেই দোষের কালে মগ্ন হয়, কিন্তু নাড়ীতে সম্যক্ রূপ বিরাম হয় না। যে দোষ জন্য জ্বর হউক, রাত্রিকালে উদয় হইলে তাহাতে শ্লেষ্মার সংস্রব থাকা ও দিবাভাগে হইলে পিত্তের সংস্রব থাকা অনুমান করা যায়।

দেহে ব্যাপ্ত হইয়া জ্বর উৎপাদন করে। দোষ স্ব স্ব হেতুর দ্বারা কুপিত হইয়া আমাশয়ে গমন পূর্ব্বক স্বীয় উষ্ণতা সহযোগে রসধাতুকে আশ্রয় করে। সেই কুপিত দোষ ও রসের দ্বারা স্বেদ ও রসবাহিনী শিরার পথ সমস্ত রুদ্ধ হইলে জঠরানল মন্দীভূত হয়। দোষের প্রকোপ কালে পাকস্থলী হইতে সেই অগ্নি বহির্ভাগে নিঃসৃত হইয়া সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইলে জ্বরের উদয় হয়। জ্বর জন্মিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি এবং ত্বক্ মূত্র পুরীষাদি দোষানুসারে বিবর্ণ হয়।

মিথ্যা আহার বিহার বা স্নেহাদি ক্রিয়ার দ্বারা, অভিঘাত দ্বারা বা অন্য রোগোৎপত্তি হেতু, বা শরীরে ব্রণাদি পাক কালে, অথবা শ্রম ক্ষয় অজীর্ণতা বা কোন প্রকার বিষের দ্বারা, অথবা অভ্যস্ত আহারাদির বা ঋতুর বিপর্য্যয়ের দ্বারা, ওষধি বা পুষ্প গন্ধের দ্বারা, শোক, নক্ষত্রপীড়া, অভিচার (অন্যের দ্বারা প্রযুক্ত মরণাদির মন্ত্র) বা অভিশাপ হেতু, অথবা কাল্পনিক শঙ্কা হেতু, এবং মৃতবৎসা বা জীবিতবৎসা স্ত্রীলোকদিগের স্তন্যাবতরণকালে অহিতাচার হেতু, ধাতু কুপিত হইলে জ্বর হয়। সেই উদ্‌ভ্রান্ত বিপথগামী বেগবান্ দোষের দ্বারা অভ্যন্তরস্থ জঠরাগ্নি বিক্ষিপ্ত হইয়া বহির্ভাগে শরীরে ব্যাপ্ত হয় এবং পাকস্থলীস্থিত রস রুদ্ধ হইলে সর্ব্বদেহ উষ্ণ হয় এবং সর্ব্বশরীরে এক কালে ঘর্ম্ম হয় না।

শ্রান্তি, অরতি (কার্য্যে অপ্রবৃত্তি), বিবর্ণতা, মুখের বৈরস্য, নয়নপ্লব (চক্ষু ছল ছল করা), শীত, বায়ু, ও রৌদ্রে মুহুর্মুহুঃ ইচ্ছার পরিবর্ত্তন, জৃম্ভ, অঙ্গমর্দ্দ (গাত্রের কামড়ানি), গুরুতা, রোমহর্ষ, অরুচি, তমোদৃষ্টি, এবং অপ্রফুল্লতা ও শীতানুভব, জ্বরের অব্যবহিত পূর্ব্বে সামান্যতঃ এই সকল লক্ষণ হয়। বিশেষতঃ বায়ুজন্য জ্বরে অতিশয় জৃম্ভণ (হাইতোলা), পিত্ত-জন্য জ্বরে নেত্রদাহ, এবং কফ-জন্য জ্বরে অন্নে অরুচি হয়। ত্রিদোষ-জন্য জ্বরে সকল লক্ষণ এবং দ্বন্দজ জ্বরে দুই দোষের লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

কম্প, বেগের বৈষম্য, * কণ্ঠ ওষ্ঠ ও মুখশোষ, নিদ্রানাশ, ক্ষবথু (হাঁচি) গাত্রের স্তব্ধভাব ও রুক্ষতা, মস্তক হৃদয় ও গাত্রে বেদনা † মুখের বৈরস্য, মলের অবরোধ, জৃম্ভণ, আধ্মান এবং শূল, বায়ু জন্য জ্বরের এই সকল উপদ্রব ‡।

তীক্ষ্ণবেগ, অতিসার, নিদ্রার অল্পতা, বমি, কণ্ঠ ওষ্ঠ মুখ ও নাসিকার পাক, স্বেদ, প্রলাপ, মূর্চ্ছা, দাহ, মত্ততা, মুখের কটুতা, পুরীষ, মূত্র ও নেত্রের পীততা এবং ভ্রম, পিত্ত জন্য জ্বরের এই সকল লক্ষণ।

দেহের গৌরব, শীত, বমনেচ্ছা, রোমহর্ষ, অতিনিদ্রা, স্রোতোরোধ, অল্পবেদনা, মুখ ও নাসিকার স্রাব, আস্যের মধুরতা, গাত্রের অল্প উষ্ণতা, বমন, অঙ্গের অবসাদ, অবিপাকতা, প্রতিশ্যায়, অরুচি, কাশ এবং নেত্রের শুক্লতা, কফ জন্য জ্বরের এই সকল লক্ষণ §।

* শরীরের উষ্ণতাদি জ্বরের উপদ্রবের বৈষম্য। অথবা নাড়ীতে বেগের বৈষম্য অর্থাৎ নাড়ীর বেগ কখন বলবান হয়, কখন অল্প হয়।

† গাত্রে বেদনা বলিয়া মস্তক ও হৃদয় বিশেষ করিয়া উল্লিখিত হওয়াতে ঐ সকল স্থানে বিশেষ বেদনা বুঝিতে হইবে।

‡ চরক মতে বাত জ্বরের লক্ষণ দুই একটী অধিক দেখা যায়। যথা,— "ভবন্তি বিবিধা বাতবেদনাঃ স্যাদসুপ্ততা।
পিণ্ডিকোদ্বেষ্টনং কর্ণস্বনো বক্ত্রকষায়তা।
গাত্রসাদো হনুস্তম্ভো বিশ্লেষঃ সন্ধিজানুনোঃ।
শুষ্ককাশো বাম লোম-দন্ত-হর্ষঃ শ্রমভ্রমৌ।
রুক্ষণং মূত্রনেত্রাদি তৃট্ প্রলাপোষ্ণগাত্রতা।"

গিলিতে গল মধ্যে পুটুলির ন্যায় বোধ হওয়া, নেত্র মূত্রাদি রক্তবর্ণ হওয়া এবং দন্তের শব্দ অর্থাৎ দন্ত কিড়মিড়ি এই কয়েকটী লক্ষণ সুশ্রুতে দেখা যায় না।

§ গ্রন্থান্তরে কফ জন্য জ্বরেরও লক্ষণের কিঞ্চিৎ ভেদ আছে। "স্তৈমিত্যং স্তিমিতো বেগঃ" অর্থাৎ শরীর আর্দ্র বস্ত্রাবৃতের ন্যায় এবং মন্দ বেগ। এ স্থলে মন্দ বেগ বলাতে নাড়ীর বেগই স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে। কারণ নাড়ীপরীক্ষামতে কফান্মন্দগতির্জ্ঞেয়া" এই বচনে কফ জন্য নাড়ীর গতি স্বভাবতই মন্দ হয় বলিয়া স্পষ্ট জানা যাইতেছে।

নিদ্রানাশ, ভ্রম, শ্বাস, তন্দ্রা, অঙ্গের সুপ্তি, অরুচি, তৃষ্ণা, মোহ, মদ, স্তম্ভ, দাহ, শীত, হৃদয়ে ব্যথা, অধিক কালে দোষের পরিপাক, উন্মাদ, দন্তস্যাববর্ণ জিহ্বা খরস্পর্শ ও কৃষ্ণবর্ণ, সন্ধিদেশে ও মস্তকে বেদনা, নেত্র বক্র এবং আবিল, কর্ণে বেদনা ও শব্দ শ্রবণ, প্রলাপ মুখ নাসিকা প্রভৃতি স্রোত পথের পাক, কূজন (কোঁথ পাড়া), অচৈতন্য, স্বেদ মূত্র ও পুরীষের অধিক কালে অল্প পরিমাণে নিঃসরণ, ত্রিদোষ জন্য এই সকল লক্ষণ হয়।

বিশেষতঃ অনতি উষ্ণ বা অনতি শীতল গাত্র, অল্পসংজ্ঞা, ভ্রান্ত-দৃষ্টি, স্বরভঙ্গ, জিহ্বা খরস্পর্শ, কণ্ঠ-শুষ্ক, পুরীষ, মূত্র, ও স্বেদের রাহিত্য হৃদয় সরক্ত ও নিস্তেজ *, অন্নে অরুচি, শরীর প্রভাহীন, শ্বাস ও প্রলাপ যুক্ত। এইরূপ হইলে অভিন্যাস অথবা কেহ কেহ হতৌজস নামক সান্নিপাতিক † রোগ বলে। সন্নিপাতিক রোগ অতিশয় কষ্ট-

* হৃদয় সরক্ত বলাতে রক্তষ্ঠীবন বুঝায়। অন্যান্য গ্রন্থে রক্তষ্ঠীবন সান্নিপাতিকের লক্ষণের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু হৃদয় নিস্তেজ অর্থাৎ বুক যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে, তেজ থাকে না, রক্তষ্ঠীবন হইলে প্রায়ই এরূপ ঘটে। অন্যান্য গ্রন্থে অভিন্যাস সান্নিপাতিকে রক্তষ্ঠীবন স্পষ্টই বর্ণিত হইয়াছে।

† চরকের মতে সন্নিপাত ত্রয়োদশ প্রকার। এক দোষের আধিক্যে তিন প্রকার যথা,—বাতোল্বণ, পিত্তোল্বণ, কফোল্বণ। দুই দোষের আধিক্যেও তিন প্রকার যথা,—বাতপিত্তোল্বণ, বাতশ্লেষ্মোল্বণ, পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ। তিন দোষের হীনতা, মধ্যতা এবং আধিক্য ভেদে ছয় প্রকার যথা,—অধিকবাত, মধ্যপিত্ত, হীন-কফ, অধিক-বাত, হীন-পিত্ত, মধ্য-কফ, এইরূপ ছয় প্রকার, এবং তিন দোষেরই সমভাবে উল্বণ এক প্রকার। এই ত্রয়োদশ প্রকার। ইহাদিগের নাম যথা,—বিস্ফারক, আশুকারী, কম্পন, শীঘ্রকারী, ভল্লু, কূটপাকল, সংমোহক, পাকল, যাম্য ক্রকচ, কর্কটক, এবং বৈদারক। ইহাদিগের লক্ষণ যথা,—

১। শ্বাস কাশ ভ্রম মূর্চ্ছা প্রলাপ মোহ কম্প পার্শ্ব-বেদনা জৃম্ভণ মুখের কষা-য়ত্ব, এই গুলি বাতোল্বণের লক্ষণ। ইহার নাম বিস্ফারক।

২। অতিসার, ভ্রম, মূর্চ্ছা, মুখপাক, গাত্রে রক্তবর্ণ বিন্দু, অত্যর্থ দাহ, এই গুলি পিত্তোল্বণের লক্ষণ ইহার নাম আশুকারী।

৩। দেহ ও বাক্যের জড়তা, রাত্রে ঘোর নিদ্রা, নেত্রদ্বয় স্তব্ধ, আস্যের মধুরতা এই গুলি কফোল্বণের লক্ষণ। ইহার নাম কম্পন।

সাধ্য বা অসাধ্য, অভিন্যাস রোগে নিদ্রা, ক্ষীণতা, ওজোহানি, ও গাত্র সংন্যস্ত (নিস্পন্দ) হইলে সংন্যাস নামক সান্নিপাতিক রোগ

৪। সন্নিপাতে বাতপিত্ত অধিক হইলে জ্বর মদ তৃষ্ণা মুখশোষ প্রমীলক আধ্মান অরুচি তন্দ্রা কাশ শ্বাস ভ্রম শ্রান্তি, এই লক্ষণ গুলি হয়। ইহার নাম বক্র।

৫। সন্নিপাতে বাতশ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে, শীতজ্বর, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার অভাব, পার্শ্ব-বেদনা, শূল, স্বেদের অভাব, তন্দ্রা, শ্বাস এই সকল উপদ্রব হয়। এই সন্নিপাতের নাম শীত্রকারী—রোগ অসাধ্য।

৬। পিত্তশ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে, অন্তর্দাহ, বহিঃশীত, তৃষ্ণা, দক্ষিণ পার্শ্বে যন্ত্রণা, হৃদয় মস্তক ও গলদেশে বেদনা, কষ্টে পিত্তশ্লেষ্মাযুক্ত ষ্ঠীবন, শরীরে ফোট (চাকা চাকা দাগ), মলভঙ্গ, শ্বাস, হিক্কা ও প্রমীলক, এই সকল লক্ষণ হয়। ইহার নাম ভল্লু।

৭। বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মা ত্রিদোষের আধিক্য থাকিলে, তিন দোষেরই লক্ষণ দৃশ্য হয়। নেত্র স্তব্ধ, অঙ্গস্তব্ধ রোগির কেবল উচ্ছাস মাত্র থাকে। এই রোগে তিন দিনের মধ্যে রোগির মৃত্যু হয়। ইহার নাম কুটপাকল।

৮। সন্নিপাত রোগে অধিকবায়ু-মধ্যপিত্ত-হীনকফ হইলে, প্রলাপ, আয়াস, সংমোহ, মূর্চ্ছা, কম্প, অরতি, ভ্রম, এবং অঙ্গের অভিঘাত, এই সকল লক্ষণ হয়। ইহার নাম সংমোহক।

৯। মধ্যবাত-অধিক-পিত্ত-হীনকফ হইলে, মোহ প্রলাপ মূর্চ্ছা মন্যাস্তম্ভ শিরোগ্রহ (মাথা ধরা) কাশ শ্বাস ভ্রম তন্দ্রা সংজ্ঞানাশ, হৃদয়ে বেদনা, কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি হইতে রক্তনিঃসরণ, নেত্রদ্বয় সম্যক্ রক্তবর্ণ এবং স্তব্ধ। ইহাকে পাকল নামক সন্নিপাত বলে।

১০। হীনবাত-অধিকপিত্ত-মধ্যকফ হইলে, হৃদয়ে দাহ যকৃৎ প্লীহা ও ফুস্ফুসের অত্যর্থ পাক, উর্দ্ধাধোভাগে পূয শোণিতের নিঃসরণ, দন্ত শীর্ণ এবং মৃত্যু, এই সকল লক্ষণ হয়। ইহাকে যাম্য নামক সন্নিপাত বলে।

১১। অধিক-বাত-হীনপিত্ত-মধ্যকফ হইলে প্রলাপ আয়াস সংমোহ কম্প মূর্চ্ছা অরতি ভ্রম এবং মন্যাস্তম্ভ উপদ্রবে মৃত্যু, এই সকল লক্ষণ হয়। ইহার নাম ক্রকচ।

১২। মধ্যবাত-হীনপিত্ত-অধিককফ হইলে, এক প্রকার অন্তর্দাহ হয় তাহা রোগী বলিতে পারে না, মুখ মণ্ডল রক্তবর্ণ হয়, পিত্ত কর্ত্তৃক শ্লেষ্মা আকৃষ্ট হইয়া হৃদয় হইতে নিঃসৃত হয় না, পার্শ্বদেশে বাণবিদ্ধের ন্যায় ও হৃদয়দেশে খনিতের ন্যায় যাতনা হয়, প্রমীলক শ্বাস হিক্কা দিন দিন বৃদ্ধি হয়, জিহ্বা দগ্ধ ও খরস্পর্শ, গলদেশ কণ্টক-বিদ্ধের ন্যায়, অজ্ঞাত ভাবে মল মূত্রের নিঃসরণ, কপোতের ন্যায়

বলে। পিত্ত ও বায়ুর বৃদ্ধি জন্য ওজঃ ধাতুর বিস্রংসা ঘটিলে গাত্রস্তম্ভ ও শীতের দ্বারা রোগী অচেতন হয়, জাগ্রত থাকিলেও তন্দ্রা ও প্রলাপ বিশিষ্ট, অঙ্গ লোমাঞ্চিত, শিথিল, অল্পতাপ, ও বেদনা বিশিষ্ট হয়। এইটী ওজ ধাতুর নিরোধ জন্য ঘটে। এই অবস্থায় সপ্তম দশম বা দ্বাদশ দিবসে রোগ বৃদ্ধি হয়। তাহাতে এককালে রোগের শান্তি অথবা রোগির মৃত্যু হয়। দুই দোষ বৃদ্ধি হইয়া যে জ্বর হয় তাহার নাম দ্বন্দ্বজ। দ্বন্দ্বজ তিন প্রকার যথা,—বাতপিত্ত, বাতশ্লেষ্ম এবং পিত্তশ্লেষ্ম। জৃম্ভ, আধ্মান, মত্ততা, কম্প, সন্ধিস্থানে বেদনা, দেহের কার্শতা, তৃষ্ণা, প্রলাপ এবং দেহের অভিতাপ, এই গুলি বাতপৈত্তিক জ্বরের লক্ষণ।

শূল, কাশ, কফ, বমন, শীত, কম্প, পীনস * দেহের গৌরব, অরুচি, বিষ্টম্ভ, এই গুলি বাতশ্লেষ্মার লক্ষণ।

শীত, দাহ, অরুচি, স্তম্ভ, স্বেদ. মোহ, মত্ততা, ভ্রম, কাশ, অঙ্গের অবসাদ, বমনেচ্ছা, এই গুলি পিত্তশ্লেষ্মার লক্ষণ।

জ্বর-মুক্ত, কৃশ, মিথ্যা-আহার-বিহারী ব্যক্তির অল্পাবশিষ্ট, দোষ বায়ু-কর্ত্তৃক বৃদ্ধি পাইয়া, পাঁচটী কফ স্থানের দোষ অনুসারে পাঁচ

কূজন, অত্যর্থ শ্লেষ্মপূর্ণ, বক্ত্র, ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক, অতিশয় তন্দ্রা ও নিদ্রা, অগ্নি থাকে নাও থাকে। শরীর প্রভা-হীন, অরতি, বিপরীত ইচ্ছা, বহু আয়াসে অল্প রক্তষ্ঠীবন, এই সকল লক্ষণ হয়। এই রোগের নাম কর্কটক, ইহা অতি কঠিন।

১৩। হীনবাত-মধ্যপিত্ত-অধিককফ হইলে, অল্প শূল, কটিদেশে তোদ, দাহ, ভ্রম, অতিশয় ক্লান্তি; শিরোমন্যা (মাথা যেন কেহ টেনে রেখেছে), বস্তিমন্যা (তলপেট টেনে থাকা), হৃদয়ে ও বাগিন্দ্রিয়ে বেদনা, প্রমীলক, শ্বাস কাশ হিক্কা জড়তা সংজ্ঞাহীনতা, এই সকল লক্ষণ হয়। ইহার নাম বৈদারিক। এই রোগ উৎপন্ন হইবামাত্রই চিকিৎসা করিবে না। কারণ সহসা নিবৃত্ত হইলে কর্ণমূলে দারুণ পিড়িকা জন্মে ও কষ্টে আরোগ্য হয়। এ অবস্থা ঘটিলে তিন দিনের পর ঔষধ প্রয়োগ করা বিফল। এতদ্ভিন্ন এই ত্রয়োদশ সন্নিপাতের বিবিধ নাম ও লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু এ লক্ষণগুলি নিশ্চয় হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে।

* এস্থলে পীনস অর্থে প্রতিশ্যায় বুঝিতে হইবে।

প্রকার জ্বর উৎপাদন করে। পঞ্চ প্রকার জ্বর যথা—সতত, অন্যেদ্যুঃ, তৃতীয়ক, চাতুর্থক এবং প্রলেপক, * দিবা রাত্রির মধ্যে দোষসমস্ত দেহের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন পূর্ব্বক অবশেষে আমাশয় আশ্রয় করিয়া জ্বর প্রকোপ করে † তাহার মধ্যে প্রলেপক জ্বর ধাতু শোষণ করে। যাহার শরীর শুষ্ক হইতে থাকে তাহার পক্ষে এই রোগ প্রাণনাশক। ইহার চিকিৎসা অতিশয় কষ্টসাধ্য। দোষ দুই তিন বা চারিটি কফস্থান আশ্রয় করিয়া বিপর্য্যয় নামক ‡ কষ্টসাধ্য বিষমজ্বর উৎপাদন করে। কেহ কেহ বলেন বিষমজ্বর স্বভাবতই হইয়া থাকে। কিন্তু স্বভাবতই হউক বা অপর কারণই হউক,

---

* আমাশয়, হৃদয়, কণ্ঠ, শিরঃ, এবং সন্ধিস্থান, এই পাঁচটী কফের স্থান। দোষের দুইটি প্রকোপ কাল, দিবাভাগে একটী এবং রাত্রি কালে একটী। ইহার মধ্যে একটী প্রকোপের কালে দোষ হৃদয়ে লীন থাকিয়া অপর প্রকোপ কালে জ্বর প্রকাশ করে। ইহাকে অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর বলে। এই জ্বর প্রত্যহ দিবা ভাগে প্রকাশ পাইয়া রাত্রি কালে অথবা রাত্রিকালে প্রকাশ পাইয়া দিবা ভাগে মগ্ন হয়। পুনর্ব্বার সেই কালে দোষ হৃদয়ে লীন থাকে। দোষ কণ্ঠে স্থিত হইলে জ্বর দিবস হৃদয়ে স্থিত হইয়া তৃতীয় দিবসে আমাশয় আচ্ছাদন করিয়া জ্বর উৎপাদন করে, ইহাকে তৃতীয়ক জ্বর কহে। এই জ্বর এক দিন অন্তর হয়। দোষ শিরঃস্থিত হইলে দ্বিতীয় দিবসে কণ্ঠে, তৃতীয় দিবসে হৃদয়ে এবং চতুর্থ দিবসে আমাশয় দূষিত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে। এই জ্বর দুই তিন অন্তর হয়, ইহাকে চাতুর্থক জ্বর বলে।

† দোষ যে স্থানে বা যে ধাতুতে লীন থাকুক আমাশয় আশ্রয় না করিলে জ্বর উৎপাদন করিতে পারে না। স্থান বা ধাতুতে দোষ লীন থাকার ভাব এই মাত্র অনুমান হয় যে জ্বর মগ্ন হইলে সেই স্থান বা ধাতু দূষিত হইয়া থাকে। নব জ্বরে এই অনুমান সিদ্ধ।

‡ বিপর্য্যয় যথা,—চাতুর্থক জ্বরে এক দিন জ্বর হইয়া দুই দিন মগ্ন থাকে; বিপর্য্যয়ে এক দিন মগ্ন থাকিয়া দুই দিন জ্বর থাকে।

"অস্থিমজ্জগতো দোষ শ্চতুর্থকবিপর্য্যয়।
স মধ্যে জ্বরয়ত্যাহ্নী আদ্যন্তে চ বিমুঞ্চতি॥

সততক জ্বর দিবা রাত্রির মধ্যে দুইবার প্রকাশ পায় ও দুইবার মগ্ন হয়। কিন্তু সততক-বিপর্য্যয়ে অহোরাত্রই জ্বরভোগ হয়।

আগন্তুক কোন প্রকার কারণেই বিষমজ্বরের অনুবন্ধ হয় * । তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জ্বরে বায়ুর আধিক্য এবং ঔৎপাতিক ও মদ্য-সম্ভূত জ্বর পিত্ত-জন্য হইয়া থাকে। প্রলেপক জ্বর বাতশ্লেষ্মা-জন্য, তাহার মধ্যে শ্লেষ্মার প্রাধান্য। মূর্চ্ছা অনুবন্ধ হইয়া যে সকল বিষমজ্বরের উদয় হয়, তাহারা প্রায়ই দ্বিদোষ-জন্য।

জ্বরের প্রথমে বায়ু ও শ্লেষ্মা কর্তৃক শীত জন্মায়, তহাদিগের বেগের শান্তি হইলে জ্বরের অন্তে-পিত্ত কর্তৃক দাহ জন্মে † । কোন জ্বরের প্রথমেই পিত্ত-কর্তৃক দাহ জন্মে, বায়ু ও শ্লেষ্মা কর্তৃক অন্তে শীত হয়। এই দুইটী জ্বর দ্বন্দ্বজ কারণে উৎপত্তি হয়। এই দুয়ের মধ্যে দাহ পূর্ব্বক জ্বর অতিশয় কষ্টসাধ্য। অভিঘাত বা কাম ক্রোধাদি জন্য মানস-সম্ভূত জ্বরও, দিবা রাত্রির মধ্যে যে ছয়টি দোষের কাল বলা হইয়াছে সেই সকল দোষের কালে উদয় হয়। সেই জ্বর দেহ হইতে পরিত্যাগ হয় না এবং গ্লানি গৌরব ও কার্শতাও নিবৃত্ত হয় না, এ কারণ ইহাকেও বিষমজ্বর বলে। বেগের শান্তি হইলে জ্বর পরিত্যাগ হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হয়। কিন্তু ধাত্বন্তরে লীন থাকে বলিয়া সূক্ষ্মতা প্রযুক্ত উপলব্ধি হয় না। অল্প অগ্নি যে রূপ পুনর্ব্বার প্রজ্বলিত হইতে পারে, সেই রূপ জ্বর-মুক্ত ব্যক্তিরও দেহস্থ অল্প দোষ অহিতাচারের দ্বারা বৃদ্ধি হইয়া কোন একটী ধাতুকে আশ্রয় করিয়া বিষমজ্বর উৎপাদন করে ‡ ।

---

* ভয় শোক ক্রোধ বা আঘাত প্রভৃতি কোন প্রকার বাহ্য কারণে সঞ্চিত দোষ কুপিত হইয়া বিষম জ্বরের আরম্ভ হয়।

† অন্তে দাহ ও অন্তে শীত এই দুইটীর ভাব কোন কোন টীকাকার এরূপ লিখিয়াছেন যে দেহের অন্ত ভাগ অর্থাৎ হস্ত ও পদে দাহ বা শত উপলব্ধ হয়। কিন্তু কম্পের পর সর্ব্ব দেহের দাহ, ও দাহপূর্ব্ব জ্বরের দাহের পর বিলক্ষণ কম্প হইতে দেখা গিয়াছে। আর আদৌ” শব্দ থাকাতে “অন্ত” এই শব্দে শেষ বুঝানই সম্ভাবনা।

‡ জ্বরোৎসৃষ্ট না হইলেও প্রথম হইতেও বিষমজ্বর হইয়া থাকে।

সন্তত জ্বর * রস-রক্ত-গত, অন্যেদ্যুঃ মাংস-গত, তৃতীয়ক জ্বর মেদগত, এবং চাতুর্থক জ্বর মজ্জাগত ও অস্থিগত। এই জ্বর অতি ভয়ানক। ভূতাভিশঙ্গ-জন্য জ্বরকেও কেহ কেহ বিষমজ্বর বলেন। সাত দিন, দশ দিন, বা দ্বাদশ দিন ব্যপিয়া যে জ্বরের ভোগ হয় তাহাকে সন্তত জ্বর বলে। সততক-জ্বর দিবা রাত্রের মধ্যে দুই বার উদয় হয়। অন্যেদ্যুঃ প্রতিদিন একবার, তৃতীয়ক জ্বর প্রতি তৃতীয় দিবসে, এবং চাতুর্থক জ্বর প্রতি চতুর্থ দিবসে উদয় হয়। যে রূপ বায়ুর বেগে জল. চালিত হইয়া সাগরকুল আচ্ছাদিত করে, এবং বেগের নিবৃত্তি হইলে পুনর্ব্বার সেই জল সাগর-গর্ভে শান্ত ভাব প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ দোষবেগের উদয় কালে জ্বর প্রকাশ পায়, এবং বেগের নিবৃত্তি হইলে জ্বর দেহ মধ্যে শান্ত ভাবে থাকে। কিম্বা দোষের পরিপাক হইয়া এক কালে জ্বর ত্যাগ হয়। বিবিধ প্রকার অভিঘাতের † দ্বারা যে জ্বর হয়, দোষের প্রকোপ অনুসারে তাহাকে জ্ঞান করিতে হইবে, বিষজন্য জ্বর হইলে মুখ শ্যাববর্ণ, দাহ, অতিসার, হৃদ্গ্রহ, অন্নে অরুচি, পিপাসা, তোদ, মূর্চ্ছা ও বলক্ষয় হইয়া থাকে। ওষধী-গন্ধ-জ্বর হইলে মূর্চ্ছা শিরোবেদনা ও ক্ষবথু হয়। কাম-জন্য জ্বর হইলে চিত্ত ভ্রংশ, তন্দ্রা, আলস্য, অন্নে অরুচি, হৃদয়ে বেদনা এবং শরীর শীঘ্র শুষ্ক হয়। ভয় ও শোক জন্য জ্বরে প্রলাপ, কোপ-জন্য জ্বরে কম্প, অভিচার ও অভিশাপ জন্য জ্বর কর্তৃক মোহ এবং তৃষ্ণা, ভূতাভিষঙ্গ জ্বরে উদ্বেগ, হাস্য, কম্প ও রোদন, এই সকল উপদ্রব দৃষ্ট হয়। শ্রম, ক্ষয় ও অভিঘাত জন্য বায়ু কুপিত হইয়া সমস্ত দেহ আশ্রয় পূর্ব্বক জ্বর উৎপাদন করে। অপর কোন প্রকার

* সন্তত জ্বর নবজ্বরেরই ন্যায় দীর্ঘকাল স্থায়ী। ইহাকে কেহ কেহ বিষম-জ্বরের মধ্যে গণ্য করেন না।

† শরীরে আঘাত প্রভৃতি বাহ্য কারণে যে সকল জ্বর হয় তাহাকে অভিঘাত-জন্য বলে। ইহাতে প্রায় বাতপিত্তেরই প্রাবল্য থাকে।

রোগ বা আগন্তু কারণে জ্বর উৎপন্ন হইলে তাহাতেও দোষের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায় * ।

অন্তর্দাহ, তৃষ্ণা, মলমূত্রের রোধ, শ্বাস, কাশ, ইন্দ্রিয় ও শরীর প্রভা-হীন ও ক্ষীণ, অদম্য উপদ্রব নাড়ী গম্ভীর ও তীক্ষ্ণ বেগ বিশিষ্ট, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে গম্ভীর জ্বর হইলে রোগীকে পরিত্যাগ করিবে।

দোষ, হীন মধ্য বা অধিক পরিমাণে থাকিলে জ্বরবেগও যথাক্রমে তিন দিন, সাত দিন, বা দ্বাদশ দিন, তীব্রভাবে থাকে। এই ত্রিবিধ দোষ উত্তরোত্তর কষ্ট- সাধ্য। জ্বরের বিষয় বলা হইল এক্ষণে তাহার চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

জ্বর রোগের চিকিৎসা।

জ্বরের পূর্ব্বরূপ প্রকাশ † পাইলে বায়ুজন্য হইলে স্বচ্ছ ঘৃত পান, পিত্তজন্য হইলে বিরেচন এবং কফ জন্য হইলে মৃদু বমন বিধেয়। দ্বিদোষ-জন্য জ্বর হইলে স্নিগ্ধক্রিয়া বা বমন, বিরেচন প্রয়োজ্য নহে, লঙ্ঘন কর্ত্তব্য ‡। বহ্নিধূমের ন্যায় জ্বরের পূর্ব্বরূপ ও সংপ্রাপ্তি ভিন্ন

* যে কোন প্রকার জ্বর হউক, বাত পিত্ত, শ্লেষ্মার একটী বা দুইটী দোষের লক্ষণ তাহাতে অবশ্যই প্রকাশ পাইবে।

† বায়ুজন্য জ্বরের পূর্ব্বরূপ—অতিশয় জৃম্ভণ, পিত্তজন্য জ্বরে নেত্রদাহ এবং কফজন্য জ্বরে অন্নে অরুচি।

‡ "শরীরলাঘবকরং যদ্দ্রব্যং কর্ম্ম বা পুনঃ। তৎ লঙ্ঘন মিতি জ্ঞেয়" মিতি। ইহার দ্বারা যাহাতে শরীর লাঘব হয় তাহাকেই লঙ্ঘন বুঝায়। অতএব কেবল অনশনই লঙ্ঘন নহে। উপবাস, নির্ব্বাত স্থানে বাস, বমন, বিরেচন প্রভৃতিও ইহাতে বুঝায়। তবে স্নেহ-বস্তি পুষ্টিকর বলিয়া লঙ্ঘনের মধ্যে গণ্য নহে। নির্ব্বাত স্থানে বাস করিবার বিধি দেখা যায়—"সামান্যতো জ্বরী পূর্ব্বং নির্ব্বাতে নিলয়ে বসেৎ" ইতি। প্রয়োজন হইলে ব্যজন-বায়ু সেবন করা যাইতে পারে। তাহাতে তালবৃন্তের ব্যজনই প্রশস্ত। গাত্রে গুরু, উষ্ণ বস্ত্র আবৃত করিবার ব্যবস্থা দেখা যায়, যথা—"নবজ্বরী ভবেদ্‌যত্নাদ্গুরূষ্ণবসনাবৃতঃ" ইতি। পিত্ত ও কফের স্থলেই অধিক লঙ্ঘন সহ্য হয়, বায়ুর স্থলে অধিক সহ্য হয় না। আমের পরিপাকের পর লঙ্ঘন বৈধ নহে।

ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়। জ্বরের লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ হইলে লঙ্ঘন একান্তই হিতকর। দোষ আমাশয়ে স্থিত হইলে ও বমনের ইচ্ছা থাকিলে বমন করা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর। অল্প মাত্র দোষও যাবৎ বদ্ধ থাকে তাবৎ অনশন কর্ত্তব্য। অল্প দোষের পরিপাক হইলে বিবেচনা পূর্ব্বক লঘু আহার করিবে। বায়ু জন্য, ক্ষয় জন্য, মানসিক এবং দ্বিতীয় জ্বরে লঙ্ঘন কর্ত্তব্য নহে। দোষের পরিপাক ও অগ্নির দীপ্তি যাবৎ না হয় তাবৎ লঙ্ঘন কর্ত্তব্য, তাহাতে দোষের পরিপাক, জ্বরের শান্তি অন্নে অভিলাষ ও রুচি এবং দেহের লাঘব হয়। মূত্র ও পুরীষের সরলতা, ক্ষুৎপিপাসার অসহিষ্ণুতা, ইন্দ্রিয় ও মনের প্রসন্নতা ও দেহের ক্ষীণতা, এই সম্যক্ লঙ্ঘনের লক্ষণ। বলক্ষয়, তৃষ্ণা, শোষ, তন্দ্রা, নিদ্রা, ভ্রম, ক্লান্তি এবং শ্বাস এই গুলি অতিরিক্ত লঙ্ঘনের ফল।

উষ্ণোদক * দীপ্তিকর, কফ-বিশ্লেষকর, এবং বাত পিত্তের অনুলোমকর। কফ-বাত-জন্য জ্বরে উষ্ণোদক হিতকর ওপিপাসাশান্তিকর। ইহাতে দোষ ও স্রোত পথ সকল সরল হয়। এই জ্বরে শীতল জল পান করিলে শৈত্যের দ্বারা জ্বর বৃদ্ধি পায়। পিত্ত, মদ্য বা বিষ-জন্য জ্বর হইলে, গাঙ্গেয়, নাগর, উশীর, পর্প্পট, উদীচ্য, রক্তচন্দন সহযোগে জলসিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে পান করিবে। আহারকালে দোষের পাচক দ্রব্য সহযোগে পেয়া † প্রস্তুত করিয়া পান করিবে। ইহা দীপ্তিকর, পাচক, লঘু এবং জ্বর-নাশক। জ্বরে সপ্ত রাত্রের পর দোষের আধিক্য প্রযুক্ত লঙ্ঘন ও যবাগু আদি সেবনের দ্বারা দোষের পরিপাক না হইলে, মুখবৈরস্য, তৃষ্ণা, অরুচি ও জ্বরের শান্তিকর

* উষ্ণোদক এ স্থলে উষ্ণ অবস্থায় পান করা বুঝায়। জ্বরে জল পান যত অল্প করা যায় ততই ভাল।

† যাহার পেয়া প্রস্তুত করিতে হয় তাহা চতুর্দ্দশ গুণ জলে পাক করিয়া অধিক দ্রব অবস্থায় পাক সিদ্ধ হইবে।

পাচনের কষায় সেবন করিবে। বায়ুজন্য জ্বরে পঞ্চমূলীর কাথ, পিত্ত-জন্য জ্বরে মুথা কটুকী ও ইন্দ্রযবের কাথ, এবং কফজন্য জ্বরে পিপ্-পল্যাদির কাথ দোষের পরিপাক-কর।

দুই দোষজন্য জ্বরে দুই দোষনিবারক পাচন মিশ্রিত করিয়া দিবে। জলপানের পর, লঙ্ঘনের পর, ভোজনের পর, এবং শরীর জীর্ণ, ক্ষীণ বা পিপাসিত হইলে পাচন কষায় সেবন কর্ত্তব্য নহে। জ্বর মৃদু, দেহ লঘু, এবং মল সরল হইলে, দোষের পরিপাক হইয়াছে বলিয়া জানিবে এই অবস্থায় দোষ অনুসারে জ্বরঘ্ন ঔষধ প্রয়োজ্য। হৃদয়ের উদ্বেষ্টন (জড়িয়া উঠা), তন্দ্রা, লালাস্রাব, অরুচি দোষের অপ্রবৃত্তি, আলস্য মলের রোধ, মূত্রের আধিক্য, উদরের গুরুত্ব, স্বেদের অপ্রবর্ত্তন, অতিশয় নিদ্রা, গাত্রের গুরুত্ব, স্তব্ধতা, অগ্নির মান্দ্য মুখের বৈরস্য, গ্লানি, এবং জ্বরের প্রাবল্য এই সকল লক্ষণ থাকিলে দোষের অপক্ক অবস্থা বলিয়া জানিবে। জ্বরে কেহ বা সাত দিনের পর কেহ বা দশ দিনের পর ঔষধি প্রয়োগ কর্ত্তব্য বলেন। পিত্তজন্য জ্বরে অল্প দিনেও ঔষধ দেওয়া যায়। দোষের পরিপাক হইলেও অল্প দিনে ঔষধ দেওয়া যায়। অপক্ক দোষে ঔষধ প্রয়োগ করিলে পুন-র্ব্বার জ্বরপ্রকাশ হয়। এ অবস্থায় শোধন ও শমনী প্রয়োগে বিষমজ্বর উৎপাদন করে। জ্বরোৎক্লিষ্ট ব্যক্তির মল নিঃসরণ হইতে থাকিলে তাহা রোধ করিবে না, তবে অতিশয় নিঃসরণ হইতে থাকিলে অতি-সারের ন্যায় প্রতিকার করিবে। স্রোতঃ পথের বদ্ধমল স্বয়ং পরিপাক পাইয়া কোষ্ঠদেশে যৎকালে সমাগত হয় * তৎকালে জ্বর অল্প দিনের

* দোষের পরিপাক হইলেই স্রোতঃ পথস্থ সকল দোষ বা মল কোষ্ঠদেশে সমাগত হয়। অতএব দোষের পরিপাকের লক্ষই মলের পরিপাকের লক্ষণ। দোষের পরিপাক হইলেই বিরেচন ব্যবস্থা। "জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং প্রোক্তং জ্বরমধ্যে তু পাচনম্। জ্বরান্তে ভেষজং দদাৎ জ্বরমুক্তে বিরেচনম্" ॥ এই সাধারণ বচনে জ্বরমুক্তে অর্থাৎ জ্বরনিবৃত্তি হইলে বিরেচন বিধেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহার যুক্তিপরে আলোচনা করা যাইবে।

হইলেও বিরেচন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কারণ পক্ক দোষ দেহে থাকিলে অতিশয় পীড়া, বিষমজ্বর এবং বলক্ষয় হয়। অতএব তৎকালে বমনাদির দ্বারা দোষের নির্হরণ কর্ত্তব্য। দোষের নির্হরণ কার্য্যে ক্রমান্বয়ে বমন. আস্থাপন, বিরেচন এবং শিরোবিরেচন পর পর প্রয়োগ করিবে। রোগী বলবান্ হইলে শ্লেষ্মজ্বরে ক্রমে ক্রমে বমন প্রয়োগ করিবে। পিত্তাধিক্য জ্বরে মলাশয় শিথিল থাকিলে বিরেচন, বায়ুজন্য যন্ত্রণাবিশিষ্ট ও উদাবর্ত্ত রোগ বিশিষ্টজ্বরে নিরূঢ় বস্তি, এবং কটি ও পৃষ্ঠ-দেশে বেদনা থাকিলে, দীপ্তাগ্নিবিশিষ্ট রোগীর পক্ষে অনুবাসন বিধেয়। কফ-কর্ত্তৃক অভিভূত হইলে, শিরোবিরেচন কর্ত্তব্য, তাহাতে মস্তকের ভার ও যন্ত্রণা দূর হয় এবং ইন্দ্রিয়. প্রতিবোধিত হয়। দুর্ব্বল রোগীর উদর আধ্মাত হইয়া যন্ত্রণা যুক্ত হইলে, দেবদারু, বচ, কুষ্ঠ, শোল্‌ফা, হিঙ্গু ও সৈন্ধব প্রলেপে প্রয়োগ কর্ত্তব্য, এবং বায়ুর ঊর্দ্ধগতি থাকিলে ঐ সকল দ্রব্য অম্লরসে পেষণ করিয়া ঈষদুষ্ণ প্রয়োগ করিবে। মূত্র পুরীষ রুদ্ধ থাকিলে, পিপ্পলী মূল, যমানী এবং চব্য যোগে বর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক মলদ্বারে প্রয়োগ করিবে অথবা যবাগু বা অন্যপ্রকার বায়ুর অনুলোমকর পেয়া পান করাইবে। ঊর্দ্ধ অধো সংশোধিত হইলেও যদি জ্বরের শান্তি না হয়, তবে সেই অবশিষ্ট দোষ, শরীর রুক্ষ হইলে, ঘৃত পানের দ্বারা শমতা প্রাপ্ত হয়, এবং শরীর কৃশ হইলে, অল্প দোষ শমনী প্রয়োগে শাম্য লাভ করে।

অত্যাহার জন্য জ্বরে সকল রোগীর উপবাস বিধেয়, কিন্তু অগ্নি মন্দ হইয়া তৃষ্ণার্ত্ত হইলে ক্লিন্ন যবাগু * পান-বিধেয়। মদ্যপায়ী, তৃষ্ণা-বমন-দাহ-ঘর্ম্মার্ত্ত হইলে জল ও মধু সংযোগে প্রচুর পরিমাণে

* "ক্লিন্ন যবাগু" যবতণ্ডুল ছয় গুণ জলে পাক করিয়া জল হইতে পৃথক্ করিয়া জ্বর যুক্ত রোগীকে দিবে; যবাগুর মণ্ড অন্যত্র ঘন হওয়াই ব্যবস্থা। "যবাগু ষড়্ গুণে তোয়ে সংসিদ্ধা ঘনশিক্‌থকা। পৃথক্ দ্রব্যৈস্তু বিরলৈঃ সংযুক্তা জ্বরিণে হিতা"।

লাজ-মণ্ড পান করাইবে, তাহা জীর্ণ হইলে মাংস-যূষ ও অন্ন ভোজন করাইবে। উপবাস ও শ্রম জন্য বাতাধিক্য জ্বর হইলে দীপ্তাগ্নি ব্যক্তিকে মাংস রস ও অন্ন বিধেয়। কফ-জন্য রোগে মুদ্গ-যূষ ও অন্ন এবং পিত্তজ্বরে শীতল মুদ্গ-যূষ ও অন্ন, শর্করা যোগে ভোজন কর্ত্তব্য। বাতপৈত্তিক জ্বরে দাড়িম বা আমলকী যোগে মুদ্গ-যূস, বাতশ্লেষ্ম জ্বরে হ্রস্ব-মূলকের যূষ এবং পিত্তশ্লেষ্মা জ্বরে পটোল ও নিম্বযূষ অন্নের সহিত বিধেয়। দাহ, বমন ও তৃষ্ণাযুক্ত এবং ক্ষীণ রোগীকে অন্নাহার না করাইয়া মধু ও শর্করা যোগে প্রচুর পরিমাণে লাজমণ্ড পান করাইবে। পিত্ত-শ্লেষ্মা জ্বরে অথবা গ্রীষ্ম কালে রক্তপিত্ত রোগ হইলেও ঐ রূপ 'ব্যবস্থা। নিত্য মদ্যপায়ীর পক্ষে যবাগু হিতকর নহে, অম্ল-যুক্ত বা অম্লহীন মাংসযূষ বা রস বিধেয়। মন্দাগ্নি হইলে যবান্ন যোগে পুরাতন মদ্য হিতকর। কফ-জন্য অরুচি হইলে ত্রিকটু সংযোগে তক্র বিধেয়। কৃশ, অল্পদোষ-বিশিষ্ট, ক্ষীণ, জীর্ণ জ্বরপীড়িত রোগীর পক্ষে, অথবা বাত-পিত্ত-জ্বরে, দোষ বদ্ধ থাকিলে বা দেহ রুক্ষ হইলে এবং পিপাসা বা দাহ থাকিলে দুগ্ধপান স্বাস্থ্যকর হয়। সকল জ্বরেই সপ্ত দিবস অল্প ভোজন করিবে। যাবৎ জ্বর-বেগের হ্রাস না হয় তাবৎ প্রচুর ভোজন করিলে জ্বর-বেগ বৃদ্ধি হয়। তরুণ জ্বরে দুগ্ধপান অতি অবৈধ *।

জ্বর রোগে অরুচি হইলেও হিতকর পথ্য ভোজন করিবে। আহারের কালে অর্থাৎ ক্ষুধার উদ্রেক হইলে অনাহারে শরীর ক্ষয় হয় বা মৃত্যু হয়। জ্বরে গুরুপাক বা অভিষ্যন্দী দ্রব্য অথবা অকালে কদাচ আহার করিবে না। তাহা হিতকর, আয়ুষ্কর বা সুখকর নহে। ক্ষীণ ব্যক্তি অধিককাল স্থায়ী সততক বা

* ক্ষীণ শরীরে বাত-পিত্ত জন্য জ্বর হইলে ও অগ্নির দীপ্তি থাকিলে দুগ্ধ দেওয়া

বিষম-জ্বর হইলে প্রচুর পরিমাণে লঘুদ্রব্য-ভোজন * হিতকর। মুদ্গ, মসূর, চণক, কুলথ, জ্বর রোগে এই সকলের যূষ আহারার্থ ব্যবহার্য্য। লাব, কপিঞ্জল, (পক্ষি বিশেষ) এণ, পৃষত, শরভ, কালপুচ্ছ, কুরঙ্গ, মৃগমাতৃক (ইহারা হরিণজাতীয়) এবং শশ (খরগোস) মাংসাশীর পক্ষে এই সকলের মাস ব্যবস্থা। সারস, ক্রৌঞ্চ, ময়ূর, কুক্কুট ও তিত্তির, ইহাদিগের মাংস গুরুপাক এবং উষ্ণ বলিয়া কোন কোন চিকিৎসক জ্বররোগে প্রশস্ত জ্ঞান করেন না। জ্বরে বায়ুর প্রকোপ হইলে ইহাদিগের মাংস উপযুক্ত কালে ও পরিমাণে আহার করা প্রশস্ত। শরীরে জলসেচন, অবগাহন, স্নেহ-সেবন, সংশোধন, † স্নান, অভ্যঙ্গ, দিবা-নিদ্রা শীতল-সেবন, ব্যায়াম এবং স্ত্রী-সংসর্গ, জ্বর-মুক্ত ব্যক্তির পক্ষে সবল না হওয়া পর্য্যন্ত এগুলি অকর্ত্তব্য। জ্বর-মুক্তির পর দুর্ব্বল থাকিলে এই সকল অহিতাচারের দ্বারা পুনর্ব্বার জ্বর প্রকাশ পাইয়া অগ্নি যেরূপ শুষ্ক বৃক্ষকে দগ্ধ করে তদ্রূপ শরীর দগ্ধ করে, অতএব জ্বর ত্যাগ হইলেও এই সকল পরিহার্য্য। দোষ ও বল যাবৎ স্বাভাবিক অবস্থা ‡ প্রাপ্ত না হয় তাবৎ এই নিয়ম পালন করিবে। জ্বরে অল্পমাত্র অপচেষ্টার $ দ্বারা প্রমেহ জন্মে, অতএব নিয়মিত আহার দেওয়া ও মল মূত্র সরল রাখা কর্ত্তব্য। জ্বরের শান্তি হইলেও যদি অরুচি, দেহের অবসাদ, অঙ্গ ও মলের বৈবর্ণ থাকে তবে অনুবন্ধের আশঙ্কায় শোধনী প্রয়োগ

* দুগ্ধ বা মাংস রস এ স্থলে অতি উত্তম পথ্য।

† জ্বর হইতে মুক্ত হইয়া শরীরে অন্য কোন গ্লানি না থাকিলে বিরেচন প্রয়োগ করিবে না। কেবল মাত্র দুর্ব্বল থাকিলে আহারাদির নিয়মের দ্বারা সবল হইবে।

‡ বায়ু পিত্ত বা শ্লেষ্মা জন্য কোন প্রকার গ্লানি যে পর্য্যন্ত থাকে সে পর্য্যন্ত দোষের স্বাভাবিক অবস্থা বলা যায় না।

$ যে কোন কার্য্যের দ্বারা মনের শান্তি ভঙ্গ হয় তাহাই এস্থলে অপচেষ্টা বলা বলা যায়।

করিবে। জ্বর-কর্শিত ব্যক্তিকে এক কালে প্রচুর পরিমাণে আহার দিবে না, তদ্দ্বারা অগ্নি দূষিত হইয়া পুনর্ব্বার জ্বর হয়। সকল প্রকার জ্বরই হেতু বিপর্য্যয়ের * দ্বারা চিকিৎসা করিবে। শ্রম, ক্ষয় ও অভিঘাত-জন্য জ্বরে মূল ব্যাধির চিকিৎসা করিবে। স্তন্য অবতরণ কালে মৃতবৎসাদিগের যে জ্বর হয় তাহা দোষ অনুসারে চিকিৎসা করিবে।

অতঃপর সকল প্রকার জ্বরের সংশমনী কষায় † বলা যাইতেছে। বায়ু-জন্য জ্বরে পিপ্পলী, শ্যামালতা, দ্রাক্ষা, শোল্‌ফা, হরেণু; এই সকল দ্রব্যের একত্র যোগে ক্বাথ গুড় সংযোগে পান করিবে। অথবা গুলঞ্চের ক্বাথ শীতল করিয়া পান করিবে। বেড়েলা, কুশ ও শ্বদংষ্ট্রার (গোক্ষুরী) ক্বাথ পাদাবশেষ থাকিতে শর্করা ও ঘৃত সংযোগে পান করিবে। শতপুষ্পা (শোল্‌ফা) বচ, কুড়, দেবদারু, হরেণু, ধন্যে, বেণামূল, মুথা, এই সকলের একত্র যোগে ক্বাথ মধুশর্করা সহ সেব্য। দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ, গাম্ভার, ত্রায়মাণা, শ্যামালতা এই সকলের ক্বাথ গুড় সংযোগে সেব্য। অথবা গুলঞ্চ ও শতমূলীর রস গুড় সংযোগে সেব্য। অবস্থা বিশেষে ঘৃত মর্দ্দন, স্বেদ আলেপন প্রয়োজ্য ‡।

পিত্তজন্য জ্বরে শ্রীপর্ণী (গাম্ভারি), রক্তচন্দন, বেণামূল, পরূষক এবং মৌলপুষ্প ইহাদিগের ক্বাথ শর্করা-যোগে মধুর করিয়া পান করিবে। অনন্তমূলের ক্বাথ শর্করা-যোগে পান করিবে। যষ্টিমধু, রক্তোৎপল,

---

* উষ্ণ জন্য হইলে শীতল, শীতল জন্য হইলে উষ্ণ, ক্ষয় জন্য হইলে পোষণকর এবং কোন ধাতুর বা দোষের আধিক্য জন্য হইলে তাহার ক্ষয় ইহাদিগকেই হেতু বিপর্য্যয় বলা যায়।

† ইহাকে পাচন বলা যায়।

‡ জ্বরের আমাবস্থা পরিপাক হইলে যদি বায়ুজন্য উপদ্রব থাকে, যদি অপর কোন দোষের সংস্রব না থাকে কেবল বাতজন্য জ্বর হয়, যদি জীর্ণ জ্বর বায়ুজন্য হয় অর্থাৎ জ্বর প্রাতঃকালে আরম্ভ হইয়া মধ্যাহ্ন কালে মগ্ন হয় তবে ঘৃতমর্দ্দন বিধেয়। যদি সন্ধ্যাকালে আরম্ভ হইয়া দুই প্রহরের মধ্যে মগ্ন হয় তাহাতে গব্যঘৃতপান কর্ত্তব্য।

পদ্মকাষ্ঠ, পদ্ম, ইহাদিগের শীতল ক্বাথ শর্করা যোগে পেয়। গুলঞ্চ, পদ্মকাষ্ঠ, রোধ্র, শ্যামালতা, উৎপল ইহাদিগের শীতল ক্বাথ শর্করা যোগে পান করিবে। দ্রাক্ষা, আরগ্বধ (শোঁদাল), গাম্ভারি ইহাদিগের ক্বাথ শর্করা যোগে পান করিবে। মধুর ও তিক্ত শীতল ক্বাথ শর্করা যোগে পান করিলে প্রবল দাহ ও তৃষ্ণার শান্তি হয়। শীতল জল মধু সংযোগে আকণ্ঠ পান করিয়া বমন করিলে তৃষ্ণার শান্তি হয়। যজ্ঞডুম্বুর ও চন্দন দুগ্ধের সহিত পাক করিবে। সেই শীতল ক্বাথ পান করিলে অন্তর্দাহের শান্তি হয়। অথবা অন্য প্রকার শীতল ক্বাথ জলে আলোড়িত ও নিশা-পর্য্যুষিত করিয়া মধু-সংযোগে পান করিলে জ্বরদাহের নিবৃত্তি হয়। জিহ্বা, তালু, গলদেশ ও ক্লোম শুষ্ক হইলে পদ্মকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, উৎপল, রক্তোৎপল, ভৃষ্টযব, বেণামূল, মঞ্জিষ্ঠা, গাম্ভার ফল ইহাদিগের একত্র যোগে কল্ক মূর্দ্ধদেশে লেপ দিবে। মুখবৈরস্যে মাতুলুঙ্গের (টাবা লেবুর) কেশর, মধু, সৈন্ধব সংযোগে অথবা শর্করা যোগে দাড়িম্বের কল্ক বা দ্রাক্ষা ও খর্জ্জুরের কল্ক, অথবা ইহাদিগের ক্বাথ বা রসের গণ্ডূষ মুখ মধ্যে ধারণ করিবে।

কফ জন্য জ্বরে ছাতিম, গুলঞ্চ, নিম্ব, স্ফূর্জক ইহাদিগের ক্বাথ মধু সংযোগে অথবা ত্রিকটু, নাগকেশর, হরিদ্রা, কটুকী, ইন্দ্রযব ইহাদিগের ক্বাথ, অথবা হরিদ্রা, চিত্রক, নিম্ব, বেণামূল, অতিবিষা, বচ, কুষ্ঠ, ইন্দ্রযব, মূর্ব্বা এবং পটল, ইহাদিগের ক্বাথ মধু ও মরিচ সংযোগে, সেবন করিবে। শ্যামালতা, অতিবিষা, কুষ্ঠ, পুরা, দুরালভা, মুথা, ইহাদিগের ক্বাথ অথবা মুথা, ইন্দ্রযব, ত্রিফলা, কটুকী, পরূষক ইহাদিগের ক্বাথ সেবন করিবে।

বাত-শ্লেষ্ম জন্য জ্বরে রাজবৃক্ষাদি বর্গের ক্বাথ মধু সংযোগে উপযুক্ত কালে সেবন করিলে আরোগ্য হয়। শুণ্ঠী, ধান্যক, বামনহাটী, হরীতকী, দেবদারু, বচ, শীগ্রুবীজ, মুথা, চিরতা, কটফল ইহাদিগের

একত্র যোগে ক্বাথ, মধু ও হিঙ্গু যোগে উপযুক্ত কালে সেবন করিলে শীঘ্র আরোগ্য হয়। শ্বাস, কাস, শ্লেষ্মা-উঠা, গল-গ্রহ, হিক্কা, কণ্ঠ-শোথ, হৃদিশূল ও পার্শ্বশূল, উক্ত ক্বাথ পানে এই সকল উপদ্রবেরও শান্তি হয়।

পিত্ত-শ্লেষ্ম জ্বরে এলাইচ, পটোল, ত্রিফলা, যষ্টিমধু, বৃষ, বাসক ইহাদিগের ক্বাথ মধুযোগে অথবা কটুকী, বিজয়া, দ্রাক্ষা,মুথা, ক্ষেত্র-পর্পটী ইহাদিগের ক্বাথ অথবা বামনহাটী, বচ, পর্পটী, ধন্যা, হিঙ্গু, হরীতকী, মুথা, দ্রাক্ষা ও নাগর ইহাদিগের ক্বাথ মধু-সংযোগে সেবন করিবে। দুই তোলা পরিমিত কটুকী শর্করা উষ্ণ-বারি সহযোগে সেবন করিলে পিত্ত-শ্লেষ্ম জন্য জ্বরের শান্তি হয়।

বাত-পিত্ত জন্য জ্বরে চিরতা, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা, আমলকী, শঠী ইহা-ইহাদিগের ক্বাথ গুড় সংযোগে সেবন করিবে। রাস্না, বৃষোত্থ, ত্রিফলা সোঁদাল ফল ইহাদিগের কষায় সেবন করিলে বাত পিত্ত জ্বরের শান্তি হয়।

ত্রিদোষ-জন্য রোগে প্রত্যেক দোষের শান্তিকর ঔষধ সকল একত্র যোগে সেবন করিবে। সকল জ্বরেরই দোষের প্রাধান্য অনুসারে চিকিৎসা করিবে। বৃশ্চিক (বিচুতি), বিল্ব, মুথা, দুগ্ধ ও জল একত্র পাক করিয়া দুগ্ধ শেষ থাকিতে পান করিলে সকল প্রকার জ্বরের শান্তি হয়। তিন ভাগ জলে এক ভাগ দুগ্ধ সহ শিরীষ বৃক্ষের সার সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধ শেষ থাকিতে পান করিলে সকল প্রকার জ্বরের শান্তি হয়। নল ও বেতসের মূল, মূর্ব্বামূল, দেবদারু ইহাদিগের কষায় পানে জ্বরের শান্তি হয়। ত্রিদোষ জন্য জ্বরে ত্রিফলার ক্বাথ ঘৃত সংযোগে সেবনীয়। অনন্তা (অনন্ত মূল), বালক (বালা), মুথা, শুণ্ঠী, কটুকী এই সকল একত্র যোগে দুই তোলা পরিমাণে ঈষদুষ্ণ জল সহযোগে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সেবন করিবে। ইহাতে সকল জ্বরের শান্তি হয় এবং ক্ষুধার দীপ্তি হয়। অগ্নিকর বৈরেচনিক ও

জ্বরঘ্ন, এই তিন প্রকারের মধ্যে প্রত্যেক গুণের একটী বা দুইটী করিয়া দ্রব্য ঔষধে যোজনা করিবে। ঘৃত, মধু, হরীতকী ও তৈল একত্র লেহ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে সকল প্রকার জ্বরের শান্তি হয়। মধু যোগে তৃবুৎ সেবন করিলেও প্রবল জ্বরের শান্তি হয়।

বিষম জ্বরে ঊর্দ্ধ অধো ভাগ শোধন করিবে অর্থাৎ বমন বিরেচন প্রয়োগ করিবে। প্লীহোদর রোগের বিহিত ঘৃত অথবা ত্রিফলা চূর্ণ গুড় সংযোগে গাঢ় করিয়া পান করিবে। গুলঞ্চ, নিম্ব, আমলকী এই সকলের একত্র যোগে ক্বাথ মধু সহ পান করিবে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে ঘৃত যোগে লশুন সেবনও ব্যবস্থা। মধুক (মৌল), পটোল, কটুকী, মুথা এবং হরীতকী এই পাঁচটী দ্রব্যের মধ্যে দুইটী তিনটী বা পাঁচটীই একত্র যোগে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিবে। অথবা ঘৃত, দুগ্ধ (গব্য), চিনী মধু এবং পিপ্‌পলী একত্র যোগে যথাসাধ্য পরিমাণে সেবন করিবে। অথবা দশমূলীর ক্বাথ সহ পিপ্‌পলী সেবন করিবে, অথবা পিপ্‌পলী প্রতিদিন এক একটী বৃদ্ধি করিয়া সেবন পূর্ব্বক দুগ্ধান্ন ও মাংস-রস এবং অন্ন ভোজন করিবে। উত্তম মদ্যপান এবং কুক্কুট মাংস ভোজনও বিধেয়। কোল অগ্নি-মন্থ (গনিয়ারি) এবং ত্রিফলা ইহাদিগের ক্বাথ দধিসহ ঘৃতপাক করিয়া তাহাতে তিল্বক লোধ প্রক্ষেপ করিবে; এই ঘৃতে বিষম জ্বরের শান্তি হয়।

জীর্ণ জ্বরঘ্ন ঘৃতের প্রকরণ *।

পিপ্‌পলী, আতইচ, দ্রাক্ষা, শ্যামালতা, বিল্ব, চন্দন (রক্ত), কটুকী ইন্দ্রযব, বেণামূল, সিংহী, তামলকী, মুথা, ত্রায়মাণা স্থিরা, আমলকী, শুণ্ঠী, চিত্রক এই সকল যোগে ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে বিষমাগ্নি জীর্ণজ্বর, শিরঃশূল, গুল্ম, উদরী, হলীমক জ্বরযুক্ত ক্ষয়কাশ এবং পার্শ্বশূল শান্ত হয়।

* ঘৃতে কল্ক ক্বাথ প্রভৃতি পাক করিবার প্রণালী 'স্নেহপাক, অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে।

গুলঞ্চ, ত্রিফলা, বাসক, ত্রায়মাণা, যবাস এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ এবং দ্রাক্ষা, পিপ্‌পলী, মুথা, শুণ্ঠি, কুড়, চন্দন এই দ্রব্য গুলির কল্ক সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে ক্ষয় শ্বাস কাস ও জীর্ণজ্বর আরোগ্য হয়।

কলশী, বৃহতী, দ্রাক্ষা, ত্রায়ন্তী, নিম্ব, গোক্ষুর বলা, পর্পট, মুথা, শালপর্ণী ও যবাস এই গুলির ক্বাথে এবং দ্বিগুণ দুগ্ধে, পরে শঠী, তামলকী, ভার্গী (বামনহাটী), মেদ (অভাবে অশ্বগন্ধা), কতক এবং কুড় এই গুলির কল্কে ঘৃত পাক করিলে তদ্দ্বারা জীর্ণজ্বর, শিরঃশূল, পার্শ্বশূল, কাস এবং ক্ষয় নিবৃত্ত হয়।

পটোল, পর্পট, নিম্ব, গুলঞ্চ, ত্রিফলা, বৃষ, কটুকী, মুথা চিরতা যবাস, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, দারু হরিদ্রা, ইন্দ্রযব, বেণামূল, ত্রায়মাণা, পিপ্‌পলী, উৎপল, কুড়, আমলকী, ভৃঙ্গরাজ, কাকমাচী (গুড়কামাই) ভীরু এই সকলের রসে ও ক্বাথে ঘৃত পাক করিলে তাহাতে অপচী, কুষ্ঠ, জ্বর, শুক্রার্জ্জুন (নেত্ররোগ) প্রভৃতি নয়নজাত, বদনজাত, কর্ণজাত এবং নাসিকাজাত ব্রণ আরোগ্য হয়।

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, মুথা, মঞ্জিষ্ঠা, দাড়িম, উৎপল, প্রিয়ঙ্গু, এলাইচ, এলবালুক, রক্তচন্দন, দেবদারু, বর্হিষ্ট, কুষ্ঠ, হরিদ্রা, পর্ণিনী, শ্যামা-লতা, অনন্ত মূল, হরেণু, ত্রিবৃৎ, দন্তী, বচ, তালীশ, নাগকেশর এবং মালতী পুষ্প ইহাদিগের ক্বাথ ঘৃতের দ্বিগুণ দুগ্ধ, এই সকল সহযোগে ঘৃত পাক করিবে, ইহার নাম কল্যাণ ঘৃত। ইহার দ্বারা বিষমজ্বর, শ্বাস, গুল্ম, উন্মাদ, বিষ-জন্য রোগ অলক্ষ্মী বন্ধ্যাত্ব গ্রহ ও রক্ষোদর শান্তিকর। অগ্নিমান্দ্য, নষ্ট-শুক্র, রজ-দোষ আরোগ্য হয়, দৃষ্টি প্রসন্ন, আয়ুর্বৃদ্ধি এবং রেতো-মার্গ-স্থিত যাতনার (মেহরোগ-ঘটিত) শান্তি হয়।

কপিলা গাভির ঘৃত এক প্রস্থ (চারিসের), দ্বিগুণ দুগ্ধ, পূর্ব্বোক্ত সকল দ্রব্য এবং সর্ব্বগন্ধা ও মালতী, চম্পক, অশোক, শিরীষ, নল,

পদ্ম, নাগকেশর, দাড়িম ফুল এই সকলের সহযোগে মণি-সংযুক্ত ঘৃত, রোগী ও বৈদ্যের উভয়ের পক্ষে প্রশস্ত তিথি ও নক্ষত্রে পাক করিয়া ব্রাহ্মণের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে। ইহাকে মহাকল্যাণ ঘৃত বলে। ইহার দ্বারা সকল প্রকার জ্বরের শান্তি হয়, বলি ও পলিত বর্জ্জিত হয়, দর্শন ও স্পর্শণে সর্ব্ব রোগ নষ্ট হয়। এবং ইহা অভ্যস্ত হইলে মনুষ্য তিন শত বৎসর জীবিত থাকে।

পঞ্চগব্য অর্থাৎ দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মূত্র এবং গোময়-রস সমভাগে একত্র পাক করিয়া, তাহাতে ত্রিফলা, চিত্রক, মুথা, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, বকুল ও বচ, বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, চব্য, দেবদারু, এই সকল প্রক্ষেপ করিবে, ইহাতে বিষমজ্বর আরোগ্য হয়। বলা অথবা গুলঞ্চ যোগে পঞ্চগব্য পাক করিলে জীর্ণজ্বর পাণ্ডুরোগ ও শোথ আরোগ্য হয়। এই প্রণালীক্রমে পঞ্চ আবিকের ঘৃত পাক করিবে। অথবা পঞ্চ ছাগ পঞ্চ মহিষ এবং চারিটি উষ্ট্র ইহাদিগের ঘৃত, ত্রিফলা, বেণামূল, সম্পাদক, কটুকী ও অতিবিষা এই সকল যোগে পাক করিবে।

শতমূলী, সপ্তপর্ণী, (ছাতিম), গুলঞ্চ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চিত্রক, ত্বৃবৃৎ, মূর্ব্বা, পটোল, নিম্ব, বালক, চিরাতা, বচ, বিশাল, পদ্ম, কুষ্ঠ, শ্যামালতা, অনন্ত-মূল, যষ্টিমধু, চই, রক্তচন্দন, দুরালভা, ক্ষেত্রপর্পটী, ত্রায়মাণা, বাসক, রাস্না, কুঙ্কুম, মঞ্জিষ্ঠা, পিপ্পলী, শুঠ, এই সকল এবং আমলকীর রস দ্বিগুণ একত্র যোগে ঘৃত পাক করিবে। পরিসর্পজ্বর, শ্বাস, গুল্ম, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, প্লীহা, অগ্নিমান্দ্য এই সকল রোগের উপকার হয়।

পটোল, কটুকী, দারুহরিদ্রা, নিম্ব, বাসক, ত্রিফলা, দুরালভা, ক্ষেত্রপর্পটী, ত্রায়মাণা, প্রত্যেকে আট তোলা এবং দুই সের আমলকী, ৬৪ সের জলে ইহাদিগের ক্বাথ পাক করিয়া পাদাবশেষ থাকিতে ঘৃতের সহিত পাক করিবে। এই ঘৃত কর্ত্তৃক রক্তপিত্ত, কফ, স্বেদ,

ক্লেদ, পূয়, অঙ্গশোষ, কামলা, জ্বর বীসর্প এবং গণ্ডমালা আরোগ্য হয়

পক্ক দুগ্ধ, শর্করা, পিপ্‌পলী, গজপিপ্‌পলী, মধু এবং ঘৃত একত্র মন্থন পূর্ব্বক পান করিবে। ইহাকে পঞ্চসার বলে, ইহার দ্বারা বিষমজ্বরের শান্তি হয়। ক্ষত, ক্ষীণ, ক্ষয় শ্বাস, এবং হৃদ্রোগেও প্রয়োজ্য।

লাক্ষা, শুণ্ঠী, হরিদ্রা, মুর্ব্বা, মঞ্জিষ্ঠা, স্বর্জিকা, হরীতকী, ইহাদিগের ছয় গুণ ক্বাথ সহ তৈল পাক করিবে। ইহাতে জ্বর আরোগ্য হয়।

যজ্ঞডুম্বুর, আসন, নিম্ব, জম্বু, সপ্তচ্ছদ, অর্জ্জুন, শিরীষ, খদিরকাষ্ঠ, মল্লিকা, গুলঞ্চ, বাসক, কটুকী, ক্ষেত্র-পর্পটী, বেণামূল, বচ, গজ-পিপ্‌পলী এবং মুথা এই সকলের ক্বাথে তৈল পাক করিবে। অভ্যঙ্গে জ্বরের শান্তি হয়।

যে দিন জ্বরের উদয় হইবে সেই দিন জ্বরের পূর্ব্ব নির্ব্বিষ সর্পের দ্বারা অথবা চৌর্য্যাপবাদের দ্বারা রোগীকে ভয় প্রদর্শন করিবে, এবং অনাহারে রাখিবে। অথবা অতিশয় অভিষ্যন্দী বা গুরুতর দ্রব্য আহার করাইয়া পুনঃপুনঃ বমন করাইবে। অথবা তীক্ষ্ণ মদ্য বা জ্বর-নাশক ঘৃত বা যথেষ্ট পরিমাণে পুরাণ ঘৃত পান করাইবে, কিম্বা সমধিক বিরেচন প্রয়োগ করিবে। অথবা পূর্ব্বে স্বেদ প্রয়োগ করিয়া নিরূঢ় বস্তি প্রয়োগ করিবে।

ছাগের কিম্বা মেষের চর্ম্মলোম, বচ, কুড়, পলঙ্কষা এবং নিম্ব পত্র মধুযোগে এই সকল দ্রব্যের ধূপ প্রয়োগ করিবে। কম্প থাকিলে বিড়ালের বিষ্ঠা সেই ধূপে সংযোগ করিবে। পিপ্‌পলী, সৈন্ধব, সর্ষপতৈল, নৈপালী এই সকল চক্ষে অঞ্জনে প্রয়োজ্য। উদ রোগাধিকারে এবং বিষ চিকিৎসায় অজিত নামক যে ঘৃতবলা হইয়াছে তাহাও সেবনে জ্বর শান্তি হয়।

ভূতবিদ্যা বন্ধাবেশ এবং তাড়নের দ্বারা ভূতাভিষঙ্গ জ্বরের,

বিজ্ঞানাদির দ্বারা মানসিক জ্বরের, এবং ঘৃতমর্দনও রসৌদনভোজনের দ্বারা শ্রম ও ক্ষীণতা-জন্য জ্বরের শান্তি হয়। অভিশাপ বা অভিচার জন্য জ্বর হোমাদির দ্বারা, ঔৎপাতিক বা গ্রহপীড়া জন্য জ্বর দান স্বস্ত্যয়ন ও আতিথ্য-ক্রিয়ার দ্বারা নিবৃত্ত হয়।

অভিঘাত-জন্য জ্বরে উষ্ণক্রিয়া বিধেয় নহে। মধুর স্নিগ্ধ কষায় অথবা দোষ অনুসারে অন্যবিধ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। কোন প্রকার ঔষধের গন্ধে বা বিষ-জন্য জ্বর হইলে বিষ ও পিত্তের চিকিৎসা করিবে। সর্ব্বগন্ধার ক্বাথ ইহাতে প্রয়োজ্য। অথবা নিম্ব ও দেবদারুর ক্বাথ বা মালতী পুষ্পের ক্বাথও সেবনীয়। বিষমজ্বরে যবান্ন সহযোগে প্রস্তুত করা আহারীয় ঘৃত এবং মদ্য হিতকর। এবং গো ও ব্রাহ্মণ ও হর গৌরীর পূজা কর্ত্তব্য।

কফ জন্য ও বায়ু জন্য জ্বরে রোগী শীত কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে উষ্ণবর্গের দ্বারা অঙ্গে লেপ দিবে এবং উষ্ণকার্য্যই বিধেয়। ঈষদুষ্ণ কাঞ্জী, গোমূত্র এবং শুক্ত দধিমস্তু সেচন করিবে। অথবা পলাশের কল্ক লেপন বা রাস্না বাবুইতুলসী এবং সজিনা বীজ একত্রযোগে কল্কও লেপন কর্ত্তব্য। শুক্ত সহযোগে ক্ষার ও তৈল অভ্যঙ্গে প্রয়োজ্য। এ অবস্থায় আরগ্বধাদি গণের ক্বাথ বিশেষ হিতকর। বাতঘ্ন দ্রব্যের ঈষদুষ্ণ ক্বাথে অবগাহন কর্ত্তব্য। এই সকল প্রক্রিয়া এবং সুখোষ্ণ জল-সেচন দ্বারা শীত নিবারণ ও গাত্রে কৃষ্ণাগুরু লেপন পূর্ব্বক ঊর্ণা কার্পাস বা কৌশেয় বস্ত্র অঙ্গে আবৃত করিয়া শয়ন করাইবে। পরে রূপযৌবন-সম্পন্না পীনস্তনী প্রমদা দ্বারা গাঢ় আলিঙ্গন করাইবে। রোগীর শরীর হৃষ্ট হইলে সেই স্ত্রীকে অপনীত করিবে। বরাঙ্গিনীর সংশ্লিষ্ট আলিঙ্গনে হিমজ্বরের শান্তি হইলে হিতকর অন্ন ভোজন করাইবে।

উপদ্রবের চিকিৎসা।

দাহ কর্ত্তৃক অভিভূত হইলে দাহশান্তিকর কার্য্য কর্ত্তব্য। মধু

ও ফাণিত যুক্ত নিম্ব পত্রের জল পান করাইয়া বমন করাইবে। শতধৌত ঘৃত মাখাইয়া কোল ও আমলকী সহ কিম্বা শূকধান্যের কাঞ্জী সহযোগে যবশক্তু লেপন করিবে অথবা কোন প্রকার পিত্ত শান্তি কর পন্না অম্লপিষ্ট করিয়া লইয়া বা পলাশ তরুর পল্লব অম্লে পেষণ পূর্ব্বক ফেণাইয়া কিম্বা বদরীপল্লব ও নিম্বপত্র ফেণাইয়া অঙ্গে প্রদেহ-প্রয়োগ বা লেপন করিলে দাহ, তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছার শান্তি হয়।

এক পোয়া যব, চারি তোলা মঞ্জিষ্ঠা, এবং এক শত পল অম্ল, এই সকল সহযোগে এক প্রস্থ তৈল পাক করিবে। এই তৈল প্রহ্লাদনকর ও জ্বরদাহের শান্তিকর। অথবা ন্যগ্রোধাদিগণ বা কাকোল্যাদি গণ বা উৎপলাদিগণ পিষিয়া লেপন করিবে। কিম্বা উক্ত গণসমূহের ক্বাথ ও অম্ল সহযোগে তৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গে প্রয়োগ করিবে। কিম্বা ঐ ক্বাথ শীতল করিয়া দাহার্ত্ত রোগীকে তাহাতে অবগাহন করাইবে। দাহবেগের শান্তি হইলে রোগীকে উদ্ধৃত করিয়া শীতল জল সেচনে ও চন্দন লেপন পূর্ব্বক চন্দনার্দ্রপয়োধরা, কোমল-ক্ষৌম-বসন-পরিহিতা পদ্মমাল্য-বিভূষিতা বরাঙ্গিনী কামিনী কর্ত্তৃক আলিঙ্গন করাইবে। প্রহ্লাদ জন্মিলে সেই স্ত্রীকে অপনীত করিবে। তদনন্তর হিতকর অন্ন প্রদান করিবে। পিত্তজ্বরে যে সকল শমনী ও বিরেচন কথিত হইয়াছে তাহাও এস্থলে হিতকর।

মিলিত দোষ-জন্য জ্বর হইলে আদৌ পিত্তের চিকিৎসা কর্ত্তব্য। কারণ জ্বর রোগে পিত্ত অত্যন্ত দুর্নিবার। বমন, মূর্চ্ছা, পিপাসা প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, জ্বরের অবিরোধে তাহাদিগের প্রতীকার করিবে। যে কারণ জন্য উপদ্রব ঘটে তাহার বৈপরীত্যের দ্বারা সেই উপদ্রবের প্রতীকার করিবে।

যষ্টিমধু, হরিদ্রা, মুথা, দাড়িম, অম্লবেতস, অঞ্জন, তিন্তিরি, তেজপত্র, উৎপল, গুড়ত্বক্, ব্যাঘ্রনখী (বৃক্ষ বিশেষের ফল) টাবা লেবুর

রস ও মধু, এই গুলি মধু ও শুক্ত যোগে মস্তকে লেপন করিলে, মস্তকের তাপ মোহ বমি হিক্কা কম্প নিবৃত্ত হয়।

মৌল, বালা, সকল প্রকার উৎপল, মৌরি, এই গুলি মধু ও ঘৃত যোগে লেহন করিলে বমি, কফ প্রসেক, রক্তপিত্ত, হিক্কা, এবং শ্বাস আরোগ্য হয়।

ভূমি কুষ্মাণ্ড, দাড়িম, লোধ, দধির সর, এবং বীজপূর (লেবু বিশেষ) একত্র করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে তৃষ্ণা ও দাহের শান্তি হয়।

ত্রিফলা ও পিপ্পলী ও স্বর্ণমাক্ষিক ঘৃত ও মধুযোগে লেহন করিলে কাস ও শ্বাস উপদ্রবের শান্তি হয়।

দাড়িম শর্করা দ্রাক্ষা এবং আমলকী মুখ-বৈরস্যে ইহাদিগের কল্ক বা গণ্ডূষ ধারণ করিবে।

দুগ্ধ, ইক্ষুরস, মধু, ঘৃত, এবং তৈল, উষ্ণ বারি সংযোগে ইহাদিগের নস্য, অথবা জীবনীয় সংযোগ পাক করা ঘৃতের নস্য শূন্য-মূর্দ্ধার পক্ষে হিতকর।

ত্রিফলা শ্যামালতা ত্রিবৃৎ এবং পিপ্পলী ইহাদিগের চূর্ণ মধু ও শর্করা যোগে বিরেচনে প্রশস্ত। পিত্ত-জ্বরের পরিপাকে এবং ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তে ইহা প্রয়োজ্য।

কফ এবং বায়ু জন্য রোগে এইরূপ বিরেচন এবং স্নেহাভ্যঙ্গের দ্বারা শোধন করিবে*। দোষের শান্তি হইয়া রোগী ভ্রামার্ত্ত থাকিলে মধু শর্করা এবং হরীতকী একত্র যোগে পান করিবে। বায়ু-জন্য জ্বরে বাতঘ্ন ও মধুর দ্রব্য যোগে নিরূঢ় বস্তি প্রয়োগ করিবে। অথবা দোষ ও বল অনুসারে অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। পিত্তজন্য জ্বরে উৎপলাদিগণ, চন্দন ও বেণামূল, ইহাদিগের প্রচুর পরিমাণে শীতল কাথ শর্করা সহযোগে মধুর করিয়া তৎসহযোগে বস্তি প্রয়োগ করিবে।

১৩। আমাবস্থা অতীত হইলেই শোধন ও অভ্যঙ্গ প্রয়োজ্য।

যাতনা থাকিলে, আম্রাদির ত্বক্, শঙ্খ, চন্দন, উৎপল, গৈরিক, অঞ্জন, মঞ্জিষ্ঠা, মৃণাল, পদ্ম, এই সকল উত্তমরূপে পিষিয়া, দুগ্ধ, শর্করা ও মধু সহযোগে বস্তি প্রয়োগ করিবে। এই সকল দ্রব্য সিদ্ধ বস্তির প্রণালীক্রমে প্রয়োগ করিলে জ্বরদাহের শান্তি হয়। কফ-জন্য জ্বরে আরগ্বধাদির কাথ পিপ্‌পল্যাদিগণ ও মধু সংযোগ বস্তি প্রয়োগ করিবে। অথবা কফঘ্ন দ্রব্যের কাথ অনুবাসনে প্রয়োগ করিবে। দ্বিদোষ-জন্য বা সন্নিপাত জন্য জ্বরে দোষানুসারে দ্রব্য মিলিত করিয়া বস্তি প্রয়োগ করিবে। যে সকল স্নেহ বায়ুরোগের শান্তিকর, তৈল ব্যতিরেকে সেই সমস্তই বায়ু-জন্য জ্বরে বস্তি-কার্য্যে এবং অভ্যঙ্গে প্রয়োজ্য *। পিত্তজন্য জ্বরে মধুর ও তিক্ত দ্রব্য সহযোগে এবং শ্লেষ্ম জন্য রোগে কটু-তিক্ত দ্রব্য সহযোগে, ঘৃত পাক করিয়া বস্তি-কাৰ্য্যে প্রয়োজ্য। পিত্তের শান্তি হইয়াও যদি অবশিষ্ট কিছু থাকে তাহাতে ত্বকস্থ জ্বর জন্মায় অর্থাৎ ত্বক্ উষ্ণ হয়। তাহাতে শীতল ইক্ষুরস বা শর্করোদক পান করিবে। এবং শালি বা ষষ্টিধান্যের অন্ন দুগ্ধ সহ ভোজন করিবে। কফ-বাত-জন্য জ্বরে স্বেদ ও অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিবে। দ্বাদশ দিবসের পর সকল জ্বরেই ঘৃত সেবন বিধেয়। তাহা না হইলে আশয় সমস্ত রুদ্ধ হইয়া থাকে। জ্বর ত্যাগ কালে দোষ সমস্ত ধাতু সকলকে ক্ষোভিত করে। এই নিমিত্ত রোগী ব্যাকুল ও ম্রিয়মাণ হইয়া থাকে। মস্তকের লঘুতা, স্বেদ, মুখের ঈষৎ পাণ্ডুতা, ক্ষবথু এবং অন্নে অভিলাষ, জ্বরমুক্তের এই সকল লক্ষণ। জ্বর শম্ভুর ক্রোধ হইতে সম্ভূত ভয়ানক রোগ, বল, বর্ণ এবং অগ্নির অবসাদক, সকল রোগের রাজা, সংস্পর্শে ব্যাপ্ত হয় ও কষ্টসাধ্য, এবং ইহাতে জীবনের অন্ত হইবার সম্ভাবনা, অতএব জ্বরকে প্রাণীদিগের অন্তক বলা যায়।

* বাতশ্লেষ্মা রোগে আমাবস্থার পরে অর্থাৎ ১৩,১৪. দিনে বিরেচন স্বেদাদি প্রয়োগের বায়ুর উপদ্রব সম্যক্ শান্তি না হওয়া প্রযুক্ত অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিয়া দেখা গিয়াছে, তাহাতে উপদ্রবের শান্তি হইয়া শরীর সুস্থ হয়।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

অতিসার রোগের বিবরণ।

গুরুপাক, অতি স্নিগ্ধ, রুক্ষ, উষ্ণ, দ্রব, স্থূল, অতিশীতল অথবা বিরুদ্ধ দ্রব্য আহার জন্য, অথবা অকালে ভোজন বা অজীর্ণকর বা অনভ্যস্ত দ্রব্য ভোজন জন্য, অথবা অতিশয় স্নেহপান, মিথ্যাহার, ভয়, শোক, দূষিত জল বা অতিশয় মদ্য পান জন্য, অথবা প্রকৃতি বা ঋতুর বিপর্য্যয়, জলক্রীড়া, বেগধারণ বা কৃমি দোষ জন্য অতিসার রোগ জন্মে।

দেহস্থ রস-ধাতু জঠরাগ্নি সংশমন পূর্ব্বক পুরীষের সহিত মিলিত হইয়া বায়ু কর্তৃক অধোভাগে চালিত হয়। এইরূপ অধোভাগে চালিত হইয়া অতিশয় যাতনার সহিত নিঃসরণ হইয়া থাকে। পৃথক্ পৃথক্ এক একটী দোষ জন্য, বা ত্রিদোষ জন্য, শোক জন্য বা আমজন্য অতিসার রোগ এই ছয় প্রকারে জন্মে। কিন্তু ধন্বন্তরির মতে পীড়িত ব্যক্তির দোষের অবস্থা সকল কালে সমান থাকে না, সময়ে সময়ে তাহা পরিবর্ত্তিত হয়।

হৃদয়, নাভি, পায়ু, উদর ও কুক্ষিদেশে তোদ, গাত্রের অবসাদ, বায়ুর নিরোধ, মলের সরলতার অভাব, উদরের আধ্মান এবং অজীর্ণতা, এই গুলি অতিসার রোগের পূর্ব্বরূপ। অতিসার রোগ বায়ু-জন্য হইলে, শূল, মূত্ররোধ, অন্ত্রকূজন, অপান বায়ুর শিথিলতা, কটি ঊরু ও জঙ্ঘার অবসন্নতা, এই সকল লক্ষণ ঘটে, এবং রুক্ষ শ্যাববর্ণ ফেণাযুক্ত মল বায়ুর সহিত অল্পে অল্পে নিঃসৃত হয়। পিত্ত-জন্য হইলে দুর্গন্ধি, উষ্ণ, পীত, নীল বা মাংস ধৌত জলের ন্যায় মল অতি তীক্ষ্ণ বেগে নিঃসৃত হয়, এবং তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, দাহ, স্বেদ, পাক ও জ্বর কর্তৃক পীড়িত হয়। শ্লেষ্মা জন্য হইলে তন্দ্রা, নিদ্রা, গৌরব, বমনেচ্ছা, অবসাদ, মল নিঃসরণ হইলেও পুনর্ব্বার বেগের আশঙ্কা, সর্ব্বদা বেগের আশঙ্কা, শ্লেষ্মা

সহযোগে গাঢ় শুক্লবর্ণ মল নিঃসরণ, অন্নে অরুচি এবং শরীর লোমাঞ্চ এই সকল লক্ষণ হয়। ত্রিদোষ-জন্য অতিসার রোগ হইলে তন্দ্রা, মোহ, মাদকতা, মুখ-শোষ, তৃষ্ণা, নানা বর্ণের মলস্রাব প্রভৃতি সকল দোষের লক্ষণই প্রকাশ পায়। ত্রিদোষ-জন্য অতিসার রোগ কষ্টসাধ্য, বালক ও বৃদ্ধের হইলে অসাধ্য হয়। অল্পাহারী ব্যক্তির শোক-জন্য বাষ্প-বেগ পাকস্থলী বিদ্ধ করিয়া কোষ্ঠদেশে গমন পূর্ব্বক রক্ত দূষিত করে। গুঞ্জাপ্রভা সদৃশ সেই দূষিত রক্ত পুরীষমিশ্রিত ও দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া অথবা পুরীষহীন সুতরাং গন্ধশূন্য হইয়া কোষ্ঠদেশ হইতে নিঃসৃত হয়। শোকজন্য এই রোগ দুশ্চিকিৎস্য। আমাজীর্ণ কর্ত্তৃক দোষ সমস্ত কুপিত ও চালিত হইয়া ভুক্তদ্রব্য সহকারে কোষ্ঠদেশে নীত হয় এবং কোষ্ঠদেশকে ক্ষুভিত করিয়া অতি কষ্টে নানা বর্ণের মল নিঃসরণ করে।

এই সকল দোষের সংসৃষ্টে অতিসার রোগ জন্মিয়া যাবৎ দুর্গন্ধযুক্ত পুরীষ বেগে * বিচ্ছিন্ন ভাবে নিঃসৃত হয় ও তাহা জলে নিক্ষিপ্ত হইলে মগ্ন হয়, তাবৎ তাহাকে আমাবস্থা অর্থাৎ আমাতিসার বলা যায়। এই সকল লক্ষণের বৈপরীত্যে এবং শরীর লঘু হইলে পক্কাতি-সার অর্থাৎ অতিসার রোগের পক্কাবস্থা বলা যায়।

ঘৃত, মেদ, বসা, বেসবার, জল, তৈল, দুগ্ধ, মধু, মঞ্জিষ্ঠা বা মস্ত-লুঙ্গের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট, আমিস বা পূতিগন্ধ বিশিষ্ট শীতল অথবা বিচিত্র বর্ণের আজী বা বিন্দু-বিশিষ্ট পূয় বা কর্দ্দম সদৃশ এবং উষ্ণ, এই সকল লক্ষণ বিশিষ্ট হইলে, কিম্বা ক্ষীণ শরীরে অধিক উপসর্গ ঘটিলে বা মলদ্বার অসংবৃত, ক্ষীণ ও আধ্মানে উপদ্রুত হইলে রোগীর মৃত্যু হয়।

অতিসারের পক্কাবস্থায় মলের উষ্ণতা এবং পেটের কন্‌নি থাকে

---

* অতিসার রোগে পেটের সমধিক কুন্‌কুনুনি থাকাই আম অবস্থার প্রধান লক্ষণ।

না। অতিসারে আম ও পক্কাবস্থা ভেদে চিকিৎসার ভেদ হয়, এ কারণ সকল প্রকার অতিসারেই আম ও পক্কের লক্ষণ নির্ণয় কর্ত্তব্য। অতিসার রোগ যে কোন কারণে হউক, দোষের লক্ষণ তাহাতে অবশ্যই প্রকাশ পাইবে। স্নেহ কর্ত্তৃক অজীর্ণতা জন্মিলে অতিশয় শূল সহকারে মুহুর্ম্মুহুঃ নিঃসরণ হয়।. বিসূচিকা, অজীর্ণতা, বিষ, অর্শ, বা কৃমি জন্যও অতিসার রোগ জন্মে। যে কারণে হউক দোষের লক্ষণানুসারে চিকিৎসা করিবে। অতিসারের আমাবস্থা বা পূর্ব্বরূপে লঙ্ঘন কর্ত্তব্য; তদনন্তর পাচন সংযোগে যবাগু পান হিতকর। অথবা শূল আধ্মান থাকিলে প্রথমতঃ পিপ্পলী সৈন্ধবের জল দ্বারা বমন করাইয়া লঙ্ঘন করাইবে। বমনের পর প্রায়ই লঘু ভোজন কর্ত্তব্য। তাহাতে খড়-যূষ, যবাগু, প্রভৃতি পিপ্‌পল্যাদিগণ সহযোগে ব্যবহার্য্য। এই সকল প্রক্রিয়ার দ্বারা আমের উপশম না হইলে হরিদ্রাদি বা বচাদি গণ প্রাতঃকালে পান করিবে। আমাতিসারে সংগ্রাহক ঔষধ অতি অবৈধ। তদ্দ্বারা প্লীহা, পাণ্ডু, আনাহ, মেহ, কুষ্ঠ, উদরী, জ্বর, শোফ, গুল্ম, গ্রহণী, অর্শ, শূল, অলসক, হৃদ্‌গ্রহ প্রভৃতি রোগ জন্মে। শূল সহকারে কষ্টে অধিক বার নিস্থত হইতে থাকিলে অথবা দোষ সঞ্চিত থাকিলে হরীতকীর বিরেচন প্রয়োজ্য। অধিক পরিমাণে তরল পুরীষ নিস্থত হইতে থাকিলে প্রথমতঃ বমন পশ্চাৎ লঙ্ঘন ও পাচন বিধেয়। অল্প অল্প মল শূল (যন্ত্রণা) সহ নিস্থত হইতে থাকিলে হরীতকী ও পিপ্‌পলীর ঈষদুষ্ণ কল্ক যোগে বিরেচন কর্ত্তব্য। আমাতিসারে লঙ্ঘন অথবা লঙ্ঘন ও পাচন বিধেয়। অতঃপর আমাতিসার নাশক যোগ বলা যাইতেছে।

দেবদারু, বচ, মুথা, শুণ্ঠী, আতইচ, হরীতকী। অথবা, ইন্দ্রযব, আতইচ,, হিঙ্গু, সচল লবণ, হরীতকী। অথবা, হরীতকী, ধান্যক, মুথা, বালা, বিল্ব। অথবা, মুথা, পর্প্পট, শুণ্ঠী, বচ, আতইচ, হরীতকী। অথবা, হরীতকী, আতইচ, হিঙ্গু, বচ, সচল। চিত্রক, পিপ্‌পলীমূল,

বচ, কটুকী। পাঠা, ইন্দ্রযব, হরীতকী, শুণ্ঠী। অথবা, মূর্ব্বা, পাঠা, ত্রিকটু, গজপিপ্পলী। অথবা, শ্বেতসর্ষপ, দেবদারু, কটুকী। অথবা, এলাইচ, সাবর লোধ, কুষ্ঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, যব। অথবা, মেষশৃঙ্গী, গুড়ত্বক্, এলাইচ, ইন্দ্রযব। গুলঞ্চ, অর্জ্জুনবৃক্ষ, কণ্টকারী, মুগাণি, মাসানি। এরণ্ড-ত্বক্, গাব, দাড়িম্ব, ইন্দ্রযব, সমী (সাঁইগাছ)। পাঠা, গজপিপ্পলী, ইন্দ্রযব, ময়নার ফল। পটোল, যমানী, বিল্ব, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা। বিড়ঙ্গ, হরীতকী, পাঠা, শুণ্ঠী, মুথা, বচ। বচ, ইন্দ্রযব, মুথা, কটুকী। হিঙ্গু, ইন্দ্রযব, বচ, বিল্ব, শলাটু শুণ্ঠী, আতইচ, মুথা, পিপ্পলী, গজ-পিপ্পলী, ইন্দ্রযব। অথবা শুণ্ঠী, আতইচ, মুথা। এই বিংশতি প্রকার যোগের মধ্যে কোন একটী যোগ ধান্যাম্ল উষ্ণোদক বা মদ্য সহযোগে পান করিলে আমাতিসারের শান্তি হয়। এই সকল যোগের ক্বাথ বা কল্ক এস্থলে ব্যবহার্য্য। আমশান্তির জন্য এই বিবিধ প্রকার যোগ বলা হইয়াছে। হরীতকী, আতইচ, হিঙ্গু, সচল লবণ, বচ, ঈষদুষ্ণোদক সংযোগে ইহাদিগের কল্ক, অথবা পটোল, যমানী, বিশ্ব, বচ, পিপ্পলী শুণ্ঠী, মুথা, কুষ্ঠ এবং বিড়ঙ্গ ইহাদিগের কল্ক, অথবা শুণ্ঠী ও গুলঞ্চের ক্বাথ পান করিবে। সকল প্রকার লবণ, পিপ্পলী, গজপিপ্পলী, বিড়ঙ্গ, হরীতকী অথবা চিত্রক, শিরীষ, পাঠা, মহাকরঞ্জ, সকল প্রকার লবণ, সমভাগে, অথবা নাগদন্তী ও পিপ্পলীর কল্ক প্রত্যেকে দুই তোলা অথবা বচ ও গুলঞ্চের ডাঁটা এই পঞ্চবিধ যোগ ঈষদুষ্ণ জলের সহিত পান করিবে। বিংশতি সংখ্যক মুথা ত্রিগুণ পরিমিত জল সংযোগে দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া দুগ্ধ শেষ থাকিতে পান করিবে। ইহাতে আম জন্য শূলের (পেটের কুনুনি) শান্তি হয়। যাহারা আমশূল নিবৃত্ত হইয়াও বায়ু সরল না হয় এবং যন্ত্রণা সহকারে অল্প অল্প নিস্থঃত হইতে থাকে; সেই মন্দাগ্নি অবস্থায় ক্ষার লবণ সহযোগে ঘৃত পান করিবে। অথবা দুগ্ধ, শুণ্ঠী ও আমরুল শাক, অম্ল দধি সহযোগে

পাক করিয়া, কিম্বা অম্ল যোগে ঘৃত গাক করিয়া সেবন করিবে। দধি সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া, তাহাতে ত্রিকটু, আমলকী চিত্রক, পিপ্পলী-মূল, বিল্ব ও দাড়িম্বত্বকের কল্ক প্রক্ষেপ পূর্ব্বক পান করিবে। এই গুলি বাতশ্লেষ্ম-জন্য আমাতিসার রোগের প্রতীকার।

পিত্তজন্য অতীসার রোগে তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ দ্রব্য বর্জ্জন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত সকল যোগ প্রয়োগ করা যায়। শ্বেত বেড়েলা, পীতবেড়েলা, শালপাণী, বৃহতী, গোক্ষুরী, শতমূলী ইহাদিগের শীতল ক্বাথ মধু সংযোগে পান করিবে। অথবা মুথা, পিপ্পলী প্রভৃতি মৃদু অগ্নিকর ও তিক্ত দ্রব্য সহযোগে মুগদযূষ পাক করিয়া পান করিবে। অথবা হরিদ্রা, আতইচ, পাঠা, ইন্দ্রযব, রসাঞ্জন, অথবা রসাঞ্জন, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, কুটজ-বীজ কিম্বা আকনাদি, গুলঞ্চ, চিরাতা, কটুকী এই কয়েকটি যোগের ক্বাথ পিত্ত-জন্য অতিসারে প্রয়োজ্য। দারু-হরিদ্রা, দুরালভা, বিল্ব, বালা, রক্তচন্দন, অথবা মুথা, ইন্দ্রযব, চিরেতা, রসাঞ্জন, বা রক্তচন্দন, লোধ, মুথা চিরেতা, দুরালাভা, অথবা, মৃণাল, চন্দন, লোধ, শুণ্ঠী, নীলোৎপল, অথবা আকনাদি, মুথা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিপ্‌লী, ইন্দ্রযব, অথবা কুটজ-ফল ও ত্বক্ শুণ্ঠী ঘৃত ও বচ, এই ছয়টী যোগ পিত্তাতিসারের শান্তিকর। বিল্ব, ইন্দ্রযব, মুথা, লোধ এবং আতইচ, এই যোগের দ্বারা আমযুক্ত পিত্তাতিসারের শান্তি হয়। যষ্টিমধু, উৎপল, বিল্ব, আম্র, বালা, বেণামূল, শুণ্ঠী, মধু সহযোগে ইহাদিগের ক্বাথও প্রয়োজ্য।

অতিসার পক্ক হইলেও যদি গ্রহণী নাড়ী শিথিল হইয়া মুহুঃর্মুহুঃ নিঃসরণ হইতে থাকে, তাহাতে স্তম্ভনকর ঔষধ হিতকর। বালা, ধাতকীপুষ্প, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, মুথা। অথবা শিমুল-আটা, লোধ, কুড়্চি ছাল দাড়িম ছাল অথবা আমের কসি, লোধ, বিল্বপেশী, প্রিয়ঙ্গু। অথবা যষ্টিমধু, শুণ্ঠী, সোঁদাল শাল। এই চারিটি যোগ পক্কাতিসারের শান্তিকর। আমাতিসারের বা পক্কাতিসারের যে সকল যোগ বলা

ও তৃষ্ণা থাকিলে দুগ্ধ পান কর্ত্তব্য। দুগ্ধ অতিসারে অমৃত তুল্য। অতিসার অধিক দিনের হইলে তিন গুণ জলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিবে। অধিক দিনের রোগ হইলে অথবা দোষের কিছু অবশিষ্ট থাকিলে এই রূপ দুগ্ধ পানে তাহার শান্তি হয়। এ অবস্থায় স্নেহ, বিরেচন অথবা পিচ্ছিল বস্তিও হিতকর, অথবা পিচ্ছিল দ্রব্যের রসে ঘৃত পাক করিয়া পান কর্ত্তব্য। মলনিঃসরণের সঙ্গে পূর্ব্বে বা পরে রক্ত নিঃসরণ হইলে ক্ষীরী বৃক্ষের শুঙ্গা সহযোগে ঘৃত মধু সহ, অথবা দেবদারু, গুড়ত্বক্, পিপ্পলী, শুণ্ঠী, লাক্ষা ও ইন্দ্রযব, এই সকল যোগে ঘৃত পাক করিয়া অথবা মুথা ও গাম্ভারী সহযোগে পেয়া প্রভৃতি পাক করিয়া সেবন করিবে। এই পেয়া প্রভৃতি পানে ত্রিদোষ-জন্য অতীসারেরও শান্তি হয়। দেহের গৌরব অর্থাৎ ভার বোধ থাকিলে অথবা কফের আধিক্য থাকিলে বমন কর্ত্তব্য। জ্বর ও দাহে বায়ু-জন্য মলের কুপিত ভাব থাকিলে রক্ত-পিত্তের ন্যায় প্রতীকার করিবে। অতীসারের পক্বাবস্থায় দোষের বাহুল্য থাকিলে অথবা মল কুপিত থাকিলে, মূত্র শোধন, আস্থাপন ও অনুবাসন প্রয়োজ্য। প্রবাহন (কোঁথ পাড়া) কর্তৃক গুদভ্রংশ জন্মিলে, মূত্রাবাত অর্থাৎ মূত্র কষ্টে অল্প অল্প নিঃসরণ হইতে থাকিলে এবং কটিদেশে বেদনা থাকিলে মধুরাম্ল যোগে তৈল বা ঘৃতের অনুবাসন প্রয়োজ্য। অহিতাহারী ব্যক্তির পিত্ত-কর্তৃক গুদ-পাক রোগ জন্মিলে পিত্তনাশক সেচন ও তাহারই ক্বাথে অনুবাসন বিধেয়। তাহাতে বায়ুর যোগ থাকিলে দধিমণ্ড, সুরা এবং বিল্ব সহযোগে তৈল পাক করিয়া অনুবাসনে প্রয়োগ করিবে, ও ক্ষীরুইয়ের মূল সহযোগে দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিবে। অল্প অল্প করিয়া বহু রক্ত নিঃসরণ হইতে থাকিলে অথবা বায়ু বদ্ধ থাকিলে পিচ্ছিল বস্তি প্রয়োগ করিবে। দীর্ঘকালস্থায়ী অতিসার রোগে প্রায়ই মলদ্বারের দৌর্ব্বল্য ঘটে, তাহাতে মলদ্বারে তৈলাবচরণ কর্ত্তব্য। কপিত্থ, শাল্মলী, বালুনহাটি, বনকাপাস,

দাড়িম, পুথিকা ক্ষীরুই, শেলু, (চাল্‌তা), শণ, সুষুণিশাক, শালপানী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, বেড়েলা, গোক্ষুরী, বিল্ব, পাঠা, মুতা, ধন্যা, তিলকল্ক, মুদ্গাদাইল, বা মুদ্গারস অতিসার রোগে এই সকল যোগে আহার কর্ত্তব্য।

পিত্ত জন্য অতীসার রোগে পিত্ত-জনক দ্রব্য সেবন করিলে পিত্ত দূষিত হইয়া রক্তাতিসার ও জ্বর, শূল, তৃষ্ণা, দাহ, গুদপাক, প্রভৃতি উপদ্রব জন্মে। মলনিঃসরণের পূর্ব্ব বা পরে রক্ত নিঃসরণ হইলে বটাদির অর্থাৎ ন্যগ্রোধাদি গণের পল্লব ও ঘৃত যোগে দুগ্ধ পাক করিয়া শর্করা ও মধুযোগে পান করিবে, অথবা সেই দুগ্ধ মন্থন করিয়া নবনীত লেহন করিয়া তক্র অনুপান করিবে। পিয়াল, শাল্মলী, প্লক্ষ, শল্লকী, তিনিশ ইহাদিগের ত্বক্ দুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া মধুসহ পান করিলে রক্তনিবৃত্তি হয়। মৌল ফুল, শর্করা, লোধ ক্ষীরকাকোলী, শ্যামালতা, ছাগীদুগ্ধে মধুসহ সেবন করিলে রক্তের শান্তি হয়। অথবা মঞ্জিষ্ঠা, শ্যামালতা, লোধ, শ্বেতপদ্ম, নীলপদ্ম, কুমুদ, পদ্মচারিণী ছাগীদুগ্ধ সহযোগে পান করিবে। অথবা শর্করা, উৎপল লোধ, মঞ্জিষ্ঠা, মৌলফুল তিল, কিম্বা তিল, মোচরস (সিমুল আঠা), লোধ, মধুকপুষ্প পদ্ম বা শঠী ও তিলকল্ক ছাগীদুগ্ধ ও মধু সংযোগে সেবন করিলে রক্তের নিবৃত্তি হয়। রক্ত সহযোগে জলবৎ স্রাব হইতে থাকিলে মধুযোগে তৈল পূর্ব্বে পান করিয়া ফাণিত যোগে অপক্ক বিল্ব ভোজন করিবে। কোশকার (গুটিপোকা) ঘৃতে ভর্জ্জন করিয়া লাজ চূর্ণ মধু ও শর্করা যোগে সেবন করিলে শূল সংযুক্ত রক্তাতিসার নিবৃত্ত হয়। বিল্বের মধ্যভাগ, মৌল্‌ফুল সহযোগে তণ্ডুলোদক, শর্করা ও মধু যোগে সেবন করিলে রক্ত পিত্ত-জন্য অতিসার রোগের নিবৃত্তি হয়। গুদপাকে যে সকল বিধি বলা হইয়াছে রক্তপিত্ত-জন্য অতিসারেও সে সকল প্রয়োজ্য। রোগের শান্তি না হইলে পিচ্ছিল বস্তি প্রয়োগ করিবে। দীপ্তাগ্নি ব্যক্তির অতিসারে দোষের আধিক্য

থাকিলেও মল রক্ত বর্ণ হইলে বিড়ঙ্গ ত্রিফলা ও দ্রাক্ষার ক্বাথে বিরেচন করাইবে। অথবা কেবল দুগ্ধসহ এরণ্ডের ক্বাথে বিরেচন করাইবে। বায়ু-শান্তিকর ও অগ্নির দীপ্তিকর দ্রব্য সহযোগে যবাগু প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে। দীপ্তাগ্নি ব্যক্তির পুরীষ-হীন ফেণা-যুক্ত মল নিঃসরণ হইতে থাকিলে ফাণিত, শুণ্ঠী, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত একত্র পান করা কর্ত্তব্য। অথবা গুড় ও তৈল যোগে বদর সিদ্ধ করিয়া অথবা সমভাগ বিল্ব ও শলাটু সহযোগে পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে। পুরীষ ক্ষয় হইলে দধি সহযোগে কুলথ কলাই পাক করিয়া ভোজন করিবে। পরে শর্করাজাত সুরা অনুপান করিবে। অথবা রক্ত-যুক্ত শশ-মাংস ঘৃত ও দধির সহিত পাক করিয়া কোমল অন্নের সহিত ভোজন করিবে। মাস কলাই, যব ও কুলের ক্বাথ দধি ও দাড়িম যোগে পাক করিয়া ভোজন করিবে। বিট্‌লবণ, বিল্বপেশী, শুণ্ঠী অম্লে পেষণ করিয়া দধির সর সহযোগে ভর্জ্জিত করিয়া ভক্ষণ করা পুরীষক্ষয়ে হিতকর। পুরীষক্ষয় হইয়া অগ্নির দীপ্তি থাকিলে শূলযুক্ত অতিসার রোগে অগ্নির দীপ্তিকর ও সংগ্রাহক ঔষধ সহযোগে পাক করা ঘৃত সেবন করিবে।

অহিতাহারী ব্যক্তির বায়ু প্রবল হইয়া সঞ্চিত কফ সমস্ত অধোভাগে চালিত করে, তাহাতে মুহুর্মুহুঃ বেগ উপস্থিত হইয়া মল সহযোগে শ্লেষ্মা নিস্থত হইতে থাকে। ইহাকে প্রবাহিকা নামক অতিসার বলে। প্রবাহিকা রোগ বায়ুজন্য হইলে শূল সহকারে, পিত্তজন্য হইলে দাহ সহকারে, শ্লেষ্মজন্য হইলে কফ সহযোগে এবং শোণিত জন্য হইলে শোণিত সহযোগে নিঃস্থত হয়। অতিরিক্ত স্নেহ সেবন বা রুক্ষ জন্যও অতীসার রোগ জন্মে। ইহাদিগের লক্ষণও অতিসারের লক্ষণের ন্যায় এবং চিকিৎসা ও পক্কাপক্ক অবস্থানুসারে করা যায়। অতিসার রোগ লঙ্ঘন ও পূর্ব্বোক্ত যোগ বা পাচনের দ্বারা নিবৃত্ত না হইলে পক দুগ্ধ, তৈল, তিল এবং

পিচ্ছিল বস্তির দ্বারা শান্তি হয়। প্রবাহিকা রোগে মূত্র পুরীষ বদ্ধ থাকিলে, শাল্মলীবৃন্ত, আর্দ্র কুশে বেষ্টন করিয়া পুটপাকের বিধি অনুসারে পাক করিবে, পরে তাহার রস বাহির করিয়া পাক করা দুগ্ধ, তৈল, ঘৃত বা যষ্টিমধু কল্ক যোগে বস্তি প্রয়োগ করিবে। দশমূলীর কাথ এবং দুগ্ধ মধু যোগে আস্থাপনে প্রয়োগ করিয়া তৈলের অনুবাসন প্রয়োগ করিলে প্রবাহিকা রোগের শূল নিবৃত্ত হয়। বাতঘ্ন বর্গ (ন্যগ্রোধাদিগণ) ও লবণ সহযোগে তৈল পাক করিয়া অন্ন ও পানে সেবন করিবে। লোধ, বিট্‌লবণ, বিল্ব শলাটু, কটু-তৈলের সহিত ত্রিকাল লেহন করিবে। মধু ও দধির সার যোগে ভোজন করিবে। দন্তা উত্তম রূপ তপ্ত করিয়া দুগ্ধের সহিত পাক করিবে, শীতল হইলে মধু-প্লুত করিয়া সেবন করিবে। ত্রিকটু ও ভূমিকুষ্মাণ্ড যোগে পাক করা দুগ্ধের সহযোগে ভোজন করা শূলের পক্ষে হিতকর। বায়ু শান্তিকর সংগ্রাহক এবং অগ্নিকর দ্রব্য যোগে রস প্রস্তুত করিয়া তৎসহযোগে ভোজন করিবে। বাতঘ্ন দ্রব্যের কাথে ঘৃত. তৈল সংযোগে মৎস্য-রস প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিবে।

হরিণ মেষের বা অজা মাংস বটের অঙ্কুরের সহিত পাক করিয়া ভক্ষণ করিবে। ছাগের রক্ত বা কাথ, ঘৃত ও তৈল যোগে দধিতে পাক করিয়া ভোজন করিবে। অথবা অধিক পরিমাণে দধি সহযোগে কুক্কুট, লাব প্রভৃতির মাংসের যূষ প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিবে। মাষকলাই ঘৃতমণ্ড যোগে দধিতে পাক করিয়া মরিচচূর্ণ নিঃক্ষেপ করত ভোজন করিবে। প্রবাহিকা রোগে অধিক যন্ত্রণা থাকিলে ও কষ্টে মূত্র নিঃসরণ হইলে দুগ্ধ, মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া যষ্টীমধু ও উৎপল সহ বস্তি প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে। সেই বস্তির দ্বারা রক্ত দাহ ও জ্বরের শান্তি হয়। কাকোলী, ক্ষীর-কাকোলী প্রভৃতি মধুর ঔষধের কাথে অনুবাসন প্রয়োগ করাও হিতকর। দিবা বা রাত্রিতে অথবা সর্ব্বদা যন্ত্রণা থাকেলে বায়ুশান্তিকর তৈল প্রয়োগ

করিবে। প্রবাহিকা রোগে বায়ুর শান্তি করিবে। তাহাতেই প্রবাহিকা রোগের শান্তি হয়।

পাঠা, যমানী, কুটজ-বীজ, শুণ্ঠী, পিপ্‌পলী একত্র পিষিয়া ঈষদুষ্ণ জল সহ সেবন করিবে। পরে পবিত্র অন্ন দুগ্ধ বা ঘৃত যোগে ভোজন করিবে। শুণ্ঠী, ঘৃত, অপামার্গ ও তৈল একত্র পাক করিয়া লেহন করিবে। অথবা অশ্বত্থ, জলের পানা, দাড়িম, ইহাদিগের রস দধি, তৈল ও ঘৃত যোগে পাক করিয়া সেবন করিবে। বিল্ব যোগে যবাগু বা ধারোষ্ণ দুগ্ধ পান করাও হিতকর। অপ্রমত্ত বৈদ্য রোগীর হিতের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত সমস্ত যোগও ভোজ্য করিবে। লঘু, অগ্নিকর, স্নিগ্ধ দ্রব্য সকল উদরাময়ে পথ্য। জ্বরে ও অতিসারে যবাগু সর্ব্বদা হিতকর। ইহা তৃষ্ণাশান্তিকর, লঘু, অগ্নিশান্তিকর ও বস্তিশোধনকর অতিসার রোগ রুক্ষ জন্য জন্মিলে স্নিগ্ধ ক্রিয়া এবং স্নিগ্ধ জন্য জন্মিলে রুক্ষক্রিয়া কর্ত্তব্য। ভয় জন্য বা শোক জন্য হইলে অগ্রে ভয় বা শোক শান্তি কর্ত্তব্য। বিষ, অর্শঃ বা কৃমি জন্য হইলে কারণ ও রোগ উভয়ের শান্তি হয় এরূপ প্রতীকার করিবে। বমন মূর্চ্ছা তৃষ্ণা প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে রোগের অবিরোধে তাহাদিগের চিকিৎসা করিবে। জ্বর ও অতিসার রোগে সকল দোষের সমভাব থাকিলে অগ্রে পিত্তের চিকিৎসা করিবে। অন্য সকল রোগে অগ্রে বায়ুর চিকিৎসা করিবে। পুরীষ নিঃসরণ না হইয়া মূত্র ও বায়ু সম্যক্ রূপে নিঃসৃত হইলে এবং কোষ্ঠদেশ লঘু ও অগ্নির দীপ্তি থাকিলেও উদরাময় থাকে। এরূপ স্থলে কেহ বা কর্ম্মজন্য কেহ বা দোষজন্য কেহ বা কর্ম্ম ও দোষ উভয় জন্য রোগ উৎপন্ন হয় ইহা বলেন। কর্ম্মজন্য রোগ বাহ্যিক কারণ ব্যতিরেকেও জন্মে। কর্ম্মক্ষয় হইলে তাহা আরোগ্য হয়। দোষজন্য রোগ দোষের ক্ষয় হইলে আরোগ্য হয়। অল্প দোষ বা বহুদোষ জন্য হইলে কর্ম্ম ও দোষ উভয় জন্য বলা যায়। সে স্থলে কর্ম্ম ও দোষের ক্ষয় হইলে রোগ শান্তি হয়।

গ্রহণী চিকিৎসা।

অগ্নিমান্দ্য প্রযুক্ত গ্রহণী দূষিত হয়। অতিসার নিবৃত্ত হইলেও অহিতভাহারী ব্যক্তির অগ্নি মন্দ হয়। অগ্নি দূষিত হইলে গ্রহণীও পুনর্ব্বার দূষিত হয়। অতএব অতিসার রোগ আরোগ্য হইলেও যাবৎ দোষের সাম্য ও দেহের স্বাভাবিক ভাব ও সরলতা না হয় তাবৎ বিরেচিতের ন্যায় আহারাদির নিয়ম পালন করিবে। পক্বাশয় ও আমাশয়ের মধ্যে পিত্তধরা নামে যে কলা আছে তাহাকেই গ্রহণী বলে। গ্রহণীর বল অগ্নি এবং অগ্নি গ্রহণীর আশ্রিত। অতএব অগ্নি দূষিত হইলে গ্রহণী দূষিত হয়। একটি বা সমস্ত দোষ বৃদ্ধি পাইয়া গ্রহণী দূষিত করে। তাহাতে অধিক আহার করিলে পরিপাক না হইয়া ভুক্ত দ্রব্য আমাবস্থাতেই নির্গত হইয়া যায়। অথবা পরিপাক পাইয়া যন্ত্রণা সহ দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব মল কখন বা নির্গত হয় কখন বদ্ধ থাকে। ইহাকেই গ্রহণী রোগ বলে। ইহার প্রারম্ভে বিদাহ (গলা জ্বালা করা) দেহের অবসন্নতা, আলস্য, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, বলক্ষয়, অরুচি, কাস, কর্ণক্ষেড়, অন্ত্রকূজন (পেটডাকা) এই সকল লক্ষণ হয়। রোগ জন্মিলে হস্ত পাদ স্ফীত, কৃশ, গ্রন্থিতে বেদনা ও শিথিল ভাব, তৃষ্ণা, বমন, জ্বর, অরুচি, দাহ, শুক্ত, তিক্ত ও অম্ল রসের এবং রক্ত বা ধূম গন্ধের উদ্গার, প্রসেক (মুখে জল উঠা) মুখবৈরস্য, তমক, অরুচি এই সকল লক্ষণ হয়। *গ্রহণী রোগ বায়ু-জন্য হইলে পায়ু,* হৃদয় পার্শ্ব, উদর, ও মস্তকে শূল; পিত্ত-জন্য হইলে দাহ, কফ-জন্য হইলে দেহের গুরুতা এবং সান্নিপাতিক জন্য হইলে তিন লক্ষণই প্রকাশ পায়। নখ, পুরীষ মূত্র, চক্ষু ও মুখে দোষের বর্ণ প্রকাশ পায়। হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, উদররোগ, গুল্ম, অর্শ প্লীহা এই সকল রোগের আশঙ্কা হয়। ঊর্দ্ধাধোভাগ সংশোধন করিয়া দোষানুসারে অগ্নিকর দ্রব্য যোগে পেয়াদি প্রস্তুত করিয়া দিবে। তদনন্তর পাচন সংগ্রাহক ও

অগ্নিকর এই ত্রিবিধগণ, সুরা, অরিষ্ট, স্নেহ মূত্র বা ঈষদুষ্ণ জলের সহিত প্রাতঃকালে পান করিবে। এই সকল দ্রব্য তক্রের সহিতও পান করা যায়, অথবা কেবল তক্রপানও হিতকর। কৃমি, গুল্ম উদর রোগ বা অর্শ নাশক ঔষধও গ্রহণী রোগে প্রয়োজ্য। হিঙ্গাদি চূর্ণ বা প্লীহা-নাশক ঘৃত অথবা পিপ্‌পল্যাদি গণ আমরুলের রস সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিবে। চতুর্গুণ দধিতে ঘৃত পাক করিয়া পান করিবে। গ্রহণী রোগে অগ্নিকর ঔষধ ব্যবস্থা। জ্বরাদি উপদ্রব থাকিলে দোষের স্বীয় স্বীয় চিকিৎসা প্রণালী অনুসারে অতিসারের অবিরোধে তাহাদের চিকিৎসা করিবে।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

শোষরোগের প্রতিকার।

শোষরোগ অন্য অনেক রোগের অনুগত অর্থাৎ অনেক রোগের অনুষঙ্গী এবং বহুবিধ রোগের পূর্ব্বরূপ। এই রোগের বিশেষ নির্ণয় করা কঠিন। ইহা অতি বলবান্ দুর্জ্জেয় ও দুর্নিবার। রসাদি ধাতু সংশোধন করে বলিয়া ইহাকে শোষরোগ বলে। সকল ক্রিয়ার ইহার দ্বারা ক্ষয় হয় বলিয়া ইহাকে ক্ষয়রোগও বলে। চন্দ্রমা রাজার এই রোগ হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে রাজ-যক্ষ্মাও বলে। সকল দোষের বৈপরীত্য কর্ত্তৃক এই রোগ জন্মে। ইহার উপদ্রব একাদশ প্রকার। উপদ্রব ভেদে চিকিৎসার ভেদ হয় না, এবং রোগ প্রকাশ মাত্রেই সমস্ত দোষের লক্ষণ উৎপন্ন হয় একারণ শোষরোগকে সান্নিপাতিক বলিয়া বিবেচনা করা যায়। রোগের উদ্রেক মাত্রই সকল দোষের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ক্ষয়, বেগের প্রতিঘাত, ব্যায়াম, বিষমাশন এই সকলের দ্বারা দোষ কুপিত হইয়া দেহে ব্যাপ্ত হয়। তদ্দ্বারা রসবাহিনী শিরা

সমস্ত বদ্ধ হইয়া সকল দোষের মধ্যে কফ প্রধান হইয়া এই রোগ জন্মায়। অথবা অতিশয় স্ত্রীসংসর্গ জন্য রেতঃক্ষয় হইলে সকল ধাতু ক্ষয় পাইয়া দেহ শুষ্ক করে তাহাতে অন্নে অরুচি, জ্বর, শ্বাস, কাশ, শোণিত দর্শন, স্বরভঙ্গ এই ছয় উপদ্রব যুক্ত যক্ষ্মারোগ জন্মে। স্বর-ভঙ্গ, শূল, অংশ ও পার্শ্বদ্বয়ের সঙ্কোচভাব এই উপদ্রবগুলি বায়ু-জন্য। জ্বর, দাহ, অতিসার ও রক্তনির্গম এই উপদ্রবগুলি পিত্ত জন্য। এবং মস্তকের পূর্ণতা, অন্নে অরুচি কাঁশ ও গলায় একটি কিছু জড়িয়া থাকা এই গুলি কফ জন্য।

পূর্ব্বোক্ত একাদশ লক্ষণ বিশিষ্টই হউক বা ছয় লক্ষণ বিশিষ্টই হউক, অথবা কাশ, অতিসার, পার্শ্ব বেদনা, স্বরভঙ্গ, অরুচি ও জ্বর এই কয়টি লক্ষণ বিশিষ্ট হউক, কিম্বা জ্বর, কাশ ও রক্ত-নির্গম এই তিন লক্ষণ বিশিষ্টই হউক, শোষরোগীকে যশোভিলাষী বৈদ্য পরিত্যাগ করিবে। স্ত্রীসংসর্গ, শোক, স্থবিরতা, ব্যায়াম, পথশ্রম, উপবাস, ব্রণ এবং উরঃ ক্ষত, কোন কোন পণ্ডিতেরা বলেন, যে এই সকল কারণেও শোষ-রোগ জন্মে। স্ত্রীসঙ্গ-জনিত শোষরোগে দেহ পাণ্ডুবর্ণ হয়, এবং শুক্র হইতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধাতু সমস্ত ক্ষয় হয়। শোক-জন্য হইলে শোচনীয় বিষয়ের ধ্যানশীলতা ও অঙ্গ শিথিল হয় এবং শুক্র ক্ষয় জন্য ব্যতিরেকে অন্য সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। বার্দ্ধক্য জন্য হইলে কৃশতা, মন্দ ও অল্পবুদ্ধি, বল ও ইন্দ্রিয় শক্তির অল্পতা, শ্বাস, অরুচি, ভগ্ন-কাংশ্য-পাত্রের ন্যায় স্বর, শ্লেষ্মা-হীন ষ্ঠীবন, সকল বিষয়ে অরতি, চক্ষু, মুখ ও নাসিকা হইতে সর্ব্বদা আস্রাব, দেহ শুষ্ক রুক্ষ ও মলিন হয়। পথশ্রম-জন্য হইলে অঙ্গ শিথিল, মুর্ত্তি ভৃষ্ট ও কদাকার, অবয়ব সমস্ত প্রসুপ্ত (চিক্কণতা হীন), এবং ক্লোম গলদেশ ও মুখ শুষ্ক হয়। ব্যায়াম-জন্য হইলে এই সকল লক্ষণ সমধিক রূপে প্রকাশ পায়, এবং ক্ষত ব্যতিরেকে উরঃক্ষতের অপর সকল লক্ষণ ঘটে। ব্রণ-জন্য শোষ হইলে রক্ত-ক্ষয়, বেদনা, আহারের

যন্ত্রণা হেতু রোগ জন্মে। তাহা অত্যন্ত অসাধ্য। ব্যায়াম, ভার বহন, অধ্যয়ন, অভিঘাত বা অতিমৈথুন প্রভৃতি বক্ষের ক্রিয়ার দ্বারা বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া ক্ষত স্থান হইতে পূয রক্ত শ্লেষ্মা নির্গত হয়। কাশিলে পীতরক্ত, কৃষ্ণ ও অরুণ বর্ণ শোণিত বমন হয়, বক্ষঃস্থল সন্তপ্ত যন্ত্রণায় অভিভূত, মুখের শ্বাস দুর্গন্ধ বিশিষ্ট, বর্ণ ও স্বর ভিন্ন হয়। কাহার কাহার শোষ কারণ-ভেদে ভিন্ন প্রকার হয় তাহাতে সমস্ত দোষের লক্ষণ ঘটে না। সেই সকল রোগে ধাতু ক্ষয় হয় বলিয়া তাহাদিগকে ক্ষয় বলা যায়। পূর্ব্বোক্ত ধাতু ক্ষয় অনুসারে তাহার চিকিৎসা করিবে।

শ্বাস, অঙ্গের অবসাদ, কফ-সংস্রব, তালু-শোষ, বমন, অগ্নিমান্দ্য, মদ, পীনস, কাস, নিদ্রা, চক্ষুর শুক্লতা, মাংসের অভিলাষ, স্ত্রীগমনের ইচ্ছার আতিশয্য, এবং যেন কাক, শুক, শল্লকী, নীল কণ্ঠ, গৃধ্র, বানর, অথবা কৃকলাস তাহাকে বহন করিতেছে ও শুষ্ক নদী ও শুষ্ক বায়ু এবং দাবাগ্নি, দহ্যমান তরু সমস্ত স্বপ্নে দর্শন হয়।

অতিশয় আহার, শরীর ক্রমশঃ ক্ষয় হইতেছে, অতিসারে পীড়িত এবং মুষ্ক ও উদর স্ফীত এই সকল লক্ষণ ঘটিলে যক্ষ্মা-রোগীকে পরিত্যাগ করিবে। রোগী আত্মবান্ হইলে, অগ্নির দীপ্তি থাকিলে, শরীর কৃশ না হইলে এবং রোগ নূতন হইলে চিকিৎসা করিবে।

স্থিরাদি বর্গ সহযোগে ছাগী বা মেষ-ঘৃত পাক করিয়া তদ্দ্বারা রোগিকে স্নিগ্ধ করিয়া মৃদু ক্রিয়ার দ্বারা অধো ও ঊর্দ্ধভাগ শোধন করিবে এবং আস্থাপন ও শিরোবিরেচন প্রয়োগ করিবে। এই রূপে শোধিত হইলে যব, গোধূম কিম্বা শালি তণ্ডুলের অন্ন মাংস রস যোগে সেবন করাইবে এবং অগ্নির দীপ্তি হইলে উপদ্রবের শান্তি হইলে বৃংহণ কার্য্য অর্থাৎ দেহ পুষ্টি করাইবে। শোষ-রোগ স্ত্রীসংসর্গ-জনিত হইলে প্রায়ই বায়ু-জন্য সকল উপদ্রব জন্মে তাহাতে বৃংহণীয় স্নিগ্ধ ও বায়ু-শান্তিকর ক্রিয়া সকল হিতকর।

কাক, উলূক, নকুল, কিড়াল, গণ্ডূপদ, ব্যাল, বিলেশয়, মূষিক ও গৃধ্র, সৈন্ধব ও সর্ষপ তৈলযোগে এই সকলের মাংস ভর্জ্জন করিয়া ভক্ষণ করিবে। জাঙ্গল মাংস ও মুদ্গ ও আঢ়কির সূপ বা রস এবং গর্দ্দভ, হস্তী, অশ্বতর বা অশ্বের মাংস উত্তম রূপে পাক করিয়া ভোজন করিবে। মধুযুক্ত মদিরা সেবন করিবে। অর্ক, গুলঞ্চ ও ক্ষীর জলে যব ভিজাইয়া রাখিয়া তাহাতে বিবিধ প্রকার ভক্ষ্য প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিবে। ভোজন কালে মেষী বা ছাগীর ঘৃত যবাগু সহযোগে পান করিবে। চব্য ও বিড়ঙ্গ সংযুক্ত ত্রিকটু ঘৃত মধু সহযোগে লেহন করা ক্ষয় রোগের পক্ষে হিতকর। মাংসাশী ব্যক্তি মাংস সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া মধু ও পিপ্পলী সহ সেবন করিবে। মধু ও তৈল যোগে দ্রাক্ষা, চিনী ও পিপ্‌লীর অবলেহ প্রস্তুত করিবে। অথবা ছাগী ঘৃত ওমধু সহযোগে অশ্বগন্ধা, তিল ও মাসকলাই চূর্ণের অবলেহ প্রস্তুত করিবে। চিনী অশ্বগন্ধা ও পিপ্‌পলীচূর্ণ ঘৃত মধুযোগে লেহন করিবে। অথবা অশ্বগন্ধা যোগে দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিবে, তাহাতে দেহের পুষ্টি হয়। অথবা সেই দুগ্ধে ঘৃত প্রস্তুত করিয়া প্রচুর পরিমাণ চিনি সহযোগে প্রাতঃকালে পান করিয়া দুগ্ধ অনুপান করিবে। অশ্বগন্ধা, যব, পুনর্ণবা ও প্রচুর পরিমাণে বাসক-মূল ত্বক্ ও পুষ্পে ঘৃত পাক করিয়া মধুযোগে পান করিবে। ইহাদ্বারা যক্ষ্মা রোগ প্রবল কাশ, শ্বাস ও পাণ্ডুতা নিবারিত হয়। গো, অশ্ব, হস্তী, ছাগ, মেষ ইহাদিগের পুরীষের রস, মূর্ব্বা হরিদ্রা ও খদির বৃক্ষের ক্বাথ ও দুগ্ধ এবং ঘৃত একত্র সমভাগে পাক করিয়া তাহাতে ত্রিকটু দেড় ভাগ, ত্রিফলা, অর্দ্ধ ভাগ দেবদারু, ইহাদিগের চূর্ণ ও প্রচুর পরিমাণে মধু সংযোগ করিবে। এই ঘৃত যক্ষ্মা নিবারণের পক্ষে অতি উত্তম।

দশমূলী, বরুণবৃক্ষ, করঞ্জ, ভল্লাতক, বিল্ব, পুনর্ণবা, (শ্বেত ও রক্ত) যব, কুলথ, বদর, বামুনহাটী, পাঠা, চিত্রক, ভূমিকদম্ব ইহাদিগের ক্বাথ ৬ পাত্র (পাত্র /৮ শের) ঘৃত ১ এক পাত্র ; পাক শেষ হইলে

ত্রিকটু, মনসা আটা, অভয়া চব্য, দেবদারু, সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ করিবে। ইহাতে শোষ জঠর রোগ প্রমেহ এবং বায়ু রোগের শান্তি হয়।

গো, অশ্ব, মেষ, ছাগ, হস্তিনী, হরিণ, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, ইহাদিগের ঘৃত, পুরীষ-রস, দুগ্ধ, মাসং-রস ও শোণিত একত্র পাক করিয়া, দ্রাক্ষা, অশ্বগন্ধা, পিপ্‌পলী এবং চিনি তাহাতে প্রক্ষেপ করিবে। এই ঘৃতে যক্ষ্মা রোগ শান্তি হয়।

এলাইচ, যমানী, আমলকী, বিভীতকী, হরীতকী, নিম্ব, আসন, সালসার, গায়ত্রী, বিড়ঙ্গ, ভল্লাতক, চিত্রক, বচ, ত্রিকটু, মুথা এবং আঢ়কী এই সকল দ্রব্যের দ্বিগুণ ঘৃত। এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ পাক করিয়া তাহাতে ঘৃত পাক করিবে। অগ্নি হইতে অবতারিত করিয়া তাহাতে ৩০ পল মিছরি ও ৬ পল বংশলোচন প্রক্ষেপ করিবে।

চারি ৪ শের ঘৃত দ্বিগুণ মধু সংযোগে মন্থন পূর্ব্বক প্রতিদিন প্রাতঃকালে এক পল পরিমাণে লেহন করিয়া দুগ্ধ অনুপান করিবে। ইহা মেধা-জনক দৃষ্টিকর ও আয়ুষ্কর, এবং ইহাতে যক্ষ্মা, ভগন্দর, পাণ্ডু শ্বাস, স্বর ভেদ, হৃদ্রোগ, প্লীহা, গুল্ম, গ্রহণী রোগ অরোগ্য হয়। ইহা অতি উত্তম রসায়ন।

প্লীহোদরে যে সকল ঘৃত বিহিত হইয়াছে তাহাও এস্থলে প্রয়োজ্য। স্বর বিকৃতি প্রভৃতি উপদ্রব দাষ ও শাস্ত্রানুসারে চিকিৎসা করিবে। ছাগের পুরীষ, মূত্র, দুগ্ধ, ঘৃত, রক্ত ও মাংস সেবন করিবে এবং ছাগের সহবাস করিবে। বিধি পূর্ব্বক স্নানাদি পরিত্যাগ করিবে *। দুগ্ধ সহযোগে রসুন বা গোরক্ষ চাকুলে সেবন করিবে। অথবা মহাবাত ব্যাধির বিধি অনুসারে পিপ্পলী ভক্ষণ করিবে। অথবা শিলাজতু সেবন করিবে। শোক, স্ত্রীসঙ্গ, ঘৃণা প্রভৃতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক উদার চিত্ত হইবে। বৈদ্য ব্রাহ্মণ দেবতা গুরু প্রভৃতিকে ভক্তি করিবে। এবং ব্রাহ্মণের মুখে পবিত্র কথা শ্রবণ করিবে।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

গুল্মরোগের চিকিৎসা।

উপযুক্ত কারণে দোষ সকল কুপিত হইয়া কোষ্ঠদেশে আগমন পূর্ব্বক গুল্মরোগ জন্মায়। গুল্ম পঞ্চ প্রকার। উর্দ্ধে হৃদি ও অধোভাগে বস্তি এই উভয়ের মধ্যস্থলে হ্রাস বৃদ্ধিবিশিষ্ট সচল বা অচল গ্রন্থির আকার বৃত্ত জন্মিলে তাহাকে গুল্ম বলে। দুই পার্শ্ব, হৃদয়, নাভি ও বস্তি এই পাঁচটি গুল্মের আশ্রয় স্থান। কুপিত বায়ুই ইহার মূল কারণ বলিয়া রোগের মূল অর্থাৎ কোন্ স্থান হইতে গ্রন্থি আরব্ধ হইয়াছে তাহা জানা যায় না। এই কারণ অথবা গুল্মের ন্যায় বিশাল বলিয়া ইহাকে গুল্ম বলে। জলে বুদ্বুদ জন্মানর ন্যায় দোষ আপনাতে সঞ্চিত হয় এবং অভ্যন্তরে সরিয়া বেড়ায় অর্থাৎ বদ্ধ হইয়া থাকে না, এ কারণ গুল্ম পাকে না। পৃথক বা একত্র ভাবে দোষ বৃদ্ধি হইয়া পুরুষের চারি প্রকার ও স্ত্রীলোকের রক্ত জন্য অপর এক প্রকার গুল্ম জন্মে। গাত্রের অবসাদ, অগ্নির মান্দ্য, আটোপ, অন্ত্রকূজন, পুরীষ, মূত্র ও বায়ুর অবরোধ এবং সৌহিত্যের (শীতল সরবত) অসহিষ্ণুতা, অন্নে দ্বেষ এবং বায়ুর উর্দ্ধগতি, গুল্মরোগের এই গুলি পূর্ব্ব রূপ।

গুল্মরোগ বায়ু জন্য হইলে হৃদিশূল, কুক্ষিশূল, মুখশোষ, কণ্ঠশোষ, বায়ুর নিরোধ, বিষমাগ্নিতা এবং বায়ু জন্য অন্যান্য উপদ্রব জন্মে। পিত্ত জন্য হইলে স্বেদ, জ্বর, বিদাহ, (গলা জ্বালা করা অর্থাৎ অম্লভাবে পরিণত হওয়া), দাহ, তৃষ্ণা, অঙ্গরাগ, বক্তের কটুতা এবং পিত্ত জন্য অন্যান্য সকল উপদ্রব জন্মে। স্তৈমিত্য,* অন্নে অরুচি, অঙ্গের অবসাদ, বমন, লালাস্রাব, আস্যের মধুরতা এবং অন্যান্য সকল কফের লক্ষণ প্রকাশ পায়। সন্নিপাত জন্য হইলে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং তাহা অসাধ্য।

* আর্দ্র বস্ত্রাবৃতের ন্যায় শীতলানুভবতি।

স্ত্রীলোকে নূতন প্রসূতা হইলে অথবা ঋতুকালে অপক্ক গর্ভ স্রাব হইলে যদি অহিতকর ভোজন. করে, তাহা হইলে বায়ু কর্ত্তৃক রক্ত বদ্ধ হইয়া দাহ ও যন্ত্রণা বিশিষ্ট গুল্ম জন্মে। তাহাতে পিত্তের সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই রোগে গর্ভের সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, কিন্তু গর্ভ স্পন্দিত হয় না ও উদর বৃদ্ধি হয় না। গর্ভকাল অতীত হইলে ইহার চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

বায়ুজন্য গুল্মরোগে রোগীকে স্নিগ্ধ.করিয়া স্নেহ বিরেচন প্রয়োগ করিবে। তদনন্তর বস্তি প্রয়োগ অধ্যায়ে যেরূপ বিহিত হইয়াছে তদনুসারে কালে কালে নিরূঢ় বস্তি এবং অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। পিত্তজন্য গুল্মরোগে কাকোল্যাদি সংযোগে ঘৃত পাক করিয়া তদ্দ্বারা স্নিগ্ধ করিবে। এবং মধুর দ্রব্য যোগে বিরেচন প্রয়োগ পূর্ব্বক. নিরূঢ় বস্তি ও অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। শ্লেষ্ম-জন্য গুল্মরোগে পিপ্পল্যাদি সহ ঘৃত পাক করিয়া রোগীকে স্নিগ্ধ করিবে। পরে তীক্ষ্ণ বিরেচন প্রয়োগ করিয়া শ্লেষ্মনাশক দ্রব্য সহযোগে নিরূঢ় বস্তি প্রয়োগ করিবে। সন্নিপাত জন্য গুল্মে ত্রিদোষ নাশক বিধি অবলম্বন করিবে। স্ত্রী-লোকের রক্ত জন্য গুল্ম হইলে পিত্ত জন্য গুল্মের ন্যায় চিকিৎসা করিবে বিশেষতঃ রক্ত নির্গত করিবার জন্য পলাশভস্মের ক্ষারসহ ঘৃত পাক করিয়া সেবন করাইবে। পিপ্পল্যাদি গণ সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া তৎসহযোগে উত্তর বস্তি প্রয়োগ করিবে। উষ্ণ গণ সহযোগে রক্তস্রাব করাইবে। রক্ত অধিক স্রাব হইলে অসৃগ্‌দরের ন্যায় প্রতী-কার করিবে। আনূপ অর্থাৎ মহিষ-বরাহাদি, ঔদক অর্থাৎ জলচর জন্তুর মজ্জা, বসা, তৈল, ঘৃত, দধি একত্র পাক করিয়া বায়ুজন্য গুল্মে অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। জাঙ্গল অর্থাৎ হরিণাদি এক শফ জন্তু অর্থাৎ অশ্বাদির বসা ঘৃত পৈত্তিকে প্রয়োজ্য এবং কফ-জন্য গুল্মে জাঙ্গল অর্থাৎ হরিণাদির মজ্জা ও তৈল অনুবাসনে প্রয়োজ্য।

বায়ু-জন্য গুল্ম রোগে প্লীহোদরোক্ত ষড়ঙ্গ ঘৃত আমলকীর রসে

পাক করিয়া শর্করা ও সৈন্ধব যোগে সেবন করিবে। চিত্রক, ত্রিকটু, সৈন্ধব, এলাইচ, চবা, দাড়িম, যমানী, পিপ্‌পলীমূল, কৃষ্ণজীরক, হবুষা, ধান্যক এই সকলের চূর্ণ সমভাগ, দধি, কাঞ্জী, বদর এবং মূলকের রস সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিবে। ইহাতে বায়ু-জন্য গুল্ম অগ্নিমান্দ্য আটোপ ও শূল আরোগ্য হয়। হিঙ্গু, সৌবর্চ্চল, কৃষ্ণজীরক, বিট্‌লবণ, যমানী, এলাইচ, কুষ্ঠ, ত্রিকটু, কাঞ্জী, বেতসক্ষার, চিত্রক, শঠি, বচ, অজগন্ধা, এলাইচ, ও তুলসী, এই সকল এবং দধি যোগে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে শূল, আনাহ এবং গুল্ম রোগের শান্তি হয়। বিট্‌লবণ, এলাইচ, সৈন্ধব চিত্রক, ত্রিকটু, জীরক, হিঙ্গু, সৌবর্চ্চল, যবক্ষার, আম্রাতক, অম্লবেতস, এই সকল দ্রব্যের সহযোগে টাবা লেবুর রসে চতুর্গুণ দধি সংযোগে ঘৃত পাক করিবে। ইহার নাম দাধিকঘৃত। ইহার দ্বারা গুল্ম প্লীহা ও শূলের শান্তি হয়। রসুনের রস, পঞ্চমূলীর রস, এবং সুরা, কাঞ্জী, দধি মূলক রস সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া তাহাতে ত্রিকটু, দাড়িম, আম্রাতক, যমানী, চব্য, সৈন্ধব, হিঙ্গু, অম্লবেতস, কৃষ্ণজীরক, এই কয়েকটী কল্কে পাক করিবে ইহাতে গুল্ম, গ্রহণী, অর্শঃ, শ্বাস, উন্মাদ, ক্ষয়, জ্বর, কাশ, অপস্মার, মন্দাগ্নি, প্লীহা, শূল ও বায়ু জন্য রোগ আরোগ্য হয়। দধি, সৌবীর (কাঞ্জী), ঘৃত মুদ্গ ও কুলথের ক্কাথ প্রত্যেক আঢ়ক পরিমিত একত্র পাক করিয়া তাহাতে সৌবর্চ্চল, সর্জিকা ক্ষার দেবদারু, সৈন্ধব প্রত্যেকে দুই পল প্রক্ষেপ করিবে। এই ঘৃতের দ্বারা বায়ুজন্য গুল্ম রোগের শান্তি হয় এবং অগ্নির দীপ্তি হয়। তৃণমূলের ক্বাথে বা ন্যগ্রোধাদিগণের ক্কাথে অথবা উৎপলাদিগণের ক্কাথে কাকোল্যাদিগণ সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে রক্তপিত্ত জন্য গুল্ম আরোগ্য হয়। আরগ্বধাদিগণের ক্কাথে বা ক্ষার বর্গে অথবা মূত্রবর্গের ক্কাথ ও পিপপল্যাদিগণ ও ত্রিকটু ক্কাথ সংযোগে ঘৃত পাক করিয়া সেবনে কফ জন্য গুল্ম রোগের শান্তি হয়। সান্নিপাতিক গুল্মে দোষের

আধিক্য অনুসারে চিকিৎসা করিবে। হিঙ্গু আদি চূর্ণ বা প্লীহানাশক ঘৃত অথবা তিল্বক সর্পি সেবন করিবে।

তিল, কুলেখাড়া, পলাশ, সর্ষপ এবং যবশূক ইহাদিগের ভস্ম, প্রত্যেকে একপালি (পরিভাষা দেখ), পরিমিত গো, ছাগ, মেষ, গর্দ্দভ, হস্তী এবং মহিষীর মূত্রে লৌহ পাত্রে মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া কুষ্ঠ সৈন্ধব, যষ্টিমধু, শুণ্ঠি, বিড়ঙ্গ, যমানী ও করকচ লবণ ইহাদিগের চূর্ণ প্রত্যেকে দশ পল তাহাতে প্রক্ষেপ পূর্ব্বক লেহন যোগ্য করিবে। ইহা ঘৃত, দধি বা সুরার সহিত অথবা কাঞ্জী, উষ্ণোদক বা কুলত্থের রসের সহিত সেবনীয়। এই ক্ষারে গুল্ম ও বায়ু-জন্য বিকারের শান্তি হয়।

সাজীমাটী, কুষ্ঠ এবং কেতকীর ক্ষার অথবা শুদ্ধ কেতকীর ক্ষার তৈল সংযোগে অথবা কুষ্ঠ, সাজিমাটি সৈন্ধব ঈষদুষ্ণ জলের সহিত পান করিলে বাতজন্য গুল্ম আরোগ্য হয়। এরণ্ড, পুনর্ণবা, বৃহতী, কণ্টকারী এবং বিছাতি চিত্রক, দ্রোণ (৬৪ সের) পরিমিত জলে পাক করিয়া পাদশেষ থাকিতে অবতারিত করিবে। পিপ্‌লী, চিত্রক ও মধু পূর্ব্বে কলসীতে লেপন করিয়া রাখিবে। সেই কলসে ঐ সমস্ত রাখিয়া (/৪ সের) মধু ও (/১ সের) হরীতকীচূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর তুষরাশি মধ্যে দশ দিন রাখিয়া অন্ন পরিপাকের পর সেবন করিবে। এই অরিষ্টের দ্বারা গুল্ম অরুচি ও অজীর্ণ আরোগ্য হয়।

পাঠা, ত্রিবৃৎ, হরিদ্রা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতক, সৈন্ধব, হরিতকী, ইন্দ্রযব এই সকল সমভাগে চূর্ণ, তাহার সমান পুরাতন গুড় এই উভয়ের সমান হরিতকী চূর্ণ, গোমূত্রে পাক করিয়া ভক্ষণ করিবে। ইহাতে গুল্ম, প্লীহা, অগ্নিমান্দ্য, হৃদ্রোগ, গ্রহণী, পাণ্ডুরোগ, শূল আরোগ হয়।

গুল্মরোগে জলৌকা বা শিরামোক্ষণ দ্বারা রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য।

ঈষদুষ্ণ জাঙ্গল রস, অধিক সৈন্ধব যোগে পান করিবে। পানীয় দ্রব্য ত্রিকটু সংযোগে সেবন করিবে। বায়ুনাশক দ্রব্যের ক্বাথ ও কুলথের রস ও স্নেহ সৈন্ধব যোগে পাক করিয়া পান কর্ত্তব্য। পুরীষ ও বায়ু বদ্ধ থাকিলে আর্দ্রকযোগে দুগ্ধ পান হিতকর। কুম্ভীপিণ্ড ও ইষ্টকের স্বেদ প্রয়োগও হিতকর। গুল্মরোগ মাত্রেই বিরেচন করান কষ্টসাধ্য। অতএব অগ্রে স্বেদ প্রয়োগ পূর্ব্বক শিথিল করা কর্ত্তব্য। বিলেপন, অভ্যঙ্গ, উপনাহ ও সুখোষ্ণ শয়ন প্রভৃতি প্রয়োজ্য। উদর-রোগোক্ত ঘৃত, চূর্ণ, বর্ত্তিক্রিয়া এবং উদরাময় বিহিত লবণ এস্থলে প্রয়োজ্য, বায়ু ও পুরীষ বদ্ধ থাকিলে করকচ লবণ, আর্দ্রক, সর্ষপ এবং সমধিক পরিমাণে মরিচ একত্র যোগে বর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক মলদ্বারে প্রবেশ করাইবে। দন্তী, চিতের মূল এবং অন্যান্য বাতঘ্ন দ্রব্য সহযোগে সূত্রস্থান-বিহিত অরিষ্ট সমস্ত প্রস্তুত করিবে। পূতিকরঞ্জ ও শোঁদালের অঙ্কুর ভর্জ্জিত করিয়া ভক্ষণ করিবে। বায়ুর ঊর্দ্ধগতি থাকিলে গুল্ম-রোগে নিরুঢ় বস্তি প্রয়োগ করিবে না। শুণ্ঠী সহযোগে ত্রিবৃৎ বা গুড় সহযোগে হরীতকী পান করিবে। গুগ্‌গুল, ত্রিবৃৎ, দন্তী, মূষাকাণী, সৈন্ধব, বচ এই সকল দ্রব্য বল অনুসারে মূত্র, দুগ্ধ, মদ্য বা দ্রাক্ষারস সহযোগে সেবন করিবে। পিলু পিষিয়া লবণযোগে সেবন করিবে। পিপ্পলী, পিপ্পলী মূল, চব্য চিত্রক ও সৈন্ধব, সুরা সহ উপযুক্ত কালে সেবন করিলে গুল্ম আরোগ্য হয়। বায়ু ও পুরীষ বদ্ধ থাকিলে দুগ্ধ সহযোগে যব অথবা প্রচুর স্নেহ ও লবণ যোগে কুলথ ভক্ষণ করিবে।

শূলরোগের চিকিৎসা।

গুল্মরোগে কোন কারণ বশতঃ শূল উপদ্রব জন্মে। শূল কর্ত্তৃক * খননের ন্যায় যন্ত্রণা হয় বলিয়া ইহাকে শূল কহে। ইহাতে মূত্র পুরীষের সংরোধ, কষ্টে উচ্ছাস, অঙ্গের স্থিরতা, রোমহর্ষ, অরুচি, তৃষ্ণা, দাহ, ভ্রম, অন্নের বিদগ্ধ ভাবের বৃদ্ধি (অর্থাৎ অত্যন্ত অম্ল-

* ইহাকেই সচরাচর লোকে অম্ল-শূল কহে।

ভাবাপন্ন হইয়া গলা বুক জ্বালা করা), বমন, ভুক্ত বৃদ্ধি * শরীরের জড়তা এই সকল লক্ষণ হয়। বায়ু, পিত্ত, কফ, এবং মিশ্র দোষ কর্ত্তৃক শূল উপদ্রব জন্মে। যথাক্রমে সংখ্যানুসারে তাহার চিকিৎসা বলা যাইতেছে। হরীতকী, সৈন্ধব, করকচ, বিট্, লবণ, যবক্ষার, হিঙ্গু, তম্বুর, কুড়, যমানী, হরিদ্রা, বিড়ঙ্গ এবং অম্লবেতস, ভূমি-কুষ্মাণ্ড, ত্রিফলা, শতমূলী, শৃঙ্গাটক, গুড় শর্করা, গাম্ভারি ফল, যষ্টিমধু এবং পরূষক ইহাদিগের হিম নামক কষায় †। বচ, অতি-বিষা, দেবদারু, হরীতকী, মরিচ, কুটজ, পিপ্পলীমূল, চঁই, শুণ্ঠী, যবক্ষার, চিত্রক এই তিনটী যোগ যথাক্রমে বায়ু জন্য, পিত্ত জন্য এবং কফ জন্য শূলে প্রয়োগ করিবে। দোষ বিবেচনা করিয়া এই সকল যোগ উষ্ণাম্ল কাঞ্জি দুগ্ধ ও জল সহযোগে সেবন করিবে। তদনুরূপ দ্বিদোষ জন্য হইলে দুইটী যোগ এবং ত্রিদোষ জন্য হইলে সকল দ্রব্যই মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। জল সেচন, অবগাহন, প্রদেহ, অভ্যঙ্গ, ভোজন, শিশির-পূর্ণ পাত্র ধারণ, বমন, মর্দ্দন, স্বেদ, লঙ্ঘন, ক্ষপণ, স্নেহাদি সেবন বিশেষ রূপে উপদেশ করা হইতেছে। শুষ্ক মাংস, মূলক, মৎস্য, শুষ্ক শাক, বৈদল (দাইল) কোন প্রকার আলু ও মধুর ফল গুল্মরোগী ভক্ষণ করিবে না।

গুল্ম ব্যতিরেকে গুল্মস্থানে শূল জন্মিলে তাহার নিদান সংপ্রাপ্তি ও চিকিৎসা বলা যাইতেছে। বায়ু, মূত্র, পুরিষের বেগ ধারণ, অতি ভোজন, অজীর্ণজনক দ্রব্য ভোজন, পরিপাক না হইতে ভোজন, অধিক পরিশ্রম, বিরুদ্ধ অন্ন সেবন, ক্ষুধা কালে পানীয় পান, রুক্ষ দ্রব্য সেবন, পিষ্টান্ন শুষ্ক মাংস এবং এই প্রকার অন্যান্য দ্রব্য সেবন করিলে বায়ু কুপিত হইয়া কোষ্ঠদেশে শূল জন্মায়। তাহাতে

* চিকিৎসিত স্থানের ১৫২ পৃষ্ঠার টীকায় দ্রষ্টব্য।

† ভুক্ত বৃদ্ধি বলিবে যাহা ভোজন করা যায় তাহা উদরে স্ফীত হইয়া গলায় উঠা।

বেদনায় পীড়িত হইয়া মানব শ্বাস রহিত হয় যেন শঙ্কু দ্বারা বিদ্ধ করিতেছে এরূপ তীব্র যাতনা, এই সকল লক্ষণ হয়।

যে ব্যক্তির অনাহার কালে তীব্র, শূল বেদনা, গাত্র স্তব্ধ, কষ্টে শ্বাস বমন এবং বায়ু মূত্র পুরীষের কষ্টে নিঃসরণ এই সকল লক্ষণ হইলে বায়ু জন্য শূল বলা যায়।

তৃষ্ণা, দাহ, মদ, মূর্চ্ছা, তীব্র শূল, শীতল দ্রব্যে অভিলাষ, শীতল ক্রিয়াতে যাতনার শান্তি এই গুলি পিত্তজন্য শূলের লক্ষণ।

শূল কর্তৃক উৎপীড্যমানে, বমনেচ্ছা, কোষ্ঠদেশের পূর্ণতা এবং দেহের গুরুতা এই গুলি শ্লেষ্মা জন্য শূলরোগের লক্ষণ।

পূর্ব্বোক্ত সকল প্রকার লক্ষণ থাকিলে সন্নিপাত জন্য বলা যায়। সন্নিপাত জন্য শূল অসাধ্য।

অতঃপর চিকিৎসা বলা যাইতেছে। শূল রোগে বায়ুই প্রধান অতএব বায়ু জন্য শূলে পায়স, কৃশরা পিণ্ড অথবা ঘৃত যুক্ত মাংসের ঈষদুষ্ণ স্বেদ প্রয়োগ করিবে। তেউড়ির শাক স্নেহ যোগে পাক করিয়া উষ্ণ থাকিতে ভোজন করিবে। করঞ্জ বৃক্ষের অঙ্কুর তৈলে ভর্জ্জিত করিয়া ভক্ষণ কর্ত্তব্য। পক্ষিমাংসের বা জাঙ্গল মাংসের ক্বাথ ঘৃতাক্ত করিয়া ভোজন করিবে। যে কোন বিল-শায়ীর (শশ, গোধা প্রভৃতি) মাংস ভোজন করিবে। সুরা, কাঞ্জী, সুক্ত, মস্তু, তক্র (অর্দ্ধ জল বিশিষ্ট ঘোল) এবং দধি লবণ সহযোগে বায়ু জন্য শূলে সেবন করিবে। অম্লযুক্ত কুলত্থের যূষ, সৈন্ধব ও মরিচ সহ সেবন করিবে। বিড়ঙ্গ, সজিনা বীজ, কম্পিল্ল, হরীতকী, ত্রিবৃৎ অম্লবেতসশ, মহৎ শতাবরী, অশ্বকর্ণ এই গুলি সৌবর্চ্চল লবণ যোগে সেবন করিবে। মদ্য পান করিলেও বায়ুজন্য শূল শীঘ্র শাম্য হয়। বড় এলাইচ, কৃষ্ণ জীরক, চব্য, যমানী, ত্রিকটু, চিত্রক, পিপ্পলীমূল, সৈন্ধব, এই সকলের চূর্ণ দুগ্ধ সহ পান করিবে। অথবা মধ্বাসব চুক্র, সুরা বা সৌবীর যোগে *

* এই সকল অরিষ্ট আসবাদি প্রণালী বিশেষে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বা টাবা লেবুর রস সহ সেবন করিবে। ঐ সকল চূর্ণ ও প্রচুর পরিমাণে হিঙ্গু, বদরী যূষ সহযোগে পুনঃ পুনঃ ভাবিত করিয়া শর্করা সহ সেবন করিবে। দাড়িম কাষ্ঠ সহ ঐ সকল দ্রব্যের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া প্রায়োগ করিলে বায়ুজন্য শূলের শান্তি হয়। অথবা ঐ চূর্ণ পুনর্ব্বার গুড় তৈল যোগে বা মদ্য সহ লেহণ বা পান করাইবে। ক্ষুধা জন্য শূল হইলে উষ্ণ দুগ্ধ, যবাগু অথবা স্নেহযুক্ত মাংস রস লঘু পরিমাণে পান করিবে। রুক্ষ ব্যক্তির বায়ুজন্য শূল হইলে স্নিগ্ধ ক্রিয়া বিশেষতঃ ঘৃতপক্ক দ্রব্য ভোজন করা কর্ত্তব্য। বায়ুজন্য শূলে বারুণী (তাল বা খর্জ্জুর রস জাত আসব বা তাড়ি) পানেও শান্তি হয়।

অতঃপর পিত্ত-জন্য শূলের প্রতীকার বলা যাইতেছে। শীতল জল পান পূর্ব্বক বমন করিবে। সকল প্রকার উষ্ণ দ্রব্য বর্জ্জন পূর্ব্বক শীতল সেবন করিবে। যে স্থানে বেদনা ধরে, মণি, রজত বা তাম্র পাত্র শীতল জলে পূর্ণ করিয়া, তাহার উপরি স্থাপন করিবে। গুড়, শালি অন্ন, যব, দুগ্ধ, ঘৃত পান করা, বিরেচন এবং জাঙ্গল মাংস ভোজন, এই গুলি পিত্ত জন্য শূলের পক্ষে ঔষধ। সকল প্রকার পিত্তল দ্রব্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিত্তনাশক রস সেবন করিবে। পলা-শের যূষ, পরূষক, দ্রাক্ষা, খর্জ্জুর এবং জলজাত দ্রব্য শৃঙ্গাটক প্রভৃতি শর্করা যোগে পান করিবে।

শ্লেষ্মা-জন্য শূল, ভোজন মাত্রেই কুপিত হয়। সে স্থলে পিপ্‌পলী সহযোগে জল পান করিয়া বমন কর্ত্তব্য। রুক্ষ স্বেদ এবং অন্যান্য উষ্ণ ক্রিয়া বিধেয়। পিপ্‌পলী, শুণ্ঠী, পাঠা, বচ, ত্রিকটু, কটুকী, চিত্রক ইহাদিগের ক্বাথ বাবুই তুলশীর যূষ সহ পান করিবে। এরণ্ডের ফল ও মূল, গোক্ষুরীর মূল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী বেড়েলা, মুগাণি, মাসানি, কুলেখাড়ার মূল এই সকল সমভাগ, চাকুলে দুই ভাগ, ৬৪ চৌষট্টিসের জল পাক করিয়া পাদাবশেষ থাকিতে নামাইয়া যবক্ষার যোগে পান করিবে। ইহার দ্বারা বাতিক

পৈত্তিক শ্লৈষ্মিক বা সন্নিপাত-জন্য শূলেরও শান্তিহয়। পিপ্‌পলী, স্বর্জিকা ক্ষার, যব এবং চিত্রক এই সকলের ভস্ম উষ্ণবারি সহ পান করিলে শ্লেষ্ম জন্য শূলের শান্তি হয়।

কুক্ষিপার্শ্বে বায়ু রুদ্ধ হইয়া আধ্মান ও গুড়গুড় শব্দ জন্মায়। তৎকর্ত্তৃক সূচীবিদ্ধের ন্যায় যাতনা হয় ও কষ্টে শ্বাস বহন করে অন্নে অভিলাষ থাকে না এবং নিদ্রা হয় না। ইহাকে পার্শ্ব শূল বলে—শ্লেষ্মা ও বায়ু-জন্য জন্মে। কুড় হিঙ্গু, সৌবর্চ্চল, বিট্, সৈন্ধব, ধন্যা এবং হরীতকী, ইহাদিগের চূর্ণ যবের ক্বাথ সহযোগে পান করিবে। ইহা পার্শ্ব হৃদি ও বস্তি শূলে প্রয়োজ্য। বীজপূরের (টাবা লেবু) মজ্জা দুগ্ধ সহ পাক করিয়া সেবন করিবে। প্লীহোদর বিহিত ঘৃত বা হিঙ্গু সহযোগে ঘৃত পান করিবে। অথবা দুগ্ধ সহ এরণ্ড তৈল সেবন করিবে। অথবা মদ্য দধিমস্তু দুগ্ধ বা মাংস রস সহযোগে ভোজন করিবে।

বায়ু কুক্ষিদেশে কুপিত হইয়া জঠরাগ্নিকে আক্রমণ করিলে ভুক্ত অন্ন পরিপাক না হইয়া স্তব্ধ ভাবে থাকে। তৎকালে রোগী পুনঃ পুনঃ উচ্ছ্বাস ত্যাগ করে, শূলের যন্ত্রণায় কাতর হয় এবং শয়ন উপবেশন প্রভৃতি কিছুতেই সচ্ছন্দ লাভ করিতে পারে না। ইহাকে কুক্ষিশূল বলে, বায়ু-জন্য আম কর্ত্তৃক এই রোগ জন্মে। ইহাতে বমন ও বল অনুসারে লঙ্ঘন কর্ত্তব্য। অম্ল ও অগ্নিকর দ্রব্যের সংযোগে পাচনও প্রয়োজ্য। শুণ্ঠী, যমানী, চব্য, হিঙ্গু, সৌবর্চ্চল লবণ, বিট্‌লবণ, শ্যামালতা, এরণ্ড মূল, বৃহতী, কণ্টকারী ইহাদিগের ক্বাথ পান করিবে। বচ, সৌবর্চ্চল, হিঙ্গু, কুষ্ঠ, অতিবিষা, অভয়া (হরীতকী বিশেষ), কুটজ বীজ ইহাদিগের সেবনে শীঘ্র শূলের শান্তি হয়। দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া বিরেচন স্নেহবস্তি ও নিরূঢ় বস্তি প্রয়োগ করিবে। উপনাহ-স্বেদ, স্নেহস্বেদ এবং ধান্যাম্ল পরিষেচন কর্ত্তব্য।

রসকর্তৃক বর্দ্ধিত বায়ু কফপিত্ত কর্তৃক হৃদয় দেশে অবরুদ্ধ হইয়া শ্বাস-রোধক শূল বেদনা জন্মায়। ইহাকে হৃচ্ছূল বলে। এই রোগ রসবায়ু কর্তৃক জন্মে। এস্থলে হৃদ্রোগে বিহিত প্রতিক্রিয়া সকল কর্ত্তব্য।

রুদ্ধ থাকা প্রযুক্ত বায়ু কুপিত হইয়া বস্তিদেশ আবৃত করিয়া থাকে। তদ্দ্বারা বস্তি বঙ্ক্ষণ ও নাভিদেশে শূল জন্মিয়া পুরীষ, মূত্র ও বায়ু অবরোধ করে, ইহাকে বস্তিশূল বলে। এই রোগ বায়ুজন্য। নাভিবঙ্ক্ষণ পার্শ্ব, কুক্ষি, মেঢ্র, অস্ত্রি, মর্দ্দন পূর্ব্বক মূত্র নালী আকৃষ্ট করিয়া রাখে (টানিয়া থাকে)। ইহাকে মূত্র শূল বলে। এই রোগও বায়ুজন্য। রুক্ষ আহার জন্য বায়ু কুপিত হইয়া কোষ্ঠস্থিত মল রোধ করিয়া অগ্নিমান্দ্য করে। তাহাতে সমস্ত স্রোতপথ আবৃত হইয়া তীব্র শূল জন্মে। সেই শূল দক্ষিণ কুক্ষি বা বামকুক্ষিতে হইলে তাহা শব্দ সহকারে শীঘ্র সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া তীব্র পিপাসা, ভ্রম ও মূর্চ্ছা জন্মায়। মল মূত্র পরিত্যাগ করিলেও তাহার শান্তি হয় না। ইহাকে বিট্‌শূল বলে—অতি দারুণ ব্যাধি। ইহাতে শীঘ্র দোষ নির্হরণ কর্ত্তব্য। স্বেদ, বমন, নিরুঢ়বস্তি স্নেহবস্তি এবং কোষ্ঠশোধনকর যোগ সমস্তও প্রয়োগ করিবে। উদাবর্ত্ত বিহিত সুখসেব্য ক্রিয়া সকলও এস্থলে বিধেয়।

অগ্নিমান্দ্য হইলে যদি অধিক পরিমাণে ভোজন করা যায়, তাহা হইলে ভুক্তদ্রব্য সমস্ত বায়ুকর্তৃক আবৃত হইয়া কোষ্ঠ দেশে স্থিরভাবে থাকে, এবং জীর্ণ না হইয়া তীব্র শূল জন্মায়। তাহাতে মূর্চ্ছা, আধ্মান, বিদাহ (গলা জ্বালা) এবং বিলম্বিকা উপদ্রব জন্মায়। ইহাতে রোগির বিরেচন বমন কম্প ও মেহ হইয়া থাকে। এস্থলে ক্ষারচূর্ণ এবং শূলনাশক গুটিকা প্রশস্ত। সকল প্রকার শূল রোগে গুল্ম রোগের ন্যায় প্রতীকার কর্ত্তব্য।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

হৃদ্রোগের চিকিৎসা।

মল মূত্রাদি বেগের ব্যাঘাত, উষ্ণ রুক্ষ অন্ন অতি মাত্রায় সেবন, বিরুদ্ধ অন্ন অধ্যশন, অজীর্ণ এবং অনভ্যস্ত দ্রব্য ভোজন এই সকলের দ্বারা দোষ সমস্ত বিগুণ হইয়া হৃদয়ে গমন পূর্ব্বক রস ধাতুকে দূষিত করে। তাহাতে হৃদয়ে অত্যন্ত পীড়া জন্মে, তাহাকে হৃদ্রোগ বলে। হৃদ্রোগ পঞ্চপ্রকার *। দোষ জন্য চারি প্রকার এবং কৃমি জন্য এক প্রকার। তাহাদিগের প্রত্যেকের লক্ষণ এবং তদনন্তর চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

হৃদ্রোগ বায়ু জন্য হইলে হৃদয়ে বেদনা এবং হৃদয়দেশ যেন টানিয়া থাকে। ইহাতে হৃদয় দেশ যেন মথিত, বিদীর্ণ, স্ফুটিত এবং পাটিত হইতে থাকে। পিত্ত-জন্য হইলে তৃষ্ণা, দাহ, চোষ, হৃদয়ের ক্লান্তি ও জ্বালা, মূর্চ্ছা, স্বেদ ও মুখশোষ এই সকল লক্ষণ হয়। কফজন্য হইলে হৃদয়ের গুরুতা, কফস্রাব, অরুচি, স্তম্ভ, অগ্নিমান্দ্য এবং আস্যের মধুরতা এই সকল লক্ষণ হয়। কৃমিজন্য হইলে বমনেচ্ছা, ষ্ঠীবন (থুথু ফেলা), তোদ, শূল, বমন, তমোভাব, অরুচি, নেত্রদ্বয় শ্যাব বর্ণ এবং শোষ (শরীর ক্রমশঃ শুষ্ক হওয়া) এই সকল লক্ষণ হয়, এবং ভ্রম, ক্লান্তি, অঙ্গের অবসাদ ও শোষ এই সকল উপদ্রব জন্মে।

বায়ু জন্য হৃদ্রোগে রোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া বমন করাইবে। দশমূলের ক্বাথ, স্নেহ ও লবণ যোগে বমনে প্রয়োজ্য। কোন প্রকার স্নেহ সহযোগে বিরেচন করাইয়া পিপ্পলী, এলাইচ, বচ, হিঙ্গু, যবভস্ম, সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল, শুণ্ঠী, যমানী এই সকলের চূর্ণ, ধান্যাম্ল, কুলত্থের ক্বাথ, দধি, মদ্য বা অন্য কোন আসবাদি সহযোগে পান

---

* সন্নিপাত-জন্য হৃদ্রোগে সকল দোষের লক্ষণ প্রকাশ পায়। মূলে ইহার লক্ষণ উল্লেখিত হয় নাই।

করাইবে। পুরাতন শালী অন্ন, জাঙ্গল রস ও ঘৃত সহযোগে ভোজন করাইবে। বাতঘ্ন দ্রব্য সহযোগে তৈল পাক করিয়া বস্তি প্রয়োগ করিবে। গাম্ভারি ফল, যষ্টিমধু মধু, মিছরি ইহাদিগের জলে বমন করাইবে।

পিত্ত-জন্য হৃদ্রোগে মধুর দ্রব্য সহযোগে ঘৃতপাক্ক করিয়া সেবন করিবে। পিত্তজ্বরনাশক ক্বাথ পান করিবে। ঘৃতযুক্ত প্রচুর পরিমাণে জাঙ্গল রস সহযোগে ভোজন করিয়া যষ্টিমধু সহযোগে পাক করা তৈলের দ্বারা মধু সহযোগে বস্তি প্রয়োগ করিবে। কফজন্য হৃদ্রোগে বচ ও নিম্বের ক্বাথে বমন করাইবে। বাতজন্য হৃদ্রোগে যে চূর্ণ এবং ভোজনের প্রণালী বলা হইয়াছে তাহা এ স্থলেও প্রয়োজ্য। ধ্যান্যাম্ল প্রভৃতি বা মুস্তাদি গণের ক্বাথ বা ত্রিফলার ক্বাথ পান করিবে। কৃষ্ণবর্ণ তেউড়ি ঘৃত যোগে বিরেচনে প্রয়োগ করিবে। এবং বলাতৈল সহযোগে বস্তি প্রয়োগ করিবে।

ক্রিমি জন্য হৃদ্রোগে রোগিকে স্নিগ্ধ করিয়া তিন দিবস কাল মাংস পাক করিয়া তৎসহ ভোজন করাইবে। পরে বিরেচন প্রয়োগ করিবে। তদনন্তর সুগন্ধি দ্রব্য, লবণ, কৃষ্ণজীরক এবং শর্করা সহযোগে প্রচুর পরিমাণে বিড়ঙ্গ, ধান্যাম্ল যোগে পান করাইবে। এইরূপ প্রতিক্রিয়ার দ্বারা হৃদয়স্থ ক্রিমি সমস্ত অধোভাগে নিঃসৃত হইবে। নিঃসৃত হইলে বিড়ঙ্গ সহযোগে যবান্ন ভোজন করাইবে।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

পাণ্ডুরোগের চিকিৎসা।

অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ, অম্ল, লবণ ও মদ্য সেবন, মৃত্তিকা ভক্ষণ, দিবা নিদ্রা, অতিশয় তীক্ষ্ণ দ্রব্য সেবন এই সকল কারণে রক্ত দুষিত

হইয়া ত্বক্ পাণ্ডুবর্ণ করে। পাণ্ডুরোগ চারি প্রকার, পৃথক্ পৃথক্ দোষ জন্য তিন প্রকার এবং সন্নিপাত জন্য এক প্রকার। এই সকল প্রকারেই পাণ্ডুভাবের আধিক্য বলিয়া ইহাকে পাণ্ডুরোগ বলে। ত্বকের স্ফোটন (ত্বক ফাটা ফাটা হওয়া), ষ্ঠীবন, গাত্রের অবসাদ, মৃত্তিকা ভক্ষণ, * অক্ষি গোলকের শোথ, মূত্র পুরীষের পীতবর্ণতা, অজীর্ণ, এই গুলি তাহার পূর্ব্বরূপ। পাণ্ডু কামলা, কুম্ভ কামলা এবং লাঘরক বা হলীমক, ইহারা সকলেই পাণ্ডুরোগের অন্তর্ভূত। ইহাদিগের লক্ষণ আনুপূর্ব্বিক বলা যাইতেছে।

কৃষ্ণবর্ণ চক্ষু, দেহ কৃষ্ণবর্ণ, শিরাসমূহে আকীর্ণ এবং পুরীষ, মূত্র, নখ, মুখ কৃষ্ণবর্ণ এবং অন্যান্য বায়ুজন্য উপদ্রব বায়ু জন্য পাণ্ডুরোগের এই সকল লক্ষণ। পীতবর্ণ চক্ষু, দেহ পীতবর্ণ শিরা সমূহে সমাকীর্ণ এবং পুরীষ মূত্র মুখ নখও পীতবর্ণ এবং অন্যান্য পিত্ত-জন্য উপদ্রব, এই গুলি পিত্ত-জন্য পাণ্ডু রোগের লক্ষণ। শুক্ল-বর্ণ চক্ষু দেহ শুক্লবর্ণ, শিরা সমূহে ব্যাপ্ত, পুরীষ মূত্র, নখ, মুখ শুক্লবর্ণ, এবং কফ-জন্য অন্যান্য উপদ্রব, এই গুলি কফ-জন্য পাণ্ডু রোগের লক্ষণ। সান্নিপাত জন্য পাণ্ডু রোগে সকল প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পায়। অতঃপর কামলা রোগের লক্ষণ বলা যাইতেছে। পাণ্ডু রোগের শেষে পিত্তল অন্ন, অম্ল মদ্য প্রভৃতি পিত্তকর দ্রব্য সহসা সেবন করিলে মুখ পাণ্ডুবর্ণ হয়, বিশেষতঃ প্রথমাবস্থায় তন্দ্রা ও দুর্ব্বলতা জন্মে। তাহাতে মহান্ শোথ (ফুলা) এবং গ্রন্থি স্থানে বেদনা হইলে কুম্ভকামলা বলা যায়। তাহাতে জ্বর, অঙ্গমর্দ্দ, ভ্রম অবসাদ, তন্দ্রা এবং ক্ষয়, এই সকল লক্ষণ থাকিলে লাঘরক বলা যায়। ইহাতে বাত-পিত্তের লক্ষণ অতিশয় থাকিলে হলীমক বলা

---

* মৃত্তিকা ভক্ষণ জন্য যে পাণ্ডুরোগ জন্মে, চরকের মতে তাহার চিকিৎসার বিশেষ থাকা প্রযুক্ত তাহাকে পঞ্চম প্রকার পাণ্ডুরোগ বলে ইহার সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ যথা,—মৃত্তিকাদনশীলস্য কুপ্যত্যন্যতমো মলঃ।

যায়। অরুচি, পিপাসা, বমন, জ্বর, উর্দ্ধগত পীড়া, অগ্নিমান্দ্য, কণ্ঠগত শোথ, দুর্ব্বলতা, মূর্চ্ছা, ক্লান্তি, হৃদয়ের পীড়া, এই গুলি হলীমকের উপদ্রব।

পাণ্ডু রোগে দোষ বিবেচনা করিয়া ঘৃত সহযোগে ঊর্দ্ধ অধোভাগ সংশোধন করিবে। প্রচুর পরিমাণে ঘৃত মধু সহযোগে হরীতকী চূর্ণ সেবন করিবে। হরিদ্রা অথবা ত্রিফলা সহযোগে পাক করা ঘৃত অথবা তিল্বক ঘৃত পান করিবে। বিরেচক দ্রব্য ঘৃত সহ পাক করিয়া অথবা ঘৃত সহযোগে বিরেচক দ্রব্য সেবন করিবে। অর্দ্ধপল (৪ তোলা) তেউড়ি গোমূত্রে পাক করিয়া সর্ব্বদা পান অথবা হরীতকী মিশ্রিত গুড় অর্দ্ধ কুড়ব পরিমাণে ভক্ষণ করিবে। আরগ্বধাদির ক্বাথ পান করিবে। লৌহরজঃ, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, এই সকলের চূর্ণ ঘৃত মধু যোগে অথবা ত্রিফলাযুক্ত হরিদ্রা বা শাস্ত্রবিহিত অপর যোগ ঘৃত মধু সহ সেবন করিবে। পুনঃ পুনঃ অল্প মাত্রায় দোষ নিঃসারণ করিবে। এক কালে অতিরিক্ত দোষ নিঃসারণ করিলে শরীর ক্ষীণ হয়। আমলকী রস ও ইক্ষুরসের মন্থ প্রস্তুত করিয়া মধু সংযোগে ভোজন করিবে বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, শুকাক্ষা (শুয়াঠুঁটি), দাড়িম, কাকমাচী এই সকল কল্ক ও ক্বাথ সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিবে অথবা দুগ্ধ সহযোগে পিপ্পলী যথাসাধ্য পরিমাণে সেবন করিবে। অথবা যষ্টিমধুর ক্বাথ ও চূর্ণ সমভাগে মধু সহযোগে লেহন করিবে। ত্রিফলা ও লৌহচূর্ণ দীর্ঘকাল গোমূত্র যোগে সেবন করিবে। প্রবাল, মুক্তা, রসাঞ্জন, শঙ্খচূর্ণ, কাঞ্চন, গিরিমৃত্তিকা লেহন করিবে। কুড়ব পরিমাণ (অর্দ্ধসের ছাগবিষ্ঠা) বিট্‌লবণ, হরিদ্রা, সৈন্ধব প্রত্যেকের চূর্ণ এক পল একত্র করিয়া মধু সহযোগে লেহন করিবে। লৌহ মণ্ডুর, চিত্রক, বিড়ঙ্গ, হরীতকী ত্রিকটু সকলে সমভাগ এবং সকলের সমান স্বর্ণমাক্ষিক গোমূত্র যোগে পাক করিয়া মধুসহ অবলেহ প্রস্তুত করিবে। বিভীতক, লৌহমল

শুণ্ঠী এবং তিল ইহাদিগের চূর্ণে প্রচুর পরিমাণে গুড় সহযোগে বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা ভক্ষণ করিয়া তক্র অপুপান করিবে। ইহাতে ঘোরতর পাণ্ডুরোগ নিবৃত্ত হয়। সাজীমাটি, হিঙ্গু, চিরতা একত্র যোগে কলায় পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত পূর্ব্বক ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবন করিবে। মূর্ব্বা, হরিদ্রা, আমলকী, সপ্তাহ গোমূত্রে ভাবিত করিয়া লেহন করিবে। বেড়েলা ও চিতার মূল একত্র দুই তোলা পরিমাণে ঈষদুষ্ণ জলের সহিত অথবা সজিনা বীজ লবণ ঐরূপে সেবন করিয়া দুগ্ধ সহ ভোজন করিবে। ন্যগ্রোধাদির শীতল ক্বাথ, চিনী ও মধু সংযোগে পান করিবে। সালসাসারাদিগণের লিখিত বৃক্ষ সমূহের সারচূর্ণ ও আমলকীচূর্ণ মধুসহ, লেহন করিবে। বিড়ঙ্গ, মুথা, ত্রিফলা যমানী, পরূষক, ত্রিকটু, মুর্ব্বা লতা, ইহাদিগের চূর্ণ, গুড়শর্করা, ঘৃত, মধু পূর্ব্বোক্ত সারগণের ক্বাথে পাক করিয়া লেহ প্রস্তুত পূর্ব্বক ঘণ্টা-পারুলের পাত্রে রাখিবে। ইহার দ্বারা পাণ্ডু রোগ, কামলা ও শোথের শান্তি হয়। শর্করা সহযোগে ত্রিবৃৎ অথবা গুড় সহযোগে রাখালশশা ও শুণ্ঠী কামলা রোগে প্রয়োজ্য। কালিয়া কাষ্ঠের সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া হরিদ্রা মিশ্রিত পূর্ব্বক সেবন করিবে। কুম্ভকামলা রোগে স্রোত-অঞ্জন অথবা শিলাজতু গোমূত্র যোগে সেবন করিবে। লৌহমল এক মাস কাল গোমূত্রে রাখিয়া সৈন্ধব সহযোগে সেবন করিবে। লৌহমল অষ্টবার বিভীতকের কাষ্ঠে দগ্ধ করিয়া নির্ব্বাপিত করিবে। পরে চূর্ণ করিয়া মধু সহযোগে লেহন করিলে কুম্ভকামলা রোগ আরোগ্য হয়। সৈন্ধব লবণ একবার অগ্নির ন্যায় তপ্ত করিয়া গোমূত্র সেচন করিবে। লৌহমল পুনঃ পুনঃ অগ্নিতে তপ্ত ও পুনঃ পুনঃ গোমূত্রে নির্ব্বাপিত করিবে। পরে ঐ উভয় দ্রব্যকে গোমূত্রে পিষিয়া উখাতে এরূপে পাক করিবে যেন দগ্ধ না হয়। শুষ্ক হইলে চূর্ণ করিয়া তক্র সহযোগে পান করিবে। ইহাতে কেবল তক্র সহ-যোগে অন্ন ভোজন করিবে। ইহার দ্বারা অগ্নির দীপ্তি ও পাণ্ডু

রোগ আরোগ্য হয়। দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ ও আমলকীর রসে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিবে ইহা লাঘরক রোগে হিতকর। গুড়-জাত অরিষ্ট, মধু, শর্করা, মূত্র আসব ও ক্ষার যোগে ঔষধ, আমলকের রস সহযোগে ঘৃত যুক্ত জাঙ্গল মাংসের রস, শোফের চিকিৎসায় যে সকল যোগ বলা হইয়াছে সেই সকল যোগ, শালি অন্ন ও যব, পাণ্ডুরোগে এই সকল নিত্য সেবন করিবে। শ্বাস, অতিসার, অরুচি, কাস, বমন, শূল, জ্বর, শোফ, দাহ, অজীর্ণ, স্বরভেদ, অঙ্গের অবসাদ এই সকল উপদ্রবের যথাশাস্ত্র প্রতিকার করিবে। চতুর্দ্দিক্ উন্নত মধ্যস্থল নিম্ন অথবা চতুর্দ্দিক্ নিম্ন মধ্যস্থল উন্নত, মলদ্বারে বা মুষ্ক দেশে এরূপ শোফ হইলে এবং রোগী সংজ্ঞাহীনের ন্যায় থাকিলে অথবা জ্বর ও অতিসার থাকিলে পাণ্ডুরোগীকে পরিত্যাগ করিবে।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

অথ রক্তপিত্তের চিকিৎসা।

ক্রোধ, শোক, ভয়, পরিশ্রম, বিরুদ্ধ অন্ন সেবন, কটু অম্ল, লবণ ক্ষার, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ এবং অতি বিদাহী দ্রব্য সর্ব্বদা সেবন করিলে রস দূষিত হইয়া পিত্ত কুপিত করে। সেই কুপিত পিত্ত আপনা হইতে বিদগ্ধ হইয়া শোণিতকে বিদগ্ধ করে। তাহাতে ঊর্দ্ধ অধঃ বা দুই দিকেই রক্ত নির্গত হয়। রক্ত আমাশয়ে বিদগ্ধ হইলে ঊর্দ্ধে, পক্বাশয়ে বিদগ্ধ হইলে অধোভাগে এবং উভয় আশয় বিদগ্ধ হইলে উভয়দিকে নির্গত হয়। কেহ কেহ বলেন প্লীহা যকৃতের স্থান হইতে রক্ত নির্গত হয়। রক্তপিত্ত ঊর্দ্ধগত হইলে সাধ্য, অধোগত হইলে যাপ্য এবং উভয়দিক্ গত হইলে অসাধ্য। দেহের অবসাদ, শীতল দ্রব্যে অভিলাষ, কণ্ঠে ধূমোদ্গম, বমন, নিশ্বাসে রক্তগন্ধ এই গুলি রক্তপিত্ত

রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ। নির্গত রক্তের লক্ষণের দ্বারা দোষের প্রবলতা জানা যায় *।

দৌর্ব্বল্য, শ্বাস, কাস, জ্বর, বমন, মত্ততা, দেহের পাণ্ডুতা, দাহ, মূর্চ্ছা, ভোজনান্তে অম্লভাব অধৈর্য্যতা, হৃদয়ে অত্যর্থ বেদনা, তৃষ্ণা, কণ্ঠভেদ, মস্তকের তাপ, নিষ্ঠিবনে দুর্গন্ধ, অন্নে অরুচি, অজীর্ণ এবং স্ত্রী-সহবাসে বিরতি, এই গুলি রক্তপিত্ত রোগের উপসর্গ।

মাংস ধৌত জল বা ক্বাথ কিম্বা কর্দ্দম জল, মেদ, পূয বা রক্তের ন্যায়, অথবা যকৃৎ বা পক্ক জম্বু ফলের ন্যায় অথবা কৃষ্ণ নীল বা ইন্দ্র-ধনুর ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট এবং অতিশয় বেগ ও কুণপ বিশিষ্ট নির্গত হইতে থাকিলে রক্তপিত্ত রোগীকে পরিত্যাগ করিবে †।

বলবান্ ব্যক্তির রক্তপিত্ত হইলে প্রথমেই রক্ত রোধ করা কর্ত্তব্য নহে। তদ্দ্বরা পাণ্ডু, গ্রহণী, কুষ্ঠ, প্লীহা, গুল্ম, জ্বর, প্রভৃতি রোগ জন্মে। রক্ত অধোভাগে প্রবৃত্ত হইলে বমন এবং ঊর্দ্ধে প্রবৃত্ত হইলে বিরেচন প্রয়োজ্য। ক্ষীণ ব্যক্তির পক্ষে বমন বিরেচন প্রশস্ত নহে; শমনী ঔষধের দ্বারা দোষের শান্তি করিবে। ক্ষীণ না হইলেও রক্তের অতিশয় প্রবৃত্তি থাকিলে লঙ্ঘন কর্ত্তব্য। লঙ্ঘনের পর অল্প তণ্ডুল বিশিষ্ট পেয়া পান কর্ত্তব্য। তর্পণ, পাচন, অবলেহন, বিবিধ প্রকার ঘৃত ইহাতে প্রয়োজ্য। দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, গাম্ভারী, ও চিনী সহযোগে বিরেচন এবং যষ্টিমধু ও মধু সহযোগে বমন হিতকর।

* রক্তপিত্ত কফ প্রবল হইলে গাঢ় পাণ্ডুবর্ণ স্নেহযুক্ত এবং পিচ্ছিল হয়। বায়ু প্রবল হইলে শ্যাবারুণ বর্ণ, ফেনাযুক্ত পাতলা এবং রুক্ষ হয়। পিত্ত প্রবল থাকিলে, কষায়াভ কৃষ্ণবর্ণ গোমূত্রের ন্যায় চিক্কণ অঙ্গার ধূম বা অঞ্জনের ন্যায় আভা বিশিষ্ট। কফ অনুগত থাকিলে রক্ত-পিত্ত ঊর্দ্ধগত হয়, বায়ু অনুগত থাকিলে অধোগত হয় এবং কফ বাত উভয়ত হইলে ঊর্দ্ধাধো উভয় দিকে প্রবর্ত্তিত হয়।

† এই লক্ষণগুলি ব্যতিরেকে অপর সকল অরিষ্ট লক্ষণ সূত্রস্থানে বলা হইয়াছে। রক্ত বমন, চক্ষু রক্তবর্ণ, উদ্গারে রক্তগন্ধ এবং দিক্ সমূহ রক্তবর্ণ দেখা, এগুলিও রক্তপিত্ত রোগির মৃত্যু লক্ষণ।

শীতল দুগ্ধ, জাঙ্গল মাংসের রস, কলায়ের যূষ, শালি ও ষাট্‌ধান্য পটোল, শেলু, (চাল্‌তা), সুনিষন্ন (সুষুনি শাক) যূথিকা (যুঁইফুল) এবং বটের অঙ্কুর সেবন করিবে। ঘৃত-সংস্কৃত শাক, শশ্ব, পারাবত, কূর্ম্ম প্রভৃতির রস ও যবাগু, ধাত্রীফল ও দাড়িম যোগে প্রচুর পরিমাণে ঘৃতের সহিত প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিবে। উৎপলাদিগণে দুগ্ধ পাক করিয়া তাহার সন্তিনিকা মধু-শর্করা যোগে ভোজন করিবে। হিম প্রদেহ মধু-শর্করা যোগে ঘৃত সেবনীয়। মোল, শোভাঞ্জন কোবিদার (রক্ত কাঞ্চন) এবং প্রিয়ঙ্গু এই সকলের পুষ্প চূর্ণ করিয়া মধু সহযোগে লেহন করিবে।

রক্তাতিসারে বিহিত সকল প্রকার যোগ এস্থলেও প্রয়োজ্য। শীতল জল পূর্ণ নূতন কলসে শুক্লবর্ণ ইক্ষুকাণ্ড প্রোথিত করিয়া তাহাতে উৎপল-নিক্ষেপ পূর্ব্বক রাত্রিকালে অনাবৃত স্থানে রাখিবে। প্রাতঃ-কালে তাহা স্রাবিত করিয়া মধু যোগে পান করিবে। জম্বু, আম্র ও অর্জ্জুন ত্বকের শীতল ক্বাথ বা উড়ুম্বর ফল পিষিয়া তাহার রস পান করিবে। ত্রপুসীর (সসা) মূলের কল্ক, মধু ও তণ্ডুলোদক যোগে অথবা যষ্টিমধুর কল্ক, দুই তোলা পরিমাণে সেবন করিবে। চন্দন, যষ্টিমধু, লোধ এবং এইরূপ অন্যান্য দ্রব্য একত্র সমভাগে পান করিবে। করঞ্জ বীজও এই রূপ চিনী মধু যোগে পান করিবে। ইঙ্গুদী ফলের মজ্জা যষ্টিমধু যোগে অথবা লবণ কুটজবীজ দধিমস্তু সহযোগে ঈষদুষ্ণ করিয়া পান করিবে। এই ছয়টি রক্তপিত্তের উৎকৃষ্ট যোগ তিন দিন সেবন কর্ত্তব্য। নাসিকা হইতে রক্ত স্রাব হইতে থাকিলে হরীতকীর নস্য প্রয়োগ করিবে। রক্তের অতিশয় প্রবৃত্তি থাকিলে ছাগের যকৃৎ পিত্ত-সংযোগে পাক না করিয়া আম অবস্থাতেই ভক্ষণ করিবে।

পলাশ বৃক্ষের রসে অথবা বনস্পতির রসে ঘৃত পাক করিয়া শীতল হইলে মধু সহযোগে পান করিবে। অথবা শর্করা যোগে

ক্ষীর-ঘৃত পান করিবে। দ্রাক্ষা, বেণামূল, পদ্মকাষ্ঠ এবং চিনী, প্রত্যেকের একপল লইয়া রাত্রি কালে জলে রাখিবে, প্রাতঃকালে কেবল সেই জল অথবা তাহাতে সমভাগে দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। অশ্ব বা বৃষের পুরীষের রস মধু সংযোগে পান করিবে। অথবা বাস্তুক (বেতো শাক) বা তণ্ডুলীয়কের (নট্যাশাকের) বীজ চূর্ণ করিয়া মধুযোগে লেহন করিবে। অথবা লাজচূর্ণ বা বংশলোচন চূর্ণ, চিনী ও মধুযোগে লেহন করিবে। দ্রাক্ষা, চিনী, গুলঞ্চ, রোহিণী (হরীতকী বিশেষ) ও যষ্টিমধু ইহাদিগের হিম প্রস্তুত করিবে *। তৎসহযোগে হরীতকী কুলেখাড়া হরিদ্রা এবং ঘৃত লেহন করিবে। বাসকের ক্বাথ, নীলোৎপল, মৃত্তিকা, প্রিয়ঙ্গু, সৌবীরাঞ্জন (সোরমা), পদ্মকেশর একত্র চিনী মধুযোগে লেহন করিলে রক্তের বেগ নিবৃত্ত হয়। খদির, জম্বু, অর্জ্জুন, কাঞ্চন, শিরীষ, লোধ, আশন, শাল্মলী ও শিগ্রু ইহাদিগের পুষ্প চূর্ণ করিয়া মধু সহযোগে লেহন করিবে। নীলোৎপলের ভস্ম, বালা ও করঞ্জবীজ, ঘৃত, মধুযোগে সেবন করিবে। অথবা জাম, অর্জ্জুন ও আম্র ইহাদিগের ক্বাথ পান করিবে। টাবা লেবুর মূল ও পুষ্প, তণ্ডুলোদকে পিষিয়া পান করিবে। নাসিকারন্ধ্র হইতে রক্ত নির্গত হইলে শীঘ্র শর্করাযোগে জল, দুগ্ধ নাসারন্ধ্রে প্রয়োগ করিবে। দ্রাক্ষারস, শর্করাযোগে ক্ষীরঘৃত অথবা হিম ইক্ষুরস ও সকল প্রকার শীতল দ্রব্য মধুর করিয়া সেবন করিবে। বিদারিগন্ধাদি সহযোগে দুগ্ধ পাক করিয়া দ্রাক্ষা, ঘৃত, মধু ও চিনীযোগে আস্থাপন অত্যর্থ হিতকর। ঐরূপে ঘৃত পাক করিয়া অনুবাসন প্রয়োগ করাও হিতকর। প্রিয়ঙ্গু, লোধ, সৌবীরাঞ্জন, পদ্ম গুগ্গুলু, কালিয়াকাষ্ঠ, নখী, চন্দন, চিনী, অশ্বগন্ধা, মুথা, যষ্টিমধু, মৃণাল ও নীলোৎপল, সমভাগে পিষিয়া দুগ্ধ মধু সংযোগ পূর্ব্বক ঘৃতে আপ্লুত করিয়া ও

* হিম প্রস্তুতের প্রণালী চিকিৎসিত স্থানে বলা হইয়াছে।

শীতল জল সেচন করিয়া নিরূঢ় বস্তি প্রয়োগ করিবে। দুগ্ধান্ন ভোজন করাইয়া যষ্টিমধু সহ পাক করা ঘৃত অনুবাসনে প্রয়োগ করিবে। অধোবাহী রক্তপিত্ত এবং রক্তাতিসারে এই যোগ অতীব প্রশস্ত। অধোবাহী রক্ত নিবৃত্ত হইলে বলবান্ ব্যক্তির পক্ষে বমন কর্ত্তব্য। মূত্রনালী হইতে রক্ত প্রবৃত্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকার যোগে উত্তর বস্তি প্রয়োগ করিবে। মলদ্বার হইতে রক্ত প্রবৃত্ত হইলে রক্তপিত্তের বিধান অবলম্বন করিবে। স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব * (রক্ত প্রদর) বা শস্ত্রকর্ম্মে অতিশয় রক্তস্রাব হইলে, বায়ু, পিত্ত, কফ, ও শোণিত ইহাদিগের বলাবল লক্ষণের দ্বারা বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করিবে। ইহাতেও পূর্ব্বোক্ত সকল বিধি প্রয়োজ্য।

---

* প্রদর রোগ যদি নিদানোক্ত লক্ষণে রক্তপিত্তের অন্তর্ভূত বলিয়া গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন এবং বস্তুতও তাহাই সঙ্গত বোধ হয়, তথাপি অন্যান্য গ্রন্থে ইহাকে স্বতন্ত্র রোগের মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। অতএব সেই সকল গ্রন্থ অনুসারে এ রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা আবশ্যক। কফ জন্য রক্ত প্রদর রোগে পিচ্ছিল (আটাযুক্ত) পাণ্ডুবর্ণ, ধান্য ধৌত জলের ন্যায় শোণিত নির্গত হয়; পিত্ত-জন্য হইলে পীত নীল বা কৃষ্ণবর্ণ উষ্ণরক্ত দাহ প্রভৃতি পিত্তজন্য যন্ত্রণা সহকারে বেগে নিঃসৃত হয়, এবং বায়ুজন্য হইলে রুক্ষ অরুণ বর্ণ ফেনিল মাংসধৌত জলের ন্যায় শোণিত বেদনা সহকারে অল্পে অল্পে নিঃসৃত হয়।

কৃষ্ণজীরা, যষ্টিমধু, সাজীমাটী ও নীলপদ্ম প্রত্যেকে দুই মাসা, দধি ৮ তোলা এবং মধু ৮ মাসা পিষিয়া সেবন করিলে বায়ুজন্য রক্ত প্রদরের শান্তি হয়। যষ্টিমধু ও চিনী প্রত্যেকে দুই তোলা তণ্ডুলোদকে পিষিয়া পান করিবে। অশোক বল্কলের কাথ শীতল দুগ্ধের সহিত পান করিবে। পবিত্র স্থানে জাত ব্যাঘ্রনখী বৃক্ষের উত্তরদিক্-স্থিত মূল, উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে কটিদেশে রক্ত প্রদর আরোগ্য হয়। অলাবু চূর্ণ, মধু, শর্করাযোগে মোদক করিয়া সেবন করিবে। দারুহরিদ্রা রসাঞ্জন, গুলঞ্চ, বাসক, মুথা, বিল্ব, রক্তচন্দন, অর্কপুষ্প ইহাদিগের কাথ মধু সহ পান করিবে।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

মূর্চ্ছারোগের চিকিৎসা।

ক্ষীণ, বহুদোষ বিশিষ্ট বিরুদ্ধ আহারশীল ব্যক্তির বেগের ব্যাঘাত বা অভিঘাত জন্য বা কেবল ক্ষীণতা-জন্যই ইন্দ্রিয়ের স্থানে বাহ্যে ও অন্তরে উগ্র দোষ প্রবিষ্ট হইলে মূর্চ্ছা হয়। হৃৎপীড়া, জৃম্ভণ, গ্লানি, সংজ্ঞা নাশ ও বলহীনতা দোষানুসারে মূর্চ্ছার এই গুলি পূর্ব্বরূপ। সংজ্ঞাবহা নাড়ী সমস্ত বায়ু প্রভৃতি দোষ কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত হইলে তদ্দ্বারা সহসা তমঃ প্রাদুর্ভূত হইয়া সুখ ও দুঃখের অনুভূতি নাশ করে। তাহাতে সংজ্ঞাহীন হইয়া রোগী কাষ্ঠবৎ পতিত হয়। তাহাকে মোহ বা মূর্চ্ছা বলে। বাত, পিত্ত, কফ, শোণিত, মদ্য এবং বিষ, এই ছয় কারণ ভেদে, মূর্চ্ছা ছয় প্রকার। কিন্তু যে কোন কারণে মূর্চ্ছা হউক তাহাতে পিত্তের প্রাধান্য থাকে। পৃথিবী এবং জল তমোবহুল পদার্থ, শোণিত এবং ঘ্রাণশক্তি এই দুই হইতে উৎপন্ন, এ কারণ শোণিত গন্ধে মূর্চ্ছা হয় *। কেহ কেহ বলেন দ্রব্যের স্বাভাবিক গুণে রক্তজন্য মূর্চ্ছা হয়।

বিষ এবং মদ্যের তীব্রতর গুণ, তজ্জন্য ইহাদিগের দ্বারা মোহ জন্মে। অঙ্গ দৃষ্টি এবং শোণিতের স্তব্ধভাব গূঢ় উচ্ছ্বাস, মূর্চ্ছা, শয়ন করিয়া প্রলাপ কথন, মনের ভ্রান্তি এবং যাবৎ জীর্ণ না হয় তাবৎ ভূমিতে পতিত থাকা, এই গুলি মদ্য-জন্য মূর্চ্ছার লক্ষণ। কম্প, স্বপ্ন, তৃষ্ণা ও স্তম্ভ বিষজন্য মূর্চ্ছার এই গুলি সামান্য লক্ষণ। বিষ তীব্রতর হইলে লক্ষণও সেইরূপ হইয়া থাকে †।

---

* শোণিত-জন্য মূর্চ্ছার এইটি নিদান। শরীরে শোণিতের আধিক্য হইলে এইরূপ ঘটে। যুবতী স্ত্রীলোকদিগের রক্তের আধিক্যের জন্য এইরূপ মূর্চ্ছা ও তাহার আনুষঙ্গী অন্যান্য বায়ু-বিকার অনেক স্থলে দেখা যায়।

† বাত, পিত্ত ও কফ জন্য মূর্চ্ছার লক্ষণ গ্রন্থকার স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করেন নাই। ঐ সকল লক্ষণে গ্রন্থান্তরে যেরূপ দেখা যায় তাহা এস্থলে উল্লেখ করা।

জল সেচন, অবগাহন, মণি, মাল্য, শীতল প্রদেহ, বায়ুব্যজন, শীতল পান, গন্ধ প্রভৃতি শৈত্যক্রিয়া মূর্চ্ছারোগে বিধেয়। চিনি, পিয়াল, ইক্ষুরস, দ্রাক্ষা, মৌল, খর্জ্জুর ও কাশ্মর্য্য ইহাদিগের রসে পাক করিয়া পানীয় প্রস্তুত করিবে। কাকোল্যাদি গণ যোগে পাক করা ঘৃত, মধুর বর্গ সহযোগে দুগ্ধ এবং দাড়িম রস "সহযোগে জাঙ্গল মাংসের রস পাক করিয়া সেবন করিবে। যব, শালী অন্ন ও মটর মূর্চ্ছারোগে পথ্য। ভুজঙ্গপুষ্প (নাগদন্তী), মরিচ, বেণামূল, কুলের মজ্জা, সমভাগে পান করিবে। মটরের জলে মৃণাল, মধু ও চিনিযোগে পিপ্পলী ও হরীতকী সেবন করিবে। মূর্চ্ছাকালে নাসিকা ও মুখ অবরোধ করিবে। নারীর স্তনদুগ্ধ পান করাইবে, সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ শিরোবিরেচন ও বমন প্রয়োগ করিবে। হরীতকী বা আমলকীর রসে পাক করা ঘৃত পান করিবে। দ্রাক্ষা, চিনি, দাড়িম, বেণামূল ও নীলোৎপল এই সকল একত্র যোগে ক্বাথ গন্ধযুক্ত করিয়া পান করিবে। পিত্তজ্বরে বিহিত সকল প্রকার যোগেও মূর্চ্ছারোগের শান্তি হয়। দোষের আধিক্য ও তমোগুণের বাহুল্য প্রযুক্ত মূর্চ্ছিত হইয়া প্রবুদ্ধ না হইলে তাহার সংজ্ঞা সংন্যস্ত হইয়া থাকে, এই রোগ অতি দুশ্চিকিৎস্য। যেমন অপক্ব মৃত্তিকা-খণ্ড জলে পতিত হইলে বিলীন হইবার পূর্ব্বে তাহাকে উদ্ধার করা

আবশ্যক হইতেছে। মূর্চ্ছার প্রারম্ভে সমস্ত দিক্ শূন্য জ্ঞান হয়। সেই শূন্য নীল কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ দর্শন পূর্ব্বক তমসাচ্ছন্ন হইয়া মূর্চ্ছিত হইলে ও শীঘ্র প্রবুদ্ধ হইলে এবং কম্প, অঙ্গমর্দ্দ, হৃৎপীড়া থাকিলে ও শরীর কৃশ হইলে বায়ুজন্য মূর্চ্ছা বলা যায়।

রক্ত বা হরিৎ বর্ণ আকাশ দর্শন পূর্ব্বক তমসাচ্ছন্ন হইলে, স্বেদ হইয়া প্রবুদ্ধ হইলে, পিপাসা, সন্তাপ, পীতবর্ণ মলভেদ এবং চক্ষু রক্ত ও পীতবর্ণ বিশিষ্ট হইলে পিত্তজন্য মূর্চ্ছা বলা যায়।

আকাশ মেঘের ন্যায় বা অন্ধকারময় দেখিয়া তমসাচ্ছন্ন হইলে, অনেক বিলম্বে প্রবুদ্ধ হইলে, দেহ ভার ও আর্দ্র চর্ম্মে আবৃতের ন্যায় বোধ হইলে এবং কফস্রাব ও বমনেচ্ছা থাকিলে কফজন্য মূর্চ্ছা বলা যায়।

কর্ত্তব্য, সেইরূপ তাহাকে শীঘ্র প্রবুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। তীক্ষ্ণ অঞ্জন, অভ্যঙ্গ, ধূম, নখের অভ্যন্তরে শস্ত্রপাত, অপূর্ব্ব গীত বাদ্য, আত্মগুপ্ত (আলকুশী ফল) অঙ্গে ঘর্ষণ এই সকল ক্রিয়ার দ্বারা প্রবুদ্ধ করিবে। মূর্চ্ছারোগে আনাহ, লালাস্রাব ও শ্বাস উপদ্রব থাকিলে পরিত্যাগ করিবে। সম্যক্ চেতনা হইলে তীক্ষ্ণ সংশোধন, লঘু পথ্য, শর্করা-যোগে ত্রিফলা, চিত্রক, শুণ্ঠী এবং শিলাজতু প্রয়োগ করিবে। বিশেষতঃ জীর্ণ ঘৃত পান করাইবে। এই রূপ একমাস কাল চিকিৎসা করিবে। মূর্চ্ছারোগ যে দোষ জন্য জ্বর হইলে যে ঔষধ দেওয়া যায়, তাহাতেও সেই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বিষজন্য মূর্চ্ছারোগে বিষঘ্ন ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

অতিশয় মদ্যপান জন্য রোগের চিকিৎসা।

মদ্য—উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, বিশদ, রুক্ষ, আশুকারী, ব্যবায়ী এবং বিকাশী মদ্য উষ্ণতা প্রযুক্ত শৈত্য এবং তীক্ষ্ণতাপ্রযুক্ত মনের গতি নাশ করে, সূক্ষ্মতা প্রযুক্ত সকল অবয়বে প্রবেশ করে, বিশদ প্রযুক্ত কফ ও শুক্র নাশ করে, রুক্ষতা প্রযুক্ত বায়ু কুপিত করে, আশু কারিতা প্রযুক্ত দেহে শীঘ্র কার্য্য করে, ব্যবায়িত্ব প্রযুক্ত হর্ষজনক এবং বিকাশিত্ব প্রযুক্ত শরীরে সঞ্চরণ করে। ইহা অম্লরস-বিশিষ্ট, লঘু, রুচিকর ও অগ্নির দীপ্তিকর বলিয়া কথিত আছে। কেহ কেহ বলেন লবণ ব্যতিরেকে অপর সকল রসই ইহাতে আছে। স্নিগ্ধ অন্ন, মাংস ও অন্যান্য ভক্ষ্য দ্রব্যের সহিত মদ্য পান করিলে আয়ু ও বল বৃদ্ধি হয়। কাম্যতা, মনের তুষ্টি, ধৈর্য্য, তেজঃ, অতি বিক্রম, বিধি পূর্ব্বক পান করিলে এই সকল গুণ জন্মে। অজ্ঞ ব্যক্তি ভক্ষ্যদ্রব্য ব্যতিরেকে অপরিমিত মাত্রায় পান করিলে শরীরস্থ অগ্নির সহিত মিলিত হইয়া মত্ততা জন্মায়। মত্ততার দ্বারা ইন্দ্রিয়ের ভাবের অন্যথা হইলে অবশ

হইয়া অপ্রকাশ্য নিগূঢ়ভাব প্রকাশ করে। মত্ততার তিন অবস্থা,—পূর্ব্ব, পশ্চিম এবং মধ্য। পূর্ব্বাবস্থায় বীর্য্য, রতি, প্রীতি, হর্ষ এবং বাক্‌শক্তি বৃদ্ধি হয়; মধ্যম অবস্থায় প্রলাপ, হর্ষ এবং ন্যায্যান্যায্য উভয় প্রকার ক্রিয়াই সম্পাদিত হয়, পশ্চিম অবস্থায় ক্রিয়াশক্তি ও চেতনা রহিত হইয়া শয়ন করিয়া থাকা। শ্লেষ্মল অল্প পিত্ত বিশিষ্ট বা স্নিগ্ধ শরীর হইলে অথবা পরিমিত ভাবে পান করিলে মদ্যপানে অত্যর্থ পীড়া জন্মেনা, ইহার বিপরীত হইলে পীড়া জন্মে। অনাহারে একান্ত মদ্যপান করিলে বিবিধ প্রকার কষ্টসাধ্য রোগ জন্মে এবং শরীর ভেদ হয়। ক্রুদ্ধ, ভীত, পিপাসিত, শোকাভিতপ্ত ক্ষুধার্ত্ত হইলে, পরিশ্রম ভার-বহন এবং পথশ্রমে ক্লান্ত হইলে, বেগের অবরোধ বা অভিহত হইলে, অতিশয় অম্ল ভক্ষণে উদর পূর্ণ হইলে, অজীর্ণ ভোজন করিলে, দুর্ব্বল হইলে অথবা কোনরূপে উষ্ণতার দ্বারা তাপিত হইলে মদ্যপান কর্ত্তৃক বিবিধ বিকার জন্মে।

পান-জন্য রোগ চারি প্রকার, পানাত্যয়, পরমদ, পানাজীর্ণ এবং পান-বিভ্রম। স্তম্ভ, অঙ্গমর্দ্দ (কামড়ানি), হৃদ্‌গ্রহ (হৃদয়ে বেদনা), তোদ, কম্প, বায়ু জন্য পানাত্যয়ের এই সকল লক্ষণ। স্বেদ, প্রলাপ, মুখশোষ, দাহ, মূর্চ্ছা, মুখ ও চক্ষুঃ পীতবর্ণ এই গুলি পিত্তজন্য পানাত্যয়ের লক্ষণ। বমন, শীত, কফস্রাব, শ্লেষ্ম-জন্য পানাত্যয়ের লক্ষণ। সন্নিপাত-জন্য হইলে এই সমস্ত লক্ষণ দৃশ্য হয়। শরীর উষ্ণ ও ভার, মুখ বিরস, শ্লেষ্মার আধিক্য, অরুচি এবং মলমূত্র রোধ, পরমদের এই সকল লক্ষণ। তৃষ্ণা, শিরোবেদনা, সন্ধিভেদ আধ্মান, অম্লরসের উদ্গিরণ এবং বিদাহ (গলাজ্বালা করা), এই পানাজীর্ণের লক্ষণ পিত্তের প্রকোপ দ্বারা জন্মে। হৃদি বেদনা, গাত্রবেদনা, বমন, জ্বর, কণ্ঠধূম, মূর্চ্ছা, কফস্রাব, ঊর্দ্ধগত রোগ, বিদাহ, সুরা, অন্ন বা অন্ন-জাত ভক্ষ্যদ্রব্যে দ্বেষ এই গুলি পানবিভ্রমের লক্ষণ। অধরোষ্ঠ স্থূল এবং উত্তরোষ্ঠ অপেক্ষাকৃতক্ষুদ্র হওয়া, অতিশয় শীত, দাহ এবং মুখ যেন তৈলাক্ত

এইগুলি অতিপান করার লক্ষণ, এইরূপ রোগী বর্জ্জনীয়। জিহ্বা, ওষ্ঠ ও দন্ত কৃষ্ণ বা নীলবর্ণ, নেত্রপীত ও রক্তের আভা, হিক্কা, জ্বর, বমন, কম্প, পার্শ্বশূল, কাশ, ও ভ্রম পানাহত হইলে এই সকল লক্ষণ হয়।

পূর্ব্বোক্ত সকল প্রকার রোগের চিকিৎসা এক্ষণে বলা যাইতেছে। চুক্র, মরিচ, আর্দ্রক, যমানী, কুষ্ঠ, সৌবর্চ্চল এই সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে সংযোগ করিয়া মদ্যপান করিলে বায়ুর শান্তি হয়। অথবা দ্রাক্ষা, যমানী, শুণ্ঠী, হিঙ্গু, ও সৌবর্চ্চল সহযোগে পান করিবে। আম্রাতক (আমড়া), আম্র, দাড়িম, মাতুলুঙ্গ এই সকলের ষাড়ব ও পানক প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে। অথবা এই সকল ফলের রস সংযোগে আনূপবর্গের মাংস, (কুর্ম্ম শম্বুক প্রভৃতি) সুগন্ধিত করিয়া সেবন করিবে। পিত্তপ্রবলতা স্থলে মধুর বর্গের ক্বাথ মিশ্রিত করিয়া, মধু শর্করা-যুক্ত ও গন্ধযুক্ত করিয়া পান করিবে। এবং প্রচুর পরিমাণে ইক্ষুরস সহযোগে মদ্যপান করিয়া ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া নিঃশেষে বমন করিবে। লাব ও তিত্তির মাংসের রস ও অম্লরহিত মুদ্গ যূষ, ঘৃত ও চিনী সহযোগে সেবন করিবে। কফজন্য পানাত্যয়ে বিম্বফল ও বেতসের রস সহযোগে মদ্যপান পূর্ব্বক কফ উল্লেখন করিবে। তিক্ত ও কটুরস এবং তিক্ত ও কটু দ্রব্য-যোগে যূষ, যবান্ন, জাঙ্গল মাংস এবং শ্লেষ্মনাশক অন্যান্য দ্রব্য সেবন করিবে। সর্ব্ব দোষ জন্য রোগ হইলে পূর্ব্বোক্ত সকল প্রক্রিয়া এবং দ্বিদোষজন্য হইলে দোষের প্রাধান্য বিবেচনা করিয়া প্রতিক্রিয়া করিবে।

পানাত্যয়ে পশ্চাৎ লিখিত যোগগুলি বিশেষ উপকারী। গুড়ত্বক্, নাগকেশর, পিপ্পলী, এলাইচ, যষ্টিমধু, ধন্যা, কৃষ্ণজীরক ও মরিচ চূর্ণ সমভাগে লইয়া প্রচুর কপিত্থরস, জল এবং, পরূষকের সহিত সংযোগ করিয়া পান করিবে। লোধ্র, পদ্ম, করবীর, অন্যান্য জলজ পুষ্প, পদ্মকাষ্ঠ এবং সারিবাদিগণ এই সকল সহযোগে শীতল জল সেচন

করিবে। গুড়ত্বক্‌, তেজপত্র, মরিচ, এলাইচ, নাগকেশর, বহুবার ফল, গুড় ও দ্রাক্ষা সংযুক্ত এবং সুগন্ধি করিয়া পান করিবে। যষ্টিমধু, কটুকী, দ্রাক্ষা, সসারমূল, কার্পাস মূল এবং গোরক্ষচাকুলে এই সকল সমভাগে লইয়া পানীয় প্রস্তুত করিবে। গাম্ভারি, দেবদারু, বিট্‌লবণ, দাড়িম, পিপ্‌পলী, দ্রাক্ষা, ইহাদিগের জলে পানক প্রস্তুত করিয়া বীজপূরের রস সহ পান করিলে পানজন্য রোগের শান্তি হয়। দ্রাক্ষা, চিনী, যষ্টিমধু, কৃষ্ণজীরক, ধন্যা, পিপ্‌পলী ও তৃবৃৎ যোগে অথবা ফলাম্লের রস, সৌবর্চ্চল যোগে পানীয় প্রস্তুত করিয়া পান করিবে। ভার্গী সহযোগে জল পাক করিয়া অবসেচন করিবে।

ইক্ষাকু (তিতলাউ), অপামার্গ, কুটজবীজ, বকপুষ্প ও উড়ুম্বর একত্র দুগ্ধে পাক করিয়া এক পোয়া পরিমাণে পান করিয়া বমন করিবে। তদনন্তর দিবাবসানে মদ্য পান করিবে। অজীর্ণ জন্মিলে এই প্রক্রিয়া বিধেয়।

গুড়ত্বক্‌, পিপ্‌পলী, নাগকেশর, বিট্‌লবণ, হিঙ্গু, মরিচ, এলাইচ এই সকল যোগে ফলাম্ল পান অথবা উষ্ণোদক সহ সৈন্ধব, বিট্‌লবণ, গুড়ত্বক্‌, চব্য, এলাইচ, হিঙ্গু, পিপ্পলী, পিপ্‌পলী মূল, শুণ্ঠী অথবা সুস্বাদু খড় সহযোগে ভোজন প্রশস্ত ; অথবা দ্রাক্ষা, কপিত্থ, ও দাড়িম ইহাদিগের পানক প্রস্তুত করিয়া পান করিবে। এই সকল যোগে পান বিভ্রমের শান্তি হয়। অথবা প্রচুর পরিমাণে মধু, শর্করা আম্রাতক, (আমড়া) ও কোলের রস সহযোগে পানক অথবা খর্জ্জুর বেত্র, করীর, পরূষক, দ্রাক্ষা, তৃবৃৎ, চিনি, গাম্ভারী অথবা যষ্টিমধু ও উৎপল হিমজলে মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। ক্ষীরি বৃক্ষের অঙ্কুর মৃণাল, জীরক, নাগকেশর, তেজপত্র, এলবালু, পদ্ম, পদ্মকাষ্ঠ, আম্রাতক, ভব্য (কামরাঙ্গা), করমর্দ্দ (করঞ্জ), কপিত্থ, কোল, বৃক্ষাম্ল, বেত্রফল, জীরক, দাড়িম এই সকল সেবন করিবে। অথবা মরিচ, জীরক, নাগকেশর, গুড়ত্বক, তেজপত্র, শুণ্ঠী, চৈ, এলাইচ ইহাদিগের

রস বা হিম সূক্ষ্মবস্ত্রে স্রাবিত ও সুগন্ধিযুক্ত করিয়া পান করিবে। ইহাতে পানজন্য সপ্ত প্রকার রোগের শান্তি হয়। মনোহারিণী কামিনীর সমাগমও পানাত্যয়ে বিধেয়।

মদ্যপানে পতিত হইলে পুষ্প ও ফলের (দাড়িম, আমড়া প্রভৃতি অম্ল ফলের) রস, চিনি, মৌল, দারুচিনী, এলাইচ, তেজপত্র, নাগকেশর, কৃষ্ণজীরক, পিপ্পলী, মরিচ এই সকলের চূর্ণ সমভাগে সংযোগ করিয়া পান করিবে। মুথা, যষ্টিমধু, মৌল লাক্ষা, দারুচিনী, বহুবার বৃক্ষের অঙ্কুর, কৃষ্ণজীরক, দ্রাক্ষা, পিপ্পলী, নাগকেশর, এই সকল দুগ্ধে আলোড়িত করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে সুরা, বা আসবের সহিত প্রচুর পরিমাণে পান করিবে। বিধিপূর্ব্বক প্রস্তুত না হইলে ইহাতে কোন ফল হয় না।

মদ্য-বিরত ব্যক্তি সহসা অধিক পরিমাণে মদ্য পান করিলে পানাত্যয়-জন্য বিকার জন্মে। মদ্যের অগ্নিবায়বীয় গুণে জলবহা স্রোতঃ সমস্ত শুষ্ক হইয়া তৃষ্ণা জন্মে। তাহাতে রক্ত, লোধ, পদ্মমূল, মৃণাল ইহাদিগের যোগে হিমজল প্রস্তুত করিয়া পিপ্পলী মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জা, দধি, ভৃঙ্গরাজ রস যোগে পান করিবে। অঞ্জন ব্যবহার করিতে হইলে বিল্ব ও যবের কাথে সর্ব্বগন্ধা পিষিয়া ও পাক করিয়া ব্যবহার করিবে। রস-বিশিষ্ট ভোজন এবং শীতল সুগন্ধি পানক দোষানুসারে বিধেয়।

পানজন্য উষ্ণতা, পিত্তরক্ত কর্ত্তৃক বৃদ্ধি হইয়া ত্বকে আশ্রয় পূর্ব্বক ঘোরতর দাহ জন্মায়। এরূপ স্থলে পিত্তজন্য দাহের ন্যায় চিকিৎসা করিবে সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তির এরূপ দাহ হইলে পশ্চাৎ বক্ষ্যমাণ প্রক্রিয়া কর্ত্তব্য। চন্দনের লেপন প্রথমতঃ হিতকর। শিশিরোদক, শীতল জল ও শীতলতর দ্রব্যে শয্যা প্রস্তুত পূর্ব্বক শয়ন করাইয়া, হার ও মৃণাল বলয়যুক্ত কামিনীর দ্বারা স্পর্শ করাইবে। উৎপল শয্যায় শয়ন করাইয়া নলিনীপত্র বীজন করিবে। অভিলষিত গন্ধ

সেবন করাইবে। কমল-কহ্লার-দল-সঞ্চালিত শীতল বনানিল সেবন পূর্ব্বক প্রীতমনে উপবনস্থ দীর্ঘিকার তীরে বিচরণ করিবে। এইরূপ বিবিধ প্রকার উপবন বিলাসোপযোগী বিবিধ শৈত্য প্রক্রিয়া ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে কামিনীর স্পর্শ-সুখ দ্বারা দাহের শান্তি হয়।

পিত্ত-জন্য পানাত্যয়ে কামিনী-সম্ভাষণ বা সংস্পর্শনের দ্বারা হৃষ্ট করিবে। রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ এই কয়েক স্থলেই সামান্যতঃ এই বিধি প্রয়োজ্য। অতঃপর দাহের বিশেষ প্রতীকার বলা যাইতেছে। সর্ব্ব দেহস্থ রক্ত উদ্রিক্ত হইয়া অতিশয় দগ্ধ হইলে দেহ ও নয়নদ্বয় তাম্রবর্ণ এবং মুখ রক্তগন্ধ-বিশিষ্ট হয় ও শরীর অগ্নি-বিকীর্ণের ন্যায় দগ্ধ হয়। ইহাতে রোগীকে লঙ্ঘন দেওয়াইয়া দোষানুসারে আহারের ব্যবস্থা করিবে। জাঙ্গল মাংসের প্রচুর রস সহযোগে ভোজন করিয়াও যদি দাহের শান্তি না হয়, তবে পিত্তজন্য দাহ হইলে পিত্তজ্বরের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পান না করিলে জলীয় রসধাতু ক্ষীণ হইয়া তেজঃ সমুত্থিত হয়। তৎকর্ত্তৃক দেহের অন্তর্ব্বাহ্যে দাহ উপস্থিত হইয়া গল, তালু, ওষ্ঠ, জিহ্বা অত্যর্থ শুষ্ক হয় ও রোগী কাঁপিতে থাকে। এস্থলে তেজের শান্তি করিয়া জলীয় ধাতুর বৃদ্ধি করিবে। শর্করা সহযোগে প্রচুর পরিমাণে শীতল জল, ইক্ষুরস ও মন্থ প্রদান করিবে।

কোষ্ঠদেশ রক্তপূর্ণ হইলে অত্যর্থ দাহ উপস্থিত হয়। দ্বিব্রণীয় অধিকারে ইহার লক্ষণ ও চিকিৎসা বলা হইয়াছে। ধাতুক্ষয়-জন্য দাহ উপস্থিত হইলে মূর্চ্ছা ও তৃষ্ণা জন্মে, স্বর ক্ষীণ হয়, ক্রিয়াশক্তি রহিত ও শরীর অবসন্ন হয়। সে স্থলে রক্তপিত্তের ন্যায় প্রক্রিয়া ও স্নিগ্ধ এবং বায়ুশান্তিকর ক্রিয়া সকল হিতকর। অনাহার, শোক প্রভৃতি অনেক কারণে অন্তর্দ্দাহ জন্মে। অভীষ্ট বিষয়ে প্রাপ্তির দ্বারা তাহার শান্তি হয়। এ সকল স্থলে বন্ধুবর্গের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া ক্ষীর, মাংসরস প্রভৃতি আহার করিবে। মর্ম্মস্থানে অভিঘাত জন্য যে দাহ

জন্মে তাহা অসাধ্য। বাহিরে শীতল ও অন্তরে দাহ থাকিলে তাহা অসাধ্য। মদ্যপান-জন্য পীড়ার শান্তি হইলেও শোধনী প্রয়োগ করিবে।

কৃষ্ণজীরক, সচললবণ, উভয়ের সমান আর্দ্রক, সকল একত্র যোগে পরিমাণের অর্দ্ধেক জলে আপ্লুত করিয়া তৎসহযোগে সুগন্ধি মদ্যপান করিলে তৃষ্ণার শান্তি হয়। দাহে চন্দন জলে আপ্লুত করিয়া লেপন ও মাল্য ধারণ করিবে। মাংস সংযুক্ত অন্নের সহিত সুরা পান করিলে রোগ হয় না, এবং উন্মত্তও করে না।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

তৃষ্ণার চিকিৎসা।

সতত জল পানে তৃপ্তি না হইয়া পুনর্ব্বার জলের আকাঙ্ক্ষা হইলে তৃষ্ণা বলা যায়। সংক্ষোভ, শোক, শ্রম, মদ্যপান, রুক্ষ, অম্ল, শুষ্ক, উষ্ণ ও কটু দ্রব্য ভোজন, ধাতুক্ষয়, লঙ্ঘন এবং তাপ, এই সকল দ্বারা পিত্ত ও বায়ু বৃদ্ধি হইয়া জলীয়-ধাতুবাহী স্রোতঃ সমস্ত দূষিত করে। সেই সকল স্রোতঃপথ দূষিত হইলে প্রবলা তৃষ্ণা জন্মে। তৃষ্ণা সপ্ত প্রকার—বায়ু-জন্য, পিত্ত-জন্য, শ্লেষ্মা-জন্য, ক্ষয়-জন্য, (ধাতু ক্ষয়), আম-জন্য এবং ভোজন-জন্য (কটু তিক্ত প্রভৃতি)।

অতঃপর ইহাদিগের লক্ষণ এবং চিকিৎসা বলা যাইতেছে। তালু, ওষ্ঠ, কণ্ঠ এবং আস্যদেশ সম্যক্ শুষ্ক, দাহ, সন্তাপ, মোহ, ভ্রম, বিলাপ, প্রলাপ, সামান্যতঃ এই গুলি তৃষ্ণার পূর্ব্ব লক্ষণ। বিশেষতঃ বায়ু-জন্য তৃষ্ণায়, মুখশোষ, শঙ্খদেশ, শিরোদেশ এবং গলদেশ তোদ (টনটনানি), স্রোতঃ-পথের অবরোধ মুখের বৈরস্য এবং শীতল জলে তৃষ্ণার বৃদ্ধি হয়। মূর্চ্ছা, প্রলাপ, অরুচি, মুখশোষ, পীত-নেত্র, অত্যর্থ দাহ, শীতাভিলাষ, মুখের তিক্ততা এবং কণ্ঠ হইতে ধূমোদ্গম, এই

গুলি পিত্ত-জন্য তৃষ্ণার লক্ষণ। জঠরানল কফ কর্ত্তৃক সংবৃত হইলে তাহার বাষ্প অবরুদ্ধ হয়। তাহাতে জলবাহী স্রোতঃ পথ দূষিত হইয়া (শুষ্ক) তৃষ্ণা জন্মায়। নিদ্রা দেহের গুরুতা, মুখের মধুরতা, শীতজ্বর, বমন, অরুচি, এই গুলি কফ জন্য তৃষ্ণার লক্ষণ। শোণিত-জন্য পীড়া বা শোণিত নিসঃরণ (শস্ত্রাদি দ্বারা) হইলে তৃষ্ণার সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াও অধিক জলের আকাঙ্ক্ষা থাকে না। ইহা-কেই রক্ত-জন্য তৃষ্ণা বলা যায়। রস প্রভৃতি ধাতুক্ষয়-জন্য যে তৃষ্ণা জন্মে দিবানিশি পুনঃ পুনঃ পান করিয়াও তাহার শান্তি হয় না। ইহাকে কেহ কেহ সান্নিপাতিক তৃষ্ণা বলে। এস্থলে রস প্রভৃতি ধাতুক্ষয়ের যে সকল লক্ষণ পূর্ব্বে সূত্রস্থানে বলা হইয়াছে তাহা এস্থলে লক্ষ্য করিবে। আম-জন্য তৃষ্ণাতে ত্রিদোষেরই লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তদ্ভিন্ন হৃদিশূল, নিষ্ঠীবন এবং শরীরের অবসাদ এই লক্ষণ গুলিও জন্মে। অতিশয় স্নেহ, অম্ল বা লবণ কিম্বা গুরুপাক অন্ন ভোজন করিলে তৃষ্ণা জন্মে। ইহাকে ভোজন জন্য তৃষ্ণা বলা যায়*।

তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি ক্ষীণ, মানসিক ক্রিয়া-হীন, ও বধির হইলে, এবং তাহার জিহ্বা নির্গত হইয়া পড়িলে পরিত্যাগ করিবে। উদর পরি-পূর্ণ থাকিয়া তৃষ্ণা প্রবল হইলে পিপ্পলীর কাথে বমন করাইবে। দাড়িম, আম্রাতক শীতল রস ও বীর্য্যবিশিষ্ট দ্রব্যের সহিত পিষিয়া (মূর্দ্ধদেশে) লেপ দিলে তৃষ্ণার শান্তি হয়। আমলকী চূর্ণের গণ্ডূষ ধারণ করিলে মুখের বৈরস্য নষ্ট হয়। সুবর্ণ, রূপ্য, লোষ্ট্র বা উৎপল খণ্ড অগ্নিতপ্ত করিয়া জলে নিক্ষেপণ পূর্ব্বক সেই ঈষদুষ্ণ জল পান করিলে তৃষ্ণা (বায়ু-জন্য) নিবৃত্ত হয়। মধু, শর্করাযোগে হিম জল পান করিলে তৃষ্ণার শান্তি হয়† তৃষ্ণাশান্তিকর যে পাঁচটি গণ

---

* অতিশয় কটু বা তিক্তরস ভোজনেও তৃষ্ণা জন্মে।

† যে প্রণালীতে হিম প্রস্তুত হয় এ জলও সেই প্রণালীতে প্রস্তুত করিবে, অর্থাৎ রাত্রিতে হিমে রাখিয়া প্রাতঃকালে পান করিবে।

গণবর্ণায় উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদিগের ফল, মূল, ত্বক্, পত্র পুষ্প অথবা বিদারিগন্ধাদি-গণ জলে সিদ্ধ করিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় অল্পে অল্পে পান করিবে। ইহাতে বায়ু-জন্য তৃষ্ণার শান্তি হয়। পিত্ত-নাশক দ্রব্য সহযোগে পাক করা শীতল ক্বাথ, শর্করা ও মধুযোগে অথবা কাকোল্যাদিগণে দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিলে পিত্তজন্য তৃষ্ণার শান্তি হয়। ডুমুর, কলাই, কণ্টক, পঞ্চমূল, বল্লী পঞ্চমূল যোগে পাক করা জল পান করিলে কফজন্য তৃষ্ণার শান্তি হয়। নিম্ব পুষ্প সহযোগে তপ্ত জল পান করিয়া বমন করিলেও উপকার হয়। সকল প্রকার বিশেষতঃ পিত্তজন্য তৃষ্ণা পূর্ব্বোক্ত রূপ দোষানুসারে প্রতীকার না করিলে নিবৃত্ত হয় না। উড়ুম্বরের বৃক্ষ নিঃসৃত রস বা উড়ুম্বরের ক্বাথ, শর্করা যোগে পান করিবে। সারিবাদিবর্গে শিশির জল সিদ্ধ করিয়া পান করিবে। কেশুর, পাণিফল, পদ্ম, মোচা (কদলীর), মৃণাল, এই সকল যোগে জল সিদ্ধ করিয়া পান করিলে শোণিত-জন্য, পিপাসার শান্তি হয়। নীলোৎপল, বেণামূল, রক্তচন্দন, এই কয়েক দ্রব্য সহযোগে জল রাত্রিকালে বাসিত করিয়া রাখিয়া, পর দিবস চিনী মধু ও প্রচুর পরিমাণে দ্রাক্ষা সহযোগে পান করিবে। সারিবাদিগণ, তৃণপঞ্চমূল, উৎপলাদি গণ এবং মধুর গণ সহযোগে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া মধুক পুষ্প বা তদ্রূপ পুষ্প সহযোগে পান করিবে। কেবল মাত্র কার্পাস ফল অথবা বিম্বিকা ফল পিষিয়া পান করিবে। শোণিত-জন্য পিপাসার, শোণিত-জন্য পীড়া বা শোণিত নিঃসরণ নিবৃত্তির দ্বারা শান্তি হয়। ধাতু ক্ষয় জন্য পিপাসা, শোণিত পান অথবা ক্ষীর ঘৃত বা মাংসের ক্বাথ পানে নিবৃত্ত হয়। আম-জন্য পিপাসা হইলে বিল্ব, বচ ও অগ্নিকর দ্রব্যের একত্র যোগে ক্বাথ, অথবা অগ্নিকর দ্রব্য যোগে আম্রাতক, ভল্লাতক ও বেড়েলার একত্র যোগে ক্বাথ পান করিবে। গুরুপাক অন্ন ভোজনের জন্য যে তৃষ্ণা জন্মে অথবা ক্ষয় জন্য তৃষ্ণা ভিন্ন অপর সকল প্রকার

তৃষ্ণা বমনের দ্বারা নিবৃত্ত হয়। শ্রম-জন্য তৃষ্ণা হইলে মাংসরস, গুড়োদক, বা মন্থ পান করিবে। অন্নের উপরোধ জন্য যে তৃষ্ণা জন্মে তাহাতে উষ্ণ যবাগু বা শীতল মন্থ পান করিবে। স্নেহপান-জন্য তৃষ্ণা হইলে উষ্ণ জল পান করিবে। মদ্যপায়ী ব্যক্তির সদ্যঃ যে তৃষ্ণা জন্মে তাহাতে অর্দ্ধজলমিশ্রিত মদ্যপান কর্ত্তব্য। উষ্ণতা-জন্য তৃষ্ণা হইলে শর্করা সংযুক্ত শীতল জল বা ইক্ষুরস পান করিবে। তৃষ্ণা রোগে দোষানুসারে ক্বাথ পান করিয়া বমন করিবে। যে দোষ জন্য তৃষ্ণা জন্মে সেই দোষ জন্য জ্বরঘ্ন পাঁচন ক্বাথেপ্রয়োজ্য। লেপন, অবগাহন, পরিষেচন, শীতল গৃহে বাস, সংশোধন, দুগ্ধ, মাংসরস, ঘৃত এবং মধুর ও হিম লেহ তৃষ্ণাতে প্রয়োজ্য।

ঊনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ছর্দ্দি রোগের চিকিৎসা।

অতিশয় দ্রব, স্নিগ্ধ, অপ্রিয়, বা লবণ অথবা অকালে বা অধিক পরিমাণে ভোজন, বা অনভ্যস্ত দ্রব্য ভোজন জন্য অথবা শ্রমজন্য ক্ষয়জন্য অজীর্ণ বা ক্রিমিদোষ-জন্য, বা অতিশয় দ্রুত আহার করণ-জন্য বিম্বা স্ত্রীলোকের গর্ভ জন্য বা ঘৃণার সহিত ভোজন জন্য এবং অন্যান্য কারণেও দোষ সমস্ত উৎক্লিষ্ট হইয়া বেগে মুখ মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া অঙ্গ ভঞ্জন পূর্ব্বক বক্ত্রমধ্যে ধাবিত হয়, ইহাকেই ছর্দ্দি বা বমন বলে। বিরুদ্ধ-আহার-সেবন-শীল ব্যক্তির উদান বায়ু ব্যানের সহিত মিলিয়া দোষ সমস্ত উর্দ্ধগত করে। তদ্দ্বারা বমনেচ্ছা, উদ্গার-রোধ, মুখে লবণাক্ত জল নিঃসরণ, অন্ন পানে দ্বেষ, এই গুলি বমির পূর্ব্ব লক্ষণ।

ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকের পর, পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প ফেনিল অভ্যর্থ কষায়-রস-বিশিষ্ট বমন, এবং পার্শ্ব ও পৃষ্ঠে শূল শ্রান্তি বোধ

এবং বায়ুর শব্দ সহকারে বমন, এই গুলি বায়ুজন্য বমনের লক্ষণ। মুখ অম্ল কটু বা তিক্ত রসবিশিষ্ট হইয়া রক্ত যুক্ত, পীত বা হরিতবর্ণ বমন হইলে, এবং দাহ, চোষ, জ্বর, মুখশোষ ও মূর্চ্ছা উপদ্রব থাকিলে পিত্তজন্য বমি বলা যায়। শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া মধুর রস-বিশিষ্ট শুক্লবর্ণ, হিম, গাঢ় এবং প্রচুর পরিমাণ-বিশিষ্ট কফ সংযুক্ত বমন হইলে কফ-জন্য বমন বলা যায়। ইহাতে অন্নে অরুচি, দেহের গৌরব এবং অবসাদ জন্মে। ত্রিদোষ জন্য বমন হইলে পূর্ব্বোক্ত সকল লক্ষণই দৃষ্ট হয়। ঘৃণা জন্য, গর্ভ-জন্য, আমজন্য, অনভ্যস্ত আহার-জন্য, বা কৃমিজন্য বমনেও দোষের বৃদ্ধি দেখা যায় *। সকল প্রকার বমন রোগেই আমাশয় উৎক্লিষ্ট হয়, এ কারণ প্রথমে লঙ্ঘন কর্ত্তব্য। কৃমি-জন্য হৃদ্রোগে অত্যর্থ শূল ও বমনেচ্ছা জন্মে। কৃমি-জন্য হৃদ্রোগে যে সকল লক্ষণ হয় সেই সকল লক্ষণ ইহাতেও জন্মে। ক্ষীণ শরীরে উপদ্রব বিশিষ্ট এবং ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রিকার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, শোণিত ও পূয যুক্ত বমন হইতে থাকিলে চিকিৎসা করিবে না। অধিক পরিমাণে দোষ থাকিলে বমন হিতকর। অথবা এরূপ স্থলে দোষানুসারে জ্বরঘ্ন ক্বাথ সেবন করিবে।

বিরেচনও প্রয়োজ্য। মিলিত দোষ-জন্য বমন হইলে দোষ অনুসারে চিকিৎসা করিবে। বমন রোগে লঘু পরিশুষ্ক এবং অভ্যস্ত অন্ন সেবনীয়। ক্ষীর, ঘৃত, সৈন্ধব যোগে মুদ্গ, আমলকের যূষ, ফলাম্ল, সৈন্ধব যোগে বিষ্কির মাংসের রস অথবা পঞ্চমূলীর ক্বাথে ঘৃত এবং মধু-মিশ্রিত যবাগু পানে বায়ু-জন্য বমির নিবৃত্তি হয়। ইহাতে ঈষদুষ্ণ লবণ ও স্নেহ বিরেচনও হিতকর। পিত্ত-জন্য বমন রোগে পিত্ত-শান্তিকর পানীয় দ্রব্য, ক্বাথ এবং শিশির জল পান করা বিধেয়। দ্রাক্ষা রস প্রভৃতি মধুর দ্রব্য যোগে শোধনীও হিতকর।

* অন্যান্য গ্রন্থকারের মতে এই পঞ্চ প্রকার আগন্তুক ছর্দ্দি রোগ বলা যায়।

এই বমি বলবতী হইলে তিল্বক ঘৃত পান করা প্রশস্ত। কফজন্য বমন রোগে আরগ্বধাদি বা দশমূলের ক্বাথ মধুরযোগে পান করাইবে। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ বমনেই গুলঞ্চের হিমসংজ্ঞক ক্বাথ মধু সহযোগে সেবন করা প্রশস্ত। ঘৃণাজন্য বমন, প্রিয় দ্রব্য ভক্ষণ দ্বারা এবং স্ত্রীলোকের গর্ভজন্য বমন অভীষ্টফলভক্ষণ দ্বারা নিবৃত্ত হয়। কৃমিজন্য বমি কৃমিজন্য হৃদ্রোগের ন্যায় চিকিৎসনীয়। আমজন্য বমনে লঙ্ঘন ও বমন এবং অনভ্যস্ত দ্রব্য আহারে যে বমি হয় তাহাতে অভ্যস্ত দ্রব্য আহার বিধেয়।

দোষানুসারে পূর্ব্বোক্ত সকল বিধি অবলম্বন করিবে। দধি-রস সহযোগে পিপ্পলী ও মধু মুহুর্মুহুঃ লেহন করিলে বমি নিবৃত্ত হয়। তণ্ডুলোদক মধুযোগে মধুর করিয়া পান করিবে। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ দোষের ঔষধ বমনের দোষানুসারে মধুযোগে প্রচুর পরিমাণে সেবন করিবে। আত্মগুপ্ত ফল (আলকুশী) ও যষ্টিমধু তণ্ডুলোদক ও মধু যোগে দ্রব করিয়া লেহন করিবে। করঞ্জ পত্র সহযোগে যবাগু পাক করিয়া অথবা ধন্যা পিষিয়া অম্ল ও লবণ সহযোগে পান করিবে। অথবা তণ্ডুলোদক ও ত্রিকটু যোগে কপিথ ভক্ষণ করিবে। চিনী চন্দন ও মধু সহযোগে মক্ষিকার বিষ্ঠা লেহন করিবে। ঘৃত মধু যোগে লাজচূর্ণ অথবা ঘৃত মধু চিনী যোগে পিপ্পলী চূর্ণ লেহন করিবে। আমলকী রসে চন্দন ঘর্ষণ করিয়া বা মুদ্গ দাইলের যূষ পাক করিয়া পান করিবে। অথবা কুল বা আমলকীর মজ্জা, দারুচিনী, তেজপত্র, এলাইচ ও মধুযোগে লেহন করিবে। অথবা শালিচাল্য, লাজ বা যবের মণ্ড মধু সহযোগে পান করিবে। মন এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সুখজনক গন্ধদ্রব্য, জাঙ্গল-মাংস-রস, সুস্বাদু পানক, বিবিধ প্রকার সুস্বাদু ভোজন বিধান করিবে।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হিক্কারোগের চিকিৎসা।

বিদাহি, গুরু, বিষ্টম্ভি, রুক্ষ এবং অভিষ্যন্দ-জনক ভোজন, শীতল পান, আসন, স্থান, রজঃ, ধূম, বায়ু-অগ্নি, ব্যায়াম, ভারবহন, পথ-শ্রম, বেগের প্রতিঘাত, উপবাস, আমদোষ, অভিঘাত, স্ত্রী-সংসর্গ জনিত ক্ষীণতা, রোগের যন্ত্রণা, বিষমাশন, অধ্যশন * এবং সংশমনীয় দ্রব্যের অবৈধ সেবন; এই সকল কারণে হিক্কা, শ্বাস, ও কাস জন্মে। যকৃৎ প্লীহা ও অন্ত্র বা মুখ আক্ষেপণ পূর্ব্বক মুহুর্মুহুঃ শব্দ সহকারে বায়ু ঊর্দ্ধগত হইলে হিক্কা বলা যায়। শীঘ্র প্রাণহিংসা করণে সমর্থ বলিয়া পণ্ডিতেরা ইহার হিক্কা নাম দিয়াছেন।

কফ বায়ুর অনুগত হইলে হিক্কা উৎপন্ন হয়। হিক্কা পঞ্চবিধ,—অন্নজা, যমলা, ক্ষুদ্রা, গম্ভীরা এবং মহতী। মুখ কষায়, সকলেই অপ্রীতি, কণ্ঠ ও বক্ষদেশের ভার এবং জঠরে শব্দ এই গুলি হিক্কার পূর্ব্বরূপ। অন্নপানে অতিশয় সংযুক্ত থাকিলে বায়ু সহসা পীড়িত হইয়া ঊর্দ্ধে গমন পূর্ব্বক হিক্কা জন্মায়, তাহাকে অন্নজা বলে। অনেক বিলম্বে যুগল বেগে যে হিক্কা উদ্গত হইয়া মস্তক ও গ্রীবাদেশ কম্পিত করে, তাহাকে যমলা কহে। যে হিক্কা বিলম্বে মন্দবেগে উৎপন্ন হয় তাহাকে ক্ষুদ্রিকা বলে। এই হিক্কা জত্রুমূল হইতে উৎপন্ন হয়। যে হিক্কা নাভিমণ্ডল হইতে ঘোর গম্ভীর শব্দ সহকারে উৎপন্ন হয়, ওষ্ঠ, কণ্ঠ, জিহ্বা, ও মুখের শুষ্কতা এবং শ্বাস ও পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি উপদ্রব জন্মায় তাহাকে গম্ভীরা বলে। মর্ম্মস্থান পীড়িত, দেহ আয়ত এবং এবং সর্ব্বশরীর কম্পিত করিয়া যে হিক্কা সতত বেগে শব্দসহকারে উদ্গত হয় ও অতিশয় তৃষ্ণা জন্মায় তাহাকে মহা হিক্কা বলে।

---

* সূত্রস্থান দ্রষ্টব্য।

হিক্কা উঠিবার কালে অঙ্গ আয়ত হইলে এবং দৃষ্টি উর্দ্ধগত ও স্থিরভাবে থাকিলে অথবা রোগী ক্ষীণ হইলে এবং অন্নে দ্বেষ ও কাসি থাকিলে, অথবা গম্ভীরা বা মহতী হিক্কা হইলে, আরোগ্য হয় না।

প্রাণায়াম (প্রাণের নিগ্রহ অর্থাৎ শ্বাসরোধ), ভয় প্রদর্শন, সূচীর দ্বারা বিদ্ধকরণ এবং মনের সংভ্রম হিক্কার পক্ষে প্রশস্ত। মধু-যোগে যষ্টিমধু, অথবা পিপ্‌পলী, পিপ্‌পলী মূল চূর্ণ, শর্করা চূর্ণ সহযোগে অথবা ঈষদুষ্ণ ঘৃত, দুগ্ধ ও ইক্ষুরস অবপীড়নে প্রয়োগ করিবে। রোগী অধিক ক্ষীণ না হইলে বমন ও বিরেচন প্রয়োগ করিবে। নারী-দুগ্ধে রক্তচন্দন পিষিয়া বা সৈন্ধবযোগে ঈষদুষ্ণ ঘৃত বা সৈন্ধব চূর্ণ জলের সহিত নস্য প্রয়োগ করা হিতকর। শাল-নির্য্যাস (ধুনা), নৈপাল (মনঃশিলা), গোরোচনা অথবা ঘৃতযুক্ত চর্ম্ম ও লোম ধুপে প্রয়োগ করিবে। হিক্কার স্থানে নাভিমণ্ডলে স্বেদ প্রয়োগ করিবে। গিরিমৃত্তিকা, স্বর্ণমাক্ষীক অথবা গ্রাম্য পশুর অস্থি, ভস্ম, মধুসহযোগে লেহন করিবে। ছাগ-বিষ্ঠা, মেষ, গো প্রভৃতির লোম, ময়ুরপুচ্ছ অথবা উড়ুম্বর বা তিল্বক লোধের পুষ্প, ধূম নির্গত না হয় এরূপ দগ্ধ করিবে। সেই ভস্ম, ঘৃত ও মধু সহযোগে লেহন করিবে। সর্জ্জিকাক্ষার বীজপূর লেবুর রস ও মধুযোগে লেহন করিবে। ঘৃত-সহযোগে স্নিগ্ধ যবের মণ্ড, ঈষদুষ্ণ অন্নের গ্রাস বা পায়স অথবা শুণ্ঠীর জলে ছাগীদুগ্ধ পাক করিয়া শর্করা সহযোগে পরিতৃপ্তি পরি-মাণে সেবন করিবে। ছাগ ও মেষের মূত্র আঘ্রাণ করিবে। পূতি-কীট, লশুন, বচ, হিঙ্গু এবং শঙ্খ চূর্ণ করিয়া মধু ও চিনি সহ ভাবিত করিয়া সেবন করিবে। এক পল পরিমাণ সৈন্ধব বা দুইপল পরি-মাণ ঘৃত সেবন করিবে। হরীতকী সেবন করিয়া ঈষদুষ্ণ জল অনুপান করিবে অথবা ক্ষার ও মধু যোগে ঘৃত পান করিবে। অথবা মধু, পিপ্‌পলী যোগে দুই তোলা পরিমাণ কপিথের রস পান

করিবে। পিপ্পলী, চিনি, আমলকী, শুণ্ঠী, মধু সহযোগে লেহন করিবে। কুলের অাঁটির মজ্জা, রসাঞ্জন, লাজ চূর্ণ, মধু সহযোগে লেহন করিবে।

পাটলা বৃক্ষের ফল, পুষ্প, গৈরিক (গিরিমৃত্তিকা) ও কটুকী, খর্জ্জুর শস্য ও পিপ্পলী অথবা কাশীস ও মৌল এই চারি প্রকার যোগের যূষ তুল্যপরিমাণ মধুর সহিত পান করিবে। কপোত, পারাবত, লাব, গোধা, বৃষদংশ ইহাদিগের মাংসের রস, অম্ল ফলের সৈন্ধব যুক্ত হিম রস অথবা মৃগ মাংসের রস পান করিবে। সৈন্ধব-যোগে বিরেচন এবং মিছরি যোগে ঈষদুষ্ণ ঘৃত সেবনও হিক্কার * পক্ষে প্রশস্ত। কেহ কেহ বলেন বায়ুর ঊর্দ্ধগতির পক্ষে অনুবাসন প্রশস্ত।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

শ্বাসরোগের চিকিৎসা।

যে সকল কারণে হিক্কা জন্মে সেই সকল কারণেই শ্বাস রোগ জন্মে। প্রাণবায়ু, কফ সংযুক্ত হইয়া স্বীয় প্রকৃতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধগত হইলে শ্বাস বলা যায়। শ্বাস পঞ্চ প্রকার—ক্ষুদ্রক, তমক, ছিন্ন, মহান্ এবং ঊর্দ্ধ। হৃৎপীড়া অন্নে অরুচি, অরতি, আনাহ, পার্শ্বশূল ও মুখের বৈরস্য, এইগুলি শ্বাসরোগের পূর্ব্বরূপ।

কিছুমাত্র শ্রম করিলেই শ্বাস উপস্থিত হয় এবং স্থিরভাবে থাকিলেই সুস্থ থাকে, ইহাকে ক্ষুদ্রক শ্বাস বলে। তৃষ্ণা, স্বেদ, বমনেচ্ছা, কণ্ঠে ঘুর্ঘুরক শব্দ এবং মেঘাচ্ছন্ন দিনে রোগ বৃদ্ধি হইয়া রোগী অভিভূত থাকে, ইহাকে তমক শ্বাস বলে। অতিশয় শব্দ,

* নির্ধূম অঙ্গারে হিঙ্গু ও মাষকলাই চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া ধুম পান করিলে সকল প্রকার হিক্কার উপকার হয়।

কাস ও কফ বিশিষ্ট হইলে, দুর্ব্বল ও অন্নে দ্বেষ হইলে এবং রোগী জ্বর ও মূর্চ্ছায় অভিভূত থাকিলে প্রতমক শ্বাস বলে। বস্তিদেশে দাহ জন্মিয়া উদর আধ্মাত হয় এবং বিচ্ছিন্নভাবে শ্বাস নির্গত হয় তাহাকে ছিন্নশ্বাস বলে। সংজ্ঞাহীন, পার্শ্বশূলে পীড়িত, কণ্ঠ অত্যর্থ শুষ্ক এবং শব্দ বিশিষ্ট, নেত্র আয়ত ও স্থির, এই সকল লক্ষণ হইলে মহাশ্বাস বলা যায়। মর্ম্মস্থানে পীড়া, মুহুর্মুহুঃ অজ্ঞান হওয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টি এবং স্বরভঙ্গ, এইগুলি ঊর্দ্ধশ্বাসের লক্ষণ। ইহাদিগের মধ্যে ক্ষুদ্র-শ্বাস অনায়াসসাধ্য, তমকশ্বাস কষ্টসাধ্য এবং এবং অপর তিন প্রকার শ্বাস ও দুর্ব্বল ব্যক্তির তমকশ্বাস অসাধ্য।

কেহ কেহ বলেন যে কাস, শ্বাস, হিক্কা এবং হৃদ্রোগে দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে স্নেহ-বস্তি, ব্যতিরেকে অন্য উপায়ে ঊর্দ্ধাধোভাগ সংশোধন কর্ত্তব্য। অভয়া-হরীতকী, বিট্‌লবণ, ও অঙ্কোট মূল সহযোগে পুরাতন ঘৃত পাক করিয়া অথবা সচল লবণ অভয়া ও বিল্ব সহযোগে নূতন ঘৃত পাক করিয়া, সেবন করিবে। বিদারিগন্ধাদিগণে ঘৃত পাক করিয়া পিপ্পল্যাদি গণ ও পঞ্চ লবণ প্রক্ষেপ করিবে। এই ঘৃতে শ্বাস ও কাসের শান্তি হয়।

ঘৃতের দ্বিগুণ দুগ্ধ, চতুর্গুণ জল, এবং কাকমাচী, ডহর করঞ্জ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিত্রক, ইহাদিগের কল্ক, যথা নিয়মে ঘৃত পাক করিয়া তোলক পরিমাণে পান করিলে কাস ও শ্বাসের শান্তি হয়, এবং অর্শঃ অরুচি গুল্ম মলভেদ এবং ক্ষয়রোগও নিবৃত্ত হয়।

বাসকের কাথ চতুর্গুণ, এবং বাসকের মূল ও পুষ্প শৃঙ্গী, মৌরি, ভার্গী, শুণ্ঠী, মৌল, মুথা, হরিদ্রা, যষ্টিমধু, চিনী, ইহাদিগের চূর্ণ, যথা বিধি ক্রমে ঘৃত পাক করিয়া শীতল হইলে মধুসংযোগে সেবন করিবে। এই ঘৃত সেবনে শ্বাস কাস ও হিক্কার শান্তি হয়।

এক প্রস্থ ঘৃত, দুই সের জল, রাস্না, কৃষ্ণচন্দন, বামনহাটী, শুঁয়াঠুটী, বেতস-ফল, কাকমাচী, শুণ্ঠী, বৃহতী এবং কণ্টকারী ইহা-

দিগের কল্ক, * যথা নিয়মে ঘৃত পাক করিয়া এক তোলা পরিমাণে উষ্ণ করিয়া সেবন করিবে।

সৌবর্চ্চল, যবক্ষার, কটুকী, ত্রিকটু, চিত্রক, বচ, অভয়া-হরীতকী, এই সকল দ্রব্য যোগে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে শ্বাস আরোগ্য হয়। অগ্রে ঘৃত, দ্বিগুণ জল ও দ্বিগুণ গাভিদুগ্ধে পাক করিয়া লইবে।

ঘৃতের চারি ভাগের এক ভাগ হিঙ্গু, চতুর্গুণ জল এবং তালীশ, ভূমিআমলা, বচ, জীবন্তী, কুষ্ঠ, সৈন্ধব, বিল্ব, পদ্মবীজ, করঞ্জ, সাজিমাটী, পিপ্‌পলী, চিতে, হরীতকী, গজ পিপ্‌পলী, ইহাদিগের কল্কে যথা নিয়মে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে সকল প্রকার শ্বাস নিবৃত্ত হয়।

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ ঘৃত শ্বাস কাসের পক্ষে প্রশস্ত, তদ্ভিন্ন বাসা ঘৃত এবং ষট্ পলক নামক ঘৃত ও ইহাতে হিতকর †। দশগুণ ভৃঙ্গরাজ রসে রীতিমত তৈলপাক করিয়া সেবন করিলে শ্বাস ও কাসের শান্তি হয়। বিষ্কির পশুর মাংস, অম্লবেতস, ঘৃত ও সৈন্ধব যোগে অথবা হরিণাদির মজ্জা যোগে কাথ প্রস্তুত করিয়া অথবা কুলথের কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে। পাক করা দুগ্ধ পানেও শ্বাস ও কাসের শান্তি হয়।

তিনিসের বীজ, কাকড়াশৃঙ্গী, যবক্ষার অথবা দুরলভা, পিপ্‌পলী, কটুকী হরীতকী অথবা কুক্কুর বিষ্ঠা, ময়ূরের লোম, কুল, ছোট এলাইচ ও পিপ্‌পলী অথবা বামনহাটী, দারুচিনী, শুণ্ঠী, শর্করা, শশবৃক্ষের বীজ বা কেবলমাত্র গোক্ষুরী বীজ চূর্ণ, এই পাঁচটি যোগ ঘৃত মধু যোগে লেহন করিলে শ্বাস ও কাসের শান্তি হয়।

---

* কল্ক দ্রব্য ঘৃত ও তৈলের চারিভগের এক ভাগ। ঘৃত পাকের অপরার বিধি স্নেহ পাক অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

† ষট্‌পলক ঘৃত প্লীহাধিকারে দ্রষ্টব্য।

ছাতিম পুষ্প ও পিপ্‌পলীচূর্ণ, দধিমস্তুর সহিত সেবন করিবে; অথবা ভৃষ্ট যব মধুসহ সেবন করিবে, অথবা অর্কের অঙ্কুর সহ যব পুনঃ পুনঃ ভাবিত করিয়া তাহার মণ্ড মধুসহ-যোগে প্রচুর পরিমাণে পান করিবে।

শিরীষ, কদলী, কুন্দপুষ্প এবং পিপ্‌পলী তণ্ডুলোদক সহযোগে পান করিবে। কুলের অস্থির মজ্জা, তালমূলী এবং ঋষ্য জাতীয় হরিণের চর্ম্মের ভস্ম * মধুযোগে অথবা বামনহাটী, ঘৃত, মধুযোগে অথবা নিম্ব ও কদম্ব বীজ, মধু ও তণ্ডুলোদক যোগে অথবা দ্রাক্ষা, হরীতকী, পিপ্‌পলী, কাকড়া শৃঙ্গী এবং দুরালভা, ঘৃত, মধুযোগে লেহন করিবে। হরিদ্রা, মরিচ, দ্রাক্ষা, গুড়, রাস্না, পিপ্‌পলী, শটী, সকলের সমান তিলতৈল একত্র যোগে লেহন করিবে। গোময় বা অশ্বপুরীষের রস, মধু ও পিপ্‌পলীযোগে লেহন করিবে। যে সকল যোগ পাণ্ডুরোগে শোথরোগে এবং কাশরোগে সেবনীয় তাহারাও শ্বাস কাশে প্রয়োজ্য। বামনহাটি, গুড়ত্বক্‌, ত্রিকটু, হরিদ্রা, কটুকী, পিপ্‌পলী, মরিচ, বচ, গোময়রস, তলকীটের বীজ, একত্রযোগে মোদক পাক করিয়া সেবন করিলে শ্বাসের শান্তি হয়।

পুরাতন ঘৃত, পিপ্‌পলী, কুলত্থ কলায়ের রস, জাঙ্গল পশুর মাংসের রস, সুরা, কাঞ্জী, হিঙ্গু, মাতুলুঙ্গ রস, দ্রাক্ষা, আমলকী ও বিল্ব এবং মধু এই গুলি শ্বাস ও হিক্কার পক্ষে প্রশস্ত। শ্বাস ও হিক্কা রোগে তৈল ও লবণ যোগে স্নেহ স্বেদ প্রয়োগ করিবে। তদ্দ্বারা গ্রথিত কফ বিলীন হয় এবং বায়ুর শান্তি হয়। স্নিগ্ধ হইলে মাংসের রস ও অন্ন ভোজন করিবে। বাতশ্লেষ্ম-জনিত বিবন্ধ, অর্থাৎ মল মূত্র রোধ ঘটিলে ধূম প্রয়োগ করিবে। মনঃশীলা, দেবদারু, হরিদ্রা, পশুর চর্ম্ম, লাক্ষা এবং এরণ্ডমূল ইহাদিগের দ্বারা বর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক

* অন্তর্ধূম প্রণালীতে দগ্ধ করিবে যেন কৃষ্ণবর্ণ হয়। পেয় বা লেহ্য ঔষধ রুগ্ন অবস্থায় দুই তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করা কর্ত্তব্য।

ধূম প্রয়োগ কর্ত্তব্য। নূতন ঘৃত, মধুচ্ছিষ্ট (মোম্) ধুনা, গাভির শৃঙ্গ, লোম, খুর, স্নায়ু, ত্বক্, সরল কাষ্ঠ, শল্লকী (যে কাষ্ঠে শিলারস জন্মে), গুগ্গুল এবং পদ্মকাষ্ঠ, এই সকল দ্রব্যও ধূমে প্রয়োজ্য। কফ বলবান্ থাকিলে বমন বিরেচন প্রশস্ত। দেহ দুর্ব্বল ও রুক্ষ হইলে প্রচুর পরিমাণে হিতকর দ্রব্য ভোজন করিবে। এস্থলে জাঙ্গল, ঔরভ্র বা আনূপ পশুর মাংস উত্তম রূপে পাক করিয়া ভোজন কর্ত্তব্য।

আমলকী প্রমাণ কণ্টকারী, অর্দ্ধেক পরিমাণে হিঙ্গু ও প্রচুর পরিমাণে মধু সহযোগে লেহন করিলে তিন দিনের মধ্যে শ্বাসের শান্তি হয়। কাষ্ঠরাশি সম্ভূত অগ্নি বা সুররাজ-মুক্ত অশনি যেরূপ দুর্নিবার, শ্বাস, কাশ এবং বিলম্বিকা রোগ সেইরূপ দুর্নিবার।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

কাশরোগের চিকিৎসা।

যে যে কারণে শ্বাস ও হিক্কারোগ জন্মে সেই সকল কারণেই কাশ রোগের উৎপত্তি। ধূম বা ধূলি কর্ত্তৃক উপঘাত, ব্যায়াম, রুক্ষ অন্ন সেবন, অতি ভোজনশীল ব্যক্তির ভোজন-জন্য অন্ন রসের বিমার্গে গমন এবং বেগের অবরোধ এই সকল কারণে প্রাণবায়ু, কণ্ঠস্থিত উদান বায়ুর অনুগত হইয়া দূষিত হয়। তাহাতে কণ্ঠের স্বর ভগ্ন কাংশ্যের ন্যায় হয় এবং কাশিলে মুখ হইতে দোষ (শ্লেষ্মা প্রভৃতি) নিঃসৃত হয়। ইহাকেই কাশ রোগ বলা যায়।

কাশরোগ পাঁচ প্রকার। বায়ুজন্য, পিত্তজন্য, কফজন্য, ক্ষতজন্য এবং ক্ষয়জন্য। এই পঞ্চবিধ কাশ রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে যক্ষ্মা-রোগে পরিণত হয়। কণ্ঠদেশে কফ, ভুক্ত দ্রব্য গলাধঃকরণে অবরোধ, গলদেশ ও তালুদেশে লেপ (চট্চটে), স্বরের বৈপরীত্য, অরুচি অগ্নির

মান্দ্য, এই গুলি কাশরোগের পূর্ব্বরূপ। হৃদয়, ললাট, মূর্দ্ধা উদর ও পার্শ্বদেশে শূল, মুখ ম্লান, বল, স্বর এবং ওজের ক্ষীণতা, বেগের অবরোধ, শুষ্ক কাশ অর্থাৎ শ্লেষ্মাদি উদ্গত না হওয়া, স্বর ভঙ্গ, এই গুলি বায়ু-জন্য কাশরোগের লক্ষণ। বক্ষদেশে দাহ জ্বর, মুখশোষ ও মুখের তিক্ততা, তৃষ্ণা বমনে কটুরস, কাশ, বর্ণের পাণ্ডুতা এবং দাহ, এই গুলি পিত্তজন্য কাশের লক্ষণ। মুখ বিলিপ্ত (চট্‌চটে), শিরোবেদনা, দেহ কফপূর্ণ, অন্নে অরুচি, দেহের গৌরব ও অবসাদ, কাশিলে গাঢ় কফ নিঃসরণ, এই গুলি কফজন্য কাশের লক্ষণ। ব্যয়াম, ভার বহন, অধ্যয়ন বা অভিঘাতের দ্বারা বক্ষঃস্থল বিহিত হইলে হৃদয় বিশ্লিষ্ট হইয়া সর্ব্বদা কাশী হইয়া নিষ্ঠিবনের সহিত রক্ত নিঃসরণ হয়। ইহাকে ক্ষতজন্য কাশী বলা যায়। অতিশয় স্ত্রী-সঙ্গ, ভার বহন, পথশ্রম, যুদ্ধ, অশ্ব গজের নিগ্রহ অর্থাৎ আরোহণ করিয়া বলে দমন করা এই সকল কারণে শরীর রুক্ষ হইয়া বায়ু কর্ত্তৃক উরঃক্ষত না জন্মিয়া কাশ জন্মে। ইহাতে প্রথমে শুষ্ক কাশী হইয়া পরে রক্ত নিঃসরণ হয়। কণ্ঠকূজন, বক্ষঃস্থল ভেদ, সূচী কর্ত্তৃক বিদ্ধের ন্যায় শূল, তাহাতে স্পর্শ সহ্য হয় না, পর্ব্বভেদ জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা, স্বরের বিকৃতি, পারাবতের ন্যায় কূজন, এই গুলি ক্ষত জন্য কাশের উপদ্রব। বিরুদ্ধ অনভ্যস্ত দ্রব্যের ভোজন, অত্যর্থ স্ত্রী-সঙ্গ, বেগের (মল মূত্রাদি) নিগ্রহ, ঘৃণা ও শোক এই সকল কারণে অগ্নি ব্যাপন্ন হইয়া দোষ ও মল কুপিত করে। তদ্দ্বারা ক্ষয় জন্য কাশ জন্মিয়া শরীর ক্ষয় করে। গাত্রশূল, জ্বর, দাহ, মোহ প্রাণক্ষয়, শোষ, মাংস ক্ষয়, দৌর্ব্বল্য, পূয-যুক্ত রুধিরের নিষ্ঠীবন, এই গুলি ত্রিদোষের লক্ষণ—ক্ষয় জন্য কাশে জন্মে। ইহা অতি দুশ্চিকিৎসনীয়। বার্দ্ধক্য জন্য যে কাশ রোগ জন্মায় তাহা আরোগ্য হয় না—যাপ্য থাকে।

শৃঙ্গী, বচ, কটফল, গন্ধতৃণ, মুথা, ধন্যা, অভয়া-হরীতকী, বামনহাটী, দেবদারু, শুণ্ঠী, এই সকল একত্র হিঙ্গুযোগে উষ্ণোদকের সহিত

পান করিবে। ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, শৃঙ্গী, রাস্না বচ, পদ্মকাষ্ঠ, দেবদারু, এই সকল দ্রব্য মধু, চিনী ও ঘৃতের সহিত লেহ প্রস্তুত পূর্ব্বক লেহন করিবে। হরীতকী, চিনী, আমলকী, যব, পিপ্‌পলী, শুণ্ঠী, একত্র ঘৃত মধুযোগে লেহন করিবে। সৈন্ধবযোগে পিপ্‌পলী ঈষদুষ্ণ জলের সহিত, শুণ্ঠী ও পিপ্‌পলী যোগে গুড় ভক্ষণ বা ঘৃত মধু যোগে দ্রাক্ষা, লেহন করিবে। দ্রাক্ষা চিনী, পিপ্‌পলী, শুণ্ঠী, বংশলোচন এই সকল দ্রব্য সমভাগে ঘৃত মধু যোগে লেহন করিবে, অথবা মরিচ ও মিছরি একত্র যোগে বা আমলকী, পিপ্‌পলী, শুণ্ঠী ও মিছরি সমভাগে চূর্ণ করিয়া দধিমণ্ডের সহিত বা রেণুকা ও পিপ্‌পলী, তুল্য অংশে দধি সহযোগে পান করিবে। হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দেবদারু, শুণ্ঠী, খদিরকাষ্ঠ এই সকল তুল্য অংশে ঈষদুষ্ণ জলে বা ছাগ মূত্র সহযোগে সেবন করিবে। দন্তী, দ্রবন্তী, তিল্বক-লোধ এবং ঘৃতে ভর্জ্জিত কুলের অস্থির শস্য সৈন্ধব যোগে সমভাগে একপল পরিমাণে সেবন (ক্রমশঃ) করিবে। কুল পরিমিত হিঙ্গু, কাঞ্জী বা অম্লরস সহযোগে পান, অথবা মধু সহযোগে মরিচ লেহন করিবে। বামনহাটী, বচ এবং হিঙ্গু একত্র যোগে বর্ত্তী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ঘৃত যুক্ত করিয়া ধূম প্রয়োগ করিবে। বংশনীল, এলাইচ ও লবণ অথবা মুথা, ইঙ্গুদী, গুড়ত্বক্, যষ্টিমধু, জটামাংসী, মনঃশীলা, এলাইচ একত্র ছাগমূত্রে পিষিয়া বর্ত্তী নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তী সহযোগে ধূম প্রয়োগ করিয়া দুগ্ধ অনুপান করিবে। মরিচ যোগে মধু পানও কর্ত্তব্য। এই যোগ গুলির দ্বারা বাতশ্লেষ্ম-জন্য কাশির নিবৃত্তি হয়। দ্রাক্ষারস, মঞ্জিষ্ঠা এবং পুরা নামক গন্ধদ্রব্য দুগ্ধে পাক করিয়া মধু সহযোগে সেবন করিবে। মুদ্গ উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া, তাহাতে কণ্টকারী শুণ্ঠী ও পিপ্‌পলী মিলিত করিয়া ঘৃত ও মধু সহযোগে মোদক প্রস্তুত করিবে। প্লীহাধিকারস্থ ষড়ঙ্গ ঘৃত সেবনে বায়ুজন্য কাশী আরোগ্য হয়। বিদারিগন্ধাদি অথবা বাসকের রসে ঘৃত পাক করিয়া সেবন

করিবে। স্নেহ-বিরেচন, অনুবাসন বা আস্থাপন বা স্নৈহিক ধূমও প্রয়োগ করিবে। ঈষদুষ্ণ ঘৃত, মাংসরসে সিদ্ধ করা যবের মণ্ড এবং ঘৃতযুক্ত ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ পান করা বিধেয়। বমন, বিরেচন, শিরো-বিরেচন, ধূম, কবলগ্রহ, উষ্ণ ও কটু লেহ এই সকলের দ্বারা কফের বিশেষ শান্তি হয়। ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ অথবা নিসিন্দা পত্রের রসে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে কফজন্য কাশীর শান্তি হয়। পাঠা, বিট্‌লবণ, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, গোক্ষুরী, রাস্না, চিত্রক, বেড়েলা, কর্কটশৃঙ্গী, মুথা, দেবদারু, দুরালভা, বামনহাটি, অভয়া-হরীতকী, শুণ্ঠী ইহাদিগের কল্ক, কণ্টকারীর রস এবং রসের দ্বিগুণ ঘৃত। এই সকল একত্র পাক করিয়া সেবন করিলে শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য, স্বরভেদ এবং পঞ্চবিধ কাশ আরোগ্য হয়।

বিদারিগন্ধাদি, উৎপলাদি, সারিবাদি এবং যষ্টিমধু এই সকলের ক্বাথ, ইক্ষুরস, জল এবং দুগ্ধ এবং কাকোল্যাদিগণের চূর্ণ এই ক্বাথ ও চূর্ণযোগে যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া প্রাতঃকালে শর্করাযোগে সেবন করিলে পিত্ত-জন্য কাশ এবং স্ত্রীসঙ্গ-জন্য ক্ষয় কাশ আরোগ্য হয়। খর্জ্জুর, বামনহাটী, পিপ্পলী, পিয়াল, মৌরী, এলাইচ, আমলকী ইহাদিগের চূর্ণ সমভাগে লইয়া প্রচুর পরিমাণে ঘৃত, মধু, চিনিযোগে সেবনে পিত্ত-জন্য, ক্ষত-জন্য এবং ক্ষয়-জন্য কাশের শান্তি হয়। মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, রসাঞ্জন, চিতে, পাঠা, মূর্ব্বা, পিপ্‌পলী এই সকল সমভাগে মধু সহযোগে অথবা ইক্ষুরসে পাক করা ঘৃত বা আমলকী চূর্ণ দুগ্ধে পাক করিয়া ঘৃত সহযোগে পান করিলে ক্ষত-জন্য এবং ক্ষয়-জন্য কাশ আরোগ্য হয়। গোধূম, যব এবং কাকোল্যাদি গণের সূক্ষ্মচূর্ণ দুগ্ধ, মধু এবং ঘৃত সহযোগে পান করিবে। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ কাশের শান্তি হয়। গুড়োদক বা গুড়ের ক্বাথ, শীতল হইলে কিঞ্চিৎ মরিচ চূর্ণ ও মধুসহ সেবন করিবে।

তিন প্রস্থ আমলকীর রস (১২ সের), গুড় অর্দ্ধ তুলা (৬ সের

এক পোয়া), বচ, চই, জীরক, ত্রিকটু, গজপিপ্পলী, হবুষা, যমানী, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, ত্রিফলা, বনযমানী, পাঠা, চিতে, ধন্যা ইহাদিগের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা পরিমাণ, তৃবৃৎ, চূর্ণ ৮ পল, একত্র যোগে মোদক পাক করিয়া দারুচিনী, এলাইচ, তেজপত্র যোগে বিভীতক ফল পরিমাণে সেবন করিবে। ইহার নাম কল্যাণক গুড়। ইহার দ্বারা গ্রহণী, শ্বাস, কাশ, স্বরভঙ্গ, শোষ এবং অগ্নিমান্দ্য নষ্ট হয়, এবং পুরুষত্ব হানির ও স্ত্রীদিগের বন্ধ্যা দোষ দূর হয়।

তণ্ডুল দুই পালী, যব (৮ সের), একশত বড় হরীতকী, একত্র যোগে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পাদাবশেষ থাকিতে বস্ত্র পূত পূর্ব্বক গ্রহণ করিবে। পরে গুড় (১২॥ সের) এবং দশমূল গজপিপ্পলী, আলকুশী বীজ, বামনহাটী, শটী, কুড়, শুণ্ঠী, পাঠা, গুলঞ্চ, বচ, শঙ্খ-পুষ্পী, রাস্না, চিতে, আপাঙ্, বেড়েলা, দুরালভা, অর্দ্ধ সের তৈল ও অর্দ্ধ সের ঘৃত এই সকল দ্রব্য একত্র সেই ক্বাথে পাক করিবে, পরে তাহাতে পিপ্পলী চূর্ণ প্রদান করিবে এবং পাক সিদ্ধ ও শীতল হইলে তাহাতে মধু সংযোগ করিবে। এই রসায়ন কল্ক ও ২টী হরীতকী নিত্য সেবন করিলে রাজযক্ষ্মা, গ্রহণী, শোফ, অগ্নিমান্দ্য, স্বরভেদ, কাশ, পাণ্ডু, শ্বাস, শিরোরোগ, হৃদ্রোগ, হিক্কা ও বিষমজ্বর আরোগ্য হয় এবং মেধা, বল, উৎসাহ বৃদ্ধি ও মন প্রসন্ন হয়। এই রসায়ন ভগবান্ অগস্ত্য মুনির কল্পিত।

কুলীর, চটক, হরিণ, লাব ইহাদিগের মাংসে মধুর ও অন্যান্য বর্গসহ * ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে ক্ষত-জন্য ও ক্ষয়-জন্য কাশ আরোগ্য হয়। শতমূলী, গোরক্ষ, চাকুল্যা এবং বেড়েলা সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করা কাশের পক্ষে হিতকর।

---

* কাকোল্যাদি, বিদারিগন্ধাদি এবং দশমূল পিপ্পলাদি প্রভৃতি পুষ্টিকর উষ্ণ ও কটু রস বিশিষ্টগণ।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

স্বরভেদ চিকিৎসা।

উচ্চৈঃস্বরে বাক্য কথন, বিষ সেবন, অধ্যয়ন, অভিঘাত, ও শৈত্য প্রভৃতির দ্বারা বায়ু প্রভৃতি দোষ কুপিত হইয়া শব্দবাহিনী ধমনীর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক স্বর বিকৃত করে।

স্বরভেদ ছয় প্রকার—বাতজন্য, পিত্তজন্য, কফজন্য, সন্নিপাত জন্য, ক্ষয়-জন্য এবং মেদজন্য। বাত জন্য হইলে চক্ষু, মুখ, পুরীষ ও মূত্র কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং গর্দ্দভের ন্যায় ভগ্ন ও খরতর স্বরে বাক্য নির্গত হয়। পিত্তজন্য হইলে চক্ষু, মুখ, পুরীষ, মূত্র পীতবর্ণ হয়, এবং কথা কহিবার কালে গলদেশে দাহ হয়। কফজন্য হইলে কণ্ঠদেশ কফ কর্ত্তৃক রুদ্ধ হইলে কষ্টে অল্প অল্প বাক্য নিঃসরণ হয়। এ উপদ্রব দিবা ভাগেই বিশেষ রূপ জন্মে। সন্নিপাত জন্য হইলে পূর্ব্বোক্ত সকল প্রকার বিকার বিশিষ্ট এবং বাক্য অস্পষ্ট হয়। ইহা অসাধ্য। ক্ষয়-জন্য হইলে ধূমের ন্যায় (কেবল বায়ু মাত্র) বাক্য নিংসরণ হয় অর্থাৎ শব্দ হয় না অথবা বাক্ রহিত হয়। এই রোগ বর্জ্জনীয়। অন্তর্গত স্বরে অর্থাৎ গলমধ্যগত স্বরে বাক্য নিঃসরণ হইলে মেদ জন্য বলা যায়। ইহাতে গল, তালু ও কণ্ঠদেশে মেদ লিপ্ত থাকা প্রযুক্ত বাক্য স্পষ্টরূপে এবং শীঘ্র নিঃসৃত হয় না।

রোগী ক্ষীণ, বৃদ্ধ বা কৃশ হইলে, বহুকাল গত বা জন্মাবধি জাত হইলে অথবা মেদ-জন্য বা সর্ব্বদোষ জন্য হইলে স্বরভেদ রোগ আরোগ্য হয় না। রোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া বমন, বিরেচন, বস্তি, অবপীড়ন, মুখধাবন, ধূম, লেহ এবং কবলগ্রহের দ্বারা অগ্রে দোষের শান্তি করিবে। শ্বাস ও কাশ রোগের প্রথমাবস্থায় যে সকল প্রক্রিয়া বলা হইয়াছে প্রথমতঃ সেই সকল ক্রিয়া করিবে। তদনন্তর যে সকল প্রতীকার কর্ত্তব্য তাহা পশ্চাৎ বলা যাইতেছে।

স্বরভেদ রোগ বায়ুজন্য হইলে আহারের পর ঘৃত পান করিবে। পটোল, বার্ত্তাকু, ভীমরাজ এবং নীলঝিণ্টী ইহাদিগের রসে ঘৃত পাক করিয়া পান করা প্রশস্ত। অথবা যবক্ষার, যমানী, চিতে ও আমলকী সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া পান করিবে অথবা দেবদারু ও চিত্রক সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া মধুসহ পান করিবে। ঘৃত ও গুড়সহ অন্ন ভোজন করিয়া ঈষদুষ্ণ জল অনুপান করিবে। পিত্তজন্য হইলে ঐরূপ অন্ন ভোজন করিয়া দুগ্ধ অনুপান করিবে। অথবা সর্ব্বদা ঘৃত পান করিবে। ঘৃতযোগে যষ্টিমধুর পায়স ভোজন করিবে। অথবা শালীতণ্ডুল চূর্ণ, মধু ও ঘৃতে আপ্লুত করিয়া লেহন করিবে, অথবা শতমূলী চূর্ণ বা বেড়েলা চূর্ণ, ঘৃত ও মধু যোগে লেহন করিবে। কফজন্য হইলে, গোমূত্র যোগে কটু দ্রব্য লেহন বা মধু, তৈল যোগে কটু দ্রব্য লেহন করিবে। মেদজন্য হইলে, কফজন্য স্বর বিকারের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। সন্নিপাত-জন্য হইলে রোগীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে। উচ্চৈঃস্বরে বাক্য কথন প্রযুক্ত স্বরভঙ্গ হইলে মধুর দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পান করিয়া মধু মিশ্রণ পূর্ব্বক পান করিবে।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ক্রিমি রোগের চিকিৎসা।

ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকের পূর্ব্বে আহার করণ, অজীর্ণ-জনক অনভ্যস্ত, বিরুদ্ধ বা মলিন দ্রব্য ভোজন, পরিশ্রমের অভাব, গুরুপাক, অতিশয় স্নিগ্ধ এবং শীতল দ্রব্য ভোজন দিবা নিদ্রা, মাষকলাই, পিষ্টান্ন, বিদল, মৃণাল, শালুক, কেশুর, পর্ণ, শাক, সুরা, শুক্ত, দধি. ক্ষীর, গুড়, ইক্ষু, নূপপশুর মাংস, পিণ্যাক (সর্ষপাদির খৈল), চিপিটক এবং

মধুরাম্ল পানীয় এই সকলের দ্বারা শ্লেষ্মা এবং পিত্ত কুপিত হয়। তদ্দ্বারা দেহের বিবিধ স্থানে বিবিধ প্রকার আকার বিশিষ্ট কৃমি সকল জন্মে। আমাশয় ও পক্কাশয়ই তাঁহাদিগের উৎপত্তির স্থান।

দেহস্থ কৃমি বিংশতি জাতীয় এবং পুরীষ, কফ ও রক্ত এই তিন প্রকার পদার্থ হইতে তাহারা উৎপন্ন হয়। তাহাদিগের নাম ও লক্ষণ বলা যাইতেছে। অযবা, বিযবা, কিপ্‌পা, চিপ্‌পা, গণ্ডুপদা, চূরব এবং দ্বিমুখ, এই সপ্ত প্রকার কৃমি পুরীষ-জাত। ইহারা শ্বেত-বর্ণ, সূক্ষ্ম এবং গুদ অর্থাৎ মল-নির্গত পথে সঞ্চরণ করে। তাহাদিগের মধ্যে কতক গুলির পুচ্ছদেশ স্থূল থাকে। ইহারা পুরীষ-জাত কৃমি। পুরীষ-জাত কৃমি জন্মিলে, শূল, অগ্নিমান্দ্য, পাণ্ডুতা, বিষ্টম্ভ, বল-ক্ষয়, লালাস্রাব, অরুচি, হৃদ্রোগ এবং মলভেদ এই সকল উপসর্গ ঘটে। রক্ত, গণ্ডুপদ, দীর্ঘ', দর্ভপুষ্পা, প্রলূনা, চিপিট পিপীলিকার, এই কৃমি গুলি কফ প্রকোপ হেতু জন্মে। ইহাদিগের দ্বারা শূল, আটোপ, মলভেদ এবং অজীর্ণ এই উপদ্রব গুলি জন্মে। রোমশা, রোম-মূর্দ্ধান, সপুচ্ছা, শ্যাবমণ্ডল, কিক্কিশ ও কুষ্ঠজ এই ছয় প্রকার শোণিত-জন্য কৃমি। ইহাদিগের মধ্যে প্রথম চারি প্রকার কৃমি ধান্যাঙ্কুরের ন্যায় আকারবিশিষ্ট, শুক্ল বর্ণ এবং সূক্ষ্ম। ইহারা মজ্জা, নেত্র, তালু ও শ্রোত্রদেশে জন্মিয়া কেশ, নখ, রোম, ভক্ষণ করে। ইহাদিগের শিরোরোগ, হৃদ্রোগ, বমন, প্রতিশ্যায় প্রভৃতি উপদ্রব জন্মে। কিক্কিশ নামক কৃমি দন্তে জন্মে, এবং কুষ্ঠজ কৃমি শরীরে বিচরণ করে। শোণিত-জাত কৃমি সমূহ রক্তযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ, স্নিগ্ধ এবং স্থূল। ইহা-দিগের কর্তৃক প্রা: রক্তগত রোগ সমস্ত জন্মে।

মাশকলাই, পিষ্টান্ন, লবণ, গুড়, শাক এই সকল আহারের দ্বারা পুরীষ-জাত কৃমি জন্মে। মাংস, মাষকলাই, গুড়, ক্ষীর, দধি এবং (বহু কাল স্থিত বিকৃত অম্লীভূত ইক্ষুরস) এই সকল আহারের দ্বারা কফ-জন্য কৃমি জন্মে। বিরুদ্ধ এবং অজীর্ণ-জনক শাক প্রভৃতি

আহারের দ্বারা শোণিত জন্য কৃমি জন্মে। জ্বর, বিবর্ণতা, শূল, হৃদ্রোগ, অবসাদ, ভ্রম, অরুচি এবং অতিসার, কৃমি জন্মিলে এই সকল উপদ্রব ঘটে। প্রথম ত্রয়োদশ প্রকার কৃমি স্পষ্ট দৃশ্য হয়। কেশ-জাত প্রভৃতি কৃমি অদৃশ্য। প্রথোমক্ত দুই প্রকার কৃমিরোগ আরোগ্য হয় না।

কৃমি রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে রোগিকে প্রথমতঃ স্নিগ্ধ করিয়া সুরসাদি গণের ক্বাথ সহযোগে পাক করা ঘৃত দ্বারা বমন করাইবে। পরে তীক্ষ্ণ বিরেচন প্রয়োগ পূর্ব্বক যব, কোল, কুলথ এবং সুরসাদিগণের ক্বাথ, বিড়ঙ্গ, তৈল ও সৈন্ধব, লবণযোগে আস্থাপন প্রয়োগ করিবে। বস্তি প্রযুক্ত দ্রব্য মলাশয় হইতে প্রত্যাগত হইলে রোগীকে সুখোদকে স্নান করাইয়া কৃমি নাশক আহার প্রদান করিবে। তদনন্তর শিরীষ ও অপামার্গের রস, অথবা কচুর রস মধু-সহযোগে পান করিবে। তীক্ষ্ণ কৃমিনাশক দ্রব্যই ভোজনের পক্ষে প্রশস্ত। কচুর রস, মধু সহযোগে বা পলাশ বীজের রস বা কল্ক, তণ্ডুলোদক সহযোগে, পালিদা পত্র শালিঞ্চা শাক বা সুরসাদিগণের রস, মধু সহযোগে পান করিবে। অশ্বের পুরীষ চূর্ণ বা বিড়ঙ্গ চূর্ণ, মধু সহযোগে সেবন করিবে। মূষিকাপর্ণ অর্থাৎ ইন্দুরকাণীর পত্র উত্তম রূপে পিষিয়া তৎসহযোগে পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। সেই পিষ্টক ভক্ষণ করিয়া ধান্যাম্ল অনুপান করিবে। সুরসাদিগণের কল্ক ও ক্বাথ সহযোগে তৈল পাক করিয়া পান করিবে। বিড়ঙ্গ চূর্ণ ও বিড়ঙ্গ কল্ক উক্ত. তৈল-সহ ভক্ষণ করিবে। অথবা সুরসাদিগণের ক্বাথ তিল ভাবিত করিয়া তন্নিঃসৃত তৈল পান করিবে। কুক্কুরের বিষ্ঠা, বিড়ঙ্গ ত্রিফলার ক্বাথে সাতবার ভাবিত করিয়া মধু সহযোগে লেহন পূর্ব্বক আমলকীর রস অনুপান করিবে। এই প্রণালী-ক্রমে লৌহ চূর্ণ সেবন করিয়া বিভাতকী ও হরীতকীর রস অনুপান করিবে। অথবা নাটা করঞ্জার রস মধু সহযোগে, বা

পিপ্‌পলী-মূল অজা-মূত্র সহযোগে পান করিবে। অথবা দধিমস্তু সহযোগে সীসক সপ্তাহ ঘর্ষণ করিয়া পান করিবে। পুরীষ-জাত এবং কফ জাত কৃমি এই সকল প্রণালীতে চিকিৎসা করিবে।

মস্তক হৃদয় মুখ নাসিকা এ চক্ষু এই সকল স্থানে যে সকল কৃমি জন্মে তাহাতে অঞ্জন, নস্য, অবপীড়ন প্রয়োজ্য। অশ্বের পুরিষের রস শুষ্ক করিয়া বিড়ঙ্গের ক্বাথে পুনঃ পুনঃ ভাবিত করিবে। সেই চূর্ণ প্রধমনে প্রয়োগ করিবে। এই প্রণালীক্রমে লৌহচূর্ণও প্রয়োজ্য কাংস্য নীল (কাঁসার কলঙ্ক) ও তৈল সহযোগে সুরসাদিগণও নস্যে প্রয়োজ্য। রোম-জাত কৃমির স্থলে ইন্দ্রলুপ্তের বিধি প্রয়োজ্য। দন্তজাত কৃমি রোগ মুখ-রোগ-বিহিত প্রণালী অবলম্বন করিবে। রক্তজাত কৃমি রোগে কুষ্ঠের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। সকল প্রকার কুলত্থ ক্বাথ সংযোগে তিক্ত ও কটু রস ভোজন করা হিতকর। দুগ্ধ পানও প্রশস্ত।

দুগ্ধ (ঘন পাক), মাংস, ঘৃত, দধি, শাক, অম্ল, মধুর, হিম, কৃমিরোগে এই সকল আহার পরিত্যাগ করিবে।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

উদাবর্ত্ত রোগের চিকিৎসা।

জীবিতাভিলাষী প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বায়ু প্রভৃতি পদার্থের ঊর্দ্ধ বা অধঃ-প্রবৃত্তির বেগ কদাচই ধারণ করিবে না। বায়ু, পুরীষ, মূত্র, জৃম্ভণ, অশ্রু, ক্ষবথু উদ্গার, বমন এবং শুক্র প্রভৃতির বেগ ধারণের দ্বারা বায়ু ঊর্দ্ধগত হইয়া এই রোগ জন্মায়, এ কারণ ইহাকে উদাবর্ত্ত বলে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা এবং শ্বাসের বেগ ধারণেও এই রোগ জন্মে। ইহা-দিগের লক্ষণ এবং চিকিৎসা সংক্ষেপতঃ বলা যাইতেছে। এই রোগ

কারণভেদে ত্রয়োদশ প্রকার হইয়া থাকে। অপথ্য ভোজন-জন্যও অপর এক প্রকার উদাবর্ত্ত জন্মে।

আধ্মান, শূল, হৃদয়ের উপরোধ (আহার বা দেহ সঞ্চালনে হৃদয়ের অভ্যন্তরে যেন কিছু লাগে বলিয়া বোধ হয়), শিরোরোগ, শ্বাস, অতিশয় হিক্কা, কাশ, প্রতিশ্যায়, গলদেশে বেদনা, দেহে পিত্ত এবং শ্লেষ্মার সঞ্চরণ, পুরীষের এককালে অপ্রবৃত্তি বা মুখ হইতে নিঃসরণ, অপান বায়ুর বেগ ধারণে এই সকল উপদ্রব ঘটে। আটোপ (পক্বাশয়ে গুড় গুড় শব্দ), শূল, পরিকর্ত্তন (গুদ অর্থাৎ মল নির্গমের দ্বারে যেন কর্ত্তন করিতেছে এইরূপ পীড়া), বায়ুর ঊর্দ্ধগতি, পুরীষের অপ্রবৃত্তি বা মুখ হইতে নিঃসরণ, পুরীষের বেগ ধারণে এই সকল উপদ্রব ঘটে। কষ্টে অল্প অল্প মূত্র নিঃসরণ, মেঢ্র, গুদ, বঙ্ক্ষণ, মুষ্ক, নাভি, বস্তি অথবা মূর্দ্ধদেশে আকৃষ্ট অর্থাৎ টেনে ধরার ন্যায় যাতনা এবং শূল, মূত্রবেগধারণে এই সকল উপদ্রব জন্মে। মন্যাস্তম্ভ, গলস্তম্ভ, শিরোরোগ এবং মুখ, নাসিকা, চক্ষু ও কর্ণে বায়ুজন্য তীব্র রোগ, জৃম্ভণের বেগ ধারণে এই সকল উপদ্রব জন্মে। আনন্দাশ্রু হউক বা শোকাশ্রু হউক, অশ্রুবেগ ধারণ করিলে মস্তকের ভার, তীব্র নেত্ররোগ এবং পীনস জন্মে। ক্ষবথুর বেগ ধারণে মস্তক, চক্ষু, নাসিকা এই সকল স্থানে রোগ জন্মে। কণ্ঠ ও মুখের পূর্ণতা, অতিশয় তোদ, কূজন এবং বায়ুর প্রবৃত্তি, ইত্যাদি বায়ুজন্য বিকার, উদ্গারের বেগ ধারণে জন্মে। বমনের বেগধারণে কুষ্ঠ, অন্নের বিদগ্ধভাব, মূত্রাশয়েও মল নির্গম পথে ফুলা ও বেদনা এবং কষ্টে মূত্র নিঃসরণ, এই সকল উপদ্রব ঘটে। শুক্রের বেগ ধারণে শুক্রাশ্মরী ও শুক্র স্রাব প্রভৃতি শুক্র-জাত বিকার জন্মে। ক্ষুধার বেগ ধারণে অর্থাৎ ক্ষুধা কালে আহার না করিলে তন্দ্রা, অঙ্গমর্দ্দ, অরুচি, শ্রান্তি এবং দৃষ্টির ক্ষীণতা, এই সকল উপদ্রব ঘটে। কণ্ঠ-শোষ, মুখ-শোষ, শ্রবণ-শক্তির রোধ এবং হৃদয়দেশে বেদনা, তৃষ্ণার বেগধারণে এই

সকল উপদ্রব ঘটে। শ্রান্ত অবস্থায় নিশ্বাসের বেগ ধারণ করিলে হৃদ্রোগ, মোহ অথবা গুল্ম রোগ জন্মে। জৃম্ভণ, অঙ্গমর্দ্দ, দেহ, মস্তক ও চক্ষুর জড়তা অথবা তন্দ্রা, নিদ্রার বেগ ধারণে এই সকল উপদ্রব ঘটে।

তৃষ্ণার্ত্ত, অত্যর্থ ক্লিষ্ট, ক্ষীণ, শূলার্ত্ত ও পুরীষ বমন, উদাবর্ত্ত রোগে এই সকল লক্ষণ ঘটিলে রোগিকে পরিত্যাগ করিবে। বায়ুর বিপথে গমন প্রযুক্ত এই রোগ জন্মে বলিয়া বায়ু স্বাভাবিক পথে আনিবার নিমিত্ত সকল প্রক্রিয়া এই রোগের পক্ষে সকল ঋতুতেই বিধেয়। অতঃপর এই রোগের সামান্যতঃ এবং পৃথক্ রূপ ক্রিয়া সকল বলা যাইতেছে।

বায়ুজন্য উদাবর্ত্ত রোগে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া আস্থাপন প্রয়োগ করিবে। পুরীষ-রোধজন্য রোগ হইলে আনাহ রোগের প্রক্রিয়া কর্ত্তব্য। মূত্র-রোধ-জন্য হইলে সচল লবণ বা এলাইচ সহযোগে বা দুগ্ধ সহযোগে মদিরা পান করিবে, বা আমলকীর রস জল সহযোগে তিন দিন, বা অশ্ব-পুরীষের রস পান করিবে। মাংস উপদংশের (চাটনি) সহিত মধু অথবা গৌড়িক সীধু পান করিবে। দেবদারু, মুথা, মুর্ব্বা, হরিদ্রা এবং যষ্টিমধু একত্র যোগে কুল প্রমাণ বটী বৃষ্টির জলের সহিত পান করিবে। দুরালভার রস, কুঙ্কুমের ক্বাথ অথবা জলের সহিত এর্ব্বারু (কাকুড় বা শশা) বীজ লবণাক্ত করিয়া পান করিবে। পঞ্চমূলী সহযোগে পাক করা দুগ্ধ বা দ্রাক্ষারস পান করিবে। অশ্মরী-ভেদক যোগ সমস্তও এ স্থলে প্রয়োজ্য। অথবা মূত্রকৃচ্ছ্র অধিকারস্থ যোগ সকলও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সেই সকল যোগ মূত্রাঘাত অধিকারে পরে বলা যাইবে। জৃম্ভণ-ধারণ জন্য রোগে স্নেহ-স্বেদ প্রয়োগ করিবে। অশ্রু ধারণ-জন্য রোগে রোগিকে স্নিগ্ধ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া অশ্রু মোক্ষণ করাইবে। অথবা তীক্ষ্ণ অঞ্জন, অবপীড়ন, তীক্ষ্ণগন্ধ গ্রহণ, বর্ত্তি প্রয়োগ বা তীক্ষ্ণ

প্রধমন বা সূর্য্য কিরণে দৃষ্টিপাত দ্বারা ক্ষবথু (হাঁচি) প্রবর্ত্তিত করিবে। উদ্গার-রোধ-জন্য উদাবর্ত্ত হইলে স্নেহ ধূম প্রয়োগ ও সচল লবণ ও বাজপূরের (টাবা লেবুর) রস সহযোগে সুরা পান করিবে। বমন রোধ-জন্য হইলে দোষ অনুসারে স্নেহাদি ক্রিয়া করিবে; অথবা ক্ষার ও লবণযোগে অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিবে। এবং বস্তি-শুদ্ধিকর দ্রব্য ও চতুর্গুণ জল সহযোগে দুগ্ধ পাক করিয়া জল নিঃশেষ হইলে প্রচুর পরিমাণে পান করিবে। শুক্ররোধ-জন্য উদাবর্ত্ত হইলে স্ত্রীর সহবাস কর্ত্তব্য। ক্ষুধা-সহন-জন্য রোগে অল্প পরিমাণে স্নিগ্ধ ও উষ্ণ দ্রব্য ভোজন করিবে। তৃষ্ণা সহ্য করিয়া রোগ হইলে শীতল মন্থ বা যবের মণ্ড পান করিবে। শ্রান্ত অবস্থায় শ্বাস-নিগ্রহ-জন্য পীড়া হইলে মাংস রস সহযোগে ভোজন কর্ত্তব্য। নিদ্রা-সহন-জন্য পীড়া হইলে দুগ্ধ পান করিবে এবং প্রিয় কথোপকথনে নিদ্রা যাইবে। আধ্মান-জন্য রোগে দোষানুসারে চিকিৎসা করিবে। রুক্ষ, কষায়, কটু ও তিক্ত ভোজনের দ্বারা কোষ্ঠগত বায়ু কুপিত হইয়া উদাবর্ত্ত জন্মায়। তাহাতে বায়ু, মূত্র, পুরীষ, শোণিত, কফ এবং মেদ-বহা শিরা সমূহের মধ্যে বায়ু ঊর্দ্ধগত হয়। তৎপ্রযুক্ত হৃৎ ও বস্তিদেশে শূল, দেহের গৌরব, অরুচি, বায়ু, মূত্র এবং পুরীষের কষ্টে নিঃসরণ, শ্বাস, কাশ, প্রতিশ্যায়, দাহ, মোহ, বমি, জ্বর, তৃষ্ণা, হিক্কা, শিরোরোগ, মন ও শ্রুতির বিভ্রম প্রভৃতি বিবিধ বায়ুর প্রকোপ জন্য বিকার জন্মে। এ অবস্থায় তৈল ও লবণযোগে অভ্যঙ্গ প্রয়োগে স্নিগ্ধ করিবে এবং স্বেদ ও নিরূঢ় বস্তি প্রয়োগ করিবে। দোষ প্রযুক্ত মল-ভেদ হইলে ভোজনান্তেও অনুবাসন প্রয়োজ্য। তাহাতেও শান্তি না হইলে অধিক পরিমাণে স্নিগ্ধ করিয়া স্নেহ-বিরেচন প্রয়োগ করিবে। অম্লপানক সহযোগে তেউড়ী, পীলু, যমানীচূর্ণ পান করাইবে। হিঙ্গু, কুষ্ঠ, বচ, স্বর্জ্জিক্ষার এবং বিড়ঙ্গ উত্তরোত্তর দ্বিগুণিত করিয়া সেবন করাইবে। এই দুইটী যোগের দ্বারা উদাবর্ত্ত এবং শূল রোগেরও

শান্তি হয়। দেবদারু, চিত্রক, কুড়, বচ, হরীতকী, পলঙ্কষা, পুষ্কর মূল, (অভাবে কুড়) একত্র যোগে ৩২ সের জলে পাক করিয়া পাদাবশেষ থাকিতে পান করিবে। মূলা (পুরাতন), শুণ্ঠী, পুনর্নবা, পঞ্চমূলী, শোঁদাল একত্র যোগে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সৎসহযোগে ঘৃত উদাবর্ত্তে অতি প্রশস্ত। বচ, আতইচ, কুষ্ঠ, হরীতকী, পিপ্‌পলী এবং মূর্ব্বা, একত্র যোগে উষ্ণোদকের সহিত (চূর্ণ বা শল্ক) পান করিবে। তিক্ত লাউয়ের মূল, ময়নাফল, গুড়ুচী, আতইচ, বচ, কুষ্ঠ, কিণ্ব (সুরাবীজ), চিত্রক, সমভাগে উষ্ণোদকের সহিত পান করিবে। দেবদারু, চিত্রক, ত্রিফলা, বৃহতী একত্র যোগে. গোমূত্রের সহিত পান করিবে। ত্রিফলা ও কণ্টকারী আঢ়ক পরিমিত জলে পাক করিয়া * তাহার ক্বাথে এক প্রস্থ যব পাক করিবে। অর্দ্ধ প্রস্থ থাকিতে নামাইয়া হিঙ্গু সহযোগে পান করিবে। মদন ফল, অলাবু বীজ, পিপ্পলী এবং কণ্টকারী, ইহাদিগের চূর্ণ নলের দ্বারা মলাশয়ে প্রধ্মিত করিবে। দন্তী, কমলাগুড়ী, তিক্তলাউ, চিত্রক, ঘোষা-ফল, পিপ্‌পলী এবং সৈন্ধব লবণ একত্র যোগে গোমূত্রের সহিত বর্ত্তী প্রস্তুত করিবে। ঐ বর্ত্তী নলদ্বারে প্রবিষ্ট করিবে। এই দুইটি নিম্ন লিখিত যোগে শীঘ্র উদাবর্ত্ত রোগের শান্তি হয়।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বিসূচিকা চিকিৎসা।

অজীর্ণ; আম, বিষ্টব্ধ এবং বিদগ্ধ এই চতুর্ব্বিধ কারণে বিসূচিকা, অলসক এবং বিলম্বিকা নামক তিন প্রকার রোগ জন্মে। অজীর্ণ প্রযুক্ত সূচী কর্ত্তৃক গাত্র বিদ্ধ হওনের ন্যায় বায়ু-জন্য যাতনা হইলে

* এস্থলে ত্রিফলা ও কণ্টকারী পরিমাণ না থাকিলেও পরিভাষার নিয়মানুসারে জলের পরিমাণ থাকাতেই দ্রব্যের পরিমাণ জানা যায়।

বিসূচিকা বলা যায়। শাস্ত্রজ্ঞ পরিমিতাহারী ব্যক্তির এই রোগ কদাচ জন্মে না, অসংযতেন্দ্রিয় আহার লোলুপ মূঢ় ব্যক্তিরই জন্মে।

মূর্চ্ছা, অতিসার, বমন, পিপাসা, শূল, ভ্রম, উদ্বেষ্টন, জৃম্ভণ, দাহ, বিবর্ণতা, কম্প, হৃদয়ে বেদনা, শিরো-বেদনা, কুক্ষিদেশের আনদ্ধ ভাব (টেনে থাকা), আচ্ছন্ন প্রায় কুজন (গোঁ গোঁ শব্দ) বায়ু রুদ্ধ হইয়া কুক্ষিদেশে ধাবিত হওন এবং বায়ু পুরীষের কুক্ষিদেশে নিরোধ, হিক্কা এবং উদ্গার এই সকল লক্ষণ হইলে অলসক বলা যায়।

ভুক্তদ্রব্য কফ ও বায়ু কর্ত্তৃক দূষিত হইয়া ঊর্দ্ধ বা অধোভাগে প্রবর্ত্তিত না হইলে বিলম্বিকা রোগ বলা যায়। ইহা বর্জ্জনীয়। আম কর্ত্তৃক আমাশয়ে বিশেষ পীড়া জন্মিলে এবং দোষের সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে আমজন্য রোগ বলা যায়।

দন্ত, ওষ্ঠ, নখ, শ্যাববর্ণ, অল্প সংজ্ঞা, বমন, নেত্র কোষ-মগ্ন (চক্ষু খোলে বসিয়া যাওয়া), স্বরের ক্ষীণতা এবং সন্ধির শৈথিল্য এই গুলি ঘটিলে বিসূচিকা রোগীকে পরিত্যাগ করিবে *। রোগ অসাধ্য না হইলে পার্ষ্ণিদ্বয় দগ্ধ করণ, অগ্নিতাপ এবং তীক্ষ্ণ বমন প্রশস্ত। অন্ন পরিপাক হইলে লঙ্ঘন, পাচন ও বিরেচন প্রয়োজ্য। এই সকলের দ্বারা শরীর সংশোধিত হইলে মূর্চ্ছা, অতিসার প্রভৃতি উপদ্রবের শান্তি হয়। ইহাতে আস্থাপনও প্রয়োজ্য।

পূর্ব্বোক্ত সকল রোগের অপরাপর যোগ বলা যাইতেছে। হরীতকী, বচ, হিঙ্গু, ইন্দ্রযব, রশুন, সচল লবণ, আতইচ, এই সকলের চূর্ণ ঈষদুষ্ণ জলের সহিত পান করিলে অজীর্ণ, শূল, বিসূচিকা ও অরুচির শান্ত হয়। অথবা ক্ষারাগদ (বিষ চিকিৎসায় দ্রষ্টব্য) বা বিট্‌লবণ কিম্বা প্রচুর পরিমাণে গুড় সহযোগে সর্ষপ অথবা সৈন্ধব, হিঙ্গু, বীজপূর, ঘৃত, ত্রিফলা এবং ত্রিকটু একত্র অম্লরস সহযোগে অথবা

* বিসূচিকাই ওলাউঠা রোগ ওলাউঠা রোগে এই লক্ষণ গুলি ঘটিলে রোগীকে কদাচই বাঁচিতে দেখা যায় না।

স্নুহীক্ষীর (মনসার আটা) মিশ্রিত ত্রিকটু, সৈন্ধব লবণ সহযোগে পান করিবে। অথবা বাতব্যাধি চিকিৎসার অন্তর্গত কল্যাণ লবণ বা পিপ্পলী, যমানী এবং অপামার্গ অথবা তুল্য পরিমাণে পিপ্‌পলী এবং দন্তী বা ঘোষালতার রস ও দন্তী সহযোগে পিপ্‌পলীর কল্ক বা শুণ্ঠীর কল্কযুক্ত পিপ্পলীর কল্ক উষ্ণোদকের সহিত পান করিবে। ত্রিকটু, নাটাফল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা এবং পিপ্পলীমূল সমভাগে টাবালেবুর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ছায়া শুষ্ক করিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার অঞ্জনে বিসূচিকার শান্তি হয়। সম্যক্ রূপে বান্ত বিরেচিত বা লঙ্ঘিত হইলে এবং সম্যক্ ক্ষুধা হইলে পাচনীয় ও অগ্নিকর পেয়া (যব প্রভৃতির) পান করাইবে।

কুপিত বায়ু কর্তৃক আম অথবা পুরীষ সঞ্চিত হইয়া বদ্ধ হইলে এবং আপনা হইতে নির্গত না হইলে আনাহ রোগ বলা যায়। আনাহ রোগ আম-জন্য হইলে তৃষ্ণা, প্রতিশ্যায়, শিরোদাহ, আমাশয়ে শূল ও ভার, বমনেচ্ছা, উদ্গারের ব্যাঘাত (উদ্গার সম্যক্ রূপে নির্গত না হওয়া), কটি, পৃষ্ঠ, পুরীষ ও মূত্রের স্তব্ধ ভাব, শূল মূর্চ্ছা, পুরীষবমন, শ্বাস এবং অলসক রোগের পূর্ব্বোক্ত সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

এ স্থলে পুরীষ-জন্য আনাহ রোগ হইলে ও পুরীষ বমন না হইলে, স্বেদ ও পাচনীয় দ্রব্যের দ্বারা অগ্রে আমের পরিপাক করিবে। বিসূচিকা রোগে যে সকল বিরেচক দ্রব্য বলা হইয়াছে সেই সকল দ্রব্য মহিষ, ছাগ, মেষ, হস্তী ও গো ইহাদিগের মূত্রে ভাবিত করিয়া বর্ত্তী নির্ম্মাণ করিবে। রোগীকে স্বেদ প্রয়োগ করিয়া পায়ুরন্ধ্রে নল প্রবিষ্ট করিয়া ঐ বর্ত্তীর চূর্ণ তদ্দ্বারা প্রধমিত করিবে। ঊর্দ্ধাধোভাগশোধনকর দ্রব্য (শোধনী বর্গ দ্রষ্টব্য) গোমূত্রে পাক করিয়া সেই ক্বাথ ও তাহার অর্দ্ধেক মূত্র একত্র মধু সংযোগ করিয়া নিরূঢ় বস্তি প্রয়োগ করিবে। লবণযোগে তেউড়ী সেবন করাইয়া বিরেচনের

প্রণালী অবলম্বন করিবে। অথবা পূর্ব্বোক্ত সকল দ্রব্যের সহযোগে তৈল পাক করিয়া অনুবাসনে প্রয়োগ করিবে।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

অরোচক রোগের চিকিৎসা।

চিত্ত-বিপর্য্যয় হেতু দোষ ভিন্ন রূপে বা পরস্পর মিলিত হইয়া হৃদয়ে গাঢ়রূপে ব্যাপ্ত হইলে অন্নে অরুচি জন্মে। অরুচি পঞ্চবিধ। হৃদি-শূল এবং মুখের বৈরস্য, এই দুইটী বায়ু-জন্য অরুচির লক্ষণ। হৃদয়ে দাহ, চোষ, মুখের তিক্ততা, মূর্চ্ছা এবং তৃষ্ণা এই গুলি পিত্ত-জন্য অরুচির লক্ষণ। কণ্ডু, গুরুতা, কফস্রাব, দেহের অবসাদ, তন্দ্রা এবং মুখের মধুরতা, এই গুলি শ্লেষ্মজন্য অরোচকের লক্ষণ। ত্রিদোষ-জন্য হইলে হৃদয়ে বায়ু, পিত্ত, কফের বহুতর লক্ষণ প্রকাশ পায়। রাগ, শোক, ভয়, মনের বিপ্লব এবং অশুচি দর্শন, এই সকল কারণেও অরুচি জন্মে।

বায়ু-জন্য অরুচি হইলে জলের সহিত বচের চূর্ণ পান করিয়া বমন করিবে। তদনন্তর পিপ্পলী, বিড়ঙ্গ, যবক্ষার, হরেণু, বামনহাটী, রাস্না, এলাইচ, হিঙ্গু, সৈন্ধব এবং শুণ্ঠী ইহাদিগের চূর্ণ, ঘৃত, সুরা বা উষ্ণ জলের সহিত পান করিবে। পিত্ত-জন্য হইলে মধুর গুড়োদক পান করিয়া বমন করিবে। তদনন্তর সৈন্ধব, চিনি, মধু ও ঘৃত একত্র সেবন করিবে। কফ-জন্য হইলে নিম্বোদক পান করিয়া বমন করিবে। তদনন্তর যমানী-চূর্ণ অথবা বায়ু-জন্য অরোচকে পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ পিয়ালের রস ও মধু সহযোগে পান করিবে। ত্রিদোষ জন্য হইলে পূর্ব্বোক্ত সকল যোগেই প্রয়োগ করিবে।

দ্রাক্ষা, পটোল, বিট্‌লবণ, বেত্র-করীর (বেতের ডগা), নিম্ব,

মূর্ব্বা, অভয়া-হরীতকী, বিভীতকী, বদর, আমলকী, দেবদারু, পিয়াল বীজ, করঞ্জ বীজ এই সকল একত্র গোমূত্র যোগে লেহ প্রস্তুত করিবে। মুথা, বচ, ত্রিকটু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ভার্গী (বামনহাটী), কুষ্ঠ, মূর্ব্বা এই সকল একত্র যোগে মেষ মূত্রে পিষিয়া হস্তী-মূত্র সহযোগে পাক করিবে। এই কয়েকটী যোগের দ্বারা গুল্ম, অরুচি, শ্বাস এবং হৃদ্রোগের উপশম হয়।

অরুচিরোগে অভ্যস্ত স্বদেশ-জাত মূল, ফল, ষাড়ব প্রভৃতি বিবিধ প্রকার ভক্ষ্য ও পানীয় এবং লঘু, রুক্ষ, মনের প্রীতিকর সকল দ্রব্য ভক্ষণ ও পান করিবে। ত্রিকটু, হরিদ্রা, ত্রিফলা এবং যবশূক এই সকলের চূর্ণ, অথবা অন্যান্য তিক্ত বা কটু দ্রব্য চূর্ণ মধু সহযোগে মুখধাবনে ব্যবহার করিবে। মুস্তাদি বা আরগ্বধাদি গণের ক্বাথ মধু, মূত্র, আসব, গুড়, এবং ক্ষার আসব এই সকল দ্রব্যে বিবিধ লেহ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে। এই সকল যোগের দ্বারায় কফ ও বাত-জন্য অরুচির শান্তি হয়।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

মূত্রাঘাত রোগের চিকিৎসা।

বাতকুণ্ডলী, বাতাষ্ঠিলা, বাতবস্তি, মূত্রাতীত, মূত্রজঠর, মূত্রোৎসঙ্গ, মূত্রক্ষয়, মূত্রগ্রন্থি, মূত্রশুক্র, উষ্ণবাত এবং দুই প্রকার মূত্রোকসাদ রোগ, মূত্রাঘাত রোগ এই দ্বাদশ প্রকার।

রুক্ষ বা বেগের ব্যাঘাত জন্য বায়ু বিগুণিত হইয়া বস্তিদেশে কুণ্ডলাকারে থাকে। তজ্জন্য মূত্র রোধ হইয়া বস্তিদেশে বেদনা জন্মে অথবা যাতনা সহকারে অল্প অল্প মূত্র নিঃসরণ হয়, এই সুদারুণ রোগকে বাতকুণ্ডলী বলে। মলদ্বার এবং বস্তিদেশে বায়ু আশ্রয় করিলে অষ্ঠীলার ন্যায় কঠিন ও অচল গ্রন্থি জন্মে; ইহাকে বাতাষ্ঠীলা

বলে। মূত্রবেগ ধারণ করিলে, বস্তিগত বায়ু কর্ত্তৃক বস্তির মুখ রুদ্ধ হইয়া মূত্ররোধ হয় এবং বস্তি ও কুক্ষিদেশে পীড়া জন্মে। এই কষ্ট-সাধ্য রোগকে বাতবস্তি বলে। মূত্রবেগ ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে, অতি কষ্টে অল্পে অল্পে অথবা প্রবাহ-ভাবে পুনঃ পুনঃ নিঃসরণ হয়—ইহাকে মূত্রাতীত বলে। মূত্রবেগ বিহত হইলে (নিঃসরণ হইবার কালে বাধা পাইলে) অপান বায়ু কুপিত হইয়া উদর বায়ু পূর্ণ হয়, তজ্জন্য নাভির অধোভাগে আধ্মান ও তীব্র বেদনা জন্মে—ইহাকে মূত্র-জঠর বলে। প্রবৃত্ত মূত্র বস্তিদেশ মূত্রনাল, বা মণিতে বদ্ধ হইয়া প্রবাহিত ভাবে অল্পে অল্পে রক্তের সহিত নিসঃরণ হয় এবং তাহাতে যাতনা থাকে নাও থাকে। ইহাকে মূত্রোৎসঙ্গ বলে--কুপিত বায়ু জন্য জন্মে। রুক্ষ ও ক্লান্ত-দেহ ব্যক্তির বস্তিগত পিত্ত ও বায়ু কর্ত্তৃক দাহ ও বেদনাযুক্ত কষ্টসাধ্য মূত্রক্ষয় রোগ জন্মে। বস্তি মুখের অভ্যন্তরে অশ্মরির লক্ষণ বিশিষ্ট বেদনা যুক্ত বৃত্তাকার ক্ষুদ্র গ্রন্থি জন্মিলে এবং তাহা নির্গত না হইয়া মূত্রপথ রুদ্ধ করিয়া থাকিলে, মূত্রগ্রন্থি রোগ বলা যায়। ইহা বেদনা প্রভৃতি যন্ত্রণার দ্বারা জানা যায়। মূত্রবেগ উপস্থিত কালে মৈথুন আচরণ করিলে সহসা রেতযুক্ত মূত্র নিঃসরণ হয়। অথবা মূত্র নিঃসরণের পূর্ব্বে বা পরে ভস্মোদকের ন্যায় মূত্র নির্গত হয়। ব্যায়াম, পথশ্রম ও আতপ কর্ত্তৃক পিত্ত কুপিত হইয়া বস্তিদেশে গমন পূর্ব্বক বায়ুর দ্বারা আবৃত হয়। তৎকর্ত্তৃক বস্তি, মেঢ্র ও মলদ্বার দগ্ধ হইয়া হরিদ্রা বর্ণ মূত্র কষ্টে নিঃসরণ হয়, তাহাতে রক্ত থাকে, নাও থাকে।

নির্ম্মল পীতবর্ণ মূত্র দাহ সহকারে বহলভাবে নির্গত হয় এবং শুষ্ক হইলে গোরচনার ন্যায় বর্ণ হয়। ইহাকে পিত্তজন্য মূত্রোকসাদ বলে। পিচ্ছিল, গাঢ়, শ্বেতবর্ণ মূত্র কষ্টে নির্গত হইলে কফজন্য মূত্রোকসাদ বলে।

কষায়, কল্ক, ঘৃত, ভক্ষ্য, লেহ, পেয়, ভার, মধু, আসব, স্বেদ, বস্তি, উত্তর বস্তি এই সমস্ত বিধান করিবে। অশ্মরী নাশক এবং মূত্রজন্য উদাবর্ত্তের যোগ সকলও প্রয়োজ্য।

এর্ব্বারু বীজের দুই তোলা পরিমিত কল্ক, সৈন্ধব ও ধান্যাম্ল সহযোগে পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র নিবৃত্ত হয়। মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে সচল লবণ সহযোগে সুরা বা মধুযুক্ত মাংসের উপদংশ (চাটনি) যোগে গুড়জাত সুরা, পান করিবে। অথবা মধূদক পর্য্যুষিত করিয়া রাখিবে, প্রাতঃকালে দুই তোলা কুঙ্কুম তৎসহযোগে পান করিবে। দাড়িমের রস, সৈন্ধব এবং প্রচুর পরিমাণে এলাইচ, জীরক ও শুণ্ঠী সহযোগে সুরা পান করিবে। পৃথকপর্ণাদি বর্গের * ও গোক্ষুরির মূল অর্দ্ধপ্রস্থ জল এবং মূলের চতুর্গুণ দুগ্ধ একত্র পাক করিয়া দুগ্ধ শেষ থাকিতে শীতল হইলে চিনী ও মধুযোগে পান করিবে। ইহা দ্বারা বায়ু পিত্ত-জন্য মূত্রাঘাত নিবৃত্ত হয়। গর্দ্দভ ও অশ্বের বিষ্ঠা বস্ত্রে নিষ্পীড়িত করিয়া কুড়ব পরিমিত রস পান করিলে মূত্র রোগের শান্তি হয়। মুথা, অভয়াহরীতকী, দেবদারু, মূর্ব্বামূল, মৌল ও দ্রাক্ষা ইহাদিগের দুই তোলা পরিমিত কল্ক জল সহযোগে পান করিবে। অথবা পর্য্যুষিত শীতল বারি পান করিবে। কুড়ব পরিমিত (৩২ তোলা) কণ্টকারীর রস অথবা কল্ক মধু সহযোগে, আমলকীর রস কুড়ব পরিমাণে অথবা আমলকীর রস বা শীতল তণ্ডুলোদক সহযোগে ছোট এলাইচ পিষিয়া পান করিবে। তালের নূতন মূল, সসার জল সহযোগে রূপা ভস্ম ও কর্কট পান করিবে। মধুর দ্রব্য সহযোগে দুগ্ধ পাক করিয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। ইহাতে মূত্রদোষ ও শুক্রদোষ নিবৃত্ত হয়। বেড়েলা, গোক্ষুরী, ক্রৌঞ্চাস্থি, কুলত্থ কলাই, বংশমূল, দেবদারু, চিতেমূল এবং আমলকী বীজ, সুরা সহযোগে ইহাদিগের কল্ক পান করিবে। ইহার

---

* পৃথক পর্ণাদি বর্গ সূত্রস্থানে শমনীবর্গ দ্রষ্টব্য।

দ্বারা মূত্রদোষের শান্তি এবং অশ্মরী শোধিত হয়। পাটলা বৃক্ষের ক্ষার সপ্তবার পরিশ্রুত করিয়া তৈল সংযোগে পান করিবে। নল, ইক্ষু, কুশ, পাথর-কোঁড়, সসা বীজ, কাঁকুড় বীজ, দুগ্ধে পরিশ্রুত করিয়া ঘৃত সহযোগে পান করিবে। পাটলা, যবশূক, পালিতামাদার, তিল এই সকলের ক্ষীরোদক সহযোগে গুড়ত্বক্, এলাইচ এবং ত্রিকটু চূর্ণ পান করিবে। অথবা ঐ সকল চূর্ণ প্রত্যেকে গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিবে।

অতঃপর মূত্রদোষের হিতকর ক্রম বলা যাইতেছে। স্নেহ স্বেদ প্রয়োগ করিয়া পরে বিরেচন করাইবে। তদনন্তর দেহ সংশোধিত হইলে উত্তর বস্তি প্রয়োগ করিবে। স্ত্রী-সংসর্গের আতিশয্যে শোণিত নিঃসরণ হইলে স্ত্রী-সংসর্গে নিবৃত্ত হইবে এবং বৃংহণীয় অর্থাৎ দেহের পুষ্টিকর বিধান অবলম্বন করিবে। অর্দ্ধ পাত্র মধু, এক পাত্র ক্ষীর, ঘৃত, আলকুশী বীজ, তিল্বকলোধ, পিপ্পলী চূর্ণ একত্র যোগে অর্দ্ধ ভাগ, দর্ব্বীর দ্বারা মথিত করিয়া তাহার পাণিতল পরিমিত চূর্ণ লেহন করিয়া পরে দুগ্ধ পান করিবে। বেড়েলা, কুলের আঁটি, যষ্টিমধু, গোক্ষুরী, শতমূলী, মৃণাল, কেশুর, কুলত্থ কলাই, মহাশতমূলী, শালপাণী, পারুল, চাকুলিয়া, পীতবেড়েলা, ভূমিকুষ্মাণ্ড এবং বৃংহণীয় গণ, (কাকোল্যাদি গণ), এই সকল দ্রব্য সমভাগ চতুর্গুণ দুগ্ধ এবং তুলা পরিমাণ গুড় একত্র পাক করিয়া ৩২ সের পরিমাণ থাকিতে বস্ত্রপুত করিয়া তৎসহযোগে অষ্ট সের ঘৃত পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে দুই সের পরিমাণ মধু মিশ্রিত করিয়া কলসী মধ্যে রাখিবে। এই ঘৃতের দ্বারা সকল প্রকার মূত্রদোষ, শোণিত দোষ, বন্ধ্যা দোষ এবং যোনিদোষ নিবৃত্ত হয়।

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

মূত্রদোষের চিকিৎসা।

বায়ু, পিত্ত, কফ, সন্নিপাত, অভিঘাত, অশ্মরী এবং শর্করা এই অষ্টবিধ কারণে মূত্রদোষ জন্মে। কোষ, মূত্রনালী এবং বস্তি পীড়িত করিয়া কষ্ট সহকারে অল্পে অল্পে মূত্র নিঃসরণ হইলে বায়ু-জন্য মূত্রাঘাত বলা যায়। হরিদ্রা বা রক্তবর্ণ মূত্র, কোষ, মূত্রনালী এবং বস্তিদেশ যেন দগ্ধ করিয়া নিঃসরণ হইলে পিত্ত-জন্য মূত্রদোষ বলা যায়। কোষ, মূত্রনালী এবং বস্তিদেশের ভার, লোমহর্ষণ এবং স্নিগ্ধ, শুক্ল ও অনুষ্ণ মূত্র নিঃসরণ এই গুলি শ্লেষ্ম-জন্য মূত্রদোষের লক্ষণ। দাহ ও শীত অনুভব, মুহুর্মুহুঃ নানা বর্ণের মূত্র নিঃসরণ, তমো-ভাব এবং মূত্র নিঃসরণে কষ্ট এই গুলি সান্নিপাতিক মূত্রদোষের লক্ষণ। মূত্রবাহী-স্রোত-পথ ক্ষত বা অভিহত হইলে অত্যর্থ বেদনাযুক্ত মূত্রাঘাত জন্মে তাহাতে বাত-বস্তি রোগের ন্যায় সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। পুরীষের বেগ বিহত হইলে বায়ু বিগুণ হয় তজ্জন্য উদর আধ্মান হয় এবং শূল সহকারে মূত্ররোধ হয়। অশ্মরী-জন্য এক প্রকার মূত্রাঘাত রোগ জন্মে। শর্করা এবং অশ্মরীর উৎপত্তির কারণ একই প্রকার। তবে ভেদ এই যে শর্করা পিত্ত কর্তৃক পাক হইয়া বায়ুর দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে খণ্ডিত হয় এবং শ্লেষ্মা কর্তৃক তাহার অবয়ব নির্ম্মিত হয়। শর্করা-জন্য মূত্রাঘাত রোগে হৃৎপীড়া, কম্প, কুক্ষিদেশে শূল এবং অগ্নিমান্দ্য এই সকল উপদ্রব হয়। ইহাতে মূর্চ্ছা এবং মূত্রাঘাত জন্মে। মূত্রনালীর মুখ-স্থিত ক্ষুদ্র শর্করা খণ্ড সকল নির্গত হইলে যাবৎ অন্য সকল খণ্ড মূত্রনালীর মুখে উপস্থিত না হয় তাবৎ বেদনা শাম্য থাকে।

অতঃপর অষ্ট প্রকার মূত্রদোষের চিকিৎসা বলা যাইতেছে। অশ্মরী-জন্য মূত্রদোষে দোষানুসারে চিকিৎসা এবং স্নেহাদিক্রিয়া

কর্ত্তব্য। গোক্ষুরী, পাথর কৌঁড়, গুগ্‌গুলু, হবুষ, কণ্টকারী, বেড়েলা, শতমূলী, রাস্না, বরুণ, গিরিকর্ণিকা, এবং বিদারিগন্ধাদিগণ সহযোগে তৈরবৃত ঘৃত বা তৈল পাক করিয়া পান বা অনুবাসন অথবা উত্তর বস্তি প্রয়োগ করিবে। এইটির দ্বারা বাত-জন্য মূত্রকৃচ্ছ্রের শান্তি হয়। গোক্ষুরীর রসে গুড়, ক্ষীর এবং শুণ্ঠী যোগে তৈল পাক করিয়াও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পিত্ত-জন্য মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে পঞ্চতৃণ, উৎপলাদি, কাকোল্যাদি এবং ন্যগ্রোধাদি গণ সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া তৎসহযোগে উত্তর বস্তি প্রয়োগ করিবে। এই সকল দ্রব্য এবং ইক্ষুরস, দুগ্ধ ও দ্রাক্ষা রস সহযোগে স্নেহ পাক করিয়া ত্রিবিধ বস্তি কার্য্যে প্রয়োগ করা যায়। রাস্না, গুগ্‌গুলু, মুস্তাদি গণ এবং বরুণাদি গণ এই সকল সহযোগে পাক করা তৈল এবং যবাগু কফ-জন্য মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে হিতকর। কাকডুমুর, শ্বেতপুনর্নবা, কুশ, অশ্মভেদ এই সকলের সার চূর্ণ জল সহযোগে অথবা সুরা, ইক্ষুরস ও কুশের জল পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্রের যাতনার শান্তি হয়। অভিঘাত জন্য মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মিলে সদ্যব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। এই রোগে বায়ু শান্তিকর ক্রিয়াই কর্ত্তব্য। স্বেদ, অবগাহ, অভ্যঙ্গ, বস্তি, চূর্ণক্রিয়া প্রয়োজ্য। অশ্মরী জন্য এবং শর্করা জন্য মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের চিকিৎসা ঐ দুই রোগের অধিকারে বলা হইয়াছে।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

অমানুষিক রোগের চিকিৎসা।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ক্ষত এবং আতুর রোগিকে নিশাচর হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে তাহা বিস্তার পূর্ব্বক বলা

যাইতেছে। রোগির ক্রিয়ার গুহ্যতা, বিষমতা অমানুষিকতা এবং সহিষ্ণুতা থাকিলে গ্রহ বলা যায়। অসংখ্য গ্রহ এবং গ্রহাধিপতিগণ অশুচি, অমর্য্যাদক, ক্ষত হউক বা না হউক লোকের হিংসাকারী, এবং হিংসার্থ বা সৎকারাভিলাষে ভ্রমণ করে। ইহারা বিবিধাকার হইয়াও আট প্রকারে বিভক্ত। দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, পিতৃ, রক্ষ, ভুজঙ্গ এবং পিশাচ এই অষ্ট প্রকার।

সন্তুষ্ট, শুচি, গন্ধমাল্যে প্রবৃত্তি, তন্দ্রাহীন, বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষী, তেজস্বী, স্থির দৃষ্টি, বর প্রদাতা, ব্রহ্মনিষ্ঠাশীল, এই গুলি দেবগ্রহাবিষ্টের লক্ষণ। ঘর্ম্মাক্ত, দ্বিজ গুরু দেবতার দোষ বক্তা, কুটিল-নেত্র, নির্ভয়, বিষম দৃষ্টি, অন্ন পানে অসন্তুষ্ট, দুষ্ট বুদ্ধি, এই গুলি অসুর গ্রহাবিষ্টের লক্ষণ। হৃষ্টমনা নদীতীর বা বনান্তচারী, শুদ্ধাচারী, গীত গন্ধ ও মাল্য প্রিয়, নৃত্য ও হাস্যশীল এবং মনোহর মৃদু শব্দকারী, এই গুলি গন্ধর্ব্বাবিষ্টের লক্ষণ। তাম্রাক্ষ, মনোহর দেহ, রক্ত-বস্ত্রধারী, গম্ভীর, চঞ্চল, অল্পভাষী, সহিষ্ণু, তেজস্বী এবং কাহাকে কি দান করিব এই রূপ কথন, এই গুলি যক্ষ গ্রহাবিষ্টের লক্ষণ। কুশ প্রভৃতি সংস্তরণের উপর পিণ্ড নির্ম্মাণ বা জল প্রদান, শান্তমনা, অপসব্য-বস্ত্র (দক্ষিণ স্কন্ধে উত্তরীয় ধারণ) এবং মাংস, তিল, গুড় ও পায়সে অভিলাষ, এই গুলি পিতৃগ্রহাবিষ্টের লক্ষণ। ভূমিতে কখন কখন সর্পের ন্যায় প্রসরণ করা, জিহ্বা দ্বারা সৃক্কণী লেহন করা, নিদ্রাশীল এবং গুড়, মধু, দুগ্ধ ও পায়সে অভিলাষ, এ গুলি ভুজঙ্গ গ্রহাবিষ্টের লক্ষণ। মাংস, রক্ত এবং বিবিধ প্রকার সুরাতে অভিলাষী, নির্লজ্জ, চঞ্চল, নিষ্ঠুর, শূর ক্রোধশীল, বিপুল বলশালী, নিশা-বিহারী এবং শৌচদ্বেষী, এই গুলি রক্ষগ্রহাবিষ্টের লক্ষণ। উদ্ধস্ত, কৃশ, কর্কশ, সর্ব্বদা প্রলাপী, দুর্গন্ধ-যুক্ত, অশুচি, চঞ্চল, বহুভোজী, বিজনস্থান ও শীতল জলে প্রিয়, রাত্রিচারী, কুপ্রবৃত্তিতে ভ্রমণ এবং রোদন এই গুলি পিশাচাবিষ্টের লক্ষণ। স্থূলাক্ষ দ্রুতগতি, আস্য-ফেন-লেহী, নিদ্রালু, পতনশীল, কম্পিত, পর্ব্বত,

বৃক্ষ, হস্তী প্রভৃতি হইতে বিচ্যুত হইয়া সংস্পৃষ্ট না হয়, তাহাকে বার্দ্ধকাবিষ্ট বলা যায়।

দেবগ্রহ পৌর্ণমাসীতে, অসুরগ্রহ দিবারাত্রির সন্ধিকালে, গন্ধর্ব্বগ্রহ অষ্টমীতে, যক্ষগ্রহ প্রতিপদে, পিতৃগ্রহ কৃষ্ণপক্ষে, ভুজঙ্গগ্রহ পঞ্চমীতে, রক্ষগ্রহ নিশাকালে এবং পিশাচগ্রহ চতুর্দ্দশীতে আবিষ্ট হয়। দর্পণাদিতে যে রূপ ছায়া, প্রাণীদেহে যে রূপ শীতোষ্ণ, সূর্য্যকান্ত মণিতে যে রূপ সূর্য্যরশ্মি এবং দেহে যে রূপ জীব অলক্ষিত ভাবে প্রবেশ করে, গ্রহগণও সেই রূপে শরীর মধ্যে প্রবেশ করে। তীব্র তপস্যা, দান, ব্রত, ধর্ম্ম, নিয়ম এবং সত্য গ্রহদিগের স্বভাব অন্বেষণে এই সমস্ত বা কিয়দংশ বা বিপরীত গুণ দৃষ্ট হয়। সেই সকল কদাচ মনুষ্যের সংবিষ্ট বা আবিষ্ট হয় না, আবিষ্ট হয় বলিয়া যাহারা বলে তাহারা ভুতবিদ্যা বিষয়ে অনভিজ্ঞ। রক্ত-মাংস-বসাভোজী, ভীমদর্শন, নিশাচারীও তাহাদিগের কোটি, সহস্র, অযুত, পদ্ম, সংখ্যক পরিচারক-মনুষ্য দেহে আবিষ্ট হয়।

ঐ সকল নিশাচর মধ্যে যাহারা দেবগণ সংসৃত, দেবতার সত্ত্ব, সংসর্গ হেতু তাহাদিগকে দেবাংশ বলিয়া জানিবে। সেই সকল শুচিশীল দেবগ্রহকে দেবতার ন্যায় নমস্কার ও তাহাদিগের নিকট প্রার্থনা করিবে। তাহারা দিব্যভাব ধারণ করিয়া হিংসার্থ বিচরণ করে বলিয়া তাহাদিগকে ভূত বলা যায়। অতএব তাহাদিগের এই চিকিৎসা বিদ্যাকে ভুত বিদ্যা বলে। তাহাদিগের শান্তি জন্য একাগ্র-মনে নিয়মিত জপ, হোম প্রভৃতি ক্রিয়া করিবে। এবং রক্তবর্ণ গন্ধ-মাল্য, মধু, ঘৃত, সকল প্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য, বস্ত্র, মদ্য, মাংস, রুধির, দুগ্ধ প্রভৃতি যাহার যাহা অভীষ্ট তাহাকে সেই রূপ প্রদান করিবে। যাহারা দিবাভাগে মনুষ্যের হিংসা করে তাহাদিগের দিবাভাগেই বলি প্রদান করিবে। দেবগ্রহ হইলে দেবতার গৃহে হোম করিয়া বলি প্রদান করিবে, অসুর গ্রহকে যথাকালে অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে চত্বরে,

রাক্ষস গ্রহকে ভীষণ বনে বা চত্তপথে, পিশাচের শূন্যগৃহে, ভূতবিদ্যা দর্শিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বলি প্রদান করিবে। যদি তাহাতে নিবৃত্তি না হয় নিম্ন লিখিত যোগ সমস্ত প্রয়োগ করিবে। ছাগল, ভল্লুক, শল্যক, উলূক ইহাদিগের চর্ম্ম, রোম, হিঙ্গু, ছাগমূত্র একত্র যোগে ধূম প্রয়োগ করিবে। ইহাতে বলবান্ গ্রহেরও শান্তি হয়। গোধা, নকুল, মার্জার ও ভল্লুকের পিত্ত সহযোগে গজপিপ্পলীর মূল, ত্রিকটু, আমলকী এবং সর্ষপ ভাবিত করিয়া নস্য অভ্যঙ্গ এবং সেচনে প্রয়োগ করিবে। গর্দ্দভ, অশ্ব, অশ্বতর, উলূক, করভ, কুক্কুর, শৃগাল, গৃধ্র এবং বরাহের পুরীষ, ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া তৎসহযোগে তৈল পাক করিবে। সেই তৈল পূর্ব্বের ন্যায় নস্যাদিতে প্রয়োগ করিবে। শিরীষ বীজ, লশুন, শুণ্ঠী, শ্বেত সর্ষপ, বচ, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, কটুকী, ছাগমূত্রে পিষিয়া বর্ত্তী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ছায়াতে শুষ্ক করিয়া পিত্ত সহযোগে অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। নাটা করঞ্জার ফল, ত্রিকটু, সোনা ও বিল্ব বৃক্ষের মূল, হরিদ্রা এবং দারু হরিদ্রাএকত্র যোগে বর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পিত্ত সহযোগে অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। সৈন্ধব, কটুকী, হিঙ্গু, হরীতকী, বচ, ছাগমূত্রে পিষিবে। যে কোন গ্রহ হউক শান্তি না হইলে ইহার অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। পুরাণ ঘৃত, লশুন, হিঙ্গু, শ্বেত সর্ষপ, বচ, গোলোমী (বচ বিশেষ), অজলোমী (শূকশিম্বী বৃক্ষ), শেফালিকা, জটামাংসী, শাল্মলী, সর্পগন্ধা, কাণ, বিষাণিকা (মেষশৃঙ্গী), ঋষ্যপ্রোক্তা (শতমূলী), হরীতকী, অর্কমূল, ত্রিকটু-লতা (প্রিয়ঙ্গু), অঞ্জন, শ্রোতাঞ্জন, নৈপালী, হরিতাল এবং অপরাপর রক্ষোঘ্ন যে সকল দ্রব্য আছে তাহাও গ্রহণ করিবে, এবং সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বিড়াল, হস্তী, অশ্ব, গো, কুক্কুর, শল্যক, গোধা, উষ্ট্র, নকুল এই সকলের পুরীষ, ত্বক্, রোম, বসা, মূত্র, রক্ত, পিত্ত, নখ প্রভৃতি এই বর্গস্থিত সমস্ত দ্রব্য সহযোগে তৈল, ঘৃত পান, অভ্যঙ্গ, অবপীড়, অঞ্জন, এবং পরিষেচনার্থ গুটিকা, ক্বাথ ও চূর্ণ প্রস্তুত করিবে,

সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া প্রদেহে প্রয়োগ করিবে। যে সকল মানসিক বিকার আরোগ্য না হয় তাহা এই স্নেহাদি ক্রমের দ্বারা আরোগ্য হয়। দেবগ্রহের স্থলে অযুক্তরূপে প্রয়োগ করিবে না। পিশাচ গ্রহ ভিন্ন অন্য গ্রহের স্থলে প্রতিকূল আচরণ করিবে না তাহা হইলে ক্রুদ্ধ হইয়া বৈদ্য এবং আতুর উভয়কেই হনন করে। হিতাহিত বিধি বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করিলে বিপুল যশঃ ও সিদ্ধি লাভ হয়।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

অপস্মাররোগের চিকিৎসা।

পদার্থের বিজ্ঞানকে স্মৃতি বলে এবং অপ শব্দে তাহার পরিবর্জ্জন বুঝায়। এই কারণে অপস্মার নাম হইল, এই রোগ প্রাণনাশক। মিথ্যা আহার বিহার, অতিশয় ইন্দ্রিয়ক্রিয়া বিরুদ্ধ বা মলিন আহার বিহার, বেগ-নিগ্রহ, অহিত এবং অশুচি ভোজন-জন্য কুপিত-মল, ব্যক্তির রজস্তমোগুণের প্রাধান্য, রজঃস্বলা গমন, কাম, ভয়, উদ্বেগ, শোক এবং ক্রোধে দ্বারা মন অভিহত হইলে অপস্মার রোগ জন্মে। সংজ্ঞাবহ শিরা সমস্ত দোষের দ্বারা ব্যাপ্ত হইলে রজস্তম গুণের প্রবল হয়, তৎপ্রযুক্ত মূঢ় ও ভ্রান্তমনা হইয়া হস্ত পাদ বিক্ষেপ করে, জিহ্বা, ভ্রু ও নেত্রদ্বয়ের বিকৃতি জন্মে এবং দন্ত কিড়িমিড়ি, ফেনোদ্গম, নেত্রদ্বয় বিবৃত, ভূমিতে পতন এবং অল্প কাল পরে পুনর্ব্বার সংজ্ঞা লাভ, এই সকল লক্ষণ ঘটে। ইহাকে অপস্মার বলে; ইহা চারি প্রকার,—বাত-জন্য, পিত্ত-জন্য, কফ-জন্য এবং সন্নিপাত-জন্য। হৃৎকম্প, শূন্যতা, স্বেদ, ধ্যান, মূর্চ্ছা, মূঢ়তা এবং নিদ্রানাশ এইগুলি এই রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ। বিকৃত কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দর্শন করিয়া ও তাহা ধরিতে আসিতেছে এইরূপ ভয় উপস্থিত হইয়া যাহাতে জ্ঞান নাশ হয় এবং কম্প, দন্ত-দংশন, শ্বাস ও ফেণ বমন

উপদ্রব জন্মে তাহাকে বায়ু-জন্য অপস্মার বলে। বিকৃত ও পীতবর্ণ দর্শন করিয়া ও ধরিতে আসিতেছে এইরূপ ভয়প্রযুক্ত জ্ঞান নাশ হইলে এবং তৃষ্ণা, গাত্রসন্তাপ, স্বেদ, মূর্চ্ছা, অঙ্গ সমূহের মৃদু কম্পন ও বিহ্বলতা এই সকল উপদ্রব জন্মিলে পিত্ত-জন্য অপস্মার বলা যায়। বিকৃতসত্ব, শুক্লবর্ণ দর্শন করিয়া ও ধরিতে আসিতেছে এরূপ ভয় উপস্থিত হইয়া জ্ঞান শূন্য হইলে এবং শীত, বমনেচ্ছা, নিদ্রা, ভূমিতে পতন ও কফ-বমন এই সকল উপদ্রব জন্মিলে, শ্লেষ্মা-জন্য অপস্মার রোগ বলা যায়। হৃদয়ে বেদনা, তৃষ্ণা, বমনেচ্ছা প্রলাপ ও কূজন এইগুলি রোগের সাধারণ লক্ষণ। সন্নিপাত-জন্য হইলে সকল দোষের লক্ষণ প্রকাশ পায়। অকারণে রোগ উপস্থিত হয় বিবেচনা করিয়া কেহ কেহ বলেন যে অপস্মার আগন্তুক দোষজাত নহে। দোষের ক্রমশঃ উপযোগ, রোগের অল্পকাল স্থিতি এবং রোগের বহুবিধ উপদ্রব, পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। যেমন বর্ষা হইলে ভূমিতে যে কোন বীজ শরৎকালে অঙ্কুরিত হয়, সেইরূপ অল্পকাল স্থায়ী রোগও বর্দ্ধিত হইয়া বিবিধ প্রকার উপদ্রব প্রদর্শন করে। অতএব অপস্মার নামক এই মহারোগও দোষ হইতে উৎপন্ন। উন্মাদের সকল প্রতীকার ইহাতে কর্ত্তব্য।

পুরাণ ঘৃত পান ও অভ্যঙ্গে প্রশস্ত। গ্রহাধিকারে উক্ত যোগ সকল বিশেষ হিতকর। শজনা-বীজ, কটুঙ্গ (শোনাগাছ), সুরাবীজ, নিমছালের রস, চতুর্গুণ গোমূত্র এই সকল যোগে তৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গে প্রয়োগ করিবে। গোধা, নকুল, সর্প, হরিণ, ভল্লুক, গো ইহাদিগের পিত্ত সহযোগে তৈল পাক করিয়া পানে ও অভ্যঙ্গে প্রয়োগ করিবে। উর্দ্ধাধোভাগ সংশোধন এবং শিরোবিরেচন প্রয়োগ করিবে। রুদ্র ও তাহার গণদেবতার নিত্য পূজা করা কর্ত্তব্য। কুলত্থ, যব, কুল, শণবীজ (গোক্ষুরী), জটামাংসী, দশমূল, হরীতকী ইহাদিগের ক্বাথ, ছাগ-মূত্রযোগে পাক করা ঘৃত, বায়ুজন্য

অপস্মার রোগে হিতকর। বিদারিগন্ধাদিগণের ক্বাথে ও দুগ্ধে ঘৃত পাক করিয়া কাকোল্যাদিগণের চূর্ণ ও চিনি, মধু সহযোগে পিত্তজন্য অপস্মার রোগে প্রয়োগ করিবে। আরগ্বধাদিগণের ক্বাথ মূত্রবর্গে ঘৃত পাক করিয়া কটুকী, বচ ও মুথা চূর্ণ সংযোগ করিবে। ইহা শ্লেষ্মজন্য অপস্মার রোগে হিতকর।

দেবদারু, বচ, কুষ্ঠ, সর্ষপ, ত্রিকটু, হিঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, ত্রিফলা, মুথা, করঞ্জবীজ, শিরীষবীজ, অপরাজিতা ও চিতে-মূল এই সকলের ক্বাথ ও চতুগুর্ণ গোমূত্রে ঘৃত পাক করিবে। ইহার নাম সিদ্ধার্থক ঘৃত। ক্রিমি, কুষ্ঠ, বিষ, শ্বাস, কফরোগ, বিষমজ্বর, ভূতগ্রহ, উন্মাদ এবং অপস্মার, ইহা দ্বারা শান্তি হয়।

দশমূল, সোঁদাল-ছাল, মূর্গামূল, বামনহাটী, ত্রিফলা, সোঁদাল, হরীতকী, ছাতিম, আপাঙ, পিলু, এই সকলের কল্ক চিরতা, নাটা-করঞ্জ, ত্রিকটু, চিতে, তৃবৃৎ, পাঠা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, কুড়, কটুকী, মদয়ন্তী, (কাঠ মল্লিকা), বচ, নীলিনী, বিড়ঙ্গ এই সকলের ক্বাথ এবং গাভীর দুগ্ধ, দধি, মূত্র এবং গোময়-রস সহ-যোগে ঘৃত পাক করিবে। ইহাকে পঞ্চগব্য ঘৃত বলে, ইহা দ্বারা সকল প্রকার অপস্মারের শান্তি হয়। চাতুর্থক, ক্ষয়, শ্বাস এবং উন্মাদ রোগেও প্রয়োজ্য।

অপস্মার রোগ বায়ু-জন্য হইলে বস্তি, পিত্ত-জন্য হইলে বিরেচন এবং শ্লেষ্ম-জন্য হইলে বমন প্রয়োগ করিবে। বামনহাটী সহযোগে দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাতে শালিতণ্ডুলের পায়স প্রস্তুত করিবে। শরীর সংশোধনের জন্য তাহা তিন দিবস ভোজন করাইবে।

বামনহাটী দুগ্ধে পাক করিয়া মধুর হইলে তুলিয়া লইয়া শুষ্ক করিবে। সেই বামনহাটীর চূর্ণ তিন ভাগ এবং সুরাবীজ একভাগ মিলিত করিবে। পরে অন্য বামনহাটীর ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে মণ্ডোদক প্রস্তুত করিবে। শীতল হইলে ঐ সমস্ত দ্রব্য একত্র নতন

কলসে নিহিত করিবে। তাহাতে গন্ধ ও রস বিশিষ্ট সুরা প্রস্তুত হইলে রোগীকে পান করাইবে। অপস্মার রোগে শিরা বিদ্ধ করিবে ও মাঙ্গল্য ধারণ করাইবে।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

উন্মাদরোগের চিকিৎসা।

ঊর্দ্ধগত দোষ সমস্ত ঊর্দ্ধগত শিরাপথ আশ্রয় করিয়া মনের মত্ততা জন্মায় বলিয়া এই রোগকে উন্মাদ বলে। তিন দোষ ভিন্ন ভাবে বা একত্র ভাবে কুপিত হওয়া জন্য অথবা মানসিক দুঃখ জন্য, এই পঞ্চ কারণে জন্মে বলিয়া উন্মাদ রোগ পঞ্চ প্রকার এবং বিষ প্রযুক্ত অপর এক প্রকার, এই ছয় প্রকার বলা যায়। স্ব স্ব কারণানুসারে তাহাদিগের চিকিৎসা করিবে এই রোগ অল্পকালের হইলে মদনামক রোগ বলা যায়। মোহ, মনের উদ্বেগ, কর্ণে শব্দ শ্রবণ, দেহের কার্শতা, অতিশয় উৎসাহ, অন্নে অরুচি, স্বপ্নে কলুষ দ্রব্য ভোজন, বায়ু কর্ত্তৃক উন্মথন এবং ভ্রম, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে শীঘ্র উন্মাদরোগ আরোগ্য হয়।

দেহের রুক্ষতা, কর্কশ বাক্য, শ্বাস, কার্শতা, অঙ্গের সন্ধির স্ফুরণ, আস্ফালন, গান, নৃত্য, রোদন ও ভ্রমণ করা, বায়ুর প্রকোপ-জন্য হইলে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। তৃষ্ণা, স্বেদ দাহ, অতি ভোজন, নিদ্রাহিনতা, হিম বায়ু ও জলবিহারে অভিলাষ, তীব্র হিমজল প্রভৃতিতে অগ্নিশঙ্কা এবং দিবাভাগে নভোমণ্ডলে তারকা দর্শন, এই গুলি পিত্তজন্য উন্মাদের লক্ষণ। বমন, অগ্নিমান্দ্য, অঙ্গের অবসাদ, অরুচি, কাস, স্ত্রী সংসর্গে অভিলাষ অল্পমতি, নিদ্রাশীলতা, অল্প কথন অল্পাহারী, উষ্ণসেবী, রাত্রিকালে বৃদ্ধি, এই গুলি কফ-জন্য উন্মাদের লক্ষণ। সন্নিপাত-জন্য হইলে পূর্ব্বোক্ত তিন দোষের

লক্ষণ থাকে। সম্পূর্ণ লক্ষণ হইলে রোগ অসাধ্য হয়। সন্নিপাত-জন্য রোগ কেহ কেহ সাধ্য বলেন। চোর, রাজপুরুষ বা শত্রু প্রভৃতির দ্বারা অতিশয় ত্রাসিত হওয়া প্রযুক্ত, মনের অতিশয় ক্ষোভ প্রযুক্ত বা স্ত্রী-সংসর্গের আতিশর্য্য প্রযুক্ত, মনের উৎকট বিকার জন্মে। তজ্জন্য হতসংজ্ঞ হইয়া মনের অভিমত নানা প্রকার কথা জল্পনা করে। মূঢ়ভাবে গান, হাস্য বা রোদন করণ, চক্ষু রক্তবর্ণ, বল ও ইন্দ্রিয় প্রভাবের হীনি, দীন-ভাব, মুখ শ্যাব বর্ণ এবং সংজ্ঞাহীনতা, এই গুলি বিষজন্য উন্মাদ রোগের লক্ষণ।

উন্মাদরোগে রোগিকে অগ্রে স্নিগ্ধ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া তীক্ষ্ণরূপে বমন ও বিরেচন করাইয়া শিরো বিরেচন প্রয়োগ করিবে। সর্ষপ তৈল সহযোগে বিবিধ প্রকার অবপীড়ক দ্রব্যের চূর্ণ নস্যে প্রয়োগ সর্ব্বদা কুক্কুর ও গোমাংস যোগে ধূপ প্রদান করিবে। সর্ষপ তৈলযোগে নস্য ও অভ্যঙ্গ হিতকর। অদ্ভুতদর্শন করাইবে এবং প্রিয়জনের বিনাশ শ্রবণ করাইবে। ভীষণাকার মনুষ্য, হস্তী ও নির্ব্বিষ সর্পের দ্বারা সর্ব্বদা ভয় দেখাইবে। পাশের দ্বারা বন্ধন করিয়া কশাঘাতের দ্বারা তাড়না করিবে। তৃণাগ্নির দ্বারা ভয় প্রদর্শন করিবে। প্রতুদ নামক শস্ত্রের দ্বারা মর্ম্মস্থান ব্যতিরেকে শরীর বিদীর্ণ করিবে। তিন দিবস অন্তরে যবাগু বা জল সহযোগে শক্তু অথবা জল সহযোগে কুলত্থ কলাই আহারার্থে প্রদান করিবে। মুখ প্রিয় অথচ অগ্নিকর দ্রব্যই উন্মাদ রোগির পথ্য।

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, মুথা, মঞ্জিষ্ঠা, দাড়িম, উৎপল, শ্যামালতা, এলবালুক, এলাইচ, রক্তচন্দন, দেবদারু, বালা, হরিদ্রা, কুষ্ঠ, চাকুলে, অনন্তমূল, রেণুক, তেউড়ি, দন্তী, বচ, তালীশ, নাগকেশর ও মালতী পুষ্প এই সকল দ্রব্যের কল্ক এবং দ্বিগুণ দুগ্ধের সহিত ঘৃত পাক করিবে। ইহাকে কল্যাণ ঘৃত বলে—গুল্ম, কাস, জ্বর, শ্বাস, ক্ষয় এবং উন্মাদ রোগের শান্তিকর।

পূর্ব্বোক্ত সকল দ্রব্যের কল্ক এবং চতুর্গুণ দুগ্ধ সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া কাকোল্যাদিগণের প্রক্ষেপ দিবে। ইহাকে মহাকল্যাণ-ঘৃত বলে। ইহাদ্বারা অপস্মার, গ্রহ, শোষ, ক্লীবত্ব, কার্শ্য এবং বন্ধ্যা-দোষ নিবৃত্ত হয়।

বালা, কুষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, কটুকী, এলাইচ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, হিঙ্গু, অশ্বগন্ধা, দেবদারু, যমানী, কাকোলী, মেদ, যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ এই সকল দ্রব্যের কল্ক, চতুর্গুণ দুগ্ধ এবং শর্করা সহযোগে ঘৃত পাক করিবে। গ্রহজুষ্ট বালক, দুষ্ট ও অল্প মেধা বিশিষ্ট পুরুষ এবং বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা ব্যবহার্য্য। ইহাকে ফল ঘৃত বলে।

বামনহাটী, রাখাল শশা, বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, হিঙ্গু, সুরা, রুদ্রজটা, লশুন, রাস্না, গুলঞ্চ, কৃষ্ণ তুলসী, বচ, জ্যোতিষ্মতী (ন কট্‌কী), হস্তীর বিষ্ঠা, অনন্তমূল, হরীতকী, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা, এই সকল সম-ভাগে গজমূত্রে পেষণ ও ছায়া শুষ্ক করিয়া বর্ত্তী নির্ম্মাণ করিবে। ইহা অবপীড়ে, অঞ্জনে, অভ্যঙ্গে, নস্যে, ধূমে এবং লেপনে ব্যবহার করিবে। অপস্মার ও গ্রহাধিকার বিহিত ক্রিয়া সকলও এস্থলে কর্ত্তব্য। দোষের শান্তি হইলে স্নেহ বিরেচন প্রয়োগ করিবে। শোকজন্য উন্মাদে শোকশল্য অপনয়ন করিবে। সকল প্রকার উন্মাদে চিত্তের প্রসাদ জন্মান অতি কর্ত্তব্য। মদরোগে অর্থাৎ উন্মাদের প্রথমাবস্থায় মৃদুক্রিয়া করিবে। বিষ-জন্য রোগ হইলেও মৃদুক্রিয়া এবং বিষঘ্ন ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

রসভেদের বিবরণ।

দোষের পঞ্চদশ প্রকার প্রসরণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সেই সকল দোষের স্থলে ত্রিষষ্টি প্রকার রসভেদ প্রযোজিত হয় *। দোষ সকল

* যে যে রোগে যে যে দোষের শান্তি করে তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এবং

বিদগ্ধ ও অবিদগ্ধ বিবেচনা করিয়া এই ত্রিষষ্টি প্রকার রস ব্যবহার করিবে। ছয় রসের মধ্যে এক একটিকে মূল করিয়া অপর গুলি ক্রমশঃ এক একটি তাহার সহিত মিলিত করিলে ত্রিষষ্টি প্রকার হয়।

দ্বিকভাবে মিলিত হইলে, মধুর রস পঞ্চ প্রকার, অম্ল, চারি প্রকার, লবণরস তিন প্রকার, কটুরস দুই প্রকার, তিক্ত কষায় মিলিত হইয়া এক প্রকার হয়। মধুরাম্ল, মধুর-লবণ, মধুর-তিক্ত, মধুর-কটু, মধুর-কষায়, মধুর রস এই পঞ্চ প্রকার। অম্ল-লবণ, অম্ল-কটু, অম্ল-তিক্ত, এবং অম্ল-কষায়, অম্ল রস চারি প্রকার। লবণ-কটু, লবণ-তিক্ত, লবণ-কষায়, লবণ রস তিন প্রকার। কটু তিক্ত এবং-কটু, কটু রস এই দুই প্রকার। তিক্ত-কষায়, তিক্ত রস এক প্রকার।

মধুরাম্ল-লবণ, মধুরাম্ল-কটু, মধুরাম্ল-তিক্ত, মধুরাম্ল-কষায়, মধুর-লবণ-কটু, মধুর-লবণ-তিক্ত, মধুর-লবণ-কষায়, মধুর-কটু-তিক্ত, মধুর-কটু-কষায়, মধুর-তিক্ত-কষায়, মধুর-রস-মূলক ত্রিক সংযোগে এই দশ বিধ হইয়া থাকে। অম্ল-লবণ-কটু, অম্ল-লবণ-তিক্ত, অম্ল-লবণ-কষায়, অম্ল-কটু-কষায়, অম্ল-কটু-তিক্ত, অম্ল-তিক্ত-কষায় এই ছয় প্রকার অম্ল রস মূলক। লবণ-কটু-তিক্ত, লবণ-কটু-কষায়, লবণ-তিক্ত-কষায় এবং কটু-তিক্ত-কষায়, তিন তিনটি মিলিত হইয়া এই বিংশতি প্রকার ভেদ হয়।

চারি চারিটি মিলিত হইয়া মধুর রস দশ বিধ, অম্ল রস চারি প্রকার এবং লবণ এক প্রকার হইয়া থাকে। যথা—মধুরাম্ল-লবণ-কটুক, মধুরাম্ল-লবণ-তিক্ত, মধুরাম্ল-লবণ-কষায়, মধুরাম্ল-কটু-তিক্ত, মধুরাম্ল-কটু-কষায়, মধুর-লবণ-তিক্ত-কটু, মধুরাম্ল-তিক্ত-কষায়, মধুর-লবণ-কটু-তিক্ত, মধুর-লবণ-কট-কষায়, মধুর লবণ-তিক্ত-কষায় এই

পরস্পর সংযোগ হইয়া দোষেরও ভিন্নতা সূত্রস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে ছয় প্রকার রস পরস্পর মিলিত হইয়া কত প্রকার হইতে পারে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

দশবিধ মধুর রস মূলক। অম্ল-লবণ-কটু-তিক্ত, অম্ল-লবণ-কটু-কষায়, অম্ল-লবণ-তিক্ত-কষায়, অম্ল-কটু-তিক্ত-কষায়, লবণ-কটু-তিক্ত-কষায়, চারি চারিটি করিয়া এই পঞ্চদশ প্রকার রসভেদ হইয়া থাকে।

মধুরাম্ল-লবণ-কটু-তিক্ত, মধুরাম্ল-লবণ-কটু-কষায়, মধুরাম্ল-লবণ-তিক্ত-কষায়, মধুরাম্ল-কটু-তিক্ত-কষায়। অম্ল-লবণ-কটু-তিক্ত-কষায়, পাঁচ পাঁচটি মিলিত হইয়া এই ছয় প্রকার রস ভেদ হইয়া থাকে।

ছয় রস মিলিত হইয়া এক প্রকার হইয়া থাকে। যথা—মধুরাম্ল-লবণ-কটু-তিক্ত-কষায়। এবং ছয় রস পৃথক ভাবে ছয়টি হইয়া থাকে। এই ত্রিষষ্টি প্রকার রস-ভেদ বলা হইল, দোষ-ভেদে ইহাদিগকে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

স্বাস্থ্যরক্ষা বিধি।

পূর্ব্বে সূত্র স্থানে বলা হইয়াছে যে বায়ু, পিত্ত, কফ, অগ্নি, সপ্ত ধাতু এবং মলের ক্রিয়া সমভাবে থাকিলে এবং মনঃ ও ইন্দ্রিয় প্রসন্ন থাকিলে সুস্থ বলা যায়। সেই স্বাস্থ্যরক্ষাই চিকিৎসার প্রয়োজন। তাহার নিয়ম পূর্ব্বে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, এক্ষণে তাহা বিস্তার পূর্ব্বক বলা যাইতেছে। যে যে ঋতুতে দেহে যে যে দোষ কুপিত হয় ও তাহাতে যে যে রস প্রয়োজ্য সেই সেই দোষের শান্তিকর রস সেই সেই ঋতুতে প্রয়োগ করিবে। বর্ষাকালে শরীর (ঘর্ম্মাভাবে) ক্লেদযুক্ত থাকে এবং লোমহর্ষণ হয়, এজন্য বায়ু অতিশয় কুপিত হয়। অতএব ক্লেদ সংশোধন এবং দোষ হরণের জন্য কষায়, তিক্ত এবং কটুরস বিশিষ্ট দ্রব্য পান করিবে। অধিক স্নিগ্ধ বা অধিক রুক্ষ না হয়, অগ্নিকর এবং উষ্ণ এরূপ অন্ন ভোজন করিবে এবং বৃষ্টির জল, অথবা উষ্ণ জল শীতল করিয়া মধু সহযোগে পান করিবে। দিবাভাগে

নভোমণ্ডল মেঘ, বায়ু ও শীতল জলে সঙ্কুলিত থাকে এবং ওষধি সমস্ত নূতন জাত বলিয়া ভোজনবিদগ্ধ (অম্লভাব) প্রাপ্ত হয়, এ কারণ তৎকালে ব্যায়াম, অতিশয় জল পান, স্ত্রী-সংসর্গ এবং আতপ সেবন কর্ত্তব্য নহে। বর্ষাকালে ভূমি হইতে যে বাষ্প উদ্গত হয় তাহা পরিহার জন্য শূন্যে শয়ন করিবে।

শীতকালে গুরুতর আবরণ বিশিষ্ট এবং অগ্নিযুক্ত গৃহে বাস করিবে। এই কালে দিবানিদ্রা এবং অজীর্ণকর দ্রব্য ভোজন পরিত্যাগ করিবে। শরৎকালে কষায়, মধুর এবং তিক্তরস সেবন করিবে। এই কালে সকল জলই নির্ম্মল, সুতরাং হিতকর হইয়া থাকে। দুগ্ধ, ইক্ষু-বিকৃতি, মধু, শালি তণ্ডুল, মুদ্গ ও জাঙ্গল পশুর মাংস ভোজন করিবে। কমলোৎপল-শালী সরোবরে সন্তরণ করিবে। সন্ধ্যাকালে চন্দনাদি লেপন করিবে। তিক্ত ঘৃত পান এবং রক্ত মোক্ষণ করিবে। বর্ষাকালে যে পিত্ত সঞ্চিত হয় তাহা এই কালে বিরেচনের দ্বারা নিঃসারিত করিবে। তীক্ষ্ণ অম্ল, উষ্ণ ক্ষার, দিবা-নিদ্রা, রৌদ্র, রাত্রি জাগরণ এবং মৈথুন পরিত্যাগ করিবে। মধুর, শীতল নির্ম্মল জল ও মদ্যপান করিবে। চন্দন ও কর্পূরবাসিত নির্ম্মল লঘু বস্ত্র পরিধান করিবে। মাল্যধারণ ও যুক্তি অনুসারে সীধু পান করিবে। যাহা কিছু পিত্তশান্তিকর তাহা এই কালে সেব্য।

হেমন্তকাল শীতল এবং রুক্ষ, এই কালে সূর্য্যের কিরণ মন্দ এবং আকাশ-মণ্ডল বায়ু কর্ত্তৃক আকুলিত হইয়া থাকে, এ কারণ শীত কর্ত্তৃক কোষ্ঠস্থিত বায়ু কুপিত হয়। শীতসংস্পর্শ-জন্য অন্তরস্থ অগ্নিও পিণ্ডীকৃত হইয়া শরীরস্থ রস উচ্ছোষিত করে। এই কালে লবণ ক্ষার, তিক্ত অম্ল এবং কটুরস বিশিষ্ট ঘৃত-তৈল-যুক্ত হিম অন্ন হিতকর। তীক্ষ্ণ পানীয় পান, অগুরু চন্দন লেপন, তৈল মর্দ্দন পূর্ব্বক সুখোদক-পূর্ণ জলধারে অবগাহন, কৌশেয় বস্ত্র বিস্তার পূর্ব্বক মহৎ শয্যায় শয়ন, স্ত্রী-সংসর্গ, মধুর, তিক্ত, কটু, অম্ল, লবণ এই সকল রস বিশিষ্ট

অন্নপান, তিল, মাষ, শাক, দধি, ইক্ষুবিকার, শালি সুগন্ধ অন্ন, প্রসহ (কাকাদি পক্ষী), আনূপ (মহিষ বরাহাদি); ক্রব্যাদ (মাংসভোজী পশু পক্ষী), বিলশায়ী এবং জলচরগণের মাংস, উত্তম মদ্য এবং অপর যাহা কিছু বলকর তাহা সমস্ত হেমন্তের সমাগমে পুষ্টি-অভিলাষী ব্যক্তি ভোজন করিবে। নূতন ধান্যের অন্নও এ কালে ভোজন করা যাইতে পারে। শিশির কালেও এই নিয়ম অবলম্বন করিবে।

হেমন্তকালে যে সকল শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয়, বসন্ত কালের উষ্ণতা প্রযুক্ত তাহা কুপিত হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায়। তজ্জন্য বসন্তকালে অম্ল, মধুর স্নিগ্ধ ও লবণ রস এবং গুরুপাক আহার বর্জ্জন করিবে। বমনাদি করিবে। ষষ্টি ধান্যের অন্ন, যব, মুদ্গ নীবার, কোদ্রব এই সকল অন্ন, লাব বিষ্কির (ময়ূর তিত্তিরাদি পক্ষী) এই সকল মাংসের রস বা যূষ সহ ভোজন করিবে। পটোল, নিম্ব, বার্ত্তাকু এবং অন্যান্য তিক্তদ্রব্য সেবন করিবে। মধ্বাসব, অরিষ্ট, সীধু, দ্রাক্ষাসব পান করিবে। ব্যায়াম, অঞ্জন, ধূম, তীক্ষ্ণ কবলগ্রহ, সুখোদক সেবন ও তাহাতে সকল ক্রিয়া সম্পাদন, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, কটু, ক্ষার, কষায়, ঈষদুষ্ণ দ্রব-বর্জ্জিত দ্রব্য ভোজন ও অম্লমধুর রস বিশিষ্ট যব ও মুদ্গ প্রভৃতি ভোজন, ব্যায়াম, পথশ্রম, নির্ব্বাত-গৃহ-সেবন, আলেপন, স্নান, রমণীসঙ্গ, এবং বন-বিহার, বসন্তকালে এই গুলি হিতকর। হেমন্তকালের সঞ্চিত শ্লেষ্মাও একালে নির্হরণ কর্ত্তব্য। তজ্জন্য শিরোবিরেচন, বমন, নিরূঢ় বস্তি, কবলগ্রহ প্রভৃতি প্রয়োজ্য।

নিদাঘ কালে, মধুর ও স্নিগ্ধ রস, দিবানিদ্রা, গুরুপাক, দ্রব দ্রব্য ভোজন, ব্যায়াম, উষ্ণ আহার, পরিশ্রম, মৈথুন, অতিশোষণ-কর ভোজন বা ক্রিয়া ও পিত্তকর-রস পরিত্যাগ করিবে। সরোবর, নদী, মনোহর বন, চন্দন মাল্য, পদ্ম উৎপল, তালবৃন্ত ব্যজন, শীতল গৃহ, ঘর্ম্মকালে অতি লঘু বস্ত্র, শর্করা বা খণ্ডের সুগন্ধি হিম পানক (সরবত),

শর্করা-যুক্ত মন্থ, এবং শীতল ঘৃত যুক্ত মধুর দ্রব দ্রব্য ভোজন, এই কালে হিতকর। রাত্রিকালে শর্করা সহযোগে মধুর দুগ্ধ সহ ভোজন করিবে। চন্দন লেপন পূর্ব্বক মন্দ-বায়ু সঞ্চারিত স্থানে প্রস্ফুটিত-কুসুম-বিকীর্ণ শয্যায় শয়ন করিবে।

তাপাত্যয়ে অর্থাৎ প্রাবৃট্‌কালে মধুর, অম্ল, লবণ এই তিন গুরু-পাক রস হিতকর। ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ, মাংস রস, তৈল, ঘৃত, সকল প্রকার পুষ্টিকর দ্রব্য এবং অভিষ্যন্দী দ্রব্য এই কালে হিতকর। নিদাঘ-সঞ্চিত-বায়ু এই কালে কুপিত হয়, অতএব বায়ু-শান্তিকর ক্রিয়া সকল করিবে। এই কালে নদীজল, রুক্ষ উষ্ণ জল এবং অন্ন, রৌদ্র, ব্যায়াম, দিবা-নিদ্রা এবং স্ত্রী-সমাগম বর্জ্জন করিবে। পুরাতন যব, ষাট ধান্য, গোধূম ও শালিধান্য ভোজন করিবে। নির্ব্বাত গৃহ মধ্যে কোমল শয্যায় শয়ন করিবে। এই কালে বৃষ্টির জল সমল সুতরাং বিষ তুল্য। অন্যান্য কালে বর্ষার জল উপাদেয় হইলেও এই কালে কুপিত বায়ুর শান্তির জন্য নিরূঢ় বস্তি প্রভৃতি বায়ু-শান্তিকর ক্রিয়া করিবে। ঋতুভেদে এই নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিলে ঋতুজন্য রোগ কদাচ জন্মে না।

অতঃপর দশ প্রকার অন্ন সেবনের নিয়ম বলা যাইতেছে। শীতল, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, দ্রব, শুষ্ক, এককালিক, দ্বিকালিক, ঔষধযুক্ত, মাত্রাহীন, এই দশবিধ অন্ন দোষ শান্তির পক্ষে প্রশস্ত। তৃষ্ণা, উষ্ণতা, মদ এবং দাহ পীড়িত, রক্তপিত্ত এবং বিষ-রোগী, মূর্চ্ছা-রোগী এবং স্ত্রী সমাগমে ক্ষীণ, এই সকল রোগীর পক্ষে শীতল অন্ন প্রশস্ত। কফ-বাত রোগে বিরেচনান্তে, স্নেহপায়ী ও ক্লিন্নদেহীর (ব্রণরোগী) পক্ষে উষ্ণ অন্ন প্রশস্ত। বাতিক, রুক্ষদেহ, ব্যায়াম-কর্ষিত এবং ব্যায়াম শীলের পক্ষে স্নিগ্ধ অন্ন প্রশস্ত। মেদুর, স্থূল, মেহরোগ বা শ্লেষ্মল দেহের পক্ষে রুক্ষ অন্ন প্রশস্ত। শুষ্ক দেহ, পিপাসার্ত্ত বা দুর্ব্বলের পক্ষে দ্রব অন্ন প্রশস্ত। মেহরোগে এবং ব্রণ রোগে শরীর

স্নিগ্ধ থাকা প্রযুক্ত শুষ্ক অন্ন প্রশস্ত। দুর্ব্বলাগ্নি ব্যক্তির পক্ষে একবার মাত্র অন্ন ভোজন প্রশস্ত। সমাগ্নি ব্যক্তির পক্ষে দিবারাত্রি উভয়-কালে অন্ন ভোজন প্রশস্ত। ঔষধ-দ্বেষীর পক্ষে ঔষধ-যোগে অন্ন প্রশস্ত। দুর্ব্বলাগ্নি রোগীর পক্ষে মাত্রাহীন অর্থাৎ অতি অল্প পরিমাণে অন্ন প্রশস্ত। এই নিয়মে আহার প্রদান করিলে দোষের শান্তি হয়।

অতঃপর দশবিধ ঔষধ সেবনের কাল বলা যাইতেছে। নির্ভক্ত, প্রাগ্‌ভক্ত, অধোভক্ত, মধ্যভক্ত, অন্তরাভক্ত, সভক্ত, সামুদ্গ, মুহুর্মুহুঃ, গ্রাসান্তর এই দশটি ঔষধ সেবনের কাল কেবলমাত্র ঔষধ সেবন করিলে নির্ভক্ত বলা যায়। অন্নহীন ঔষধ অর্থাৎ ঔষধ সেবন করিয়া কিছুমাত্র ভোজন না করিলে ঔষধের বীর্য্যের আধিক্য হয়, তাহাতে শীঘ্র রোগ শান্তি হয়। বালক, বৃদ্ধ, যুবতী কোমলাঙ্গ ব্যক্তির পক্ষে এরূপে ঔষধ সেবন করা অতিশয় গ্লানিকর এবং বলক্ষয়কর।

আহারের পূর্ব্বে ঔষধ সেবনের নাম প্রাগ্‌ভক্ত। এরূপ ঔষধ সেবনে শীঘ্র পরিপাক হয়, বলের হানি হয় না, এবং মুখ হইতে নির্গত হয় না। ইহাতে বল-বৃদ্ধি হয়। বৃদ্ধ, শিশু, ভীরু, এবং স্ত্রীগণের এইরূপ ঔষধ সেবন বিধেয়।

ভোজনান্তে ঔষধ সেবনের নাম অধোভক্ত বলা যায়। ইহাতে শরীরের ঊর্দ্ধভাগস্থ বহুবিধ রোগের শান্তি হয়, এবং বল জন্মে।

ভোজনের মধ্যে সেবন করাকে মধ্যভক্ত বলে। ইহাতে ঔষধ-বীর্য্য সর্ব্বদেহে বিসারিত হয় না; দেহের মধ্যভাগস্থ সকল রোগের শান্তি করে।

ভোজনের পূর্ব্ব এবং পরে সেবন করার নাম অন্তরাভক্ত। ইহা হৃদ্য, বলকর এবং অগ্নিকর।

ঔষধ সহযোগে অন্ন প্রস্তুত করিয়া সেবন করাকে সভক্ত বলে। অবলা, বালক, বৃদ্ধের পক্ষে এইরূপ ঔষধ সেবনীয়।

ভোজনের প্রথমে ও শেষে সেবনের নাম সামুদ্গ। ঊর্দ্ধ অধঃ

গতি থাকিলে ঐরূপ সেবন করা বিহিত, এজন্য বলে।

হুত হউক বা অন্ন রহিত হউক সর্ব্বদা সেবনের নাম কাশ, হিক্কা ও বমনরোগে এইরূপ সেবন কর্ত্তব্য।

মিশ্রিত করিয়া সেবন করাকে গ্রাসান্তর বলে।

শ্বাসাদি রোগে লেহনীয় ঔষধ এইরূপে সেবনীয়।

ঔষধের কাল। পুরীষ, মূত্র ত্যাগ করিয়া দেহ শুদ্ধি হইলে, হৃদয় নির্ম্মল ও বায়ু সরল হইলে, ক্ষুধার শিথিল হইলে, আহার প্রদান করিবে।

সম্পূর্ণ।